সূচীপত্র

সূচীপত্র

— সূচীপত্র সমাপ্ত —

ঋগ্বেদ-সংহিতা

ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

◆

পূর্ব্বাভায।

[বেদ বিষয়ে অনন্তকালের গবেষণা;—বেদ কি—তদ্বিষয়ে মতভেদ, এবং বেদ কি—তাহার সার সিদ্ধান্ত;—কাল ও রচনা প্রসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক,—বিতণ্ডার নিরসনে শাস্ত্র ও যুক্তি,—বেদের সহিত মানব-জাতির ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের সম্বন্ধ,—বেদের স্বরূপ ও বিভাগাদি।]

বেদ-বিষয়ে অনন্ত গবেষণা

'বেদ' লইয়া যুগ-যুগান্ত ধরিয়া, কত যে আলোচনা—কত যে গবেষণা চলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। মানব জাতির ইতিহাসে,—শিক্ষার ও সভ্যতার অভ্যুদয়ের ও বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে,—বেদ-বিষয়ে কত মস্তিষ্ক যে কতভাবে আলোড়িত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। এ জগতে বোধহয় এমন কোনও জনপদ নাই, এই পৃথিবীতে বোধহয় এমন কোনও জাতির অভ্যুদয় ঘটে নাই—যাহাদের শিক্ষিত গর্ব্বোন্নত-সমাজ কোন-না-কোন আকারে বেদ-বিষয়ে আলোচনা করে নাই। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, ভারতে ও ভারতের বহির্দ্দেশে, যেখানেই মনুষ্য-সমাজ যখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, সেখানেই স্বপক্ষেই হউক আর বিপক্ষেই হউক, তাহাদিগকে বেদ-বিষয়ে আলোচনায় উদ্বুদ্ধ দেখিতে পাই। সম্মুখে ঐ যে অনন্ত শাস্ত্র-সমুদ্র বিদ্যমান, উহার বিশাল বক্ষে কি সাক্ষ্য উদ্ভাসিত রহিয়াছে? শাস্ত্র-রত্নাকর যে রত্নরাজি গর্ভে ধারণ করিয়া আপন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, তাহাই বা কি বিজ্ঞাপিত করিতেছে? সে কি বেদ নহে? ফলতঃ, বেদ-বিষয়ে যিনিই যাহা আলোচনা করিবেন, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন অভিনবত্বের দাবী কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

'বেদ কি'—মতভেদ ও সার-সিদ্ধান্ত

'বেদ' কি?—এ সম্বন্ধে কতই মতভেদ দেখিতে পাই। বেদ কি—এই মুদ্রিত বা পুঁথি আকারে অবস্থিত গ্রন্থখণ্ড? অথবা বেদ কি ঐ কয়েকটি শ্লোক বা মন্ত্র মাত্র? অথবা বেদ কি সেই উদাত্তাদি স্বর—যে স্বরে বেদ-মন্ত্র উচ্চারিত হয়? অথবা, বেদ কি যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম মাত্র? কত জনে কত ভাবে বেদের পরিচয় দিয়া থাকেন। বেদ কি? ধাত্বর্থের অনুসরণ করিলে জ্ঞানমূলক 'বিদ্' ধাতু হইতে "বেদ" শব্দের

উৎপত্তি উপলব্ধ হয়। 'বিদ্'-ধাতুর অর্থ 'জানা'। জানা বলিলেই কি 'জানা' ভাব আসে। জানা—ধর্ম্ম জানা, অধর্ম্ম জানা। জানা—সত্য জানা, অসত্য জানা। জানা—স্বরূপ জানা। ফলতঃ, যাহা দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের সত্যাসত্যের জ্ঞানলাভ হয়, অর্থাৎ যাহা দ্বারা স্বরূপ জানা যায়; এক কথায় যাহা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাহাই 'বেদ'। সেই সর্ব্ববিধ জ্ঞানেরই নামান্তর—পরমেশ্বরের জ্ঞান। ধাত্বর্থের অনুসরণেও (বিদ্যতে জ্ঞায়তে পরমেশ্বরোঽনেনেতি 'বেদঃ', বিদ্ ধাতোঃ করণে ঘঞ্) এই অর্থই সিদ্ধ হয়। জ্ঞান সত্য, জ্ঞান নিত্য, জ্ঞান সনাতন, জ্ঞান অপৌরুষেয়; সুতরাং জ্ঞানই ধর্ম্ম; যাহা জ্ঞানের বিপর্য্যয়, তাহা অধর্ম্ম। বেদ সেইজন্যই ধর্ম্ম; বেদ-বিপর্য্যয় তজ্জন্যই অধর্ম্ম। "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" বেদ যে সনাতন, বেদ যে সত্য, এই বাক্যেই তাহা প্রতীত হয়। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—'যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয় না, বেদ তাহা সপ্রমাণ করে। অনুমান ও প্রমাণের অজ্ঞাত সামগ্রীর সন্ধান করে বলিয়াই বেদের বেদত্ব।'

'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিন্দতি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা॥'

যাহা স্বপ্রমাণ, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, যাহার প্রমাণের আবশ্যক করে না, তাহাই 'বেদ'। মহর্ষি আপস্তম্বের মতে—মন্ত্র-রূপ ও ব্রাহ্মণ-রূপ শব্দরাশিই 'বেদ'। মন্ত্র—জ্ঞানমূলক; ব্রাহ্মণ— কর্ম্মবিধি-প্রবর্ত্তক। মন্ত্রের অর্থজ্ঞান না হইলে, বৈদিক কর্ম্মে জ্ঞান হয় না; কর্ম্মজ্ঞানের অভাবে, কর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব সঙ্ঘটিত হয়, কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি-নিবন্ধন, কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে না; কর্ম্মের অননুষ্ঠানে, কর্ম্মের ফললাভ কদাচ সম্ভবপর নহে; এই জন্যই মন্ত্র জ্ঞানমূলক। এ বিষয়ে 'নিরুক্ত' নামক বেদাঙ্গগ্রন্থরচয়িতা মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন, "মননাৎ মন্ত্রাঃ।" অর্থাৎ, স্বর (উদাত্তাদি) এবং ছন্দঃ (অনুষ্টুপাদি) সহযোগে উচ্চার্য্যমাণ শব্দসমূহ বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তিরূপ জ্ঞানের মনন (অর্থাৎ বোধ) করায় বলিয়া ইহার নাম 'মন্ত্র'। অর্থ উপলব্ধ হইলে, মন্ত্র— কর্ম্মজ্ঞান-প্রবর্ত্তক হয়; কিরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের যথোক্ত ফললাভ করিয়া ঐহিক সুখ ও পারত্রিক মোক্ষফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ব্রাহ্মণ, ইত্যাকার কর্ম্ম-বিধির বিধান করেন। জ্ঞানলাভ-হেতু যে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, অথবা কর্ম্ম-সম্পাদন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকেই কহে—বেদ। এখানে কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ। ফলতঃ, ইহাতেও বুঝা যায়, যে মন্ত্রে যে প্রক্রিয়ায় পরম জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই বেদ। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাই বলিয়া গিয়াছেন,— 'বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্ব্বি-বক্ষিতঃ।' যে শব্দরাশি প্রমাণের অপেক্ষা করে না, তাহাই 'বেদ'। যাহা সত্য, তাহা সপ্রমাণ করার কখনও প্রয়োজন হয় না। যাহা সনাতন, তাহার পরিবর্তন কখনও সম্ভবপর নহে। যাহা অপৌরুষেয়, মানুষের কি সাধ্য—তাহার প্রবর্ত্তনার অধিকারী হইবে? সত্য যেমন আজি একরূপ এবং কালি আর একরূপ হয় না; সত্য যেমন চিরদিনই অপরিবর্ত্তিত অব্যয় ভাবে বিরাজমান থাকে; যাহা প্রকৃত 'বেদ', যাহা যথার্থ জ্ঞান, তাহা সেইরূপ, অবিকৃত, অচঞ্চল ও অবিনাশী হইয়া চিরকাল বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্ঞানও যাহা, ব্রহ্মও তাহাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—'বিজ্ঞানং ব্রহ্মতি ব্যজানাৎ।' এই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়া থাকেন—"ন বেদা বেদমিত্যাহর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্।" অর্থাৎ, মন্ত্রাদিসম্বলিত, পুস্তকখণ্ড মাত্র বেদ নহে; সনাতন ব্রহ্মকেই বেদ কহে।' 'বেদ' তাহারই নাম—যাহা সত্যরূপে, জ্ঞানরূপে ও প্রমাণরূপে চিরবিদ্যমান আছে।

'বেদ' ও তাহার উৎপত্তি বিষয়ে বিতর্ক।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বেদ-নামে প্রচারিত যে গ্রন্থ-সমূহ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় তবে কি? ঐ যে ঋগ্বেদ, ঐ যে সামবেদ, ঐ যে যজুর্ব্বেদ, ঐ যে অথর্ব্ববেদ—এ সকল কি তবে বেদ নহে? আর যদি এই সকল গ্রন্থকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাদের অনাদিত্ব অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব কি প্রকারে সপ্রমাণ হইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর বড়ই কঠিন। এ প্রশ্নের সমাধান জন্য দর্শনকারগণের মস্তক বিশেষভাবে আলোড়িত হইয়াছে। এই সংশয়ের নিরসন উদ্দেশ্যেই অনন্ত শাস্ত্রের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। বিষয়টি হৃদয়ে ধারণা করিবার উপযোগী; উহা ভাষায় বুঝাইবার সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই আছে। তথাপি আমরা এস্থলে স্থূলভাবে প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছি। এই যে মন্ত্রাদি—ঋক্-সাম যজুঃ-অথর্ব্ব-বেদের মধ্যে নিবিষ্ট রহিয়াছে, আমরা মনে করি, হিন্দুমাত্রেই মনে করেন, এই মন্ত্রগুলি—নিত্য সনাতন স্বপ্রমাণ ও অপৌরুষেয়; আর, ঐ মন্ত্রগুলি যে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, উহা দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যে ভাবে, যে অবস্থায়, যে স্বরে, যে অধিকারীর যে মন্ত্র উচ্চারণ করা প্রয়োজন, সকলে তাহা পারে না বলিয়াই সে মন্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ হয় না। অনুষ্টুপাদি যে ছন্দঃ আছে, উদাত্তাদি যে স্বর আছে, মন্ত্রোচিত সংযমাদির যে যজ্ঞবিধি আছে, তাহার অনুবর্ত্তন না করিয়া, তৎসমুদায়ে সিদ্ধিলাভে সমর্থ না হইয়া, বিকৃত মন্ত্রে, বিকৃত ব্যবহারে, সুফল-লাভের আশা দুরাশা মাত্র। একটা স্থূল দৃষ্টান্তে বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন—কাহারও নাম—'জগদীশ'। যদি কেহ জগদীশকে 'জ্যোতিষ' বলিয়া ডাকে—'জগদীশ' কি তাহার উত্তর দিবেন? কে কাহাকে ডাকিতেছে মনে করিয়া, তিনি নিশ্চয়ই সে ডাকে উপেক্ষা করিবেন। কিন্তু যদি কেহ জগদীশকে তাঁহার প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকিতে পারেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই জগদীশ সে ডাকে কর্ণপাত করিবেন। অধিকারী অনধিকারীর প্রসঙ্গও এই সূত্রে উত্থিত হইতে পারে। মনে করুন, জগদীশ—সম্ভ্রান্ত লোক; পথে কতকগুলি নীচ-লোক তাঁহার নাম উল্লেখে যদি আহ্বান করে, তিনি তাহাতে কখনই কর্ণপাত করিবেন না, —তাহারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে বলিয়া মনে করিতেই পারিবেন না। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই তাঁহাকে আহ্বান করিতে পারে। এই সাধারণ জ্ঞান হইতেই বুঝিতে পারি না কি—বেদমন্ত্রাদি যাঁদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে যে জন, সেই জনই তাঁহাকে ডাকিবার অধিকারী,—সেই জনের আহ্বানই তাঁহার স্থানে পৌঁছিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে বিচার করিলে, মন্ত্রাদির নিত্যত্ব এবং প্রামাণ্য-বিষয়ে সকল সংশয় দূরীভূত হয়।

বেদের বয়স ও রচয়িতা-প্রসঙ্গে।

স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধ হয় না বলিয়াই, বেদ-বিষয়ে নানা সংশয়-প্রশ্ন জাগরূক হয়,—বেদের উৎপত্তি ও রচনা-সম্বন্ধে নানা মত পরিদৃষ্ট হয়। অপিচ, যে বস্তু যত দূর-অতীতের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত, যে দূর-অতীতে স্মৃতি পৌঁছিতে পারে না, তাহার বিষয়ে কল্পিত কথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার, যাঁহার দৃষ্টি যাদৃশ সীমাবদ্ধ, পুরাতন সনাতন সামগ্রীর উৎপত্তি-বিষয়ে তিনি সেইরূপ সময় নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পান। পাশ্চাত্যমতাবলম্বী প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণাক্রমে বেদের বয়স তাই চারি সহস্র বৎসরের অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। খ্রিস্টজন্মের দুই বৎসরের

অধিক পূর্ব্বে যে বেদের জন্ম হইতে পারে, পাশ্চাত্য-শিক্ষিত অধিকাংশ পণ্ডিত তাহা অনুমান করিতে সঙ্কুচিত হন। তাঁহাদের সেই দৃষ্টির ফলে, বেদের উৎপত্তিকাল গণনাঙ্কের গণ্ডীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই কালনির্ণয়ে এতই মতভেদ দেখিতে পাই যে, তাঁহার কোনও মতের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। কেহ কহেন,—২০০০ পূর্ব্ব-খ্রিস্টাব্দে, কেহ কহেন ৫০০০ পূর্ব্ব- খ্রিস্টাব্দে, কেহ কহেন,—স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল। এইরূপ নানা শ্রেণীর লোকের নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের বয়স সম্বন্ধে যেমন বিতণ্ডা, উহার রচয়িতা-সম্বন্ধেও সেইরূপ বিতণ্ডা দেখিতে পাই। অধুনা-প্রচলিত ঋগ্বেদাদি যে সকল শাস্ত্র দেখিতে পাই, তাহার সূক্ত-বিশেষের রচয়িতা বলিয়া এক এক ঋষির নাম প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাতন পুঁথি-পত্রে সূক্তের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের বিনিয়োগকর্ত্তা এক এক ঋষির নাম সন্নিবিষ্ট আছে; তদ্দৃষ্টে তাঁহারাই সেই সেই সূক্ত রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে। বেদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে, এইরূপ নানা জনের নানা মত দেখিতে পাই। যেখানে এত মতবিরোধ, সেখানে কোন্ মতে কে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন?

বিতণ্ডার নিরসনে শাস্ত্র ও যুক্তি।

এ ক্ষেত্রে 'বেদ' যে কি—তাহা কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? যেখানে মানুষের গবেষণা প্রতিহত হয়, সেখানে ঋষি-বাক্যের—শাস্ত্র-বাক্যের সার্থকতা মানিতে হয়। যাহা পুরাতন, যাহা সনাতন অধুনাতন তাহার কি সাক্ষ্য দিবে? মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন—"ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্ত চতুর্ম্মুখঃ।" (পরাশর-সংহিতা)। অর্থাৎ, বেদের রচনাকর্ত্তা কেহই নাই; চতুর্ম্মুখ যে ব্রহ্মা, তিনিও বেদের রচয়িতা নহেন,—স্মরণকর্ত্তা মাত্র। তবেই বুঝা যায়, ব্রহ্মা যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া বিঘোষিত হন, তাঁহারও পূর্ব্বে—সৃষ্টিরও পূর্ব্বে, বেদমন্ত্র তাঁহার স্মৃতিমূলে বিদ্যমান ছিল। মহর্ষি মনু (মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ২১ম শ্লোক) কহিয়াছে—

"সর্ব্বেষাস্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥"

অর্থাৎ—'সৃষ্টির আদিতে সেই পরমাত্মা, বেদের উপদেশ অনুসারে, পৃথক্ নাম, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম, এবং পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি-বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।' ইহাতেও বুঝা যায়, এই পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্ব্বেও বেদ ছিল; আর সেই বেদ-অনুসারে সৃষ্ট-পদার্থের নাম কর্ম্ম ও বৃত্তি প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যে বেদকে অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই ঋগ্বেদেও (পুরুষ-সূক্তে) উক্ত আছে—

"তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥"

অর্থাৎ,—'সৃষ্টির আদিভূত যে পুরুষ, তাঁহা হইতে ঋক্ ও সাম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহা হইতেই ছন্দঃসকল ও যজুঃ জন্মিয়াছিল।' এ উক্তি অপেক্ষা প্রাচীনত্বের প্রমাণ অধিক আর কি হইতে পারে? সৃষ্টির আদিতে 'বেদ' ছিল, এ সংবাদ সকল শাস্ত্রই ঘোষণা করিতেছেন। আবার সৃষ্টি যখন অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন বেদও অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বেদের জন্মকাল কে নির্ণয় করিবে? তার পর, বেদের যে কেহ রচয়িতা আছেন, অর্থাৎ

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

(প্রথম খণ্ড)

প্রথম মণ্ডল।

প্রথম অষ্টক

— ১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা। ছন্দ : গায়ত্রী]

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ১ ॥
অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভীরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥
অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎপোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরবত্তমম্ ॥ ৩ ॥
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥
অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরাগমৎ ॥ ৫ ॥
যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥ ৬ ॥
উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি ॥ ৭ ॥
রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্ধমানং স্বে দমে ॥ ৮ ॥
স নঃ পিতেবঃ সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯ ॥

হিতসাধক, সৎকর্মের দেবতা, অর্থাৎ সৎকর্মজাত
মন্ত্রার্থ — সৎকর্মকারক,—মনুষ্যগণের দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী, দীপ্তিদানাদিগুণস্বরূপ, সর্বদা সৎকর্মে নিয়োজক, জ্ঞানদেবতাকে—সেই তেজোময় চৈতন্যস্বরূপকে ধর্মার্থকামমোক্ষস্বরূপ পরমধনে বিধাতা, জ্ঞানের পূজা করা। দেবত্বের অনুসরণই—(অগ্নিকে), আমি স্তব ক'রি। [জ্ঞানের অনুসরিতাই—জ্ঞানের পূজা করা। দেবতার উপাসনা।—মন্ত্রটি এক পক্ষে আত্ম-উদ্বোধক, পক্ষান্তরে প্রার্থনামূলক] ॥ ১ ॥

জ্ঞানিগণ কর্তৃক অনুসরণীয়; সর্বথা অনুসরণীয় সেই যে জ্ঞানাগ্নি—সর্বকাল বিদ্যমান, আত্মদ্রষ্টা দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহকে (সকল দেবভাবসমূহকে) জ্ঞানাগ্নি, এই যজ্ঞ অর্থাৎ আমাদের নিত্যকর্মে দেবগণকে আনয়ন করুন অর্থাৎ এই জ্ঞানযজ্ঞের ব আনয়ন করেন। [সেই জ্ঞানাগ্নি এই যজ্ঞে তিনি যে বিশ্বপাতা, তিনি যে বিশ্ববিধাতা, তিনি যে সৎকর্মের ফলে আমায় দিব্যজ্ঞান দান করুন। সেই স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়। তিনি অধমকে বিশ্বেশ্বর; এ যজ্ঞের ফলে এ অধম যেন জ্ঞানের অনুমোদিত সৎকর্মের ফলে, আমি যে দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন; তাঁর প্রভাবে, দেবত্বলাভ ক'রি] ॥ ২ ॥

দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্ত হই—আমি যেন পরিবৃদ্ধির সাথে, নিত্যই বর্ধমান, শ্রেষ্ঠত্ব-সাধক, খ্যাতিপ্রদ, জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নির শাস্ত্র-অনুমোদিত কর্ম, প্রবৃত্তই হোক আর নিবৃত্তই হোক, উভয়েই পরমার্থরূপ ধন লাভ করা যায়। [অগ্নি বলতে যে জ্ঞানাগ্নিকেই নির্দেশ করা হয়েছে, তা এখানে বোঝা যায়। শুভ ফল প্রদান করে।—হৃদয়ে এই জ্ঞানাগ্নির পরিবৃদ্ধিতেই সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়] ॥ ৩ ॥

হে জ্ঞানদেব! রিপুগণ কর্তৃক অহিংসিত যে প্রসিদ্ধ যজ্ঞকে (সৎকর্মকে) সর্বদিকে আপনিই প্রাপ্ত হন, সেই যজ্ঞই (সেই কর্মই) দেবগণের দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহের সমীপে গমন করে—মিলিত হয়। [রাজসিক যজ্ঞকারিগণ দেখছেন—ঘৃতাহুতি প্রদত্ত ব্যোমপথে ধূমায়িত সাক্ষাৎ প্রকাশমান ঐ অগ্নিদেবকে। সাত্ত্বিক যজ্ঞকারী সাধকগণ দেখছেন—সে অগ্নি সেই অবাঙ্মনসগোচর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাগ্নি। যারা দৃষ্টিহীন, তারাই অন্ধকার মাত্র দেখে] ॥ ৪ ॥

হে অগ্নিদেব! আপনি হোতা, আপনি কবিক্রতু (অর্থাৎ অশেষ প্রজ্ঞাসম্পন্ন)। আপনি চিত্রশ্রবস্তম (অর্থাৎ অতিশয় যশকীর্তি সম্পন্ন) আপনি দেব (অর্থাৎ দানাদি-গুণযুক্ত দীপ্তিমন্ত)। দেবগণ সহ আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন। [যিনি বহুরূপে প্রতিভাত হন, যাঁকে বহু নামে পরিচিত করা যায়, যাঁর বিভব বহুভাবে ব্যক্ত হ'তে থাকে, তিনি বহু হ'লেও এক, এক হ'লেও বহু। সুতরাং সেই জ্ঞানদেবতা যেন সকল-রূপে আসেন, তাঁর সঙ্গেই যেন সকল রূপ প্রকাশ পায়। অগ্নিরূপে জ্যোতিরূপে তাঁর যে বিভূতি, সে বিভূতি প্রকাশ পাক; আর অন্যান্য দেবতারূপেও তাঁর যে বিভূতি, আমার অন্তরে তারও প্রকাশ হোক] ॥ ৫ ॥

হে অগ্নিদেব! আপনি যে যজ্ঞকারী যজমানের (নিষ্কামকর্ম-সাধকের) কল্যাণসাধন করেন, তা আপনারই (উপযুক্ত বা প্রীতিসাধক)। হে অঙ্গিরঃ! তা-ই সত্য (অর্থাৎ আপনি মানবের একমাত্র কল্যাণকারী, অথবা সে কর্ম আপনারই উদ্দেশ্যে বিহিত। [কাম্যকর্ম ও নিষ্কাম-কর্ম উভয় কর্মের প্রযোজক এই ঋক্, উভয় শ্রেণীর মানুষকে—প্রথম স্তরের এবং শেষ স্তরের এই উভয় স্তরের সাধককে—শ্রীভগবানের আরাধনায় উদ্বুদ্ধ করছে] ॥ ৬ ॥

হে অগ্নিদেব! আমরা দিবারাত্রি সর্বক্ষণ (অথবা 'রাত্রিতে প্রকাশমান') আপনাকে অন্তরের সাথে (অথবা সত্ত্বরবিরহিত চিত্তে) অর্চনা করতে করতে আপনার সমীপে উপনীত হ'তে সমর্থ হই (অর্থাৎ, আপনাকে প্রাপ্ত হই)। [আপনাকে অর্চনা করতে করতে, আপনার অর্চনে, আপনার স্মরণে, আপনার ধ্যানে, আপনার অনুধ্যানে, তন্ময় হ'তে হ'তে, যেন আপনার সমীপে গমন করতে পারি, আপনাকে প্রাপ্ত হ'তে সমর্থ হই। আমায় সেই সামর্থ্য দিন—আমার পূজা পদ্ধতি যেন তেমনভাবেই অনুষ্ঠিত হয়, আর সেই অনুষ্ঠানে যেন আপনাকে সর্বজ্ঞানের আধার জেনে আপনাতেই লীন হ'তে পারি।—আমাদের অন্তর্দৃষ্টি অবরোধকারী অজ্ঞান অন্ধকার নাশকারী সেই ভগবানকে পেয়ে থাকি] ॥ ৭ ॥

যজ্ঞের রাজা, সত্যের রক্ষাকর্তা, দীপ্তিমান স্বপ্রকাশ, আত্মগৃহে (হৃদয়ে) ক্রমবর্ধমান, হে জ্ঞানরূপ অগ্নি! আমরা যেন আপনার সমীপস্থ হ'তে পারি; অর্থাৎ আপনার সামীপ্য-লাভ করি। [অন্তরে যজ্ঞাগ্নি জ্বলে উঠলে ভক্ত আপন সত্ত্বা আহুতি দিলে জ্ঞানাগ্নি বৃদ্ধি পাবে; তখন মানুষ মুক্তির সমীপস্থ হবে] ॥ ৮ ॥

পিতা যেমন পুত্রের অনায়াসলভ্য, হে অগ্নিদেব! আপনি তেমনই আমাদের অনায়াসলভ্য হন; সর্বদা আমাদের মঙ্গল বিধানের জন্য (পিতার মতো জ্ঞানদাতা হয়ে) উপস্থিত থাকুন। [তুমি (অর্থাৎ, হে মানব!) পুত্রের মতো হও, তাকে পিতার মতো দেখ; তবে তিনি তোমার নিকটস্থ হয়ে তোমার মঙ্গল-বিধান করবেন। হও গুণময়, হও সৎ-চরিত্র, হও সৎ আচার-সম্পন্ন, হও সততায় বিভূষিত। পিতা তিনি, স্নেহময় তিনি, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ক্রোড়ে তুলে নেবেন, তোমার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করবেন] ॥ ৯ ॥

টীকা — প্রথম মণ্ডলের এই সূক্তটি 'আগ্নেয় সূক্ত' নামে অভিহিত। এই সূক্তে আমরা যে অগ্নির স্তব করছি, তিনি কি সেই জড় অগ্নি? দুর্গাদাস লাহিড়ী বলেন—"যিনি অগ্নির অগ্নিত্ব, যিনি বায়ুর বায়ুত্ব, যিনি ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব—সে কি সেই অগ্নির উপাসনা নয়? যিনি বিশ্বের আদি, যিনি বিশ্বের বীজ, যিনি বিশ্বের প্রাণ, যিনি বিশ্বেশ্বর রূপে বিরাজমান; যিনি মাতা, যিনি পিতা, যিনি দয়িতা; যিনি দেব, যিনি অসুর, যিনি মানব, যিনি গন্ধর্ব; যিনি সর্বরূপে সকলের মধ্যে অবস্থান করছেন; এ অগ্নি কি তাঁরই নামান্তর নয়? যদি কেবলমাত্র ঐ যজ্ঞকুণ্ডস্থ অগ্নিকে লক্ষ্য করেই স্তোত্র প্রযুক্ত হয়ে থাকবে, তাহলে তাঁকে পুরোহিত, ঋত্বিক, ধনাধিকারী, দাতা প্রভৃতি বিশেষণে কেমন করে বিশেষিত করা যায়? মনে হয় না কি, তিনি ঐ অগ্নির অতীত অপর এক অগ্নি—যাতে সকলই আছে? তাঁর নামের অন্ত নেই; অগ্নি তাই তাঁর একটি নাম। তাঁর রূপের অন্ত নেই; অগ্নি তাই তাঁর একটি রূপ। তাঁর গুণের অন্ত নেই; তেজঃ তাই তাঁর একটি গুণ। তাঁর শক্তির অন্ত নেই; দাহিকা তাই তাঁর একটি শক্তি। তাঁর প্রভার অন্ত নেই; দীপ্তি তাই তাঁর একটি প্রভা। তিনি অনলে, অনিলে, সলিলে,—তিনি ভূলোকে, দ্যুলোকে, গোলোকে,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তিনি এক রূপে অনন্ত নামে; আবার অনন্ত রূপে এক নামে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থান করছেন। যখন জ্যোতির্ময় তাঁর নাম; তখন অগ্নিরূপে মর্ত্যলোকে সূর্যরূপে অন্তরীক্ষে এবং ইন্দ্রাদিদেবরূপে স্বর্গলোকে বিরাজমান আছেন। উপনিষদ্ বলেছেন—ব্রহ্ম চারভাবে বিকাশমান। জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তিতে রুদ্র, তুরীয়ে পরমাক্ষর। সেই যে তুরীয় অবস্থা, তখন তিনিই আদিত্য, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই প্রাণ, তিনিই জীব, তিনিই অগ্নি।"

◆ ◆

— ২ সূক্ত —

[দেবতা : বায়ুদেব প্রভৃতি। ঋষি : বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা। ছন্দ : গায়ত্রী]

বায়বা যাহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতাঃ। তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্ ॥ ১ ॥
বায় উকথেভির্জরন্তে ত্বামচ্ছা জরিতারঃ। সুতসোমা অহর্বিদঃ ॥ ২ ॥
বায়ো তব প্র পৃঞ্চতী ধেনা জিগাতি দাশুষে। উরুচী সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরা গতম্। ইন্দবো বামুশন্তি হি ॥ ৪ ॥
বায়বিন্দ্রশ্চ চেতথঃ সুতানাং বাজিনীবসু। তাবা যাতমুপ দ্রবৎ ॥ ৫ ॥
বায়বিন্দ্রশ্চ সুন্বত আ যাতমুপ নিষ্কৃতম্। মক্ষিত্থা ধিয়া নরা ॥ ৬ ॥
মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসম্। ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥ ৭ ॥
ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা। ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥ ৮ ॥
কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া। দক্ষং দধাতে অপসম্ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে প্রিয়দর্শন বায়ুদেব! আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন। সোমসুধা সজ্জীকৃত (বিশুদ্ধিকৃত) হয়ে রয়েছে। সোমসুধা (ভক্তিসুধা) আপনি পান করুন; (আমাদের যজ্ঞ উপহার গ্রহণ করুন); আর আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'সোমলতা' পেষণ করলে দুগ্ধের মতো শ্বেতবর্ণ এবং ঈষৎ অম্লরস নির্গত হয়, তাই মাদক অবস্থায় পরিণত ক'রে পূর্বকালে যজ্ঞে ব্যবহৃত হতো' ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে, যুক্তিযুক্তভাবে, দেখা যায়, এই ঋকে কিন্তু বায়ু দেবতাকে সেই মাদক-দ্রব্যে (সোমরসে) প্রলোভিত করা হচ্ছে না। এই স্থলে ভক্ত সেই পরমব্রহ্মকে (বায়ু যাঁর অন্যতম বিভূতি—তাঁকে) কাতর কণ্ঠে ডাকছেন,—তিনি যেন স্নিগ্ধ বায়ুরূপে এসে, তাঁর স্নিগ্ধ হিল্লোলে, সুধাধারে (সোমরসের বা হৃদয়ের শুদ্ধভক্তির বা শুদ্ধসত্ত্বের ধারায়) এসে তাঁর অর্থাৎ ভক্তের ঈশ্বর বিরহ-খিন্ন হৃদয়কে সঞ্জীবিত করেন।— এইভাবেই সাধক ভগবানের মহিমায় অনুপ্রাণিত হন] ॥ ১ ॥

হে বায়ুদেব! যজ্ঞকালাভিজ্ঞ স্তোতৃগণ সুসংস্কৃত সোম সহ (বিশুদ্ধা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে) বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক আপনার উদ্দেশ্যে স্তব করছেন। (আমরাও সেই স্তবে আপনাকে আহ্বান করছি)। [ভাববিভোর সাধক তন্ময় হয়ে দেখছেন,—দেবতা যেন তাঁর কাছে সোমরসের (অর্থাৎ, ভক্তি-সুধার) প্রার্থী হয়েছেন। সাধক এই ভাব অনুভব করছেন, আর তিনি অধিকতর ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে পড়ছেন।—দেবতার উদ্দেশ্যে হুত 'সোম' যে বাস্তব কোনও পদার্থ নয়, সেটি যে প্রাণের সামগ্রী, পুরাণ-প্রমাণে তা সপ্রমাণ হয়। পুরাণে 'ত্রিত' ঋষির উপাখ্যান আছে। দৈবক্রমে তিনি একটি কূপের মধ্যে নিপতিত হন। সেই কূপের মধ্যে, সেই অবস্থাতেই তিনি বৈদিক নিত্যকর্ম যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেখানে তথাকথিত মাদক-লতা সোম ছিল না, সরস্বতী নদী ছিল না, অগ্নি বা আহবনীয় দ্রব্য কিছুই ছিল না। অথচ তিনি সেই কূপের মধ্যেই সোমযাগ সম্পন্ন করেন। ফলে দেবতাগণ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করেন। 'সোম' যে কি বস্তু, এতে আপনা-আপনিই বোঝা যায়। সোম—প্রাণের সামগ্রী—জ্ঞান-স্বরূপ। ঋষি অন্ধকারে নিপতিত হয়েছিলেন; সোম-যজ্ঞের প্রভাবে জ্ঞান-স্ফূর্তিতে তিনি মুক্তিলাভ করেন] ॥ ২ ॥

হে বায়ুদেব! সোমসম্বন্ধযুক্ত বহুজন-প্রশংসিত আপনার বাক্য, আপনার সোমপানের ইচ্ছা প্রকাশ করবার জন্য, যজমানের নিকট গমন করে। ['তোমার হৃদয়ে ভক্তিসুধা-সঞ্জাত হোক'— সাধক যেন দেবতার তেমন আকাঙ্ক্ষা অন্তরে অনুভব করছেন।— প্রচলিত ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করলে, স্পষ্টই মনে হয়, বায়ুদেবতা যেন মদ্যপ, সোমপান-লোভী। প্রকৃত অর্থ তা নয়। এটি তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত অর্থ এই—ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারে সোমধারা ক্ষরিত হয়। এ সোম শব্দে সেই সোমধারাকেই বোঝাচ্ছে। যখন সাধকের মনরূপ মধুকর শ্রীভগবানের চরণ-

সংযোজে মধুপানে মত্ত হয়ে পড়ে, সেই সময়ের সেই তন্ময় অবস্থাকেই 'সুতসোম' অবস্থা ব'লে মনে করাই সঙ্গত। সোম আর সুসংস্কৃত হয় কখন? উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ যখন অবিচ্ছিন্ন হয়,—যখন এক হয়ে যায়, বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে সোমরস প্রদান সার্থক হয় তখনই—যখন সামীপ্য আসে, যখন স্বারূপ্য লাভ হয়, যখন সাযুজ্য ঘটে। ভাব সেই এক, কথা সেই একই; বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন শব্দে, ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কার তুলে, হৃদয়ে সে ভাব বদ্ধমূল ক'রে নেবার উদ্দেশ্যেই, বিভিন্ন সূক্তের বিভিন্ন ঋকে বিভিন্ন ভাবের অবতারণা] ॥৩॥

হে ইন্দ্রদেব! হে বায়ুদেব! আপনারা উভয়ে অন্নাদি সহ (ত্রিগুণে সাম্যস্থানপূর্বক) আমাদের নিকট আগমন করুন। সুসংস্কৃত সোম (অন্তর্নিহিতা বিশুদ্ধা ভক্তি-সুধা) আমাদের প্রাপ্ত হবার জন্য কামনা করছে। [সোম (শান্তভাব) রুদ্রভাবকে প্রশমিত করবার জন্য সর্বদাই প্রযত্নপর।...সোম—সাত্ত্বিক ভাব—নিয়তই আশঙ্কা করছে—রজোভাব ও তমোভাব এসে আমাকে পান করুক, অর্থাৎ আমার সাথে মিশে স্নিগ্ধতা লাভ করুক। সে স্নিগ্ধতা ভিন্ন—সে সাম্যভাব ভিন্ন ভক্তের তাই আকুল প্রার্থনা, ঈশ্বর যেন তার হৃদয়ের রজঃ ও তমঃ ভাবকে সৎ-ভাবে বিলীন ক'রে দেন। কারণ তার হৃদয়ের সত্ত্ব-স্বরূপ সোমরস সেই দুই গুণভাবের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে,—তাদের পাবার জন্য একান্তে কামনা করছে। অর্থাৎ রজঃ ও তমোভাবের বিলীনতার ফলে ঈশ্বর সত্ত্ব-স্বরূপ সোমরসের দ্বারা তৃপ্ত হন] ॥৪॥

হে বায়ুদেব! হে ইন্দ্রদেব! আপনারা বাজিনীবসূ (উষার মতো প্রকাশমান অথবা হবিঃসম্ভতি অন্নের মধ্যে বিরাজমান) অর্থাৎ, জ্ঞান-স্বরূপ এবং আপনারা সোমতত্ত্বে অভিজ্ঞ (অর্থাৎ আমাদের অন্তর্নিহিত ভক্তির বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত) আপনারা উভয়ে ক্ষিপ্রগতিতে এই যজ্ঞক্ষেত্রে (হৃদয়-দেশে) আগমন করুন। [জ্ঞানরূপ উষার আলোকে হৃদয় যখন উদ্ভাসিত হয়, ভক্ত সাধক যখন হৃদয়-কমলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করতে সমর্থ হন, তখনই (ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদলকমল-বিনিঃসৃত সুধাধারা অর্থাৎ) সোমধারা ক্ষরিত হ'তে থাকে। ইন্দ্র ও বায়ুদেবতার (অর্থাৎ তাঁরা যে সেই একই পরমব্রহ্মের) স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলে হৃদয় উষার আলোকে উদ্ভাসিত হয়।...সাধক এখানে মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করছেন—ভগবান যেন ইন্দ্র ও বরুণরূপী তাঁর দুই বিভূতির স্বরূপে, তাঁর প্রতি করুণাপরবশ হয়ে, তাঁর হৃদয়-সঞ্জাত সেই ভক্তিসুধা (অর্থাৎ সোমধারা) গ্রহণ করবার জন্য হস্ত প্রসারিত করে আছেন] ॥৫॥

হে বায়ুদেব! আপনি ও ইন্দ্রদেব—নেতৃস্থানীয় পরম-পুরুষকার-বিশিষ্ট আপনারা উভয়েই সৎকর্মপরায়ণ এই অর্চনাকারীর সুসংস্কৃত সত্ত্বভাবের নিকট আগমন করুন; এবং আমার প্রার্থনা দ্বারা সত্বর আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হোন। [অর্চনাকারী আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হোক, তার দ্বারা আপনারা আমার হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন] ॥৬॥

পবিত্রবলযুক্ত মিত্রদেবকে এবং হিংসক শত্রুনাশক বরুণদেবকে, আহ্বান করছি। সেই দেবতা দু'জন আমাদের সত্ত্বভাবান্বিতা বিশুদ্ধা ভক্তিকে প্রেরণ ক'রে থাকেন। [সত্ত্ব-ভাবান্বিতা বুদ্ধি প্রাপ্তির জন্য শত্রুনাশক পবিত্রবল দেবতা দু'জনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ধ্বনিত হচ্ছে।—এ স্থলে মিত্র (সূর্যের) জ্ঞানের সাথে এবং বরুণ ভক্তির সাথে উপমিত হয়েছেন। লৌকিক হিসাবে সূর্য যেমন বরুণের (জলের) জনয়িতা, সূর্যের রশ্মিসম্পাত ভিন্ন যেমন বারিবর্ষণ হয় না; আধ্যাত্মিক হিসাবে তেমনই জ্ঞান ভক্তির জনয়িতা, অর্থাৎ জ্ঞানের উদয় ভিন্ন হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হতে পারে না।...জ্ঞান [illegible] অনুযায়ী ...তাই ভক্ত, ডাকছেন,—সেই দেব যেন মিত্ররূপে অন্তরে জ্ঞান [illegible]

সেই দেব যেন বরুণরূপে হৃদয়ের অশ...

করেন; ডাকছেন,—সেই দেব যেন বরুণরূপে হৃদয়ের অশ... করেন, অর্থাৎ
ভক্তির সঞ্চারক হন] ॥৭॥

হে ঋতাবৃধ (জলবৃদ্ধিকারী অর্থাৎ শস্য-উৎপাদনে সহায়ক, অথবা সত্যের বা যজ্ঞের পালক), ঋতস্পৃশ (অর্থাৎ সংসার-স্নিগ্ধকারী সলিলের সাথে সংস্রব-বিশিষ্ট অথবা সত্যের বা যজ্ঞের সাথে বিদ্যমান) মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়! আমাদের এই অঙ্গ-উপাঙ্গ সমন্বিত বৃহৎ যজ্ঞে (সকলরকম কর্মে) অবশ্যম্ভাবী ফলের সাথে আপনারা পরিব্যাপ্ত (বিদ্যমান) আছেন। [সেই দেবদ্বয় আমাদের সকল কর্ম ব্যেপে বিদ্যমান হোন—এই আকাঙ্ক্ষা।—হৃদয়ে বিরাট যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুসমূহ অহর্নিশ সে যজ্ঞ ধ্বংস করবার প্রয়াস পাচ্ছে। সেই দেবদ্বয় আগমন করুন। তাঁদের আগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল—ইন্দ্রিয়-নিরোধ। ইন্দ্রিয়-নিরোধে সেই রিপুশত্রুদের গতিপথ রোধ হয়; উচ্ছৃঙ্খলতা দমন হয়। আর, রিপুদস্যুর দমনে, আত্মজ্ঞানের উন্মেষ-সাধন ঘটে, আত্মজ্ঞানে আত্মসম্মিলন। ভক্ত সেই আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করছেন। তাঁরা আসুন—পরমশত্রু রিপুগণকে দমন করুন] ॥৮॥

কবি (মেধাবী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন), তুবিজাত (জনহিতসাধক, অথবা আজন্ম বহুবলশালী), উরুক্ষয় (বহুজনের আশ্রয়স্থল, অথবা বহুব্যাপী), হে মিত্র ও বরুণদেব! আপনারা আমাদের সৎকর্মসম্বন্ধী জ্ঞান এবং সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য অথবা কুশলবুদ্ধি প্রদান করুন। [সেই দেবদ্বয় আমাদের সৎকর্ম-সম্পাদনে সামর্থ্য ও সৎ-বুদ্ধি প্রদান করুন। মিত্রাবরুণ সেই সর্বমূলাধার পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নন। তাঁরা আমাদের কর্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, তাঁরা আমাদের কুশল-বুদ্ধি প্রদান করুন; অর্থাৎ আমরা যেন সেই কর্ম করতে পারি, যে কর্মের ফলে তাঁদের স্বরূপ-জ্ঞানরূপ কুশলবুদ্ধি (মঙ্গলজনক বুদ্ধি) সঞ্জাত হয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করতে করতে ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি হবে, তাঁর কর্মের দ্বারাই তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যাবে—এটাই স্থূল মর্ম] ॥৯॥

টীকা — ১ম আগ্নেয় সূক্তের পরেই এটি বায়বীয় সূক্ত। কিন্তু বায়বীয় সূক্তের এই নয়টি ঋকে বায়ুদেবতা ছাড়াও ইন্দ্র এবং মিত্রাবরুণ দেবতার স্তব আছে। দুর্গাদাস লাহিড়ী বলেন— "সৃষ্টি যে পঞ্চভূতাত্মক, সৃষ্টির প্রসঙ্গই যে আগ্নেয়-সূক্তে ও বায়বীয়-সূক্তে উক্ত হয়েছে, স্থিরধী ব্যক্তিমাত্রেই সে ভাব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।...যাঁর অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম, অনন্ত বিভূতি, অনন্ত আকৃতি, মানুষ তাঁর অনন্তত্বের ধারণা করতে না পেরেই তাঁকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ক'রে বলে—তিনি বায়ু; বলে—তিনি অগ্নি; বলে—তিনি যম; বলে—তিনি মরুৎ; বলে—তিনি ব্যোম...ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মিত্র, বরুণ—এ সবই তো তাঁর বিভূতি-বিকাশ মাত্র।...(তাঁকে যে নামেই সম্বোধন কর, তখন সব সম্বোধনই তাঁর নিকট পৌঁছাবে)।...বায়বীয়-সূক্তের আর এক লক্ষ্য—'যোগ' ব'লে মনে হয়। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম—যোগ। এটি বায়ুর কার্য। বায়ুর গতি রোধ করতে না পারলে, চিত্তবৃত্তিনিরোধ সম্ভব হয় না। সেইজন্যই যোগ ও যোগাঙ্গের অবতারণা।...সে পক্ষে বায়বীয় সূক্তকে যোগ-সাধনার মূলীভূত ব'লে মনে করা যেতে পারে।....

বায়ু—জীবের জীবন। যোগ—পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার প্রীতি-সংস্থাপন। আত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগ-সাধন-জন্য, প্রেমময় সচ্চিদানন্দ বিশ্বপ্রেমিকের সাথে তৃণতুচ্ছ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাত্মার প্রীতি-সংস্থাপন-উদ্দেশ্যে যোগ-সাধনার প্রয়োজন। এই বায়বীয়-সূক্তের তা-ই লক্ষ্য ব'লে মনে হয়। বায়বীয় সূক্তে বলা হয়েছে—যিনি প্রাণবায়ুরূপে তোমার দেহে নিত্য-বিরাজিত, তাঁকে পবিত্র প্রেমের বন্ধনে—প্রীতির শৃঙ্খলে তোমার হৃদয়-পিঞ্জরে আবদ্ধ কর। হৃদয়-সিংহাসনে প্রেমময়কে বসিয়ে, প্রেমভক্তির দিব্য

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। এইভাবে তাঁকে হৃদি-মধ্যে নিরুদ্ধ করতে পারলেই তোমার যোগ সাধনা সার্থক হবে; আর সেইরকম সাধনার ফলেই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটবে;—মোক্ষ অধিগত হবে।

◆ ◆

— ৩ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি। ঋষি : বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা। ছন্দ : গায়ত্রী]

অশ্বিনা যজ্বরীরিষো দ্রবৎপাণী শুভস্পতী। পুরুভূজা চনস্যতম্ ॥ ১ ॥
অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শবীরয়া ধিয়া। ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ ॥ ২ ॥
দস্রা যুবাকবঃ সুতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ। আ যাতং রুদ্রবর্তনী ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ অণ্বিভিস্তনা পূতাসঃ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ। উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রা যাহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ। সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥ ৬ ॥
ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বে দেবাস আ গত। দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতম ॥ ৭ ॥
বিশ্বে দেবাসো অপ্তুরঃ সুতমা গন্ত তূর্ণয়ঃ। উস্রা ইব স্বসরাণি ॥ ৮ ॥
বিশ্বে দেবাসো অস্রিধ এহিমায়াসো অদ্রুহঃ। মেধাং জুষন্ত বহ্নয়ঃ ॥ ৯ ॥
পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥ ১০ ॥
চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং। যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥ ১১ ॥
মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থ — সে প্রসারিত-বাহু, সুকর্ম-প্রতিপালক, পুরুভুজ (বহুভোজী বা দাতৃশ্রেষ্ঠ অথবা বিস্তীর্ণভুজ) অশ্বিনদ্বয়! আপনারা এই যজ্ঞনিষ্পাদক (সৎকর্মসমুদ্ভব) হবিঃস্বরূপ অন্ন (সত্ত্বভাবকে) গ্রহণ করুন। [এ প্রার্থনার মর্ম এই যে,—সেই দেবদ্বয় যেন আমাদের সৎকর্ম থেকে সমুদ্ভূত সত্ত্বভাবের সাথে মিলিত হোন।—এতে দেবগণকে (দেবভাবকে) অন্তরে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। তাঁরা শুভকর্মের পালক, প্রচুর পরিমাণে দাতৃত্ব-শক্তি সম্পন্ন; যজ্ঞকর্মের দ্বারা; শুভকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা, নিশ্চয়ই তাঁদের করুণা প্রাপ্ত হওয়া যাবে; অর্থাৎ আমাদের অন্তরের ব্যাধি (রিপুশত্রুদের আক্রমণ) ও বাহিরের ব্যাধি (রোগ-শোক-জরা-মরণ ইত্যাদির আক্রমণ) প্রতিহত হবে] ॥ ১ ॥

হে আশ্চর্যকর্মশীল, নেতৃত্বস্থানীয়, ধীমান্ অশ্বিনদ্বয়! আপনাদের অপ্রতিহতগতি আদর-বুদ্ধি, অর্থাৎ অবাধ অগাধ স্নেহ; আপনারা আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন, অর্থাৎ প্রার্থনা শ্রবণ করুন। [পরম স্নেহকরুণাবশে ভগবান্ আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। এখানে যুগলমূর্তির মধ্যে সেই লোকাতীত—দেবাতীত ঈশ্বরেরই স্তুতি। পাপীতাপীর উদ্ধারের জন্য তিনি (যমজভ্রাতারূপে) যেন পদ্মহস্ত বিস্তার ক'রে আছেন; তিনি যেন আদরসহকারে সকলকে আহ্বান ক'রে ক্রোড় দিতে প্রস্তুত

হয়ে আছেন] ॥ ২ ॥

হে রিপুনাশকারী, সত্যস্বরূপ, শত্রুদলনকারী (অশ্বিদ্বয়)! পাপসংশ্রবরহিত আমাদের ভক্তিসুধা সৎ-বৃত্তি-সহযুতা (বিশুদ্ধা) হোক; আপনারা আগমন করুন (গ্রহণ করুন)। [সেই দেবদ্বয়ের প্রভাবে আমাদের ভক্তি অবিমিশ্রা ও অবিচলা হোক; তাঁরা তা প্রাপ্ত হোন।—এই ঋকে শান্তিদাতা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে—তিনি ভক্তের হৃদয়ে আসুন। তার মানস-যজ্ঞে সে তার রিপুদলকে বলি-প্রদান করতে প্রস্তুত হয়ে আছে। এই তো তাঁর আসার উপযুক্ত অবসর।...মিথ্যায় অন্তর ঘিরে আছে। সত্যস্বরূপ তিনি আসুন। তাঁর সত্যের আলোকে মিথ্যার সে আঁধার দূরীভূত হোক। দুর্ধর্ষ রিপুদের দমন করতে তাঁর মতো বীর ভিন্ন আর কেউ সক্ষম নয়। সুতরাং তিনি এসে দুষ্টের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হোন। তাতে তাঁরই কৃপায় হৃদয় পাপশূন্য হোক; হৃদয়ে ভক্তিসুধা সঞ্চিত হোক। তিনি এসে তা গ্রহণ করুন; হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন] ॥ ৩ ॥

বিচিত্র-দীপ্তিশালী হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি (এই হৃদয়ে বা কর্মে) আগমন করুন। সুসংস্কৃত নিত্যপবিত্র সোম (বিশুদ্ধা ভক্তি বা সত্ত্বভাব অথবা বাষ্পনিবহ) অণুপরমাণুক্রমে আপনাকে পাবার কামনা করছে। [এখানে একটি সুন্দর উপমা বিদ্যমান। তার ভাব এই যে, বাষ্পরূপে পার্থিব পদার্থসমূহ যেমন আকাশকে প্রাপ্ত হয়, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসমূহ তেমনই ভগবানের সামীপ্য লাভ করে।—স্থূল দেহের পর সূক্ষ্ম দেহ এবং স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় রয়েছে। মানুষের মনোভৃঙ্গ কেন এই সংসার পঙ্কে মজে রয়েছে? সে কেন সেই ঈশ্বরের চরণসরোজে আশ্রয় নিতে পারে না? নিক, সে তাঁর শরণ নিক। তাঁর চরণপদ্মে আশ্রয় নিয়ে মত্ত হোক প্রেমসুধাপানে। তবেই তো সুসংস্কৃত সোম তাকে পাবার কামনা করছে—এই বাক্যের সার্থকতা হবে। তবেই তো সোমপানের ইচ্ছা বলবতী হবে তাঁর। তবেই তো দ্রবীভূত মেঘরূপে এসে তোমাতে মিশে যাবেন—তিনি। তবেই তো মনোবৃত্তিগুলিকে নির্মল ক'রে অণুপরমাণুক্রমে তাঁতে নিজেকে লীন করতে সমর্থ হবে তুমি। তবেই তো পরাগতি লাভ হবে—তোমার] ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব, জ্ঞানের বা ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত, জ্ঞানিগণের পরিদৃষ্ট, সেই আপনি—শুদ্ধসত্ত্বের অন্বেষণকারী (ভক্তিমার্গের অনুসারী) এই উপাসক আমার উচ্চারিত বেদমন্ত্র-রূপ স্তোত্র-সমূহের সমীপে আগমন করুন। [ঋকটির প্রধান লক্ষ্য—আত্ম-উদ্বোধন।...আমি পাই যেন—সেই জ্ঞান—সেই ভক্তি, যে জ্ঞানে যে ভক্তিতে ভগবানকে পাওয়া যায়। সেই ভক্তিই ভক্তি—সেই ভক্তিই পরাভক্তি—সেই ভক্তিই অনন্যা, সেই জ্ঞানই পরাজ্ঞান—সেই জ্ঞানই মোক্ষপ্রদ। এ ঋক্ বলছে—'জ্ঞান- ভক্তির পবিত্র ডোরে ভগবানকে বন্ধন করো। তিনি তোমায় চিদানন্দ প্রদান করবেন। সোমসুধা—সেই চিদানন্দ'] ॥ ৫ ॥

জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি ত্বরায় আমাদের স্তোত্র-সমীপে আগমন করুন; আর, আমাদের সত্ত্বসমন্বিত কর্মে আপনি অবস্থিতি করুন। [একপক্ষে মেঘ-রূপে উদয় হয়ে বারিবর্ষণে ধরণীর শীতলতা-সম্পাদন; অন্যপক্ষে প্রশান্ত মূর্তিতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে হৃদয়ের জ্বালা-নিবারণ।—আমাদের মন্ত্র ও কর্ম ভগবানকে প্রাপ্ত হোক] ॥ ৬ ॥

রক্ষক, প্রতিপালক, কর্মফলদাতা হে বিশ্বদেবগণ! অর্চনাকারীর পূজা বা হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণের নিমিত্ত আপনারা আগমন করুন। [প্রার্থনাকারী নিজের হৃদয়ে সকল রকম দেবভাব সঞ্চয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন, কারণ সেই দেবগণ বা দেবভাবসমূহই আমাদের রক্ষক ও প্রতিপালক।...তাঁরা কেমন? তাঁরা আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণ কর্তৃক ধৃত। আমাদের সৎকর্মের অ

ক'রে তাঁরা (একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের নানা বিভূতিধারী দেবগণ বা দেবভাবসমূহ) সেই সংকর্মের সাথে মিলিত হোন] ॥ ৭ ॥

হে বিশ্বদেবগণ! 'অপতুর' (অভীষ্টপ্রদ অথবা দ্রুতগামী) 'উস্রা' (সূর্যরশ্মিসমূহ অথবা মাতৃগণ) যেমন 'স্বসরে' (দিবসে অথবা আপন গৃহে সন্তানের নিকটে) আগমন করেন, আপনারা তেমনই ত্বরাহিত হয়ে এই যজ্ঞে আগমন করুন। [সূর্যরশ্মি যেমন দিনকে প্রাপ্ত হয়, অথবা মাতৃগণ যেমন সন্তানের নিকটে আগমন করেন, সেই দেবগণও যেন তেমনই আমাদের প্রাপ্ত হন।—যাদের হৃদয়ের সৎ-বৃত্তিগুলি জাগরূক হয়ে যজ্ঞের আহুতিস্বরূপ প্রস্তুত রয়েছে, আর তার দ্বারা যাঁদের হৃদয়ে আনন্দের সহস্রধারা প্রবাহিত হয়েছে; সেই আনন্দের মধ্যে (একই পরমেশ্বরের বিভিন্ন বিভূতিসম্পন্ন) বিশ্বদেবগণের আগমন যে সূর্যরশ্মির মতো ত্বরান্বিত হবে, তাঁরা সেই ভাবই উপলব্ধি ক'রে থাকেন] ॥ ৮ ॥

অক্ষয়, অমর, সর্বজ্ঞ, কল্যাণপ্রদ, ধনদ বা ভগবৎ-প্রাপক, হে বিশ্বদেবগণ! আপনারা আমাদের এই কর্মকে প্রাপ্ত হোন। [যজ্ঞ-দান-তপের মধ্যে সকল দেবভাবের আকর স্বয়ং ভগবান বিরাজমান। এগুলির দ্বারাই তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়; অর্থাৎ আমাদের নিষ্কাম-কর্মের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ দ্বারা তাঁর সামীপ্য-স্বারূপ্য-সাযুজ্য ইত্যাদি মুক্তি যথাক্রমে লাভ হয়ে থাকে] ॥ ৯ ॥

পতিতপাবনী, জয়প্রদায়িনী, কর্মফলবিধায়িনী, দেবী সরস্বতী (জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী) আমাদের যজ্ঞ (আরব্ধ কর্ম) জয়ের সাথে সম্পন্ন ক'রে দেন। [আমাদের অনুষ্ঠান যেন জয়যুক্ত করে,—পরমধন প্রদান করে।—কিন্তু এ মন্ত্রে কাকে আহ্বান করা হয়েছে?....বিশ্বদেবগণের স্তব শেষ ক'রে, পুরুষরূপে পিতারূপে তাঁর স্তব শেষ ক'রে যখন তৃপ্তি হলো না, তখন ঈশ্বরের অন্য এক বিভূতির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হলো। তিনি মাতৃরূপে স্নেহধারায় সন্তানের শ্রেয়ঃসাধন করেন, তখন সেই ভাব জাগরূক হলো। এটা সাধনার একটা স্তর বিশেষ। 'সরস্বতী' শব্দে যাঁরা জল বা নদী অর্থ করেন, তাঁদের বোঝা উচিত, এ জল—সাধারণ জল নয়, এ নদী—পর্বতবাহিনী সাধারণ স্রোতস্বিনী নয়। এ ধারা—জননীর স্নেহধারা, এ নদী—অমৃত-বাহিনী।....এক দিকে তেজোরূপে, বায়ুরূপে, ক্ষিতিরূপে তিনি (অর্থাৎ ঐ একতম ঈশ্বর) যেমন প্রকাশমান রয়েছেন, অন্যদিকে তিনি আবার তেমনই মমতার মন্দাকিনীরূপে, স্নেহের নির্ঝরিণীরূপে প্রবাহিতা হচ্ছেন। আমরা যেন সুকর্মপরায়ণ হই; তা হলেই তিনি অন্নের দ্বারা, ধনের দ্বারা, কামনার অতীত সামগ্রীর দ্বারা, মোক্ষরূপ পরম ধনের দ্বারা আমাদের সুকর্মের ফল প্রদান করবেন] ॥ ১০ ॥

চোদয়িত্রী (অর্থাৎ সত্যের প্রেরয়িত্রী), সুবুদ্ধির। জাগরণকর্ত্রী, দেবী সরস্বতী (জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী) আমাদের এই যজ্ঞ (আরব্ধ কর্ম) সুসম্পন্ন ক'রে দেন। [জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কৃপাবলে, সত্যের প্রেরণায়, সুবুদ্ধির উন্মেষে, আমাদের আরব্ধ কর্ম অভীষ্টপ্রদ হোক।....যদি পরব্রহ্মের বিভূতি লক্ষ্য করেই এই ঋকের প্রবর্তনা হয়ে থাকে; তবে তাঁকে দেবী ব'লে সম্বোধন করা হলো কেন? দেখা যায়, এরও বিশেষ সার্থকতা রয়েছে। পূর্ব পূর্ব ঋকে দেবগণ উপলক্ষে শ্রীভগবানের যেসব বিভূতির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তার সবগুলিই পৌরুষব্যঞ্জক। কিন্তু এখানে যে বিদ্যার বিষয় বলা যাচ্ছে, যে বুদ্ধির বিষয় আলোচিত হচ্ছে, তা কোমল স্নেহ-পদার্থ।....বিদ্যানুশীলন—জ্ঞানচর্চাই মাতৃপূজার মহাযজ্ঞ। এ ঋকে ঈশ্বরের ভক্ত সন্তানকে (মানুষকে) উদ্দেশ্য ক'রে বলা হয়েছে যে, সে বাগ্‌দেবীর পূজা করুক; অর্থাৎ জ্ঞানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হোক; তাতেই সে সুবুদ্ধি পাবে—মহাজ্ঞান লাভ করবে; জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের জননী স্নেহকর বিস্তার ক'রে আছেন—গ্রহণ

করুক—সত্য; গ্রহণ করুক—সুনীতি; গ্রহণ করুক—সৎ-বুদ্ধি] ॥ ১১ ॥

দেবী সরস্বতী, কর্ম দ্বারা (প্রজ্ঞানের দ্বারা) মহঃ অর্ণের (বিশ্বব্যাপী অপের) বিষয় জ্ঞাপন করেন (অর্থাৎ,—তিনি যে বিশ্ব ব্যেপে বিদ্যমান আছেন, তাঁর কর্মের দ্বারাই তা জানতে পারি); তিনি বিশ্বের সকল জ্ঞানের উন্মেষ ক'রে দেন। [কর্মের দ্বারাই দেবতত্ত্ব অবগত হই; তাতেই প্রজ্ঞা বিকাশপ্রাপ্ত হয়।....প্রণম্য সকলেই—সবই তাঁর (ঈশ্বরের) অঙ্গীভূত।....এই কারণেই অগ্নি-ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ; এই কারণেই রাম-নৃসিংহ কৃষ্ণ-শঙ্কর ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবগণের আরাধনা; এই কারণেই জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী-কালী-দুর্গা-তারা-মহাবিদ্যা প্রভৃতির অর্চনা।....জ্ঞানের স্বরূপ যেহেতু কোমলা, তাই দেবীরূপিণী সরস্বতী রূপেই তাঁকে আবাহন। ইনিও সেই পরমেশ্বরেরই এক রূপ বা বিভূতি। সরস্বতীরূপে সেই পরমেশ্বর আমাদের বিদ্যার অধিকারী করলে অপরাপর দেবভাবগুলিকে বা ভগবৎ-বিভূতিগুলিকে বা অগ্নি-বায়ু-বরুণ সকলকেই চিনতে পারা যায়।] ॥ ১২ ॥

টীকা — এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ অশ্বিনদ্বয়ের সম্পর্কে হওয়ায় সম্পূর্ণ সূক্তটিই আশ্বিন-সূক্ত নামে অভিহিত। অবশ্য পরবর্তী তিনটি (৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ পর্যন্ত) ঋক্ ইন্দ্রদেবতার সম্বন্ধে, তার পরবর্তী তিনটি (৭ম থেকে ৯ম পর্যন্ত) ঋক্ বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে এবং শেষ তিনটি (১০ম থেকে ১২শ পর্যন্ত) ঋক্ সরস্বতী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে।

পৌরাণিক মতানুসারে সূর্যের ঔরসে ঘোটকীরূপিণী সংজ্ঞার গর্ভে জাত অশ্বিনযুগল দেববৈদ্য ব'লে পরিচিত। ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁদের অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।...ব্যাধি-বিপত্তি নিয়ে সংসার জর্জরীভূত। সেই ব্যাধি-বিপত্তির বিনাশের দেবতারূপে অশ্বিদ্বয়ের উপযোগিতা, ভগবৎ-বিভূতির সার্থকতা—বেদে পুরাণে নানাস্থানে নানাভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

অশ্বিদ্বয় কে? সে বিষয়ে যাস্ক অনেকগুলি তাৎকালিক অর্থাৎ তাঁর সমসাময়িক কালের মতামত উদ্ধৃত করেছেন; তাঁর নিজের অভিমত, যতদূর বোঝা যায়, বোধ হয় এই যে, অর্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্বে যে আলোক ও অন্ধকারের বিজড়িত থাকে, তা-ই অশ্বিদ্বয়। ....আশ্বিন-সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিপ্রসঙ্গে যে সব উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছে, তার সবই যে রূপক-মূলক তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।... ভগবানের যে বিভূতি ব্যক্ত করবার জন্য যে নাম-সংজ্ঞা প্রয়োজন, 'হয়' শব্দের প্রয়োগে তারই সার্থকতা সাধিত হয়েছে। আবার, 'বৈদ্য' বললে দু'টি ভাব মনে আসে। ....যিনি দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসক কিংবা যিনি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করেন। যমজ সন্তানের সার্থকতাও দুই ব্যাধির সম্বন্ধসূত্রে উপলব্ধ হয়। ....একই তুমি (হে ঈশ্বর!) দু'ভাবে দু'দিক দিয়ে দু'রকম ব্যাধির শান্তি কর। অশ্বিদ্বয়ের স্তুতির এটাই তাৎপর্য।

প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে যখন সৃষ্টিক্রিয়া সাধিত হলো, যখন ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ ব্যোম পঞ্চভূতের সমাবেশে (অগ্নি-বায়ু-বরুণ-ইন্দ্র-মিত্র পঞ্চদেবতার বিকাশে) নশ্বর জীবদেহের উৎপত্তি ঘটলো; তখনই ঐ দু'রকম ব্যাধি-বিপত্তির আধিপত্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে এল। আর, সেই ব্যাধিবিপত্তি-বিনাশকারী দেবরূপ (একমেবাদ্বিতীয়ম) ভগবানের বিভূতি প্রকাশ আবশ্যক হয়ে পড়লো। আগ্নের সূক্তের ও বায়বীয় সূক্তের পর আশ্বিন-সূক্তের অবতারণা, অর্থাৎ অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির বিনাশক যুগল শক্তির আবাহন, যেন মণিমালার দ্বারা ঋগ্বেদের একটি অঙ্গ সজ্জিত ক'রে তুলেছে।

◆ ◆

— ৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা। ছন্দ : গায়ত্রী]

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে। জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥
উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব। গোদা ইদ্রেবতো মদঃ ॥ ২ ॥
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাং। মা নো অতি খ্য আ গহি ॥ ৩ ॥
পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছা বিপশ্চিতং। যস্তে সখিভ্য আ বরম্ ॥ ৪ ॥
উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যতশ্চিদারত। দধানা ইন্দ্র ইদ্দুবঃ ॥ ৫ ॥
উত নঃ সুভগাঁ অরির্বোচেয়ুর্দস্ম কৃষ্টয়ঃ। স্যামেদিন্দ্রস্য শর্মণি ॥ ৬ ॥
এমাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনং। পতয়ন্মন্দয়ৎসখং ॥ ৭ ॥
অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ। প্রাবো বাজেষু বাজিনম্ ॥ ৮ ॥
তং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো। ধনানামিন্দ্র সাতয়ে ॥ ৯ ॥
যো রায়োঽবনির্মহান্ৎসুপারঃ সুন্বতঃ সখা। তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — সৎকর্মশীল (অথবা—সৎকর্মের পোষণকর্তা, অথবা,—সৎকর্মের শ্রেষ্ঠসম্পাদয়িতা) ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমাদের রক্ষার জন্য প্রত্যহ আহ্বান করছি (অথবা,—তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি); তিনি যেন 'গোদুহে সুদুঘা'-র ন্যায় (অর্থাৎ আপনা-আপনি বর্ষিত স্নিগ্ধ চন্দ্রসুধার মতো, অথবা—সুদোহা গাভীর মতো) আমাদের নিকট আগমন করুন। [পৃথ্বীমাতার রস-রূপ দুগ্ধ যেমন আপনিই আকৃষ্ট হয়, চন্দ্রের কিরণ যেমন নিজে থেকেই ক্ষুদ্র-মহৎ উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে নিপতিত হয়, ভগবান্ ইন্দ্রদেব তেমনভাবেই এসে আমাদের আশ্রয় দান করুন।—কেননা, তিনি 'সুরূপকৃত্নু' অর্থাৎ শোভনকর্মশীল প্রতিপালক। তিনি শরণাগতের পালক। তিনি পৃথ্বীমাতার মতো সুদুঘা। তিনি নিজে থেকেই সকলের প্রতি স্নেহশীল] ॥ ১ ॥

হে অমৃতপায়ি (হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল)! আপনি আমাদের ত্রৈকালিক যজ্ঞে (সর্ব কর্মে) আগমন করুন; আপনি আমাদের সোমসুধা (ভক্তিসুধা—হৃদয়ের সারাংশভূত সত্ত্বভাব) গ্রহণ করুন; পরমধনৈশ্বর্যসম্পন্ন আপনার আনন্দ, আমাদের পরম ধনদানে প্রবর্তিত হোক। [মন্ত্রের দুটি দিক। একটি কামনামূলক—ইন্দ্রকে যেন সোমপায়ী মদ্যপরূপে কল্পনা। অর্থাৎ (প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে) তিনি যেন মদ্যপানের মত্ততাজনিত আনন্দে বিভোর হয়ে আমাদের গো-ধন ইত্যাদি দান করেন। অপর দিকে, নিষ্কামভাবের সাধক যেন বলছেন যে, তিনি ত্রিকাল তাঁর (ইন্দ্ররূপী ঈশ্বরের) উপাসনায় প্রবৃত্ত রইলেন, হৃদয়ের ভক্তিসুধা তাঁর চরণে চিরসমর্পিত রইল। তাঁর 'গোদা' বা ঐশ্বর্য তাঁর সম্বন্ধে 'ইৎ' হোক, অর্থাৎ গত হোক। তিনি (অর্থাৎ, সাধক) ধনের ভিখারী নন। তিনি ঐশ্বর্য চান না। ভগবান্ তাঁর কামনা নাশ করে দিন] ॥ ২ ॥

অনন্তর (পার্থিব ঐশ্বর্যের সাথে বিগত-সম্বন্ধ হওয়ার পর) আমরা আপনার অতিশয়-

সমীপবর্তী উত্তমবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণকে জ্ঞাত হই, (তাঁদের জেনে তাঁদের সঙ্গলাভে সমর্থ হই) তখন, আপনার অনুগ্রহে শুভবুদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হই)। আপনি আমাদের অতিক্রম ক'রে হবেন না (অর্থাৎ আমাদের উপেক্ষা করে আপনার স্বরূপ ব্যক্ত করবেন না—আমাদের নিকট আপনি স্বপ্রকাশ হবেন)। আপনি আমাদের নিকট আগমন করুন। [এখানে ইন্দ্ররূপী পরমেশ্বরের কাছে সাধকের প্রার্থনা এই যে, তাঁর আর ঐশ্বর্যের প্রয়োজন নেই। তিনি যাতে বিপদসঙ্কুল এ সংসারের সকল বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন, ভগবান্ তারই বিধান করুন।...ইন্দ্র তাঁকে সুবুদ্ধি প্রদান করুন। ভগবান্‌কে ডাকবার সামর্থ্য তাঁর নেই; তিনি যেন নিজগুণে তাঁর হৃদয়-মন্দিরে এসে অধিষ্ঠিত হন।...তাঁকে যেন তিনি অতিক্রম (পরিত্যাগ) না করেন। (তিনি যেন) ভগবানের জ্যোতিঃ-কণা-লাভে (অমৃতত্ব লাভ ক'রে) কৃতকৃতার্থ হন] ॥৩॥

হে মন! যিনি সকল বন্ধুর শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ যাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর কেউ নেই, অথবা যিনি শ্রেষ্ঠ ধন-পুত্র ইত্যাদি দান করেন), যিনি মেধাবী, যিনি হিংসারহিত (অক্রোধ অথবা সর্বরক্ষণসমর্থ), যিনি সর্বজ্ঞ, সেই ইন্দ্রদেবের নিকট উপস্থিত হও, এবং তাঁর নিকট আত্মনিবেদন কর (অথবা, তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, তাঁতে আত্মসমর্পণ কর)। [এখানে সাধক ভক্ত ইন্দ্রের কাছে আত্মনিবেদন (নিজেকে তাঁর সমীপস্থ) ক'রে প্রার্থনা করছেন, ভগবান্ যেন সুপ্রসন্ন হয়ে তাঁর পেতে রাখা হৃদয়-সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং তাঁর নিবেদিত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি (পূজা) গ্রহণ করেন] ॥৪॥

হে মন! তুমি ইন্দ্রদেবতার পরিচর্যায় নিযুক্ত থেকে, তাঁরই স্তবে (আরাধনায়) নিযুক্ত হও; আর আমাদের নিন্দুকগণ (সৎ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন-উৎপাদনকারী শত্রুগণ) আমাদের নিকট হ'তে (হৃদয় থেকে) নির্গত (বিতাড়িত) হোক। [এই মন্ত্র—ভগবানের স্বরূপ-সন্ধান প্রদান করছে। ...সেই এক অদ্বিতীয় অক্ষর পরব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় উপাস্য আর কেউ নেই, কোথাও নেই। অন্যান্য যা কিছু সবই তাঁর বিভূতি-বিকাশ মাত্র। ...হৃদয়ে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়েছে। (কিন্তু) মন স্থির ক'রে মানস-যজ্ঞ-সাধনে, সেই একতমের উপাসনায়, সাধক প্রবৃত্ত হ'তে সমর্থ হচ্ছেন না। তাই তাঁর প্রার্থনা— ঈশ্বর যেন তাঁর হৃদয়ে জ্ঞান-বহ্নি প্রজ্বলিত ক'রে দেন। (কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দেহের অধিকারকারী) রিপুসমূহ দূরে পলায়ন করুক। পরব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধনায় (তাঁর) সিদ্ধিলাভ হোক, (তাঁর) আত্মা (ইন্দ্ররূপী) পরমাত্মায় সম্মিলিত হোক] ॥৫॥

হে (শত্রু) অরিন্দম ইন্দ্রদেব! শত্রুগণ এবং মিত্রগণ (অজ্ঞগণ ও জ্ঞানিগণ) সকলেই আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী আমাদের পরমধন ব'লে মনে করে (অথবা, শত্রুমিত্র উভয়েরই নিকট আপনার মহিমা সুপরিব্যক্ত)। ইন্দ্রদেবের প্রসাদলব্ধ ধনেই আমরা ধনী হই। [মন্ত্রে কামনামূলক একটা অর্থ নিষ্পন্ন হ'তে পারে। অর্থাৎ কামনার মধ্য দিয়েই যে নিষ্কাম মার্গে উপনীত হওয়া যায়, তবে সেই ভাবটি পরিস্ফুট পরিব্যক্ত। সংসারীর কাছে, হ'তে পারে, পার্থিব ধনৈশ্বর্য; কিন্তু যাঁরা সাধনায় অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা পার্থিব ধনের কামনা করেন না। তাঁদের কাছে শ্রেষ্ঠধন—মোক্ষধন। তাঁরা সেই মোক্ষধনেরই অভিলাষী; তাই তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী। সুতরাং ভক্তসাধকের সেই এক কামনা— একই প্রার্থনা—ভগবানের প্রসাদে তিনি যেন সেই পরমধনের অধিকারী হন] ॥৬॥

হে মন! সর্বব্যাপী ভগবানের (সৎকর্মরূপী দেবতার) প্রীতির জন্য, সকল কর্মের প্রেরয়িতা নিখিলজনগণের আনন্দদায়ক (আত্মানন্দদায়ক) সৎকর্মপ্রাপক আনন্দ-সমুদ্র এই হৃদয়স্থিত ভক্তি মত্তাড় ভক্তিরস আহরণ কর। [এই মন্ত্রের 'আশবে' এবং 'আশুং'—পদ দুটিতে বিভিন্ন অ

নির্ধারিত ক'রে প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ যজমান, হোতা, দেবতা—সকলকেই মদ্যপ ও কদাচারী বলে ধারণা জন্মিয়েছেন। 'আশবে' শব্দটিকে 'আসবে' বলে ঘোষিত ক'রে ওটিকে মাদকদ্রব্য সোমরস বলে ঘোষণা করেছেন। কেউ কেউ এই শব্দে সর্বত্রব্যাপ্ত ইন্দ্রদেব অর্থও নির্ধারিত করেছেন এবং 'আশু' শব্দে অভিযুত ত্রৈকালিক 'সোম' নির্ধারিত করেছেন। 'আশু' শব্দের 'সোম' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাদকদ্রব্য নয়; সে সোম স্বর্গের অমৃত—তা পানে উন্মত্ততা আসে না। সাধক যখন ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ভগবানের চিন্তায় বিভোর হয়ে যান, তখনই সহস্রারের উপরিস্থিত সহস্রকমলদল থেকে মধু ক্ষরিত হ'তে আরম্ভ করে। সে মধুপানে তিনি ব্রহ্মানন্দে বিভোর হন। তখনই সোম অভিযুত হয়। দেবগণের প্রিয় সে সোম পান করতে পারলে ভবক্ষুধা দূর হয়।...সে সোম মানস-যজ্ঞের অপূর্ব শ্রী-সম্পাদন করে,—যজ্ঞফলে যজ্ঞের শ্রী-সম্পাদন করে। সে সোমপানের ফলে সাধক পরমাত্মায় নিজেকে সম্মিলিত করতে সমর্থ হয়।—'আশবে'—সর্বব্যাপিনে। তিনিই সর্বব্যাপী—সেই ব্রহ্মই সর্বব্যাপী—তিনি অনন্ত—চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে আছেন। তিনি লোক-প্রতিপালক ব্রহ্ম; তিনি সর্বজ্ঞ] ॥ ৭ ॥

হে শতক্রতো (হে বহুকর্মযুক্ত, মহাবলশালিন, প্রভূতপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিচিত্রকর্মকারিন্ বা ইন্দ্র)! আপনি অমৃত পান ক'রে বৃত্রগণকে (রিপুগণকে অথবা বৃত্রপ্রমুখ অসুরগণকে) হনন করেন। আপনি যুদ্ধে যুদ্ধকারীদের (অথবা মুনিগণের মধ্যে প্রজ্ঞাবানদের) প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করেন (অথবা পরিপালন করেন, কিংবা যোগে থাকেন)। [সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবানের অন্যতম বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রদেব সংসার-ভয় নিবারণ করেন, তিনি সর্বরক্ষকক্ষম। তাঁর কৃপা লাভ করলে মানুষের অন্তরের বৃত্রগণ (রিপুশত্রুর দল) বিনাশপ্রাপ্ত হবে। মানুষ তাঁর শরণ নিলে জ্ঞানালোকে তার অজ্ঞানের অন্ধকার (ঐ সেই বৃত্রাসুর) দূরীভূত (পরাজিত) হবে। তখন ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধিতে কোনো বাধা থাকবে না] ॥ ৮ ॥

হে বিচিত্রকর্মকারিন্ (শতক্রতো)! হে অধিপতে (ইন্দ্র)! আপনি যুদ্ধকালে প্রভূত বলশালী (অথবা যোদ্ধাগ্রগণ্য)। ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত অভীষ্ট-লাভের নিমিত্ত (অথবা আপনার স্নেহ-করুণালাভের আশায়) আপনাকে অন্নযুক্ত করছি। (অথবা আপনার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি)। [এখানে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, করুণার আধার সেই ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে—সেই বিচিত্রকীর্তি ইন্দ্রদেব অশেষ বলসম্পন্ন। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ বল—সত্যবল প্রদান করুন,—যেন, আমরা ইহলৌকিক সংগ্রামে জয়যুক্ত হ'তে পারি। তিনি আলোকময় সত্যস্বরূপ। তিনি করুণাময়। তিনি কৃপাকণা বিতরণ করুন,—যেন আলোকের সাহায্যেই আলোক দেখতে পাই, যেন সত্যের সাহায্যেই সৎস্বরূপকে জানতে সমর্থ হই,—যেন সত্যের মধ্যে সৎস্বরূপকে দেখে সত্যের অনুধ্যানে নিমগ্ন থাকি] ॥ ৯ ॥

যিনি ধনের মহান রক্ষক (অথবা ধনের শ্রেষ্ঠ আকর), যিনি সুপার (অর্থাৎ শোভনকর্মের পালক অথবা উত্তমকর্মের পূরক), যিনি সুন্বত্ত (অর্থাৎ সোমসংস্কারে বিনিযুক্ত যজমানগণের, কিংবা প্রকৃষ্টরূপে অভিষ্ত সত্ত্বযুক্ত জ্ঞানিগণের) সখা, সেই ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে স্তব কর। [স্তকে ঋত্বিক যজমানদের বলা হয়েছে—তাঁরা যেন সেই পরব্রহ্মের উপাসনায় নিরত হন। তিনি শ্রেষ্ঠধনের আকর। তাঁদের অভীষ্টফল তিনি প্রদান করবেন। পৃথিবী যেমন অনন্ত রত্নের আকর, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মও তেমনই অশেষ রত্নের নিলয়। যদি তাঁরা পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহলে তাঁর উপাসনায় তাঁরা সে ধন প্রাপ্ত হবেন। আবার যদি তাঁরা মোক্ষধন লাভের অভিলাষী হন, তাঁর

প্রসাদে তা-ও লাভ করতে পারবেন। তিনি সুপারঃ—শোভনকর্মের পালক। তিনি সৎকর্ম-
যজমানগণ সৎকর্মশীল হ'লে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারবেন। তিনি 'সুষতঃ সখা', অর্থাৎ তাঁ
প্রতি যদি তাঁরা সংন্যস্তচিত্ত হ'তে পারেন, তাঁদের সাথে যদি তাঁর সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হয়, তাহ
তাঁদের সকল দুঃখের অবসান হবে; তাঁদের শোভন-কর্মের প্রভাবে—সৎকর্মের ফলে, তাঁরা তাঁ
সামীপ্য সাযুজ্যলাভে পরামুক্তি লাভ করতে পারবে]॥১০॥

টীকা — এইটি এবং এর পরবর্তী কয়েকটি সূক্তও সম্পূর্ণভাবে একই ইন্দ্রদেবতার স্তবে উদ্দেশ্য
প্রযুক্ত হয়েছে। সেই অনুসারে এইটি 'প্রথম ঐন্দ্রসূক্ত' নামে অভিহিত।—একই দেবতা, —তিনি তিনি
কিন্তু অনন্ত তাঁর মহিমা। তাই মানুষ একবার একভাবে ডেকে তৃপ্তি পায় না। যতই নূতন শক্তি, নূতন
রূপ ভাব প্রকাশ পায়, ততই সেই সেই শক্তির, সেই সেই রূপের, সেই সেই ভাবের আবেশ তা
তাঁর শরণাপন্ন হয়। অনন্তকাল থেকে—অনন্ত কোটি মানুষ এইভাবেই তাঁকে ডেকে আসছে।...ইন্দ্রের
ইন্দ্রদেবতার যে স্তুতি-বন্দনা আছে, তার নানারকম অর্থ নিষ্পন্ন হয়। তবে প্রধানতঃ তিনটি অ
অনায়াসেই অনুভব করা যায়। প্রথম অর্থে— ঐন্দ্রসূক্তে দেহধারী ইন্দ্রদেবতার পূজা হয়েছে, বোধ হ
...দ্বিতীয় অর্থে—মেঘের অধিপতিরূপে ইন্দ্রদেবতার কল্পনা করা হয়েছে।...তৃতীয় অর্থে—ইন্দ্র ভগ-
বিভূতি; অংশের ও পূর্ণের অভিন্নত্ব-সূচক ভাব এই দৃষ্টিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপিচ, এ পক্ষে ইন্দ্রে
পরব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয়েছে। মূলতঃ প্রতি ঋকেরই এই তিনরকম অর্থ গ্রহণ করা যায়। তা
শেষোক্ত ভাবটিই যে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান, তা অবশ্যই স্বীকার্য।

◆ ◆

— ৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা। ছন্দ : গায়ত্রী]

আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত। সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ ॥ ১॥
পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্যানাং। ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥ ২॥
স ঘা নো যোগ আ ভুবৎস রায়ে স পুরন্ধ্যাং। গমদ্বাজেভিরা স নঃ ॥ ৩॥
যস্য সংস্থে ন বৃণ্বতে হরী সমৎসু শত্রবঃ। তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ৪॥
সুতপাব্নে সুতা ইমে শুচয়ো যন্তি বীতয়ে। সোমাসো দধ্যাশিরঃ ॥ ৫॥
ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যো বৃদ্ধো অজায়থাঃ। ইন্দ্র জ্যৈষ্ঠ্যায় সুক্রতো ॥ ৬॥
আ ত্বা বিশন্ত্বাশবঃ সোমাস ইন্দ্র গির্বণঃ। শন্তে সন্তু প্রচেতসে ॥ ৭॥
ত্বাং স্তোমা অবীবৃধন্ত্বামুক্থা শতক্রতো। ত্বাং বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ৮॥
অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজমিন্দ্রঃ সহস্রিণং। যস্মিন্বিশ্বানি পৌংস্যা ॥ ৯॥
মা নো মর্তা অভি দ্রুহন্তনূনামিন্দ্র গির্বণঃ। ঈশানো যবয়া বধম্ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে স্তোমবাহক। হে সখা। সত্বর আগমন কর; (যজ্ঞস্থলে) উপবেশন কর, এ

সম্যকরূপে ইন্দ্রদেবতার স্তুতিগানে নিবিষ্টচিত্ত হও। [সাধারণ দৃষ্টিতে ধারণা হয়,—এ ঋক্ যেন ঋত্বিক ও যজমানদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছে। বোঝা যায়,—যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে যজমান ঋত্বিকগণকে আহ্বান করছেন। ...কিন্তু ঋকের অন্তর্গত 'স্তোমবাহসঃ' এবং 'সখায়ঃ' শব্দ দুটির বিশ্লেষণে ঋকের অন্য অর্থ উপলব্ধ হয়। প্রথম শব্দের লক্ষ্য,—'যাঁরা স্তোম (স্তুতি) সকল বহন করেন।' এই স্তুতিকারী কে হতে পারেন? যিনি সম্যকভাবে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। দ্বিতীয় শব্দের লক্ষ্য,—'সখাস্বরূপ', ভক্ত ভিন্ন—সাধক ভিন্ন আর কে-ই বা তাঁর সখিত্ব লাভ করতে পারেন? ঋকে তেমন ভক্তসাধক যজমানকেই আহ্বান করা হয়েছে। বলা হয়েছে—তাঁদের হৃদয়ে মানসযজ্ঞক্ষেত্রে যাগের উপকরণ সমস্তই প্রস্তুত। তাঁরা স্তোমবাহস, তাঁরা সখা। তিনি (অর্থাৎ ভগবান্) তাঁদেরই হৃদয়ে বিরাজিত। তাঁরাই তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম। তাঁর সাথে তাঁদেরই সখিত্ব সংস্থাপিত। তাঁরা এসে যোগাসনে উপবিষ্ট হোন এবং যোগবলে তাঁকে হৃদয়রূপ সিংহাসনে স্থাপিত করে তাঁর স্তবে প্রবৃত্ত হোন] ॥ ১ ॥

হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! তোমাদের সোমসুধা অভিষুত হলে (তোমাদের মধ্যে বিশুদ্ধা ভক্তির উদয় হলে), তোমরা একাগ্র হয়ে, পুরুতম (সকল শত্রুবিনাশকারী) এবং শ্রেষ্ঠ-ধনের অধিপতি (পরম ঐশ্বর্যশালী) ইন্দ্রদেবের (ভগবানের) স্তুতিগানে (আরাধনায়) প্রবৃত্ত হও। [কর্মেই ব্রহ্ম বিরাজমান্ রয়েছেন। কর্মই ব্রহ্ম। কর্মের দ্বারাই তাঁর স্বরূপ উপলব্ধ হয়। সেই কর্মই কর্ম—যাতে সোম সুসংস্কৃত হয়—যাতে তাঁর সাথে একীভূত হতে পারা যায়] ॥ ২ ॥

বহুগুণযুত সেই দেবতা আমাদের পুরুষার্থ-সাধন করুন, (অথবা, আমাদের সাথে সংযুক্ত হোন), তিনি আমাদের ধন প্রদান করুন (অথবা, আমাদের ধনের সাথে সংযুক্ত হোন); তিনি আমাদের নানারকম বুদ্ধি প্রদান করুন (অথবা, আমাদের বুদ্ধির সাথে সংযুক্ত হোন); তিনি আমাদের অন্ন ইত্যাদির সাথে অথবা শক্তির সাথে আগমন করুন; (অর্থান্তরে—আমাদের অন্ন এবং শক্তিসামর্থ্য দানপূর্বক অনুগ্রহ করুন)। ['পুরন্ধ্যাং' শব্দের দুটি অর্থ—'পুরস্ত্রীগণের মঙ্গল বিধান করুন' এবং 'বিবিধ-বিষয়িণী বুদ্ধি প্রদান করুন'। পুরস্ত্রী—অর্থাৎ যারা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ—অন্তঃপুরবাসিনী। সে হিসাবে হৃদয়ে নিহিত দয়াদাক্ষিণ্য ইত্যাদি নানারকমের সৎ-গুণরাশিই 'পুরস্ত্রী'। দেবতার অনুগ্রহে হৃদয়ে নানারকমের সৎ-গুণরাশি উপচিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হোক,—'পুরন্ধ্যাং' পদে এক হিসাবে সেই অর্থই সূচিত হয়। অন্য অর্থে—নানারকমের সৎ-বুদ্ধি-লাভের প্রার্থনা এই ঋকে পরিব্যক্ত হয়েছে] ॥ ৩ ॥

হে মনোবৃত্তিসমূহ! যুদ্ধকালে (সৎ ও অসৎ-বৃত্তির সংগ্রাম সময়ে) যে দেবতার আগমন-পথে শত্রুগণ তিষ্ঠিতে পারে না, তোমরা সেই দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। [যাঁর আলোকরশ্মিতে হৃদয়ের সকল অন্ধকার বিদূরিত হয়, আমরা যেন সেই দেবতার অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হই। আমাদের মন পবিত্র হবে; জ্ঞানের বিমল-জ্যোতিঃ হৃদয়ে বিচ্ছুরিত হবে; আমরা তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হব। সুতরাং আমরা সেই সর্বমূলাধার, সকল আলোকের আকর, সেই অদ্বিতীয় দেবের শরণ নেব—তাঁর আরাধনায় নিমগ্ন থাকব] ॥ ৪ ॥

পবিত্রপ্রাপ্ত পবিত্রভাব-সমন্বিত দোষগুণোপেত বিশুদ্ধ ভক্তিরস (সত্ত্ব ভাব), শ্রেষ্ঠরক্ষক দেবতার (ভগবানের) প্রীতির নিমিত্ত তাঁর নিকট আপনা-আপনিই গমন করে। [প্রার্থনা যখন ভক্তিমিশ্রিত হয়, তখনই ভক্তগণের নিকট পৌঁছে থাকে। তখনই দধিরূপে তাঁর করুণাধারা বিগলিত হয়। ...সোমসুধা সুসংস্কৃত কর—ভক্তির বিমল আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হোক, দধিরূপে

তাঁর স্নিগ্ধ করুণাধারা আপনিই বর্ষিত হবে।...সংসারের আবিলতা দূর কর, অন্তর ... শরণ নাও, তাঁর চরণপদ্ম আশ্রয় কর; তাঁর প্রেমসুধাপানে মত্ত হও।...তবেই তো ... প্রাপ্ত হবে। তবেই তো তুমি আত্মায় আত্মসম্মিলন করতে পারবে।] ॥ ৫ ॥

হে শোভনকর্মা ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সোমপান জন্য (ভক্তিসুধা বা সত্ত্বভাব ...) চিরকালই গুণপ্রাধান্যে আপনি সকলের অগ্রগণ্য হয়েছেন। [যাঁরা ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরা কি তাঁকে মদ্য ইত্যাদি দানে তাঁর পরিতৃপ্তি-সাধনে প্রয়াসী হতে পারেন? ... অনাদি অনন্ত, তাই তিনি জ্যেষ্ঠ—সকলের অগ্রগণ্য।...তিনি আদিদেব, যাঁর ... ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম সকলেরই উদ্ভব হয়েছে।...(তাই) তাঁকে বলা হয়েছে—... জ্যেষ্ঠ, অজ, অক্ষর ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ কর। তিনি শোভনপ্রজ্ঞ—শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তিনি ... দিব্যজ্ঞান প্রদান করবেন। তিনি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ইত্যাদি সকল গুণের অতীত, অথচ সকলের অগ্রগণ্য—তিনি তোমাকে শ্রেষ্ঠ গুণভূষণে (অর্থাৎ সত্ত্বভাবে) ভূষিত করবেন।] ॥ ৬ ॥

স্তবনীয় ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আশুসংস্কৃত (সদ্য বিশুদ্ধিকৃত) ভক্তিরস (সত্ত্বভাব) ... হোক; প্রকৃষ্ট-জ্ঞানস্বরূপ তোমাকে তৃপ্তিদান করুক। [নিষ্কাম-কর্মসাধক যেন ... ধন বা ঐশ্বর্য চান না;...তাঁর সমস্ত কামনার উপশম হয়েছে। ভগবান যেন তাঁর ... করেন। তিনি যাতে তাঁর (অর্থাৎ পরব্রহ্মের) স্বরূপ বুঝে তাঁতেই প্রমত্ত হতে পারেন, যা তাঁর গতিমুক্তির কারণ হয়, ভগবান্ যেন তেমনই বিহিত করেন।] ॥ ৭ ॥

বিচিত্রকারী (অশেষ সৎকর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) হে দেব! সাম-গান এবং উক্থ-মন্ত্র ... পরিবর্ধিত (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) করে। আমাদের স্তুতি আপনাকে সম্বর্ধিত (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) করুক। [এই মন্ত্রে মানুষকে বেদ-মন্ত্রের অনুধ্যানে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ... সাম-মন্ত্রে এবং স্বয়ং ব্রহ্মা উক্থ-মন্ত্রে (অর্থাৎ সামবেদের বিশেষ অংশের দ্বারা) তাঁর (পরব্রহ্মের) স্তুতিগান করেছিলেন। সামবেদ—আদিবেদ এবং ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিকাল থেকে ... আছেন। কিন্তু তিনি (পরব্রহ্ম) অনাদি, তিনি অজ (জন্মহীন), তিনি নিত্য, তিনি শাশ্বত। ... অনন্ত কোটি কাল থেকে অনন্তকোটি সাধক, এমনকি স্বয়ং ব্রহ্মাও, গুণগানের দ্বারা ... স্তুতি করেও, যে পরব্রহ্মের গুণব্যাখ্যানে বা তাঁর মহিমা-বর্ণনে সমর্থ হননি, ... নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ। আমাদের তো বেদমন্ত্র ছাড়া আর কোনো অবলম্বন নেই। আর ... ভক্তিসুধা। এই ভক্তিসুধায় অভিষিক্ত করে বেদমন্ত্রের উচ্চারণে তাঁর (সেই পরব্রহ্মের) ... করলে তিনি যদি দয়া করে হৃদয়ের জ্ঞানালোক বিস্তার করেন, তাহলেই দূর হবে ... অন্ধকার। আলোকের সাহায্যে আলোক দর্শন করে যেন কৃতার্থ হই।] ॥ ৮ ॥

যে কর্মে পৌরুষোচিত সামর্থ্য (সৎকর্ম-সম্পাদন-সামর্থ্য) বিদ্যমান থাকে, ... সদাকাল রক্ষাকর্তা ভগবান্ ইন্দ্রদেব, নানারকমে অনুষ্ঠিত সেই কর্ম-অনুসৃত সত্ত্বভাবে ... [আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।—প্রার্থনা পক্ষে...এ কর কামনা-... কামনা—বহু কামনা! সে কামনা—আত্মায় আত্মসম্মিলনের কামনা। তিনি (অর্থাৎ ইন্দ্রদেব পরব্রহ্ম) অনন্ত রক্ষাকারী, অর্থাৎ তাঁর রক্ষণকার্যের বিরাম নেই। সেই অক্ষর ব্রহ্মের চরণে ... তজ্জন্য, তাঁর চরণে আত্মসমর্পণই শ্রেষ্ঠ নিবেদন। এরই ফলে সাধকের ... তার অহংজ্ঞান দূরে যায়। ভুল কামনা-বাসনা লোপ পায়। আমি তাঁর চরণে ভক্তি ... তিনি আমাকে সকলরকম পুরুষার্থ-সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন।] ॥ ৯ ॥

হে স্তবনীয় ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের বিরোধিগণ (শত্রুবর্গ) আমাদের দেহের প্রতি যেন হিংসা না করে (কেউ যেন আমাদের শরীরহননে সমর্থ না হয়)। আপনি প্রভু—শত্রুদমনে সমর্থ; আপনি (আমাদের) বৈরিকৃত হিংসা নিবারণ করুন—আমাদের রক্ষা করুন। [এই মন্ত্রেও ইন্দ্রদেব সেই পূর্ণব্রহ্মরূপে পরিকল্পিত। তিনিই জ্ঞান, তিনিই পরমপুরুষার্থ। সেই পুরুষার্থের প্রভাবে সকলরকম দুঃখের অবসান হয়। তিনি সর্বশক্তিমান; তাঁর মতো শ্রেষ্ঠ সামর্থ্যযুক্ত আর কে আছেন? সুতরাং শত্রুকৃত ইত্যাদি জনিত দুঃখে অভিভূত আমাদের যদি তিনি কৃপা না করেন (অর্থাৎ ঐ শত্রুদের যদি তিনি না দমন করেন), তাহলে আমাদের রক্ষার কোনো উপায় নেই। তাঁতে পরমাশ্রয় লাভ করে (আমরা যেন) তরে যাই] ॥ ১০ ॥

টীকা — এটি দ্বিতীয় 'ঐন্দ্র-সূক্ত' নামে অভিহিত। পূর্ব সূক্তের মতো এই সূক্তেও ইন্দ্রদেবের আরাধনা হয়েছে। এখানে তিনি শত্রুবিনাশক, পুরুষার্থসাধনক্ষম, ঐশ্বর্যসম্পন্ন, প্রভূতধনশালী, বিত্ত ও অন্নদানে সমর্থ। এমন কত গুণবিশেষণেই তাঁকে বিশেষিত করা হয়েছে। বিভিন্ন গুণের আরোপ—সসীমে অসীমের কল্পনা—মনে আপনা-আপনিই সংশয় আনে। কিন্তু একটু অনুধাবন ক'রে দেখলে তার সার্থকতা সপ্রমাণ হয়। ...সেই অনন্ত ও অনাদিকে আমার অতিসংকীর্ণ ক্ষুদ্র মনের মন্দিরে ধারণা করতে সমর্থ নই। তাই আমার সেই মনোমতকে আমি মনের মতো গড়ে নিই। এইভাবে, যার যেমন মন, সে তাঁকে তেমন ভাবেই সীমাবদ্ধ করে নেয়;—তার কাছে তিনি তেমন ভাবেই প্রতিভাত হন। ক্ষুদ্র মনে ক্ষুদ্র তিনি, উচ্চ মনে উচ্চ তিনি, আবার মহতের মহামনে মহান্ তাঁর সত্তা। ...সেই জন্যই তাঁর, নানা নাম-রূপের কল্পনা, সেই জন্যই অসীমকে সসীমে সীমাবদ্ধ করার প্রয়াস। নচেৎ, মূল সেই এক। যত যত ক'রে অনুসন্ধান করলেও শেষ গিয়ে দাঁড়ায়—মূল সেই এক। যতই আকার-ভেদ, প্রকার-ভেদ হ'ক না কেন, সকলের মূল দাঁড়ায়—সেই এক। এক ভিন্ন দ্বিতীয় নেই। সেই এক—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। সূক্তে যে ইন্দ্রদেবের স্তব করা হয়েছে, ইন্দ্রদেবের নাম দিয়ে, সেই একেরই উপাসনা করা হয়েছে,—সেই একেরই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

◆ ◆

— ৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা। ছন্দ : গায়ত্রী]

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ১ ॥
যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে। শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥ ২ ॥
কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ৩ ॥
আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে। দধানা নাম যজ্ঞিয়ম্ ॥ ৪ ॥
বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ। অবিন্দ উস্রিয়া অনু ॥ ৫ ॥
দেবয়ন্তো যথা মতিমচ্ছা বিদদ্বসুং গিরঃ। মহামনূষত শ্রুতম্ ॥ ৬ ॥
ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সঞ্জগ্মানো অবিভ্যুষা। মন্দূ সমানবর্চসা ॥ ৭ ॥

অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি। গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ ॥ ৮ ॥
অতঃ পরিজ্মন্না গহি দিবো বা রোচনাদধি। সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ ॥ ৯ ॥
ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি। ইন্দ্রং মহো বা রজসঃ ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ভগবন্! আপনি মহান্ সূর্যরূপে প্রকাশমান রয়েছেন; আপনি অগ্নিরূপে দীপ্তিমান আছেন; আপনি বায়ুরূপে বিশ্বভুবন ব্যেপে রয়েছেন; সেই আপনাকে কার্যরত ইন্দ্রিয় সর্বলোক অর্চনা করেন। দ্যুলোকে নক্ষত্রগণ প্রকাশমান হয়ে আপনারই মহিমা প্রকাশ করে থাকে। [এখানেও একের সেই বহু রূপের—সেই বিশ্বরূপের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।—এখানে ইন্দ্র বলতে পরমেশ্বরকেই দ্যোতনা করছে। সূর্যরূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে যিনি সর্বত্র বিরাজিত, তিনি কি ইন্দ্রদেব নামে সেই পরব্রহ্ম নন? প্রকৃতপক্ষে এই মন্ত্রে সেই পরব্রহ্মের রূপ-গুণেরই বর্ণনা হয়েছে; সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাই-ই উপলব্ধ হয় এবং ভক্তসাধক সেই ভাবেই এই মন্ত্রেই মহত্ত্ব কীর্তন করে থাকেন] ॥ ১ ॥

(সাধুগণ) সেই ভগবানের আগমনের উপযোগী রথে (অর্থাৎ তাঁদের নিজের নিজের অন্তঃকরণরূপ রথে) দুই পার্শ্বে (সৎ-অসৎ দু'রকম কর্মে) কামনার উপযোগী, দমনশীল, ক্ষিপ্রগামী (বিচিত্র), জনবাহক, জ্ঞানভক্তিরূপ অশ্বদ্বয়কে (জ্ঞানবহ্নির জ্যোতিঃ) যোজনা করেন। [জ্ঞানবহ্নির প্রভাবে সাধুগণ ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন—এই-ই ভাবার্থ।—ভক্ত যেন বলছে—সাধু সৎকর্মসমূহরূপ সারথিগণের দ্বারা তাঁর মনরূপ রথের উভয় পার্শ্বে জ্ঞান ও ভক্তিরূপ হরি (অশ্বদ্বয়) সংযোজিত করুন। তার দ্বারা তাঁর অভীষ্ট পূর্ণ হবে, শত্রু বিমর্দিত হবে, এবং তিনি ভগবানের পাদপদ্মে সংবাহিত (উপনীত) হবেন] ॥ ২ ॥

হে জ্যোতির্ময় ইন্দ্রদেব! আপনি অন্ধতমসাচ্ছন্ন-জনকে জ্ঞান দান করে, অরূপে রূপের বিকাশ দেখিয়ে, প্রতি উষায় প্রকাশমান হয়ে থাকেন। অথবা—হে ভগবন্! অজ্ঞানতার কারণে জন্ম-জরা-মরণের অধীন হয়ে আছি; আমাদের এই অজ্ঞান-অবস্থায় প্রজ্ঞান দান করে, মায়া-বিভ্রান্ত আমাদের এই বিকৃত রূপকে সত্ত্বভাবযুত করে, আমাদের জ্ঞানোন্মেষের সাথে সাথে আমাদের মধ্যে সম্যক্-রূপে অধিষ্ঠিত হন। [প্রার্থনাটির ভাব—সেই ভগবান্ যেন অজ্ঞানতার কারণে জন্ম-জরা-মরণের মধ্যগত এবং মায়ার দ্বারা বিকৃত-ভাবাপন্ন আমাদের সৎ-জ্ঞান বিতরণের দ্বারা পরিত্রাণ করেন।—কোনো ব্যাখ্যায় ইন্দ্রদেবকে একজন যোদ্ধপুরুষরূপে বর্ণিত দেখা যায়—কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে এ মন্ত্রের অর্থ অতি উচ্চ। —অজ্ঞানতার অন্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। স্বরূপ উপলব্ধি করবার সামর্থ্য লোপ পেয়েছে। সাধক তাই কাতরকণ্ঠে সেই জ্যোতির্ময়কে ডাকছেন—উষার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-জীবনের বিকাশে জগৎ যেমন প্রকাশ পায়, তাঁরও হৃদয়ে তেমনই উষার আলোকরূপে উদয় হয়ে তিনি সকল অন্ধকার দূর করুন। জ্ঞানরূপ সূর্যের উদয়ে অজ্ঞান-রূপ আঁধার দূর হোক, তাঁর মতো অরূপকে রূপদিয়ে পাপীকে তিনি পরিত্রাণ (সুরূপ সুন্দর) করুন] ॥ ৩ ॥

অজ্ঞানান্ধকার-নাশের পর প্রকৃত যাজ্ঞিক মাধ্যমে জন, মন্ত্ররূপ হবের অনুষ্ঠানপূর্বক মুক্তপুরুষ-লক্ষণ নবজীবন লাভ করেন। [যিনি জ্ঞানবান্ তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে পরাগতি লাভ করেন।—এমন সহজবোধ্য মন্ত্রটি ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যার প্রভাবে এমনই জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার পক্ষে দারুণ অন্তরায় ঘটেছে। কোনো ব্যাখ্যা

সত্যজ্ঞান। তবেই তো অভিন্নত্ব অভেদ-ভাব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হবে। অগ্রসর হও।—পরিপ্রশ্ন এটিই মন্ত্রের উপদেশ] ॥ ৭ ॥

যথাবিধি অনুষ্ঠিত যজ্ঞ বা ঐকান্তিক উপাসনা, অবাধে স্বর্গমুখে গমন করে, ইন্দ্রদেব (ভগবানের) প্রিয় সৎ-বৃত্তিসমূহের প্রভাবে তেজের সাথে দীপ্তি পায়। [ভগবৎপরায়ণ জন সাধনশক্তির প্রভাবে অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ পরাগতি প্রাপ্ত হন।—(প্রচলিত ঐ সাধারণ অর্থ ছাড়াও) এ মন্ত্রেই একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি প্রভৃতির দ্বারা যে যজ্ঞ, তা কাম্য যজ্ঞ; তার দ্বারা স্বর্গ ইত্যাদি লাভ ও সৎ-বৃত্তিসমূহ বলবৎ হয়। তারপর সেই যজ্ঞের ফলে অন্তর্যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুসমূহ তাতে আহুতি প্রদত্ত হলে, পরাগতিপ্রাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ রাজসিক যজ্ঞের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সাত্ত্বিক যজ্ঞের উদ্‌যাপন করতে হবে,—মন্ত্রে এটাই উদ্দেশ্য ও উপদেশ] ॥ ৮ ॥

হে সর্বব্যাপিন্! আপনি অন্তরীক্ষ-লোকেই অবস্থান করুন, আর, দ্যুলোকেই অবস্থান করুন, অথবা দীপ্যমান আদিত্যমণ্ডলেই অবস্থান করুন, যেখানেই থাকুন,—এই যজ্ঞে (আমাদের কর্মের মধ্যে) আগমন করুন। আমাদের স্তুতি (কর্ম) সর্বতোভাবে আপনারই গুণমহিমা কীর্তনে (তারই উপযুক্ত কর্মের সম্পাদনে) নিযুক্ত রয়েছে। (অতএব, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের কর্মের মধ্যে আপনি আগমন করুন,—এই-ই প্রার্থনা)। [এই মন্ত্রে দু'শ্রেণীর সাধকের দু'রকম ভাব লক্ষ্য করি। এখানে সাধারণ মানুষের সাধারণ প্রকৃতি যেমন পরিস্ফুট, (অর্থাৎ তিনি কোথায় আছেন, সে সম্পর্কে সংশয়), অসাধারণ মানুষের অসাধারণ শক্তি-প্রভাব তেমনই পরিদৃশ্যমান। —যাঁরা কর্মমার্গে অগ্রসর, জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁরা তাঁদের অসাধারণ শক্তির প্রভাবে জেনেছেন যে, তিনি (পরমেশ্বর) যজ্ঞের (কর্মের) দ্বারা লভ্য; অবশ্য সে যজ্ঞ বাহিরের নয়, অন্তরের। (সাধারণের আহ্বান নৈরাশ্যব্যঞ্জক, অসাধারণের আহ্বান—আশা-আশ্বাসে পূর্ণ)। যিনি যে ভাবের ভাবুক, তিনি সেইভাবেই ডাকছেন। —কীর্তন স্মরণ অনুধ্যান ইত্যাদির দ্বারা সেই ভগবানের কর্ম-সাধনে প্রবৃত্তি আসে। পরে স্তরে স্তরে কর্ম-অনুসারে আশা-আশ্বাসের সঞ্চারে সমীপস্থ হবার সামর্থ্য আসে।—এটাই এই মন্ত্রের আধ্যাত্মিক ভাব] ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্রদেব! পৃথিবীতে, দ্যুলোকে, মহর্লোকে বা অন্তরীক্ষলোকে—যেখানেই আপনি অবস্থিতি করুন, আপনি পরম-ঐশ্বর্যশালী, আমরা আপনার নিকট অশেষ ধন যাচ্ঞা করছি, আপনি আমাদের অভিলষিত ধন দান (প্রদান) করুন। [সেই দেবতা যেখানেই অবস্থিতি করুন, সেখান থেকেই আমাদের অভীষ্টসাধন করুন।—মন্ত্রটি পূর্ব মন্ত্রেরই অনুস্মৃতি মাত্র। পূর্বের মন্ত্রে তাঁর আগমনের প্রার্থনা, এই মন্ত্রে তাঁর কাছে ধনের প্রার্থনা। এই ধনও আবার দু'রকম। যিনি অর্থের জন্য লালায়িত, তিনি অর্থেরই প্রার্থী হবেন। আবার যিনি পরমার্থ-লাভের জন্য ব্যাকুল, তিনি তারই প্রার্থনা জানাবেন। সেই পরম-ঐশ্বর্যশালী (পরব্রহ্ম) নিজের অনন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রেখেছেন] ॥ ১০ ॥

টীকা — এই সূক্তটি তৃতীয় ঐন্দ্রসূক্ত নামে অভিহিত। পূর্ববর্তী সূক্তের মতো এরও দেবতা—ইন্দ্র হলেও এর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইন্দ্রদেবতার সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রে মরুৎ-দেবতার স্তুতি আছে, যার মধ্য দিয়ে এক অভিনব ভাবের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। —দ্বিতীয় সূক্তের প্রসঙ্গে বায়ুকে যেমন যোগশিক্ষার মুখীভূত বলা হয়েছে, এই সূক্ত প্রসঙ্গে মরুদ্গণকে তেমনি দেবতার সহায়ক বলা যেতে পারে।—যোগশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—[illegible] অণিমা-লঘিমা ইত্যাদি লাভ—আবার মানুষ [illegible]

সংযোগ-সাধন। তিনি প্রাণবায়ুরূপে জীবের হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত। ভক্তির শৃঙ্খলে, প্রীতির বন্ধনে তাঁকে মনের মন্দিরে আবদ্ধ করবার ভাব এই সূক্তে উপলব্ধ হয়। ....তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি এক হয়েও বহু, বহু হয়েও এক। ....তিনি নামহীন, আবার অনন্ত তাঁর নাম।....এই ব্রহ্মাণ্ড সেই অদ্বিতীয় বিরাট-পুরুষেরই অংশমাত্র। ....মনে এই জ্ঞানের উদয় হলে, সাধক অণু-পরমাণুক্রমে অগ্রসর হয়ে তাঁর সমীপে উপনীত হবে।

◆ ◆

— ৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা। ছন্দ : গায়ত্রী]

ইন্দ্রমিদ্‌গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ। ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥ ১ ॥
ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সংমিশ্ল আ বচোযুজা। ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্যং রোহয়দ্দিবি। বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ। উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে। যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণম্ ॥ ৫ ॥
স নো বৃষন্নমূং চরুং সত্রাদাবন্নপা বৃধি। অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ৬ ॥
তুঞ্জেতুঞ্জে য উত্তরে স্তোতা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ। ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিম্ ॥ ৭ ॥
বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্যোজসা। ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ৮ ॥
য একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি। ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাম্ ॥ ৯ ॥
ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ। অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — সামগানকারী উদ্‌গাতৃগণ মহৎ সামগানে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন; ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ ঋক্‌মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন; যদুর্বেদীয় অধ্বর্যুগণ যজুর্মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন। [সামবেদগায়কগণ অর্থাৎ উদ্‌গাতৃগণ সামগানের দ্বারা, যজ্ঞের পুরোহিতবর্গ অর্থাৎ হোতৃগণ ঋক্-মন্ত্রের দ্বারা, এবং ঋত্বিকগণ অর্থাৎ অধ্বর্যবর্গ যজুঃ-মন্ত্রের দ্বারা—অর্থাৎ সকল বেদে সকল জন যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অর্চনা করে থাকেন, তিনি এক—তিনি অভিন্ন। সুতরাং এই ঋক্‌টি থেকেই অনুধাবন করা যায় ইন্দ্র নামে আমরা যে দেবতার উপাসনা করছি, তিনি সেই পরব্রহ্মই। এইভাবে তাঁকে (অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মকে) জানতে হবে, এইভাবেই তাঁতে মিশতে হবে, এইভাবেই তাঁতে বিলীন্ হতে হবে। তাঁতে ভেদভাব ভ্রান্তিমাত্র। ঋকের এটাই লক্ষ্য—ঋকের এটাই শিক্ষা।] ॥ ১ ॥

ভগবৎ-বাক্যের অনুরূপ (শাস্ত্র-অনুসারী) কর্মের দ্বারা যুক্ত (প্রাপ্ত) জ্ঞানভক্তিরূপ-দিব্যকিরণ সহ ভগবান্ ইন্দ্রদেব নিশ্চয় সম্মিলিত হন; তিনি বজ্রের ন্যায় কঠোর, তিনি সুবর্ণের ন্যায় কমনীয় (স্নেহশীল)। [প্রচলিত ভাষ্যের অনুসরণে অর্থ হয়,—'ইন্দ্রেরই বাক্য মাত্রে হরি নামক অশ্বদ্বয় তাঁর

রথে সংযুক্ত হয়। ইন্দ্র বজ্রযুক্ত এবং স্বর্ণ ইত্যাদি নির্মিত ভূষণে ভূষিত।' অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণ এই অর্থই গ্রহণ করেছেন; এবং বলা বাহুল্য, এ ঋকের অর্থ-সঙ্গতির বিষয় সমস্যামূলক হয়ে উঠেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে 'তিনি বজ্রধর' ও 'সুবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত'—এই দুই বিশেষণের বিশেষ সার্থকতার দিকে দৃষ্টি দিলে অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার সুন্দর অর্থ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এখানে দু'শ্রেণীর লোকের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। যে-জন কুকর্ম-পরায়ণ, যে-জন ভগবানের উপদেশের অনুরূপ ভগবৎপ্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে কোনও কর্মে প্রবৃত্ত নয়; অর্থাৎ যে পাপী; তার কাছে তিনি (পরব্রহ্ম) বজ্রধর, ভীষণমূর্তি। কিন্তু যে-জন সৎকর্ম-পরায়ণ, 'তৎকর্ম হরিতোষং যৎ'—এই ধ্রুবজ্ঞানে যে-জন ভগবানের কর্মে উৎসৃষ্ট প্রাণ, তার কাছে তিনি স্বর্ণালঙ্কার পরিহিত, স্নেহকারুণ্য ইত্যাদি গুণ-বিভূষণে বিভূষিত। দুর্জনের দৃষ্টিতে তাঁর মূর্তি বিষম বিভীষিকাপ্রদ; আর সৎ-জন, সাধুর কাছে তিনি সদা আনন্দময়। মূল বক্তব্য—সৎকর্মের সাথে ভগবানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। তিনি দুর্জনের দমনকারী এবং সৎ-জনের প্রতিপালক] ॥ ২ ॥

লোক-সকলকে নিরন্তর দর্শনশক্তি-দানের (সৎ-জ্ঞানের প্রদানের) নিমিত্ত ভগবান্ ইন্দ্রদেব দ্যুলোকে সূর্যকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন; অথবা সাধুগণের হৃদয়ে জ্ঞানাধারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জ্ঞানদেব সেই সূর্য আপন রশ্মির প্রভাবে (জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা) পর্বত-প্রমুখ সর্বজগৎকে বিশেষ রকমে প্রকাশিত (জ্ঞানান্বিত) করছেন। [ব্যাখ্যায় এই দু'টি ভাবই প্রকাশমান। ভগবান্ যে দৃশ্যমান সূর্যের বা জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা, তাই-ই এখানে প্রখ্যাত। —কি ত্রয়ী (বেদ), কি সাংখ্য, কি যোগ, কি পশুপতি-মত (পাশুপত-শাস্ত্র), কি বৈষ্ণব (বৈষ্ণব-শাস্ত্র), সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনই ভেদ নেই। ....যে-যে-পথেই গমন করুক না কেন, ঈশ্বরই মানুষের একমাত্র গন্তব্য স্থান। ....বৃথা বিতর্কের পরিবর্তে স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হবার আকাঙ্ক্ষা জাগলেই সর্বজগৎ-আলোককারী, জ্যোতিরশ্মির মতো তিনি (অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম) হৃদয়ে প্রকাশমান হবেন। —এ ঋকের এটাই মর্মার্থ] ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি অজেয় (শত্রুবর্গের ভয়প্রদ); সমরে ও মহাসমরে, আপনার অপ্রতিহত রক্ষা-শক্তির দ্বারা, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। [যুদ্ধ—অন্তরে ও বাহিরে দু'দিকেই বেঁধেছে। বহির্যুদ্ধের তুলনায় অন্তর্যুদ্ধই ভীষণ। বহির্যুদ্ধে পৃথিবীর অল্প প্রাণীই নিহত হয়; কিন্তু অন্তর্যুদ্ধে অতি বড় রথিগণও ধরাশায়ী হয়। ....সে যুদ্ধের অন্ত নেই। আমাদের সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী অন্তঃশত্রুদের (কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুদের) কবল থেকে আমাদের পরিত্রাণ করুন। —এ প্রার্থনা সাধকের অন্তরের প্রার্থনা। ....(আবার) পুরাকালে অসুরগণ যজ্ঞ নষ্ট করত। ...(সুতরাং) তিনি (যেন) যজ্ঞ রক্ষা করেন। ....(আর) পুরাকালেই বা কেন, চিরকালই অসুরগণ (অসুরভাবাপন্ন পাপীর দল) মানুষের যজ্ঞ (সৎকর্মের অনুষ্ঠান) নষ্ট করছে (বাধা দিতে তৎপর রয়েছে); চিরকালই যাজ্ঞিকগণ (সৎ-কর্মের অনুষ্ঠান-অভিলাষী সৎ-ব্যক্তিগণ) দেবরাজের (পরব্রহ্মের) শরণাপন্ন হচ্ছেন] ॥ ৪ ॥

বহুধন-লাভে (মহাসংগ্রামে), অল্পধনলাভে (সামান্য সংগ্রামে), অজ্ঞানতারূপ রিপুর (অথবা, আমাদের প্রতিবাদী শত্রুর) দমনের জন্য, সৎকর্মের সহায় (অথবা, যোগ্য) বজ্রধারী ভগবান ইন্দ্রদেবকে সৎকর্মের অনুষ্ঠাতা (অথবা, শত্রু কর্তৃক পীড়িত) আমরা আহ্বান করি। [পূর্বের ঋকে ভগবানের প্রভাব পরিবর্ণিত হয়েছে; এখানে তাঁর অনুগ্রহ-প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। —আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন রকমের তাপে (আক্রমণে) প্রাণ সন্তপ্ত (জর্জরিত)।

অন্তরে-বাহিরে চারিদিকে সেই রিপুদল বিষ-জ্বালা বিস্তার করে আছে। অল্পধন লাভের (সাধারণ জীবন যাপনের) পক্ষেও তারা অন্তরায়, আবার অধিকধন-প্রাপ্তির (ঈশ্বরের আরাধনায় বা যোগ-অবলম্বনে অবস্থিতির) পক্ষেও তারা নিয়ত প্রতিবাদী। অজ্ঞানতা এবং তার থেকে সঞ্জাত বা তার সহজাত শত্রুগণই বৃত্র নামে অভিহিত হয়। যজ্ঞকারীর (সৎকর্মকারীর) সহায় (পরব্রহ্ম ঈশ্বরেরই এক বিভূতিরূপ) ভগবান্ ইন্দ্রদেব বজ্র-কঠোর হস্তে তাদের দমন করে আমাদের রক্ষা করুন] ॥ ৫ ॥

অভীষ্টফলপ্রদ, প্রার্থনাপরিপূরক (অথবা, বৃষ্টিপ্রদ) হে দেব! আপনি আমাদের কোনও প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখেন না; সর্বাভীষ্ট-সাধক সেই দেবতা আপনি; পরিদৃশ্যমান ঐ শত্রুসহচরকে দূর করুন (অর্থান্তরে,—ঐ মেঘকে বিদীর্ণ করে জলদান করুন)। [হৃদয় মরুক্ষেত্রের মতো উষর (অনুর্বর) পড়ে আছে; কু-কর্মের খরকর তাপে, পাপের অনলবর্ষী শিখায় অহরহঃ জ্বলে-পুড়ে জর্জরিত হচ্ছে। দূরে কখনও হয়ত বা দৃশ্যমান সৎকর্মগুলির খণ্ডমেঘসমূহ সজ্জিত হয় বটে, কিন্তু বর্ষণ ঘটে না।...আপনি (সেই) মেঘ বিদারিত করুন। একবার বারিবর্ষণ হোক। ....হৃদয়ের মধ্যে অহরহঃ দেবাসুরের সংগ্রাম চলছে। সৎ-বৃত্তির সাথে অসৎ-বৃত্তির সংগ্রামই সেই দেবাসুরের সংগ্রাম। সে সংগ্রামে অসুরপক্ষের গুপ্তচর—কামনা (প্রলোভন)। পরম কারুণিক ইন্দ্রদেব (পরব্রহ্ম) কৃপা করে সেই কামনাকে দূরীভূত করুন। (অর্থান্তরে,—অজ্ঞানতার সহচর বিষম রিপুগণ আমার হৃদয় অধিকার করে বসেছে। ভগবান্ যেন কৃপাপূর্বক তাদের সংহার করে শান্তিসুধা দান করেন)] ॥ ৬ ॥

স্তরে স্তরে অভীষ্টফলদাতা বিভিন্ন দেবতা-বিষয়ে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যত স্তুতি আছে, সেই সকল স্তোত্র, বজ্রধারী ভগবান্ ইন্দ্রের প্রতি প্রযুক্ত হলেও, তার দ্বারা তাঁর সম্যক মহিমা কীর্তন (সুস্তুতি) করা হয় না। [মূল ভাবার্থ—স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা ভগবানের মহিমা প্রকাশ করা যায় না। —এই ঋকের প্রধানতঃ দু'টি ভাব। প্রথম,—যত সুন্দর স্তোত্রেই যে কোনও দেবতার স্তব করি না কেন, সকল স্তব-স্তুতি সেই ভগবানেই পৌঁছায়। দ্বিতীয়,—যত উৎকৃষ্ট স্তুতিই হোক না কেন, তাতে তাঁর (ভগবানের) সম্যক্ মাহাত্ম্য কীর্তন করা যায় না—অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি সর্বদেবময়, দেবতার উদ্দেশ্যে যে কোনও স্তব-স্তুতি, সকলই তাঁতে (সেই পরব্রহ্মে) প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তাঁর (সেই পরব্রহ্মের) মহিমা অপার অনন্ত; সামান্য স্তবে কি তা ব্যক্ত হতে পারে?] ॥ ৭ ॥

দুঃখ নিশ্চয়ই বিষয়সংসর্গজ—সহজাত; অভীষ্টফলপ্রদ পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ সাধনপরায়ণ মনুষ্যগণকে সেই দুঃখ হতে সত্বর পরিত্রাণ করেন। [ভাব,—জন্মমাত্র দুঃখের হেতুভূত। একমাত্র ভগবানের অনুকম্পাতেই সেই দুঃখ ত্বরায় দূর হয়।] অথবা—অভীষ্টবর্ষণশীল, প্রত্যাখ্যান-সূচক, নানাপ্রতিশব্দরহিত, পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সেই ভগবান্ কমনীয় গতিতে অর্থাৎ বিচিত্র গতিবিশিষ্ট হয়ে মনুষ্যগণকে ষড়ৈশ্বর্যাদি (প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি) প্রদান করেন; কিন্তু আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্ন জন, আত্মোৎকর্ষপ্রভাবে পরিত্রাণ লাভ করেন। [ভাব,—বিচিত্রগতিক্রমে ভগবান্ মানুষদের দুঃখ নাশ করেন; কিন্তু সাধুগণ আত্মশক্তির দ্বারাই দুঃখ থেকে বিমুক্ত হন।—এমন অমূল্য ঋকটির কু-ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। (ঐসব ব্যাখ্যা শুনলে মনে হয়) বেদ যেন চাষার গান। যেমন, কোনো (কামুক) ষাঁড় বননীয়গতিতে (অর্থাৎ, চক্রগতিতে) গাভীদলের দিকে গমন করে, ইন্দ্র যেন তেমনভাবেই প্রার্থনাকারীর নিকট আগমন করুন'—এমন বর্ণনার দ্বারা বেদগানকে ষাঁড়ের, গাভীর ও কৃষকের গানে পরিণত করা হয়েছে। অথচ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায়, এই ঋকে বলা হয়েছে—যে জন সর্বকামনা

সংযম করে ভগবৎ-পরায়ণ হতে পারেন, মোক্ষ তাঁরই অধিগত হয়। ঋক্‌টির অন্য যে দ্বিতীয় প্রকার অর্থ নির্দেশিত হয়, তাতেও ঐ একই ভাব রূপান্তরে পরিব্যক্ত। ভগবান্ বিচিত্র গতিতে মানুষদের ঐশ্বর্য ইত্যাদি দান করেন। সাধকগণ তাঁকে ত্বরায় প্রাপ্ত হন। ....বিচিত্র গতিতে তাঁর আগমনের ভাবই—কর্মফলের অবসানে তাঁর অনুকম্পা-প্রাপ্তি। আত্ম-উৎকর্ষ সাধনের প্রভাবেই তাঁকে ত্বরায় পাওয়া যায়] ॥ ৮ ॥

যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মনুষ্যগণের (আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণের) এবং সমস্ত ধনরত্নের (পরমার্থ-সাধনের) অদ্বিতীয় অধিস্বামী, তিনিই পঞ্চক্ষিতির একমাত্র অধীশ্বর। সেই ভগবান্, সকল মনুষ্যগণের সকলরকম ধনরত্নের এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। [ভগবানের মহিমা প্রকাশক এই ঋক্‌টিতে ইন্দ্রদেবকে নিখিল বিশ্বের (মানুষদের ঐশ্বর্য ইত্যাদির) অধীশ্বর বলে ঘোষণা করা হয়েছে; অর্থাৎ ইন্দ্রের সম্পর্কে যে গুণবিশেষণগুলি উদ্ধৃত, সেগুলি সবই ভগবানের মহিমা প্রকাশক। ...সাধনার পথে স্তরে স্তরে অগ্রসর হতে হতে সাধকের চিত্তে যে দেবভাব উদ্ভাসিত হয়, এখানে তাই-ই পরিব্যক্ত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার (বা দেবভাবের) মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'তে সাধক যেমন শ্রীভগবানের সর্বময়ত্ব উপলব্ধি করেন, এ ঋকে যেন তাই-ই লক্ষ্য। উদ্দেশ্য—স্তরে স্তরে তাঁর সর্বেশ্বরত্ব খ্যাপন। ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে করতে—উঠতে উঠতে—সাধক যেন আরোহণীর শেষ সীমায় উপস্থিত হলেন] ॥ ৯ ॥

বিশ্বের সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ) যে ইন্দ্রদেবকে আমরা আহ্বান (স্তব) করছি; তিনি আমাদের ও তোমাদের সকলেরই কৈবল্য (কেবল বা মোক্ষ বা ব্রহ্মত্ব) প্রদানকর্তা। [প্রাথমিকভাবে মনে হবে, ঋত্বিকগণ ও পুরোহিতগণ এই ঋকে যেন প্রকাশ করছেন—ভগবান্ একমাত্র তাঁদেরই নিজস্ব, অর্থাৎ তাঁদেরই কথা শোনেন; তাই যজমানের জন্য তাঁরা ভগবান্‌কে ডাকছেন। ....(কিন্তু প্রকৃত ভাব তা নয়)....। 'আমাদের' শব্দে....'হিন্দুগণকে' অর্থাৎ 'বেদমার্গ-অনুসরণকারী মানুষদের'; আর 'তোমাদের' শব্দে যজমানকে, কিংবা অন্য মার্গাবলম্বীকে (তথা হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতিকেও) লক্ষ্য থাকা সম্ভব। তিনি (পরব্রহ্ম) যে কেবল আমাদেরই বা আমরাই যে কেবল মুক্তির অধিকারী, এ রকম উক্তি অজ্ঞ অবিচারী জনের মুখেই শোভা পায়, বৈদিক ঋষির নয়। এখানে সর্বজনীন সাম্যভাব প্রকাশে, ঋকে বলা হয়েছে,—তিনি যেমন আমাদের, তিনি তেমনই তোমাদের—সকলেরই। যে কেউ তাঁর শরণাপন্ন হবে, তিনি সকলকেই উদ্ধার করবেন। —প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—পূর্বঋকের 'পঞ্চক্ষিতি' (বা অন্য ঋকের 'পঞ্চকৃষ্টি') বা 'পঞ্চজন' শব্দের দ্বারা পঞ্চনদকূলবাসী সমস্ত আর্য জাতি বোঝায়। সেই হিসাবে (পূর্ব ঋকের সূত্রানুসারে) নিখিল বিশ্বের মানুষজনের হিতার্থেই এই ঋকের প্রার্থনা উচ্চারিত, বলা যায়] ॥ ১০ ॥

টীকা — ঋগ্বেদে ইন্দ্রদেবতার সম্বন্ধেই অধিক সূক্ত, অধিক স্তোত্র প্রযুক্ত হয়েছে দেখতে পাই। তাঁর বিশেষণের অন্ত নেই; তাঁর প্রভাব অপ্রতিহত। তিনি যখন তেজঃরূপে পরিকল্পিত, তখন মরুৎ-গণ (বায়ুনিবহ) তাঁর সহকারী। তিনি যখন মেঘের অধিপতি, তখন বাষ্পনিবহ তাঁর অনুসরণকারী। তিনি যখন বৃত্রহা (শত্রুহন্তা), বজ্র তখন তাঁর প্রধান অস্ত্র। ....সংসারে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। প্রতি পদার্থেই বৈষম্য অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। ....সেইজন্যই যেন, সংসারের প্রতিটি সামগ্রী পূর্ণতার প্রতি প্রধাবিত। এই পূর্ণতাই—সাম্যের শেষ সীমা। ....(এই পূর্ণতার প্রয়োজনে) যখন যে উপাদান প্রয়োজন, তা সংগ্রহের জন্য উদ্বেগের অবধি নেই। আর, সেই উদ্বেগ নিবারণের উদ্দেশ্যেই মানুষ আবশ্যকমতো ভগবৎ-বিভূতির আশ্রয়প্রার্থী হয়; আর সেই অনুসারেই তারা আপন আপন দেবতার আরাধনা করে।

এইভাবে বিভিন্ন উপাসনায় বিভিন্ন দেবতার পূজা করতে করতে তারা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে যে, সব পূজাই সেই একেরই অনুভূতি। —পুনঃপুনঃ ইন্দ্রসূক্তের অবতারণা; বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ভাবে তাঁর বিভিন্ন শক্তির খ্যাপন;—সেই একই বহু অথবা সেই বহুই এক—সেই ভাবের বিকাশ করে দেয়। সকল শক্তিই যে সেই মূল শক্তির অংশ,—সকল গুণই যে সেই গুণাতীতের গুণের সংহত অংশ, এই পূর্ব ইন্দ্রসূক্তের দশটি মন্ত্রে সেই আভাস একটু স্পষ্টভাবেই পরিব্যক্ত।

◆ ◆

— ৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা। ছন্দ : গায়ত্রী]

এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহং। বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর ॥ ১ ॥
নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ। ত্বোতাসো ন্যর্বতা ॥ ২ ॥
ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহি। জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ ॥ ৩ ॥
বয়ং শূরেভিরস্তৃভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ং। সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ ॥ ৪ ॥
মহাঁ ইন্দ্র পরশ্চ নু মহিত্বমস্তু বজ্রিণে। দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥ ৫ ॥
সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ। বিপ্রাসো বা ধিয়াযবঃ ॥ ৬ ॥
যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে। উর্বীরাপো ন কাকুদঃ ॥ ৭ ॥
এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী। পক্কা শাখা ন দাশুষে ॥ ৮ ॥
এবা হি তে বিভূতয় ঊতয় ইন্দ্র মাবতে। সদ্যশ্চিৎসন্তি দাশুষে ॥ ৯ ॥
এবা হ্যস্য কাম্যা স্তোম উক্থং চ শংস্যা। ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্রদেব! আমাদের রক্ষার জন্য আহ্বানযোগ্য সদাশত্রুজয়কারী নিত্যস্থিতিশীল নিত্যবর্ধমান জ্ঞান-ধন আপনি আমাদের প্রদান করুন। [ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই বলে গেছেন,—এ মন্ত্রে 'শত্রুদের দমনের জন্য অর্থ প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রচুর অর্থ পেলে, অস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে অসুরদের দস্যুদের দমন করতে পারব—এটাই এ মন্ত্রের লক্ষ্য।' কিন্তু মন্ত্রে কোন্ ধন প্রার্থনা করা হয়েছে, ধনের বিশেষণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা বোধগম্য হয়। ...এ মন্ত্রে সাধক শ্রীভগবানের কাছে সেই পরমধন—জ্ঞানধন—প্রার্থনা করছেন—এটাই উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ ভগবান্ আমাকে যেন সেই ধন দান করেন—সে ধন আমার প্রবল রিপু-শত্রুদের কবল থেকে আমায় সর্বতোভাবে পরিত্রাণ করে। তিনি আমায় সেই ধন দান করুন—যে ধন অচঞ্চল, অক্ষয়। তিনি আমায় সেই ধনে ধনী করুন—অতিমাত্রায় যে ধনের বৃদ্ধিই আছে, কখনই ক্ষয় নেই] ॥ ১ ॥

হে ভগবন্! তোমার প্রদত্ত জ্ঞানরূপ সেই ধনের প্রভাবে নিশ্চয়ই অনায়াসে রিপুশত্রুগণকে **বিনাশ করব; এবং তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে তোমাতেই** আত্মলীন করতে সমর্থ হব। [মূল ভাব,—ভগবান্ সহায় হলে আমাদের প্রাপ্তি-বিষয়ে **কিছুই** অসম্ভব হবে না। —মন্ত্রের প্রকৃত আধ্যাত্মিক

সেই চির-অচঞ্চল সদাজাগ্রত আনন্দস্বরূপ সেই
অর্থ পূর্বের অনুরূপ,—তিনি সেই ধন দান করুন—সেই জ্যোতির্ময়ের দিব্যজ্যোতির প্রভাবে
ধন আমাদের প্রদান করুন। অর্থাৎ, মর্মার্থ এই যে, —সেই জ্ঞানের উদয়ে আমার হৃদয়ের
আমার হৃদয়ে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকাশপ্রাপ্ত হোক; আর সেই জ্যোতিঃকণা মিশে যাক] ॥২॥
অজ্ঞান-আঁধার দূরে পলায়ন করুক। ফলে, জ্যোতির্ময়ের অঙ্গে এ জ্যোতিঃকণা মিশে যাক
হে ইন্দ্রদেব! তোমার দ্বারা রক্ষিত হলে আমরা দৃঢ় বজ্র (শত্রুসংঘমাদিরূপং) ধারণ করব এবং
বাহ্য ও অন্তর যুদ্ধে বাহ্য ও আন্তর শত্রুদের সম্যক পরাজিত করতে সমর্থ হব। [....যাঁর কৃপায়
আভ্যন্তরীণ দুর্ধর্ষ রিপুগুলি অনায়াসে দমিত হতে পারে, তাঁর কৃপায় যে বহিঃশত্রু দমিত হবে,
তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই] ॥৩॥

হে ইন্দ্রদেব! আপনার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হলে, আমরা (ভগবৎপরায়ণ জনগণ) সবেগ
ইত্যাদিরূপ অস্ত্র প্রক্ষেপণকারী শম-দম ইত্যাদিরূপ সৈন্যের সাথে মিলিত হয়ে, সংগ্রাম করবার
জন্য অজ্ঞানতারূপ সেনা-কামী—অর্থাৎ যুদ্ধকামী কাম ইত্যাদি শত্রুদের (পুনঃপুনঃ) বিশেষভাবে
পরাভূত করতে পারি। [ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারলে, তার আবার শত্রুভয় কিসের!
তখন শত-আয়ুধধারী শৌর্যশালী বীর এসে অস্ত্রনিক্ষেপে শত্রুকে পরাভূত করবে, তাতেই বা
বিচিত্রতা কি? ....ভগবানে ন্যস্তচিত্ত ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত জন, অন্তর বা বাহিরের শত্রুভয়ে বিচলিত
হয় না; ভগবানের সাহায্যে তারা সব করতে সক্ষম] ॥৪॥

ইন্দ্রদেব মহান্ (শ্রেষ্ঠ) ও পর (গুণাতীত)। তাঁর বিপুল শক্তির মহিমা সদাকালে সর্বত্র বিস্তৃত।
তাঁর প্রভাব যেমন স্বর্গলোকে, তেমনই অন্যত্র অতিমাত্রায় বিদ্যমান। [এ ঋকের মধ্যেও ভাবান্তর
ঘটাবার উপযোগী কোনরকম শব্দ নেই। ....অথচ....এ ঋকেরও অর্থান্তর ঘটে আছে। কেউ কেউ
বলেন— 'যজমানকে সম্বোধন করে ঋকটি প্রবর্তিত হয়েছিল। ভগবানের যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত
হোক— যজমানকে সম্বোধন করে ঋত্বিক সেই প্রার্থনা করছেন।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ঋকের মধ্যে
তেমন কামনামূলক কোনও বাক্য, কিংবা যজমানকে সম্বোধন করে যে এ ঋকটি বিহিত হয়েছে তা
মনে করা ঠিক নয়। এ ঋক্ সাধারণভাবে পরমপিতা পরমেশ্বরের মহিমাখ্যাপক ও তাঁর
স্তুতিগান-সূচক] ॥৫॥

যে সকল পুরুষ মোহবশে পুত্রপৌত্র ইত্যাদি বিত্তলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, অথবা যে সকল
মেধাবী জ্ঞানিজন প্রজ্ঞা-লাভেরই কামনা করেন; তাঁরা নিজ নিজ অভিলষিত ফল লাভ করুন।
[কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এই ঋকে যোদ্ধৃপুরুষের পক্ষে সংগ্রামে জয় ইত্যাদির জন্য ইন্দ্রদেবের
স্তুতি করার কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এখানে যে সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে, সেই সংগ্রামে
সকলেই সমানভাবে সর্বদা যুধ্যমান হয়ে আছেন, বুঝতে হবে। ....কেবল কয়েকজন যোদ্ধৃপুরুষই
পুত্র-বিত্ত ইত্যাদি ও কয়েকজন বিপ্রই জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা করেন, আর কেউ তেমন আকাঙ্ক্ষা করেন
না—তাও মনে করা যুক্তিযুক্ত হয় না। সুতরাং এখানে বিশ্বজনীন নিত্য-সংগ্রামের বিষয়ই ব্যক্ত
হয়েছে, মনে করাই সঙ্গত। অজ্ঞানতাবশতঃ অথবা প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে যে যেমন কামনা করেন, তিনি
তেমনই ফল প্রাপ্ত হয়ে থাকেন—এটাই সত্য। অর্থাৎ সংসারে ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে পড়ে জীবের
পক্ষে হতাশার কিছুই নেই; ভগবানের শরণাপন্ন হলে আকাঙ্ক্ষা-অনুরূপ ফললাভে সমর্থ হওয়া
যাবে—পুত্র-বিত্ত অথবা জ্ঞান-মোক্ষ, যেমন আকাঙ্ক্ষা করবে, তেমনই তার অধিগত হবে] ॥৬॥

ভগবান্ ইন্দ্রদেবের যে প্রসিদ্ধ (আকাশরূপ) উদর সদা সোমপানশীল (বাষ্পগ্রহণশীল, অথবা
শুদ্ধসত্ত্বপানরত), তা সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্ত (বৃহৎ); রসনায় (মুখসম্বন্ধযুক্ত) জলের ন্যায় তা বিস্তীর্ণ

প্রপূর্ণ (অর্থাৎ করুণা-ক্ষরণ-সম্পন্ন), তা কখনও বিশুষ্ক হয় না। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় দেখা যায়—
ইন্দ্রদেব এতই সোমপান (মাদকপান) করেন যে, তাঁর উদর সমুদ্রের মতো বর্ধিত হয়ে পড়েছে;
তাঁর মুখের জল শুকায় না।' অর্থাৎ ইতর লোকের ভাষায় যাকে 'পাঁড় মাতাল' বলা যায়, ইন্দ্র
তেমনই। অথচ আধ্যাত্মিক পক্ষে এই ঋকের অর্থ কেমন সঙ্গতিপূর্ণ তা লক্ষণীয়। এক অংশে—
সোমপানে—ভক্তের পূজা গ্রহণে—কখনও তাঁর অরুচি নেই; অর্থাৎ মেঘ যেমন সদা
রসগ্রহণশীল, তার আধার যেমন অনন্ত-বিস্তৃত, ভগবান্ তেমনই শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল, তাঁর উদর
তেমনই সকল লোকের পূজা-গ্রহণে সমর্থ। অন্য অংশে—তিনি সদাই স্নেহবিগলিত আর্দ্র হয়ে
আছেন; —তাঁর করুণার মন্দাকিনী কখনই বিশুষ্ক হয় না; তিনি সদাই করুণা বিতরণের জন্য
উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছেন—জলের মতো তিনি সদাই আর্দ্র; অর্থাৎ রসনার আর্দ্রতা যেমন সদা
বিদ্যমান, ভগবানের করুণা-প্রবাহ তেমনই নিরন্তর প্রবহনশীল] ॥৭॥

ভগবানের মুখনিঃসৃত, বৈচিত্র্যবিশিষ্ট, জ্ঞানদ, মহান্ সত্যস্বরূপ যে বাক্য (মন্ত্র), অর্চনাকারীর
পক্ষে তা বহুপক্কফলসমন্বিত বৃক্ষশাখার ন্যায় আনন্দপ্রদ। [পক্কফল-সমন্বিত বৃক্ষশাখা যেমন
বৃক্ষস্বামীকে আনন্দ দান করে, ভগবৎ-মুখ থেকে নিঃসৃত মন্ত্র তেমনই অর্চনাকারীতে পরমা প্রীতি
সঞ্জাত করে। ঋক্ যেন বলছেন—আমরা যেন ভগবৎ-বাক্য-রূপ সত্যমন্ত্র গ্রহণ করি। সেই
অনুসারে কর্ম করতে প্রবৃত্ত হই; হৃদয়রূপ বৃক্ষে জ্ঞানরূপ পক্কফল স্তরে স্তরে সজ্জিত দেখব—
আনন্দে মগ্ন হব] ॥৮॥

হে ইন্দ্রদেব! আপনার বিভূতি-ঐশ্বর্য আমার ন্যায় অর্চনাকারীকেও নিত্যসংরক্ষণ করে থাকে।
[ভগবানের বিভূতিরাশি চিরকালই ভক্তের রক্ষাস্বরূপ হয়। পাপী-তাপী অভাজনও তাঁর পাদপদ্মে
আশ্রিত হলে তাঁর করুণা লাভ করতে সমর্থ হয়।—এখানে সাধক এক স্তর ঊর্ধ্বে উঠেছেন।
তিনি ভগবানের অপার করুণা বুঝতে পেরে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছেন] ॥৯॥

সেই ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক সামমন্ত্র এবং ঋঙ্মন্ত্র, সোমসুধাপায়ী (ভক্তাধীন) ইন্দ্রদেবের কাম্য
অর্থাৎ অভিলষিত। [মূল ভাব—ঋক্-সাম-মন্ত্রের সাথে ভগবানের অভিন্ন সম্বন্ধ আছে। —এখানে
'সোমপীতয়ে' পদে সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের সাথে সম্বন্ধ আছে বলে মনে করা ভ্রম মাত্র।
ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তিসুধাপানে বিভোর হয়ে আছেন। 'সোমপীতয়ে' পদে সেই ভাবই ব্যক্ত
হয় মাত্র। ভক্তের ভক্তিতে তিনি যেমন দ্রবীভূত হন, তেমন আর কিছুতেই নয়। অতএব
ভক্তিপুতকণ্ঠে জ্ঞানস্বরূপ মন্ত্র গান কর। ভগবানের করুণা তোমার প্রতি সহস্রধারে বর্ষিত হবে।
এইভাবে মন্ত্র-দ্রষ্টার অনুস্মরণে ঋক্ সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে] ॥১০॥

টীকা — স্তোত্রের পর স্তোত্র, সূক্তের পর সূক্ত, ঋকের পর ঋক্ একই দেবতার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ
সূক্ত দেখা যায়। ...যত ভাব, যত আকাঙ্ক্ষা, যত অভাব, যত অবস্থা, স্তোত্র পাঠ উপাসনা প্রক্রিয়াও
তেমনই অসংখ্য—অনন্ত। ব'লে ব'লে বলার শেষ হয় না। ডেকে ডেকে ডাকা আর ফুরায় না। চেয়ে
চেয়ে চাওয়া আর শেষ হয় না। মানুষের প্রকৃতিই এই। ....বিদ্যার জন্য জ্ঞানীর কাছে, ধনের জন্য ধনীর
কাছে, গুণের জন্য সৎ-সঙ্গের সহবাসে দিন কাটাতে হয়। সকল অভাব পূরণ করার আবশ্যক বুঝলে
সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে অবসন্ন হয়ে শেষে একের আশ্রয় অনুসন্ধান আবশ্যক হয়। সেই সন্ধান
যে জন লাভ করতে পারে, চাইতে চাইতে—তার চাওয়ার অবসান হয়ে আসে। ....অপিচ, যাঁর কাছে
প্রার্থনায় কামনার নিবৃত্তি আসে, তেমন ফলদাতার দ্বারেই অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান থাকার আবশ্যক
হয়। ঐন্দ্রসূক্ত স্তরে স্তরে প্রার্থনার সেই স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে। এই সূক্তের দশটি ঋক্ পূর্ববর্তী ও

পরবর্তী ঋক্গুলির সহযোগে প্রবৃত্তিমার্গের মধ্য দিয়ে, সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিয়ে, ধীরে ধীরে কেমন নিবৃত্তি মার্গে নিয়ে চলেছে। আত্যন্তিক দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি লাভের অভিলাষী জনের, মুক্তিকামী মানবের, ঋকের মধ্যে তা-ই লক্ষ্য করবার বিষয়।

◆ ◆

— ৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা। ছন্দ : গায়ত্রী]

ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্বভিঃ। মহাঁ অভিষ্টিরোজসা ॥ ১ ॥
এমেনং সৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে। চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে ॥ ২ ॥
মৎস্বা সুশিপ্র মন্দিভিঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে। সচৈষু সবনেষ্বা ॥ ৩ ॥
অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত। অজোষা বৃষভং পতিম্ ॥ ৪ ॥
সং চোদয় চিত্রমর্বাগ্রাধ ইন্দ্র বরেণ্যং। অসদিত্তে বিভু প্রভুঃ ॥ ৫ ॥
অস্মান্‌ৎসু তত্র চোদয়েন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ। তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ ॥ ৬ ॥
সং গোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথু শ্রবো বৃহৎ। বিশ্বায়ুর্ধেহ্যক্ষিতম্ ॥ ৭ ॥
অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহদ্দ্যুম্নং সহস্রসাতমং। ইন্দ্র তা রথিনীরিষঃ ॥ ৮ ॥
বসোরিন্দ্রং বসুপতিং গীর্ভির্গৃণন্ত ঋগ্মিয়ং। হোম গন্তারমূতয়ে ॥ ৯ ॥
সুতেসুতে ন্যোকসে বৃহদ্বৃহত এদরিঃ। ইন্দ্রায় শূষমর্চতি ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি (আমাদের হৃদয়ে) আগমন করুন; বিশ্ববাসী এই ভক্তজনের (আমাদের) আপনার আরাধনা-রূপ যজ্ঞ-উৎসবে ভক্তি-রূপ অন্নের দ্বারা, মহান্ আপনি, পরিতুষ্ট হোন; আর, আপন প্রভাবে শত্রুদের নিপাত করুন। [সেই ভগবান্ আমাদের পূজায় পরিতুষ্ট হোন; আর, আমাদের অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু, সকল শত্রুকে বিনাশ করুন।—এ ঋকে প্রার্থনাকারী কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেননি; বিশ্ববাসী সকলের কিসে মঙ্গল হয়, এই ঋক্ সেই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত।...কেবল আমার বা আমাদের শত্রু নয়, বিশ্ববাসীর শত্রুনাশ কর। ...বিশ্ববাসী সকলের দ্বারা উপহৃত অন্ন—(সোমসুধা)—তোমার গ্রহণের উপযোগী অন্ন সে অন্ন 'ভক্তি'। ভক্তিই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একমাত্র প্রকৃষ্ট অন্ন।...বিশ্ববাসী সকলেই সেই অন্ন তাঁকে নিবেদন করতে পারে] ॥ ১ ॥

ভক্তপ্রদত্ত, সৎকর্মসঞ্জাত, ভগবৎ-প্রীতিপ্রদ সুসংস্কৃত (বিশুদ্ধ) যে ভক্তি, তা সেই সর্বজনানন্দপ্রদ সর্বাভীষ্টসাধক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ (অর্পণ) কর। (তাতে সুফল প্রাপ্ত হবে)। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। মন্ত্রের সম্বোধ্য—অন্তরের বৃত্তিসমূহ। মনোবৃত্তিসমূহ ভগবৎ-ভক্তিপরায়ণ হোক—এই-ই আকাঙ্ক্ষা।—পূর্ব ঋকে ভগবানকে আহ্বান করা হয়েছে। বিশ্ববাসীর হিতসাধনের উদ্দেশ্যে তিনি এসে তাদের পূজা গ্রহণ করুন।—এ ঋক্ সেই প্রার্থনার

সকল নির্মল হয়েছে। ...তোমার ভক্তিরূপ সোমসুধা—যেন সুসংস্কৃত—বিশুদ্ধ হয়। ...তোমার বিশুদ্ধ ভক্তি যেন সৎকর্মশীলা হয়।—এখানে সেই ভক্তির কথাই বলা হয়েছে,—যে ভক্তি ঐরকম সৎকর্ম ইত্যাদির সাথে সংশ্রববিশিষ্ট হয়। ...তিনি সর্বাভীষ্ট-সাধক, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করবেন; তিনি আনন্দময়, তোমায় আনন্দ বিলাবেন] ॥ ২ ॥

সুশোভন তেজঃস্বরূপ! বিশ্বব্যাপী ভক্তগণের আশ্রয়ভূত হে দেব! (উপাস্য ও উপাসক উভয়ের) আনন্দবর্ধক স্তুতিমন্ত্রে তুমি হৃষ্ট হও; ভক্তকর্তৃক অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞে (কর্মমধ্যে) তুমি প্রবিষ্ট হও। [হে ভগবন্! যে স্তোত্রের দ্বারা আপনার সান্নিধ্যলাভজনিত আনন্দে আমরা আপ্লুত হই, সেই স্তোত্রে প্রহৃষ্ট হয়ে আপনি আমাদের সাথে সম্মিলিত হোন; আনন্দ-সাগরে আনন্দ-বিন্দু মিলিত হোক'—এই-ই আকাঙ্ক্ষা।—প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'সুশিপ্র' শব্দে 'শোভন হনু' বা 'শোভন নাসিকা' বিশেষণে ইন্দ্রকে বিশেষিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে 'সুশোভন তেজঃস্বরূপ' হিসাবে সম্বোধনই সঙ্গত। ...ভগবান্ ভক্তের আশ্রয়স্থল। ভক্ত যেখানে, তিনিও সেখানেই। বিশ্বের মধ্যে যে কোনও ভক্ত আত্ম-উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হয়েছেন, তিনি বিশ্বের যে প্রান্তে যে অবস্থাতেই অবস্থিত হোন, ভগবান্, তাঁর সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছেন] ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্! বেদমন্ত্রস্বরূপ আপনার যে বাক্য আমি উচ্চারণ করি (প্রকাশ করি), অভীষ্টপূরক প্রসিদ্ধ আপনার সমীপেই তা গমন ক'রে থাকে, এবং আপনি সাদরে তা গ্রহণ ক'রে থাকেন। [স্তুতি ভগবানের মহিমা-প্রকাশক। মন্ত্রের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়—এই-ই ভাবার্থ।—অতীত, অনাগত, বর্তমান—ত্রিকালেই ঋত্বিকগণ বা হোতৃগণ ঐ একই মন্ত্র একই ভাবে উচ্চারণ করে থাকেন। অতএব অবাধে সকলেই বিশ্বাস করতে পারেন—ভগবানের বাক্য বা তাঁর স্তুতি যা তাঁর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, আমরা তা উচ্চারণ করলে, সে বাণী তাঁর সামীপ্য লাভ করে এবং তিনি সাদরে তা গ্রহণ করেন, অর্থাৎ প্রার্থনাকারীকে প্রার্থনার অনুরূপ ফল প্রদান করেন] ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্! মানবের ভোগের উপযোগী পর্যাপ্ত ধন এবং তারও অতিরিক্ত (মোক্ষ) ধন আপনার (নিকট) আছে; আপনি মণিমুক্তা ইত্যাদি ভোগের উপযুক্ত ধন এবং সে ধনের অতীত শ্রেষ্ঠ (মোক্ষ) ধন আমাদের সম্যক-প্রকারে প্রদান করুন। [মূল বক্তব্য—সেই ভগবান্ নিত্য ও অনিত্য উভয়রকম ধনের অধিপতি; তিনি যেন আমাদের সকল ধনই প্রদান করেন। এখানে সকাম ও নিষ্কামের কোনও ভেদাভেদ নেই। ....এখানে যেন একটা স্তর বা ক্রম দেখা যায়। ....বিচিত্র চাইতে চাইতে, পর্যাপ্ত চাইতে চাইতে, স্তরে স্তরে চাওয়ার শেষ সীমায় উপনীত হবে। সুতরাং যদি চাইতে হয়, তাঁরই কাছে চাও। তোমার সকল কামনাই তিনি পূরণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন; পার্থিব অপার্থিব সকল ধনই তিনি প্রদান ক'রে থাকেন] ॥ ৫ ॥

হে ধনাধিপতি ইন্দ্রদেব! সেই ধনলাভের জন্য আপনি আপনাদের উদ্যোগপরায়ণ কীর্তিমান ও কর্ম (ধনলাভের উপযুক্ত) উৎসাহ প্রদান করুন। [অনন্ত ধনের অধিপতি ঈশ্বর যেন তাঁর সেই ধন লাভের জন্য আমাদের উদ্যোগী কীর্তিমান ও উৎসাহী করেন।—সাধনমার্গে অগ্রসর হবার পক্ষে এই মন্ত্রে এক অমূল্য উপদেশ পাওয়া যায়। ....আমরা অনেকেই মনে করি, ইচ্ছা করলেই আমরা কীর্তিমান বা উদ্যোগ-পরায়ণ হ'তে পারি। এটা আমাদের বিষম ভুল। (প্রকৃতপক্ষে) আমরা কেবল নিমিত্ত মাত্র, অলক্ষ্যে এক অচিন্তনীয় শক্তি আমাদের নিয়ে কর্ম করায়। মন্ত্র তাই বলছেন—"আমরা উদ্যোগশীল হব, হে ভগবন্, আপনি তার পক্ষেও সহায়

হোন। আপনি সহায় না হ'লে উদ্যোগশীলই হ'তে পারব না; কীর্তিমান হওয়া তো দূরের কথা। এটাই ধ্রুব সত্য। সকল কর্মেই ভগবানের দয়া একান্ত প্রয়োজন]। ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্! বহু অশ্বগবাদিযুক্ত অথবা জ্ঞানরূপ ও ব্যাপ্তিরূপ ধন আমাদের সম্বন্ধে প্রদান করুন। সে ধন যেন পরিমাণে অধিক হয়, তাতে যেন গুণাধিক্য না থাকে, আর যেন তা আয়ুঃ-বৃদ্ধিকর ও ক্ষয়রহিত (নিত্য) হয়। [প্রার্থনার শেষ নেই। সংসারে যিনি যে অবস্থায় নিপতিত আছেন, তিনি সেই উপযোগী প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত হন। অশ্ব গাভী ইত্যাদিও মানুষের প্রয়োজন, আয়ুঃ-বৃদ্ধিকর অন্ন ইত্যাদিও প্রয়োজন, আবার জ্ঞানলাভেরও প্রয়োজন। ....ঋক্‌টি সকল মনুষ্যের সকল অবস্থার প্রার্থনামূলক; অর্থাৎ প্রার্থনাকারীর প্রবৃত্তি অনুসারে নিত্য-অনিত্য দু'রকমের কামনায় এই ঋক্ উচ্চারিত হয়েছে। যাঁর যেমন কামনা, এই মন্ত্র তাঁকে তেমন ফলই প্রদান করবে—এই ভাব]। ॥ ৭ ॥

হে ভগবন্! আমাদের মহতী কীর্তি, বহুদান-সামর্থ্যযুত ধন এবং প্রভূত অন্ন অথবা অভীষ্ট দান করুন। [এ ঋকে প্রার্থনার একটু বিশেষত্ব আছে। এখানে সাধকের প্রাণ অপরের জন্য ব্যাকুল হয়েছে। তিনি যে বহুজনকে দান করতে পারেন, এখানে তেমন ধন চাইছেন। ....আমি যেন পর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে সে ঐশ্বর্য বহুজনে বিতরণ করতে সমর্থ হই; মহতী কীর্তির অধিকারী হয়ে আমি যেন দেশ-হিতে ব্রতী থাকতে পারি। ....আমার অভীষ্টরূপ প্রসিদ্ধ ধন (জ্ঞান-ধন) আমায় প্রদান করুন। — এখানে সকল অবস্থার সাধকের সকল কামনাই পরিব্যক্ত]। ॥ ৮ ॥

সকল ধনের অধিস্বামী, মন্ত্রস্বরূপ (স্তবনীয়), ভক্তের রক্ষার জন্য সর্বত্রগমনশীল, ভগবান ইন্দ্রদেবকে; আমাদের ঐহিক পারত্রিক সকলরকম সুখসাধনযোগ্য ধন রক্ষার জন্য, তাঁকে উচ্চারণে স্তুতিমন্ত্রে আহ্বান ক'রি। [ঐহিক-পারত্রিক সকল রকম সুখের কামনাতেই ভগবানের আরাধনা কর—মন্ত্রের এই-ই উদ্বোধনা।—মন্ত্র উচ্চারণের লক্ষ্য এবং শুভফল—এখানে পরিস্ফুট। —'হে ভগবন্! ঐহিক ও পারত্রিক সকল রকম সুখসাধনের উপযোগী ধন, তুমি আমাদের জন্য রক্ষা কর এবং আমাদের প্রদান কর' ....এমন স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণ প্রায় সর্বকালে প্রায় সকল লোকেই ক'রে থাকে। এ মন্ত্র সেই উদ্বোধনায় মানুষকে উদ্বোধিত করেছে। ...তিনি শুধু অগ্নিহোত্র (বেদবিহিত প্রাত্যহিক হোম বিশেষ এবং সেইজন্য নিয়ত অগ্নিরক্ষা) ইত্যাদি যজ্ঞেই নয়, বরং যেখানেই সাত্ত্বিক যজ্ঞ আরম্ভ হয়, সেখানেই তিনি উপস্থিত হন। ভক্তমাত্রেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে তিনি সর্বত্রই গমন করেন]। ॥ ৯ ॥

রিপুজয়ী ভক্তসাধক, (ভক্তগণের) সেই আশ্রয়-স্থানভূত, মহৎ ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রতি যে বিশুদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করেন, তাতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য আরাধনা করা হয়। [ভাব এই যে, ভক্তগণের স্তুতিমন্ত্রে ভগবানের ঐশ্বর্য-মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় এবং ভক্ত সেই মাহাত্ম্য লাভ করেন। (মনে হ'লেও, প্রকৃতপক্ষে এই ঋকে সোমরসরূপ মাদকদ্রব্যদানে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের বলের ও পরাক্রমের প্রশংসা করা হয়নি। পরন্তু ভক্তের ভক্তিমূলক স্তোত্রের দ্বারাই যে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পায়, এই ঋকে তেমন ভাবই ব্যক্ত হয়েছে। ....ভক্তের ভক্তির মধ্যেই তিনি নিত্য বিরাজমান। আরাধনায়, ভগবৎ-মহিমা-কীর্তনে, ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠানে, ভক্ত ও ভগবৎ-ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। এই ঋকে সেই নিত্য তত্ত্বই জ্ঞাপিত হয়েছে]। ॥ ১০ ॥

টীকা — ধনৈশ্বর্যের প্রার্থনা—শত্রুদমনের প্রার্থনা—কখনও ফুরায় না। শত্রু নিত্যবর্ধমান, ভক্ত

প্রতি নূতন রকমের। শত্রুদমনের জন্য আর অভাব পূরণের জন্য, শক্তি-সামর্থ্য ও ধনৈশ্বর্য প্রতিক্ষণে প্রয়োজন। সুতরাং প্রার্থনাও অফুরন্ত। তাই আবার ইন্দ্রসূক্ত; আবারও দশটি ঋকে ভগবানের অন্যতম প্রধান বিভূতি-স্বরূপ ইন্দ্রদেবের করুণা প্রার্থনা। ভক্ত ডাকছেন—"তুমি এস। —আমার শত্রুদের দমন কর। তুমি এস। আমার প্রয়োজনেরও অধিক ধন-জন- রূপ-ঐশ্বর্য প্রদান কর।"—এইভাবে —ডাকতে—ডাকতে —ডাকতে —ডাকতে, কর্ণে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হবে। শুনতে—শুনতে—শুনতে তিনি একবারও ফিরে তাকাবেন। শাস্ত্র বলেছেন —শ্রবণে, কীর্তনে, স্মরণে, মননে, অনুধ্যানে,—হৃদয়ে একটি প্রতিচ্ছবি পড়বেই পড়বে।'....ফল্গুর বালুকারাশির অভ্যন্তরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে যেমন অন্তঃসলিলবাহিনী ধারা প্রবহমানা, অল্প আয়াস স্বীকার ক'রে সামান্য উৎখাতের ফলে সেই তপ্ত বালুকার মধ্য থেকে যেমন স্বচ্ছ সলিল নির্গত হয়, শ্রীভগবানের করুণাও তেমনই আমাদের জন্য আপনা- আপনি সঞ্চিত আছে, —অল্প চেষ্টা করলেই আমরা তা প্রাপ্ত হ'তে পারি।

◆ ◆

— ১০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা। ছন্দ : অনুষ্টুপ]

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ। ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে॥ ১ ॥
যৎসানোঃ সানুমারুহদ্ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্বং। তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি॥ ২ ॥
যুক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা। অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর॥ ৩ ॥
এহি স্তোমাঁ অভি স্বরাভি গৃণীহ্যা রুব। ব্রহ্ম চ নো বসো সচেন্দ্র যজ্ঞং চ বর্ধয়॥ ৪ ॥
উক্থমিন্দ্রায় শংস্যং বর্ধনং পুরুনিষ্ষিধে। শক্রো যথা সুতেষু ণো রারণৎসখ্যেষু চ॥ ৫ ॥
তমিৎসখিত্ব ঈমহে তং রায়ে তং সুবীর্য্যে। স শক্র উত নঃ শকদিন্দ্রো বসু দয়মানঃ॥ ৬ ॥
সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র ত্বাদাতমিদ্যশঃ গবামপ ব্রজং বৃধি কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ॥ ৭ ॥
নহি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মাণমিন্বতঃ। জেষঃ স্বর্বতীরপঃ সং গা অস্মভ্যং ধূনুহি॥ ৮ ॥
আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্দধিষ্ব মে গিরঃ। ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরম্॥ ৯ ॥
বিদ্মা হি ত্বা বৃষন্তমং বাজেষু হবনশ্রুতং। বৃষন্তমস্য হূমহ ঊতিং সহস্রসাতমাম্॥ ১০ ॥
আ তূ ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব। নব্যমায়ুঃ প্র সূ তির কৃধী সহস্রসামৃষিম্॥ ১১ ॥
পরি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ। বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থ — প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! সামগায়কগণ সামগানে আপনারই মহিমা গান করেন, মন্ত্র উচ্চারণকারী হোতৃগণ ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণে আপনারই অর্চনা করেন, স্তোত্রপাঠক ঋত্বিকগণ বংশের ন্যায় আপনাকেই উন্নত করেন, অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আপনার গুণগান করেন। সামগানে, ঋঙ্মন্ত্রে এবং সকল রকম স্তোত্রে সেই ভগবানেরই মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়; অর্থাৎ যেখানে যে-ভাবে যে-ভাবে ভগবানের অর্চনা করা হোক না কেন, সে সকল অর্চনাই সর্বস্বরূপ সেই এক

এবং অদ্বিতীয়েরই উদ্দেশ্যে বিহিত হয়। ....এ ঋক্ বুঝিয়ে দিচ্ছে—'সংশয়ান্বিত হয়ো না; যে-ভাবে যে-প্রণালীতে হোক, ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও; তোমার সকল অর্চনাই তাঁর কাছে পৌঁছাবে।' ফলতঃ, আমরা যে মার্গেরই অনুসরণ করি না কেন, ভগবানের দ্বারে উপস্থিত হবার চেষ্টা থাকলেই হবে] ॥ ১ ॥

সাধক যেমন ক্রমশঃ সাধনমার্গে অগ্রসর হন (শনৈঃ শনৈঃ নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে আরোহণ করেন); তাঁর ইষ্টপূর্ত্ত কর্মনিবহও তেমন প্রভূতভাবে আরব্ধ হয় (ভগবানকে স্পর্শ ক'রে প্রাপ্ত হয়)। ভগবান্ তখন, সাধকের অভিপ্রায়, (ভক্তের প্রয়োজন) বুঝতে পারেন; এবং বুঝতে পেরে, সর্বাভীষ্ট-সিদ্ধিপ্রদ তিনি প্রয়োজন অনুরূপ ঐশ্বর্য ইত্যাদি-সহ সাধকের নিকটে উপস্থিত হন। [সহজেই বোঝা যায়, ঋক্‌টির ভাব—যেমন ক্রমশঃ সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হন, সৎকর্মগুলি তাঁর অনুগমন করে; ভগবানও তখন তাঁর প্রয়োজন বুঝে তাঁর অভীষ্ট পূরণ করেন।—ঈশ্বর মহান, আমি ক্ষুদ্র; তিনি অনন্ত জলধি, আমি বারিবিন্দু। তাঁর সারূপ্য সাযুজ্য লাভ করা সম্ভব নয়; তাঁর অনুসরণ পণ্ডশ্রম। তাঁকে পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। এই মনে করে, অনেক সময় মানুষ ভগবানের আরাধনায় প্রতিনিবৃত্ত হয়। এ ঋক্ (কিন্তু সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েও) মানুষের সেই হতাশে আশার সঞ্চার করছেন; বলছেন—'কেন হতাশ হও? একটু একটু অগ্রসর হ'য়ে আরম্ভ কর দেখি! তাঁর করুণার ধারা সামনেই আপনা-আপনিই প্রবাহিত দেখতে পাবে। সাধনমার্গে ক্রমশঃ যতই উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করতে সমর্থ হবে, ততই তোমার প্রতি ভগবানের দৃষ্টি পড়বে, ততই তিনি তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য করবেন, ততই তোমার সিদ্ধিলাভের উপযোগী ঐশ্বর্য ইত্যাদি নিয়ে তিনি তোমার কাছে উপস্থিত হবেন।' সুতরাং আমরা যেন শঙ্কা না ক'রি, সন্দেহ না ক'রি, মনে সংশয় না আনি। সাধনার ফল অবশ্যম্ভাবী। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবেই হবে] ॥ ২ ॥

হে ভক্তাধীন ভগবন্! আপনি আমাদের চতুর্বর্গফল-সাধনের নিমিত্ত, ঐশীশক্তিসম্পন্ন, অভীষ্টবর্ষণশীল, তৃপ্তিসাধক, পাপ-তমোনাশী জ্ঞানভক্তিরূপ দিব্যজ্যোতিঃ (হরিদ্বয়) আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন, এবং স্তুতিমন্ত্রসমূহের সমীপে (শব্দব্রহ্মরূপে) বিচরণ করুন (সর্বদা বিরাজমান থাকুন)। [এই ঋকে ঊর্দ্ধগতিবিশিষ্ট সাধক জ্ঞানের ও ভক্তির প্রার্থনা করছেন, কেন-না ঐ দুটিই অভীষ্টফল প্রদান করে।—সাধকের হৃদয়ে, জ্ঞান-ভক্তির উদয় হ'লে ভগবান্ আর দূরে থাকতে পারেন না; তিনি তখন সাধকের স্তুতিমন্ত্রের মধ্যেই বিরাজমান হন] ॥ ৩ ॥

ভক্তজনাশ্রয় হে ভগবন্! আপনি (আমাদের কর্মে বা হৃদয়ে) আগমন করুন; সামগায়কগণের সামগান শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করুন (আনন্দিত হোন); ঋঙ্মন্ত্র-উচ্চারণকারী উচ্চারিত ঋত্বিকগণের উচ্চারিত ঋঙ্মন্ত্রে হর্ষ প্রকাশ করুন (হৃষ্ট হোন); যজুর্মন্ত্র-উচ্চারণকারী অধ্বর্য্যুগণের উচ্চারিত যজুর্মন্ত্রে সন্তোষ প্রকাশ করুন (সন্তুষ্ট হোন); আমাদের সকলের মন্ত্র ও যজ্ঞ যুগপৎ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হোক। [সেই ভগবান্ ঋক্-সাম-যজুর্মন্ত্রে হৃষ্ট হয়ে আমাদের মন্ত্র ও কর্ম সুসিদ্ধ করুন—এটাই প্রার্থনার ভাব।—এই সূক্তের প্রথম ঋকে তিনরকম মন্ত্র-উচ্চারণকারীর প্রসঙ্গ আছে। তবে সেখানে 'ব্রহ্মাণঃ' পদে অন্য স্তোত্রমন্ত্র-উচ্চারণকারীর বিষয়ও উক্ত হয়েছে। সেই অনুসারে—এই ঋকেও ঐ তিন সম্প্রদায়ের সাধক ভিন্ন অন্যের বিষয়ও বলা হয়েছে। যেখানে যে সাধক যে মন্ত্রেই ভগবানের ধ্যানে তন্ময় হয়ে আছেন, সেখানে সেই মন্ত্র উচ্চারণের ফলেই তিনিই ভগবানের বাক্য শুনতে পাচ্ছেন। ঋক্‌টিকে সর্বজনীন সত্যপূর্ণ ব'লে মনে করা অসঙ্গত নয়] ॥ ৪ ॥

[১ম, ১০সূ]

...সেই পরমশক্তিশালী ইন্দ্রদেব আমাদের ভক্তিসহযুত সখিত্বে অতিশয় প্রীত হন (অথবা, ...আপনিই করুণাপরায়ণতাহেতু আমাদের পুত্র-বান্ধব ইত্যাদি বিষয়ে প্রীতিমান হন); সেই ...শত্রুবিনাশকারী পরমৈশ্বর্যশালী ইন্দ্রদেবের তৃপ্তিসাধন উদ্দেশে স্তোত্র ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ ...দিয়ে। [পুত্রমিত্র ইত্যাদির প্রতি ভগবানের কৃপার জন্য (তাদের মঙ্গলের জন্য) ভগবানের ...স্তোত্র উচ্চারণের ভাবও যেমন ঋক্‌টিতে পাওয়া যায়, তেমনই তার মধ্যে আত্ম-উৎকর্ষ-...চরম লক্ষ্যও বিদ্যমান দেখা যায়। অর্থাৎ—আমরা যেন এমনভাবে শত্রুনাশক ভগবানের ...ক'রতে পারি, শরণাপন্ন হ'তে পারি যাতে তিনি প্রীত হয়ে (তৃপ্তি পেয়ে) আমাদের ...গ্রহণ করেন এবং আমরা যেন তাঁর সাথে ভক্তি-সহযুত সখ্যসম্বন্ধ স্থাপন করতে ...পারি।] ॥৫॥

...সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সখ্যের নিমিত্ত, ধনের নিমিত্ত ও শৌর্যবীর্যের নিমিত্ত আমরা প্রার্থনা ...করি। কেননা প্রকৃত শক্তিশালী দেবরাজই আমাদের ধনদানে সর্বতোভাবে শক্তিমান আছেন। ...এই ঋকে শৌর্য-বীর্য-ধন ইত্যাদি প্রার্থনার সাথে ভগবানের সখিত্বের কামনা প্রকাশ ...পেয়েছে।—ভগবানের কাছে সখিত্ব প্রার্থনা যে বড়ই উদার উচ্চভাবমূলক, তা বলাই বাহুল্য।—...'তুমি ধন-যৌবন-শৌর্য-ঐশ্বর্য সব রকম প্রার্থনার সঙ্গে সখিত্বের প্রার্থনা কর'—ঋকের ...উপদেশ। এরই মধ্য দিয়ে সাধক বিশ্বজনীন মিত্রভাবে হৃদয়কে পূর্ণ ক'রে তুলতে চাইছেন—...নিজের ভাবতে ভাবতেই সর্বভূতময় তাঁরই সাথে সখ্য সংস্থাপিত হয়ে যায়] ॥৬॥

...ন্যায় বজ্রধর হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অনায়াসলভ্য সুখপ্রাপ্য কর্মফলভূত যে যশঃ (অন্ন বা ...ও আপনারই কাছ থেকে শোধিত হয়ে আসে (অর্থাৎ আপনিই তা দান করেন); হে ...আপনি সনাতন ধর্মের (জ্ঞানের) আবাসদ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্বক আমাদের অভীষ্ট ধন দান ...[কর্মফলরূপ যে ধন আমরা অনায়াসলভ্য ব'লে মনে ক'রি, সে সবও ভগবানের অনুকম্পা ...সৎ-ধর্মের বা জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের কৃপাতেই উন্মুক্ত হয়।—সংশয়াম্বিত চিত্তকে ...করার জন্যই এই ঋকের অবতারণা।...অজ্ঞান আঁধার উদ্ভিন্ন ক'রে অন্তরে যখন জ্ঞানরাশি ...করে, তখন যোগিধ্যেয় সেই পরম ধনই মানুষ প্রাপ্ত হয়। এখানে সেই ধনের প্রার্থনাই ...ঋক্‌টির মুখ্য লক্ষ্য—জ্ঞান-ধন] ॥৭॥

...ভগবন্! শত্রুসংহারজনিত আপনার যে মহিমা, স্বর্গলোকে ও মর্ত্যলোকে উভয় লোকে তা ...করবার স্থান নেই, স্বর্গের সুধা আপনারই অধিকৃত; অমৃতস্বরূপ দিব্যজ্ঞান আপনি আমাদের ...করুন। [ভাব এই যে, অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু সকলরকম শত্রুবধের জন্য ভগবানের মহিমা ...ভাবে পরিব্যাপ্ত; তিনিই অমৃতের অধিকারী; অমৃতের সমান দিব্যজ্ঞান তাঁরই নিকট পাওয়া ...।—সংসারের চারিদিক শত্রুতে ঘিরে আছে। ....সব শত্রুর মধ্যে প্রবল শত্রু আমাদের সঙ্গের ...নিত্য-সহচর কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর দল। ....একমাত্র 'অমৃতত্ত্ব'-এর দ্বারা সেই রিপুবর্গকে ...যায়। অমৃতত্ব-প্রাপ্তি ঘটলেই সব রকম কামনা থেকে বিমুক্ত হওয়া যায়, কামনা-বিমুক্তির ...সকল শত্রুই ছিন্ন হয়। ....তখন আশা আকাঙ্ক্ষা তৃষ্ণা সবই 'দগ্ধ-ইন্ধন অনলের মতো' ...হয়ে যাবে] ॥৮॥

...সকল বিষয়ে শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমার প্রার্থনা সত্বর শ্রবণ ...আমার প্রার্থনা-বাক্য চিত্তে ধারণ করুন; আর আমার এই স্তুতিমন্ত্র যাতে আপনার অন্তরে ...স্থান প্রাপ্ত হয়, তা-ই করুন। [ভগবান্ ইন্দ্রদেব যখন সকলের সব রকম প্রার্থনাই শ্রবণ

করেন, তখন আমাদের উচ্চারিত স্তুতিবাক্যও অবশ্যই শ্রবণ করবেন।—এই সূক্তের পরবর্তী তিনটি ঋকে এরই ভাবার্থের স্ফূর্তি দেখা যায়। প্রার্থনা করতে করতে, চাইতে চাইতে, সাধক শেষে প্রার্থনা করছেন যে, ঈশ্বর যেন তাঁকে ঋষিতুল্য সৎকর্মশীল করেন। এরপর সাধনমার্গের আরও উচ্চে উঠে তিনি বলছেন—ভগবানের প্রীতিসাধনেই যেন তাঁর প্রীতি সঞ্জাত হয়; ভগবানের সেই প্রীতিতেই যেন তিনি প্রীতি লাভ করেন]॥ ৯॥

হে ভগবন্! আপনি যে শ্রেষ্ঠকামনাপূরক এবং শত্রুদমনকার্যে চিরসহায়, তা অবগত আছি। অতএব, ইষ্টসাধক আপনাকে আমাদের অশেষ সুখপ্রদায়ক রক্ষাকার্যের জন্য আমরা আহ্বান করি। [পরব্রহ্মের অন্যতম বিশেষ বিভূতিস্বরূপ সেই ইন্দ্রদেবকে শ্রেষ্ঠকামনাপূরক ও শত্রুদমনে সহায় জেনে, তাঁর কাছে অশেষ সুখসাধক রক্ষার প্রার্থনা করা হচ্ছে।—ভগবান্ শ্রেষ্ঠ কামনা পূরণ করেন। শত্রুর সাথে সংগ্রামের সময়ে তাঁকে আহ্বান করলে, তিনি সে আহ্বান শুনতে পান। দু'ভাবের এই যে দু'টি তাঁর বিশেষণ, তাতে চিন্তার দু'টি ক্ষেত্র পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ কামনা—মোক্ষ বা মুক্তি; তা ভগবান্ ছাড়া আর কে-ই বা দিতে সক্ষম? আর, সংগ্রাম? ....সংগ্রাম অন্তরে ও বাহিরে। অন্তরের সংগ্রামই ভয়ানক; অর্থাৎ সৎ-বৃত্তির সাথে অসৎ-বৃত্তির যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব সকল সময়ে চলছে, সেটাই অদৃশ্য অথচ বিষম সংগ্রাম।..তুমি সৎ-মার্গগামী হ'তে চাইবে, অসৎ-বৃত্তি তোমায় বাধা দিতে আসবে। ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে। ঋকের উপদেশ—সে সময়ে তুমি ভগবানে শরণ নেবে; সে দ্বন্দ্বে তুমি ভগবান্‌কে আহ্বান করলে তিনি সুনিশ্চয় তোমার সহায় হবেন]॥১০॥

হে অভীষ্টদ ভগবান্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের নিকট শীঘ্র আগমন করুন; হৃষ্টান্তঃকরণে বিশুদ্ধ ভক্তিসুধা গ্রহণ করুন; আমাদের সৎকর্মশীল প্রশংসনীয় আয়ুঃ প্রদান করুন; এবং আমাকে ত্যাগশীল বিজিতেন্দ্রিয় ঋষি করুন। [ভগবান্ যেন আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন; ভক্তিসুধা পান করেন; আমার সৎকর্মানুষ্ঠানপর আয়ুঃ বর্ধিত ক'রে আমাকে ত্যাগশীল জিতেন্দ্রিয় ঋষি ক'রে দেন। —আমি আয়ুঃ চাই—ভোগ, বাঁচবার, সুখের জন্য নয়। আমি আয়ুঃ চাই এমন,—সে আয়ুঃ যেন নব অভিনব সৎকর্মশীল প্রশংসনীয় হয়।...সে আয়ুঃ যেন আমাকে ঋষিত্বে নিয়ে যায়]॥ ১১॥

স্তুতিমন্ত্র-সেবনীয় হে ভগবন্! সর্বরকমে সকল কর্মে প্রযুজ্যমান আমাদের এই স্তুতিবাক্যসমূহ সর্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হোক; (তার দ্বারা) নিত্যস্বরূপ আপনার সন্তোষ-সাধনেই আমাদের সন্তোষ হোক; (তার দ্বারা) আপনার সেবাই আমাদের প্রীতির হেতুভূত হোক। [ভাব এই যে,— আমাদের বাক্যসমূহ সেই ভগবানকেই প্রাপ্ত হোক; তাঁর সন্তোষ-সাধনেই আমাদের সন্তোষ হোক; তাঁর সেবায় নিয়োজিত হওয়াই আমাদের প্রীতি হোক।—এইবার চরম প্রার্থনা—প্রার্থনার পরম পরিণতি। সকল কর্মে প্রযুজ্যমান্ আমার স্তুতি যেন তোমাকে প্রাপ্ত হয়;—এমন বাক্যের মর্মার্থ এই যে, আমি যেন এমন অপকর্ম কিছু না ক'রি, যার জন্য আমার স্তুতি তোমার কাছে উপস্থিত হ'তে সঙ্কুচিত হয়; পরন্তু, আমি যেন তেমন কর্ম করতে পারি, যাতে নিঃসঙ্কোচে আমার স্তুতি তোমার কাছে পৌঁছে যায়।—সর্বকর্ম তাঁতে সমর্পণ;—তাঁরই কর্ম তাঁরই উদ্দেশ্যে সাধিত হচ্ছে—এই মনে ক'রে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া;—এ ভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হ'তে পারে? এটাই যে চরম সাধনা। এ ঋক্ সেই উপদেশ অন্তরে ধারণ ক'রে বিকাশ পেয়েছে]॥ ১২॥

টীকা — এটি ঐন্দ্রসূক্তের সপ্তম সূক্ত। এইবার এই সূক্তের ছন্দঃ (পরিবর্তিত হয়েছে)— অনুষ্টুপ্ (বা অনুষ্টুপ)।...মন্ত্রের ঋক্‌গুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।...প্রথম অংশের তিনটি মন্ত্র ভগবানের মহিমা-জ্ঞাপক। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে তিনটি মন্ত্রকেই জটিল ক'রে তুলেছে; তাতে ভগবানের

পাপ বোধার উপায় নেই। পরন্তু তাঁর সম্বন্ধে কলুষিত চিন্তাই মনে আসে। চতুর্থ মন্ত্রে এক ভাব, পঞ্চম থেকে অষ্টম মন্ত্রে আর এক ভাব লক্ষ্য করা যাবে। নবম থেকে দ্বাদশ মন্ত্রে প্রার্থনার একটা প্রকৃষ্ট স্বরূপ ধারা বিদ্যমান দেখি।

◆ ◆

— ১১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : মধুচ্ছন্দাপুত্র জেতৃ বা জেতা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধনৎ সমুদ্রব্যচসং গিরঃ
রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্ ॥ ১ ॥
সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম শবসস্পতে।
ত্বামভি প্রণোনুমো জেতারমপরাজিতম্ ॥ ২ ॥
পূর্বীরিন্দ্রস্য রাতয়ো ন বি দস্যন্ত্যূতয়ঃ।
যদী বাজস্য গোমতঃ স্তোতৃভ্যো মংহতে মঘম্ ॥ ৩ ॥
পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ ॥ ৪ ॥
ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলম।
ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ ॥ ৫ ॥
তবাহং শূর রাতিভিঃ প্রত্যায়ং সিন্ধুমাবদন্।
উপাতিষ্ঠন্ত গির্বণো বিদুষ্টে তস্য কারব ॥ ৬ ॥
মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ।
বিদুষ্টে তস্য মেধিরাস্তেষাং শ্রবাংস্যুত্তির ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রমীশানমোজসাভি স্তোমা অনূষত।
সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সংতি ভূয়সী ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — সেই সমুদ্রবৎব্যাপক অর্থাৎ সর্বব্যাপী, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ, ধনাধিপতি, সজ্জনরক্ষক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রতি প্রযুক্ত বিশ্ববাসী জনগণের উচ্চারিত সকল স্তোত্রমন্ত্র, লোকসমূহকে বর্ধিত ক'রে থাকে, অর্থাৎ তার দ্বারা মনুষ্যের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়। [সেই সর্বব্যাপী সজ্জনপালক ধনাধিপতি ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত স্তোত্রমন্ত্রে মানুষ শুভফল প্রাপ্ত হয়] ॥ ১ ॥

পরাক্রমশালী অথবা—শবস্বরূপ আমাদের রক্ষক, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব। শক্তিমান্ (অন্নদাতা) আপনার অনুগ্রহে আপনার সাথে সখ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে, শত্রুভয়ে আর ভীত হ'তে হয় না; সর্ব-জয়শীল অজেয় আপনাকে আমরা বারংবার প্রণতি সহকারে স্তব করছি। [ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহ-প্রদত্ত সখ্যতায় (কৃপায়) সকল শত্রুভয় বিদূরিত এবং

অহংকারজন সাধিত হয়; অতএব আমরা সেই সর্বত্র জয়শীল অপরাজিত ইন্দ্রদেবকে প্রকৃষ্টরূপে স্তব করি]॥২॥

ভগবান্ ইন্দ্রদেবের ধনদান—চিরপ্রসিদ্ধ। সেই ভগবান্ যদি প্রার্থনাকারিদের জ্ঞানযুক্ত ও সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যযুক্ত প্রকৃষ্ট ধন অধিক-পরিমাণে দান করেন, তাহলে প্রার্থিগণের রক্ষা কখনও অপ্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ তাঁর কৃপায় তারা চিররক্ষা প্রাপ্ত হয়। [এখানে 'গোমতঃ' পদে জ্ঞান-রূপ ধনের এবং 'বাজসা' শব্দে সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য-রূপ ধনের প্রার্থনাই করা হয়েছে। ....ভগবানের অনন্ত অসীম ধনভাণ্ডার। সুতরাং আমরা যেন তাঁর দ্বারে অক্ষয় ধনের প্রার্থী হই। চাই—জ্ঞান; চাই—সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য]॥৩॥

সেই ইন্দ্রদেব রিপু-শত্রুগণের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদকারী, চিরনবীন, মেধাবী, প্রভূতবলশালী, বিশ্বের সকল সৎকর্মের পরিপোষক, অনুগত জনের রক্ষার জন্য সর্বদা বজ্রধারী, সর্বজন কর্তৃক স্তুত এবং সৎকর্মের সাথে প্রকাশমান্। [লোকরক্ষক সজ্জন-পালন-রূপ কর্মের জন্যই তাঁর স্তুতিবন্দনা প্রবর্তিত হয়; আর সেইরকম কর্মের মধ্য দিয়েই তিনি প্রকাশিত আছেন। কর্মই প্রকাশক এবং অস্তিত্ব-জ্ঞাপক; কর্মের দ্বারাই তিনি পরিজ্ঞাত হন। সুতরাং মানুষ যদি কর্ম্ম তথা সৎকর্মকারী হয়, শরণাপন্ন হয়, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাঁর গুণে গুণান্বিত ও তাঁর ভাবে ভাবান্বিত হয় তাহলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হবে]॥৪॥

শত্রুগণের প্রতি অপ্রিয়ং কঠোর হে ভগবন্! আপনি যখন আমাদের রিপুশত্রুগণের গুহাকে অর্থাৎ পাপকর্মের কেন্দ্রস্থানকে ভেদ ক'রে জ্ঞানকিরণান্বিত রক্ষণোপায়কে আমাদের হৃদয়দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন রিপুশত্রুগণের নাশক (পাপ-বিমর্দক) দেবভাব-নিবহ শত্রুভয়ে অভিভূত না হয়ে আপনাকে প্রাপ্ত হয়। [ভগবানের কৃপাতেই অজ্ঞানান্ধকার নাশ পায়, দিব্যজ্ঞানগুলি হৃদয়দেশ অধিকার করে, শত্রুভয় (পাপভীতি) দূরে যায়; তখন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে মানুষ পরাগতি লাভ করে]॥৫॥

হে শৌর্যশালিন্ ভগবন্! আপনার ধনদান-মাহাত্ম্য অনুভব ক'রে, আমি প্রার্থনাকারী, আপনার গুণের মহিমা কীর্তন করতে করতে, আবার আপনার চরণে ফিরে এসেছি। হে স্তুতিমন্ত্রদেব! সৎকর্মপরায়ণ জনগণ, অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত, চিরদিনই আপনার দ্বারে উপস্থিত হন; কেন-না, আপনার সেই দানশীলতার বিষয় তাঁরা অবগত আছেন। [যে জন ভগবানের মহিমা সামান্যতমও উপলব্ধি করতে পেরেছে, সেই-ই ভগবানের শরণাগত হয়ে থাকে। সৎকর্মের অনুষ্ঠানই—তাঁতে প্রত্যাবর্তন। সৎকর্মকারীর কাছেই তিনি প্রকাশমান্ হন]॥৬॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! মানুষের সত্ত্বভাব-শোষক কপটাচারী শত্রুকে আপনি সুকৌশলে প্রজ্ঞাশক্তির দ্বারা সংহার করেন। মেধাবী জন আপনার সে শক্তি-মহিমা অবগত আছেন; আর তাঁদেরই আপনি মঙ্গল-বিধান করেন। [ছলনাকারী যে রিপুশত্রু প্রতিনিয়ত মানুষদের রক্তশোষণ করছে; ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সুকৌশলে প্রজ্ঞার দ্বারা বিনাশ-প্রাপ্ত হয়; যাঁরা মেধাবী, ভগবানের সেই মহিমা অবগত আছেন, তাঁরাই শ্রেয়োলাভ করেন। ....শুষ্ণ-শত্রু বিনাশের জন্য ভগবান্ যে আয়ুধ প্রজ্ঞাভিঃ নির্দেশ ক'রে গেছেন তা অনুভব করলেই বোঝা যায় যে, ঐ অসুর প্রকৃত অসুর নয়, তা অজ্ঞানতা]॥৭॥

যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের, ধনদান-কর্মসমূহ সহস্র সহস্র প্রকারে অথবা অশেষ প্রকারে বিহিত হয়, জগতের নিয়ন্তা সেই ইন্দ্রদেবকে স্তোতৃগণ আপনাদের সাধনশক্তি প্রভাবে প্রাপ্ত হন। [ঈশ্বরের

বিভূতিস্বরূপ ভগবান্ ইন্দ্রদেব অশেষ দানশীল; স্তোতৃগণ সাধনশক্তির প্রভাবে সেই দান লাভ করতে পারেন।॥৮॥

টীকা — অষ্টম ঐন্দ্রসূক্ত নামে অভিহিত এই সূক্তটিতে ইন্দ্রদেবের মহিমা, অনুগ্রহ, বলবীর্য, খ্যাতি ইত্যাদি পরিকীর্তিত। বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে তাঁর বিভূতি লক্ষ্য ক'রে থাকেন। বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে তাঁর শক্তির বিকাশ পায়। বিভিন্ন সূক্তে বিভিন্ন ভাবে তাই-ই প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। ....সূক্তগুলির একটি আশ্চর্য বৈচিত্র্য এই যে, তাদের অর্থ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের হৃদয়-দর্পণে বিভিন্নরূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। সাধনার যে পথে যিনি যতটুকু অগ্রসর হয়েছেন, সূক্তগুলির মধ্যে তিনি সেইরূপই সাহায্য পাবেন। সংসারীর জন্য সংসার-চিত্র, কবির জন্য কাব্যসুধা, ভাবুক-ভক্তের জন্য ভক্তিসুধা, জ্ঞানীর জন্য জ্ঞানের প্রস্ফুট আলোক,— একাধারে এক একটি সূক্তের ভেতরে সুবিন্যস্ত রয়েছে।

◆ ◆

— ১২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : কণ্বপুত্র মেধাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্॥ ১ ॥
অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্তে বিশ্পতিং। হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ম্॥ ২ ॥
অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ জজ্ঞানোবৃক্তবর্হিষে। অসি হোতা ন ঈড্যঃ॥ ৩ ॥
তাঁ উশতো বি বোধয় যদগ্নে যাসি দূত্যং। দেবৈরা সৎসি বর্হিষি॥ ৪ ॥
ঘৃতাহবন দীদিবঃ প্রতি ষ্ম রিষতো দহ। অগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনঃ॥ ৫ ॥
অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা। হব্যবাড্ জুহ্বাস্যঃ॥ ৬ ॥
কবিমগ্নিমুপ স্তুহি সত্যধর্মাণমধ্বরে দেবমমীবচাতনম্॥ ৭ ॥
যস্ত্বামগ্নে হবি ষ্পতির্দূতং সপর্যতি। তস্য স্ম প্রাবিতা ভব॥ ৮ ॥
যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মা আবিবাসতি। তস্মৈ পাবক মৃলয়॥ ৯ ॥
সঃ নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে দেবা ইহা বহ। উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ॥ ১০ ॥
স নঃ স্তবান্ আ ভর গায়ত্রেণ নবীয়সা। রয়িং বীরবতীমিষম্॥ ১১ ॥
অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দেবহূতিভিঃ। ধুমং স্তোমং জষস্ব নঃ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থ — আমাদের অনুষ্ঠিত যাগাদি সৎকর্মের সুসম্পাদক, সকল দেবগণের অথবা দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্তা, সকল ধনোপেত অথবা সর্বতত্ত্বজ্ঞ, বার্তাবহ অর্থাৎ সত্ত্বপ্রাপক দূতস্বরূপ অগ্নিদেবকে (জ্ঞানদেবকে) এই যজ্ঞে আমরা সম্যগরূপে ভজনা করছি। [সৎকর্মসাধক সর্বতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদেবতাকে আমরা সর্বথা পূজা করছি—'আমরা জ্ঞানানুসারিণী হচ্ছি। তিনি 'বিশ্ববেদসং', তিনি 'দূতং'। অর্থাৎ তিনি দূত-স্বরূপে আমাদের প্রার্থনা ভগবৎ-সমীপে পৌঁছে দিতে

পারবেন। আবার তিনিই সর্বধনের অধিস্বামী বা স্বয়ং সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। যেভাবে আমরা তাঁকে দেখতে চাই, সেইভাবেই তাঁকে দেখতে আরম্ভ করলে অবশেষে অবশ্যই সুফল প্রাপ্ত হবো]॥১॥

সর্বলোকপালক, শুভসংকল্পদায়ক, লোকসমূহের প্রিয়সাধক, যজ্ঞরূপে প্রকাশমান জ্ঞানদেবতাকে সৎকর্মের অনুষ্ঠাতাগণ শুভসংকল্পের প্রভাবেই নিরন্তর প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। [সর্বলোক পালক, সকলের শ্রেয়োসাধক জ্ঞানদেবতা মানুষদের সৎকর্মের দ্বারাই প্রকাশিত হন]॥২॥

হে জ্ঞানদেব! কর্মের দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা আপনি উৎপন্ন হন; হে দেব! রিপুগণকর্তৃক নিপীড়িত বিক্ষিপ্তীকৃত আমাদের এই কর্মে (অথবা হৃদয়ে) আপনি দেবভাবসমূহকে আনয়ন করুন। আপনিই আমাদের পূজ্য; যেহেতু আপনি হৃদয়ে দেবভাবের আনয়নকর্তা। [আমাদের ইষ্টসিদ্ধির জন্য জ্ঞানদেবতাকে আহ্বান করা কর্তব্য। ....অগ্নির মধ্যে যিনি সেই জ্যোতির্ময় জ্ঞানস্বরূপের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারেন, তিনিই জানবেন যে, অগ্নির দ্বারা তাঁর কোনো কার্যই অসম্ভব নয়]॥৩॥

হে জ্ঞানদেব! যেহেতু আপনি দৌত্যকর্ম স্বীকার করেন অর্থাৎ হৃদয়ে দেবভাবের প্রদানকারী হন, অতএব সত্ত্বপ্রবর্ধক দেবগণকে বা দেবভাবসমূহকে আমাদের কর্মে বা হৃদয়ে জাগ্রত করুন; আর, রিপুগণ কর্তৃক লাঞ্ছিত এই হৃদয়ে দেবগণের বা দেবভাবসমূহের সাথে এসে অবস্থিতি করুন। [দেবগণ বলতে ভগবানের বিভূতিরাশি বা তার গুণাবলী বুঝতে পারলে বোঝা যায় যে, অগ্নিদেবরূপ জ্ঞান সহায় হলে, তার সবগুলিই অধিগত হবে; তখন দেবগণ এসে সম্মুখে বসবেন]॥৪॥

হবিঃ দ্বারা (ভক্তি-সহযোগে) আহূয়মান দীপ্তিশালিন্ অথবা প্রকাশমান হে জ্ঞানদেব। রাক্ষসবলে বলী অথবা পাপকারী আমাদের প্রতিকূল হিংস্র শত্রুগণকে (রাক্ষসগণকে) আপনি নিঃশেষে ভস্মীভূত করুন। [কাষ্ঠাহরণে ঘৃতাহুতি-প্রদানে যতই প্রবল অগ্নি প্রজ্বলিত ক'রি না কেন, সে অগ্নি অজ্ঞানতা ইত্যাদি শত্রুর কিছুই করতে পারবে না। একমাত্র হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি-প্রজ্বালন করতে পারলেই সেই দুর্ধর্ষ অজেয় শত্রুগণ ভস্মসাৎ হবে]॥৫॥

মেধাবী, কর্মকুশল, লোকসমূহের পালক বা রক্ষক, নিত্যতরুণ, চিরনূতন, সত্ত্বপ্রাপক—ভগবৎসমীপে কর্মবাহক, প্রকাশরূপে সত্য-জ্যোতিঃ-সম্পন্ন, জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব), জ্ঞানের দ্বারাই সম্যক্ দীপ্যমান্ বা পরিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। [আলোক-সাহায্যে যেমন আলোক প্রকাশ পায়, জ্ঞানই তেমন জ্ঞানের প্রকাশক হন]॥৬॥

হে আমার মন! হিংসারহিত যজ্ঞে অর্থাৎ সৎকর্মে তুমি সেই কর্মকুশল মেধাবী, সত্যাশ্রয়ভূত সত্যস্বরূপ, শত্রুগণের নাশক অসত্যনিবারক, দীপ্তিদানাদিগুণযুত জ্ঞানদেবতাকে সমীপে প্রাপ্ত হও—আরাধনা কর। [আত্ম-উদ্বোধনমূলক এই মন্ত্রে প্রার্থনাকারী জ্ঞান-সঞ্চয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন]॥৭॥

দীপ্তিদানাদিগুণযুত হে জ্ঞানদেব! ভগবদুদ্দেশে সৎকর্মানুষ্ঠায়ী (হবিঃ-দানকারী) যে জন ভগবানে মিলনসাধক সেই আপনাকে (জ্ঞানদেবতাকে) সেবা করেন, আপনি সেই সুকর্মকারীর প্রকৃষ্ট রক্ষক হোন। [জ্ঞানের আরাধনায় এবং অনুশীলনে বা অনুসরণে সৎকর্মপর হয়ে মানুষ শ্রেয়ঃ সকল লাভ করে]॥৮॥

সৎকর্মকারী যে জন দেবভাবের পরিবৃদ্ধিকর জ্ঞানদেবতাকে অনুসরণ করেন, জগৎপাবন হে জ্ঞানদেব, আপনি সেই সুকর্মকারীকে সুখী করেন—আনন্দ দেন। [জ্ঞানানুসারী জনগণ সদানন্দ

...করে থাকেন] ॥ ৯ ॥

...পবিত্রকারী (পাপনাশক) দীপ্যমান (স্বপ্রকাশ) হে জ্ঞানদেব! পূর্বোক্তগুণযুক্ত সেই আপনি ...এই যজ্ঞক্ষেত্রে (হৃদয়দেশে বা কর্মে) দীপ্তিদানাদিগুণযুত সকল দেবভাবকে আনয়ন ...এবং আমাদের যাগাদি সৎকর্মকে এবং আহুতি-প্রদত্ত দ্রব্যজাতকে (দেবগণকে) প্রাপ্ত করুন; ...এবং আমাদের সকল কর্ম সকল উপহার সত্ত্বসমন্বিত দেবমণ্ডিত হোক। [সৎকর্ম, সৎপ্রসঙ্গ, ...জীবনের ব্রত হোক, যজ্ঞরূপে তারা ভগবানকে প্রাপ্ত হোক] ॥ ১০ ॥

হে জ্ঞানদেব! পূর্বোক্তগুণোপেত সেই আপনি চিরনূতন বেদমন্ত্রের দ্বারা স্তুত (আরাধিত) হয়ে, ...পরমার্থরূপে পারলৌকিক ধন এবং বীর্যশালিপুত্রপৌত্রাদিযুত ইহলৌকিক ধন প্রদান ...[প্রার্থনাকারী ঐহিক ঐশ্বর্য (পুত্র-বিত্ত-সম্পত্তি) এবং পারত্রিক ধন (মোক্ষ) প্রার্থনা ...করেন] ॥ ১১ ॥

হে জ্ঞানদেব! আপনার সুবিমল জ্যোতির অর্থাৎ বিভূতির দ্বারা আমাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে, আমাদের ...দেবভাব-পরিবৃদ্ধিসাধক কর্মের সাথে মিলিত হয়ে, এই স্তোত্র বা স্তব গ্রহণ করুন। ...করেন যেন তাঁর আপন বিভূতির দ্বারা আমাদের আপনার আরাধনাপরায়ণ ক'রে আমাদের পূজা ...গ্রহণ করেন] ॥ ১২ ॥

টীকা — আগ্নেয়-সূক্তের এটি দ্বিতীয় সূক্ত। অন্যত্রও অগ্নি-দেবতার স্তব থাকলেও এই সূক্তটি ...ভাবে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে বিহিত বলেই এর নাম—আগ্নেয় সূক্ত। প্রথম আগ্নেয়-সূক্তের মতোই ...এনেও অগ্নিদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে এবং একই গুণবিশেষণ উক্ত হয়েছে। অতিরিক্ত যে দু-একটি ...বিশেষণ এই সূক্তে প্রযুক্ত হয়েছে, তা ঋকের মন্ত্রার্থের মধ্যেই ব্যাখ্যাত। বিভিন্ন স্তরের সাধক নিজেদের ...জ্ঞান-সংস্কার-রুচি-প্রকৃতি অনুসারে আপন আপন দেবতাকে নানা রূপ-গুণে বিভূষিত করেন। আগ্নে... ...সূক্তের এই ঋক্গুলিতে বিভিন্ন স্তরের সাধকের সেই বিভিন্ন অবস্থার ভাব-কুসুম সজ্জীকৃত।...বিভিন্ন দিব... ...দিয়ে ভগবানের সন্ধান পাবেন—ঋক্গুলি সেই লক্ষ্য সাধন করছে। জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি দৃষ্টি করতে ...করে সেই অগ্নি যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই রূপ-বিভূতি, তাঁরই প্রতি দৃষ্টি পড়বে।

◆ ◆

— ১৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : কণ্বপুত্র মেধাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

সুসমিদ্ধো ন আবহ দেবাঁ অগ্নে হবিষ্মতে। হোতঃ পাবক যক্ষি চ॥ ১ ॥
মধুমন্তং তনূনপাদ্যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে। অদ্যা কৃণুহি বীতয়ে॥ ২ ॥
নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্যজ্ঞউপহ্বয়ে। মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্॥ ৩ ॥
অগ্নে সুখতমে রথে দেবাঁ ঈলিত আ বহ। অসি হোতা মনুর্হিতঃ॥ ৪ ॥
স্তৃণীত বর্হিরানুষগ্ ঘৃতপৃষ্ঠং মনীষিণঃ। যত্রামৃতস্য চক্ষণম্॥ ৫ ॥
বি শ্রয়ন্তামৃতাবৃধো দ্বারো দেবীরসশ্চতঃ। অদ্যা নূনং চ যষ্টবে॥ ৬ ॥

নক্তোষাসা সুপেশসাস্মিন্যজ্ঞ উপ হ্বয়ে। ইদং নো বর্হিরাসদে॥ ৭ ॥
তা সুজিহ্বা উপ হ্বয়ে হোতারা দৈব্যা কবী। যজ্ঞং নো যক্ষতামিমম্॥ ৮ ॥
ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ। বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ॥ ৯ ॥
ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপ হ্বয়ে। অস্মাকমস্তু কেবলঃ॥ ১০ ॥
অব সৃজা বনস্পতে দেব দেবেভ্যো হবিঃ। প্র দাতুরস্তু চেতনম্॥ ১১ ॥
স্বাহা যজ্ঞং কৃণোতনেন্দ্রায় যজ্বনো গৃহে। অত্র দেবাঁ উপ হ্বয়ে॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — কর্মসিদ্ধিকারক (দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী) পাপনাশক হে অগ্নিদেব! স্বপ্রকাশ আপনি, আমাদের দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত সকল দেবভাব প্রদান করুন; এবং কর্মকারী আমার জন্য কর্মসম্পাদন ক'রে দিন। [আমার কর্মসমূহ জ্ঞানসহযুত হোক; আর যেন আমরা দেবত্বমণ্ডিত হই, তাই বিহিত করুন] ॥ ১ ॥

হে তনুন্ত্র! জন্মকারণনাশক বিশুদ্ধসত্ত্বভাবরক্ষক আপনি, অদ্য (নিত্যকাল) আমাদের ইহলৌকিক সুখপ্রদ কর্মকে বা কর্মফলকে নাশ করবার জন্য অর্থাৎ ভগবানে সমর্পণ করবার জন্য, শুদ্ধসত্ত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত করুন অর্থাৎ দেবভাবসমূহে লীন ক'রে দিন। [আমাদের কর্ম শুদ্ধসত্ত্ব হোক এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হোক; আর তার দ্বারা আমাদের জন্মকারণ নাশ পাক এবং মোক্ষ আমাদের অধিগত হোক] ॥ ২ ॥

এই কর্মে (অর্থাৎ আমাদের সকল কর্মে) প্রীতিপ্রদ সুখদায়ক সত্ত্বপ্রাপক সকলের আরাধনায় (নরাশংসে) সেই জ্ঞানদেবতাকে আমি আহ্বান করি। [আমাতে জ্ঞানসমাবেশ হোক।...'নরৈঃ' 'শংসতে' স্তূয়তে যঃ সঃ 'নরাশংসে' অর্থাৎ নরগণ কর্তৃক যিনি স্তুত (প্রশংসিত) হন] ॥৩॥

হে জ্ঞানদেব! আপনি আরাধিত বা স্তুত হয়ে সুখহেতুকর আমাদের কর্মমধ্যে বা হৃদয়ে দেবভাবসমূহকে (দীপ্তিদানাদিগুণ নিবহকে) আনয়ন করুন; যেহেতু, আপনিই মনুষ্যগণের হিতসাধক এবং আমাদের মধ্যে দেবভাবের আহ্বানকারী হন। [তিনিই একমাত্র দেবত্ব-বিধায়ক, আমাদের দেবত্ব প্রদানে সক্ষম] ॥ ৪ ॥

যে কর্মে মোক্ষের দর্শন হয়, মনীষিগণ সেই কর্মই করেন; হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা সেইমতোই দীপ্তিমান্ সৎকর্ম অনুষ্ঠান কর; অথবা, সেই দীপ্তিমান দেবতাকে যথাক্রমে হৃদয়ে ধারণ কর। [যথাক্রমে ভক্তিরসে স্নিগ্ধ ক'রে, সৎ-বৃত্তিগুলিকে বা জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে যিনি হৃদয়দেশে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, সেইরকম মনীষিগণই অমৃতত্বের অধিকারী হন] ॥ ৫ ॥

যজ্ঞাদি সৎকর্মের পরিবর্ধনশীল, অন্যাজনসংশ্রবযুক্ত (ঐকাগ্রপ্রদ) দীপ্তিবিশিষ্ট, যজ্ঞশালার দ্বারদেশ, অদ্যই (অথবা, অদ্য বা অন্য দিন) যজ্ঞকর্মের জন্য নিশ্চয়রূপে উদ্ঘাটিত হোক। পক্ষান্তরে,—অদ্যই (অথবা আজই হোক বা কালই হোক—একদিন) জ্ঞান-অবরোধকারিণী বাধা নিশ্চয়রূপে দূরীভূত হোক; ভগবানের আরাধনায় ঐকান্তিকতা আসুক; অপ্রতিম সত্যের আলোক অন্তরে প্রকাশ পাক; অজ্ঞানতারূপ কবাট উদ্ঘাটিত হয়ে, হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি প্রবেশ করুক ॥৬॥

আমাদের এই আরব্ধমান যাগাদি সৎকর্মানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে, যজ্ঞক্ষেত্রে বেদীর উপরিভাগে বিস্তৃত (অথবা আমাদের অন্তরস্থিত) কুশাসনে (অথবা হৃদয়ের বৃত্তিসমূহের মধ্যে), আসন গ্রহণ করবার জন্য, শোভন রূপসম্পন্ন (দ্যুতিবিশিষ্টা) 'নক্তোষা'-নাম্নী (রাত্রি ও উষাস্বরূপিণী) দেবী বর্হি

দেবীদ্বয়কে আমি আহ্বান করছি। (অগ্নিদেবতা এখানে শোভনরূপবিশিষ্টা দুটি দেবীরূপে প্রকাশমান। পুরুষ ও প্রকৃতি দু'রকম মূর্তিতেই যে ভগবৎ-বিভূতি এ সংসারে প্রকটিত আছে, এখানে তার আভাস পাওয়া যায়। 'নক্ত' আর 'উষা' এই যে তাঁর দুই মূর্তি, এর দ্বারা ভগবানের অব্যক্ত ও ব্যক্ত দুই অবস্থার বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। রাত্রি ও উষা—অন্ধকারের ও আলোকের সন্ধি স্থল—অজ্ঞানের ও জ্ঞানের মিলন ক্ষেত্র—অব্যক্তের ও ব্যক্ত ভাবের প্রথম পরিচয়] ॥ ৭ ॥

শোভনজিহ্বাযুক্ত (অথবা, মধুরভাষী), যজ্ঞসম্পাদনকারী (অভীষ্ট-সিদ্ধপ্রদ), মেধাবী (সর্বজ্ঞ) সেই সুপ্রসিদ্ধ (নক্তোষা-নাম্নী) দেবীদ্বয়কে আমি আহ্বান করছি। আমাদের আরব্ধ যাগ এই যে তাঁরা সম্পাদন ক'রে দেন। ....যা অব্যক্ত ছিল, দৃষ্টির অগোচর ছিল এই স্তরে উপনীত হলেই সাধক তার ব্যক্তত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন] ॥ ৮ ॥

সুখোৎপাদিকা, ক্ষয়রহিতা (অহিংস্রা), ইড়া-সরস্বতী-মহী নাম্নী (স্তবনীয়া জ্ঞানদা মহত্ত্বাদিগুণযুক্তা ত্রিবিধা জ্ঞানাগ্নিমূর্তি) ত্রিবিধা দেবী অগ্নিমূর্তি, বেদীর উপরিভাগে বিস্তৃত কুশ (অথবা, হৃদয়দেশে হৃদয়ের বৃত্তিনিচয়) প্রাপ্ত হোন; অর্থাৎ এই যজ্ঞে (অন্য অর্থে—সাধকের হৃদয়ে) তাঁদের অধিষ্ঠান হোক। [এখানে অগ্নিদেবতার আর তিনটি বিভূতির, তিনরকম বহ্নিমূর্তির পরিচয় পাওয়া গেল—ইড়া (ইলা), সরস্বতী ও মহী। 'ইড়া' স্তবনীয়া স্তবার্হা। যিনি ভারতী জ্ঞানদাত্রী, তিনিই সরস্বতী। 'মহী' মহত্ত্বাদিগুণযুক্তা। দেবতা-বিশেষকে স্তব করতে প্রবৃত্তি তখনই হয়, যখন দেখি,—তিনি অজ্ঞানের জ্ঞান, মহত্ত্বের মহীয়ান্। তিনের মধ্যে তাই যেন এক অভিন্ন সম্বন্ধ। এঁরা তিন হয়েও যেন এক] ॥ ৯ ॥

শ্রেষ্ঠ, বিশ্বরূপ, ত্বষ্টা বা ত্বষ্টৃ-নামক অগ্নিদেবকে আমি এই যজ্ঞে আহ্বান করছি। তিনি আমাদের কল্যাণপ্রদ হোন। [তিনি কেবল আমাদের হোন। ...এর অর্থ এই নয় যে, ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপরের ন্যায় অগ্নিকে কেবলমাত্র নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য কামনা করছেন। এখানে 'অস্মাকং' শব্দে জনের আমার সকলের পক্ষের প্রার্থনাই দৃঢ়ভাবে সূচিত হচ্ছে; অর্থাৎ এ ঋকও পরম সাম্যভাব পূর্ণ] ॥ ১০ ॥

হে দেব বনস্পতি, (বনস্পতি নামক অগ্নি বা বনাধিষ্ঠাতৃ দেবতা)! আপনি দেবগণের নিকট যজমানগণের (আমাদের) প্রদত্ত হবিঃ (সাধকের পূজোপহার) সমর্পণ করুন; আর, তার ফলে, যজমানগণের (আমাদের) অন্তরে জ্ঞানের উন্মেষ হোক। ['আমার হবিঃ দেবগণকে সমর্পণ কর'—অর্থে—'আমার কর্ম যেন দেবতার উদ্দেশে বিহিত হয়; আমি যেন আত্মসুখকামনায় কর্মে প্রবৃত্ত না হই; আমি যেন নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে তাঁর অঙ্গস্থানীয় মানবসমাজের সেবায়—বিশ্বের সর্বভূতের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করতে পারি।...বনের চেতনা আছে; বনস্পতি সেই চেতনার অধিষ্ঠাতা দেবতা। সুতরাং আমার কর্মের ফলে আমার যেন চৈতন্যোদয় জ্ঞানোন্মেষ হয়] ॥ ১১ ॥

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত, সুহুত হোক এই আকাঙ্ক্ষায় এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সমর্পিত কর্মফলের সাথে, যাগাদি সৎকর্ম সম্পাদন কর; সেই কর্ম-সম্পাদনের জন্যই দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহকে অর্থাৎ সকল দেবভাবকে আমি আহ্বান করছি। চিত্তবৃত্তিসমূহ সৎকর্ম-সম্পাদনের জন্য উদ্বুদ্ধ হোক; এবং আমাতে দেবভাবসমূহের সমাবেশ হোক। [এই ঋকের 'স্বাহা' পদের নিগূঢ় তাৎপর্য—যা কিছু দেবতার উদ্দেশ্যে সর্বথা প্রদত্ত হয়। সেই অনুসারে ঐ পদে ভগবানে কর্ম বা কর্মফল অর্পণের ভাব আসে। ....সূক্তের সূচনা—'সুসমিদ্ধ', পরিসমাপ্তি 'স্বাহা'। 'সুসমিদ্ধ' পদে—সম্যক্‌রূপ দীপ্তির ভাব; 'স্বাহা' পদে সু শুভ +

আ 'হ্বে' আহ্বান করা + আ, অথবা 'স্বদ্' আস্বাদন করা + আ—তার আহ্বান বা আস্বাদন। দীপ্তির বা জ্ঞানের আহ্বান বা আস্বাদন, সুসমিদ্ধ ও স্বাহার সম্মিলন। এইজন্যই রূপকে (পুরাণে) স্বাহাকে অগ্নিদেবের পত্নী ব'লে বর্ণনা আছে] ॥ ১২ ॥

টীকা — এই সূক্তটি 'তৃতীয় আগ্নেয়' নামে অভিহিত করা যায়। তথাপি—'আ' সর্বতোভাবে 'প্রী' দেবগণের প্রীতি-সম্পাদন করে ব'লে এই সূক্তের নাম—'আপ্রীসূক্ত'।...এই সূক্তের দ্বাদশটি ঋকে অগ্নিদেব দ্বাদশ নামে পরিচিত; তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নাম, তাঁর ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি, তাঁর ভিন্ন ভিন্ন স্তুতি প্রকাশ করেছে। (কিন্তু)...বিভিন্ন নাম-রূপে প্রকাশমান হলেও, নামরূপের যিনি অধিষ্ঠানভূত, তিনি অভিন্নভাবেই সর্বত্র বিদ্যমান আছেন—বুঝতে পারা যায়। সর্বরূপে সকলের মধ্য দিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করবার জন্য প্রযত্নপর হও, এই উপদেশ প্রতি ঋকেই দেদীপ্যমান্।

◆ ◆

— ১৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : কণ্বপুত্র মেধাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

এভিরগ্নে দুবো গিরো বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে। দেবেভির্যাহি যক্ষি চ ॥ ১ ॥
আ ত্বা কণ্বা অহূষত গৃণন্তি বিপ্রা তে ধিয়ঃ। দেবেভিরগ্ন আ গহি ॥ ২ ॥
ইন্দ্রবায়ূ বৃহস্পতিং মিত্রাগ্নিং পূষণং ভগং। আদিত্যান্মারুতং গণং ॥ ৩ ॥
প্র বো ভ্রিয়ন্ত ইন্দবো মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ। দ্রপ্সা মধ্বশ্চমূষদঃ ॥ ৪ ॥
ঈলতে ত্বামবস্যবঃ কণ্বাসোবৃক্তবর্হিষঃ। হবিষ্মন্তো অরংকৃতঃ ॥ ৫ ॥
ঘৃতপৃষ্ঠা মনোযুজো যে ত্বা বহন্তি বহ্নয়ঃ। আ দেবান্ত্ সোমপীতয়ে ॥ ৬ ॥
তান্যজত্রাঁ ঋতাবৃধোহগ্নে পত্নীবতস্কৃধি। মধ্বঃ সুজিহ্ব পায়য় ॥ ৭ ॥
যে যজত্রা ঈড্যাস্তে তে পিবন্তু জিহ্বয়া। মধোরগ্নে বষট্কৃতি ॥ ৮ ॥
আকীং সূর্যস্য রোচনাদ্বিশ্বান্দেবাঁ উষর্বুধঃ। বিপ্রো হোতেহ বক্ষতি ॥ ৯ ॥
বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বগ্ন ইন্দ্রেণ বায়ুনা। পিবা মিত্রস্য ধামভিঃ ॥ ১০ ॥
ত্বং হোতা মনুর্হিতোহগ্নে যজ্ঞেষু সীদসি। সেমং নো অধ্বরং যজ ॥ ১১ ॥
যুক্ষ্বা হ্যরুষী রথে হরিতো দেব রোহিতঃ। তাভির্দেবাঁ ইহা বহ ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থ — হে জ্ঞানদেব! আমাদের ভক্তিসুধা গ্রহণের জন্য অর্থাৎ আমাদের সাথে সম্মিলিত হবার জন্য, আমাদের প্রার্থনানুরূপ দীপ্তিদানাদিগুণসম্পন্ন সকল দেবতার সাথে অর্থাৎ সকল দেবভাবের সাথে, আমাদের পরিচর্যার (পূজার) ও স্তোত্রের নিকট আপনি আগমন করুন; এবং আগমন ক'রে আমাদের কর্মসম্পাদন অভীষ্ট-পূরণ করুন। [এই মন্ত্রে সর্বভীষ্টসাধন-কামনায় সর্বদেব-সান্নিধ্যলাভ প্রার্থনা এবং সর্বগুণাধিকার-লাভের আশা প্রকাশ পাচ্ছে। ....দেবগণের উদ্দেশ্যে সোম-দান—সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বমূলক বিশুদ্ধ ভক্তি সমর্পণ] ॥ ১ ॥

হে পরমপ্রাজ্ঞ জ্ঞানদেব! প্রজ্ঞাসম্পন্ন সাধকগণ আপনাকে নিরন্তর আহ্বান করছেন; এবং তাঁরা আপনার কর্মসমূহকে সর্বদা বর্ণনা করছেন। [অর্থাৎ কোন্ কর্মে আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তার উপদেশ দিচ্ছেন] হে দেব! সকল দেবগণের—দেবভাবসমূহের সাথে আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন; [অর্থাৎ জ্ঞানের সাথে সকল দেবভাব আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক] ॥ ২ ॥

ইন্দ্রদেবকে, বায়ুদেবকে, বৃহস্পতিদেবকে, মিত্রদেবকে, অগ্নিদেবকে, ভগদেবকে, আদিত্যাদি দেবগণকে এবং মরুদ্‌গণকে আমরা আহ্বান করছি। (অথবা—হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদের সেই দেবগণকে প্রাপ্ত করুন)। [আমরা যেন জ্ঞানপ্রভাবে সর্বগুণান্বিত হয়ে সকল দেবভাবের অধিকারী হই। অর্থাৎ মিত্রের স্নেহভাব (স্নিগ্ধতা), অগ্নির রুদ্রভাব (তেজস্বিতা) ইত্যাদি উল্লেখিত দেবগণের গুণাবলী (বা ঈশ্বরের বিভিন্ন বিভূতি) লাভ করতে পারি] ॥ ৩ ॥

হে দেবগণ! আপনাদের নিমিত্ত তৃপ্তিপ্রদ, আনন্দ-হেতুভূত, হর্ষপ্রদায়ক, মধুর, হৃদয়রূপ পাত্রে অবস্থিত, ভক্তিসুধাসমূহ (শুদ্ধসত্ত্বসমূহ) সাধকগণ কর্তৃক প্রকর্ষের সাথে সম্পন্ন হয়; এমন বিধান করুন—যেন আমরা তাঁদের অনুসারী হ'তে পারি। [সাধুগণের পদাঙ্কানুসরণে শুদ্ধসত্ত্বলাভে আমরা যেন দেবভাবসম্পন্ন হ'তে পারি] ॥ ৪ ॥

হে জ্ঞানদেব! জগতের মঙ্গলেচ্ছু, মেধাবী, নিস্পৃহ, সৎকর্মপরায়ণ, দেবগণের ভূষণপ্রদাতা, (দেবভাবের প্রকাশক) সাধকগণ আপনাকে পূজা করছেন—আপনাদের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করছেন; হে দেব! এমন করুন—আমরা যেন তাঁদের অনুসারী হ'তে পারি। [সাধুগণের অনুসরণে কর্ম করলে প্রজ্ঞান লাভ করা যায়] ॥ ৫ ॥

হে জ্ঞানদেব! দীপ্তিবিশিষ্ট জ্যোতিরূপ মনঃসম্বন্ধযুক্ত হৃদয়ে অধিষ্ঠিত সৎ-ভাব-বাহক যে সৎ-বৃত্তিসমূহ আপনাকে বহন করে—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে; তাদের দ্বারা, আমাদের হৃদয়ে ভক্তিসুধা পানের জন্য—আমাদের সাথে সম্মিলনের জন্য, দীপ্তিদানাদিগুণসমূহকে—সকল দেবভাবকে আনয়ন করুন—আমাদের প্রাপ্ত করুন। [সৎ-বৃত্তির সাহায্যে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হোক—সকল দেবভাব স্ফূর্তিলাভ করুক] ॥ ৬ ॥

হে জ্ঞানদেব! সত্যের বা সৎকর্মের প্রবর্ধক বা প্রতিষ্ঠাপক গুণশক্তিসমন্বিত সকল দেবগণকে অর্থাৎ দেবভাবসমূহকে (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহকে) আপনি আমাদের অর্চনীয় করুন। [অর্থাৎ জ্ঞানের সহায়তায় আমরা যেন দেবত্বসমন্বিত হই]। হে শোভনজিহ্ব! (অর্থাৎ হে সদুপদেশপ্রদাতা!) আমাদের মধুর যজ্ঞভাগকে (সৎকর্মসমূহকে) প্রাপ্ত করুন। [হে জ্ঞানদেব! সদুপদেশ প্রদানের দ্বারা আপনি আমাদের সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করুন] ॥ ৭ ॥

হে জ্ঞানদেব! যে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ যষ্টব্য সেবনীয় এবং যে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ স্তুত্য অনুসরণীয়, তাঁরা সকলেই দেবার্চনামূলক সৎকর্মে আপনার জিহ্বার দ্বারা অর্থাৎ আপনাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে মধুর যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন, অর্থাৎ জ্ঞানসমন্বিত আমাদের কর্মের সাথে মিলিত থাকুন। [আমাদের কর্ম জ্ঞানসমন্বিত হয়ে সকল দেবভাবকে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুক] ॥ ৮ ॥

মেধাবী (জ্ঞানদাতা), দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বাতা, উষার ন্যায় উদ্বোধক বা অজ্ঞানান্ধকারনাশক জ্ঞানদেবতা, সূর্যমণ্ডলান্তর্গত রশ্মির ন্যায় সর্বব্যাপক সকল দেবগণকে বা দেবভাবসমূহকে, আমাদের কর্মে বা হৃদয়ে আনয়ন করুন। [জ্ঞান, সূর্যরশ্মির মতো, আমাদের সকল কর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকুক] ॥ ৯ ॥

হে জ্ঞানদেব! আপনি সকল দেবভাবের সাথে মিলিত হয়ে, আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বযুত মধুর

ভক্তিসুধা সঞ্চার ক'রে, সকল শক্তিযুত ইন্দ্রদেবের এবং সর্বত্রগ বায়ুদেবের সাথে, মিত্রদেবের ন্যায় আমাদের হিতসাধকরূপে এসে, তা গ্রহণ করুন—আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন। [আমাদের সৎ-ভাব-সমন্বিত ভক্তিযুক্ত ক'রে সকল দেবতার বা দেবভাবের সাথে আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করুন] ॥১০॥

হে জ্ঞানদেব! দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বাতা, মনুষ্যগণের হিতকারী, প্রসিদ্ধ যে আপনি সকল সৎকর্মসমূহে অবস্থিতি করেন, সেই প্রসিদ্ধ আপনি আমাদের নিত্য-অনুষ্ঠিত কর্মকে (যজ্ঞকে—সৎকর্মকে) সম্পাদন ক'রে দিন। [সকলের হিতসাধক জ্ঞান আমাদের সকল কর্মে বিদ্যমান থেকে সেই কর্ম সম্পাদন ক'রে দিন] ॥১১॥

হে দ্যোতমান্ জ্ঞানদেব! আপনার সম্বন্ধীয় গতিমান (পরিবর্তনশীল—অসৎভাবদূরকারী) সৎ-ভাব-বহন-সমর্থ (বিচিত্র রূপবর্ণবিশিষ্ট) জ্ঞানরশ্মিসকলকে আমাদের মনোরথে বা কর্মসমূহে অবিচ্ছেদে যোজনা করুন; এবং কিরণস্বরূপ সৎ-ভাব-বাহক তাদের দ্বারা এই যজ্ঞে অর্থাৎ আমাদের কর্মনিবহে দেবভাবসমূহকে প্রাপ্ত করুন। [জ্ঞানরশ্মিসহযোগে হৃদয়ে দেবভাবসমূহের প্রতিষ্ঠাপন ও কর্মে সত্ত্বভাবের সমাবেশ করুন।...ভক্তিমিশ্র জ্ঞান—শুদ্ধসত্ত্বভাবের কেন্দ্রস্থান। শুদ্ধসত্ত্বে দেবতার অধিষ্ঠান] ॥১২॥

টীকা — সূক্তটিতে বিশ্বদেবা, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বৃহস্পতি, মিত্র পূষণ, ভগ, দ্বাদশ আদিত্য, মরুদ্গণ প্রভৃতি দেবতাগণের স্তব রয়েছে। ...পৌরাণিক মত অনুসারে এগুলি সবই স্বতন্ত্র দেবতা। কিন্তু এই মতের বিচারে বেদপাঠ ভ্রান্তিমূলক। ...একটি বিষয়ে লক্ষ্য রেখে বেদমার্গে অগ্রসর হলে সত্য-তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যাবে। সে লক্ষ্য—পূর্বাপর অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করা। বেদবাক্য, এমনই একটি সূত্রে গ্রথিত আছে যে, সে সূত্রের কোথাও ব্যতিক্রম ঘটেনি। পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষায় অর্থানুধাবন করবার চেষ্টা পেলেই সেই সূত্র সেই তত্ত্ব (অর্থাৎ সকল দেবতাই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মেরই বিভিন্ন বিভূতি মাত্র) দৃষ্টিগোচর হয়।

◆ ◆

— ১৫ সূক্ত —

[দেবতা : ঋতু প্রভৃতি। ঋষি : কণ্বপুত্র মেধাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। মৎসরাসস্তদোকসঃ ॥ ১ ॥
মরুতঃ পিবত ঋতুনা পোত্রাদ্যজ্ঞং পুনীতন। যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানবঃ ॥ ২ ॥
অভিযজ্ঞং গৃ-ণীহি নো গ্নাবো নেষ্টঃ পিব ঋতুনা। ত্বং হি রত্নধা অসি ॥ ৩ ॥
অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ সাদয়া যোনিষু ত্রিষু। পরি ভূষ পিব ঋতুনা ॥ ৪ ॥
ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোমমৃতূঁরনু। তবেদ্ধি সখ্যমস্তৃতম্ ॥ ৫ ॥
যুবং দক্ষং ধৃতব্রত মিত্রাবরুণ দূলভং। ঋতুনা যজ্ঞমাশাথে ॥ ৬ ॥
দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাবহস্তাসো অধ্বরে। যজ্ঞেষু দেবমীলতে ॥ ৭ ॥

দ্রাবিণোদা দদাতু নো বসূনি যানি শৃণ্বিরে। দেবেষু তা বনামহে ॥ ৮ ॥
দ্রাবিণোদাঃ পিপীষতি জুহোত প্র চ তিষ্ঠত। নেষ্ট্রাদৃতুভিরিষ্যত ॥ ৯ ॥
যত্বা তুরীয়মৃতুভির্দ্রবিণোদা যজামহে। অধ স্মা নো দদির্ভব ॥ ১০ ॥
অশ্বিনা পিবতং মধু দীদ্যগ্নী শুচিব্রতা। ঋতুনা যজ্ঞবাহসা ॥ ১১ ॥
গার্হপত্যেন সংত্য ঋতুনা যজ্ঞনীরসি। দেবান্দেবয়তে যজ ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থ — পরমৈশ্বর্যোপেত ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি কালের সাথে, অর্থাৎ চিরকাল, আমাদের সত্ত্বভাবকে গ্রহণ করুন; (আমাদের কর্মের সাথে আপনার চিরসম্মিলন হোক); এবং আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম থেকে সঞ্জাত সত্ত্বভাবসকল আপনার তৃপ্তিপ্রদ ও আশ্রয়যোগ্য হয়ে সম্যক্ প্রকারে আপনাকে প্রাপ্ত হোক। [আমাদের কর্মসকল যেন ভগবানের আশ্রয়ভূত ও তৃপ্তিপ্রদ হয়। ....'সোম' শব্দে সুরা বা মদ্য অর্থ কখনই সঙ্গত নয়, সে কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এখানেও 'সোম' শব্দে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি তিনের মিশ্রণে যে সুধা প্রস্তুত হয়, তা-ই] ॥ ১ ॥

হে বিবেকরূপী দেবগণ! আপনারা কাল-দেবতার সাথে অর্থাৎ চিরকাল আমাদের হৃদয় হ'তে উদ্ভূত বা কর্ম হ'তে সঞ্জাত সত্ত্বভাবকে গ্রহণ করুন—তার সাথে সম্মিলিত থাকুন; আর, আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মকে শোধন ক'রে দিন; এবং আপনারা আমাদের সম্বন্ধে সুদাতা হোন। [বিবেকরূপী দেবগণের অনুকম্পায় আমাদের কর্মসমূহ বিশুদ্ধিতা প্রাপ্ত হোক এবং দেবগণ বা দেবভাবসমূহ সেই কর্মসমূহে অধিষ্ঠান করুন] ॥ ২ ॥

সহগামিনীশক্তি সমন্বিত সৎকর্মসাধক হে দেব! আমাদের যাগাদি সৎকর্ম আপনার প্রীতিপ্রদ হোক, এবং চিরকাল আপনি আমাদের সেই কর্ম গ্রহণ করুন, অর্থাৎ আমাদের কর্মের সাথে সম্মিলিত হোন; কেননা, আপনিই পরমধনপ্রদাতা। [সৎকর্মকারক জ্ঞানদেবতাই পরমধনপ্রদাতা; অতএব প্রার্থনা, সেই দেবতা যেন আমাদের মধ্যে চির অধিষ্ঠিত থাকেন। ....সাধারণভাবে মনে হয়, এখানে যেন পত্নীসহযুক্ত ত্বষ্টা-দেবতাকে সম্বোধন ক'রে ঐ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ঋকেরও লক্ষ্য—জ্ঞানদেবতারই প্রতি। ....দেবগণ পত্নীযুক্ত হোন—এর তাৎপর্য—সহধর্মিণী বা সহগামিনীযুক্ত হোন। অর্থাৎ সকল কর্ম শক্তিসহ জ্ঞানই এখানকার সম্বোধনীয় হয়েছে] ॥ ৩ ॥

হে জ্ঞানদেব! আমাদের কর্মে, সকল দেবভাবকে (দীপ্তিদানাদিগুণসমূহকে) আনয়ন করুন; তাঁদের তিনস্থানে সকল কর্মে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত রাখুন; আর, আপনি চিরকাল আমাদের কর্মের সাথে সম্মিলিত থাকুন। [আমাদের জ্ঞান দেবভাবের প্রবর্ধক হোক; এবং আমাদের মধ্যে সর্বপ্রকারে বিদ্যমান থাকুন। ....'ঋভুদেবতাসহ সোমপান করুন'—এই উক্তির তাৎপর্য—'আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হোক, জ্ঞানপ্রভা আমাদের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে চিরসমুজ্জ্বল থাকুক] ॥ ৪ ॥

হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেব! এই উপাসকের আরাধনাভূত ধন থেকে বা হৃদয়রূপ পাত্র থেকে চিরকাল আপনি সত্ত্বভাব গ্রহণ করুন, অর্থাৎ সেই ধনের বা পাত্রের সাথে চিরবিদ্যমান থাকুন; যেহেতু আপনার সখিত্ব সত্ত্বের বা সৎকর্মের সাথে অবিচ্ছিন্ন, অতএব এই আকাঙ্ক্ষা করছি। [হে দেব! যেহেতু সত্ত্বের বা সৎকর্মের সাথে আপনার চিরসম্বন্ধ, অতএব প্রার্থনা, উপাসক আমাতে সত্ত্ব সঞ্চার ক'রে তাতে আপনি চির অধিষ্ঠান করুন] ॥ ৫ ॥

সংকর্মগ্রাহক মিত্রস্থানীয় ও অভীষ্টবর্ধক হে মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়! আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মকে দৃঢ়
নিপুণতাসম্পন্ন বা যথোপযুক্ত এবং শত্রুগণ কর্তৃক অজেয় ক'রে, আপনারা সদাকাল তাতে ব্যাপৃ
হয়ে থাকুন। [মিত্রাবরুণদেবদ্বয়ের ব্যাপ্তিবশে আমাদের কর্ম শত্রুগণের অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি
রিপুগণের উপদ্রবরহিত হোক] ॥ ৬ ॥

সংকর্মসম্পাদনের জন্য পাষাণবৎ দৃঢ়হস্ত অর্থাৎ অর্থাৎ দৃঢ়ব্রত, পরম ধনের অধিকারী
উপাসকগণ, হিংসারহিত জনহিতসাধক কর্মের এবং দেবোপাসনারূপ দেবভাববিবর্ধক কর্মসমূহ
ধনপ্রদাতা দেবতাকে অর্থাৎ দীপ্তিদানাদি-গুণকে অনুসরণ করেন। [সংকর্মসাধনের উদ্দেশ্যে দৃঢ়নিষ্ঠ
উপাসকগণ সকল কর্মসমূহে দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা করে থাকেন। ....ভগবানের উদ্দেশে
বিহিত হলে, সব রকম কর্মের শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়] ॥ ৭ ॥

প্রসিদ্ধ যে ধনসমূহ শ্রুত হওয়া যায়, (শাস্ত্র যে বিষয় প্রকটিত করেছেন); ধনদাতা দেবতা সেই
ধনসমূহ আমাদের প্রদান করুন, এবং সেই ধনসমূহকে আমরা দেবার্চনাদির নিমিত্ত—দেবভাব
উপজননের জন্য যেন নিযুক্ত করি। [যজ্ঞফলস্বরূপ যে ধনসকলের বিষয় শোনা যায়, ধনদাতা
দেবতা আমাদের সেইসব ধন প্রদান করুন; দেবার্চনা ইত্যাদি সংকর্মের নিমিত্ত আমরা তার
সবগুলিই ইচ্ছা করছি,—ভোগবিলাসসাধন-রূপ ব্যসনের জন্য নয়] ॥ ৮ ॥

ধনপ্রদ দেবতা; কালদেবতার সাথে অর্থাৎ নিত্যকাল, নেষ্টনামক ঋত্বিকের পাত্র হ'তে অর্থাৎ
উপাসকের হৃদয় হ'তে নিঃসৃত সত্ত্বভাবকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন; অতএব, হে আমার
চিত্তবৃত্তিনিবহ, তোমরা দেবসমীপে গমন কর, সংকর্মে প্রবৃত্ত হও, আহুতি প্রদান কর অর্থাৎ
কর্মসকলকে দেবতার উদ্দেশে সম্প্রদান কর, এবং প্রকৃষ্টরূপে স্থিতিশীল অর্থাৎ একান্ত অনুরত
হও। [তদ্গতচিত্ত সাধক ভগবানের পূজাগ্রহণ-ইচ্ছাকে হৃদয়ে অনুভব করেন। সেইজন্য সংকর্মের
জন্য নিজের সকল বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকেন। ....'নেষ্ট'—যজ্ঞের ঋত্বিক। ....অবিশ্বাসী সংশয়ী
দেখবে—দেবতা সোম-রসরূপ মাদক দ্রব্য পানের জন্য জিহ্বা লেহন করছেন। ....ভক্ত-ব্যক্তি
তন্ময়চিত্তে দেখছেন—দেবতা সেই যজ্ঞে ঘৃতাহুতি প্রদানকারী নেষ্ট-নামক ঋত্বিকের পাত্র থেকে
যজ্ঞভাগ (শুদ্ধসত্ত্ব) গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন] ॥ ৯ ॥

হে ধনদাতা দেব! পাপনাশক চতুর্বর্গফলদাতা আপনাকে আমরা যদি কাল-দেবতার সাথে
অর্থাৎ চিরকাল পূজা করি—অনুসরণ করি; তাহলে অবশ্যই আপনি আমাদের ধনদাতা হবেন।
[চতুর্বর্গফলদাতা পাপনাশক দেবতা সর্বথা আমাদের অভীষ্টপূরণ করুন; অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামের
পর তিনি যেন আমাদের সকলকে মোক্ষ দান করেন] ॥ ১০ ॥

দ্যোতমান, শুদ্ধকর্মকারক, যজ্ঞনির্বাহক—সংকর্মসাধক, অশ্বিদ্বয় (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক
দেবদ্বয়) কাল-দেবতার সাথে অর্থাৎ চিরকাল আমাদের যজ্ঞসুধা পান করুন—আমাদের সংকর্ম
গ্রহণ করুন—আমাদের কর্মে সম্মিলিত থাকুন। [দেহের ব্যাধি—নানা রোগ। মনের ব্যাধি—
কাম-ক্রোধের দ্বারা আক্রমণ। সেই দেবদ্বয়ের কৃপায় আমরা দেহে ও মনে ব্যাধিশূন্য ও
বিশুদ্ধিতা-প্রাপ্ত হয়ে যেন সংকর্ম-সাধনে ভগবানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হ'তে পারি] ॥ ১১ ॥

হে অভীষ্টপ্রদ দেব! গৃহপতি-সম্বন্ধীয় রূপযুক্ত হয়ে অর্থাৎ সংসারাশ্রমবাসী আমাদের
ধারণযোগ্য রূপযুক্ত হয়ে, কালদেবতার সাথে, অর্থাৎ চিরকাল, আমাদের যজ্ঞ-সম্পাদক অর্থাৎ
সংকর্মসাধয়িতা হোন; আর, দেবকামনাযুক্ত আমাদের জন্য সকল দেবভাবকে অর্থাৎ
দীপ্তিদানাদিগুণসমূহকে যজনা করুন—আমাদের প্রাপ্ত করুন। [আমরা সংসারপঙ্কে নিমজ্জিত গৃহস্থ

...ৰ্ণ, অতএব সংসার-আশ্রমবাসী আমাদের ধারণার উপযোগীরূপে প্রকাশিত হোন, আমাদের কর্ম সুফলযুক্ত করুন; এবং আমাদের সকল দেবভাব প্রাপ্ত করুন। ....এই মন্ত্রে যেমন কর্মী ও ভক্তের প্রার্থনার অনুরূপ দুই ভাব ব্যক্ত হয়েছে, তেমনই জ্ঞানীর পক্ষেও তাঁর জ্ঞানের অনুরূপ প্রার্থনা রয়েছে। জ্ঞানমার্গী তো বুঝেছেন যে, তিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তাঁর কোনই ক্ষমতা নেই। যজ্ঞ, কর্ম, কর্তা সবই ঈশ্বর এবং সবেরই সম্পাদক ঈশ্বর] ॥ ১২॥

টীকা — সূক্তটিতে ইন্দ্র, মরুৎ, ত্বষ্টা, অগ্নি, মিত্র বরুণ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতার সাথে সংযোগে ঋতুদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেইজন্য এই সূক্তটিকে 'ঋতুদেবতাক' সূক্তও বলা হয়। সোমপানের জন্য এবং যজ্ঞ-সম্পাদন করার জন্য দেবগণ যেন ঋতুতাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন, এমনই প্রার্থনা। ...'ঋতু' শব্দের অর্থ—কাল। কাল যে দেবতা, কাল যে জগদীশ্বরের বিভূতি ব'লে পরিগণিত, এবং কালকে যে পরমেশ্বর ব'লে স্বীকার করা হয়, তার প্রমাণের অভাব নেই। ....'ঋতুদেবতা নামে, ঋতুর যিনি অধিষ্ঠাতা, কাল-নামে যিনি সংসারে ওতঃপ্রোতঃ পরিব্যাপ্ত, তাঁরই উপাসনা করা হয়েছে।... এই তিনি, বহু হয়ে আছেন। বিশ্বসংসার তাঁরই দ্যোতনা মাত্র। ....'ঋতুনা সহ' বাক্যাংশে 'সকল কালে' মূর্ত্তি সঙ্গতি দেখা যায়। কাল—ভগবানেরই সংজ্ঞা বা রূপ।

◆ ◆

— ১৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : কণ্বপুত্র মেধাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

আ ত্বা বহন্তু হরয়ো বৃষণং সোমপীতয়ে। ইন্দ্র ত্বা সূরচক্ষসঃ ॥ ১ ॥
ইমা ধানা ঘৃতস্নুবো হরী ইহোপ বক্ষতঃ। ইন্দ্রং সুখতমে রথে ॥ ২ ॥
ইন্দ্রং প্রাতর্হবামহ ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে। ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ৩ ॥
উপ নঃ সুতমা গহি হরিভিরিন্দ্র কেশিভিঃ। সুতে হি ত্বা হবামহে ॥ ৪ ॥
সেমং নঃ স্তোমমা গহ্যুপেদং সবনং সুতম্। গৌরো ন তৃষিতঃ পিব ॥ ৫ ॥
ইমে সোমাস ইন্দবঃ স তাসো অধিবর্হিষি। তাঁ ইন্দ্র সহসে পিব ॥ ৬ ॥
অয়ং তে স্তোমো অগ্রিয়ো হৃদিস্পৃগস্তু শন্তমঃ। অথা সোমং সুতং পিব ॥ ৭ ॥
বিশ্বমিৎসবনং সুতমিন্দ্রো মদায় গচ্ছতি। বৃত্রহা সোমপীতয়ে ॥ ৮ ॥
সেমং নঃ কামমা পৃণ গোভিরশ্বৈঃ শতক্রতো। স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অভীষ্টপূরক আপনাকে আমাদের আহ্বনীয় যজ্ঞের জন্য অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানভক্তিকর্ম-রূপ বাহকগণ আমাদের কর্মের মধ্যে আনয়ন করুক; এবং সূর্যসম সত্ত্বপ্রকাশসামর্থ্যযুক্ত জ্ঞানিগণ আপনাকে আমাদের নিকট প্রকাশ করুন। [আমরা যেন জ্ঞানভক্তি ও কর্মের সহায়তায় অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানরশ্মির মধ্য দিয়ে সংবাহিত হয়ে আসা ঈশ্বরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হই। তিনি যেন জ্ঞানিগণের দ্বারা (যাঁরা জ্ঞানের দ্বারা

ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের দ্বারা) ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ ক'রে আমাদের জন্য
উন্মীলন ক'রে দেন। এখানে 'হরয়ো' শব্দে যৌগিক কিংবা 'বৃষণং' শব্দে ষাঁড় ধ'রে নিয়ে অর্থ
অপব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 'হরি'—শব্দে (জ্ঞানরশ্মি) বোঝায়। তার বহুবচনান্ত 'হরয়ঃ', সেই অর্থ
প্রকাশ করছে। 'সুরচক্ষসঃ' পদ যদি 'হরয়ঃ' পদের বিশেষণরূপে গণ্য হয়, তবে সেই অর্থ
আসে। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'হরি' শব্দের অর্থ—'যিনি হরণ করেন'। সেই অর্থেই ভগবানের নাম—
'হরি'—তিনি 'পাপ হরণ করেন'। তেমনই 'বৃষণং'—কামানাং বর্ষিতারং—'অভীষ্টপূরক']॥১॥
সৎকর্মসঞ্জাত জ্ঞানভক্তিরূপ বাহকদ্বয় আমাদের নিত্যকৃত অমৃতপ্রাপী সুখদায়ী কর্মসমূহকে ঈশ্বর
সম্প্রদানের জন্য, তাঁর পরমানন্দপ্রদ এই কর্মে ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে বহন ক'রে আনুক। [আমাদের
জ্ঞানভক্তি কর্তৃক সত্ত্বসংযুত হয়ে, আমাদের কর্ম ভগবানে সমর্পিত হোক] ॥২॥
সৎকর্মের প্রারম্ভে আমরা যেন ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে—শক্তির ও ঐশ্বর্যের আদর্শকে—অনুসরণ
করি; সৎকর্মসাধনে প্রবৃত্ত হয়ে, আমরা যেন ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে—শক্তির ও ঐশ্বর্যের
আদর্শকে—অনুসরণ করি; সৎকর্মের সমাপনে অর্থাৎ ভগবানে কর্মফল-দানে (ভগবৎপ্রাপ্তির
নিমিত্ত) আমরা যেন ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে—শক্তির ও ঐশ্বর্যের আদর্শকে—অনুসরণ করি।
[সৎকর্মসম্পাদনে সকল সময়েই আমরা যেন শক্তিসম্পন্ন (সামর্থ্যযুক্ত) ও ঐশ্বর্যের
(সত্ত্বগুণসম্পন্ন) থাকি] ॥৩॥
হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি সত্ত্বভাবাত্মগত জ্ঞানভক্তিকর্ম-রূপ বাহকগণের দ্বারা আমাদের
অনুষ্ঠিত সৎকর্মের—আমাদের হৃদয়োৎপন্ন ভক্তি রসামৃতের সমীপে আগমন করুন; সেই জন্য
আমাদের কর্মে অর্থাৎ আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম গ্রহণের নিমিত্ত, আপনাকে আমরা আহ্বান করি।
[আমাদের কর্মের সাথে বলের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেব, ঈশ্বরের অনন্ত
বিভূতিস্বরূপ, সর্বদা আমাদের মধ্যে বিরাজ করুন] ॥৪॥
হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের উচ্চারিত স্তুতিমন্ত্রসমীপে (আমাদের অনুষ্ঠিত নিত্য
সৎকর্মসমীপে) আগমন করুন; সেই প্রসিদ্ধ আপনি আমাদের যজ্ঞাদি সৎকর্মসমীপে আগমনপূর্বক
তৃষিত অর্থাৎ সূর্যরশ্মি সম্মিলনাকাঙ্ক্ষী চন্দ্রের ন্যায় আমাদের সত্ত্বভাবের সাথে মিলিত হয়ে থাকুন।
[চন্দ্র যেমন কখনও সূর্যকিরণসম্বন্ধকে ত্যাগ করেন না, ঈশ্বরও যেন সেইভাবে আমাদের সাথে
চিরসম্বন্ধযুত হয়ে থাকেন। ...বস্তুতঃ সুধার আধার হয়েও চন্দ্র যেমন সুধাপানে সদা তৃষিত,
ঈশ্বরও সেইভাবে সকল জ্যোতির, সকল সুধার, সকল সৎ-ভাবের আধারস্থানীয় হয়েও জনের
সামান্য কর্মানুষ্ঠানের বা ভক্তিসুধার প্রতি চির-তৃষ্ণিত-নয়নে দৃষ্টিপাত করেন] ॥৫॥
হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের কর্মে অথবা হৃদয়ে, অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ সুনিষ্ঠ আপনার
সাথে নিত্যসম্বন্ধযুত সত্ত্বভাব, আপনার অনুকম্পায় সঞ্জাত হোক; এবং আমাদের তেজোবর্ধনের
জন্য— আমাদের কৃতকৃতার্থ করার জন্য, আপনি সেই সত্ত্বভাবসকলকে গ্রহণ করুন—হৃদয়ে
বিদ্যমান থাকুন। [ভগবানের কৃপায় আমাদের কর্মসকল সত্ত্বসংযুত হোক এবং তাদের মধ্যে তিনি
যেন চিরকাল অবস্থিত থাকেন] ॥৬॥
হে পরমৈশ্বর্যশালিন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের উচ্চারিত এই স্তোত্র (বেদমন্ত্র) অর্থাৎ প্রার্থনা শ্রুত
হয়ে আপনার হৃদয়স্পর্শী ও পরমানন্দপ্রদ হোক। এই স্তোত্র শ্রবণের পর আপনি বিশুদ্ধ সোমরস
পান করুন অর্থাৎ আমাদের সত্ত্বভাবের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন। [তিনি
যেন আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং আমাদের হৃদয়ে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন] ॥৭॥

পারলে, সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবেই হবে] ॥ ১ ॥

হে দেবদ্বয়! আপনারা নিশ্চয়ই সাধনসম্পন্ন জনের (অথবা, সকল মনুষ্যগণের) উদ্ধারকর্তা; আমার ন্যায় বিপ্রের (প্রার্থনাকারীর) রক্ষণার্থ প্রার্থনার শ্রোতা বা গ্রহীতা হোন অর্থাৎ আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। [ঈশ্বরের দুই বিভূতিধারী যুগ্ম দেবতা—ইন্দ্র ও বরুণ—কেবল সাধকগণেরই উদ্ধারকর্তা নন, পরন্তু সাধারণ অভাজনের প্রার্থনাও শ্রবণ করেন] ॥ ২ ॥

বল ও ঐশ্বর্যের অধিপতি এবং অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয়! আমাদের অভিলাষের অনুরূপ ধন প্রদান ক'রে আপনারা সর্বতোভাবে আমাদের তৃপ্ত করুন, তাদৃশ তৃপ্তিসাধক আপনাদের সান্নিধ্য যাতে অতিশয়রূপে হয়, তা বিহিত করুন—এটাই আমরা যাচ্ঞা করছি। [পুত্রবিত্ত ইত্যাদি ঐহিক সুখ-সম্পত্তির কামনা করতে করতে পরিশেষে ঈশ্বরের সামীপ্য লাভ-রূপ ধনই একমাত্র প্রার্থনীয় হয়ে উঠেছে] ॥ ৩ ॥

ভগবান্ নিশ্চয়ই সৎকর্মকারিগণের রক্ষক এবং সৎ-বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের রক্ষক; অতএব আমরা সৎকর্মকারিগণের বা সুমতিসম্পন্ন জনগণের মধ্যে যেন প্রধান হই। [সৎকর্মপর সাধকগণের সাথে ভগবান্ নিত্যসম্বন্ধযুক্ত; অতএব আমরা যেন সৎকর্মপরায়ণ ও সাধুচরিত হই] ॥ ৪ ॥

বলৈশ্বর্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেব—অশেষ সৎকর্মকারিগণের সৎকর্মস্বরূপ হন; এবং অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব—প্রশংসনীয় শিক্ষাদাতা ব্যক্তিদের অর্থাৎ সাধুগণের আদর্শ বা উপদেশ-রূপে বিদ্যমান আছেন; অতএব সেই দেবতা স্তবনীয়। [সৎকর্মরূপে বা সৎ-আদর্শ-রূপে দেবতা বিদ্যমান আছেন; অতএব আমরা যেন সৎকর্মগুলির এবং সৎ-আদর্শগুলির অনুসারী হই] ॥ ৫ ॥

সেই দেবদ্বয়ের রক্ষার দ্বারা কর্মানুষ্ঠাতা আমরা নিশ্চয় তাঁদের সম্যক্‌রূপে ভজনা করি ও ধন করি; এবং প্রকৃষ্ট-ত্যাগ-রূপ কর্মকে সম্পাদন করতে সমর্থ হই। [দেবতার অনুকম্পা প্রাপ্ত হয়ে আমরা সৎকর্মপরায়ণ ও বাসনা-ত্যাগ-সমর্থ হ'তে চাই।...চতুর্থ ঋকের বক্তব্য এখানে অধিক প্রাঞ্জল হয়েছে। ...যে কারণ উপস্থিত হ'লে আমি অন্নদাতা পুরুষগণের মধ্যে প্রধান ব'লে পরিগণিত হ'তে পারব, যে কারণ উপস্থিত হ'লে আমি সাধকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করতে পারব, এখানে সেই কারণের বিষয়—সেই কর্মের বিষয়—ব্যক্ত হয়েছে] ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়! বিচিত্র ধনের অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পরমার্থের নিমিত্ত আপনাদের আমি আহ্বান করছি; কর্মানুষ্ঠানকারী আমাদের সুষ্ঠুভাবে শত্রুজয়ী করুন। [অন্তর ও বাহিরের শত্রুজয়ের জন্য এবং পরমার্থলাভের জন্য এই আহ্বান] ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয় (যুগপৎ বলৈশ্বর্যের অধিপতি ও অভীষ্টবর্ষক দেবদ্বয়)! আপনাদের সম্যক্‌রূপে সেবা করতে ইচ্ছাপরায়ণ আমাদের বুদ্ধিসমূহে, আমাদের সুখকে অতিশয় ক্ষিপ্রগতিতে সর্বতোভাবে আপনারা প্রদান করেন। [আমাদের বৃত্তি যখন দেবসেবাপরায়ণ হয়, তখন অতি ক্ষিপ্রগতিতে দেবদত্ত সুখকে লাভ করি। ...এখানে সাধকের স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থায় উপনীত হওয়ার পক্ষে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরমানন্দ-স্বরূপ আত্মাতে যিনি তুষ্ট থেকে সকল কামনা পরিবর্জন করেছেন—দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত ও সুখে স্পৃহাশূন্য—অনুরাগ ভয় ও ক্রোধশূন্য মুনিই—স্থিরধী বা স্থিতপ্রজ্ঞ] ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়! যে সুস্তুতি (বেদমন্ত্র) আমি উচ্চারণ ক'রি, অপিচ আপনাদের সম্বন্ধযুক্ত যে মন্ত্রকে আপনারা পরিবর্ধিত করেন—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করেন; সেই সুস্তুতি প্রকৃষ্টরূপে আপনাদের প্রাপ্ত হোক, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে বিকশিত হোক। [যে শোভনা-স্তুতি

... ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন, সেই স্তুতি ঈশ্বরকে ও স্তুতিকারককে প্রাপ্ত হয়] ॥৯॥

টীকা — এই সূক্তের সকল ঋক্‌ই বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপযোগী প্রার্থনাসমূহ অন্তরে ধারণ ক'রে ... যিনি যেমন জ্ঞানসম্পন্ন, তিনি সেই মতো সামগ্রীই ঋকের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। একই ঋকে ... সংসারীর উপযোগী প্রার্থনাও উদ্ভাসিত হয়; আবার বিজ্ঞজনের উপযোগী প্রার্থনাও প্রকাশ ...। তোমার যে অবস্থা যে ভাব যে কামনাই হোক না কেন, তুমি সেই ভাবের প্রার্থনাই ঋকের মধ্যে ...। বেদের এটাই বেদত্ব—বেদের এটাই বিশেষত্ব।

◆ ◆

— ১৮ সূক্ত —

[দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি। ঋষি : কণ্বপুত্র মেধাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ॥ ১ ॥
যো রেবান্যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্ধনঃ। স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ॥ ২ ॥
মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্তিঃ প্রণঙ্‌মর্ত্যস্য। রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে॥ ৩ ॥
স ঘা বীরো ন রিষ্যতি যমিন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ। সোমো হিনোতি মর্ত্যম্॥ ৪ ॥
ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইন্দ্রশ্চ মর্ত্যম্। দক্ষিণা পাত্বংহসঃ॥ ৫ ॥
সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং। সনিং মেধামযাসিষম্॥ ৬ ॥
যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন। স ধীনাং যোগমিন্বতি॥ ৭ ॥
আদৃধ্নোতি হবিষ্কৃতিং প্রাঞ্চং কৃণোত্যধ্বরং। হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি॥ ৮ ॥
নরাশংসং সুধৃষ্টমমপশ্যং সপ্রথস্তমং। দিবো ন সদ্মমখসম্॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ব্রহ্মের (বাঙ্ময়ের শাস্ত্রের অথবা জ্ঞানের) অধিপতি! আমি পাপী, আমার প্রতি সৎভাবের (সদ্বৃত্তিসমূহের অথবা সদ্‌জ্ঞানের) প্রকাশ (উদ্বোধ) করুন,—যে আমি উশিজের অর্থাৎ জ্ঞানীদের (পরমাত্মার) অর্থাৎ অংশস্বরূপ হই। [অর্থাৎ—হে ব্রহ্মণস্পতে! আমি আপনার ঔরসজাত সন্তান হয়েও এখন পাপে লিপ্ত হয়েছি; কৃপা ক'রে আমাতে সত্ত্বভাব সংস্থাপন ক'রে পাপ থেকে আমাকে উদ্ধার করুন]। অথবা—হে পবিত্রকারিন্! যে পাপাত্মা পরীক্ষার অনলে দগ্ধ হয়ে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধিকৃত হয়, সেই পাপীকে আপনি যেমন পরিত্রাণ করেন; সেইরূপ এই প্রার্থনাকারীকে (আমাকে) দেবানুগ্রহপ্রাপক (বিশুদ্ধ) করুন। [অর্থাৎ 'পাপাত্মা যেমন জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধকৃত হয়ে দেবসান্নিকর্ষ লাভ করে (অর্থাৎ কলিঙ্গরাজমহিষীর দাসী উশিকের গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে জাত কক্ষীবান্ যেমন নীচবংশজ হয়েও দেবগণের কাছে প্রখ্যাত হয়েছিলেন), সেইরকম এই পাপী আমাকেও দেবভাবসমন্বিত করুন]॥১॥

যিনি (ব্রহ্মণস্পতি দেবতা) ধনবান্, রোগশান্তিকারক, ধনদাতা, পুষ্টিবর্ধক এবং যিনি শীঘ্রফলদাতা, তিনি (সেই দেবতা) আমাদের অনুগ্রহ করুন। [ধনদ্ শান্তিপ্রদ ব্রহ্মণস্পতিদেব!

আমাদের প্রতি হওয়ায় প্রসন্ন হোন]॥২॥

মানুষের প্রকৃতিগত (মনুষ্যসুলভ) শত্রুস্বরূপ হিংসা ও অভিশাপ আমাদের যেন স্পর্শ করতে না পারে; অর্থাৎ আমরা যেন হিংসাদ্বেষপরায়ণ না হই। হে ব্রহ্মণস্পতি দেব! আমাদের সেই মনুষ্য শত্রু হতে রক্ষা কর—নির্লিপ্ত রাখ। [হিংসাদ্বেষাদিবর্জিত হওয়াই পূর্ণ মনুষ্যত্ব। ...মনুষ্যকে শত্রুভাবে দর্শন নয়, সমদর্শনে প্রার্থনাই পরম প্রার্থনা]॥৩॥

ধনৈশ্বর্যের অধিপতি লোকপালক সত্ত্বস্বরূপ দেব যে মনুষ্যকে (অর্চনাকারীকে) প্রাপ্ত হন,—বর্ধিত করেন; সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই বীর্যযুক্ত হয়ে বিনষ্ট হন না; অর্থাৎ অবিনশ্বর-গতি লাভ করেন। [ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতার সন্নিকর্ষ লাভ থেকে অর্চনাকারীকে অবিনাশ মোক্ষকে বা ফল ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন]॥৪॥

হে লোকপালক ব্রহ্মণস্পতিদেব! এই অর্চনাকারীকে পাপ হতে রক্ষা করুন, সত্ত্বরূপ সোমদেব, ধনৈশ্বর্যপতি ইন্দ্রদেব, এবং মানোপলক্ষিতা বা দিগোপলক্ষিতা দক্ষিণাদেবী এই অর্চনাকারীকে পাপ হতে রক্ষা করুন। [মন্ত্রোক্ত দেবদেবীগণ এই অর্চনাকারীকে পাপকর্মবিরত করুন]॥৫॥

আশ্চর্যকর্মকারী, ধনৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেবের সখা অর্থাৎ সমতুল্য কমনীয় এবং দাতা, সংজ্ঞানপ্রজ্ঞাদানকর্তা সদসস্পতি দেবকে প্রজ্ঞালাভের নিমিত্ত আমি প্রাপ্তি-কামনা করছি। [এখানে প্রজ্ঞালাভের জন্য প্রজ্ঞাদানকর্তা সদসস্পতি দেবতার শরণ যাওয়া করা হচ্ছে। ...প্রজ্ঞালাভই শ্রেষ্ঠ সামগ্রী-লাভ]॥৬॥

যে প্রজ্ঞাদাতা দেবতার অনুকম্পা ব্যতীত বিদ্বজ্জনের কর্মও সফল হয় না; সেই দেবতা ভক্তি-আত্মক বুদ্ধির (সৎ-বুদ্ধির) সম্বন্ধ আমাদের মধ্যে ব্যাপ্ত করেন। [প্রজ্ঞানদাতা দেবতাই কৃপা ক'রে আমাদের সিদ্ধিপ্রদ বুদ্ধি প্রদান করেন; অতএব আমরা তাঁর অনুসারী হই। ...ভগবানকে সদসস্পতি রূপে ধারণা ক'রে, তাঁর প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্ত হয়ে, তাঁর অনুকম্পায় সৎ-বুদ্ধি লাভ করা যায়, এবং তখনই সাধকের অভীষ্টকর্ম সম্পাদিত হয়]॥৭॥

অনন্তর (অর্থাৎ যখন আমরা প্রজ্ঞানদাতা দেবতার অনুসারী হই, তখনই) সেই দেবতা যাগাদি কর্মকে পরিবর্ধন করেন, সৎকর্মানুষ্ঠানকে ভগবানের সান্নিধ্য প্রাপ্ত করেন, এবং স্তুতি-রূপ বাক্য দেবসকাশে উপস্থিত হয়। [প্রজ্ঞানদাতা দেবতার অনুগ্রহে আমাদের যাগাদি কর্ম ও স্তোত্র ভগবানকে প্রাপ্ত হয়]॥৮॥

অপরাজেয়, অতিশয় প্রখ্যাত, তেজস্বী, নরাশংস-নামক দেবতাকে (অথবা অতিশয় প্রকাশশীল সদসস্পতি নামক দেবকে) আমি আকাশের ন্যায় সর্বত্র দেখতে পাই। [আকাশ যেমন সর্বত্র ব্যাপ্ত, দেবগণ (অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতিসকল) আমার সকল কার্যে সম্বন্ধবিশিষ্ট হোন। ...যিনিই নরাশংস নামক দেবতা, তিনিই ব্রহ্মণস্পতি—তিনিই জ্ঞানদেব ঈশ্বর)]॥৯॥

টীকা — সূক্তটি বিষম সমস্যাপূর্ণ। এখানে দেবতা অভিনব, উপমান উপমেয় অভিনব, প্রকৃতিও ঘোর সংশয়-বৃদ্ধিকারক। এই সূক্তের মধ্যে 'সোমং' ইত্যাদি দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত। এখানে কেউ আর সোমকে মাদকদ্রব্য (পুঁই-লতার মতো গাছের পাতার রস) বলতে পারেননি। এই সূক্তের আর এক অভিনবত্ব—দুটিস্থলেতে 'কক্ষীবন্ত' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ। পুরাণের কক্ষীবান্ নামক ঋষির সঙ্গে এই সূক্তের সম্বন্ধ-সূচনা ক'রে অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছেন। ... পৌরাণিক কক্ষীবানের উৎপত্তি-বিষয়ক উপাখ্যানটি এই; —কলিঙ্গরাজ অপুত্রক ছিলেন। তিনি মহিষীকে দীর্ঘতমা মুনির সাথে সহবাস করতে

... তখনও মহিষী নিজের পরিবর্তে উশিক-নাম্নী এক দাসীকে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘতমার ঔরসে সেই ... গর্ভে কক্ষীবান্ বা ঔশিজের জন্ম হয়। কক্ষীবান্ দেবগণের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন ও ... হয়েছিলেন। ....সেই হেন কক্ষীবানের উপাখ্যানের কি উদ্দেশ্য, ঐ উপাখ্যানের মধ্যে ... কি তত্ত্ব ব্যক্ত আছে, তা অনুধাবন না ক'রে বেদের অঙ্গে ঐ উপাখ্যানকে সন্নিবিষ্ট করার ... হয়েছেন কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার। ....প্রকৃতপক্ষে এই সূক্তের এবং এর পরবর্তী সূক্তের কক্ষীবান্ ... এক বৈদিক ঋষি হ'তে পারেন। এখানে কিন্তু 'কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ' বাক্যে 'উশিকের পুত্র ... মতো' অর্থই সঙ্গত। 'কক্ষীবান্' শব্দের অর্থ 'পাপাত্মা'ও বটে। ...'ব্রহ্মণস্পতে' ব'লে ... অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। কেউ কেউ 'ব্রহ্মা'কে 'ব্রহ্মা'কে বা 'বৃহস্পতিঃ'কে বা 'স্তুতি বা ...' নির্দেশ করেছেন। সবদিক বিবেচনা করলে কি অর্থ দাঁড়ায় তা মন্ত্রার্থের মধ্যে দেখা যাবে।

◆ ◆

— ১৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব ও মরুৎগণ। ঋষি : কণ্বপুত্র মেধাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্র হূয়সে। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ১ ॥
নহি দেবো ন মর্ত্যো মহস্তব ক্রতুং পরঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ২ ॥
যে মহো রজসো বিদুর্বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ৩ ॥
য উগ্রা অর্কমানৃচুরনাধৃষ্টাস ওজসা। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ৪ ॥
যে শুভ্রা ঘোরবর্পসঃ সুক্ষত্রাসো রিশাদসঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ৫ ॥
যে নাকস্যাধি রোচনে দিবি দেবাস আসতে। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ৬ ॥
য ঈংখয়ন্তি পর্বতান্ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবং। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ৭ ॥
আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্তিরঃ সমুদ্রমোজসা। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ৮ ॥
অভি ত্বা পূর্বপীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে জ্ঞানদেব! আমাদের পূজা গ্রহণের জন্য, আমাদের যথানুষ্ঠিত সুসম্পাদিত ...নির্বাহিত কর্মের প্রতি সর্বতোভাবে আপনি আহূত হোন; এবং বিবেকরূপী দেবগণ সহ আগমন করুন। [জ্ঞানদেব যেন আমাদের মধ্যে বিবেকের উন্মেষ ঘটিয়ে, আমাদের কর্মে সংলিপ্ত হন] ॥ ১ ॥

হে জ্ঞানদেব! আপনি মহান্; আপনার সম্বন্ধীয় কর্মই শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান হ'তে কোনও দেবতা শ্রেষ্ঠ নয়, কোনও মনুষ্য শ্রেষ্ঠ নয়। অতএব আপনি বিবেকরূপী দেবগণসহ আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেই; অতএব বিবেকসমন্বিত জ্ঞান আমাদের প্রাপ্ত হোন। ...জ্ঞানের সম্বন্ধযুক্ত কর্ম-সঞ্জাত জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ] ॥ ২ ॥

হে জ্ঞানদেব! যে দেবগণ মহত্ত্বসম্পন্ন, অন্তরীক্ষলোকের জ্যোতিস্তত্ত্বের-স্বরূপ অবগত আছেন, ... বিজ্ঞাপিত করেন, এবং যাঁরা সর্বভূতের হিতকারী, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত; বিবেকরূপী সেই

মরুদ্দেবগণ সহ আপনি আগমন করুন। [সকল প্রাণীর উপকারী বিবেকরূপী দেবগণের সাথে জ্ঞানদেবতা যেন আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হোন। ....পূর্বের দুই ঋকে যথাক্রমে যজ্ঞের (সৎকর্মের) এবং যজ্ঞসঞ্জাত (সৎকর্ম-অভ্যুদিত) প্রজ্ঞার স্বরূপ কীর্তিত। এই ঋকে মরুৎ-দেবগণের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে] ॥৩॥

হে জ্ঞানদেব! যে দেবগণ তেজস্বী, শক্তিতে অজেয়, করুণাধারা বর্ষণকারী, বিবেকরূপী সেই মরুদ্দেবগণসহ আপনি আগমন করুন। [সর্বসিদ্ধিপ্রদ বিবেকের সাথে আমাদের মধ্যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হোক] ॥৪॥

হে জ্ঞানদেব! যে দেবগণ সৎস্বরূপ (কলঙ্কপরিশূন্য), পাপিগণের ত্রাণ কর, শিষ্টজনের প্রতিপালক, রিপুশত্রুনাশক, বিবেকরূপী সেই মরুদ্দেবগণের সাথে আপনি আগমন করুন। [সজ্জনপালক দুর্জননাশক দেবগণের সাথে জ্ঞান আমাদের ক্রিয়াপরায়ণ হোন] ॥৫॥

হে জ্ঞানদেব! যে দেবগণ স্বর্গের (দুঃখরহিত স্থানের) উপরে দীপ্যমান দ্যুলোকে (জ্যোতির্ময়প্রদেশে) নিজেরা দীপ্যমান স্বপ্রকাশ আছেন, বিবেকরূপী সেই মরুদ্দেবগণসহ আপনি আগমন করুন। [লোকাতীত অবস্থাপ্রাপ্ত দেবগণের সাথে জ্ঞান আমাদের প্রাপ্ত হোন] ॥৬॥

হে জ্ঞানদেব! যে মরুদ্দেবগণ পর্বতাদি-সমন্বিত গ্রহগণকে (কঠোর হৃদয়কে) সঞ্চালিত করেন এবং পার্থিব জলরাশিকে ও অপ্‌সমন্বিত আকাশ-প্রদেশকে পরিচালিত করেন, (পক্ষান্তরে সর্বত্র সত্ত্বভাবকে বিস্তৃত করেন), বিবেকরূপী সেই মরুদ্দেবগণসহ আপনি আগমন করুন। [ঈশ্বরীয় বিভূতিসম্পন্ন যে দেবগণের কৃপায় কঠোর হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, সেই দেবগণের সাথে জ্ঞান আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হোন] ॥৭॥

হে জ্ঞানদেব! যে দেবগণ দিব্যজ্যোতিঃ দ্বারা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করেন এবং নিজেদের প্রভাবের দ্বারা জলাধিপতি সমুদ্রকে (সত্ত্বনিলয়কে) বিচলিত করেন, বিবেকরূপী সেই মরুদ্দেবগণসহ আপনি আগমন করুন। [অশেষ প্রভাবসম্পন্ন দেবগণের সাথে জ্ঞান আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন] ॥৮॥

হে জ্ঞানদেব! পূর্ব পূর্ব কালের ন্যায় আপনার পানের উপযোগী স্নিগ্ধকর মধুরস (যজ্ঞহবিঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাব বা ভক্তিসুধা) সঞ্চয় ক'রে রেখেছি। আপনি মরুদ্দেবগণ সহ (বিবেকরূপী দেবগণের সাথে) আগমন করুন। [লক্ষণীয়, এখানে বা এই সূক্তের কোনও অংশে, সোমরস বা সোমস্বরূপ মাদক-দ্রব্যের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। সুতরাং এই ঋকের ভাবার্থ এই যে,—অনন্ত অতীত কাল থেকে ঈশ্বরের পানের জন্য সাধকগণ যে ভক্তিসুধা প্রদান ক'রে আসছেন, আমি অনেক কষ্টে সেই সুধা কিছুটা সঞ্চয় করেছি। আপনি বিবেকরূপী দেবগণ সমভিব্যাহারে আগমন ক'রে তা গ্রহণ করুন, —আমি কৃতার্থ হই। —স্পষ্টই বোঝা যায়, সূক্তের শেষে, অধ্যায়ের উপসংহারে, পূর্ব পূর্ব যাজ্ঞিকগণের (জ্ঞানার্জনাভিলাষী সাধকগণের) যজ্ঞাদি কর্মের বিষয় (সৎকর্ম সাধনের পথাবলম্বন) অনুধ্যান ক'রে নিজের দীনতা খ্যাপন পূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশ—এই ঋক্ খ্যাপন করছে] ॥৯॥

টীকা — সূক্তটি অভিনব জ্ঞানের উন্মেষক। ....'অগ্নি'—শব্দে কোন্ দেবতাকে নির্দেশ করে তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখানে 'মরুদ্ভিঃ' পদের ভাব দেখা যাক। এই সূক্তে এবং এর পরবর্তী সূক্তের বক্তব্য অনুসারে বোঝা যায় মরুদ্গণ বলতে বিবেকরূপী দেবগণকেই (ঈশ্বরের বিবেকরূপী বিভূতিসকলকে

...কৃত করা হয়েছে। এই দৃষ্টিতে 'মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি' বাক্যাংশের অর্থ—'হে জ্ঞানদেব। বিবেকরূপী ...দের সাথে আপনি আগমন করুন।'....আরম্ভ 'অগ্নিমীলে'। উপসংহারে 'মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি'। প্রথমে ...কচ্চ ছিল, এখানে তা দূর হয়েছে। প্রথমে অগ্নিদেবতার স্তব ছিল। এখানে মরুদ্গণকে নিয়ে তাঁকে ...ত্বান করা হলো। ব্যবধান যা ছিল, তা এবার ঘুচে গেল।

◆ ◆

— ২০ সূক্ত —

[দেবতা : ঋভুগণ। ঋষি : কণ্বপুত্র মেধাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোমো বিপ্রেভিরাসয়া। অকারি রত্নধাতমঃ॥ ১॥
য ইন্দ্রায় বচোযুজা হরী। শমীভি র্যজ্ঞমাশত॥ ২॥
তক্ষন্নাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখং রথম্। তক্ষন্ ধেনুং সবর্দুঘাম্॥ ৩॥
যুবানা পিতরা পুনঃ সত্যমন্ত্রা ঋজুযবঃ। ঋভবো বিষ্ট্যক্রত॥ ৪॥
সং বো মদাসো অগ্মতেন্দ্রেণ চ মরুত্বতা। আদিত্যেভিশ্চ রাজভিঃ॥ ৫॥
উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতম্। অকর্ত চতুরঃ পুনঃ॥ ৬॥
তে নো রত্নানি ধত্তন ত্রিরা সাপ্ত নি সুম্বতে। একমেকং সুশস্তিভিঃ॥ ৭॥
অধারয়ন্ত বহ্নয়োহভজন্ত সুকৃত্যয়া। ভাগং দেবেষু যজ্ঞিয়ম্॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ – সর্বতোভাবে ইষ্টসাধক বক্ষ্যমাণ এই বেদমন্ত্র মনুষ্যজন্মধারী অর্থাৎ নররূপী দেবতার উদ্দেশনায় মেধাবী জ্ঞানিগণ কর্তৃক মুখে মুখে (অর্থাৎ সদাকাল) উচ্চারিত হয়। [মানুষও আপন ...ভাবে দেবত্বলাভে সমর্থ হয়; যাঁরা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে এই স্তোত্র বিপ্রগণ ...র্ত্তৃক উচ্চারিত হয়। ....যে সব নরদেবতা আপন-আপন কর্মপ্রভাবে দেবত্ব-লাভ করেছেন, আমরা ...সর্বদা তাঁদের পদাঙ্কানুসারী হই; কেন-না তার দ্বারা আমরাও দেবত্বের অধিকারী হব] ॥ ১ ॥
নররূপী যে দেবগণ ভগবৎ-প্রাপ্তি-কামনায় (ইন্দ্রসামীপ্য লাভের জন্য) মন্ত্রকর্মসহযুক্ত ...ভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়কে আমাদের হৃদয়দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই নরদেবগণ আমাদের ...কর্মের সাথে যজ্ঞক্ষেত্রকে অর্থাৎ আমাদের হৃদয়কে ব্যেপে অবস্থিতি করুন। [নররূপী ...দেবের অনুগ্রহে আমাদের হৃদয় জ্ঞানভক্তিযুত হোক; আমাদের কর্মগুলির সাথে সেই দেবগণ ...দের হৃদয় অধিকার করুন। ....আদর্শ মানুষদের অনুসরণে নিজেদের উন্নত করাই ...এই ও অপরাপর ঋকের লক্ষ্য] ॥ ২॥
সেই দেবগণ, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশের নিমিত্ত, সর্বত্রগমনশীল অর্থাৎ সকল দেবভাবপ্রাপক ...সংকর্ম-রূপ যানকে নির্মাণ করেছেন—দেখিয়ে গেছেন, এবং অমৃতনিস্যন্দিনী ধর্মরূপ ...কে প্রদর্শন করিয়েছেন। [নররূপী সেই দেবগণ মানুষদের ভগবানের সমীপে সংবাহন ...নিয়ে যান; তাঁরাই আদর্শস্বরূপ হয়ে ধর্মের স্বরূপ প্রদর্শন করেন] ॥ ৩॥

সত্যপরায়ণ অকপট সাধুচরিত এবং সর্বত্র বিদ্যমান ঋভুদেবগণ (অর্থাৎ নরদেবতাগণ) সংসারমোহপঙ্কে নিমজ্জিত প্রমত্ত জনগণকে পিতৃলোক-গমনযোগ্য) অর্থাৎ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ক'রে থাকেন। [নরদেব ঋভুগণ সর্বত্র বিদ্যমানত্ব-হেতু নিজেদের আদর্শের দ্বারা মোহান্ধ জনগণকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন] ॥ ৪ ॥

ভগবান্ ইন্দ্রদেবের (শক্তির ও ঐশ্বর্যের অধিপতির) এবং মরুদ্দেবগণের (বিবেকরূপী দেবগণের) এবং (স্থূলতঃ) দীপ্যমান স্বপ্রকাশ অনন্তের অংশীভূত সকল দেবগণের সাথে মিলিত, হে নরদেব ঋভুগণ, আপনাদের আমাদের ভক্তিসুধা অথবা কর্মসকল প্রাপ্ত হোক। [সকল দেবগণ যেমন আমাদের অনুসরণীয় হন, নরদেব ঋভুগণও (অর্থাৎ মনুষ্য হ'তে দেবত্ব-প্রাপ্তির পরবর্তী অবস্থাধারী দেবগণও) তেমনই আমাদের পূজ্য অনুসরণীয় হোন] ॥ ৫ ॥

যেহেতু সেই নরদেবগণ ত্বষ্টৃদেবতার সম্বন্ধীয় (অর্থাৎ সংসারবন্ধনচ্ছেদক ত্রাণকারী দেবতার সম্বন্ধীয়) সেই প্রখ্যাত, অভিনব, পরিত্রাণোপায়মূলক ভগবানের কর্মসম্পাদন-রূপ যজ্ঞকর্মাদিকে এবং ধর্মার্থকামমোক্ষ চতুর্বর্গফলপ্রদ পথসমূহকে প্রকাশিত করেছেন—প্রদর্শিত করেন; অতএব তাঁরা অনুসরণীয় ও পূজ্য—এইরূপ পূর্বের সাথে সম্বন্ধ। [যে সব কর্ম ধর্মার্থকামমোক্ষ চতুর্বর্গফলপ্রদ হয়, সেই নরদেবগণ (দেবত্বলাভের পর) ইহজগতে সেই তত্ত্ব প্রকাশিত করেন] ॥ ৬ ॥

সেই নরদেব ঋভুগণ আমাদের জন্য রমণীয় ধনসমূহ ধারণ ক'রে আছেন; সৎকর্মপরায়ণ সাধককে তাঁরা ত্রিকালব্যাপী সপ্তলোকের হিতসাধক ধনসমূহ প্রদান করেন; শোভনস্তুতিমন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্মসাধনের দ্বারা কর্মানুসারে এক এক ক'রে সেই ধন তাঁরা বিতরণ ক'রে থাকেন। [নরদেবগণ সংসারে পরমধন (সৎকর্ম সাধনের পথ বা জ্ঞান) বিতরণ করছেন; কর্ম অনুসারে সেই ধন অধিগত হয়] ॥ ৭ ॥

যাগাদি সৎকর্ম-সম্পাদনকারী ঋভুদেবগণ সুকৃতির দ্বারা (সৎকর্ম-প্রভাবে) অমৃতলোকে অমরবৎ প্রাণধারণ ক'রে দেবতাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, যজ্ঞভাক হন। [এই মানুষই যে দেবতা হ'তে পারে এবং দেবত্বের সম্মান লাভ করতে সমর্থ হয়, ঋভুদেবগণ তা-ই দেখিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং আমরা যেন তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের মতো সৎকর্মশীল হয়ে পরাগতি লাভ করতে পারি] ॥ ৮ ॥

টীকা — জন্ম-জরামরণশীল দেহধারী মানুষই যে দেবত্বলাভ করতে পারে; তপস্যার প্রভাবে সৎকর্মের অনুষ্ঠানের ফলে এই মানুষেই যে দেবত্ব সম্ভবপর হয়; ঋভুদেবগণের উপাসনায় তাই-ই প্রকাশ পেয়েছে। ঋভুদেবগণ কারা? সায়ন বলছেন—মনুষ্য হয়েও যাঁরা তপস্যার প্রভাবে—সৎকর্মের সাধনে, যাঁরা দেবত্বলাভ করেন, তাঁরাই ঋভুগণ নামে প্রখ্যাত। সেই হিসাবে এই সূক্ত হতাশাদিগ্ধ মানুষকে আশ্বাস দান করছে—কর্মী হও, ভক্ত হও, জ্ঞান লাভ কর; ক্ষুদ্র তুমি, তুমিও দেবত্বের আসন লাভ করতে পারবে। তাছাড়া এই সূক্তে জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফলের আভাসও রয়েছে। কিন্তু এই জন্মের দুঃখ-কষ্টে আশাভঙ্গ না হয়ে যথাযথ সৎকর্মের অনুষ্ঠানসাধনে ঋভুদেবগণের মতো পূজার্হ হওয়া যায়—এই সূক্তের এই-ই শিক্ষা।

◆ ◆

— ২১ সূক্ত —

(দেবতা : ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব। ঋষি : কণ্বপুত্র মেধাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী)

ইহেন্দ্রাগ্নী উপ হ্বয়ে তয়োরিৎস্তোমমুশ্মসি। তা সোমং সোমপাতমা ॥ ১ ॥
তা যজ্ঞেষু প্র শংসতেন্দ্রাগ্নী শুম্ভতা নরঃ। তা গায়ত্রেষু গায়ত ॥ ২ ॥
তা মিত্রস্য প্রশস্তয় ইন্দ্রাগ্নী তা হবামহে। সোমপা সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥
উগ্রা সন্তা হবামহ উপেদং সবনং সুতং। ইন্দ্রাগ্নী এহ গচ্ছতাম্ ॥ ৪ ॥
তা মহান্তা সদস্পতী ইন্দ্রাগ্নী রক্ষ উব্জতং। অপ্রজাঃ সন্ত্বত্রিণঃ ॥ ৫ ॥
তেন সত্যেন জাগৃতমধি প্রচেতুনে পদে। ইন্দ্রাগ্নী শর্ম যচ্ছতম্ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — এই যজ্ঞে সেই ভক্তিসুধাপানশীল প্রখ্যাত ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয়কে আমি আহ্বান করছি; সেই দেবদ্বয়ের সমীপে স্তোত্র (পূজাপদ্ধতি) আমরা কামনা করি। [পূজাপদ্ধতি লাভের জন্য ঈশ্বরের বিভূতিসম্পন্ন ইন্দ্র ও অগ্নিকে আমরা যেন অনুসরণ করি] ॥ ১ ॥

হে নেতৃগণ (হে আমার সদ্‌বৃত্তিনিবহ)। তোমরা সেই প্রখ্যাত ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়কে (বলৈশ্বর্যের ও জ্ঞানের অধিপতিদ্বয়কে) অনুষ্ঠীয়মান কর্মসমূহের মধ্যে আহ্বান কর, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং সদাকাল অনুসরণ কর। [আত্ম-উদ্বোধক এই ঋকে বলা হচ্ছে যে, সর্বথা বলৈশ্বর্যের ও জ্ঞানের অধিপতি অনুসরণীয়] ॥ ২ ॥

মিত্রস্থানীয় হিতসাধক ভগবানের কৃপালাভের জন্য সেই লোকহিতসাধক ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতাদ্বয়কে আমরা যেন অনুসরণ করি; ভক্তিসুধাগ্রহণশীল সেই দেবদ্বয় আমাদের পূজা গ্রহণের নিমিত্ত আগমন করুন। [দেবতার আরাধনায় আমাদের মতি হোক; তার দ্বারাই আমরা ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হই]। **অথবা**—মিত্রলোকের অর্থাৎ সমধর্মাক্রান্ত মানবের মঙ্গলের নিমিত্ত সেই লোকহিতসাধক ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয়কে আমরা আহ্বান করছি; ভক্তিসুধা-গ্রহণশীল সেই দেবদ্বয় আমাদের পূজা গ্রহণের জন্য আগমন করুন। [এখানে সর্বলোকের মঙ্গলের কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধুগণ ঈশ্বরের বিভূতিময় দেবতা দু'জনকে আহ্বান করছেন] ॥ ৩ ॥

দুষ্টশাসক ও শিষ্টপালক ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয়কে সুসংস্কৃত যজ্ঞাদি সৎকর্মসমীপে আহ্বান করছি। তাঁরা আমাদের কর্মে অধিষ্ঠিত হোন। [ঈশ্বরের যে বিভূতিদ্বয় দুষ্টের শাসনকারী ও শিষ্টের পালনকর্তা—তাঁরা আমাদের রক্ষা করুন] ॥ ৪ ॥

সেই মহাপ্রভাববিশিষ্ট সজ্জনপালক ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয় কাপট্যকে সরল করুন; তাঁদের প্রভাবে সৎ-ভাব-নাশক শত্রুগণ (রিপুগণ) তাঁদের কর্তৃক নির্বংশ (নির্মূল) হোক। [সৎ-ভাব-রক্ষক সেই দুই দেবতা কপটতা ইত্যাদি রিপুশত্রু-নির্মূলকারী হোন] ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়। সত্যসম্ভূত কর্মের দ্বারা আমাদের প্রবুদ্ধ বা পরিচালিত করুন, এবং পরম মঙ্গল দান করুন। [যে সৎ-কর্মের দ্বারা আমরা পরাগতি লাভ করি; দেবতা দু'জন যেন কৃপা ক'রে

সেই পথে আমাদের পরিচালিত করেন এবং শ্রেয়ঃ সাধন করেন] ॥ ৬ ॥

টীকা — ইন্দ্র ও অগ্নি—এই দুই দেবতাকে মনুষ্যভাবে দর্শন করলেও করা যায়, আবার দেব
দর্শন করলেও অর্থসঙ্গতি হয়। ঋকের মধ্যে দুই ভাবই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই দুই দেবতাকে যাঁরা মানুষ
যোদ্ধৃপতি এবং দেশপতি সম্রাট ব'লে মনে করবেন, তাঁদের পক্ষে এই সূক্তের অর্থ হবে—যাজ্ঞি
যেন সোমরসরূপ মাদকদ্রব্য দান করে দেবদ্বয়কে পরিতৃপ্ত ও উত্তেজিত করছেন। উদ্দেশ্য—(অনার্য
ধ্বংসসাধন। ....কিন্তু যাঁরা সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা দেখবেন—দেবতা সদয় হয়ে তাঁ
গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন করছেন। সে ক্ষেত্রে সোম আর মাদকদ্রব্য নয়। সেখানে 'সোম' অর্থ—ভ
অন্তরের ভক্তি-সুধা। সেখানে রাক্ষসকুলের সংহার-সাধন আর আর্য-অনার্যের যুদ্ধের ফল নয়—মানু
অন্তরস্থিত রিপুশত্রুর সংহার। সেখানে ইন্দ্র ও অগ্নি ভগবানের বিভূতি-রূপে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত।

◆ ◆

— ২২ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি। ঋষি : কণ্বপুত্র মেধাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্রাতর্যুজা বি বোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাম্। অস্য সোমস্য পীতয়ে॥ ১ ॥
যা সুরথা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা। অশ্বিনা তা হবামহে॥ ২ ॥
যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সূনৃতাবতী। তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতম্॥ ৩ ॥
নহি বামস্তি দূরকে যত্রা রথেন গচ্ছথঃ। অশ্বিনা সোমিনো গৃহম্॥ ৪ ॥
হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপ হ্বয়ে। স চেত্তা দেবতা পদম্॥ ৫ ॥
অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপস্তুহি। তস্য ব্রতান্যুশ্মসি॥ ৬ ॥
বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ। সবিতারং নৃচক্ষসম্॥ ৭ ॥
সখায় আ নি ষীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ। দাতা রাধাংসি শুম্ভতি॥ ৮ ॥
অগ্নে পত্নীরিহা বহ দেবানামুশতীরুপ। ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে॥ ৯ ॥
আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীম্। বরূত্রীং ধিষণাং বহ॥ ১০ ॥
অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ। অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচন্তাম্॥ ১১ ॥
ইহেন্দ্রাণীমুপ হ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে। অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে॥ ১২ ॥
মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্। পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ॥ ১৩ ॥
তয়োরিদ্ঘৃতবৎপয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ। গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে॥ ১৪ ॥
স্যোনা পৃথিবী ভবানৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ॥ ১৫ ॥
অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ॥ ১৬ ॥
ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্। সমূলহমস্য পাংসুরে॥ ১৭ ॥
ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্মাণি ধারয়ন্॥ ১৮ ॥

[১ম, ২২সূ]

বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা॥ ১৯ ॥
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ২০ ॥
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥ ২১ ॥

মন্ত্রার্থ — হে আমার মন! তুমি প্রাতঃস্মরণীয় সকল দেবগণকে অন্তরে উদ্বুদ্ধ কর—স্মরণ কর। হে অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা এই সুসংস্কৃত বিশুদ্ধ ভক্তি-সুধা পানের জন্য এই যজ্ঞে (আমাদের অন্তরে বা কর্মে) আগমন করুন—চির প্রতিষ্ঠিত হোন। [আত্ম-উদ্বোধক এই সূক্তে আসূর্যোদয় সর্বকাল মন ভগবানের চিন্তা-পরায়ণ হোক—এই কামনাই প্রকটিত।] ॥ ১ ॥

যাঁরা প্রসিদ্ধ লোকপরিচালক জ্যোতিঃস্বরূপ, সেইরূপ লোকহিতসাধক আধিব্যাধিনাশক অশ্বিদেবদ্বয়কে আমরা যেন অনুসরণ ক'রি। [রথী যেমন রথকে পরিচালিত করেন, অশ্বিনীদ্বয়রূপ ভগবানের দুই বিভূতি যেন তেমনভাবেই আমাদের সুপথে পরিচালিত করেন] ॥ ২ ॥

হে দেবদ্বয়! আপনারা সেই অমৃতনিঃস্যন্দিনী প্রিয়সত্যবাক্‌স্বরূপিণী বিবেকরূপা তাড়নী (কশা) দ্বারা উপস্থিত হয়ে আমাদের যাগাদি-কর্ম সম্পাদন করুন। [আমরাই ভ্রান্তিপরায়ণ; সেই হেতু সতর্ক করবার জন্য বিবেকরূপে ঐ দেবদ্বয় আমাদের হৃদয়-দেশে বিরাজিত থাকুন] ॥ ৩ ॥

হে অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয়! যে রথের (জ্ঞানভক্তিকর্মস্বরূপ রথের) দ্বারা আপনারা সংবাহিত হন, সেই ভক্তজনের গৃহ (অন্তরপ্রদেশ); সে স্থান—দূরে নয়। [ভক্তজনের হৃদয়দেশই অশ্বিনীকুমারযুগলের স্থান। সুতরাং তা তাঁদের সাথেই বর্তমান আছে] ॥ ৪ ॥

আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত সেই হিরণ্যপাণি (জ্ঞানপ্রদ) সবিতা (সত্যপ্রকাশক) দেবকে আহ্বান করি। সেই দেবতা আমাদের চতুর্বর্গাদিজ্ঞাপক স্থান ও কর্ম জ্ঞাপন করুন। [সবিতাদেব সাধকের রক্ষক হয়ে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রাপক স্থান জ্ঞাপন করেন] ॥ ৫ ॥

হে আমার মন! পাপকবল হ'তে রক্ষালাভ করবার জন্য তমোনাশক সবিতৃ-দেবতার আরাধনা কর। সেই দেবতার পূজাদি-কর্ম আমরা কামনা করছি। [আত্ম-উদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক এই ঋকে নিজেদের সবিতৃদেবতার পূজাকামী রূপে উৎসর্গ করা হয়েছে] ॥ ৬ ॥

পরমপ্রিয় অলৌকিক ধনের দাতা, জ্ঞাননেত্র উন্মেষকারী সেই সবিতৃদেবকে আমরা আহ্বান করি। [হে দেব! আপনিই জ্ঞানস্বরূপ পরমধনপ্রদ, আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মেষণ করুন; মোক্ষপ্রদ হন] ॥ ৭ ॥

হে আমাদের সখাস্বরূপ (মঙ্গলবিধায়ক) সদ্‌বৃত্তিনিচয়! তোমরা এস (উদ্বুদ্ধ হও), উপবেশন কর (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হও); আমাদের বন্দনীয়, অভীষ্ট ধনের প্রদানকর্তা সবিতা দেব, (ঐ দেখ), পুরোভাগে শোভমান (চিরবিদ্যমান্) রয়েছেন। [আমাদের সখাস্বরূপ পরম-মঙ্গলবিধায়ক দেবগণ সর্বত্র প্রকাশমান। কিন্তু আমার হৃদয় যে শূন্য পড়ে আছে। তিনি এসে সেখানে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাকে পরমধন প্রাপ্ত করান] ॥ ৮ ॥

হে অগ্নিদেব! আমাদের মঙ্গলকামী দেবপত্নীগণকে (দেবতার স্বরূপ সৎ-গুণাবলীকে) এবং ত্বষ্টাদেবকে (ত্রাণকর্তাকে) এই যজ্ঞে (হৃদয়ে) আনয়ন করুন। [আমাদের হৃদয় সত্য-সরলতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হোক] ॥ ৯ ॥

লোকহিতসাধনে যুবজনের অধিক উদ্যমসম্পন্ন হে অগ্নিদেব! আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত সেই

দেবপত্নীগণকে (সৎ-ভাব-নিবহকে) এই যজ্ঞে (আমাদের হৃদয়দেশে) আনয়ন করুন; হোত্রাদেবী (দেবতাকে আহ্বানের প্রবৃত্তি) ভারতী (সত্যবাক্য-কথনশীলতা) বরূত্রী (সত্যৈকনিষ্ঠা) ধিষণা (সুবুদ্ধি) প্রভৃতি দেবীগণকে আপনি আনয়ন করুন। [ভগবানের এক এক বিভূতি এক এক সৎ-গুণ। ঐ সকল সৎ-গুণের দ্বারা আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ হোক্] ॥ ১০ ॥

মনুষ্যগণের প্রতিপালক সর্বত্র অবাধগমনশীল, সেই দেবীগণ (দেবভাবসকল), আমাদের পরিত্রাণের ও সুখসাধনের জন্য আমাদের নিকট আগমন করুন। [মাতৃরূপিণী দেবীগণ হৃদয়ে আসুন বা দেবভাবগুলি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক—লক্ষ্য সেই একই] ॥ ১১ ॥

এই কর্মে আমাদের মঙ্গলের জন্য, ইন্দ্রাণী, বরুণানী, অগ্নায়ী দেবীত্রয়কে সোমপান করবার জন্য আহ্বান করছি; অথবা, সত্ত্বরজস্তমোভাবের সাম্যলাভের উদ্দেশে আমরা প্রার্থনা করছি; অথবা, দেবীত্রয়কে যথাক্রমে সর্বাভীষ্টপূরণের স্বস্তিদানের এবং সোমপানের (পূজাগ্রহণের) জন্য আহ্বান করছি। [দেবী তিনজনকে সাকার বা দেহধারী না ভেবে যদি শক্তি-স্বরূপা ব'লে ধারণা করা হয়, তাতে মন্ত্রে ত্রিগুণের অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ভাবের সাম্যবিধানের প্রার্থনাই প্রকাশ পায়। গুণসাম্যই শ্রেয়োলাভের একমাত্র সোপান। ....'ঐন্দ্রী' (ইন্দ্রশক্তি)-কে সর্বাভীষ্ট পূরণের জন্য, 'বরুণানী' (বারুণীশক্তি)-কে আবাহন 'স্বস্তি' (বিনাশরাহিত্য বা মঙ্গল) লাভের জন্য এবং 'সোমপান' (দেবগণের হবণীয় দ্রব্য গ্রহণ)-এর জন্য হুতভুক্ অগ্নির শক্তি 'আগ্নেয়ী'-কে আহ্বান করা হয়েছে] ॥ ১২ ॥

অশেষপ্রভাববিশিষ্টা দ্যুলোকদেবতা (দ্যুলোকপ্রসিদ্ধা সৎ-গুণাবলী) এবং ভূমিদেবতা (পার্থিব সৎ-গুণাবলী) আমাদের এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞকে (কর্মকে বা হৃদয়কে) স্নেহরসে আর্দ্র করুন; এবং পোষণ-প্রভাবে (দেবভাবদানদ্বারা) আমাদের অভীষ্ট পরিপূর্ণ করুন। [দ্যুলোকে ও পৃথ্বীলোকে যে সৎ-ভাবসমূহ আছে, হে দেবদ্বয়, সেই সকলকে আমাদের প্রদান করুন] ॥ ১৩ ॥

মেধাবিগণ, আত্মোৎকর্ষসাধন-প্রভাবে অন্তরীক্ষে সত্যলোকে সেই দেবদ্বয়েরই সুধাস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বাংশ প্রাপ্ত হন। [মেধাবিগণ যে কর্মের সাধন-প্রভাবে পরাগতি লাভ করেন, আমাদের মধ্যেও যেন সেই কর্মের প্রসার হয়] ॥ ১৪ ॥

হে পৃথিবীদেবি (পার্থিব দেববিভূতি)! আমাদের প্রাপ্ত হোন; এবং আমাদের পক্ষে নিষ্কণ্টক (শত্রুরহিত) সুখপ্রদ আশ্রয়-স্থান হোন; এবং আমাদের বিস্তৃত অনন্ত সুখ প্রদান করুন। [যাতে আমরা সৎকর্মপরায়ণ হয়ে সুখময় স্থান লাভ ক'রি, হে দেবি, তা-ই করুন] ॥ ১৫ ॥

যে পৃথিবী হ'তে আরম্ভ ক'রে সপ্তলোকের (অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের) সাথে ভগবান্ বিষ্ণু পরিব্যাপ্ত; সেই (এই) পৃথিবী-লোক হ'তে দেবগণ আমাদের রক্ষা করুন। [বিষ্ণু অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্বব্যাপী; সকল লোকে তাঁর বিভূতি অবিচ্ছিন্ন অবস্থিত; সেই বিভূতিসমূহ (পৃথিবীস্থ দেবগণ) আমাদের রক্ষা করুন] ॥ ১৬ ॥

পরমেশ্বর বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎকে বিশেষভাবে ব্যেপে আছেন; অতীত অনাগত বর্তমান— তিন কালেই তাঁর ঐশ্বর্য-মহিমা নিরন্তর ধৃত (অক্ষুণ্ণ) রয়েছে; সেই বিষ্ণুর জ্যোতির্ময় পদে (প্রভুত্বে) এই নিখিলজগৎ সম্যক্‌ভাবে অবস্থিত আছে। [বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এই সূক্তটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ বিষ্ণুর বামনাবতারে ত্রিপাদ ভূমিলাভের তত্ত্ব এখানে দেখেছেন] ॥ ১৭ ॥

সকলের অজেয়, সকল জগতের রক্ষক, সর্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু এই লোকসমূহে ধর্মসমূহকে (সৎকর্মসকলকে) পোষণ ক'রে ত্রিকাল-ত্রিগুণাদিস্বরূপ স্থানসমূহকে (নিজের আধিপত্যকে)

রক্ষকরূপে বোসে আছেন। [বিশ্বপালক ভগবান্ চিরকাল অপ্রতিহত-প্রভাবে ধর্মকর্ম পোষণ করেন সুতরাং তাঁতে বিশ্বাসবান্ হ'লে, অর্থাৎ ধর্মপথাবলম্বী হ'লে তিনি সাধককে অবশ্যই রক্ষা করেন] ॥ ১৮ ॥

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! বিশ্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণুর যে পালনাদি কর্ম হ'তে পুণ্যানুষ্ঠান সমূহে মনুষ্য প্রবৃত্ত হয়, সেই লোক-পরিত্রাণকারী কর্মসকল তোমরা প্রত্যক্ষ কর—অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। সেই বিষ্ণু ইন্দ্রদেবের অভিন্ন সখা অর্থাৎ একাত্মক। [ভগবানের অনুগ্রহে, হে মনুষ্যগণ, তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও; ভগবানের বিভূতিসম্পন্ন ইন্দ্র ইত্যাদি সকল দেবতা অভিন্ন, তা স্মরণ কর] ॥ ১৯ ॥

আকাশে নিরাবরণে সূর্যালোক-লাভে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত দৃষ্টি করে, সেইরকম জ্ঞানিগণ জ্ঞানৈশ্বর্যসম্পন্ন সর্বব্যাপক ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ (শ্রেষ্ঠ স্বরূপ) সদাকাল প্রত্যক্ষ ক'রে থাকেন। [সূর্যালোক-সাহায্যে বাধাবিরহিত আকাশে চক্ষু যেমন প্রকৃতিপুঞ্জকে পর্যবেক্ষণ করে, জ্ঞানিগণ সেইরকম জ্ঞানপ্রভাবে সকল কালেই ভগবানের তত্ত্ব জেনে থাকেন] ॥ ২০ ॥

ভগবান্ বিষ্ণুর যে পরমপদ (শ্রেষ্ঠ বিভূতি), ভগবদেকচিত্ত প্রমাদ-পরিশূন্য সাধু জ্ঞানিপুরুষগণ তা (সর্বতোভাবে) প্রকাশ করেন,—হৃদয় হ'তে হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত রাখেন। [অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানিগণের ধর্মপ্রভাবে ভগবানের বিভূতিসমূহ হৃদয় থেকে হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয়] ॥ ২১ ॥

টীকা — এই সূক্তের ঋক্‌বিশেষের অর্থে আর্যগণের আদি-বাসস্থান নির্ণীত হয়। (যেমন এই সূক্ত থেকেই পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ আর্যগণের আদিবাসস্থানকে মধ্য-এশিয়ার তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশকে নির্দেশ করেছেন। আবার এই সূক্তের সাহায্যেই ভারতভূমিই আর্যসভ্যতার আদিক্ষেত্র ব'লে প্রতিপন্ন হয়)। এই সূক্তের ঋক্‌বিশেষ প্রাচীন আর্যগণের জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্র, ইন্দ্রপত্নী, অগ্নি, অগ্নিপত্নী, হোত্রাদেবী, বাগ্‌দেবী ভারতী প্রভৃতির সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীও এই সূক্তের অনুসারী ব'লে কল্পিত হয়ে থাকে। যেমন, বিষ্ণুর বামন অবতারের উপাখ্যান— এই সূক্তের 'ত্রীণি পদা বিচক্রমে' প্রভৃতি উক্তির সাথে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ব'লে অনেকে মনে করেন।

◆ ◆

— ২৩ সূক্ত —

[দেবতা : বায়ুদেব প্রভৃতি। ঋষি : কণ্বপুত্র মেধাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

তীব্রাঃ সোমাস আ গহ্যাশীর্বন্তঃ সুতা ইমে। বায়ো তান্ প্রস্থিতান্ পিব॥ ১ ॥
উভা দেবা দিবিস্পৃশেন্দ্রবায়ু হবামহে। অস্য সোমস্য পীতয়ে॥ ২ ॥
ইন্দ্রবায়ূ মনোজুবা বিপ্র হবন্ত ঊতয়ে। সহস্রাক্ষা ধিয়স্পতী॥ ৩ ॥
মিত্রং বয়ং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে। যজ্ঞানা পূতদক্ষসা॥ ৪ ॥
ঋতেন যাবৃতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিষস্পতী। তা মিত্রাবরুণা হুবে॥ ৫ ॥
বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ। করতাং নঃ সুরাধসঃ॥ ৬ ॥

মরুত্বন্তং হবামহে ইন্দ্রমা সোমপীতয়ে। সজূর্গণেন তৃম্পতু॥ ৭ ॥
ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা মরুদ্গণা দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ। বিশ্বে মম শ্রুতা হবম্॥ ৮ ॥
হত বৃত্রং সুদানব ইন্দ্রেণ সহসা যুজা। মা নো দুঃশংস ঈশত॥ ৯ ॥
বিশ্বান্দেবান্ হবামহে মরুতঃ সোমপীতয়ে। উগ্রা হি পৃশ্নিমাতরঃ॥ ১০ ॥
জয়তামিব তন্যতু র্মরুতামেতি ধৃষ্ণুয়া। যচ্ছুভং যাথনা নরঃ॥ ১১ ॥
হস্কারাদ্বিদ্যুতস্পর্যতো জাতা অবন্তু নঃ। মরুতো মৃলয়ন্তু নঃ॥ ১২ ॥
আ পূষঞ্চিত্রবর্হিষমাঘৃণে ধরুণং দিবঃ। আজা নষ্টং যথা পশুম্॥ ১৩ ॥
পূষা রাজানমাঘৃণিরপগূলহং গুহা হিতম্। অবিন্দচ্চিত্রবর্হিষম্॥ ১৪ ॥
উতো স মহ্যমিন্দুভিঃ ষড্যুক্তাঁ অনুসেষিধৎ। গোভি র্যবং ন চর্কৃষৎ॥ ১৫ ॥
অম্বযো যন্ত্যধ্বভির্জাময়ো অধ্বরীয়তাং। পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ঃ॥ ১৬ ॥
অমূর্যা উপ সূর্যে যাভি র্বা সূর্যঃ সহ। তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরম্॥ ১৭ ॥
অপো দেবীরুপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ। সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ॥ ১৮ ॥
অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে। দেবা ভবত বাজিনঃ॥ ১৯ ॥
অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ॥ ২০॥
আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে॥ ২১ ॥
ইদমাপঃ প্র বহত যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্॥ ২২॥
আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সংসৃজ বর্চসা॥ ২৩॥
সং মাগ্নে বর্চসা সৃজ সং প্রজয়া সমায়ুষা। বিদ্যুর্মে অস্য দেবা ইন্দ্রো বিদ্যাৎ সহ ঋষিভিঃ॥২৪॥

মন্ত্রার্থ — হে বায়ুদেব (সর্বব্যাপী, সকলের হিতকারী)। আপনি এই যজ্ঞে আমাদের কর্মে আগমন করুন; আমাদের প্রদত্ত হবনীয় যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ (সত্ত্বভাবনিবহ) সুসংস্কৃত বিশুদ্ধ আপনার তৃপ্তিপ্রদ এবং আমাদের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। তা-ই হোক; আর তা আপনি গ্রহণ করুন। [হে দেব! আপনার তৃপ্তিপ্রদ বিশুদ্ধ ভক্তিসুধা আপনাকে যেন সমর্পণ ক'রি; পূজা গ্রহণ করুন এবং মঙ্গল প্রদান করুন] ॥ ১ ॥

সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশগ্রহণের জন্য দ্যুলোকস্পর্শী সত্ত্বসম্বন্ধযুত ইন্দ্র ও বরুণ দেবতাকে (বলৈশ্বর্যের অধিপতিকে ও সর্বব্যাপী দেবতাকে) আমরা আহ্বান করছি—অনুসরণ করতে যেন সঙ্কল্পবদ্ধ হই; সেই দেবদ্বয় আমাদের কর্মসমূহের মধ্যে মিলিত হোন—এই প্রার্থনা। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক] ॥ ২ ॥

আপনাদের বা মনুষ্যগণের শ্রেয়োলাভের জন্য, জ্ঞানিগণ, মনের ন্যায় গতিবিশিষ্ট অর্থাৎ ত্বরায় আগমনশীল অথবা ধ্যানধারণার বিষয়ীভূত, অশেষ-প্রজ্ঞাধার, জ্ঞানদাতা, ইন্দ্র ও বায়ু দেবতাদ্বয়কে আহ্বান করেন—অনুসরণ করেন। [ভগবানের বিভূতিসম্পন্ন সেই দুই দেবতাকে অনুসরণে আমাদের প্রবৃত্তি হোক] ॥ ৩ ॥

প্রার্থনাকারী আমরা মিত্রদেবকে ও বরুণদেবকে সত্ত্বভাবে-গ্রহণের জন্য অর্থাৎ আমাদের যজ্ঞে বা কর্মে সম্মিলিত হবার জন্য আহ্বান করছি—যেন অনুসরণ ক'রি; তাঁরা আমাদের জ্ঞানপ্রদ

পরিত্রাণকারক হোন। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক] ॥ ৪ ॥

যে দেবতাদ্বয় সত্যের দ্বারা বা সৎকর্মের দ্বারা সত্য-সংরক্ষক বা সুফলপ্রদ, সত্যের বা সৎকর্মের প্রকাশ-রূপ আত্মজ্ঞানের প্রতিপালক ও প্রবর্ধক, সেই মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়কে আমি আহ্বান করি—যেন অনুসরণ ক'রি। [আত্ম-উদ্বোধক ও সঙ্কল্পাত্মক এই ঋকে বলা হচ্ছে—মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয় সত্য-সংরক্ষক ও আত্মজ্ঞানবর্ধক; অতএব সত্যজ্ঞানলাভের জন্য আমি যেন তাঁদের অনুসরণ করি] ॥ ৫ ॥

বরুণদেব এবং মিত্রদেব সর্বপ্রকার মঙ্গলসাধন দ্বারা আমাদের রক্ষক (পরিত্রাণকর্তা) হোন; আর তাঁরা আমাদের পরমধনযুক্ত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন করুন। [তাঁদের রক্ষা-প্রভাবে আমরা যেন পরমধন প্রাপ্ত হ'তে সক্ষম হই] ॥ ৬ ॥

মরুদ্গণের (বিবেকরূপী দেবগণের) সাথে মিলিত বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেবকে সত্ত্বভাব গ্রহণের জন্য অর্থাৎ আমাদের কর্মসমূহের মধ্যে সম্মিলনের জন্য আহ্বান করছি—যেন অনুসরণ করি; সকল দেবভাবের সাথে তিনি তৃপ্ত হোন—আমাদের মধ্যে বিরাজ করুন। [আমাদের কর্মে প্রীত হয়ে, বল ও ঐশ্বর্যের সাথে সকল দেবভাব আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হোন] ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রপ্রমুখ মরুদ্দেবগণ অর্থাৎ বলৈশ্বর্যপ্রধান বিবেকরূপী দেবগণ এবং সূর্যের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন দানশীল বিশ্বের দেবতাসকল (দেবভাবসমূহ), আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। [অশেষ দানশীল সকল দেবতা আমার অভীষ্ট পূরণ করুন—আমাতে অধিষ্ঠিত হোন] ॥ ৮ ॥

হে শোভনদানশীল পরমধনদাতা দেবগণ! যোগ্য-বল বা বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেবের সাথে আপনারা আমাদের অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে নাশ করুন; সেই ভয়ানক শত্রু যেন আমাদের প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগে সমর্থ না হয়। [সর্বাপেক্ষা অনিষ্টসাধক অজ্ঞানতা-রূপ যে শত্রু, এখানে তার সংহার-কামনা প্রকাশ পাচ্ছে] ॥ ৯ ॥

মরুৎসংজ্ঞক বিবেকরূপী অর্থাৎ বিবেকাধিষ্ঠিত বিশ্বের সকল দেবগণকে (ভগবানের বিভূতিসমূহকে) পূজা গ্রহণের জন্য—ভক্তিসুধা পানের নিমিত্ত আমরা আহ্বান করছি। সেই দেবগণ নিশ্চয়ই জ্ঞান-কিরণ-প্রকাশক, কঠোর ভাবাপন্ন অথবা শিবস্বরূপ (মঙ্গলপ্রদ)। [ভগবানের বিভূতিসমূহ জ্ঞানকিরণপ্রকাশক; জ্ঞানলাভের জন্য আমরা যেন সেই বিভূতিগুলিকে অনুসরণ করি] ॥ ১০ ॥

নেতৃস্থানীয় মরুদ্দেবগণ যখন মঙ্গলপ্রদ কর্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিবেকানুমোদিত মঙ্গলপ্রদ কর্ম অনুষ্ঠিত হ'লে মরুদ্দেবগণের কৃপাপ্রাপ্ত জয়যুক্তগণের (সৎকর্মকারিগণের) আনন্দধ্বনি নিশ্চয়ই দিঙ্মণ্ডল মুখরিত ক'রে গমন করে অর্থাৎ সকল লোকের শ্রুতিগোচর হয়। [সৎকর্মের দ্বারা যখন দেবগণ পূজা-গ্রহণ করেন, তখন প্রার্থিগণের ইষ্টসিদ্ধি হয়; তখনই সাধকগণের আনন্দধ্বনি স্তুতির দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হয়] ॥ ১১ ॥

দীপ্তিযুক্ত বিদ্যুৎপ্রভ অন্তরীক্ষের অতীত প্রদেশ হ'তে (অব্যক্ত অচিন্ত্য ভগবৎ-সন্নিধান হ'তে) প্রেরিত মরুদ্দেবগণ (বিবেকরূপী দেবগণ) আমাদের রক্ষা করুন; এবং আমাদের সুখশান্তি প্রদান করুন। [অব্যক্ত অচিন্ত্য জ্যোতিঃপ্রদেশ থেকে আগত ভগবৎ-বিভূতিসমূহ আমাদের পরিরক্ষণ ও সুখবর্ধন করুন] ॥ ১২ ॥

দীপ্তিমান্ সর্বত্রগমনশীল হে জ্ঞান-উন্মেষক দেব! সর্বতোভাবে স্বর্গের প্রাপক বিচিত্রফলপ্রদ যজ্ঞাদি-কর্ম আমাদের প্রাপ্ত করিয়ে দিন; অর্থাৎ, সৎকর্মে আমাদের প্রবৃত্তিকে উন্মেষিত করুন;

আর, যাতে সর্বতোভাবে আমাদের পশুবৃত্তি নাশপ্রাপ্ত হয়, তা করুন। [যে কর্মপ্রভাবে আমরা পরাগতি লাভ করি, আমাদের অসৎ-বৃত্তিগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, হে দেব, তা-ই করুন] ॥ ১৩ ॥

দীপ্তিমান জ্ঞানোন্মেষক পূষাদেব অতি-গূঢ় গুহাসদৃশ দুর্গম দ্যুলোকে স্থিত, অর্থাৎ অনুভূতিসাপেক্ষ কিন্তু প্রকাশযোগ্য নয়, জ্ঞানস্বরূপ দীপ্তিমন্ত বিচিত্রফলপ্রদ যজ্ঞাদি কর্মতত্ত্ব অবগত আছেন—জানিয়ে দেন। [সেই পূষাদেবতার অনুগ্রহে (অনুকম্পায়) মানুষেরা (দিব্যজ্ঞান লাভ ক'রে) অতিনিগূঢ় কর্ম-তত্ত্ব অবগত হ'তে পারেন] ॥ ১৪ ॥

হৃদয়ে জ্ঞানালোকসমূহের সংযোগ যেমন আত্মোৎকর্ষ সাধন করে, সেইরূপ সেই পূষাদেব ভক্তিসুধাসমূহের দ্বারা যুক্ত (যজন-যাজন-অধ্যয়নাদি) ষট্‌কর্মকে প্রার্থনাকারী আমাদের সমীপে প্রেরণ করেন। [জ্ঞান-ভক্তি-কর্মসমূহের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; জ্ঞানোদয় হেতু আত্মোৎকর্ষসাধনের দ্বারা কর্মসকল ভগবানের সম্বন্ধযুক্ত হয়] ॥ ১৫ ॥

দেবারাধনায় ইচ্ছুক আমাদের হিতকারী মাতৃস্থানীয় অপ্‌সমূহ (সত্ত্বভাবনিবহ) মাধুর্যরসের দ্বারা অমৃত (প্রাণশক্তি) সঞ্চার করতে করতে, দেবযজন-পথসমূহের দ্বারা (সৎকর্ম সাধনের দ্বারা) ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। [অপ্‌দেবতা (সত্ত্বভাব) আমাদের প্রাণশক্তিপ্রদাত্রী মাতৃস্থানীয়; তাঁর অনুগ্রহে আমাদের পূজা ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হয়] ॥ ১৬ ॥

পূর্বোক্ত এই যে অপ্‌সমূহ (সত্ত্বভাবনিবহ) জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ সূর্যদেবে সামীপ্য সম্বন্ধযুক্ত, অথবা জ্ঞানস্বরূপ সূর্যদেবই তাদের সাথে অভিন্নভাবে অবস্থিত; সেই অপ্‌দেবতাগণ (সত্ত্বভাবসমূহ) আমাদের যাগাদি সৎকর্মকে সুসিদ্ধ করুন। [এই ঋক্‌টি অপ্‌দেবতার সাথে জ্ঞানস্বরূপ সূর্যদেবতার অভিন্নত্ব সূচিত করছে। ঈশ্বরের বিভূতিসম্পন্ন সেই দেবতা আমাদের কর্ম সুসিদ্ধ করুন] ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বস্বরূপ দেবগণকে সমীপে আহ্বান করছি; যে অপ্‌দেবতার অভ্যন্তরে আমাদের জ্ঞানসমূহ অমৃতপান ক'রে থাকে; অথবা, যে দেবতা সমীপবর্তিনী হ'লে জ্ঞানসমূহ আমাদের অধিকার করে, সেই অপ্‌দেবতার উদ্দেশে অর্চনা কর্তব্য। [জ্ঞানের সাহায্যে অপ্‌দেবতার স্বরূপ আমরা প্রাপ্ত হই; সেখানেই অমৃত প্রাপ্ত হই; অতএব তাঁর অনুসরণ কর্তব্য] ॥ ১৮ ॥

অপ্‌দেবতার মধ্যে (সত্ত্বসমূহে) সুধা রয়েছে; অপ্‌দেবতার মধ্যে (সত্ত্বসমূহে) ভেষজ রয়েছে; অতএব, অপ্‌-দেবতাগণের নিমিত্ত, হে আমাদের অন্তরস্থিত দেবভাবসমূহ, তোমরা ত্বরান্বিত হও। [অপ্‌দেবতা (সত্ত্বভাব) ব্যাধিনাশক ও অমরত্বপ্রদ; অতএব আমাদের চিত্তবৃত্তিসকল যেন ত্বরায় তাঁর অনুসারী হয়। — সাধারণ-দৃষ্টিতে জলের এবং পক্ষান্তরে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার অর্চনার প্রসঙ্গ। জল যে অমৃতস্বরূপ, ব্যাধিনাশক—জল-চিকিৎসার প্রবর্তনা থেকেই বোঝা যায়। আবার জলদেবতার উপাসনার মধ্য দিয়েই যে পরম-জ্ঞান লাভ হয় এ প্রসঙ্গও এখানে বোঝা যায়। যাঁরা যে স্তরের উপাসক তাঁরা সেই ভাবই গ্রহণ করতে পারবেন] ॥ ১৯ ॥

অপ্‌দেবতার মধ্যে (সত্ত্বসমূহে) সর্বপ্রকার ভেষজ আছে; এবং তার মধ্যে সর্বসুখকর জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বিদ্যমান আছেন, সোম (আমাদের অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাব, ভক্তিভাব, পরাজ্ঞান) আমাকে তা বলেছেন, অতএব অপ্‌দেবতাগণ সকল মঙ্গলের আলয়। [অন্তরের সৎ-বৃত্তিগুলি অপ্‌দেবতার স্বরূপ জানেন, তাতেই সুখ-আরোগ্য ইত্যাদি সম্পদ্‌গুলি বিদ্যমান্ আছে] ॥ ২০ ॥

হে অর্চনীয়া দেবতা! প্রার্থনাকারী আমার শরীরের নিমিত্ত আপনি রোগনাশক ঔষধ প্রেরণ (পূরণ) করুন। যাতে আমরা নীরোগ হয়ে চিরকাল জ্ঞান-স্বরূপ জ্যোতির্ময় আপনাকে (সর্বদা) দর্শন করতে সমর্থ হই। ॥ ২১ ॥

প্রার্থনাকারী আমাতে যে কিছু পাপ সঞ্জাত হয়েছে; অথবা, প্রার্থনাকারী আমি, জ্ঞানতঃ যে অসদাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছি; কিম্বা আমি সাধুজনের প্রতি যে কোনও কুবাক্য প্রয়োগ করেছি; যা কিছু মিথ্যা (অযথা) ব্যবহার করেছি; হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আমার সেই (এই বিভিন্ন প্রকারের) পাপসমূহকে আপনি প্রক্ষালিত করুন] ॥ ২২ ॥

জলদেবতার সাথে অভিন্ন (অমৃত-যুক্ত) হে অগ্নিদেব! অদ্য জলদেবতার সাথে আপনার সম্বন্ধের বিষয় অবগত হয়েছি; আপনাদের তত্ত্বজ্ঞানরূপ রসের আস্বাদ পেয়েছি; হে আপনি (জলদেবতার সাথে অভিন্নভাবে) আগমন করুন; এবং এই উদ্দেশে প্রার্থনাকারী আমাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানের সাথে সংযোজিত করুন। [এই মন্ত্রটি অগ্নিদেবের সাথে জলদেবতার— জলদেবতার সাথে মানুষের হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধি-দেবতার অভিন্নত্ব সূচনা করছে] ॥ ২৩ ॥

হে অগ্নিদেব! আমার তেজঃ (জ্ঞান), সন্ততি (লোকানুরাগসমূহ) এবং আয়ুঃ (সৎকর্মপরায়ণতা) আপনি বর্ধিত করুন; আয়ুঃ, সন্ততি ও তেজঃসম্পন্ন আমার কর্মানুষ্ঠানসমূহ যেন দেবগণের প্রীতিসাধন করে, এবং অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা ঋষিগণের সাথে সেই পরমেশ্বর ইন্দ্রদেবকে (ঈশ্বরের প্রধান বিভূতিকে) প্রাপ্ত হয়] ॥ ২৪ ॥

টীকা — বহুদেবতার উদ্দেশে বিনিযুক্ত এই সূক্তের ভাবপ্রবাহও বহু পথ দিয়ে বহুরূপে প্রবাহিত। সোমকে যাঁরা সোমলতার রস ব'লে (মাদকদ্রব্য হিসাবে) বিশ্বাস করবেন, তাঁরা এখানে সোমলতার উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত খুঁজে পাবেন। দেবাসুরের সংগ্রাম বা আর্য-অনার্যের যুদ্ধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যাখ্যাকার এখানে সেই যুদ্ধ দেখবেন। কিন্তু যিনি যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, সূক্তের অর্থ সেই একই আছে।

◆ ◆

— ২৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : অজীগর্তপুত্র শুনঃ শেফ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ, গায়ত্রী]

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতারং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ১ ॥
অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যা মৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
সনো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ২ ॥
অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্যাণাং। সদাবন্ভাগমীমহে ॥ ৩ ॥
যশ্চিদ্ধি ত ইত্থা ভগঃ শশমানঃ পুরা নিদঃ। অদ্বেষো হস্তয়োর্দধে ॥ ৪ ॥
ভগভক্তস্য তে বয়মুদশেম তবাবসা। মূর্ধানং রায় আরভে ॥ ৫ ॥
নহি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুং বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ।
নেমা আপো অনিমিষং চরন্তী র্ন যে বাতস্য প্রমিনন্ত্যভ্বম্ ॥ ৬ ॥
অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্যোর্ধ্বং স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ।
নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ ॥ ৭ ॥

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্যায় পন্থামন্বেতবা উ।
অপদে পাদা প্রতিধাতবেঽকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥ ৮ ॥
শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু।
বাধস্ব দূরে নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥ ৯ ॥
অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশ্রে কুহ চিদ্দিবেয়ুঃ।
অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি বিচাকশচ্চন্দ্রমা নক্তমেতি ॥ ১০ ॥
তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ।
অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ ॥ ১১ ॥
তদিন্নক্তং তদ্দিবা মহ্যমাহুস্তদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে।
শুনঃশেপো যমহ্বদ্গৃভীতঃ সো অস্মান্ রাজা বরুণোমুমোক্তু ॥ ১২ ॥
শুনঃশেপো হ্যহ্বদ্গৃভীতস্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।
অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ অদব্ধো বি মুমোক্তু পাশান্ ॥ ১৩ ॥
অব তে হেলো বরুণ নমোভিরব যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ।
ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি ॥ ১৪ ॥
উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রার্থ — অবিনশ্বর শ্রেষ্ঠ কোন্ দেবতার যথার্থ স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ (অনুধ্যান) করব? কোন দেবতা আমাদের পুনরায় সেই মহিমান্বিত অনন্তে আশ্রয় দেবেন? এবং (কোন্ দেবতার অনুগ্রহে) পিতৃ-মাতৃ-স্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করব (প্রাপ্ত হব)? [এখানে পিতামাতা বলতে সেই পুরুষপুরাণ পরমপিতাকেই বোঝাচ্ছে। যেখান থেকে এসেছি তা পৃথিবী নয়—অদিতি। সে অনন্ত] ॥ ১ ॥

সেই অবিনশ্বর দেবগণের মধ্যে সর্বব্যাপী জ্যোতির্ময় অগ্নিদেবের অনন্যসাধারণ স্বরূপ (এস) আমরা অনুধ্যান ক'রি। সেই অগ্নিদেবই আমাদের মহিমান্বিত অনন্তে আশ্রয় দেবেন; (তাঁর অনুগ্রহে) আমরা সেই পিতৃমাতৃস্বরূপ পরমেশকে দেখতে পাব। [প্রথমে ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রের উপাসনা। এরপর অন্যান্য দেবতারও উপাসনা। মনে হয়, অগ্নি, বরুণ ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করতে করতে হৃদয়ে সর্বদেবতার ভাব সঞ্জাত হ'তে হ'তে, পরিশেষে পরাৎপর পরমেশ্বরের সান্নিধ্যলাভরূপ মুক্তি অধিগত করাই লক্ষ্য] ॥ ২ ॥

সদারক্ষণশীল সৎকর্মপ্রবর্ধক হে সবিতৃদেব, আপনি ষড়ৈশ্বর্যশালী সর্বাভীষ্টপূরণকারী; আপনার নিকট আমরা আমাদের কাম্য (মুক্তি) প্রার্থনা করছি। [সবিতাদেবের কাছে মুক্তিলাভ প্রার্থনা করা হয়েছে] ॥ ৩ ॥

পূর্ব ঋকে উক্ত যে স্পৃহনীয় পরমার্থরূপ ধন আপনি হস্তে ধারণ ক'রে আছেন, সে ধন শ্রেষ্ঠ, প্রশংসনীয়, সর্বলোকপ্রার্থনীয় এবং অনিন্দিত। [সেই মোক্ষধনের প্রার্থনাই সূচিত—যা ভুবনে উপযোগী, যা দ্বেষরহিত, যা সকলের নিন্দার উর্ধ্বে, যা শত্রুগণের দ্বারা অনপহরণীয় এবং যা

...মঙ্গল প্রদান করে] ॥ ৪ ॥

...হে দেব! আপনার প্রার্থনাকারী আমরা, ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন আপনার অনুগ্রহে পরমধনের উৎকর্ষকে ...করতে প্রকৃষ্টরূপে যেন সমর্থ হই। [হে দেব! আপনার প্রদত্ত ধন প্রাপ্ত হয়ে যার দ্বারা ...ধনের উৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হই, তা করুন] ॥ ৫ ॥

হে দেব! এই পরিদৃশ্যমান জন্মজরাদিধর্মবিশিষ্ট মর্ত্যগণ আপনার শক্তি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত নয়, ...এরাও আপনার ন্যায় শারীরিক বল নেই; আপনার ন্যায় তেজঃ (পরাক্রম) কোথাও পরিদৃষ্ট ...না, অথবা আপনার ক্রোধকে কেউ সহ্য করতে সমর্থ নয়; এই পরিদৃশ্যমান নিরন্তর ...গতিশীলা নদী (অথবা, সংসারে ক্রিয়াশীল সৎ-বৃত্তিসমূহ) আপনার ন্যায় শক্তিধারণ ...না; বায়ুর যে গতিবিশেষ (প্রচণ্ডগতি), তারাও আপনার বেগ অতিক্রম করতে সমর্থ নয়। ...বিভূতি, যা ঈশ্বরেরই বিভূতি, অতুলনীয়] ॥ ৬ ॥

পবিত্র-শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ, অভীষ্টপ্রদ বরুণদেব, মূলরহিত প্রদেশে অনন্তে অন্তরীক্ষে ...রূপ অরণ্যের মূল কারণকে ধারণ ক'রে আছেন; তাতে জ্ঞানরশ্মিসমূহ অধোমুখ অর্থাৎ ...প্রতিজনের হৃদয়েও সঞ্চারিত হচ্ছে; সেই জ্ঞানরশ্মিসমূহের উপরিভাগে মূলপ্রদেশে ...) অবস্থিত; অর্থাৎ সেই জ্ঞান আছে ব'লেই দৃষ্টি সময় সময় মূলদেশে ধাবিত হয়; ...রশ্মিসমূহ আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হোক। [জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের করুণাধারা সর্বত্র ...বিত; সেই করুণা আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে আমাদের মূলজ্ঞান প্রদান করুন] ॥ ৭ ॥

সেই শ্রেষ্ঠ অভীষ্টসাধক বরুণদেব, যথাক্রমে সূর্যের উদয়াস্তের পথ বিস্তীর্ণ ক'রে রেখেছেন। [সেই দেবতাই সূর্যের প্রতিষ্ঠাতা]। সেই দেবতা পদহীন (উপায়হীন) বিপন্নজনে পদদ্বয় বিধান ক'রে ...প্রদর্শন করুন; আর সেই দেবতা হৃদয়মর্মভেদী শত্রুরও সংহারকারী হোন। [যে দেবতা সূর্যেরও ...পথ নির্ধারিত করেছেন, তিনি উপায়হীন বিপন্ন আমাদের মুক্তিপথ প্রদর্শন করুন] ॥ ৮ ॥

হে হৃদ্রাণ বরুণদেব! আপনার অশেষপ্রকার ঔষধ আছে; [অর্থাৎ আপনিই অশেষরকমে ...দান করতে সক্ষম]। আমাদের প্রতি আপনার করুণা প্রদর্শনের ইচ্ছা প্রভূত ও অচঞ্চল হোক; ...অনিষ্টকারী পাপবুদ্ধিকে আমাদের নিকট হ'তে পরাঙ্মুখ ক'রে দূরীকৃত করুন; আমাদের ...পাপকে আমাদের হ'তে সম্পূর্ণরূপে দূর করুন। [আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুন এবং মোক্ষ ...দান করুন] ॥ ৯ ॥

অভীষ্টসাধক বরুণদেবের প্রভাব সর্বত্র অপ্রতিহত; পরিদৃশ্যমান্ এই যে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ ...উচ্চে প্রতিষ্ঠিত থেকে রাত্রিতে সকলের পরিদৃষ্ট হন, দিবাভাগে তাঁরা কোথায় অন্তরিত হন? ...রাত্রিতেই চন্দ্রদেব বিশেষ প্রকারে দীপ্যমান হন; দিবসে তিনি কোথায় অপসারিত হন? [ভগবান্ ...বরুণদেবের নির্দেশেই চন্দ্রনক্ষত্র ইত্যাদি রাত্রিতে দ্যুলোকে দীপ্যমান হন। ....ভূলোকে দ্যুলোকে ...সংসারে সর্বত্র যাঁর অনুশাসন কার্য করছে, সেই ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতিধারী বরুণদেব আমাকে ...রক্ষা করুন—আমার বন্ধন মোচন করুন] ॥ ১০ ॥

...সর্বজনবন্দনীয়, অভীষ্টসাধক হে বরুণদেব! ভক্তিযুত অন্তরের সাথে বেদমন্ত্রের দ্বারা স্তব ক'রে ...আপনার নিকট বন্ধনমোচন প্রার্থনা করছি; অতঃপর আমাদের কর্মে অবহেলা না ক'রে কৃপাপূর্বক ...আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করছে; আমাদের জীবনকে প্রমুষিত অর্থাৎ ...পাপকর্মে লিপ্ত ও খর্ব করবেন না। [পূজাপরায়ণ আমরা ভক্তিযুত অন্তরে আপনার নিকট মুক্তি ...প্রার্থনা করছি; আমাদের জীবনকে পাপকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করুন; তাতেই বন্ধনমোচন হবে এবং

...বর্ণিত হয়। —ঐ উপাখ্যানের ব্যক্তিবর্গের এবং ঘটনাবলীর খুঁটিনাটি সম্পর্কে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, রামায়ণে, ...বংশে, বিষ্ণুপুরাণে এবং সংহিতাদিতে বেশ পার্থক্য দেখা গেলেও মোটামুটি কাহিনী একই। ...কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, শুনঃশেপ উচ্চারণ করলেও ঐ মন্ত্রগুলির মধ্যে উক্ত ...সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর কোনো উল্লেখ নেই। আসলে এই মন্ত্রগুলি পাপমোচন-মূলক। যে কোনও ...ধরনের বন্ধন হোক না কেন, অবহমানকাল এই মন্ত্র উচ্চারণে সাধক যে মায়া-মোহ-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ক'রে আসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ...মন্ত্রগুলির মধ্যে অনেক অতি-পণ্ডিত প্রাচীনকালের নর-বলি প্রথার প্রচলন দেখেছেন। অথচ সূক্তের কোথাও নরবলির প্রসঙ্গ নেই। ...ও ওঁরা পৌরাণিক উপাখ্যানকে এই মন্ত্রগুলির সাথে একীভূত ক'রে এমন এক কলঙ্কময় প্রথার কথা ...প্রচার করেছেন।

◆ ◆

— ২৫ সূক্ত —

[দেবতা : বরুণদেব। ঋষি : অজীগর্তপুত্র শুনঃশেফ। ছন্দ : গায়ত্রী]

যচ্চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণ ব্রতং। মিনীমসি দ্যবিদ্যবি॥ ১॥
মা নো বধায় হত্নবে জিহীলানস্য রীরধঃ। মা হৃণানস্য মন্যবে॥ ২॥
বি মৃলীকায় তে মনো রথীরশ্বং ন সন্দিতং। গীর্ভির্বরুণ সীমহি॥ ৩॥
পরা হি মে বিমন্যবঃ পতন্তি বস্য ইষ্টয়ে। বয়ো ন বসতীরুপ॥ ৪॥
কদা ক্ষত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং করামহে। মৃলীকায়োরুচক্ষসম্॥ ৫॥
তদিৎসমানমাশাতে বেনন্তা ন প্র যুচ্ছতঃ। ধৃতব্রতায় দাশুষে॥ ৬॥
বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ॥ ৭॥
বেদা মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে॥ ৮॥
বেদ বাতস্য বর্তনিমুরোর্ঋষ্বস্য বৃহতঃ। বেদা যে অধ্যাসতে॥ ৯॥
নি ষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা। সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ॥ ১০॥
অতো বিশ্বান্যদ্ভুতা চিকিত্বাঁ অভি পশ্যতি। কৃতানি যা চ কর্ত্বা॥ ১১॥
স নো বিশ্বাহা সুক্রতুরাদিত্যঃ সুপথা করৎ। প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ ১২॥
বিভ্রদ্দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজং। পরি স্পশো নি ষেদিরে॥ ১৩॥
ন যং দিপ্সন্তি দিপ্সবো ন দ্রুহ্বাণো জনানাং। ন দেবমভিমাতয়ঃ॥ ১৪॥
উত যো মানুষেষ্বা যশশ্চক্রে অসাম্যা। অস্মাকমুদরেষ্বা॥ ১৫॥
পরা মে যন্তি ধীতয়ো গাবো ন গব্যূতীরনু। ইচ্ছন্তীরুরুচক্ষসম্॥ ১৬॥
সং নু বোচাবহৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভৃতং। হোতেব ক্ষদসে প্রিয়ম্॥ ১৭॥
দর্শং নু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি। এতা জুষত মে গিরঃ॥ ১৮॥
ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃলয়। ত্বামবস্যুরা চকে॥ ১৯॥

... স যামনি প্রতি শ্রুধি ॥ ২০ ॥

ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজসি। স যামনি প্রতি শ্রুধি ॥ ২০ ॥

উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত। অবাধমানি জীবসে ॥ ২১ ॥

মন্ত্রার্থ — হে দ্যোতমান বরুণদেব! জগতের অজ্ঞজন আপনার ব্রতানুষ্ঠানে প্রতিনিয়ত প্রমাদ ক'রে আসছে। [মূঢ় আমাদের কার্য—ব্রতপালন—প্রতিদিনই প্রমাদপূর্ণ হচ্ছে; আমাদের সেই সকল পাপ বিমুক্ত করুন] ॥ ১ ॥

হে দেব! ভগবানের কর্মসাধনে পরাঙ্মুখ আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ঘাতকের দ্বারা আমাদের বিনাশ নিমিত্ত আমাদের আর বিষয় সংসর্গে আবদ্ধ করবেন না। আমাদের কৃত পাপকর্মের জন্য ক্রোধপরায়ণ হয়ে আমাদের হনন করবেন না। [আমাদের কর্মজনিত অপরাধের জন্য আমাদের প্রতি ক্রোধপরায়ণ হবেন না; অপিচ, আমাদের আর বিষয়াসক্ত করবেন না। বিষয়ই সকল অনিষ্টের মূল; সুতরাং বিষয় থেকে আমাদের দূরে রক্ষা করুন] ॥ ২ ॥

হে বরুণদেব! রথী যেমন নিজের অশ্বকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে সংযত রাখে, আমরা তেমনই আমাদের চঞ্চল-চিত্তকে আপনার পূজায় বিশেষভাবে নিবদ্ধ করেছি। [উচ্ছৃঙ্খল অশ্ব যেমন রশ্মিবন্ধনের দ্বারা সংযত হয়, সেইরকম আমার চঞ্চল হৃদয়কে আপনার পূজায় বিনির্যুক্ত করি। আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন] ॥ ৩ ॥

পক্ষিগণ যেমন (সন্ধ্যাসমাগমে) কুলায় অভিমুখে প্রধাবিত হয়, সেইরকম আমার সৎ-বৃত্তিসকল (জীবনের এই সায়াহ্নকালে) সেই পরমধন লাভের জন্য সেই পরাৎপরের, সামীপ্য অনুসন্ধান করছে। [অন্ততঃ আমার জীবনসন্ধ্যা-সমাগমে আমার উন্মার্গগামী অর্থাৎ বিপথগামী বৃত্তিগুলি ভগবানের পদানুসারী হোক] ॥ ৪ ॥

আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত সেই সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ বিশ্বপালক ভগবান্ বরুণদেবকে (এখন না ডাকলে) আর কোন্ কালে আহ্বান করব? [জীবনসীমান্তে উপনীত আমি। এখনও যদি ভগবানের শরণ প্রার্থনা না করি, তাহলে আমার আর কি উপায় হবে? দিন যে ফুরিয়ে এল] ॥ ৫ ॥

ভগবৎমার্গানুসারী (ভগবানকে লাভ করার জন্য কর্মকারী) তাঁতে উৎসৃষ্টপ্রাণ সাধকের মঙ্গলকামী-প্রয়াসী ভগবান্ (মিত্রাবরুণদেব) অতি সামান্য পূজাও গ্রহণ ক'রে থাকেন,—কদাচ প্রত্যাখ্যান করেন না। [মিত্র ও বরুণরূপে ভগবান্ আমাদের ভক্তিসংযুত পূজা গ্রহণ ক'রে থাকেন, কখনও তা প্রত্যাখ্যান করেন না। ....এক বিভূতির ভাবে তিনি অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণদেবরূপে, অন্য বিভূতির (মিত্রের) ভাবে তিনি মিত্ররূপে প্রকাশমান] ॥ ৬ ॥

যে বরুণদেব আকাশে পক্ষিগণের বিচরণমার্গ অবগত আছেন, তিনি সমুদ্রেরও নৌ-পথ পরিজ্ঞাত আছেন। [ভগবান্ সর্বপথাভিজ্ঞ, সর্বত্র বিচরণকারী। দুস্তর কোনও পথই তাঁর অপরিজ্ঞাত নয়। তাঁর কৃপায় আমরা সকল স্থলেই পরিত্রাণ লাভ করতে পারি] ॥ ৭ ॥

বিশ্বপালক বিশ্বধারক প্রকৃতিপুঞ্জবিশিষ্ট সেই বরুণদেব, দ্বাদশ মাসের বিষয় অবগত আছেন; আবার যে মাস আপনিই উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের মধ্যে যে মলমাস অনুকল্পিত হয়), তা-ও তিনি অবগত আছেন। [কাল ও অকাল, তাঁর কিছুই অবিদিত নেই। সকলই তাঁর আয়ত্তাধীন। তিনি সর্বতত্ত্বজ্ঞ এবং বিশ্বের পালক] ॥ ৮ ॥

ঐ যে বিস্তীর্ণ অনন্ত প্রত্যক্ষমান প্রাণস্বরূপ বায়ু, তারও তত্ত্ব (পথ) তিনি অবগত আছেন। তারও অতীত যে দেবগণ, সেই বিষয়ও তিনি পরিজ্ঞাত। [সর্বময়রূপে তিনি সকলেরই অন্তর্হিত

১ম মণ্ডল]

...হন। তিনিই প্রাণ; তিনিই প্রাণাতীত]॥৯॥

...হন। তিনিই প্রাণ; তিনিই প্রাণাতীত]॥৯॥

...বিধানসক ভগবান্ বরুণদেব, প্রকৃতিবর্গের শাসন-পালন-সংরক্ষণ জন্য সর্বথা ...বিরাজিত ...অধিষ্ঠিত হয়েছেন]॥১০॥

...জীবগণ যে সকল অদ্ভুত কর্মের অনুষ্ঠান করে বা যে সকল কর্মকে কর্তব্য ব'লে মনে ...সেই সর্বজ্ঞ ভগবান, আপন স্থানে অধিষ্ঠিত থেকেই, সেই সবই দেখতে পান। [ভগবানের ...সর্বত্র অপ্রতিহত]॥১১॥

সেই সর্বজ্ঞ ভগবান্ বরুণদেব সদাকাল আমাদের সৎপথানুবর্তী করুন এবং আমাদের ...শীল) আয়ু পরিবর্ধিত করুন। [ভগবানের অনুগ্রহে আমরা যেন সৎকর্মশীল আয়ু লাভ ...জীবন যেন সৎকর্মেই অতিবাহিত হয়]॥১২॥

সেই ভগবান্ বরুণদেব, জ্যোতির্ময় কলঙ্কপরিশূন্য অনন্তরূপ গ্রহণপূর্বক বিশ্বব্যাপী অবস্থিতি ...তাঁর রশ্মিরাজি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছে]॥১৩॥

...গণ (সংসারের হিংস্রভাবসমূহ) যে দেবতাকে হিংসা করতে পারে না (যাঁর সমীপস্থ হ'লে ...লোপপ্রাপ্ত হয়) মনুষ্যদের শোষণকারী (শত্রুগণ) যাঁকে শোষণ করতে পারে না (যাঁর সমীপস্থ ...নিজের পাপবৃত্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়), পাপ সেই দেবতাকে স্পর্শ করতেও সমর্থ হয় ...[ভগবানের সাথে সম্বন্ধস্থাপনে শত্রুর বিভীষিকা থাকে না। শত্রুও মিত্র হয়ে যায়]॥১৪॥

যে ভগবান্ সর্বজনের হিতসাধনের উদ্দেশে (সংসারে) সর্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে শ্রেয়োবিধান ...রেখেছেন; সেই ভগবান্ আমাদের দেহধারণ প্রভৃতির উপায়-বিধান দ্বারা (সর্বদা) আমাদের ...প্রয়োজন ইষ্টসাধন ক'রে থাকেন]॥১৫॥

...সমূহ যেমন আপনা-আপনিই সঞ্চারিত হয়ে পৃথিবীব্যাপ্ত হয়, আমার বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ ...তেমনই সেই সর্বদ্রষ্টা ভগবানের সাথে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা করছে (করুক)। [রশ্মি ...নিজের দ্বারাই সঞ্চালিত হয়, আমার বৃত্তিসকল সেইরকম ভাবেই ভগবানের পদাঙ্ক ...অনুসরণকারী হোক]॥১৬॥

ভগবৎ-প্রীতিসাধন কামনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ায় আমার ভক্তিসুধা তাঁর প্রীতির জন্য সঞ্চিত হয়েছে। ...দেব। আপনি তা গ্রহণ করুন। আর, এখন হ'তে আমি (অথবা, সস্ত্রীক আমরা) যেন সদা ...সর্বপরায়ণ সাধকের ন্যায় আপনার অর্চনায় ব্রতী থাকি; অথবা আমরা—আপনি ও ...উভয়ে, হোতার ন্যায় পরস্পর যেন প্রিয়সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হই। [সৎকর্মের দ্বারা সৎস্বরূপের ...মিলনের কামনাই এ মন্ত্রে সর্বথা প্রকাশ পাচ্ছে]॥১৭॥

সেই সর্বদর্শী ভগবান্‌কে আমি নিশ্চয়ই দেখছি; পৃথিবীতে তাঁর গতিবিধি সম্যক্‌রূপে আমার ...গোচর হয়েছে; আমার উচ্চারিত স্তোত্রসমুদায় তাঁর নিকট পৌঁছেছে। [তিনি আমার স্তোত্রসমূহ ...গ্রহণ করেছেন]॥১৮॥

হে বরুণদেব! আমার উচ্চারিত এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন এবং আমার সুখসাধন করুন। ...রক্ষাকামী আমি আপনার উদ্দেশে এই স্তব (প্রার্থনা) করছি]॥১৯॥

হে জ্ঞানস্বরূপ! কিবা দ্যুলোকে, কিবা ভূলোকে—সর্বলোকে, জ্ঞানাত্মক হয়ে, আপনি বিদ্যমান ...আছেন। সেই যে সর্বাত্মক আপনি, আমাদের মঙ্গল-সাধনের জন্য, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন ...(কৃপা করুন)]॥২০॥

হে ভগবন্! আমাদের আধ্যাত্মিক দুঃখরূপ (অথবা জন্মগত) দুঃখপাশ আপনি মোচন করুন;

আধিদৈবিক দুঃখরূপ (অথবা জরামূলক) বন্ধন বিচ্ছিন্ন করুন; এবং আমাদের জীবনরক্ষার জন্য আধিভৌতিক দুঃখরূপ (অথবা মরণ-ত্রাসকারী) পাশকে আপনি নাশ করুন। [আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি ঘটুক] ॥ ২১ ॥

টীকা — এই সূক্তের মন্ত্রগুলি রাজসূয়-যজ্ঞে প্রযুক্ত। এই মন্ত্রগুলিও পৌরাণিক শুনঃশেপের পক্ষে একরকমভাবে ব্যাখ্যাত হয়, আবার সাধারণভাবেও অন্যভাবেও ব্যাখ্যাত হ'তে পারে। ....মানুষ কিভাবে ভগবানের কার্যে উপেক্ষা প্রকাশ করে, কিভাবে বিপন্ন হয়ে তাঁর করুণাপ্রার্থী হয়, এই সূক্তে তা লক্ষ্য করার বিষয়। এখানে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ দূর অতীতে ব্যোমপথে কিংবা জলপথে দেবগণের (আর্যগণের) গতিবিধির পরিচয় পান। জ্যোতির্বিদ এই সূক্তে জ্যোতিষশাস্ত্রের তত্ত্বকথা পাবেন। কেউ কেউ ইরাণের অহুর মজদকেই বেদের বরুণদেবরূপে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। কেউ কেউ মনুষ্য-সম্রাট বরুণদেবকে অপর মনুষ্য-সম্রাট ইন্দ্রদেব কর্তৃক পদচ্যুত হবার ইতিহাস এই সূক্ত অবলম্বনে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন ....কিন্তু একই। সেই ভগবানের শরণাপন্ন হ'লে পরম নিঃশ্রেয়স লাভ হয়—এই সূক্তে তাই প্রকটিত।

◆ ◆

— ২৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব প্রভৃতি। ঋষি : অজীগর্তপুত্র শুনঃশেফ। ছন্দ : অনুষ্টুপ, গায়ত্রী]

বসিষ্বা হি মিয়েধ্য বস্ত্রাণ্যূর্জাং পতে। সেমং নো অধ্বরং যজ॥ ১ ॥
নি নো হোতা বরেণ্যঃ সদা যবিষ্ঠ মন্মভিঃ। অগ্নে দিবিত্মতা বচঃ॥ ২ ॥
আ হি ষ্মা সূনবে পিতাপির্যজত্যাপয়ে। সখা সখ্যে বরেণ্যঃ॥ ৩ ॥
আনো বর্হী রিশাদসো বরুণো মিত্রো অর্যমা। সীদন্তু মনুষো যথা॥ ৪ ॥
পূর্ব্ব্য হোতারস্য নো মন্দস্ব সখ্যস্য চ। ইমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ॥ ৫ ॥
যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা দেবং দেবং যজামহে। ত্বে ইদ্ধূয়তে হবিঃ॥ ৬ ॥
প্রিয়ো নো অস্তু বিশ্‌পতি র্হোতা মন্দ্রো বরেণ্য। স্বগ্নয়ো বয়ম্॥ ৭ ॥
স্বগ্নয়ো হি বার্যং দেবাসো দধিরে চ নুঃ। স্বগ্নয়ো মনামহে॥ ৮ ॥
অথা ন উভয়েষামমৃত মর্ত্যানাং। মিথঃ সন্তু প্রশস্তয়ঃ॥ ৯ ॥
বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিমং যজ্ঞমিদং বচঃ। চনো ধাঃ সহোসা যহো॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে সদা অর্চনার্হ বলপ্রাণদাতা জ্ঞানদেব। আপনি আমাদের অজ্ঞানরূপ আবরণ অপসৃত করুন; সেই অজ্ঞান অপসারণের দ্বারা, অজ্ঞান-অপসারক আপনি, আমাদের যাগাদি সৎকর্মানুষ্ঠান নিষ্পাদন ক'রে দিন। [স্বরূপজ্ঞান লাভের জন্য যে বাধা আছে, সে-সব দূর করুন; পরন্তু আমাদের দর্শনযোগ্য প্রজ্বলিত তেজঃসম্পন্ন ও সৎকর্মসম্পাদক হোন] ॥ ১ ॥

চিরনবীন হে জ্ঞানদেব! বরেণ্য আপনি, আমাদের হৃদয়ের ভক্তিসহযুত দিব্যস্তুতিমন্ত্রে তুষ্যমান সন্তুষ্ট হয়ে হোতৃরূপে অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আহ্বাতা হয়ে আমাদের কর্ম সম্পাদন ক'রে দিন।

[আমাদের হৃদি-নির্গত দিব্যমন্ত্রসমূহের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান্ যেন আমাদের পালন করেন]॥ ২॥

পিতা যেমন পুত্রকে, বন্ধু যেমন বন্ধুকে, সখা যেমন সখাকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করেন, হে বরেণ্য দেব, আপনি আমাদের সেইভাবে রক্ষা করুন। [বন্ধু, সখা ও পিতার মতো, হে দেব, আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন]॥ ৩॥

হে দেব! শত্রুসংহারকারী আপনি আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করুন—মনুষ্যের ন্যায় প্রতিভাত হোন; আপনার সাথে অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণদেব, মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব এবং গতিকারক অর্যমাদেবও আগমন করুন। [ভগবানের বিভূতিস্বরূপ সকল দেবগণ আমাদের রক্ষা করুন]॥ ৪॥

হে অনাদি, সর্বকর্ম-সুসম্পাদক দেব! আমাদের এই নিত্যকৃত কর্মের সাথে আপনার সখিত্ব-সম্বন্ধ রক্ষার জন্য আমাদের পূজায় আপনি প্রহৃষ্ট হোন; আর, আমাদের উচ্চারিত এই স্তুতিমন্ত্র আপনি সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করুন। [আমাদের কর্মের সাথে আপনার সখিত্ব বা চিরমিলন হোক এবং আমাদের কর্ম সুষ্ঠু হোক]॥ ৫॥

হে জ্ঞানদেব! যদিও আমরা সদাকাল অশেষ পূজোপকরণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা ক'রে আসছি; তথাপি সকল পূজা আপনাতেই বর্তাচ্ছে। [জ্ঞানই সর্বদেবময়; সকল দেবতার পূজার সঙ্গেই জ্ঞান সম্বন্ধযুক্ত]॥ ৬॥

হে দেব! আপনি জগৎপালক, যজ্ঞসম্পাদক (সৎকর্মকারক), আপনি আমাদের বরণীয় প্রিয় এবং আনন্দবর্ধক হোন; প্রার্থনাকারী আমরা যেন সু-অগ্নি-সংযুত (সৎগুণান্বিত) হয়ে আপনার প্রিয় (অনুগৃহীত) হ'তে পারি। [আমরা যেন আমাদের কর্মের দ্বারা একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের প্রেমাধিকারী হই; সেই দেব, আমাদের সেই অনুগ্রহ করুন]॥ ৭॥

সদ্‌জ্ঞানস্বরূপ দেবগণ আমাদের জন্য সদ্‌জ্ঞানরূপ শ্রেষ্ঠধন ধারণ ক'রে আছেন; সেই ধনপ্রাপ্তির জন্য, প্রার্থনাকারী আমরা, সদ্‌জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে, সেই দেবগণকে অনুধ্যান করছি—যেন হৃদয়ে ধারণ করতে পারি। [জ্ঞানের সাথে জ্ঞানস্বরূপ দেবতার সম্বন্ধ আছে; হে আমার মন, জ্ঞানাধিকারী হও]॥ ৮॥

অনন্তর (সদ্‌জ্ঞান-লাভের পর) অমর দেবগণের এবং মরণধর্মী এই মনুষ্যগণের—আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হোক। [হে জ্ঞানদেব! সৎজ্ঞান লাভের পর আমরা যেন দেবগণের সাথে সম্বন্ধ-স্থাপনে সমর্থ হই; তা-ই করুন]॥ ৯॥

সকল শক্তির আশ্রয়-স্থান হে জ্ঞানদেব! সর্বপ্রকার প্রকাশরূপের দ্বারা (জ্যোতিঃরূপে, জ্ঞানরূপে) আপনি আমাদের অনুষ্ঠিত যাগাদিকর্ম ও স্তোত্র গ্রহণ করুন। [সকল শক্তির আধারভূত হে জ্ঞানদেব! আমাদের কর্ম ও বাক্য যেন আপনার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তা ক'রে দিন]॥ ১০॥

◆◆

— ২৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : আজীগর্তপুত্র শুনঃশেফ। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ]

অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ। সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্॥ ১॥
স ঘা নঃ সূনুঃ শবসা পৃথুপ্রগামা সুশেবঃ। মীঢ্বাঁ অস্মাকং বভূয়াৎ॥ ২॥

স নো দূরাচ্চাসাচ্চ নি মর্ত্যাদঘায়োঃ। পাহি সদমিদ্বিশ্বায়ুঃ ॥ ৩ ॥
ইমমূ ষু ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসং। অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥ ৪ ॥
আ নো ভজ পরমেষ্বা বাজেষু মধ্যমেষু। শিক্ষা বস্বো অন্তমস্য ॥ ৫ ॥
বিভক্তাসি চিত্রভানো সিন্ধোরূর্মা উপাক আ। সদ্যো দাশুষে ক্ষরসি ॥ ৬ ॥
যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্যমবা বাজেষু যং জুনাঃ। স যন্তা শশ্বতীরিষঃ ॥ ৭ ॥
নকিরস্য সহন্ত্য পর্যেতা কয়স্য চিৎ। বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ ॥ ৮ ॥
স বাজং বিশ্বচর্ষণিরর্বদ্ভিরস্তু তরুতা। বিপ্রেভিরস্তু সনিতা ॥ ৯ ॥
জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্ ॥ ১০ ॥
স নো মহাঁ অনিমানো ধূমকেতুঃ পুরুশ্চন্দ্রঃ। ধিয়ে বাজায় হিন্বতু ॥ ১১ ॥
স রেবাঁ ইব বিশ্পতির্দৈব্যঃ কেতুঃ শৃণোতু নঃ। উক্থৈরগ্নির্বৃহদ্ভানুঃ ॥ ১২ ॥
নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুবভ্যো নমো আশিনেভ্যঃ।
যজাম দেবান্যদি শক্নবাম মা জ্যায়সঃ শংসমা বৃক্ষি দেবাঃ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রার্থ — রশ্মির ন্যায় স্বপ্রকাশ (জ্ঞানস্বরূপ), সর্বযজ্ঞের (সকল সৎকর্মের) সম্পাদক (প্রভু) সেই জ্ঞানদেবকে আমি (যেন) বন্দনায় প্রবৃত্ত হই,—আমি যেন অনুসরণ করি। [মন্ত্রটি সেই জ্ঞানদেবকে আমি (যেন) বন্দনায় প্রবৃত্ত হই,—আমি যেন অনুসরণ করি। [রশ্মির মতো আপনা-আপনি প্রকাশমান সর্বকর্মসম্পাদক জ্ঞানদেব যেন আমাদের আত্ম-উদ্বোধক। রশ্মির মতো আপনা-আপনি প্রকাশমান সর্বকর্মসম্পাদক জ্ঞানদেব যেন আমাদের অনুসরণীয় হন] ॥ ১ ॥

সকল শক্তির আশ্রয়, সর্বত্র বিদ্যমান সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব আমাদের পরমসুখদায়ক হোন, এবং প্রার্থনাকারী আমাদের অভীষ্ট তিনি সর্বথা পূরণ করুন] ॥ ২ ॥

সর্বপ্রাণস্বরূপ (বিশ্বায়ু) সেই ভগবান্ অগ্নিদেব আমাদের দূরেও আছেন; এবং নিকটেও আছেন (কর্মানুসারে আমরা তাঁকে নিকটেও দেখতে পারি, আবার দূরেও দেখতে পারি); হে ভগবন্! মানব-জন্ম-সহজাত পাপ হ'তে আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন ॥ ৩ ॥

হে অগ্নিদেব! প্রার্থনাকারী আমাদের আহ্নীয় (পূজা এবং আমাদের উচ্চারিত এই) চিন্ময় গায়ত্রী স্তোত্র, আমাদের সুমঙ্গল বিধানের জন্য সকল দেবতার নিকট পৌঁছিয়ে দিন ॥ ৪ ॥

হে দেব! পরমার্থ-সম্বন্ধীয় (উৎকৃষ্ট) মোক্ষরূপ ধন সম্যক্‌রূপে আমাকে প্রদান করুন; স্বর্গ ইত্যাদি লাভ-কামনামূলক যজ্ঞরূপ মধ্যম ধন আপনি আমাকে প্রদান করুন; ইহসংসার সম্বন্ধী সৎকর্মসংযুত জ্ঞানরূপ ধন সর্বতোভাবে আপনি আমাকে শিক্ষা দিন ॥ ৫ ॥

বিচিত্র-রশ্মিযুত হে দেব, তরঙ্গের মধ্যে যেমন অর্ণবের বিস্তার, বিভিন্ন দেহে আপনি তেমনভাবে বিস্তৃত বিভক্ত হয়ে আছেন। এই প্রার্থনাকারীর প্রতি অবিলম্বে করুণার ধারা বর্ষণ করুন ॥ ৬ ॥

হে অগ্নিদেব! সংসাররূপ সমরক্ষেত্রে যে পুরুষকে আপনি রক্ষা করেন, যে পুরুষকে আপনি পাপসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান; সে পুরুষ সর্বতোভাবে নিত্যধন (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়ে থাকে ॥ ৭ ॥

শত্রুনির্মর্দক হে দেব! আপনার ভক্ত (ভগবদ্‌ভক্ত) জনের কারও কোনও শত্রু নেই (থাকতে পারে না) প্রকৃষ্ট পরমধন তাঁদেরই থাকে (তাঁরাই মোক্ষরূপ পরমধনের অধিকারী হন) ॥ ৮ ॥

সর্বোৎকর্মবিধায়ক সেই ভগবান্ অগ্নিদেব, আমাদের পাপকর্মের দ্বারা সঞ্জাত কর্মফলসমূহের ত্রাণকর্তা হন; জ্ঞানিগণের সাহায্যে (জ্ঞান-সাহায্যে) তিনি আমাদের পক্ষে সুফলদাতা হোন ॥ ৯ ॥

...উদ্বুদ্ধমান্ হে দেব, পাপ হ'তে মনুষ্যগণকে পরিত্রাণের জন্য আপনি সর্বলোক... (অনুপ্রবিষ্ট) আছেন। আমাদের যজ্ঞাদিকর্মের অনুষ্ঠান-সিদ্ধির জন্য সেই যে মহৎ... উদ্দেশে প্রদত্ত আমাদের স্তোত্র (পূজা) আপনি গ্রহণ করুন ॥ ১০ ॥

...অতুলনীয়, অন্ধকার-মধ্যগত আলোকরশ্মি-প্রভ, পূর্ণদীপ্যমান, সেই অগ্নিদেব, জ্ঞানে... ধনে জ্ঞান ও পরমার্থ প্রদান ক'রে (আমাদের পরিবর্ধিত করুন) ॥ ১১ ॥

...দেবগণের দূতস্থানীয়, পরমদীপ্তিমান সেই অগ্নিদেব, আমাদের উচ্চারিত উক্থ-... (সন্তুষ্ট হয়ে), দাতাদের ন্যায়, আমাদের অনুগ্রহ করুন ॥ ১২ ॥

...দেবগণকে আমি প্রণাম করছি; অপ্রসিদ্ধ দেবগণকে আমি প্রণাম করছি। যতক্ষণ আমাদের... (যতক্ষণ আমরা অসমর্থ না হব), সকল দেবতারই পূজা করা আমাদের কর্তব্য। হে... আমাদের অর্চনীয় (আপনারা) যে সকল দেবতা আছেন, কোনও দেবতার অর্চনায় আমি... কখনও বিরত না হই। [দেবগণের সকল সৎ-ভাব যেন মানুষে সঞ্জাত হয়] ॥ ১৩ ॥

...টীকা — এই সূক্তের ঋক্‌গুলিও ঋষিকুমার শুনঃশেপের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট ব'লে উক্ত হয়। ...প্রতি শ্রদ্ধা-হ্রাসের উপযোগী কতকগুলি পদ এবং বাক্য এই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত ঋক্‌গুলির... থেকেও বার করার চেষ্টা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাখ্যাকারগণের চিন্তার গতি যেমন যেমন পথে... সেই অর্থই আবিষ্কৃত হয়েছে। ....দেবতারা যে মানুষ, বা মানুষ থেকে উৎপন্ন স্তোত্র যে... রচিত বা গ্রথিত, এবং সোমরসরূপ মানকদ্রব্যই যে দেবতার পূজার প্রকৃষ্ট সামগ্রী, এমন তথ্য... এই সূক্ত দ্বারাই অনেকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

◆ ◆

— ২৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব প্রভৃতি। ঋষি : অজীগর্তপুত্র শুনঃশেপ। ছন্দ : অনুষ্টুপ, গায়ত্রী]

...যত্র গ্রাবা পৃথুবুধ্ন ঊর্ধ্বো ভবতি সোতবে। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ ॥ ১ ॥
...যত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা কৃতা। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ ॥ ২ ॥
...যত্র নার্যপচ্যবমুপচ্যবং চ শিক্ষতে। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ ॥ ৩ ॥
...যত্র মন্থাং বিবধ্নতে রশ্মীনামিতবা ইব। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ ॥ ৪ ॥
...যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহেগৃহ উলূখলক যুজ্যসে। ইহ দ্যুমত্তমং বদ জয়তামিব দুন্দুভিঃ ॥ ৫ ॥
...উত স্ম তে বনস্পতে বাতো বি বাত্যগ্রমিৎ। অথো ইন্দ্রায় পাতবে সুনু সোমমুলূখল ॥ ৬ ॥
...আয়জী বাজসাতমা তা হ্যুচ্চা বিজর্ভৃতঃ। হরী ইবান্ধাংসি বপ্সতা ॥ ৭ ॥
...তা নো অদ্য বনস্পতী ঋষ্বাবৃষ্বেভিঃ সোতৃভিঃ। ইন্দ্রায় মধুমৎসুতম্ ॥ ৮ ॥
...উচ্ছিষ্টং চম্বোর্ভর সোমং পবিত্র আ সৃজ। নি ধেহি গোরধি ত্বচি ॥ ৯ ॥

...মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্রদেব! যে কর্মে পাষাণের ন্যায় বিশুদ্ধ এই হৃদয়, ভগবৎ-প্রীতি-সাধনের

নিমিত্ত, দৃঢ়তাসম্পন্ন ও সৎ-ভাবাপন্ন (উন্নত) হয়, পেষণযন্ত্রনিষ্কাষিত মলরহিত দ্রব্যের ন্যায় গ্রহণীয় জ্ঞান ক'রে, আপনি সেই কর্ম গ্রহণ করুন (করেন)। [পাপী! ভয় করো না; ভগবানের প্রতি একাগ্রচিত্ত হও। উলূখলে নিষ্পেষিত শস্যাদির মতো নিষ্পেষিত হয়ে কলঙ্করহিত হও। তখন তোমার চিত্তবৃত্তিসমূহও ভগবানের গ্রহণীয় হবে। তিনি অবশ্যই তোমায় দয়া করবেন] ॥১॥

যখন জঘনপ্রদেশের ন্যায় (যুগ্মভাবে অভিন্ন হয়ে) দেহ-মন ভগবৎ-কর্মে বিনিযুক্ত হয়, তখন পেষণযন্ত্র-নিষ্কাশিত মলরহিত দ্রব্যের ন্যায় গ্রহণীয় মনে ক'রে আপনি সে কর্মকে গ্রহণ করেন (করুন) ॥২॥

যে কর্ম দ্বারা সাধ্বী-রমণী অসৎকর্মের অশুভফল এবং সৎকর্মের শুভফল উপলব্ধি করতে সক্ষম হন; সেই কর্মকে বিশুদ্ধ জেনে, হে ভগবন্, আপনি গ্রহণ করেন (করুন)। [অপারার্থে,— যেখানে যে সংসারে রমণী পর্যন্ত সৎ-অসৎ কর্মজ্ঞান লাভ ক'রে সৎকার্যে ব্রতী হয়, সেখানে—সে সংসারেই শুভ সংঘটিত হয়ে থাকে; সেখানেই ভগবানের আবির্ভাব ঘটে] ॥৩॥

যে কর্মে সংযম-রূপ বন্ধন-রজ্জু দ্বারা মনোরূপ মন্থন দণ্ডকে মানুষ বন্ধন করতে সমর্থ হয়, পেষণযন্ত্র-নিষ্পেষিত মলরহিত দ্রব্যের ন্যায় সেই কর্মকে, হে ভগবন্, আপনি গ্রহণ করুন (করেন)। [এই ঋকে সাধকের চিত্তসংযমের বিষয়েই লক্ষ্য রয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল মনকে ধৃতি দ্বারা বন্ধন ক'রে ভগবৎ-কর্মে বিনিযুক্ত কর] ॥৪॥

হে দেব! যদি আপনি (অনুগ্রহ ক'রে) গৃহে গৃহে বিশুদ্ধ নির্মল অন্তঃকরণ (ভগবদ্ভক্তজনের) প্রতিষ্ঠা (বিহিত) করেন (অর্থাৎ, সংসার যদি সৎ-জনে পরিপূর্ণ হয়), তাহলে ইহ-সংসার জয়ধ্বনি-সূচক বাদ্যের ন্যায় আনন্দকল্লোলে মুখরিত হয়। (অর্থাৎ তাহলে সংসারে আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না) ॥৫॥

হে বিবেকরূপ নিষ্পেষণযন্ত্র! তোমারই মস্তকোপরি মনুষ্যের প্রাণবায়ু বিস্তৃত রয়েছে; (অর্থাৎ, তুমিই মনুষ্যের জন্ম-জরা-মরণের বা মোক্ষের হেতুভূত); সেই কারণে (তোমারই শক্তিপ্রেরণায় ইষ্টানিষ্ট সাধিত হয়—সেই কারণে) হে নিষ্পেষণ-যন্ত্র, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের পানের জন্য (আমাদের হৃদয়ের) ভক্তিসুধা তুমি সুসংস্কৃত (প্রস্তুত) ক'রে দাও ॥৬॥

সর্বতোভাবে ভগবৎকার্যে বিনিযুক্ত দেহ-মন, নিশ্চয়ই সমাধিপ্রদানে (মনুষ্যের) ঐহিক সুখের হয়ে, উন্নতপ্রদেশে (ভগবৎ-সান্নিধ্যে) বিচরণ করে; সেই দেহ-মন, জ্ঞানভক্তিরূপ রশ্মির ন্যায়, অজ্ঞানান্ধকার নাশে সমর্থ হয়] ॥৭॥

বিবেক-পরিচালিত, জ্ঞানপথে গমনশীল, ভগবদারাধনা-পরায়ণ, হে দেহ-মন, তোমরা অবিলম্বে পূজাপরায়ণ ইন্দ্রিয়াদি-সহ, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রীতি-সাধনের জন্য, আমাদের হৃদিনিঃসৃত মধুময় ভক্তিসুধা তাঁকে সমর্পণ কর] ॥৮॥

সৎ-সংযুত ভক্তিসুধা সঞ্চয় কর; নির্মল হৃদয়পাত্রে তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ; আর বহিরাবরণ-অভ্যন্তরে (হৃদয়ের মধ্যে) ভগবানের জ্যোতিঃ ধারণ (প্রতিষ্ঠা) কর।] ॥৯॥

টীকা — সর্বাপেক্ষা জটিল এই সূক্তটির অনেক ভাষ্যের দ্বারা অনেকে বেদবাক্যের অপৌরুষেয়ত্বে সন্দিহান হয়েছেন। অনেকে এই সূক্ত থেকে আদিমজাতির মদ্যাদিদানে দেবতার তুষ্টি-সম্পাদনের বিষয় ঘোষণা করেছেন। এই ঋকের 'উলূখল' শব্দ থেকে উলূখল বা মুসল শব্দ বার ক'রে সোমলতা-পেষণরূপ কর্মকে টেনে আনা হয়েছে। 'যত্র নার্য্যপচ্যবমুপচ্যবং' ইত্যাদি দেখে কেউ কেউ যজমানের

...সোমরস-মন্থনে ব্রতী করেছেন। 'গোবধি ত্বচি' পদ দুটির মাধ্যমে গো-চর্মের উপরে সোমরসের ... অনেকের ভাষ্যে রয়েছে।

◆ ◆

— ২৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : অজীগর্তপুত্র শুনঃশেফ। ছন্দ : পংক্তি]

যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা অনাশস্তা ইব স্মসি।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ১ ॥
শিপ্রিন্বাজানাং পতে শচীবস্তব দংসনা।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ২ ॥
নি ষ্বাপয়া মিথূদৃশা সস্তামবুধ্যমানে।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৩ ॥
সসন্তু ত্যা অরাতয়ো বোধন্তু শূর রাতয়ঃ
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৪ ॥
সমিন্দ্র গর্দভং মৃণ নুবন্তং পাপয়ামুয়া।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৫ ॥
পতাতি কুণ্ডৃণাচ্যা দূরং বাতো বনাদধি।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৬ ॥
সর্বং পরিক্রোশং জহি জম্ভয়া কৃকদাশ্বম্।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — হে সত্যজ্ঞানস্বরূপ ভক্তিরসগ্রহণকারী দেব! যদিও আমরা আপনার আরাধনায় ...যুক্ত, তথাপি হে সর্বশক্তিশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাদের কল্যাণকর ... সাধক, পরমপথানুসারী এবং সহস্রারপুরুষ (পরমাত্মা) সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোকে (জ্ঞানালোক-...) উপযুক্ত করুন। [অর্থাৎ,—আমরা যাতে মোক্ষাদি-সম্পাদক বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করতে ...রি, সেইরকম বিধান করুন] ॥ ১ ॥

হে জ্যোতির্ময়, যজ্ঞাদি সৎ-কর্মের পোষক, সর্বশক্তিমান্ দেব! (আমাদের প্রতি) আপনি নিজ ...ই অনুগ্রহপরায়ণ। সেই জন্যই (আশা করি), হে পরম-ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রদেব, আপনি আমাদের ... পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক-লাভের উপযুক্ত করুন। (অর্থাৎ—আপনি নিজ থেকেই ...পরায়ণ; অজ্ঞানতমসায় আচ্ছন্ন আমাদের আপনি সৎ-জ্ঞানদানে পরিত্রাণ করুন) ॥ ২ ॥

হে ভগবন্! আমাতে পরস্পর সঙ্গত-ভাবে দৃশ্যমান যে অজ্ঞানতা ও অসৎ-বৃত্তি—এই উভয়কে

আপনি নিদ্রিত করুন; (অর্থাৎ, তারা যাতে আর উদ্বুদ্ধ না হয়, এইভাবে তাদের বিনষ্ট করুন)। ঐ অজ্ঞানতা ও অসৎ-বৃত্তি আমার সাধনার বিঘ্ন-বিষয়ে প্রবৃত্তিশূন্য হয়ে নিদ্রিত হোক; (অর্থাৎ, বিনাশপ্রাপ্ত হোক)। আর, হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমায় শ্রেষ্ঠ পরম-পথানুসারী মোক্ষরূপ মঙ্গলপ্রদ সহস্রার-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক দানে (অর্থাৎ আমার ভগবদারাধনায়) উপযুক্ত করুন ॥৩॥

হে অসীমশক্তিশালিন্ দেব! (আপনার প্রসাদে) আমার সেই অনিষ্টকারী, সাধনার বিঘ্নস্বরূপ, কামাদিরিপু ও খলাদি বহিঃশত্রুসকল নিস্তেজ হোক (তারা যেন আমাকে সাধনচ্যুত করতে না পারে)। আর, আমার সাধনার উপকারী সাত্ত্বিক-ভাব প্রভৃতি (আমার মধ্যে) জাগরিত হোক (আমি যেন আপনার অনুগ্রহে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হয়ে সাধনা করতে সমর্থ হই)। অপিচ, হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমার সেই পরম-পথানুসারী মোক্ষরূপ মঙ্গলপ্রদ সহস্রার পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক দানে (আমার ভগবদারাধনার) উপযুক্ত করুন ॥৪॥

হে দেব! সেই পাপরূপ অরাতিশক্তির দ্বারা পাপকর্মে উদ্বুদ্ধমান্ গর্দভতুল্য আমার যে অহংকার, আপনি তাকে সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট করুন; আর, হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমায় সেই পরম-পথানুসারী মোক্ষরূপ মঙ্গলপ্রদ সহস্রার-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক দানে (আমার ভগবৎ আরাধনার) উপযুক্ত করুন ॥৫॥

হে দেব! আপনার নিবাস-স্থল আমার হৃদয় পরিত্যাগ ক'রে, বায়ুসদৃশ শোষণকারী, সাধনার প্রতিকূল, সেই সংসারভাব, আপন সন্তাপিনী শক্তির সাথে, অধিক দূরদেশে গমন করুক। (অর্থাৎ, আপনার প্রসাদে আমার হৃদয় হ'তে সাধনার প্রতিকূল সংসার-অনুরাগ আসক্তি দূরীভূত হোক; তা যেন আর পুনরায় এসে কোনোরূপ পীড়া দান না করে)। হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমার সেই পরম পথানুসারী মোক্ষরূপ-মঙ্গলপ্রদ সহস্রার-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক দানে (আমায় ভগবানের আরাধনার) উপযুক্ত করুন ॥৬॥

হে দেব! আক্রোশকারী, মায়াময়, বন্ধনহেতুভূত, আমার সংসারভাবকে আপনি নাশ করুন; এবং আমার হিংসাকারী যাবতীয় শত্রুবর্গকে ধ্বংস করুন। (হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমি যেন মায়াময় সংসারে আকৃষ্ট না হই; এবং আমার হিংসাপরায়ণ শত্রুবর্গ যেন বিনষ্ট হয়)। হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমায় সেই পরম-পথের অনুসারী মোক্ষরূপ মঙ্গলপ্রদ সহস্রার-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক দানে (আমায় ভগবদারাধানার) উপযুক্ত করুন। [এ ঋক্—সূক্তের উপসংহার। এখানে সংক্ষেপে সকল ঋকের সকল রকম প্রার্থনার সারমর্ম দেওয়া হয়েছে। ঋক্‌টির মর্মার্থ এই যে,—বন্ধনহেতুভূত আমার সকল মোহ দূর হোক, আমার সকল রকম শত্রু বিমর্দিত বিতাড়িত হোক, হৃদয়ে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হোক] ॥৭॥

টীকা — এটিও ঋষিকুমার শুনঃশেপের দ্বারা ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে প্রার্থনামূলক ব'লে কথিত। এখানেও বেদবাক্যে সন্দিহান্ ব্যক্তির উপযোগী সামগ্রী সন্ধান করলে পাওয়া যাবে। ....অন্য পক্ষে আবার, এ সূক্তের সাথে অজিগর্ত-পুত্রের কোনও সম্বন্ধ আছে বলেও মনে হয় না। ....বরং ঘোড়া, গরু ইত্যাদি ধনের প্রার্থনার রূপকে পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের প্রার্থনাই বিশেষ মন্ত্রাংশে প্রকাশিত দেখা যায়।

◆ ◆

— ৩০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব প্রভৃতি। ঋষি : অজীগর্তপুত্র শুনঃশেফ। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্।]

আ ব ইন্দ্রং ক্রিবিং যথা বাজয়ন্তঃ শতক্রতুম্। মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দুভিঃ ॥ ১ ॥
শতং বা যঃ শুচীনাং সহস্রং বা সমাশিরাং। এদু নিম্নং ন রীয়তে ॥ ২ ॥
সং যন্মদায় শুষ্মিণ এনা হ্যস্যোদরে। সমুদ্রো ন ব্যচো দধে ॥ ৩ ॥
অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিং। বচস্তচ্চিন্ন ওহসে ॥ ৪ ॥
স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে। বিভূতিরস্তু সূনৃতা ॥ ৫ ॥
ঊর্ধ্বস্তিষ্ঠা ন ঊতয়েঽস্মিন্ বাজে শতক্রতো। সমন্যেষু ব্রবাবহে ॥ ৬ ॥
যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৭ ॥
আ ঘা গমদ্যদি শ্রবৎসহস্রিণীভিরূতিভিঃ। বাজেভিরুপ নো হবম্ ॥ ৮ ॥
অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরং। যং তে পূর্বং পিতা হুবে ॥ ৯ ॥
তং ত্বা বয়ং বিশ্ববারা শাস্মহে পুরুহূত। সখে বসো জরিতৃভ্যঃ ॥ ১০ ॥
অস্মাকং শিপ্রিণীনাং সোমপাঃ সোমপাব্নাং। সখে বজ্রিন্‌ৎ সখীনাম্ ॥ ১১ ॥
তথা তদস্তু সোমপাঃ সখে বজ্রিন্তথা কৃণু। যথা ত উশ্মসীষ্টয়ে ॥ ১২ ॥
রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥ ১৩ ॥
আ ঘ ত্বাবান্‌ৎমনাপ্তঃ স্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবিয়ানঃ। ঋণোরক্ষং ন চক্র্যোঃ ॥ ১৪ ॥
আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৃণাং। ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ ॥ ১৫ ॥
শশ্বদিন্দ্রঃ পোপ্রুথদ্ভির্জিগায় নানদদ্ভিঃ শাশ্বসদ্ভির্ধনানি।
স নো হিরণ্যরথং দংসনাবান্ৎ স নঃ সনিতা সনয়ে স নোঽদাৎ ॥ ১৬ ॥
আশ্বিনাবশ্বাবত্যেষা যাতং শবীরয়া। গোমদ্দস্রা হিরণ্যবৎ ॥ ১৭ ॥
সমানযোজনো হি বাং রথো দস্রাবমর্ত্যঃ সমুদ্রে অশ্বিনেয়তে ॥ ১৮ ॥
ন্যঘ্ন্যস্য মূর্ধনি চক্রং রথস্য যেমথুঃ। পরিদ্যামন্যদীয়তে ॥ ১৯ ॥
কস্ত উষঃ কধপ্রিয়ে ভুজে মর্তো অমর্ত্যে। কং নক্ষসে বিভাবরি ॥ ২০ ॥
বয়ং হি তে অমন্মহ্যান্তাদা পরাকাৎ। অশ্বে ন চিত্রে অরুষি ॥ ২১ ॥
ত্বং ত্যেভিরা গহি বাজেভির্দুহিতর্দিবঃ। অস্মে রয়িং নি ধারয় ॥ ২২ ॥

মর্মার্থ — সৎকর্মসাধনেচ্ছু হে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! তোমাদের অভ্যুদয়ের জন্য, শস্যে জলসিঞ্চনের ন্যায়, (সেই) প্রজ্ঞাসম্পন্ন সর্বব্যাপক ইন্দ্রদেবকে ভক্তিসুধা দ্বারা সম্যক্‌রূপে অভিষিক্ত করছি। (অর্থাৎ,—লোকে যেমন অন্নবৃদ্ধির জন্য শস্যকে সিঞ্চন ক'রে থাকে, আমিও

উপাসনা করছি ॥ ১ ॥

যে ইন্দ্রদেবতা, অশেষপ্রকার পবিত্রভাবে সম্যক্ অনুষ্ঠিত যজ্ঞের সমীপে আগমন ক'রে থাকেন, সেইরকম শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহের বৃদ্ধির জন্য ভগবানের উপাসনা করছি ॥ ১ ॥

সেই ইন্দ্রদেব, আমাদের ন্যায় কর্মহীন (অল্পজ্ঞান) ব্যক্তির সমীপে আগমন করুন ॥ ২ ॥

সেই যে স্বল্প জ্ঞান, সম্যক্‌রূপে আমাদের হর্ষের নিমিত্তভূত ও শত্রুনাশের হেতুভূত হয়, সেই জ্ঞান (ক্ষুদ্র হলেও) অনন্তের ন্যায় দেবতার সমীপে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। (অর্থাৎ, আমাদের যে শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান, তা-ও অনন্তকে প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩ ॥

হে দেব! আপনার উদ্দেশে সম্পাদিত জ্ঞানোৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বভাব—যার সাথে আপনার কপোত-কপোতীর ন্যায় সম্মিলন হয়, সেই ভাবসহযুত আমাদের স্তোত্র (সৎকর্ম) আপনি নিশ্চিতই গ্রহণ হয়ে থাকেন ॥ ৪ ॥

উপাসকগণের শ্রেষ্ঠ, দুষ্প্রবৃত্তি দমনকারী, স্তুতিমন্ত্রের প্রাপক, হে দেব! সত্ত্বভাবসমন্বিত আমাদের স্তোত্র আপনাকেই প্রাপ্ত হয়। আপনার ঐশ্বর্যবিভূতি আমাদের পক্ষে অক্ষয় হোক ॥ ৫ ॥

পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে দেব! এই পরিদৃশ্যমান (নিত্যসংঘটিত) সংগ্রামে (সৎ-বৃত্তির সাথে অসৎ-বৃত্তির দ্বন্দ্বে) আমাদের রক্ষার জন্য আপনি 'ঊর্দ্ধঃ' অর্থাৎ মূর্দ্ধিদেশে (জ্ঞানস্বরূপে) অবস্থিতি করুন। তাহলে অন্য উন্নত স্তরে (আপনার সামীপ্য লাভের পরে, তার ফলে) আমরা উভয় সংলাপ করতে সমর্থ হব (অর্থাৎ, আপনার সাথে আমাদের সম্মিলন সংঘটিত হবে) ॥ ৬ ॥

সৎকর্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁর প্রিয় হয়ে—আমরা, আমাদের প্রত্যেক কর্মের আরম্ভকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হ'লে, আমাদের রক্ষা করবার নিমিত্ত, সেই অতি-বলবান্ সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌কে (যেন) আহ্বান করি ॥ ৭ ॥

যখন (যদি) সেই ভগবান্ আমাদের আহ্বান শুনতে পান, তখন (তাহলে) তিনি আপন সহস্র (অর্থাৎ সমগ্র) রক্ষাকারী-শক্তির সাথে এবং আমাদের প্রদেয় সকলপ্রকার কর্মফলসমূহের সাথে অবশ্যই আমাদের নিকটে আসবেন ॥ ৮ ॥

হে মোক্ষোপায়ভূত শুদ্ধসত্ত্বভাব! অনন্ত অতীতকাল থেকে আমার পিতৃপুরুষগণ তোমাকে লাভ করবার জন্য যে ভগবান্‌কে আহ্বান ক'রে আসছেন, এখন আমিও, সেই পুরাতন, অনন্ত-সম্বন্ধযুত, এককালে সকল-সৎকর্মে উপস্থিতি-স্বরূপ, নবহৃদি-প্রতিষ্ঠিত (শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ) দেবকে যথাক্রমে (প্রতিকর্মে) আহ্বান করছি ॥ ৯ ॥

হে জগতের পূজনীয়, সকলের আরাধনার ধন, পরম হিতৈষী, জগতের আশ্রয়! আপনার কর্মে নিযুক্ত আমরা, স্তুতিপরায়ণ এই আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, হিতৈষণা ইত্যাদি গুণযুক্ত আপনার সকাশে প্রার্থনা করছি; (আপনি আমাদের মঙ্গল করুন) ॥ ১০ ॥

হে সখাসদৃশ পরম উপকারক, শত্রুর প্রতি বজ্রতুল্য কঠিনহৃদয়, ভক্তিরসানুগ্রাহক (ভক্তিপ্রিয়) দেব! আপনার অর্চক, ভক্তিরসরক্ষক, সখির ন্যায় রক্ষণীয় যে আমরা, আমাদের সম্বন্ধে আপনি উজ্জ্বলপ্রভাযুক্ত পরমার্থ-বুদ্ধি ও সাত্ত্বিকবৃত্তি-সকলের অভ্যুদয় বিধান করুন; আমরা যেন পরমাত্মসম্বন্ধযুত সত্ত্বভাব লাভ করি ॥ ১১ ॥

ভক্তিপ্রিয়, সখার ন্যায় উপকারক, শত্রুর প্রতি বজ্রসম কঠিন-হৃদয়, হে দেব! অভীষ্টকর্ম সাধনের নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি, আপনি সেই অনুগ্রহ প্রদান করুন; আপনার অনুগ্রহে আমাদের আরব্ধ কর্ম পূর্ণ হোক। [পূর্ব ঋকে বলা হয়েছে—সত্ত্বভাবের উদয়ে ভগবানের সাথে সখিত্ব-সম্বন্ধ-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থ-বুদ্ধির অভ্যুদয়-আকাঙ্ক্ষা

স্তুতি-সন্তুষ্ট, অবিনাশিনী, অতিতেজস্বিনী হে উষো দেবি (আপনার অনুগ্রহ বিনা) কোন্ মনুষ্য আপনাকে ভজনা করতে সমর্থ হয়? এবং আপনিই বা কোন্ মনুষ্যকে প্রাপ্ত হন? অর্থাৎ, আপনার অনুকম্পা ভিন্ন কেউই আপনাকে প্রাপ্ত হয় না। [অজ্ঞান-আঁধারে অনেক ঘোরাঘুরির পর, আকুলি-ব্যাকুলি-ঐকান্তিকতার একশেষ হ'লে পর, যেন দেবতার কৃপাকটাক্ষপাত হলো—তিনি যেন নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত ক'রে দিলেন। কে তিনি? প্রগাঢ় নৈশ অন্ধকারের পর আলোকবর্ষী দিব্যমূর্তিতে—প্রবল অজ্ঞানতার অবসানে জ্ঞানোদয়রূপিণীরূপে মুক্তিদাত্রী—তিনি উষা] ॥২০॥

ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বৈচিত্র্যসম্পন্ন জ্ঞানস্বরূপ হে উষো দেবি! (আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত) নিকটস্থিত ও দূরস্থিত আপনার স্বরূপ আমরা অবগত হ'তে সমর্থ হই না। [আপনি অন্তরে বাহিরে—দূরে ও নিকটে—সর্বত্র বিদ্যমান; আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত আপনার এই স্বরূপ সকলেরই দুর্বিজ্ঞেয়] ॥২১॥

সর্বাভীষ্টসাধিকে হে দেবি! আপনি আমাদের অন্তরদেশে আগমন করুন; আর, (আমাদের) সেই প্রসিদ্ধ আত্মোৎকর্ষসাধক কর্ম দ্বারা আমাদের পরমধন প্রদান করুন। [সাধারণ পতিত পাপী মানুষ সম্বন্ধেই এই মন্ত্র প্রযুক্ত। একা ঋষিকুমার শুনঃশেপ 'আমরা' বা 'আমাদের' জন্য প্রার্থনা করবে কেন? সাধারণ অনুবাদে মৃত্যুপথযাত্রী শুনঃশেপের কণ্ঠে 'ধন দাও, অন্ন দাও' প্রার্থনা কি সম্ভব? বরং জ্ঞানদাত্রীর কাছ থেকে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে আত্মউৎকর্ষসাধক কর্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়ে সকলের পক্ষেই পরম-ধন (মোক্ষ) লাভের প্রার্থনাই এখানে উচ্চারিত] ॥২২॥

টীকা — যথাক্রমে নীত শুনঃশেপের সম্বন্ধ-সূত্রিত সূক্তগুলির মধ্যে এটি শেষ সূক্ত। এই সূক্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের পরস্পরবিরোধী সমাধান-চেষ্টা দেখা যায়। এই সূক্তের সাহায্যে কেউ কেউ সোমকে 'সিদ্ধি' বা 'ভাং' ব'লে চিহ্নিত করেছেন। ইন্দ্রকে মাদকদ্রব্যে আগ্রহীরূপে দেখা গেছে। কেউ কেউ নবম ঋকের সাহায্যে আর্যগণের মধ্যে এশিয়া থেকে আর্যাবর্তে আগমনের প্রসঙ্গ তুলেছেন। ...আস্তিক্যবুদ্ধিতে অনুসন্ধান করলে এইসব ঋকে কি অনুপম অনির্বচনীয় ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে আছে, তা বোঝা যায়।

◆ ◆

— ৩১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : অঙ্গীরাপুত্র হিরণ্যস্তূপ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষি র্দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা।
তব ব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপসোঽজায়ন্ত মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ॥ ১ ॥
ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরস্তমঃ কবির্দেবানাং পরি ভূষসি ব্রতম্।
বিভূ র্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় মেধিরো দ্বিমাতা শয়ুঃ কতিধা চিদায়বে॥ ২ ॥
ত্বমগ্নে প্রথমো মাতরিশ্বন আবির্ভব সুক্রতূয়া বিবস্বতে।
অরেজেতাং রোদসী হোতৃবূর্যেঽসঘ্নোর্ভারময়জো মহো বসো॥ ৩ ॥

ত্বমগ্নে মনবে দ্যামবাশয়ঃ পুরূরবসে সুকৃতে সুকৃত্তরঃ।
শ্বাত্রেণ যত্‌পিত্রো র্মুচ্যসে পর্যা ত্বা পূর্বমনয়ন্নাপরং পুনঃ॥ ৪ ॥
ত্বমগ্নে বৃষভঃ পুষ্টিবর্ধন উদ্যতস্রুচে ভবসি শ্রবায্যঃ।
য আহুতিং পরি বেদা বষট্‌কৃতিমেকায়ুরগ্রে বিশ আবিবাসসি॥ ৫ ॥
ত্বমগ্নে বৃজিনবর্তনিং নরং সক্মন্ পিপর্ষি বিদথে বিচর্ষণে।
যঃ শূরসাতা পরিতক্ম্যে ধনে দভ্রেভিশ্চিত্‌সমৃতা হংসি ভূয়সঃ॥ ৬ ॥
ত্বং তমগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে মর্তং দধাসি শ্রবসে দিবেদিবে।
যস্তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে ময়ঃ কৃণোষি প্রয় আ চ সূরয়ে॥ ৭ ॥
ত্বং নো অগ্নে সনয়ে ধনানং যশসং কারুং কৃণুহি স্তবানঃ।
ঋধ্যাম কর্মাপসা নবেন দেবৈ র্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ॥ ৮ ॥
ত্বং নো অগ্নে পিত্রোরূপস্থ আ দেবো দেবেষ্বনবদ্য জাগৃবিঃ।
তনূকৃদ্বোধি প্রমতিশ্চ কারবে ত্বং কল্যাণ বসু বিশ্বমোপিষে॥ ৯ ॥
ত্বমগ্নে প্রমতিস্ত্বং পিতাসি নস্তং বয়স্কৃত্তব জাময়ো বয়ম্।
সং ত্বা বায়ঃ শতিনঃ সং সহস্রিণঃ সুবীরং যন্তি ব্রতপামদাভ্য॥ ১০ ॥
ত্বামগ্নে প্রথমমায়ুমায়বে দেবা অকৃণ্বন্নহুষস্য বিশ্‌পতিং।
ইলামকৃণ্বন্মনুষস্য শাসনীং পিতুর্যত্‌পুত্রো মমকস্য জায়তে॥ ১১ ॥
ত্বং নো অগ্নে তব দেব পায়ুভি র্মঘোনো রক্ষ তন্বশ্চ বন্দ্য।
ত্রাতা তোকস্য তনয়ে গবামস্যনিমেষং রক্ষমাণস্তব ব্রতে॥ ১২ ॥
ত্বমগ্নে যজ্যবে পায়ুরন্তরোঽনিষঙ্গায় চতুরক্ষ ইধ্যসে।
যো রাতহব্যোঽবৃকায় ধায়সে কীরেশ্চিন্মন্ত্রং মনসা বনোষিতম্॥ ১৩ ॥
ত্বমগ্ন উরুশংসায় বাধতে স্পার্হং যদ্রেক্ণঃ পরমং বনোষি তত্।
আধ্রস্য চিত্‌প্রমতিরুচ্যসে পিতা প্র পাকং শাস্‌সি প্র দিশো বিদুষ্টরঃ॥ ১৪ ॥
ত্বমগ্নে প্রযতদক্ষিণং নরং বর্মেব স্যূতং পরি পাসি বিশ্বতঃ।
স্বাদুক্ষদ্মা যো বসতৌ স্যোনকৃজ্জীবয়াজং যজতে সোপমা দিবঃ॥ ১৫ ॥
ইমামগ্নে শরণিং মীমৃষো ন ইমমধ্বানং যমগাম দূরাত্।
আপিঃ পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং ভৃমিরস্যৃষিকৃন্মর্ত্যানাম্॥ ১৬ ॥
মনুষ্বদগ্নে অঙ্গিরস্বদঙ্গিরো যযাতিবদ্‌সদনে পূর্বচ্ছুচে।
অচ্ছ যাহ্যা বহা দৈব্যং জনমা সাদয় বর্হিষি যক্ষি চ প্রিয়ম্॥ ১৭ ॥
এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব শক্তী বা যত্তে চকৃমা বিদা বা।
উত প্র ণেষ্যভি বস্যো অস্মান্ত্‌সং নঃ সৃজ সুমত্যা বাজবত্যা॥ ১৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ভগবন্! আপনিই সকলের আদি, আপনিই জ্ঞানস্বরূপ, আপনিই আর

আপনিই আরাধ্য, আপনিই দেবতাদের সহচর এবং মঙ্গলপ্রদ হন; আপনার কর্মে (আপনার উপাসনায়) মেধাবিগণ পরম জ্ঞানসম্পন্ন হন, সাধারণ মনুষ্যগণ পরিত্রাণের উপায় প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। [ভগবানের আরাধনায় জ্ঞানী-অজ্ঞান উভয়েই শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়।] ॥ ১ ॥

হে ভগবন্ অগ্নিদেব! আপনি শ্রেষ্ঠজ্ঞানের নিবাসস্থান; আপনি দেবভাবসম্পন্ন মনুষ্যগণের যজ্ঞাদিসৎকর্ম সর্বতোভাবে অলঙ্কৃত করেন; আপনি সর্বজ্ঞ; লোকসকলকে অনুগ্রহ করবার জন্য আপনি বহুরূপধারী; আপনি জ্ঞানস্বরূপ, এবং পাপ ও পুণ্যের পরিমাণকর্তা; মনুষ্যগণের হিতের জন্য আপনি সর্বদা কত ভাবেই অবস্থান করছেন। [অর্থাৎ লোকানুগ্রহের জন্য সেই ভগবান বহুরূপে সর্বদা সর্বত্র অধিষ্ঠিত রয়েছেন। সেই পরম কারুণিক ভগবান্ তুলাদণ্ডে পাপ ও পুণ্যের বিচার ক'রে, করুণা বিতরণ করছেন।] ॥ ২ ॥

হে ভগবন্ অগ্নিদেব! আপনিই আদিভূত; (বিশ্বের) প্রাণবায়ুস্বরূপ; ভগবৎকর্মসাধনেচ্ছু এই প্রার্থনাকারীর সমীপে আপনি প্রকটিত হোন; আপনি প্রার্থনাকারিগণ কর্তৃক সম্পূজিত হ'লে, তিনি শত্রু (অর্থাৎ স্বর্গের শত্রু ও মর্ত্যের শত্রু) প্রকম্পিত হয়; আপনি এই প্রার্থনাকারিদের পাপরূপ শত্রু বিনাশ করুন, হে তেজঃ-স্বরূপ, (জগতের) স্থিতির হেতুভূত দেব! আপনি আমাদের সেবাকর্ম সফল করুন। [শত্রু উভয় লোকেই আছে। পৃথিবীতে যেকেও মানুষ পাপকর্ম করতে পারে। স্বর্গে উপনীত হয়েও তেমনই পাপকর্মে প্রলুব্ধ হ'তে পারে। যাঁরা ভগবানে সমর্পিত-প্রাণ, কেবল তাঁদের কাছেই মর্ত্যের বা স্বর্গের, কোনো লোকেরই কোনো পাপ আসতে পারে না।] ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্ অগ্নিদেব! লোকানুগ্রহের নিমিত্ত আপনি স্বর্গলোকের তত্ত্ব প্রকটিত করেন; যে সুকৃতিসম্পন্ন বহু সৎকর্মশালী আপনার অর্চনাকারিগণের প্রতি আপনি বিশেষ অনুগ্রহপরায়ণ হন; যেহেতু, পাপ-মোচন দ্বারা সাধকগণকে জন্মকারণ হ'তে মুক্ত করেন, সেহেতু সাধকগণ আপনাকে, আরাধনা ক'রে পূর্বজন্ম-কর্মফল এবং পরজন্ম-কর্মসম্বন্ধ সর্বতোভাবে নাশ করেন ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্ অগ্নিদেব! আপনি অভীষ্টসাধক এবং সর্বপ্রকারে পরিপুষ্টিবর্ধক; অর্চনাকারিদিগকে অনুগ্রহ করবার নিমিত্ত আপনি তাঁদের স্তোত্র শ্রবণ ক'রে থাকেন। যে উপাসক, মন্ত্রসংযুত আহুতি করতে সম্যক্ জানেন, অথবা আপনাকে মন্ত্রসংযুত হবনীয় সমর্পণ করেন; তিনি দীর্ঘায়ুঃ (পূর্ণায়ু) ও ধনাঢ্য হন; তাঁর দ্বারা (তাঁর সৎকর্মপ্রভাবে) সাধারণের নিকট সর্বত্র আপনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। (অর্থাৎ, উপাসকের সাহায্যেই ভগবৎ-তত্ত্ব প্রকটিত হয়) ॥ ৫ ॥

বিশিষ্টজ্ঞান-নিধান হে ভগবন্ অগ্নিদেব! বিপথগামী পুরুষকে আপনিই যোগ্যকর্মে (সৎকর্মে) নিয়োজিত করেন; (অসৎ-পথাবলম্বী বা উন্মার্গগামী জন আপনার অনুগ্রহেই সৎ-মার্গে পরিচালিত হয়); সঙ্কটসমাকুল ধনের অধিকারের জন্য (আত্মরক্ষার উদ্দেশে) সংসার-সমরাঙ্গনে বিষম সমরে প্রবৃত্ত হ'লে, অল্পসামর্থ্যবান্ পুরুষের দ্বারাই, সেই ভগবান্ প্রবল প্রতিপক্ষ শত্রুগণের সংহার-সাধন করেন ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্ অগ্নিদেব! আপনার অর্চনাপরায়ণ মনুষ্যগণকে আপনি সদাকাল কীর্তিযুক্ত (রেখে) সর্বোত্তম অমর-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন; অপিচ, আপনার যে অর্চনাকারী উভয়বিধ অন্ন-লাভে (জন্মান্তর-গ্রহণে ও স্বর্গলোক-গমনে) অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত হয়, সেরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ভক্তিপরায়ণ উপাসককে আপনি (তার প্রার্থনার অনুরূপ) সুখ ও অন্ন সর্বতোভাবে প্রদান ক'রে থাকেন ॥ ৭ ॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আমাদের দ্বারা স্তূয়মান (সম্পূজিত) হয়ে, আমাদের

জ্ঞানভক্তিকর্মস্বরূপ বিত্তের সর্বলোকে বিস্তারের নিমিত্ত (অর্থাৎ আমাদের ধন-বিতরণের জন্য) আপনি আমাদের যশস্কর কর্মের সামর্থ্য প্রদান করুন; আর, ইহলোকে এবং পরলোকে, উভয়ত্রই অবস্থিত আপনি, দেবভাবের সাথে আমাদের প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন। [কি ইহলোকে, কি পরলোকে, সর্বত্র যেন দেবভাবে পূর্ণ থেকে আমি রক্ষা প্রাপ্ত হই। আমার চরম লক্ষ্য রক্ষা (মোক্ষ বা মুক্তি প্রাপ্তি) ॥ ৮ ॥

হে নিষ্কলঙ্ক জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! সকল দেবভাবের মধ্যে আপনিই জাগরূক (সুতরাং জীবনীশক্তিসম্পন্ন)। ইহলোকে ও পরলোকে আমাদের সমীপে রক্ষকরূপে বিদ্যমান থেকে, আপনি আমাদের উদ্বুদ্ধ (সত্ত্বভাবসম্পন্ন) করুন; এবং আপনার পূজাপরায়ণ আমাদের পক্ষে আপনি সৎ-বুদ্ধিপ্রদ হোন; সকলমঙ্গলস্বরূপ হে দেব! আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠধন (পরমার্থতত্ত্ব) প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি জ্ঞানপ্রদ পিতার ন্যায় প্রতিপালক হন; আপনি আয়ুঃ-প্রদ; প্রার্থনাকারী আমরা আপনা হ'তে উৎপন্ন হয়েছি। হে হিংসাতীত দেব! সৎকর্মসাধনে সহায়, সৎকর্মের পোষক অশেষ শক্তিশালী (আরাধনার নিমিত্তভূত) মোক্ষ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ-ধনসমূহ আপনাকেই আশ্রয় ক'রে আছে। [তিনিই পিতা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই আয়ুর্দাতা, তাঁর থেকেই আমরা উৎপন্ন। .....ধর্মার্থকামমোক্ষ চতুর্বর্গফলরূপ ধন তাঁকেই আশ্রয় ক'রে আছে] ॥ ১০ ॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনাকেই আদিভূত প্রাণশক্তিরূপে জানতে পারি। অজ্ঞজনের শ্রেয়ঃসাধনের জন্য দেবভাবসকল আপনাকেই প্রধান পরিচালকপদে বরণ ক'রে রেখেছেন। যখন মমতাপরায়ণ পিতৃস্থানীয় মনুষ্যগণের সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন বিবেক-স্বরূপা আপনি, তাদের ইষ্টানিষ্ট-জ্ঞানদাত্রী হয়ে (শাসনদণ্ড পরিচালন ক'রে) থাকেন। [জ্ঞানস্বরূপ সেই ভগবানই প্রাণশক্তিপ্রদাতা, অজ্ঞানতা-নাশক এবং সকল দেবভাবের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম; কারণ সকল-দেবভাবই তিনি] ॥ ১১ ॥

পূজাই দ্যোতমান জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! আপনার রক্ষণশক্তিপ্রভাবে আমাদের মূর্খসমূহকে (জ্ঞানরাশিকে) এবং জ্ঞানধারণসামর্থ্যকে অবিচ্ছিন্নভাবে আপনার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করুন। মমতাসম্পন্ন মায়ামোহপরায়ণ মনুষ্য এই যে আমরা, আমাদের বংশের সদ্‌জ্ঞানকে আপনি চিররক্ষা করুন। হে পরিত্রাণকর্তা! সর্বকাল ভগবৎ-কর্মে আমাদের পরিরক্ষণ করুন। আমরা যেন কদাচ আপনার কর্ম বিস্মৃত না হই। [সর্বদা যেন ভগবানের কর্মে (সৎ-কর্মে) রত থাকি; কখনও যেন আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই] ॥ ১২ ॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপন সৎকর্মকারিগণের প্রতিপালক; (সৎকর্মকারিজনের) অন্তরে অবস্থিত থেকে (তার) পাপসংস্রবরহিত কর্মের দ্বারা আপনি চারিদিকে দীপ্তিমান হন। যে জন আপনার পূজাপরায়ণ হয়, তার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বভাব পরিপোষণের জন্য, সুবাই আপনার উদ্দেশে উচ্চারিত স্তোত্রকে আপনি মনের সাথে গ্রহণ করেন ॥ ১৩ ॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনার একান্ত অনুরাগী উপাসকের স্পৃহনীয় পরমধন আপনি তাকে দান করেন; আপনি যে মূর্খদের প্রকৃষ্ট বুদ্ধিদাতা ও পালনকর্তা—অভিজ্ঞমাত্রেই তা ব'লে থাকেন; পরমতত্ত্ব আপনি, অজ্ঞজনকে সর্বতোভাবে প্রজ্ঞাসম্পন্ন ক'রে থাকেন। [ভগবানে ঐকান্তিকী অনুরক্তি জন্মালে, ভগবান্ নিজেই উপাসককে প্রস্তুত ক'রে নেন] ॥ ১৪ ॥

হে অগ্নিদেব! সর্বতোভাবে ভগবানে নির্ভরপরায়ণ সকল উপাসকদের, নিশ্ছিদ্র বর্ম দ্বারা আবরণের ন্যায়, আপনি সর্বতোভাবে রক্ষা ক'রে থাকেন। (আপনার) যে উপাসক পরিতৃপ্তির গৃহে অতিথি-সৎকারপরায়ণ হন এবং সর্বজীবের তৃপ্তিসাধক ভূতযজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন; তিনি স্বর্গের দেবতার উপমাস্থল হন [যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁদের গৃহদ্বার অতিথি-সেবায় সদা উন্মুক্ত থাকে, পঞ্চসূনা যজ্ঞ ইত্যাদির (অর্থাৎ পঞ্চযজ্ঞের*) যথাযথ অনুষ্ঠানে তাঁরা সকল প্রাণীর তৃপ্তিসাধন ক'রে থাকেন। যে জাতির অহিংসার আদর্শ পঞ্চসূনা যজ্ঞ, যে জাতির তর্পণে পঞ্চভূতাত্মক (ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ- ব্যোম) সকল প্রাণীর পরিতৃপ্তি সাধনের ব্যবস্থা আছে, সেই জাতি অবশ্যই দেবতার সাথে তুল্য হবার যোগ্য] ॥ ১৫ ॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! সংসম্বন্ধযুত পরিদৃশ্যমান পথ (সৎ-পথ) পরিত্যাগ ক'রে আমরা দূরে (বিপথে বা অসৎ-মার্গে) চলেছি। আমাদের সেই অসৎপথ থেকে রক্ষা (প্রতিনিবৃত্ত) করুন। সৎ-মার্গগামী (সৎকর্মকারী) মনুষ্যের আপনিই বন্ধু (প্রাপনীয়), প্রতিপালক, সুবুদ্ধিদাতা, পরিপোষক ও পরমাত্ম-সাক্ষাৎকর্তা হন ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানস্বরূপ পরম পবিত্র হে অগ্নিদেব! মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হয়ে, জ্ঞানরূপে অন্তরস্থিত হয়ে, বায়ুর ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে (অথবা বায়ুর ন্যায় সর্বব্যাপক হয়ে), সনাতন প্রথানুসারে অনুগ্রহপরায়ণ হয়ে (অথবা নিত্যবস্তুর মতো), আপনি আমাদের হৃদয়াবাসে আগমন করুন; আমাদের কর্মসমূহে দেবভাবজননরূপ সাফল্য আনয়ন করুন; আস্তীর্ণ দর্ভের ন্যায় আমাদের হৃদ্‌বৃত্তিগুলিতে, সেই দেবভাবসমূহকে আপনি প্রতিষ্ঠিত করুন; আর আপনি আমাদের সেই প্রিয়বস্তু পরমার্থতত্ত্ব প্রদান করুন। [এ এক সর্বকালের সকল মানুষের কামনা। এখানে তত্ত্বজ্ঞান উন্মেষের আকাঙ্ক্ষা, শুদ্ধসত্ত্বভাবের ও সৎ-জ্ঞান-লাভের কামনা প্রকাশিত] ॥ ১৭ ॥

হে অগ্নিদেব! আমাদের উচ্চারিত এই মন্ত্রের দ্বারা আপনি আমাদের প্রতি চির-অনুগ্রহপরায়ণ হোন। আপনার আরাধনারূপ সামান্য কর্মমাত্র আমরা করেছি; তাতেই (কৃপাপরায়ণ হয়ে) আমাদের কর্মসামর্থ্য ও জ্ঞান প্রদান করুন। আপনার প্রার্থনাকারী আমাদের শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) বিধান করুন; এবং আমাদের সর্বতোভাবে সৎকর্মানুরত ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন করুন ॥ ১৮ ॥

টীকা — নূতন সূক্ত—নূতন ছন্দঃ—নূতন ঋষি—নূতন দেবতা। মন্ত্রের ভাবও অভিনবত্বপূর্ণ। নূতন নূতন অর্থ নূতন নূতন ভাবে পরিগৃহীত হয়ে থাকে। এখানে একভাবে সাংসারিক যুদ্ধ-বিগ্রহের—মনুষ্যের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের বর্ণনা লক্ষ্য হয়। অন্যভাবে পরমার্থতত্ত্ব বিবৃত রয়েছে দেখা যায়। ....পঞ্চদশ মন্ত্রে 'জীবযাজং যজতে' পদ দেখে পাশ্চাত্যমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ, যজ্ঞে গো-বধের এবং গোমাংস-ব্যবহারের প্রসঙ্গ পর্যন্ত স্থাপন করতে কুণ্ঠিত হননি। ....অথচ 'জীবযাজং চ' অর্থে জীবতৃপ্তিসাধক যাগ বা ভূতযজ্ঞ ধরা যেতে পারত।

* পঞ্চসূনা—গৃহস্থের গৃহস্থিত পাঁচরকম বধস্থান;—উনুন, শিল-নোড়া, বাঁটা, ঢেঁকির গড় ও কলসীপিঁড়ি। এই পাঁচস্থানে গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে পিপীলিকা ইত্যাদি প্রাণিহত্যা হয়ে থাকে, এবং তার জন্য পাতকসঞ্চয় হয়। পঞ্চযজ্ঞ-অনুষ্ঠানের দ্বারা গৃহস্থ এই পাপ থেকে মুক্ত হন। পঞ্চযজ্ঞ বেদাধ্যয়ন (ব্রহ্মযজ্ঞ), অতিথিসেবা (নৃযজ্ঞ), হোম (দৈবযজ্ঞ), তর্পণ (পিতৃযজ্ঞ), বলি (ভূতযজ্ঞ)।

◆◆

— ৩২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : অঙ্গীরাপুত্র হিরণ্যস্তুপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্বতানাম্॥ ১ ॥
অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ॥ ২ ॥
বৃষায়মাণোঽবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্য।
আ স য়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাম্॥ ৩ ॥
যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।
আত্ সূর্যং জনয়ন্দ্যামুষাসং তাদিত্না শত্রুং ন কিলা বিবিৎসে॥ ৪ ॥
অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ॥ ৫ ॥
অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষম্।
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সং রুজানাঃ পিপিষ ইন্দ্রশত্রুঃ॥ ৬ ॥
অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধি সানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়দ্ব্যস্তঃ॥ ৭ ॥
নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতি যন্ত্যাপঃ।
যাশ্চিদ্বৃত্রো মহিনা পর্যতিষ্ঠত্তাসামহিঃ পৎসুতঃশীর্বভূব॥ ৮ ॥
নীচাবয়া অভবদ্বৃত্রপুত্রেন্দ্রো অস্যা অব বধর্জভার।।
উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীদ্দানুঃ শয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ॥ ৯ ॥
অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্।
বৃত্রস্য নিণ্যং বি চরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশত্রুঃ॥ ১০ ॥
দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ্বৃত্রং জঘন্বাঁ অপ তদ্বার॥ ১১ ॥
অশ্ব্যো বারো অভবস্তদিন্দ্র সৃকে যত্বা প্রত্যহন্দেব একঃ।
অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোমমবাসৃজঃ সর্তবে সপ্ত সিন্ধূন্॥ ১২ ॥
নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ ন যাং মিহমকিরদ্ হ্রাদুনিম্।
ইন্দ্রশ্চ যদ্যুযুধাতে অহিশ্চোতাপরীভ্যো মঘবা বি জিগ্যে॥ ১৩ ॥

অহের্যাতারং কমপশ্য ইন্দ্র হৃদি যত্তে জঘ্নুষো ভীরগচ্ছৎ।
নব চ যন্নবতিং চ স্রবন্তীঃ শ্যেনো না ভীতো অতরো রজাংসি ॥ ১৪ ॥
ইন্দ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃঙ্গিণো বজ্রবাহুঃ।
সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্ন নেমিঃ পরি তা বভূব ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রার্থ — বজ্রধর (ভগবান্) যে সকল মুখ্যকর্ম (সৃষ্টিরক্ষার জন্য) সম্পাদন করেন; ইন্দ্র (ভগবান্ ইন্দ্রদেবের) সেই সকল অলৌকিক কার্যের বিষয় আমরা স্বতঃই কীর্তন (প্রত্যক্ষ) ক'রে থাকি। মেঘ বিদারণ ক'রে তিনি ভূতলে জলধারা সেচন করেন। (রিপুশত্রুকে নিহত ক'রে তিনি হৃদয়ে সত্ত্বভাবাবলি বিস্তার করেন); গিরিকন্দরে তিনি প্রবহনশীলা নদী প্রবাহিত করেন (পর্বত-সদৃশ কাঠিন্য-সম্পন্ন হৃদয়ে তিনি স্নেহ-কারুণ্যাদির নির্ঝর-দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেন)। [এই মন্ত্রে একদিকে বাহ্য-প্রকৃতি-পক্ষে মেঘবিদারণপূর্বক বারিবর্ষণরূপ কল্যাণসাধন; অন্যদিকে আধ্যাত্মিক-পক্ষে রিপুশত্রুসঙ্কুল পাষাণ-হৃদয় বিগলিত ক'রে, অর্থাৎ অকল্যাণী-শক্তিবর্গকে বিমর্দনপূর্বক হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাচ্ছে] ॥ ১ ॥

শত্রুবধের নিমিত্ত, সেই ত্রাণকারী দেবতা (বিবেকরূপ) অতিতীক্ষ্ণ শত্রুনাশক অস্ত্র নির্মাণ (উৎপন্ন) করুন; সেই অস্ত্র (দ্বারা) হৃদয়রূপ দুর্ভেদ্য গিরিকন্দরে আশ্রয়-প্রাপ্ত শত্রুকে তিনি নিহত করেন; তখন, বৎস যেমন ধেনুর প্রতি ধাবিত হয় (অথবা, দিবা যেমন আলোকরশ্মির প্রতি প্রবাহিত হয়) তেমনই সত্ত্বভাবে বিগলিত সকল সৎ-বৃত্তি অনন্তস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। [মূলতঃ এখানে দুই অর্থ। এক অর্থে ইন্দ্রদেব মেঘকে বিদীর্ণ করেছিলেন; অন্য অর্থে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে নিহত করেছিলেন। দুই অর্থেরই সহায় 'ত্বষ্টা' বা বিশ্বকর্মা—বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। ...কিন্তু 'ত্বষ্টা' শব্দটি 'ত্রাণকারী' ধরলে বোঝা যায় যে, ভগবান্ শত্রুনাশের (রিপুশত্রু ধ্বংসের) উপযোগী বিবেকরূপ অস্ত্র নির্মাণ করেছেন; তিনিই আবার সেই অস্ত্রে শত্রুসংহার-সাধন করেন। অর্থাৎ পর্বতের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত শত্রু বা অসুরগণকে যেমন বজ্রাঘাত ভিন্ন উদ্বিগ্ন করা যায় না, হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত রিপু-শত্রুগণকেও তেমনই বিবেকরূপ বজ্রের দ্বারা নিহত করার আবশ্যক হয়) ॥ ২ ॥

অভীষ্টপূরক সেই ভগবান্; শুদ্ধসত্ত্বভাবের আকাঙ্ক্ষা করেন; কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়-সাধনরূপ সত্ত্বভাবের সাথে তিনি চিরসম্বন্ধযুত হয়ে থাকেন; পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সেই ভগবান্ (তোমার শত্রুনাশের নিমিত্ত) সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র (সদাকাল) গ্রহণ ক'রে আছেন; সেই অস্ত্রের দ্বারা শত্রুদের প্রধানস্থানীয় পরিদৃশ্যমান তোমার অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে তিনি বধ করেন। [প্রধান শত্রু (অজ্ঞানতা) নিহত হলেই অপর সকল শত্রু (কাম ইত্যাদি শত্রুগণ) বিমর্দিত হয়—এটাই মনে করা যায়] ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যখন আপনি শত্রুগণের আদিভূত অজ্ঞানতাকে হনন করেন, আর যখন সেই মায়াবী শত্রুগণের ছলচাতুর্য সর্বতোভাবে নষ্ট করেন; তখন আমাদের হৃদয়াকাশে উষোদয়ের ন্যায় জ্ঞানোন্মেষ এবং সূর্যোদয়ের ন্যায় পূর্ণজ্ঞান প্রকাশ পেলে, শত্রুকে কোথাও আর দৃষ্ট হবে না (শত্রুর চিহ্নমাত্র লোপ পাবে)। [উষার ও সূর্যের সম্বন্ধ-সূচনায় জ্ঞানোদয়ের স্তরের প্রতি লক্ষ্য আসে। অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দূর হবে, তেমনই উষোদয়ের মতো জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হ'তে থাকবে। ক্রমে ক্রমে অজ্ঞানতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হ'লে জ্ঞানের (সূর্যের) পূর্ণস্ফূর্তি

...করে] ॥ ৪ ॥

ভগবান্ ইন্দ্রদেব, বিবেকরূপ সেই মারক-অস্ত্র-দ্বারা অতি অধৃষ্য শত্রুসেনানায়ক অজ্ঞানত্বাকে (বৃত্রকে) ছিন্নস্কন্ধ (সহচরশূন্য—অর্থাৎ কামাদি অসৎ-বৃত্তিসমূহশূন্য) ক'রে হনন করেন; কুঠারাঘাতে বৃক্ষস্কন্ধ যেমন (সকল শাখা-প্রশাখা সহ) ভূতলে বিলুণ্ঠিত হয়, সেই শত্রুও তেমনই পৃথিবীর উপরে বিলুণ্ঠিত হয়েছিল ॥ ৫ ॥

প্রতিদ্বন্দ্বী রহিতের ন্যায় দর্পান্বিত, ভগবানের বিরোধী কামাদি শত্রু, অন্তরস্থিত সৎ-ভাবসমূহকে ...ভাবে পেষণ ক'রে থাকে; সেই শত্রুর অস্ত্রের (শত্রুকৃত অপকর্ম ইত্যাদির) সংস্রব কেউই ...না করতে পারে না; সেই ভীষণ শত্রুর নাশের নিমিত্ত, মহাশৌর্যশালী, সকল বিঘ্ননাশক, ...দেবতা ভগবান্‌কে আহ্বান করছি ॥ ৬ ॥

অজ্ঞানতারূপ শত্রু, হস্তপদহীন (কর্মশক্তিশূন্য) হলেও, (হৃদয়ের) দেবভাবকে বিনষ্ট করতে ...করে; ভগবান্ তখন, সেই শত্রুর প্রতি বিবেকরূপ কঠোর অস্ত্র নিক্ষেপ করেন; অশেষ ...সম্পন্নের (অভীষ্ট-পূরণে সমর্থ জনের) সাথে প্রতিযোগিতায় ইচ্ছুক নির্বীর্য (নির্ধন জন) যেমন ...লাঞ্ছিত হয়, তেমনই সেই শত্রু বহুধা বিতাড়িত হয়ে পর্বতগাত্রে প্রক্ষিপ্ত হয় (তাতে তার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং সত্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়) ॥ ৭ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে ভগবৎ-প্রভাবে শত্রুকে নিপাতিত দেখে, অন্তরস্থিত শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ, ...উন্মুক্ত নদীস্রোতের ন্যায় সকলকে উল্লঙ্ঘন ক'রে, পরব্রহ্মসাগরে সম্মিলিত হয়। তখন, যে শুদ্ধসত্ত্বভাবসকল শত্রুর প্রভাবে পরিবৃত ছিল (মূহ্যমান হয়ে ছিল), শত্রু তাদের সকলের পদতলে ...শায়িত (অর্থাৎ তাদের অধীনতা প্রাপ্ত) হয়েছিল ॥ ৮ ॥

(তখন) অজ্ঞান-জননী মায়া প্রভাব-রহিতা হয় (অজ্ঞানরূপ পুত্র নিহত হ'লে, অজ্ঞান-জননী মায়া ম্রিয়মান হয়ে থাকে); (তখন) সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব মায়ার বধসাধক সদ্‌জ্ঞানরূপ অস্ত্র (তাঁর প্রতি) নিক্ষেপ করেন। তাতে অসৎপ্রবৃত্তি-পোষিকা মায়া ঊর্ধ্বগত হয়ে ভগবৎ-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হয়; আর তার পুত্র অজ্ঞান অধোগামী (বিনষ্ট) হয়ে থাকে। সে অবস্থায়, বৎসসহ ধেনু যেমন ...স্ফূর্তি করে (অথবা রশ্মির আধারে যেমন রশ্মিরাজি মিলিত হয়) আমিও তেমনই ভগবানের সঙ্গে মিলিত হই (অর্থাৎ আমার অহংবোধ ভগবানে গিয়ে লীন হয়) ॥ ৯ ॥

(তখন) অবিশ্রান্ত-প্রবহনশীল (ভগবদনুবর্তী) নিয়ত ভগবানের পদাঙ্ক অনুসারী শুদ্ধসত্ত্বভাবের ...মধ্যে নিমজ্জিত (লোপপ্রাপ্ত) সেই শত্রুর দেহ (অস্তিত্ব) নামরহিত (সত্তাশূন্য) হয়। (তখন) শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রবাহ (ভক্তিরসামৃত) হৃদয়ে প্রবাহিত হ'তে থাকে। ভগবৎ-শত্রু অজ্ঞান (তখন) ...নিদ্রা (মৃত্যু) প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

(সৎ ও অসৎ বৃত্তিদ্বয়ের সংগ্রামের সময়ে) ক্ষীণা অসৎ-বৃত্তিসমূহরূপা অসুরপত্নীগণ ...অজ্ঞানরূপ অসুর কর্তৃক লুক্কায়িত (লোপপ্রাপ্ত) হয়েছিল। অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানকিরণ যেমন ...রুদ্ধ থাকে, অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রবাহ তেমনই অজ্ঞানতা দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত ছিল। সত্ত্বভাব-প্রবাহে প্রবহনদ্বার যাঁরা দ্বারা নিরুদ্ধ ছিল, সেই অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে ভগবান্ ...নিধন করেছিলেন, এবং তার ফলে শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রবহন-দ্বারের বাধা অপসৃত হয়েছিল। ...আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব-প্রবাহের পক্ষে সকল বাধা ছিন্ন হোক; হৃদয় ভগবানের জন্য ...ভক্তিরসে সদা আর্দ্র থাকুক। ....সৎ-বৃত্তির সংগ্রাম উপস্থিত হ'লে অসৎ-বৃত্তির সহচারিণীরা (অনুসঙ্গিনীরা) আপনা-আপনিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে] ॥ ১১ ॥

হে দেব! আপনিই অদ্বিতীয় দ্যোতমান্ পরমেশ্বর (চিরবিদ্যমান আছেন)। যখন আপনার বিবেকরূপ বজ্রাঘাতে (অজ্ঞান-রূপ) শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হয়; (তখন) আপনার সর্বব্যাপক জ্যোতিঃ আপনাকে প্রকাশ করে; (তখন) হে শৌর্যসম্পন্ন, জ্ঞানকিরণসমূহ আপনিই প্রাপ্ত হন;—অর্থাৎ, আমাদের জ্ঞান আপনাতেই মিলিত হয়, আমাদের ভক্তিসুধা আপনিই অধিকার করেন; (তখনই) সপ্তসিন্ধুকে (সমগ্র বিশ্বের সত্ত্বভাবসমূহকে) প্রবাহরূপে গমনের জন্য আপনি তার সকল বাধা অপসারণ করেন ॥ ১২ ॥

অজ্ঞান-শত্রু, সাধকের জ্ঞানকে (সত্ত্বভাবকে) নাশ করবার জন্য যে বিদ্যুতের ন্যায় অমোঘাস্ত্র প্রক্ষেপ করে, তা ফলবান্ হয় না (অর্থাৎ সে অস্ত্র সত্ত্বভাবকে স্পর্শ করতেও সমর্থ হয় না); অপিচ, শত্রুর গর্জন, অন্যান্য অস্ত্রবর্ষণ এবং বজ্রতুল্য দৃঢ়াস্ত্র-নিক্ষেপ, জ্ঞানকে বিনাশ করতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান ও অজ্ঞান (সৎ-বৃত্তি ও অসৎ-বৃত্তি) যখন পরস্পর যুদ্ধ করে; তখন, জ্ঞান (সৎ-ভাব), অজ্ঞান-শত্রুকৃত সকল রকমের কুহককেই জয় ক'রে থাকে। [হে ভগবন্! আমার অজ্ঞানতার প্রলোভন থেকে মুক্ত কর; আমাতে বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্জাত হোক, যাতে আমার সাধন পথের সকল শত্রুই (বাধা) বিনষ্ট হয়] ॥ ১৩ ॥

হে জ্ঞানাধার ভগবন্! অজ্ঞানস্বরূপ শত্রুর সংহারকারী আপনি ভিন্ন অন্য আর কাউকে দেখেছেন? (অর্থাৎ আপনিই একমাত্র অজ্ঞানতানাশকারী))। (যখন) হৃদয়ে আপনার আবির্ভাব-হেতু হৃদয়-নিহিত সৎ-ভাবনাশক শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত হ'তে হয়; (আর যখন,) পাপভয়ত্রস্ত জন 'নবনবক' (অর্থাৎ একাশী-সংখ্যক অনুষ্ঠেয় কর্ম) সম্পাদন করতে পারে; তখন, ভগবানের অভিমুখে ক্ষিপ্রগমনশীল সাধকের ন্যায়, সাধারণ মানুষও পাপপ্রবাহ হ'তে (নিত্যানুষ্ঠিত পাপসমূহ হ'তে) উত্তীর্ণ হয়। ['নবনবকং' পদে শাস্ত্রের অনুমোদিত 'একাশীতিসংখ্যক অনুষ্ঠেয় সৎকর্মকে বোঝায়। ....শাস্ত্রনির্দিষ্ট (দক্ষসংহিতায়) নবনবক কর্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—গৃহস্থের নয়টি সুধা (অমৃত) এবং নয়টি ঈষৎ-দান। এইরকম নয়টি কর্ম ও নয়টি বিকর্ম আছে। নয়টি সফল কর্ম ও নয়টি নিষ্ফল কর্ম আছে। এ ছাড়া, সর্বদা অদেয় নয়টি বস্তু আছে। এইরকম নয়-নয়টি ক'রে যে নয়টি বিষয় নির্দিষ্ট হলো, তা গৃহী ব্যক্তির সর্বথা উন্নতিসাধক। নববিধ সুধা—(বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহে এলে) মন-চক্ষু-মুখ-বাক্য সুন্দরভাবে প্রদান করবে; তারপর প্রত্যুত্থান, স্বাগত জিজ্ঞাসা, মিষ্টালাপ, ভোজনাদি দ্বারা সেবা, গমনকালে অনুগমক—নয়টি কার্য যত্নপূর্বক করণীয়। নববিধ ঈষদ্দান—বসবার স্থান নির্দেশ, পাদপ্রক্ষালনের জল দান, বসবার জন্য কুশ-আসন প্রদান, পাদপ্রক্ষালন করা, অভ্যঙ্গের জন্য তৈলদান, গৃহে স্থান দান, শয্যাদান, খাদ্যবস্তু প্রদান, অতিথির ভোজনের পর নিজে ভোজন। নববিধ কর্ম সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা,বহ্নি-বৈশ্ব, অতিথি-সেবা, পিতৃ-দেব-মনুষ্য ইত্যাদির বিভাগ ক'রে দেওয়া। নববিধ বিকর্ম—(যা করণীয় নয়)—মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগ, পরস্ত্রীগমন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অগম্যা-গমন, অপেয়-পান, চৌর্য, জীবহত্যা, অশাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠান, মিত্রধর্মের বিরুদ্ধ কার্য সাধন। নববিধ প্রচ্ছন্ন বা গুপ্তকর্ম—পরমায়ু, ধন, গৃহছিদ্র, পরস্পরের মন্ত্রণা, মৈথুন, ঔষধ, তপস্যা, করুণার দান, সম্মান-প্রাপ্তি। নববিধ প্রকাশ্য কর্ম—আরোগ্য, ঋণশোধ, শাস্ত্রবিহিত দান, অধ্যয়ন, নিজ বস্তু বিক্রয়, কন্যাদান, বৃষোৎসর্গ, বহুলোকের অজ্ঞাত যে পাপ এবং লোকের নিকট নিন্দনীয় না হওয়া। নববিধ সফল কর্ম—মাতা, পিতা, অন্যান্য গুরুজন, বন্ধুগণ, বিনয়ী ব্যক্তি, উপকারী ব্যক্তি, দরিদ্র মানুষ, অনাথ ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দান। নববিধ বিফল কর্ম—ধূর্ত, স্তুতিবাদক, মূর্খ, অনভিজ্ঞ চিকিৎসক,

...র, রক্ত, চাটুকার, চারণ এবং চোরগণকে দান। নববিধ অদেয় বস্তু—যাচ্ঞালব্ধ, গচ্ছিত, ... স্ত্রীধন, নিক্ষেপ, উত্তরাধিকার সূত্রে গৃহে আগত ধন, সর্বস্ব এবং সাধারণ ...ত্তি] ॥ ১৪ ॥

...র শাসন, স্থাবর-জঙ্গম (চরাচরের) অধিপতি, শান্ত ও উগ্র সকলের (সকল ভাবের) ... সেই ভগবান্, আত্মোৎকর্ষবিশিষ্ট সাধকগণের বাসনা (কামনা) ক্ষয় করেন; রথচক্রের ... নেমি যেমন তার অন্তর্গত কাষ্ঠখণ্ডসমূহকে ব্যেপে আছে, তেমনই সেই ভগবান্, এই ...-জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থকেই ব্যেপে আছেন। [সর্বরূপী, সর্বব্যাপী ঈশ্বরের অধিষ্ঠান—এই ... সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করাই পরম জ্ঞান] ॥ ১৫ ॥

টীকা — পূর্ববর্তী কয়েকটি সূক্তে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা ধ্বনিত হলেও সে-সব সূক্তে ...ই অন্যান্য দেবতার প্রসঙ্গ রয়েছে। এই সূক্তটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রদেবতারই উদ্দেশে ...। সুতরাং ষোড়শ সূক্তটির (অর্থাৎ নবম-ঐন্দ্রসূক্তের) পরে এটিকে আমরা দশম ঐন্দ্রসূক্ত বলতে ...। এই সূক্তটিও বহু ব্যাখ্যাকার কর্তৃক বহুভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এর মধ্যেই ইন্দ্র ও বৃত্রের পৌরাণিক ...ন, কিংবা বৃত্রের ও ইন্দ্রের মধ্যে মেঘের ও বজ্রের সংঘর্ষ বা বৃত্রের পতন (নাশ), কিংবা ...-দানবের কল্পনায় ইন্দ্রকে স্বর্গাধিপতি ও বৃত্রকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইত্যাদি রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ...নে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্র নামে সেই ভগবান্‌কেই লক্ষ্য করা হয়েছে, যিনি জীবের পরিত্রাণের ... দিয়ে থাকেন। পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান লাভের অন্তরায়কশক্তিই অজ্ঞানতা—বৃত্র।

◆ ◆

— ৩৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : অঙ্গীরাপুত্র হিরণ্যস্তূপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

এতায়ামুপ গব্যন্ত ইন্দ্রমস্মাকং সু প্রমতিং বাবৃধাতি।
অনামৃণঃ কুবিদাদস্য রায়ো গবাং কেতং পরমাবর্জতে নঃ॥ ১ ॥
উপেদহং ধনদামপ্রতীতং জুষ্টাং ন শ্যেনো বসতিং পতামি।
ইন্দ্রং নমস্যন্নুপমেভিরর্কৈর্যঃ স্তোতৃভ্যো হব্যো অস্তি যামন্॥ ২ ॥
নি সর্বসেন ইষুধীঁরসক্ত সমর্যো গা অজতি যস্য বষ্টি।
চোষ্কূয়মাণ ইন্দ্র ভূরি বামং মা পণির্ভূরস্মদধি প্রবৃদ্ধ॥ ৩ ॥
বধীর্হি দস্যুং ধনিনং ঘনেন একশ্চরন্নুপশাকেভিরিন্দ্র।
ধনোরধি বিষুণক্তে ব্যায়ন্নযজ্বানঃ সনকাঃ প্রেতিমীয়ুঃ॥ ৪ ॥
পরা চিচ্ছীর্ষা ববৃজুস্ত ইন্দ্রাযজ্বানো যজ্বভিঃ স্পর্ধমানাঃ।
প্র যদ্দিবো হরিবঃ স্থাতরুগ্র নিরব্রতাঁ অধমো রোদস্যোঃ॥ ৫ ॥
অযুযুৎসন্ননবদ্যস্য সেনামযাতয়ন্ত ক্ষিতয়ো নবগ্বাঃ।
বৃষায়ুধো ন বধ্রয়ো নিরষ্টাঃ প্রবদ্ভিরিন্দ্রাচ্চিতয়ন্ত আয়ন্॥ ৬ ॥

ত্বমেতান্রুদতো জক্ষতশ্চায়োধয়ো রজস ইন্দ্র পারে।
অবাদহো দিব আ দস্যুমুচ্চা প্র সুন্বতঃ স্তুবতঃ শংসমাবঃ॥ ৭ ॥
চক্রাণাসঃ পরীণহং পৃথিব্যা হিরণ্যেন মণিনা শুম্ভমানাঃ।
ন হিন্বানাসস্তিতিরুস্ত ইন্দ্রং পরিস্পশো অদধাত্ সূর্যেণ॥ ৮ ॥
পরি যদিন্দ্র রোদসী উভে অবুভোজীর্মহিনা বিশ্বতঃ সীং।
অমন্যমানাঁ অভি মন্যমানৈর্নির্ব্রহ্মভিরধমো দস্যুমিন্দ্র॥ ৯ ॥
ন যে দিবঃ পৃথিব্যা অন্তমাপু র্ন মায়াভি র্ধনদাং পর্যভূবন্।
যুজং বজ্রং বৃষভশ্চক্র ইন্দ্রো নির্জ্যোতিষা তমসো গা অদুক্ষৎ॥ ১০॥
অনু স্বধামক্ষরন্নাপো অস্যাবর্ধত মধ্য আ নাব্যানাম্।
সধ্রীচীনেন মনসা তমিন্দ্র ওজিষ্ঠেন হন্মনাহন্নভি দ্যূন্॥ ১১ ॥
ন্যাবিধ্যদিলীবিশস্য দৃড়্হা বি শৃঙ্গিণমভিনচ্ছুষ্ণমিন্দ্রঃ।
যাবত্তরো মঘবন্যাবদোজো বজ্রেণ শত্রুমবধীঃ পৃতন্যুঃ॥ ১২ ॥
অভি সিধ্মো অজিগাদস্য শত্রূন্বি তিগ্মেন বৃষভেণা পুরোঽভেৎ।
সং বজ্রেণাসৃজদ্বৃত্রমিন্দ্রঃ প্র স্বাং মতিমতিরচ্ছাশদানঃ॥ ১৩ ॥
আবঃ কুৎসমিন্দ্র যস্মিঞ্চাকন্প্রাবো যুধ্যন্তং বৃষভং দশদ্যুম্।
শফচ্যুতো রেণুর্নক্ষত দ্যামুচ্ছ্বৈত্রেয়ো নৃষাহ্যায় তস্থৌ॥ ১৪ ॥
আবঃ শমং বৃষভং তুগ্র্যাসু ক্ষেত্রজেষে মঘবঞ্ছ্বিত্র্যং গাম্।
জ্যোক্ চিদত্র তস্থিবাংসো অক্রঞ্ছত্রূয়তামধরা বেদনাকঃ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে দেবতানিবহ। আমাদের জ্ঞানবর্ধনের অভিলাষী হয়ে, আপনারা আগমন করুন (আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হোন); তাহলেই, আমরা ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্ত হই;—সেই ইন্দ্রদেব আমাদের প্রকৃষ্টবুদ্ধিকে সুষ্ঠুভাবে সর্বতোরূপে বর্ধিত করেন, এবং মঙ্গলসাধক সেই ভগবান্ আমাদের জ্ঞানসমূহের (লাভার্থ) শ্রেষ্ঠস্পৃহা প্রদান করেন; তাতে জ্ঞানস্পৃহা-সম্বন্ধী ধনের প্রাপ্তি (পরমার্থ-প্রাপ্তি) সর্বতোভাবে সম্ভবপর হয়। ['গো' অর্থে গরু না ধ'রে 'জ্ঞান-কিরণ' অর্থই সঙ্গত। সুতরাং পণিনামক অসুরকর্তৃক অপহৃত গোসমূহকে পেতে ইচ্ছুকদের আহ্বান, ইন্দ্রদেব গোসমূহকে উদ্ধার ক'রে দেবেন, গোসকল উদ্ধারের বুদ্ধি প্রদান করবেন, এমন সব ব্যাখ্যা ঠিক নয়।...বরং জ্ঞানের আবরক অজ্ঞানতার সহচর ইত্যাদিই পণিনামক অসুররূপে পরিকল্পিত, বোঝা যায়।...এখানে সত্ত্বগুণাবলিকেই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হবার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। তাহলেই আমরা ভগবান্কে প্রাপ্ত হব] ॥ ১ ॥

আমর্শস্থানী স্তোত্রের দ্বারা (সন্তুষ্ট হয়ে) যে ভগবান্ সংকট-সময়ে উপাসকগণের রক্ষার নিমিত্ত সদা প্রযত্নপর আছেন; মোক্ষাদিধনপ্রদ অপ্রতিহত প্রভাবযুত সেই ভগবান্কে (ইন্দ্রদেবকে) পূজা ক'রে, ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্টের ন্যায় (শ্যেনপক্ষীর ন্যায়), আমি নিশ্চয়ই আমার পূর্ব-আবাসস্থল (উৎপত্তিস্থান) প্রাপ্ত হয়ে থাকি। [পূর্বে যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে এখানে এসেছি, তা পরম স্থান। সেই মোক্ষরূপ পরম পুরাতন শান্তিনিকেতনে (ঈশ্বরের পদতলে) প্রত্যাবর্তন করার উপর

...অনার্জন এবং সৎকর্মসাধন] ॥ ২ ॥

...নিখিলশক্তিসমন্বিত সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, রিপুদমনসামর্থ্যপ্রদ জ্ঞানাস্ত্রসমূহে সংসক্ত (অধিকারী) আছেন; সকলের প্রভুস্থানীয় সেই ইন্দ্রদেব, যে উপাসকের মঙ্গল অভিলাষ করেন, তাকে তিনি সেই জ্ঞানাস্ত্রসমূহ সর্বতোভাবে প্রদান ক'রে থাকেন। হে প্রবৃদ্ধ (সকলের অধিকৃত) ভগবন্ ইন্দ্রদেব! প্রভূত পরিমাণ জ্ঞানরূপ-ধন আমাদের প্রদান করতে, আমাদের প্রতি আপনি যেন অসূয়াবশী (অর্থাৎ বিরূপ) হবেন না। [জ্ঞানলাভই পরম লাভ] ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি নিশ্চয়ই অদ্বিতীয় (অপ্রতিহতশক্তিশালী); আত্মশক্তিদ্বারা ...সমীপে উপস্থিত হয়ে, ধর্মধন-অপহারক সেই বলদৃপ্ত দস্যুকে আপনি তীব্র অস্ত্র দ্বারা বধ করেন, সর্বতঃ-বিচরণশীল সৎকর্মবিরোধী শত্রুগণ আপনার ধনুর্দণ্ডের উপরে (শত্রুনাশক ...সাহায্যে) মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। [ভগবদ্ভক্ত জনের সৎকর্মরূপ অস্ত্রে পাপের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে ...হয়ে যায়] ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্রদেব! আপনি জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশক, সর্বত্র বিদ্যমান এবং পরম তেজঃসম্পন্ন; যখন আপনি দ্যুলোক হ'তে এবং দ্যাবাপৃথিবী হ'তে সৎকর্মরহিত পাপীকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করেন, তখন স্বয়ং সৎকর্মরহিত সৎকর্ম-অনুষ্ঠাতৃগণের প্রতি দ্বেষপরায়ণ সেই রিপুশত্রুসকল নিজেদের ...(মুখ) ফিরিয়ে পলায়ন করে (অর্থাৎ সৎকর্মকারিগণকে আক্রমণ করতে পরাঙ্মুখ হয়) ॥ ৫ ॥

(সেই) অনবদ্য ভগবানের যোদ্ধৃবর্গের (সত্ত্বভাব ইত্যাদির) প্রতি যখন অজ্ঞানসহচর রিপুশত্রুগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন সুচরিত জনগণ (প্রশংসনীয় সৎ-বৃত্তিসমূহ) সত্ত্বভাবকে প্রোৎসাহিত করেন, আর তখন, প্রবলের সাথে দ্বন্দ্বে দুর্বল দূরীভূত হয়, তেমনভাবে, সত্ত্বভাব ...বিমর্দিত হয়ে, নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন ক'রে (পরাজয় স্বীকারপূর্বক), ভগবানের নিকট ...(সত্ত্বভাব-সম্বন্ধ থেকে) শত্রুগণ (পাপ বা অজ্ঞানতা) দূর পথে পলায়ন করে ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! রোদনের হেতুভূত, সত্ত্বভাবনাশক, সকলপ্রকার অনিষ্টকারী শত্রুকে, সংসারের পরপারে নিয়ে গিয়ে, আপনি হনন করেন; জ্ঞান-অপহরণকারী চোরকে, দ্যুলোক হ'তে পৃথিবী পর্যন্ত সকল স্থানেই, আপনি নিরন্তর দগ্ধ করছেন; সৎকর্মান্বিত স্তুতিপরায়ণ জনের প্রার্থনা আপনি সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হন (গ্রহণ করেন)। [দস্যুর, শত্রুর বা পাপের প্রভাবে নরনারীকে নিয়ত ক্রন্দনকুল হ'তে হচ্ছে। ....তেমন যে ভয়ানক শত্রু, একমাত্র ভগবানই তার সংহার করতে পারেন।] ॥ ৭ ॥

সেই রিপুশত্রুগণ সুবর্ণমণিবিশিষ্ট অলঙ্কারে (মোহ-প্রলোভন ইত্যাদি-জনক রূপে) শোভিত হয়ে, মণ্ডলাকারে (চক্রপরিধির ন্যায়) পৃথিবীকে আচ্ছাদন ক'রে, প্রবর্ধিতভাবে বিচরণ করে; (অর্থাৎ পৃথিবীর চারিদিকে প্রলোভন-জাল বিস্তার ক'রে তারা মনুষ্যগণকে মোহাবৃত করে); কিন্তু ইন্দ্রদেব (ভগবানের সম্বন্ধযুক্ত সত্ত্বভাবাদিকে) তারা কখনও জয় করতে সক্ষম হয় না; ফলে, জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা অজ্ঞানতা নিজে হ'তেই বিদূরিত (বিনাশপ্রাপ্ত) হয় ॥ ৮ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যখন আপনার মহিমা-প্রভাবে দ্যুলোক-ভূলোক উভয়লোক সর্বতোভাবে ...ভাবে পরিবেষ্টিত (সংভুক্ত) আছে, তখন আপনার প্রভাব অপরিজ্ঞাত (এই অজ্ঞ) আমাদের, ... হে ...জ্ঞানসম্পন্ন সাধকদের দ্বারা, মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে (ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান দ্বারা) পরিত্রাণ করুন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আর আপনি জ্ঞানাপহারক দস্যুকে (আমাদের হৃদয়ে অভ্যন্তরস্থ অসৎ-বৃত্তিকে) নির্মূল ক'রে নাশ করুন। (তারা যেন আর উন্মুখ না হয়) ॥ ৯ ॥

যে শত্রুগণ (অসৎ-বৃত্তি প্রভৃতি) দ্যুলোকের ও ভূলোকের সীমান্তস্থান পর্যন্ত প্রাপ্ত হয় না (অর্থাৎ ভগবানের প্রভাব বিস্তৃত হ'লে ভূলোকে দ্যুলোকে, মর্ত্যে এবং স্বর্গে, কোথাও যাদের আশ্রয় থাকে না); তারা কখনও মায়া দ্বারা (নিজেদের কৌশল-জাল বিস্তারে) মোক্ষাদি [illegible] সত্ত্বভাবদের আচ্ছন্ন করতে সমর্থ হয় না; অভীষ্টপূরক ভগবান্ ইন্দ্রদেব, শত্রুদের বিবেকাদি-রূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিদ্ধ করেন (অর্থাৎ, তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা শত্রুকে হনন করেন); (তাঁর কৃপায়) অজ্ঞানতাময় হৃদয় হ'তেই জ্ঞানকিরণ প্রকাশ করেন (অর্থাৎ ভগবৎ-কৃপায় অজ্ঞান হৃদয়ই জ্ঞানপূর্ণ হয়) ॥ ১০ ॥

সেই ভগবানের উপাসনার অনুসরণে সত্ত্বভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হয়ে থাকে; (যিনি যে পরিমাণে ভগবদুপাসনায় ন্যস্তচিত্ত হ'তে পারবেন, তাঁর হৃদয়ে সেই পরিমাণে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়ে থাকে). জীবের পরিত্রাণের সহায়স্বরূপ যে সত্ত্বভাব, তারই অভ্যন্তরে সেই ভগবান্ সর্বতোভাবে নিহিত (ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান) রয়েছেন; অসৎ-সংসর্গ-সহচর চিত্তবিশিষ্ট মনুষ্যকে অতি ভীষণ বজ্রের দ্বারা সেই ভগবান্ প্রতিনিয়ত হনন (দণ্ডপ্রদান) ক'রে থাকেন। [কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এই বৃত্র কর্তৃক অবরুদ্ধ নদীর মোহনা ইন্দ্র যখন খুলে দেন, তখন বৃত্র কিছুকাল নৌযানে অবস্থিতি ক'রে স্পর্ধা প্রকাশের পুরাতত্ত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ, তাঁদের মতে, প্রাচীনকালে নদীর গতি অবরোধের ও নৌ-পরিচালনার বিষয় এই ঋকে রয়েছে] ॥ ১১ ॥

সেই ভগবান্, (অর্চনাকারীর) কামাদিরূপ অন্তঃশত্রুর সুরক্ষিত সৈন্যগণকে নিঃশেষে হনন ক'রে থাকেন; শৃঙ্গীর ন্যায় ভীতিপ্রদ এবং শোষণশীল শত্রুকেও সেই ভগবান্ বিদীর্ণ ক'রে থাকেন; (অতএব প্রার্থনা) হে দেব! আপনার সমস্ত তেজঃ ও বলের দ্বারা যুদ্ধেচ্ছু আমার কামাদিস্বরূপ শত্রুকে বজ্রাস্ত্রের দ্বারা হনন করুন। [শৃঙ্গীদের (পশুদের) যেমন হিতাহিত দিক-বিদিক জ্ঞান নেই, রিপুশত্রুরও সেই ভাব। সাধনমার্গে অগ্রসরমান মানুষের হৃদয়ে শুষ্ক ও শৃঙ্গীর মতো দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্য রিপুশত্রুগণের প্রভাব তিষ্ঠিতে পারে না] ॥ ১২ ॥

সেই ভগবানের অভীষ্টসাধক অস্ত্র (বিবেক, সৎ-বৃত্তি প্রভৃতি) শত্রুদের (অসৎ-ভাবনিবহকে) লক্ষ্য ক'রে (সদাই) নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে; ভগবান্ তীক্ষ্ণবর্ষী অস্ত্রের দ্বারা শত্রুর আবাস-স্থানকে (অসৎ-ভাবের নিবাসভূত অসৎকর্মসমূহকে) উচ্ছিন্ন করেন; তাঁর তীক্ষ্ণ অস্ত্র অজ্ঞানতারূপ শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত হয়; তাতে, শত্রু নাশপ্রাপ্ত হ'লে, তাঁর অভিলাষ সর্বতোভাবে পূর্ণ হয় ॥ ১৩ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সংসারে অবজ্ঞার পাত্র নিন্দনীয় যে জনকে আপনি পরিত্রাণ করতে ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ, অতি নীচ হয়েও যে জন আপনার করুণা প্রাপ্ত হয়), সেই অবজ্ঞাত জনকেও আপনি রক্ষা ক'রে থাকেন; অসৎ-বৃত্তির সাথে নিয়ত যুদ্ধপরায়ণ, সৎগুণসম্পন্ন, দশকর্মান্বিত (অর্থাৎ সদা সৎকর্মশীল) জনকে প্রকৃষ্টরূপেই আপনি রক্ষা ক'রে থাকেন; আপনার কৃপায়, পদপদোত্থিত ধূলিকণার ন্যায় নীচ-জনও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়; এবং মহাপাতক-সমুদ্ভূত জন, অতি ক্লেশকর জীবন হ'তে চিরশান্তিময় মুক্তিকে লাভ করতে সমর্থ হয়] ॥ ১৪ ॥

হে ভগবন্! আপনি, মহাপাতকফলভাগী জনকে সংযতচিত্ত ও শ্রেষ্ঠ-গুণোপেত ক'রে রক্ষা (উদ্ধার) করেন; ভীষণ সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত জনকে পাপপ্রলোভন সহ যুদ্ধে কূলপ্রাপ্তির জন্য আপনি রক্ষা করেন (আপনি অকূলে কূল দান ক'রে থাকেন); সেই আপনি আমাদের সান্নিধ্যে চিরকাল অবস্থিত থেকে, যে শত্রুরা আমাদের সাথে শত্রুতা করছে, সেই শত্রুদের অতি-ক্লেশকর দুঃখ প্রদান করুন (আমাদের চিরশত্রু কামাদি রিপুগণ আপনার দ্বারা নির্যাতনপ্রাপ্ত হোক) ॥ ১৫ ॥

যে শত্রুগণ (অসৎ-বৃত্তি প্রভৃতি) দ্যুলোকের ও ভূলোকের সীমান্তস্থান পর্যন্ত প্রাপ্ত হয় না (অর্থাৎ ভগবানের প্রভাব বিস্তৃত হ'লে ভূলোকে দ্যুলোকে, মর্ত্যে এবং স্বর্গে, কোথাও যাদের আশ্রয় থাকে না); তারা কখনও মায়া দ্বারা (নিজেদের কৌশল-জাল বিস্তারে) মোক্ষাদি কামনা সত্ত্বভাবদের আচ্ছন্ন করতে সমর্থ হয় না; অভীষ্টপূরক ভগবান্ ইন্দ্রদেব, শত্রুদের বিবেকাদি-রূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিদ্ধ করেন (অর্থাৎ, তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা শত্রুকে হনন করেন); (তাঁর কৃপায়) অজ্ঞানতাময় হৃদয় হ'তেই জ্ঞানকিরণ প্রকাশ করেন (অর্থাৎ ভগবৎ-কৃপায় অজ্ঞান হৃদয়ই জ্ঞানপূর্ণ হয়) ॥ ১০ ॥

সেই ভগবানের উপাসনার অনুসরণে সত্ত্বভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হয়ে থাকে; (যিনি যে পরিমাণে ভগবদুপাসনায় ন্যস্তচিত্ত হ'তে পারবেন, তাঁর হৃদয়ে সেই পরিমাণে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়ে থাকে), জীবের পরিত্রাণের সহায়স্বরূপ যে সত্ত্বভাব, তারই অভ্যন্তরে সেই ভগবান্ সর্বতোভাবে নিহিত (ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান) রয়েছেন; অসৎ-সংসর্গ-সহচর চিত্তবিশিষ্ট মনুষ্যকে অতি ভীষণ বজ্রের দ্বারা সেই ভগবান্ প্রতিনিয়ত হনন (দণ্ডপ্রদান) ক'রে থাকেন। [কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এই বৃত্র কর্তৃক অবরুদ্ধ নদীর মোহনা ইন্দ্র যখন খুলে দেন, তখন বৃত্র কিছুকাল নৌযানে অবস্থিতি ক'রে স্পর্ধা প্রকাশের পুরাতত্ত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ, তাঁদের মতে, প্রাচীনকালে নদীর গতি অবরোধের ও নৌ-পরিচালনার বিষয় এই ঋকে রয়েছে] ॥ ১১ ॥

সেই ভগবান্, (অর্চনাকারীর) কামাদিরূপ অন্তঃশত্রুর সুরক্ষিত সৈন্যগণকে নিঃশেষে হনন ক'রে থাকেন; শৃঙ্গীর ন্যায় ভীতিপ্রদ এবং শোষণশীল শত্রুকেও সেই ভগবান্ বিদীর্ণ ক'রে থাকেন; (অতএব প্রার্থনা) হে দেব! আপনার সমস্ত তেজঃ ও বলের দ্বারা যুদ্ধেচ্ছু আমার কামাদিস্বরূপ শত্রুকে বজ্রাস্ত্রের দ্বারা হনন করুন। [শৃঙ্গীদের (পশুদের) যেমন হিতাহিত দিক-বিদিক জ্ঞান নেই, রিপুশত্রুরও সেই ভাব। সাধনমার্গে অগ্রসরমান মানুষের হৃদয়ে শুষ্ক ও শৃঙ্গীর মতো দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য রিপুশত্রুগণের প্রভাব তিষ্ঠিতে পারে না] ॥ ১২ ॥

সেই ভগবানের অভীষ্টসাধক অস্ত্র (বিবেক, সৎ-বৃত্তি প্রভৃতি) শত্রুদের (অসৎ-ভাবনিবহকে) লক্ষ্য ক'রে (সদাই) নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে; ভগবান্ তীক্ষ্ণবর্ষী অস্ত্রের দ্বারা শত্রুর আবাস-স্থানকে (অসৎ-ভাবের নিবাসভূত অসৎকর্মসমূহকে) উচ্ছিন্ন করেন; তাঁর তীক্ষ্ণ অস্ত্র অজ্ঞানতারূপ শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত হয়; তাতে, শত্রু নাশপ্রাপ্ত হ'লে, তাঁর অভিলাষ সর্বতোভাবে পূর্ণ হয় ॥ ১৩ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সংসারে অবজ্ঞার পাত্র নিন্দনীয় যে জনকে আপনি পরিত্রাণ করতে ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ, অতি নীচ হয়েও যে জন আপনার করুণা প্রাপ্ত হয়), সেই অবজ্ঞিত জনকেও আপনি রক্ষা ক'রে থাকেন; অসৎ-বৃত্তির সাথে নিয়ত যুদ্ধপরায়ণ, সৎগুণসম্পন্ন, দশকর্মান্বিত (অর্থাৎ সদা সৎকর্মশীল) জনকে প্রকৃষ্টরূপেই আপনি রক্ষা ক'রে থাকেন; আপনার কৃপায়, পশুপদোত্থিত ধূলিকণার ন্যায় নীচ-জনও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়; এবং মহাপাতক-সমুদ্ভূত জন, অতি ক্লেশকর জীবন হ'তে চিরশান্তিময় মুক্তিকে লাভ করতে সমর্থ হয়] ॥ ১৪ ॥

হে ভগবন্! আপনি, মহাপাতকফলভাগী জনকে সংযতচিত্ত ও শ্রেষ্ঠ-গুণোপেত ক'রে রক্ষা (উদ্ধার) করেন; ভীষণ সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত জনকে পাপপ্রলোভন সহ যুদ্ধে কূলপ্রাপ্তির জন্য আপনি রক্ষা করেন (আপনি অকূলে কূল দান ক'রে থাকেন); সেই আপনি আমাদের সান্নিধ্যে চিরকাল অবস্থিত থেকে, যে শত্রুরা আমাদের সাথে শত্রুতা করছে, সেই শত্রুদের অতি-ক্লেশকর দুঃখ প্রদান করুন (আমাদের চিরশত্রু কামাদি রিপুগণ আপনার দ্বারা নির্যাতনপ্রাপ্ত হোক) ॥ ১৫ ॥

টীকা — এই সূক্তের মন্ত্রগুলি গোমেধযজ্ঞে এবং বীরযজ্ঞে প্রযুক্ত হয়। এই অর্থে এর মন্ত্রগুলির সাথে পুরাবৃত্তের সম্বন্ধ-সূত্রের সূচিত হ'তে পারে। আবার, মন্ত্রের আধ্যাত্মিক ভাব পরিগ্রহ করে, এর দ্বারা সনাতনের নিত্যবস্তুর সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। একদিকে, অসভ্য আদিম জাতির বিবরণ; অন্যদিকে, এর মধ্যে সুসভ্য সমুন্নত সমাজের পরমতত্ত্ব বিবৃত আছে, দেখা যায়। এক দৃষ্টিতে গোরুকে সম্পদরূপে গ্রহণকারী, গো-চোর নিবারণপ্রয়াসী অসভ্য সমাজ, অন্য দৃষ্টিতে এই মন্ত্রগুলির মধ্যে পরম জ্ঞানের চরম অবস্থার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে পুরাবৃত্তের নানা উপাদান, অন্য দিকে এই মন্ত্রগুলির মধ্যে অনন্তের ইতিহাস বিদ্যমান আছে,—দেখা যায়।

◆ ◆

— ৩৪ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : অঙ্গীরাপুত্র হিরণ্যস্তূপ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ত্রিশ্চিন্নো অদ্যা ভবতং নবেদসা বিভুর্বাং যাম উত রাতিরশ্বিনা।
যুবো র্হি যন্ত্রং হিম্যেব বাসসোঽভ্যায়ংসেন্যা ভবতং মনীষিভিঃ ॥ ১ ॥
ত্রয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে সোমস্য বেনামনু বিশ্ব ইদ্বিদুঃ।
ত্রয়ঃ স্কম্ভাসঃ স্কভিতাস আরভে ত্রি র্নক্তং যাথস্ত্রিরশ্বিনা দিবা ॥ ২ ॥
সমানে অহস্ত্রিরবদ্যগোহনা ত্রিরদ্য যজ্ঞং মধুনা মিমিক্ষতম্।
ত্রির্বাজবতীরিষো অশ্বিনা যুবং দোষা অস্মভ্যমুষসশ্চ পিন্বতম্ ॥ ৩ ॥
ত্রির্বর্তির্যাতং ত্রিরনুব্রতে জনে ত্রিঃ সুপ্রাব্যে ত্রেধেব শিক্ষতম্।
ত্রির্নান্দ্যং বহতমশ্বিনা যুবং ত্রিঃ পৃক্ষো অস্মে অক্ষরেব পিন্বতম্ ॥ ৪ ॥
ত্রির্নো রয়িং বহতমশ্বিনা যুবং ত্রির্দেবতাতা ত্রিরুতাবতং ধিয়ঃ।
ত্রিঃ সৌভগত্বং ত্রিরুত শ্রবাংসি ন স্ত্রিষ্ঠং বাং সূরে, দুহিতারুহদ্রথম্ ॥ ৫ ॥
ত্রি র্নো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজা ত্রিঃ পার্থিবানি ত্রিরু দত্তমদ্ভ্যঃ।
ওমানং শংযোর্মমকায় সূনবে ত্রিধাতু শর্ম বহতং শুভস্পতী ॥ ৬ ॥
ত্রি র্নো অশ্বিনা যজতা দিবেদিবে পরি ত্রিধাতু পৃথিবীমশায়তম্।
তিস্রো নাসত্যা রথ্যা পরাবত আত্মেব বাতঃ স্বসরাণি গচ্ছতম্ ॥ ৭ ॥
ত্রিরশ্বিনা সিন্ধুভিঃ সপ্তমাতৃভিস্ত্রয় আহাবাস্ত্রেধা হবিষ্কৃতম্।
তিস্রঃ পৃথিবীরুপরি প্রবা দিবো নাকং রক্ষেথে দ্যুভিরক্তুভির্হিতম্ ॥ ৮ ॥
ক্ব ত্রী চক্রা ত্রিবৃতো রথস্য ক্ব ত্রয়ো বন্ধুরো যে সনীলাঃ।
কদা যোগো বাজিনো রাসভস্য যেন যজ্ঞং নাসত্যোপয়াথঃ ॥ ৯ ॥
আ নাসত্যা গচ্ছতং হূয়তে হবির্মধ্বঃ পিবতং মধুপেভিরাসভিঃ।
যুবো র্হি পূর্বং সবিতোষসো রথমৃতায় চিত্রং ঘৃতবন্তমিষ্যতি ॥ ১০ ॥

আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভি র্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষো ভবতং সচাভুবা ॥ ১১॥
আ নো অশ্বিনা ত্রিবৃতা রথেনার্বাঞ্চং রয়িং বহতং সুবীরম্।
শৃণ্বন্তা বামবসে জোহবীমি বৃধে চ নো ভবতং বাজসাতৌ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়! (বহিঃস্থ ও অন্তরস্থ দুইরকম ব্যাধিনাশক দেবযুগল) আপনারা অদ্য হ'তে ত্রিকাল ব্যেপে আমাদের জ্ঞানবিতরণকারী হোন; (অর্থাৎ আপনাদের জ্ঞানমূর্তিকে আপনারা আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকুন); আপনাদের উভয়ের সমীপে গমনোপযোগী সৎকর্মরূপ যান এবং আপনাদের অনুগ্রহপ্রাপ্তিরূপ দান—আমরা প্রার্থনা করছি; সেই উভয়প্রকারের যান (সৎকর্ম ও দেবানুগ্রহলাভরূপ যান ও দান মোক্ষোপায়) সংসারে সর্বত্র ব্যাপ্ত হোক (অর্থাৎ, সকলের সুপ্রাপ্য হোক); শৈত্যনাশে যেমন সূর্যরশ্মির সম্পর্ক, সেইরকম মনীষিগণের সাথে আপনাদের অজ্ঞানতানাশ-রূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত আছে; (অর্থাৎ, তাঁদের অজ্ঞানতানাশে আপনারা যেমন সমর্থ হন); অজ্ঞান আমরা আমাদের প্রতি সেইরকম অনুগ্রহ প্রকাশ করুন ॥ ১॥

মঙ্গলসাধক কর্মরূপ রথে সত্ত্বরজস্তমোরূপ (অথবা বায়ুপিত্তকফ-রূপ) বজ্রসমান দৃঢ় ত্রিচক্র আছে। ভক্তিরসের গতিকে (ভক্তিভাবকে) অনুসরণ ক'রে, সেই চক্র তিনটির সমাবেশ হয়ে থাকে,—সকল দেবগণ (দেবভাবাপন্ন জনগণ) তা বিদিত আছেন। সেই রথে আরোহণের উপযোগী, তিন প্রকার (সত্ত্বরজস্তমোরূপ) স্তম্ভ (কর্মপদ্ধতি) বিহিত আছে। দেহব্যাধি ও মনোব্যাধি, দ্বিবিধ ব্যাধিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! রাত্রিকালে সেই ত্রিগুণসাম্যের দ্বারা, দিবাভাগে সেই ত্রিভাব সাম্যের দ্বারা, (সকল সময়েই সাম্যাবস্থার বিধান ক'রে) আপনারা বিচরণ করেন। [হে দেবদ্বয়! আপনারা সদাকাল আমাদের গুণসাম্য বিধান করুন] ॥ ২॥

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা অদ্য হ'তে ত্রিকাল সমভাবে কর্মানুষ্ঠাতৃ (প্রার্থনাকারী) আমাদের অপরাধনাশক হোন; আমাদের যজ্ঞাদি কর্মকে ত্রিকাল সাফল্য দ্বারা সিঞ্চিত করুন; (অর্থাৎ অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হোক); কিবা রাত্রিকালে, কিবা দিবাকালে, ত্রিকাল (নিরন্তর) আপনারা বলকারী অন্ন (সুধাদায়ী ইষ্টবস্তু) আমাদের দান করুন; (আমরা যেন ইষ্টলাভে সমর্থ হই) ॥৩॥

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা ত্রিকাল ব্যেপে (সদাকাল) আমাদের হৃদয়রূপ গৃহে অধিষ্ঠিত হোন, আপনাদের অর্চনাপরায়ণ এই আমাতে, আপনারা তিন কাল (সদাকাল) অবস্থিতি করুন; আনন্দদায়ক যে সুফল, ত্রিকাল (সদাকাল) আমাকে প্রাপ্ত (বিতরণ) করুন; পর্জন্য যেমন উদক বিতরণ করে, আপনারা তেমনই আমাদের করুণা (অন্ন, সৎকর্ম-সামর্থ্য) বিতরণ করুন ॥ ৪॥

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা আমাদের পরমার্থ-রূপ ধন সদাকাল প্রদান করুন; আপনারা সদাকাল আমাদের অন্তরে দেবভাবজনক হোন; আপনারা সদাকাল আমাদের সৎ-বুদ্ধি দান করুন, আপনারা সদাকাল আমাদের জন্য মঙ্গল আনয়ন করুন এবং আপনারা সদাকাল আমাদের অন্ন বিতরণ করুন; আপনাদের সম্বন্ধীয় জ্ঞানপ্রভা, সত্ত্বরজস্তমোরূপ-ত্রিচক্রের উপর অবস্থিত আমাদের কর্মরূপ-রথে সদাকাল আরোহণ করুন; (অর্থাৎ আমাদের কর্ম দ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান সঞ্জাত হোক। [কর্ম যখন সত্ত্বরজস্তমের গুণসাম্য বা দেহ যখন বায়ুপিত্তকফের ভারসাম্য (ধাতুসাম্য) প্রাপ্ত হয়, তখনই সুষ্ঠুদেহীর সুকর্মের মধ্যে জ্ঞানকিরণ (সূর্যদুহিতা) বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে] ॥ ৫॥

হে অশ্বিদেবদ্বয়! (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়)! আপনারা আমাদের দ্যুলোকের তেজস্কর বা পিত্তকার্যপ্রকাশক ঔষধ) ত্রিকাল (সদাকাল) প্রদান করুন, (ঐরকম) পৃথ্বীলোকের (রজোভাব বা বায়ুকর্ম-প্রকাশক ঔষধ) সদাকাল প্রদান করুন, আর অন্তরিক্ষসকাশে উৎপন্ন (তমোভাব বা কফকর্ম-প্রকাশক ঔষধ) সদাকাল প্রদান করুন; কল্যাণযুত আনন্দ আমার পুত্রের জন্য দান করুন, (অর্থাৎ আমার কর্মমাত্রই যুগপৎ কল্যাণপ্রদ ও আনন্দদায়ক হোক); হে মঙ্গলবিধায়ক দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের ত্রিগুণসাম্যরূপ এবং ত্রিধাতুসাম্যরূপ সুখ (মানসিক ও দৈহিক সমতাসাধক সুখ) প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা সদাকাল আমাদের যজনীয় (অনুস্মর্তব্য, আদর্শস্থানীয়) হোন; প্রতিদিন পৃথিবীর উপরি (ইহলোকের সর্বত্র) ত্রিগুণের ও ত্রিভাবের সাম্যভাব বিস্তৃত করুন (সংসারের সর্বত্র সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হোক; কোথাও যেন উৎক্ষেপ উপস্থিত না হয়); অসংসম্বন্ধরহিত হে দেবদ্বয়!—ত্রিবিধ গুণের (ভাবের) সাম্যসাধনকারী আমাদের কর্মরূপ রথের ...হে আপনারা, দ্যুলোক হ'তে আমাদের প্রাপ্ত হোন (স্বর্গীয় ভাব-সহযুত ক'রে আমাদের ...করুন); আমাদের শরীর-মধ্যগত প্রাণবায়ু পরমাত্ম-সম্বন্ধবিশিষ্ট হোক,—আর আপনারা ...প্রতিষ্ঠিত থাকুন (আমাদের জীবন যেন কখনও পরমাত্মসম্বন্ধচ্যুত না হয় ॥ ৭ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সেই সপ্তলোকপালয়িত্রী মাতৃদেবীর স্নেহধারা দ্বারা সদাকাল সাম্যভাব (গুণসাম্য ও ধাতুসাম্য) রক্ষা করেন; (আপনাদের কৃপাতেই) সত্ত্বরজস্তমোরূপ তিনটি হবনীয়াধার ...হয়; আপনারা ত্রিগুণসাম্য দ্বারা (আমাদের মধ্য হ'তে) ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পণযোগ্য ...দ্রব্য প্রস্তুত করেন; ত্রিগুণসাম্য-সাধনভূতা মাতৃস্থানীয়া এই পৃথিবীকে ব্যোপে বিচরণশীল ...দ্যুলোকে সূর্যকে রক্ষা করেন, দিবা এবং রাত্রি বিহিত করেন; (অর্থাৎ আপনাদের দ্বারা ...রক্ষিত হওয়ায়, এই সংসার সূর্য প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং দিবা ও রাত্রি বিহিত হয়)। ...সকলদিকের সকল অবস্থার সকল রকমের মঙ্গলের মূলীভূত। দেহ-পক্ষে ...), কিংবা অন্তর-পক্ষে (গুণসাম্য)। ধাতুবৈষম্যে দেহ পীড়াগ্রস্ত, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। ...হৃদয়ের উৎক্ষেপ অশান্তিকে ডেকে আনে। সংসারের সর্বত্র এই অবস্থা। তাই ...দেবদ্বয়ের আবাহন] ॥ ৮ ॥

...বিশিষ্ট (বহনসামর্থ্যসম্পন্ন) কর্মরূপ-রথের ত্রিগুণসাম্যসাধনরূপ তিনটি চক্র অর্থাৎ ...-শক্তিত্রয় কোথায়? রথে উপবেশনযোগ্য যে স্থানসকল (কর্মের স্থিতিবিষয়ে যে ...-পরম্পরা), তাদের যে তিনটি অবলম্বন (তার অন্তর্গত গুণসাম্যসাধনভূত যে সুখ), তাই ...কোথায়? অসংসম্বন্ধরহিত হে দেবদ্বয়!—যে কর্মরূপ-রথে আপনারা আমাদের হৃদয়রূপ ...প্রাপ্ত হন, সেই রথে রাসভতুল্য (গর্দভের ন্যায়) আমাদের শক্তির মিলন কোন্ কালে ...হবে? (আমরা তো কেউই দেখি না বা জানি না)। [দেহের ধাতুসমতা এবং মনের বা ...বিক্ষোভকর গুণাদির সাম্য সজ্ঘটিত না হ'লে সাধনমার্গে অগ্রসর হতেই সামর্থ্য আসে ... ব্যাকুলভাবে অশ্বিদ্বয়ের কাছে জিজ্ঞাসা ও প্রার্থনা] ॥ ৯ ॥

সৎ-ভাবসংযুত হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের কর্মমধ্যে (হৃদয়ে) আগমন করুন (প্রতিষ্ঠিত হোন), আমাদের হবনীয় দ্রব্য আপনাদের কামনা করছে; আপনাদের মধুপানশীল ...গ্রহণকারী) মুখের দ্বারা (বিভূতির সাহায্যে) মাধুর্যরসাদি (আমাদের কর্মের ...) আপনারা পান (গ্রহণ) করুন; সেই সবিতৃদেব (জ্ঞানাধার ভগবান্) উষাকালের পূর্বে

(জ্ঞানোন্মেষের পূর্বেই) আপনাদের সম্বন্ধীয় (আপনাদের আনয়নের জন্য) অমৃতযুক্ত (দুগ্ধবৎ) বিচিত্রগুণবিশিষ্ট (চিত্র-বিচিত্রতাসম্পন্ন) কর্মকে (রথকে) যজ্ঞসাধনের (ইষ্টলাভের) নিমিত্ত চিরকালই প্রেরণ করুন]॥ ১০॥

অসংসেব্যরহিত, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা ত্রিগুণ সাম্যসাধনভূত অভিন্নভাবাপন্ন দেবগণের (দেবভাবের) সাথে আমাদের এই হৃদয়-রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে ভক্তিসুধাপানের জন্য আগমন করুন; আমাদের আয়ুঃ পরিবর্ধিত করুন; আমাদের পাপক্লেদসমূহকে সর্বতোভাবে নাশ করুন; আমাদের প্রতি হিংসাকারী রিপুশত্রুগণকে দমন করুন; এবং আপনারা আমাদের সাথে চির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সম্বন্ধযুত হয়ে থাকুন ॥ ১১ ॥

অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধিবিনাশকারী হে অশ্বিদেবদ্বয়। ত্রিগুণসাম্যসাধনভূত আমাদের কর্মরূপ যানের দ্বারা আমাদের অভিমুখে শ্রেষ্ঠ পরমধন সংবাহিত ক'রে আনুন (অর্থাৎ, আমরা যেন এমন কর্ম করতে পারি, যার দ্বারা পরমার্থ-ধন লাভ করতে সমর্থ হই); সকল প্রার্থনাশীল (অথবা, সত্যাসত্যস্ফুটাস্ফুট সকল-বাক্য-শ্রবণ-সামর্থ্যযুক্ত) হে দেবদ্বয়! আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আপনাদের আমরা আহ্বান করছি; রিপুশত্রুসহ আমাদের যে নিত্য সংগ্রাম চলেছে, সেই সংগ্রামে আমাদের বৃদ্ধির (জয়ের) নিমিত্ত আপনারা আমাদের চিরসহায় হোন। [প্রথমে বলা হয়েছে—সেই দেবদ্বয় যেন আমায় সৎকর্মশীল করেন। দ্বিতীয়ে বলা হলো—রিপুগণের সাথে সংগ্রামে আমি চির-লিপ্ত আছি। সেই দেবদ্বয়ের অনুকম্পা ভিন্ন আমার রক্ষার উপায় নেই। তাঁরা উভয়ে যেন আমায় বিপদে পরিত্রাণ করেন]॥ ১২॥

টীকা — এই সূক্তের বারোটি ঋক্ অশ্বিনীকুমারযুগল সম্বন্ধে প্রযুক্ত। সুতরাং তৃতীয় সূক্তের পর (অর্থাৎ প্রথম পূর্ণ আশ্বিনসূক্তের পর), অপর সূক্তগুলিতে অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে আংশিক উল্লেখ থাকায়, এই সূক্তটিকে দ্বিতীয় বা পূর্ণ 'আশ্বিন-সূক্ত' বলা যেতে পারে। শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির বিনাশক ভগবৎ-বিভূতিই দুই অশ্বিনীকুমার। ...রূপকালঙ্কারে মূল বিষয়টি যে কতভাবে পল্লবিত ক'রে রেখেছে, এই সূক্তের ভাষ্য ও প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলির বিষয় আলোচনা করলেই তা দেখা যাবে। ত্রিচক্র রথাধিপতি অশ্বিদ্বয় মানুষেরই একটা স্তরের জীবরূপে ব্যাখ্যাত। সূর্যপুত্র হলেও তাঁরা সূর্যকন্যার পতিত্ব স্বীকার করেন ইত্যাদি। নানা উপাখ্যান এই মন্ত্র অবলম্বনে উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়াস হয়েছে। ...এই সূক্তে পুনঃপুনঃ 'ত্রি'-পদের প্রয়োগ ত্রি-সবন, ত্রি-কাল, ত্রি-চক্র প্রভৃতি নানা সমসমস্যার বিষয় উত্থাপিত করেছে। এইরকম একস্থলে 'সপ্ত' পদেও সংশয় এসেছে। কিন্তু অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ উপলব্ধ হ'লে, তাঁদের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে ত্রিগুণের বা ত্রিভাবের তিন কালে সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ঐ সব স্থানে প্রকাশ পেয়েছে মনে করা যায়।

◆ ◆

— ৩৫ সূক্ত —

[দেবতা : সবিতাদেব। ঋষি : অঙ্গীরাপুত্র হিরণ্যস্তূপঃ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

হ্বয়াম্যগ্নিং প্রথমং স্বস্তয়ে হ্বয়ামি মিত্রাবরুণাবিহাবসে।
হ্বয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেশনীং হ্বয়ামি দেবং সবিতারমূতয়ে ॥ ১ ॥

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ ২ ॥
যাতি দেবঃ প্রবতা যাত্যুদ্বতা যাতি শুভ্রাভ্যাং যজতো হরিভ্যাম্।
আ দেবো যাতি সবিতা পরাবতোঽপ বিশ্বা দুরিতা বাধমানঃ ॥ ৩ ॥
অভীবৃতং কৃশনৈ র্বিশ্বরূপং হিরণ্যশম্যং যজতো বৃহন্তম্।
আস্থাদ্রথং সবিতা চিত্রভানুঃ কৃষ্ণা রজাংসি তবিষীং দধানঃ ॥ ৪ ॥
বি জনাঞ্ছ্যাবাঃ শিতিপাদো অখ্যন্রথং হিরণ্য প্রউগং বহন্তঃ।
শশ্বদ্বিশঃ সবিতুর্দৈব্যস্যোপস্থে বিশ্বা ভুবনানি তস্থুঃ ॥ ৫ ॥
তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্।
আণিং ন রথ্যমমৃতাধি তস্থুরিহ ব্রবীতু য উ তচ্চিকেতৎ ॥ ৬ ॥
বি সুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদগভীরবেপা অসুর সুনীথঃ।
ক্বেদানীং সূর্যঃ কশ্চিকেত কতমাং দ্যাং রশ্মিরস্যা ততান ॥ ৭ ॥
অষ্টৌ ব্যখ্যৎককুভঃ পৃথিব্যাস্ত্রী ধন্ব যোজনা সপ্তসিন্ধূন্।
হিরণ্যাক্ষঃ সবিতা দেব আগাদ্দধদ্রত্না দাশুষে বার্যাণি ॥ ৮ ॥
হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষণিরুভে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীয়তে।
অপামীবাং বাধতে বেতি সূর্যমভি কৃষ্ণেন রজসা দ্যামৃণোতি ॥ ৯ ॥
হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ সুমৃলীকঃ স্ববাঁ যাত্বর্বাঙ্।
অপসেধন্রক্ষসো যাতুধানানস্থাদ্দেবঃ প্রতিদোষং গৃণানঃ ॥ ১০ ॥
যে তে পন্থাঃ সবিতঃ পূর্ব্যাসোঽরেণবঃ সুকৃতা অন্তরিক্ষে।
তেভি র্নো অদ্য পথিভিঃ সুগেভী রক্ষা চ নো অধি চ ব্রূহি দেব ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — আমাদের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য আমি অগ্নিদেবকে আহ্বান করছি—প্রার্থনা করছি; ইহ সংসারে আমাদের রক্ষার জন্য (আমাদের বিপদ বিদূরণ ও মঙ্গল বিধানের জন্য) মিত্র বরুণ দেবতাকে (প্রীতিসাধক ও অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়কে) আহ্বান করছি (প্রার্থনা করছি); গমনশীল প্রাণীসমূহের বিরামস্থানভূতা (শান্তিদাত্রী) রাত্রিদেবতাকে আমি আহ্বান করছি (প্রার্থনা জানাচ্ছি); আমাদের পরিত্রাণের জন্য আমি সেই জ্ঞানস্বরূপ সবিতৃদেবকে আহ্বান করছি (প্রার্থনা জানাচ্ছি)। [অগ্নির কাছে 'স্বস্তি'-র প্রার্থনা—জ্ঞানের কৃপা-প্রাপ্তিই প্রথম প্রয়োজন। বরুণের কাছে শান্তিশীতলতার প্রার্থনা—হৃদয়ে শান্তি না থাকলে পাপীর রক্ষা নেই। ঈশ্বরে করুণা যখন মিত্রভাবে আসে তবেই বরুণদত্ত শান্তির সার্থকতা। ঈশ্বর যেন রাত্রির মতো বিশ্রামদাতা হয়ে থাকেন। এইভাবে স্তরে স্তরে ভগবানের করুণা লাভে সমর্থ হ'লে পরিশেষে পরমশ্রেয়ঃ মুক্তি লাভ হয়।] ॥ ১ ॥

জ্ঞানস্বরূপ সবিতৃদেব অন্ধতমসাচ্ছন্ন (পাপকলুষিত) সকল লোকের মধ্যেই সর্বতোভাবে বিদ্যমান আছেন; এবং সেই দেবতা, এই মরণধর্মপর মনুষ্যকে মরণরহিত পদ (মোক্ষ) প্রাপ্তি

(চরাচরের সৎ-অসৎ কর্মকে) দেখে থাকেন (প্রকাশ প্রদান করেন; সেই দেবতা সর্বলোককে (চরাচরের সৎ-অসৎ কর্মকে) দেখে থাকেন (প্রকাশ করেন; আমাদের সৎকর্মরূপ সুবর্ণনির্মিত রথে তিনি আমাদের নিকট আগমন করেন। [সবিতৃদেব—জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁর 'রথ' আমাদের কর্ম। সৎকর্মই হিরণ্ময় রথ। হে মানব! তুমি সদা সৎকর্মশীল হও। ভগবান্ এসে তোমাতে বা তোমার কর্মমধ্যে (সেই হিরণ্ময় রথে) অধিষ্ঠিত হবেন। তখন মরণশীল হয়েও তুমি অমরত্বলাভে সমর্থ হবে] ॥ ২ ॥

জ্ঞানস্বরূপ দ্যোতমান্ সেই দেবতা—সর্বদা অর্চনীয়; (অর্থাৎ সদা জ্ঞানার্জনে জ্ঞানস্বরূপ সেই দেবতার পূজা বিধেয়); নিষ্কলুষ জ্যোতির মধ্য দিয়ে (অনাবিল জ্ঞানে ক্ষীণরশ্মির সাহায্যেই) সেই দেবতা (পাপীর পরিত্রাণের নিমিত্ত) নিকৃষ্টস্থানে গমন করেন, আবার উৎকৃষ্ট স্থানেও (স্বর্গ সমীপেও) গমন করেন; সকলরকম পাপকে বিনাশ ক'রে, অতিদূর স্থান হ'তে তিনি উপাসক সমীপে উপস্থিত হন। [তুমি সৎকার্যে সৎ-সাহায্যে একটু একটু ক'রে সৎ-জ্ঞান সঞ্চয় কর। সেই ক্ষীণ জ্ঞানরশ্মির মধ্য দিয়েই তিনি তোমার হৃদয়মন্দিরে আগমন করবেন। যত দূরদেশেই থাকুন তিনি, যত পাপের কলুষই পথের প্রতিবন্ধক হোক, তিনি সব দূর ক'রে তোমার সমীপস্থ হবেন] ॥ ৩ ॥

জ্ঞানস্বরূপ সবিতা দেব—সর্বদা অর্চনীয়; তিনি বিচিত্ররশ্মিযুত, অর্থাৎ বিবিধ রকমে জ্ঞানকিরণ বিতরণে মনুষ্যকে অনুগ্রহ করেন, এবং অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন লোকদের অনুগ্রহ করবার জন্য আত্মপ্রকাশরূপ শক্তি সর্বদা ধারণ ক'রে আছেন (সদা সেই শক্তি বিতরণ করছেন); সেই দেবতা, সৎ-সম্রেবরূপ সুবর্ণের দ্বারা নির্মিত নিখিলরূপযুত (জগৎ-ব্যাপ্ত), সর্বত্র বিদ্যমান, সৎ-ভাবরূপ-হিরণ্ময় শঙ্কুসমন্বিত কর্মরূপ মহৎ যানে অবস্থিত (চিরবিদ্যমান) আছেন] ॥ ৪ ॥

রথের বাহক শ্বেতপাদ-বিশিষ্ট অর্থাৎ সত্ত্বশক্তিসমন্বিত; রথে সৎকর্ম-রূপ সুবর্ণনির্মিত যুগবন্ধন স্থান আছে, অর্থাৎ সত্ত্বভাবই তাকে ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত ক'রে রেখেছে; রথের বহনকারী যে সত্ত্বভাব, তা মনুষ্যগণকে বিশেষভাবে ভগবৎ-সকাশে প্রকাশ করে, অর্থাৎ ভগবানের করুণা প্রাপ্ত করায়। এইভাবে, জ্ঞানস্বরূপ দ্যোতমান্ সবিতা-দেবতারূপ ঈশ্বরের সমীপে, কেবল তাঁর অনুগত জন নয়, বিশ্বের সকলেই আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে থাকে ॥ ৫ ॥

দ্যুসম্বন্ধী লোক সকল ত্রিবিধ—দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরীক্ষ লোক নামে প্রখ্যাত। তাদের মধ্যে দুটি লোক (দ্যুলোক ও ভূলোক) জ্ঞানস্বরূপ সবিতা দেবতার নিকটে (অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত) আছে; অবশিষ্ট যে অন্তরীক্ষলোক, মৃত্যুর অধিকারে থাকে। অক্ষছিদ্রের অন্তর্গত কীল-বিশেষকে অবলম্বন ক'রে রথ যেমন অবস্থান করে, অমৃতত্বপ্রাপ্ত জনগণ, (অর্থান্তরে গ্রহনক্ষত্রাদি) সেই জ্ঞানদেবতা সবিতাতে (অর্থান্তরে—সূর্যে) সংন্যস্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করেন (অর্থান্তরে—বেষ্টন ক'রে অবস্থিত থাকেন))। যে বিজ্ঞজন এ তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই পরম জ্ঞানপ্রদ এই বিষয় ব'লে থাকেন। [জীবের তিন ভাব, তিন অবস্থা। যিনি পূর্ণপ্রজ্ঞাসমন্বিত, তিনিই অমৃত; যে অজ্ঞান, সে মৃত; যে জন জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যগত, সে জীবিত। অমৃতত্বপ্রাপ্ত জন ভগবান্কে অবলম্বন ক'রে আছেন, মৃতজনের সূক্ষ্মদেহ অন্তরীক্ষলোকে যমযন্ত্রণা ভোগ করছে। জীবিত যে, সে কর্তব্য-অকর্তব্যের দ্বন্দ্বের মধ্যে বিমূঢ় হয়ে আছে] ॥ ৬ ॥

(তাড়িতশক্তির ন্যায়) দূরকম্পনশীল, প্রাণরূপে বিদ্যমান, অভীষ্ট-প্রদর্শক, উচ্চাবচভূমিযুক্ত জ্ঞানরশ্মি—অন্তরীক্ষ প্রভৃতি ত্রিলোকের তত্ত্ব প্রকাশ করেন। অধুনা (এই অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব-কালে) জ্ঞানসূর্য কোথায় আছে?—তাঁর রশ্মিই বা কোথায় পরিব্যাপ্ত?—কেই বা সে তত্ত্ব

অবগত আছেন? [জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান-তত্ত্বের সন্ধানের জন্য ঔৎসুক্য জাগছে] ॥ ৭ ॥

জ্ঞানস্বরূপ সবিতাদেব, ইহলোক-সম্বন্ধীয় অষ্টদিক্ (আট দিকের তত্ত্ব) প্রকাশ করেছেন; (অর্থাৎ জ্ঞানের সাহায্যেই মনুষ্য, ইহলোকের সকল দিকের সকল রহস্য অবগত হয়ে থাকেন); নিজের নিজের কর্মফল ভোগের জন্য প্রাণিগণ অন্তরীক্ষ প্রভৃতি তিন লোকের সাথে যে বিযুক্ত হন, সেই লোক তিনটির বিবরণ (বিভিন্ন লোক প্রাপ্তির কারণ) এবং সপ্তলোক রক্ষায় ভগবানের বিষয়, তিনি প্রকাশ ক'রে রেখেছেন, (অর্থাৎ, জ্ঞানের দ্বারাই লোকালোকগমনের কারণ ও লোক-রক্ষায় ভগবানের করুণার বিষয় জানা যায়); জনহিত-সাধক-দৃষ্টি-সমন্বিত স্বপ্রকাশ সেই সবিতা-দেব এই প্রার্থনাকারীদের বরণীয় শ্রেষ্ঠ ধন প্রদানের জন্য ইহ-সংসারে আগমন করুন ॥ ৮ ॥

জ্ঞানরূপ সুবর্ণবিতরণকারী, সকলের উৎকর্ষবিধায়ক, জ্ঞানস্বরূপ সবিতা দেব, দ্যুলোক ভূলোক উভয়লোকের মধ্যভাগে অবস্থিত আছেন (গতিবিধি করেন); (জ্ঞানার্জনে) সেখানকার রোগাদি বাধা সর্বতোভাবে দূর ক'রে দেন; সেখানে জ্ঞানসূর্যকে সঞ্চালিত করেন; এবং অন্ধকার নিবারক জ্যোতির দ্বারা আকাশকে ব্যাপ্ত ক'রে থাকেন। অথবা—হিরণ্যপাণি বিচর্ষণি সবিতাদেব, দ্যুলোক-ভূলোক উভয়লোকের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষলোকে গমন করেন; সেখানকার রোগাদি বাধা অপসারিত ক'রে দেন; সেখানে জ্ঞানরূপ সূর্যকে সঞ্চালিত (বিস্তৃত) ক'রে থাকেন; আর অন্ধকার-নিবারক তেজের (জ্যোতির) দ্বারা সেই লোককে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করেন। ['সূর্য' পদে জ্ঞানরূপ সূর্য। সবিতা—সূর্যদেবরূপী ঈশ্বর জীবকে জ্ঞান দান করেন, জ্ঞান-সূর্যকে পরিচালন করেন। ব্যাধি-বিপত্তির বাধায় অনেক সময় জ্ঞানার্জনে,ভগবৎ-অর্চনে বিঘ্ন ঘটে। জ্ঞানস্বরূপ দেব, হৃদয়ে জ্ঞানকিরণ বিচ্ছুরিত ক'রে, সেই বিঘ্ন দূর করেন] ॥ ৯ ॥

জ্ঞানরূপ-সুবর্ণ-বিতরণকারী, জীবনদাতা, প্রকৃষ্টনেতা, পরমসুখদায়ক, পরম-ধনের অধিকারী সেই সবিতা দেব, আমাদের দ্বারা স্তূয়মান (সম্পূজিত) হয়ে, সকল সৎকর্মের প্রতিবন্ধক অজ্ঞানাদি শত্রুকে নিরাকৃত করুন; এবং আমাদের কর্মসমূহের ত্রুটি-নিবারণের উদ্দেশ্যে আমাদের কর্মের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট হোন (চিরবিদ্যমান থাকুন) ॥ ১০ ॥

হে জ্ঞানময়! আপনার আগমন-মার্গ-সমূহ—চিরপ্রসিদ্ধ, ক্লেশরহিত, এবং অবাধ-গমনের উপযোগী ক'রে সৎকর্মের দ্বারা বিনির্মিত। সুগম সেই পথ দিয়ে এসে, অদ্য (অবিলম্বে) আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন। আর, হে দ্যোতমান্! অর্চনাকারী আমাদের সাথে আপনি সংলাপ করুন; অর্থাৎ—আমাদের সাথে আপনার অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হোক। [সৎকর্মের প্রভাবে আমরা যেন দিব্য জ্ঞানের অধিকারী হই] ॥ ১১ ॥

টীকা — নূতন সূক্ত, নূতন দেবতা, নূতন ভাবে পরিপূর্ণ। সুতরাং এই সূক্তটি অনধিকারী অজ্ঞের ব্যাখ্যানে নানা সংশয়ের সঞ্চার করেছে। সূক্তের সর্বাপেক্ষা সংশয়মূলক বিষয়—সূর্যের গতিক্রমণ। বহু ব্যাখ্যাকার এর সাহায্যে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন—প্রাচীন ঋষিগণ যেন জানতেন না সূর্যের কোনো গতি নেই, পৃথিবীই গতিশীলা। সুতরাং সূর্যের রথ, ঘোটক ইত্যাদি নাকি ঋষিগণের অজ্ঞতারই নিদর্শন। ...কিন্তু দার্শনিক পক্ষে রূপকের মাধ্যমে কি অপূর্ব ও অভ্রান্ত সত্য এই সূক্তের ঋকগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে, তা লক্ষণীয়।

◆ ◆

— ৩৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : ঘোরপুত্র কণ্ব। ছন্দ : প্রগাথ বার্হত—অযুজঃ বৃহতী ও যুজঃ সতো বৃহতী।]

প্র বো যহ্বং পুরূণাং বিশাং দেবয়তীনাং।
অগ্নিং সূক্তেভি র্বচোভিরীমহে যং সীমিদন্য ঈলতে ॥ ১ ॥
জনাসো অগ্নিং দধিরে সহোবৃধং হবিষ্মন্তো বিধেম তে।
স ত্বং নো অদ্য সুমনা ইহাবিতা ভবা বাজেষু সন্ত্য ॥ ২ ॥
প্র ত্বা দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।
মহস্তে সতো বি চরন্ত্যর্চয়ো দিবি স্পৃশন্তি ভানবঃ ॥ ৩ ॥
দেবাসস্ত্বা বরুণো মিত্রো অর্যমা সন্দূতং প্রত্নমিন্ধতে।
বিশ্বং সো অগ্নে জয়তি ত্বয়া ধনং যস্তে দদাশ মর্ত্যঃ ॥ ৪ ॥
মন্দ্রো হোতা গৃহপতিরগ্নে দূতো বিশামসি।
ত্বে বিশ্বা সঙ্গতানি ব্রতা ধ্রুবা যানি দেবা অকৃণ্বত ॥ ৫ ॥
ত্বে ইদগ্নে সুভগে যবিষ্ঠ্য বিশ্বমা হূয়তে হবিঃ।
স ত্বং নো অদ্য সুমনা উতাপরং যক্ষি দেবান্ত্সুবীর্যা ॥ ৬ ॥
তং ঘেমিত্থা নমস্বিন উপ স্বরাজমাসতে।
হোত্রাভিরগ্নিং মনুষঃ সমিংধতে তিতির্বাংসো অতি স্রিধঃ ॥ ৭ ॥
ঘ্নন্তো বৃত্রমতরন্রোদসী অপ উরু ক্ষয়ায় চক্রিরে।
ভুবৎকণ্বে বৃষা দ্যুম্ন্যাহুতঃ ক্রন্দদশ্বো গবিষ্টিষু ॥ ৮ ॥
সংসীদস্ব মহাঁ অসি শোচস্ব দেববীতমঃ।
বি ধূমমগ্নে অরুষং মিয়েধ্য সৃজ প্রশস্ত দর্শতম্ ॥ ৯ ॥
যং ত্বা দেবাসো মনবে দধুরিহ যজিষ্ঠং হব্যবাহন।
যং কণ্বো মেধ্যাতিথি র্ধনস্পৃতং যং বৃষা যমুপস্তুতঃ ॥ ১০ ॥
যমগ্নিং মেধ্যাতিথিঃ কণ্ব ঈধ ঋতাদধি।
তস্য প্রেষো দীদিযুস্তমিমা ঋচস্তমগ্নিং বর্ধয়ামসি ॥ ১১ ॥
রায়স্পূর্ধি স্বধাবোঽস্তি হি তেঽগ্নে দেবেষ্বাপ্যম্।
ত্বং বাজস্য শ্রুত্যস্য রাজসি স নো মৃল মহাঁ অসি ॥ ১২ ॥
ঊর্ধ্ব ঊ ষু ণ ঊতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা।
ঊর্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভি র্বিহ্বয়ামহে ॥ ১৩ ॥

ঊর্ধ্বো নঃ পাহ্যংহসো নি কেতুনা বিশ্বং সমত্রিণং দহ।
কৃধী ন ঊর্ধ্বাঞ্চরথায় জীবসে বিদা দেবেষু নো দুবঃ ॥ ১৪ ॥
পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধূর্তেররাব্ণঃ।
পাহি রীষত উত বা জিঘাংসতো বৃহদ্ভানো যবিষ্ঠ্য ॥ ১৫ ॥
ঘনেব বিষ্বগ্বি জহ্যরাব্ণস্তপুর্জম্ভ যো অস্মধ্রুক্।
যো মর্ত্যঃ শিশীতে অত্যক্তুভির্মা নঃ স রিপুরীশত ॥ ১৬ ॥
অগ্নির্বব্নে সুবীর্যমগ্নিঃ কণ্বায় সৌভগম্।
অগ্নিঃ প্রাবন্মিত্রোত মেধ্যাতিথিমগ্নিঃ সাতা উপস্তুতম্ ॥ ১৭ ॥
অগ্নিনা তুর্বশং যদুং পরাবত উগ্রাদেবং হবামহে।
অগ্নির্নয়ন্নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং তুর্বীতিং দস্যবে সহঃ ॥ ১৮ ॥
নি ত্বামগ্নে মনুর্দধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে।
দীদেথ কণ্ব ঋতজাত উক্ষিতো যং নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ ॥ ১৯ ॥
ত্বেষাসো অগ্নেরমবন্তো অর্চয়ো ভীমাসো ন প্রতীতয়ে।
রক্ষস্বিনঃ সদমিদ্যাতুমাবতো বিশ্বং সমত্রিণং দহ ॥ ২০ ॥

মর্ম — হে আমার অন্তরস্থিত দেবভাবনিবহ! মনুপ্রমুখ ঋষিগণ সর্বদা যে অগ্নিদেবকে পূজা করেন (যে জ্ঞানসঞ্চয়ে সর্বতঃ প্রযত্নপর আছেন); দেবগণকে (দেবভাবসমূহকে) প্রাপ্তেচ্ছু জনের মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য (এস আমরা) মহান্ জ্ঞান-স্বরূপ সেই অগ্নিদেবকে সূক্তনিবহ দ্বারা (মন্ত্রে) প্রকৃষ্টরূপে প্রার্থনা করি। ['ঋত্বিক্-যজমানগণ! এস, আমরা দেবভাবপ্রাপ্তিকামী জন জনের জন্য প্রার্থনা করি।'—পরহিত কামনায় উদ্বুদ্ধ ঋষির কণ্ঠে এমনই প্রার্থনা] ॥ ১ ॥

সৎকর্মানুষ্ঠানপরায়ণ জনগণ, শক্তিবর্ধনকারী জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে ধারণ ক'রে থাকেন (সেইহেতুই শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়); অর্চনাপরায়ণ আমরা, হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আপনাকে উপাসনা করছি (আপনার পরিচর্যায়—আপনার শক্তি প্রাপ্তিকামনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছি); সৎকর্মে দানশীল (জ্ঞানদানপর) হে অগ্নিদেব! পরম-হিতসাধক সেই যে আপনি, সত্বর আমাদের এই কর্মে সুমতিসম্পন্ন হয়ে, আমাদের রক্ষক হোন ॥ ২ ॥

জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি দেবগণের (দেবভাবসমূহের) আহ্বানকারী, সর্বজ্ঞ, পরমধনপ্রাপক; আপনাকে আমরা সর্বতোভাবে পূজা করি; মহৎ সৎস্বরূপ যে আপনি, আপনার শিখাসমূহ বিভিন্ন পথে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, আপনার জ্যোতিঃসমূহ দ্যুলোক (স্বর্গ) স্পর্শ করে। [আমাদেরও স্পর্শ করুক] ॥ ৩ ॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আমিত্বত সত্ত্বভাবপ্রাপক আপনাকে, অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণ, সুহৃদ্‌স্থানীয় মিত্র এবং করুণা-বিতরণশীল অর্যমা দেবগণ, সম্যক্‌রূপে প্রকাশ ক'রে থাকেন। যে মনুষ্য আপনাকে হবিঃ দান করেন (জ্ঞানের অনুসরণে জ্ঞানস্বরূপ আপনাতে আত্মসমর্পণ করতে সমর্থ হন), সে জন আপনার অনুগ্রহে পরমধন (মোক্ষাদি) অধিকার করতে সমর্থ হন। [মিত্র ও অর্যমা শব্দে, যথাক্রমে ভগবানের সুহৃদের মতো কার্যের ও করুণার বিষয় মনে করতে হবে।

অর্যমা, অর্থাৎ ভগবানের করুণা, কোথাও প্রতিহত নয়। ....অদিতাগণের একজন অর্যমাদেব। কেউ কেউ মধ্যাহ্নকালীন সূর্যও বলেন। সেই অর্থেও অর্যমার দ্যুতি (ঈশ্বরের করুণারশ্মি) সর্বদীপ্তিমন্ত বোঝা যায়] ॥ ৪ ॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি (আমাদের) হর্ষহেতুভূত, (আমাদের মধ্যে) দেবভাবের আহ্বানকারী, ইহ-সংসারে লোকসমূহের রক্ষক-স্থানীয়, এবং সত্ত্বভাবের প্রাপক হন; আপনার সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট কর্মসমূহ, শ্রেয়ঃ-সাধক হয়; এবং নিশ্চিতফলপ্রদ সেই কর্মসমূহ দেবগণই করে থাকেন (অর্থাৎ, দেবভাবসমূহ হ'তেই ভগবৎ-সম্বন্ধবিশিষ্ট কর্মসমূহ উৎপন্ন হয়)। [জ্ঞানসাহায্যেই গুণসাম্য ও ধাতুসাম্য সংসাধিত হয়। তার দ্বারাই সকলে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রাম্যমাণ থেকে আপন-আপন কর্ম সম্পাদন ক'রে যায়। জ্ঞানরূপ অগ্নিই সেই সাম্যবিধানের মূলাধার] ॥ ৫ ॥

পরম সামর্থ্যসম্পন্ন জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! কল্যাণপ্রদ আপনাতেই বিশ্বের সকল আহুতি প্রক্ষিপ্ত হয় (সকল দেবতার সকল পূজাই আপনার মধ্য দিয়েই প্রেরিত হয়ে থাকে); সকল হবনীয়প্রাপ্ত সেই যে আপনি, আমাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হয়ে, অদ্য এবং অন্যান্য দিনে (নিরন্তর), সৎকর্মসম্পাদনে সামর্থ্যপ্রদ দেবভাবসমূহকে, আমাদের নিকটে আহ্বান ক'রে এনে দেন। [অগ্নিমুখে দেবগণের আহার সম্পন্ন হয়; দেবতৃপ্তিসাধনে জ্ঞানদেবের সম্বন্ধ অপরিহার্য; সকলের সকল পূজাই জ্ঞানদেবতাকে প্রাপ্ত হয়; সেই জ্ঞানদেবই আমাদের সকল দেবভাব দান করেন] ॥ ৬ ॥

হে জ্ঞানময়! আপনার অর্চনাপরায়ণ জনগণ, পূর্বোক্ত প্রকারে হবিঃ-দান ইত্যাদির দ্বারা, আপনিই দীপ্তিমান, সর্বগুণোপেত তাঁকে (তাঁর সামীপ্য) লাভ করে; সর্বতোভাবে শত্রুর কবল থেকে উত্তীর্ণ জনগণ হোতৃকর্মের দ্বারা (আহবনীয় প্রদানের—আত্মসমর্পণের জন্য) জ্ঞানময় দেবকে হৃদয়দেশে প্রতিষ্ঠিত (প্রদীপ্ত) করেন। [শত্রু অর্থে প্রধানতঃ অজ্ঞানতা এবং সহচর রিপুশত্রুগণকেই বুঝিয়ে থাকে] ॥ ৭ ॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনার সাহায্যেই দেবগণ (দেবভাবসমূহ) প্রহার ক'রে (আক্রমণ ক'রে) অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে (বৃত্রকে) অতিক্রম করেছেন; তাতেই তাঁরা দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ব্যেপে পাপক্ষয়কামী প্রাণিগণের নিবাসস্থান করতে পেরেছেন। হে দেব! সেই আপনি কৃষ্ণজনসম্বন্ধে (পাপীর বিষয়ে) তেমন অভীষ্টসাধক ধনদাতা ও পূজাগ্রহীতা হন; ব্যাপক-বুদ্ধি-বিশিষ্ট আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জন যেমন জ্ঞানবিতরণবিষয়ে (ভগবৎ-সম্বন্ধে) আকুল আহ্বানপর (ব্যাকুল) হয়ে থাকেন। [জ্ঞানময় সেই ভগবানের শক্তির সাহায্যেই দেবভাবসমূহ কর্তৃক অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়; আর তারই ফলে সংসারে ভগবানের মহিমা প্রকাশ পেয়ে থাকে। ভগবানের সম্বন্ধ-বিষয়ে ব্যাকুলিত আত্মজ্ঞানসম্পন্নের মতো ঈশ্বরও যেন নিজ থেকে প্রবৃত্ত হয়ে আমাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করেন] ॥ ৮ ॥

জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! —আপনি সর্বতোভাবে আমার হৃদয়ে উপবেশন করুন; আপনি শ্রেষ্ঠ হন; দেবপ্রাপক আপনি দ্যোতমান্ অর্থাৎ দেবভাবপ্রদায়ক হোন; হে মেধাবী (জ্ঞানপ্রদ) দেব!—ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, লোকপ্রার্থনীয়, আপনার পরিচয়-চিহ্ন আপনি বিশেষভাবে প্রকাশ করুন (ধূম দেখে যেমন অগ্নির অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, আপনার অস্তিত্বজ্ঞাপক তেমন কোনও চিহ্ন আমাদের প্রদর্শন করুন) ॥ ৯ ॥

(ভগবানের সমীপে) আহবনীয়বাহক হে (জ্ঞানময়) অগ্নিদেব!—লোকানুগ্রহের নিমিত্ত

...গণ (সকল দেবভাবসমূহ) পরম-অর্চনীয় যে তুমি সেই তোমাকে ইহ-সংসারে ধারণ ক'রে ...ন (অর্থাৎ, সকল দেবভাবের সাথে জ্ঞানের বিদ্যমানতা অবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে); জ্ঞানসেবাপর ...নুশীলনে তৎপর) অকিঞ্চন জন, পরমার্থপ্রাপ্তির মূলীভূত যে তুমি, সেই তোমাকে ধারণ ...; যিনি অভীষ্টবর্ষণকারী (পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন), তিনিও যে তোমাকে ধারণ করেন, ...পরায়ণ জন (ভগবৎ- সামীপ্য-প্রাপ্ত সাধক) যে তোমাকে ধারণ করেন; সেই তুমি আমার ...য়ে এসে অধিষ্ঠান কর। [সকল মঙ্গলসাধক জ্ঞান আমার হৃদয় অধিকার করুক] ॥ ১০ ॥

...নানুসন্ধিৎসু দীনজন, সৎকর্মের সাথে সম্বন্ধবশতঃ (সৎকর্ম হ'তে) যে পরম শ্রেয়ঃসাধক ...কে সর্বতঃ নিজের মধ্যে দীপ্যমান ক'রে থাকেন, সেই জ্ঞানাগ্নির রশ্মি সর্বতঃ উদ্ভাসিত হয়; ...সাধক সেই জ্ঞানাগ্নিকে, স্তুতিমন্ত্র-উচ্চারণে—ভগবানের উপাসনা-প্রভাবে আমরা যেন আমাদের ...য়ের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রি। [মন্ত্রটি আত্ম-উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে আত্ম-...মূলক] ॥ ১১ ॥

...জনক জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি আমাদের পরমার্থরূপ ধনসমূহ দান করুন; সকল ...ভাবের সাথে (সকল দেবতার সাথে) আপনার অবিচলিত সখ্যসম্বন্ধ বিদ্যমান আছে; হে দেব! ...পনিই প্রসিদ্ধ ধনের (জ্ঞানলাভের) কর্তা হন; সেই আপনি আমাদের সুখদান করুন; আপনিই ...প্র হন। [আপনি অর্থাৎ জ্ঞানদেবতাই যে শ্রেষ্ঠধন, তা আমি বুঝতে পেরেছি] ॥ ১২ ॥

হে অগ্নিদেব! আমাদের উদ্ধারের নিমিত্ত প্রজ্ঞাবান্ আপনি মূর্দ্ধনীদেশে অবস্থান করুন ...নস্বরূপ সবিতাদেব যেমন মস্তিষ্কে অবস্থান করেন, আপনিও তেমন আমাদের রক্ষার জন্য ...তে প্রতিষ্ঠিত হোন); যেহেতু আমরা শুদ্ধভাবসমন্বিত আহ্বনীয়ের সাথে আপনাকে ...ভাবে আহ্বান করছি, তারজন্য আপনি আমাদের মস্তিষ্কে অবস্থানপূর্বক আমাদের জয়দাতা ...ন। [মন্ত্রের প্রথম অংশে সাধারণ জ্ঞানকে, পার্থিব সৎকর্মজনিত জ্ঞানকে, নিত্যসঞ্চিত জ্ঞানকে ...লাভের জন্য প্রার্থনা। শেষ অংশে ঐ প্রার্থনাই বিশদীকৃত আছে।—সেই জ্ঞানদেবতা যেন ...মাদের মস্তিষ্কে অবস্থিত থেকে আমাদের অন্ন, জয় বা মঙ্গল দান করেন] ॥ ১৩ ॥

হে অগ্নিদেব! আপনি প্রজ্ঞারূপে আমাদের মস্তিষ্কে অবস্থিতি ক'রে জ্ঞানসাহায্যে পাপ হ'তে ...মাদের সর্বদা পরিত্রাণ করুন; সত্ত্বভাবনাশক শত্রুদের সর্বতোভাবে ভস্মীভূত করুন; লোকহিত ...নের উদ্দেশ্যে আমাদের উন্নত প্রজ্ঞাসম্পন্ন করুন; এবং আমাদের এই মনুষ্যজন্মের সাফল্য-...ম্ আমাদের পূজা (পরিচর্যা) দেবভাবের মধ্যে বিস্তারিত করুন (অর্থাৎ, আমরা যেন ...ভাবের—শুদ্ধসত্ত্বভাবের—জ্ঞানের—সেবা ক'রে দেবত্বের (সত্ত্বগুণের) অধিকারী হ'তে ...রি] ॥ ১৪ ॥

...দীপ্তিশালী, যুবতম তীব্র-তেজঃসম্পন্ন হে অগ্নিদেব! সৎকর্মে বাধাপ্রদানকারী রাক্ষস হ'তে ...মাদের পরিত্রাণ করুন; পরমার্থরূপ ধনের অপ্রাপ্তিসাধক কুটিলের কবল হ'তে আমাদের পরিত্রাণ করুন। অপিচ, হিংসাকারী শত্রু হ'তে অথবা আমাদের হননাভিলাষী শত্রু হ'তে আমাদের পরিত্রাণ করুন। [আমি যেন রিপুশত্রুর প্রভাবে আমার আত্মনাশক কোনো কর্ম না ক'রি] ॥ ১৫ ॥

হে অগ্নিদেব! পরমার্থরূপ ধনের অপ্রাপ্তিসাধক শত্রুদের কঠিন অস্ত্রের দ্বারা (পাষাণ ইত্যাদির ...তে ভাণ্ড-ইত্যাদি যেমন ভঙ্গ হয়, তেমনভাবেই) সর্বতোভাবে বিশেষপ্রকারে বিনাশ করুন; ...না যে রিপুশত্রুগণ আমাদের বিষয়ে হিংসাপরায়ণ আছে, অথবা মরণধর্মী যে শত্রু নানারকম অস্ত্র ...(প্রলোভনের দ্বারা) অতিশয় ক্লেশ প্রদান করে, সেই দ্বিবিধ শত্রু (বহিঃশত্রু অর্থাৎ অর্থহীন,

অজ্ঞানতা, রোগাদি, যেগুলি সৎকর্মের প্রতিবন্ধক এবং অন্তঃশত্রু অর্থাৎ রিপুশত্রু বা হৃদয়ের অসৎ-ভাবসকল) যেন আমাদের প্রতি হিংসাপ্রকাশে সমর্থ না হয় ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব পরমধন প্রাপ্তির জন্য উপাসিত হয়ে থাকেন; জ্ঞানস্বরূপ সেই অগ্নিদেব অতিক্ষুদ্র অকিঞ্চনকে পরমধনদানরূপ সৌভাগ্য প্রদান করেন; মিত্রভাবাপন্ন জ্ঞানাধিকারী জনকে তিনি রক্ষা ক'রে থাকেন; জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু জনকে তিনি রক্ষা ক'রে থাকেন; এবং উপাসনা-পরায়ণ জনকে তিনি রক্ষা ক'রে থাকেন। [ভগবান্ অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান করেন; জ্ঞানদানে মোক্ষ দান করেন; যিনি জ্ঞানের দ্বারে অনুসন্ধানরত, তাকে জ্ঞানের সন্ধান প্রাপ্ত করান] ॥ ১৭ ॥

অগ্নিদেব দ্বারা (জ্ঞানের সাহায্যে) এই দূর দেশ হ'তে আমরা তুর্বশ যদু ও উগ্রদেবকে অর্থাৎ তাঁদের আদর্শকে আহ্বান করছি; অথবা, মোক্ষপথ হ'তে অতিদূরে থেকেও, ক্ষিপ্র-ভগবৎ-আশ্রয়প্রাপ্ত, অমিতসাধন-সাপেক্ষ, কঠোর দেবভাবকে আমরা আহ্বান করছি (অর্থাৎ যে কঠোর দেবভাবের অধিকারী হ'তে হ'লে ক্ষিপ্র-ভগবৎ-আশ্রয় প্রাপ্তিমূলক কর্ম ও অমিত সাধনার প্রয়োজন হয়, তাঁদের হ'তে এত দূরে থেকেও আমরা সেই দেবভাবেরই প্রাপ্তি কামনা করছি,—সেইরকম কর্ম সেইরকম সাধনাতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছি); জ্ঞানস্বরূপ সেই অগ্নিদেব, নববাস্ত্বকে (তাঁর আদর্শকে) বৃহদ্রথকে (তাঁর আদর্শকে) এবং তুর্বীতিকে (তাঁর আদর্শকে) আমাদের নিকট আনয়ন করেন, অথবা, নববাসস্থানপ্রদ, আমাদের সংবাহনযোগ্য বৃহৎ রথবিশিষ্ট ক্ষিপ্রত্রাণকারী দেবতাকে আমাদের জন্য আনয়ন করেন (অর্থাৎ, এই দূর পৃথিবী হ'তে যে পরিত্রাণকারী দেবতা সেই চিরনূতন স্বর্গধামে মোক্ষপ্রাপ্তিমূলক আবাসে আমাদের সংবাহন ক'রে নিয়ে যান, জ্ঞানের দ্বারাই তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেই দেবতা (জ্ঞানদেবতাই) সৎ-ভাব- অপহারক দস্যুর বিমর্দনকারী হন। [সায়নের ভাষ্যে তুর্বশ-নামক, যদু-নামক ও উগ্রদেব-নামক রাজর্ষিগণকে অগ্নির সাথে অবস্থিত বলা হয়েছে। সেই অগ্নি নববাস্ত্ব-নামক, বৃহদ্রথ-নামক ও তুর্বীতি-নামক রাজর্ষিদের সঙ্গে নিয়ে যেন এইস্থানে আগমন করুন। এই অগ্নি আমাদের উপদ্রবকারী চৌরগণের অভিভবকারী। ....কিন্তু, 'তুর্বশ' অর্থে যে জন সত্বর আশ্রয়প্রাপ্ত হন, 'তুর্বীতিং' অর্থে ক্ষিপ্রত্রাণকারী, 'যদু' অর্থে অমিত-সাধনার ভাব, 'উগ্রদেব' অর্থে কঠোর কৃচ্ছ্রকর্মসাধ্য দেবভাব, 'নববাস্ত্বং' অর্থে নববাসস্থানপ্রদ দেব, 'বৃহদ্রথ' অর্থে আমাদের সংবাহনযোগ্য বৃহৎ-রথবিশিষ্ট দেব, ইত্যাদি আধ্যাত্মিক অর্থই এখানে গৃহীত হয়েছে] ॥ ১৮ ॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি প্রকাশ-রূপ (নিজেই প্রকাশশীল) এবং সত্যসমুদ্ভূত। সকল লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত জ্ঞানিজন নিরন্তর আপনাকে ধারণ করেন (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখেন), আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন মনুষ্যগণ যে জ্ঞানদেবতাকে পূজা করেন (যে জ্ঞানের অনুসরণকারী হন), সেই জ্ঞানদেবতা (জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) পূজিত হ'লে, অতি-অকিঞ্চন জনকেও তিনি দীপ্তিমান (জ্ঞানে বিভূষিত) ক'রে থাকেন। [যাঁদের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তাঁরা সর্বদাই জ্ঞানদেবতার নিকট প্রণত থাকেন। তাঁদের আদর্শে যদি 'কণ্ব' (ক্ষুদ্রজন) কচিৎ জ্ঞানসেবাপর হয়, সে-ও তরে যায়] ॥ ১৯ ॥

অগ্নিদেবের (জ্ঞানের) তীব্র প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর জ্বালাসমূহ জ্ঞানিগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষীভূত হয় না (অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই জ্ঞানেরই পথে বিঘ্ন-বিপত্তির সমাবেশ দেখে)। হে জ্ঞানস্বরূপ দেবতা! বলবান্ স্পর্ধান্বিত শত্রুগণকে সর্বদা ভস্মীভূত করুন; আমাদের সৎ-ভাবনাশক সকল শত্রু নাশপ্রাপ্ত হোক, (তাহলেই আপনার মিত্রতা অনুভব করতে সমর্থ হব। [অজ্ঞানতার প্রাদুর্ভাবেই সদ্ভাব নাশপ্রাপ্ত

... জ্ঞানযোগে সত্ত্বভাব বর্ধিত হয়। তাই বলা হচ্ছে—আমার জ্ঞানের সঞ্চার হোক, ...কারী শত্রু ধ্বংস হোক। তার ফলে জ্ঞানস্বরূপ সেই অগ্নিদেব আমার নিকট জ্বালামালার ...তিকূলত দুঃখজ্বালার) হেতুভূত না হয়ে শান্তিপ্রদ হোন। ॥২০॥

টীকা — এই সূক্তে বিংশতিসংখ্যক ঋকে অগ্নিদেবতার অর্চনা আছে। মাঝে যে 'যূপ' দেবতার প্রসঙ্গ ...হয়েছে, তাও অগ্নিসংক্রান্ত মন্ত্র ব'লে অভিহিত। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই সূক্তের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট ... পান, যার দ্বারা তাঁরা প্রত্নতত্ত্বের অনেক গবেষণা চালিয়েছেন। ....এই সূক্তের অন্তর্গত ... থেকে পৌরাণিক পুরুত-রাজা; 'কণ্বো','মেধ্যাতিথি', 'বৃধা', 'উপস্তুতঃ' প্রভৃতি পদ থেকে ...ঋষিগণের; 'তুর্বশং', 'যদুং', 'উগ্রদেবং', 'বৃহদ্রথং', 'মনুঃ' প্রভৃতি পদ থেকে পৌরাণিক ...কথা মনে আসে। দুর্গাদাস লাহিড়ী মনে করেন—এগুলি অবশ্যই ভ্রমাত্মক।...এই সূক্তে ...মনুষ বা যোদ্ধা বা ঋষিরূপে প্রমাণ করবার পক্ষে নানা উপাদানের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট ...হয়েছে। বেশী কি, 'যূপ' কাষ্ঠ থেকে নরবলি প্রথা পর্যন্ত প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল—এমন ...ও কেউ কেউ ক'রে বসেছেন।

◆ ◆

— ৩৭ সূক্ত —

[দেবতা : মরুদ্দেবগণ। ঋষি : ঘোরপুত্র কণ্ব। ছন্দ : গায়ত্রী]

ক্রীলং বঃ শর্ধো মারুতমনর্বাণং রথেশুভং। কণ্বা অভি প্রগায়ত ॥ ১ ॥
যে পৃষতীভি ঋষ্টিভিঃ সাকং বাশীভিরঞ্জিভিঃ। অজায়ন্ত স্বভানবঃ ॥ ২ ॥
ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা হস্তেষু যদ্বদান্। নি যামঞ্চিত্রমৃঞ্জতে ॥ ৩ ॥
প্র বঃ শর্ধায় ঘৃষ্বয়ে ত্বেষদ্যুম্নায় শুষ্মিণে। দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত ॥ ৪ ॥
প্র শংসা গোষ্বঘ্ন্যং ক্রীলং যচ্ছর্ধো মারুতং। জম্ভে রসস্য বাবৃধে ॥ ৫ ॥
কো বো বর্ষিষ্ঠ আ নরো দিবশ্চ গ্মশ্চ ধূতয়ঃ। যৎসীমন্ত ন ধূনুথ ॥ ৬ ॥
নি বো যামায় মানুষো দধ্র উগ্রায় মন্যবে। জিহীত পর্বতো গিরিঃ ॥ ৭ ॥
যেষামজ্মেষু পৃথিবী জুজুর্বাঁ ইব বিশ্পতিঃ। ভিয়া যামেষু রেজতে ॥ ৮ ॥
স্থিরং হি জানমেষাং বয়ো মাতুর্নিরেতবে। যৎসীমনু দ্বিতা শবঃ ॥ ৯ ॥
উদু ত্যে সূনবো গিরঃ কাষ্ঠা অজ্মেষ্বত্নত। বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে ॥ ১০ ॥
ত্যং চিদ্ঘা দীর্ঘং পৃথুং মিহো নপাতমমৃধ্রম্। প্র চ্যাবয়ন্তি যামভিঃ ॥ ১১ ॥
মরুতো যদ্ধ বো বলং জনাঁ অচুচ্যবীতন। গিরীঁরচুচ্যবীতন ॥ ১২ ॥
যদ্ধ যান্তি মরুতঃ সং হ ব্রুবতেঽধ্বন্না। শৃণোতি কশ্চিদেষাম্ ॥ ১৩ ॥
প্র যাত শীভমাশুভিঃ সন্তি কণ্বেষু বো দুবঃ। তত্রো ষু মাদয়াধ্বৈ ॥ ১৪ ॥
অস্তি হি ষ্মা মদায় বঃ স্মসি ষ্মা বয়মেষাম্। বিশ্বং চিদায়ুর্জীবসে ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ক্ষুদ্র অকিঞ্চন জন (আমরা) তোমাদেরই (আমাদেরই) জন্য, মরুদ্দেবগণের
শক্তি, সর্বত্র ক্রীড়মান্, শত্রুসংশ্রবরহিত এবং সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান্ সেই সেই দেবতাকে
লক্ষ্য ক'রে তোমরা (আমরা) অর্চনায় প্রবৃত্ত হও (হই)। ['কণ্বাঃ' পদে ক্ষুদ্রজন, 'রথে শুভং' পদে
রথে শোভমান্ অর্থাৎ সকলের হৃদয়দেশে বিরাজমান্ ইত্যাদি ধরলে এই আধ্যাত্মিক ভাব পাওয়া
যায়] ॥ ১ ॥

হে মরুদ্দেবগণ! অভীষ্টবর্ষণশীল মেঘের সাথে, শত্রুনাশক অস্ত্রের সাথে, শত্রু হ্রাসক
হুঙ্কারের অথবা উপাসকের প্রতি অভয়প্রদ বাক্যের সাথে, এবং মেধার্হ ভাবের (শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের)
সাথে স্বয়ং দীপ্তিমন্ত হন; হে মন, তুমি তাঁদের অর্চনা কর। ['পৃষতীভিঃ' পদের প্রতিবাক্যে
'অভিষ্টবর্ষণশীল' পদ গ্রহণ করা হয়েছে] ॥ ২ ॥

সেই মরুদ্দেবগণের হস্তে (আয়ত্তাধীনে) অবস্থিত বিবেকরূপ তাড়নদণ্ড যে কঠোর উপদেশ-
বাক্য প্রদান করে, ইহ-সংসারেও সে বাক্য শুনতে পাই। বিবেকের সেই উপদেশ, সংসার-
সমরাঙ্গনে বিবিধ শৌর্যকে বিভূষিত (জয়যুক্ত) করে। [ভগবানের নিকট হ'তে আগত বিবেক-বাণী
স্মরণ ক'রে, তার অনুসরণে কর্মপর হ'লে সংসার-সমরে জয় অবশ্যম্ভাবী] ॥ ৩ ॥

হে আমার অন্তরস্থ বৃত্তিসমূহ! দেবানুগ্রহে লব্ধ মন্ত্র লক্ষ্য ক'রে, তোমরা তোমাদের
অনুগ্রহকারী, শত্রুদমনশীল, পরমধনপ্রদ অমিতশক্তিশালী (শত্রুশোষণকারী) মরুদ্দেবগণকে স্তব
কর। [আমরা যেন সত্ত্বভাবান্বিত হয়ে মন্ত্রগুচ্ছের দ্বারা ঈশ্বরের বিভূতিরূপ মরুদ্দেবগণের হৃদয়ে
ধারণ করতে সমর্থ হই। তাতে আমাদের শত্রুগণ যেন নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়] ॥ ৪ ॥

জ্ঞানকিরণে অজেয়, সর্বত্র বিহরণশীল, মরুদ্দেব-সম্বন্ধি যে তেজঃ (অর্থাৎ সত্ত্বভাব) সংসারে
বিদ্যমান আছে, রসস্বরূপ (আনন্দস্বরূপ) সেই তেজকে হৃদয়ে পরিবৃদ্ধির জন্য (আত্মোৎকর্ষ-
সাধন-নিমিত্ত) সর্বতোভাবে বন্দনা (সেবা) কর ॥ ৫ ॥

ভূলোকের এবং দ্যুলোকেরও পাপবিধৌতকারী হে মরুদ্দেবগণ, আপনাদের মধ্যে সর্বপ্রকার
পাপনাশ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নেতা (আমাদের পরিচালনযোগ্য) কে আছেন? যাঁর দ্বারা (অর্থাৎ, যে
দেবতার সাথে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হতে পারলে) সর্বতোভাবে অন্তর্দর্শনপ্রাপ্ত পাপাচারী আমার ন্যায়
ব্যক্তিকেও আপনারা পরিত্রাণ করেন। [ক্ষুদ্র আমি, সঙ্কীর্ণ-ধারণাশক্তিধারী আমি, সকল দেবতার
ধারণায় আসে না। আপনারা আমায় স্বরূপ-জ্ঞান প্রদান করুন। আমি কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর
হব?] ॥ ৬ ॥

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের তীব্র তেজে (ক্রোধে) দৃঢ়মূল ভূধর বিকম্পিত বিচালিত হয়; কিন্তু
পরিত্রাণ কামনায় (অনুপ্রাণিত হয়ে) মানুষ নিরন্তর (অনায়াসে) আপনাদের হৃদয়ে ধারণ করে
আছে। [(পাপকর্মে) পাষাণের মতো দৃঢ় যে আমরা, অজ্ঞানতারূপ মেঘকে অনেক সময় আমাদের
অঙ্গীভূত মনে ক'রে স্পর্ধান্বিত হই। কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে সে মেঘ কোথায় উবে যায়] ॥ ৭ ॥

মরুদ্দেবগণের (বিবেকরূপী দেবগণের অথবা সত্ত্বভাব-সমূহের) সম্বন্ধ-ত্যাগে মর্ত্যবাসী,
শত্রুভয়ে আসন্ন-মৃত্যুশয্যায় শায়িত জনের ন্যায়, প্রকম্পিত হয়; কিন্তু সর্বজনের সেবাপরায়ণ জন
(বিশ্পতি) ভগবানের সামীপ্যলাভে দীপ্তিমান্ হন। [কিভাবে দুষ্কৃতের দমন ও অসাধুর নির্যাতন
সাধিত হয়; কিভাবেই বা সুকৃতের সৌভাগ্য-প্রাপ্তি ও সাধুজনের মোক্ষ লাভ ঘটে;—মন্ত্রটি সেই
ভাবকেই বক্ষে ধারণ ক'রে আছে] ॥ ৮ ॥

এই দেবগণের জ্ঞান নিশ্চয়ই দৃঢ় অচঞ্চল। মাতৃস্থানীয়া সেই জ্ঞান হ'তেই প্রকৃত শক্তি নিঃসৃত

হয়ে থাকে। সেই জ্ঞানের বা সেই শক্তির অনুসরণে শবের ন্যায় অবসন্ন জনও দ্বিগুণিত শক্তিসম্পন্ন হয়। [দেবতার জ্ঞান, দেবভাবে ভাবাপন্ন হয়ে অধিলব্ধ জ্ঞান, দৃঢ় ও অচঞ্চল, তা কখনও প্রমাদবিশিষ্ট হয় না। সেই জ্ঞান থেকেই শক্তি-সামর্থ্যের উৎপত্তি হয়। তারই অনুসরণে মৃতকল্প হতাশ অবসন্ন জনও দ্বিগুণ শক্তিশালী হ'তে পারবে। সে আপনা-আপনিই গতিমুক্তির পথ দেখতে পাবে] ॥ ৯ ॥

সেই প্রসিদ্ধ মরুদ্দেবগণ শ্রেষ্ঠ বাক্যের উপাসক; তাঁদের গতিরূপে (গতিপথে) দিক্‌সমূহ বিস্তৃত রয়েছে; কাল তাঁদের অভিমুখেই প্রধাবিত হয়েছে। [মরুৎ-দেবরূপ দেবভাবসমূহকে হৃদয়ে ধারণা করতে সমর্থ হ'লে, ভগবানের সাথে যুক্ত (যোগপরায়ণ) হ'তে পারলে, দিক্-কাল-শব্দ সবই আমার আয়ত্তীকৃত হয়ে আসবে। অর্থাৎ দিক্-কাল-শব্দরূপী অনন্ত ভগবানও আমার আয়ত্ত হবেন] ॥ ১০ ॥

সেই দেবগণ, সেই প্রসিদ্ধ, দীর্ঘকালব্যাপী, বহুলোকবিস্তৃত, অধৃষ্য, সত্ত্বভাবের প্রতিবন্ধককে, পরিত্রাণোপায়-প্রদর্শনের দ্বারা, নিশ্চয়ই অপসারণ করেন। [দেবভাব-সমূহের সেবক হও, তোমাদের মুক্তিপথের সকল বাধা তাঁরা দূর ক'রে দেবেন] ॥ ১১ ॥

হে মরুদ্দেবগণ! যেহেতু আপনারা অমিতসামর্থ্যসম্পন্ন, সেইজন্যই (প্রার্থনা ক'রি) আমাদের ন্যায় অজ্ঞজনের ভগবানের কর্মে নিয়োজিত করুন; আমাদের অজ্ঞানতা-রূপ মেঘ (সর্বতোভাবে) অপসারিত ক'রে দিন ॥ ১২ ॥

যখনই বিবেক-রূপ সেই মরুদ্দেবগণ আমাদের সঙ্গ প্রাপ্ত হন (আমাদের নিকট উপস্থিত হন), তখনই বিবেক-বাণী-রূপ অস্ফুট বাক্য উচ্চারণ ক'রে থাকেন। সেই ধ্বনি তখন আমাদের সকলেরই শ্রুতিগোচর হয়। [দেবগণ যেন বিবেকবাণী-রূপে হৃদয়ে উদিত হয়ে সর্বদা আমাদের সংবাদ করেন—সুপথ দেখিয়ে দেন] ॥ ১৩ ॥

হে মরুদ্দেবগণ! আপনারা আমাদের হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করুন (অথবা, বিবেকরূপী বেগবান্ বাহনের দ্বারা আপনারা শীঘ্র আগমন করুন); অকিঞ্চন (কন্বেযু) আমাদের মধ্যে সত্বর আপনাদের পূজা আরব্ধ হোক; এই অকিঞ্চন আমাদের পরিচর্যায় আপনারা পরিতৃপ্ত হোন ॥ ১৪ ॥

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের তৃপ্তির জন্য আহবনীয় প্রস্তুত রয়েছে (আমরা আমাদের প্রাণ-মন সর্বস্ব সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হয়েছি); আপনাদের ভৃত্যস্থানীয় (সর্বস্ব-সমর্পণ-সঙ্কল্পান্বিত) অর্চনাকারী আমরাও এই বিদ্যমান রয়েছি (প্রস্তুত হয়েছি); আমাদের জীবনরক্ষার জন্য (পরিত্রাণের জন্য) চিরকাল বিশ্বব্যাপক আয়ুর সম্বন্ধ প্রার্থনা করছি। [আমরা যেন ভগবানে সর্বস্ব সমর্পণে সমর্থ হই। আমাদের প্রতি কার্য যেন ভগবানের উদ্দেশ্যেই বিহিত ও তাঁতেই সম্বন্ধযুক্ত হয়] ॥ ১৫ ॥

টীকা — এটি এবং এর পরের সূক্তটির দেবতা মরুদ্দেবগণ। ইতিপূর্বে ষষ্ঠ সূক্তে ইন্দ্রদেবতার সাথে এবং উনবিংশ সূক্তে অগ্নিদেবের সাথে তাঁরা সম্পূজিত। এখানে কেবল তাঁদের উপাসনাতেই পর পর দুটি সূক্ত দেখা যাচ্ছে। ...মরুৎ-দেবতাদের উৎপত্তি সম্পর্কে পুরাণে বহু কাহিনী আছে। সেখানে [illegible] উদর ছেদ ক'রে তার এই সন্তানদের ইন্দ্রের [illegible] কথিত। ...এই সূক্তের অন্তর্গত কয়েকটি ঋকের অদ্ভুত-কল্পিত অর্থ দেখা যায়—তাঁরা [illegible], মৃগ তাঁদের বাহন, [illegible] তাঁদের পরিচর্যা করেন, ইত্যাদি। শেষে আবার [illegible] তাঁদের মাতা ব'লে কল্পিত সৃষ্টি হয়েছে দেখা যায়। ...যাই হোক, মরুদ্গণের পরিচয়ে তাঁদের যে বায়ুদেবতা বলা হয়েছে, তা অসমীচীন নয়।

যিনি বায়ুরূপে সকল সময়ে সর্বত্র বিদ্যমান, তিনিই মরুৎগণ-রূপে বিস্তৃত আছেন। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে মরুদ্দেবগণ নামে সেই জগৎপাতাকেই, তাঁর বহুর মধ্যে একরকম বিভূতিসত্ত্বের মধ্য দিয়েই আহ্বান করা হয়েছে।

◆ ◆

— ৩৮ সূক্ত —

[দেবতা : মরুদ্দেবগণ। ঋষি : ঘোরপুত্র কণ্ব। ছন্দ : গায়ত্রী]

কদ্ধ নূনং কধপ্রিয়ঃ পিতা পুত্রং ন হস্তয়োঃ। দধিধ্বে বৃক্তবর্হিষঃ ॥ ১ ॥
ক্ব নূনং কদ্বো অর্থং গন্তা দিবো ন পৃথিব্যাঃ। ক্ব বো গাবো ন রণ্যন্তি ॥ ২ ॥
ক্ব বঃ সুম্না নব্যাংসি মরুতঃ ক্ব সুবিতা। ক্বোহবিশ্বানি সৌভগা ॥ ৩ ॥
যদ্যূয়ং পৃশ্নিমাতরো মর্তাসঃ স্যাতন। স্তোতা বো অমৃতঃ সাৎ ॥ ৪ ॥
মা বো মৃগো ন যবসে জরিতা ভূদজোষ্যঃ। পথা যমস্য গাদুপ ॥ ৫ ॥
মো ষু ণঃ পরাপরা নির্ঋতি র্দুর্হণা বধীৎ। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ ॥ ৬ ॥
সত্যং ত্বেষা অমবন্তো ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ। মিহং কৃণ্বন্ত্যবাতাম্ ॥ ৭ ॥
বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি। যদেষাং বৃষ্টিরসর্জি ॥ ৮ ॥
দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জন্যেনোদবাহনে। যৎ পৃথিবীং ব্যুন্দন্তি ॥ ৯ ॥
অধ স্বনান্মরুতাং বিশ্বমা সদ্ম পার্থিবম্। অরেজন্ত প্র মানুষঃ ॥ ১০ ॥
মরুত বীলুপাণিভিশ্চিত্রা রোধস্বতীরনু। যাতেমখিদ্রয়ামভি ॥ ১১ ॥
স্থিরা বঃ সন্তু নেময়ো রথা অশ্বাস এষাম্। সুসংস্কৃতা অভীশবঃ ॥ ১২ ॥
অচ্ছা বদা তনা গিরা জরায়ৈ ব্রহ্মণস্পতিম্। অগ্নিং মিত্রং ন দর্শতম্ ॥ ১৩ ॥
মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ। গায় গায়ত্রমুক্থ্যম্ ॥ ১৪ ॥
বন্দস্ব মারুতং গণং ত্বেষং পনস্যুমর্কিণং। অস্মে বৃদ্ধা অসন্নিহ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রার্থ — ভগবান্, ছিন্নবন্ধন (ভগবদেকচিত্ত) জনের স্তবে প্রসন্ন হন; (পাপী আমাদের উপায় কি আছে?); হে দেবগণ! পিতা যেমন কূপতিত পুত্রকে উত্তোলন করেন, সেইভাবে কবে আপনারা আমাদের হস্তে ধারণ করবেন (পাপ হ'তে পরিত্রাণ করবেন)? [একেবারে সকল দেবতার সমষ্টিভূত ভগবানকে পাওয়ার আশা, প্রথমেই তাঁকে ধরতে যাওয়ার চেষ্টা, আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। দেবভাবসমূহকেও যে আহ্বান ক'রে আনব, সে শক্তিও আমাদের নেই। ভরসা—মাত্র আপনাদের সকল দেববর্গের করুণা। আপনারা যদি দয়া ক'রে আমাদের তুলে নেন। একটু একটু ক'রে দেবভাব যদি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেন, তাহলেই আমাদের ভরসা আছে। জানি না, কত দিনে দয়া ক'রে আপনারা আমাদের সেই দেবভাবের অধিকারী হ'তে

...বলে মনে করবেন] ॥ ১ ॥

হে মরুদ্দেবগণ! আপনারা এখন কোথায় (কোন্ দূরস্থানে) অবস্থিতি করছেন? করুণা-রূপ আপনাদের ঐশ্বর্যকে আপনারা এখন কোথায় (কোন্ দূরস্থানে) রেখেছেন? দ্যুলোক হ'তে আপনারা আগমন করুন; ইহলোক (আমাদের নিকট) হ'তে আর চলে যাবেন না। আপনাদের জ্ঞানকিরণ (বিবেকবাণীরূপে) কেন আমাদের আর উদ্বোধিত করে না? [দেবগণ আমাদের মতো পাপিদের কাছ থেকে দূরে অবস্থিতি করছেন। তাঁরা সকলে এসে জ্ঞানরূপে আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হোন] ॥ ২ ॥

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের সেই চিরনূতন করুণা-বিতরণ-রূপ ধন (সুখ-দান) কোথায় গেল? আপনাদের সেই শুভাশীর্বাদ কোথায় গেল? পরম-সৌভাগ্য-রূপ শ্রেয়ই বা কোথায় গেল? ॥ ৩ ॥

হে মরুদ্দেবগণ! জ্ঞানদাতা আপনারা যখন মর্ত্যলোকের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট হন (মনুষ্যগণের মধ্যে আবির্ভূত হন), তখন আপনাদের উপাসক মোক্ষপ্রাপক হন (মুক্তিলাভ করেন)। [আমরা ...সম্বন্ধ লাভ ক'রে যেন সত্ত্বভাবে ভাবান্বিত হই, এবং তার ফলে অমৃতত্বের অধিকারী হই] ॥ ৪ ॥

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের একনিষ্ঠ সেবক, তৃণপূর্ণক্ষেত্রপ্রাপ্ত মৃগের ন্যায়, আপনাদের ...লাভে কখনও বিফলমনোরথ হন না (অর্থাৎ, তৃণপূর্ণক্ষেত্রে মৃগ যেমন সর্বদা তৃণভক্ষণ ক'রে পায়, আপনাদের স্তবকারীও তেমনই করুণাধার আপনাদের করুণা নিয়ত প্রাপ্ত হন); আপনাদের একনিষ্ঠ সেই সেবক, কখনও যমলোকে-সম্বন্ধি পথে গমন করেন না (অর্থাৎ, তিনি ...অতীত অবস্থা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন) ॥ ৫ ॥

হে মরুদ্দেবগণ! অতি প্রভাবশালিনী দুর্দমনীয়া পাপবৃত্তি যেন আমাদের আদৌ বধ করতে না পারে, আমাদের কামনাদির সাথে সে পাপবৃত্তি নাশপ্রাপ্ত হোক। [পাপবৃত্তিই নির্ঋতি। 'তৃষ্ণয়া সহ' ...সেই নির্ঋতি তার অসৎ-বাসনার সাথে'—'আমাদের অনিষ্টসাধনরূপ তার দুষ্ট কামনার সাথে—(ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক)—অর্থ ধরা হয়েছে] ॥ ৬ ॥

...ধ্রুবসত্য যে, সেই প্রদীপ্ত তেজঃপূর্ণ, কঠোরভাবাপন্ন মরুদ্দেবগণ, মরুদেশেও ...হীন মরুভূমির ন্যায় জ্ঞানহীন আমাদের হৃদয়ে) সর্বতোভাবে বাতরহিত (...পরিশূন্য, চিরস্নেহভাবযুত) বৃষ্টিবর্ষণ (করুণা-বারি বর্ষণ) করেন ॥ ৭ ॥

জননী যেমন সন্তানকে স্নেহদানে অভিষিক্ত করেন, তেমনই মরুদ্দেবগণের স্নেহধারা (ভক্তগণের প্রতি) বর্ষিত হয়; তখন, জ্ঞানদ্যুতি ভক্তগণের হৃদয়কে দিবসের ন্যায় আলোকিত করে। [ভগবানের করুণাধারা ভক্তের মরুসদৃশ শুষ্ক প্রতপ্ত (আক্ষেপাকুল) হৃদয়ে বৃষ্টির মতো ...হোক; তার সঙ্গে সঙ্গে চিরদ্যুতিমান্ বিদ্যুৎ বিকাশ পেয়ে, এই চির-অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে জ্ঞানের চির আলোকে আলোকিত করুক] ॥ ৮ ॥

মরুদ্দেবগণ যখন মর্ত্যলোককে করুণাধারায় অভিষিক্ত করেন, তখন তাঁরা করুণাবারি-বর্ষণকারী মেঘের বর্ষণের দ্বারা হৃদয়স্থিত অন্ধকার দূর ক'রে, হৃদয়ে দিবালোকসম জ্ঞানালোক বিতরণ ক'রে দেন ॥ ৯ ॥

মরুদ্দেবগণের (সত্ত্বভাব ইত্যাদির) সম্বন্ধীয় বিবেকরূপ ধ্বনিতে ইহলোকের সকল গৃহই সর্বতোভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে; সেই ধ্বনির অনুসরণ ক'রে, প্রাজ্ঞজন দীপ্তিমান্ হন। ...সর্বদাই লোকহিতসাধনে মানুষকে সুপথ প্রদর্শন করছেন। কিন্তু মূঢ় নর তা শোনে না।

বজ্রনিনাদী বিবেক-বাণী শুনতে পান এবং তাঁরাই শ্রেয়োলাভে
একমাত্র সুবুদ্ধিপরায়ণ মানুষই সেই
সমর্থ হন] ॥ ১০ ॥

হে মরুদ্দেবগণ! (বিবেকরূপে প্রকাশমান দেবতা)! বৈচিত্র্যশালিনী (মোহকারিণী) জ্ঞানপ্রবাহরোধকারিণী বাধা লক্ষ্য ক'রে, দৃঢ় হস্তে সেই বাধা অপসারণের জন্য, অবিশ্রান্ত গতিতে (সর্বদা) আপনারা (হৃদয়ে) আগমন করেন ॥ ১১ ॥

হে দেবগণ! আপনাদের বহনের উপযোগী রথনেমিসকল, যানসকল এবং বাহনসকল আমাদের হৃদয়ে অবিচলিত থাকুক (অর্থাৎ—আমরা যেন অনায়াসেই আপনাদের, দেবভাবসমূহকে, বহন ক'রে আনতে পারি); আর, আমাদের কর্মনিবহ বিশুদ্ধসত্ত্বভাবযুত হোক ॥ ১২ ॥

হে জীব! লোকপালক ব্রহ্মণস্পতি দেবকে, জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে এবং মিত্রের ন্যায় প্রিয়কারক মিত্রদেবকে যদিও লোকদৃষ্টির বহির্ভূত অদর্শনীয় ব'লে জান; তথাপি স্তব আরম্ভ ক'রে (অর্থাৎ মরুদ্দেবগণের স্তোত্রের সাথে) সেই সেই দেবতার অভিমুখে দেবস্বরূপপ্রকাশক স্তোত্রসমূহ উচ্চারণ কর। (সেই সেই মন্ত্রের সাথেই দেবতার আবির্ভাব সংঘটিত হবে)। [মন্ত্রে ব্রহ্মণস্পতি, অগ্নি ও মিত্র—এই তিন দেবতার নাম-মাত্র উল্লিখিত হলেও, সকল দেবতাই তার লক্ষ্য ব'লে মনে করতে হবে] ॥ ১৩ ॥

মেঘ যেমন বৃষ্টিকে বিস্তারিত করে, তেমনই বদনে মন্ত্র প্রবেশ করাও,—হৃদয়ে বিস্তারিত করাও;—গায়ত্রীছন্দোযুক্ত বেদমন্ত্র গান কর (নিত্য পাঠ কর)। [এখানে অর্চনাকারী নিজেকে মন্ত্রগ্রন্থের অনুসরণে ও অনুধ্যানে উদ্বুদ্ধ করছেন] ॥ ১৪ ॥

স্বপ্রকাশ, স্তবনীয়, অর্চনাপ্রাপ্ত, মরুৎসম্বন্ধীয় (বিবেকবিহিত) দেবতাসমূহকে বন্দনা কর। সেই দেবগণ আমাদের কর্মে চিরসম্বন্ধযুত হোন। [সকলেই নিজেকে নিজে সম্বোধন ক'রে এই মন্ত্রের অনুধ্যান করতে পারে] ॥ ১৫ ॥

টীকা — এই সূক্তেও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাঁদের খোরাক পেয়েছেন। কেউ কেউ চতুর্থ ঋকের 'পৃশ্নিমাতরঃ' এবং সপ্তম ঋকের 'রুদ্রিয়াসঃ' পদ থেকে 'পৃশ্নি'-কে মরুৎগণের মাতা এবং 'রুদ্র'-কে তাঁদের পিতা ব'লে গ্রহণ করেছেন। অনেকে দু'একটি ঋকের সাহায্যে মরুৎগণে মনুষ্যত্বের আরোপ করেছেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তো এই সূক্তের কয়েকটি ঋক্‌কে অবলম্বন ক'রে সেগুলির মধ্যে অসভ্য সমাজের রচনার নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন।

◆ ◆

— ৩৯ সূক্ত —

[দেবতা : মরুদ্দেবগণ। ঋষি : ঘোরপুত্র কণ্ব। ছন্দ : প্রগাথ বার্হত—অযুজঃ বৃহতী ও যুজঃ সতো বৃহতী]

প্র যদিত্থা পরাবতঃ শোচির্ন মানমস্যথ।
কস্য ক্রত্বা মরুতঃ কস্য বর্পসা কং যাথ কং হ ধূতয়ঃ ॥ ১ ॥
স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলূ উত প্রতিষ্কভে।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্যস্য মায়িনঃ ॥ ২ ॥

পরা হ যৎস্থিরং হথ নরো বর্তয়থা গুরু।
বি যাথন বনিনঃ পৃথিব্যা ব্যাশাঃ পর্বতানাম্ ॥ ৩ ॥
নহি বঃ শত্রু র্বিবিদে অধি দ্যবি ন ভূম্যাং রিশাদসঃ।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাসো নূ চিদাধৃষে ॥ ৪ ॥
প্র বেপয়ন্তি পর্বতান্ বি বিঞ্চন্তি বনস্পতীন্।
প্রো আরত মরুতো দুর্মদা ইব দেবাসঃ সর্বয়া বিশা ॥ ৫ ॥
উপো রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ।
আ বো যামায় পৃথিবী চিদশ্রোদবীভয়ন্ত মানুষাঃ ॥ ৬ ॥
আ বো মক্ষূ তনায় কং রুদ্রা অবো বৃণীমহে।
গন্তা নূনং নোঽবসা যথা পুরেত্থা কণ্বায় বিভ্যুষে ॥ ৭ ॥
যুষ্মেষিতো মরুতো মর্ত্যেষিত আ যো নো অভ্ব ঈষতে।
বি তং যুযোত শবসা ব্যোজসা বি যুষ্মাকাভিরূতিভিঃ ॥ ৮ ॥
অসামি হি প্রযজ্যবঃ কণ্বং দদ প্রচেতসঃ।
অসামিভির্মরুত আ ন ঊতিভির্গন্তা বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ ॥ ৯ ॥
অসাম্যোজো বিভৃথা সুদানবোঽসামি ধূতয়ঃ শবঃ।
ঋষিদ্বিষে মরুতঃ পরিমন্যব ইষুং ন সৃজত দ্বিষম্ ॥ ১০ ॥

মর্ম — হে পাপবিদোষকারী মরুদ্দেবগণ! সূর্যরশ্মির ন্যায় আপনাদের প্রভাব যখন অতি দূর [দ্যু]লোককে বিস্তারিত করেন, তখন কোন্ অর্চনাকারীর স্তোত্রের দ্বারা, কোন্ অর্চনাকারীর [...] দ্বারা, কোন্ অর্চনাকারীকে উদ্দেশ ক'রে গমন করেন এবং কাকেই বা অনুগৃহীত করেন? [সূ]র্যের মতো আপনাদের প্রভাব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; কিন্তু পাপী আমরা আপনাদের জানতে পারি [না] ॥ ১ ॥

[হে] দেবগণ! আপনাদের অস্ত্রসমূহ শত্রুদূরীকরণে স্থির অবিচলিত হোক; শত্রুদের বাধা-প্রদানে [...] দৃঢ় থাকুক, আপনাদের শক্তি আমাদের স্তবনীয় (অনুসরণীয়) হোক; ছদ্মচারী শত্রুর প্রভাব [...] অপ্রশংস্য হোক। [অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর বিনাশের জন্য দেবগণের শক্তির অনুসরণ-[...]ন্য]। ॥ ২ ॥

[হে] ক্ষমতাশালী মরুদ্দেবগণ! যখন আপনারা অবিচলিত দৃঢ়মূল অন্তঃশত্রুকে নির্মূল (হনন) [কর]েন, অতএবও প্রবলশক্তিসম্পন্ন বহিঃশত্রুকে দূরীভূত করেন; তখন ইহলোকের দৃঢ়মূল [...] হৃদয় হ'তে বিযুক্ত ক'রে, আপনারা তথায় অবস্থান করেন এবং পর্বতের ন্যায় [...]সম্পন্ন অচলা তৃষ্ণাকে হৃদয় হ'তে বিচ্ছিন্ন করেন ॥ ৩ ॥

[হে] শত্রুনাশকারী দেবগণ! নিশ্চয়ই দ্যুলোকের উপরে আপনাদের কেউ শত্রু নেই; ইহলোকেও [আপ]নাদের কেউ শত্রু নেই। হে রুদ্রমূর্তি দেবগণ! সর্বতোভাবে আমাদের বৈরিগণকে ধর্ষণ [...] করবার জন্য আপনাদের শক্তি যোজনা দ্বারা শীঘ্র আপনারা আমাদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত [হোন]। [দেবগণের কোনো শত্রু নেই; কেবল আমাদের শত্রুদমনের জন্য তাঁরা শক্তি প্রয়োগ

করেন] ॥ ৪ ॥

বিবেকরূপী মরুদ্দেবগণ, পর্বতসদৃশ সুদৃঢ় (অচল) শত্রু-সকলকে সর্বতোভাবে বিচলিত করেন, এবং বনস্পতিসদৃশ বদ্ধমূল শত্রুসমূহকে বিচ্ছিন্ন করেন। শত্রুগণ, সকল মনুষ্যের সাথে মিলিত হয়ে, মদোন্মত্ত স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় বিচরণ করে। হে দেবগণ! তাদের উচ্ছেদের জন্য আগমন করুন। অথবা,—শত্রুর আকর্ষণীয় হে দেবগণ! আপনারা সকল মনুষ্যের সাথে মিলিত হয়ে, সর্বতোভাবে শত্রুদের উচ্ছেদের জন্য আগমন করুন। [হৃদয়ে দেবতার অধিষ্ঠানে, অর্থাৎ অন্তরে দেবভাবের বিকাশে; হৃদয়ে বদ্ধমূল শত্রুদের উন্মূলনে, অর্থাৎ অন্তরে পাষাণের মতো চেপে বসা শত্রুদের গুরু-আক্রমণ অপসারণে—দেবগণ এসে মনোমন্দিরে অধিষ্ঠিত হোন] ॥ ৫ ॥

যখন সত্ত্বভাবের আধারস্থানীয় অন্তঃকরণে (মনোরথে) অভীষ্টপূরণকারী দেবগণ সম্বন্ধবিশিষ্ট হন; তখন অনুসন্ধিৎসু জন, জ্ঞানকিরণনিবহকে সমীপেই প্রাপ্ত হন; (অর্থাৎ, হৃদয়ে দেবভাবসমূহের সঞ্চার হলেই তত্ত্বের-অনুসন্ধিৎসু জন জ্ঞানময়ের সামীপ্য লাভ করেন। হে দেবগণ! আপনারা হৃদয় হ'তে চলে গেলে, পৃথিবী নিশ্চিত প্রকম্পিত হয়, এবং মনুষ্যগণ মরণ ভয়ে ভীত হয়ে থাকে। [হে দেবগণ! আপনারা আর পৃথিবীকে কাঁপাবেন না। আমাদের মরণের বিভীষিকার মধ্যে ফেলে চিরযাতনা ভোগ করাবেন না। আপনারা আমাদের হৃদয়ে চির-অধিষ্ঠিত হোন] ॥ ৬ ॥

হে কঠোরভাবাপন্ন দেবগণ। সর্বতোভাবে শীঘ্র (আমাদের প্রতি) আপনাদের বিস্তারের জন্য কি প্রকার রক্ষাকে প্রার্থনা করব? (অর্থাৎ কিভাবে আমরা রক্ষা প্রাপ্ত হ'লে, আপনারা আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হবেন, তা জানিয়ে দিন; তা জানলে, তার অনুবর্তী হ'তে চেষ্টা পাব)। পরিত্রাণ-নিমিত্ত ভয়ব্যাকুল অকিঞ্চন জনকে চিরকাল যে ভাবে পরিত্রাণ ক'রে আসছেন, আমাদের রক্ষার নিমিত্ত সেইভাবে শীঘ্র আগমন করুন ॥ ৭ ॥

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের দ্বারা প্রেরিত অথবা অন্যের দ্বারা প্রেরিত হয়ে যে শত্রু আমাদের অভিমুখে আগমন করে, সেই শত্রুকে আপনারা অভ্যুদয় (পরিবৃদ্ধি) হ'তে বিচ্ছিন্ন করুন, শক্তি হ'তে বিচ্ছিন্ন করুন, এবং আপনাদের সম্বন্ধীয় রক্ষণ হ'তে বিচ্ছিন্ন করুন। [শত্রু (অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু) যেন কোনোভাবে আপনাদের আশ্রয় না পায়। আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব চির-বিদ্যমান থাকুক] ॥ ৮ ॥

হে মরুদ্দেবগণ! আপনারাই পূজনীয় প্রকৃষ্ট-জ্ঞানাধার; অকিঞ্চনকে (আমাকে) সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করুন। আর, সম্পূর্ণরূপে রক্ষাকার্যের সাথে, বিদ্যুৎ যেমন বৃষ্টির অনুসরণ করে—সেই ভাবে (ভগবানের করুণাধারার সাথে মানুষ যেমন জ্ঞান লাভ করে, তেমন) আমাদের প্রতি আগমন করুন ॥ ৯ ॥

পরমদানশীল হে দেবগণ! সম্পূর্ণ তেজঃ বা বল আপনারাই ধারণ করেন। হে পাপনাশক দেবগণ! পরিত্রাণের উপযোগী বল বা পাপনাশিকা শক্তি, সম্পূর্ণ আপনাদেরই আছে। হে মরুদ্দেবগণ! সাধুগণের প্রতি হিংসাকারী শত্রুদের হননোপযোগী বাণ (অস্ত্র) আপনারাই সৃষ্টি করেন। [বাণ যেমন অলক্ষিতে দূর থেকে প্রক্ষিপ্ত হয়ে শত্রু-সংহারে সমর্থ হয়, সেইভাবে আপনারা আমাদের শত্রুর সংহার সাধন করুন] ॥ ১০ ॥

টীকা — এইভাবে এই মণ্ডলে এবং অন্যান্য মণ্ডলেও মরুদ্দেবগণ সম্বন্ধে অনেক সূক্ত আছে।

... সূক্তে নানা বিচিত্র অভিনব বিষয়ের সমাবেশ আছে। যেমন এই সূক্তের এক অভিনবত্ব—এর ... বেদে দু' রকমের ছন্দ ব্যবহৃত। যদিও এমন সমাবেশ ৩৮শ সূক্তে প্রথম দেখা গেছে, মরুৎগণ ... প্রচলিত ধারণা (যেমন তাঁরাই ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতা, হরিণ বা অশ্ব তাঁদের বাহন ইত্যাদি) এখানেও ... যায়।

◆ ◆

— ৪০ সূক্ত —

[দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি। ঋষি : ঘোরপুত্র কণ্ব। ছন্দ : প্রগাথ বার্হত—অযুজঃ বৃহতী ও যুজঃ সতো বৃহতী]

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে।
উপ প্র যন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা ॥ ১ ॥
ত্বামিদ্ধি সহস্পুত্র মর্ত্য উপব্রূতে ধনে হিতে।
সুবীর্যং মরুত আ স্বশ্ব্যং দধীত যো ব আচকে ॥ ২ ॥
প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্র দেব্যেতু সূনৃতা।
অচ্ছা বীরং নর্যং পংক্তিরাধসং দেবা যজ্ঞং নয়ন্তু নঃ ॥ ৩ ॥
যো বাঘতে দদাতি সূনরং বসু স ধত্তে অক্ষিতি শ্রবঃ।
তস্মা ইলাং সুবীরামা যজামহে সুপ্রতূর্তিমনেহসম্ ॥ ৪ ॥
প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্মন্ত্রং বদত্যুক্থ্যম্।
যস্মিন্নিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দেবা ওকাংসি চক্রিরে ॥ ৫ ॥
তমিদ্বোচেমা বিদথেষু শম্ভুবং মন্ত্রং দেবা অনেহসম্।
ইমাং চ বাচং প্রতিহর্যথা নরো বিশ্বেদ্বামা বো অশ্নবৎ ॥ ৬ ॥
কো দেবয়ন্তমশ্নবজ্জনং কো বৃক্তবর্হিষম্।
প্র প্র দাশ্বান্ পস্ত্যাভিরস্থিতান্তর্বাবৎক্ষয়ং দধে ॥ ৭ ॥
উপ ক্ষত্রং পৃঞ্চীত হন্তি রাজভির্ভয়ে চিৎসুক্ষিতিং দধে।
নাস্য বর্তা ন তরুতা মহাধনে নার্ভে অস্তি বজ্রিণঃ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে লোকপালক ব্রহ্মণস্পতি দেব! আপনি উত্থান করুন (জাগরিত হোন); দেবাভিলাষী আমরা আপনাকে প্রার্থনা করছি। হে শোভনদানশীল মরুদ্দেবগণ! আমাদের নিকটে ... আগমন করুন। হে ইন্দ্রদেব! সকল দেবগণের সাথে আপনি শত্রুনাশক হোন; (অথবা, ... আমাদের অজ্ঞানতা দূর করুন)। [লোকপালক সেই ব্রহ্মণস্পতি দেবতাকে জাগ্রত করবার জন্য ... করতে করতে, ক্রমশঃ সকল দেবতাই হৃদয়ে এসে অধিষ্ঠিত হন,—শত্রুবিমর্দক দেবতা ... তখন সকল শত্রুকে, সকল বিপদকে দূরীভূত করেন। হৃদয়ে একটা দেবভাব জাগলে সঙ্গে

অধিষ্ঠিত হবেন] ॥ ১ ॥
সঙ্গে সকল দেবতাই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হবেন। মঙ্গলপ্রদ পরমার্থ-রূপ সম্পদে উৎপীড়িত

আপনি বিবিধ শক্তির (বলবানের) পালক হে দেব। হে মরুদ্দেবগণ। যে মনুষ্য আপনাদের পূজা
হবার সময়, মনুষ্য নিশ্চয়ই আপনাকেই স্তব করে। এবং শোভন-জ্ঞানকিরণ (সৎ-জ্ঞান)
করে, সে জন সর্বতোভাবে শোভন বল (সৎকর্ম-সামর্থ্য) দেব-আরাধনার শুভফল] ॥ ২ ॥
প্রাপ্ত হয়ে থাকে। [সৎকর্মসামর্থ্য ও সৎজ্ঞান-প্রাপ্তিই আমাদের প্রাপ্ত হোন। সত্যস্বরূপ বাগ্দেবতা

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা (সেই লোকপালক দেবতা) নরহিতসাধক শ্রেষ্ঠ উপাসকশ্রেণীর মধ্যগত
আমাদের প্রাপ্ত হোন। সকল দেবতার (দেবগণ এসে) [আমি যেন জনহিতপরায়ণ সত্যপর হই,
সৎকর্ম-অভিমুখে সর্বতোভাবে আমাদের নিয়ে যান। আমি যেন সৎকর্মসান্নিধ্য লাভ করি] ॥ ৩ ॥
সকল দেবতাদের প্রভাবে, উপাসকগণের মধ্যে, ধন বিতরণ করেন, সেই দেবতা

যে ব্রহ্মণস্পতি দেবতা উপাসককে শ্রেষ্ঠ (পরমার্থপ্রাপক) সেই দেবতার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত, সৎকর্ম
শ্রেয়ঃসাধক অক্ষয় ধন ধারণ ক'রে আছেন। অমিতপ্রভাবসম্পন্না (অন্য কর্তৃক
সামর্থ্যদায়িনী, ঐশ্বর্য সাধন দ্বারা শত্রুদের নাশকারিণী, [স্তোত্রমন্ত্রের মর্ম
অহিংসনীয়া) স্তুতিকে (অথবা, বিবেকস্বরূপ ধীকে) অনুসরণ (পূজা) ক'রি। দেবতার প্রীতিসাধনের পক্ষে
করলে, বিবেক-জ্ঞানের অনুসরণকারী হ'লে সুফল লাভ করা যায়।
তা-ই প্রকৃষ্ট উপায়] ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা নিশ্চয়ই প্রকৃষ্টরূপে উক্থ-মন্ত্র (বেদমন্ত্র) প্রকাশ করেন; সেই মন্ত্রে ইন্দ্র
বরুণ মিত্র অর্যমা দেবগণ বাস ক'রে থাকেন। [দেবনিবাসস্থল মন্ত্র দেবতার অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হওয়া
যায়] ॥ ৫ ॥

হে দেবগণ। পূর্বোক্ত (দেবনিবাসভূত), সুখপ্রদায়ক, হিংসা-সংস্রবরহিত, মন্ত্রকেই আমরা
যাগাদি-সৎকর্মে উচ্চারণ করি। হে নেতৃস্থানীয় দেবগণ। আপনারা আমাদের উচ্চারিত মন্ত্ররূপ
বাক্য কামনা করেন, এবং আমাদের উচ্চারিত সকল উক্থ-মন্ত্র আপনাদের প্রাপ্ত হয়ে থাকে।
[হৃদয়ে সদ্ভাব জাগ্রত করতে হ'লে, সৎ হবার আকাঙ্ক্ষা থাকলে, মন্ত্রব্রহ্মের অনুসরণ ক'রে
দেখ। শুভফল পাবেই পাবে] ॥ ৬ ॥

দেবপ্রাপ্তিকামী জনকে কোন্ দেবতা প্রাপ্ত হন? (মায়ামোহাদি হ'তে) ছিন্নবন্ধন জনকেই বা
কোন্ দেবতা প্রাপ্ত হন? [অর্থাৎ সকল দেবতাই তাঁদের প্রাপ্ত হন]। দেবতার আরাধনা-পরায়ণ
জন, আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেবতার অর্চনায় নিবিষ্টচিত্ত হন, এবং সত্ত্বভাবরূপ পরমধনযুক্ত হয়ে
ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন ॥ ৭ ॥

সেই দেবতা প্রার্থনাকারিবর্গের আত্মায় শক্তিসঞ্চার করেন;—জ্ঞানকিরণ-দ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকার
নাশ ক'রে থাকেন। অন্তিমকালেও তিনি প্রকৃষ্ট নিবাসস্থান প্রদান করেন। সেই দেবতার প্রবর্তক
অন্য কেউ নেই (অর্থাৎ, অন্যের সাহায্যে তাঁকে পাওয়া যায় না, তোমরা নিজেরাই তাঁর প্রবর্তক
বা আহ্বানকারী হও); পরমধন প্রাপ্তি নিমিত্ত সংগ্রামে বজ্রধারী (শত্রুদমনে কঠোরতাবাপন্ন) সেই
দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউই নেই; এই জীবন-সংগ্রামেও তিনি ভিন্ন অন্য রক্ষক কেউই নেই। [এখানে
এককভাবে ব্রহ্মণস্পতি দেবতাকে অথবা ব্যষ্টিভাবে সকল দেবতা-সম্বন্ধেই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়েছে
মনে করা যেতে পারে। এ থেকে সকল দেবতাদের একতম হিসাবে ব্রহ্মণস্পতিকে সর্বলোকপালক
ভগবান্ বলেও প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। বোধগম্য হ'তে পারে যে, ব্রহ্মণস্পতি দেবতাই
স্তোত্রমন্ত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা] ॥ ৮ ॥

টীকা — সূক্তের দেবতা ব্রহ্মণস্পতি হ'লেও এখানে মরুৎগণের ও ইন্দ্রাদি দেবতারও উপাসনা আছে। কেউ কেউ তাঁকে অগ্নির মূর্তি বিশেষ, কিংবা বৃহস্পতি বা ব্রহ্মা ইত্যাদিরূপেও বর্ণনা করেছেন। এই সূক্তের সাহায্যে বোঝা যায় যে, ব্রহ্মণস্পতি দেবতা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তাসম্পন্ন হলেও, তিনিও ভগবানের এক বিভূতি। ...সকল দেবতার মতো বিভিন্ন স্থানে ব্রহ্মণস্পতি দেবতারও বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তি ও ঐশ্বর্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। ...সাধারণভাবে ব্রহ্মণস্পতিকে 'লোকপালক দেবতা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তবে, দেবতত্ত্ব বোধগম্য হ'লেই সর্বদেবের অভিন্নতা উপলব্ধ হয়।

◆ ◆

— ৪১ সূক্ত —

[দেবতা : বরুণদেব প্রভৃতি। ঋষি : ঘোরপুত্র কণ্ব। ছন্দ : গায়ত্রী]

যং রক্ষন্তি প্রচেতসো বরুণো মিত্রো অর্যমা। নু চিৎস দভ্যতে জনঃ॥ ১ ॥
যং বাহুতেব পিপ্রতি পান্তি মর্ত্যং রিষঃ। অরিষ্টঃ সর্ব এধতে॥ ২ ॥
বি দুর্গা বি দ্বিষঃ পুরো ঘ্নন্তি রাজান এষাম্। নয়ন্তি দুরিতা তিরঃ॥ ৩ ॥
সুগঃ পন্থা অনৃক্ষর আদিত্যাস ঋতং যতে। নাত্রাবখাদো অস্তি বঃ॥ ৪ ॥
যং যজ্ঞং নয়থা নর আদিত্যা ঋজুনা পথা। প্র বঃ স ধীতয়ে নশৎ॥ ৫ ॥
স রত্নং মর্ত্যো বসু বিশ্বং তোকমুত ত্মনা। অচ্ছা গচ্ছত্যস্তৃতঃ॥ ৬ ॥
কথা রাধাম সখায়ঃ স্তোমং মিত্রস্যার্যম্ণঃ। মহি প্সরো বরুণস্য॥ ৭ ॥
মা বো ঘ্নন্তং মা শপন্তং প্রতি বোচে দেবয়ন্তম্। সুম্নৈরিদ্ব আ বিবাসে॥ ৮ ॥
চতুরশ্চিদ্দদমানাদ্বিভীয়াদা নিধাতোঃ। ন দুরুক্তায় স্পৃহয়েৎ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — প্রজ্ঞানসম্পন্ন অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণদেব, সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেব, মোক্ষপ্রদায়ক অর্যমাদেব যে উপাসককে আশ্রয়দান করেন; সেই উপাসক শীঘ্রই শত্রুনাশে সমর্থ হয়। [শত্রুনাশ— মোক্ষপথের বাধা অপসারণ] ॥ ১ ॥

দেবগণ দাতার ন্যায় অথবা শক্তিমানের ন্যায়, যে উপাসককে পালন করেন, এবং তাঁরা যে মনুষ্যকে (উপাসককে) হিংস্র শত্রু হ'তে রক্ষা করেন, সে জন (সেই উপাসক) কারও দ্বারা হিংসিত না হয়ে পরিবর্ধিত হয়। [ধনদানে পালন, অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি দান এবং দস্যু প্রভৃতির উপদ্রব থেকে রক্ষা, অর্থাৎ সকল উপদ্রব থেকে রক্ষা।—পক্ষান্তরে, পারমার্থিক ধনদানে উদ্ধার-সাধন এবং রিপু প্রভৃতির আক্রমণ হ'তে রক্ষা] ॥ ২ ॥

দীপ্তিমান্ দেবগণ, উপাসকদের অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুগণকে বিশেষভাবে নাশ করেন, পুরোভাগে অবস্থিত শত্রুগণের (অসৎ-ভাবের) সুদৃঢ় আবাসস্থানসমূহকে বিদীর্ণ করেন; এবং উপাসকগণের পাপসমূহকে দূরীভূত করেন ॥ ৩ ॥

হে আদিত্যগণ (অনন্তের অঙ্গীভূত হে দেবগণ)! সত্যের সম্বন্ধবিশিষ্ট আপনাদের

আগমন-পথ সুগম ও কণ্টকরহিত হোক। আপনাদের কর্মসমূহ যেন আপনাদের অনভিপ্রেত না হয় (অর্থাৎ, আমাদের কর্মসমূহ যেন আপনাদের প্রীতিসাধক হয়—এই-ই আমাদের প্রার্থনা)। [শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবানের অঙ্গীভূত শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাগসমূহ আমাদের কর্মের দ্বারা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত ও পরিবর্ধিত হোক]। ॥ ৪ ॥

নেতৃস্থানীয় অনন্তসম্বন্ধযুক্ত হে আদিত্য-দেবগণ! অকপট সরল পথ দিয়ে আপনারা যে কর্মকে (যজ্ঞকে) প্রাপ্ত হন, সেই কর্ম (যজ্ঞ) আপনাদের ধারণার নিমিত্ত প্রাপ্ত হোক। [অর্থাৎ—অকপট সৎকর্মেই আপনাদের অধিষ্ঠান। প্রার্থনা,—আমরা যেন অকপটভাবে সৎকর্ম ক'রে আপনাদের প্রাপ্ত হই]। ॥ ৫ ॥

হে দেবগণ! আপনাদের কৃপা-প্রাপ্ত মনুষ্য, কারও দ্বারা (কোনো শত্রু কর্তৃক) হিংসিত না হয়ে সকল শ্রেষ্ঠধন (পরমার্থ-ধন) অভিমুখে অগ্রসর হয়; এবং আত্মসদৃশ (ভগবৎ ভক্তিপরায়ণ) অপত্য লাভ করে। [আমাদের অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু যেন বিমর্দিত হয়। আমরা যেন পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠধনের অধিকারী হই। আমাদের বংশে যেন আমাদেরই মতো ধর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে]। ॥ ৬ ॥

সুহৃৎ-এর ন্যায় অনুগ্রহপরায়ণ দেবগণ! আপনাদের সম্বন্ধীয় স্তুতিমন্ত্রকে কিভাবে আমরা সাধনা করব? মিত্ররূপে প্রকাশমান (ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি) মিত্রদেবতার, মোক্ষপথে গতিদাতা (ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি) অর্যমা দেবতার, ইষ্টসাধনকারী (ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি) বরুণদেবতার রূপ যে অনন্ত! [ক্ষুদ্র আমরা, কেমন ক'রে তা ধারণ করব? দেবগণ! আপনারাই তার উপায়-বিধান করুন]। ॥ ৭ ॥

হে দেবগণ! দেবতাভিলাষী জনকে যে শত্রু হিংসা করে, সেইরকম শত্রুকে যেন আপনাদের গোচরে না আনি, (অর্থাৎ শত্রুর নিন্দাবাদেই যেন সময় না অতিবাহিত হয়ে যায়); এবং ভগবৎপরায়ণ জনকে যে শত্রু অভিশাপ প্রদান করে, তেমন শত্রুকেও যেন আপনাদের নিকট পরিচিত না করি (অর্থাৎ, শত্রুর প্রসঙ্গেই যেন সময় না অতিবাহিত হয়ে যায়); পরন্তু অন্তর্নিহিত ভক্তিরূপ ধনের দ্বারা যেন সর্বতোভাবে আপনাদেরই পরিচর্যা করি ॥ ৮ ॥

কখনও কুবাক্য ব'লো না (অথবা, কুবাক্যে স্পৃহা করো না)। অক্ষক্রীড়াশীল পুরুষ যেমন প্রতিযোগীর হস্তস্থিত পাশি-চারিটি (অথবা—কপর্দক) পতন পর্যন্ত আশঙ্কান্বিত থাকে, তেমনভাবেই কুবাক্যকথনে ভীত থাকা বিধেয়। [দ্যূতক্রীড়াশীল (জুয়াড়ী) ব্যক্তির ভাগ্য প্রতিযোগীর হস্তস্থিত পাশ (অথবা কপর্দক) পতনের উপর নির্ভর করে; কখন যে সর্বনাশ ঘটবে—সে পক্ষে নিশ্চয়তা নেই; দুষ্টবাক্য বা অসত্যকথনের পরিণামও তেমন]। ॥ ৯ ॥

টীকা — সূক্তটি মিত্র, বরুণ ও অর্যমা—তিন দেবতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত। পূর্ব সূক্তের মতো এখানেও স্তবপ্রার্থী দেবতাকে ঐ তিন দেবতার সাথে সম্পৃক্ত দেখি। এই সূক্তে মিত্র, বরুণ ও অর্যমা দেবতার উপাসনা সম্বন্ধে নানাদিক থেকে নানা ভাবে আলোচিত হয়। দেখা যায়, দেবগণ নানা নামে পরিচিত হলেও এক ও অভিন্ন। তাঁরা কখনও বা মিত্রের মতো আচরণে মিত্র-নামধারী, কখনও বা রুদ্রের মতো আচরণে রুদ্র-নামধারী, কখনও বা অভীষ্টবর্ষণশীল-রূপে বরুণদেব, কখনও বা মোক্ষপথের বহনকারী হয়ে অর্যমাদেব। প্রকৃতপক্ষে সবগুলিই দেবতা। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে তাঁর বিকাশই দেবতার বিভিন্নতা।

◆ ◆

— ৪২ সূক্ত —

[দেবতা : পূষাদেব। ঋষি : ঘোরপুত্র কণ্ব। ছন্দ : গায়ত্রী]

সং পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাৎ। সক্ষ্বা দেব প্র ণস্পুরঃ॥ ১ ॥
যো নঃ পূষন্নঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি। অপ স্ম তং পথো জহি॥ ২ ॥
অপ ত্যং পরিপন্থিনং মুষীবাণং হুরশ্চিতং। দূরমধি স্রুতেরজ॥ ৩ ॥
ত্বং অস্য দ্বয়াবিনোঽঘশংসস্য কস্য চিৎ। পদাভি তিষ্ঠ তপুষিম্॥ ৪ ॥
আ তত্তে দস্র মন্তুমঃ পূষন্নবো বৃণীমহে। যেন পিতৃনচোদয়ঃ॥ ৫ ॥
অধা নো বিশ্বসৌভগ হিরণ্যবাশীমত্তম। ধনানি সুষণা কৃধি॥ ৬ ॥
অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ॥ ৭ ॥
অভি সূযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ॥ ৮ ॥
শগ্ধি পূর্ধি প্র যংসি চ শিশীহি প্রাস্যুদরম্। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ॥ ৯ ॥
ন পূষণং মেথামসি সূক্তৈরভি গৃণীমসি। বসূনি দস্মমীমহে॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — হে জগৎপালক পূষাদেব। এই গতাগতির পথ হ'তে (ইহলোক হ'তে) আমাদের অভীষ্টস্থানে নিয়ে যান (পরিত্রাণ করুন); (অভীষ্টস্থান-গমনে) বিঘ্নকারক পাপকে বিনাশ করুন। মুক্তিপথ-অবলম্বী জনের রক্ষক (অথবা, বিমুক্তের শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ) হে দেব। আমাদের প্রতি আপনি অগ্রে হোন (অর্থাৎ, আমাদের মধ্যে আপনার অধিষ্ঠান হোক) ॥ ১ ॥

হে জগৎপোষক দেব। আমাদের হননকারী, আমাদের ধনাপহারী, আমাদের দুঃসেব্য (দস্যুযুক্ত) যে শত্রু আমাদের কুপথগামী করে, তেমন শত্রুকে আমাদের নিকট হ'তে আপনি বিদূরিত করুন ॥ ২ ॥

সৎপথ-গমনে প্রতিবন্ধক, সৎভাব-অপহারক, কুমতিপ্রদ, পূর্বকথিত সেই শত্রুকে আমাদের নিকট হ'তে (হে জগৎপালক দেব! আপনি) দূরে বিতাড়িত করুন ॥ ৩ ॥

হে পূষাদেব। আপনি সেই প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষের অপহারক, অনিষ্টসাধক তস্করের পরসন্তাপকারী দেহকে আপনার পদের দ্বারা আক্রমণ ক'রে (বিদলিত ক'রে) অবস্থান করুন। [আমাদের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সাধিত সৎকর্মগুলির অনিষ্টকারক—প্রত্যক্ষের বা অপ্রত্যক্ষের অপহারক—অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর অস্তিত্বকে ভগবান্ যেন আপন পদতলে পিষে রাখেন] ॥ ৪ ॥

জ্ঞানবান, পাপনাশক '(শত্রুসংহারক), জগৎরক্ষক হে দেব! যে ভাবে আপনি আমাদের পিতৃপুরুষগণকে রক্ষা ক'রে এসেছেন (পাপ হ'তে পরিত্রাণ ক'রেছেন); আপনার তেমন রক্ষা আমরা সর্বতোভাবে প্রার্থনা করছি। [পিতৃপুরুষদের মতো সৎকর্মপ্রভাব আমাদের নেই; এ-পক্ষে দেবতার করুণাই আমাদের ভরসা] ॥ ৫ ॥

সকল-ঐশ্বর্য-বিশিষ্ট, মঙ্গলপ্রদ-ধীসম্পন্ন হে দেব! আমাদের প্রার্থনা শ্রবণের পর, আপনি

আমাদের (পক্ষে) পরমার্থ-ধন সুপ্রাপ্য ক'রে দিন ॥ ৬ ॥

জগৎপোষক হে দেব! আমাদের (সৎপথগমনে) বাধাপ্রদানকারী শত্রুদের আমাদের অতিক্রম করে, অন্যত্র স্থাপন করুন (অর্থাৎ, আমাদের সাথে তাদের যেন কোনও সম্বন্ধ না থাকে); আমাদের সুপথে সুষ্ঠুভাবে গমনশীল করুন; এবং সৎপথগমনবিষয়ে আমাদের প্রজ্ঞাসম্পন্ন করুন। [দেবতার কৃপায় আমাদের সকল অসৎ-ভাব দূরে যাক, সত্ত্বভাবে হৃদয়-মন পূর্ণ হোক, সৎকর্মসাধনে প্রবৃত্তি আসুক, জ্ঞান সৎকর্ম-সাধনে উদ্বুদ্ধ করুক] ॥ ৭ ॥

জগৎপোষক দেব! আমাদের শান্তিপ্রদ স্থানের অভিমুখে নিয়ে যান; আমাদের গন্তব্যপথে নূতন সন্তাপ যেন না আসে; সৎপথপ্রাপ্তিবিষয়ে আমাদের প্রকৃষ্টজ্ঞান প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

হে জগৎপোষক দেব! আপনি আমাদের অনুগ্রহ করতে সমর্থ হোন, আমাদের কামনা পূরণ করুন, পরমার্থ-রূপ ধন আমাদের প্রদান করুন, সৎকর্মসাধনে আমাদের তেজস্বী করুন, এবং আমাদের হৃদয় ভক্তিরসে (সত্ত্বভাবে) পূর্ণ করুন। আর, ঐ সকল বিষয়ে আমাদের প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করুন। [কেউ কেউ এখানে 'মিষ্টান্নের দ্বারা বা সোমরসে উদর পূরণ ক'রে দেন'—এমন প্রার্থনার ভাব প্রকাশমান—বলেছেন। ....কিন্তু সত্ত্বভাবে ও ভক্তিপ্রবাহে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হোক'—এমন প্রার্থনাই বৈদিক ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়াই সঙ্গত। তেমন অর্থই এখানে প্রকাশমান] ॥ ৯ ॥

সেই জগৎপোষক পূষা-দেবতাকে আমরা (যেন) কখনও নিন্দা না ক'রি; পরন্তু বেদমন্ত্রে (যেন) সর্বদাই তাঁর স্তব ক'রি; রিপুশত্রুগণের ক্ষয়কারী সেই পূষা-দেবতার নিকট আমরা চতুর্বর্গ ধন যাচ্ঞা ক'রি। [হে আমাদের হৃদয়! হে আমাদের চিত্তবৃত্তি-নিবহ! তোমাদের সর্বসমষ্টিভূত আমরা যেন কখনও সেই সর্বদাতা দেবতার (বা ভগবানের) নিন্দায় জিহ্বাকে কলুষিত না ক'রি] ॥ ১০ ॥

টীকা — এই সূক্তে আর এক নূতন দেবতা—পূষা। পরিচয়ে দেখা যায়, তিনি জগতের পালক, বিঘ্ননাশক, সৎপথপ্রদর্শক, ধনদাতা এবং শত্রুনাশকারী। তিনি মেঘের পুত্র এবং হস্তপদাদি সম্বলিত। ...সব দেবতার মতোই পূষা দেবতাকেও যে যেমন দৃষ্টিতে দেখেছেন, তেমনভাবেই বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করেছেন। ...প্রকৃতপক্ষে দেবমাত্রই ভগবানের বিভূতি ব্যষ্টিভাবে অবস্থিত, অর্থাৎ সমষ্টিভূত যে ভগবৎ-শক্তি, দেবগণ তারই অংশবিশেষ। ....'পূষণ' শব্দের অর্থ—'পোষণকারী' 'জগৎপোষক'। ভগবানের সকল বিভূতিই জগতের ও জীবের পরিপুষ্টিসাধক। এখানে তাঁকে তাই 'পূষণ্' ব'লে সম্বোধন। তাঁর অনুকম্পায় জ্ঞানোন্মেষ ঘটে; তাঁকে সূর্য বা সূর্যের আদি-অবস্থাও বলা হয়ে থাকে।

◆ ◆

— ৪৩ সূক্ত —

[দেবতা : রুদ্রদেব প্রভৃতি। ঋষি : ঘোরপুত্র কণ্ব। ছন্দ : গায়ত্রী, শেষেরটি অনুষ্টুপ]

কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ়ুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শন্তমং হৃদে ॥ ১ ॥
যথা নো অদিতিঃ করৎপশ্বে নৃভ্যো যথা গবে। যথা তোকায় রুদ্রিয়ম ॥ ২ ॥
যথা নো মিত্রো বরুণো যথা রুদ্রশ্চিকেততি। যথা বিশ্বে সজোষসঃ ॥ ৩ ॥

গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজং। তচ্ছংযোঃ সুম্নমীমহে ॥ ৪ ॥
যঃ শুক্র ইব সূর্যো হিরণ্যমিব রোচতে। শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ ॥ ৫ ॥
শং নঃ করত্যর্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে। নৃভ্যো নারিভ্যো গবে ॥ ৬ ॥
অস্মে সোম শ্রিয়মধি নি ধেহি শতস্য নৃণাম্। মহি শ্রবস্তুবিনৃম্ণম্ ॥ ৭ ॥
মা নঃ সোম পরিবাধো মারাতয়ো জুহুরন্ত। আ ন ইন্দ্রো বাজেভজ ॥ ৮ ॥
যাস্তে প্রজা অমৃতস্য পরস্মিন্ধামন্নৃতস্য। মূর্ধা নাভা সোম বেন আভূষন্তীঃ সোমঃ বেদঃ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন, অভীষ্টপূরক, অনন্তস্বরূপ (প্রবৃদ্ধ), সদাকাল আমাদের হৃদয়ে স্থিত, (সেই) রুদ্রদেব-সম্বন্ধে অতিসুখকর, স্তোত্রমন্ত্র কবে আমরা উচ্চারণ করব? [দিন তো চলে গেল। আর বিলম্ব করা কর্তব্য নয়; অবিলম্বে, মহালয়ে লীন্ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়, সেই প্রাচীন রুদ্রদেবতার অর্চনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক]। ॥ ১ ॥

(রুদ্রদেব-বিষয়ে এমন-প্রকার উপাসনা করা কর্তব্য) যেন সেই অনন্তস্বরূপ ভগবান্ আমাদের সুখসম্পন্ন করেন,—আমাদের পশুভাবসমূহকে দেবভাবসম্পন্ন করেন,—এবং আমাদের কর্মসমূহকে (সাধারণ মনুষ্যোচিত কর্মকে) দেবভাববিমণ্ডিত করেন; (সেই উপাসনা-প্রভাবে) আমাদের জ্ঞানকিরণকে যেন দেবভাবসম্বন্ধযুত করেন; এবং (সেই উপাসনা-প্রভাবে) আমাদের পুত্রপৌত্রাদি-বংশপরম্পরাকে যেন দেবভাবসম্পন্ন করেন। ['গবে' পদে সকলেই 'গাভী' অর্থ করেছেন। সেই মতেই 'পশ্বে' পদের অর্থ—পশুসকল। কিন্তু 'পশুসকল' বললে আবার 'গাভী' বলার সার্থকতা কি? 'গাভী' কি 'পশুসকল'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়? সে-কারণেই এখানে 'গবে' পদের প্রকৃত অর্থ 'জ্ঞান-কিরণ' ধরা হয়েছে]। ॥ ২ ॥

যে রকম উপাসনা-প্রভাবে মিত্রস্থানীয় সেই মিত্রদেবতা ও অভীষ্টবর্ষণশীল বরুণদেবতা আমাদের অনুগ্রহপাত্র ব'লে গ্রহণ করেন; যে রকম উপাসনা-প্রভাবে রুদ্রদেবতা আমাদের অনুগ্রহ করেন, যে রকম উপাসনা-প্রভাবে সমানপ্রীতিতে (সমান অনুগ্রহে) সকল দেবতা আমাদের অনুগ্রহ করেন, হে মন! তুমি তেমনই উপাসনা-পরায়ণ হও। [প্রথমে রুদ্রদেবের উপাসনার সঙ্কল্প, দ্বিতীয়ে আপন পশুভাবকে দেবত্বে পরিণত করার সঙ্কল্প, এবং এখানে সকল দেবতার অনুকম্পা প্রাপ্তির সঙ্কল্প ব্যক্ত হয়েছে]। ॥ ৩ ॥

উপাসকগণের রক্ষক, সৎকর্মসমূহের সহায়স্বরূপ, দুঃখনাশ-দ্বারা সুখবিধায়ক, রুদ্রদেবকে লক্ষ্য ক'রে আমরা ঐশ্বর্য ও আরোগ্য-সম্বন্ধীয় পরম সুখ প্রার্থনা করি। ['শংযোঃ' পদে আগের মতো এখানেও অনেকে 'বৃহস্পতির পুত্রের' অর্থ করেছেন। কিন্তু ঐ পদে 'ঐশ্বর্যের ও আরোগ্যের জন্য' অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত]। ॥ ৪ ॥

যে রুদ্রদেব সূর্যসদৃশ দীপ্তিমান্ (জ্যোতিষ্মান্), সুবর্ণের ন্যায় (স্নেহভাবে) প্রীতিকর হন, তিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সকলের নিবাস-হেতু (আশ্রয়স্থান) হন। [তিনিই সব, তাঁতেই সকল শক্তি নিহিত—সকল দেবতা-সম্বন্ধেই এই ভাবে আসে, যখন সকল ভিন্ন ভিন্ন দেবতায় এক ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। সকল দেবভাবের মধ্যে দিয়েই এইভাবে ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায়]। ॥ ৫ ॥

সেই দেবতা আমাদের পাপকার্যে (পাপ-পরিহরণ-পূর্বক) মঙ্গল দান করেন। মেষের ন্যায়

নির্বুদ্ধিতাকে (নির্বোধ জনকে) তিনি বিতাড়নের দ্বারা সৎপথগামী করেন। জ্ঞানকিরণ-বিকীরণে তিনি নরনারীসকলকে সুখদান (উদ্ভাসিত) করেন। [সুতরাং—হে আমার মন! তুমি তাঁরই শরণাপন্ন হও; মঙ্গল লাভ করবে] ॥ ৬ ॥

হে সোমদেব (সৌম্যমূর্তিধর রুদ্রদেব) লোকসমূহের (উপভোগ্য) পর্যাপ্ত মঙ্গল আমাদের নিরন্তর প্রদান করুন; আর মহত্ত্বযুক্ত, প্রভূতশক্তিসমন্বিত শ্রেয়ঃ আমাদের নিরন্তর দান করুন। [রুদ্রের কাছ থেকে আমি এমন অন্ন বা শ্রেয়ঃ চাই—যেন তাতে আমার মহত্ত্ব ও শক্তি প্রকাশ পায়] ॥ ৭ ॥

সৎকর্মে বাধাপ্রদানকারী রিপুশত্রুগণ আমাদের যেন হিংসা করতে না পারে (আমাদের সৎকর্মসাধনে যেন বাধাপ্রদানে সমর্থ না হয়); হে সৌম্যমূর্তিধর দেব! সৎকর্ম-সাধনে সামর্থ্যপ্রদানে আমাদের সর্বতোভাবে প্রতিপালন করুন। ['বহির্দৃষ্টিতে সোমপরিবাধঃ' পদে 'সোমযাগহীন রাক্ষস', অর্থাৎ 'যজ্ঞবিঘ্নদাতা শত্রু', বোঝায়। কিন্তু অন্তর্যজ্ঞ-পক্ষে রিপুশত্রুগণকেই বোঝায়] ॥ ৮ ॥

হে সৌম্যমূর্তিধর দেব! মরণরহিত (নিত্যস্বরূপ) পরমধামে অধিষ্ঠিত (সৎস্বরূপে অবস্থিত) আপনার (এই) যে উপাসকগণ, তাদের শিরঃস্থানীয় হয়ে, আপনি তাদের বন্ধনমোচনে (তাদের মুক্তি-প্রদানে) কামনা করুন (প্রসন্ন হোন); হে সৌম্যদেব! সর্বতোভাবে আপনার উপাসনাপরায়ণ জনকে আপনি জ্ঞাত আছেন (অনুগ্রহ ক'রে থাকেন)। [রুদ্রদেব অর্চনাপরায়ণদের অনুগ্রহ ক'রে থাকেন। কিন্তু আমরা তো অর্চনা জানি না, পূজা জানি না, আপনাকে মন্ত্রে বিভূষিত করতে জানি না। আমাদের উপায় কি হবে? আপনি আমাদের প্রতি কৃপাপূর্বক আমাদের মস্তকে আসন গ্রহণ ক'রে আমাদের উদ্ধার করুন] ॥ ৯ ॥

টীকা — এই সূক্তের দেবতা রুদ্র। আরও কতকগুলি সূক্তেও তিনি পূজিত। সেইসব সূক্তের অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করলে এঁকেও অন্যান্য সকল ভগবৎ-বিভূতির সাথে সাদৃশ্যমান ও অভিন্ন ব'লেই প্রতীয়মান হয়। অন্যান্য দেবগণকেও যেমন মনুষ্যভাবে গ্রহণ করা যায়, আবার ভগবৎ-বিভূতি বলে উপলব্ধ হয়, রুদ্র-দেব সম্পর্কে যে-সব উক্তি আছে, তাতেও ঐরকম দুই দৃষ্টিতে দেখা যায়—ঐরকম দুটি ভাবই গ্রহণ করা যায়। ...রুদ্র মহাদেবের একটি নাম।...অগ্নিতত্ত্ব কোথাও কোথাও রুদ্র বলে অভিহিত। আগে রুদ্র অর্থে বজ্রও বোঝায়। তা থেকেই ভয়ঙ্কর সংহার মূর্তি অর্থ এসেছে। ...কিবা অগ্নি, কিবা মরুৎ, কিবা রুদ্র সকলেই সম-পর্যায়ভুক্ত;—সকলের মধ্যেই সমান-গুণ সমান-শক্তি বিরাজমান। ব্যষ্টিভাবে তাঁদের এক ক্রিয়া এবং সমষ্টি-শক্তিতে তাঁরা আর এক ক্রিয়ায় ক্রিয়ান্বিত। রুদ্রদেব তাই এক দৃষ্টিতে মরুৎগণের পিতা, আবার অন্যদৃষ্টিতে তিনি 'ভুবনস্য পিতা'। কোথাও বা তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের মধ্যে শেষোক্ত ভাবের সাধক; অর্থাৎ তিনি প্রলয় বা সংহারের দেবতা।

◆ ◆

— ৪৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব। ছন্দ : প্রগাথ বার্হত]

অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য।
আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ ॥ ১ ॥

জুষ্টো হি দূতো অসি হব্যবাহনোঽগ্নে রথীরধ্বরাণাম্।
সজূরশ্বিভ্যামুষসা সুবীর্যমস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ ॥ ২ ॥
অদ্যা দূতং বৃণীমহে বসুমগ্নিং পুরুপ্রিয়ম্।
ধূমকেতুং ভাঋজীকং ব্যুষ্টিষু যজ্ঞানামধ্বরশ্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥
শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠমতিথিং স্বাহুতং জুষ্টং জনায় দাশুষে।
দেবাঁ অচ্ছা যাতবে জাতবেদসমগ্নিমীলে ব্যুষ্টিষু ॥ ৪ ॥
স্তবিষ্যামি ত্বামহং বিশ্বস্যামৃত ভোজন।
অগ্নে ত্রাতারমমৃতং মিয়েধ্য যজিষ্ঠং হব্যবাহন ॥ ৫ ॥
সুশংসো বোধি গৃণতে যবিষ্ঠ্য মধুজিহ্বঃ স্বাহুতঃ।
প্রস্কণ্বস্য প্রতিরন্নায়ু র্জীবসে নমস্যা দৈব্যং জনম্ ॥ ৬ ॥
হোতারং বিশ্ববেদসং সং হি ত্বা বিশ ইন্ধতে।
স আ বহ পুরুহূত প্রচেতসোঽগ্নে দেবাঁ ইহ দ্রবৎ ॥ ৭ ॥
সবিতারমুষমশ্বিনা ভগমগ্নিং ব্যুষ্টিষু ক্ষপঃ।
কণ্বাসস্ত্বা সুতসোমাস ইন্ধতে হব্যবাহং স্বধ্বর ॥ ৮ ॥
পতি র্হ্যধ্বরাণামগ্নে দূতো বিশামসি।
উষর্বুধ আ বহ সোমপীতয়ে দেবাঁ অদ্য স্বর্দৃশঃ ॥ ৯ ॥
অগ্নে পূর্বা অনুষসো বিভাবসো দীদেথ বিশ্বদর্শতঃ।
অসি গ্রামেষ্ববিতা পুরোহিতোঽসি যজ্ঞেষু মানুষঃ ॥ ১০ ॥
নি ত্বা যজ্ঞস্য সাধনমগ্নে হোতারমৃত্বিজম্।
মনুষ্বদ্দেব ধীমহি প্রচেতসং জীরং দূতমমর্ত্যম্ ॥ ১১ ॥
যদ্দেবানাং মিত্রমহঃ পুরোহিতোঽন্তরো যাসি দূত্যম্।
সিন্ধোরিব প্রস্বনিতাস ঊর্ময়োঽগ্নে র্ভ্রাজন্তে অর্চয়ঃ ॥ ১২ ॥
শ্রুধি শ্রুত্কর্ণ বহ্নিভি র্দেবৈরগ্নে সযাবভিঃ।
আ সীদন্তু বর্হিষি মিত্রো অর্যমা প্রাতর্যাবাণো অধ্বরম্ ॥ ১৩ ॥
শৃণ্বন্তু স্তোমং মরুতঃ সুদানবোঽগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধঃ।
পিবতু সোমং বরুণো ধৃতব্রতোঽশ্বিভ্যামুষসা সজূঃ ॥ ১৪ ॥

মন্ত্রার্থ — মরণরহিত (নিত্যস্বরূপ) জ্ঞানাধার হে অগ্নিদেব! এই উপাসককে (আমাকে) জ্ঞানোন্মেষ সম্বন্ধীয় অনুপম (বিচিত্র) পরমার্থ-ধন প্রদান করুন; অপিচ, অদ্যই (নিত্যদিন) জ্ঞানোন্মেষ-সাধক দেবগণকে (দেবভাবসমূহকে) আনয়ন ক'রে সর্বতোভাবে আমার অধিগত করুন (আমায় পাইয়ে দেন)। [আমার হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হোক, আমাতে দেবভাব আশ্রয় নিক, ফলে আমি যেন পরমার্থ-ধন লাভ করি] ॥ ১ ॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি নিশ্চয়ই পূজনীয়; আপনি নিশ্চয়ই দেবগণের বা

দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী, আপনি নিশ্চয়ই সত্ত্বভাবসমূহের প্রদায়ক, আপনি নিশ্চয়ই যজ্ঞসমূহের (সৎকর্ম-নিবহের) আশ্রয়স্বরূপ; অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি নাশকারী (অশ্বিদ্বয়ের) দেবভাবের সাথে, জ্ঞানোন্মেষকারিণী সৎ-বৃত্তির (উষা-দেবতার) সাথে একীভূত হয়ে, সৎকর্ম-সাধনে শক্তিদায়ক (সুবীর্য) মঙ্গলপ্রদ ধন (শ্রব) আমাদের আপনি প্রদান করুন ॥ ২ ॥

দেবভাবের সংবাহক, সত্ত্বভাবের আশ্রয়স্থল, বিশ্ববাসীর প্রীতিভাজন, অজ্ঞানরূপ ধূমের মধ্যে প্রজ্ঞানরূপ শিখাবিশিষ্ট, প্রকৃষ্ট দীপ্তিসমলঙ্কৃত, জ্ঞানোন্মেষ-সময়ে উপাসকগণের শ্রেয়ঃসাধক, সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে (অদ্য হ'তে) আমরা (যেন) নিত্য পূজা ক'রি। (অর্থাৎ, পূর্বোক্ত গুণালঙ্কৃত জ্ঞানদাতা অগ্নিদেবের নিত্য উপাসনা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য)। [জ্ঞানই জ্ঞানোন্মেষের কারণ; জ্ঞানই অজ্ঞানতা দূরীভূত করেন। অগ্নিদেব ধূমরূপ-ধ্বজযুক্ত, অর্থাৎ তিনি আমাদের অজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞানরূপে উদ্ভাসিত আছেন] ॥ ৩ ॥

জ্ঞানোন্মেষকালে সকল দেবভাবের অভিমুখে গতিকারক, শ্রেষ্ঠ, চিরনবীন, সর্বতোভাবে আহবনীয়, অতিথির ন্যায় পূজনীয়, উপাসনাপরায়ণ-জনে প্রীতিযুক্ত, পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন জ্ঞানদেবকে আমি স্তব ক'রি ॥ ৪ ॥

মরণরহিত (নিত্য), সমগ্র জগতের পালক, সত্ত্বভাব-প্রদাতা, পূজনীয়, হে (জ্ঞানস্বরূপ) অগ্নিদেব! সকলের ত্রাণকর্তা, সকলকে নিত্যাবস্থা-প্রদাতা, সৎকর্মের প্রবর্তক, আপনাকে অমি নিত্যকাল স্তুতি করব। [অর্থাৎ অদ্য হ'তে (চিরকাল) আমি আপনার সেবায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম] ॥ ৫ ॥

হে যুবতম (চিরনবীন) অগ্নিদেব! আপনি উপাসকের জন্য (তার) স্তুতিগ্রহণকারী ও মধুজিহ্ব (সৎকর্মানুষ্ঠানে উৎসাহদাতা) হোন; আমাদের দ্বারা সম্পূজিত হয়ে, আপনি আমাদের অভিপ্রায় বুঝে নিন; আর দীনাতিদীন আপনার এই উপাসকের (আমার) জীবনের (সৎকর্মসাধনের) জন্য আয়ুঃকাল বৃদ্ধি ক'রে, দেবভাবসম্পন্ন পুরুষকে (ঋষি-জীবনের প্রতি) আমার নমস্য (অনুরাগসম্পন্ন) করুন (আমার পূজানুরাগ অনুসরণ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করুন) ॥ ৬ ॥

হোতৃস্বরূপ (দেবভাবসমূহের আহ্বাতা) সর্বতত্ত্বজ্ঞ অগ্নিদেবকে উপাসকগণ সর্বপ্রকারে হৃদয়ে প্রদীপ্ত করেন। বহুজনকর্তৃক সম্পূজিত হে অগ্নিদেব! সেই আপনি আমাদের প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট (সত্ত্বজ্ঞানসমন্বিত) করে, আমাদের কর্মে (আমাদের হৃদয়ে) দেবভাবসমূহকে শীঘ্র আনয়ন করেন। [মন্ত্রের প্রথমাংশ আত্মগ্লানি-প্রকাশক; শেষাংশ প্রার্থনামূলক] ॥ ৭ ॥

হে শোভনযাগযুক্ত (হে সৎকর্ম)! আপনার অনুকম্পাতেই পবিত্রভক্তিযুত মেধাবিগণ (অথবা,—অকিঞ্চন দীনগণ) জ্ঞানোন্মেষ-সময়ে এবং অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নকালে (সকল কালেই), সবিতাদেবতাকে উষাদেবতাকে, অশ্বিদেবদ্বয়কে, ভগদেবকে এবং সৎ-ভাবপ্রাপক (হব্যবাহক) অগ্নিদেবকে হৃদয়ে প্রদীপ্ত রাখেন। [ভক্তিপরায়ণ মেধাবিগণ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সকলকালে সর্বদাই হৃদয়ে দেবভাবের পোষণ ক'রে থাকেন। ....প্রচলিত ব্যাখ্যায় কেউ বা রাত্রি ও উষা—দুই মেনে নিয়েছেন, কেউ বা উষাকে রাত্রির শেষ বলেছেন। কেউ কেউ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করার ভাব প্রকাশ করেছেন, কেউ বা পূজার ভাব ব্যক্ত করেছেন। 'কণ্বাসঃ' পদে কণ্ববংশীয়দের সংস্রব তো প্রায় সকলেই দেখেছেন। ....কিন্তু ফলতঃ এই ঋকের মর্ম—'সবিতা প্রভৃতি দেবগণকে (দেবভাবসমূহকে) আমার কর্ম আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন। আমি যেন সৎকর্ম-প্রভাবে ঐ সকল দেবগণের অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই।'—মন্ত্রে আত্ম-উদ্বোধন এবং প্রার্থনা, যুগপৎ দুই ভাবই প্রকাশ

পেয়েছে] ॥ ৮ ॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি সকল লোকের সৎকর্ম সমূহের প্রতিপালক এবং সত্ত্বভাবপ্রাপক হন; (আমাদের) জ্ঞানোন্মেষ-সাধনে, সূর্যের ন্যায় দৃশ্যমান দেবভাবসমূহকে উদ্বুদ্ধ ক'রে নিত্যকাল আমাদের ভক্তিসুধা পানের নিমিত্ত আপনি আনয়ন করুন (অর্থাৎ, দেবভাবসমূহকে আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন ॥ ৯ ॥

জ্ঞান-উন্মেষকারী (বিশিষ্ট প্রকাশরূপ) ধনাধিপতি হে অগ্নিদেব! আপনি সর্বজনদর্শনীয় (অর্থাৎ, আপনার প্রভাব সকলেই অবগত আছেন)। মানুষ্যগণের জ্ঞান-উন্মেষকাল (সৎ-বৃত্তি সমাবেশ লক্ষ্য ক'রে, তাদের হৃদয়ে) চিরকাল আপনি দীপ্তিমান্ হন। অপিচ, জনস্থানে (মনুষ্যগণের হৃদয়রূপ গ্রামে) আপনি রক্ষক হন, এবং যাগাদি সৎকর্মে শ্রেষ্ঠহিতসাধক মনুষ্যস্বরূপ (ক্রিয়াম্বিত) থাকেন; (মনুষ্যরূপে আর্বিভূত হয়ে জীবের হিতসাধন করেন)। [মানুষের মধ্যে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন, সৎকর্মমাত্রেরই শ্রেয়ঃসাধন করেন] ॥ ১০ ॥

হে দ্যোতমান্ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! যাগাদি-সৎকর্মের সম্পাদক, দেবভাবসমূহের আহ্বাতা, সর্বকালে সৎ-ভাবসাধক, প্রজ্ঞানসম্পন্ন শত্রুগণের সংহারক, দেবভাবের প্রাপক, মরণরহিত (নিত্যস্বরূপ) আপনাকে মনুষ্যরূপে অথবা মন্ত্ররূপে ধ্যান ক'রে, এই যজ্ঞস্থলে (অথবা আমাদের হৃদয়দেশে) প্রতিষ্ঠা করছি ॥ ১১ ॥

হে সাধকগণের আরাধ্য দেব! সংসারের পরমহিত-সাধক আপনি যখন হৃদয়স্থ হয়ে দেবভাবপ্রদান পক্ষে অনুগ্রহ করেন, তখন, হে জ্ঞানদেব, আপনার প্রভাব সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হয়, এবং প্রকৃষ্টধ্বনিযুক্ত তরঙ্গের ন্যায় দীপ্যমান (প্রকাশম্যান) হয়। [মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হ'লে, তাতে বিশ্বপ্রেম বিকাশপ্রাপ্ত হয়—তা সমুদ্রের অগাধ জলরাশির সাথে তুলনীয়। সে অবস্থায় সমুদ্রের তরঙ্গের মতো তাঁর ধ্বনি (প্রেমানুভূতি) সর্বত্র প্রকাশমান হয়, অর্থাৎ সকলেই সেইভাব উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়] ॥ ১২ ॥

শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ণবিশিষ্ট (সাধকগণের প্রার্থনাশ্রবণপরায়ণ) হে অগ্নিদেব! আপনি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন; মিত্র দেবতা, আর্যমন্-দেবতা এবং জীবন-প্রারম্ভে হৃদয়ে আপনা-আপনি বিদ্যমান যে দেবগণ, সমানগতিবিশিষ্ট (সমান অনুগ্রহসম্পন্ন) হব্যবাহক (সত্ত্বভাবপ্রাপক) সেই সকল দেবগণের (দেবভাবের) সাথে, আমাদের যাগাদি সৎকর্ম লক্ষ্য ক'রে, আপনি আমাদের হৃদয়-রূপ কুশ-আসনে এসে উপবেশন করুন ॥ ১৩ ॥

পরমার্থপ্রাপক, জ্ঞানপ্রকাশক, সত্ত্বভাবপ্রবর্ধক, মরুদ্দেবগণ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন (আমাদের পূজা গ্রহণ করুন); আর, সত্ত্বভাবসংরক্ষণ অভীষ্টবর্ষী বরুণদেব, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক অশ্বিদেবদ্বয় ও জ্ঞান-উন্মেষকারিণী ঊষাদেবতার সাথে আমাদের ভক্তিসুধা পান করুন ॥ ১৪ ॥

টীকা — অগ্নিদেবতার অর্চনায় বিনির্যুক্ত এই সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের, বরুণদেবতা, মরুৎ-গণের ও ঊষা-দেবতার সম্বন্ধীয় স্তবও আছে। এখানে অগ্নি প্রাথমিকভাবে জ্বলন্ত-অগ্নিরূপে, দ্বিতীয় ভাবে তিনি যেন ঋষি বা মনুষ্য-বিশেষ, তৃতীয় ভাবে তিনি জ্ঞানদেবতা, অর্থাৎ জ্ঞানই অগ্নিনামে অভিহিত হয়েছেন। শেষ ভাবটিই অগ্নির প্রকৃষ্ট-পরিচয়-জ্ঞাপক।

◆ ◆

— ৪৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব। ছন্দ : অনুষ্টুপ]

ত্বমগ্নে বসূঁরিহ রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ উত।
যজা স্বধ্বরং জনং মনুজাতং ঘৃতপ্রুষম্ ॥ ১ ॥
শ্রুষ্টীবানো হি দাশুষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ।
তান্রোহিদশ্ব গির্বণস্ত্রয়স্ত্রিংশতমা বহ ॥ ২ ॥
প্রিয়মেধবদত্রিবজ্জাতবেদো বিরূপবৎ।
অঙ্গিরস্বম্মহিব্রত প্রস্কণ্বস্য শ্রুধী হবম্ ॥ ৩ ॥
মহিকেরব উতয়ে প্রিয়মেধা অহূষত।
রাজন্তমধ্বরাণামগ্নিং শুক্রেণ শোচিষা ॥ ৪ ॥
ঘৃতাহবন সন্ত্যেমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ।
যাভিঃ কণ্বস্য সূনবো হবন্তেঽবসে ত্বা ॥ ৫ ॥
ত্বাং চিত্রশ্রবস্তম হবন্তে বিক্ষু জন্তবঃ।
শোচিষ্কেশং পুরুপ্রিয়াগ্নে হব্যায় বোড়্হবে ॥ ৬ ॥
নি ত্বা হোতারমৃত্বিজং দধিরে বসুবিত্তমম্।
শ্রুৎকর্ণ সপ্রথস্তমং বিপ্রা অগ্নে দিবিষ্টিষু ॥ ৭ ॥
আ ত্বা বিপ্রা অচুচ্যবুঃ সুতসোমা অভি প্রয়ঃ।
বৃহদ্ভা বিভ্রতো হবিরগ্নে মর্তায় দাশুষে ॥ ৮ ॥
প্রাতর্যাবৃণঃ সহস্কৃত সোমপেয়ায় সন্ত্য।
ইহাদ্য দৈব্যং জনং বর্হিরা সাদয়া বসো ॥ ৯ ॥
অর্বাঞ্চং দৈব্যং জনমগ্নে যক্ষ্ব সহূতিভিঃ।
অয়ং সোমঃ সুদানবস্তং পাত তিরোঅহ্ন্যম্ ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, বসুদেবতাগণকে (অষ্ট বসু বা বসুদেবতার গুণপর্যায়কে), রুদ্রদেবতাগণকে (একাদশ রুদ্র বা রুদ্রদেবের গুণসম্পন্নভাবে), এবং আদিত্যদেবতাগণকে (অদিতিপুত্র বিভিন্নসংখ্যক দেবতার ভাবকে) সাধনা (আয়ত্ত) করবার প্রবৃত্তি আমাদের প্রদান করুন; আরও, পবিত্রকর্মসম্বন্ধীয়, জ্ঞানসম্বন্ধবিশিষ্ট, অমৃতপ্রদ দেবভাবকে আপনি আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন। [চিরদিনই মানুষ আপন কর্মপ্রভাবে বসুত্ব, রুদ্রত্ব বা ইন্দ্রত্ব পেয়ে আসছেন] ॥ ১ ॥

দেবগণ প্রজ্ঞানসম্পন্ন (চৈতন্যস্বরূপ); তাঁরা উপাসকগণকে নিশ্চিত কর্মফল প্রদান করেন। হে

স্তুতিভাজক জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! (ত্রিগুণের বা ত্রিধাতুর সাম্যসাধক) সেই সকল দেবগণকে (দেবভাবকে) আপনি আমাদের অধিগত করুন (আমাদের প্রাপ্ত করিয়ে দিন)। [সকল দেবভাব আমাতে সমাবিষ্ট হোন] ॥ ২ ॥

মহৎকর্মসম্পাদক, সর্বতত্ত্বজ্ঞ হে দেব! প্রিয়মেধের ন্যায় (প্রিয়-বস্তুর বলিদান-সমর্থ সাধকের মতো), অত্রির ন্যায় (সর্বত্যাগী ধর্মপথাবলম্বী সাধকের মতো), বিরূপের ন্যায় (রূপমোহ-পরিশূন্য-অবস্থাপন্ন পুরুষের মতো), অঙ্গিরার ন্যায় (পরমজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের মতো) এই প্রস্কণ্বের (দীনাতিদীন আমার) প্রার্থনা শ্রবণ করুন। [যাঁরা কর্মী, যাঁরা সাধক, তাঁরা ভগবানের অনুগ্রহ নিয়ত প্রাপ্ত হন। এ দীনের সে কর্মসামর্থ্য, সাধনশক্তি নেই। তার ভরসা একমাত্র ঈশ্বরের করুণা] ॥ ৩ ॥

শ্রেষ্ঠকর্মপরায়ণ, প্রিয়বস্তুর বলিপ্রদানকারী সাধকগণ, পরিত্রাণের জন্য, যাগাদি-সৎকর্মসমূহের মধ্যে শুদ্ধভাবে প্রকাশিত দীপ্যমান জ্ঞানদেবতাকে আহ্বান করেন। (সেই অনুসারে আমরাও যেন জ্ঞানদেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই)। [ঈশ্বর যেন আমাকে সেই অনুগ্রহ দান করেন—যাতে আমি প্রিয়বস্তুর মোহত্যাগকারী সাধুদের মতো আমার কর্মমধ্যে সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ জ্ঞানদেবতাকে (ঈশ্বরেরই বিভূতিস্বরূপ জ্ঞানকে) প্রত্যক্ষ করতে পারি (বা অর্জন করতে পারি)। অথবা, হে আমার কর্ম, তুমি প্রস্তুত হও, সর্বত্যাগী হ'তে অভ্যাস কর, নিজের মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ কর] ॥ ৪ ॥

শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আহুত, সুফলপ্রদ হে দেব! আমাদের উচ্চারিত এই স্তোত্র—পরিত্রাণকামনায় সাধুগণ (মেধাবিগণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত উপাসকগণ) যে স্তোত্রমন্ত্রে আপনাকে আহ্বান করে—আপনি সর্বতোভাবে তা শ্রবণ করেন। ['কণ্বসা সূনবঃ' পদে আত্মোৎকর্ষ-সাধন-সম্পন্ন পুরুষদের বোঝাচ্ছে] ॥ ৫ ॥

অভিনবমঙ্গলসাধক, সর্বজনপ্রীতিদায়ক, হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! প্রদীপ্তজ্ঞানশিখাসম্পন্ন (প্রকাশরূপবিশিষ্ট) আপনাকে সত্ত্বভাব সংবাহনের জন্য জগতে উপাসকগণ আরাধনা করেন। [অজ্ঞানতার ঘোরে নিকৃষ্ট জন্তুর মতো আচ্ছন্ন আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান-শিখা দীপ্ত ক'রে ভগবান যেন আমাদের দেবভাবে পূর্ণ করেন] ॥ ৬ ॥

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! মেধাবিগণ, মোক্ষপ্রাপ্তিমূলক, কর্মসমূহে দেবভাবের প্রাপক, সকলকালে সৎ-ভাববাহক, প্রকৃষ্ট ধনের প্রদাতা, সাধকগণের প্রার্থনা-শ্রবণ-পরায়ণ, অতিশয় প্রখ্যাত, আপনাকে সর্বদা ইহলোকে স্থাপনা করেন (অর্থাৎ ইষ্টলাভ-সূচক সকল কর্মের মধ্যেই আপনার সম্বন্ধ অব্যাহত রাখেন) ॥ ৭ ॥

হে জ্ঞানদেব! সত্ত্বভাবসমন্বিত (বিশুদ্ধভক্তিযুত), মরণশীল উপাসকের (সাধারণ মনুষ্যের সত্ত্বভাবপ্রদাতা, লোকহিত সাধক মেধাবিগণ, (জগতের) শ্রেয়ঃসাধন লক্ষ্য ক'রে, মহৎ প্রকাশমান (স্বপ্রকাশ) আপনাকে সর্বতোভাবে আহ্বান করেন। [সাধনার উন্নতস্তরে অবস্থিত প্রাজ্ঞগণ (অর্থাৎ মরণের অতীত অবস্থায় উপস্থিত সাধকগণ) এবং সাধারণ উপাসকগণ—উভয়েই সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রার্থী] ॥ ৮ ॥

কর্ম হ'তে সঞ্জাত ফলের প্রদানকারী, সকল সত্ত্বভাবের আশ্রয়স্থল (আমাদের পরিত্রাণকারক), হে জ্ঞানদেব! (অদ্যাবধি প্রতিদিন) নিত্যকাল আমাদের হৃদয়ে ভক্তিসুধা-পানের জন্য (হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবের সাথে সাথে সম্মিলনের নিমিত্ত) জীবন-প্রভাতে আপনা-আপনিই অবস্থিত (জন্মসহ বা সহজাত সম্বন্ধযুত) দেবগণকে এবং অন্যান্য দেবসমূহকে আমাদের হৃদয়ে (অথবা কর্মে) অধিষ্ঠিত করুন। [শিশুকালে যে সত্য, সরলতা ইত্যাদি সৎ-ভাবসমূহ হৃদয়ে আপনা-আপনি সঞ্চারিত হয়,

বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে সে-সব লোপ পায়। হে ঈশ্বর, আমায় সেই শৈশব-সম্বন্ধী দেবভাবসমূহকে
ফিরিয়ে দাও] ॥ ৯ ॥

হে জ্ঞানদেব! আমাদের শ্রেয়ঃ-সাধনের উদ্দেশ্যে অনুকূল দেবভাবসমূহকে আমাদের জন্য
করুন; সুষ্ঠুফলপ্রদাতা হে দেবগণ! আমাদের যে সত্ত্বভাব, হেলায় শ্রদ্ধায় নিত্য-উৎপন্ন, নিত্য
হ'তেই সঞ্জাত, সেই সত্ত্বভাবকে আপনারা গ্রহণ করুন, অর্থাৎ তার সাথে আপনাদের সম্মিলন
হোক। [যাতে আমরা দেবভাবসম্পন্ন হই, ভগবান্ যেন সেই অনুগ্রহ দান করেন এবং আমাদের
নিত্য-উৎপন্ন সত্ত্বভাবকে তাঁর সান্নিধ্যলাভে ধন্য করেন] ॥ ১০ ॥

টীকা — প্রধানতঃ অগ্নিদেবের উপাসনামূলক হ'লেও, এই সূক্তে বসু, রুদ্র, আদিত্য প্রভৃতি
দেবতারও উপাসনা আছে। এর কতকগুলি পদের সাথে প্রজাপতি মনুর, প্রিয়মেধ ঋষির এবং অত্রি ঋষির
সম্বন্ধ খ্যাপনা করেছে। পুরাণে এঁদের জন্ম ও কর্ম সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আছে।... এই সূক্তের ঋষিকে
ঋষিরূপে বা জ্বলন্ত অগ্নিরূপে (পরস্পর বিরোধী) ব্যাখ্যাও হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অনন্ত
বিভূতিস্বরূপ (দেবভাবে) অগ্নিকে দর্শনই সার্থক দর্শন। সকল দেবতা সম্পর্কেই এই দর্শন প্রযোজ্য।

◆ ◆

— ৪৬ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব। ছন্দ : গায়ত্রী]

এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥ ১ ॥
যা দস্রা সিন্ধুমাতরা মনোতরা রয়ীণাম্। ধিয়া দেবা বসুবিদা ॥ ২ ॥
বচ্যন্তে বাং ককুহাসো জূর্ণায়ামধি বিষ্টপি। যদ্বাং রথো বিভিষ্পতাৎ ॥ ৩ ॥
হবিষা জারো অপাং পিপর্তি পপুরির্নরা। পিতা কুটস্য চার্ষণিঃ ॥ ৪ ॥
আদারো বাং মতীনাং নাসত্যা মতবচসা। পাতং সোমস্য ধৃষ্ণুয়া ॥ ৫ ॥
যা নঃ পীপরদশ্বিনা জ্যোতিষ্মতী তমস্তিরঃ। তামস্মে রাসাথামিষম্ ॥ ৬ ॥
আ নো নাবা মতীনাং যাতং পারায় গন্তবে। যুঞ্জাথামশ্বিনা রথম্ ॥ ৭ ॥
অরিত্রং বাং দিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধূনাং রথঃ। ধিয়া যুযুজ্র ইন্দবঃ ॥ ৮ ॥
দিবস্কণ্বাস ইন্দবো বসু সিন্ধূনাং পদে। স্বং বব্রিং কুহ ধিৎসথঃ ॥ ৯ ॥
অভূদু ভা উ অংশবে হিরণ্যং প্রতি সূর্যঃ। ব্যখ্যজ্জিহ্বয়াসিতঃ ॥ ১০ ॥
অভূদু পারমেতবে পন্থা ঋতস্য সাধুয়া। অদর্শি বি স্রুতির্দিবঃ ॥ ১১ ॥
তত্তদিদশ্বিনোরবো জরিতা প্রতি ভূষতি। মদে সোমস্য পিপ্রতোঃ ॥ ১২ ॥
বাবসানো বিবস্বতি সোমস্য পীত্যা গিরা। মনুষ্বচ্ছম্ভূ আ গতম্ ॥ ১৩ ॥
যুবোরুষা অনু শ্রিয়ং পরিজ্মনোরুপাচরৎ। ঋতা বনথো অক্তুভিঃ ॥ ১৪ ॥
উভা পিবতমশ্বিনোভা নঃ শর্ম যচ্ছতম্। অবিদ্রিয়াভিরূতিভিঃ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রার্থ — সেই (জ্ঞানিগণের দৃশ্যমানা) অভিনবত্বসম্পন্না, রমণীয়া, জ্ঞান-উন্মেষকারিণী উষা
দেবতা, যখন দ্যুলোক হ'তে এসে অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ করেন, তখন, হে অন্তর্ব্যাধি-
বহির্ব্যাধিবিনাশক দেবদ্বয়! আমি আপনাদের আরাধনা করি। [আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ
হ'লে আমরা অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি নাশের জন্য প্রচেষ্টাপরায়ণ হই, অর্থাৎ দেবভাবের অনুসারী
হই] ॥ ১ ॥

সৎ-বস্তু-দর্শনকারক, (আধিব্যাধিনাশক) স্নেহক্ষরণশীল, পরমার্থধন-বিতরণে অভিলাষী, সকল
সম্পদপ্রদাতা যে প্রসিদ্ধ দেবদ্বয়, তাঁদের যেন হৃদয়ের সাথে (কর্মের দ্বারা) অনুসরণ করি। (সেই
দেবদ্বয় সর্বদা আমাদের অনুসরণীয় হোন) ॥ ২ ॥

হে দেবদ্বয়! যখন আপনাদের সম্বন্ধীয় আমাদের কর্মরূপ নানাশাস্ত্রে স্তূয়মান্ রথ স্বর্গলোকে
পক্ষির ন্যায় শীঘ্রগতিতে গমন করে; তখন আপনাদের স্তুতিসমূহ আমাদের দ্বারা উচ্চারিত হয়।
[সৎকর্মের শুভফলজনিত আনন্দ যখন আমরা উপভোগ করতে সমর্থ হই, তখনই দেবতার
আরাধনায় প্রবৃত্তি আসে] ॥ ৩ ॥

হে নেতৃস্থানীয় দেবদ্বয়! আপনাদেরই অনুগ্রহে, সত্ত্বভাবসমূহের প্রবর্ধক, কর্মের শ্রেষ্ঠকর্মবিধায়ক,
সৎকর্মপোষক, সত্ত্বভাবসমূহের জনক (সেই ভগবান্) সত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ
করেন। (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক সেই দুই দেবতার কৃপার দ্বারাই আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবে
পরিপূর্ণ হয়)। [দেহ ও মনের ক্লেশরাশি দূরীভূত হ'লে জ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োজিত হওয়া
সম্ভব হয়, কারণ একমাত্র তখনই হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হ'তে সক্ষম হয়। এর জন্য ঈশ্বরেরই করুণা
প্রয়োজন—সেই করুণা দান করবেন ঈশ্বরেরই যুগল-বিভূতিস্বরূপ অশ্বিনীকুমার দুজন] ॥ ৪ ॥

সত্ত্বস্বরূপ হে দেবদ্বয়! আপনারা অভিমত-স্তোত্রপ্রদ হোন; সুবুদ্ধির প্রেরক যে সত্ত্বভাব,
আপনারা সহিষ্ণুতাসহকারে সেই সত্ত্বভাবের অংশ গ্রহণ করুন। [আপনাদের আবাহন পদ্ধতি
আমাদের বিজ্ঞাপিত করুন, আমাদের হৃদয়ে আপনা-আপনি সঞ্জাত সত্ত্বভাবে মিলিত হোন; তার
দ্বারা আমাদের শ্রেয়ঃসাধন হোক] ॥ ৫ ॥

অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! জ্ঞানের উন্মেষকারিণী যে আকাঙ্ক্ষা (প্রাণশক্তি),
অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর ক'রে আমাদের তৃপ্তি প্রদান করে (আমাদের পরম মঙ্গল প্রাপিত করে),
সেইরকম আকাঙ্ক্ষাকে (প্রাণশক্তিকে) আপনারা আমাদের প্রদান করুন। [আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের
আকাঙ্ক্ষা উদিত হোক। তাতেই দিব্যজ্ঞান লাভ হবে] ॥ ৬ ॥

অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়। আমাদের কর্মবৃত্তিসমূহের উদ্ধারের নিমিত্ত (তাদের
সৎপথে নিয়োজিত করবার জন্য) তরণি-রূপে আগমন করুন; আমাদের পরিত্রাণের জন্য (আমাদের
সাথে) সৎকর্মরূপ যান যোজনা করুন। [সেই দেববিভূতিদ্বয় যেন সৎপথপ্রদর্শনে আমাদের
পরিত্রাণ করেন] ॥ ৭ ॥

হে দেবদ্বয়! যখন সত্ত্বভাবসমূহ আমাদের অন্তঃকরণের সাথে (অথবা,—আমাদের অনুষ্ঠিত
ঈশ্বর-বিষয়ক কর্মের সাথে) সংযুক্ত হয়, তখন আপনাদের সম্বন্ধীয় আমাদের কর্মরূপ-তরণী
(আমাদের পার করবার জন্য) সংসার-সমুদ্রের তীরপ্রদেশে বিদ্যমান থাকে, এবং আপনাদের
সম্বন্ধীয় আমাদের কর্মরূপ যান দ্যুলোকের ব্যাপক অর্থাৎ, স্বর্গের প্রাপক হয়ে অবস্থিতি করে।
[হৃদয়ে সত্ত্বভাব উদয়ের দ্বারাই আমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হই। —ভগবানের সেই বিভূতিদ্বয় যেন এই
সংসার-পারাবারে নিমজ্জমান আমাদের আমাদেরই সৎকর্মরূপ যানে উদ্ধার করেন। তারপর, কর্ম

দ্বারাই আমরা যেন ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হই] ॥৮॥

সত্ত্বভাবনিচয় (জ্ঞানরশ্মিসমূহ) স্বর্গলোকের (অর্থাৎ স্বর্গবাসিগণের) অধিকৃত রয়েছে; অতিক্ষুদ্র অকিঞ্চন আমরা, সংসার-সমুদ্র মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছি; হে দেবদ্বয়! আপনাদের সেই পরমার্থরূপ (অথবা—করুণা-বিতরণ-রূপ) ধন এবং সেই রূপ (পরিচয় চিহ্ন) কোথায় রাখতে ইচ্ছা করেছেন? [সাধকের অনুশোচনা অকৃতি অজ্ঞান ব'লে কি তিনি ঈশ্বরের সেই অনুকম্পা পাবেন না?] ॥৯॥

জ্ঞান প্রভাই জ্ঞান-উন্মেষের কারণ হন; আপনি উদিত হয়ে সূর্যদেব যেমন ইহলোকের অগ্রে হিরণ্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে থাকেন; পাপকলুষলাঞ্ছিত জন, পরীক্ষা-রূপ অগ্নিসংস্কারের দ্বারা (সত্ত্বভাব-আস্বাদনের দ্বারা) আপন মলিনত্ব বিদূরণে সমর্থ হোন। [সূর্যের উদয়ে যেমন সংসারের অন্ধকার দূরীভূত হয়, জ্ঞানস্পর্শের দ্বারা (ভগবানের বিভূতিস্বরূপ অশ্বিদ্বয়ের দ্বারা প্রদত্ত দিব্যজ্ঞানে) তেমন অজ্ঞজনের হৃদয়ের মলিনত্ব নাশপ্রাপ্ত হোক] ॥১০॥

সাধুতা-প্রভাবে (সত্ত্বভাবের সাহায্যে) সত্যের বা সৎকর্মের পথ অধিগত হয়, এবং পরিত্রাণ প্রাপ্তির সামর্থ্য আসে; তার দ্বারা সেই দ্যোতনাত্মকের (ভগবানের) দীপ্তি পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। [সাধুতা পরমধন-প্রাপক ও ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রদায়ক। সাধুভাবের দ্বারাই সত্যের (ভগবানের) সন্ধান পাওয়া যায়] ॥১১॥

ভক্তজনের সত্ত্বভাবের আনন্দে, অভীষ্টপূরক, আধিব্যাধিবিনাশক দেবদ্বয় সম্বন্ধীয় রক্ষণ পুনঃপুনঃ পরিদৃষ্ট হয়; তার জন্য স্তোতা সত্ত্বভাবের দ্বারা তাঁদের অলঙ্কৃত অর্থাৎ পরিতুষ্ট করেন। [আমাদের সত্ত্বভাব-প্রভাবে দেবগণ আমাদের প্রতি সদা-করুণাপরায়ণ আছেন; আর, তাঁদের সেই করুণার জন্যই আমরা তাঁদের স্তব ক'রি] ॥১২॥

হে মঙ্গলপ্রদাতা দেবদ্বয়! আপনারা মনুষ্যের ন্যায় এই পূজাপরায়ণ জনের গৃহে আগমন করুন; আর, সত্ত্বভাবের অংশ গ্রহণের নিমিত্ত আমাদের স্তোত্রের সাথে (আমাদের কর্মের বা প্রার্থনার দ্বারা) আমাদের হৃদয়ে নিবাসশীল হোন। [ভগবানের বিভূতিস্বরূপ সেই দেবদ্বয় মানুষের রূপ ধারণ ক'রে এসে আমাদের দর্শন দিন এবং আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। অর্থাৎ আমরা যেন সেই ভগবৎ-বিভূতির স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হই] ॥১৩॥

হে দেবদ্বয়! আমাদের সর্বতোভাবে প্রাপ্ত আপনাদের আগমনজনিত শোভা অনুসরণ ক'রে, জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবী আগমন করেন; অর্থাৎ—আপনাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের উন্মেষ সাধিত হয়; অজ্ঞান-অন্ধকার-রূপ রাত্রির সাথে আপনারা সৎকর্মকে বা সত্যের আলোককে কামনা করেন অর্থাৎ সংযোজন করেন। [যখন অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবতাযুগল কৃপাপরায়ণ হন, তখন সৎকর্ম সহজাত জ্ঞানালোকের দ্বারা অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়] ॥১৪॥

অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা উভয়ে আমাদের সত্ত্বভাব (ভক্তিরস) গ্রহণ করুন, অর্থাৎ আমাদের সাথে মিলিত হোন; আর, আপনারা সর্বতোভাবে রক্ষাকার্যসমূহের সাথে আমাদের মঙ্গল দান করুন। [আমাদের হৃদয়ে কতটা জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে বা হয়নি, জানি না। ঈশ্বরের কর্ম কতটা সাধন করেছি বা করতে পারিনি, জানি না, বুঝি না। আমরা কেবল আপনাদের করুণারই প্রার্থী। তবে বুঝি, আপনাদের কাছে যখন প্রার্থনা করতে উদ্যত হয়েছি, তখন আমাদের হৃদয়ে অবশ্যই কিছু সত্ত্বভাবের সঞ্চার আপনা-আপনিই হয়েছে। এবার আমাদের সেই সত্ত্বভাবের সাথে মিলিত হয়ে সর্বথা আমাদের শ্রেয়ঃ সাধন করুন] ॥১৫॥

টীকা — অশ্বিনীকুমারদের উপাসনার সাথে সাথে এখানে উষা দেবতার, সূর্যদেবতার ও অগ্নিদেবতার উল্লেখ রয়েছে। এখানে অশ্বিদ্বয়ের নানারকম কর্ম-মাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ....অবশ্য পুরোহিতেরা দেবতাদের যে মূর্তিতে দেখেন, ভাবুক ঋষি কবি সে দৃষ্টিতে দেখেন না। দেবতত্ত্ব, দেববিভূতি, ঈশ্বরানুভূতি উপলব্ধির ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এখানে ঐতিহাসিকেরা কালাকালের বিচারের খোরাক পেয়েছেন, প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি-প্রগতির পরিচয় পেয়েছেন; দুর্লভ মনস্তত্ত্বের হদিশ পেয়েছেন। আবার ভাবুক জন তাঁদের (অর্থাৎ জ্যোতির্ময় দেবভাবসমূহের) আলোচনায় পরমার্থের সন্ধান পেয়েছেন।

◆ ◆

— ৪৭ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব। ছন্দ : প্রাগাথ বার্হত]

অয়ং বাং মধুমত্তমঃ সুতঃ সোম ঋতাবৃধা।
তমশ্বিনা পিবতং তিরোঅহ্ন্যং ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥ ১ ॥
ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা সুপেশসা রথেনা যাতমশ্বিনা।
কণ্বাসো বাং ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত্যধ্বরে তেষাং সু শৃণুতং হবম্ ॥ ২ ॥
অশ্বিনা মধুমত্তমং পাতং সোমমৃতাবৃধা।
অথাদ্য দস্রা বসু বিভ্রতা রথে দাশ্বাংসমুপ গচ্ছতম্ ॥ ৩ ॥
ত্রিষধস্থে বর্হিষি বিশ্ববেদসা মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষতম্।
কণ্বাসো বাং সুতসোমা অভিদ্যবো যুবাং হবন্তে অশ্বিনা ॥ ৪ ॥
যাভিঃ কণ্বমভিষ্টিভিঃ প্রাবতং যুবমশ্বিনা।
তাভিঃ ষ্বস্মাঁ অবতং শুভস্পতী পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ৫ ॥
সুদাসে দস্রা বসু বিভ্রতা রথে পৃক্ষো বহতমশ্বিনা।
রয়িং সমুদ্রাদুত বা দিবস্পর্যস্মে ধত্তং পুরুস্পৃহম্ ॥ ৬ ॥
যন্নাসত্যা পরাবতি যদ্বা স্থো অধি তুর্বশে।
অতো রথেন সুবৃতা ন আ গতং সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ৭ ॥
অর্বাঞ্চা বাং সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্তু সবনেদুপ।
ইষং পৃঞ্চন্তা সুকৃতে সুদানব আ বর্হিঃ সীদতং নরা ॥ ৮ ॥
তেন নাসত্যা গতং রথেন সূর্যত্বচা।
যেন শশ্বদূহথুর্দাশুষে বসু মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৯ ॥
উক্থেভিরর্বাগবসে পুরূবসূ অর্কৈশ্চ নি হ্বয়ামহে।
শশ্বৎকণ্বানাং সদসি প্রিয়ে হি কং সোমং পপথুরশ্বিনা ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — সৎ-ভাব-পরিবর্ধনকারী, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! অমৃতোপম ও বিশুদ্ধ আমাদের যে সত্ত্বভাব, হেলায় শ্রদ্ধায় নিত্য উৎপন্ন (আপনা-আপনি সঞ্জাত) সেই সত্ত্বভাবটুকু আপনারা গ্রহণ করুন এবং আমার ন্যায় প্রার্থনাকারীকে পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন। [আমাদের আপনা-আপনি সঞ্জাত সত্ত্বভাবের সাথে পূর্ণরূপে আপনাদের সম্মিলন হোক] ॥১॥

আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক-আধিভৌতিক অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-ত্রিবিধ-দুঃখরূপ-বন্ধনযুক্ত (অথবা—বায়ু-পিত্ত-কফ, ত্রিধাতুর সম্বন্ধবিশিষ্ট), সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-ত্রিগুণসাম্যসাধনভূত (অথবা—ত্রিধাতুসাম্যভূত, অথবা—তিনলোকব্যাপী) সুষ্ঠু অবস্থা প্রাপ্ত (আমাদের) কর্মরূপ যানে আপনারা আগমন করুন; [হে দেবদ্বয়! আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মসমূহ আপনাদের আগমনের উপযোগী হোক; আমাদের সেই কর্মসমূহ দ্বারা আপনারা আমাদের প্রাপ্ত হোন] অকিঞ্চন আমরা (অথবা,—মেধাবিগণ) যাগাদি সৎকর্মে আপনাদের সম্বন্ধী স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করছি (করেন); প্রার্থনাকারিগণের (আমাদের) সেই আহ্বান আদরে গ্রহণ করেন (করুন)। [আমাদের মধ্যে আদৌ সৎকর্ম-সম্পাদন-সামর্থ্য নেই; সম্বল মাত্র এই স্তোত্রমন্ত্র; তা-ই উপলক্ষ ক'রে, আমাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হোন] ॥২॥

সত্ত্বভাবপ্রবর্ধক হে অশ্বিদেবদ্বয়। আপনারা আমার হৃদয়ে অতিশয় মাধুর্যবস্তু সত্ত্বভাবকে রক্ষা করুন; তারপর, সেই সত্ত্বভাব রক্ষণের পর, হে রিপুনাশক (অথবা,—হে আমার পাপপুণ্যকর্মদ্রষ্টা) পরমধনধারণকারী দেবদ্বয়, আমার হৃদয়ে (অথবা, —কর্মরূপ যানে) নিত্যকাল আগমন ক'রে (উপস্থিত থেকে), এই অর্চনাকারী আমাকে সর্বদা প্রাপ্ত হোন। [হে দেবদ্বয়! আমাকে সত্ত্বভাবসমন্বিত ক'রে তার সাথে আপনারা সম্মিলিত হোন] ॥৩॥

সর্বতত্ত্বজ্ঞ হে দেবদ্বয়। ত্রিগুণসাম্যভূত হৃৎপ্রদেশে আগমন-পূর্বক যাগাদি সৎকর্মকে মাধুর্যরসে সিঞ্চিত করুন। [সেচন ইত্যাদির দ্বারা বৃক্ষ থেকে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয়, তেমনই আমাদের স্নেহরস- অভিষেকে আমাদের মধ্যে সৎকর্ম পরিবর্ধিত হোক]। আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! এই অকিঞ্চন জনগণ (অথবা,—মেধাবিগণ) আপনাদের উভয়কে আহ্বান করছে; তারা (অথবা,—তাঁরা) বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসমন্বিত এবং দীপ্তিসম্পন্ন (সৎকর্ম-সাধনে তেজস্বী) হোক (অথবা,—হন)। [অকিঞ্চন আমাদের আহ্বান শ্রবণ ক'রে আপনারা আমাদের সত্ত্বভাবসম্পন্ন করুন।...আপনারা আমাদের এই বিচ্ছিন্ন বিপথগামী হৃদয়কে প্রশান্ততা দান করুন। আপনাদের স্নেহবারি সেচনে, সৎকর্মের বীজ আমাদের হৃদয়ে অঙ্কুরিত ও পরিবর্ধিত হোক] ॥৪॥

আধি-ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়। আপনারা যে প্রকার রক্ষার দ্বারা (অনুগ্রহপ্রকাশে) মেধাবিগণকে (অথবা,—ভক্তিবিনম্র দীনাতিদীনগণকে) রক্ষা করেন; সৎকর্মের পালক হে দেবদ্বয়, তেমন রক্ষার দ্বারা (অনুগ্রহপ্রকাশে) আমাদের সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করুন। সত্ত্বভাবপ্রবর্ধক হে দেবদ্বয়! আমাদের মধ্যে সত্ত্বভাব রক্ষা করুন। [হে দেবদ্বয়! আপনাদের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্টজীবন জন যেমন আপনাদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়; আমাদের তেমনই অনুগ্রহ দান করুন,—আর আমাদের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্ত্বভাব পরিবর্ধিত ক'রে দিন] ॥৫॥

রিপুনাশক (সর্বদ্রষ্টা), পরমধনবিতরণশীল, আধি-ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! সুষ্ঠুদানশীল (ভগবানে সমর্পিত) কর্মরূপ-যান (নিষ্কাম কর্মের মধ্যে) আপনারা পরমার্থ-রূপ ধন বহন ক'রে আনেন; (যেখানেই থাক) অগাধজলধিগর্ভ হ'তে (অন্তরিক্ষ হ'তে) আহরণ ক'রে অথবা স্বর্গলোক হ'তে সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ ক'রে, সর্বলোকস্পৃহণীয় পরমার্থ-রূপ ধন আমাদের প্রদান করুন।

[নিষ্কাম কর্মপ্রভাবে সাধুগণ পরমার্থ-রূপ যে ধন প্রাপ্ত হন, অশ্বিদ্বয় দেবতা যেন সর্বজনের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই পরমধন আমাদের প্রদান করেন] ॥ ৬ ॥

হে সত্যস্বরূপ দেবদ্বয়! যদি আপনারা দূরদেশে অবস্থিতি করেন, অথবা যদি আপনারা কর্মপ্রভাবে ভগবানে আশ্রয়প্রাপ্ত জনেই সর্বতোভাবে বিদ্যমান থাকেন; তথাপি প্রার্থনা, আমাদের সংসম্বন্ধযুত কর্মরূপ রথে, জ্ঞানকিরণ বিস্তরণের সাথে, আমাদের নিকট আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [ভগবানের বিভূতিস্বরূপ সেই দেবদ্বয় যদিও আমাদের নিকট হ'তে অনেক দূরে অবস্থিত আছেন, যদিও সাধকের হৃদয়ই তাঁদের একমাত্র আবাস হয়; তথাপি ঐকান্তিকী প্রার্থনা, —তাঁদের অনুগ্রহে আমাদের কর্ম সংসম্বন্ধযুত ও জ্ঞানপ্রদ হোক; আর, তার দ্বারা তাঁরা আমাদের প্রাপ্ত হোন] ॥ ৭ ॥

হে দেবদ্বয়! যাগাদি-সংকর্মের পোষিকা, ভগবৎ-সম্বন্ধকারিকা আমার সৎ-বৃত্তি, আমার সৎকর্ম-সমীপে অনুকূল (অনুগ্রহপর) আপনাদের বহন ক'রে আনুক। [ভগবৎ-সম্বন্ধ-স্থাপনকারী সৎ-বৃত্তি আমাদের কর্মে দেবসম্বন্ধ স্থাপন করুক]। হে দেবদ্বয়! সৎকর্মকারী সোমসাধনশীল (নিষ্কামকর্মপরায়ণ) জনে (আমাতে) অভীষ্টফল সংযোজন ক'রে এই হৃদয়াসনে আসন গ্রহণ করুন। [সেই ঈশ্বরীয় বিভূতিদ্বয় আমাকে নিষ্কামকর্মকারী ক'রে আমায় অভীষ্টফল দান করুন,—আমার হৃদয়ে নিবাসিত হোন] ॥ ৮ ॥

সত্যস্বরূপ হে দেবদ্বয়! যে কর্মের দ্বারা আপনারা উপাসককে পরমার্থ-রূপ ধন সর্বদা প্রদান করেন, জ্ঞানকিরণসংযুত সেই সৎকর্ম-রূপ যানে আগমনপূর্বক মধুর সত্ত্বভাব গ্রহণের নিমিত্ত আপনারা অবস্থিতি করুন (অর্থাৎ—আমাদের সাথে সম্মিলিত হোন)। [ভগবানের সেই বিভূতিদ্বয় যেন যাতে আমি সত্ত্বভাবসমন্বিত হই, তা ক'রে আমার সাথে সম্মিলিত হোন] ॥ ৯ ॥

প্রকৃষ্টধনযুত হে দেবদ্বয়! আমাদের রক্ষার জন্য আমরা উক্থ-মন্ত্রে ও অর্ক-স্তোত্রে (মন্ত্রোচ্চারণে ও সামগানে) আপনাদের আমাদের অভিমুখে নিত্য আহ্বান করছি; অতএব আমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ ক'রে, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়, আপনারা আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনগণের অভিলষিত কর্মে সর্বদা আগমনপূর্বক নিরন্তর আমাদের সত্ত্বভাব পান করুন, অর্থাৎ আমাদের অনুগ্রহ করুন। তার সাথে সম্মিলিত হোন। [আমাদের স্তোত্রে প্রীত হয়ে আমাদের অনুগ্রহ করুন। —আধি-ব্যাধি-নাশকারী যে দেবতাদের সহযোগে হৃদয়-মন ব্যাধিশূন্য প্রফুল্লতা লাভ করে, তাঁরা অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকলে কি-ই বা অপ্রাপ্ত থাকে? তখন সকল ব্যাধি ও বিপত্তির বাধা দূর হয়ে শ্রেয়ঃ এসে আলিঙ্গন করবে] ॥ ১০ ॥

টীকা — এই সূক্তটির সাথে পুরাবৃত্তের নানা সম্বন্ধ সূচনা করা যায়। সমুদ্রপথে ভিন্ন্যুদের গতিবিধি, তিনটি পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের সাথে ভারতীয় রাজাদের সম্বন্ধ, সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্যের প্রচলন, অশ্বিনীকুমারদের সোমরস-পান, এ একার মতো রথে গতিবিধি, কক্ষবণীয়দের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হয়ে অশ্বিনীকুমারদের সোমরস-পান, তুর্বশ রাজার গৃহে তাঁদের অবস্থিতি এবং পিজবনরাজার পুত্র সুদাসকে যুদ্ধে সাহায্য—এইসব কত কাহিনী কিংবদন্তী এই সূক্ত থেকে পাওয়া গেছে।—পুরাবৃত্তের সাথে বেদমন্ত্রের সম্বন্ধ-স্থাপন পরবর্তীকালের কল্পনামূলক ব'লে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা এই সূক্ত থেকে বৈদিক ঋষি-কবির অতুল ও ঐতিহাসিক প্রতিভার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাবেন।

◆ ◆

— ৪৮ সূক্ত —

[দেবতা : উষাদেবী। ঋষি : কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব। ছন্দ : প্রাগাথ বার্হত]

সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ।
সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি রায়া দেবি দাস্বতী ॥ ১ ॥
অশ্বাবতী র্গোমতী র্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবন্ত বস্তবে।
উদীরয় প্রতি মা সূনৃতা উষশ্চোদ রাধো মঘোনাম্ ॥ ২ ॥
উবাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাম্।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ ॥ ৩ ॥
উষো যে তে প্র যামেষু যুঞ্জতে মনো দানায় সূরয়ঃ।
অত্রাহ তৎকণ্ব এষাং কণ্বতমো নাম গৃণাতি নৃণাম্ ॥ ৪ ॥
আ ঘা যোষেব সূনর্যুষা যাতি প্রভুঞ্জতী।
জরয়ন্তী বৃজনং পদ্বদীয়ত উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ ॥ ৫ ॥
বি যা সৃজতি সমনং ব্যর্থিনঃ পদং ন বেত্যোদতী।
বয়ো নকিষ্টে পপ্তিবাংস আসতে ব্যুষ্টৌ বাজিনীবতি ॥ ৬ ॥
এষাযুক্ত পরাবতঃ সূর্যস্যোদয়নাদধি।
শতং রথেভিঃ সুভগোষা ইয়ং বি যাত্যভি মানুষাণ্ ॥ ৭ ॥
বিশ্বমস্যা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতি ষ্কৃণোতি সূনরী।
অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব উষা উচ্ছদপ স্রিধঃ ॥ ৮ ॥
উষ আ ভাহি ভানুনা চন্দ্রেণ দুহিতর্দিবঃ।
আবহন্তী ভূর্যস্মভ্যং সৌভগং ব্যুচ্ছন্তী দিবিষ্টিষু ॥ ৯ ॥
বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে বি যদুচ্ছসি সূনরি।
মা নো রথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রুধি চিত্রামঘে হবম্ ॥ ১০ ॥
উষো বাজং হি বংস্ব যশ্চিত্রো মানুষে জনে।
তেনা বহ সুকৃতো অধ্বরাঁ উপ যে ত্বা গৃণন্তি বহ্নয় ॥ ১১ ॥
বিশ্বান্দেবাঁ আ বহ সোমপীতয়েঽন্তরিক্ষাদুষস্ত্বম্।
সাস্মাসু ধা গোমদশ্বাবদুক্থ্যমুষো বাজং সুবীর্যম্ ॥ ১২ ॥
যস্যা রুশন্তো অর্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত।
সা নো রয়িং বিশ্বাবারং সুপেশসমুষা দদাতু সুগ্ম্যম্ ॥ ১৩ ॥

যে চিদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব উতয়ে জুহূরেঽবসে মহি।
সা নঃ স্তোমাঁ অভি গৃণীহি রাধসোষঃ শুক্রেণ শোচিষা॥ ১৪ ॥
উষো যদদ্য ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ।
প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু চ্ছর্দিঃ প্র দেবি গোমতীরিষঃ॥ ১৫ ॥
সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্ষ্বা সমিলাভিরা।
সং দ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি সং বাজৈর্বাজিনীবতি॥ ১৬ ॥

মন্ত্রার্থ — স্বর্গের নন্দিনী (শুদ্ধসত্ত্ব হ'তে উৎপন্ন) হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমাদের জন্য পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠধনের সাথে সর্বতোভাবে বিশেষপ্রকারে আপনি প্রকাশিত হোন; প্রভান্বিতে (অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে)! প্রভূত রকমে দীপ্তিমান্ ধনের সাথে (জ্ঞানকিরণের সাথে) সর্বতোভাবে বিশেষপ্রকারে আপনি প্রকাশিত হোন; দীপ্তিদানাদি-গুণান্বিতে (দেবি)! পরমার্থ-রূপ ধন বিতরণের দ্বারা দানযুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে বিশেষপ্রকারে আপনি প্রকাশিত হোন। [ঈশ্বরের সেই জ্ঞানোন্মেষিকা বিভূতি যেন শ্রেষ্ঠধনের (পরমার্থরূপ ধনের) প্রতি আমাদের দৃষ্টি সঞ্চালিত করেন, এবং আমাদের পরমধন (জ্ঞানধন) প্রদান করেন] ॥ ১ ॥

ব্যাপকগুণবিশিষ্টা (প্রেমভক্তি-সমন্বিতা) জ্ঞানকিরণ-সংযুতা পরমধন- প্রদাত্রী (সুষ্ঠুভাবে সমগ্র ধনের প্রাপয়িত্রী উষাদেবী (বহুরূপ-ধারিণী হয়ে) তাঁর অনুগত জনকে জ্ঞানভক্তি-রূপ প্রভূত ধন বিতরণ করেন; হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমার প্রতি আমার প্রিয়হিতসাধক বাক্য (সদুপদেশ) প্রদান করুন। [উষাদেবতা জ্ঞানভক্তির আধার-স্বরূপা। সেই দেবী বহুরূপে অনুগত জনের শ্রেয়ঃসাধন করেন। অতএব প্রার্থনা,—সেই দেবী যেন সদা সৎ-উপদেশ দান ক'রে আমাকে সৎ-পথের অনুবর্তী করেন এবং পরম ধন (জ্ঞানিগণের ভোগ্য যে ধন—জ্ঞানধন) প্রদান করেন] ॥ ২ ॥

সৎকর্মরূপ রথের প্রেরয়িত্রী, দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতা, জ্ঞানোন্মেষিণি উষাদেবী পূর্ববর্তী জনগণের হৃদয়ে বসতি করেছিলেন এবং এখনও (অধুনাজাত সকলেরই হৃদয়ে) নিশ্চয়ই বাস ক'রে থাকেন। [সেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী অতীত অনাগত ও বর্তমান তিনকালেই আমাদের সৎকর্মসাধনে উদ্বুদ্ধ ক'রে আসছেন]। রত্নাভিলাষিগণ যেমন অগাধ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়; তেমনই যারা উষাদেবতার আগমনে সজ্জীকৃত হয়—নিজের আত্মাকে উদ্বোধিত করে, তারা ইষ্টলাভে সমর্থ হয়। [উষার আগমন—জ্ঞানের উন্মেষ লক্ষ্য ক'রে যে জন তন্ময় হয়, সে-ই পরাগতি লাভ করে] ॥ ৩ ॥

হে জ্ঞানোন্মেষকারিণি দেবি! লোকপ্রসিদ্ধ যে জ্ঞানিগণ আপনার সম্বন্ধীয় ত্যাগের (আপনার প্রতি আত্মত্ব-বিতরণের) নিমিত্ত সংযমে অর্থাৎ পরিত্রাণ-মার্গ-অনুসরণে আত্মাকে সর্বতোভাবে সংবদ্ধ করেছেন, সেইরকম সেই নরশ্রেষ্ঠগণের মহিমাকে দীনাতিদীন অকিঞ্চনগণ (অথবা,—মেধাবিগণ) প্রতিদিন অনুস্মরণ করেন [যে জন সর্বতোভাবে জ্ঞানমার্গের অনুসরণকারী হয়েছেন, জ্ঞানিগণ নিত্য তাঁদের মহিমা স্মরণ করেন, কেন-না, তাঁদের অনুস্মরণে জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হয়ে থাকে। ....'কণ্বতমঃ কণ্বঃ'—দীনাতিদীন অকিঞ্চনগণ—তৃণ অপেক্ষাও তৃণের মতো সুনীচ ভগবৎ-ভক্তগণ, অথবা—শ্রেষ্ঠজ্ঞানী মেধাবিগণ] ॥ ৪ ॥

জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি, সুমতি গৃহকর্ত্রীর ন্যায়, প্রকৃষ্টরূপে সকলকে পালন ক'রে, আগমন

করেন—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন; পাপীকে (পাপপঙ্কে নিমজ্জিত, চলৎ-শক্তি-বিরহিত জনকে), চলৎ-শক্তি- সম্পন্নের ন্যায় পরিচালিত করেন—ভগবৎকার্যে নিয়োজিত করেন; এবং পক্ষীর ন্যায় দ্রুতগতিতে উন্নত-স্থান (স্বর্গ ইত্যাদি) প্রাপ্ত করান। [সুগৃহিণী যেমন সুষ্ঠুভাবে সংসারের সকলকে পরিপালন করেন, জ্ঞানোন্মেষিণি দেবী তেমনই সকলকে পরিরক্ষা করেন। তাঁর অনুগ্রহে বিশেষভাবে পাপীজনও মুক্তি লাভ করে; কারণ সংসারক্ষেত্রে রুগ্ন সন্তানটির প্রতিই যেমন জননীর স্নেহ অধিক পতিত হয়, এখানে পাপে মগ্ন জনের প্রতি উষাদেবীর দাক্ষিণ্য তেমনই বিশেষভাবে বর্ষিত হয়] ॥ ৫ ॥

সে দেবতা জ্ঞানলাভে প্রযত্নপর জনকে এবং জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী জনগণকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন; জ্ঞানদাত্রী সেই উষাদেবতা উচ্চনীচ ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ জানেন না। [জ্ঞানাভিলাষী সকলের প্রতিই দেবীর সমান করুণা আছে]। হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি! আপনার আগমনে (আপনার প্রকাশে), পাপপঙ্কনিমজ্জিত পতিত জনও শক্তি (উত্থান-সামর্থ্য) প্রাপ্ত হয়; প্রার্থী কাউকেও আপনি বিমুখ করেন না। [দেবীর কৃপায় সকলেরই ইষ্টসিদ্ধি হয়, জ্ঞানান্বেষী (অর্থাৎ জ্ঞানের উন্মেষকারিণী দেবীকে জননীরূপে পরিগ্রহণকারী) কেউই (মাতৃস্নেহ লাভে) বিফলমনোরথ হন না। ...সুতরাং এই অভাজন (আমি) সেই ভরসায় তাঁর দ্বারে ভিক্ষার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন] ॥ ৬ ॥

সেই উষাদেবতা জ্ঞানাধার ভগবানের প্রকাশ স্থান অতি দূরদেশ হ'তে আমাদের নিকটে এসে মিলিত হন; সৌভাগ্যযুতা সেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতা মনুষ্যগণকে লক্ষ্য ক'রে, (তাদের অনুষ্ঠিত) নানা প্রকার সৎকর্মরূপ যানে বিশেষভাবে (করুণা বিতরণের জন্য) আগমন করেন। [জ্ঞানোন্মেষিকা সেই দেবী মনুষ্যগণকে কৃপা-বিতরণের জন্য তাঁদের নানা রকমে অনুষ্ঠিত সৎকর্মের মধ্য দিয়ে, অতিদূরস্থিত ভগবানের কাছ থেকে তাঁদের কাছে আগমন করেন] ॥ ৭ ॥

সেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতার প্রকাশে, বিশ্বসংসার প্রণত হয়; কেন-না, সুগৃহিণীরূপে সেই দেবী জ্ঞানালোক বিতরণ করেন। [সংসারের পালয়িত্রী গৃহকর্ত্রীস্বরূপ সেই দেবী জ্ঞানালোক প্রকাশ ক'রে সর্বলোকের নমস্যা হন]। সত্ত্বভাবোৎপন্না পরমৈশ্বর্যবতী সেই দেবী হিংসকগণের বিনাশ সাধন করেন এবং রক্তশোষণকারী শত্রুদের বিধ্বস্ত করেন। [সেই দেবীর প্রভাবে সকল রকম শত্রু নিধনপ্রাপ্ত হয়] ॥ ৮ ॥

সত্ত্বভাব, হ'তে সঞ্জাতা হে দেবি! ঐহিক-পারত্রিক, সকল সৎকর্ম-সাধনে আমাদের জন্য প্রভূত সৌভাগ্য সম্পাদন-পূর্বক (প্রদান-পূর্বক) আমাদের অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত ক'রে, আনন্দপ্রদ জ্ঞানালোক-প্রকাশের সাথে সর্বতোভাবে আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন। [আমাদের সকল কর্মের সাথে সম্মিলিত হয়ে সেই জ্ঞানোন্মেষকারিণী দেবী আমাদের পরমানন্দপ্রদ জ্ঞান দান করুন] ॥ ৯ ॥

সুগৃহিণীরূপিণি (সুপালয়িত্রি) হে দেবি! বিশ্ববাসীর (সর্বলোকের) সৎকর্ম-সাধন প্রচেষ্টা সম্পন্ন (আত্মোন্নতিসাধক) জীবন-ধারণ আপনার কৃপার উপরই নির্ভর করে; যেহেতু আপনিই সর্বথা অজ্ঞানান্ধকারকে বিদূরিত করেন। অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে হে দেবি! তেমনই আপনি, আমাদের অনুষ্ঠিত মহৎ শ্রেষ্ঠ সৎকর্মরূপ-যানে আমাদের নিকট আগমন করুন। বিচিত্র ঐশ্বর্যশালিনি হে দেবি! আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। [জ্ঞানের উন্মেষেই সকল সৎকর্ম-সাধন-প্রবৃত্তি ও প্রাণশক্তি সঞ্জাত হয়; অতএব জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে প্রার্থনা, জ্ঞানোন্মেষের সাথে আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মসমূহ ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হোক] ॥ ১০ ॥

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! মনুষ্যত্বসম্পন্ন সত্ত্বভাবান্বিত উপাসকের মধ্যে যে বিচিত্র অসাধারণ ধন আছে, যজ্ঞাদি-সৎকর্মরূপ (সত্ত্বভাব-রূপ) সেই ধন আপনি নিশ্চয়ই কামনা করেন; সেই কারণে, যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানবহ্নিবিশিষ্ট উপাসকগণ আপনার অর্চনা করে, সৎকর্মসাধক তাদের আপনি সত্ত্বভাব-সমীপে (পরমপদে) নিয়ে যান। [সৎকর্মসমন্বিত সাধকগণ জ্ঞানদাত্রী দেবতার কৃপায় মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ....সুতরাং হে দেবি! আপনার আকাঙ্ক্ষণীয় সত্ত্বভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করুন। আর তার ফলে আমি যেন পরম পদ প্রাপ্ত হই] ॥ ১১ ॥

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমাদের সত্ত্বভাবের সাথে সম্মিলিত হবার জন্য সকল লোক হ'তে সকল দেবতাকে (দেবভাবকে) আমাদের মধ্যে আনয়ন করুন। হে দেবি! পূর্বোক্তগুণান্বিতা আপনি, জ্ঞানকিরণসমন্বিত প্রেমভক্তিবিশিষ্ট শোভনবীর্যোপেত প্রশংসনীয় সেই সেই সত্ত্বভাব-রূপ ধনকে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। [আমাদের মধ্যে যে একটু সত্ত্বভাব আছে, তাই মাত্র উপলক্ষ্য ক'রে আপনি আমাদের পূর্ণসত্ত্বভাবসম্পন্ন করুন] ॥ ১২ ॥

যে উষাদেবতার প্রকাশে শত্রুগণের নাশকারী (অজ্ঞানতা দূরকারী) কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষীভূত হয়; সেই উষাদেবতা আমাদের বিশ্বের বরণীয় (সর্ববাধা-নিবারক) শোভনরূপযুত (ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রাপক) সুখ হেতুভূত পরমার্থরূপ ধন প্রদান করেন। [দেবীর কৃপায় জ্ঞানের উন্মেষ সহ আমাদের শত্রুগণ নাশপ্রাপ্ত হোক, কল্যাণ আসুক, এবং আমরা পরমধন লাভে, অর্থাৎ ভগবৎ-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করবার সামর্থ্য লাভে, কৃতার্থ হই] ॥ ১৩ ॥

মহতীশক্তিসম্পন্না হে দেবি! চিরকাল ভগবানে ন্যস্তচিত্ত প্রসিদ্ধ জ্ঞানিগণ উদ্ধারের জন্য এবং পরমধন প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর আপনাকে আশ্রয় ক'রে আসছেন। হে সেই জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আপনি শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা প্রকাশমান পরমার্থপ্রাপ্তি-হেতুভূত ধনের সাথে আমাদের প্রার্থনাসমূহ লক্ষ্য ক'রে আমাদের প্রতি প্রীতির ভাব প্রকাশ করুন। [জ্ঞানিগণ যে জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বরূপ অবগত হয়ে চিরকাল তাঁকে আরাধনা ক'রে থাকেন; অজ্ঞান আমরা, তাঁর মহিমা অবগত নই; তিনিই অনুগ্রহপর্বক এই প্রার্থনা শ্রবণ ক'রে, আমাদের পরমধন প্রদান করুন। আমরা যেন তাঁর কৃপাতেই পরমজ্ঞান লাভ ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে আশ্রয় পাই] ॥ ১৪ ॥

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! যেহেতু আপনার প্রকাশের দ্বারা, শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বার-স্বরূপ জ্ঞান-ভক্তির মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে (বিশেষ প্রকারে প্রকটিত হয়ে) নিত্যকাল আপনি লোকসমূহকে প্রাপ্ত হন; তার জন্যই (প্রার্থনা করতে সাহসী হচ্ছি যে,) আপনি আমাদের হিংসারহিত (বিদ্বেষপরিশূন্য) সকলের প্রীতিসাধক প্রশস্ত হৃদয় প্রদান করুন। আর, হে দ্যোতনাত্মকে! জ্ঞানকিরণসহযুত ইষ্টসমূহ আমাদের প্রদান করুন। [জ্ঞানপ্রদায়কা দেবী জ্ঞানভক্তির পথ দিয়েই লোকসমূহকে প্রাপ্ত হন। প্রার্থনা,—সেই দেবী আমাদের হিংসাদ্বেষপরিশূন্য সর্বলোকপ্রীতিপ্রদ হৃদয় প্রদান করুন (কারণ একমাত্র এমনই হৃদয় সেই জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রীর উপযুক্ত আবাসস্থল) এবং আমাদের ইষ্টসিদ্ধি করুন (অর্থাৎ আমরা যেন পরমজ্ঞানের প্রভাবে ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভে ধন্য হই] ॥ ১৫ ॥

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ পরমধন দ্বারা আমাদের সর্বতোভাবে অভিসিঞ্চিত করুন; আর, মন্ত্রের দ্বারা আমাদের সর্বতোভাবে অভিসিঞ্চিত করুন। হে মহতি প্রভাবিতে! সকল শত্রুর বিনাশহেতুভূত জ্যোতির দ্বারা আমাদের অভিসিঞ্চিত করুন। হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি! পরমার্থসাধন-সামর্থ্যের (প্রচেষ্টার) দ্বারা আমাদের সর্বতোভাবে অভিসিঞ্চিত করুন। [দেবীর কৃপায় ভগবৎ-প্রাপ্তি, মন্ত্রের মাহাত্ম্য-অনুভূতি, শত্রুনাশমূল জ্ঞানের বিকাশ, সৎকর্ম-সাধনের প্রচেষ্টা

প্রভৃতি সঞ্জাত হোক।...এই এক মন্ত্রেই কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়-সাধনে কিভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে, তারই প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শিত হচ্ছে। ॥ ১৬ ॥

টীকা — সূক্তটি উষাদেবতা-বিষয়ক। উষাদেবতা বলতে, ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সাধারণতঃ উষাকালকে লক্ষ্য করা হয়। সেই অনুসারে ঋকগুলিতে উষাকালের বর্ণনা আছে ব'লে ধারণা করা হয়। ...কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উষাদেবতার সাথে উষাকালের সম্বন্ধ সূচনার অর্থ যে আদৌ পরিগ্রহযোগ্য নয়, তা নয়। তবে সে অর্থে স্থানে স্থানে অসামঞ্জস্য রয়ে যায়, তা-ও সত্য।... প্রকৃতপক্ষে উষাদেবতা বলতে উষাকালকে যে লক্ষ্য করা হয়েছে, তা মনে করা ঠিক হয় না। বরং উষা-দেবতা জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবী অর্থাৎ যে দেবতার আমাদের মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষে সহায়তা করে, তা-ই উষাদেবতা নামে প্রখ্যাত হয়েছে।— সমগ্র মন্ত্রের অর্থ আলোচনা করলে এই কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হয়।

◆ ◆

— ৪৯ সূক্ত —

[দেবতা : উষাদেবী। ঋষি : কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব। ছন্দ : অনুষ্টুপ।]

উষো ভদ্রেভিরা গহি দিবশ্চিদ্রোচনাদধি।
বহন্ত্বরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনো গৃহম্ ॥ ১ ॥
সুপেশসং সুখং রথং যমধ্যস্থা উষস্ত্বম্।
তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দিবঃ ॥ ২ ॥
বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপচ্চতুষ্পদর্জুনি।
উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবোঽন্তেভ্যস্পরি ॥ ৩ ॥
ব্যুচ্ছন্তী হি রশ্মিভির্বিশ্বমাভাসি রোচনম্।
তাং ত্বামুষর্বসূযবো গীর্ভিঃ কণ্বা অহূষত ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ — হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমাদের সৎকর্ম-রূপ-পথ দিয়ে দীপ্যমান স্বর্লোক হ'তে (সত্ত্বভাবের আধারস্বরূপ ভগবান হ'তে) আমাদের নিকটে সর্বদা আগমন করুন। হে দেবি! আমাদের সত্ত্বভাবপ্রাপ্তী সৎ-বৃত্তিসমূহ (জ্ঞানালোকসেবী সৎ-ভাবগুলি) আপনাকে এই অর্চনাকারীর হৃদয়ে বহন ক'রে আনুক। [জ্ঞানাধার ভগবানের নিকট হ'তে বিচ্ছুরিত হয়ে সেই দেবী যেন আমাদের হৃদয়ে এসে অধিষ্ঠিত হন] ॥ ১ ॥

সত্ত্বভাব হ'তে সঞ্জাত হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! সর্ববিদিত ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপ্ত শান্তিপ্রদ সৎকর্ম-রূপ যে স্থানে আপনি অবস্থিতি করেন; তার দ্বারা আগমন-পূর্বক প্রতিদিন যাগাদি-সৎকর্মযুত অর্চনাকারীকে সর্বদা প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন। [সেই জ্ঞানদাত্রী দেবীর কৃপাবলে আমাদের কর্ম যেন সৎ-ভাবাপন্ন হয়, আর সেই সৎকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি (স্বয়ং জ্ঞান) যেন আমাদের মধ্যে বিরাজমানা হন; তাতে আমরা যেন রক্ষা (মুক্তি) পাই] ॥ ২ ॥

সংস্কারকারিণী (সত্ত্বভাবপ্রদায়িনি) জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি! আপনার আগমন অনুসরণ করলে মনুষ্য পশু ও পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ বল প্রাপ্ত হয়; আরও তারা সকলে স্বর্গলোকের সীমান্তভাগে (নিকটে) প্রকৃষ্টরূপে প্রয়াণ করে। [সকল প্রাণির মধ্যেই জ্ঞানদেবতার ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়; জ্ঞানপ্রভাবে প্রাণিগণ ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। ....এই মন্ত্রের 'অর্জুনি' পদটি 'অর্জ্জ' ধাতু থেকে উৎপন্ন; তার অর্থ—সংস্কার বা পরিষ্কার করা। পাপের ক্লেদলিপ্ত জীবের ক্লেদকে অপসারণ করেন যিনি, তিনি 'অর্জুনি' অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা; কারণ পাপ বা অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হ'লে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভা বিস্তার করে, তা উজ্জ্বল, শ্বেত—রাত্রির অবসানে দিবার মতোই দ্যুতিময়] ॥৩॥

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আপনি অজ্ঞানান্ধকার দূর ক'রে আপনার জ্ঞান-কিরণ-দ্বারা সংসারের সকল প্রাণিকে প্রজ্ঞানসম্পন্ন করেন; সেই জন্যই সেই প্রকার গুণান্বিতা আপনাকে পরমধনাকাঙ্ক্ষী মেধাবিগণ (অথবা, অকিঞ্চনগণ—আমরা) স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা স্তব করেন (ক'রি)। [অজ্ঞাননাশিকা দেবি সকলেরই হৃদয়ে নিজেই প্রকাশমানা হন। সেই দেবী, কর্মসামর্থ্যহীন কিন্তু তাঁর স্তবে নিযুক্ত আমাদের অজ্ঞানতা নাশ ক'রে জ্ঞান দান করুন] ॥৪॥

টীকা — এখানে ঊষার দুরকম যানের—ঘোটকের এবং অরুণবর্ণ গাভীসকলের—উল্লেখ আছে। এই সূক্তের 'অর্জুনি' পদটি থেকে পাশ্চাত্যমতাবলম্বী পণ্ডিতেরা ঊষাদেবতার সাথে পাশ্চাত্যদেশের অনেক প্রাচীন দেবদেবীর সম্বন্ধ সূচনা করেছেন। কণ্বপুত্রগণের তিনি অর্চিত হন, কণ্ববংশীয়েরা তাঁর উদ্দেশ্যে স্তোত্রমন্ত্র রচনা করেছেন—এমন সব স্থূল ধারণার বশবর্তী হবার পক্ষে প্রচুর উপাদান এই সূক্তে মেলে; কিন্তু এর কোনোটিই আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সাথে মেলে না।

◆ ◆

— ৫০ সূক্ত —

[দেবতা : সূর্যদেব। ঋষি : কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবম্। দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥ ১ ॥
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ২ ॥
অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু। ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ৩ ॥
তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য। বিশ্বমা ভাসি রোচনম্ ॥ ৪ ॥
প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্। প্রত্যঙ্বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ৫ ॥
যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু। ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ৬ ॥
বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ। পশ্যঞ্জন্মানি সূর্য ॥ ৭ ॥
সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য। শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥ ৮ ॥
অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ। তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ৯ ॥
উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ১০ ॥

উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবম্।
হৃদ্রোগং মম সূর্য হরিমাণং চ নাশয় ॥ ১১ ॥
শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি।
অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্মসি ॥ ১২ ॥
উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।
দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে রধম্ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রার্থ — জ্ঞানরশ্মিসমূহ, সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত, সেই প্রসিদ্ধ সর্বজ্ঞ (অথবা ধনপতি) দ্যোতমান্ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে (পরমাত্মাকে) সাধকের সহস্রার পদ্মে প্রকাশিত ক'রে থাকে। [জ্ঞানের সাহায্যেই সাধুগণ ভগবানের স্বরূপ অনুভব করতে সমর্থ হন। ...সূর্য অর্থে পরব্রহ্মই। এর প্রমাণ, চতুর্থ ঋকের ও দশম ঋকের ব্যাখ্যায় স্বয়ং সায়ণাচার্যই স্পষ্টতঃ সূর্যকে পরব্রহ্ম-রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া নিঘণ্টু-শাস্ত্রেও 'সূর্য' পদের প্রতিবাক্যে যে তিনটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে সূর্যকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ ভগবান্ই বলা হয়েছে। পূর্ণব্রহ্মরূপী এই সূর্যই আবার সামবেদের আগ্নেয় পর্বে 'অগ্নি'রূপে ব্যাখ্যাত। তাতেও কিছু যায় আসে না। সূর্য বা অগ্নি—দুই-ই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বর বা তাঁর পূর্ণ বিভূতি] ॥ ১ ॥

সূর্যোদয়ে রাত্রি অপগত হ'লে নক্ষত্রসকল যেমন অদৃশ্য হয়, সর্বদ্রষ্টা জ্ঞানসূর্যের উদয়ে অজ্ঞানতা- মধ্যাগত অসৎ-বৃত্তি-প্রভৃতিরূপ প্রসিদ্ধ দস্যুগণ (রিপুশত্রুগণ) তেমনই অপসৃত হয়ে থাকে। [জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। ....সাবধান! অজ্ঞানতা-রূপ রাত্রি যেন আর না আসে। একেবারে তাকে দূর ক'রে দাও। হৃদয়ে জ্ঞান-সূর্যকে চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখ। পদস্খলন আর যেন না হয়] ॥ ২ ॥

দীপ্তিশীল অগ্নির ন্যায় এই পরমাত্মার প্রজ্ঞাপক বিভূতি-সকল অজ্ঞান-প্রযুক্ত সংসারে বদ্ধ জীবগণের হৃদয়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে; অথবা, উৎপত্তিশীল মহৎ-আদি-তত্ত্বসমূহকে ক্রমে প্রকাশ ক'রে থাকে; অথবা, অগ্নি যেমন উৎপন্ন হ'য়ে আশ্রয়স্থিত তৃণকাষ্ঠ-ইত্যাদিকে বিনষ্ট ক'রে স্বয়ং প্রকাশ পায় ও অপরাপর বস্তুগুলিকে প্রকাশ করে, তেমনই ভগবৎ-বিভূতি অথবা তত্ত্বজ্ঞান জীবের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়ে সেখানকার কামক্রোধাদি রিপুগণকে সমূলে ধ্বংস ক'রে স্বয়ং প্রকাশ পায় এবং পরমাত্মাকে প্রকাশ ক'রে দেয়। [তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হ'লে জীবসকলের অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়ে পরমৈশ্বর্যশালী পরব্রহ্ম- সাক্ষাৎকার দ্বারা মুক্তি হয়ে থাকে] ॥ ৩ ॥

হে সূর্য (সকলের অন্তর্যামি-হেতু সকলের প্রেরণকর্তা পরমাত্মা)! তুমি এই ভবসাগরে একমাত্র উদ্ধারকর্তা, মুক্তিলিপ্সু জীবগণের দর্শনযোগ্য, জ্যোতিষ্কগণের সৃষ্টিকর্তা; তুমিই দৃশ্যমান সকল পদার্থকে প্রকাশ করছ। [সেই পরমাত্মাই এই জগতের স্রষ্টা, প্রকাশক ও উদ্ধারকর্তা। তিনিই ভবব্যাধিরূপ দুস্তর সংসার-সাগরের নিস্তারক। তিনিই পরম জ্যোতিঃ। সূর্যদীপ্তির ভয়ে যেমন জড়-জগতের অন্ধকার কোন্ অতলস্পর্শী পর্বতগহ্বরে লুকিয়ে পড়ে, তাঁর প্রভায় তেমনই জীবহৃদয়ের অজ্ঞান-অন্ধকার চিরদিনের জন্য দূরীভূত হয়] ॥ ৪ ॥

হে পরমাত্মন্! যদিও আপনি বিশ্বব্যাপক; তথাপি সত্ত্বভাবসম্পন্নের প্রতি গমন ক'রেই আপনি স্বরূপ প্রকাশ করেন, মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনের প্রতি গমন ক'রেই আপনি প্রকাশমান হন, এবং

বিশ্বব্যাপ্ত স্বর্গলোকের (সত্ত্বভাবনিলয়ের) প্রতি গমন ক'রে সকলের প্রত্যক্ষভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হন। [যদিও ভগবান্ বিশ্বব্যাপক, তথাপি সত্ত্বভাব-সান্নিধ্যেই তিনি প্রকটীভূত হয়ে থাকেন] ॥৫॥

হে পবিত্রকারক! প্রাণিগণের ধারণ-পোষণকারী এই সংসারকে যে রকম প্রকাশ-শক্তি-প্রভাবে যথাক্রমে প্রকাশ করে আছেন, করুণাবারি-বর্ষক হে পরমাত্মন্, আপনার সেই প্রকাশ-শক্তিকে আরাধনা করছি। [পরমাত্মা ভগবানের দিব্যজ্যোতিঃ হৃদয়ে উদ্ভাসিত হ'লে সবই পাওয়া হয়ে যায়] ॥৬॥

হে সর্বান্তর্যামিন্! তুমি এই বিস্তৃত রজোগুণাত্মক মর্ত্যভূমিকে, অন্তরীক্ষ-লোককে, এবং রাত্রির সাথে দিবাকে নিয়মিত ক'রে এবং সকল প্রাণীকে লক্ষ্য ক'রে দ্রষ্টারূপে অবস্থিত রয়েছ। [সেই বিশ্বচক্ষু পরমাত্মাই একমাত্র সর্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনি অনন্তমূর্তি ও অনন্তশক্তিধর। তিনি এক মূর্তিতে মর্ত্যভূমিকে প্রকাশিত করেছেন, আবার অন্যমূর্তিতে সর্বলোকের প্রভাপ্রতিভা বিকশিত করছেন] ॥৭॥

জ্ঞানময় (সর্বপ্রকাশক) দ্যোতমান্ (স্বপ্রকাশ) হে পরমাত্মন্! তেজঃস্বরূপ (দীপ্তিমান্) আপনাকে, ভগবানের সম্বন্ধকারক দেহ ইত্যাদি সপ্ত-উপাদান, হৃদয়ে (কর্মমধ্যে) বহন ক'রে আনে। [সূর্যরশ্মিসমূহ যেমন সপ্তবর্ণের কিরণের দ্বারা জগৎকে সূর্যসম্বন্ধ প্রদান করে, সত্ত্বভাবসমূহ তেমনই দেহ ইত্যাদির (পঞ্চভূতাত্মক দেহ, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই সপ্ত উপাদানের) দ্বারা হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করে] ॥৮॥

জ্ঞানপ্রদাতা পরমাত্মা, আমাদের কর্মরূপ যানের অথবা হৃদয়ের সৎ-ভাব-রক্ষয়িত্রী যে বিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তিকে অথবা কর্মশক্তিকে হৃদয়ে সংযুক্ত রেখেছেন; সেই সকল কর্মশক্তির অথবা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আত্মজ্ঞান-উন্মেষণের সাথে মনুষ্য ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। [ভগবানের অনুকম্পায় আমরা যে বিশুদ্ধ কর্মশক্তিকে বা ইচ্ছাশক্তিকে লাভ করি, সেই শক্তিই আমাদের ভগবানকে প্রাপ্ত করিয়ে দেয়] ॥৯॥

প্রার্থনাকারী সৎকর্মানুষ্ঠাতা আমরা, অজ্ঞানান্ধকারের অতীত-অবস্থা-গত উৎকৃষ্টতর জ্ঞানজ্যোতিঃ দর্শন ক'রে, দেবগণের মধ্যে দ্যোতমান, শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃস্বরূপ, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হই। [সৎকর্মের প্রভাবে সৎ-জ্ঞান-উন্মেষের সাথে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে] ॥১০॥

সকলের প্রতি মিত্রের ন্যায় কৃপাপরায়ণ হে ভগবন্! আপনি অবিলম্বে আত্মস্বরূপ প্রকাশ ক'রে, শ্রেষ্ঠস্বর্গরূপ সত্ত্বভাবনিলয় হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়ে, আমার অন্তর্ব্যাধিকে (অথবা, হৃদয়ের কৌটিল্যকে) এবং বহির্ব্যাধিকে (অথবা, সৎ-ভাব-নাশক) কর্মপ্রভাবকে বিনাশ করুন। [সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমাত্মা আমাতে আত্মপ্রকাশের দ্বারা আমার হৃদয়কে সত্ত্বভাবাপন্ন ক'রে, সেখানে অধিষ্ঠিত হোন এবং আমার সর্বদুঃখ বিনাশ করুন] ॥১১॥

হে ভগবন্! আমার সদ্ভাবনাশক পাপকর্মকে দীপ্তিমান্ সৎ-ভাব-জনক জ্ঞানকিরণসমূহে সংন্যস্ত কর; আর, আমার সৎ-ভাব-নাশক কর্মপ্রভাবকে পাপহারী দেবতাসমূহে সমর্পিত কর। [সেই পরমাত্মা যেন আমার সৎ ও অসৎ সকল কর্ম নিজেই নিয়ন্ত্রিত করেন; যাতে আমি ফলাকাঙ্ক্ষা-বিবর্জিত হয়ে তাঁর কর্ম সাধন করি, তার উপায় ক'রে দিন] ॥১২॥

যে হিংসাকারী শত্রুকে ভগবানের অর্চনাপরায়ণ আমি বিনাশ করতে সমর্থ হই না, সর্বত্র অবস্থিত অনন্তের অংশীভূত আদিত্যদেব, সকল রকম শক্তির দ্বারা আমার সেই হিংসাকারী শত্রুকে নাশ ক'রে সমুদিত (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) হন। [অতিদুর্ধর্ষ রিপুশত্রুগণ দেবশক্তিপ্রভাবে প্রতিহত ও

বিনাশপ্রাপ্ত হ'লে অজ্ঞানতার (অন্ধকারের) কুহেলিকা অপসৃত হওয়ায় চিত্তক্ষেত্র নির্মল প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, আর তখনই সেই দেবতা (পরমাত্মা বা আদিত্যদেব) হৃদয়ে আবির্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত হন।॥ ১৩॥

টীকা — এই সূক্তের মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম সন্ধ্যা বন্দনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যায় এর সব মন্ত্রগুলি, এবং সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় সন্ধ্যায় কেবল প্রথম মন্ত্রটির প্রয়োগ আছে। ...কিন্তু বিপরিতাপের বিষয় যে, এই মন্ত্র কয়েকটিরও অর্থবিকৃতিসম্পন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ....কোনো কোনো ব্যাখ্যায় এই সূক্তাবলম্বনে সূর্যকে গতিশীল বলা হয়েছে ব'লে প্রমাণের দ্বারা বেদ রচয়িতা ঋষিদের অজ্ঞ বলে প্রমাণ করারও চেষ্টা হয়েছে। এমনকি, প্রচলিত কোনো কোনো ব্যাখ্যায় সূর্যকে হস্তপদবিশিষ্ট মানুষ-রূপেও চালাবার চেষ্টা হয়েছে। আবার মাঝে মধ্যে তাঁকে পরমাত্মা-রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এইসবের ফলে বেদব্যাখ্যায় অসামঞ্জস্য প্রকট হয়ে পড়েছে।

◆ ◆

— ৫১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র সব্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

অভি ত্যস্ মেষং পুরুহূতমৃগ্মিয়মিন্দ্রং গীর্ভির্মদতা বস্বো অর্ণবম্।
যস্য দ্যাবো ন বিচরন্তি মানুষা ভুজে মংহিষ্টমভি বিপ্রমর্চত ॥ ১ ॥
অভীমবন্বন্ স্বভিষ্টিমূতয়োঽন্তরিক্ষপ্রাং তবিষীভিরাবৃতম।
ইন্দ্রং দক্ষাস ঋভবো মদচ্যুতং শতক্রতুং জবনী সুনৃতারুহৎ ॥ ২ ॥
ত্বং গোত্রমঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোরপোতাত্রয়ে শতদূরেষু গাতুবিৎ।
সসেন চিদ্বিমদায়াবহো বস্বাজাবদ্রিং বাবসানস্য নর্তয়ন্॥ ৩ ॥
ত্বমপামপিধানাবৃণোরপাধারয়ঃ পর্বতে দানুমদ্বসু।
বৃত্রং যদিন্দ্র শবসাবধীরহিমাদিত্সূর্যং দিব্যারোহয়ো দৃশে ॥ ৪ ॥
ত্বং মায়াভিরপ মায়িনোঽধমঃ স্বধাভির্যে অধি শুপ্তাবজুহ্বত।
ত্বং পিপ্রোর্নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ প্র ঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষ্বাবিথ ॥ ৫ ॥
ত্বং কুৎসং শুষ্ণহত্যেষ্বাবিথারন্ধয়োঽতিথিগ্বায় শম্বরম্।
মহান্তং চিদর্বুদং নি ক্রমীঃ পদা সনাদেব দস্যুহত্যায় জজ্ঞিষে ॥ ৬ ॥
ত্বে বিশ্বা তবিষী সধ্র্যগ্ঘিতা তব রাধঃ সোমপীথায় হর্ষতে।
তব বজ্রশ্চিকিতে বাহ্বোর্হিতো বৃশ্চ শত্রোরব বিশ্বানি বৃষ্ণ্যা ॥ ৭ ॥
বি জানীহ্যার্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন ॥ ৮ ॥

অনুব্রতায় রন্ধয়ন্নপব্রতানাভূভিরিন্দ্রঃ শ্নথয়ন্ননাভুবঃ।
বৃদ্ধস্য চিদ্বর্ধতো দ্যামিনক্ষতঃ স্তবানো বম্রো বি জঘান সন্দিহঃ ॥ ৯ ॥
তক্ষদ্যত্ত উশনা সহসা সহো বি রোদসী মজ্মনা বাধতে শবঃ।
আ ত্বা বাতস্য নৃমণো মনোযুজ আ পূর্যমাণমবহন্নভি শ্রবঃ ॥ ১০ ॥
মন্দিষ্ট যদুশনে কাব্যে সচাঁ ইন্দ্রো বঙ্কূ বঙ্কুতরাধি তিষ্ঠতি।
উগ্রো যযিং নিরপঃ স্রোতসাসৃজদ্বি শুষ্ণস্য দৃংহিতা ঐরয়ৎপুরঃ ॥ ১১ ॥
আ স্মা রথং বৃষপাণেষু তিষ্ঠসি শার্যাতস্য প্রভৃতা যেষু মন্দসে।
ইন্দ্র যথা সুতসোমেষু চাকনোঽনর্বাণং শ্লোকমা রোহসে দিবি ॥ ১২ ॥
অদদা অর্ভাং মহতে বচস্যবে কক্ষীবতে বৃচয়ামিন্দ্র সুন্বতে।
মেনাভবো বৃষণশ্বস্য সুক্রতো বিশ্বেত্তা তে সবনেষু প্রবাচ্যা ॥ ১৩ ॥
ইন্দ্রো অশ্রায়ি সুধ্যো নিরেকে পজ্রেষু স্তোমো দুর্যো ন যূপঃ।
অশ্বযুর্গব্যূ রথযুর্বসূযুরিন্দ্র ইদ্রায়ঃ ক্ষয়তি প্রযন্তা ॥ ১৪ ॥
ইদং নমো বৃষভায় স্বরাজে সত্যশুষ্মায় তবসেঽবাচি।
অস্মিন্নিন্দ্র বৃজনে সর্ববীরাঃ স্মৎসূরিভিস্তব শর্মন্ৎস্যাম ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! তেজস্বী (শত্রুস্তম্ভনকারী), সকলের পূজনীয়, স্তুতিমন্ত্রের [illegible], সকল ধনের আধারস্থান, সেই ভগবানকে তোমরা স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা সর্বতোভাবে [illegible] কর। যে ভগবানের অনুকম্পায় মনুষ্যগণের হিতসাধক কর্মসমূহ, হিতকর সূর্যরশ্মির [illegible] সর্বত্র প্রবর্তিত রয়েছে; আপনার এবং অপর সকলের সুখের নিমিত্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ সেই [illegible] তোমরা সর্বতোভাবে আরাধনা কর। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। ভগবানের আরাধনা [illegible] সুখদায়ক। অতএব,—হে জীব (হে আমি)! তুমি সদাকাল সেই ভগবানের আরাধনায় [illegible]] ॥ ১ ॥

[illegible], প্রীবৃদ্ধিসাধক, মেধাবী নরদেবগণ (ঋভুগণ), সেই অভিমতফলদাতা, [illegible], শত্রুদমন-সামর্থ্যশীল, গর্বনাশকারী, অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন ভগবানকে (ইন্দ্রদেবকে) [illegible] পূজা ক'রে থাকেন; সেই ঋভুদেবগণকে (শত্রুসংহারের নিমিত্ত) উচ্চারিত [illegible] স্তোত্রসমূহ সেই ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। [জ্ঞানিগণ সদাকাল ভগবানকে অর্চনা করেন; [illegible] পূজা সর্বপ্রকারেই সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। ....এই মন্ত্রে 'সুনৃতা' পদে প্রকৃতপক্ষে [illegible] লক্ষ্য করে। এ সংসারে হিতকর ও সত্য বাক্য দুর্লভ; একমাত্র বেদমন্ত্রই সত্য ও [illegible]] ॥ ২ ॥

হে ভগবন্! আপনি পরমজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণের নিমিত্ত (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান [illegible] ঋষিগণের নিমিত্ত) তাঁদের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানের আবরক অজ্ঞানকে দূর [illegible], অপিচ, অশেষপ্রকার পীড়াদায়ক প্রলোভন-রূপ আয়ুধসকলে প্রক্ষিপ্ত ধর্মমার্গ-অনুসারী [illegible] (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান মহর্ষি অত্রিকে) সৎপথ প্রদর্শন করেন; এবং মদরহিত [illegible] (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান মহর্ষি বিমদকে) কল্যাণসাধক পরমার্থরূপ ধন

প্রদান করেন; এবং সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করাবার নিমিত্ত অগ্নির ন্যায় (কর্মসামর্থ্যহীন) স্থবিরকে (অথবা—ব্যবসান ঋষিকে) কর্মপ্রবৃত্তি-প্রদানে পরিচালিত করেন। [মন্ত্রটি ভগবানের মহিমাপ্রকাশক।—অজ্ঞানতা দূরীকরণে জ্ঞানিগণকে, সৎপথ-প্রদর্শনে ধর্মপথের অনুসারিগণকে, পরমধন বিতরণের নিমিত্ত নিরহঙ্কার জনগণকে এবং কর্মসামর্থ্যহীন জনের পরিচালন পক্ষে ভগবান্ সদাই কৃপাপরায়ণ আছেন] ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্! আপনি সত্ত্বভাবসমূহের আবরক অজ্ঞানকে দূর করেন; পর্বতের ন্যায় দুর্ভেদ্য ভগবৎ-পরায়ণ জনে, দানের উপযোগী প্রচুর ধন (জ্ঞানাদি-রূপ ধন) প্রদান করেন; যখন আপনি বলের দ্বারা ক্রূরপ্রকৃতি অজ্ঞানতাকে বধ করেন, তখন আত্মদর্শনের জন্য সাধকবর্গের হৃদয়াকাশে অথবা হৃদয়-রূপ স্বর্গে জ্ঞানাধার সূর্যদেবকে (পরম জ্ঞানকে) স্থাপিত ক'রে থাকেন। [স্বর্গতুল্য হৃদয়বান্ সাধুগণ ভগবানের কৃপাতেই পরাজ্ঞান লাভ ক'রে থাকেন] ॥ ৪ ॥

অজ্ঞানরূপ যে দস্যুগণ (অথবা অজ্ঞান হ'তে উৎপন্ন যে রিপুশত্রুগণ), সত্ত্বভাবসমূহকে হৃদয় হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে গ্রাস করে, সেই মায়াবী কপটিগণকে (অর্থাৎ সত্ত্বভাবনাশক অজ্ঞানতাসমূহকে), হে ভগবন্, আপনি মায়ার দ্বারা (কৌশলে) জয় করে থাকেন; হে লোকানুগ্রহপর (করুণাময়)! আপনি সাধুগণের পরিপালনের জন্য শত্রুর আবাসস্থানসমূহ (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান অসুরের পুরী), ভস্ম ক'রে দেন; এবং অকপট শুদ্ধসত্ত্ব সম্পন্নজনকে (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান ঋজিশ্বান নামক মহর্ষিকে) রিপুশত্রুরূপ দস্যুর হননের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সংগ্রামসমূহে প্রকৃষ্টভাবে রক্ষা ক'রে থাকেন। [কপটিদের সংহার-সাধনে ও সাধুদের পরিরক্ষণে ভগবানের অশেষ মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করা যায়, অর্থাৎ তাঁরই কৃপায় সৎ-পথাবলম্বীজনের হৃদয়ের অজ্ঞানতা পরাভূত হয় এবং তার আবাসস্থান উচ্ছিন্ন হয়। ফলে সেই সৎকর্মানুসারিগণ জ্ঞানের পুণ্যস্পর্শে ঈশ্বরকে লাভ করতে সমর্থ হয়] ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্! আপনি কঠোরতানাশক (পাপহারক) সংগ্রামে নিন্দাতীত জনকে (সাধুকে) রক্ষা করেন; অতিথি-সৎকার-পরায়ণ জনের জন্য (সেবাব্রত-অবলম্বনকারীর জন্য) আপনি অগ্নির ন্যায় গতিশীল—পাপকে হনন করেন; অতি-ভয়ঙ্কর হিংসককে (অথবা—অসংখ্য রিপুশত্রুকে) নিশ্চয়ই আপনি পদদলিত করেন; চিরকাল হ'তেই শত্রুসংহারের নিমিত্ত আপনার উদ্ভব অর্থাৎ সদাকালই আপনি দস্যুহননশীল। [ভগবৎ-পরায়ণ সাধুগণের রক্ষাকর্তা, সহস্রপরাক্রমী দস্যুগণের দমনকারী সেই ভগবান্ সদাকালই অসৎগণের দমনে এবং সৎ-জনের রক্ষণে ব্রতী আছেন] ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্! আপনাতে সকল বল সম্যক্‌রূপে আছে, অর্থাৎ আপনিই সর্বতোভাবে সকল বলের অধিকারী; আপনার অধিকৃত পরমার্থরূপ ধন, শুদ্ধসত্ত্বধারণশীল সাধকগণকে পরমানন্দ দান করে; আপনার হস্তস্থিত শত্রুনাশক আয়ুধ (বজ্র) শত্রুদের অথবা পাপিগণকে ভীতিপ্রদর্শক হয়; হে ভগবন্! শত্রুর সকল শক্তিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বিনাশ করুন। [সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ সৎ-ভাবাপন্ন জনগণের আনন্দপ্রদায়ক এবং অসৎগণের ভীতিসাধক। সেই ভগবান্ আমাদের শত্রুগণকে নাশ করুন] ॥ ৭ ॥

হে ভগবন্! সৎকর্মানুষ্ঠাতা সৎ-মার্গ-অনুসারিগণকে আপনি বিশেষরূপে জানুন বা জ্ঞাত আছেন; যারা পাপাচারসম্পন্ন (পাপী) তাদেরও আপনি বিশেষরূপে জানুন বা জ্ঞাত আছেন; সৎকর্মপরায়ণ জনের সৎকর্মে বিঘ্নপ্রদানকারী শত্রুদের শাসন ক'রে আপনি বিনাশ করুন; হে

মন্‌! আপনি সৎকর্মে অনুষ্ঠানপর জনের নায়ক (পরিচালক) হোন; আপনার সেই বিশ্ববিদিত ...সমূহ সৎকর্মসমূহের মধ্যেই উজ্জ্বল দেখতে পাই। [ভগবান্ সর্বজ্ঞ, সৎকর্মের মধ্যে তাঁর ...সত্তা উদ্ভাসিত।—সেই ভগবান্ আমাদের পরিচালক হোন এবং আমাদের অন্তর ও বাহিরের ...কে নাশ করুন] ॥ ৮ ॥

...ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সৎকর্মানুষ্ঠানকারীর রক্ষার নিমিত্ত, অসৎকর্মপরায়ণকে হিংসা করতে এবং ...-অভিমুখী সাধুগণের দ্বারা তাদের বিরোধী অধার্মিকগণকে বশীভূত করতে (অথবা—হিংসা ...) বিদ্যমান্ রয়েছেন। মহত্তের অতীত অতিমহত্ত্বসম্পন্ন, দ্যুলোকে (সত্ত্বভাবের নিবাসস্থানে) ...তঃ বিদ্যমান্, সেই ভগবানের পূজাপরায়ণ বল্মীকের ন্যায় সত্ত্বভাবসঞ্চয়শীল সাধক ...—কালচক্রে চিরবিদ্যমান ব্রহ্ম ঋষি) জনগণের সংশয় (ভগবৎ-বিষয়ক) বিশেষ প্রকারে দূর ...র থাকেন। [সাধুগণের সংরক্ষণের জন্য অসাধুগণকে ভগবান্ নির্যাতিত করেন; কিন্তু সাধুগণ ...উপদেশ ইত্যাদি দানে তাদেরও (সেই অসাধুদেরও) পরিরক্ষণ ক'রে থাকেন। মহত্তেরও মহৎ ...স্বরূপভূত ভগবান্ সকলেরই পরিরক্ষক; তিনি সাধুদের দ্বারাই (তাঁর দ্বারা নির্যাতিত) ...দেরও পরিরক্ষণ ক'রে থাকেন] ॥ ৯ ॥

হে ভগবন্! যখন পরীক্ষার অনল হ'তে উত্তীর্ণ (ভগবৎ-কামনাপর) সাধক (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান ঋষি উশনা) আপনার বলের দ্বারা নিজের বলকে তীক্ষ্ণতাসম্পন্ন (প্রবর্ধিত) করে, ...ন বৃত্রেক (শবপ্রায়) তার শক্তি আপন মহত্ত্বে দ্যুলোককে ও ভূলোককে বিশেষভাবে আবৃত ক'রে ফেলে। হে লোকানুগ্রহপর করুণাপর! আমাদের মনঃসম্বন্ধযুত সত্ত্বভাব সর্বতোভাবে ...বেগে সর্বশক্তিমান্ সেই আপনাকে আমাদের নিকটে বহন ক'রে আনুক। [ভগবৎ-ভক্তির সাথে ...মিলিত হ'লেই মানুষের শক্তি অসাধ্যসাধনে সমর্থ হয়।—আমাদের মানসক্ষেত্রে সেই ...ভগবৎ-শক্তির প্রতিষ্ঠা হোক। ...এখানে রথেও রূপকতা অশ্বেও রূপকতা। রথ অর্থে মন এবং ...অশ্ব শুদ্ধসত্ত্বভাব। মন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব পূর্ণ হ'লে ভগবান্‌কে বায়ুগতিতে সেখানে আকর্ষণ ক'রে ...নে] ॥ ১০ ॥

যখন ভগবান্ ইন্দ্রদেব স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা সম্পূজিত হন, তখন তিনি স্তোত্রমন্ত্র-উচ্চারণকারী ভগবৎ-কামনাপরায়ণ সাধকের সাথে সম্মিলিত হয়ে অবস্থিত থাকেন; রজঃ ও তমঃ-আশ্রয়ভূত ...বিমার্গ-অবলম্বিগণ স্বভাবতঃ রজঃ ও তমসের উপাসক, সুতরাং বক্রতর-গতিশীল থাকে; কিন্তু ...নের বিমর্দক (সুতরাং উগ্র) সেই ভগবান অসৎমার্গে গমনশীল (রজঃ ও তমসে অভিভূত) ...দের লক্ষ্য ক'রে, প্রবাহরূপে (করুণায়) শুদ্ধসত্ত্ব-ইত্যাদি স্নেহার্দ্র ভাবসমূহকে প্রবাহিত করেন, ...র সৎ-ভাব-শোষক অসৎভাব-পোষক শত্রুর সুদৃঢ় আবাসস্থানকে (কুকর্ম ইত্যাদিকে) ...বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেন। [ভগবান্ যদিও সদা সত্ত্বসহযুত হন, তথাপি রজঃ ও তমসে ...অভিভূত জনের উদ্ধারের নিমিত্ত (তাদের হৃদয়ে অনুশোচনা জাগ্রত ক'রে) নিরন্তর তিনি ...করুণাধারা বর্ষণ ক'রে থাকেন] ॥ ১১ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে অলৌকিক পবিত্র কর্মে (শুদ্ধসত্ত্বভাবে) আপনি অতিশয় আনন্দপ্রাপ্ত ...ন, অহিংসাপরায়ণ সংসারের মঙ্গলকামী জনের (অথবা কালচক্রে চিরবিদ্যমান শার্যাত মহর্ষির) ...কল্যাণ-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণে, সর্বতোভাবে তাঁর হৃদয়রূপ রথে আপনি আনন্দ-সহ অবস্থিতি ...করেন; আপনি যেরকম শুদ্ধসত্ত্বভাবের কামনা ক'রে থাকেন (অথবা সত্ত্বভাবের মধ্যে প্রকাশমান

হন) স্বর্গে বা সত্ত্বভাব-নিলয় সাধকের হৃদয়ে (অবস্থিতিপূর্বক) অচঞ্চল নিত্য স্তোত্রমন্ত্রে সেইপ্রকারেই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। [যেখানেই সত্ত্বভাব, যেখানেই সৎকর্মের অনুষ্ঠান, ভগবান সেখানেই বিদ্যমান আছেন। ....পুরাণের 'শর্যাতি' বৈবস্বত মনুর পুত্র, ব্রাহ্মণে মনুবংশীয় রাজাবিশেষ। সায়ন তাঁকে ভৃগুবংশীয় ঋষি বলেছেন। মহর্ষি চ্যবন কর্তৃক শর্যাতি-কন্যার পাণিগ্রহণকালে ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারযুগল উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে তাঁদের সোমরস (হবিঃ) প্রাপ্তিতে নানা গণ্ডগোল হয়।—ইত্যাদি—আলোচ্য ঋক্‌টিতে যেন সেই উপাখ্যান বর্ণিত, এমন কথা প্রচলিত ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে। এমনকি 'বৃষপাণেষু' পদ থেকে আর্যদের গো-খাদকত্ব প্রমাণেরও চেষ্টা হয়েছে] ॥ ১২ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব। প্রকৃষ্ট-স্তুতিপরায়ণ সুকর্মকারী পাপাত্মাকে আপনি তার ক্রমোন্নতিসাধক স্তোত্রমন্ত্র দান করেন। [পাপাত্মা যদি সুকর্মকারী ও প্রার্থনাপরায়ণ হয়, তাহলে সেও সুফল লাভ করে]; আপনি, সহধর্মিণীর ন্যায় সৎকর্মকারী পরমদানশীল জনের সহায় হোন। [সাধ্বী সহধর্মিণী যেমন একান্তে পতিসেবাপরায়ণা হন, ভগবান্ তেমনই সর্বথা সহকর্মকারীর শ্রেয়ঃসাধন ক'রে থাকেন]। ভগবানের সম্বন্ধবিশিষ্ট এইরকম কর্মসকলকে সৎকর্মের অনুষ্ঠানমাত্রেই নিশ্চয়ই সদা স্মরণীয়। [ভগবৎ-কর্মের অনুধ্যানের দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাবাবেশ হয়ে থাকে। সুতরাং কারও হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। সৎকর্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হলেই ভগবান্ প্রার্থনাকারীর সৎ-ইচ্ছাকে পূরণ করবেন] ॥ ১৩ ॥

ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সৎকর্মকারী সুধিগণকে নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দান করেন। ভগবৎ-পদাঙ্ক-অনুসারী সাধকগণের হৃদয়ে তাঁর স্তুতিমন্ত্র, দ্বারস্থিত স্থাণুর ন্যায় (সিংহদ্বারে বিজয়-স্তম্ভের মতো, অথবা যজ্ঞদ্বারে যূপকাষ্ঠের মতো) অবিচলিত-ভাবে অবস্থিতি করে। পরমধনপ্রদাতা ভগবান্ ইন্দ্রদেব, প্রার্থনাপরায়ণ জনগণকে ব্যাপ্তিদানে (অণিমা ইত্যাদি ঐশ্বর্যদানে) ইচ্ছুক হয়ে, জ্ঞানদানে ইচ্ছুক হয়ে, পরিত্রাণের উপায়দানে ইচ্ছুক হয়ে, এবং সকলরকম ধনপ্রদানে ইচ্ছুক হয়ে, অবিচলিতভাবে চিরবিদ্যমান আছেন। [নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-স্থান, সাধকের পরমধনপ্রদাতা সেই ভগবান, প্রার্থিগণের সকলরকম শ্রেয়োবিধান ক'রে থাকেন] ॥ ১৪ ॥

আমাদের উচ্চারিত এই স্তোত্র, সেই অভীষ্টপূরক, স্বপ্রকাশশীল,অমিতশক্তিসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ ভগবানে মিলিত হোক; হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! নিত্যসঙ্ঘটিত এই সংসার-সমরে (রিপুশত্রুগণের সাথে দ্বন্দ্বে) আমরা সকল প্রকার শত্রুদমনে সমর্থ হয়ে, আপনার নির্দিষ্ট আশ্রয়ে জ্ঞানিগণের সাথে যেন সুখে বাস করতে পারি। [আমাদের স্তুতিমন্ত্র আপনাকে প্রাপ্ত হোক, আর আমরা যেন সকল শত্রুনাশে সমর্থ হয়ে সৎপথাবলম্বী জ্ঞানিগণের সাথে বাসের যোগ্য হ'তে পারি] ॥ ১৫ ॥

টীকা — এই সূক্ত অবলম্বনে যে কত পৌরাণিক উপাখ্যান, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ব্যাখ্যাত বা কল্পিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। বহু আশ্চর্য কিংবদন্তীও এর অন্তর্গত হয়ে প্রচলিত রয়েছে। যেমন, এই সূক্তের রচনাকারী বা এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি। তিনি অঙ্গিরার পুত্র। অঙ্গিরা নাকি কঠোর সাধনা ক'রে ইন্দ্রকে সখ্যরূপে (পুত্ররূপে) লাভ করেন। ....এই সূক্ত অবলম্বনে ইন্দ্রকে মেষরূপ ধারণকারী হয়ে সোমরস পান করতে দেখা গেছে, তিনি বৃষণশ্ব রাজার স্ত্রী 'মেনা' হয়ে জন্মেছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

— ৫২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র সব্য। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ত্যং সু মেষং মহয়া স্বর্বিদং শতং যস্য সুভ্বঃ সাকমীরতে।
অত্যং ন বাজং হবনস্যদং রথমেন্দ্রং ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ ॥ ১ ॥
স পর্বতো ন ধরুণেষ্বচ্যুতঃ সহস্রমূতিস্তবিষীষু বাবৃধে।
ইন্দ্রো যদ্বৃত্রমবধীন্নদীবৃতমুব্জন্নর্ণাংসি জর্হৃষাণো অন্ধসা ॥ ২ ॥
স হি দ্বরো দ্বরিষু বব্র ঊধনি চন্দ্রবুধ্নো মদবৃদ্ধো মনীষিভিঃ।
ইন্দ্রং তমহ্বে স্বপস্যয়া ধিয়া মংহিষ্ঠরাতিং স হি পপ্রিরন্ধসঃ ॥ ৩ ॥
আ যং পৃণন্তি দিবি সদ্মবর্হিষঃ সমুদ্রং ন সুভ্বঃ স্বা অভিষ্টয়ঃ।
তং বৃত্রহত্যে অনু তস্থুরূতয়ঃ শুষ্মা ইন্দ্রমবাতা অহ্রুতপ্সবঃ ॥ ৪ ॥
অভি স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যতো রঘুবীরিব প্রবণে সস্রুরূতয়ঃ।
ইন্দ্রো যদ্বজ্রী ধৃষমাণো অন্ধসা ভিনদ্বলস্য পরিধীঁরিব ত্রিতঃ ॥ ৫ ॥
পরীং ঘৃণা চরতি তিত্বিষে শবোঽপো বৃত্বী রজসো বুধ্নমাশয়ৎ।
বৃত্রস্য যৎপ্রবণে দুর্গৃভিশ্বনো নিজঘন্থ হন্বোরিন্দ্র তন্যতুম্ ॥ ৬ ॥
হ্রদং ন হি ত্বা ন্যৃষন্ত্যূর্ময়ো ব্রহ্মাণীন্দ্র তব যানি বর্ধনা।
ত্বষ্টা চিত্তে যুজ্যং বাবৃধে শবস্ততক্ষ বজ্রমভিভূত্যোজসম্ ॥ ৭ ॥
জঘন্বাঁ উ হরিভিঃ সংভৃতক্রতবিন্দ্র বৃত্রং মনুষে গাতুয়ন্নপঃ।
অযচ্ছথা বাহ্বোর্বজ্রমায়সমধারয়ো দিব্যাঁ সূর্যং দৃশে ॥ ৮ ॥
বৃহৎস্বশ্চন্দ্রমমবদ্যদুক্থ্যমকৃণ্বত ভিয়সা রোহণং দিবঃ।
যন্মানুষপ্রধনা ইন্দ্রমূতয়ঃ স্বর্নৃষাচো মরুতোঽমদন্ননু ॥ ৯ ॥
দৌশ্চিদস্যামবাঁ অহেঃ স্বনাদয়োযবীদ্ভিয়সা বজ্র ইন্দ্র তে।
বৃত্রস্য যদ্বদ্বধানস্য রোদসী মদে সুতস্য শবসাভিনচ্ছিরঃ ॥ ১০ ॥
যদিন্ন্বিন্দ্র পৃথিবী দশভুজিরহানি বিশ্বা ততনন্ত কৃষ্টয়ঃ।
অত্রাহ তে মঘবন্বিশ্রুতং সহো দ্যামনু শবসা বর্হণা ভুবৎ ॥ ১১ ॥
ত্বমস্য পারে রজসো ব্যোমনঃ স্বভূত্যোজা অবসে ধৃষন্মনঃ।
চকৃষে ভূমিং প্রতিমানমোজসোঽপঃ স্বঃ পরিভূরেষ্যা দিবম্ ॥ ১২ ॥
ত্বং ভুবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা ঋষ্ববীরস্য বৃহতঃ পতির্ভূঃ।
বিশ্বমাপ্রা অন্তরিক্ষং মহিত্বা সত্যমদ্ধা নকিরন্যস্ত্বাবান্ ॥ ১৩ ॥

ন যস্য দ্যাব্যাপৃথিবী অনু ব্যচো ন সিন্ধবো রজসো অন্তমানশুঃ।
নোত স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যতে একো অন্যচ্চকৃষে বিশ্বমানুষক্ ॥ ১৪ ॥
আর্চন্নত্র মরুতঃ সস্মিন্নাজৌ বিশ্বে দেবাসো অমদন্নু ত্বা।
বৃত্রস্য যদ্ভৃষ্টিমতা বধেন নি ত্বমিন্দ্র প্রত্যানং জঘন্থ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে আমার মন! যে ভগবানের উদ্দেশে অসংখ্য স্তোতা সর্বদা স্তব করছে; শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন, স্বর্গ-প্রদাতা, সেই ভগবান্‌কে সর্বতোভাবে আরাধনা কর; আত্মরক্ষার জন্য পরিত্রাণ-লাভের জন্য, ক্ষিপ্রগতিশীল শব্দের ন্যায় (অথবা, সৎকর্মজাত শুদ্ধসত্ত্ব যেমন অতি-ত্বরায় ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রদান করে, তেমনভাবে) সাত্ত্বিক পূজার দ্বারা, শুদ্ধসত্ত্বকরণশীল কর্মরূপ যানের প্রতি অথবা হৃদয়ে সেই ভগবান্‌কে (ইন্দ্রদেবকে) ত্বরায় আনয়ন কর। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক, সুতরাং মনকেই সম্বোধন ক'রে উচ্চারিত।—হে মন! তুমি আলস্য পরিত্যাগ কর। শীঘ্র সৎকর্মপরায়ণ হও। তোমার সৎকর্মজাত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবান্ ত্বরায় তোমায় উদ্ধার করবেন] ॥ ১ ॥

ভগবৎ-পদাঙ্ক-অনুসারিগণের সত্ত্বভাবের দ্বারা অত্যন্ত হর্ষান্বিত হয়ে, ভগবান্ ইন্দ্রদেব যখন সত্ত্বভাবপ্রবাহরোধকারী অজ্ঞান-রূপ অসুরকে সত্ত্ব-সম্বন্ধ হ'তে অধঃপাতিত ক'রে নিহত করেন; তখন তিনি পর্বতের ন্যায় দৃঢ় হয়ে, সত্ত্বসংরক্ষক সাধকের মধ্যে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি-পূর্বক, সহস্রপ্রকারে রক্ষক হয়ে, লোক-সমূহ-মধ্যে আপন মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেন। [সত্ত্বানুসারিগণের অজ্ঞানতা নাশ ক'রে ভগবান্ তাঁদের রক্ষা ক'রে থাকেন] ॥ ২ ॥

সকলের আনন্দের মূল, পরমানন্দময়, সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, জ্ঞানের আবরক অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুদের নাশক হয়েই, সত্ত্বভাব-নিলয় হৃদয় (স্বর্গ) ব্যেপে বিদ্যমান আছেন; সেই ভগবান্ পরমসুখপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বের প্রদাতা হন; পরমদানশীল (প্রকৃষ্টধনের অধিকারী) সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে, সাধুগণের সাথে মিলিত হয়ে অথবা তাঁদের উপদেশ-অনুসারে, সুকর্মযুত স্তুতির দ্বারা আহ্বান ক'রি। [ভগবান্ সকলের অভীষ্টপ্রদ, পরমধন-প্রদাতা; এই হেতু জ্ঞানিগণের পদাঙ্ক-অনুসরণে পরমধন-লাভের আকাঙ্ক্ষায় শুদ্ধচিত্তে সৎকর্মের সাথে আমি তাঁর আরাধনা ক'রি। তিনি সকলেরই আরাধ্য] ॥ ৩ ॥

সমুদ্রের অঙ্গীভূত (অথবা,—পরমাত্মার অঙ্গীভূত), সমুদ্রাভিমুখে গতিশীল (অথবা,—পরমাত্মার মিলনের অভিলাষী), নদীসকল (অথবা,—ব্রহ্মরূপ মহার্ণবের প্রতি) প্রধাবিত হয়; তেমন, যজ্ঞকূপের ন্যায় ভগবানে উৎসৃষ্টজীবন সর্বত্যাগী জনগণ, স্বর্গলোকে বা সত্ত্বভাব নিলয়ে অধিষ্ঠিত যে (সেই) ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সমন্তাৎ প্রাপ্ত হন; শত্রুর শোষণকারী, শত্রুকৃত প্রতিবন্ধক বিদূরণ-সমর্থ, অকুটিল-রূপ, আমাদের রক্ষক, শুদ্ধসত্ত্বভাব ইত্যাদি সমূহ, সেই প্রখ্যাত ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য ক'রেই অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ তাঁরই সাথে সম্মিলিত হয়ে থাকে। [নদী যেমন মহাসাগরকে প্রাপ্ত হয়, সাধুগণ যেমন ভগবান্‌কে লাভ করেন, আমাদের পরিত্রাণকারী সত্ত্বভাব তেমনই ভগবানে সম্মিলিত হয়ে থাকে। অতএব সত্ত্বসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও।—আত্ম-উদ্বোধনের মাধ্যমে এই কথাই ব্যক্ত] ॥ ৪ ॥

গমনস্বভাব জল (নদী) যেমন আপন শক্তিবৃদ্ধির হেতুভূত বৃষ্টি প্রাপ্ত হ'লে ত্বরিতবেগে উচ্ছ্বাসের সাথে নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়; তেমন, মনুষ্যের রক্ষাকারী সত্ত্বভাবসমূহ,—

...প্রিয়াপন্ন, সকলের অভ্যন্তরে যুদ্ধপরায়ণ, শত্রুর সমীপে গমন করেন। [বর্ষাসমাগমে নদীসমূহ যেমন আত্মস্বভাবভূত আত্মশক্তি বৃদ্ধির কারণস্বরূপ প্রভূত জল প্রাপ্ত হয়ে ত্বরিতবেগে উচ্ছ্বাসের দ্বারা নিম্নদেশকে ভাসিয়ে দেয়; সত্ত্বভাবসমূহ তেমনই, আত্মকর্মনিবহের সহায়তালাভে শত্রুদের নির্মূল ক'রে থাকেন]। ত্রিগুণ-সাম্যাবস্থা-প্রাপ্ত জন, যেমন নিশ্চিতভাবে সংসারবন্ধন ছিন্ন করেন, তেমনই সত্ত্বভাবের দ্বারা আনন্দিত (প্রবৃদ্ধ), শত্রুনাশে বজ্রের ন্যায় কঠোর, ভগবান্ ইন্দ্রদেব, পরিপুষ্ট শত্রুর পুরীকে বা দুর্গাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে থাকেন। অথবা ত্রিলোকব্যাপক, অসৎ-ভাব-নাশকে অতি কঠোর, ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সাধকগণের সত্ত্বভাবে প্রহৃষ্ট হয়ে, অতি বলশালী শত্রুর দুর্গসমূহ যেমন নিশ্চিত বিধ্বস্ত করেন; সেইভাবে মনুষ্যের অন্তরস্থিত সত্ত্বভাবনিবহ, শত্রুদের বিমর্দিত ক'রে থাকেন। [বর্ষাবারিপ্রাপ্ত নদীসকলের মতো অথবা গুণসাম্যের অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মতো, সত্ত্বভাবের অধিকারী জনগণ ভগবানের অনুকম্পার প্রভাবে শত্রু সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে থাকেন] ॥ ৫ ॥

পাপসমূহজাত প্রসিদ্ধ যে অজ্ঞান-রূপ অসুর, শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে আবৃত ক'রে, সত্ত্বের অধোদেশ অথবা স্বর্গের সীমান্ত (পাপনিলয় মর্ত্য) আশ্রয় ক'রে অবস্থান করে,—নিম্নস্থানে (অসৎভাব-পূর্ণ হৃদয়ে) প্রভূতপরাক্রমসম্পন্ন, সেই অজ্ঞানতা-রূপ অসুরের মুখ-পার্শ্ব চতুর্দিক অর্থাৎ সকল প্রভাব নষ্ট করার জন্য, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব, আপনি যখন তাকে হনন করেন; তখন আপনার জ্যোতি-লক্ষণ-দীপ্তি সর্বতঃ পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, এবং (শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত) শবের ন্যায় অবসন্ন জীব দীপ্তিসম্পন্ন হয়,—শক্তিলাভ করে। [অজ্ঞানরূপ শত্রু সত্ত্বপরিশূন্য হৃদয়ে অবস্থিতি ক'রে প্রভূত পরাক্রম প্রকাশ করে; কিন্তু জীবের পরিত্রাণের জন্য ভগবান্ বিবিধ রকমে সেই শত্রুকে বিনষ্ট করেন; তার দ্বারা ভগবানের মহিমা বিভাত হয়, এবং শবের মতো অবসন্ন জীবও সঞ্জীবনের শক্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে] ॥ ৬ ॥

জলপ্রবাহ যেমন আপনা-আপনিই জলাশয়কে প্রাপ্ত হয়; তেমনই হে ভগবন্, প্রসিদ্ধ বেদবেদ্য আপনার স্তোত্ররূপ যে মন্ত্রসমূহ আপনার আনন্দবর্ধনকারী, সেগুলি সবই আপনাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়ে থাকে; তাতে সংসার-বন্ধনচ্ছেদনকারী দেবতা (অথবা, কালচক্রে চির-বিদ্যমান ত্বষ্টৃদেব) আত্ম-বল পরিবর্ধন করেন, অর্থাৎ মায়ামোহে আবদ্ধ শবের ন্যায় অবসন্ন দেহে সেই ভগবানের সামর্থ্য বৃদ্ধি ক'রে থাকেন; আরও, শত্রুগণের অভিভবকারী বলের সাথে সংযুক্ত পাপনাশক আয়ুধ মনুষ্যগণের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে তিনিই নির্মাণ ক'রে রেখেছেন। [বেদমন্ত্রসমূহ ভগবৎপ্রাপক। তাদের সাহায্যে দেবতার কৃপায়, সংসারবন্ধন ছেদন হয়। পাপরূপ শত্রুগণের নাশের উপায় দেবতাই ঠিক ক'রে রেখেছেন] ॥ ৭ ॥

বর্ষণকারিন্ (হিতপ্রদ) হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! মনুষ্যের হিতসাধনের জন্য তাকে পরিত্রাণ-মার্গ প্রদর্শন করতে অভিলাষী হয়ে, আপনার বাহনরূপ জ্ঞান-কিরণের দ্বারা, অজ্ঞানদেবত্যকে আপনি বিনাশ ক'রে থাকেন এবং ইহসংসারে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহের প্রবর্তনা করেন; আপনি আপনার দুটি হস্তে পাপনাশক আয়ুধ ধারণ ক'রে আছেন; এবং আপনিই স্বর্গে অথবা সত্ত্বভাবনিলয় সাধুগণের হৃদয়ে সাধুগণের প্রত্যক্ষীকরণের নিমিত্ত (অনুধ্যানের জন্য) জ্ঞানজ্যোতিকে স্থাপন করেন। [ভগবানের অনুকম্পায় ইহসংসারে শুদ্ধসত্ত্বের প্রবর্তনা হয়; ভগবান্ই মানুষের পাপনাশ করেন, সাধুগণের হৃদয়ে তিনিই প্রকৃষ্টরূপে দীপ্যমান হন] ॥ ৮ ॥

যখন মনুষ্যগণ (প্রার্থনাকারিগণ) অজ্ঞানতাজনিত ভয়ে (অজ্ঞানতাকে পরিহার করার কামনায়)

আনন্দপ্রদ, শত্রুনাশক শক্তিসমন্বিত, স্বর্গপ্রাপক স্তোত্রমন্ত্রকে অনুধ্যান (উচ্চারণ) করেন; যখন মনুষ্যের হিতসাধক সংগ্রামে নিত্যপ্রবৃত্ত, সত্ত্বভাবের রক্ষক, বিবেকরূপী মরুৎসংজ্ঞক দেবগণ, নরহিত সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে, প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে সৎভাব সঞ্চারের দ্বারা, ভগবান ইন্দ্রদেবকে হর্ষপ্রযুক্ত পরিতৃপ্ত করেন; তখন প্রার্থনাকারিগণের অভীষ্টসিদ্ধি হয়। [যখন মানুষের মনে অজ্ঞানতারূপ পাপের বিষয়ে ভীতিসঞ্চার হয়, এবং তার জন্য তারা স্তোত্রমন্ত্রের অনুধ্যান ক'রে; তখন বিবেকের উদয়ে তারা ভগবানের অনুকম্পালাভে সমর্থ হয়ে থাকে] ॥ ৯ ॥

যখন সকলের আতঙ্কপ্রদ ক্রূরপ্রকৃতি অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর হুঙ্কারবশতঃ, অথবা আক্রমণ-হেতু অতিদূর দ্যুলোকও (সত্ত্বসমন্বিত হৃদয়ও) ভয়ে কম্পিত হয় (সত্ত্বসংশ্রব-ত্যাগের পক্ষে বিচলিত হয়ে পড়ে); তখন, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব, তাঁদের শুদ্ধসত্ত্বের (হৃৎ-নিহিত ভক্তিভাবের) আনন্দের দ্বারা উৎসাহসম্পন্ন হয়ে, আপনার শত্রুনাশক অস্ত্র, স্বর্গমর্ত্যের জ্ঞানপ্রবেশের বাধাপ্রদানকারী অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর সকল শক্তিকে, বলের দ্বারা অথবা শবস্বরূপ হীনশক্তি মনুষ্যের দ্বারাই ছেদন করেন। [রিপুগণ সাধুদেরও ভীতিপ্রদর্শন করে; কিন্তু তাঁদের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা প্রীত হয়ে, সাধুগণের সে ভয় ভগবান্ বিদূরণ ক'রে থাকেন] ॥ ১০ ॥

যদি এই ধরিত্রী দেবী শত্রুনাশে শতভুজসমন্বিতা হন, আর যদি এই সংসারের সকল সাধকগণ চিরজীবী হন, তবে হে পরমৈশ্বর্যশালী ইন্দ্রদেব, আপনার শক্তির বিষয় প্রখ্যাত হ'তে পারে (মানুষ জানতে পারে); তখনই শবস্বরূপ দুর্বল মনুষ্যের কৃত কার্য (শত্রুবধ-রূপ কর্ম) স্বর্গাধিকারিগণের কর্মসদৃশ অনুভূত ও প্রখ্যাত হয়। [পৃথিবীর সর্বত্রই যদি শত্রুসংহারের (অজ্ঞানতা-সহচর কাম ইত্যাদি রিপুদমনের) প্রচেষ্টা হয়; সাধুগণ যদি অবিচ্ছিন্নভাবে মানুষের প্রাণে সত্ত্বভাবের বীজ বপন করতে থাকেন, তবে মানুষ ভগবানের শক্তি অনুভব করতে সমর্থ হয় এবং তাদের কর্ম শ্রেয়ঃসাধক হয়] ॥ ১১ ॥

লোকসমূহের পাপবিনাশে সঙ্কল্পবিশিষ্ট হে ভগবন্!। এই পাপকলুষ-পরিবৃত জনস্থানের পারাপারে (পাপ-সম্বন্ধের অতীত-রাজ্যে) অবস্থিত, আমাদের অনুভূয়মান (অথবা,—পরিদৃশ্যমান) স্বর্গলোকের অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আধারভূত সাধুহৃদয়ে,স্বতঃসিদ্ধ-শক্তিতে সমন্বিত হয়ে, আপনি বিদ্যমান আছেন; আমাদের রক্ষার নিমিত্ত (এই পাপীদের পরিত্রাণের জন্য) আত্মশক্তির তুল্যরূপ ব্যবহার করুন (অথবা,—সমান ব্যবহারই ক'রে থাকেন); দ্যুলোক (সাধুহৃদয়) অথবা সাধুহৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আপনার সুষ্ঠু গন্তব্য স্থান; সর্বতোভাবে সেই স্থানই পরিগ্রহণ ক'রে আপনি বিদ্যমান আছেন (অথবা,—আমাদের পরিবেষ্টন ক'রে অবস্থান করুন)। [শুদ্ধসত্ত্বের নিলয় সাধুগণের হৃদয়েই আপনি সর্বদা অবস্থান করেন; সেখানেই আপনার পূর্ণপ্রভাব। প্রার্থনা,—সেই ভগবান্ পাপী আমাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন; আমাদের মধ্যেও তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হোক] ॥ ১২ ॥

হে ভগবন্! আপনি ভুবর্লোকের, পৃথিবীলোকের (ইহলোকের) এবং মহৎ স্বর্গলোকের (সত্ত্বভাব- নিলয়ের) প্রতিরূপ ধারণ ক'রে আছেন, আর তাঁদের পরিপালক হন; এইসকল শূন্য-প্রদেশকে (অথবা,—নরকস্থানকে) মহত্ত্বের সাথে আপনার সৎ-রূপের দ্বারা পরিপূরণ করুন। আপনার সাথে উপমেয় আর দ্বিতীয় কেউই নেই। [সেই ভগবান্ সর্বব্যাপী; বিশ্ব তাঁর প্রতিরূপ; সাধুদের তিনি পরিপালক; সর্বত্র তাঁর সৎ-ভাবের বিকাশ; তিনি অদ্বিতীয়—একমেবাদ্বিতীয়ম্] ॥ ১৩ ॥

দ্যুলোক ও ভূলোক যে ভগবানের (ইন্দ্রদেবের) মহত্ত্ব বা ব্যাপকতা অনুভব করতে পারে না; জ্ঞানপ্রাপ্তিগণ ও শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় মুক্তিপ্রাপ্ত জনগণ যে দেবতার মহিমার সীমা প্রাপ্ত হন না (অর্থাৎ

জাত ও মোক্ষপ্রাপ্ত সংসারের কোনও প্রাণীই যাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনায় সমর্থ নন); পরন্তু যিনি আত্মভূত সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়ে (স্বভাবভূত বৃষ্টিজল পেয়ে নদী যেমন উৎফুল্ল হয়, তেমন) আনন্দ-সহ সেই সদা-প্রত্যক্ষীভূত যুধ্যমান (সাধুগণের সাথে সদা-সংগ্রাম-পরায়ণ) রিপুশত্রুর প্রভাব খর্ব করেন; সেই দেবতাই অদ্বিতীয়, তাঁর স্বব্যতিরিক্ত সকল ভূতজাতকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। [কেউই ভগবানের মহিমা বর্ণনা করতে পারেন না। ভগবান্ সাধুগণকে রক্ষা করেন, পাপীদের বিতাড়িত ক'রে থাকেন। এই বিশ্ব তাঁর দ্বারা সৃষ্ট। তিনি অজ ও অদ্বিতীয়] ॥ ১৪ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যখন আপনি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা (দাহক জ্ঞানাগ্নি দ্বারা) অজ্ঞান-রূপ অসুরের প্রধান কর্মস্থান-মুখের প্রতি (কাম ইত্যাদি রিপুকে) লক্ষ্য ক'রে নিরন্তর প্রহার করেন, তখন সৎ ও অসৎ-বৃত্তির সংগ্রামে সকল সত্ত্বভাব আপনাকে যথাক্রমে হর্ষপ্রদান ক'রে থাকেন, আর তখন আমাদের হৃদয়স্থ বিবেকরূপী দেবতাগণ আপনার পূজা করেন। [আমাদের অজ্ঞানতাকে দূরীকরণের জন্য ভগবান্, যখন প্রবৃত্ত হন, তখনই বিবেকের উদয়ের সাথে হৃদয়ে সকল দেবভাবের স্ফুরণ হয়। ভগবানের কৃপাই সকল রকমের মঙ্গল সাধন ক'রে থাকে] ॥ ১৫ ॥

টীকা — ঐন্দ্রসূক্ত নামে প্রখ্যাত এই সূক্তের মন্ত্রগুলির সাথে যে কত বিসদৃশ উপাখ্যানের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এখানে স্থূল দৃষ্টিতে বৃত্র ইন্দ্রের যুদ্ধ যেমন ব্যাখ্যাত হয়েছে, তেমনই মেঘ-বিদারণে বারিবর্ষণের ভাবও বিশ্লেষিত হয়েছে। এই 'ত্রিত'-এর প্রসঙ্গে দীর্ঘতমা ঋষির কথা আবিষ্কার ক'রে কৌতুক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু দীর্ঘতমাই নয়, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঐ 'ত্রিত' পদটিকে অবলম্বন ক'রে পারসিকদের 'জেন্দ আবেস্তা'র সঙ্গে বেদাংশের সম্বন্ধ-সূত্র পর্যন্ত হাস্যকরভাবে টেনে এনেছেন।

◆ ◆

— ৫৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র সব্য। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ন্যূষু বাচং প্র মহে ভরামহে গির ইন্দ্রায় সদনে বিবস্বতঃ।
নূ চিদ্ধি রত্নং সসতামিবাবিদন্ন দুষ্টুতির্দ্রবিণোদেষু শস্যতে ॥ ১ ॥
দুরো অশ্বস্য দুর ইন্দ্র গোরসি দুরো যবস্য বসুন ইনস্পতিঃ।
শিক্ষানরঃ প্রদিবো অকামকর্শনঃ সখা সখিভ্যস্তমিদং গৃণীমসি ॥ ২ ॥
শচীব ইন্দ্র পুরুকৃদ্দ্যুমত্তম তবেদিদমভিতশ্চেকিতে বসু।
অতঃ সংগৃভ্যাভিভূত আ ভর মা ত্বায়তো জরিতুঃ কামমূনয়ীঃ ॥ ৩ ॥
এভির্দ্যুভিঃ সুমনা এভিরিন্দুভির্নিরুন্ধানো অমতিং গোভিরশ্বিনা।
ইন্দ্রেণ দস্যুং দরয়ন্ত ইন্দুভির্যুতদ্বেষসঃ সমিষা রভেমহি ॥ ৪ ॥
সমিন্দ্র রায়া সমিষা রভেমহি সং বাজেভিঃ পুরুশ্চন্দ্রৈরভিদ্যুভিঃ।
সং দেব্যা প্রমত্যা বীরশুষ্ময়া গো অগ্রয়াশ্বাবত্যা রভেমহি ॥ ৫ ॥

তে ত্বা মদা অমদন্তানি বৃষ্ণ্য তে সোমাসো বৃত্রহত্যেষু সত্পতে।
যত্কারবে দশ বৃত্রাণ্যপ্রতি বর্হিষ্মতে নি সহস্রাণি বর্হয়ঃ ॥ ৬ ॥
যুধা যুধমুপ ঘেদেষি ধৃষ্ণুয়া পুরা পুরং সমিদং হংস্যোজসা।
নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পরাবতি নিবর্হয়ো নমুচিং নাম মায়িনম্ ॥ ৭ ॥
ত্বং করঞ্জমুত পর্ণয়ং বধীস্তেজিষ্ঠয়াতিথিগ্বস্য বর্তনী।
ত্বং শতা বঙ্গৃদস্যাভিনত্পুরোঽনানুদঃ পরিষূতা ঋজিশ্বনা ॥ ৮ ॥
ত্বমেতাঞ্জনরাজ্ঞো দ্বির্দশাবন্ধুনা সুশ্রবসোপজগ্মুষঃ।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নব শ্রুতো নি চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদাবৃণক্ ॥ ৯ ॥
ত্বমাবিথ সুশ্রবসং তবোতিভিস্তব ত্রামভিরিন্দ্র তূর্বযাণম্।
ত্বমস্মৈ কুত্সমতিথিগ্বমায়ুং মহে রাজ্ঞে যূনে অরন্ধনায়ঃ ॥ ১০ ॥
য উদৃচীন্দ্র দেবগোপাঃ সখায়স্তে শিবতমা অসাম।
ত্বাং স্তোষাম ত্বয়া সুবীরা দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — জ্ঞানিগণের গৃহে (সাধুগণের হৃদয়ে) স্তুতিমন্ত্রসমূহ নিরন্তর সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হয়ে থাকে (সুফল দান করে; অর্থাৎ তাঁদের স্তুতিই সুস্তুতি); অতএব, মহান্ ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে আমরা সুস্তুতি প্রয়োগ ক'রি; কেন-না, সেই দেবতা, নিদ্রিত জনের সহসা ধনপ্রাপ্তির ন্যায় হঠাৎ রমণীয় ধন-দান করেন; তেমনই ধনদাতা দেবতাদের প্রতি অসমীচীন স্তুতি-প্রয়োগ (দুর্ব্যবহার) অকর্তব্য। [জ্ঞানিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। কখনও অসৎ-পথের অবলম্বী হয়ো না। সৎপথ-অবলম্বিগণকে ভগবান্ তাঁদের অলক্ষ্যভাবেই পরমধন প্রদান ক'রে থাকেন] ॥ ১ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি ব্যাপ্তিরূপের দাতা হন; আপনি জ্ঞানরূপের দাতা হন; আপনি মোক্ষধামের অধিস্বামী, সকলের প্রতিপালক, শিক্ষাদাতা, পুরাণপুরুষ (সনাতন), অমিতফলপ্রদানকারী (নিষ্কাম-কর্মের শিক্ষক), এবং জনহিতপরায়ণগণের অথবা আপনার প্রেমে অনুগত জনের সহায় হন; এমন সব গুণোপেত ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে, হে জীব, তুমি এই স্তোত্র (বেদমন্ত্র) উচ্চারণ (প্রয়োগ) কর। [ইন্দ্রস্বরূপ সেই পরমেশ্বর, সকল-মঙ্গলালয় ভগবান্ আমাদের এই প্রার্থনা গ্রহণ করুন। তিনি অনন্তরূপগুণশক্তিশালী বলেও আমরা (এই প্রার্থীর দল) সে সব কিছুই প্রার্থনা করছি না। তিনি শুধু আমাদের পূজা গ্রহণ করুন] ॥ ২ ॥

প্রজ্ঞাবান্, অশেষকর্মকারী, শ্রেষ্ঠদীপ্তিশালী, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সর্বত্র বিদ্যমান (পৃথিবীর সকল) ধনই আপনার অধিকৃত (আপনার হ'তে বা দ্বারা উৎপন্ন),—আমরা জ্ঞাত আছি; অতএব, শত্রুগণের অভিভবকারী হে দেব, আপনি সেই ধন সংগ্রহ ক'রে আমাদের প্রদান করুন; আপনাকে পাবার অভিলাষী স্তোত্রার কামনাকে আপনি কখনও অপূর্ণ রাখেন না, অর্থাৎ সর্বদাই তার প্রার্থনা পূরণ করেন। [সেই সর্বেশ্বরই সকল ধনের অধিস্বামী। তাঁর দ্বারে প্রার্থীরূপী একান্ত অনুগত আমাকে পরমধন প্রদান করুন] ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্! আমাদের প্রদত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা প্রীত হয়ে, জ্ঞানকিরণ দানের দ্বারা, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক আপনার প্রভাবের দ্বারা, (অথবা,—আপনার ব্যাপ্তিরূপ প্রদর্শনের দ্বারা), আমাদের দুর্বুদ্ধিকে (ভগবানের আরাধনায় অপ্রবৃত্তিকে) নিরুদ্ধ (দমন) ক'রে আপনি

...প্রতি প্রসন্ন হোন; তাতে, আমাদের প্রদত্ত ভক্তিরসের দ্বারা প্রীত ভগবান্ ইন্দ্রদেব কর্তৃক ...কাম ইত্যাদি রিপুশত্রুকে উপেক্ষা ক'রে, শত্রুশূন্য নির্বৈর অবস্থায়, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের ... অভীষ্টপূরণরূপ অন্ন আমরা প্রাপ্ত হয়ে থাকি। [সেই সর্বেশ্বর আমাদের দুষ্প্রবৃত্তিকে দমন ...; আমাদের ভক্তিরসে প্রীত হোন; আমাদের শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হোক; তাঁর প্রদত্ত অভীষ্টফল ...অবিচ্ছেদে প্রাপ্ত হই] ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অর্চনারূপ ধনের দ্বারা আমরা আপনাকে সম্যক্-রূপে প্রাপ্ত হই; কামফল ...অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্মের দ্বারা আমরা আপনাকে সম্যক্-রূপে প্রাপ্ত হই; সর্বতোদীপ্যমান ...সৎকর্মসমূহের দ্বারা, আমরা আপনাকে সম্যক্-রূপে প্রাপ্ত হই; আর কাম ইত্যাদি ...নাশক, শ্রেষ্ঠজ্ঞানসমন্বিত, ব্যাপক-ভাব-গ্রহণ-সমর্থ, দেবভাবপূরিত (দীপ্যমান) প্রকৃষ্ট ...দ্বারা, আমরা আপনাকে সম্যক্-রূপে প্রাপ্ত হই। [ভগবানের অর্চনা, নিষ্কামকর্মের অনুষ্ঠান, ...গুলির সমাধান এবং সৎ-বুদ্ধি—এ সবই ভগবৎ-প্রাপ্তির মূলীভূত] ॥ ৫ ॥

...প্রতিপালক হে দেব! শত্রুর নিকটে পরমবীর্যশালী আপনি, যখন আপনার স্তুতিপরায়ণ ...কারীর জন্য অজ্ঞান হ'তে উৎপন্ন জ্ঞানের আবরক অসংখ্য শত্রুকে বধ ক'রে থাকেন, তখন ...প্রসিদ্ধ বিবেকরূপী দেবতাগণ (অথবা হৃদয়ে নিহিত ভক্তিসুধার আধারসমূহ) আপনাকে ...প্রদান করে, প্রকৃষ্ট হবিঃসমূহ (আপনার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট দ্রব্য, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি) ...আনন্দ প্রদান করে, এবং আপনার সম্বন্ধী বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাব-সমূহ আপনাকে আনন্দ ...করে। [অজ্ঞান হ'তে জাত কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুশত্রুদের বিনাশ-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ...নের প্রীতি উৎপাদনকারিণী বৃত্তি হৃদয়ে জেগে ওঠে। [অজ্ঞানতা নাশ প্রাপ্ত হ'লে ...) অজ্ঞানতা-সহচর যে রিপুগণ (বৃত্রাণি-বহুবচন) অসংখ্য মূর্তিতে (দশসহস্রাণি) ...ছিল। আমাদের আক্রমণ করছিল, তারাও নাশপ্রাপ্ত হয়। কোন্ কর্মের দ্বারা সেই অজ্ঞানতা ...প্রাপ্ত হয়?—মদাঃ (হৃদয়ের আনন্দস্বরূপ ভক্তি সুধার ধারা), বৃষ্ণ্যা (ভগবানের উদ্দেশে কৃত ...সমূহ) এবং সোমাসঃ (শুদ্ধসত্ত্বভাব)] ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শত্রুদের ধর্ষণকারী আপনি, যুদ্ধে প্রবৃত্ত যুধ্যমান শত্রুদের হননের উদ্দেশে ...প্রতি গমন করেন; এই পরিদৃশ্যমান হৃদয়রূপ নগরকে (শত্রুর নিবাসস্থানকে) আগেই বলের ...উচ্ছেদ করেন। আপনার অনুগ্রহে প্রাপ্ত, শত্রুর ধর্ষণশীল আমাদের সহায়-স্বরূপ অস্ত্রের দ্বারা ...স্বত্ব-ত্যাগে অনিচ্ছুক পাপ-নামক মায়াবী কপটীকে দূরদেশে নিঃশেষে নাশ করুন; সে ...নিকটে আসতে না পারে। [ভগবান্ যেন আমাদের হৃদয় হ'তে অসৎকে উৎপাটন করেন, ...দের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে প্রতিষ্ঠাপিত করেন] ॥ ৭ ॥

হে ভগবন্! আপনি অতিথি-সৎকারপরায়ণ সেবাব্রতাবলম্বী জনের (অথবা,—কালচক্রে চিরবিদ্যমান অতিথিগ্ব রাজার) নিমিত্ত, অতিশয় তেজস্বী সত্ত্বভাবান্বিত পথের দ্বারা (অর্থাৎ তাঁকে ...বর্ধিত ক'রে), অনুরাগবর্ধক আর প্রলোভক শত্রুকে (অথবা কালচক্রে চিরবিদ্যমান পর্ণয় বা ...ভন রূপ অসুরকে) নিহত করেন; অনুচররহিত অদ্বিতীয় আপনি, ঋজুপথ-অবলম্বী অকপট ...সম্পন্ন জনের দ্বারা (অথবা,—কালচক্রে চিরবিদ্যমান ঋজিশ্বান্ রাজার দ্বারা) সর্বতোভাবে ...কৃত, কুটিল শত্রুর (অথবা,—কালচক্রে চিরবিদ্যমান কুটিল বংগৃদের) বহুবিধ পুরীকে ...কর্মস্থানসমূহকে) বিধ্বংস ক'রে থাকেন। [ভগবান্ চিরদিনই সৎপথাবলম্বী বিশুদ্ধ ...সম্পন্ন জনের সহায় হয়ে, তার সৎকর্মে বাধাপ্রদানকারী সবরকম শত্রুকে বিনাশ করেন] ॥ ৮ ॥

হে ভগবন্! পাপনাশকত্বহেতু প্রখ্যাত আপনি, যুগযুগান্ত ধ'রে চিরকালই (অথবা,—অনন্তকালব্যাপী) নানারকম সৎকর্মকারী, রথীর ন্যায় দৃঢ়চিত্ত, স্থিরসঙ্কল্প, লৌকিক-বিরহিত, সুষ্ঠুকীর্তিসম্পন্ন জনের (অথবা,—কালচক্রে চিরবিদ্যমান সৎকীর্তিমান্ সুশ্রবা রাজার) অস্ত্রের দ্বারা, পাপকর্মে প্রসিদ্ধ সেই চির-আক্রমণকারী, দশদিক হ'তে দশকর্মে বাধা-প্রদাতা পাপাদিপতিগণকে (দুষ্প্রবৃত্তিসমূহকে) নিঃশেষে ছিন্ন করেন। [সৎকর্মকারিগণ তো ভগবানের অনুগ্রহে চিরকালই শত্রুনাশে সমর্থ হন। কিন্তু পাপী আমরা; আমাদের উপায় কি? ভগবান্ যেন দয়া ক'রে আমাদের সৎকর্মকারী ও শত্রুজয়শীল হবার উপযুক্ত শক্তি প্রদান করেন] ॥ ৯ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার স্বাভাবিকী রক্ষণশক্তি দ্বারা আপনি সুকীর্তিসম্পন্ন জনকে চিরকাল রক্ষা ক'রে থাকেন; এবং আপনার পরিত্রাণকারিণী শক্তি দ্বারা সৎপথে ত্বরিত-গমনশীল (বিনা দ্বিধাভাবে সৎ-মার্গের অনুসরণকারী) জনকে পরিত্রাণ ক'রে থাকেন; প্রসিদ্ধ পুণ্যকর্মপরায়ণ, মহৎ, চিরনবীনত্বসম্পন্ন, সৎকর্মে দীপ্যমান জনকে, আপনি সেই নিন্দাতীত অবস্থা, ভগবৎ-সেবাপরায়ণত্ব এবং অমরত্ব প্রদান করেন। [সৎকর্মপরায়ণ জনকে ভগবান্ সর্বদা রক্ষা করেন; সৎকর্মের অনুষ্ঠানে মানুষ ক্রমশঃ পরাগতি প্রাপ্ত হয়। সেই বিশ্বাসে অন্বিত হয়েই আমাদের প্রার্থনা—আমরাও যেন তাঁর কৃপায় সৎকর্মপরায়ণ হয়ে তাঁর করুণা লাভ করতে পারি] ॥ ১০ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে কর্মানুষ্ঠাতা আমরা, কর্মবন্ধন-ছেদন-সমর্থ, দেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত, আপনার সখির ন্যায় অত্যন্তপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ পরম সুখের অধিকারী হই; সেই আমরা, সদাকাল আপনার অর্চনায় প্রবৃত্ত থাকি এবং আপনার কৃপায় সুবীর্যসম্পন্ন (সত্ত্বভাবান্বিত) হয়ে, শ্রেষ্ঠ অতিদীর্ঘ আয়ুঃ (অমরত্ব) লাভ ক'রি। [আমরা যেন কর্মবন্ধন ছেদন ক'রে সেই সর্বেশ্বরের ধ্যান-ধারণায় শ্রেষ্ঠ জীবন (পরমপদ) প্রাপ্ত হই] ॥ ১১ ॥

টীকা — এটিও ঐন্দ্রসূক্ত। প্রথম তিনটি ত্রিষ্টুপ্ এবং অবশিষ্ট আট'টি জগতীছন্দে রচিত। সোমপানে ইন্দ্রের পরিতৃপ্তি, তাঁর কাছে গরু, ঘোড়া ও অন্নাদির প্রার্থনা, মাদক বীর্যকারক রস-পান ও দশসহস্র শত্রুনাশ, নমী ঋষির সাথে মিলিত হয়ে নমুচি অসুরের বধ-সাধন, অতিথিগ্ব রাজার জন্য করঞ্জ ও পর্ণয় অসুর দু'জনের মস্তকচ্ছেদন, ঋজিশ্ব রাজার সহায় হয়ে বংগৃদ অসুরের শতসংখ্যক পুরী বিধ্বংস-করণ, সহায়হীন সুশ্রবাঃ রাজার জন্য কুড়িটি জনপদের ষাট হাজার নিরানব্বই জন বিপক্ষ সৈন্যের চক্রদ্বারা বিনাশ-সাধন; আবার সুশ্রবাঃ রাজার জন্য যুদ্ধ ক'রে কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ু রাজাকে তাঁর বশে আনয়ন এবং তূর্বযাণ রাজার শত্রুদের সংহার-সাধন—স্থূলার্থক এমন সব পুরাবৃত্তের সাথে এই সূক্তের ঋক্‌গুলিকে একীভূত ক'রে বহু ব্যাখ্যা হয়ে গেছে।

◆ ◆

— ৫৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র সব্য। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

মা নো অস্মিন্মঘবন্ পৃৎস্বংহসি নহি তে অন্তঃ শবসঃ পরীণশে।
অক্রন্দয়ো নদ্যোরোরুবদ্বনা কথা ন ক্ষোণীর্ভিয়সা সমারত ॥ ১ ॥

অর্চা শক্রায় শাকিনে শচীবতে শৃণ্বন্তমিন্দ্রং মহয়ন্নভি ষ্টুহি।
যো ধৃষ্ণুনা শবসা রোদসী উভে বৃষা বৃষত্বা বৃষভো ন্যৃঞ্জতে ॥ ২ ॥
অর্চা দিবে বৃহতে শূষ্যং বচঃ স্বক্ষত্রং যস্য ধৃষতো ধৃষন্মনঃ।
বৃহচ্ছ্রবা অসুরো বর্হণা কৃতঃ পুরো হরিভ্যাং বৃষভো রথো হি ষঃ ॥ ৩ ॥
ত্বং দিবো বৃহতঃ সানু কোপয়োঽব ত্মনা ধৃষতা শম্বরং ভিনৎ।
যন্মায়িনো ব্রন্দিনো মন্দিনা ধৃষচ্ছিতাং গভস্তিমশনিং পৃতন্যসি ॥ ৪ ॥
নি যদ্বৃণক্ষি শ্বসনস্য মূর্ধনি শুষ্ণস্য চিদ্ব্রন্দিনো রোরুবদ্বনা।
প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা যদদ্যা চিৎ কৃণবঃ কস্ত্বা পরি ॥ ৫ ॥
ত্বমাবিথ নর্যং তুর্বশং যদুং ত্বং তুর্বীতিং বয্যং শতক্রতো।
ত্বং রথমেতশং কৃত্ব্যে ধনে ত্বং পুরো নবতিং দম্ভয়ো নব ॥ ৬ ॥
স ঘা রাজা সৎপতিঃ শূশুবজ্জনো রাতহব্যঃ প্রতি যঃ শাসমিন্বতি।
উক্থা বা যো অভিগৃণাতি রাধসা দানুরস্মা উপরা পিন্বতে দিবঃ ॥ ৭ ॥
অসমং ক্ষত্রমসমা মনীষা প্র সোমপা অপসা সন্তু নেমে।
যে ত ইন্দ্র দদুষো বর্ধয়ন্তি মহি ক্ষত্রং স্থবিরং বৃষ্ণ্যং চ ॥ ৮ ॥
তুভ্যেদেতে বহুলা অদ্রিদুগ্ধাশ্চমূষদশ্চমসা ইন্দ্রপানাঃ।
ব্যশ্নুহি তর্পয়া কামমেষামথা মনো বসুদেয়ায় কৃষ্ব ॥ ৯ ॥
অপামতিষ্ঠদ্ধরুণহ্বরং তমোঽন্তর্বৃত্রস্য জঠরেষু পর্বতঃ।
অভীমিন্দ্রো নদ্যো বব্রিণা হিতা বিশ্বা অনুষ্ঠাঃ প্রবণেষু জিঘ্নতে ॥ ১০ ॥
স শেবৃধমধি ধা দ্যুম্নমস্মে মহি ক্ষত্রং জনাষালিন্দ্র তব্যম্।
রক্ষা চ নো মঘোনঃ পাহি সূরীন্রায়ে চ নঃ স্বপত্যা ইষে ধাঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — হে পরমৈশ্বর্যশালিন্! নিত্যপরিদৃশ্যমান (সর্বত্র বিদ্যমান) পাপে এবং পাপসংশ্রবযুক্ত [illegible]সমূহে আমাদের নিক্ষেপ করবেন না; আপনার শক্তির সীমা অতিক্রম করতে কেউই সমর্থ না, আপনি যদি বিবেক-রূপে একটু তাড়না করেন, আমাদের হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবপ্রবাহসমূহ [illegible] ইত্যাদি-রূপে ইহজগতে প্রবাহিত হয়; এমন অবস্থায় যখন আপনি বিবেকরূপে হৃদয়ে [illegible] হয়ে পাপসকলকে তাড়না করেন, তখন তারা ভয়ে অভিভূত হয়ে কোনও উপায়েই আর [illegible] আক্রমণ করতে সমর্থ হয় না। [প্রথমে বলা হলো—ভগবান্ যেন আমাদের পাপের [illegible] না নিক্ষেপ করেন। দ্বিতীয়ে বলা হলো—ভগবান্ যদি নির্দয় না হন্ তো পাপের সাধ্য নেই [illegible] আমাদের আক্রমণ করতে পারে। তৃতীয়ে বলা হলো—ভগবান্ বিবেক-রূপে এসে আমাদের [illegible] তাড়না করেন, আমাদের মধ্যে তখনই সত্ত্বভাবের প্রবাহ প্রবাহিত হয়। শেষে বলা হলো—[illegible] অবস্থায় বিবেকাশ্রিত সত্ত্বভাবান্বিত হৃদয়ের কাছে পাপ কোনোরকমেই আর আসতে সমর্থ হয় না। এই চারটি স্তর-পর্যায়ের বিষয়ই এই মন্ত্রে প্রখ্যাত] ॥ ১ ॥
হে মন! শক্তিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান্, প্রবলপরাক্রমশালী, ভগবানকে তুমি সর্বতোভাবে অর্চনা কর; [illegible] প্রার্থনা যাতে তাঁর সমীপে উপনীত হয়, সেইভাবে ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য ক'রে, তুমি

আরাধনায় প্রবৃত্ত হও; যে ভগবান্ শত্রুধর্ষণকারী শক্তির দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্য উভয় লোককে নিয়ত বশীভূত রেখেছেন, সেই ভগবান্, অভীষ্টপূরণ-সামর্থ্যের দ্বারা, অভীষ্টবর্ষক এবং কামনা-পূরণকারী হন; অথবা, তাঁর অভীষ্টবর্ষকত্বের দ্বারা তিনি ত্রিবিধ দুঃখে (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখে) সুখদাতা হন (অর্থাৎ কোনো কিছু থেকেই আর আমাদের দুঃখপ্রাপ্তির ভয় থাকে না)। [একান্তে ভগবানের অর্চনা দ্বারা সবরকম দুঃখ নাশপ্রাপ্ত হয়; এটাই তো শ্রেষ্ঠ অভীষ্টপূরণ। অতএব হে জীব! একান্তে সেই ভগবৎ-অর্চনায় প্রবৃত্ত হও] ॥ ২ ॥

হে মন! তুমি সেই দীপ্তিমান্ মহত্ত্বসম্পন্ন ভগবানের উদ্দেশে সর্বতোভাবে (ঐকান্তিকতার সাথে) সাধু স্তোত্র উচ্চারণ কর। যার শত্রুধর্ষণকারী (কামাদিরিপু-বিমর্দক) আপনা-আপনিই শক্তিসম্পন্ন চিত্ত নিশ্চিত ধৈর্যযুক্ত (অবিচলিত) হয়, প্রভূতযশঃসম্পন্ন সেই ভগবান্, সেই জনের জ্ঞানভক্তির দ্বারা পূজিত হয়ে, তার শত্রুর (অজ্ঞানতার) নাশকারী, অভীষ্টপূরক এবং পরিত্রাণকারক হন। অথবা,—প্রভূত কর্মসাধক শত্রুনাশক সেই ভগবান্, আমাদের শত্রুনাশক, কামনাসমূহের পূরণকারী এবং পরিত্রাণকর্তা (রথস্বরূপ) হন। [আমাদের মন যদি ঐকান্তিকতার সাথে ভগবানের আরাধনাপরায়ণ (ভগবানে সংন্যস্ত) হয়, তাহলে রিপুগণ অভিভূত হবে এবং সবরকম মঙ্গলই আমাদের অধিগত হ'তে পারবে (অর্থাৎ, আমরা পরমপদ লাভ করতে সমর্থ হব)] ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্! মহৎ দ্যুলোকের (শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাব-নিলয় স্বর্গের) শীর্ষস্থানে অবস্থিত আনন্দময় আপনি, যখন বিচলিত হন (অথবা পাপকর্মসমূহের প্রতি ক্রুদ্ধ হন); তখন পাপসমূহের ধর্ষয়িতা আপনি স্বয়ংই জীবের সুখনাশক পাপকে (অশনিরূপ গতিশীল পাপকে; অথবা,—কালচক্রে চিরবিদ্যমান শান্তিহারক শম্বরাসুরকে; অথবা,—অজ্ঞানতারূপ পাপকে) হনন করেন, এবং স-সহচর মায়াবী শত্রুগণের প্রতি (অজ্ঞানসহচর কামাদি-রিপুগণের প্রতি) জ্ঞানরশ্মি-রূপ বজ্র নিক্ষেপ করেন। [ভগবান্ আনন্দময়। পাপসম্বন্ধযুক্ত হয়ে মানুষ আনন্দহারা (ভগবৎ-সম্বন্ধহীন) হয়। ভগবান্ সময় সময় বিচলিত হয়ে পাপনাশের জন্য জ্ঞানরশ্মি-রূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাতে পাপ নাশপ্রাপ্ত হয়; জ্ঞানের আলোকস্পর্শে জীব আনন্দ লাভ ক'রে অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। ...'শম্বর' অর্থে অসুরবিশেষ বোঝা ভুল; শান্তিকে বা সুখকে যে আবৃত করে অর্থাৎ নাশ করে সেই 'শম্বর' (শম্ + বৃ + অ)। এই 'শম্বর' পদে 'অশনিরূপ গতিশীল পাপ' বলা যায়] ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্! যখন আপনি বিবেক-রূপে আমাদের তাড়না করেন; তখন, সেই অনুচরসমূহবিশিষ্ট আস্ফালনকারী (আক্রমণকারী) সত্ত্বভাবশোষক পাপের মস্তকে (অর্থাৎ পাপের প্রাধান্যের উপরে) আপনি শুদ্ধসত্ত্বের (স্নেহকরুণা ইত্যাদির) আবরণকে নিক্ষেপ করেন (অর্থাৎ সত্ত্বভাবের দ্বারা পাপের প্রাধান্যকে নাশ ক'রে থাকেন); রিপু-বিমর্দক সনাতন-পন্থানুসারী চিত্তবিশিষ্ট জনের সাথে মিলিত হয়ে, চিরকালই যখন আপনি তাদের পরিত্রাণ ক'রে থাকেন, তখন কে আর আপনার উপরে আছে? অর্থাৎ, কেউই আপনার প্রভাব লঙ্ঘন করতে পারে না। [ভগবানের মহিমার সীমা নেই। বিবেক-রূপে ভগবান্ যখন হৃদয়ে আগমন করেন, মানুষের সৎকর্মের দ্বারা পাপ তখন দূরীভূত হয়। পাপসম্বন্ধ-ত্যাগে সঙ্কল্পবিশিষ্ট মনের সাথে ভগবানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; সৎ-সঙ্কল্পান্বিত জনগণকে ভগবান্ অবাধে পরিত্রাণ করেন। ...প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয়—এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্য থেকে, প্রাচীন আর্যদের এক বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্যের উত্তাপে পৃথিবী থেকে বাষ্প উত্থিত হয়, এবং পরে তা ভূমিতে পতিত হয়ে ধরণীকে স্নিগ্ধ করে থাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এ তত্ত্ব তুলনায় বেশীদিনের নয়। কিন্তু সনাতন

[১ম, ৫৭সূ]

...উপমায় বিভিন্ন মন্ত্রেই এ-বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বস্তুতঃ, পৃথিবীর গতি, মাধ্যাকর্ষণ, ...বৈদ্যুতিক, বাষ্পীয় রথ প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কোনও তত্ত্বই বেদের অনধিগত ছিল ...এরূপ প্রমাণের অভাব নেই।] ॥ ৫ ॥

...পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন ভগবন্! নরহিতসাধক, সৎকর্মকারী, অমিতসাধনপরায়ণ জনকে আপনিই রক্ষা ক'রে থাকেন; প্রজ্ঞারূপ পরিত্রাণকারক দেবভাবকে আপনিই রক্ষা ক'রে থাকেন; ভগবানের ...প্রাপক মনোরথকে অথবা কর্মকে আপনিই রক্ষা ক'রে থাকেন; পরমধন লাভের নিমিত্ত ...(পাপের সাথে দ্বন্দ্বে) সৎকর্মকে এবং তার আশ্রয়স্থানস্বরূপ জীবকে আপনিই সগর্বে রক্ষা ...থাকেন। [সবরকমে সৎকর্মপরায়ণ সাধকদের ভগবানই সগর্বে রক্ষা ক'রে থাকেন] ॥ ৬ ॥

...লোকসমূহের অধীশ্বর, সৎ-জনগণের পালক, সেই ভগবানই (মনুষ্যগণের হৃদয়ে) সত্ত্বভাব ...করেন। যে জন, ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হয়ে, ভগবানের প্রতি লক্ষ্য ক'রে, ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণ ...করেন, অথবা যে জন, সামগানের দ্বারা ভক্তিসহকারে তাঁর পূজা করেন; অভিমত ফলপ্রদাতা ভগবান্, সেই প্রার্থনাকারীর প্রতি স্বর্গের অতিবর্ষণ সেচন করেন, অর্থাৎ সেই প্রার্থনাকারীকে তিনি ...সত্ত্বের শ্রেষ্ঠভাগ প্রদান ক'রে থাকেন। [ভগবানের অনুকম্পাই মানুষকে ভগবৎ-আরাধনায় ...প্রবৃত্ত করে; তারই প্রভাবে মানুষ শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ পরমধন প্রাপ্ত হয়ে থাকে] ॥ ৭ ॥

ভগবানের শক্তি অসীম এবং বুদ্ধিও অসীম। [ভগবানই সকল শক্তির এবং সকল বুদ্ধির ...আধার]। ভগবানের অঙ্গীভূত সকল দেবগণ (দেবভাবসমূহ) আমাদের কর্মের সাথে প্রকৃষ্টরূপে ...মিলিত হোন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার উপাসনা-পরায়ণ যাঁরা, তাঁরা মহৎ বল (সৎকর্মসাধন-...সামর্থ্য) এবং চিরস্থায়ী স্বর্গ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। [ভগবৎ-অনুকম্পায় তাঁরাই উপাসনা-পরায়ণ ...ব্যক্তিগণ পরম শ্রেয়ঃ লাভ করেন; অতএব, আমাদের আপনার উপাসনা-পরায়ণ (সৎকর্ম সাধনের ...যোগ্যতাসম্পন্ন) করুন। আমরা যেন সেই সৎকর্মের ফলস্বরূপ পরাগতি লাভ করতে পারি] ॥ ৮ ॥

হে ভগবন্! বহুপ্রকারের এবং প্রভূত-পরিমাণ সত্ত্বভাবসমূহ আপনার জন্যই ইহজগতে বিদ্যমান ...রয়েছে; কিন্তু পাষাণের ন্যায় নীরস হৃদয় হ'তে বিনিঃসৃত, চমসের ন্যায় অতি-ক্ষুদ্র আমাদের ...হৃদয়-স্থিত, অতি-তুচ্ছ সত্ত্বভাবসমূহ, ভগবৎ-সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়ে, আপনার শ্রেষ্ঠ সেবনযোগ্য হোক; ...অর্থাৎ, আপনার অনুগ্রহের দ্বারাই আপনার সুসেব্য হোক। তার পর, আপনি সেই সত্ত্বভাবসমূহকে ...গ্রহণ করুন; এই প্রার্থনাকারিগণের অভিলাষ পূর্ণ করুন; এবং আমাদের অভিমত ফলপ্রদানের ...নিমিত্ত আপনার অন্তরকে আমাদের প্রতি দানশীল করুন। [সেই ভগবানই নিখিল বিশ্বের সকল ...সত্ত্বভাবের অধীশ্বর; আমাদের হৃদয়ে তারই একটু অংশ প্রদান ক'রে, আমাদের যেন তিনি উদ্ধার ...করেন। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা ক'রে আমরা কৃতার্থ হই।—অর্থাৎ যাঁর সামগ্রী তিনিই আমাদের তা ...প্রদান করুন; তাঁর প্রদত্ত সেই সামগ্রীর দ্বারা তাঁকেই পূজা করতে আমাদের সামর্থ্য আসুক; তিনিই ...দয়া ক'রে সেই পূজার উপাচারগুলি গ্রহণ করুন; তাতেই আমরা অভিমত ফল (স্বর্গ মোক্ষ ইত্যাদি) ...প্রাপ্ত হ'তে পারব] ॥ ৯ ॥

সত্ত্বভাবসমূহের ধারানিরোধক (প্রতিবন্ধকতাকারী) অজ্ঞান-অন্ধকার হৃদয়ে আপনা-আপনিই ...উৎপন্ন হয়; অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর অভ্যন্তরে পর্বতের ন্যায় কঠোর যে প্রতিবন্ধক সত্ত্বপ্রবাহের ...বন্ধন-রূপে বিদ্যমান রয়েছে, সেই বাধার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে, শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহিণীসকল অবরুদ্ধ ...হয়ে থাকে; মনুষ্যগণের সৎকর্মের দ্বারা অধিগত (বিনিঃসৃত) যে সত্ত্বভাবের প্রবাহিণীসমূহ ক্ষরিত ...হয়, ভগবান্ ইন্দ্রদেব, তাদের সকলকে অতিসঙ্কীর্ণ নর-হৃদয়েও প্রবাহিত ক'রে দেন। [শুদ্ধসত্ত্বের

যতই গুরুতর বাধা উপস্থিত হোক না কেন, সৎকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের কৃপা
সঞ্চয়ে, যতই গুরুতর বাধা উপস্থিত হোক না কেন, সৎকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের কৃপা
প্রাপ্ত হয়ে, মানুষ সে সকল বাধাই অতিক্রম করতে সমর্থ হয়] ॥ ১০ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সেই প্রখ্যাত দাতা আপনি, আমাদের শত্রুদমনকারী বিশিষ্ট শক্তি এবং শান্তিকারক মহৎ যশঃ প্রদান করুন; আর, আমাদের পরমৈশ্বর্য দান ক'রে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন, আপনি জ্ঞানিগণকে পরমধন প্রদান ক'রে পরিত্রাণ করেন; তেমনই সৎপুত্র-দানে (অথবা— বংশপরম্পরাক্রমে সকলের) অভীষ্টপূরণে আমাদেরও প্রতিষ্ঠাপিত করুন। [আমাদের রিপুদমনশীল সৎকর্মসাধক সামর্থ্য প্রদান করুন; সাধুগণকে যেমন পরিত্রাণ করেন, তেমনভাবেই এই অজ্ঞান-অধম আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততিদের—আত্মীয়স্বজন সকলের—পারিপার্শ্বিক সকলের অভীষ্ট পূরণ করুন] ॥ ১১ ॥

টীকা — এই ঐন্দ্রসূক্তটিও পূর্ব পূর্ব ঐন্দ্রসূক্তের মতোই ইন্দ্রদেব-সম্বন্ধে এবং বেদমন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে একই রকম সন্দেহ-সংশয়করভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। আরও, এই সূক্তের রচয়িতা ঋষি সূক্তের শুরুতেই আপন প্রাণসংকট মুহূর্তে নাকি এইসব মন্ত্র রচনা করেছিলেন—এমন কাহিনী প্রচলিত। তাছাড়া এই সূক্তের বিভিন্ন ঋকে বিভিন্ন নৃপতির ও অসুরের নাম উল্লিখিত থাকায় পুরাণের বিভিন্ন রকম উপাখ্যানকে এর সঙ্গে বিজড়িত করা হয়েছে। এখানে ইন্দ্রদেবকে একপক্ষে মানুষ, পক্ষান্তরে মেঘবিদারক বৃষ্টির দেবতারূপে পরিচিহ্নিত করাও হয়ে গেছে।

◆ ◆

— ৫৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র সব্য। ছন্দ : জগতী]

দিবশ্চিদস্য বরিমা বি পপ্রথ ইন্দ্রং ন মহ্না পৃথিবী চন প্রতি।
ভীমস্তুবিষ্মাঞ্চর্ষণিভ্য আতপঃ শিশীতে বজ্রং তেজসে ন বংসগঃ॥ ১ ॥
সো অর্ণবো ন নদ্যঃ সমুদ্রিয়ঃ প্রতি গৃভ্ণাতি বিশ্রীতা বরীমভিঃ।
ইন্দ্রঃ সোমস্য পীতয়ে বৃষায়তে সনাতস যুধ ওজসা পনস্যতে॥ ২ ॥
ত্বং তমিন্দ্র পর্বতং ন ভোজসে মহো নৃম্ণস্য ধর্মণামিরজ্যসি।
প্র বীর্যেণ দেবতাতি চেকিতে বিশ্বস্মা উগ্রঃকর্মণে পুরোহিতঃ॥ ৩ ॥
স ইদ্বনে নমস্যুভির্বচস্যতে চারু জনেষু প্রব্রুবাণ ইন্দ্রিয়ম্।
বৃষা ছন্দুর্ভবতি হর্যতো বৃষা ক্ষেমেণ ধেণাং মঘবা যদিন্বতি॥ ৪ ॥
স ইন্মহানি সমিথানি মজ্মনা কৃণোতি যুধ্ম ওজসা জনেভ্যঃ।
অধা চন শ্রদ্দধতি ত্বিষীমত ইন্দ্রায় বজ্রং নিঘনিঘ্নতে বধম্॥ ৫ ॥
স হি শ্রবস্যুঃ সদনানি কৃত্রিমা ক্ষ্ময়া বৃধান ওজসা বিনাশয়ন্।
জ্যোতীংষি কৃন্বন্নবৃকাণি যজ্যবেহব সুক্রতুঃ সর্তবা অপঃ সৃজত্॥ ৬ ॥

দানায় মনঃ সোমপাবন্নস্তু তেঽর্বাঞ্চা হরী বন্দনশ্রুদা কৃধি।
যমিষ্ঠাসঃ সারথয়ো য ইন্দ্র তে ন ত্বা কেতা আ দভ্নুবন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥ ৭ ॥
অপ্রক্ষিতং বসু বিভর্ষি হস্তয়োরষাড়্হং সহস্তন্বি শ্রুতো দধে।
আবৃতাসোঽবতাসো ন কর্তৃভিস্তনূষু তে ক্রতব ইন্দ্র ভূরয়ঃ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — সেই ভগবানের মহিমা দ্যুলোক হ'তেও বিশেষপ্রকারে শ্রেষ্ঠ; ভূলোক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের মহত্ত্বের প্রতিরূপও নয়। শত্রুগণের ভয়প্রদ, সর্বতোভাবে শত্রুদের তাপকারী, প্রজ্ঞাবান্ সেই ভগবান্, সাধকগণের হিতসাধনের জন্য, শত্রুহননকারী আয়ুধকে আলোকরশ্মির ন্যায় তীক্ষ্ণগতিশীল ক'রে, শত্রুদের প্রতি ত্বরায় ত্যাগ করেন। [সাধুগণের রক্ষার জন্য অশেষমহিমান্বিত ভগবান্ তাঁর পাপ-সংহারক শাণিত অস্ত্র ধারণ ক'রে আছেন এবং সেই অস্ত্র বিদ্যুৎবেগে পাপকে হনন করে] ॥ ১ ॥

অর্ণব যেমন নদীসমূহকে প্রতিগ্রহণ করেন, সর্বব্যাপী সেই ভগবান্ তেমনই আপন মহিমা দ্বারা রস-ব্যাপ্ত অপকে (বিশ্বের সকল শুদ্ধসত্ত্বভাবকে) প্রতিগ্রহণ করেন; শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণের জন্য ভগবান্ চিরকালই হর্ষযুক্ত হন, অথবা ইষ্টফল বর্ষণ করেন; এবং শত্রুনাশক সেই ভগবান্ আপন শত্রুনাশক শক্তির দ্বারাই পূজার্হ হন। [রিপুদের নাশ ক'রে সেই ভগবান্ পূজার্হ হন; সেই পূজা অনুসারে মানুষ অভীষ্টফল প্রাপ্ত হয়; মেঘ যেমন বারিবর্ষণ ক'রে বাষ্পরূপে তা পুনরায় গ্রহণ করে ও ফলদান ক'রে থাকে; ভগবানও তেমনই হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার ক'রে তা-ই গ্রহণপূর্বক মানুষকে পরাগতি প্রদান ক'রে থাকেন] ॥ ২ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! মনুষ্যগণের সুখসাধনের নিমিত্ত সেই প্রসিদ্ধ অন্তরায়কে (সত্ত্বভাবসঞ্চয়ে মানুষগণের যে প্রধান বাধা আছে সেই বাধাকে) আপনি নাশ করেন; আপনি মহৎ ধনের এবং সৎকর্মের পালক হন; আর, আপনি সকল সৎ-অনুষ্ঠানের মঙ্গলসাধক আছেন, সেই ভগবান্ (আপনি) প্রকৃষ্টশক্তিপ্রভাবে সর্বদা আমাদের কর্মাকর্ম অবগত আছেন, অর্থাৎ আমাদের অন্তরস্থিত সৎ-অসৎ সকল ভাবই আপনার পরিজ্ঞাত। [সেই অন্তর্যামী ভগবান্ আমাদের অন্তরের নিগূঢ় ভাব জানতে পারেন; তা জেনে, আমাদের (একনিষ্ঠার ভাব অবগত হয়ে) সকল বিঘ্ন দূর করেন, এবং সকল শ্রেয়ঃ সাধন ক'রে থাকেন] ॥ ৩ ॥

সেই ভগবান্, অরণ্যসদৃশ রিপুশ্বাপদসঙ্কুল আমাদের এই হৃদয়েও, আমাদের আরাধনা-সম্পন্নতার দ্বারা, পূজা-প্রাপ্তির কামনা করেন। [আমাদের অরণ্যের ন্যায় হৃদয়ও সত্ত্বভাবসম্পন্ন হোক—ভগবান্ এটাই আকাঙ্ক্ষা করেন)। আর, সত্ত্বসম্পন্ন জনসমূহের মধ্যে নিজের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, সেই ভগবান্ মনোহর-রূপে বিদ্যমান থাকেন। [ভগবৎ-আরাধনায় হৃদয় সত্ত্বভাবসম্পন্ন হ'লে, ভগবান্ সেখানে প্রকটীভূত হন]। এইরকমে যখন, পরমৈশ্বর্যশালী, অভীষ্টপূরণকারী, স্তবনীয় সেই ভগবান্ স্তোত্র-মন্ত্রের মধ্যে ব্যাপ্ত হন, তখন জনসমূহের সুখ (শ্রেয়ঃ) লোকপ্রাপ্ত হয়; [প্রার্থনার সাথে মানুষ যখন ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়, তখন নিঃশ্রেয়স লাভ লাভ ক'রে থাকে] ॥ ৪ ॥

উপাসকগণের রক্ষার জন্য, শত্রুবিমর্দক সেই ভগবানই শত্রুসঙ্ঘ-বিচ্ছিন্নকারক বলের দ্বারা যখন সংগ্রাম ক'রে থাকেন; যখন সেই ভগবান্ হননসাধক বজ্রকে শত্রু হননের জন্য নিক্ষেপ

করেন, তখনই দীপ্তিমান ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে মানুষ পূজা ক'রে থাকে। [সাধুদের রক্ষণের জন্য সেই ভগবান্ পাপের সাথে বিষম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন; পাপনাশকত্ব-হেতু ভগবানের মহিমা সর্বতোভাবে প্রখ্যাত আছে।...অজ্ঞানতা বা পাপ এবং তার সহচর কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুগণই এ সংসারে মানুষের প্রধান শত্রু—দেবভাববিদ্বেষী অশুভ ভাব—দেববিদ্বেষী অসুর। বজ্র (অশুভশক্তিধ্বংসকারী আয়ুধ) যদি তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা যায়, তারা যদি বিনষ্ট বিধ্বস্ত ও পলায়িত হয়, তাহলে আপনা-আপনিই ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশিত হয়ে পড়ে,—মানুষ আপনা-আপনিই ভগবানের পূজাপরায়ণ হ'তে পারে] ॥৫॥

উপাসকগণের শ্রেয়ঃ অভিলাষী হয়ে, সেই ভগবান্ নিশ্চয়ই কৃত্রিম পুরসকলকে, অর্থাৎ মায়ার দ্বারা উৎপন্ন ভ্রান্তিসমূহকে দূর ক'রে ইহলোকে প্রখ্যাত হন; জ্ঞানকিরণ ইত্যাদিকে অজ্ঞান-আবরকরহিত অর্থাৎ মায়াজাল হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে, শোভনকর্মান্বিত সেই ভগবান্ উপাসকদের হিতসাধনের নিমিত্ত শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহকে হৃদয়ে উন্মেষ ক'রে দেন। [ভগবানের কৃপায় মায়ার আবরণ দূর হয়, এবং হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়ে থাকে] ॥৬॥

হে শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রহণশীল। আপনার অন্তঃকরণ আমাদের অভিমত-ফল প্রদানের জন্য সর্বদা কৃপাপন্ন হোক; হে উপাসকগণের স্তোত্রশ্রবণপরায়ণ! আপনার জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়কে সর্বতোভাবে আমাদের কর্মাভিমুখী করুন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার যে প্রসিদ্ধ সংযমনকারী সারথিগণ (বিবেকরূপী) আছেন, সেইজন্য প্রতিকূলাচারী শত্রুগণ ভীত হয়ে আপনাকে হিংসা করতে না, অর্থাৎ আপনার কর্মের সাথে সমদক্ষতায় কখনও সমর্থ হয় না। [হে ভগবন্! বিবেকের সাহায্যে আমাদের (ভ্রান্তিমূলক হ'তে পারে; এমন) কর্মকেও জ্ঞানসমন্বিত করুন; অর্থাৎ আপনার অপকর্ম-রূপ উদ্দাম অশ্বকে সংযত ক'রে দিন; তাতে আমার শত্রুগণ ভীত হয়ে পলায়ন করুক] ॥৭॥

হে ভগবন্! আপনি হস্তদ্বয়ে অক্ষয় ধন স্তোতৃগণকে দানের জন্য ধারণ ক'রে আছেন; প্রখ্যাত দাতা আপনি, আপনার দেহে অজেয় বল (অশেষ শক্তি) স্তোতৃগণকে দানের জন্য ধারণ ক'রে আছেন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অহঙ্কারের দ্বারা অভিভূত (অহঙ্কার-বিমূঢ়) জনগণ আপনার সকাশ হ'তে বিচ্যুত (নিম্নগতি প্রাপ্ত) হয়, তেমনই বহুরকম প্রজ্ঞাকর্মসকল অর্থাৎ সৎকর্মকারী জনগণ আপনার দেহেই লয়প্রাপ্ত হয়ে থাকেন অর্থাৎ পরাগতি লাভ করেন। [অক্ষয় ধন (ঈশ্বর-সম্মিলন বা মোক্ষ) এবং সেই ধনলাভের সামর্থ্য ভগবানেরই অনুকম্পায় মানুষ প্রাপ্ত হয়। সেই দুই সামগ্রী দানের দ্বারা মানুষদের শ্রেয়ঃসাধনের জন্য ভগবান্ সর্বদা মুক্ত হস্তে দণ্ডায়মান আছেন; যারা তাঁর কাছে প্রার্থী হয়, তারাই শ্রেয়োলাভ করে, যারা অহঙ্কার-বিমূঢ় তারা নাশপ্রাপ্ত হয়। ....অপকর্মকারী অজ্ঞজন নীরয়কূপে নিমগ্ন হয়, আর সৎকর্মকারী প্রাজ্ঞগণ মুক্তিলাভ করেন] ॥৮॥

টীকা — ইন্দ্রদেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক এই সূক্তেও যথাপূর্ব ইন্দ্রদেবতা সম্পর্কে বিভিন্ন বিপরীত ভাবসমূহের প্রকাশাত্মক ব্যাখ্যা করা হয়ে গেছে। সোমপান, বৃত্রবধ, ঘোটক-আরোহণ, অসুর-নাশ কালে-করণ, মেঘ থেকে বৃষ্টিপতন সবই আছে। অন্যপক্ষে এই মন্ত্রে ষাঁড়ের সাথে তুলনীয় ইন্দ্রদেবতাকে ঈশ্বর ব'লে ঘোষণার প্রতিও ব্যাখ্যাকারগণ অনন্যোপায়ে দৃষ্টিদানে বাধ্য হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বৃত্র বলতে যে জ্ঞানের আবরক শক্তিকে বোঝায়, স্বয়ং ভগবানের বিভূতিস্বরূপ বা স্বয়ং ভগবান্ ইন্দ্র যে সর্বশক্তিমান ভগবানের আসন অধিকার করেছেন—তা এই সূক্ত থেকে বোঝা না যাবার কথা নয়। তিনি যে বিশ্বব্যাপী বিরাট মূর্তিতে সদাকাল সংসার ব্যেপে বিদ্যমান তা অপ্রকটিত নয়।

◆ ◆

— ৫৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র সব্য। ছন্দ : জগতী]

এষ প্র পূর্বীরব তস্য চম্রিষোঽত্যো ন যোষামুদয়ংস্ত ভুর্বণিঃ।
দক্ষং মহে পায়য়তে হিরণ্যয়ং রথমাবৃত্যা হরিযোগমৃভ্বসম্॥ ১ ॥
তং গূর্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ।
পতিং দক্ষস্য বিদথস্য নূ সহো গিরিং ন বেনা অধি রোহ তেজসা॥ ২ ॥
স তুর্বণির্মহাঁ অরেণু পৌংস্যে গিরের্ভৃষ্টির্ন ভ্রাজতে তুজা শবঃ।
যেন শুষ্ণং মায়িনমায়সো মদে দুধ্র আভূষু রাময়ন্নি দামনি॥ ৩ ॥
দেবী যদি তবিষী ত্বাবৃধোতয় ইন্দ্রং সিষক্ত্যুষসং ন সূর্যঃ।
যো ধৃষ্ণুনা শবসা বাধতে তম ইয়র্তি রেণং বৃহদহরিষ্বণি॥ ৪ ॥
বি যত্তিরো ধরুণমচ্যুতং রজোঽতিষ্ঠিপো দিব আতাসু বর্হণা।
স্বর্মীড়হে যন্মদ ইন্দ্র হর্ষ্যাহন্বৃত্রং নিরপামৌব্জো অর্ণবম্॥ ৫ ॥
ত্বং দিবো ধরুণং ধিষ ওজসা পৃথিব্যা ইন্দ্র সদনেষু মাহিনঃ।
ত্বং সুতস্য মদে অরিণা অপো বি বৃত্রস্য সময়া পাষ্যারুজঃ॥ ৬ ॥

মর্মার্থ — জ্যোতির আধার সূর্য যেমন উষাকালে সহচারিণী রশ্মিরেখা বিস্তার করেন, তেমনই এ ভগবান্ (ইন্দ্রদেব) সেই উপাসনাপরায়ণ জনের ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাদের অভীষ্টপূরণ ও রক্ষার [illegible] পূর্বরূপে প্রকৃষ্টভাবে উন্মেষণ ক'রে দেন। [ভগবানের উপাসনা-প্রভাবে অতিক্ষুদ্র মানুষও [illegible] শক্তি প্রাপ্ত হয়]। সত্ত্বজ্যোতিঃ-সম্পন্ন, জ্ঞানভক্তি সমন্বিত, বহু সৎকর্মের দ্বারা উদ্ভাসিত, [illegible] হৃদয়কে, আপন ঐশ্বর্যের দ্বারা আবৃত ক'রে, সেই ভগবান্ সেখানে মহান্ সত্ত্বভাবে [illegible] থাকেন। [সত্ত্বসম্পন্ন অতিক্ষুদ্র হৃদয়েও ভগবান্ আপন মহত্ত্ব বিস্তার ক'রে চিরবিরাজমান থাকেন। ...সুতরাং সৎকর্মপরায়ণ সাধুজীবন পরিগ্রহণ কর; ভগবান্ এসে তোমার সাথে [illegible] সম্বন্ধযুক্ত থাকবেন; যেমন আলোকের সাথে রশ্মির সম্বন্ধ, তাঁর সাথে তখন তোমারও [illegible] সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হবে। সৎ হও—সৎকর্মে জীবন উৎকৃষ্ট কর।—পরবর্তী মন্ত্রে (২য় [illegible]) হৃদয়ে সত্ত্বভাবসঞ্চয়ের ফলে মানুষ কি শক্তি পেয়ে থাকে, কি ঔজ্জ্বল্য লাভ করে, তা বলা হয়]। ১ ॥

[illegible] বণিকগণ ধননিমিত্ত যেমন (পোতারোহণে) সমুদ্রে গমন করেন। তেমন চতুর্দিক [illegible] প্রণতিপরায়ণ (হবিঃ-দানকারী) উপাসকগণ (কর্মরূপ-যানের দ্বারা) সেই ভগবানের [illegible] হন। সাধুগণ যেমন আপনাপন সাধন-সামর্থ্যের দ্বারা ক্ষিপ্রগতিতে পর্বতের ন্যায় [illegible] ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করেন; তেমন, হে আমার মন, তুমিও সেই প্রকৃষ্ট কর্মের পোষক [illegible]সম্পন্ন ভগবানকে (ভগবৎ-সামীপ্যকে) আপন কর্মপ্রভাবে লাভ কর। [বণিকগণ যেমন

তরণীর দ্বারা সমুদ্রের পারে গমন করেন, সাধুগণ যেমন সাধনশক্তির দ্বারা দুরারোহ মোক্ষধাম লাভ করেন, তেমনই আমিও যেন সংসার-সমুদ্র উত্তরণে এবং পরাগতি-লাভে সমর্থ হই]। ॥ ২॥

অতিদৃঢ়, দুর্দ্ধর্ষ শত্রুনাশে ক্ষিপ্রগতিশীল, সেই ভগবান,—মনুষ্যগণের হৃদয়ে সত্ত্বভাবসঞ্চার হ'লে তার জন্য জাত আনন্দে,—নিজের যে শক্তির দ্বারা সেই কপটী, সত্ত্বশোষক, অজ্ঞানতারূপ অসুরকে, পৃথ্বীতলে কারাগারে (মায়ামোহে আচ্ছন্ন জনের অভ্যন্তর বিভাগে) নিয়ত নিগড়ে বন্ধন ক'রে রাখেন; শবের ন্যায় নির্বীর্য জনও, তাঁর অনুকম্পায় সেই শক্তি প্রাপ্ত হয়ে, পৌরুষ সামর্থ্যে (শত্রুনাশের নিমিত্ত সংগ্রামে) শত্রুগণের নাশক হয়ে, অভঙ্গুর গিরিশিখরের ন্যায় দীপ্যমান হয়। [সাধুগণ ভগবানের শক্তিতেই শক্তিমান্ হয়ে পাপ-নাশ-সামর্থ্য ও উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন]। ॥ ৩॥

হে আমার মন! উষার সাথে সূর্যের যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ—তেমন অবিচ্ছেদে, তোমার হৃদয়াধিষ্ঠিতা দ্যোতনাত্মিকা শক্তি যদি ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সেবা করে; তাহলে, যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব অজ্ঞানতা-নাশক নিজের শক্তির দ্বারা সাধুগণের হৃদয়স্থিত অজ্ঞানান্ধকারকে বিদূরিত করেন, অজ্ঞান নাশক সেই ভগবানই তোমার প্রভূত পাপকে অপসারণ ক'রে দেবেন। [তোমার যে কিছু শক্তিসামর্থ্য আছে, ভগবৎ-কার্যে বিনিযুক্ত কর; তাহলে তোমার অজ্ঞানতারূপ সকল পাপ হ'তে ভগবান্ তোমায় (অমৃতময় জ্ঞানালোকের উদ্ভাসনে) উদ্ধার করবেন]। ॥ ৪ ॥

যখন মনুষ্যগণের রজোভাব (অর্থাৎ, অহঙ্কার) তিরোহিত হয়, তখন, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শত্রুহননকারী আপনি, মনুষ্যগণের রক্ষাকারী, অবিনাশী (মোক্ষপ্রাপ্তিমূলক) শুদ্ধসত্ত্বকে স্বর্গলোক হ'তে চতুর্দিকে বিস্তৃত ক'রে বিশেষ প্রকারে ইহজগতে স্থাপন করেন। [অহঙ্কার যখন দূরীভূত হয়, তখন হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়ে থাকে, এবং তার দ্বারা মানুষ অক্ষয় মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয়]। আর, মনুষ্যগণের হৃদয়ে সত্ত্ব-সঞ্চয়ের জন্য অনুরাগ উপস্থিত হ'লে, যখন আপনি আনন্দে অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে অবাধে হনন করেন, তখন সত্ত্বভাবসমূহের সমুদ্রকে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত ক'রে থাকেন। [সত্ত্বসঞ্চয়ের অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, এবং ভগবানের কৃপায় হৃদয় মহালোকময় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়ে থাকে]। ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! মহত্ত্বসম্পন্ন আপনি, আপনার মহত্ত্বপ্রভাবে, লোকসমূহের রক্ষক সেই শুদ্ধসত্ত্বকে, স্বর্গ হ'তে এনে, ইহলোকের কর্মপ্রদেশে (এই পাপনিবাসে) স্থাপন করেন, উপাসকগণের শুদ্ধসত্ত্বের আনন্দে আনন্দিত হয়ে, আপনি সত্ত্বভাবসমূহকে ইহজগতে প্রেরণ ক'রে থাকেন; অজ্ঞানতারূপ অসুরের ধৃষ্টতায় রুষ্ট হয়ে, আপনি পাষাণের দ্বারা অর্থাৎ দৃঢ়শক্তি দ্বারা বিশেষভাবে তাকে বিনষ্ট করেন (অথবা,—অজ্ঞানতার ধৃষ্টতাকে বিচূর্ণ করেন। [সাধুগণের সৎকর্মের অনুষ্ঠান-জনিত ভগবানের করুণাই ইহলোকে মানুষকে গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন করে।...তিনি করুণা ক'রে ইহসংসারে মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উৎসকে স্থাপন করেন; তারপর তাঁরই করুণাপ্রভাবে সে উৎসদ্বার উন্মুক্ত হয়; পরিশেষে তাঁর কৃপাতেই সে উৎস-প্রবাহের সুধাধারায় জগৎ পরিস্নাত হয়]। ॥ ৬॥

টীকা — এটিও ঐন্দ্রসূক্ত। এখানেও ইন্দ্রকে যথাপূর্ব সোমপানে আসক্তরূপে দেখান হয়েছে। এই সূক্তের প্রত্নতাত্ত্বিকরা বণিকদের সমুদ্রপথে গতিবিধি, লৌহবর্ম-ধারণের নিদর্শন, শত্রুকে লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ ক'রে কারাগারে নিক্ষেপণ, দুর্গ ও নানা যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োগ ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ....যদিও এ-সবের বর্ণনা—উপমাস্থলে বেদের নানা স্থানে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সেগুলিকে উপমারূপে না গ্রহণ ক'রে প্রামাণ্য-পুরাতত্ত্বরূপে গ্রহণ ক'রে বড়ই গবেষণা হয়ে গেছে।

◆ ◆

— ৫৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র সব্য। ছন্দ : জগতী]

প্র মংহিষ্ঠায় বৃহতে বৃহদ্রয়ে সত্যশুষ্মায় তবসে মতিং ভরে।
অপামিব প্রবণে যস্য দুর্ধরং রাধো বিশ্বায়ু শবসে অপাবৃতম্॥ ১ ॥
অধ তে বিশ্বমনু হাসদিষ্টয় আপো নিম্নেব সবনা হবিষ্মতঃ।
যৎপর্বতে ন সমশীত হর্যত ইন্দ্রস্য বজ্রঃ শ্নথিতা হিরণ্যয়ঃ॥ ২ ॥
অস্মৈ ভীমায় নমসা সমধ্বর উষো ন শুভ্র আভরা পনীয়সে।।
যস্য ধাম শ্রবসে নামেন্দ্রিয়ং জ্যোতিরকারি হরিতো নায়সে॥ ৩ ॥
ইমে ত ইন্দ্র তে বয়ং পুরুষ্টুত যে ত্বারভ্য চরামসি প্রভূবসো।
নহি ত্বদন্যো গির্বণো গিরঃ সঘৎক্ষোনীরিব প্রতি নো হর্য তদ্বচঃ॥ ৪ ॥
ভূরি ত ইন্দ্র বীর্যং তব স্মস্যাস্য স্তোতুর্মঘবন্ কামমা পৃণ।
অনু তে দ্যৌর্বৃহতী বীর্যাং মম ইয়ং চ তে পৃথিবী নেম ওজসে॥ ৫ ॥
ত্বং তমিন্দ্র পর্বতং মহামুরুং বজ্রেণ বজ্রিন্ পর্বশশ্চকর্তিথ।
অবাসৃজো নিবৃতাঃ সর্তবা অপঃ সত্রা বিশ্বং দধিষে কেবলং সহঃ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের শক্তি—নিম্নপ্রদেশে প্রবহমান জলবেগের ন্যায় দুর্ধর (অপ্রতিহত-গতিবিশিষ্ট), যাঁর পরমার্থ-রূপ ধন সকলের প্রতি ব্যাপ্ত অর্থাৎ সকলেরই প্রাপণশীল, যাঁর স্তোতৃগণের বল বাধাবিরহিত অর্থাৎ যাঁর উপাসকগণের শক্তি সর্বদাই অপ্রতিহভাবে অবস্থিতি হয়। সেই অতিশয় মহৎ (দাতৃশ্রেষ্ঠ), বহুগুণযুত, পরমধনশালী, সত্যরূপ-বলসম্পন্ন, মহিমান্বিত, ভগবানের নিমিত্ত আমি ঐকান্তিকী পূজা প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন ক'রি। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধন-মূলক। সেই সকল গুণনিদান সকল শ্রেয়ঃসাধক ভগবানের পূজায় (সত্যের অনুসরণে, সেভাবে ভাবান্বিত হতে যেন আমার ঐকান্তিকতা আসে—এই আকাঙ্ক্ষা ও এই সঙ্কল্প এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত হয়েছে] ॥ ১ ॥

ভগবানের পূজাপরায়ণ জনের কর্মসমূহ নিম্নাভিমুখে গমনশীল জলের ন্যায় ত্বরায় ভগবানকে প্রাপ্ত হয়; অতএব, হে ভগবন্, আপনার কৃপায়, কৃৎস্ন জগৎ আপনার কর্মসাধনে অনুরক্ত হোক। কমনীয়ৎপর ইন্দ্রদেবের বজ্র যেমন পর্বতের ন্যায় দৃঢ় শত্রুর দেহে কখনও প্রতিহত হয় না, অর্থাৎ পর্বতের ন্যায় দৃঢ় শত্রুকেও চূর্ণবিচূর্ণ করে, তেমনই সেই বজ্রই আবার উপাসকগণের পক্ষে কল্যাণশীল সুতরাং হিরণ্যের ন্যায় আকর্ষক হয়ে থাকে। [ভগবৎকর্মে যদি আত্মনিয়োগ-সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়, তাহলে সেই ভীষণ বজ্রই শত্রুনাশ-হেতু আমাদের কল্যাণপ্রদ হয়ে থাকে। ....সংসারে সকলেই ভগবৎপরায়ণ হ'লে অজ্ঞানতার রাজত্ব একেবারে লোপপ্রাপ্ত হয়। তাহলে এই সংসারই সুন্দর-নিলয় স্বর্গে পরিণত হ'তে পারে] ॥ ২ ॥

শত্রুগণের প্রতি ভয়প্রদ, উপাসকগণের প্রতি অভয়দাতা, সেই ভগবানকে নমস্কার-পূর্বক আমি পূজা করছি; হে জ্যোতির্ময়ি জ্ঞান-উন্মেষিণি দেবি! আমার এই হিংসারহিত কর্মে (ভগবানের পূজারূপ সৎ অনুষ্ঠানে) এখনই সম্যক্ শ্রেয়ঃ সম্পাদন করুন। [জ্ঞান-উন্মেষের সাথে আমার কর্মে শ্রেয়ঃ হোক, এটাই আকাঙ্ক্ষা]। যে ভগবানের নিবাসস্থান মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃসাধনের জন্য নিহিত আছে, যাঁর পরিচয় বা সংজ্ঞাকে লিঙ্গ বা জ্ঞানাধার বলে, তাঁর জ্যোতিঃ বা প্রকাশ, রশ্মি যেমন সর্বত্র ব্যাপ্তিশীল—তেমনই আমাদের মধ্যে বিস্তৃত হোক। [আমাদের ভগবৎ-পূজারূপ কর্মপ্রভাবে আমাদের মধ্যে ভগবানের করুণাধারা প্রবাহমানা হোক। ....মন্ত্রে প্রথমে সঙ্কল্পমূলক অংশে ভগবানের উপাসনা-রূপ কর্মে, উপাসক সঙ্কল্পবদ্ধ ও প্রবৃত্ত হচ্ছেন। কিন্তু দেবতার পূজার পরিবর্তে অপদেবতার পূজায় যাতে প্রবৃত্তি না আসে, সেই ভয়ে দ্বিতীয় অংশে জ্ঞানের উন্মেষকারিণী দেবীর কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। তৃতীয় অংশে কর্ম ও জ্ঞানের সমবায়ে ভগবানের স্বরূপ বুঝতে পেরে তাঁর সান্নিধ্য-কামনা, হৃদয়ে তাঁর প্রকাশের কামনা আপনা-আপনিই উচ্চারিত হয়েছে] ॥ ৩ ॥

প্রকৃষ্টধনসম্পন্ন, সকলের পূণ্য, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব। সৎকর্মের অনুষ্ঠাতা যে সকল প্রার্থনাকারী আমরা আপনাকে অবলম্বন ক'রে কর্মে প্রবৃত্ত হই, সে আমরা সকলেই আপনার অঙ্গীভূত (আশ্রয়প্রাপ্ত) হয়ে থাকি। স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবন্! আপনার ভিন্ন কোনও স্তুতি ইহজগতে নেই; অর্থাৎ, যে কোনও স্তুতিমন্ত্রই আমরা উচ্চারণ ক'রি না কেন, সকলই আপনাকেই প্রাপ্ত হয়; অতএব, সকলের ধারণকর্ত্রী পৃথ্বীমাতার ন্যায়, আমাদের উচ্চারিত স্তুতিলক্ষণ বাক্যকে, আপনি গ্রহণ (শ্রবণ) করুন। [ভগবৎ-কর্মে আমাদের আসক্তি আসুক এবং ভগবান্ আমাদের দ্বারা তাঁর পূজার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার ক'রে সে পূজা যেন গ্রহণ করেন] ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপার সামর্থ্যের শেষ নেই; হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন! আমি আপনার আশ্রিত; আমার ন্যায় উপাসকের অভিলাষ আপনি সর্বতোভাবে পূরণ করুন; মহান্ স্বর্গলোক আপনার প্রভাবকে নমস্কার করে; এই পরিদৃশ্যমানা পৃথিবীও আপনার বলের নিকট অবনত আছে, অর্থাৎ আপনার শক্তিপ্রভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। [ভগবান্ অশেষশক্তিসম্পন্ন; দ্যুলোক-ভূলোক ইত্যাদি লোকসকল তাঁরই অনুশাসনে পরিচালিত হচ্ছে। ....প্রথমে ও তৃতীয়ে ভগবানের মহিমা এবং দ্বিতীয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা—সেই পরম ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিমান্ ঈশ্বর যেন আমার মতো অধমকে পরিত্রাণ করেন] ॥ ৫ ॥

পাপনাশ নিমিত্ত ভীষণবজ্রধারী হে ভগবন্! আপনি সেই প্রসিদ্ধ বহুসামর্থ্যযুত বহুব্যাপী (সকলের হৃদয় অধিকারকারী) পর্বতের ন্যায় দৃঢ় অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে আপনার করধৃত বজ্রের দ্বারা (জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা) খণ্ড খণ্ড ক'রে ছেদন করেন; এবং অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন শুদ্ধসত্ত্বকে, লোকগণের প্রাপ্তির জন্য, তাদের হৃদয়ে প্রেরণ করেন; কৈবল্যপ্রদ সকল শক্তি আপনিই ধারণ ক'রে আছেন,—এটাই সত্য। [অজ্ঞানতা -নাশের দ্বারা এবং হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চারের দ্বারা সেই কৈবল্যদায়ক, মুক্তিপ্রদায়ক ভগবান্ মানুষকে পরিত্রাণ করেন। এই বিষয়ে আদৌ সংশয় নেই। অতএব,—হে আমার মন। তুমি ভগবৎ-পরায়ণ হও] ॥ ৬ ॥

টীকা — এখানেও কয়েকটি ঋকের ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে বৃত্রাসুরের সাথে ইন্দ্রের যুদ্ধ-বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। তবে এই যুদ্ধ বলতে মেঘবিদারণে বৃষ্টি পাতনের ভাবই প্রধানতঃ এখানে পরিস্ফুট রয়েছে। এখানে আর ব্যাখ্যাকারগণ বৃত্রকে অসুর ব'লে মনে করেননি। বৃত্র ও ইন্দ্র এখানে রূপকের মধ্যেই গণ্য

...হয়ে। যদিও প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ যে কি ব্যাপার, তার মধ্যে যে কি নিগূঢ় তত্ত্বকথা বিদ্যমান্ ...হয়ে, কোনও ব্যাখ্যাতেই এ পর্যন্ত তার ঐকামত্য দেখতে পাওয়া যায়নি।

◆ ◆

— ৫৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : গোতমপুত্র নোধা বা নোধস। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

নূ চিৎসহোজা অমৃতো নি তুন্দতে হোতা যদ্দূতো অভবদ্বিবস্বতঃ।
বি সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভী রজো মম আ দেবতাতা হবিষা বিবাসতি॥ ১ ॥
আ স্বমদ্ম যুবমানো অজরস্তৃষ্ববিষ্যন্নতসেষু তিষ্ঠতি।
অত্যো ন পৃষ্ঠং প্রুষিতস্য রোচতে দিবো ন সানু স্তনয়ন্নচিক্রদৎ॥ ২ ॥
ক্রাণা রুদ্রেভির্বসুভিঃ পুরোহিতো হোতা নিষত্তো রয়িষালমর্ত্যঃ।
রথো ন বিক্ষ্বৃঞ্জসান আয়ুষু ব্যানুষগ্বার্যা দেব ঋণ্বতি॥ ৩ ॥
বি বাতজূতো অতসেষু তিষ্ঠতে বৃথা জুহূভিঃ সৃণ্যা তুবিষ্বণিঃ।
তৃষু যদগ্নে বনিনো বৃষায়সে কৃষ্ণং ত এম রুশদূর্মে অজর॥ ৪ ॥
তপুর্জম্ভো বন আ বাতচোদিতো যূথে ন সাহ্বাঁ অব বাতি বংসগঃ।
অভিব্রজন্নক্ষিতং পাজসা রজঃ স্থাতুশ্চরথং ভয়তে পতত্রিণঃ॥ ৫ ॥
দধুষ্ট্বা ভৃগবো মানুষেষ্বা রয়িং ন চারুং সুহবং জনেভ্যঃ।
হোতারমগ্নে অতিথিং বরেণ্যং মিত্রং ন শেবং দিব্যায় জন্মনে॥ ৬ ॥
হোতারং সপ্ত জুহ্বোযজিষ্ঠং যং বাঘতো বৃণতে অধ্বরেষু।
অগ্নিং বিশ্বেষামরতিং বসূনাং সপর্যামি প্রয়সা যামি রত্নম্॥ ৭ ॥
অচ্ছিদ্রা সূনো সহসো নো অদ্য স্তোতৃভ্যো মিত্রমহঃ শর্ম যচ্ছ।
অগ্নে গৃণন্তমংহস উরুষ্যোর্জো নপাৎপূর্ভিরায়সীভিঃ॥ ৮ ॥
ভবা বরূথং গৃণতে বিভাবো ভবা মঘবন্মঘবদ্ভ্যঃ শর্ম।
উরুষ্যাগ্নে অংহসো গৃণন্তং প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — সৎকর্মজাত জ্ঞানাগ্নি অমর; সেই জ্ঞানাগ্নি শীঘ্রই প্রকাশমান হন; (সৎকর্মের দ্বারা ...ৎপন্ন জ্ঞান অমৃতস্বরূপ ও আপনা-আপনিই প্রকাশমান); যখন সেই জ্ঞানদেব পূজাপরায়ণ ...জনের কর্মসম্পাদক ও সত্ত্বপ্রাপক হন, তখন সৎসম্বন্ধযুত কর্মের দ্বারা মনুষ্যের অহঙ্কার ...বিনাশ প্রাপ্ত হয়; (জ্ঞান-প্রভাবেই আমরা সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ্য ও দেবত্ব লাভ ক'রি এবং ...জনের অহঙ্কার বিদূরিত হয়); সেই জ্ঞানদেবতাই দেবতা-সম্বন্ধীয় কর্মে সত্ত্বভাবের দ্বারা ...জনের পরিচালিত করেন। [জ্ঞানই সকল মঙ্গলের নিদান। ভগবান্ অগ্নিরূপী তাঁর জ্ঞান-বিভূতির

সাহায্যে জগতের সত্ত্বভাবাশ্রয়ী জনের মঙ্গল সাধন করছেন]। ॥ ১ ॥

জরারহিত, নিত্য-তরুণ সেই জ্ঞানদেব যখন আপন-বিনাশযোগ্য অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে সর্বতোভাবে বিনাশ ক'রে নিজেই মনুষ্যগণের হৃদয়ে বিরাজ করেন; অর্থাৎ, অজ্ঞানতাকে দূরীভূত ক'রে জ্ঞানদেবতা যখন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন; তখন, সেই অজ্ঞাননাশক জ্ঞানদেবের কর্ম, সূর্যরশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান্ হয়; অর্থাৎ, সূর্যরশ্মি যেমন আপনা-আপনিই লোকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন জ্ঞানদেবের কার্যও তেমনই আকর্ষক হয়; তখন, স্বর্গের উপরিভাগে সমুত্থিত নাদের বা স্তোত্রের ন্যায় স্তোত্রে ইহলোক প্রতিধ্বনিত হয়; অর্থাৎ, জ্ঞানসম্বন্ধযুত মনুষ্য স্বর্গবাসীর ন্যায় ভগবানের স্তোত্রপরায়ণ হয়ে থাকে। [ইহসংসারে জ্ঞানের প্রভাব বিস্তৃত হ'লে, এই পৃথিবীই স্বর্গলোকের মতো স্তোত্রমন্ত্রমুখরিত পরমানন্দময় হয়ে থাকে; কারণ জ্ঞানপ্রভাবেই মানুষ ভগবৎ-পরায়ণ হয়ে ওঠে]। ॥ ২ ॥

সত্ত্বপ্রাপণকারী জ্ঞানদেবতা, কঠোর দেবভাব-সমূহের সাথে এবং কোমল দেবভাব-সমূহের সাথে বিদ্যমান আছেন; অর্থাৎ, সেই জ্ঞানদেবতার যুগপৎ কোমল-কঠোর দুটি ভাবই পরিদৃষ্ট হয়। সেই জ্ঞানদেবতাই লোকগণের হিতসাধক, দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্তা, ভগবৎ-সামীপ্যপ্রাপক, পরম ধনের অধিকারী এবং অমর; সেই দেবতাই লোকসমূহের রথস্বরূপ (ভগবৎ-সমীপে সংবাহকের ন্যায়) বিদ্যমান আছেন; অর্থাৎ, তিনি লোকগণকে ভগবৎ-সমীপে বহন ক'রে থাকেন। সেই দেবতাই মনুষ্যগণের মধ্যে (উপাসকগণের হৃদয়ে) আরাধিত হয়ে সম্ভোগযোগ্য ধনসমূহ (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ইত্যাদি) যথাক্রমে বিশেষভাবে প্রদান করেন। [পাপকর্মগুলির প্রতি সংহার-মূর্তিধারী এবং পুণ্যকর্মগুলির প্রতি সত্ত্বভাবসম্পন্ন সেই জ্ঞানদেবতা মনুষ্যগণের পরিত্রাণ সাধনের জন্য অশেষ করুণা প্রদর্শন করেন। জ্ঞানের সাহায্যে পাপসংশ্রব পরিহার বা পাপ-কর্মকে পরিত্যাগ করা যায় এবং পুণ্যসংশ্রব গ্রহণে সামর্থ্য আসে; জ্ঞানই আমার হোতা, অর্থাৎ জ্ঞানই আমাদের মধ্যে সবরকম দেবভাবকে আনয়ন করেন এবং তিনিই আমাদের পুরোহিত অর্থাৎ সবরকম হিতসাধন ক'রে থাকেন; জ্ঞানই রথস্বরূপ হয়ে আমাদের ভগবানের সান্নিধ্যে সংবাহিত করেন; জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা চতুর্বর্গ ফল লাভ ক'রি। সুতরাং—হে জীব! তুমি জ্ঞানান্বেষী হও। সেই কর্মের দ্বারাই তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হবে]। ॥ ৩ ॥

মনুষ্যগণের কর্মসমূহের দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে, বায়ুর ন্যায় সর্বব্যাপক শব্দের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট সেই জ্ঞানদেব, মনুষ্যগণের সৎকর্মরূপ সচল পথে অনায়াসে এসে, তাদের হৃদয়ে বিশেষভাবে অবস্থিতি করেন। [মানুষের কর্মই জ্ঞানদেবতাকে সহসা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়]। জ্যোতির্ময় জরারহিত হে জ্ঞানদেব! আপনি যখন অরণ্যের ন্যায় হিংস্ররিপুশত্রুসঙ্কুল হৃদয়বিশিষ্ট আমাদের প্রতি কৃপাবর্ষণ করেন, তখন আপনার সম্বন্ধযুক্ত পথ (আপনাকে প্রাপ্তিমার্গ) আমাদের আকর্ষক হয়; অথবা, আপনার পরিত্যক্ত মার্গ (জ্ঞানবিরহিত কর্ম) অন্ধকারাচ্ছন্ন কলঙ্ক-কলুষিত হয়ে থাকে। [জ্ঞানের উন্মেষের সাথে মানুষ সৎ-পথের অনুসারী হয়ে থাকে এবং শ্রেয়োলাভ করে]। ॥ ৪ ॥

অক্ষীণ (প্রবল) রজোভাব (অহঙ্কারকে) আমাদের সত্ত্বভাব যখন অভিভব ক'রে, যূথের নিকটে গমনতৎপর জীবের ন্যায়, অর্থাৎ আপন দলের সাথে মিলনাভিলাষীর মতো), ভগবানের সাথে মিলনাভিলাষী হয়; তখন, জ্বালানাশক শান্তিপ্রদ সেই জ্ঞানদেবতা, অরণ্যের ন্যায় রিপুশত্রুযুত আমাদের এই হৃদয়ে আগমন ক'রে, আপন তেজঃ ও বলের দ্বারা, সর্বতোভাবে আমাদের রক্ষার

...রূপে বিহিত করেন; তখন, ত্রাণকারী সেই জ্ঞানাগ্নি হ'তে স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচরকে (বিশেষ ...কে পাপসংশ্রবকে) ভয় পেতে হয়। [রজোভাবের ক্ষয়প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে সত্ত্বভাব-... জ্ঞানের আবির্ভাব হয় এবং মানুষ আত্মরক্ষার উপায় লাভ করে; তখন সকল পাপ-সম্বন্ধ ...হিন্ন হয়ে যায়] ॥ ৫ ॥

হে জ্ঞানদেব! পাপ-কামনা-দহন-সমর্থ সাধুগণই, জনহিত-সাধনে সৃষ্ট হবিঃস্বরূপ, ...সমূহের আহ্বানকারী, অতিথির ন্যায় পূজ্য, সকলের বরণীয়, মিত্রের ন্যায় আনন্দদায়ক— ...কে, মনুষ্যগণের দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য, অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে দেবভাব-সঞ্চারের জন্য, ...র ধনের ন্যায় আকর্ষক ক'রে, ইহলোক প্রকাশ করেন। [সাধুদের কৃপাতেই ইহজগতে ...মাহাত্ম্য প্রকটিত হয়] ॥ ৬ ॥

...লোকের হবিঃ-দানকারী ঋত্বিকগণ (ভগবৎ-উপাসক সৎপথাবলম্বী জনগণ), যাগ ইত্যাদি ...কর্মের অনুষ্ঠান-সমূহে দেবভাব-সমূহের আহ্বানকর্তা, শ্রেষ্ঠ আরাধ্য, বিশ্বের সকল ধনের ...এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলের প্রদাতা, অথবা—সকল কামনার নিবারক) যে ...সেই জ্ঞানদেবতাকে আরাধনা করেন; প্রযত্নসহকারে (অথবা,—হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা) আমি ...কে পূজা করছি, এবং তাঁর নিকট হ'তে রমণীয় কর্মফল (মোক্ষ ইত্যাদি) প্রার্থনা করছি। [মন্ত্রটি ...পৎ সঙ্কল্পমূলক ও প্রার্থনাজ্ঞাপক।—সর্বলোকের সকল সাধকগণের ভজনীয় জ্ঞানদেবতার ...জায় আমি আত্মনিয়োগ করছি। সেই দেবতা সর্বথা আমার শ্রেয়ঃসাধন করুন] ॥ ৭ ॥

সৎকর্ম হ'তে উৎপন্ন, মিত্রের ন্যায় জ্ঞানপ্রদাতা হে দেব! উপাসনাকারী আমাদের এই কর্মে ...মান) অচ্ছিদ্র অক্ষয় সুখ প্রদান করুন। বলপ্রাণরক্ষক হে জ্ঞানদেব! আপনার স্তবকারী ...মাকে, লৌহনির্মিত দৃঢ়তর প্রাকারের দ্বারা, পাপ হ'তে রক্ষা করুন। [পাপ যেন আমাকে আক্রমণ ...রতে না পারে, আমরা যেন অনন্ত সুখ লাভ ক'রি] ॥ ৮ ॥

...হে জ্ঞানদেব! আপনার এই উপাসক আমার সম্বন্ধে আপনি অনিষ্টনিবারক ...স্বরূপ (অথবা,—রক্ষাকারক বর্মস্বরূপ) হোন; হে পরমধনশালিন্! পার্থিবধনযুক্ত উপাসক এই আমাদের সম্বন্ধে আপনি সুখদাতা হোন; হে জ্ঞানদেব! আপনার স্তবকারী এই আমাকে পাপ ...হতে রক্ষা করুন; কর্মের দ্বারা বা সৎ-বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্তধন জ্ঞানদেবতা সদাকাল আমাতে অধিষ্ঠিত ...থাকুন। [হে জ্ঞানদেবতা! আমায় আশ্রয় দিন, আনন্দ দিন, আমার পাপনাশ করুন, আমাতে আপনি ...নি-অধিষ্ঠিত থাকুন] ॥ ৯ ॥

টীকা – এখানে আবার অগ্নিদেবতার স্তোত্র আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে ...নেরা বলতে প্রকৃতপক্ষে কার প্রতি লক্ষ্য আসে, সে সংশয় ঘনীভূত হয়ে আছে কোন ব্যাখ্যাকার ...ঘর্ষণজাত উৎপন্ন অগ্নির, কেউ স্বতন্ত্র অমর (দেবতা) অগ্নির, কেউ দেবতাদের কাছে যজমানের ...বহনকারী অগ্নির বা যজমানদের পরিচর্যাকারী ঋষিরূপী অগ্নির, প্রতীকরূপে তাঁকে ব্যাখ্যাত ...রেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণায় এই সূক্তে বেদের সময়ে মানুষ যে কত অসভ্য ছিল তা প্রতিপন্ন ...ও, অসভ্য আদিম অবস্থার চিত্র প্রকটিত করা, অর্থাৎ মানুষ অগ্নির ব্যবহার না জানায় পশুদের মতো ...কাঁচা সামগ্রী ভক্ষণ করত; আবার অপরদিকে এরই বিপরীতে লৌহ প্রাকারবেষ্টিত গৃহে বাস ও বর্ম ...ইত্যাদির ব্যবহার ইত্যাদি, অর্থাৎ আধুনিক-কালের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়ে সংশয় আরও জটিল হয়ে ...আছে।—অগ্নিকে ঈশ্বরীয় বিভূতিস্বরূপ 'জ্ঞানরূপ অগ্নি'-রূপে দর্শনই সার্থক দর্শন।

◆ ◆

— ৫৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : গোতমপুত্র নোধা বা নোধস। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বয়া ইদগ্নে অগ্নয়স্তে অন্যে ত্বে বিশ্বে অমৃতা মাদয়ন্তে।
বৈশ্বানর নাভিরসি ক্ষিতীনাং স্থূণেব জনাঁ উপমিদ্যযন্থ॥ ১ ॥
মূর্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা অথাভবদরতী রোদস্যোঃ।
তং ত্বা দেবাসোঽজনয়ন্ত দেবং বৈশ্বানর জ্যোতিরিদার্য্যায়॥ ২ ॥
আ সূর্যে ন রশ্ময়ো ধ্রুবাসো বৈশ্বানরে দধিরেঽগ্না বসূনি।
যা পর্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু যা মানুষেষ্বসি তস্য রাজা॥ ৩ ॥
বৃহতী ইব সূনবে রোদসী গিরো হোতা মনুষ্যো ন দক্ষঃ।
স্বর্বতে সত্যশুষ্মায় পূর্বীর্বৈশ্বানরায় নৃতমায় যহ্বীঃ॥ ৪ ॥
দিবশ্চিত্তে বৃহতো জাতবেদো বৈশ্বানর প্র রিরিচে মহিত্বম্।
রাজা কৃষ্টিনামাসি মানুষীণাং যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ॥ ৫ ॥
প্র নু মহিত্বং বৃষভস্য বোচং যং পূরবো বৃত্রহণং সচন্তে।
বৈশ্বানরো দস্যুমগ্নির্জঘন্বাঁ অধূনোৎকাষ্ঠা অব শম্বরং ভেৎ॥ ৬ ॥
বৈশ্বানরো মহিম্না বিশ্বকৃষ্টি র্ভরদ্বাজেষু যজতো বিভাবা।
শাতবনেয়ে শতিনীভিরগ্নিঃ পুরুণীথে জরতে সূনৃতাবান্॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — হে জ্ঞানদেব! সংসারে অপর যে সকল জ্ঞান আছে, তারা সকলেই আপনার শাখা বা অঙ্গীভূত। [ইহজগতের সকল জ্ঞানই অভিন্ন, অথবা,—আধারভেদে বিভিন্নরূপে প্রকাশমান অগ্নি যেমন স্বরূপতঃ অভিন্ন, সকল জ্ঞানই তেমন অভিন্ন ভাবাপন্ন]। হে দেব! আপনাতেই সকল দেবতা বা দেবভাব আনন্দের সাথে অবস্থিতি করেন। [যেখানেই জ্ঞান, সেখানেই দেবত্ব বিদ্যমান থাকে]। সকল মনুষ্যের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট (বিশ্বপ্রাণভূত) হে জ্ঞানদেব! আপনিই মনুষ্যগণের রক্ষক হন, এবং দৃঢ়প্রোথিত স্তম্ভের ন্যায় (অর্থাৎ, দৃঢ়ভাবে প্রোথিত স্তম্ভ যেমন গৃহকে রক্ষা করে, তেমনই) মনুষ্যগণকে ধারণ ক'রে আছেন। [জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ রক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছে, অর্থাৎ সৎকর্মসম্ভূত জ্ঞানই মনুষ্যদের গতি-মুক্তি পরিত্রাণের উপায়] ॥ ১ ॥

জ্ঞানদেবতা (জ্ঞানই) স্বর্গলোকের শিরঃস্বরূপ হন এবং ইহলোকের রক্ষক হন। [জ্ঞানপ্রভাবেই মনুষ্য স্বর্গের অধিকারী হয় এবং ইহলোকে রক্ষাপ্রাপ্ত হয়]। অতএব, জ্ঞানদেবই দ্যাবা-পৃথিবী উভয়লোকে অধিপতি (অথবা,—কামনানাশক, সুতরাং মোক্ষপ্রাপক) হন। সকল লোকের সাথে সম্বন্ধযুত বিশ্বপ্রাণভূত হে জ্ঞানাগ্নে! দীপ্তিমানাদিযুক্ত অজ্ঞান-অন্ধকারনাশক প্রসিদ্ধ সেই আপনাকে ধর্মপরায়ণ জনের রক্ষার জন্য দেবগণই (সত্ত্বভাবসমূহই) ইহজগতে প্রকাশিত করেছেন—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। [সত্ত্বভাবের বা দেবভাবের দ্বারাই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়ে থাকে] ॥ ২ ॥

...জ্যোতিরাধার সূর্যদেবে রশ্মিরাজি যেমন চিরসম্বন্ধযুত হয়ে আছে, বৈশ্বানর অগ্নিতে, অর্থাৎ ...বিশ্বগামী মনুষ্যগণের হৃদয়ে অবস্থিত জ্ঞানের অভ্যন্তরে তেমনই ধর্মার্থকামমোক্ষ ইত্যাদি সকল ... সর্বতোভাবে বিদ্যমান রয়েছে। [জ্ঞানের সাথে সকল ধনেরই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে]। ...সমূহে, বৃক্ষসমূহে এবং উদকসমূহে যে সকল ধন বিদ্যমান আছে, অপিচ, যে সকল ধন ...গণের হৃদয়ের অভ্যন্তরে নিহিত রয়েছে; হে জ্ঞানদেব, আপনিই সেই ধনজাতের অধিপতি ... [জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ পার্থিব ধনসম্পদ বা ধনরত্ন উদ্ধারে সমর্থ হয়; জ্ঞানের ...বেই মানুষ অপার্থিব ধনরত্ন বা আধ্যাত্মিক রত্নবিভব লাভ করতে সমর্থ হয়] ॥ ৩ ॥

...আপন পুত্রে যেমন মহতী মায়া সঞ্জাত হয়, জননী যেমন আপন সন্তানের প্রতি অশেষ-...সম্পন্ন হন, তেমনই জ্ঞানদেবতা দ্যাবাপৃথিবীর (বিশ্বসংসারের) প্রতি অশেষ মমতাসম্পন্ন ...বিশিষ্ট) আছেন। তা অবগত হয়ে, মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনের ন্যায়, সৎকর্মপরায়ণ হোতা ...গণের আহ্বানকারী), সেই সৎ-মার্গপ্রাপক, অবিতথ-বলসম্পন্ন (সত্যরূপ-বলবিশিষ্ট), ...শ্রেষ্ঠ, বিশ্বের প্রাণস্বরূপ জ্ঞানদেবতাকে, বহুবিধা মহতী স্তুতি প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ ...রূপে জ্ঞানসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হন। [ভগবান্ জ্ঞানরূপে সর্বত্র বিদ্যমান আছেন; অতএব, হে ...নুষ, পদার্থমাত্রের সাথে জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধ অনুভব ক'রে তাঁকে আপন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কর]। ...বা,—বিস্তৃত দ্যাবাপৃথিবীর ন্যায় জ্ঞানপ্রভা বিশ্বব্যাপী, অতএব, মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনের ন্যায় ...কর্মের সাধনে সামর্থ্যযুত হোতা, সর্বত্র প্রকাশমান, সত্যবলযুত, শ্রেষ্ঠনেতা, সন্তানের ন্যায় ...পালক, বিশ্বপ্রাণভূত জ্ঞানদেবতাকে, সনাতন মহৎ স্তুতি প্রদান করেন; অর্থাৎ স্তুতির দ্বারা ...কে আরাধনা করেন। [বিজ্ঞ হোতা জ্ঞানদেবতার স্বরূপ অবগত হয়ে তাঁকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে ...রেন] ॥ ৪ ॥

...সর্বজ্ঞ বিশ্বপ্রাণভূত হে জ্ঞানদেব! আপনার মাহাত্ম্য স্বর্গ হ'তেও গৌরবসম্পন্ন (অথবা,— ...আপনার প্রভুত্ব দ্যুলোক হ'তেও বিস্তৃত); আপনি আত্ম-উৎকর্ষপরায়ণ জনগণের অধিপতি ...প্রতিপালক) হন; এবং অসৎ-বৃত্তির সাথে সংগ্রামে জয়লাভ ক'রে, দেবভাবসমূহের বা দেবগণের ...নিকট হ'তে আনয়ন ক'রে, মোক্ষ ইত্যাদি রূপ সাররত্ন তাদের প্রদান করেন। [জ্ঞানপ্রভাবেই ...মানুষ পরাগতি লাভ করেন] ॥ ৫ ॥

...হে মন! অজ্ঞানতানাশক যে জ্ঞানদেবতাকে শ্রেষ্ঠজনগণ সেবা করেন, অভীষ্টপূরক সেই ...জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্য প্রকৃষ্টরূপে অনুধ্যান কর। [জ্ঞানমাহাত্ম্য সর্বথা অনুধ্যাতব্য]। কেন-না, ...বিশ্বপ্রাণভূত জ্ঞানদেবতা, অজ্ঞান-সহচর শত্রুকে হনন করেন, শত্রুদের ঔৎকর্ষকে অধঃপাতিত ...করেন, এবং অশনির ন্যায় গতিশীল পাপকে নাশ করেন। [জ্ঞানের অনুসারী হ'লে পাপ-সংশ্রব ...সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই মন্ত্রটি মনস্তত্ত্বঘটিত] ॥ ৬ ॥

...বিশ্বপ্রাণভূত জ্ঞানাগ্নি, আপনার মহত্ত্বের দ্বারা, বিশ্ববাসিগণের আত্মোৎকর্ষসাধক হন। [জ্ঞানই ...আত্ম-উৎকর্ষ সাধনের উপায়]। বিশিষ্টপ্রকাশসম্পন্ন, প্রিয়সত্যবাক্যরূপ সেই জ্ঞানদেবতা ...উৎকর্ষবিধায়ক কর্মসমূহের মধ্যে আরাধনীয় হন। [আত্ম-উৎকর্ষ-বিধায়ক কর্মের সাথে জ্ঞানের ...নিত্য সম্বন্ধ আছে]। বহুস্তোত্রপরায়ণ (একান্ত অনুরাগী) বহুকর্মসম্পন্ন জনগণের হৃদয়ে বহুরকমে ...(বা আরাধনায়) জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হন। [যে জন জ্ঞানানুরাগী হন, যে জন সৎকর্মপরায়ণ আছেন, ...তিনিই জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন] ॥ ৭ ॥

টীকা — এটিও অগ্নির উপাসনামূলক এবং এখানেও জ্বলন্ত অগ্নিসম্বন্ধে অথবা ঋষিবিশেষ সম্বন্ধে এই সূক্তের প্রয়োগ প্রতিপন্ন। এই সূক্তে অগ্নির কয়েকটি বিশেষণ পরিলক্ষিত হয়। সেগুলির দ্বারা যেমন তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিরূপে পরিদৃশ্যমান হ'তে দেখা যায়, তেমনই তাঁকে জ্ঞানদেবতা রূপেই পরিগণিত করা যায়। অগ্নিকে 'ভূলোক-দ্যুলোকের পুত্র' কিংবা 'বৃত্রহন্তা' ইত্যাদিরূপেও বিশেষিত করা হওয়ায় তাঁকে ভগবানের অঙ্গীভূত (বিভূতি) জ্ঞানাগ্নিরূপে গ্রহণই সঙ্গত।

◆ ◆

— ৬০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : গোতমপুত্র নোধা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

বহ্নিং যশসং বিদথস্য কেতুং সুপ্রাব্যং দূতং সদ্যোঅর্থম্।
দ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তং রাতিং ভরদ্‌ভৃগবে মাতরিশ্বা॥ ১ ॥
অস্য শাসুরুভয়াসঃ সচন্তে হবিষ্মন্ত উশিজো যে চ মর্তাঃ।
দিবশ্চিৎপূর্বো ন্যসাদি হোতাপৃচ্ছ্যো বিশ্‌পতির্বিক্ষু বেধাঃ॥ ২ ॥
তং নব্যসী হৃদ আ জায়মানমস্মৎসুকীর্তির্মধুজিহ্বমশ্যাঃ।
যমৃত্বিজো বৃজনে মানুষাসঃ প্রয়স্বন্ত আয়বো জীজনন্ত॥ ৩ ॥
উশিক্‌পাবকো বসুর্মানুষেষু বরেণ্যো হোতাধায়ি বিক্ষু।
দমূনা গৃহপতির্দম আঁ অগ্নির্ভুবদ্রয়িপতী রয়ীণাম্॥ ৪ ॥
তং ত্বা বয়ং পতিমগ্নে রয়ীণাং প্র শংসামো মতিভির্গোতমাসঃ।
আশুং ন বাজম্ভরং মর্জয়ন্তঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — ভগবৎসমীপে শুদ্ধসত্ত্বের বাহক, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের দ্বারা যশঃসম্পন্ন, সৎকর্মের প্রকাশয়িতা বা বিজ্ঞাপয়িতা, প্রকৃষ্টরূপে অথবা উৎকর্ষসাধন দ্বারা রক্ষণশীল, দেবগণের বা দেবভাবসমূহের মিলনসাধক, সদ্যঃফলপ্রদ, বা প্রত্যক্ষধনদাতা, দ্যাবাপৃথিবী উভয়ত্র প্রকাশমান অথবা প্রকাশ ও অপ্রকাশ দ্বিবিধ-রূপ-সম্পন্ন, পরমার্থ-রূপ ধনের ন্যায় প্রখ্যাত, সেই জ্ঞানকে, 'মাতরিশ্বা' অর্থাৎ আদি-জ্ঞান,—পাপকামনা-দহনসমর্থ সাধুগণের নিমিত্ত, মিত্ররূপে আনয়ন করেন অর্থাৎ তাঁদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। [সূর্য যেমন লোককে প্রকাশিত করেন এবং নিজেও প্রকাশিত হন, জ্ঞানদেবতার প্রকাশের সাথে সাধকগণও তেমনই জ্ঞানকে লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের সাহায্য পেয়েই সাধুগণ জ্ঞানলাভ করেন। ইহজীবনে শিক্ষক বা গুরুই যেমন লৌকিক শিক্ষার দ্বারা উন্মুক্ত না করলে, শিক্ষা সম্পূর্ণ বা সম্ভব হয় না, জ্ঞানদেবই তেমন পরমার্থস্বরূপ জ্ঞানদ্বার উন্মুক্ত না করলে তা আদৌ লাভ করা সম্ভব হয় না।] ॥ ১ ॥

পরীক্ষার অনলে দগ্ধ অথবা মেধাবী, পূজাপরায়ণ অথবা শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন এই যে উভয়বিধ (দু'রকমের) প্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যগণ (অথবা এরকম যে সকল মানুষ), তাঁরা এই জ্ঞানদেবতার অনুশাসন মান্য করেন, অর্থাৎ জ্ঞানের অনুবর্তী হন। পূজ্য, লোকপালক, অভিমত-ফলদাতা

...স্বর্গ হ'তে (স্বপ্রাপ্ত জ্ঞানীর নিকট হ'তে অথবা সাধকের নিকট হ'তে) আগমন ক'রে, ...মনুষ্যগণের মধ্যে সর্বদা অবস্থিতি করেন। [পরীক্ষার অনলে দগ্ধ, দুঃখদারিদ্র্যে পীড়িত জন ...অনুসারী হয় এবং যিনি শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন, তিনি নিজে থেকেই জ্ঞানানুসারী আছেন। তাঁদের ...মধ্যেই জ্ঞানপ্রভা আপনা-আপনিই পরিস্ফুট হয়। অথবা,—পরীক্ষা-পারাবার-উত্তীর্ণ ...জন আপনা-আপনিই জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠেন] ॥ ২ ॥

...মনুষ্যত্বসম্পন্ন, সৎকর্মকারী সাধুগণ, সৎ ও অসৎ বৃত্তির সংগ্রামে যে জ্ঞানাগ্নিকে কর্মের ...করেন; আমাদের অনুষ্ঠিত চির-নূতন সৎকর্ম (অথবা,—স্তোত্র), হৃদয় হ'তে উৎপন্ন ...(সৎ-উপদেশদাতা) সেই জ্ঞানকে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হোক। [সাধুগণ যে জ্ঞান- প্রভাবে ...সমরে বিজয় লাভ করেছেন, আমার কর্মসমূহের মধ্যে সেই জ্ঞান অপ্রতিহত থাকুক] ॥ ৩ ॥

...কামনাকারী, পবিত্রকারক, লোকসমূহে ধনস্বরূপ (অথবা,—মনুষ্যগণের ...), বরণীয়, দেবভাবের আহ্বাতা, সেই জ্ঞানদেবতা, সৎকর্মের দ্বারা লোকসমূহের মধ্যে ...—আমাদের হৃদয়ে) স্থাপিত হন; অসৎ-বৃত্তিসমূহের দমনে কৃতসঙ্কল্প, হৃদয়-রূপ গৃহের ..., জ্ঞানদেবতা, হৃদয়ে শ্রেষ্ঠধনসমূহের সর্বতোভাবে রক্ষক হন। [সৎকর্মের দ্বারা জ্ঞান ... হয়, এবং জ্ঞান থেকেই পরমার্থ-রূপ অমূল্য ধন বা মুক্তি অধিগত হয়। অর্থাৎ তার দ্বারাই ...ইহকালের ও পরকালের শ্রেয়োলাভে ধন্য হয়] ॥ ৪ ॥

হে জ্ঞানদেব! জ্ঞানপিপাসু প্রার্থনাকারী আমরা, হৃদয়-গত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আত্মশুদ্ধি-সাধন-... হয়ে, শ্রেষ্ঠধনের রক্ষাকারী প্রসিদ্ধ সেই আপনাকে আরাধনা করছি। সৎকর্মপর সাধকের ... জ্ঞান যেমন ক্ষিপ্র-মিলনশীল, কর্মের দ্বারা বা সৎ-বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্ত-ধনস্বরূপ জ্ঞানদেবতা ...শীঘ্র নিত্যকাল আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন। [যখন জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য একটু আকাঙ্ক্ষা ..., তখনই মানুষ সার্থক মন্ত্রোচ্চারণ-রূপ আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়; সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে ...কর্মের ও সৎ-বুদ্ধির বিকাশ হয়;—তারা সৎ-কর্মচারী সত্ত্বভাবাপন্ন সাধুদের মতো ত্বরায় ...জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠে] ॥ ৫ ॥

টীকা — এখানেও পূর্বের মতো অগ্নিদেবের মাহাত্ম্য খ্যাপন করা হয়েছে। সূক্তটির ঋকান্তর্ভুক্ত ...কোনও শব্দের অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ তাঁকে একবার কাষ্ঠঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি ('মিজস্মানং') ব'লে ধারণা করেছেন, আবার কখনও তাঁকে ('ভৃগবে রাতিং ভবৎ') 'ভৃগুনামক মহর্ষিগণের মিত্র' বা মানুষ ব'লে ...করেছেন। এইভাবে তথাকথিত প্রচলিত পরস্পরবিরোধী ধারণার জন্য পাঁচটি ঋকের ভাব-সামঞ্জস্য ...হয়নি।

◆ ◆

— ৬১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : গোতমপুত্র নোধা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায় প্রযো ন হর্মি স্তোমং মাহিনায়।
ঋচীষমায়াধ্রিগব ওহমিন্দ্রায় ব্রহ্মাণি রাততমা॥ ১ ॥

অস্মা ইদু প্রয় ইব প্র যংসি ভরাম্যাঙ্গূষং বাধে সুবৃক্তি।
ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত॥ ২ ॥
অস্মা ইদু ত্যমুপমং স্বর্ষাং ভরাম্যাঙ্গূষমাস্যেন।
মংহিষ্ঠমচ্ছোক্তিভির্মতীনাং সুবৃক্তিভিঃ সূরিং বাবৃধধ্যৈ॥ ৩ ॥
অস্মা ইদু স্তোমং সং হিনোমি রথং ন তষ্টেব তৎসিনায়।
গিরশ্চ গির্বাহসে সুবৃক্তীন্দ্রায় বিশ্বমিন্বং মেধিরায়॥ ৪ ॥
অস্মা ইদু সপ্তিমিব শ্রবস্যেন্দ্রায়ার্কং জুহ্বাসমঞ্জে।
বীরং দানৌকসং বন্দধ্যৈ পুরাং গূর্তশ্রবসং দর্মাণম্॥ ৫ ॥
অস্মা ইদু ত্বষ্টা তক্ষদ্বজ্রং স্বপস্তমং স্বর্যংরণায়।
বৃত্রস্য চিদ্বিদদ্যেন মর্ম তুজন্নীশানস্তুজতা কিয়েধাঃ॥ ৬ ॥
অস্যেদু মাতুঃ সবনেষু সদ্যো মহঃ পিতুং পপিবাঞ্চার্বন্না।
মুষায়দ্বিষ্ণুঃ পচতং সহীয়ান্বিধ্যদ্বরাহং তিরো অদ্রিমস্তা॥ ৭ ॥
অস্মা ইদু গ্নাশ্চিদ্দেবপত্নীরিন্দ্রায়ার্কমহিহত্য ঊবুঃ।
পরি দ্যাবাপৃথিবী জভ্র উর্বী নাস্য তে মহিমানং পরি ষ্টঃ॥ ৮ ॥
অস্যেদেব প্র রিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যন্তরিক্ষাৎ।
স্বরালিন্দ্রো দম আ বিশ্বগূর্তঃ স্বরিরমত্রো ববক্ষে রণায়॥ ৯ ॥
অস্যেদেব শবসা শুষন্তং বি বৃশ্চদ্বজ্রেণ বৃত্রমিন্দ্রঃ।
গা ন ব্রাণা অবনীরমুঞ্চদভি শ্রবো দাবনে সচেতাঃ॥ ১০ ॥
অস্যেদু ত্বেষসা রন্ত সিন্ধবঃ পরি যদ্বজ্রেণ সীময়চ্ছৎ।
ঈশানকৃদ্দাশুষে দশস্যন্তুর্বীতয়ে গাধং তুর্বণিঃ কঃ॥ ১১ ॥
অস্মা ইদু প্র ভরা তূতুজানো বৃত্রায় বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ।
গোর্ন পর্বাবিরদা তিরশ্চেষ্যন্নর্ণাংস্যপাং চরধ্যৈ॥ ১২ ॥
অস্যেদু প্র ব্রূহি পূর্ব্যাণি তুরস্য কর্মাণি নব্য উক্থৈঃ।
যুধে যদিষ্ণান আয়ুধান্যৃঘায়মাণো নিরিণাতি শত্রূন্॥ ১৩ ॥
অস্যেদু ভিয়া গিরয়শ্চ দৃড়হা দ্যাবা চ ভূমা জনুষস্তুজেতে।
উপো বেনস্য জোগুবান ওণিং সদ্যো ভুবদ্বীর্যায় নোধাঃ॥ ১৪ ॥
অস্মা ইদু ত্যদনু দায্যেষামেকো যদ্বব্নে ভূরেরীশানঃ।
প্রৈতশং সূর্যে পস্পৃধানং সৌবাশ্ব্যে সুষ্বিমাবদিন্দ্রঃ॥ ১৫ ॥
এবা তে হারিযোজনা সুবৃক্তীন্দ্র ব্রহ্মাণি গোতমাসো অক্রন্।
ঐষু বিশ্বপেশসং ধিয়ং ধাঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ॥ ১৬ ॥

মন্ত্রার্থ — শ্রেষ্ঠ, শত্রু-নাশক, মহত্ত্বসম্পন্ন, মন্ত্ররূপ (অথবা,—শব্দের ন্যায় ত্বরিতগামী) অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট (অথবা,—সর্বত্রগমনশীল) ভগবান্ ইন্দ্রদেবের আরাধনার জন্য, অন্নের

কৃপাতেই পাপনাশক আয়ুধ এবং তার প্রয়োগ-সামর্থ্য আমরা প্রাপ্ত হই; অর্থাৎ জ্ঞানের আবরক অজ্ঞানতারূপ বৃত্রের মর্মস্থান (অজ্ঞানতার উৎপত্তির কারণসমূহ) দেবতার কৃপাতেই বা দেবতার দ্বারাই (সংকর্মের বা সত্ত্বসঞ্চয়রূপ বজ্রের প্রভাবে) অপসৃত হয়] ॥ ৬ ॥

মাতৃস্বরূপ প্রতিপালক, ভগবানে নির্ভরতারূপ সেই শ্রেষ্ঠ সদ্ভাবের সম্বন্ধীয় যাগ ইত্যাদি কর্মসমূহে, পিতার ন্যায় পালক শুদ্ধসত্ত্বকে এবং তার সম্বন্ধীয় শোভনকর্ম-সমূহকে ভগবান্ নিত্যকাল গ্রহণ করেন, [শত্রুনাশসামর্থ্য ও সত্ত্বভাবপ্রাপ্ত সর্বথা ভগবানের করুণাসাপেক্ষ—এটা বুঝতে পেরে, যখন কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, তখন আমাদের সকল কর্মই ভগবানে সমর্পিত হয়]। তখন, শত্রুগণের অভিভাবয়িতা, পাষাণের ন্যায় দৃঢ় শত্রুর ছেদনকারী, বিশ্বব্যাপক সেই ভগবান্ ত্বরায় শত্রুগণের প্রবৃত্তিকে খণ্ডন-পূর্বক অজ্ঞানতা-রূপ আবরককে বিদূরিত করেন। [ভগবৎ-অনুকম্পা-প্রাপ্তির সাথে আমাদের রিপুগণের প্রভাব নাশপ্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞানান্ধকার দূরে যায়।—কিংবা ভাষ্যের অর্থে, কিংবা প্রচলিত অনুবাদগুলিতে, কোনভাবেই এই ঋকের প্রকৃত মর্ম এতাবৎ অনুভূত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মন্ত্রটির ভাব এই যে,—সৎকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'লে সে কর্ম ভগবানে মিলিত হয় এবং তার ফলে ভগবান্ সবরকম শ্রেয়ঃসাধন ক'রে থাকেন] ॥ ৭ ॥

সর্পের ন্যায় ক্রুরস্বভাব শত্রুর হননের জন্য অর্থাৎ কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুগণের বিমর্দনের কারণ, আমাদের কর্মপরায়ণ সৎ-বৃত্তিসমূহ নিশ্চয়ই সেই ভগবানের প্রতি জ্ঞানজ্যোতিসমন্বিত স্তোত্রকে প্রদান ক'রে থাকেন, অর্থাৎ অন্তঃকরণের অস্ফুটভাবে সৎ-বৃত্তিসমূহের স্তোত্র ভগবানে সংন্যস্ত হয়। ভগবান্ বা (তাঁর বিভূতিস্বরূপ) দেবতা, বিস্তৃত দ্যাবাপৃথিবীকে (সর্বলোককে) আপন তেজে অতিক্রম করেন; কিন্তু দ্যাবাপৃথিবী (লোকসমূহ) সেই ভগবানের মহিমা অতিক্রম করতে কখনই সমর্থ হয় না। [দেবতার মহিমার সীমা নেই; দেবতার প্রভাবে সমকক্ষতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউই সমর্থ নয়] ॥ ৮ ॥

দ্যুলোক হ'তে ভূলোক হ'তে, অন্তরীক্ষলোক হ'তে উপরে (অর্থাৎ সকল লোক অতিক্রম ক'রে) সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই অধিক হয়; বিভীষিকাপ্রদ বিষম শত্রু-সমরে আপন তেজের দ্বারা দীপ্যমান, সর্বকর্মপারদর্শী অথবা সর্বলোকের বন্দনীয়, শ্রেষ্ঠবীর্যসম্পন্ন, অতুলনীয় প্রভাববিশিষ্ট সেই দেবতা,পাপের সাথে যুদ্ধের নিমিত্ত অথবা রিপুগণের দমনের জন্য, আমাদের সৎবৃত্তিসমূহকে বহন ক'রে আনেন; অথবা,—আমাদের শত্রুদের বিতাড়িত ক'রে দেন। [দেবতার অসীম প্রভাব, অশেষ কৃপা। তাঁর কৃপাতেই আমাদের হৃদয়ে সৎ-বৃত্তির স্ফূর্তি হয় এবং উচ্ছৃঙ্খল কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুশত্রুগণ সর্বথা বিমর্দিত হয়ে থাকে] ॥ ৯ ॥

সৎ-ভাবের অপহারক (সত্ত্বনাশকারী) অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে, সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রবৃদ্ধ বজ্রের সাহায্যে (সৎকর্মের বা সত্ত্বসঞ্চয়ের প্রভাবে) আত্মশক্তির দ্বারাই মানুষ বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়; রশ্মিসমূহ যেমন আবরক অন্ধকারসমূহকে দূরীভূত করে, অথবা জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন অজ্ঞান-তমোরাশিকে নাশ করে, তেমনই সেই সমবেদনাসমন্বিত দয়ার্দ্রচিত্ত ভগবান্ ইন্দ্রদেব হবিঃ-দাতা অর্থাৎ ভক্তিবিনম্র উপাসককে লক্ষ্য রেখে তাঁর অভিমুখে সুমঙ্গলকে প্রবাহিণীর ন্যায় উন্মুক্ত ক'রে দেন অথবা বর্ষার বারিধারার ন্যায় বর্ষণ করেন। [সৎকর্মের দ্বারাই অজ্ঞানতা দূরীকৃত হয়, সৎ-কর্মের প্রভাবেই সত্ত্বসঞ্চয়ে শ্রেয়ঃসমূহ আমাদের অধিগত হয়ে থাকে] ॥ ১০ ॥

শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় মুক্তিপ্রাপ্ত জনগণ, সেই ভগবানের দিব্যজ্যোতির সাথে (জ্যোতির্ময়ের সাথে মিলিত হয়ে) পরমানন্দ ভোগ করেন; যে কারণে পরিত্রাণকারী দেবতা, আমাদের অনুষ্ঠিত

...আয়ুধের দ্বারা সেই নিত্যক্রিয়মাণ পাপবৃত্তিসমূহকে সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত বা বিমর্দিত ... সেই কারণেই তিনি সত্ত্বপ্রদানকারী উপাসককে, কর্মফল-প্রদান-পূর্বক পরমৈশ্বর্যবন্ত ক'রে, ...-স্থানে, তার অবস্থানযোগ্য আশ্রয় নির্ধারণ ক'রে দেন। [পরমপদ মোক্ষপ্রাপ্তির ...-সৎ-কর্মের অনুষ্ঠান ও সত্ত্বের সঞ্চয়। তাতে ভগবানের কৃপার অধিকারী হওয়া যায়, এবং ... আমাদের উদ্ধার সাধন করেন] ॥ ১১ ॥

... ভগবন্! শত্রুহননকারী, পরমৈশ্বর্যশালী, অসীমবলসম্পন্ন আপনি, সেই ব্যাপক প্রসিদ্ধ ...-রূপ অসুরের প্রতি জ্ঞানরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করুন; (অর্থাৎ, সেই অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে ... অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করুন)। আলোক-রশ্মি যেমন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে, অথবা— ...দ্বারা অজ্ঞানতা যেমন বিচ্ছিন্ন হয়, তেমনই হে ভগবন্ আপনি শত্রুর সন্ধিস্থলকে ... বা শক্তিকে) তির্যগ্‌-গামী বজ্রের দ্বারা, অর্থাৎ সরল সৎকর্মের বা শুদ্ধসত্ত্বের ... সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করুন; আর সত্ত্বাভিলাষী আমাকে লক্ষ্য ক'রে, এই ভূপ্রদেশের প্রতি ...) আগমনের জন্য, শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহসমূহকে সঞ্চালিত করুন। [সেই ভগবান্ যেন ... সৎকর্মপরায়ণ সত্ত্বভাবান্বিত করেন এবং আমাদের অজ্ঞানতাকে দূর ক'রে দেন।— ... পরে অনেকেই 'গো-গণকে হনন' (গাভীগুলিকে হত্যা) ভাব গ্রহণ ক'রে বিভ্রাট ...য়েছেন। উপমার শব্দগত অর্থ 'গো-র ন্যায়'; তা থেকে 'গোকে যেমন' বা 'গো-যেমন' ... গ্রহণযোগ্য। সেখানে 'তিরশ্চা' পদটির 'তির্যগ্‌ভাবে গমন করে' অর্থ ধরলে গো-র অর্থাৎ ... তির্যগ্‌ভাবে প্রকটিত হওয়ার ভাব পরিস্ফুট হয়] ॥ ১২ ॥

... স্তবনীয় নিত্যস্বরূপ সেই ভগবান্, পাপনাশক সংগ্রামে আমাদের সৎকর্মরূপ ...কে পুনঃপুনঃ পরিচালিত ক'রে, পাপরূপ শত্রুগণকে হনন-পূর্বক, যেমন সদাকাল স্বপ্রকাশ ...; তেমনই, সকল সময়েই, হে আমার মন, শত্রুনাশতৎপর সেই ভগবানের নিত্যানুষ্ঠিত ...) শত্রুসংহার-রূপ কর্মসমূহকে অনুধ্যান কর। [ভগবান্ সদাকালই আমাদের হিতসাধনে ... আছেন। অতএব, সদাকালই তাঁর উপাসনাপরায়ণ হও—এমনই আত্ম-উদ্বোধন এই মন্ত্রের ... প্রকাশিত হয়েছে] ॥ ১৩ ॥

সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের ভয়ে পর্বতসকল নিশ্চল হয়ে আছে; এবং সেই ভগবানের শক্তি সর্বত্র ... থাকায়, ভয়ে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হচ্ছে; পক্ষান্তরে আবার, কামনীয় সেই ...নের দুঃখনিবৃত্তিকারী রক্ষণশক্তিকে উপলব্ধি ক'রে, নবানুরাগী নবকর্মপ্রবৃত্ত জন, অন্তরে ... সেই অনুধ্যানপরায়ণ হয়ে, ত্বরায় বীর্যবান হচ্ছেন, অথবা সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য লাভ ...। [কোমল ও কঠোর সকল ভাবই ভগবানে বিদ্যমান। একবারও যে জন তাঁর কমনীয় ...-মূর্তি দেখে তাঁর অনুধ্যানে আত্মনিয়োজিত হ'তে পারেন, তিনিই শ্রেয়োলাভ করেন] ॥ ১৪ ॥

... লোকের ধনের অধীশ্বর, অদ্বিতীয় সেই ভগবান্ যে কর্মকে বা স্তোত্রমন্ত্রকে আকাঙ্ক্ষা ...; এই স্তোতৃগণের সম্বন্ধীয় (অর্থাৎ আমাদের) সেই কর্ম বা স্তোত্রমন্ত্র সেই ভগবানে ... হোক; যেহেতু, জ্যোতিরূপে ব্যাপ্ত জ্ঞানাধারে, সম্বন্ধবিশিষ্ট, সত্ত্বযুত ভক্তিপরায়ণ, ...পর জনকে, ভগবান্ ইন্দ্রদেব প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা ক'রে থাকেন। [আমাদের মধ্যে ... সৎকর্মের মিলনই ভগবানের অভিপ্রেত; তার দ্বারাই আমরা রক্ষা প্রাপ্ত হই] ॥ ১৫ ॥

...সংযোজক (জ্ঞানপ্রদাতা) হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! জ্ঞানপিপাসু সাধুগণ (অথবা,— ... যাঁরা) সৎকর্মসমূহকে (অথবা,—আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মফলসমূহকে) এবং স্তুতিরূপ

শত্রুসকলকে আপনাকেই সর্বতোভাবে সমর্পণ ক'রে থাকেন (অথবা,—সমর্পণ করতে সমর্থ হচ্ছি); এই স্তোতৃগণে (আমাদের মধ্যে) আপনি সর্বরকমের ধন (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ) প্রদান করুন; আর, কর্মের দ্বারা বা সৎ-বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্তধন জ্ঞানদেবতা, নিত্যকাল আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন। [আমাদের কর্মসমূহ ভগবানে ন্যস্ত হোক; আমরা জ্ঞানান্বিত হয়ে যেন পরম... প্রাপ্ত হই।—সকল কর্ম ভগবানের উদ্দেশে বিহিত হ'লে, তাঁর কর্ম—তিনিই করাচ্ছেন—এই বুদ্ধি নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'লে, কর্মের সাথে স্থূল আত্মসুখের বা আত্মস্বার্থের সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করতে পারলে, ভাবনার আর কোন কারণ থাকে না। তখন বিশ্বের সকল ধন, সকল রক্ষা ভগবান নিজেই এনে উপস্থিত করেন] ॥ ১৬॥

টীকা — এই সূক্তের ঋষি একই হ'লেও দেবতা—ইন্দ্র। বিভিন্ন জটিলতাপূর্ণ মতে এই সূক্তটি গ্রথিত—সবগুলিই আবার বৃহৎ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে নিবদ্ধ। এই ঋক্‌গুলি পাঠ ক'রে বিভিন্ন পাঠকের মনে বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়েছে। কখনও ইন্দ্র মনুষ্য-প্রকৃতি-সম্পন্ন রাজা বা সম্রাট, কখনও তিনি প্রকৃতির মেঘ-বিদারক প্রভৃতি প্রকৃতির ক্রিয়াবিশেষ। আবার এই সূক্ত থেকে ইন্দ্রদেবতাকে এক শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-বিভূতি হ'লেও প্রতিপন্ন করা অসহজ নয়। এখান থেকেও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আর্যদের ভারতে আগমন... তাঁদের সেই পুরাতন দেশে ইন্দ্রের আধিপত্য; অপৌরুষেয় নয়, বেদ ঋষিদেরই রচনা; 'ত্বষ্টা' প্রকৃতপক্ষে এক বৈজ্ঞানিক, এবং তিনিই কারুকৌশলগত উপায়ে বজ্রের নির্মাণকর্তা; মানুষ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের যজ্ঞের সোমরস-পান বা মদ্যপান; ইন্দ্রের অদ্ভুত পরাক্রম শ্রীকৃষ্ণের যমুনা-নদীর মধ্যে পথদান বা যিশুখ্রীষ্টের জলের উপর দিয়ে ভ্রমণের সাথে তুলনীয়; ঋষি কশ্যপের নাম থেকেই 'কাশপিয়ান হ্রদের' নামকরণ; 'গোর্ন পর্বা বিরনা তিরশ্চা' প্রভৃতি বাক্যাংশের দ্বারা বৈদিককালে বেদপূজকেরা গোমাংস ভক্ষণ করতেন ইত্যাদি অনেক বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত ক'রে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বিকৃত-জ্ঞানের সংবর্ধনা করতে করতে অনেকেই এইভাবে বেদমন্ত্রের ভুল অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে সমাজের সর্বনাশ এমনভাবেই সাধন ক'রে এসেছেন।

◆ ◆

— ৬২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : গোতমপুত্র নোধা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র মন্মহে শবসানায় শূষমাঙ্গূষং গির্বণসে অঙ্গিরস্বৎ।
সুবৃক্তিভিঃ স্তুবতে ঋগ্মিয়ায়ার্চামার্কং নরে বিশ্রুতায় ॥ ১ ॥
প্র বো মহে মহি নমো ভরধ্বমাংগূষ্যং শবসানায় সাম।
যেনা নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞা অর্চন্তো অঙ্গিরসো গা অবিন্দন্ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসাং চেষ্টৌ বিদৎসরমা তনয়ায় ধাসিম্।
বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদগাঃ সমুস্রিয়াভির্বাবশন্ত নরঃ ॥ ৩ ॥
স সুষ্টুভা স স্তুভা সপ্ত বিপ্রৈঃ স্বরেণাদ্রিং স্বর্যোনবগ্বৈঃ।
সরণ্যুভিঃ ফলিগমিন্দ্র শক্র বলং রবেণ দরয়ো দশগ্বৈঃ ॥ ৪ ॥

গৃণানো অঙ্গিরোভির্দস্ম বি বরুষসা সূর্যেণ গোভিরন্ধঃ।
বি ভূম্যা অপ্রথয় ইন্দ্র সানু দিবো রজ উপরমস্তভায়ঃ॥ ৫ ॥
তদু প্রযক্ষতমমস্য কর্ম দস্মস্য চারুতমমস্তি দ্যংস।
উপহ্বরে যদুপরা অপিন্বন্মধ্বর্ণসো নদ্যশ্চতস্রঃ॥ ৬ ॥
দ্বিতা বি বব্রে সনজা সনীলে অয়াস্যঃ স্তবমানেভিরর্কৈঃ।
ভগো ন মেনে পরমে ব্যোমন্নধারয়দ্রোদসী সুদংসাঃ॥ ৭ ॥
সনাদ্দিবং পরি ভূমা বিরূপে পুনর্ভুবা যুবতী স্বেভিরেবৈঃ।
কৃষ্ণেভিরক্তোষা রুশদ্ভির্বপুর্ভিরা চরতো অন্যান্যা॥ ৮ ॥
সনেমি সখ্যং স্বপস্যমানঃ সূনুর্দাধার শবসা সুদংসাঃ।
আমাসু চিদ্দধিষে পক্বমন্তঃ পয়ঃ কৃষ্ণাসু রুশদ্রোহিণীষু॥ ৯ ॥
সনাৎসনীলা অবনীরবাতা ব্রতা রক্ষন্তে অমৃতাঃ সহোভিঃ।
পুরু সহস্রা জনয়ো ন পত্নীর্দুবস্যন্তি স্বসারো অহ্রয়াণম্॥ ১০ ॥
সনাযুবো নমসা নব্যো অর্কৈর্বসূযবো মতয়ো দস্ম দদ্রুঃ।
পতিং ন পত্নীরুশতীরুশন্তং স্পৃশন্তি ত্বা শবসাবন্মনীষাঃ॥ ১১ ॥
সনাদেব তব রায়ো গভস্তৌ ন ক্ষীয়ন্তে নোপ দস্যন্তি দস্ম।
দ্যুমাঁ অসি ক্রতুমাঁ ইন্দ্র ধীরঃ শিক্ষা শচীবস্তব নঃ শচীভিঃ॥ ১২ ॥
সনায়তে গোমত ইন্দ্র নব্যমতক্ষদ্ব্রহ্ম হরিযোজনায়।
সুনীথায় নঃ শবসান নোধাঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রার্থ — অমিতবলসম্পন্ন (অথবা,—শত্রুনাশক), স্তুতির দ্বারা সম্যক্‌রূপে ভজনীয় (অথবা,—মন্ত্ররূপে বিদ্যমান) সেই দেবতার উদ্দেশে, জ্ঞানীর ন্যায় অর্থাৎ জ্ঞানিগণের অনুসারী হয়ে, সুখপ্রদ (মঙ্গলপ্রদ) মন্ত্রকে প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ে ধারণ করছি; আর, সৎকর্মের সাথে স্তবনীয়, মন্ত্রের দ্বারা অর্চনীয়, লোকপ্রসিদ্ধ, নেতৃস্বরূপ পরিচালক সেই দেবতার উদ্দেশে, পূজা (স্তোত্র) সম্পাদন করছি। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ও সঙ্কল্পমূলক। জ্ঞানিগণের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রার্থনাকারী এখানে দেবপূজায় ও দেবকর্মে আত্ম-অভিনিবেশ করছেন] ॥ ১ ॥

হে ভগবানের অনুকম্পায় আমাদের পূর্বপুরুষগণ, জ্ঞানী গুরুর পদাঙ্কানুসারী হয়ে, দেবতার (অথবা জ্ঞানী গুরুর) পূজাপূর্বক, জ্ঞানকিরণ লাভ করেছিলেন; হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ, তোমরা সেই এবং অমিতবলসম্পন্ন (শত্রুনাশক) দেবতার উদ্দেশে, গীতিযোগ্য সামগান এবং পূজা প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন কর। [এটিও আত্ম-উদ্বোধক মন্ত্র।—আমার মন যেন আপন ধর্মে (পূর্বপুরুষগণের অবলম্বনীয় ধর্মে) অনুরাগী থেকে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়; তা-ই প্রার্থনার লক্ষ্য। মন্ত্রের অন্তর্গত 'গাঃ' পদে গাভীগণকে বোঝায় না। ঐ পদের অর্থ 'জ্ঞানরশ্মিসমূহ'। তারপর 'পদজ্ঞাঃ' পদটি দেখে, গাভীর বা গো-চোরের পদচিহ্ন জানার ভাব গ্রহণ করাও বিড়ম্বনা মাত্র। এখানে ঐ পদে জ্ঞানী গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণের অথবা দেবতার পদানুবর্তী হওয়ার ভাবই প্রকাশ পেয়েছে] ॥ ২ ॥

ভগবানের ও জ্ঞানিগণের প্রেরণা দ্বারা, সৎপথে গমনশীল ভগবানে অনুরক্তা মাতা, হৃদয়ের
নিম্নিত রক্ষোপায় অবগত হন; যিনি 'বৃহস্পতি' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠপতি বা পরম জ্ঞানী, তিনি মনুষ্যের
জ্ঞানসঞ্চারের পথে দণ্ডায়মান্ অগ্নির ন্যায় বিষম প্রতিবন্ধককে ছেদন করেন এবং জ্ঞান-রশ্মি
সমূহকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত করান; তখনই নেতৃস্বরূপ দেবগণ বা দেবভাবসমূহ জ্ঞানরশ্মি সমূহের
সাথে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। [ধর্মপরায়ণা জননী থেকেই মানুষ প্রথম সুশিক্ষার বীজ প্রাপ্ত হয়, তার
পর জ্ঞানী গুরু (জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকার দ্বারা চক্ষু উন্মীলিত ক'রে দিয়ে) অজ্ঞান-অন্ধকার দূর
ক'রে হৃদয়ে সর্বতোভাবে জ্ঞানালোক প্রদান করেন।—এই ঋকের 'সরমা' পদটি সমস্যাপূর্ণ
হওয়ায় এবং তার সঙ্গে 'তনয়ায়' ও 'ধাসিং' পদদু'টি থেকে 'কুক্কুরী তার শাবকের জন্য গাভীর দুগ্ধ
ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়েছিল' এমন উপাখ্যানকে খাপ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'সরমা' পদে জননী
স্বরূপিণী—সন্তান-পালনে আদর্শস্থানীয়া বা ভগবানে অনুরক্তা দেবৈকশরণাগতা সুপথ
মুক্তিপথানুবর্তিনী সাধ্বীর প্রসঙ্গই প্রখ্যাপিত হওয়ার পক্ষে অনেক প্রমাণ আছে] ॥৩॥

ভগবানের অনুসরণকারী, নবগুণোপেত (সুচরিত), দশকর্মান্বিত (সৎকর্মপরায়ণ), সপ্তলোকে
অর্থাৎ বিশ্বের সকল মেধাবিগণের উচ্চারিত স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা সেই ভগবান্ সুষ্ঠুরূপে প্রাপ্ত হ
সম্পূজিত হন; শত্রুনাশক বলবন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সুষ্ঠু স্তোত্রের দ্বারা প্রাপ্য তেমন যে আপনি,
আপন প্রভাবের দ্বারা সৎকর্মসাধন-পক্ষে প্রতিবন্ধকে বিদূরিত করুন, এবং সুফলপ্রদ কর্মসামর্থ্য
আমাদের প্রদান করুন; অথবা,—ফলনাশক পাষাণ-সম কঠোর শত্রুবলকে বিপর্যস্ত করুন। [নব
গুণী জ্ঞানিগণ যে স্তোত্রের বা কর্মের দ্বারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন, সেই ভগবান্ যেন আমাদের সেই
কর্মসামর্থ্য দান করেন বা সেই কর্মসামর্থ্য লাভের বিহিত করেন; কেন-না তার দ্বারাই তিনি সুপ্রাপ্য
হন] ॥৪॥

পাপক্ষয়কারী অজ্ঞান-নাশক হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি জ্ঞানিগণ কর্তৃক স্তূয়মান হয়ে
জ্ঞানকিরণ বিস্তার দ্বারা লোকসমূহের অজ্ঞানান্ধকার দূর ক'রে থাকেন। [আপনার কৃপায় সাধু
জ্ঞানিগণের দ্বারা লোকের অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়]। ইহলোকের অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জনগণের
হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষের সাথে আপনি বিভাসিত হন। [জ্ঞানের উন্মেষের সাথে মানুষ চিরজ্যোতিষ্মান্
আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করে]। রজোভাবের অর্থাৎ ইহলোকের অতীত দ্যুলোকের উপরে
আপনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানের সাথে দৃঢ় হয়ে আছেন। [সত্ত্বভাবের আধারভূত স্বর্গের উপরে শ্রেষ্ঠ
জ্ঞানরূপে আপনি বিভাসিত আছেন] ॥৫॥

কৌটিল্যপূর্ণ এই সংসারে অতি মনোহর পরমপূজ্য (অথবা,—একান্তে অনুষ্ঠিতব্য) অনাবিল যে
কর্ম আছে, তা-ই সেই প্রখ্যাত লোকপাবন ভগবানের উদ্দেশে বিহিত কর্ম—এটাই জ্ঞাত হও; সেই
কর্মের দ্বারাই ধর্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্বর্গ-ফলপ্রদা অমৃতময়ী ভগবৎ-করুণাধারা স্বর্গ হ'তে (আমাদের
প্রতি) প্রবাহিত হয়ে থাকে; অথবা,—আমাদের অনুষ্ঠিত সেই কর্মের দ্বারা প্রীতি হয়ে সেই ভগবান্
আমাদের প্রতি চতুর্বর্গরূপ অমৃতময়ী করুণাধারা বর্ষণ করেন। [ভগবানের উদ্দেশে বিহিত কর্ম
সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক; কেননা, সেই কর্ম সৎকর্ম বা শুদ্ধসত্ত্বময় হ'তে বাধ্য।—'নদ্যাঃ' পদে চারিটি নদী
নয়, 'চতুর্বর্গফলরূপ করুণাধারা' বোঝাই সঙ্গত] ॥৬॥

কুকর্মের দ্বারা অপ্রাপ্য কিন্তু সত্ত্বসংযুত মন্ত্রের দ্বারা প্রাপ্য, বিশ্বের সুমঙ্গলবিধায়ক, সেই
ভগবান্, নিত্যবিদ্যমান্ নীলনভোমণ্ডলে দ্যাবাপৃথিবীকে স্বতন্ত্র অবস্থাতে বিভিন্নভাবে স্থাপন
করেছেন; কিন্তু সেই উভয়কেই (দ্যুলোক ও ভূলোককে) ষড়ৈশ্বর্যের ন্যায় যথাযোগ্য উৎকৃষ্ট

...রূপে, তিনি পোষণ করছেন। [কর্ম্মের অনুসারে মানুষেরা স্বর্গমর্ত্যের অধিকারী হয়; যদিও ভগবানের করুণা সকলের প্রতিই অভিন্ন আছে; তিনি সকলেরই রক্ষার উপায় বিধান করেছেন; ...সৎ ও অসৎ-এর জন্য বিভিন্নস্থান এই সংসারেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে] ॥ ৭ ॥

এই ভগবানের অনুশাসনেই, অন্ধকার-লক্ষণ-বিশিষ্ট। রাত্রি এবং দীপ্যমান তেজোবিশিষ্টা উষা ...হচ্ছে; অথবা,—এই ভগবানের অনুশাসনেই, অজ্ঞতমসের দ্বারা হৃদয়-আচ্ছন্নকারিণী ...এবং দীপ্যমান স্বকীরণ দ্বারা হৃদয়-উদ্ভাসকারিণী জ্ঞানপ্রভা প্রকাশ পাচ্ছে, পরস্পর-...প্রকৃতিসম্পন্ন, পুনঃপুনঃ বিপরীত অবস্থায় উৎপন্ন, নিত্যতরুণী সেই রাত্রি ও উষা (অথবা, ...ও জ্ঞানপ্রভা), দ্যুলোক ও পৃথিবীকে আপন আপন গতিক্রিয়ার দ্বারা চিরকালই ...ভাবে বেগে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সহকারে আবর্তন করছে। [ভগবানেরই সম্বন্ধযুক্ত ও ...প্রকাশের ন্যায় অজ্ঞানের ও জ্ঞানের দ্বন্দ্ব ইহসংসারে চিরদিনই চলছে। সেই ভগবান্ যেন ...হৃদয়ের সাথেও তেমনই, কিবা আমাদের জ্ঞানের উন্মেষ-কালে, সকল সময়েই ...মধ্যে বিরাজমান থাকেন, ক্রিয়ান্বিত থাকেন] ॥ ৮ ॥

শোভনকর্মপরায়ণ (মনুষ্যের মঙ্গলপ্রদ), সৎকর্মের দ্বারা প্রাপ্য, সৎকর্মের প্রবর্তক, সেই ভগবান্ ...উপাসকগণের প্রতি সখিত্ব পোষণ করেন। [ভগবান্ সদাকালই উপাসকগণকে সখার ন্যায় ...ভাবে দর্শন করেন]। হে ভগবন্! সেইরকম গুণসম্পন্ন আপনি, অপরিপক্ব দ্রব্যসমূহের মধ্যে ...উপাদানকে (অর্থাৎ, আপনা-আপনিই সঞ্জাত উন্মেষযোগ্য জ্ঞানকে বা শুদ্ধসত্ত্বকে) ...করেছেন,—যেমন কৃষ্ণবর্ণ বা লোহিতবর্ণ গাভীতেও দীপ্যমান শ্বেতবর্ণ দুগ্ধকে স্থাপন ...রেন। [গাভী যে বর্ণেরই হোক, তার মধ্যে যেমন শ্বেতবর্ণের দুগ্ধই বিদ্যমান থাকে, তেমনই ...যে অবস্থার মধ্যেই নিপতিত থাকুক না কেন, ভগবানের করুণাসঞ্জাত জ্ঞানের উন্মেষ (...) আপনা-আপনিই তাতে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়] ॥ ৯ ॥

...অর্থাৎ অশেষপ্রকার সৎকর্মসমূহই, বলের দ্বারা, লোকসমূহকে নিত্যকাল ...শূন্য (গতাগতিরহিত) সাযুজ্যাদিরূপ অমর অবস্থায় (অমৃতত্বে) রক্ষা করেন। [সৎকর্ম-...দ্বারা মনুষ্যগণ পরাগতি লাভ করে]। পতিসেবায় আপনা-আপনি নিয়োজিত সহধর্মিণীর ...সর্বস্ব-সমর্পণ-পরায়ণ হয়ে সাধুগণ ভগবানের পরিচর্যা ক'রে থাকেন; অথবা,—সহধর্মিণী ... যেমন একান্তে (এমনকি লজ্জারহিতা হয়ে) পতিপরায়ণা হন, তেমনই উপাসকগণ সেই ...ভগবানকে পূজা ক'রে থাকেন; তা-ই ব্রত বা সৎকর্ম সাধন। [ভগবানে সর্বস্ব সমর্পণ-... হয়ে মোক্ষবিধায়ক। এই ব্রতে কোন লুকোচুরি-ভাব থাকে না] ॥ ১০ ॥

হে দর্শনীয় (হে মনোহর)। যে আপনি মন্ত্রসহযুত নমস্কারের দ্বারা স্তুত্য বা প্রাপ্য হন, সেই ...নিত্যত্ব-অভিলাষী পরমধন-আকাঙ্ক্ষী জ্ঞানিগণ বহু প্রয়াসে প্রাপ্ত হন। হে শক্তিমন্ (...শরের ন্যায় অসাড় আমাদের মধ্যে শক্তিপ্রদাতা হে ভগবন্)। পতিকাময়মানা পত্নী যেমন ...পতিকে প্রাপ্ত হন, আপনার উদ্দেশে প্রযুক্ত স্তুতিসমূহ তেমনই আপনাকে প্রাপ্ত হয়। [...ভক্তিপ্রাধান্য লক্ষিত হয়; অর্থাৎ জ্ঞানীকে ভক্তিপথ নির্দেশ করা হচ্ছে। একান্ত অনুরাগিণী ...পত্নী যেমন মনোমত পতিকে প্রাপ্ত হন, সর্বস্ব-সমর্পণ-পরায়ণ ভক্ত তেমনই সহসা ...প্রাপ্ত হয়ে থাকেন; কিন্তু যাগ ইত্যাদি কর্মপরায়ণ জ্ঞানিগণ বহু প্রয়াসের দ্বারা তাঁকে ... করেন] ॥ ১১ ॥

হে দর্শনীয় (হে মনোহর)। আপনার হস্তে চিরকাল হ'তে অবস্থিত ধনসমূহ নাশপ্রাপ্ত হয় না,

এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অচঞ্চল আপনি দীপ্তিমান্ ও লোকরক্ষার কারণভূত কর্মবিশিষ্ট হন। হে 'শচীব' অর্থাৎ সৎকর্মস্বরূপ! আপনার কর্মের দ্বারা (আপনার কর্ম অনুষ্ঠানের সামর্থ্য প্রদান ক'রে) আমাদের আপনি সৎ-বস্তু দান করুন। [ভগবান্ অক্ষয় ধনদাতা, সেই পরমার্থরূপ ধন তিনি আমদের প্রদান করুন] ॥ ১২ ॥

হে শক্তিমন্! (শবের ন্যায় শক্তি-সামর্থ্যহীন, অসাড় জনগণকে শক্তির দ্বারা উদ্বোধিত-কারক) ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের পরিত্রাণ করুন—শক্তিদান করুন; হে ভগবন্! জ্ঞানরশ্মির সংযোগ-সাধক অথবা জ্ঞানভক্তি-প্রদানকারী সুবুদ্ধিসম্পন্ন (করুণাপরায়ণ) সেই আপনার উদ্দেশে, যখন সৎকর্মে প্রবৃত্ত জন চিরনূতন ব্রহ্ম-মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন তিনিও শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে নিত্যই সৎকর্মের বা সৎ-বৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত পরমার্থ-ধনস্বরূপ সেই জ্ঞানদেবকে প্রাপ্ত হন। [প্রার্থনা,—সৎকর্মের বা সৎ-বৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত পরমার্থ-ধনস্বরূপ সেই জ্ঞানদেব নিত্যকাল আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন।—ভগবানের করুণায় পূর্বোক্ত আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে; সেই অনুসারে চিরপাপকারী আমরা অধুনা তাঁর আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি; কৃপাপূর্বক তিনি আমাদের পরিত্রাণ করুন] ॥ ১৩ ॥

টীকা — ইন্দ্রদেবতা-সম্পর্কিত এই সূক্তে আধুনিক ভাবের আশ্রয়ভূত বেদের মর্মার্থ অনুধাবনকর বিশিষ্ট উপাদান সহজেই পাওয়া যায়। আমাদের আদিম সমাজে 'পণি' নামে পরিচিত গো-চোর অসুরেরা অঙ্গিরসবংশীয় ঋষিদের গাভী চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, আধুনিক গোয়েন্দা-কুকুরের মতো সরমা-নাম্নী দেব-কুক্কুরীকে ইন্দ্র সেই চোরেদের সন্ধানে প্রেরণ করেছিলেন,—এমন সব কথা সূক্ত অবলম্বনে ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হয়েছে। কোনো কোনো গবেষক আবার প্রাচীন ফিনিসীয় বণিকদের 'পণি' নামে পরিচিত হওয়ার ব্যাপারটি বেদের এই কাহিনীর রূপকে দেখে ফেলেছেন। বলাবাহুল্য ঋক্‌মন্ত্রের এইসব প্রচলিত ব্যাখ্যা আমাদের দ্বারা গৃহীত হয়নি; কারণ অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী দেব-সম্রাটের পক্ষে গো-চোরের কাছ থেকে গাভীটা উদ্ধারের জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়ার মতো আরও ঘটনাগুলি হাস্যকররূপেই প্রতীয়মান হয়েছে।

◆ ◆

— ৬৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : গোতমপুত্র নোধা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ত্বং মহাঁ যো হ শুষ্মৈর্দ্যাবা জজ্ঞানঃ পৃথিবী অমে ধাঃ।
যদ্ধ তে বিশ্বা গিরয়শ্চিদভ্বা ভিয়া দৃঢ়হাসঃ কিরণা নৈজন্॥ ১ ॥
আ যদ্ধরী ইন্দ্র বিব্রতা বেরা তে বজ্রং জরিতা বাহ্বোর্ধাৎ।
যেনাবিহর্যতক্রতো অমিত্রান্পুর ইষ্ণাসি পুরুহূত পূর্বীঃ॥ ২ ॥
ত্বং সত্য ইন্দ্র ধৃষ্ণুরেতান্ত্বমৃভুক্ষা নর্যস্ত্বং ষাট্।
ত্বং শুষ্ণং বৃজনে পৃক্ষ আণৌ যূনে কুৎসায় দ্যুমতে সচাহন্॥ ৩ ॥
ত্বং হ ত্যদিন্দ্র চোদীঃ সখা বৃত্রং যদ্বজ্রিন্বৃষকর্মন্নুভ্নাঃ।
যদ্ধ শূর বৃষমণঃ পরাচৈর্বি দস্যূঁর্যোনাবকৃতো বৃথাষাট্ ॥ ৪ ॥

[প্র. ৬৩সূ]

ত্বং হ ত্যাদিন্দ্রারিষণ্যন্দৃড়্হস্য চিন্মর্তানামজুষ্টৌ।
ব্যস্মদা কাষ্ঠা অর্বতে বর্ঘনেব বজ্রিঞ্ছ্নথি হ্যমিত্রান্॥ ৫ ॥
ত্বং হ ত্যাদিন্দ্রার্ণসাতৌ স্বর্মীড়্হে নর আজা হবন্তে।
তব স্বধাব ইয়মা সমর্য উতির্বাজেষ্বতসায্যা ভূৎ॥ ৬ ॥
ত্বং হ ত্যাদিন্দ্র সপ্ত যুধ্যন্‌পুরো বজ্রিন্‌পুরুকুৎসায় দর্দঃ।
বর্হির্ন যৎসুদাসে বৃথা বর্গংহো রাজন্বরিবঃ পূরবে কঃ॥ ৭ ॥
ত্বং ত্যাং ন ইন্দ্র দেব চিত্রামিষমাপো না পীপয়ঃ পরিজ্মন্।
যয়া শূর প্রত্যস্মভ্যং যংসি ত্মনমূর্জং ন বিশ্বধ ক্ষরধ্যৈ॥ ৮ ॥
অকারি ত ইন্দ্র গোতমেভির্ব্রহ্মাণ্যোক্তা নমসা হরিভ্যাম্।
সুপেশসং বাজমা ভরা নঃ প্রাতর্মক্ষূধিয়াবসুর্জগম্যাৎ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শত্রুকৃত শোষণের দ্বারা (সত্ত্বনাশ-হেতু) ভয়প্রাপ্ত ...পৃথিবীকে মহত্ত্বসম্পন্ন করুণাপরায়ণ আপনিই রক্ষা করেন; আপনার সেই রক্ষণশক্তির ...রে আপনার ভয়ে পর্বতের ন্যায় কঠোর মহান্ দৃঢ় শত্রুসকল (অথবা, ভূতসমূহ, পর্বতসমূহ ...ও অন্যান্য মহান্ দৃঢ় সকলেই) সূর্যরশ্মির ন্যায় কম্পিত হয়। [আমাদের সত্ত্বভাব যেন নষ্ট না ...র প্রতি যেন আমরা দৃষ্টি রাখি; তবেই আমরা মঙ্গল লাভ করতে সমর্থ হব] ॥ ১ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি যখন নানারকম সৎকর্ম-সমন্বিত জ্ঞানভক্তিকে প্রাপ্ত হন, তখন ...নের বাহু দুটিতে উপাসকের শত্রুবিনাশের জন্য বজ্রকে দেখতে পান; অভিলষিত কর্মফলপ্রদ, ...দের সম্পূজিত, হে ভগবন্! আপনি শত্রুদের যে বজ্রের দ্বারা নাশ করেন, সেই বজ্রের দ্বারা ...দের প্রসিদ্ধ সুদৃঢ় আশ্রয়স্থানসমূহকেও ভেদ করেন (অর্থাৎ, হৃদয়ের কলুষপূর্ণ অংশ সকলকে ...ংস ক'রে ফেলেন)। [জ্ঞানভক্তি যখন সৎকর্ম-সমন্বিত হয়, তখনই রিপুশত্রুগণের মূলোচ্ছেদ ...য়] ॥ ২ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি সত্য; মিথ্যারূপী (অজ্ঞানরূপী) এই শত্রুগণের আপনিই ...কারী; আপনি ঋভুগণের (নরদেবতাগণের) অধিপতি, অথবা তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত ...ন; আপনি নরহিতসাধক এবং মনুষ্যগণের শত্রুনাশক; রিপুসঙ্কুল ভীষণ সংগ্রামে সহায় হয়ে, ...ন্ তরুণ নিন্দাতীত সাধকের নিমিত্ত, আপনি সৎ-ভাবশোষক সত্ত্ব-অপহারক শত্রুকে হনন ...রেন। [সৎ-জনগণের রক্ষার নিমিত্ত ভগবান, পাপসমূহকে এবং মিথ্যাসকলকে দূরীভূত করেন। ...অজ্ঞানতার বা মিথ্যার প্রলোভন-জাল সত্যের দ্বারাই বিচ্ছিন্ন হয়; অর্থাৎ সত্যের আলোকেই ...জ্ঞানতা বা মিথ্যা নাশপ্রাপ্ত হয়] ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনিই ইহজগতে আমাদের সখা বা সহায়; হে অভীষ্টবর্ষণকারী (...প্রদাতা)! সেই প্রসিদ্ধ সখ্য বা পরমার্থরূপ ধন আপনিই উপাসকগণকে প্রদান করেন; ...,—প্রার্থনা—আমাদের সেই ধন প্রদান করুন)। হে বজ্রধারিণ! আমাদের অজ্ঞানতারূপ ...কে আপনিই হনন করেন। হে বীর! হে অভীষ্টপূরক-মনোবিশিষ্ট (হে হিতাকাঙ্ক্ষিন্)! আপনি ...ন নিজেই রিপুশত্রুগণের অভিভবকারী হন, তখন তাদের সহচর ইত্যাদিযুক্ত বিষম সংগ্রামে ...দের পরাঙ্মুখ ক'রে বিশেষভাবে বিতাড়ন করুন।—বিনাশ করুন। [সেই ভগবান্ যেন

যুগপৎ তাঁর কোমল ও কঠোর ভাব প্রকাশের দ্বারা আমাদের ত্রাণ করেন এবং আমাদের রিপুশত্রুগুলিকে সমূহরূপে-নাশ করেন] ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যেহেতু আপনি নিজেই দৃঢ়চিত্ত জনের (ভগবৎপরায়ণ জনের) প্রতি হিংসা (পাপকৃতা হিংসা) সহ্য করতে অসমর্থ; সেই জন্যই এই স্তোতৃগণের (আমাদের) অপ্রীতি (অশান্তি) উপস্থিত হ'লে, তাদের (আমাদের) পাপনাশের নিমিত্ত, রিপুগণের প্রাধান্যকে (তাদের প্রতিষ্ঠাকে) আপনি সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করেন। হে বজ্রিন্! বজ্রের দ্বারা যেমন মেঘ বিদীর্ণ হয়, অথবা,—সূর্যরশ্মির দ্বারা যেমন অন্ধকার নাশ হয়, তেমনই আপনি পাপসমূহকে নাশ করুন। [ভগবানের স্বতঃসিদ্ধ করুণা (স্বাভাবিকী প্রকৃতি) আমাদের পাপপ্রবৃত্তিকে (রিপুগণের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠাকে) বিনষ্ট করুক] ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সৎ-বৃত্তিসমূহের সহায়ভূত (সত্ত্বসমন্বিত) সুষ্ঠুধনযুত (পরমার্থ-বিশিষ্ট) সংগ্রামে সাধুগণ প্রসিদ্ধ সেই আপনাকেই আরাধনা ক'রে থাকেন। [ইহজগতে পাপনাশের নিমিত্ত এবং পরমার্থ-লাভের জন্য সাধুগণ ভগবানকেই আরাধনা করেন]। হে পরমধনপ্রদাতা! এই সংসার-সমরাঙ্গনে আপনার সম্বন্ধীয় সেই রক্ষণকর্ম আমাদের অভিমুখে প্রযুক্ত হোক; আপনার যে রক্ষা সাধুগণ সংসার-সংগ্রামে প্রাপ্ত হন, সেই রক্ষা আমাদের প্রদান করুন—এই প্রার্থনা। [সৎকর্মকারী সৎপথাবলম্বী সাধুগণ ভগবানের যে কৃপা লাভ করেন, পাপী আমাদের সম্বন্ধে তা যেন বিহিত করেন; অর্থাৎ আমরা যেন সে করুণা প্রাপ্ত হই] ॥ ৬ ॥

হে বজ্রিন্ (পাপনাশে অতি-কঠোর) ইন্দ্রদেব! সপ্তলোকস্থিত নিন্দাতীত সৎকর্মপরায়ণ বহুজনের নিমিত্ত, তাঁদের শত্রুগণের সাথে সংগ্রাম ক'রে (তাঁদের পাপনাশপূর্বক), আপনিই সেই (তাঁদের) পাপের আশ্রয়স্থানসমূহকে বিদীর্ণ করেন; হে দীপ্তিমন্! সুদাসের (পূর্ণসৎকর্মকারী ভগবানে সর্বস্ব-সমর্পণ-সমর্থ জনের) নিমিত্ত কুশচ্ছেদনের ন্যায় অনায়াসে যেমন আপনি পাপকে বিদারণ করেন, তেমন তাঁকে (সেই সুদাসকে) পরমধন দান ক'রে থাকেন। [সকল লোকের সকল সাধুগণের পাপনাশে এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠধনদানে ভগবান্ সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে আছেন।—এই সূক্তের 'পুরুকুৎস', 'সুদাস', 'অংহঃ' পদে যথাক্রমে যথানামা ঋষির, রাজার এবং অসুরের সম্বন্ধ কোন কোন ব্যাখ্যায় পরিলক্ষিত হলেও 'পুরুকুৎসায়' পদে 'নিন্দাতীত সৎকর্মপরায়ণ ধনসমূহ', 'সুদাস' অর্থে পরমদানশীল, ইত্যাদিরূপে নির্ধারণ করাই সঙ্গত] ॥ ৭ ॥

দ্যোতমান্ সর্বব্যাপিন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব। বৃষ্টির জলের ন্যায় আপনা-আপনিই ক্ষরণশীলা অথবা শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায় আবিল্যরহিতা, বৈচিত্র্যবিশিষ্টা রমণীয়া সেই সেই অভীষ্টপ্রদায়িকা শক্তিকে (মুক্তিকে) আপনি আমাদের প্রদান করুন; আর হে শ্রেষ্ঠ! সেই শক্তির দ্বারা সর্বতঃক্ষরণশীল বৃষ্টির জলের ন্যায় অথবা বলপ্রাণরূপ আপনাকে আপনি আমাদের সাথে সম্মিলিত করুন। [বৃষ্টির জল যেমন কাউকে উপেক্ষা ক'রে বর্ষিত হয় না, হে ভগবন্! আপনি তেমনইভাবে আমাদের সৎকর্ম-সাধন-শক্তি (অথবা মুক্তি) প্রদান করুন, আর তার সাথে আপনি মিলিত হোন] ॥ ৮ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব। মনীষিগণ জ্ঞানিগণ কর্তৃকই আপনি প্রকৃত আরাধিত হয়ে থাকেন। [জ্ঞানিগণই আপনার প্রকৃত পূজা করতে সমর্থ]। কেন-না, তাঁরা জ্ঞান-ভক্তি-সহযুত নমস্কার-রূপ কর্মের দ্বারা (অথবা,—ভগবানের উদ্দেশে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা) (অথবা,—ভগবানে উৎসর্গীকৃত কর্মপরায়ণ হয়ে), যথাশাস্ত্র-প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করেন। হে ভগবন্! আমাদের কর্মকে সর্বতোভাবে সত্ত্বসহযুত অর্থাৎ জ্ঞানিগণের প্রদর্শিত পথের অনুসারী ক'রে নিন; এবং

[...] জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য ধন ভগবান্ (আপনি) নিত্যকাল আমাদের মধ্যে বিরাজমান্ থাকুন। [...] যেমন বিহিত অনুষ্ঠানের সাথে সেই পরাৎপর সর্বাধিশ্বরের পূজাপরায়ণ হন, আমাদের [...] ক'রে নিয়ে, আমাদের সাথে তিনি (অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রদেব) যেন সম্মিলিত [...]—কেন কোন ব্যাখ্যায় এই সূক্তের পদগুলিকে স্থূলার্থে গ্রহণ করার ফলে অনেক কষ্টকল্পিত [...] আশ্রয় নিতে হয়েছে। তার পক্ষে বেদার্থের আগাগোড়া সুসঙ্গতি বিঘ্নিত হয়েছে]।

[...] — পূর্বাপর সূক্তের মতোই এই সূক্তের ঋক্‌গুলিতেও বিভিন্ন ভাবের দ্যোতনা আছে। এর [...] 'কুৎস' ও 'শুষ্ণ' শব্দ দুটি থেকে 'দেবরাজ ইন্দ্র শুষ্ণ নামক অসুরকে (বা অনার্যরাজাকে) [...] কুৎসকে (বা আর্যদের রাজাকে) সাহায্য করেছিলেন'—এমন কাহিনী প্রচারিত হয়েছে। [...] ঋকের 'পূরুকুৎস', 'সুদাস' ইত্যাদি পদ থেকে পুরুকুৎসকে একজন মহর্ষি এবং সুদাসকে [...] রাজা ব'লে ব্যাখ্যাত হ'তে হয়েছে। সেখানে মহর্ষির জন্য ইন্দ্র নাকি সাতটি নগর ধ্বংস ক'রে [...] স্বরূপে অংহ-নামক অসুরের ধন অপহরণ করেছিলেন—এমন অর্থই প্রচলিত হয়েছে। [...] ভাবধারী মন্ত্রগুলিতে পুরাণ ও ইতিহাসের সম্বন্ধ সূত্রিত করা হয়েছে। এমনকি নবম [...] 'হরিভ্যাং' প্রভৃতি পদ থেকে ইন্দ্রকে অশ্বযুক্ত রথারোহী এক মানুষের প্রকৃতিসম্পন্নরূপে অঙ্কন [...]। আসলে পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রগুলিতে পুরুকুৎস, সুদাস প্রভৃতির কাহিনী নানা-স্থানে [...] উল্লিখিত থাকায়, সেগুলির সাথে সম্বন্ধের বিষয় কল্পনা করেই এইসব বৈদিক পদের অর্থ [...] করা হয়েছে। আর তা থেকেই শুরু হয়েছে জটিল সব গবেষণা।

◆ ◆

— ৬৪ সূক্ত —

[দেবতা : মরুদ্দেবগণ। ঋষি : গোতমপুত্র নোধা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বৃষ্ণে শর্ধায় সুমখায় বেধসে নোধঃ সুবৃক্তিং প্র ভরা মরুদ্ভ্যঃ।
অপো ন ধীরো মনসা সুহস্ত্যো গিরঃ সমঞ্জে বিদথেষ্বাভুবঃ॥ ১ ॥
তে জজ্ঞিরে দিব ঋষ্বাস উক্ষণো রুদ্রস্য মর্যা অসুরা অরেপসঃ।
পাবকাসঃ শুচয়ঃ সূর্যা ইব সত্বানো ন দ্রপ্সিনো ঘোরবর্পসঃ॥ ২ ॥
যুবানো রুদ্রা অজরা অভোগ্ঘনো ববক্ষুরধ্রিগাবঃ পর্বতা ইব।
দৃড়্হা চিদ্বিশ্বা ভুবনানি পার্থিবা প্র চ্যাবয়ন্তি দিব্যানি মজ্মনা॥ ৩ ॥
চিত্রৈরঞ্জিভির্বপুষে ব্যঞ্জতে বক্ষঃসু রুক্মাঁ অধি যেতিরে শুভে।
অংসেষ্বেষাং নি মিমৃক্ষুর্ঋষ্টয়ঃ সাকং জজ্ঞিরে স্বধয়া দিবো নরঃ॥ ৪ ॥
ঈশানকৃতো ধুনয়ো রিশাদসো বাতান্বিদ্যুতস্তবিষীভিরক্রত।
দুহন্ত্যূধর্দিব্যানি ধূতয়ো ভূমিং পিন্বন্তি পয়সা পরিজ্রয়ঃ॥ ৫ ॥
পিন্বন্ত্যপো মরুতঃ সুদানবঃ পয়ো ঘৃতবদ্বিদথেষ্বাভুবঃ।
অত্যং ন মিহে বি নয়ন্তি বাজিনমুৎসং দুহন্তি স্তনয়ন্তমক্ষিতম্॥ ৬ ॥

মহিষাসো মায়িনশ্চিত্রভানবো গিরয়ো ন স্বতবসো রঘুষ্যদঃ।
মৃগা ইব হস্তিনঃ খাদথা বনা যদারুণীষু তবিষীরযুগ্‌ধ্বম্॥ ৭ ॥
সিংহা ইব নানদতি প্রচেতসঃ পিশা ইব সুপিশো বিশ্ববেদসঃ।
ক্ষপো জিন্বংত পৃষতীভির্ঋষ্টিভিঃ সমিত্‌ সবাধঃ শবসাহিমন্যবঃ॥ ৮ ॥
রোদসী আ বদতা গণশ্রিয়ো নৃষাচঃ শূরাঃ শবসাহিমন্যবঃ।
আ বন্ধুরেষ্বমতির্ন দর্শতা বিদ্যুন্ন তস্থৌ মরুতো রথেষু বঃ॥ ৯ ॥
বিশ্ববেদসো রয়িভিঃ সমোকসঃ সংমিশ্লাসস্তবিষীভির্বিরপ্‌শিনঃ।
অস্তার ইষুং দধিরে গভস্ত্যোরনন্তশুষ্মা বৃষখাদয়ো নরঃ॥ ১০ ॥
হিরণ্যয়েভিঃ পবিভিঃ পয়োবৃধ উজ্জিঘ্নন্ত আপথ্যো ন পর্বতান্।
মখা অযাসঃ স্বসৃতো ধ্রুবচ্যুতো দুধ্রকৃতো মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ॥ ১১ ॥
ঘৃষুং পাবকং বনিনং বিচর্ষণিং রুদ্রস্য সূনুং হবসা গৃণীমসি।
রজস্তুরং তবসং মারুতং গণমৃজীষিণং বৃষণং সশ্চত শ্রিয়ে॥ ১২ ॥
প্র নু স মর্তঃ শবসা জনাঁ অতি তস্থৌ ব ঊতী মরুতো যমাবত।
অর্বদ্ভির্বাজং ভরতে ধনা নৃভিরাপৃচ্ছ্যং ক্রতুমা ক্ষেতি পুষ্যতি॥ ১৩ ॥
চর্কৃত্যং মরুতঃ পৃৎসু দুষ্টরং দ্যুমন্তং শুষ্মং মঘবৎসু ধত্তন।
ধনস্পৃতমুক্থ্যং বিশ্বচর্ষণিং তোকং পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ॥ ১৪ ॥
নূ ষ্ঠিরং মরুতো বীরবন্তমৃতীষাহং রয়িমস্মাসু ধত্ত।
সহস্রিণং শতিনং শূশুবাংসং প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রার্থ — ভগবানে নবানুরাগসম্পন্ন অর্থাৎ ভগবৎ-অর্চনায় প্রথম-প্রবৃত্ত হে আমার মন! সেই অভীষ্টপূরক, সৎকর্মপ্রবর্তক, জ্ঞানদাতা, শক্তিসঞ্চারক, মরুদ্‌গণের (বিবেকরূপী দেবগণের) উদ্দেশে তোমার সুকর্মকে প্রেরণ কর। [বিবেকরূপী মরুৎ-দেবগণের অনুশাসন অনুসরণ ক'রে, হে আমার মন, তুমি সৎকর্মপরায়ণ হও]। আর, অচঞ্চল সৎকর্মপর হয়ে, শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায় দেবতাভিমুখী-করণসমর্থ হৃদয়-সঞ্জাত (অন্তরস্থ) স্তুতিসমূহকে ভগবানে সম্মিলিত কর। [বিবেকের অনুবর্তী হয়ে অবিচ্ছিন্ন সৎকর্মের সাথে আমরা যেন আরাধনায় প্রবৃত্ত হই] ॥ ১ ॥

জ্ঞানপ্রদাতা, শক্তিপ্রবর্ধক, মৃত্যুভয়-অপহারক, কাম ইত্যাদি শত্রুগণের প্রভাব খর্বকারী, পাপরহিত, পাপনাশক, জ্যোতির ন্যায় বিচ্ছুরণশীল, (অথবা,—বৃষ্টির জলের ন্যায় সর্বতঃ ক্ষরণশীল), ভীষণমূর্তি (পাপিগণের সম্বন্ধে) সেই বিবেকরূপী দেবগণ সত্ত্বসম্বন্ধ হ'তেই জাত হন। [হৃদয়ে একটু সত্ত্বভাবের সঞ্চার হলেই বিবেকের উন্মেষ হয়ে থাকে] ॥ ২ ॥

চিরনবীন, অতি-ভীষণ, জরারহিত, দেবপূজা-বিমুখ-জনগণকে হননকারী, অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট অবিচলিত (পর্বতের ন্যায় দৃঢ়) সেই (বিবেক-রূপী) দেবগণ, উপাসকগণকে তাদের অভিমত ফল প্রদান করতে ইচ্ছা ক'রে থাকেন; আর, বিশ্বসংসারকে, নিজেদের মহত্ত্ব-প্রভাবে (অথবা,—লোকসমূহের অনুষ্ঠিত সৎকর্মের দ্বারা তাঁদের দেবপূজা অনুসারে) ইহলোক-সম্বন্ধীয় এবং দ্যুলোক-সম্বন্ধীয় ধনসমূহকে, দৃঢ় হলেও (প্রদান করা অতি কঠিন হলেও), সর্বথা প্রদান

করেন। [ভগবানের অনুসারী জনগণের জন্য তাঁদের অভীপ্সিত ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফল প্রদানের নিমিত্ত বিবেকরূপী দেবগণ সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকেন] ॥ ৩ ॥

সৎ-পরায়ণ জনকে দিব্যরূপ প্রদানের জন্য, নানারকম মনোহর রূপ-অভিব্যঞ্জন-সমর্থ সমূহের দ্বারা (সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রদানের দ্বারা) সেই (বিবেকরূপী) দেবগণ অলঙ্কৃত করেন। [বিবেকরূপী দেবতার অনুগ্রহের দ্বারা লোকসকল সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়ে প্রাপ্তি লাভ করেন]। সেই উপাসকগণের শুভ-সাধনের নিমিত্ত, তাঁদের ভুজান্তরে, অর্থাৎ তাঁদের কর্মসমূহের মধ্যে, দ্যুতিমান্ সত্ত্বভাবসমূহকে সেই (বিবেকরূপী) দেবগণ প্রযত্ন-সহকারে স্থাপন করেন। [বিবেকরূপী দেবগণের কৃপায় দেবভাব-সমন্বিত হয়ে উপাসকগণের কর্ম সত্ত্বসংযুক্ত হয়]। অপিচ, এমন উপাসকগণের অভ্যন্তরে পাপনাশক আয়ুধসমূহকে সেই বিবেকরূপী দেবগণ নিরন্তর রক্ষা করেন। [যে উপায়ের দ্বারা উপাসকবৃন্দ শত্রুনাশে সমর্থ হন, বিবেকরূপী দেবগণ তার বিধান ক'রে থাকেন]। তখন, পিতৃস্থানীয় দেবগণ সত্ত্বভাবনিলয় স্বর্গ হ'তে সুমঙ্গলের সাথে উপাসকগণের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাদুর্ভূত হন। [উপাসকবৃন্দ যখন রিপুদমনসমর্থ এবং সর্বথা সৎকর্মপরায়ণ হন, তখন সকল দেবতা বা দেবভাবসমূহ তাঁদের প্রাপ্ত হন] ॥ ৪ ॥

পরমৈশ্বর্যদাতা, অজ্ঞানতা-অপসারণকারী, শত্রুনাশক (হিংসাতীত), সেই দেবগণ, নিজেদের মহত্ত্বের দ্বারা অথবা মনুষ্যগণের কর্মশক্তিক্রমে, অজ্ঞানতার অপসারক সামর্থ্যসমূহকে এবং জ্ঞানজ্যোতিঃসমূহকে তাঁদের প্রদান করেন। সর্বত্রগমনকারী, সকল শত্রুর কম্পয়িতা, অর্থাৎ উচ্ছেদকারক, সেই দেবগণ, স্বর্গলোক-সম্বন্ধীয় অজ্ঞানতা-রূপ আবরকসমূহকে অপসারণ করেন এবং ইহলোককে অমৃতের (শুদ্ধসত্ত্বের) দ্বারা সিঞ্চিত করেন, অর্থাৎ পরিতৃপ্ত করেন। [বিবেকরূপী দেবতার অনুকম্পায় অজ্ঞানতা দূর হয় এবং জ্ঞানজ্যোতির সাথে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে] ॥ ৫ ॥

পরমধনপ্রদাতা বিবেকরূপী দেবগণ, শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে ইহসংসারে সেচন করেন; দেবসন্নিকটে নয়নকারী (দেবতার অভিমুখী-করণসমর্থ) সেই দেবগণ, ঘৃতের ন্যায় পুষ্টিকারক সত্ত্বভাবকে ইহসংসারে প্রবাহিত করেন; (উপাসকগণের অনুষ্ঠিত) ত্বরায় ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপক কর্ম (অথবা সূর্যরশ্মির ন্যায় অনাবিল সৎকর্ম) ভগবানের উদ্দেশে সমর্পিত হ'লে, সেই দেবগণ উপাসকগণকে মুক্তিদান করেন; এবং শত্রুনাশকারক শব্দবিশিষ্ট, অক্ষীর্ণ অর্থাৎ নিরন্তর সমভাবে প্রবাহিত, মঙ্গলসমূহকে সেই দেবগণ উপাসকের জন্য উন্মুক্ত ক'রে রেখেছেন। [বিবেকরূপী দেবগণের অনুকম্পায় মানুষ সৎকর্মপরায়ণ হয়, আর ভগবানে সেই কর্ম সমর্পণে মুক্তি লাভ ক'রে] ॥ ৬ ॥

দেবগণ—মহত্ত্বসম্পন্ন প্রাজ্ঞ, জ্ঞানদাতা, অশেষশক্তিযুত, ক্ষিপ্রগতিশীল হন; হস্তিবর্গ যেমন অরণ্যের বৃক্ষ ইত্যাদিকে ভক্ষণ (বিমর্দিত) করে, তেমনই সেই দেবগণ মনুষ্যের হৃদয়রূপ অরণ্যে স্থিত অসৎ-বৃত্তিরূপ বনসমূহকে যখন বিধ্বস্ত করেন, তখন জ্ঞানকিরণ-উন্মেষসম্পন্ন জনগণের মধ্যে সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যকে সংযোজিত ক'রে দেন। [বিবেকরূপী দেবগণের কৃপায় হৃদয়ের অসৎ-বৃত্তিসমূহ নাশপ্রাপ্ত হয় এবং মানুষ নবশক্তি লাভ করে] ॥ ৭ ॥

প্রজ্ঞানস্বরূপ সেই দেবগণ, সিংহের ন্যায় গভীর হুঙ্কারে শত্রুগণকে বিতাড়িত করেন (অর্থাৎ তাঁরা পাপী বা পাপের ভয়প্রদাতা); এবং সৎকর্মকারিদের প্রতি বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট মৃগের ন্যায় পরম দর্শনীয় হন (অর্থাৎ, উপাসকগণের নিকট তাঁরা সুখদর্শন); সর্বতত্ত্বজ্ঞ সেই দেবগণ, শত্রুগণের ধ্বংসকারী এবং উপাসকগণের প্রীতিসাধক; সেই দেবগণ যুগপৎ প্রিয়দর্শন রূপের সাথে এবং ভীষণ মন্যুর সাথে সজ্জিত আছেন; তাঁরা আপনাপন শক্তির দ্বারা উপাসকগণের রক্ষক এবং ক্রুদ্ধ

শত্রুদের বিনাশক হন। [বিবেকরূপী দেবগণ পাপকর্মকারীর প্রতি ভীষণ দণ্ডধর এবং সৎকর্মকারীর প্রতি পরম অনুগ্রহ- পরায়ণ] ॥ ৮ ॥

দেবভাব-সমূহের শ্রীবৃদ্ধি-সাধক, উপাসকগণের সৎকর্মানুরাগ-বর্ধয়িতা, শৌর্যসম্পন্ন, হে দেবগণ! আপনাদের বলের দ্বারা, অথবা উপাসককে শত্রুনাশসামর্থ্য প্রদানের দ্বারা, তাঁদের ক্রুরশত্রুগণের নাশয়িতা হয়ে, আপনারা দ্যাবাপৃথিবীকে সর্বতোভাবে সদুপদেশ প্রদান করেন। বিবেকরূপী হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের জ্যোতিঃ বা তেজঃ যখন মনুষ্যগণের অসরল কুটিলতাপূর্ণ হৃদয়-সমূহে অবস্থিতি করে, তখন দুর্মতি-রূপ (পাপীর ন্যায়) অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে আপনার বিদ্যুতের ন্যায় (সুবুদ্ধি-রূপে) দর্শনীয় হন, অর্থাৎ আলোকরশ্মি বিস্ফুরণ ক'রে থাকেন। [বিবেকের সমাগমে পাপকলুষপূর্ণ হৃদয়ে পুণ্যজ্যোতিঃ বিকাশ পায়, এবং মানুষ-শত্রুদমন-সামর্থ্য লাভ করে] ॥ ৯ ॥

সর্বতত্ত্বজ্ঞ, সকল ধনের অধিকারী, সকল বল সমন্বিত, মহানুভব, শত্রুগণের নাশকারী, অনবচ্ছিন্ন-শক্তিযুত, সর্বদুঃখনাশক, সকলের নেতা, সেই দেবগণ নিজেদের বাহুদ্বয়ে রিপুনাশক অস্ত্রকে ধারণ ক'রে আছেন। [বিবেকরূপী দেবগণের কৃপায় সকল দুঃখ ও সকল শত্রু নাশপ্রাপ্ত হয়] ॥ ১০ ॥

অমৃতের বা সত্ত্বভাবের বর্ধয়িতা অর্থাৎ অমৃতত্ব-প্রদানকারী, সৎকর্মস্বরূপ অথবা সৎকর্ম-প্রবর্তক, সৎকর্মের প্রতি আপনা-আপনি গমনশীল, রিপুদমনের নিমিত্ত নিজেই গতিপরায়ণ, নিশ্চল দৃঢ় শত্রুগণের বিচালনকারী, দুষ্টগণের ধর্ষয়িতা, অথবা অন্য কর্তৃক অপরাভূত, দীপ্যমান আয়ুধধারী, অর্থাৎ সকলের পরিদৃষ্ট আয়ুধবিশিষ্ট, বিবেকরূপী দেবগণ, হিরণ্ময় অর্থাৎ হিত ও রমণীয়, রথচক্রের দ্বারা অর্থাৎ গতির দ্বারা, পথিমধ্যে নিপতিত তৃণখণ্ডের ন্যায়, সৎকর্ম-অনুষ্ঠানের বা সত্ত্বসঞ্চয়ের পক্ষে পর্বতের ন্যায় দৃঢ় বাধাসমূহকে সর্বতোভাবে অপসারিত করেন। [বিবেকরূপী মরুৎ-দেবগণের আগমনে দৃঢ়মূল শত্রুগণও পথের ধূলিরাশির মতো বিচ্ছিন্ন হয়] ॥ ১১ ॥

রিপুগণের নাশক, পবিত্রকারক, সর্বব্যাপী অথবা সত্ত্বপোষক, বিশেষরকমে মনুষ্যের আত্ম-উৎকর্ষবিধায়ক, রুদ্রভাবের প্রতিকৃতি, সেই দেবতাকে স্তোত্র বা হবিঃ-দানের দ্বারা আমরা যেন আরাধনা ক'রি। [সেই দেবতার আরাধনা আমাদের কর্তব্য—বিবেকের অনুবর্তী হওয়াই সর্বথা বিধেয়]। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! আপনার শ্রেয়ঃসাধনের জন্য, রজোভাবের নাশক অর্থাৎ জন্মজরামৃত্যুর রোধক, লোকসমূহের রক্ষক (ত্রাণকারক), শক্তিসঞ্চারক, অভীষ্টবর্ষক, বিবেকরূপী সেই দেবসঙ্ঘকে তোমরা প্রাপ্ত হও। [বিবেকরূপী দেবগণ যেন আমার মধ্যে চিরবিদ্যমান থাকেন] ॥ ১২ ॥

বিবেকরূপী হে দেবগণ! আপনাদের রক্ষার দ্বারা যে পুরুষকে আপনারা রক্ষা করেন, সেই পুরুষ আপন বলের দ্বারা অর্থাৎ নিজের কর্মশক্তিপ্রভাবে অন্যান্য মনুষ্যগণকে (জনসাধারণকে) অতিক্রম ক'রে ত্বরায় ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করে। হে দেবগণ! আপনারা যে পুরুষকে এমনভাবে রক্ষা করেন, সেই পুরুষ পাপনাশক কর্মের দ্বারা শুভফল প্রাপ্ত হন; (অথবা, তার পাপকর্মজনিত ফল নাশপ্রাপ্ত হয়); আর, আপনার মনুষ্যত্বপ্রভাবে বিবিধ ধন লাভ করে, এবং শোভন সৎকর্মকে প্রাপ্ত হয় ও তাকে পুষ্ট করে। [দেবগণের অনুকম্পায় পাপসম্বন্ধযুত কর্ম নাশপ্রাপ্ত হয় এবং সৎকর্মের পরিবৃদ্ধি ঘটে] ॥ ১৩ ॥

[... মন্ত্র] বিবেকরূপী হে দেবগণ! উপাসক আমাদের সর্বকর্মকুশল, রিপুগণের সমরে অজেয়, দীপ্তিমান্ ... শত্রুগণের শোষক, পরমধনপ্রদ, বিশেষরকমে আত্ম-উৎকর্ষবিধায়ক, মন্ত্রকে প্রদান করুন। [হে দেবগণ! যে রকমে আমরা উক্তপ্রকার শক্তিসম্পন্ন মন্ত্র প্রাপ্ত হই, সেই উপায় বিধান করুন]। আর, ... সেই শিক্ষাপ্রভাবে আমরা আমাদের বংশপরম্পরাকে চিরকাল অথবা বিপদপরম্পরায় রক্ষা করতে সমর্থ হই।—এই মন্ত্রের প্রধান 'উক্থ্যং' বা মন্ত্রশক্তি লাভ। এখানে নিজের তো বটেই, ... বংশধরেরা আত্মীয়স্বজন পারপার্শ্বিক সকলেরই পক্ষে চিরকাল—দেবগণের অনুকম্পায় সুশিক্ষা ... লাভের জন্য, মন্ত্রশক্তি প্রাপ্তির জন্য এবং তার দ্বারা সকলের বিপদ বিদূরণের জন্য প্রার্থনা উদ্গীত হয়েছে]। ॥১৪॥

বিবেকরূপী হে দেবগণ! প্রার্থনাকারী এই আমাদের মধ্যে অচঞ্চল, সৎকর্ম-সামর্থ্যযুক্ত, নিত্য-... রক্ষাকারী রিপুগণের অভিবকারক, অশেষপ্রকারে শ্রীবৃদ্ধিসাধক, পরমার্থরূপ ধনকে ত্বরায় প্রদান করুন। [হে দেবগণ! পূর্বে উক্ত গুণসম্পন্ন ধন আমাদের শীঘ্র প্রদান করুন]। আর, কর্মের ... সৎ-বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত ধন সেই জ্ঞানদেবতা নিত্যকাল আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন। [সেই বিবেকরূপী দেবতাস্বরূপ মরুৎ-দেবতাগণের কৃপায় পরম ধন (অশেষরূপে শ্রীবৃদ্ধিসাধক পরমার্থ ... ও পরম জ্ঞান (পরাজ্ঞান) আমাদের অধিগত হোক] ॥ ১৫ ॥

টীকা — আবারও মরুদ্দেবতা-বিষয়ক সূক্ত। স্মরণ করা যেতে পারে যে, মরুদ্দেবতাগণ বলতে ভগবানের কোন্ বিভূতির প্রতি লক্ষ্য আসে, সে সম্পর্কে যে মতপার্থক্যের অন্ত নেই, তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আবারও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বেদের প্রতি যিনি যেমন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, তিনি তেমনভাবেই এই মরুদ্দেবগণকে দেখতে পান। কেউ তাঁদের ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত, কেউ দিতির গর্ভসম্ভূত ... পুত্রগণকেই মরুদ্গণ নামে অভিহিত করেন। ফলে, পুরাণে উপাখ্যানে নানা ভাবে নানা রূপে ... কাহিনী পল্লবিত হয়ে আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরাও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু উপাখ্যানের সাথে এই মরুদেবদের সম্বন্ধ খ্যাপন ক'রে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সকল আলোচনার অন্তে এটাই গৃহীত হয় যে, ... ভগবানের সেই বিভূতিসমূহ—যাঁরা অবিরত আমাদের সৎপথে পরিচালন করতে চেষ্টা করেন। বহির্জগতে তাঁদের নৈসর্গিক ব্যাপারের উপসর্গরূপে গ্রহণ করা গেলেও, ইহসংসারের যুদ্ধের ... তাঁদের দেবসেনারূপে গ্রহণ করা গেলেও—অন্তরের মধ্যে যে চিরসংগ্রাম চলছে, হৃদয়ের মধ্যে সৎ ও অসৎ বৃত্তির যে ভীষণ যুদ্ধ অহর্নিশ সংঘটিত হচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি করতে তাঁদের (অর্থাৎ সেই ... বিবেক-রূপী দেবতা অথবা আমাদের সৎপথে নয়নকারী ভগবৎ-বিভূতি ব'লে চিহ্নিত করায় ... বাধা নেই)।

◆ ◆

— ৬৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : শক্তিপুত্র পরাশর। ছন্দ : দ্বিপদা বিরাট্]

পশ্বা ন তায়ুং গুহা চতন্তং নমো যুজানং নমো বহন্তম্।
সজোষা ধীরাঃ পদৈরনু গ্মন্নুপ ত্বা সীদন্বিশ্বে যজত্রাঃ॥ ১ ॥

ঋতস্য দেবা অনুব্রতা গুর্ভুবৎপরিষ্টির্দ্যৌর্ন ভূম।
বর্ধন্তীমাপঃ পন্বা সুশিশ্বিমৃতস্য যোনা গর্ভে সুজাতম্॥ ২ ॥
পুষ্টির্ন রণ্বা ক্ষিতির্ন পৃথ্বী গিরির্ন ভুজ্ম ক্ষোদো ন শম্ভু।
অত্যো নাজ্মন্‌ৎসর্গপ্রতক্তঃ সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ ঈং বরাতে॥ ৩ ॥
জামিঃ সিন্ধুনাং ভ্রাতেব স্বস্রামিভ্যান্ন রাজা বনান্যত্তি।
যদ্বাতজুতো বনা ব্যস্থাদগ্নির্হ দাতি রোমা পৃথিব্যাঃ॥ ৪ ॥
শ্বসিত্যপ্সু হংসো ন সীদন্ ক্রত্বা চেতিষ্ঠো বিশামুষর্ভুৎ।
সোমো ন বেধা ঋতপ্রজাতঃ পশুর্ন শিশ্বা বিভুর্দূরেভাঃ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে জ্ঞানদেব (অগ্নি)! মেধাবিগণ সকল দেবভাবের প্রতি সমান অনুরাগসম্পন্ন হয়ে, স্বয়ং পূজ্য, পূজাবৃত্তির উন্মেষক, হৃদয়াভ্যন্তরে বিদ্যমান, আপনাকে উপযোগী কর্মসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত হন; এই রকমে সকল দেবপূজক (উপাসকগণ) আপনার সামীপ্যলাভ করেন; কিন্তু পাশবদ্ধজীব (মোহাচ্ছন্ন মনুষ্য) যেন চোর,—অর্থাৎ চৌরের ন্যায় লুক্কায়িত থেকে আপনাকে দেখতে পায় না। [যখন জ্ঞানিগণ হৃদয়ে ভগবানকে দেখতে পান, অজ্ঞজন তখন অন্ধকারেই থাকে।—'গুহা চতন্তং' পদে (ভক্তের) হৃদয়রূপ গুহায় বিচরণকারী দেবতাকেই নির্দেশ করছে। "উপ সীদন্ বিশ্বে যজত্রাঃ" অংশের 'যজত্রাঃ' পদে যাগ ইত্যাদি সৎকর্মপরায়ণ উপাসকগণকে লক্ষ্য করছে। যাঁরা 'যজত্রাঃ' অর্থাৎ ভগবানের উপাসনাপরায়ণ, তাঁরা যে সব দেবতার সান্নিধ্য লাভ করেন, সবরকম দেবভাব যে তাঁদের অধিগত হয় ঐ চারটি পদে তা-ই প্রতিপন্ন হয়। 'পশ্বা ন তায়ুং' পদ তিনিট 'পশ্বা' পদে পশুভাবাপন্ন বদ্ধদশাগ্রস্ত অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন পাশবদ্ধ জীবকে লক্ষ্য করেছে। তারা দেবতার কাছে অগ্রসর হ'তে অক্ষম, চোরের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকার মতো তারা তেমনই অন্ধকারে অজ্ঞানতার ঘোরে নিমজ্জিত থাকে। ....ফলতঃ একদিকে জ্ঞানের চিত্র, অন্যদিকে অজ্ঞানের কলঙ্ক-কলুষিত মূর্তি,—এই ঋকে এই দুই দৃশ্য প্রকটিত] ॥ ১ ॥

সকল দেবতা ও সর্ববিধ দেবভাব সত্যের অথবা সৎকর্মের অনুসরণকারী হন; যখন মনুষ্যগণের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি-সমূহ সর্বতোভাবে ভগবৎ-অনুসন্ধান পরায়ণ হয়, তখন ভূলোকই স্বর্গের ন্যায় আনন্দময় হয়ে থাকে। স্তোত্রের দ্বারা অথবা উপাসনাপ্রভাবে ভগবৎ প্রাপ্তির মূলীভূত শুদ্ধসত্ত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; পূর্বোক্তরূপ দেবানুসন্ধানই হৃদয়ের অভ্যন্তরে সত্যের বা সৎকর্মের উৎপত্তির কারণ এবং সুষ্ঠু প্রবর্ধক হন। [ভগবানের অনুসন্ধানই সৎকর্মসমূহের মূলীভূত; সৎকর্মের দ্বারাই দেবভাবের পরিবৃদ্ধি হয়; এবং তার দ্বারা এই পৃথিবী স্বর্গের ন্যায়ই সুখপ্রদ হয়] ॥ ২ ॥

সেই জ্ঞানদেব অভিমতফলের অভিবৃদ্ধির ন্যায় রমণীয়; (অর্থাৎ, সেই দেবতার অনুকম্পায় অভিমত-ফলপ্রাপ্তিরূপ সুখ উৎপন্ন হয়); আর, সেই দেবতা ধরিত্রীর ন্যায় আশ্রয়-স্থল; (অর্থাৎ, ধরিত্রী যেমন সকলকে ধারণ করেন—আশ্রয় দেন, জ্ঞানও তেমনই লোকসমূহকে রক্ষা করে থাকেন); আর, সেই দেবতা পর্বতের ন্যায় ভোজ্যদাতা; (অর্থাৎ, পর্বত যেমন লোকসকলকে ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করে, তিনিও তেমনই মনুষ্যদের সৎকর্ম-রূপ ভোজ্যদানে রক্ষা করেন; অথবা তিনি পর্বতের ন্যায় সহনশীল অর্থাৎ দৃঢ়); আর, সেই দেবতা উদকের ন্যায় শান্তিবিধায়ক; (অর্থাৎ মরুপ্রান্তকে জল যেমন শান্তিদান করে, পাপদগ্ধ অন্তরে জ্ঞানদেবতা তেমনই সুধাধারা সেচন

...রা), আর, সেই দেবতা রিপুগণের সাথে যুদ্ধে ত্বরায় ভগবৎ-প্রাপক সৎকর্মের ন্যায়; (অর্থাৎ, ...সংগ্রামে সৎকর্ম যেমন লোকসমূহকে ত্রাণ করে, তেমন); আর, সেই দেবতা নদীপ্রবাহের ...নিম্নাভিমুখে প্রবলগতিসম্পন্ন; (অর্থাৎ, জ্ঞানপ্রবাহ যখন প্রবাহিত হয়, তখন অজ্ঞানতা ...হয়ে যায়। এই জ্ঞানদেবতা কোন্ জন লঙ্ঘন করতে পারে? (অর্থাৎ, এই জ্ঞানদেবতার ...কেউই নেই) ॥ ৩ ॥

সেই জ্ঞানদেবতা শুদ্ধসত্ত্বসমূহের বন্ধু, (অর্থাৎ রক্ষক হন); সেই দেবতা ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার ...স্নেহপরায়ণ; (অর্থাৎ, ভ্রাতা যেমন ভগ্নীকে পোষণ করেন, জ্ঞানদেবতা তেমনই ...সমূহকে পালন ক'রে থাকেন); সেই দেবতা শত্রুর প্রতি রাজার ন্যায় খড়্গাহস্ত; (অর্থাৎ, ...যেমন শত্রুগণকে নাশ করেন, জ্ঞানদেবতা তেমনই রিপুনাশক); সেই দেবতা হৃদয়-...স্থিত রিপুরূপ বৃক্ষ ইত্যাদিকে ভক্ষণ করেন; (অর্থাৎ ধ্বংস করেন); যখন সেই ...দেবতা শক্তিসমন্বিত হয়ে অর্থাৎ সৎবৃত্তি-সমূহের সাথে মিলিত হয়ে হৃদয়রূপ অরণ্যস্থিত ...রূপ বৃক্ষ ইত্যাদিকে দগ্ধ করতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি পৃথিবীর সম্বন্ধীয় (পাপসম্বন্ধ হ'তে ...) অসৎ-বৃত্তির অঙ্কুরগুলিকে ত্বরায় ছেদন করেন। [জ্ঞানই শুদ্ধসত্ত্বের পোষক এবং ...রের নাশক] ॥ ৪ ॥

সেই জ্ঞানদেবতা শুদ্ধসত্ত্ব-সমূহের মধ্যে প্রাণরূপে বিদ্যমান আছেন। সেই দেবতা উদক-মধ্যে ...হংসের ন্যায়; (অর্থাৎ, হংস যেমন জলের মধ্যে প্রাণসম্পন্ন বা প্রকাশিত থাকে, ...দেবতা তেমনই সত্ত্বভাবের মধ্যে প্রকটিত আছেন)। সেই দেবতা সত্যের বা সৎকর্মের দ্বারা ...সমূহের চেতয়িতা বা জ্ঞানপ্রদাতা হন। সেই দেবা উষার ন্যায় প্রবুদ্ধকারী; (অর্থাৎ, উষার ...সাথে প্রাণিগণ যেমন জাগরিত হয়, জ্ঞানদেবতা তেমনই অজ্ঞানান্ধকার হ'তে মনুষ্যগণকে ...রণ করেন)। সেই দেবতা শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায় অদৃষ্টবিধায়ক বা শুভফল-প্রদায়ক; (অর্থাৎ, ...সত্ত্ব বা সৎকর্ম যেমন শুভফল প্রদান করে, জ্ঞান তেমনই (মোক্ষ ইত্যাদির বিধান ক'রে ...েন)। সেই দেবতা সত্যের বা সৎকর্মের দ্বারা উৎপন্ন। সেই দেবতা সূক্ষ্মদর্শনের ন্যায় অথবা ...ন্যায় বেধক বা সংশোধক। তিনি বিধাতা, দূরদর্শী (অর্থাৎ অতিদূরের অজ্ঞান-অন্ধকারেও ...সমর্থ)। [শুদ্ধসত্ত্বের সাথে জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ; শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞান ...ভাবে অবস্থিত ; তাঁদের উভয়ের একত্র সংযোগে মনুষ্যগণের পরিত্রাণের পথ সুগম ...য় আসে] ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্তে অগ্নিদেবতার উপাসনা থাকলেও সেই সঙ্গে নানারকম উপাখ্যানের ও লৌকিক ...সংস্রব সূচিত হওয়ায় মন্ত্রগুলিকে এক অপরূপ রূপ প্রদান করেছে। এই উপাখ্যানের মধ্যে ...—অগ্নি একবার দেবতাদের নিকট থেকে অন্তর্হিত হয়ে চোরের মতো পর্বতের গুহায় (মতান্তরে, ...বৃক্ষের মধ্যে; মতান্তরে স্ফীত জলরাশির মধ্যে) লুকিয়ে ছিলেন। পরে, একটি মৎস্য অগ্নিকে ...প্রকাশ ক'রে দেয়। পঞ্চম ঋকের ব্যাখ্যায় অগ্নিকে 'মৃত পশুর মতো শায়িত ছিলেন' ব'লে ...করা হয়েছে। যাই হোক, এসব উপাখ্যান যে রূপক, তা বলাই বাহুল্য। তবে, অগ্নি অর্থে যে ...বানের বিভূতিস্বরূপ জ্ঞানদেবতাই বোঝায়, সেটা ধারণা করাই সঙ্গত ও সার্থক।

◆ ◆

— ৬৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : শক্তিপুত্র পরাশর। ছন্দ : দ্বিপদা বিরাট্]

রয়ির্ন চিত্রা সূরো ন সন্দৃগায়ুর্ন প্রাণো নিত্যো ন সূনুঃ।
তক্বা ন ভূর্ণির্বনা সিষক্তি পয়ো ন ধেনুঃ শুচির্বিভাবা॥ ১ ॥
দাধার ক্ষেমমোকো ন রণ্বো যবো ন পক্কো জেতা জনানাম্।
ঋষির্ন স্তুভ্বা বিক্ষু প্রশস্তো বাজী ন প্রীতো বয়ো দধাতি॥ ২ ॥
দুরোকশোচিঃ ক্রতুর্ন নিত্যো জায়েব যোনাবরং বিশ্বস্মৈ।
চিত্রো যদভ্রাট্ শ্বেতো ন বিক্ষু রথো ন রুক্মী ত্বেষঃ সমৎসু॥ ৩ ॥
সেনেব সৃষ্টামং দধাত্যস্তুর্ন দিদ্যুত্ত্বেষপ্রতীকা।
যমো হ জাতো যমো জনিত্বং জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাম্॥ ৪ ॥
তং বশ্চরাথা বয়ং বসত্যাস্তং ন গাবো নক্ষন্ত ইদ্ধম্।
সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃপ্র নীচীরৈনোন্নবন্ত গাবঃ স্বর্দৃশীকে॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — জ্ঞানদেবতা পরমার্থের ন্যায় অভিনবত্বসম্পন্ন; (অর্থাৎ, পরমার্থ-রূপ ধনের যেমন সাদৃশ্য নেই, জ্ঞানের প্রভাবও তেমনই তুলনারহিত)। সেই দেবতা সূর্যের ন্যায় সৎ-দ্রষ্টা; (অর্থাৎ সূর্য যেমন আত্মপ্রকাশে জগৎকে প্রকাশ করেন, জ্ঞানদেবতা তেমনই আত্মপ্রকাশের দ্বারা সকল পদার্থকে প্রকাশ ক'রে থাকেন)। সেই দেবতা আয়ুর ন্যায় প্রিয়তম; (অর্থাৎ, আয়ু যেমন জীবনকে রক্ষা করে, জ্ঞানদেব তেমনই লোকসমূহকে পতন হ'তে রক্ষা করেন)। সেই দেবতা সূর্যের ন্যায় সদাকাল কর্মপর; (অর্থাৎ সূর্য যেমন আলোকবিতরণে কখনও পরাঙ্মুখ নয়, জ্ঞানদেবতা তেমনই সদাকাল প্রকাশমান আছেন; অথবা, তিনি পুত্রের ন্যায় নিত্যহিতাকাঙ্ক্ষী)। সেই দেবতা ধরিত্রীর ন্যায় স্নেহশীল; (অর্থাৎ, সর্বসেহ্য ধরণী যেমন ভারবহনে কখনও পরাঙ্মুখ নন, জ্ঞানদেবতাও তেমনই সকল ভারই বহন ক'রে থাকেন)। সেই দেবতা দুগ্ধের ন্যায় প্রাণশক্তিদাতা; (অর্থাৎ, গাভী যেমন দুগ্ধপানে মনুষ্যগণকে পোষণ করে, সেই দেবতা তেমনই হিতাহিত বিবেচনা-শক্তি প্রদানের দ্বারা মনুষ্যগণের পুষ্টিবিধান ক'রে থাকেন)। সেই দেবতা পবিত্রতার ন্যায় বিশিষ্ট-প্রকাশযুক্ত। [জ্ঞানপ্রভা নিষ্কলঙ্ক; সেই দেবতা হৃদয়রূপ অরণ্যে সঞ্জাত অসৎ-বৃত্তিনিবহ-রূপ আগাছাগুলিকে বা বনসমূহকে দগ্ধ করতে সমবেত হন, অর্থাৎ পরিষ্কার ক'রে থাকেন] ॥ ১ ॥

জ্ঞানদেবতা নিবাসস্থানের ন্যায় রমণীয়; সেই দেবতা খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় পোষক; অথবা,— বেগের ন্যায় পরিণতি-সাধক (ত্বরায় মোক্ষ ইত্যাদি প্রাপক); সেই দেবতা সর্বত্যাগীর ন্যায় স্তোতা (দেবভাবের পরিবৃদ্ধিসাধক); সেই দেবতা মনুষ্যগণের বা শত্রুগণের জয়কারী; সেই দেবতা লোকগণের বা উপাসকগণের রক্ষণের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ; সেই দেবতা যজ্ঞের ন্যায় প্রীতিসাধক; সেই দেবতা অন্নকে অর্থাৎ রক্ষার উপায়কে ধারণ ক'রে আছেন; এবং সেই দেবতা মঙ্গল প্রদান ক'রে

...ন। [জ্ঞানদেবতার মঙ্গলদাতৃত্ব প্রভৃতি শক্তিসমূহ এখানে বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে] ॥ ২ ॥
...নদেবতা অমিতশক্তিশালী; সেই দেবতা সৎকর্মের ন্যায় অবিনশ্বর; সেই দেবতা গৃহে
...না পত্নীর ন্যায় হিতকারী; সেই দেবতা সকল উপাসকের ভূষণস্বরূপ; বৈচিত্র্যসম্পন্ন
...বিশিষ্ট সেই দেবতা যখন প্রদীপ্ত হন অর্থাৎ হৃদয়ে প্রকাশমান হন, তখন শুভ্র অনাবিল
...র ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তখন সেই দেবতা উপাসকগণের নিকট রথের ন্যায় সংবাহক অর্থাৎ
...কারক হন, এবং তখন রিপুগণের সংগ্রামে মানুষ (জ্ঞানাধিকারী জন) সুবর্ণের ন্যায়
...সম্পন্ন অর্থাৎ জয়যুক্ত হয়ে থাকেন। [হৃদয়ে জ্ঞানের ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের অশেষ মঙ্গল
...রে হয়।—মন্ত্রের প্রথম চারটি অংশ জ্ঞানদেবতার স্বরূপ-মাহাত্ম্য প্রকাশ করছে। শেষ অংশে
...' থেকে 'দ্বেষঃ' প্রভৃতি পদ-কয়েকটিতে অন্য তিনরকম ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সেই তিন ভাব;
...থম তাঁর (জ্ঞানদেবতার) বিকাশ; দ্বিতীয়, তাঁর ক্রিয়া; তৃতীয়, তাঁর সেই ক্রিয়ার ফলে
...সংগ্রামে মানুষের জয়লাভ] ॥ ৩ ॥

...ভুর সাথে বিদ্যমান সৈন্যদলের ন্যায় শত্রুসংহারে গতিশীল হয়ে, জ্ঞানদেবতা শত্রুগণের
...ত্রি উৎপাদন করেন। [পরিচালক প্রভুর সাথে বিদ্যমান সেনাগণ যেমন অকুতোভয়ে শত্রুগণকে
...ন করে, ঈশ্বর-প্রেরিত তাঁরই বিভূতিস্বরূপ জ্ঞানদেবতার প্রভাবে রিপুগণ তেমনই বিতাড়িত
...য়]। সেই দেবতা ক্ষেপণকারী দীপ্তমুখ অস্ত্রের ন্যায় ভীতিপ্রদ। [আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে যখন বিদ্যুতের
...ন নিঃসৃত হয়, তখন শত্রুগণ যেমন ভয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে, ঈশ্বরের প্রেরিত তাঁরই বিভূতিস্বরূপ
...নদেবতার প্রভাবে অসৎ-বৃত্তিনিবহ তেমনই সন্ত্রাসপ্রাপ্ত হয়]। যখন সেই দেবতা হৃদয়ে উৎপন্ন
...ন (অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হ'লে) সেই দেবতা শত্রুনাশের বা শুভফল-প্রদানের দ্বারা
...নপূরক হন; আর, জন্মজরামরণের হেতুভূত উৎপত্তিমূলের নাশক হন; [পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হ'লে,
...নুষ মোক্ষ লাভ করে]। সেই দেবতা অস্ফুট-অবস্থার অর্থাৎ অজ্ঞান-মূলের নাশক এবং প্রস্ফুট
...স্থার অর্থাৎ জ্ঞান-সম্পন্নের পালক হন। [জ্ঞানদেবের প্রভাবে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়—হৃদয়ে
...জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়ে থাকে] ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্! শ্রেষ্ঠহিতসাধক সেই আপনাকে যখন বহিরাগত সৎ-ভাব-রূপ বা অসৎ-ভাব-রূপ
...তির দ্বারা অর্চনাকারী আমরা অর্চনা ক'রি, তখন প্রদীপ্ত অথবা দৃশ্যমান মঙ্গলের ন্যায়
...রশ্মিসমূহ আমাদের মধ্যে বিস্তৃত হয়; আর তখন, সেই জ্ঞানদেবতা নদীপ্রবাহের ন্যায়
...নিম্নাভিমুখে প্রবলগতিসম্পন্না হয়ে দ্যুতি বা শান্তি প্রেরণ করেন; আর, তখন স্বর্গলোকের
...রশ্মিসমূহ ইহলোকে উদ্ভাসিত হয়। [সর্বথা জ্ঞানদেবের সেবায় আত্মনিবেদিত হ'তে পারলে,
...এবং আমাদের বাহির ও অভ্যন্তরের সকল বৃত্তিকে জ্ঞানস্বরূপ ভগবানে আহুতি প্রদান করতে
...পারলে, সকল মঙ্গল অধিগত হয়, অর্থাৎ এই সংসারই স্বর্গে পরিণত হয়] ॥ ৫ ॥

টীকা — আগের সূক্তের ঋক্‌গুলিতে যেমন গ্রন্থিগুলি দৃষ্ট হয়েছে, এই সূক্তেও তার অভাব
নেই। অগ্নি সম্বন্ধে প্রযুক্ত কতরকম বিশেষণকে অবলম্বন ক'রে কতরকম উপাখ্যানই না পল্লবিত
হয়ে উঠেছে। এখানে অগ্নি কখনও মানুষ, কখনও জ্বলন্ত অনল; কখনও তিনি কুমারীগণের
...পতি ও কুমারীগণের পতি (৪র্থ ঋক্), কখনও তিনি ঋষির ন্যায় স্তবকারী ইত্যাদিরূপে
...হয়। অনাবৃষ্টিতে বাষ্পীয়-যানের এবং আগ্নেয়াস্ত্রের (কামান বন্দুকের) প্রসঙ্গও এসেছে। কিন্তু
...র্য বর্তন করলে এই সূক্তেও অগ্নিদেব-সম্বন্ধে যে জ্ঞানদেবতার বিষয়ই বিবৃত হয়েছে, তাৎপর্য
...র্থ, তা-ই হৃদয়ঙ্গম হয়।

◆ ◆

— ৬৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : শক্তিপুত্র পরাশর। ছন্দ : দ্বিপদা বিরাট্]

বনেষু জায়ুর্মর্তেষু মিত্রো বৃণীতে শ্রুষ্টিং রাজেবাজুর্যম্।
ক্ষেমো ন সাধুঃ ক্রতুর্ন ভদ্রো ভুবৎস্বাধীর্হোতা হব্যবাট্॥ ১ ॥
হস্তে দধানো নৃম্ণা বিশ্বান্যমে দেবান্ধাদ্গুহা নিষীদন্।
বিদন্তীমত্র নরো ধিয়ন্ধা হৃদা যত্তষ্টান্মন্ত্রাঁ অশংসন্॥ ২ ॥
অজো ন ক্ষাং দাধার পৃথিবীং তস্তম্ভ দ্যাং মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ।
প্রিয়া পদানি পশ্বো নি পাহি বিশ্বায়ুরগ্নে গুহা গুহং গাঃ॥ ৩ ॥
য ঈং চিকেত গুহা ভবন্তমা যঃ সসাদ ধারামৃতস্য।
বি যে চৃতন্ত্যৃতা সপন্ত আদিদ্বসূনি প্র ববাচাস্মৈ॥ ৪ ॥
বি যো বীরুৎসু রোধন্মহিত্বোত প্রজা উপ প্রসূষন্তঃ।
চিত্তিরপাং দমে বিশ্বায়ুঃ সদ্মেব ধীরাঃ সম্মায় চক্রুঃ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — জ্ঞানদেবতা অসৎ-ভাব-প্রধান হৃদয়-অরণ্য-সমূহে অসৎভাবরাশির বা রিপুগণের নাশক হন; সেই দেবতা মনুষ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনগণের মধ্যে সখা বা সুহৃৎ হন; সেই দেবতা জরারহিত অর্থাৎ সৎকর্মসাধনে অপরাঙ্মুখ ক্ষিপ্রকর্মপরায়ণ উপাসককে রাজার ন্যায় পালন করেন; সেই দেবতা রক্ষকের ন্যায় সুমঙ্গলসাধক, অর্থাৎ সৎকর্মসাধনে প্রতিবন্ধক-নিবারণকারী হন; সেই দেবতা সৎকর্মের ন্যায় মঙ্গলবিধায়ক; সেই দেবতা আমাদের সৎকর্মপ্রাপক, আমাদের মধ্যে দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী, এবং আমাদের সত্ত্বভাবের বর্ধয়িতা হোন। [জ্ঞানদেবের কৃপায় আমরা যেন দেবত্বমণ্ডিত হই, সেই দেবতা তা-ই বিহিত করুন] ॥ ১ ॥

জ্ঞানদেবতা সকল হবিঃ-লক্ষণ ধনকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে প্রার্থিগণকে বিতরণের জন্য বাহুদ্বয়ে ধারণ ক'রে আছেন; সেই দেবতাই রিপুর বা পাপের দ্বারা ভয়প্রাপ্ত হৃদয়-রূপ-গুহাতে (হৃদয়ের অভ্যন্তরে) দেবভাবসমূহকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদিকে স্থাপন করেন, যেহেতু সৎকর্মের অনুষ্ঠাতা অথবা সৎ-বুদ্ধির অধিকারী নেতৃস্থানীয় জ্ঞানিগণ, হৃদয়ে অবস্থিত বুদ্ধির দ্বারা, অথবা সৎকর্মের দ্বারা, এই জ্ঞানদেবতাকে ইহসংসারে সর্বত্রই দেখতে পান; সেই হেতু তাঁরা, বিহিত কর্মসমূহকে এবং মন্ত্রসকলকে সেই দেবতার প্রতি প্রযুক্ত করেন; অর্থাৎ, তাঁদের সকল কর্ম ও সকল স্তোত্র জ্ঞানসম্বন্ধযুত হয়ে থাকে। [জ্ঞানদেবতাই দেবভাবসমূহের বিধায়ক; অতএব জ্ঞানিগণ নিজেদের সকল কর্মেই জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধ রক্ষা ক'রে চলেন, অর্থাৎ জ্ঞানসমন্বিত কর্মের অনুষ্ঠানে নিয়োজিত থাকেন] ॥ ২ ॥

জ্ঞানদেবতা, জন্মরহিত নিত্যবিদ্যমানের ন্যায়, মনুষ্যগণের নিবাসস্থান-রূপ এই পৃথ্বীলোককে ধারণ ক'রে আছেন। [জ্ঞানের প্রভাব সকলের অন্তর্ভুক্ত নিত্যপ্রকটিত]। অবিতথ সত্য-মন্ত্রসমূহের

...সাধনার প্রভাবে স্বর্গও স্তম্ভিত হয়। [মনুষ্যগণের সাধন-প্রভাবে এই পৃথিবীও স্বর্গ ...বাসী হন]। হে জ্ঞানদেব! বিশ্বপ্রাণস্বরূপ আপনি, পশুভাব হ'তে আমাদের নিরন্তর ...করুন, আর মঙ্গলপ্রদ স্থানসমূহ আমাদের প্রদর্শন করুন; অথবা পশুভাবের প্রিয় বা ...কর্মসমূহকে নিবর্তন করুন; আর, এই হৃদয়-রূপ গুহার নিগূঢ় প্রদেশকে জ্ঞানকিরণ ...করুন। [হৃদয়ের পশুভাবকে বিনাশ ক'রে হৃদয়কে পরমার্থিক জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ...এই প্রার্থনা] ॥ ৩ ॥

...পুরুষ হৃদয়ে বিদ্যমান সেই জ্ঞানদেবকে জানতে পারেন অর্থাৎ জ্ঞানের স্বরূপ যাঁর অধিগত ...হয়, যে জন সত্যের বা সৎকর্মের আধারস্বরূপ জ্ঞানদেবকে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ...দেবের সামীপ্য লাভ করেন; আর, সত্যের জ্ঞানের বা সৎকর্মের অনুসরণকারী যেসকল পুরুষ ...জ্ঞানদেবতাকে পূজা করেন অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারী হন; জ্ঞানদেবতা সেই সকল মনুষ্যকে ...ধন নিশ্চয়ই প্রকৃষ্টরূপে দান করেন। [সত্যপরায়ণ সৎকর্মকারী মনুষ্যগণ জ্ঞানপ্রভাবে ...অভীষ্টধন প্রাপ্ত হয়ে থাকেন] ॥ ৪ ॥

...জ্ঞানদেবতা আত্মবিস্তৃতির মধ্যে (জ্ঞানবিস্তার সহ) সৎভাব-নিবহকে বিশেষভাবে বিস্তারিত ...; আর, সত্ত্বভাবের উৎপাদক হন; আর, উৎপত্তি-মূলীভূত অর্থাৎ জন্ম-কারণ কর্মসমূহের ...শেষে অর্থাৎ সীমান্তরূপে বিদ্যমান্ আছেন; [যে জ্ঞানদেবতার অনুকম্পায় জন্ম-জরা-মরণ ...পরিত্রাণ পাওয়া যায়]; বিশ্বপ্রাণভূত সেই দেবতা, হৃদয়রূপ গৃহে শুদ্ধসত্ত্বসমূহের উন্মেষক ...মেধাবিগণ, সেই জ্ঞানদেবের পূজা ক'রে অর্থাৎ তাঁর সামীপ্য প্রাপ্ত হয়ে তাঁকে গৃহের ন্যায় ...আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেন। [গৃহ যেমন মনুষ্যের আশ্রয়স্থান, জ্ঞানদেবতাও তেমনই মেধাবিগণের ...আশ্রয়স্বরূপ হন। স্মর্তব্য—জ্ঞানই জ্ঞানের জ্ঞাপয়িতা; এবং জ্ঞান ও সত্ত্বভাব অভিন্ন] ॥ ৫ ॥

...টীকা – আগের মতো উপাখ্যান ইত্যাদির সংশ্রব প্রযুক্ত এই সূক্তটির ব্যাখ্যাতেও নানারকম ...বিপরীত-অর্থ প্রকাশক ভাব ব্যক্ত হয়েছে। বাস্তবিক, যিনি চোরের মতো লুকিয়ে থাকেন, তিনি ...পৃথিবীকে ও অন্তরীক্ষকে কেমন ক'রে ধারণ করবেন, এমন কথা ব্যাখ্যাকারদের মনেই আসেনি। ...কখনও তাঁকে মানুষ, কখনও ঋষি, কখনও প্রজ্বলিত অগ্নি, কখনও দেবতা ব'লে বর্ণনা ...দেবতার প্রতি মানুষের সংশয় ঘনীভূত ক'রে ফেলেছেন।

◆ ◆

— ৬৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : শক্তিপুত্র পরাশর। ছন্দ : দ্বিপদা বিরাট্]

শ্রীণন্নুপ স্থাদ্দিবং ভুরণ্যুঃ স্থাতুশ্চরথমক্তূন্ব্যূর্ণোৎ।
পরি যদেষামেকো বিশ্বেষাং ভুবদ্দেবো দেবানাং মহিত্বা॥ ১ ॥
আদিত্তে বিশ্বে ক্রতুং জুষন্ত শুষ্কাদ্যদ্দেব জীবো জনিষ্ঠাঃ।
ভজন্ত বিশ্বে দেবত্বং নাম ঋতং সপন্তো অমৃতমেবৈঃ॥ ২ ॥

ঋতস্য প্রেষা ঋতস্য ধীতির্বিশ্বায়ুর্বিশ্বে অপাংসি চক্রুঃ।
যস্তুভ্যং দাশাদ্যো বা তে শিক্ষাত্তস্মৈ চিকিত্বান্রয়িং দয়স্ব॥ ৩ ॥
হোতা নিষত্তো মনোরপত্যে স চিন্বাসাং পতী রয়ীণাম্।
ইচ্ছন্ত রেতো মিথস্তনূষু সং জানত স্বৈর্দক্ষৈরমূরাঃ॥ ৪ ॥
পিতুর্ন পুত্রাঃ ক্রতুং জুষন্ত শ্রোষন্যে অস্য শাসং তুরাসঃ।
বি রায় ঔর্ণোদ্দুরঃ পুরুক্ষুঃ পিপেশ নাকং স্তৃভির্দমূনাঃ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হবিঃসমূহের অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবের রক্ষক বা পোষক সেই জ্ঞানদেবতা, শুদ্ধসত্ত্বের সাথে কর্মসমূহকে মিশ্রিত ক'রে অর্থাৎ সত্ত্বসমন্বিত কর্মের দ্বারা, মনুষ্যগণকে স্বর্গ প্রাপ্ত করান, [জ্ঞানের প্রভাবে সৎকর্মের অনুষ্ঠান ক'রে মানুষ স্বর্গের অধিকারী হয়]; সেই দেবতা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎকে অর্থাৎ সেই সম্বন্ধীয় (ইহলোকের) অজ্ঞান-অন্ধকারকে আপন তেজের দ্বারা বিশেষভাবে আচ্ছাদিত করেন; [জ্ঞানের সাহায্যে ইহজগতের সকলরকম অজ্ঞানতা অপসারিত হয়]; যে-হেতু সকল দেবভাবের অর্থাৎ ভগবৎ-বিভূতিসমূহের মধ্যে সেই জ্ঞানদেবতা এক অভিন্ন দ্যোতমান্ অর্থাৎ প্রকাশ-রূপ, সেই জন্য আপন মাহাত্ম্যের দ্বারা তিনি সর্বতঃ ব্যেপে আছেন। [জ্ঞানই প্রকাশরূপে সর্বত্র ব্যেপে আছে, অর্থাৎ আলোক-সাহায্যে আলোক-লাভ— অন্যান্য দেবতার বা দেবভাবের বা ভগবৎ-বিভূতির সাথে জ্ঞানের পার্থক্য এই যে,—জ্ঞান সকলকেই জানিয়ে দেন, চিনিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন। অপর দেবভাবকে বুঝতে হলেও জ্ঞানের সাহায্য ছাড়া তা বোঝা সম্ভব হয় না] ॥ ১ ॥

হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধীয় কর্মকে যাঁরা সেবা করেন (অনুষ্ঠান করেন), তাঁরা সকলে সত্ত্বপরিশূন্য অবস্থা হ'তে নবজীবন প্রাপ্ত হন; যে-হেতু তখন জীবনস্বরূপ আপনি তাঁদের মধ্যে আবির্ভূত হন; [ভগবানের আরাধনায় বা জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা পাপাত্মাও পুণ্যসঞ্চয়ে সমর্থ হয়]; তখন তাঁরা সকলে (ভগবৎ-সেবাপরায়ণ জনগণ সকলে) প্রসিদ্ধ অবিতথ দেবত্বকে ভজনা করেন এবং নিজেদের উপাসনার দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। [জ্ঞানের উদয়ে মানুষ দেবগণের উপাসক হয়ে দেবত্বপ্রাপ্ত বা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়] ॥ ২ ॥

সত্যের বা সৎকর্মের প্রেরক বা পরিবর্ধক, সত্যের বা সৎকর্মের ধারক বা রক্ষক, বিশ্বপ্রাণস্বরূপ সেই জ্ঞানদেবতা, সর্বত্র (অথবা সকল) শুদ্ধসত্ত্বকে প্রদান করেন। (অথবা, সত্যের বা সৎকর্মের প্রেরণাসমূহ জ্ঞান হ'তে সঞ্জাত হয়; সত্যের বা সৎকর্মের অনুষ্ঠান জ্ঞান হ'তে সঞ্জাত হয়; লোকসমূহের প্রাণস্বরূপ সেই জ্ঞানদেবতা সর্বলোকে শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে প্রদান করেন; অথবা, সেই জ্ঞানদেবতা বিশ্বপ্রাণস্বরূপ; সকল উপাসকগণ তাঁর অনুগ্রহেই শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে প্রাপ্ত হন)। হে ভগবন্! যে জন (উপাসক) আপনার জন্য হবিঃসমূহকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে সমর্পণ করেন, অথবা যে জন (উপাসক) আপনার কর্ম করতে ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ জ্ঞানান্বেষী হন, সেই উভয়রকম উপাসককে জেনে আপনি পরম ধন দান করুন বা দান করেন। [হে ভগবন্! আপনার উপাসক আমরা আপনার কর্ম করতে ইচ্ছুক হয়েছি; আমাদের আপনার কাছে আকর্ষণ ক'রে নিন] ॥ ৩ ॥

হে জ্ঞানদেব! সকল মনুষ্যে অর্থাৎ নরলোকে আপনি দেবভাবসমূহের প্রবর্তক হয়ে অবস্থিত আছেন; দেবভাবসমূহের প্রদাতা প্রসিদ্ধ সেই আপনি লোকসমূহের পরমার্থ-রূপ ধনের পালক ও

[১ম মণ্ডল]

...হন; যে সকল সুবুদ্ধিসম্পন্ন জন নিজেদের দেহে (আত্মজীবনে) আপনার মিলন-রূপ বীর্য ...সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য ইচ্ছা করেন, তাঁরা নিজেদের কর্মপ্রভাবে আপনাকে (অথবা ...কে) সম্যগ্‌রূপে অবগত হন। [জ্ঞানই মানুষদের দেবভাবের উন্মেষক; যাঁরা জ্ঞানের ...হয়ে সৎকর্মসাধনে প্রবুদ্ধ হন, তাঁরাই ভগবানকে প্রাপ্ত হন] ॥ ৪ ॥

...উপাসকগণ, পিতৃকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত পুত্রের ন্যায় (অর্থাৎ পুত্র যেমন পিতার আদেশ ...তৎপর হয়, তেমন) ত্বরমাণ হয়ে সেই জ্ঞানদেবের শাসনকে শ্রবণ করেন, অর্থাৎ জ্ঞানের ...হন; বহুধনোপেত সেই জ্ঞানদেব, সৎকর্ম-প্রবর্ধক দ্বার-স্বরূপ ধনসমূহকে (জ্ঞানরূপ ...) তাঁদের প্রদান করেন; আর, সৎকর্মের দ্বারা আকৃষ্ট সেই জ্ঞানদেবতা, আপন জ্যোতিঃ ...র দ্বারা অর্থাৎ নিজের প্রভাবে, স্বর্গকে ইহজগতে স্থাপন করেন। [জ্ঞানিগণের আতিশয্যে ...স্বর্গরূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ বাল্যকালে পিতামাতার শাসন পালনকারী অবোধ ...যেমন পরে মঙ্গললাভে সমর্থ হয়, জ্ঞানের শাসনের একান্ত অনুবর্তী মানুষও সৎকর্মের ...-পরায়ণ হয়ে কী-ই বা না পেয়ে থাকে?] ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্তটিতেও অগ্নির পূর্ব পূর্ব রূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখানেও দু'টি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ...উৎপাদিত অগ্নিকে, আবার মানুষরূপী অগ্নিকে, আবার অমর ও সর্বজ্ঞ এবং সকল ধনের অধিপতি ..., কিংবা আকাশকে নক্ষত্রযুক্তকারী অগ্নিকে তথাকথিত ব্যাখ্যাকারগণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হ'তে ...গেছে।

◆ ◆

— ৬৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : শক্তিপুত্র পরাশর। ছন্দ : দ্বিপদা বিরাট্]

শুক্রঃ শুশুক্বাঁ উষো ন জারঃ পপ্রা সমীচী দিবো ন জ্যোতিঃ।
পরি প্রজাতঃ ক্রত্বা বভূথ ভুবো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্॥ ১ ॥
বেধা অদৃপ্তো অগ্নির্বিজানন্নূধর্ন গোনাং স্বাদ্মা পিতূনাম্।
জনে ন শেব আহূর্যঃ সন্মধ্যে নিষত্তো রণ্বো দুরোণে॥ ২ ॥
পুত্রো ন জাতো রণ্বো দুরোণে বাজী ন প্রীতো বিশো বি তারীৎ।
বিশো যদহ্বে নৃভিঃ সনীলা অগ্নির্দেবত্বা বিশ্বান্যশ্যাঃ॥ ৩ ॥
নকিষ্ট এতা ব্রতা মিনন্তি নৃভ্যো যদেভ্যঃ শ্রুষ্টিং চকর্থ।
তত্তু তে দংসো যদহন্‌ৎসমানৈর্নৃভি র্যদ্যুক্তো বিবে রপাংসি॥ ৪ ॥
উষো ন জারো বিভাবোস্রঃ সংজ্ঞাতরূপশ্চিকেতদস্মৈ।
ত্মনা বহন্তো দুরো ব্যৃণ্বন্নবন্ত বিশ্বে স্বর্দৃশীকে॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — জ্যোতিঃস্বরূপ সর্বপ্রকাশক সেই জ্ঞানদেবতা উষার প্রকাশক সূর্যের ন্যায় সকলের

উভয় লোককে, দ্যোতমান্ সূর্যের জ্যোতির ন্যায়, নিজের
প্রকাশক হন; আর, সমভাবে স্বর্গমর্ত্য উভয় লোককে, দ্যোতমান্ সূর্যের জ্যোতির ন্যায়, নিজের সমপর্যায়ভুক্ত হয়]; হে
তেজের দ্বারা প্রকাশিত করেন; [জ্ঞানের প্রভাবে দ্যুলোক ও ভূলোক সমপর্যায়ভুক্ত হয়]; হে
জ্ঞানদেব! আমাদের সৎকর্মের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয়ে সর্বতোভাবে আমাদের পোষণ
থাকুন; [আমাদের কর্মের দ্বারা আমাদের অভ্যন্তরে আবির্ভূত হয়ে আমাদের সর্বথা পরিরক্ষণ
করুন]; আপনি দেবভাবসমূহের, অর্থাৎ দীপ্তি-দান ইত্যাদি গুণসমূহের, পুত্র হয়ে অর্থাৎ
দেবভাবসমূহ হ'তে উৎপন্ন হয়ে, পুনরায় দেবভাবসমূহের উৎপাদক বা রক্ষক হন; [সত্ত্ব থেকে
জ্ঞান সঞ্জাত হয়, আবার জ্ঞান থেকেই সত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়] ॥ ১ ॥

লোকসমূহের অনুষ্ঠবিধায়ক, গর্বহীন অথবা নির্বিকার, জ্ঞানদেব, মনুষ্যগণের হিতাহিত অবগত
হয়ে, জ্ঞানকিরণসমূহের রক্ষাকারীর ন্যায় (অথবা,—গাভীগণের স্তননিঃসৃত দুগ্ধের মধ্যে)
পরিত্রাণের উপায়সমূহের (অন্নসমূহের) রক্ষাকর্তা (স্বাদয়িতা) হন। আর, সেই দেবতা জগতে
সুখস্বরূপ আনন্দের ন্যায় হন; উপাসকগণ কর্তৃক আহুত হয়ে, হৃদয়ের মধ্যে সত্ত্বরূপ নির্মল
বেদিকায় অবস্থিতি-পূর্বক, তিনি আনন্দপ্রদায়ক হন। [জ্ঞানই আনন্দরূপী ঈশ্বরের প্রদাতা, অথবা
ঈশ্বরের আনন্দময় ধামের প্রাপ্তিকারক; জ্ঞানই পরিত্রাণ-কারক] ॥ ২ ॥

সেই দেবতা পুত্রের ন্যায় উৎপন্ন, অর্থাৎ নবজাত পুত্রের ন্যায় আনন্দদায়ক; অথবা,—পুত্র
যেমন জাতমাত্র পুন্নাম নরক হ'তে পিতাকে পরিত্রাণ করে, জ্ঞান তেমনই হৃদয়ে উৎপন্ন হয়ে
লোকসমূহকে ত্রাণ করেন; সেই দেবতা হৃদয়-রূপ গৃহে আনন্দস্বরূপ হন; সেই দেবতা সৎকর্মের
ন্যায় প্রীতিদায়ক বা আনন্দপ্রদ হন; [সৎকর্ম যেমন মানুষদের সদানন্দ প্রদান করে, জ্ঞান তেমনই
নিত্যানন্দপ্রদ); আর, সেই দেবতা প্রজাসমূহকে বিশেষভাবে ত্রাণ করেন; যখন নেতৃস্থানীয়
জ্ঞানিগণের সাথে সম্মিলিত হয়ে মনুষ্যগণ তাঁর উপাসনা করে অর্থাৎ জ্ঞানের অনুসারী হয়, তখন
সেই জ্ঞানদেবতা সত্ত্বভাবের দ্বারা লোকসমূহকে ব্যাপ্ত করেন। [জ্ঞানের অনুসারিতার সাথে
সংসারে সত্ত্বভাবের পরিবৃদ্ধি ঘটে এবং মানুষ পরাগতি প্রাপ্ত হয়] ॥ ৩ ॥

হে জ্ঞানদেব! যখন আপনার সম্বন্ধীয় পরিদৃশ্যমান সৎকর্মসমূহ পাপস্বরূপ বাধাসকলকে অর্থাৎ
অসৎ-বৃত্তিগুলিকে নাশ করে, তখন আপনি সেই সৎকর্মের মধ্যে বিদ্যমান অর্থাৎ সৎকর্মের সাথে
সম্বন্ধযুত নেতৃগণকে অর্থাৎ জ্ঞানিগণকে কর্মফলরূপ সুখ প্রদান করেন; আর, যখন আপনার
সম্বন্ধীয় কর্ম, সৎকর্মের বাধক শত্রুগণকে হনন করে এবং যখন মনুষ্য আপনার সাথে
সমশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানিগণের সাথে সম্মিলিত হন, তখন আপনিই শত্রুগণকে বিতাড়িত করেন—নাশ
করেন। [সৎকর্মের অনুষ্ঠানে এবং জ্ঞানিগণের সাথে মিলনে, জ্ঞানের আবির্ভাবে সৎকর্মে বিঘ্ন-
উৎপাদক অন্তঃশত্রু রিপুগণরূপ সকল শত্রু নাশপ্রাপ্ত হয়] ॥ ৪ ॥

সেই দেবতা উষার প্রকাশক সূর্যের ন্যায় অর্থাৎ জ্ঞানের উন্মেষক হন; বিশিষ্ট প্রকাশযুক্ত অর্থাৎ
স্বপ্রকাশ ও লোকপ্রকাশক, আশ্রয়দাতা অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক, স্বরূপজ্ঞাপক অর্থাৎ তত্ত্বপ্রদ সেই
দেবতা উপাসককে (আমাকে) অভিমত ফল প্রদান করুন; তাঁর জ্ঞানরশ্মিসমূহ আপনা-আপনি
সৎকর্ম-সকলকে ইহসংসারে ব্যাপ্ত ক'রে, আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বারসকল উদঘাটন ক'রে দিন;
আর দর্শনীয় ইহলোকে (প্রতিটি হৃদয়ে) উদ্ভাসিত হন। [জ্ঞানের প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত হোক আর
তার দ্বারা এই সংসার পরিত্রাণ লাভ করুক সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য উদ্গীত এই মন্ত্রের দ্বারা
সকলেই জানুক যে, জ্ঞানই সৎকর্মগুলিকে সংসারে বহন ক'রে আনেন, অর্থাৎ জ্ঞানের সাহায্যে
সাধু-অসাধু, পাপী-পুণ্যবান, সকলেই সৎকর্মশীল হ'তে পারে। তেমন যে জ্ঞানকিরণসমূহ, তার

দ্বারা আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বারসকল উদ্ঘাটিত হবে। আমরা প্রত্যেকে যেন জ্ঞানের অধিকারী হই] ॥ ৫ ॥

টীকা — পূর্বের মতোই একই দেবতা, একই ঋষি, একই ছন্দ এবং একইরকম সমস্যা-সঙ্কুল গ্রন্থসমূহে প্রচারিত এই সূক্তের মন্ত্রার্থের লক্ষ্যস্থল নির্ণয়ের পক্ষে অন্তরায়ের অন্ত নেই। পূর্বাপর অসঙ্গতিপূর্ণভাবে এই সূক্তেরও ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। এই সূক্তের কতকগুলি ঋক্‌কে পদাবলম্বনে কখনও অগ্নিকে দুগ্ধ-দানের মতো সুস্বাদু অন্নের দাতারূপে, কখনও যজ্ঞক্ষেত্রে আগত হয়ে সকলকে আনন্দদাতা রূপে, কখনও তাঁর মধ্যে দেববৃন্দের দেবত্বকে বিদ্যমান দেখান হয়েছে, কখনও তাঁকে রাক্ষসদের দূর করার জন্য মরুৎ-বর্গের সাথে মিলিত হয়ে তাদের পশ্চাতে ধাবিত দেখান হয়েছে, কখনও তাঁকে সৃষ্টির আদিকারণ বলা হয়েছে, অথচ উপসংহারে তাঁর দীপ্তি বা রশ্মি আকাশে উত্থিত হয়েছে—এমন ভাব প্রকাশ পেয়েছে। বলাবাহুল্য পূর্বাপর সূক্তগুলির মতো এই সূক্তেরও ঋক্‌গুলি সকল অর্থে সকলভাবেই রূপকের সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। আসলে, এখানে দৃশ্যমান অগ্নির অতীত সামগ্রীর প্রতিই দৃষ্টি পড়ে।

◆ ◆

— ৭০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : শক্ত্রিপুত্র পরাশর। ছন্দ : দ্বিপদা বিরাট্‌]

বনেম পূর্বীরর্যো মনীষা অগ্নিঃ সুশোকো বিশ্বান্যশ্যাঃ।
আ দৈব্যানি ব্রতা চিকিত্বামা মানুষস্য জনস্য জন্ম॥ ১ ॥
গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চরথাম্।
অদ্রৌ চিদস্মা অন্তর্দুরোণে বিশাং ন বিশ্বো অমৃতঃ স্বাধীঃ॥ ২ ॥
স হি ক্ষপাবাঁ অগ্নী রয়ীণাং দাশদ্যো অস্মা অরং সূক্তৈঃ।
এা চিকিত্বো ভূমা নি পাহি দেবানাম্‌ জন্ম মর্তাংশ্চ বিদ্বান্॥ ৩ ॥
বর্ধান্যং পূর্বীঃ ক্ষপো বিরূপাঃ স্থাতুশ্চ রথমৃতপ্রবীতং।
অরাধি হোতা স্বর্নিষত্তঃ কৃন্বন্বিশ্বান্যপাংসি সত্যা॥ ৪ ॥
গোষু প্রশস্তিং বনেষু ধিষে ভরন্ত বিশ্বে বলিং স্বর্ণঃ।
বি ত্বা নরঃ পুরুত্রা সপর্যন্‌পিতুর্ন জিব্রের্বি বেদো ভরন্ত॥ ৫ ॥
সাধুর্ন গৃধ্নুরস্তেব শূরো যাতেব ভীমস্ত্বেষঃ সমৎসু॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — সৎ-বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্তব্য অথবা বুদ্ধির অধিস্বামী, জ্যোতিষ্মান্ যে জ্ঞানদেবতা, মনুষ্যোচিত দেবসম্বন্ধীয় অর্থাৎ সত্ত্বোৎপাদক যাবতীয় কর্মসমূহকে সর্বতোভাবে জেনে, মনুষ্যের উৎপত্তি-রূপ কর্মকে ব্যেপে থাকেন; অর্থাৎ—জীব-জন্মের নিবৃত্তিকে বা পরিবৃদ্ধিকে বিহিত করেন; আমরা প্রথমে সেই জ্ঞানদেবতাকে সম্যগ্‌রূপে ভজনা করছি। [জ্ঞানের তারতম্য

অনুসারেই মানুষদের জন্ম বা মোক্ষ লাভ হয়; এখানে উপাসক সমাজ জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য উদ্গ্রীব
হয়েছেন।—জ্ঞান-উন্মেষী সাধক যখন বুঝতে পারলেন যে,—জ্ঞানসম্বন্ধযুত কর্ম দু'রকমের আছে;
অর্থাৎ একরকম কর্মে 'জনস্য জন্ম' অর্থাৎ জন্মগতি লাভ হয়; অন্যরকম কর্মে 'মানুষস্য
দ্বিতা' অর্থাৎ মন্ত্রোৎপাদক অনুষ্ঠানসমূহের দ্বারা জন্মগতি রোধ হয়; তখনই তিনি জ্ঞানদেবের
সম্যগ্ জজনাত অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।—আর-উক্তোৎপন্ন ও
মধ্যে সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে] ॥ ১ ॥

যে দেবতা শুদ্ধসত্ত্বনিবহের উৎপত্তি-স্থান; যিনি অরণ্যের মাঝে তুলনীয় ছন্দসমূহের অর্থ,
অসৎ-বৃত্তিনিবহের উৎপত্তিস্থান; যিনি স্থাবরসমূহের ও জঙ্গমসমূহের উৎপত্তিস্থান; সেই দেবতাকে
আমরা পূজা অর্পণ করছি; [জ্ঞানদেবতা সৎ ও অসৎ সর্বভূতে ক্রিয়াশীল, তা বুঝে আমরা যেন
কর্মপর হই]; সেই দেবতা পাষাণের ন্যায় কঠোর হৃদয়েও অনুতাপশিখার ন্যায় প্রকাশিত আছেন,
তিনি প্রজাপালক নৃপতির ন্যায় রক্ষণশীল; তিনি অমরত্বপ্রদায়ক ও সুকর্মপ্রাপক। [সেই জ্ঞানদেব
পাপিগণের হৃদয়ে বর্তমান থেকে তাদের সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করছেন] ॥ ২ ॥

যে জন যথাশাস্ত্রপ্রযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা বা অনুধ্যানের দ্বারা জ্ঞানদেবতাকে পর্যাপ্ত স্তব করেন অর্থাৎ
জ্ঞানের অনুসারী হন; সে জন নিশ্চয়ই রিপুদমনে সমর্থ হন; [জ্ঞানী আপনা-আপনিই রিপুজয়ী
হয়ে থাকেন]। জ্ঞানদেবতা সেই রিপুজয়ী জ্ঞানীকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ ধনসমূহ প্রদান
করেন; [জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ সকল ধন প্রাপ্ত হয়] হে সর্বজ্ঞ জ্ঞানদেব! আপনি দেবত্বসমূহ
উৎপত্তি অর্থাৎ দেবত্ব-উপজন-কারণ-সমূহকে এবং মরণধর্ম-অবলম্বিগণকে অর্থাৎ তাদের
উৎপত্তি-কারণকে জেনে, এই ভূতসমূহকে অর্থাৎ দেবত্ব-উপজন-কারণ-সমূহকে এবং মরণধর্ম-
অবলম্বিগণকে অর্থাৎ তাদের উৎপত্তি-কারণকে জেনে, এই ভূতসমূহকে অর্থাৎ আমাদের ও
অন্যান্য সকল প্রাণিজগৎকে নিরন্তর পরিত্রাণ করুন। [এই মানুষরূপী আমাদের দেবভাববিশিষ্ট
ক'রে পরিত্রাণ করুন] ॥ ৩ ॥

মানুষগণ সত্যপরিবৃত সত্যসম্পৃক্ত যে জ্ঞানদেবতাকে সর্বথা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন; পূর্ব-মর্ত
অনুসারে, (অনুষ্ঠানে অর্থাৎ সেই জ্ঞানদেবতাকে ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে) প্রাণিগণ স্থাবরজঙ্গম
ইত্যাদি বিবিধ-রূপ-বিশিষ্ট হয়; কিন্তু দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বাতা সেই জ্ঞানদেব
যখন হৃদয়ে বা হৃদয়-রূপ দেব-যজন-দেশে অবস্থিত হয়ে আরাধিত হন, তখন সেই দেব
অবিতথ শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে পরিবৃদ্ধি করেন, অর্থাৎ উপাসককে প্রদান করেন [জ্ঞানের তারতম্য
অনুসারে জীব বিভিন্ন-গতি প্রাপ্ত হয়, এবং জ্ঞানের আরাধনাতেই মানুষ শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থা লাভ করে]
অথবা,—দিবস-সকল এবং রাত্রিসকল এবং স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি প্রাণিগণ, বিবিধ রূপ গ্রহণ-পূর্বক
সত্যপরিবৃত অর্থাৎ সত্যসম্পৃক্ত যে জ্ঞানদেবতাকে পূজা করে অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত
করে; দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী সেই জ্ঞানদেবতা, হৃদয়-রূপ দেব-যজন-স্থানে উপস্থিত হয়ে
যখন আরাধিত হন; তখনই সত্যস্বরূপ সকল শুদ্ধসত্ত্বকে প্রদান করেন [সদাকাল জ্ঞানের
অনুশীলনের প্রভাবে জীব শুদ্ধসত্ত্ব-অবস্থায় উপনীত হয়] ॥ ৪ ॥

জ্ঞানদেব! আপনি আমাদের হৃদয়ের অন্তর্ভূত জ্ঞানকিরণসমূহে প্রশংসনীয় ধনকে অর্থাৎ
ভগবৎ-সম্বন্ধকে স্থাপন করুন; [আমাদের জ্ঞান ভগবানের সম্বন্ধযুত হোক]; আর, সুষ্ঠু বর্ধিত
অর্থাৎ সুসাধ্য সৎকর্মকে অর্থাৎ ভগবানের পূজাকে সকল লোক (আমাদের ন্যায় সকলে) অনুসরণ
করুন—প্রাপ্ত হোন; [বিশ্বজগতে সকল লোক ভগবৎ-পূজায় সর্বথা প্রবৃত্ত হোক]। হে জ্ঞানদেব!

... জ্ঞানিগণ সর্বকর্মের মধ্যে আপনাকে নানারকমে পূজা ক'রে থাকেন; আমাদের ন্যায় ... জ্ঞানবৃদ্ধ পিতার নিকট হ'তে প্রাপ্য ধনের ন্যায় জ্ঞানকে নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠাপিত ...। [জ্ঞানিগণ যেমন সকল কর্মে জ্ঞানের অনুসারী হন, আমরাও তেমনই পিতৃপরিত্যক্ত ... প্রাপ্তির মতো যেন জ্ঞানের অধিকারী হই] ॥ ৫ ॥

সেই জ্ঞানদেবতা সাধুর ন্যায় সকলের গ্রহণকারী বা আশ্রয়দাতা হন; [সাধুগণ যেমন সকলকে ... বা সব দান ক'রে পরিত্রাণ করেন, জ্ঞান তেমনই লোকগণের পরিত্রাণকারণ হন]; সেই জ্ঞানদেবতা মৃত্যুর ন্যায় বলবান্; (অর্থাৎ, মৃত্যু যেমন সকলকে হনন করে, জ্ঞান তেমনই ...সমূহকে বিনাশ করেন)। সেই জ্ঞানদেবতা (পাপদমন পক্ষে) হিংসকের ন্যায় অতিভীষণ; [পাপকর্মকারীকে তিনি কখনও উৎসাহ দেন না]; সেই জ্ঞান বা বিবেকরূপী দেবতা রিপুপ্রাধান্যভূত ...সমূহে দীপ্ত অর্থাৎ সর্বথা জয়যুক্ত হন; অথবা, সেই জ্ঞানদেবতা রিপুসংগ্রামসমূহে ... আমাদের মধ্যে প্রদীপ্ত হোন— আমাদের রিপুনাশে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হোক] ॥ ৬ ॥

টীকা — যথাযথভাবে পূর্বের সূক্তেরই অনুরূপ সূক্ত এটি। সূক্তে উদ্দিষ্ট দেবতার স্বরূপ-সম্বন্ধে ... ইত্যাদিতে নানারকম সংশয়-সন্দেহ থেকেই গেছে। মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে এখানেও অগ্নি কখনও ... অনল, আবার কখনও মনুষ্যগুণসম্পন্ন দেহধারী হিসাবে চিহ্নিত। তথাপি, এই মন্ত্রগুলির মধ্যেও ... দৃশ্যমান অগ্নির অতীত জ্ঞানরূপ দেব-বিভূতিরূপে অনুভব করার কোন বাধাই নেই।

◆ ◆

— ৭১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : শক্তিপুত্র পরাশর। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উপ প্র জিন্বন্নুশতীরুশন্তং পতিং ন নিত্যং জনয়ঃ সনীলাঃ।
স্বসারঃ শ্যাবীমরুষীমজুষ্রঞ্চিত্রমুচ্ছন্তী মুষসং ন গাবঃ॥ ১ ॥
বীলু চিদ্দৃঢ়া পিতরো ন উক্থৈরদ্রিং রুজন্নঙ্গিরসো রবেণ।
চক্রুর্দিবো বৃহতো গাতুমস্মে অহঃ স্বর্বিবিদুঃ কেতুমুস্রাঃ॥ ২ ॥
দধন্নৃতং ধনয়ন্নস্য ধীতিমাদিদর্যো দিধিষ্বো বিভৃত্রাঃ।
অতৃষ্যন্তীরপসো যন্ত্যচ্ছা দেবাঞ্জন্ম প্রয়সা বর্ধয়ন্তী॥ ৩ ॥
মথীদ্যদীং বিভৃতো মাতরিশ্বা গৃহেগৃহে শ্যেতো জেন্যো ভূৎ।
আদীং রাজ্ঞে ন সহীয়সে সচা সন্না দূত্যং ভৃগবাণো বিবায়॥ ৪ ॥
মহে যৎপিত্র ঈং রসং দিবে করব ৎসরৎপৃশন্যশ্চিকিত্বান্।
সৃজদস্তা ধৃষতা দিদ্যুমস্মৈ স্বায়াং দেবো দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ॥ ৫ ॥
স্ব আ যস্তুভ্যং দম আ বিভাতি নমো বা দাশাদুশতো অনু দ্যূন্।
বর্ধো অগ্নে বয়ো অস্য দ্বিবর্হা যাসদ্রায়া সরথং যং জুনাসি॥ ৬ ॥

ন যঃ সংপৃচ্ছে ন পুনর্হবীতবে ন সংবাদায় রমতে।
অগ্নিং বিশ্বা অভি পৃক্ষঃ সচন্তে সমুদ্রং ন স্রবতঃ সপ্ত যহ্বীঃ।
ন জামিভির্বি চিকিতে বয়ো নো বিদা দেবেষু প্রমতিং চিকিত্বান্ ॥ ৭ ॥
আ যদিষে নৃপতিং তেজ আনট্ শুচি রেতো নিষিক্তং দ্যৌরভীকে।
অগ্নিঃ শর্ধমনবদ্যং যুবানং স্বাধ্যং জনয়ৎসূদয়চ্চ ॥ ৮ ॥
মনো ন যোঽধ্বনঃ সদ্য এত্যেকঃ সত্রা সূরো বস্ব ঈশে।
রাজানা মিত্রাবরুণা সুপাণী গোষু প্রিয়মমৃতং রক্ষমাণা ॥ ৯ ॥
মা নো অগ্নে সখ্যা পিত্র্যাণি প্র মর্ষিষ্ঠা অভি বিদুষ্কবিঃ সন্।
নভো ন রূপং জরিমা মিনাতি পুরা তস্যা অভিশস্তেরধীহি ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — পতিসহ মিলনাভিলাষিণী, পতিসেবায় আপনা-আপনি নিয়োজিত পত্নী যেমন, কাময়মান পতিকে প্রাপ্ত হয়ে, নিত্যকাল তাঁর প্রীতি-সম্পাদন করেন; তেমনই, সালোক্য ইত্যাদি মুক্তির অভিলাষী উপাসকগণ, বৈচিত্র্যশালী সেই জ্ঞানদেবতাকে বা ভগবানকে একান্তে সেবা ক'রে থাকেন; তাঁরাই উষার রশ্মির ন্যায় (অথবা,—জ্ঞানের উন্মেষকালে জ্ঞানরশ্মির বিস্ফুরণের ন্যায়) অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকারাচ্ছন্না রাত্রিকে তমঃ-বর্জিত ক'রে, শুদ্ধরূপযুত (জ্ঞানরশ্মিসমন্বিত) ক'রে থাকেন। [সাধুগণ একান্তে জ্ঞানের অন্বেষী হন; তাঁদের আদর্শে সংসারের অজ্ঞানতা নাশপ্রাপ্ত হয়] ॥ ১ ॥

পরমজ্ঞানসম্পন্ন পিতৃপুরুষগণ, দেব-আরাধনার প্রভাবে, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত দৃঢ়াঙ্গযুক্ত পাষাণের ন্যায় কঠোর রিপুনিবহকে অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন; আর, আমাদের জন্য মহৎ স্বর্গের পথকে প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন; আর, তাঁরা সুগন্তব্য স্বর্গ-ইত্যাদি-প্রাপক যে জ্ঞানালোক লাভ করেছিলেন, সেই জ্ঞানকিরণসমূহকে প্রাপ্তির মূলস্বরূপ আদর্শকে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। [আমাদের পিতৃপুরুষগণ ভগবানের আরাধনার যে আদর্শ রেখে গেছেন, তার অনুসরণই আমাদের শ্রেয়ঃসাধক] ॥ ২ ॥

সৎপথে গমনশীল সেই পিতৃদেবগণ সত্যকে ধারণ করেছিলেন, এবং জ্ঞানদেবতার কর্ম অর্থাৎ জ্ঞান-সম্বন্ধীয় আত্মধারণ-উপযোগী কর্ম করেছিলেন (পরমধন প্রাপ্তির নিমিত্ত); যখন চিত্তবৃত্তিসমূহ একান্তে পিতৃদেবগণের অনুসারী হয়ে, তাঁদের নির্দিষ্ট কর্মে বিচরণ-পূর্বক বিষয়ান্তর-তৃষ্ণারহিত হয়, তখন শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে; সেই চিত্তবৃত্তিসমূহ নিজেদের প্রচেষ্টার দ্বারা মনুষ্যগণের (পরিপার্শ্বিক জনগণের) মধ্যে দেবভাবসমূহের বর্ধনকারী হয়ে থাকেন। [দেবত্বপ্রাপ্ত পিতৃগণের অনুসরণে নিজের ও পারিপার্শ্বিক জনগণের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়] ॥ ৩ ॥

সর্বত্র সঞ্চরণশীল মাতৃস্থানীয় জ্ঞানাগ্নি অর্থাৎ আদিজ্ঞান, যখন এই ইহসংসারের পার্থিব-জনকে (অর্থাৎ রিপুগণের সাথে সংশ্লিষ্ট ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত জনকে) মন্থন করেন অর্থাৎ বিশুদ্ধ ক'রে দেন; তখন প্রতি কর্মে বা হৃদয়ে শুভ্র অনাবিল নির্মল সত্যের জ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত বা বিস্ফুরিত হয়ে থাকে; তারপর (অর্থাৎ মানুষ যখন বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়) সেই বিশুদ্ধজ্ঞান রিপুগণের বিমর্দক হয়ে নিজেকে প্রকাশ করে; আর তখন, পরীক্ষার অনল হ'তে উত্তীর্ণ উচ্চগতিপ্রাপ্ত জন (সাধুগণ) সখা বা সহায় হয়ে ভগবৎ-প্রাপণরূপ সন্ধিকর্মকে অর্থাৎ ভগবানের সাথে মিলনকে প্রাপ্ত করেন। [মাতৃস্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের আধার ভগবান্ সংসারের মোহ-বিজৃম্ভিত জ্ঞানের বিশুদ্ধতা

সম্পাদন করেন; তাঁর দ্বারা রিপুগণ বিমর্দিত হয় এবং মনুষ্যগণ পরাগতি বা মোক্ষ লাভ করে] ॥৪॥

যখন মহৎ প্রতিপালক দ্যোতমান দেবতার উদ্দেশে এই প্রসিদ্ধ পৃথিবীর সারভূত হবিঃ-কে (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে) উপাসক সমর্পণ করেন, তখন আপনা-আপনি সংলিপ্ত রিপুগণ শুদ্ধসত্ত্বের বা জ্ঞানের প্রভাবকে জেনে ভয়ে পলায়ন করে; আর তখন, রিপুনাশক সত্ত্বভাব বা জ্ঞানাগ্নি, ধর্ষক ধনের দ্বারা দূরীকৃত রিপুশত্রুকে জ্ঞানরূপ দীপ্যমান বাণ-প্রয়োগে বিতাড়িত করেন এবং তখন দীপ্যমান জ্ঞানদেব নিজ-সম্বন্ধীয় এই পৃথিবীতে (মনুষ্যের মধ্যে) জ্ঞানকিরণ স্থাপন অর্থাৎ বিস্তার করে থাকেন। [উপাসক যখন নিজের সকল সৎকর্মানুষ্ঠানকে ভগবানে ন্যস্ত করেন, তখন রিপুগণের প্রভাব খর্ব হয়, এবং ইহসংসারে জ্ঞানের বিমল ভাতি প্রকাশ পায়] ॥৫॥

হে জ্ঞানদেব! যে উপাসক তাঁর নিজের যজ্ঞগৃহে অর্থাৎ হৃদয়ে আপনাকে যথাশাস্ত্র (পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক) সর্বতোভাবে প্রদীপ্ত করে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাপিত করে; অথবা,—লোকহিত-সাধনেচ্ছু আপনাকে অনুদিন সর্বদা পূজা প্রদান করে; সেই উপাসকের, ইহলোকে ও পরলোকে, উভয় লোকের শ্রেয়ঃসাধক আপনি, মঙ্গলবর্ধন করেন; এবং যুযুৎসু রিপুদমনাভিলাষী যে পুরুষকে আপনি রিপু-দমনের জন্য নিয়োজিত করেন, সে জন পরমার্থরূপ ধনের দ্বারা ধনী হয়ে থাকেন। [সর্বথা জ্ঞানের অনুসারী ব্যক্তিই পরমার্থের অধিকারী হয়ে থাকে] ॥৬॥

সপ্তলোকের প্রাণভূতা অথবা প্রবল বেগসম্পন্না স্রোতস্বিনী যেমন আপনা-আপনি সমুদ্রে লীন হয়, তেমনই বিশ্বের সকল পূজাই জ্ঞানদেবতার সাথে সম্মিলিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান-সম্বন্ধ লাভ করে; [আমরা যখন দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই, তখনই সেই আরাধনা জ্ঞানসম্ভূত হয়]; অহিত শত্রুগণ কর্তৃক অর্থাৎ রিপুগণ কর্তৃক সে তত্ত্ব অজ্ঞাত থেকে যায়; [সৎকর্মের সাথে যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়ে থাকে শত্রুগণ কর্তৃক তা লক্ষিত হয় না]; হে জ্ঞানদেব! আপনি ধনাধিপতি দেবভাবসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনকে (অথবা,—প্রকৃষ্ট বুদ্ধিকে এবং পরমার্থকে) অবগত হয়ে (জ্ঞাপন ক'রে) আমাদের তা প্রাপ্ত করুন। [জ্ঞানের প্রভাবেই আমরা দেবভাবসম্পন্ন হ'তে পারি] ॥৭॥

যখন বলপ্রাণ-প্রদানের জন্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকিরণ সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত হয়, তখন স্বর্গলোক হ'তে অনাবিল জ্ঞানরূপ জ্যোতির নিকটে হৃদয়ের অভ্যন্তরে অথবা ইহলোকে নিয়ত প্রবাহিত বা বিস্ফুরিত হয়ে থাকে; অথবা,—তখন স্বর্গ বা স্বর্গবাসী দেবতা বিশুদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতিকে হৃদয়ে অভ্যন্তরে প্রবাহিত বা বিস্ফুরিত করেন। [জ্ঞানের আধার ভগবানের কৃপায় হৃদয়ে নির্মল জ্ঞানের আবির্ভাব হয়]; জ্ঞানদেবতা শক্তিমান অনিন্দিত চিরনবীন সৎকর্মপর সুপ্রাজ্ঞ পুরুষকে উৎপন্ন করেন বা উৎপন্ন করুন, এবং তাকে সুকর্মপর ক'রে থাকেন বা সৎকর্মে প্রেরণ করুন। [জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ অনিন্দিত সুকর্মপর চিরনবীন জীবন লাভ ক'রে থাকে] ॥৮॥

যে প্রাজ্ঞজন অসহায় থেকে সৎপথকে ত্বরায় প্রাপ্ত হন, অথবা সৎপথে বা সৎকর্মে নিঃসংশয়ে গমন করেন; সেই জন মনোগতির ন্যায় ত্বরায় ঐশ্বর্যের বা পরমার্থের সাথে অভীষ্টস্থানে গমন করেন অর্থাৎ ইষ্টলাভে সমর্থ হন; তাঁর জ্ঞান-কিরণসমূহের মধ্যে অথবা প্রার্থনাবাক্যসমূহের অভ্যন্তরে, দীপ্যমান পরমদানশীল মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয় (সুহৃৎস্থানীয় ও অভীষ্টপূরক দেববিভূতিদ্বয়) রমণীয় স্পৃহনীয় মরণরহিত মোক্ষসম্বন্ধকে রক্ষা পূর্বক অবস্থিতি করেন। [সৎকর্মপরায়ণ জ্ঞানীর জন্য দেবতারাই মোক্ষের পথ সুগম ক'রে রাখেন] ॥৯॥

হে জ্ঞানদেব! আমাদের পিতৃপিতামহ থেকে আগত স্বধর্মপালনরূপ আপনার সখিত্বকে নিন্দিত করবেন না; [আমরা যেন আমাদের পিতৃপুরুষ পরম্পরাগতভাবে অবলম্বিত সৎ-পথ বা সৎ-ধর্ম ত্যাগ ক'রে বিপথগামী বা স্বধর্মভ্রষ্ট না হই, আমাদের জ্ঞান তেমনই ক্রিয়াশীল হোক]; আপনি ত্রিকালদর্শী হয়ে আমাদের অভিমুখে সত্যকে প্রকাশ করুন—স্বধর্মকে জ্ঞাপন করুন; [প্রার্থনা,—আমাদের আত্মধর্ম জানিয়ে সৎপথাবলম্বী করুন]; অন্ধকার যেমন নভোমণ্ডলে বিস্তৃত হয় বা নভোমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, তেমনই জরা বহুদিন হ'তে আমাকে আক্রমণ করেছে; হিংস্র সেই জরার কবল হ'তে আমাকে পরিত্রাণ করুন। [প্রার্থনা,—আমার জরানাশের সাথে আমাকে অমৃতত্ব প্রদান করুন।—প্রজ্ঞানই মানুষকে অমৃতত্বে নিয়ে যায়। পূর্ণজ্ঞানলাভই জরানাশ। স্বধর্মের অনুসরণকারীই পূর্ণজ্ঞানলাভে জরানাশে সমর্থ হয়] ॥ ১০ ॥

টীকা — ঋষি ও দেবতা একই আছে; কিন্তু এই সূক্ত থেকে ছন্দ-সমাবেশের ধারা পরিবর্তিত হয়েছে। এই সূক্তেও অগ্নিকে মনুষ্য-প্রকৃতি-সম্পন্ন, মহর্ষি ভৃগু কর্তৃক দূতরূপে (রাজদূতের মতো) প্রেরিতরূপে, দেবতা-রূপে, আবার কখনও জ্বলন্ত অগ্নিরূপে পরিলক্ষিত এবং ব্যাখ্যাত হ'তে হয়েছে। আবার অগ্নিকে সম্বোধনে এক কল্পনাতীত সামগ্রীর প্রতিও আমাদের লক্ষ্য সঞ্চালিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য কোনভাবেই, সেইসব ব্যাখ্যায়, সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়নি বরং শেষপর্যন্ত জ্ঞান বা বিবেকরূপী দেবতা হিসাবেই অগ্নির দর্শন সার্থকতা লাভ করেছে।

◆ ◆

— ৭২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : শক্তিপুত্র পরাশর। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

নি কাব্যা বেধসঃ শশ্বতস্কর্হস্তে দধানো নর্যা পুরূণি।
অগ্নির্ভুবদ্রয়িপতী রয়ীণাং সত্রা চক্রাণো অমৃতানি বিশ্বা॥ ১ ॥
অস্মে বৎসং পরি ষন্তং ন বিন্দন্নিচ্ছন্তো বিশ্বে অমৃতা অমূরাঃ।
শ্রমযুবঃ পদব্যো ধিয়ন্ধাস্তস্থুঃ পদে পরমে চার্বগ্নেঃ॥ ২ ॥
তিস্রো যদগ্নে শরদস্ত্বামিচ্ছুচিং ঘৃতেন শুচয়ঃ সপর্যান্।
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ান্যসূদয়ন্ত তন্বঃ সুজাতাঃ॥ ৩ ॥
আ রোদসী বৃহতী বেবিদানাঃ প্র রুদ্রিয়া জভ্রিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
বিদন্মর্তো নেমধিতা চিকিত্বানগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসম্॥ ৪ ॥
সঞ্জানানা উপ সীদন্নভিজ্ঞু পত্নীবন্তো নমস্যং নমস্যন্।
রিরিক্কাংসস্তন্বঃ কৃণ্বতঃ স্বাঃ সখা সখ্যুর্নিমিষি রক্ষমাণাঃ॥ ৫ ॥
ত্রিঃ সপ্ত যদ্গুহ্যানি ত্বে ইৎপদাবিদন্নিহিতা যজ্ঞিয়াসঃ।
তেভী রক্ষন্তে অমৃতং সজোষাঃ পশূঞ্চ স্থাতৄঞ্চরথং চ পাহি॥ ৬ ॥

বিদ্বাঁ অগ্নে বয়ুনানি ক্ষিতীনাং ব্যানুষক্ শুরুধো জীবসে ধাঃ।
অন্তর্বিদ্বাঁ অধ্বনো দেবযানানতন্দ্রো দূতো অভবো হবির্বাট্॥ ৭ ॥
স্বাধ্যো দিব আ সপ্ত যহ্বী রায়ো দুরো ব্যৃতজ্ঞা অজানন্।
বিদদ্গব্যং সরমা দৃড়্হমূর্বং যেনানুকং মানুষী ভোজতে বিট্॥ ৮ ॥
আ যে বিশ্বা স্বপত্যানি তস্থুঃ কৃণ্বানাসো অমৃতত্বায় গাতুম্।
মহ্না মহদ্ভিঃ পৃথিবী বি তস্থে মাতা পুত্রৈরদিতির্ধায়সে বেঃ॥ ৯ ॥
অধি শ্রিয়ং নি দধুশ্চারুমস্মিন্দিবো যদক্ষী অমৃতা অকৃণ্বন্।
অধ ক্ষরন্তি সিন্ধবো ন সৃষ্টাঃ প্র নীচীরগ্নে অরুষীরজানন্॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — শাশ্বত নিত্যস্বরূপ বিধাতা ব্রহ্মের সম্বন্ধীয় মন্ত্ররূপ স্তোত্রসকল এই জ্ঞানদেবতা যেনিয়মে নিজের অভিমুখী ক'রে নেন; [ভগবানের উপাসনা পক্ষে জ্ঞান নিজেই উপাসকের সহায় হয়ে থাকেন]; অথবা,—সনাতন বিধাতা বা অদৃষ্ট-জনয়িতা অগ্নির সম্বন্ধীয় স্তোত্রমন্ত্রসমূহ যথানিয়মে সর্বদা অনুধ্যান কর; [সর্বদা জ্ঞানের অনুসারী হও]; সেই দেবতা নরহিতসাধক বহুধন হস্তে ধারণপূর্বক উপাসককে বিতরণের জন্য গ্রহণ ক'রে) বিদ্যমান রয়েছেন; [জ্ঞানের অনুসারী হলেই বহুধন প্রাপ্ত হওয়া যায়]; জ্ঞানদেবতাই ধনসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধনের অধিস্বামী হন; [জ্ঞানের দ্বারাই শ্রেষ্ঠধন অধিগত হয়]; প্রজ্ঞার সাথে অথবা স্তোতৃগণের কর্মের সাথে সকল মঙ্গল অথবা অমৃতত্ব সর্বথা প্রদান করবার জন্য সেই জ্ঞানদেবতা বিদ্যমান রয়েছেন; [পরমধন বিতরণের জন্য জ্ঞান ইহজগতে ক্রিয়মাণ রয়েছে। জ্ঞানই ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর-পরায়ণ উপাসকগণ যে সকল সৎকর্মের অনুষ্ঠান ক'রে থাকেন, তারাই সঙ্গে সঙ্গে পরমমঙ্গল-সাধক মরণরহিত পদ (মোক্ষ) মনুষ্যের অধিগত ক'রে থাকে] ॥ ১ ॥

আমাদের অর্থাৎ মনুষ্যসমূহের প্রিয় (আত্মজ বা পুত্রের ন্যায় আত্মীয় স্থলাভিষিক্ত—হৃদয়স্থিত) সর্বত্র বিদ্যমান জ্ঞানদেবতাকে মনুষ্যগণ সহসা জানতে পারে না; [যদিও জ্ঞান সর্বব্যাপী এবং মনুষ্যগণের অন্তরে অন্তরে অবস্থিত, তথাপি আমরা কেউই সহজে তাঁর সন্ধান লাভ ক'রি না]; কিন্তু জ্ঞানপিপাসুগণ সকলে, মরণরহিত, অমূঢ় (শত্রুগণ কর্তৃক অনভিভূত), সৎকর্ম সম্পাদনে সর্বকাল যুবজনের ন্যায় পরিশ্রম পরায়ণ, শ্রেষ্ঠপদপ্রাপ্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে, জ্ঞানদেবতার মনোহর পরমপদে চিরবিদ্যমান্ থাকেন। [জ্ঞানে অনুসন্ধিৎসু জন শীঘ্রই পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন] ॥ ২ ॥

হে জ্ঞানদেব! পবিত্র বিশুদ্ধ-অন্তঃকরণসম্পন্ন সাধুগণ, যে হেতু তিন কালেই (সর্বকালেই, সর্বদাই) শুদ্ধ দীপ্যমান্ আপনাকেই উদ্দেশ ক'রে হবির দ্বারা—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা, সম্যকরূপে পূজো করেন; সেই হেতু তাঁরা যজ্ঞযোগ্য পূজার্হ সংজ্ঞাসমূহ ('দেব' আখ্যা) প্রাপ্ত হন, এবং পূর্ব-রূপ পরিত্যাগ ক'রে শোভন অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়ে নিজেদের দেহ-সমূহকে স্বর্গ প্রাপ্ত করান, অর্থাৎ দেবত্ব লাভ ক'রে থাকেন—অশরীরী শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় উপনীত হন। [বিশুদ্ধ জ্ঞানের অনুসরণেই সাধুগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন] ॥ ৩ ॥

মরণধর্ম-অবলম্বী সদাদুঃখময় মনুষ্যগণ,সৎকর্মপরায়ণ হয়ে, বৈচিত্র্যবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে অর্থাৎ দ্যুলোক ও ভূলোকের রহস্যকে সর্বতোভাবে বুঝতে পেরে, প্রকৃষ্টরূপে দেবগণের আরাধনা ক'রে থাকেন—দেবভাবসমূহকে আত্মগত ক'রে থাকেন, এইভাবেই, মরণশীল মনুষ্য নিকৃকালের

তত্ত্বজ্ঞ হয়ে (আপন উদ্ধারের উপায় অনুভব ক'রে, অথবা ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন হয়ে) পরম পদে অবস্থিত জ্ঞানদেবতাকে অবগত হয়ে তাঁকে প্রাপ্ত হন। [সৎকর্মের দ্বারা জ্ঞানের অধিকারী হয়ে (সংসার-তত্ত্বজ্ঞ হয়ে) মরণশীল মানুষ অমৃতত্ব লাভ ক'রে থাকে] ॥ ৪ ॥

তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাধুগণ সৎগুণাবলিসমন্বিত হয়ে (অথবা সহধর্মিণীযুত হয়ে) দেবতার সমীপে অথবা ভগবানকে প্রাপ্ত হন; এবং পূজাই সমীপস্থ সেই জ্ঞানময়কে পূজা করে থাকেন; এর দ্বারা তাঁরা নিজেদের দেহসমূহকে জন্ম-জরা-মরণ-সম্বন্ধ হ'তে ছিন্ন করতে সমর্থ হয়ে, ভগবানের সখিত্ব-প্রভাবে অক্ষর অবস্থা প্রাপ্ত করান; অথবা,—সেই সাধুগণের নিজেদের দেহসমূহ, জন্ম-জরা-মরণ সম্বন্ধ ছিন্ন করতে সমর্থ হয়ে, ভগবানের সখিত্বের দ্বারা শীঘ্রই নিজেদের মোক্ষপদ সুরক্ষিত ক'রে থাকে। [জ্ঞানী সাধকগণ সৎ-গুণাবলির দ্বারা ভূষিত হয়ে ভগবানের আরাধনায় ঐ দেহের মুক্তি বিধান করেন।—সাধুগণ কিভাবে পরাগতি লাভ করেন, এই মন্ত্রে তারই আভাস দেওয়া হয়েছে] ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্! তিন কালে অথবা (ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান) ত্রিকালব্যাপক, সপ্তলোক অথবা (উপরিস্থিত ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-মহঃ-জন-তপঃ-সত্য) সপ্তলোকব্যাপক, নিজেতেই রক্ষিত যে নিগূঢ় (সাধক ভিন্ন অন্যের অজ্ঞানিত) ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ যে কর্মসমূহ আছে, সৎকর্মপরায়ণ সাধকগণই সে-সমুদয় অবগত হন—জেনে থাকেন; তা জেনেই তাঁরা নিজেদের সৎকর্মসমূহের সাথে অমৃতত্বকে সম্মিলিত রেখে থাকেন। [তাঁদের কর্মের সাথে তাঁদের মোক্ষ অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে]। সকলের প্রতি সমান প্রীতিসম্পন্ন হে ভগবন্! পশু ইত্যাদি প্রাণীসমূহকে অথবা পশুভাবপন্ন মূঢ়গণকে) স্থাবরদের (অথবা সৎকর্মসম্পাদনে উদ্যমহীনগণকে) এবং পশু ভিন্ন অন্য প্রাণিজাতকে (অথবা সৎকর্মপরায়ণ জনকে) আপনি রক্ষা করুন। [বিশ্বের কেউ যেন আপনার করুণা থেকে বঞ্চিত না হয়] ॥ ৬ ॥

হে জ্ঞানদেব! আমাদের সম্বন্ধীয় সকল জ্ঞাতব্যকে অর্থাৎ আমাদের কর্মসমূহকে অথবা আমাদের চাঞ্চল্যসমূহকে অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্যকে, অবগত হয়ে (বুঝে), লোকসমূহের অর্থাৎ আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত সর্বথা বিশেষভাবে আমাদের সৎকর্মের অন্তরায়কে অপসারণ করুন; আর, আমাদের অন্তরস্থিতভাব জেনে এবং আমাদের অভ্যন্তরে দেবতার অর্থাৎ দেবভাবের গতাগতিমূলক, পথসমূহকে জেনে, পুনঃপুনঃ শুদ্ধসত্ত্বের বহনকারী অর্থাৎ ভগবানে আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের সমর্পয়িতা হয়ে, ভগবানে মিলনসাধক অর্থাৎ আমাদের পক্ষে ভগবৎ-প্রাপক হন। [হে জ্ঞানদেব! আমার অন্তরের কলুষ-কালিমা অপসারণ ক'রে ভগবানের সাথে আমার কর্মের অর্থাৎ আমার আত্মার মিলন-সাধন ক'রে দিন] ॥ ৭ ॥

সপ্তলোকের (অথবা,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে) প্রাণভূত সৎকর্মসাধন প্রচেষ্টা দ্যুলোক হ'তে (স্বর্গ থেকে—সাধুসংসর্গ থেকে) এসে থাকে; সত্যতত্ত্বজ্ঞ সৎকর্মপরায়ণ সাধুগণ পরমার্থ-রূপ ধনের দ্বারা সমূহকে অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায়সমূহকে বিশেষরূপে জানেন বা প্রকাশ করেন; সৎপথে গমনশীলা, ভগবৎ-অনুরক্তা মাতৃস্থানীয়া পালনকর্ত্রী আমাদের ধী (ভক্তি অথবা শুদ্ধসত্ত্ব) ভবক্ষুধা-নিবারক শান্তিপ্রদ অক্ষয় জ্ঞানকিরণকে বা অমৃতকে লাভ করে; যার দ্বারা (যে জ্ঞানের বা অমৃতের দ্বারা) মনঃসম্বন্ধীয় প্রজা অর্থাৎ আমাদের মনোবৃত্তি ব্রহ্মকে উপভোগ করে, অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। [সাধুগণই পরমার্থের পথ প্রদর্শন ক'রে থাকেন; আমাদের মতি যখন সেই পথের অনুবর্তিনী হয়, তখনই আমরা পরমানন্দের (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের) অধিকারী হয়ে থাকি] ॥ ৮ ॥

যে সাধুগণ অমরণত্ব-সিদ্ধির জন্য (অমরত্ব লাভের জন্য) উপায় বিহিত ক'রে (প্রদর্শন ক'রে) প্রজননের হেতুভূত অর্থাৎ মুক্তিপ্রদ কর্মসকলকে সর্বতোভাবে সম্পাদন ক'রে থাকেন; সেই মনুর পুত্রগণের দ্বারা অর্থাৎ সাধুগণের দ্বারা জননীস্বরূপিণী ধরিত্রী মহত্ত্বের সাথে বিশেষভাবে অবস্থিতি করেন; তাঁদেরই কর্মের দ্বারা অনন্তস্বরূপ ভগবান্ লোকসমূহের রক্ষণের উপায় বিহিত করেন। [সাধুগণের কর্মপ্রভাবেই ধরিত্রী শান্তিলাভ করেন এবং লোকসমূহ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়] ॥ ৯ ॥

সাধুগণ ইহসংসারে শোভনা শ্রী প্রদান করেন, অর্থাৎ সাধুগণের কৃপাতেই, স্বর্গ হ'তে দেবগণ বা দেবভাব সমূহ এসে মনুষ্যের চক্ষুদুটিকে অর্থাৎ সৎ ও অসৎ দৃষ্টিশক্তিকে প্রদান করেন, তখন, অর্থাৎ সংসারে সাধুগণের কৃপা বর্ধিত হ'লে, হে জ্ঞানদেব! নিম্ন-অভিমুখিনী স্যন্দনশীলা নদীর ন্যায় অর্থাৎ নদীসকল যেমন নিম্নের দিকে আপনা-আপনি প্রবহণশীল হয়, তেমনই আপনার জ্যোতিঃসমূহ অর্থাৎ প্রভাবসকল মনুষ্যগণের প্রতি সঞ্চালিত হয়; তার দ্বারাই মনুষ্যগণ প্রকৃষ্টরূপে আপনাকে জানতে পারেন অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ লাভ করেন। [সাধুগণের কৃপায় জগতে শ্রেয়ঃ বিহিত হয় এবং সকল মঙ্গলের আধার জ্ঞানকে মানুষ লাভ ক'রে থাকে] ॥ ১০ ॥

টীকা — এই সূক্তের মন্ত্রার্থে এতই জটিল ও কুটিল ভাব-সমূহ প্রকাশ পেয়েছে যে, অগ্নিদেবতার স্বরূপ বুঝতে সত্যই বিভ্রান্ত হ'তে হয়। এর প্রত্যেক ঋকই দুর্বোধ্য হয়ে আছে। এরই ফলে যে কোনও ভাষ্যের যে কোনও অনুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, পরস্পর অর্থসামঞ্জস্য আদৌ লক্ষিত হয় না। তাই পূর্বাপর বহু ঋকেরই অর্থের অনুক্রমে এখানেও অগ্নিকে দর্শন করা হয়েছে। এখানেই এক ঋকে বলা হয়েছে—সর্বোৎকৃষ্ট ধনের অধিপতি এই অগ্নিদেবকে মরুৎবর্গ ও ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ অনেক আরাধনা ক'রে, এমনকি জন্ম-জন্মান্তরের আরাধনার ফলে লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন; আবার এখানেই অন্য ঋকে বলা হয়েছে—'সকল অমর দেবগণ ও মোহশূন্য মরুদ্গণ অনেক কামনা করেও অগ্নিকে প্রাপ্ত হননি'। ইত্যাদি ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৭৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : শক্তিপুত্র পরাশর। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

রয়ির্ন যঃ পিতৃবিত্তো বয়োধাঃ সুপ্রণীতিশ্চিকিতুষো ন শাসুঃ।
স্যোনশীরতিথির্ন প্রীণানো হোতেব সদ্ম বিধতো বি তারীৎ॥ ১ ॥
দেবো ন যঃ সবিতা সত্যমন্মা ক্রত্বা নিপাতি বৃজনানি বিশ্বা।
পুরুপ্রশস্তো অমতির্ন সত্য আত্মেব শেভো দিধিষায্যো ভূৎ॥ ২ ॥
দেবো ন যঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা।
পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী॥ ৩ ॥
তং ত্বা নরো দম আ নিত্যমিদ্ধমগ্নে সচন্ত ক্ষিতিষু ধ্রুবাসু।
অধি দ্যুম্নং নি দধুর্ভূর্যস্মিন্ভবা বিশ্বায়ুর্ধরুণো রয়ীণাম্॥ ৪ ॥

বি পৃক্ষো অগ্নে মঘবানো অস্যুর্বি সূরয়ো দদতো বিশ্বমায়ুঃ।
সনেম বাজং সমিথেষ্বর্যো ভাগং দেবেষু শ্রবসে দধানাঃ॥ ৫ ॥
ঋতস্য হি ধেনবো বাবশানাঃ স্মদূধ্নীঃ পীপয়ন্ত দ্যুভক্তাঃ।
পরাবতঃ সুমতিং ভিক্ষমাণা বি সিন্ধবঃ সময়া সস্রুরদ্রিম্॥ ৬ ॥
ত্বে অগ্নে সুমতিং ভিক্ষমাণা দিবি শ্রবো দধিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
নক্তা চ চক্রুরুষসা বিরূপে কৃষ্ণং চ বর্ণমরুণং চ সং ধুঃ॥ ৭ ॥
যান্রায় মর্তান্ত্সুষুদো অগ্নে তে স্যাম মঘবানো বয়ং চ।
ছায়েব বিশ্বং ভুবনং সিসক্ষ্যাপপ্রিবান্রোদসী অন্তরিক্ষম্॥ ৮ ॥
অর্বদ্ভিরগ্নে অর্বতো নৃভির্নৃন্বীরৈর্বীরান্বনুয়ামা ত্বোতাঃ।
ঈশানাসঃ পিতৃবিত্তস্য রায়ো বি সূরয়ঃ শতহিমা নো অশ্যুঃ॥ ৯ ॥
এতা তে অগ্ন উচথানি বেধো জুষ্টানি সন্তু মনসে হৃদে চ।
শকেম রায়ঃ সুধুরো যমং তেঽধি শ্রবো দেবভক্তং দধানাঃ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — যে জ্ঞানদেবতা পিতৃপিতামহ হ'তে লব্ধ ধনের ন্যায় শ্রেয়ঃসাধক হন, ধর্মতত্ত্বজ্ঞানীর শাসনের ন্যায় সুপরিচালক হন, যাগ ইত্যাদি সৎকর্মের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথির ন্যায় সৎকারের ও তর্পণের যোগ্য হন; সেই জ্ঞানদেবতা তাঁর পরিচরণকারী অর্থাৎ জ্ঞান-অনুসন্ধানীর হৃদয়রূপ গৃহে দেবগণের বা দেবভাব-সমূহের আহ্বাতার ন্যায় বিশেষভাবে দেবত্বের বর্ধন ক'রে থাকেন। [সকল শ্রেয়ঃসাধক জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের মধ্যে দেবত্ব বিকাশ পায়] ॥ ১ ॥

জ্ঞানপ্রেরক অর্থাৎ সুমঙ্গলবিধায়ক যে জ্ঞানদেবতা দ্যোতমান্ প্রকাশস্বরূপ সত্যের ধারয়িতা বা বর্ধয়িতা হন, তিনিই আমাদের সৎকর্মের দ্বারা সকল শত্রুকে নাশ ক'রে থাকেন, অথবা সকল শত্রু-সমরে আমাদের পালন করেন—জয়যুক্ত করেন; বহুজনের স্তুত অথবা সর্বব্যাপী সেই দেবতা, রূপের ন্যায় প্রকৃত,—অর্থাৎ বস্তুসমূহের অস্তিত্বের সাথে রূপের সম্বন্ধ যেমন অবিচ্ছিন্ন, আমাদের সাথে তেমনই চিরবিদ্যমান আছেন; অথবা,—সেই দেবতা দুর্মতি-রূপ (পাপীর ন্যায়) অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হৃদয়ে অবিতথ সত্যপ্রকাশশীল হন, সেই দেবতা আত্মার ন্যায় সুখকর, অর্থাৎ দুঃখসম্বন্ধপরিচ্ছিন্ন; এমন সেই দেবতা উপাসকগণের ধারণীয় হন। [জ্ঞানদেবতা নিজেই জ্ঞানের অনুসারিগণের অধিগত হন।—এখানে অগ্নিকে অগ্নির অতীত সামগ্রীরূপেই প্রতিভাত হয়। তাই অগ্নিপক্ষে প্রধানতঃ জ্ঞানদেবতার দ্যোতনা পরিকল্পনা সঙ্গত হয়] ॥ ২ ॥

সকল জগতের ধারণকর্তা অর্থাৎ সকলের রক্ষক যে জ্ঞানদেবতা দ্যোতমান্ সূর্যের ন্যায় অথবা দীপ্তিমান ইত্যাদি গুণযুক্ত দেবতার ন্যায় ইহলোককে রক্ষা করেন—ধারণ করেন; তাঁর সমীপস্থ জনগণ (অর্থাৎ যিনি জ্ঞানের অনুসন্ধায়ী তিনি) অনুকূলমিত্রবিশিষ্ট নৃপতির ন্যায় (অর্থাৎ সকলের সহায়তা-প্রাপ্ত রাজার মতো) শক্তিশালী হন। [যে জন জ্ঞানদেবতার সামীপ্যলাভ করেছেন, তিনিই সকলের উপর আধিপত্য-বিস্তারের সমর্থ হন]; সেই জন পিতৃগৃহে আশ্রয়প্রাপ্ত পুত্রের ন্যায়, অথবা বীরের ন্যায় মঙ্গললাভকারী হন। [বীরগণ যেমন আপন শক্তির প্রভাবে শ্রেয়ঃসমূহ অধিকার করতে সমর্থ হন, জ্ঞানসামীপ্যপ্রাপ্ত জন তেমনই মঙ্গলকে প্রাপ্ত হন]। তার সেই জন অনিন্দিত

পতিসেবাপরায়ণা সহধর্মিণীর ন্যায় সুরক্ষিত হন। [পতিপরায়ণা সাধ্বী যেমন পতি কর্তৃক সদা সুরক্ষিত থাকেন, জ্ঞানানুসারী মানুষ তেমনই জ্ঞানের দ্বারা রক্ষাপ্রাপ্ত হন।—'অনবদ্যা পতিজুষ্টে নারী' উপমাটি জ্ঞানের অনুসন্ধায়ী জ্ঞানের অধিকারী উপাসক-সম্বন্ধেই যথাপ্রযুক্ত ব'লে প্রতিপন্ন না হবার কোন কারণ নেই] ॥ ৩ ॥

হে জ্ঞানদেব! নিত্য অচঞ্চল আশ্রয়স্থান-সমূহে যাবার জন্য অথবা মোক্ষপথসমূহে মনুষ্যগণকে পরিচালিত করবার জন্য, অবিনশ্বর জ্ঞান-উন্মেষক (অনল প্রজ্বালনের নিমিত্ত কাষ্ঠসংযোগের ন্যায়) প্রসিদ্ধ লোকহিতসাধক আপনাকে, নেতৃস্থানীয় সাধকগণ নিজেদের হৃদয়-রূপ গৃহে সর্বতোভাবে সেবা ক'রে থাকেন। [অগ্নিতে ইন্ধন-সংযোগকারী যেমন অগ্নির জ্বলন বা দীপ্তি রক্ষা করেন, সাধুগণ তেমনই লোকসকলকে মোক্ষপথে নিয়ে যাবার জন্য জ্ঞানদেবতার সেবা ক'রে থাকেন]। হে দেব! ইহসংসারে প্রভূত জ্ঞানকিরণ বিস্তার করুন; বিশ্বের আয়ুঃস্বরূপ আপনি, ধনসমূহের এবং চতুর্বর্গফলসমূহের প্রদাতা হোন। [জ্ঞানদেবতার কৃপায় সংসারে জ্ঞানকিরণ বিস্তৃত হোক, এবং মনুষেরা পরমশান্তি লাভ করুক।—এখানে চতুর্বর্গধনের কামনা প্রকাশমান; অর্থাৎ পরমার্থরূপ ধনের প্রার্থনাই পরিব্যক্ত। জ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে তা মানুষের অধিগত হয় না, তাই জ্ঞানদেবতার সাহায্য প্রার্থনাই উদ্গীত] ॥ ৪ ॥

হে জ্ঞানদেব! আপনি ধনাধিপতি হন; আপনার কৃপায় মনুষ্যগণের মধ্যে সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যরূপ ধনসমূহ বিশেষভাবে ব্যাপ্ত হোক; এবং জ্ঞানিগণ জ্ঞানবিতরক হয়ে ইহজগতে পরিব্যাপ্ত হোন। [আপনার কৃপায় জ্ঞানিগণের সাহায্যে ইহজগতে জ্ঞানসহযুত সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য বিস্তৃত হবে]। রিপুসংগ্রাম-সমূহে শত্রুনাশ-সম্বন্ধীয় বিশ্বহিতসাধক আয়ুঃ এবং সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন প্রাপ্ত হই; আর, শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত—আত্মমঙ্গলের প্রচেষ্টার জন্য, দেবগণের—দীপ্তিদানাদি- গুণসামীপ্যে, হবিঃ ধারণকারী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের সাধনকারী হয়ে, আমরা যেন শ্রেয় লাভ ক'রি। [ভগবানের অনুগ্রহে রিপুদমন-সামর্থ্য এবং আত্মশ্রেয়ঃ-সাধনসঙ্কল্প আমাদের মধ্যে উদ্বোধিত হোক] ॥ ৫ ॥

জ্ঞানরশ্মিসমূহ সত্যের অথবা সৎকর্মের নিশ্চয়ই অভিলাষী হয়। [জ্ঞান নিত্যই সৎকর্মের অনুসারী]। সদা হবিঃপ্রদানশীল অর্থাৎ নিত্য-উপাসনাপরায়ণ, স্বর্গাভিলাষী অর্থাৎ সত্ত্বসত্ত্বানুসারিগণ, নিত্যসত্ত্বপানশীল অর্থাৎ সত্ত্বসঞ্চয়কারী হন। [ভগবৎপরায়ণ সত্ত্বানুসারী জন নিত্য সত্ত্বসঞ্চয়শীল হন]। অথবা,—জ্ঞানরশ্মিসমূহে নিত্যকাল সত্যের বা সৎকর্মের কামনাকারী, সর্বদা হবিঃপ্রদানশীল অর্থাৎ নিত্য-উপাসনাপরায়ণ, স্বর্গাভিলাষী অর্থাৎ সত্ত্বানুসারী হয়ে, সত্ত্বপানশীল হন। [জ্ঞানের সাথে সত্যের ও সৎকর্মের নিত্যসম্বন্ধ]। সমুদ্রাভিলাষিণী স্যন্দনশীলা স্রোতস্বিনীসমূহ যেমন পর্বত ভেদ ক'রে দূরদেশ হ'তে প্রবাহিত হয়, তেমনই দেবাত্মিকা সুবুদ্ধি প্রাপ্তির অভিলাষী জনগণ—নিত্যই ভগবানের অনুসারী হন। [নদীসমূহ যেমন আপনা-আপনি সাগরের অভিমুখে প্রবাহিত হয়, সুবুদ্ধিপরায়ণ মানুষ তেমনই নিজের অনুপ্রেরণাতেই ভগবানের অনুসারী হয়ে থাকেন] ॥ ৬ ॥

হে জ্ঞানদেব! দেবাত্মিকা সুবুদ্ধিকে প্রাপ্তির অভিলাষী সৎকর্মপরায়ণ জনগণ অর্থাৎ সাধুগণ আপনাতেই মঙ্গল দেখতে পান; [জ্ঞানানুশীলনের সাথে মঙ্গল যে বিদ্যমান আছে, এ সাধুগণ অনুভব ক'রে থাকেন]; এবং সাধুগণ জ্ঞান-উন্মেষের দ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকারকে দূরীভূত করেন; আর তাঁরাই অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারকে সম্যগরূপে জ্ঞানপ্রভাদ্বিত ক'রে থাকেন।

[সাধুগণের প্রচেষ্টার দ্বারাই সংসারের অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়] ॥ ৭ ॥

হে জ্ঞানদেব! এই যে মনুষ্য—আমাদের—পরমার্থরূপ ধনের নিমিত্ত আপনি সুকর্মসমূহে অর্থাৎ সৎকর্মসাধনে প্রেরণ করেন, নিযুক্ত করেন; সেই আমরা নিশ্চয়ই পরমার্থ প্রাপ্ত হই। [যখন আমরা জ্ঞানের অনুসারী হই, তখনই পরমার্থ প্রাপ্ত হয়ে থাকি]। আপনার তেজের দ্বারা দীপ্যমান আপনি, ছায়ার ন্যায় নিত্যসহচরের ন্যায়, সকল ভুবন ব্যেপে আছেন, এবং দ্যাবাপৃথিবীকে ও অন্তরীক্ষকে অর্থাৎ সকল লোককে আপনি পালন করেন। [জ্ঞানপ্রভাবেই সকল লোক রক্ষা প্রাপ্ত হয়] ॥ ৮ ॥

হে জ্ঞানদেব! আপনার কর্তৃক রক্ষিত হয়ে আমরা, পাপনাশক কর্মসমূহের দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্মসাধনের দ্বারা, পাপকর্মসমূহকে (অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে) যেন বিনাশ ক'রি; এবং আমাদের মনুষ্যত্ব-প্রভাবে নেতৃস্থানীয় পাপসমূহকে (প্রবল অসৎ-বৃত্তিনিবহকে) যেন বিনাশ করি; এবং আমাদের বলের দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যের দ্বারা প্রবল বাধাসমূহকে অর্থাৎ সৎকর্মসাধনের অন্তরায়সমূহকে যেন বিনাশ ক'রি; তারপর পিতৃপিতামহ-পরম্পরায় প্রাপ্ত পরমধনের অধিস্বামী অর্থাৎ স্বধর্ম-অনুসারী জ্ঞানিগণ, আমাদের অশেষ পাপতমকে অর্থাৎ অজ্ঞান-অন্ধকারসমূহকে বিশেষভাবে বিনাশ করুন। [জ্ঞানদেবতার কৃপায় সকল আপৎ দূরীভূত হয়; তাঁরা সাধুগণ আমাদের জ্ঞানাধিকারী করেন।—কোন কোন ব্যাখ্যায় 'আমাদের (বিদ্বান্) পুত্রগণ শত সম্বৎসর জীবিত থাকুক' দেখা যায়। তার পরিবর্তে 'জ্ঞানিগণ আমাদের অজ্ঞানতা নাশ করুন' এমন অর্থই এখানে সঙ্গত] ॥ ৯ ॥

মেধাবিন্ অথবা ধীর বা শক্তির প্রদাতা হে জ্ঞানদেব! আপনার সম্বন্ধীয় অর্থাৎ জ্ঞানানুসরণমূলক আমাদের উচ্চারিত এই স্তোত্রসমূহ, আমাদের মনোবৃত্তির হিতসাধনের জন্য এবং অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের নিমিত্ত, (অথবা, আপনার) আমাদের প্রিয় হোক; আর, আপনার সম্বন্ধীয় সুষ্ঠুকর্মের নির্বাহক অথবা দুঃখনাশক পরমার্থ-রূপ ধনের নিয়মন করতে অর্থাৎ প্রাপ্তির উপর বিধান করতে আমরা যেন সমর্থ হই; এবং দেবানুগত অর্থাৎ দেবভাব হতে প্রাপ্ত মঙ্গলকে বা কর্মফলকে অথবা শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ হবিঃকে ভগবানের প্রতি সমর্পণ করতে আমরা যেন সমর্থ হই। [জ্ঞানের অনুশীলনে আমাদের ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি হোক; এবং জ্ঞানান্বিত হয়ে আমরা যেন আমাদের কর্মফল ভগবানে সমর্পণ করতে সমর্থ হই] ॥ ১০ ॥

টীকা — প্রচলিত ক্রিয়াকর্মে এবং ভাষ্যের ও ব্যাখ্যাদির অর্থ অনুসারে জ্বলন্ত অগ্নির প্রতিই মন্ত্রের লক্ষ্য নির্দিষ্ট দেখি; অথচ, জ্বলন্ত অগ্নিপক্ষে অর্থ গ্রহণ করলে, পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না; পরন্তু বিভিন্ন বিপরীত ভাবেরই প্রকাশ পায়। যেমন, কাষ্ঠ প্রজ্বলিত ক'রে যে অগ্নির উৎপত্তি হয় (৪র্থ ঋকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ); সেই অগ্নি কেমন ক'রে দারিদ্র্যবিনাশী ধনদাতা হবেন (১০ম ঋকের অর্থানুসারে); কেমন ক'রে শাস্ত্রভিজ্ঞ ব্যক্তির মতো নেতৃত্বের সহায় হবেন (১ম ঋকের ব্যাখ্যানুসারে); কেমন ক'রে বা মানুষদের যজ্ঞকর্মের প্রেরক হবেন (৮ম ঋকের ভাষ্যানুসারে); তা বোধগম্য হওয়া সম্ভব হয় কি। গাভীগণ অগ্নির জন্যই দুগ্ধ দান করে বা নদীসমূহ অগ্নির দ্বারাই পর্বত হ'তে নিঃসৃত হয়ে থাকে—এই সূক্তের ৫ম ঋকের ব্যাখ্যায় এমন সব কথা লিখিত হওয়ায় পাঠকের মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে। অথচ, ভগবানের বিভূতিস্বরূপ জ্ঞানদেবতার প্রতীকরূপে অগ্নিকে দর্শন ও ব্যাখ্যা করা কত সঙ্গত ও সহজ তা লক্ষণীয়।

◆ ◆

— ৭৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : গায়ত্রী]

উপপ্রযন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে। আরে অস্মে চ শৃণ্বতে॥ ১ ॥
যঃ স্নীহিতীষু পূর্ব্যঃ সঞ্জগ্মানাসু কৃষ্টিষু। অরক্ষদ্দাশুষে গয়ং॥ ২ ॥
উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্বৃত্রহাজনি। ধনঞ্জয়ো রণেরণে॥ ৩ ॥
যস্য দূতো অসি ক্ষয়ে বেষি হব্যানি বীতয়ে। দস্মৎকৃণোষ্যধ্বরম্॥ ৪ ॥
তমিৎসুহব্যমঙ্গিরঃ সুদেবং সহসো যহো। জনা আহুঃ সুবর্হিষম্॥ ৫ ॥
আ চ বহাসি তাঁ ইহ দেবাঁ উপ প্রশস্তয়ে। হব্যা সুশ্চন্দ্র বীতয়ে॥ ৬ ॥
ন যোরুপব্দিরশ্ব্যঃ শৃণ্বে রথস্য কচ্চন। যদগ্নে যাসি দূত্যম্॥ ৭ ॥
ত্বোতা বাজ্যহ্রয়োঽভি পূর্বস্মাদপরঃ। প্রদাশ্বাঁ অগ্নে অস্থাৎ॥ ৮ ॥
উত দ্যুমৎসুবীর্য্যং বৃহদগ্নে বিবাসসি। দেবেভ্যো দেব দাশুষে॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হিংসাপ্রত্যবায়রহিত যজ্ঞকে সমীপে প্রাপ্ত হয়ে অর্থাৎ সৎকর্মের অনুষ্ঠান ক'রে, জ্ঞানদেবতার নিমিত্ত মন্ত্রকে আমরা যেন উচ্চারণ ক'রি; [সৎকর্ম-অনুষ্ঠানের সাথে আমরা যেন জ্ঞানের অর্জনে প্রবৃত্ত হই]; দূরে অবস্থিত থেকেও তিনি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন; [অজ্ঞান আমরা যদিও জ্ঞান থেকে দূরে অবস্থিত হই, কিন্তু আমাদের সৎকর্মসাধনের দ্বারা জ্ঞান আমাদের সমীপবর্তী হন]। ॥ ১ ॥

শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত (অথবা,—সকলের প্রতি অথবা ভগবানের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন) সমীপাগত সাধকগণের মধ্যে যে দেবতা নিত্যকাল নিজেকে রক্ষা করেন (অর্থাৎ যে দেবতার অনুকম্পায় তাঁর অনুরাগী জন রক্ষা প্রাপ্ত হয়); সেই দেবতা উপাসকের নিমিত্ত রক্ষার উপায় বিধান ক'রে রেখেছেন। [মন্ত্রটি দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক; দেবতায় অনুরক্ত জনগণ যদি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হন, দেবগণই তাঁদের রক্ষা করেন এবং তাঁদের শ্রেয়ঃসাধন ক'রে থাকেন।—সাধুগণ বিপদে পড়লে জ্ঞানই তাঁদের রক্ষা করেন, অথবা লোকানুরাগসম্পন্ন ভগবৎ-প্রীতিপরায়ণ জনের সংরক্ষণ জ্ঞানদেবতার অনুকম্পাতেই সাধিত হয়ে থাকে] ॥ ২ ॥

আর, অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর নাশকারী, সকলপ্রকার সংগ্রামে অর্থাৎ বাহিরের ও অন্তরের শত্রুর শত্রুজয়কারী, জ্ঞানদেবতা আমাদের হৃদয়ে উৎপন্ন হোন, অথবা সৎকর্মের সাথে সকলের হৃদয়ে সঞ্জাত হোন; এবং অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন মনুষ্যগণও তাঁকে স্তব করুক—তাঁর পূজা করুক, অর্থাৎ জ্ঞানানুসারী হোক। [জ্ঞানের উৎপত্তির সাথে মানুষ জ্ঞানের অনুসারী হোক—আমরা যেন জ্ঞানের অনুসরণে সমর্থ হই] ॥ ৩ ॥

হে জ্ঞানদেব! আপনি যে উপাসকদের মোক্ষপ্রাপ্তির বা পাপনাশের নিমিত্ত দূত অর্থাৎ ভগবানের সাথে মিলনসাধক হন; তার রক্ষণের বা পরিত্রাণের নিমিত্ত (অথবা ভগবানের প্রাপ্তির

নিমিত্ত) তার পুজাসমূহকে বা শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানে লীন করেন; এবং তার যাগ ইত্যাদি সৎকর্মের ভগবানের দর্শনীয় বা প্রাপক ক'রে দেন। [জ্ঞানই মোক্ষবিধায়ক এবং সকল মঙ্গলসাধক; জ্ঞানের সাথে মানুষদের কর্ম ভগবানে সংন্যস্ত হয়] ॥ ৪ ॥

শক্তির আশ্রয় (সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যের জনয়িতা) অঙ্গনাদি-গুণযুক্ত অর্থাৎ সর্বতঃ ব্যাপ্ত হে জ্ঞানদেব। পূর্বোক্ত আপনার উপাসককেই সকল লোকে শুদ্ধসত্ত্বান্বিত সুষ্ঠুদেবভাবযুত সৎ-অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব'লে থাকে, অর্থাৎ মনে করে। [জ্ঞানী উপাসকই লোকের আদর্শ হন] ॥ ৫ ॥

হে শোভন-চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধজ্যোতিঃবিশিষ্ট (আহ্লাদরূপ)! আমাদের পূজার নিমিত্ত এবং আমাদের অনুসরণের জন্য, লোকহিতসাধক প্রসিদ্ধ দেবভাবসমূহকে (দীপ্তিদানাদি-গুণসকলকে) আমাদের কর্মসমীপে সর্বতোভাবে আনয়ন করুন; এবং আমাদের রক্ষার নিমিত্ত অথবা ভগবানের গ্রহণের নিমিত্ত, আমাদের প্রদত্ত হবিঃসমূহকে (শুদ্ধসত্ত্বকে) তাতে সংবাহন করুন। [সৎ-জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের কর্মসমূহ দেবত্ব-যুত হোক এবং কর্মফল ভগবানকে প্রাপ্ত হোক] ॥ ৬ ॥

হে জ্ঞানদেব! আপনি যখন দূতত্ব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ভগবানের বা দেবভাবের সাথে আমাদের মিলনসাধকত্ব গ্রহণ করেন; [যখন আপনি আমাদের দেবভাবসম্পন্ন অথবা ভগবানের সাথে সম্মিলিত করেন]; তখন ভগবৎসমীপে গমনশীল আমাদের হৃদয়স্থিত (অথবা সৎকর্মের হতে উৎপন্ন) জ্ঞানকিরণনিবহ শব্দায়মান অর্থাৎ বাহ্যপ্রকাশশীল হয় না। [ভগবানের সাথে হৃদয়স্থিত জ্ঞানের সম্মিলন অপরের অলক্ষ্যে সম্পাদিত হয়, অন্যে তা লক্ষ্য করতে পারে না।—আমাদের হৃদয় অথবা সৎকর্ম-সঞ্জাত জ্ঞান নীরবে আমাদের ভগবানের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়; সে পক্ষে কোনরকম আস্ফালন বা আড়ম্বর প্রকাশ পায় না] ॥ ৭ ॥

হে জ্ঞানদেব! যে জন বহুদিবস হ'তে নিকৃষ্ট লজ্জারহিত অর্থাৎ পাপকর্মপরায়ণ, সেও আপনার দ্বারা রক্ষা প্রাপ্ত হ'লে অর্থাৎ জ্ঞানসম্বন্ধযুত হ'লে, সৎকর্মপর, ভগবানের পূজাপরায়ণ (ভগবানের হবিঃ বা শুদ্ধসত্ত্বের দাতা) হয়ে, ভগবানের প্রতি লক্ষ্য পূর্বক প্রকৃষ্টরূপে অবস্থিতি করে অর্থাৎ উৎকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হয়। [জ্ঞানসম্বন্ধযুত হ'লে মানুষদের পূর্বকৃত পাপ নাশপ্রাপ্ত হয়] ॥ ৮ ॥

আর, দ্যোতিমান্ (দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণযুক্ত) হে জ্ঞানদেব! দীপ্তিদানাদিগুণসমূহে (দেবভাবসমূহে) আত্মোৎসর্গকারী উপাসকের নিমিত্ত মহৎ দীপ্ত (অনাবিল) শোভনবীর্যোপেত (সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যযুত) ধনকে আপনি প্রাপ্ত করান—প্রদান করেন। [দেবভাবসমূহে আত্ম-উৎসর্গকারী সৎকর্ম-পরায়ণ জন, জ্ঞানের অধিকারী হয়ে, পরম ধন লাভ করেন] ॥ ৯ ॥

টীকা — এই সূক্তে ছন্দের ধারা পরিবর্তিত হলেও দেবতা সেই—অগ্নি। অপরাপর সূক্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে এই সূক্তের ঋক্‌গুলির প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেই কথাই বলা যায়। অগ্নি স্তুতি শ্রবণ করেন, অগ্নি যুদ্ধে শত্রুধন জয় করেন, অগ্নি দূতরূপে গমন করেন, অগ্নি ধন দান করেন—এই সব ভাব মন্ত্রার্থে প্রচলিত আছে। আবার অগ্নিকে 'বলের পুত্র', তিনি দেবগণকে ভোজনের জন্য হবিঃ প্রদান করেন, তাঁর রথ অশ্ববিশিষ্ট—এমন সব ভাবও মন্ত্রার্থে প্রচলিত দেখা যায়। তাতে কি বস্তুকে যে কি ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা বোঝাবার উপায় নেই। অথচ, জ্ঞান-রূপ দেবতার সম্বন্ধে মন্ত্রের প্রকৃতি স্বীকার করলে কোথাও কোন অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না।

— ৭৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : গায়ত্রী]

জুষস্ব সপ্রথস্তমং বচো দেবপ্সরস্তমম্। হব্যা জুহ্বান আসনি॥ ১ ॥
অথা তে অঙ্গিরস্তমাগ্নে বেধস্তম প্রিয়ম্। বোচেম ব্রহ্ম সানসি॥ ২ ॥
কস্তে জামির্জনানামগ্নে কো দাশ্বধ্বরঃ। কো হ কস্মিন্নসি শ্রিতঃ॥ ৩ ॥
ত্বং জামির্জনানামগ্নে মিত্রো অসি প্রিয়ঃ সখা সখিভ্য ঈড্যঃ॥ ৪ ॥
যজা নো মিত্রাবরুণা যজা দেবাঁ ঋতং বৃহৎ। অগ্নে যক্ষি স্বং দমম্॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে জ্ঞানদেব! আপনার আস্যে অর্থাৎ আপনাতে আমাদের হব্যসমূহ অর্থাৎ প্রদান গ্রহণ-পূর্বক [আমাদের কর্মকে জ্ঞানসমন্বিত ও দেবত্ব-মণ্ডিত ক'রে), আমাদের উচ্চারিত সর্ব-লোকহিতসাধক শ্রেষ্ঠ-দেবভাবপ্রদাতা এই মন্ত্রকে (পূজাকে) আপনি গ্রহণ করুন। [আমাদের উচ্চারিত স্তোত্র সৎকর্মের সহযুত হয়ে দেবতার প্রাপক হোক]। ॥ ১ ॥

সর্বব্যাপক (চৈতন্যরূপে সর্বত্র বিদ্যমান) শ্রেষ্ঠ মেধাবিন্ হে জ্ঞানদেব! এরপর (আপনার কৃপা প্রাপ্ত হয়ে) আপনার সম্ভজনীয় (আনন্দপ্রদ) প্রীতিকর মন্ত্রকে (অথবা স্বয়ং ব্রহ্মকে) আমরা যেন উচ্চারণ করি। [মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক; উপাসক জ্ঞানের অনুসারী হবার জন্য নিজেকে উদ্বুদ্ধ করছেন। —এর দ্বারা এই তত্ত্বই প্রকাশ পাচ্ছে যে,—ব্রহ্মের উপাসনায় জ্ঞানই প্রধান সহায়]। ॥ ২ ॥

হে জ্ঞানদেব! মনুষ্যগণের মধ্যে আপনার শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী কে আছে? [জ্ঞানের প্রতিযোগী কেউই নেই); আর, আপনার ন্যায় সৎকর্মপ্রাপকই বা কে আছে? [জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৎকর্মপ্রাপক কেউই থাকতে পারে না); আর আপনার হন্তা বা সমশক্তিসম্পন্ন কে আছে? [জ্ঞানের হন্তা বা সমশক্তিসম্পন্ন কেউই হয় না]; অতএব কোন্ স্থানে বা কোন্ কর্মে আপনি সংস্থিত আছেন, তা অনুসরণ করা আবশ্যক। [জ্ঞানের প্রভাব অনুভব ক'রে জ্ঞানের অনুসরণে মনের অনুরাগসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য]। ॥ ৩ ॥

হে জ্ঞানদেব! পূর্বোক্ত গুণশক্তি-সম্পন্ন আপনি মনুষ্যগণের অর্থাৎ বিষয়ী কুটিলগণের শত্রু এবং সরলচিত্ত সাধুজনের প্রিয় মিত্র হন। [যাঁরা জ্ঞানের অনুসারী জ্ঞান তাঁদের হিতসাধন করেন, এবং জ্ঞানের উন্মেষের সাথে পাপিগণ (তাদের কৃতকর্মের স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হয়) অনুতপ্ত হয়]। ॥ ৪ ॥

হে জ্ঞানদেব, হে আমাদের জ্ঞান! আপনি আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের হিতসাধনের নিমিত্ত, মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়কে (অর্থাৎ মিত্রস্বরূপ হিতসাধক এবং অভীষ্টবর্ষক রূপ শ্রেয়োবিধায়ক দেবদ্বয়কে) পূজা করুন অর্থাৎ আমাদের প্রাপ্ত করান; এবং দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহকে অর্থাৎ সকল দেবতাকে পূজা করুন অর্থাৎ আমাদের প্রাপ্ত করান; এবং শ্রেষ্ঠ সত্যকে বা সৎকর্মকে আর আপনার আবাস-স্থানকে (অথবা,—শাসনকে—কুকর্ম হ'তে আমাদের মনের নিবৃত্তিকে) পূজা

করুন অর্থাৎ আমাদের প্রাপ্ত করান। [আমাদের জ্ঞান আমাদের দেবভাব-প্রদানে, সৎকর্মের অনুষ্ঠানে ও কুকর্মের নিবৃত্তিতে আমাদের নিয়োজিত করুক] ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্তে পাঁচটি মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাতে অগ্নিকে মানুষ ব'লেই মনে হবে। কেবল একটি মন্ত্রে (৩য় ঋকে) সামান্য সংশয় আসে। পূর্ববর্তী অনুবাদকেরা অগ্নিকে সুখ হব্য গ্রহণকারী, অঙ্গিরা ও মেধাবীকুলে শ্রেষ্ঠ মানুষদের মধ্যে তাঁর সখা হবার কেউই উপযুক্ত নয়, তিনি মানুষের বন্ধু ও মিত্র, তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য মিত্র ও বরুণদেবের পূজক, ইত্যাদি বলেছেন।—এই সূক্তের মন্ত্রগুলি অপরাপর ব্রাহ্মণ ও সংহিতায় দেখা যায়। সেগুলিরও কোথাও অগ্নি জ্বলন্ত পাবক, আবার কোথাও বা মানুষ সংজ্ঞায় অভিহিত। বলা বাহুল্য, পূর্বাপর অসঙ্গতিপূর্ণ সেইসব অনুবাদ পরিহার ক'রে অগ্নিকে ঈশ্বরের বিভূতিধারী বিবেকরূপী জ্ঞানের দেবতা হিসাবে দর্শনই সঙ্গত ব'লে প্রতীয়মান হওয়া সঙ্গত।

◆ ◆

— ৭৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কা ত উপেতির্মনসো বরায় ভুবদগ্নে শন্তমা কা মনীষা।
কো বা যজ্ঞৈঃ পরি দক্ষন্ত আপ কেন বা তে মনসা দাশেম॥ ১ ॥
এহ্যগ্ন ইহ হোতা নি ষীদাদব্ধঃ সু পুর এতা ভবা নঃ।
অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্বে যজা মহে সৌমনসায় দেবান্॥ ২ ॥
প্র সু বিশ্বান্রক্ষসো ধক্ষ্যগ্নে ভবা যজ্ঞানামভিশস্তিপাবা।
অথাবহ সোমপতিং হরিভ্যামাতিথ্যমস্মৈ চকৃমা সুদাব্নে॥ ৩ ॥
প্রজাবতা বচসা বহ্নিরাসা চ হুবে নি চ সৎসীহ দেবৈঃ।
বেষি হোত্রমুত পোত্রং যজত্র বোধি প্রযন্তর্জনিতর্বসূনাং॥ ৪ ॥
যথা বিপ্রস্য মনুষো হবির্ভির্দেবাঁ অযজঃ কবিভিঃ কবিঃ সন্।
এবা হোতঃ সত্যতর ত্বমদ্যাগ্নে মন্দ্রয়া জুহ্বা যজস্ব॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে জ্ঞানদেব! শ্রেষ্ঠ আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আপনার অনুসারিণী কি গতি হবে? [হে দেব! আপনাকে প্রাপ্তির উপায় আপনিই প্রদর্শন করুন]। হে দেব! কীরকম স্তুতি বা প্রমতা আপনার সুখকরী হবে [আপনার পূজা বা অনুসরণের উপায় আপনিই প্রদর্শন করুন]। হে দেব! কোন্ জনই বা আপনার সম্বন্ধীয় সৎকর্মসমূহের দ্বারা আত্মশক্তিকে—অসৎ-বৃত্তির প্রভাব-দমন-সামর্থ্যকে প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত হয়? [আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন কেউই অসৎ-বৃত্তির দমনে সমর্থ হয় না]। অতএব হে দেব! কীরকম বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে আমরা পূজা করব—আপনার অনুসরণ করব? [আপনার পূজাবিধি আপনিই আমাদের প্রদর্শন করুন] ॥ ১ ॥

[১ম, ৭৪সূ]

হে জ্ঞানদেব! আগমন করুন—আমাতে অধিষ্ঠিত হোন; আমার এই কর্মে দেবভাবসমূহের অনুসরণকারী হয়ে আপনি অবস্থান করুন; এবং অসৎ-বৃত্তিসমূহ কর্তৃক অনাক্রান্ত হয়ে সুষ্ঠুরূপে আমাদের পথপ্রদর্শক হোন; আর, সর্বজীবের আশ্রয়ভূত দ্যুলোক ও ভূলোক আপনাকে প্রাপ্ত হোক, অর্থাৎ সর্বত্র সকলে জ্ঞানাধিকারী হোক। হে আমার মন! মহৎ সৎ জ্ঞান-লাভের জন্য দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহকে অর্থাৎ দেবভাবনিবহকে অনুসরণ কর। [মন্ত্রটি অবশ্যই আত্ম-উদ্বোধনমূলক; জ্ঞানকে অনুসরণপূর্বক নিজেতে প্রতিষ্ঠিত বা উদ্ভাসিত করবার সঙ্কল্প এই মন্ত্রে প্রকাশ পেয়েছে] ॥ ২ ॥

হে জ্ঞানদেব! সকল অসৎ-বৃত্তিরূপ রাক্ষসগণকে প্রকৃষ্টরূপে সুষ্ঠুভাবে বিনাশ করুন; এবং আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মসমূহের বিঘ্নবিনাশক হোন; তার পর শুদ্ধসত্ত্বের পালক দেবভাবকে, জ্ঞানকর্ম-রূপ বাহকদ্বয়ের দ্বারা আনয়ন করুন; [অথবা—আমাদের মধ্যে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি সম্মিলিত হোক]; অতএব এই কার্য সাধনের জন্য, সুষ্ঠুফলদাতা এই জ্ঞানদেবের জন্য আমরা যেন হবির ন্যায় সৎকার বা পূজা ক'রি, অর্থাৎ তাঁর অনুসরণ ক'রি। [মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক।—জ্ঞানই সকল বিঘ্নবিনাশক এবং সকল সৎভাবের মূল; অতএব আমরা সর্বতোভাবে জ্ঞানার্জনে সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি] ॥ ৩ ॥

সকলপ্রদ স্তোত্রের দ্বারা স্তুত হয়ে, সত্ত্বভাবসমূহের অর্থাৎ দেবভাবনিবহের বাহক জ্ঞানদেব, সর্বতোভাবে হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, অথবা নিজেকে আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন; [পূজার অর্থাৎ অনুসরণের দ্বারা জ্ঞান আমাদের অধিগত হয়]; অতএব, আমি তাঁকে অনুসরণ করছি অর্থাৎ জ্ঞানার্জনে সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি; হে দেব! আপনি আমাদের কর্মমাত্রে নিরন্তর অবস্থিতি করুন; [আমাদের কর্ম সর্বথা জ্ঞান-সংযুত হোক]; আমাদের যজনীয় অনুসরণীয় জ্ঞানদেব! আমাদের অনুষ্ঠীয়মান দেব-আহ্বানমূলক এবং পবিত্রকারক কর্মকে আপনি কামনা করুন, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে স্থাপন করুন; [জ্ঞানের সাহায্যে আমরা যেন সৎকর্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হই]; সকল মঙ্গলের দাতা হে জ্ঞানদেব! নিবাসমূলক মোক্ষপ্রদ ধনসমূহের প্রকৃষ্টরূপে প্রাপক ক'রে, অর্থাৎ সেই ধনসমূহকে আমাদের আয়ত্তাধীন ক'রে, আমাদের আপনি সৎকর্মসাধনে—জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করুন। [জ্ঞানদেবতা আমাদের জ্ঞানদাতা হোন।—মোক্ষপ্রদ স্থানই মানুষের শ্রেষ্ঠ নিবাস-স্থান। জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ সেই স্থান প্রাপ্ত হয়ে থাকে। সেই স্থান অর্থ মোক্ষ ইত্যাদি প্রাপ্তির পক্ষে সৎকর্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞান আমার উদ্বুদ্ধ করুন] ॥ ৪ ॥

হে দেব! যে প্রকারে, আপনি ক্রান্তদর্শী হয়ে অর্থাৎ লোকসমূহের মনোবৃত্তি জেনে, জ্ঞানিগণ কর্তৃক প্রযুক্ত অর্থাৎ জ্ঞানিগণের উপদিষ্ট পূজাসমূহের দ্বারা—ভগবানের শুদ্ধসত্ত্ব বিনিয়োগের দ্বারা, জ্ঞানী মেধাবিগণের সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ সাধুসঙ্গ-প্রাপ্ত মনুষ্যের (উপাসকের) কর্মসমূহের মধ্যে দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহকে (দেবভাবকে) আনয়ন করেন; [অর্থাৎ, জ্ঞানসম্বন্ধহেতু মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়]; তেমন, দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী, ইহলোকের শ্রেষ্ঠ, হে জ্ঞানদেব! আপনি নিত্যকাল আনন্দপ্রদ ভগবৎ-সম্বন্ধী আমাদের কর্মের দ্বারা ভগবানকে সেবা করুন, আর তার দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করুন। [সাধুবর্গের সংসর্গে জ্ঞানলাভে মানুষেরা যেমন পরিত্রাণ পায়, তেমনই যজ্ঞ আমাদের কর্মসকলকে ভগবানের সম্বন্ধযুত ক'রে, হে দেব, আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন।—মন্ত্রের প্রথম চরণে মানুষ কিভাবে জ্ঞানসান্নিধ্য লাভ করে, তা খ্যাপন ক'রে, দ্বিতীয় চরণে তার অনুগ্রহপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞাপিত হয়েছে ॥ ৫ ॥

টীকা — এবার মাত্র ছন্দের পরিবর্তন হলো। এই সূক্তেরও প্রচলিত অর্থ পূর্বের মতোই। অন্য দু'এক স্থলে ব্যাখ্যাকারগণই সংশয়াম্বিত হয়েছে।

◆

— ৭৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কথা দাশেমাগ্নয়ে কাস্মৈ দেবজুষ্টোচ্যতে ভামিনে গীঃ।
যো মর্ত্যেষ্বমৃত ঋতাবা হোতা যজিষ্ঠ ইৎকৃণোতি দেবান্॥ ১ ॥
যো অধ্বরেষু শন্তম ঋতাবা হোতা তমু নমোভিরা কৃণুধ্বম্।
অগ্নির্যদ্বের্মর্তায় দেবান্ত্স চা বোধাতি মনসা যজাতি॥ ২ ॥
স হি ক্রতুঃ স মর্যঃ স সাধুর্মিত্রো ন ভূদদ্ভুতস্যরথীঃ।
তং মেধেষু প্রথমং দেবয়ন্তীর্বিশ উপ ব্রুবতে দস্মমারীঃ॥ ৩ ॥
স নো নৃণাং নৃতমো রিশাদা অগ্নির্গিরোঽবসা বেতু ধীতিম্।
তনা চ যে মঘবানঃ শবিষ্ঠা বাজপ্রসূতা ইষয়ন্ত মন্ম॥ ৪ ॥
এবাগ্নির্গোতমেভির্ঋতাবা বিপ্রেভিরস্তোষ্ট জাতবেদাঃ।
স এষু দ্যুম্নং পীপয়ৎসে বাজং স পুষ্টিং যাতি জোষমা চিকিত্বান্॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — পূর্বকথিতরূপ হিতসাধক জ্ঞানদেবতার পূজায় কিরকম স্তুতি অর্পণ করব? আপনা আপনিই প্রকাশসম্পন্ন দেবতার নিমিত্ত দেবতার প্রীতিহেতুভূত (দেবত্ব প্রবর্ধক) স্তুতি সাধক কর্তৃক উচ্চারিত হয়; [মন্ত্রাংশটি আত্মজিজ্ঞাসামূলক; সাধুগণ দেবভাবপ্রদ মন্ত্রের অনুসরণ করে জ্ঞানাধিকারী হন; আমরা কিভাবে সেই মন্ত্র লাভ করব? অথবা, তার অনুসরণ করব?—এই প্রশ্ন]। যে জ্ঞানদেবতা মরণধর্মে আক্রান্ত আমাদের মধ্যে মরণরহিত নিত্য হন, সেই দেবতা সৎকর্মসাধক দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী এবং শ্রেষ্ঠ পূজক হয়ে আমাদের নিশ্চিত দেবভাবসম্পন্ন করেন। [জ্ঞানের প্রভাবেই দেবত্ব অধিগত হয়; অতএব আমরা জ্ঞানের অর্জনে সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি]॥১॥

যে জ্ঞানদেবতা সৎ-অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে অতিশয় সুখপ্রদাতা সত্যানুসারী এবং দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী হন; হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! তোমরা সেই দেবতাকে অর্থাৎ জ্ঞানকে অনুসরণের দ্বারা অভিমুখী কর; [এই মন্ত্রাংশ আত্মউদ্বোধনমূলক; জ্ঞানের কার্যকারিতা অনুধ্যান ক'রে উপাসক জ্ঞানের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন]। যখন এই জ্ঞানদেবতা মনুষ্যগণকে দেবভাবসমূহ (ভক্তি ইত্যাদি গুণনিবহ) প্রাপ্ত করান, তখনই সেই জ্ঞানদেবতা অর্চনা-প্রবৃত্তির উন্মেষের দ্বারা ভগবানকে জানিয়ে দেন এবং সম্পূজিত করেন। [এই মন্ত্রাংশ জ্ঞানসামীপ্যলাভের সুফলজ্ঞাপক।—জ্ঞান উন্মেষের সাথে মানুষ ভগবানের আরাধনায় আকৃষ্ট হয়] ॥২॥

সেই জ্ঞানদেবতা নিশ্চয়ই সৎকর্মের সাধক হন; সেই দেবতাই অপকর্মের নাশক হন; সেই

সেই শুভফল প্রদাতা হন; আর, সেই দেবতাই মিত্রের ন্যায় অনন্ত ধনের অর্থাৎ মোক্ষের প্রদায়িতা হন; [জ্ঞানই সৎকর্মপ্রাপক ও পরমধন-প্রদায়ক]; দেবত্বপ্রাপ্তির অভিলাষী এবং দ্যোতমান্ জ্ঞানের অনুসারী প্রজা অর্থাৎ উপাসকগণ নিজেদের কর্মসমূহের মধ্যে সেই দেবতাকে অর্থাৎ জ্ঞানকে প্রধান ব'লে ঘোষণা করেন। [সৎকর্মের অনুষ্ঠানে সাধুগণ জ্ঞানপ্রাধান্য মান্য করে থাকেন]॥ ৩॥

দেবগণের মধ্যে নেতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, শত্রুগণের নাশকারী অথবা হিংসার নিরসনকারী, সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদেবতা, আমাদের স্তুতিসমূহকে এবং সৎকর্মসাধনের বুদ্ধিকে অথবা কর্মকে, আমাদের জ্ঞানের সাথে কামনা করুন; [আমাদের স্তোত্র ও কর্ম জ্ঞানের অনুসারী হোক]। যে উপাসকগণ অন্ন-রূপ স্তোত্রকে অথবা জ্ঞানের অনুমত কর্মকে অনুসরণ করেন, তাঁরা ঐশ্বর্যসম্পন্ন অতিশয়-তেজস্বী এবং সৎকর্মকারক অর্থাৎ লোকহিতসাধক হন। [জ্ঞানের অনুসারী চতুর্বর্গ ফল লাভ ক'রে থাকেন]॥ ৪॥

সত্যের অর্থাৎ সৎকর্ম-কারয়িতা সর্বতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদেবতা, প্রজ্ঞাসম্পন্ন (মেধাবি) উপাসকগণের দ্বারা উক্ত প্রকারে অর্থাৎ তাঁদের কৃত সৎকর্মের সাথে স্তুত হন; [জ্ঞানিগণ আপনা-আপনিই জ্ঞানের সম্ভূত কর্মের দ্বারা জ্ঞানদেবতার পূজা করেন অথবা জ্ঞানের অনুসারী হন]। সেই দেবতা, সেইসব উপাসকগণকে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রাপ্ত করান, এবং সেই দেবতা পুষ্টিকে প্রাপ্ত করান; আর, তিনি আমাদের কৃত সেবা বা অনুসরণ জেনে (বুঝে) আমাদের নিকটে আগমন করেন বা আমাদের প্রাপ্ত করান। [যখন আমরা জ্ঞানের অনুসারী হই, তখন সেই জ্ঞানদেবতা জ্ঞানদ্যুতিঃ সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য ও পুষ্টি প্রদান ক'রে থাকেন।—সৎকর্মের অনুষ্ঠানের সাথে জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। জ্ঞানী যেমন সৎকর্মের অনুষ্ঠানে প্রযত্নপর হন, সৎকর্মের অনুষ্ঠাতাও তেমনই জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে থাকেন]॥ ৫॥

টীকা — যথাপূর্ব এই সূক্তেরও আরাধ্য অগ্নি-সম্বন্ধেও নানারকম সংশয়-সমস্যা আনীত হয়েছে। কখনও ইত্যাদিতেও কখনও অগ্নি নামক ঋষিকে, কখনও বা জ্বলন্ত পাবককে, কিংবা অগ্নির অতীত কোন সত্তাকে টেনে আনা হয়েছে। কখনও বা তাঁকে জগতের 'সংহর্তা,' কখনও বা তাঁকে 'জগতের ইন্দ্রিয়', কখনও বা তাঁকে মনুষ্যের সখার ন্যায় 'ধনদাতা', কখনও বা তাঁকে 'গোতম ঋষিকে উত্তম ধন ও সুস্বাদু অন্ন প্রদানকারী' ব'লে চিহ্নিত করা হয়েছে। সূক্তগুলিকে সমস্যা ব্যাখ্যাগুলির দ্বারা অর্থ ক্ষীণ ও অবাস্তব হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। আবার অগ্নিসম্বোধনে যে জ্ঞানদেবতার অর্চনা হয়—এখানে তা-ও বোধগম্য হয়।

◆

— ৭৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : গায়ত্রী]

অভি ত্বা গোতমা গিরা জাতবেদো বিচর্ষণে। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ ॥ ১ ॥
তমু ত্বা গোতমো গিরা রায়স্কামো দুবস্যতি। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ ॥ ২ ॥

তমূ ত্বা বাজসাতমমঙ্গিরস্বদ্ধবামহে। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ॥ ৩ ॥
তমূ ত্বা বৃত্রহন্তমং যো দস্যূঁরবধূনুষে। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ॥ ৪ ॥
অবোচাম রহূগণা অগ্নয়ে মধুমদ্বচঃ। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — সর্বতত্ত্বজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা অর্থাৎ বাহির ও অন্তর দর্শনকারিন্ হে ভগবন্! আপনার অনুসরণের দ্বারা জ্ঞানিগণ স্তব করেন—পূজা করেন; আমরা আপনাকে লক্ষ্য ক'রে আপনার প্রকাশক স্তোত্রসমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে পূজা করছি। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক সন্দেহ নেই —জ্ঞানিগণ যেমন ভগবানকে অনুসরণ করেন, আমরা তেমনই তাঁর অনুসরণের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি]॥১॥

হে ভগবন্! পরমধনাভিলাষী জ্ঞানী (সাধক) মন্ত্রের দ্বারা শ্রেষ্ঠ আপনাকে পূজা করেন; আমরা আপনাকে লক্ষ্য ক'রে আপনার প্রকাশক মন্ত্রসমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে আপনার অনুসরণ করি। [পরমার্থ-প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানী যেমন ভগবানকে আরাধনা করেন, আমরা তমনই ভগবানের অনুসরণে সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি]॥২॥

হে ভগবন্! সৎকর্মের অতিশয় দাতা (সৎকর্মসাধক) সেই শ্রেষ্ঠ আপনাকে পরমজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের ন্যায় অর্থাৎ সাধুগণের পদাঙ্ক অনুসরণে আহ্বান করছি; এবং আপনার প্রকাশক মন্ত্রসমূহের দ্বারা আপনাকে লক্ষ্য ক'রে সর্বতোভাবে পূজা করছি। [সৎকর্মসমূহের সাধনের নিমিত্ত সাধুগণ যেমন ভগবানের অনুসারী হন, আমরা তেমনই আপনার অনুসরণে বা পূজায় সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি]॥৩॥

হে ভগবন্! প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ যে আপনি কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুসমূহকে দূরীভূত করেন; অজ্ঞানতানাশক শ্রেষ্ঠ সেই আপনাকে লক্ষ্য ক'রে আপনার প্রকাশক স্তোত্রসমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে পূজা (অনুসরণ) করছি। [সঙ্কল্প এই যে,—অজ্ঞানতানাশের নিমিত্ত অজ্ঞানতা-নাশক ভগবানকে অথবা তাঁর বিভূতিস্বরূপ জ্ঞানদেবতাকে যেন আমরা আরাধনা করি।—'বৃত্রহন্তম' পদটি আরাধ্য দেবতার বিশেষণরূপে অবস্থিত। ভাষ্য ইত্যাদিতে কখনও বৃত্র-শব্দে বৃত্র নামক পৌরাণিক অসুরকে, কখনও আবরক মেঘকে নির্ধারিত করা হয়েছে। তাহলে এটি অগ্নির পরিবর্তে ইন্দ্রদেবকেই উদ্দেশ ক'রে উচ্চারিত বলতে হয়।—প্রকৃতপক্ষে অগ্নি—জ্ঞান, বৃত্র—অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতা-নাশক জ্ঞানই বৃত্রহন্তা। তেমনই 'দস্যূন্' পদে কাম ইত্যাদি রিপুসমূহের প্রতি লক্ষ্য আসাই সঙ্গত]॥৪॥

হে ভগবন্! পরমত্যাগশীল সাধুগণ জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার সম্বন্ধীয় মধুময় বাক্যকে অর্থাৎ অমৃতপ্রদ মন্ত্রকে উচ্চারণ করেন; অথবা,—পরমত্যাগশীল সাধুগণের অনুসরণকারী হয়ে আমরা যেন আপনার সম্বন্ধীয় মধুময় বাক্যকে অর্থাৎ অমৃতপ্রদ স্তোত্রকে উচ্চারণ করতে পারি। তাঁদের অনুসরণেই আমরা আপনাকে লক্ষ্য ক'রে, আপনার প্রকাশক স্তোত্রসমূহের দ্বারা, সর্বতোভাবে আপনাকে প্রণতি জানাচ্ছি। [ভগবানের অনুসরণ জ্ঞানের প্রাপ্তিমূলক; এই জন্যই সাধুগণ সৎ-জ্ঞান লাভের জন্য ভগবানকে আরাধনা করেন; তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমরা জ্ঞানার্থী হচ্ছি; হে ভগবন্! আমাদের আপনি জ্ঞানসম্পন্ন করুন—এই-ই প্রার্থনা।—সাধুগণের অনুসরণ এবং ভগবানের প্রকাশক স্তোত্রমন্ত্রের অনুধ্যান,—এটাই মুক্তির প্রধান পথ]॥৫॥

টীকা — দেবতা অগ্নিদেব। ভাষ্য ইত্যাদিতেও প্রকাশ যে, এই সূক্তে অগ্নি-দেবতারই অর্চনা আছে। কিন্তু একটু সতর্কতার সাথে এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, এই সূক্তের মন্ত্রগুলি ...-সম্বন্ধে বা যে কোনও দেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হ'তে পারে।—এই সূক্তে কয়েকটি পদ উপলক্ষে ... হয়েছে—'গোতমবংশীয় ঋষিগণের অনুসরণে তাঁদের বংশধরগণ এক সময়ে এই সূক্তের মন্ত্রগুলি ...-পূর্বক অগ্নিদেবতার স্তব করেছিলেন।' শেষমন্ত্রের অনুবাদে বলা হয়েছে—'আমরা ...-বংশীয়, আমরা অগ্নিকে মাধুর্যযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করি ও দ্যুতিমান্ স্তোত্রের দ্বারা স্তব করি।' বলা ... ঐ রকম অর্থে সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। কাল-বিশেষের ও ব্যক্তিবিশেষের সাথে মন্ত্রার্থের সম্বন্ধ ... ইত্যাদিতে সূচিত হলেও, তার মধ্যে যে এক নিগূঢ় তত্ত্বকথা পরিবর্ণিত আছে, তা-ই লক্ষ্য করা হয়।

◆

— ৭৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্-উষ্ণিক্-গায়ত্রী]

হিরণ্যকেশো রাজসো বিসারেঽহির্ধুনির্বাত ইব ধ্রজীমান্।
শুচিভ্রাজা উষসো নবেদা যশস্বতীরপস্যুবো ন সত্যাঃ॥ ১ ॥
আ তে সুপর্ণা অমিনন্তঁ এবৈঃ কৃষ্ণো নোনাব বৃষভো যদীদম্।
শিবাভির্ন স্ময়মানাভিরাগাৎপতন্তি মিহঃ স্তনয়ন্ত্যভ্রা॥ ২ ॥
যদীমৃতস্য পয়সা পিয়ানো নয়ন্নৃতস্য পথিভী রজিষ্ঠৈঃ।
অর্যমা মিত্রো বরুণঃ পরিজ্মা ত্বচং পৃঞ্চন্ত্যুপরস্য যোনৌ॥ ৩ ॥
অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো। অস্মে ধেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ॥ ৪ ॥
স ইধানো বসুষ্কবিরগ্নিরীলেন্যো গিরা। রেবদস্মভ্যং পুর্বণীক দীদিহি॥ ৫ ॥
ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাগ্নে বস্তোরুতোষসঃ। স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি॥ ৬ ॥
অবা নো অগ্ন ঊতিভির্গায়ত্রস্য প্রভর্মণি। বিশ্বাসু ধীষু বন্দ্য॥ ৭ ॥
আ নো অগ্নে রয়িং ভর সত্রাসাহং বরেণ্যম্। বিশ্বাস পৃৎসু দুষ্টরম্॥ ৮ ॥
আ নো অগ্নে সুচেতনা রয়িং বিশ্বায়ুপোষসম্। মার্ডীকং ধেহি জীবসে॥ ৯ ॥
প্র পূতাস্তিগ্মশোচিষে বাচো গোতমাগ্নয়ে। ভরস্ব সুম্নয়ুর্গিরঃ॥ ১০ ॥
যো নো অগ্নেঽভিদাসত্যন্তি দূরে পদীষ্ট সঃ। অস্মাকমিদ্বৃধে ভব॥ ১১ ॥
সহস্রাক্ষো বিচর্ষণিরগ্নী রক্ষাংসি সেধতি। হোতা গৃণীত উক্থ্যঃ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থ — সুবর্ণের ন্যায় রমণীয় বা হিতসাধক জ্ঞানাগ্নি, অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারে উদ্ভাসিত জ্ঞানাগ্নি, বায়ুর ন্যায় ত্বরিতগতিযুক্ত হয়ে, রজোভাবের অর্থাৎ জন্মহেতুভূত কর্মের দূরীকরণে, ... রিপুশত্রুর কম্পয়িতা অর্থাৎ অভিভবিতা হন; যাঁরা শুদ্ধসত্ত্বের বা জ্ঞানকিরণের দ্বারা

বিশুদ্ধিতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ আহুতিসম্পন্ন, তাঁরা যশোযুক্ত অর্থাৎ মঙ্গলপ্রাপ্ত হয়ে, উষার আলোকের ন্যায় সকলের দর্শয়িতা অর্থাৎ লোকসমূহের জ্ঞানপ্রদাতা হন (অথবা, জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীগণের ন্যায় সকলের সত্যজ্ঞাপয়িতা হন); এবং সৎকর্মের সাধনকামী অর্থাৎ সৎকর্মান্বিত সাধকগণের ন্যায় সত্যসম্বন্ধযুত অর্থাৎ ব্রহ্মসারূপ্য প্রাপ্ত হন। [জ্ঞানের অধিকারী মানুষ লোকহিতসাধক সৎকর্মান্বিত হয়ে, ভগবানকে প্রাপ্ত হন] ॥ ১ ॥

হে ভগবন্! যখন আপনার সম্বন্ধীয় শোভন-জ্ঞানরশ্মিসমূহ হৃদয়ে আগমনের সাথে (অথবা বিবেকরূপী দেবগণের সাথে) সর্বতোভাবে এই শত্রুর আক্রমণকে, অর্থাৎ রিপুর প্রাধান্যকে হিংসা করেন—দূরীভূত করেন, তখন পাপনাশক অভীষ্টবর্ষক দেবতা নিজ হ'তেই নিজের নিকট উপাসককে আহ্বান করেন—গ্রহণ করেন; [ভগবানের কৃপায় হৃদয়ে যখন জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তখন মানুষ আপনা-আপনিই দেবতার সামীপ্য লাভ করে]; তখন, সুখকারিণী হাস্যময়ী জ্ঞানরশ্মির ন্যায় সুখকর হাস্যময় হয়ে দেবত্ব সর্বতোভাবে মনুষ্যে আগমন করে—অর্থাৎ উপাসকগণকে প্রাপ্ত হয়; (অর্থাৎ আনন্দসহযুত জ্ঞানের সাথে দেবত্ব মানুষে আগমন করে); তখন, ভগবানের করুণাধারা নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞানিগণের জ্ঞানরশ্মিসকল অপরের অভিমুখে প্রধাবিত হয়; আর তখন, আবরক অজ্ঞানান্ধকার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। [ভগবানের কৃপায় জগতে একজন জ্ঞানের অধিকারী হ'লে, পারিপার্শ্বিক বহুজনের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়।—'শিবাভিঃ ন স্ময়মানাভিঃ' বাক্যাংশে বলা হয়েছে—জ্ঞানের দ্বারা সৎকর্মের দ্বারা মানুষ দেবভাব বা দেবত্ব লাভ করে। জ্ঞান সুখকর, জ্ঞান হাস্যময় (আনন্দস্বরূপ); তার সাথে সুখকর আনন্দস্বরূপ দেবত্ব উপাসকের অধিগত হয়] ॥ ২ ॥

যখন এই জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব) সত্যের বা সৎকর্মের অমৃতের ন্যায় সারভূত রসের দ্বারা উপাসককে আপ্যায়িত করেন; অর্থাৎ জ্ঞান-সাহায্যে সাধক যখন সত্যের অমৃত-রসে অভিষিক্ত হন; তখন তিনি সত্যের বা সৎকর্মের সম্বন্ধীয় ঋজুতম সুগম পথসমূহের দ্বারা দেবসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়ে বিদ্যমান থাকেন, অর্থাৎ তখন আপনা-আপনিই সত্যের বা সৎকর্মের পথ অনুসরণ ক'রে তিনি দেবত্ব লাভ করেন; আর তখন, গতিকারক মোক্ষপ্রাপক অর্যমা দেব, মিত্রস্বরূপ হিতসাধক মিত্রদেব এবং পৃথিব্যাপী সর্বগামী অভীষ্ট-পূরক বরুণদেব (অথবা,—সকল হৃদয়ে ক্রিয়াশীল বিবেকরূপী দেবগণ এবং অভীষ্টপূরক বরুণদেব) ঊর্ধ্বগতিমূলক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপত্তি-স্থানে আবরণকে বা বাধাকে বিচ্ছিন্ন করেন—অপসারণ করেন। [জ্ঞানের দ্বারা মানুষ যখন সত্যের অনুসারী হন, তখন তাঁর উচ্চগতি-প্রাপ্তির সকল বাধা দেবতারাই দূর ক'রে দেন] ॥ ৩ ॥

শক্তির আশ্রয় অর্থাৎ সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যের জনয়িতা হে জ্ঞানদেব! আপনি জ্ঞানসহযুত সৎকর্মের পালক হন; অতএব, হে সর্বতত্ত্বজ্ঞ! আমাদের মধ্যে মহৎ বা প্রভূত মঙ্গল স্থাপন করুন। [সৎকর্ম-সমুদ্ভূত জ্ঞানের প্রভাব এখানে পরিবর্ণিত আছে; তার দ্বারা মহতী সিদ্ধি হয়—এটাই ভাবার্থ] ॥ ৪ ॥

প্রসিদ্ধ লোকহিতসাধক সেই জ্ঞানদেবতা—দীপনশীল অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তিপ্রদাতা, নিবাসয়িতা অর্থাৎ মোক্ষপ্রদাতা, সর্বদর্শী এবং স্তোত্রের দ্বারা (অনুশীলনের দ্বারা) স্তোতব্য অর্থাৎ অনুসরণীয় হন; বহুমুখ-প্রসারিত অর্থাৎ সর্বত্র-ক্রিয়াশীল হে দেব! উপাসক আমাদের পরমধন প্রদান করুন। [জ্ঞানের প্রভাব অনুধ্যান ক'রে উপাসক পরমধন প্রার্থনা করছেন] ॥ ৫ ॥

স্বপ্রকাশশীল হে জ্ঞানদেব! আমাদের মধ্যে পরমধন প্রেরণ করুন; এবং আপনার সাথে প্রা

...পালন করুন; এবং সকল দিবসে ও সকল রাত্রিতে আমাদের মধ্যে তা বিরাজমান থাকুক; [জ্ঞানের সাথে সদাকাল শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরমধন আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক]; হে দেব! লোকহিতসাধক সেই প্রসিদ্ধ আপনি শত্রুগণকে (রিপুবর্গকে) নাশ করুন। [জ্ঞানের প্রভাবে রিপুসমূহের প্রাধান্য সবরকমে খর্ব হোক] ॥ ৬ ॥

সকল কর্মসমূহের মধ্যে স্তুত হয়ে (অথবা জ্ঞানিগণের অনুসরণীয়) হে জ্ঞানদেব! গায়ত্রীছন্দোযুক্ত মন্ত্রের সম্পাদনে বা প্রযুক্তিতে নিমিত্তভূত হয়ে, আপন রক্ষণের বা পালনের দ্বারা আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। [হে দেব! আমাদের উচ্চারিত মন্ত্রের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের পরিরক্ষা করুন।—অগ্নি বা জ্ঞানদেব সকল যজ্ঞে বা মানুষের কর্মসকলে স্তুতিপ্রিয় বা ভক্তের আকুতি- শ্রবণে-অভিলাষী, অতএব আমরা তাঁকে গায়ত্রীছন্দে স্তুতি করছি] ॥ ৭ ॥

হে জ্ঞানদেব! আমাদের দারিদ্র্যনাশক (সৎকর্মপ্রবর্তক) বরণীয়, রিপুগণের প্রলোভন-রূপ বা প্রার্থনাভূত সকল সংগ্রামে অনতিক্রম্য অর্থাৎ অজেয় পরমার্থ-রূপ ধন সম্পূর্ণরূপে প্রদান করুন। [জ্ঞানদেবতার কৃপায় আমাদের মধ্যে পরমার্থের সমাবেশ হোক] ॥ ৮ ॥

হে জ্ঞানদেব! আমাদের জীবনের বা রক্ষণের নিমিত্ত শোভনজ্ঞানযুত অর্থাৎ চৈতন্যময়ের সত্ত্ববিশিষ্ট, সর্বপ্রাণীর প্রতিপালক (জগৎ ব্রহ্ম—এমন ভাবজ্ঞাপক), পরম সুখকর, পরমার্থ-রূপ ধন আমাদের মধ্যে স্থাপন করুন—আমাদের প্রদান করুন। [আপনার অনুকম্পায় চৈতন্যসম্বন্ধযুত সর্বব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপ পরম-সুখকর ধন আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক] ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা আক্রান্ত বা ক্রান্ত হে আমার মন! (অথবা, জ্ঞানপিপাসু হে আমার মন!) জ্ঞানাভিলাষী ও পরিত্রাণকামী তুমি অর্থাৎ যদি তুমি পরিত্রাণের কামনা কর; তীক্ষ্ণজ্যোতিঃসম্পন্ন, সকলের দর্শয়িতা, জ্ঞানদেবতার নিমিত্ত অর্থাৎ জ্ঞানলাভের জন্য বিশুদ্ধ ভগবৎ-মাহাত্ম্য-প্রকাশক স্তুতিসমূহকে (মন্ত্রকে) প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন কর—অনুধ্যান কর। [এই মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক; ভগবানের আরাধনার দ্বারা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত সঙ্কল্প এখানে প্রকাশ পেয়েছে] ॥ ১০ ॥

হে জ্ঞানদেব! যে শত্রু নিকটে অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে এবং দূরে অর্থাৎ বাহিরে অবস্থিতি ক'রে আমাদের উপক্ষয় করছে, সে শত্রু নাশপ্রাপ্ত হোক; এবং আপনি এই উপাসক আমাদের শ্রেয়োসাধক হোন। [জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের অন্তঃশত্রু উভয়ই যুগপৎ বিনাশ প্রাপ্ত হোক] ॥ ১১ ॥

সকলরকম দৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বদ্রষ্টা অথবা সকলের দর্শয়িতা, জ্ঞানদেবতা রিপুগণকে (শত্রুদের) নিবারণ করেন অর্থাৎ দমন করেন; সেই দেবতা, স্তূয়মান হয়ে অর্থাৎ আমাদের কর্তৃক অনুসৃত হয়ে, দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী হন এবম ভগবানকে আরাধিত করেন। [জ্ঞানই সর্বতঃ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন দেবত্বপ্রাপক এবং ভগবানের আরাধনাকারী হন।—আমরা যদি জ্ঞানের অনুসারী হই, তাহলে জ্ঞানই সকল দেবভাবকে আমাদের মধ্যে আকর্ষণ ক'রে আনেন—স্থাপন করেন, অর্থাৎ জ্ঞানের অনুসারী জন, জ্ঞানের অর্জনে সমর্থ জন, সহজেই দেবত্বের অধিকারী হ'তে পারেন] ॥ ১২ ॥

টীকা — সূক্তের দ্বাদশটি ঋকের মধ্যে তিনটি ক'রে ঋকে এক একটি 'তৃচ' হয়ে সূক্তটি চার অংশে বিভক্ত হয়েছে। এই চারটি বিভাগের বিভিন্ন তৃচের—ছন্দের ও প্রয়োগের পার্থক্য দেখা যায়। দেবতা কিন্তু একই অভিন্ন আছেন। তৃচ্ চারটির মধ্যে প্রথম তৃচটি অর্থাৎ তিনটি মন্ত্র বিদ্যুৎ-রূপ অগ্নি-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে ব'লে ভাষ্য ইত্যাদিতে প্রখ্যাত দেখা যায়। দ্বিতীয় তৃচের তিনটি মন্ত্রে অগ্নিকে 'বলের পুত্র'

প্রকৃতি ব'লে পরিচিত করা হওয়ায় তাঁকে কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি ব'লে মনে হবে; অথবা অগ্নিকে বল নামক কোন অসুরের পুত্র ব'লেও মনে হওয়া স্বাভাবিক। তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকে যে ভাবে অগ্নির সম্বোধন আছে, তাতে তাঁকে মানুষ বলেই মনে হবে। দশম ঋকে যেন গোতম ঋষিকে সম্বোধন-পূর্বক অগ্নির সেবায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ব'লে মনে হবে। —এই সূক্তের ঋক্‌গুলি বিভিন্ন সংহিতা, সামবেদ ইত্যাদিতে দৃষ্ট হয়।

◆ ◆

— ৮০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : পংক্তি]

ইত্থা হি সোম ইন্মদে ব্রহ্মা চকার বর্ধনম্।
শবিষ্ঠ বজ্রিন্নোজসা পৃথিব্যা নিঃ শশা অহিমর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ১ ॥
স ত্বামদদ্বৃ-যা মদঃ সোমঃ শ্যেনাভৃতঃ সুতঃ।
যেনা বৃত্রঃ নিরদ্ভ্যো জঘন্থ বজ্রিন্নোজসার্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ২ ॥
প্রেহ্যভীহি ধৃষ্ণুহি ন তে বজ্রো নি যংসতে।
ইন্দ্র নৃম্ণং হি তে শবো হনো বৃত্রং জয়া অপোহর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ৩ ॥
নিরিন্দ্র ভূম্যা অধি বৃত্রং জঘন্থ নির্দিবঃ।
সৃজা মরুত্বতীরব জীবধন্যা ইমা অপোহর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ৪ ॥
ইন্দ্রো বৃত্রস্য দোধতঃ সানুং বজ্রেন হীলিতঃ।
অভিক্রম্যাব জিঘ্নতেহপঃ সর্মায় চোদয়ন্নর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ৫ ॥
অধি সানৌ নি জিঘ্নতে বজ্রেণ শতপর্বণা।
মন্দান ইন্দ্রো অন্ধসঃ সখিভ্যো গাতুমিচ্ছত্যর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ৬ ॥
ইন্দ্র তুভ্যমিদদ্রিবোহনুত্তং বজ্রিন্বীর্যম্।
যদ্ধ ত্যং মায়িনং মৃগং তমু ত্বং মায়য়াবধীরর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ৭ ॥
বি তে বজ্রাসো অস্থিরন্নবতিং নাব্যা অনু।
মহত্ত ইন্দ্র বীর্যং বাহ্বোস্তে বলং হিতমর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ৮ ॥
সহস্রং সাকমর্চত পরি ষ্টোভত বিংশতিঃ।
শতৈনমন্বনোনবুরিন্দ্রায় ব্রহ্মোদ্যতমর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ৯ ॥
ইন্দ্রো বৃত্রস্য তবিষীং নিরহন্ সহসা সহঃ।
মহত্তদস্য পৌংস্যং বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ১০ ॥
ইমে চিত্তব মন্যবে বেপতে ভিয়সা মহী।
যদিন্দ্র বজ্রিন্নোজসা বৃত্রং মরুত্বাঁ অবধীরর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ১১ ॥

ন বেপসা ন তন্যতেন্দ্রং বৃত্রো বিবীভয়ৎ।
অভ্যেনং বজ্র আয়সঃ সহস্রভৃষ্টিরায়তার্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ১২॥
যদ্বৃত্রং তব চাশনিং বজ্রেণ সমযোধয়ঃ।
অহিমিন্দ্র জিঘাংসতো দিবি তে বদ্বধে শবোঽর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ১৩॥
অভিষ্টনে তে অদ্রিবো যৎস্থা জগচ্চ রেজতে।
ত্বষ্টা চিত্তব মন্যব ইন্দ্র বেবিজ্যতে ভিয়ার্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ১৪॥
নহি নু যাদধীমসীন্দ্রং কো বীর্যা পরঃ।
তস্মিন্নৃম্নমুত ক্রতুং দেবা ওজাংসি সং দধুরর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ১৫॥
যমথর্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ ধিয়মত্নত।
তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পূর্বথেন্দ্র উক্‌থা সমগ্মতার্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — বিধিক্রমে অর্থাৎ যথাশাস্ত্র, আনন্দপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বে বা সৎকর্মসম্পাদনে, যখন উপাসক [illegible] থাকেন, তখন বিধাতা নিশ্চিতই উপাসকের শ্রীবৃদ্ধিসাধন শ্রেয়ঃসাধন ক'রে থাকেন; [illegible]-পরায়ণ উপাসকের শ্রেয়ঃ ভগবানই বিহিত করেন); অমিতবলশালী শত্রুবিনাশী হে [illegible]! আপনার বলের দ্বারা (আমাদের প্রতি অনুকম্পা-প্রকাশের দ্বারা) ইহলোক হ'তে [illegible] ক্রূরস্বভাব রিপুকে (সর্পের ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন পাপকে) নিরন্তর শাসন করুন—নিঃশেষে [illegible] করুন; এইরকমে আপনার রাজত্ব অর্থাৎ ভগবৎ-প্রধান্য পূজিত হোক—ইহজগতে [illegible] হোক। [জগতের জনগণ সৎকর্মের অনুষ্ঠানে শুদ্ধসত্ত্বের অনুধ্যানে রত হোক; তার [illegible] ভগবান্ সংসার হ'তে পাপকে দূর করুন; আর, সংসার স্বর্গে পরিণত হোক।—সব [illegible] সোমরসরূপ মাদকদ্রব্য পানে ইন্দ্রে বিভোরতার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। আর, ব্রহ্মা—[illegible] অথবা ঋত্বিক্—তাঁর মাহাত্ম্য বাড়িয়েছিলেন ব'লে কথিত। ইংরেজী অনুবাদক আবার [illegible]-কে বা বৃত্রাসুর বা মেঘকে 'ড্রাগন' মূর্তি দান ক'রে বসেছেন] ॥ ১॥

[illegible] আমার মন! অথবা,—হে আমার আত্মা! অভীষ্টপূরক (দুঃখনাশক), আনন্দপ্রদ, ভগবানে [illegible] সাধকগণ কর্তৃক আনীত অর্থাৎ সাধুসংসর্গ হ'তে প্রাপ্ত, পবিত্র, সেই স্বরাজ্য [illegible] শুদ্ধসত্ত্বের ভাব, অথবা সৎকর্ম, তোমাকে আনন্দ দান করুক; [আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের [illegible] আমরা যেন আনন্দলাভ করি]; হে বজ্রবন্ (অর্থাৎ, পাপনিরসনে দৃঢ়-আয়ুধসম্পন্ন হে [illegible]! যে কারণে, অর্থাৎ আমাদের সেই শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্নতা-নিবন্ধন, আপনি আপন বলের দ্বারা, [illegible]—আমাদের প্রতি অনুকম্পা-প্রকাশে, আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের নিকট হ'তে অথবা—হৃদয়ে [illegible], অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে নিঃশেষে বিনাশ করেন—নিয়ত বিতাড়িত করেন; এইরকমে [illegible] স্বরাজ্য (ভগবৎ-প্রাধান্য অর্থাৎ ভগবানের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হোক। [হে ভগবন্! [illegible] অজ্ঞানতাকে দূর করুন, রিপুসমূহকে বিনাশ করুন; তার দ্বারা স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত [illegible]] ॥ ২॥

[illegible] আমার মন (অথবা, হে আমার আত্মা)! তুমি প্রকর্ষের দ্বারা গমন কর, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট কর্মের [illegible] ভগবানের অভিমুখী হও; এবং অভিমুখ্যে তাঁকে প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ ভগবৎ-সামীপ্য লাভ [illegible], রিপুগণকে বা শত্রুগণকে অভিভব কর, অর্থাৎ ভগবানের প্রভাবে রিপুগণের প্রভাব

হ'তে এসে, শত্রুনাশক আয়ুধ যেন শত্রুগণ
ধর্ব হোক; তোমার রক্ষণের জন্য ভগবানের নিকট হ'তে এসে, শত্রুনাশক আয়ুধ যেন শত্রুগণ
কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ শত্রুনাশে অপ্রতিহতগতি হোক; [ভগবানের প্রতি অনুরাগিতার দ্বারা
আমাদের উচ্চগতি প্রাপ্তি হোক; এবং সে পথে সবরকম বাধা অপসৃত হোক]। হে ভগবন্
ইন্দ্রদেব! আপনার বল আমাদের অভিভাবক হোক, অর্থাৎ শবের ন্যায় আমাদের মধ্যে বিকশিত
হয়ে আপনার শক্তি প্রতিষ্ঠান্বিতা হোক; তার দ্বারা অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে হনন করুন এবং
আমাদের শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি গ্রহণ করুন, অথবা আপনার করুণাধারাসমূহকে ইহজগতে প্রেরণ
করুন—বর্ষণ করুণ; আর, এইরকমে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব অর্থাৎ ভগবানের মহিমা) জগতে
প্রতিষ্ঠিত হোক। [হে ভগবন্! আমাদের মধ্যে আপনার শক্তির উন্মেষণ হোক; তার দ্বারা রিপুগণ
সংযত হোক, এবং শুদ্ধসত্ত্বের সাথে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক] ॥৩॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! স্বর্গলোক হ'তে নিঃসারিত (বিতাড়িত) অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে (পাপকে)
ইহলোক হ'তে দূরে অপসারণ করুন; আর, অশেষহিতসাধক, বিবেক-সমন্বিত, লোকসমূহের
শ্রেয়ঃসাধক, শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহকে অথবা করুণাধারাকে সর্বতোভাবে নিম্নে পতিত করুন, অর্থাৎ
অতিক্ষুদ্র আমাদের প্রতি প্রেরণ করুন; এইরকমে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবানের প্রাধান্য)
ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। [হে ভগবন্! অজ্ঞানতাকে দূর করুন;আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ
প্রবাহিত হোক; তাতে সংসার স্বর্গে পরিণত হোক] ॥৪॥

ভগবান্ ইন্দ্রদেব সাধকগণ কর্তৃক সর্বদা পূজিত হ'লে শুদ্ধসত্ত্বকে নিঃসরণের নিমিত্ত,
সাধকগণের নিকটে সৎ-বৃত্তিসকলকে প্রেরণ-পূর্বক, কম্পমান অর্থাৎ সত্ত্বসংশ্রবে বিচলিত
অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর (পাপের) শীর্ষদেশকে অর্থাৎ প্রাধান্যকে সর্বতোভাবে আক্রমণ ক'রে,
আপনার আয়ুধের দ্বারা (সত্ত্বপ্রভাবে) নাশ করেন—বিচ্ছিন্ন করেন; এই প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার
রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। [যখন আমরা ভগবানের অনুসারী হই, তখন
ভগবানের কৃপায় অজ্ঞানতা দূরীভূত হয় এবং হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়ে থাকে; এইরকমেই
স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়] অথবা,—ভগবান্ ইন্দ্রদেব যদি কখনও উপাসকের অজ্ঞানতা-নিবন্ধন
অনাদৃত হন; তথাপি তিনি সত্ত্বসংশ্রবে স্বতঃকম্পমান অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর (পাপের) প্রাধান্যকে
সর্বতোভাবে আক্রমণ ক'রে, তাকে দূরীকরণের নিমিত্ত, শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ-সমূহকে উপাসকের
সমীপে প্রেরণ-পূর্বক, আপনার সেই আয়ুধের দ্বারা অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবের দ্বারা, সেই
অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে সর্বথা নাশ করেন; এই প্রকারেই স্বরাজ্য (অর্থাৎ ভগবানের প্রাধান্য)
ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হয়। [ভগবৎ-পরায়ণ জনগণ যদি কখনও বিভ্রমগ্রস্ত হন, তাহলে ভগবানই
করুণা-প্রকাশে তাঁকে সৎপথে আনয়ন করেন; কারণ তা না হ'লে তাঁর (ভগবানের) স্বরাজ্য
প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার রক্ষিত হ'তে পারে না] ॥৫॥

উপাসকগণ কর্তৃক স্তূয়মান এবং সম্পূজিত হয়ে, ভগবান্ ইন্দ্রদেব পাপের প্রাধান্যভূত স্থানে
আত্মপ্রাধান্য বিস্তারপূর্বক, বহমুখী অর্থাৎ পাপের নানাপ্রকার প্রাধান্যনাশক বজ্রের দ্বারা পাপকে
হনন করেন; এবং উপাসকের জন্য, পরমার্থ প্রাপ্তির উপায় অভিলাষ করেন—জ্ঞাপন করেন; এই
প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব-ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। [ভগবান্ যখন
সম্পূজিত হন, উপাসকের রক্ষণের জন্য তখন তিনি শত্রুদের নাশ করেন এবং উপাসককে পরম
ধন দান করেন; তার দ্বারাই ইহসংসারে ভগবানের স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়] ॥৬॥

পাপনাশের নিমিত্ত পাষাণের ন্যায় কঠোর, পাপনাশে বজ্রধারী, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শত্রুগণ

কর্তৃক অজেয় আপনার যে যে প্রসিদ্ধ বীর্য আছে, তার দ্বারা মায়াবী এবং কপটাচারী পাপকে (অথবা, অজ্ঞানতারূপ অসুরকে) আপনার প্রাধান্য-বিস্তারের দ্বারা আপনি বিনাশ করুন; এই প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। [হে ভগবন্! কঠোর বজ্রের দ্বারা পাপকে ছেদন করুন, তার দ্বারা ইহজগতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক] ॥৭॥

হে ভগবন্! অভিনব সৎকর্মকে অথবা সৎকর্মের অশেষ প্রতিবন্ধককে অনুসরণ ক'রে, পাপনাশক পুণ্যপ্রদ আপনার বজ্রসমূহ (স্বরাজ্যসংস্থাপক অস্ত্রসমূহ) সকল স্থান ব্যেপে বর্তমান পাপকে অথবা পাপের প্রভাবকে বিনাশ করে। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার সামর্থ্য প্রভূত—অশেষ; এবং আপনার বাহু দু'টির (অর্থাৎ উপাসককে পরমার্থ বিতরণের জন্য প্রসারিত হস্তদ্বয়ের) লোকহিতসাধক প্রভাব আমাদের মধ্যে অবিচলিত থাকুক; এই প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। [হে ভগবন্! আপনার বীর্য ও বল আমাদের প্রদান করুন; তার দ্বারা স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক] ॥৮॥

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! অশেষপ্রকার উপচারের বা ত্যাগস্বীকারের সাথে, তোমরা ভগবানকে পূজা কর; বিংশতিসংখ্যক পূজকরূপে, অথবা চতুর্দশ ইন্দ্রিয়কে এবং ষড়রিপুকে সংযম ক'রে সর্বতোভাবে তোমরা সেই ভগবানকে পূজা কর; সেই ভগবানকে অনুসরণ ক'রে, শতরকমে তোমরা তাঁকে নমস্কার কর; ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে হবিঃ-দান ইত্যাদির দ্বারা পরব্রহ্ম উদ্বুদ্ধ অর্থাৎ হৃদয়ে জাগরিত হন; এইরকমে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) জগতে প্রতিষ্ঠিত হোক! [আমরা যখন সর্বতোভাবে ভগবানের অর্চনাপরায়ণ হই, তখনই আমাদের মধ্যে পরব্রহ্ম জাগরিত হন এবং ইহজগতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।—এখানে 'সহবং সাকং' পদদুটির ভাব 'সম্পূর্ণ বিভবরূপ'। 'বিংশতিঃ' পদে ঋত্বিক্ ইত্যাদি কুড়ি জন যজ্ঞীয় পুরোহিতকে যেমন বোঝায়, তেমনই চিত্তবৃত্তিসমূহকেও বোঝায়, আবার ঐ পদে চতুর্দশ ইন্দ্রিয় ও ষড়রিপু অর্থও গ্রহণ করা যায়। এরা ভগবৎ-প্রাপ্তির অন্তরায়ক এবং এদের সংযমন প্রয়োজন। 'শতা' পদে শত রকমে—নানা উপায়ে ধরলে ঋকটি সকল জটিলতাশূন্য হয়ে দাঁড়ায়] ॥৯॥

ভগবান্ ইন্দ্রদেব অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর প্রভাবকে নাশ করেন এবং আপন সামর্থ্যের বা প্রভাবের দ্বারা শত্রুর অর্থাৎ পাপের প্রভাবকে নাশ করেন; ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সেই প্রসিদ্ধ শত্রুবল-নাশ-সামর্থ্য শ্রেষ্ঠ শক্তি, অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে হনন করে এবং তাকে ইহলোক হ'তে দূর করে; হে ভগবন্! এইরকমেই স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। [দেবতার বা দেবভাবের শক্তি অশেষ; তার দ্বারা পাপ নাশ প্রাপ্ত হয় এবং স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়] ॥১০॥

বজ্রবন্ অর্থাৎ পাপনাশে দৃঢ়-আয়ুধধারী হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যখন বিবেকরূপী দেবগণের সাথে আপনি আপন প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ সত্ত্বপ্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে (বা পাপকে) হনন করেন, তখন আপনার কোপ হ'তে ভয় পেয়ে মহৎ এই দ্যাবাপৃথিবীও অর্থাৎ দ্যুলোকের ও ভূলোকের পাপপ্রাধান্য বা অজ্ঞানতা কম্পিত বিচলিত হয়; এই প্রকারেই স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। [বিবেকের উন্মেষণে দেবভাবের বিকাশে যখন আমাদের অজ্ঞানতা নাশপ্রাপ্ত হয়, তখন সর্বত্রই পাপের আসন বিচলিত হয়ে যায়] ॥১১॥

অজ্ঞানতারূপ অসুর (পাপ) আপন প্রভাবের দ্বারা ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে (প্রকৃষ্ট দৈববলকে)

ভয়প্রদর্শনে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ বিচালিত করতে পারে না; এবং তার গর্জনেও (ইহজগতে যে আত্ম-বিস্তারের দ্বারাও) দেবশক্তিকে বিচালিত করতে সমর্থ হয় না; পরন্তু, এই বৃত্রকে (অর্থাৎ অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে) হননের নিমিত্ত, তার অভিমুখে লৌহময় (অতিকঠোর) বজ্রধারাযুক্ত (অর্থাৎ অশেষ রকমের পাপের প্রভাব-নাশে সমর্থ) বজ্রই (অর্থাৎ ভগবানের প্রেরিত পাপনাশক অস্ত্র) প্রধাবিত হয়; এইরকমেই স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। [যখন দেবভাবের সংঘর্ষের দ্বারা পাপের প্রভাব খর্ব হয়, তখনই ইহজগতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে] ॥ ১২ ॥

হে ভগবন্! আপনি যখন আপনার বজ্রের দ্বারা—পাপনাশক আয়ুধের দ্বারা—অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে (পাপকে) এবং তার আয়ুধকে (মোহ-প্রলোভন ইত্যাদিকে) সম্যগ্‌রূপে ভগ্ন করেন, তখন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সর্পপ্রকৃতিবিশিষ্ট সেই ক্রূর শত্রু পাপকে হননের জন্য ইচ্ছুক আপনার শক্তি (শবের ন্যায় আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত আপনার বল) দ্যুলোক হ'তে ইহলোকে ব্যাপ্ত হয়, এইরকমেই স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। [পাপের প্রভাবকে এবং মোহ-প্রলোভন ইত্যাদি তার আয়ুধকে যখন আপনি খর্ব করেন, তখন দ্যুলোক হ'তে শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ ইহজগতে প্রবাহিত হয় এবং তাতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়] ॥ ১৩ ॥

পাপনাশের জন্য পাষাণের ন্যায় কঠোর হে দেব! আপনার সিংহনাদে অর্থাৎ প্রভাব বিস্তারিত হ'লে স্থাবর জঙ্গম সকলই কম্পিত হয়। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি পরিত্রাণকারী দেবতা হন, এবং আপনার কোপের জন্য—পাপ-দূরীকরণের নিমিত্ত বিভীষিকার দ্বারা—ভীত হয়ে, সকল জগৎ দারুণ কম্পিত হয়; এই প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। [লোকগণের পরিত্রাণের জন্য ভগবানের পাপনাশক যে প্রভাব সকলকে প্রকম্পিত করে, তার দ্বারাই ইহজগতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়] ॥ ১৪ ॥

সর্বত্রব্যাপী বর্তমান অথবা সর্বগামী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সহসা আমরা প্রাপ্ত হই না; নিজের শক্তির দ্বারাই বা কোন্ জন অনবগাহ্য স্থানে অবস্থিত তাঁকে জানতে পারেন? দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণনিবহ (দেবভাবসমূহ) তাঁতে (সেই-ভগবানে) শ্রেষ্ঠধনকে এবং সৎকর্মকে আর সকল শক্তিকে সংস্থাপন করেন; অর্থাৎ দেবত্বই ভগবৎপ্রাপক; এই প্রকারেই স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। [কেউই সহসা ভগবানকে প্রাপ্ত হন না; পরন্তু দেবভাবের প্রভাবের দ্বারাই উপাসকগণ ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন; তার দ্বারাই স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়] ॥ ১৫ ॥

অকর্মণ্য অথবা আত্মমঙ্গলকামী মনুষ্য আমি; [যদিও আমি অকর্মণ্য, তথাপি আত্মহিতের অভিলাষী হয়েছি]; পরমদানশীল নিষ্কাম কর্মকারী আমাদের পিতৃপুরুষ যে কর্ম অর্থাৎ জ্ঞানসমুদ্ভূত বিবেকানুসৃত যে সৎ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন ক'রে গিয়েছেন; সেই কর্মে যে স্তুতিরূপ মন্ত্রসকল আর সেই স্তোত্রের সাথে আমাদের কর্মসকল ভগবান্ ইন্দ্রদেবে সম্যগ্‌রূপে গমন করুক—সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হোক; এই প্রকারেই স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। [পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্বক স্বধর্মে মতিমান্ থেকে আমরা যদি সৎকর্মের অনুষ্ঠান ক'রি, তাহলেই ইহসংসারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়] ॥ ১৬ ॥

টীকা — নূতন সূক্তে নূতন ছন্দে নূতন দেবতার (ইন্দ্রদেবতার) অর্চনা আরম্ভ হচ্ছে।—সেই পূর্ব

...প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এখানেও ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধ-ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে। আবার আবরক ...বিদারণ-পূর্বক পৃথীতলে বৃষ্টিবর্ষণের কথাও কোন কোন ব্যাখ্যায় দেখা যায়। কিন্তু উক্ত দু'রকমের ...কোনটিতেই পূর্বাপর অর্থসঙ্গতি রক্ষিত হ'তে দেখা যায় না। বরং সব ব্যাখ্যাতেই রূপকের ...পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে বৃত্রকে মেঘ বা পৌরাণিক অসুর ব'লে ধ'রে নিয়েই বিভ্রাট ঘটানো ...—এই সূক্তে স্বরাজ্য-লাভের উপায়-পরম্পরা পরিবর্ণিত আছে।

◆ ◆

— ৮১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : পংক্তি]

ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ।
তমিন্মহৎস্বাজিষূতেমর্ভে হবামহে স বাজেষু প্র নোঽবিষৎ॥ ১ ॥
অসি হি বীর সেন্যোঽসি ভূরি পরাদদিঃ।
অসি দভ্রস্য চিদ্বৃধো যজমানায় শিক্ষসি সুন্বতে ভূরি তে বসু॥ ২ ॥
যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনা।
যুক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং হনঃ কং বসৌ দধোঽস্মাঁ ইন্দ্র বসৌ দধঃ॥ ৩ ॥
ক্রত্বা মহাঁ অনুষ্বধং ভীম আ বাবৃধে শবঃ।
শ্রিয় ঋষ্ব উপাকয়োর্নি শিপ্রী হরিবান্দধে হস্তয়োর্বজ্রমায়সম্॥ ৪ ॥
আ পপ্রৌ পার্থিবং রজো বদ্বধে রোচনা দিবি।
ন ত্বাবাঁ ইন্দ্র কশ্চন ন জাতো ন জনিষ্যতেঽতি বিশ্বং ববক্ষিথ॥ ৫ ॥
যো অর্যো মর্তভোজনং পরাদদাতি দাশুষে।
ইন্দ্রো অস্মভ্যং শিক্ষতু বি ভজা ভূরি তে বসু ভক্ষীয় তব রাধসঃ॥ ৬ ॥
মদেমদে হি নো দদির্যূথা গবামৃজুক্রতুঃ।
সং গৃভায় পুরূ শতোভয়াহস্ত্যা বসু শিশীহি রায় আ ভর॥ ৭ ॥
মাদয়স্ব সুতে সচা শবসে শূর রাধসে।
বিদ্মা হি ত্বা পুরূবসুমুপ কামান্ৎসসৃজ্মহেঽথা নোঽবিতা ভব॥ ৮ ॥
এতে ত ইন্দ্র জন্তবো বিশ্বং পুষ্যন্তি বার্যম্;
অন্তর্হি খ্যো জনানামর্যো বেদো অদাশুষাং তেষাং নো বেদ আ ভর॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — অজ্ঞানতানাশক ভগবান্ ইন্দ্রদেব শ্রেষ্ঠ নরগণ কর্তৃক অর্থাৎ সাধকগণ কর্তৃক ...হয়ে সেই সাধকগণের আনন্দবর্ধনের নিমিত্ত এবং সেই সাধকগণের বলবৃদ্ধির জন্য ...বিস্তার করেন, অর্থাৎ, সেই সাধকগণের মধ্যে অধিষ্ঠান ক'রে থাকেন; প্রবল বিষম ...সমূহে এবং এই অল্প সংগ্রামে অর্থাৎ আমাদের নিত্য অনুষ্ঠিত পাপকর্মে, সেই

সেই ইন্দ্রদেবতাকেই আমাদের রক্ষার জন্য আহ্বান করছি; সেই ইন্দ্রদেব সর্বপ্রকার সংগ্রামসমূহে আমাদের প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন। [সাধকগণ নিজেদের কর্মের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু এই অসাধু আমাদের উপায় কি হবে? প্রার্থনা—এই প্রবল সংসার-সংগ্রামে সেই ভগবান্ আমাদের রক্ষা করুন] ॥ ১ ॥

হে শত্রুদমনকুশল (হে শৌর্যসম্পন্ন)! আপনি সেনার ন্যায় হন; [একই আপনি একমেবাদ্বিতীয়ন্ হওয়া সত্ত্বেও বহুরূপধারী হয়ে থাকেন]; নিশ্চয়ই আপনি শত্রুগণের পরাঙ্মুখকারী হন; [শত্রুগণকে দূর ক'রে আপনি উপাসকগণকে পরম ধন প্রদান ক'রে থাকেন]; ক্ষুদ্র স্তোতারও আপনি বর্ধয়িতা হন; এবং শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত উপাসককে আপনি তাঁর আকাঙ্ক্ষা-অনুরূপ ধন (সুশিক্ষা) প্রদান করেন; আপনার ধন প্রভূত ও বিবিধরূপ আছে। [হে ভগবন্! আপনি সকল ধনের অধিকারী; অশেষ রকম ধন আপনাতে আছে; সুতরাং প্রার্থী আপনার কাছে আকাঙ্ক্ষা-মতো ধন পেয়ে থাকেন] ॥ ২ ॥

যখন সংগ্রাম অর্থাৎ সৎ ও অসৎ বৃত্তির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন শত্রুধর্ষণকারীকে অর্থাৎ রিপুদমনসমর্থ জনকে ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধন ভগবান্ কর্তৃক প্রদত্ত হয়। হে ভগবন্! শত্রুগণের গর্বের খর্বকারী অর্থাৎ রিপুনাশক জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহুদ্বয়কে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সংযোজন করুন; তাদের যোজনা ক'রে কোনও শত্রুকে নাশ করুন, কোনও শত্রুকে বা ধনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই উপাসক আমাদের পরমার্থ-রূপ ধনে স্থাপিত অর্থাৎ সম্বন্ধযুত করুন [আমরা যখন রিপুদমনে প্রবৃত্ত হই, জয়শ্রী তখন আমাদের অধিগত হয়; হে ভগবন্! আমাদের মধ্যে জ্ঞানভক্তির সমাবেশপূর্বক আমাদের জয়শ্রীযুক্ত অর্থাৎ পরমধনের অধিকারী করুন।—যে শত্রু, সে শত্রুই; কিন্তু শত্রুও কখনও কখনও উপকারী হয়; যেমন, যে হিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ অনেক অপকর্ম করে, সেই হিংসারূপ শত্রুকে বিনাশ করাই সঙ্গত, আবার ঐ হিংসাই কখনও কখনও সৎ-সহযোগে লোকহিতসাধক হয়ে থাকে; যেমন দস্যুর প্রতি হিংসা না করলে আত্মরক্ষা হয় না, সুতরাং সেখানে হিংসা মিত্রের মতো অবলম্বনীয় এবং সেইসব স্থানে হিংসাকে রক্ষা বা আশ্রয়দানই উৎকৃষ্ট পন্থা] ॥ ৩ ॥

সৎকর্মের দ্বারা প্রাপ্তব্য, সাধকগণের সম্বন্ধে মহত্ত্বযুত এবং শত্রুগণের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর, সেই ভগবান—স্বধার অনুসারী (অর্থাৎ, ভগবৎ-পরায়ণ) শবের সাথে তুলনীয় জনকে (শক্তিহীন উপাসককে) সর্বতোভাবে শক্তিসম্পন্ন করেন; (শবের ন্যায় অসাড় জন যদি ভগবানের অনুসারী হন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবানের কৃপায় শক্তিলাভ করেন]; সকলের দর্শয়িতা (দৃষ্টিশক্তি-প্রদাতা) জ্যোতির্ময় জ্ঞানভক্তির সাথে সম্বন্ধযুত সেই ভগবান্ সমীপবর্তী উপাসকের বাহুদ্বয়ে অতিকঠোর শত্রুনাশক অস্ত্রকে স্থাপন করেন। [উপাসকদের শক্তিদানের জন্য ভগবান্ আপন বলকে নিরন্তর তাঁদের মধ্যে ধারণ ক'রে আছেন।—রিপুশত্রুদমনে উপাসকগণ যে আয়ুধ প্রাপ্ত হন, তা-ই সৎকর্ম বা সত্ত্বভাব। ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত তা অধিগত হয় না] ॥ ৪ ॥

ইহলোককে এবং অন্তরীক্ষলোককে ভগবান্ নিজের মহিমার দ্বারা সর্বতোভাবে রক্ষা করছেন; তিনিই দ্যুলোকে (স্বর্গলোকে) জ্ঞানালোকসমূহকে স্থাপিত করেছেন; [সকল লোকসমূহের সকলরকম অভাব দ্যুলোকস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবান্ কর্তৃক পূর্ণ হচ্ছে]। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার সমান (আপনার সমকক্ষ) দ্বিতীয় কেউই বিশ্বে বিদ্যমান নেই; কেউ উৎপন্নও হয়নি, কেউ উৎপন্ন হবেও না; [ভগবানের সাথে তুলনার যোগ্য কেউই হয়নি, কেউই নেই এবং কেউই হবে

না]। হে ভগবন্! আপনি সর্বতোভাবে সকল জগৎকে রক্ষা করেন। [হে ভগবন্! আপনার সেই রক্ষা প্রবৃত্তি এই অকৃতী অধম আমাদের রক্ষা করুক] ॥ ৫ ॥

লোকসমূহের পালক প্রসিদ্ধ যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব মনুষ্যগণের সকলের উপভোগযোগ্য ধনকে (ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপে চতুর্বর্গকে) প্রকৃষ্টরূপে অথবা তার শ্রেষ্ঠাংশকে উপাসকের জন্য প্রদান করেন, সেই ইন্দ্র আমাদের (অর্থাৎ আমাদের মতো কৃপাপ্রার্থী ক্ষুদ্র উপাসককে) সুশিক্ষা দান করুন, অর্থাৎ সৎকর্ম সমাধানে উদ্বুদ্ধ করুন। হে ইন্দ্র। আপনার ধন প্রভূত ও বহুরকমের আছে; তা আমাদের জন্য বিভক্ত করুন; এবং আপনার অধিকারভুক্ত পরমার্থ-রূপ ধনের একাংশে আমি যেন প্রাপ্ত হই। [ভগবানের করুণার বিন্দুমাত্রও যেন আমার প্রতি বর্ষিত হয়; তার দ্বারাই আমি তরে যাব। প্রার্থী এখানে যে-সে ধন চাইছেন না। যে ধনের সাথে ভগবানের সম্বন্ধ আছে, তা-ই তাঁর প্রার্থনা। ভগবৎ-সম্বন্ধযুত ধনের একাংশের অধিকারী হ'তে পারলেই সূত্র অধিগত হয়। সেই সূত্র অবলম্বন করতে পারলেই তাঁর কাছে মানুষ পৌঁছতে পারে] ॥ ৬ ॥

আমাদের শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা (সৎকর্মের দ্বারা) হর্ষযুক্ত হয়ে, আমাদের জ্ঞানকিরণ-সমূহের দাতা হন—অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান আমাদের প্রদান করেন; [সৎকর্মপরায়ণ উপাসকগণকে ভগবান্ অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান-ধন প্রদান করেন] হে ভগবন্! সেই আপনি প্রভূত অপরিমিত ধনসমূহকে (ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধনকে) আপনার উভয় হস্তে আমাদের প্রদানের জন্য সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করুন এবং আমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধিযুত সুবুদ্ধিসম্পন্ন করুন, আর আপনার হস্তদ্বয়ে স্থিত ধনসমূহকে আমাদের সর্বতোভাবে প্রদান করুন। [ভগবান্ যেন আমাদের সৎ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও সৎ-কর্ম-পরায়ণ ক'রে তাঁর আপন হস্তস্থিত পরমধন আমাদের প্রদান করেন।—মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের স্বরূপশক্তিকে প্রকাশ করা হয়েছে; শেষাংশে (দ্বিতীয় চরণে) সেই শক্তির প্রয়োগে প্রার্থনাকারীকে কৃতার্থ করার কামনা প্রকাশ পেয়েছে] ॥ ৭ ॥

হে শৌর্যবন্! শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত আমাদের হৃদয়ে আগমন-পূর্বক শক্তিদানের নিমিত্ত (সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য সঞ্চারের জন্য) এবং পরম ধন প্রদানের নিমিত্ত, আমাদের সখা হয়ে আপনার আনন্দপ্রদ কর্মে আমাদের নিয়োজিত করুন; [যে কর্মে ভগবানের তৃপ্তি হয়, আমরা যেন সেই কর্মে নিয়োজিত হই; যে-হেতু, সেই কর্মই আমাদের শক্তিপ্রদ ও মোক্ষপ্রদায়ক]। হে ভগবন্! আপনাকে অশেষ ধনের অধিকারী ব'লে নিশ্চিত জানি; অতএব, আমাদের সকল বৃত্তিকে—সকলরকম কামনাকে আপনার সমীপে সমর্পণ করছি; এরপর আপনি আমাদের রক্ষক হোন। [মন্ত্রটির দ্বিতীয় চরণে যুগপৎ সঙ্কল্প-প্রার্থনা পরিব্যক্ত আছে; ভগবানে আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা এবং তার দ্বারা রক্ষাপ্রাপ্তির আশা এখানে প্রকাশমান] ॥ ৮ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার সম্বন্ধযুত সৎকর্মপরায়ণ এই যে অজ্ঞান জনগণ (অর্থাৎ আমরা) আপনার সম্ভজনীয় সকলরকম ভগবৎকর্ম পোষণ করে (অথবা,—যেন পোষণ করি); সকলের অধিস্বামী আপনি, অভক্তগণের মধ্যে বিদ্যমান জ্ঞানরূপ ধনকেও দেখতে পান—জানতে পারেন,—সেই অভক্তগণের মধ্যেও যে জ্ঞান-ধন আছে, তা-ও আমাদের প্রদান করুন। [জ্ঞান দু'রকমের—ইহলোক-সম্বন্ধীয় ও পরলোক-সম্বন্ধীয়; অথবা,—জগৎ-সম্বন্ধীয় এবং লোকহিতসাধক বা আত্মপ্রাধান্যখ্যাপক; এখানে প্রার্থনাকারী এই দুই জ্ঞানকেই প্রার্থনা করছেন।—ইহলোকের হিতসাধক জ্ঞান—লৌকিক জ্ঞান—আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত জ্ঞান। ভগবানের সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা-পক্ষে এই জ্ঞানেরও আবশ্যকতা এই মন্ত্রে প্রদর্শিত। আবার আধ্যাত্মিক-পক্ষে

ভগবানে আত্মলীন হওয়ার পক্ষে ভগবান্-পরায়ণতা-রূপ জ্ঞানও আবশ্যক—সে কথাও বলা হয়েছে।] ॥ ৯ ॥

টীকা — এই সূক্তের প্রায় সব ঋক্‌গুলি ইন্দ্রদেবতার সম্বোধনেই সন্নিবিষ্ট আছে। তারা ইতিহাসে প্রকাশে যে, কুরুরাজগণের ও সৃঞ্জয়-নৃপতিবর্গের সাথে অনার্যদের (অসুরদের) যুদ্ধকালে তাঁদের পুরোহিত গোতম ঋষি ইন্দ্রদেবের আরাধনা করেছিলেন। সেই দেবতা ঋষির স্তবে তুষ্ট হয়ে ঐ রাজগণের পক্ষ অবলম্বন করেন। অতএব, সেই স্তবগুলিই এই সূক্তে অন্তর্ভূত। কিন্তু লক্ষণীয়, ইন্দ্রদেব সম্বন্ধে অপরাপর বিষয় যা এই সূক্তে উক্ত হয়েছে, তার প্রায় সব ভাবই ইন্দ্রদেবতা-সম্বন্ধীয় পূর্ব পূর্ব সূক্তেই প্রকাশ পেয়েছে। সেই তাঁর মাদক-দ্রব্যের (সোমরসের) প্রতি স্পৃহা, হরি-নামক দুই অশ্ববাহিত রথে গতিবিধি—সবই প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে পূর্বরূপ রঙেই রঞ্জিত হয়ে আছে। সংশয় রয়েই গেল এবং ভগবানের অন্যতম বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রদেবের প্রকৃতি সম্পর্কে তত্ত্বগত জ্ঞান লাভ করা যায়নি।

◆ ◆

— ৮২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : পংক্তি, জগতী]

উপো ষু শৃণুহী গিরো মঘবন্মাতথা ইব।
যদা নঃ সূনৃতাবতঃ কর আদর্থয়াস ইদ্যোজা ন্বিন্দ্র তে-হরী ॥ ১ ॥
অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত।
অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ২ ॥
সুসংদৃশং ত্বা বয়ং মঘবন্বন্দিষীমহি।
প্র নূনং পূর্ণবন্ধুরঃ স্তুতো যাহি বশাঁ অনু যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ৩ ॥
স ঘা তং বৃষণং রথমধি তিষ্ঠাতি গোবিদম্।
যঃ পাত্রং হারিযোজনং পূর্ণমিন্দ্র চিকেততি যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ৪ ॥
যুক্তস্তে অস্তু দক্ষিণ উত সব্যঃ শতক্রতো।
তেন জায়ামুপ প্রিয়াং মন্দানো যাহ্যন্ধসো যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ৫ ॥
যুনজ্মি তে ব্রহ্মণা কেশিনা হরী উপ প্র যাহি দধিষে গভস্ত্যোঃ।
উৎ ত্বা সুতাসো রভসা অমন্দিষুঃ পূষণ্বান্বজ্রিন্ত্সমু পত্ন্যামদঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! আমাদের স্তুতিসমূহ অর্থাৎ এই প্রার্থনাসকল, সন্নিধি প্রাপ্ত হয়ে, সম্যগ্‌রূপে শ্রবণ করুন—গ্রহণ করুন; আর বিপরীত বা বিরূপ হবেন না; আমাদের যখন প্রিয়সত্য বাক্যযুক্ত, অর্থাৎ আপনার স্তুতিপরায়ণ করেন, তখন আমাদের দ্বারা প্রযুক্ত স্তুতিসমূহ স্বীকার করেন—গ্রহণ ক'রে থাকেন। অতএব, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়কে শীঘ্র আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বা কর্মসমূহে সংযোজনা করুন। [জ্ঞান ও ভক্তির

সঙ্কল্পযুত স্তুতির বা কর্মের দ্বারা আমরা যেন ভগবানের সামীপ্য লাভ করতে সক্ষম হই, ভগবান্ যেন তারই বিধান করেন—এই প্রার্থনা] ॥ ১ ॥

অমৃত ভক্ষণ ক'রে অর্থাৎ ভগবানের ধ্যানপরায়ণ হয়ে তৃপ্তিপ্রাপ্ত-পূর্বক ভগবৎ-প্রীতিপরায়ণ উপাসকগণ অথবা ভগবানের প্রিয় সাধকগণ অকম্পিত অবিচলিত স্বকাকে অর্থাৎ মোক্ষকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন; আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মেধাবিগণ অর্থাৎ জ্ঞানী সাধকগণ অতিনবত্বসম্পন্ন চিরনূতন স্তুতির দ্বারা ভগবানকে স্তব করেন—পূজা করেন; অতএব হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার সেই কর্মসাধক জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়কে শীঘ্র আমাদের হৃদয়ে বা কর্মে সংযোজনা করুন—প্রতিষ্ঠাপিত রাখুন। [জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়যুত কর্মের দ্বারাই ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ আনন্দ অধিগত হয়, অতএব ভগবান্ যেন আমাদের কর্মসমূহকে জ্ঞানভক্তিসমন্বিত করেন—এই প্রার্থনা] ॥ ২ ॥

হে পরমৈশ্বর্যশালিন্! সকলের প্রতি পরম-অনুগ্রহ-পরায়ণ আপনাকে অর্চনাকারী আমরা যেন আরাধনা করতে সমর্থ হই; সম্পূজিত আপনি স্তোতৃগণের জন্য দেয় ধনসমূহে যুক্ত হয়ে স্তূয়মান এই উপাসকগণের প্রতি অবশ্য আগমন করুন—প্রতিষ্ঠিত হোন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জ্ঞানভক্তিরূপ বাহকদ্বয়কে শীঘ্র আমাদের হৃদয়ে বা কর্মসমূহে সংযোজনা করুন—প্রতিষ্ঠিত রাখুন। [উপাসকগণের প্রতি ভগবানের করুণার সীমা বা শেষ নেই; আমরা যেন জ্ঞানভক্তিযুত হয়ে ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'তে পারি] ॥ ৩ ॥

লোকানুগ্রাহক সেই ভগবান্ নিশ্চয়ই কামাভিবর্ষক (অভীষ্টপ্রদ) প্রজ্ঞানলক্ষয়িতার অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের জ্ঞাপয়িতা সেই প্রসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষিতব্য হৃদয়-রূপ রথে অথবা আমাদের কর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকেন; [যে হৃদয় সত্ত্বভাবান্বিত, যে কর্ম জ্ঞানলাভমূলক ও অভীষ্টপূরক, সেই হৃদয়ে বা সেই কর্মে ভগবান্ অবস্থিতি করেন]। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে কর্ম বা যে হৃদয় আহ্লাদযুত অক্ষুণ্ণ অগ্রয়কে জ্ঞাপন ক'রে—জানতে পারে, সেই কর্মে বা সেই হৃদয়ে আপনি অধিষ্ঠান ক'রে থাকেন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়কে আমাদের কর্মে বা হৃদয়ে সংযোজন করুন—প্রতিষ্ঠিত রাখুন। [আমরা যেন জ্ঞানভক্তি-সহযুত হয়ে সেই অক্ষয় আশ্রয়স্থান ভগবানকে প্রাপ্ত হ'তে পারি] ॥ ৪ ॥

অশেষকর্মকারিন্ হে ভগবন্! অনুকূল এবং প্রতিকূল আমাদের সকল কর্ম আপনাতে সমর্পিত হোক; [আমাদের কর্মমাত্র ভগবানের উদ্দেশে বিনিযুক্ত হোক]; প্রসিদ্ধ পরমমঙ্গলপ্রদ সেই মধুনীয়ের অর্থাৎ আপনাতে উৎসৃষ্ট কর্মের গ্রহণের দ্বারা আনন্দিত হয়ে, হে ভগবন্! আপনি আপনার প্রীতিস্থানীয়া অনন্যা ভক্তিরূপ সহধর্মিণীর সমীপে গমন করেন; অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জ্ঞানভক্তিরূপ বাহকদ্বয়কে আমাদের কর্মে বা হৃদয়ে সংযোজিত করুন—প্রতিষ্ঠিত রাখুন। [মানুষ যেমন প্রিয়তমা সহধর্মিণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, ভগবান্ তেমনই অনন্যভক্তি সাধকের প্রতি প্রধাবিত হন। প্রার্থনা—আমাতে সেই ভক্তি সঞ্চারিত হোক।—মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে 'মদ্যপানে মদ্যপের মত্ততা' কথনই লক্ষ্যস্থল নয়। 'প্রিয়াং জায়াং' পদ দুটিতে 'ভগবানের প্রীতিস্থানীয় সহধর্মিণী' বোঝাচ্ছে, এবং সে কোন্ সামগ্রী?—সে-ই তো অনন্যা ভক্তি] ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্! রশ্মিবিশিষ্ট, অর্থাৎ সুপথ-প্রদর্শক জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহকদ্বয়কে এই মন্ত্রের দ্বারা আপনাতেই সংযোজিত করছি। [সঙ্কল্প এই যে,—সর্বকর্ম আপনাতে সমর্পণ করি]; আপনার সামীপ্য প্রকর্ষের দ্বারা আমাদের প্রাপ্ত করান; [আপনাতে কর্ম সমর্পণ ক'রে যেন আপনার সামীপ্য লাভ করতে পারি]; আপনার বাহুদ্বয়ে আমাদের ধারণ করুন। [পতন হ'তে আমাদের

রক্ষা করুন]; আমাদের উৎসর্গীকৃত শুদ্ধসত্ত্বভাবসকল অর্থাৎ আপনাতে সমর্পিত কর্মসকল রক্ষা করুন]; আমাদের উৎসর্গীকৃত শুদ্ধসত্ত্বভাবসকল আপনার তৃপ্তিপ্রদ হয়ে আপনাকে হর্ষদান করুক; [আমাদের উৎসর্গীকৃত উৎকর্ষের সাথে ত্বরায় আপনার তৃপ্তিপ্রদ হয়ে আপনাকে হর্ষদান করুক; [আমাদের উৎসর্গীকৃত কর্মসমূহ আপনার পরিতৃপ্তিদায়ক হোক]; শত্রুনাশে বজ্রধারী হে ভগবন্! এই রকমে সমর্পিত আমাদের প্রবর্ধক পুষ্টিবিধায়ক হয়ে সম্যগ্রূপে পূর্বোক্তরূপ আপনার অঙ্গীভূত আমাদের জ্ঞানভক্তি-সহ তৃপ্ত হোন—সম্মিলিত হয়ে অবস্থিতি করুন। [আমাদের আপনাতে সমর্পিত আপনার অঙ্গীভূত ক'রে নিন। —'পত্নী' বলতে ভগবানের অঙ্গীভূত জ্ঞানভক্তির প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। আনন্দময় তিনি; জ্ঞানভক্তির সম্মিলনই তাঁর আনন্দদ। সহধর্মিণী অর্ধাঙ্গিনী প্রভৃতি পদ অবশ্যই পত্নী-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে জ্ঞানভক্তিকে তাঁর (ভগবানের) পত্নী ব'লে পরিকল্পনা আদৌ অসঙ্গত নয়] ॥ ৬॥

টীকা — এই সূক্তের পাঁচটি ঋক্ পংক্তি-ছন্দে এবং শেষেরটি জগতী-ছন্দে গ্রথিত। শেষেরটি মন্ত্র এক অপরূপ ভাব-প্রকাশ। ...প্রচলিত অর্থের আলোচনা করলে দেবতা ইন্দ্রকে সামান্য একজন মানুষ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করা যায় না। তিনি অশ্ব যোজনা করেন, পত্নীর সাথে সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য পান করেন, তিনি রথারোহণে অপরের ধন অপহরণ করেন এবং তা নিজের উপাসকগণকে প্রদান করেন—এমন সব তাঁর নানা ক্রিয়াকলাপ এইসব মন্ত্রে প্রচলিত অর্থগুলিতে প্রকাশিত দেখা যায়। ...এই সূক্তের বৈচিত্র্যময় পদবিন্যাস যিনি যে দৃষ্টিতে যেমন লক্ষ্য করবেন, তাঁর পক্ষে সেই ভাবই প্রকাশ পাবে।

◆ ◆

— ৮৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : পংক্তি, জগতী]

অশ্বাবতি প্রথমো গোষু গচ্ছতি সুপ্রাবীরিন্দ্র মর্ত্যস্তবোতিভিঃ।
তমিৎপৃণক্ষি বসুনা ভবীয়সা সিন্ধুমাপো যথাভিতো বিচেতসঃ॥ ১॥
আপো ন দেবীরুপ যন্তি হোত্রিয়মবঃ পশ্যন্তি বিততং যথা রজঃ।
প্রাচৈর্দেবাসঃ প্রণয়ন্তি দেবয়ুং ব্রহ্মপ্রিয়ং জোষয়ন্তে বরা ইব॥ ২॥
অধি দ্বয়োরদধা উক্থ্যং বচো যতস্রুচা মিথুনা যা সপর্যতঃ।
অসংযত্তো ব্রতে তে ক্ষেতি পুষ্যতি ভদ্রা শক্তি র্যজমানায় সুন্বতে॥ ৩॥
আদঙ্গিরাঃ প্রথমং দধিরে বয় ইদ্ধাগ্নয়ঃ শম্যা যে সুকৃত্যয়া।
সর্বং পণেঃ সমবিন্দন্ত ভোজনমশ্বাবন্তং গোমন্তমা পশুং নরঃ॥ ৪॥
যজ্ঞৈরথর্বা প্রথম পথস্ততে ততঃ সূর্যো ব্রতপা বেন আজনি।
আ গা আজদুশনা কাব্যঃ সচা যমস্য জাতমমৃতং যজামহে॥ ৫॥
বর্হির্বা যৎ স্বপত্যায় বৃজ্যতেঽর্কো বা শ্লোকমাঘোষতে দিবি।
গ্রাবা যত্র বদতি কারুরুক্থ্যস্তস্যেদিন্দ্রো অভিপিত্বেষু রণ্যতি॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে মনুষ্য আপনার রক্ষাসমূহের দ্বারা, অর্থাৎ করুণানিবহের দ্বারা সুরক্ষিত হন, সেই মনুষ্য জ্ঞানরশ্মিযুত হয়ে জ্ঞাননিবহের মধ্যে (জ্ঞাননিলয়ে) সত্বর প্রবেশ করেন; [ভগবানের করুণায় যিনি জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, তিনিই জ্ঞানাধার ভগবানকে শীঘ্র প্রাপ্ত হন]; হে ভগবন্! প্রজ্ঞানপ্রদায়ক শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ সকল দিক হ'তে যেমন সিন্ধুকে অর্থাৎ অনন্তস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, তেমনই সেই পুরুষকে, অর্থাৎ আপনার অনুকম্পাপ্রাপ্ত জনকে আপনি অশেষপ্রকার ধনের দ্বারা (ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধনের দ্বারা) পূর্ণ করেন। [জলপ্রবাহ সকল যেমন সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, ভগবানের করুণা তেমনই তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত জনকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে] ॥ ১ ॥

মনুষ্যের শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ দেবীস্বরূপ অর্থাৎ দীপ্তিদানাদি-গুণযুত হয়; তারা আপনা-আপনি উৎকৃষ্ট-কর্মফল (উপাসককে) প্রাপ্ত হয়ে থাকে, এবং বিস্তীর্ণ কিরণের ন্যায় (সর্বদিক্-প্রবেশশীল কিরণের মতো) মনুষ্যগণকে রক্ষাপ্রদান করে—সৎপথ প্রদর্শন করে; [শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই মানুষ পরম মঙ্গল লাভ ক'রে থাকে]; দেবগণ অর্থাৎ আমাদের দীপ্তদানাদি-গুণসমূহ, ভগবানে অনুরক্ত দেবভাব-কাময়মান জনকে অর্থাৎ উপাসককে উৎপত্তিস্থানে (ভগবানে) প্রকৃষ্টরূপে লীন করে, এবং সেই দেবভাবসমূহ সেই উপাসককে শ্রেষ্ঠের ন্যায় অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যমান্ থাকে। [দেবভাবসমূহ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান্ থেকে তাকে ভগবানে লীন ক'রে দেয়] ॥ ২ ॥

হে ভগবন্! যে স্বধর্মপরায়ণ সংযমশীল যুগলরূপে বর্তমান পতিপত্নী শস্ত্রমন্ত্রে যখন আপনাকে আরাধনা করে, তখন সেই যুগ্ম পতিপত্নীর মধ্যে আপনি আপনাকে নিহিত করেন; [সহধর্মিণীর সাথে আমরা যখন একান্তে ভগবানের পূজাপরায়ণ হই, ভগবান্ তখন আমাদের মধ্যে আবির্ভূত ও অধিষ্ঠিত হন]। হে ভগবন্! আপনার কর্মে যে জন সংযমপরিশূন্য উচ্ছৃঙ্খল, সে নিধনপ্রাপ্ত হয়; পরন্তু শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত উপাসকে মঙ্গলপ্রদ শক্তি অর্থাৎ সৎকর্ম-সাধন-সামার্থ্য পুষ্ট হয়—পরম ধন প্রদান করে। [অসংযত জনের নাশ অবশ্যম্ভাবী; ভগবৎ-পরায়ণ জন আপনা-আপনিই শ্রেয়ঃ লাভ ক'রে থাকেন] ॥ ৩ ॥

যে প্রসিদ্ধ ভগবৎ-অনুসারী জ্ঞানিগণ কর্মের দ্বারা নিজেদের দোষসমূহকে নিবৃত্তি ক'রে, সৎকর্মপরায়ণতার দ্বারা পরমজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে (অথবা জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা প্রোৎসাহিত হয়ে), সর্বাগ্রে আহুনীয়কে (অথবা সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যকে) নিরন্তর ভগবানের উদ্দেশে সম্পাদন করেন (অথবা নিজেদের হৃদয়ে ধারণ ক'রে আছেন); সেই নেতৃস্থানীয় জনগণ অর্থাৎ সাধুগণ স্তোত্র হ'তে (ভগবান্ হ'তে), জ্ঞানপ্রকাশক প্রজ্ঞানযুত পশুত্ববিরহিত আহার্যকে অর্থাৎ নিজেদের পরিশুদ্ধিসাধক সামর্থ্যকে সম্যক্ প্রকারে লাভ করেন। [জ্ঞানী সাধুগণ আপনাপন সুকর্মের দ্বারা নিজেরাও শ্রেয়ঃ লাভ করেন, এবং অপরকেও মঙ্গল দান ক'রে থাকেন] ॥ ৪ ॥

অকর্মণ্য জন (অথবা আত্মমঙ্গলকামী জন) সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা প্রথম পথকে, অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির সূত্রকে, ইহলোকে প্রকাশ করে; [অকর্মণ্য জনের সৎকর্ম-সাধন অন্যকে সৎকর্মে বিনিবিষ্ট করে]; তার পর অর্থাৎ সেই কর্মের দ্বারা সৎকর্মপালক রমণীয় জ্ঞানদেবতা সর্বতোভাবে আবির্ভূত হন; [সৎকর্মের দ্বারাই প্রজ্ঞান অধিগত হয়]; ভগবানকে প্রাপ্তির অভিলাষী জন, মন্ত্রপূত সহায়প্রাপ্ত হয়ে, অর্থাৎ মন্ত্রের সাহায্যে, সর্বতোভাবে জ্ঞানকিরণসমূহকে প্রাপ্ত হয়। তা জেনে বিমূঢ় অকর্মণ্য আমরা, রিপুদমনের নিমিত্ত উৎপন্ন মরণরহিত সত্যকে যেন পূজা করি—আরাধনা করি। [অকর্মণ্য মূঢ় জনও সৎকর্মের দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করে এবং অপরের পথপ্রদর্শক হয়; তা বুঝে আমরা

যেন সত্যের অনুসারী হই] ॥ ৫ ॥

মুক্তিপ্রদায়ক কর্মের নিমিত্ত (পাতিত্যনাশক কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য) যখন ছিন্নকুশের ন্যায় বিচক্ষণ হৃদয় সর্বথা মায়ামোহ ইত্যাদিকে পরিবর্জন করে; অথবা, উপাসক যখন সৎকর্ম, সম্পাদনে স্তুতিরূপ বাক্যকে উচ্চারণ করেন; এবং যে কালে পাষাণের ন্যায় বিশুদ্ধ-হৃদয় উপাসকের উচ্চারিত শাস্ত্রমন্ত্রের ন্যায় মনোহারী মন্ত্রকে উচ্চারণ করে; তখন, সেই সকল কর্মের অতিপ্রাপ্তিকে অর্থাৎ সেই সকল কর্ম প্রাপ্ত হয়ে, ভগবান্ ইন্দ্রদেব হর্ষপ্রকাশ করেন—পরমানন্দ লাভ করেন। [আমরা যখন পাতিত্য-পথকে পরিত্যাগ করি, পরন্তু সৎকর্মের সমাধানে ভগবৎ-আরাধনাতে প্রবৃত্ত হই, ভগবান্ তখন আমাদের প্রতি প্রীত হন—আমাদের পরমানন্দ দান করেন। সুতরাং—মানুষ! যদি নিজের পতনের পথ রোধ করতে চাও, হৃদয় থেকে পাপ প্রবৃত্তিগুলিকে বিদূরিত কর—বিচক্ষণ হৃদয়কে চাঞ্চল্যপরিশূন্য ভগবানে ন্যস্ত কর; এবং নিজের সকল কর্মে—সকলরকম সৎকর্মের সমাধানে—ভগবানের উপাসনা-পরায়ণ থাক; আর, তোমার পাষাণের মত কঠিন হৃদয়ে প্রীতিভক্তির মন্দাকিনী-ধারা যাতে প্রবাহিত হয়, তার জন্য উদ্বুদ্ধ হও। এই সব কার্যই—ভগবানের প্রীতিসাধন; এই সব কার্যেই—নিজের মঙ্গল বিহিত হয়] ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তে ঋকগুলিতে পরস্পর-বিরোধী ভাববিশিষ্ট নানারকম উক্তি দেখা যায়। একস্থলে বলা হলো—'হে ইন্দ্র! তোমার রক্ষার দ্বারা অশ্ববিশিষ্ট গৃহে লোকের গাভী প্রাপ্ত হয়।' আবার বলা হলো—'বর যেমন বধূ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়, সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্যের জন্য (দেবতাগণ) তেমনি যজ্ঞস্থলে আগমন করেন।' তৃতীয় ঋকের প্রচলিত অর্থে তো বলাই হয়েছে—'কোন কাজকর্ম করার প্রয়োজন নেই; কেবল ইন্দ্রদেবতার পানের জন্য সোমরস প্রস্তুত ক'রে যাও; তাতেই সব কামনা পূর্ণ হবে।' এইভাবে দেখা যায়, প্রচলিত অর্থে, অঙ্গিরঃবংশীয় ঋষিরা অগ্নি প্রজ্বলিত ক'রে ইন্দ্রের পূজা করায় ইন্দ্র তাঁদের অশ্ব, গাভী, পশু ও ধন প্রদান করেন। আবার পঞ্চম ঋকের ব্যাখ্যায় পণ্ডিতগণ বলেছেন—'গো-চোরেরা গাভীসমূহ অপহরণ করে; অথর্বা ঋষি যজ্ঞ ক'রে সেই গাভীর সন্ধান পান।' ওখানে উসানা নামক এক ঋষির কথা আছে, যিনি ইন্দ্রের সহায় ছিলেন। ষষ্ঠ ঋকের প্রচলিত অর্থের মর্ম এই যে,—'যেখানে সোমলতা পিষে রস (মদ) বাহির করা হয়, সেখানেই ইন্দ্র লোলুপ দৃষ্টিতে উপস্থিত হয়ে হর্ষ প্রকাশ করেন।'—এতে দেবতাই বা কি, আর পূজাই বা আমরা কার করি,—এরকম কিছুই বোধগম্য হয় না। বরং আধ্যাত্মিকভাবে এই সূক্তের দর্শন ও ব্যাখ্যা কত সুন্দর ও সঙ্গত তা লক্ষণীয়।

◆ ◆

— ৮৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : অনুষ্টুপ, উষ্ণিক্]

অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি। আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোঽপ্রতিধৃষ্টশবসম্। ঋষীণাং চ স্তুতীরুপ যজ্ঞং চ মানুষাণাম্ ॥ ২ ॥
আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্রথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী। অর্বাচীনং সু তে মনো গ্রাবা কৃণাতু বগ্নুনা ॥ ৩ ॥
ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্যং মদম্। শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ধারা ঋতস্য সাদনে ॥ ৪ ॥

...য় নূনমর্চতোকথানি চ ব্রবীতন। সুতা অমৎসুরিন্দবো জ্যেষ্ঠ্যং নমস্যতা সহঃ॥ ৫ ॥
নকিষ্টদ্রথীতরো হরী যদিন্দ্র যচ্ছসে। নকিষ্টানু মজ্মনা নকিঃ স্বশ্ব আনশে॥ ৬ ॥
য এক ইদ্বিদয়তে বসু মর্তায় দাশুষে। ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ॥ ৭ ॥
কদা মর্তমরাধসং পদা ক্ষুংপমিব স্ফুরৎ। কদা নঃ শুশ্রবদ্গির ইন্দ্রো অঙ্গ॥ ৮ ॥
যশ্চিদ্ধি ত্বা বহুভ্য আ সুতাবাঁ আবিবাসতি। উগ্রং তৎপত্যতে শব ইন্দ্রো অঙ্গ॥ ৯ ॥
স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধ্বঃ পিবন্তি গৌর্য্যঃ।
যা ইন্দ্রেণ সয়াবরীর্বৃষ্ণা মদন্তি শোভসে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্॥ ১০ ॥
তা অস্য পৃশনায়ুবঃ সোমঃ শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ।
প্রিয়া ইন্দ্রস্য ধেনবো বজ্রং হিন্বন্তি সায়কং বস্বীরনু স্বরাজ্যম্॥ ১১ ॥
তা অস্য নমসা সহঃ সপর্যন্তি প্রচেতসঃ।
ব্রতান্যস্য সশ্চিরে পুরূণি পূর্বচিত্তয়ে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্॥ ১২ ॥
ইন্দ্রো দধীচো অস্থভি র্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতী র্নব॥ ১৩ ॥
ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্বতেষ্বপশ্রিতম্। তদ্বিদচ্ছর্যণাবতি॥ ১৪ ॥
অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্। ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে॥ ১৫ ॥
কো অদ্য যুংক্তে ধুরি গা ঋতস্য শিমীবতো ভামিনো দুর্হৃণায়ূন্।
আসন্নিষূন্হৃৎস্বসো ময়োভূন্য এষাং ভৃত্যামৃণধৎস জীবাৎ॥ ১৬ ॥
ক ঈষতে তুজ্যতে কো বিভায় কো মংসতে সন্তমিন্দ্রং কো অন্তি।
কস্তোকায় ক ইভায়োত রায়েঽধি ব্রবত্তন্বে কো জনায়॥ ১৭ ॥
কো অগ্নিমীট্টে হবিষা ঘৃতেন স্রুচা যজাতা ঋতুভি র্ধ্রুবেভিঃ।
কস্মৈ দেবা আ বহানাশু হোম কো মংসতে বীতিহোত্রঃ সুদেবঃ॥ ১৮ ॥
ত্বমঙ্গ প্রশংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্যম্।
ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ॥ ১৯ ॥
মা তে রাধাংসি মা ত উতয়ো বসোঽস্মান্ কদা চা দভন্।
বিশ্বা চ ন উপমিমীহি মানুষ বসূনি চর্ষণিভ্য আ॥ ২০ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জন্য আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন বা সঞ্চিত হোক। অতিশয় বলবন্ শত্রুধর্ষণকারী হে ভগবন্! আসুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন; আমাদের সকল ইন্দ্রিয়—সকল শক্তি, সূর্য যেমন রশ্মিসমূহের দ্বারা অন্তরীক্ষকে ব্যাপ্ত করে, তেমনই (অথবা জ্ঞানদেবতা যেমন আপন জ্যোতির দ্বারা রজোভাবকে—অহঙ্কার ইত্যাদি জন্মকারণকে নাশ করেন, তেমনই) সর্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হোক। [আমাদের সকল শক্তি যেন ভগবানে বিনিবিষ্ট হয়—আমাদের হৃদয় যেন শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ থাকে; আর, ভগবান্ স্বয়ং যেন আমাদের মধ্যে বিরাজমান থাকেন]। ॥ ১ ॥

জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় অশেষশক্তিশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকবৃন্দের এবং

জনসাধারণের স্তোত্রসমূহের ও সকলরকম সৎকর্ম-অনুষ্ঠানের সমীপে নিশ্চয়ই বহন ক'রে আনে। [জ্ঞানভক্তি-সংযুত কর্মের দ্বারা মানুষ সকল অবস্থায় ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে] ॥ ২ ॥

অজ্ঞানতানাশক হে ভগবন্! আমাদের হৃদয়কে বা কর্মকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হোন; আমাদের উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা (শক্তমন্ত্রের দ্বারা) আপনার বহনের উপযোগী জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় আমাদের হৃদয়ে যুক্ত হোক; পাষাণের ন্যায় বিশুদ্ধ আমাদের হৃদয়, স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে, আপনার অন্তরকে—আপনার অনুগ্রহকে—সুষ্ঠুরূপে আমাদের অভিমুখ করুক। [পাষাণের মতো দৃঢ় আমাদের হৃদয় মন্ত্রপ্রভাবে আর্দ্র হোক; সেই হৃদয়ে যেন স্বয়ং ভগবান্ অধিষ্ঠিত হন, —তিনি যেন আমাদের প্রতি এমনই কৃপাপরায়ণ হন] ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই প্রশংসনীয় (সকলের শ্রেষ্ঠস্থানীয়) অমারক, অর্থাৎ আমাদের রক্ষাপ্রদ, আনন্দপ্রদ, শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি গ্রহণ করুন; সত্যের (সৎকর্মের) অনুষ্ঠান-স্থানে স্যোতমান শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা (প্রবাহ) আপনাকে লক্ষ্য ক'রে গমন করে—আপনাকে প্রাপ্ত হয়। [আমাদের মধ্যে সেই রক্ষাপ্রদ পরমানন্দদায়ক ভগবানের প্রতি আপনা-আপনি প্রবাহিত শুদ্ধসত্ত্বকে সঞ্চার ক'রে নিয়ে তিনিই (অর্থাৎ সেই ভগবানই) যেন তা গ্রহণ ক'রে আমাদের ধন্য করেন] ॥ ৪ ॥

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে ত্বরায় পূজা কর; বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ ভগবানকে আনন্দ দান করে। অতএব, অমিতবলশালী (অথবা,—সেই শুদ্ধসত্ত্বের সাথে) সকলের শ্রেষ্ঠ প্রশস্যতম সেই ভগবানকে আরাধনা কর। [এই মন্ত্রটি আত্ম-বোধক; সাধক এখানে কালক্ষয় না ক'রে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানের পূজায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করছেন] ॥ ৫ ॥

ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে-হেতু আপনি আমাদের নিকটে বা হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহকদ্বয়কে যোজনা করেন, সেই হেতু আপনার অপেক্ষা অন্য কেউই প্রশস্যতম রথী অর্থাৎ আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিচালক নেই; [আমাদের মধ্যে জ্ঞানভক্তি সঞ্চারণের জন্য আপনিই আমাদের সুপরিচালক হন]; হে ভগবন্! আপনাকে লঙ্ঘন ক'রে বলের দ্বারা আপনার সমান কেউই হ'তে পারে না, এবং আপনার সমকক্ষ শোভনরশ্মিযুত অর্থাৎ সুষ্ঠু পথ-প্রদর্শক কেউই বিদ্যমান নেই। [ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁর সমান শক্তিশালী এবং ভক্তের হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি প্রবেশ করাতে সমর্থ অপর কেউই কোন জগতে নেই] ॥ ৬ ॥

সকল জগতের পতি, না-প্রতিশব্দরহিত অভীষ্টপূরক, অদ্বিতীয় লোকহিতসাধক যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব, তিনি এই মরণশীল উপাসককে শীঘ্রই ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধন বিশেষরকমে প্রদান করেন। [সকলের অভীষ্টপূরক ভগবান্ তাঁর উপাসককে শীঘ্রই পরিত্রাণ করে থাকেন] ॥ ৭ ॥

ভগবানের উপাসনা-বিমুখ অপকর্মকারী মনুষ্যকে (এই আমাকে) কবে পদাঘাতের দ্বারা সর্পদিগের ন্যায় তীব্রজ্বালা অনুভব করাবেন? [হে ভগবন্! কঠোর দণ্ডবিধানের দ্বারা আমাদের সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করুন,—এই-ই প্রার্থনা]; ভগবান্ ইন্দ্রদেব কতদিনে আমাদের প্রার্থনাসকল অবিলম্বে শ্রবণ করবেন? [হে ভগবন্! অসৎ পথসমূহ থেকে আমাদের প্রতিনিবৃত্ত ক'রে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন—এই-ই আকাঙ্ক্ষা] ॥ ৮ ॥

হে ভগবন্! বহুলোকের মধ্য হ'তে শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত সৎকর্মে অনুরত যে জন সর্বতোভাবে নিরন্তর আপনার পরিচরণ করেন—অর্থাৎ যে জন ভগবানের অনুসারী হন; সেই উপাসককে ভগবান্ ইন্দ্রদেব ত্বরায় প্রবল শক্তি প্রাপ্ত করান। [লোকসমূহের মধ্যে অল্প জনই শুদ্ধসত্ত্বপরায়ণ

ভগবৎ-অনুসারী হন; তাঁরাই কেবল ভগবানের কৃপা লাভ করেন—শক্তিসামর্থ্য প্রাপ্ত হন।—'সুমনসন্' পদে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত অর্থই সঙ্গত। 'উগ্রং শবঃ' পদ দুটিতে মৃতশরীরে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারের ভাবই পাওয়া যায়—অর্থাৎ, সৎকর্মের দ্বারা ভগবানের উপাসনাপরায়ণ হওয়ার যে শক্তি-সামর্থ্য পাওয়া যায়—সেই তত্ত্বই এখানে দ্যোতিত হয়েছে] ॥ ৯ ॥

শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত মনোবৃত্তি-সমূহ অর্থাৎ সাধুগণ, ভগবানের অথবা সৎকর্মের সাথে মিলিত হয়ে, মধুর মধুররসের সারস্বরূপ অমৃতকে পান করেন; [জ্ঞানী সাধকগণ নিজেদের কর্মের দ্বারা মধুর পরমানন্দ উপভোগ করেন]। যে সৎ-বৃত্তিসমূহ অভীষ্টবর্ষক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সাথে সমশীল অর্থাৎ নিত্য-সম্মিলিত আছে, সেই সৎবৃত্তিসমূহই ভগবৎ-সামীপ্যকে লক্ষ্য ক'রে নিবসনকারী অর্থাৎ ভগবৎ-সামীপ্য প্রদায়ক হয় এবং উপাসকগণকে শোভনীয় স্থান স্বর্গ-ইত্যাদি লাভের আনন্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকে—অথবা,—উপাসকগণকে পরমানন্দ প্রদান করে। [সৎ-বৃত্তির প্রভাবে এবং সৎজ্ঞানের সহায়ে ভগবানের সান্নিধ্যযুত হয়ে মানুষ পরমানন্দময় স্থানকে লাভ করেন] ॥ ১০ ॥

ভগবানের স্পর্শন কামনায় অর্থাৎ ভগবৎ-কর্মপরায়ণ পূর্বোক্ত সেই জ্ঞানপ্রদাতা সৎ-বৃত্তিসমূহ শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদের কর্মের সাথে সম্মিলিত করে; [ভগবৎসম্বন্ধযুতা মনোবৃত্তি আমাদের শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত ক'রে]; ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রীতিহেতুভূত জ্ঞানরশ্মিসমূহ শত্রুগণের অন্তকারক বজ্রকে শত্রুগণের মধ্যে প্রেরণ করে। [জ্ঞানরশ্মিসমূহের দ্বারাই রিপুশত্রুগণ নিহত হয়]; এবং আত্মরাজ্যকে অর্থাৎ ভগবৎ-সামীপ্যকে লক্ষ্য ক'রে উপাসকের নিবসয়িতা অর্থাৎ ভগবৎ-সামীপ্য প্রদায়ক হয়। [মানুষদের সৎ-বৃত্তিই তাদের ভগবৎ-সামীপ্য-প্রাপক হয়।—প্রচলিত অর্থে 'গাভীগণ যে শত্রুর প্রতি বজ্র প্রেরণ ক'রে—এমন নিরর্থক ব্যাখ্যার পরিবর্তে 'জ্ঞানের দ্বারাই যে রিপুগণের প্রভাব খর্ব হয়'—এই ভাবই এখানে সঙ্গত] ॥ ১১ ॥

প্রকৃষ্টজ্ঞান (শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন) সেই সৎ-বৃত্তিসমূহ নমস্কারের দ্বারা ভক্তির সাথে সেই ভগবানের ঐশ্বর্যকে পরিচরণ করেন; [জ্ঞানী সাধকগণ ভগবানের মহিমার অনুসরণ ক'রে থাকেন—সেই ভাবে ভাবান্বিত হন]; এবং ভগবানের সম্বন্ধীয় বহু কর্মকে অপরের জ্ঞাপনের নিমিত্ত প্রকাশ ক'রে থাকেন, (সৎ-বৃত্তিসম্পন্ন সাধুবর্গ লোকসমূহের হিতসাধনের নিমিত্ত ভগবানের সম্বন্ধীয় কর্মসমূহ সকলকে জ্ঞাপন করেন]; অপিচ, আত্মরাজ্যকে অর্থাৎ ভগবৎ-সামীপ্যকে লক্ষ্য ক'রে, উপাসককে ভগবৎ-সামীপ্য প্রদায়ক হন। [সাধুবর্গের উপদেশের দ্বারা লোকসমূহ ভগবানের তত্ত্ব জানতে পারেন] ॥ ১২ ॥

না-প্রতিশব্দরহিত সর্বাভীষ্টপূরক ভগবান্ ইন্দ্রদেব 'নবনবক'-কর্মপরায়ণ অর্থাৎ অশেষ-সৎকর্মকারী ভগবানে উৎসৃষ্টপ্রাণ আত্মদানশীল নিষ্কাম-কর্মপর সাধকের অস্থিসমূহের দ্বারা অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ-আদর্শের দ্বারা জ্ঞানের অবরোধকারী সকলরকম শত্রুকে নাশ করেন। [সৎকর্মপরায়ণ জনের স্মৃতিও অপরের হিতসাধক হয়।—এই সূক্তের ব্যাখ্যায় কোন কোন ব্যাখ্যাকার হাস্যকরভাবে ইন্দ্র যে 'নিরানব্বই বার' বৃত্রকে হনন করেছিলেন সেই ভাব ব্যক্ত করেছেন। মন্ত্রের 'নবতীর্নব' পদে যে অনন্ত কর্মের ভাব দৃষ্ট হয়, সেই সৎকর্মগুলি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিশ্লেষিত হয়েছে] ॥ ১৩ ॥

পর্বতের ন্যায় কঠোর অর্থাৎ প্রীতিভক্তি-পরিশূন্য হৃদয়ে আশ্রয়প্রাপ্ত (লুক্কায়িত) জ্ঞান-কিরণের (জ্ঞানের) প্রাধান্যকে যখন মানুষ অভিলাষ করে, তখন সেই প্রাধান্য তার অজ্ঞানান্ধকারে দিব্যত্ব না—ভগবানকে জানাতে সমর্থ হয়ে থাকে। [জ্ঞানের অনুসরণের ফলেই মানুষের কঠোর হৃদয়

প্রীতিভক্তির আশ্রয় হয়ে ভগবানকে লাভ করতে সমর্থ হয়ে থাকে] ॥ ১৪ ॥

পরিত্রাণকারী দেবতার অজ্ঞানান্ধকারনাশক তেজঃ, জ্ঞানকিরণ হ'তে ইহলোকেও মানুষ প্রাপ্ত হয়; চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য যেমন প্রতিফলিত হয়, তেমন। [রাত্রিতে অন্ধকারে স্বচ্ছ চন্দ্রমণ্ডলে সূর্যরশ্মি যেমন প্রতিভাত হয়, তেমনই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন জনের জ্ঞানসংস্পর্শযুক্ত সুতরাং অনাবিল হৃদয়ে ভগবানের কৃপা বর্ষিত হয়।—জ্ঞানের আলোক পেয়ে যাঁদের হৃদয় আবিলতা-শূন্য হয়েছে, স্বচ্ছ চন্দ্রমণ্ডলে সূর্যরশ্মির বিদ্যমানতার মতো, তাঁদের হৃদয়ে ভগবানের প্রভাব চিরদিনই থাকে] ॥ ১৫ ॥

সত্যের বা সৎকর্মের সম্পাদনে কোন্ জন, চিরকাল বা নিত্যকাল, প্রতিপাল্য কর্মগুলির দ্বারা যুক্ত, তেজঃসমন্বিত, রিপুগণের দুঃসহনীয় ক্রোধবিশিষ্ট, কঠোর সত্যভাষণশীল, হৃদয়ে দীপ্যমান, সুখসাধক অদৃষ্টের কারয়িতা, জ্ঞানকিরণসমূহকে হৃদয়ে সংযুক্ত করতে সমর্থ হয়? [স্বয়ং ভগবান ভিন্ন কোনও মানুষই হৃদয়ে প্রজ্ঞান-সঞ্চারণে সমর্থ হয় না]; যে জন জ্ঞানকিরণ-সমূহের অনুসরণ ক'রে নিজেতে তাদের উৎকর্ষসাধন করে, সেই ব্যক্তিই জীবিত থাকে, অর্থাৎ পরাগতি লাভ করে। [জ্ঞানের অনুসারী জনই চতুর্বর্গ ফলের অধিকারী হয়] ॥ ১৬ ॥

কোন্ জন শত্রুর ত্রাসে প্রকম্পিত হয়? কোন্ জন বিনাশপ্রাপ্ত হয়? কোন্ জন সদাই ভয়ার্ত থাকে? কোন্ জন রক্ষকরূপে বর্তমান ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে জানতে পারে? কোন্ জন নিকটে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য, কোন্ জন অপত্য ইত্যাদির হিতসাধনের জন্য, কোন্ জন গাভী অশ্ব ইত্যাদি সম্পত্তিলাভের জন্য এবং পরমার্থ-রূপ ধনের জন্য ভগবান্‌কে প্রার্থনা করে? এবং কোন্ জন আপন শরীর রক্ষণের জন্য ও পরিজনের জন্য অর্থাৎ পরিজনের মঙ্গলের জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করে? [যাঁরা সৎকর্ম-পরায়ণ তাঁরা কখনও শত্রুর ভয়ে ত্রস্ত হন না, কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হন না, কখনও ভয়ার্ত থাকেন না; পরন্তু তাঁরা সর্বদাই ভগবানকে জানতে পারেন, এবং সমীপে তাঁকে পাবার জন্য, পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির হিতসাধনের জন্য, ইহলোকের ও পরলোকের উপযোগী সম্পত্তি-লাভের জন্য এবং নিজের ও পরিজনগণের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানিয়ে থাকেন] ॥ ১৭ ॥

কোন্ জন জ্ঞানদেবতাকে স্তব করেন, অর্থাৎ জ্ঞানের অনুসারী হন? এবং কোন্ জন হবনীয় শুদ্ধসত্ত্বে স্নেহপদার্থে অভিষিক্ত জুহূরূপে অবস্থিত হৃদয়ের দ্বারা ('স্রুচা') সকল কালে অবিচলিতভাবে ভগবানের পূজা করেন? কোন্ জনকে দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহ (ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ) ত্বরায় সর্বতোভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত করান? সৎকর্মপরায়ণ দেবানুগ্রহপ্রাপ্ত কোন্ জন হবনীয় প্রশস্য ধনকে (পরমার্থকে) জানেন? [সৎকর্মপরায়ণ সাধুজনই জ্ঞানের অনুসারী হন, অবিচলিতভাবে ভগবানের আরাধনায় রত থাকেন; সেই কর্মের দ্বারাই ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত তাঁরা পরমপদ (মোক্ষ) লাভ করেন।—'স্রুচা' প্রভৃতি পদ উপলক্ষে যজ্ঞকর্মের সাথে এই মন্ত্রের সম্বন্ধ স্বাভাবিকভাবেই সূচিত হয়; এখানে কিন্তু হৃদয়কেই আহুনীয় প্রদানের উপযোগী শ্রেষ্ঠ পাত্র ব'লে নির্দেশ করাই সঙ্গত। 'স্রুচা' পদে রূপকের মাধ্যমে হৃদয়রূপ স্রুক্‌কেই লক্ষ্য করা হয়েছে। 'হবিষা' এবং 'ঘৃতনে' পদের প্রথমটি সত্ত্বভাবান্বিত এবং দ্বিতীয়টিতে স্নেহভাব অর্থাৎ ভক্তিরস আশ্রিত অবস্থা প্রভৃতি বোঝা যায়] ॥ ১৮ ॥

হে বলবত্তম! দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ আপনি, এই মনুষ্যকে—অর্চনাকারী আমাকে—ত্বরায় আপনার উপাসনাপরায়ণত্ব-হেতু প্রশংসনীয় করুন; [আমি যেন আপনার উপাসনাপরায়ণ হয়ে

প্রশংসনীয় শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হই]। হে পরমধনশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার অপেক্ষা অন্য কেউই সুখদাতা নেই; অতএব, আপনার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করছি। [ভগবৎ-পরায়ণ হয়ে আমি যেন প্রশংসনীয় হই এবং ভগবানের উপাসনার প্রভাবে যেন সুখশান্তি লাভ করি, স্বয়ং ভগবানই যেন তার বিধান করেন] ॥ ১৯ ॥

আত্মত্রাতা হে ভগবন্! আপনার অঙ্গীভূত পরমার্থরূপ ধনসমূহ ও আপনার আয়ত্তীভূত সৎকর্মসকল, আমাকে (এই কর্মবিহীন দীনকে) এবং আমাদের (অর্থাৎ অপরাপর সকলকে) কখনও যেন পরিত্যাগ না করে—কখনও যেন আমার প্রতি বিমুখ না হয়। আর, হে মনুষ্যত্বসম্পন্ন (অথবা, হে মানুষ)! মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের নিকট হ'তে—আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণের নিকট হ'তে—ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ সকল ধন-সমূহকে তুমি সর্বতোভাবে আহরণ ক'রে, আমাদের—আমাদের ন্যায় কর্ম-পরাঙ্মুখ জনের জন্য অর্থাৎ লোকগণের হিতসাধনের নিমিত্ত, প্রদান কর। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও আত্ম-উদ্বোধক। ভগবানের করুণা ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিগতভাবে আমাদের প্রাপ্ত হোক; এবং আমরা সকলেই যেন ত্রিকালজ্ঞ সাধুগণকে কাছ থেকে পরমার্থ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়ে অপরকে তা জানাতে চেষ্টান্বিত হই] ॥ ২০ ॥

টীকা — বিবিধ ছন্দে ঋকগুলি গ্রথিত। ইন্দ্রদেবতার নানারকম ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্বন্ধযুক্ত নানারকম উপাখ্যানও এই সূক্তে সমাবিষ্ট দেখা যায়। তার মধ্যে প্রধান—দধীচির অস্থি নিয়ে ইন্দ্রের বৃত্রগণকে বধ। এছাড়া যথাপূর্ব ইন্দ্রের রথ, অশ্বদ্বয়ের কথা এবং সোমরস-পানে তাঁর বিভোরতা ইত্যাদি তো ব্যাখ্যাকারগণের দ্বারা প্রকাশিতই। নানারকম প্রহেলিকাও এই সূক্তের মন্ত্রগুলিতে বিজড়িত হয়ে আছে। যেমন, 'ইন্দ্রের ধেনুসকল শত্রুবিনাশী বজ্রকে শত্রুগণের মধ্যে প্রেরণ করেন।'—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৮৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

প্র যে শুম্ভন্তে জনয়ো ন সপ্তয়ো যামন্ রুদ্রস্য সূনবঃ সুদংসসঃ।
রোদসী হি মরুতশ্চক্রিরে বৃধে মদন্তি বীরা বিদথেষু ঘৃষ্বয়ঃ ॥ ১ ॥
ত উক্ষিতাসো মহিমানমাশত দিবি রুদ্রাসো অধি চক্রিরে সদঃ।
অর্চন্তো অর্কং জনয়ন্ত ইন্দ্রিয়মধি শ্রিয়ো দধিরে পৃশ্নিমাতরঃ ॥ ২ ॥
গোমাতরো যচ্ছুভয়ন্তে অঞ্জিভিস্তনূষু শুভ্রা দধিরে বিরুক্মতঃ।
বাধন্তে বিশ্বমভিমাতিনমপ বর্ত্মান্যেষামনু রীয়তে ঘৃতম্ ॥ ৩ ॥
বি যে ভ্রাজন্তে সুমখাস ঋষ্টিভিঃ প্রচ্যাবয়ন্তো অচ্যুতা চিদোজসা।
মনোজুবো যন্মরুতো রথেষ্বা বৃষব্রাতাসঃ পৃষতীরযুগ্ধ্বম্ ॥ ৪ ॥
প্র যদ্রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং বাজে অদ্রিং মরুতো রংহয়ন্তঃ।
উতারুষস্য বি ষ্যন্তি ধারাশ্চর্মেবোদভির্ব্যুন্দন্তি ভূম ॥ ৫ ॥

আ বো বহন্তু সপ্তয়ো রঘুষ্যদো রঘুপত্বানঃ প্র জিগাত বাহুভিঃ।
সীদতা বর্হিরুরু বঃ সদস্কৃতং মাদয়ধ্বং মরুতো মধ্বো অন্ধসঃ॥ ৬ ॥
তেহবর্ধন্ত স্বতবসো মহিত্বনা নাকং তস্থুরুরু চক্রিরে সদঃ।
বিষ্ণু র্যদ্ধাবদ্বৃষণং মদচ্যুতং বয়ো ন সীদন্নধি বর্হিষি প্রিয়ে॥ ৭ ॥
শূরা ইবেদ্যুযুধয়ো ন জগ্ময়ঃ শ্রবস্যবো ন পৃতনাসু যেতিরে।
ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনা মরুদ্ভ্যো রাজান ইব ত্বেষসংদৃশো নরঃ॥ ৮ ॥
ত্বষ্টা যদ্বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্তয়ৎ।
ধত্ত ইন্দ্রো নর্যপাংসি কর্তবেহহন্বৃত্রং রিপামৌজ্জদর্ণবম্॥ ৯ ॥
উর্ধ্বং নুনুদ্রেহবতং ত ওজসা দাদৃহাণং চিদ্বিভিদুর্বি পর্বতম্।
ধমন্তো বাণং মরুতঃ সুদানবো মদে সোমস্য রণ্যানি চক্রিরে॥ ১০ ॥
জিহ্মং নুনুদ্রেহবতং তয়া দিশাসিঞ্চন্নুৎসং গোতমায় তৃষ্ণজে।
আ গচ্ছন্তীমবসা চিত্রভানবঃ কামং বিপ্রস্য তর্পয়ন্ত ধামভিঃ॥ ১১ ॥
যং বঃ শর্ম শশমানায় সন্তি ত্রিধাতূনি দাশুষে যচ্ছতাধি।
অস্মভ্যং তানি মরুতো বি যন্ত রয়িং নো ধত্তবৃষণঃ সুবীরম্॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থ — মনুষ্যগণের হৃদয়ে উপস্থিত হ'লে, সৎকর্মকারয়িতা, ভগবানের রুদ্রভাব হ'তে উৎপন্ন অর্থাৎ ভগবানের অঙ্গীভূত, বিবেকরূপী যে দেবগণ, জননীগণের ন্যায় (অর্থাৎ, জননী যেমন আপন পুত্রগণকে সদাকাল অবিচ্ছেদে জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করেন—তেমন) জ্ঞানপ্রদাতা হ'য়ে প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যমান থাকেন; অর্থাৎ, মনুষ্যগণকে জ্ঞানের আলোক বিতরণ বা দান করেন। বিবেকরূপী সেই দেবতাগণ (মরুৎগণ) নিশ্চয়ই দ্যাবাপৃথিবীকে প্রবর্ধিত অর্থাৎ সৎগুণে বিভূষিত ক'রে থাকেন; ঘর্ষণশীল অর্থাৎ মনুষ্যগণকে তাড়না ক'রে সৎপথে আনয়নকর্তা, বীর্যসম্পন্ন অর্থাৎ অপরের দ্বারা অনভিভূত সেই দেবগণ, সৎকর্মসমূহে আনন্দলাভ করেন—তৃপ্ত হন। অথবা—রিপুগণ কর্তৃক অনাহত শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বিবেকরূপী দেবগণ কর্তৃক তাড়না প্রাপ্ত হয়ে, সৎকর্মসমূহে অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ হয়ে, আনন্দপ্রাপ্ত হন। [বিবেক মানুষদের সৎপথে নিয়ে যায়। বিবেকের তাড়নায় ক্লেশ অনুভব ক'রে যাঁরা সৎকর্মে নিয়োজিত হন, তাঁরাই সুখী হয়ে থাকেন।—'পুরুষ হয়েও মরুৎ-দেবতাগণ স্ত্রীলোকের মতো অলঙ্কার প'রে গমন করেন এবং তাঁরা রুদ্রের পুত্র'—এমন হাস্যকর ব্যাখ্যা প্রচলিত থাকায় নানারকম কপোল-কল্পনার অধ্যাস আবশ্যক হয়েছে। অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলতে গেলে, বিবেক-রূপেই তাঁদের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।] ॥ ১ ॥

অভীষ্টবর্ষক, কঠোর ভাবসম্পন্ন অর্থাৎ তাড়নার দ্বারা মনুষ্যগণকে সৎপথে নিয়ন্তা, সেই বিবেকরূপী দেবগণ—মহত্ত্বযুক্ত জনকে প্রাপ্ত হন, এবং তাঁর হিতের জন্য সর্বতোভাবে দ্যুলোকে স্থান নির্দেশ করেন। জ্ঞানপ্রদাতা সেই দেবগণ, ভগবানকে অর্চনা করিয়ে এবং সকল জ্ঞানকে মনুষ্যের হৃদয়ে উৎপন্ন করিয়ে, ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ঐশ্বর্যসমূহকে লোকহিতের নিমিত্ত অধিক রকমে ধারণ ক'রে থাকেন—মনুষ্যগণকে প্রদান করে। [বিবেকরূপী দেবগণ মানুষের জন্য স্বর্গে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করেন; সেই দেবগণের কৃপাতেই মানুষ চতুর্বর্গ ফলের অধিকারী হয়ে

থাকেন] ॥ ২ ॥

জলপ্রদাতা সেই দেবগণ রূপ-অভিব্যঞ্জক আভরণসমূহের দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্মসাধনরূপ বৃত্তিসমূহের দ্বারা যখন মনুষ্যগণকে শোভাযুক্ত করেন, তখন নির্মলপ্রভ জ্যোতিষ্মান্ সেই দেবগণ নিজেদের মধ্যেও লোকের চিত্তাকর্ষক শোভা ধারণ ক'রে থাকেন, এবং মনুষ্যগণের সকল শত্রুকে নাশ ক'রে থাকেন। এমনই সেই দেবগণের পথসমূহকে অর্থাৎ নির্দেশকে অনুসরণ ক'রে মনুষ্যগণের প্রীতি-ভক্তি প্রবাহিত হয়। [বিবেকরূপী দেবগণ মানুষদের সৎকর্মে নিয়োজিত ক'রে সৎকর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন; তাতে শত্রু নাশপ্রাপ্ত হয়; সাধুবর্গের অনুস্মরণীয় সেই দেবগণ অতএব সকলেরই আরাধনীয়।—মানুষ বিবেকের অনুসারী হ'লে দেবতারও মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে, নিজেরাও মহত্ত্ব-সম্পন্ন হবে। এর দ্বারাই মানুষ শ্রেয়ঃ লাভ করতে সমর্থ হয়] ॥ ৩ ॥

সৎকর্মকারক লোকহিত-সাধক যে দেবগণ শাসনদণ্ড পরিচালনের দ্বারা বিশেষরূপে হৃদয়ে দীপ্যমান হন, সেই দেবগণ নিজেদের প্রভাবের দ্বারা পর্বতের ন্যায় দৃঢ়মূল শত্রুরও উন্মূলয়িতা হন; [রিপুগণের প্রাধান্য যতই দৃঢ় হোক না কেন, হৃদয়ে বিবেকের উদয়ে তা নিশ্চয়ই বিচালিত হয়]। হে বিবেকরূপী দেবগণ! যেহেতু আপনারা মনের ন্যায় গতিবিশিষ্ট (ত্বরিতগামী) এবং অভীষ্টবর্ষণ-রূপ ব্রতধারী, সেইজন্য আপনারা আমাদের হৃদয়-রূপ রথে অথবা আমাদের কর্মসমূহে সর্বতোভাবে অভীষ্টসাধিকা বৃত্তিসমূহকে অর্থাৎ দেবভাবসকলকে সংযোজন করুন। [ভগবানের বিভূতিস্বরূপ সেই বিবেকরূপী দেবগণের কৃপায় আমরা যেন সৎ-বৃত্তি-সম্পন্ন দেবভাব-সমন্বিত হই,—তাঁরা যেন তা বিহিত করেন] ॥ ৪ ॥

বিবেকরূপী হে দেবগণ! আমাদের উদ্ধারের নিমিত্ত, পাষাণের ন্যায় কঠোর আমাদের হৃদয়কে অর্থাৎ পাপকর্মের দ্বারা কঠোরতা-প্রাপ্ত আমাদের অন্তঃকরণকে, সৎকর্মে নিয়োজিত ক'রে, আপনারা আমাদের সেই হৃদয়ে অথবা সকল কর্মে অভীষ্টসাধিকা বৃত্তিগুলিকে (দেবভাবসমূহকে) সম্যক্‌রূপে যোজনা করুন; আর, আপনাদের কৃপায় দ্যোতমান্ প্রজ্ঞানের প্রবাহসমূহ আমাদের প্রতি সিক্ত বা প্রবাহিত হোক; আবরণে আচ্ছন্ন ভূমি যেমন জল-সেচনের দ্বারা আর্দ্রীকৃত হয়, আমাদের অজ্ঞানাচ্ছন্ন হৃদয় তেমনই সৎ-ভাব ইত্যাদির দ্বারা বিধৌত করেন বা করুন। [সেই বিবেকরূপী ভগবৎ-বিভূতিবর্গ যেন আমাদের মধ্যে সত্ত্বভাবসমূহের সঞ্চার ক'রে আমাদের জ্ঞানসম্পন্ন এবং ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ করুন] ॥ ৫ ॥

হে দেবগণ! আপনাদের বাহকগণ অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানরশ্মিসমূহ আপনাদের সর্বতোভাবে আমাদের কর্মসমূহে আনয়ন করুক; ক্ষিপ্র-স্নিগ্ধকারী অর্থাৎ ত্বরায় সৎ-ভাবের আনয়নকর্তা আপনারা, ক্ষিপ্র-ক্রিয়াপরায়ণ হয়ে, আপনাদের হস্তসমূহের দ্বারা, অর্থাৎ আমাদের কর্মসমূহের দ্বারা, আমাদের দানযোগ্য ধন আহরণপূর্বক, আমাদের নিকট আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। বিবেকরূপী হে দেবগণ! আপনাদের বাসস্থানকে বিস্তীর্ণ ক'রে, আমাদের হৃদয়ে উপবেশন করুন—অবস্থিত হোন; এবং মধুর সত্ত্বভাব পান ক'রে তৃপ্ত হোন; অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তিপূর্বক হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বে পরিমগ্ন থাকুন। [আমাদের কর্মসমূহ বিবেকের অনুসারী হোক; যেন আমাদের মধ্যে বিবেক চির-প্রতিষ্ঠিত থাকুক] ॥ ৬ ॥

যাঁরা নিজেদের মহত্ত্ব-প্রভাবে অর্থাৎ সৎকর্মের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং স্বাবলম্বনশীল, সেই দেবগণ সর্বতোভাবে স্বর্গকে প্রাপ্ত হন, এবং নিজেদের হৃদয়ে বিস্তীর্ণ দেবস্থান অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আশ্রয় নির্মাণ করেন; যেহেতু (অর্থাৎ) তাঁদের সৎকর্মের দ্বারা প্রীত হয়ে,

বিশ্বব্যাপক ভগবান্ বিষ্ণু আনন্দনিঃসারক অভীষ্টবর্ষক কর্মকে তাঁদের হিতসাধনের নিমিত্ত তাঁদের মধ্যে রক্ষা করেন, এবং আপন প্রীতিভূত সেই উপাসকগণের হৃদয়ে, মেঘের অভ্যন্তরস্থিত প্রাণের ন্যায় অথবা কুলায় অবস্থিত পক্ষীর ন্যায়, চিরকাল বসতি করেন। [সৎকর্মের দ্বারাই মানুষ শক্তিসম্পন্ন হয়ে হৃদয়ে ভগবানকে চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখতে সমর্থ হয়।—বিষ্ণু অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক ভগবান্ তাঁদেরই অর্থাৎ পূর্বোক্ত উপাসকগণেরই কর্মে প্রীত হয়ে তাঁদের আনন্দপ্রদ অভীষ্টপূরক কর্মকে তাঁদের হিতসাধনের জন্য তাঁদের মধ্যে রক্ষা ক'রে থাকেন—এমন ভাবই সঙ্গত] ॥৭॥

শৌর্যসম্পন্ন পুরুষের ন্যায় এবং শত্রুগণ সহ যুধ্যমান বীরের ন্যায়, পরন্তু মঙ্গল-অভিলাষী সুহৃদের ন্যায়, শীঘ্রগমনশীল সেই দেবগণ, রিপুগণের সাথে সংগ্রামে মনুষ্যগণকে রক্ষা ক'রে থাকেন; [বিবেকরূপী দেবগণ মানুষদের হিতসাধনের জন্য সুহৃদের মতো রিপুর সাথে সংগ্রামে মানুষদের রক্ষা ক'রে থাকেন]; সেই বিবেকরূপী দেবগণ হ'তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (সকল শত্রু) ভয় প্রাপ্ত হয়; মনুষ্যগণের সৎপথে নিয়ন্তা সেই দেবগণ রাজমান নৃপতিবর্গের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন প্রভাববিশিষ্ট হন। [বিবেকের প্রভাবে সকল শত্রু ভয় প্রাপ্ত হয়] ॥৮॥

হৃদয়ে বিবেকরূপী দেবগণ অধিষ্ঠিত হ'লে, শোভনকর্মকারী অর্থাৎ মনুষ্যগণকে সৎকর্মে প্রবর্তয়িতা ত্রাণকারক 'ত্বষ্টা' দেব, সুসম্পাদিত (সৎপথে নয়নোপযোগী) রমণীয় (হিরণ্যের ন্যায় আকর্ষণীয়) বহুধারাযুক্ত (সাধুগণের রক্ষক ও অসাধুগণের মারক) বজ্রকে ইহলোকে প্রেরণ করেন, [হৃদয়ে বিবেকের সঞ্চার হ'লে দেবতার কাছ থেকে পুণ্যের রক্ষক ও পাপের ধ্বংসকারী বজ্র এসে মর্ত্যলোকে বিদ্যমান থাকে]। তখন, ভগবান্ ইন্দ্রদেব রিপুগণের সাথে সংগ্রামে শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে সাধুগণের রক্ষার নিমিত্ত ধারণ করেন—বিতরণ করেন, এবং সেই শুদ্ধসত্ত্বকে মনুষ্যগণের হৃদয়ে সঞ্চারের জন্য অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে (তাঁদের জ্ঞানের অবরোধিকা বাধাকে) হনন করেন—অপসারিত করেন, এইভাবে সত্ত্ব-সমুদ্র সর্বদা নরলোকের প্রতি প্রধাবিত ক'রে থাকেন। [ভগবানের শাসনদণ্ড অজ্ঞানতার সহচর শত্রুগণকে বিনাশ ক'রে মানুষদের সত্ত্বভাব-সমন্বিত ক'রে থাকে] ॥৯॥

সেই বিবেকরূপী দেবগণ নিজেদের প্রভাবের দ্বারা নিম্নগামীকে (অধঃপতিতকে, পতিতজনকে) উন্নত-স্থান অর্থাৎ ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত করান, এবং প্রবৃত্তিনিরোধক (উন্নতির পরিপন্থী) পর্বতের ন্যায় কঠোর হৃদয়কে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন পাপকর্মজনিত কঠোরতাকে বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করেন, শোভনদাতা অর্থাৎ সৎকর্মে নিয়োজয়িতা বিবেকরূপী সেই দেবগণ, সৎকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত উৎসাহ-বাক্যকে হৃদয়ে ধ্বনিত ক'রে, শুদ্ধসত্ত্বের আনন্দে উপাসকগণকে পরিতৃপ্ত রেখে, তাঁদের উদ্ধারের উপায়কে তাঁদের প্রদান করেন—জানিয়ে দেন। [বিবেকের প্রভাবে মানুষ উর্ধ্বস্থান প্রাপ্ত হয়, তার সৎকর্ম-সাধনের সকল বাধা অপসারিত হয়ে যায়; তখন সে পরমানন্দ লাভ করে এবং নিজের মুক্তির বা মোক্ষের পথকে প্রশস্ত দেখে] ॥১০॥

বিবেকরূপী সেই দেবগণ পূর্বোক্তরূপ পক্ষপাতিত্বের দ্বারা (অর্থাৎ অনুগ্রহের দ্বারা) অসরল পথাবলম্বী বিভ্রান্ত পতিত জনকে যথাপথে প্রেরণ করেন—যথাযথ প্রাপ্ত করান; এবং তৃষিত (ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষী) জ্ঞানীর জন্য তাঁরা করুণাবারি সেচন ক'রে থাকেন। অভিনব জ্ঞানের সেই দেবগণ সেই তৃষিত জ্ঞানীকে রক্ষার জন্য তাঁরা সামীপ্য প্রাপ্ত হন—তাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন, এবং সেই জ্ঞানী সাধকের অভিলাষকে ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ সম্পদের দ্বারা পূরণ করেন। [সকল কালে ভ্রান্তপথ-অবলম্বী সকল জন বিবেকের কৃপাতেই সুপথ প্রাপ্ত হয়, এবং সকল কালে

সকল জ্ঞানী ব্যক্তি চতুর্বর্গের অধিকারী হয়ে মুক্তি লাভ করেন] ॥ ১১ ॥

হে দেবগণ! আপনাদের সম্বন্ধীয় ত্রিলোক-সংরক্ষক অথবা ত্রিলোকের সাম্যবিধায়ক যে প্রসিদ্ধ সুখসমূহ (সুমঙ্গল-সকল) আপনাদের স্তুতিপরায়ণ জনের জন্য (অর্থাৎ, বিবেক-অনুসারী জনের জন্য) নির্দিষ্ট আছে, এই উপাসককে (অর্থাৎ আমাকে) তা প্রদান করুন; [বিবেকের অনুসারী জন সুখদা-আপনিই যে ধন লাভ করেন, কৃপা ক'রে আমায় সেই ধনের অধিকারী করুন]। বিবেকরূপী হে দেবগণ! পূর্বোক্ত সকলপ্রকার মঙ্গল আমাদের সকলকে (অর্থাৎ, ইহলোকের সকলকে) বিশেষভাবে প্রদান করুন। অভীষ্টপূরণ হে দেবগণ! আমাদের জন্য শৌর্য (অর্থাৎ, সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য) এবং পরমার্থ-রূপ ধন বিতরণ করুন। [জগতে সকল মানুষ বিবেকের অনুসারী হয়ে সুখী হোন; আমরা সকলেই যাতে সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য ও পরমার্থ প্রাপ্ত হই, দেবগণ যেন তার বিধান করেন—এই-ই প্রার্থনা।—যাঁরা 'শশমান' অর্থাৎ নিয়ত ভগবানের স্তুতিপরায়ণ—অবিচ্ছেদে বিবেকের অনুসারী হয়ে আছেন, তাঁরা যে (পরমার্থরূপ) ধন লাভ ক'রে থাকেন এই আমাকে—নূতন ব্রতী অভাজনকে কৃপাপূর্বক সেই ধন প্রদান করুন। আবার, সাম্যবিধায়ক মোক্ষ ইত্যাদি প্রাপক 'শর্ম' (সুখ মঙ্গল প্রভৃতি) ভাবও এখানে গ্রহণ করা হয়] ॥ ১২ ॥

টীকা — মরুৎগণ বলতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পূর্ববর্তী ভাষ্যকারগণ ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন, কেউ কেউ বা তাঁদের ব্যাখ্যায় মরুদ্গণের পরিচয়কে প্রহেলিকাময় ক'রে দিয়েছেন। অর্থসঙ্গতি কোনরকমে রক্ষা করার মানসে তাঁরা এটি করেছেন, বোঝা যায়। এর ফলে মরুদ্গণের জন্ম ইত্যাদি নিয়েও উপাখ্যানসমূহের আশ্রয় নিতেও হয়েছে।—বাস্তবিকপক্ষে মন্ত্র-বাক্যের মধ্যে সেই দেবগণের প্রভাবের বিষয় স্মরণ ক'রে এবং তাঁদের রূপ-বিশেষণের পরিচয় অনুসারে, ঐ দেবগণকে বা সৎ-বিভূতিসমূহকে বিবেকরূপী দেবগণ ব'লে নির্দেশ করাই সঙ্গত।

◆ ◆

— ৮৬ সূক্ত —

[দেবতা : মরুদ্দেবগণ। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : গায়ত্রী]

মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে পাথা দিবো বিমহসঃ। স সুগোপাতমো জনঃ ॥ ১ ॥
যজ্ঞৈর্বা যজ্ঞবাহসো বিপ্রস্য বা মতীনাম্। মরুতঃ শৃণুতা হবম্ ॥ ২ ॥
উত বা যস্য বাজিনোঽনু বিপ্রমতক্ষত। স গন্তা গোমতি ব্রজে ॥ ৩ ॥
অস্য বীরস্য বর্হিষি সুতঃ সোমো দিবিষ্টিষু। উক্থং মদশ্চ শস্যতে ॥ ৪ ॥
অস্য শ্রোষন্ত্বা ভুবো বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভি। সূরং চিৎসস্রুষীরিষঃ ॥ ৫ ॥
পূর্বীভির্হি দদাশিম শরদ্ভির্মরুতো বয়ম্। অবোভিশ্চর্ষণীনাম্ ॥ ৬ ॥
সুভগঃ স প্রযজ্যবো মরুতো অস্তু মর্ত্যঃ। যস্য প্রয়াংসি পর্ষথ ॥ ৭ ॥

শশমানস্য বা নরঃ স্বেদস্য সত্যশবসঃ। বিদা কামস্য বেনতঃ ॥ ৮ ॥
যূয়ং তৎ সত্যশবস আবিষ্কর্ত মহিত্বনা। বিধ্যতা বিদ্যুতা রক্ষঃ ॥ ৯ ॥
গূহতা গুহ্যন্তমো বি যাত বিশ্বমত্রিণম্। জ্যোতিষ্কর্তা যদুশ্মসি ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — ভগবৎ-তত্ত্বপরিজ্ঞাপক বিবেকরূপী হে দেবগণ! স্বর্গ হ'তে এসে যে উপাসকের হৃদয়ে অথবা পাপক্ষয়কারী কর্মে আপনারা অবিচ্ছেদে শুদ্ধসত্ত্ব পান করেন বা অবস্থান ক'রে থাকেন, সেই উপাসক সুষ্ঠু-জ্ঞানসম্পন্ন হন। [বিবেকের অনুগ্রহ প্রাপ্ত জন আপনা-আপনিই পরমজ্ঞান-সম্পন্ন হয়ে থাকেন] ॥ ১ ॥

সৎকর্মের প্রবর্তক হে দেবগণ! মেধাবীর (বিজ্ঞজনের) অথবা সুমতিসম্পন্ন জনগণের সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা সর্বতোভাবে আপনারা তাঁদের মধ্যে অবস্থান করেন; হে বিবেকরূপী দেবগণ! আহ্বান শ্রবণ করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [যাঁরা প্রাজ্ঞ এবং যাঁরা মতিমান, তাঁদের কর্মসমূহের মধ্যে বিবেকরূপী সেই দেবগণ নিত্য অবস্থিত থাকেন; অজ্ঞান বিমূঢ় আমরা যে কর্মের দ্বারা তাঁদের (সেই দেবগণকে) প্রাপ্ত হ'তে পারি, তাঁরাই যেন তার বিধান ক'রে দেন] ॥ ২ ॥

অপিচ, যে উপাসকের সৎকর্মসমূহ মেধাবী জ্ঞানীকে অনুসরণ ক'রে সম্পাদিত হয়; সেই উপাসক জ্ঞান-সমন্বিত (প্রজ্ঞানের আধারভূত) স্থানে (পথে) গমনশীল হয়—গমন করে। [জ্ঞানীর অনুসরণকারী জন আপনা-আপনিই জ্ঞানের আধার ভগবানকে প্রাপ্ত হন] ॥ ৩ ॥

পূর্বোক্ত (জ্ঞানমার্গে উপনীত) সৎকর্ম-সম্পাদনে সামর্থ্য-সম্পন্ন উপাসকের হৃদয়ে পবিত্র শুদ্ধসত্ত্বভাব আপনা-আপনিই সঞ্চিত হয়; এবং তাতে আনন্দযুত হয়ে উপাসক স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করেন। [জ্ঞানের অনুসারীজন শুদ্ধসত্ত্বের আনন্দে পরিমগ্ন হয়ে নিজের মধ্যে দেবগণকে অর্থাৎ দেবভাবসমূহকে উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকেন। —'সুতঃ' ও 'সোমঃ' পদ দুটিতে সোমরস মাদকদ্রব্য প্রস্তুতের ভাব পরিগ্রহণের পরিবর্তে যথাপূর্ব বিশুদ্ধ সত্ত্ব-ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখাই সঙ্গত হয়েছে] ॥ ৪ ॥

যে দেবগণ সকল আত্ম-উৎকর্ষ-সাধন-সম্পন্ন সাধকগণের অভিমুখে নিত্য বিদ্যমান আছেন; এবং যে দেবগণের কৃপায় অভীষ্টফলসমূহ জ্ঞানীকে আপনা-আপনিই প্রাপ্ত হয়; সেই দেবগণ আকাশ হ'তে অর্থাৎ চতুষ্পার্শ্ব হ'তে এই উপাসকের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। [বিবেকরূপী যে দেবগণ সাধকগণের সাথে অবিচ্ছেদে অবস্থিতি করেন এবং জ্ঞানিগণের অভীষ্টপূরণ করেন, সেই দেবগণ আমাতে অধিষ্ঠিত হোন—এই প্রার্থনা] ॥ ৫ ॥

বিবেকরূপী হে দেবগণ! যে কর্মের দ্বারা এই অর্চনাকারী আমরা জ্ঞানিগণের রক্ষণের দ্বারা (সাধকগণের কৃপার দ্বারা) চিরকাল অবিচ্ছেদে হবিঃ-দানে সমর্থ হই—আপনাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হই, তার বিধান করুন। [আমাদের কর্মের দ্বারা ভগবানের বিভূতিস্বরূপ সেই বিবেকরূপী দেবগণ আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকুন] ॥ ৬ ॥

প্রকৃষ্টভাবে যষ্টব্য অর্থাৎ সর্বদা অনুসরণীয় বিবেকরূপী হে দেবগণ! যে উপাসকের কর্মসকল আপনারা গ্রহণ করেন অর্থাৎ যাঁর কর্মগুলি বিবেকের অনুসারী হয়; সেই সৎকর্মপরায়ণ মনুষ্য শোভনধনযুক্ত হন—পরমার্থ প্রাপ্ত হন। [বিবেকের অনুমোদনপ্রাপ্ত কর্মের অনুষ্ঠাতা পরম ধনের অধিকারী হন] ॥ ৭ ॥

প্রবিবেক-বল (সত্যপরিজ্ঞাপক) সৎপথে পরিচালক হে দেবগণ! এই স্তুতিপরায়ণ, ভগবানের কর্মে অথবা ঐহিকের কর্মে পরিশ্রান্ত, কামনাপর অথবা ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষী জনের কামনাকে অথবা ভগবৎ-প্রাপ্তি-রূপ অভিলাষকে সর্বথা পূরণ করুন। [সেই বিবেকরূপী দেববর্গ যেন আমাদের তাঁদের স্তুতিপরায়ণ সৎকর্মসমন্বিত এবং দেবত্বপ্রাপ্তির অভিলাষী ক'রে দেন এবং আমাদের কামনাকে পূর্ণ করেন] ॥ ৮ ॥

সত্যবল-সম্পন্ন (সত্যপ্রকাশশীল) হে দেবগণ! আপনাদের মাহাত্ম্য-প্রভাবে অর্থাৎ কৃপার দ্বারা আমাদের কামনা-পূরণ-রূপ কর্ম আপনারা বিহিত করুন; এবং আমাদের জ্ঞানাগ্নির দ্বারা আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ করুন। [সেই বিবেকরূপী দেববর্গ যেন আমাদেরই জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের রিপুগণকে বিমর্দন ক'রে আমাদের অভীষ্ট পূরণ করেন।—আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হোক, তার দ্বারা আমাদের কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগণের প্রভাব খর্ব হোক] ॥ ৯ ॥

হে দেবগণ! শরীরের অন্তর্গত গুহারূপ হৃদয়ে সঞ্জাত তমোভাব-রূপ অজ্ঞানতাকে বিনাশ করুন; পুরুষার্থের নাশকারী কামক্রোধ ইত্যাদি সকল রিপুকে দূরীভূত করুন; যে প্রসিদ্ধ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানকে আমরা কামনা করি, তা প্রদান করুন। [হে দেবগণ! আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর ক'রে আমাদের প্রজ্ঞানসম্পন্ন (পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার-রূপ জ্ঞান প্রদান) করুন।—'তমঃ' এবং 'জ্যোতিঃ' পদে যথাক্রমে অজ্ঞানতা ও জ্ঞান ধরা হয়েছে—এবং সেটাই সঙ্গত] ॥ ১০ ॥

টীকা — এখানেও অপরাপর ভাষ্যকারদের দ্বারা প্রচলিত মন্ত্রার্থ পাঠ করলে মরুৎ- দেবতাদের স্বরূপ-সম্বন্ধে কোনই অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। তাঁরা অন্তরীক্ষ থেকে আগমন করেন এবং লোকের গৃহে গিয়ে সোমরস পান ক'রে থাকেন; তাঁরা যজমানের ও মেধাবিগণের স্তুতি শ্রবণ করেন; তাঁদের কৃপায় লোকে বহু গাভী প্রাপ্ত হয়; তাঁরা রাক্ষস-বিতাড়ক; তাঁরা জ্যোতির প্রকাশক ইত্যাদি পূর্বাপর অসঙ্গতিপূর্ণ কথা রয়েছে। কখনও মরুদ্দেবতাদের মানুষ, কখনও বা তাঁদের বায়ুর রূপান্তর ব'লেও মনে হ'তে পারে। ফলে, প্রায় সকল ব্যাখ্যাতেই মরুদ্দেবগণের বিষয়ে রূপকত্ব আরোপিত হ'তে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, মনস্তত্ত্বের যে জটিল সমস্যা এইসব মন্ত্রের অন্তর্নিহিত রয়েছে, এবং সে পক্ষে মরুৎ-গণ যে ভগবানের বিভূতিস্বরূপ বিবেকরূপী দেবগণ ব'লেই প্রতীয়মান হয়, সে-কথা পূর্বোক্ত ভাষ্যকারগণ লক্ষ্যই করেননি।

◆ ◆

— ৮৭ সূক্ত —

[দেবতা : মরুদ্দেবগণ। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : জগতী]

প্রত্বক্ষসঃ প্রতবসো বিরপ্শিনোঽনানতা অবিথুরা ঋজীষিণঃ।
জুষ্টতমাসো নৃতমাসো অঞ্জিভির্ব্যানজ্রে কে চিদুস্রা ইব স্তৃভিঃ ॥ ১ ॥
উপহ্বরেষু যদচিধ্বং যযিং বয় ইব মরুতঃ কেন চিৎপথা।
শ্চোতন্তি কোশা উপ বো রথেষ্বা ঘৃতমুক্ষতা মধুবর্ণমর্চতে ॥ ২ ॥

প্রৈষামজ্মেষু বিথুরেব রেজতে ভূমির্যামেষু যদ্ধ যুঞ্জতে শুভে।
তে ক্রীলয়ো ধুনয়ো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ স্বয়ং মহিত্বং পনয়ন্ত ধূতয়ঃ ॥ ৩ ॥
স হি স্বসৃৎপৃষদশ্বো যুবা গণো যা ঈশানস্তবিষীভিরাবৃতঃ।
অসি সত্য ঋণয়াবাঽনেদ্যোঽস্যা ধিয়ঃ প্রাবিতাথা বৃষা গণঃ ॥ ৪ ॥
পিতুঃ প্রত্নস্য জন্মনা বদামসি সোমস্য জিহ্বা প্র জিগাতি চক্ষসা।
যদীমিন্দ্রং শম্যৃক্বাণ আশতাদিন্নামানি যজ্ঞিয়ানি দধিরে ॥ ৫ ॥
শ্রিয়সে কং ভানুভিঃ সং মিমিক্ষিরে তে রশ্মিভিস্ত ঋক্বভিঃ সুখাদয়ঃ।
তে বাশীমন্ত ইষ্মিণো অভীরবো বিদ্রে প্রিয়স্য মারুতস্য ধাম্নঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — শত্রুবিমর্দক, প্রকৃষ্টবলসম্পন্ন, জয়প্রাপক, শত্রুগণ কর্তৃক অজেয়, নিত্য-ভগবৎসম্বন্ধযুত, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চায়িতা, সৎকর্মকারী জনগণের দ্বারা অতিশয়রূপে সেবিত, শ্রেষ্ঠ নেতা, সেই দেবতাগণ—জ্যোতিঃবিস্ফুরণ-রূপ অলঙ্কারসমূহের দ্বারা অর্থাৎ সৎ-গুণাবলির দ্বারা প্রকাশিত হন—অনুসারী জনকে শোভান্বিত ক'রে থাকেন। [বিবেকরূপ দেবগণের প্রভাবের দ্বারা মানুষেরা সৎ-গুণ-বিভূষিত হয়ে থাকেন] ॥ ১ ॥

বিবেকরূপী হে দেবগণ! আপনারা যখন, রিপুগণের সাথে সংগ্রামসমূহে প্রবৃত্তমান মনুষ্যকে, পক্ষিগণ যেমন নভোমণ্ডলে যথেচ্ছভাবে নিজেদের পরিচালিত করে তেমন, অথবা বলিষ্ঠ সামর্থ্য-সম্পন্ন বিজ্ঞগণ যেমন আপনাপন অভিপ্রায়-অনুসারে মনুষ্যগণকে সৎপথে নিয়ে যান তেমন,—আবশ্যক-অনুসারী পথে যথেচ্ছভাবে পরিচালিত করেন—রক্ষা ক'রে থাকেন; তখন আপনাদের করুণাধারা সেই অনুগৃহীত জনের প্রতি আপনা-আপনিই প্রবাহিত হয়। হে দেবগণ! আপনাদের পূজাকারী এই উপাসকের জন্য (আমার জন্য) তার কর্মসমূহে মধুর ন্যায় অমৃততুল্য শুদ্ধসত্ত্বকে সেচন করুন—প্রদান করুন। [যাঁদের কর্মসকল রিপুগণের বশবর্তী নয়, বিবেকরূপী দেবগণ তাঁদের রক্ষা করেন। অতএব আমরাও যেন সেই দেবগণের কৃপায় (বিবেকের সাহায্যে) সর্বদা সৎকর্মে নিয়োজিত থাকি; সৎকর্মের দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ের প্রভাবে যেন ভগবানের সান্নিধ্য তথা মোক্ষ প্রাপ্ত হই] ॥ ২ ॥

মনুষ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত, বিবেকরূপী দেবগণ যখন মনুষ্যের গতিপথে বা কর্মসমূহে নিজেদের সংযোজিত করেন অর্থাৎ সম্মিলিত হন, তখন নিশ্চয়ই, এই দেবগণের প্রভাবে অর্থাৎ হৃদয়ে তাঁদের সম্মিলন-হেতু, পৃথিবী (পার্থিব মায়ামোহ ইত্যাদি, অর্থাৎ পাপ), পতিপরিত্যক্তা জায়ার ন্যায় প্রকম্পিত হয়, [হৃদয়ে বিবেকের উদয় হ'লে রিপুগণ ভয় পায়—সঙ্কুচিত হয়]; ক্রীড়নশীল অর্থাৎ রিপুগণের অবজ্ঞাকারী, দীপ্যমান-আয়ুধ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ অস্ত্রধারী সেই বিবেকরূপী দেবগণ শত্রুগণকে বিধূমিত বিতাড়িত ক'রে, নিজেরাই নিজেদের মহিমাকে প্রকটিত করেন। [রিপুগণের প্রভাব বিমর্দন ক'রে বিবেকরূপী দেবগণ নিত্য আপন মাহাত্ম্য প্রকাশ ক'রে থাকেন] ॥ ৩ ॥

যাদৃশ, ঐহিক জ্ঞানবিরহসম্পন্ন, নিত্যতরুণ, সত্ত্বভাবসমূহের দ্বারা সমন্বিত, এই সকল জগতের ঈশ্বর, অসাধারণ বলের দ্বারা পরিবেষ্টিত, সৎকর্মার্থ সত্যস্বরূপ, ঋণমোচনের দ্বারা, সকলের অনিন্দিত (সর্বজন-প্রশংসিত) অভীষ্টবর্ষক, কেন্দ্রীভূত দেবভাব, সেই ভগবান্ এক্ষণে আমাদের এই কর্মের অথবা আমাদের সৎ-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ রক্ষক বা প্রাপক হোন। [বিবেক-রূপে যে

দেবতা আমাদের মধ্যে প্রকটিত হন, তিনি আমাদের দেবভাবসমন্বিত করুন] ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্! (অথবা, —হে আমার হৃদয়-নিহিত শুদ্ধসত্ত্বভাব!) আপনিই বলেছেন (কি তা কথিত হচ্ছে)—চিরন্তন বিশ্বের জনক ভগবানের নিকট হ'তেই শুদ্ধসত্ত্বের আগমন, আত্মপ্রকাশের সাথে অর্থাৎ দৃশ্যমান হয়ে, ইহজগতে আগমন করে; [সত্ত্বভাব ভগবৎ-প্রেরিত—এই তত্ত্ব ভগবানই আমাদের জানিয়ে দেন]; উপাসকগণ যখন সেই সৎকর্মকারয়িতা ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে অজ্ঞানতানাশকারী কর্মে স্তুতির সাথে যুক্ত ক'রে অর্থাৎ অনুসরণপূর্বক প্রাপ্ত হন, নিজেদের তাঁতে লীন করেন, তখনই তাঁরা যাজ্ঞিক-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। [জ্ঞানানুসারী কর্মের দ্বারাই মানুষ যজ্ঞকারী হন অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করেন] ॥ ৫ ॥

সেই উপাসকগণ নিজেদের অথবা সকল মনুষ্যের শ্রেয়ঃ-সাধনের নিমিত্ত দীপ্যমান জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা ব্রহ্মকে সম্যগ্‌রূপে সেবা করেন—পরিচরণ করেন—অনুসরণ করেন; সেই উপাসকগণ স্তোত্রপরায়ণতার সাথে শুদ্ধসত্ত্বের ভোক্তা বা অধিকারী হন; স্তোত্রপরায়ণ সৎপথ-অনুসারী সেই উপাসকগণ ভয়বিরহিত হয়ে বিবেকরূপী দেবগণের আকাঙ্ক্ষণীয় স্থানের শ্রেষ্ঠত্বকে লাভ করেন—প্রাপ্ত হন। [যাঁরা প্রকৃত যাজ্ঞিক অর্থাৎ সৎকর্মকারী, তাঁরা ভগবানের উপাসনাপরায়ণ হয়ে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হন] ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তের প্রতিটি ঋকই প্রহেলিকাপূর্ণ। প্রচলিত ব্যাখ্যাদেও তারই প্রতিফলন। ঋকগুলি পদকে অবলম্বন ক'রে মরুৎ-গণকে সঙ্গীতকারী এবং উচ্চ-চিৎকারকারী বলা হয়েছে। কোথাও বা এই দেববর্গকে পক্ষীর মতো যে কোনও পথে বিচরণকারী—এমন ভাবও ব্যক্ত হয়েছে। কোথাও বা তাঁদের 'বিন্দুচিহ্নবিশিষ্ট' অর্থাৎ বিচিত্র বর্ণের হরিণের উপরে আরোহিত হয়ে বিচরণকারী, হস্তে বর্শা ও তরবারিধারী, আভরণভূষিত, ঋত্বিকগণের সাথে হব্য ভক্ষণকারী এমন সব উল্লেখ দেখা যায়। আবার, তাঁদের প্রভাবে পর্বত ইত্যাদি কম্পিত হয়, মেঘসমূহ বারি বর্ষণ করে (অর্থাৎ তাঁরা ঝড়ঝঞ্ঝাবাতের দেবতা)—এমন নির্দেশ পাওয়া যায়। পঞ্চম ঋকের ব্যাখ্যায় তাঁদের মানুষের ভাবে পরিলক্ষিত ক'রে 'সোমরস দৃষ্টে অভ্যর্থনা' করার কথা উল্লেখিত। যেভাবেই হোক এহেন এইসব ব্যাখ্যায় পূর্বাপর অসঙ্গতিই পরিলক্ষিত হয়েছে।

◆ ◆

— ৮৮ সূক্ত —

[দেবতা : মরুদ্দেবগণ। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ]

আ বিদ্যুন্মদ্ভির্মরুতঃ স্বর্কৈ রথেভির্যাত ঋষ্টিমদ্ভিরশ্বপর্ণৈঃ ।
আ বর্ষিষ্ঠয়া ন ইষা বয়ো ন পপ্তা সুমায়াঃ ॥ ১ ॥
তেঽরুণেভির্বরমা পিশঙ্গৈঃ শুভে কং যান্তি রথতূর্ভিরশ্বৈঃ।
রুক্মো ন চিত্রঃ স্বধিতীবান্ পব্যা রথস্য জঙ্ঘনন্ত ভূম ॥ ২ ॥
শ্রিয়ে কং বো অধি তনূষু বাশীর্মেধা বনা ন কৃণবন্ত ঊর্ধ্বা।
যুষ্মভ্যং কং মরুতঃ সুজাতাস্তুবিদ্যুম্নাসো ধনয়ন্তে অদ্রিম্ ॥ ৩ ॥

অহানি গৃধ্রাঃ পর্যা ব আগুরিমাং ধিয়ং বার্কার্যাং চ দেবীম্।
ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো গোতমাসো অর্কৈরূর্ধ্বং নুনুদ্র উৎসধিং পিবধ্যৈ ॥ ৪ ॥
এতত্যন্ন যোজনমচেতি সস্বর্হ যন্মরুতো গোতমো বঃ।
পশ্যন্ হিরণ্যচক্রানয়োদংষ্ট্রান্বিধাবতো বরাহূন্ ॥ ৫ ॥
এষা স্যা বো মরুতোঽনুভর্ত্রী প্রতি ষ্টোভতি বাঘতো ন বাণী।
অস্তোভয়দ্ বৃথাসামনু স্বধাং গভস্ত্যোঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — বিবেকরূপী হে দেবগণ! বিদ্যুতের ন্যায় গতিবিশিষ্ট অর্থাৎ ক্ষিপ্র-জ্ঞানদাতা, প্রদানকারী, শোভনগমন অর্থাৎ সৎ-মার্গানুসারী, রিপুদমন-সামর্থ্যসম্পন্ন (শত্রুদমনের উপযোগী আয়ুধযুক্ত), পতননিবারক আমাদের কর্মরূপ যানে আপনারা আগমন করুন; [হে দেবগণ! আমাদের কর্মের দ্বারা আপনারা আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হোন]। হে শোভনকর্ম-কারয়িতৃগণ! (অথবা হে শোভন-জ্ঞান-প্রদাতৃগণ!) আপনারা আমাদের শ্রেষ্ঠ অভীষ্ট-পূরণের সাথে (অথবা,— আপনাদের প্রকৃষ্ট ইষ্ট-সাধক কৃপার সাথে) আমাদের প্রতি ত্বরায় আগমন করুন—পক্ষিগণ যেমন আকাশ হ'তে ক্ষিপ্রগতিতে আগমন করে তেমনই ক্ষিপ্রগতিতে আগমন করুন। [হে দেবগণ! ত্বরায় আমাদের অভীষ্টপূরণ করুন—এই প্রার্থনা] ॥ ১ ॥

সেই বিবেকরূপী দেবগণ, মনুষ্যের শুভসাধনের জন্য, অরুণবর্ণ অর্থাৎ দুষ্ট, পিঙ্গলবর্ণ অর্থাৎ অদুষ্ট, রথ-প্রেরয়িতা অর্থাৎ কর্মকারয়িতা, ব্যাপক জ্ঞানকিরণ-সমূহের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মের প্রতি আগমন করে—শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন; [সৎকর্মের কারয়িতা সেই দেবগণ মানুষদের ব্রহ্মে লীন করেন]। সুবর্ণের ন্যায় দর্শনীয় অর্থাৎ উপাসকগণের আকাঙ্ক্ষণীয়, শত্রুনাশক আয়ুধসম্পন্ন অর্থাৎ অপরের ভীতিপ্রদ—এমন কোমল-কঠোর-ভাবযুত সেই দেবগণ, উপাসকগণের অর্থাৎ অনুসারী জনের পার্থিব অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকারকে (মায়ামোহ ইত্যাদিকে) হনন করেন—বিদূরিত করেন। [বিবেকরূপী দেবগণ তাঁদের অনুসারী জনের হিতসাধক হন এবং অন্যান্যের ক্লেশ উৎপাদন করেন] ॥ ২ ॥

হে দেবগণ! মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত আপনাদের অঙ্গসমূহে অর্থাৎ আবির্ভাবের মধ্যে, যুগপৎ রিপুবিমর্দক আয়ুধকে এবং ভগবানকে (শুদ্ধসত্ত্বকে) অধিষ্ঠিত রেখেছেন; [হৃদয়ে যখন বিবেকের উদয় হয়, তখন রিপুগণ বশীভূত হয় এবং হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়]; তখনই সৎকর্মসকল বনানীর ন্যায় উন্নতশীর্ষ হয়; [বনস্পতি যেমন আপনা-আপনিই উন্নতশীর্ষ, বিবেকের অনুসারী জনের কর্মও তেমনই আপনা-আপনিই ভগবানের অভিমুখে থাকে]; সৎকর্মসমুদ্ভূত বিবেকরূপী হে দেবগণ! আপনাদের জন্য অর্থাৎ বিবেকলাভের নিমিত্ত, জ্ঞানী বা ভক্ত উপাসকগণ, পাষাণের ন্যায় কঠোর হৃদয়কে ব্রহ্মকে বা শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত করান। [যিনি জ্ঞানী বা ভক্ত, বিবেক- লাভের জন্য, তিনি সর্বদাই ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা পেয়ে থাকেন] ॥ ৩ ॥

হে দেবগণ! একান্ত অনুরাগী উপাসকগণ (সর্বথা বিবেকের অনুসারিগণ) আপনাদের নিত্যকাল অবিরত সর্বতোভাবে পরিচরণ ক'রে থাকেন—অনুসরণ করেন; সেইজন্য তাঁদের অনুষ্ঠিত প্রসিদ্ধ কর্ম বা বুদ্ধি সত্ত্বপ্রদ ও দ্যোতমান্ হয়; [বিবেকের অনুসারী জনের কর্ম আপনা-আপনিই

সত্ত্বসমন্বিত ও দীপ্তিমান্ হয়]। জ্ঞানিগণ মন্ত্রের সাহায্যে সাধনীয় স্তোত্রের দ্বারা অথবা আন্তভাবে ভগবানকে আহ্বান ক'রে (স্তব ক'রে) আত্মতৃপ্তি-সাধনের জন্য, নিজের সৎকর্মনিবহকে (সৎ-অনুষ্ঠান-মন্ত্রকে) ভগবৎ- সকাশে প্রেরণ করেন—ভগবৎ-উদ্দেশে সম্প্রদান করেন। [জ্ঞানিগণ ভগবানের উদ্দেশ্যে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ক'রে পরমগতি লাভ করেন] ॥ ৪ ॥

বিবেকরূপী হে দেবগণ! আপনাদের জন্য অর্থাৎ হৃদয়ে বিবেকোন্মেষ হেতু, যে স্তোত্র বা কর্ম লোকে অনুসরণ করেন; সেই প্রসিদ্ধ এই স্তোত্র (বেদমন্ত্র) অথবা ভগবৎ-অর্চনা-রূপ কর্ম যেমন ভগবৎসেবকসূচক তেমনই ভগবৎপ্রাপক হয়; অতএব হে মনঃ! হিত-রমণীয়-কর্মযুত, কঠোর-শত্রুদলনকারী অর্থাৎ রিপুবিমর্দক, সকল কর্মে শৃঙ্খলাসাধক, উৎকৃষ্ট দেবগণের আহ্বানকারী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেবভাব-প্রদাতা, বিবেকরূপী সেই দেবগণকে সম্যক্ বিদিত হয়ে তাঁদের অনুসারী হও। [বিবেকের বশে জ্ঞানিগণ সৎকর্মে প্রবৃত্ত হন এবং শ্রেষ্ঠ উপাসনা-পদ্ধতি জানতে পারেন; অতএব, জ্ঞানিগণের আদর্শে আমাদেরও বিবেকের অনুসরণ কর্তব্য] ॥ ৫ ॥

বিবেকরূপী হে দেবগণ! উপাসকের (অনুসারী জনের) স্তুতি যেমন আপনাদের সম্পূজিত ক'রে—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখে; তেমনই আমাদের এই প্রসিদ্ধ স্তুতি বা ক্রিয়া, আপনাদের পরিপোষয়িত্রী হোক; [আমরা কর্মহীন অজ্ঞান; প্রার্থনা—বেদমন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে বিবেকের উন্মেষ হোক]। হে দেবগণ! যে উপাসক আপনাদের স্তব করে—অনুসরণ করে; সে জন, অনায়াসে আপনাদের প্রাপ্ত হয়; এবং তাকে লক্ষ্য ক'রে আপনারা আপনাদের বাহনযুক্ত সুরূপ বহন ক'রে আনেন। [যাঁরা বিবেকের অনুসারী, তাঁরা সকলেই বিবেকের অনুকম্পায় পরম ধন প্রাপ্ত হন] ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তে ছন্দের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত এই সূক্তের মন্ত্রগুলির অর্থে দ্বারা দেবতা, তাঁর প্রকার, মন্ত্রগুলিই বা কার দ্বারা কিভাবে এ সংসারে প্রবর্তিত হলো তা কিছুই বোধগম্য হয়নি, এমনকি, মরুদ্গণের স্বরূপ-সম্বন্ধে একরকম প্রহেলিকাই প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে দেখা যায়।

◆ ◆

— ৮৯ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : জগতী]

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতোঽদব্ধাসো অপরীতাস উদ্ভিদঃ।
দেবা নো যথা সদমিদ্বৃধে অসন্নপ্রায়ুবো রক্ষিতারো দিবেদিবে ॥ ১ ॥
দেবানাং ভদ্রা সুমতির্ঋজূয়তাং দেবানাং রাতিরভি নো নি বর্ততাম্।
দেবানাং সখ্যমুপ সেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে ॥ ২ ॥
তান্ পূর্বয়া নিবিদা হূমহে বয়ং ভগং মিত্রমদিতিং দক্ষমস্রিধম্।
অর্যমণং বরুণং সোমমশ্বিনা সরস্বতী নঃ সুভগা ময়স্করৎ ॥ ৩ ॥

তন্নো বাতো ময়োভু বাতু ভেষজং তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ।
তদ্‌গ্রাবাণঃ সোমসুতো ময়োভুবস্তদশ্বিনা শৃণুতং ধিষ্ণ্যা যুবম্ ॥ ৪ ॥
তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ংজিন্বমবসে হূমহে বয়ম্।
পূষা নো যথা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে ॥ ৫ ॥
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু ॥ ৬ ॥
পৃষদশ্বা মরুতঃ পৃশ্নিমাতরঃ শুভংযাবানো বিদথেষু জগ্মযঃ।
অগ্নিজিহ্বা মনবঃ সূরচক্ষসো বিশ্বে নো দেবা অবসা গমন্নিহ ॥ ৭ ॥
ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভি র্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ৮ ॥
শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবা যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্।
পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যা রীরিষতায়ু র্গন্তোঃ ॥ ৯ ॥
অদিতি র্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতি র্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতি র্জাতমদিতি র্জনিত্বম্ ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — কল্যাণপ্রদ, শত্রুগণ কর্তৃক অহিংসিত, অপ্রতিরুদ্ধ, রিপুগণের উচ্ছেদক, সৎকর্মনিবহ—সকল দিক হ'তে আমাদের প্রতি আগমন করুন; [আমরা যেন সর্বতোভাবে সৎকর্মপরায়ণ হই, সেই দেবগণ তা-ই বিধান করুন]; এমন, আমাদের অপরিত্যাগকারী অর্থাৎ আমাদের নিত্যসহচর অতএব সদাকাল আমাদের রক্ষাকারী হয়ে, সকল দেবগণ বা দেবভাবসমূহ সর্বদা আমাদের বর্ধনের নিমিত্ত অর্থাৎ মঙ্গলসাধনের জন্য আগমন করুন—আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন। [সৎকর্মের অনুষ্ঠানের সাথে আমরা যেন দেবত্বসম্পন্ন হই] ॥ ১ ॥

সরলমার্গ-অনুসারীকে অর্থাৎ সৎকর্মকারীকে আপনারা ইচ্ছা করেন—এমন দেবগণের কল্যাণদায়িকা সুমতি আমাদের হোক; [দেবত্বযুক্ত সৎকর্মের অনুষ্ঠানপর মন আমাদের মধ্যে অবস্থিতি করুক]; দেবগণের দান, আমাদের অভিমুখে নিরন্তর বিদ্যমান হোক; [দেবগণ আমাদের অভিমত-ফল দান করুন]। প্রার্থনাকারী আমরা দেবগণের (দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহের) সখিত্ব যেন প্রাপ্ত হই; [আমরা দেবত্ব-লাভের জন্য যেন প্রচেষ্টা করি]; দেবগণ (দেবভাবসমূহ) আমাদের জীবনকালকে ভগবানের কার্যে—প্রাণিগণের হিতসাধনের নিমিত্ত—সৎকর্ম-সম্পাদনের উদ্দেশে বর্ধিত করুন। [দেবতার অনুগ্রহে আমাদের জীবন সেই পরমেশ্বরকে প্রাপ্তির উদ্দেশে সদাই যেন সৎকর্মের অনুষ্ঠানের সাথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক] ॥ ২ ॥

সেই সকল দেবগণকে নিত্যস্বরূপ বেদমন্ত্রের দ্বারা অর্চনাকারী আমরা আহ্বান করছি—পূজা করছি; [আমরা দেব-আরাধনায় সতত রত হচ্ছি]; সেই সত্য সাধনের উদ্দেশে, আমরা ঐশ্বর্যের অধিপতি ভজনীয় ভগ-দেবতাকে, মিত্রস্থানীয় মিত্রদেবতাকে, অধঃপতিত অনন্তস্বরূপ অদিতি-দেবতাকে, সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি দক্ষ-দেবতাকে, শোষণরহিত অমর অর্যম-দেবতাকে, গতিকারক অর্যমা দেবতাকে, অভীষ্টবর্ষক বরুণ-দেবতাকে, অন্তর্ব্যাপি-বহির্ব্যাপি-নাশক অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান

করি. শোভনধনোপেতা জ্ঞানপ্রদাত্রী দেবী সরস্বতী আমাদের সুখপ্রদান করুন—শান্তিদান করুন। [সৎজ্ঞান-লাভের সাথে আমরা যেন ভগবানের সকল বিভূতিস্বরূপ সর্বদেবতার পূজার সামর্থ্য লাভ করি—এই-ই প্রার্থনা।—সকল দেবতার মর্ম অনুধাবনে সামর্থ্য হওয়াই সর্বদেবতার পূজার সাধন এবং সকল দেবভাবে বিমণ্ডিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই পরমার্থ-লাভের আকাঙ্ক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত] ॥ ৩ ॥

বায়ু আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় সুখসাধক সেই ভেষজকে আমাদের প্রাপ্ত করান; মাতা পৃথিবী আমাদের সেই ভেষজ প্রাপ্ত করান। পিতা দ্যুলোক (সত্ত্বনিলয় স্বর্গ) আমাদের সেই ভেষজ প্রাপ্ত করান; পাষাণের ন্যায় বিশুদ্ধ আমাদের হৃদয়, শুদ্ধসত্ত্বনিঃসারক অতএব সুখসাধক হয়ে, সেই ভেষজ আমাদের প্রাপ্ত করান। ধ্যানাধিগম্য অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-বিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা সেই ভেষজকে অর্থাৎ তার প্রাপ্তিরূপ আমাদের প্রার্থনাকে শ্রবণ করুন। যে ভেষজে সকল অশান্তি দূর হয়, পরম সুখ অধিগত হয়, সকল দেবগণ আমাদের সেই ভেষজ প্রদান করুন—আমাদের হৃদয়ও সেই ভেষজলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হোক।—মানুষ আধিব্যাধিশোকতাপে নিত্য জর্জরীভূত। উপযুক্ত ভেষজ প্রাপ্ত না হ'লে, তার বাঁচবার সম্ভাবনা কোথায়? ইহলোকেও না,—পরলোকেও নয়। এই মন্ত্রে সেই ভেষজ-প্রাপ্তির প্রার্থনা উদ্গীত হচ্ছে। সে ভেষজ যে কেবল বৈদ্যের কাছে, তা নয়; সে ভেষজ—আমাদের প্রাণদেহভূত বায়ুর মধ্যে আছে, মাতা পৃথিবীতে আছে, আমাদের পিতা পালক বা রক্ষক স্বর্গলোকেও আছে; এমনকি আমাদের হৃদয়ের মধ্যেও আছে। মাত্র সন্ধান করবার প্রয়োজন। সেই সন্ধানের জন্যই অশ্বিদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা] ॥ ৪ ॥

সকল প্রাণিগণের এবং সকল স্থাবরের প্রভু (পালক) সৎ-বুদ্ধির ও সৎকর্মের দ্বারা প্রীণয়িতব্য অর্থাৎ প্রীতিপ্রাপ্ত সেই ভগবানকে (ঈশ্বরকে), আমাদের রক্ষণের জন্য, প্রার্থনাকারী আমরা আহ্বান করি, [ভগবানের আরাধনায় আমরা যেন সঙ্কল্পবদ্ধ হই]; পুষ্টিবিধায়িনী পূষাদেবতা (পোষণকারী সেই দেব) আমাদের জ্ঞানস্বরূপ ধনের বর্ধনের নিমিত্ত যেমন রক্ষক হন, তেমন আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত—শান্তিপ্রদানের নিমিত্ত (কামক্রোধ ইত্যাদি) রিপুগণ কর্তৃক অহিংসিত অপ্রতিহত থেকে, আমাদের রক্ষক হোন। [আমাদের জ্ঞানদানের সাথে আমাদের রিপুগণ কর্তৃক অপ্রতিহত থেকে রক্ষাকারী সেই দেবতা আমাদের রক্ষা করুন।—স্থাবর-জঙ্গম সকলের অধিপতি, সদ্বুদ্ধি ও সৎকর্মের দ্বারা প্রীত, ঐশ্বর্যসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রতিভূ—পূষা দেবতার নিকট প্রার্থনা উদ্গীত হয়েছে] ॥ ৫ ॥

প্রভূতধন-নিলয় (প্রকৃষ্টধনোপেত) ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হন (অথবা—হোন), সর্বজ্ঞানাধার (সকল ধনের অধিকারী) পোষক পূষাদেব আমাদের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হন (অথবা—হোন); সৎপথে গমনশীল বা জ্যোতির্ময়, অপ্রতিহত অহিংসাহেতু অবিনাশী কালচক্র অথবা অনন্ত-জীবনগতি অথবা অনন্ত-জীবনবিশিষ্ট অরিষ্টনেমি দেবতা আমাদের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হন (অথবা হোন); দেবগণের পালয়িতা প্রজ্ঞানরূপ বৃহস্পতিদেব আমাদের ধারণ করুন—রক্ষা করুন। [সকল দেবভাবের তথা ভগবানের চতুর্বিধ বিভূতিস্বরূপ চারি দেবতার রক্ষা আমাদের প্রাপ্ত হোক। তাঁদের প্রভাবে আমরা যেন সেই রক্ষা লাভ করি] ॥ ৬ ॥

শ্বেতবিন্দুযুক্ত অশ্ববিশিষ্টরূপ, অদিতিপুত্রগণ, শোভনগতিবিশিষ্ট অর্থাৎ শুভসাধক, সৎকর্মসমূহে গমনশীল, জ্ঞানপ্রকাশক অথবা জ্ঞানের আধারক, সৎ-বুদ্ধি প্রদানকারী, সূর্যের ন্যায় সর্বপ্রকাশক, দিব্যজ্ঞানী দেবগণ (মরুদ্দেবগণ) এবং বিশ্বের সকল দেবগণ রিপুবিনাশাদি-গুণসকল অথবা

দেবভাবসমূহ), আমাদের রক্ষণের সাথে, এই জগতে (আমাদের হৃদয়ে) আগমন করুন। [আমাদের হৃদয়ে বিবেকের অভ্যুদয়ের সাথে সকল দেবভাব আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন] ॥ ৭ ॥

দীপ্তিদানাদি-গুণবিশিষ্ট সকল দেবগণ অর্থাৎ হে দেবভাবসমূহ! আপনাদের প্রসাদে আমাদের কর্মসমূহের দ্বারা আমরা যেন ভজনীয় কল্যাণবচন অর্থাৎ ভগবৎ-মহিমা ভগবৎ-কথা শ্রবণ করতে সমর্থ হই; [আকাঙ্ক্ষা এই যে,—দেবভাবপ্রভাবে আমাদের শ্রোত্র সদাকাল যেন ভগবানের কথামৃত শ্রবণপরায়ণ হয়]; যজনীয় আকাঙ্ক্ষণীয় অনুসরণীয় হে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ! আপনাদের প্রসাদে আমাদের চক্ষুসমূহের দ্বারা আমরা যেন সুশোভন ভগবানের রূপ দেখতে সমর্থ হই; [আকাঙ্ক্ষা এই যে—দেবত্বপ্রভাবে আমাদের চক্ষু সদাকাল শোভন ভগবানের মূর্তি দর্শনে সমর্থ হোক]; আর, হে দেবগণ! আপনাদের প্রসাদে আমাদের অচঞ্চল অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ হস্ত-পদ ইত্যাদি বাহিরের অবয়বসমূহের দ্বারা (স্থূল-দেহের দ্বারা) এবং অন্তর-ইত্যাদি-সমন্বিত আভ্যন্তরীণ শরীরের দ্বারা (সূক্ষ্ম-দেহের দ্বারা) যুক্ত হয়ে, আমরা ভগবানের স্তব করতে করতে অর্থাৎ দেবভাবসমূহের অনুসরণ করতে করতে, দেবকর্মে রত অর্থাৎ ভগবানে উৎসৃষ্ট-কর্ম শ্রেষ্ঠ অভিলষিত আয়ু যেন প্রাপ্ত হই। [দেবগণের অনুকম্পায় আমাদের জীবন ভগবৎ-পরায়ণ ভগবৎ-উদ্দেশ্যে বিহিতকর্মপর হোক—এই আকাঙ্ক্ষা] ॥ ৮ ॥

হে দেবগণ (দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহ)! যে অবস্থায় আমাদের শরীর সমূহের—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির জরাকে আনয়ন করছেন; যে অবস্থায় প্রতিপালনীয় পুত্রগণ প্রতিপালক পিতৃস্থানীয় হচ্ছে; সেই অবস্থাতেই আমাদের সম্মুখ দিয়ে বহুসংখ্যক শরৎকাল (কর্মসামর্থ্যযুত যৌবনের দিবস) ক্ষিপ্রগতিতে অলক্ষিতে চলে যাচ্ছে; নিত্যক্ষয়শীল এই আয়ুর মধ্যে, হে দেবগণ (দেবভাবসমূহ), আমাদের প্রতি বিরূপ হবেন না। [যৌবন-জরা-বার্ধক্যের মধ্যগত জীবন নিত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে; সেই সময়ে দেবভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা যেন আত্মশক্তির সৎ-ব্যবহার করতে সমর্থ হই—এই আকাঙ্ক্ষা] ॥ ৯ ॥

অনন্তস্বরূপ ভগবানই স্বর্গ; অনন্তস্বরূপ ভগবানই ব্যোম-প্রদেশ; অনন্তস্বরূপ ভগবানই লোকসমূহের উৎপত্তি-নিদান; সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানই লোকসমূহের জনক—সকলের উৎপাদয়িতা; সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানই জাত উৎপন্ন জীব; অনন্তস্বরূপ ভগবানই সর্বদেবময়—সকল দেবতার আশ্রয়; অনন্তস্বরূপ ভগবানই সকল মনুষ্যসমাজ—চতুর্বর্ণের অন্তর্গত ও তার বহির্ভূত সকল মনুষ্যরূপ; অনন্তস্বরূপ ভগবানই উৎপত্তিরূপ—বিশ্বরূপে বিদ্যমান এবং উৎপত্তিমূলস্বরূপ—বিশ্বস্রষ্টা। [বিশ্বেশই বিশ্বরূপে বিদ্যমান রয়েছেন; সকল পদার্থই তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; তিনিই বিশ্বের উৎপাদক, এবং তিনিই বিশ্বরূপে উৎপন্ন।—এখানে ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রখ্যাত হয়েছে। পৌরাণিক দেবমাতা অদিতি এখানে সকল সৃষ্টির মাতা পিতা পুত্র—অর্থাৎ সকলেরই স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ই। একও তিনি, আবার বহুও তিনি] ॥ ১০ ॥

টীকা — বিশ্বদেবগণকে উদ্দেশ করে সূক্তের মন্ত্রগুলি উচ্চারিত। বস্তুত, এই সূক্তে বহুদেবতার আবাহন আছে। প্রথম দুটি মন্ত্রে সাধারণভাবে সকল দেবতার সম্বোধন, তৃতীয়টি থেকে দেবগণের নাম উল্লিখিত দেখা যায়। সেই অনুসারে বহুদেবের আহ্বান সূচিত হয়, ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, অস্রিধ, অর্যমা, বরুণ, সোম ও অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান দেখা যায়, দেবী সরস্বতীও এই মন্ত্রে পূজিতা হয়েছেন। চতুর্থ মন্ত্রে বায়ুকে এবং পৃথিবীকে ও দ্যুলোককে আহ্বান করা হয়েছে। পঞ্চমে ইন্দ্র পূষা প্রভৃতির এবং ষষ্ঠে ইন্দ্র ও পূষার সাথে অরিষ্টনেমির ও বৃহস্পতির স্বস্তি প্রার্থনা জানান হয়েছে। সপ্তমে মরুৎ-গণ। অষ্টমে

ও মন্ত্রে আবার সাধারণভাবে সকল দেবতার আহ্বান আছে। দশমে অদিতির আহ্বান দেখা যায়। পৌরাণিক মতে অদিতি দেবগণের মাতা; কিন্তু এই দশম মন্ত্রের 'অদিতি' উপলক্ষে বেদে যে অনন্তরূপ ভগবানকেই আহ্বান করা হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়। বাস্তবিক, এখানে অদিতিকে বিশ্বপ্রাণ অনন্ত সেই ভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। যতরকম বিরুদ্ধ মতবাদই প্রচলিত থাকুক, এই সূক্তে মন্ত্র প্রত্যেকটির যথাপর্যায় বিশ্লেষণ করলে দেবতত্ত্বের মূল সন্ধান প্রাপ্ত হ'তে পারা যায়। দেবতা কেমন, কত প্রকারে কত রূপে তাঁরা বিরাজিত; আর ব্রহ্ম বা ভগবানই বা কেমন, দেবগণের সাথে তাঁর সম্বন্ধই বা কি।—এইসব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা এই বিশ্বদেব-সূক্তে জাজ্বল্যমান দেখা যাবে।

◆ ◆

— ৯০ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ইত্যাদি বহুদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : গায়ত্রী]

ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রো নয়তু বিদ্বান্। অর্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ ॥ ১ ॥
তে হি বস্বো বসবানাস্তে অপ্রমূরা মহোভিঃ। ব্রতা রক্ষন্তে বিশ্বাহা ॥ ২ ॥
তে অস্মভ্যং শর্ম যংসন্নমৃতা মর্ত্যেভ্যঃ। বাধমানা অপ দ্বিষঃ ॥ ৩ ॥
বি নঃ পথঃ সুবিতায় চিয়ন্ত্বিন্দ্রো মরুতঃ। পূষা ভগো বন্দ্যাসঃ ॥ ৪ ॥
উত নো ধিয়ো গো অগ্রাঃ পূষন্বিষ্ণবেবয়াবঃ। কর্তা নঃ স্বস্তিমতঃ ॥ ৫ ॥
মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বী র্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥ ৬ ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥ ৭ ॥
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ৮ ॥
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ৯ ॥

মর্মার্থ — সুকংস্থানীয় মিত্রদেবতা এবং অভীষ্টবর্ষক বরুণদেবতা আমাদের নেতৃব্য উত্তম স্থান জেনে সরলমার্গের দ্বারা আমাদের সেই স্থান প্রাপ্ত করান; সকল দেবগণের অর্থাৎ সকলরকম দেবভাবের সাথে সমানপ্রীতি অর্থাৎ সর্বথা লোকহিতসাধক গতিকারক অর্যমা-দেব আমাদের অভীষ্টস্থানে প্রাপ্ত করান। [সকল দেবতাবসমূহ আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাদের পরমার্থ প্রদান করুন]। ॥ ১ ॥

সেই দেবগণ (দেবভাবসমূহ) পরমার্থরূপ ধনের প্রদানকারী হন; তাঁরা অবিমূঢ় অবিচলিত হয়ে নিজেদের মহত্ত্বের অথবা তেজের দ্বারা সকল কালেই সৎকর্মসমূহকে পালন ক'রে থাকেন। [দেবভাবসমূহের প্রভাবে সৎকর্ম সকল জগতে পরিপুষ্ট ও সুফলপ্রদ হয়ে থাকে]। ॥ ২ ॥

অমর সেই দেবগণ অর্থাৎ মরণরহিত দেবভাবসমূহ, আমাদের পাপলক্ষণ শত্রুগণকে অর্থাৎ পাপকর্মসমূহকে বিদূরিত ক'রে (বাধা প্রদান ক'রে) মরণশীল উপাসক এই আমাদের অমৃতলক্ষণ

সুখ প্রদান করুন—অমর ক'রে দিন। [আমাদের মধ্যে দেবভাবসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমাদের অমরত্ব প্রাপ্ত করান] ॥৩॥

ভগবান্ ইন্দ্রদেব, বিবেকরূপী মরুদ্দেবগণ, সৎ-ভাবপোষক পূষাদেব, ঐশ্বর্যের অধিপতি ভগদেব প্রভৃতি সকল বন্দনীয় দেবগণ বা দেবভাবসমূহ, আমাদের স্বর্গ ইত্যাদি প্রাপণের জন্য আমাদের সৎকর্ম-অনুষ্ঠান-রূপ পথসমূহকে বিপরীত পথসমূহ হ'তে অর্থাৎ পাপ-পথ হ'তে পৃথক ক'রে দিন। [সকল দেবগণ আমাদের সৎ-মার্গসমূহকে প্রাপ্ত করান;—দেবভাবের সাহায্যে আমরা যেন সৎকর্মপরায়ণ হই—দেবগণ তা-ই বিধান করুন] ॥৪॥

সকলের পোষণকারী পূষন্ দেব, সর্বত্র ব্যাপক অতএব সকলের রক্ষাকর্তা বিষ্ণুদেব, সর্বগ অর্থাৎ সকলের হৃদয়েই ক্রিয়াপরায়ণ এবযাব দেবগণ (মরুদ্গণ—বিবেকরূপী দেবগণ)! আপনারা সকলে আমাদের কর্মসমূহে অথবা বৃত্তিসমূহকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন করুন এবং আমাদের অবিনাশী অথবা শান্তিযুক্ত সুখসমন্বিত করুন। [ভগবান্ সকলের পোষক, সকলেই ব্যেপে আছেন এবং সর্বত্র গতিশীল হন; অতএব আশা করি,—সেই ভগবান্ আমাদের রক্ষক হবেন] ॥৫॥

সৎকর্মপরায়ণ মনুষ্যের জন্য বায়ুসকল মাধুর্যোপেত কর্মফল বর্ষণ করে—পরমানন্দ প্রদান করে; এবং নদী সমুদ্র অর্থাৎ সলিলসমূহ মধুর রস ক্ষরণ করে—পরমানন্দ প্রদান করে। জলপ্রদাতা ওষধিগণের ন্যায় কর্মফলের অবসানকারক আমাদের সৎ-বৃত্তি-সমূহ আমাদের জন্য পরমানন্দপ্রদ হোক। [যাঁরা সৎকর্মকারী তাঁদের জন্য বায়ু মধুময় হয়, সিন্ধু মধুক্ষরণ করে। এর পর প্রার্থনা হচ্ছে—ওষধিসমূহ মধুময় হোক, রাত্রি ও ঊষা মধুর হোক, জনপদ মাধুর্যবিশিষ্ট হোক, আকাশ মধুযুক্ত হোক, বনস্পতি মধুর হোক, সূর্য মধুর হোক, ধেনুসকল মধুর হোক; ইত্যাদি।—এই মন্ত্রের বক্তব্য,—যাঁরা সৎকর্মপরায়ণ, তাঁদের তৃপ্তিসাধনের জন্য জগতের সকল পদার্থ সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছে; সৎকর্মের প্রভাবে আমরা সেই অবস্থায় উপস্থিত হ'তে কামনা করছি] ॥৬॥

রাত্রি (অথবা—অজ্ঞানতার অন্ধকার) মাধুর্যফলপ্রদ (সৎকর্মকারক সুফলপ্রদ) হোক; এবং উষাকাল-উপলক্ষিত দিবস-সকল (অথবা,—জ্ঞানের উন্মেষ) মাধুর্যোপেত সুফলপ্রদ হোক; আর এই পৃথিবীর সম্বন্ধীয় রজোভাব মাধুর্যোপেত সুফলপ্রদ হোক; এবং আমাদের পালক রক্ষক স্বর্গলোক মাধুর্যোপেত সুফলপ্রদ হোক। [দিবারাত্রি সর্বকালে অথবা অজ্ঞানে বা জ্ঞানোন্মেষে সকল কার্যে আমরা যেন সৎকর্মপরায়ণ হয়ে শুভফল প্রাপ্ত হই; সেই সকল কর্মে দেবভাবসমূহ আমাদের সহায় হোন।—এই প্রার্থনার সকল অংশেরই 'মধু' পদের সাথে সৎকর্মকারিতার সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে] ॥৭॥

ফলদেওন অরণ্যের প্রভু (বনস্পতি) আমাদের প্রতি মাধুর্যসম্পন্ন করুণাপরায়ণ হোন; এবং জ্ঞানদেব (সূর্য) আমাদের প্রতি মাধুর্যসম্পন্ন করুণাশীল হোন; জ্ঞানকিরণসমূহ (গাবঃ—রশ্মি) আমাদের প্রতি মাধুর্যসম্পন্ন অর্থাৎ আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হোন। [ভগবান্ আমাদের কৃপা করুন; জ্ঞানদেবের কৃপায় আমাদের হৃদয়ে প্রজ্ঞানসঞ্চার হোক—এই আকাঙ্ক্ষা] ॥৮॥

সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেব আমাদের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হোন; অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব আমাদের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হোন; গতিকারক অর্যমাদেব আমাদের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হোন; শ্রেষ্ঠ দেবভাবের পোষক ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হোন; মহব্যাপী (সর্বব্যাপক) বিষ্ণুদেব আমাদের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হোন। [প্রার্থনার ভাব—সকল দেবগণ বা দেবভাবসমূহ আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমাদের মঙ্গলবিধান করুন] ॥৯॥

টীকা — এই সূক্তে সব দেবতার প্রার্থনা আছে। সূক্তের মর্ম অনুধাবন করলে বোঝা যায়, সংসারের সকল পদার্থই দেবতা-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বেশ্বর যে বিশ্বরূপে বিদ্যমান রয়েছেন, এই সূক্তে সেই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্বের সকলই তিনি—অথবা সকলই তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সুতরাং সংসারের সকলের কাছে মঙ্গল-প্রার্থনায়, তাঁরই কাছে মঙ্গল-কামনা করা হয়েছে— বুঝতে পারা যায়। এই সূক্তের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ঋক্ হিন্দুর শ্রাদ্ধকার্যে সর্বদা প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এগুলি যেমন ভাবময়, তেমনই [illegible]পূর্ণ। মন্ত্র-কয়েকটি নিত্য অনুস্মরণীয়।

◆ ◆

— ৯১ সূক্ত —

[দেবতা : সোমদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ত্বং সোম প্র চিকিতো মনীষা ত্বং রজিষ্ঠমনু নেষি পন্থাম্।
তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো দেবেষু রত্নমভজন্ত ধীরাঃ ॥ ১ ॥
ত্বং সোম ক্রতুভিঃ সুক্রতুর্ভূস্ত্বং দক্ষৈঃ সুদক্ষো বিশ্বদেবাঃ।
ত্বং বৃষা বৃষত্বেভির্মহিত্বা দ্যুম্নেভির্দ্যুম্ন্যভবো নৃচক্ষাঃ ॥ ২ ॥
রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদগভীরং তব সোম ধাম।
শুচিষ্টমসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষায্যো অর্যমেবাসি সোম ॥ ৩ ॥
যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং যা পর্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু।
তেভির্নো বিশ্বৈঃ সুমনা অহেলন্রাজনৎ সোম প্রতি হব্যা গৃভায় ॥ ৪ ॥
ত্বং সোমাসি সৎপতিস্ত্বং রাজোত বৃত্রহা। ত্বং ভদ্রো অসি ক্রতুঃ ॥ ৫ ॥
ত্বং চ সোম নো বশো জীবাতুং ন মরামহে। প্রিয়স্তোত্রো বনস্পতিঃ ॥ ৬ ॥
ত্বং সোম মহে ভগং ত্বং যূন ঋতায়তে। দক্ষং দধাসি জীবসে ॥ ৭ ॥
ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো রক্ষ রাজন্নঘায়তঃ। ন রিষ্যেত্ত্বাবতঃ সখা ॥ ৮ ॥
সোম যাস্তে ময়োভুব ঊতয়ঃ সন্তি দাশুষে। তাভির্নোঽবিতা ভব ॥ ৯ ॥
ইমং যজ্ঞমিদং বচো জুজুষাণ উপাগহি। সোম ত্বং নো বৃধে ভব ॥ ১০ ॥
সোম গীর্ভিষ্ট্বা বয়ং বর্ধয়ামো বচোবিদঃ। সুমৃলীকো ন আ বিশ ॥ ১১ ॥
গয়স্ফানো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্ধনঃ। সুমিত্রঃ সোম নো ভব ॥ ১২ ॥
সোম রারন্ধি নো হৃদি গাবো ন যবসেষ্বা। মর্য ইব স্ব ওক্যে ॥ ১৩ ॥
যঃ সোম সখ্যে তব রারণদ্দেব মর্ত্যঃ। তং দক্ষঃ সচতে কবিঃ ॥ ১৪ ॥
উরুষ্যা ণো অভিশস্তেঃ সোম নি পাহ্যংহসঃ। সখা সুশেব এধি নঃ ॥ ১৫ ॥
আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সংগথে ॥ ১৬ ॥
আ প্যায়স্ব মদিন্তম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ। ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ সখা বৃধে ॥ ১৭ ॥

সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজাঃ সং বৃষ্ণ্যান্যভিমাতিষাহঃ।
আপ্যায়মানো অমৃতায় সোম দিবি শ্রবাংস্যুত্তমানি ধিষ্ব॥ ১৮॥
যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞম্।
গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোঽবীরহা প্র চরা সোম দুর্যান্॥ ১৯॥
সোমো ধেনুং সোমো অর্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্মণ্যং দদাতি।
সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ॥ ২০॥
অষাঢ়ং যুৎসু পৃতনাসু পপ্রিং স্বর্ষামপ্সাং বৃজনস্য গোপাম্।
ভরেষুজাং সুক্ষিতিং সুশ্রবসং জয়ন্তং ত্বামনু মদেম সোম॥ ২১॥
ত্বমিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্ত্বমপো অজনয়স্ত্বং গাঃ।
ত্বমা ততন্থোর্বন্তরিক্ষং ত্বং জ্যোতিষা বি তমো ববর্থ॥ ২২॥
দেবেন নো মনসা দেব সোম রায়ো ভাগং সহসাবন্নভি যুধ্য;
মা ত্বা তনদীশিষে বীর্যস্যোভয়েভ্যঃ প্র চিকিৎসা গবিষ্টৌ॥ ২৩॥

মন্ত্রার্থ — হে (সোম) শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের বুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ আমাদের সৎ-বুদ্ধির প্রভাবে আপনি আমাদের মধ্যে জাগরিত হন; [সৎ-বুদ্ধির প্রভাবে আমরা শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হই]। হে দেব! ঋজুতম অকুটিল নিষ্পাপ পথকে অর্থাৎ সৎকর্মসাধনের উপায়কে আপনি অনুক্রমে আমাদের প্রাপ্ত করেন; [শুদ্ধসত্ত্বই মানুষদের সৎকর্মসাধক হন]; হে ইন্দু (সকল জগতকে অমৃতের দ্বারা অভিসেচনকারিন্ অর্থাৎ সকলের শান্তিপ্রদাতা হে দেব)! আপনার দ্বারা প্রকৃষ্টমার্গ-প্রাপ্ত অর্থাৎ সত্ত্ব-অনুসারিতার ফলে পরমপদপ্রাপ্ত ধীমান্ কর্মবান্ প্রজ্ঞাবান্ আমাদের (শুদ্ধসত্ত্ব-অবস্থায় অবস্থিত) পিতৃগণ, সকল দেবভাবসমূহের মধ্যে রমণীয় ধনকে (ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গকে, অথবা—আপনাকে) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। [পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণে সত্ত্বসঞ্চয়-পরায়ণ হয়ে, আমরা যেন অভীষ্ট ধন প্রাপ্ত হই—এই-ই আকাঙ্ক্ষা] ॥ ১॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সৎকর্মসমূহের দ্বারা শ্রেষ্ঠসৎকর্মরূপ হন; [শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আমরা সৎকর্মের সারাংশ প্রাপ্ত হই]; সর্বতত্ত্বজ্ঞ আপনি, আপনার স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা সৎকর্মকারয়িতা হন; [শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা কর্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়ে আমরা সৎকর্মপরায়ণ হই] আপনার স্বাভাবিক কামাভিবর্ষণসমূহের দ্বারা অর্থাৎ সর্বাভীষ্টপূরক শক্তির দ্বারা এবং আপনার মহত্ত্বের দ্বারা আপনি অভীষ্টপূরক মহান্ হন; [শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সকল অভীষ্টসিদ্ধি হয় এবং মহত্ত্ব অধিগত হয়ে থাকে]; মনুষ্যগণের প্রকৃষ্ট দৃষ্টিশক্তিপ্রদাতা অর্থাৎ সৎ-অসৎ-কর্মসম্পাদনে জ্ঞানদাতা হয়ে, আপনি জ্যোতিঃসমূহের দ্বারা জ্যোতির অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অধিগম্য অথবা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রদাতা হন। [শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মানুষ জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে লাভ করে] ॥ ২॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার তেজ অথবা আশ্রয়স্থান, বিস্তীর্ণ মহৎ, গাম্ভীর্যোপেত দৃঢ় অবিচলিত; আপনার সম্বন্ধীয় কর্মসকল (সৎ-অনুষ্ঠানসমূহ), রাজমান স্বপ্রকাশ অভীষ্টপূরক বরুণদেবের কর্মসমূহের সমান হয়। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি মিত্রদেবের ন্যায় হিতকারী শোধয়িতা অর্থাৎ সৎকর্মপ্রবর্তয়িতা হন, এবং পতিকামক পরিত্রাণকারী (অর্যমা) দেবতার ন্যায় পরিবর্ধক স্বর্গ ইত্যাদির প্রাপক হন। [বরুণদেব যেমন অভীষ্টপূরণকারী, মিত্রদেব যেমন হিতসাধক, অর্যমাদেব যেমন

পরিত্রাণকারক, শুদ্ধসত্ত্ব তেমনই সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক] ॥৩॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্বর্গে আপনার যে তেজঃসমূহ বা বিদ্যমানতা আছে, এবং পর্বতসমূহে অথবা কঠোর হৃদয়সমূহে, ওষধিসকলে অথবা কর্মফলান্তর্গত জনগণে এবং সলিলের মধ্যে অথবা স্নেহপদার্থসমূহে যে তেজঃসমূহ বা বিদ্যমানতা আছে, সেই সকলের সাথে যুক্ত, অতএব অশেষ প্রভাবসম্পন্ন হে রাজন্, আমাদের প্রতি ক্রোধশূন্য অর্থাৎ আমাদের অপকর্মের প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন-পূর্বক এবং সুমন অর্থাৎ কৃপাপরায়ণ হয়ে আমাদের পূজাকে অর্থাৎ কর্মসমূহকে আপনি গ্রহণ করুন। [শুদ্ধসত্ত্ব প্রাণরূপে সর্বত্র বিদ্যমান; তাঁর প্রভাবে পরিসীমা নেই; আমাদের কর্মে তাঁর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হোক] ॥৪॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সাধুগণের পালক হন; অপিচ, রাজমান্ অশেষ প্রভাবসম্পন্ন আপনি, অজ্ঞানতার নাশকারী হন; এবং আপনি শোভন-রূপ অর্থাৎ সৎকর্মরূপ হন। [শুদ্ধসত্ত্বই অজ্ঞানতার নাশক, সৎকর্মের পালক, সৎ-জনের রক্ষক এবং স্বয়ং সৎকর্মরূপ হন] ॥৫॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি বহুজনের স্তোতব্য (প্রিয়জনের আরাধনীয়) এবং হৃদয়রূপ অরণ্যের অধিপতি (বনস্পতি); আপনি যদি আমাদের জীবন-দানের—রক্ষা করবার কামনা করেন, তাহলে আমরা মরি না—মৃত্যুঞ্জয়ী হই। [যদি আমরা শুদ্ধসত্ত্বের কৃপা লাভ করি, তাহলে আমাদের মৃত্যুভীতি দূর হয়ে যায়] ॥৬॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি মহৎ (প্রবৃদ্ধ) ও তরুণ সব রকমের সৎকর্মকারীকে রক্ষার জন্য (অমৃতত্ব প্রদানের জন্য) উপভোগযোগ্য প্রকৃষ্ট ধন (ষড়ৈশ্বর্য) বিধান করেন—ধারণ ক'রে আছেন। [নবীন প্রবীণ সকল সৎকর্মকারী শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ের দ্বারা ষড়ৈশ্বর্য (ভগবানের ঐশ্বর্যাদি ষড়্গুণ বা প্রভুত্ব-প্রভাব-যশ-সম্পদ-জ্ঞান-বৈরাগ্য) প্রাপ্ত হন] ॥৭॥

প্রকাশ (অথবা,—রাজশক্তিসম্পন্ন) হে শুদ্ধসত্ত্ব! পাপ-প্রলোভনের দ্বারা আমাদের দুঃখদানেচ্ছু সকল শত্রুর কবল হ'তে আমাদের আপনি রক্ষা করুন; আপনার ন্যায় কারও (সৎকর্মের) সখ্যপ্রাপ্ত জন বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। [শুদ্ধসত্ত্ব পাপ থেকে মানুষকে রক্ষা করেন,—শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্মের সম্বন্ধযুক্ত জন সদাকাল রক্ষা প্রাপ্ত হন] ॥৮॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার উপাসকের (অনুসারী জনের) জন্য যে প্রসিদ্ধ সুখসাধক রক্ষা আছে অর্থাৎ আপনি বিহিত রেখেছেন; তার দ্বারা আমাদের রক্ষক হন, অর্থাৎ আমাদের রক্ষা করুন। [শুদ্ধসত্ত্বপরায়ণ জন যে সুখ প্রাপ্ত হন, আমাদের তা প্রদান করুন—এই প্রার্থনা] ॥৯॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের ক্রিয়মাণ এই সৎকর্মকে এবং আমাদের উচ্চারিত এই স্তোত্রকে সেবা ক'রে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়ে আপনি আমাদের নিকটে আগমন করুন—আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোক; এবং তার দ্বারা আমাদের বর্ধনের কারণ অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধক হোন। [আমাদের কর্ম যেন মহান্ শুদ্ধসত্ত্বের অনুসারী হয়ে ওঠে এবং তার দ্বারা তিনি (সেই শুদ্ধসত্ত্ব বা ভগবান্) যেন আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন] ॥১০॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্তুতিপরায়ণ উপাসক আমরা, স্তোত্রসমূহের দ্বারা আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি—আমাদের মধ্যে প্রবর্ধিত করবার চেষ্টা করছি; হে দেব! আমাদের শোভন পরম সুখ প্রদান ক'রে আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন। [কর্মসামর্থ্যহীন আমরা স্তোত্রমাত্র উচ্চারণে আপনাকে হৃদয়ে লাভ করছি; প্রার্থনা—আপনি কৃপা ক'রে আমাদের সুখী করুন] ॥১১॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদের ধনের বর্ধয়িতা, ব্যাধিসমূহের হন্তা, পরমার্থের প্রদাতা,

পুষ্টিবিধায়ক এবং সৎপথে পরিচালক সখা হোন। [শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমরা যেন ধনবান্ ধীমান্ পুষ্টিপ্রাপ্ত পরমার্থের অধিকারী এবং সকলরকমে সৎপথগামী হই]॥ ১২॥

গাভীসকল যেমন নবীন তৃণসমূহে সুখে বিচরণ করে অথবা জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে পরিবর্ধিত হয়, এবং মানুষ যেমন আপন গৃহে আনন্দে বাস করে, তেমনই, হে শুদ্ধসত্ত্ব, আপনি আমাদের হৃদয়ে সর্বতোভাবে আনন্দে অবস্থিতি করুন। [আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আনন্দে নিবাস করুন, আমরা যেন কখনও শুদ্ধসত্ত্বহীন না হই]॥ ১৩॥

দ্যোতমান্ দীপ্তিদানাদি-গুণবিশিষ্ট হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার সখিত্বের নিমিত্তভূত হয়ে অর্থাৎ আপনার সখ্যলাভের জন্য, যে মনুষ্য আপনার স্তব করেন—আপনার অনুসরণ করেন—হৃদয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন; সেই উপাসককে সর্বতত্ত্বজ্ঞ সর্বকার্যসমর্থ আপনি, অনুগ্রহ ক'রে থাকেন। [সত্ত্বের অনুসারী জন সত্ত্বের প্রভাবে পরম সুখ প্রাপ্ত হন]॥ ১৪॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদের অভিশাপ-রূপ নিন্দন হ'তে রক্ষা করুন; [আমাদের কর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ যেন আমাদের অভিশপ্ত না করেন]; আর, হে দেব! আমাদের কৃত পাপ হ'তে নিরন্তর আমাদের পরিত্রাণ করুন;[আমাদের নিরন্তর পাপ কর্ম হ'তে বিমুখ করুন]; আর, আপনি আমাদের পরম-সুখদাতা সখা হোন। [আকাঙ্ক্ষা এই যে,—সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবান্ যেন সহস্র-রূপে আমাদের মধ্যে অবস্থিত থেকে নিত্যকাল আমাদের সুপথগামী ও সুখী করেন]॥ ১৫॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের আপ্যায়ন বা পরিতুষ্ট করুন, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে পরিবর্ধিত হোন, আপনার অভীষ্টপূরকত্ব অর্থাৎ করুণা-বর্ষণ সকল দিক হ'তে সর্বতোভাবে আমাদের মধ্যে আগমন করুক; হে দেব! আপনি সৎকর্মের সংযমনে অর্থাৎ আমাদের প্রাপ্তির জন্য আমাদের কৃপা করুন। [শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে আমাদের অভীষ্টপূরণ করুন এবং আমাদের সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন]॥ ১৬॥

শ্রেষ্ঠ আনন্দপ্রদ হে শুদ্ধসত্ত্ব! সকল জ্ঞানকিরণের দ্বারা আপনি আমাদের পরিতৃপ্ত করুন—আনন্দ দান করুন; [শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমরা যেন জ্ঞানের আনন্দ বা জ্ঞানরূপ আনন্দ লাভ করি]; হে দেব! আমাদের বর্ধনের অর্থাৎ উচ্চগতি লাভের জন্য আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ রক্ষক পরমার্থপ্রদায়ক সখা হোন। [শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের পরমা গতি প্রদান করুন]॥ ১৭॥

হে দেব! আপনি শত্রুনাশক রিপুবিমর্দক হন; আপনার সম্বন্ধীয় সারভূত রসসমূহ (অমৃত) সর্বতোভাব আমাদের প্রাপ্ত হোক; এবং আপনা হ'তে উদ্ভব সৎকর্মসমূহ সর্বতোভাবে আমাদের প্রাপ্ত হোক; আর, আপনার অভীষ্টবর্ষক করুণাধারাসমূহ সর্বতোভাবে আমাদের প্রাপ্ত হোক। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের অমৃতত্বের—অমরণত্বের জন্য, আমাদের মধ্যে বর্তমান হয়ে—আমাদের আনন্দপ্রদ হয়ে, স্বর্গে উৎকৃষ্ট রক্ষাসমূহকে (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গের ফলসমূহকে) ধারণ করুন। [হে দেব! আমাদের সৎকর্মে নিয়োজিত করুন, আমাদের জন্য মোক্ষ বিধান করুন।—এখানে 'পয়াংসি' পদে মেহরসকে অমৃতকে (সৎকর্মের সুফলকে বোঝাচ্ছে; 'বাজাঃ' পদে সৎকর্ম-সমূহের প্রতি লক্ষ্য আসছে; 'বৃষ্ণ্যানি' পদে অভীষ্টপূরণ—চতুর্বর্গ-ফল এমনই ভাব পাওয়া যায়। এই তিন পদার্থই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে অধিগত হয়ে থাকে]॥ ১৮॥

হে দেব! আপনার সম্বন্ধীয় যে আশ্রয়-স্থান-সমূহকে অর্থাৎ আপনার আশ্রয়ভূত যে সকল কর্মকে ভগবানে উৎসর্গ ক'রে, সাধু উপাসকগণ সম্পন্ন করেন—সেবা করেন; আপনার সেই কর্মসকল বা আশ্রয়স্থান সমূহ, আমাদের যজ্ঞকে (সৎ-অনুষ্ঠানকে) সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত হোক—

পরিপূর্ণ করুন; [হে দেব! আপনার কৃপায় আমাদের কর্ম শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত ভগবানের অনুসারী হোক]; হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আশ্রয়স্থানের ও ধনের প্রদাতা, প্রকর্ষের সাথে পরিত্রাণকর্তা, লোকদের জন্য বীর্যসম্পন্ন, সকল সৎ-ভাব-সমূহের রক্ষক হন; প্রার্থনা—আমাদের গৃহে (হৃদয়ে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে) বিচরণ করুন—অবস্থিতি করুন। [সকল মঙ্গলবিধায়ক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের মধ্যে ক্রিয়াপর হোন—সুমঙ্গল বিধান করুন] ॥ ১৯ ॥

শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানকিরণ প্রদান করেন; শুদ্ধসত্ত্ব ক্ষিপ্রগমনশীল বাহক অর্থাৎ আশু পরিত্রাণের উপায় প্রদান করেন; শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্মসাধনশীল সামর্থ্য প্রদান করেন; যে উপাসক শুদ্ধসত্ত্বের নিমিত্ত পূজাদান বা আত্মসমর্পণ করেন, শুদ্ধসত্ত্ব তাঁকে ইহলোকে প্রতিষ্ঠাপন্ন, সৎ-অনুষ্ঠানপর, সকল কর্মে অভিজ্ঞ এবং পিতৃমাহাত্ম্যের রক্ষক সার্থকজন্ম সসুন্তান ক'রে থাকেন। [শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ ইহলোকে পরম সুখ প্রাপ্ত হন এবং ত্বরায় মোক্ষলাভ করেন] ॥ ২০ ॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! রিপুগণের সংগ্রামসমূহে রিপুগণ কর্তৃক অনভিভবনীয়, সুসেনাসমূহের মধ্যে অর্থাৎ সৎকর্মসমূহের বা সৎ-বৃত্তি-সমূহের মধ্যে জয়প্রদাতা, স্বর্গের দাতা—মোক্ষের প্রাপয়িতা, করুণা ইত্যাদি স্নেহভাবের প্রবর্ধক অর্থাৎ সকলের প্রতি অনুগ্রহকারক, বলের অর্থাৎ সৎকর্মের সাধন-সামর্থ্যের রক্ষিতা, সৎকর্মসমূহের মধ্যে প্রাদুর্ভূত, শোভন-নিবাসস্থান—সুখনিকেতন, শোভন-বলদ—শ্রেয়ঃসাধক, রিপুগণকে অভিভবকারী অথবা পরম মঙ্গলপ্রদ আপনাকে অনুসরণ ক'রে আমরা যেন হর্ষযুক্ত হই। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক; শুদ্ধসত্ত্বের অশেষ প্রভাব অবগত হয়ে, তার অনুসরণে যেন প্রচেষ্টা ক'রি—এটাই সঙ্কল্প] ॥ ২১ ॥

হে শুদ্ধসত্ত্ব! নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত সুফলপ্রদ সকল ফলপাকান্তা ওষধিসমূহের ন্যায় কর্মফল-প্রদানকারক সৎ-বৃত্তিসমূহকে আপনিই উৎপন্ন করেন; আপনিই শুদ্ধসত্ত্বকে—স্নেহকারুণ্য ইত্যাদিকে উৎপন্ন করেন; আপনিই জ্ঞানকিরণসমূহকে উৎপন্ন করেন; বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকে (হৃদয়রূপ আকাশকে) আপনিই বিস্তৃত করেন; এবং সেই হৃদয়রূপ অন্তরীক্ষে অজ্ঞানতা-রূপ যে অন্ধকার, আপনিই আপনার প্রকাশের দ্বারা অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবের দ্বারা, বিশেষ রকমে তা দূরীভূত করেন। [শুদ্ধসত্ত্বই সৎ-বৃত্তির মূল; শুদ্ধসত্ত্বই পরিবর্ধক; শুদ্ধসত্ত্বই জ্ঞানের কারণ; শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশের দ্বারাই অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়] ॥ ২২ ॥

জ্যোতিষ্মান দীপ্তিশালি-গুণোপেত, বলবন্ (শক্তির আশ্রয়-স্থান), হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতিষ্মান দীপ্তিশালি গুণোপেত (দেবভাব-সমন্বিত) অন্তঃকরণের সাথে অর্থাৎ আমাদের ঐরকম চিত্ত-সমন্বিত ক'রে, ধনের অংশকে অর্থাৎ পরমার্থের অংশকে, আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করুন—আমাদের প্রদান করুন; [পরমার্থপ্রাপক সৎ-অন্তঃকরণ যেন আমরা লাভ ক'রি, তারই বিধান করুন]। অথবা,—জ্যোতিষ্মান বলবন্ হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের দেবাভিমুখী বুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ আমাদের সৎ-বুদ্ধি উৎপাদন ক'রে আমাদের পরমার্থ-রূপ ধনের ভোক্তাকে অর্থাৎ আমাদের পুণ্যনাশক পাপ ও রিপুকে আমাদের অভিমুখে সর্বতোভাবে হনন করুন অর্থাৎ সংগ্রামযুদ্ধে নাশ করুন। [যে রিপুগণ আমাদের পুণ্যনাশক ও পাপের উৎপাদক হয়, তাদের সকলকে আপনি হনন করুন]। শত্রু আমাদের কেউ যেন হিংসা করতে না পারে; [রিপুগণ যেন আমাদের সদ্গুণনাশে কখনও সমর্থ না হয়]। যেহেতু আপনিই রিপুবিমর্দক ও আশ্চর্যরূপ সুন্দরকর্মেরই শক্তির ঈশ্বর হন, অতএব সৎ ও সৎ-বুদ্ধির সংক্রমে আমাদের সর্বকালীন উপদ্রবকে পরিহরণ করুন—সকল বিপদ দূর ক'রে দিন। হে দেব! আপনার প্রভাবে পাপের সকলরকম ক্রিয়াকে আপনি প্রশমন করুন—বাধাপ্রদান

করুন। ॥ ২৩ ॥

টীকা — এই সূক্তের দেবতা—সোম। সুতরাং সূক্তটি যে বিশেষ সমস্যা-মূলক, তা বলাই বাহুল্য। —প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে এখানে সেই সোমলতার উপাসনাকেই লক্ষ্য করা হয়েছে, যে লতার রস মাদকতা উৎপন্ন করে। তৃতীয় মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় কেবল সায়ন 'সোম'-শব্দে চন্দ্র অর্থ গ্রহণ ক'রে গেছেন, নচেৎ অন্যত্র 'সোম' বলতে সোমলতা অর্থেরই পরিকল্পনা হওয়ায় কেউই পূর্বাপর ভাবের সঙ্গতি রক্ষা করতে সমর্থ হননি। পরন্তু সবরকম ব্যাখ্যার পূর্বাপর অংশ পাঠ করলে, বেশ বোঝা যায়, বেদে 'সোম'-শব্দে নিশ্চয়ই সোমলতা-রূপ মাদকদ্রব্য প্রস্তুতের উপাদানকে কখনই লক্ষ্য করা হয়নি। বরং মাদকদ্রব্যরূপে সোমকে অভিহিত ঐ ভ্রান্তদর্শী ব্যাখ্যাকারদেরই কল্পনা। এমনকি, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত ও সায়ন-কথিত সোমের 'চন্দ্র' পরিচিতি উড়িয়ে দিয়ে সোমকে মাদকদ্রব্য সোমলতা-রূপেই প্রখ্যাত করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে তিনিও অভ্রান্ত নন।—বেদের সোম—সোমলতা (মাদকদ্রব্য) নয়—এটি হৃদয়ের সামগ্রী—সকল বস্তুর সারভূত শুদ্ধসত্ত্ব-অংশ—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা বোঝাই সঙ্গত।

◆ ◆

— ৯২ সূক্ত —

[দেবতা : উষা ও অশ্বিদ্বয়। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : জগতী]

এতা উ ত্যা উষসঃ কেতুমক্রত পূর্বে অর্ধে রজসো ভানুমঞ্জতে।
নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ প্রতি গাবোঽরুষীর্যন্তি মাতরঃ ॥ ১ ॥
উদপপ্তন্নরুণা ভানবো বৃথা স্বায়ুজো অরুষীর্গা অযুক্ষত।
অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্বথা রুশন্তং ভানু মরুষীরশিশ্রয়ুঃ ॥ ২ ॥
অর্চন্তি নারীরপসো ন বিষ্টিভিঃ সমানেন যোজনেনা পরাবতঃ।
ইষং বহন্তী সুকৃতে সুদানবে বিশ্বেদহ যজমানায় সুন্বতে ॥ ৩ ॥
অধি পেশাংসি বপতে নৃতূরিবাপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্।
জ্যোতির্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বতী গাবো ন ব্রজং ব্যুষা আবর্তমঃ ॥ ৪ ॥
প্রত্যর্চী রুশদস্যা অদর্শি বি তিষ্ঠতে বাধতে কৃষ্ণমভ্বম্।
স্বরুং ন পেশো বিদথেষ্বঞ্জঞ্চিত্রং দিবো দুহিতা ভানুমশ্রেৎ ॥ ৫ ॥
অতারিষ্ম তমসস্পারমস্যোষা উচ্ছন্তী বয়ুনা কৃণোতি।
শ্রিয়ে ছন্দো ন স্ময়তে বিভাতী সুপ্রতীকা সৌমনসায়াজীগঃ ॥ ৬ ॥
ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানাং দিবঃ স্তবে দুহিতা গোতমেভিঃ।
প্রজাবতো নৃবতো অশ্ববুধ্যানুষো গোঅগ্রা উপ মাসি বাজান্ ॥ ৭ ॥
উষস্তমশ্যাং যশসং সুবীরং দাসপ্রবর্গং রয়িমশ্ববুধ্যম্।
সুদংসসা শ্রবসা যা বিভাসি বাজপ্রসূতা সুভগে বৃহন্তম্ ॥ ৮ ॥

বিশ্বানি দেবী ভুবনাভিচক্ষ্যা প্রতীচী চক্ষুরুর্বিয়া বি ভাতি।
বিশ্বং জীবং চরসে বোধয়ন্তী বিশ্বস্য বাচমবিদন্মনায়োঃ ॥ ৯ ॥
পুনঃ পুনর্জায়মানা পুরাণী সমানং বর্ণমভি শুম্ভমানা।
শ্বঘ্নীব কৃত্নুর্বিজ আমিনানা মর্তস্য দেবী জরয়ন্ত্যায়ুঃ ॥ ১০ ॥
ব্যূর্ণ্বতী দিবো অন্তাঁ অবোধ্যপ স্বসারং সনুতর্যুয়োতি।
প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি যোষা জারস্য চক্ষসা বি ভাতি ॥ ১১ ॥
পশূন্ন চিত্রা সুভগা প্রথানা সিন্ধুর্ন ক্ষোদ উর্বিয়া ব্যশ্বৈৎ।
অমিনতী দৈব্যানি ব্রতানি সূর্যস্য চেতি রশ্মিভির্দৃশানা ॥ ১২ ॥
উষস্তচ্চিত্রমা ভরাস্মভ্যং বাজিনীবতি। যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ॥ ১৩ ॥
উষো অদ্যেহ গোমত্যশ্বাবতি বিভাবরি। রেবদস্মে ব্যুচ্ছ সূনৃতাবতি ॥ ১৪ ॥
যুক্ষ্বা হি বাজিনীবত্যশ্বাঁ অদ্যারুণাঁ উষঃ।
অথা নো বিশ্বা সৌভগান্যা বহ ॥ ১৫ ॥
অশ্বিনা বর্তিরস্মদা গোমদ্দস্রা হিরণ্যবৎ। অর্বাগ্রথং সমনসা নি যচ্ছতম্ ॥ ১৬ ॥
যাবিত্থা শ্লোকমা দিবো জ্যোতির্জনায় চক্রথুঃ।
আ ন ঊর্জং বহতমশ্বিনা যুবম্ ॥ ১৭ ॥
এহ দেবা ময়োভুবা দস্রা হিরণ্যবর্তনী। উষর্বুধো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥ ১৮ ॥

মন্ত্রার্থ — সর্বত্রপ্রকাশমান সেই প্রসিদ্ধজ্ঞান-উন্মেষক দেবভাগণ, অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত মনের জ্ঞানকে প্রকাশ করেন; [জ্ঞান-উন্মেষিকা বৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা অর্থাৎ-কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা মনুষ্য অজ্ঞান-নাশসমর্থ ও সত্যতত্ত্বযুক্ত হয়]; আর, সেই জ্ঞানের উন্মেষণকারী দেবভাগণ হৃদয়-রূপ এই অন্তরীক্ষ-লোকের (অথবা—রজোভাবের) প্রাচীন দিক্-বিভাগে (অথবা—অন্তঃকরণে) জ্ঞানের প্রকাশকে পূর্ণজ্ঞানকে ব্যক্ত করেন—প্রকাশিত করেন; [উষা-সমাগমের সাথে যেমন পূর্ব-দিক্-বিভাগে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, জ্ঞানের উন্মেষের সাথে তেমনই হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি প্রকাশিত হয়ে থাকে]; শত্রুধর্ষণশীল যোদ্ধৃগণ যেমন, শত্রুনাশের নিমিত্ত অস্ত্র-সংস্কার করেন, তেমনই রিপুদমনে অজ্ঞানতার অন্ধকার-নাশে জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিচ্ছুরণশীল আপনা-আপনিই উজ্জ্বলরূপ মাতৃস্থানীয় জ্ঞানদ্যুতিসকল (উষা দেবভাগণ) উপাসকগণের অর্থাৎ অনুসরণকারিগণের অভিমুখে আপনা-আপনিই গমন করেন। [আপন শাণিত অস্ত্রের দ্বারা রিপুগণকে বিমর্দিত ক'রে জ্ঞান আপনা-আপনিই আপন অনুসারিগণকে প্রাপ্ত হন] ॥ ১ ॥

(উষাদেবতাগণের প্রভাবে বা অনুকম্পায়) অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারের নাশক জ্ঞানরশ্মিসমূহ ঊর্ধ্বে উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়—অনুসারী জনকে ভগবানে নিয়ে যায়; এবং সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ে ভগবৎ-সাধনার সংযুক্ত করতে সমর্থ অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারের নাশক জ্ঞানরশ্মিসমূহ আপনা-আপনিই সংযুক্ত হয়ে বিদ্যমান থাকে; [জ্ঞান-উন্মেষক বৃত্তির দ্বারা অথবা সৎকর্মের প্রভাবে অজ্ঞানতা দূর হয় এবং জ্ঞানের উদয়ের সাথে মানুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়]; অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশক জ্ঞান-উন্মেষক দেবতাগণ সর্বাগ্রে সকল প্রাণিগণের জ্ঞানসমূহকে উন্মেষক ক'রে দেন; তার পরে

অনাবিল জ্ঞান-সূর্যকে সেই জ্ঞানের সাথে একীভূত করেন। [জ্ঞানের উন্মেষণকারী দেবতাগণ অনুসারী জনগণের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষণ ক'রে সেই জ্ঞানকে সর্বথা ভগবানের সম্বন্ধযুত করেন এবং অনুসারী জনকে ভগবানে সম্মিলিত ক'রে দেন।—'স্বায়ুজঃ অরুষীঃ গাঃ অযুক্তঃ' পদ চারটি থেকে ব্যাখ্যাকারগণ বলেন—'উষাদেবতাগণ শুভ্রবর্ণ গাভীসকলকে নিজেদের রথে যোজন করেছিলেন'। বলা বাহুল্য, এ কোনই অর্থ নয়; রূপক-স্বীকার এখানে কোন ভাবেই আসতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে—এখানেও জ্ঞানের উন্মেষের সৎ-বৃত্তির অনুশীলনের বা সৎকর্ম সাধনার ফল প্রদর্শিত হয়েছে।—'গাঃ' অর্থে গাভীসকল নয়, জ্ঞানরশ্মিসমূহ বোঝাই সঙ্গত] ॥ ২ ॥

সেই নেত্রীগণ (সৎপথে পরিচালনকারী জ্ঞানোন্মেষক দেবতাগণ অর্থাৎ সৎ-সমূহ বা সৎকর্মপরায়ণতা-সকল) নিবেশক আপনাপন তেজের বা শক্তির দ্বারা, সত্ত্বভাবসকল যেমন অভীষ্টসাধক হয়, তেমনই ভাবে, সৎকর্মকারী সত্ত্বানুসারী শোভনদানশীল অর্থাৎ ভগবানে উৎসৃষ্ট কর্মফল উপাসকের জন্য, সকল রকম অন্ন বা শক্তি প্রদান ক'রে, সেই এককেরই সাথে সংযোগ-সাধনের দ্বারা অর্থাৎ ভগবানের সাথে সম্মিলন-সাধক ক'রে, পতন হ'তে সর্বতোভাবে সেই উপাসককে রক্ষা করেন। [জ্ঞানের উন্মেষক কর্ম উপাসককে ভগবানে লীন ক'রে দেয়] ॥ ৩ ॥

নর্তকী (নৃতুরিব) যেমন নিজের অঙ্গশোভা-সম্পাদনের জন্য রূপাভিব্যঞ্জক অলঙ্কার ইত্যাদিকে সর্বাঙ্গে ধারণ করে, জ্ঞানোন্মেষিকা, উষা দেবতা (আমাদের সৎ-বৃত্তিনিচয় বা সৎকর্ম) তেমনই সৎ-গুণ-রূপ ভূষণসমূহকে সর্বতোভাবে আমাদের মধ্য স্থাপিত করেন; [উষা দেবতা আমাদের সৎ-গুণরূপ ভূষণে ভূষিত ক'রে থাকেন]। (অথবা,—ক্ষৌরকার (নৃতুরিব) যেমন কৃষ্ণবর্ণ কেশসমূহকে সর্বথা নিষ্কাশিত করে, সেই উষা দেবতা (আমাদের সৎ-বৃত্তিনিচয় বা সৎকর্ম) তেমনই আমাদের অজ্ঞানতা-রূপ তমঃসমূহকে সর্বতঃ বিচ্ছিন্ন দূরীকৃত করেন); [উষাদেবতা আমাদের অজ্ঞানতা নাশ ক'রে থাকেন]। আর, পয়স্বিনী গাভী যেমন পয়ঃনিঃসারক লোকরক্ষাকর স্তন ধারণ করে, তেমনই সেই দেবতার হৃদয় অর্থাৎ লোকরক্ষাকর সত্ত্বভাব অনুসারী জনকে সত্ত্ববিতরণের জন্য সর্বদা উন্মুখ থাকে। (অথবা,—জ্ঞানকিরণ যেমন বর্জক বা পাপনিঃসারক বল ধারণ করে, সেই দেবতার হৃদয় বা সত্ত্বভাব তেমনই পাপতমকে বলের দ্বারা নিঃসারণ ক'রে দেয়)। জ্ঞানকিরণ যেমন আশ্রয়দান করে, তেমনই উষা দেবতা (জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতা, সৎ-বৃত্তিনিচয় বা সৎকর্মসকল) সকল লোককে (জ্ঞানালোক দান ক'রে, বিশেষভাবে অজ্ঞানান্ধকারকে দূর করেন—অনুসারী জনকে আশ্রয় দেন। [জ্ঞানের উন্মেষক সৎ-বৃত্তিনিচয় অথবা সৎকর্ম অনুসারী জনকে আপনাতে আকৃষ্ট ক'রে পরাগতি প্রাপ্ত করান।—এখানে 'গাবঃ ন ব্রজং' উপমার ভাব এই যে,—'জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন আশ্রয় দান করে অর্থাৎ জ্ঞান-লাভ করতে পারলে মানুষ যেমন আপনা-আপনিই আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে থাকে, উষা মানুষকে তেমনই আশ্রয় পাইয়ে দেন'] ॥ ৪ ॥

এই উষার অর্থাৎ জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতার (সৎ-বৃত্তির বা সৎকর্মের) দীপ্যমান জ্যোতিঃ বা তেজঃ অনুসারী জনের প্রতি আপনা-আপনি প্রকাশিত হয়; সেই তেজঃ বা জ্যোতিঃ যখন আমাদের মধ্যে বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকে, তখন বিষম অজ্ঞানান্ধকার অপসৃত হয়ে যায়, [জ্ঞানের উন্মেষক কর্মের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে ফলপ্রদ এবং সর্বথা অজ্ঞানতার অপসারক]; দ্যুলোক হ'তে উৎপন্ন অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব হ'তে সঞ্জাত সেই দেবতা সৎকর্মসমূহে সূর্যকিরণের ন্যায় দৃশ্যমান রূপ প্রকাশ করেন; [দিবসে সূর্যকিরণ যেমন যুগপৎ জগতের প্রকাশক ও নিজেও প্রকাশক হয়, জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবতা তেমনই সৎকর্মকে এবং নিজেকে যুগপৎ প্রকাশিত করেন]; এবং

বেডিগ্রাণালী চিরনবীন জ্ঞানসূর্যকে অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানানন্দকে সেবা ক'রে থাকেন—অনুসারী জনকে প্রাপ্ত করান। [জ্ঞানের অনুসারিতার দ্বারা মানুষ জ্ঞানরূপ আনন্দকে প্রাপ্ত হন]। ॥ ৫ ॥

তখনই আমরা বলতে সমর্থ হই—'আমরা অজ্ঞানান্ধকারের সীমা উত্তীর্ণ হয়েছি'; অথবা, সঙ্কল্প করতে পারি—'অজ্ঞানান্ধকারের সীমা পার হবো',—যদি অজ্ঞানান্ধকার-নাশকারী জ্ঞানোন্মেষক দেবতা (আমাদের সৎ-বৃত্তি বা সৎকর্ম) সকল জ্ঞানকে আমাদের মধ্যে স্ফুরিত করেন, এবং আমাদের শ্রীসম্পাদনের শ্রেয়ঃসাধনের জন্য, মন্ত্রের ন্যায় আমাদের মধ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হন—আমাদের আনন্দ-দান করেন দীপ্তিমতী শোভমানা প্রীতিপ্রদা সেই দেবতা আমাদের সৎ-জ্ঞান প্রদানের নিমিত্ত অজ্ঞানান্ধকারকে বিনাশ করেন। [জ্ঞানের উন্মেষকারী দেবতার কৃপায় যখন অজ্ঞানতা দূর হয়, তখনই আমরা পরিত্রাণ লাভ ক'রি]। ॥ ৬ ॥

তেজস্বিনী (সৎকর্মসাধনের শক্তিপ্রদাত্রী, সত্য-আত্মিকগণের পরিচালয়িত্রী (সত্যপরগণকে সৎপথ-প্রদর্শয়িত্রী), স্বর্গ হ'তে—সত্ত্বভাব হ'তে সঞ্জাতা সেই দেবতা, জ্ঞানিগণ কর্তৃক স্তুত হন; [জ্ঞানিগণ সর্বদা জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবতার অনুসরণ করেন]। হে জ্ঞানোন্মেষিকে দেবতে (সৎকর্মের বা সৎ-বৃত্তির উদ্বোধয়িত্রি)! আপনি আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদি বিশিষ্ট অর্থাৎ লোকানুরাগসম্পন্ন, নেতৃত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ সুপরিচালক, ত্বরিতক্রিয়াপর, প্রকৃষ্টজ্ঞানযুত, অন্নসমূহকে অর্থাৎ সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যসকলকে প্রদান করুন। [জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবতার কৃপায় আমাদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধিপ্রাপ্ত হোক]। ॥ ৭ ॥

হে জ্ঞানোন্মেষিকে দেবতে! সেই প্রসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষণীয়, যশস্কর সৎকীর্তিযুক্ত, সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যপ্রদ ভগবানের সেবাপরায়ণ বৃত্তিবিশিষ্ট, ব্যাপক জ্ঞানানুসারী, ধনকে (পরমার্থপ্রাপ্তিরূপ) যদি যেন প্রাপ্ত হই। হে পরমধনশালিনি! শোভন কর্মের দ্বারা যুক্ত শ্রবণীয় মঙ্গলপ্রদ স্তোত্রে প্রীত হয়ে আমাদের সৎকর্মকারয়িতা হয়ে, শ্রেষ্ঠ যে ধন বিশেষভাবে প্রকাশ করেন, তা আমাদের প্রদান করুন। [হে দেবতা! আমাকে সেই জ্ঞানধন প্রদান করুন, যার দ্বারা আমি সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়ে পরমধন ভগবানকে লাভ ক'রি]। ॥ ৮ ॥

দেবী অর্থাৎ দ্যোতনাত্মিকা উষা (জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবতা) সকল ভুবনের অভিমুখে প্রকাশিত হয়ে অর্থাৎ সর্বলোকে আপন প্রভাব বিস্তৃত ক'রে, পশ্চাৎগামীর প্রতি অর্থাৎ অনুসারী জনের প্রতি আপন চক্ষুকে অর্থাৎ অনুগ্রহদৃষ্টিকে সমাক্-রূপে প্রকাশ করেন—প্রতিভাসিত রাখেন; [যদিও জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবতা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, তথাপি অনুসারী জনের প্রতি তাঁর কার্যকারিতা সম্যক্ প্রত্যক্ষীভূত হয়]। সকল প্রাণিজাতকে আপন আপন ব্যাপারে প্রবর্তনার নিমিত্ত উদ্বোধনকারিণী সংজ্ঞাপ্রদাত্রী সেই দেবতা সকল অনুসারী জনের প্রার্থনাকে পূরণ করেন। [যদিও জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবতার অনুকম্পায় প্রাণিগণ তাঁদের নিজে নিজে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাঁর কৃপায় অনুসারী জনের কামনা সর্বথা পূর্ণ হয়ে থাকে]। ॥ ৯ ॥

নিরন্তর আগমনকারিণী অর্থাৎ সর্বদা উদ্বোধয়িত্রী, সনাতনী নিত্যস্বরূপা সেই দেবতা, সমভাবে বর্ধিত মনুষ্যকে অর্থাৎ সত্ত্বযুত জ্ঞানসম্বন্ধবিশিষ্ট অনুসারী জনকে লক্ষ্য ক'রে, শোভমানা অর্থাৎ অনুগ্রহপ্রকাশশীলা হন; [সৎপথাবলম্বী জ্ঞানানুসারী জন জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবতার কৃপা সত্বর লাভ করেন]। দ্যোতনাত্মিকা জ্ঞানদা সেই দেবতা, অহিংসাপরায়ণা হয়েও, শ্বেদকের ন্যায় জন্মকারণ-বর্তনশীলা হন; এবং মরণধর্মী মনুষ্যের জীবনকালকে অর্থাৎ ইহলোকে গতাগতি-মূলক জীবনকে বর্জিয়ে এনে—ক্ষয় ক'রে, সেই মনুষ্যে বিরাজমান থাকে। [সেই দেবতা নিজ থেকেই কৃপাপরায়ণা

হয়ে অনুসারী জ্ঞানের জন্ম-জরা-মরণ-সম্বন্ধের নিবৃত্তিকারিণী হন] ॥১০॥

দ্যুলোকের (সমুন্নিময় স্বর্গের) নন্দিনীগণকে অর্থাৎ ইহজগতে আমাদের হৃদয়-অন্তঃপুরের তমোবিযুক্ত অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার-পরিশূন্য ক'রে, জ্ঞানোন্মেষিকা সেই দেবতা আমাদের দ্বারা স্তুত হন—আমাদের উদ্বোধিত করেন; [সত্ত্বভাব হ'তে উৎপন্ন জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবতা, অজ্ঞানতাকে দূর ক'রে, আমাদের সৎ-জ্ঞানসম্পন্ন করেন]; সেই দেবতার প্রভাবে নিজেই বিতাড়িত হয়ে অজ্ঞানান্ধকার অন্তর্হিত প্রদেশে আমাদের হ'তে দূরে অপকৃষ্টস্থানকে প্রাপ্ত হয়; [আমাদের মনে যখন দেবতার প্রভাব বিস্তৃত হয়, তখনই অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরে চলে যায়]। মনুষ্যগণের সম্বন্ধীয় গতাগতিমূলক কালসমূহকে অর্থাৎ জন্মকারণসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে হিংসা ক'রে—ক্ষয় ক'রে, অজ্ঞানের জয়িত্রী অর্থাৎ প্রজ্ঞানের সহধর্মিণী অজ্ঞাননাশিকা জ্ঞানোন্মেষিকা সেই দেবী আপন প্রকাশের দ্বারা বিশেষরকমে প্রকাশিত হন অর্থাৎ মনুষ্যগণকে জ্ঞানসম্পন্ন করেন। [জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবতার প্রভাবে মানুষের জন্ম-জরা-মরণের কাল হ্রাস প্রাপ্ত হয়] ॥১১॥

বৈচিত্র্যশালিনী, পরমধনাধিকারিণী, সেই দেবতা—পশুভাবসমূহকে নিবারণ করেন—নষ্ট করেন; জ্ঞানের জ্যোতিঃসমূহ বিস্তারকারিণী মহতী সেই দেবতা, সাম্যনশীল জলপ্রবাহ যেমন অচিরেই নিম্নদেশকে ব্যাপ্ত করে, তেমনই, সকল লোককেই ব্যেপে আছেন; [জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবতা সকলের হৃদয়ে সর্বদাই ক্রিয়াপরায়ণ হয়ে জ্ঞানবিতরণের জন্য প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু মানুষেরা উদাসীন, সুফল প্রাপ্ত হয় না]। জ্ঞানরশ্মিগণের সাথে দৃশ্যমান হয়ে, দেব-সম্বন্ধীয় সত্ত্ব-উন্মেষক কর্মসমূহের অনুষ্ঠানে লোককে প্রবৃত্তকারিণী সেই দেবতা সদাকাল মনুষ্যগণকে উদ্বুদ্ধ করছেন। [সেই দেবতা জ্ঞান উন্মেষণপূর্বক মানুষদের সৎকর্মে নিয়োজিত করান] ॥১২॥

সৎকর্মে প্রবর্তক হে জ্ঞানোন্মেষক দেবতা! আমাদের জন্য চায়নীয় শ্রেষ্ঠ মুক্তিপ্রদ সেই ধনকে আহরণ করুন—প্রদান করুন; এবং যে ধনের দ্বারা পুত্রপৌত্র ইত্যাদি বংশপরম্পরা সকল লোককে আমরা ধারণ করতে অর্থাৎ উদ্ধার করতে সমর্থ হই, সেই ধন আমাদের প্রদান করুন। [যে জ্ঞানরূপ ধনের দ্বারা আমরা নিজেদের এবং অপর সকলকে উদ্ধার করতে সমর্থ হই, জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবতা সেই ধন আমাদের প্রদান করুন] ॥১৩॥

জ্ঞানপ্রভা-সমন্বিত, বিস্তারক জ্ঞানরশ্মিযুত, প্রকৃষ্টপ্রকাশসম্পন্ন, প্রিয়সত্যবাক্যকারিণী হে জ্ঞানোন্মেষক দেবতা! আপনি নিত্যকাল আমাদের হৃদয়ে অথবা আমাদের সম্বন্ধীয় ইহজগতে পরম ধনকে প্রতিষ্ঠা করুন। [জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবতার কৃপায় আমাদের সকলের হৃদয়ে সৎ-জ্ঞানের সঞ্চার হোক] ॥১৪॥

সৎকর্মে প্রবর্তক হে জ্ঞানোন্মেষক দেবতা! নিত্যকাল নিশ্চয়রূপে অবিচ্ছেদে [illegible] ব্যাপক-জ্ঞানকিরণ-সমূহকে আমাদের হৃদয়ে সংযোজন করুন; তারপর আমাদের জন্য সকল সৌভাগ্যকে অর্থাৎ মঙ্গলরাশিকে আনয়ন করুন। [হে দেবতা! আমাদের জ্ঞানসমন্বিত ক'রে আমাদের জন্য ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গের ফল প্রদান করুন] ॥১৫॥

অনুর্বাদি-বহিরাদি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা সজ্জনগণকে কর্মহিতা অর্থাৎ বিদূষক হয়ে, আমাদের হৃদয়কে জ্ঞানকিরণে ভূষিত এবং হিত রমণীয় ধনযুক্ত অর্থাৎ সত্ত্বসম্পন্ন করুন, এবং ঐকান্তিক যজ্ঞের দ্বারা সুকর্মরূপ মনকে অবির্ভূত অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ের অভিমুখে প্রবর্তিত করুন। [হে দেবদ্বয়! পরিবর্জনীয় সকল বাধা দূর ক'রে আমাদের সকলরকমে সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য-যুক্ত ক'রে দিন] ॥১৬॥

অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা লোকহিতসাধনের নিমিত্ত পূর্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ সকলকে কর্মসামর্থ্য দানের পর, দ্যুলোক হ'তে—সত্ত্বনিলয় হ'তে—শংসনীয় তেজকে অর্থাৎ জ্ঞানকিরণকে ইহজগতে আনয়ন করুন; এবং এই প্রার্থনাকারী আমাদের জন্য বলপ্রাণকে অর্থাৎ সৎকর্মসাধনের শক্তিকে আনয়ন করুন—প্রদান করুন। [হে দেবদ্বয়! ইহজগতে সর্বদা জ্ঞানকিরণ বিস্তার করুন, যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং আমাদের মধ্যে (সকল ব্যাধি হতে মুক্ত, বলশালী জনের মতো) বল-প্রাণ সঞ্চার করুন] ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানোন্মেষের দ্বারা প্রবুদ্ধ আমাদের কর্মনিবহ অর্থাৎ আমাদের সৎকর্মসমূহ, শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হবার জন্য অর্থাৎ সেই কর্মসমূহের সাথে সম্মিলনের জন্য, দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্ত, সুখপ্রদাতা, দুঃখনাশক, হিরণ্যের ন্যায় আকাঙ্ক্ষণীয় মার্গানুসারী অর্থাৎ সৎপথের অনুবর্তী, সেই দেবদ্বয়কে, এই সংসারে লোকের হৃদয়-অভ্যন্তরে বহন ক'রে আনুক। [জ্ঞানসমন্বিত আমাদের কর্মের সাথে আমরা যেন লোকগণকে অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবতা দু'জনের তত্ত্ব সর্বথা বিজ্ঞাপিত করতে সমর্থ হই।—উপাসকের প্রধান আকাঙ্ক্ষা 'উষর্বুধঃ'—সে আকাঙ্ক্ষা—আমাদের কর্মসমূহ জ্ঞানের উদয়ের দ্বারা প্রবুদ্ধ হোক। কি জন্য প্রবুদ্ধ হবে? না—'সোমপীতয়ে'; অর্থাৎ, দেবগণকে শুদ্ধসত্ত্ব পাওয়াবার জন্য। দেবদ্বয় 'দস্রা' অর্থাৎ শত্রুনাশক। যদি জ্ঞানসহযুত কর্মের দ্বারা দেবতা দুজনকে আকর্ষণ করতে পারি, তাহলে সকল রকম শত্রুই (অন্তরের ও বাহিরের) নাশ প্রাপ্ত হবে] ॥ ১৮ ॥

টীকা — এই সূক্তের প্রথম পনেরটি ঋক্ উষাদেবতা-বিষয়ক। শেষের তিনটি অশ্বিদেবদ্বয়ের সম্বন্ধে বিনিযুক্ত। ছন্দও বিভিন্ন। এই সূক্তেও উষা-দেবতা সম্বন্ধেও অন্যান্য সূক্তের অপরাপর দেবতার স্বরূপ-নির্ণয়ের মতো নানা সমস্যার বিষয় দেখা যায়। পূর্বের ব্যাখ্যাকারগণও বলেছেন—বেদের উষা সম্বন্ধঃ উষা-কালকে লক্ষ্য ক'রেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাগুলিতে বহু অন্তরায়ও দেখা যায়; যেমন—প্রথম ঋকেই 'উষসঃ' পদে বহুবচন রয়েছে। তাতে একত্বের পরিবর্তে বহুত্বের কল্পনা এসে যায়। ঐ ঋকেই আবার উষাগণকে মাতৃগণ ('মাতরঃ') বলা হয়েছে। সুতরাং এখানেও প্রায় সকলেই রূপক পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছেন। কখনও উষার রথে গাভী, কখনও অরুণবর্ণ অশ্ব যোজিত হ'তে দেখা যায়। এইরকম নানা বিসদৃশ উক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা বেদপাঠককে বিভ্রান্তই করেছে। সায়ন আবার কোনরকমে সঙ্গতি রক্ষা করতে অপরাগ হয়ে উষাকাল-উপলক্ষিত দেবতার পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছেন। সায়নের ব্যাখ্যার কাছাকাছি হ'লে এই সত্যই উদ্ঘাটিত হয় যে,—যে দেবতা জ্ঞানের উন্মেষ করেন, তিনিই উষা-দেবতা। এই দৃষ্টিতেই মন্ত্রার্থে সঙ্গতি দেখা যাবে। উষার (উষাকালের) কবিত্বময় বর্ণনের মধ্য দিয়ে রূপকে এখানে জ্ঞানের উন্মেষক বৃত্তিসমূহের স্ফূরণের অথবা সৎকর্মসাধনার প্রতি লক্ষ্য হয়েছে—বোঝা যায়।

◆ ◆

— ৯৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব ও সোমদেব। ঋষি : রহূগণপুত্র গোতম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী]

অগ্নীষোমাবিমং সু মে শৃণুতং বৃষণা হবম্।
প্রতি সূক্তানি হর্যতং ভবতং দাশুষে ময়ঃ ॥ ১ ॥

অগ্নীষোমা যো অদ্য বামিদং বচ সপর্যতি।
তস্মৈ ধত্তং সুবীর্যং গবাং পোষং স্বশ্ব্যম্ ॥ ২ ॥
অগ্নীষোমা য আহুতিং যো বাং দাশাদ্ধবিষ্কৃতিম্।
স প্রজয়া সুবীর্যং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবৎ ॥ ৩ ॥
অগ্নীষোমা চেতি তদ্বীর্যং বাং যদমুষ্ণীতমবসং পণিং গাঃ।
অবাতিরতং বৃসয়স্য শেষোঽবিন্দতং জ্যোতিরেকং বহুভ্যঃ ॥ ৪ ॥
যুবমেতানি দিবি রোচনান্যগ্নিশ্চ সোম সক্রতূ অধত্তম্।
যুবং সিন্ধূঁরভিশস্তেরবদ্যাদগ্নীষোমাবমুঞ্চতং গৃভীতান্ ॥ ৫ ॥
আন্যং দিবো মাতরিশ্বা জভারামথ্নাদন্যং পরিং শ্যেনো অদ্রেঃ।
অগ্নীষোমা ব্রহ্মণা বাবৃধানোরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকম্ ॥ ৬ ॥
অগ্নীষোমা হবিষঃ প্রস্থিতস্য বীতং হর্যতং বৃষণা জুষেথাম্।
সুশর্মাণা স্ববসা হি ভূতমথা ধত্তং যজমানায় শং যোঃ ॥ ৭ ॥
যো অগ্নীষোমা হবিষা সপর্যাদ্দেবদ্রীচা মনসা যো ঘৃতেন।
তস্য ব্রতং রক্ষতং পাতমংহসো বিশে জনায় মহি শর্ম যচ্ছতম্ ॥ ৮ ॥
অগ্নীষোমা সবেদসা সহূতী বনতং গিরঃ। সং দেবত্রা বভূবথুঃ ॥ ৯ ॥
অগ্নীষোমাবনেন বাং যো বাং ঘৃতেন দাশতি। তস্মৈ দীদয়তং বৃহৎ ॥ ১০ ॥
অগ্নীষোমাবিমানি নো যুবং হব্যা জুজোষতম্। আ যাতমুপ নঃ সচা ॥ ১১ ॥
অগ্নীষোমা পিপৃতমর্বতো ন আ প্যায়ন্তামুস্রিয়া হব্যসূদঃ।
অস্মে বলানি মঘবৎসু ধত্তং কৃণুতং নো অধ্বরং শ্রুষ্টিমন্তম্ ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থ — অভীষ্টপূরক হে অগ্নীসোম দেবদ্বয় (জ্ঞানরূপ ও সত্ত্বরূপ দেবতাদ্বয়)! অদ্য প্রযুজ্যমান আমার আহ্বান অর্থাৎ প্রার্থনা সম্যক্ অবগত হোন; এবং আমার উচ্চারিত বেদমন্ত্র-রূপ বাক্যসকলের নিকট আগমন করুন; এবং এই প্রার্থনাকারীকে সুখের দাতা হোন; অর্থাৎ আমাদের সুখী করুন। [হে দেবদ্বয়! আমাদের এই প্রার্থনা শ্রবণ ক'রে আমাদের সমীপে আগমনপূর্বক আমাদের জ্ঞানে অন্বিত করুন।—বলা বাহুল্য, এই মন্ত্রের অর্থে কোনভাবেই জ্বলন্ত অনলের বা মাদকতাময় সোমলতার রসের সম্বন্ধ খ্যাপন করা যায়নি। জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব সম্মিলিত হ'লে মানুষ যে পরম সুখে সুখী হ'তে পারে, এই তত্ত্বই এখানে প্রকাশমান। পক্ষান্তরে জ্ঞানার্জনে ও সত্ত্বসঞ্চারে আত্ম-উদ্বোধনই যে এই মন্ত্রের মেরুদণ্ড, তা-ও মনে করতে অসুবিধা হয় না।] ॥ ১ ॥

জ্ঞানরূপ ও সত্ত্বরূপ হে দেবদ্বয়! যে উপাসক নিত্যকাল আপনাদের উভয়ের উদ্দেশে যথাবিহিত শাস্ত্রানুসারী কর্মকে সাধন করে, সেই উপাসককে আপনারা জ্ঞানকিরণসমূহের সুবীর্য (সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যোপেত) স্বশ্ব্য (শোভন-ব্যাপক-রশ্মিযুত) পোষণকে (মঙ্গলকে—অভিবৃদ্ধিকে) প্রদান করেন। [যে জন যথাবিহিত কর্মের দ্বারা জ্ঞানের ও শুদ্ধসত্ত্বের অনুসারী হন, তাঁর জ্ঞান সকল পুষ্টিকে প্রাপ্ত হয়।] ॥ ২ ॥

হে জ্ঞানরূপ ও সত্ত্বরূপ দেবদ্বয়! আপনাদের উদ্দেশে যে উপাসক আহুতি অর্থাৎ আত্মকর্মকে

প্রদান করে, এবং যে উপাসক হবিস্কৃতি অর্থাৎ কর্মফলকে প্রদান করে, সেই উপাসক পুত্রপৌত্র প্রভৃতি স্বাতিগণের সাথে সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যযুত অবিনশ্বর (বিশ্বহিতকর) জীবন প্রাপ্ত হয়। [জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং সত্ত্বসঞ্চয়ের জন্য যে কর্মের অনুষ্ঠান সেই কর্মকে ও সেই কর্মের ফলকে দেবতার উদ্দেশে সমর্পণই শ্রেষ্ঠজীবন-প্রাপ্তির কারণ] ॥ ৩ ॥

হে জ্ঞানরূপ ও সত্ত্বরূপ দেবতাদ্বয়! আপনাদের প্রসিদ্ধ জনহিতসাধক সামর্থ্য মনুষ্যগণকে চেতনা দেয়—সৎকর্ম-সাধনের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ করে; আপনাদের সেই সামর্থ্যই প্রবঞ্চনা-পরিশূন্য সত্যস্বরূপ স্তুতিকারী উপাসককে অর্থাৎ অনুসারী জনকে জ্ঞানকিরণ-রূপ রক্ষক প্রদান করে; তার দ্বারাই অজ্ঞানের শেষ অর্থাৎ অস্তিত্ব নাশপ্রাপ্ত হয়; প্রার্থনা—সেই অভিন্ন সনাতন জ্ঞানজ্যোতিঃ আপনারা এই উপাসকগণকে (আমাদের) প্রাপ্ত করান। [জ্ঞানের ও শুদ্ধসত্ত্বের অনুসারিতার দ্বারা হৃদয়ে সনাতন জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়ে থাকে।—মন্ত্রের প্রথম তিন অংশে দেবতাদ্বয়ের প্রভাবের বিষয় খ্যাপন ক'রে, উপসংহারে তাঁদের নিকট অবিনশ্বর জ্ঞান-লাভের কামনা জ্ঞাপন করা হয়েছে] ॥ ৪ ॥

হে (সোম) শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি, আর (অগ্নি) জ্ঞানদেব, সমানকর্মবিশিষ্ট হয়ে, পরিদৃশ্যমান নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃসমূহকে আকাশে ধারণ করেছেন অর্থাৎ রক্ষা করছেন। (অথবা,—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি এবং জ্ঞানদেব, আপনারা সমান-সৎক্রিয়াকারক হয়ে দৃশ্যমান অনেক দীপ্তিযুত সৎকর্মান্বিত মনুষ্যকে স্বর্গে স্থাপন করেছেন,—রক্ষা করেছেন)। [প্রোক্ত দু'রকম অর্থেই দেবতা দু'জনের প্রভাব সংসূচিত হয়; প্রথম রকম অর্থে সৃষ্টিকর্মে এবং দ্বিতীয় রকম অর্থে মনুষ্যগণের উদ্ধারে তাঁদের ক্রিয়া অনুভূত হয়; কিন্তু উত্তর-চরণের অর্থসার্থকতায় দ্বিতীয় রকম অর্থেরই যৌক্তিকতা উপপন্ন হয়ে থাকে; তা এই; যেমন—] হে জ্ঞানরূপ ও সত্ত্বরূপ দেবদ্বয়! আপনারা সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ অর্থাৎ মায়ার দ্বারা আবদ্ধ অথচ সাগর-সঙ্গমে অভিলাষী স্যন্দনশীল নদীর ন্যায় ভগবৎ-অনুসারী জনগণকে অভিশাপবিশিষ্ট অর্থাৎ রিপুগণের ভ্রূকুটিযুক্ত পাপ হ'তে মোচন করেন—পরিত্রাণ করেন। [মায়ায় আবদ্ধ সংসারী মানুষ যদি ভগবৎ-মার্গের অনুসারী হন, জ্ঞানের ও শুদ্ধসত্ত্বের লাভের দ্বারা তিনি মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন] ॥ ৫ ॥

হে দেবদ্বয়! আপনাদের মধ্যে একজনকে অর্থাৎ জ্ঞানকে, সত্ত্বনিলয় স্বর্গ হ'তে অন্তরিক্ষস্থান উপাসককে আনয়ন করেছেন; এবং আপনাদের মধ্যে অপরজনকে অর্থাৎ সত্ত্বভাবকে, পাষাণের ন্যায় বিশুদ্ধ হৃদয়ের অভ্যন্তরে ভগবানে ক্ষিপ্রগতিশীল সাধক প্রতিষ্ঠিত করেন; [ভগবানের অনুকম্পায় এবং সাধুগণের অনুগ্রহে মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্ত্বভাব প্রতিষ্ঠিত হয়]; হে জ্ঞানরূপ ও সত্ত্বরূপ দেবদ্বয়! স্তোত্রের বা সৎকর্মের দ্বারা অর্থাৎ ভগবৎ-অনুসারিতার দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে আপনারা মনুষ্যগণের সৎকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র নির্মাণ করেছেন অর্থাৎ নির্দিষ্ট করেছেন। [জ্ঞানের ও সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষেরা নিজেদের মুক্তির বহু পথ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন] ॥ ৬ ॥

হে জ্ঞানরূপ ও সত্ত্বরূপ দেবদ্বয়! আমাদের উৎসর্গীকৃত হবিঃ-কে অর্থাৎ আহরণীয় কর্মের ফলকে আপনারা ভক্ষণ করুন, অর্থাৎ গ্রহণ করুন; [হে দেবদ্বয়! আমাদের কর্মফল আপনাদের উভয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হোক, এবং তার দ্বারা আপনারা আমাদের সাথে সদাকাল অবস্থান করুন], হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! আমাদের পরিচর্যাকে সেবা করুন—গ্রহণ করুন; [আমাদের কর্মফল আপনাদের উভয়ের প্রীতিপ্রদ অর্থাৎ জ্ঞান ও সত্ত্বসমন্বিত হোক]; হে শোভনমুখ—

পরমসুখপ্রদাতা, আপনারা উভয়ে আমাদের রক্ষক বা সুখবিধায়ক হোন, [সুখনিলয় আপনারা আমাদের সুখবিধান করুন]; উপসংহারে প্রার্থনা—এই উপাসকের জন্য আরোগ্য ও অভয় প্রদান করুন। [আমি যেন সুস্থশরীরে রিপুগণের ভ্রূকুটিতে অভীত থেকে জ্ঞানের ও সত্ত্বের সেবায় জীবন যাপন করতে সমর্থ হই, হে দেবদ্বয়, আপনারা তার বিধান করুন] ॥ ৭ ॥

হে জ্ঞানরূপ ও সত্ত্বরূপ দেবদ্বয়! যে উপাসক দেবতাপরায়ণ দেবত্বসমন্বিত অন্তঃকরণের সাথে আহবনীয়ের দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্মের দ্বারা আপনাদের পরিচর্যা করে—জ্ঞানের ও সত্ত্বের অনুসারী হয়; এবং যে উপাসক শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা—দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি গুণ প্রকাশের দ্বারা আপনাদের পরিচর্যা করে; সেই উপাসকের কর্মকে আপনারা উভয়ে রক্ষা করেন—সেই উপাসকের কর্ম কখনও পাপ-সংলিপ্ত হয় না; এবং পাপ হ'তে সেই উপাসককে আপনারা উদ্ধার করেন, সৎকর্মসমূহে প্রবেশশীল সৎকর্মানুসারী মনুষ্যের জন্য আপনারা মহৎ সুখ প্রদান করেন; অথবা—সৎকর্মের পথে প্রবেশপরায়ণ এই ক্ষুদ্র মনুষ্য আমাকে আপনারা মহৎ মঙ্গল প্রদান করুন। [এই মন্ত্র দেবতা দু'জনের মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক; জ্ঞানের ও সত্ত্বের অনুসারিতার দ্বারা মানুষ পাপবিমুক্ত ও মঙ্গল প্রাপ্ত হয়] ॥ ৮ ॥

হে জ্ঞানরূপ ও সত্ত্বরূপ দেবদ্বয়! আপনারা সমান ধনযুক্ত অর্থাৎ সকল দেবতার সাথে তুল্যধনের অধিকারী, সমান আহ্বানবিশিষ্ট অর্থাৎ সকল দেবতার সাথে সমভাবে আহ্বানযোগ্য—পূজনীয়, এবং সকল দেবতার সাথে সমান-জন্ম অর্থাৎ সমভাবে উৎপন্ন হন। এমনই যে আপনারা, আমাদের স্তুতি-সকলকে (উপাসনা-রূপ কর্মসকলকে) সম্ভজন করুন—অর্থাৎ জ্ঞান ও সত্ত্বসমন্বিত করুন। [সকল দেবতার সাথে সমশক্তি-সমন্বিত আপনারা আমাদের আপনাদের অনুসারী করুন, আমাদের সকল কর্ম—জ্ঞান ও সত্ত্বসমন্বিত হোক] ॥ ৯ ॥

হে জ্ঞানরূপ ও সত্ত্বরূপ দেবদ্বয়! আপনাদের উভয়ের সম্বন্ধীয় যে উপাসক এইরকমে প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা অর্থাৎ স্নেহকারুণ্য-প্রকাশ-রূপ সৎকর্মের দ্বারা আপনাদের পূজা দান করেন, অথবা মনুষ্যগণকে তর্পণ করেন; সেই উপাসকের জন্য আপনারা মহৎ ধন প্রদান ক'রে থাকেন। [জ্ঞানের ও সত্ত্বভাবের অনুসারী হয়ে যে জন লোকের অনুরাগসম্পন্ন সৎকর্মে অন্বিত হয়, সে জন নিশ্চয়ই পরমার্থ লাভ করে] ॥ ১০ ॥

হে জ্ঞানরূপ ও সত্ত্বরূপ দেবদ্বয়! আপনারা উভয়ে আমাদের এই শ্রেষ্ঠ হবিঃ সমূহ অর্থাৎ কর্মসমূহ সেবা করুন; [আমাদের কর্মের সাথে মিলিত হয়ে কর্মসমূহের পরিশুদ্ধিসাধন করুন]; এবং আমাদের কর্মের সাথে আগমন করুন—সদাকাল বিদ্যমান থাকুন। [জ্ঞানের ও সত্ত্বভাবের সাথে সম্মিলিত হয়ে আমাদের কর্মসকল সৎক্রিয়াপরায়ণ হোক, এই-ই আকাঙ্ক্ষা] ॥ ১১ ॥

হে জ্ঞানরূপ ও সত্ত্বরূপ দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের পাপনাশক কর্মফলকে পালন করুন—পরিবর্ধন করুন; এবং হবিঃ-র অর্থাৎ সত্ত্বভাবসমূহের উৎপাদক আমাদের জ্ঞানরশ্মিসমূহ পরিবর্ধিত হোক; এবং হবিঃ-লক্ষণযুক্ত উপাসনাপরায়ণ অনুসারী এই আমাদের মধ্যে সৎকর্ম-সাধন সামগ্রী-সমূহকে স্থাপন করুন; এবং আমাদের যাগ ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। [জ্ঞানের ও সত্ত্বভাবের প্রভাবে আমাদের সকল কর্মসমূহ মঙ্গলসাধক হোক।—এই সম্পূর্ণ সূক্তের শেষে, এই মন্ত্রে যে চার রকম প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে তা এই,—(১) আমরা যেন পাপনাশক কর্মসমূহের অনুষ্ঠানে সমর্থ হই,—জ্ঞান ও সত্ত্বভাব যেন সে সকল কর্মকে পালন ও পরিপুষ্ট করেন; (২) আমাদের মধ্যে জ্ঞানরশ্মিসমূহ বিস্ফুরিত হোক, এবং তার দ্বারা সত্ত্বভাবের উৎপত্তি

...েন, (৩) আমাদের জ্ঞান ও সদ্ভাব আমাদের মধ্যে সৎকর্মসাধনের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ...ন, (৪) আমাদের সৎকর্মের অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হোক, অর্থাৎ আমাদের সৎকর্মের অনুষ্ঠানে ...েন কখনও কোনও বিঘ্ন উপস্থিত না হয়] ॥ ১২ ॥

টীকা — এই সূক্তে অগ্নি ও সোম একই পর্যায়ে অধিষ্ঠিত এবং একই রকম গুণ-বিশেষণে ...ভূষিত। তাঁরা দু'জনেই হব্য-গ্রহণকারী, দু'জনেই ধনদাতা, আবার দু'জনেই সমান কর্মযুক্ত হয়ে ...কাশে গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদিকে ধারণ ক'রে আছেন। দু'জনের জন্মমূলেই সমান আশ্চর্যজনক উপাখ্যানের ...সংযোগ রয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ, তাঁদের একজনকে (অগ্নিকে) মাতরিশ্বা আকাশ থেকে আনয়ন ...করেছিলেন, এবং অপরকে (সোমকে) পর্বতের উপর থেকে শ্যেনপক্ষী এ সংসারে আনয়ন করে। অবশ্য ...এ সূক্তের প্রচলিত ব্যাখ্যায় সোমকে আর সোমলতা বা তার রস ব'লে ভ্রান্তি জন্মায়নি। তবে অগ্নি ও ...সোমের প্রকৃত স্বরূপও বোধগম্যাতীত রয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, ব্যষ্টিভাবে দেবতা—ভগবানের বিভূতি, ...সমষ্টিভাবে—ভগবত্ব। সংসারের সকল সৎ-গুণ—সকল সদ্ভাব—দেবপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তা যখন ...একীভূত, তখনই ভগবত্ব। তা যখন স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল, তখনই দেবত্ব। দৃষ্টির তারতম্য অনুসারেই ...পৃথক্তা অনুভূত হয়। নচেৎ, মূলে সবই এক। দেবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হ'লে, এই একত্ব নেত্রপথে নিপতিত ...পরিস্ফুট হয়। অগ্নি বা সোম বা সকল দেবতা সম্পর্কে এই দৃষ্টিতে দর্শনই সার্থক ও সঙ্গত।

◆ ◆

— ৯৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব প্রভৃতি। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র কুৎস। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া।
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১ ॥
যস্মৈ ত্বমায়জসে স সাধত্যনর্বা ক্ষেতি দধতে সুবীর্যম্।
স তূতাব নৈনমশ্নোত্যংহতিরগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ২ ॥
শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্।
ত্বমাদিত্যাঁ আ বহ তান্হ্যুশ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৩ ॥
ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্বণাপর্বণা বয়ম্।
জীবাতবে প্রতরং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৪ ॥
বিশাং গোপা অস্য চরন্তি জন্তবো দ্বিপচ্চ যদুত চতুষ্পদক্তুভিঃ।
চিত্রঃ প্রকেত উষসো মহাঁ অস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৫ ॥
ত্বমধ্বর্যুরুত হোতাসি পূর্ব্যঃ প্রশাস্তা পোতা জনুষা পুরোহিতঃ।
বিশ্বা বিদ্বাঁ আর্ত্বিজ্যা ধীর পুষ্যস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৬ ॥
যো বিশ্বতঃ সুপ্রতীকঃ সদৃঙ্ঙসি দূরে চিৎসন্তলিদিবাতি রোচসে।
রাত্র্যাশ্চিদন্ধো অতি দেব পশ্যস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৭ ॥

পূর্বো দেবা ভবতু সুম্বতো রথোঽস্মাকং শংসো অভ্যস্তু দূঢ্যঃ।
তদা জানীতোত পুষ্যতা বাচোঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৮ ॥
বধৈর্দুঃশংসাঁ অপ দূঢ্যো জহি দূরে বা যে অন্তি বা কে চিত্রত্রিণঃ।
অথা যজ্ঞায় গৃণতে সুগং কৃধ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৯ ॥
যদযুক্থা অরুষা রোহিতা রথে বাতজূতা বৃষভস্যেব তে রবঃ।
আদিন্বসি বনিনো ধূমকেতুনাগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১০ ॥
অধ স্বনাদুত বিভ্যুঃ পতত্রিণো দ্রপ্সা যত্তে যবসাদো ব্যস্থিরন্।
সুগং তত্তে তাবকেভ্যো রথেভ্যোঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১১ ॥
অয়ং মিত্রস্য বরুণস্য ধায়সেঽবযাতাং মরুতাং হেলো অদ্ভুতঃ।
মৃলা ও সু নো ভূত্বেষাং মনঃ পুনরগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১২ ॥
দেবো দেবানামসি মিত্রো অদ্ভুতো বসুর্বসূনামসি চারুরধ্বরে।
শর্মন্ত্স্যাম তব সপ্রথস্তমেঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১৩ ॥
তত্তে ভদ্রং যৎসমিদ্ধঃ স্বে দমে সোমাহুতো জরসে মৃলয়ত্তমঃ।
দধাসি রত্নং দ্রবিণং চ দাশুষেঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১৪ ॥
যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাশোঽনাগাস্ত্বমদিতে সর্বতাতা।
যং ভদ্রেণ শবসা চোদয়াসি প্রজাবতা রাধসা তে স্যাম ॥ ১৫ ॥
স ত্বমগ্নে সৌভগত্বস্য বিদ্বানস্মাকমায়ুঃ প্র তিরেহ দেব।
তন্মো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১৬ ॥

মন্ত্রার্থ — পূজা সদাকাল অনুসরণযোগ্য জাতপ্রজ্ঞ দেবতার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জ্ঞানদেবের উদ্দেশ্যে, পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ অথবা অভীষ্টদেব ভগবানের চরণস্বরূপ, বক্ষ্যমাণ শ্রেষ্ঠ স্তোত্রকে (বেদমন্ত্রকে) মনীষার দ্বারা অর্থাৎ বিচারপূর্বক আমরা সম্যক্ পূজা করব—হৃদয়ে অনুধ্যান করব; [জ্ঞানলাভের জন্য বেদমন্ত্রের অনুধ্যান অবশ্যই কর্তব্য]; এই জ্ঞানদেবতার সখ্যতায় অর্থাৎ জ্ঞানানুসারিতার ফলে আমাদের প্রকৃষ্টা বুদ্ধি নিশ্চয়ই কল্যাণদায়িকা হয়; [জ্ঞানের অনুসারিতায় কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী]; হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্বে, আপনার ভাবে ভাবাপন্ন হয়ে অর্থাৎ আপনার অনুসারিতার ফলে, অনুসরণকারী অর্চনাকারী আমরা যেন কারও কর্তৃক হিংসিত না হই—সর্বত্রই যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। [জ্ঞানের অনুসারিতার ফলে জ্ঞানই আমাদের সকলরকমে রক্ষা করুন] ॥ ১ ॥

হে জ্ঞানদেব! যে নিমিত্ত যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আপনি সাধক উপাসক কর্তৃক সম্যক্ পূজিত অনুসৃত হন; সে কারণ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; কেন-না, সেই সাধক বা উপাসক শত্রুগণ কর্তৃক অপরাভূত থেকে বাস করে—নিঃশত্রু বাসস্থানকে প্রাপ্ত হয়, এবং সর্বথা সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য লাভ করে—ধারণ করে; আর সেই সাধক বা উপাসক নিত্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—মোক্ষাভিমুখে অগ্রসর হ'তে থাকে; এই সাধককে বা উপাসককে অর্ত্তিদারিদ্র্য (অংহতি) বা শত্রু কখনও গ্রাস করে না। হে জ্ঞানদেব! আপনার সাথে সখিত্ব হ'লে, আপনাতে মিলিত হ'তে পারলে,

আমাদের হ'তে দূরে বর্তমান থেকেও, অগ্নিকে বর্তমানের ন্যায় অথবা বিদ্যুতের ন্যায় অতিশয়রূপে দীপ্যমান হন। দ্যোতনাত্মক হে জ্ঞানদেব! সেই আপনি প্রগাঢ় অজ্ঞানান্ধকারের অন্ধকারকে ভেদ ক'রে প্রকাশিত হন—আমাদের জ্ঞানের আলোক দান করেন। হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্ব প্রাপ্ত হয়ে, জ্ঞানসম্বন্ধযুক্ত হয়ে আমরা যেন শত্রুগণ কর্তৃক হিংসাপ্রাপ্ত না হই—সদাকাল যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। [আমরা আপনা-আপনিই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন; সুতরাং জ্ঞান থেকে বিপরীত-ভাবাপন্ন—দূরে নিপতিত; কিন্তু জ্ঞানদেবতার কৃপা প্রাপ্ত হ'লে, আমাদের সে দূরত্ব অপসৃত হয়, অগ্নিকে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিভাত হয়ে থাকে] ॥ ৭ ॥

হে জ্ঞানাগ্নীভূত সকল দেবগণ (দেবভাবসমূহ) আপনাদের অনুকম্পায় বা প্রভাবে, সৎকর্মপরায়ণ জনের কর্মরূপ যান ভগবানের প্রতি অগ্রগামী অর্থাৎ দ্রুতিগতিবিশিষ্ট হয়; অতএব —হে দেবগণ! আপনাদের প্রভাবে সৎকর্মে প্রবৃত্ত এই আমরা কর্মরূপ যান ভগবানের প্রতি দ্রুতিগতিবিশিষ্ট হোক; আমাদের অর্থাৎ এই উপাসকগণের এই স্তুতিরূপ কর্ম (উপাসনার প্রভাবে) আমাদের এবং অপর সকলের দুষ্ট বুদ্ধিসকলকে (তা থেকে উৎপন্ন কুকর্ম-সকলকে) অভিভব করুক—নাশ করুক। হে দেবগণ! আমাদের প্রযুক্ত স্তুতিরূপ বাক্যকে (তার অনুবর্তী কর্মকে) আপনারা সর্বতোভাবে অবগত হোন এবং প্রবর্ধিত সফলীকৃত করুন; হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্ব প্রাপ্ত হয়ে জ্ঞানানুসরণের ফলে আমরা যেন শত্রুগণ কর্তৃক হিংসাপ্রাপ্ত না হই—সর্বথা যেন রক্ষা পাই। [আমাদের জ্ঞানের প্রভাবে দেবগণ আমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হোন এবং তাঁরা আমাদের দেবভাব সমন্বিত করুন—এই-ই প্রার্থনা] ॥ ৮ ॥

হে জ্ঞানদেব! আপনি হননসাধন আয়ুধসমূহের দ্বারা অর্থাৎ আমাদের সৎকর্মপরায়ণ ক'রে, নিন্দনীয় দুর্বুদ্ধিরূপ শত্রুগণকে (দুষ্ট বুদ্ধি সকলকে) বিনাশ করুন; যে রিপুগণ (শত্রুগণ) নিকটে হৃদয়ের অভ্যন্তরে অথবা দূরে বহির্দেশে অবস্থিত আছে, অথবা, যে কেউ ভক্তের সৎকর্মনাশক বিদ্যমান আছে; তাদের সকলকে বিনাশ করুন। তারপর সৎকর্মসাধনের নিমিত্ত স্তুতিপরায়ণ এই আমার জন্য শোভনমার্গকে সুষ্ঠু পরিত্রাণ-উপায়কে প্রদান করুন—প্রদর্শন করুন। হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্ব প্রাপ্ত হয়ে, জ্ঞানসম্বন্ধযুক্ত হয়ে, যেন আমরা শত্রুগণ কর্তৃক হিংসিত না হই—সদাকাল যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। [জ্ঞানের প্রভাবে আমরা যেন অন্তঃশত্রুকে ও বহিঃশত্রুকে বিনাশ করতে সমর্থ হই, জ্ঞানদেবতা আমাদের সেই উপায়সমূহকে এবং সৎ-মার্গসকলকে প্রদর্শন করুন] ॥ ৯ ॥

হে জ্ঞানদেব! যখন আপনি আমাদের কর্মরূপ যানে ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট (দ্রুতগামী) অভীষ্টসাধক শুভফলপ্রাপক জ্ঞানভক্তিকে সংযোজন করেন, তখন অভীষ্টপূরক-রূপ আপনার শক্তি জগতে বিস্তারিত হয়, [জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের কর্মসকল যখন জ্ঞানভক্তি-সংযুক্ত হয়, তখন জ্ঞানদেবতার অভীষ্টপূরক-রূপ মাহাত্ম্য সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ে, অর্থাৎ সর্বথা আমাদের ইষ্টসিদ্ধি হয়ে থাকে]. তখন, হে দেব, আপনি হনন-রূপ অরণ্যে অবস্থিত রিপুগণকে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হন—নষ্ট করেন. [জ্ঞানের প্রভাবের সাথে রিপুগণ বিনাশিত হয়]. হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্ব প্রাপ্ত হয়ে, জ্ঞানের অনুসারিতার দ্বারা, আমরা যেন শত্রুগণ কর্তৃক হিংসিত না হই—যেন সদাকাল রক্ষা প্রাপ্ত হই। [জ্ঞানের দ্বারাই কর্ম সফল হয়, এবং জ্ঞানের দ্বারাই লোকসকল সুরক্ষিত হয়] ॥ ১০ ॥

তারপর, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রভাব প্রকাশ পেলে, জ্ঞানের মাহাত্ম্য বিঘোষণ-হেতু বা প্রকাশ হেতু

...পতননিবারক সেই জ্ঞানদেবতার জ্বলন বা প্রভাব-সমূহের দ্বারা, পাপবৃত্তিনিবহ ভয় প্রাপ্ত হয়। হে জ্ঞানদেব! যখন আপনার সেই পাপপ্রবৃত্তিভক্ষক রশ্মিসকল বিস্তৃত হয়ে পড়ে; তখন আপনার কৃপায় বা অনুকম্পায়, আপনার সম্বন্ধযুত কর্মরূপ যানসমূহের জন্য সুগম পথকে আপনিই নির্মাণ করেন। হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্ব প্রাপ্ত হয়ে, জ্ঞানানুসারিতার দ্বারা, আমরা যেন শত্রুকর্তৃক হিংসিত না হই, সদাকাল আমরা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। [জ্ঞানের পরিবৃদ্ধি দেখে ও শুনে, পাপপ্রবৃত্তিসকল বিমূঢ় হয়ে পড়ে; এদিকে জ্ঞানের প্রভা বিস্তারের সাথে মানুষদের উদ্ধারের পথ সুগম হয়ে আসে]। ॥ ১১ ॥

এই জ্ঞানদেবতা, মিত্রের ন্যায় হিতকারী দেবতার (মিত্র-নামক শ্রেয়ঃসাধক দেবভাবের বা সৎ-বিভূতির) এবং অভীষ্টবর্ধক দেবতার (ইষ্টসাধক দেবভাবের) পরিপুষ্টিসাধনে সমর্থ হন; এবং দ্যুলোক হ'তে আগত (শুদ্ধসত্ত্ব থেকে সমুদ্ভূত) বিবেকরূপী দেবগণের অদ্ভুত যে ক্রোধ, তা-ও প্রশমন করতে সমর্থ হন। হে জ্ঞানদেব! আমাদের সুষ্ঠুরূপে সুখী করুন; আপনার কৃপায় সকল দেবগণের অনুগ্রহদৃষ্টি আমাদের প্রতি নিপতিত হোক। হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্ব প্রাপ্ত হয়ে, জ্ঞানানুসারিতার দ্বারা, আমরা যেন শত্রুগণ কর্তৃক হিংসিত না হই—সর্বথা যেন রক্ষা পাই। জ্ঞানদেবের অনুকম্পায় অর্থাৎ জ্ঞানের অর্জনে আমরা যেন সকল দেবভাবের মণ্ডিত হ'তে পারি; সকল দেবগণ আমাদের প্রাপ্ত হোন; তাঁরা আমাদের সর্বথা পরিত্রাণ করুন]। ॥ ১২ ॥

হে জ্ঞানদেব! দ্যোতনাত্মক স্বপ্রকাশ আপনি, সকল দেবভাবসমূহের—দীপ্তিদানাদি সকল গুণের—অসাধারণ সখা বা প্রদাতা হন; সকলের প্রীতিপ্রদ আপনি, যাগাদি-সৎকর্মে ধনসমূহে নিবাসয়িতা হন; [জ্ঞানের সহযুত সৎকর্মাবলীর দ্বারা শ্রেষ্ঠধন প্রাপ্ত হওয়া যায়]; সর্বকার্যে সর্বত্র বিস্তৃত আপনাতে মিলিত হয়ে, আপনার সম্বন্ধীয় সুখনিকেতনে, আমরা যেন স্থান পাই; [জ্ঞানের সমুদ্ভূত সুখধামে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি]। হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্ব প্রাপ্ত হয়ে, জ্ঞানের অনুসারিতার দ্বারা, আমরা যেন শত্রুগণ কর্তৃক হিংসিত না হই, সর্বথা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। জ্ঞানের দ্বারাই সকল দেবভাব সঞ্জাত হয়, জ্ঞানের দ্বারাই আমরা যেন শ্রেষ্ঠধন ও সুখনিকেতন প্রাপ্ত হই]। ॥ ১৩ ॥

হে জ্ঞানদেব! যখন আপনার নিবাসস্থানে অর্থাৎ উপাসকগণের বা সাধুগণের হৃদয়-রূপ স্থানে সম্যক্ উদ্দীপ্ত (সর্বথা উদ্বুদ্ধ) এবং সত্ত্বের দ্বারা সন্তর্পিত (সত্ত্বভাবের সাথে মিলিত) হয়ে, উপাসকগণের অতিশয় সুখসাধক আপনি, উপাসকগণ কর্তৃক স্তুত হন; তখন আপনার মাহাত্ম্য সম্যক্ প্রকাশ পায়; এবং তখনই আপনি উপাসকের জন্য রমণীয় ধন প্রদান করেন; হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্ব প্রাপ্ত হয়ে, জ্ঞানের অনুসারিতার দ্বারা, আমরা যেন শত্রুগণ কর্তৃক কখনও হিংসিত না হই, সদাকাল যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। [সত্ত্বভাবের সাথে সম্মিলিত জ্ঞান ত্বরায় পরম ধন প্রদান করেন]। ॥ ১৪ ॥

হে অখণ্ডনীয় সর্বব্যাপিন্! সকল সৎকর্মপরায়ণ যে উপাসকের জন্য, সকল শোভনদানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাপবিরহিত অবস্থাকে আপনি প্রদান করেন; এবং যে উপাসককে কল্যাণপ্রদ সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যের সাথে সংযুক্ত করেন; সেই সকল উপাসকই পুত্রপৌত্রাদি যুক্ত হয়ে অথবা বংশপরম্পরা-ক্রমে সৎকার্য-রূপ ধনের সাথে চিরসুখী হন; (অথবা,—সেই উপাসকগণ পরাগতি লাভ করেন) হে জ্ঞানদেব! এই উপাসক আমরা যেন আপনার কৃপায় পুত্রপৌত্রাদি সহ, বংশ-পরম্পরাক্রমে, সৎকার্য-রূপ ধন প্রাপ্ত হই। [সৎকর্মপরায়ণ উপাসক আপনা-আপনিই ভগবানের করুণাকে প্রাপ্ত

হন; কর্মহীন আমরা আপনার করুণা যাচ্ঞা করছি] ॥ ১৫ ॥

দীপ্তিদানাদি-গুণান্বিত হে অগ্নিদেব! প্রসিদ্ধ মঙ্গলবিধায়ক সেই আপনি, আমাদের গৌরবের সুমঙ্গলের কারণকে বা মূলতত্ত্বকে জেনে, সেই অনুসারে, ইহলোকে আমাদের নিত্যানুষ্ঠিত ক্রিয়া-ব্যাপার সমূহে আমাদের জীবন-কালকে প্রকর্ষের সাথে বর্ধন করুন; [হে দেব! আপনি আমাদের সেই আয়ু প্রদান করুন, যার দ্বারা সর্বদা আমরা সৎকর্মপরায়ণ হই; অর্থাৎ, আমাদের চির-সৎকর্মপরায়ণ করুন]; সেই কর্মের দ্বারা মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব এবং স্বর্গস্থায়ী সমুদ্রস্বরূপ দ্যু-দেবতা আমাদের রক্ষা করুন। [সকল দেবতা বা দেবভাবসমূহ বা ভগবানের বিভূতিসকল আমাদের সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যে সমন্বিত জীবনের প্রবর্ধিত করুন; যেহেতু সেই জীবনই আমাদের একমাত্র উদ্ধারের উপায় হয়। —সূক্তের শেষে এ তত্ত্ব আমরা অবগত হই যে,—বিশ্বলোকে বিশ্বনাথ বিদ্যমান রয়েছেন, অনন্ত নাম-রূপে তিনি অভিব্যক্ত হন; তাঁর সেই নাম-রূপের উপাসনা বলতে তাঁর গুণবিশেষের অনুসরণই বুঝিয়ে থাকে, সেই অনুসরণের ফলেই আমরা সর্বথা রক্ষা প্রাপ্ত হই] ॥ ১৬ ॥

টীকা — সূক্তের দেবতা অগ্নি; কিন্তু একটি মন্ত্রের (অষ্টম মন্ত্রের) তিনটি পদে সাধারণভাবে দেবগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। এবং দ্বাদশ মন্ত্রে মিত্র, বরুণ ও মরুৎ-গণের প্রসঙ্গে উত্থাপিত আছে। আবার, শেষ মন্ত্রটিতে অগ্নির আবাহনের সাথে মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যুলোক দেবতাগণের নিকট রক্ষার প্রার্থনা উদ্গীত হয়েছে।—প্রথম থেকে চতুর্দশ পর্যন্ত মন্ত্রের প্রত্যেকটির শেষ পাদে, একই বাক্যে অগ্নির সাথে বন্ধুত্বের কামনা প্রকাশ পেয়েছে। ...এসব থেকেই বোঝা যায়, অগ্নি-সম্বোধনে কার প্রতি লক্ষ্য রয়েছে, তাঁর সখ্যতা লাভ করতে পারলে, আমরা আর কারও দ্বারা হিংসা প্রাপ্ত হই না। এই তো অগ্নির স্বরূপত্ব। তিনি জ্ঞানাগ্নি—জ্ঞানের দেবতা। জ্ঞানই তো সকল হিংসা-দ্বেষের অতীত।

◆ ◆

— ৯৫ সূক্ত —

(দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র কুৎস। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ।)

দ্বে বিরূপে চরতঃ স্বর্থে অন্যান্যা বৎসমুপ ধাপয়েতে।
হরিরন্যস্যাং ভবতি স্বধাবাঞ্ছুক্রো অন্যস্যাং দদৃশে সুবর্চাঃ ॥ ১ ॥
দশেমং ত্বষ্টুর্জনয়ন্ত গর্ভমতন্দ্রাসো যুবতয়ো বিভৃত্রম্।
তিগ্মানীকং স্বযশসং জনেষু বিরোচমানং পরি ষীং নয়ন্তি ॥ ২ ॥
ত্রীণি জানা পরি ভূষন্ত্যস্য সমুদ্র একং দিব্যেকমপ্সু।
পূর্বামনু প্র দিশং পার্থিবানামৃতূন্ প্রশাসদ্বি দধাবনুষ্ঠু ॥ ৩ ॥
ক ইমং বো নিণ্যমা চিকেত বৎসো মাতৄর্জনয়ত স্বধাভিঃ।
বহ্বীনাং গর্ভো অপসামুপস্থান্মহান্ কবির্নিশ্চরতি স্বধাবান্ ॥ ৪ ॥

আবিষ্ট্যো বর্ধতে চারুরাসু জিহ্মানামূর্ধ্বঃ স্বযশা উপস্থে।
উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতুর্জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতি জোষয়েতে ॥ ৫ ॥
উভে ভদ্রে জোষয়েতে ন মেনে গাবো ন বাশ্রা উপ তস্থুরেবৈঃ।
স দক্ষাণাং দক্ষপতির্বভূবাঞ্জন্তি যং দক্ষিণতো হবির্ভিঃ ॥ ৬ ॥
উদ্যংযমীতি সবিতেব বাহূ উভে সিচৌ যততে ভীম ঋঞ্জন্।
উচ্ছুক্রমৎকমজতে সিমস্মান্নবা মাতৃভ্যো বসনা জহাতি ॥ ৭ ॥
ত্বেষং রূপং কৃণুত উত্তরং যৎ সম্পৃঞ্চানঃ সদনে গোভিরদ্ভিঃ।
কবির্বুধ্নং পরিমর্মৃজ্যতে ধীঃ সা দেবতাতা সমিতির্বভূব ॥ ৮ ॥
উরু তে জ্রয়ঃ পর্যেতি বুধ্নং বিরোচমানং মহিষস্য ধাম।
বিশ্বেভিরগ্নে স্বযশোভিরিদ্ধোঽদব্ধেভিঃ পায়ুভিঃ পাহ্যস্মান্ ॥ ৯ ॥
ধন্বন্ত্স্রোতঃ কৃণুতে গাতুমূর্মিং শুক্রৈরূর্মিভিরভি নক্ষতি ক্ষাম্।
বিশ্বা সনানি জঠরেষু ধত্তেঽন্তর্নবাসু চরতি প্রসূষু ॥ ১০ ॥
এবা নো অগ্নে সমিধা বৃধানো রেবৎপাবক শ্রবসে বি ভাহি।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — পরস্পর-বিপরীত-প্রকৃতি-সম্পন্ন জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপ দিবারাত্রি যখন সৎপথে সৎ-উদ্দেশ্যে ক্রিয়াশীল হয়; তখন, পরস্পর একরূপ ক্রিয়ার দ্বারা অনুসারী প্রিয়জনকে পরিপোষণ করে, একজন পোষিকাতে সৎ-ভাব-বাহক কর্মনিবহ যেমন ক্রিয়াবান্ মঙ্গলপ্রদায়ক হয়; অপর পোষিকাতেও তেমনই সৎকর্মের প্রভাব—শুভ্রজ্যোতিঃ, শোভনদীপ্তিসম্পন্ন—প্রকাশমান দৃষ্ট হয়ে থাকে। [জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যেমন অবস্থাতেই হোক, সৎকর্মের অনুষ্ঠান করলে, তার শুভফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়।] ॥ ১ ॥

অনলস নিত্য-জাগরুক, সমান উদ্যমশীল নিত্যতরুণ, দশ অবস্থা বা দশকর্মসমূহ, পরিত্রাণকারক দেবতার অর্থাৎ জ্ঞানের, দৃশ্যমান প্রসিদ্ধ সংস্থিতিতে অবস্থিত একক্ষেত্র-উপলব্ধির, নির্দিষ্টকরকে অর্থাৎ বীজকে উৎপন্ন ক'রে থাকে; [সকল অবস্থাতে সকল কর্মে আমরা যদি সৎকর্মপরায়ণ থাকতে পারি, তাহলে আমাদের পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ জ্ঞান আপনিই উৎপন্ন হয়]; এবং তখন, তীক্ষ্ণ তেজঃ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, প্রতিশরকাশে দীপ্যমান বহুজনের উপকারক ঐ জ্ঞানদেবতা, সর্বতোভাবে লোকগণের মধ্যে ইহজগতে আপনাকে প্রাপ্ত করান অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হন। [সৎকর্মের সাধনার ফলেই জ্ঞান লোকের মধ্যে নিজেই বিস্তৃত হন।—'দশ' পদে পূর্বের ব্যাখ্যাকার সকলেই দশ অঙ্গুলি অর্থই নির্দেশ ক'রে গেছেন। এর দ্বারা অরণি কাষ্ঠে ঘর্ষণ ক'রে মানুষেরা যে অগ্নি উৎপন্ন করত, তা-ই বোঝান হয়েছে।—কিন্তু মন্ত্রটিতে এখানে সম্পূর্ণ অন্য ভাব প্রকাশমান রয়েছে। এখানকার 'দশ' পদে, আমাদের দশ অবস্থার বা দশরকম কর্মের প্রতি লক্ষ্য রয়েছে। দশ অবস্থায় অর্থাৎ চিরকাল, দশ-কর্মে অর্থাৎ মানুষের জীবনের সারভূত সকল কর্মে—'দশ' পদে এই ভাব গ্রহণ করাই সঙ্গত; কারণ পূর্বাপর সঙ্গতির অর্থের মধ্যেও তাহলে সঙ্গতি রক্ষা করা যায়।] ॥ ২ ॥

এই জ্ঞানের জন্মসমূহ অর্থাৎ বিবিধ সংকর্মের দ্বারা সঞ্জাত জ্ঞানসমূহ, ত্রিভুবনকে সর্বতোভাবে অলঙ্কৃত করেন; [জ্ঞানই বিশ্বের অলঙ্কার]; সেই জ্ঞান অন্তরীক্ষলোকে (সকল গ্রহসমূহে) স্থিত এবং দ্যুলোকে (স্বর্গে) সত্ত্বস্থানসমূহে অভিন্ন; [জ্ঞানের বিভেদ কোথাও নেই]; জ্ঞানই পৃথিবী-সম্বন্ধীয় পূর্বাদি-উপলক্ষিত দিক্‌কে এবং বসন্তাদি-উপলক্ষিত কালকে প্রকৃষ্টরূপে আয়ত্ত ক'রে মুক্তিপথকে বিহিত করেন—প্রদর্শন করেন। [জ্ঞানের প্রভাবে দিক্‌কালকে আয়ত্তীকৃত ক'রে মানুষ পরাগতি লাভ করতে সমর্থ হন] ॥৩॥

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের কোন্ জন বা কোন্ দেবতা সংকর্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত এই জ্ঞানদেবতাকে জানিয়ে দেন? অর্থাৎ, জ্ঞান যে সংকর্মসমূহের মধ্যেই নিহিত আছে, কে তা তোমাদের বিজ্ঞাপিত করেন? [অন্য কেউই নন, জ্ঞানই তা জানিয়ে থাকেন]; সংকর্মসমূহের দ্বারা জ্ঞানানুসারী জন, জ্ঞানস্বরূপিণী আপন জননীকে উৎপন্ন করেন; [যদিও জ্ঞান থেকে সংকর্ম সঞ্জাত হয়, কিন্তু পক্ষান্তরে সংকর্ম হ'তেই জ্ঞানের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়]; বহুতর প্রকৃষ্ট কর্মসমূহের, উৎপত্তিনিলয়, মহত্ত্বসম্পন্ন, ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ ভূতভবিষ্যৎবর্তমান-অভিজ্ঞ, সংকর্মকারক সেই জ্ঞানদেব, সংকর্মসঞ্জাত সত্ত্বভাবসমূহের মধ্য হ'তেই নির্গত হন—উৎপন্ন হন। [সত্ত্বমূলক কর্ম হ'তেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়ে থাকে; সুতরাং পুত্রই মাতার জনয়িতা ব'লে প্রতিপন্ন হন] ॥৪॥

পূর্বোক্ত সংকর্মসমূহে বিদ্যমান সেই জ্ঞানদেব, কুটিল রিপুগণের সমীপে অবস্থান ক'রেও, স্বায়ত্তযশস্ক আত্মপ্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ, শত্রুগণের অভিভবকারী এবং শোভনদীপ্তিসম্পন্ন স্বপ্রকাশ হয়ে সর্বতোভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন; [রিপুগণের আশ্রয়-স্থানভূত হৃদয়ে সঞ্জাত হয়েও জ্ঞানদেব আত্মপ্রাধান্যে সকল শত্রুকে অভিভূত করেন আপন বিভায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করেন]; তখন, ত্রাণকারী সেই দেবতা হ'তে উৎপন্ন তেজের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় মনুষ্যগণ পাপানুষ্ঠানে সর্বথা ভয়প্রাপ্ত হন, এবং জ্ঞানাভিমুখে অগ্রসর হয়ে সহনশীল বা পরাক্রান্ত সেই জ্ঞানদেবতাকে সেবা করেন—তাঁর অনুসারী হন। [মানুষেরা যখন জ্ঞানের প্রভাব অনুভব করতে সমর্থ হন, তখনই জ্ঞানের অনুবর্তনে চেষ্টা ক'রে থাকেন] ॥৫॥

দ্যাবাপৃথিবী উভয়ে (অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল প্রাণিগণ) অথবা আমাদের কর্ম ও ভক্তি দুই, সৌভাগ্যের অভিলাষী হয়ে, সেই জ্ঞানদেবতার সেবা করেন—জ্ঞানানুসারী হন; সূর্যকিরণসমূহ স্বভাববশে নিয়মপ্রভাবে দিবস-সমূহের নিকটে অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করে (অথবা,—গাভীসকল যেন বৎসসমূহের নিকটে অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করে), সৌভাগ্যকামী দ্যাবাপৃথিবী অথবা কর্ম ও ভক্তি তেমনই জ্ঞানদেবের সমীপে সর্বদা উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ কখনও তারা জ্ঞানসঙ্গ পরিত্যাগ করে না। সেই জ্ঞানদেবতা শ্রেষ্ঠ শক্তিসমূহের অধিপতি হন; দাক্ষিণ্যযুক্ত সংকর্মপরায়ণ জনগণ, আহবনীয়সমূহের দ্বারা অর্থাৎ সকল কর্মের দ্বারা, সেই জ্ঞানদেবতাকে তর্পণ করেন—অনুসরণ করেন। [জ্ঞানই সকল বলের আধার এবং সকলমঙ্গলপ্রদ; অতএব, সৌভাগ্যকামী জনগণ একান্তে জ্ঞানের অনুসারী হবেন] ॥৬॥

সুপ্ত প্রাণিগণের সংজ্ঞাপ্রদাতা সূর্য (জ্ঞানপ্রেরক দেবতা) যেমন প্রাণিগণের জাগরণের বা উদ্বোধনের জন্য আলোক-প্রকাশ-রূপ দুই বাহু আপনা-আপনিই বিস্তার ক'রে আছেন; জ্ঞানদেবও তেমনই দ্যুলোক-ভূলোক উভয় লোককে উদ্বুদ্ধ করাচ্ছেন সর্বথা ঊর্ধ্বাভিগামী করছেন; কখনও বা সেই দেবতা, জাগ্রত হয়ে, আপন তেজের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোকের প্রাণিগণকে অলঙ্কৃত অর্থাৎ সংগুণে বিমণ্ডিত ক'রে আত্মকার্য সাধন করাচ্ছেন; [সূর্যের উদয় হ'লে

দেবগণ যেমন আপনা-আপনিই জাগ্রত হন, জ্ঞানের উদয়ের দ্বারা অজ্ঞানতা নাশপ্রাপ্ত হ'লে দেবগণ তেমনই ঊর্ধ্বগতি লাভ করেন]; সেই দেবতা সকল শব্দ বা উপদেশ হ'তে অনাবিল শুভ্র শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকে প্রদান করেন; এবং মাতৃস্থানীয়া দেবতাসমূহ হ'তে অর্থাৎ সৎ-ভাবজনক সকল সৎকর্মসমূহ হ'তে চিরনূতন অচঞ্চল পাপনিবারক তেজঃসমূহকে বিস্তৃত করেন। [জ্ঞানদেবতা হ'তেই মানুষ শ্রেষ্ঠ উপদেশসমূহ প্রাপ্ত হয় এবং পাপনাশক উপায়-পরম্পরাকে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়] ॥ ৭ ॥

যখন হৃদয়রূপ গৃহে জ্ঞানকিরণসংযুক্ত সত্ত্বভাবসমূহের সাথে (অথবা,—জ্ঞানকিরণ-বিতাড়িত পৃথিবীর অজ্ঞানতা-রূপ মেঘের সাথে) আমাদের সম্পর্ক অর্থাৎ সম্মিলন হয়, তখন জ্ঞানদেবতা আমাদের উৎকৃষ্ট দীপ্ত দেহ প্রদান করেন; [সত্ত্বভাবের সমাবেশে অথবা জ্ঞানের উন্মেষে অজ্ঞানতা অপসরণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা উচ্চস্তরে উপনীত হই]; সর্বতত্ত্বজ্ঞ সকলের রক্ষক জ্ঞানদেবতা যখন অন্তরীক্ষ-রূপ শূন্য হৃদয়কে সর্বতোভাবে আপন তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন, তখন স্বতঃসিদ্ধ দীপ্তি অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষণীয় দেবভাবসমূহ লক্ষীভূত হয়—হৃদয়ে সম্মিলিত হয়। সৎকর্মের সাথে মিলিত জ্ঞানের দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভ করে] ॥ ৮ ॥

হে দেব! সত্ত্বসম্পন্ন আপনার—রিপুগণের অভিভবকারণ, আপনা-আপনি প্রকাশমান, বিস্তীর্ণ তেজঃ অথবা আশ্রয়স্থান (সত্ত্বভাব), কলুষ-শূন্য হৃদয়কে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়। হে জ্ঞানদেব! জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে অর্থাৎ আমাদের কর্মসমূহের মধ্যে প্রকটিত হয়ে, রিপুগণ কর্তৃক সর্বদাই অনভিভবনীয়, লোকগণের পালনসমর্থ, আপন সকল তেজের দ্বারা, আমাদের (এই প্রার্থককে) রক্ষা আপনি করুন। [সর্বথা হিতসাধক জ্ঞান আমাদের মধ্যে চিরবিরাজমান হন] ॥ ৯ ॥

জ্ঞানদেবতাই নভঃপ্রদেশে গমনশীল অর্থাৎ ঊর্ধ্বগতিপ্রাপ্ত ভগবৎ-অভিমুখী সত্ত্বভাবপ্রবাহকে জ্ঞানের দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ অপরকে সংবাহন করতে সামর্থ্যসম্পন্ন বেগবিশিষ্ট করেন; [সেই দেবতা সত্ত্বপ্রবাহের দ্বারা অনুসারী জনগণের হিতসাধন করেন]; তিনিই বিশুদ্ধ অনাবিল সৎ-প্রবাহের দ্বারা পৃথিবীকে অর্থাৎ ইহলোকস্থিত মনুষ্যকে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করেন—অভিষিক্ত করেন; তিনিই মনুষ্যগণের অভ্যন্তরে প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে সকল রকম অন্নকে অর্থাৎ শরীর-পোষণকারী সামর্থ্যকে অবস্থাপন করেন; তাঁর থেকেই অভিনবত্বসম্পন্ন অর্থাৎ সেই চিরনূতন উৎপত্তিস্থানসমূহে অর্থাৎ সত্ত্বের উৎপত্তিমূলক কর্মসমূহে মনুষ্যগণের অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকে—আকৃষ্ট হয়। [জ্ঞানদেবতার কৃপাতেই মানুষ ইহকালে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে পরকালে সদ্গতিকে প্রাপ্ত হয়] ॥ ১০ ॥

পরিত্রাণসাধক পরিত্রাণকারক হে জ্ঞানদেব! আমাদের প্রদত্ত পূজার দ্বারা অর্থাৎ আমাদের অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্বতোভাবে আমাদের মধ্যে বর্তমান থেকে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে, আমাদের পরমার্থ-রূপ ধন লাভের নিমিত্ত আমাদের মধ্যে বিশেষভাবে দীপ্ত হোন—আমাদের উদ্বুদ্ধ করুন। তাতে মিত্রস্থানীয় মিত্র-দেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতি-দেব, স্যন্দনশীল স্নেহভাবাপন্ন সিন্ধু-দেব, আশ্রয়স্থানপ্রদাতা পৃথিবী-দেবতা এবং স্বর্গস্থানীয় সত্ত্বস্বরূপ দ্যু-দেবতা আমাদের রক্ষা করুন। [জ্ঞানদেবতা আমাদের পরম ধন সত্ত্বকে প্রদান করুন; তার দ্বারা সকল দেবগণ অর্থাৎ সকল দেবভাবসমূহ আমাদের মধ্যে বিরাজ করুক]।

মন্ত্রার্থ — সংকর্মের দ্বারা উৎপন্ন সেই জ্ঞানদেবতা নিত্যকালই উৎপত্তি মাত্রেই চিরন্তনের মত সকল রকম জ্ঞানযুত কর্মকে পোষণ করেন; [সংকর্মের দ্বারা যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, তা নিশ্চয়ই চিরন্তন সত্ত্বের পোষক, অতএব যুক্তিপ্রদ হয়]; শুদ্ধসত্ত্বসমূহ এবং সৎ-বৃত্তি অর্থাৎ সংকর্ম-সম্পাদনের নিমিত্ত প্রচেষ্টাই সখিভূত হিতকর অথবা মিত্রদেবতার ন্যায় কর্ম সম্পাদন করেন; [সৎ-বৃত্তির ও শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সকল মঙ্গল সাধিত হয়]; দেবগণ অর্থাৎ দীপ্তিদানাদি-কিরণসমূহ (দেবভাব সকল) পরম ধনপ্রদাতা জ্ঞানাগ্নিকে পোষণ ক'রে থাকেন—ধারণ ক'রে আছেন। [দেবভাবসমূহের প্রভাবেই জ্ঞানদেবতা অবিচলিতভাবে হৃদয়ে অবস্থিতি করেন] ॥ ১ ॥

সেই জ্ঞানদেবতা গুণিমিষ্টগুণাভিধানলক্ষণ স্তুতিকারীর দ্বারা অর্থাৎ সাধকগণ কর্তৃক নিত্যকাল সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হন; সেই দেবতাই সকলের আদিস্থানীয় ভগবান্ হ'তে মনুষ্যগণের হিতসাধনের নিমিত্ত এই সৃষ্টিসমুদায়কে উৎপাদন করেছেন; [জ্ঞানই সৃষ্টির কারণ]; সেই দেবতাই অজ্ঞাননাশক দৃষ্টিশক্তিদানের দ্বারা দ্যুলোককে স্বর্গকে এবং শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদিকে প্রাপ্ত করান; [জ্ঞানই মোক্ষ ইত্যাদির বিধানকর্তা]; দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহ (দেবভাবসকল), পরমধনপ্রদাতা জ্ঞানাগ্নিকে—সেই জ্ঞানদেবতাকে, ধারণ ক'রে আছেন—পোষণ করছেন। [দেবভাবসমূহের সাথে জ্ঞান অবিচলিত অবস্থিত আছেন। —জ্ঞানই যে অজ্ঞানতার নাশকারী, দিব্যদৃষ্টি প্রদান ক'রে স্বর্গকে ও সত্ত্বভাবকে অধিগত করেন, তা-ই সত্য] ॥ ২ ॥

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সর্বথা বিচক্ষণ অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক জ্ঞানদেবতা হ'তে সদাই কল্যাণ প্রাপ্ত হও; এরপর (যদি শ্রেয়ঃসমূহের অভিলাষ কর) সংকর্মসম্পাদক, সর্বথা অনুসরণীয়, সর্বথা বরণীয়, সংকর্ম হ'তে সমুৎপন্ন, সৎ-ভাবপোষক, অবিচ্ছেদে ধনপ্রদাতা, সেই জ্ঞানদেবতাকে একাগ্রে পূজা কর—তাঁর অনুসরণ কর; [আমাদের চঞ্চল চিত্ত একাগ্রে জ্ঞানের অনুসারী হোক; সেই জ্ঞানেই আমাদের শ্রেয়ঃসমূহ বিদ্যমান আছে]; দীপ্তিদানাদি গুণনিবহ (দেবতাসকল) পরমধনপ্রদাতা জ্ঞানদেবতাকে ধারণ ক'রে আছেন—পোষণ করছেন। [দেবভাবসমূহের সাথে জ্ঞান অবিচলিত অবস্থিত আছে] ॥ ৩ ॥

সকলের বরণীয় পুষ্টিপ্রদাতা অর্থাৎ সর্বথা শ্রীবৃদ্ধি-সাধক, স্বর্গের প্রাপয়িতা, সকল লোকের রক্ষক, দ্যাবাপৃথিবীর উৎপাদয়িতা অর্থাৎ কর্ম-অনুসারে প্রাণিগণের জন্য দ্যুলোকের ও ভূলোকের বিধাতা, প্রভূত লোকহিতসাধক, সেই সকল জ্ঞানের আধার (অগ্নি-জ্ঞান), এই তনয়কে অর্থাৎ আমাকে বংশপরম্পরায় গমনমার্গ অর্থাৎ সংকর্মের পথ প্রাপ্ত করান—দেখিয়ে দিন; [জ্ঞানদেবতার কৃপায় আমি যেন সংকর্মে নিয়োজিত থাকি]; দীপ্তিদানাদিগুণসমূহ (দেবতাসকল) পরমধন-প্রদাতা জ্ঞানাগ্নিকে (জ্ঞানদেবতাকে) ধারণ ক'রে আছেন—পোষণ ক'রে থাকেন। [দেবভাবসমূহের প্রভাবে জ্ঞানদেবতা সর্বতোভাবে হৃদয়ে অবিচলিত অবস্থিতি করেন] ॥ ৪ ॥

রাত্রি ও দিবস অর্থাৎ অহোরাত্রি-রূপ ব্যক্তাব্যক্ত জ্ঞান, পরস্পর বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়েও, পরস্পরের ক্রিয়াপর থেকেও সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সমান লক্ষ্যযুক্ত হয়ে, এক-প্রাণ একতানুরাগী হয়ে অর্থাৎ শিশুর ন্যায় আশ্রয়প্রার্থী একান্তে নির্ভরপরায়ণ জনকে, পোষণ করেন—পালন করেন [ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুইভাবে জ্ঞানের ক্রিয়া সম্পাদিত হ'লেও, তাদের উভয়ের কার্যকারিতা একই,—জ্ঞানের এই দুই অবস্থাতেই অনুসারী জন পরম মঙ্গল লাভ করেন]। রোচমান্ স্বপ্রকাশ সেই জ্ঞানদেবতা দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বিশেষ প্রভাবেই বিভাত আছেন; দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দুই ভাবে জ্ঞানের ক্রিয়া সর্বত্র অব্যাহত আছে]। দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহ (দেবভাবনিবহ) পরমধন-প্রদাতা

জ্ঞানাগ্নিকে ধারণ ক'রে আছেন—পোষণ করছেন। [দেবতাসমূহের প্রভাবেই জ্ঞানদেবতা সর্বদা অবিচলিত হৃদয়ে অবস্থিতি করেন] ॥৫॥

সেই জ্ঞানদেবতা পরম-ধনের মূলভূত ও মূলস্বরূপ হন; সেই দেবতাই আশ্রয়স্থানসমূহের মধ্যে অর্থাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষ চতুর্বর্গের প্রাপয়িতা হন; সেই দেবতাই আমার প্রতি গমনশীল পুরুষের অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষী জনের অভীষ্টসাধক হন। অমরত্ব-বিধায়ক দেবগণ (দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহ বা দেবভাবনিবহ) এই হিতসাধক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানাগ্নিকে (জ্ঞানদেবতাকে) ধারণ করেন—পোষণ করেন। [জ্ঞানই সকল মঙ্গলের বিধায়ক; দেবভাবের দ্বারা সেই জ্ঞান অধিগত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের সাহায্যেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল সুখ-সম্পদ্ প্রাপ্ত হওয়া যায়] ॥৬॥

বর্তমানে ও অতীতে সর্বকালে ধর্মার্থকামমোক্ষ সকল রকম ধনের আবাসস্থান এবং উৎপদ্যমানের নিবাসয়িতা অর্থাৎ আশ্রয়দাতা এবং সতের অর্থাৎ সর্বত্র বিদ্যমান স্বভাবের অর্থাৎ নিত্যের ও সৎ-ভাব প্রাপ্তের (অথবা—ভবিষ্যজ্জাতস্যের) এবং অসংখ্য অন্যের রক্ষক সকল ধনপ্রদাতা, জ্ঞানাগ্নিকে (জ্ঞানদেবতাকে) দেবগণ (দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহ অর্থাৎ দেবভাবসমূহ) ধারণ ক'রে আছেন—পোষণ করছেন। [সর্বকালে সকল লোকের সর্বাভীষ্ট সিদ্ধিকারক ধর্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্বর্গপ্রদ জ্ঞানদেবতাকে সাধুগণ সৎকর্মের দ্বারা বা সৎ-গুণের প্রভাবে লাভ করেন।—হে মন! চতুর্বর্গের মূলাধার, সেই জ্ঞানকে যদি লাভ করতে চাও, সৎকর্মের সাধনে আত্মনিয়োগ কর; তাতেই জ্ঞানী হ'তে পারবে, পরমার্থ প্রাপ্ত হবে] ॥৭॥

পরম-ধনপ্রদাতা সেই জ্ঞানদেবতা জঙ্গম প্রাণিজাতের উপভোগ্য ও উপযোগী ধনের বা বলের অংশ অর্থাৎ ধন বা বল আমাদের প্রদান করুন; আর সেই পরমধনপ্রদাতা জ্ঞানদেবতা সম্বন্ধী স্থাবর-রূপ ধনের অংশ অর্থাৎ স্থাবর-রূপ ধন আমাদের প্রদান করুন; অপিচ, পরমধনপ্রদাতা সেই জ্ঞানদেবতা সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যযুক্তা অভীষ্টপ্রদা শক্তি আমাদের প্রদান করুন; এবং পরমধনপ্রদাতা সেই জ্ঞানদেবতা সৎকর্ম-সাধন-উপযোগী দীর্ঘজীবন আমাদের প্রদান করুন। [জ্ঞানদেবতার অনুকম্পায় আমাদের ধর্মার্থকামমোক্ষ চতুর্বর্গ ফল-সমূহের প্রাপ্তি হোক।—'দীর্ঘ আয়ুঃ' পদগুলিতে সাধারণভাবে দীর্ঘজীবনের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাৎপর্যার্থে সৎকর্মশীল আয়ুর কামনাই পরিব্যক্ত] ॥৮॥

পবিত্রতাসাধক পরিত্রাণকারক হে জ্ঞানদেব! আমাদের প্রদত্ত পূজার দ্বারা অর্থাৎ আমাদের অনুশীলনের দ্বারা সম্যক্ভাবে আমাদের মধ্যে বর্ধমান থেকে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে, আমাদের পরমার্থ-প্রাপ্তি-রূপ মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদের মধ্যে বিশেষরকমে দীপ্ত হোন—আমাদের উদ্বুদ্ধ করুন। তাতে মিত্রস্থানীয় মিত্র-দেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণ-দেব, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব, প্রবহনশীল স্নেহধারাপন্ন সিন্ধু-দেব, আশ্রয়-স্থান-প্রদাতা পৃথিবী-দেবতা এবং স্বর্গস্থানীয় সত্ত্বস্বরূপ দ্যু-দেবতা আমাদের রক্ষা করুন। [জ্ঞানদেব আমাদের পরমধন সত্ত্বকে প্রদান করুন, তার দ্বারা সকল দেবগণ অর্থাৎ সকল দেবভাবসমূহ আমাদের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে চিরকাল বিরাজ করুন।—এই ঋক্টি ৯৫ তম সূক্তের একাদশ ঋকের অনুবৃত্তি মাত্র। পূর্বেও আলোচিত হয়েছে যে, এখানে মূলগত অর্থ ভিন্ন অন্য ভাব কেউই গ্রহণ করেননি। কিন্তু পূর্বাপর সঙ্গতি-রক্ষা-পক্ষে নিশ্চয়ই তাতে বিঘ্ন ঘটে। অগ্নি বা জ্ঞানদেবতা-পক্ষে 'অগ্নি'কে দর্শন করলে অবশ্যই অর্থসঙ্গতি রক্ষিত হয়।—একই মন্ত্র বিভিন্ন যজ্ঞকর্মে প্রযুক্ত হয়ে থাকে; মন্ত্রবিশেষে এক মন্ত্রের সাথে অন্য মন্ত্রের সংযোগও ঘটে থাকে। এই মন্ত্রটি তারই দৃষ্টান্ত মাত্র] ॥৯॥

টীকা — এই সূক্তে মন্ত্রার্থ নিষ্কাশন-পক্ষে জটিলতা পূর্বসূক্তের অনুরূপই। এর শেষ ঋকটি পূর্বসূক্তের শেষ ঋকটির পুনরাবৃত্তি মাত্র। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির অনুসরণে দৃষ্টিপাত করলে, এই সূক্তের ঋক্-কয়েকটিকে প্রায়ই পরস্পর-বিরোধী ভাবাপন্ন ব'লে মনে হবে। যেমন, প্রথম ঋকে, বলের দ্বারা কাষ্ঠের সংঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়—তা বলা হলো। আবার অবশিষ্ট আটটি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে ভাব প্রকটিত হলো, তা এই যে,—ধনদাতা অগ্নিকে দেবগণ নিজেদের দূত নিযুক্ত করেছিলেন। একবার অগ্নি, আরবার দেবতাগণের দৌত্য-কার্যে নিযুক্ত মনুষ্য-ভাবাপন্ন দেবতা? সপ্তম ঋকের ব্যাখ্যায় —অগ্নি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকল কালে সকল ধনের আশ্রয়স্থান। যা উৎপন্ন হয়েছে, হচ্ছে, এবং হবে, সবগুলিরই তিনি নিবাস-স্বরূপ।—এখনও কি সেই অগ্নির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে দ্বিধা থাকতে পারে? জ্ঞানদেবতারূপী অগ্নি ছাড়া এমন লোকাতীত একোত্তম আর কে থাকতে পারেন?

◆ ◆

— ৯৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র কুৎস। ছন্দ : গায়ত্রী]

অপ নঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ১ ॥
সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূয়া চ যজামহে। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ২ ॥
প্র যদ্ভন্দিষ্ঠ এষাং প্রাস্মাকাসশ্চ সূরয়ঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৩ ॥
প্র যত্তে অগ্নে সূরয়ো জায়েমহি প্র তে বয়ম্। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৪ ॥
প্র যদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৫ ॥
ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৬ ॥
দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৭ ॥
স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে জ্ঞানদেব! আমাদের পাপ শোকগ্রস্ত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হোক; অপিচ, পরমার্থ-ধন লক্ষ্যে সর্বতোভাবে আপনি আমাদের জন্য প্রকাশ করুন—আমাদের প্রদান করুন। হে দেব! আমাদের পাপ শোকগ্রস্ত হয়ে নাশপ্রাপ্ত হোক। [জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের মধ্যে পরম-ধন বিরাজ করুক।—পাপ যেন কোনভাবে আমাদের মধ্যে আর আশ্রয় নিতে না পারে] ॥ ১ ॥

হে দেব! শোভন ক্ষেত্রের ইচ্ছা ক'রে অর্থাৎ স্বর্গ ইত্যাদির কামনা ক'রে, শোভন পথের ইচ্ছা ক'রে, অর্থাৎ সৎপথে গমন আকাঙ্ক্ষায় এবং পরম ধনের ইচ্ছা ক'রে অথবা মোক্ষরূপ আশ্রয় লাভের কামনায়, আপনাকে আমরা পূজা করি—যেন অনুসরণ করি; তার দ্বারা আমাদের পাপ শোকগ্রস্ত হয়ে বিনষ্ট হোক। [জ্ঞানদেবতার কৃপায় অর্থাৎ জ্ঞানের অনুসারিতার ফলে আমরা সৎপথের অনুবর্তী হয়ে যেন পরম পদ প্রাপ্ত হই] ॥ ২ ॥

হে দেব! যেহেতু অর্থাৎ আমাদের পাপনাশের জন্য লোকগণের অর্থাৎ আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্তোতা প্রবৃদ্ধ হোন; এবং জ্ঞানিগণ আমাদের সম্বন্ধীয় হয়ে অর্থাৎ আমাদের হিতসাধনের জন্য

প্রাদুর্ভূত হোন; হে দেব! তার দ্বারা আমাদের পাপ শোকগ্রস্ত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হোক। [হৃদয়ে সাধক-সমাগম অর্থাৎ ত্রাণকারক দেবতার আবির্ভাব হোক, জ্ঞানিগণ আমাদের উপদেষ্টা হোন এবং তার দ্বারা আমাদের পাপ দূরীভূত হোক। জ্ঞানের অভ্যুদয়ে পাপ দূরীভূত হ'লে অর্থাৎ জ্ঞানের প্রভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হ'লে কোন কিছুর জন্য শোক থাকে না। জ্ঞানীর লক্ষণই শোকজয়] ॥৩॥

হে জ্ঞানদেব! যেহেতু আপনার অনুকম্পায় আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞানিগণ প্রাদুর্ভূত হন, তেমনই উপাসক আমরা আপনার সম্বন্ধযুত হয়ে যেন প্রকর্ষযুক্ত হই—যেন প্রকৃষ্ট পদ লাভ করি; তার দ্বারা হে দেব! আমাদের পাপ শোকগ্রস্ত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হোক। [জ্ঞানদেবতার কৃপায় জ্ঞানের অনুসারিতার দ্বারা আমরা যেন জ্ঞানবান্ হয়ে পাপবিদূরণে সমর্থ হই। তাহলে আমাদের কোন শোকও থাকবে না] ॥৪॥

যেহেতু সহনশীল শত্রুগণকে অতিভবকারী অর্থাৎ অজ্ঞানতানাশক জ্ঞানদেবতার দীপ্তিসমূহ সর্বতঃ সকল দিক্ হ'তে সবরকমে প্রকর্ষের দ্বারা উর্ধ্বগামী হয় অর্থাৎ মনুষ্যগণকে উর্ধ্বগামী করে; অতএব, হে জ্ঞানদেব, আমাদের সেই দীপ্তিসহযুত করুন; তার দ্বারা আমাদের পাপ শোকগ্রস্ত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হোক। [জ্ঞানের প্রভাসকল আমাদের উর্ধ্বগামী করুক, তার দ্বারা আমাদের পাপ সর্বথা নাশপ্রাপ্ত হোক] ॥৫॥

সর্বদৃষ্টিসম্পন্ন হে জ্ঞানদেব! আপনিই সকল দিক হ'তে রক্ষক হন; অতএব আমাদের রক্ষা করুন; তার দ্বারা আমাদের পাপ শোকগ্রস্ত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হোক। [জ্ঞানের দেবতাই সর্বতোভাবে লোকগণের রক্ষক হন; সেই দেবতা আমাদের রক্ষা করুন এবং আমাদের পাপকে দূর করুন] ॥৬॥

সর্বতোমুখ সর্বদৃষ্টিসম্পন্ন হে ভগবন্! তরণী যেমন সমুদ্র পারে নিয়ে যায়, তেমনই আপনি শত্রুকবল হ'তে আমাদের পরিত্রাণ ক'রে নিয়ে চলুন; তাতে আমাদের পাপ শোকগ্রস্ত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হোক। [হে সর্বদর্শিন্! আমাদের রিপুসংসর্গ হ'তে উদ্ধার করুন; আমাদের পাপ নাশ করুন; এবং আমাদের কর্মে বিশুদ্ধিতা আনয়ন করুন।—পূর্ণজ্ঞানই ব্রহ্ম, জ্ঞানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'তেই সেই পূর্ণত্বে শোক-তাপ-ব্যাধি-জরা-মৃত্যুর অতীত এক মহান্ সত্তার উপনীত বা পর্যবসিত হওয়া যায়] ॥৭॥

প্রসিদ্ধ হিতসাধক সেই আপনি, আমাদের কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত, তরণীর দ্বারা সমুদ্রপার-প্রাপ্তির ন্যায়, শত্রুদের অতিক্রম করিয়ে, আমাদের পালন করুন; তার দ্বারা আমাদের পাপ শোকগ্রস্ত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হোক। [তরণী যেমন নদীপারে বা সমুদ্রপারে নিয়ে যায়, তেমনই হে জ্ঞানদেব, আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ করুন।—আগের ঋক্‌টির মতোই এই ঋকেও পারের কামনা প্রকাশ পেয়েছে। সংসার-সমুদ্রে পড়ে, আমরা নিরন্তর হাবুডুবু খাচ্ছি। পাপের প্রলোভন দিবারাত্রি আমাদের বিভ্রান্ত করছে। উদ্ধারের একমাত্র উপায়—জ্ঞানদেবতার সহায়তালাভ। হৃদয়ে যদি জ্ঞানের আলোক বিস্ফুরিত হয়, অন্ধ আঁখি দৃষ্টিশক্তি পেয়ে যায়; তখন আর পাপের প্রলোভনে ভুলে বিপথগামী হ'তে হয় না।.... পাপের আবর্তে, অজ্ঞানতার আঁধারে, উত্তরণ করবার কাণ্ডারী—জ্ঞানদেবতা। তাই প্রার্থনা—জ্ঞানরূপ তরণীর সাহায্যে আমি যেন পাপের আবর্ত থেকে উদ্ধার পাই, পরমগতি লাভ করি।'] ॥৮॥

টীকা — এই সূক্তটি কোনরকম শোক-অপনোদনের কার্যে অর্থাৎ শান্তি-কর্মে অগ্নিদেবতার সম্বোধনে প্রযুক্ত হয়। সেইজন্য শুচিগুণশালী অগ্নি বা শুদ্ধ অগ্নি এই মন্ত্রের দেবতা ব'লে উক্ত হয়েছেন। শোকনাশকতা-বিষয়ে এই সূক্তে প্রয়োগ-সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে।—দীর্ঘজিহ্বী নাম্নী এক রাক্ষসী

যখন যজ্ঞ কর্মে বিঘ্ন-সৃষ্টি করত। তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র সকলের মিত্রস্থানীয় ঋষি কুৎসকে দিয়ে তাদের বধ করান। তখন রাজা তাঁকে (কুৎসকে) বলেছিল যে, সকলের মিত্রভূত হয়ে একপক্ষের অবলম্বী হয়ে নির্বিচারে বধ করা তাঁর অন্যায় হয়েছে। এর ফলে কুৎস খুবই শোকগ্রস্ত হয়ে এই সূক্তের দ্বারা স্তুতি শুরু ক'রে শোক অপগত করেছিলেন।—অতএব সূত্রকার ভরদ্বাজের দ্বারা মৃতের দশম দিবসে (অর্থাৎ কারও মৃত্যুর পর নয়টি দিন অতিক্রান্তের পর দশম দিবসে) কর্তব্য শান্তিকর্মে যজুর্বেদ পঠিত হয় এবং তার সঙ্গে এই সূক্ত বিনিযুক্ত হয়।—এই সূক্তের সব মন্ত্রেরই শেষে ধ্রুবাংশ বলা হয়েছে—'পাপ শোক প্রাপ্ত হয়ে বিনষ্ট হোক'।—প্রকৃতপক্ষে পাপই সকল শোকের ও তাপের কারণ। আবার অজ্ঞানতাই পাপের কারণ। প্রার্থনা—সেই পাপ শোকগ্রস্ত হোক। অর্থাৎ, আমার কাছে এসে লাঞ্ছিত ও বিনষ্ট হোক।—জ্ঞানের উদয়েই অজ্ঞানতা ছিন্ন হয়;—পাপমূল উৎখাত হয়ে যায়। সুতরাং প্রার্থনার মর্ম দাঁড়ালো—আমাতে জ্ঞানের উদয় হোক; তার ফলে অজ্ঞানতা দূরে যাক, অজ্ঞানতা দূরীভূত হলেই অন্তর পাপ নাশ হবে। সুতরাং আমার আর শোকের কারণ কিছুই থাকবে না।

◆ ◆

— ৯৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : আঙ্গিরসপুত্র কুৎস। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ।
ইতো জাতো বিশ্বমিদং বি চষ্টে বৈশ্বানরো যততে সূর্যেণ ॥ ১ ॥
পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্টো বিশ্বা ওষধীরা বিবেশ।
বৈশ্বানরঃ সহসা পৃষ্টো অগ্নিঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ ॥ ২ ॥
বৈশ্বানর তব তৎসত্যমস্ত্বস্মান্রায়ো মঘবানঃ সচন্তাম্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — বিশ্বের জনসমূহের নেতৃস্থানীয় জ্ঞানদেবতার অনুগ্রহদায়িকা সুমতিতে অর্থাৎ অনুগ্রহযোগে সুবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে, আমরা যেন অবস্থান করি; [জ্ঞানদেবতা আমাদের সুবুদ্ধিসম্পন্ন করুন]; তিনিই ভুবনসমূহের সর্বলোকের শ্রেয়ঃসাধক রাজা হন; [রাজা যেমন লোকসমূহের পালক ও রক্ষক হন, জ্ঞানদেবতা তেমনই সকলকে পালন করেন ও রক্ষা করেন]; আমাদের হৃদয় থেকে উৎপন্ন হয়ে, তিনি নিখিল জগৎ বিশেষভাবে দর্শন করেন; [আমাদের থেকে উৎপন্ন জ্ঞানী জন, জগতের পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হন]; বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জ্ঞানদেব পরম-জ্ঞানাধারের সাথে যত্ন করেন—মিলিত হন, অর্থাৎ আমাদের মিলন-সাধন করেন। [জ্ঞানের প্রভাবে আমরা পরম ধন প্রাপ্ত হই]। ॥ ১ ॥

অগ্নিই (জ্ঞানদেবতা) দ্যুলোকে অর্থাৎ সত্ত্বনিলয় স্বর্গে সম্পৃষ্ট সংলিপ্ত আছেন,—এবং পৃথিবীতেও সম্পৃষ্ট সংলিপ্ত বিদ্যমান আছেন, বিশেষতঃ সকল ওষধিকে অর্থাৎ জন্মান্তরের অর্থাৎ নানা কর্মফলের অবসানকারক সৎ-বৃত্তিসমূহে সম্পৃষ্ট হয়ে তাদের সারার্থ অর্থাৎ

মনুষ্যগণের উদ্ধারের নিমিত্ত বিদ্যমান রয়েছেন। সেই জনহিতসাধক সকল লোকের নেতৃস্থানীয় জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেবতা) সকল রকম শক্তি সংযুক্ত হয়ে বিদ্যমান আছেন; সেই জ্ঞানদেবতা আমাদের দিবা-রাত্রি সকল কালে হিংসক শত্রু হ'তে রক্ষা করুন। [জ্ঞানদেবতার প্রভাব দ্যুলোকে ভূলোকে সর্বত্র বিদ্যমান; সৎ-বৃত্তিতে সেই দেবতা চির সম্বন্ধযুত, সদাকাল সেই দেবতা আমাদের পরিত্রাণ করুন]। ॥ ২ ॥

বিশ্বের নেতৃস্থানীয় হে দেব! আমাদের মধ্যে ক্রিয়মাণ আপনার কর্ম অবিতথ অর্থাৎ সৎ হোক; [জ্ঞানের প্রভাবে আমরা যেন সত্ত্বকে প্রাপ্ত হই—সৎকর্ম-সম্পাদনে সমর্থ থাকি]; এবং মঘবান্ রায় অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের ফল আমাদের সেবা করুক; [হে দেব! আপনার কর্মশক্তির প্রভাবে আমরা যেন চতুর্বর্গ-ফল প্রাপ্ত হই]; তাতে (আপনার প্রভাবে) মিত্রস্থানীয় মিত্র-দেবতা, অভীষ্টবর্ষক বরুণ-দেবতা, অনন্তস্বরূপ অদিতি-দেবতা, স্যন্দনশীল স্নেহভাবাপন্ন সিন্ধু-দেবতা, আশ্রয়স্থানদাতা পৃথ্বীদেবতা এবং স্বর্গস্থানীয় সত্ত্বরূপ দ্যুঃ-দেবতা আমাদের রক্ষা করুন। [আমাদের জ্ঞানের প্রভাবে সকল দেবগণ আমাদের রক্ষা করুন।—'মঘবান'-পদে ঐশ্বর্যযুক্ত ভাব পাওয়া যায়; 'রায়ঃ' পদে পরমার্থরূপ ধনকে বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং ঐ দুই পদে 'ঐশ্বর্যযুক্ত পরমার্থ-রূপ ধন' অর্থ দ্যোতনা করে। কিন্তু সে কেমন? একদিকে ইহলোকের উপভোগ্য ঐশ্বর্য, অপর দিকে পরলোকের অনুসেব্য পরম পদার্থ। সেইজন্যই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গ ধনকে নির্দেশই সঙ্গত]। ॥ ৩ ॥

টীকা — অগ্নিদেবতার মাহাত্ম্য-খ্যাপক এবং উপাসনামূলক এই সূক্তটিতেও, সেই পূর্বের মতো, দুটি কাষ্ঠের ঘর্ষণজাত অগ্নির বিষয় ব্যাখ্যাকারগণ বিবৃত করেছেন। তাতে যেন তিনটি মন্ত্রের মধ্যেই পরস্পর-বিরোধী বিসদৃশ অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে—তা বলাই বাহুল্য। প্রথমেই কাষ্ঠঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি বিশ্বদর্শন করেন; দ্বিতীয়ে, তিনি আকাশে সূর্যরূপে প্রকাশমান, আবার পৃথিবীতে গার্হপত্য অগ্নিরূপে বিদ্যমান এবং সমস্ত শস্যের মধ্যে বীজরূপে বা প্রাণরূপে নিহিত।—কিন্তু সঙ্গতি পাওয়া গেল কি?—বেদে অগ্নি ব'লে যাঁকে সম্বোধন, তিনি যে জ্ঞানাগ্নি বা জ্ঞানরূপ অগ্নি, এটি বুঝতে না পারাই যত গণ্ডগোলের কারণ, অর্থের এতাবৎ বিশ্লেষণের যত বিভ্রান্তির মূল।

◆ ◆

— ৯৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নিদেব। ঋষি : মারীচপুত্র কাশ্যপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ — সর্বতত্ত্বজ্ঞ সকল জ্ঞানের নিলয় জ্ঞানদেবতার উদ্দেশ্যে, অথবা নিখিল জ্ঞানলাভের জন্য, আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বকে উদ্বুদ্ধ করি—হৃদয়ে যেন সত্ত্বভাবের সঞ্চারে সদা প্রবৃত্ত হই। জ্ঞানই শত্রুর সম্বন্ধযুত রিপু কর্তৃক বিচলিত কর্মকে সর্বদা নিঃশেষে ভস্মীভূত করেন; অথবা সেই দেবতা

শত্রুর ন্যায় আচরণশীল ধনকে নিরন্তর ভস্মীভূত করুন। সেই জ্ঞানদেবতা আমাদের সকল রকম দুঃখ হ'তে, তরণী যেমন সিন্ধুপারে বা নদীপারে নিয়ে যায় তেমনই, সর্বতোভাবে আমাদের পরিত্রাণ করুন; এবং দুঃখহেতুভূত পাপসমূহ হ'তে সর্বতোভাবে আমাদের উদ্ধরণ করুন। জ্ঞানলাভের জন্য আমরা যেন সৎকর্মপরায়ণ হই; তার দ্বারা জ্ঞানদেবতা আমাদের সকল দুঃখের মূলীভূত পাপ থেকে পরিত্রাণ করেন; নৌকাযোগে আমরা যেমন নদী পার হই, সৎকর্মের সাহায্যে সৎ-জ্ঞান-সঞ্চয়ের দ্বারা তেমনই সকল দুঃখমূলীভূত পাপ থেকে আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করি।—'জাতবেদসে' পদটি নিরুক্ত অনুসারে এবং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে সকল জ্ঞানের আধার জ্ঞানদেবতাকেই নির্দেশ করে। দ্বিতীয় পদ 'সোমং'-এ সত্ত্বভাবকেই নির্দেশ করে, 'লতা-রস সোম' নয়। 'অরাতীয়তঃ নিদহাতি বেদঃ' অংশের ভাবার্থে 'শত্রুর ধনকে অগ্নি ভস্মীভূত করুন' এমন অসঙ্গতিমূলক প্রার্থনার পরিবর্তে 'যে ধন শত্রুর মতো আচরণশীল অর্থাৎ যে ধনের সাহায্যে আমরা নানারকম পাপের অনুষ্ঠানে রত থাকি, সেই ধনকে তিনি অর্থাৎ জাতবেদ যেন সর্বদা ভস্মীভূত করেন'—এমন প্রার্থনাতেই সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে] ॥ ১ ॥

টীকা — একটিমাত্র ঋক্-সম্বলিত হলেও সূক্তটি অতি প্রয়োজনীয়। ব্রাহ্মণমাত্রকেই প্রতি সন্ধ্যার মধ্যে এই ঋক্ আবৃত্তি করতে হয়। —কিন্তু বহু ব্যাখ্যাকারের দৌলতে এই ঋক্‌টি যে বিকৃত বিসদৃশ ভাবের দ্যোতক হয়ে আছে, তাতে লজ্জা আসে—মস্তক অবনত হয়। ঋকের মধ্যের 'সোমং' পদে 'সোমলতার রস' নির্ধারিত ক'রে, তার সাথে 'সুনবাম' পদের অর্থসঙ্গতি রক্ষা করতে গিয়ে, সোমরস প্রস্তুত করার প্রসঙ্গ নীত হয়েছে। ...জাতবেদ (অগ্নিদেবতার বা ঐ নামধেয় ঋষির) উদ্দেশে আমরা সোমরস প্রস্তুতের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি, অর্থাৎ প্রলোভন দেখিয়ে দেবতা বা ঋষিকে আহ্বান করছি।—এর অর্থ কি হ'তে পারে?

◆ ◆

— ১০০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : বৃষাগিরপুত্র ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

স যো বৃষা বৃষ্ণ্যেভিঃ সমোকা মহো দিবঃ পৃথিব্যাশ্চ সম্রাট্।
সতীনসত্বা হব্যো ভরেষু মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১ ॥
যস্যানাপ্তঃ সূর্যস্যেব যামো ভরেভরে বৃত্রহা শুষ্মো অস্তি।
বৃষন্তমঃ সখিভিঃ স্বেভিরেবৈর্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ২ ॥
দিবো ন যস্য রেতসো দুঘানাঃ পন্থাসো যন্তি শবসাপরীতাঃ।
তরদ্দ্বেষাঃ সাসহিঃ পৌংস্যেভির্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৩ ॥
সো অঙ্গিরোভিরঙ্গিরস্তমো ভূদ্বৃষা বৃষভিঃ সখিভিঃ সখা সন্।
ঋগ্মিভির্ঋগ্মী গাতুভির্জ্যেষ্ঠো মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৪ ॥
স সূনুভির্ন রুদ্রেভির্ঋভ্বা নৃষাহ্যে সাসহ্বাঁ অমিত্রান্।
সনীলেভিঃ শ্রবস্যানি তূর্বন্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৫ ॥

স মন্যুমীঃ সমদনস্য কর্তাস্মাকেভির্নৃভিঃ সূর্যং সনৎ।
অস্মিন্নহন্ৎসৎপতিঃ পুরুহূতো মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৬ ॥
তমূতয়ো রণয়ঞ্ছূরসাতৌ তং ক্ষেমস্য ক্ষিতয়ঃ কৃণ্বত ত্রাম্।
স বিশ্বস্য করুণস্যেশ একো মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৭ ॥
তমপ্সন্ত শবস উৎসবেষু নরো নরমবসে তং ধনায়।
সো অন্ধে চিত্তমসি জ্যোতির্বিদন্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৮ ॥
স সব্যেন যমতি ব্রাধতশ্চিৎস দক্ষিণে সংগৃভীতা কৃতানি।
স কীরিণা চিৎসনিতা ধনানি মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৯ ॥
স গ্রামেভিঃ সনিতা স রথেভির্বিদে বিশ্বাভিঃ কৃষ্টিভির্ন্বদ্য।
স পৌংস্যেভিরভিভূরশস্তীর্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১০ ॥
স জামিভির্যৎসমাজাতি মীড়হেঽজামিভির্বা পুরুহূত এবৈঃ।
অপাং তোকস্য তনয়স্য জেষে মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১১ ॥
স বজ্রভৃদ্দস্যুহা ভীম উগ্রঃ সহস্রচেতাঃ শতনীথ ঋভ্বা।
চম্রীষো ন শবসা পাঞ্চজন্যো মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১২ ॥
তস্য বজ্রঃ ক্রন্দতি স্মৎস্বর্ষা দিবো ন ত্বেষো রবথঃ শিমীবান্।
তং সচন্তে সনয়স্তং ধনানি মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১৩ ॥
যস্যাজস্রং শবসা মানমুকথং পরিভুজদ্রোদসী বিশ্বতঃ সীম্।
স পারিষৎক্রতুভির্মন্দসানো মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১৪ ॥
ন যস্য দেবা দেবতা ন মর্তা আপশ্চন শবসো অন্তমাপুঃ।
স প্ররিক্বা ত্বক্ষসা ক্ষ্মো দিবশ্চ মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১৫ ॥
রোহিচ্ছ্যাবা সুমদংশুর্ললামীর্দ্যুক্ষা রায় ঋজ্রাশ্বস্য।
বৃষণ্বন্তং বিভ্রতী ধূর্ষু রথং মন্দ্রা চিকেত নাহুষীষু বিক্ষু ॥ ১৬ ॥
এতৎত্যৎ ত ইন্দ্র বৃষ্ণ উকথং বার্ষাগিরা অভি গৃণন্তি রাধঃ।
ঋজ্রাশ্বঃ প্রষ্টিভিরম্বরীষঃ সহদেবো ভয়মানঃ সুরাধাঃ ॥ ১৭ ॥
দস্যূঞ্ছিম্যূংশ্চ পুরুহূত এবৈর্হত্বা পৃথিব্যাং শর্বা নি বর্হীৎ।
সনৎক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎসূর্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ ॥ ১৮ ॥
বিশ্বাহেন্দ্রো অধিবক্তা নো অস্ত্বপরিহ্বৃতাঃ সনুয়াম বাজম্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১৯ ॥

মন্ত্রার্থ — যে দেবতা অভীষ্টপূরক, শক্তিসমন্বিত শক্তিপ্রদাতা (অথবা,—করুণাবর্ষণের দ্বারা দুঃখকে সাম্যকারক অর্থাৎ দুঃখবিদূরক), শ্রেষ্ঠ দ্যুলোকের এবং ভূলোকের অধীশ্বর, সৎ-ভাব-সম্ভারক, রিপুগণের সাথে সংগ্রামে আহ্বাতব্য, সেই প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্যের অধিপতি ইন্দ্রদেব, মরুৎ-গণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত চিত্তপ্রবৃত্ত হোন।

[ভগবানের বিবেকের উদয়ের সাথে অভীষ্টপূরক সৎকর্মসাধন-শক্তিপ্রদাতা দেবতা আমাদের রক্ষা করুন—সৎপথে পরিচালিত করুন।—বলা বাহুল্য, এই ঋকের কোথাও সোমলতার বা সোমরসের নামগন্ধ নেই। কিন্তু কোনও কোনও ইংরেজী ব্যাখ্যাকার এখানে সোমলতার রসের প্রসঙ্গ এনে সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়েছেন] ॥ ১ ॥

যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবতার গতি অর্থাৎ প্রভাব দিবাকরের কিরণ যেমন, তেমনই অনাধৃষ্য অর্থাৎ অন্য কোথাও বিদ্যমান নেই; সেই ইন্দ্রদেব, সকল সংগ্রামে অর্থাৎ রিপুগণের সাথে চিরবিদ্যমান যুদ্ধসমূহে, অজ্ঞানতার নাশক রিপুগণের বা পাপ-প্রবৃত্তিসকলের শোধক হন; শ্রেষ্ঠ কামনা-পূরক সেই দেবতা, তাঁর আত্মসম্বন্ধযুত, সর্বত্র সকলের হৃদয়ে ক্রিয়াপর, অন্তরঙ্গ সৎ-গুণনিবহের সাথে আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন; এবং বল ও ঐশ্বর্যের আধার সেই ইন্দ্রদেব, মরুদগণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে, আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত হোন। [সূর্যকিরণের ন্যায় প্রচণ্ড প্রভাব যেমন কোথাও নেই, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের শক্তি তেমনই অদ্বিতীয়; সেই দেবতা স্বকর শক্তির সাথে আমাদের রক্ষা করুন—রিপুবর্গের কবল থেকে আমাদের পরিত্রাণ করুন।—এখানেও কোন কোন ইংরেজী ব্যাখ্যাকার অবাঞ্ছিতভাবে সোম-রসের সম্বন্ধ টেনে এনেছেন। অন্যত্রও এই সূক্তের কোন কোন পদের বিকৃত অর্থ ক'রে উদ্ভট অনুবাদ দেখা যায়] ॥ ২ ॥

যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের (মনুষ্যগণের সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করবার উপযোগী) রশ্মিসমূহ, সূর্যের ন্যায় দ্যুলোকের ন্যায় অর্থাৎ সূর্য বা দ্যুলোক যেমন ভূমি হ'তে বাষ্প গ্রহণ ক'রে, বৃষ্টির জল সঞ্চয় করেন তেমন, সত্ত্বভাবসমূহকে দোহন ক'রে—উৎপাদন ক'রে, রিপুগণের বলের দ্বারা অনভিভূত থেকে, মনুষ্যের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকেন; [সূর্যকিরণসকল যেমন অবাধে বাষ্প গ্রহণ ক'রে বৃষ্টির জলকে উৎপাদন করে, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সৎপথে নিয়মনকারী রশ্মিসমূহ তেমনই হৃদয়ে সত্ত্বের সমাবেশ ক'রে থাকে]; জিতশত্রু রিপুমর্দক সেই দেবতা, আপন শক্তি-প্রয়োগের দ্বারা, আমাদের রিপুগণের অভিভবিতা হোন; এবং সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদগণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে, আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত থাকুন। [রিপুর বিমর্দনকারী সেই দেবতা রিপুনাশের জন্য আমাদের বিবেকসম্পন্ন করুন] ॥ ৩ ॥

সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব পরমজ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হন; অথবা,—পরমজ্ঞানিগণ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব'লে কীর্তিত হন; অভীষ্টবর্ষণের দ্বারা অভীষ্টবর্ষক অর্থাৎ ইষ্টসাধক এবং অন্তরঙ্গ-গণসমূহের দ্বারা সখা (সুহৃৎ) হয়ে, তিনি উপাসকগণের দ্বারা অর্চনীয় এবং স্তোতব্যগণের মধ্যে প্রধান স্থানীয় হন; অথবা,—স্তোতৃগণ কর্তৃক প্রধান-স্তবনীয় কথিত হন; সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব মরুদগণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত হোন। [এই ঋকে ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য খ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে] ॥ ৪ ॥

রুদ্রপ্রতিম কঠোরভাবাপন্ন বিবেকরূপী দেবগণের সাথে, মহান্ সেই ইন্দ্রদেব, মনুষ্যগণ কর্তৃক নিত্যসহনীয় সংগ্রামে অর্থাৎ সর্বদা ক্লেশপ্রদ রিপুসংগ্রামে, শত্রুগণকে (রিপুবর্গকে) বিমর্দন করেন; স্বাভিলাষ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধযুত বিবেকরূপী দেবগণের সাথে তিনি সুমঙ্গলসমূহকে প্রদান করুন; সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব মরুদগণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত আগমন করুন। [আমরা যে নিত্য রিপুগণের কবলে পড়ে কষ্ট পাচ্ছি, আমাদের মধ্যে বিবেকের উদয়ে সে কষ্ট দূর হোক; ভগবানের অন্যতম প্রধান বিভূতি-স্বরূপ সকল ঐশ্বর্যের

অধিপতি সেই ইন্দ্রদেব, আমাদের রক্ষা করুন] ॥ ৫ ॥

শত্রুহিংসাকারী রিপুবিমর্দক, সংগ্রামের নেতা অর্থাৎ রিপুগণের সাথে সংগ্রামে প্রবর্তয়িতা, সাধুগণের পালক, সকলের পূজ্য, সেই প্রসিদ্ধ দেবতা, এই দিবসে অর্থাৎ নিত্যকাল, আমাদের মধ্যগত সৎকর্ম-পরায়ণ শ্রেষ্ঠজনগণের জন্য অথবা আমাদের ন্যায় বিমূঢ় জনগণের জন্য, জ্ঞানাধারকে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে সম্ভোগ করান অর্থাৎ প্রদান করেন; বলৈশ্বর্যের অধিপতি সেই ইন্দ্রদেব মরুদ্গণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে, আমাদের রক্ষার নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত হোন। [সেই দেবতা সৎকর্মপরায়ণ জনগণকে রক্ষা ক'রে থাকেন; আমাদেরও কৃপা ক'রে তিনি রক্ষা করুন] ॥ ৬ ॥

রক্ষক পরিত্রাণকারক সৎকর্মনিবহ অথবা বিবেকরূপী দেবগণ, রিপুগণের সাথে সংগ্রামে—বিদ্ধ রিপুসমরে, সেই বলৈশ্বর্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে, হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করেন; শ্রেষ্ঠজন সাধুগণ, সেই বলৈশ্বর্যের অধিপতি ইন্দ্রদেবকে নিজেদের কল্যাণের মঙ্গলের রক্ষাকর্তা করেন; সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সকল অভিমত-ফল-সাধক কর্মের অদ্বিতীয় ঈশ্বর বা রক্ষাকর্তা হন; বলৈশ্বর্যের অধিপতি সেই ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে, আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত থাকুন। [বিবেকের দ্বারা অথবা সৎ-গুণের দ্বারা পরিচালিত আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বল ও ঐশ্বর্যের অধিপতির আবির্ভাব হয়; সাধুগণ নিয়ত সেই দেবতাকে হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করেন; তার দ্বারা রিপুগণ বিমর্দিত হয়; প্রার্থনা—সেই দেবতা আমাদের রক্ষা করুন] ॥ ৭ ॥

নেতৃস্থানীয় সাধুগণ, সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যের সম্বন্ধীয় সৎকর্মের অনুষ্ঠানসমূহে (অথবা,—রিপুগণের সাথে সংগ্রাম সমূহে) সেই শ্রেষ্ঠ নেতৃস্থানীয় দেবতাকে উপাসনা করেন; এবং রক্ষণের নিমিত্তভূত অর্থাৎ উদ্ধারপ্রাপক পরমার্থ-রূপ ধনের নিমিত্ত সেই শ্রেষ্ঠ দেবতাকে অর্চনা করেন; সেই দেবতা, দৃষ্টিপ্রতিরোধক অন্ধকারেও অর্থাৎ বিষম অজ্ঞানান্ধকারেও জ্ঞানকিরণ লাভ করান; বলৈশ্বর্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব মরুদ্গণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত থাকুন। [সাধুগণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ সাধনের জন্য সর্বদা দেবতার অনুগামী আছেন; তার দ্বারাই তাঁরা পরাগতি প্রাপ্ত হন] ॥ ৮ ॥

সেই দেবতা প্রতিকূল আচরণের দ্বারা সৎকর্মের প্রতিবন্ধকদের নিয়মন করেন অর্থাৎ শাসন করেন, এবং সেই দেবতা সৎকর্মসমূহকে—সৎকর্মসাধক অনুষ্ঠানগুলিকে অনুকূলে অর্থাৎ সহায়তা ক'রে সম্পাদিত করেন; সেই দেবতা, পূজিত অনুসৃত হয়ে পরমার্থ-রূপ ধনসমূহকে প্রদানশীল হন; বলৈশ্বর্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেববর্গের সাথে, আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত থাকুন। [সেই দেবতা অসৎকর্মকারিদের বিমর্দক এবং সৎকর্মকারিদের রক্ষক হন; প্রার্থনা,—আমাদের তিনি নিত্যকাল রক্ষা করুন;—আমাদের কর্মই আমাদের অনুকূল ও প্রতিকূল ফল প্রদান ক'রে থাকে। দেবশক্তি কর্মের মধ্য দিয়েই ক্রিয়াশীল রয়েছেন। যেখানে 'ব্রাধতঃ' বিরুদ্ধ কর্ম—অসৎ কর্ম, সেইখানেই 'সব্যেন' অর্থাৎ প্রতিকূল আচরণ দ্বারা নিয়মিত-প্রবৃত্তি দুঃখার্ণবে নিমজ্জমান হ'তে হয়। কিন্তু যেখানে 'কৃতানি'—সৎকর্মের অনুষ্ঠান, ভ্রমেও যেখানে অসৎকর্মে প্রবৃত্তি নেই, সেখানেই 'দক্ষিণে' অর্থাৎ অনুকূল আচরণে উর্ধ্বগতি পরম সুখপ্রাপ্তি ঘটে,—কর্মফল-প্রদান-রূপ 'সনিতা' অর্থাৎ ভগবানের দানশীলতা সেখানেই প্রকাশ পায়] ॥ ৯ ॥

সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সাধারণ জনগণের অর্থাৎ আমাদের কর্মসমূহের দ্বারা; অথবা,—সাধারণ

জনগণের অর্থাৎ আমাদের জন্য, শুভফলের প্রদাতা হোন; সেই দেবতা সকল সাধকগণ কর্তৃক তাঁদের কর্ম-রূপ যানের দ্বারা অথবা তাঁদের হৃদয়-রূপ রথে অধিষ্ঠিত থেকে, নিত্যকাল অবিচ্ছেদে তাঁদের পরিব্যাপ্ত আছেন—তাঁদের শুভফল প্রদান করছেন; সেই দেবতা, আপন শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা, প্রশংসনীয় শত্রুগণকে—সদাকাল অশান্তিপ্রদ রিপুগণকে অভিভূত ক'রে বিদ্যমান আছেন; ঐশ্বর্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুৎবর্গের সাথে, অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে, আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত হোন। [সাধকবর্গের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে দেবতা সদা-ক্রিয়াশীল আছেন, এবং নিজেই যিনি সদাকাল শত্রুগণকে হনন করছেন, সেই দেবতা কৃপা ক'রে আমাদের শুভফল প্রদান করুন এবং আমাদের নিত্যকাল সৎকর্মপরায়ণ রাখুন] ॥ ১০ ॥

বহুজন কর্তৃক আহূত সকলের সম্পূজিত সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, যখন রিপুগণের সাথে নিত্য-সংঘটিত যুদ্ধে গমনশীল ক্রিয়াপর মিত্রশক্তিনিবহের অর্থাৎ সত্ত্বভাবসমূহের সাথে সম্মিলিত হন; অথবা,—যখন শত্রুশক্তিনিবহের অর্থাৎ অসৎ-ভাবসমূহের সাথে সঙ্ঘর্ষপর হন; তখন তিনি, সেই পুত্রপৌত্রাদিগণের অর্থাৎ বংশপরম্পরাক্রমে আমাদের, সত্ত্বভাবসমূহের প্রাপ্তির হেতুভূত হন; ঐশ্বর্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব মরুৎ-গণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে, আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত থাকুন। [দেবশক্তি-সমূহের সাথে সম্মিলিত বা সঙ্ঘর্ষপ্রাপ্ত হ'লে, সৎ-ভাব ও অসৎ-ভাব যথাক্রমে শুভফল প্রদায়ক হয়; অর্থাৎ যেমন যে দেবতা, যিনি অসৎ-ভাবকে দূর ক'রে হৃদয়ে সৎ-ভাব বা সত্ত্বভাবের প্রতিষ্ঠা করেন—তিনি আমাদের রক্ষা করুন; কারণ তাঁর অভ্যুদয়ের সাথে সাথে তাঁর অনুবর্তী বিবেকরূপী দেবতাগণ আমাদের হৃদয়ে বিবেকেরও প্রতিষ্ঠা করবেন] ॥ ১১ ॥

সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব—বজ্রধারী, রিপুগণের অর্থাৎ পাপিগণের হননকারী, অতি ভয়ঙ্কর, উগ্রতেজা, অথচ সর্বজ্ঞ সর্বত্র-সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, অশেষদানশীল, মহত্ত্বসম্পন্ন, শক্তিতে বিশ্বের সকলেরই সমকক্ষ বা অতিক্রমকারী হয়েও ক্ষুদ্র হৃদয়ে নিবাসপর হন; ষড়ৈশ্বর্যের অধিপতি সেই প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদ্‌গণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে, আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত থাকুন। [দেবতার কোমল-কঠোর ভাবের এবং রুদ্র-শান্ত মূর্তির পরিচয় এই ঋকে প্রকাশমান রয়েছে; পাপিদের দণ্ডবিধানের জন্য এবং পুণ্যাত্মাবর্গের রক্ষণের জন্য দেবতা যুগপৎ প্রবৃত্ত আছেন; প্রার্থনা,—দেবতা আমাদের রক্ষা করুন] ॥ ১২ ॥

সেই দেবতার শত্রুনাশক আয়ুধ, শত্রুগণকে বিষম ক্রন্দন করায়—বিমর্দিত করে; (অথবা,—সেই আয়ুধ সাধুগণের নিকট গমন ক'রে ক্রন্দন করে—প্রতিহত হয়, পরন্তু তাঁদের হিতসাধনের জন্যই গমন করে; লোকানুগ্রাহক কর্মের দ্বারা যুক্ত সেই দেবতা, সৎ-ভাবের বর্ধক সত্ত্বভাবের প্রদাতা হন,—সূর্য যেমন কিরণ বর্ষণ করেন, তেমনই তিনি মনুষ্যগণকে সত্ত্বভাব প্রদান করেন; ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধনের দান অর্থাৎ দাতৃত্ব-শক্তি তাঁকে সেবা করছে, অর্থাৎ তাঁরই অনুগত হয়ে আছে, এবং ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধনসমূহ তাঁকেই সেবা করছে অর্থাৎ তাঁরই আয়ত্তাধীন রয়েছে; ঐশ্বর্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদ্‌গণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে, আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত হোন। [যুগপৎ দণ্ডপ্রদায়ক এবং করুণা-বিতরক ভগবানের কর্ম এই ঋকে প্রকাশ পাচ্ছে; সেই দেবতা পাপসমূহকে হনন করছেন এবং পুণ্যসমূহকে পরিপোষণ করছেন] ॥ ১৩ ॥

যে দেবতার শক্তির প্রাধান্য অশেষ প্রশংসনীয় (অতুলনীয়); যে দেবতা সর্বতোভাবে নিরন্তর

দ্যাবাপৃথিবীকে পরিচালন পরিরক্ষণ করছেন; সেই দেবতা আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মনিবহের দ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের দুরিত হ'তে (পাপ থেকে) পার করুন; বলৈশ্বর্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে, আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত থাকুন। [দেবতার প্রভাব অতুলনীয়, সেই প্রভাবের দ্বারা দ্যুলোক ভূলোক পরিচালিত হয়; প্রার্থনা—সেই দেবতা আমাদের রক্ষা করুন] ॥ ১৪ ॥

যে প্রসিদ্ধ দেবতার বলের (সীমা) দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহ প্রাপ্ত নয় বা পরিজ্ঞাত নয়, মর্ত্যগণ প্রাপ্ত নয় বা পরিজ্ঞাত নয় এবং সত্ত্বভাবসমূহ প্রাপ্ত নয় বা পরিজ্ঞাত নয়; সেই ইন্দ্রদেব শত্রুজয়কারী রিপুবিমর্দক আপন শক্তির দ্বারা পৃথিবীর ও দ্যুলোকের প্রকৃষ্ট শাসনকর্তা হয়ে আছেন; বলৈশ্বর্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সাথে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে, আমাদের রক্ষার নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত থাকুন। [ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রভাবের পরিসীমা নেই; দ্যুলোকের ও ভূলোকের পরিচালক সেই দেবতা আমাদের রক্ষা করুন] ॥ ১৫ ॥

সকল জ্ঞানসম্পন্ন জনের পরমার্থ-ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত, ধনবর্ষী অভীষ্টসাধক কর্ম-রূপ রথকে বহন ক'রে, জ্ঞান-ভক্তি-রূপ বাহক, দীপ্তিসম্পন্ন শোভনশীল হয়ে, স্বর্গের অভিমুখে অবস্থিতি করে; সকলের আনন্দপ্রদ সেই বাহক, বহন-প্রদেশসমূহে অর্থাৎ সকল কর্ম-রূপ রথে যুক্ত থেকে, অজ্ঞানতান্ধ মনুষ্যগণকে জ্ঞানদায়ক হয়। [সরলজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ, জ্ঞানভক্তির সহায়ে পরম পদ প্রাপ্ত হন; সেই দৃষ্টান্তই লোকশিক্ষাপ্রদ হয়।—জ্ঞানভক্তির সহযুত কর্ম যাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাঁকে তো তা প্রজ্ঞানসম্পন্ন করে,—পরম পদের অধিকারী ক'রেই তোলে; পরন্তু সেই কর্ম লোক-সমাজেরও শিক্ষক হয়, সাধারণ মানুষদেরও সৎকর্মে প্রবৃত্ত ক'রে তোলে, এবং তাতে সৎকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়ে মানুষ পরমানন্দ লাভে ধন্য হয়] ॥ ১৬ ॥

বলৈশ্বর্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! কামাভিবর্ষক আপনার শ্রেষ্ঠ পরমার্থপ্রদ এই স্তোম (বেদমন্ত্র), অভীষ্টপূরক আপনার স্তোত্রপরায়ণ সাধুগণ, আপনাকে উদ্দেশ ক'রে উচ্চারণ করেন—স্তব করেন; সরল-জ্ঞানকিরণে অন্বিত জন, অনুতপ্ত পরিত্রাণকামী জন, দেবতাদের বা সৎকর্মের সাথে নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ জন, পাপকর্মে সদা ভয়শীল জন, এবং সুষ্ঠু উপাসনা-পরায়ণ জন,—এমন সব সাধুগণ সকলেই একান্তে আপনার স্তব করেন। [যাঁদের মধ্যে একটু সত্ত্বভাবের সমাবেশ আছে, তাঁরা সকলেই বল ও ঐশ্বর্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবের শরণাগত আছেন।—এই ঋকের অন্তর্গত 'বার্ষগিরাঃ' এবং 'ঋজ্রাশ্বঃ' 'অম্বরীষঃ' 'সহদেবঃ' 'ভয়মান' ও 'সুরাধাঃ' এই পাঁচটি পদের উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ নূতন পথ গ্রহণ ক'রে আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—'বৃষাগির ঋষির উপরোক্ত পাঁচটি পুত্রের দ্বারা ইন্দ্রদেবের স্তব করা হয়েছে'—এমন অর্থই ব্যাখ্যাকারগণ বিঘোষিত করেছেন। মন্ত্রের ঋষিরূপে তাঁদের নামোল্লেখ তারই ফল। বাস্তবিক পক্ষে—'বার্ষগিরাঃ' পদটিকে একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—বৃষার অর্থাৎ অভীষ্টবর্ষক ভগবানের প্রতি যাঁদের গির অর্থাৎ স্তোত্র সর্বদা উচ্চারিত হচ্ছে, তাঁরাই 'বার্ষগিরাঃ'। এইভাবেই 'ঋজ্রাশ্বঃ' ইত্যাদি পদ-পাঁচটিতে যথাক্রমে সরল জ্ঞানসম্পন্ন জনকে (ঋজ্রাশ্বঃ), অনুতপ্ত পরিত্রাণকামী জনকে (অম্বরীষঃ), সৎকর্মের সাথে নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট জনকে (সহদেবঃ), পাপকর্মে সদা ভয়শীল জনকে (ভয়মানঃ) এবং সুষ্ঠু উপাসনাপরায়ণ জনকে (সুরাধাঃ) বুঝিয়ে থাকে। পূর্বের ঋকেও 'ঋজ্রাশ্বস্য' পদের অর্থে সরলজ্ঞানকিরণসম্পন্ন সাধককে নির্দেশ করা হয়েছে। ঋকগুলিতে কোন ব্যক্তি বা ঋষিবিশেষকে উপলক্ষিত করা হয়েছে, এমন মনে করা ভ্রান্তিমূলক। বস্তুতঃ, এই

শব্দগুলির দ্বারা নিত্যসত্যতত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে।] ॥ ১৭ ॥

বহুজনের স্তুত সকলের সম্পূজিত ইন্দ্রদেব, সৎকর্মশীল লোকগণের সাথে মিলিত হয়ে (অথবা -বিবেকরূপী দেবগণের সাথে মিলিত হয়ে), ইহলোকে অবস্থিত বা ক্রিয়মাণ বহিঃশত্রুগণকে ও অন্তঃশত্রুগণকে হিংসক বজ্রের দ্বারা বিনাশ ক'রে বিদূরিত করেন—তাদের উন্মূলিত করেন; সুন্দর (সু আয়ুধধারী) সেই দেবতা, অনাবিল নিষ্কলঙ্ক অন্তরঙ্গ গুণনিবহের সাথে পৃথ্বীতলকে অর্থাৎ তাঁর সত্ত্বযুত লোকগণের হৃদয়কে সম্ভোগ করেন—সেখানে বিরাজমান থাকেন; এবং পরম জ্ঞানকে সম্ভোগ করান—প্রাপ্ত করান; এবং সৎ-ভাবকে সম্ভোগ করান—প্রদান করেন। [সাধুগণের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে, সেই দেবতা আপন প্রভাবে বহিঃশত্রু অন্তঃশত্রু সকল রকমের শত্রুকে বিমর্দিত করেন, এবং সংসারে জ্ঞানের ও সত্ত্বভাবের প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকেন।] ॥ ১৮ ॥

বলৈশ্বর্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব—সদাকাল আমাদের আশীর্বাদক মঙ্গলাভিলাষী হোন; এবং আমরা অকুটিলগতি সরল সৎপথাবলম্বী হয়ে যেন সৎকর্ম সম্পাদনা করি; তাতে, সেই কর্মের দ্বারা, মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেবতা, স্যন্দনশীল অর্থাৎ স্নেহকারুণ্যাপূর্ণ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেবতা এবং সত্ত্বভাবনিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদের রক্ষা করুন। [দেবশক্তি আমাদের মঙ্গলপ্রদ হোন; তার দ্বারা আমরা যেন সৎপথের অবলম্বী হই, এবং রক্ষাপ্রাপ্ত হই।—আমরা যদি সরলভাবে সৎপথে প্রবৃত্ত থাকি, তাহলে সর্বদেবতা সকল দেবভাবনিবহ আমাদের মধ্যে ক্রিয়াপর হয়ে আমাদের রক্ষা করেন—পরম পদে পৌঁছিয়ে দেন।] ॥ ১৯ ॥

টীকা — সূক্তে ঋষি পাঁচজন। পাশ্চাত্য মতে—বৃষগির ঋষির পাঁচ পুত্র (উপরে উল্লেখিত) এই সূক্তটির রচয়িতা। এ পক্ষের বিশিষ্ট প্রমাণ—সপ্তদশী ঋকটি। কেন-না ঐ ঋকের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ, -তাঁরাই অশ্বির প্রীতিহেতু তাঁর স্তোত্র উচ্চারণ করছেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য এই যে, ঐ পাঁচ পুত্রের কাছে বেদের এই মন্ত্র-কয়েকটি প্রাপ্ত হওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁরা তাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ('মন্ত্রকর্তা' নন) নামে পরিচিত হন।—এই সূক্তের ঋকগুলির মধ্যে সন্ধান করলে পুরাবৃত্তের নানারকম তত্ত্ব পাওয়া যায়। -অনেকে তা-ও দেখিয়েছেন। ....এই সূক্তে বিভিন্ন পদ অবলম্বন ক'রে এই সূক্তের সাথে অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিদের সম্বন্ধ পরিকল্পিত হয়েছে; মরুৎগণকে রুদ্রের পুত্ররূপে প্রমাণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ ঋকের সঙ্গে ঋজ্রাশ্ব ইত্যাদি ঋষিগণের অপহৃত গাভীগুলির সন্ধানের জন্য ইন্দ্রস্তব সম্পর্কিত উপাখ্যান পরিকল্পিত হয়েছে; নবম ঋকে দুই হস্তবিশিষ্ট মনুষ্য-ভাবাপন্ন ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে; (যদিও সপ্তম ঋকে তিনি সকলের কর্মফলদাতা ঈশ্বর); ইত্যাদি। মূল তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত এমন সব প্রহেলিকাপূর্ণ উপাখ্যান ও বর্ণনায় এ সূক্তের প্রচলিত ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ।

◆ ◆

— ১০১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র কুৎস। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

প্র মন্দিনে পিতুমদর্চতা বচো যঃ কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বনা।
অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে॥ ১ ॥

যো ব্যংসং জাহৃষাণেন মন্যুনা যঃ শম্বরং যো অহন্ পিপ্রুমব্রতম্।
ইন্দ্রো যঃ শুষ্ণমশুষং ন্যাবৃণঙ্মরুত্বং তং সখ্যায় হবামহে॥ ২ ॥
যস্য দ্যাবাপৃথিবী পৌংস্যং মহদ্যস্য ব্রতে বরুণো যস্য সূর্যঃ।
যস্যেন্দ্রস্য সিন্ধবঃ সশ্চতি ব্রতং মরুত্বং তং সখ্যায় হবামহে॥ ৩ ॥
যে অশ্বানাং যো গবাং গোপতির্বশী য আরিতঃ কর্মণি কর্মণি স্থিরঃ।
বীলোশ্চিদিন্দ্রো যো অসুন্বতো বধো মরুত্বং তং সখ্যায় হবামহে॥ ৪ ॥
যো বিশ্বস্য জগতঃ প্রাণতস্পতির্যো ব্রহ্মণে প্রথমো গা অবিন্দৎ।
ইন্দ্রো যো দস্যূঁরধরাঁ অবাতিরন্মরুত্বং সখ্যায় হবামহে॥ ৫ ॥
যঃ শূরেভির্হব্যো যশ্চ ভীরুভির্যো ধাবদ্ভির্হূয়তে যশ্চ জিগ্যুভিঃ।
ইন্দ্রং যং বিশ্বা ভুবনাভি সন্দধুর্মরুত্বং তং সখ্যায় হবামহে॥ ৬ ॥
রুদ্রাণামেতি প্রদিশা বিচক্ষণো রুদ্রেভির্যোষা তনুতে পৃথু জ্রয়ঃ।
ইন্দ্রং মনীষা অভ্যর্চতি শ্রুতং মরুত্বং তং সখ্যায় হবামহে॥ ৭ ॥
যদ্বা মরুত্বঃ পরমে সধস্থে যদ্বাবমে বৃজনে মাদয়াসে।
অত আ যাহ্যধ্বরং নো অচ্ছা ত্বায়া হবিশ্চকৃমা সত্যরাধঃ॥ ৮ ॥
ত্বায়েন্দ্র সোমং সুষুমা সুদক্ষ ত্বায়া হবিশ্চকৃমা ব্রহ্মবাহঃ।
অধা নিযুত্বঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মিন্যজ্ঞে বর্হিষি মাদয়স্ব॥ ৯ ॥
মাদয়স্ব হরিভির্যে ত ইন্দ্র বি ষ্যস্ব শিপ্রে বি সৃজস্ব ধেনে।
আ ত্বা সুশিপ্র হরয়ো বহন্তূশন্ হব্যানি প্রতি নো জুষস্ব॥ ১০ ॥
মরুৎস্তোত্রস্য বৃজনস্য গোপা বয়মিন্দ্রেণ সনুয়াম বাজম্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — যে দেবতা সরলপথাবলম্বী সৎ-মার্গের অনুসারী সাধুজনের দ্বারা অর্থাৎ সাধুগণের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে, অজ্ঞানতার উৎপাদক বা মূলীভূত অসৎপ্রবৃত্তি সমূহকে নিরন্তর নাশ করছেন; হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা সেই স্তোতব্য দেবতার উদ্দেশে শ্রেষ্ঠস্তোত্রকে (বেদমন্ত্রকে) প্রকর্ষের সাথে উচ্চারণ কর অর্থাৎ সৎকর্ম-সাধনার সাথে অনুধ্যান কর; আরক্ষার অভিলাষী হয়ে আমরা, অভীষ্টপূরক, আমাদের হিতসাধনের নিমিত্ত রিপুবিমর্দক আনুষঙ্গী, বিবেকরূপী দেবগণের সাথে মিলিত, সেই দেবতাকে সখিত্ব-লাভের জন্য যেন আহ্বান করি— অনুসরণ করি। [দেবশক্তি অসৎপ্রবৃত্তির নাশক ও সর্বথা শ্রেয়ঃসাধক; সুতরাং সেই শক্তির অনুসরণ অবশ্যকর্তব্য।—প্রচলিত অনুবাদে 'যঃ কৃষ্ণগর্ভাঃ....' ইত্যাদি বাক্যাংশে নির্দেশ করা হয়েছে—'যিনি অর্থাৎ যে ইন্দ্র ঋজিশ্বন রাজার পক্ষ অবলম্বন ক'রে কৃষ্ণাসুরের গর্ভবতী পত্নীগণকে হনন করেছিলেন।'—এভাবে ইন্দ্রদেবতার চরিত্রে ঘোর কালিমা লেপন করা হয়েছে। এইভাবে দ্বিতীয় চরণের অর্থেও সোনায় সোহাগা দেখা গেছে।—প্রকৃতপক্ষে 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' পদে, অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকারের গর্ভকে বা আশ্রয়স্থানকে অর্থাৎ মূলকে বা উৎপত্তিস্থলকে বোঝায়— এটাই পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকারদের মগজে প্রবেশ করেনি। তাহলে ঐ বাক্যাংশে সঠিক অর্থ পাওয়া

হয়—'সেই দেবতা, যিনি সাধুদের সহায় হয়ে অথবা সাধুদের দ্বারা পাপের মূলকে অর্থাৎ অজ্ঞানতার আধারকে বা উৎপত্তি-ক্ষেত্রকে বিনাশ করেন।'—সেই দেবতার উপাসনার জন্য ভাব-উদ্বোধনই এই মন্ত্রের প্রথম চরণে উদ্‌গীত হয়েছে। দ্বিতীয় চরণের প্রকৃত ভাবও এইভাবেই নিরূপিত।—যাতে দেবতার সখিত্ব-প্রাপ্তির সম্ভাবনা, যাতে দেবতার সাথে মিলনের আশা করা যায়, আমি যেন সেই কার্যে জীবনকে নিয়োগ করতে পারি।—এটাই মূল সঙ্কল্প] ॥ ১ ॥

দুগপৎভীষণ ও আনন্দপ্রদ ক্রোধের দ্বারা, যে দেবতা, প্রতারক রিপুকে বিনাশ করেন; এবং যে দেবতা, অশনির ন্যায় গতিশীল বা ক্রিয়াপর পাপকে বিনাশ করেন; এবং যে দেবতা অকর্মকারক রিপুকে হনন করেন এবং বলৈশ্বর্যের অধিপতি যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব, প্রচণ্ডপ্রভাবসম্পন্ন সকল জগতের শোধক কর্মকে সমূলে উৎপাটিত করেন; মরুদ্‌গণ-সহযুত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে মিলিত, সেই দেবতাকে সখিত্বলাভের জন্য আমরা যেন আহ্বান করি। [বিভিন্নরূপে ক্রিয়াপরায়ণ রিপুগণকে দমনের জন্য, বিবেক-সহযুত সেই বল ও ঐশ্বর্যের অধিপতিকে, ঈশ্বরের অন্যতম প্রধান বিভূতিকে, আমরা যেন পূজা করি] ॥ ২ ॥

যে দেবতার বিপুল প্রভাবকে, দ্যুলোক ও ভূলোক অনুসরণ করছে; যে দেবতার নিয়মনে বা কর্মে, বরুণদেব নিযুক্ত রয়েছেন; যে দেবতার ব্রতে সূর্যদেব নিযুক্ত আছেন; এবং প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্যের অধিপতি যে ইন্দ্রদেবের কর্মকে, নদীসকল বা সমুদ্রসকল সম্পাদন করছে; মরুদ্‌গণসহযুত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে মিলিত সেই দেবতাকে সখিত্ব-লাভের জন্য আমরা যেন আহ্বান করি—অনুসরণ করি। [দেবশক্তির প্রভাবে সমগ্র জগৎ পরিচালিত হচ্ছে; দেব-আরাধনায় দেবশক্তি সঞ্চারের জন্য আমরা যেন সদাকাল বিনিযুক্ত থাকি।—ইন্দ্ররূপ দেবশক্তি এখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, সকল বল ও ঐশ্বর্য তাঁতে এসে মিশেছে; এবং সেই ভাবে তাঁতে ভগবত্ত্ব-আরোপে এই মন্ত্রে তাঁরই কাছে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। নাম নিয়ে কিছু যায় আসে না; যে শক্তির বা প্রভাবের সাথে ঐ নাম সংযুক্ত, সেই শক্তি বা প্রভাবই এখানকার লক্ষ্যস্থল] ॥ ৩ ॥

যে দেবতা জ্ঞানকিরণসমূহের উৎপাদক হন, এবং যে দেবতা নিখিলজ্ঞাননিবহের কর্তা বা সাধক জ্ঞানাধিপতি হন, এবং যে দেবতা সকল কর্মসমূহে অবিচলিত দৃষ্টিসম্পন্ন আছেন; এবং বলৈশ্বর্যের অধিপতি যে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রদেবতা, অতিমূঢ় অপকর্মকারীরও দণ্ডদাতা বধকর্তা হন; মরুদ্‌গণসহ অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে মিলিত সেই ইন্দ্রদেবতাকে সখিত্বলাভের জন্য আমরা যেন আহ্বান করি—অনুসরণ করি। [জ্ঞানের প্রদাতা জ্ঞানের অধিপতি সকল কর্মের দ্রষ্টা অপকর্মকারিদের সংহারকর্তা ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সখিত্বের জন্য আমরা যেন সদাকাল পূজা করি] ॥ ৪ ॥

যে দেবতা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিজগতের পালক রক্ষক হন; এবং যে দেবতা ব্রহ্মপরায়ণের অর্থাৎ সাধকের নিমিত্ত অগ্রবর্তী হয়ে—আপনা-আপনিই প্রবৃত্ত হয়ে, জ্ঞানকিরণসমূহ প্রদান করেন; এবং যে প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবতা, নিকৃষ্ট অধোগামীকৃত রিপুগণকে অর্থাৎ দুষ্প্রবৃত্তিসমূহকে নাশ করেন; মরুদ্‌গণ-সহযুত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে মিলিত সেই দেবতাকে সখিত্ব-লাভের জন্য আমরা যেন আহ্বান করি—অনুসরণ করি। [প্রাণিগণের পালক, সাধুগণের জ্ঞানপ্রদাতা, রিপুনিবহের বিমর্দক, বিবেক-সহযুত সেই দেবতাকে আমরা যেন সদাকাল পূজা করি] ॥ ৫ ॥

যে দেবতা শৌর্যসম্পন্ন পুরুষগণ কর্তৃক আহূত হন, এবং যে দেবতা ভয়ভীত জনগণ কর্তৃক আহূত হন; অপিচ, যে দেবতা শত্রুকর্তৃক পরাজিত জনের রক্ষার নিমিত্ত আহূত হন, এবং যে দেবতা জয়প্রাপ্ত জন কর্তৃকও আহূত হন; আর, প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্যের অধিপতি যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সকল ভূতজাত অর্থাৎ বিশ্বসংসার নিজেদের সকল কর্মের মধ্যে অগ্রে প্রতিষ্ঠিত রাখেন; মরুদ্গণ-সমন্বিত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে মিলিত সেই দেবতাকে সখিত্ব-লাভের জন্য আমরা যেন আহ্বান করি—যেন অনুসরণ করি। [জেতা ও বিজেতা-গণ কর্তৃক এবং ধনবান্ ও দরিদ্র-গণ কর্তৃক সম্পূজিত সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে বিবেক-সহযুত মনের দ্বারা আমরা নিত্যকাল যেন পূজা করি—এটাই সঙ্কল্প] ॥ ৬ ॥

জ্ঞানী প্রজ্ঞাসম্পন্ন জন, ভীষণ পরীক্ষাসমূহের অথবা বিবেকরূপী দেবগণের সুফল-প্রদানের দ্বারা, ঊর্ধ্বে গমন করেন অর্থাৎ পরম পদ প্রাপ্ত হন; এবং কঠোর পরীক্ষাসমূহের দ্বারা অথবা বিবেকরূপী দেবগণের দ্বারা প্রদত্ত উপদেশ, বিস্তীর্ণ প্রগাঢ় প্রভাবকে বিস্তার করে; [জ্ঞানিবর্গের মধ্যে ক্রিয়মাণ বিবেকের প্রভাব লোকসমূহের পরিত্রাণের কারণ হয়]; প্রখ্যাত বলৈশ্বর্যের অধিপতি যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রজ্ঞাসম্পন্ন জন স্তুতি করেন অর্থাৎ অনুসরণ করেন, মরুদ্গণ-সমন্বিত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে সম্মিলিত সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমরা আহ্বান করি। [জ্ঞানিগণ বিবেকের অনুসারিতার দ্বারা বল ও ঐশ্বর্যের অধিপতি ভগবানকে আরাধনা করেন; অতএব, আমরা সেই দেবতার অনুসরণ করব] ॥ ৭ ॥

বিবেকরূপী দেবগণ সহযুত হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যদি বা আপনি শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠান করেন, যদি বা আপনি নবীন গৃহে সন্তুষ্ট বিদ্যমান থাকেন; এরপর অনুকম্পা-প্রদর্শন-পূর্বক আমাদের কর্মানুষ্ঠানের অভিমুখে আগমন করুন। হে সত্যধন (সৎস্বরূপ)! আপনাকে কামনা ক'রে আমরা আপনাকে পূজা করি। [হে ভগবন্! স্বর্গে বা মর্ত্যে যে আনন্দময় স্থানেই আপনি অবস্থান করুন, আমাদের কর্মে আপনার সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ হোক।—নবীনগৃহে অর্থাৎ যে কর্ম অভিনব, যে কর্ম চিন্ময় বা যেখানে অভিনব সৎকর্মের সংযোগ ঘটেছে, সেখানেই ভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন এবং আনন্দ লাভ করছেন—আনন্দ বিলাচ্ছেন] ॥ ৮ ॥

শোভনকর্মকারক হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনাকে কামনা ক'রে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করি, স্তোত্রের অর্থাৎ উপাসনার দ্বারা প্রাপ্য হে ভগবন্, আপনাকে কামনা ক'রে, আমরা যেন আপনার উদ্দেশ্যে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করতে সমর্থ হই; হে জ্ঞানদ! এরপর নিত্যক্রিয়মাণ কর্মে বিবেকরূপী দেবগণের দ্বারা সতসম্মিলিত হয়ে জ্ঞানরূপ আস্তীর্ণ দর্ভে (আমাদের হৃদয়ে) অবস্থিতি-পূর্বক তৃপ্ত হোন, আমাদের পরিতৃপ্ত করুন। [ভগবানের কৃপায় আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারিত হোক, ভগবানের উদ্দেশে আমাদের কর্মসমূহ বিহিত হোক এবং দেবভাবের দ্বারা আমরা যেন তৃপ্ত হই।—মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রচলিত অনুবাদে বলা হয়েছে—'হে দেব! আপনার সাঙ্গোপাঙ্গ মরুদ্গণসহ আগমন ক'রে কুশ-আসনে উপবেশন-পূর্বক সোমপান করুন।'—'নিযুত' পদে 'অশ্ব-সহযুত' অর্থ গ্রহণের পরিবর্তে 'জ্ঞান-সহযুত' অর্থাৎ 'জ্ঞান-প্রদ' ভাব আনাই সঙ্গত। দেবতার সাথে অশ্বের বা পশুবিশেষের সম্বন্ধ পরিকল্পনার বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট পরিকল্পনাই সঙ্গত এবং শুদ্ধ] ॥ ৯ ॥

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! প্রসিদ্ধ যে হরিগণ (অশ্ব নয়, জ্ঞানকিরণসমূহ) আপনার অঙ্গীভূত, সেই জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা আমাদের পরিতৃপ্ত করুন, এবং সেই জ্ঞানকিরণনিবহে আমাদের হানির হ

সম্মিলিত করুন; হে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসম্পন্ন (অথবা শোভনজ্ঞানপ্রদ)! আপনাকে আমাদের জ্ঞানসমূহ আমাদের কর্মসমূহে (আমাদের মধ্যে) আনয়ন করুক; এবং আপনিও আমাদের কাম্যমান হয়ে আমাদের দ্রব্যসমূহ অর্থাৎ কর্মসকল প্রত্যেকটি গ্রহণ করুন। [হে ভগবন্! আমাদের প্রজ্ঞান-সম্পন্ন করুন, এবং আমাদের কর্মরাশির সাথে মিলিত হোন; এবং তার দ্বারা আমরা যেন উদ্ধার প্রাপ্ত হই, তার বিহিত করুন] ॥ ১০ ॥

বিবেকরূপী দেবগণের সাথে স্তুত অর্থাৎ বিবেকের উদয়ে সম্পূজিত, রিপুবিমর্দক দেবতার রক্ষা প্রাপ্ত হলে, আমরা সৎকর্ম অথবা পুষ্টি লাভ করি; [বলৈশ্বর্যের অধিপতির অনুকম্পায় আমরা শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হই]; সেই কর্মের দ্বারা মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্ট-বর্ষক বরুণদেব, অনন্ত-স্বরূপ অদিতিদেব, স্নেহ-ভাবাপন্ন সিন্ধুদেবতা, আশ্রয়-স্থান-প্রদাতা পৃথিবীদেবতা এবং সত্ত্বস্বরূপ দ্যুদেবতা আমাদের রক্ষা করুন। [সকল দেবতা আমাদের রক্ষক হোন] ॥ ১১ ॥

টীকা — এই সূক্তের প্রথম সাতটি ঋকের শেষ পদে উক্ত হয়েছে তার ভাব—'মরুৎগণের সহযুক্ত ইন্দ্রদেবকে আমাদের সখ্যতার জন্য আহ্বান করছি।' চাই ইন্দ্রদেবতাকে, চাই মরুৎ-দেবতাদেরও। বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টিতে (অর্থাৎ দুই দেবতাদের সংযোগ-মূলক দৃষ্টিতে) অনুসন্ধান করলেই ঐ দুই দেববিভূতির স্বরূপতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ....যদিও প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে ইন্দ্রের স্বরূপ বিষয়ে কোনই অভিজ্ঞতা লাভ করার উপায় নেই। সেই পাণিগণ কর্তৃক অপহৃত গাভীর সন্ধানে ইন্দ্রের কীর্তি, কখনও বা সকল জীবের অধিপতিরূপে ইন্দ্রের মাহাত্ম্য, কখনও বা সোমরস পানের জন্য তাঁর আহ্বান, কখনও বা মেঘাধিপতিরূপে তাঁর বৃষ্টিবর্ষণের কৃতিত্ব ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সবই বিভিন্ন বিপরীত ধ্যান-ধারণার ফসল।

◆ ◆

— ১০২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র কুৎস। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ইমাং তে ধিয়ং প্র ভরে মহো মহীমস্য স্তোত্রে ধিষণা যত্ত আনজে।
তমুৎসবে চ প্রসবে চ সাসহিমিন্দ্রং দেবাসঃ শবসামদন্ননু ॥ ১ ॥
অস্য শ্রবো নদ্যঃ সপ্ত বিভ্রতি দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী দর্শতং বপুঃ।
অস্মে সূর্যাচন্দ্রমসাভিচক্ষে শ্রদ্ধে কমিন্দ্র চরতো বিতর্তুরম্ ॥ ২ ॥
তং স্মা রথং মঘবন্প্রাব সাতয়ে জৈত্রং যং তে অনুমদাম সঙ্গমে।
আজা ন ইন্দ্র মনসা পুরুষ্টুত ত্বায়দ্ভ্যো মঘবঞ্ছর্ম যচ্ছ নঃ ॥ ৩ ॥
বয়ং জয়েম ত্বয়া যুজা বৃতমস্মাকমংশমুদবা ভরেভরে।
অস্মভ্যমিন্দ্র বরিবঃ সুগং কৃধি প্র শত্রূণাং মঘবন্বৃষ্ণ্যা রুজ ॥ ৪ ॥
নানা হি ত্বা হবমানা জনা ইমে ধনানাং ধর্তরবসা বিপন্যবঃ।
অস্মাকং স্মা রথমা তিষ্ঠ সাতয়ে জৈত্রং হীন্দ্র নিভৃতং মনস্তব ॥ ৫ ॥

গোজিতা বাহূ অমিতক্রতুঃ সিমঃ কর্মন্ কর্মঞ্ছতমূতিঃ খজংকরঃ।
অকল্প ইন্দ্রঃ প্রতিমানমোজসাথা জনা বি হ্বয়ন্তে সিষাসবঃ ॥ ৬ ॥
উত্তে শতান্মঘবন্নুচ্চ ভূয়স উৎসহস্রাদ্রিরিচে কৃষ্টিষু শ্রবঃ।
অমাত্রং ত্বা ধিষণা তিত্বিষে মহ্যধা বৃত্রাণি জিঘ্নসে পুরন্দর ॥ ৭ ॥
ত্রিবিষ্টিধাতু প্রতিমানমোজসস্তিস্রো ভূমীর্নৃপতে ত্রীণি রোচনা।
অতীদং বিশ্বং ভুবনং ববক্ষিথাশত্রুরিন্দ্র জনুষা সনাদসি ॥ ৮ ॥
ত্বাং দেবেষু প্রথমং হবামহে ত্বং বভূথ পৃতনাসু সাসহিঃ।
সেমং নঃ কারুমুপমন্যুমুদ্ভিদমিন্দ্রঃ কৃণোতু প্রসবে রথং পুরঃ ॥ ৯ ॥
ত্বং জিগেথ ন ধনা রুরোধিথার্ভেম্বাজা মঘবন্মহৎসু চ।
ত্বামুগ্রমবসে সং শিশীমস্যথা ন ইন্দ্র হবনেষু চোদয় ॥ ১০ ॥
বিশ্বাহেন্দ্রো অধিবক্তা নো অস্ত্বপরিহ্বৃতাঃ সনুয়াম বাজম্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ভগবন্! মহৎ আপনার উদ্দেশ্যে বেদমন্ত্র-রূপ এই শ্রেষ্ঠ স্তোত্রকে প্রকর্ষের সাথে সম্পাদন করছি—উচ্চারণ করছি; অথবা,—মহত্ত্বসম্পন্ন আপনার উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ, শ্রেষ্ঠ বিবেকের অনুসৃত সৎকর্মের অনুষ্ঠানকে যেন প্রকর্ষের সাথে সম্পাদন করতে সমর্থ হই, যেহেতু (অথবা,—যার দ্বারা) এই স্তোতা আমার স্তুতিতে অর্থাৎ সৎকর্মসাধনের দ্বারা আপনার বুদ্ধি অর্থাৎ আসক্তি সংশ্লিষ্ট হয় (অথবা,—হোক); [সৎকর্মের সাথে ভগবান্ চিরসম্বন্ধযুত; অতএব, আমি যেন সৎকর্মসাধনে চিরপ্রবৃত্ত হই]। আমাদের অভিবৃদ্ধির বা আনন্দপ্রাপ্তির জন্য এবং আমাদের মধ্যে সৎ-ভাব উপজননের বা সত্ত্ব-সঞ্চারের নিমিত্ত দেবগণ অর্থাৎ দেবভাবসমূহ, সৎ-গুণ-রূপ শক্তির দ্বারা শত্রুগণের অভিভবিতা রিপুবিমর্দক সেই প্রসিদ্ধ ধনৈশ্বর্যের অধিপতি ভগবান ইন্দ্রদেবকে যথাক্রমে আমাদের প্রাপ্ত করেন (অথবা, —প্রাপ্ত করুন), অথবা—আমাদের কর্মফল তাঁকে হর্ষ প্রদান করে বা করুক। [আমাদের সৎ- গুণনিবহ অথবা দেবভাবসমূহ আমাদের মধ্যে সত্ত্বকে এবং বলবীর্যকে প্রতিষ্ঠাপিত করে]। ॥ ১ ॥

ভগবানের যশঃ কীর্তিকে অথবা মহিমাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্ত্বভাবনিবহ ধারণ ক'রে আত্ম-প্রকটন করছে, প্রথিত বিস্তৃত অনন্ত দ্যুলোক-ভূলোক (অথবা,—দ্যুলোক-ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোক) তাঁর দর্শনীয় অর্থাৎ প্রকাশমান রূপকে ধারণ ক'রে বা প্রকটন ক'রে রয়েছে; [সত্ত্বভাবের সাথে ভগবৎ-মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রকটিত রয়েছে]; ধনৈশ্বর্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের দ্রষ্টব্য পদার্থসমূহের অভিমুখে আপনাকে বা সত্ত্বভাবকে প্রকাশের জন্য এবং তার প্রতি আমাদের আসক্তি- সঞ্চারের নিমিত্ত সূর্য ও চন্দ্র অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি সর্বকাল যথাক্রমে ক্রিয়াপর থাকুন। [ভগবানের কৃপায় সর্বকালে সত্ত্বভাবের প্রতি আমাদের আসক্তি সঞ্জাত হোক]। ॥ ২ ॥

হে পরমৈশ্বর্য-সম্পন্ন! আমাদের রক্ষার জন্য; অথবা,—আমাদের পরমধনপ্রদানের নিমিত্ত সেই প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ উদ্ধার-উপায়-রূপ কর্মকে প্রেরণ করেন—আমাদের শিক্ষা দেন;—যে প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ উদ্ধার-উপায়-রূপ কর্ম আপনার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হ'লে আমরা আনন্দ লাভ করি, [

ভগবন্! আমাদের সেই কর্মসমন্বিত করুন—যে কর্মের দ্বারা আপনার সান্নিধ্য
লাভ করি]; রিপুগণের সাথে সংগ্রামে অশ্বের দ্বারা অর্থাৎ বিপদে একাগ্রভাবে পরমানন্দ
পরমধনসম্পন্ন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনাকে কামনামান আমাদের শ্রেয়ঃ বিধান করুন। [বিষম
রিপুসংগ্রামে পতিত হয়ে আমরা আপনাকে আহ্বান করছি, আমাদের রক্ষা করুন] ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্! আপনার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আমরা যেন রিপুজয়ী হই; রিপুগণের সাথে
নিত্যসঙ্ঘটিত সংগ্রামে আমাদের বরণীয় শ্রেষ্ঠ গুণনিবহকে উৎকর্ষের সাথে রক্ষা করুন; হে
ভগবন্ ইন্দ্রদেব! পরমার্থরূপ শ্রেষ্ঠ ধনকে আমাদের সুপ্রাপক করুন; এবং হে পরমধনশালিন্!
রিপুগণের বীর্যসমূহকে আপনি সর্বথা ভগ্ন করুন—প্রকৃষ্ট রূপে নাশ করুন। [হে ভগবন্!
রিপুগণের সাথে সংগ্রামে আমাদের জয়যুক্ত করুন এবং আমাদের সদ্ভাবসমূহকে অবিকৃত
রাখুন] ॥ ৪ ॥

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ-ফলসমূহের ধারক হে ভগবন্! বিপদগ্রস্ত এই সকল লোক অথবা
এই সকল স্তোতৃগণ রক্ষাপ্রাপ্তির জন্য নানারকমে আপনাকে আহ্বান করছে; হে ভগবন্! আমাদের
রক্ষণের জন্য আমাদের হৃদয়ে বা কর্মে সর্বতোভাবে অবস্থিতি করুন; হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!
আপনাতে একান্ত-অনুরক্ত-চিত্ত নিশ্চয়ই জয়শীল হয়। [বিপদে সকলেই ভগবানকে আহ্বান
করেন; কিন্তু যাঁর চিত্ত ভগবানে একান্তে সমাসক্ত, তিনিই শ্রেয়ঃ লাভ করেন] ॥ ৫ ॥

ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কর্ম ও ভক্তি-রূপ বাহদ্বয় জ্ঞান-প্রাপক হয়; [ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কর্মের দ্বারা এবং
ভগবানে সমর্পিত ভক্তির দ্বারা মানুষ পরম-জ্ঞানের অধিকারী হয়]; বল ও ঐশ্বর্যের অধিপতি
ভগবান্ ইন্দ্রদেব—অপরিচ্ছিন্নজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানে তাঁতে কেন্দ্রীভূত, রিপুগণের প্রাধান্যনিবারক
অর্থাৎ বলকারক, প্রতি সৎকর্ম-অনুষ্ঠানে অশেষরকমে রক্ষাকর্তা, রিপুগণের সাথে সংগ্রামের নেতা,
অদ্বিতীয়, এবং বলের দ্বারা তুলনারহিত হন; এই কারণে শ্রেয়ঃ-অভিলাষী জনগণ বিশেষ রকমে
তাঁকে আহ্বান করেন—তাঁর অনুসরণ করেন। [ভগবান্ সকল জ্ঞান ও গুণের আধার; ভগবানের
কর্মের দ্বারা উপাসকগণ তাহা লাভ করেন; অতএব, আমরা তাঁর সম্বন্ধীয় কর্মে যেন সর্বকাল
প্রবৃত্ত হই] ॥ ৬ ॥

হে পরমৈশ্বর্যশালিন্! আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণের মধ্যে আপনার মহিমা শতরকম দৈহিক
মহিমা হ'তে শ্রেষ্ঠ হয় এবং শতপরিমিত লৌকিক মহিমা হ'তে শ্রেষ্ঠ হয়, আর অশেষ রকম দৈহিক
পারত্রিক মহিমা হ'তেও শ্রেষ্ঠ হয়; [সাধকদের মধ্যে ভগবানের মহিমা অশেষ রকমে বিস্তৃত হয়];
হে ভগবন্! মহতী বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞান, পরিমাণরহিত অদ্বিতীয় আপনাকে প্রকাশ করে অর্থাৎ
আপনার সম্বন্ধীয় গুণসমূহকে ইহজগতে বিস্তার করে; তারপর অর্থাৎ বিবেক দ্বারা আপনার প্রকাশ
হওয়ার পর, রিপুগণের আশ্রয়স্থান-ভঙ্গকারিন্ হে দেব! আপনি অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুগণকে বিনাশ
করেন। [দেবতার প্রভাব যখন বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হয়, অজ্ঞানতা তখন অপসৃত হয়ে যায়।—
বিবেক বা প্রজ্ঞানের দ্বারাই যে ভগবানের মহিমা প্রকাশ পায়, মানুষ ভগবানকে জানতে পারে, তা
চিরসত্য। তারপর, যিনি পুরন্দর অর্থাৎ যিনি রিপুদের আশ্রয়-স্থানকে ভঙ্গ করেন, তাঁর দ্বারাই
অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুসংহার প্রাপ্ত হয়। রিপুদের প্রাধান্য নাশ প্রাপ্ত হ'লে অজ্ঞানতা নিজেই অপসৃত
হয়ে যায়। রিপুর প্রাধান্যই অজ্ঞানতার মূল। সেই প্রাধান্য নাশের জন্যই তিনি পুরন্দর] ॥ ৭ ॥

হে লোকপালক! সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণের সামগ্রী আপনার পবিত্র প্রকাশ-রূপকে অর্থাৎ জ্যোতিকে
প্রকটিত ক'রে থাকে; তিন লোক—সকল ভুবন এবং ত্রিলোক-সম্বন্ধীয় জ্ঞান-সমূহ অথবা সত্-

রজঃ-তমঃ বিভেদ-জ্ঞাপক প্রজ্ঞান-সমূহ তা জ্ঞাপন করছে; [ইহসংসার ভগবানের গুণ-মহিমা প্রকাশ করছে]। বলৈশ্বর্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! বক্ষ্যমাণ সকল ভুবনকে আপনি সর্বদা বহন করতে—রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন; এই হেতু চিরকাল হ'তেই হৃদয়ে আপনার উৎপত্তির সাথে আপনি শত্রুরহিত, অর্থাৎ রিপুগণ কর্তৃক অনুপদ্রুত হন। [দেবভাব যখনই হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, সে এক চিরন্তন নিয়ম—রিপুগণ তখনই পর্যুদস্ত হয়; সুতরাং দেবতা নিরুপদ্রব থাকেন; ফলতঃ, জন্মমাত্রেই দেবতা যে শত্রুরহিত ছিলেন—এ অর্থের মর্ম এই যে, যখনই হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হয়, তখনই কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগণ প্রাধান্যপরিশূন্য হয়। সুতরাং হৃদয়ে অধিষ্ঠিত দেবতা উপদ্রব রহিত হয়ে থাকেন] ॥ ৮ ॥

হে ভগবন্! দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহের মধ্যে আদি-রূপ আপনাকে আমরা যেন অনুসরণ করি; যেহেতু রিপুগণের সাথে সংগ্রামসমূহে আপনি শত্রুগণের অভিভবতা বিমর্দক হন। রিপুগণের সাথে সংগ্রাম উপস্থিত হ'লে, সেই প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের নিত্যকৃত কর্ম-রূপ যানকে, অগ্রে প্রাধান্যযুত কর্তা-স্বরূপ, শত্রুকে বিমর্দনের জন কোপন-স্বভাব, শত্রুগণের উদ্বেগ উৎপাদক করুন। [হে ভগবন্! আমাদের আপনার অনুসারী করুন, তার দ্বারা আমাদের কর্ম সদাকাল রিপুবিমর্দক হোক] ॥ ৯ ॥

হে পরমধনশালিন্! ক্ষুদ্র এবং ভীষণ সংগ্রামসমূহে অর্থাৎ রিপুগণের সাথে দ্বন্দ্বসমূহে আপনি শত্রুগণকে জয় করেন; এবং পরমার্থ-রূপ ধনসমূহকে উপাসকগণকে প্রদান করেন; [দেবতা বা দেবভাব রিপুদের বিমর্দিত ক'রে মানুষদের পরমধনের অধিকারী করেন]; হে ভগবন্! আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত অশেষ শক্তিশালী আপনাকে আহ্বান করছি; যেহেতু আপনি মানুষদের তীক্ষ্ণ করেন—সৎকর্মের সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করেন; হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এর পর সৎকর্মসাধনসমূহে আমাদের প্রেরণ করুন—বিনিবিষ্ট করান। [দেবভাবের দ্বারা আমরা যেন সৎকর্মপরায়ণ হই] ॥ ১০ ॥

বলৈশ্বর্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব—সদাকাল আমাদের আশীর্বাদক মঙ্গল-অভিলাষী হোন; এবং আমরা অকুটিলগতি সরল সৎপথ-অবলম্বী হয়ে যেন সৎকর্ম সম্পাদনা করি; তাতে, সেই কর্মের দ্বারা, মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক, বরুণদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেবতা, স্যন্দনশীল অর্থাৎ স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব, অন্নপ্রদাতা, ভূদেবতা এবং সত্ত্বভাবনিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদের রক্ষা করুন। [দেবশক্তি আমাদের মঙ্গলপ্রদ হোন; তার দ্বারা আমরা যেন সৎপথের অবলম্বী হই, এবং রক্ষা প্রাপ্ত হই।—পূর্ববর্তী মন্ত্রগুলির প্রার্থনার (ধ্রুবার) ভাব এখানেও আছে। তবে এই ঋকের প্রথম চরণের নূতন ভাবের সাথে এখানে এক অভিনব মর্ম গ্রহণ করা যায়—'আমরা যদি সরলভাবে সৎকর্মে প্রবৃত্ত থাকি, তাহলে সর্বদেবগণ বা সকল দেবভাবসমূহ আমাদের মধ্যে ক্রিয়াপর হয়ে আমাদের রক্ষা করেন—পরম পদে পৌঁছিয়ে দেন'] ॥ ১১ ॥

টীকা — এই সূক্তের সকল ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তার দ্বারা ইন্দ্রদেব-সম্বন্ধে বিভিন্ন বিপরীত ভাবের দ্যোতনা দেখা যায়। তার দ্বারা তাঁকে মানুষ ব'লেও মনে হয়, আবার মানুষের অতীত বস্তু ব'লেও প্রতীতি জন্মায়। একবার বলা হচ্ছে,—তিনি রথে আরোহণ ক'রে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করেন, ধন বিতরণ করেন; আবার বলা হচ্ছে,—আকাশ পৃথিবী অন্তরীক্ষ তাঁর বপু ধারণ ক'রে আছে; তিনি সকল জ্ঞানের আধার এবং সকল শক্তি তাঁতে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। এরকম হওয়ার কারণ সূক্তের ঋকগুলিতে ব্যবহৃত সমস্যাময় পদসমূহের যেমন ইচ্ছা অর্থে গ্রহণ ও বর্ণনা। 'সপ্ত মর্যাঃ' প্রসঙ্গে

জ্ঞান বা শক্তি এবং দ্যুলোকের (দিবি) সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা শক্তি যে পরস্পর একটু বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন হয়ে থাকে, তা সহজেই অনুমেয়। দু'রকম শক্তি বা জ্ঞানের ক্রিয়া দু'দিকে প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই দুই শক্তি বা জ্ঞান যখন সাধকের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়, তখন তারা এক হয়ে মিলে যায়। তখন আর দু'য়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। অর্থাৎ যে জ্ঞান বা শক্তি, পরাজ্ঞান থেকে—পরমাশক্তি থেকে, একটু পৃথক ব'লে প্রতীত হচ্ছিল, সাধকের সাথে সম্মিলনে তা পরমত্ব প্রাপ্ত হয়ে ওঠে—অমৃতত্ব লাভ করে। দুই শক্তির দ্বন্দ্ব—পতাকার মতো মিলন,—এরই প্রসঙ্গে, জ্ঞানের সাথে অজ্ঞানতার সংঘর্ষে, অসৎ-প্রবৃত্তির সাথে সৎ-প্রবৃত্তির সংগ্রামে, জ্ঞানের জয় বা প্রজ্ঞানের বিজয়কেতন উড্ডীয়মানের ভাব প্রকাশ পায়]॥১॥

সেই ভগবান্ ইহলোককে (মনুষ্যগণকে) ধারণ ক'রে আছেন—রক্ষা করছেন এবং বিস্তীর্ণ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বা উন্নত করছেন; তিনি বজ্রের দ্বারা (সত্ত্বভাব-রূপ আয়ুধের দ্বারা) অজ্ঞানতাসমূহকে বা রিপুগণকে হনন ক'রে সত্ত্বভাবসকলকে সৃষ্টি করছেন অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ বা জাগরিত ক'রে তুলছেন; [দেবত্বের সহায়ে মানুষেরা সুরক্ষিত উন্নতগতিপ্রাপ্ত এবং সত্ত্বভাবসম্পন্ন হন]; পরধনাধিকারী দেবতা, সৎকর্মসমূহের দ্বারা অর্থাৎ মনুষ্যগণকে সৎকর্মসম্পন্ন ক'রে, সর্পপ্রকৃতি রিপুকে হনন করেন, প্রভাবসম্পন্ন শত্রুকে বিদারণ করেন, এবং প্রতারক রিপুকে বিনাশ করেন। [দেবত্ব-সহায়ে ক্রূর, প্রভাব-সম্পন্ন ও প্রতারক রিপুকে আমরা বিমর্দন করতে সমর্থ হই]॥২॥

লোকগণের পালক, সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যের দ্বারা নিষ্পাদ্য কর্মের অনুরাগসম্পন্ন, সেই ভগবান্, দস্যু-সম্বন্ধীয় পুরসমূহকে অর্থাৎ রিপুবর্গের নিবাসভূত আশ্রয়-স্থান-সমূহকে উন্মূলিত বিধ্বস্ত ক'রে বিশেষরূপে অবস্থিতি করেন—হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার ক'রে থাকেন; [মন্ত্রাংশটি ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক। সৎকর্মসমূহে নিয়োজিত জনগণের প্রতি ভগবানের অশেষ করুণা পরিলক্ষিত, সৎকর্মকারিদের সকলরকম শত্রুকে ভগবান্ বিনাশ করেন]; শত্রুনাশের জন্য বজ্রধারী, বলৈশ্বর্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব। এই উপাসকের প্রার্থনা জ্ঞাত হয়ে, আপনি রিপু-বিমর্দকের নিমিত্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করুন; এবং এই প্রার্থনাকারী আমাকে আপনার অনুসারী ক'রে, আমার সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যকে ও জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন। [হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাকে সৎকর্মপরায়ণ ক'রে, জ্ঞান ও শক্তি প্রদান করুন]॥৩॥

পরমধনাধিকারী সেই দেবতা, উপাসকের নিমিত্ত স্মরণীয় তাঁর পরিত্রাণ সাধন-রূপ প্রসিদ্ধ যশকে, মনুষ্যগণের সম্বন্ধীয় এই দৃশ্যমান সত্য-ত্রেতা ইত্যাদি সকল কালসমূহে ধারণ ক'রে বিদ্যমান আছেন; [উপাসকের পরিত্রাণের জন্য দেবতা নিত্যকাল ক্রিয়াপরায়ণ রয়েছেন, লোকপরিত্রাণ সাধক কর্মে দেবতার কখনও বিরাম নেই]। সূর্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ লোকপ্রকাশক, রিপুবিমর্দনে বজ্রধারী দেবতা, শত্রুগণের বিনাশের নিমিত্ত গৃহসমীপ হ'তে নির্গত হয়ে—হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে উপাসকগণের মঙ্গলসাধনের জন্য নিত্যকাল যশঃ ধারণ ক'রে আছেন। [যখনই হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হয়, তখনই রিপুগণ বিমর্দিত হয় এবং দেবতার যশের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়]॥৪॥

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! এই শ্রেষ্ঠ বলৈশ্বর্যপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রসিদ্ধ নিত্য-পরিদৃশ্যমান মহিমাকে প্রভূত ও বিস্তীর্ণ দর্শন কর; [ইহজগতে সর্বত্র ভগবানের অসীম মহিমা প্রত্যক্ষ কর]; এবং তাঁর মহিমাকে সর্বথা অনুসরণ কর; [মন্ত্রাংশটি আত্ম-উদ্বোধক।—আমরা যেন সর্বদা ভগবানের মহিমাকে অনুধ্যান করি]; সেই ভগবান্ জ্ঞান-কিরণসমূহকে প্রাপ্ত করান; সেই ভগবান্

ব্যাপক জ্ঞানরশ্মিসমূহকে প্রাপ্ত করান; সেই ভগবান্ ঋষিকে অর্থাৎ ফলদাকাঙ্ক্ষা ঋষিদের ন্যায় কর্মফলের অবসানে প্রাপ্ত অবস্থা-সমূহকে অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক অবস্থা-সমূহকে প্রাপ্ত করান; সেই ভগবান্ বননীয় সম্ভজনীয় ধনসমূহকে প্রাপ্ত করান; অথবা,—হৃদয়-রূপ অরণ্যে স্থিত রিপুরূপ বৃক্ষাদিকে অর্থাৎ অজ্ঞানতামূলক কর্মসমূহকে বিনাশ করেন। [এই স্থলে ভগবানের পাঁচটি মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে।—ভগবানের অনুকম্পায় দেবত্বের সহায়তায়, আমরা জ্ঞানকিরণ লাভ করি, আমরা ব্যাপক জ্ঞানরশ্মি প্রাপ্ত হই—সর্বত্র ভগবানের বিভূতির বিষয় লক্ষ্য করতে পারি, আমাদের মোক্ষের অবস্থায় নিয়ে যায়, আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী করে, আমাদের পরম ধন প্রদান ক'রে থাকে] ॥ ৫ ॥

অশেষ সৎকর্মসাধক, অভীষ্টপূরক, বর্ষণসমর্থ—দানশীল, অবিতথ-বল-সত্য-স্বরূপ সেই দেবতার উদ্দেশে, শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তিকে) আমরা যেন সঞ্চার করি—হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করি, [দেবত্ব-লাভের জন্য আমরা যেন সত্ত্বের অনুসারী হই]; যে শত্রুবিমর্দক পৌর্যোপেত দেবতা, উপাসক অনুসারী জনকে আদর ক'রে অযজমান অপকর্মকারী বিরোধীর ন্যায় প্রতিকূল হয়ে, তাকে বিমর্দন করেন; সেই দেবতা জ্ঞান-রূপ ধনকে উপাসককে দানের জন্য, উপাসকের সমীপে গমন করেন অর্থাৎ উপাসককে প্রাপ্ত হন। [অপকর্মকারিগণের বিনাশের জন্য এবং সৎকর্মকারিগণের রক্ষার জন্য দেবগণ সর্বদা নিরত আছেন। অথবা,—সেই প্রসিদ্ধ পৌর্যোপেত দেবতা, অনুসারী জনকে আদর ক'রে, অপকর্মকারীর বিরোধীর ন্যায় তার প্রতিকূল হয়ে, তাকে বিমর্দনপূর্বক, জ্ঞানরূপ ধনকে উপাসককে দানের জন্য তার প্রতি গমন করেন, অর্থাৎ তাকে প্রাপ্ত হন; অশেষ-সৎকর্মকারী অভীষ্টপূরক দানশীল সত্যস্বরূপ অবিতথ-বলসম্পন্ন সেই দেবতার উদ্দেশে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তিকে) হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করি। [দেবত্বলাভের জন্য আমরা যেন সৎকর্মের অনুসারী হই।—ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে প্রকাশ,—পথ অবরোধকারী দস্যু যেমন পথিকের সর্বস্ব অপহরণ করে, ইন্দ্র তেমনই অযাজ্ঞিকদের ধন অপহরণ ক'রে যাজ্ঞিকদের প্রদান করেন।—এমন অর্থ অবশ্যই বিভ্রান্তিকর; কারণ অযাজ্ঞিক অপকর্মকারীর অর্থাৎ পাপীর ধন—পাপ। দেবতা কি কখনও পাপীর পাপ অপহরণ ক'রে নিয়ে পুণ্যাত্মাকে তা দান করতে পারেন? প্রকৃতপক্ষে এখানকার মর্ম এই যে,—দেবভাবের উদয়ে অসৎ-বৃত্তি বা অসুরভাবসমূহ বিমর্দিত হয়। তা-ই অপকর্মকারীর পরিপন্থী—তার প্রতিই দেবতার বিরূপতা] ॥ ৬ ॥

হে বলৈশ্বর্যের অধিপতি ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সেই প্রসিদ্ধ সৎকর্মসাধনসামর্থ্যকে আপনিই প্রখ্যাত করেন; যেহেতু সত্ত্ব-রূপ আয়ুধের দ্বারা মদোন্মত্ত সর্প-প্রকৃতি রিপুকে আপনি প্রবুদ্ধ করেন—সৎ-মার্গ দর্শন করান; (ভাব এই যে,—রিপুগণকে সৎপথে প্রবর্তনের দ্বারাই ভগবানের মহিমা প্রকাশ পায়); আনন্দপ্রদ ঊর্ধ্বগমন-সামর্থ্যরূপ আপনাকে অনুসরণ ক'রে সৎ-বৃত্তি সমূহ পরমানন্দ লাভ করে এবং সকল দেবভাব-সমূহ—সৎ-গুণনিবহ আপনাকে অনুসরণ ক'রে পরমানন্দ লাভ করে; (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুসারী চিত্তবৃত্তিসমূহ এবং সৎগুণনিবহ সর্বদা আনন্দে নিমগ্ন থাকে। [দেবতার প্রভাবে হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হ'লে, ঘোর-পাপাচার-রত জনগণও সৎকর্মে প্রবৃত্ত হয়। এটাই দেবতার মাহাত্ম্য—এটাই দেবভাবের বিশেষত্ব। আবার, আমরা যদি অনুসারী হই, ভগবানের কার্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হই, চিত্তবৃত্তিসমূহকে সৎকর্ম-সাধনে অনুপ্রাণিত করতে পারি; আর তার দ্বারা হৃদয়ে যদি সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, দেবভাবের অনুপ্রেরণায় হৃদয় যদি উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে আনন্দময় দেবতার অপার অনুগ্রহ লাভে আমরা সমর্থ হব] ॥ ৭ ॥

বলৈশ্বর্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে অবস্থায় আপনি অগ্নিরূপ ক্ষিপ্রকর্মকারী পাপের আশ্রয়স্থানসমূহকে অর্থাৎ অসৎ-কর্মসকলকে বিনাশ ক'রে থাকেন, তখন সত্ত্বগোধক পাপদের কুৎসিতকর্মকারক অজ্ঞানতারূপ অসুরকে নাশ ক'রে থাকেন; (ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের সেই অবস্থা প্রাপ্ত করুন); তা হ'তে অর্থাৎ সেই কর্মের দ্বারা সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেবতা, স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সত্ত্বভাবনিলয় দ্যুদেবতা আমাদের রক্ষা করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সকল দেবগণ আমাদের রক্ষক হোন)। [এই মন্ত্রের প্রথম চরণে হৃদয়ে অসৎ-বৃত্তির নাশের জন্য এবং দ্বিতীয় চরণে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের পরিবৃদ্ধির জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে] ॥ ৮ ॥

টীকা — এই সূক্তে প্রতি ঋকই প্রহেলিকা-পূর্ণ। কোন্ ঋকে কার সম্বন্ধে যে কি ভাব ব্যক্ত হয়েছে, সহসা তা বোঝবার উপায় নেই। বিশেষতঃ পূর্ববর্তী ভাষ্যে ও ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে কোনও কোনও অংশের ভাবে অধিকতর জটিলতা আনয়ন করা হয়েছে। সাধারণভাবে প্রচলিত ব্যাখ্যায় দৃষ্টিপাত করলে মানুষের সাথে মানুষের, আর্যদের সাথে অনার্যদের (বা দেবতা ও অসুরের) একটি যুদ্ধের বিষয় ঘোষণা হয়। কারণ, 'ইন্দ্রিয়ং' এবং 'অহিং' 'রৌহিণং' ও 'ব্যংসং' পদগুলি তাতে কোথাও বা মেঘ-সম্বন্ধে ঐ সকল পদের অর্থ পরিগৃহীত হয়েছে, কোথাও বা ঐ সকল পদ অসুরদিগেরের নাম-বাচক ব'লে প্রকাশ পেয়েছে; এবং বলা বাহুল্য, অনেক কল্পিত কাহিনীরও সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। যদিও স্থানে স্থানে উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়নি।

◆ ◆

— ১০৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র কুৎস। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যোনিষ্ট ইন্দ্র নিষদে অকারি তমা নি ষীদ স্বানো নার্বা।
বিমুচ্যা বয়োঽবসায়াশ্বান্দোষা বস্তোর্বহীয়সঃ প্রপিত্বে॥ ১ ॥
ও ত্যে নর ইন্দ্রমূতয়ে গুর্নূ চিত্তান্ৎসদ্যো অধ্বনো জগম্যাৎ।
দেবাসো মন্যুং দাসস্য শ্চম্নন্তে ন আ বক্ষন্‌ৎসুবিতায় বর্ণম্॥ ২ ॥
অব ত্মনা ভরতে কেতবেদা অব ত্মনা ভরতে ফেনমুদন্।
ক্ষীরেণ স্নাতঃ কুয়বস্য যোষে হতে তে স্যাতাং প্রবণে শিফায়াঃ॥ ৩ ॥
যুযোপ নাভিরুপরস্যায়োঃ প্র পূর্বাভিস্তিরতে রাষ্টি শূরঃ।
অঞ্জসী কুলিশী বীরপত্নী পয়ো হিন্বানা উদভির্ভরন্তে॥ ৪ ॥
প্রতি যৎস্যা নীথাদর্শি দস্যোরোকো নাচ্ছা সদনং জানতী গাৎ।
অধ স্মা নো মঘবঞ্চর্কৃতাদিন্মা নো মঘেব নিষ্ষপী পরা দাঃ॥ ৫ ॥
স ত্বং ন ইন্দ্র সূর্যে সো অপ্স্বনাগাস্ত্ব আ ভজ জীবশংসে।
মান্তরাং ভুজমা রীরিষো নঃ শ্রদ্ধিতং তে মহত ইন্দ্রিয়ায়॥ ৬ ॥

অধা মন্যে শ্রত্তে অস্মা অধায়ি বৃষা চোদস্ব মহতে ধনায়।
মা নো অকৃতে পুরুহূত যোনাবিন্দ্র ক্ষুধ্যদ্ভ্যো বয় আসুতিং দাঃ ॥ ৭ ॥
মা নো বধীরিন্দ্র মা পরা দা মা নঃ প্রিয়া ভোজনানি প্র মোষীঃ।
আণ্ডা মা নো মঘবঞ্ছক্র নির্ভেন্মা নঃ পাত্রা ভেৎসহজানুষাণি ॥ ৮ ॥
অর্বাঙেহি সোমকামং ত্বাহুরয়ং সুতস্তস্য পিবা মদায়।
উরুব্যচা জঠর আ বৃষস্ব পিতেব নঃ শৃণুহি হূয়মানঃ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — বলৈশ্বর্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার অধিষ্ঠানের জন্য হৃদয়ে যেন স্থান করতে পারি, অর্থাৎ হৃদয়ে যেন স্থান রাখতে সমর্থ হই; অশ্ব যেমন ক্ষিপ্রগামী, তেমনই ক্ষিপ্রগতিতে আগমন ক'রে সেই স্থানে (হৃদয়ে) আপনি সর্বতোভাবে অবস্থান করুন, এবং আমাদের সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যকে রিপুগণের প্রতিবন্ধক হ'তে মুক্ত ক'রে রক্ষা করুন—আপনি তাতে অবস্থান করুন, এবং রাত্রিদিন সর্বকাল সৎকর্মের বাহক ব্যাপক-জ্ঞাননিবহকে প্রতিবন্ধক হ'তে মোচন ক'রে রক্ষা করুন—আপনি তাতে অবস্থান করুন। [আমাদের হৃদয়ে দেবতার স্থান হোক, দেবতার কৃপায় আমাদের শক্তি ও জ্ঞান বাধা-বিমুক্ত হোক]। ॥ ১ ॥

সেই প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ নেতৃগণ—জ্ঞানিগণ, মনুষ্যগণের উদ্ধারের জন্য, বলৈশ্বর্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অনুসারী হন; দেবতা, বিলম্ব-ব্যতিরেকে ত্বরায়, সেই জ্ঞানিগণের উপলব্ধির বর্ত্ম-সমূহকে (মোক্ষের উপায় সমূহকে) আমাদের প্রাপ্ত করান; [দেবতার কৃপায় মহাজনগণের অনুসৃত পথ যেন আমরা পাই]; দেবগণ—দীপ্তিদানাদি-গুণবিশিষ্ট সৎকর্মকারী রিপুর হিংসাকে দূর করুন, অপিচ, সেই দেবগণ বা দেবভাবনিবহ সুষ্ঠুপ্রাপ্তব্য কর্মে ঐশ্বর্য আনয়ন করুন। [দেবের কৃপায় আমরা যেন রিপুর দমনে সমর্থ হই এবং আমাদের কর্ম ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হোক]। ॥ ২ ॥

সৎকর্মের সন্ধানবেত্তা অর্থাৎ জ্ঞানী, আত্মকর্মের দ্বারা পুষ্টিকে বা মঙ্গলকে প্রাপ্ত হন, আর, সৎকর্মের দ্বারা সত্ত্বভাবে নিমজ্জিত হয়ে, তার অংশকে ইহলোকে বিস্তার করেন, [জ্ঞানী তাঁর আপন কর্মের প্রভাবে নিজের পরিত্রাণ-সাধন করেন, এবং লোকসমূহকে উদ্ধার করেন]; অপকর্ম-সমূহের অর্থাৎ অপকর্মের সহধর্মিণীদ্বয় অর্থাৎ রজঃ তমঃ-রূপ কর্মদ্বয় শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা বর্জিত হোক, আর, সেই কর্মরূপ সহধর্মিণীদ্বয় সত্ত্বের সান্নিধ্যে যেন নিধন প্রাপ্ত হয়। [অপকর্মকারীর রজঃ ও তমঃ সম্বন্ধযুত কর্মদ্বয় সত্ত্বের সম্মিলনে লয়প্রাপ্ত হোক]। ॥ ৩ ॥

লোকসমূহের উপরে বিদ্যমান অর্থাৎ সকলের পরিচালক, সকলের আদ্যস্থানীয় ভগবানের রশ্মি—বিশ্বকে বিমোহিত ক'রে রেখেছে; শৌর্যোপেত অর্থাৎ সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য সম্পন্ন মনুষ্য, পূর্বকৃত অথবা নিত্যকৃত ক্রিয়াসমূহের দ্বারা, প্রকর্ষের সাথে মোহ হ'তে উত্তীর্ণ হন, অর্থাৎ ভগবানের নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে পারেন, এবং নিজেই দীপ্তিমান্ হন, অর্থাৎ আত্মকর্মের দ্বারাই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন; [ভগবানের প্রভাব অচিন্তনীয়, সাধুগণ তাঁর স্বরূপ জেনে ভগবানের কার্যে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন]; কল্যাণাবলম্বী, কুটিলতানাশক, সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যসম্পন্নের পালক, এমন তিনরকম ক্রিয়া অথবা সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সামঞ্জস্যকারক সৎ-বৃত্তিসকল, অমঙ্গলদূরকারী, অনুসরণকারীদের প্রীত রেখে, সত্ত্বভাবের প্রবাহসমূহের দ্বারা, তাদের পোষণ করেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-সম্বন্ধীয় তিনরকমের সৎক্রিয়া বা সৎ-বৃত্তিসমূহ মানুষদের পরিত্রাণ ক'রে

[illegible] ১০৩সূ]

[illegible] ইন্দ্রদেব! অপকর্মযুক্ত অর্থাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধশূন্য গৃহে আমাদের স্থাপন করবেন না; অপিচ, [illegible] জন্য আকাঙ্ক্ষিত আমাদের অন্ন, বল বা সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য এবং পেয় অর্থাৎ [illegible] প্রদান করুন। [আমরা যেন কখনও অপকর্মকারী না হই, অপিচ, ভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্তির [illegible] দ্বারা যেন পরমধন লাভ করি] ॥ ৭ ॥

[illegible] অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের বধ করবেন না; অর্থাৎ সদাকাল রক্ষা [illegible] এবং আমাদের পরিত্যাগ করবেন না, অর্থাৎ আমাদের আশ্রয়-দান করুন; অপিচ, [illegible] উপভোগ্য ধনসমূহকে (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদিকে) অপহরণ করবেন না; [illegible] প্রদান করুন। পরমৈশ্বর্যশালিন্ সর্বকার্য-সমর্থ হে দেব! আমাদের হৃদয়ে বীজ-রূপ [illegible] সমূহকে বিচ্ছিন্ন করবেন না; অর্থাৎ সর্বদা রক্ষা করুন; আর, আমাদের সদ্যোৎপন্ন [illegible] আগত ঊর্ধ্বগমন-সমর্থ ভগবৎ-প্রাপক কর্মসমূহকে বিনাশ করবেন না; অর্থাৎ [illegible] পরিবৃদ্ধি করুন। [হে ভগবন্! কৃপা ক'রে এমন বিধান করুন—যেন আমাদের রিপুগণ [illegible] হয়, এবং আমরাও আপনার সান্নিধ্য লাভ করি] ॥ ৮ ॥

[illegible] ভগবন্! আপনি আমাদের অভিমুখী হয়ে আগমন করুন; শুদ্ধসত্ত্বের অভিলাষী আপনাকে [illegible] আহ্বান ক'রে থাকেন; আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম শুদ্ধসত্ত্ব-সংযুত ও বিশুদ্ধ হোক; এবং [illegible] আনন্দ-বৃদ্ধির জন্য, সেই কর্মের অংশকে অর্থাৎ কর্মকে আপনি গ্রহণ করুন। অপিচ, হে [illegible] সর্বব্যাপক হয়ে আমাদের সকলের অন্তরে সর্বতোভাবে আপনি কামনাসমূহের বর্ষক হোন; [illegible] বিশ্বব্যাপক কৃপায় আমাদের সকলের অভিলাষ পূর্ণ হোক]; এবং আমাদের দ্বারা আহূত [illegible] পিতা যেমন পুত্রের প্রার্থনা শ্রবণ করেন তেমনই, আপনি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন— [illegible] অভিলাষ পূরণ করুন। [হে ভগবন্! আমাদের সত্ত্বসমন্বিত ক'রে, আপনি আমাদের [illegible] পূর্ণ করুন।— প্রচলিত ব্যাখ্যায় সকলেই 'সোমকামং' পদ উপলক্ষে সোমরস-রূপ মাদক [illegible] জন্য ইন্দ্রকে লালায়িত হ'তে দেখেছেন; তার সঙ্গে 'মদায়' পদ যেন সোনায় সোহাগা [illegible] প্রকৃতপক্ষে 'সোমকামং' পদে শুদ্ধসত্ত্বের অভিলাষী—দেবভাবের বা সৎকর্মের [illegible] অর্থই নির্দিষ্ট হয়। 'মদায়' পদে আমাদের আনন্দ-বর্ধনের জন্য অর্থেই সঙ্গতি দেখা [illegible] দেবতার 'বৃষা' নাম অভীষ্ট-পূরণের অর্থেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে, সুতরাং ঐ পদে [illegible] অভীষ্টপূর্ণকারী হোন' এমন অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত] ॥ ৯ ॥

টীকা — দেবতা, ছন্দ সবই পূর্বের মতো। সুতরাং এই সূক্তের মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে সমস্যা রয়েই গেছে। [illegible] ব্যাখ্যাসমূহে বলা হয়েছে—পঞ্চনদ প্রদেশে আর্য দেবগণের সাথে অনার্য অসুরদের সংঘর্ষ [illegible] চতুর্থ মন্ত্রের 'অভূমী', 'কুলিশী' ও 'বীরপত্নী' এবং তৃতীয় মন্ত্রের 'শিফা' শব্দগুলি উপলক্ষে [illegible] নদ-বিশেষকে বুঝিয়েছে ব'লে অনেকে সিদ্ধান্ত ক'রে গেছেন। এইরকম কোন কোন পদ [illegible] অসুরের নাম সন্ধান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই অসুর জলের মধ্যে বাস করত, এমন [illegible] হয়েছে। আবার, কোন কোন ব্যাখ্যাকার, কোনও কোনও মন্ত্রে মেঘ ও বৃষ্টির প্রসঙ্গ রূপকে [illegible] ব'লেও নির্দেশ ক'রে গেছেন। আশ্চর্যের কথা, মন্ত্রার্থে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষার দিকে কেউই [illegible]। এমনকি কোনও কোনও স্থলে ব্যাখ্যায় ইন্দ্রদেবের নৃশংসতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে [illegible] ইত্যাদিতে ইন্দ্র যে সোমরস মাদকদ্রব্য পানের জন্য লালায়িত আছেন—সে [illegible]।

◆ ◆

— ১০৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : আঙ্গিরাপুত্র কুৎস। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।
ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ১॥
অর্থমিদ্বা উ অর্থিন আ জায়া যুবতে পতিম্।
তুঞ্জাতে বৃষ্ণ্যং পয়ঃ পরিদায় রসং দুহে বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ২॥
মো ষু দেবা অদঃ স্বরব পাদি দিবস্পরি।
মা সোম্যস্য শম্ভুবঃ শূনে ভূম কদা চন বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ৩॥
যজ্ঞং পৃচ্ছাম্যবমং স তদ্দূতো বি বোচতি।
ক্ব ঋতং পূর্ব্যং গতং কস্তদ্বিভর্তি নূতনো বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ৪॥
অমী যে দেবাঃ স্থন ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ।
কদ্ব ঋতং কদনৃতং ক্ব প্রত্না ব আহুতির্বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ৫॥
কদ্ব ঋতস্য ধর্ণসি কদ্বরুণস্য চক্ষণম্।
কদর্যম্ণো মহস্পথাতি ক্রামেম দূঢ্যো বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ৬॥
অহং সো অস্মি যঃ পুরা সুতে বদামি কানি চিৎ।
তং মাং ব্যন্ত্যাধ্যো বৃকো ন তৃষ্ণজং মৃগং বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ৭॥
সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ।
মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারম্।
তে শতক্রতো বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ৮॥
অমী যে সপ্ত রশ্ময়স্তত্রা মে নাভিরাততা।
ত্রিতস্তদ্বেদাপ্ত্যঃ স জামিত্বায় রেভতি বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ৯॥
অমী যে পঞ্চোক্ষণো মধ্যে তস্থুর্মহো দিবঃ।
দেবত্রা নু প্রবাচ্যং সধ্রীচীনা নি বাবৃতুর্বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ১০॥
সুপর্ণা এত আসতে মধ্য আরোধনে দিবঃ।
তে সেধন্তি পথো বৃকং তরন্তং যহ্বতীরপো বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ১১॥
নব্যং তদুক্থ্যং হিতং দেবাসঃ সুপ্রবাচনম্।
ঋতমর্ষন্তি সিন্ধবঃ সত্যং তাতান সূর্যো বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ১২॥
অগ্নে তব ত্যদুক্থ্যং দেবেষ্বস্ত্যাপ্যম্।
স নঃ সত্তো মনুষ্বদা দেবান্যক্ষি বিদুষ্টরো বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ১৩॥

সত্রো হোতা মনুষ্বদা দেবা আচ্ছা বিদুষ্টরঃ।
অগ্নির্হব্যা সুষূদতি দেবো দেবেষু মেধিরো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মা কৃণোতি বরুণো গাতুবিদং তমীমহে।
ব্যূর্ণোতি হৃদা মতিং নব্যো জায়তামৃতং বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১৫ ॥
অসৌ যঃ পন্থা আদিত্যো দিবি প্রবাচ্যং কৃতঃ।
ন স দেবা অতিক্রমে তং মর্তাসো ন পশ্যথ বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১৬ ॥
ত্রিতঃ কূপেঽবহিতো দেবান্ হবত ঊতয়ে।
তচ্ছুশ্রাব বৃহস্পতিঃ কৃণ্বন্নংহূরণাদুরু বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১৭ ॥
অরুণো মা সকৃদ্বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ হি।
উজ্জিহীতে নিচায্যা তষ্টেব পৃষ্ট্যাময়ী বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১৮ ॥
এনাঙ্গূষেণ বয়মিন্দ্রবন্তোঽভি ষ্যাম বৃজনে সর্ববীরাঃ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১৯ ॥

মন্ত্রার্থ — সত্ত্বভাব-সমূহের মধ্যে বর্তমান শোভনগতিবিশিষ্ট অর্থাৎ উৎকর্ষসাধন-সমর্থ, শুদ্ধজ্ঞানকিরণ,—দ্যুলোকে সত্ত্বনিলয় স্বর্গে, সর্বতোভাবে গমন করে—মনুষ্যবর্গকে নিয়ে যায়। পরমহিতসাধক জ্যোতিঃস্বরূপ দেবগণ! আপনাদের গমনাগমনের তত্ত্বকে অর্থাৎ, আপনাদের প্রাপ্তির উপায়-রূপ কর্মকে আমাদের ইন্দ্রিয়সকল অবগত নয়। হে দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ দ্যুলোক ও ভূলোক সম্বন্ধীয় দেবগণ! আমার অজ্ঞানতা-রূপ এই দুঃখের কারণকে অবগত হোন—অবগত হয়ে এই দুঃখকে দূর করুন। [সৎকর্ম-সঞ্জাত জ্ঞান পরিত্রাণ-সাধক হয়, এ তত্ত্ব কিন্তু ইন্দ্রিয়সকল অনুভব করে না। হে দেবগণ! আপনাদের প্রাপ্তির উপায় অর্থাৎ ঐ তত্ত্ব আমাদের জানিয়ে দিন। —এই সূক্তের মন্ত্রগুলি বিশ্বদেবগণ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত, মন্ত্রগুলিতে সমস্ত দেবতাকে বা দেবভাব-সমূহকে আবাহন করা হয়েছে] ॥ ১ ॥

হে দেবগণ! আপনাদের কৃপায় ধনাভিলাষী অবশ্যই ধন প্রাপ্ত হয়, এবং সহধর্মিণী পতিকে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়; আপনাদের অভীষ্টবর্ষক শুদ্ধসত্ত্ব, উপাসকগণকে রক্ষা করে; বিপন্ন অবস্থায় পতিত হয়ে, আমি আপনাদের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করছি, এই দ্যুলোক ও ভূলোকস্থিত সকল দেবগণ! আমার দুঃখের কারণকে আপনারা অবগত হোন—অবগত হয়ে তাকে দূর করুন। [হে দেবগণ! আপনাদের অনুকম্পায় ইহজগতে সকলে অজ্ঞানতারূপ ঘোরান্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে রক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে, অকিঞ্চন আমার প্রতি একবার কৃপাপরায়ণ হোন; অর্থাৎ আপনার কৃপায়, সদ্ভাব লাভ ক'রে আমি যেন আপনাতেই লীন হয়ে যাই] ॥ ২ ॥

হে দেবগণ (দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহ)! আপনাদের প্রভাবে স্বর্গের সেই জ্ঞান বা শুদ্ধসত্ত্ব স্বর্গ হ'তে এসে আমাতে কি কখনও পতিত হবে না?—কখনও কি আমি তা পাব না? [দেবত্বের প্রভাবে আমাতে সত্ত্বভাব বা জ্ঞান সঞ্চারিত হোক]; সুখজনক সত্ত্বভাবের পরিবর্ধনে কখনও কি আমি সমর্থ হব না? [দেবতার সমীপে আমি সুখজনক সত্ত্বভাব যাচ্ঞা করছি]; হে দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই দুঃখের বা শোকের কারণ আপনারা অবগত হোন,—অবগত হয়ে সেই দুঃখকে দূর করুন। [সেই দেবগণের অর্থাৎ দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহের

প্রভাবে আমার হৃদয়ে স্বর্গীয় শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হোক। এ ছাড়া আমার আর কিছু প্রার্থনা নেই] ॥৩॥

হে দেবগণ (অথবা, —হে জ্ঞানদেব)! আদিভূত শ্রেষ্ঠ সংকর্মকে (সংকর্মের স্বরূপকে) জানতে ইচ্ছা করি; দেবগণের অথবা দেবভাবসমূহের মিলন-সাধক যজ্ঞ বা সংকর্ম (অথবা, জ্ঞানদেব) সেই তত্ত্ব বিশেষ ভাবে জ্ঞাপন করেন; [কর্মের তত্ত্ব জানবার ইচ্ছা করছি, আমার কর্ম অথবা জ্ঞান তা আমাকে জ্ঞাপন করুন]; সনাতন নিত্য বা সংকর্ম—এখন কোথায় অবস্থিতি করছেন? সেই সত্যকে বা সংকর্মকে নব্যপ্রাধান্যসম্পন্ন কোন্ রিপু ধারণ ক'রে আছে—বাধা প্রদান করছে? [কোথায় বাধা প্রাপ্ত হয়ে সত্য লুক্কায়িত সেই তত্ত্ব আমার অধিগত হোক]; হে দ্যাবাপৃথিবী (দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ)! আমার এই দুঃখের বা ক্ষোভের কারণ আপনারা অবগত হোন—অবগত হয়ে সেই দুঃখকে দূর করুন। [দেবগণ কর্মতত্ত্ব আমার অধিগত করিয়ে আমাকে সংকর্মে অম্বিত করুন] ॥৪॥

হে দেবগণ (দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহ)! তিনলোকের মধ্যে (অথবা, তিন গুণের মধ্যে প্রসিদ্ধ) আপনারা যেখানে অবস্থিতি করেন, স্বর্গের প্রভায় সে স্থান বিদ্যমান থাকে; [যেখানে দেবতা বর্তমান আছে, সেখানেই স্বর্গ—এটাই অভিহিত হয়]; হে দেবগণ! আপনাদের সম্বন্ধীয় সত্য কোথায় গেল? এবং, অসত্য কোথা হ'তে এল? অপিচ, আপনাদের সম্বন্ধীয় সনাতন নিত্য সংকর্ম কোথায় গেল? [ইহজগতে অসত্যের বা অপকর্মের প্রভাব পরিদৃষ্ট হচ্ছে; আমাকে সত্যের ও সংকর্মের তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন]; হে দ্যুলোক ও ভূলোক-সম্বন্ধীয় দেবগণ! আমার এই দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হোন—অবগত হয়ে তা দূর করুন। [হে দেবগণ! আমাকে জ্ঞান এবং সংকর্ম সাধনসামর্থ্য প্রদান করুন, কারণ সংকর্মই দুঃখার্ণব থেকে পরিত্রাণের উপায়] ॥৫॥

হে দেবগণ! আপনাদের সম্বন্ধীয় সত্যের বা সংকর্মের ধারণ অর্থাৎ সম্পাদন কোথায় গেল? [দেবভাবের অভাবে সংকর্ম-সম্পাদনে চিত্ত আর বিনিবিষ্ট হয় না]; অভীষ্টবর্ষক বরুণদেবের অনুগ্রহ-দৃষ্টির দর্শন অর্থাৎ আপনা-আপনি উৎসারিত অনুগত কোথায় গেল? [নিজের অপকর্মের দ্বারা দেবতার কৃপালাভে আমি বঞ্চিত আছি]; মহানুভাব গতিকারক অর্যমা দেবতার প্রদর্শিত পথের দ্বারা ইষ্টদেব-প্রাপণ অর্থাৎ অভীষ্টসিদ্ধি কোথায় গেল? [সেই দেবতা আমার কর্মের দোষে আমাকে আর পথ-প্রদর্শন করেন না]; হে দেবগণ! কুপথপ্রাপক রিপুগণকে যেন আপনাদের কৃপায় অতিক্রম করতে পারি; [দেবত্বের প্রভাবে আমাতে রিপুদমনের সামর্থ্য আসুক]; হে দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আপনারা আমার এই দুঃখের কারণ অবগত হোন—অবগত হয়ে তা দূর করুন। [দেবগণের অনুকম্পায় আমার সকল দুঃখ অপগত হোক] ॥৬॥

সেই ব্রহ্ম (দেবতা) নিত্যকাল বিশুদ্ধ সংকর্মে বিদ্যমান আছেন, প্রার্থনাকারী আমি সেই ব্রহ্ম (দেবতা) হই; কিন্তু কোন্ কর্ম সকলকে নির্দেশ করব—যে কর্মফলে সেইমতো ব্রহ্ম-অঙ্গীভূত আমাকে ব্যাঘ্র যেমন পিপাসিত মৃগকে পথে প্রাপ্ত হয়ে আক্রমণ করে তেমন, দুঃখনিবহ বিদারণ করছে? [যদিও আমি ব্রহ্মের অঙ্গীভূত, কিন্তু তৃষ্ণামূলক কর্ম আমার দুঃখের হেতুভূত হয়েছে]; হে দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হোন,—অবগত হয়ে সেই দুঃখকে দূর করুন। [হে দেবগণ! আমার দুঃখমূল তৃষ্ণা (বিষয়-বাসনা ইত্যাদি) দূর হয়ে যাক] ॥৭॥

আমার পার্শ্বস্থিত অস্ত্র—কর্মরূপ নিত্যসহচর আয়ুধ, সপত্নীর ন্যায় অর্থাৎ সপত্নী যেমন স্বামীকে

[illegible] পেয়ে তাকে উৎপীড়ন করে তেমন, আমাকে সম্যক্ পীড়ন করছে, অশেষ-সৎকর্মকারক [illegible] দেব। মূষিকগণ যেমন অন্নরসে লিপ্ত সূত্রসমূহকে ভক্ষণ করে তেমন, দুঃখনিবহ আমাকে ভক্ষণ করছে; [তৃষ্ণার মূলীভূত কর্ম আমার সহচর হয়ে আমাকে বিদারণ করছে]; হে দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই কর্মরূপ দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হোন,—অবগত হয়ে সেই দুঃখকে দূর করুন। [হে দেবগণ! আপনাদের অনুকম্পায় আমার তৃষ্ণামূল কর্ম উচ্ছিন্ন হোক—[illegible] মানুষের তৃষ্ণা বা বাসনা-কামনা কিছুতেই মেটে না। ঐহিক ধনলাভ-রূপ লালসায় মানুষ [illegible] অপকর্মে নিযুক্ত হয়ে প্রতিনিয়ত পাপপঙ্কে নিমগ্ন হচ্ছে। শতের অধিস্বামী সহস্রের জন্য [illegible], সহস্রের অধিস্বামী লক্ষের জন্য আকুল—এমনই হয়। বাঞ্ছনীয় স্বর্গের জন্য বাসনান্বিত [illegible] বশে দেহ, সামর্থ্য সবই ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তৃষ্ণা দিন দিন বেড়েই চলে। তৃষ্ণার বৃদ্ধ [illegible]—তাই প্রার্থনা,—আমার কর্ম ঐহিক লালসায় জড়ীভূত হয়ে আমাকে উৎপীড়িত করছে। সেই দেবগণ যেন আমার এই পাপময় ঐহিক লালসা উচ্ছিন্ন করেন। আমি যেন নিষ্কামভাবে কর্ম ক'রে যেতে পারি এবং সেই কর্মের ফলে ভগবানের তত্ত্ব অবগত হ'তে পারি] ॥ ৮ ॥

যে প্রসিদ্ধ নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত সপ্তলোকসম্বন্ধীয় জ্ঞানকিরণসমূহ বিদ্যমান আছে, সেই জ্ঞাননিবহে আমার অধিকার বিস্তৃত হোক; [যে জ্ঞান বিশ্বকে ব্যেপে বিদ্যমান আছে, সেই জ্ঞান আমাতে সঞ্চিত হোক]; সত্ত্ব-প্রাধান্যাবৃত, ত্রিগুণের সাম্য-অবস্থা-প্রাপ্ত সাধক সেই জ্ঞানকে (জ্ঞানমূলকে) বিশেষপ্রকারে জ্ঞাত আছেন; তেমনই সাধক শত্রুতার জন্য অর্থাৎ রিপুদমনের নিমিত্ত দেবগণকে আহ্বান করেন; [সাধুগণ জ্ঞানের অনুসরণ করেন, অসাধু আমি তা করি না—এটাই দুঃখ]; হে দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হোন,—অবগত হয়ে সেই দুঃখ দূর করুন। [সাধু বা জ্ঞানিগণের কথা স্বতন্ত্র। অজ্ঞান আমি, সত্ত্বভাববিহীন আমি, জ্ঞানের তত্ত্ব কিছুই জানি না, সত্ত্বভাবের মাহাত্ম্য বুঝি না। সেই দেবগণ আমার এই দুঃখকে অবগত হয়ে আমাকে দয়া ক'রে রিপুদমনের সামর্থ্য প্রদান করুন এবং আমাতে সত্ত্বভাবের বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের সঞ্চার হোক] ॥ ৯ ॥

প্রসিদ্ধ নিত্যপরিদৃশ্যমান কামাভিবর্ষক অভীষ্টপূরক ক্ষিতি-অপ-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চভূতাত্মক সকল দেবগণ, অথবা পঞ্চপ্রাণবায়ুরূপে অবস্থিত দেবগণ, মহৎ দ্যুলোকের মধ্যে, অর্থাৎ [illegible] স্বর্গের মধ্যে, অবস্থান করেন; সেই সকল দেবগণ ক্ষিপ্রগতিতে দেবভাবের উপজনের নিমিত্ত উচ্চারিত স্তোত্রের প্রতি এসে নিরন্তর অবস্থান করেন; হে দ্যাবাপৃথিবী—দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকল দেবগণ! আমার স্তোত্রবিহীন-রূপ এই দুঃখের কারণ অবগত হোন,—অবগত হয়ে সেই দুঃখ দূর করুন। [আমি ভক্তিবিহীন; দেবগণের সম্বন্ধীয় কর্ম করতেও অসমর্থ। সেই দেবগণ, (যাঁরা ভক্তির বল, তাঁরা) আমার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার ক'রে দিন; সৎকর্মের সাধনায় আমার প্রাণ জেগে উঠুক। অকিঞ্চন আমাতে, তাঁদের প্রভাবে, সত্ত্বভাবের সঞ্চার হোক। সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায় দেববর্গের উদ্বোধনায় আমার মনপ্রাণ মেতে উঠুক। সৎকর্মে অর্থাৎ ভগবৎ-কর্মে অপ্রবৃত্তিরূপ আমার দুঃখের কারণ অবগত হয়ে তাঁরা যেন তা দূর ক'রে দেন] ॥ ১০ ॥

নিত্যক্রিয়মাণ নিত্যপরিদৃশ্যমান শোভনগতিশীল ঊর্ধ্বনয়নসমর্থ কর্মনিবহ, দ্যুলোকের-স্বর্গের [illegible]-প্রদেশে অর্থাৎ সত্ত্বভাব ইত্যাদির মধ্যে নিত্যবিদ্যমান থাকে; সেই কর্মনিবহ মহৎ সদ্ভাবসমূহকে উন্মূলনকারী অর্থাৎ নাশকারী রিপুরূপ শ্বাপদকে (অজ্ঞানতা-রূপ ব্যাঘ্রকে) সদ্বৃত্তি-রূপ পথ হ'তে নিবারণ করে অর্থাৎ দূর ক'রে দেয়; হে দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল

দেবগণ। আমার এই দুঃখের (সত্ত্বভাবসমূহের অপ্রাপ্তিরূপ দুঃখের) কারণকে অবগত হোন,—অবগত হয়ে সেই দুঃখ দূর করুন। [হে দেবগণ! সৎকর্মহীন আমাকে সৎকর্মান্বিত ক'রে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত করান।—এখানে নিত্যসত্যতত্ত্বই প্রখ্যাপিত হয়েছে; অর্থাৎ যে কর্মের ফলে মনুষ্যের গতিমুক্তির পথ নিষ্কণ্টক হয়, মানুষ পরাগতি মোক্ষ লাভ করে, সেই সৎকর্ম স্বর্গ—সত্ত্বভাবের মধ্যে অবস্থান করে; অর্থাৎ সত্ত্বভাবের বা দেবভাবের নিলয় স্বর্গই সেই সৎকর্মের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। সৎকর্মপরায়ণ হ'তে পারলে, সৎকর্মসাধনে চিত্তকে বিনিবিষ্ট করতে পারলে, সৎকর্মই—সৎকর্মের প্রভাবেই, সত্ত্বভাবের দেবভাবের উন্মূলনকারী রিপুগণকে বিমর্দন করে; তার দ্বারা সত্ত্বভাবের বিঘ্নস্বরূপ অজ্ঞানতা-রূপ রিপুর প্রাবল্য প্রতিহত হয়ে যায়] ॥ ১১ ॥

হে দেবগণ (দীপ্তিমানাদি-গুণনিবহ)! অভিনবত্বসম্পন্ন চিরনূতন—প্রশস্য অর্থাৎ অনুসরণীয় সুফলদায়ক শক্তি আপনাদের মধ্যে নিহিত আছে; অথবা,—আপনাদের সম্বন্ধীয় শক্তি আমার মধ্যে নিহিত হোক; আপনাদের প্রভাবের দ্বারাই স্নেহপরায়ণ দেবগণ সত্যকে বা সৎকর্মকে প্রদান করেন এবং প্রজ্ঞানস্বরূপ সূর্যদেবতা স্বরূপতত্ত্ব বিজ্ঞাপন (প্রকাশ) করেন; হে দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই দেবভাবহীনতা-রূপ দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হোন,—অবগত হয়ে সেই দুঃখকে দূর করুন। [দেবভাবের শক্তি অশেষ, আমি দেবভাব-বিরহিত, অতএব কর্মের দ্বারা দেবগণ আমাকে দেবভাব প্রদান করুন।—যে শক্তি অভিনব, যে শক্তি চিরনূতন, সেই শক্তি দেবগণের মধ্যে—দীপ্তিমানাদি-গুণনিবহের মধ্যে নিহিত আছে। অনুসরণীয়, সুফলপ্রদ শক্তিও সেইভাবেই বিকাশমান আছে। সেই শক্তির প্রভাবেই সূর্যের উদয়াস্ত হচ্ছে, নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। সেই শক্তির প্রভাবেই, অর্থাৎ প্রজ্ঞান-সাহায্যে সত্যের এবং সৎকর্মের সন্ধান প্রাপ্ত হই, ইত্যাদি। আমি যেন সৎকর্মের অনুষ্ঠান ক'রে, অভিনব সেই শক্তিতে সম্পন্ন হয়ে, দেবগণের কৃপা লাভ করতে সমর্থ হই] ॥ ১২ ॥

হে জ্ঞানদেব! আপনার সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ সর্বাধিক প্রশস্য অর্থাৎ অনুসরণীয় সত্ত্বসমূহ যে দেবগণের মধ্যে—দীপ্তিমানাদি-গুণসমূহের মধ্যে বিদ্যমান আছে; তত্ত্বজ্ঞানপ্রধান প্রসিদ্ধ সেই আপনি, আমাদের কর্মসমূহে মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হয়ে অবস্থান করুন; এবং দীপ্তিমানাদি-গুণসমূহকে সর্বতোভাবে আমাদের মধ্যে আনয়ন করুন; দ্যুলোক ও ভূলোক-সম্বন্ধীয় হে সকল দেবগণ! আমার এই সৎ-গুণের অভাব-রূপ দুঃখের কারণকে আপনারা অবগত হোন—অবগত হয়ে সেই দুঃখকে দূর করুন। [জ্ঞানের উন্মেষের সাথে আমাতে সৎকর্মসাধনের সামর্থ্য আনয়ন করুন] ॥ ১৩ ॥

নিত্যশুদ্ধ তত্ত্বপ্রধান সেই জ্ঞানদেবতা (অগ্নি), মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত এবং দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী হয়ে, আমাদের অভিমুখে দীপ্তিমানাদি-গুণসমূহকে সর্বতোভাবে আনয়ন করেন, অথবা আনয়ন করুন, দীপ্তিমানাদি-গুণসমূহের মধ্যে প্রধান দীপ্তিমানাদি-গুণ-স্বরূপ সেই জ্ঞানদেবতা শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে প্রেরণ করেন, অথবা প্রেরণ করুন; দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এবং জ্ঞানের অভাব-রূপ দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হোন,—অবগত হয়ে সেই দুঃখকে দূর করুন। [জ্ঞানদেবতা আমার সৎকর্মের প্রবর্তক হোন] ॥ ১৪ ॥

অভীষ্টবর্ষক অনিষ্টনিবারক (বরুণ) দেবতা, ভগবানকে (প্রভুকে) প্রাপ্ত করেন—মোক্ষমার্গকে সম্পাদন করেন, সৎ-মার্গের প্রাপক দুঃখের নিবারক সেই প্রসিদ্ধ দেবতাকে আমরা প্রার্থনা করি; অভিনবত্বসম্পন্ন চিরনূতন সেই দেবতা হৃদয়ে সৎ-বৃত্তি প্রকাশ করেন; সেই দেবতা আমাদের মধ্যে সত্যকে বা সৎকর্মকে উৎপন্ন করুন—সঞ্জাত করুন; দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয়

সকল দেবতাগণ! আমার এই দেবানুগ্রহের অপ্রাপ্তি-রূপ দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হোন,—অবগত হয়ে সেই দুঃখ দূর করুন। [দেবতার যে কৃপায় সৎকর্মের অনুষ্ঠান ক'রে মানুষ পরাগতি লাভ করে, আমি সেই কৃপা প্রার্থনা করি।—পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে, অভীষ্টবর্ষক অনিষ্টনিবারক বরুণদেবতার কৃপালাভ করতে আমি অসমর্থ, তাই সৎকর্মের সাধনে আমার প্রবৃত্তি জন্মে না; এবং আমার গতিমুক্তির পথ কণ্টকাকীর্ণ হয়ে আছে। সকল দেবগণের অনুগ্রহে আমি যেন বরুণদেবতার কৃপা লাভ ক'রে সত্যের এবং সৎকর্মের সাধনা করতে সমর্থ হই]। ॥ ১৫ ॥

নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত অনন্তের অঙ্গীভূত জ্ঞানদেব, স্বর্গের পথস্বরূপ প্রকটিত হয়ে বিদ্যমান আছেন; হে দেবগণ (দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহ)! আপনাদের সাহায্য-ব্যতীত সে পথ কেউই অতিক্রম করতে অর্থাৎ সে পথে যেতে সমর্থ হয় না; সাধারণ মনুষ্যগণ সে পথ জানতে পারে না; দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই দেবানুগ্রহ-অপ্রাপ্তি-রূপ দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হোন,—অবগত হয়ে সেই দুঃখ দূর করুন। [জ্ঞানদেব (আদিত্য) আমাকে সৎ-মার্গ প্রদর্শন করুন]। ॥ ১৬ ॥

ত্রিগুণ-সাম্য-অবস্থা-প্রাপ্ত সাধক অজ্ঞানতার অন্ধকারে পাপে পতিত হ'লে, উদ্ধারের জন্য দীপ্তিদানাদি গুণনিবহকে (দেবগণকে বা দেবভাবসমূহকে) আহ্বান করেন (অনুসরণ করেন), [সাধুগণ কখনও যদি ভ্রমের বশে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হন, তথাপি দেবভাব-সমূহকে পরিত্যাগ করেন না]; সেই হেতু মহৎ দেবভাবসমূহের রক্ষক বৃহস্পতিদেবতা পাপ-রূপ অজ্ঞানতার সংস্পর্শ হ'তে উত্তরণ-পূর্বক, শোভনকর্মসম্পন্ন ক'রে, তাঁর আহ্বানকে শ্রবণ করেন; [সকল আপদে দেবগণ সাধুদের রক্ষা করেন এবং তাঁদের ইষ্টসাধন করেন]; দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই সাধুতা-বিরহিত-রূপ দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হোন,—অবগত হয়ে সেই দুঃখ দূর করুন। [হে দেবগণ! সকল অবস্থায় আমাকে দেবত্বের অনুসারী করুন।—ভাষ্যকার 'অবকূপাৎ' পদে 'পাপরূপাৎ অস্মাৎ কূপাৎ' এমন ভাবার্থ গ্রহণ করেছেন। এই অর্থ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, 'ত্রিত' কোন ঋষিবিশেষের নাম নয়। বলা বাহুল্য, এই কূপও প্রকৃতপক্ষে কোন কূপ নয়, অন্ধকারের বা অজ্ঞানতার বা পাপের কূপ]। ॥ ১৭ ॥

নবীন জ্ঞানকিরণ আমাকে সহচারী করুন; সৎ-মার্গে গমনকারী (সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ) আমাকে রিপু (অজ্ঞানতার অন্ধকার) আক্রমণ করেছে; তার জন্য ত্রাণকারী দেবতার ন্যায় বাধাবিঘ্নবর্জক বিপত্তিনাশক সেই দেবতা, আমাকে দেখে, ঊর্ধ্বে গমন করছেন অর্থাৎ আমাকে পরিত্যাগ করছেন; দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আপনারা আমার দেবানুগ্রহের অপ্রাপ্তি-রূপ এই দুঃখের কারণ অবগত হোন,—অবগত হয়ে সেই দুঃখকে দূর করুন। [এখানে 'অরুণঃ' পদে 'নবীন জ্ঞানকিরণ', 'সকৃৎ' পদে 'সহচারী', 'পথা যন্তং বৃকঃ দদর্শ হি' অংশে 'আমাকে সৎ-মার্গে গমন করতে দেখে অজ্ঞানতা-রূপ রিপু (কুকুর বা অরুণবর্ণ ব্যাঘ্র নয়) এসে আক্রমণ করেছে'—এমনভাবে ব্যাখ্যাই সঙ্গত। মূল কথা—অজ্ঞানতার আক্রমণে আমি দেবতার (নবীনকিরণ জ্ঞানদেবতার) অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত আছি, দেবগণ আমাকে রক্ষা করুন]। ॥ ১৮ ॥

এই প্রসিদ্ধ স্তোত্রের দ্বারা, বলৈশ্বর্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সহায়তায়, সকল সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য-সম্পন্ন হয়ে, রিপুগণের সাথে সংগ্রামে আমরা যেন রিপুগণকে বিমর্দন করতে সমর্থ হই; তা হ'তে অর্থাৎ সেই কর্মের দ্বারা সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব অনন্তস্বরূপ অদিতিদেবতা, স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সত্ত্বভাবের নিলয় দ্যুঃ-দেবতা

আমাদের রক্ষা করুন। [রিপুগণকে বিমর্দিত ক'রে সকল দেবতার বা দেবগণ আমাদের রক্ষা করুন।] ॥ ১৯ ॥

টীকা — মূলতঃ সায়নাচার্যের ব্যাখ্যাকে অনুসরণ ক'রে অপরাপর ব্যাখ্যাকারগণ সূক্তটির ঋষিরূপে আপ্ত্য ত্রিতের নামোল্লেখ করেছেন। ফলে এই সূক্তটির সম্বন্ধে একটি অলৌকিক উপাখ্যানের অবতারণা দেখা যায়।—একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন সহোদর ঋষি একদা মরুভূমি মধ্যে ভ্রমণকালে তৃষ্ণায় কাতর হয়েছিলেন। সেইসময় ত্রিত একটি কূপ দেখতে পান এবং সেই কূপ থেকে জল সংগ্রহ ক'রে নিজের এবং অপর দুই ভ্রাতার তৃষ্ণা দূর করেন। সেই উপকারের প্রতিদানে কুটিল-স্বভাব একত ও দ্বিত দু'জনে মিলে ত্রিতকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে শকট-চক্রের দ্বারা কূপের মুখ আবৃত ক'রে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ত্রিতের সকল সম্পদ দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে নেন। এইভাবে সূক্তের সূচনা ক'রে তারা ইত্যাদিতে বলা হয়েছে,—কূপের মধ্যে পতিত অবস্থায় ত্রিত, রাত্রিতে কূপের মধ্যে চন্দ্রের রশ্মিসমূহকে দেখে এই সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা দেবগণের তুষ্টিবিধান ক'রে কূপ থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত হন।—কি কারণে এমন উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছে, তা কেউই অনুধাবন না ক'রে আপ্তবাণী ঋষিদের কলঙ্ক আরোপ ক'রে মন্ত্রের অর্থ নির্দেশ ক'রে গেছেন। পুরাণে, রূপকে, একত, দ্বিত ও ত্রিতের যে উপাখ্যান আছে, সেই রূপক-তত্ত্ব উদ্ঘাটনের কোন চেষ্টাই কেউ করেননি।

◆ ◆

— ১০৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র, মিত্র ইত্যাদি। ঋষি : আঙ্গিরস কুৎস। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ।]

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমূতয়ে মারুতং শর্ধো অদিতিং হবামহে।
রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন॥ ১ ॥
ত আদিত্যা আগতা সর্বতাতয়ে ভূত দেবা বৃত্রতূর্যেষু শম্ভুবঃ।
রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন॥ ২ ॥
অবন্তু নঃ পিতরঃ সুপ্রবাচনা উত দেবী দেবপুত্রে ঋতাবৃধা।
রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন॥ ৩ ॥
নরাশংসং বাজিনং বাজয়ন্নিহ ক্ষয়দ্বীরং পূষণং সুম্নৈরীমহে।
রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন॥ ৪ ॥
বৃহস্পতে সদমিন্নঃ সুগং কৃধি শং যোর্যত্তে মনুর্হিতং তদীমহে।
রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন॥ ৫ ॥
ইন্দ্রং কুৎসো বৃত্রহণং শচীপতিং কাটে নিবাড়্হ ঋষিরহ্বদূতয়ে।
রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন॥ ৬ ॥
দেবৈর্নো দেব্যদিতির্নি পাতু দেবস্ত্রাতা ত্রায়তামপ্রযুচ্ছন্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ৭ ॥

আমাদের নির্গমন করিয়ে—উদ্ধার ক'রে পালন করুন। [সকল দেবগণ বা দেবভাব-সমূহ আমাদের রক্ষা করুন] ॥ ৪ ॥

হে বৃহস্পতি দেব! সকল সময়ে আমাদের মঙ্গলসাধন করুন; অপিচ, আপনার অতীন্দ্রিয় সকল মনুষ্যের হিতসাধক দুঃখসমূহের নিরোধক যে প্রসিদ্ধ সুখ (মঙ্গল) আছে, সেই সুখ (মঙ্গল) আমরা প্রার্থনা করি; নিবাসদাত্রী আশ্রয়প্রদাতা, শোভনদানশীল পরমার্থপ্রদায়ক হে দেবগণ! সারথিগণ যেমন দুর্গম স্থান হ'তে রথকে পরিচালিত করে তেমন, অথবা—সৎকর্ম যেমন রথস্বরূপ হয়ে বিষম পাপ হ'তে পরিত্রাণ করে তেমন, সকল পাপ হ'তে আমাদের নির্গমন করিয়ে—উদ্ধার ক'রে পালন করুন। [মঙ্গল লাভের জন্য আমরা দেবাধিপতিকে প্রার্থনা করছি; কারণ দেবতার অনুগ্রহ ভিন্ন, দেবভাবের সমাবেশ ব্যতীত সৎকর্মে প্রবৃত্তি জন্মে না] ॥ ৫ ॥

আত্মদ্রষ্টা জ্ঞানী যদি কখনও অজ্ঞানান্ধকারে পতিত এবং নিন্দনীয় হন, তথাপি, নিজের উদ্ধারের জন্য এবং মনুষ্যগণের রক্ষণের জন্য, অজ্ঞানতা-নাশক সৎকর্ম-পোষক বীর্যবানের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করেন—অনুসরণ করেন; [সাধু যদি কখনও মোহগ্রস্ত হন, তথাপি দেবত্বের অনুসরণ করেন]; আশ্রয়প্রদাতা পরমার্থপ্রদায়ক দেবগণ, দুর্গম স্থান হ'তে সারথিগণ যেমন রথকে পরিচালনা করেন, অথবা,—সৎকর্ম যেমন রথস্বরূপ হয়ে বিষম পাপ হ'তে আমাদের নির্গমন করিয়ে—উদ্ধার ক'রে পালন করুন। [সেই আশ্রয়প্রদাতা পরমার্থদাতা দেবগণের সহায়তা ব্যতীত রিপুর প্রাবল্য প্রতিহত করবার সামর্থ্য আমাদের নেই। তাঁরা দয়া ক'রে আমাদের সহায় হোন, আমাদের দেবতার বা দেবভাবের অনুসারী করুন এবং তার দ্বারাই আমাদের রক্ষা করুন] ॥ ৬ ॥

দীপ্তিদানাদি-গুণান্বিতা অনন্তদেবতা অর্থাৎ অনন্তশক্তি (অদিতি), দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহের সাথে (দেবৈঃ), আমাদের নিরন্তর রক্ষা করুন; পরিত্রাণকারক হে দেবতা (দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহ অথবা ভগবানের বিভূতিসমূহ)! আমাদের রক্ষণে জাগরূক হয়ে আমাদের রক্ষা করুন; [সৎ-গুণনিবহ আমাদের রক্ষা করুন]; তাতে অর্থাৎ সেই কর্মের দ্বারা সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব, স্যন্দনশীল স্নেহকারণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূ-দেবতা এবং সত্ত্বভাবনিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদের রক্ষা করুন। [সকল দেবগণের বা দেবভাবসমূহের কৃপা লাভ ক'রে আমরা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। দেবগণ আমাকে দেবভাবের অধিকারী করুন, সৎকর্মের প্রতিবন্ধক কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর প্রাধান্য প্রতিহত করবার সামর্থ্য দিন] ॥ ৭ ॥

টীকা — সূক্তটির দেবতা—বিশ্বদেবগণ। সূক্তদ্রষ্টা ঋষির বিষয়ে কেউ কেউ ত্রিত ঋষিকে নির্দেশ করেন, কেউ কেউ আবার কুৎস ঋষিকে প্রবর্তক ব'লে ঘোষণা করেন। প্রথম ছ'টি ঋকেরই একটি ভাব— দুর্গম স্থান থেকে সারথি যেমন রথকে পরিচালনা করেন, দেবগণ তেমনই আমাদের রক্ষা করুন। কিন্তু শেষ ঋক্‌টির ভাবটা একটু অন্যরকম। ১০৫ তম এবং ১০০ তম সূক্তের শেষ ঋকের ভাবটাই এখানে পরিদৃষ্ট হয়।—যাই হোক, ত্রিত এবং কুৎস ঋষির সম্বন্ধ কল্পনায় বিষয়ে একটু ত্রুটি লক্ষণীয়। যদি ও এই সূক্তের দুটি ঋকে ঐ দুই পদ অর্থাৎ 'ত্রিত' এবং 'কুৎস' দৃষ্ট হয়; কিন্তু তার দ্বারা ঐ দু'জন ঋষির সম্বন্ধ-সূচনা—কষ্টকল্পনা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ঐ দুটি পদে উপাসকের দু'রকম অবস্থার বিবৃতি প্রকাশ পেয়েছে।

— ১০৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি সকল দেবতা। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র কুৎস। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসো ভবতা মৃলয়ন্তঃ।
আ বোঽর্বাচী সুমতির্ববৃত্যাদংহোশ্চিদ্যা বরিবোবিত্তরাসৎ॥ ১ ॥
উপ নো দেবা অবসা গমন্ত্বঙ্গিরসাং সামভিঃ স্তূয়মানাঃ।
ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈর্মরুতো মরুদ্ভিরাদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শর্ম যংসৎ॥ ২ ॥
তন্ন ইন্দ্রস্তদ্বরুণস্তদগ্নিস্তদর্যমা তৎসবিতা চনো ধাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম দীপ্তিদানাদি-গুণবিশিষ্টগণের অর্থাৎ সকলগুণ-নিলয় ভগবানের আনন্দকে প্রাপ্ত হোক; [ভগবানের প্রীতির জন্য আমাদের কর্ম নিয়োজিত হোক]; অনন্তের অঙ্গীভূত সকল দেবগণ (দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহ) আমাদের সুখী ক'রে অর্থাৎ আমাদের দুঃখনাশক ও সুখপ্রদায়ক হয়ে অবস্থিতি করুন; [দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহ আমাদের সুখদায়ক হোন]; হে দেবগণ! আপনাদের সম্বন্ধীয় যে সুমতি দারিদ্র্যপ্রাপ্ত পুরুষের—পাপক্লিষ্ট জনের ধনের বা সুখের প্রদাত্রী হন, সেই সৎ-বুদ্ধি আমাদের অভিমুখী হয়ে আগমন করুন। [দেবত্বের উপজনে সর্ব সুমতি আমাদের মধ্যে সদাকাল অধিষ্ঠান করুন।—সকল দেবগণ অর্থাৎ দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহ (আদিত্যাসঃ) আমাদের দুঃখনাশ করুন, সুখ প্রদান করুন; অর্থাৎ আমাদের কর্মপ্রভাবে, দেবত্বসম্পন্ন হয়ে আমরা যেন পরমসুখ প্রাপ্ত হই। সেই আদিত্যগণের অনুগ্রহ দরিদ্র জনের পক্ষে প্রভূত ধনের কারণ হোক।—সে ধন—কোন্ ধন? না, মণিমানিক্য ইত্যাদি নয়—সে ধন—সদাচার, সৎবুদ্ধি, সৎকর্মসাধনের প্রবৃত্তি] ॥ ১ ॥

ঋষিগণের প্রণীত মন্ত্রসমূহের দ্বারা (সাম-গানের দ্বারা) উপাসিত অনুসৃত দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহ (সকল দেবগণ)। আমাদের রক্ষণের স্বার্থে নিকটে আগমন করুন; [সকল দেবভাব আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে আমাদের রক্ষা করুন] আমাদের ইন্দ্রিয়-শক্তিসমূহের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বলৈশ্বর্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেব, আমাদের সৎ-বুদ্ধির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বিবেকরূপী দেবগণ, এবং অনন্তের অঙ্গীভূত দীপ্তিদানাদি-গুণনিবহের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে অনন্তস্বরূপ সেই ভগবান্ আমাদের সুমঙ্গল প্রদান করুন। [আমাদের কর্মসমূহের দ্বারা সকল দেবগণ আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করুন, অর্থাৎ সর্বগুণে গুণান্বিত হয়ে আমরা যেন দেবশক্তি লাভ ক'রি] ॥ ২ ॥

সেই শর্ম অর্থাৎ মঙ্গল বলৈশ্বর্যের অধিপতি ইন্দ্রদেব আমাদের প্রদান করুন; সেই শর্ম অর্থাৎ মঙ্গল অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব আমাদের প্রদান করুন; সেই শর্ম অর্থাৎ মঙ্গল জ্ঞানদেবতা (অগ্নি) আমাদের প্রদান করুন; সেই শর্ম অর্থাৎ মঙ্গল গতিকারক অর্যমাদেব আমাদের প্রদান করুন; এবং সেই শর্ম অর্থাৎ মঙ্গল সবিতৃদেব আমাদের প্রদান করুন; তাতে অর্থাৎ সেই কর্মের দ্বারা

সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেবতা, স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সত্ত্বভাবনিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদের রক্ষা করুন। [সকল দেবগণ অথবা দেবভাবসমূহ আমাদের রক্ষা করুন] ॥৩॥

টীকা — বিশ্বদেবগণ এই সূক্তটির দেবতা। প্রচলিত অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেবগণকে মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। অথচ, সেইসব অর্থের পর্যায় ও সঙ্গতি তাতে রক্ষাও করা যায়নি। তাঁরা যজ্ঞের দ্বারা সুখী ও প্রার্থিত অন্ন বা ধনের দাতা—সুতরাং মনুষ্য-রূপে দৃষ্টি করলে তাঁরা এমনই হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা প্রাণবায়ুর সাথে আগমন করেন, এমন কথায় তাঁদের স্বরূপ কি দাঁড়ায়, কেউই তা অনুধাবন করতে পারেননি। একটা অনুবাদে প্রকাশ,—'ইন্দ্র তাঁর দলবল সহ, মরুৎ-গণ তাঁদের দলবল সহ এবং অদিতি তাঁর দলবল সহ আগমন করুন।' কিন্তু ভাষ্যে বা ব্যাখ্যায় সে ভাব পরিগৃহীত হয়নি।

◆ ◆

— ১০৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র কুৎস। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যা ইন্দ্রাগ্নী চিত্রতমো রথো বামভি বিশ্বানি ভুবনানি চষ্টে।
তেনা যাতং সরথং তস্থিবাংসাথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ১ ॥
যাবদিদং ভুবনং বিশ্বমস্ত্যুরুব্যচা বরিমতা গভীরম্।
তাবাঁ অয়ং পাতবে সোমো অস্ত্বরমিন্দ্রাগ্নী মনসে যুবভ্যাম্ ॥ ২ ॥
চক্রাথে হি সধ্র্যঙ্নাম ভদ্রং সধ্রীচীনা বৃত্রহণা উত স্থঃ।
তাবিন্দ্রাগ্নী সধ্র্যঞ্চা নিষদ্যা বৃষ্ণঃ সোমস্য বৃষণা বৃষেথাম্ ॥ ৩ ॥
সমিদ্ধেষ্বগ্নিষ্বানজানা যতস্রুচা বর্হিরুতিস্তিরাণা।
তীব্রৈঃ সোমৈঃ পরিষিক্তেভিরর্বাগেন্দ্রাগ্নী সৌমনসায় যাতম্ ॥ ৪ ॥
যানীন্দ্রাগ্নী চক্রথুর্বীর্যাণি যানি রূপাণ্যুত বৃষ্ণ্যানি।
যা বাং প্রত্নানি সখ্যা শিবানি তেভিঃ সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ৫ ॥
যদব্রবং প্রথমং বাং বৃণানোহয়ং সোমো অসুরৈর্নো বিহব্যঃ।
তাং সত্যাং শ্রদ্ধামভ্যা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ৬ ॥
যদিন্দ্রাগ্নী মদথঃ স্বে দুরোণে যদ্ব্রহ্মণি রাজনি বা যজত্রা।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ৭ ॥
যদিন্দ্রাগ্নী যদুষু তুর্বশেষু যদ্দ্রুহ্যুষ্বনুষু পুরুষু স্থঃ।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ৮ ॥
যদিন্দ্রাগ্নী অবমস্যাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্যাং পরমস্যামুত স্থঃ।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ৯ ॥

যদিন্দ্রাগ্নী পরমস্যাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্যামবমস্যামুত স্থঃ।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ১০ ॥
যদিন্দ্রাগ্নী দিবি ষ্ঠো যৎপৃথিব্যাং যৎপর্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ১১ ॥
যদিন্দ্রাগ্নী উদিতা সূর্যস্য মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়েথে।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ১২ ॥
এবেন্দ্রাগ্নী পপিবাংসা সুতস্য বিশ্বাস্মভ্যং সং জয়তং ধনানি।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রার্থ — হে বলৈশ্বর্যের অধিপতি এবং হে জ্ঞানদেব! আপনাদের সম্বন্ধীয় অভিনবত্ব-সম্পন্ন প্রীতি সুখপ্রদ যে প্রসিদ্ধ কর্মনিবহ সকল ভূতজাতকে (প্রাণিগণকে) আপনাদের অভিমুখে পরিচালিত করছে, সেই কর্মের দ্বারা অভিজ্ঞাতভাবে অবস্থিত থেকে আমাদের সমীপে আগমন করুন, —আমাদের মধ্যে ক্রিয়াপর হোন; তারপর আমাদের মধ্যে ক্রিয়াপর থেকে বিশুদ্ধ সৎকর্মের দ্বারা প্রাপ্ত সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। [জ্ঞানসংযুক্ত বলের সম্বন্ধে আমরা যেন সত্ত্বসঞ্চয়-সামর্থ্য লাভ করি।] ॥ ১ ॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যে রকম বিস্তীর্ণ এবং আয়ু-গৌরবের দ্বারা গাম্ভীর্যোপেত (প্রতিষ্ঠিত আছে), তেমনই হে ইন্দ্রাগ্নি (হে জ্ঞানের ও বলের অধিপতিদ্বয়)! আমাদের নিত্যকর্মানুষ্ঠান সমৃদ্ধভাবে আপনাদের আমাদের অন্তঃকরণের জন্য গ্রহণযোগ্য ও পর্যাপ্ত হোক। [হে দেবদ্বয়! আপনাদের প্রাধান্যের দ্বারা আমাদের মধ্যে সত্ত্বভাব পরিবর্ধিত হোক।] ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয়! আপনাদের নাম অর্থাৎ ইন্দ্রাগ্নি সংজ্ঞা-ধারণ নিশ্চয়ই কল্যাণকে প্রদান করে; [আপনাদের সাথে কল্যাণ অবিচ্ছিন্ন আছে]; অপিচ, অজ্ঞানতা-নাশক হে দেবদ্বয়! অজ্ঞানতানাশের বা রিপুদমনের জন্য আপনারা আমাদের সাথে মিলিত হন; সেই প্রসিদ্ধ ধনসমূহের অভিবর্ষক ইষ্টসাধক ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয় (বলাধিপতি ও জ্ঞানাধিপতি দেবদ্বয়)! আপনারা পরস্পর মিলিত হয়ে হৃদয়ে আগমনপূর্বক সত্ত্বভাবের অভীষ্টবর্ষণ-রূপ ফলকে সংযোগভাবে আমাদের প্রদান করুন। [দেবতা দু'জনের প্রভাবে আমাদের মধ্যে সত্ত্বভাব বিরাজ করুক।] ॥ ৩ ॥

জ্ঞানাগ্নি উদ্দীপ্ত হ'লে প্রকাশ-রূপ সংযোজক সেই ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয় উৎকর্ষের সাথে হৃদয়কে যোগে অধিষ্ঠিত করেন, [হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হ'লে জ্ঞানের ও শক্তির কার্য যুগপৎ প্রকাশ পায়]; বলাধিপতি ও জ্ঞানাধিপতি হে দেবদ্বয়! ক্ষিপ্রকর্মকর সত্ত্বভাবসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আমাদের পুষ্ট করবার জন্য আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। [আমাদের সৎকর্মের বা সত্ত্বভাবের দ্বারা সেই বলের অধিপতি ও জ্ঞানের অধিপতি দেবতা দু'জন আমাদের প্রাপ্ত হোন।] ॥ ৪ ॥

বলাধিপতি ও জ্ঞানাধিপতি হে দেবদ্বয়! আপনারা যে প্রসিদ্ধ সৎকর্মসাধনসামর্থ্য-সমূহকে এবং যে প্রসিদ্ধ সৎ-গুণ-সমূহকে, অপিচ অভীষ্টবর্ষণরূপ ফল-সমূহকে সৃষ্টি করেন—প্রদান করেন এবং আপনাদের সম্বন্ধীয় চিরন্তন-মঙ্গলপ্রদ যে সখ্যভাব সমূহ আছে, সেই সকলের সাথে আগমন-পূর্বক আপনারা আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশ গ্রহণ করুন। [হে দেবদ্বয়! আমাদের

সকল সুমঙ্গল প্রদান করুন] ॥ ৫ ॥

আপনাদের প্রাপ্তির জন্য কর্মের আরম্ভেই প্রার্থনা করি—সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি,—রিপুগণের সঙ্গে সংগ্রামে আপনাদের তৃপ্তিপ্রদ প্রসিদ্ধ সৎকর্মসঞ্জাত সত্ত্বভাব আমাদের যোদ্ধবর্গ অর্থাৎ আপনাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হোক; পূর্বকথিত অবিতথ আমন্ত্রণরূপে কৃত প্রার্থনাকে (সঙ্কল্পকে) লক্ষ্য ক'রে আপনারা অবশ্য আগমন করুন; তারপর, হৃদয়ে আগমনপূর্বক, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। [আমার প্রার্থনা শুনে, হে দেবগণ! আপনারা আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হোন] ॥ ৬ ॥

মঙ্গিরা অর্থাৎ সর্বথা অনুসরণীয় জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! যে কারণে আপনারা আপনাদের নিবাস-স্থানে অর্থাৎ সত্ত্বসংসর্গে আনন্দপ্রাপ্ত হন এবং যে কারণে আপনারা পরমাত্মা অথবা জ্যোতিরূপে সত্যে অবস্থিতি করেন; সেই কারণ আমাতে সমাপ্ত ক'রে হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! সর্বতোভাবে নিশ্চয় আমার হৃদয়ে আগমন করুন; এবং আগমন ক'রে, আমার হৃদয়-সঞ্জাত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। [হে দেবদ্বয়! যে অবস্থাতে আপনারা হৃদয়ে আগমন করেন, আমাদের সেই অবস্থাসম্পন্ন সেই কর্মান্বিত করুন] ॥ ৭ ॥

জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! যে কারণে আপনারা অভিষব-সাধনসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে এবং কর্মপ্রভাবে ক্ষিপ্র ভগবৎ-আশ্রয়-প্রাপ্ত জনসমূহের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন, অপিচ, যে কারণে রিপুদমন-সমর্থ জনসমূহের মধ্যে ও ভগবৎ-অনুসারিগণের মধ্যে এবং সৎকর্মপরায়ণগণের মধ্যে আপনারা অবস্থিতি করেন; আমাতে সেই কারণ সমাপ্ত ক'রে, হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! আপনারা সর্বতোভাবে নিশ্চয় আমার হৃদয়ে আগমন করুন, তারপর অর্থাৎ হৃদয়ে আগমনপূর্বক, আমার হৃদয়-সঞ্জাত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। [হে দেবদ্বয়! যে কর্মের দ্বারা সকল সাধকগণের মধ্যে আপনাদের আবির্ভাব হয়, আমাদের সর্বতোভাবে সেই কর্ম-সম্পন্ন করুন] ॥ ৮ ॥

জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! যে কারণে আপনারা নিকৃষ্ট অর্থাৎ পাপপরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে এবং পাপ-পুণ্য-মিশ্রিত এই পৃথিবীতে, অপিচ উৎকৃষ্ট, সত্ত্বসমন্বিত এই পৃথিবীতে যথাক্রমে অবস্থিতি করেন অর্থাৎ ক্রিয়াপর থাকেন; আমাতে সেই কারণ সমাপ্ত ক'রে, হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! আপনারা সর্বতোভাবে নিশ্চয় আমার হৃদয়ে আগমন করুন, তারপর অর্থাৎ হৃদয়ে আগমন- পূর্বক আমার হৃদয়ে সঞ্জাত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। [হে দেবদ্বয়! যে কর্মের দ্বারা পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত জনগণকে আপনারা পরিত্রাণ করেন, আমাদের সেই কর্মপরায়ণ করুন] ॥ ৯ ॥

জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি! যে কারণে আপনারা উৎকৃষ্ট সত্ত্বসমন্বিত এই ভূমিতে এবং পাপপুণ্য-মিশ্রিত এই পৃথিবীতে, অপিচ নিকৃষ্ট পাপ-পরিপূর্ণ স্থানে অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ যথাক্রমে ত্রিবিধস্থানে ক্রিয়াপর হন, সেই কারণকে আমাতে সমাপ্ত ক'রে, হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! আপনারা সর্বতোভাবে নিশ্চয় আমার হৃদয়ে আগমন করুন; তারপর অর্থাৎ হৃদয়ে আগমন-পূর্বক আমার হৃদয়-সঞ্জাত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। [হে দেবদ্বয়! যে কর্মের দ্বারা পরমস্থান থেকে আগমন ক'রে আপনারা পাপ-সংসর্গ-যুক্ত লোকগণকে উদ্ধার করেন, আমাকে সেই কর্মপরায়ণ করুন। এই মন্ত্রেও পৃথিবীর তিন অবস্থার বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়েছে। সেই তিন অবস্থা,—উৎকৃষ্ট—সত্ত্বময় পৃথিবী, অর্থাৎ পৃথিবীর যে অংশে সত্ত্বভাবের পূর্ণ বিকাশ; মধ্যম,—পাপ-পুণ্যময় পৃথিবী, অর্থাৎ পৃথিবীর যে স্থানে পাপের এবং পুণ্যের সমান প্রাধান্য পরিলক্ষিত

হয়, এবং নিঋতি—পৃথিবী, অর্থাৎ পৃথিবীর যে অংশে পাপের প্রভাব প্রকাশমান। অগ্নি ও ইন্দ্রকলী ভগবানের প্রধান দুই বিভূতি যে কর্মের প্রভাবে বা শক্তিতে এইরকম তিন স্থানের মানুষকে অনুগ্রহ ক'রে থাকেন, আমাতে তা সঞ্চারিত হোক]॥ ১০॥

জ্ঞানের এবং ঐশ্বর্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! যে কারণে আপনারা দ্যু-লোকে—সত্ত্বনিলয় স্বর্গে ক্রিয়াপর হন এবং যে কারণে আপনারা ইহজগতে ক্রিয়াপর হন, অপিচ, যে কারণে আপনারা পাষাণের ন্যায় কঠোর হৃদয়-সমূহে, কর্মফলাবসানপ্রাপ্ত অন্তরসমূহে, আর সত্ত্বভাবসমূহে ক্রিয়াপর হন, সেই কারণকে আমাতে সঞ্চার ক'রে, হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! আপনারা সর্বতোভাবে নিশ্চয় আমার হৃদয়ে আগমন করুন; তারপর অর্থাৎ হৃদয়ে আগমনপূর্বক আমার হৃদয়-সঞ্জাত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। [জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের অধিপতি অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয়! যে কারণে সর্বত্র আপনারা ক্রিয়াপর থাকেন, আমাদের মধ্যে সেই কারণ ক্রিয়াশীল হোক; অর্থাৎ আমাদের মধ্যেও জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের সংযোগ সাধিত হোক। —এই মন্ত্রের অর্থসূত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। 'শর্যণেষু' 'ওষধীষু' 'দিবি' ইত্যাদি শব্দগুলি উল্লেখ্য। 'শর্যণেষু' পদে 'পাষাণের ন্যায় কঠিন হৃদয়ে', 'অপ্সু' পদে 'সত্ত্বভাবের মধ্যে' এবং 'দিবি' পদে দ্যুলোকে—'সত্ত্বভাবের নিলয় স্বর্গে'—এইরকম অর্থ-গ্রহণ-পক্ষে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা হয়। সেইভাবে বলা যায়—যে কারণে সত্ত্বনিলয় স্বর্গে আপনারা অবস্থান করেন, যে কারণে ইহলোকে আপনাদের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, আমাতে সেই কারণের সঞ্চার করুন। যে কারণে পাষাণের মতো কঠোর হৃদয়ে এবং কর্মফলের অবসান-প্রাপ্ত জনগণের অন্তরে আপনাদের অধিষ্ঠান হয়, অপিচ যে কারণে আপনারা সত্ত্বভাব-সমূহের মধ্যে অধিষ্ঠান করেন, আমার হৃদয়ে সেই কারণের সঞ্চার ক'রে দিন ;যার দ্বারা আমার হৃদয় আপনাদের মহিমা লাভে সমর্থ হয়, তা বিহিত হোক]॥ ১১॥

জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! যে কারণে আপনারা প্রকাশমান প্রজ্ঞানের অভ্যন্তরে এবং শোভমান স্বর্গের বা সত্ত্বভাবের সম্বন্ধীয় তেজের দ্বারা তৃপ্ত হন, সেই কারণকে আমাতে সঞ্চার ক'রে, হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! আপনারা সর্বতোভাবে নিশ্চয় আমার হৃদয়ে আগমন করুন, তারপর অর্থাৎ হৃদয়ে আগমন-পূর্বক, আমার হৃদয়-সঞ্জাত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। [হে দেবদ্বয়! যে কারণে প্রজ্ঞানের এবং সত্ত্বভাবের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আপনারা তৃপ্ত হন, সেই কারণে আমাদের মধ্যে ক্রিয়াপর হোক।—সৎকর্মের সম্পাদনে আমার অন্তঃকরণে যে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হবে (তা সোমরসরূপ মদ্য নয়), আপনারা তা গ্রহণ করুন—তাতে আপনারা তৃপ্তি লাভ করুন]॥ ১২॥

জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! এমন রকম বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশ গ্রহণকারী আপনারা আমাদের সকল ধন—ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধনসমূহ—প্রদান করুন; সেই কর্মের দ্বারা ... মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্ত-স্বরূপ অদিতিদেবতা, স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব, ... পৃথিবী এবং সত্ত্বভাবনিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদের রক্ষা করুন। [হে দেবদ্বয়! আমাদের ... এবং সত্ত্বভাবনিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদের রক্ষা করুন। আর সেই কর্মের দ্বারা সকল দেবতা বা ... সমুজ্জ্বল ক'রে তার সাথে আপনারা বিরাজ করুন। আর সেই কর্মের দ্বারা সকল দেবতা বা ... সর্বতোভাবে আমাদের রক্ষা করুন]॥ ১৩॥

টীকা — ইন্দ্র ও অগ্নি যুগ্ম-দেবতা এই সূক্তের আরাধ্য। সেই একইভাবে প্রচলিত ব্যাখ্যায় মনুষ্য-

প্রকৃতিবিশিষ্ট দু'জন দেবতাকে নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন,—'হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের যে অতীব বিচিত্র রথ বিশ্বভুবন উজ্জ্বল করেছে, সেই রথে একত্রে ব'সে এস, অভিষুত সোম পান কর।' অনন্তর পরে বলা হচ্ছে—তাঁরা রূপময় জীবের স্রষ্টা, বারিবর্ষণকারী, তাঁরা সর্বত্র (আকাশে, মর্ত্যে, পাতালে, জলে সকল স্থানে) অধিষ্ঠিত ইত্যাদি। ফলে অনেকেই সমস্যায় পড়ে প্রাকৃতিক অবস্থা-বিশেষকে 'ইন্দ্রাগ্নি' ব'লে নির্দেশ ক'রে গেছেন। কিন্তু তাতেও সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে এখানে 'ইন্দ্রাগ্নি' সম্বোধনে শক্তিকে ও জ্ঞানকে আহ্বান করা হয়েছে। শক্তির অধিষ্ঠাতা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা দেবতা যেন আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন, আমাদের জ্ঞানবান এবং শক্তিমান্ করুন—এটাই এই সূক্তের সকল মন্ত্রের মর্ম।

◆ ◆

— ১০৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র কুৎস। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বি হ্যখ্যং মনসা বস্য ইচ্ছন্নিন্দ্রাগ্নী জ্ঞাস উত বা সজাতান্।
নান্যা যুবৎপ্রমতিরস্তি মহ্যং স বাং ধিয়ং বাজয়ন্তীমতক্ষম্॥ ১ ॥
অশ্রবং হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্যালাৎ।
অথা সোমস্য প্রয়তী যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি নব্যং॥ ২ ॥
মা চ্ছেদ্ম রশ্মীরিতি নাধমানাঃ পিতৃণাং শক্তীরনুযচ্ছমানাঃ।
ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং কং বৃষণো মদন্তি তা হ্যদ্রী ধিষণায়া উপস্থে॥ ৩ ॥
যুবাভ্যাং দেবী ধিষণা মদায়েন্দ্রাগ্নী সোমমুশতী সুনোতি।
তাবশ্বিনা ভদ্রহস্তা সুপাণী আ ধাবতং মধুনা পৃঙ্‌ক্তমপ্সু॥ ৪ ॥
যুবামিন্দ্রাগ্নী বসুনো বিভাগে তবস্তমা শুশ্রব বৃত্রহত্যে।
তাবাসদ্যা বর্হিষি যজ্ঞে অস্মিন্‌প্র চর্ষণী মাদয়েথাং সুতস্য॥ ৫ ॥
প্র চর্ষণিভ্যঃ পৃতনাহবেষু প্র পৃথিব্যা রিরিচাথে দিবশ্চ।
প্র সিন্ধুভ্যঃ প্র গিরিভ্যো মহিত্বা প্রেন্দ্রাগ্নী বিশ্বা ভুবনাত্যন্যা॥ ৬ ॥
আ ভরতং শিক্ষতং বজ্রবাহূ অস্মাঁ ইন্দ্রাগ্নী অবতং শচীভিঃ।
ইমে নু তে রশ্ময়ঃ সূর্যস্য যেভিঃ সপিত্বং পিতরো ন আসন্॥ ৭ ॥
পুরন্দরা শিক্ষতং বজ্রহস্তাস্মাঁ ইন্দ্রাগ্নী অবতং ভরেষু।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! প্রশংসনীয় ধনকে কামনা ক'রে আমি জ্ঞাতিগণকে এবং বন্ধুগণকে মনে মনে বিশেষরকমে উপাসনা করি, [ধনের জন্য সাধারণতঃ আমরা মনুষ্যগণের উপাসনা ক'রে থাকি]; কিন্তু আপনাদের ব্যতীত অন্য কারও কাছ

...রে প্রদত্ত প্রকৃষ্ট বুদ্ধি সম্ভবপর নয়, [অর্থাৎ আপনারা ভিন্ন অন্য কেউই সৎ-বুদ্ধি প্রদানে সমর্থ ন]। আপনাদের প্রদত্ত সেইরকম বুদ্ধিযুক্ত আমি, আপনাদের সম্বন্ধীয় সৎকর্মের সাধনে ইচ্ছাকারী ...কে উৎপাদন করি। [দেবতাদের সহায়তাতেই আমার মধ্যে সৎকর্ম সাধনের প্রবৃত্তি জাগরূক ... দেবতার কৃপা ভিন্ন, হৃদয়ে দেবভাবের উন্মেষণ ভিন্ন, পরমার্থ-রূপ ধন এবং সৎ-বুদ্ধি কখনও ... হওয়া যায় না।—দেবতার প্রতি অনুরক্ত হ'লে সৎকর্ম-সাধনের উপযোগী বুদ্ধি উৎপন্ন হয় ... তার দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়।—এটাই নিত্যসত্য এবং তা-ই এই মন্ত্রে ...]। ॥ ১ ॥

হে দেবগণ! আপনারা প্রকৃষ্ট দানশীল—এমনই শুনেছি, বা শুনতে পাই; অপিচ বিশিষ্ট ...ের উৎপাদয়িতা হ'তে, অর্থাৎ বিশিষ্ট ধন-প্রদাতা হৃদয়-রূপ গৃহ হ'তে, আপনারা রিপুগণের ... হন; তারপর, অর্থাৎ আপনারা সেইরকম গুণোপেত এটা জেনে, জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের ...পতি হে দেবদ্বয়! আপনাদের জন্য সত্ত্বভাবের অংশ উৎসর্গের নিমিত্ত অভিনব চিরন্তন মন্ত্রকে ... উৎপাদন করছি,—প্রতিষ্ঠিত রাখছি। [মন্ত্রটি দেবমাহাত্ম্য-খ্যাপক, প্রার্থনা-মূলক এবং সঙ্কল্প-...—ভগবানের বিভূতিস্বরূপ সেই দেবদ্বয় পরম দাতা ও শত্রুনাশক; হৃদয়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠার ... আমি সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি]। ॥ ২ ॥

...কিরণ-সমূহকে আমরা বিচ্ছিন্ন না ক'রি,—এইরকম প্রার্থনাকারিগণ এবং পিতৃগণের ...কে অর্থাৎ সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যকে অনুক্রমে প্রাপ্তির অভিলাষী আপনার অভীষ্ট-পূরণ-সাধক ...কগণ জ্ঞানৈশ্বর্যের অধিপতি ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়ের নিকট হ'তে কোন্ সুখকে কামনা করেন,—... রিপুনাশক শত্রুবিধায়ক সেই দেবদ্বয় প্রার্থনার সমীপে বিদ্যমান থাকেন। [যে উপাসকগণ ...লাভের জন্য বা অভীষ্ট-প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানৈশ্বর্যের অধিপতি ইন্দ্রাগ্নিকে অনুসরণ করেন, সেই ... উপাসকগণ সেই দেবতা দু'জনকে অর্থাৎ দেবতা দু'জনের কৃপাকে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত ...]। ॥ ৩ ॥

জ্ঞানৈশ্বর্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! আপনাদের প্রীতির জন্য অর্থাৎ হৃদয়ে আপনাদের ...ষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত আপনাদের কাম্যমান দ্যোতমান অর্থাৎ সৎপথপ্রদর্শক, মন্ত্ররূপ প্রার্থনা ... সৎ-বুদ্ধি, সত্ত্বভাবকে উদ্বুদ্ধ করে; [যে মন্ত্র বা যে প্রার্থনা দেবতার আনন্দকে বর্ধিত করে, ... হৃদয়ে সত্ত্বভাব জেগে ওঠে]; হে দেবদ্বয়! প্রসিদ্ধ সর্বাভীষ্টসাধক আপনারা অন্তর্ব্যাধি ও ...র নাশক সুমঙ্গলপ্রদ এবং সৎকর্মসাধক হয়ে ক্ষিপ্র আগমন করুন, এবং এসে ...ের মধ্যে মাধুর্যোপেত আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হোন। ['হে দেবদ্বয়! ...নাদের কৃপায় আমাদের সকল ব্যাধি-বিপত্তি বিদূরিত হোক, এবং আপনাদের কর্ম সর্বতোভাবে ...নাদের প্রীতিপ্রদ আশ্রয়স্থান হোক।' —সেই ভগবানের বিভূতি দু'জনের আদি নেই, অন্ত ...—সে যে অপার অসীম অনন্ত। তাঁদের কৃপায় যে অনুপম শান্তি—অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ ..., এ-তো চিরন্তন সত্য। পরন্তু হৃদয়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠার জন্য—অন্তরে তাঁদের অধিষ্ঠিত করবার ... যে কামনার সঞ্চার হয়, তা-ও মানুষকে অপরিমীয় আনন্দ প্রদান করে। অতএব আমরা যেন ... কৃপাপ্রাপ্তির আশায়—হৃদয়ে তাঁদের অধিষ্ঠানের জন্য সৎকর্মের ও সত্ত্বভাবের অনুসৃত ... অনুষ্ঠানে প্রযত্নপর হই]। ॥ ৪ ॥

জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! আপনারা পরমধনের অথবা প্রকৃষ্ট আশ্রয়-...ের প্রদানে (উপাসকগণকে বিতরণে) প্রসিদ্ধ এবং অজ্ঞানতা-নাশের নিমিত্ত অতিশয়

◆ ◆

— ১১০ সূক্ত —

[দেবতা : ঋভুদেবগণ। ঋষি : আঙ্গিরসপুত্র কুৎস। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ততং মে অপস্তদু তায়তে পুনঃ স্বাদিষ্ঠা ধীতিরুচথায় শস্যতে।
অয়ং সমুদ্র ইহ বিশ্বদেব্যঃ স্বাহাকৃতস্য সমু তৃপণুত ঋভবঃ॥ ১ ॥
আভোগয়ং প্র যদিচ্ছন্ত ঐতনাপাকাঃ প্রাঞ্চো মম কে চিদাপয়ঃ।
সৌধন্বনাসশ্চরিতস্য ভূমনাগচ্ছত সবিতুর্দাশুষো গৃহম্॥ ২ ॥
তৎ সবিতা বোঽমৃতত্বমাসুবদগোহ্যং যচ্ছ্রবয়ন্ত ঐতন।
ত্যং চিচ্চমসমসুরস্য ভক্ষণমেকং সন্তমকৃণুতা চতুর্বয়ম্॥ ৩ ॥
বিষ্ট্বী শমী তরণিত্বেন বাঘতো মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ।
সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ সম্বৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ॥ ৪ ॥
ক্ষেত্রমিব বি মমুস্তেজনেন একং পাত্রমৃভবো জেহমানম্।
উপস্তুতা উপমং নাধমানা অমর্ত্যেষু শ্রব ইচ্ছমানাঃ॥ ৫ ॥
আ মনীষামন্তরিক্ষস্য নৃভ্যঃ স্রুচেব ঘৃতং জুহবাম বিদ্মনা।
তরণিত্বা যে পিতুরস্য সশ্চির ঋভবো বাজমরুহন্দিবো রজঃ॥ ৬ ॥
ঋভুর্ন ইন্দ্রঃ শবসা নবীয়ানৃভুর্বাজেভির্বসুভির্বসুর্দদিঃ।
যুষ্মাকং দেবা অবসাহনি প্রিয়েভি তিষ্ঠেম পৃৎসুতীরসুন্বতাম্॥ ৭ ॥
নিশ্চর্মণ ঋভবো গামপিংশত সং বৎসেনাসৃজতা মাতরং পুনঃ।
সৌধন্বনাসঃ স্বপস্যয়া নরো জিব্রী যুবানা পিতরাকৃণোতন॥ ৮ ॥
বাজেভির্নো বাজসাতাববিড্ঢ্যৃভুমাঁ ইন্দ্র চিত্রমা দর্ষি রাধঃ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ঋভুদেবগণ! আপনাদের অনুকম্পায়, আমাতে শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম বিস্তারিত হোক; [আপনাদের আদর্শে আমরা যেন সৎকর্মশীল হই]; সেই কর্ম নিত্যকাল আমাদের দ্বারা যেন অনুষ্ঠিত হয়, [সেই আদর্শ আমাদের নিত্যকাল সৎ-অনুষ্ঠান-পরায়ণ রাখুক]; অতিশয় প্রীতিকর, ... ভাবনা—ভগবৎ-প্রাপ্তির পিপাসা, ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিযুক্ত হোক; [আমাদের অন্তরের প্রার্থনা ভগবানের উদ্দেশে বিহিত হোক]; হে ঋভুগণ (নরদেবগণ)! এই কর্মে অর্থাৎ ... দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মে উৎপন্ন এই সত্ত্বভাব সর্বদেবতার তৃপ্তিপ্রদ হোক; [নরদেবতা আদর্শে ... উৎপন্ন হয়, তা সর্বদেবতার আশ্রয়ীভূত হোক]; সেই স্বাহাকৃত অর্থাৎ স্বাহা-মন্ত্রে ... উৎসর্গীকৃত সত্ত্বের দ্বারা, হে দেবগণ! আপনারাও সম্যক্ তৃপ্ত হোন। [নরদেবগণের ... আমাদের মধ্যে সত্ত্বভাব উদ্বুদ্ধ হোক, তাতে দেবগণ পরিতৃপ্ত হোন] ॥ ১ ॥

হে ঋভুদেবগণ! আপনারা পূর্বকালীন আমাদেরই কোন জ্ঞাতি ছিলেন, [এখন আপনারা দেবত্ব প্রাপ্ত

যুক্ত জনগণের অনুকূল দিবসে বিদ্যমান আমরা অর্থাৎ আপনাদের সাহচর্যে শুভদিন প্রাপ্ত হয়ে আমরা, যেন সদ্ভাবের বিরোধী শত্রুদের সেনাগণকে অর্থাৎ অজ্ঞানের অনুচর রিপুবর্গকে পরাজয় করতে পারি। [আমাদের মধ্যে দেবভাব আবির্ভূত হয়ে আমাদের রিপুগণকে বিমর্দিত করুক] ॥ ৭ ॥

ঋভুগণ (নরদেবগণ) আবরণহীন আশ্রয়শূন্য জনের জ্ঞানকে অবয়ব (আশ্রয়) প্রদান করেন; [ঋভুগণের অনুসরণে জ্ঞানের উন্মেষ হয়ে থাকে]; অপিচ, সৎকর্ম-রূপ সন্তানের সাথে সৎকর্মের উৎপত্তি-স্থান জ্ঞানকে তাঁরা সর্বথা সৃষ্টি করেন; ঋভুগণের আদর্শেই সৎকর্মকারক জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে]. সৎকর্মসঞ্জাত (সৎকর্মপরায়ণ) শ্রেষ্ঠ জনগণ শোভন-কর্মে ইচ্ছার দ্বারা জীর্ণ সংসার-বন্ধনে নিপতিত মাতাপিতাকে অর্থাৎ সৎকর্মের উৎপত্তিস্থানকে নবীনত্বসম্পন্ন অভিনব ক্রিয়াপর করেন। [শ্রেষ্ঠজনের সৎকর্ম সাধনের প্রবৃত্তিই সংসারের সংস্পর্শে জর্জরীভূত হৃদয়কে অভিনব শক্তি প্রদান করে।—যে পিতামাতা অর্থাৎ সৎকর্মের যে উৎপত্তিস্থান, জীর্ণ-বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত—সংসারের সংস্পর্শে মলিনত্বপূর্ণ, ঋভুগণের আদর্শে, তা নবীনত্বসম্পন্ন হয়—পূর্ণজ্ঞানের আধার হয়ে থাকে] ॥ ৮ ॥

হে ঐশ্বর্যের অধিপতি ভগবন্ ইন্দ্রদেব! ঋভুগণযুক্ত আপনি (অথবা, সাধকগণের মধ্যে অধিষ্ঠিত আপনি) সৎকর্মসমূহের দ্বারা আমাদের রিপুগণের সাথে সংগ্রামে রক্ষা করুন, অথবা সৎকর্ম দ্বারে সৎকর্মে নিমজ্জমান করুন; এবং রমণীয় অভীপ্সিত পরমার্থকে আমাদের প্রদান করুন। [ঐশ্বর্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেব আদর্শ মানুষদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে যেন আমাদের পরমধন প্রদান করেন], তাতে মিত্রস্বরূপ মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্তস্বরূপ অখণ্ড অদিতিদেব, স্যন্দনশীল স্নেহকারুণ্যের আধার সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূ-দেবতা এবং সত্ত্বনিলয় দ্যু-দেবতা আমাদের রক্ষা করুন। [সকল দেবতা আমাদের রক্ষক হোন] ॥ ৯ ॥

টীকা — এই সূক্তের ঋষি পূর্ব সূক্তের মতোই, দেবতা ও ছন্দ অভিনব। দেবতা—ঋভুগণ। ঋভুদের কথা ১ম মণ্ডলের ২০ তম সূক্তে আছে। তাঁরা মনুষ্যপদবাচ্য হলেও, দেবত্বের অধিকারী হন, সৎকর্মে মানুষই দেবতার আসন লাভ করে। এখানে পর্যায়ক্রমে দুটি সূক্তে ঋভুদেবগণের মাহাত্ম্যের কথা প্রখ্যাত হয়েছে। কি ক'রে এই মানুষই দেবতা হয়, তাতে সে বিষয় অবগত হওয়া যায়। ঋভুগণ মানবের পরিমুক্তির পথপ্রদর্শক, তাঁদের বিষয় একটু ধীর স্থির ভাবে আলোচনা করলে (এবং প্রচলিত বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যাগুলিকে, অগ্রাহ্য করলে), সে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যায় বলা হয়—ঋভুগণ সুধন্বা নামে কোন ঋষির পুত্র, তাঁরা তিন ভাই, তাঁরা গাভীকে চর্মদ্বারা আবৃত করেছিলেন এবং সেই গাভী বৎস-সংযুক্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এখানে রূপক ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করতে পারি না।

◆ ◆

— ১১১ সূক্ত —

[দেবতা : ঋভুদেবগণ। ঋষি : আঙ্গিরসপুত্র কুৎস। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

তক্ষন্নথং সুবৃতং বিদ্মনাপসস্তক্ষন্‌হরী ইন্দ্রবাহা বৃষণ্বসূ।
তক্ষন্‌পিতৃভ্যামৃভবো যুবদ্বয়স্তক্ষন্বৎসায় মাতরং সচাভুবম্॥ ১ ॥

আ নো যজ্ঞায় তক্ষত ঋভুমদ্বয়ঃ ক্রত্বে দক্ষায় সুপ্রজাবতীমিষম্।
যথা ক্ষয়াম সর্ববীরয়া বিশা তন্নঃ শর্ধায় ধাসথা স্বিন্দ্রিয়াম্॥ ২ ॥
আ তক্ষত সাতিমস্মভ্যমৃভবঃ সাতিং রথায় সাতিমর্বতে নরঃ।
সাতিং নো জৈত্রীং সং মহেত বিশ্বহা জামিমজামিং পৃতনাসু সক্ষণিম্॥ ৩ ॥
ঋভুক্ষণমিন্দ্রমা হুব উতয় ঋভূন্বাজান্মরুতঃ সোমপীতয়ে।
উভা মিত্রাবরুণা নূনমশ্বিনা তে নো হিন্বন্তু সাতয়ে ধিয়ে জিষে॥ ৪ ॥
ঋভুর্ভরায় সং শিশাতু সাতিং সমর্যজিদ্বাজো অস্মা অবিষ্টু।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — জ্ঞানের সাথে সৎকর্মযুত নরদেবগণ সুষ্ঠু গমনশীল ভগবৎপ্রাপক হৃদয়কে বা কর্মকে বিগঠিত করেন; [নরদেবগণের অনুসরণে কর্ম বা হৃদয় ভগবানের প্রাপক হয় অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করে]; সেই দেবগণ বলৈশ্বর্যের প্রাপক অভীষ্টপ্রদ পাপহরণশীল জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহনদ্বয়কে নির্মাণ করেন; [সেই দেবগণের অনুসরণে অভীষ্টসিদ্ধি হয়]; নরদেব ঋভুগণ্ সৎকর্মের ও জ্ঞানের পিতৃমাতৃস্থানীয় উৎপত্তিস্থানকে শক্তি প্রদান করেন; [ঋভুদেবগণের অনুকম্পায় আমাদের জ্ঞানমূল ও কর্মমূল নবীনশক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে]; সেই দেবগণ, আমাদের মধ্যে উৎপদ্যমান জ্ঞানের ও কর্মের জন্য যথাযোগ্য আবশ্যক-অনুরূপ সহকারী উৎপত্তিক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেন। [ঋভুদেবগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'লে, হৃদয় উৎকৃষ্ট জ্ঞানকর্মের আধারে পরিণত হয়] ॥ ১ ॥

হে দেবগণ। আমাদের যজ্ঞের নিমিত্ত (সৎকর্ম-সাধনের জন্য) ঋভুতুল্য সৎকর্মসম্পন্ন আয়ুঃ সর্বতোভাবে উৎপন্ন করুন—প্রদান করুন; [সৎকর্ম সম্পাদনের উপযোগী দীর্ঘজীবন আমাদের প্রদান করুন]; সৎকর্মের নিমিত্ত এবং সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যের নিমিত্ত আমাদের মধ্যে সুফলপ্রদ পুষ্টি (সিদ্ধি) উৎপাদন করুন; [আমাদের সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ্য পুষ্টিপ্রাপ্ত হোক]; যে রকমে আমরা সুখে অবস্থান করতে পারি—পরম সুখস্থান প্রাপ্ত হই, তেমন বলের নিমিত্ত আমাদের সুকর্মপরায়ণ (ভগবানে ন্যস্ত) চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি প্রদান করুন। [দেবগণের অনুশাসনে আমাদের ইন্দ্রিয়গণ ভগবানের অনুসারী হোক] ॥ ২ ॥

আমাদের নেতা হে নরদেবগণ (ঋভুগণ)। এই উপাসক আমাদের জন্য সম্ভজনীয় ধনকে সর্বতোভাবে প্রদান করুন; এবং আমাদের কর্মের নিমিত্ত অথবা হৃদয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ কর্মের বা হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সম্ভজনীয় ধন প্রদান করুন; এবং আমাদের পাপ-বিদূরণের জন্য ধন প্রদান করুন; অপিচ, আমাদের জয়প্রদ সেই সম্ভজনীয় ধন সর্বকালে সকল জন অনুসরণ করুন; এবং আমরা রিপুগণের সাথে সংগ্রাম-সমূহে সহজাত (অনুক্ষণে বিদ্যমান) ও বহিরাগত (কর্মফলের অনুসৃত) আমাদের অভিভবপ্রয়াসী শত্রুকে যেন অভিভব করতে সমর্থ হই। [ঋভুদেবগণের অনুসরণে আমরা যেন পরম ধন লাভ করি এবং অন্তঃশত্রুদের ও বহিঃশত্রুদের যেন বিনাশ করতে সমর্থ হই।—একরকম শত্রু পাপ-প্রবৃত্তি প্রকৃতি-রূপে আমাদের অন্তরেই উৎপন্ন হয়, এরাই অন্তঃশত্রু; আর একরকম শত্রু আমাদের কর্মের ফলে বাহিরের দিক থেকে এসে আমাদের আক্রমণ করে, এরা বহিঃশত্রু। সংগ্রামে আমরা যেন এই দু'রকম শত্রুকেই বিমর্দিত করতে পারি] ॥ ৩ ॥

যাভিঃ পরিজ্মা তনয়স্য মজ্মনা দ্বিমাতা তূর্ষু তরণির্বিভূষতি।
যাভিস্ত্রিমন্তুরভবদ্বিচক্ষণস্তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ৪॥
যাভী রেভং নিবৃতং সিতমদ্ভ্য উদ্বন্দনমৈরয়তং স্বর্দৃশে।
যাভিঃ কণ্বং প্র সিষাসন্তমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ৫॥
যাভিরন্তকং জসমানমারণে ভুজ্যুং যাভিরব্যথিভির্জিজিন্বথুঃ।
যাভিঃ কর্কন্ধুং বয্যং চ জিন্বথস্তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ৬॥
যাভিঃ শুচন্তিং ধনসাং সুষংসদং তপ্তং ঘর্ম মোম্যাবন্তমত্রয়ে।
যাভিঃ পৃশ্নিগুং পুরুকুৎসমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ৭॥
যাভিঃ শচীভির্বৃষণা পরাবৃজং প্রান্ধং শ্রোণং চক্ষস এতবে কৃথঃ।
যাভির্বর্তিকাং গ্রসিতামমুঞ্চতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ৮॥
যাভিঃ সিন্ধুং মধুমন্তমসশ্চতং বসিষ্ঠং যাভিরজরাবজিন্বতম্।
যাভিঃ কুৎসং শ্রুতর্যং নর্যমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ৯॥
যাভির্বিশ্পলাং ধনসামথর্ব্যং সহস্রমীড়্হ আজাবজিন্বতম্।
যাভির্বশমশ্ব্যং প্রেণিমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ১০॥
যাভিঃ সুদানূ ঔশিজায় বণিজে দীর্ঘশ্রবসে মধু কোশো অক্ষরৎ।
কক্ষীবন্তং স্তোতারং যাভিরাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ১১॥
যাভী রসাং ক্ষোদসোদ্নঃ পিপিন্বথুরনশ্বং যাভী রথমাবতং জিষে।
যাভিস্ত্রিশোক উস্রিয়া উদাজত তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ১২॥
যাভি সূর্যং পরিযাথঃ পরাবতি মন্ধাতারং ক্ষৈত্রপত্যেষ্বাবতম্।
যাভির্বিপ্রং প্র ভরদ্বাজমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ১৩॥
যাভির্মহামতিথিগ্বং কশোজুবং দিবোদাসং শম্বরহত্য আবতম্।
যাভি পূর্ভিদ্যে ত্রসদস্যুমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ১৪॥
যাভির্বম্রং বিপিপানমুপস্তুতং কলিং যাভির্বিত্তজানিং দুবস্যথঃ।
যাভির্ব্যশ্বমুত পৃথিমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ১৫॥
যাভির্নরা শয়বে যাভিরত্রয়ে যাভিঃ পুরা মনবে গাতুমীষথুঃ।
যাভিঃ শারীরাজতং স্যূমরশ্ময়ে তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ১৬॥
যাভি পঠর্বা জঠরস্য মজ্মনাগ্নির্নাদীদেচ্চিত ইদ্ধো অজ্মন্না।
যাভিঃ শর্যাতমবথো মহাধনে তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ১৭॥
যাভিরঙ্গিরো মনসা নিরণ্যথোঽগ্রং গচ্ছথো বিবরে গোঅর্ণসঃ।
যাভির্মনুং শূরমিষা সমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ১৮॥
যাভিঃ পত্নীর্বিমদায় ন্যূহথুরা ঘ বা যাভিররুণীরশিক্ষতম্।
যাভিঃ সুদাস ঊহথুঃ সুদেব্যং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ১৯॥

সঙ্গত। 'অস্বং' পদের প্রচলিত অর্থ—'প্রসবে অসমর্থা', তা থেকে 'কুফল প্রসবে অসমর্থ' ভাব গ্রহণ করলে 'সুফল প্রদানে সমর্থ' অর্থের সার্থকতা দেখা যায়] ॥৩॥

হে দেবদ্বয়! আপনাদের সম্বন্ধীয় যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা সর্বতঃ সৎপথে গতিশীল জন দ্যুলোক-ভূলোকের উৎপন্ন জ্ঞানের শক্তিতে ভগবৎ-প্রতি পরিচালিত যাজকগণের মধ্যে প্রাপকদের হয়ে থাকে, (অর্থাৎ আপনাদের যে রক্ষার প্রভাবে সৎপথ-অনুবর্তী জন অন্যের সৎপথ-প্রবর্তক হন); অপিচ, আপনাদের যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা, ত্রিবিধ অপরাধবিশিষ্ট সুতরাং ত্রিতাপদগ্ধ জন অর্থাৎ অজ্ঞজন, বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত হন; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধিবিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনাদের সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম- সমূহের সাথে সর্বতোভাবে সুষ্ঠুভাবে আপনারা আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [সেই দেবদ্বয়ের যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা পাপগ্রস্ত অজ্ঞজনও জ্ঞানের আলোকে পরাগতি প্রাপ্ত হয়, সেই রক্ষাকর্ম-সমূহের সাথ তাঁরা আমাদের পরিত্রাণ করুন। —এখানে 'তনয়সা' পদের নির্দেশ—জ্ঞানের প্রতি। 'দ্বিমাতা' (দ্বিমাতৃঃ) পদে দ্যুলোক-ভূলোকের ভাব গ্রহণীয়। তাতে 'দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় জ্ঞান' অর্থের নির্দেশনাই সঙ্গত। 'ত্রিমন্তুঃ' পদে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নির্দেশ অবাঞ্ছিত; ঐ পদে 'তিনরকম (কায়িক, বাচিক ও মানসিক) অপরাধী জন' অর্থ গ্রহণই সঙ্গত] ॥৪॥

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনাদের সম্বন্ধীয় যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা, রোরুদ্যমান (পরিত্যক্ত), উর্ধ্বগমনবারিত আবদ্ধ, অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমগ্ন, স্তুতিপরায়ণ জনকে, জ্ঞানসূর্যকে দেখবার জন্য—জ্ঞানদানের জন্য আপনারা উদ্ধার করেন; অপিচ, আপনাদের সম্বন্ধীয় যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা জ্ঞানালোকে ইচ্ছাকারী অতি ক্ষুদ্রজনকে আপনারা প্রকর্ষের সাথে রক্ষা করেন; আপনাদের সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-বিনাশক ও দেবদ্বয়! সর্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে, আপনারা আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [ভগবানের অন্যতম বিভূতিস্বরূপ সেই দেবদ্বয়ের যে রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা স্তুতিপরায়ণ অজ্ঞজনও জ্ঞান লাভ করেন এবং অতি ক্ষুদ্র জনও উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, সেই রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা তাঁরা আমাদের রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।—এখানে 'রেভং' 'বন্দনং' ও 'কণ্বং' পদ তিনটিকে, প্রচলিত ব্যাখ্যায়, তিনটি নাম হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু চিরন্তন- ভাব-জ্ঞাপক বেদমন্ত্রের অনুসারী অর্থে 'রেভঃ' পদে 'রোরুদ্যমান' অর্থাৎ 'পরিত্যক্ত', 'বন্দনং' পদে 'স্তুতিপরায়ণ' এবং 'কণ্বং' পদে 'অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি' ধারণা করাই সঙ্গত] ॥৫॥

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা অগাধ কূপে—অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং রিপুগণ কর্তৃক হিংস্যমান জনকে আপনারা দুঃখপরিশূন্য করেন; অপিচ, বাধারহিত যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা সকলের পালক জনকে সকল বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ ক'রে আপনারা রক্ষা করেন; এবং যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা দুঃখে পীড্যমান্ জীবনকে প্রীণয়ন (দুঃখশূন্য) করেন; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-বিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আপনারা আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির বিনাশক সেই অশ্বিনীকুমাররূপী দেবদ্বয়ের যে রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা তাঁরা নানারকমে বিপন্ন জনগণকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা তাঁরা আমাদেরও রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।—প্রচলিত ভাষ্যে প্রকাশ—'অন্তক' ও 'ভুজ্যু' দু'জন রাজর্ষি ছিলেন; এবং 'কর্কন্ধু' ও 'বয্য' দু'জন লোকের নাম। বলা হয়েছে—অসুরগণ অন্তক রাজর্ষিকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল এবং অসুরদের চক্রান্তে ভুজ্যুর

পুত্র রাজর্ষি ভুজ্যু সমুদ্রের মধ্যে পোতমগ্ন হয়েছিলেন; আর অশ্বিনীকুমার দু'জন তাঁদের উদ্ধার করেন। এ থেকে প্রাচীনকালে সমুদ্রপথে আর্যদের গতিবিধির দৃষ্টান্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক এবং চিরন্তন ভাবের বাহক বেদমন্ত্রের অনুসারী হ'লে দেখা যায় যে, 'অন্তকং' অর্থে 'দুঃখপরিপূর্ণ', 'ভুজ্যুং' অর্থে 'সকলের পালক', 'কর্কন্ধুং বয্যং' অর্থে 'দুঃখে পীড়ামানজীবন' প্রভৃতিই সিদ্ধ ও সঙ্গত] ॥৬॥

হে দেবদ্বয় যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা রিপুগণ কর্তৃক পীড়ামান সৎকর্মপরায়ণ জনের জন্য দীপ্তিমান্ ধন-পূর্ণ শোভন-আশ্রয়-স্থান প্রদান করেন, এবং ক্লেশপ্রদ উত্তাপকে সুখকর করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা বহুরকমে নিন্দনীয় জনকে বিচিত্র জ্ঞানযুক্ত ক'রে রক্ষা করেন; হে অন্তর্ব্যাধি- বহির্ব্যাধি-বিনাশক অশ্বিদেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আপনারা আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-বিনাশক সেই দেবদ্বয় তাঁদের যে রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা দুঃখ-ক্লিষ্ট নিন্দনীয় জনকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা আমাদের (আধিক ও মানসিক সবরকমের কষ্ট থেকে) রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।—প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে 'শুচন্তিং', 'অত্রয়ে' 'পৃশ্নিগুং' 'পুরুকুৎসং' ইত্যাদি পদগুলিতে ব্যক্তিবিশেষকে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এমন ক্ষণিক-জীবনলাভী ব্যক্তিকে নিয়ে বেদমন্ত্র রচিত হবে, এমন বিশ্বাস ত্রুটিযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এখানে 'শুচন্তিং' পদকে দীপ্তি-অর্থক শুচ্-ধাতুনিষ্পন্ন ব'লে তার 'দীপ্তিমান্' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'পুরুকুৎসং' পদে 'বহুরকমে নিন্দনীয় জনকে' বোঝায়। 'পৃশ্নিগুং' পদে তাঁকে জ্ঞানান্বিত করার ভাব অনুভবই সঙ্গত] ॥৭॥

অভীষ্টবর্ষক হে দেবদ্বয়! যে প্রসিদ্ধ কর্ম-সমূহের দ্বারা তপঃপ্রভাবে পাপনাশে অভিলাষী পরাবৃজকে (অন্ধকে) ও কর্মসামর্থ্যহীন (খঞ্জ) জনকে, দৃষ্টিশক্তি প্রদানের নিমিত্ত এবং চলৎ-শক্তি প্রদানের নিমিত্ত প্রকৃষ্ট-রূপে প্রস্তুত করেন; অপিচ, যে কর্মসমূহের দ্বারা পাপের দ্বারা আক্রান্ত নিস্তেজ চিত্তবৃত্তিকে মুক্ত করেন; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-বিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির বিনাশকারী সেই দেবযুগলের যে কর্মগুলির দ্বারা (কৃপার দ্বারা) খঞ্জ ও অন্ধজন চলবার শক্তি ও দেখবার ক্ষমতা লাভ করে, এবং যে রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা মানুষেরা পাপ থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা তাঁরা আমাদের রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।—প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে 'পরাবৃজং' 'অন্ধং' 'শ্রোণং' এবং 'বর্তিকাং' এই পদ চারটিতে যথাক্রমে তিনজন ঋষি ও একটি পক্ষিবিশেষকে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু ভাবার্থ অনুসারে প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায়—'পরাবৃজং' (বৃজ্-অর্থ অনুসারে) তপস্যার দ্বারা পাপনাশের অভিলাষী জন, 'অন্ধং' ও 'শ্রোণং' পদ দুটিতে যথাক্রমে দৃষ্টিহীন ও কর্মসামর্থ্যহীন জন ইত্যাদি এবং 'বর্তিকাং' পদে, নিস্তেজ চিত্তবৃত্তিকে বুঝিয়ে থাকে] ॥৮॥

[illegible] হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা স্যন্দনশীল নদীকে মধুসদৃশ উদকের দ্বারা পূর্ণ ক'রে প্রবাহিত করেন (অথবা,—স্নেহকারুণ্য-নিলয় হৃদয়কে মাধুর্যোপেত করেন), এবং যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা জিতেন্দ্রিয় জনকে প্রীত করেন, অপিচ, যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা নিন্দনীয় এবং উদ্বুদ্ধ জনকে রক্ষা করেন; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধির বিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [সেই দেবদ্বয় যে রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা জগতে স্নেহকরুণার ধারা প্রবাহিত করেন, এবং যুগপৎ পাপীকে ও

পুণ্যাত্মাকে রক্ষা করেন; সেই রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা তাঁরা আমাদের রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন। —প্রচলিত অর্থে 'সিন্ধুং' ও 'মধুমন্তং' পদদুটিতে যথাক্রমে 'করণশীলা' নদী ও 'মধুময় জল' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই মন্ত্রের ভাবার্থ অনুসারে 'সিন্ধুং' পদে 'স্নেহকারুণ্যের নিলয় হৃদয়'কে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 'মধুমন্তং' পদের অর্থ 'মাধুর্যযুক্ত'। 'বসিষ্ঠং' পদে 'বসিষ্ঠ' নামক ঋষির পরিবর্তে প্রকৃতি প্রত্যয়ের সঙ্গতিক্রমে 'জিতেন্দ্রিয়' অর্থ গ্রহণই সঙ্গত। ভাষ্য ইত্যাদিতে 'কুৎসং' প্রভৃতি পদে তিন ঋষিকে লক্ষ্য করা হয়েছে; কিন্তু ঐ তিনটি পদে যথাক্রমে 'নিন্দনীয়' 'তত্ত্বজ্ঞ' ও 'মনুষ্য' অর্থ গ্রহণই সঙ্গত। তথাপি যদি ঐ সব পদে ঋষি তিনজনের নাম নির্দিষ্ট হয়েছে ব'লেই মনে করা যায়, তাহলে, তাঁরা কালচক্রে চিরবিদ্যমান রয়েছেন—বুঝতে হবে।] ॥ ৯ ॥

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা নানারকম ধনসম্বন্ধীয় সংগ্রামে ধনাকাঙ্ক্ষী জনকে ধনদানে জয়যুক্ত করেন, গতিশক্তিরহিত জনকে চলৎ-শক্তি-দানে জয়যুক্ত করেন, লোকপালক জনকে পালন-সামর্থ্য-দানে জয়যুক্ত করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা জ্ঞানকিরণসমন্বিত ভগবানে ন্যস্তচিত্ত স্তুতিপরায়ণ জনকে সর্বথা রক্ষা করেন; অন্তর্যামি-বহির্যামি-নামক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [সেই দেবতারা তাঁদের যে রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা সংসার-সমরে অপরকে জয়যুক্ত করেন, সেই রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করুন।—এই ঋক্‌টি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখলে, দেখা যাবে যে, পূর্বকালে ভারত-ললনা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে ঘোরতর যুদ্ধ করতেন। পক্ষান্তরে তাতে তাৎকালিক অস্ত্রচিকিৎসার সবিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যাবে। যেমন, চিকিৎসার গুণে অন্ধ চক্ষু লাভ করেছে, খঞ্জ চলবার শক্তি পেয়েছে, ইত্যাদি। 'বিশপলাং' ও 'অশ্ব্যং' পদ দুটিতে প্রচলিত ব্যাখ্যায় দুজনের নাম নির্দেশ করা হ'লেও, (অর্থাৎ ছিন্নজঙ্ঘা বিশপলার গতিশক্তি প্রাপ্তি এবং অশ্বের রক্ষা লাভের উপাখ্যান বর্ণিত হ'লেও) আধ্যাত্মিক ভাবের অনুসরণের ঐ দুটি পদে যথাক্রমে 'লোকপালক জন' এবং 'জ্ঞানকিরণযুক্ত' ইত্যাদি অর্থ গ্রহণই সঙ্গত।] ॥ ১০ ॥

শোভনদানশীল হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা এই সংসার-পণ্যশালায় জীবন পরীক্ষা উত্তীর্ণ জনকে চিরজীবন প্রদানের জন্য মধুময় অমৃতময় মেঘকে (বর্ষণকে) সেচন করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা ভগবানের আরাধনা-পরায়ণ পাপীকে রক্ষা করেন; অন্তর্যামি-বহির্যামি-বিনাশক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আপনারা আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [সেই দেবতারা তাঁদের যে-সকল রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা পাপীকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা আমাদের প্রাপ্ত হোন—পরিত্রাণ করুন।—এখানেও, প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'ঔশিজায়' 'দীর্ঘশ্রবসে' এবং 'কক্ষীবন্তং' পদ তিনটিতে তিন ব্যক্তিবিশেষের নাম কল্পিত হয়েছে। ইতিপূর্বে (১ম ১৮সূ-১ঋক্) যে ইতিহাস পাওয়া গেছে, তাতে 'উশিকের পুত্র কক্ষীবান্' এমন কথাই জানা যাচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে, (১৮শ সূক্তের ১ম ঋক্ অনুসারে) 'ঔশিজায়' পদে 'জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জন' এবং 'দীর্ঘশ্রবসে' পদে 'চিরজীবন প্রদানের জন্য' অর্থ গ্রহণই সঙ্গত। সুতরাং 'বণিজে' পদে 'সংসার-রূপে পণ্যশালায়' এবং 'কক্ষীবন্তং' পদে 'পাপীকে' অর্থ গ্রহণই সঙ্গত।] ॥ ১১ ॥

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা [illegible] জল [illegible], [illegible] সমূহকে জল দিয়ে পরিপূর্ণ করেন, এবং যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা জ্ঞানকিরণ-[illegible] না [illegible] রক্ষা করেন, অপিচ, যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা ত্রিতাপনাশক জন জ্ঞানকিরণকে [illegible]

করে; অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির বিনাশক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আপনারা আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [সেই দেবদ্বয় যে রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা ইহজগতে সত্ত্বের প্রবাহ প্রবাহিত করেন, এবং ত্রিতাপতপ্ত (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখে জর্জরিত) জনকে শান্তি দান করেন, সেই রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন।—এখানে 'রসাং' পদে 'সত্ত্বপ্রবাহরূপা নদী', 'অনশ্বং রথং' পদ দুটিতে 'জ্ঞানকিরণ-সম্বন্ধশূন্য কর্ম বা হৃদয়' এবং 'ত্রিশোকঃ' পদে (প্রচলিত ব্যাখ্যায় এক ঋষির নাম নির্দিষ্ট হ'লেও) 'ত্রিতাপতপ্ত জন' এই অর্থই সঙ্গত]॥১২॥

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা অতিদূরস্থিত জ্ঞানাধারকে প্রাপ্ত করান, এবং আত্মনাশকর দর্পপর জনকে (অপকর্মকারীকে) ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কর্মসমূহে রক্ষা করেন—পরিচালিত করেন, অপিচ, যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা সৎকর্ম-সমন্বিত মেধাবীকে রক্ষা করেন; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-বিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! প্রসিদ্ধ সেই রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [সেই দেবদ্বয় যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা অপকর্মকারীকে এবং সৎকর্মকারীকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করুন।—এখানে 'পরাবতি'-র প্রচলিত অর্থ—'অতিদূরস্থিত' গৃহীত হয়েছে এবং 'সূর্য্যং' পদে 'জ্ঞানাধার' অর্থই সঙ্গত। প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'ভরদ্বাজং' পদে একজন ঋষির নাম নির্দিষ্ট হ'লেও এখানে সৎকর্ম সমন্বিত অর্থই সমীচীন]॥১৩॥

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা মহান্ অতিথিসৎকার-পরায়ণ পাপভয়-ভীত সৎকর্মের সাধককে ভীষণ সংগ্রামে রক্ষা করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম সমূহের দ্বারা সংগ্রামে রিপুভয়-ভীত জনকে রক্ষা করেন; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! প্রসিদ্ধ সেই রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [সেই দেবদ্বয় যে রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা সৎকর্ম-পরায়ণ সাধককে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।—অশ্বিদ্বয়ের মাহাত্ম্য-খ্যাপক এই মন্ত্রের 'অতিথিগ্বং', 'দিবোদাসং', 'শম্বরহত্যে' এবং 'ত্রসদস্যু' এই পদ কয়েকটি উপলক্ষে মন্ত্রের অর্থ বিভিন্ন দ্যোতক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন প্রচলিত ভাষ্যে 'অতিথিগ্বং' এবং 'কশোজুবং' পদ দুটিকে 'দিবোদাসং' অর্থাৎ দিবোদাস নামক ব্যক্তির বিশেষণরূপে দেখান হয়েছে। কোথাও বা 'অতিথিগ্ব' এবং 'কশোজুব' নামেও দুজনের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। 'শম্বরহত্যে' পদে শম্বর নামক অসুর কর্তৃক আহত হওয়ার ভাব এবং 'ত্রসদস্যুং' পদে ঐ নামধেয় অসুরের পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে।—কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'অতিথিগ্বং' প্রভৃতি পদে কোনও ব্যক্তিবিশেষের নির্দেশ ভ্রমাত্মক]॥১৪॥

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা পূজাপরায়ণ জনকে মধুর-রস পান করান, এবং পুত্রকে স্তুতি-পরায়ণ করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞকে রক্ষা করেন, এবং যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা বিগতজ্ঞানকিরণ অথচ পাপকর্মত্যাগীকে রক্ষা করেন; হে অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক অশ্বিদেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [সেই দেবদ্বয় যে রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা কলিপ্রভৃতিকে (অর্থাৎ পূর্ব ইত্যাদিকে) রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।—প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'কলিং' 'বশ্রং' 'পৃথিং' এবং 'উপস্তুতং' এই পদ চারটিতে উক্ত নামধেয় চারজন ব্যক্তিকে পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে 'বশ্রং' পদে 'পূজাপরায়ণ জন', 'বিপিপানং' পদে

'অর্বাম্ভং' পদে 'অশ্বকে', 'জবে' পদ 'ক্ষিপ্রগামী', 'সুরভ্যঃ' পদে 'মধুমক্ষিকাগণকে' 'মধু' পদে 'মধু' ইত্যাদি ধারণা করা হয়েছে। এতে এক জটিলতাময় অর্থের সূচনা পরিলক্ষিত হয়েছে, সন্দেহ নেই।] ॥ ২১ ॥

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা রিপুগণের সাথে বিষম সমরে, ক্ষেত্রোৎপন্ন ভগবৎ-প্রদ জ্ঞানের রক্ষার নিমিত্ত, জ্ঞানকিরণসমূহ লাভে যুদ্ধপ্রবৃত্ত নেতৃগণকে (সৎকর্ম-পরায়ণ-গণকে) প্রীত করেন—রক্ষা করেন; এবং যে রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা কর্মসমূহ রক্ষা করেন; আর যে রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা পাপ হ'তে মনুষ্যগণকে রক্ষা করেন; অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির নাশক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [সেই দেবদ্বয় যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা বিষম সংসার-সমরে শ্রেষ্ঠপুরুষের জন্য পরমার্থ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে রক্ষা করেন, মানুষদের পাপ থেকে পরিত্রাণ করেন; সেই রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।—প্রচলিত ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের মধ্যে গো-লাভের জন্য যুদ্ধ, ক্ষেত্রলাভের জন্য সহায়তা, রথ ও অশ্বসমূহের রক্ষা—এমন সব তথ্য বিশ্লেষিত হয়েছে।] ॥ ২২ ॥

অশেষসৎকর্মকারী অথবা অশেষকর্মকারক হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা নিন্দনীয় জনকে ভগবানের সম্বন্ধযুত ক'রে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করেন; এবং হিংস্র দম্ভপরায়ণ জনকে ভগবানের সম্বন্ধযুত ক'রে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা জ্ঞানোন্মুখ জনকে পরমধন প্রদান ক'রে রক্ষা করেন; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন। [সেই দেবদ্বয় তাঁদের যে রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা নিন্দনীয় হিংসুক জ্ঞানোন্মুখ জনকে পরমধন দানে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্মগুলির দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন। —দেখা গেছে, পূর্বের প্রায় প্রতিটি ব্যাখ্যাতেই 'কুৎসং', আর্জুনেয়ং', 'তুর্বীতিং', দভীতিং', 'ধ্বসন্তিং' এবং 'পুরুষন্তিং' পদগুলি উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা করা হয়েছে।] ॥ ২৩ ॥

রিপুগণের প্রভাব অপহারী, কামনাসমূহের অভিবর্ধক, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা আমাদের স্তুতিকে বিহিতকর্মসংযুত করুন, এবং আমাদের বুদ্ধিকে সৎপথে পরিচালিত করুন; অজ্ঞানে—অসহায় অবস্থাতে—আপনাদের যেন নিয়ত আমি আহ্বান করি—অনুসরণ করি; এবং আপনারা সৎকর্মের মধ্যে অথবা রিপুগণের সাথে সংগ্রামে আমাদের পরিবর্ধন হোন। [সেই দেবদ্বয়ের কৃপায় আমাদের বাক্য ও বুদ্ধি সৎকর্ম-সংযুত হোক; তাঁরা সর্বতোভাবে আমাদের সৎকর্মসমন্বিত করুন।] ॥ ২৪ ॥

অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির বিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! দিবসসমূহের দ্বারা অর্থাৎ সকল দিবসসমূহে এবং রাত্রিসমূহের দ্বারা অর্থাৎ সকল রাত্রিসমূহে অহিংসিত সুভগত্বের দ্বারা অর্থাৎ অন্য কর্তৃক অপহৃত হবার অসম্ভাব্য পরমার্থ-রূপ ধনের প্রদানের দ্বারা আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুন; [হে দেবদ্বয়! সকল কালে পরমধন প্রদানের দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করুন]; সেই উদ্দেশে মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ধক বরুণদেব, অখণ্ডনীয় অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব, স্যন্দনশীল স্নেহকারণরূপ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সমুজ্জ্বলা দ্যুঃ-দেব আমাদের রক্ষা করুন। [সকল দেবগণ আমাদের রক্ষক হোন।—এখানে 'দ্যুভিঃ' এবং 'অক্তুভিঃ' পদদুটিতে যথাক্রমে 'দিবসে' ও 'রাত্রিতে' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'অরিষ্টেভিঃ' পদে 'অহিংসিতরা অর্থাৎ অপর কর্তৃক অপহৃত হওয়া অসম্ভব' ভাব আনা হয়েছে। 'সৌভগেভিঃ' পদে 'সুভগত্ব-সমূহের দ্বারা অর্থাৎ পরমার্থ-রূপ ধনের

প্রথমের দ্বারা' অর্থেই ভাব-সঙ্গতি দেখা যায়। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটি পূর্ব পূর্ব সূক্তের শেষ মন্ত্রের তৃতীয় চরণের অনুরূপ। ঐসব দেবতা বা দেবতার আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ ক'রে আমাদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন—এই-ই প্রার্থনা। ॥ ২৫ ॥

টীকা — অশ্বিদ্বয় এই সূক্তের দেবতা হলেও প্রথম মন্ত্রটিতে দ্যাবাপৃথিবীর এবং অগ্নির প্রতি লক্ষ্য আছে। এই সূক্তটি বড়ই জটিলতাপূর্ণ। এর ব্যাখ্যায় নানারকম অর্থ গ্রহণ করতে পারা যায় এবং গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে, দেবতাকে মানুষের পর্যায়ে রেখে তাঁদের নানা কার্যের উল্লেখ দেখা যায়। সেই অনুসারে অশ্বিদেবদ্বয়কে দেব-বৈদ্যরূপে তথা চিকিৎসা বিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞানী, বৈষয়িক ব্যাপারে ধনের অধিকারী ইত্যাদি রূপে দেখান হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, বহু রাজর্ষির ও অসুরের কথাও উত্থাপিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সূক্তের দ্বারা পুরাবৃত্তের বহু তথ্য নিষ্কাশন করা হয়েছে। ভাষ্যানুসারী অর্থে অশ্বিদ্বয়ের যে সব কার্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা এই—তাঁরা প্রসব-রহিত গাভীকে দুগ্ধবতী করেছিলেন (৩য় মন্ত্র), তাঁরা অজ্ঞান কক্ষীবানকে জ্ঞানী করেছিলেন (৪র্থ মন্ত্র), তাঁরা কূপে নিক্ষিপ্ত পাশবদ্ধ রেভকে, বন্দনকে এবং কণ্বকে উদ্ধার করেছিলেন (৫ম মন্ত্র), তাঁরা অন্তক রাজর্ষিকে, ভুজ্যুকে, কর্কন্ধুকে ও বয্যকে উদ্ধার করেছিলেন (৬ষ্ঠ মন্ত্র), তাঁরা শুচন্তিকে ধনী করেন, অগ্নির মধ্যে নিক্ষিপ্ত অত্রিকে শান্তি দান করেন, এবং পৃশ্নিগুকে ও পুরুকুৎসকে রক্ষা করেন (৭ম মন্ত্র), তাঁরা পঙ্গু পরাবৃজকে গমনশক্তি দেন, অন্ধ ঋজ্রাশ্বকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করেন এবং জানুহীন শ্রোণকে চলৎ-শক্তি দান করেছিলেন (৮ম মন্ত্র), তাঁরা মধুধারী নদী প্রবাহিত করেছিলেন, এবং বশিষ্ঠকে, কুৎসকে, শ্রুতর্যকে ও নর্যকে রক্ষা করেন (৯ম মন্ত্র); তাঁরা অশ্ব বিশপলাকে যুদ্ধে গমন-সমর্থা করেন এবং অশ্বের পুত্র বশকে রক্ষা করেন (১০ম মন্ত্র), তাঁরা উশিজের পুত্র দীর্ঘশ্রবাকে ও কক্ষীবানকে উদ্ধার করেন (১১শ মন্ত্র), তাঁরা ত্রিশোকের অপহৃত গাভীকে উদ্ধার করেন এবং রসাকে জলপূর্ণ করেন (১২শ মন্ত্র), তাঁরা সূর্যকে বেষ্টন করেন, মান্ধাতাকে পৃথিবীর অধিপতি করেন, এবং ভরদ্বাজকে সহায়তা করেন (১৩শ মন্ত্র), তাঁরা শম্বরকে নিহত ক'রে অতিথিগ্বকে, দিবোদাসকে ও কশোজুকে রক্ষা করেন এবং ত্রসদস্যুর দুর্গ ভেঙে দেন (১৪শ মন্ত্র), তাঁরা সোমপায়ী বম্রকে ও উপস্তুতকে রক্ষা করেছিলেন এবং কলিকে পত্নীযুক্ত করেছিলেন এবং ব্যশ্বকে ও পৃথিকে সহায়তা করেন (১৫শ মন্ত্র), তাঁরা শয়ুকে, অত্রিকে এবং মনুকে উদ্ধার করেন, এবং স্যূমরশ্মিকে রক্ষা করেন (১৬শ মন্ত্র), তাঁরা পঠর্বাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করেন এবং শর্যাতকে রক্ষা করেন (১৭শ মন্ত্র), তাঁরা অঙ্গিরোগণকে তাঁদের পূজার জন্য উত্তেজনা করেন, তাঁরা দুগ্ধের নদী প্রবাহিত ক'রে মনুকে অন্নবলে বলীয়ান ক'রে দিয়েছিলেন (১৮শ মন্ত্র), তাঁরা বিমদকে পত্নী দান করেন এবং সুদেবীকে সুদাসের গৃহে আনয়ন করেন (১৯শ মন্ত্র); ভুজ্যু ও অধ্রিগুকে রক্ষা এবং ঋতস্তুভকে ও সুভর্বাকে তাঁরা রক্ষা করেন (২০শ মন্ত্র), তাঁরা কৃশানুকে পরিত্রাণ করেছিলেন (২১শ মন্ত্র), তাঁরা গাভীর উদ্ধারের ও অশ্বের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেন (২২শ মন্ত্র), তাঁরা অর্জুনের পুত্র কুৎসকে সহায়তা করেন এবং তুর্বীতিকে ও দভীতিকে শক্তি দেন এবং ধ্বসন্তি ও পুরুষন্তিকে সাহায্য করেন (২৩শ মন্ত্র), তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে নানা অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করেন (২৪শ মন্ত্র)—ইত্যাদি। এঁদের সঙ্গে যে কত ঘটনা ও কতই উপাখ্যান বিজড়িত হয়ে আছে, তার ইয়ত্তা করা কঠিন। এ সূক্তে প্রাচীন কালের একটি প্রাচীন সমাজের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে—এমনই সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বাস্তবিক ভাবে, কি অশ্বিদ্বয়, কি অন্য সব পদ—যা নাম-বাচক ব'লে প্রখ্যাত হয়, তার সবই নিগূঢ় অন্য অর্থ দ্যোতক। যদি নাম ব'লেও সেই সব পদকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে, তাঁদের চিরবিদ্যমানতা স্বীকার করা অবশ্যকর্তব্য আছে,—অনন্ত কালচক্রে চির-আবর্তিত হয়েছেন, সে যুক্তিতে তা-ই সিদ্ধান্তিত হয়।

◆ ◆

— ১১৩ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : অঙ্গিরাপুত্র কুৎস। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগচ্ছিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।
যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায় এবা রাত্র্যুষসে যোনিমারৈক্॥ ১ ॥
রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারৈগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ।
সমানবন্ধূ অমৃতে অনূচী দ্যাবা বর্ণং চরত আমিনানে॥ ২ ॥
সমানো অধ্বা স্বস্রোরনন্তস্তমন্যান্যা চরতো দেবশিষ্টে।
ন মেথেতে ন তস্থতুঃ সুমেকে নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে॥ ৩ ॥
ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানামচেতি চিত্রা বি দুরো ন আবঃ।
প্রার্প্যা জগদ্ব্যু নো রায়ো অখ্যদুষা অজীগ র্ভুবনানি বিশ্বা॥ ৪ ॥
জিহ্মশ্যেচরিতবে মঘোন্যাভোগয় ইষ্টয়ে রায় উ ত্বম্।
দভ্রং পশ্যদ্ভ্য উর্বিয়া বিচক্ষ উষা অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা॥ ৫ ॥
ক্ষত্রায় ত্বং শ্রবসে ত্বং মহীয়া ইষ্টয়ে ত্বমর্থমিব ত্বমিত্যৈ।
বিসদৃশা জীবিতাভিপ্রচক্ষ উষা অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা॥ ৬ ॥
এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি ব্যুচ্ছন্তী যুবতিঃ শুক্রবাসাঃ।
বিশ্বস্যেশানা পার্থিবস্য বস্ব উষো অদ্যেহ সুভগে ব্যুচ্ছ॥ ৭ ॥
পরায়তীনামন্বেতি পাথ আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাম্।
ব্যুচ্ছন্তী জীবমুদীরয়ন্ত্যুষা মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তী॥ ৮ ॥
উষো যদগ্নিং সমিধে চকর্থ বি যদাবশ্চক্ষসা সূর্যস্য।
যন্মানুষান্যক্ষ্যমাণাঁ অজীগস্তদ্দেবেষু চকৃষে ভদ্রমপ্নঃ॥ ৯ ॥
কিয়াত্যা যৎসময়া ভবাতি যা ব্যূষুর্যাশ্চ নূনং ব্যুচ্ছান্।
অনু পূর্বাঃ কৃপতে বাবশানা প্রদীধ্যানা জোষমন্যাভিরেতি॥ ১০ ॥
ঈয়ুষ্টে যে পূর্বতরামপশ্যন্ব্যুচ্ছন্তীমুষসং মর্ত্যাসঃ।
অস্মাভিরূ নু প্রতিচক্ষ্যাভূদো তে যন্তি যে অপরীষু পশ্যান্॥ ১১ ॥
যাবয়দ্দ্বেষা ঋতপা ঋতেজাঃ সুম্নাবরী সূনৃতা ঈরয়ন্তী।
সুমঙ্গলী বিভ্রতী দেববীতিমিহাদ্যোষঃ শ্রেষ্ঠতমা ব্যুচ্ছ॥ ১২ ॥
শশ্বৎ পুরোষা ব্যুবাস দেব্যথো অদ্যেদং ব্যাবো মঘোনী।
অথো ব্যুচ্ছাদুত্তরাঁ অনু দ্যূনজরামৃতা চরতি স্বধাভিঃ॥ ১৩ ॥
ব্যঞ্জিভির্দিব আতাস্বদ্যৌদপ কৃষ্ণাং নির্ণিজং দেব্যাবঃ।
প্রবোধয়ন্ত্যরুণেভিরশ্বৈরোষা যাতি সুযুজা রথেন॥ ১৪ ॥

আবহন্তী পোষ্যা বার্যাণি চিত্রং কেতুং কৃণুতে চেকিতানা।
ঈয়ুষীণামুপমা শশ্বতীনাং বিভাতীনাং প্রথমোষা ব্যশ্বৈৎ॥ ১৫ ॥
উদীর্ধ্বং জীবো অসুর্ন আগাদপ প্রাগাত্তম আ জ্যোতিরেতি।
আরৈক্পন্থাং যাতবে সূর্যায়াগন্ম যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ॥ ১৬ ॥
স্যূমনা বাচ উদিয়র্তি বহ্নিঃ স্তবানো রেভ উষসো বিভাতীঃ।
অদ্যা তদুচ্ছ গৃণতে মঘোন্যস্মে আয়ুর্নি দিদীহি প্রজাবৎ॥ ১৭ ॥
যা গোমতীরুষসঃ সর্ববীরা ব্যুচ্ছন্তী দাশুষে মর্তায়।
বায়োরিব সূনৃতানামুদর্কে তা অশ্বদা অশ্নবৎসোমসুত্বা॥ ১৮ ॥
মাতা দেবানামদিতেরনীকং যজ্ঞস্য কেতুর্বৃহতী বি ভাহি।
প্রশস্তিকৃদ্ ব্রহ্মণে নো ব্যুচ্ছা নো জনে জনয় বিশ্ববারে॥ ১৯ ॥
যচ্চিত্রমপ্ন উষসো বহন্তীজানায় শশমানায় ভদ্রম্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ২০ ॥

মন্ত্রার্থ — এই বক্ষ্যমাণ শ্রেষ্ঠ সকল জ্ঞানরশ্মির মূলীভূত প্রজ্ঞান, জ্ঞানহীন আমাদের ...প্রভাবে প্রাপ্ত হোন, রমণীয়, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন সকলের বিজ্ঞাপক, তাঁর রশ্মিসমূহ,পর্যাপ্ত ...র, সর্বথা আমাদের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হোক; [জ্ঞানহীন আমাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হোক]; ...যন্তু, অজ্ঞানতা-রূপ রাত্রি, প্রজ্ঞানরূপ সূর্য হ'তে উৎপন্ন হ'লে অর্থাৎ জ্ঞানের সাথে অজ্ঞানের ...র্ব সম্বন্ধ বিশিষ্ট হ'লে, জ্ঞানোন্মেষিকা-বৃত্তি-রূপ উষাকে প্রকাশ করবার জন্য, নিমিত্তভূত কারণ ...য়; সেইহেতু, অজ্ঞানতা-রূপা রাত্রিই জ্ঞানের উন্মেষিকা উষার উৎপত্তি-ক্ষেত্র ব'লে অভিহিত ...য়। [জ্ঞানের সাথে যে কর্ম সম্বন্ধযুক্ত, তা-ই সুফলপ্রদ হয়ে থাকে; অতএব আমাদের সকল কর্ম ...নের সাথে সম্বন্ধযুত হোক।—অজ্ঞানের জন্য কামনা। কামনা সুখাশার নামান্তর। সুখাশাই ...কর্মতরঙ্গের প্রবর্তক। কর্মতরঙ্গই লক্ষ্যহীন জীবনের নিদান। লক্ষ্যহীন জীবনই যন্ত্রণার অভিভূতি, ...নের দীর্ঘ-উচ্ছ্বাস, হাহাকারের আর্তনাদ, দারুণ অনুশোচনার হেতু। সুতরাং এই অদ্ভুত অজ্ঞান, ...র সকরে এনেছে, দেবত্বের সিংহাসনে পশুত্বের অধিকার দিয়েছে, তাকে নষ্ট না করতে পারলে, ...নুষ্যত্বের সার্থকতা সুদূর পরাহত। কিন্তু একে নষ্ট করতে হ'লে, প্রকাশ-জগতের সূর্য-প্রভায় হবে ...না; যিনি—জ্যোতির জ্যোতিঃ—সূর্য ইত্যাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থেরও প্রকাশক, যাঁর প্রভায় জগৎ ...দীপ্ত—সেই দীপ্ত জ্যোতিরে আশ্রয় লাভ করাই পরম প্রয়োজন। তাঁকে লাভ করলে হৃদয়ের গাঢ় ...অন্ধকার চিরতরে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে—আমাদের কর্ম যেন ভগবৎ-...মুখী হয়। ॥ ১ ॥

...যখন চিদ্‌জ্ঞানরূপ-বৎসবিশিষ্ট প্রদীপ্ত সুনির্মল জ্ঞানদাত্রী উষা, সম্যক্-রূপে এসে উপস্থিত হন, ...তখন তমোময়ী অজ্ঞানরাত্রি, সত্ত্বময়ী জ্ঞানরূপা উষার কেন্দ্রীভূত স্থানস্বরূপ মহেশ্বরে বিলীন হয়ে ...যান, সেইজন্য তমোময়ী **অজ্ঞানরাত্রি ও সত্ত্বময়ী জ্ঞানরূপ উষা**, পরস্পর আশ্রয়-আশ্রয়িভাবে ...সমন্বয়যুক্ত ও অমরণশীল এবং পরস্পর অনুগত ভাবে সমস্ত প্রাণিজগতের রূপ-জ্ঞান নষ্ট ...ক'রে, এই দৃষ্টিপথের মধ্যে বিচরণ করছে। [জ্ঞানরূপ উষার সমাগম হ'লে মলিনাত্মিকা ...অজ্ঞানরাত্রি পরমব্রহ্ম মহেশ্বরে আত্মগোপন ক'রে থাকে, তখন নিখিল জগৎ নাম-রূপ পরিত্যাগ

পরমব্রহ্ম বা পরম শিব। উষা জ্ঞান জননী; সেই পরমশিবের প্রাপ্তিসাধিকা। ইনিই শবের শরীরে পরিস্পন্দন এনে দেন। এঁর আশ্রয়েই চিত্ত শুদ্ধ হয়। ইনিই সেই শান্তিরূপা—মহাশান্তির নিলয়রূপা] ॥৫॥

হে মন! সুপ্তোত্থিত হয়ে, শরীরের নিমিত্ত, চিত্তশুদ্ধিরূপ মঙ্গলের নিমিত্ত, মহান্ ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ ইষ্টলাভের নিমিত্ত এবং পরমার্থ-রূপ মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ হও; তুলনাবিহীন নিত্যরূপা জ্ঞানদায়িনী দেবী সমগ্র জগৎকে পরিব্যাপ্ত ক'রে এই উপদেশ প্রদান করছেন। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। বলা হচ্ছে—হে মন! জ্ঞানদায়িনী উষাদেবী তোমাকে উদ্বুদ্ধ করছেন; তুমি উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথমে শরীর, তার পর কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ মঙ্গল, তারপর মুমুক্ষুত্ব, এবং তারপর মুক্তি লাভ কর] ॥৬॥

শুভফলদায়িনি জ্ঞানপ্রদে হে দেবি! অধুনা (নিত্যকাল) এই হৃদয়রূপ আকাশে সমুদিতা হও; যখন আমরা এইরকম সব্যাকুল প্রার্থনা ক'রি, তখন দ্যোতনশীল পরমাত্মা হ'তে দুহিত্রীস্বরূপ প্রকাশবতী নির্মলদীপ্তি পূর্ণশক্তিরূপা নিখিল পরমার্থভূত মুক্তিরূপ ধনের প্রদানকর্ত্রী এই জ্ঞানদায়িনী উষা-দেবী অজ্ঞান-অন্ধকারকে দূরীভূত ক'রে পরিদৃষ্টা হয়ে থাকেন। [এই জ্ঞানদায়িনী উষাকে যখন আমরা প্রার্থনা ক'রি—'হে দেবি! তুমি সমাগতা হয়ে আমাদের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারকে দূর ক'রে দাও, আমাদের মুক্তির রাজ্যে নিয়ে চল'; তখন সেই দেবী স্নেহময়ী জননীর মতো কল্যাণকামা হয়ে আমাদের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার বিনষ্ট ক'রে আমাদের মুক্তিরূপ ধন প্রদান ক'রে থাকেন।—প্রার্থনার দ্বারা, অনুসরণের দ্বারা, জ্ঞানদায়িনী উষাকে হৃদয়াকাশে আবির্ভূত করানই এ মন্ত্রের প্রধানতম লক্ষ্য] ॥৭॥

এই জ্ঞানদায়িনী শক্তিরূপা উষা পূর্বগত অতীত নিত্যচৈতন্যরূপ জ্ঞানময় উষা-সমূহের গমন-পথ-সকলকে অনুগমন করছে এবং আগামী সেইরকম উষা সকলের গমন-পথ অনুসরণ করবে; [যে জ্ঞানদায়িনী শক্তি আমাদের মধ্যে ক্রীড়া করছেন; সেই শক্তিই পূর্বাপর জগৎকে প্রকাশিত ক'রে থাকেন]; এইজন্য এই উষা সৃষ্টির আদিভূতা ও নিত্যা; অজ্ঞানসম্ভূত অন্ধকার অপসারিত ক'রে ও জীবাত্মাকে 'উত্তিষ্ঠ' এই বাক্য ব'লে, এই চৈতন্যরূপিণী উষাই সুষুপ্তি-সময়ে মৃতবৎ-স্থিতের ন্যায় প্রলয়মগ্ন কোনও সংস্কারাত্মক বা অনির্দিষ্ট বস্তুকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় প্রলয়োত্থিত ক'রে নিত্য প্রতিভাসিত ক'রে থাকেন। [এই জ্ঞানপ্রদায়িনী শক্তি যেমন পূর্ব-যুগে ছিলেন, তেমনই আগামী যুগেও থাকবেন। এই উষাই সৃষ্টির পূর্বে চৈতন্যের অভিব্যক্তির জন্য সুপ্তোত্থিতের মতো প্রলয় থেকে উত্থিত ক'রে জগতের আকারে বিবর্তিত ক'রে থাকেন, আবার ইনিই অজ্ঞান-সম্ভূত অন্ধকার দূরীভূত ক'রে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদিত করেন। এইজন্য ইনি নিত্যা] ॥৮॥

হে জ্ঞানদায়িনি উষে! যখন তুমি অজ্ঞানতার দূরীকরণের জন্য জ্ঞানাগ্নিকে হৃদয়ে উৎপাদিত কর; অর্থাৎ জ্ঞানদায়িনি দেবি! যখন তুমি কর্মরাশিকে ভস্মীভূত করতে জ্ঞানাগ্নিকে প্রজ্বালিত কর; অপিচ, যখন অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার-বিনাশকারী আত্মজ্ঞানের প্রকাশের দ্বারা হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হও; অর্থাৎ, হৃদয়-গহ্বরকে অজ্ঞানহীন কর; আর, যখন আত্মবোধকামী উপাসনা-পরায়ণ মানবগণকে উপাসনার জন্য উদ্বুদ্ধ কর; তখন, সত্ত্বভাব-সমূহে (হৃদয়ে সত্ত্বসঞ্চারের উদ্দেশ্যে) ভজনীয় মঙ্গলময় কর্ম সম্পাদন করিয়ে থাক; অর্থাৎ, দেবস্বভাব সত্ত্বভাবসকলের লভ্য যে কর্ম, তা তুমিই সম্পন্ন করাও। [সেই জ্ঞানদায়িনী উষাই অজ্ঞান-কর্ম-রাশিকে ভস্মীভূত করবার জন্য জ্ঞানাগ্নিকে প্রজ্বালিত ক'রে, হৃদয়রূপ গহ্বরকে অজ্ঞানহীন করবার জন্য জ্ঞানরূপ সূর্যকে উদ্ভাসিত ক'রে, এবং

আরাধনা করতে পারলেই, তিনি উপাসনাকারীর হৃদয়ে নির্মল দীপ্ত জ্ঞানালোকের সঞ্চার করে
—জ্ঞানদায়িনী দেবীর এইরকম মাহাত্ম্যবর্ণনাই এই মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য] ॥ ১৭ ॥

যে-সকল জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যরূপা উষা (সৎ-বৃত্তি-সমূহ)
বীরসাধকগণের দ্বারা সুসেবিত ত্যাগশীল সন্ন্যাসী মনুষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বিদ্যা প্রদান করেন, সেই জ্ঞানপ্রেরণ[illegible]
জ্ঞানজ্যোতির্দায়িনী দেবীগণকে সত্যসমূহের সাধনের নিমিত্ত অমৃত-আস্বাদনকারী সাধক সত্বর লাভ
শীঘ্র প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। [যে-সকল উষা ত্যাগশীল সন্ন্যাসীকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান ক'রে থাকেন, সেই
সকল উষাকেই অমৃতের আস্বাদন গ্রহণকারী পুরুষ সত্বর পেয়ে থাকে।—বীর ত্যাগী সাধক যখন
জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যময়ী উষাকে লাভ করতে পারেন, তখন কর্মকোলাহলের আপাত মধুর এ
ক্ষীণ শিখাটি নিভে যায়, তিনি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হন; অর্থাৎ বীর-সাধক 'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম
সত্য' এই বিচার করতে করতে কঠোর ব্রহ্মচর্য ও ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি দ্বারা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ
করেন; এবং অমৃতের (দেবত্বের) আস্বাদ পেয়ে অমর হয়ে যান] ॥ ১৮ ॥

হে বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানদায়িনি উষে! তুমি সত্ত্বভাব-সকলের উৎপাদনকারিণী জননী, অখণ্ডনীয়
চিত্তশুদ্ধির কারণরূপা, সৎকর্মের—ব্রহ্মের জ্ঞাপয়িত্রী; মহতী অর্থাৎ ব্যাপনশীলা হয়ে, তুমি বিস্তার
হও; শান্তিদায়িনী হয়ে আমাদের ব্রহ্মের নিকটে নিয়ে চল; পুনর্জন্ম উৎপন্ন করো না; অপর,—
জীব-বিষয়ে অর্থাৎ জীবহিত-সাধনের নিমিত্ত আমাদের চিত্তবৃত্তিকে উৎপন্ন প্রবুদ্ধ কর। [সেই
সর্ববরেণ্যা জ্ঞানদাত্রী উষা সত্ত্বভাব-সকলের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি-সম্পন্ন ক'রে আমাদের ব্রহ্ম প্রাপ্ত
করান, শান্তি প্রদান করুন; আর যেন আমাদের পুনর্জন্ম না হয়; অথবা,—জীবের মঙ্গলের সাধনে
তিনি যেন আমাদের নিয়োজিত করেন] ॥ ১৯ ॥

জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যরূপা উষা-সকল, যেমন যেমন অপূর্বতম মঙ্গলাত্মক নিত্যতৃপ্তপ্রাপ্য পরমার্থ
নিষ্কামকর্মরত উপাসক পুরুষকে প্রদান করেন; তেমন তেমন উষার অনুকম্পায় মিত্রগুণ
মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ধক বরুণদেব, অখণ্ডনীয় অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব, স্যন্দনশীল স্নেহকারুণ্য
সিন্ধুদেব,আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সত্ত্বনিলয় দ্যুঃ-দেব আমাদের রক্ষা করুন। [উষার অনুকম্পায়
সকল দেবগণ আমাদের রক্ষক হোন।—উষার নাম—জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যময়ী শক্তি। যেমন রাত্রির
অবসানের ও দিবস-সমাগমের মধ্যবর্তী স্থান—উষার; তেমনি অপ্রাকৃত বা অপার্থিব এই
চৈতন্যস্বরূপা মহা-উষারও স্থান—অজ্ঞান-বিনাশের পরে ও পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানের বা নির্বাণক্ষেত্রের
অথবা নির্বিকল্প সমাধির পূর্বে। ...কল্যাণকামা মহা-উষা জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং
বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি। সেই চৈতন্যরূপা জননী আমাদের গন্তব্যস্থানে (ভগবৎ-সান্নিধ্যে বা
ব্রহ্মজ্যোতির নিকটে) পৌঁছে দেন। তখন আর কিছুই থাকে না। থাকে কেবল—আত্মানুভূতি। এই
অবস্থারই নাম—মুক্তি। এটাই জীবনে বাঞ্ছনীয়] ॥ ২০ ॥

টীকা — এটি উষা-দেবতা-বিষয়ক সূক্ত। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'উষা' শব্দে 'উষাকাল' অর্থ
নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, 'উষা' শব্দে
'উষাকাল' অর্থ গ্রহণ করেও ব্যাখ্যাকারগণ পূর্বাপর ভাব-সামঞ্জস্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রায় সব
ক্ষেত্রেই রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। তথাপি, প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাখ্যার বর্ণিত 'উষা'
প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিনের প্রকাশশীল 'উষাকাল' নয়। উষাকে 'সুনৃত বাক্যের নেত্রী', 'সকলকে [illegible]
কর্মের জন্য জাগরিতকারিণী', নিত্য-যৌবনা [illegible] [illegible] [illegible], '[illegible]
[illegible] উদ্বরী', 'বিদ্বেষীদের দূরকারিণী', 'যজ্ঞের পালয়িত্রী', 'সুখদাত্রী', 'সুনৃত শব্দের প্রেরয়িত্রী'

'অন্নবতী ও যজ্ঞধাত্রী', ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।—বেদের উষাদেবতা উপলক্ষে 'জ্ঞানদায়িনী দেবী', 'জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তি' অথবা 'জ্ঞান-প্রকাশন-কর্ম' ইত্যাদি গুণ তাঁর প্রকাশই সঙ্গত। উষাদেবতার কল্পতরু সমান অভিমত হয়েছেই, কি উদ্দেশ্যে উষা-প্রবচন বিনিযুক্ত হয়েছে, তা অনায়াসে বুঝা যাবে। উষোদয়াগমে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী ধীরে ধীরে আলোকমালায় বিভূষিত হয়ে ওঠে, নিদ্রালস জীবজগৎ সুপ্ত-চেতনা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, জীবের হৃদয়ে কর্ম-প্রবণতার পুনরুত্থান হয়। হৃদয়ে রজনীর অজ্ঞান দূরে প্রতিহিত করলে, রজনীর অন্তে উষাকালের আবির্ভাবকে জীবের হৃদয়ে নব-চেতনার আবির্ভাব বলা হয়। উষা তাই ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-স্বরূপা জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী।

◆ ◆

— ১১৪ সূক্ত —

[দেবতা : রুদ্রদেব। ঋষি : আঙ্গিরস কুৎস। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্র ভরামহে মতীঃ।
যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্॥ ১॥
মৃলা নো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে।
যচ্ছং চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতিষু॥ ২॥
অশ্যাম তে সুমতিং দেবযজ্যয়া ক্ষয়দ্বীরস্য তব রুদ্র মীঢ্বঃ।
সুম্নায়ন্নিদ্বিশো অস্মাকমা চরারিষ্টবীরা জুহবাম তে হবিঃ॥ ৩॥
ত্বেষং বয়ং রুদ্রং যজ্ঞসাধং বঙ্কুং কবিমবসে নি হ্বয়ামহে।
আরে অস্মদ্দৈব্যং হেলো অস্যতু সুমতিমিদ্বয়মস্যা বৃণীমহে॥ ৪॥
দিবো বরাহমরুষং কপর্দিনং ত্বেষং রূপং নমসা নি হ্বয়ামহে।
হস্তে বিভ্রদ্ভেষজা বার্যাণি শর্ম বর্ম চ্ছর্দিরস্মভ্যং যংসৎ॥ ৫॥
ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্ধনম্।
রাস্বা নো অমৃত মর্তভোজনং ত্মনে তোকায় তনয়ায় মৃল॥ ৬॥
মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্।
মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ॥ ৭॥
মা নস্তোকে তনয়ে মা না আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে॥ ৮॥
উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রাস্বা পিতর্মরুতাং সুম্নমস্মে।
ভদ্রা হি তে সুমতির্মৃলয়ত্তমাথা বয়মব ইত্তে বৃণীমহে॥ ৯॥
আরে তে গোঘ্নমুত পূরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর সুম্নমস্মে তে অস্তু।
মৃলা চ নো অধি চ ব্রূহি দেবাধা চ নঃ শর্ম যচ্ছ দ্বিবর্হাঃ॥ ১০॥

অবোচাম নমো অস্মা অবস্যবঃ শৃণোতু নো হবং রুদ্রো মরুত্বান্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — সৎ-ভাব-জনক ত্যাগশীল সংসার-দুঃখ-বিনাশের জন্য কঠোরমূর্তিধর দেবতাকে আমাদের রক্ষণের জন্য, এই সকল স্তুতি আমরা করছি,—সর্বথা অনুসরণ করবার জন্য সম্বন্ধ পুষ্টি; যাতে আমাদের ন্যায় মনুষ্যসকলের এবং গো-অশ্ব প্রভৃতি প্রাণিসকলের মঙ্গল অর্থাৎ তুষ্টি-ব্যাধি-রোগ-সমূহের উপশম হয়; আর, এই সংসার-চক্রে বর্তমান জীবসকল রোগশূন্য ও তুষ্ট হয়। [সেই সংসার-দুঃখ-বিনাশকারী দেবকে আমরা স্তুতি করছি, তিনি আমাদের মঙ্গল করুন,—নিখিল বিশ্ব অনাতুর অর্থাৎ রোগশূন্য হোক] ॥ ১ ॥

সংসার-দুঃখ-বিনাশের জন্য কঠোরমূর্তিধর হে দেব! আমাদের মঙ্গল প্রদান করুন, এবং আমাদের দুঃখনিবৃত্তি করুন; সৎ-ভাবের জনক আপনাকে নমস্কারের দ্বারা অর্থাৎ অনুসরণের দ্বারা যেন পরিচর্যা করি; লোক-সকলের উৎপাদক আদিপুরুষ যে কারণে মঙ্গল এবং অভয় প্রদান করেন, সংসার-দুঃখ-বিনাশক হে দেব! আপনার মন্ত্রস্তুতিসমূহের মধ্যে অর্থাৎ অনুসরণের মধ্যে সেই কারণ আমাদের প্রাপ্ত করুন। [সেই দেবতা যেন যে কারণে দুঃখনিবৃত্তি হয়, সেই কারণকে আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল করেন। আমরা শান্তি লাভ ক'রে সকল দুঃখ, দৈন্য, অশান্তি ও আর্তি থেকে যেন নিষ্কৃতি পাই। যেন দুঃখের কবলে আর থাকতে না হয়] ॥ ২ ॥

জ্ঞানবর্ষণশীল সংসার-দুঃখ-বিনাশক হে দেব! সৎ-ভাবের জনক তোমার উপাসনার দ্বারা অর্থাৎ অনুসরণের দ্বারা তোমার কল্যাণময়ী করুণাকে প্রার্থনা করছি; যেন কাম ইত্যাদি রিপুবর্গের দ্বারা অহিংসিত বীর হয়ে, আমরা তোমার আহ্বান করি; তুমি আহ্বানকারী আমাদের বুদ্ধিসকলে অধিষ্ঠিত হয়ে, আমাদের সুখী করতে আগমন কর। [সংসার-দুঃখ-বিনাশই জীবের মহান্ লক্ষ্য। সেই দুঃখনাশ জ্ঞান ব্যতীত হ'তে পারে না। অতএব সংসার-দুঃখ বিনাশ করতে সমর্থ সেই দেবতা নিশ্চয়ই সেচনশীল তথা জ্ঞানবর্ষণশীল। তাই রুদ্রের বিশেষণ—'মীঢ়'। সুতরাং সেই জ্ঞানদাতা ভগবান্ আমাদের করুণা করুন, আমাদের বুদ্ধিসকলে অধিষ্ঠিত হোন, এবং সৎ-ভাবের মধ্যে আমাদের প্রচোদিত করুন। আমাদের বুদ্ধি নির্মল হোক এবং তাতেই আমরা যেন তাঁকে দর্শন করি, তাঁর করুণা লাভ করি এবং জীবনে মহাশক্তির অধিকারী হই] ॥ ৩ ॥

শোভমান, সৎকর্মসাধক জ্ঞানপ্রদ, অতি মেধাবী, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষিস্বরূপ, সংসার-দুঃখ-বিনাশকারী রুদ্রদেবকে, আমাদের রক্ষার নিমিত্ত, আমরা যেন আহ্বান করি; সেই দেব প্রাক্তন-কর্মরূপ অনুষ্ঠানকে বা জন্মান্তর-রূপ কর্মফলকে আমাদের নিকট হ'তে দূরে নিক্ষেপ করুন; সংসার-দুঃখ-বিনাশী দেবের নিকট হ'তে এই কল্যাণময়ী করুণা আমরা সম্যক্-রূপে যাচ্ঞা করছি। [সেই দেবকে আমাদের রক্ষার জন্য যেন আমরা আহ্বান করি; তিনি জন্মান্তর-কারণ-রূপ কর্মফল থেকে আমাদের রক্ষা করুন, তাঁর কাছে সেই করুণাই প্রার্থনা করছি।—এই মন্ত্রে বন্ধন-মোচনের প্রার্থনার ভাবই অভিব্যক্ত হয়েছে] ॥ ৪ ॥

দ্যু অধিকারিত, শোভমান, ত্যাগশীল অর্থাৎ ত্যাগমূর্তি, প্রদীপ্ত, স্বরূপে স্থিত ভগবানকে নমস্কারের দ্বারা অর্থাৎ অনুসরণের দ্বারা, দেবলোক হ'তে নিম্নে আহ্বান করি—যেন নিকটে আনতে পারি, বরণীয়কামকোষ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ ধনসমূহকে এবং সংসার-রোগ-শমনভূত ভেষজ-সকলকে বিতরণের জন্য হস্তে ধারণকারী সেই দেবতা, প্রার্থনাকারী আমাদের—মঙ্গল, আত্মরক্ষা-মূলক

সৎকর্ম-রূপ কবচ এবং আশ্রয়-স্থান প্রদান করুন। [আমরা যেন সেই দেবতার অনুসরণ করি; সেই দেবতা আমাদের পরমসুখস্বরূপ আশ্রয়স্থান প্রদান করুন। —এ সংসারে যা দুঃখ, তার অন্যতম নাম রোগ। মানুষের কৃত কর্মের ফলই রোগের আকারে প্রকাশমান হয়। আয়ুর্বেদের মতে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কর্ম থেকে তা-ই ব্যাধি। সেই ব্যাধি দু'রকমের; আধি ও ব্যাধি। আধি অর্থে মনের পীড়া, আর ব্যাধি অর্থে শারীরিক পীড়া। শারীরিক পীড়া আবার তিন রকমের। আধ্যাত্মিক (জন্ম, জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু ইত্যাদি), আধিভৌতিক (সর্পদংশন, ব্যাঘ্রের আক্রমণ ইত্যাদি), ও আধিদৈবিক (বজ্রাঘাত, বন্যা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি)। এই ত্রিতাপ বা তিনরকমের রোগ সংসার-শরীরে অশেষ দুঃখপ্রদ। এটা সংসার-পরম্পরারও কারণ; যেহেতু এর মূলে পূর্বজন্মীয় কর্মফলের দুরন্ত প্রকোপ নিত্য বিদ্যমান। এই রোগ থেকে, অথবা এদের মূলীভূত কারণ কর্মফলের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে হ'লে ঔষধের প্রয়োজন এবং তার সুনিপুণ প্রয়োগকর্তারও প্রয়োজন। প্রদীপ্ত জ্যোতিরূপ রুদ্রদেব সেই সুচিকিৎসক, যিনি ঔষধ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ মহৌষধ হাতে নিয়ে দ্যোতনশীল দেবলোক থেকে নেমে এসে সমূলে আমাদের রোগ চিরতরে বিনষ্ট ক'রে দেবেন] ॥ ৫ ॥

প্রকৃষ্ট, সুখকর হতে সুখকর, বর্ধনকর শ্রেয়ঃসাধক, স্তুতি-রূপ বাক্য অর্থাৎ বেদমন্ত্র, বিবেকজ্ঞানী দেবগণের (মরুৎগণের) উৎপত্তির নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়; [শ্রেয়ঃসাধক বেদমন্ত্রের অনুশীলন বিবেকের উৎপত্তির কারণ]; হে অমর! আপনি আমাদের অর্থাৎ মনুষ্যগণের সকলের সর্বদা উপভোগ্য খাদ্য ধন (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গের ফল) প্রদান করুন, এবং আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদি বংশকে আপনাতে গ্রহণ ক'রে অর্থাৎ সৎ-ভাবে অন্বিত ক'রে সুখদাতা হোন। [সেই দেব যেন আমাদের বংশপরম্পরাকে সৎকর্মপরায়ণ ও সুখভাগী অর্থাৎ পরমার্থের অধিকারী ক'রে দেন] ॥ ৬ ॥

সংসার-সুখ-বিনাশক হে দেব! আমাদের মধ্যে মহাপ্রাণ মানবকে অথবা মহৎ-ভাবকে বা মহাপ্রাণতাকে হিংসা করো না; এবং আমাদের মধ্যে বৃদ্ধিশীল বালককে হিংসা করো না, আমাদের মধ্যে অভিষিক্ত বা মন্ত্রদীক্ষিত যুবককে হিংসা করো না; এবং আমাদের মধ্যে গর্ভরূপে অবস্থিত জনগণকে অথবা অজ্ঞানান্ধগণকে হিংসা করো না; আমাদের মধ্যে জনক অথবা সৎ-ভাবজনক জনকে হিংসা করো না; এবং আমাদের মধ্যে জননীকে অথবা সৎ-বৃত্তি-প্রদায়িনী বুদ্ধিকে হিংসা করো না, আমাদের অতি-প্রিয়তম চতুর্বর্গফলের সাধনস্বরূপ শরীরসকলকে হিংসা করো না, অর্থাৎ সকলকেই রক্ষা কর। [সেই সংসার-দুঃখ-বিনাশকারী দেবতা যেন আমাদের সকলকে রক্ষা করেন, আমাদের সকলের মধ্যে সৎ-ভাব সংস্থাপিত করেন; সংসারে শান্তি-প্রদান করেন; তার দ্বারা আমরা যেন সংসারদুঃখ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হ'তে পারি।—এখানে সংসারের ভিতর দিয়ে পরমার্থতা-প্রাপ্তির ভাব পরিস্ফুট হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যেন উপলব্ধি ঘটে যে, সংসার ব'লে যা কিছু আভাত হচ্ছে, সবই ব্রহ্মময়, সবই ব্রহ্মময় সত্য। কিন্তু সেই ব্রহ্মানুভূতি না হওয়া পর্যন্ত, যা কিছু দেখা যাচ্ছে, তা-ই আপাত-সত্যরূপে প্রতীয়মান মায়ারূপাত্মক জগৎ। এই সংসারের মধ্য দিয়েই যেতে হবে, সংসারের বস্তুর বিনিময়েই ভগবানকে লাভ করতে হবে, সংসার-পুষ্পাঞ্জলি ভগবানের চরণে অর্পণ করতে হবে, সংসারের বাক্য সংসারের ভাষা দিয়েই ভগবানকে আহ্বান করতে হবে।—এ মন্ত্র তারই প্রতিধ্বনি] ॥ ৭ ॥

সংসার-দুঃখ-বিনাশক হে দেব! আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদি বিষয়ে (বংশের সম্বন্ধে) হিংসা করো না, আমাদের মানবত্ব-বিষয়ে হিংসা করো না, আমাদের গোধন-বিষয়ে (জ্ঞানকিরণসমূহে),

হিংসা করো না, আমাদের অশ্বধন-বিষয়ে (ব্যাপক জ্ঞান-বিষয়ে) হিংসা করো না, আমাদের দীপ্ত-বিশ্বাস-বৈরাগ্য ইত্যাদি সৎ-ভাবসমূহকে হিংসা করো না, অনুসরণ-পরায়ণ হয়ে আমরা যে তোমাকে আহ্বান করি। [সেই দেব যেন আমাদের আত্মানুভূতির মূলস্বরূপ মনুষ্যত্ব ইত্যাদি রক্ষা করেন,—আমরা সর্বদা যেন তাঁকে অনুসরণ করতে পারি] ॥ ৮ ॥

সংসার-দুঃখ-অপহারক হে দেব! পশুচারণকারীর মতো আমরা, আপনার স্তুতিরূপ বাণীসকল আপনাকে সমর্পণ করছি; [পশুপালক যেমন পশুস্বামীর নিকট থেকে গৃহীত পালনীয় পশুগুলিকে সায়ংকালে সেই পশুস্বামীকেই আবার প্রত্যর্পণ করে, তেমনই সেই দেবতার নিকট থেকে লাভ ক'রে এই সকল স্তুতিরূপ বাণীকে তাঁকেই অর্পণ করছি], বিবেকরূপী দেবগণের জনক (বিবেক উৎপাদক) হে দেব! আমাদের চিরশান্তি প্রদান করুন; শ্রেষ্ঠসুখপ্রদায়িনী কল্যাণময়ী সৎ-ইচ্ছা আপনাতেই আছে; অতএব, প্রার্থনাকারী আমরা আপনার নিকট হ'তে সম্যক্-রূপে শান্তিময়ী রক্ষা প্রার্থনা করছি। [সেই দেবতা পরম মঙ্গলময়; তাঁর ইচ্ছাও মঙ্গলময়ী; সংসার-তাপে দগ্ধমান আমরা তাঁর কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করছি।—অনেক ব্যাখ্যাকার 'মরুতাং পিতঃ' পদ দুটি থেকে রুদ্রদেবকে 'মরুৎ-দেবতাগণের পিতা' ব'লে অর্থ গ্রহণ ক'রে যুগপৎ মরুৎ ও রুদ্রের স্বরূপ সম্পর্কে এক উপাখ্যানের সূচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এক্ষেত্রে 'বিবেকরূপী দেবগণের পিতা' না বুঝে 'বিবেকের জনক' বোঝাই সঙ্গত।—বলা বাহুল্য, এই ঋকে মন্ত্রদ্রষ্টা নিজেকে রাখাল-রূপে বর্ণনা ক'রে সাধন-মার্গীয় পঞ্চভাবের সাধনা-রীতির অন্যতম 'দাস্য'-ভাবের বিমল ছায়া পূর্ণভাবে প্রকট করেছেন] ॥ ৯ ॥

সৎ-ভাবের জনক হে দেব! আপনার কৃপায় বাক্যবিরাম অথবা জগৎস্মৃতির বিলয় এবং পুংস্ত্ববিনাশ অথবা পুরুষকার-রূপ অহঙ্কার-প্রণাশ আমাদের নিকটস্থ হোক; এবং আমাদের উপর আপনার সম্বন্ধীয় সুখ বা মঙ্গল আগমন করুক; [সেই দেব আমাদের মঙ্গল দান করুন, যেন জগতের স্মৃতি বিলয়ের দ্বারা এবং 'আমি পুরুষ' এমন অহংজ্ঞানের বিনাশের দ্বারা সেই দেবতাকে লাভ করতে পারি]; হে দেব! আমাদের উপর করুণা-বর্ষণ করুন, আমাদের আশীর্বাদ করুন, এবং আমাদের জ্ঞান ও কর্মাত্মক উভয় মার্গের মঙ্গল প্রদান করুন। [সেই সংসার-দুঃখ-বিনাশক দেবতা আমাদের মঙ্গল দিন, করুণা করুন; আমরা যেন জ্ঞান ও কর্ম উভয় মার্গের শ্রেয়ঃ লাভ করতে সমর্থ হই] ॥ ১০ ॥

সংসারদুঃখের বিনাশকামী আমরা, সংসার-দুঃখত্রাণকারী রুদ্রদেবকে প্রণাম করছি—যেন অনুসরণ করি; সংসারদুঃখ বিনাশক রুদ্রদেব আমাদের আহ্বান গ্রহণ করুন; তাতে মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ধক বরুণদেব, অখণ্ডনীয়া অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব, স্যন্দনশীল স্নেহকারুণ্য-রূপ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সর্বনিলয় দ্যুঃ-দেব আমাদের রক্ষক হোন। [রুদ্রদেবতার অনুসরণের দ্বারা সকল দেবতা আমাদের রক্ষক হোন। —এটি রুদ্র-প্রকরণের শেষ ঋক্। রুদ্র, অর্থাৎ যাঁকে উপাসনার দ্বারা লাভ করলে এই জ্বালা-জটিল সংসারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাঁকেই বেদ 'রুদ্র' বলেছেন। আমাদের সন্ধ্যা-বন্দনায় 'রুদ্রোপস্থান'-এর দ্বারা শরীরের পাপক্ষয়, বুদ্ধির নির্মলতা-প্রাপ্তি, জ্ঞানের অভ্যুদয় এবং ব্রহ্মানুভূতি হয়। এই রুদ্রদেবতাকে লাভ করলেই সকল দেবতা এসে শান্তি দান করেন] ॥ ১১ ॥

টীকা — এটি রুদ্র-দেবতাত্মক সূক্ত। —রুদ্র-দেব সম্বন্ধে এই সূক্তে যে-সকল বিশেষণ প্রযুক্ত

হয়েছে, তাতে দেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব সহসা বোধগম্য হবার কথা নয়। মনে হয়, এই সূক্তের রুদ্র-দেব রূপে জটাধারী শিবের মূর্তি কল্পনা করা হয়ে থাকে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার আবার 'কপর্দিনে' পদটি থেকে ঋষির শিখা কল্পনা করেছেন। সুতরাং, রুদ্র-প্রকরণের রুদ্র-দেব যে কি বস্তু, প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলি দৃষ্টে তা উপলব্ধ হওয়া কঠিন। এমনকি, কখন কখনও প্রচলিত অর্থে রুদ্র-দেবতাকে গোহত্যাকারী, নরহত্যাকারী দুর্দান্ত মানুষ ব'লেও মনে হয়।—প্রকৃত অর্থে 'রুদ্র'-কে সংসার-দুঃখ-বিনাশের জন্য ঘোর-দুঃখহারী দেবতা রূপে দর্শনই সঙ্গত, কারণ তাতে সূক্তের অন্তর্গত শব্দগুলির ভাব-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, আবার বেদমন্ত্রের যথাযথ স্বরূপও বুঝতে পারা যায়। 'রুৎ' অর্থে সংসার, আর সেই সংসারকে যিনি নাশ করেন তিনি রুদ্র।

◆ ◆

— ১১৫ সূক্ত —

[দেবতা : সূর্যদেব। ঋষি : আঙ্গিরসপুত্র কুৎস। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ১ ॥
সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্ ॥ ২ ॥
ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ।
নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ ॥ ৩ ॥
তৎসূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্তোর্বিততং সং জভার।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥ ৪ ॥
তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে।
অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সং ভরন্তি ॥ ৫ ॥
অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — দেবগণের (দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহের) বিচিত্র যে তেজঃ,—মিত্রদেবতার, বরুণদেবতার, অগ্নিদেবতার প্রকাশক যে তেজঃ,—ঊর্ধ্বে দেবলোকে বিদ্যমান রয়েছে, সেই তেজের দ্বারাই পরমাত্মা-রূপ সূর্যদেব স্বর্গ-মর্ত্যকে গগনমণ্ডলকে স্থাবরসমূহকে জঙ্গমসমূহকে অথবা গতিশীল সমগ্র জগৎকে সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছেন। [দেবসমূহ,—সূর্যে, বরুণে ও অগ্নিতে,—যত যত ভাবে যে তেজঃ পরিলক্ষিত হচ্ছে, সে তেজঃ সেই পরমাত্মারই। এই তেজঃ, অজ্ঞতার পরিহার ক'রে পুঞ্জীভূত হ'লেই পরমাত্মা। —এই দৃশ্যমান চরাচরের মধ্যে যে সকল তেজ পরিদৃষ্ট হচ্ছে, (যেমন অগ্নি, বরুণ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতির] এ সকল তেজের মূলে

এক অনির্বচনীয় অখণ্ড তেজ বিদ্যমান আছে। তেমনই সেই এক পরমাত্মজ্যোতিঃ বহুভাবে জগতের উপর জ্যোতির প্রকাশ করছেন। অর্থাৎ একই ব্রহ্মজ্যোতিঃ বহুজ্যোতিষ্মান্ পদার্থের প্রকাশিত ক'রে জ্যোতিধারায় বা জ্যোতিঃকেন্দ্ররূপে এই জগতের অন্তরালে নিয়ত বিরাজমান। এই মহাভাবকে অভিব্যক্ত করাই এ মন্ত্রের প্রধানতম লক্ষ্য] ॥ ১ ॥

জ্ঞানালোকপ্রদ পরমাত্মা, মনুষ্য যেমন নিজের সহধর্মিণীকে অনুসরণ করেন—রক্ষা করেন— তেমনভাবে, দীপ্তিদানাদি-গুণান্বিতা দীপ্যমানা প্রকাশরূপা জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবীকে বা জ্ঞানোন্মেষিণী বৃত্তিকে (উষাকে) অনুসরণ করেন—পরিরক্ষণ করেন; [জ্ঞানের উন্মেষিণী বৃত্তি বা জ্ঞানের উন্মেষক কর্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়]. দেবত্বের অভিলাষী নেতৃস্থানীয় সাধকগণ, নিজেদের এবং অপর সকলের মঙ্গলের জন্য—দুঃখনিবৃত্তির জন্য, বহুকাল যোগে, যে জ্ঞানদায়িনী উষাতে (অর্থাৎ জ্ঞানের উন্মেষিণী বৃত্তিতে বা কর্মে) সেবাপরায়ণ হন, সেই উষার প্রভাবে বা কৃপাতেই পরম মঙ্গল লাভ করেন—জগতে মঙ্গল বিস্তার করেন। [সাধুগণ কর্তৃক জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর বা বৃত্তির অনুসরণে জগতের অশেষ হিত সাধিত হয়]। অথবা,—জ্ঞানালোকপ্রদ পরমাত্মা, সত্ত্বভাব প্রকাশের দীপ্তিশীল জ্ঞানদায়িনী দেবীকে পশ্চাৎ অনুগমন করেন; অর্থাৎ, জ্ঞানের উন্মেষিণী বৃত্তির পর আত্মানুভূতি হয়ে থাকে। যেমন মরণশীল মানব যুবতী স্ত্রীকে অনুগমন করে, এ অনুগমন কিন্তু তেমন নয়। যে জ্ঞানদায়িনী উষাতে যে-সকল সাধনশীল মানব আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি-রূপ মঙ্গলের নিমিত্ত বহু যুগ ধ'রে ভগবানকে লাভ করবার জন্য ইচ্ছুক হন, তাঁরা সেই সাধনা প্রভাবে মঙ্গল প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। [যুবতীকে অনুগমন ক'রে যুবকেরা যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সত্ত্বভাব জ্ঞানদায়িনী বৃত্তির পশ্চাৎ-ধাবমান হয়ে সাধকগণ তেমন মৃত হন না; পরন্তু, অমর হয়ে থাকেন। যেহেতু উষা-নাম্নী জ্ঞানালোকদায়িনী চিত্তবৃত্তির স্ফুরণের পর সাধকগণ সেই জ্ঞানশক্তি-প্রভাবের দ্বারা যুগযুগান্তব্যাপী তপস্যার ফল-রূপ আত্মানুভূতি লাভ ক'রে চিরমঙ্গলের অধিকারী হ'তে পারেন] ॥ ২ ॥

জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনাশকারী কল্যাণময় বিচিত্ররূপ জ্যোতিঃসমূহ বা কিরণসমূহ, আমাদের দ্বারা স্তবনীয়; এবং সেই কিরণসমূহ স্বর্গের নমস্যমান হয়ে দৃষ্টির অগোচর স্থান হ'তে আরম্ভ ক'রে সকল বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত ক'রে চিরনিয়ত বিরাজমান রয়েছেন। [জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার অজ্ঞান-অন্ধকার অপহরণকারী কিরণসমূহ নিখিল বিশ্বকে ব্যেপে প্রতিষ্ঠিত আছে, দেবগণেরও বন্দনীয় সেই জ্যোতিঃসমূহকে আমরা স্তুতি করি।—এ মন্ত্রের লক্ষ্য—পরমার্থ লাভ। এ সূর্য—আত্মা। এ আকাশ—হৃদয়। এ জ্যোতিঃ—পরমজ্যোতিঃ। এ জ্যোতির দর্শনেই হৃদয়ের গাঢ় অজ্ঞান-তমিস্র তিরোভূত হয়। একেই লক্ষ্য ক'রে মানবীয় চিত্তবৃত্তি প্রধাবিত। এই জ্যোতির স্ফুরণেই জগৎ স্ফুরিত। এর দীপ্তিতেই রবি শশী গ্রহ তারা সমস্ত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ প্রদীপ্ত। এ জ্যোতির দিব্য দর্শন যিনি জীবনে পেয়েছেন, তিনিই জীবনে পেয়েছেন, তিনিই জীবনে অমরত্ব লাভ করেছেন—ধন্য হয়েছেন। সূর্য ও কিরণের মধ্য দিয়ে পরমাত্মা-সূর্যকে—পরমাত্মজ্যোতিকে অধিগত করাই সাধকজীবনের ঈপ্সিত। এ মন্ত্রে সেই মহাভাবই লক্ষিত হচ্ছে] ॥ ৩ ॥

জ্যোতির্ময় পরমাত্মার তা-ই দেবত্ব (তা-ই বিভূতি)—তা-ই মাহাত্ম্য—যে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কর্মদ্বয়ের মধ্যগত বিস্তৃত যে কর্মফল, তাতে তিনি উপসংহার করেন—ক্ষয় করেন; [জ্যোতির্ময় পরমাত্মার অনুকম্পার দ্বারা মানুষদের গতাগতিমূলক কর্মফল নাশপ্রাপ্ত হয়]; কিন্তু যদি

সূর্য-রূপ যান হ'তে অথবা হৃদয় হ'তে অজ্ঞানতা-সংহারক জ্ঞানরশ্মি-সমূহ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে, সর্বথা অজ্ঞানান্ধকার অজ্ঞানতার আবরণ বিস্তৃত করে, অর্থাৎ মানুষ নিরয়-কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। [হৃদয় থেকে বা কর্ম থেকে জ্ঞানসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'লে, আমাদের কর্ম-বন্ধন দূরীভূত হয়ে থাকে (অর্থাৎ জ্ঞানসম্বন্ধ পরিত্যাগই অজ্ঞানতার অনুসরণ। এবং অজ্ঞানতার অনুসরণই ভগবানের অনুগ্রহলাভের বা কর্মফল অবসানের অন্তরায়] ॥ ৪ ॥

জ্যোতির্ময় পরমাত্মা, মিত্রস্থানীয় মিত্রদেবের এবং অভীষ্টবর্ষক বরুণদেবের কর্মশক্তি-প্রদর্শনের জন্য সদ্ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবত্বের আদর্শকে বিস্তৃত করেন—প্রদর্শন করেন, [ভগবানের মিত্রস্থানীয় অভীষ্টবর্ষক যে রূপদ্বয়, আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মের মধ্যে তা প্রকাশ পায়], সেই পরমাত্মার অসীম তেজঃ ইহলোককে দীপ্যমান করে এবং তাঁর কৃপা হ'তে নির্গত জ্ঞানরশ্মিসমূহ অথবা আমাদের সৎকর্মসঞ্জাত জ্ঞানসমূহ অপরাপর বিস্তৃত অজ্ঞানান্ধকারে নাশ ক'রে থাকে। [ভগবানের অনুকম্পায় এবং আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মের প্রভাবে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়,—এবং আমরা পরমসুখ প্রাপ্ত হই।—ঋক্‌টির প্রচলিত অর্থের প্রতি দৃষ্টি করলে মনে হয়, দৃশ্যমান সূর্যের উদয় ও অস্তগমন রূপকে বর্ণিত হয়েছে। —প্রকৃত অর্থ, মানুষ যখন সৎ-ভাবসমন্বিত সৎকর্মপরায়ণ হয়,—ভগবানের অনুসরণ করে—পরমাত্মার সন্ধান-লাভে সমর্থ হয়, তখনই দেবতা তার কাছে মিত্র-রূপে অভীষ্টবর্ষণশীল হয়ে উপস্থিত হয়। আবার, অজ্ঞানতা-রূপ দস্যু যখনই মানুষকে বিভ্রান্ত বিপথগামী করছে বা আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছে, ভগবানের প্রেরিত জ্ঞানজ্যোতিঃ তখনই সেগুলিকে অপসারিত করে] ॥ ৫ ॥

জ্যোতির্ময় পরমাত্মার দীপ্তিমানাদি-গুণসমূহ (বিভূতিসকল)! তোমরা নিত্যকাল প্রকাশিত হয়ে, মলিনতম পাপ হ'তে (অজ্ঞানসম্ভূত সংসারমোহ হ'তে) পরিমুক্ত ক'রে, আমাদের রক্ষা কর, আর মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অখণ্ডীয় অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব, স্যন্দনশীল স্নেহকারুণ্যরূপ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সত্যনিলয় দ্যু-দেব আমাদের রক্ষা করুন। [সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের বিভূতিসমূহ আমাদের অজ্ঞানতারূপ পাপ থেকে পরিমুক্ত করুক, আর, তাতে সকল দেবতা আমাদের রক্ষক হোন।—এখানে 'দেবাঃ' পদ সম্বোধনের পদ হলেও, 'সূর্যস্য' পদের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়ে আছে। তাতে ভাব পাওয়া যায়—জ্যোতির্ময় পরমাত্মার (ভগবানের) যে বিভূতিসমূহ, সেই বিভূতি-সমূহকে (দীপ্তিমানাদিগুণনিবহকে) সম্বোধন ক'রে প্রার্থনা জানান হয়েছে] ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি ব্রাহ্মণের নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনায় সূর্যোপস্থানে প্রযুক্ত হয়। এই সূক্তের দুটি ঋকের অর্থ প্রচলিত ভাষ্য ও ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে বিভিন্ন পথে প্রধাবিত দেখা যায়। কখনও মনে হয়, বিভাবসু সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে প্রথম ঋক্‌টি প্রযুক্ত হয়েছে, কখনও তৃতীয় ঋকের অর্থে সূর্যকে অশ্ব-প্রকৃতি-সম্পন্ন ব'লে মনে হয়। কিন্তু একটু বিচার ক'রে দেখলে, তখন আর ঐরকম পরস্পর-বিরোধী ভাবের ব্যঞ্জনা দেখা যায় না। তখন বেশ বুঝতে পারা যায়,—এখানে সূর্য নামে পরমাত্মার উপাসনা করা হয়েছে। যিনি মিত্র বরুণ ও অগ্নির চক্ষু-স্বরূপ, যিনি দ্যুলোক ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোক ব্যেপে বিদ্যমান, যিনি স্থাবর জঙ্গম সকলেরই প্রাণস্বরূপ,—তিনি কি সাধারণ সূর্য হ'তে পারেন? তিনি তো সূর্যেরও সূর্য, জ্যোতিরও জ্যোতি, জ্ঞানেরও জ্ঞান।

◆ ◆

— ১১৬ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : দীর্ঘতমাপুত্র কক্ষীবান্। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

নাসত্যাভ্যাম্ বর্হিরিব প্র বৃঞ্জে স্তোমাঁ ইয়র্ম্যভ্রিয়েব বাতঃ।
যাবর্ভগায় বিমদায় জায়াং সেনাজুবা ন্যূহতূ রথেন॥ ১ ॥
বীলুপত্মভিরাশুহেমভির্বা দেবানাং বা জূতিভিঃ শাশদানা।
তদ্রাসভো নাসত্যা সহস্রমাজা যমস্য প্রধনে জিগায়॥ ২ ॥
তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ।
তমূহথু নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ॥ ৩ ॥
তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিরহাতিব্রজদ্ভির্নাসত্যা ভুজ্যুমূহথুঃ পতঙ্গৈঃ।
সমুদ্রস্য ধন্বন্নার্দ্রস্য পারে ত্রিভী রথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষলশ্বৈঃ॥ ৪ ॥
অনারম্ভণে তদবীরয়েথামনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে।
যদশ্বিনা ঊহথুর্ভুজ্যুমস্তং শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসম্॥ ৫ ॥
যমশ্বিনা দদথুঃ শ্বেতমশ্বমঘাশ্বায় শশ্বদিৎস্বস্তি।
তদ্বাং দাত্রং মহি কীর্তেন্যং ভূৎপৈদ্বো বাজী সদমিদ্ধব্যো অর্যঃ॥ ৬ ॥
যুবং নরা স্তুবতে পজ্রিয়ায় কক্ষীবতে অরদতং পুরন্ধিম্।
কারোতরাচ্ছফাদশ্বস্য বৃষ্ণঃ শতং কুম্ভাঁ অসিঞ্চতং সুরায়াঃ॥ ৭ ॥
হিমেনাগ্নিং ঘ্রংসমবারয়েথাং পিতুমতীমূর্জমস্মা অধত্তম্।
ঋবীসে অত্রিমশ্বিনাবনীতমুন্নিন্যথুঃ সর্বগণং স্বস্তি॥ ৮ ॥
পরাবতং নাসত্যানুদেথামুচ্চাবুধ্নং চক্রথুর্জিহ্মবারম্।
ক্ষরন্নাপো ন পায়নায় রায়ে সহস্রায় তৃষ্যতে গোতমস্য॥ ৯ ॥
জুজুরুষো নাসত্যোত বব্রিং প্রামুঞ্চতং দ্রাপিমিব চ্যবানাৎ।
প্রাতিরতং জহিতস্যায়ুর্দস্রাদিৎপতিমকৃণুতং কনীনাম্॥ ১০ ॥
তদ্বাং নরা শংস্যং রাধ্যং চাভিষ্টিমন্নাসত্যা বরূথম্।
যদ্বিদ্বাংসা নিধিমিবাপগূঢ়মুদ্দর্শতাদূপথুর্বন্দনায়॥ ১১ ॥
তদ্বাং নরা সনয়ে দংস উগ্রমাবিষ্কৃণোমি তন্যতুর্ন বৃষ্টিম্।
দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ॥ ১২ ॥
অজোহবীন্নাসত্যা করা বাং মহে যাম্ ন পুরুভুজা পুরন্ধিঃ।
শ্রুতং তচ্ছাসুরিব বধ্রিমত্যা হিরণ্যহস্তমশ্বিনাবদত্তম্॥ ১৩ ॥
আস্নো বৃকস্য বর্তিকামভীকে যুবং নরা নাসত্যামুমুক্তম্।
উতো কবিং পুরুভুজা যুবং হ কৃপমাণমকৃণুতং বিচক্ষে॥ ১৪ ॥

চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজা খেলস্য পরিতক্ম্যায়াম্।
সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশ্পলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্ ॥ ১৫ ॥
শতং মেষান্ বৃক্যে চক্ষদানমৃজ্রাশ্বং তং পিতান্ধং চকার।
তস্মা অক্ষী নাসত্যা বিচক্ষ আধত্তং দস্রা ভিষজাবনর্বন্ ॥ ১৬ ॥
আ বাং রথং দুহিতা সূর্যস্য কার্ষ্মেবাতিষ্ঠদর্বতা জয়ন্তী।
বিশ্বে দেবা অন্বমন্যন্ত হৃদ্ভিঃ সমু শ্রিয়া নাসত্যা সচেথে ॥ ১৭ ॥
যদয়াতং দিবোদাসায় বর্তির্ভরদ্বাজায়াশ্বিনা হয়ন্তা।
রেবদুবাহ সচনো রথো বাং বৃষভশ্চ শিংশুমারশ্চ যুক্তা ॥ ১৮ ॥
রয়িং সুক্ষত্রং স্বপত্যমায়ুঃ সুবীর্যং নাসত্যা বহন্তা।
আ জাহ্নবীং সমনসোপ বাজৈস্ত্রিরহ্নো ভাগং দধতীময়াতম্ ॥ ১৯ ॥
পরিবিষ্টং জাহুষং বিশ্বতঃ সীং সুগেভির্নক্তমূহথূ রজোভিঃ।
বিভিন্দুনা নাসত্যা রথেন বি পর্বতাঁ অজরয়ূ অয়াতম্ ॥ ২০ ॥
একস্যা বস্তোরাবতং রণায় বশমশ্বিনা সনয়ে সহস্রা।
নিরহতং দুচ্ছুনা ইন্দ্রবন্তা পৃথুশ্রবসো বৃষণাবরাতীঃ ॥ ২১ ॥
শরস্য চিদার্চৎকস্যাবতাদা নীচাদুচ্চা চক্রথুঃ পাতবে বাঃ।
শয়বে চিন্নাসত্যা শচীভির্জসুরয়ে স্তর্যং পিপ্যথুর্গাম্ ॥ ২২ ॥
অবস্যতে স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় ঋজূয়তে নাসত্যা শচীভিঃ।
পশুং ন নষ্টমিব দর্শনায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায় ॥ ২৩ ॥
দশ রাত্রীরশিবেনা নব দ্যূনবনদ্ধং শ্নথিতমপ্স্বন্তঃ।
বিপ্রুতং রেভমুদনি প্রবৃক্তমুন্নিন্যথুঃ সোমমিব স্রুবেণ ॥ ২৪ ॥
প্র বাং দংসাংস্যশ্বিনাববোচমস্য পতিঃ স্যাং সুগবঃ সুবীরঃ।
উত পশ্যন্নশ্নুবন্দীর্ঘমায়ুরস্তমিবেজ্জরিমাণং জগম্যাম্ ॥ ২৫ ॥

মন্ত্রার্থ — যে দেবদ্বয় নির্মলস্বভাব অহঙ্কারবিহীন সাধককে কাম ইত্যাদি শত্রুর অগম্য সৎকর্ম-রূপ যানের দ্বারা নির্মলাত্মিকা মুক্তি প্রদান ক'রে থাকেন, বায়ু যেমন মেঘসকলকে ছিন্ন ক'রে দেয়, তেমনই যাঁরা বৈরাগ্য-রূপ গুণের দ্বারা মনুষ্যগণকে প্রমার্জিত করেন—মনুষ্যগণের হৃদয়ে কালুষ্য দূরীকৃত করেন, সেই সত্যপালক অভিলাষপূরক দেবতাদ্বয়কে অশ্বিদ্বয়কে আমি স্পর্শ করছি—তাঁদের অনুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ হচ্ছি। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধন-মূলক। —অশ্বিদ্বয়ের অনুসরণের দ্বারা শ্রেয়ঃ লাভ হয়; অতএব আমি যেন তাঁদের অনুসরণপর হই] ॥ ১ ॥

হে সত্যপালক অশ্বিদ্বয়। দেবগণের (সত্ত্বভাবসমূহের সাথে সম্বন্ধযুক্ত) অমিতবলশালী আনীত বর্দ্ধিতসকলের সাথে কালরূপী মৃত্যুদেবের ভীষণ সমর আরম্ভ হ'লে, তখন প্রজ্ঞাধার অর্থাৎ আপনাদের অনুসরণই সর্বথা আশ্রয়ণীয় হয়। [সেই সত্যপ্রাপ্তির কারণ অশ্বিদ্বয়ের (দেবতাদ্বয়ের) অনুসরণের দ্বারা জীবের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সমুৎপন্ন হ'লে, মৃত্যু দূরে পলায়ন করে।—বাস্তবিক,

সদ্ভাবের দ্বারা হৃদয় নির্মল হ'লে বা নিষ্কাম সৎকর্মের অনুশীলনে বুদ্ধি নির্মল ও স্বচ্ছ হ'লে, তাতে ভগবানের প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়, এবং তা দেখে মৃত্যুর মলিন ছায়া ভীত হয়ে দূরে পলায়ন করে।] ॥ ২ ॥

লোকপিতা ভগবান্, সংসার-সমুদ্রে কামকাঞ্চন ইত্যাদি ভোগ্যবস্তুসকল ভাসিয়ে রেখেছেন, কেবল যে পরমার্থ ধন (প্রত্যাখ্যান-রূপ অমরত্ব), তা-ই নয়। এই উভয় বস্তুর মধ্যে যদি কোনও ভোগপ্রিয় মানব সেই ভোগ্যবস্তু কাম-কাঞ্চন উপভোগ ক'রে জীবন্মৃত বা মুমূর্ষু হয়; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! তোমরা অতি নির্মল নিশ্ছিদ্র দৃঢ়িরূপ আত্ম-উদ্বোধক জ্ঞান-তরণীর দ্বারা ভোগমুগ্ধ বা মুমূর্ষু মানবকে বিশ্বপিতা ভগবানের নিকট পুনর্বার প্রত্যানয়ন ক'রে দাও। [সংসাররূপ সমুদ্রে ভাসমান বস্তু দুটির মধ্যে ভোগলোলুপ মানুষ সেই ভোগ-রূপ বস্তুই ভোগ করতে যখন ভাসমান হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় পতিত হয়, অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির বিনাশক সেই দেবদ্বয়ই তখন তাঁদেরই আত্ম-উদ্বোধক জ্ঞানরূপ তরণীর দ্বারা তাকে সমুদ্ধৃত ক'রে পুনরায় ভগবানের কাছে পৌঁছিয়ে দেন।] ॥ ৩ ॥

হে সৎস্বরূপ-সত্যপ্রাপক দেবদ্বয়! আপনারা জন্মজরামরণ-রূপ গতাগতি-মূলীভূত ত্রিসংখ্যক রাত্রিকে (অজ্ঞানজ কর্মসকলকে) এবং সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণের সাম্যবিধায়ক ত্রিসংখ্যক দিবসকে (জ্ঞানমূলক সৎকর্মনিবহকে) বিজ্ঞাপিত ক'রে (উপলব্ধ করিয়ে), ত্বরিতগতিবিশিষ্ট উৎকর্ষসাধক কর্মসমূহের দ্বারা, কামকাঞ্চন ভোগরত জনকে পরিত্রাণ করেন; [সৎ-অসৎ কর্মের স্বরূপতত্ত্ব জানিয়ে সেই দেবদ্বয় মনুষ্যগণকে মুক্তিপ্রাপক কর্মে নিয়োজিত করেন]; আর সেই দেবদ্বয়, ছয়রকম পথের দ্বারা—অশেষ সৎমার্গের প্রদর্শনের দ্বারা—কাম ইত্যাদি ষড়রিপুকে বশীভূত ক'রে, সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণের সাম্যসাধনভূত কর্ম-রূপ যান-সমূহের দ্বারা, দুঃখতরঙ্গাকুল সংসার-সমুদ্রের পারদেশে শান্তি-রাজ্যে নিয়ে গিয়ে, মনুষ্যগণকে রক্ষা করেন। [সেই দেবদ্বয়ের প্রভাবে রিপুগণকে দমন ক'রে, মানুষ অশেষ শান্তি লাভ ক'রে থাকে।—তিনরকম রাত্রি ও তিনরকম দিবস কেমন। রাত্রি—'তিস্রঃ ক্ষপঃ'—জন্ম-জরা- মরণ-রূপ অথবা গতাগতিস্থিতি-মূলীভূত। রাত্রি বলতে অজ্ঞানজ কর্মসমূহকে বোঝায়। দিন—'ত্রিঃ অহা'—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণের সাম্যবিধায়ক মুক্তিপ্রদ জ্ঞানমূলক কর্মনিবহকে বোঝায়।] ॥ ৪ ॥

হে দেবদ্বয়! অবলম্বনরহিত, আশ্রয়শূন্য, হস্তের দ্বারা গ্রহণযোগ্য তৃণ ইত্যাদি পর্যন্ত অবিদ্যমান, সংসার-সমুদ্রে, মনুষ্যগণের পরিত্রাণ-সাধক কর্ম আপনাদের অশেষ শক্তির দ্বারা আপনারা সম্পাদন ক'রে থাকেন, আপনাদের সেই কর্মের দ্বারা হে দেবদ্বয়, অশেষ-সৎকর্ম-রূপ পরিত্রাণ-সাধক যানে আরোহণ করিয়ে আপনারা ভোগকামনাপর জনকে মুক্তিরূপ গৃহ প্রাপ্ত করান। [রিপুরূপ নক্রে সঙ্কুল ভীষণ সংসার-রূপ সমুদ্রে অসহায়ে নিমজ্জমান মানুষ, দেবতার কৃপায় সৎকর্মপর হয়ে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।] ॥ ৫ ॥

অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! পাপ-নাশের (অজ্ঞানতার বিলোপের) জন্য আপনারা যে শ্রেষ্ঠ নির্মল রক্ষক-জ্ঞান মনুষ্যগণকে প্রদান করেন, সেই জ্ঞান নিত্যকালই সুমঙ্গল আনয়ন করে, আপনাদের সেই প্রসিদ্ধ দান মহৎ, অতএব কীর্তনীয় অনুসরণীয় হয়; পতনশীল জন, তার দ্বারা সৎকর্মপরায়ণ হয়ে, রিপুগণের সাথে সংগ্রাম-সমূহে সদাই মনুষ্যের অনুসরণীয় হন। [অজ্ঞানতা-রূপ ব্যাধি বিনাশের জন্য দেবদ্বয় যে জ্ঞান-রূপ ঔষধ প্রদান করেন, তার দ্বারা পতিত জনগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং সেই জনগণের আদর্শ অপর সকলকে সৎপথের সন্ধান প্রদান

হিতসাধনের নিমিত্ত, বর্ষার বারি যেমন অবিচ্ছেদে সর্বত্র বিস্তারিত হয়—উচ্চনীচ সকলকে স্নিগ্ধ
করে, তেমনই প্রকটিত হোক; [বৃষ্টি যেমন সকল অমঙ্গল বস্তুকে স্নিগ্ধ করে, সেই দেবদ্বয় তেমনই
পাপী আমাদেরও (পুণ্যবান জনের প্রাপ্য) করুণাবারি বিতরণ করুন]; সৎপথ-অবলম্বী সাধকগণ
হ'তে যে প্রসিদ্ধ মধু (অমৃত) ক্ষরণ হয়, ধৃতিমান্ নিশ্চয়ই তা লাভ করেন; আপনাদের প্রদত্ত যে
পরাজ্ঞান, তা-ই এই মধু (অমৃত) এমন কথিত আছে। [সাধক থেকে যে মধু বা অমৃত মানুষের
প্রাপ্ত হন, তা সবই সেই দেবদ্বয়ের দান—শাস্ত্রে এমনই উক্ত আছে] ॥ ১২ ॥

বহুজনের পালক, সত্যপ্রাপক, অভিমত-ফলের দাতা হে দেবদ্বয়! প্রজ্ঞাসম্পন্ন জন, মহীয়
অনুসরণে (ঐকান্তিক পূজায়), আপনাদের আহ্বান করেন—অনুসরণ করেন; [ধীমানগণ একান্ত
দেবতার বা দেবভাবের অনুসরণ-পরায়ণ থাকেন]; আধিব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! আপনার
সুবুদ্ধিসম্পন্ন জনের সেই আহ্বানকে গুরুর উপদেশের ন্যায় শ্রবণ করেন, এবং (অথবা হৃদয়
ক'রে) হিরণ্যের ন্যায় সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় করদ্বয়কে অর্থাৎ সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যকে প্রদান
করেন। [সৎবুদ্ধিসম্পন্ন জন, দেবতার অনুকম্পার দ্বারা, দেবভাবের সহায়তায়, সকল লোকের
আদর্শস্থানীয় সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়] ॥ ১৩ ॥

নেতৃস্থানীয় সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! সৎ-ভাব অপহারক পাপের কবলে নিপতিত
জ্ঞানাগ্নিশিখাকে (জন্মগত সৎ-বৃত্তিকে) পাপের গ্রাস হ'তে আপনারাই মুক্ত করেন, [দেবতাদের
প্রভাবেই রিপুর কবল থেকে সৎ-বৃত্তি পরিমুক্ত থাকে]; অপিচ, বহু লোকের পালক হে দেবদ্বয়!
আপনারাই ভগবৎ-অনুসারী ঋষিকে আত্মদর্শনের জন্য সমর্থ করেন। [ভগবৎ-পরায়ণ দীনজন,
দেবদ্বয়ের অনুসরণেই ভগবানকে প্রাপ্ত হন।—প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'বৃকস্য' অর্থে 'সৎ-ভাব-
অপহারকের' পরিবর্তে 'বৃক' (জন্তু) ধরা হয়েছে; 'বর্তিকাং' অর্থে 'জ্ঞানাগ্নির শিখা'-র পরিবর্তে
'মঙ্গল' বা 'দীপ' ধরা হয়েছে; 'কবিং' অর্থে 'জ্ঞানী' বা 'ঋষি'-র পরিবর্তে 'মেধাবী' নামক কোন
ঋষি—এমন ধরা হয়েছে] ॥ ১৪ ॥

অজ্ঞানান্ধকারে, রিপুগণ সহ সমরে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জনের সিদ্ধিলাভের উপায়, পক্ষীর
ছিন্নপক্ষের ন্যায় (অর্থাৎ, ব্যাধ কর্তৃক পক্ষীর পক্ষ যেমন ছিন্ন হয়, তেমন) বিচ্ছিন্ন হয়; [রিপুর
দ্বারা পরিচালিত জনের সকল আশা বিফলীকৃত হয়ে থাকে]; কিন্তু সৎপথগামী সৎ-বৃত্তির পক্ষে—
হিতাহিত-জ্ঞানসম্পন্ন জনের পক্ষে, তার হিতকারী ধনের নিমিত্তভূত (ধর্মার্থকামমোক্ষ-মূলক)
সমরে, তার জয়লাভের উদ্দেশ্যে, বজ্রকঠোর দেহ (সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য), নিত্যকাল আপনারা
প্রদান করেন। [সৎবুদ্ধি-সম্পন্ন সৎপথ-অবলম্বী জন আপনা-আপনিই দৈবীশক্তি লাভ করেন।
—বৃক্ষশাখে নিশ্চিন্তমনে ব'সে থাকা পাখীটি যেমন অতর্কিতে ব্যাধের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণে আহত
হয়, অজ্ঞানীর পতনও তেমনই। আপন মরণের কথা বিস্মৃত থেকে সে পাপ-রূপ মরণফাঁদে
পতিত হয়। এমন বর্ণনা দিয়েই ঋক্‌টি শুরু। পক্ষীর পক্ষচ্ছেদ ইত্যাদি ভাবধারাকে অন্যভাবে গ্রহণ
ক'রে এই মন্ত্রে, ব্যাখ্যাকারগণ, অশ্বিদ্বয়ের অস্ত্র-চিকিৎসা-নৈপুণ্য-সূচক 'বিশ্‌পলায়ৈ' পদে
বিশ্‌পলা-নাম্নী কোন যোদ্ধা-রমণীকে লক্ষ্য ক'রে, অর্থাৎ সৎপথানুগামিনী না লক্ষ্য ক'রে) একটি
আখ্যায়িকার অবতারণা করেছেন, দেখা যায়] ॥ ১৫ ॥

[illegible] অসৎকর্ম-রূপ শত্রুকে [illegible] পরিত্রাণ-রূপ [illegible] কবলে [illegible]-প্রদানকারী অর্থাৎ
অসৎকর্ম-সমূহ-বিচ্ছিন্নকারী সত্য-জ্ঞান-সম্পন্ন [illegible] সাধককে পরমেশ্বর [illegible]
[illegible] এই [illegible] প্রদান করেছেন, কিন্তু সৎস্বরূপ সত্যপ্রদর্শক যে চিকিৎসকদ্বয়!

অনুগত হয়ে সৎকর্মপর হয়, সেই সৎকর্মপরায়ণতার দ্বারা দেবতার কৃপায় অর্থাৎ দেবতাদের সমাবেশে সে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়] ॥ ২৪ ॥

আধি-ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনাদের সম্বন্ধীয় কর্মসকলকে মুখেই কীর্তন ক'রে থাকি, কিন্তু কখনও অনুসরণ ক'রি না; [কর্ম ছাড়া বৃথা বাক্যে কোনই ফল নেই]; এটা বুঝে সৎজ্ঞান-সম্পন্ন সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যযুত হয়ে, আমি যেন এই লোকের অথবা সৎকর্মের পালক হই, [দেবতার সম্বন্ধীয় কর্মসকলকে অনুসরণ ক'রে আমি যেন সৎকর্মপরায়ণ হই]; আর, আত্মদর্শনসামর্থ্যসম্পন্ন হয়ে, অবিচ্ছিন্ন সৎকর্মসাধন-উপযোগী জীবন প্রাপ্ত হয়ে, গৃহস্বামী যেমন নিশ্চিন্তে আপন গৃহে প্রবেশ করে তেমনই, যেন জরাকে অতিক্রম-সমর্থ হই। [দেবতার অনুসরণের দ্বারা জরাকে অতিক্রম ক'রে অবিচ্ছিন্ন জীবন ও আত্মদর্শন (ব্রহ্মসাক্ষাৎকার) লাভ করি] ॥ ২৫ ॥

টীকা — অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে প্রযুক্ত এই সূক্তের অন্তর্গত বিভিন্ন ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রত্নতত্ত্বের নানা উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। সেইসব ব্যাখ্যার সবগুলিতেই অশ্বিদ্বয়কে মানুষ রূপে পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাঁরা চিকিৎসা-বিদ্যায় অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁদের নানা কৃতিত্বের কথাও ব্যাখ্যা-মুখে প্রকাশমান দেখা যায়। এখানে তাঁদের কার্যকলাপ, পূর্ব পূর্ব ঋকে তাঁদের কার্যের প্রায় অনুরূপ। সেই বিমদ নামক রাজর্ষির স্ত্রীকে গৃহে পৌঁছিয়ে দেওয়া, সহস্র যুদ্ধে আঘাত করা, তুগ্র ও তাঁর পুত্রকে সমুদ্রে প্রেরণ করা, তাঁদের (ঐ পিতা-পুত্রের) পোত ভগ্ন হ'লে তাঁদের উদ্ধার করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁরা সমুদ্র পথে গতাগতির উপযোগী যান (বাষ্পীয় পোত) ইত্যাদি নির্মাণে পারদর্শী ছিলেন, তাঁরা অগ্নি-নির্বাপণে কৃতিত্বশালী ছিলেন, তাঁরা জলসেচনে পটু ছিলেন, জীর্ণদেহী (চ্যবন) ঋষিকে নবযৌবন প্রদানে সক্ষম ছিলেন প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখা যায়। এরপর অন্যত্র থেকে পঞ্চবিংশতি ঋক্ পর্যন্ত তাঁদের অস্ত্র-চিকিৎসা-বিশারদ রূপে প্রতিপন্ন করার জন্য সেই পূর্ব পূর্ব সূক্তের মতোই উপাখ্যানগত বর্ণনা রয়েছে।—প্রকৃতপক্ষে অশ্বিদ্বয়ের ঐসব বিবরণ প্রহেলিকামাত্র। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সেই অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির বিনাশক দেবদ্বয়কে বা দেববিভূতি-দ্বয়কে দর্শনই সার্থক দর্শন।

◆ ◆

— ১১৭ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদেবদ্বয়। ঋষি : দীর্ঘতমাপুত্র কক্ষীবান্। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মধ্বঃ সোমস্যাশ্বিনা মদায় প্রত্নো হোতা বিবাসতে বাম্।
বর্হিষ্মতী রাতির্বিশ্রিতা গীরিষা যাতং নাসত্যোপ বাজৈঃ ॥ ১ ॥
যো বামশ্বিনা মনসো জবীয়ান্রথঃ স্বশ্বো বিশ আজিগাতি।
যেন গচ্ছথঃ সুকৃতো দুরোণং তেন নরা বর্তিরস্মভ্যং যাতম্ ॥ ২ ॥
ঋষিং নরাবংহসঃ পাঞ্চজন্যমৃবীসাদত্রিং মুঞ্চথো গণেন।
মিনন্তা দস্যোরশিবস্য মায়া অনুপূর্বং বৃষণা চোদয়ন্তা ॥ ৩ ॥

অশ্বং ন গুড়হমশ্বিনা দুরেবৈ ঋষিং নরা বৃষণা রেভমপ্সু।
সং তং রিণীথো বিপ্রুতং দংসোভির্ন বাং জূর্যন্তি পূর্ব্যা কৃতানি॥ ৪॥
সুষুপ্বাংসং ন নির্ঋতেরুপস্থে সূর্যং ন দস্রা তমসি ক্ষিয়ন্তম্।
শুভে রুক্মং ন দর্শতং নিখাতমুদুপথুরশ্বিনা বন্দনায়॥ ৫॥
তদ্বাং নরা শংস্যং পজ্রিয়েণ কক্ষীবতা নাসত্যা পরিজ্মন্।
শফাদশ্বস্য বাজিনো জনায় শতং কুম্ভাঁ অসিঞ্চতং মধূনাম্॥ ৬॥
যুবং নরা স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায়।
ঘোষায়ৈ চিৎপিতৃষদে দুরোণে পতিং জূর্যন্ত্যা অশ্বিনাবদত্তম্॥ ৭॥
যুবং শ্যাবায় রুশতীমদত্তং মহঃ ক্ষোণস্যাশ্বিনা কণ্বায়।
প্রবাচ্যং তদ্বৃষণা কৃতং বাং যন্নার্ষদায় শ্রবো অধ্যধত্তম্॥ ৮॥
পুরু বর্পাংস্যশ্বিনা দধানা নি পেদব ঊহথুরাশুমশ্বম্।
সহস্রসাং বাজিনমপ্রতীতমহিহনং শ্রবস্যং তরুত্রম্॥ ৯॥
এতানি বাং শ্রবস্যা সুদানূ ব্রহ্মাঙ্গূষং সদনং রোদস্যোঃ।
যদ্বাং পজ্রাসো অশ্বিনা হবন্তে যাতমিষা চ বিদুষে চ বাজম্॥ ১০॥
সূনোর্মানেনাশ্বিনা গৃণানা বাজং বিপ্রায় ভুরণা রদন্তা।
অগস্ত্যে ব্রহ্মণা বাবৃধানা সং বিশ্পলাং নাসত্যারিণীতম্॥ ১১॥
কুহ যান্তা সুষ্টুতিং কাব্যস্য দিবো নপাতা বৃষণা শয়ুত্রা।
হিরণ্যস্যেব কলশং নিখাতমুদুপথুর্দশমে অশ্বিনাহন্॥ ১২॥
যুবং চ্যবানমশ্বিনা জরন্তং পুনর্যুবানং চক্রথুঃ শচীভিঃ।
যুবো রথং দুহিতা সূর্যস্য সহ শ্রিয়া নাসত্যাবৃণীত॥ ১৩॥
যুবং তুগ্রায় পূর্ব্যেভিরেবৈঃ পুনর্মন্যাবভবতং যুবানা।
যুবং ভুজ্যুমর্ণসো নিঃ সমুদ্রাদ্বিভিরূহথুঋজ্রেভিরশ্বৈঃ॥ ১৪॥
অজোহবীদশ্বিনা তৌগ্র্যো বাং প্রোড়হঃ সমুদ্রমব্যথির্জগন্বান্।
নিষ্টমূহথুঃ সুযুজা রথেন মনোজবসা বৃষণা স্বস্তি॥ ১৫॥
অজোহবীদশ্বিনা বর্তিকা বামাস্নো যৎসীমমুঞ্চতং বৃকস্য।
বি জয়ুষা যযথুঃ সান্বদ্রের্জাতং বিষ্বাচো অহতং বিষেণ॥ ১৬॥
শতং মেষান্বৃক্যে মামহানং তমঃ প্রণীতমশিবেন পিত্রা।
আক্ষী ঋজ্রাশ্বে অশ্বিনাবধত্তং জ্যোতিরন্ধায় চক্রথুর্বিচক্ষে॥ ১৭॥
শুনমন্ধায় ভরমহ্বয়ৎসা বৃকীরশ্বিনা বৃষণা নরেতি।
জারঃ কনীন ইব চক্ষদান ঋজ্রাশ্বঃ শতমেকং চ মেষান্॥ ১৮॥
মহী বামূতিরশ্বিনা ময়োভূরুত স্রামং ধিষ্ণ্যা সং রিণীথঃ।
অথা যুবামিদহ্বয়ৎ পুরন্ধিরাগচ্ছতং সীং বৃষণাববোভিঃ॥ ১৯॥

অধেনুং দস্রা স্তর্যং বিষক্তামপিন্বতং শয়বে অশ্বিনা গাম্।
যুবং শচীভি র্বিমদায় জায়াং ন্যূহথুঃ পুরুমিত্রস্য যোষাম্॥ ২০॥
যবং বৃকেণাশ্বিনা বপন্তেষং দুহন্তা মনুষায় দস্রা।
অভি দস্যুং বকুরেণা ধমন্তোরু জ্যোতিশ্চক্রথুরার্যায়॥ ২১॥
আথর্বণায়াশ্বিনা দধীচেঽশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তম্।
স বাং মধু প্র বোচদৃতায়ন্ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপিকক্ষ্যং বাম্॥ ২২॥
সদা কবী সুমতিমা চকে বাং বিশ্বা ধিয়ো অশ্বিনা প্রাবতং মে।
অস্মে রয়িং নাসত্যা বৃহন্তমপত্যসাচং শ্রুত্যং ররাথাম্॥ ২৩॥
হিরণ্যহস্তমশ্বিনা ররাণা পুত্রং নরা বধ্রিমত্যা অদত্তম্।
ত্রিধা হ শ্যাবমশ্বিনা বিকস্তমুজ্জীবস ঐরয়তং সুদানূ॥ ২৪॥
এ তানি বামশ্বিনা বীর্যাণি প্র পূর্ব্যাণ্যায়বোঽবোচন্।
ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো বৃষণা যুবভ্যাং সুবীরাসো বিদথমা বদেম॥ ২৫॥

মন্ত্রার্থ — বাহ্যাভ্যন্তরব্যাধিনিবারক হে দেবদ্বয়! মধুময় শুদ্ধসত্ত্বভাবের আনন্দ উপভোগের নিমিত্ত নিপুণ হোতা আপনাদের অনুসরণপরায়ণ সাধক, আপানাদের যথাবিধি সেবা ক'রে থাকেন; আপনাদের সম্বন্ধীয় সুফলপ্রদ স্তুতি (অনুসরণপরায়ণতা), হৃদয়প্রদেশে আশ্রিতা থেকে, আমাদের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করুন; হে সত্যপ্রাপক দেবদ্বয়! অভীষ্টপূরক সৎকর্ম-সমূহের সাথে আপনারা আমাদের হৃদয়প্রদেশে আগমন করুন। [সাধক যেমন দেবদ্বয়কে অনুসরণ করেন, আমাদের তেমন অনুসরণপরায়ণ করুন; এবং সেইভাবে আমাদের হৃদয়ে বা অনুষ্ঠিত কর্মে অধিষ্ঠিত থাকুন। —'সোমস্য' অর্থে অমৃতের বা শুদ্ধসত্ত্বের, 'রাতিঃ' পদে 'দাতব্য, সুফলপ্রদ' ও 'বর্ধতী' পদে 'আমাদের শ্রীবৃদ্ধি-সাধক হোন'—এই ভাবই সঙ্গত] ॥ ১॥

অন্তর্বাধি-বহির্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! মনঃ হ'তেও বেগবান্ সুষ্ঠু-ব্যাপক-জ্ঞানযুত আপনাদের সম্বন্ধীয় যে প্রসিদ্ধ সৎকর্মনিবহ আপনাদের অনুসারী জনগণের উদ্দেশে গমন ক'রে থাকে; অর্থাৎ, আপনাদের অনুসারী জনগণ যদ্দ্বারা যে সৎকর্ম সমূহের সমাধানে সমর্থ হয়; অপিচ, যে প্রসিদ্ধ সৎকর্মনিবহের দ্বারা শোভনকর্মা সাধকের দেবযজন-স্থান-রূপ হৃদয় প্রদেশে আপনারা গমন করেন, সেই প্রসিদ্ধ সৎকর্মনিবহের দ্বারা (অর্থাৎ, আমাদের তেমনই সৎকর্মে অন্বিত ক'রে), হে নেতৃস্থানীয় দেবদ্বয়, আমাদের বর্তমান হৃদয়-প্রদেশে শুভাগমন করুন। [সেই দেবদ্বয় যেমন সুকৃতিশালীকে অনুগ্রহ ক'রে ভাগ্যবান্ ক'রে থাকেন, অনুরূপ আমাদেরও তেমনইভাবে অনুগ্রহ করুন।—প্রচলিত ব্যাখ্যায় অশ্বিদ্বয়কে 'বেগবান্ অশ্ববিশিষ্ট রথে আরোহণ ক'রে প্রজাদের কাছে উপস্থিত হ'তে দেখা গেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেবতাদের রথ বলতে সাধারণ রথ অর্থ প্রতীত নয়। মানুষের সৎকর্ম-রূপ রথে দেবতারা যে হৃদয়ে সমাহিত হন, তা-ই এখানকার নিগূঢ় তাৎপর্য] ॥ ২॥

সংসারে পরিত্রাণক হে দেবদ্বয়! পঞ্চেন্দ্রিয়-কবল-নিপতিত অথচ সন্তোষ-পরিশূন্য পাপীকে, শরণাগত ভগবৎ-পরায়ণ ক'রে আপনারা মহান ইত্যাদি দুঃখপ্রদ পাপ হ'তে পরিত্রাণ করেন; হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! অজ্ঞানান্ধকারক রিপু-রূপ শত্রুর মায়াসকলকে (অসৎ প্রলোভন সকলকে)

নিবারণ ক'রে আপনারা যথাক্রমে সত্যের প্রকাশক হন। [দেবতীর কৃপায়, দেবভাবের সমাবেশের দ্বারাই, মানুষ পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন, তাঁর নিকট থেকে মায়া দূরীভূত হয়, এবং সত্য প্রকাশ পায়]। অথবা,—সৎপথে পরিচালক, অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয়! আপনারা আশ্রিত জনগণের বাহ্যাভ্যন্তর শত্রুদের হিংসা ক'রে অমঙ্গলের (পুনরাবৃত্তিকারণ সংসারের) ঐন্দ্রজাল প্রলোভন-সকলকে যথাক্রমে নিবারণ ক'রে, চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-পঞ্চককে; রূপ ইত্যাদি বিষয়-জাত রাগ-দ্বেষ ইত্যাদির সাথে, পাপ হ'তে মোচন করেন; [অর্থাৎ, আশ্রিতদের পরম-মঙ্গল সাধিত ক'রে চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সকলকে দোষশূন্য করেন]; অপিচ, ত্রিগুণাতীত সদেকনিষ্ঠ সাধককে বন্ধন ইত্যাদি দুঃখপ্রদউপক্ষয়কারী কাম ইত্যাদি রিপুবর্গ হ'তে মুক্ত করেন। [সেই দেবদ্বয়ের আশ্রিত ত্রৈগুণ্য (সত্ত্বরজস্তমো) ও নিস্ত্রৈগুণ্য (গুণাতীত) কারও দুঃখভীতি নেই।—এই মন্ত্রটি ব্যাখ্যায় 'অত্রিং' 'ঋষিং' প্রভৃতি কয়েকটি পদ দেখে ব্যাখ্যাকারগণ নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। আধ্যাত্মিক পক্ষে 'অত্রিং' অর্থে 'সদ্ভাবপরিশূন্য', 'পাপী' কিংবা 'ত্রিগুণাতীত', 'পাঞ্চজন্য' অর্থে 'পঞ্চেন্দ্রিয়ের কবলে পতিত' বা 'চক্ষু ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয়'; 'ঋষিং' অর্থে 'আত্মদ্রষ্টা' 'ভগবৎ-পরায়ণ' বা 'সদেকনিষ্ঠ সাধক'; 'বৃষণা' অর্থে 'হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়' ইত্যাদি ভাবই সঙ্গত]॥ ৩॥

সৎপথে পরিচালক, অভীষ্টপূরক, আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! ব্যাপক জ্ঞানকিরণ যেমন নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাপন করে, তেমনই আত্মদ্রষ্টা ভগবৎ-পরায়ণ মায়াতীত সাধককে, অন্যের দুষ্প্রাপ্য শক্তিদানের দ্বারা, আপনারা শুদ্ধসত্ত্বসমূহের মধ্যে (সৎকর্মের মধ্যে) নিয়ে যান; সেই সাধককে আপনারা আপনাদের সম্বন্ধীয় কর্মসমূহের দ্বারা (সৎকর্মসমূহের দ্বারা) সর্বতোভাবে অভিষিক্ত পরিশুদ্ধ করেন, কেন-না আপনাদের সম্বন্ধীয় পূর্বকৃত বা নিত্যকৃত কর্মসমূহ (সৎ-অনুষ্ঠান-সকল) কখনও জীর্ণ হয় না, অর্থাৎ নিশ্চয়ই ফলোপধায়ক হয়। [কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং ভগবৎপরায়ণ সাধক সর্বথা সৎকর্ম-পরায়ণতার দ্বারা অমৃতের অধিকারী হন। 'বৃষণা'—'কামনাবর্ষক' বা 'অভীষ্টপূরক'—'অশ্বং'—'ব্যাপক জ্ঞানকিরণ' ইত্যাদি ভাবই সঙ্গত]॥ ৪॥

সৎ-বস্তু-প্রদর্শনকারী হে দেবদ্বয়! পাপের ক্রোড়ে সুষুপ্তের ন্যায় আমাকে, অন্ধকারে আচ্ছন্ন সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত করুন, [অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন সূর্য যেমন আপনা-আপনি প্রকাশমান হন, সেই দেবদ্বয় সেইরকমেই পাপের কবলগত আমাকে উদ্ধার করুন]; আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! সত্ত্বানুসারী উপাসকের জন্য যেমন ঊর্ধ্বগতি বিধান করেন, তেমন অধঃপতিত আমাকে, আমার শুভ-সাধনের নিমিত্ত, রোচমান সুবর্ণের ন্যায় প্রকট করুন। [সেই দেবদ্বয় সত্ত্বানুসারী উপাসকের যেমন উদ্ধার করেন, কৃপা ক'রে আমাকে তেমনই উদ্ধার করুন।—'দস্রা'—সৎ-বস্তু প্রদর্শনকারী হে দেবদ্বয়, 'বন্দনায়'—সত্ত্বানুসারী উপাসকের জন্য]॥ ৫॥

হে নেতৃস্থানীয় দেবদ্বয়! **দীনজন পাপী কর্তৃক আপনাদের সম্বন্ধীয়** পরিত্রাণ-সাধক কর্ম প্রশংসনীয় হয়, [**দেবতার কৃপায় পাপীও উদ্ধার** পেয়ে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করে]; হে সত্যপ্রাপক দেবদ্বয়! **সুন্দর জ্যোতির্বিধায়ক (সৎকর্ম-সমূহ)** ব্যাপক জ্ঞানের মূলস্থান হ'তে (পরাজ্ঞান হ'তে) **অমৃত-প্রবাহের দ্বারা অসংখ্য আমাদের হৃদয়রূপ পাত্রকে পূর্ণ** করুন। [কৃপা ক'রে পরাজ্ঞান **প্রদর্শন-পূর্বক আমাদের উদ্ধার করুন।—'পরিষ্টেন্', পদের ক্ষেত্রে** 'দীনজন', 'কক্ষিবান্' পদের **ক্ষেত্রে 'পাপিনঃ ও ন', ইত্যাদি অর্থই ধারা গ্রহণ করাই সঙ্গত**]॥ ৬॥

সৎপথে পরিচালক **হে দেবদ্বয়! আপনাদের অনুসরণকারী** আত্মোৎকর্ষ-সাধনশীল ভগবৎ-

অভীষ্টপূরণের সাথে তাদের নিকটে আপনারা আগমন ক'রে থাকেন; এবং সৎকর্মনিষ্ঠ সাধককে সাধনমার্গ-অনুকূল সামর্থ্য আপনা-আপনিই আপনারা প্রদান ক'রে থাকেন। [এই ঋক্‌টি দেবতা দু'জনের অচিন্তনীয়ত্ব-রূপ এবং সৎ ও অসৎ ভেদে সকলের প্রতি দয়াময়ত্ব-রূপ গুণ বর্ণনা করছে।—এখানেও 'শস্তামঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'হীনজন্মানঃ জনাঃ অপি', 'বাজং' পদে 'সাধনমার্গানুকূলং সামর্থ্যং' ইত্যাদি প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হয়েছে] ॥ ১০ ॥

অন্তর্বহির্ব্যাধি-বারক হে দেবদ্বয়! আপনারা হৃদয়ে সঞ্জাত সদ্ভাবের (ভক্তিরসের) পরিমাণের দ্বারা অর্থাৎ ঐকান্তিকতার দ্বারা, সংস্তুত অনুসৃত হয়ে, মেধাবী সাধককে সাধনমার্গ-অনুকূল কর্ম বা বল প্রদান ক'রে থাকেন, অসত্যরহিত সত্যপ্রাপক, সৎ-ভাবের পোষক হে দেবদ্বয়! আপনারা সাধককে উদ্দেশ ক'রে অভীষ্ট-প্রেরক হন; (অর্থাৎ, আপনারা উপাসকের অভীষ্ট পূরণ করেন), আপনারা উদ্বেগশূন্য সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানের দ্বারা প্রবর্ধিত হয়ে অর্থাৎ আপনাদের সম্বন্ধীয় দেবভাবসমূহকে সংবর্ধিত ক'রে সৎ-বৃত্তিকে—শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা শান্তিকে সম্যক্ প্রকারে বর্ধিত ক'রে থাকেন—প্রদান করেন। [এই ঋক্-মন্ত্রটি দেবতার মহিমা-দ্যোতক; দেবতা দু'জনের শরণাগতের প্রতি বাৎসল্যতা এতে স্পষ্টীকৃত হয়েছে।—'বিপ্রায়' পদে 'মেধাবিনে সাধকায়', 'বাজং' পদে 'সাধনমার্গানুকূলং কর্ম বলং বা', 'রমতা' পদে 'সাধকানুদিশ্যাভীষ্টং প্রেরয়ন্তৌ' 'অগন্ত্যে' পদে 'উদ্বেগশূন্যে সাধকহৃদয়ে', 'বিশ্‌পলাং' পদে 'সদ্‌বৃত্তিং, শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং শান্তিং' ইত্যাদি প্রতিবাক্য সঙ্গতভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে] ॥ ১১ ॥

অভীষ্টপূরক পতিতজনগণের পরিত্রায়ক হে দেবদ্বয়! জ্ঞানান্বিত দ্যুতিমান্-সৎকর্মপর সাধকের সৎকর্মসহযুত স্তুতিকে পেয়ে কোথায় আপনারা গেছেন? একমাত্র পালক, আধিব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! অন্তর্নিহিত সুবর্ণকুম্ভের ন্যায় (অর্থাৎ ভূমিতে নিখাত সকলের অজ্ঞাত সুবর্ণকুম্ভকে যেমন অভিজ্ঞ ব্যক্তি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়, তেমনই) বাল্য ইত্যাদি অবস্থাভেদে দশাসংযোগ দুঃখদায়ক এই দেহে অবস্থিত আমার আত্মাকে বা সদ্ভাব-নিবহকে আপনারা উদ্ধার করুন—জাগ্রৎ করুন, এবং আমার শত্রুনিবহকে নাশ করুন। [ভক্তের অভীষ্টপূরক সেই দেবতা দু'জন রিপুরূপ নক্র-সমাকুল মৃত্যুদায়ক সংসার-রূপ সমুদ্রের আবর্ত থেকে শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার করুন।—মন্ত্রটি ব্যাকুল প্রার্থনা-দ্যোতক।—'কারাস্য' অর্থে 'জ্ঞানান্বিতের'] ॥ ১২ ॥

অন্তর্বহির্ব্যাধিবারক হে দেবদ্বয়! আপনারা নিজনিষ্ঠ সৎকর্ম-পরম্পরা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হ'তে বিচ্যুত বিষয়াসক্ত জীর্ণ জীব-চিত্তকে পুনরায় সাধনোচিত কর্মক্ষম ক'রে থাকেন; [অতিমাত্রায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিও আপনাদের অনুগ্রহে সাধন-সামর্থ্যবান্ হয়ে থাকে]; প্রজ্ঞানের পুষ্টী—সৎ-বৃত্তি অথবা প্রজ্ঞানের আবির্ভাব শুদ্ধসত্ত্বভাব, পরমমঙ্গলের সাথে আপনাদের উপবেশন-স্থানকে অর্থাৎ সাধকের হৃদয়-দেশকে অথবা সৎকর্মকে ভজনা করে—অনুসরণ করে। [আপনাদের আগমনে জ্ঞান ও কল্যাণ সাধকের অনায়াসলব্ধ হয়ে থাকে।—'শচীভিঃ' পদে 'নিজনিষ্ঠসৎকর্মপরম্পরাভিঃ', 'চ্যবানং' পদে 'শুদ্ধসত্ত্বেভ্যঃ চ্যুতং, বিষয়াসক্তং ইতি যাবৎ', 'সূর্যাস্য' পদে প্রজ্ঞানস্য', 'দুহিতা' পদে 'পুষ্টী, সদ্বৃত্তি ইত্যর্থঃ, যদ্বা—দোগ্ধা, আবির্ভাবী, শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ ইত্যর্থঃ'—ভাবে বিশ্লেষণ করাই সঙ্গত] ॥ ১৩ ॥

বিত্তাপস্মারক অথবা নিত্যরক্ষক হে দেবদ্বয়! পূর্বপূর্বানুষ্ঠিত (নিত্যকৃত) আপনাদের প্রতি গমনশীল স্তোত্রসমূহের দ্বারা (অর্থাৎ আপনাদের প্রতি সাধকগণের অনুসরণ-ক্রিয়া দ্বারা) আপনারা লোকাভিবর্ধনের নিমিত্ত, সর্বদাই স্মরণীয় হয়ে আছেন; [নিস্পৃহ সাধক, পূর্বে

প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে আখ্যায়িকার অবতারণা দেখতে পাওয়া যায়, তা আধ্যাত্মিক ভাব-পুষ্ট নয় এবং সম্পূর্ণতঃ যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। 'মেষাণ্'—অসৎকর্মরূপ পশু; 'বৃকো'—পরিত্যাগরূপ ব্যাঘ্রে করলে, ইত্যাদি ভাবেই মন্ত্রটির পদার্থ নির্ণয় করাই সঙ্গত] ॥ ১৭ ॥

আধিব্যাধিনাশক, সৎপথে পরিচালক, অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয়! অসৎকর্মরূপ পশুগ্রাসকারিণী ব্যাঘ্রী-স্বরূপা যে সৎ-বৃত্তি, তিনি হিতাহিত-দর্শনে অসমর্থ অজ্ঞানের জন্য তার পোষণ হেতুভূত শ্রেয়ঃ-সাধক সুখকে নিশ্চিতই উদ্বোধন করেন; [অসৎকর্ম ত্যাগের দ্বারা সুখ লাভ হয়]; সরলজ্ঞানসম্পন্ন সাধক, অদ্বিতীয় ভগবানকে লক্ষ্য ক'রে, জ্যোতিঃ যেমন অন্ধকারনাশক হয়, তেমনই অজ্ঞানকে নাশ ক'রে, অসংখ্য অপকর্ম-রূপ পশুকে বলি প্রদান করেন। [সরলজ্ঞান-সম্পন্ন সাধক যখন একমেবাদ্বিতীয়ম পরব্রহ্মকে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, তখন আপনা-আপনিই অসংসম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে থাকেন।—এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ভাষ্যকার 'কনীন ইব' যেমন প্রাপ্তযৌবন কামুক 'জারঃ' পরদারাসক্ত হয়ে সকল ধন প্রদান করে—এমন অদ্ভুত আমাদের 'শতং এক চ' একশত এক সংখ্যক মেষ...' ইত্যাদি ভাবের দ্বারা আখ্যায়িকা রচনা করেছেন] ॥ ১৮ ॥

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনাদের সম্বন্ধীয় সুখপ্রদায়িনী পালনশক্তি মহতী অর্থাৎ অতিবিস্তৃত; কেন-না আধিব্যাধিপীড়িত, পাপাসক্ত জনকেও প্রজ্ঞা দ্বারা আপনারা পূর্ণ আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন করেন; [দেবতার কৃপায় আর্ত-পতিত-জনও আত্মজ্ঞান লাভ করে]; অপিচ, প্রজ্ঞাসম্পন্ন জন নিরন্তর আপনাদের আহ্বান করেন—অনুসরণ করেন; হে অভিমতফলদাতা দেবদ্বয়! আপনাদের রক্ষণের সাথে আপনারা আগমন করুন,—এই অনুসরণকারী আমাদের উদ্ধার করুন। [প্রজ্ঞাসম্পন্ন জন আপনা-আপনিই প্রার্থনাশীল হন, এবং সেই কারণে মুক্তিলাভ করেন, পাপী আমাদের উদ্ধারের জন্য সেই দেবতা দু'জন হৃদয়ে আগমন করুন। মন্ত্রের প্রার্থনায় একটি বিশ্বজনীন ভাব পাওয়া যায়। পাপী, তাপী জ্ঞানী, অজ্ঞান—সকলেরই জন্য কি মহতী আশার বাণী। —'পুরন্ধী' পদের অর্থে ভাষ্যকার 'প্রজ্ঞাসম্পন্ন জন' না ধ'রে 'বহুবুদ্ধিমতী বিশ্‌পলা' ধ'রে স্বতন্ত্র আখ্যায়িকার অবতারণায় প্রয়াসী হয়েছেন] ॥ ১৯ ॥

আধিব্যাধিনাশক সৎবস্তু-প্রদর্শনকারী হে দেবদ্বয়! বিষের ন্যায় কার্যকারিণী অজ্ঞানতাকে দূর ক'রে, আপনারা পতিত জনকে—এই আমাকে বিস্তীর্ণ সর্বব্যাপক জ্ঞান প্রদান করুন; [সেই দেবতা কৃপা ক'রে মোহান্ধ অজ্ঞান আমাকে উদ্ধার করুন]; আপনারা আপনাদের সম্বন্ধীয় সৎকর্ম-পরম্পরার দ্বারা, নিরহঙ্কারী জনকে বিশ্বমঙ্গলকারী ভগবানের সহধর্মিণীকে অর্থাৎ তাঁর শক্তিস্বরূপিণী নির্মলাত্মিকা বুদ্ধিকে প্রদান করেন। [নিরহঙ্কার সাধক ভগবানের কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করেন]। অথবা,—আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! নিরহঙ্কার সাধককে অথবা পতিত জনকে আপনাদের সম্বন্ধীয় **সৎকর্ম-পরম্পরা দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য** দানে বিস্তীর্ণ সর্বব্যাপক জ্ঞান বিতরণ করেন; **[অহঙ্কার পরিশূন্য সাধক অথবা পতিত জন দেবতার** কৃপায় সৎকর্মান্বিত হয়ে পরাজ্ঞান লাভ **করেন]. হে সৎ-বস্তু-প্রদর্শনকারী দেবদ্বয়! মোহ-বশতঃ** দুর্বল হৃদয় অজ্ঞান আমাকে **বিশ্বমঙ্গলকারী ভগবানের সহধর্মিণীকে অর্থাৎ তাঁর শক্তি স্বরূপিণী** নির্মলাত্মিকা বুদ্ধিকে (সৎকর্ম-সাধনের **শক্তিকে) দান করুন। [মোহ-পাপান্ধ অজ্ঞান দুর্বলাত্মা,** আমাকে কৃপাপূর্বক সৎকর্ম-সাধনের **সামর্থ্য প্রদান ক'রে উদ্ধার করুন।—[প্রচলিত ভাষ্যে লক্ষ্য** করলে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে **পশুচিকিৎসা পর্যন্ত এত উন্নত ছিল যে, বন্ধ্যা অথবা অক্ষমবা** গাভীরও দুগ্ধ-সঞ্চার হতো। প্রাচীনকালে **স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং পরবর্তী কালের মতো স্বয়ংবৃত** কন্যাকে নিয়ে

পুত্র-প্রিয়ত্ব হ'তো। কিন্তু সে তো স্থূলার্থেই বর্ণিত। আধ্যাত্মিকভাবে তা নয়। ॥ ২০ ॥

অভিব্যাধিনাশক সৎবস্তু-দর্শনকারী হে দেবদ্বয়! ত্যাগ-হেতু আপনারা মানুষকে অর্থাৎ ত্যাগশীল জনকে আত্ম-পোষণ-সমর্থ শক্তি প্রদান করেন, এবং সিদ্ধি দান করেন, [ত্যাগশীল ব্যক্তি দেবকৃপায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হন]; আপনারা ভগবৎ-অনুসারী ব্যক্তিকে বিস্তীর্ণ সর্বব্যাপক জ্ঞানজ্যোতিঃ দান করেন, [দেবভাবসম্পন্ন ব্যক্তি পরাজ্ঞান লাভ করেন], আপনার জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রদান ক'রে আমার কাম ইত্যাদি রিপুগণকে বিনাশ করুন। [সেই দেবদ্বয় জ্ঞান দান ক'রে আমাকে রিপুনাশে সমর্থ করুন]।—মন্ত্রটির প্রচলিত ব্যাখ্যায় নানা মুনির নানা মত দেখা যায় যেমন, 'বকুর' শব্দে সায়নাচার্য বলেন 'বজ্র',আবার নিরুক্তকার বুঝেছেন 'ভাবিদ্যাবা' অথবা 'জ্যোতিঃধারা'। সায়নের মতে 'আর্য' শব্দের অর্থ 'বিদ্বান', নিরুক্তকার বুঝেছেন 'ঈশ্বরপুত্র'। বলা বাহুল্য, প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাঁদের গবেষণার অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কৃষিকার্যের উন্নতি, লাঙ্গলের ব্যবহার, দাসত্ব প্রথার প্রচলন, পরাজিত শত্রুকে দাস-রূপে ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য নিষ্কাশিত হয়েছে। ॥ ২১ ॥

অভিব্যাধির নাশক হে দেবদ্বয়! সত্যের ধারণশীল মঙ্গলমার্গগামী সাধককে আপনারা ব্যাপক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠাংশ পরাজ্ঞান দান ক'রে থাকেন; [ধারণশীল সাধক পরাজ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হন]। সৎবস্তুর দর্শনকারী হে দেবদ্বয়! সত্যকামী সাধক আপনাদের যে জ্যোতির্ময় অমৃতের (জ্ঞানের) কথা ব'লে থাকেন, আপনাদের সম্বন্ধীয় সেই জ্ঞান, পাপী আমাকেও দান করুন, সত্যশীল সাধক যে জ্ঞান লাভ করেন, অনুকম্পা ক'রে পাপী আমাকেও সেই জ্ঞান দান করুন। —'দধীচে'—'ধারণশীলায়—সত্যস্য ইতি যাবৎ', 'আথর্বণায়'—'মঙ্গলমার্গগামিনায় সাধকায়' ইত্যাদি ভাবই সঙ্গত। ॥ ২২ ॥

সর্বান্তর্যামী হে দেবদ্বয়! আমি আপনাদের নিকট হ'তে ভক্তিমিশ্রিতা বুদ্ধিকে এবং সকল রকম জ্ঞানকে অথবা আপনাদের আরাধনামূলক সৎকর্মসমূহকে সর্বদা প্রার্থনা করছি, বাহ্য-অভ্যন্তর-রক্ষক হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাকে বা আমার সেই কর্মসকলকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন (অর্থাৎ আমার হৃদয়-প্রদেশে জ্ঞান সংস্থাপিত করতঃ উত্তরোত্তর বর্ধিত করুন), সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! আপনারা, শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি যুক্ত প্রশংসনীয় পরমধন আমাদের প্রদান করুন। ভক্তিমিশ্রিতা বুদ্ধি, সকল রকম সৎ-অনুষ্ঠান এবং জন্মজরা ইত্যাদি দুঃখনাশক সত্যস্বরূপ পরমধন, সেই সত্য-প্রাপক সর্বজ্ঞ দেবদ্বয় যেন আমাদের প্রদান করেন। ॥ ২৩ ॥

রমণীয় ধনদাতা, আধিব্যাধিনাশক, সৎ-মার্গে পরিচালক হে দেবদ্বয়! আপনারা সুবুদ্ধিযুক্ত জনকে সৎকর্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান ক'রে থাকেন; [সেই দেবদ্বয় সুবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে সৎ-অনুষ্ঠান-সক্ষম শুদ্ধসত্ত্ব বিতরণ ক'রে থাকেন]; আধিব্যাধিনাশক পরমধনদাতা হে দেবদ্বয়! আপনারা জন্মজরামরণ-রূপ তিনরকম শত্রু কর্তৃক পুনঃপুনঃগ্রস্ত মালিন্য-প্রাপ্ত জীবকে সত্যসন্ধান-প্রাপ্তির নিমিত্ত জ্ঞানালোক প্রদান করতঃ নিশ্চয়ই ঊর্ধ্বদেশে উত্তোলিত করেন। [পরমধনদাতা সেই দেবতা জন্ম-জরা-মরণ-গ্রস্ত জনকে পুনর্জন্মগ্রহণ সংসার থেকে উদ্ধার ক'রে থাকেন। —'রমণীয় ধন কি? সে ধন অতিশয় আনন্দপ্রদ। প্রতিদিন কামকাঞ্চন ইত্যাদি বিষয়ভোগজাত আনন্দ 'রমণীয়' হ'তে পারে না; এটি সেই ভূমা আনন্দেরই সমর্থক। ॥ ২৪ ॥

বরদাতাঃ দুর্বলাদি নিবারক হে দেবদ্বয়! আপনাদের দ্বারা বিহিত, (চিরন্তন সাধকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত)। পরম্পরাক্রমে উক্ত, সাধনমার্গের অনুকূল কর্মনিবহকে—সাধকগণ প্রকৃষ্টরূপে

অনুসরণ ক'রে থাকেন; [সেই দেবদ্বয়ের প্রদর্শিত সৎকর্ম জ্ঞানিগণ সর্বদাই অনুসরণ ক'রে থাকেন]
অভীষ্টবর্ষক হে দেবদ্বয়! আপনাদের প্রদত্ত জ্ঞানমূলক সৎ-অনুষ্ঠানের (আপনাদের প্রদর্শিত
পরমেশ্বরের) অনুসরণকারী শুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্ট সাধকগণ আপনাদের স্বরূপ জ্ঞাত আছেন; আমরাও
যাতে সেইরকম জ্ঞানসম্পন্ন হ'তে পারি, তা বিহিত করুন; [তাঁদের দ্বারা প্রদর্শিত সৎ-অনুষ্ঠান-
অনুসরণকারী সাধকগণ সেই দেবদ্বয়কে জানতে সমর্থ হন; আমাদেরও সেই সৎ-অনুষ্ঠান
সম্পাদনের সামর্থ্য দান করুন।—প্রচলিত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে,—সেই অশ্বিদেবদ্বয়ের
কর্মসমূহ আমাদের পিতৃপুরুষেরা কীর্তন ক'রে গেছেন; বীরপুত্র ও ঐশ্বর্যলাভ ক'রে, এখন
আমরাও কীর্তন করলাম। অর্থাৎ সেই দেবদ্বয়ের কৃপায় আমরা যেন চিরকালই বীর্যবান্ পুত্র ও
ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হই।—কিন্তু বেদমন্ত্রে এমন স্বার্থপর প্রার্থনা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। এই মন্ত্রে নিত্যসত্য-
তত্ত্ব ও প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। দেবতাকে জানা—হৃদয়ে দেবভাব উপচিত হওয়া। মন্ত্র এই
সুগভীর রহস্যই প্রকাশ করছে। সুতরাং আমরা যাতে ঐরকম দেবভাবে উপচিত হ'তে পারি, অর্থাৎ
সেইরকম জ্ঞানলাভে সমর্থ হই, চিরন্তন সাধননিষ্ঠ-গুণরাশির অনুসরণ করতে পারি, সেই দেবদ্বয়
অনুগ্রহ পূর্বক তেমনই বিহিত করুন। বলা বাহুল্য, এমনভাবে দেবতার ও সৎকর্মের অনুসরণকারী
সাধকের গুণরাশির কীর্তন জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিফলেই সম্ভব হ'তে পারে] ॥ ২৫ ॥

টীকা — পূর্বসূক্তের প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে যে সকল লৌকিক উপাখ্যানের সমাবেশ দেখা গিয়েছে, এখানেও সেই সকল উপাখ্যানের পুনরুল্লেখ দেখা যায়। পূর্বসূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব এই সূক্তেরও প্রথম দুটিতে একই ভাবে পরিব্যক্ত। পূর্ব-সূক্তের অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় অত্রিঋষির প্রসঙ্গটি এই সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। বেভ-ঋষির বিষয় পূর্ব সূক্তে চতুর্বিংশ মন্ত্রে যেমন লক্ষ্য করা যায়, এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে তারই পুনরুল্লেখ হয়েছে। কূপে পতিত বন্দন ঋষির কথা এই সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে উত্থাপিত। পজ্রকুলোদ্ভব কক্ষীবান্ এবং অশ্বের খুর থেকে সুরা নির্গমন,—পূর্বসূক্তের সপ্তম মন্ত্রে যেমন দৃষ্ট হয়, সেই সূক্তের ষষ্ঠী মন্ত্রে তেমনই ভাবে প্রকাশমান। কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায়ের বিষয়, কণ্বের দৃষ্টিশক্তি দান, নৃষদ-পুত্রকে শ্রবণশক্তি প্রদান, পেদুকে অশ্বদান, ঘোষার কুষ্ঠরোগ উপশম, বিশ্পলার ছিন্নজঙ্ঘায় লৌহজঙ্ঘার সমাবেশ, বৃদ্ধ চ্যবন-ঋষিকে যৌবন-দান, ভুজ্যুকে সমুদ্র থেকে উত্তোলন—সবই আছে। বলা বাহুল্য, এ সবই লৌকিক দৃষ্টিতে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা। যদিও, এইসব ব্যাখ্যার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে—এমন মহান্ চিকিৎসা-বিজ্ঞান এদেশে সেই সুদূর অতীতে প্রচলিত ছিল, যার কাছে আধুনিক বিজ্ঞান হার মেনে যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিকপক্ষে, যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে, অশ্বিদেবদ্বয়কে মনুষ্য পর্যায়ভুক্ত জীব ব'লে মনে হয় না।

◆ ◆

— ১১৮ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদেবদ্বয়। ঋষি : দীর্ঘতমাপুত্র কক্ষীবান্। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

আ বাং রথো অশ্বিনা শ্যেনপত্বা সুমৃড়ীকঃ স্ববাং যাত্বর্বাঙ্।
যো মর্ত্যস্য মনসো জবীয়াস্ত্রিবন্ধুরো বৃষণা বাতরংহাঃ ॥ ১ ॥

ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা রথেন ত্রিচক্রেণ সুবৃতা যাতমর্বাক্।
পিন্বতং গা জিন্বতমর্বতো নো বর্ধয়তমশ্বিনা বীরমস্মে॥ ২ ॥
প্রবদ্যামনা সুবৃতা রথেন দস্রাবিমং শৃণুতং শ্লোকমদ্রেঃ।
কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্তিং গমিষ্ঠাহুর্বিপ্রাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ॥ ৩ ॥
আ বাং শ্যেনাসো অশ্বিনা বহন্তু রথে যুক্তাস আশবঃ পতঙ্গাঃ।
যে অপ্তুরো দিব্যাসো ন গৃধ্রা অভি প্রয়ো নাসত্যা বহন্তি॥ ৪ ॥
আ বাং রথং যুবতিস্তিষ্ঠদত্র জুষ্ট্বী নরা দুহিতা সূর্যস্য।
পরি বামশ্বা বপুষঃ পতঙ্গা বয়ো বহন্ত্বরুষা অভীকে॥ ৫ ॥
উদ্বন্দনমৈরতং দংসনাভিরুদ্রেভং দস্রা বৃষণা শচীভিঃ।
নিষ্টৌগ্র্যং পারয়থঃ সমুদ্রাৎ পুনশ্চ্যবানং চক্রথুর্যুবানম্॥ ৬ ॥
যুবমত্রয়েঽবনীতায় তপ্তমূর্জমোমানমশ্বিনাবধত্তম্।
যুবং কণ্বায়াপিরিপ্তায় চক্ষুঃ প্রত্যধত্তং সুষ্টুতিং জুজুষাণা॥ ৭ ॥
যুবং ধেনুং শয়বে নাধিতায়াপিন্বতমশ্বিনা পূর্ব্যায়।
অমুঞ্চতং বর্তিকামংহসো নিঃ প্রতি জঙ্ঘাং বিশ্পলায়া অধত্তম্॥ ৮ ॥
যুবং শ্বেতং পেদব ইন্দ্রজূতমহিহনমশ্বিনাদত্তমশ্বম্।
জোহূত্রমর্যো অভিভূতিমুগ্রং সহস্রসাং বৃষণং বীড্বঙ্গম্॥ ৯ ॥
তা বাং নরা স্ববসে সুজাতা হবামহে অশ্বিনা নাধমানাঃ।
আ ন উপ বসুমতা রথেন গিরো জুষাণা সুবিতায় যাতম্॥ ১০ ॥
আ শ্যেনস্য জবসা নূতনেনাস্মে যাতং নাসত্যা সজোষাঃ।
হবে হি বামশ্বিনা রাতহব্যঃ শশ্বত্তমায়া উষসো ব্যুষ্টৌ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — অভীষ্টবর্ষক হে দেবদ্বয়! আপনাদের সম্বন্ধী অপ্রতিহত গতিশীল, শোভনসুখযুক্ত, শক্ত্যন্বিত মনুষ্যের অন্তঃকরণ অপেক্ষা বেগবান্, জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি-রূপ তিনটি সারথিযুক্ত এবং অত্যন্তশোভনসাধক যে প্রসিদ্ধ রথ (সৎকর্ম-রূপ পরিত্রাণোপায়), তাহা আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। [সেই দেবতা যেন তাঁদের সর্বত্রগামী সৎ-অনুষ্ঠান আমাদের প্রদান করেন, যাতে আমরা চিরবাঞ্ছিত নির্বাণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারব।—কর্মের প্রার্থনা-দ্যোতক এই মন্ত্রে রথ শব্দে সৎকর্ম-রূপ যান বুঝতে হবে। মানুষের কর্মের পথ যদি জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, তাহলে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ আপনা-আপনিই অধিগত হয়ে যায়]। ১ ।

হে দেবদ্বয়! আপনারা জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি-রূপ তিনটি সারথি (পরিচালক) যুক্ত, [illegible] দ্বারা ত্রিধা বিভক্ত, [illegible]-রূপ চক্রত্রয়োপেত অর্থাৎ সর্বব্যাপক এবং শোভনবৃত্তিযুক্ত সৎকর্ম-রূপ যানের দ্বারা আমাদের অভিমুখে আগমন করুন, [সেই দেবতা [illegible] ইত্যাদিযুক্ত তপস্যা এবং সর্বব্যাপক কর্ম আমাদের প্রদান করুন]। আমিত্বনাশক হে

না — অনুতপ্ত পাপীও তাঁর অপার করুণায় বঞ্চিত হয় না।] ॥৬॥

অধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! বিপদকর্তৃক পীড্যমান শরণাপন্ন অনুতপ্ত জনকে আপনারা ক্ষমাপরায়ণ হ'য়ে সৎকর্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করেন। [অনুতপ্ত জনকে আপনারা লাভ করেন]। সৎকর্মযুক্ত স্তুতি পেয়ে প্রীত হ'য়ে আপনারা অনুতপ্ত পতিতকে সৎকর্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করেন। [সৎকর্মের দ্বারা, — কেবল স্তুতির দ্বারা নয়, — অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবও আত্মজ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়।] ॥৭॥

অধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা চিরন্তন মুক্তিকামী সাধককে জ্ঞান প্রদান করেন। [সৎকর্মান্বিত প্রার্থনাশীল সাধক আপনা-আপনিই আত্মজ্ঞান লাভ করেন]। অভিশপ্তকে আপনারা পাপের কবল হ'তে মুক্ত করেন, এবং তাঁর সৎকর্মসাধনসামর্থ্যকে সৎপথানুসারী করেন। [ভগবান, সৎপথের অনুগামী জনকে পাপ থেকে মুক্ত করেন এবং তাঁকে শ্রেষ্ঠ সৎকর্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করেন] ॥৮॥

অধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা পতনশীল শরণাপন্ন আমাকে রিপুনাশক, শত্রুনাশকারী, জয়শীল, সংগ্রাম-সমর্থ, ঐশ্বর্য-প্রদ, অভীষ্টপূরক, আত্মজ্ঞানদায়ক, অজ্ঞাননাশকারী, নির্মল ব্যাপক জ্ঞান দান করুন। [সেই দেবদ্বয় পতিত শরণাপন্ন আমাকে কৃপা ক'রে আত্মজ্ঞান দানে উদ্ধার করুন। — প্রচলিত ভাষ্যে 'পেদবে' অর্থে 'পেদু নামক রাজাকে' নির্দেশ ক'রে এবং পদগুলিরও অসঙ্গতিমূলক অর্থ ধরে এক বিস্ময়কর আখ্যায়িকার অবতারণা দেখা যায়।] ॥৯॥

অধিব্যাধিনাশক, সৎপথে পরিচালক হে দেবদ্বয়! সেই অর্থাৎ স্তোতৃগণের অভীষ্টপূরক, জ্ঞানরূপা মঙ্গলবিধায়ক আপনাদের উদ্ধারকারী আমরা, পাপ হ'তে আমাদের সম্যক্ প্রকারে রক্ষা করবার জন্য আহ্বান করছি। [আমাদের অভীষ্টপূরণের জন্য মঙ্গল-স্বরূপ আপনাদের যেন অনুসরণ করি]। স্তুতি পেয়ে (আমাদের অনুসারিতার দ্বারা) আপনারা পরমার্থ-রূপ ধনযুক্ত জনদের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম-রূপ যানের দ্বারা আমাদের সুষ্ঠুসুখ বিধানের জন্য অর্থাৎ উদ্ধারের জন্য আগমন করুন। [সেই দেবদ্বয় পরমার্থ-রূপ ধন-দানের দ্বারা আমাদের ত্বরায় উদ্ধার করেন] ॥১০॥

সকলে সমান প্রীতিযুক্ত সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! প্রশংসনীয় বেগে (ত্বরায়) আমাদের নূতন জীবন দান করতে আগমন করুন। [সেই দেবদ্বয় কৃপা ক'রে আমাদের নবজীবনসম্পন্ন করুন।] অধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! নিত্যস্বরূপা জ্ঞানোন্মেষিণী বুদ্ধির উন্মেষণের জন্য আপনাদেরই অনুসরণ-পরায়ণ হয়ে আপনাদের নিকট প্রার্থনা করছি। [নিত্য জ্ঞান লাভের জন্য আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি, অনুকম্পা ক'রে আমার অভীষ্ট পূরণ করুন] ॥১১॥

টীকা — প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলিতে পূর্বের দুটি সূক্ত-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত আখ্যায়িকার অবতারণা করা হয়, এই সূক্তের মধ্যেও তার অনেকগুলির সমাবেশ দেখা যায়। প্রথম থেকে চতুর্থ পর্যন্ত ঋকে অন্য কোনও আখ্যায়িকার উল্লেখ নেই। পঞ্চম ঋকে সূর্যের কন্যা-সম্বন্ধীয়, ষষ্ঠ ঋকে বন্দন, রেভ, চ্যবন ও তুগ্রের পুত্রের উপাখ্যান আছে। সপ্তম ঋকে অত্রির ও কণ্ব ঋষির প্রসঙ্গ, অষ্টমে শযু ঋষির এবং বর্তিকা ও বিশ্পলার বিষয়, নবমে পেদুরাজার আখ্যায়িকা পুনর্যোজিত হয়েছে। দশম ও একাদশ ঋকে স্তুতি প্রার্থনা আছে। ...এর পরবর্তী দুটি সূক্তও অশ্বিদেবদ্বয়-সম্পর্কিত। বিষয়টি সমগ্রভাবে দেখলে, অশ্বিদ্বয়কে সাধারণ চিকিৎসক বা বৈজ্ঞানিক ব'লে মনে করা সম্ভব নয়।

অনন্তজীবন-লাভের দ্বারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। [আপনাদের প্রভাবে পরিতপ্ত অজ্ঞান জ্ঞানদর্শী হয় এবং আপনাদের অনুসারী জন মুক্তি লাভ করেন।—প্রচলিত ব্যাখ্যাতে এই মন্ত্রে চ্যবন উপাখ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য সেগুলি কষ্টকল্পিত ছাড়া অন্য কিছু নয়।—এই মন্ত্রে প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কৃপা ও মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার মিলনই পরিলক্ষিত হয়] ॥ ৬ ॥

সৎকর্ম-রূপ যান যেমন ভগবান্ প্রাপ্ত হন, তেমনই, সৎ-বস্তুদর্শনকারী হে দেবদ্বয়! পাপ-অনুষ্ঠানে দুর্বল-হৃদয় স্তুতিপরায়ণ-জনকে সৎকর্মপরায়ণ ক'রে আপনারা প্রাপ্ত হন। [দেবদ্বয় কৃপা ক'রে প্রার্থনা-পরায়ণ দুর্বল-হৃদয় ব্যক্তিকে সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ্য প্রদান ক'রে উদ্ধার করেন]। [প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হয়ে ইন্দ্রিয়ের অধীনস্থ হ'তে প্রার্থনাকারীকে আপনারা উদ্ধার করেন। [দেবদ্বয়ের কৃপায় ইন্দ্রিয়ে আসক্ত ব্যক্তিও ভগবৎ-পরায়ণ হন]। আপনাদের রক্ষাত্মক কর্ম-প্রার্থনাকারী আমাদের রক্ষা করতে সমর্থ হোক। [সেই দেবদ্বয় কৃপা ক'রে বিষয়াসক্ত আমাদের পাপের কবল থেকে উদ্ধার করুন।—এই মন্ত্রে প্রচলিত ব্যাখ্যায় নতুন ক'রে বন্দন-ঋষির উপাখ্যানটির সাথে বামদেব নামে জনৈক মাতৃগর্ভস্থ ঋষির কথা বলা হয়েছে; যদিও এখানে বামদেব নামে কোন ঋষির উল্লেখই নেই। গর্ভে থেকে অশ্বিদ্বয়ের কাছে প্রার্থনা করার বিষয়ও কোথাও উল্লেখ নেই। লক্ষণীয়, ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ঋষি বামদেব অশ্বিদ্বয়ের কাছে যা প্রার্থনা করেছিলেন, তাতে গর্ভবাসের কথার উল্লেখ নেই। গর্ভবাস-সম্বন্ধীয় যে প্রার্থনা আছে, তা ইন্দ্রদেবতার কাছে, সে তা-ও বিশেষ সমস্যা-বিজড়িত; কারণ সেই প্রার্থনা সর্বাংশে অযৌক্তিক] ॥ ৭ ॥

ভগবানের সম্বন্ধযুত অবশ্যকর্তব্য সৎকর্ম ত্যাগ-হেতু ভগবানের সম্বন্ধ-পরিশূন্য স্থানে (নরকে) নিপতিত কষ্টপ্রাপ্তজনকে, ভগবানের কৃপাপ্রার্থী দেখে, তাকে রক্ষার জন্য আপনারা আগমন করেন। [সেই দেবদ্বয় পরিতপ্ত কৃপাপ্রার্থী পাপীকেও উদ্ধার করেন]। আপনাদের শোভনাহ্বানযুক্ত, আশুমুক্তিদায়িকা, বিচিত্রা, সকলের প্রার্থনীয়া, রক্ষাশক্তি সর্বপ্রাণী-সমীপে আগমন করুক। [সেই দেবদ্বয় কৃপা ক'রে আমাদের ন্যায় পাপী প্রাণিগণকে রক্ষা করুন।—প্রচলিত ব্যাখ্যায় তুগ্রের পুত্র ভুজ্যুকে টেনে আনা হয়েছে, অথচ এমন আখ্যায়িকার কোনও সার্থকতা এখানে দেখা যায় না। বরং এই মন্ত্রের প্রার্থনাংশে যে বিশ্বজনীন উদারতার পরিচয় রয়েছে, প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ তা উপেক্ষা করেছেন। কেবলমাত্র নিজেকে বা নিজ-সম্বন্ধীয় লোককে নয় সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করবার জন্য এমন উদার প্রার্থনা জগতে খুব কমই দেখা যায়] ॥ ৮ ॥

শুদ্ধসত্ত্বভাবের পরমানন্দ লাভ করবার জন্য অমৃত-প্রস্রবণ-স্বরূপ আপনাদের সমীপে প্রসিদ্ধ মক্ষিকাব্রতধারিণী অর্থাৎ সত্ত্বানুসারী জন, সত্ত্বভাবের প্রার্থনা করেন; এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ জন সর্বদা আপনাদের অনুসরণপরায়ণ হন। [মোক্ষলাভার্থী আপনা-আপনিই দেবভাবের অনুসরণ করেন]। আপনারা ধারণশীল সাধকের চিত্তকে জ্ঞানালোকিত করেন; তার পর, জ্ঞানলাভ ক'রে, সেই সাধক আপনাদের প্রদত্ত পরাজ্ঞান জগতে প্রচার করেন। [সাধক দেবতার কৃপায় পরাজ্ঞান লাভ ক'রে লোকের হিতের জন্য সেই জ্ঞান জগতে প্রচার করেন; সেই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক।—আমরা যে শক্তি বা জ্ঞান অথবা আনন্দ-লাভ করি, তা আমাদের নিজস্ব বস্তু নয়,—তাতে বিশ্ববাসীর অধিকার আছে। কারণ, তা আসে—সেই এক পরম-পিতা, অমৃত-স্বরূপ ভগবানের থেকেই। সুতরাং জগতের সকলেই তা উপভোগ করবার অধিকারী।—'দধীচঃ' পদের সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ 'ধারণশীলের সাধকের'] ॥ ৯ ॥

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! পতনশীল শরণাপন্ন জনের জন্য সর্বলোক-বরণীয় বিপুলগের

প্র যা ঘোষে ভৃগবাণে ন শোভে যয়া বাচা যজতি পজ্রিয়ো বাম্।
প্রৈষযুর্ন বিদ্বান্॥ ৫॥
শ্রুতং গায়ত্রং তকবানস্যাহং চিদ্ধি রিরেভাশ্বিনা বাম্।
আক্ষী শুভস্পতী দন্॥ ৬॥
যুবং হ্যাস্তং মহোরন্যুবং বা যন্নিরততংসতম্।
তা নো বসূ সুগোপা স্যাতং পাতং নো বৃকাদঘায়োঃ॥ ৭॥
মা কস্মৈ ধাতমভ্যমিত্রিণে নো মাকুত্রা নো গৃহেভ্যো ধেনবো গুঃ।
স্তনাভুজো অশিশ্বীঃ॥ ৮॥
দুহীয়ন্মিত্রধিতয়ে যুবাকু রায়ে চ নো মিমীতং বাজবত্যৈ।
ইষে চ নো মিমীতং ধেনুমত্যৈ॥ ৯॥
অশ্বিনোরসনং রথমনশ্বং বাজিনীবতোঃ।
তেনাহং ভূরি চাকন॥ ১০॥
অয়ং সমহ মা তনূহ্যাতে জনাঁ অনু।
সোমপেয়ং সুখো রথঃ॥ ১১॥
অধ স্বপ্নস্য নির্বিদেহভুঞ্জতশ্চ রেবতঃ।
উভা তা বস্রি নশ্যতঃ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! কীরকম স্তুতি আপনাদের প্রীত করে? [যে প্রার্থনার দ্বারা আপনারা প্রসন্ন হন, তা আমাকে উপদেশ করুন]; কোন্ স্তোতা আপনাদের প্রীতিসম্পাদনে সমর্থ? [আপনাদের কৃপা ব্যতীত কেউই আপনাদের মাহাত্ম্য-অনুরূপ স্তুতি জানতে সমর্থ হয় না]. অজ্ঞান ব্যক্তি কি রকমে আপনাদের পূজা করবে? [সেই দেবতা দু'জনের পূজায় অনভিজ্ঞ অজ্ঞান আমাকে কৃপা ক'রে তাঁরাই আরাধনা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রদান করুন]॥ ১॥

দেবতাদ্বয়ই সর্বজ্ঞ; সেইহেতু অজ্ঞান ব্যক্তি দেবদ্বয়কে সাধনার উপায় জিজ্ঞাসা করবে. [সাধনার উপায় জানবার জন্য অজ্ঞান আমি যেন সর্বজ্ঞ ভগবানের শরণ গ্রহণ করি]; মনুষ্য নিশ্চয়ই অজ্ঞান; অপাপবিদ্ধ দেবদ্বয় প্রার্থনা-পরায়ণ ব্যক্তিকে আত্মজ্ঞান শীঘ্রই প্রদান করেন। [ভগবান্ কৃপা ক'রে প্রার্থনা-পরায়ণ অজ্ঞান ব্যক্তিকে আত্মজ্ঞান প্রদান ক'রে থাকেন।—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এই ঋক্-মন্ত্রের মধ্য দিয়ে এই নিত্যসত্যটি জগৎকে জানাচ্ছেন—মানুষের পক্ষে যদি কিছু চাইতে হয়, তাঁর কাছে (অর্থাৎ পরমেশ্বরের কাছে) চাইতে হবে; একমাত্র তিনিই তাঁর অভীষ্ট পূর্ণ করতে সমর্থ। তিনি ছাড়া আর কেউই কিছু দিতে সক্ষম নয়। তাঁর পূজার বিধান তাঁর কাছেই জেনে নিতে হবে; তাঁকে কেমন ক'রে ডাকতে হয়, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে। ব্রহ্ম-যজ্ঞের বিধান পরব্রহ্ম-ছাড়া আর কে-ই বা দেবে? সুতরাং তাঁর দেওয়া মন-প্রাণ-হৃদয় নিয়ে, তাঁর দেওয়া কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিতে তাঁরই আরাধনায় প্রবৃত্ত হ'তে হবে। মানুষের নিজের বলতে কিছুই নেই, তাঁর শ্রীচরণে সমস্ত কিছু সমর্পণ ক'রে তবেই মানুষ অনন্ত-জীবন লাভে ধন্য হ'তে পারে]॥ ২॥

সর্বজ্ঞ সেই আপনাদের আমি অনুসরণ করি; [আমি যেন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য উন্মুখ হই];

সেই আপনারা নিত্যকাল আমাদের মোক্ষপ্রদ জ্ঞান প্রদান করুন; [সেই দেবদ্বয় কৃপা ক'রে সেই আপনারা আত্মজ্ঞান প্রদান করুন]; উপাসনা-পরায়ণ হয়ে, আমি যেন তাঁদের অর্চনা করি; [আমি যেন মোক্ষলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হই।—সর্বজ্ঞানের আধার ভগবানের কাছে মোক্ষপ্রদ জ্ঞানলাভের প্রার্থনা এই মন্ত্রে উদ্গীত হয়েছে। জ্ঞানই মুক্তিলাভের সোপান। ভগবান্ জ্ঞানময়, একমাত্র তিনি মানুষকে জ্ঞান দিতে পারেন। তাই তাঁর কাছেই পরমধন জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করা হয়]। ॥ ৩ ॥

সত্ত্ব-প্রবর্ধনকারী হে দেবদ্বয়! অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন সৎকর্মপরায়ণ সাধকের অভীপ্সিত দিব্য দেবভাব-সমূহকে (অর্থাৎ সুখপ্রদ সদ্ভাব-সমূহকে), বিশেষ-রকমে যাজ্ঞা করি; [সেই দেবদ্বয়ের প্রভাবে আমাতে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন পরম সুখদায়ক সদ্ভাব আবির্ভূত হোক]; এবং আপনারা আমাদের সৎক্রিয়াকে এবং আমাদের সৎকর্মসাধন সামর্থ্যকে রক্ষা করুন। [সেই দেবদ্বয় আমাদের সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করেন।—এখানে 'বষট্কারস্য' পদে 'সৎকর্ম-সাধকের' বা 'সাধকের' অর্থই সমীচীন। 'পাক্যা ন দেবান্' ইত্যাদি বাক্যাংশের দ্বারা প্রচলিত অনুবাদে—দেবতাদ্বয়কে বষট্কারের সাথে অগ্নিতে প্রদত্ত এবং অদ্ভুত ও অচিন্ত্য বলপ্রদ মদোৎপাদক (সদ্য সঃ) সোমের রস পান করার আহ্বান জ্ঞাপন করা হয়েছে] ॥ ৪ ॥

বিবেকশীল জনে এবং সাধকে যে সৎ-বৃত্তি শোভা পায়, যে প্রার্থনা দ্বারা হীন-জন্ম ব্যক্তিও আপনাদের আরাধনা করে, তা প্রকৃষ্টরূপে ইষ্ট-সাধনে সমর্থ হয়; এবং সেই সৎ-বৃত্তির বা প্রার্থনার দ্বারা সিদ্ধি-কামনাকারী জন প্রজ্ঞাবান্ হয়ে প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। [সকল রকম অভীষ্ট-প্রদায়ক ভগবান্ সকলকে প্রার্থনানুরূপ অভীষ্ট-ফল প্রদান করেন।—এখানে 'ঘোষে' অর্থে 'বিবেকশীল জনে', 'ভৃগবাণে' অর্থে 'সাধকে', 'পজ্রিয়ঃ' অর্থে 'হীনজন্মা জনও', 'ইষয়ুঃ' অর্থে 'সিদ্ধিকামনাকারী জনগণ' এমন ভাবই সঙ্গত] ॥ ৫ ॥

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! মোহ-বিভ্রান্ত অজ্ঞান আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন; অজ্ঞান আমি, আপনাদের নিকটে প্রার্থনা করছি; সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য-দাতা হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাকে জ্ঞানদৃষ্টি (আত্ম-জ্ঞান) প্রদান করুন। [অজ্ঞান মোহ-বিভ্রান্ত আমাকে কৃপা ক'রে আপনারা সৎকর্ম- সাধন-সামর্থ্য এবং আত্মজ্ঞান প্রদান করুন।—'তজ্মানস্য' পদে 'দৃষ্টিশক্তির বা অন্ধের' অর্থ ঠিকই আছে, কিন্তু তাকে অন্ধ কল্পাণের সম্বন্ধযুক্ত ক'রে প্রচলিত ব্যাখ্যায়, পুনরায় উপাখ্যান রচনার প্রবণতা দেখা যায়। 'শুভস্পতী' অর্থে 'শোভন' কর্মপালনকারী, সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য-দানকারী দুই দেবতা' অর্থই সঙ্গত] ॥ ৬ ॥

হে দেবদ্বয়! আপনারাই মহৎ ধনের অর্থাৎ মোক্ষের দাতা হন; অথবা, যে অজ্ঞানতা মোক্ষের নাশক, তাকে আপনারা নিঃশেষে দূরীভূত করেন; [আপনারাই মোক্ষ-দাতা এবং অজ্ঞানতার নাশক হন]; আশ্রয়দাতা মোক্ষ-প্রাপয়িতা হে দেবদ্বয়! সেই আপনারা আমাদের রক্ষক হোন; এবং মোক্ষ-নাশক অজ্ঞান-রূপ ব্যাঘ্র-কবল হতে (পাপ-মোহ থেকে) আমাদের রক্ষা করুন। [মোক্ষ-বিধায়ক সেই দেবদ্বয় কৃপা ক'রে আমাদের পাপ বা অজ্ঞানতা থেকে রক্ষা করুন এবং মোক্ষ প্রদান করুন।—এই মন্ত্রে সেই বিশ্বরাজের চরণে আত্ম-রক্ষা ও মোক্ষ-লাভের জন্য প্রার্থনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।—'অস্মাকোঃ বৃকাৎ' পদ দুটির প্রচলিত ব্যাখ্যা উপলক্ষে ভাষ্যকার লিখছেন—"অস্মাকো: আমাদের পাপকল ইচ্ছুক 'বৃকাৎ' দস্যু থেকে 'পাতং' রক্ষা করুন।" এখানে 'পাপফলং ইচ্ছুক' বলতে দস্যু-তস্করের পরিবর্তে 'পাপ, মোহ, অজ্ঞানতা' অর্থই সুসঙ্গত] ॥ ৭ ॥

হে দেবদ্বয়! কোনও রিপুর কবলে আমাদের সমর্পণ করবেন না; [সেই দেবদ্বয় কৃপা ক'রে রিপুর কবল থেকে আমাদের রক্ষা করুন]; আমাদের হৃদয় হ'তে পালন-শক্তি-বিশিষ্টা জ্ঞান-কিরণ আমাদের রক্ষাকর্তৃত্ব পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র যেন না যায়। [আমাদের হৃদয় যেন জ্ঞানপরিপূর্ণ হয়।— প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'স্তনাভুজঃ ধেনবঃ' পদ দুটির মাধ্যমে 'দুগ্ধবতী গাভীসমূহ' অর্থ নির্ধারিত হওয়ায়, বোঝা যায় প্রাচীনকালের আর্যদের গো-ধন প্রধান সম্পত্তি ছিল। এইভাবে ঐ ব্যাখ্যানুসারে পুরাতত্ত্ববিদগণ গবেষণার অনেক সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পেরেছেন, সন্দেহ নেই। আধ্যাত্মিক ভাবে কিন্তু 'স্তনাভুমঃ ধেনবঃ' অর্থে 'পালনশক্তিবিশিষ্টা জ্ঞানশিখা'-ই সঙ্গত। যেমন 'অশিবীঃ' পদে 'পালকত্ববিহীন বা রক্ষা কর্তৃত্ব পরিত্যাগ ক'রে'—এমন ভাবই যুক্তিযুক্ত] ॥ ৮ ॥

প্রার্থনাকারিগণ সৎ-বৃত্তির পরিপোষণের জন্য আপনাদের নিকট হ'তে শক্তি লাভ করে, [ভগবান্ সৎ-বৃত্তির বর্ধনের জন্য প্রার্থনাকারিদের শক্তি প্রদান করেন], আপনারা আমাদের সৎকর্ম-সাধন-শক্তি এবং পরমধন লাভের জন্য সমর্থ করুন, এবং আমাদের জ্ঞান-প্রদ সিদ্ধিলাভের জন্য সমর্থ করুন। [সেই দেবদ্বয় আমাদের সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য এবং আত্মজ্ঞান প্রদান করুন।—বাস্তবিক পক্ষে, প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে ইহলৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ধনাদির জন্য এই প্রার্থনা নয়। ওগুলি কষ্টকল্পিত, যেমন 'ধেনুযুক্ত অন্ন' এবং 'অন্নযুক্ত ধন' সবই অস্পষ্ট। ভগবানের দয়া অফুরন্ত—বিশ্বের প্রতি তাঁর স্নেহ অফুরন্ত। তাই 'দুধারু দুহীয়ন্'। মানুষ কামধেনু দোহন ক'রে যেমন অভীষ্ট-অনুরূপ দুগ্ধ সংগ্রহ করে, সে তেমনই ভগবানের কাছ থেকে তার বাঞ্ছিত ধন পেতে পারে। সেই বাঞ্ছিত ধনের বা বস্তুর নাম আত্ম-জ্ঞান। সেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়—সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা। তাই 'বাজপেত্য ধেনুমত্যো দ্বিষে'—সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ্য ও আত্মজ্ঞানপ্রদ সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে] ॥ ৯ ॥

সাধনশক্তিদাতা আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়ের সম্বন্ধীয় ব্যাপকজ্ঞানবিরহিত সৎকর্মরূপ যানকে যদি আমি ভজনা ক'রি, সেই কর্মের দ্বারা আমি প্রকৃত শ্রেয়ঃ লাভ করতে সমর্থ হই। [অজ্ঞান যদি সৎকর্মপরায়ণ হয়, সে-ও উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।—'বাজিনীবতোঃ' পদে 'সাধনমার্গের অনুকূলে শক্তিসম্পন্ন', 'অনশ্বং' পদে 'ব্যাপকজ্ঞান-বিরহিত', 'রথং' পদে 'সৎকর্মরূপ যান' ইত্যাদি অর্থ সঙ্গত] ॥ ১০ ॥

সুখপ্রদ সৎকর্ম-রূপ বাহক, অনুসারিদের শুদ্ধসত্ত্ব-উপভোগ্য স্থান যথাক্রমে প্রদান করে, [সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা মানুষ শুদ্ধসত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়]; পরমার্থপ্রদ এই সৎকর্মরূপ বাহক অর্থাৎ সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য আমাকে মোক্ষ-লাভের জন্য সমর্থ করুক। [সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য লাভ ক'রে আমি যেন মোক্ষলাভ ক'রি] ॥ ১১ ॥

অজ্ঞান ব্যক্তির অধোগতি হয়; এবং মায়ার দ্বারা উৎপন্ন মোহ অসত্য বিজ্ঞাপিত করে; মায়া এবং অজ্ঞান উভয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; [ভগবান্ মানুষের হিতের জন্য কৃপা ক'রে অজ্ঞানতা এবং মোহ নাশ করেন।—স্বপ্ন যেমন মিথ্যা; যাঁরা পরহিতসাধনে পরসেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেন না, তাদের জীবনও তেমনই বৃথা। যারা জগৎকে নিজের ব'লে না জানল, বিশ্বজীবকে নিজের জেনে প্রেম দিতে না পারল, তাদের জীবনও তেমনিই বৃথা। যারা জগৎকে নিজের ব'লে না জানল, বিশ্বজীবকে নিজের জেনে প্রেম দিতে না পারল, তারা সত্যের সাক্ষাৎ পেল না; সুতরাং ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।—এই তত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রখ্যাত হয়েছে] ॥ ১২ ॥

টীকা — পূর্বের চারটি সূক্তের মতো এই সূক্তটিও ঋষিবংশ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। এখানে অন্য সূক্তের মতো আধ্যাত্মিকতার উল্লেখ থেকে ব্যাখ্যাকারগণ নিবৃত্ত থেকেছেন বটে, তবে পঞ্চম ঋকের ব্যাখ্যায় দুহিতা, ভৃগু ও কক্ষীবান্ ঋষির প্রসঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়, এবং ষষ্ঠ ঋকে বজ্রাদেব নামোল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেও এই সূক্তে উচ্চাঙ্গের প্রার্থনা দেখা যায়। অন্ন, ধন, দুগ্ধবতী গাভী ও ঐশ্বর্যের জন্য যেমন প্রার্থনা আছে, পারমার্থিক মঙ্গলের জন্যও তেমনই প্রার্থনা দেখতে পাই। প্রথম দুটি ঋকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রার্থনা আছে। চতুর্থ ও দশম ঋকে 'সোমরসের' প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে সপ্তম ঋক্ থেকে অনুমান করা হয় যে, ঐ সময়ে আর্যেরা অনার্যদের সাথে যুদ্ধে বা কোন দৈব-দুর্বিপাকে গৃহ-হারা হয়ে অথবা স্থানচ্যুত হয়ে বিপন্ন হয়েছিলেন। চতুর্থ ও দশম ঋকের ব্যাখ্যানুসারে ধারণা জন্মে যে, আর্যেরা সোমরস (মাদক-দ্রব্য) ব্যবহার করতেন। ঐ মত অবশ্যই গ্রহণীয় বা যুক্তিযুক্ত নয়।

◆ ◆

— ১২১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রদেব। ঋষি : দীর্ঘতমাপুত্র কক্ষীবান। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ]

কদিত্থা নৄঁঃ পাত্রং দেবয়তাং শ্রবদ্গিরো অঙ্গিরসাং তুরণ্যন্।
প্র যদানড্বিশ আ হর্ম্যস্যোরু ক্রংসতে অধ্বরে যজত্রঃ ॥ ১ ॥
স্তম্ভীদ্ধ দ্যাং স ধরুণং প্রুষায়দৃভুর্বাজায় দ্রবিণং নরো গোঃ।
অনু স্বজাং মহিষশ্চক্ষত ব্রাং মেনামশ্বস্য পরি মাতরং গোঃ ॥ ২ ॥
নক্ষদ্ধবমরুণীঃ পূর্ব্যং রাট্ তুরো বিশামঙ্গিরসামনু দ্যূন্।
তক্ষদ্বজ্রং নিযুতং তস্তম্ভদ্দ্যাং চতুষ্পদে নর্যায় দ্বিপাদে ॥ ৩ ॥
অস্য মদে স্বর্যং দা ঋতায়াপীবৃতমুস্রিয়াণামনীকম্।
যদ্ধ প্রসর্গে ত্রিককুম্নিবর্তদপ দ্রুহো মানুষস্য দুরো বঃ ॥ ৪ ॥
তুভ্যং পয়ো যৎপিতরাবনীতাং রাধঃ সুরেতস্তুরণে ভুরণ্যূ।
শুচি যত্তে রেক্ণ আয়জন্ত সবর্দুঘায়াঃ পয় উস্রিয়ায়াঃ ॥ ৫ ॥
অধ প্র জজ্ঞে তরণির্মমত্তু প্র রোচ্যস্যা উষসো ন সূরঃ।
ইন্দুর্যেভিরাষ্ট স্বেদুহব্যৈঃ স্রুবেণ সিঞ্চঞ্জরণাভি ধাম ॥ ৬ ॥
স্বিধ্মা যদ্বনধিতিরপস্যাৎসূরো অধ্বরে পরি রোধনা গোঃ।
যদ্ধ প্রভাসি কৃত্ব্যাঁ অনু দ্যূননর্বিশে পশ্বিষে তুরায় ॥ ৭ ॥
অষ্টা মহো দিব আদো হরী ইহ দ্যুম্নাসাহমভি যোধান উৎসম্।
হরিং যত্তে মন্দিনং দুক্ষন্বৃধে গোরভসমদ্রিভির্বাতাপ্যম্ ॥ ৮ ॥
ত্বমায়সং প্রতি বর্তয়ো গোর্দিবো অশ্মানমুপনীতমৃভ্বা।
কুৎসায় যত্র পুরুহূত বন্বঞ্ছুষ্ণমনন্তৈঃ পরিয়াসি বধৈঃ ॥ ৯ ॥

পুরা যৎসূরস্তমসো অপীতেস্তমদ্রিবঃ ফলিগং হেতিমস্য।
শুষ্ণস্য চিৎপরিহিতং যদোজো দিবস্পরি সুগ্রথিতং তদাদঃ॥ ১০॥
অনু ত্বা মহী পাজসী অচক্রে দ্যাবাক্ষামা মদতামিন্দ্র কর্মন্।
ত্বং বৃত্রমাশয়ানং সিরাসু মহো বজ্রেণ সিষ্বপো বরাহুম্॥ ১১॥
ত্বমিন্দ্র নর্যো যাঁ অবো নৃন্তিষ্ঠা বাতস্য সুযুজো বহিষ্ঠান্।
যং তে কাব্য উশনা মন্দিনং দাদ্বৃত্রহণং পার্যং ততক্ষ বজ্রং॥ ১২॥
ত্বং সূরো হরিতো রাময়ো নৄন্ভরচ্চক্রমেতশো নায়মিন্দ্র।
প্রাস্য পারং নবতিং নাব্যানামপি কর্তমবর্তয়োহযজ্যূন্॥ ১৩॥
ত্বং নো অস্যা ইন্দ্র দুর্হণায়াঃ পাহি বজ্রিবো দুরিতাদভীকে।
প্র নো বাজান্রথ্যো অশ্ববুধ্যানিষে যন্ধি শ্রবসে সূনৃতায়ৈ॥ ১৪॥
মা সা তে অস্মৎসুমতির্বি দসদ্বাজপ্রমহঃ সমিষো বরন্ত।
আ নো ভজ মঘবন্ গোষ্বর্যো মংহিষ্ঠাস্তে সধমাদঃ স্যাম্॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — দেবত্বাভিলাষী জ্ঞানিগণের ত্বরায় ইষ্টসাধক, সৎকর্মকারিগণের নেতৃবর্গকে রক্ষাকারী—সেই ভগবান্, কোন্ কালে আমাদের প্রযুক্ত এই প্রার্থনাসকল শ্রবণ করবেন। [জ্ঞানিবর্গের পরিত্রাণকারী, সৎকর্মশীলগণের রক্ষক, সেই ভগবান্ অজ্ঞান অপকর্মকারী আমাদের পরিত্রাণের উপায় বিধান করুন—এই প্রার্থনা]; যখন মনুষ্য নিজের দেহ-রূপ গৃহের অধিপতি সেই ভগবানকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করে, তখন তার নিত্যানুষ্ঠিত কর্মে ভগবান্ মিলিত হয়ে অশেষ সৎকর্ম সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ দান করেন; [হৃদয়ে যখন ভগবৎ অনুভূতি উপস্থিত হয়, তখন ভগবান্ আপনা-আপনিই প্রকটিত হয়ে শ্রেয়ঃ বিধান করেন]॥ ১॥

সেই ভগবানই দ্যুলোককে ও পৃথ্বীলোককে ধারণ ক'রে আছেন—রক্ষা করছেন, তাঁরই নির্দেশে জ্ঞানের প্রবর্তক নরদেবতা (সাধক) সৎকর্মসাধনের নিমিত্ত শক্তিসামর্থ্যকে পুষ্ট করেন; [ত্রিলোকের পালক ভগবানের ইঙ্গিতেই সাধুগণ মানুষদের সৎ-মার্গ প্রদর্শন করছেন]; মহিমান্বিত নরদেবতা (সাধক) আত্মপ্রকাশ হ'তে উৎপন্ন জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিকে বা কর্মশক্তিকে মনুষ্যগণের প্রতি প্রদান করেন, এবং ব্যাপক জ্ঞানের সম্বর্ধিনী সৎ-বৃত্তিকে সর্বতোভাবে আমিত্মান পরাজ্ঞান প্রাপ্ত করান। [নরদেবতার অনুকম্পায় মানুষদের মধ্যে সৎ-বৃত্তির উন্মেষণা সম্ভাবিত হয় এবং তার দ্বারা সৎকর্ম-সাধন-সম্পন্ন হয়ে মানুষেরা পরাজ্ঞান লাভ করেন]॥ ২॥

জ্ঞানিগণের চিরন্তন আহ্বনীয় সত্ত্বভাবকে অনুসরণ ক'রে, লোকগণের ত্রাণকারী রাজমান স্বপ্রকাশ সেই ভগবান, নিরন্তর নবীন জ্ঞানরশ্মিসমূহকে জগতে প্রকাশ করছেন—বিস্তার করছেন, [জ্ঞানিগণের কর্মের দ্বারা মানুষেরা সৎ-জ্ঞান লাভ ক'রে থাকেন]; সেই ভগবান্ সকল জীবের পরিত্রাণের জন্য রক্ষণশক্তি-যুত রিপু-বিমর্দক বজ্রকে ধারণ ক'রে আছেন; এবং দ্যুলোককে—স্বর্গবেষ্টুকৃত সত্ত্বভাবকে রক্ষা করছেন; [জীবগণের পরিত্রাণের জন্য সত্ত্বভাবের রক্ষণের জন্য ভগবান্ সদাই ক্রিয়াশীল আছেন]॥ ৩॥

হে দেব! প্রার্থনাকারীর সত্তালাভের ও পরজ্ঞানলাভের জন্য অন্তর্নিহিত যুক্ত কিন্তু আপনা-আপনিই প্রকাশমান জ্ঞানরশ্মির তেজকে প্রদান করেন—জাগরিত করেন; [দেবকৃপায় মানুষের

[দেবতা সাধককে পাপের কবল থেকে উদ্ধার করেন]; সাধকের উপরে সত্ত্বভাবশোষকের সত্ত্বভাবহরণ-রূপ দুর্বৃত্ত যে বল, তা নিশ্চয়ই আপনি দূরীকৃত করেন; [দেবতা কৃপা ক'রে সাধকের রিপুগুলিকে দূরীকৃত ক'রে তাঁর সত্ত্বভাবকে পরিবর্ধন করেন।—প্রচলিত ব্যাখ্যায় এখানেও 'শুষ্ণ' অর্থে 'অসুর' কিংবা 'এমন মেঘ, যে জল দেয় না, জগৎকে শোষণ করে' এমন বিশেষণ দেখা যায়। আধ্যাত্মিক ভাবপুষ্ট যুক্তিযুক্ত ধারণায় 'শুষ্ণ' অর্থে 'সত্ত্বভাবের শোষক'-ই সঙ্গত] ॥ ১০ ॥

বলৈশ্বর্যাধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! মহৎ বলবান্ সর্বব্যাপী দ্যুলোক-ভূলোক, আপনাকে প্রাপ্তির জন্য সৎকর্ম-প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে প্রহৃষ্ট করেন, [সৎকর্মে সমস্ত লোক প্রীত হন]; আপনি মহৎ সত্ত্বভাব-রূপ অস্ত্রের দ্বারা (অর্থাৎ আমাদের সত্ত্বভাব প্রদান ক'রে) নিগূঢ় হৃদয়-প্রদেশে লুক্কায়িত সর্বত্র বিদ্যমান—কঠোর অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে বিনাশ করুন। [ঈশ্বরের অন্যতম প্রধান বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রদেব কৃপা ক'রে আমাদের ও সর্বলোককে সত্ত্বভাব প্রদান করুন, এবং আমাদের অজ্ঞানতা নাশ করুন।—প্রচলিত ব্যাখ্যায় বৃত্রাসুর-বধের উপাখ্যান আছে। বলা হয়েছে, 'সর্বত্র বৃত্র'। তা-ও আবার 'সর্বত্র বিদ্যমান'। প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকেই 'বৃত্রং' পদের দ্বারা লক্ষ্য করা সঙ্গত, কারণ অজ্ঞানতাই প্রবল এবং সর্বত্র বিদ্যমান; এবং আমাদের হৃদয়ে নিগূঢ় প্রদেশে লুক্কায়িত থাকে] ॥ ১১ ॥

বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনি মনুষ্যগণের মঙ্গলকারী হোন; যে নেতৃস্থানীয় লোকদের—সাধকদের আপনি পাপ হ'তে রক্ষা করেন, তাঁদের শীঘ্র জ্ঞানযুক্ত এবং সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য দান ক'রে থাকেন; [লোকের মঙ্গলের জন্য আপনি তাঁদের প্রজ্ঞাবান্ এবং সৎকর্মসাধনে সমর্থ ক'রে তোলেন]; জ্ঞানী মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি আপনার নিকট হ'তে প্রাপ্ত যে পরমানন্দদায়ক, অজ্ঞানতা-নাশক, রিপুবিমর্দক, সত্ত্বভাব-রূপ আয়ুধ লোকদের প্রদান করেন, সেই সত্ত্বভাবকে আপনি মোক্ষপ্রদ ক'রে থাকেন। [বিশ্বপ্রেমিক সাধক জগতের হিতের জন্য মানুষকে সত্ত্বভাব প্রদান করেন; তাতে ভগবান্ প্রীত হয়ে সাধককে মোক্ষ প্রদান করেন।— প্রচলিত ব্যাখ্যার একটি অংশ—'কবির পুত্র (উশনা) যে হর্ষকর বজ্র তোমাকে দিয়েছেন, তুমি সেই বৃত্রধ্বংসকারী শত্রুবিনাশী বজ্র তীক্ষ্ণ করেছ।' প্রকৃতার্থে 'কাব্যঃ' পদে 'মন্ত্রপ্রাপ্ত, জ্ঞানী', 'উশনা' পদে 'ভগবানকে কামনাকারী মোক্ষাভিলাষী জন', 'বৃত্রহণং' পদে 'অজ্ঞানতা-নাশক', 'বজ্রঃ' অর্থে 'আয়ুধ—সত্ত্বভাব-রূপ অস্ত্র' —এমনই বোঝা সঙ্গত] ॥ ১২ ॥

বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনিই জ্ঞানী, অর্থাৎ জ্ঞানিগণের মধ্যে আপনি ক্রিয়াশীল, সাধকদের অজ্ঞান-তমসার নাশকারী জ্ঞানরশ্মিসমূহ সৎকর্ম-সাধকদের আপনিই প্রাপ্ত করান; [সাধকদের প্রভাবে মানুষেরা সৎকর্মে অন্বিত হয় এবং জ্ঞানলাভ করে]; মোক্ষপ্রদ সৎকর্মনিরত মনুষ্যগণকে ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত করায়, সৎকর্মের অশেষ প্রতিবন্ধক নিঃশেষে দূর ক'রে, অপকর্মকারী আমাদেরও আপনি পুণ্যশীলদের করণীয়—সৎকর্ম সাধন করান; [দেবতা পাপী আমাদেরও সৎকর্ম-সম্পন্ন ক'রে উদ্ধার করুন।—'নবতিং' এবং 'নাব্যা' পদ দুটি সম্পর্কে পূর্বেও উল্লেখ (১ম-৮০সূ—৮ ঋকেও) আছে] ॥ ১৩ ॥

শত্রুনাশের জন্য—রিপুবিমর্দনের জন্য বজ্রধারী বলৈশ্বর্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অতিদীর্ঘ এই পাপপ্রবৃত্তি হ'তে এবং পাপ-কবল হ'তে আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন; [সকল রকম পাপের সম্বন্ধ থেকে আমাদের অসংলিপ্ত রাখুন]; অপিচ, আমাদের অভীষ্টপূরণের জন্য,

১২৩ সূক্ত

[দেবতা উষা। ঋষি দীর্ঘতমার সন্তান কক্ষীবান। ছন্দ ত্রিষ্টুপ্।]

পৃথূ রথো দক্ষিণায়া অযোজ্যৈনং দেবাসো অমৃতাসো অস্থুঃ।
কৃষ্ণাদুদস্থাদর্যা বিহায়াশ্চিকিৎসন্তী মানুষায় ক্ষয়ায় ॥ ১ ॥
পূর্বা বিশ্বস্মাদ্ভুবনাদবোধি জয়ন্তী বাজং বৃহতী সনুত্রী।
উচ্চা ব্যখ্যদ্যুবতিঃ পুনর্ভূরোষা অগন্ প্রথমা পূর্বহূতৌ ॥ ২ ॥
যদদ্য ভাগং বিভজাসি নৃভ্য উষো দেবি মর্ত্যত্রা সুজাতে।
দেবো নো অত্র সবিতা দমূনা অনাগসো বোচতি সূর্যায় ॥ ৩ ॥
গৃহং গৃহমহনা যাত্যচ্ছা দিবেদিবে অধি নামা দধানা।
সিষাসন্তী দ্যোতনা শশ্বদাগাদগ্রমগ্রমিদ্ ভজতে বসূনাম্ ॥ ৪ ॥
ভগস্য স্বসা বরুণস্য জামিরুষঃ সূনৃতে প্রথমা জরস্ব।
পশ্চা স দঘ্যা যো অঘস্য ধাতা জয়েম তং দক্ষিণয়া রথেন ॥ ৫ ॥
উদীরতাং সূনৃতা উৎপুরন্ধীরুদগ্নয়ঃ শুশুচানাসো অস্থুঃ।
স্পার্হা বসূনি তমসাপগূড়হাবিষ্কৃণ্বন্ত্যুষসো বিভাতীঃ ॥ ৬ ॥
অপান্যদেত্যভ্যন্যদেতি বিষুরূপে অহনী সঞ্চরেতে।
পরিক্ষিতোস্তমো অন্যা গুহাকরদ্যৌদুষাঃ শোশুচতা রথেন ॥ ৭ ॥
সদৃশীরদ্য সদৃশীরিদু শ্বো দীর্ঘং সচন্তে বরুণস্য ধাম।
অনবদ্যাস্ত্রিংশতং যোজনান্যেকৈকা ক্রতুং পরিযন্তি সদ্যঃ ॥ ৮ ॥
জানত্যহ্নঃ প্রথমস্য নাম শুক্রা কৃষ্ণাদজনিষ্ট শ্বিতীচী।
ঋতস্য যোষা ন মিনাতি ধামাহরহর্নিষ্কৃতমাচরন্তী ॥ ৯ ॥
কন্যেব তন্বা শাশদানাঁ এষি দেবি দেবমিয়ক্ষমাণম্;
সংস্ময়মানা যুবতিঃ পুরস্তাদাবির্বক্ষাংসি কৃণুষে বিভাতী ॥ ১০ ॥
সুসঙ্কাশা মাতৃমৃষ্টেব যোষাবিস্তন্বং কৃণুষে দৃশে কম্।
ভদ্রা ত্বমুষো বিতরং ব্যুচ্ছ ন তত্তে অন্যা উষসো নশন্ত ॥ ১১ ॥
অশ্বাবতীর্গোমতীর্বিশ্ববারা যতমানা রশ্মিভিঃ সূর্যস্য।
পরা চ যন্তি পুনরা চ যন্তি ভদ্রা নাম বহমানা উষাসঃ ॥ ১২ ॥
ঋতস্য রশ্মিমনুযচ্ছমানা ভদ্রংভদ্রং ক্রতুমস্মাসু ধেহি।
উষো নো অদ্য সুহবা ব্যুচ্ছাস্মাসু রায়ো মঘবৎসু চ স্যুঃ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রার্থ — দক্ষিণা উষার রথ সংযোজিত হয়েছে। মরণরহিত দেববৃন্দ এই রথে আরোহণ করলেন। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার হ'তে পূজনীয়া, বিচিত্র গতিমতী, ও মানুষের আবাসের রোগবর্জিতা উষা উদয় হলেন ॥ ১ ॥

সমস্ত ভূতগণের পূর্বেই উষা জাগরিতা হলেন। তিনি অন্নদায়িনী, মহতী ও জগতের সুখদায়িনী; তিনি যুবতী এবং পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতা হন; ঊর্ধ্বস্থিতা উষাদেবী আমাদের যজ্ঞে প্রথমেই আগমন করেন ॥ ২ ॥

হে সুজাতা উষা! আপনি মানুষদের পালয়িত্রী, আপনি অদ্য মানুষদের যে আলোকভাগ প্রদান করেন, দানশীল সবিতা, সূর্যের আগমনের নিমিত্ত সেই আলোক দানপূর্বক আমাদের পাপ রহিত বলে স্বীকার করুন ॥ ৩ ॥

অহনা নম্রভাবে প্রত্যহ প্রতিগৃহ অভিমুখে গমন করেন, ভোগেচ্ছাশালিনী দ্যুতিমতী হয়ে আগমন করেন এবং (হব্যরূপ অর্থাৎ যজ্ঞীয় ঘৃতরূপ) ধনের শ্রেষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করেন ॥ ৪ ॥

হে সূনৃতা উষা! আপনি ভগের (সূর্যের) ভগিনী এবং বরুণের ভগিনী; আপনি প্রথম, আপনাকে সকলে স্তব করুক। পশ্চাৎ যে দুঃখের উৎপাদক সে আগমন করুক। আপনার সহায় প্রাপ্ত হয়ে তাকে রথের দ্বারা জয় করবো ॥ ৫ ॥

সূনৃত বাক্য উচ্চারিত হোক। প্রজ্ঞা উদ্গমিত হোক। অত্যন্ত দীপ্যমান অগ্নিসমূহ প্রজ্বলিত হোক, যেহেতু বিচিত্র প্রভাবতী উষা অন্ধকারাবৃত স্পৃহণীয় বসু আবিষ্কার করছেন ॥ ৬ ॥

বিচিত্র রূপবতী অহোরাত্র দেবতাদ্বয় ব্যবধানরহিতভাবে চলছেন। একজন গমন করেন, অন্য একজন আগমন করেন। পর্যায়গামিনী দেবতাদ্বয়ের মধ্যে একজন পদার্থসমূহ গোপন করেন, অন্য জন অর্থাৎ উষা অত্যন্ত দীপ্তিমান রথের দ্বারা তা প্রকাশিত করেন ॥ ৭ ॥

অদ্যও যেমন কল্যও তেমন; উষাদেবীগণ অনবদ্য। প্রতিদিন তাঁরা বরুণের অবস্থিতিস্থান হ'তে ত্রিংশৎযোজন অগ্রে অবস্থিতা হন। এক এক উষা উদয়কালেই গমনাগমনরূপ কর্ম নির্বাহ করেন ॥ ৮ ॥

উষা দিবসের প্রথম অংশের আগমনের সময় জ্ঞাত আছেন। তিনি শ্বেতদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ হ'তে তাঁর উদ্ভব। তিনি আদিত্যের ধামে মিশ্রিত হন, কিন্তু তা হ্রাস করেন না, বরং তাঁর শোভা সম্পাদন করেন ॥ ৯ ॥

দেবি! কন্যার মতো শরীরাবয়ব বিকাশপূর্বক আপনি দানশীল ও দীপ্তিমান সূর্যের নিকট গমন করুন। যুবতীর মতো অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্টা হয়ে ঈষৎ হাস্যপূর্বক তাঁর সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত করুন ॥ ১০ ॥

মাতা দেহমার্জন ক'রে দিলে কন্যার শরীর যেমন উজ্জ্বল হয়, আপনিও সেই রকম হয়ে দর্শনার্থ আপন শরীর প্রকাশ করুন। আপনি ভদ্রা, আপনি অন্ধকারকে দূর ক'রে দিন; অন্য উষা আপনার কার্য ব্যাপ্ত করবেন না ॥ ১১ ॥

অশ্ববিশিষ্টা, গোবিশিষ্টা, সর্বকালীনা ও সূর্যরশ্মির সাথে একত্রে প্রভাবতী (ওজস্বিনী) উষাদেবীগণ কল্যাণকর নাম ধারণপূর্বক নিবৃত্তা হন, পুনরায় আগমন করেন ॥ ১২ ॥

সূর্যের রশ্মির অনুগমন ক'রে (আমাদের) কল্যাণকর প্রজ্ঞা প্রদান করুন, আমরা যজ্ঞকার্যে আহ্বান করছি। (আপনি) অন্ধকার নিবারণ করুন, আমাদের (হবিরন্নরূপ) ধন যেন প্রভূত হোক ॥ ১৩ ॥

টীকা — ৪ ঋকে 'অহনা' উষার একটি নাম। গ্রীকদের 'এ্যাথেনা' এই 'অহনা' শব্দের প্রতিরূপ। উষা আর্যদের এক অতি প্রাচীন উপাস্যা দেবী ছিলেন। সুতরাং আর্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে তাঁর নাম ও উপাসনা দেখা যায়। ...কিন্তু কেবল যে নামে সাদৃশ্য আছে, তা-ই নয়, উষা সম্বন্ধে এরকমই কয়েকটি গল্প হিন্দু ও গ্রীকদের মধ্যে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে সরণ্যুর কথা বলা হয়েছে। সূর্য উষার পশ্চাৎ গমন করছেন, এমন কথা আছে। ৬ ঋকে বরুণ অর্থে এখানে সূর্য। সায়ণ বলেন, সূর্য প্রত্যহ ৫০৫৯ যোজন ভ্রমণ করেন। তাহলে সূর্য প্রত্যেক দণ্ডে ৭৯ যোজন ভ্রমণ করেন। অতএব উষা যদি সূর্যের ৩০ যোজন পূর্বগামী হন, তাহ'লে সূর্যোদয়ের প্রায় অর্ধ দণ্ড (৩/৮ দণ্ড) পূর্বে উষার উদয়।...

এই সূক্তটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম অষ্টকের ৩০ সূক্তে ২২ ঋকে উষাকে সর্বাভীষ্টসাধিকা দেবীরূপে সম্বোধন করা হয়েছে। ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-বিকাশ এই উষার নিকট শ্রেষ্ঠ আত্মোৎকর্ষসাধক কর্মের দ্বারা আমাদের জ্ঞান প্রদানের প্রার্থনা প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। বর্তমান ৬ ঋকে বরুণকে সূর্য রূপে চিহ্নিতকরণের মধ্যেও ঈশ্বরের সেই অন্যতম বিভূতি-বিকাশের নিকট অভীষ্টপ্রাপ্তিরই (অর্থাৎ জ্ঞানলাভের) প্রার্থনা ব্যক্ত হচ্ছে। উষাদেবীগণ অর্থে (বর্তমান ৮ ঋকে) প্রতি উষাকালেই নতুন নতুন উষার আবির্ভাব ঘটে, সেই কথাই বোঝানো হয়েছে। এখানেও উষাকে অশ্ববিশিষ্টা অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ অপ্রতিহত শক্তিশালী অশ্বিদ্বয়ের গতি এবং গোবিশিষ্টা অর্থে জ্ঞানকিরণ সংযুক্তারূপে পরিচিহ্নিত করা যায়। ঈশ্বর উষারূপে অন্ধকার বিনাশ ক'রে পৃথিবীকে আলোকের মাধ্যমে আবিষ্কার করেন, 'বসু' শব্দের একটি অর্থ 'পৃথিবী'। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে উষাকে 'অহনা' বলার তাৎপর্য এই যে উষারূপে স্বয়ং ঈশ্বরই পৃথিবীতে দিবসের সূচনা করেন।

◆ ◆

— ১২৪ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : দীর্ঘতমার সন্তান কক্ষীবান। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ]

উষা উচ্ছন্তী সমিধানে অগ্না উদ্যন্‌ৎসূর্য উর্বিয়া জ্যোতিরশ্রেৎ।
দেবো নো অত্র সবিতা ন্বর্থং প্রাসাবীদ্দ্বিপৎপ্র চতুষ্পদিত্যৈ॥ ১ ॥
অমিনতী দৈব্যানি ব্রতানি প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি।
ঈয়ুষীণামুপমা শশ্বতীনামায়তীনাং প্রথমোষা ব্যদ্যৌৎ॥ ২ ॥
এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি জ্যোতির্বসানা সমনা পুরস্তাৎ।
ঋতস্য পন্থামন্বেতি সাধু প্রজানতীব ন দিশো মিনাতি॥ ৩ ॥
উপো অদর্শি শুন্ধ্যুবো ন বক্ষো নোধা ইবাবিরকৃত প্রিয়াণি।
অদ্মসন্ন সসতো বোধয়ন্তী শশ্বত্তমাগাৎ পুনরেয়ুষীণাম্॥ ৪ ॥
পূর্বে অর্ধে রজসো অপ্ত্যস্য গবাং জনিত্র্যকৃত প্র কেতুম্।
ব্যু প্রথতে বিতরং বরীয় ওভা পৃণন্তী পিত্রোরুপস্থা॥ ৫ ॥
এবেদেষা পুরুতমা দৃশে কং নাজামিং ন পরি বৃণক্তি জামিম্।
অরেপসা তন্বা শাশদানা নার্ভাদীষতে ন মহো বিভাতী॥ ৬ ॥

সুবস্ত্র পরিধানপূর্বক হাস্যের দ্বারা দন্ত প্রকাশ করে, উষাও তেমন করেন ॥ ৭ ॥

স্বসা (ভগিনী) রাত্রি জ্যেষ্ঠা স্বসা উষাকে উৎপত্তি স্থান (অপর রাত্রিরূপ) প্রদান করেছেন, এবং তাঁকে জ্ঞাপনপূর্বক স্বয়ং গমন করছেন। উষা সূর্যকিরণের দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত ক'রে বিদ্যুৎরাশির মতো জগৎ প্রকাশ করছেন ॥ ৮ ॥

এই সকল স্বসৃভাবাপন্ন পুরাতনী উষাগণের মধ্যে প্রথমা অপরার পশ্চাৎ প্রত্যহ গমন করেন। নবীয়সী উষা পুরাতনী উষাসমূহের মতো সুদিন আনয়নপূর্বক আমাদের বহু ধনবিশিষ্ট ক'রে প্রকাশ করুন ॥ ৯ ॥

হে ধনবতী উষা! হবিঃপ্রদগণকে জাগ্রত করুন। পণিগণ অপ্রবুদ্ধ হয়ে নিদ্রাভিভূত থাকুক। হে ধনবতী! ধনবান্ যজমানবৃন্দকে সমৃদ্ধি প্রদান করুন। হে সুনৃতে! আপনি সর্বপ্রাণিসমূহকে ক্ষীণ করুন, আপনি যজমানকে সমৃদ্ধি প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

যুবতী উষা পূর্ব দিক হ'তে আগমন করছেন, অরুণবর্ণ অশ্বগুলিকে রথে যোজনা করছেন। দিবসের সূচনা ক'রে রূপরহিত অন্তরীক্ষে অন্ধকার নিবারণ করছেন। অগ্নি গৃহে গৃহে প্রদীপ্ত হচ্ছেন ॥ ১১ ॥

হে উষা! আপনার উদয় হ'লে পক্ষীগণ বসতিস্থান হ'তে ঊর্ধ্বে উৎপতিত হচ্ছে। অন্ন-চেষ্টায় ব্যাপৃত মানুষেরা উন্মুখ হয়ে গমন করছে। হে দেবি! দেবযজন গৃহে অবস্থিত হব্যদাতা মানুষের জন্য বহু ধন আনয়ন করুন ॥ ১২ ॥

হে স্তোমের যোগ্য উষাগণ! আপনারা আমার মন্ত্রের দ্বারা স্তুতা হোন। আমার সমৃদ্ধি কামনা ক'রে আমাদের বর্ধিত করুন। হে দেবীগণ! আপনাদের রক্ষালাভপূর্বক আমরা সহস্রসংখ্যক ও শতসংখ্যক ধন লাভ করবো ॥ ১৩ ॥

টীকা — ৭ ঋকে 'বিধবা নারী ধনলাভের নিমিত্ত গৃহে আরোহণকারীর ন্যায়' বলা হয়েছে। (মূলে 'গর্তারুগিব সনয়ে ধনানাং' আছে)। গর্তা অর্থে গৃহে। কিন্তু নিরুক্ত অনুসারে গর্তা অর্থে দ্যূতক্রীড়ার স্থান; পতিহীনা নারী কখনো কখনো জুয়ার দ্বারা অর্থ লাভ করতো।

ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতিবিকাশ হলেন উষা—এইকথা প্রথম অষ্টকেও আমরা বলেছি। তিনি যুবতী, অর্থাৎ প্রতি উষাকালেই নবযৌবনারূপে তাঁর আবির্ভাব, তাই তিনি যুবতী। অন্ধকার বিদূরিত ক'রে অর্থাৎ রাত্রির অবসানে আলোকের আবির্ভাব ঘটিয়ে তিনি জগৎজনের জ্ঞানোন্মেষ ক'রে থাকেন।

◆ ◆

— ১২৫ সূক্ত —

[দেবতা : দান। ঋষি : দীর্ঘতমার সন্তান কক্ষীবান। ছন্দ : জগতী।]

প্রাতা রত্নং প্রাতরিত্বা দধাতি তং চিকিত্বান্ প্রতিগৃহ্যা নি ধত্তে।
তেন প্রজাং বর্ধয়মান আয়ূ রায়স্পোষেণ সচতে সুবীরঃ ॥ ১ ॥
সুগুরসৎসুহিরণ্যঃ স্বশ্বো বৃহদস্মৈ বয় ইন্দ্রো দধাতি।
যস্ত্বায়ন্তং বসুনা প্রাতরিত্বো মুক্ষীজয়েব পদিমুৎসিনাতি ॥ ২ ॥

আয়মদ্য সুকৃতং প্রাতরিচ্ছন্নিষ্টেঃ পুত্রং বসুমতা রথেন।
অংশোঃ সুতং পায়য় মৎসরস্য ক্ষয়দ্বীরং বর্ধয় সূনৃতাভিঃ ॥ ৩ ॥
উপ ক্ষরন্তি সিন্ধবো ময়োভুব ঈজানং চ যক্ষ্যমাণং চ ধেনবঃ।
পৃণন্তং চ পপুরিং চ শ্রবস্যবো ঘৃতস্য ধারা উপ যন্তি বিশ্বতঃ ॥ ৪ ॥
নাকস্য পৃষ্ঠে অধি তিষ্ঠতি শ্রিতো যঃ পৃণাতি স হ দেবেষু গচ্ছতি।
তস্মা আপো ঘৃতমর্ষন্তি সিন্ধবস্তস্মা ইয়ং দক্ষিণা পিন্বতে সদা ॥ ৫ ॥
দক্ষিণাবতামিদিমানি চিত্রা দক্ষিণাবতাং দিবি সূর্যাসঃ।
দক্ষিণাবন্তো অমৃতং ভজন্তে দক্ষিণাবন্তঃ প্র তিরন্ত আয়ুঃ ॥ ৬ ॥
মা পৃণন্তো দুরিতমেন আরন্মা জারিষুঃ সূরয়ঃ সুব্রতাসঃ।
অন্যস্তেষাং পরিধিরস্তু কশ্চিদপৃণন্তমভি সং যন্তু শোকাঃ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — স্বনয় রাজা প্রাতঃকালে আগমনপূর্বক প্রাতঃকালেই বসু আনয়ন ক'রে রাখেন। কক্ষীবান্ চেতনা প্রাপ্ত হয়ে বসু গ্রহণপূর্বক স্থাপন করলেন। সুধীর দীর্ঘতমা সেই বসুর দান গ্রহণ ও আয়ুবর্ধনপূর্বক ধনপুষ্টি প্রাপ্ত হ'লেন ॥ ১ ॥

তাঁর প্রভূত গোধন হোক। তিনি প্রভূত সুবর্ণবান্ ও প্রভূত অশ্ববান্ হোন। ইন্দ্র তাঁকে প্রভূত অন্ন প্রদান করুন। লোকে যেমন বন্ধনরজ্জুর দ্বারা পশুপক্ষী ইত্যাদি বন্ধন করে, তিনিও তেমন প্রাতঃকালে আগমনপূর্বক পদস্থকে আগমনকারীকে ধনের দ্বারা আবদ্ধ করেছেন ॥ ২ ॥

আমি যজ্ঞের দ্বারা শোভন কর্মকারীকে দর্শন করবার ইচ্ছাপূর্বক সমৃদ্ধরথে আরোহণ ক'রে অদ্য উপস্থিত হয়েছি। দীপ্তিশালী মাদক সোমের অভিষুত রস পান করো। বহু বীর পুত্র ইত্যাদিবিশিষ্টকে প্রিয় ও সত্য বাক্যের দ্বারা সমৃদ্ধ করো ॥ ৩ ॥

প্রভূত পয়োধারা, সুখপ্রদা ধেনুগণ যজমান এবং যজ্ঞ সম্পাদনকারীর নিকটে গমনপূর্বক দুগ্ধ ক্ষরণ করছে। সমৃদ্ধির হেতুভূত ঘৃতধারা, তর্পণকারী ও হিতকারী পুরুষের নিকট চতুর্দিক হ'তে উপস্থিত হচ্ছে ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি দেবতাগণকে প্রীত করে, সে স্বর্গের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করে এবং দেবতাদের মধ্যে গমন করে। স্যন্দনশীল (ক্ষরণশীল) জল তার নিকট তেজোবিশিষ্ট সার প্রদান করে। ভূমি ও শস্য ইত্যাদি ফল সম্পাদনক্ষম হয়ে তার সন্তোষ সাধন করে ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি দক্ষিণা প্রদান করে, এই বিচিত্র বস্তুসকল তারই হয়। দক্ষিণাপ্রদাতার জন্য দ্যুলোকে সূর্য বিদ্যমান রয়েছেন। দক্ষিণাপ্রদাতৃগণই জরা মরণ রহিত স্থানপ্রাপ্ত হয়। দক্ষিণা প্রদাতৃগণ দীর্ঘ আয়ু লাভ করে ॥ ৬ ॥

যারা দেবতাগণকে প্রীত করে, তারা দুঃখ এবং পাপ প্রাপ্ত হয় না। শোভন ব্রতশালী স্তোতৃগণ জরাগ্রস্ত হয় না। দেবতাবর্গের প্রীতিপ্রদ ও স্তুতিকারী ভিন্ন অন্য লোককে পাপ আবৃত করুক। যারা দেবতাবর্গকে প্রীত না করে, শোক তাদের প্রাপ্ত হোক ॥ ৭ ॥

টীকা — ১ সূক্তানুসারে কক্ষীবান্ অধ্যয়ন সমাপ্ত ক'রে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে পথপার্শ্বে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। স্বনয় রাজা অনুচরবর্গের সাথে সেই স্থানে আগমন ক'রে কক্ষীবানের রূপ দর্শনপূর্বক দুই হাত

...কে আপন পুরে আনয়ন করলেন এবং আপন দশ কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ দিয়ে তাঁকে ১০০ নিষ্ক ... ১০০ অশ্ব, ১০০ বৃষ, ১০৬০ গাভী ও ১১ রথ প্রদান করলেন। কক্ষীবান্ পুত্রে আগমনপূর্বক এই ... ধন পুত্র পিতাকে অর্পণ করলেন।—সায়ণ। অতএব স্বনয় রাজার দানই এই সূক্তের দেবতা, অর্থাৎ ... দান সম্বন্ধে এই সূক্তটি রচিত হয়েছে।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথম অষ্টকের মতো দান-মহিমা ব্যক্ত করার জন্য এই সূক্তের সূচনা। ... যে মাদক সোমের কথা বলা হয়েছে, আমরা প্রথম অষ্টকেই সেই সোম যে আদৌ মাদক-দ্রব্য হয় না, তা বলেছি। সোম প্রকৃতপক্ষে জনদের শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তের অন্তরে ভক্তিসুধা। ঈশ্বরের প্রতি ... সেই ভক্তিসুধা আপন অন্তরে ধারণের কথাই বলা হয়েছে। এ সূক্তে ঈশ্বরের অনাদের ... বিভূতি-স্বরূপ জ্ঞানদেব সূর্যের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানের আরাধনাই সূর্যের পূজা এবং সেই পূজার অঙ্গ ভক্তিসুধা-দানই তাঁর পূজার দক্ষিণা। জ্ঞানদেবের নিকট হ'তে জ্ঞানপ্রাপ্ত ভক্ত জন্ম-মরণ রহিত স্থান প্রাপ্ত হন। জ্ঞানোন্মেষই দীর্ঘ আয়ুপ্রাপ্তির হেতুভূত। শেষে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের বিভিন্ন বিভূতি স্বরূপ দৈবী শক্তিসমূহের নিকট আত্মসমর্পণ করলে মানুষ পাপহীন ও শোকহীন হ'তে পারে।

◆ ◆

— ১২৬ সূক্ত —

[দেবতা ও ঋষি : ১ হ'তে ৫ ঋক্, রাজা ভাবয়ব্য, ঋষি কক্ষীবান্। ৬ ঋক্, রাজা ভাবয়ব্যের স্ত্রী
লোমশা, ঋষি ভাবয়ব্য। ৭ ঋক্, লোমশার স্বামী রাজা ভাবয়ব্য, ঋষি লোমশা।
ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্।]—পক্ষান্তরে ১ হ'তে ৫ ঋক্, কক্ষীবান্ ঋষি,
রাজা ভাবয়ব্যের উপলক্ষে। ৬ ঋক্, উক্ত রাজা ঋষি, তাঁর স্ত্রী
লোমশার উপলক্ষ্যে। ৭ ঋক্, লোমশা ঋষি, তাঁর
স্বামীর উপলক্ষ্যে। ত্রিষ্টুপ্ অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অমন্দান্ স্তোমান্ প্র ভরে মনীষা সিন্ধাবধি ক্ষিয়তো ভাব্যস্য।
যো মে সহস্রমমিমীত সবানতূর্তো রাজা শ্রব ইচ্ছমানঃ॥ ১ ॥
শতং রাজ্ঞো নাধমানস্য নিষ্কাঞ্ছতমশ্বান্ প্রয়তান্ সদ্য আদম্।
শতং কক্ষীবাঁ অসুরস্য গোনাং দিবি শ্রবোহজরমা ততান॥ ২ ॥
উপ মা শ্যাবাঃ স্বনয়েন দত্তা বধূমন্তো দশ রথাসো অস্থুঃ।
ষষ্টিঃ সহস্রমনু গব্যমাগাৎ সনৎকক্ষীবাঁ অভিপিত্বে অহ্নাম্॥ ৩ ॥
চত্বারিংশদ্দশরথস্য শোণাঃ সহস্রস্যাগ্রে শ্রেণিং নয়ন্তি।
মদচ্যুতঃ কৃশনাবতো অত্যান্ কক্ষীবন্ত উদমৃক্ষন্ত পজ্রাঃ॥ ৪ ॥
পূর্বামনু প্রয়তিমা দদে বস্ত্রীন্যুক্তাঁ অষ্টাবরিধায়সো গাঃ।
সুবন্ধবো যে বিশ্যা ইব ব্রা অনস্বন্তঃ শ্রব ঐষন্ত পজ্রাঃ॥ ৫ ॥
আগধিতা পরিগধিতা যা কশীকেব জঙ্গহে।
দদাতি মহ্যং যাদুরী যাশূনাং ভোজ্যা শতা॥ ৬ ॥

উপোপ মে পরা মৃশ মা মে দভ্রাণি মন্যথাঃ।
সর্বাহমস্মি রোমশা গান্ধারীণামিবাবিকা ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — সিন্ধুনিবাসী ভাবযব্যের জন্য আপন বুদ্ধিবলে বহুসংখ্যক স্তোত্র সম্পাদন করি। হিংসারহিত রাজা, কীর্তিলাভের বাসনায়, আমার জন্য সহস্র সোম যাগের অনুষ্ঠান করেছেন ॥ ১ ॥

স্তুতির রাজা প্রদানের জন্য আমাকে যাচ্ঞা করা মাত্রই আমি কক্ষীবান্ তাঁর নিকট শত নিষ্ক, শত সজ্জাযুক্ত অশ্ব ও শত বলীবর্দ গ্রহণ করলাম। রাজা স্বর্গলোকে শাশ্বতী কীর্তি বিস্তার করলেন ॥ ২ ॥

স্বনয় কর্তৃক প্রদত্ত শ্যামবর্ণ অশ্বযুক্ত বধূসমন্বিত দশখানি রথ আমার নিকট উপস্থিত হলে কক্ষীবান্ গ্রহণপূর্বক পর দিনেই তা আপন পিতাকে দান করলেন ॥ ৩ ॥

গো সহস্রের সম্মুখে দশখানি রথের চত্বারিংশৎ শোণাশ্বতৈর (লোহিতবর্ণযুক্ত অশ্ব) শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলমান হলো। কক্ষীবানের অনুচরবৃন্দ ঘাস ইত্যাদি খাদ্য সংগ্রহপূর্বক বলশালী সুবর্ণ আভরণবিশিষ্ট সমস্ত গতিশীল অশ্বসমূহকে মার্জন করতে লাগলো ॥ ৪ ॥

হে বন্ধুগণ! পূর্বের দান স্মরণপূর্বক তোমাদের জন্য একাদশ সংযুক্ত রথ গ্রহণ করেছি এবং বহুসংখ্যক গো গ্রহণ করেছি। প্রজাসমূহের মতো পরস্পর অনুরাগবিশিষ্ট হয়ে পজ্রিয়গণ অন্নবিশিষ্ট হয়ে কীর্তিলাভের চেষ্টা করুক ॥ ৫ ॥

এই সম্ভোগযোগ্যা রমণী বিশেষভাবে আলিঙ্গিতা হয়ে সূতবৎসা নকুলীর মতো নিয়ত রমণ করে। বহু তেজোযুক্তা হয়ে রমণী আমাকে শতবার ভোগ প্রদান করছে ॥ ৬ ॥

নিকটে আগমনপূর্বক বিশেষভাবে স্পর্শ করো। আমার অল্প লোম আছে মনে করো না, আমি গান্ধার দেশীয় মেষীর মতো লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা ॥ ৭ ॥

টীকা — ১ মন্ত্র-এ 'সিন্ধুনিবাসী ভাবযব্য' অর্থে—সুখপূরস্য স্বনয়স্য ইত্যর্থঃ।—সায়ণ। মূলে 'সিন্ধু' শব্দ আছে। "হে সিন্ধুনদী, অথবা সমুদ্রতীরে হবে"—উইলসন॥ ২ মন্ত্র-এ—মূলে 'নিষ্ক' শব্দ আছে। সায়ণ তার দুই অর্থ করেছেন। একটি অর্থ 'আভরণ', অপরটি সুবর্ণ। প্রাচীন কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণ খণ্ড অর্থাৎ নিষ্ক, মুদ্রারূপে প্রচলিত ছিল, এবং তা কণ্ঠের আভরণ রূপেও ব্যবহৃত হতো। ৭ মন্ত্র-এ 'গান্ধার' সম্পর্কে—বর্তমান কালের পেশোয়ার প্রদেশকে পূর্বকালে গান্ধার দেশ বলা হতো। পেশোয়ার, লাহোর, কাশ্মীর, অমৃতসর প্রভৃতি প্রদেশ সমূহ আজও লোমপূর্ণ মেষ ও ছাগ এবং উত্তম শাল ও পশমী বস্ত্র ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের চেয়ে এই সূক্তটিতে যে ঐতিহাসিক তথা ভৌগোলিক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে, সেটিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পূর্ব সূক্তের প্রথমেই স্বনয় রাজার নিকট হতে প্রাপ্ত ধনরত্ন কক্ষীবান্ তাঁর পিতা দীর্ঘতমাকে প্রদান করেছিলেন। বর্তমান সূক্তের ৩ মন্ত্র-এ পুনরায় স্বনয় রাজা কর্তৃক প্রদত্ত লোহিতবর্ণ অশ্বযুক্ত বধূসমন্বিত দশখানি রথ ইত্যাদিও কক্ষীবান্ তাঁর পিতাকে দান করেছেন। শুধু পিতা নয়, তাঁর বন্ধুবর্গকে ও অনুচরবৃন্দকেও তিনি রাজা কর্তৃক প্রদত্ত দানস্বরূপ প্রভূত সম্পদরাশি দান করে নিঃস্বার্থ ঋষিত্বের নিদর্শন স্থাপন করেছেন। রাজা ভাবযব্য কর্তৃক স্ত্রী রোমশার উদ্দেশে কিংবা স্ত্রী রোমশা কর্তৃক স্বামী ভাবযব্যের উদ্দেশে প্রণীত মন্ত্রগুলি পতি-পত্নীর পবিত্র ও স্বাভাবিক সম্পর্ক উদ্ঘাটিত করেছে।

— ১২৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ। ছন্দ : অত্যষ্টি]

অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসুং সূনুং সহসো জাতবেদসম্
বিপ্রং ন জাতবেদসম্।
য ঊর্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্যা কৃপা।
ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু বষ্টি শোচিষাজুহ্বানস্য সর্পিষঃ ॥ ১ ॥
যজিষ্ঠং ত্বা যজমানা হুবেম জ্যেষ্ঠমঙ্গিরসাং বিপ্র মন্মভির্বিপ্রেভিঃ শুক্র মন্মভিঃ।
পরিজ্মানমিব দ্যাং হোতারং চর্ষণীনাম্।
শোচিষ্কেশং বৃষণং যমিমা বিশঃ প্রাবন্তু জূতয়ে বিশঃ ॥ ২ ॥
স হি পুরু চিদোজসা বিরুক্মতা দীদ্যানো ভবতি দ্রুহন্তরঃ পরশুর্ন দ্রুহন্তরঃ।
বীলু চিদ্যস্য সমৃতৌ শ্রুবদ্বনেব যৎস্থিরম্।
নিঃষহমাণো যমতে নায়তে ধন্বাসহা নায়তে ॥ ৩ ॥
দৃল্হা চিদস্মা অনু দুর্যথা বিদে তেজিষ্ঠাভিররণিভির্দাষ্ট্যবসেঽগ্নয়ে দাষ্ট্যবসে।
প্র যঃ পুরূণি গাহতে তক্ষদ্বনেব শোচিষা।
স্থিরা চিদন্না নি রিণাত্যোজসা নি স্থিরাণি চিদোজসা ॥ ৪ ॥
তমস্য পৃক্ষমুপরাসু ধীমহি নক্তং যঃ সুদর্শতরো দিবাতরাদপ্রায়ুষে দিবাতরাৎ।
আদস্যায়ুর্গ্রভণবদ্বীলু শর্ম ন সূনবে।
ভক্তমভক্তমবো ব্যন্তো অজরা অগ্নয়ো ব্যন্তো অজরাঃ ॥ ৫ ॥
স হি শর্ধো ন মারুতং তুবিষ্বণিরপ্নস্বতীষূর্বরাস্বিষ্টনিরার্তনাস্বিষ্টনিঃ।
আদদ্ধব্যান্যাদদির্যজ্ঞস্য কেতুরর্হণা।
অধ স্মাস্য হর্ষতো হৃষীবতো বিশ্বে জুষন্ত পন্থাং নরঃ শুভে ন পন্থাম্ ॥ ৬ ॥
দ্বিতা যদীং কীস্তাসো অভিদ্যবো নমস্যন্ত উপবোচন্ত ভৃগবো মথ্নন্তো দাশা ভৃগবঃ।
অগ্নিরীশে বসূনাং শুচির্যো ধর্ণিরেষাম্।
প্রিয়াঁ অপিধীঁর্বনিষীষ্ট মেধির আ বনিষীষ্ট মেধিরঃ ॥ ৭ ॥
বিশ্বাসাং ত্বা বিশাং পতিং হবামহে সর্বাসাং সমানং দম্পতিং ভুজে সত্যগির্বাহসং
ভুজে। অতিথিং মানুষাণাং পিতুর্ন যস্যাসয়া।
অমী চ বিশ্বে অমৃতাস আ বয়ো হব্যা দেবেষ্বা বয়ঃ ॥ ৮ ॥
ত্বমগ্নে সহসা সহন্তমঃ শুষ্মিন্তমো জায়সে দেবতাতয়ে রয়ির্ন দেবতাতয়ে।
শুষ্মিন্তমো হি তে মদো দ্যুম্নিন্তম উত ক্রতুঃ।
অধ স্মা তে পরি চরন্ত্যজর শ্রুষ্টীবানো নাজর ॥ ৯ ॥

প্র বো মহে সহসা সহস্বত উষর্বুধে পশুষে নাগ্নয়ে স্তোমে বভূত্বগ্নয়ে।
প্রতি যদীং হবিষ্মান্বিশ্বাসু ভাসু জোগুবে।
অগ্রে রেভো ন জরত ঋষূণাং জূর্ণির্হোত ঋষূণাম॥ ১০॥
স নো নেদিষ্ঠং দদৃশান আ ভরাগ্নে দেবেভিঃ সচনাঃ সুচেতুনা মহো রায়ঃ সুচেতুনা
মহি শবিষ্ঠ নস্কৃধি সংচক্ষে ভুজে অস্যৈ।
মহি স্তোতৃভ্যো মঘবন্ত্ সুবীর্যং মথীরুগ্রো ন শবসা॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — কৃতবিদ্য বিপ্রের মতো প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, বলের পুত্রস্বরূপ, সকলের নিবাস ভূমিস্বরূপ, এবং অত্যন্ত দানশীল অগ্নিকে আমি হোতা জ্ঞানে সম্মান ক'রি। যজ্ঞনির্বাহকারী অগ্নি উৎকৃষ্ট দেব-পূজা সমর্থ হয়ে, চতুর্দিকে প্রসৃত ঘৃতের দীপ্তি অনুসরণ পূর্বক, আপন শিখার দ্বারা তা প্রার্থনা করছেন ॥ ১ ॥

হে মেধাবী শুভ্রদীপ্তি অগ্নি! আমরা যজমান, আমরা মানুষদের উপকারের নিমিত্ত মনন সাধন, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গিরাগণের জ্যেষ্ঠস্বরূপ আপনাকে আহ্বান ক'রি। সর্বত্রগামী সূর্যের মতো আপনি যজমানবর্গের জন্য দেবতাগণকে আহ্বান ক'রে থাকেন। আপনি কেশের মতো অনেক জ্বালবিশিষ্ট ও অভীষ্টবর্ষী। যজমানবর্গ অভিমত ফলপ্রাপ্তির জন্য আপনাকে প্রীত করুক ॥ ২ ॥

অগ্নি বিশেষ দীপ্তিবিশিষ্ট জ্বালার দ্বারা বিশেষরূপে দীপ্যমান; তিনি বিদ্রোহীগণের ছেদনের উদ্দেশ্যে পরশুর মতো বিনাশে অমোঘ; তাঁর সাথে মিলিত হ'লে দৃঢ় ও স্থির বস্তুও জলের মতো শীর্ণ হয়। শত্রু পরাভবকারী ধনুর্ধর যেমন পলায়ন করে না, অগ্নিও তেমন শত্রুবর্গের অভিভব কার্য হ'তে বিরত হন্ না ॥ ৩ ॥

যেমন বিদ্বান ব্যক্তিকে অর্থ দান করা যায়, সেইরকম অগ্নিকে সারবান্ (হব্য) মন্ত্রানুক্রমে প্রদান করা হচ্ছে। অগ্নি তেজোযুক্ত যজ্ঞ ইত্যাদির দ্বারা আমাদের রক্ষার উদ্দেশ্যে ধন প্রদান করেন। যজমানও রক্ষার মানসে অগ্নিকে হব্য প্রদান করেন। অগ্নি (যজমানদত্ত হব্যে) প্রবেশপূর্বক শিখার সাহায্যে তা বনের মতো দহন করেন। অগ্নি কঠিন অন্ন ইত্যাদি আপন শিখার দ্বারা পাক করেন এবং তেজের দ্বারা স্থির দ্রব্য বিনাশ করেন ॥ ৪ ॥

অগ্নি রাত্রিকালে দিন অপেক্ষাও অধিক দর্শনীয়; অগ্নি দিবাকালে সম্যক আয়ুশূন্য; আমরা অগ্নির উদ্দেশে বেদিসমীপে হব্য প্রদান ক'রি। পিতার নিকট পুত্র যেমন দৃঢ় ও সুখসাধন গৃহ লাভ করে, সেই রকম অগ্নিও অন্ন গ্রহণ করেন। অগ্নি ভক্ত ও অভক্ত জ্ঞাত হয়েও উভয়কেই রক্ষা করেন। অগ্নি হব্য ভক্ষণপূর্বক অজর হন ॥ ৫ ॥

স্তুত অগ্নি মরুৎ বলের মতো প্রভূত ধ্বনিযুক্ত। কর্ষবিশিষ্ট উর্বরা ভূমিতে অগ্নির যাগ করা উচিত, সৈন্য বিজয়ের জন্য অগ্নির যাগ করা উচিত। অগ্নি হব্য ভক্ষণ করেন; অগ্নি সর্বত্র দানশীল ও যজ্ঞের কেতুস্বরূপ, এবং সর্বত্র পূজনীয়। যজমানগণের হর্ষদাতা ও হর্ষযুক্ত অগ্নির পথ নির্ভর রাজপথের মতো সুখপ্রাপ্তির জন্য সকল মানুষ সেবা করে ॥ ৬ ॥

উভয়রকম অগ্নির গুণকীর্তনকারী, দীপ্তিশালী, নমস্কারে কুশল ও হব্যদাতা ভৃগু-গোত্রে উৎপন্ন মহর্ষিগণ হবির্দানের জন্য অরণির দ্বারা অগ্নিমন্থন এবং স্তব করছেন। প্রদীপ্ত অগ্নি সমস্ত ধনের অধীশ্বর। অগ্নি যজমান্ এবং পর্যাপ্তভাবে প্রিয়হব্য ভোগ করেন; তিনি মেধাবী এবং ধন

সকলকেও ভাগ প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

সমস্ত যজমানের রক্ষক, একভাবেই সমস্ত লোকের গৃহপালক, অবিরোধী ফলবিশিষ্ট, স্তুতির যোগ্য এবং অতিথির মতো মানুষগণের পূজনীয় অগ্নিকে ভোগের জন্য আমরা আহ্বান করি। পুত্রগণ যেমন পিতার নিকট গমন করে, সেই রকম এই সমস্ত দেবগণ হব্যের উদ্দেশে অগ্নির নিকট আগমন করেন, ঋত্বিক্‌বর্গও দেবগণের যাগকালে অগ্নিকে হব্য প্রদান করেন ॥ ৮ ॥

অন্ন যেমন দেবযজ্ঞের জন্য উৎপন্ন হয়, সেই রকম হে অগ্নি! আপনিও দেবযজ্ঞের জন্য উৎপন্ন হন। আপনি আপন বলে শত্রুগণের অভিভবিতা (পরাজয়কারী) এবং অত্যন্ত তেজস্বী। আপনার বল অত্যন্ত বলপ্রদ, আপনার ক্রতু অত্যন্ত যশঃপ্রদ। হে অজর, হে ভক্তগণের জরানিবারক অগ্নি! এই জন্যই যজমানগণ দূতের মতো আপনার পরিচর্যা করে ॥ ৯ ॥

হে স্তোতৃগণ! যেহেতু যজমান এই অগ্নির উদ্দেশে সমস্ত বেদি ভূমিতে পুনঃ পুনঃ গমন করেন, অতএব আপনাদের স্তোত্র সেই পূজ্য, শত্রুপরাভবকারী, প্রাতঃকালে জাগরণশীল, এবং পশুর অগ্নির প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হোক। ধনবানের নিকট বন্দী যেমন স্তব করে, সেই রকম স্তোতা আগেই দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে স্তব করেন ॥ ১০ ॥

হে অগ্নি! যদিও আপনাকে কাছ হ'তে দীপ্তরূপে দর্শন করতে পারি, তথাপি আপনি দেবগণের সাথে আহার করুন। আপনি শোভন অন্তঃকরণে আপনার অধীনের প্রতি অনুগ্রহ এবং পূজনীয় ধন আহরণ করুন। হে বলবান্ অগ্নি! আমাদের জন্য প্রভূত অন্ন প্রদান করুন, যেন পৃথিবী দর্শন ও ভোগ করতে পারি। হে মঘবন্ অগ্নি! স্তোতৃবর্গের জন্য সুবীর্যের মতো ধন প্রদান করুন। প্রভূত বলবিশিষ্ট হয়ে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি যেমন শত্রু নাশ করে, সেই রকম আমাদের শত্রু বিনাশ করুন ॥ ১১ ॥

টীকা — আধ্যাত্মিক-বিশ্লেষণে এই সূক্তের ১ ঋকেই বলা হয়েছে—দেবগণের আহ্বানকারী অর্থাৎ দেবভাবসমূহের জনক, অবিশ্রান্তভাবে দানবন্ত অর্থাৎ পরমধনপ্রদাতা, সকলের নিবাসহেতুভূত, সকল শক্তির আধার অর্থাৎ সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রজননকারী, তত্ত্বদর্শী আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকের মতো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে স্তুতি করি। পূর্বোক্ত প্রভাবসম্পন্ন সেই ভগবান, সৎকর্মসমূহে বিশেষভাবে উদ্বোধিত করবার জন্য, সাধকের হৃদয়ে শক্তি-সামর্থ্য উৎপাদন করেন, এবং সেই ভগবান দীপ্তিতেজ জ্ঞানভক্তি-সহযোগে দীয়মান ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত শুদ্ধসত্ত্বের অনুক্রমে প্রীত হন অর্থাৎ গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুসরণ জ্ঞানপ্রাপ্তিমূলক। এই জন্যই সাধুগণ সৎ-জ্ঞানলাভের জন্য ভগবানকে আরাধনা করেন। তাঁদের পদাঙ্ক-অনুসরণে আমরা যেন জ্ঞানার্থী হই। হে ভগবন্! আমাদের জ্ঞানসম্পন্ন করুন, তাতে আমাদের মধ্যে পরমার্থের সমাবেশ হোক)। [অগ্নি—প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ বা ভগবানের অন্যতম বিভূতিস্বরূপ। ভগবান্ সকল শক্তির আধার। তাঁর শক্তিমত্তার তুলনা নেই। এই অগ্নিদেবতার শক্তিমত্তার পরিচয় যেমন রয়েছে জড়জগতে, তেমনই এঁর পরিচয় রয়েছে অধ্যাত্ম-জগতেও। বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, তাড়িত শক্তি, বিমান-বিহার প্রভৃতিতেও যেমন তাঁর শক্তির নিদর্শন মেলে, তেমনই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জনগণের পরমপদ-প্রাপ্তিতে অর্থাৎ অধ্যাত্মজগতেও সে শক্তির বিকাশ। ফলতঃ কি আত্মতত্ত্ব-লাভের পথে, কি কর্মফলের জন্য—আবশ্যক-অনুরূপ জ্ঞানেরই প্রয়োজন]। ২ ঋকেও অগ্নিকে জ্যোতির্ময় পরাজ্ঞানদায়ক, জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ইত্যাদিরূপে বিবৃত করা যায়। যেমন, 'অঙ্গিরস্তমঃ' শব্দটি। ভাষ্যকার যদি বলুন, 'অঙ্গিরা' শব্দে যে জ্ঞানীকে বোঝায়, সকল স্থলে ঋষিকেও তা উল্লেখ করেছি। 'অঙ্গিরসাং শ্রেষ্ঠঃ' পদ দুটিতে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানীকে বোঝায়।

মন্ত্রার্থ — দেবতাগণের আহ্বাতা এবং অত্যন্ত যাগশীল এই অগ্নি ফলপ্রার্থীগণের ব্রতের এবং যজন ব্রতের (হবির্ভোজনের) উদ্দেশে মানুষ হ'তেই উৎপন্ন হন; সমস্ত বিষয় কর্মবান্ অগ্নি বন্ধুকামী ও অন্নাভিলাষী (যজমানের) ধনস্থানীয়। ভূমিপদে সারভূত বেদিতে, ইলের বিহিত স্থানে প্রজ্বলিত হোমনিষ্পাদক, ঋত্বিক-বেষ্টিত, অগ্নি উপবিষ্ট রয়েছেন ॥ ১ ॥

আমরা আজ্য ইত্যাদিবিশিষ্ট নমস্কার-উপলক্ষিত স্তোত্রের দ্বারা যজ্ঞ হব্য বিশিষ্ট এবং দেবযজ্ঞে হোমসাধক অগ্নিকে পরিতোষপূর্বক সেবা ক'রি। সেই অগ্নি আমাদের হব্যরূপ অন্ন গ্রহণের জন্য জ্বলমান্ হয়ে নাশপ্রাপ্ত হবেন না। মাতরিশ্বা মনুর জন্য দূর হ'তে অগ্নিকে আনয়নপূর্বক দীপ্ত করেছিলেন, সেই রকম দূর হ'তে আমাদের যজ্ঞশালায় তিনি আগমন করুন ॥ ২ ॥

সর্বদা দীয়মান, হবিষ্মান্, অভীষ্টবর্ষী ও সামর্থবান অগ্নি শব্দপূর্বক গমন ক'রে সদা পার্থিব বেদির ভূমিকে শব্দ ক'রে আগমন করছেন। অগ্নিদেব স্তোত্র গ্রহণপূর্বক অন্তরিক্ষস্থানীয় শিখার দ্বারা চতুর্দিকে প্রকাশমান হচ্ছেন। সমুজ্জ্বিত স্থানীয় অগ্নি উৎকৃষ্ট যজ্ঞে সদা আগমন করেন ॥ ৩ ॥

শোভনকর্মা ও পুরোহিত অগ্নি প্রতি যজমানের গৃহে নাশরহিত যজ্ঞ জাত হ'তে পারেন; তিনি ক্রতুর দ্বারা যজ্ঞ জাত হ'তে পারেন। তিনি কর্মের দ্বারা বিবিধ ফলদাতা হয়ে যজমানের জন্য অন্ন ইচ্ছা করেন। তিনি হব্য প্রভৃতি স্পর্শ করেন, কারণ ঘৃতভক্ষক অতিথিরূপে উৎপন্ন হয়েছেন। অগ্নি প্রবৃদ্ধ হ'লে হব্যদাতা বিবিধ ফলপ্রাপ্ত হন ॥ ৪ ॥

মরুৎগণ যেমন ভক্ষ্যদ্রব্য মিশ্রিত করেন, এই অগ্নিকে যেমন ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করা যায়, সেইরকম যজমানগণ কর্মের দ্বারা অগ্নির প্রবল শিখাতে তৃপ্তির জন্য ভক্ষ্যদ্রব্য মিশ্রিত করে। যজমান আপন ধন অনুসারে হব্যদান করে। পাপ আমাদের হরণ করছে; অগ্নি আমাদের হরণকারী দুষ্ট ও হিংসক পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

বিশ্বাত্মক মহান্ ও বিরামরহিত অগ্নি সূর্যের মতো দক্ষিণ হস্তে ধন ধারণ করেন, তাঁর সেই হস্ত যজ্ঞকারীর জন্য শ্লথ হয়। কেবল হবিপ্রাপ্তির আশায় অগ্নি তা ত্যাগ করেন না। হে অগ্নি! সমস্ত হবিষ্কামী দেবতাগণের জন্য আপনি হব্য বহন করেন। অগ্নি সমস্ত সৎকর্মকারীর জন্য বরণীয় ধন প্রদান করেন ও স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করেন ॥ ৬ ॥

মনুষ্যের পাপ নিমিত্তক যজ্ঞে অগ্নি বিশেষ হিতকারী। অগ্নি যজ্ঞস্থলে জয়শীল রাজার মতো মনুষ্যের পালক ও প্রিয়। অগ্নি যজমানগণের বেদিতে সম্পাদিত হবোর উদ্দেশে আগমন করেন। অগ্নি আমাদের হিংসক বরুণের ভয় হ'তে, সেই মহৎ দেবের হিংসা হ'তে উদ্ধার করেন ॥ ৭ ॥

হব্যধারক, সকলের প্রিয়, সুবুদ্ধিদাতা ও বিরামরহিত অগ্নিকে ঋত্বিক্‌বর্গ স্তব করছে ও তাঁকে সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হয়েছে। হব্যবহনকারী, প্রাণীবর্গের জীবনস্বরূপ, সর্ব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, দেবতাবর্গের আহ্বানকর্তা, যজনীয় ও মেধাবী অগ্নিকে তারা সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হয়েছে। ঋত্বিকবর্গ অর্থকামী হয়ে অগ্নিকে হব্যরূপ অন্ন প্রদানের কামনাপূর্বক আশ্রয়লাভের জন্য রমণীয় ও শব্দকারী অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়েছে ॥ ৮ ॥

টীকা — ১ ঋকে 'ইলার বিহিত স্থানে' কথাটির তাৎপর্য এই যে, পৃথিবীর নির্দিষ্ট স্থানে নির্মিত যজ্ঞবেদিতে'। এই যজ্ঞবেদির স্থান নির্ণয় করেন অঙ্গিরা বংশীয় ঋষিবর্গ। এই অঙ্গিরাগণ কারা? যাস্ক বলেন, অঙ্গিরা অঙ্গার মাত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারেও অঙ্গিরাঋষিগণ প্রথমে যজ্ঞাগ্নির অঙ্গার মাত্র ছিলেন। কিন্তু অঙ্গিরার কথা সমস্তই উপমা, এমন বোধ হয় না। অঙ্গিরা নামে প্রকৃত একটি প্রাচীন ঋষিগণ ছিল, এবং সেই ঋষিগণ ভারতবর্ষে অগ্নির পূজা অনেকটা প্রচার করেছিলেন। পণ্ডিতবর

মিউরও বিবেচনা করেন যে, মনু, অঙ্গিরা ভৃগু, অথর্বা, দধীচি প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিগণের দ্বারা ভারতবর্ষে অগ্নিহোম ইত্যাদি অনেকটা বিস্তারিত হয়েছিল। ২ ঋকে 'মাতরিশ্বা'র কথা আছে। মাতরিশ্বা ভৃগুগণের জন্য অগ্নিকে আনয়ন করেছিলেন।—যাস্ক মাতরিশ্বা অর্থে বায়ু করেছেন। সায়ণও তা সমর্থন করেছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ এই অর্থ গ্রহণে অসম্মত। আচার্য বোটলিং এবং রোথ বলেন যে, মাতরিশ্বার দুটি অর্থ বেদে দেখা যায়। প্রথম, মাতরিশ্বা একজন দেব যিনি বিবস্বানের দূতরূপে আকাশ হ'তে অগ্নিকে আনয়নপূর্বক ভৃগুবংশীয়গণকে প্রদান করেন। দ্বিতীয় মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটি গুপ্ত নাম। তাঁরা আরও বলেন যে, মাতরিশ্বা বায়ু অর্থে বেদের কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।...ইত্যাদি। ৬ ঋকে 'সূর্য হস্তে ধন ধারণ করেন' বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে সবিতা বা সূর্যকে 'হিরণ্যপাণি' বলে বর্ণনা আছে। হিরণ্য অর্থে স্বর্ণ বা ধন...ইত্যাদি। ৭ ঋকে বরুণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য এই যে, বরুণ পাপের দণ্ডদাতা, তা ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে উল্লিখিত আছে। ...ইত্যাদি।

অধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে বলা যায়, ঈশ্বরের বিভিন্ন বিভূতিবিকাশের মধ্যে অগ্নি (জ্ঞানরূপ), সূর্য (জ্ঞানদেব), বরুণ (পাপের শাসনকর্তা ও অভীষ্টবর্ষকারী) ইত্যাদি স্মরণ করা যেতে পারে। আমরা এই বিশ্লেষণ প্রথম অষ্টকেই উল্লেখ করেছি।

◆ ◆

— ১২৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ। ছন্দ : অত্যষ্টি]

যং ত্বং রথমিন্দ্র মেধসাতয়েহপাকা সন্তমিষির প্রণয়সি প্রানবদ্য নয়সি।
সদ্যশ্চিত্তমভিষ্টয়ে করো বশশ্চ বাজিনম্।
সাস্মাকমনবদ্য তূতুজান বেধসামিমাং বাচং ন বেধসাম্॥ ১ ॥
স শ্রুধি যঃ স্মা পৃতনাসু কাসু চিদ্দক্ষায্য ইন্দ্র ভরহূতয়ে নৃভিরসি প্রতূর্তয়ে নৃভিঃ॥
যঃ শূরৈঃ স্বঃ সনিতা যো বিপ্রৈর্বাজং তরুতা।
তমীশানাস ইরধন্ত বাজিনং পৃক্ষমত্যং ন বাজিনম্॥ ২ ॥
দস্মো হি ষ্মা বৃষণং পিন্বসি ত্বচং কং চিদ্যাবীররররুং শূর মর্ত্যংপরিবৃণক্ষি মর্ত্যম্।
ইন্দ্রোত তুভ্যং তদ্দিবে তদ্রুদ্রায় স্বযশসে।
মিত্রায় বোচং বরুণায় সপ্রথঃ সুমৃলীকায় সপ্রথঃ॥ ৩ ॥
অস্মাকং ব ইন্দ্রমুশ্মসীষ্টয়ে সখায়ং বিশ্বায়ুং প্রাসহং যুজং বাজেষু প্রাসহং যুজম্।
অস্মাকং ব্রহ্মোতয়েহবা পৃৎসুষু কাসু চিৎ।
নহি ত্বা শত্রুঃ স্তরতে স্তৃণোষি যং বিশ্বং শত্রুং স্তৃণোষি যম্॥ ৪ ॥
নি ষূ নমাতিমতিং কয়স্য চিত্তেজিষ্ঠাভিররণিভির্নোতিভিরুগ্রাভিরুগ্রোতিভিঃ।
নেষি ণো যথা পুরানেনাঃ শূর মন্যসে।
বিশ্বানি পূরোরপ পর্ষি বহ্নিরাসা বহ্নির্নো অচ্ছ॥ ৫ ॥

প্র তদ্ বোচেয়ং ভব্যায়েন্দবে হব্যো ন য ইষবান্মন্ম রেজতি রক্ষোহা মন্ম রেজতি।
স্বয়ং সো অস্মদা নিদো বধৈরজেত দুর্মতিম্।
অব স্রবেদঘশংসোহবতরমব ক্ষুদ্রমিব স্রবেৎ॥ ৬ ॥

বনেম তদ্ধোত্রয়া চিতন্ত্যা বনেম রয়িং রয়িবঃ সুবীর্যং রণ্বং সন্তং সুবীর্যম্।
দুর্মন্মানং সুমন্তুভিরেমিষা পৃচীমহি।
আ সত্যাভিরিন্দ্রং দ্যুম্নহূতিভির্যজত্রং দ্যুম্নহূতিভিঃ॥ ৭ ॥

প্রপ্রা বো অস্মে স্বযশোভিরূতী পরিবর্গ ইন্দ্রো দুর্মতীনাং দরীমন্দুর্মতীনাম্।
স্বয়ং সা রিষয়ধ্যৈ যা ন উপেষে অত্রৈঃ।
হতেমসন্ন বক্ষতি ক্ষিপ্তা জূর্ণির্ন বক্ষতি॥ ৮ ॥

ত্বং ন ইন্দ্র রায়া পরীণসা যাহি পথাঁ অনেহসা পুরো যাহ্যরক্ষসা।
সচস্ব নঃ পরাক আ সচস্বাস্তমীক আ।
পাহি নো দূরাদারাদভিষ্টিভিঃ সদা পাহ্যভিষ্টিভিঃ॥ ৯ ॥

ত্বং ন ইন্দ্র রায়া তরূষসোগ্রং চিত্ত্বা মহিমা সক্ষদবসে মহে মিত্রং নাবসে।
ওজিষ্ঠ ত্রাতরবিতা রথং কং চিদমর্ত্য।
অন্যমস্মদ্রিরিষেঃ কং চিদদ্রিবো রিরিক্ষন্তং চিদদ্রিবঃ॥ ১০ ॥

পাহি ন ইন্দ্র সুষ্টুত স্রিধোহবয়াতা সদমিদ্দুর্মতীনাং দেবঃ সন্দুর্মতীনাম্।
হন্তা পাপস্য রক্ষসস্ত্রাতা বিপ্রস্য মাবতঃ।
অধা হি ত্বা জনিতা জীজনদ্বসো রক্ষোহণং ত্বা জীজনদ্বসো॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — হে হর্ষযুক্ত যজ্ঞগামী ইন্দ্র! আপনি যজ্ঞলাভের জন্য রথে আরোহণপূর্বক যে প্রকৃত [illegible] যজমানের নিকট আগমন করেন, এবং যাকে ধন ও বিদ্যায় উন্নত করেন, তাকে তখনই [illegible] মনোরথ এবং হর্ষবিশিষ্ট ক'রে দিন। হে হর্ষযুক্ত ইন্দ্র! আমরা মেধাগণের মধ্যেও মেধা [illegible]), আমরা স্তুতি করলে আপনি ত্বরান্বিত হয়ে আমাদের স্তুতি ও হব্য গ্রহণ করুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি যুদ্ধের নেতা, আপনি মরুৎগণের সাথে প্রধান প্রধান যুদ্ধে স্পর্ধাপূর্বক [illegible] সমর্থ, আপনি শূরবর্গের সাথে স্বয়ং সংগ্রাম সুখ অনুভব করেন। ঋত্বিকবর্গ স্তব করে, আপনি তাদের অন্ন প্রদান করেন, আমাদের স্তব শ্রবণ করুন। অভ্যর্থনায় সমর্থ ঋত্বিকবর্গ [illegible] মহান্ ইন্দ্রকে অশ্বের মতো সেবা করে ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি শত্রুক্ষয়কারক, বৃষ্টিপূর্ণ [illegible] মেঘকে ভেদ ক'রে জল সেচন করেন; এবং [illegible] মতো গমনশীল মেঘকে আবদ্ধ ক'রে বৃষ্টিশূন্য ক'রে ত্যাগ করুন। হে ইন্দ্র! আপনার এই [illegible] আপনার নিকট, দ্যুর নিকট, যশোযুক্ত রুদ্রের নিকট, ও প্রজাগণের সুখদায়ী মিত্র ও বরুণের কাছে বলবো ॥ ৩ ॥

হে ঋত্বিকগণ! আমাদের যজ্ঞে ইন্দ্রকে কামনা করি। ইন্দ্র আমাদের সখা, সর্বযজ্ঞগামী, শত্রুদের [illegible], এবং আমাদের সহায়ভূত, তিনি যজ্ঞবিঘ্নকারীগণকে পরাভব করেন, এবং মরুৎগণের [illegible] মিলিত হন। হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের পালনের জন্য আমাদের (কর্ম) রক্ষা করুন। সংগ্রামে

শত্রু আপনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'তে পারে না। আপনিই সমস্ত শত্রুকে নিবারণ করেন ॥৪॥

হে উগ্র ইন্দ্র! আপনার ভক্ত যজমানের বিরুদ্ধকারীকে উগ্র রক্ষাকর্মরূপ তেজো-উপায়সমূহের দ্বারা অবনত ক'রে দিন। আপনি পূর্বকালে যেমন আমাদের পূর্বপুরুষগণকে পথ প্রদর্শনপূর্বক গমন করিয়েছিলেন আমাদের সেরকম গ্রহণ করুন। আপনাকে লোকে নিষ্পাপ বলে জ্ঞাত আছে। হে ইন্দ্র! আপনি জগৎপালক হয়ে মানুষের পাপ দূর করেন। আমাদের অভিমুখে যজ্ঞফল বহনপূর্বক অনিষ্ট বিনাশ করুন ॥৫॥

ভবনশীল ইন্দুর জন্য আমরা এই স্তোত্র পাঠ ক'রি, ইন্দু আগ্রহ সহকারে আমাদের কর্মের উদ্দেশে, রক্ষোবিঘাতী আহ্বানযোগ্য (ইন্দ্রের) মতো, আগমন করছেন। তিনি নিজেই আমাদের নিন্দাকারী দুর্মতির বধের উপায় উদ্ভাবন ক'রে তাকে দূর ক'রে দেবেন। চোর যেন অন্যত্র নিকৃষ্টভাবে ক্ষুদ্র জলের মতো অধঃপতিত হয় ॥৬॥

হে ইন্দ্র! স্তোত্রের দ্বারা আপনার গুণকীর্তন ক'রে আপনাকে ভজনা ক'রি। হে ধনবান্ ইন্দ্র! আমরা সামর্থদায়ী, রমণীয়, নিত্য পুত্র-ভৃত্য ইত্যাদিবিশিষ্ট ধন উপভোগ করবো। হে ইন্দ্র! আপনার মহিমা দুর্জেয়; আমরা যেন উত্তম স্তোত্র ও অন্ন প্রাপ্ত হই। আমরা যেন যাগনিষ্পাদক ইন্দ্রকে অবিসংবাদী (অবিরোধী) ও দুগ্ধহূতি (আহ্বান বিশেষ) অন্নবিশিষ্ট আহ্বানের দ্বারা প্রাপ্ত হ'তে পারি ॥৭॥

হে ঋত্বিক্‌গণ! আপনাদের ও আমাদের জন্য ইন্দ্র যশস্কর আগ্রয়মানের দ্বারা দুর্মতিগণের বিনাশকর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, এবং দুর্মতিগণকে বিদীর্ণ করেন। আমাদের ভক্ষক শত্রুগণ আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের নাশের জন্য যে বেগবতী সেনা প্রেরণ করেছিল, সেই সেনা স্বয়ং হত হয়েছে— আমাদের নিকটও আগমন করে না, শত্রুদের নিকটও আগমন করে না ॥৮॥

হে ইন্দ্র! আপনি রাক্ষসশূন্য ও পাপরহিত পথে, প্রচুর ধন সহ আমাদের নিকট আগত হোন; হে ইন্দ্র! আপনি দূরদেশ হ'তে ও নিকট হ'তে আগমনপূর্বক আমাদের সাথে মিলিত হোন্। আপনি দূরদেশ হ'তে ও নিকট হ'তে যাগ নির্বাহের অভিপ্রায়ে আমাদের রক্ষা করুন। যজ্ঞ নির্বাহপূর্বক সর্বথা আমাদের পালন করুন ॥৯॥

হে ইন্দ্র! আপনি যে ধনে আমাদের আপদ উদ্ধার হয়, সেই ধনের দ্বারা আমাদের উদ্ধার করুন। আপনি উগ্ররূপী। মিত্রের যেমন মহিমা, আমাদের রক্ষার জন্য আপনারও সেইরকম মহিমা হোক। হে বলবত্তম, আমাদের পালক, ত্রাতা, মরণ রহিত ইন্দ্র! আপনি যে কোন রথোরোহণ পূর্বক আগমন করুন। হে শত্রুভক্ষক! আমরা ভিন্ন অন্য সকলকেই বাধা প্রদান করুন। হে শত্রুভক্ষক! অত্যন্ত কুৎসিৎ শত্রুকে বাধা প্রদান করুন ॥১০॥

হে শোভনস্তুতিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আপনি দুঃখ হ'তে আমাদের রক্ষা করুন। যেহেতু আপনি সর্বদা দুর্মতিগণকে অবনত করেন, আপনি আমাদের স্তুতিতে হৃষ্ট হয়ে যজ্ঞ-বিঘ্নকারীগণের দমন করুন। আপনি পাপরাক্ষসের হন্তা এবং আমার মতো মেধাবীবর্গের রক্ষক। হে জগৎ-নিবাস ইন্দ্র! জনিতা এই হেতু আপনাকে উৎপন্ন করেছেন। হে বাসপ্রদ! রাক্ষস নাশের জন্য আপনার উৎপত্তি হয়েছে ॥১১॥

টীকা — সায়ণ ৬ ঋকে উল্লেখিত 'ইন্দু' শব্দের অর্থ করেছেন 'চন্দ্র'। উইলসন ও লাংলোয়া অর্থ করেছেন 'সোমরস'। সোম, চন্দ্র, ইন্দু সবই এক অর্থের দ্যোতক। কিন্তু সোম অর্থে যে সোমরস ন

...নয়—ভক্তহৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ—সেই কথাই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে আমরা উল্লেখ করেছি। ...বা ১১ মন্ত্রে 'ত্বা জনিতাজীজনৎ বসো' থাকার জন্য অর্থ হয়েছে—'জনিতা আপনাকে জন্ম দিয়েছেন।' সে জনিতা কে? থাকার জন্য অর্থ হয়েছে—'জনিতা আপনাকে জন্ম দিয়েছেন।' সে জনিতা কে? ঋগ্বেদের বহু স্থানেই 'দ্যুঃ' বা 'দ্যোঃ' কর্তৃক ইন্দ্রের সৃষ্টি বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান মন্ত্রে ইন্দ্রের উৎপত্তিকারক যে 'জনিতা'-র কথা বলা হয়েছে, সায়ণ তার অর্থ করেছেন 'সকলের জনয়িতা পরমেশ্বর'। সুতরাং ইন্দ্র যে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট তাঁর আপন অন্যতম বিভূতি-বিকাশ, প্রতিটি পক্ষে আমাদের এই বিশ্লেষণ সার্থক হয়েছে।

◆ ◆

— ১৩০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ। ছন্দ : অত্যষ্টি, ত্রিষ্টুপ]

এন্দ্র যাহ্যুপ নঃ পরাবতো নায়মচ্ছা বিদথানীব সৎপতিরস্তং রাজেব সৎপতিঃ।
হবামহে ত্বা বয়ং প্রযস্বন্তঃ সুতে সচা।
পুত্রাসো ন পিতরং বাজসাতয়ে মংহিষ্ঠং বাজসাতয়ে॥ ১॥
পিবা সোমমিন্দ্র সুবানমদ্রিভিঃ কোশেন সিক্তমবতং ন বংসগস্তাতৃষাণো ন বংসগঃ।
মদায় হর্যতায় তে তুবিষ্টমায় ধায়সে।
আ ত্বা যচ্ছন্তু হরিতো ন সূর্যমহা বিশ্বেব সূর্যম্॥ ২॥
অবিন্দদ্দিবো নিহিতং গুহা নিধিং বের্ন গর্ভং পরিবীতমশ্মন্যনন্তে অন্তরশ্মনি।
ব্রজং বজ্রী গবামিব সিষাসন্নঙ্গিরস্তমঃ।
অপাবৃণোদিষ ইন্দ্রঃ পরীবৃতা দ্বার ইষঃ পরীবৃতাঃ॥ ৩॥
দাদৃহাণো বজ্রমিন্দ্রো গভস্ত্যোঃ ক্ষদ্মেব তিগ্মমসনায় সং শ্যদহিহত্যায় সং শ্যৎ।
সংবিব্যান ওজসা শবোভিরিন্দ্র মজ্মনা।
তষ্টেব বৃক্ষং বনিনো নি বৃশ্চসি পরশ্বেব নি বৃশ্চসি॥ ৪॥
ত্বং বৃথা নদ্য ইন্দ্র সর্তবেঽচ্ছা সমুদ্রমসৃজো রথাঁ ইব বাজয়তো রথাঁ ইব।
ইত ঊতীরযুঞ্জত সমানমর্থমক্ষিতম্।
ধেনূরিব মনবে বিশ্বদোহসো জনায় বিশ্বদোহসঃ॥ ৫॥
ইমাং তে বাচং বসূয়ন্ত আয়বো রথং ন ধীরঃ স্বপা অতক্ষিষুঃ সুম্নায় ত্বামতক্ষিষুঃ।
শুম্ভন্তো জেন্যং যথা বাজেষু বিপ্র বাজিনম্।
অত্যমিব শবসে সাতয়ে ধনা বিশ্বা ধনানি সাতয়ে॥ ৬॥
ভিনৎপুরো নবতিমিন্দ্র পূরবে দিবোদাসায় মহি দাশুষে নৃতো বজ্রেণ দাশুষে নৃতো।
অতিথিগ্বায় শম্বরং গিরেরুগ্রো অবাভরৎ।
মহো ধনানি দয়মান ওজসা বিশ্বা ধনান্যোজসা॥ ৭॥

ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্যং প্রাবদ্বিশ্বেষু শতমূতিরাজিষু স্বর্মীড়হেষ্বাজিষু।
মনবে শাসদব্রতাস্ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ।
দক্ষন্ন বিশ্বং ততৃষাণমোষতি ন্যর্শসানমোষতি ॥ ৮ ॥
সূরশ্চক্রং প্র বৃহজ্জাত ওজসাপ্রপিত্বে বাচমরুণো মুষায়তীশান আ মুষায়তি।
উশনা যৎপরাবতোহজগন্নূতয়ে কবে।
সুম্নানি বিশ্বা মনুষেব তুর্বণিরহা বিশ্বে তুর্বণিঃ ॥ ৯ ॥
স নো নব্যেভি র্বৃষকর্মন্নুকথৈঃ পুরাং দর্তঃ পায়ুভিঃ পাহি শগ্মৈঃ।
দিবোদাসেভিরিন্দ্র স্তবানো বাবৃধীথা অহোভিরিব দ্যৌঃ ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! ঋত্বিক্‌বর্গের পতি যজমান যেমন যজ্ঞশালায় আগমন করেন, যে নক্ষত্রগণের পতি চন্দ্র যেমন অস্তাচলে গমন করেন, আপনি তেমনভাবেই পুরোবর্তী লোক মতো স্বর্গ হতে আমাদের নিকট আগমন করুন। আমরা অন্নবিশিষ্ট হয়ে, পুত্রগণ যেমন অন্নভক্ষণের জন্য পিতাকে আহ্বান করে, সেই রকম আপনাকে সোমাভিষবে আহ্বান করছি। অন্ন ঋত্বিক্‌বর্গের সাথে হব্য গ্রহণের জন্য মহত্তম ইন্দ্রকে আহ্বান করছি ॥ ১ ॥

রমণীয়-গতি বৃষভ তৃষ্ণার্ত হয়ে যেমন কূপের জল পান করে, হে রমণীয়-গতি ইন্দ্র! তৃপ্তি বিক্রম, মহত্ত্ব ও আনন্দ-উৎপত্তির জন্য আপনি প্রস্তরের দ্বারা অভিষুত ও দশাপবিত্রে হৃত শোধিত সোমরস সেইরকম পান করুন। হরিৎগণ (সবুজবর্ণের অশ্বগণ) যেমন সূর্যকে বহন করে, আপনার অশ্বগণ সেইভাবে প্রতিদিবসে আপনাকে আনয়ন করুক ॥ ২ ॥

পক্ষীগণ যেমন (দুর্গম স্থানে শাবক রক্ষাপূর্বক) তা' প্রাপ্ত হয়, সেইরকম ইন্দ্র অতি গোপনীয় স্থানে স্থাপিত, এবং অনন্ত ও অতি মহান্ প্রস্তররাশিতে পরিবেষ্টিত সোমরস স্বর্গ হতে লাভ করলেন। অঙ্গিরাবর্গের অগ্রগণ্য বজ্রধারী ইন্দ্র সোমপানের অভিলাষে পূর্বে যেমন গোব্রজকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেইভাবে সোমরস প্রাপ্ত হলেন। ইন্দ্র, চতুর্দিকে মেঘাবৃত ও জলের বেষ্টক (উদকের) দ্বারা সকল উদ্‌ঘাটনপূর্বক চতুর্দিকে অন্ন বিস্তার করলেন ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে দৃঢ়রূপে বজ্র ধারণ ক'রে শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করবার জন্য তা তীক্ষ্ণ হলেও, মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত জল যেমন তীক্ষ্ণ হয়, সেইরকম আরও তীক্ষ্ণ করছেন, বৃত্রকে নাশ করবার জন্য আরও তীক্ষ্ণ করছেন। হে ইন্দ্র! বৃক্ষচ্ছেদক যেমন বনবৃক্ষকে ছেদন করে, সেই রকম আপনি আপন শক্তি, তেজ ও শরীরের বলে বর্ধিত হয়ে আমাদের শত্রুগণকে ছেদন করছেন, যেন পরশু দ্বারা ছেদন করছেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি সমুদ্রাভিমুখে গমনের জন্য নদীগণকে গমনশীল রথের মতো অনায়াসে সৃজন করেছেন। সংগ্রামকারীগণ যেমন রথ সৃজন করে, সেই রকম আপনিও করেছেন। মনুর জন্য ধেনুগণ যেমন সর্বার্থপ্রদ হয় এবং সমর্থ মানুষের জন্য ধেনুগণ যেমন সর্ব ক্ষীরপ্রদ হয়, সেইরকম আমাদের অভিমুখী নদী সকল একই প্রয়োজনে জল সংগ্রহ করে ॥ ৫ ॥

কর্মকুশল ও ধীরব্যক্তি যেমন রথ নির্মাণ করে, সেইরকম ধনাভিলাষী মানুষ আপনার এই স্তুতি সম্পাদন করেছে। তারা নিজেদের মঙ্গলের জন্য আপনাকে প্রীত করেছে। লোকে যেমন বিজয়ীকে প্রশংসা করে, হে মেধাবী দুর্ধর্ষ ইন্দ্র! তারা সেই রকম আপনার প্রশংসা করেছে। দুর

আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ ক'রে আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করুন। (ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্মসাধক ভগবৎপরায়ণ হই)।

◆ ◆

— ১৩১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ। ছন্দ : অত্যষ্টি]

ইন্দ্রায় হি দ্যৌরসুরো অনম্নতেন্দ্রায় মহী পৃথিবী বরীমভি দ্যুম্নসাতা বরীমভিঃ।
ইন্দ্রং বিশ্বে সজোষসো দেবাসো দধিরে পুরঃ।
ইন্দ্রায় বিশ্বা সবনানি মানুষা রাতানি সন্তু মানুষা ॥ ১ ॥
বিশ্বেষু হি ত্বা সবনেষু তুঞ্জতে সমানমেকং বৃষমণ্যবঃ পৃথক্ স্বঃ সনিষ্যবঃ পৃথক্।
তং ত্বা নাবং ন পর্ষণিং শূষস্য ধুরি ধীমহি।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈশ্চিতয়ন্ত আয়বঃ স্তোমেভিরিন্দ্রমায়বঃ ॥ ২ ॥
বি ত্বা ততস্রে মিথুনা অবস্যবো ব্রজস্য সাতা গব্যস্য নিঃসৃজঃ সক্ষন্ত ইন্দ্র নিঃসৃজঃ।
যদ্ গব্যন্তা দ্বা জনা স্বর্যন্তা সমূহসি।
আবিষ্করিক্রদ্বৃষণং সচাভুবং বজ্রমিন্দ্র সচাভুবম্ ॥ ৩ ॥
বিদুষ্টে অস্য বীর্যস্য পূরবঃ পুরো যদিন্দ্র শারদীরবাতিরঃ সাসহানো অবাতিরঃ।
শাসস্তমিন্দ্র মর্তমযজ্যুং শবসস্পতে।
মহীমমুষ্ণাঃ পৃথিবীমিমা অপো মন্দসান ইমা অপঃ ॥ ৪ ॥
আদিত্তে অস্য বীর্যস্য চর্কিরন্মদেষু বৃষন্নুশিজো যদাবিথ সখীয়তো যদাবিথ।
চকর্থ কারমেভ্যঃ পৃতনাসু প্রবন্তবে।
তে অন্যামন্যাং নদ্যং সনিষ্ণত শ্রবস্যন্তঃ সনিষ্ণত ॥ ৫ ॥
উতো নো অস্যা উষসো জুষেত হ্যর্কস্য বোধি হবিষো হবীমভিঃ স্বর্ষাতা হবীমভিঃ।
যদিন্দ্র হন্তবে মৃধো বৃষা বজ্রিঞ্চিকেতসি।
আ মে অস্য বেধসো নবীয়সো মন্ম শ্রুধি নবীয়সঃ ॥ ৬ ॥
ত্বং তমিন্দ্র বাবৃধানো অস্ময়ুরমিত্রয়ন্তং তুবিজাত মর্ত্যং বজ্রেণ শূর মর্ত্যম্।
জহি যো নো অঘায়তি শৃণুষ্ব দ্যুম্নবত্তমঃ।
রিষ্টং ন যামন্নপ ভূতু দুর্মতি বিশ্বাপ ভূতু দুর্মতিঃ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — অসুর দ্যৌঃ স্বর্গ ইন্দ্রের নিকট নত হয়েছে। সুবিস্তৃতা পৃথিবী বরণীয় স্তুতির দ্বারা ইন্দ্রের নিকট নত হয়েছে। অন্নের জন্য (যজমানগণ) বরণীয় হব্যের দ্বারা নত হয়েছে। সকল দেবগণ একমতে ইন্দ্রকে অগ্রণী করেছেন। মানুষদের সমস্ত যজ্ঞ এবং মানুষদের সমস্ত দান ইন্দ্রের

পর্জন্যকে বস্তুত দেবতারূপে সম্বোধন করা হয়েছে। আমাদের প্রথম খণ্ডে এইরূপ আধ্যাত্মিক-বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে।

◆ ◆

— ১৩৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ]

উতে পুনামি রোদসী ঋতেন দ্রুহো দহামি সং মহীরনিন্দ্রাঃ।
অভিব্লগ্যা যত্র হতা অমিত্রা বৈলস্থানং পরি তৃল্‌হা অশেরন্॥ ১ ॥
অভিব্লগ্যা চিদদ্রিবঃ শীর্ষা যাতুমতীনাম্। ছিন্ধি বটূরিণা পদা মহাবটূরিণা পদা॥ ২॥
অবাসাং মঘবঞ্জহি শর্ধো যাতুমতীনাম্। বৈলস্থানকে অর্মকে মহাবৈলস্থে অর্মকে॥ ৩॥
যাসাং তিস্রঃ পঞ্চাশতোঽভিব্লঙ্গৈরপাবপঃ।
তৎসু তে মনায়তি তকৎসু তে মনায়তি॥ ৪ ॥
পিশঙ্গভৃষ্টিমম্ভৃণং পিশাচিমিন্দ্র সং মৃণ। সর্বং রক্ষো নি বর্হয়॥ ৫ ॥
অবর্মহ ইন্দ্র দাদৃহি শ্রুধী নঃ শুশোচ হি দ্যৌঃ ক্ষা ন ভীষাঁ অদ্রিবো ঘৃণান্ন ভীষাঁ
অদ্রিবঃ। শুষ্মিন্তমো হি শুষ্মিভির্বধৈরুগ্রেভিরীয়সে।
অপূরুষঘ্নো অপ্রতীত শূর সত্বভিস্ত্রিসপ্তৈঃ শূর সত্বভিঃ॥ ৬ ॥
বনোতি হি সুন্বন্‌ক্ষয়ং পরীণসঃ সুন্বানো হি ষ্মা যজত্যব দ্বিষো দেবানামব দ্বিষঃ।
সুন্বান ইৎসিষাসতি সহস্রা বাজ্যবৃতঃ। সুন্বানায়েন্দ্রো দদাত্যাভুবং রয়িং দদাত্যাভুবম্॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — আমি যজ্ঞের দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী উভয়কে পবিত্র করি। ইন্দ্রশূন্যা বিদ্রোহিণী পৃথিবীকে (পৃথিবীর যে অংশে ইন্দ্রের পূজা না হয়) দগ্ধ করি। শত্রুগণ যেখানেই একত্রিত হয়েছিল, সেই স্থানেই হত হয়েছে। সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে তারা শ্মশানের চারিদিকে পতিত হয়ে আছে ॥ ১ ॥

হে শত্রুভক্ষক ইন্দ্র! আপনি হিংসাবতী সেনার মস্তক একত্রিত ক'রে আপনার বিস্তৃত পদের দ্বারা ছেদন করুন। আপনার পদ মহা বিস্তীর্ণ ॥ ২ ॥

হে মঘবন্! এই হিংসাবতী সেনার বল চূর্ণ করুন এবং কুৎসিত শ্মশানে অথবা মহাশ্মশানে নিক্ষেপ করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি এমন ত্রিগুণিত পঞ্চাশৎ সংখ্যক সেনা নাশ করেছেন। লোকে আপনার এই কর্মকে অত্যন্ত ভাল ব'লে মনে করে। কিন্তু আপনার এই কর্ম সামান্য ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি ঈষৎ রক্তবর্ণ অতি ভয়ের শব্দকারী পিশাচকে বিনাশ করুন এবং সমস্ত রাক্ষসগণকে নিঃশেষ করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি প্রকাণ্ড মেঘকে নিম্নমুখ ক'রে বিদীর্ণ করুন। আমাদের কথা শ্রবণ করুন। হে

মেধাবিশিষ্ট ইন্দ্র! পৃথিবী যেমন ভয়ে শোক করছে, স্বর্গও সেইরকম শোক করছে। হে মেধাবিশিষ্ট ইন্দ্র! তাদের ভয় ঘৃণের ভয়ের মতো। হে ইন্দ্র! আপনি আপন বলে মহা বলবান, এই জন্য আপনি অতীব ক্রূর বধের উপায় অবলম্বন করছেন। আপনি যজমানদের বিনাশ করেন না, আপনি শূর, প্রাণীগণ আপনাকে আক্রমণ করতে পারে না। আপনি একবিংশতি অনুচরযুক্ত॥ ৬॥

হে ইন্দ্র! অভিষবকারী যজমান গৃহ লাভ করে, সোমযাগকারী চতুর্দিকের শত্রুবর্গকে বিনাশ করে, দেবতাবর্গের শত্রুগণকেও বিনাশ করে। অন্নবান ও শত্রুর আক্রমণশূন্য অভিষবকারী বহুবিধ (ধন) লাভ করে। ইন্দ্র সোমযাগকারী যজমানকে চতুর্দিকে উৎপন্ন ও অতি সমৃদ্ধ ধন প্রদান করেন॥ ৭॥

টীকা — ৬ মন্ত্রে উল্লেখিত 'ঘৃণ' শব্দটি সম্পর্কে সায়ণ বলেন, 'ঘৃণ' দীপ্ত অগ্নির মূর্তিবিশেষ—ইহা। পূর্বকালে জগৎ মহান্ধকারে আবৃত হলে অগ্নি তড়িৎরূপে পৃথিবী ও আকাশের অন্ধকার বিনাশ করেছিলেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত বর্তমান সূক্তের শেষে টীকার মাধ্যমে বলেছেন—১২৯ থেকে ১৩৩ সূক্ত পর্যন্ত আর্যদের সাথে ভারতবর্ষের আদিমবাসী অনার্য বর্বরদের যুদ্ধ ও বৈরতার অনেক উল্লেখ দেখা যায়। অনার্যদের কথার সাথে পিশাচ ও রাক্ষসগণের কথা মিশ্রিত আছে।

ভগবান্ তাঁর উপাসকবৃন্দকে সকলরকম বিপদ ও দুঃখ হতে পরিত্রাণ করেন। তাঁর বিশেষ বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রের নিকট তাই সকলরকমে আত্মরক্ষার প্রার্থনা এই সূক্তে প্রকাশিত হয়েছে।— মন্ত্রাদির বিশ্লেষণে এই কথাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

◆ ◆

— ১৩৪ সূক্ত —

[দেবতা : বায়ু। ঋষি : দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ। ছন্দ : অত্যষ্টি, অষ্টি]

আ ত্বা জুবো রারহাণা অভি প্রয়ো বহন্ত্বিহ পূর্বপীতয়ে সোমস্য পূর্বপীতয়ে।
ঊর্ধ্বা তে অনু সূনৃতা মনস্তিষ্ঠতু জানতী।
নিয়ুত্বতা রথেনা যাহি দাবনে বায়ো মখস্য দাবনে॥ ১॥
মন্দন্তু ত্বা মন্দিনো বায়বিন্দবোঽস্মৎক্রাণাসঃ সুকৃতা অভিদ্যবো গোভিঃ ক্রাণা অভিদ্যবঃ।
যদ্ধ ক্রাণা ইরধ্যৈ দক্ষং সচন্ত ঊতয়ঃ।
সধ্রীচীনা নিয়ুতো দাবনে ধিয় উপ ব্রুবত ঈং ধিয়ঃ॥ ২॥
বায়ুর্যুঙ্ক্তে রোহিতা বায়ুররুণা বায়ূ রথে অজিরা ধুরি বোঢ়বে বহিষ্ঠা ধুরি বোঢ়বে।
প্র বোধয়া পুরন্ধিং জার আ সসতীমিব।
প্র চক্ষয় রোদসী বাসয়োষসঃ শ্রবসে বাসয়োষসঃ॥ ৩॥
তুভ্যমুষাসঃ শুচয়ঃ পরাবতি ভদ্রা বস্ত্রা তন্বতে দংসু রশ্মিষু চিত্রা নব্যেষু রশ্মিষু।
তুভ্যং ধেনুঃ সবর্দুঘা বিশ্বা বসূনি দোহতে।
অজনয়ো মরুতো বক্ষণাভ্যো দিব আ বক্ষণাভ্যঃ॥ ৪॥

হয়, অদিতিও কোন কোন ক্ষেত্রে 'অসুরী' নামে অভিহিত হয়েছেন।

ইন্দ্রের অন্যতম বিভূতি বায়ু হলেন জীবের জীবন, সর্বব্যাপী, সকলের হিতকারী। এই বায়ু বা উভয়ই হব্যভাগের অগ্রভাগ বা ভক্তি-সুধা পানের যোগ্যতম অধিকারী—এই কথাই ৮ মন্ত্রে বলা হয়েছে।

◆ ◆

— ১৩৫ সূক্ত —

[দেবতা : বায়ু। ঋষি : দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ। ছন্দ : অত্যষ্টি, অষ্টি]

স্তীর্ণং বর্হিরুপ নো যাহি বীতয়ে সহস্রেণ নিযুতা নিযুত্বতে শতিনীভির্নিযুত্বতে।
তুভ্যং হি পূর্বপীতয়ে দেবা দেবায় যেমিরে।
প্র তে সুতাসো মধুমন্তো অস্থিরন্মদায় ক্রত্বে অস্থিরন্ ॥ ১ ॥
তুভ্যায়ং সোমঃ পরিপূতো অদ্রিভিঃ স্পার্হা বসানঃ পরি কোশমর্ষতি শুক্রা বসানো
অর্ষতি। তবায়ং ভাগ আয়ুষু সোমো দেবেষু হূয়তে।
বহ বায়ো নিযুতো যাহ্যস্ময়ুর্জুষাণো যাহ্যস্ময়ুঃ ॥ ২ ॥
আ নো নিযুদ্ভিঃ শতিনীভিরধ্বরং সহস্রিণীভিরুপ যাহি বীতয়ে বায়ো হব্যানি
বীতয়ে। তবায়ং ভাগ ঋত্বিয়ঃ সরশ্মিঃ সূর্যে সচা।
অধ্বর্যুভির্ভরমাণা অয়ংসত বায়ো শুক্রা অয়ংসত ॥ ৩ ॥
আ বাং রথো নিযুত্বান্বক্ষদবসেঽভি প্রয়াংসি সুধিতানি বীতয়ে বায়ো হব্যানি
বীতয়ে। পিবতং মধ্বো অন্ধসঃ পূর্বপেয়ং হি বাং হিতম্।
বায়বা চন্দ্রেণ রাধসা গতমিন্দ্রশ্চ রাধসা গতম্ ॥ ৪ ॥
আ বাং ধিয়ো ববৃত্যুরধ্বরাঁ উপেমমিন্দুং মর্মৃজন্ত বাজিনমাশুমত্যং ন বাজিনম্।
তেষাং পিবতমস্ময়ূ আ নো গন্তমিহোত্যা। ইন্দ্রবায়ূ সুতানামদ্রিভির্যুবং মদায় বাজদা যুবম্ ॥ ৫ ॥
ইমে বাং সোমা অপ্স্বা সুতা ইহাধ্বর্যুভির্ভরমাণা অয়ংসত বায়ো শুক্রা অয়ংসত।
এতে বামভ্যসৃক্ষত তিরঃ পবিত্রমাশবঃ।
যুবায়বোঽতি রোমাণ্যব্যয়া সোমাসো অত্যব্যয়া ॥ ৬ ॥
অতি বায়ো সসতো যাহি শশ্বতো যত্র গ্রাবা বদতি তত্র গচ্ছতং গৃহমিন্দ্রশ্চ গচ্ছতম্।
বি সূনৃতা দদৃশে রীয়তে ঘৃতমা পূর্ণয়া নিযুতা যাথো অধ্বরমিন্দ্রশ্চ যাথো অধ্বরম্ ॥ ৭ ॥
অত্রাহ তদ্বহেথে মধ্ব আহুতিং যমশ্বত্থমুপতিষ্ঠন্ত জায়বোঽস্মে তে সন্তু জায়বঃ।
সাকং গাবঃ সুবতে পচ্যতে যবো ন তে বায় উপ দস্যন্তি ধেনবো নাপ দস্যন্তি ধেনবঃ ॥ ৮ ॥
ইমে যে তে সু বায়ো বাহ্বোজসোঽন্তর্নদী তে পতয়ন্ত্যুক্ষণো মহি ব্রাধন্ত উক্ষণঃ।
ধন্বঞ্চিদ্যে অনাশবো জীরাশ্চিদগিরৌকসঃ।
সূর্যস্যেব রশ্ময়ো দুর্নিযন্তবো হস্তয়োর্দুর্নিযন্তবঃ ॥ ৯ ॥

◆ ◆

— ১৩৭ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্রাবরুণ। ঋষি : দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ। ছন্দ : অতিশক্বরী]

সুষুমা যাতমদ্রিভির্গোশ্রীতা মৎসরা ইমে সোমাসো মৎসরা ইমে।
আ রাজানা দিবিস্পৃশাস্মত্রাগন্তমুপনঃ।
ইমে বাং মিত্রাবরুণাগবাশিরঃ সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ॥ ১ ॥
ইম আ যাতমিন্দবঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ সুতাসো দধ্যাশিরঃ।
উত বামুষসো বুধি সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ।
সুতো মিত্রায় বরুণায় পীতয়ে চারুর্ঋতায় পীতয়ে॥ ২ ॥
তাং বাং ধেনুং ন বাসরীমংশুং দুহন্ত্যদ্রিভিঃ সোমং দুহন্ত্যদ্রিভিঃ।
অস্মত্রা গন্তমুপ নোহর্বাঞ্চাসোমপীতয়ে।
অয়ং বাং মিত্রাবরুণানৃভিঃসুতঃসোম আ পীতয়ে সুতঃ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — আমরা প্রস্তরখণ্ডে সোমের অভিষব করছি, হে মিত্রাবরুণ! আগমন করুন। দুগ্ধমিশ্রিত তৃপ্তিকারক সোম এই সম্মুখে রয়েছে। এই সোম তৃপ্তিকারক। আপনারা রাজা, স্বর্গবাসী ও আমাদের রক্ষক; আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন। আপনাদের জন্য এই সোম দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়েছে। দুগ্ধমিশ্রিত সোম পবিত্র ॥ ১ ॥

হে মিত্রাবরুণ! আগমন করুন। এই তরল সোমরস দধির সাথে মিশ্রিত হয়েছে। অভিষুত সোমরস দধির সাথে মিশ্রিত হয়েছে। উষার উদয়কালেই হোক অথবা সূর্যরশ্মির সাথেই হোক, আপনাদের জন্য সোম অভিষুত হয়েছে। এই চারু সোমরস মিত্রের ও বরুণের পানের জন্য, [illegible] তাঁদের পানের জন্য ॥ ২ ॥

আপনাদের জন্য রস নির্যাসবতী সোমলতাকে পয়স্বিনী গাভীর মতো প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা দোহন করে। তারা প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা সোম দোহন করছে। আপনারা আমাদের রক্ষক। আপনারা সোম পানের জন্য আমাদের অভিমুখে আমাদের নিকট উপস্থিত হোন। হে মিত্রাবরুণ! নেতৃবর্গ আপনাদের জন্য সোম অভিষব করছেন; সম্পূর্ণ পানের জন্য অভিষব করেছেন ॥ ৩ ॥

টীকা — এই সূক্তেও প্রচলিত ধারণা অনুসারে যজ্ঞে দেবতাগণের উদ্দেশে প্রস্তরখণ্ডে সোমলতাকে পিষ্ট ক'রে তার মাদকরস নিষ্কাশিত ক'রে দুগ্ধ, দধি ইত্যাদি মিশ্রিত ক'রে তাকে আরও স্বাদু ক'রে পান করার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য এই সোমরস দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতো।

আমরা সোমরসকে ভক্ত-হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব ব'লেই মনে করি। ইতিপূর্বে সেই কথা আমরা ব্যক্ত করেছি। ভক্তের অন্তরের ভক্তি-সুধা পানই ভগবানের অভিপ্রেত। 'চারু সোম' অর্থে 'সুন্দর সোমরস' অর্থও হয়, আবার দেবতাগণের 'মনের মধ্যে গমনকারী ভক্তের ভক্তিসুধা' অর্থও ধরা যায়। দুগ্ধ, দধি ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে মন্ত্র-তন্ত্র বুঝলে ভক্তি-সুধার সাথে সেগুলিরও মিশ্রণের ভাব মনে আসে। এর পরে ঐরূপ মন্ত্রে দেবাহ্বানের কথা বলা হয়েছে।

টীকা — ॥ অজের 'অজাশ্ব' অর্থাৎ অজই যাঁর বাহন। সায়ন বলেন, 'পূষা' অর্থে 'জগৎ পোষক পৃথিবী-অভিমানীদেব'। এটি সায়ণের ভ্রম। যাস্ক নিরুক্তে বলেছেন, পূষা 'সূর্য'। মেঘ থেকে অনেক সময় সূর্য বাহির হন, এইজন্য পূষাকে মেঘের পুত্র বলা হয়। মোটামুটি সূর্যকে পশুপালকগণ যেমনভাবে দর্শন করতো ও পূজা করতো, সেই সূর্যই পূষা। বস্তুতঃ সূর্যের আদি অবস্থা 'পূষা'।
আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে আমরা পূর্বেই বলেছি—পরিচয়ে দেখা যায়, পূষা দেবতা জগতের পালক, পুষ্টিপ্রদ, সৎপথ-প্রদর্শক, ধনদাতা এবং শত্রুনাশকারী। প্রকৃতপক্ষে দেবমাত্রই ভগবানের বিভূতি রূপেই অবস্থিত; অর্থাৎ সমষ্টিভূত যে ভগবৎ-শক্তি, দেবগণ তারই অংশবিশেষ। 'পূষণ্' শব্দের অর্থ—'পোষণকারী' 'জগৎপোষক'। ভগবানের সকল বিভূতিই জগতের ও জীবের পরিপুষ্টিসাধক। তাঁর অনুকম্পায় জ্ঞানোন্মেষ ঘটে। (প্রথম অষ্টক, ৪২ সূক্ত দ্রষ্টব্য)।

◆ ◆

— ১৩৯ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ। ছন্দ : অত্যষ্টি, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ]

অস্তু শ্রৌষট পুরো অগ্নিং ধিয়া দধ আনুতচ্ছর্ধো দিব্যংবৃণীমহ ইন্দ্রবায়ূ বৃণীমহে।
যদ্ধ ক্রাণা বিবস্বতি নাভা সংদায় নব্যসী।
অধ প্র সূ ন উপ যন্তু ধীতয়ো দেবাঁ অচ্ছা ন ধীতয়ঃ ॥ ১ ॥
যদ্ধ ত্যন্মিত্রাবরুণাবৃতাদধ্যাদদাথে অনৃতং স্বেন মন্যুনা দক্ষস্য স্বেন মন্যুনা
যুবোরিত্থাধি সদ্মস্বপশ্যাম হিরণ্যয়ম্।
ধীভিশ্চন মনসা স্বেভিরক্ষভিঃ সোমস্য স্বেভিরক্ষভিঃ ॥ ২ ॥
যুবাং স্তোমেভির্দেবয়ন্তো অশ্বিনাশ্রাবয়ন্ত ইব শ্লোকমায়বো যুবাং হব্যাভ্যায়বঃ।
যুবোর্বিশ্বা অধি শ্রিয়ঃ পৃক্ষশ্চ বিশ্ববেদসা।
প্রুষায়ন্তে বাং পবয়ো হিরণ্যয়ে রথে দস্রা হিরণ্যয়ে ॥ ৩ ॥
অচেতি দস্রা ব্যুনাকমৃণ্বথো যুঞ্জতে বাং রথযুজো দিবিষ্টিষ্বধ্বস্মানো দিবিষ্টিষু।
অধি বাং স্থাম বন্ধুরে রথে দস্রা হিরণ্যয়ে।
পথেব যন্তাবনুশাসতা রজোঽঞ্জসা শাসতা রজঃ ॥ ৪ ॥
শচীভির্নঃ শচীবসূ দিবা নক্তং দশস্যতম্।
মা বাং রাতিরুপ দসৎকদা চনাস্মদ্রাতিঃ কদা চন ॥ ৫ ॥
বৃষন্নিন্দ্র বৃষপাণাস ইন্দব ইমে সুতা অদ্রিষুতাস উদ্ভিদস্তুভ্যং সুতাস উদ্ভিদঃ।
তে ত্বা মন্দন্তু দাবনে মহে চিত্রায় রাধসে।
গীর্ভির্গির্বাহঃ স্তবমান আ গহি সুমৃলীকো ন আ গহি ॥ ৬ ॥
ও ষূ ণো অগ্নে শৃণুহি ত্বমীলিতো দেবেভ্যো ব্রবসি যজ্ঞিয়েভ্যো রাজভ্যো যজ্ঞিয়েভ্যঃ।
যদ্ধ ত্যামঙ্গিরোভ্যো ধেনুং দেবা অদত্তন।
বি তাং দুহ্রে অর্যমা কর্তরী সচা এষ তাং বেদ মে সচা ॥ ৭ ॥

উপস্থিত হ'লে) আমরা সত্ত্বসমন্বিত হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে চিরনবীন পরমানন্দপ্রাপক পরমধনবিশিষ্ট নিত্যতরুণ ইন্দ্র-বায়ু দেবতাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। হে ভগবন্! আমাদের স্তুতি প্রথম [illegible] তারপর, আমাদের সৎ-ভাবরাশি প্রকৃষ্টরূপে আমাদের ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত করুক; এবং দেবত্বসম্পন্ন আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মসমূহ আমাদের ভগবানের সমীপে নিয়ে যাক। (ভাব এই যে,—সৎ-ভাবের [illegible] সৎ-কর্মের দ্বারা আমরা যেন নিত্য ভগবান্‌কে অনুসরণ ক'রি)। [মন্ত্রে একদিকে যেমন প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্প—আত্ম-উদ্বোধনা প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ভগবানের কাছে তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনার ভাব সূচিত হয়েছে। এই মন্ত্রে 'অগ্নিং' পদে আহবনীয় বা অন্য কোন অগ্নি কল্পিত হয়নি। এখানে অগ্নি পদে ভগবানের সেই বিভূতিকে লক্ষ্য করা উচিত, যাঁর প্রভাবে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হয়]।—ইত্যাদি।

৫ ঋকে বলা যায়—সৎকর্ম ও পরমার্থ-রূপ হে দেবদ্বয়! (অথবা, জ্ঞান-ভক্তিরূপ হে দেবদ্বয়!) আমাদের সৎকর্ম-সাধন-সমর্থ ক'রে, নিত্যকাল আমাদের অভীষ্ট ধন প্রদান করুন। আপনাদের দান কখনও যেন ক্ষীণ না হয়; আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা-রূপ (অথবা—সর্বজীবকে সেবা-রূপ) দান আমাদের মধ্যে কখনও যেন ক্ষীণ না হয়। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন জ্ঞান-ভক্তিযুত হয়ে আপনার নির্দেশিত কর্মে সদাব্রতী হই; তাতে আপনার কৃপায় আমরা যেন মোক্ষলাভে সমর্থ হই।—প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রের প্রথম ভাগে নিত্যকাল সকল লোককেই মোক্ষপ্রদানের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, ভগবানের এই দান যেন অপ্রতিহত-ভাবে আমাদের উপর বর্ষিত হয়। তৃতীয় অংশে, আমরা যাতে মোক্ষলাভের উপযুক্ত হ'তে পারি, তারই জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে]।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ১৪০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : উতথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

বেদিষদে প্রিয়ধামায় সুদ্যুতে ধাসিমিব প্র ভরা যোনিমগ্নয়ে।
বস্ত্রেণেব বাসয়া মন্মনা শুচিং জ্যোতীরথং শুক্রবর্ণং তমোহনম্॥ ১॥
অভি দ্বিজন্মা ত্রিবৃদন্নমৃজ্যতে সংবৎসরে বাবৃধে জগ্ধমী পুনঃ।
অন্যস্যাসা জিহ্বয়া জেন্যো বৃষা ন্যন্যেন বনিনো মৃষ্ট বারণঃ॥ ২॥
কৃষ্ণপ্রুতৌ বেবিজে অস্য সক্ষিতা উভা তরেতে অভি মাতরা শিশুম্।
প্রাচাজিহ্বং ধ্বসয়ন্তং তৃষুচ্যুতমা সাচ্যং কুপয়ং বর্ধনং পিতুঃ॥ ৩॥
মুমুক্ষ্বো মনবে মানবস্যতে রঘুদ্রুবঃ কৃষ্ণসীতাস ঊ জুবঃ।
অসমনা অজিরাসো রঘুষ্যদো বাতজূতা উপ যুজ্যন্ত আশবঃ॥ ৪॥
আদস্য তে ধ্বসয়ন্তো বৃথেরতে কৃষ্ণমভ্বং মহি বর্পঃ করিক্রতঃ।
যৎসীং মহীমবনিং প্রাভি মর্মৃশদভিশ্বসন্‌ৎস্তনয়ন্নেতি নানদৎ॥ ৫॥
ভূষন্ন যোঽধি বভ্রূষু নম্নতে বৃষেব পত্নীরভ্যেতি রোরুবৎ।
ওজায়মানস্তন্বশ্চ শুম্ভতে ভীমো ন শৃঙ্গা দবিধাব দুর্গৃভিঃ॥ ৬॥

অগ্নি কখনো প্রজ্বলিত, কখনো বিস্তীর্ণ হয়ে ওষধিসমূহে ব্যাপ্ত হন; যজমানের অভিপ্রায় অনুসারে হবেই যেন অভিপ্রায়ক্ত শিখাকে আশ্রয় করেন। শিখাগুলি পুনরায় বর্ধিত হয়ে যাগযোগ্য দীপ্তি প্রাপ্ত হয় এবং সকলে মিলিত হয়ে পিতৃস্থানীয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর অপূর্ব রূপ বিস্তার করে ॥৭॥

কেশস্থানীয় অগ্রেস্থিত শিখাগুলি অগ্নিকে আলিঙ্গন করছে; অগ্নি আগমন করছেন বর্ধনপূর্বক মৃতপ্রায় হলেও ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অগ্নি তাদের জরা মোচনপূর্বক উৎকৃষ্ট সামর্থ্য ও অমৃত জীবন প্রদানপূর্বক গর্জন করতে করতে আগমন করছেন ॥৮॥

অগ্নি যারা পৃথিবীর উপরিভাগের আচ্ছাদন তৃণ-গুল্ম ইত্যাদি লেহন করতে করতে প্রচুর শব্দকারী প্রাণীবর্গের সাথে বেগে গমন করছেন; পাদবিশিষ্ট পশুদের আহার প্রদান করছেন; সর্ব লেহন করছেন এবং ক্রমশঃ যে পথে গমন করছেন তা কৃষ্ণবর্ণ ক'রে গমন করছেন ॥৯॥

হে অগ্নি! আপনি অতীন্দ্রিয়বেদী ও দানশীল হয়ে শ্বাস প্রক্ষেপপূর্বক আমাদের ধনসম্পন্ন গৃহে দীপ্ত হোন, শিখাদি ত্যাগপূর্বক যুদ্ধকালে বর্মের মতো বারংবার (শত্রুগণকে) দূর ক'রে জ্বলে উঠুন ॥১০॥

হে অগ্নি! এই যে কঠিন কাষ্ঠের উপর যত্নপূর্বক হব্য স্থাপিত হয়েছে, এটি আপনার মনোমত প্রিয়তম হ'তেও প্রিয়তর হোক। আপনার শরীরের শিখা হ'তে যে নির্মল ও দীপ্ত তেজ নির্গত হচ্ছে, তার সাথে আপনি আমাদের রত্ন প্রদান করুন ॥১১॥

হে অগ্নি! আমাদের রথ ও পুত্রের জন্য দৃঢ় দাঁড় (নৌকা চালনার দণ্ড) ও পাল বিশিষ্ট নৌকা প্রদান করুন। সেটি আমাদের বীরবর্গকে, ও অন্য লোকবর্গকে পার করবে, এবং আমাদের সুখ রক্ষা করবে ॥১২॥

হে অগ্নি! আমাদের উক্থ-মন্ত্রের বর্ধন করুন। দ্যাবাপৃথিবী ও স্বয়ংগামিনী নদীগুলি, আমাদের গাভী ও শস্য প্রদানপূর্বক উৎসাহ বর্ধন করুক। অরুণবর্ণ উষাগণ, সর্বকাল লভ্য বরণীয় অন্ন ইত্যাদি প্রদান করুক ॥১৩॥

টীকা — ২ স্তবে 'দ্বিজন্মা' অর্থে—দুখানি কাষ্ঠ ঘর্ষণপূর্বক অগ্নি উৎপাদন করা হয়, সুতরাং অগ্নি 'দ্বিজন্মা'। অগ্নি যে 'তিন বৎসর অন্ন সম্মুখে আনয়নপূর্বক ভক্ষণ করছেন', তা 'আজ্য, পুরোডাশ ও সোম'—সায়ণ।

এই সূক্তে অগ্নিকে হব্যবাহক, অতীন্দ্রিয়বেদী, ওষধিসমূহে ব্যাপ্ত, দানশীল, তেজোবান্ ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করা হয়েছে। এই অগ্নি জড়বস্তু নয়, জ্ঞানময়তা। সুতরাং এই অগ্নি আহবনীয় অগ্নি নন, অগ্নি জ্ঞানরূপে বা সত্যজ্ঞান আমাদের বা ভগবৎ সমীপে শুদ্ধসত্ত্বের বাহক, তা বোঝা যায়। এই অগ্নিদেব হৃদয়ের অন্তরে স্ফূর্তি-বিকাশ হয়।—এটিই এই সূক্তের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ। আমরা সর্বদা এই কথা বলেছি।

◆ ◆

— ১৪১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ।]

বলিত্থা তদ্বপুষে ধায়ি দর্শতং দেবস্য ভর্গঃ সহসো যতো জনি।
যদীমুপ হ্বরতে সাধতে মতির্ঋতস্য ধেনা অনয়ন্ত সস্রুতঃ ॥১॥

পৃক্ষো বপুঃ পিতুমান্ নিত্য আ শয়ে দ্বিতীয়মা সপ্তশিবাসু মাতৃষু।
তৃতীয়মস্য বৃষভস্য দোহসে দশপ্রমতিং জনয়ন্ত যোষণঃ॥ ২॥
নির্যদীং বুধ্নান্মহিষস্য বর্পস ঈশানাসঃ শবসা ক্রন্ত সূরয়ঃ।
যদীমনু প্রদিবো মধ্ব আধবে গুহা সন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি॥ ৩॥
প্র যৎ পিতুঃ পরমান্নীয়তে পর্যা পৃক্ষুধো বীরুধো দংসু রোহতি।
উভা যদস্য জনুষং যদিন্বত আদিদ্ যবিষ্ঠো অভবদ্ ঘৃণা শুচিঃ॥ ৪॥
আদিন্মাতৄরাবিশদ্ যাস্বা শুচিরহিংস্যমান উর্বিয়া বি বাবৃধে।
অনু যৎ পূর্বা অরুহৎ সনাজুবো নি নব্যসীষ্ববরাসু ধাবতে॥ ৫॥
আদিদ্ধোতারং বৃণতে দিবিষ্টিষু ভগমিব পপৃচানাস ঋঞ্জতে।
দেবান্ যৎ ক্রত্বা মজ্মনা পুরুষ্টুতো মর্তং শংসং বিশ্বধা বেতি ধায়সে॥ ৬॥
বি যদস্থাদ্ যজতো বাতচোদিতো হ্বারো ন বক্বা জরণা অনাকৃতঃ।
তস্য পত্মন্ দক্ষুষঃ কৃষ্ণজংহসঃ শুচিজন্মনো রজ আ ব্যধ্বনঃ॥ ৭॥
রথো ন যাতঃ শিক্বভিঃ কৃতো দ্যামঙ্গেভিররুষেভিরীয়তে।
আদস্য তে কৃষ্ণাসো দক্ষি সূরয়ঃ শূরস্যেব ত্বেষথাদীষতে বয়ঃ॥ ৮॥
ত্বয়া হ্যগ্নে বরুণো ধৃতব্রতো মিত্রঃ শাশদ্রে অর্যমা সুদানবঃ।
যৎ সীমনু ক্রতুনা বিশ্বথা বিভুররান্ন নেমিঃ পরিভূরজায়থাঃ॥ ৯॥
ত্বমগ্নে শশমানায় সুন্বতে রত্নং যবিষ্ঠ দেবতাতিমিন্বসি।
তং ত্বা নু নব্যং সহসো যুবন্ বয়ং ভগং ন কারে মহিরত্ন ধীমহি॥ ১০॥
অস্মে রয়িং ন স্বর্থং দমূনসং ভগং দক্ষং ন পপৃচাসি ধর্ণসিম্।
রশ্মীঁরিব যো যমতি জন্মনী উভে দেবানাং শংসমৃত আ চ সুক্রতুঃ॥ ১১॥
উত নঃ সুদ্যোত্মা জীরাশ্বো হোতা মন্দ্রঃ শৃণবচ্চন্দ্ররথঃ।
স নো নেষন্নেষতমৈরমূরোঽগ্নির্বামং সুবিতং বস্যো অচ্ছ॥ ১২॥
অস্তাব্যগ্নিঃ শিমীবদ্ভিরর্কৈঃ সাম্রাজ্যায় প্রতরং দধানঃ।
অমী চ যে মঘবানো বয়ং চ মিহং ন সূরো অতি নিষ্টতন্যুঃ॥ ১৩॥

মন্ত্রার্থ — দ্যুতিমান্ অগ্নির দর্শনীয় তেজ সত্যই এই ভাবে শরীরের জন্য লোকে ধারণ করে, এটি শারীরিক বলে উৎপন্ন হয়েছে। আমরা জ্ঞান অগ্নির তেজকে আশ্রয় করে তার দ্বারা আপন সবই সিদ্ধি করতে পারে, অতএব সেই অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি ও হব্য অর্পণ করা যায় ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ অন্নসাধক, বপুষ্মান্ (রূপবানশরীরী) ও নিত্য অগ্নি রয়েছেন; দ্বিতীয়তঃ শুভকরী সপ্তমাতৃকাতে রয়েছেন; তৃতীয়তঃ এই অভীষ্টবর্ষীর দোহনের জন্য রয়েছেন। পরস্পর সংসক্ত দশদিক দশদিকেই পূজ্য অগ্নিকে উৎপন্ন করেছেন ॥ ২ ॥

যেহেতু মহাবলের মূল হতে যজ্ঞের ফলসিদ্ধি করণে সমর্থ ঋত্বিক্‌গণ মন্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা অগ্নিকে উৎপন্ন করেছেন, এবং অনাদিকাল হতে সুন্দরভাবে প্রকাশ করবার জন্য গুহাস্থিত অগ্নিকে

টীকা — ১ ঋকে 'শারীরিক বলে উৎপন্ন' বাক্যটির তাৎপর্য, 'অরণি (অর্থাৎ ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের কাষ্ঠের) ঘর্ষণরূপ শারীরিক শক্তির প্রয়োগে সৃষ্ট'। ২ ঋকের অর্থ অতিশয় অস্পষ্ট, সায়ণ এমন অর্থ করেছেন, যথা প্রথমাগ্নির স্থান পৃথিবী। দ্বিতীয়াগ্নির স্থান অন্তরীক্ষ যেখানে মাতৃস্থানীয় বৃষ্টি আছে, এই অগ্নির নাম বৈদ্যুতাগ্নি, ইনি সপ্তশিবণী। একে দোহনের জন্য অগ্নিতা রশ্মিরূপ তৃতীয় স্থানে অগ্নির প্রত্যক্ষ করে, তিনিই তৃতীয়াগ্নি।

অগ্নি ওষধিগুলিকে ভূষিত করেন, অগ্নি সপ্তশিবণী, দানশীল, জ্ঞানস্বরূপ, ভগবৎসমীপে ভক্তদের বাহক ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা এই অগ্নিকে ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতিবিকাশ বলে প্রতীয়মান না হওয়ার কারণ নেই। অন্যান্য সূক্তে অগ্নিতত্ত্বের কথাও বলা হয়েছে।

◆ ◆

— ১৪২ সূক্ত —

[দেবতা : আপ্রী। ঋষি : উতথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

সমিদ্ধো অগ্ন আ বহ দেবাঁ অদ্য যতস্রুচে।
তন্তুং তনুষ পূর্ব্যং সুতসোমায় দাশুষে॥ ১ ॥
ঘৃতবন্তমুপ মাসি মধুমন্তং তনূনপাৎ।
যজ্ঞং বিপ্রস্য মাবতঃ শশমানস্য দাশুষঃ॥ ২ ॥
শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতো মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষতি।
নরাশংসস্ত্রিরা দিবো দেবো দেবেষু যজ্ঞিয়ঃ॥ ৩ ॥
ঈলিতো অগ্ন আ বহেন্দ্রং চিত্রমিহ প্রিয়ং।
ইয়ং হি ত্বা মতির্মমাচ্ছা সুজিহ্ব বচ্যতে॥ ৪ ॥
স্তৃণানাসো যতস্রুচো বর্হির্যজ্ঞে স্বধ্বরে।
বৃঞ্জে দেবব্যচস্তমমিন্দ্রায় শর্ম সপ্রথঃ॥ ৫ ॥
বি শ্রয়ন্তামৃতাবৃধঃ প্রয়ৈ দেবেভ্যো মহীঃ।
পাবকাসঃ পুরুস্পৃহো দ্বারো দেবীরসশ্চতঃ॥ ৬ ॥
আ ভন্দমানে উপাকে নক্তোষাসা সুপেশসা।
যহ্বী ঋতস্য মাতরা সীদতাং বর্হিরা সুমৎ॥ ৭ ॥
মন্দ্রজিহ্বা জুগুর্বণী হোতারা দৈব্যা কবী।
যজ্ঞং নো যক্ষতামিমং সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশম্॥ ৮ ॥
শুচির্দেবেষ্বর্পিতা হোত্রা মরুৎসু ভারতী।
ইলা সরস্বতী মহী বর্হি সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ॥ ৯ ॥
তন্নস্তুরীপমদ্ভুতং পুরু বারং পুরু ত্মনা।
ত্বষ্টা পোষায় বি ষ্যতু রায়ে নাভা নো অস্মযুঃ॥ ১০ ॥

অবসৃজন্নুপ ত্মনা দেবান্যক্ষি বনস্পতে।
অগ্নির্হব্যা সুষূদতি দেবো দেবেষু মেধিরঃ॥ ১১ ॥
পূষণ্বতে মরুত্বতে বিশ্বদেবায় বায়বে।
স্বাহা গায়ত্রবেপসে হব্যমিন্দ্রায় কর্তন॥ ১২ ॥
স্বাহাকৃতান্যা গহ্যুপ হব্যানি বীতয়ে।
ইন্দ্রা গহি শ্রুধী হবং ত্বাং হবন্তে অধ্বরে॥ ১৩ ॥

মন্ত্রার্থ — হে সমিদ্ধ নামক অগ্নি! যে যজমান স্রুক (যজ্ঞে ঘৃত প্রক্ষেপার্থ পাত্রবিশেষ) উদ্যত করে রয়েছেন তার জন্য অদ্য আপনি দেবগণকে আহ্বান করুন। যে হব্যপ্রদাতা যজমান সোমের অভিষব করেছেন, তাঁর উপকারের নিমিত্ত পূর্বকালীন যজ্ঞ বিস্তার করুন ॥ ১ ॥

হে তনূনপাৎ নামক অগ্নি! আমার মতো হব্যপ্রদাতা ও মেধাবী, যে যজমান আপনাকে স্তব করে, তার ঘৃত-মধু-রস বিশিষ্ট যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ সমাপ্তি পর্যন্ত অবস্থিতি করুন ॥ ২ ॥

দেবগণের মধ্যে শুচি, পাবক, অদ্ভুত, দ্যুতিমান্, যজ্ঞসম্পাদক নরাশংস নামক অগ্নি দ্যুলোক হতে আগমনপূর্বক আমাদের যজ্ঞ মধুর সাথে মিশ্রিত করুন ॥ ৩ ॥

হে ঈলিত অগ্নি! আপনি বিচিত্র ও প্রিয় ইন্দ্রকে এইস্থানে নীত করুন। হে সুজিহ্ব! আপনার উদ্দেশে আমি স্তোত্র পাঠ করছি ॥ ৪ ॥

স্রুকধারী ঋত্বিকগণ এই যজ্ঞে অগ্নিরূপ বর্হি (দীপ্ত) বিস্তারপূর্বক ইন্দ্রের জন্য বিস্তীর্ণ সুখসাধন গৃহ সম্পাদন করছেন, এই গৃহে দেবগণ সর্বদা গমনাগমন করবেন ॥ ৫ ॥

অগ্নিরূপ দেবী দ্বার উন্মুক্ত করুন, দেবতাগণের আগমনের নিমিত্ত যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করুন; দ্বারগুলি যজ্ঞের বর্ধক, যজ্ঞের শোধক, বহুজনের স্পৃহণীয় এবং পরস্পর সংলগ্ন নয় ॥ ৬ ॥

সকল লোকের স্তুতির যোগ্য, পরস্পর সন্নিহিত, সুন্দর রূপবিশিষ্ট, মহান্, যজ্ঞের নির্মাতা অগ্নিরূপ নক্ত (রাত্রি) এবং উষা স্বয়ং আগমনপূর্বক বিস্তৃত কুশে উপবেশন করুন ॥ ৭ ॥

দেবতাগণের উদ্যাপক মিষ্টবাক্যবিশিষ্ট, সর্বদা স্তুতিশীল যজমানগণের মিত্র, মেধাবী, অগ্নিরূপ দৈব্য হোতৃদ্বয় আমাদের এই সিদ্ধিপ্রদ স্বর্গস্পর্শী যাগের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৮ ॥

শুচি এবং দেবগণের মধ্যস্থা, হোমনিষ্পাদিকা ভারতী, ইলা, এবং সরস্বতী (অগ্নির মূর্তিত্রয়) যজ্ঞের উপযুক্তা হয়ে কুশের উপর উপবেশন করুন ॥ ৯ ॥

ত্বষ্টা (অগ্নির মূর্তি বিশেষ) আমাদের মিত্র। তিনি স্বয়ং বহু রকমে আমাদের পুষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্য (মেঘের) নাভিস্থিত বারি, অদ্ভুত এবং বহুসংখ্যক প্রাণীর হিতকারী (জল) প্রেরণ করুন ॥ ১০ ॥

হে অগ্নিরূপ বনস্পতি! ঋত্বিকগণকে ইচ্ছা অনুসারে প্রেরণপূর্বক স্বয়ংই যাগ করুন। দ্যুতিমান, মেধাবান্ অগ্নি দেবগণের মধ্যে হব্য প্রেরণ করেন ॥ ১১ ॥

পূষা ও মরুৎবিশিষ্ট বিশ্বদেবগণ, বায়ু ও গায়ত্রীমন্ত্র অনুষ্ঠানকারী (গায়ত্রগানশীল) ইন্দ্রের উদ্দেশে হব্য প্রদানের জন্য ঋত্বিকগণ স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করো ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের স্বাহাকার-বিশিষ্ট হব্য ভক্ষণের জন্য আগমন করুন। যজ্ঞে ঋত্বিকগণ আপনাকে আহ্বান করছে ॥ ১৩ ॥

টীকা — বর্তমান সূক্তটি আপ্রীসূক্ত নামে অভিহিত। কাত্থক্য বলেন যে, সমিৎ, তনূনপাৎ প্রভৃতি শব্দ যজ্ঞের অবয়ব বাচী, অতএব এই সূক্তের দেবতা যজ্ঞ হওয়া উচিত। শাকপূণি বলেন, এরা অগ্নির স্বরূপ, অতএব অগ্নিই এই সূক্তের দেবতা।—'আপ্রী' শব্দটির অর্থ 'পশুযাগের প্রযাজ যাগে যে যাজ্যা পঠিত হয়'; সুতরাং পশুযজ্ঞে এর নিয়োগ হতো। ঋগ্বেদে সর্বসুদ্ধ দশটি আপ্রীসূক্ত আছে, যথা,— ১ মণ্ডল/১৩ সূক্ত, ১৪২ সূক্ত ও ১৮৮ সূক্ত। ২ মণ্ডল/৩ সূক্ত; ৩ মণ্ডল/৪সূক্ত, ৫মণ্ডল/৫সূক্ত, ৭ মণ্ডল/২ সূক্ত, ৯মণ্ডল/৫সূক্ত; ১০ মণ্ডল/৭০ সূক্ত ও ১১০ সূক্ত। 'সমিদ্ধ' অর্থে প্রজ্বলিত বা দীপ্তিমান; 'তনূনপাৎ' অর্থে সুবর্ণাকারের (ঘৃতের) পালক বা ঘৃতভোজী, 'নরাশংস' অর্থে মানুষের দ্বারা প্রশংসিত; 'ঈলিত' অর্থে স্তুত; 'বর্হি' অর্থে দীপ্তি সূচনাকারী, 'দেবী' অর্থে যজ্ঞ বর্ধক শক্তি; 'নক্ত ও উষা' অর্থে রাত্রি ও প্রাতঃকাল, কিন্তু এই স্থানে তৎকালসম্ভূত অগ্নি বোঝাচ্ছে; 'দৈব্যা' অর্থে দেবসম্বন্ধীয়; 'ভারতী' (স্বর্গীয় বাক্), 'ইলা' (পৃথিবীস্থ বাক্), 'সরস্বতী' (অন্তরীক্ষস্থ বাক্)—সায়ণ; 'ত্বষ্টা' অর্থে বিশ্বকর্মা বা অগ্নি— সায়ণ; 'বনস্পতি' বনের শাখাপত্র-ফলশোভাশালী বা বনের প্রভু; 'স্বাহা' অর্থে অগ্নি বোঝাচ্ছে, অথবা যজ্ঞের দ্রব্য প্রদানের সময় স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করতে হয়—সায়ণ।

মন্ত্রগুলির বিশ্লেষণের জন্য 'প্রথম অষ্টকের ১৩ সূক্ত' দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ১৪৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

প্র তব্যসীং নব্যসীং ধীতিমগ্নয়ে বাচো মতিং সহসঃ সূনবে ভরে।
অপাং নপাদ্যো বসুভিঃ সহ প্রিয়ো হোতা পৃথিব্যাং ন্যসীদদৃত্বিয়ঃ ॥ ১ ॥
স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্যাবিরগ্নিরভবন্মাতরিশ্বনে।
অস্য ক্রত্বা সমিধানস্য মজ্মনা প্র দ্যাবা শোচিঃ পৃথিবী অরোচয়ৎ ॥ ২ ॥
অস্য ত্বেষা অজরা অস্য ভানবঃ সুসন্দৃশঃ সুপ্রতীকস্য সুদ্যুতঃ।
ভাত্বক্ষসো অত্যক্তুর্ন সিন্ধবোঽগ্নে রেজন্তে অসসন্তো অজরাঃ ॥ ৩ ॥
যমেরিরে ভৃগবো বিশ্ববেদসং নাভা পৃথিব্যা ভুবনস্য মজ্মনা।
অগ্নিং তং গীর্ভির্হিনুহি স্ব আ দমে য একো বস্বো বরুণো ন রাজতি ॥ ৪ ॥
ন যো বরায় মরুতামিব স্বনঃ সেনেব সৃষ্টা দিব্যা যথাশনিঃ ।
অগ্নির্জম্ভৈস্তিগিতৈরত্তি ভর্বতি যোধো ন শত্রূন্ত্স বনা ন্যৃঞ্জতে ॥ ৫ ॥
কুবিন্নো অগ্নিরুচথস্য বীরসদ্বসুষ্কুবিদ্বসুভিঃ কামমাবরৎ।
চোদঃ কুবিত্তুতুজ্যাৎসাতয়ে ধিয়ঃ শুচিপ্রতীকং তময়া ধিয়া গৃণে ॥ ৬ ॥
ঘৃতপ্রতীকং ব ঋতস্য ধূর্ষদমগ্নিং মিত্রং ন সমিধান ঋঞ্জতে।
ইন্ধানো অক্রো বিদথেষু দীদ্যচ্ছুক্রবর্ণামুদু নো যংসতে ধিয়ম্ ॥ ৭ ॥
অপ্রযুচ্ছন্নপ্রযুচ্ছদ্ভিরগ্নে শিবেভির্নঃ পায়ুভিঃ পাহি শগ্মৈঃ।
অদব্ধেভিরদৃপিতেভিরিষ্টেঽনিমিষদ্ভিঃ পরি পাহি নো জাঃ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি বলের পুত্র, জলের নপ্তা, যজমানের প্রিয়তম ও হোম-নিষ্পাদক, যে যথাকালে ধনের সাথে বেদিতে উপবেশন করেন; তাঁর উদ্দেশে আমি এই নূতন ও শুভফলবর্ধক যজ্ঞ আরম্ভ করি ও স্তব পাঠ করি ॥ ১ ॥

অগ্নি, পরম ব্যোম প্রদেশে উৎপন্ন হয়ে প্রথম মাতরিশ্বার নিকট আবির্ভূত হলেন। পরে ইন্ধনের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'লে প্রবহ ক্রিয়ার দ্বারা তাঁর দীপ্তি দ্যাবাপৃথিবীকে প্রদীপ্ত করলো ॥ ২ ॥

অগ্নির দীপ্তিসমূহের নাশ নেই, সুদর্শন অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গগুলি সর্বতঃ দ্যোতমান্ ও নিরন্তর বলশালী। নৈশ অন্ধকার নষ্ট ক'রে সর্বদা জাগ্রত ও জরারহিত অগ্নিশিখাগুলি কখনও কম্পিত হয় না ॥ ৩ ॥

ভৃগুবংশে উৎপন্ন যজমানবৃন্দ, ভূতসমূহের বলের নিমিত্ত বেদির নাভিপ্রদেশে যে সর্ব ধনের অগ্নিকে আপনাদের অভিমুখে স্থাপন করেছেন, তাঁকে আপন গৃহে আনয়নপূর্বক স্তব করুন। তিনি মুখ্য এবং বরুণের মতো সমস্ত ধনের ঈশ্বর ॥ ৪ ॥

যেমন বায়ুর শব্দ, প্রবল রাজার সেনা এবং দ্যুলোকে উৎপন্ন অশনি (বজ্র) কেউ নিবারণ করতে পারে না; সেই রকম যে অগ্নিকে কেউ নিবারণ করতে পারে না সেই অগ্নি যোদ্ধাবৃন্দের মতো তীক্ষ্ণীকৃত দন্তের দ্বারা শত্রুবর্গকে ভক্ষণ করেন ও বিনাশ করেন এবং বনসমূহকে দহন করেন ॥ ৫ ॥

অগ্নি বারংবার আমাদের দ্বারা কথিত স্তোত্র শ্রবণ করতে ইচ্ছা করুন; ধনস্থানীয় অগ্নি ধনের দ্বারা বারংবার আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন। যজ্ঞের প্রবর্তক অগ্নি যজ্ঞলাভের নিমিত্ত বারংবার আমাদের ত্বরান্বিত করুন; আমি এই রকম স্তুতির দ্বারা সুদর্শন অগ্নিকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

তোমাদের যজ্ঞ নির্বাহক প্রদীপ্ত অগ্নিকে মিত্রের মতো দীপ্ত ক'রে অলঙ্কৃত করছে। সম্যক্ দীপ্যমান জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নি যজ্ঞস্থলে স্বয়ং প্রদীপ্ত হয়ে আমাদের শুভ্রবর্ণ যাগ ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাকে উন্মীলিত করছেন ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! আমাদের প্রতি অনুগ্রহে বিরত না হয়ে সর্বদা অবস্থিত, মঙ্গলকর ও সুখকর আশ্রয় প্রদানপূর্বক আমাদের রক্ষা করুন। হে সর্বজনের বাঞ্ছনীয় অগ্নি! আপনি উৎপন্ন হয়ে হিংসারহিত, অপরিভূত ও নিমেষরহিতভাবে আমাদের সম্যকভাবে পালন করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — ২ ঋকে যে 'মাতরিশ্বা' শব্দটি আছে, যাস্ক তার অর্থ করেছেন 'বায়ু'। সায়ণও তা সমর্থন করেছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে 'মাতরিশ্বা'র দুটি অর্থ বেদে দেখা যায়। প্রথম, মাতরিশ্বা একজন দেব, যিনি বিবস্বানের দূতরূপে আকাশ হ'তে অগ্নিকে আনয়নপূর্বক ভৃগুবংশীয়দের প্রদান করেন। দ্বিতীয়, 'মাতরিশ্বা' অগ্নিরই একটি গুপ্ত নাম। তাঁরা আরও বলেন যে, মাতরিশ্বা বায়ু অর্থে বেদে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। সায়ণও কখনো কখনো 'মাতরিশ্বা' অর্থে 'অগ্নি' স্বীকার করেছেন। তারপরে ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিবংশের দ্বারা অগ্নিপূজার প্রচলন হয়েছিল, এই কথা অনেক পণ্ডিত স্বীকার করেছেন।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের জন্য বিশেষভাবে প্রথম অষ্টকের ৬০ ও ১৬ সূক্ত দ্রষ্টব্য। ঐ অষ্টকের অন্যত্রও অগ্নির ভগবৎ-বিভূতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ আছে।

◆ ◆

— ১৪৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা। ছন্দ : জগতী]

এতি প্র হোতা ব্রতমস্য মায়য়োর্ধ্বাং দধানঃ শুচিপেশসং ধিয়ম্।
অভি স্রুচঃ ক্রমতে দক্ষিণাবৃতো যা অস্য ধাম প্রথমং হ নিংসতে ॥ ১ ॥
অভীমৃতস্য দোহনা অনূষত যোনৌ দেবস্য সদনে পরীবৃতাঃ।
অপামুপস্থে বিভৃতো যদাবসদধ স্বধা অধয়দ্যাভিরীয়তে ॥ ২ ॥
যুযূষতঃ সবয়সা তদিদ্বপুঃ সমানমর্থং বিতরিত্রতা মিথঃ।
আদীং ভগো ন হব্যঃ সমস্মদা বোঢুর্ন রশ্মীন্ৎসময়ংস্ত সারথিঃ ॥ ৩ ॥
যমীং দ্বা সবয়সা সপর্যতঃ সমানে যোনা মিথুনা সমোকসা।
দিবা ন নক্তং পলিতো যুবাজনি পুরূ চরন্নজরো মানুষা যুগা ॥ ৪ ॥
তমীং হিন্বন্তি ধীতয়ো দশ ব্রিশো দেবং মর্তাস ঊতয়ে হবামহে।
ধনোরধি প্রবত আ স ঋণ্বত্যভিব্রজদ্ভির্বয়ুনা নবাধিত ॥ ৫ ॥
ত্বং হ্যগ্নে দিব্যস্য রাজসি ত্বং পার্থিবস্য পশুপা ইব ত্মনা।
এনী ত এতে বৃহতী অভিশ্রিয়া হিরণ্যয়ী বক্বরী বর্হিরাশাতে ॥ ৬ ॥
অগ্নে জুষস্ব প্রতি হর্য তদ্বচো মন্দ্র স্বধাব ঋতজাত সুক্রতো।
যো বিশ্বতঃ প্রত্যঙ্ঙসি দর্শতো রণ্বঃ সন্দৃষ্টৌ পিতুমাঁ ইব ক্ষয়ঃ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — হব্যবাহী হোতা উন্নত এবং অনবদ্য (অনিন্দনীয়) প্রজ্ঞার বলে অগ্নির উপচর্যার (সেবার) জন্য গমন করছেন ও প্রদক্ষিণপূর্বক স্রুক্ ধারণ করছেন। এই সকল স্রুক অগ্নিতে প্রথম আহুতি প্রদান করে ॥ ১ ॥

সূর্যকিরণে সকল দিকে ব্যাপ্ত জলের ধারা তাদের উৎপত্তিস্থান আদিত্যলোকে পুনরায় নূতন রূপে জন্মায়। অগ্নি যখন জলের ক্রোড়ে আদরের সাথে বাস করেন, সেই সময়ে লোকে মধুর জল পান করে, এবং অগ্নি তার সাথে মিলিত হন ॥ ২ ॥

সমান বয়স্ক দুজনে এক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে পরস্পরকে সাহায্যপূর্বক অগ্নির শরীরে হব্য অর্পণ কার্য সম্পাদন করছে; তারপর ভগ যেমন রশ্মির বিস্তার করেন, অথবা সারথি যেমন রশ্মি গ্রহণ করে, আহবনীয় অগ্নি সেইভাবে আমাদের রশ্মি অর্থাৎ প্রদত্ত ঘৃতের ধারা গ্রহণ করেন ॥ ৩ ॥

সমান বয়স্ক, এক যজ্ঞে বর্তমান এবং এক কার্যে নিযুক্ত দুজন যে অগ্নিকে দিবারাত্রি পূজা করে, সেই অগ্নি পলিতই (পক্বকেশ বৃদ্ধই) হোন বা যুবাই হোন, যুগল মানুষের হব্য ভক্ষণপূর্বক অজর হয়েছেন ॥ ৪ ॥

দশ অঙ্গুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়ে সেই দ্যোতমান অগ্নিকে প্রীত করে। আমরা মানুষ,

তিনি অন্ন, বল এবং বলবানের পালক ॥ ১ ॥

তাঁকেই সকল লোকে জিজ্ঞাসা করে, অন্যায় জিজ্ঞাসা করে না। ধীর ব্যক্তি আপন মনে যা স্থির করে তার পূর্বেও কথা সহ্য করতে পারে না, পরেও কথা সহ্য করতে পারে না; এই জন্যই প্রতিকরণশূন্য ব্যক্তি অগ্নির আশ্রয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥

জুহূসমূহ (যজ্ঞীয় কাষ্ঠপাত্রবিশেষগুলি) তাঁরই উদ্দেশে গমন করে, স্তুতিও তাঁরই জন্য; এক অগ্নি আমার সমস্ত স্তুতি শ্রবণ করেন। তিনি অনেকের প্রবর্তক, তারয়িতা (ত্রাণকারী) ও যজ্ঞের সাধনভূত, তাঁর রক্ষা ছিদ্রশূন্য; তিনি শিশুর মতো (শান্ত) এবং যজ্ঞ ইত্যাদির অনুষ্ঠানকর্তা ॥ ৩ ॥

যখনই যজমান অগ্নি উৎপন্ন করবার চেষ্টা করে, তখনই অগ্নি আবির্ভূত হন; উৎপন্ন হয়েই সদ্য যুক্ত (যোজিত) বস্তুর সাথে মিলিত হন। তাঁর আনন্দজনক কর্ম শ্রান্ত যজমানের সন্তোষের জন্য অভিমত ফল প্রদান করে ॥ ৪ ॥

অন্বেষণশীল, অধিগম্য, বনগামী অগ্নি, মৃগের মতো, ইন্ধনের মধ্যে স্থাপিত হয়েছেন। বিদ্বান্, ঋত-অভিজ্ঞ, যথার্থবাদী অগ্নি মর্ত্যগণকে বিশেষ করে জ্ঞান প্রদান করেছেন ॥ ৫ ॥

টীকা — যজ্ঞীয় অগ্নির উদ্দেশে এই সূক্তটি নিবেদিত হ'লেও এর মধ্যে 'চৈতন্যদান', 'দ্রুতগতি', 'গমন করবার অধিকারী', 'অন্বেষণশীল' এবং 'মর্ত্যগণকে বিশেষ ক'রে জ্ঞান দান করেন' ইত্যাদি বর্ণনাগুলির মধ্যে সেই প্রজ্বলিত অগ্নির অতীত অগ্নিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অগ্নি যে ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-বিকাশ, তা বুঝতে পারা যায়। ইনি সেই জ্ঞানের ও পরজ্ঞান-দাতা এবং ভগবৎসমীপে শুদ্ধসত্ত্বের বাহক তা স্বীকার করা যায়।

◆ ◆

— ১৪৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ত্রিমূর্ধানং সপ্তরশ্মিং গৃণীষেঽনূনমগ্নিং পিত্রোরুপস্থে।
নিষত্তমস্য চরতো ধ্রুবস্য বিশ্বা দিবো রোচনাপপ্রিবাংসম্ ॥ ১ ॥
উক্ষা মহাঁ অভি ববক্ষ এনে অজরস্তস্থাবিতঊতির্ঋষ্বঃ।
উর্ব্যাঃ পদো নি দধাতি সানৌ রিহন্ত্যূধো অরুষাসো অস্য ॥ ২ ॥
সমানং বৎসমভি সঞ্চরন্তী বিষ্বগ্ধেনূ বি চরতঃ সুমেকে।
অনপবৃজ্যাঁ অধ্বনো মিমানে বিশ্বান্‌কেতাঁ অধি মহো দধানে ॥ ৩ ॥
ধীরাসঃ পদং কবয়ো নয়ন্তি নানা হৃদা রক্ষমাণা অজুর্যম্।
সিষাসন্তঃ পর্যপশ্যন্ত সিন্ধুমাবিরেভ্যো অভবৎ সূর্যো নৄন্ ॥ ৪ ॥
দিদৃক্ষেণ্যঃ পরি কাষ্ঠাসু জেন্য ঈলেন্যো মহো অর্ভায় জীবসে।
পুরুত্রা যদভবৎ সূরহৈভ্যো গর্ভেভ্যো মঘবা বিশ্বদর্শতঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — পিতামাতার (দ্যাবাপৃথিবীর) ক্রোড়স্থিত, তিন মস্তকযুক্ত, সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট, বিকলতারহিত অগ্নিকে স্তব করো। সর্বত্রগামী, অবিচলিত, দ্যোতমান্ এবং অভীষ্টবর্ষী অগ্নির তেজ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হচ্ছে ॥ ১ ॥

ফলপ্রদাতা অগ্নি আপন মহিমায় দ্যাবাপৃথিবীকে ব্যাপ্ত ক'রে রয়েছেন; জরারহিত, পূজনীয় অগ্নি আমাদের রক্ষাপূর্বক অবস্থিতি করছেন; তিনি বিস্তৃত পৃথিবীর সানুপ্রদেশে বেদিতে পদক্ষেপ করছেন। তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতি উধঃ (স্তন) অন্তরীক্ষ লেহন করছে ॥ ২ ॥

যজমান ও তাঁর পত্নী সেবাকার্যে কুশল দু'টি ধেনুর মতো একটি বৎসরূপ অগ্নির অভিমুখে সঞ্চরণ করছেন। তাঁরা গর্হিত-বিষয়শূন্য পথ নির্মাণ করছেন এবং সকল রকম প্রজ্ঞা প্রভূত পরিমাণে ধারণ করছেন ॥ ৩ ॥

অভিজ্ঞ মেধাবীবৃন্দ অজেয় অগ্নিকে আপনস্থানে স্থাপন করছেন; বুদ্ধিবলে নানা উপায়ে তাঁর রক্ষা করছেন; যজ্ঞফল ভোগের ইচ্ছায় ফলদায়ী অগ্নির শুশ্রূষা করছেন। অগ্নি সূর্যরূপে তাঁদের নিকট আবির্ভূত হচ্ছেন ॥ ৪ ॥

অগ্নি ইচ্ছা করেন যে, দশদিকে তাঁকে দর্শন করতে পারে। তিনি সর্বদা তরুণ এবং স্তুতিযোগ্য, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকলেরই জীবনস্বরূপ। ধনবান্ এবং সকলের দর্শনীয় অগ্নি, অনেক স্থানে শিশুতুল্য যজমানবৃন্দের পিতাস্বরূপ ॥ ৫ ॥

টীকা — ১ ঋকে অগ্নিকে 'তিন মস্তকযুক্ত' এবং 'সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট' বলা হয়েছে। তিনটি সবন তাঁর মূর্ধা (মস্তক) সাতটি ছন্দ তাঁর রশ্মি।

এই সূক্তে ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-বিকাশরূপে অগ্নিকে বিশ্লেষণ করা যায়। 'সর্বত্রগামী', 'অভীষ্টবর্ষী', 'অগ্নি সূর্যরূপে আবির্ভূত' ইত্যাদি বর্ণনাগুলি লক্ষণীয়।

◆ ◆

— ১৪৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কথা তে অগ্নে শুচয়ন্ত আয়োর্দদাশুর্বাজেভিরাশুষাণাঃ।
উভে যত্তোকে তনয়ে দধানা ঋতস্য সামন্‌রণয়ন্ত দেবাঃ ॥ ১ ॥
বোধা মে অস্য বচসো যবিষ্ঠ মংহিষ্ঠস্য প্রভৃতস্য স্বধাবঃ।
পীয়তি ত্বো অনু ত্বো গৃণাতি বন্দারুস্তে তন্বং বন্দে অগ্নে ॥ ২ ॥
যে পায়বো মামতেয়ং তে অগ্নে পশ্যন্তো অন্ধং দুরিতাদরক্ষন্।
ররক্ষ তান্‌ৎসুকৃতো বিশ্ববেদা দিপ্সন্ত ইদ্রিপবো নাহ দেভুঃ ॥ ৩ ॥
যো নো অগ্নে অররিবাঁ অঘায়ুররাতীবা মর্চয়তি দ্বয়েন।
মন্ত্রো গুরুঃ পুনরস্তু সো অস্মা অনু মৃক্ষীষ্ট তন্বং দুরুক্তৈঃ ॥ ৪ ॥

উত বা যঃ সহস্য প্রবিদ্বান্মর্তো মর্তং মর্চয়তি দ্বয়েন।
অতঃ পাহি স্তবমান স্তুবন্তমগ্নে মাকির্নো দুরিতায় ধায়ীঃ ॥ ৫ ॥

মর্মার্থ — হে অগ্নি! আপনার উজ্জ্বল ও পোষক রশ্মিগুলি কি ভাবে অন্নের সাথে আয়ু প্রদান করে, যাতে পুত্র ও পৌত্র ইত্যাদির জন্য অন্ন ও আয়ু প্রাপ্ত হয়ে যজমান যজ্ঞ সম্বন্ধীয় সামগান করতে পারে? ॥ ১ ॥

হে অন্নবান্ অগ্নি! আমার অতিশয় পূজনীয় ও উত্তমরূপে সম্পাদিত স্তুতি গ্রহণ করুন। একজন আপনাকে হিংসা করে, আর একজন আপনার পূজা করে। আমি আপনার উপাসক, আমি আপনার দীপ্তিকে পূজা করি ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনার যে প্রসিদ্ধ পালনশীল রশ্মিগুলি মমতার পুত্র দীর্ঘতমাকে অন্ধ দর্শনপূর্বক দুরিত হ'তে রক্ষা করেছিলেন; আপনি সর্বপ্রজ্ঞাযুক্ত; আপনি সেই সুখকর রশ্মিগুলিকে রক্ষা করুন। হিংসালিপ্সু শত্রুগণ যেন হিংসা না করে ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! যে আমাদের পাপ ইচ্ছা করে, নিজে দান করে না, মানসিক ও বাচনিক দু'রকম মন্ত্র দ্বারা আমাদের নিন্দা করে, তাদের একমন্ত্র (মানস) তাদেরই পক্ষে গুরুভার হোক, এবং তার দুর্বাক্যের দ্বারা নিজেদেরই শরীর নষ্ট করুক ॥ ৪ ॥

হে বলের পুত্র অগ্নি! যে মানুষ জ্ঞাত হয়ে বা শ্রবণ ক'রেও দু'রকম মন্ত্রের দ্বারা মানুষের নিন্দা করে, হে স্তূয়মান অগ্নি! আমি স্তব করছি, তার কবল হ'তে আমাকে রক্ষা করুন এবং আমাদের দুঃখে নিক্ষেপ করবেন না ॥ ৫ ॥

টীকা — ২ ঋকে অগ্নিপূজক আমি (একজন) আপনার পূজা করি, এবং অপরাজিত শত্রু (একজন) অগ্নিকে হিংসা করে। ৩ ঋকে দীর্ঘতমাকে মমতার পুত্র বলা হয়েছে। মমতা উতথ্যের পত্নী অর্থাৎ দীর্ঘতমার জননী। দুর্ভাগ্যত বৃহস্পতির শাপে দীর্ঘতমা জন্মান্ধ হন। তা হলেও ইনি তপশ্চরণের দ্বারা ধর্মার্থে বিশেষ উন্নতি সাধন করেন এবং অগ্নির কৃপায় দৃষ্টিশক্তি (দিব্যদৃষ্টি) লাভ করেন। 'অগ্নিকে বলের পুত্র' বলা হয়। আমাদের প্রথম খণ্ডে এই সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা আছে।

◆ ◆

— ১৪৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : উতথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মথীদ্যদীং বিষ্টো মাতরিশ্বা হোতারং বিশ্বাপ্সুং বিশ্বদেব্যম্।
নি যং দধুর্মনুষ্যাসু বিক্ষু স্বর্ণ চিত্রং বপুষে বিভাবম্ ॥ ১ ॥
দদানমিন্ন দদভন্ত মন্মাগ্নির্বরূথং মম তস্য চাকন্।
জুষন্ত বিশ্বান্যস্য কর্মোপস্তুতিং ভরমাণস্য কারোঃ ॥ ২ ॥
নিত্যে চিন্নু যং সদনে জগৃভ্রে প্রশস্তিভির্দধিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
প্র সূ নয়ন্ত গৃভয়ন্ত ইষ্টাবশ্বাসো ন রথ্যো রারহাণাঃ ॥ ৩ ॥

অয়ং স হোতা যো দ্বিজন্মা বিশ্বা দধে বার্যাণি শ্রবস্যা ।
মর্তো যো অস্মৈ সুতুকো দদাশ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — মহাধনের স্বামী অগ্নি অভীষ্ট প্রদানপূর্বক আমাদের অভিমুখে আগমন করছেন। প্রভুর প্রভু অগ্নি ধনের আধার বেদি আশ্রয় করছেন। প্রস্তর-হস্ত যজমানবৃন্দ আগত অগ্নির সেবা করেন ॥ ১ ॥

যে অগ্নি মানুষদের মতো দ্যাবাপৃথিবীরও উৎপাদক, তিনি যশযুক্ত হয়ে বর্তমান আছেন, এবং যাঁর হতেই জীববৃন্দ সৃষ্টির আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। তিনি গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয়ে (সমস্ত জীবের) সৃষ্টি করেন ॥ ২ ॥

অগ্নি মেধাবী; তিনি অন্তরীক্ষচারী বায়ুর মতো নানাস্থানে গমন করেন। তিনি এই সুন্দর স্থান দীপ্ত করেছেন; নানারূপ অগ্নি সূর্যের মতো শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ৩ ॥

দ্বিজন্মা অগ্নি দীপ্যমান তিন লোককে (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালকে) প্রকাশ করেন এবং সমস্ত বর্ণাঙ্কিত লোকও প্রকাশ করেন। তিনি দেবগণের আহ্বানকর্তা এবং যে স্থলে জল সংগৃহীত হয়, সেই স্থানে বর্তমান আছেন ॥ ৪ ॥

যে অগ্নি দ্বিজন্মা, তিনিই হোতা, তিনি হব্য-লাভের অভিলাষে সমস্ত বরণীয় ধন ধারণ করেন। যে মর্ত্য (মানুষ) অগ্নিকে হব্য প্রদান করে, তার উত্তম পুত্র হয় ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্তে আহিতাগ্নি সম্পর্কে নূতন কিছু বলা হয়নি। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে সেই ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ জ্ঞানদেব অগ্নিরই স্তুতি ব'লে এই সূক্তটি পরিচিহ্নিত হবার যোগ্য। যেমন, ৩ ঋকে বলা হয়েছে—যে দেবতা পরমসুখদায়ক (সুন্দর) স্থানকে অর্থাৎ স্বর্গকে দীপ্ত করেন, প্রাজ্ঞ যে দেবতা সৎবৃত্তিদায়ক এবং অনন্তস্বরূপ যে দেবতা জ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হন, সেই পরমদেবতা আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। মন্ত্রটি নিত্য-সত্যমূলক। ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান থাকলেও আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি না। তাঁকে লাভ করবার মূলে ঐ শক্তিলাভের প্রার্থনাই নিহিত আছে। ৪ ঋকে বলা হয়েছে—প্রজ্ঞান দীপ্ত ত্রিলোককে এবং সর্বজ্যোতিকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করেন, দেবভাবপ্রাপক পরম আরাধনীয় দেবতা অমৃতসমুদ্রে বর্তমান থাকেন। ভাষ্যকার 'দ্বিজন্মা' পদের অর্থ করেছেন—দু'টি অরণিকাষ্ঠের ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি। আবার ভাষ্যকার নিজেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন—অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নির যে জন্ম, তা তার প্রথম জন্ম। আবার আধান ইত্যাদি সংস্কারকর্মকে অগ্নির দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়। এই সংস্কারপূত অগ্নিই, ভাষ্যমতে, 'দ্বিজন্মা'। বিবরণকার কিন্তু ঐ পদে দ্বিজকে লক্ষ্য করেছেন, দ্বিজ—মানুষ, অগ্নি নয়। আমরা কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের লক্ষ্য বস্তু 'প্রজ্বলন্ত অগ্নি' কিংবা বিবরণকারের 'মানব দ্বিজ' এদের কোনটিরই প্রাসঙ্গিকতা আছে ব'লে মনে করি না। আমরা দ্বিজন্মা বলতে যে অগ্নিকে বুঝি, তা জ্ঞানাগ্নি। তা মানুষের জন্মের সঙ্গেই জন্মে, আবার গুরুর উপদেশে, শিক্ষায় সেই সুপ্ত অগ্নি নববল ধারণ ক'রে আত্মপ্রকাশ করে, এই-ই জ্ঞানাগ্নির দ্বিতীয় জন্ম। অথবা এ-ও বলা যেতে পারে যে, ভগবানের মধ্যে যে জ্ঞান আছে, তা মানুষের অন্তরে যখন প্রোথিত হয়, তখন সেই জ্ঞানাগ্নি দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে। ৫ ঋকটি বিশ্লেষণ করলেও বোঝা যায়, তিনি জ্ঞানদেব, প্রসিদ্ধ সেই সৎকর্মসাধক দেবতা সকল বরণীয় শক্তি ইত্যাদি সাধকদের প্রদান করেন; যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ এই পরমদেবতাকে পূজোপচার সমর্পণ করেন, সেই ব্যক্তি শোভনশক্তি হন, অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি দেবশক্তি লাভ করেন; ভগবান্ সাধকদের পরমধন (পুত্র ইত্যাদি) প্রদান করেন।—ইত্যাদি।

আ বাং ভূষণ্‌ক্ষিতয়ো জন্ম রোদস্যোঃ প্রবাচ্যং বৃষণা দক্ষসে মহে।
যদীমৃতায় ভরথো যদর্বতে প্র হোত্রয়া শিম্যা বীথো অধ্বরম্‌॥ ৩॥
প্র সা ক্ষিতিরসুর যা মহি প্রিয় ঋতাবানাবৃতমা ঘোষথো বৃহৎ।
যুবং দিবো বৃহতো দক্ষমাভুবং গাং ন ধুর্যুপ যুঞ্জাথে অপঃ॥ ৪॥
মহী অত্র মহিনা বারমৃণ্বথোঽরেণবস্তুজ আ সদ্মন্ধেনবঃ।
স্বরন্তি তা উপরতাতি সূর্যমা নিম্রুচ উষসস্তক্ববীরিব॥ ৫॥
আ বামৃতায় কেশিনীরনূষত মিত্র যত্র বরুণ গাতুমর্চথঃ।
অব ত্মনা সৃজতং পিন্বতং ধিয়ো যুবং বিপ্রস্য মন্মনামিরজ্যথঃ॥ ৬॥
যো বাং যজ্ঞৈঃ শশমানো হ দাশতি কবির্হোতা যজতি মন্মসাধনঃ।
উপাহ তং গচ্ছথো বীথো অধ্বরমচ্ছা গিরঃ সুমতিং গন্তমস্ময়ূ॥ ৭॥
যুবাং যজ্ঞৈঃ প্রথমা গোভিরঞ্জত ঋতাবানা মনসো ন প্রযুক্তিষু।
ভরন্তি বাং মন্মনা সংযতা গিরোঽদৃপ্যতা মনসা রেবদাশাথে॥ ৮॥
রেবদ্বয়ো দধাথে রেবদাশাথে নরা মায়াভিরিতঊতি মাহিনম্‌।
ন বাং দ্যাবোঽহভির্নোত সিন্ধবো ন দেবত্বং পণয়ো নানশুর্মঘম্‌॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — গোধনের অভিলাষী, স্বাধ্যায়সম্পন্ন যজমানগণ, গোধনলাভের ও মানুষদের রক্ষার জন্য, মিত্রের মতো প্রিয় ও যজনীয় যে অগ্নিকে অন্তরীক্ষভব জলের মধ্যে ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন করেন, তাঁর বল ও শব্দে দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত হচ্ছে ॥ ১ ॥

যেহেতু মিত্রভূত ঋত্বিকগণ আপনাদের জন্য অভীষ্টপ্রদায়ী স্বকর্মক্ষম সোমরস ধারণপূর্বক স্তবন করেন, অতএব অর্চকের গৃহে আগমন করুন। আপনারা অভীষ্টবর্ষী, আপনারা গৃহস্বামীর স্তুতি শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

হে অভীষ্টবর্ষী মিত্রাবরুণ! মহাবল লাভের জন্য মানুষেরা দ্যাবাপৃথিবী হ'তে আপনাদের প্রশংসনীয় জন্মের কীর্তন করছে, যেহেতু আপনারা যজমানের যজ্ঞের ফলস্বরূপ অভীষ্ট প্রদান করেন, এবং হব্যযুক্ত যজ্ঞ গ্রহণ করুন ॥ ৩ ॥

হে প্রকৃষ্ট বলবান্‌ মিত্রাবরুণ! যে যজ্ঞভূমি আপনাদের প্রিয়তর, তা উত্তমরূপে সম্পাদিত হয়েছে। হে সত্যবাদী মিত্রাবরুণ! আপনারা আমাদের বৃহৎ যজ্ঞের প্রশংসা করুন। দুগ্ধ ইত্যাদির দ্বারা শরীরের বল প্রদানে সমর্থ ধেনুর মতো, আপনারা উভয়ে বৃহৎ দ্যুলোকের অগ্রভাগে সকলের আনন্দ উৎপাদনে সমর্থ, এবং নানাস্থানে আবদ্ধ কর্ম উপভোগ করো ॥ ৪ ॥

হে মিত্রাবরুণ! আপনারা আপন মহিমায় যে ধেনুগুলিকে বরণীয় প্রদেশে নীত করেন, তাদের কেউ নষ্ট করতে পারে না। তারা ক্ষীর প্রদান করে এবং গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তন করে। চৌরধারী (ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন) ব্যক্তিগণের মতো উক্ত গাভীগুলি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে উপরিস্থিত সূর্যের অভিমুখে চিৎকার করে ॥ ৫ ॥

হে মিত্র! হে বরুণ! আপনারা যে যজ্ঞে যজ্ঞভূমিকে সম্পাদিত করেন, সেই স্থানে কেশের মতো দীর্ঘ শিখা যজ্ঞের নিমিত্ত আপনাদের পূজা করে। আপনারা নিজমুখে বৃষ্টি প্রদান করুন, এবং

আ ধেনবো মামতেয়মবন্তীর্ব্রহ্মপ্রিয়ং পীপয়ন্ৎসস্মিন্নূধন্।
পিত্বো ভিক্ষেত বয়ুনানি বিদ্বানাসাবিবাসন্নদিতিমুরুষ্যেৎ ॥ ৬॥
আ বাং মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিং নমসা দেবাববসা ববৃত্যাম্।
অস্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাসু সহ্যা অস্মাকং বৃষ্টির্দিব্যা সুপারা ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে স্থূল মিত্র ও বরুণ। আপনারা (তেজ-রূপ) বস্ত্র ধারণ করুন; আপনাদের সৃষ্টি সুন্দর ও দোষরহিত। আপনারা সমস্ত অনৃত বিনাশ করুন এবং ঋতের সাথে যুক্ত হোন ॥ ১ ॥
এই উভয়ের (মিত্র ও বরুণের) প্রত্যেকেই কর্ম অনুষ্ঠান করেন। তাঁরা সত্যবাদী, মন্ত্রণাকুশল, কবিদের (পণ্ডিতগণের) স্তুত্য ও শত্রুহিংসক। তাঁরা উগ্ররূপে চতুর্গুণ অস্ত্রবিশিষ্ট হয়ে ত্রিগুণ অস্ত্রবিশিষ্টগণকে নাশ করেন। দেবনিন্দুকগণ তাঁদের প্রভাবে প্রথমেই জীর্ণ হয়ে যায় ॥ ২ ॥
পদবিশিষ্ট মানুষগণের পূর্বে পদরহিতা ঊষা আগমন করেন; হে মিত্রাবরুণ। এইটি যে আপনাদেরই কর্ম, তা কে জ্ঞাত আছে? আপনাদের সন্তান আদিত্য ঋতের পূরণ ও অনৃতের ছিন্নপূর্বক সমস্ত জগতের ভার বহন করেন ॥ ৩ ॥
আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, কন্যা ঊষার প্রণয়ী আদিত্য ক্রমাগতই চলমান রয়েছেন, কখনই উপবিষ্ট হচ্ছেন না (অর্থাৎ ক্ষান্ত হচ্ছেন না)। বিস্তৃত তেজে আচ্ছাদিত আদিত্য মিত্রাবরুণের প্রিয়পাত্র ॥ ৪ ॥
আদিত্যের অশ্ব নেই, প্রগ্রহ (লাগাম) নেই, তথাপি তিনি শীঘ্র গমনশীল ও অত্যন্ত শব্দকারী; তিনি ক্রমেই ঊর্ধ্বে আরোহণ করছেন। লোকে এই সমস্ত অচিন্তনীয় বৃহৎ কর্ম মিত্র ও বরুণের প্রতি আরোপপূর্বক তাঁদের স্তব করছে ও সেবা করছে ॥ ৫ ॥
প্রীতিজনক ধেনুগুলি বৃহৎ কর্মপ্রিয় মমতার পুত্রকে (অর্থাৎ আমাকে) আপন স্তনজাত দুগ্ধের দ্বারা প্রীত করুক। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান অবগত হয়ে যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন মুখের দ্বারা আহারের নিমিত্ত ভিক্ষা করুন, এবং মিত্রাবরুণের পরিচর্যাপূর্বক যজ্ঞ অখণ্ডিতভাবে সম্পূর্ণ করুন ॥ ৬ ॥
হে দেব মিত্রাবরুণ। আমি রক্ষার নিমিত্ত নমস্কার ও স্তোত্রপূর্বক আপনাদের হব্য সেবার উদ্যোগ করব। আমাদের বৃহৎ কর্ম যেন যুদ্ধের সময় শত্রুবর্গকে অভিভব করতে পারে। স্বর্গীয় বৃষ্টি যেন আমাদের উদ্ধার করে ॥ ৭ ॥

টীকা — ৫ ঋকে 'গর্ভো ভারং...' বলা হয়েছে। মিত্র ও বরুণ দিবা ও রাত্রি। সূর্য ঐ দুই কালের মধ্যকালে উদয় হন। এ জন্য মিত্রাবরুণের 'গর্ভ' অর্থাৎ শিশু ব'লে বর্ণিত হয়েছে। সায়ণ। 'স্থূল' মিত্র ও বরুণ অর্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ অবয়বসম্পন্ন দেবদ্বয়। অন্যান্য বর্ণনাগুলি পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।
আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রথম অষ্টকে প্রদান করা হয়েছে।

◆ ◆

— ১৫৩ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্রাবরুণ। ঋষি : উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

যজামহে বাং মহঃ সজোষা হব্যেভির্মিত্রাবরুণা নমোভিঃ।
ঘৃতৈর্ঘৃতস্নূ অধ যদ্বামস্মে অধ্বর্যবো ন ধীতিভির্ভরন্তি ॥ ১॥

যস্য ত্রী পূর্ণা মধুনা পদান্যক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদন্তি।
য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুত দ্যামেকো দাধার ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৪ ॥
তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি ।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥ ৫ ॥
তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমব ভাতি ভূরি ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — আমি বিষ্ণুর বীর কর্ম শীঘ্রই কীর্তন ক'রি। তিনি পার্থিব লোক পরিমাপ করেছেন। তিনি ঊর্ধ্বস্থিত জগৎ স্তম্ভিত করেছেন। তিনি তিনবার পদক্ষেপ করেছেন। লোকে তাঁর প্রভূত স্তুতি করে ॥ ১ ॥

যেহেতু বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ঙ্কর, হিংস্র, গিরিশায়ী বন্য জন্তুর মতো বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে ॥ ২ ॥

উন্নত প্রদেশনিবাসী, অভীষ্টবর্ষী, ও সর্বলোক-প্রশংসিত মহাবল ও স্তোত্রসমূহ আশ্রয় করুক। যিনি একাকই এই একত্রে অবস্থিত অতি বিস্তীর্ণ নিয়ত ভুবন তিনবার পদক্ষেপের দ্বারা পরিমাপ করেছেন ॥ ৩ ॥

যাঁর অক্ষীণ, অমৃতপূর্ণ, ত্রিসংখ্যক পদক্ষেপ অন্নের দ্বারা হর্ষ উৎপাদন করে; যিনি একাকই ধাতুত্রয় ও পৃথিবী, দ্যুলোক ও সমস্ত ভুবন ধারণ ক'রে আছেন ॥ ৪ ॥

দেবাকাঙ্ক্ষী মানুষবর্গ যে প্রিয় পথপ্রাপ্ত হয়ে হৃষ্ট হন, আমি সেই পথ যেন প্রাপ্ত হই। উরুবিক্রমী বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস আছে; তিনি প্রকৃতই বন্ধু ॥ ৫ ॥

যেসকল সুখের স্থানে ভূরিশৃঙ্গবিশিষ্ট ও ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ করে, সেইসকল স্থানে গমনের নিমিত্ত আপনাদের উভয়ের প্রার্থনা ক'রি। এই সকল স্থানে বহু লোকের স্তুতিযোগ্য, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর পরম পদ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হচ্ছে।

টীকা — ১ ও ২ ঋকে 'বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপ' প্রসঙ্গে যাস্ক, নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য ইত্যাদির মতে—সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্তগমন, এই তিনটি বিষ্ণুর পদক্ষেপ। এই উপমা হ'তে পরে পরে নানা উপাখ্যান সৃষ্টি হয়েছে। ৪ ঋকে যে 'ধাতুত্রয়' বলা হয়েছে সায়ণ তার তিনরকম অর্থ অনুমান করেছেন (১) পৃথিবীর, জল ও তেজ; (২) অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ; (৩) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অর্থাৎ গুণত্রয়।

মন্ত্রের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রথম অষ্টকের ২২ ইত্যাদি সূক্তে ব্যক্ত হয়েছে। বিষ্ণু ভগবানের সর্বব্যাপক বিভূতিস্বরূপ। ভগবান্ স্বয়ং বিষ্ণুরূপে সমগ্র জগৎকে বিশেষভাবে ব্যেপে আছেন। অতীত অনাগত ও বর্তমান—তিন কালেই তাঁর ঐশ্বর্য-মহিমা নিরন্তর ধৃত (অক্ষুণ্ণ) রয়েছে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় বিষ্ণুর স্থিতিশীলতা। সূর্যরূপে বিষ্ণুই পৃথিবী জল ও তেজের সন্ধারক। ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ বিষ্ণুর যে পরম পদ (শ্রেষ্ঠ বিভূতি), ভগবানে একচিত্ত প্রমাদশূন্য সাধু জ্ঞানী পুরুষগণ তা সর্বতোভাবে প্রকাশ করেন। ইত্যাদি। সুতরাং আমাদের মতে যে, 'বিষ্ণু' অর্থে 'পরমেশ্বর, সর্বব্যাপ্ত দেবতা,—তা পদে পদে প্রতিপন্ন হচ্ছে।

চালিত করেছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট ও স্তুতির দ্বারা পরিমেয়; তিনি নিত্য তরুণ ও অকুমার; তিনি আহবে (আহ্বানে বা যুদ্ধে বা যজ্ঞে) গমন করেন ॥ ৬ ॥

টীকা — ৩ ঋকের টীকায় স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বলেন—এই ঋকের শেষার্ধটির অর্থগুলি যথাযথ অনুবাদে দিয়েছি, তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। সায়ণ এইরকম তাৎপর্য লিখেছেন—অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতিগুলি সূর্যলোকে গমনপূর্বক দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর পুষ্টি বর্ধন করে। ইন্দ্র ও বিষ্ণু পৃথিবীতে জল প্রেরণ করেন, তাতে পৃথিবী শস্যান্বিতা হয় এবং মানুষদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। এইভাবে পিতা, পুত্র ও পৌত্রের উৎপত্তি হয়। ৬ ঋকের মূলে কেবল 'চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং' আছে। তার অর্থে সায়ণ ৯৪ কালাবয়ব নির্দেশ করেছেন, যথা সম্বৎসর (১), অয়নদ্বয় (২), পঞ্চ ঋতু (৫), দ্বাদশ মাস (১২), চতুর্বিংশতি পক্ষ (২৪), ত্রিংশৎ অহোরাত্র (৩০), অষ্ট প্রহর (৮), দ্বাদশ রাশি (১২)। পণ্ডিতবর মিউয়র 'চতুর্ভিঃ নবতিং' অর্থে চারগুণ নব্বই অর্থাৎ বৎসরের ৩৬০ দিন করেছেন। আমরা এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছি।

প্রথম ঋকটিকে ইন্দ্র ও বিষ্ণু সম্পর্কে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ আছে। ভগবানের বিশেষ বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্র সৎকর্মের পোষণকর্তা, শরণাগতের পালক, শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল (সোমরস পানকারী), শ্রেষ্ঠ ধনের আকর, সর্বজ্ঞ, অভীষ্টফলপ্রদ, পরমৈশ্বর্যশালী, অপ্রতিহতশক্তিশালী ইত্যাদি। বিষ্ণু সম্পর্কে পূর্ববর্তী সূক্তেও বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বিষ্ণুও সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই অন্যতম বিভূতি-বিকাশ মাত্র।

◆ ◆

— ১৫৬ সূক্ত —

[দেবতা : বিষ্ণু। ঋষি : উতথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : জগতী]

ভবা মিত্রো ন শেব্যো ঘৃতাসুতির্বিভূতদ্যুম্ন এবয়া উ সপ্রথাঃ।
অধা তে বিষ্ণো বিদুষা চিদর্ধ্যঃ স্তোমো যজ্ঞশ্চ রাধ্যো হবিষ্মতা॥ ১॥
যঃ পূর্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি।
যো জাতমস্য মহতো মহি ব্রবৎ সেদু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ॥ ২॥
তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ ৩॥
তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ।
দাধার দক্ষমুত্তমমহর্বিদং ব্রজং চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুতে॥ ৪॥
আ যো বিবায় সচথায় দৈব্য ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ।
বেধা অজিন্বৎ ত্রিষধস্থ আর্যমৃতস্য ভাগে যজমানমাভজৎ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে বিষ্ণু! আপনি মিত্রের মতো আমাদের সুখপ্রদ, ঘৃতাহুতির যোগ্য পাত্র, প্রভূত অন্নদান, রক্ষণশীল ও বিস্তৃত হোন। আপনার স্তোত্র বিদ্বান্ যজমান কর্তৃক বারবার উচ্চারণের

যোগ্য, এবং আপনার যজ্ঞ হবিষ্মান্ যজমানের আরাধনীয় ॥ ১ ॥

যে মানব প্রাচীন, মেধাবী, নিত্য নূতন ও সুমজ্জানি বিষ্ণুকে হব্য প্রদান করেন; যিনি মহানুভব বিষ্ণুর পূজনীয় জন্ম (কথা) কীর্তন করেন; তিনিই যুজ্য (স্থান) প্রাপ্ত হন ॥ ২ ॥

হে স্তোতৃগণ! প্রাচীন যজ্ঞের গর্ভভূত বিষ্ণুকে যেমন জ্ঞাত আছো, তেমন ভাবেই স্তোত্র ইত্যাদির দ্বারা তাঁর প্রীতি সাধন করো। বিষ্ণুর নাম জ্ঞাত হয়ে কীর্তন করো। হে বিষ্ণু! আপনি মহানুভব, আপনার সুমতি আমরা ভজনা করি ॥ ৩ ॥

রাজা বরুণ ও অশ্বিদ্বয় মরুৎবান্ বিধাতার সেই যজ্ঞে মিলিত হোন। অশ্বিদ্বয় এবং বিষ্ণু সখাবিশিষ্ট হয়ে উত্তম অহর্বিদ বলধারণ করেন এবং মেঘের আবরণ উন্মোচন করেন। যে স্বর্গীয়, অতিশয় শোভনকর্মা ইন্দ্রের সাথে মিলিত হয়ে আগমন করেন, সেই মেধাবী ত্রিজগৎবিক্রমী আর্যকে প্রীত করেছেন এবং যজমানকে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করেছেন ॥ ৪ ॥

টীকা — বিষ্ণু, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা সম্পর্কে সাধারণ বর্ণনার সাথে সাথে ভগবানের বিশেষ বিশেষ বিভূতি-বিকাশরূপে তাঁদের অধিষ্ঠানের কথা প্রথম অষ্টকের বিভিন্ন সূক্তে আলোচিত হয়েছে।

◆ ◆

— ১৫৭ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : উতথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অবোধ্যগ্নির্জ্ম উদেতি সূর্যো ব্যুষাশ্চন্দ্রা মহ্যাবো অর্চিষা।
আযুক্ষাতামশ্বিনা যাতবে রথং প্রাসাবীদ্দেবঃ সবিতা জগৎপৃথক্ ॥ ১ ॥
যদ্যুঞ্জাথে বৃষণমশ্বিনা রথং ঘৃতেন নো মধুনা ক্ষত্রমুক্ষতম্।
অস্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাসু জিন্বতং বয়ং ধনা শূরসাতা ভজেমহি ॥ ২ ॥
আবাঙ্ ত্রিচক্রো মধুবাহনো রথো জীরাশ্বো অশ্বিনোর্যাতু সুষ্টুতঃ।
ত্রিবন্ধুরো মঘবা বিশ্বসৌভগঃ শং ন আ বক্ষদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে ॥ ৩ ॥
আ ন ঊর্জং বহতমশ্বিনা যুবং মধুমত্যা নঃ কশয়া মিমিক্ষতম্।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষো ভবতং সচাভুবা ॥ ৪ ॥
যুবং হ গর্ভং জগতীষু ধত্থো যুবং বিশ্বেষু ভুবনেষ্বন্তঃ।
যুবমগ্নিং চ বৃষণাবপশ্চ বনস্পতীঁরশ্বিনাবৈরয়েথাম্ ॥ ৫ ॥
যুবং হ স্থো ভিষজা ভেষজেভিরথো হ স্থো রথ্যা রাথ্যেভিঃ।
অথো হ ক্ষত্রমধি ধত্থ উগ্রা যো বাং হবিষ্মান্মনসা দদাশ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — ভূমির উপর অগ্নি জাগ্রত হলেন, সূর্য উদিত হলেন, মহতী উষা তেজের দ্বারা

সকলকে আচ্ছাদিত ক'রে (তমঃ) দূরীকৃত করছেন। হে অশ্বিদ্বয়! আগমনের নিমিত্ত আপনাদের রথ যোজিত করুন, সবিতা সমস্ত জগৎকে ('আপন আপন কর্মে) নিয়োজিত করুন ॥ ১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা যখন বৃষ্টিপ্রদ রথ যোজনা করছেন, তখন মধুর জলের দ্বারা আমাদের বল বর্ধিত করুন, এবং আমাদের লোকজনকে অন্নের দ্বারা প্রীত করুন। আমরা যেন বীর যুদ্ধে ধন প্রাপ্ত হই ॥ ২ ॥

অশ্বিদ্বয়ের চক্রত্রয় বিশিষ্ট, মধুপূর্ণ, শীঘ্রগামী অশ্ববিশিষ্ট, প্রশংসিত, ত্রিবন্ধুর, ধনপূর্ণ, সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন রথ আমাদের অভিমুখে আগমন করুক এবং আমাদের দ্বিপদ (পুত্র ইত্যাদির) ও চতুষ্পদ (গো ইত্যাদির) সুখ সম্পাদন করুক ॥ ৩ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা উভয়ে আমাদের বল প্রদান করুন; আপনাদের মধুমতী কশার দ্বারা আমাদের প্রীতি উৎপাদন করুন। আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করুন, পাপ শোধন করুন, দ্বেষকারীগণকে বিনাশ করুন, সকল কর্মে আমাদের সহচর হোন ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা উভয়ে গমনশীল গোসমূহের মধ্যে এবং সমস্ত জগতের (প্রাণী সমূহের) অন্তঃস্থিত গর্ভ রক্ষা করুন। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! আপনারা উভয়ে, অগ্নি, জল ও বনস্পতিবৃন্দকে প্রবর্তিত করুন ॥ ৫ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা উভয়ে ঔষধ (জ্ঞানের দ্বারা) ভিষক্ হয়েছেন; রথবাহক অশ্বের দ্বারা রথবান্ হয়েছেন। আপনাদের বল অত্যন্ত অধিক; অতএব হে উগ্র অশ্বিদ্বয়! যে আপনাদের (আসক্তচিত্তে) হব্য প্রদান করে, তাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — সাধারণভাবে অশ্বিনীকুমারযুগল স্বর্গের বৈদ্যরূপে পূজিত হয়ে থাকেন। সূর্যের ঔরসে বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে তাঁদের জন্ম। অবশ্য যাস্ক মতে—অর্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্বে যে আলোক ও অন্ধকার বিজড়িত থাকে তা-ই অশ্বিদ্বয়।—দস্র ও নাসত্য এই দুটি শব্দ সর্বদাই অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়।...ইত্যাদি।

এই সূক্তের ১ ঋকে, আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেখানে বলা হচ্ছে—জ্ঞানদেব পৃথিবীর সাধকদের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হন; মহতী আনন্দদায়িনী জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবী জ্যোতির দ্বারা তমো বিনাশ করেন; অবিদ্যাবিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্মসাধনের স্থান প্রাপ্তির নিমিত্ত সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন; সৎকর্মে প্রেরক দেবতা জগতের সকল লোকবর্গকে আপন আপন কর্মে নিয়োজিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন; ভগবানই সাধকদের হিতের জন্য তাঁদের সৎকর্মে নিয়োজিত করেন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটিকে আংশিকভাবে নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং আংশিকভাবে প্রার্থনামূলক ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন,—'ভূমির উপর অগ্নি জাগ্রত হলেন...সবিতা সমস্ত জগৎকে নিয়োজিত করুন।'—এই মন্ত্রের মধ্যে তিন স্থানে তিনজন বিভিন্ন দেবতার বা দেবশক্তির উল্লেখ আছে। প্রথমতঃ (আমাদের ব্যাখ্যানুসারে) দেবী উষা অর্থাৎ জীবের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষকারিণী দেবী বা ঈশ্বরের ঐ সম্পর্কিত বিভূতি। দ্বিতীয়তঃ অশ্বিনীকুমারদ্বয় অর্থাৎ অবিদ্যাবিনাশক দেবতা বা ঈশ্বরের ঐ সম্পর্কিত বিভূতি। তৃতীয়তঃ জগৎপ্রসবিতৃ অথবা সবিতাদেব তথা 'জ্ঞানং, পরাজ্ঞানং' সম্পর্কিত ঈশ্বরীয় বিভূতি। অগ্নি ও সূর্য দেবতা ভগবানের একই শক্তির প্রকাশক]।

২ ঋকের মন্ত্রটিও প্রার্থনামূলক। [প্রার্থনার প্রথম অংশের মর্মার্থ—সৎকর্ম সাধনের দ্বারা আমরা যেন অমৃতলাভ করতে পারি। দ্বিতীয় অংশের মর্মার্থ—আমরা চারিদিকে রিপুগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে আছি, সেই ভয়ের শত্রুগণের কবল হ'তে ভগবান্ আমাদের রক্ষা করুন। 'অজ্রং' পদে এখানে বীর ধরা হয়েছে। ভাষ্যকার এই পদে 'বল' এবং 'অগ্নিজাতি' এই দুই অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমরা এখানে

উত মন্যে পিতুরদ্রুহো মনো মাতুর্মহি স্বতবস্তদ্ধবীমভিঃ।
সুরেতসা পিতরা ভূম চক্রতুরুরু প্রজায়া অমৃতং বরীমভিঃ॥ ২॥
তে সূনবঃ স্বপসঃ সুদংসসো মহী জজ্ঞুর্মাতরা পূর্বচিত্তয়ে।
স্থাতুশ্চ সত্যং জগতশ্চ ধর্মণি পুত্রস্য পাথঃ পদমদ্বয়াবিনঃ॥ ৩॥
তে মায়িনো মমিরে সুপ্রচেতসো জামী সযোনী মিথুনা সমোকসা।
নব্যং নব্যং তন্তুমা তন্বতে দিবি সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ঃ সুদীতয়ঃ॥ ৪॥
তদ্রাধো অদ্য সবিতুর্বরেণ্যং বয়ং দেবস্য প্রসবে মনামহে।
অস্মভ্যং দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা রয়িং ধত্তং বসুমন্তং শতগ্বিনম্॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — যজ্ঞের বর্ধক, মহান, যজ্ঞকর্মের চৈতন্যকারী, দ্যাবাপৃথিবীকে (স্বর্গ ও পৃথ্বী উভয়কে) আমি বিশেষভাবে স্তব করি। যজমানগণ তাঁদের পুত্রস্বরূপ; তাঁদের বর সুন্দর, উ[illegible] অনুগ্রহপূর্বক যজমানগণকে ধন প্রদান করেন ॥ ১॥

আমি দ্রোহ রহিত পিতৃস্থানীয় দ্যুলোকের উদার এবং মহৎ মন, আহ্বান মন্ত্র দ্বারা জ[illegible] হয়েছি। মাতৃস্থানীয়া পৃথিবীর মনও জ্ঞাত হয়েছি। পিতামাতা দ্যাবাপৃথিবী আপন সন্তানের প্র[illegible] পুত্রগণকে বিশেষভাবে রক্ষাপূর্বক প্রভূত, বিস্তীর্ণ অমৃত প্রদান করেন ॥ ২॥

আপনাদের পুত্র, সুকর্মা, সুদর্শন প্রজাবৃন্দ, আপনাদের পূর্ব অনুগ্রহ স্মরণপূর্বক, আপনাদের [illegible] পিতা ও মাতা ব'লে জ্ঞাত আছে। পুত্রভূত স্থাবর ও জঙ্গমগণ দ্যাবাপৃথিবী ভিন্ন অন্য কাকেও জা[illegible] নয়; আপনারা তাদের রক্ষার নিমিত্ত অবাধ স্থান প্রদান করুন ॥ ৩॥

দ্যাবাপৃথিবী, সহোদরা ভগ্নী, এবং একস্থানে স্থিতা মিথুন। প্রজ্ঞাবিশিষ্ট চৈতন্যদাতা। দীপ্ত তাঁদের পরিচ্ছেদ (বিভাজন) করেছে। আপন ব্যাপারে নিরত, সুদীপ্ত রশ্মিগণ, দ্যোতমান অন্তরীক্ষের মধ্যে নূতন নূতন তন্তু বিস্তার করেছে ॥ ৪॥

আমরা অদ্য সবিতার অনুমতি অনুসারে সেই বরণীয় ধন প্রার্থনা করি। দ্যাবাপৃথিবী আমাদের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক গৃহ ইত্যাদি বিশিষ্ট এবং শত শত গো-বিশিষ্ট ধন প্রদান করুন ॥ ৫॥

টীকা — ৫ ঋকে 'সবিতা' অর্থে সূর্যও বোঝায়, কারণ সূর্যই গো অর্থাৎ জ্যোতির্বিকিরণ ও জ্ঞ[illegible] করেন। 'সবিতা' শব্দের আর একটি অর্থ প্রসবকারী বা জন্মদাতা। সেই অর্থে পিতামাতারূপী দ্যাবাপৃথিবীকে বোঝায়, অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবীর অনুমতি অনুসারে সেই বরণীয় ধন (জ্ঞানরশ্মি) প্রার্থনা করি।

প্রথম খণ্ডে সবিতা সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে।

◆ ◆

— ১৬০ সূক্ত —

[দেবতা : দ্যাবাপৃথিবী। ঋষি : উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : জগতী।]

তে হি দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বশম্ভুব ঋতাবরী রজসো ধারয়ৎকবী।
সুজন্মনী ধিষণে অন্তরীয়তে দেবো দেবী ধর্মণা সূর্য শুচিঃ॥ ১॥

◆ ◆

— ১৬১ সূক্ত —

(দেবতা : ঋভু। ঋষি : উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্)

কিমু শ্রেষ্ঠঃ কিং যবিষ্ঠো ন আজগন্ কিমীয়তে দূত্যং কদ্যদূচিম।
ন নিন্দিম চমসং যো মহাকুলোহগ্নে ভ্রাতর্দ্রুণ ইদ্ভূতিমূদিম ॥ ১॥
একং চমসং চতুরঃ কৃণোতন তদ্বো দেবা অব্রুবন্ তদ্ব আগমম্।
সৌধন্বনা যদ্যেবা করিষ্যথ সাকং দেবৈর্যজ্ঞিয়াসো ভবিষ্যথ ॥ ২॥
অগ্নিং দূতং প্রতি যদব্রবীতনাশ্বঃ কর্ত্বো রথ উতেহ কর্ত্বঃ।
ধেনুঃ কর্ত্বা যুবশা কর্ত্বা দ্বা তানি ভ্রাতরনু বঃ কৃত্ব্যেমসি ॥ ৩॥
চকৃবাংস ঋভবস্তদপৃচ্ছত ক্বেদভূদ্যঃ স্য দূতো ন আজগন্।
যদাবাখ্যচ্চমসাঞ্চতুরঃ কৃতানাদিত্ত্বষ্টা গ্নাস্বন্তর্ন্যানজে ॥ ৪॥
হনামৈনাঁ ইতি ত্বষ্টা যদব্রবীচ্চমসং যে দেবপানমনিন্দিষুঃ।
অন্যা নামানি কৃণ্বতে সুতে সচাঁ অন্যৈরেনান্কন্যা নামভিঃ স্পরৎ ॥ ৫॥
ইন্দ্রো হরী যুযুজে অশ্বিনা রথং বৃহস্পতির্বিশ্বরূপামুপাজত।
ঋভুর্বিভ্বা বাজো দেবাঁ অগচ্ছত স্বপসো যজ্ঞিয়ং ভাগমৈতন ॥ ৬॥
নিশ্চর্মণো গামরিণীত ধীতিভির্যা জরন্তা যুবশা তাকৃণোতন।
সৌধন্বনা অশ্বাদশ্বমতক্ষত যুক্ত্বা রথমুপ দেবাঁ অযাতন ॥ ৭॥
ইদমুদকং পিবতেত্যব্রবীতনেদং বা ঘা পিবতা মুঞ্জনেজনম্।
সৌধন্বনা যদি তন্নেব হর্যথ তৃতীয়ে ঘা সবনে মাদয়াধ্বৈ ॥ ৮॥
আপো ভূয়িষ্ঠা ইত্যেকো অব্রবীদগ্নির্ভূয়িষ্ঠ ইত্যন্যো অব্রবীৎ।
বধর্যন্তীং বহুভ্যঃ প্রৈকো অব্রবীদৃতা বদন্তশ্চমসাঁ অপিংশত ॥ ৯॥
শ্রোণামেক উদকং গামবাজতি মাংসমেকঃ পিংশতি সূনয়াভৃতম্।
আ নিম্রুচঃ শকৃদেকো অপাভরৎ কিংস্বিৎ পুত্রেভ্যঃ পিতরা উপাবতুঃ ॥ ১০॥
উদ্বৎস্বস্মা অকৃণোতনা তৃণং নিবৎস্বপঃ স্বপস্যয়া নরঃ।
অগোহ্যস্য যদসস্তনা গৃহে তদদ্যেদমৃভবো নানু গচ্ছথ ॥ ১১॥
সম্মীল্য যদ্ভুবনা পর্যসর্পত ক্বস্বিত্তাত্যা পিতরা ব আসতুঃ।
অশপত যঃ করস্নং ব আদদে যঃ প্রাব্রবীৎপ্রো তস্মা অব্রবীতন ॥ ১২॥
সুষুপ্বাংস ঋভবস্তদপৃচ্ছতাগোহ্য ক ইদং নো অবূবুধৎ।
শ্বানং বস্তো বোধয়িতারমব্রবীৎ সংবৎসর ইদমদ্যা ব্যখ্যত ॥ ১৩॥
দিবা যান্তি মরুতো ভূম্যাগ্নিরয়ং বাতো অন্তরিক্ষেণ যাতি।
অদ্ভির্যাতি বরুণঃ সমুদ্রৈর্যুষ্মাঁ ইচ্ছন্তঃ শবসো নপাতঃ ॥ ১৪॥

অর্থ — যিনি আমাদের নিকট আগমন করেছেন, ইনি কি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ না কনিষ্ঠ? তুমি কি দেবগণের দৌত্যকার্যে আগমন করেছেন? এঁকে কি বলতে হবে, কেমন ক'রে আহ্বান করতে হবে? হে ভ্রাতঃ অগ্নি! আমরা চমসের (যজ্ঞীয় চামচ বা হাতা বা পানপাত্র) নিন্দা করছি না। হে মহাকুলে উৎপন্ন, আমরা সকলের (অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত) চমসের কৃতি (নিষ্কৃতি) ব্যাখ্যা করছি ॥১॥

হে সুধন্বার পুত্রগণ! আপনারা একখানি চমসকে চারখানি করুন—এই কথা দেবগণ আপনাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। আমি আপনাদের জ্ঞাপন করতে আগত হয়েছি। আপনারা যদি এই কার্য সম্পাদন করতে পারেন, তা হ'লে দেবগণের সাথে যজ্ঞের অংশভাগী হবেন ॥২॥

হে দেব অগ্নি! দেবদূত দূত অগ্নির প্রতি যে যে কথা বলেছেন, তাতে কি অশ্ব নির্মাণ করতে হবে, কি রথ নির্মাণ করতে হবে, কি ধেনু নির্মাণ করতে হবে, কিম্বা পিতামাতাকে পুনরায় যুবা করতে হবে? হে ভ্রাতঃ! আপনাদের সেই সমস্ত কার্য সমাপন ক'রে, পরে অতঃপর আপনাদের নিকট গমন করবো ॥৩॥

হে ঋভুগণ! আপনারা এই কার্য সম্পন্ন ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে দূত আমাদের নিকট আগমন করেছিলেন, তিনি কোথায় গমন করলেন? যখন ত্বষ্টা দর্শন করলেন চমস চারখানি হলো, তখনই তিনি লজ্জায় স্ত্রীলোকগণের মধ্যে লুক্কায়িত হলেন ॥৪॥

ত্বষ্টা যখন বললেন, যাঁরা দেবগণের পানপাত্র চমসের অবমাননা করেছেন, তাঁদের বধ করতে হবে। তখন অবধি তাঁরা ঋভুগণ সোম প্রস্তুত হ'লে অন্য নাম গ্রহণ করেন, এবং কন্যা সেই নাম শ্রবণপূর্বক তাঁদের প্রীত করেন ॥৫॥

ইন্দ্র তাঁর অশ্বগুলিকে সজ্জিত করেছেন; অশ্বিদ্বয় রথ যোজনা করেছেন, বৃহস্পতি বিশ্বরূপা ধেনু স্বীকার করেছেন। অতএব, হে ঋভু, বিভু ও বাজ! আপনারা দেবগণের নিকট গমন করুন। হে সুকর্মকারিগণ! আপনারা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন ॥৬॥

হে সুধন্বনন্দনগণ! আপনারা আশ্চর্য কৌশলের দ্বারা মৃত ধেনুর শরীর হ'তে পুষ্টির চর্ম ধেনু উৎপন্ন করেছেন, যে পিতামাতা বৃদ্ধ ছিলেন তাঁদের পুনরায় যুবা করেছেন, এক অশ্ব হ'তে অন্য অশ্ব উৎপন্ন করেছেন, অতএব রথ যোজনা পূর্বক দেবগণের অভিমুখে গমন করুন ॥৭॥

হে দেবগণ! আপনারা বলেছিলেন, 'হে সুধন্বনন্দনগণ! তোমরা এই সোমরস পান করো, অথবা মুঞ্জতৃণ-শোধিত সোমরস পান করো। যদি এই উভয়েই তোমাদের অভিলাষ না থাকে, তবে তৃতীয় সবনে সোমরস পান ক'রে অত্যন্ত তৃপ্ত হও' ॥৮॥

ঋভুগণের মধ্যে একজন বললেন জলই সর্বশ্রেষ্ঠ, আর একজন বললেন অগ্নিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আর একজন পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সকলের নিকট প্রকাশ করলেন। সত্য কথা ব'লেই তাঁরা চমস চারটি নির্মাণ করলেন ॥৯॥

একজন লোহিতবর্ণ রক্ত বাহ্য ভূমিতে রক্ষিত করলেন, একজন ছুরিকার দ্বারা কর্তিত মাংস গ্রহণ করলেন। আর একজন ছিন্ন মাংস হ'তে মল ইত্যাদি পৃথক্ করলেন। কিভাবে পিতামাতা পুত্রের উপকার করতে পারে? ॥১০॥

হে শ্রেষ্ঠ দীপ্তিযুক্ত ঋভুগণ! আপনারা নেতা। আপনারা প্রাণিগণের উপকারের জন্য উচ্চ স্থানে তৃণ উৎপাদন করুন, এবং সংকর্ম করবার অভিলাষে নিম্ন প্রদেশে জল উৎপন্ন করুন। আপনারা অগোহ্যগৃহে এতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন, এই কাল সেই রকম করবেন না, আপন কার্য

সাধন করুন ॥ ১১ ॥

হে ঋভুগণ! আপনারা যখন জলধরে ভূতজাতকে সম্মিলিত ক'রে চতুর্দিকে গমন করেন, সেই কালে জগতের পিতামাতা কোথায় থাকেন? যে আপনাদের হস্ত ধারণপূর্বক রোধ করে, তাকে অভিসম্পাত করুন; যে বাক্যের দ্বারা আপনাদের রোধ করে, তাদের ভর্ৎসনা করুন ॥ ১২॥

হে ঋভুগণ! আপনারা আদিত্য মণ্ডলে শয়নপূর্বক তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, হে আদিত্য, কে আমাদের কর্মে জাগ্রত করেন। আদিত্য বলবেন, বায়ু তোমাদের জাগ্রত করেন।—সম্বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, এই ক্ষণে পুনরায় আপনারা জগৎকে প্রকাশ করুন ॥ ১৩ ॥

হে বলের নপ্তা ঋভুগণ! আপনাদের দর্শনের অভিলাষে মরুৎবর্গ দ্যুলোক হ'তে আগমন করছেন; অগ্নি পৃথিবী হ'তে আগমন করছেন; বায়ু আকাশ হ'তে আগমন করছেন; এবং বরুণ সমুদ্র জলের সাথে আগমন করছেন ॥ ১৪ ॥

টীকা — ১ ঋকে উল্লেখিত অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বার তিন পুত্র, তাঁরা মানুষ হয়েও আপন কর্মফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হন। একদা তাঁরা সোমপানে প্রবৃত্ত হ'লে, দেবগণ অগ্নিকে তাঁদের নিকট প্রেরণ করেন। অগ্নি দর্শন করলেন যে এঁদের তিনজনেরই সমান রূপ। তাই তিনিও তাঁদের রূপ ধারণপূর্বক সোমপানে প্রবৃত্ত হ'লেন। ঋভুগণ নিজেদের সমানরূপবিশিষ্ট অপর একজনকে দর্শন ক'রে, সন্দেহ করেন। সায়ণ॥ ২ ঋকে অগ্নি এইরকম উত্তর প্রদান করছেন॥ ৩ ঋকে ঋভুগণ পুনরায় উত্তর প্রদান করছেন। এই ঋকে যে কার্যগুলির উল্লেখ আছে, ঋভুগণ তা সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁরা আপন কর্মের দ্বারা দেবত্ব লাভ করেছিলেন এবং সূর্যলোকে বাস করেন এমন আখ্যান। সায়ণ একস্থানে ঋভুগণ অর্থে সূর্যরশ্মিকে চিহ্নিত করেছেন॥ ৪ ঋকে সূক্তের রচয়িতা ঋষি এই কথা বলছেন॥ ৫ ঋকে উল্লেখিত কন্যা কে, তা বোধগম্য হয় না। সায়ণ বলেন ঋভুগণের মাতা॥ ৬ ঋকে ঋভুগণের যে উপাখ্যান আছে, তা-ই এই স্থানে বর্ণিত হয়েছে॥ ১০ ঋকে পুত্র বলতে ঋত্বিকরূপ ঋভুগণ বোঝাচ্ছে এবং পিতামাতা বলতে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা যজমান ও যজমানপত্নী বোঝাচ্ছে। সায়ণ॥ ১১ ঋকের বক্তব্য হ'তে বোধগম্য হয় যে এই ঋক হ'তে পুনরায় ঋভুগণ সূর্যরশ্মি রূপে বর্ণিত হচ্ছে॥ ১২ ঋকে জগতের পিতামাতা অর্থে সূর্য ও চন্দ্র বোঝাচ্ছে। সায়ণ॥

প্রথম অষ্টকে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঋভু ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা আছে। ঋভু অর্থাৎ কালের দেবতা। এঁরা জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফলদাতা। বলা বাহুল্য এঁরাও ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ মাত্র।

◆ ◆

— ১৬২ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্ব। ঋষি : উতথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী]

মা নো মিত্রো বরুণো অর্যমায়ুরিন্দ্র ঋভুক্ষা মরুতঃ পরি খ্যন্।
যদ্বাজিনো দেবজাতস্য সপ্তেঃ প্রবক্ষ্যামো বিদথে বীর্যাণি ॥ ১॥
যন্নির্ণিজা রেক্ণসা প্রাবৃতস্য রাতিং গৃভীতাং মুখতো নয়ন্তি।
সুপ্রাঙজো মেম্যদ্বিশ্বরূপ ইন্দ্রাপূষ্ণোঃ প্রিয়মপ্যেতি পাথঃ ॥ ২॥

এষ ছাগঃ পুরো অশ্বেন বাজিনা পূষ্ণো ভাগো নীয়তে বিশ্বদেব্যঃ।
অভিপ্রিয়ং যৎপুরোলাশমর্বতা ত্বষ্টেদেনং সৌশ্রবসায় জিন্বতি ॥ ৩ ॥
যদ্ধবিষ্যমৃতুশো দেবযানং ত্রির্মানুষাঃ পর্যশ্বং নয়ন্তি।
অত্রা পূষ্ণঃ প্রথমো ভাগ এতি যজ্ঞং দেবেভ্যঃ প্রতিবেদয়ন্নজঃ ॥ ৪ ॥
হোতাধ্বর্যুরাবয়া অগ্নিমিন্ধো গ্রাবগ্রাভ উত শংস্তা সুবিপ্রঃ।
তেন যজ্ঞেন স্বরংকৃতেন স্বিষ্টেন বক্ষণা আ পৃণধ্বম্ ॥ ৫ ॥
যূপব্রস্কা উত যে যূপবাহাশ্চষালং যে অশ্বযূপায় তক্ষতি।
যে চার্বতে পচনং সংভরন্ত্যুতো তেষামভিগূর্তির্ন ইন্বতু ॥ ৬ ॥
উপপ্রাগাৎসুমন্মেঽধায়ি মন্ম দেবানামাশা উপ বীতপৃষ্ঠঃ।
অন্বেনং বিপ্রা ঋষয়ো মদন্তি দেবানাং পুষ্টে চকৃমা সুবন্ধুম্ ॥ ৭ ॥
যদ্বাজিনো দাম সন্দানমর্বতো যা শীর্ষণ্যা রশনা রজ্জুরস্য।
যদ্বা ঘাস্য প্রভৃতমাস্যে তৃণং সর্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু ॥ ৮ ॥
যদশ্বস্য ক্রবিষো মক্ষিকাশ যদ্বা স্বরৌ স্বধিতৌ রিপ্তমস্তি।
যদ্ধস্তয়োঃ শমিতুর্যন্নখেষু সর্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু ॥ ৯ ॥
যদূবধ্যমুদরস্যাপবাতি য আমস্য ক্রবিষো গন্ধো অস্তি।
সুকৃতা তচ্ছমিতারঃ কৃণ্বন্তূত মেধং শৃতপাকং পচন্তু ॥ ১০ ॥
যত্তে গাত্রাদগ্নিনা পচ্যমানাদভি শূলং নিহতস্যাবধাবতি।
মা তদ্ভূম্যামা শ্রিষন্মা তৃণেষু দেবেভ্যস্তদুশদ্ভ্যো রাতমস্তু ॥ ১১ ॥
যে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্বং য ঈমাহুঃ সুরভির্নির্হরেতি।
যে চার্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত উতো তেষামভিগূর্তির্ন ইন্বতু ॥ ১২ ॥
যন্নীক্ষণং মাংস্পচন্যা উখায়া যা পাত্রাণি যূষ্ণ আসেচনানি।
ঊষ্মণ্যাপিধানা চরূণামঙ্কাঃ সূনাঃ পরিভূষন্ত্যশ্বম্ ॥ ১৩ ॥
নিক্রমণং নিষদনং বিবর্তনং যচ্চ পড্বীশমর্বতঃ।
যচ্চ পপৌ যচ্চ ঘাসিং জঘাস সর্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু ॥ ১৪ ॥
মা ত্বাগ্নির্ধ্বনয়ীদ্ধূমগন্ধির্মোখা ভ্রাজন্ত্যভি বিক্ত জঘ্রিঃ।
ইষ্টং বীতমভিগূর্তং বষট্কৃতং তং দেবাসঃ প্রতি গৃভ্ণন্ত্যশ্বম্ ॥ ১৫ ॥
যদশ্বায় বাস উপস্তৃণন্ত্যধীবাসং যা হিরণ্যান্যস্মৈ।
সন্দানমর্বন্তং পড্বীশং প্রিয়া দেবেষ্বা যাময়ন্তি ॥ ১৬ ॥
যত্তে সাদে মহসা শূকৃতস্য পার্ষ্ণ্যা বা কশয়া বা তুতোদ।
স্রুচেব তা হবিষো অধ্বরেষু সর্বা তা তে ব্রহ্মণা সূদয়ামি ॥ ১৭ ॥
চতুস্ত্রিংশদ্বাজিনো দেববন্ধোর্বঙ্ক্রীরশ্বস্য স্বধিতিঃ সমেতি।
অচ্ছিদ্রা গাত্রা বয়ুনা কৃণোত পরুষ্পরুরনুঘুষ্যা বি শস্ত ॥ ১৮ ॥

হে অশ্ব! অগ্নিতে পাক করবার সময়, তোমার গাত্র হ'তে যে রস নির্গত হয়, এবং যে অংশ শূলে আবদ্ধ থাকে, তা যেন ভূমিতে পতিত না থাকে, এবং তৃণের সাথে মিশ্রিত না হয়। দেবগণ লালায়িত হয়েছেন, সমস্তই তাঁদের প্রদান করা হোক ॥ ১১ ॥

যারা চারিদিক হ'তে অশ্বের পাক দর্শন করে; যারা বলে তার গন্ধ মনোহর হয়েছে, এইক্ষণে দিয় (অর্থাৎ ভূতলে) রক্ষা করো; এবং যারা মাংসে ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে, তাদের সত্তর অন্নের সত্তর হোক ॥ ১২ ॥

যে কাষ্ঠদণ্ড মাংসে পাক পরীক্ষার্থে তাতে প্রদান করা হয়, যে সকল পাত্রে রস (ঝোল) রক্ষিত হয়, যে সকল আচ্ছাদনের দ্বারা উষ্ণতা রক্ষিত হয়, যে বেতস শাখার দ্বারা অশ্বের অবয়ব প্রথমে চিহ্নিত করা হয়, এবং যে ছুরিকার দ্বারা (পরে ঐ চিহ্ন অনুসারে) অবয়ব কর্তিত হয়, এগুলির সবই অশ্বের মাংসে প্রস্তুত করছে ॥ ১৩ ॥

যে স্থানে অশ্ব গমন করেছিল, যে স্থানে উপবেশন করেছিল, যে স্থানে লুণ্ঠন করেছিল, যার দ্বারা তার পদ বদ্ধ হয়েছিল, যা সে পান করেছিল, এবং যে ঘাস আহার করেছিল, সেই সমস্তই দেবতাবৃন্দের নিকট গমন করুক ॥ ১৪ ॥

হে অশ্ব! ধূমগন্ধী অগ্নি যেন তোমাকে শব্দ করাতে না পারে; অত্যন্ত অগ্নিসংযোগে প্রতপ্ত সুগন্ধী ভাণ্ড যেন চলিত না হয়। যজ্ঞের জন্য অভিপ্রেত, হোমের জন্য আনীত, সম্মুখে প্রদত্ত, এবং বষট্কারের দ্বারা শোভিত অশ্বকে দেববৃন্দ গ্রহণ করুন ॥ ১৫ ॥

যে আচ্ছাদনের যোগ্য বস্ত্রের দ্বারা অশ্বকে আচ্ছাদিত করা যায়, তাকে যে হিরণ্ময় আভরণগুলি প্রদান করা যায়, যার দ্বারা তার মস্তক ও পাদ বন্ধন করা যায়, এই সমস্ত বস্তু দেবতাগণের প্রিয়। ঋত্বিগণ দেববৃন্দকে এই সবই প্রদান করছেন ॥ ১৬ ॥

হে অশ্ব! তুমি সবলে নাসাধ্বনিপূর্বক গমনে বিরত হ'লে। কশাঘাতের দ্বারা অথবা তোমার পৃষ্ঠদেশে পদাঘাতের দ্বারা যে ব্যথা উৎপন্ন হয়েছিল, যজ্ঞে স্রুকের দ্বারা যেমন হব্য প্রদত্ত হয়, তেমন মন্ত্রের দ্বারা তোমার সেই সমস্ত ব্যথা আহুতি প্রদান ক'রি ॥ ১৭ ॥

দেববৃন্দের বন্ধুস্বরূপ অশ্বের বক্রকৃত চতুস্ত্রিংশৎ পার্শ্বাস্থিচ্ছেদনের জন্য খড়্গ গমন করছে। হে অশ্বচ্ছেদক! এই রকম বুদ্ধি প্রকাশ করো যেন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি ছিন্ন হয় না; শব্দ উৎসারিত ক'রে ও সতর্ক হয়ে (দেখে দেখে) পর্বে পর্বে ছেদন করো ॥ ১৮ ॥

ঋতুই তেজঃপূর্ণ অশ্বের একমাত্র বিনাশকর্তা এবং দু'জন তাকে ধারণ করে। হে অশ্ব! তোমার শরীরের যে অবয়বগুলি যথাকালে কর্তন করি, তা পিণ্ডাকারে অগ্নিতে প্রদান ক'রি ॥ ১৯ ॥

হে অশ্ব! তুমি যখন দেবতাগণের নিকট গমন করো, তখন তোমার প্রিয় দেহ যেন তোমাকে ক্লেশ না প্রদান করে, খড়্গ তোমার অঙ্গে যেন অধিক ক্ষণ না থাকে। মাংসলোলুপ ও অনভিজ্ঞ ছেদক অস্ত্রের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি অতিক্রম ক'রে তোমার গাত্র যেন বৃথা ছিন্ন না করে ॥ ২০ ॥

হে অশ্ব! তুমি মরণপ্রাপ্ত হচ্ছো না; অথবা লোকে তোমায় হিংসা করছে না; তুমি উত্তম পথে দেবতাবৃন্দের নিকট গমন করছো। ইন্দ্রের হরিনামক অশ্বদ্বয়, এবং মরুৎবর্গের পৃষতীনামক অশ্বদ্বয়, তোমার রথে যোজিত হবে; অশ্বিদ্বয়ের বাহন রাসভের পরিবর্তে কোন দ্রুতগতি অশ্ব তোমার রথে সংযুক্ত হবে ॥ ২১ ॥

এই অশ্ব, আমাদের গো ও অশ্ববিশিষ্ট জগৎপোষক ধন প্রদান করুক, আমাদের পুরুষ অপত্য প্রদান করুক। তেজস্বী অশ্ব আমাদের পাপ হ'তে বিরত করুক। হবির্যুক্ত অশ্ব আমাদের শারীরিক

বল প্রদান করুক ॥ ২২ ॥

টীকা — ১ ঋকের 'আয়ু' অর্থে সায়ণ বায়ু করেছেন এবং 'ঋভুক্ষা' অর্থে দেবগণের নিয়োগকর্তা প্রজাপতি করেছেন। সিন্ধুতীরে প্রথম আর্যগণ আগমনপূর্বক উপনিবেশ স্থাপন করার পর তাঁদের মধ্যে যেমন অশ্বযজ্ঞ প্রচলিত ছিল, তাই এই সূক্তে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরে এই বেদবর্ণিত অশ্বযজ্ঞ রূপান্তরিত ও বর্ধিতাবয়ব হয়ে ভারতবর্ষের রাজন্যবৃন্দের মধ্যে যে প্রসিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ হলো, তা মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে॥ ৫ ঋকে কয়েকজন ঋত্বিকের কার্যের পরিচয় আছে। হোতা দেববৃন্দকে আহ্বান করেন; অধ্বর্যু যজ্ঞের নেতা, আবয়া হব্য দান করেন; অগ্নিমিন্ধ অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, গ্রাবগ্রাভ প্রস্তরের দ্বারা সোম পিষ্ট ক'রে রস প্রস্তুত করেন; শংস্তা নিয়ম অনুসারে কর্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং ব্রহ্মা সমস্ত যজ্ঞকার্যের প্রধান সম্পাদনকারী॥ ৬ ঋকের 'চষাল' সম্পর্কে সায়ণের উক্তি 'যূপের উপরে স্থাপ্য যূপের অগ্রভাগকে চষাল বলে॥ ১১ ঋকে আছে যে অশ্ব মাংস শূলে বিদ্ধ হয় ও তা পক্ব হবার সময় রস নির্গত হয়। আবার ১৩ ঋকে আছে যে মাংস ভাণ্ডে রক্ষণপূর্বক রন্ধন হয়, তা সিদ্ধ হয়েছে কি না কাঠির দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। অতএব উত্তাপে ঝলসানো এবং জলে সিদ্ধকরণ, অশ্বমাংসের উভয় রকম রন্ধনই প্রচলিত ছিল॥ ১৯ ঋকে 'পর্বে পর্বে' ছেদন করার কথা বলা হয়েছে, বস্তুতঃ গো-হননের সময়ও পর্বে পর্বে ছেদন করার রীতি ছিল ব'লেই এই ক্ষেত্রে অশ্বছেদনকের প্রতিও সেই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম অষ্টকে গো-হনন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা আছে। তবে এই সূক্তে অশ্বমেধ যজ্ঞের রীতির কথা বলা হয়েছে।

◆ ◆

— ১৬৩ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্ব। ঋষি : উতথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মান উদ্যনৎ সমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ।
শ্যেনস্য পক্ষা হরিণস্য বাহূ উপস্তুতং মহি জাতং তে অর্বন্॥ ১॥
যমেন দত্তং ত্রিত এনমাযুনগিন্দ্র এণং প্রথমো অধ্যতিষ্ঠৎ।
গন্ধর্বো অস্য রশনামগৃভ্ণাৎ সূরাদশ্বং বসবো নিরতষ্ট॥ ২॥
অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্বন্নসি ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন।
অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি॥ ৩॥
ত্রীণি ত আহুর্দিবি বন্ধনানি ত্রীণ্যপ্সু ত্রীণ্যন্তঃ সমুদ্রে।
উতেব মে বরুণশ্ছন্ৎস্যর্বন্যত্রা ত আহুঃ পরমং জনিত্রম্॥ ৪॥
ইমা তে বাজিন্নবমার্জনানীমা শফানাং সনিতুর্নিধানা।
অত্রা তে ভদ্রা রশনা অপশ্যমৃতস্য যা অভিরক্ষন্তি গোপাঃ॥ ৫॥
আত্মানং তে মনসারাদজানামবো দিবা পতয়ন্তং পতঙ্গম্।
শিরো অপশ্যং পথিভিঃ সুগেভিঃ অরেণুভির্জেহমানং পতত্রি॥ ৬॥

অত্রা তে রূপমুত্তমমপশ্যং জিগীষমাণমিষ আ পদে গোঃ।
যদা তে মর্তো অনু ভোগমানলাদিদ্‌গ্রসিষ্ঠ ওষধীরজীগঃ ॥ ৭ ॥
অনু ত্বা রথো অনুমর্যো অর্বন্ননু গাবোঽনু ভগঃ কনীনাম্।
অনু ব্রাতাসস্তব সখ্যমীয়ুরনু দেবা মমিরে বীর্যং তে ॥ ৮ ॥
হিরণ্যশৃঙ্গোঽয়ো অস্য পাদা মনোজবা অবর ইন্দ্র আসীৎ।
দেবা ইদস্য হবিরদ্যমায়ন্যো অর্বন্তং অর্বন্তং প্রথমো অধ্যতিষ্ঠৎ ॥ ৯ ॥
ঈর্মান্তাসঃ সিলিকমধ্যমাসঃ সং শূরণাসো দিব্যাসো অত্যাঃ।
হংসা ইব শ্রেণিশো যতন্তে যদাক্ষিষুর্দিব্যমজ্মমশ্বাঃ ॥ ১০ ॥
তব শরীরং পতয়িষ্ণ্বর্বন্তব চিত্তং বাত ইব ধ্রজীমান্।
তব শৃঙ্গাণি বিষ্ঠিতা পুরুত্রারণ্যেষু জর্ভুরাণা চরন্তি ॥ ১১ ॥
উপ প্রাগাচ্ছসনং বাজ্যর্বা দেবদ্রীচা মনসা দীধ্যানঃ।
অজঃ পুরো নীয়তে নাভিরস্যানু পশ্চাৎকবয়ো যন্তি রেভাঃ ॥ ১২ ॥
উপ প্রাগাৎ পরমং যৎ সধস্থমর্বা অচ্ছা পিতরং মাতরং চ।
অদ্যা দেবাঞ্জুষ্টতমো হি গম্যা অথা শাস্তে দাশুষে বার্যাণি ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্ব। তোমার মহৎজন্ম সকলের স্তুতির যোগ্য, তুমি অন্তরীক্ষ হ'তে অথবা জল হ'তে উৎপন্ন হয়ে যজমানের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক মহৎ শব্দ করো। শ্যেনপক্ষীর মতো তোমার পক্ষ আছে, এবং হরিণের পদের মতো তোমার পদ আছে ॥ ১ ॥

যম অশ্ব প্রদান করেছিলেন, ত্রিত তা রথে যোজিত করলেন, ইন্দ্র প্রথম তাতে আরোহণ করলেন, এবং গন্ধর্ব বল্‌গা ধারণ করলেন। বসুগণ সূর্য হ'তে অশ্বকে নির্মাণ করলেন ॥ ২ ॥

হে অশ্ব। তুমি যম, তুমি আদিত্য, তুমি গোপনীয় ব্রতধারী ত্রিত, তুমি সোমের সাথে মিলিত। (পুরাবৃত্তজ্ঞজনেরা) বলেন যে, দ্যুলোকে তোমার তিনটি বন্ধন স্থান আছে ॥ ৩ ॥

হে অশ্ব। দ্যুলোকে তোমার তিনটি বন্ধন আছে, জলের মধ্যে (অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমার তিনটি বন্ধন আছে, এবং অন্তরীক্ষে তোমার তিনটি বন্ধন আছে। তুমিই বরুণ, পুরাবৃত্তজ্ঞজনেরা যে সকল স্থানে তোমার পরম জন্মের নির্দেশ করেছেন, তুমি আমাদের তা বলছো ॥ ৪ ॥

হে অশ্ব। আমি প্রত্যক্ষ করেছি, এই সমস্ত স্থান তোমার অঙ্গশোধক। তুমি যখন যজ্ঞের অংশ ভোজন করো, তোমার পদচিহ্ন এই স্থানে পতিত হয়; তোমার যে ফলপ্রদ বল্‌গা সত্যভূত যজ্ঞ রক্ষা করে, তা-ও এই স্থানে প্রত্যক্ষ করেছি ॥ ৫ ॥

হে অশ্ব। আমি মনের দ্বারা দূর হ'তে তোমার শরীরের পরিচিতি লাভ করেছি; তুমি নিম্ন হ'তে অন্তরীক্ষপথে সূর্যে আরোহণ করছো। আমি প্রত্যক্ষ করছি, তোমার মস্তক ধূলি রহিত সুখকর পথে দ্রুতবেগে ক্রমেই উপরে আরোহণ করছে ॥ ৬ ॥

আমি প্রত্যক্ষ করছি, তোমার উৎকৃষ্ট রূপ পৃথিবীর স্থানে চতুর্দিকে অন্নের নিমিত্ত আগমন করছে। হে অশ্ব! মানুষ যখন ভোগ গ্রহণপূর্বক তোমার নিকটে গমন করে, তখন তুমি গ্রাসের যোগ্য তৃণ ইত্যাদি ভক্ষণ ক'রে থাকো ॥ ৭ ॥

হে অশ্ব! রথ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, মানুষ তোমার পশ্চাৎ গমন করে, স্ত্রীলোকগণের সৌভাগ্য তোমার পশ্চাৎ গমন করে। ব্রাতগণ অনুসরণপূর্বক তোমার বন্ধুত্বলাভ করেছে; দেববৃন্দ তোমার বীরকর্মের প্রশংসা করছেন ॥ ৮ ॥

অশ্বের কেশর সুবর্ণময়, তার পদদ্বয় লৌহময় ও মনের ন্যায় বেগশালী; ইন্দ্রও এ হ'তে বেগ বিষয়ে নিকৃষ্ট। দেববৃন্দ অশ্বের হব্য ভক্ষণের নিমিত্ত আগমন করেছেন। ইন্দ্রই প্রথমে আরোহণ করেছিলেন ॥ ৯ ॥

যখন অশ্ব স্বর্গীয় পথে গমন করে, তখন নিবিড় জঘন-বিশিষ্ট, ক্ষীণ কটিযুক্ত, বিক্রমশালী স্বর্গীয় অশ্বগণ দলে দলে হংসের মতো শ্রেণীবদ্ধ হয়ে তার সাথে গমন করে ॥ ১০ ॥

হে অশ্ব! তোমার শরীর শীঘ্রগামী, তোমার চিত্ত বায়ুর মতো শীঘ্র গমনশীল, তোমার কেশরসমূহ নানাস্থানে নানাভাবে অবস্থিত, এবং অরণ্যের মধ্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করে ॥ ১১ ॥

এই দ্রুতগামী অশ্ব দেববৃন্দের প্রতি আসক্তচিত্তে ধ্যানপূর্বক বধ্যস্থানে গমন করছে। তার বন্ধু ছাগকে তার অগ্রে নীত করা হচ্ছে; কবি স্তোতৃবর্গ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করছে ॥ ১২ ॥

দ্রুতগামী অশ্ব, পিতা ও মাতাকে প্রাপ্ত হবার জন্য উৎকৃষ্ট একত্র নিবাসযোগ্য স্থানে গমন করছে। হে অশ্ব! অদ্য অত্যন্ত প্রীত হয়ে দেবগণের নিকট গমন করো, যেন হব্যদাতা বরণীয় ধন প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩ ॥

টীকা — ২ ঋকের 'যম' শব্দের অর্থে সায়ন 'অগ্নি' বলেছেন এবং 'ত্রিত' অর্থ লেখেন 'পৃথিব্যাদিষু ত্রিষু স্থানেষু বর্তমানঃ তীর্ণতমো বা বায়ুঃ।' সায়ন ইতিপূর্বে বলেছেন, 'শ্রেষ্ঠপুরুষগণ অন্তরীক্ষ দিয়ে যমলোকে গমন করে।' পৌরাণিক মতে, বিবস্বানের ঔরসে সরণ্যুর গর্ভে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয় এবং তারও আগে যম ও যমীরও জন্ম হয়।...ঋগ্বেদেও এইভাবে যমের (এবং যমীর) জন্ম স্বীকৃত হয়। ম্যাক্সমূলারের মতে দিন ও রাত্রিকে ঋষিগণ যম ও যমী নাম প্রদান করেছিলেন।...সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অন্তর্হিত হন, অর্থাৎ জীবনের পথ ভ্রমণ ক'রে পরলোকের পথ প্রদর্শন করছেন। এইভাবে যম পরলোকের রাজা, এই অনুভব উদয় হলো। 'ত্রিত' সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা আছে ॥ ৫ ঋকের প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন, 'বন্ধনানি' 'উৎপত্তিকরণানি'। মহীধর বলেন, 'এখানে অশ্ব সূর্যরূপী হয়ে তিন লোকে উত্তাপ প্রদান করেন'॥ ৪ ঋকে দ্যুলোকের তিনটি বন্ধন, বসুগণ, আদিত্য ও দ্যুস্থান। পৃথিবীর বন্ধন অন্ন, স্থান, ও বীজ। অন্তরীক্ষে তিনটি বন্ধন, মেঘ, বিদ্যুত ও স্তনিত (গর্জিত)। সায়ণ। মহীধর বলেন, 'পৃথিবীর তিনটি বন্ধন—কৃষিকার্য বৃষ্টি ও বীজ'॥ ৮ ঋকে স্ত্রীলোকগণের সৌভাগ্য অর্থে সায়ন বলেন—'ভগঃ কনীনাম্' অর্থাৎ 'কন্যাকানাং স্ত্রীণাং ভগো ভাগ্যং সৌন্দর্যং'। 'ব্রাতাসঃ' অর্থে 'ব্রাতাঃ সংঘাতকাঃ অন্যে অশ্বসমূহাঃ...ইত্যাদি। সায়ণ। আভিধানিক অর্থে 'ব্রাত' শব্দের অর্থ হতনিষ্ঠ, অর্থাৎ হতনিষ্ঠগণ তোমার অনুসরণপূর্বক বন্ধুত্বলাভ করেছে।

প্রথম ঋকেই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ আছে। বস্তুতঃ এই অশ্ব যে সাধারণ যজ্ঞীয় অশ্বের অতীত ভগবানের অনাহত বিভূতিবিকাশ, তা এই সূক্তের বর্ণনাতেও পাওয়া যায়। যেমন, এই অশ্ব মহৎরূপ শ্যেনপক্ষীর মতো পক্ষধারী, সোম বা শুদ্ধসত্ত্বের সাথে মিলিত, যজ্ঞাংশ ভক্ষণকারী, এই অশ্বের 'পদদ্বয় লৌহময়'...ইত্যাদি।

◆ ◆

১৬৪ সূক্ত

[দেবতা। ১ থেকে ৪১ ঋক্—বিশ্বেদেবগণ, ৪২ ঋকের প্রথমার্ধ—বাক্ এবং দ্বিতীয়ার্ধ—অপ্, ৪৩ ঋকের প্রথমার্ধ—শকধূম এবং দ্বিতীয়ার্ধ—সোম, ৪৪ ঋক্—অগ্নি, সূর্য ও বায়ু, ৪৫ ঋক্—বাক্, ৪৬ এবং ৪৭ ঋক্—সূর্য, ৪৮ ঋক্—সম্বৎসররূপ কাল, ৪৯ ঋক্—সরস্বতী, ৫০ ঋক্—সাধ্যগণ; ৫১ ঋক্—সূর্য, প্রজাপতি কিংবা অগ্নি, ৫২ ঋক্—সূর্য। ঋষি : উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্।]

অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুস্তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ।
তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্যাত্রাপশ্যং বিশ্পতিং সপ্তপুত্রম্॥ ১॥
সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভি চক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ॥ ২॥
ইমং রথমধি সপ্ত তস্থুঃ সপ্তচক্রং সপ্ত বহন্ত্যশ্বাঃ।
সপ্ত স্বসারো অভি সং নবন্তে যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম॥ ৩॥
কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক স্বিৎকো বিদ্বাংসমুপ গাৎ প্রষ্টুমেতৎ॥ ৪॥
পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজানন্দেবানামেনা নিহিতা পদানি।
বৎসে বষ্কয়েঽধি সপ্ত তন্তূন্বি তত্নিরে কবয় ওতবা উ॥ ৫॥
অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্
বি যস্তস্তম্ভ ষলিমা রজাংস্যজস্য রূপে কিমপি স্বিদেকম্॥ ৬॥
ইহ ব্রবীতু য ঈমঙ্গ বেদাস্য বামস্য নিহিতং পদং বেঃ।
শীর্ষ্ণঃ ক্ষীরং দুহ্রতে গাবো অস্য বব্রিং বসানা উদকং পদাপুঃ॥ ৭॥
মাতা পিতরমৃত আ বভাজ ধীত্যগ্রে মনসা সং হি জগ্মে।
সা বীভৎসুর্গর্ভরসা নিবিদ্ধা নমস্বন্ত ইদুপবাকমীয়ুঃ॥ ৮॥
যুক্তা মাতাসীদ্ধুরি দক্ষিণায়া অতিষ্ঠদ্গর্ভো বৃজনীষ্বন্তঃ।
অমীমেদ্বৎসো অনু গামপশ্যদ্বিশ্বরূপ্যং ত্রিষু যোজনেষু॥ ৯॥
তিস্রো মাতৄস্ত্রীন্ পিতৄন্ বিভ্রদেক ঊর্ধ্বস্তস্থৌ নেমব গ্লাপয়ন্তি।
মন্ত্রয়ন্তে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদং বাচমবিশ্বমিন্বাম্॥ ১০॥
দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরি দ্যামৃতস্য।
আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ॥ ১১॥
পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উপরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতম্॥ ১২॥

পঞ্চারে চক্রে পরিবর্তমানে তস্মিন্না তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন শীর্যতে সনাভিঃ॥ ১৩॥
সনেমি চক্রমজরং বি বাবৃত উত্তানায়াং দশ যুক্তা বহন্তি।
সূর্যস্য চক্ষু রজসৈত্যাবৃতং তস্মিন্নার্পিতা ভুবনানি বিশ্বা॥ ১৪॥
সাকঞ্জানাং সপ্তথমাহুরেকজং ষলিদ্যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি।
তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ॥ ১৫॥
স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উমে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্ন বি চেতদন্ধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ঈমা চিকেত যস্তা বিজানাৎস পিতুষ্পিতাসৎ॥ ১৬॥
অব পরেণ পর এনাবরেণ পদাবৎসং বিভ্রতী গৌরুদস্থাৎ।
স কদ্রীচী কং স্বিদর্ধং পরাগাৎ ক স্বিৎসূতে নহি যূথে অন্তঃ॥ ১৭॥
অবঃপরেণ পিতরং যো অস্যানুবেদ পর এনাবরেণ।
কবীয়মানঃ ক ইহ প্র বোচদ্দেবং মনঃ কুতো অধি প্রজাতম্॥ ১৮॥
যে অর্বাঞ্চস্তাঁ উ পরাচ আহুর্যে পরাঞ্চস্তাঁ উ অর্বাচ আহুঃ।
ইন্দ্রশ্চ যা চক্রথুঃ সোম তানি ধুরা ন যুক্তা রজসো বহন্তি॥ ১৯॥
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি॥ ২০॥
যত্রা সুপর্ণ অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রা বিবেশ॥ ২১॥
যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণা নিবিশন্তে সুবতে চাধি বিশ্বে।
তস্যেদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্বগ্রে তন্নোন্নশদ্যঃ পিতরং ন বেদ॥ ২২॥
যদ্গায়ত্রে অধি গায়ত্রমাহিতং ত্রৈষ্টুভাদ্বা ত্রৈষ্টুভং নিরতক্ষত।
যদ্বা জগজ্জগত্যাহিতং পদং য ইত্তদ্বিদুস্তে অমৃতত্বমানশুঃ॥ ২৩॥
গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সাম ত্রৈষ্টুভেন বাকম্।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীঃ॥ ২৪॥
জগতা সিন্ধুং দিব্যস্তভায়দ্রথন্তরে সূর্যং পর্যপশ্যৎ।
গায়ত্রস্য সমিধস্তিস্র আহুস্ততো মহ্না প্ররিরিচে মহিত্বা॥ ২৫॥
উপ হ্বয়ে সুদুঘাং ধেনুমেতাং সুহস্তো গোধুগুত দোহদেনাম্।
শ্রেষ্ঠং সবং সবিতা সাবিষন্নোঽভীদ্ধো ঘর্মস্তদু ষু প্র বোচম্॥ ২৬॥
হিঙ্কৃণ্বতী বসুপত্নী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ।
দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্ন্যেয়ং সা বর্ধতাং মহতে সৌভগায়॥ ২৭॥
গৌরমীমেদনু বৎসং মিষন্তং মূর্ধানং হিঙ্ঙকৃণোন্মাতবা উ।
সৃক্কাণং ঘর্মমভি বাবশানা মিমাতি মায়ুং পয়তে পয়োভিঃ॥ ২৮॥

অয়ং স শিংক্তে যেন গৌরভীবৃতা মিমাতি মায়ুং ধ্বসনাবধি শ্রিতা।
সা চিত্তিভির্নি হি চকার মর্ত্যং বিদ্যুদ্ভবন্তী প্রতি বব্রিমৌহত॥ ২৯॥
অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবমেজদ্ধ্রুবং মধ্য আ পস্ত্যানাম্।
জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভিরমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ॥ ৩০॥
অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আ বরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥ ৩১॥
য ঈং চকার ন সো অস্য বেদ য ঈং দদর্শ হিরুগিন্নু তস্মাৎ।
স মাতুর্যোনা পরিবীতো অন্তর্বহুপ্রজা নির্ঋতিমা বিবেশ॥ ৩২॥
দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।
উত্তানয়োশ্চম্বো র্যোনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ॥ ৩৩॥
পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ।
পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম॥ ৩৪॥
ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।
অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম॥ ৩৫॥
সপ্তার্দ্ধগর্ভা ভুবনস্য রেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশা বিধর্মণি।
তে ধীতিভির্মনসা তে বিপশ্চিতঃ পরিভুবঃ পরি ভবন্তি বিশ্বতঃ॥ ৩৬॥
ন বি জানামি যদিবেদমস্মি নিণ্যঃ সংনদ্ধো মনসা চরামি।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ॥ ৩৭॥
অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোহমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ।
তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তা নান্যং চিক্যুর্ন নি চিক্যুরন্যম্॥ ৩৮॥
ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥ ৩৯॥
সূযবসাদ্ভগবতী হি ভূয়া অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
অদ্ধি তৃণমঘ্ন্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী॥ ৪০॥
গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্॥ ৪১॥
তস্যাঃ সমুদ্রা অধি বি ক্ষরন্তি তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ।
ততঃ ক্ষরত্যক্ষরং তদ্বিশ্বমুপ জীবতি॥ ৪২॥
শকময়ং ধূমমারাদপশ্যং বিষূবতা পর এনাবরেণ।
উক্ষাণং পৃশ্নিমপচন্ত বীরাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্॥ ৪৩॥
ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বি চক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্।
বিশ্বমেকো অভি চষ্টে শচীভির্ধ্রাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্॥ ৪৪॥

চত্বারি বাক পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়াং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥ ৪৫ ॥
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ৪৬ ॥
কৃষ্ণং নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎপতন্তি।
ত আববৃত্রন্ৎসদনাদৃতস্যাদিদ্ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে ॥ ৪৭ ॥
দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।
তস্মিন্ৎসাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাসঃ ॥ ৪৮ ॥
যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য্যাণি।
যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ ॥ ৪৯ ॥
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ৫০ ॥
সমানমেতদুদকমুচ্চৈত্যব চাহভিঃ।
ভূমিং পর্জন্যা জিন্বন্তি দিবং জিন্বন্ত্যগ্নয়ঃ ॥ ৫১ ॥
দিব্যং সুপর্ণং বায়সং বৃহন্তমপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাম্।
অভীপতো বৃষ্টিভিস্তর্পয়ন্তং সরস্বন্তমবসে জোহবীমি ॥ ৫২ ॥

মন্ত্রার্থ — সকলের সেবনীয়, জগৎপালক হোতার মধ্যম ভ্রাতা সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা আহুতি ধারণ করেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে সপ্তপুত্র বিশিষ্ট বিশ্পতিকে প্রত্যক্ষ করলাম ॥ ১ ॥

সূর্যের একচক্ররথে সপ্ত অশ্ব যোজিত হয়েছে; এক অশ্বই সপ্তনামে রথ বহন করছে। চক্রের তিন নাভি, তা কখনও শিথিল হয় না, কখনও জীর্ণ হয় না; এবং সমস্ত জগৎ একে আশ্রয় ক'রে আছে ॥ ২ ॥

যে সপ্ত এই সপ্তচক্র রথে অধিষ্ঠান করে, তারাই সপ্ত অশ্ব এবং তারাই এই রথ বহন করে। সাত ভগ্নী, এই রথের অভিমুখে আগমন করে এবং এতে সপ্ত গো নিহিত আছে ॥ ৩ ॥

প্রথম জাতকে কে দর্শন করেছিল, যখন অস্থিরহিতা অস্থিযুক্তকে ধারণ করলো? ভূমি হ'তে প্রাণ ও শোণিত, কিন্তু আত্মা কোথা হ'তে? কে বিদ্বানের নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করতে গমন করে? ॥ ৪ ॥

আমি অপক্কমতি, মনে কিছু বোধিত না হয়ে জিজ্ঞাসা করছি। এই সকল সন্দেহ পদ দেবতাবৃন্দের নিকটেও নিগূঢ়। এক বৎসরের গোবৎসকে পরিবেষ্টনের নিমিত্ত মেধাবীবৃন্দ যে সপ্ততন্তু বিস্তারিত করেছেন, তা কি? ॥ ৫ ॥

আমি অজ্ঞান, কিছু জ্ঞাত না হয়েই জ্ঞানী মেধাবীবৃন্দের নিকট জ্ঞাত হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করছি। যিনি এই ছয় লোক সৃজন করেছেন, যিনি জন্ম রহিতরূপে নিবাস করেন, তিনি কি সেই এক? ॥ ৬ ॥

গমনশীল সুন্দর আদিত্যের স্বরূপ অতি নিগূঢ়। তিনি সকলের মস্তকস্বরূপ; তাঁর রশ্মিগুলি ক্ষীর

দোহন করে, এবং অতি বিস্তৃত তেজবিশিষ্ট হয়ে সেই ভাবেই পুনরায় উদক পান করে। যিনি এই সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন, তিনি জ্ঞাপন করুন ॥ ৭ ॥

মাতা পৃথিবী বৃষ্টির জন্য পিতা দ্যুলোককে কর্মের দ্বারা ভজনা করেন। তার পূর্বেই, পিতা মনে মনে তার সাথে সঙ্গত হয়েছিলেন। মাতা গর্ভধারণের ইচ্ছায় গর্ভরসে নিষিক্ত হয়েছিলেন এবং বিবিধ শস্য উৎপাদন হেতু পরস্পর কথোপকথন করেছিলেন ॥ ৮ ॥

মাতা দ্যুলোক অভিলাষ পূরণসমর্থা পৃথিবীর ভার বহনে নিযুক্ত ছিলেন। গর্ভভূত জলরাশি মেঘশ্রেণীর মধ্যে ছিল। বৎস শব্দ করলো, এবং তিনের যোগে বিশ্বরূপী গাভীকে দর্শন করলো ॥ ৯ ॥

একমাত্র আদিত্য, তিন মাতা ও তিন পিতাকে ধারণপূর্বক উন্নত হয়ে অবস্থান করছেন, এতে তাঁর ক্লান্তি হচ্ছে না। দ্যুলোকের পৃষ্ঠদেশে দেবগণ আদিত্যের সম্বন্ধে কথোপকথন করেন। সেই কথা সকলের নিকট অভিগম্যতা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু তাতে সকলেরই কথা আছে ॥ ১০ ॥

সত্যাত্মক আদিত্যের দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্র স্বর্গের চারিদিকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করছে ও কখনও ভগ্ন হয় না। হে অগ্নি! এই চক্রে পুত্ররূপ সপ্তশত বিংশতি মিথুন বাস করে ॥ ১১ ॥

পঞ্চপাদ ও দ্বাদশ আকৃতিবিশিষ্ট আদিত্য যখন দ্যুলোকের উৎকৃষ্ট অর্ধে অবস্থান করেন, কেউ কেউ তাঁকে পুরীষী বলে, অপর কেউ কেউ ছয় অরবিশিষ্ট সপ্তচক্রসমন্বিত রথে দ্যোতমান্ আদিত্যকে অর্পিত বলে, যখন তিনি দ্যুলোকের অপর অর্ধে অবস্থিত ॥ ১২ ॥

নিত্য পরিবর্তমান পঞ্চ অরবিশিষ্ট চক্রে সমস্ত ভুবন বিলীন রয়েছে; এর অক্ষ প্রভূত ভার বহনেও ক্লান্ত হয় না, এবং এর নাভি চিরদিনই সমান থাকে, কখনও শীর্ণ হয় না ॥ ১৩ ॥

সমান নেমিবিশিষ্ট জরারহিত কালচক্র নিরন্তর ঘূর্ণায়মান হচ্ছে। দশ জন একযোগে ঊর্ধ্বদেশে যুক্ত হয়ে পৃথিবী ধারণ করছে। সূর্যের চক্ষুরূপ মণ্ডল বৃষ্টির জলে আবৃত (প্রত্যাগত) হলো; সমস্ত প্রাণীজগৎ তাতে অর্পিত হলো ॥ ১৪ ॥

আদিত্যের সহজন্মা ঋতুগণের মধ্যে সপ্তম কেবল একক; অন্য ছয় ঋতু যুগ্ম, গমনশীল ও দেব হতে উৎপন্ন। এই ঋতুবর্গ সকলের ইষ্ট, স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপিত, এবং রূপভেদে বিবিধ মূর্তিবিশিষ্ট। এরা নিজেদের অধিষ্ঠাতার জন্য পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণিত হচ্ছে ॥ ১৫ ॥

রশ্মিসমূহ স্ত্রী হ'লেও তাদের পুরুষ ব'লে তারাই প্রত্যক্ষ করতে পারে, যাদের চক্ষু আছে। যারা দুর্দৃষ্টি, তারা তা দর্শন করতে পারে না। যে পুত্র মেধাবী, তিনিই এটি বোধিত হ'তে পারেন। যিনি এ সকল কথা বোধিত হ'তে পারেন, তিনিই পিতার পিতা ॥ ১৬ ॥

গাভী বৎসের পশ্চাৎভাগ সম্মুখস্থ পদের দ্বারা এবং সম্মুখভাগ পশ্চাদস্থ (পশ্চাতের) পদের দ্বারা ধারণপূর্বক ঊর্ধ্বমুখে গমন করছেন। তিনি কোথায় গমন করছেন? কার জন্য অর্ধপথ হতে প্রত্যাবর্তন করলেন? কোথায় প্রসব করেন? যূথের মধ্যে প্রসব করেন না ॥ ১৭ ॥

যিনি অধঃস্থিত লোকপালককে ঊর্ধ্বস্থিতের সাথে, এবং ঊর্ধ্বস্থিতকে অধঃস্থিতের সাথে উপাসনা করেন, সেই রকম পুরুষ মেধাবীর মতো আচরণ করেন। কে এই সকল কথা বলেছেন? কোথা হ'তে এই অলৌকিক মন উৎপন্ন হয়েছে? ॥ ১৮ ॥

বিদ্বানগণ যাকে অধোমুখ বলেন, তাদের ঊর্ধ্বমুখও বলেন; এবং যাকে ঊর্ধ্বমুখ বলেন, তাদের অধোমুখও বলেন। হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র যে মণ্ডল করেছিলে, তা যুগযুক্ত অশ্ব ইত্যাদির মতো বিশ্বের ভার বহন করছে ॥ ১৯ ॥

দুটি পক্ষী বন্ধুভাবে একবৃক্ষে বাস করে। তাদের মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে; অন্যটি

ভক্ষণ করে না, কেবলমাত্র অবলোকন করে ॥ ২০ ॥

যেস্থানে সুন্দরগতি রশ্মিসকল কর্তব্যবোধে অমৃতের অংশ গ্রহণপূর্বক অনবরত গমন করে, সেই স্থানে যিনি ধীরভাবে সমস্ত ভুবনের রক্ষা করেন, আমি অপক্কবুদ্ধি হলেও তিনি আমাকে দীক্ষিত করেছেন ॥ ২১ ॥

যে অশ্বত্থরূপ বৃক্ষে উদকগ্রাহী রশ্মিগুলি রাত্রিকালে প্রবেশ করে, এবং জগতের উপর প্রাতঃকালে আলোক প্রকাশ করে, বিজ্ঞগণ তার ফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি পিতাকে জানে না, সে ঐ ফল প্রাপ্ত হয় না ॥ ২২ ॥

যাঁরা পৃথিবীকে অগ্নির স্থান ব'লে জ্ঞাত হন; যাঁরা জ্ঞাত আছেন যে, অন্তরীক্ষদেশে বায়ু উৎপন্ন হয়েছেন, এবং যাঁরা দ্যুলোককে আদিত্যের পদ ব'লে জ্ঞাত হন; তাঁরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ২৩ ॥

তিনি গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা অর্ক অর্থাৎ অর্চনামন্ত্র রচনা করেন; অর্কের দ্বারা সাম রচনা করেন, ত্রিষ্টুভের দ্বারা বাক্ নির্মাণ করেন; দ্বিপাদ ও চতুষ্পাদ বাক্যের দ্বারা অনুবাক অর্থাৎ বেদের অধ্যায় বা সাম ও যজুর্বেদের অংশবিশেষ রচনা করেন, এবং তাঁরা অক্ষরযোজনার দ্বারা সপ্তছন্দ রচনা করেন ॥ ২৪ ॥

তিনি জগতী ছন্দের দ্বারা দ্যুলোকে বৃষ্টিকে স্তম্ভিত ক'রে রক্ষা করেছেন, রথন্তর সামে অর্থাৎ সামগানবিশেষে সূর্যকে দর্শন করেছেন। পণ্ডিতগণ বলেন গায়ত্রীর তিন পদ; অতএব গায়ত্রী মহত্ত্ব ও ওজস্বিতায় অন্য সকলকে অতিক্রম করে ॥ ২৫ ॥

আমি, দুগ্ধবতী এই ধেনুকে আহ্বান করি, দোহন কুশল গোদুহ একে দোহন করে। সবিতা আমাদের সোমের শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করুন, কারণ তাতে তাঁর তেজ প্রবৃদ্ধ হবে। এই জন্য আমি তাঁকে আহ্বান করছি ॥ ২৬ ॥

ধনবতী ধেনু মনে মনে বৎসের জন্য ব্যগ্র হয়ে হাম্বারবপূর্বক আগমন করছেন। ইনি অশ্বিদ্বয়ের জন্য দুগ্ধ প্রদান করুন, এবং মহাসৌভাগ্য লাভের জন্য প্রবৃদ্ধ হোন ॥ ২৭ ॥

ধেনু নিমীলিত-চক্ষু বৎসের জন্য হাম্বারব করছে, তার মস্তক অবলেহন করবার জন্য হাম্বারব করছে। বৎসের ওষ্ঠপ্রান্ত যেন অবলোকন ক'রে ধেনু হাম্বারব করছে, এবং প্রভূত দুগ্ধ দানের দ্বারা তাকে পরিপুষ্ট করছে ॥ ২৮ ॥

বৎস ধেনুর চতুর্দিকে পরিভ্রমণপূর্বক অব্যক্ত শব্দ করে, এবং গোচারণ স্থানে অবস্থিত গাভী হাম্বারব করে। ধেনু, শব্দ-জ্ঞানের দ্বারা মানুষদের লজ্জিত করে, এবং দ্যোতমান্ হয়ে আপন রূপ প্রকাশ করছে ॥ ২৯ ॥

চঞ্চল, শ্বাসপ্রশ্বাসশীল ও আপন কার্যসাধনে ব্যগ্র জীব শায়িত অবস্থায় গৃহের মধ্যে অবিচলিত ভাবে অবস্থিত হলেন। মর্ত্যের সঙ্গে একত্র উৎপন্ন মর্ত্যের অমর জীব স্বধাভক্ষণপূর্বক বিচরণ করে ॥ ৩০ ॥

আমি এই রক্ষণশীল অবিশ্রান্ত আদিত্যকে অন্তরীক্ষে আগমন ও প্রত্যাগমন করতে অবলোকন করি। আদিত্য সহগামী ও সর্বব্যাপী কিরণজালে আচ্ছাদিত হয়ে, ভুবনসমূহে পুনঃ পুনঃ আবর্তন করছেন ॥ ৩১ ॥

যিনি গর্ভ উৎপাদন করেছেন তিনিও এর তত্ত্ব জানে না, যিনি গর্ভ দর্শন করেছেন, এ তাঁর নিকট অন্তর্হিত। মাতৃযোনির দ্বারা বেষ্টিত হয়ে সেই গর্ভ বহু সন্ততিমান্ এবং কলুষিত হয় ॥ ৩২ ॥

দ্যু আমার পিতা, নাভিস্থল আমার বন্ধু, বিস্তীর্ণ পৃথিবী আমার মাতা। উত্তান অর্থাৎ উর্ধ্বমুখ

বা চিৎ হয়ে অবস্থিত পাত্র দু'টির মধ্যে যোনি আছে, সেই স্থানে পিতা দুহিতার গর্ভ উৎপাদন করেন ॥ ৩৩ ॥

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রি, পৃথিবীর শেষ অন্ত কোথায়? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রি, ভুবন জগতের নাভি কোথায়? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রি, সেচনশীল অশ্বের রেতঃ কি পদার্থ? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রি, সমস্ত বাক্যের পরম স্থান কোথায়? ॥ ৩৪ ॥

এই বেদিই পৃথিবীর শেষ অন্ত, এই যজ্ঞই জগতের নাভিস্থান, এই সোমই সেচনশীল অশ্বের রেতঃ, এবং এই স্তুতিকারই পরম স্থান ॥ ৩৫ ॥

সপ্ত রশ্মি অর্ধ বৎসর পর্যন্ত গর্ভ ধারণ ক'রে (অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপাদনপূর্বক) এবং ভুবনে রেতঃস্বরূপ হয়ে (অর্থাৎ বৃষ্টি প্রদানপূর্বক) বিষ্ণুর কার্যে নিযুক্ত রয়েছে। এ বিপশ্চিৎ ও সর্বতোব্যাপী। তারা প্রজ্ঞার দ্বারা মনে মনে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করেছে ॥ ৩৬ ॥

আমি এই কি না, তা আমি জ্ঞাত নই। কারণ আমি মূঢ়চিত্ত হয়ে বিচরণ ক'রি। জ্ঞানের যখন প্রথম উন্মেষ হয়, তখনই আমি বাক্যের অর্থ বোধিত হ'তে পারি ॥ ৩৭ ॥

নিত্য অনিত্যের সাথে একস্থানে অবস্থিতি করে, অন্নময় শরীর প্রাপ্ত হয়ে তা কখনো অধোদেশে, কখনো ঊর্ধ্বদেশে গমন করে। এরা সর্বদাই একত্র অবস্থিতি করে, ইহলোকে সর্বত্র একত্রে গমন করে; পরলোকেও সর্বত্র একত্রে গমন করে। লোকে এদের একটির পরিচিতি জ্ঞাত হয়, অপরটিকে পারে না ॥ ৩৮ ॥

সকল দেবগণ পরম ব্যোমের তুল্য ঋকের অক্ষরে উপবেশন করেছেন। এ কথা যে না জ্ঞাত হয়, ঋকের দ্বারা সে কি করবে? এ কথা যারা জ্ঞাত হয়, তারা সুখে অবস্থান করে ॥ ৩৯ ॥

হে অহননীয়া গাভী! তুমি শোভন শস্য তৃণ ইত্যাদি ভক্ষণ করো এবং প্রভূত দুগ্ধবতী হও। তা হ'লে আমরাও প্রভূত ধনবান্ হবো। তুমি সর্বকাল ধ'রে তৃণ ভক্ষণ করো এবং সর্বত্র গমনপূর্বক নির্মল জল পান করো ॥ ৪০ ॥

মেঘের গর্জনরূপ অন্তরীক্ষচারিণী বাক্ বৃষ্টির জল সৃজনপূর্বক শব্দ করছেন। তিনি কখনো একপদী, কখনো দ্বিপদী, কখনো চতুষ্পদী, কখনো অষ্টাপদী ও কখনো নবপদী হন; এবং কখনো সহস্র-অক্ষর পরিমিত হয়ে অন্তরীক্ষের উপরিভাগে অবস্থানপূর্বক শব্দ করেন ॥ ৪১ ॥

তাঁর নিকট হ'তে মেঘ সকল বর্ষণ করে; তাঁর হ'তেই চতুর্দিক আশ্রিত ভূতজাত রক্ষা হয়। তাঁর হ'তে জল উৎপন্ন হয়, জল হ'তে সমস্ত জীব প্রাণধারণ করে ॥ ৪২ ॥

আমি নাতিদূরে শুষ্ক গোময়সম্ভূত ধূম দর্শন করলাম। চতুর্দিকে ব্যাপ্ত নিকৃষ্ট ধূমের পর অগ্নিকে দর্শন করলাম। বীরবর্গ শুক্লবর্ণ বৃষকে পাক করছেন; তাদের এই অনুষ্ঠানই প্রথম ॥ ৪৩ ॥

কেশবিশিষ্ট তিনজন সম্বৎসরের মধ্যে যথা সময়ে ভূমি পরিদর্শন করে। তাদের মধ্যে একজন পৃথিবীকে কর্ষিত করেন (অর্থাৎ কাটিয়ে দেন), একজন আপন কর্মের দ্বারা পরিদর্শন করেন, আর একজনের রূপ দৃষ্ট হয় না, কেবল গতি দৃষ্ট হয় ॥ ৪৪ ॥

শব্দ চারি প্রকার। মেধাবী ঋত্বিকগণ তা অবগত আছেন। তার মধ্যে তিনটি গুহায় নিহিত, প্রকাশিত হয় না। চতুর্থ প্রকার বাক্ মানুষেরা ব'লে থাকেন ॥ ৪৫ ॥

এই আদিত্যকে মেধাবীগণ, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি ব'লে থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হ'লেও এঁকে বহু ব'লে বর্ণনা করেন। এঁকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলা হয় ॥ ৪৬ ॥

সুন্দর গতিবিশিষ্ট জলহারী সূর্যরশ্মিগুলি কৃষ্ণবর্ণ ও নিয়মিত-গতি মেঘকে জলপূর্ণ করে দ্যুলোকে গমন করছে। এরা বৃষ্টির স্থান হ'তে নিম্নমুখে আগমন করে, এবং তার পরে পৃথিবীকে জলের দ্বারা বিশেষভাবে ক্লিন্ন করে ॥ ৪৭ ॥

দ্বাদশ পরিধি, এক চক্র ও তিন নাভি। এই কথা কে জ্ঞাত আছে? ঐ চক্রে তিনশত ষাট সংখ্যক চলাচল চলাচল অর সন্নিবিষ্ট আছে ॥ ৪৮ ॥

হে সরস্বতি! আপনার দেহে বর্তমান যে স্তন লোকের সুখের কারণ, যার দ্বারা সমস্ত বরণীয় ধন রক্ষা করেন, যে স্তন বহু রত্নের আধার ও সমস্ত ধন লাভ করেছে এবং কল্যাণকর, আমাদের পানের নিমিত্ত এই সময় তা প্রকাশ করুন ॥ ৪৯ ॥

দেববর্গ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করেছেন, কারণ এইটিই প্রথম ধর্ম। সেই মাহাত্ম্য আকাশে একত্র হয়, যেখানে সাধনীয় দেবগণ পূর্ব হ'তেই বিদ্যমান ॥ ৫০ ॥

উদক একই প্রকার, কয়েক দিন উপরে গমন করে, কয়েক দিন নিম্নে অবতরণ করে। প্রীতিকর মেঘগণ ভূমিকে প্রীত করে, এবং অগ্নি দ্যুলোককে প্রীত করে ॥ ৫১ ॥

সূর্যদেব স্বর্গীয়, সুন্দর গতিবিশিষ্ট, গমনশীল, প্রকাণ্ড, জলের গর্ভসমুৎপাদক এবং ওষধিসমূহের প্রকাশক। তিনি বৃষ্টির দ্বারা জলাশয়কে তৃপ্ত করেন এবং নদীকে পালন করেন। রক্ষার নিমিত্ত তাঁকে আহ্বান করি ॥ ৫২ ॥

টীকা — ১ ঋকে সায়ণ 'হোতা' শব্দের অর্থ করেছেন 'আদিত্য'; এবং 'মধ্যম ভ্রাতা' অর্থে 'বায়ু' ও 'তৃতীয় ভ্রাতা' অর্থে 'অগ্নি' বলেছেন। 'সপ্তপুত্র বিশিষ্ট বিশ্‌পতি' অর্থাৎ আদিত্যের সপ্তরশ্মি, অথবা অদিতির সপ্ত সন্তান...আবার সায়ণ 'বিশ্‌পতি' অর্থে 'পরমেশ্বর' ক'রে এই ঋকের দ্বিতীয় এক রকম অর্থ করেছেন। তিনি বলেন, এই সূক্তের প্রতিটি ঋকেরই এইরকম একটি ক'রে আধ্যাত্মিক অর্থ করা যায় ॥ ২ ঋকে 'সাত জনী' অর্থে সপ্ত ঋতু বা সপ্ত রশ্মি। সায়ণ। সূর্যলোকে নিহিত সপ্ত রশ্মিই সূর্যের সপ্ত অশ্বরূপে বর্ণিত হয়। সায়ণ 'সপ্ত গো' প্রসঙ্গে বলেন—'গবাং' অর্থে সপ্তস্বর বা সপ্তনদী। কিন্তু 'গো' শব্দ রশ্মি অর্থে বেদে অনেক স্থানে ব্যবহার হয়েছে ॥ ৫ ঋকের 'গো-বৎস' সপ্ততন্তু বিস্তার' ইত্যাদি প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন—বৎস সূর্য এবং সপ্ত-তন্তু সপ্তপ্রকার সোম যজ্ঞ ॥ ৬ ঋকের 'তিনি কি সেই এক?' কথাটি প্রসঙ্গে বলা যায়—৪,৫, ও ৬ ঋক্ বিশেষ ক'রে অধ্যয়ন করলে উপলব্ধি হবে যে এই সূক্ত-রচয়িতা ঋষি আদিত্যের স্তুতি করতে করতে 'প্রথম জাত' 'অস্থি রহিত' সর্ব জগতের সৃষ্টিকর্তার উল্লেখ করেছেন। এই ঋকের দ্বিতীয় অর্থ এই যথা, 'কি যত্ত...একম্'। এই ঋক্ রচয়িতা ঋষি এক আদিত্যের চিন্তা হ'তে জগতের এক সৃষ্টিকর্তার চিন্তা অনুভব করছিলেন, তাঁর অস্পষ্ট ভাষায় তা প্রতীয়মান হয়। এমন চিন্তা আমাদের প্রথম অষ্টকেও বর্ণিত হয়েছে এবং পরবর্তী মণ্ডলেও বর্ণিত হ'তে দেখা যাবে ॥ ৯ ঋকে 'বিশ্বরূপী গাভী' ইত্যাদি বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই স্থানে, বলা হচ্ছে—বৃষ্টির জল শব্দ ক'রে পড়লে, এবং কিরণের যোগে, অর্থাৎ মেঘ বায়ু ও কিরণের যোগে গাভীরূপা পৃথিবী বিশ্বরূপী হলো অর্থাৎ নানা শস্যে আচ্ছাদিত হলো। সায়ণ ॥ ১০ ঋকে—তিন লোক, পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও আকাশ, এবং তাদের অধিষ্ঠাতা তিন দেব, অগ্নি বায়ু ও সূর্য। সায়ণ ॥ ১১ ঋকের বিভিন্ন রূপক বর্ণনা হয়েছে। সত্য এই যে,—বৎসরে ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি, অর্থাৎ সর্বসমেত বিংশতি বিশত। সায়ণ। যেন ইত্যাদি দ্বাদশ রাশি দ্বাদশ অর (অর্থাৎ চক্র নেমি)। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, দ্বাদশ মাসকে দ্বাদশ অর ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক কালে ভারতবর্ষে নির্দিষ্ট হয়নি ॥ ১২ ঋকে 'পঞ্চপাদ ও দ্বাদশ আকৃতিবিশিষ্ট'—হেমন্ত ঋতু ও শিশির এক ব'লে পঞ্চঋতু (পঞ্চপাদ) বলা হয়েছে এবং দ্বাদশ মাস দ্বাদশ রূপ (আকৃতি)। সায়ণ।—পুরীষ অর্থে জল, পুরীষী অর্থে বৃষ্টিকর্তা সূর্য। সায়ণ।—এই ঋকের শেষাংশে

সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গমন উল্লেখিত হয়েছে। এইখানে সপ্তরশ্মিই সপ্তচক্র; ছয় ঋতুই ছয় অর॥ ১০ ঋকের—'পঞ্চ' অর্থে পঞ্চ ঋতু। সায়ণ॥ ১৪ ঋকের 'দশ জন' প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন—ইন্দ্র ইত্যাদি পঞ্চ লোকপাল এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পঞ্চ জাতি। উইলসন এখানে মহাশূন্যের দশটি অঞ্চলের উল্লেখ আরও উপযুক্ত ব'লে মনে করেছেন॥ ১৫ ঋকের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—বারো মাসে বৎসর হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে ১৩ মাসেও বৎসর হয়ে থাকে। ত্রয়োদশ মাস এক মাসেই ঋতু হয়, সুতরাং সেটি একক।—বস্তুতঃ সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর গতির দ্বারা যে বৎসর গণনা করা যায়, দ্বাদশ অমাবস্যা গণনা করলে তা অপেক্ষা কয়েকদিন কম হয়ে পড়ে; এই জন্য সৌরবৎসর ও চান্দ্র বৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধান করবার জন্য চান্দ্রবৎসরের প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটি অধিক মাস, (মলিম্লুচ বা মলমাস) ধরতে হয়। এই ঋক্ হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বৈদিক হিন্দুগণ উভয় বৎসরের গণনা জ্ঞাত ছিলেন, এবং উভয় বৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধান করণও জ্ঞাত ছিলেন। ১৬ ঋক্ প্রসঙ্গে সায়ণের উক্তি—যোষিতের ন্যায় উদকরূপ গর্ভ ধারণ করে ব'লে স্ত্রী। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জল সেচন ক'রে ব'লে পুরুষ। 'তিনিই পিতার পিতা' সম্পর্কে সায়ণ বলেন—সূর্য রশ্মিগণের পিতা এবং রশ্মি বৃষ্টিদান দ্বারা জগতের পিতা, ইত্যাদি॥ ১৭ ঋক্ প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন, গাভী অর্থে আহুতি, বৎস অর্থে অগ্নি। তিনি আরও বলেন, এই ঋকে 'গো' শব্দের অর্থ আদিত্যরশ্মি, এবং বৎস শব্দে যজমান বোঝাতে পারে॥ ১৮ ঋক্—উর্ধ্বস্থিত আদিত্য এবং অধঃস্থিত অগ্নি একই। সায়ণ॥ ১৯ ঋক্—সেই মণ্ডলদ্বয় চন্দ্র এবং সূর্য, যাদের কিরণ অধোমুখ ও উর্ধ্বমুখ। সায়ণ॥ ২০ ঋক্ প্রসঙ্গে সায়ণ অর্থ করেছেন, দুই পক্ষী জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা কেবল মাত্র অবলোকন করে। দিবারাত্র বা পূর্বোক্ত চন্দ্র-সূর্যকেই দুই পক্ষী ব'লে বর্ণনা করা অসম্ভব নয়॥ ২১ ঋক্—অর্থাৎ আদিত্য আমাকে তাঁর আপন মণ্ডলে স্থান দিয়েছেন॥ ২২ ঋকে সায়ণ পিতা অর্থে পালকসূর্য অথবা পরমেশ্বর করেছেন॥ ২৬ ঋকে সায়ণ আর একরকম অর্থ করেছেন, তাতে ধেনু শব্দের অর্থ মেঘ, গোধুক শব্দের অর্থ বায়ু বা বিদ্যুৎ। এই উপমা অনুসারে এর পরবর্তী তিন ঋকে বৎস অর্থে প্রাণীজগৎ। প্রাণীগণ দুগ্ধরূপ বৃষ্টি আকাঙ্ক্ষা করে।—'সোমের শ্রেষ্ঠ অংশ' বলতে ভক্তের হৃদয়ের ভক্তিসুধা বা শুদ্ধতত্ত্ব জ্ঞাপিত হচ্ছে॥ ৩০ ঋকে বলা হয়েছে—দেহ ধ্বংস হ'লেও জীবাত্মা অমর॥ ৩২ ঋকে নিরুক্তকারগণ মাতা অর্থে অন্তরীক্ষ ও পুত্র অর্থে বৃষ্টি ক'রে এই ঋকের ব্যাখ্যা করেছেন। সায়ণের মতে এই ঋকে মানুষের জন্মের কথা বর্ণিত হয়েছে॥ ৩৩ ঋকে 'পিতা দুহিতার গর্ভ উৎপাদন করেন'—অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষ আছে, সেই স্থানে পিতা অর্থাৎ দ্যৌঃ বা ইন্দ্র, দুহিতা পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি উৎপাদন করেন। সায়ণ॥ ৩৬ ঋক্‌টির মন্ত্র সায়ণ সাংখ্যমতে ব্যাখ্যা করেছেন॥ ৩৮ ঋকের বক্তব্য—দেহত্রয় ব্যতিরেকে আত্মাকে কেউ জ্ঞাত হয় না। সায়ণ॥ ৪১ ঋকের মূলে 'গৌরী' শব্দ আছে, সায়ণ তার অর্থ করেছেন স্তনয়িত্নুরূপ বাক্ বা শব্দ। কেউ বলেন, 'গৌরী' অর্থে ব্রহ্মাত্মক বাক্য। যখন কেবল মেঘে অধিষ্ঠান করেন, তখন একপদী; যখন মেঘ ও অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করেন, তখন দ্বিপদী; যখন দিক চতুষ্টয়ে অধিষ্ঠান করেন, তখন চতুষ্পদী; এবং যখন চতুর্দিক ও চতুষ্কোণে অবস্থিতি করেন তখন অষ্টাপদী; এর সাথে উর্ধ্বদিক্ মিলিত হ'লে নবপদী॥ ৪৩ ঋকের মূলে 'উক্ষাণং পৃশ্নিমপচন্ত বীরাঃ' আছে। সায়ণ 'বীরাঃ' অর্থে ঋত্বিকগণ ক'রেছেন, 'উক্ষাণং' অর্থে ফল প্রদান সমর্থ, এবং 'পৃশ্নি' অর্থে শুক্লবর্ণ অথবা সোম ক'রেছেন॥ ৪৪ ঋকে 'কেশবিশিষ্ট তিনজন' অর্থে অগ্নি, আদিত্য ও বায়ু এই তিনজনকে সায়ণ উদ্দিষ্ট করেছেন। অগ্নি পৃথিবীকে কর্তিত করেন অর্থাৎ ক্ষৌর করেন, আদিত্য বা সূর্য আপন কর্মের দ্বারা পরিদর্শন করেন (এবং তাপ প্রদান করেন)। বলা বাহুল্য, বায়ুকে দর্শন করা যায় না কেবল তাঁর গতি স্পর্শন করা যায়॥ ৪৬ ঋকের মূলে "সুপর্ণো গরুত্মান্" আছে। "সুপর্ণঃ সুপতনঃ গরুত্মান্ গরণবান্ গমনবান্, বা"। সায়ণ। বিষ্ণুর গরুড়পক্ষী বাহন, এই যে পৌরাণিক কথা আছে, তা এমনই বৈদিক উপ

হ'তে বোধ হয় উৎপন্ন হয়েছে। কাহিনীটি এই যে, মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তাঁর অন্যতমা পত্নী বিনতার গর্ভে গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। বিমাতা কদ্রুর দাসীত্ব হ'তে আপন জননীকে মুক্ত করতে ইচ্ছুক হয়ে, তিনি বিমাতার আদেশে সুধা আনয়ন করতে স্বর্গে গমন করেন। সেখানে অমৃত প্রাপ্ত হয়ে তা পান না ক'রে পক্ষিবর তা গ্রহণপূর্বক গমনোদ্যত দর্শন ক'রে বিষ্ণু এঁর প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হ'লেন। বিষ্ণু এঁকে বর দান করতে ইচ্ছুক হ'লে, পক্ষিরাজ তাঁর অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রাপ্তি এবং অমৃত পান না ক'রেও অজর অমর হবার বর গ্রহণ করেন। এর পর ইনি বিষ্ণুকে বর প্রদানে উদ্যত হ'লে, তিনি এঁকে বাহনরূপে প্রাপ্ত হ'তে আকাঙ্ক্ষিত হলেন। সেই অবধি গরুড় বিষ্ণুর বাহন হ'লেন এবং গরুড়ের আসন বিষ্ণুর রথধ্বজের উপর স্থিত হলো ॥ ৪৮ ঋকে—পরিধি দ্বাদশ মাস। চক্র বৎসর। নাভি গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত নামক ঋতু। শঙ্কু বৎসরের তিন শত ষষ্টি দিবস। সায়ণ। উপরোক্ত টীকাগুলি লক্ষ্য করলে আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যাবে।

◆ ◆

— ১৬৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও বায়ু। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

এই সূক্তে ইন্দ্র, মরুৎ ও অগস্ত্যের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। এর তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী ও নবমী ঋক্ মরুৎবাক্য, অতএব মরুৎই এদের ঋষি। শেষ তিনটির অগস্ত্য ঋষি। অবশিষ্টের ইন্দ্র ঋষি।

কয়া শুভা সবয়সঃ সনীলাঃ সমান্যা মরুতঃ সং মিমিক্ষুঃ।
কয়া মতী কুত এতাস এতেঽর্চন্তি শুষ্মং বৃষণো বসূয়া ॥ ১ ॥
কস্য ব্রহ্মাণি জুজুষুর্যুবানঃ কো অধ্বরে মরুত আ ববর্ত।
শ্যেনাঁ ইব ধ্রজতো অন্তরিক্ষে কেন মহা মনসা রীরমাম ॥ ২ ॥
কুতস্ত্বমিন্দ্র মাহিনঃ সন্নেকো যাসি সৎপতে কিং ত ইত্থা।
সং পৃচ্ছসে সমরাণঃ শুভানৈর্বোচেস্তন্নো হরিবো যত্তে অস্মে ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মাণি মে মতয়ঃ শং সুতাসঃ শুষ্ম ইয়র্তি প্রভৃতো মে অদ্রিঃ।
আ শাসতে প্রতি হর্যন্ত্যুক্থেমা হরী বহতস্তা নো অচ্ছ ॥ ৪ ॥
অতো বয়মন্তমেভির্যুজানাঃ স্বক্ষত্রেভিস্তন্বঃ শুম্ভমানাঃ।
মহোভিরেতাঁ উপ যুজ্মহে ন্বিন্দ্র স্বধামনু হি নো বভূথ ॥ ৫ ॥
ক্ব স্যা বো মরুতঃ স্বধাসীদ্ যন্মামেকং সমধত্তাহিহত্যে।
অহং হ্যুগ্রস্তবিষস্তুবিষ্মান্ বিশ্বস্য শত্রোরনমং বধস্নৈঃ ॥ ৬ ॥
ভূরি চকর্থ যুজ্যেভিরস্মে সমানেভির্বৃষভ পৌংস্যেভিঃ।
ভূরীণি হি কৃণবামা শবিষ্ঠেন্দ্র ক্রত্বা মরুতো যদ্বশাম ॥ ৭ ॥
বধীং বৃত্রং মরুত ইন্দ্রিয়েণ স্বেন ভামেন তবিষো বভূবান্।
অহমেতা মনবে বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ সুগা অপশ্চকর বজ্রবাহুঃ ॥ ৮ ॥

অনুত্তমা তে মঘবন্নকির্নু ন ত্বাবাঁ অস্তি দেবতা বিদানঃ।
ন জায়মানো নশতে ন জাতো যানি করিষ্যা কৃণুহি প্রবৃদ্ধ ॥ ৯ ॥
একস্য চিন্মে বিভ্বস্ত্বোজো যা নু দধৃষ্বান্কৃণবৈ মনীষা।
অহং হ্যুগ্রো মরুতো বিদানো যানি চ্যবমিন্দ্র ইদীশ এষাম্ ॥ ১০ ॥
অমন্দন্মা মরুতঃ স্তোমো অত্র যন্মে নরঃ শ্রুত্যং ব্রহ্ম চক্র।
ইন্দ্রায় বৃষ্ণে সুমখায় মহ্যং সখ্যে সখায়স্তন্বে তনূভিঃ ॥ ১১ ॥
এবেদেতে প্রতি মা রোচমানা অনেদ্যঃ শ্রব এষো দধানাঃ।
সঞ্চক্ষ্যা মরুতশ্চন্দ্রবর্ণা অচ্ছান্ত মে ছদয়াথা চ নূনম্ ॥ ১২ ॥
কো ন্বত্র মরুতো মামহে বঃ প্র যাতন সখীঁরচ্ছা সখায়ঃ।
মন্মানি চিত্রা অপিবাতয়ন্ত এষাং ভূত নবেদা ম ঋতানাম্ ॥ ১৩ ॥
আ যদ্দুবস্যাদ্দুবসে ন কারুরস্মাঞ্চক্রে মান্যস্য মেধা।
ও ষু বর্ত মরুতো বিপ্রমচ্ছেমা ব্রহ্মাণি জরিতা বো অর্চৎ ॥ ১৪ ॥
এষ বঃ স্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ।
এষা যাসীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রার্থ — সমানবয়স্ক, একস্থাননিবাসী, মরুৎবর্গ কোন সর্বসাধারণ সুর্জ্যের শোভায় শোভান্বিত হয়ে পৃথিবী সিঞ্চন করছেন। এঁরা কি মনে কোন দেশ হ'তে আগমন করেছেন? এবং আগমনপূর্বক জলবর্ষীগণ ধনলাভের ইচ্ছায় বলের অর্চনা করছেন ॥ ১ ॥

তরুণ বয়স্ক মরুৎবর্গ কা'র হব্য গ্রহণ করেন? ওঁরা অন্তরীক্ষগামী শ্যেনপক্ষীর মতো। কে ওঁদের যজ্ঞে নিবৃত্ত করতে পারে? কি রকম মহাস্তোত্রের দ্বারা আমরা ওঁদের আনন্দিত করতে পারি? ॥ ২ ॥

(মরুৎবর্গ) : হে সাধুগণের পালক ইন্দ্র। আপনি একাকী কোথায় গমন করছেন? আপনি কি কেনই? আপনি আমাদের সাথে মিলিত হয়ে যথার্থ জিজ্ঞাসা করেছেন। হে হরিবাহন। আমাদের প্রতি যা বক্তব্য আছে, তা মিষ্ট বাক্যে বলুন ॥ ৩ ॥

(ইন্দ্র) : সমস্ত হব্য আমার, সমস্ত স্তুতি আমার সুখকর, অভিষুত সোম আমার। আমার বলবান বজ্র ক্ষিপ্ত হ'লে অব্যর্থ হয়, যজমানবৃন্দ আমাকেই প্রার্থনা করে, স্তুতিসকল আমারই কামনা করে। এই হরিনামক অশ্বদ্বয় হব্য লাভের জন্য আমাকে বহন করছে ॥ ৪ ॥

(মরুৎবর্গ) : এই জন্য আমরা মহাতেজে আপন শরীর অলঙ্কৃত ক'রে নিকটবর্তী ও বলবান অশ্বযুক্ত হয়ে যজ্ঞক্ষেত্রে গমনের নিমিত্ত শীঘ্রই প্রস্তুত হয়েছি। আপনি রীতি অনুসারে আমাদের সঙ্গেই অবস্থান করুন ॥ ৫ ॥

(ইন্দ্র) : আমি একাকী অহি হনন করবার সময়, তোমাদের আমার সঙ্গে অবস্থান করার রীতি কোথায় ছিল? আমি উগ্র বলবান্ মাহাত্ম্য বিশিষ্ট, অতএব আমি সমস্ত শত্রুকে বধের দ্বারা অবনত করেছি ॥ ৬ ॥

(মরুৎবর্গ) : হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র। আমরা সমান পৌরুষযুক্ত, আমাদের সাথে মিলিত হয়ে আপনি অনেক করেছেন। হে বলবত্তম ইন্দ্র। আমরাও প্রচুর কর্ম করেছি। আমরা মরুৎ, অতএব

আমরা কর্মের দ্বারা বৃষ্টি ইত্যাদি কামনা করি ॥ ৭ ॥

(ইন্দ্র) : হে মরুৎগণ! আমি ক্রোধের সময়ে বিপুল পরাক্রান্ত হয়ে আপন ভুজবলে বৃত্রকে বিনাশ করেছি। আমি বজ্রবাহু। আমি মানুষের জন্য সকলের আহ্লাদকর, সুন্দর বৃষ্টি ক'রে থাকি ॥ ৮ ॥

(মরুৎবর্গ) : হে মঘবন্! আপনার কিছুই অনুত্তম নয়, আপনার মতো বিদ্বান্ দেবতা নেই। হে অতিবলবান্ ইন্দ্র! আপনি যে সকল কর্তব্য-কার্য সমাধা করেছেন, জায়মান অথবা জাত কেউই তা করতে পারে না ॥ ৯ ॥

(ইন্দ্র) : আমি একাকী, আমারই বল সর্বত্র ব্যাপ্ত হোক। আমি যা মনে ধারণা করি, তা যেন শীঘ্র সম্পন্ন করতে পারি। কারণ হে মরুৎগণ! আমি উগ্র ও বিদ্বান্ এবং আমি যে সকল বস্তু অবগত আছি, আমিই সে সকলের অধিপতি ॥ ১০ ॥

হে মরুৎগণ! এই বিষয়ে তোমরা আমার যে প্রসিদ্ধ স্তোত্র করেছো, তা আমাকে হর্ষিত করে। আমি ঐশ্বর্যযুক্ত, অভীষ্টবর্ষী, নানা রূপবিশিষ্ট ও তোমাদের যোগ্য সখা ॥ ১১ ॥

হে মরুৎগণ! তোমরা সুবর্ণবর্ণ, আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে, দূরস্থিত কীর্তি ও অন্ন ধারণপূর্বক আমাকে সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ ও তেজের দ্বারা আচ্ছাদিত করো ॥ ১২ ॥

(অগস্ত্য) : হে মরুৎগণ! আপনাদের কোন্ মর্ত্য পূজা করছে? আপনারা সকলের সখা, আপনারা সখা যজমানের অভিমুখে আগমন করুন। হে বিচিত্র মরুৎগণ! আপনারা ধনের প্রাপ্তির উপায়ভূত হোন, এবং যথাযথ কর্ম অবগত হোন ॥ ১৩ ॥

হে মরুৎগণ! স্তোত্রের দ্বারা পরিচরণে (অর্থাৎ পূজায়) সমর্থ, স্তুতিকুশল মান্য ঋত্বিকের বুদ্ধি আপনাদের পরিচর্যার জন্য আমাদের অভিমুখে আগমন করে। হে মরুৎগণ! আমি মেধাবী, আমার অভিমুখে আগমন করুন। আপনাদের প্রসিদ্ধ কর্মের উদ্দেশে স্তোতা আপনাদের অর্চনা করছেন ॥ ১৪ ॥

হে মরুৎগণ! এই স্তোম, এই স্তুতি, মান্য মান্দার্য কবির। এ শরীর পুষ্টির জন্য আপনাদের নিকট গমন করছে। আমরা যেন অন্ন বল ও দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হই ॥ ১৫ ॥

টীকা — এই সূক্তের ইন্দ্র, মরুৎ ও অগস্ত্য সম্পর্কে সাধারণ ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। ১৫ ঋকে 'মান্দার্য' সম্পর্কে সায়ণ বলেছেন—মান্য অর্থে মাননীয় ও মান্দার্য অর্থে স্তুতির দ্বারা প্রীতিকারী। কিন্তু আচার্য মক্ষমূলর এটি একজন কবির নাম ব'লে সিদ্ধান্ত করেছেন। পরবর্তী সূক্তের শেষ ঋকটির অর্থানুসারে এই মতটিই গ্রহণযোগ্য। আমরাও সেই মতো 'মান্দার্য' অর্থে একজন কবির নাম ব'লে গ্রহণ করেছি।

◆ ◆

— ১৬৬ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

তন্নু বোচাম রভসায় জন্মনে পূর্বং মহিত্বং বৃষভস্য কেতবে।
ঐধেব যামন্মরুতস্তুবিষ্বণো যুধেব শক্রাস্তবিষাণি কর্তন॥ ১॥

নিত্যং ন সূনুং মধু বিভ্রত উপ ক্রীলন্তি ক্রীলা বিদথেষু ঘৃষ্বয়ঃ।
নক্ষন্তি রুদ্রা অবসা নমস্বিনং ন মর্ধন্তি স্বতবসো হবিষ্কৃতম্॥ ২॥
যস্মা উমাসো অমৃতা অরাসত রায়স্পোষং চ হবিষা দদাশুষে।
উক্ষন্ত্যস্মৈ মরুতো হিতা ইব পুরু রজাংসি পয়সা ময়োভুবঃ॥ ৩॥
আ যে রজাংসি তবিষীভিরব্যত প্র ব এবাসঃ স্বযতাসো অধ্রজন্।
ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনানি হর্ম্যা চিত্রো বো যামঃ প্রযতাস্বৃষ্টিষু॥ ৪॥
যত্ত্বেষযামা নদয়ন্ত পর্বতান্দিবো বা পৃষ্ঠং নর্যা অচুচ্যবুঃ।
বিশ্বো বো অজ্মন্ ভয়তে বনস্পতী রথীয়ন্তীব প্র জিহীত ওষধিঃ॥ ৫॥
যূয়ং ন উগ্রা মরুতঃ সুচেতুনারিষ্টগ্রামাঃ সুমতিং পিপর্তন।
যত্রা বো দিদ্যুদ্রদতি ক্রিবির্দতী রিণাতি পশ্বঃ সুধিতেব বর্হণা ॥ ৬॥
প্র স্কম্ভদেষ্ণা অনবভ্ররাধসোঽলাতৃণাসো বিদথেষু সুষ্টুতাঃ।
অর্চন্ত্যর্কং মদিরস্য পীতয়ে বিদুর্বীরস্য প্রথমানি পৌংস্যা॥ ৭॥
শতভুজিভিস্তমভিহ্রুতেরঘাৎপূর্ভী রক্ষতা মরুতো যমাবত।
জনং যমুগ্রাস্তবসো বিরপ্শিনঃ পাথনা শংসাত্তনয়স্য পুষ্টিষু॥ ৮॥
বিশ্বানি ভদ্রা মরুতো রথেষু বো মিথস্পৃধ্যেব তবিষাণ্যাহিতা।
অংসেষ্বা বঃ প্রপথেষু খাদয়োঽক্ষো বশ্চক্রা সময়া বিবাবৃতে॥ ৯॥
ভূরীণি ভদ্রা নর্যেষু বাহুষু বক্ষঃসু রুক্মা রভসাসো অঞ্জয়ঃ।
অংসেষ্বেতাঃ পবিষু ক্ষুরা অধি বয়ো ন পক্ষান্ব্যনু শ্রিয়ো ধিরে॥ ১০॥
মহান্তো মহ্না বিভ্বো বিভূতয়ো দূরেদৃশো যে দিব্যা ইব স্তৃভিঃ।
মন্দ্রাঃ সুজিহ্বাঃ স্বরিতার আসভিঃ সংমিশ্লা ইন্দ্রে মরুতঃ পরিষ্টুভঃ॥ ১১॥
তদ্বঃ সুজাতা মরুতো মহিত্বনং দীর্ঘং বো দাত্রমদিতেরিব ব্রতম্।
ইন্দ্রশ্চন ত্যজসা বি হ্রুণাতি তজ্জনায় যস্মৈ সুকৃতে অরাধ্বম্॥ ১২॥
তদ্বো জামিত্বং মরুতঃ পরে যুগে পুরূ যচ্ছংসমমৃতাস আবত।
অয়া ধিয়া মনবে শ্রুষ্টিমাব্যা সাকং নরো দংসনৈরা চিকিত্রিরে॥ ১৩॥
যেন দীর্ঘং মরুতঃ শূশবাম যুষ্মাকেন পরীণসা তুরাসঃ।
আ যত্ততনন্বৃজনে জনাস এভির্যজ্ঞেভিস্তদভীষ্টিমশ্যাম্॥ ১৪॥
এষ বঃ স্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ।
এষা যাসীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — ফলবর্ষী যজ্ঞের সুসম্পাদনের নিমিত্ত ত্বরান্বিতপূর্বক উপস্থিত হওয়ার জন্য তাঁদের উদ্দিষ্ট পূর্ব মাহাত্ম্য কীর্তন করছি। হে প্রভূত শক্তিযুক্ত, সর্বকার্যক্ষম, মরুৎগণ। আপনারা যজ্ঞে [illegible]নের জন্য প্রস্তুত হওয়ায় সমিধ্ যেমন তেজে আবৃত হয়, সেই রকম আপনারা যেন যুদ্ধে [illegible]নের জন্য প্রভূত বল ধারণ করেন॥ ১॥

ঔরসপুত্রের মতো, প্রিয় মধুর হব্য ধারণপূর্বক ধর্ষণকারী মরুৎসজ্ঞ যজ্ঞে প্রমুদিত চিত্তে ক্রীড়া করেন। রুদ্রগণ নমস্কারকারী (যজমানকে) রক্ষাদানের নিমিত্ত প্রাপ্ত হন, তাঁদের বল নিজের অধীন তাঁরা যজমানকে কখনো ক্লেশ প্রদান করেন না ॥ ২ ॥

যে হবিপ্রদায়ী যজমানের আহুতিতে প্রীত হয়ে, সর্বরক্ষক, মরণরহিত এবং সুখ-উৎপাদক মরুৎবর্গ প্রভূত ধন প্রদান করেন, সেই যজমানেরই হিতকরী সখার মতো আপনারা সমস্ত দেশ প্রভূত জলে সিক্ত করুন ॥ ৩ ॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের যে অশ্বগণ, আপন বলে সমস্ত লোক ভ্রমণ করে, তার নিজেরাই যুক্ত হয়ে গমন করে। আপনাদের গমন অতীব আশ্চর্য; লোকে আয়ুধ উত্তোলিত করলে যেমন ভীত হয়, সমস্ত ভুবন ও অট্টালিকা, আপনাদের গমনের সময়ে সেই রকম ভীত হয় ॥ ৪ ॥

মরুৎগণের গমন অতি প্রদীপ্ত। তাঁরা যখন গিরিগহ্বর ধ্বনিত করেন, অথবা মানুষদের হিতের নিমিত্ত অন্তরীক্ষের উপরিভাগে আরোহণ করেন, তখন তাঁদের পথে সমস্ত বনস্পতিগণ ভয়ব্যাকুল হয় এবং রথারূঢ়া স্ত্রীর মতো ওষধিসমূহ এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে নীত হয় ॥ ৫ ॥

হে উগ্র মরুৎগণ! সুবুদ্ধির সাথে আপনারা অহিংসিত দল হয়ে আমাদের সুবুদ্ধি প্রদান করুন। যখন আপনাদের বিক্ষেপণশীল দন্তবিশিষ্ট বিদ্যুৎ দংশন করে, তখন সুলক্ষিত হেতির ন্যায় পশুসমূহ নষ্ট করে ॥ ৬ ॥

যাঁদের দান অবিরত, যাঁদের ধন ভ্রংশরহিত, যাঁদের শত্রুবধ পর্যাপ্ত, এবং যাঁদের স্তুতি সুষ্ঠু, এই রকম মরুৎগণ সোমের পানের জন্য স্তুতি করছেন। কারণ তাঁরাই ইন্দ্রের প্রথম বীর্য অবগত আছেন ॥ ৭ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা ব্যক্তিকে কুটিলস্বভাব পাপ হ'তে রক্ষা করেছেন, হে উগ্র, বলবান মরুৎগণ! আপনারা যে লোককে পুত্র ইত্যাদির পুষ্টিসাধনের দ্বারা নিন্দা হ'তে রক্ষা করেছেন তাকে সংখ্যারহিত ভোগ্য বস্তুর দ্বারা প্রতিপালন করুন ॥ ৮ ॥

হে মরুৎগণ! সমস্ত কল্যাণকর পদার্থ আপনাদের রথে স্থাপিত আছে। আপনাদের স্কন্ধদেশে পরস্পর স্পর্ধাকারী অস্ত্রশস্ত্রগুলি রয়েছে। ভ্রমণকালে আপনাদের বাহুতে বলয় শোভা প্রাপ্ত হয়। আপনাদের চক্র সকল অক্ষের সমীপে আবর্তন করছে ॥ ৯ ॥

মানুষদের হিতকর বাহুতে মরুৎগণ প্রভূত কল্যাণসাধন দ্রব্য ধারণ করছেন; বক্ষস্থলে কান্তিযুক্ত, সুস্পষ্ট রূপবিশিষ্ট, সুবর্ণের আভরণ ধারণ করছেন; অংসদেশে শ্বেতবর্ণ মাল্য ধারণ করছেন; বজ্রের মতো আয়ুধে (অর্থাৎ অস্ত্রে) ক্ষুর ধারণ করছেন। পক্ষীগণ যেমন পক্ষ ধারণ করে, সেই রকম মরুৎগণ শ্রী-ধারণ করছেন ॥ ১০ ॥

যে মরুৎগণ মহান্, মহিমান্বিত, বিভূতিবান্, আকাশস্থ নক্ষত্রের মতো দূরে প্রকাশিত, যাঁরা প্রমুদিত, যাঁদের জিহ্বা সুস্বর, যাঁদের মুখে শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে, যাঁরা ইন্দ্রের সহায় এবং যাঁরা স্তুতিযুক্ত, তাঁরা আমাদের যজ্ঞস্থলে আগমন করুন ॥ ১১ ॥

হে সুজাত মরুৎগণ! আপনাদের মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ, আপনাদের দান ব্রতের মতো অবিচ্ছিন্ন। আপনারা সুকৃতি-সম্পন্ন যজমানকে যা প্রদান করেন, ইন্দ্র তার প্রতি কৌটিল্য করেন না ॥ ১২ ॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের বন্ধুত্ব প্রসিদ্ধ ও বহুকালব্যাপী। যেহেতু আপনারা অমর হয়ে প্রচুর পরিমাণে আমাদের স্তুতি রক্ষা করেন এবং অনুগ্রহপূর্বক মানুষের জন্য স্তুতি রক্ষা ক'রে তাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের নেতৃত্ব স্বীকার ক'রে কর্মের দ্বারা সমস্ত অবগত হন ॥ ১৩ ॥

হে বেগবান্ মরুৎগণ! আপনাদের মহৎ আগমনে আমরা দীর্ঘ যজ্ঞকর্মকে বর্ধিত করি। এর দ্বারা মনুষ্য যুদ্ধে জয়লাভ করে। এই সমস্ত যজ্ঞের দ্বারা আমি যেন আপনাদের আগমন লাভ করতে পারি ॥১৪॥

হে মরুৎগণ! কবি মান্য মান্দার্যের এই স্তোম আপনাদের জন্য (উৎসর্গীকৃত), এই স্তুতি আপনাদের জন্য (উৎসর্গীকৃত); ইচ্ছা অনুসারে তাঁর শরীর-পুষ্টির নিমিত্ত আপনাদের নিকট আগমন করছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করি ॥১৫॥

টীকা — শেষ ঋকে 'মান্দার্য' অর্থে যে একজন কবির নাম, তা বোধগম্য হলো। সায়ণ পূর্ব সূক্তের শেষ ঋকে 'মান্দার্য' অর্থে স্তুতির দ্বারা প্রীতিকারী বললেও আচার্য মোক্ষমূলার যে কথা বলেছেন এবং আমরা সেখানে তাঁকে অনুসরণ ক'রে, 'মান্দার্য' অর্থে একজন কবির নাম ব'লে স্বীকার করেছি। মান্দার্য ছিলেন মন্দার পুত্র।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে প্রথম অষ্টকে মরুৎগণ যে প্রকৃতপক্ষে বিবেকরূপী দেবমূর্তরূপে ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ মাত্র, সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি।

◆ ◆

— ১৬৭ সূক্ত —

[দেবতা : ১ম ঋক্—ইন্দ্র, অবশিষ্ট ঋক্—মরুৎ। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

সহস্রং ত ইন্দ্রোতয়ো নঃ সহস্রমিষো হরিবো গূর্ততমাঃ।
সহস্রং রায়ো মাদয়ধ্যৈ সহস্রিণ উপ নো যন্তু বাজাঃ ॥ ১ ॥
আ নোঽবোভির্মরুতো যান্ত্বচ্ছা জ্যেষ্ঠেভির্বা বৃহদ্দিবৈঃ সুমায়াঃ।
অধ যদেষাং নিযুতঃ পরমাঃ সমুদ্রস্য চিদ্ধনয়ন্ত পারে ॥ ২ ॥
মিম্যক্ষ যেষু সুধিতা ঘৃতাচী হিরণ্যনির্ণিগুপরা ন ঋষ্টিঃ।
গুহা চরন্তী মনুষো ন যোষা সভাবতী বিদথ্যেব সং বাক্ ॥ ৩ ॥
পরা শুভ্রা অয়াসো যব্যা সাধারণ্যেব মরুতো মিমিক্ষুঃ।
ন রোদসী অপ নুদন্ত ঘোরা জুষন্ত বৃধং সখ্যায় দেবাঃ ॥ ৪ ॥
জোষদ্যদীমসুর্যা সচধ্যৈ বিষিতস্তুকা রোদসী নৃমণাঃ।
আ সূর্যেব বিধতো রথং গাত্ত্বেষপ্রতীকা নভসো নেত্যা ॥ ৫ ॥
আস্থাপয়ন্ত যুবতিং যুবানঃ শুভে নিমিশ্লাং বিদথেষু পজ্রাম্।
অর্কো যদ্বো মরুতো হবিষ্মান্ গায়দ্ গাথং সুতসোমো দুবস্যন্ ॥ ৬ ॥
প্র তং বিবক্মি বক্ম্যো য এষাং মরুতাং মহিমা সত্যো অস্তি।
সচা যদীং বৃষমণা অহংযুঃ স্থিরা চিজ্জনীর্বহতে সুভাগাঃ ॥ ৭ ॥
পান্তি মিত্রাবরুণাববদ্যাচ্চয়ত ঈমর্যমো অপ্রশস্তান্।
উত চ্যবন্তে অচ্যুতা ধ্রুবাণি বাবৃধ ঈং মরুতো দাতিবারঃ ॥ ৮ ॥

নহী নু বো মরুতো অন্ত্যস্মে আরাত্তাচ্চিচ্ছবসো অন্তমাপুঃ।
তে ধৃষ্ণুনা শবসা শূশুবাংসোঽর্ণো ন দ্বেষো ধৃষতা পরিষ্ঠুঃ॥ ৯॥
বয়মদ্যেন্দ্রস্য প্রেষ্ঠা বয়ং শ্বো বোচেমহি সমর্যে।
বয়ং পুরা মহি চ নো অনু দ্যূন্ তন্ন ঋভুক্ষা নরামনু ষ্যাৎ॥ ১০॥
এষ বঃ স্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ।
এষা যাসীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি সহস্র রকমে রক্ষা করুন; আপনার রক্ষাসকল আমাদের নিকট আগত হোক। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! আপনার সহস্র রকম প্রশংসনীয় অন্ন আছে; তারা আমাদের নিকট আগত হোক। হে ইন্দ্র! আপনার সহস্র রকম ধন আছে; তারা আমাদের তুষ্টি সাধনের জন্য আমাদের নিকট আগত হোক। সহস্র চতুষ্পদ, আমার নিকট আগত হোক ॥ ১॥

মরুৎবর্গ আশ্রয়দানের নিমিত্ত আমাদের নিকট আগত হোন। সুবুদ্ধি মরুৎবর্গ প্রশস্যতম ও মহাদীপ্তিযুক্ত ধনের সাথে আমাদের নিকট আগত হোন। যেহেতু নিযুৎনামক তাঁদের উৎকৃষ্ট অশ্বসকল সমুদ্রের পরপারেও ধনধারণ করছে ॥ ২॥

সুনিহিত, উদকস্রাবী, সুবর্ণবর্ণা বিদ্যুৎ, মাংসের মতো, অথবা নিগূঢ় স্থানে লুক্কায়িত মানুষের শক্তির মতো, অথবা সভাস্থলে উচ্চারিতা যজ্ঞীয় বাণীর মতো, এই মরুৎবর্গের সাথে মিলিত হয় ॥ ৩॥

সাধারণী স্ত্রীর মতো আলিঙ্গন পরায়ণ বিদ্যুতের সাথে শুভ্রবর্ণ, অভিগমনশীল, উৎকৃষ্ট মরুৎগণ মিলিত হচ্ছেন। ভয়ঙ্কর মরুৎগণ, দ্যাবাপৃথিবীকে অপনোদন করেন না। দেববৃন্দ, সখ্যতা তাঁদের সমৃদ্ধি সাধন করেন ॥ ৪॥

অসুর মরুৎগণের আপন পত্নী রোদসী আলুলায়িত কেশে ও অনুরক্তমনে মরুৎগণকে সেবা করছেন। সূর্যা যেমন অশ্বিদ্বয়ের রথে আরোহণ করেছিলেন; দীপ্ত-অবয়বা রোদসী সেইরকম চঞ্চল মরুৎগণের রথে আরোহণপূর্বক শীঘ্র আগমন করছেন ॥ ৫॥

যজ্ঞ আরম্ভ হ'লে বৃষ্টিদানের জন্য তরুণবয়স্ক মরুৎগণ, তরুণী রোদসীকে রথে স্থাপিত করছেন। বলশালিনী রোদসী, নিয়মক্রমে তাঁদের সাথে মিলিতা হন। সেই সময় অর্চন-মন্ত্রবিশিষ্ট হব্যপ্রদাতা, সোমের অভিষবকারী যজমান মরুৎসঙ্ঘের পরিচর্যাপূর্বক স্তুব পাঠ করছে ॥ ৬॥

মরুৎগণের মহিমা সকলের প্রশংসনীয় ও অমোঘ; আমি তা বর্ণনা করছি। তাঁদের রোদসী বর্ষণ-অভিলাষিণী, অহঙ্কারবতী ও অবিচলিতমনা; তিনি সৌভাগ্যবিশিষ্ট উৎপত্তিশীল প্রজা ধারণ করেন ॥ ৭॥

মিত্রাবরুণ ও অর্যমা, এই যজমানকে নিন্দা হ'তে রক্ষা করেন, এবং এর অপ্রশস্য পদার্থকে নাশ করেন। হে মরুৎগণ! আপনাদের জল-প্রদানের সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন তাঁরা (অর্থাৎ মিত্রাবরুণ ও অর্যমা) মেঘের মধ্যস্থিত অবারিত জল ক্ষরণ করেন ॥ ৮॥

হে মরুৎগণ! আমাদের মধ্যে কেউই অন্তরের দূর হ'তেও আপনাদের বলের অন্ত প্রাপ্ত হয়নি। মরুৎগণ পরাভিভব সমর্থ বলের দ্বারা বর্ধমান হয়ে জলরাশির মতো আপন সামর্থ্যে শত্রুগণকে অভিভব করছেন ॥ ৯॥

আমরা অদ্য ইন্দ্রের প্রিয়তম হবো; কল্য যজ্ঞে তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করবো। আমরা পূর্বে মাহাত্ম্য কীর্তন করেছি, এবং প্রতিদিন করছি; অতএব মহান ইন্দ্র, মানুষদের মধ্যে আমাদের প্রতি অনুকূল হোন ॥ ১০ ॥

হে মরুৎগণ! কবি মান্য মান্দার্যের এই স্তুতি আপনাদের জন্য ইচ্ছা অনুসারে তাঁর শরীরের পুষ্টির নিমিত্ত আপনাদের নিকট আগমন করছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করি ॥ ১১ ॥

টীকা — ২ ঋকে 'নিযুৎ' শব্দ আছে। 'নিযুৎ' হলো বায়ুর অশ্বের নাম। মরুৎগণের বাহন পৃষতী অর্থাৎ বিন্দুচিহ্নিত মৃগ। ৫ ঋকে মরুৎগণকে অসুর বা 'অসুর্যা' ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে।—সবিতা সূর্যনাম্নী আপন দুহিতাকে সোম রাজাকে প্রদান করতে ইচ্ছা করেছিলেন। সকল দেবই সেই সূর্যাকে অভিলাষ করেছিলেন এবং তাঁরা পরস্পর বললেন, আমরা আদিত্য পর্যন্ত দ্রুতবেগে গমন করবো (অর্থাৎ দৌড়াবো)। (এই দৌড়কে পুরাণে আজিধাবন বলা হয়েছে)। আমাদের মধ্যে আজিধাবনে যে জয়লাভ করবেন, সূর্যা তাঁরই হবেন। অশ্বিদ্বয় জয় লাভ করলেন এবং তাঁরাই সূর্যাকে জয়পূর্বক রথে আরোহিত করালেন ॥ ৬ ঋকের 'রোদসী' শব্দের সচরাচর অর্থ দ্যাবাপৃথিবী। অর্থাৎ দ্যৌঃ ও পৃথিবী। ঋগ্বেদে অন্যত্র 'রোদসী' হ'লেন রুদ্রের পত্নী অর্থাৎ মরুৎগণের মাতা। কিন্তু এই সূক্তে রোদসী মরুৎগণের স্ত্রীরূপে বর্ণিত হয়েছেন। সায়ণ অবশ্য রোদসীকে মরুৎপত্নী বা বিদ্যুৎ মনে করেন।

◆ ◆

— ১৬৮ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্‌]

যজ্ঞাযজ্ঞা বঃ সমনা তুতুর্বণি র্ধিয়ং ধিয়ং বো দেবয়া উ দধিধ্বে।
আ বোঽর্বাচঃ সুবিতায় রোদস্যোর্মহে ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ ॥ ১ ॥
বব্রাসো ন যে স্বজাঃ স্বতবস ইষং স্বরভিজায়ন্ত ধূতয়ঃ।
সহস্রিয়াসো অপাং নোর্ময় আসা গাবো বন্দ্যাসো নোক্ষণঃ ॥ ২ ॥
সোমাসো ন যে সুতাস্তৃপ্তাংশবো হৃৎসু পীতাসো দুবসো নাসতে।
ঐষামংসেষু রম্ভিণীব রারভে হস্তেষু খাদিশ্চ কৃতিশ্চ সং দধে ॥ ৩ ॥
অব স্বযুক্তা দিব আ বৃথা যযুরমর্ত্যাঃ চোদত ত্মনা।
অরেণবস্তুবিজাতা অচুচ্যবুর্দৃহ্লানি চিন্মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪ ॥
কো বোঽন্তর্মরুত ঋষ্টিবিদ্যুতো রেজতি ত্মনা হন্বেব জিহ্বয়া।
ধন্বচ্যুত ইষাং ন যামনি পুরুপ্রৈষা অহন্যোনৈতশঃ ॥ ৫ ॥
ক্ক স্বিদস্য রজসো মহস্পরং ক্কাবরং মরুতো যস্মিন্নায়য়।
যচ্চ্যাবয়থ বিথুরেব সংহিতং ব্যদ্রিণা পতথ ত্বেষমর্ণবম্ ॥ ৬ ॥

সাতির্ন বোঽমবতী স্বর্বতী ত্বেষা বিপাকা মরুতঃ পিপিষ্বতী।
ভদ্রা বো রাতিঃ পৃণতো ন দক্ষিণা পৃথুজ্রয়ী অসুর্যেব জঞ্জতী॥ ৭॥
প্রতি ষ্টোভন্তি সিন্ধবঃ পবিভ্যো যদভ্রিয়াং বাচমুদীরয়ন্তি।
অব স্ময়ন্ত বিদ্যুতঃ পৃথিব্যাং যদী ঘৃতং মরুতঃ প্রুষ্ণুবন্তি॥ ৮॥
অসূত পৃশ্নির্মহতে রণায় ত্বেষময়াসাং মরুতামনীকম্।
তে সপ্সরাসোঽজনয়ন্তাভ্বমাদিৎস্বধামিষিরাং পর্যপশ্যন্॥ ৯॥
এষ বঃ স্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ।
এষা যাসীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে মরুৎবর্গ। সমস্ত যজ্ঞেই আপনাদের আগ্রহ একরূপ। আপনাদের সমস্ত কর্ম, দেবতাবৃন্দের নিকট বহনের নিমিত্ত ধারণ করেন, অতএব দ্যাবাপৃথিবীর উত্তম রকম রক্ষাপ্রাপ্তির জন্য উৎকৃষ্ট স্তোত্রের দ্বারা আমাদের অভিমুখে আগমনের জন্য আহ্বান করছি ॥ ১ ॥

স্বয়ং উৎপন্ন, স্বাধীন বল, কম্পনশীল, মরুৎগণ যেন মূর্তিমান্ হয়ে অন্ন ও স্বর্গের জন্য প্রাদুর্ভূত হচ্ছেন। অসংখ্য এবং প্রশংসনীয় ধেনু যেমন দুগ্ধদান করে, জলের তরঙ্গের মতো তাঁরা সেইরকম উপস্থিত হয়ে জলদান করেন ॥ ২ ॥

সুসংস্কৃত শাখাবিশিষ্ট সোমলতা, অভিষুত ও পীত হয়ে, যেমন হৃদয়ের মধ্যে পরিচারিকার মতো কার্য করে, মরুৎগণও ধাবমান হ'লে সেইরকম ক'রে থাকেন। তাঁদের স্কন্ধদেশে অস্ত্র সকল যোষিতের মতো আলিঙ্গন করছে, এবং তাঁদের হস্তদেশে হস্তত্রাণ ও কর্তন রয়েছে ॥ ৩ ॥

পরস্পর মিলিত মরুৎগণ, অনায়াসে স্বর্গলোক হ'তে আগমন করছেন। হে মরণরহিত মরুৎগণ। আপনারা আপনাদেরই বাক্যের দ্বারা আমাদের উৎসাহ বর্ধন করুন। পাপরহিত, বহু যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত ও দীপ্ত হেতিবিশিষ্ট মরুৎগণ দৃঢ় পর্বতগুলিকেও চালিত করছেন ॥ ৪ ॥

হে হেতিসমূহে (অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রে) সুশোভিত মরুৎগণ। জিহ্বা যেমন হনুদ্বয়কে চালিত করে, সেই রকম আপনাদের মধ্যে অবস্থানপূর্বক কে আপনাদের পরিচালিত করছেন? আপনারা আপনিই পরিচালিত হচ্ছেন। উদকপ্রার্থী মেঘ যেমন পরিচালিত হয়, দিবসে অশ্ব যেমন চালিত হয়, বহু ফলেচ্ছু যজমান অন্নপ্রাপ্তির হেতু আপনাদের পরিচালিত করে ॥ ৫ ॥

হে মরুৎগণ। যে জলের জন্য আপনারা আগমন করেন, সেই প্রকাণ্ড বৃষ্টিজলের আদিই বা কোথায় এবং অন্তই বা কোথায়? আপনারা যখন শিথিল তৃণের মতো, রাশিকৃত জল আপন স্থান হ'তে বিচ্যুত করেন, তখন বজ্রের দ্বারা দীপ্তমান্ মেঘকে বিদীর্ণ করেন ॥ ৬ ॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের ধন যেমন, দানও তেমন। দানের বিষয়ে ইন্দ্র আপনাদের সহায়, এতে সুখ ও দীপ্তি আছে। এর ফল পরিপক্ব, এতে কৃষিকার্য ও মঙ্গল হয়। এ দাতার দক্ষিণার মতো শীঘ্র ফলপ্রদায়ী এবং অসুর্যের জয়শীল শক্তির মতো ॥ ৭ ॥

যখন নদীসমূহ, মেঘসম্ভূত শব্দ উচ্চারিত করেন, তখন তার দ্বারা ক্ষরণশীল জল পরিচালিত হয়; যখন মরুৎগণ পৃথিবীতে জলসেচন করেন, তখন বিদ্যুৎবর্গ নিম্নমুখে পৃথিবীতে প্রকাশ হয় ॥ ৮ ॥

পৃশ্নি, মহাসংগ্রামের জন্য প্রদীপ্তগমনবিশিষ্ট মরুৎগণকে প্রসব করেছেন। সমান রূপবিশিষ্ট

...বর্ণ জল উৎপন্ন করেছেন; তার পর লোকে অভিলষিত অন্ন ইত্যাদি লাভ করেছে ॥৯॥

হে মরুৎগণ! কবি মান্য মান্দার্যের এই স্তোম আপনাদের জন্য, এই স্তুতি আপনাদের জন্য; তা শরীরের পুষ্টির নিমিত্ত আপনাদের নিকট আগমন করেছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করি ॥১০॥

টীকা — ১ ঋকে রোদসী অর্থে দ্যৌঃ ও পৃথিবী। "রোদস্যাঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ।" সায়ণ॥ ৩ ঋকে—মূলে "খাদিশ্চ কৃতিশ্চ" আছে। উইলসন 'হস্তত্রাণ ও কর্তন' অর্থে 'ঢাল ও তরবারি' বলেছেন। ১৬৬ সূক্তের ৯ ঋকে "খাদয়ঃ" অর্থে "বলয়" বলা হয়েছিল॥ ৭ ঋকে—মূলে "অসূর্যা ইব" আছে। "অসুর্যা বহুত্বা।" সায়ণ।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশরূপে মরুৎগণের পরিচয় প্রথম অষ্টকের দ্বারা এই সূক্তেও পাওয়া যাচ্ছে। বায়ুনিবহ নয়, তাঁরা এখানে মূর্তিমানরূপে (২ ঋক্) প্রাদুর্ভূত।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ১৬৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, চতুষ্পদী, বিরাট্]

মহশ্চিত্ত্বমিন্দ্র যত এতান্মহশ্চিদসি ত্যজসো বরূতা।
স নো বেধো মরুতাং চিকিত্বান্ৎসুম্না বনুষ্ব তব হি প্রেষ্ঠা ॥ ১ ॥
অয়ুজ্রন্ত ইন্দ্র বিশ্বকৃষ্টীর্বিদানাসো নিষ্ষিধো মর্ত্যত্রা।
মরুতাং পৃৎসুতির্হাসমানা স্বর্মীঢ়স্য প্রধনস্য সাতৌ ॥ ২ ॥
অম্যক্সা ত ইন্দ্র ঋষ্টিরস্মে সনেম্যভ্বং মরুতো জুনন্তি।
অগ্নিশ্চিদ্ধি ষ্মাতসে শুশুক্বানাপো ন দ্বীপং দধতি প্রয়াংসি ॥ ৩ ॥
ত্বং তূ ন ইন্দ্র তং রয়িং দা ওজিষ্ঠয়া দক্ষিণয়েব রাতিম্।
স্তুতশ্চ যাস্তে চকনন্ত বায়োঃ স্তনং ন মধ্বঃ পীপয়ন্ত বাজৈঃ ॥ ৪ ॥
ত্বে রায় ইন্দ্র তোশতমাঃ প্রণেতারঃ কস্য চিদৃতায়োঃ।
তে ষু ণো মরুতো মৃলয়ন্তু যে স্মা পুরা গাতূয়ন্তীব দেবাঃ ॥ ৫ ॥
প্রতি প্র যাহীন্দ্র মীঢ়ুষো নৄন্মহঃ পার্থিবে সদনে যতস্ব।
অধ যদেষাং পৃথুবুধ্নাস এতাস্তীর্থে নার্যঃ পৌংস্যানি তস্থুঃ ॥ ৬ ॥
প্রতি ঘোরাণামেতানাময়াসাং মরুতাং শৃণ্ব আয়তামুপব্দিঃ।
যে মর্ত্যং পৃতনায়ন্তমূমৈর্ঋণাবানং ন পতয়ন্ত সর্গৈঃ ॥ ৭ ॥
ত্বং মানেভ্য ইন্দ্র বিশ্বজন্যা রদা মরুদ্ভিঃ শুরুধো গোঅগ্রাঃ।
স্তবানেভিঃ স্তবসে দেব দেবৈর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি নিশ্চয়ই মহান্। কারণ আপনি রক্ষক এবং মহান্ মরুৎগণকে পরিত্যাগ করেননি। হে মরুৎগণের বিধাতা; আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক সুখ প্রদান করুন, সেই সুখ অতিশয় প্রিয়তম ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! সর্বজ্ঞানবিশিষ্ট, মানুষগণের জন্য জলসেককারী, বিদ্বান্ মরুৎবর্গ আপনার সাথে মিলিত হয়েছেন। মরুৎগণের সেনা, সুখের উপায়ভূত সংগ্রামে জয়লাভের জন্য সর্বদা হর্ষযুক্ত হয়েছে ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার প্রসিদ্ধ হেতি (বজ্রাস্ত্র), আমাদের জন্য মেঘের সমীপে গমন করছে। মরুৎগণ চিরসঞ্চিত বারি বর্ষণ করছেন, এবং বিস্তৃত যজ্ঞের জন্য অগ্নি প্রদীপ্ত হয়েছেন। জল যেমন দীপকে ধারণ করে, সেইরকম অগ্নি হব্য ধারণ করছেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আপনার দানযোগ্য ধন দান করুন। আপনি দাতা, আমরা প্রচুর দক্ষিণার দ্বারা আপনাকে প্রীত করবো। আপনি বাদু, স্তোতৃগণ আপনার স্তুতি কামনা করছে। মধুর, দুধের জন্য নারীর স্তনকে যেমন লোকে পুষ্ট করে, সেই রকম আমরাও আপনাকে অন্ন ইত্যাদির দ্বারা পুষ্ট করছি ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার ধন অতিশয় প্রীতিপ্রদ এবং যজমানের যজ্ঞনির্বাহকারী। যে মরুৎগণ প্রথমেই যজ্ঞে গমনের জন্য উৎসাহ করেন, তাঁরাই আমাদের সুখী করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি উদকসেচক পৌরুষবিশিষ্ট প্রকাণ্ড মেঘের অভিমুখে গমন করুন, অন্তরীক্ষপ্রদেশে অবস্থানপূর্বক চেষ্টা করুন। যুদ্ধক্ষেত্রে পৌরুষের মতো মরুৎগণের বিস্তীর্ণ-পদ অশ্বগণ মেঘগুলিকে আক্রমণ করছে ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! ভয়ঙ্কর, কৃষ্ণবর্ণ, গমনশীল মরুৎগণের আগমনের শব্দ শ্রুতিগোচর হচ্ছে। মল্ল বৈরিকে যেমন বিনাশ করে, মানুষের রক্ষার জন্য মরুৎগণ সেইরকম প্রহরণের দ্বারা সেনাদলসমন্বিত শত্রুবর্গকে বিনাশ করেন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! সমস্ত প্রাণী আপনার হতে উৎপন্ন হয়েছে। আপনি আপন সম্মানের জন্য মরুৎবর্গের সাথে দুঃখনাশক, উদকধারী মেঘপংক্তিকে বিদীর্ণ করুন। হে দেব! স্তূয়মান দেবগণ আপনার স্তব করছে; আপনি আমাদের অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — ৪ ঋকে সায়ণ "বাদু" শব্দের অর্থ "শীঘ্র বলপ্রদ" করেছেন। ঈশ্বরের অন্যতম বিশেষ বিকাশমাত্র ইন্দ্র এখানে মরুৎগণের একাঙ্গীরূপে বর্ণিত হয়েছেন। ৮ ঋকে ইন্দ্রকে সমস্ত প্রাণীর উৎপাদক বলা হয়েছে। সুতরাং ইন্দ্র সর্বস্রষ্টা ভগবানেরই যে বিভূতি-বিকাশমাত্র, তা প্রকটিত।

◆ ◆

— ১৭০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : বৃহতী, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ]

ন নূনমস্তি নো শ্বঃ কস্তদ্বেদ যদদ্ভুতম্।
অন্যস্য চিত্তমভি সঞ্চরেণ্যমুতাধীতং বি নশ্যতি ॥ ১ ॥

দনো বিশ ইন্দ্র মৃধ্রবাচঃ সপ্ত যৎপুরঃ শর্ম শারদীর্দর্ৎ।
ঋণোরপো অনবদ্যার্ণা যূনে বৃত্রং পুরুকুৎসায় রন্ধীঃ॥ ২॥
অজা বৃত ইন্দ্র শূরপত্নীর্দ্যাং চ যেভিঃ পুরুহূত নূনম্।
রক্ষো অগ্নিমশুষং তূর্বয়াণং সিংহো ন দমে অপাংসি বস্তোঃ॥ ৩॥
শেষন্নু ত ইন্দ্র সস্মিন্যোনৌ প্রশস্তয়ে পবীরবস্য মহ্না।
সৃজদর্ণাংস্যব যদ্যুধা গাস্তিষ্ঠদ্ধরী ধৃষতা মৃষ্ট বাজান্॥ ৪॥
বহ কুৎসমিন্দ্র যস্মিঞ্চাকন্ৎস্যূমন্যূ ঋজ্রা বাতস্যাশ্বা।
প্র সূরশ্চক্রং বৃহতাদভীকেঽভি স্পৃধো যাসিষদ্বজ্রবাহুঃ॥ ৫॥
জঘন্বাঁ ইন্দ্র মিত্রেরূঞ্চোদপ্রবৃদ্ধো হরিবো অদাশূন্।
প্র যে পশ্যন্নর্যমণং সচায়োস্ত্বয়া শূর্তা বহমানা অপত্যম্॥ ৬॥
রপৎকবিরিন্দ্রার্কসাতৌ ক্ষাং দাসায়োপবর্হণীং কঃ।
করত্তিস্রো মঘবা দানুচিত্রা নি দুর্যোণে কুয়বাচং মৃধি শ্রেৎ॥ ৭॥
সনা তা ত ইন্দ্র নব্যা আগুঃ সহো নভোঽবিরণায় পূর্বীঃ।
ভিনৎপুরো ন ভিদো অদেবীর্ননমো বধরদেবস্য পীয়োঃ॥ ৮॥
ত্বং ধুনিরিন্দ্র ধুনিমতীর্ঋণোরপঃ সীরা ন স্রবন্তীঃ।
প্র যৎ সমুদ্রমতি শূর পর্ষি পারয়া তুর্বশং যদুং স্বস্তি॥ ৯॥
ত্বমস্মাকমিন্দ্র বিশ্বধ স্যা অবৃকতমো নরাং নৃপাতা।
স নো বিশ্বাসাং স্পৃধাং সহোদা বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! যে সকল দেবতা আছেন, আপনি তাঁদের রাজা। আপনি মানুষদের রক্ষা করুন, হে অসুর! আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আপনি সাধুগণের পালক, ধনবান্ ও আমাদের উদ্ধারকর্তা। আপনি সত্য, বলদাতা ও আপন তেজে সমস্ত আচ্ছাদিত করেছেন॥ ১॥

হে ইন্দ্র! আপনি যখন সাতটি শারদীপুরী ভেদ করেছিলেন, তখন প্রজাবৃন্দকে সংযতবাক্ ক'রে সুখে দমন করেছিলেন। হে অনবদ্য! আপনি চলনশীল জল প্রবর্তিত করেছিলেন, আপনি তরুণবয়স্ক পুরুকুৎস রাজার জন্য বৃত্রকে বধ করেছিলেন॥ ২॥

হে ইন্দ্র! আপনি শত্রুবর্গের নগরে গমন করুন, এবং সেই স্থান হ'তে, হে পুরুহূত অনুচরবৃন্দের সাথে স্বর্গে গমন করুন। সেই স্থানে অশোষক, ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে সিংহের মতো রক্ষা করুন, যেন তিনি আপন গৃহে নিজের কর্তব্য সাধন করতে পারেন॥ ৩॥

হে ইন্দ্র! আপনার শত্রুগণ (অর্থাৎ মেঘবৃন্দ) কুলিশের (অর্থাৎ বজ্রের) মহিমায় আপনার কথা স্থাপনপূর্বক আপন জন্মস্থানে শয়ন করুক। আপনি যখন আয়ুধ গ্রহণপূর্বক গমন করেন, তখন নিম্নমুখে জল প্রেরণ করেন ও হরিগণের উপর আরোহণ করেন। আপনি আপন সামর্থ্যে অন্ন ইত্যাদি প্রবর্তিত করুন॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! আপনি যে যজ্ঞে কুৎস ঋষিকে কামনা করেন, সেই স্থানে আপনার বশীভূত ঋজুগামী, বায়ুর মতো বেগশালী অশ্বগুলিকে চালিত করেন। সেই জন্য সূর্য তাঁর রথের চক্রকে নিকটে

আনয়ন করুন, এবং বজ্রবাহু ইন্দ্র সংগ্রামকারী শত্রুবর্গের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৫ ॥

হে হরিবাহন ইন্দ্র! আপনি স্তোত্রের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হয়ে দানরহিত ও যজমানগণের বিদ্বেষকারীবৃন্দকে বিনাশ করেছেন। যারা আপনাকে আশ্রয়দাতা ব'লে দর্শন করেছে এবং যারা হব্যপ্রদানের জন্য মিলিত হয়েছে, তারা আপনার নিকট সন্তান লাভ করে ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! অর্চনীয় অন্ন লাভের জন্য কবি আপনার স্তব করছে; আপনি পৃথিবীকে দাসের শয্যা ক'রে দিয়েছেন। মঘবা তিন ভূমিকে দানের দ্বারা বিচিত্র করেছেন, এবং দুর্যোণি রাজার জন্য কুযবাচকে হনন করেছেন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! নব্য ঋষিবৃন্দ আপনার সনাতন প্রসিদ্ধ বীরকর্মের স্তুতি করে; আপনি অনেক হিংসকদের সংগ্রাম নিবারণের জন্য বিনাশ করেছেন। আপনি দেবরহিত বিপক্ষীয় নগরগুলি ভেদ করেছেন এবং দেবরহিত শত্রুর অস্ত্র নত করেছেন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি শত্রুগণের হৃৎকম্প-উৎপাদক, সেই জন্যই আপনি প্রবাহমানা সিন্ধুনদীর মতো তরঙ্গবিশিষ্ট জল ভূমিতে পাতিত করেন। হে শূর! যখন আপনি সমুদ্রকে পরিপূর্ণ করেন, তখন আপনি তুর্বসু ও যদুর মঙ্গলের জন্য তাদের পালন করেছেন ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি সর্বকালে আমাদের শ্রেষ্ঠ রক্ষক হোন এবং প্রজাবৃন্দকে পালন করুন। আপনি, আমাদের সৈন্যসমূহকে বল প্রদান করুন, যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে পারি ॥ ১০ ॥

টীকা — এই সূক্তে প্রায় প্রতিটি শব্দ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। ২ ঋকের 'সংযত বাক্...' ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা যাস্ক করেছেন, 'দনো বিশঃ ইন্দ্র মৃধবাচঃ' অর্থাৎ দানশীল লোকদের মৃদুভাষী করো॥ সায়ণ ৩ ঋকের 'শুরপত্নীঃ' অর্থ করেছেন 'রক্ষোভিঃ পালয়িতা' এবং 'বৃহঃ' অর্থ করেছেন 'পুরীঃ'। এই অর্থ সঙ্গত ব'লে বোধ না হলেও আমরা তা অনুবাদে প্রদান করেছি॥ ৬, ৭ ও ৮ ঋকে অনার্য আদিবাসী শত্রুদের কথা বলা হয়েছে।

◆ ◆

— ১৭৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ]

মৎপায়ি তে মহঃ পাত্রস্যেব হরিবো মৎসরো মদঃ।
বৃষা তে বৃষ্ণ ইন্দুর্বাজী সহস্রসাতমঃ॥ ১॥
আ নস্তে গন্তু মৎসরো বৃষা মদো বরেণ্যঃ।
সহাবাঁ ইন্দ্র সানসিঃ পৃতনাষাডমর্ত্যঃ॥ ২॥
ত্বং হি শূরঃ সনিতা চোদয়ো মনুষো রথম্।
সহাবান্দস্যুমব্রতমোষঃ পাত্রং ন শোচিষা॥ ৩॥
মুষায় সূর্যং কবে চক্রমীশান ওজসা।
বহ শুষ্ণায় বধং কুৎসং বাতস্যাশ্বৈঃ॥ ৪॥

তবিষ্টমো হি তে মদো দ্যুম্নিন্তম উত ক্রতুঃ।
বৃত্রঘ্না বরিবোবিদা মংসীষ্ঠা অশ্বসাতমঃ ॥ ৫ ॥
যথা পূর্বেভ্যো জরিতৃভ্য ইন্দ্র ময় ইবাপো ন তৃষ্যতে বভূথ।
তামনু ত্বা নিবিদং জোহবীমি বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে হরিবাহন ইন্দ্র! হর্ষকর, অভীষ্টবর্ষী, আহ্বানকারী, অন্নবান্ এবং সর্বাতিশয় দানবিশিষ্ট ও মহানুভাব সোম যেমন পাত্রে স্থাপিত হয়, আপনিও সেইরকম হয়ে পান ক'রে (গ্রহণ করুন) এবং অত্যন্ত হর্ষিত হোন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! হর্ষকর, অভীষ্টবর্ষী, ভপণিতা, বরণীয়, সহায়বান্ শত্রু সৈন্যবিনাশক, অবিনাশী, সোম আপনার নিকট আগমন করুক ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি শূর, আপনি দাতা; আমি মানুষ, আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। আপনি সন্তাপক, অগ্নি যেমন শিখার দ্বারা পাত্রকে দগ্ধ করে, আপনি সেইভাবে ব্রতরহিত দস্যুকে দগ্ধ করুন ॥ ৩ ॥

হে মেধাবী ইন্দ্র! আপনি ঈশান, আপনি আপন সামর্থ্যে সূর্যের একখানি চক্র হরণ করেছেন; শুষ্ণকে বধ করবার জন্য কর্তনসাধন বজ্র গ্রহণপূর্বক, বায়ুর মতো বেগশালী অশ্বের সাথে অভিগমন করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার হর্ষ সর্বাপেক্ষা বলবিশিষ্ট এবং আপনার ক্রতু সর্বাপেক্ষা অন্নবান্। হে ধন-অন্নদাতা ইন্দ্র! আপনার বৃত্রঘাতী, ধনদাতা হর্ষ ও ক্রতু অনুমোদন করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি প্রাচীন স্তোতৃবৃন্দের প্রতি, তৃষ্ণার্তের নিকট জলের মতো হয়েছিলেন; অতএব আমরা বারবার আপনার স্তুতি করছি। আমরা যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে পারি ॥ ৬ ॥

টীকা — ॥ ৪র্থ প্রসঙ্গে—পূর্বে সূর্যের রথে দু'খানি চক্র ছিল; ইন্দ্র তার একখানি হরণ করেছিলেন; তাই সূর্যের রথকে একচক্র রথ বলা হয়। সায়ণ।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋকের ব্যাখ্যা প্রদান করছি, যাতে আমাদের ব্যাখ্যা বোধগম্য হ'তে পারে। যেমন,—প্রথম ঋকে বলা হচ্ছে, পাপহারিণীশক্তিযুক্ত হে দেব! আপনার মহাতৃপ্তিদায়ক পরমানন্দপ্রদ যে শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে বর্তমান আছে, সেই শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে আপনি প্রীত হোন, হে দেব! অভীষ্টদায়ক আপনার শক্তিদায়ক অভীষ্টবর্ষক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের প্রতি পরমমঙ্গলদায়ক হোক। (মন্ত্রটি অবশ্যই প্রার্থনামূলক)॥ দ্বিতীয় ঋকে বলা হচ্ছে, বলাধিপতি হে দেব! আপনার তৃপ্তিদায়ক, অভীষ্টবর্ষক, বরণীয় মোক্ষলাভে সাহায্যদাতা, পরম আকাঙ্ক্ষণীয়, শত্রুনাশক, অমৃতদায়ক, পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের প্রাপ্ত হোক। (এটিও প্রার্থনামূলক মন্ত্র। শুদ্ধসত্ত্ব 'পৃতনাষাট্' অর্থাৎ শত্রুনাশক। যে সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারিত হয়, তিনি রিপুর কবল হ'তে উদ্ধার লাভ করেন।...ইত্যাদি॥ তৃতীয় ঋকে বলা হচ্ছে, হে দেব! আপনিই সর্বশক্তিমান্ এবং পরমমঙ্গলদাতা; প্রার্থনাকারী আমাকে সৎকর্মসাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন, মোক্ষলাভে সহায় হন। অগ্নি যেমন স্বতেজে তাঁর আধারভূত পদার্থকে দহন করেন, তেমনভাবে আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে সৎকর্মের বিরোধী রিপুশত্রুকে দহন করুন—বিনাশ করুন। (এই মন্ত্রটিও প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে যুগপৎ ভগবৎ-মহিমা কীর্তন এবং প্রার্থনা উভয়ই আছে।...এই পরমদেবতার কাছে কি প্রার্থনা করা হয়েছে?—'রথং'।—যার দ্বারা গমনশীল হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, তা-ই রথ। আমরা বলি, রথ যেমন মানুষকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়, সৎকর্মও তেমনই ভগবানের পদ প্রাপ্ত করায়।...ইত্যাদি।

◆ ◆

— ১৭৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

মৎসি নো বস্যইষ্টয় ইন্দ্রমিন্দো বৃষা বিশ।
ঋঘায়মাণ ইন্বসি শত্রুমন্তি ন বিন্দসি॥ ১॥
তস্মিন্না বেশয়া গিরো য একশ্চর্ষণীনাম্।
অনু স্বধা যমুপ্যতে যবং ন চর্কৃষদ্বৃষা॥ ২॥
যস্য বিশ্বানি হস্তয়োঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাং বসু।
স্পাশয়স্ব যো অস্মধ্রুগ্দিব্যেবাশনির্জহি॥ ৩॥
অসুন্বন্তং সমং জহি দূণাশং যো ন তে ময়ঃ।
অস্মভ্যমস্য বেদনং দদ্ধি সূরিশ্চিদোহতে॥ ৪॥
আবো যস্য দ্বিবর্হসোহর্কেষু সানুষগসৎ।
আজাবিন্দ্রস্যেন্দো প্রাবো বাজেষু বাজিনম্॥ ৫॥
যথা পূর্বেভ্যো জরিতৃভ্য ইন্দ্র ময় ইবাপো ন তৃষ্যতে বভূথ।
তামনু ত্বা নিবিদং জোহবীমি বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! তুমি ধনপ্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রকে আনন্দিত করো। তুমি অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ করো। তুমি প্রীত হয়ে শত্রুগণকে বিনাশপূর্বক ক্রমেই ব্যাপ্ত হও, অতএব কোন শত্রুকে নিকটে আগমন করতে দাও না ॥ ১ ॥

ইন্দ্র মনুষ্যদের এক অধীশ্বর। তিনি রীতি অনুসারে যব-ফসলের মতো আমাদের অভীষ্ট সার্থক করুন ॥ ২ ॥

যে ইন্দ্রের হস্ত দুটিতে পঞ্চক্ষিতির সর্বরকম ধন আছে; সেই ইন্দ্র, যে আমাদের দ্রোহ করে, তাকে দিব্য অশনির মতো বিনাশ করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! যে সকল লোকে সোম-অভিষব করে না, এবং যাদের নাশ করা দুঃসাধ্য, তাদের হত্যা করুন, যেহেতু তারা আপনার সুখের হেতু নয়। তাদের ধন আমাদের প্রদান করুন; আপনার স্তোতাই ধন প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

হে সোম! যে দু'রকম কর্মকারী যজমানের অর্চন-সাধন মন্ত্রে আপনি সর্বদা অবস্থিতি করেন, তাকেই আপনি রক্ষা করেন। হে সোম! ইন্দ্রের সংগ্রামে অন্নের জন্য অন্নবান্ ইন্দ্রকে রক্ষা করো ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি প্রাচীন স্তোতৃবৃন্দের প্রতি, তৃষ্ণার্তের নিকট জলের মতো হয়েছিলেন, অতএব আমরা বারংবার আপনার সুখকর, প্রসিদ্ধ স্তুতি করছি। আমরা যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে পারি ॥ ৬ ॥

টীকা — এ মন্ত্রে 'হরি' শব্দ আছে। 'হরি'-র অর্থ অশ্ব, বজ্র, ইন্দ্রিয়, সূর্য। এইস্থানে 'সূর্য' অর্থই গৃহীত। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যাবে যে 'সোম গ্রহণের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান' প্রকরণের অন্তরালে ভক্তবৃন্দগণ ভক্তিসুধাই নিবেদন করা হয়েছে।

◆ ◆

— ১৭৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যদ্ধ স্যা ত ইন্দ্র শ্রুষ্টিরস্তি যয়া বভূথ জরিতৃভ্য ঊতী।
মা নঃ কামং মহয়ন্তমা ধগ্বিশ্বা তে অশ্যাং পর্যাপ আয়োঃ॥ ১॥
ন ঘা রাজেন্দ্র আ দভন্নো যা নু স্বসারা কৃণবন্ত যোনৌ।
আপশ্চিদস্মৈ সুতুকা অবেষন্ গমন্ন ইন্দ্রঃ সখ্যা বয়শ্চ॥ ২॥
জেতা নৃভিরিন্দ্রঃ পৃৎসু শূরঃ শ্রোতা হবং নাধমানস্য কারোঃ।
প্রভর্তা রথং দাশুষ উপাক উদ্যন্তা গিরো যদি চ ত্মনা ভূৎ॥ ৩॥
এবা নৃভিরিন্দ্রঃ সুশ্রবস্যা প্রখাদঃ পৃক্ষো অভি মিত্রিণো ভূৎ।
সমর্য ইষঃ স্তবতে বিবাচি সত্রাকরো যজমানস্য শংসঃ॥ ৪॥
ত্বয়া বয়ং মঘবন্নিন্দ্র শত্রূনভি ষ্যাম মহতো মন্যমানান্।
ত্বং ত্রাতা ত্বমু নো বৃধে ভূর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! যার দ্বারা আপনি স্তোতৃবর্গের রক্ষায় সমর্থ হন, আপনার সেই সমৃদ্ধি সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। আপনি আমাদের মহৎ করবার অভিলাষটি নষ্ট করবেন না। আপনার প্রাপ্তব্য যে কোনো বস্তু আছে, সমস্তই যেন প্রাপ্ত হই ॥ ১ ॥

পরস্পর ভগিনীরূপ অহোরাত্রি আপন জন্মস্থানে যে বৃদ্ধিরূপ কর্ম করছেন, রাজা ইন্দ্র যেন আমাদের সেই কর্ম না নাশ করেন। বলের হেতুভূত হব্য ইন্দ্রের জন্য প্রাপ্ত হচ্ছে, ইন্দ্র আমাদের সখ্য ও অন্ন প্রদান করুন ॥ ২ ॥

বিক্রমশালী ইন্দ্র, যুদ্ধনেতা যুদ্ধে জয়লাভপূর্বক অনুগ্রহপ্রার্থী স্তোতার আহ্বান শ্রবণ করেন। যখন স্বয়ংই স্তুতিবাক্য স্বীকারে অভিলাষী হন, তখন হব্যপ্রদাতা যজমানের নিকটে রথ নীত করেন ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র উত্তম অন্নলাভের ইচ্ছায় যজমান কর্তৃক প্রদত্ত অন্ন প্রচুর পরিমাণে আহার করেন, এবং স্নেহবান্ যজমানের শত্রুবর্গকে পরাজিত করেন। নানারকম আহ্বানের ধ্বনিযুক্ত সংগ্রামে সত্যপালক ইন্দ্র যজমানের কর্ম স্থাপনপূর্বক হব্য স্বীকার করছেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনাকে সহায় লাভ ক'রে, যে শত্রুগণ আপনাদের মহৎ বলে বিবেচনা করে, তাদের বিনাশ করবো। আপনি আমাদের ত্রাতা এবং আপনিই আমাদের ধনের বর্ধক হোন। যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে পারি ॥ ৫ ॥

টীকা — ঈশ্বরের বিশেষ বিভূতি-বিকাশমাত্র অপ্রতিহত শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ ধনের আকর ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

◆ ◆

— ১৭৯ সূক্ত —

[এই সূক্ত কোনও দেবতা সম্বন্ধে রচিত হয়নি। অগস্ত্য ও তাঁর পত্নী লোপামুদ্রা এবং শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন মাত্র। অতএব তাঁরাই এই সূক্তের ঋষি। তবে কথোপকথনের বিষয় অনুসারে রতি অর্থাৎ সম্ভোগই এর দেবতা ব'লে নির্দিষ্ট হয়েছে। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী]

পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষা বস্তোরুষসো জরয়ন্তীঃ।
মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনামপ্যূ নু পত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ॥ ১॥
যে চিদ্ধি পূর্ব ঋতসাপ আসন্ত্সাকং দেবেভিরবদন্নৃতানি।
তে চিদবাসুর্নহ্যন্তমাপুঃ সমূ নু পত্নীর্বৃষভির্জগম্যুঃ॥ ২॥
ন মৃষা শ্রান্তং যদবন্তি দেবা বিশ্বা ইৎস্পৃধো অভ্যশ্নবাব।
জয়াবেদত্র শতনীথমাজিং যৎসম্যঞ্চা মিথুনাবভ্যজাব॥ ৩॥
নদস্য মা রুধতঃ কাম আগন্নিত আজাতো অমুতঃ কুতশ্চিৎ।
লোপামুদ্রা বৃষণং নী রিণাতি ধীরমধীরা ধয়তি শ্বসন্তম্॥ ৪॥
ইমং নু সোমমন্তিতো হৃৎসু পীতমুপ ব্রুবে।
যৎসীমাগশ্চকৃমা তৎসু মৃলতু পুলুকামো হি মর্ত্যঃ॥ ৫॥
অগস্ত্যঃ খনমানঃ খনিত্রৈঃ প্রজামপত্যং বলমিচ্ছমানঃ।
উভৌ বর্ণাবৃষিরুগ্রঃ পুপোষ সত্যা দেবেষ্বাশিষো জগাম॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — (লোপামুদ্রা) : বহু সম্বৎসর অবধি, আমি রাত্রিদিন ও জরাসমুৎপাদক উষাতে আপনার সেবা ক'রে শ্রান্ত হয়েছি। জরা শরীরের সৌন্দর্য নাশ করছে। এই ক্ষণে কি? পুরুষ স্ত্রীর নিকট গমন করুক ॥ ১ ॥

যে সমস্ত পুরাতন সত্যপালক ঋষিবৃন্দ দেবতাগণের সাথে সত্য কথা বলতেন, তাঁরাও প্রজাসুখ সম্ভোগ করেছেন, অন্ত প্রাপ্ত হননি। পুরুষ স্ত্রীর নিকট গমন করুক ॥ ২ ॥

(অগস্ত্য) : আমরা বৃথা শ্রান্ত হইনি, যেহেতু দেবতাগণ রক্ষা করছেন। আমরা সমস্ত ভোগই উপভোগ করতে পারি। যদি আমরা উভয়ে চেষ্টান্বিত হই, এই জগতে আমরা শত ভোগের প্রাপ্তিসাধন লাভ করতে পারবো ॥ ৩ ॥

যদিও আমি জপ ও সংযমে নিযুক্ত, তথাপি এই কারণেই হোক, বা অন্য কারণেই হোক, আমার প্রণয়ের উদ্রেক হয়েছে। লোপামুদ্রা সমর্থ পতিতে সঙ্গত হোন; অধীরা যোষিৎ, ধীর ও মহাপ্রাণ পুরুষকে উপভোগ করুক ॥ ৪ ॥

(শিষ্য) : হৃদয়ের মধ্যে পীত এই সোমের নিকট একান্ত প্রার্থনা করছি যে, সোম আমাকে সুখী

জন। মর্ত্য (অর্থাৎ মানুষ) বহুকামনাবান্ ॥ ৫ ॥

সেই উগ্র ঋষি অগস্ত্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন ক'রে বহু পুত্র ও বল কামনাপূর্বক, প্রণয়সুখ সম্ভোগ এবং তপ জপ সাধন, এই উভয় ধর্মই পোষণ করেছিলেন; এবং দেববর্গের নিকট সত্য আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥ ৬ ॥

টীকা — অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার সম্ভোগসংলাপ শ্রবণ ক'রে শিষ্য শেষ দুটি ঋক্ পাঠ করেছিলেন। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতে....আদিরসকে স্বীকৃতি দিতে ঋষিগণও কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেননি। তাঁরা মনুষ্যের দেহকেন্দ্রিক পিপাসাকে অমেধ্য ব'লে বর্জন করেননি। বরং তাঁরা ভোগ ও ত্যাগ, দুটিকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

◆ ◆

— ১৮০ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যুবো রজাংসি সুযমাসো অশ্বা রথো যদ্বাং পর্যর্ণাংসি দীয়ৎ।
হিরণ্যয়া বাং পবয়ঃ প্রুষায়ন্মধ্বঃ পিবন্তা উষসঃ সচেথে॥ ১॥
যুবমত্যস্যাব নক্ষথো যদ্বিপত্মনো নর্যস্য প্রয়জ্যোঃ।
স্বসা যদ্বাং বিশ্বগূর্তী ভরাতি বাজায়েট্টে মধুপাবিষে চ॥ ২॥
যুবং পয় উস্রিয়ায়ামধত্তং পক্কমামায়ামব পূর্ব্যং গোঃ।
অন্তর্যদ্বনিনো বামৃতপ্সু হ্বারো ন শুচির্যজতে হবিষ্মান্॥ ৩॥
যুবং হ ঘর্মং মধুমন্তমত্রয়েঽপো ন ক্ষোদোঽবৃণীতমেষে।
তদ্বাং নরাবশ্বিনা পশ্বইষ্টী রথ্যেব চক্রা প্রতি যন্তি মধ্বঃ॥ ৪॥
আ বাং দানায় ববৃতীয় দস্রা গোরোহেণ তৌগ্র্যো ন জিব্রিঃ।
অপঃ ক্ষোণী সচতে মাহিনা বাং জূর্ণো বামক্ষুরংহসো যজত্রা॥ ৫॥
নি যদ্যুবেথে নিযুতঃ সুদানূ উপ স্বধাভিঃ সৃজথঃ পুরন্ধিম্।
প্রেষদ্বেষদ্বাতো ন সূরিরা মহে দদে সুব্রতো ন বাজম্॥ ৬॥
বয়ং চিদ্ধি বাং জরিতারঃ সত্যা বিপন্যামহে বি পণির্হিতাবান্।
অধা চিদ্ধি ষ্মাশ্বিনাবনিন্দ্যা পাথো হি ষ্মা বৃষণাবন্তিদেবম্॥ ৭॥
যুবাং চিদ্ধি ষ্মাশ্বিনাবনু দ্যূন্বিরুদ্রস্য প্রস্রবণস্য সাতৌ।
অগস্ত্যো নরাং নৃষু প্রশস্তঃ কারাধুনীব চিতয়ৎসহস্রৈঃ॥ ৮॥
প্র যদ্বহেথে মহিনা রথস্য প্র স্পন্দ্রা যাথো মনুষো ন হোতা।
ধত্তং সূরিভ্য উত বা স্বশ্ব্যং নাসত্যা রয়িষাচঃ স্যাম॥ ৯॥
তং বাং রথং বয়মদ্যা হুবেম স্তোমৈরশ্বিনা সুবিতায় নব্যম্।
অরিষ্টনেমিং পরি দ্যামিয়ানং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের শোভনগামী অশ্বগণ যখন আপনাদের বহন ক'রে অভিমত প্রদেশে গমন করে, তখন আপনাদের হিরণ্ময় রথের নেমি সকল অভিমত প্রদান করে। অতএব আপনারা উষাকালে সোমপানপূর্বক যজ্ঞে আগত হয়ে মিলিত হোন ॥ ১ ॥

হে সর্বজ্ঞতা অশ্বিদ্বয়! যখন আপনাদের ভগ্নীস্থানীয়া (উষা) প্রস্তুত হন, হে মধুপায়ী অশ্বিদ্বয়! যখন বল ও অন্নের জন্য যজমান আপনাদের স্তব করে, তখন আপনাদের সতত সত্যই বিচিত্রগতিবিশিষ্ট মানুষদের হিতকর ও বিশিষ্টভাবে পূজনীয় রথ নিম্ন অভিমুখে প্রেরণ করেন ॥ ২ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা ধেনুসমূহে দুগ্ধস্থাপন করেছেন। আপনারা ধেনুবর্গের উধোদেশে (অর্থাৎ স্তনে) পূর্ববর্তী পক্বদুগ্ধ স্থাপিত করেছেন। হে সত্যরূপ অশ্বিদ্বয়! বনবৃক্ষসমূহের মধ্যে চৌরের মতো (সর্বদা সজাগ), বিশুদ্ধ স্বভাব, হবিষ্মান্ যজমান, হবির্বিশিষ্ট যজ্ঞে আপনাদের স্তুতি করছে ॥ ৩ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সাহায্য-অভিলাষী অত্রি মুনির জন্য, দীপ্ত পয়ঃ ও ঘৃতকে জলপ্রবাহের মতো করেছিলেন। অতএব হে নরাকার অশ্বিদ্বয়! আপনাদের জন্য অগ্নিতে যাগ করা হচ্ছে, এবং নিম্ন-প্রদেশে রথচক্রের মতো সোমরস আপনাদের প্রতি আগমন করছে ॥ ৪ ॥

হে দস্রদ্বয়! জীর্ণ তুগ্র রাজার পুত্রের মতো আমি স্তুতিসাধনের দ্বারা অভিমত লাভের জন্য আপনাদের যাগক্ষেত্রে আনয়ন করবো। আপনাদের মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী পরস্পর মিলিত হয়েছে। হে যজনীয় অশ্বিদ্বয়! জরাজীর্ণ এই ঋষি যেন পাপ হ'তে মুক্ত হয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারে ॥ ৫ ॥

হে শোভন দানযুক্ত অশ্বিদ্বয়! যখন আপনারা নিযুৎ অশ্বগুলিকে যোজনা করেন, তখন অন্নের দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ করেন। অতএব স্তোতা বায়ুর মতো শীঘ্র আপনাদের দু'জনকে তৃপ্ত ও প্রাপ্ত করুক। প্রশস্ত কর্মবান্ ব্যক্তির মতো স্তোতা আপনাদের মহত্ত্বের জন্য অন্ন স্বীকার করছে ॥ ৬ ॥

আমরাও আপনাদের স্তোতা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়ে নানারকম স্তব করছি। দ্রোণ কলশ (যজ্ঞক্ষেত্রে পানীয় রক্ষার জন্য পরিমাপক পাত্র) স্থাপিত হয়েছে। হে অনিন্দনীয় স্তুতিভাগী অশ্বিদ্বয়! দেবতাবৃন্দের সমীপে সোমপান করুন ॥ ৭ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! কর্মনির্বাহক লোকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য ঋষি গ্রীষ্মের দুঃখনিবারক প্রস্রবণ লাভের নিমিত্ত শব্দ-উৎপাদক শঙ্খ ইত্যাদির মতো সহস্র পরিমিত স্তুতির দ্বারা আপনাদের প্রতিদিন প্রবোধিত করছে ॥ ৮ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা রথের মহিমায় যজ্ঞ ধারণ করেন; হে গমনশীল অশ্বিদ্বয়! যজমানের হোতার মতো আপনারা গমনাগমন করেন; স্তোতৃবৃন্দকে ফল প্রদান করেন; উত্তম অন্নসমূহ প্রদান করেন। অতএব হে নাসত্যদ্বয়! আমরা ধনলাভ করবো ॥ ৯ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের স্তুতিযোগ্য, নব্য, আকাশবিহারী, অশ্বযুক্ত চক্রবিশিষ্ট রথলাভের জন্য স্তোত্রের দ্বারা সেটিকে আহ্বান করছি। যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে পারি ॥ ১০ ॥

টীকা — এই সূক্তের ৬ ঋকেও বায়ুর 'নিযুৎ' নামক অশ্বগুলির কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে অশ্বিদ্বয়কে বায়ুর সাথে একীভূত কল্পনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয় ইত্যাদি সবই যে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিবিকাশমাত্র, তা প্রকটিত হচ্ছে। 'দস্র' এবং 'নাসত্য' ঐ অশ্বিদ্বয়ের এক এক জনের নাম। এই সূক্তের ৪ ঋকে অশ্বিদ্বয়কে নরাকার বলা হয়েছে। এতেও তাঁদের স্বরূপ বোধগম্য হয়। প্রথম অষ্টকে অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

◆ ◆

— ১৮১ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কদু প্রেষ্ঠাবিষাং রয়ীণামধ্বর্যন্তা যদুন্নিনীথো অপাম্।
অয়ং বাং যজ্ঞো অকৃত প্রশস্তিং বসুধিতী অবিতারা জনানাম্ ॥ ১ ॥
আ বামশ্বাসঃ শুচয়ঃ পয়স্পা বাতরংহসো দিব্যাসো অত্যাঃ।
মনোজুবো বৃষণো বীতপৃষ্ঠা এহ স্বরাজো অশ্বিনা বহন্তু ॥ ২ ॥
আ বাং রথোহবনির্ন প্রবত্বাৎসৃপ্রবন্ধুরঃ সুবিতায় গম্যাঃ।
বৃষ্ণঃ স্থাতারা মনসো জবীয়ানহংপূর্বো যজতো ধিষ্ণ্যা যঃ ॥ ৩ ॥
ইহেহ জাতা সমবাবশীতামরেপসা তন্বা নামভিঃ স্বৈঃ।
জিষ্ণুর্বামন্যঃ সুমখস্য সূরির্দিবো অন্যঃ সুভগঃ পুত্র ঊহে ॥ ৪ ॥
প্র বাং নিচেরুঃ ককুহো বশাঁ অনু পিশঙ্গরূপঃ সদনানি গম্যাঃ।
হরী অন্যস্য পীপয়ন্ত বাজৈর্মথ্রা রজাংস্যশ্বিনা বি ঘোষৈঃ ॥ ৫ ॥
প্র বাং শরদ্বান্ বৃষভো ন নিষ্ষাট্ পূর্বীরিষশ্চরতি মধ্ব ইষ্ণন্।
এবৈরন্যস্য পীপয়ন্ত বাজৈর্বেষন্তীরূর্ধ্বা নদ্যো ন আগুঃ ॥ ৬ ॥
অসর্জি বাং স্থবিরা বেধসা গীর্বাড়্হে অশ্বিনা ত্রেধা ক্ষরন্তী।
উপস্তুতাববতং নাধমানং যামন্নযামঞ্ছৃণুতং হবং মে ॥ ৭ ॥
উত স্যা বাং রুশতো বপ্সসো গীস্ত্রিবর্হিষি সদসি পিন্বতে নৄন্।
বৃষা বাং মেঘো বৃষণা পীপায় গোর্ন সেকে মনুষো দশস্যন্ ॥ ৮ ॥
যুবাং পূষেবাশ্বিনা পুরন্ধিরগ্নিমুষাং ন জরতে হবিষ্মান্।
হুবে যদ্বাং বরিবস্যা গৃণানো বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে প্রিয়তম অশ্বিদ্বয়! আপনারা কোন্ দিনে অন্ন ও ধন উপরিদেশে নীত করবেন? যে যজ্ঞ সমাপন করার ইচ্ছাপূর্বক জল নিয়ে পাতিত করতে পারবেন? হে ধনধারী ও মানুষের মঙ্গলদাতা অশ্বিদ্বয়! এই যজ্ঞে আপনাদেরই প্রশংসা করা হচ্ছে ॥ ১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের দীপ্তিবিশিষ্ট, বৃষ্টিপানকারী, বায়ুর ন্যায় বেগবিশিষ্ট, স্বর্গীয়, গমনশীল, মনের ন্যায় বেগবান, তরুণবয়স্ক ও কমনীয় পৃষ্ঠযুক্ত অশ্বগণ এই যজ্ঞে আপনাদের আনয়ন করুক ॥ ২ ॥

হে উচ্চস্থানের যোগ্য ও রথে অধিষ্ঠিত অশ্বিদ্বয়! ভূমির মতো অত্যন্ত বিস্তৃত, উৎকৃষ্টবন্ধুরযুক্ত, অভীষ্টবর্ষী, মনের ন্যায় বেগশালী, অহঙ্কারবিশিষ্ট ও যজনীয়, রথ যজ্ঞে আগমন করুক ॥ ৩ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা এইখানে জন্মেছেন এবং পাপশূন্য। আপনাদের শরীরের সৌন্দর্য এবং নামের মহিমার জন্য আমি পুনঃ পুনঃ আপনাদের স্তব করছি। আপনাদের মধ্যে একজন যজ্ঞের

প্রবর্তক হয়ে জগৎকে ধারণ করছেন, আর একজন দ্যুলোকের পুত্র-স্থানীয় হয়ে নভ ধারণপূর্বক জগৎকে ধারণ করছেন ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের একজনের পিশঙ্গবর্ণ রথ ইচ্ছা অনুসারে আমাদের যাগ্যস্থলে গমন করুক। আর একজনের হরিনামক অশ্বদ্বয়কে মানুষেরা মথনের দ্বারা নিষ্পাদিত ধান্য ও স্তুতি দ্বারা প্রীত করুক ॥ ৫ ॥

হে অশ্বিযুগল! আপনাদের মধ্যে একজন মেঘগণকে বিশীর্ণ করেন; তিনি ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুবর্গকে নিঃসারিত ক'রে হব্যের অভিলাষে বহু অন্নদানের জন্য গমন করেন। অন্যের গমনের জন্য (যজমানগণ) হব্যের দ্বারা তাঁকে প্রীত করে। তাঁর প্রেরিতা ব্যাপ্তিমতী, তীরলঙ্ঘিনী নদী আমাদের নিকট আগমন করছে ॥ ৬ ॥

হে বিধাতা অশ্বিদ্বয়! আপনাদের স্থিরতা প্রাপ্তির নিমিত্ত অত্যন্ত স্থিরা স্তুতি সৃষ্ট হয়ে। তা তিনরকমভাবে আপনাদের নিকট গমন করছে; আপনারা প্রশংসিত হয়ে যাচমান যজমানকে রক্ষা করুন; গমন ক'রে অথবা স্থির হয়ে তাঁর আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৭ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের দীপ্ত রূপের স্তুতি কুশত্রয়বিশিষ্ট যজ্ঞের সাধনে যজমানগণকে প্রীত করুক। হে অভীষ্টবর্ষীযুগল! আপনাদের মেঘ জলবর্ষণপূর্বক উদকসেকের মতো মানুষদের বর্ধন ক'রে প্রীত করুক ॥ ৮ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! পূষার মতো বহুপ্রজ্ঞাশালী হবিষ্মান, যজমান অগ্নি ও উষার মতো আপনাদের স্তব করছে। যখন পরিচর্যারত স্তোতা স্তব করে, তখন যজমানও স্তব করে। আমরা যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু লাভ ক'রি ॥ ৯ ॥

টীকা — এই সূক্তে ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র অশ্বিদ্বয়কে কখনও অগ্নি ও সূর্যরূপে (৪ মন্ত্র), কখনও ইন্দ্ররূপে (৫ মন্ত্র), কখনও অগ্নিরূপে (৬ মন্ত্র), কখনও বিধাতারূপে (৭ মন্ত্র) বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণই এই সূক্তে বিধৃত হয়েছে ব'লে মনে ক'রি। অশ্বিযুগলের রথ যে ভক্তজনের হৃদয়দেশই, তাতে সন্দেহ নেই।

◆ ◆

— ১৮২ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

অভূদিদং বয়ুনমো ষু ভূষতা রথো বৃষণ্বান্মদতা মনীষিণঃ।
ধিয়ংজিন্বা ধিষ্ণ্যা বিশ্পলাবসূ দিবো নপাতা সুকৃতে শুচিব্রতা॥ ১॥
ইন্দ্রতমা হি ধিষ্ণ্যা মরুত্তমা দস্রা দংসিষ্ঠা রথ্যা রথীতমা।
পূর্ণং রথং বহেথে মধ্ব আচিতং তেন দাশ্বাংসমুপ যাথো অশ্বিনা॥ ২॥
কিমত্র দস্রা কৃণুথঃ কিমাসাথে জনো যঃ কশ্চিদহবির্মহীয়তে।
অতি ক্রমিষ্টং জুরতং পণেরসুং জ্যোতির্বিপ্রায় কৃণুতং বচস্যবে॥ ৩॥

জম্ভয়তমভিতো রায়তঃ শুনো হতং মৃধো বিদথুস্তান্যশ্বিনা।
বাচংবাচং জরিতূ রত্নিনীং কৃতমুভা শংসং নাসত্যাবতং মম ॥ ৪ ॥
যুবমেতং চক্রথুঃ সিন্ধুষু প্লবমাত্মন্বন্তং পক্ষিণং তৌগ্র্যায় কম্।
যেন দেবত্রা মনসা নিরূহথুঃ সুপপ্তনী পেতথুঃ ক্ষোদসো মহঃ ॥ ৫ ॥
অববিদ্ধং তৌগ্র্যমপ্স্বন্তরনারম্ভণে তমসি প্রবিদ্ধম্।
চতস্রো নাবো জঠলস্য জুষ্টা উদশ্বিভ্যামিষিতাঃ পারয়ন্তি ॥ ৬ ॥
কঃ স্বিদ্বৃক্ষো নিষ্ঠিতো মধ্যে অর্ণসো যং তৌগ্র্যো নাধিতঃ পর্যষস্বজৎ।
পর্ণা মৃগস্য পতরোরিবারভ উদশ্বিনা ঊহথুঃ শ্রোমতায় কম্ ॥ ৭ ॥
তদ্বাং নরা নাসত্যাবনু ষ্যাদ্যদ্বাং মানাস উচথমবোচন্।
অস্মাদদ্য সদসঃ সোম্যাদা বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে মনীষী ঋত্বিকবৃন্দ! আমাদের এইরকম সংস্কার হচ্ছে যে, অশ্বিদ্বয়ের অভীষ্টবর্ষী রথ উপস্থিত। তাঁদের অভিমুখে গমন করো, ও তাঁদের সম্ভাবনা করো। তাঁরা সুকৃতকারীর কর্ম সম্পাদন করেন, তাঁরা স্তুতিযোগ্য, তাঁরা বিশ্‌পলার উপকার করেছিলেন, তাঁরা স্বর্গের নপ্তা, এবং তাঁদের কর্ম শুচি ॥ ১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা নিশ্চয়ই ইন্দ্রশ্রেষ্ঠ, স্তুতিযোগ্য, মরুৎশ্রেষ্ঠ, শত্রুনাশক, উৎকৃষ্ট কর্মকারী, রথবান্ এবং রথীবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনারা মধুপূর্ণ, সর্বত্র অগ্নিশস্ত্রে সজ্জিত রথ বহন করেন। সেই রথে অনুগ্রহপূর্বক হব্য প্রদাতার নিকট গমন করুন ॥ ২ ॥

হে অশ্বিযুগল! এই স্থানে কি করছেন? এই স্থানে কেন অবস্থান করছেন? হব্যশূন্য যে কোন ব্যক্তি পূজনীয় হয়েছে, তাকে পরাভব করুন। পণির প্রাণবিনাশ করুন। আমি মেধাবী ও আপনার স্তুতি অভিলাষী, আমাকে জ্যোতিঃ প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! অধনা শব্দপূর্বক কুকুরের মতো যারা আমাদের বিনাশ করতে আগত হচ্ছে, তাদের বিনাশ করুন; তারা সংগ্রাম করতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের নিহত করুন। তাদের নিধন করার উপায় আপনারা জ্ঞাত আছেন। আপনাদের যারা স্তুতি করে, তাদের প্রতিটি কথা রত্নবতী করুন। হে নাসত্যদ্বয়! আপনারা উভয়ে আমার স্তুতি রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা তুগ্র নামক রাজার পুত্রের নিমিত্ত সমুদ্রজলে প্রসিদ্ধ, দৃঢ়, পক্ষবিশিষ্ট, নৌকা নির্মাণ করেছিলেন। এই নৌকার দ্বারা দেবগণের মধ্যে আপনারাই অনুগ্রহপূর্বক তাকে উত্তোলন করেছিলেন, এবং অনায়াসে সমুদ্র হ'তে উদ্ধার করেছিলেন ॥ ৫ ॥

জলের মধ্যে নিম্নমুখে পাতিত তুগ্রপুত্র অবলম্বনরহিত হয়ে অন্ধকারের মধ্যে অত্যন্ত পীড়িত হয়েছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের প্রেরিত, জলের মধ্যে প্রবিষ্ট, চারিখানি নৌকা তাঁকে প্রাপ্ত হয়েছিল ॥ ৬ ॥

তুগ্রপুত্র, যাচমান হয়ে জলের মধ্যে যে নিশ্চল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করেছিলেন, সেই বৃক্ষটি কি? হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা তাঁকে নিরাপদে উত্তোলন ক'রে বিপুল কীর্তি লাভ করেছেন ॥ ৭ ॥

হে নরাকার অশ্বিদ্বয়! আপনাদের পূজাকারীগণ যে স্তব করেছে, তা আপনারা গ্রহণ করুন। হে অশ্বিদ্বয়! অদ্য যজ্ঞসম্বন্ধীয় সোমযাগ-সম্পাদক স্তোত্রে প্রীত হোন; আমরা যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে পারি ॥ ৮ ॥

টীকা — ৩ ঋকে 'পণি' শব্দের অর্থে সায়ণ বণিক, লুব্ধক, অযষ্টা (অর্থাৎ যজ্ঞহীন) করেছেন। ৪ ঋকে যজ্ঞবিরোধী অনার্যদের কথা বলা হয়েছে॥ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা পূর্ববর্তী সূক্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

◆ ◆

— ১৮৩ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

তং যুঞ্জাথাং মনসো যো জবীয়ান্ ত্রিবন্ধুরো বৃষণা যস্ত্রিচক্রঃ।
যেনোপয়াথঃ সুকৃতো দুরোণং ত্রিধাতুনা পতথো বির্ন পর্ণৈঃ॥ ১॥
সুবৃদ্রথো বর্ততে যন্নভি ক্ষাং যত্তিষ্ঠথঃ ক্রতুমন্তানু পৃক্ষে।
বপুর্বপুষ্যা সচতামিয়ং গীর্দিবো দুহিত্রোষসা সচেথে॥ ২॥
আ তিষ্ঠতং সুবৃতং যো রথো বামনু ব্রতানি বর্ততে হবিষ্মান্।
যেন নরা নাসত্যেষয়ধ্যৈ বর্তির্যাথস্তনয়ায় ত্মনে চ॥ ৩॥
মা বাং বৃকো মা বৃকীরা দধর্ষীন্মা পরি বর্ক্তমুত মাতি ধক্তং।
অয়ং বাং ভাগো নিহিত ইয়ং গীর্দস্রাবিমে বাং নিধয়ো মধূনাম্॥ ৪॥
যুবাং গোতমঃ পুরুমীঢ়হো অত্রির্দস্রা হবতেঽবসে হবিষ্মান্।
দিশং ন দিষ্টামৃজূয়েব যন্তা মে হবং নাসত্যোপ যাতম্॥ ৫॥
অতারিষ্ম তমসস্পারমস্য প্রতি বাং স্তোমো অশ্বিনাবধায়ি।
এহ যাতং পথিভির্দেবযানৈর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! যে রথ মনের অপেক্ষাও বেগশালী, যার তিনটি বন্ধুর ও তিনটি চক্র আছে, যা অভীষ্টবর্ষী ও ধাতুত্রয়বিশিষ্ট; যে রথে আরোহণ ক'রে, পক্ষী যেমন পক্ষদ্বারা গমন করে, সেইরকম আপনারা সুকৃতকারীর গৃহে গমন করেন, সেই রথ যোজনা করুন॥১॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সজ্জমান্ হয়ে হব্যের নিমিত্ত যে রথে আরোহণ করেন, আপনাদের সুন্দরভাবে আবর্তনকারী সেই রথ দেবযজন ভূমির অভিমুখে গমন করছে। আপনাদের শরীরে হিতকর স্তুতি আপনাদের সাথে মিলিত হোক; আপনারা দ্যুলোকের দুহিতা উষার সাথে সঙ্গত হোন॥২॥

হে অশ্বিযুগল! যে রথ হবিষ্মান্ যজমানের কর্ম লক্ষ্য ক'রে গমন করে; হে নরাকার নাসত্যদ্বয়! আপনারা যে রথে যজ্ঞশালায় গমন করতে ইচ্ছা করেন, সুন্দরভাবে আবর্তনকারী সেই রথে আরোহণপূর্বক যজমানের পুত্রলাভ ও আপনার হিতলাভের নিমিত্ত যজ্ঞগৃহে গমন করুন॥৩॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের অনুগ্রহে বৃকগণ ও বৃকীগণ আমাকে যেন ধর্ষণা না করে। আপনারা আমাকে ত্যাগ ক'রে অন্যকে দান করো না। হে অশ্বিদ্বয়! এই আপনাদের হব্য ভাগ রয়েছে, এই আপনাদের স্তুতি হচ্ছে, এই আপনাদের জন্য সোমরসের পাত্র রয়েছে॥৪॥

হে দস্রদ্বয়! যেমন পথিক গন্তব্য পথের জন্য পথপ্রদর্শক ব্যক্তিকে আহ্বান করে, সেইরকম গোতম, পুরুমীঢ় ও অত্রি হব্য গ্রহণপূর্বক তৃপ্ত করবার জন্য আপনাদের আহ্বান করছে। হে অশ্বিদ্বয়! আমার আহ্বানের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৫ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের অনুগ্রহে আমরা তমঃ (অর্থাৎ অজ্ঞানতার) পারে উত্তীর্ণ হবো, আপনাদের উদ্দেশে এই স্তব রচিত হয়েছে। দেবতাবৃন্দের গন্তব্য পথে যজ্ঞে আগমন করুন; যাতে আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে পারি ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তটিতেও আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধক ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশনার্থ অশ্বিদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রথ যে ভক্তজনের হৃদয়দেশে, সেই রথের জন্যই প্রথমে প্রার্থনার দ্বারা এই সূক্তটি আরম্ভ করা হয়েছে। ৩ মন্ত্রে 'সোমরসের পাত্র'—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ অনুসারে 'ভক্তিসুধার আধার আপনাদের ভক্তগণ'।—অত্রি, গৌতম, পুরুমীঢ়—এই তিনজন স্বনামধন্য ঋষি এই মন্ত্রের ঋত্বিক।

◆ ◆

— ১৮৪ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

তা বামদ্য তাবপরং হুবেমোচ্ছন্ত্যামুষসি বহ্নিরুক্থৈঃ।
নাসত্যা কুহ চিৎসন্তাবর্যো দিবো নপাতা সুদাস্তরায় ॥ ১ ॥
অস্মে উ ষু বৃষণা মাদয়েথামুৎপণীঁর্হতমূর্ম্যা মদন্তা।
শ্রুতং মে অচ্ছোক্তিভির্মতীনামেষ্টা নরা নিচেতারা চ কর্ণৈঃ ॥ ২ ॥
শ্রিয়ে পূষন্নিষুকৃতেব দেবা নাসত্যা বহতুং সূর্যায়াঃ।
বচ্যন্তে বাং ককুহা অপ্সু জাতা যুগা জূর্ণেব বরুণস্য ভূরেঃ ॥ ৩ ॥
অস্মে সা বাং মাধ্বী রাতিরস্তু স্তোমং হিনোতং মান্যস্য কারোঃ।
অনু যদ্বাং শ্রবস্যা সুদানূ সুবীর্যায় চর্ষণয়ো মদন্তি ॥ ৪ ॥
এষ বাং স্তোমো অশ্বিনাবকারি মানেভির্মঘবানা সুবৃক্তি।
যাতং বর্তিস্তনয়ায় ত্মনে চাগস্ত্যে নাসত্যা মদন্তা ॥ ৫ ॥
অতারিষ্ম তমসস্পারমস্য প্রতি বাং স্তোমো অশ্বিনাবধায়ি।
এত যাতং পথিভির্দেবযানৈর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — উষা তমোবিনাশ করতে আগমন করলে, আমরা অদ্যকার যাগে এবং অপর যাগে আপনাদের দুজনকে আহ্বান করি। হে নাসত্যদ্বয়! আপনারা অসত্যরহিত ও দ্যুলোকের নপ্তা। আপনারা যে কোন স্থানেই অবস্থান করুন, আর্তভক্তিকারক উক্থ মন্ত্রের দ্বারা বিশিষ্ট দানশীল যজমানের জন্য আপনাদের স্তুতি করছে ॥ ১ ॥

হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! আপনারা সোমরসে হৃষ্ট হয়ে আমাদের তৃপ্তি উৎপাদন করুন, এবং

উর্বী পৃথ্বী বহুলে দূরে অন্তে উপ ব্রুবে নমসা যজ্ঞে অস্মিন্।
দধাতে যে সুভগে সুপ্রতূর্তী দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥ ৭॥
দেবান্ বা যচ্চকৃমা কচ্চিদাগঃ সখায়ং বা সদমিজ্জাস্পতিং বা।
ইয়ং ধীর্ভূয়া অবয়ানমেষাং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥ ৮॥
উভা শংসা নর্যা মামবিষ্টামুভে মামূতী অবসা সচেতাম্।
ভূরি চিদর্যঃ সুদাস্তরায়েষা মদন্ত ইষয়েম দেবাঃ॥ ৯॥
ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ।
পাতামবদ্যাদ্দুরিতাদভীকে পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ॥ ১০॥
ইদং দ্যাবাপৃথিবী সত্যমস্তু পিতর্মাতর্যদিহোপব্রুবে বাম্।
ভূতং দেবানামবমে অবোভির্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — দ্যু ও পৃথিবী এঁদের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হয়েছেন; কে পরে উৎপন্ন হয়েছেন; কি নিমিত্ত উৎপন্ন হয়েছেন; হে কবিগণ! এই কথা কে জ্ঞাত আছে? এঁরা অন্যের উপর নির্ভর না ক'রে সমস্ত জগৎ ধারণ করেন, এবং দিবা ও রাত্রির মতো চক্রের ন্যায় পরিবর্তিত হচ্ছেন ॥ ১ ॥

পদরহিতা, অবিচলা দ্যাবাপৃথিবী সচল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থিত (প্রাণী সমূহকে) পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্রের মতো ধারণ করছেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদের মহাপাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

আমি অদিতির নিকট পাপরহিত, অক্ষীণ, হিংসারহিত, অন্নবিশিষ্ট স্বর্গতুল্য ধন প্রার্থনা করি। হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা স্তবকারী (যজমানের জন্য) সেই ধন উৎপাদন করুন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদের মহাপাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

আমরা শোভমান দিবা ও রাত্রি সম্বন্ধীয় উভয়রকম ধনের জন্য দুঃখরহিতা ও অন্নের দ্বারা তৃপ্তকরী দ্যাবাপৃথিবীর যেন অনুগত হ'তে পারি; সমস্ত দেবগণ তাঁদের পুত্র। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদের মহাপাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

পরস্পর সংযুক্ত, সদা তরুণ, সমান সীমাবিশিষ্ট, ভগ্নীভূত, বন্ধুর মতো দ্যাবাপৃথিবী, পিতামাতার ক্রোড়স্থিত এবং ভূতসমূহের নাভিস্বরূপ জল ঘ্রাণপূর্বক, আমাদের মহাপাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

আমি দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত বিস্তীর্ণ নিবাসভূত, মহানুভাব ও শস্য ইত্যাদি সমুৎপাদক দ্যাবাপৃথিবীকে যজ্ঞের জন্য আহ্বান করি। এঁদের রূপ আশ্চর্য, এঁরা জলধারণ করেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদের মহাপাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

মহৎ, পৃথু, বহু আকারবিশিষ্ট ও অনন্ত দ্যাবাপৃথিবীকে আমি যজ্ঞস্থলে নমস্কার মন্ত্রের দ্বারা স্তব করি। হে সৌভাগ্যবতী উদ্ধারকুশলা দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা বিশ্ব ধারণ করুন, এবং আমাদের মহাপাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

আমরা দেবতাবৃন্দের নিকট সর্বদাই যে সকল অপরাধ ক'রে থাকি, বন্ধু ও জামাতার প্রতি যে সব অপরাধ ক'রে থাকি, আমাদের এই যজ্ঞ সেই সকল পাপ অপনোদন করতে সমর্থ হোক। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদের মহাপাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

স্তবের যোগ্য ও মনুষ্যদের হিতকর দ্যাবাপৃথিবী আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। আশ্রয়দাতা দ্যাবাপৃথিবী আশ্রয় দানের জন্য আমার সাথে মিলিত হোন। হে দেবগণ! আমরা আপনাদের স্তুতি, অন্নের দ্বারা আপনাদের তৃপ্তিসাধনপূর্বক প্রচুর দানের জন্য প্রচুর অন্ন ইচ্ছা করি ॥ ৯ ॥

আমি প্রজ্ঞাবান, আমি দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে চারিদিকে প্রকাশের জন্য উৎকৃষ্ট স্তোত্র করি। পিতামাতা নিন্দনীয় পাপ হ'তে আমাকে রক্ষা করুন, এবং আমাদের সর্বদা নিকটে থেকে তৃপ্তিকর বস্তুর দ্বারা পালন করুন ॥ ১০ ॥

হে পিতঃ! হে মাতঃ! এই যজ্ঞে আপনাদের উদ্দেশে যে স্তোত্র উচ্চারণ করি, হে দ্যাবাপৃথিবী! তা সার্থক হোক। আশ্রয়দানের দ্বারা আপনারা স্তোতৃগণের সমীপবর্তী হোন, যাতে যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে পারি ॥ ১১ ॥

টীকা — দ্যাবাপৃথিবী—স্বর্গ বা আকাশ ও পৃথিবী উভয়। প্রথম অষ্টকে দৌ ও পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনা আছে।—স্মরণ করা যেতে পারে, বেদে যেমন আকাশের স্তোত্র আছে, তেমনই পৃথিবীর আছে। আকাশ দেব ব'লে, পৃথিবী দেবী ব'লে স্তুতা হয়েছেন। এই দ্যু বা দৌ এবং এই পৃথিবী, দেবতা এক সূক্তেই স্তুত হয়েছেন। তাঁদের যুক্ত নাম দ্যাবাপৃথিবী। বৈদিক ঋষিগণ যেমন পৃথিবীকে মাতা বলেছেন (এখানে আমাদের মধ্যে 'পৃথিবীমাতা' শব্দটি প্রচলিত), তেমনই আকাশকে পিতা বলেছেন। বেদে একাধিক সূক্তে দৌঃ ও পৃথিবী সকল দেবের পিতামাতা স্বরূপ বর্ণিত।

◆ ◆

— ১৮৬ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্ব দেবগণ। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

আ ন ইলাভির্বিদথে সুশস্তি বিশ্বানরঃ সবিতা দেব এতু।
অপি যথা যুবানো মৎসথা নো বিশ্বং জগদভিপিত্বে মনীষা ॥ ১ ॥
আ নো বিশ্ব আস্ক্রা গমন্তু দেবা মিত্রো অর্যমা বরুণঃ সজোষাঃ।
ভুবন্যথা নো বিশ্বে বৃধাসঃ করন্ত্সুষাহা বিথুরং ন শবঃ ॥ ২ ॥
প্রেষ্ঠং বো অতিথিং গৃণীষেঽগ্নিং শস্তিভিস্তুর্বণিঃ সজোষাঃ।
অসদ্যথা নো বরুণঃ সুকীর্তিরিষশ্চ পর্ষদরিগূর্তঃ সূরিঃ ॥ ৩ ॥
উপ ব এষে নমসা জিগীষোষাসানক্তা সুদুঘেব ধেনুঃ।
সমানে অহন্বিমিমানো অর্কং বিষুরূপে পয়সি সস্মিন্নূধন্ ॥ ৪ ॥
উত নোঽহির্বুধ্ন্যো ময়স্কঃ শিশুং ন পিপ্যুষীব বেতি সিন্ধুঃ।
যেন নপাতমপাং জুনাম মনোজুবো বৃষণো যং বহন্তি ॥ ৫ ॥
উত ন ঈং ত্বষ্টা গন্ত্বচ্ছা স্মৎসূরিভিরভিপিত্বে সজোষাঃ।
আ বৃত্রহেন্দ্রশ্চর্ষণিপ্রাস্তুবিষ্টমো নরাং ন ইহ গম্যাঃ ॥ ৬ ॥
উত ন ঈং মতয়োঽশ্বযোগাঃ শিশুং ন গাবস্তরুণং রিহন্তি।
তমীং গিরো জনয়ো ন পত্নীঃ সুরভিষ্টমং নরাং নসন্ত ॥ ৭ ॥
উত ন ঈং মরুতো বৃদ্ধসেনাঃ স্মদ্রোদসী সমনসঃ সদন্তু।
পৃষদশ্বাসোঽবনয়ো ন রথা রিশাদসো মিত্রযুজো ন দেবাঃ ॥ ৮ ॥

আপনাদের বন্ধুমতী কিরণ দেবগণকে প্রকাশ করুক। আমরা যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু [illegible] করতে পারি ॥ ১১ ॥

টীকা — ১ ঋকে 'ইলা' আছে। ইলা মনুর কন্যা ব'লে পুরাণে বর্ণিত। আবার টীকাকারে ইলা [illegible] বাক্য এবং মনু বা মানুষের ধর্ম-উপদেষ্টা বলা হয়েছে। অনেক স্থলে 'ইলা' অর্থে পৃথিবী [illegible] নির্দেশ করা হয়েছে। বর্তমান ঋকে 'ইলায়ের' অর্থে 'দেবগণের' প্রতি নির্দেশ করে [illegible] ও ঋকের 'অভিধুয়া' শব্দটি প্রসঙ্গে সায়ণের মতে—এটি অন্তরীক্ষগামী এবং দেবতার নাম; [illegible] 'অভুপা' অর্থে বর্ষণকারী দেবগণ।—"অভুপাঃ পরিচিতঃ।" সায়ণ।

◆ ◆

— ১৮৭ সূক্ত —

[দেবতা : পিতু। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : অনুষ্টুপ, গায়ত্রী]

পিতুং নু স্তোষং মহো ধর্মাণং তবিষীম্।
যস্য ত্রিতো ব্যোজসা বৃত্রং বিপর্বমর্দয়ৎ ॥ ১ ॥
স্বাদো পিতো মধো পিতো বয়ং ত্বা ববৃমহে।
অস্মাকমবিতা ভব ॥ ২ ॥
উপ নঃ পিতবা চর শিবঃ শিবাভিরূতিভিঃ।
ময়োভুরদ্বিষেণ্যঃ সখা সুশেবো অদ্বয়াঃ ॥ ৩ ॥
তব ত্যে পিতো রসা রজাংস্যনু বিষ্ঠিতাঃ।
দিবি বাতা ইব শ্রিতাঃ ॥ ৪ ॥
তব ত্যে পিতো দদতস্তব স্বাদিষ্ঠ তে পিতো।
প্র স্বাদ্মানো রসানাং তুবিগ্রীবা ইবেরতে ॥ ৫ ॥
ত্বে পিতো মহানাং দেবানাং মনো হিতম্।
অকারি চারু কেতুনা তবাহিমবসাবধীৎ ॥ ৬ ॥
যদদো পিতো অজগন্বিবস্ব পর্বতানাম্।
অত্রা চিন্নো মধো পিতোঽরং ভক্ষায় গম্যাঃ ॥ ৭ ॥
যদপামোষধীনাং পরিংশমারিশামহে।
বাতাপে পীব ইদ্ভব ॥ ৮ ॥
যত্তে সোম গবাশিরো যবাশিরো ভজামহে।
বাতাপে পীব ইদ্ভব ॥ ৯ ॥
করম্ভ ওষধে ভব পীবো বৃক্ক উদারথিঃ।
বাতাপে পীব ইদ্ভব ॥ ১০ ॥

তং ত্বা বয়ং পিতো বচোভির্গাবো ন হব্যা সুষূদিম।
দেবেভ্যস্ত্বা সধমাদমস্মভ্যং ত্বা সধমাদম্॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — আমি ত্বরান্বিত হয়ে মহান্, সকলের ধারক ও বলাত্মক পিতুকে স্তব করি। তারই সাহায্যে ত্রিত বৃত্রের সন্ধিচ্ছেদপূর্বক বধ করেছিলেন ॥ ১ ॥

হে স্বাদু পিতু! হে মধুর পিতু! আমরা তোমায় সেবা করি, তুমি আমাদের রক্ষা করো ॥ ২ ॥

হে পিতু! তুমি কল্যাণকর আশ্রয় দানের দ্বারা আমাদের নিকট আগমনপূর্বক আমাদের সুখ উৎপাদন করো। তোমার রস যেন আমাদের অপ্রিয় না হয়; তুমি আমাদের সখা ও অদ্বিতীয় সুখকর হও ॥ ৩ ॥

হে পিতু! বায়ু যেমন অন্তরীক্ষ আশ্রয় ক'রে আছে, সেইরকম তোমার রস সমস্ত জগতের অনুকূলে ব্যাপ্ত রয়েছে ॥ ৪ ॥

হে স্বাদুতম পিতু! যে সমস্ত লোক তোমাকে প্রার্থনা করে, তারা ভোক্তা। হে পিতু! তোমার অনুগ্রহে তারা তোমাকে দান করে। তোমার রস আস্বাদনকারী ব্যক্তিবৃন্দের গ্রীবা উন্নত হয় ॥ ৫ ॥

হে পিতু! মহৎ দেবগণ তোমাতেই মন নিহিত করেছেন। হে পিতু! তোমার চারু প্রজ্ঞা ও অন্নের দ্বারাই অহিকে বধ করেছিলে ॥ ৬ ॥

হে পিতু! যখন মেঘবৃন্দের প্রসিদ্ধ উদক আগমন করে, তখন হে মধুর পিতু! তুমি আমাদের সম্পূর্ণভাবে ভোজনের জন্য সন্নিহিত হও ॥ ৭ ॥

যেহেতু আমরা প্রভূত জল ও ওষধি ভক্ষণ করি; অতএব হে শরীর! তুমি স্থূল হও ॥ ৮ ॥

হে সোম! তোমার দুগ্ধ ইত্যাদি মিশ্রিত ও যব ইত্যাদি মিশ্রিত অংশ ভক্ষণ করি; অতএব হে শরীর! তুমি স্থূল হও ॥ ৯ ॥

হে করম্ভ ওষধি! তুমি স্থূলতাসম্পাদক, রোগনিবারক ও ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপক হও। হে শরীর! তুমি স্থূল হও ॥ ১০ ॥

হে পিতু! ধেনুগণের নিকট যেমন হব্য গৃহীত হয়, সেইরকম তোমার নিকট আমরা স্তুতির দ্বারা রস গ্রহণ করি। ঐ রস কেবল দেববৃন্দের নয়, আমাদেরও হৃষ্ট করে ॥ ১১ ॥

টীকা — 'পিতু' অর্থে অন্ন। ১ ঋকেই সায়ণ 'ত্রিত' শব্দের অর্থ করেছেন ইন্দ্র। কিন্তু ত্রিত বা ত্রৈতন ইন্দ্র অপেক্ষাও পুরাতন 'আর্যদের দেব'। একত, দ্বিত ও 'ত্রিত' সম্পর্কেও ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। ৬ ঋকের 'অহি' হলো বৃত্রাসুর। ১০ ঋকের 'করম্ভ ওষধি' প্রসঙ্গে সায়ণ বলেছেন— 'দধ্যাদিমিশ্রাঃ সক্তুপিণ্ড ঔষধি'। করম্ভ শব্দের অর্থ দধিমিশ্রিত শক্তু (ছাতু)।

◆ ◆

— ১৮৮ সূক্ত —

[দেবতা : আপ্রী। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : গায়ত্রী]

সমিদ্ধো অদ্য রাজসি দেবো দেবৈঃ সহস্রজিৎ।
দূতো হব্যা কবির্বহ॥ ১॥

তনূনপাদৃতং যতে মধ্বা যজ্ঞঃ সমজ্যতে।
দধৎ সহস্রিণীরিষঃ ॥ ২ ॥
আজুহ্বানো ন ঈড্যো দেবাঁ আ বক্ষি যজ্ঞিয়ান্।
অগ্নে সহস্রসা অসি ॥ ৩ ॥
প্রাচীনং বর্হিরোজসা সহস্রবীরমস্তৃণন্।
যত্রাদিত্যা বিরাজথ ॥ ৪ ॥
বিরাট্ সম্রাড়্বিভ্বীঃ প্রভ্বীর্বহ্বীশ্চ ভূয়সীশ্চ যাঃ।
দুরো ঘৃতান্যক্ষরন্ ॥ ৫ ॥
সুরুক্মে হি সুপেশসাধি শ্রিয়া বিরাজতঃ।
উষাসাবেহ সীদতাঃ ॥ ৬ ॥
প্রথমা হি সুবাচসা হোতারা দৈব্যা কবী।
যজ্ঞং নো যক্ষতামিমম্ ॥ ৭ ॥
ভারতীলে সরস্বতি যা বঃ সর্বা উপব্রুবে।
তা নশ্চোদয়ত শ্রিয়ে ॥ ৮ ॥
ত্বষ্টা রূপাণি হি প্রভুঃ পশূন্বিশ্বান্সমানজে।
তেষাং নঃ স্ফাতিমা যজ ॥ ৯ ॥
উপ ত্মন্যা বনস্পতে পাথো দেবেভ্যঃ সৃজ।
অগ্নির্হব্যানি সিষ্বদৎ ॥ ১০ ॥
পুরোগা অগ্নির্দেবানাং গায়ত্রেণ সমজ্যতে।
স্বাহাকৃতীষু রোচতে ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! ঋত্বিকবৃন্দ কর্তৃক সম্যকভাবে সমিদ্ধ নামক অগ্নি হয়ে অদ্য শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন। হে সহস্রজিৎ দেব! আপনি কবি ও দূত, আপনি হব্য বহন করুন ॥ ১ ॥

পূজনীয় তনূনপাৎ (নামক অগ্নি) সহস্র রকমের অন্ন ধারণপূর্বক যজমানের জন্য মধুর রসোপেত দ্রব্যে মিলিত হচ্ছেন ॥ ২ ॥

হে ঈড্যনামক অগ্নি! আপনি আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে আমাদের জন্য যজ্ঞভাক্ দেবগণকে আনয়ন করুন। হে অগ্নি! আপনি অপরিমিত ধনদাতা ॥ ৩ ॥

সহস্র বীরবিশিষ্ট, পূর্ব-অভিমুখে অগ্রভাগ যুক্ত, যে অগ্নিরূপ বর্হিতে আদিত্যগণ বিরাজিত আছেন, তাঁকে ঋত্বিক্‌গণ মন্ত্রের প্রভাবে আচ্ছাদিত করছেন ॥ ৪ ॥

যজ্ঞশালার বিরাট্, সম্রাট্, বিভু, প্রভু, বহু ও ভূয়ান্ (অগ্নিরূপ) দ্বারা জল ক্ষরণ করছেন ॥ ৫ ॥

দীপ্ত আভরণযুক্ত ও সুন্দর রূপবিশিষ্ট (অগ্নিরূপ) উষাদ্বয় অত্যন্ত শোভাশালী হয়ে বিরাজ করছেন। তাঁরা এই স্থলে উপবেশন করুন ॥ ৬ ॥

এই অতি উৎকৃষ্ট, প্রিয়ভাষী, (অগ্নিরূপ) দেবহোতা ও দিব্য কবিদ্বয় আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত হোন ॥ ৭ ॥

◆ ◆

— ১৯০ সূক্ত —

[দেবতা : বৃহস্পতি। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অনর্বাণং বৃষভং মন্দ্রজিহ্বং বৃহস্পতিং বর্ধয়া নব্যমর্কৈঃ।
গাথান্যঃ সুরুচো যস্য দেবা আশৃণ্বন্তি নবমানস্য মর্তাঃ ॥ ১ ॥
তমৃত্বিয়া উপ বাচঃ সচন্তে সর্গো ন যো দেবয়তামসর্জি।
বৃহস্পতিঃ স হ্যঞ্জো বরাংসি বিভ্বাভবৎসমৃতে মাতরিশ্বা ॥ ২ ॥
উপস্তুতিং নমস উদ্যতিং চ শ্লোকং যংসৎসবিতেব প্র বাহূ।
অস্য ক্রত্বাহন্যো যো অস্তি মৃগো ন ভীমো অরক্ষসস্তুবিষ্মান্ ॥ ৩ ॥
অস্য শ্লোকো দিবীয়তে পৃথিব্যামত্যো ন যংসদ্যক্ষভৃদ্বিচেতাঃ।
মৃগাণাং ন হেতয়ো যন্তি চেমা বৃহস্পতেরহিমায়াঁ অভি দ্যূন্ ॥ ৪ ॥
যে ত্বা দেবোস্রিকং মন্যমানাঃ পাপা ভদ্রমুপজীবন্তি পজ্রাঃ।
ন দূঢ্যে অনু দদাসি বামং বৃহস্পতে চয়স ইৎপিয়ারুম্ ॥ ৫ ॥
সুপ্রৈতুঃ সূয়বসো ন পন্থা দুর্নিয়ন্তুঃ পরিপ্রীতো ন মিত্রঃ।
অনর্বাণো অভি যে চক্ষতে নোঽপীবৃতা অপোর্ণুবন্তো অস্থুঃ ॥ ৬ ॥
সং যং স্তুভোঽবনয়ো ন যন্তি সমুদ্রং ন স্রবতো রোধচক্রাঃ।
স বিদ্বাঁ উভয়ং চষ্টে অন্তর্বৃহস্পতিস্তর আপশ্চ গৃধ্রঃ ॥ ৭ ॥
এবা মহস্তুবিজাতস্তুবিষ্মান্ বৃহস্পতির্বৃষভো ধায়ি দেবঃ।
স নঃ স্তুতো বীরবদ্ধাতু গোমদ্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে হোতা! অপ্রতিদ্বন্দ্বী, মিষ্টজিহ্বা ও স্তুতির যোগ্য বৃহস্পতিকে অর্চনা-সাধনের মন্ত্রের দ্বারা বর্ধিত করো। তিনি তোমাকে ত্যাগ করেন না। দীপ্তিযুক্ত, স্তূয়মান বৃহস্পতিকে গাথাপাঠক দেবগণ ও মানুষেরা স্তব শ্রবণ করাচ্ছেন ॥ ১ ॥

ঋতুসম্বন্ধীয় স্তুতিগুলি সৃজনকর্তারূপ বৃহস্পতির নিকট গমন করে। তিনি দেবকামীবৃন্দকে ফলদান করেন, তিনি সমস্ত জগৎ ব্যক্ত করেন, তিনি সর্বব্যাপী মাতরিশ্বার মতো বরণীয় ফল উৎপাদনপূর্বক যজ্ঞের জন্য সম্ভূত হয়েছেন ॥ ২ ॥

সবিতা যেমন কিরণ প্রকাশ করতে যত্ন করেন, সেইরকম বৃহস্পতি যজমানবৃন্দের স্তুতি, অন্ন, হব্য ও মন্ত্রসমূহ স্বীকারের নিমিত্ত যত্ন করছেন। রাক্ষস শত্রুশূন্য বৃহস্পতির সামর্থে দিবসকালীন সূর্য ভয়ঙ্কর শ্বাপদের মতো বলশালী হয়ে ভ্রমণ করছেন ॥ ৩ ॥

বৃহস্পতির কীর্তি দ্যুলোক ও ভূলোকে ব্যাপ্ত হচ্ছে। বৃহস্পতি সূর্যের মতো পূজিত হব্য ধারণ করেন, প্রাণীবৃন্দের চেতনা সমুৎপাদন করেন, ও ফল প্রদান করেন। বৃহস্পতির আয়ুধ মৃগয়াশীলগণের আয়ুধের মতো গমন করে, ও মায়াচারীবৃন্দের অভিমুখে প্রত্যহধাবিত হয় ॥ ৪ ॥

হে বৃহস্পতি! যে সমস্ত পাপবুদ্ধি লোক, কল্যাণকর বৃহস্পতিকে জীর্ণ বৃষভ মনে ক'রে থাকে, তাদের বরণীয় ধন প্রদান করো না। হে বৃহস্পতি! যে সোমযাগ করে, তাকে নিশ্চয়ই অনুগ্রহ ক'রে থাকেন ॥ ৫ ॥

হে বৃহস্পতি! আপনি, সুপথগামী ও সুখাদ্যবিশিষ্ট যজমানের পথস্বরূপ এবং দুষ্টদমনকারী রাজার বন্ধু। যে সমস্ত ব্যক্তি আমাদের নিন্দা করে, তাদের রক্ষাশূন্য করুন ॥ ৬ ॥

মানুষ যেমন রাজার সাথে মিলিত হয়, দুই কূলে সীমাবদ্ধ নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরকম সমস্ত স্তুতি বৃহস্পতিতে মিলিত হয়। তিনি বিদ্বান্, আকাশে বিচরণকারী পক্ষীর মতো বৃহস্পতি মধ্যে স্থিত হয়ে উভয় জল এবং পার হবার ঘাটের দর্শন প্রাপ্ত হন ॥ ৭ ॥

এইভাবেই বৃহস্পতি মহান্, বলবান্, অভীষ্টবর্ষী ও দীপ্তিমান্ এবং সব লোকের উপকারের নিমিত্ত উৎপন্ন হয়েছেন। তাঁর স্তব করলে, তিনি আমাদের গাভীবিশিষ্ট করুন। আমরা যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে পারি ॥ ৮ ॥

টীকা — সায়ণ বলছেন, "বৃহস্পতিঃ মন্ত্রস্য পালয়িতারং এতন্নামকং দেবং।" অর্থাৎ মন্ত্র পালয়িতা দেবই বৃহস্পতি। কিন্তু মোক্ষমূলর বিবেচনা করেন বৃহ ধাতুর একটি অর্থ বর্ধন, আর একটি অর্থ বাক্য; এবং ঐ ধাতু হ'তে 'বৃহস্পতি' ও 'ব্রহ্মণস্পতি' উৎপন্ন হয়েছে। ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি অগ্নিদেব। লোকপালক, পরমার্থসাধক ধন-বিতরণকারী হিসেবে ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি অগ্নিরই বিভূতি-বিকাশ মাত্র।

◆ ◆

— ১৯১ সূক্ত —

[দেবতা : জল, তৃণ ও সূর্য। ঋষি : অগস্ত্য। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, মহাপংক্তি]

কঙ্কতো ন কঙ্কতোঽথো সতীনকঙ্কতঃ।
দ্বাবিতি প্লুষী ইতি ন্যদৃষ্টা অলিপ্সত ॥ ১ ॥
অদৃষ্টান্ হন্ত্যায়ত্যথো হন্তি পরায়তী।
অথো অবঘ্নতী হন্ত্যথো পিনষ্টি পিংষতী ॥ ২ ॥
শরাসঃ কুশরাসো দর্ভাসঃ সৈর্যা উত।
মৌঞ্জা অদৃষ্টা বৈরিণাঃ সর্বে সাকং ন্যলিপ্সত ॥ ৩ ॥
নি গাবো গোষ্ঠে অসদন্নি মৃগাসো অবিক্ষত।
নি কেতবো জনানাং ন্যদৃষ্টা অলিপ্সত ॥ ৪ ॥
এত উ ত্যে প্রত্যদৃশ্রন্ প্রদোষং তস্করা ইব।
অদৃষ্টা বিশ্বদৃষ্টাঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন ॥ ৫ ॥
দ্যৌর্বঃ পিতা পৃথিবী মাতা সোমো ভ্রাতাদিতিঃ স্বসা।
অদৃষ্টা বিশ্বদৃষ্টাস্তিষ্ঠতেলয়তা সু কম্ ॥ ৬ ॥

যে অংস্যা যে অঙ্গ্যাঃ সূচীকা যে প্রকঙ্কতাঃ।
অদৃষ্টাঃ কিং চনেহ বঃ সর্বে সাকং নি জস্যত॥ ৭॥
উৎপুরস্তাৎ সূর্য এতি বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা।
অদৃষ্টান্ত্সর্বাঞ্জম্ভয়ন্ত্সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ॥ ৮॥
উদপপ্তদসৌ সূর্যঃ পুরু বিশ্বানি জূর্বন্।
আদিত্যঃ পর্বতেভ্যো বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা॥ ৯॥
সূর্যে বিষমা সজামি দৃতিং সুরাবতো গৃহে।
সো চিন্নু ন মরাতি নো বয়ং মরামারে অস্য যোজনং
হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চকার॥ ১০॥
ইয়ত্তিকা শকুন্তিকা সকা জঘাস তে বিষম্।
সো চিন্নু ন মরাতি নো বয়ং মরামারে অস্য যোজনং
হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চকার॥ ১১॥
ত্রিঃ সপ্ত বিষ্ফুলিঙ্গকা বিষস্য পুষ্যমক্ষন্।
তাশ্চিন্নু ন মরন্তি নো বয়ং মরামারে অস্য যোজনং
হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চকার॥ ১২॥
নবানাং নবতীনাং বিষস্য রোপুষীণাম্।
সর্বাসামগ্রভং নামারে অস্য যোজনং হরিষ্ঠা
মধু ত্বা মধুলা চকার॥ ১৩॥
ত্রিঃ সপ্ত ময়ূর্যঃ সপ্ত স্বসারো অগ্রুবঃ।
তাস্তে বিষং বি জভ্রির উদকং কুম্ভিনীরিব॥ ১৪॥
ইয়ত্তকঃ কুষুম্ভকস্তকং ভিনদ্ম্যশ্মনা।
ততো বিষং প্র বাবৃতে পরাচীরনু সংবতঃ॥ ১৫॥
কুষুম্ভকস্তদব্রবীদ্গিরেঃ প্রবর্তমানকঃ।
বৃশ্চিকস্যারসং বিষমরসং বৃশ্চিক তে বিষম্॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — অল্পবিষপ্রাণী, মহাবিষপ্রাণী, জলচর জলবিষপ্রাণী দু'রকম দাহকপ্রাণী, এবং অদৃশ্যরূপপ্রাণী, আমাকে বিষের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত করেছে ॥ ১ ॥

যে ঔষধ আগত হচ্ছে, তা অদৃশ্যরূপ বিষধর প্রাণীকে নাশ করে, ও প্রত্যাবর্তনকালে তাকে নাশ করে। বিনষ্ট হবার সময় নাশ করে, এবং পিষ্ট হবার সময় পেষণ করে ॥ ২ ॥

শর, কুশর, দর্ভ, সৈর্য, মুঞ্জ, বীরণ প্রভৃতি অদৃষ্টভাবে অবস্থিত বিষধরগণ সকলে মিলিত হয়ে আমাকে লিপ্ত করেছে ॥ ৩ ॥

যখন ধেনুগুলি গোষ্ঠে উপবেশন ক'রে আছে, যখন মৃগসকল আপন আপন স্থানে বিশ্রাম করছে, যখন মানুষের চৈতন্য অপগত হয়েছে, তখন অদৃশ্যরূপ বিষধর আমাকে লিপ্ত করেছে ॥ ৪ ॥

তস্করের মতো এইগুলিকে রাত্রিকালে দর্শন করা যায়। ওরা নিজে অদৃশ্য হলেও সমস্ত জগৎকে

দর্শন করে; অতএব মানুষেরা সাবধান হও ॥ ৫ ॥

স্বর্গ পিতা, পৃথিবী মাতা, সোম ভ্রাতা, অদিতি ভগ্নী। অদৃষ্ট সর্বদর্শীবর্গ! তোমরা আপন আপন স্থানে অবস্থিতি করো, এবং যথাসুখে গমন করো ॥ ৬ ॥

যারা স্কন্ধবিশিষ্ট, যারা অঙ্গবিশিষ্ট, যারা সূচিবিশিষ্ট, যারা অত্যন্ত বিষযুক্ত, অদৃষ্টগণ! তোমাদের এই স্থানে কি আছে? তোমরা সকলে মিলিত হয়ে আমাদের নিকট হ'তে প্রত্যাগমন করো ॥ ৭ ॥

পূর্বদিকে সূর্যদেব উদিত হচ্ছেন। তিনি সমস্ত বিশ্ব দর্শন করেন এবং অদৃষ্টবর্গকে বিনাশ করেন। তিনি সমস্ত অদৃষ্টবর্গকে ও যাতুধানীবৃন্দকে বিনাশ করেন ॥ ৮ ॥

সূর্য প্রচুর পরিমাণে সমস্ত বিষ নাশপূর্বক উদয় হচ্ছেন ॥ ৯ ॥

শৌণ্ডিকের (অর্থাৎ শুঁড়ির) গৃহে চর্মময় সুরাপাত্রের মতো, আমি সূর্যমণ্ডলে বিষ নিক্ষেপ করছি। পূজনীয় সূর্যদেব যেমন প্রাণত্যাগ করেন না, সেইরকম আমরাও প্রাণত্যাগ করবো না। সূর্যদেব অশ্বের দ্বারা চালিত হয়ে দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ! মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে ॥ ১০ ॥

ক্ষুদ্র শকুন্তিকা পক্ষী তোমার বিষ ভক্ষণ ক'রেছিল, সে যেমন প্রাণত্যাগ করেনি, আমরাও প্রাণত্যাগ করবো না। সূর্যদেব অশ্বের দ্বারা চালিত হয়ে দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ! মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে ॥ ১১ ॥

একবিংশতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিষের পুষ্টি বিনাশ করুক। তারা কখনো প্রাণত্যাগ করে না, তাদের মতো আমরাও প্রাণত্যাগ করবো না। সূর্যদেব অশ্বের দ্বারা চালিত হয়ে দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ! মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে ॥ ১২ ॥

আমি সমস্ত বিষনাশক নবনবতি সংখ্যক নদীর নাম কীর্তন ক'রি। সূর্যদেব অশ্বের দ্বারা চালিত হয়ে দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ! মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে ॥ ১৩ ॥

রমণীগণ কুম্ভ ক'রে যেমন জল গ্রহণ-পূর্বক গমন করে, হে দেহ! একবিংশতিসংখ্যক ময়ূরী ও সপ্তনদী সেই রকমে তোমার বিষ হরণ করুক ॥ ১৪ ॥

হে দেহ! অতিক্ষুদ্র নকুল তোমার বিষ হরণ করুক; যদিই না করে, আমি ঐ কুৎসিত (জন্তুকে) লোষ্ট্রের দ্বারা আঘাত করবো। বিষ আমার দেহ হ'তে দূর হোক এবং দূরদেশে গমন করুক ॥ ১৫ ॥

নকুল, যখন পর্বত হ'তে আগমনপূর্বক বললো, বৃশ্চিকের বিষ রসশূন্য। হে বৃশ্চিক! তোমার বিষ রসশূন্য ॥ ১৬ ॥

টীকা — ১ ঋকে কঙ্কত, ন কঙ্কত, সতীন কঙ্কত—মূলে এই তিন শব্দ আছে ॥ ৭ ঋকে মূলে 'যে অংস্যাঃ যে অঙ্গ্যাঃ' আছে। এর দ্বারা সর্পই বোঝাচ্ছে এবং 'সূচীকা' অর্থাৎ সূচিবিশিষ্ট অর্থে বৃশ্চিক ইত্যাদি বোঝাচ্ছে ॥ ৮ ঋকে 'যাতুধান্যঃ' অর্থাৎ যাতুধানী অর্থে সায়ণ লিখেছেন 'মহোরগী রাক্ষসী বা'। অথর্ববেদের 'যাতুধান' একরকম মায়াবী প্রাণঘাতি জীব ॥ ১২ ঋকে 'ত্রিঃ সপ্ত বিস্ফুলিঙ্গকাঃ' প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন, অগ্নির সাতটি জিহ্বা আছে, প্রত্যেক জিহ্বা হ'তে শ্বেত, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ তিনরকম বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। এইভাবে, অগ্নির একবিংশতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলা হয়েছে, অথবা বিস্ফুলিঙ্গ মানে ২১ রকম পক্ষী ॥ এই সূক্ত হ'তে প্রকাশ হয় যে, এখনকার মতো পূর্বকালেও ভারতবর্ষে সর্প, বৃশ্চিক ইত্যাদির অত্যাচার ছিল। শেষ সাতটি ঋকে ঋষি বিষ অপনয়নের জন্য সর্পনাশক, সূর্য, শকুন্ত, অগ্নি, নদী, ময়ূর ও নকুলকে স্মরণ করছেন। এইরকম 'ওঝার মন্ত্র' ঋগ্বেদে আরও আছে, অথর্ববেদে এমন মন্ত্র বিস্তর আছে।

প্রথম মণ্ডল সমাপ্ত

দ্বিতীয় মণ্ডল

— ১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী]

ত্বমগ্নে দ্যুভিস্ত্বমাশুশুক্ষণিস্ত্বমদ্ভ্যস্ত্বমশ্মনস্পরি।
ত্বং বনেভ্যস্ত্বমোষধীভ্যস্ত্বং নৃণাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ॥ ১॥
তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রমৃত্বিয়ং তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিদৃতায়তঃ।
তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে॥ ২॥
ত্বমগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি ত্বং বিষ্ণুরুরুগায়ো নমস্যঃ।
ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিদ্ ব্রহ্মণস্পতে ত্বং বিধর্তঃ সচসে পুরন্ধ্যা॥ ৩॥
ত্বমগ্নে রাজা বরুণো ধৃতব্রতস্ত্বং মিত্রো ভবসি দস্ম ঈড্যঃ।
ত্বমর্যমা সৎপতির্যস্য সম্ভুজং ত্বমংশো বিদথে দেব ভাজয়ুঃ॥ ৪॥
ত্বমগ্নে ত্বষ্টা বিধতে সুবীর্যং তব গ্নাবো মিত্রমহঃ সজাত্যম্।
ত্বমাশুহেমা ররিষে স্বশ্ব্যং ত্বং নরাং শর্ধো অসি পুরূবসুঃ॥ ৫॥
ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং শর্ধো মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে।
ত্বং বাতৈররুণৈর্যাসি শঙ্গয়স্ত্বং পূষা বিধতঃ পাসি নু ত্মনা॥ ৬॥
ত্বমগ্নে দ্রবিণোদা অরংকৃতে ত্বং দেবঃ সবিতা রত্নধা অসি।
ত্বং ভগো নৃপতে বস্ব ঈশিষে ত্বং পায়ুর্দমে যস্তেঽবিধৎ॥ ৭॥
ত্বামগ্নে দম আ বিশ্পতিং বিশস্ত্বাং রাজানং সুবিদত্রমৃঞ্জতে।
ত্বং বিশ্বানি স্বনীক পত্যসে ত্বং সহস্রাণি শতা দশ প্রতি॥ ৮॥
ত্বামগ্নে পিতরমিষ্টিভির্নরস্ত্বাং ভ্রাত্রায় শম্যা তনূরুচম্।
ত্বং পুত্রো ভবসি যস্তেঽবিধত্ত্বং সখা সুশেবঃ পাস্যাধৃষঃ॥ ৯॥
ত্বমগ্ন ঋভুরাকে নমস্যস্ত্বং বাজস্য ক্ষুমতো রায় ঈশিষে।
ত্বং বি ভাস্যনু দক্ষি দাবনে ত্বং বিশিক্ষুরসি যজ্ঞমাতনিঃ॥ ১০॥
ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গিরা।
ত্বমিলা শতহিমাসি দক্ষসে ত্বং বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী॥ ১১॥
ত্বমগ্নে সুভৃত উত্তমং বয়স্তব স্পার্হে বর্ণ আ সংদৃশি শ্রিয়ঃ।
ত্বং বাজঃ প্রতরণো বৃহন্নসি ত্বং রয়ির্বহুলো বিশ্বতস্পৃথুঃ॥ ১২॥

ত্বামগ্ন আদিত্যাস আস্যং ত্বাং জিহ্বাং শুচয়শ্চক্রিরে কবে।
ত্বাং রাতিষাচো অধ্বরেষু সশ্চিরে ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্ ॥ ১৩॥
ত্বে অগ্নে বিশ্বে অমৃতাসো অদ্রুহ আসা দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্।
ত্বয়া মর্তাসঃ স্বদন্ত আসুতিং ত্বং গর্ভো বীরুধাং জজ্ঞিষে শুচিঃ ॥ ১৪॥
ত্বং তান্ৎসং চ প্রতি চাসি মজ্মনাগ্নে সুজাত প্র চ দেব রিচ্যসে।
পৃক্ষো যদত্র মহিনা বি তে ভুবদনু দ্যাবাপৃথিবী রোদসী উভে ॥ ১৫॥
যে স্তোতৃভ্যো গোঅগ্রামশ্বপেশসমগ্নে রাতিমুপসৃজন্তি সূরয়ঃ।
অস্মাঞ্চ তাংশ্চ প্র হি নেষি বস্য আ বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — হে মানুষগণের নরপতি অগ্নি! আপনি যজ্ঞের দিনে উৎপন্ন হন; আপনি দীপ্ত হয়ে উৎপন্ন হন; আপনি শুচি হয়ে উৎপন্ন হন; আপনি জল হ'তে উৎপন্ন হন; আপনি প্র হ'তে উৎপন্ন হন; আপনি বন হ'তে উৎপন্ন হন; আপনি ওষধি হ'তে উৎপন্ন হন ॥১॥

হে অগ্নি! হোতার কর্ম আপনারই, পোতার কর্ম আপনারই, ঋত্বিকের কর্ম আপনারই, নে কর্ম আপনারই। আপনি অগ্নীধ্র, আপনি যখন যজ্ঞ কামনা করেন, তখন প্রশাস্তার কর্ম আপনার আপনিই অধ্বর্যু, আপনিই ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ এবং আপনি আমাদের গৃহে গৃহপতি ॥২॥

হে অগ্নি! আপনি সাধুগণের অভীষ্টবর্ষী, অতএব আপনি ইন্দ্র, আপনি বিষ্ণু, বহুলোকের স্তুত্য, আপনি নমস্কারের যোগ্য। হে ধনবান্ স্তুতির অধিপতি! আপনিই ব্রহ্মা, নানারকম পদার্থ সৃষ্টি করেন, ও নানারকম বুদ্ধিতে অবস্থিতি করেন ॥৩॥

হে অগ্নি! আপনি ধৃতব্রত, অতএব আপনি রাজা বরুণ। আপনি শত্রুবর্গের বিনাশক ও স্তুতি যোগ্য, অতএব আপনি মিত্র। আপনি সাধুবৃন্দের পালক, অতএব আপনি অর্যমা। অর্যমা সর্বব্যাপী। আপনি অংশ; হে দেব! আপনি আমাদের যজ্ঞে ফল দান করুন ॥৪॥

হে অগ্নি! আপনি ত্বষ্টা, আপনি পরিচর্যাকারীর বীর্যস্বরূপ; স্তুতিবাক্য সমস্ত আপনারই, আপনা তেজ হিতকারী, আপনি আমাদের বন্ধু, আপনি শীঘ্র উৎসাহিত করেন; আপনি আমাদের অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান করেন। আপনার ধন প্রভূত, আপনি মানুষবর্গের বলস্বরূপ ॥৫॥

হে অগ্নি! আপনি মহৎ আকাশের অসুর রুদ্র, আপনি মরুৎবর্গের বলস্বরূপ, আপনি অন্ন ঈশ্বর। আপনি সুখের আধারস্বরূপ, আপনি লোহিতবর্ণ বায়ুসদৃশ অশ্বে গমন করেন। আপনি পূ আপনিই অনুগ্রহপূর্বক পরিচারক ব্যক্তিবর্গকে রক্ষা করেন ॥৬॥

হে অগ্নি! আপনি অলঙ্কারকারী যজমানের পক্ষে ধনদাতা। আপনি দ্যোতমান, সবিতা, র আধারস্বরূপ। হে নৃপতি! আপনিই ধনদাতা ভগ। যে যজমান যজ্ঞগৃহে আপনার পরিচর্যা আপনি তাকে পালন করেন ॥৭॥

হে অগ্নি! লোকে আপন গৃহে আপনাকে প্রাপ্ত হয় ও আপনাকে স্তুতি করে। আপনি প্রজার পালক, দীপ্তিমান্ এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহসম্পন্ন। আপনার সেনা অতি উত্তম, আপনি সকল হব্যের ঈশ্বর; আপনিই সহস্র, শত, দশ ফল প্রদান করেন ॥৮॥

হে অগ্নি! লোকে যজ্ঞের দ্বারা আপনাকে তুষ্ট করে, যেহেতু আপনি পিতা। আপনার বন্ধুত্ব লাভের নিমিত্ত কর্মের দ্বারা আপনাকে তুষ্ট করে, আপনি তাদের শরীর দীপ্ত করে

আপনার পরিচর্যা করে, আপনি তার পুত্র হন। আপনি সখা, শুভকারী ও শত্রুনিবারক হয়ে পালন করেন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! আপনি ঋভু, আপনি প্রত্যক্ষ স্তুতির যোগ্য, আপনি সর্বত্র বিশ্রুত ধন ও অন্নের স্বামী। আপনি অতিশয় উজ্জ্বল, আপনি অন্ধকার ছেদনের নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে কাষ্ঠ ইত্যাদি দাহ করেন। আপনি বিশেষরূপে যজ্ঞ নির্বাহ করেন এবং তার ফল বিস্তার করেন ॥ ১০ ॥

হে দেব অগ্নি! আপনি হব্যদাতার পক্ষে অদিতি। আপনি হোত্রা (অর্থাৎ হোমকর্ত্রী), ভারতী; আপনি স্তুতির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। আপনি শত বৎসরের ইলা, আপনি দান-সমর্থ। হে ধনপালক! আপনি বৃত্রহন্তা, আপনি সরস্বতী ॥ ১১ ॥

হে অগ্নি! উত্তমরূপে পোষিত হ'লে আপনিই উত্তম অন্ন। আপনার স্পৃহণীয় এবং উত্তম বর্ণে শ্রী অবস্থিতি করে। আপনিই অন্নস্বরূপ, আপনিই ত্রাণ করেন, আপনিই বৃহৎ, আপনি ধনরূপ, আপনি বহুল ও সর্বত্র বিস্তীর্ণ ॥ ১২ ॥

হে অগ্নি! আদিত্যবর্গ আপনাকে মুখ করেছেন (অর্থাৎ আস্য বা বদনরূপে গ্রহণ করেছেন), হে কবি! শুচি দেববৃন্দ আপনাকে জিহ্বা করেছেন। দানের সময়ে সমবেত দেববৃন্দ যজ্ঞে আপনার অপেক্ষা করেন, এবং আপনাতেই আহুতিরূপে প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ করেন ॥ ১৩ ॥

হে অগ্নি! সমস্ত অমর ও দ্রোহরহিত দেববৃন্দ আপনার আস্যে (অর্থাৎ মুখে) আহুতিরূপে প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ করেন। মর্ত্যবৃন্দও আপনার দ্বারা অন্ন ইত্যাদির আস্বাদ প্রাপ্ত হয়। আপনি লতা ইত্যাদির গর্ভরূপ; আপনি শুচি হয়ে জন্মেছেন ॥ ১৪ ॥

হে অগ্নি! আপনি বলের দ্বারা প্রসিদ্ধ দেবগণের সাথে মিলিত হন এবং তাঁদের হতে পৃথক হন। হে সুজাত দেব! আপনি তাদের অপেক্ষা প্রবল হন, কারণ আপনারই মহিমায় এই যজ্ঞস্থিত অন্ন প্রসারমান দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে ব্যাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥

হে অগ্নি! যে মেধাবীবৃন্দ স্তোতৃবর্গকে গো ও অশ্ব প্রভৃতি ধন প্রদান করে, তাদের এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ স্থানে নীত করুন। আমরা বীর বিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞে বৃহৎমন্ত্র উচ্চারণ করবো ॥ ১৬ ॥

টীকা — এই সূক্তটির ঋষি গৃৎসমদ। বস্তুতঃ গৃৎসমদ বা তাঁর বংশীয়গণ দ্বিতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের ঋষি। প্রবাদ আছে, তিনি অঙ্গিরা বংশীয় শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন, পরে গৃৎসমদ নাম ধারণপূর্বক ভৃগুবংশীয় শুনকের পুত্র শৌনক ব'লে অভিহিত হলেন। সায়ণ। আরও প্রবাদ আছে যে, বেদের অনুক্রমণিকার রচয়িতা কাত্যায়ন এই শৌনক গৃৎসমদের শিষ্য ছিলেন॥ ২ ঋকে যজ্ঞের কয়েকজন ঋত্বিকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সায়ণ সাত জন ঋত্বিকের নাম উল্লেখ করেছেন, যথা— যজমান, যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; হোতা, যিনি মন্ত্র পাঠ করেন; উদ্গাতা, যিনি মন্ত্র গান করেন; পোতা, যিনি হব্য প্রস্তুত করেন; নেষ্টা, যিনি হব্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করেন; ব্রহ্মা, যিনি সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করেন; এবং রক্ষ, যিনি দ্বার রক্ষা করেন॥ ৩ ঋকে 'ব্রহ্মা' অর্থে সায়ণ 'ব্রহ্মণস্পতি' বলেছেন। 'ব্রহ্মা' অর্থে স্তুতিকারী ঋত্বিক, এবং 'ব্রহ্মণস্পতি' অর্থে স্তুতিদেব॥ ৪ ঋকে 'অংশ' শব্দের দ্বারা বরুণ, মিত্র, অর্যমার সাথে অংশের উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ অনুসারে অদিতির আদিত্য, যথা ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান॥ ৬ ঋকে 'অসুর' শব্দ আছে। এ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে॥ ১১ ঋকে 'হোত্রা' 'ভারতী' 'ইলা' শব্দ আছে। মূলে 'ত্বং ইলা শতহিমা অসি'। 'শতহিমা' অর্থে 'অপরিমিতকালস্য নিত্যা।' উইলসন বলেছেন শত হিমকালব্যাপী স্থায়ী। 'হোত্রা' অর্থে আমরা হোমকর্ত্রী বলেছি। সায়ণও বলেছেন 'হোত্রা' অর্থে হোমনিষ্পাদিকা অগ্নিশক্তি। 'ভারতী' অর্থে

সায়ণ বলেছেন ভরতনামক আদিত্যের পত্নী।—ইত্যাদি ॥ ১৫ ঋকে মূলে 'দ্যাবাপৃথিবী রোদসী' আছে। 'রোদসী' অর্থই দ্যাবাপৃথিবী; কিন্তু এই স্থানে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ শব্দায়মান॥

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ করলে এই অগ্নি যে ইন্ধনপ্রাপ্ত যজ্ঞীয় অগ্নিমাত্র নন, তা বোধগম্য হয়। ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশরূপী এই অগ্নি সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই প্রতিভূ; কারণ তিনিই নরপতি, তিনিই একাধারে সকল ঋত্বিক, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই বরুণ, তিনিই অর্যমা, তিনিই রুদ্র, তিনিই মিত্র, তিনিই সবিতা, তিনিই ঋভু, তিনিই হোত্রা-ভারতী-ইলা-সরস্বতী, তিনিই সকলের ত্রাণকর্তা, তিনিই পরম দাতা, ইত্যাদি।

◆ ◆

— ২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী]

যজ্ঞেন বর্ধত জাতবেদসমগ্নিং যজধ্বং হবিষা তনা গিরা।
সমিধানং সুপ্রযসং স্বর্ণরং দ্যুক্ষং হোতারং বৃজনেষু ধূর্ষদম্॥ ১॥
অভি ত্বা নক্তীরুষসো ববাশিরেঽগ্নে বৎসং ন স্বসরেষু ধেনবঃ।
দিব ইবেদরতির্মানুষা যুগা ক্ষপো ভাসি পুরুবার সংযতঃ॥ ২॥
তং দেবা বুধ্নে রজসঃ সুদংসসং দিবস্পৃথিব্যোররতিং ন্যেরিরে।
রথমিব বেদ্যং শুক্রশোচিষমগ্নিং মিত্রং ন ক্ষিতিষু প্রশংস্যম্॥ ৩॥
তমুক্ষমাণং রজসি স্ব আ দমে চন্দ্রমিব সুরুচং হ্বার আ দধুঃ।
পৃশ্ন্যাঃ পতরং চিতয়ন্তমক্ষভিঃ পাথো ন পায়ুং জনসী উভে অনু॥ ৪॥
স হোতা বিশ্বং পরি ভূত্বধ্বরং তমু হব্যৈর্মনুষ ঋঞ্জতে গিরা।
হিরিশিপ্রো বৃধসানাসু জর্ভুরদ্দ্যৌর্ন স্তৃভিশ্চিতয়দ্রোদসী অনু॥ ৫॥
স নো রেবৎসমিধানঃ স্বস্তয়ে সংদদস্বান্রয়িমস্মাসু দীদিহি।
আ নঃ কৃণুষ্ব সুবিতায় রোদসী অগ্নে হব্যা মনুষো দেব বীতয়ে ॥ ৬॥
দা নো অগ্নে বৃহতো দাঃ সহস্রিণো দুরো ন বাজং শ্রুত্যা অপা বৃধি।
প্রাচী দ্যাবাপৃথিবী ব্রহ্মণা কৃধি স্বর্ণ শুক্রমুষসো বিদিদ্যুতঃ॥ ৭॥
স ইধান উষসো রাম্যা অনু স্বর্ণ দীদেদরুষেণ ভানুনা।
হোত্রাভিরগ্নির্মনুষঃ স্বধ্বরো রাজা বিশামতিথিশ্চারুরায়বে॥ ৮॥
এবা নো অগ্নে অমৃতেষু পূর্ব্য ধীষ্পীপায় বৃহদ্দিবেষু মানুষা।
দুহানা ধেনুর্বৃজনেষু কারবে ত্মনা শতিনং পুরুরূপমিষণি॥ ৯॥
বয়মগ্নে অর্বতা বা সুবীর্যং ব্রহ্মণা বা চিতয়েমা জনাম্ অতি।
অস্মাকং দ্যুম্নমধি পঞ্চ কৃষ্টিষুচ্চা স্বর্ণ শুশুচীত দুষ্টরম্॥ ১০॥
স নো বোধি সহস্য প্রশংস্যো যস্মিন্ত্সুজাতা ইষয়ন্ত সূরয়ঃ।
যমগ্নে যজ্ঞমুপযন্তি বাজিনো নিত্যে তোকে দীদিবাংসং স্বে দমে॥ ১১॥

উভয়াসো জাতবেদঃ স্যাম তে স্তোতারো অগ্নে সূরয়শ্চ শর্মণি।
বস্বো রায়ঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য ভূয়সঃ প্রজাবতঃ স্বপত্যস্য শগ্ধি নঃ॥ ১২॥
যে স্তোতৃভ্যো গো অগ্রামশ্বপেশসমগ্নে রাতিমুপসৃজন্তি সূরয়ঃ।
অস্মাঞ্চ তাংশ্চ প্র হি নেষি বস্য আ বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ১৩॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি দীপ্তিমান্, শোভন অন্নবিশিষ্ট, স্বর্গপ্রাপক, উদ্দীপ্ত, হোমনিষ্পাদক এবং স্তবনীয়; সেই সর্বভূতজ্ঞ অগ্নিকে যজ্ঞের দ্বারা বর্ধিত করো, এবং হব্য ও বিস্তৃত স্তুতির দ্বারা পূজা করো ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! দিবাকালে ধেনুবর্গ যেমন বৎসের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরকম যজমানবৃন্দ আপনাকে রাত্রি ও দিনে আকাঙ্ক্ষা করছে। হে বহুলোকের বরণীয় অগ্নি! আপনি সংযত হয়ে দ্যুলোকের মতো ব্যাপ্ত, এবং মানুষদের সকল যজ্ঞে বর্তমান আছেন এবং রাত্রিতে প্রদীপ্ত হন ॥ ২ ॥

অগ্নি সুদর্শন, দ্যাবাপৃথিবীর ঈশ্বর, ধনপূর্ণ রথের মতো, দীপ্তবর্ণ, শাখাস্বরূপ ও কার্যসাধক এবং যজ্ঞভূমিতে প্রশংসিত। দেববৃন্দ সেই অগ্নিকে জগতের মূলদেশে স্থাপিত করছেন ॥ ৩ ॥

অগ্নি অন্তরীক্ষে বৃষ্টিজল সেচনকারী, চন্দ্রের মতো দীপ্তিবিশিষ্ট, অন্তরীক্ষগামী শিখার দ্বারা লোকের চৈতন্য উৎপাদক, জলের মতো রক্ষক, এবং সকলের জনয়িত্রী দ্যাবাপৃথিবীর পরিব্যাপক। সেই অগ্নিকে তাঁর বিজন গৃহে স্থাপন করেছেন ॥ ৪ ॥

অগ্নি হোমনিষ্পাদক হয়ে সমস্ত যজ্ঞ ব্যাপ্ত করুন। মানুষেরা হব্য ও স্তুতির দ্বারা তাঁকে অলঙ্কৃত করছেন। দাহকারী হনুবিশিষ্ট অগ্নি প্রবর্ধমান ওষধির মধ্যে প্রজ্বালিত হয়ে নক্ষত্র যেমন অন্তরীক্ষকে দ্যোতিত করে, সেইরকম দ্যাবাপৃথিবীকে দ্যোতিত করছে ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! আপনি আমাদের মঙ্গলের জন্য ক্রমাগত বর্ধিত ধন প্রদানপূর্বক প্রজ্বালিত হয়ে দেদীপ্যমান হোন। হে অগ্নি! দ্যাবাপৃথিবীতে আমাদের ফলপ্রদ করুন; মানুষদের প্রদত্ত হব্য দেবগণের ভক্ষণের নিমিত্ত নীত হোক ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আমাদের প্রভূত ও সহস্রসংখ্যক বস্তু দান করুন। কীর্তির জন্য অন্ন ও অন্নের দ্বার উদ্ঘাটন করুন। দ্যাবাপৃথিবীকে উৎকৃষ্ট যজ্ঞের দ্বারা আমাদের অনুকূল করুন; উষাগণ আপনাকে আদিত্যের মতো বিদ্যোতিত করছেন ॥ ৭ ॥

রমণীয় উষার অগ্নি প্রজ্বালিত হয়ে আদিত্যের মতো উজ্জ্বল কিরণে দেদীপ্যমান হচ্ছেন। মনুষ্যের হোমসাধন, স্তুতির দ্বারা স্তূয়মান, উত্তম যাগবিশিষ্ট ও প্রজাবৃন্দের অধিপতি অগ্নি, যজমানের নিকট প্রিয় অতিথির মতো আগমন করছেন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! আপনি প্রভূত দ্যুতিমান্। দেববৃন্দের পূর্ববর্তী মানুষের স্তুতি আপনাকে আপ্যায়িত করে। ঐ স্তুতি দুগ্ধবতী ধেনুর মতো যজ্ঞস্থিত স্তোতার নিমিত্ত আপনিই অপরিমিত ও নানা রকম ধন প্রদান করে ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! আমরা আপনার প্রদত্ত অশ্ব ও অন্নের দ্বারা প্রভূত সামর্থ্য লাভপূর্বক সমস্ত লোককে অতিক্রম ক'রে উঠবো; এবং আমাদের অতিপ্রভূত ও অন্যের অপ্রাপ্য ধনরাশি সূর্যের মতো পঞ্চ জাতির উপরে দীপ্যমান্ হবে ॥ ১০ ॥

হে শত্রুপরাজয়কারী অগ্নি! আপনি আমাদের স্তুতির যোগ্য। আপনি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন, সুজাত স্তোতাগণ আপনারই উদ্দেশে স্তুতি করে। হে অগ্নি! ঔরস পুত্রলাভের আশায়

হব্যবিশিষ্ট যজমানের যাগগৃহে দীপ্যমান, যজনীয় অগ্নির উপচর্যা করে ॥ ১১ ॥

হে সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি! আপনার স্তোতা ও মেধাবী যজমান, আমরা উভয়ে সুখলাভের জন্য আপনারই হবো। আপনি আমাদের নিবাস হেতু অতিশয় আহ্লাদপ্রদ, প্রভূত ভৃত্য ও পুত্র ইত্যাদিবিশিষ্ট ধন দান করুন ॥ ১২ ॥

হে অগ্নি! যে মেধাবীবৃন্দ স্তোতৃবর্গকে গো ও অশ্ব প্রভৃতি ধন প্রদান করে তাদের এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ স্থানে নীত করুন। আমরা বীরবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞে বৃহৎমন্ত্র উচ্চারণ করবো ॥ ১৩ ॥

টীকা— ১০ ঋকে মূল 'পঞ্চ কৃষ্টিষু' আছে। সায়ণ অর্থ করেছেন 'নিষাদপঞ্চমেষু চতুর্ষু বর্ণেষু'; কিন্তু এ অর্থ ঠিক নয়। কৃষ্টি অর্থে চাষ কার্য, অতএব 'পঞ্চ কৃষ্টি' অর্থে পাঁচটি কৃষিপ্রধান জনপদ বা জাতি। বেদে অনেক স্থানে 'পঞ্চক্ষিতি' বা 'পঞ্চকৃষ্টি' বা পঞ্চজন শব্দ আছে; তার অর্থ পঞ্জাব প্রদেশের পঞ্চনদকূলবাসী সমস্ত আর্যজাতি।—এই সূক্তেরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্বসূক্তের অনুরূপভাবেই হতে যেতে পারে।

◆ ◆

— ৩ সূক্ত —

[দেবতা : আপ্রী। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী]

সমিদ্ধো অগ্নির্নিহিতঃ পৃথিব্যাং প্রত্যঙ্ বিশ্বানি ভুবনান্যস্থাৎ।
হোতা পাবকঃ প্রদিবঃ সুমেধা দেবো দেবান্যজত্বগ্নিরর্হন্॥ ১ ॥
নরাশংসঃ প্রতি ধামান্যঞ্জন তিস্রো দিবঃ প্রতি মহ্না স্বর্চিঃ।
ঘৃতপ্রুষা মনসা হব্যমুন্দন্মূর্ধন্যজ্ঞস্য সমনক্তু দেবান্॥ ২ ॥
ঈলিতো অগ্নে মনসা নো অর্হন্দেবান্যক্ষি মানুষাৎ পূর্বো অদ্য ।
স আ বহ মরুতাং শর্ধো অচ্যুতমিন্দ্রং নরো বর্হিষদং যজধ্বম্॥ ৩ ॥
দেব বর্হির্বর্ধমানং সুবীরং স্তীর্ণং রায়ে সুভরং বেদ্যস্যাম্।
ঘৃতেনাক্তং বসবঃ সীদতেদং বিশ্বে দেবা আদিত্যা যজ্ঞিয়াসঃ॥ ৪ ॥
বি শ্রয়ন্তামুর্বিয়া হূয়মানা দ্বারো দেবীঃ সু প্রায়ণা নমোভিঃ।
ব্যচস্বতীর্বি প্রথন্তামজুর্যা বর্ণং পুনানা যশসং সুবীরম্॥ ৫ ॥
সাধ্বপাংসি সনতা ন উক্ষিতে উষাসানক্তা বয্যেব রণ্বিতে।
তন্তুং ততং সংবয়ন্তী সমীচী যজ্ঞস্য পেশঃ সুদুঘে পয়স্বতী॥ ৬ ॥
দৈব্যা হোতারা প্রথমা বিদুষ্টর ঋজু যক্ষতঃ সমৃচা বপুষ্টরা।
দেবান্যজন্তাবৃতুথা সমঞ্জতো নাভা পৃথিব্যা অধি সানুষু ত্রিষু॥ ৭ ॥
সরস্বতী সাধয়ন্তী ধিয়ং ন ইলা দেবী ভারতী বিশ্বতূর্তিঃ।
তিস্রো দেবীঃ স্বধয়া বর্হিরেদমচ্ছিদ্রং পান্তু শরণং নিষদ্য॥ ৮ ॥

পিশঙ্গরূপঃ সুভরো বয়োধাঃ শ্রুষ্টী বীরো জায়তে দেবকামঃ।
প্রজাং ত্বষ্টা বি ষ্যতু নাভিমস্মে অথা দেবানামপ্যেতু পাথঃ॥ ৯॥
বনস্পতিরবসৃজন্নুপ স্থাদগ্নির্হবিঃ সূদয়াতি প্র ধীভিঃ।
ত্রিধা সমক্তং নয়তু প্রজানন্দেবেভ্যো দৈব্যঃ শমিতোপহব্যম্॥ ১০॥
ঘৃতং মিমিক্ষে ঘৃতমস্য যোনির্ঘৃতে শ্রিতো ঘৃতম্বস্য ধাম।
অনুষ্বধমা বহ মাদয়স্ব স্বাহাকৃতং বৃষভ বক্ষি হব্যম্॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — বেদিভূমিতে নিহিত সমিদ্ধনামক অগ্নি সমস্ত ভুবন অভিমুখে অবস্থিত রয়েছেন। যজ্ঞনিষ্পাদক, পবিত্রকারী, পুরাতন, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট দ্যোতমান ও পূজার যোগ্য অগ্নি দেববৃন্দের পূজা করুন॥ ১॥

নরাশংস নামক অগ্নি সুন্দর শিখাবিশিষ্ট হয়ে আপন মহিমায় দীপ্যমান লোকত্রয় ব্যক্তপূর্বক ঘৃত বর্ষণের ইচ্ছায় হব্য স্নিগ্ধ ক'রে যজ্ঞের মুখভাগে দেববৃন্দকে প্রকাশিত করুন॥ ২॥

হে ঈলিত নামক অগ্নি! আমাদের প্রতি অনুরক্তমনে যাগকর্মের যোগ্য হয়ে অদ্য আমাদের জন্য মনুষ্যের পূর্ববর্তী হয়ে দেববৃন্দের যজ্ঞ করুন। আপনি মরুৎবর্গ ও অচ্যুত ইন্দ্রকে সম্বোধন করুন। হে ঋত্বিকবৃন্দ! কুশে উপবিষ্ট ইন্দ্রের যাগ করো॥ ৩॥

হে দেব বর্হিস্বরূপ অগ্নি! আপনি আমাদের ধনলাভের নিমিত্ত এই বেদিতে সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত হোন। আপনি সর্বদা বর্ধমান এবং বীরপ্রদ। হে বসুবৃন্দ! হে বিশ্বদেববৃন্দ! হে যজ্ঞের যোগ্য আদিত্যবৃন্দ! আপনারা ঘৃতাক্ত বর্হিতে উপবেশন করুন॥ ৪॥

হে দেবীদ্বাররূপ অগ্নি! আপনারা উদঘাটিত হোন; আপনারা মহান্, লোকে নমস্কারপূর্বক আপনাদের হোম করে এবং সুখে আপনাদের নিকট গমন করে। আপনারা ব্যাপ্তিমান, অহিংসনীয়, বীরবিশিষ্ট, যশযুক্ত, এবং বর্ণনীয় রূপের সম্পাদক। আপনারা বিশেষরূপে প্রখ্যাত হোন॥ ৫॥

আমাদের সাধু কর্মফলের চিরপ্রদায়ী উষা ও নক্ত রূপ অগ্নি, বয়নকুশল রমণীদ্বয়ের মতো পরস্পর সাহায্যের নিমিত্ত গমনাগমনপূর্বক যজ্ঞের রূপ নির্মাণের নিমিত্ত পরস্পরকে আনুকূল্য ক'রে বিস্তৃত তন্তু বয়ন করছেন। তাঁরা অত্যন্ত ফলপ্রদ এবং উদকবিশিষ্ট॥ ৬॥

দৈব্য হোতাদ্বয় রূপ অগ্নি প্রথমেই যজ্ঞের যোগ্য। তাঁরা সকলের অপেক্ষা বিদ্বান্ ও বিশাল শরীরবিশিষ্ট, তাঁরা মন্ত্রের দ্বারা যথাযথভাবে পূজা করেন ও যথা সময়ে দেববৃন্দের উদ্দেশে যাগ করেন এবং পৃথিবীর নাভি স্বরূপ উন্নত স্থানত্রয়ে গমন করেন॥ ৭॥

আমাদের যজ্ঞ-নিষ্পাদিকা অগ্নিরূপ সরস্বতী, ইলা এবং সর্বব্যাপিকা ভারতীদেবী, তিন জনে যজ্ঞগৃহ আশ্রয়পূর্বক হব্য লাভের জন্য নির্দোষভাবে আমাদের যজ্ঞ পালন করুন॥ ৮॥

অগ্নিরূপ ত্বষ্টার অনুগ্রহে পিশঙ্গরূপ, যাগকারী, অন্নদাতা, ক্ষিপ্রকারী দেব-অভিলাষী, বীরপুত্র উৎপন্ন হোক। ত্বষ্টা আমাদের কুলরক্ষক সন্তান প্রদান করুন, এবং দেববৃন্দের অন্ন আমাদের নিকট আগমন করুক॥ ৯॥

বনস্পতি-রূপ অগ্নি আমাদের কর্ম অবগত হয়ে আমাদের নিকট অবস্থিতি করুন। অগ্নি বিশেষরকম কর্মের দ্বারা সম্যকভাবে হব্য পাক করছেন। দৈব্য শমিতা তিন রকমে সম্যক্‌ভাবে সিক্ত হব্য গ্রহণ ক'রে দেববৃন্দের নিকট নীত করুন॥ ১০॥

আমি অগ্নিতে ঘৃত সিঞ্চন ক'রি; ঘৃতই তাঁর জন্মভূমি, ঘৃতই তাঁর আশ্রয়ের স্থান, ঘৃতই তাঁর দীপ্তি। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! আপনি হব্য প্রদানের সময় দেববৃন্দকে আহ্বানপূর্বক তাঁদের হর্ষ উৎপাদন করুন, এবং (অগ্নিরূপ) স্বাহাকারে প্রদত্ত হব্য বহন করুন ॥ ১১ ॥

টীকা — এই সূক্তের ঋষি গৃৎসমদ; অতএব এতে নরাশংসের উল্লেখ আছে, তনূনপাতের উল্লেখ নেই ॥ ৬ ঋক্ হ'তে অনুমিত হয় যে, সেই সময়ে দু'জন নারীতে 'টানা ও পোড়েন' সঞ্চালন ক'রে বস্ত্র প্রস্তুত করতো। দিবা ও রাত্রি সেইরকম গমনাগমন ও পরস্পরের আনুকূল্য ক'রে যজ্ঞে প্রবৃত্ত করে, এই-ই উপমার মর্ম ॥ ৭ ঋকে 'স্থানত্রয়ে গমন' প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন, 'পৃথিবীর নাভিরূপ উত্তর বেদীতে গার্হপত্য ইত্যাদি তিন প্রকার অগ্নিতে গমন' ॥ ১০ ঋকের 'দৈব্যঃ শমিতা' অগ্নিরই একটি নাম। অন্যান্য বিশ্লেষণ পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভৃগুর অপত্য সোমাহুতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

হুবে বঃ সুদ্যোত্মানং সুবৃক্তিং বিশামগ্নিমতিথিং সুপ্রয়সম্।
মিত্র ইব যো দিধিষায্যো ভূদ্দেব আদেবে জনে জাতবেদাঃ ॥ ১ ॥
ইমং বিধন্তো অপাং সধস্থে দ্বিতাদধুর্ভৃগবো বিক্ষ্বা যোঃ।
এষ বিশ্বান্যভ্যস্ত ভূমা দেবানামগ্নিররতির্জীরাশ্বঃ ॥ ২ ॥
অগ্নিং দেবাসো মানুষীষু বিক্ষু প্রিয়ং ধুঃ ক্ষেষ্যন্তো ন মিত্রম্ ।
স দীদয়দুশতীরূর্ম্যা আ দক্ষায্যো যো দাস্বতে দম আ ॥ ৩ ॥
অস্য রণ্বা স্বস্যেব পুষ্টিঃ সংদৃষ্টিরস্য হিয়ানস্য দক্ষোঃ।
বি যো ভরিভ্রদোষধীষু জিহ্বামত্যো ন রথ্যো দোধবীতি বারান্ ॥ ৪ ॥
আ যন্মে অভ্বং বনদঃ পনন্তোশিগ্‌ভ্যো নামিমীত বর্ণম্।
স চিত্রেণ চিকিতে রংসু ভাসা জুজুর্বাঁ যো মুহুরা যুবা ভূৎ ॥ ৫ ॥
আ যো বনা তাতৃষাণো ন ভাতি বার্ণ পথা রথ্যেব স্বানীৎ।
কৃষ্ণাধ্বা তপু রণ্বশ্চিকেত দ্যৌরিব স্ময়মানো নভোভিঃ ॥ ৬ ॥
স যো ব্যস্থাদভি দক্ষদুর্বীং পশুর্নৈতি স্বযুরগোপাঃ।
অগ্নিঃ শোচিষ্মাঁ অতসান্যুষ্ণন্কৃষ্ণব্যথিরস্বদয়ন্ন ভূম ॥ ৭ ॥
নূ তে পূর্বস্যাবসো অধীতৌ তৃতীয়ে বিদথে মন্ম শংসি।
অস্মে অগ্নে সংযদ্বীরং বৃহন্তং ক্ষুমন্তং বাজং স্বপত্যং রয়িং দাঃ ॥ ৮ ॥
ত্বয়া যথা গৃৎসমদাসো অগ্নে গুহা বন্বন্ত উপরাঁ অভি ষ্যুঃ।
সুবীরাসো অভিমাতিষাহঃ স্মৎসূরিভ্যো গৃণতে তদ্বয়ো ধাঃ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে যজমানবৃন্দ! আমি তোমাদের জন্য অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্ট, পাপবর্জিত, যজমানগণের অতিথিস্বরূপ, হব্যযুক্ত অগ্নিকে আহ্বান ক'রি। তিনি সর্বভূতজ্ঞ ও মানুষ হ'তে দেব পর্যন্ত সকলের ধারণকর্তা ॥ ১ ॥

ভৃগুগণ অগ্নির পরিচর্যা ক'রে জলের নিবাস স্থানে অন্তরীক্ষে এবং মানুষের সন্ততিগণের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট এবং দেববৃন্দের ঈশ্বর অগ্নি আমাদের বিরোধী সমস্ত শত্রুজাতকে পরাভূত করুন ॥ ২ ॥

দেববৃন্দ স্বর্গে গমনকালে মিত্রের মতো অগ্নিকে মানুষদের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। সেই অগ্নি হব্যদাতা যজমানের জন্য তাঁর যোগ্যগৃহে স্থাপিত হয়ে, যে রাত্রিগণ তাঁকে কামনা করে, সেই রাত্রিতে দীপ্ত হন ॥ ৩ ॥

আপন শরীর পুষ্টিকরণের মতো অগ্নির শরীর পুষ্টিকার্যও রমণীয়। অগ্নি যখন চারিদিকে ব্যাপ্ত হন এবং কাষ্ঠ দহন করেন, তখন তাঁর শরীর অতিশয় সুন্দর হয়। রথে অশ্ব যেমন পুচ্ছ বারংবার কম্পিত করে, অগ্নিও কাষ্ঠসমূহে সেইরকম আপন শিখা কম্পিত করছেন ॥ ৪ ॥

আমার সহযোগী স্তোতাগণ, যে অগ্নির মহত্ত্বের স্তুতি করছে, তিনি আগ্রহবিশিষ্ট ঋত্বিক্‌বৃন্দের নিকট আপন রূপ প্রকাশ করছেন। তিনি রমণীয় হব্যের জন্য বিচিত্র কিরণমালায় প্রকাশিত হচ্ছেন। তিনি জীর্ণ হয়েও বারংবার সেই ক্ষণেই যুবা হ'তে পারেন ॥ ৫ ॥

যে অগ্নি তৃষিতের মতো বনসমূহকে দগ্ধ করেন, জলের মতো নানাদিকে গমন করেন, রথবাহী অশ্বের মতো শব্দ করেন, তিনি কৃষ্ণপথগামী ও তাপক হলেও নভোমণ্ডল পরিশোভিত দ্যুলোকের মতো রমণীয় ॥ ৬ ॥

যে অগ্নি বিশ্ব ব্যাপ্ত করেন, যে অগ্নি বিস্তৃত পৃথিবীতে প্রবর্ধমান হন, যে অগ্নি রক্ষকরহিত পশুর মতো স্বেচ্ছায় গমন ক'রে বিচরণ করেন, সেই দীপ্তিমান্ অগ্নি শুষ্ক বৃক্ষ ইত্যাদি দহন ক'রে বাধাকারী (কণ্টক ইত্যাদিকে) কর্ষিত ক'রে, প্রচুররূপে রসাস্বাদন করছেন ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! আপনি পূর্বে প্রথম সবনে যে রক্ষা করেছিলেন, আমরা তা স্মরণ ক'রে আজও তৃতীয় সবনে মনোহর স্তোত্র উচ্চারণ করছি। হে অগ্নি! আপনি আমাদের বীরবিশিষ্ট মহান্ কীর্তিমান্ অন্ন এবং সুন্দর অপত্য ও ধন প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! গৃৎসমদ ঋষিবৃন্দ আপনাকে রক্ষা প্রাপ্ত হয়ে ছন্দঃ পাঠপূর্বক গুহায় অবস্থিত উৎকৃষ্ট স্থানে বর্তমান ধনবিশেষ লাভ করবে, এবং উত্তম পুত্র ইত্যাদি লাভ ক'রে শত্রুগণের অভিভব সাধন করবে। মেধাবী ও স্তুতিকারী যজমানবৃন্দকে অতিপ্রভূত ও প্রসিদ্ধ অন্ন প্রদান করুন।

টীকা — এই সূক্ত পূর্ব সূক্তের অনুরূপ।

◆ ◆

— ৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভৃগুর অপত্য সোমাহুতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

হোতাজনিষ্ট চেতনঃ পিতা পিতৃভ্য উতয়ে।
প্রযক্ষঞ্জেন্যং বসু শকেম বাজিনো যমম্॥ ১ ॥

আ যস্মিন্‌ৎসপ্ত রশ্ময়স্ততা যজ্ঞস্য নেতরি।
মনুষদ্দৈব্যমষ্টমং পোতা বিশ্বং তদিন্বতি॥ ২॥
দধন্বে বা যদীমনু বোচদ্ব্রহ্মাণি বেরু তৎ।
পরি বিশ্বানি কাব্যা নেমিশ্চক্রমিবাভবৎ॥ ৩॥
সাকং হি শুচিনা শুচিঃ প্রশাস্তা ক্রতুনাজনি।
বিদ্বাঁ অস্য ব্রতা ধ্রুবা বয়া ইবানু রোহতে॥ ৪॥
তা অস্য বর্ণমাযুবো নেষ্টুঃ সচন্ত ধেনবঃ।
কুবিত্তিসৃভ্য আ বরং স্বসারো যা ইদং যযুঃ॥ ৫॥
যদী মাতুরুপ স্বসা ঘৃতং ভরন্ত্যস্থিত।
তাসামধ্বর্যুরাগতৌ যবো বৃষ্টীব মোদতে ॥ ৬॥
স্বঃ স্বায় ধায়সে কৃণুতামৃত্বিগৃত্বিজম্।
স্তোমং যজ্ঞং চাদরং বনেমা ররিমা বয়ম্॥ ৭॥
যথা বিদ্বাঁ অরং করদ্বিশ্বেভ্যো যজতেভ্যঃ।
অয়মগ্নে ত্বে অপি যং যজ্ঞং চকৃমা বয়ম্॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — চৈতন্যস্বরূপ, পিতাস্বরূপ, হোতা অগ্নি পিতৃবর্গের রক্ষার নিমিত্ত উৎপন্ন হ'লেন। আমরাও হব্যবিশিষ্ট হয়ে অত্যন্ত পূজনীয়, জেতব্য ও রক্ষিতব্য ধন লাভ করতে সমর্থ হবো ॥১॥

যে যজ্ঞের নেতা অগ্নি সপ্ত সংখ্যক রশ্মি ধারণ করেন, দেববৃন্দের পোতার মতো অগ্নি মনু পোতার মতো সেই যজ্ঞের অষ্টম স্থানীয় হয়ে ব্যাপ্ত হচ্ছেন ॥ ২ ॥

অথবা যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণ যে হব্য ইত্যাদি ধারণ করেন, যে মন্ত্র ইত্যাদি উচ্চারণ করেন, ব্রহ্মাস্বরূপ অগ্নি তা সমস্তই জ্ঞাত আছেন। নেমি যেমন চক্রকে ব্যাপ্ত করে থাকে, সেইরকম অগ্নি ঋত্বিকের সমস্ত কর্মই ব্যাপ্ত ক'রে আছেন ॥৩॥

পবিত্র প্রশাস্তা অগ্নি পুণ্যক্রতুর সাথে উৎপন্ন হয়েছেন। লোকে যেমন শাখা হ'তে শাখান্তরে ফলাহরণের নিমিত্ত গমন করে, সেইরকম যজমান অগ্নির যজ্ঞ অবশ্য ফলদায়ী জ্ঞাত হয়ে একটির পর অন্যটি অনুষ্ঠান করে ॥ ৪ ॥

যে অঙ্গুলিগুলি এই কার্যে ব্যাপৃত রয়েছে, তারা এই নেষ্টা অগ্নির ধেনুস্বরূপ ও একত্রে তাঁর বর্ণ সেবা করে; এবং ভগ্নীরূপে তাঁর গার্হপত্য ইত্যাদি তিন উৎকৃষ্ট রূপের পরিচর্যা করে ॥৫॥

যখন জুহু (অর্থাৎ যজ্ঞে ব্যবহৃত কাষ্ঠপাত্র) মাতাস্বরূপ বেদিভূমির নিকটে ভগ্নীর মতো ঘৃতপূর্ণ হয়ে স্থাপিত হয়, তখন যব যেমন বৃষ্টিতে হৃষ্ট হয়, অধ্বর্যুরূপ অগ্নিও সেইরকম হৃষ্ট হন ॥৬॥

এই ঋত্বিক্‌রূপ অগ্নি আপন কর্মের জন্য ঋত্বিকের কর্ম সমাধান করুন। আমরাও তার পর স্তোম ও যজ্ঞ করবো এবং হব্য প্রদান করবো ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! আপনার মহিমা-অভিজ্ঞ যজমান যেমন সমস্ত দেববৃন্দের পর্যাপ্তভাবে তৃপ্তি করতে সমর্থ হয়, তা করুন। আমরা যে যজ্ঞ নির্বাহ করবো, হে অগ্নি। তা-ও আপনারই।

টীকা — এই সূক্তে অগ্নিকে হোতা, নেতা, পোতা, ব্রহ্মা, প্রশাস্তা, নেষ্টা, অধ্বর্যু ইত্যাদি ঋত্বিক্‌গণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতএব ইনি যে যজ্ঞীয় পাবক মাত্র নন, তা সহজেই অনুমেয়।

◆ ◆

— ৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভৃগুর অপত্য সোমাহুতি। ছন্দ : গায়ত্রী]

ইমাং মে অগ্নে সমিধমিমামুপসদং বনেঃ।
ইমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ॥ ১॥
অয়া তে অগ্নে বিধেমোর্জো নপাদশ্বমিষ্টে।
এনা সূক্তেন সুজাত॥ ২॥
তং ত্বা গীর্ভির্গির্বণসং দ্রবিণস্যুং দ্রবিণোদঃ।
সপর্যেম সপর্যবঃ॥ ৩॥
স বোধি সূরির্মঘবা বসুপতে বসুদাবন্ ।
যুযোধ্যস্মদ্দ্বেষাংসি॥ ৪॥
স নো বৃষ্টিং দিবস্পরি স নো বাজমনর্বাণং।
স নঃ সহস্রিণীরিষঃ॥ ৫॥
ঈলানযাবস্যবে যবিষ্ঠ দূত নো গিরা।
যজিষ্ঠ হোতরা গহি॥ ৬॥
অন্তর্হ্যগ্ন ঈয়সে বিদ্বাঞ্জন্মোভয়া কবে।
দূতো জন্যেব মিত্র্যঃ॥ ৭॥
স বিদ্বাঁ আ চ পিপ্রয়ো যক্ষি চিকিত্ব আনুষক্।
চাস্মিন্ত্সংসি বর্হিষি॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আপনি আমার এই সমিৎ ও এই আহুতি সম্ভোগ করুন; আমার এই স্তুতি শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আমরা এই আহুতির দ্বারা আপনার পরিচর্যা করবো। হে বলের পৌত্র। হে বিস্তীর্ণ যজ্ঞশালী সুজাত অগ্নি! এই স্তোত্রের দ্বারা আপনাকে প্রীত করবো ॥ ২ ॥

হে ধনদাতা অগ্নি। আপনি স্তুতির যোগ্য এবং হব্যে অভিলাষী। আমরা আপনার পরিচারক। আপনাকে স্তুতির দ্বারা পরিচর্যা করবো ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি। আপনি অন্নবান্, বিদ্বান্, ধনবান এবং ধনদাতা; আপনি জাগ্রত হোন এবং আমাদের শত্রুবর্গকে দূর ক'রে দিন ॥ ৪ ॥

সেই অগ্নি আমাদের জন্য অন্তরীক্ষ হ'তে বৃষ্টি প্রদান করেন। তিনি আমাদের অনন্ত বল ও অপরিমিত রকম অন্ন প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

হে তরুণতম দেবদূত। অতিশয় যজনীয় অগ্নি। আমি স্তুতি করেছি; অতএব আপনি আগমন

করুন। আমি আপনার পূজয়িতা এবং আপনার আশ্রয় অভিলাষ ক'রি ॥৬॥

হে মেধাবী অগ্নি! আপনি মানুষবর্গের হৃদয় জ্ঞাত আছেন, আপনি উভয় রকম জন্ম জ্ঞাত আছেন; আপনি লোকের ও বন্ধুবর্গের হিতকারী দূতরূপ ॥৭॥

আপনি বিদ্বান, আপনি আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন। আপনি চৈতন্যবান, আপনি যথাক্রমে যজ্ঞ করুন এবং কুশের উপর উপবেশন করুন ॥৮॥

টীকা — ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র অগ্নির নিকট আত্মোৎকর্ষ সম্পন্ন সাধক হৃদয়ের প্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন। প্রথম অষ্টকে বলের পৌত্র অগ্নি সম্পর্কে আলোচনা আছে।

◆ ◆

— ৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভৃগুর অপত্য সোমাহুতি। ছন্দ : গায়ত্রী]

শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ ভারতাগ্নে দ্যুমন্তমা ভর।
বসো পুরুস্পৃহং রয়িম্॥ ১॥
মা নো অরাতিরীশত দেবস্য মর্ত্যস্য চ।
পর্ষি তস্যা উত দ্বিষঃ॥ ২॥
বিশ্বা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইব।
অতি গাহেমহি দ্বিষঃ॥ ৩॥
শুচিঃ পাবক বন্দ্যোঽগ্নে বৃহদ্বি রোচসে।
ত্বং ঘৃতেভিরাহুতঃ॥ ৪॥
ত্বং নো অসি ভারতাগ্নে বশাভিরুক্ষভিঃ।
অষ্টাপদীভিরাহুতঃ॥ ৫॥
দ্রুন্নঃ সর্পিরাসুতিঃ প্রত্নো হোতা বরেণ্যঃ।
সহসস্পুত্রো অদ্ভুতঃ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে যুবাতম ব্যাপ্তরূপ ভারত অগ্নি! অতিশয় প্রশংসনীয় দীপ্তিমান, বহুলোকের বাঞ্ছিত ধন আহরণ করুন ॥১॥

হে অগ্নি! দেবতা বা মানুষজনের দ্বারা কৃত শত্রুগণ যেন আমাদের পরাভব না করে; আমাদের উভয়রকম শত্রু হ'তে রক্ষা করুন ॥২॥

হে অগ্নি! আমরা সমস্ত শত্রুবর্গকে জলধারার মতো নিজেরাই অতিক্রম করবো ॥৩॥

হে অগ্নি! আপনি শুচি, পাবক ও বন্দনীয়; আপনি ঘৃতের দ্বারা আহুত হয়ে অতিশয় দীপ্ত হয়েছেন ॥৪॥

হে ভারত অগ্নি! আপনি আমাদের। আপনি বন্ধ্যাগাভী ও বৃষ ও গর্ভিণী গাভীসকলের দ্বারা আহূত হয়েছেন ॥ ৫ ॥

সমিৎ যার অন্ন, যাতে ঘৃতসিক্ত হয়, সেই পুরাতন, হোমনিষ্পাদক, বরণীয়, বলের পুত্র অগ্নি অতি রমণীয় ॥ ৬ ॥

টীকা — ১ ঋকে ও ৫ ঋকে 'ভারত' শব্দ আছে। সায়ণ তার অর্থ করেছেন 'ভরতাঃ ঋত্বিজঃ তেষাং সম্বন্ধী ভারতঃ তে অধ্বর্য্যাদিভিঃ মন্থনহবিঃস্তোত্রাদিনা ব্যাপ্রিয়মানত্বাৎ।' উইলসন বলেছেন, 'ভরতের বংশধর'॥ ৫ ঋকে 'বশাভিঃ......' ইত্যাদি সম্পর্কে সায়ণের মতেই অনুবাদ করা হয়েছে। উইলসন বলছেন, 'এই পশুগুলি হোমের জন্য প্রয়োজনীয়'॥ পূর্ববর্তী সূক্তের মতোই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রযোজ্য।

◆ ◆

— ৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

বাজয়ন্নিব নূ রথান্যোগাঁ অগ্নেরুপ স্তুহি।
যশস্তমস্য মীড়্হুষঃ॥ ১॥
যঃ সুনীথো দদাশুষেঽজুর্যো জরয়ন্নরিং চারুপ্রতীক আহুতঃ॥ ২॥
য উ শ্রিয়া দমেষ্বা দোষোষসি প্রশস্যতে।
যস্য ব্রতং ন মীয়তে॥ ৩॥
আ যঃ স্বর্ণ ভানুনা চিত্রো বিভাত্যর্চিষা।
অঞ্জানো অজরৈরভি॥ ৪॥
অত্রিমনু স্বরাজ্যমগ্নিমুক্থানি বাবৃধুঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়ো দধে॥ ৫॥
অগ্নেরিন্দ্রস্য সোমস্য দেবানামূতিভির্বয়ম্।
অরিষ্যন্তঃ সচেমহ্যভি ষ্যাম পৃতন্যতঃ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে হোতা। অন্নের অভিলাষী পুরুষের মতো প্রভূত যশবিশিষ্ট অভীষ্টপ্রদ অগ্নির অশ্ব সমূহকে স্তুতি করো ॥ ১ ॥

সুনেতা, জরারহিত, এবং মনোহর গতিবিশিষ্ট অগ্নি হবি প্রদায়ী যজমানের শত্রু বিনাশের জন্য আহূত হয়েছেন ॥ ২ ॥

সুন্দর শিখাযুক্ত যে অগ্নি গৃহে আগমনপূর্বক দিবসে ও রাত্রিতে স্তুত হন; তাঁর ব্রত কখনও ক্ষীণ হয় না ॥ ৩ ॥

কিরণের দ্বারা সূর্য যেমন প্রকাশিত হন, বিচিত্র অগ্নিও জরারহিত শিখাসমূহের দ্বারা চারিদিক

প্রকাশিত ক'রে সেইরকম রশ্মিসমূহের দ্বারা প্রকাশিত হন ॥ ৪ ॥

শত্রুবৃন্দের বিনাশক এবং স্বয়ং শোভমান অগ্নির উদ্দেশে উক্থ সকল বর্ধিত হচ্ছে। অগ্নি সদা শোভা ধারণ করেছেন ॥ ৫ ॥

আমরা অগ্নি, ইন্দ্র, সোম ও অন্যান্য দেববৃন্দের আশ্রয় লাভ করেছি। আমাদের কেউ হনন করতে পারে না। আমরা শত্রুগণকে পরাভব করবো ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তটি পূর্ব সূক্তেরই অনুরূপ। ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র অগ্নির নিকট সাধকের প্রার্থনা।

◆ ◆

— ৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্‌]

নি হোতা হোতৃষদনে বিদানস্ত্বেষো দীদিবাঁ অসদৎসুদক্ষঃ।
অদব্ধব্রতপ্রমতির্বসিষ্ঠঃ সহস্রম্ভরঃ শুচিজিহ্বো অগ্নিঃ॥ ১ ॥
ত্বং দূতস্ত্বমু নঃ পরস্পাস্ত্বং বস্য আ বৃষভ প্রণেতা।
অগ্নে তোকস্য নস্তনে তনূনামপ্রযুচ্ছন্দীদ্যদ্বোধি গোপাঃ॥ ২ ॥
বিধেম তে পরমে জন্মন্নগ্নে বিধেম স্তোমৈরবরে সধস্থে।
যস্মাদ্যোনেরুদারিথা যজে তং প্র ত্বে হবীংষি জুহুরে সমিদ্ধে॥ ৩ ॥
অগ্নে যজস্ব হবিষা যজীয়াঞ্ছ্রুষ্টী দেষ্ণমভি গৃণীহি রাধঃ।
ত্বং হ্যসি রয়িপতী রয়ীণাং ত্বং শুক্রস্য বচসো মনোতা॥ ৪ ॥
উভয়ং তে ন ক্ষীয়তে বসব্যং দিবেদিবে জায়মানস্য দস্ম।
কৃধি ক্ষুমন্তং জরিতারমগ্নে কৃধি পতিং স্বপত্যস্য রায়ঃ॥ ৫ ॥
সৈনানীকেন সুবিদত্রো অস্মে যষ্টা দেবাঁ আযজিষ্ঠঃ স্বস্তি।
অদব্ধো গোপা উত নঃ পরস্পা অগ্নে দ্যুমদুত রেবাদ্দিদীহি॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি দেববৃন্দের হোতা, বিদ্বান্‌, প্রজ্বলিত, দীপ্তিমান, প্রকৃষ্ট বলশালী, অপ্রতিহত, অনুগ্রহবিশিষ্ট, নিবাসপ্রদ, সকলের ভরণকর্তা ও পবিত্র শিখাসমন্বিত। অগ্নি হোতৃসদনে সুখে উপবেশন করুন ॥ ১ ॥

হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি। আপনি আমাদের দূত হোন। আমাদের আপদ হ'তে রক্ষা করুন। আমাদের নিকট ধন প্রেরণ করুন। আপনি প্রমাদরহিত ও দীপ্তিবিশিষ্ট হয়ে আমাদের ও আমাদের পুত্রের রক্ষক হোন ও জাগ্রত হোন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি। আমরা আপনার উৎকৃষ্ট জন্মস্থানে আপনার পরিচর্যা করবো, তার নিম্নস্থিত জন্মস্থানে স্তোত্রের দ্বারা আপনার পরিচর্যা করবো, এবং যে স্থান হ'তে আপনি উদ্গত হয়েছেন তারও পূজা করবো। সেই স্থানে আপনি প্রজ্বলিত হ'লে অধ্বর্যুবৃন্দ আপনার উদ্দেশে হব্য প্রদান করে ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! আপনি যাজ্ঞিকবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আপনি হব্যের দ্বারা যজ্ঞ করুন। আপনি তৎপর হয়ে দেববৃন্দের সকাশে আমাদের প্রদেয় অন্নের প্রশংসা করুন। আপনি ধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধনের পতি। আপনি আমাদের দীপ্ত স্তোত্র অবগত হোন ॥ ৪ ॥

হে দর্শনীয় অগ্নি! আপনি প্রতিদিন উৎপন্ন হন। আপনার দিব্য ও পার্থিব ধনের ক্ষয় হয় না। অতএব আপনি স্তোত্রকারী যজমানকে অন্নবান করুন এবং সুন্দর অপত্যযুক্ত ধনের স্বামী করুন ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! আপনি আপনার সেনাগণ সহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি দেববৃন্দের রক্ষক, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞকারী, দেববৃন্দের রক্ষক ও আমাদের পালক; কেউ আপনাকে হিংসা করতে পারে না। আপনি ধনযুক্ত ও কান্তিযুক্ত হয়ে চারিদিকে দেদীপ্যমান হোন ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তটিও পূর্ব সূক্তের অনুরূপ।

◆ ◆

— ১০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

জোহূত্রো অগ্নিঃ প্রথমঃ পিতেবেলস্পদে মনুষা যৎসমিদ্ধঃ।
শ্রিয়ং বসানো অমৃতো বিচেতা মর্মৃজেন্যঃ শ্রবস্যঃ স বাজী ॥ ১ ॥
শ্রূয়া অগ্নিশ্চিত্রভানুর্হবং মে বিশ্বাভির্গীর্ভিরমৃতো বিচেতাঃ।
শ্যাবা রথং বহতো রোহিতা বোতারুষাহ চক্রে বিভৃত্রঃ ॥ ২ ॥
উত্তানায়ামজনয়ন্ত্সুষূতং ভুবদগ্নিঃ পুরুপেশাসু গর্ভঃ।
শিরিণায়াং চিদক্তুনা মহোভিরপরীবৃতো বসতি প্রচেতাঃ ॥ ৩ ॥
জিঘর্ম্যগ্নিং হবিষা ঘৃতেন প্রতিক্ষিয়ন্তং ভুবনানি বিশ্বা।
পৃথুং তিরশ্চা বয়সা বৃহন্তং ব্যচিষ্ঠমন্নৈ রভসং দৃশানম্ ॥ ৪ ॥
আ বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চং জিঘর্ম্যরক্ষসা মনসা তজ্জুষেত।
মর্যশ্রীঃ স্পৃহয়দ্বর্ণো অগ্নির্নাভিমৃশে তন্বা জর্ভুরাণঃ ॥ ৫ ॥
জ্ঞেয়া ভ গং সহসানো বরেণ ত্বাদূতাসো মনুবদ্বদেম।
অনূনমগ্নিং জুহ্বা বচস্যা মধুপৃচং ধনসা জোহবীমি ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি সকলের হোতব্য ও প্রথম এবং পিতার মতো। তিনি মানুষকর্তৃক ইলস্পদে প্রজ্বলিত হয়েছেন। তিনি দীপ্তিপূর্ণ, মরণরহিত, বিবিধ প্রজ্ঞাবান, অন্নবান্ ও বলবান্। তিনি সকলের পরিচরণীয় ॥ ১ ॥

মরণরহিত, বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত, বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত সেই অগ্নি আমার সমস্ত স্তুতিযুক্ত আহ্বান শ্রবণ করুন। শ্যামবর্ণ বা রোহিত অথবা অরুণ অশ্বদ্বয় অগ্নির রথ বহন করছে; তিনি নানা স্থানে নীত হয়েছেন ॥ ২ ॥

অধ্বর্যুগণ ঊর্দ্ধমুখ অরণিতে সুপ্রেরিত অগ্নিকে উৎপন্ন করেছেন। অগ্নি বহুরকম ওষধিসমূহের মধ্যে গর্ভরূপে অবস্থিত আছেন। রাত্রিকালে উৎকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত অগ্নি মহাদীপ্তি সমন্বিত হয়ে বাস করেন। অন্ধকার তাঁকে আবৃত করতে পারে না ॥৩॥

সমস্ত ভুবনের অধিষ্ঠাতা, মহান্, সর্বত্রগামী, শরীরবিশিষ্ট, প্রবৃদ্ধ হব্যের দ্বারা ব্যাপ্ত, বলবান ও সকলের দৃশ্যমান্ অগ্নিকে হব্য ঘৃতের দ্বারা অর্চনা ক'রি ॥৪॥

সর্বব্যাপী ও যজ্ঞের অভিমুখে আগমনে উৎসুক অগ্নিকে ঘৃতের দ্বারা সিক্ত করছি, তিনি নিরুদ্বেগ মনে সেই ঘৃত সেবা করুন। মানুষদের ভজনীয় ও স্পৃহণীয় বর্ণাবশিষ্ট অগ্নি দীপ্তিতে পূর্ণ হলে কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না ॥৫॥

আপন তেজের বলে শত্রুবৃন্দকে পরাভব করবার সময়, হে অগ্নি! আপনি আমাদের সন্তোষের যোগ্য স্তুতি অবগত হন। আপনার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে আমরা মনুর মতো স্তব ক'রি। সেই জন্য মধুস্পর্শী ধনপ্রদ অগ্নিকে আমি জুহু ও স্তুতির দ্বারা আহ্বান করি ॥৬॥

টীকা — ১ ঋকে মূলে 'ইলস্পদে' আছে। 'ইলা' সম্পর্কে ইতিপূর্ব আলোচনা আছে। অধ্বর্যু বিশ্লেষণ পূর্ব পূর্ব সূক্তে উল্লেখিত হয়েছে।

◆ ◆

— ১১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : বিরাট্‌স্থানা ত্রিষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

শ্রুধী হবমিন্দ্র মা রিষণ্যঃ স্যাম তে দাবনে বসূনাম্।
ইমা হি ত্বামূর্জো বর্ধয়ন্তি বসূয়বঃ সিন্ধবো ন ক্ষরন্তঃ ॥ ১॥
সৃজো মহীরিন্দ্র যা অপিন্বঃ পরিষ্ঠিতা অহিনা শূর পূর্বীঃ।
অমর্ত্যং চিদ্দাসং মন্যমানমবাভিনদুক্‌থৈর্বাবৃধানঃ ॥ ২॥
উক্‌থেষ্বিন্নু শূর যেষু চাকন্‌ৎস্তোমেষ্বিন্দ্র রুদ্রিয়েষু চ।
তুভ্যেদেতা যাসু মন্দসানঃ প্র বায়বে সিস্রতে ন শুভ্রাঃ ॥ ৩॥
শুভ্রং নু তে শুষ্মং বর্ধয়ন্তঃ শুভ্রং বজ্রং বাহ্বোর্দধানাঃ।
শুভ্রস্ত্বমিন্দ্র বাবৃধানো অস্মে দাসীর্বিশঃ সূর্যেণ সহ্যাঃ ॥ ৪॥
গুহা হিতং গুহ্যং গূঢ়হমপ্স্বপীবৃতং মায়িনং ক্ষিয়ন্তম্।
উতো অপো দ্যাং তস্তভ্বাংসমহন্নহিং শূর বীর্যেণ ॥ ৫॥
স্তবা নু ত ইন্দ্র পূর্ব্যা মহান্যুত স্তবাম নূতনা কৃতানি।
স্তবা বজ্রং বাহ্বোরুশন্তং স্তবা হরী সূর্যস্য কেতূ ॥ ৬॥
হরী নু ত ইন্দ্র বাজয়ন্তা ঘৃতশ্চুতং স্বারমস্বার্ষ্টাম্।
বি সমনা ভূমিরপ্রথিষ্টারংস্ত পর্বতশ্চিৎসরিষ্যন্ ॥ ৭॥

নিপর্বতঃ সাদ্যপ্রযুচ্ছত্সং মাতৃভির্বাবশানো অক্রান্।
দূরে পারে বাণীং বর্ধয়ন্ত ইন্দ্রেষিতাং ধমনিং পপ্রথন্নি॥ ৮॥
ইন্দ্রো মহাং সিন্ধুমাশয়ানং মায়াবিনং বৃত্রমস্ফুরন্নিঃ।
অরেজেতাং রোদসী ভিয়ানে কনিক্রদতো বৃষ্ণো অস্য বজ্রাৎ॥ ৯॥
অরোরবীদ্বৃষ্ণো অস্য বজ্রোঽমানুষং যন্মানুষো নিজূর্বাৎ।
নি মায়িনো দানবস্য মায়া অপাদয়ৎ পপিবান্ত্সুতস্য॥ ১০॥
পিবাপিবেদিন্দ্র শূর সোমং মন্দন্তু ত্বা মন্দিনঃ সুতাসঃ।
পৃণন্তস্তে কুক্ষী বর্ধয়ন্ত্বিত্থা সুতঃ পৌর ইন্দ্রমাব॥ ১১॥
ত্বে ইন্দ্রাপ্যভূম বিপ্রা ধিয়ং বনেম ঋতয়া সপন্তঃ।
অবস্যবো ধীমহি প্রশস্তিং সদ্যস্তে রায়ো দাবনে স্যাম॥ ১২॥
স্যাম তে ত ইন্দ্র যে ত উতী অবস্যব উর্জং বর্ধয়ন্তঃ।
শুষ্মিন্তমং যং চাকনাম দেবাস্মে রয়িং রাসি বীরবন্তম্॥ ১৩॥
রাসি ক্ষয়ং রাসি মিত্রমস্মে রাসি শর্ধ ইন্দ্র মারুতং নঃ।
সজোষসো যে চ মন্দসানাঃ প্র বায়বঃ পান্ত্যগ্রণীতিম্॥ ১৪॥
ব্যন্তিন্নু যেষু মন্দসানস্তৃপৎসোমং পাহি দ্রহ্যদিন্দ্র।
অস্মান্ত্সু পৃৎস্বা তরুত্রাবর্ধয়ো দ্যাং বৃহদ্ভিরর্কৈঃ॥ ১৫॥
বৃহন্ত ইন্নু যে তে তরুত্রোক্থেভির্বা সুম্নমাবিবাসান্।
স্তৃণানাসো বর্হিঃ পস্ত্যাবত্ত্বোতা ইদিন্দ্র বাজমগ্মন্॥ ১৬॥
উগ্রেষ্বিন্নু শূর মন্দসানস্ত্রিকদ্রুকেষু পাহি সোমমিন্দ্র।
প্রদোধুবচ্ছ্মশ্রুষু প্রীণানো যাহি হরিভ্যাং সুতস্য পীতিম্॥ ১৭॥
ধিষ্বা শবঃ শূর যেন বৃত্রমবাভিনদ্দানুমৌর্ণবাভম্।
অপাবৃণোর্জ্যোতিরার্যায় নি সব্যতঃ সাদি দস্যুরিন্দ্র॥ ১৮॥
সনেম যে ত উতিভিস্তরন্তো বিশ্বাঃ স্পৃধ আর্যেণ দস্যূন্।
অস্মভ্যং তত্ত্বাষ্ট্রং বিশ্বরূপমরন্ধয়ঃ সাখ্যস্য ত্রিতায়॥ ১৯॥
অস্য সুবনস্য মন্দিনস্ত্রিতস্য ন্যর্বুদং বাবৃধানো অস্তঃ।
অবর্তয়ৎ সূর্যো ন চক্রং ভিনদ্বলমিন্দ্রো অঙ্গিরস্বান্॥ ২০॥
নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ২১॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র। আপনি আমার স্তব শ্রবণ করুন, অবজ্ঞা করবেন না। আমরা আপনার দানের পাত্রস্বরূপ হবো। নদীর মতো প্রবাহবিশিষ্ট এই হব্য যজমানের জন্য ধনকামনা করছে। স্তব আপনাকে বর্ধিত করুক॥ ১॥

হে শূর ইন্দ্র। আপনি যে জল বর্ধিত করেছেন, অহি (অর্থাৎ বৃত্রাসুর) সেই প্রভূত জল

আক্রমণ করেছিল; আপনি সেই প্রভূত জল মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। সেই দাস নিজেকে অমর মনে করেছিল; আপনি স্তোত্রের দ্বারা বর্ধিত হয়ে তাকে নিম্নমুখে পাতিত করেছিলেন ॥ ২ ॥

হে শূর ইন্দ্র! যে রুদ্রীয় উক্‌থ ও স্তোমে আপনি স্তুতি কামনা করেন, ও যাতে আপনার মন হয়, সেই সকল শুভ্র দীপ্যমান স্তুতি বায়ুরূপ আপনার জন্য প্রসৃত হচ্ছে ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা স্তোত্রের দ্বারা আপনার সুখকর বল বর্ধিত করছি, এবং আপনার দু'টি হাতে দীপ্ত বজ্র অর্পণ করছি। আপনি বর্ধিত ও তেজযুক্ত হয়ে দাস লোকবৃন্দকে দীপ্ত আয়ুধের দ্বারা পরাভূত করুন ॥ ৪ ॥

হে শূর ইন্দ্র! গুহায় অবস্থিত, অপ্রকাশ্য, লুক্কায়িত, তিরোহিত ও জলে অবস্থিত যে মায়াবী শত্রু আপন সামর্থ্যে অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেছিল, আপনি বজ্রের দ্বারা তাকে নিহত করেছেন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনার পুরাতন মহৎকীর্তি সমূহের এবং আপনার অধুনাতন কৃতকর্ম সমূহের স্তুতি ক'রি। আপনার বাহু দু'টিতে দীপ্যমান্ বজ্রের স্তুতি ক'রি; আপনি সূর্যাত্মা, আপনার কেতুস্বরূপ হরি নামক অশ্ব দু'টির স্তুতি ক'রি ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার শীঘ্রগামী অশ্ব দু'টি জলবর্ষী মেঘধ্বনি করছে। সমতল পৃথিবী (মেঘগর্জন শ্রবণ ক'রে) প্রীত হলো; মেঘও ইতস্ততঃ গমন ক'রে শোভা প্রাপ্ত হলো ॥ ৭ ॥

প্রমাদরহিত মেঘ (অন্তরীক্ষে) শায়িত হলো; মাতৃভূত জলের সাথে শব্দপূর্বক ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করতে লাগলো। মরুৎবর্গ অতি দূরে অন্তরীক্ষে অবস্থিত শব্দ বর্ধিত ক'রে ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত সেই শব্দ চারিদিকে প্রসৃত ক'রে দিলো ॥ ৮ ॥

বলবান্ ইন্দ্র, ইতস্ততঃ সঞ্চারী মেঘে অবস্থিত, মায়াবী বৃত্রকে নিহত করেছেন। জলবর্ষণকারী ইন্দ্রের বজ্রের গর্জিত শব্দ হ'তে ভয়প্রাপ্ত হয়ে দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত হলো ॥ ৯ ॥

যখন মানুষদের হিতকারী ইন্দ্র মানুষদের শত্রু বৃত্রকে বিনাশ করতে ইচ্ছা করেছিলেন, তখন অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের বজ্র বারংবার গর্জন করতে লাগলো। ইন্দ্র অভিষুত সোম পান ক'রে মায়াবী দানবের মায়াসমূহ নিপাতিত করেছিলেন ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অভিষুত সোম পান করুন। মদকর সোমরস আপনাকে আমোদিত করুক, সোমরস আপনার কুক্ষিদেশ পরিপূর্ণপূর্বক আপনাকে প্রীত করুক। এই রকমে উদর পূরক সোমরস ইন্দ্রকে তৃপ্ত করুক ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা মেধাবী, আমরা আপনাতে স্থান প্রাপ্ত হবো; আমরা কর্মফলের কামনায় আপনার পরিচর্যাপূর্বক আপনার যাগ করবো। আমরা আপনার আশ্রয় লাভের অভিলাষে আপনার প্রশস্তির ধ্যান ক'রি। আমরা যেন এই ক্ষণে আপনার ধনদানের পাত্র হ'তে পারি ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার আশ্রয়লাভের অভিলাষে যারা আপনার হব্য বর্ধিত করে, আমরা যেন তাদের মতো আপনার অধীন হ'তে পারি। হে দ্যুতিমান্ ইন্দ্র! আমরা যে ধন কামনা ক'রি, আপনি আমাদের সর্বাপেক্ষা বলবান্ ও বীর পুত্রবিশিষ্ট সেই ধন প্রদান করুন ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের গৃহ প্রদান করুন; আপনি আমাদের বন্ধু প্রদান করুন; আপনি আমাদের মরুৎবর্গের মতো বীর্য প্রদান করুন। যে সমান প্রীতিযুক্ত বায়ুগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে অগ্রে নীত সোম পান করেন ॥ ১৪ ॥

হে ইন্দ্র! যে মরুৎবর্গ, (আপনার সহায় হ'লে) আপনি হৃষ্ট হন, তাঁরা শীঘ্র সোমপান করুন;

আপনিও নিজেকে দৃঢ় ক'রে তৃপ্ত করুন এবং সোম পান করুন। হে শত্রুনাশক ইন্দ্র! বলবান্ অর্চনীয় মরুৎবর্গের সাথে আপনি যুদ্ধে আমাদের বর্ধিত করুন এবং দ্যুলোককেও বর্ধিত করুন ॥ ১৫ ॥

হে অনিষ্ট-নিবারক ইন্দ্র! আপনি সুখপ্রদ। যে পুরুষগণ উক্থের দ্বারা আপনার পরিচর্যা করে, তারা শীঘ্রই মহান্ হয়ে ওঠে। যারা কুশ বিস্তারপূর্বক আপনার পরিচর্যা করে, তারা আপনার আশ্রয় লাভ ক'রে গৃহের সাথে অন্ন লাভ করে ॥ ১৬ ॥

হে শূর ইন্দ্র! আপনি উগ্র ত্রিকদ্রুকে অত্যন্ত হৃষ্ট হয়ে সোম পান করুন। তারপর প্রীত হয়ে আপনার শ্মশ্রুলিপ্ত সোম প্রক্ষালিত ক'রে সোম পানের নিমিত্ত হরি নামক অশ্বে আরোহণপূর্বক গমন করুন ॥ ১৭ ॥

হে ইন্দ্র! যে বলের দ্বারা আপনি দনুর পুত্র বৃত্রকে উর্ণনাভের মতো বিনাশ করেছিলেন, সেই বল ধারণ করুন। আপনি আর্যের জন্য জ্যোতিঃ প্রকাশ করেছেন, দস্যু আপনার বামে উপবেশন করেছে ॥ ১৮ ॥

হে ইন্দ্র! যে সকল লোক আপনার আশ্রয় লাভ ক'রে সমস্ত গর্বকারী মানুষকে অতিক্রম করে, এবং আর্যগণের দ্বারা দস্যুবর্গকে অতিক্রম করে, আমরা তাদের ভজনা ক'রি। আপনি ত্রিতের সুখের জন্য ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করেছিলেন, আমাদের জন্যও সেইরকম করুন ॥ ১৯ ॥

এই হর্ষযুক্ত সুবান ত্রিতের দ্বারা বর্ধিত হয়ে ইন্দ্র অর্বুদকে বিনাশ করেছিলেন। সূর্য যেমন রথচক্র ঘূর্ণিত করেন, সেইরকম ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের সাহায্য লাভ ক'রে বজ্র ঘূর্ণিত করেছিলেন এবং বলকে (অর্থাৎ দৈত্যবিশেষকে) বিনাশ করেছিলেন ॥ ২০ ॥

আপনার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, আপনি সেই দক্ষিণা আমাদের প্রদান করুন। আপনি ভজনীয়। আমাদের অতিক্রম ক'রে আর কাউকেও প্রদান করবেন না। আমরা পুত্রপৌত্র বিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করবো ॥ ২১ ॥

টীকা — এই সূক্তেও সৎকর্মের পোষণকর্তা, শরণাগতের পালক, শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল, শ্রেষ্ঠ ধনের ঈশ্বর, পরব্রহ্ম, অভীষ্টফলপ্রদ, পরমৈশ্বর্যশালী, অপ্রতিহতশক্তিশালী ইন্দ্ররূপী ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশবারের নিকট হৃদয়ের ভক্তিসুধা সমর্পণ করা হয়েছে। তিনি সোমপানে হৃষ্ট, অর্থাৎ ভক্ত-হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণেই তাঁর তৃপ্তি॥ ১৯ ঋকে ত্রিত বা ইন্দ্র কর্তৃক ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের হনন সম্পর্কিত বৈদিক উপাখ্যানের উল্লেখ করা হয়েছে। 'আপ্ত্য' ত্রিত ইন্দ্র কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে পৈত্রিক অস্ত্রের দ্বারা ত্রিমস্তক ও সপ্তরশ্মিযুক্ত শত্রুর সাথে যুদ্ধ ক'রে তাকে বধ করলেন এবং ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছেদন করলেন।' ত্রিত সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

◆ ◆

— ১২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ১॥

যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্যঃ পর্বতান্ প্রকুপিতা অরম্ণাৎ।
যো অন্তরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো দ্যামস্তভ্নাৎ স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ২॥
যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্ত সিন্ধূন্যো গা উদাজদপধা বলস্য।
যো অশ্মনোরন্তরগ্নিং জজান সংবৃক্ সমৎসু স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ৩॥
যেনেমা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ।
শ্বঘ্নীব যো জিগীবাং লক্ষমাদদর্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ৪॥
যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোরমুতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনম্।
সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবামিনাতি শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ৫॥
যো রধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কীরেঃ।
যুক্তগ্রাব্ণো যোঽবিতা সুশিপ্রঃ সুতসোমস্য স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৬॥
যস্যাশ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাবো যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ।
যঃ সূর্যং য উষসং জজান যো অপাং নেতা স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ৭॥
যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে পরেঽবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ৮॥
যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো যং যুধ্যমানা অবসে হবন্তে।
যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুতচ্যুৎ স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ৯॥
যঃ শশ্বতো মহ্যেনো দধানানমন্যমানাঞ্ছর্বা জঘান।
যঃ শর্ধতে নানুদদাতি শৃধ্যাং যো দস্যোর্হন্তা স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ১০॥
যঃ শম্বরং পর্বতেষু ক্ষিয়ন্তং চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিন্দৎ।
ওজায়মানং যো অহিং জঘান দানুং শয়ানং স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ১১॥
যঃ সপ্তরশ্মির্বৃষভস্তুবিষ্মানবাসৃজৎ সর্তবে সপ্ত সিন্ধূন্।
যো রৌহিণমস্ফুরদ্বজ্রবাহুর্দ্যামারোহন্তং স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ১২॥
দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুষ্মাচ্চিদস্য পর্বতা ভয়ন্তে।
যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহুর্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ১৩॥
যঃ সুন্বন্তমবতি যঃ পচন্তং যঃ শংসন্তং যঃ শশমানমূতী।
যস্য ব্রহ্ম বর্ধনং যস্য সোমো যস্যেদং রাধঃ স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ১৪॥
যঃ সুন্বতে পচতে দুধ্র আ চিদ্বাজং দর্দর্ষি স কিলাসি সত্য।
বয়ং ত ইন্দ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথমা বদেম॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — হে মানুষবর্গ! যিনি দ্যোতমান, যিনি জন্মগ্রহণ মাত্রেই দেববৃন্দের প্রধান ও মানুষগণের অগ্রগণ্য হয়ে বীরকর্মের দ্বারা সমস্ত দেবগণকে ভূষিত করেছিলেন, যাঁর শরীরের বলে দ্যাবাপৃথিবী ভীত হয়েছিল, যিনি মহতী সেনার নায়ক, তিনিই ইন্দ্র ॥ ১ ॥
হে মানুষবর্গ! যিনি ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন, যিনি প্রকুপিত পর্বতগুলিকে নিয়মিত

করেছেন, যিনি প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ নির্মাণ করেছেন, যিনি দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেছেন, তিনিই ইন্দ্র ॥২॥

হে মানুষবর্গ! যিনি অহিকে বিনাশ ক'রে সপ্তসংখ্যক নদী প্রবাহিত করেছিলেন, যিনি বল কর্তৃক নিরুদ্ধ গো-সমূহকে উদ্ধার করেছিলেন, যিনি মেঘদ্বয়ের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং যুদ্ধকালে শত্রুগণকে বিনাশ করেন, তিনিই ইন্দ্র ॥৩॥

হে মানুষবর্গ! যিনি এই সমস্ত নশ্বর বিশ্ব নির্মাণ করেছেন, যিনি দাসবর্ণকে নিকৃষ্ট এবং গূঢ়স্থানে অবস্থাপিত করেছেন, যিনি লক্ষ্য জয় ক'রে ব্যাধের মতো শত্রুর সমস্ত ধন গ্রহণ করেন, তিনিই ইন্দ্র ॥৪॥

হে মানুষবর্গ! যে ভয়ঙ্কর দেব সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়? এবং যাঁর সম্বন্ধে লোকে বলে তিনি নেই, যিনি শাস্তিদাতার মতো শত্রুগণের সমস্ত ধন বিনাশ করেন, তাঁতে বিশ্বাস করো, তিনিই ইন্দ্র ॥৫॥

হে মানুষবর্গ! যিনি সমৃদ্ধ ধন প্রদান করেন, যিনি দরিদ্রকে এবং যাচক ও স্তুতিকারী ঋত্বিককে ধন প্রদান করেন, যিনি শোভন হনুবিশিষ্ট হয়ে সোমের অভিষবকারী ও হস্তে প্রস্তরবিশিষ্ট যজমানের রক্ষক, তিনিই ইন্দ্র ॥৬॥

হে মানুষবর্গ! অশ্বসমূহ, গোসমূহ, গ্রামসমূহ এবং রথসমূহ যাঁর আজ্ঞাধীন, যিনি সূর্য এবং উষাকে উৎপাদিত করেছেন, যিনি জল প্রেরণ করেন, তিনিই ইন্দ্র ॥৭॥

হে মানুষবর্গ! প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সেনাদলে পরস্পর সঙ্গত হয়ে যাঁকে আহ্বান করে, উত্তম ও অধম উভয়প্রকারের শত্রুবৃন্দ যাঁকে আহ্বান করে, একরকম রথে আরূঢ় দু'জনই যাঁকে নানাভাবে আহ্বান করে, তিনিই ইন্দ্র ॥৮॥

হে মানুষবর্গ! যিনি না হ'লে লোকে জয়লাভ করতে পারে না, যুদ্ধকালে লোকে রক্ষার নিমিত্ত যাঁকে আহ্বান করে, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিনিধি ও যিনি ক্ষয় রহিত পর্বত ইত্যাদিও ক্ষয় করেন, তিনিই ইন্দ্র ॥৯॥

হে মানুষবর্গ! যিনি বজ্রের দ্বারা বহু সংখ্যক মহাপাপী অপূজককে বিনাশ করেছেন, যিনি গর্বকারী মানুষকে সিদ্ধি প্রদান করেন না, যিনি দস্যুবৃন্দের হন্তা, তিনিই ইন্দ্র ॥১০॥

হে মানুষবর্গ! যিনি পর্বতে লুক্কায়িত শম্বরকে চল্লিশ বৎসর অন্বেষণপূর্বক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যিনি বল প্রকাশকারী অহিনামক শয়িত দানবকে বিনাশ করেছিলেন, তিনিই ইন্দ্র ॥১১॥

হে মানুষবর্গ! যিনি সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ও বলবান, যিনি সাতটি নদীকে প্রবাহিত করিয়েছিলেন, যিনি বজ্রবাহু হয়ে স্বর্গে আরোহণে উদ্যত রৌহিণকে বিনাশ করেছিলেন, তিনিই ইন্দ্র ॥১২॥

হে মানুষবর্গ! দ্যাবাপৃথিবী তাঁকে নমস্কার করে, পর্বতগণ তাঁর বলে ভীত হয়, যিনি সোমপা, দৃঢ়াঙ্গ, বজ্রবাহু ও বজ্রযুক্ত, তিনিই ইন্দ্র ॥১৩॥

হে মানুষবর্গ! যিনি সোমের অভিষবকারী যজমানকে রক্ষা করেন, যিনি পাককারী স্তুতিপাঠকারী এবং স্তোত্রকারী যজমানকে রক্ষা করেন, স্তোত্র যাঁর বৃদ্ধিকর, সোম যাঁর বৃদ্ধিকর এবং আমাদের অন্ন যাঁর বৃদ্ধিকর, তিনিই ইন্দ্র ॥১৪॥

হে ইন্দ্র! আপনি দুর্ধর্ষ হয়ে সোমের অভিষবকারী, পাককারী যজমানকে অন্ন প্রদান করেন, অতএব আপনিই সত্য। আমরা প্রিয় ও বীর পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সমন্বিত হয়ে চিরকাল আপনার

স্তোত্র পাঠ করবো ॥ ১৫ ॥

টীকা — ৫ ঋকে 'তিনি নেই' কথাটির মধ্য দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে, ইন্দ্রের প্রতি অবিশ্বাসীরা বলে ইন্দ্র আর নেই, ইন্দ্রের অস্তিত্বে লোকের সন্দেহ হয়েছে। ঋষি সেই সন্দিগ্ধমনা লোকদের কাছে ইন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রকটিত করছেন, এবং ইন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে জগতের সৃষ্টিকর্তা এক ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রকটিত করছেন। বলা বাহুল্য এই সূক্তেও ইন্দ্রকে পরাৎপর ঈশ্বরেরই বিভূতি-বিকাশমাত্ররূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি ঋকেই ইন্দ্রের যে মাহাত্ম্য বর্ণনা হচ্ছে, তা সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই মাহাত্ম্য ব'লে বোধগম্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

◆ ◆

— ১৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ঋতুর্জনিত্রী তস্যা অপস্পরি মক্ষূ জাত আবিশদ্যাসু বর্ধতে।
তদাহনা অভবৎ পিপ্যুষী পয়োহংশোঃ পীযূষং প্রথমং তদুক্থ্যম্॥ ১॥
সধ্রীমা যন্তি পরি বিভ্রতীঃ পয়ো বিশ্বপ্স্যায় প্র ভরন্ত ভোজনম্।
সমানো অধ্বা প্রবতামনুষ্যদে যস্তাকৃণোঃ প্রথমং সাস্যুক্থ্যঃ॥ ২॥
অন্বেকো বদতি যদ্দাতি তদ্রূপা মিনন্তদপা এক ঈয়তে।
বিশ্বা একস্য বিনুদস্তিতিক্ষতে যস্তাকৃণোঃ প্রথমং সাস্যুক্থ্যঃ॥ ৩॥
প্রজাভ্যঃ পুষ্টিং বিভজন্ত আসতে রয়িমিব পৃষ্ঠং প্রভবন্তমায়তে।
অসিন্বন্দংষ্ট্রৈঃ পিতুরত্তি ভোজনং যস্তাকৃণোঃ প্রথমং সাস্যুক্থ্যঃ॥ ৪॥
অধাকৃণোঃ পৃথিবীং সংদৃশে দিবে যো ধৌতীনামহিহন্নারিণক্পথঃ।
তং ত্বা স্তোমেভিরুদভির্ন বাজিনং দেবং দেবা অজনন্ত্‌ সাস্যুক্থ্যঃ॥ ৫॥
যো ভোজনং চ দয়সে চ বর্ধনমার্দ্রাদা শুষ্কং মধুমদ্দুদোহিথ।
সঃ শেবধিং নি দধিষে বিবস্বতি বিশ্বস্যৈক ঈশিষে সাস্যুক্থ্যঃ ॥ ৬॥
যঃ পুষ্পিণীশ্চ প্রস্বশ্চ ধর্মণাধি দানে ব্যবনীরধারয়ঃ।
যশ্চাসমা অজনো দিদ্যুতো দিব উরুরূর্বাঁ অভিতঃ সাস্যুক্থ্যঃ॥ ৭॥
যো নার্মরং সহবসুং নিহন্তবে পৃক্ষায় চ দাসবেশায় চাবহঃ।
ঊর্জয়ন্ত্যা অপরিবিষ্টমাস্যমুতৈবাদ্য পুরুকৃৎ সাস্যুক্থ্যঃ॥ ৮॥
শতং বা যস্য দশ সাকমাদ্য একস্য শ্রুষ্টৌ যদ্ধ চোদমাবিথ।
অর জ্জৌ দস্যূন্ত্সমুনব্দভীতয়ে সুপ্রাব্যো অভবঃ সাস্যুক্থ্যঃ॥ ৯॥
বিশ্বেদনু রোধনা অস্য পৌংস্যং দদুরস্মৈ দধিরে কৃত্নবে ধনম্।
ষলস্তভ্না বিষ্টিরঃ পঞ্চ সন্দৃশঃ পরি পরো অভবঃ সাস্যুক্থ্যঃ॥ ১০॥

সুপ্রবাচনং তব বীর বীর্যং যদেকেন ক্রতুনা বিন্দসে বসু।
জাতূষ্ঠিরস্য প্র বয়ঃ সহস্বনো যা চকর্থ সেন্দ্র বিশ্বাস্যুক্থ্যঃ॥ ১১॥
অরময়ঃ সরপসস্তরায় কং তুর্বীতয়ে চ বয্যায় চ স্রুতিম্।
নীচা সন্তমুদনয়ঃ পরাবৃজং প্রান্ধং শ্রোণং শ্রবয়ন্ত্সাস্যুক্থ্যঃ॥ ১২॥
অস্মভ্যং তদ্বসো দানায় রাধঃ সমর্থয়স্ব বহু তে বসব্যম্।
ইন্দ্র যচ্চিত্রং শ্রবস্যা অনুদ্যূন্বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১৩॥

মন্ত্রার্থ — বর্ষা ঋতু সোমের জননী; সোম উৎপন্ন হয়েই জলের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ব'লে, তাতেই প্রবেশ করে। যে সোমলতা জলের সারভূত হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে অভিষবের উপযুক্ত; সেই সোমলতার পীযূষ ইন্দ্রের প্রশংসনীয় হব্য ॥ ১ ॥

পরস্পর সম্মিলিতা, উদকবাহিনী, এই সকল নদী চারিদিকে প্রবাহিতা হচ্ছে এবং সমস্ত জলের আশ্রয়ভূত সমুদ্রকে ভোজন প্রদান করছে। নিম্নগামী জলের গন্তব্যপথ একই। হে ইন্দ্র! আপনি পূর্বে এই সকল কর্ম করেছেন; অতএব আপনি স্তুতির যোগ্য ॥ ২ ॥

এক যজমান যা দান করে, অন্যে তার পুনঃকথন করে। একজন পশু হিংসাপূর্বক হিংসাকারী হয়ে গমন করছে, একজন সমস্ত কর্মবৈগুণ্যের শোধন করছে। হে ইন্দ্র! আপনি পূর্বে এই সকল কর্ম করেছেন; অতএব আপনি স্তুতির যোগ্য ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! গৃহস্থগণ অভ্যাগত অতিথিকে যেমন প্রচুর ধন প্রদান করে, সেইরকম তোমার প্রদত্ত ধন প্রজাগণের মধ্যে বিভাগপূর্বক বাস করছি। কর্মকারী লোকবৃন্দ পিতৃদত্ত ভোজন দন্তের দ্বারা ভক্ষণ করে। হে ইন্দ্র! আপনি পূর্বে এই সকল কর্ম করেছেন; অতএব আপনি স্তুতির যোগ্য ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আকাশের জন্য পৃথিবীকে দর্শনীয়া করেছেন; আপনি প্রবাহিত নদীগুলির পথ গমনযোগ্য করেছেন। হে অহিহন্তা ইন্দ্র! জলের দ্বারা যেমন অশ্বকে তৃপ্ত করে, সেইরকম স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা আপনাকে তৃপ্ত করছে ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি ভোজন এবং বৃদ্ধিকর ধন দান করেন, এবং আর্দ্র কাণ্ড হ'তে শুষ্ক এবং মধুর রসবিশিষ্ট শস্য ইত্যাদি দোহন করেন; আপনি পরিচর্যাকারী যজমানকে ধনসকল প্রদান করেন। আপনি জগতের মধ্যে অদ্বিতীয়। হে ইন্দ্র! আপনি স্তুতির যোগ্য ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি কর্মের দ্বারা ক্ষেত্রে পুষ্প ও ফলবতী ওষধি রক্ষা করেছেন, দ্যোতমান সূর্যের নানারকম দীপ্তি উৎপন্ন করেছেন, এবং মহৎ হয়ে চারিদিকে মহৎ প্রাণীবৃন্দকে উৎপন্ন করেছেন; আপনি স্তুতির যোগ্য ॥ ৭ ॥

হে বহুকর্মকর্তা ইন্দ্র! আপনি হব্যলাভ ও দাসবর্গের নাশের উদ্দেশে নৃমরের পুত্র সহবসুকে বিনাশ করবার জন্য বলবতী বজ্রধারার নির্মল মুখ-প্রদেশে সেটিকে প্রদান করেছেন; আপনি স্তুতির যোগ্য ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি এক; আপনার সুখের জন্য দশশত অশ্ব আছে; আপনি দভীতির জন্য রজ্জুরহিত দস্যুবৃন্দকে নাশ করেছেন। আপনি সকলের সুপ্রাপ্য; অতএব আপনি স্তুতির যোগ্য ॥ ৯ ॥

সমস্ত রোধস্বতী নদীগুলি ইন্দ্রের বীর্যের অনুবর্তন করে। যজমানবৃন্দ ইন্দ্রকে অন্ন প্রদান করে এবং সকল লোকই কর্মকারী ইন্দ্রের জন্য ধন ধারণ করে। আপনি বিস্তীর্ণ ছয়লোককে নিয়মিত

করেছেন, এবং আপনি পঞ্চজনের পালয়িতা। হে ইন্দ্র! আপনি সকলের স্তুতির যোগ্য ॥ ১০॥

হে ইন্দ্র! আপনার বীর্য সকলের বাঞ্ছনীয়; আপনি এক কর্মের দ্বারা শত্রুবর্গের ধন হরণ করেছেন; আপনি বলবান্ যাতুষ্ঠিরকে অন্ন প্রদান করেছেন। যেহেতু আপনি এই সকল কর্ম করেছেন, অতএব আপনি সকলের স্তুতির যোগ্য ॥ ১১॥

হে ইন্দ্র! আপনি তুর্বীতি ও বধ্য যাতে প্রবাহশীল জল উত্তীর্ণ হ'তে পারে, তার পথ ক'রে দিয়েছেন; আপনি অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজকে তল হ'তে উদ্ধারপূর্বক নিজেকে কীর্তিমান্ করেছেন, অতএব আপনি স্তুতির যোগ্য ॥ ১২॥

হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! আমাদের ভোগের জন্য ধন প্রদান করুন। আপনার সেই ধন প্রভূত ও বাসের যোগ্য এবং বিচিত্র। আমরা প্রতিদিন সেই ধন ভোগ করতে ইচ্ছা ক'রি। আমরা উত্তম পুত্রপৌত্র লাভ ক'রে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তোত্র পাঠ করবো ॥ ১৩॥

টীকা — ৯ ঋকের 'দভীতি' সম্পর্কে পরবর্তী সূক্তেও সায়ণ বলেছেন, 'পূর্বকালে চুমুরি, ধুনি প্রভৃতি অসুরগণ দভীতি নামক ঋষির নগর অবরোধ ক'রে দভীতিকে গ্রহণ ক'রে নগর হ'তে বাহির হয়েছিল।' এই সূক্তটিতেও ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র ইন্দ্রের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। যদিও এই সূক্তে দেবরাজরূপী ইন্দ্রের কিছু পৌরাণিক কীর্তিকথা উল্লেখিত হয়েছে। সেগুলি রূপকমাত্র।

◆ ◆

— ১৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অধ্বর্যবো ভরতেন্দ্রায় সোমমামত্রেভিঃ সিঞ্চতা মদ্যমন্ধঃ।
কামী হি বীরঃ সদমস্য পীতিং জুহোত বৃষ্ণে তদিদেষ বষ্টি॥ ১॥
অধ্বর্যবো যো অপো বব্রিবাংসং বৃত্রং জঘানাশন্যেব বৃক্ষম্।
তস্মা এতং ভরত তদ্বশায় এষ ইন্দ্রো অর্হতি পীতিমস্য॥ ২॥
অধ্বর্যবো যো দৃভীকং জঘান যো গা উদাজদপ হি বলং বঃ।
তস্মা এতমন্তরিক্ষে ন বাতমিন্দ্রং সোমৈরোর্ণুত জূর্ন বস্ত্রৈঃ॥ ৩॥
অধ্বর্যবো য উরণং জঘান নব চখ্বাংসং নবতিং চ বাহূন্।
যো অর্বুদমব নীচা ববাধে তমিন্দ্রং সোমস্য ভৃথে হিনোত॥ ৪॥
অধ্বর্যবো যঃ স্বশ্নং জঘান যঃ শুষ্ণমশুষং যো ব্যংসম্।
যঃ পিপ্রুং নমুচিং যো রুধিক্রাং তস্মা ইন্দ্রায়ান্ধসো জুহোত॥ ৫॥
অধ্বর্যবো যঃ শতং শম্বরস্য পুরো বিভেদাশ্মনেব পূর্বীঃ।
যো বর্চিনঃ শতমিন্দ্রঃ সহস্রমপাবপদ্ভরতা সোমমস্মৈ ॥ ৬॥
অধ্বর্যবো যঃ শতমা সহস্রং ভূম্যা উপস্থেঽবপজ্জঘন্বান্।
কুৎসস্যায়োরতিথিগ্বস্য বীরান্ন্যবৃণগ্ভরতা সোমমস্মৈ॥ ৭॥

অধ্বর্যবো যন্নরঃ কাময়াধ্বে শ্রুষ্টী বহন্তো নশথা তদিন্দ্রে।
গভস্তিপূতং ভরত শ্রুতায়েন্দ্রায় সোমং যজ্যবো জুহোত॥ ৮॥
অধ্বর্যবঃ কর্তনা শ্রুষ্টিমস্মৈ বনে নিপূতং বন উন্নয়ধ্বম্।
জুষাণো হস্ত্যমভি বাবশে ব ইন্দ্রায় সোমং মদিরং জুহোত॥ ৯॥
অধ্বর্যবঃ পয়সোধর্যথা গোঃ সোমেভিরীং পৃণতা ভোজমিন্দ্রম্।
বেদাহমস্য নিভৃতং ম এতদ্দিৎসন্তং ভূয়ো যজতশ্চিকেত॥ ১০॥
অধ্বর্যবো যো দিব্যস্য বস্বো যঃ পার্থিবস্য ক্ষম্যস্য রাজা।
তমূর্দরং ন পৃণতা যবেনেন্দ্রং সোমেভিস্তদপো বো অস্তু॥ ১১॥
অস্মভ্যং তদ্বসো দানায় রাধঃ সমর্থয়স্ব বহু তে বসব্যম্।
ইন্দ্র যচ্চিত্রং শ্রবস্যা অনু দ্যূন্বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে অধ্বর্যুবর্গ! ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ করো। চমসের (অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত যজ্ঞীয় চমসের) দ্বারা মাদক অন্ন অগ্নিতে প্রক্ষেপ করো। বীর ইন্দ্র সর্বদা সোমপানের অভিলাষী। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের জন্য সোম প্রদান করো; ইন্দ্র তা কামনা করেন ॥ ১ ॥

হে অধ্বর্যুবর্গ! যে ইন্দ্র জল-আবরণকারী বৃত্রকে অশনির দ্বারা বৃক্ষের মতো বিনাশ করেছিলেন, সেই সোম-অভিলাষী ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ করো; ইন্দ্র সোমপানে উপযুক্ত ॥ ২ ॥

হে অধ্বর্যুবর্গ! যে ইন্দ্র দৃভীককে বিনাশ করেছিলেন, যিনি বলকর্তৃক অবরুদ্ধ গাভী সকল উদ্ধার ক'রে তাকে বধ করেছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য বায়ু যেমন অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত, সেইরকম সোমকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করো। জীর্ণকে যেমন বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করা যায়, ইন্দ্রকে সেইরকম সোমের দ্বারা আচ্ছাদিত করো ॥৩॥

হে অধ্বর্যুবর্গ! যে ইন্দ্র নবনবতি বাহু প্রদর্শনকারী উরণকে বিনাশ করেছিলেন এবং অর্বুদকে অধোমুখ ক'রে বিনাশ করেছিলেন, সোম সম্পাদিত হ'লে সেই ইন্দ্রকে প্রীত করো ॥ ৪ ॥

হে অধ্বর্যুবর্গ! যে ইন্দ্র সুখে অশ্বকে বিনাশ করেছিলেন; যিনি অশোষণীয় শুষ্ণকে স্কন্ধহীন ক'রে হত্যা করেছিলেন; যিনি পিপ্রু, নমুচি ও রুধিক্রাকে বিনাশ করেছিলেন; সেই ইন্দ্রের জন্য অন্ন প্রদান করো ॥ ৫ ॥

হে অধ্বর্যুবর্গ! যে ইন্দ্র, প্রস্তরের মতো বজ্রের দ্বারা শম্বরের অতি পুরাতন একশত পুরী ভেদ করেছিলেন এবং যিনি বর্চীর শত সহস্র পুত্রকে ভূমিতে পাতিত করেছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ করো ॥ ৬ ॥

হে অধ্বর্যুবর্গ! শত্রুহননকারী যে ইন্দ্র ভূমির ক্রোড়ে শত সহস্র অসুরকে পাতিত করেছিলেন, এবং যে ইন্দ্র কুৎস, আয়ু ও অতিথিগ্বের প্রতিদ্বন্দ্বীবৃন্দকে বধ করেছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ করো ॥ ৭ ॥

হে নেতা অধ্বর্যুবর্গ! তোমরা যা কামনা করো, ইন্দ্রকে সোম প্রদান করলে তা শীঘ্রই প্রাপ্ত হবে। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের জন্য হস্তের দ্বারা শোধিত সোম আহরণ করো। হে যাজ্ঞিকবর্গ! ইন্দ্রের জন্য তা প্রদান করো ॥ ৮ ॥

হে অধ্বর্যুবর্গ! ইন্দ্রের জন্য সুখকর সোম প্রস্তুত করো। সম্ভোগের যোগ্য জলে শোধিত সোম

ঊর্ধ্বে আনয়ন করো। ইন্দ্র প্রীত হয়ে তোমাদের হস্তের দ্বারা অভিষুত সোম কামনা করেন। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর সোম প্রদান করো ॥ ৯ ॥

হে অধ্বর্যুবর্গ। গাভীর স্তন যেমন দুগ্ধে পূর্ণ থাকে, সেইরকম এই ফলদাতা ইন্দ্রকে সোম দ্বারা পূর্ণ করো। সোমের গূঢ়স্বভাব, এটা আমি জ্ঞাত আছি। যজনীয় ইন্দ্র, সোমপ্রদ যজমানকে বিশেষভাবে অবগত আছেন ॥ ১০ ॥

হে অধ্বর্যুবর্গ। ইন্দ্র স্বর্গীয় ও অন্তরীক্ষস্থ এবং পৃথিবীস্থ ধনের রাজা। যবের দ্বারা যেমন শস্য রক্ষার স্থান পূর্ণ করে, ইন্দ্রকে সোমের দ্বারা সেইরকম পূর্ণ করো। সেই কার্য তোমাদের দ্বারা সম্পূর্ণ হোক ॥ ১১ ॥

হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র। আমাদের ভোগের নিমিত্ত ধন প্রদান করুন। আপনার সেই ধন প্রভূত, বাসের যোগ্য এবং বিচিত্র। আমরা প্রতিদিন সেই ধন ভোগ করতে ইচ্ছা করি। আমরা উত্তম পুত্রপৌত্র লাভ ক'রে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তোত্র পাঠ করবো ॥ ১২ ॥

টীকা — এই সূক্তেও ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে। সোমরস মাদকপ্রিয় নয়; ভক্তহৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভক্তিসুধার জন্যই আকাঙ্ক্ষিত ইন্দ্র।

◆ ◆

— ১৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র ঘা ন্বস্য মহতো মহানি সত্যা সত্যস্য করণানি বোচম্।
ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্যাস্য মদে অহিমিন্দ্রো জঘান॥ ১॥
অবংশে দ্যামস্তভায়দ্বৃহন্তমা রোদসী অপৃণদন্তরিক্ষম্।
স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্চ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥ ২॥
সদ্মেব প্রাচো বি মিমায় মানৈর্বজ্রেণ খান্যতৃণন্নদীনাম্।
বৃথাসৃজৎপথিভির্দীর্ঘয়াথৈঃ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥ ৩॥
স প্রবোড়্হন্‌পরিগত্যা দভীতের্বিশ্বমধাগায়ুধমিদ্ধে অগ্নৌ।
সং গোভিরশ্বৈরসৃজদ্রথেভিঃ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥ ৪॥
স ঈং মহীং ধুনিমেতোররম্ণাৎ সো অস্নাতৄনপারয়ৎস্বস্তি।
ত উৎস্নায় রয়িমভি প্র তস্থুঃ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥ ৫॥
সোদঞ্চং সিন্ধুমরিণান্মহিত্বা বজ্রেণান উষসঃ সং পিপেষ।
অজবসো জবিনীভির্বিবৃশ্চন্ত্ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার ॥ ৬॥
স বিদ্বাঁ অপগোহং কনীনামাবির্ভবন্নুদতিষ্ঠৎ পরাবৃক্।
প্রতি শ্রোণঃ স্থাদ্ব্যনগচষ্ট সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥ ৭॥

করবেন না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করবো ॥ ১০॥

টীকা — ৪ ঋকের দভীতি প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী ঋকে উল্লেখ আছে॥ ৫ ঋকের 'ধুনি নামক নদী' অর্থাৎ পরুষ্ণী নদী। সায়ণ। ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি সিন্ধুনদী ও তার ছটি শাখা। অন্যত্র দশটি নদীর নাম আছে, যথা—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতুদ্রী, পরুষ্ণী, মরুদ্বৃধা, অসিক্নী, বিতস্তা, আর্জীকীয়া ও সুষোমা। এই তালিকার শতুদ্রী ইত্যাদি ছটি নদী সিন্ধু নদীর শাখা এবং সুষোমা সিন্ধু নদীর আর একটি নাম মাত্র॥ ৬ ঋকে 'সিন্ধুকে উত্তরবাহিনী করেছেন' কথাটির তাৎপর্য- কাশ্মীরে সিন্ধু নদী উত্তরপশ্চিম-প্রবাহিনী॥ ৭ ঋকে পরাবৃজ ঋষি সম্পর্কে সায়ণ বলেন, পূর্বকালে চক্ষুহীন ও পাদহীন পরাবৃজ ঋষি কতকগুলি কন্যাকে বিবাহ করতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। কন্যারা ঋষিকে দর্শন ক'রে পলায়ন করে। ঋষি ইন্দ্রকে স্তব ক'রে চক্ষু ও পদ লাভ করেছিলেন। প্রথম ঋকে এর আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ আছে॥ ভক্তহৃদয়ের সোম অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তিসুধা লাভ ক'রে ইন্দ্র অন্যতম বিভূতি-বিকাশমাত্র ইন্দ্র ভক্তমাঙ্গল্যে যা করেছেন, এই সূক্তেও সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে।

◆ ◆

— ১৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

প্র বঃ সতাং জ্যেষ্ঠতমায় সুষ্টুতিমগ্নাবিব সমিধানে হবির্ভরে।
ইন্দ্রমজুর্যং জরয়ন্তমুক্ষিতং সনাদ্যুবানমবসে হবামহে॥ ১ ॥
যস্মাদিন্দ্রাদ্বৃহতঃ কিং চনেমৃতে বিশ্বান্যস্মিন্ত্ সংভৃতাধি বীর্যা।
জঠরে সোমং তন্বীসহো মহো হস্তে বজ্রং ভরতি শীর্ষণি ক্রতুম্॥ ২॥
ন ক্ষোণীভ্যাং পরিভ্বে ত ইন্দ্রিয়ং ন সমুদ্রৈঃ পর্বতৈরিন্দ্র তে রথঃ।
ন তে বজ্রমন্বশ্নোতি কশ্চন যদাশুভিঃ পতসি যোজনা পুরু॥ ৩॥
বিশ্বে হ্যস্মৈ যজতায় ধৃষ্ণবে ক্রতুং ভরন্তি বৃষভায় সশ্চতে।
বৃষা যজস্ব হবিষা বিদুষ্টরঃ পিবেন্দ্র সোমং বৃষভেণ ভানুনা॥ ৪॥
বৃষ্ণঃ কোশঃ পবতে মধ্ব ঊর্মির্বৃষভান্নায় বৃষভায় পাতবে।
বৃষণাধ্বর্যূ বৃষভাসো অদ্রয়ো বৃষণং সোমং বৃষভায় সুষতি॥ ৫॥
বৃষা তে বজ্র উত তে বৃষা রথো বৃষণা হরী বৃষভাণ্যায়ুধা।
বৃষ্ণো মদস্য বৃষভ ত্বমীশিষ ইন্দ্র সোমস্য বৃষভস্য তৃপ্ণুহি ॥ ৬॥
প্র তে নাবং ন সমনে বচস্যুবং ব্রহ্মণা যামি সবনেষু দাধৃষিঃ।
কুবিন্নো অস্য বচসো নিবোধিষদিন্দ্রমুৎসং ন বসুনঃ সিচামহে॥ ৭॥
পুরা সম্বাধাদভ্যা ববৃৎস্ব নো ধেনুর্ন বৎসং যবসস্য পিপ্যুষী।
সকৃৎসু তে সুমতিভিঃ শতক্রতো সং পত্নীভির্ন বৃষণো নসীমহি॥ ৮॥

নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — তোমাদের উপকারের নিমিত্ত দেববর্গের জ্যেষ্ঠতম ইন্দ্রের জন্য দীপ্যমান অগ্নিতে হব্য প্রদান করছি। পরে তাঁর মনোহর স্তুতি করছি। আমাদের রক্ষার জন্য স্বয়ং জরারহিত সমস্ত জগতের জরা প্রদানকারী, সোমসিক্ত, সনাতন, তরুণবয়স্ক, ইন্দ্রকে আহ্বান করছি ॥ ১ ॥

বৃহৎ ইন্দ্র বিনা জগৎ নেই। যে ইন্দ্রে সমস্ত সামর্থ্য সম্ভৃত হয়েছে, সেই ইন্দ্র উদরে সোমরস ধারণ করেন; তাঁর শরীরে বল ও তেজ আছে; তাঁর হস্তে বজ্র ও মস্তকে জ্ঞান আছে ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি যখন শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক বহুযোজন গমন করেন, তখন দ্যাবাপৃথিবী আপনার বল পরিভব করতে পারে না। সমুদ্র ও পর্বত আপনার রথ পরিভব করতে পারে না, কোনও ব্যক্তি আপনার বজ্র পরিভব করতে পারে না ॥ ৩ ॥

সকলে যজনীয়, শত্রুনাশক, অভীষ্টবর্ষী, সদা সজ্জিত, ইন্দ্রের যজ্ঞ করছে; তুমি সোমদাতা ও বিদ্বান, তুমিও ইন্দ্রের জন্য যাগ করো। হে ইন্দ্র! অভীষ্টবর্ষী দীপ্যমান অগ্নির সাথে সোমপান করুন ॥ ৪ ॥

অভীষ্টবর্ষী মদকর সোমরস, অনুষ্ঠাতাবৃন্দের উত্তেজক হয়ে বলপ্রদ অন্নবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত গমন করছে। সোমরসপ্রদ অধ্বর্যুদ্বয় এবং অভীষ্টবর্ষী অভিষব-প্রস্তরগুলি অভীষ্টবর্ষী সোমকে আপনার জন্য অভিষবণ করছে; আপনিও অভীষ্টবর্ষী ॥ ৫ ॥

হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! আপনার বজ্র অভীষ্টবর্ষী, আপনার রথ অভীষ্টবর্ষী, আপনার হরিনামক অশ্ব দুটি অভীষ্টবর্ষী, আপনার আয়ুধগুলিও অভীষ্টবর্ষী। আপনিই মদকর অভীষ্টবর্ষী সোমের অধিকারী। হে ইন্দ্র! অভীষ্টবর্ষী সোমে আপনি তৃপ্ত হোন ॥ ৬ ॥

আপনি শত্রুবিনাশক, আপনি সংগ্রামে স্তোত্র-অভিলাষী ও নৌকার মতো বিপদ উদ্ধারক, আমি যজ্ঞের সময় স্তোত্র করতে করতে আপনার নিকট গমন করছি। ইন্দ্র আমাদের এই স্তুতিবাক্য বিশেষভাবে অবগত হোন। আমরা কূপের মতো দানের আধার ইন্দ্রকে সিক্ত করবো ॥ ৭ ॥

তৃণ ভক্ষণে তৃপ্ত গাভী যেমন বৎসকে পরাবর্তিত করে, সেইরকম হে ইন্দ্র! আমাদের অনিষ্ট হতে অগ্রেই পরাবর্তিত করো। হে শতক্রতু! পত্নীগণ যেমন যুবাকে ব্যাপ্ত করে, সেইরকম আমরা সুন্দর স্তোত্রের দ্বারা একবার আপনাকে ব্যাপ্ত করবো ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, আপনি সেই দক্ষিণা আমাদের প্রদান করুন। আপনি ভজনীয়; আমাদের অতিক্রম ক'রে আর কাউকেও প্রদান করবেন না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করবো ॥ ৯ ॥

টীকা — ৫ ঋকে ও তার পরের ঋকে 'বৃষ' (অভীষ্টবর্ষী) শব্দের বারংবার ব্যবহারই উদ্দেশ্য ॥ এই সূক্তেও সাধারণ ধারণার ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র ইন্দ্রেরই বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্বর্যু ইত্যাদি ঋত্বিক্‌রূপী ভক্তের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব (সোম) গ্রহণেই তাঁর তৃপ্তি এবং তারই জন্য তিনি সকলের প্রতি অভীষ্ট বর্ষণ করেন।

◆◆

— ১৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

তদস্মৈ নব্যমঙ্গিরস্বদর্চত শুষ্মা যদস্য প্রত্নথোদীরতে।
বিশ্বা যদ্গোত্রা সহসা পরীবৃতা মদে সোমস্য দৃংহিতান্যৈরয়ৎ॥ ১॥
স ভূতু যো হ প্রথমায় ধায়স ওজো মিমানো মহিমানমাতিরৎ।
শূরো যুৎসু তন্বং পরিব্যত শীর্ষণি দ্যাং মহিনা প্রত্যমুঞ্চত॥ ২॥
অধাকৃণোঃ প্রথমং বীর্যং মহদ্যদস্যাগ্রে ব্রহ্মণা শুষ্মমৈরয়ঃ।
রথেষ্ঠেন হর্যশ্বেন বিচ্যুতাঃ প্র জীরয়ঃ সিস্রতে সধ্র্যক্ পৃথক্॥ ৩॥
অধা যো বিশ্বা ভুবনাভি মজ্মনেশানকৃৎ প্রবয়া অভ্যবর্ধত।
আদ্রোদসী জ্যোতিষা বহ্নিরাতনোৎসীব্যন্তমাংসি দুধিতা সমব্যয়ৎ॥ ৪॥
স প্রাচীনান্ পর্বতাং দৃংহদোজসাধরাচীনমকৃণোদপামপঃ।
অধারয়ৎ পৃথিবীং বিশ্বধায়সমস্তভ্নান্মায়য়া দ্যামবস্রসঃ॥ ৫॥
সাস্মা অরং বাহুভ্যাং যং পিতাকৃণোদ্বিশ্বস্মাদা জনুষো বেদসস্পরি।
যেনা পৃথিব্যাং নি ক্রিবিং শয়ধ্যৈ বজ্রেণ হত্ব্যবৃণক্তুবিষ্বণিঃ॥ ৬॥
অমাজুরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানদা সদসস্ত্বামিয়ে ভগম্।
কৃধি প্রকেতমুপ মাস্যা ভর দদ্ধি ভাগং তন্বো যেন মামহঃ॥ ৭॥
ভোজং ত্বামিন্দ্র বয়ং হুবেম দদিষ্ট্বমিন্দ্রাপাংসি বাজান্।
অবিড্ঢীন্দ্র চিত্রয়া ন ঊতী কৃধি বৃষন্নিন্দ্র বস্যসো নঃ॥ ৮॥
নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে স্তোতাগণ। তোমরা অঙ্গিরাগণের মতো নূতন স্তুতির দ্বারা ইন্দ্রকে উপাসনা করো। যেহেতু ইন্দ্রের শোষক তেজ পূর্বকালের মতো উদিত হচ্ছে। যেহেতু সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হ'লে ইন্দ্র বৃত্রকর্তৃক আক্রান্ত সমস্ত মেঘরাশি উদ্ঘাটিত করেছিলেন॥ ১॥

যে ইন্দ্র বল প্রকাশপূর্বক প্রথম সোমপানের জন্য আপন মহিমা বর্ধিত করেছেন। যে শত্রুবিনাশক ইন্দ্র যুদ্ধকালে আপন শরীর আবৃত করেছিলেন, সেই ইন্দ্র প্রীত হোন। তিনি আপন মহিমায় আপন মস্তকে দ্যুলোক ধারণ করেছেন॥ ২॥

হে ইন্দ্র। আপনিও আপনার মহাবীর্য প্রকাশ করেছেন; কারণ স্তোত্রের দ্বারা প্রীত হয়ে আপনি শত্রুবিনাশক বল প্রকটিত করেছেন। অনিষ্টকারীবৃন্দ আপনার রথস্থিত হরিনামক অশ্ব কর্তৃক আপন স্থান হ'তে বিচ্যুত হয়ে কতক একত্রে ও কতক পৃথক হয়ে পলায়ন করেছে॥ ৩॥

প্রকৃষ্ট অন্নবিশিষ্ট ইন্দ্র আপন বলে সমস্ত ভুবন অভিভবপূর্বক নিজেকে সকলের অধিপতি ক'রে বর্ধিত হয়েছেন। তারপর জগতের বাহক ইন্দ্র আপন তেজে দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করেছেন এবং দুঃস্থিত (অর্থাৎ দোষ নিন্দা নিষেধ দুঃখ ইত্যাদি সূচক উপসর্গের) তমোরাশি চারিদিকে নিক্ষেপপূর্বক জগৎ ব্যাপ্ত করেছেন ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র ইতস্ততঃ গমনকারী পর্বতসমূহকে আপন বলে অচল করেছেন। মেঘস্থিত জলরাশিকে অধোমুখে প্রেরণ করেছেন। তিনি বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে আপন বলে ধারণ করেছেন, এবং প্রজ্ঞাবলে দ্যুলোককে পতন হ'তে রক্ষা করেছেন ॥ ৫ ॥

ইন্দ্র এই জগতের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়েছেন। তিনি সকলের রক্ষক। তিনি সর্বজীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানের বলে আপন হস্তে জগৎকে নির্মাণ করেছেন। বহু কীর্তিমান ইন্দ্র এই জ্ঞানের সাহায্যে ক্রিবিকে বজ্রের দ্বারা আঘাতপূর্বক পৃথিবীতে শয়ন ক'রে অবস্থানের জন্য বিনাশ করেছেন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! যাবজ্জীবন পিতামাতার সাথে অবস্থিতা দুহিতা যেমন আপন পিতৃকুল হ'তেই ভাগ প্রার্থনা করে, সেই রকম আমি আপনার নিকট ধন যাচ্ঞা করি। সেই ধন আপনি সকলের নিকট প্রকাশিত করুন, এবং সেই ধনের পরিমাণ করুন ও তা সম্পাদন করুন। আমার শরীরের ভোগযোগ্য ধন প্রদান করুন; এই ধনে আপনি স্তোতাগণকে সম্মানিত করুন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি পালয়িতা; আমরা আপনাকে আহ্বান করি। আপনি কর্ম ও অন্নের দাতা। আপনি নানা রকমে আশ্রয় প্রদান ক'রে আমাদের রক্ষা করুন। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! আপনি আমাদের অত্যন্ত ধনবান্ করুন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, আপনি সেই দক্ষিণা আমাদের প্রদান করুন। আপনি ভজনীয়; আমাদের অতিক্রম ক'রে আর কাউকেও প্রদান করবেন না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রকৃত স্তুতি করবো ॥ ৯ ॥

টীকা — ৭ ঋকের 'দুহিতা ...ভাগ প্রার্থনা করে' কথাটি হ'তে প্রতীয়মান হয়, সেই কালে অবিবাহিতা কন্যা পিতৃ-সম্পত্তির অংশ লাভ করতেন, এমন রীতি ছিল। বোধহয় অনেক কন্যাই অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে অবস্থান করতেন, নচেৎ এমন বিধির প্রচলন হওয়া সম্ভব নয় ॥—এই সূক্তটিতেও ইন্দ্র সম্পর্কে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্ব পূর্ব সূক্তের অনুসারী।

◆ ◆

— ১৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রাতা রথো নবো যোজি সস্নিশ্চতুর্যুগস্ত্রিকশঃ সপ্তরশ্মিঃ।
দশারিত্রো মনুষ্যঃ স্বর্ষাঃ স ইষ্টিভির্মতিভী রংহ্যো ভূৎ॥ ১ ॥
সাস্মা অরং প্রথমং স দ্বিতীয়মুতো তৃতীয়ং মনুষঃ স হোতা।
অন্যস্যা গর্ভমন্য ঊ জনন্ত সো অন্যেভিঃ সচতে জেন্যো বৃষা॥ ২ ॥

হরী নু কং রথ ইন্দ্রস্য যোজমায়ৈ সূক্তেন বচসা নবেন।
মো ষু ত্বামত্র বহবো হি বিপ্রা নি রীরমন্যজমানাসো অন্যে॥ ৩॥
আ দ্বাভ্যাং হরিভ্যামিন্দ্র যাহ্যা চতুর্ভিরা ষড়্ভির্হূয়মানঃ।
আষ্টাভির্দশভিঃ সোমপেয়ময়ং সূতঃ সুমখ মা মৃধস্কঃ॥ ৪॥
আ বিংশত্যা ত্রিংশতা যাহ্যর্বাঙা চত্বারিংশতা হরিভির্যুজানঃ।
আ পঞ্চাশতা সুরথেভিরিন্দ্রা ষষ্ট্যা সপ্তত্যা সোমপেয়ম্॥ ৫॥
আশীত্যা নবত্যা যাহ্যর্বাঙা শতেন হরিভিরুহ্যমানঃ।
অয়ং হি তে শুনহোত্রেষু সোম ইন্দ্র ত্বায়া পরিষিক্তো মদায় ॥ ৬॥
মম ব্রহ্মেন্দ্র যাহ্যচ্ছা বিশ্বা হরী ধুরি ধিষ্বা রথস্য।
পুরুত্রা হি বিহব্যো বভূথাস্মিঞ্ছূর সবনে মাদয়স্ব॥ ৭॥
ন ম ইন্দ্রেণ সখ্যং বি যোষদস্মভ্যমস্য দক্ষিণা দুহীত।
উপ জ্যেষ্ঠে বরূথে গভস্তৌ প্রায়েপ্রায়ে জিগীবাংসঃ স্যাম॥ ৮॥
নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — স্তুতির যোগ্য ও বিশুদ্ধ যজ্ঞ প্রাতঃকালে আরব্ধ হয়েছে; এই যজ্ঞে চারিখানি প্রস্তর, তিন রকম স্বর, সপ্ত রকম ছন্দ ও দশ রকম পাত্র আছে। এ মানুষদের হিতকর ও স্বর্গদাতা। এটি মনোহর স্তুতি ও যাগ ইত্যাদির দ্বারা প্রথিত হবে ॥ ১ ॥

ঐ যজ্ঞ এই ইন্দ্রের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সবনে পর্যাপ্ত হলো। এ মানুষদের জন্য শুভ ফল আনয়ন করে। অন্য ঋত্বিক্‌বৃন্দ অন্য প্রসিদ্ধ বাক্যের গর্ভ উৎপাদন করছে। অভীষ্টবর্ষী জয়শীল যজ্ঞ অন্য দেববৃন্দের সাথে মিলিত হচ্ছে ॥ ২ ॥

ইন্দ্রের রথে নূতন স্তোত্রের দ্বারা শীঘ্র গমনের নিমিত্ত হরিনামক অশ্ব যোজনা করি। এই যজ্ঞে বহুসংখ্যক মেধাবী স্তোতা আছে, অন্য যজমানবৃন্দ আপনাকে সম্যক্ তৃপ্ত করতে পারে না ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র। আপনি আহূত হয়ে দুই, চারি, অথবা ছয় অথবা আট অথবা দশ সংখ্যক হরিনামক অশ্বের সাহায্যে সোমপানের নিমিত্ত আগমন করুন। হে শোভন ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র। এই সোম আপনার জন্য অভিষুত হয়েছে, আপনি ওকে হিংসা করবেন না ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র। আপনি উত্তম গতিবিশিষ্ট, বিংশতি, ত্রিংশৎ, চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি অথবা সপ্ততি সংখ্যক অশ্বের যোগে আমাদের অভিমুখে সোমপানের নিমিত্ত আগমন করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র। অশীতি, নবতি বা শত সংখ্যক অশ্বের দ্বারা বাহিত হয়ে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। হে ইন্দ্র। যেহেতু, আপনার আনন্দের নিমিত্ত আপনার জন্য পাত্রে সোম পরিষিক্ত হচ্ছে ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র। আমার স্তুতির অভিমুখে আগমন করুন। জগৎ-ব্যাপী অশ্বদ্বয়কে রথের অগ্রভাগে সংযোজিত করুন। বহুসংখ্যক যজমান আপনাকে আহ্বান করে। হে শূর। আপনি এই যজ্ঞে হৃষ্ট হোন ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রের সাথে আমার সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। এই ইন্দ্রের দক্ষিণা আমাদের অভিমত ফলপ্রদান

করুক। আমরা যেন ইন্দ্রের প্রশংসনীয় ও আপদনিবারক হস্ত দু'টির সমীপে অবস্থিতি ক'রি, এবং প্রতি যুদ্ধে আমরা জয় লাভ ক'রি ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সফল প্রদান করে, আপনি সেই দক্ষিণা আমাদের প্রদান করুন। আপনি ভজনীয়; আমাদের অতিক্রম ক'রে আর কাউকেও প্রদান করবেন না। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করবো ॥ ৯ ॥

টীকা — মন্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অপায্যস্যান্ধসো মদায় মনীষিণঃ সুবানস্য প্রয়সঃ।
যস্মিন্নিন্দ্রঃ প্রদিবি বাবৃধান ওকো দধে ব্রহ্মণ্যন্তশ্চ নরঃ॥ ১ ॥
অস্য মন্দানো মধ্বো বজ্রহস্তোঽহিমিন্দ্রো অর্ণোবৃতং বি বৃশ্চৎ।
প্র যদ্বয়ো ন স্বসরাণ্যচ্ছা প্রয়াংসি চ নদীনাং চক্রমন্ত॥ ২ ॥
স মাহিন ইন্দ্রো অর্ণো অপাং প্রৈরয়দহিহাচ্ছা সমুদ্রম্।
অজনয়ৎ সূর্যং বিদদ্গা অক্তুনাহ্নাং বয়ুনানি সাধৎ॥ ৩ ॥
সো অপ্রতীনি মনবে পুরূণীন্দ্রো দাশদ্দাশুষে হন্তি বৃত্রম্।
সদ্যো যো নৃভ্যো অতসায্যো ভূৎপস্পৃধানেভ্যঃ সূর্যস্য সাতৌ॥ ৪ ॥
স সুন্বত ইন্দ্রঃ সূর্যমা দেবো রিণঙ্মর্ত্যায় স্তবান্।
আ যদ্রয়িং গুহদবদ্যমস্মৈ ভরদংশং নৈতশো দশস্যন্॥ ৫ ॥
স রন্ধয়ৎ সদিবঃ সারথয়ে শুষ্ণমশুষং কুযবং কুৎসায়।
দিবোদাসায় নবতিং চ নবেন্দ্রঃ পুরো ব্যৈরচ্ছম্বরস্য॥ ৬ ॥
এবা ত ইন্দ্রোচথমহেম শ্রবস্যা ন ত্মনা বাজয়ন্তঃ।
অশ্যাম তৎ সাপ্তমাশুষাণা ননমো বধরদেবস্য পীযোঃ॥ ৭ ॥
এবা তে গৃৎসমদাঃ শূর মন্মাবস্যবো ন বয়ুনানি তক্ষুঃ।
ব্রহ্মণ্যন্ত ইন্দ্র তে নবীয় ইষমূর্জং সুক্ষিতিং সুম্নমশ্যুঃ॥ ৮ ॥
নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — সোম-অভিষবকারী মনীষী যজমানের মদকর অন্ন ইন্দ্র আনন্দের নিমিত্ত ভক্ষণ করুন। এই পুরানো অন্নে বর্ধমান হয়ে ইন্দ্র তাতে বাস করেছেন। ইন্দ্রের স্তোত্রে অভিলাষী

ঋত্বিকবৃন্দও তাতে বাস করেছে ॥ ১ ॥

এই মদকর সোমে আনন্দিত হয়ে, ইন্দ্র হস্তে বজ্র ধারণপূর্বক জলের আবরক অহিকে ছেদ করেছিলেন। তখন প্রীতিকর জলরাশি, পক্ষীগণ যেমন কুলায়-অভিমুখে গমন করে, সেইরূপ সমুদ্রের অভিমুখে গমন করতে লাগলো ॥ ২ ॥

অহিহন্তা পূজনীয় ইন্দ্র জলপ্রবাহকে সমুদ্র-অভিমুখে প্রেরণ করলেন। তিনি সূর্যকে উৎপাদন ক'রে গোসমূহকে লাভ করলেন, এবং তেজের সাহায্যে দিবসগুলিকে প্রকাশ করলেন ॥ ৩॥

ইন্দ্র হব্যদায়ী মানুষ যজমানের জন্য বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ধন দান করেছেন। বৃত্রকে বিনাশ করেছেন। তিনি সূর্যকে লাভের নিমিত্ত স্তোতবৃন্দের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'লে সেই সময় সকলের আশ্রয়ভাজন হয়েছিলেন ॥ ৪ ॥

(এতশ ঋষি) ইন্দ্রের স্তব করলে দ্যোতমান ইন্দ্র সোম-অভিষবকারী মানুষ এতশকে সূর্য আনয়ন ক'রে দিয়েছিলেন। যেহেতু পিতা (পুত্রকে) ধন প্রদান করেন, এতশ সেইরকম যজমান ইন্দ্রকে প্রচ্ছন্ন ও অমূল্য সোমরস প্রদান করেছিলেন ॥ ৫ ॥

দীপ্তিযুক্ত ইন্দ্র আপন সারথ্যকারী কুৎস রাজর্ষির নিমিত্ত শুষ্ণ, অশুষ এবং কুযবকে বশীভূত করেছিলেন, এবং দিবোদাসের জন্য শম্বরের নবনবতি পুরী বিদারণ করেছিলেন ॥ ৬॥

হে ইন্দ্র! আমরা অন্নের অভিলাষে আপনাকে বলবান্ ক'রে আপনার স্তুতি সম্পাদন করি। আপনাকে প্রাপ্ত হয়ে আমরা সপ্তপদী সখ্যতা লাভ ক'রি। দেহরহিত পীয়ুর বিরুদ্ধে আপনার বজ্র ক্ষেপণ করুন ॥ ৭ ॥

হে বলবান্ ইন্দ্র! গমন-অভিলাষী লোক যেমন পথ প্রস্তুত করে, সেইরকম গৃৎসমদগণ আপনার জন্য মনোহর স্তুতি রচনা করছে। আপনি সর্বাপেক্ষা নূতন; আপনার স্তোত্র-অভিলাষী গৃৎসমদগণ যেন অন্ন, বল, গৃহ ও সুখ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, আপনি সেই দক্ষিণা আমাদের প্রদান করুন। আপনি ভজনীয়; আমাদের অতিক্রম ক'রে আর কাউকেও প্রদান করবেন না। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করবো ॥ ৯ ॥

টীকা — ৫ ঋকে 'এতশ' ঋষির কথা বলা হয়েছে। আমরা প্রথম অষ্টকে এর আখ্যায়িকা বিবরণ করেছি। প্রথম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ১৫ ঋকে সায়ণ বলেন—স্বশ্ব নামে এক রাজা পুত্রকামনা ক'রে সূর্যকে উপাসনা করেছিলেন, সূর্য স্বয়ং তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে এতশ নামক মহর্ষির যুদ্ধ হয়।

◆ ◆

— ২০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বয়ং তে বয় ইন্দ্র বিদ্ধি ষু ণঃ প্র ভরামহে বাজয়ুর্ন রথম্।
বিপন্যবো দীধ্যতো মনীষা সুম্নমিয়ক্ষন্তস্ত্বাবতো নৄন্॥ ১॥

ত্বং ন ইন্দ্র ত্বাভিরূতী ত্বায়তো অভিষ্টিপাসি জনান্।
ত্বমিনো দাশুষো বরূতেত্থাধীরভি যো নক্ষতি ত্বা ॥ ২ ॥
স নো যুবেন্দ্রো জোহূত্রঃ সখা শিবো নরামস্তু পাতা।
যঃ শংসন্তং যঃ শশমানমূতী পচন্তং চ স্তুবন্তং চ প্রণেষৎ ॥ ৩ ॥
তমু স্তুষ ইন্দ্রং তং গৃণীষে যস্মিন্পুরা বাবৃধুঃ শাশদুশ্চ।
স বস্বঃ কামং পীপরদিয়ানো ব্রহ্মণ্যতো নূতনস্যায়োঃ ॥ ৪ ॥
সো অঙ্গিরসামুচথা জুজুষ্বান্ ব্রহ্মা তূতোদিন্দ্রো গাতুমিষ্ণন্।
মুষ্ণন্নুষসঃ সূর্যেণ স্তবানশ্বস্য চিচ্ছিশ্নথৎ পূর্ব্যাণি ॥ ৫ ॥
স হ শ্রুত ইন্দ্রো নাম দেব ঊর্ধ্বো ভুবন্মনুষে দস্মতমঃ।
অব প্রিয়মর্শসানস্য সাহ্বাঞ্ছিরো ভরদ্দাসস্য স্বধাবান্ ॥ ৬ ॥
স বৃত্রহেন্দ্রঃ কৃষ্ণযোনীঃ পুরন্দরো দাসীরৈরয়দ্বি।
অজনয়ন্মনবে ক্ষামপশ্চ সত্রা শংসং যজমানস্য তূতোৎ ॥ ৭ ॥
তস্মৈ তবস্যমনু দায়ি সত্রেন্দ্রায় দেবেভিরর্ণসাতৌ।
প্রতি যদস্য বজ্রং বাহ্বোর্ধুর্হত্বী দস্যূনপুর আয়সীর্নি তারীৎ ॥ ৮ ॥
নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! অন্নের অভিলাষী ব্যক্তি যেমন রথ প্রস্তুত করে, সেইরকম আমরাও আপনার জন্য অন্ন প্রস্তুত ক'রি। আপনি আমাদের উত্তমরূপে অবগত আছেন। আমরা স্তুতির দ্বারা আপনাকে দীপ্যমান করছি। আমরা আপনার মতো লোকের নিকট সুখ যাচ্ঞা ক'রি ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের পালনপূর্বক আমাদের (রক্ষা করুন)। যারা আপনাকে কামনা করে, আপনি তাদের শত্রু হ'তে রক্ষা করেন। আপনি হব্যদাতা যজমানের ঈশ্বর ও তার শত্রুনিবারক। যে আপনাকে হব্যের দ্বারা পরিচর্যা করে, তার জন্য আপনি এই সকল কর্ম ক'রে থাকেন ॥ ২ ॥

আমরা যজ্ঞকার্য করছি; তরুণবয়স্ক, আহ্বানযোগ্য, সখাতুল্য, সুখকর ইন্দ্র আমাদের পালন করুন। যে স্তোত্র উচ্চারণ করে, ক্রিয়া সমাধান করে, হব্য পাক করে ও স্তুতি করে, ইন্দ্র আশ্রয় দান ক'রে তাদের কর্মের পারে নীত করেন ॥ ৩ ॥

আমি সেই ইন্দ্রের স্তুতি ক'রি, তাঁর প্রশংসা ক'রি। তাঁর স্তোতাগণ পূর্বে বর্ধিত হয়েছিল এবং শত্রুদের হিংসা করেছিল। ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করায় ইন্দ্র যেন স্তোত্রে অভিলাষী নূতন যজমানের ধনের ইচ্ছা পূরণ করেন ॥ ৪ ॥

অঙ্গিরাবৃন্দের উক্থ সমূহে প্রীত হয়ে ইন্দ্র তাদের (গো আনয়নের) পথ প্রদর্শন করলেন ও তাদের স্তোত্র পূর্ণ করলেন। স্তোতাগণ স্তব করলে ইন্দ্র সূর্যের দ্বারা উষাকে অপহরণপূর্বক অশ্বের পুরাতন নগর সমূহ বিনাশ করেছিলেন ॥ ৫ ॥

দ্যুতিমান, কীর্তিমান্ অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র মানুষের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন; শত্রুনাশক বলবান্ ইন্দ্র যেন লোক অনিষ্টকারী দাসের প্রিয় মস্তক নিম্নে নিক্ষেপ করেন ॥ ৬ ॥

বৃত্রহা, পুরনাশন ইন্দ্র কৃষ্ণযোনি দাস সেনাকে বিনাশ করেছেন, মনুর জন্য পৃথিবী ও জল সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেন যজমানের উচ্চ অভিলাষ পূরণ করেন ॥ ৭ ॥

স্তোতাগণ উদকলাভের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে সর্বদা অনুক্রমে বলবর্ধক অন্ন প্রদান করেছেন; যখন তাঁর হস্তে বজ্র প্রদত্ত হয়েছিল, তখন তিনি তার দ্বারা দস্যুবর্গকে হনন পূর্বক লৌহময় পুরী ধ্বংস করেছিলেন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, আপনি সেই দক্ষিণা আমাদের প্রদান করুন। আপনি ভজনীয়; আপনি আমাদের অতিক্রম ক'রে আর কাউকেও প্রদান করবেন না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করবো ॥ ৯ ॥

টীকা — ৭ ঋকে 'কৃষ্ণযোনি দাস সেনা' সম্পর্কে বলা যায়—মূলে 'কৃষ্ণযোনীঃ দাসী' আছে। এর দ্বারা পূর্ব ঋকের মতো কৃষ্ণবর্ণ অনার্য জাতিদের উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্র সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রথম অষ্টকেই করা হয়েছে।

◆ ◆

— ২১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

বিশ্বজিতে ধনাজিতে স্বর্জিতে সত্রাজিতে নৃজিত উর্বরাজিতে।
অশ্বজিতে গোজিতে অব্জিতে ভরেন্দ্রায় সোমং যজতায় হর্যতম্॥ ১॥
অভিভুবেঽভিভঙ্গায় বন্বতেঽষাড়্হায় সহমানায় বেধসে।
তুবিগ্রয়ে বহ্নয়ে দুষ্টরীতবে সত্রাসাহে নম ইন্দ্রায় বোচত॥ ২॥
সত্রাসাহো জনভক্ষো জনংসহশ্চ্যবনো যুধ্মো অনু জোষমুক্ষিতঃ।
বৃতঞ্চয়ঃ সহুরির্বিক্ষ্বারিত ইন্দ্রস্য বোচং প্র কৃতানি বীর্যা॥ ৩॥
অনানুদো বৃষভো দোধতো বধো গম্ভীর ঋষ্বো অসমষ্টকাব্যঃ।
রধ্রচোদঃ শ্নথনো বীলিতস্পৃথুরিন্দ্রঃ সুযজ্ঞ উষসঃ স্বর্জনৎ॥ ৪॥
যজ্ঞেন গাতুমপ্তুরো বিবিদ্রিরে ধিয়ো হিন্বানা উশিজো মনীষিণঃ।
অভিস্বরা নিষদা গা অবস্যব ইন্দ্রে হিন্বানা দ্রবিণান্যাশত॥ ৫॥
ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — ধনজয়ী, স্বর্গজয়ী, সদাজয়ী, মনুষ্যজয়ী, উর্বরা ভূমিবিজয়ী, অশ্ববিজয়ী, গোজয়ী, জলবিজয়ী, অতএব সর্ববিজয়ী যজনীয় ইন্দ্রের উদ্দেশে স্পৃহণীয় সোম আহরণ করো ॥ ১ ॥

সকলের অভিভবকারী, বিমর্দক, ভোগকারী অনভিভবযোগ্য, সর্বসহ, পূর্ণগ্রীব, সর্বনিয়ন্তা, সর্ববোদ্ধা, অন্যের দুর্ধর্ষ ও সর্বদা জয়শীল ইন্দ্রের উদ্দেশে নমঃ শব্দ উচ্চারণপূর্বক স্তুতি করো ॥ ২ ॥

বহু লোকের পরাজয়কারী, লোকের ভজনীয়, বলবানবর্গের পরাভবকারী, শত্রুনিবারক, যোদ্ধা, প্রীতিকর সোমসিক্ত, শত্রুহিংসক, শত্রুবর্গের অভিভবকারী এবং প্রজাপালক ইন্দ্রের উৎকৃষ্ট বীরকর্মগুলি কীর্তন ক'রি ॥৩॥

অতুল দানযুক্ত, অভীষ্টবর্ষী, হিংসকবৃন্দের বধকারী, গাম্ভীর্যে অম্বিত, দর্শনীয়, কর্মবিষয়ে অপরিভবনীয়, সমৃদ্ধ লোকের উৎসাহদাতা, শত্রুবর্গের কর্তনকারী, দৃঢ়াঙ্গ, জগৎব্যাপী, সুন্দর বলবিশিষ্ট ইন্দ্র উষা হ'তে সূর্যকে উৎপন্ন করেছেন ॥৪॥

ইন্দ্রের স্তুতিকারী, ইন্দ্রে অভিলাষী, মনীষী অঙ্গিরাবর্গ যজ্ঞের দ্বারা জল প্রেরক ইন্দ্রের নিকট পথ অবগত হয়েছেন। পরে রক্ষা-অভিলাষী ইন্দ্রের স্তুতিকারী অঙ্গিরাবর্গ স্তোত্র ও পূজার দ্বারা গোধন লাভ করেছিল ॥৫॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের উত্তম ধন প্রদান করুন। আমাদের দক্ষতার সুখ্যাতি প্রদান করুন। আমাদের সৌভাগ্য দান করুন। আমাদের ধন বৃদ্ধি ক'রে দিন। আমাদের শরীর রক্ষা করুন, কথায় মিষ্টতা প্রদান করুন, দিবসকে সুদিন করুন ॥৬॥

টীকা — এই সূক্তটিও ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশরূপী ইন্দ্রের নিকট আত্মোৎকর্ষের জন্য সাধক প্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন। পরবর্তী সূক্তের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ থেকে ইন্দ্রের স্বরূপ আরও প্রকটিত হবে।

◆ ◆

— ২২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : অষ্টি, অতিশক্বরী]

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃপৎসোমমপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং যথাবশৎ।
স ঈং মমাদ মহি কর্ম কর্তবে মহামুরুং সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ ॥১॥
অধ ত্বিষীমাঁ অভ্যোজসা ক্রিবিং যুধাভবদা রোদসী অপৃণদস্য মজ্মনা প্র বাবৃধে।
অধত্তান্যং জঠরে প্রেমরিচ্যত সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ ॥ ২॥
সাকং জাতঃ ক্রতুনা সাকমোজসা ববক্ষিথ সাকং বৃদ্ধো বীর্যৈঃ সাসহির্মৃধো বিচর্ষণিঃ।
দাতা রাধঃ স্তুবতে কাম্যং বসু সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ ॥ ৩॥
তব ত্যন্নর্যং নৃতোঽপ ইন্দ্র প্রথমং পূর্ব্যং দিবি প্রবাচ্যং কৃতম্।
যদ্দেবস্য শবসা প্রারিণা অসুং রিণন্নপঃ।
ভুবদ্বিশ্বমভ্যাদেবমোজসা বিদাদূর্জং শতক্রতুর্বিদাদিষম্ ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — পূজনীয়, বহুবলশালী, তৃপ্তিযুক্ত ইন্দ্র পূর্বে যেমন অভিলাষ করেছিলেন, সেইরকম ত্রিকদ্রুকে যবমিশ্রিত অভিষুত সোম বিষ্ণুর সাথে পান করুন। মহৎ সোম তেজবিশিষ্ট ইন্দ্রকে মহৎ কার্য সাধনের নিমিত্ত হর্ষযুক্ত করেছিল। সত্য ও দীপ্যমান্ সোম সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক ॥১॥

পরে দীপ্তিমান ইন্দ্র নিজের বলে ক্রিবিকে যুদ্ধের দ্বারা অভিভব করেছিলেন, তিনি নিজ তেজের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে সকল দিকে পূর্ণ করেছিলেন। সোমের বলে বিশেষভাবে বৃদ্ধি হয়েছেন। ইন্দ্র এক ভাগ আপন জঠরে ধারণ ক'রে অন্য ভাগ দেববৃন্দেকে প্রদান করলেন; সত্য ও দীপ্যমান সোম, সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি যজ্ঞের সাথে, বলের সাথে উৎপন্ন হয়েছেন। আপনি সমস্ত বহন করতে ইচ্ছা করেন। আপনি পরাক্রমের সাথে প্রবৃদ্ধ হয়ে হিংসকবৃন্দকে অভিভব করেছেন; আপনি ক্রিয়া... আপনি স্তুতিকারীকে কর্মসাধক বাঞ্ছনীয় ধন প্রদান করেন। সত্য ও দীপ্যমান সোম সত্য ও দ্যোতমান্ ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র। আপনি সকলের নর্তয়িতা। আপনি মানুষদের হিতকর যে বিখ্যাত কর্ম পূর্বে সম্পাদন করেছিলেন, তা দ্যুলোকে শ্লাঘনীয় হয়েছে। আপনি আপন পরাক্রমে মেঘের প্রতি হিংসাপূর্বক তার নিরুদ্ধ জল উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। ইন্দ্র আপন বলে তাদের অভিভব করেন। শতক্রতু যেন বল অবগত হন, এবং অন্ন অবগত হন ॥ ৪ ॥

টীকা — শেষ ঋক্‌টিতে সায়ণ 'বিশ্বং অদেবং' অর্থে 'ব্যাপ্তং তমোরূপং অসুরং' অর্থ গ্রহণ করেছেন। উইলসন 'বিশ্বং অদেবং' শব্দের অর্থ করেছেন, 'সবকিছু যা দেবহীন'॥ ২ ঋকে 'ক্রিবি'-র সায়ণ ক্রিবিনামক অসুর বলেছেন।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে ১ ঋক্‌টি সম্পর্কে বলা যায়—কর্মভক্তিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করবার জন্য, মহিমান্বিত সর্বশক্তিমান, আত্মতৃপ্ত ভগবান্ সাধকের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ অর্থাৎ সুসঙ্গত পোষণশক্তিসম্পন্ন সত্ত্বভাব যথাযথভাবে গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে তাঁর সাথে সম্মিলিত হন)। আর সেই ভগবান্ মহৎ, সাধকের মঙ্গল সাধনভূত, প্রসিদ্ধ পরিত্রাণ উদ্ধাররূপ কর্ম করতে আনন্দ লাভ করেন; তাই সত্যপ্রাপক দীপ্তিযুক্ত সেই সত্ত্বভাব সত্যস্বরূপ দীপ্তিমান মহত্বসম্পন্ন সর্বত্র প্রকাশমান পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্‌কে ব্যাপ্ত ক'রে আছে। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সত্যস্বরূপ সত্ত্বভাবময়)॥ ২ ঋক্‌টি সম্পর্কে বলা যায়—জ্যোতির্ময় দেব যুদ্ধের দ্বারা পাপকে বিনাশ করেন; তারপর আপন শক্তিতে দ্যুলোকভূলোক ব্যাপ্ত করেন; ভগবানের শক্তিতে বিশ্ব প্রবর্তিত হয়, সেই দেবতা জ্ঞানকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করান এবং শুদ্ধসত্ত্বও প্রদান করুন; হে দেব! আপনি আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন; আমাদের হৃদয়নিহিত দ্যোতমান সত্যভূত শুদ্ধসত্ত্ব, প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ময় ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকবর্গকে পাপ থেকে ত্রাণ করেন। সেই পরমদেবতা আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন, আমাদের পূজা গ্রহণ করুন॥ ৩ ঋক্‌টি সম্পর্কে বলা যায়—হে দেব! সর্বজ্ঞ আপনি সৎকর্মের (অথবা প্রজ্ঞার সাথে) প্রাদুর্ভূত হন, দিব্যশক্তির সাথে বিশ্বকে ধারণ করেন, আত্মশক্তির সাথে প্রবৃদ্ধ হন, রিপুদের বিনাশক হন, ...আমাদের হৃদয়নিহিত সত্যভূত জ্যোতির্ময় শুদ্ধসত্ত্ব, প্রসিদ্ধ সত্যস্বরূপ জ্যোতির্ময় ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হোক॥ শেষ ঋক্‌টি সম্পর্কে বলা যায়—পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! আপনি লোকসমূহের পরমানন্দদায়ক অথবা সৎকর্মে প্রবর্তক হন; অতীত-বর্তমান সর্বকালেই বিদ্যমান আপনার সেই আপনার মহিমাব্যঞ্জক পতিত উদ্ধারণের জন্য শত্রুনাশের দ্বারা সৎভাবের জননরূপ কর্ম (অথবা অজ্ঞানতার নাশে জ্ঞানের উন্মেষণ) সকল লোকে প্রশংসিত হয়।...সেই ভগবান্ আপন বলের দ্বারা দেবভাব সমূহের অবরোধক অজ্ঞানতামস বিদূরিত ক'রে (সাধকের হৃদয়ে) সত্ত্বভাব-প্রবাহ প্রেরণ করেন।...তারপর সেই ভগবান্ সর্বব্যাপী তমোরূপ অসুরকে বলের দ্বারা অভিভূত করেন; এইভাবে শত্রুনাশ হ'লে সর্বকর্মাধার ভগবান্ সাধকদের মধ্যে সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য প্রেরণ করেন এবং তাদের

অভীষ্ট পূরণ করেন।...উপসংহারে ভগবানের অশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত হচ্ছে। তাঁরই অনুগ্রহে যে জগতের পরম কল্যাণ সাধিত হয়, এখানে তা বিঘোষিত হচ্ছে। স্রষ্টা, সৃষ্টি ও সৃষ্ট-সামগ্রী যে সেই মহৎ-ব্রহ্মে পর্যবসিত এবং সবই যে তাঁরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি,—মন্ত্রের মধ্যে সেই তত্ত্বই ব্যাখ্যাত হয়েছে।...এই মন্ত্রের সাথে দেবাসুরের সংগ্রামের কল্পনা ক'রে 'দেবস্য' পদে অসুরস্য অর্থ লওয়া হয়েছে। পণ্ডিতগণের মতে, 'দেব' শব্দ বেদে 'অসুর' বোঝাতে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এখানে 'অদেবং' পদে তমোরূপ অসুরকেই নির্দেশ করা হয়েছে। আবার, ঐ পদের 'ভগবৎ-সম্বন্ধ-বিরোধী সবরকম অনাচার বা ধর্মহীনতা' অর্থও নিষ্পন্ন হ'তে পারে। যা দেবভাবের বিরোধী, যা ধর্মবিরুদ্ধ—ভগবৎ প্রাপ্তির অন্তরায়-স্বরূপ, তা-ই 'অদেবং'॥ ইত্যাদি।

◆ ◆

— ২৩ সূক্ত —

[দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

গণানাং ত্বাং গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্।
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্॥ ১॥
দেবাশ্চিত্তে অসুর্য প্রচেতসো বৃহস্পতে যজ্ঞিয়ং ভাগমানশুঃ।
উস্রা ইব সূর্যো জ্যোতিষা মহো বিশ্বেষামিজ্জনিতা ব্রহ্মণামসি ॥ ২॥
আ বিবাধ্যা পরিরাপস্তমাংসি চ জ্যোতিষ্মন্তং রথম ঋতস্য তিষ্ঠসি।
বৃহস্পতে ভীমমমিত্রদম্ভনং রক্ষোহণং গোত্রভিদং স্বর্বিদম্॥ ৩॥
সুনীতিভির্নয়সি ত্রায়সে জনং যস্তুভ্যং দাশান্ন তমংহো অশ্নবৎ।
ব্রহ্মদ্বিষস্তপনো মন্যুমীরসি বৃহস্পতে মহি তত্তে মহিত্বনম্॥ ৪॥
ন তমংহো ন দুরিতং কুতশ্চন নারাতয়স্তিতিরুর্ন দ্বয়াবিনঃ।
বিশ্বা ইদস্মাদ্ধ্বরসো বি বাধসে যং সুগোপা রক্ষসি ব্রহ্মণস্পতে॥ ৫॥
ত্বং নো গোপাঃ পথিকৃদ্বিচক্ষণস্তব ব্রতায় মতিভির্জরামহে।
বৃহস্পতে যো নো অভি হ্বরো দধে স্বা তং মর্মর্তু দুচ্ছুনা হরস্বতী॥ ৬॥
উত বা যো নো মর্চয়াদনাগসোঽরাতীবা মর্তঃ সানুকো বৃকঃ।
বৃহস্পতে অপ তং বর্তয়া পথঃ সুগং নো অস্যৈ দেববীতয়ে কৃধি॥ ৭॥
ত্রাতারং ত্বা তনূনাং হবামহেঽবস্পর্তরধিবক্তারমস্ময়ুম্।
বৃহস্পতে দেবনিদো নি বর্হয় মা দুরেবা উত্তরং সুম্নমুন্নশন্॥ ৮॥
ত্বয়া বয়ং সুবৃধা ব্রহ্মণস্পতে স্পার্হা বসু মনুষ্যা দদীমহি।
যা নো দূরে তলিতো যা অরাতয়োঽভি সন্তি জম্ভয়া তা অনপ্নসঃ॥ ৯॥
ত্বয়া বয়মুত্তমং ধীমহে বয়ো বৃহস্পতে পপ্রিণা সস্নিনা যুজা।
মা নো দুঃশংসো অভিদিপ্সুরীশত প্র সুশংসা মতিভিস্তারিষীমহি॥ ১০॥

অনানুদো বৃষভো জগ্মিরাহবং নিষ্টপ্তা শত্রুং পৃতনাসু সাসহিঃ।
অসি সত্য ঋণয়া ব্রহ্মণস্পত উগ্রস্য চিদ্দমিতা বীলুহর্ষিণঃ॥ ১১॥
অদেবেন মনসা যো রিষণ্যতি শাসামুগ্রো মন্যমানো জিঘাংসতি।
বৃহস্পতে মা প্রণক্তস্য নো বধো নি কর্ম মন্যুং দুরেবস্য শর্ধতঃ॥ ১২॥
ভরেষু হব্যো নমসোপসদ্যো গন্তা বাজেষু সনিতা ধনং ধনম্।
বিশ্বা ইদর্যো অভিদিপ্স্বোমৃধো বৃহস্পতির্বি ববর্হা রথাঁ ইব॥ ১৩॥
তেজিষ্ঠয়া তপনী রক্ষসস্তপ যে ত্বা নিদে দধিরে দৃষ্টবীর্যম্।
আবিস্তৎকৃষ্ব যদসত্ত উক্থ্যং বৃহস্পতে বি পরিরাপো অর্দয়॥ ১৪॥
বৃহস্পতে অতি যদর্যো অর্হাদ্দ্যুমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু।
যদ্দীদয়চ্ছবস ঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্॥ ১৫॥
মা নঃ স্তেনেভ্যো যে অভি দ্রুহস্পদে নিরামিণো রিপবোঽন্নেষু জাগৃধুঃ।
আ দেবানামোহতে বি ব্রয়ো হৃদি বৃহস্পতে ন পরঃ সাম্নো বিদুঃ॥ ১৬॥
বিশ্বেভ্যো হি ত্বা ভুবনেভ্যস্পরি ত্বষ্টাজনৎসাম্নঃ সাম্নঃ কবিঃ।
স ঋণচিদৃণয়া ব্রহ্মণস্পতির্দ্রুহো হন্তা মহ ঋতস্য ধর্তরি॥ ১৭॥
তব শ্রিয়ে ব্যজিহীত পর্বতো গবাং গোত্রমুদসৃজো যদঙ্গিরঃ।
ইন্দ্রেণ যুজা তমসা পরীবৃতং বৃহস্পতে নিরপামৌব্জো অর্ণবম্॥ ১৮॥
ব্রহ্মণস্পতে ত্বমস্য যন্তা সূক্তস্য বোধি তনয়ং চ জিন্ব।
বিশ্বং তদ্ভদ্রং যদবন্তি দেবা বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ১৯॥

মন্ত্রার্থ — হে ব্রহ্মণস্পতি। আপনি দেবগণের মধ্যে গণপতি, কবিগণের মধ্যে কবি, অন্নের অন্ন সর্বোৎকৃষ্ট ও উপমানভূত। আপনি প্রশংসনীয়গণের মধ্যে রাজা এবং মন্ত্রসমূহের স্বামী। আমরা আপনাকে আহ্বান ক'রি; আপনি আমাদের স্তুতি শ্রবণ ক'রে আশ্রয় প্রদানের নিমিত্ত যজ্ঞগৃহে উপবেশন করুন॥ ১॥

হে অসুর্য প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বৃহস্পতি। দেববৃন্দ আপনার যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হয়েছেন। জ্যোতি দ্বারা পূজনীয় সূর্য যেমন কিরণ উৎপাদন করেন, সেইরকম আপনি সমস্ত মন্ত্র উৎপাদন করেন॥ ২॥

হে বৃহস্পতি। চারিদিকে নিন্দুকবৃন্দকে এবং অন্ধকার সমূহকে দূরীকৃত ক'রে আপনি জ্যোতির্ প্রবিষ্ট, যজ্ঞের প্রাপক, ভয়ানক, শত্রুহিংসক, রাক্ষসনাশক, মেঘভেদক এবং স্বর্গ প্রদায়ক রথে আরোহণ করেছেন॥ ৩॥

হে বৃহস্পতি। যে জন আপনাকে হব্য প্রদান করে, আপনি তাকে সৎপথে নীত করেন এবং তাকে রক্ষা করেন; পাপ তাকে প্রাপ্ত হয় না। আপনি মন্ত্রদ্বেষীগণের সন্তাপক এবং ক্রোধের হিংসক; আপনার এইরকম প্রভূত মাহাত্ম্য আছে॥ ৪॥

হে সুরক্ষক ব্রহ্মণস্পতি! আপনি যাকে রক্ষা করেন, দুঃখ তাকে কষ্ট প্রদান করতে পারে না; দুরিত তাকে কষ্ট প্রদান করতে পারে না; অরাতিবর্গ কোনো দিকে তাকে হিংসা করতে পারে না; বঞ্চকগণ তাকে ক্লেশ প্রদান করতে পারে না। আপনি তার জন্য সমস্ত হিংসকবৃন্দকে দূর করে

দিন ॥ ৫ ॥

হে বৃহস্পতি! আপনি আমাদের রক্ষক, সৎপথদাতা ও বিচক্ষণ। আপনার যজ্ঞের নিমিত্ত আমরা স্তোত্রের দ্বারা স্তুতি ক'রি; যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি কুটিল আচরণ করে, আপন দুর্বুদ্ধি বেগবতী হয়ে তাকে শীঘ্র বিনাশ করুক ॥ ৬ ॥

হে বৃহস্পতি! যে গর্বিত এবং সর্বগ্রাসী ব্যক্তি আমাদের অভিমুখে আগমনপূর্বক আমাদের হিংসা করে, সেই ব্যক্তিকে সুপথ হ'তে দূর ক'রে দিন এবং যজ্ঞের নিমিত্ত আমাদের পথ সুগম ক'রে দিন ॥ ৭ ॥

হে বৃহস্পতি। আপনি লোক সকলকে উপদ্রব হ'তে রক্ষা করুন; আপনি আমাদের পুত্র ইত্যাদিকে পালন করুন; আমাদের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করুন; এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। আমরা আপনাকে আহ্বান ক'রি; আপনি দেবনিন্দুকবৃন্দকে বিনাশ করুন; দুর্বুদ্ধিগণ যেন উৎকৃষ্ট সুখ লাভ করতে না পারে ॥ ৮ ॥

হে ব্রহ্মণস্পতি! আপনি আমাদের বর্ধিত করলে আমরা যেন মানুষদের নিকট হ'তে স্পৃহণীয় ধন প্রাপ্ত হই। দূরে বা নিকটে আমাদের যে সকল শত্রু আমাদের অভিভব করে সেই যজ্ঞহীন শত্রুবর্গকে বিনাশ করুন ॥ ৯ ॥

হে বৃহস্পতি! আপনি অভিলাষ-পূরক ও পবিত্র; আমরা আপনার সহায়তা লাভ ক'রে উৎকৃষ্ট অন্ন লাভ করবো। যে দুরাত্মা আমাদের পরাভব করতে ইচ্ছা করে, সে যেন আমাদের অধিপতি না হয়। আমরা উৎকৃষ্ট স্তুতির দ্বারা পুণ্যবান্ হয়ে যেন উন্নতি লাভ করি ॥ ১০ ॥

হে ব্রহ্মণস্পতি! আপনার দানের উপমা নেই; আপনি অভীষ্টবর্ষী। আপনি যুদ্ধে গমন ক'রে শত্রুদের সন্তাপ প্রদান করেন, এবং সংগ্রামে তাদের বিনাশ করেন। আপনার পরাক্রমই সত্য, আপনি ঋণ পরিশোধ করেন; আপনি উগ্র, এবং মদোন্মত্ত ব্যক্তিবর্গকে দমন করেন ॥ ১১ ॥

যে ব্যক্তি দেবশূন্য মনে আমাদের হিংসা করে, যে উগ্র আত্মাভিমানী আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে, হে বৃহস্পতি! তাদের আয়ুধ যেন আমাদের স্পর্শ না করে। আমরা যেন সেই বলবান্ দুষ্ট শত্রুর ক্রোধ নাশ করতে সমর্থ হই ॥ ১২ ॥

বৃহস্পতি যুদ্ধকালে আহ্বানযোগ্য এবং নমস্কারপূর্বক উপাসনার যোগ্য; তিনি যুদ্ধে গমন করেন এবং সর্ব ধন প্রদান করেন। সকলের অধিপতি বৃহস্পতি অভিভবেচ্ছাবিশিষ্ট সমস্ত হিংসক সেনাদিগকে রথের মতো নিহত ও বিধ্বস্ত করেন ॥ ১৩ ॥

হে বৃহস্পতি। অতিশয় তীক্ষ্ণ সন্তাপপ্রদ অস্ত্রের দ্বারা শত্রুগণকে সন্তাপ প্রদান করুন; ঐ রাক্ষসবৃন্দ আপনার পরাক্রম প্রভূত হ'লেও আপনাকে নিন্দা করেছিল। পূর্বকালে আপনার যে প্রশংসনীয় বীর্য ছিল, এই ক্ষণে তা আবিষ্কার করুন এবং তার দ্বারা নিন্দুকবৃন্দকে বিনাশ করুন ॥ ১৪ ॥

হে যজ্ঞজাত বৃহস্পতি। যে ধন আর্যগণ পূজা করে, যে দীপ্তিযুক্ত ও ক্রতুযুক্ত ধন লোকের মধ্যে শোভা প্রাপ্ত হয়, সে ধন আপন তেজে দীপ্তমান্ হয়, সেই বিচিত্র ধন আমাদের প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥

হে বৃহস্পতি। যে চৌরগণ দ্রোহ কার্যে হৃষ্ট হয়, যারা শত্রু এবং পরের অন্ন আকাঙ্ক্ষা করে, যারা আপন হৃদয়ে দেববৃন্দকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে অভিলাষ করে, এবং পরম সামস্তুতি জ্ঞাত নয়, তাদের হস্তে আমাদের অর্পণ করবেন না ॥ ১৬ ॥

হে ব্রহ্মণস্পতি। ত্বষ্টা আপনাকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ক'রে উৎপন্ন করেছেন; অতএব আপনি

সমস্ত সামের উচ্চারক। যজমান মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলে ব্রহ্মণস্পতি তাঁর ঋণ স্বীকার করেন, সেই ঋণ পরিশোধ করেন, এবং দ্রোহকারীকে বিনাশ করেন ॥ ১৭ ॥

হে অঙ্গিরাবংশীয় বৃহস্পতি! পর্বত গোসমূহকে আবৃত করেছিল। আপনার সম্পদের জন্য যখন তা উদ্ঘাটিত হলো এবং আপনি গোসমূহকে বহিষ্কৃত করলেন, তখন ইন্দ্রকে সহায়রূপে প্রাপ্ত হয়ে আপনি বৃত্রকর্তৃক আক্রান্ত জলের আধারভূত জলরাশিকে অধোমুখ করেছিলেন ॥ ১৮॥

হে ব্রহ্মণস্পতি! আপনি এই জগতের নিয়ন্তা, আপনি এই সূক্ত অবগত হোন, আপনি আমাদের সন্তানসন্ততিকে প্রীত করুন; দেববর্গ যা রক্ষা করেন, তা সম্যকভাবে কল্যাণ করুন, আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করবো ॥ ১৯ ॥

টীকা — ২ ঋকে সায়ণ 'অসূর্য' অর্থে অসুরহন্তা করেছেন। অন্যত্র 'অসুরসম্বন্ধিনো' অর্থ বলেছেন; কখনও বা মরুৎগণকে 'অসূর্যা' বলেছেন॥ এই সূক্তের ৩ থেকে ১৭ ঋকে অনার্য কর্ম জাতিবর্গের বৈরভাব ও উপদ্রবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতিও ইন্দ্রের বিভূতি-বিকাশ মাত্র। লোকপালক, পরমার্থপ্রাপক ধন-বিতরণকারী দেবতারূপে ব্রহ্মণস্পতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রথম অষ্টকে উন্মেষিত হয়েছে।

◆ ◆

— ২৪ সূক্ত —

[দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

সোমামবিভ্রুতি প্রভৃতিং য ঈশিষেঽয়া বিধেম নবয়া মহা গিরা।
যথা নো মীঢ়্বান্ত্স্তবতে সখা তব বৃহস্পতে সীষধঃ সোত নো মতিম্॥ ১॥
যো নম্ত্বান্যনমন্যোজসোতাদর্দর্মন্যুনা শম্বরাণি বি।
প্রাচ্যাবয়দচ্যুতা ব্রহ্মণস্পতিরা চাবিশদ্বসুমন্তং বি পর্বতম্ ॥ ২॥
তদ্দেবানাং দেবতমায় কর্ত্বমশ্রথ্নন্ দৃড়্হাব্রদন্ত বীলিতা।
উদ্গা আজদভিনদ্ব্রহ্মণা বলমগূহত্তমো ব্যচক্ষয়ৎস্বঃ॥ ৩॥
অশ্মাস্যমবতং ব্রহ্মণস্পতির্মধুধারমভি যমোজসাতৃণৎ।
তমেব বিশ্বে পপিরে স্বর্দৃশো বহু সাকং সিসিচুরুৎসমুদ্রিণম্॥ ৪॥
সনা তা কা চিদ্ভুবনা ভবীত্বা মাদ্ভিঃ শরদ্ভির্দুরো বরন্ত বঃ।
অয়তন্তা চরতো অন্যদন্যদিদ্যা চকার বয়ুনা ব্রহ্মণস্পতিঃ॥ ৫॥
অভিনক্ষন্তো অভি যে তমানশুর্নিধিং পণীনাং পরমং গুহা হিতম্।
তে বিদ্বাংসঃ প্রতিচক্ষ্যানৃতা পুনর্যত উ আয়ন্তদুদীয়ুরাবিশম্॥ ৬॥
ঋতাবানঃ প্রতিচক্ষ্যানৃতা পুনরাত আ তস্থুঃ কবয়ো মহস্পথঃ।
তে বাহুভ্যাং ধমিতমগ্নিমশ্মনি নকিঃ ষো অস্ত্যরণো জহুর্হি তম্॥ ৭॥

ঋতজ্যেন ক্ষিপ্রেণ ব্রহ্মণস্পতি র্যত্র বষ্টি প্র তদশ্নোতি ধন্বনা।
তস্য সাধ্বীরিষবো যাভিরস্যতি নৃচক্ষসো দৃশয়ে কর্ণযোনয়ঃ॥ ৮॥
স সন্নয়ঃ স বিনয়ঃ পুরোহিতঃ স সুষ্টুতঃ স যুধি ব্রহ্মণস্পতিঃ।
চাক্ষ্মো যদ্বাজং ভরতে মতী ধনাদিৎসূর্যস্তপতি তপ্যতুর্বৃথা॥ ৯॥
বিভু প্রভু প্রথমং মেহনাবতো বৃহস্পতেঃ সুবিদত্রাণি রাধ্যা।
ইমা সাতানি বেন্যস্য বাজিনো যেনা জনা উভয়ে ভুঞ্জতে বিশঃ॥ ১০॥
যোহবরে বৃজনে বিশ্বথা বিভুর্মহামু রণ্বঃ শবসা ববক্ষিথ।
স দেবো দেবান্ প্রতি পপ্রথে পৃথু বিশ্বেদু তা পরিভূর্ব্রহ্মণস্পতিঃ॥ ১১॥
বিশ্বং সত্যং মঘবানা যুবোরিদাপশ্চন প্র মিনন্তি ব্রতং বাম্।
অচ্ছেন্দ্রাব্রহ্মণস্পতী হবির্নোহন্নং যুজেব বাজিনা জিগাতম্॥ ১২॥
উতাশিষ্ঠা অনু শৃণ্বন্তি বহ্নয়ঃ সভেয়ো বিপ্রো ভরতে মতী ধনা।
বীলুদ্বেষা অনু বশ ঋণমাদদিঃ স হ বাজী সমিথে ব্রহ্মণস্পতিঃ॥ ১৩॥
ব্রহ্মণস্পতেরভবদ্যথাবশং সত্যো মন্যুর্মহি কর্মা করিষ্যতঃ।
যো গা উদাজৎস দিবে বি চাভজন্মহীব রীতিঃ শবসাসরৎপৃথক্॥ ১৪॥
ব্রহ্মণস্পতে সুযমস্য বিশ্বহা রায়ঃ স্যাম রথ্যো বয়স্বতঃ।
বীরেষু বীরাঁ উপ পৃঙ্ধি নস্ত্বং যদীশানো ব্রহ্মণা বেষি মে হবম্॥ ১৫॥
ব্রহ্মণস্পতে ত্বমস্য যন্তা সূক্তস্য বোধি তনয়ং চ জিন্ব।
বিশ্বং তদ্ভদ্রং যদবন্তি দেবা বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — হে ব্রহ্মণস্পতি! আপনি সমস্ত জগতের ঈশ্বর; আপনি আমাদের উৎকৃষ্টভাবে সম্পাদিত এই স্তুতি গ্রহণ করুন। আমরা আপনাকে এই নূতন মহতী স্তুতির দ্বারা পরিচর্যা করছি। আপনি আমাদের অভিমত ফল প্রদান করুন; যেহেতু, হে বৃহস্পতি! আপনার বন্ধু আমাদের এই স্তুতিকারী, আপনার স্তব করছি ॥ ১ ॥

যে ব্রহ্মণস্পতি আপন বলে অবমানযোগ্যবৃন্দকে অবমানিত করেছিলেন, যিনি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শম্বরকে বিদারিত করেছিলেন, নিশ্চল জলকে চালিত করেছিলেন, এবং গোধনপূর্ণ পর্বতে প্রবেশ করেছিলেন ॥ ২ ॥

দেববৃন্দের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দেবতা সেই ব্রহ্মণস্পতির কার্যের দ্বারা দৃঢ় পর্বত শ্লথিত (অর্থাৎ মৃদুত্বপ্রাপ্ত বা বন্ধনপ্রাপ্ত) হয়েছিল ও সংস্তম্ভিত বৃক্ষ ইত্যাদি ভগ্ন হয়েছিল, তিনি গোসকলকে উদ্ধার করেছিলেন, মন্ত্রের দ্বারা বলকে ভেদ করেছিলেন, অন্ধকারকে অদৃশ্য করেছিলেন, এবং আদিত্যকে প্রকাশ করেছিলেন ॥ ৩ ॥

যে প্রস্তরের মতো দৃঢ় মুখবিশিষ্ট, মধুর জল পূর্ণ, নিম্নবিলম্বিত মেঘকে ব্রহ্মণস্পতি বল প্রয়োগের দ্বারা বধ করেছিলেন, আদিত্যের রশ্মিসকল তা পান করেছে এবং তারাই আবার জলধারাময় বৃষ্টিসেক করেছে ॥ ৪ ॥

ঋত্বিক্‌গণ! তোমাদের জন্য ব্রহ্মণস্পতির সনাতন ও বিচিত্র প্রজ্ঞান, মাসে মাসে ও বৎসরে

বৎসরে ভবিষ্যৎ বৃষ্টির দ্বারা উদ্ঘাটিত করেছে। ব্রহ্মণস্পতি এই সকল প্রজ্ঞান মন্ত্রবিদদের করেছেন। দ্যাবাপৃথিবী যত্ন ব্যতিরেকে পরস্পরের সুখ বর্ধন করেন ॥৫॥

বিদ্বান্ অঙ্গিরাবৃন্দ চারিদিকে অন্বেষণপূর্বক পণিদের লুক্কায়িত পরম ধন প্রাপ্ত হয়েছিল। তারা মায়া দর্শন ক'রে যে স্থান হ'তে গমন করেছিল, পুনর্বার সেই স্থানে গমন করলো ॥৬॥

সত্যবাদী সর্বজ্ঞ, অঙ্গিরাবৃন্দ মায়া দর্শন ক'রে পুনরায় প্রধান পথ দিয়ে সেই দিকে গমন করলে। তারা হস্তের দ্বারা প্রজ্বালিত অগ্নিকে পর্বতে নিক্ষেপ করলো; পূর্বে সেই ধ্বংসকারী অগ্নি সেখানে ছিলেন না ॥৭॥

ব্রহ্মণস্পতি বাণক্ষেপী, সত্যরূপ জ্যা-বিশিষ্ট ধনুর দ্বারা যা কিছু কামনা করেন, তা-ই প্রাপ্ত হন। তিনি যে বাণ নিক্ষেপ করেন, তা কার্য সাধন কুশল। সেই বাণগুলি দর্শনের নিমিত্ত উৎপন্ন এবং কর্ণই তাদের উৎপত্তির স্থান ॥৮॥

ব্রহ্মণস্পতি পুরোহিত, তিনি পদার্থ সমূহ একত্রিত ও পৃথককৃত করেন; তাঁকে সকলে স্তব করে; তিনি যুদ্ধে আবির্ভূত হন। সর্বদর্শী ব্রহ্মণস্পতি যখন অন্ন ও ধন ধারণ করেন, তখনই সূর্য অনায়াসে দীপ্ত হন ॥৯॥

বৃষ্টিপ্রদ বৃহস্পতির ধন চারিদিকে ব্যাপ্ত, প্রাপ্তিযোগ্য, প্রভূত এবং উৎকৃষ্ট। কমনীয়, অন্নবান্ ব্রহ্মণস্পতি ঐ সকল ধন দান করেছেন। উভয় রকমের লোকেই এই ধন নিবিষ্টচিত্তে উপভোগ করে ॥১০॥

সর্বতোব্যাপ্ত, স্তোতব্য ব্রহ্মণস্পতি অতি দুর্বল এবং মহাবল (উভয় রকমের স্তোতাদের) নিজের বলে রক্ষা ক'রে থাকেন। দান ইত্যাদি গুণযুক্ত ব্রহ্মণস্পতি দেবতাবর্গের প্রতিনিধি ব'লে সর্বত্র অত্যন্ত বিখ্যাত হয়েছেন, এবং এই জন্য সমস্ত প্রাণীবর্গের অধিপতি হয়েছেন ॥১১॥

হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! আপনারা ধনবান্। সমস্ত সত্যই আপনাদের। জল আপনাদের ব্রত হিংসা করতে পারে না। রথে যোজিত অশ্ব দু'টি যেমন খাদ্যের দিকে ধাবিত হয়, আপনারা সেই রকম আমাদের হব্যের অভিমুখে ধাবিত হোন ॥১২॥

ব্রহ্মণস্পতির দ্রুতগামী অশ্বগুলি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করছে। মেধাবী সভ্য অধ্বর্যু মনোহর স্তোত্রের দ্বারা তাঁকে হব্য প্রদান করেছেন। পরাক্রান্তদের দমনকারী ব্রহ্মণস্পতি আমাদের নিকট অভিলাষ অনুসারে ঋণ স্বীকার করুন। অন্নবান্ ব্রহ্মণস্পতি যুদ্ধে হব্য গ্রহণ করুন ॥১৩॥

ব্রহ্মণস্পতি যখন কোনো মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁর মন্ত্র তাঁর অভিলাষ অনুসারে সফল হয়। যিনি গোসমূহকে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়েছিলেন, তিনি দ্যুলোকের জন্য তাদের ভাগ ক'রে দিয়েছিলেন; গোসমূহ মহা স্রোতের মতো নিজেদের বলে পৃথক্ পৃথক্ গমন করেছিল ॥১৪॥

হে ব্রহ্মণস্পতি! আমরা যেন সকল সময়েই উত্তম নিয়মবিশিষ্ট অন্নযুক্ত ধনের অধিপতি হই! আপনি আমাদের বীরপুত্রের পুত্র উৎপাদন করুন; যেহেতু আপনি সকলের ঈশ্বর এবং আমাদের স্তুতি ও অন্ন কামনা করেন ॥১৫॥

হে ব্রহ্মণস্পতি! আপনি এই জগতের নিয়ন্তা, আপনি এই সূক্ত অবগত হোন; আপনি আমাদের সন্তানসন্ততিকে প্রীত করুন। দেববর্গ যা রক্ষা করেন, তা মঙ্গলময়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করবো ॥১৬॥

টীকা — ৮ ঋকে বলা হচ্ছে—অভিষব এবং মন্ত্রই ব্রহ্মণস্পতির বাণ। অভিষব দর্শনীয় এবং মন্ত্র

ব্দনীয়। ১০ ঋকে 'উভয় প্রকারের লোক' অর্থে যজমান ও স্তোতা অথবা দেবগণ ও মনুষ্যবর্গ॥— ব্যাখ্যাতিক বিশ্লেষণ পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২৫ সূক্ত —

[দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী]

ইন্ধানো অগ্নিং বনবদ্বনুষ্যতঃ কৃতব্রহ্মা শূশুবদ্রাতহব্য ইৎ।
জাতেন জাতমতি স প্র সর্সৃতে যং যং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ॥ ১॥
বীরেভির্বীরান্বনবদ্বনুষ্যতো গোভী রয়িং পপ্রথদ্বোধতি ত্মনা।
তোকং চ তস্য তনয়ং চ বর্ধতে যং যং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ॥ ২॥
সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ শিমীবাঁ ঋঘায়তো বৃষেব বধ্রীঁরভি বষ্ট্যোজসা।
অগ্নেরিব প্রসিতির্নাহ বর্তবে যং যং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ॥ ৩॥
তস্মা অর্ষন্তি দিব্যা অসশ্চতঃ স সত্বভিঃ প্রথমো গোষু গচ্ছতি।
অনিভৃষ্টতবিষির্হন্ত্যোজসা যং যং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ॥ ৪॥
তস্মা ইদ্বিশ্বে ধুনয়ন্ত সিন্ধবোঽচ্ছিদ্রা শর্ম দধিরে পুরূণি।
দেবানাং সুম্নে সুভগঃ স এধতে যং যং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — যজমান ব্রহ্মণস্পতির জন্য অগ্নি প্রজ্বালিত ক'রে যেন শত্রুবর্গকে হিংসা করতে পারে। স্তোত্র উচ্চারণ ও হব্য দানপূর্বক সে যেন সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা ব'লে গ্রহণ করেন, সে পুত্রেরও পুত্রকে অতিক্রম করে জীবিত থাকে॥ ১॥
যজমান যেন বীরের দ্বারা শত্রু বীরবর্গকে হিংসা করতে পারে। সে গোধনের জন্য বিখ্যাত হয়েছে এবং নিজেই সমস্ত বুঝতে পারে। ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা ব'লে গ্রহণ করেন, তার পুত্র ও পুত্রের পুত্রও সমৃদ্ধি লাভ করে॥ ২॥
নদী যেমন কূল ভেদ করে, বৃষ যেমন বলীবর্দকে পরাভূত করে, সেইরকম ব্রহ্মণস্পতির পরিচর্যাপরায়ণ যজমান আপন সামর্থ্যে শত্রুবৃন্দকে পরাভব করে। অগ্নিশিখাকে যেমন নিবারণ করা যায় না, সেই রকম ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা ব'লে গ্রহণ করেন, তাঁকেও নিবারণ করা যায় না॥ ৩॥
যে যজমানকে ব্রহ্মণস্পতি সখা ব'লে গ্রহণ করেন, স্বর্গীয় জল অপ্রতিহত-প্রসর হয়ে তার নিকট আগমন করে, পরিচর্যাকারীগণের মধ্যে সকলের পূর্বে সে-ই গোধন লাভ করে; তার বল অনিবার্য, সে বলের দ্বারা শত্রুবৃন্দকে বিনাশ করে॥ ৪॥
ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা ব'লে গ্রহণ করেন, সমস্ত নদী তার অভিমুখে প্রবাহিত হয়; সে

অনবরত নানা সুখ উপভোগ করে। সে সৌভাগ্যশালী ও দেবদত্ত সুখ লাভ ক'রে সমৃদ্ধ হয় ॥ ৫ ॥

টীকা — ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র ব্রহ্মণস্পতির মাহাত্ম্য বর্ণনার মাধ্যমে যজমানের শ্রী কামনাই এই সূক্তের উদ্দেশ্য।

◆ ◆

— ২৬ সূক্ত —

[দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী]

ঋজুরিচ্ছংসো বনবদ্বনুষ্যতো দেবযন্নিদবয়ন্তমভ্যসৎ।
সুপ্রাবীরিদ্বনবৎপৃৎসু দুষ্টরং যজ্বেদয়জ্যোর্বি ভজাতি ভোজনম্॥ ১॥
যজস্ব বীর প্র বিহি মনায়তো ভদ্রং মনঃ কৃণুস্ব বৃত্রতূর্যে।
হবিষ্কৃণুস্ব সুভগো যথাসসি ব্রহ্মণস্পতেরব আ বৃণীমহে॥ ২॥
স ইজ্জনেন স বিশা স জন্মনা স পুত্রৈর্বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ।
দেবানাং যঃ পিতরমাবিবাসতি শ্রদ্ধামনা হবিষা ব্রহ্মণস্পতিম্॥ ৩॥
যো অস্মৈ হব্যৈর্ঘৃতবদ্ভিরবিধৎ প্র তং প্রাচা নয়তি ব্রহ্মণস্পতিঃ।
উরুষ্যতীমংহসো রক্ষতী রিষোংহোশ্চিদস্মা উরুচক্রিরদ্ভুতঃ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — ব্রহ্মণস্পতির ঋজু স্তোতা যেন শত্রুবৃন্দকে বিনাশ করতে পারে। দেব-আকাঙ্ক্ষী যেন অদেব-আকাঙ্ক্ষীকে পরাভব করতে পারে। যে ব্রহ্মণস্পতিকে উত্তমভাবে তৃপ্ত করে, সে যেন যুদ্ধে দুর্ধর্ষ শত্রুবর্গকে বিনাশ করতে পারে। যজ্ঞপরায়ণ যেন অযজ্বার ধন উপভোগ করে ॥১॥ হে বীর! তুমি ব্রহ্মণস্পতির স্তুতি করো, অভিমানী শত্রুবর্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করো, শত্রুদের সাথে সংগ্রামে মনকে দৃঢ় করো। ব্রহ্মণস্পতির জন্য হব্য সম্পাদন করো; তাহলে তুমি উত্তম ধন প্রাপ্ত হবে। আমরা ব্রহ্মণস্পতির নিকট রক্ষা ইচ্ছা ক'রি ॥২॥ যে যজমান শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দেববৃন্দের পিতা ব্রহ্মণস্পতিকে হব্যের দ্বারা পরিচর্যা করে, সে আপন লোক ও আত্মীয়, আপন পুত্র এবং অন্যান্য পরিচারকের সাথে অন্ন ও ধন লাভ করে ॥৩॥ যে ব্রহ্মণস্পতিকে ঘৃতবিশিষ্ট হব্যের দ্বারা পরিচর্যা করে, ব্রহ্মণস্পতি তাকে প্রাচীন পথে নীত করেন, তাকে পাপ হ'তে রক্ষা করেন, শত্রু হ'তে রক্ষা করেন। আশ্চর্যভাবে ব্রহ্মণস্পতি তার মহা উপকার সাধন করেন ॥ ৪ ॥

টীকা — পূর্ব সূক্তের মতোই ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র ব্রহ্মণস্পতির নিকট প্রার্থনা প্রজ্ঞাপনের জন্য স্তোতাকে তৎপর হওয়ার পরামর্শ প্রদত্ত হয়েছে।

◆ ◆

— ২৭ সূক্ত —

[দেবতা : আদিত্যগণ। ঋষি : গৃৎসমদ অথবা তৎপুত্র কূর্ম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি।
শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো নস্তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ॥ ১॥
ইমং স্তোমং সক্রতবো মে অদ্য মিত্রো অর্যমা বরুণো জুষন্ত।
আদিত্যাসঃ শুচয়ো ধারপূতা অবৃজিনা অনবদ্যা অরিষ্টাঃ ॥ ২॥
ত আদিত্যাস উরবো গভীরা অদব্ধাসো দিপ্সন্তো ভূর্যক্ষাঃ।
অন্তঃ পশ্যন্তি বৃজিনোত সাধু সর্বং রাজভ্যঃ পরমা চিদন্তিঃ॥ ৩॥
ধারয়ন্ত আদিত্যাসো জগৎস্থা দেবা বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ।
দীর্ঘাধিয়ো রক্ষমাণা অসুর্যমৃতাবানশ্চয়মানা ঋণানি॥ ৪॥
বিদ্যামাদিত্যা অবসো বো অস্য যদর্যমন্ ভয় আ চিন্ময়োভু।
যুষ্মাকং মিত্রাবরুণা প্রণীতৌ পরি শ্বভ্রেব দুরিতানি বৃজ্যাম্॥ ৫॥
সুগো হি বো অর্যমন্মিত্র পন্থা অনৃক্ষরো বরুণ সাধুরস্তি।
তেনাদিত্যা অধি বোচতা নো যচ্ছতা নো দুষ্পরিহন্তু শর্ম॥ ৬॥
পিপর্তু নো অদিতী রাজপুত্রাতি দ্বেষাংস্যর্যমা সুগেভিঃ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য শর্মোপ স্যাম পুরুবীরা অরিষ্টাঃ॥ ৭॥
তিস্রো ভূমীর্ধারয়ন্ ত্রীঁরুত দ্যূন্ত্রীণি ব্রতা বিদথে অন্তরেষাম্।
ঋতেনাদিত্যা মহি বো মহিত্বং তদর্যমন্বরুণ মিত্র চারু॥ ৮॥
ত্রী রোচনা দিব্যা ধারয়ন্ত হিরণ্যয়াঃ শুচয়ো ধারপূতাঃ।
অস্বপ্নজো অনিমিষা অদব্ধা উরুশংসা ঋজবে মর্ত্যায়॥ ৯॥
ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্তাঃ।
শতং নো রাস্ব শরদো বিচক্ষেঽশ্যামায়ূংষি সুধিতানি পূর্বাঃ॥ ১০॥
ন দক্ষিণা বি চিকিতে ন সব্যা ন প্রাচীনমাদিত্যা নোত পশ্চা।
পাক্যা চিদ্বসবো ধীর্যা চিদ্যুষ্মানীতো অভয়ং জ্যোতিরশ্যাম্॥ ১১॥
যো রাজভ্য ঋতনিভ্যো দদাশ যং বর্ধয়ন্তি পুষ্টয়শ্চ নিত্যাঃ।
স রেবান্যাতি প্রথমো রথেন বসুদাবা বিদথেষু প্রশস্তঃ॥ ১২॥
শুচিরপঃ সূয়বসা অদব্ধউপ ক্ষেতি বৃদ্ধবয়াঃ সুবীরঃ।
নকিষ্টং ঘ্নন্ত্যন্তিতো ন দূরাদ্য আদিত্যানাং ভবতি প্রণীতৌ॥ ১৩॥

অদিতে মিত্রবরুণোত মৃল যদ্বো বয়ং চকৃমা কচ্চিদাগঃ।
উর্বশ্যামভয়ং জ্যোতিরিন্দ্র মানো দীর্ঘা অভি নশন্তমিস্রাঃ॥ ১৪॥
উভে অস্মৈ পপীয়তঃ সমীচী দিবো বৃষ্টিং সুভগো নাম পুষ্যন্।
উভা ক্ষয়াবাজয়ন্যাতি পৃৎসুভাবর্ধৌ ভবতঃ সাধু অস্মৈ॥ ১৫॥
যো বো মায়া অভিদ্রুহে যজত্রাঃ পাশা আদিত্যা রিপবে বিচৃত্তাঃ।
অশ্বীব তাঁ অতি যেষং রথেনারিষ্টা উরাবা শর্মন্ত্স্যাম॥ ১৬॥
মাহং মঘোনো বরুণ প্রিয়স্য ভূরিদাব্ন আ বিদং শূনমাপেঃ।
মা রায়ো রাজন্ত্সুয়মাদব স্থাং বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ১৭॥

মন্ত্রার্থ — আমি জুহুর (অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠপাত্র বিশেষের বা অগ্নির) দ্বারা সর্বদা শোভন আদিত্যগণের উদ্দেশে ঘৃতস্রাবী স্তুতি অর্পণ করছি। মিত্র, অর্যমা, ভগ, বহুব্যাপী বরুণ, দক্ষ ও অংশ আমার স্তুতি শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

দীপ্তিমান্, বৃষ্টিপূত, অনুগ্রহপরায়ণ, অনিন্দনীয়, হিংসারহিত ও এক রকম কর্মকারী মিত্র, অর্যমা ও বরুণ নামক আদিত্যগণ অদ্য আমার এই স্তোত্র উপভোগ করুন ॥ ২ ॥

মহান্, গাম্ভীর্যবিশিষ্ট, দুর্দমনীয়, দমনকারী ও বহুদৃষ্টিসম্পন্ন আদিত্যগণ প্রাণীবর্গের অন্তঃকরণ দর্শন করতে পারেন। দূরদেশস্থিত পদার্থও আদিত্যগণের পক্ষে নিকট ॥ ৩ ॥

আদিত্যগণ স্থাবর ও জঙ্গমকে অবস্থাপিত করেন, সমস্ত ভুবনকে রক্ষা করেন। তাঁরা যজ্ঞবিশিষ্ট ও অসূর্যকে রক্ষা করেন, তাঁরা সত্যবান্ এবং ঋণ পরিশোধ করেন ॥ ৪ ॥

হে আদিত্যগণ! আমরা যেন আপনাদের আশ্রয় লাভ করতে পারি। ভয় উপস্থিত হলে আপনাদের আশ্রয় সুখ প্রদান করুন। হে অর্যমা! হে মিত্র! হে বরুণ! আপনাদের অনুসরণ ক'রে আমি যেন গর্তের মতো পাপসকল পরিহার করতে পারি ॥ ৫ ॥

হে অর্যমা! হে মিত্র! হে বরুণ! আপনাদের পথ সুগম, কণ্টকরহিত এবং সুন্দর; হে আদিত্যগণ সেই পথে আপনারা আমাদের নীত করুন, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন এবং বিনাশরহিত সুখ প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

রাজমাতা অদিতি শত্রুবর্গকে অতিক্রম ক'রে আমাদের অন্য দেশে নীত করুন, অর্যমা সুগমপথে আমাদের নীত ক'রে গমন করুন। আমরা বহুবীরবিশিষ্ট এবং হিংসারহিত হয়ে মিত্র ও বরুণের সুখ লাভ করবো ॥ ৭ ॥

এঁরা তিন ভূমি এবং তিন দ্যুলোক ধারণ করেন। এঁদের যজ্ঞের মধ্যে তিন ব্রত আছে। হে আদিত্যগণ! যজ্ঞের দ্বারা আপনাদের মহিমা উৎকৃষ্ট হয়েছে। হে অর্যমা, মিত্র ও বরুণ! সে মহত্ত্ব অতিশয় সুন্দর ॥ ৮ ॥

স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত, দীপ্তিমান্ বৃষ্টিপূত, নিদ্রারহিত, অনিমেষনয়ন, হিংসারহিত ও সকলের স্তুতিযোগ্য আদিত্যগণ সরলস্বভাব লোকের জন্য তিন রকম স্বর্গীয় তেজ ধারণ করেন ॥ ৯ ॥

হে অসুর বরুণ! আপনি দেবতাই হোন বা মানুষই হোন, আপনি সকলের রাজা। আমাদের শতবর্ষ অবলোকন করতে (সুযোগ) প্রদান করুন, যেন আমরা প্রাচীনগণের উপভুক্ত আয়ু লাভ করতে পারি ॥ ১০ ॥

হে বাসপ্রদ আদিত্যগণ। আমরা দক্ষিণদিকও জ্ঞাত নই, বামদিকও জ্ঞাত নই, সম্মুখও জ্ঞাত নই, পশ্চাৎও জ্ঞাত নই। আমি অপরিপক্ক বুদ্ধি ও অতিশয় কাতর। আপনারা আমাকে গ্রহণপূর্বক গমন করলে আমি ভয়রহিত জ্যোতি লাভ করতে পারবো ॥ ১১ ॥

যজ্ঞের নায়ক ও রাজা আদিত্যগণকে যে হব্য প্রদান করে, নিত্য অনুগ্রহ যার পুষ্টি বর্ধন করে, সেই ব্যক্তি ধনবান্ বিখ্যাত, বদান্য, ও প্রশংসিত হয়ে রথে আরোহণপূর্বক যজ্ঞস্থলে গমন করে ॥ ১২ ॥

সে দীপ্তিমান্, হিংসারহিত, প্রচুর অন্নবিশিষ্ট, সুপুত্রযুক্ত হয়ে উত্তম শস্যপ্রদ জলের সমীপে বাস করে। যে আদিত্যগণকে অনুসরণ করে, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী শত্রু তাকে বধ করতে পারে না ॥ ১৩ ॥

হে অদিতি। হে মিত্র। হে বরুণ। আমরা যদি আপনাদের নিকট কোন অপরাধ ক'রে থাকি, সদয় হয়ে মার্জনা করুন। হে ইন্দ্র। আমরা যেন বিস্তীর্ণ, ভয়রহিত জ্যোতি লাভ করতে পারি, দীর্ঘ তমিস্রা যেন আমাদের আচ্ছন্ন করতে না পারে ॥ ১৪ ॥

যে আদিত্যগণের অনুসরণ করে, দ্যাবাপৃথিবী উভয়ে একত্রিত হয়ে তার পুষ্টি বর্ধন করে। সে সৌভাগ্যবান্, এবং স্বর্গীয় জল প্রাপ্ত হয়ে সমৃদ্ধি লাভ করে। সে যুদ্ধকালে শত্রুবর্গকে পরাভূত ক'রে উভয় নিবাসস্থানে গমন করে। জগতের উভয় অর্ধই তার মঙ্গলকর হয় ॥ ১৫ ॥

হে যজনীয় আদিত্যগণ। আপনাদের যে মায়া দ্রোহকারীর জন্য নির্মিত হয়েছে, এবং যে পাশ শত্রুর জন্য গ্রথিত হয়েছে, আমি যেন অশ্বারোহী পুরুষের মতো তা অনায়াসে অতিক্রমপূর্বক গমন করতে পারি ॥ ১৬ ॥

হে বরুণ। আমাকে যেন কোন ধনী এবং প্রভূত দানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলতে না হয়। হে রাজন্। আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করবো ॥ ১৭ ॥

টীকা — ১ ঋকে ছয়জন আদিত্যের নাম উল্লেখিত আছে। ঋগ্বেদের অন্যত্র কখনও সপ্তজন বা কখনও অষ্টজন আদিত্য বলা হয়েছে। কিন্তু পরে আদিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হলো, এবং পুরাণ ইত্যাদিতে আদিত্যের সংখ্যা দ্বাদশ বলা হয়েছে। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভজাত এই দ্বাদশ আদিত্য হলেন, যথা—ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। এ সম্পর্কে মতান্তরও আছে ॥ ৪ ঋকে 'অসুর্য' অর্থে সায়ণ অসু অর্থাৎ প্রাণের হেতুভূত জল বলেছেন ॥ ৮ ঋকে সায়ণ 'তিন ভূমি' অর্থে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ বলেছেন। 'তিন দ্যুলোক' অর্থে সায়ণ বলেছেন—দ্যুলোকের উপরিস্থ মহর্লোক, জনলোক ও সত্যলোক; অথবা অগ্নি, বায়ু ও সূর্য। সায়ণের মতে 'তিন ব্রত' হলো যজ্ঞের তিনটি সবন (অর্থাৎ যজ্ঞস্নান)। অথবা আদিত্যগণের রসাদান, জলধারণ ও বৃষ্টিবর্ষণ রূপ তিনটি কার্য ॥ ৯ ঋকের 'তিন রকম স্বর্গীয় তেজ' সায়ণের মতে অগ্নি প্রভৃতি তিনটি তেজ। উইলসন এই তিন তেজকে সৎপথাবলম্বী মানুষের জন্য তিনটি উজ্জ্বল স্বর্গীয় অঞ্চল ব'লে মনে করেছেন ॥ ১০ ঋকে 'প্রাচীনগণের উপভুক্ত' আয়ু প্রসঙ্গে বলা যায়—ঋগ্বেদের ঋষিগণ এই স্থানে ও অন্যান্য স্থানে একশত বৎসরই মানুষের পরমায়ুর সীমা ব'লে নির্দেশ করেছেন। সহস্র বৎসরজীবী ঋষি ও রাজাদের পৌরাণিক উপন্যাসগুলি তখনও সৃষ্ট হয়নি। অবশ্য এই সম্পর্কে অনেক গবেষণাও হয়েছে। পৌরাণিক 'দর্ভ' শব্দ সম্পর্কে আজওবি তথ্য নেই, তা বর্তমানে প্রমাণিত; কিন্তু সেই সম্পর্কে এইস্থানে আলোচনা অবান্তর।—বরুণকে 'অসুর' বলা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রথম অষ্টকেরই অনুরূপ।

◆ ◆

— ২৮ সূক্ত —

[দেবতা : বরুণ। ঋষি : কূর্ম বা গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইদং কবেরাদিত্যস্য স্বরাজো বিশ্বানি সান্ত্যভ্যস্তু মহ্না।
অতি যো মন্দ্রো যজথায় দেবঃ সুকীর্তিং ভিক্ষে বরুণস্য ভূরেঃ॥ ১॥
তব ব্রতে সুভগাসঃ স্যাম স্বাধ্যো বরুণ তুষ্টুবাংসঃ।
উপায়ন উষসাং গোমতীনামগ্নয়ো ন জরমাণা অনুদ্যূন্ ॥ ২॥
তব স্যাম পুরুবীরস্য শর্মন্নুরুশংসস্য বরুণ প্রণেতঃ।
যূয়ং নঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধা অভি ক্ষমধ্বং যুজ্যায় দেবাঃ॥ ৩॥
প্র সীমাদিত্যো অসৃজদ্বিধর্তাঁ ঋতং সিন্ধবো বরুণস্য যন্তি।
ন শ্রাম্যন্তি ন বি মুচন্ত্যেতে বয়ো ন পপ্তূ রঘুয়া পরিজ্মন্॥ ৪॥
বি মচ্ছ্রথায় রশনামিবাগ ঋধ্যাম তে বরুণ খামৃতস্য।
মা তন্তুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে মা মাত্রা শার্যপসঃ পুর ঋতোঃ॥ ৫॥
অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎসম্রালৃতাবোঽনু মা গৃভায়।
দামেব বৎসাদ্বি মুমুগ্ধ্যংহো নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে॥ ৬॥
মা নো বধৈর্বরুণ যে ত ইষ্টাবেনঃ কৃণ্বন্তমসুর ভ্রীণন্তি।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম বি ষূ মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ॥ ৭॥
নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনমুতাপরং তুবিজাত ব্রবাম।
ত্বে হি কং পর্বতে ন শ্রিতান্যপ্রচ্যুতানি দূলভ ব্রতানি॥ ৮॥
পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজম্।
অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সীরুষাস আ নো জীবান্বরুণ তাসু শাধি॥ ৯॥
যো মে রাজন্যুজ্যো বা সখা বা স্বপ্নে ভয়ং ভীরবে মহ্যমাহ।
স্তেনো বা যো দিপ্সতি নো বৃকো বা ত্বং তস্মাদ্বরুণ পাহ্যস্মান্॥ ১০॥
মাহং মঘোনো বরুণ প্রিয়স্য ভূরিদাব্ন আ বিদং শূনমাপেঃ।
মা রায়ো রাজন্সুযমাদব স্থাং বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — কবি এবং স্বয়ং শোভমান্ আদিত্য বরুণের নিমিত্ত এই হব্য। তিনি আপন মহিমার দ্বারা সমস্ত ভূতকে অভিভব করেন। দ্যুতিমান্ স্বামী বরুণ যজমানের হর্ষ উৎপন্ন করেন; আমি তাঁর স্তুতি যাচ্ঞা করি ॥ ১ ॥

হে বরুণ। আমরা যেন উত্তমভাবে আপনার ধ্যান, স্তুতি এবং পরিচর্যাপূর্বক সৌভাগ্যশালী হ'তে পারি। কিরণবিশিষ্ট উষা আগমন করলে অগ্নির মতো আমরা যেন প্রতিদিন আপনার স্তু

ভূরে দীপ্তিমান্ হই ॥ ২ ॥

হে জগতের নায়ক বরুণ! আপনি অনেক বীরবিশিষ্ট; বহুলোকে আপনার স্তুতি করে; আমরা যেন আপনার গৃহে বাস করতে পারি। হে হিংসারহিত দীপ্তিমান্ অদিতি-পুত্রবর্গ! আপনারা আমাদের সখ্যের নিমিত্ত আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন ॥ ৩ ॥

জগতের ধারক অদিতির পুত্র বরুণ প্রকৃষ্টভাবে জল সৃষ্টি করেছেন। বরুণের মহিমায় নদী সকল প্রবাহিত হয়, তারা বিশ্রাম করে না, নিবৃত্ত হয় না। এরা পক্ষীদের মতো বেগে ভূমিতে গমন করে ॥ ৪ ॥

হে বরুণ! আমার পাপ রজ্জুর মতো আমাকে বন্ধন করেছে। তা মোচন করুন। আমরা যেন আপনার জলপূর্ণ নদী প্রাপ্ত হই। (যজ্ঞ) ব্যয়ন কালে আমাদের তন্তু যেন ছিন্ন না হয়; যজ্ঞের মাত্রা সময়ের যেন বিফল না হয় ॥ ৫ ॥

হে বরুণ। আমার নিকট হ'তে ভয় দূর ক'রে দিন। হে সম্রাট্ ও সত্যবান্! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। বৎস হ'তে বন্ধন রজ্জুর মতো আমার হ'তে পাপ মোচন করুন; কারণ আপনার হ'তে পৃথক হয়ে কেউ এক নিমেষের জন্যও আধিপত্য করতে পারে না ॥ ৬ ॥

হে অসুর বরুণ। আপনার যজ্ঞে যারা অপরাধ করে, তাদের যে আয়ুধ সমূহ হিংসা করে, আমাদের যেন সে আয়ুধ হিংসা না করে। আমরা যেন আলোক হ'তে নির্বাসিত না হই; আমাদের জীবনের জন্য হিংসককে বিশ্লিষ্ট করুন ॥ ৭ ॥

হে বহুস্থানে উৎপন্ন বরুণ। আমরা অতীত বর্তমান ও অনাগত কালে আপনার উদ্দেশে নমঃ শব্দ উচ্চারণ (করেছি, করছি এবং) করবো; যেহেতু হে অহিংসনীয় বরুণ। পর্বতের মতো আপনাতে অচ্যুত কর্মসমূহ আশ্রয় ক'রে থাকে ॥ ৮ ॥

হে বরুণ। পূর্বপুরুষগণ যে ঋণ করেছিলেন, তা পরিশোধ করুন; এবং সম্প্রতি আমিও যে ঋণ করছি, তা-ও পরিশোধ করুন। হে বরুণ। আমাকে যেন অন্যের উপার্জিত ধন ভোগ করতে না হয়। অনেক উষা যেন উদিতই হয়নি। হে বরুণ। আমরা যেন সেই সকল উষায় জীবিত থাকতে পারি, এইরকম আজ্ঞা করুন ॥ ৯ ॥

হে রাজা বরুণ। আমি ভীরু, আমাকে বন্ধু অথবা জ্ঞাতি, স্বপ্নদৃষ্ট যে ভয়ঙ্কর কথা বলে, তা হ'তে রক্ষা করুন। তস্কর বা বৃক আমাকে বধ করতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের হ'তে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥

হে বরুণ। আমাকে যেন কোন ধনী ও প্রভূত দানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলতে না হয়। হে রাজন্! আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করবো ॥ ১১ ॥

টীকা — ৯ ঋকে বলা হচ্ছে—ঋণ থাকলে তার পক্ষে উষার উদয় ও অনুদয় প্রায়ই এক, অতএব ঋষি বলছেন অনেক উষাই উদিত হয়নি। সায়ণ ॥ ২৭, ২৮ ও ২৯ সূক্তে অনেকগুলি পবিত্র চিন্তা এবং পাপক্ষয়ের জন্য অনেক হৃদয়গ্রাহী স্তুতি লক্ষিত হয়। বরুণের অনেক স্তুতিতেই এইরকম লক্ষ্য করা যায়। এই ২৮ সূক্তের ৭ ঋকে এবং ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে বরুণকে 'অসুর' ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে। ১।১৩।১-এর টীকায় এই সম্পর্কে বলা হয়েছে। তথাপি স্মরণ করা যেতে পারে যে, ঋগ্বেদের প্রথম ভাগে 'দেবতা' সম্পর্কে অসুর শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলে 'অসুর' শব্দ দেবগণের সম্বন্ধে তিনবার ব্যবহার হয়েছে, যথা,—১ সূক্ত ৬ ঋক্ রুদ্র সম্বন্ধে, ২৭ সূক্ত ১০ ঋক্ বরুণ সম্বন্ধে, ২৮ সূক্ত

৭ ঋক্ বরুণ সম্বন্ধে এবং ৩০ সূক্ত ৪ ঋক্ বলবান্ বৃকদ্বয় সম্পর্কে।

বরুণ সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রথম অষ্টকে প্রদত্ত হয়েছে। ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-বিশেষ 'বরুণ' করুণাবারি বর্ষণকারী, সর্বব্যাপী, অনিষ্টদূরকারী, পরম প্রজ্ঞাযুক্ত দীপ্যমান, অভীষ্টবর্ষী রূপে সর্বত্র চিহ্নিত হয়েছেন।

◆ ◆

— ২৯ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেব। ঋষি : কূর্ম বা গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ধৃতব্রতা আদিত্যা ইষিরা আরে মৎকর্ত রহসূরিবাগঃ।
শৃণ্বতো বরুণ মিত্র দেবা ভদ্রস্য বিদ্বাঁ অবসে হুবে বঃ॥ ১॥
যূয়ং দেবাঃ প্রমতি র্যূয়মোজো যূয়ং দ্বেষাংসি সনুত র্যুযোত।
অভিক্ষত্তারো অভি চ ক্ষমধ্বমদ্যা চনো মৃলয়তাপরং চ॥ ২॥
কিমূনু বঃ কৃণবামাপরেণ কি সনেন বসব আপ্যেন।
যূয়ং নো মিত্রাবরুণাদিতে চ স্বস্তিমিন্দ্রামরুতো দধাত॥ ৩॥
হয়ে দেবা যূয়মিদাপয়ঃ স্থ তে মৃলত নাধমানায় মহ্যম্।
মা বো রথো মধ্যমবাড়ৃতে ভূন্মা যুষ্মাবৎস্বাপিষু শ্রমিষ্ম॥ ৪॥
প্র ব একো মিমিয় ভূর্যাগো যন্মা পিতেব কিতবং শশাস।
আরে পাশা আরে অঘানি দেবা মা মাধি পুত্রে বিমিব গ্রভীষ্ট॥ ৫॥
অর্বাঞ্চো অদ্যা ভবতা যজত্রা আ বো হার্দি ভয়মানো ব্যয়েয়ম্।
ত্রাধ্বং নো দেবা নিজুরো বৃকস্য ত্রাধ্বং কর্তাদবপদো যজত্রাঃ॥ ৬॥
মাহং মঘোনো বরুণ প্রিয়স্য ভূরিদাব্ন আ বিদং শূনমাপেঃ।
মা রায়ো রাজন্ত্সুযমাদব স্থাং বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে ব্রতধারী, শীঘ্রগমনশীল, সকলের প্রার্থনীয় আদিত্যগণ। গুপ্ত প্রসবিনীর গর্ভের মতো আমার অপরাধ দূরদেশে নিক্ষেপ করুন। হে মিত্র ও বরুণ। আপনাদের মঙ্গলকার্য জেনে অবগত হয়ে রক্ষার নিমিত্ত আপনাদের আহ্বান করছি; আপনারা আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন॥১॥

হে দেববৃন্দ। আপনারা অনুগ্রহকারী এবং আপনারাই বল; আপনারা দ্বেষকারীবৃন্দকে আমাদের নিকট হ'তে পৃথক করুন; আপনারা শত্রুহিংসক শত্রুবর্গকে পরাভব করুন। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালে আমাদের সুখী করুন॥২॥

হে দেববর্গ। এই ক্ষণে অথবা পরবর্তী কালে আমরা আপনাদের কি কার্যসাধন করতে পারি। হে বসুগণ। সনাতন প্রাপ্তব্য কার্যের দ্বারা আমরা আপনাদের কি কার্যসাধন করতে পারি। হে মিত্রাবরুণ। হে অদিতি। হে ইন্দ্র ও মরুৎগণ। আপনারা আমাদের মঙ্গল করুন॥৩॥

হে দেবগণ। আপনারাই আমাদের বন্ধু, আমি আপনাদের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করছি, আমার প্রতি সদয় হোন। আপনাদের রথ আমাদের যজ্ঞে আগমন করতে যেন মন্দগতি না হয়। আপনাদের মতো বন্ধু প্রাপ্ত হয়ে আমরা যেন শ্রান্ত না হই ॥ ৪ ॥

হে দেবগণ। আপনাদের মধ্যে একজন হয়ে আমি অনেক পাপ নষ্ট করেছি। পিতা যেমন বিপথগামী পুত্রকে উপদেশ দান করে, সেইরকম আপনারা আমাকে উপদেশ দান করেছেন। হে দেবগণ। আপনাদের পাশ সকল ও পাপ সমূহ দূরে অবস্থিত হোক। ব্যাধ যেমন শাবকের সম্মুখে পক্ষীকে হিংসা করে, সেইভাবে আমাকে হিংসা করবেন না ॥ ৫ ॥

হে পূজনীয় দেববৃন্দ। অদ্য আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। আমি ভীত হয়ে আপনাদের হৃদয়ে অবস্থিত আশ্রয় লাভ করবো। হে দেববৃন্দ। বৃকের হস্তে বধ হ'তে আমাদের রক্ষা করুন। হে পূজনীয়গণ। যে আমাদের আপদে নিক্ষেপ করে, তার হস্ত হ'তে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

হে বরুণ। আমাকে যেন কোন ধনী এবং প্রভূত দানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলতে না হয়। হে রাজন্। আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করবো ॥ ৭ ॥

টীকা — ১ ঋকে মূলে 'রহসূঃ ইব' আছে। এই সম্পর্কে সায়ণ বলছেন—অন্যের অজ্ঞাতে দূর প্রদেশে ব্যভিচারিণী নারী যেমন গর্ভপাত করে, তেমন॥—বিশ্বদেব অর্থে সকল দেবতা। সকল দেবতাই ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ মাত্র। এঁরা সকলেই রক্ষক, প্রতি ও কর্মফলদাতা। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বদেব অর্থে দেবতাবিশেষও বলা হয়।

◆ ◆

— ৩০ সূক্ত —

[দেবতা : ১ ঋক্ হ'তে ৫ ঋক্ পর্যন্ত ইন্দ্র; ৬ ঋক্ সোম ও ইন্দ্র; ৭ ঋক্ ইন্দ্র; ৮ ঋক্ সরস্বতী ও ইন্দ্র; ৯ ঋক্ বৃহস্পতি; ১০ ঋক্ ইন্দ্র; ১১ ঋক্ মরুৎগণ। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

ঋতং দেবায় কৃণ্বতে সবিত্র ইন্দ্রায়াহিঘ্নে ন রমন্ত আপঃ।
অহরহ র্যাত্যক্তুরপাং কিয়াত্যা প্রথমঃ সর্গ আসাম্॥ ১॥
যো বৃত্রায় সিনমত্রাভরিষ্যৎ প্র তং জনিত্রী বিদুষ উবাচ।
পথো রদন্তীরনু জোষমস্মৈ দিবে দিবে ধুনয়ো যন্ত্যর্থম্॥ ২॥
ঊর্ধ্বো হ্যস্থাদধ্যন্তরিক্ষেঽধা বৃত্রায় প্র বধং জভার।
মিহং বসান উপ হীমদুদ্রোত্তিগ্মায়ুধো অজয়চ্ছত্রুমিন্দ্রঃ॥ ৩॥
বৃহস্পতে তপুষাশ্নেব বিধ্য বৃকদ্বরসো অসুরস্য বীরান্।
যথা জঘন্থ ধৃষতা পুরা চিদেবা জহি শত্রুমস্মাকমিন্দ্রঃ॥ ৪॥
অবক্ষিপ দিবো অশ্মানমুচ্চা যেন শত্রুং মন্দসানো নিজূর্বাঃ।
তোকস্য সাতৌ তনয়স্য ভূরেরস্মাঁ অর্ধং কৃণুতাদিন্দ্র গোনাম্॥ ৫॥

প্র হি ক্রতুং বৃহথো যং বনুথো রধ্রস্য স্থো যজমানস্য চোদৌ।
প্র হি ক্রতুং বৃহথো যং বনুথো রধ্রস্য স্থো যজমানস্য চোদৌ। ইন্দ্রাসোমা যুবমস্মাঁ অবিষ্টমস্মিন্ ভয়স্থে কৃণুতমু লোকম্॥ ৬॥

ন মা তমন্ন শ্রমন্নোত তন্দ্রন্ন বোচাম মা সুনোতেতি সোমম্।
যো মে পৃণাদ্যো দদদ্যো নিবোধাদ্যো মা সুন্বন্তমুপ গোভিরায়ৎ॥ ৭॥

সরস্বতী ত্বমস্মাঁ অবিড্ঢি মরুত্বতী ধৃষতী জেষি শত্রূন্।
ত্যং চিচ্ছর্ধন্তং তবিষীয়মাণমিন্দ্রো হন্তি বৃষভং শণ্ডিকানাম্॥ ৮॥

যো নঃ সনুত্য উত বা জিঘত্নুরভিখ্যায় তং তিগিতেন বিধ্য।
বৃহস্পত আয়ুধৈর্জেষি শত্রূন্দ্রুহে রীষন্তং পরি ধেহি রাজন্॥ ৯॥

অস্মাকেভিঃ সত্বভিঃ শূর শূরৈর্বীর্যা কৃধি যানি তে কর্ত্বানি।
জ্যোগভূবন্ননুধূপিতাসো হত্বী তেষামা ভরা নো বসূনি॥ ১০॥

তৌ বঃ শর্ধং মারুতং সুম্নযুর্গিরোপ ব্রুবে নমসা দৈব্যং জনম্।
যথা রয়িং সর্ববীরং নশামহা অপত্যসাচং শ্রুত্যং দিবেদিবে॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — বৃষ্টিকারী দ্যুতিমান্, সকলের প্রেরক, অহিবিনাশক ইন্দ্রের যাগের নিমিত্ত জল কখনও বিরত হয় না, তাদের স্রোত প্রত্যহ চলছে। কোন্ সময়ে তাদের প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল? ॥১॥

জননী অদিতি অভিজ্ঞ ইন্দ্রকে, যে ব্যক্তি বৃত্রের উদ্দেশে অন্নপ্রদান করেছিল, তার কথা ব'লে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের ইচ্ছা অনুসারে নদীসমূহ তাদের পথ খনন করতে করতে প্রতিদিন সমুদ্র অভিমুখে গমন করে ॥২॥

যেহেতু বৃত্র অন্তরীক্ষে উন্নত হয়ে সমুদয় পদার্থকে ব্যাপ্ত করেছিল, অতএব ইন্দ্র তার প্রতি ব[illegible] নিক্ষেপ করলেন। বৃত্র বৃষ্টিপ্রদ মেঘে আচ্ছাদিত হয়ে ইন্দ্রের অভিমুখে প্রধাবিত হলো; তখন তী[illegible] আয়ুধধারী ইন্দ্র শত্রুকে জয় করলেন ॥৩॥

হে বৃহস্পতি! বজ্রের মতো দীপ্ত অস্ত্রের দ্বারা বলবান্ বৃকদ্বয়ের পুত্রদের বিদ্ধ করুন। হে ইন্দ্র! পূর্বকালে আপনি যেমন বলের দ্বারা শত্রুদের জয় করেছিলেন, এই ক্ষণে সেইরকম আমাদে[র] শত্রুদের বিনাশ করুন ॥৪॥

হে ইন্দ্র! আপনি উর্ধ্বে অবস্থিত; স্তোতাগণ আপনার স্তব করলে আপনি যার দ্বারা শত্রুগণকে বিনাশ করেছিলেন, সেই প্রস্তরের মতো কঠিন বজ্র দ্যুলোক হ'তে নিম্ন অভিমুখে ক্ষেপ করে[ন]। আমরা যাতে প্রভূত পুত্র, পৌত্র ও গোধন লাভ করতে পারি, আপনি সেইরকম আমাদের সর্ব[illegible] সম্পাদন করুন ॥৫॥

হে ইন্দ্র ও সোম! আপনারা যাকে হিংসা করেন, সেই দ্বেষকারীকে উন্মূলীত করুন; আপনার যজমানবর্গকে শত্রুগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করুন। হে ইন্দ্র ও সোম! আপনারা আমাকে রক্ষা করুন, এই ভয়স্থানে ভয়শূন্য স্থান নির্মাণ করুন ॥৬॥

ইন্দ্র যেন আমাকে ক্লেশ দান না করেন, শ্রান্ত না করেন, আলস্যযুক্ত না করেন। আমরা যে[ন] কখনও না বলি যে, সোমের অভিষব করো না। ইন্দ্র আমার অভিলাষ পূরণ করেন, অভীষ্ট [illegible] করেন, যজ্ঞ অবগত হন; তিনি গোসমূহ গ্রহণ ক'রে (যেন) অভিষবকারীর নিকট উপস্থিত হন ॥৭॥

হে সরস্বতী! আপনি আমাদের রক্ষা করুন; মরুৎগণের সাথে একত্রিত হয়ে দৃঢ়তা সহকারে শত্রুবর্গকে জয় করুন। ইন্দ্র শৌর্যের জন্য অভিমানী, স্পর্ধাবান্ শণ্ডিকগণের প্রধানকে হনন করেছিলেন ॥৮॥

হে বৃহস্পতি! যে অন্তর্হিত দেশে লুক্কায়িত হয়ে আমাদের প্রাণানাশ করতে অভিলাষী, তাকে অন্বেষণপূর্বক তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ করুন; আয়ুধের দ্বারা আমাদের শত্রুবৃন্দকে জয় করুন। হে রাজা বৃহস্পতি! দ্রোহকারীর বিরুদ্ধে প্রাণনাশক বজ্র চারিদিকে নিক্ষেপ করুন ॥ ৯ ॥

হে শূর ইন্দ্র! আমাদের শত্রুনাশক শূরবৃন্দের সাথে আপনার সম্পাদ্য বীরকার্য সমূহ সম্পন্ন করুন। আমাদের শত্রুবৃন্দ বহুদিন গর্বে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। তাদের বিনাশ ক'রে তাদের ধন আমাদের প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

হে মরুৎগণ! আমরা সুখের অভিলাষে স্তুতি ও নমস্কারের দ্বারা আপনাদের দৈব ও প্রাদুর্ভূত এবং একীকৃত বলের স্তুতি ক'রি। আমরা যেন তার দ্বারা প্রত্যহ বীরবিশিষ্ট অপত্য-সমন্বিত প্রশংসনীয় ধন উপভোগ করতে পারি ॥ ১১ ॥

টীকা — ৪ ঋকে মূলে 'বৃকদ্বয়সঃ অসুরস্য' আছে। অর্থাৎ বলবান্ বৃকদ্বয়। ৮ ঋকে উল্লেখিত শণ্ডিকগণ কা'রা? বোধ হয় এরা আর্যগণের শত্রুসম্প্রদায়ভুক্ত কোন জাতি হবে। এর পরের দু'টি ঋকেও সেই অনার্য শত্রুদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। সায়ণ লিখেছেন 'শণ্ডামর্কৌ অসুরপুরহিতৌ'। কিন্তু অসুর পুরোহিত শণ্ডামর্কের পৌরাণিক গল্প ঋগ্বেদ রচনার সময় কল্পিত হয়নি, এবং শণ্ডামর্কের নাম সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে কোনও স্থানেই নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে শণ্ড ও মর্ককে অসুরগুরু শুক্রাচার্যের দুই পুত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে, ভ.৭.৫.১। শুক্লযজুর্বেদে মহীধরও এদের শুক্রপুত্র নামে অভিহিত করেছেন, শুক্লযজুর্বেদ ৭.১২।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে স্মরণ করা যেতে পারে ইন্দ্র, সোম, সরস্বতী, বৃহস্পতি, মরুৎগণ— এঁরা সকলেই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই বিভূতি-বিকাশ মাত্র। এঁদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনা সেই একেশ্বরেরই উদ্দেশে নিবেদিত হয়েছে।

◆ ◆

— ৩১ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেব। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

অস্মাকং মিত্রাবরুণাবতং রথমাদিত্যৈ রুদ্রৈর্বসুভিঃ সচাভুবা।
প্র যদ্বয়ো ন পপ্তন্বস্মনস্পরি শ্রবস্যবো হৃষীবন্তো বনর্ষদঃ ॥ ১ ॥
অধ স্মা ন উদবতা সজোষসো রথং দেবাসো অভি বিক্ষু বাজয়ুম্।
যদাশবঃ পদ্যাভিস্তিত্রতো রজঃ পৃথিব্যাঃ সানৌ জঙ্ঘনন্ত পাণিভিঃ ॥ ২ ॥
উত স্য ন ইন্দ্রো বিশ্বচর্ষণির্দিবঃ শর্ধেন মারুতেন সুক্রতুঃ।
অনু নু স্থাত্যবৃকাভিরূতিভী রথং মহে সনয়ে বাজসাতয়ে ॥ ৩ ॥

উত স্য দেবো ভুবনস্য সক্ষণিস্ত্বষ্টা গ্নাভিঃ সজোষা জূজুবদ্রথম্।
ইলা ভগো বৃহদ্দিবোত রোদসী পূষা পুরন্ধিরশ্বিনাবধা পতী॥ ৪॥
উত ত্যে দেবী সুভগে মিথূদৃশোষাসানক্তা জগতামপীজুবা।
স্তুষে যদ্বাং পৃথিবি নব্যা বচঃ স্থাতুশ্চ বয়স্ত্রিবয়া উপস্তিরে॥ ৫॥
উত বঃ শংসমুশিজামিব শ্মস্যহির্বুধ্ন্যোজ একপাদুত।
ত্রিত ঋভুক্ষাঃ সবিতা চনো দধেহপাং নপাদাশুহেমা ধিয়া শমি॥ ৬॥
এতা বো বশ্ম্যুদ্যতা যজত্রা অতক্ষন্নায়বো নব্যসে সম্।
শ্রবস্যবো বাজং চকানাঃ সপ্তির্ন রথ্যো অহ ধীতিমশ্যাঃ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — যখন আমাদের রথ অন্নের অভিলাষী, মদমত্ত, বননিবদ্ধ পক্ষীগণের মত নিবাসস্থান হ'তে অন্য স্থানে গমন করে, তখন হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা আদিত্য, রুদ্র, বসুবৃন্দের সাথে মিলিত হয়ে তা রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

হে সমান প্রীতিযুক্ত দেববর্গ! এই ক্ষণে আমাদের রথ রক্ষা করুন, ঐটি অন্নের অন্বেষণে জনপদে গমন করেছে। ঐ রথে যোজিত অশ্ব সমূহ পাদক্ষেপের দ্বারা পথ অতিক্রম করছে, এবং বিস্তীর্ণ ভূমির উন্নত প্রদেশ আঘাত করছে ॥ ২ ॥

অথবা সর্বদর্শী ইন্দ্র মরুৎবর্গের পরাক্রমে উক্ত কর্ম সম্পাদনপূর্বক স্বর্গলোক হ'তে আগমন ক'রে হিংসারহিত আশ্রয় দানের দ্বারা মহাধন ও অন্নলাভের জন্য আমাদের রথের অনুকূল হোন ॥ ৩ ॥

অথবা ভুবনের সেবনীয় সেই ত্বষ্টাদেব দেবপত্নীবৃন্দের সাথে প্রীতিযুক্ত হয়ে আমাদের রথ চালিত করুন। ইলা, মহাদীপ্তি ভগ, দ্যাবাপৃথিবী, বহুধী পূষা ও সূর্যার দুই স্বামী অশ্বিদ্বয় আমাদের এই রথ চালিত করুন ॥ ৪ ॥

অথবা প্রসিদ্ধা, দ্যুতিমতী, সুভগা, পরস্পরদর্শিনী ও জীববৃন্দের প্রেরণকর্ত্রী উষা ও নক্ত আমাদের রথ চালিত করুন। হে আকাশ ও পৃথিবী! তোমাদের দু'জনকে নূতন স্তুতির দ্বারা স্তব করছি, স্থাবর অন্ন প্রদান করছি; আমার তিনরকম অন্ন আছে ॥ ৫ ॥

হে দেববর্গ! আপনারা আমাদের স্তুতি করেন, আমরা আপনাদের স্তুতি করতে ইচ্ছা করি। অহির্বুধ্ন্য, অজ একপাৎ, ত্রিত, ঋভুক্ষা ও সবিতা আমাদের অন্ন প্রদান করুন। শীঘ্রগামী জলের নপ্তা আমাদের স্তুতির দ্বারা প্রীত হোন ॥ ৬ ॥

হে যজনীয় বিশ্বদেবগণ! আমি আপনাদের স্তুতি উচ্চারণ করতে বাসনা করি। আপনারা সর্বাপেক্ষা স্তুতির যোগ্য। অন্ন ও বলের অভিলাষী মানুষগণ আপনাদের জন্য স্তুতি রচনা করেছে। রথে অশ্বের মতো, আপনাদের সকল গোষ্ঠী আমাদের জন্য আগমন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — ৪ ঋকে অশ্বিদ্বয়কে সূর্যকন্যা সূর্যার স্বামী বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অশ্বিদ্বয় দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে সকল দেবতাকে পরাভূত ক'রে সূর্যাকে লাভ করেছিলেন। ৫ ঋকের 'তিনরকম অন্ন' অর্থে সায়ণ বলেছেন—ওষধি, পশু ও সোম। 'স্থাবর অন্ন' অর্থাৎ 'ব্রীহ্যাদেঃ সম্বন্ধি বয়ঃ অন্নং'। উইলসন বলেছেন—স্থায়ী বা স্থির শস্য (যেমন ধান, গম ইত্যাদি)॥ ৬ ঋকে 'অহির্বুধ্ন্য' সম্পর্কে সায়ণাচার্যের মত—'বুধ্ন্য' শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে জাত; অতএব 'অহির্বুধ্ন্য' শব্দের অর্থ

অন্তরীক্ষে জাত আহিনামক দেবতা। তিনি বলেন অজ একপাৎ অর্থে সূর্য। পণ্ডিতবর রোথ ও বোটলিং বলেন 'অহির্বুধ্ন্য' অন্তরীক্ষবাসী অহি এবং 'অজ একপাত' এক পদ বিশিষ্ট বাত্যা দেব। 'ত্রিত' সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সায়ণ ককুহা অর্থে উরুনিবাস ইন্দ্র করেছেন।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রথম অষ্টকে এবং অপরাপর সূক্তে দেওয়া হয়েছে।

◆ ◆

— ৩২ সূক্ত —

[দেবতা : ১ ঋক্ দ্যাবাপৃথিবী; ২ ও ৩ ঋক্ ইন্দ্র; ৪ ও ৫ ঋক্ রাকা; ৬ ও ৭ ঋক্ সিনীবালী; ৮ ঋক্ গুঙ্গূ সিনীবালী, রাকা, সরস্বতী, ইন্দ্রাণী ও বরুণানী নাম্নী ছয়জন দেবী। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী, অনুষ্টুপ্।]

অস্য মে দ্যাবাপৃথিবী ঋতায়তো ভূতমবিত্রী বচসঃ সিষাসতঃ।
যয়োরায়ুঃ প্রতরং তে ইদং পুর উপস্তুতে বসূয়ুর্বাং মহো দধে॥ ১॥
মা নো গুহ্যা রিপ আয়োরহন্দভন্মা ন আভ্যো রীরধো দুচ্ছুনাভ্যঃ।
মা নো বি যৌঃ সখ্যা বিদ্ধি তস্য নঃ সুম্নায়তা মনসা তত্ত্বেমহে॥ ২॥
অহেলতা মনসা শ্রুষ্টিমা বহ দুহানাং ধেনুং পিপ্যুষীমসশ্চতম্।
পদ্যাভিরাশুং বচসা চ বাজিনং ত্বাং হিনোমি পুরুহূত বিশ্বহা॥ ৩॥
রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা।
সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যম্॥ ৪॥
যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভি র্দদাসি দাশুষে বসূনি।
তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে ররাণা॥ ৫॥
সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যা দেবানামসি স্বসা।
জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবি দিদিড্ঢি নঃ॥ ৬॥
যা সুবাহুঃ স্বঙ্গুরিঃ সুষূমা বহুসূবরী।
তস্যৈ বিশ্পত্ন্যৈ হবিঃ সিনীবাল্যৈ জুহোতন॥ ৭॥
যা গুঙ্গূর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী।
ইন্দ্রাণীমহ্ব ঊতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে দ্যাবাপৃথিবী। যে স্তোতা যজ্ঞ করতে ও আপনাদের প্রীত করতে অভিলাষ করে আপনারা তাদের আশ্রয়স্বরূপ হন। আপনাদের অন্ন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দ্যাবাপৃথিবীকে সকলে স্তব করে; আমি অন্নকাম হয়ে মহা স্তোত্রের দ্বারা আপনাদের স্তব করবো ॥ ১॥

হে ইন্দ্র। শত্রুর গুপ্ত মায়া আমাদের যেন দিবসে অথবা রাত্রিতে হিংসা করতে না পারে; আমাদের কষ্টদায়ক শত্রুসেনার বশীভূত করবেন না, আমাদের বন্ধুতা বিযুক্ত করবেন না, মনে

... আমাদের সখ্যের কথা মনে রাখবেন, আমরা আপনার নিকট
মনে আমাদের সুখ আকাঙ্ক্ষা ক'রে আমাদের সখ্যের কথা মনে রাখবেন, আমরা আপনার নিকট
এই যাচ্ঞা ক'রি ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! ক্রোধরহিত মনে সুখকরী, দুগ্ধবতী, স্থূলকলেবরা দুগ্ধাঙ্গী ধেনুকে নীত করুন। হে ইন্দ্র! আপনাকে সকলে আহ্বান করে; আপনি পদত্রজে দ্রুতগামী এবং দ্রুতভাষী। আমি বারিদিন আপনার স্তব ক'রি ॥ ৩ ॥

আমি উৎকৃষ্ট স্তুতির দ্বারা আহ্বানের যোগ্য রাকা দেবীকে আহ্বান ক'রি। তিনি সুভগা; আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন এবং স্বয়ংই আমাদের অভিপ্রায় অবগত হয়ে অচ্ছিদ্যমান সূচির দ্বারা আমাদের কর্ম ব্যয়ন করুন এবং বিক্রান্ত, বহুধনবিশিষ্ট ও বীর্যমান্ পুত্র দান করুন ॥ ৪ ॥

হে রাকা দেবী! আপনার যে সুন্দর অনুগ্রহের দ্বারা আপনি হব্য দাতাকে ধন দান করেন, অদ্য প্রসন্ন মনে সেই অনুগ্রহের সাথে আগমন করুন। হে শোভন-ভাগ্যবতী! আপনি সহস্র প্রকারে আমারে পুষ্টিবর্ধন ক'রে থাকেন ॥ ৫ ॥

হে পৃথুজঘ্না সিনীবালী! আপনি দেববৃন্দের ভগ্নী; প্রদত্ত হব্য সেবা করুন, এবং আমাদের অপত্য সমৃদ্ধ করুন ॥ ৬ ॥

সিনীবালী সুবাহু, সুন্দর অঙ্গুলিবিশিষ্ট, সুপ্রসবিনী, এবং বহু প্রসবিত্রী; সেই লোকপালিনী সিনীবালীর উদ্দেশে হব্য প্রদান করো ॥ ৭ ॥

যিনি গুঙ্গু, যিনি সিনীবালী, যিনি রাকা এবং যিনি সরস্বতী, তাঁদের আহ্বান ক'রি। আমি আশ্রয়ের নিমিত্ত ইন্দ্রাণীকে এবং সুখের জন্য বরুণানীকে আহ্বান ক'রি ॥ ৮ ॥

টীকা — ৪ ও ৫ ঋকের 'রাকা' হ'লেন 'পূর্ণিমা রাত্রি'। রাকাদেবীর কর্ম ব্যয়ন প্রসঙ্গে এঁদের বক্তব্য—'She is however, closely connected with parturition, as she is asked to 'sew the work' (apparently the formation of the embryo) 'with an unfailing needle,' and to bestow a son with abundant wealth.—Muir's Sanskrit Text vol. V (1884) P. 346. ॥ ৬ ঋকের 'পৃথুজঘ্না সিনীবালী' প্রসঙ্গে সায়ণ বলছেন—'দৃষ্টচন্দ্রামাবস্যা সিনীবালী।' নৈরুক্তগণ বলেন সিনীবালী ও কুহূ দুজন দেবপত্নী। যাজ্ঞিকগণ বলেন তাঁরা দু'টি অমাবস্যা। 'Sinibali is, however, also connected with parturition.'—Muir's Sanskrit Text. vol. V (1884) P. 346. ॥ ৮ ঋকের 'গুঙ্গু' শব্দের দ্বারা রাকা ও সিনীবালীর সহচরী 'কুহূ' বোঝাচ্ছে। সায়ণ। কুহূর নাম অবশ্য ঋগ্বেদে কোনও স্থানে নেই।

◆ ◆

— ৩৩ সূক্ত —

[দেবতা : রুদ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ তে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতু মা নঃ সূর্যস্য সন্দৃশো যুযোথাঃ।
অভি নো বীরো অর্বতি ক্ষমেত প্র জায়েমহি রুদ্র প্রজাভিঃ ॥ ১ ॥
ত্বাদত্তেভি রুদ্র শন্তমেভিঃ শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ।
ব্যস্মদ্দ্বেষো বিতরং ব্যংহো ব্যমীবাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ ॥ ২ ॥

শ্রেষ্ঠো জাতস্য রুদ্র শ্রিয়াসি তবস্তমস্তবসাং বজ্রবাহো।
পর্ষি ণঃ পারমংহসঃ স্বস্তি বিশ্বা অভীতী রপসো যুযোধি॥ ৩॥
মা ত্বা রুদ্র চুক্রুধামা নমোভি র্মা দুষ্টুতী বৃষভ মা সহূতী।
উন্নো বীরাঁ অর্পয় ভেষজেভি র্ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি॥ ৪॥
হবীমভি র্হবতে যো হবির্ভিরব স্তোমেভী রুদ্রং দিষীয়।
ঋদূদরঃ সুহবো মা নো অস্যৈ বভ্রুঃ সুশিপ্রো রীরধন্মনায়ৈ॥ ৫॥
উন্মা মমন্দ বৃষভো মরুত্বান্ত্বক্ষীয়সা বয়সা নাধমানম্।
ঘৃণীব ছায়ামরপা অশীয়া বিবাসেয়ং রুদ্রস্য সুম্নম্॥ ৬॥
ক্বস্য তে রুদ্র মৃলয়াকুর্হস্তো যো অস্তি ভেষজো জলাষঃ।
অপভর্তা রপসো দৈব্যস্যাভী নু মা বৃষভা চক্ষমীথাঃ॥ ৭॥
প্র বভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে মহো মহীং সুষ্টুতিমীরয়ামি।
নমস্যা কল্মলীকিনং নমোভি গৃণীমসি ত্বেষং রুদ্রস্য নাম॥ ৮॥
স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ।
ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরে র্ন বা উ যোষদ্রুদ্রাদসুর্যম্॥ ৯॥
অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্।
অর্হন্নিদং দয়সে বিশ্বমভ্বং ন বা ওজীয়ো রুদ্রত্বদস্তি॥ ১০॥
স্তুহি শ্রুতং গর্তসদং যুবানং মৃগং ন ভীমমুপহত্নুমুগ্রম্।
মৃলা জরিত্রে রুদ্র স্তবানোঽন্যং তে অস্মন্নি বপন্তু সেনাঃ॥ ১১॥
কুমারশ্চিৎ পিতরং বন্দমানং প্রতি নানাম রুদ্রোপয়ন্তম্।
ভূরে র্দাতারং সৎপতিং গৃণীষে স্তুতস্ত্বং ভেষজা রাস্যস্মে॥ ১২॥
যা বো ভেষজা মরুতঃ শুচীনি যা শন্তমা বৃষণো যা ময়োভু।
যানি মনুরবৃণীতা পিতা নস্তা শঞ্চ যোশ্চ রুদ্রস্য বশ্মি॥ ১৩॥
পরি ণো হেতী রুদ্রস্য বৃজ্যাঃ পরি ত্বেষস্য দুর্মতি র্মহী গাৎ।
অব স্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মীঢ়বস্তোকায় তনয়ায় মৃল॥ ১৪॥
এবা বভ্রো বৃষভ চেকিতান যথা দেব ন হৃণীষে ন হংসি।
হবনশ্রুন্নো রুদ্রেহ বোধি বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — হে মরুৎবর্গের পিতা (রুদ্র)। আপনার প্রদত্ত সুখ আমাদের নিকট আগমন করুক; আপনি সূর্য দর্শন হ'তে আমাদের পৃথক করবেন না; আমাদের বীর পুত্রগণ শত্রুবর্গকে অভিভূত করুক। হে রুদ্র! আমরা যেন পুত্র পৌত্র ইত্যাদিতে অনেক সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই ॥ ১ ॥

হে রুদ্র! আমরা যেন আপনার দত্ত সুখকর ওষধির দ্বারা শত বৎসর জীবিত থাকতে পারি। আপনি আমাদের শত্রুবর্গকে বিনাশ করুন, আমার পাপ একেবারে বিদূরিত করুন, এবং সর্বশরীরব্যাপী ব্যাধিপুঞ্জকেও বিদূরিত করুন ॥ ২ ॥

হে রুদ্র! আপনি ঐশ্বর্যে সকলের শ্রেষ্ঠ। হে বজ্রবাহু! প্রবৃদ্ধবর্গের মধ্যে আপনি অতিশয় প্রবৃদ্ধ; আপনি আমাদের পাপের পরতীরে নীত করুন, পাপ যেন আমাদের নিকট না গমন করে ॥৩॥

হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র! আমরা যেন অন্যায় নমস্কারের দ্বারা অথবা অন্যায় স্তুতির দ্বারা অথবা বিসদৃশ দেববর্গের সাথে আহ্বানের দ্বারা আপনাকে ক্রুদ্ধ না ক'রি। আপনি আমাদের পুত্রগণকে ওষধির দ্বারা পরিপুষ্ট করুন; আমি শ্রুত হয়েছি যে, আপনি ভিষক্‌বর্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ॥৪॥

যে রুদ্র হব্য সম্বলিত আহ্বানের দ্বারা আহুত হন, আমি স্তোত্রের দ্বারা তাঁকে অপগতক্রোধ করবো। কোমল-উদরসম্পন্ন, শোভন আহ্বানবিশিষ্ট, বভ্রুবর্ণ ও সুনাসিক রুদ্র আমাদের যেন তাঁর জিঘাংসাবৃত্তির বিষয়ীভূত না করেন ॥৫॥

আমি প্রার্থনা করছি, অভিষ্টবর্ষী মরুৎবিশিষ্ট রুদ্র আমাকে দীপ্ত অন্নের দ্বারা তৃপ্ত করুন। রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তি যেমন ছায়া লাভ করে, আমি সেইরকম পাপশূন্য হয়ে রুদ্রদত্ত সুখ লাভ করবে এবং রুদ্রের পরিচর্যা করবো ॥৬॥

হে রুদ্র! আপনার সেই সুখপ্রদ হস্ত কোথায়, যে হস্তে আপনি ভেষজ প্রস্তুত ক'রে সকলকে সুখী করেন? হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র! আপনি দৈবপাপের বিনাশক হয়ে আমাকে শীঘ্রই ক্ষমা করুন ॥৭॥

বভ্রুবর্ণ, অভীষ্টবর্ষী, শ্বেত আভাযুক্ত রুদ্রের উদ্দেশে অতি মহৎ স্তুতি উচ্চারণ ক'রি। হে স্তোতা! তেজবিশিষ্ট রুদ্রকে নমস্কারের দ্বারা পূজা করো; আমরা তাঁর উজ্জ্বল নাম সংকীর্তন করি ॥৮॥

দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র ও বভ্রুবর্ণ রুদ্র দীপ্ত হিরণ্ময়ের অলঙ্কারে শোভিত হচ্ছেন। রুদ্র সমস্ত ভুবনের অধিপতি এবং ভর্তা; তাঁর বল পৃথক্‌কৃত হয় না ॥৯॥

হে অর্চনার্হ! আপনি ধনুর্বাণধারী; হে অর্চনার্হ! আপনি নানা রূপবিশিষ্ট ও পূজনীয় নিষ্ক (অর্থাৎ বক্ষ-ভূষণ) ধারণ করেছেন; হে অর্চনার্হ! আপনি সমস্ত বিস্তীর্ণ জগৎকে রক্ষা করছেন; আপনার অপেক্ষা অধিক বলবান্ আর কেউ নেই ॥১০॥

হে স্তোতা! প্রখ্যাত, রথস্থিত, যুবা, পশুর মতো ভয়ঙ্কর ও শত্রুগণের বিনাশক, উগ্র রুদ্রকে স্তব করো। হে রুদ্র! আমরা স্তব করলে আপনি আমাদের সুখী করেন; আপনার সেনা শত্রুকে বিনাশ করুক ॥১১॥

পিতা আশীর্বাদ করবার সময় পুত্র যেমন তাঁকে নমস্কার করে; সেই রকম হে রুদ্র! আপনার আগমনের সময় আমরা আপনাকে নমস্কার করছি। হে রুদ্র! আপনি বহুধনদাতা এবং সাধুজনের পালক; আমরা স্তব করলে আমাদের ঔষধ প্রদান করুন ॥১২॥

হে মরুৎবর্গ! আপনাদের যে নির্মল ঔষধ আছে, হে অভীষ্টবর্ষীগণ! আপনাদের যে ঔষধ অত্যন্ত সুখকর ও সুখপ্রদ, যে ঔষধ আমাদের পিতা মনু মনোনীত করেছিলেন, রুদ্রের সেই সুখকর, ভয়হারী ঔষধ আমরা কামনা করছি ॥১৩॥

রুদ্রের হেতি (অর্থাৎ অস্ত্র) আমাদের পরিত্যাগ করুক। দীপ্ত রুদ্রের মহতী দুর্মতিও আমাদের পরিত্যাগ করুক। হে সেচনসমর্থ রুদ্র! ধনবান্ যজমানবৃন্দের প্রতি আপনার ধনুর জ্যা শিথিল করুন, এবং আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে সুখী করুন ॥১৪॥

হে অভীষ্টবর্ষী, বভ্রুবর্ণ, দীপ্তিমান্, সর্বজ্ঞ ও আমাদের আহ্বান শ্রবণকারী রুদ্র! আপনি আমাদের সম্বন্ধে এই স্থলে এই রকম বিবেচনা করবেন, যেন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হন, এবং আমাদের

বিনাশ না করেন। আমরা পুত্র-পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করবো ॥ ১৫ ॥

টীকা — ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-বিকাশমাত্র রুদ্র দেবতা হলেন অনন্তস্বরূপ, অভীষ্টপূরক, সংসার-দুঃখ-বিনাশের জন্য কঠোর মূর্তিধারী। প্রথম অষ্টকে এঁর স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা আছে। পরবর্তী কালে রুদ্র দেবতাকে শিবরূপে পূজা করা হয়। পৌরাণিক যুগে রুদ্রদেবতা একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত, যথা—অজৈকপাদ অহিব্রধ্ন (বা অহির্বুধ্ন), বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর। মতান্তরে,—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর। শিবরূপে রুদ্রের অর্চনামন্ত্র ঋগ্বেদে নেই।—স্মরণ করা যেতে পারে, ১ম মণ্ডলের ১০ ঋকে অগ্নিকে রুদ্র বলা হয়েছে। যাস্ক ও সায়ণ উভয়েই রুদ্র অর্থে অগ্নিকে চিহ্নিত করেছেন। ১ম মণ্ডলের ৩৯ সূক্তের ৪ ঋকে আবার মরুৎগণকে রুদ্রের পুত্র বলা হয়েছে। রুদ্ ধাতুর একটি অর্থ শব্দ করা অথবা গর্জন করা বা রোদন করা; অতএব রুদ্র অগ্নিরূপী ঝড়ের পিতা শব্দায়মান মেঘ। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রুদ্রের আদিম অর্থ বজ্র বা বজ্রধারী মেঘ।

◆ ◆

— ৩৪ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ধারাবরা মরুতো ধৃষ্ণ্বোজসো মৃগা ন ভীমাস্তবিষীভিরর্চিনঃ।
অগ্নয়ো ন শুশুচানা ঋজীষিণো ভৃমিং ধমন্তো অপ গা অবৃণ্বত॥ ১॥
দ্যাবো ন স্তৃভিশ্চিতয়ন্ত খাদিনো ব্যভ্রিয়া ন দ্যুতয়ন্ত বৃষ্টয়ঃ।
রুদ্রো যদ্বো মরুতো রুক্মবক্ষসো বৃষাজনি পৃশ্ন্যাঃ শুক্র ঊধনি ॥ ২॥
উক্ষন্তে অশ্বাঁ অত্যাঁ ইবাজিষু নদস্য কর্ণৈস্তুরয়ন্ত আশুভিঃ।
হিরণ্যশিপ্রা মরুতো দবিধ্বতঃ পৃক্ষং যাথ পৃষতীভিঃ সমন্যবঃ॥ ৩॥
পৃক্ষে তা বিশ্বা ভুবনা ববক্ষিরে মিত্রায় বা সদমা জীরদানবঃ।
পৃষদশ্বাসো অনবভ্ররাধস ঋজিপ্যাসো ন বয়ুনেষু ধূর্ষদঃ॥ ৪॥
ইন্ধন্বভির্ধেনুভী রপ্শদূধভিরধ্বস্মভিঃ পথিভির্ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ।
আ হংসাসো ন স্বসরাণি গন্তন মধোর্মদায় মরুতঃ সমন্যবঃ॥ ৫॥
আ নো ব্রহ্মাণি মরুতঃ সমন্যবো নরাং ন শংসঃ সবনানি গন্তন।
অশ্বামিব পিপ্যত ধেনুমূধনি কর্তা ধিয়ং জরিত্রে বাজপেশসম্॥ ৬॥
তং নো দাত মরুতো বাজিনং রথ আপানং ব্রহ্ম চিতয়দ্দিবেদিবে।।
ইষং স্তোতৃভ্যো বৃজনেষু কারবে সনিং মেধামরিষ্টং দুষ্টরং সহঃ॥ ৭॥
যদ্যুঞ্জতে মরুতো রুক্মবক্ষসেঽশ্বান্রথেষু ভগ আ সুদানবঃ।
ধেনুর্ন শিশ্বে স্বসরেষু পিন্বতে জনায় রাতহবিষে মহীমিষম্॥ ৮॥

যো নো মরুতো বৃকতাতি মর্ত্যো রিপুর্দধে বসবো রক্ষতা রিষঃ।
বর্তয়ত তপুষা চক্রিয়াভি তমব রুদ্রা অশসো হন্তনা বধঃ॥ ৯॥
চিত্রং তদ্বো মরুতো যাম চেকিতে পৃশ্ন্যা যদূধরপ্যাপয়ো দুহুঃ।
যদ্বা নিদে নবমাস্য রুদ্রিয়াস্ত্রিতং জরায় জুরতামদাভ্যাঃ॥ ১০॥
তান্বো মহো মরুত এবয়াব্নো বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবামহে।
হিরণ্যবর্ণান্ ককুহান্যতস্রুচো ব্রহ্মণ্যন্তঃ শংস্যং রাধ ঈমহে॥ ১১॥
তে দশগ্বাঃ প্রথমা যজ্ঞমূহিরে তে নো হিন্বন্তূষসো ব্যুষ্টিষু।
উষা ন রামীররুণৈরপোর্ণুতে মহো জ্যোতিষা শুচতা গো অর্ণসা॥ ১২॥
তে ক্ষোণীভিররুণেভি র্নাঞ্জিভী রুদ্রা ঋতস্য সদনেষু বাবৃধুঃ।
নিমেঘমানা অত্যেন পাজসা সুশ্চন্দ্রং বর্ণং দধিরে সুপেশসম্॥ ১৩॥
তাঁ ইয়ানো মহি বরূথমূতয় উপ ঘেদেনা নমসা গৃণীমসি।
ত্রিতো ন যান্ পঞ্চ হোতৄনভিষ্টয় আববর্তদবরাঞ্চক্রিয়াবসে॥ ১৪॥
যয়া রুদ্রং পারয়থাত্যংহো যয়া নিদো মুঞ্চথ বন্দিতারম্।
অর্বাচী সা মরুতো যা ব ঊতিরো ষু বাশ্রেব সুমতির্জিগাতু॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — মরুৎবর্গ জলধারায় অন্তরীক্ষ আবৃত করেন। তাঁদের বল অন্যকে পরাজিত করে, তাঁরা পশুর মতো ভয়ঙ্কর ও বলের দ্বারা জগৎকে ব্যাপ্ত করেন; তাঁরা বহ্নির মতো দীপ্তিমান্ এবং জলে পরিপূর্ণ; তাঁরা ভ্রমণকারী মেঘকে ইতস্ততঃ প্রেরণপূর্বক জল অপাবৃত করেন॥ ১॥

হে সুবর্ণবক্ষ মরুৎবর্গ। যেহেতু সেচন সমর্থ রুদ্র পৃশ্নির নির্মল উদরে আপনাদের উৎপন্ন করেছেন; অতএব আকাশ যেমন নক্ষত্রে শোভিত হয়, আপনারা সেইরকম আপন অলঙ্কারে শোভিত হোন। আপনারা শত্রুভক্ষক ও জলপ্রেরক; আপনারা মেঘস্থ বিদ্যুতের মতো শোভিত হোন॥ ২॥

যুদ্ধে তুরঙ্গের মতো মরুৎবর্গ বিশাল ভুবনকে সিক্ত করছেন। তাঁরা অশ্বে আরোহণপূর্বক শব্দায়মান (মেঘের) কর্ণের নিকট দিয়ে দ্রুতবেগে গমন করেন। হে মরুৎবর্গ। আপনারা ক্ষিপ্র ও সমান ক্রোধযুক্ত; আপনারা বৃক্ষ ইত্যাদি কম্পিত করছেন; আপনারা পৃষতী মৃগে আরোহণ ক'রে অন্নের নিমিত্ত গমন করুন॥ ৩॥

মরুৎবর্গ মিত্রের মতো হব্যযুক্ত যজমানের নিমিত্ত সর্বদা সমস্ত জল বহন করছেন। তাঁরা দানশীল, পৃষতীযুক্ত, অক্ষয়, অন্নযুক্ত এবং অকুটিলগামী অশ্বের মতো পথবাহীদের অগ্রে গমন করেন॥ ৪॥

হে সমানক্রোধবিশিষ্ট, দীপ্তিমান্ আয়ুধযুক্ত মরুৎবর্গ। হংস যেমন আপন নিবাসস্থানে গমন করে, সেইরকম আপনারা মহা-স্তনবিশিষ্ট ধেনুযুক্ত হয়ে বিঘ্নরহিত পথে মধুর হর্ষলাভের জন্য আগমন করুন॥ ৫॥

হে সমানক্রোধবিশিষ্ট মরুৎবর্গ। আপনারা স্তোত্রে যেমন আগমন করেন, সেইরকম আমাদের অভিষুত অন্নের নিকট আগমন করুন, অশ্বীর মতো ধেনুর উধঃ (অর্থাৎ দুগ্ধস্থলী বা স্তন) পুষ্ট করুন এবং যজমানের যজ্ঞ অন্নযুক্ত করুন॥ ৬॥

হে মরুৎবর্গ! আপনারা আমাদের অন্নবিশিষ্ট পুত্র প্রদান করুন; সে আপনাদের আগমনের সময়ে প্রত্যহ আপনাদের গুণকীর্তন করবে। আপনারা স্তোতৃগণকে অন্নপ্রদান করুন এবং যুদ্ধকালে স্তোত্রকারীকে দানশীলতা, যুদ্ধকৌশল জ্ঞান, এবং অক্ষয় ও অতুল বল প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

মরুৎবর্গের বক্ষস্থলে দীপ্ত আভরণ আছে, এবং তাঁদের দান সকলের সুখকর। তাঁরা যখনই রথের অগ্রভাগে অশ্ব যোজিত করেন, তখনই ধেনু যেমন বৎসের জন্য দুগ্ধ প্রদান করে, সেইরকম তাঁরা হব্যদায়ী যজমানের জন্য তার গৃহে প্রচুর অন্ন দান করেন ॥ ৮ ॥

হে মরুৎবর্গ! যে মানুষ বৃকের মতো আমাদের শত্রুতাচরণ করে, হে বসুগণ! সেই হিংসকের হস্ত হ'তে আমাদের রক্ষা করুন; তাকে তাপপ্রদ চক্রের দ্বারা চতুর্দিকে প্রতিনিবর্তিত করুন। হে রুদ্রবৃন্দ! আপনারা তার অস্ত্রসমূহকে দূরে নিক্ষেপপূর্বক বিনাশ করুন ॥ ৯ ॥

হে মরুৎবর্গ! আপনারা যখন পৃশ্নির উধঃ দোহন করেছিলেন, যখন স্তুতিকারীর নিন্দুককে হিংসা করেছিলেন, এবং ত্রিতের শত্রুবর্গকে বধ করেছিলেন, হে অহিংসনীয় রুদ্রপুত্রগণ! সেই সময়ে আপনাদের বিচিত্র ক্ষমতা সকলেই জ্ঞাত হয়েছিল ॥ ১০ ॥

হে মহানুভব মরুৎবর্গ! আপনারা সর্বদা যজ্ঞস্থলে গমন করেন। আমরা প্রভূত ও প্রার্থনীয় সোম সম্পাদিত হ'লে আপনাদের আহ্বান ক'রি, এবং স্তব-পূর্বক ও স্রুক্ উত্তোলন ক'রে স্বর্ণবর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ স্তুতিযোগ্য মরুৎবর্গের নিকট প্রশংসনীয় ধন যাচ্ঞা ক'রি ॥ ১১ ॥

সেই দশগ্বগণ প্রথমে যজ্ঞ বহন করেছিলেন। উষা প্রভাত হ'লে মরুৎবর্গ আমাদের প্রবর্তিত করুন। উষা যেমন অরুণবর্ণ কিরণজালে কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে অপসারিত করেন, সেইরকম মরুৎবর্গ বৃহৎ, দীপ্তিমান, জলস্রাবী জ্যোতির দ্বারা অন্ধকার অপসারিত করেন ॥ ১২ ॥

রুদ্রপুত্র মরুৎবর্গ ক্ষোণী এবং অরুণবর্ণা অলঙ্কার সমন্বিত হয়ে জলের নিবাসভূত মেঘে বর্ধিত হয়েছেন। সর্বত্র প্রভাববিশিষ্ট বলের দ্বারা মেঘ হ'তে জল আকর্ষণপূর্বক মরুৎবর্গ প্রীতিকর এবং মনোহর লাবণ্য ধারণ করছেন ॥ ১৩ ॥

আমরা রক্ষার নিমিত্ত মরুৎবর্গের নিকট বরণীয় ধন যাচ্ঞাপূর্বক এই স্তোত্রের দ্বার তাঁদের স্তব করছি। ত্রিত অভীষ্টসিদ্ধির জন্য চক্রের দ্বারা সেই মুখ্য পঞ্চ হোতৃগণকে আবর্তিত করেছেন ॥ ১৪ ॥

হে মরুৎবর্গ! আপনারা যে আশ্রয় দানের দ্বারা আরাধনাকারী যজমানকে পাপ হ'তে রক্ষা করেন, যার দ্বারা স্তোতাকে শত্রুর হস্ত হ'তে রক্ষা মুক্ত করেন, হে মরুৎবর্গ! আপনাদের সেই আশ্রয় আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। আপনাদের অনুগ্রহ হাম্বারবকারিণী ধেনুর মতো আমাদের অভিমুখে আগমন করুক ॥ ১৫ ॥

টীকা — ২ ঋকে 'পৃশ্নি' আছে। 'পৃশ্নি' অর্থ নানা বর্ণযুক্ত। সায়ণের মতে পৃশ্নি অর্থ পৃথিবী। কিন্তু নিঘণ্টু নামক প্রাচীন অভিধানে পৃশ্নি অর্থে আকাশ। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে পৃশ্নি অর্থে মেঘ ॥ ৩ ঋকের 'সিপ্র' অর্থে সায়ণ অন্যান্য স্থানে নাসিকা বা হনু করেছেন; কিন্তু এই স্থানে শিরস্ত্রাণ অর্থ করেছেন। পরবর্তী মণ্ডলগুলির মধ্যে দেখা যায় যে, শিরস্ত্রাণ অর্থে 'সিপ্র' শব্দ স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে ॥ ৩ ঋকের 'পৃষতী' মরুৎগণের বাহন। পৃষতী অর্থে সায়ণ কখনও বিন্দুচিহ্নিত মৃগ এবং কখনও বিন্দুচিহ্নিত অশ্ব করেছেন ॥ ৫ ঋকে 'মহা উধঃবিশিষ্ট (অর্থাৎ মহা-স্তনবিশিষ্ট) ধেনুযুক্ত...' অর্থাৎ মহাজলস্রোত বিশিষ্ট মেঘগণের সাথে। সায়ণ ॥ ১২ ঋকের 'দশগ্ব' সম্বন্ধে সায়ণ বলেন, পূর্বকালে আদিত্যগণ ও অঙ্গিরাগণ সর্বপ্রথম কে স্বর্গে গমন করবেন, এই বিষয়ে বিবাদ করায় অঙ্গিরাগণ জয়লাভ করেন; এই ঋকের দশগ্ব সেই অঙ্গিরারূপী মরুৎবর্গ ॥ ১৩ ঋকের 'ক্ষোণী অর্থে 'বীণাবিশেষ'। সায়ণ ॥

১৪ ঋকের 'মুখ্য পঞ্চ হোতৃগণ', সায়ণের মতে পঞ্চ মরুৎ শব্দে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান বোঝায়। এগুলিকে পঞ্চপ্রাণও বলা হয়। শরীরস্থ এই পঞ্চবায়ুর মধ্যে প্রাণবায়ু হৃদয়ে, অপান বায়ু গুহ্যে, সমান বায়ু নাভিদেশে, উদান বায়ু কণ্ঠদেশে এবং ব্যান বায়ু সর্বাঙ্গে অবস্থান করে।

◆ ◆

— ৩৫ সূক্ত —

[দেবতা : অপাং নপাৎ। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উপেমসৃক্ষি বাজয়ুর্বচস্যাং চনো দধীত নাদ্যো গিরো মে।
অপাং নপাদাশুহেমা কুবিৎস সুপেশসস্করতি জোষিষদ্ধি ॥ ১॥
ইমং স্বস্মৈ হৃদ আ সুতষ্টং মন্ত্রং বোচেম কুবিদস্য বেদৎ।
অপাং নপাদসুর্যস্য মহ্না বিশ্বান্যর্যো ভুবনা জজান ॥ ২॥
সমন্যা যন্ত্যুপ যন্ত্যন্যাঃ সমানমূর্বং নদ্য পৃণন্তি।
তমূ শুচিং শুচয়ো দীদিবাংসমপাং নপাতং পরি তস্থুরাপঃ॥ ৩॥
তমস্মেরা যুবতয়ো যুবানং মর্মৃজ্যমানাঃ পরি যন্ত্যাপঃ।
স শুক্রেভিঃ শিক্বভী রেবদস্মে দীদায়ানিধ্মো ঘৃতনির্ণিগপ্সু॥ ৪॥
অস্মৈ তিস্রো অব্যথ্যায় নারীর্দেবায় দেবী দিধিষন্ত্যন্নম্।
কৃতা ইবোপ হি প্রসর্স্রে অপ্সু স পীযূষং ধয়তি পূর্বসূনাম্॥ ৫॥
অশ্বস্যাত্র জনিমাস্য চ স্বর্দ্রুহো রিষঃ সম্পৃচঃ পাহি সূরীন্।
আমাসু পূর্ষু পরো অপ্রমৃষ্যং নারাতয়ো বি নশন্নানৃতানি॥ ৬॥
স্ব আ দমে সুদুঘা যস্য ধেনুঃ স্বধাং পীপায় সুভ্বন্নমত্তি।।
সো অপাং নপাদূর্জয়ন্নপ্স্বন্তর্বসুদেয়ায় বিধতে বি ভাতি॥ ৭॥
যো অপ্স্বা শুচিনা দৈব্যেন ঋতাবাজস্র উর্বিয়া বিভাতি।
বয়া ইদন্যা ভুবনান্যস্য প্র জায়ন্তে বীরুধশ্চ প্রজাভিঃ॥ ৮॥
অপাং নপাদা হ্যস্থাদুপস্থং জিহ্মানামূর্ধ্বো বিদ্যুতং বসানঃ।
তস্য জ্যেষ্ঠং মহিমানং বহন্তী র্হিরণ্যবর্ণাঃ পরি যন্তি যহ্বীঃ॥ ৯॥
হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসন্দৃগপাং নপাৎ সেদু হিরণ্যবর্ণঃ।
হিরণ্যয়াৎ পরি যোনে র্নিষদ্যা হিরণ্যদা দদত্যন্নমস্মৈ॥ ১০॥
তদস্যানীকমুত চারু নামাপীচ্যং বর্ধতে নপ্তুরপাম্।
যমিন্ধতে যুবতয়ঃ সমিত্থা হিরণ্যবর্ণং ঘৃতমন্নমস্য॥ ১১॥
অস্মৈ বহূনামবমায় সখ্যে যজ্ঞৈ র্বিধেম নমসা হবির্ভিঃ।
সং সানু মার্জ্মি দিধিষামি বিল্মৈর্দধাম্যন্নৈ পরি বন্দ ঋগ্ভিঃ॥ ১২॥

স ঈং বৃষাজনয়ত্তাসু গর্ভং স ঈং শিশুর্ধয়তি তং রিহন্তি।
সো অপাং নপাদনভিম্লাতবর্ণোঽন্যস্যেবেহ তন্বা বিবেষ॥ ১৩॥
অস্মিন্ পদে পরমে তস্থিবাংসমধ্বস্মভির্বিশ্বহা দীদিবাংসম্।
আপো নপত্রে ঘৃতমন্নং বহন্তীঃ স্বয়মত্কৈঃ পরি দীয়ন্তি যহ্বীঃ॥ ১৪॥
অয়াংসমগ্নে সুক্ষিতিং জনায়ায়াংসমু মঘবদ্ভ্যঃ সুবৃক্তিম্।
বিশ্বং তদ্ভদ্রং যদবন্তি দেবাহ বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — আমি অন্নের অভিলাষে এই স্তুতি উচ্চারণ করছি। শব্দকারী শীঘ্রগামী অপাং নপাৎ নামক দেবতা আমাদের প্রচুর অন্ন দান করুন ও সুন্দর রূপ বিশিষ্ট করুন, আমি তাঁর স্তুতি করছি; তিনি স্তুতি ভালবাসেন॥ ১॥

আমরা তাঁর জন্য হৃদয় হ'তে সুরচিত এই মন্ত্র উত্তমভাবে উচ্চারণ করবো, তিনি তা বারবার অবগত হোন। স্বামী অপাং নপাৎ আপন বলের মহিমায় সমস্ত ভুবনকে উৎপন্ন করেছেন॥ ২॥

কোন কোন জল একত্র মিলিত হয়, অন্য জল তাদের সাথে মিলিত হয়; ওরা সকলে নদী হয়ে অনলকে প্রীত করে। বিশুদ্ধ জলসমূহ নির্মল, দীপ্তিমান্, অপাং নপাৎ নামক দেবতার চতুর্দিকে বেষ্টন ক'রে থাকে॥ ৩॥

গর্বরহিতা যুবতী জলসংহতি যুবার মতো আপং নপাৎ নামক দেবতাকে অলকৃত ও পরিবেষ্টিত করেন। ইন্ধনরহিত, ঘৃতপূত অপাং নপাৎ আমাদের ধনযুক্ত অন্নের উৎপত্তির জন্য জলের মধ্যে নির্মল তেজের বলে দীপ্ত আছেন॥ ৪॥

ইলা, সরস্বতী ও ভারতী নাম্নী দেবীত্রয়, দুঃখরহিত অপাং নপাৎ দেবতার জন্য অন্ন ধারণ করেন। তাঁরা জলের মধ্যে উৎপন্ন পদার্থের মতো প্রসারিত হন। সেই অপাং নপাৎ নামক দেবতা সর্বাগ্রে উৎপন্ন জলের সারভূত সোম পান করেন॥ ৫॥

এই স্থানে অশ্বের জন্ম এবং এই বরণীয়ের জন্ম। হে অপাং নপাৎ নামক দেব। আপনি অপহর্তা ও হিংসকের সম্পর্ক হ'তে স্তোতৃবর্গকে রক্ষা করুন। দানশূন্য ও অসত্যাচারী লোকে অপরিপক্ক অথবা পরিপাকের যোগ্য জলে বর্তমান হয়েও এই অহিংসনীয় দেবতাকে প্রাপ্ত হয় না॥ ৬॥

যিনি আপন গৃহে আছেন, এবং যাঁর ধেনু সুখে দোহন করা যায়, সেই অপাং নপাৎ নামক দেবতা বৃষ্টির জল বর্ধিত করেন, এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন। তিনি জলের মধ্যে প্রবল হয়ে যজমানকে ধনদানের নিমিত্ত বিশেষভাবে দীপ্তিযুক্ত হন॥ ৭॥

যে অপাং নপাৎ সত্যবান্, সর্বদা একরূপে বর্তমান, এবং অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, যিনি জলের মধ্যে পবিত্র দৈব তেজের দ্বারা প্রকাশ প্রাপ্ত হন, সমস্ত ভূতজাত তাঁর শাখা মাত্র। পুষ্প, ফল ইত্যাদির সাথে ওষধি সকল তাঁর হ'তেই উৎপন্ন হয়॥ ৮॥

অপাং নপাৎ কুটিলগতি মেঘের মধ্যে স্বয়ং ঊর্ধ্বভাবে অবস্থিত হয়েও বিদ্যুৎ পরিধানপূর্বক অন্তরীক্ষে আরোহণ করেছেন। তাঁর উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য সর্বত্র কীর্তনপূর্বক মহতী হিরণ্যবর্ণা নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে॥ ৯॥

সেই অপাং নপাৎ হিরণ্যরূপ, হিরণ্যাকৃতি ও হিরণ্যবর্ণ; তিনি হিরণ্ময় স্থানের উপর উপবেশনপূর্বক শোভা প্রাপ্ত হন; হিরণ্যদাতাবর্গ তাঁকে অন্ন প্রদান করেন॥ ১০॥

অপাং নপাতের রশ্মিসমূহরূপ শরীর সুন্দর, এবং নামও সুন্দর, এবং উভয়ই গূঢ় হ'য়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যুবতী জলসংহতি, সেই হিরণ্যবর্ণকে অন্তরীক্ষে সম্যক্‌ভাবে দীপ্তিযুক্ত করে, যেহেতু জলই তাঁর অন্ন ॥ ১১ ॥

আমরা যজ্ঞ, হব্য ও নমস্কারের দ্বারা বহু দেবতার আদি, আমাদের মিত্র এই অপাং নপাৎকে পরিচর্যা করবো। আমি তাঁর উন্নতপ্রদেশকে সম্যক্‌ভাবে অলঙ্কৃত করবো। আমি কাষ্ঠের দ্বারা তাঁকে ধারণ ক'রি, অন্নের দ্বারা তাঁকে ধারণ ক'রি, এবং মন্ত্রের দ্বারা তাঁর স্তব ক'রি ॥ ১২ ॥

সেচনসমর্থ সেই অপাং নপাৎ ঐ সমস্ত জলের মধ্যে গর্ভ উৎপন্ন করেছেন। তিনিই তাদের পুত্রস্বরূপ হয়ে জল পান করেন, জলসমূহ তাঁকেই লেহন করে। দীপ্তিযুক্ত সেই অপাং নপাৎ এই পৃথিবীতে অন্য শরীরে ব্যাপ্ত হয়েছেন ॥ ১৩ ॥

অপাং নপাৎ দেবতা উৎকৃষ্টস্থানে অবস্থিত। তিনি তেজের দ্বারা প্রতি দিবস দীপ্তিযুক্ত। এবং জলসমূহ তাঁর জন্য অন্ন বহনপূর্বক সতত গতির দ্বারা তাঁকে বেষ্টন ক'রে আছে ॥ ১৪ ॥

হে অগ্নি! আপনি শোভনীয় নিবাস। আমি পুত্রলাভের নিমিত্ত আপনার নিকট আগত হয়েছি। যজমানের হিতের নিমিত্ত সুরচিত স্তুতি সহ আগত হয়েছি। সমুদয় দেববর্গ যে সমস্ত কল্যাণ সাধন করেন, সে সমুদয় আমাদের হোক। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করতে পারি ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১ ঋকের 'অপাং নপাৎ দেবতা' অর্থে জলের পৌত্র অগ্নি। জল হ'তে শস্য বৃক্ষ ইত্যাদি জন্মায় এবং তা হ'তে অগ্নি জন্মায়, এই জন্য অগ্নি জলের পৌত্র। সায়ণ ॥ ১।২২।৬ ঋকে সায়ণ অপাং নপাৎ অর্থে 'জলশোষক সবিতা' এমন অনুবাদ করেছেন ॥ ১৩ ঋকে বলা হচ্ছে—স্বর্গীয় অগ্নি পার্থিব অগ্নিরূপে যজ্ঞ ইত্যাদি নির্বাহের নিমিত্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়েছেন ॥ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ৩ ঋকের বক্তব্য উধৃত করা যেতে পারে। বলা হয়েছে—বিভিন্ন মার্গ অনুসারী সাধকেরা ভগবানকেই প্রাপ্ত হন, অমৃতের প্রবাহ জ্ঞানাগ্নির সাথে মিলিত হয়ে যায়। যিনি যে পন্থারই অনুসরণ করেন না কেন, হৃদয়ে ঐকান্তিকতা থাকলে তিনি ভগবৎচরণে পৌঁছাতে সমর্থ হন।...ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৩৬ সূক্ত —

[দেবতা : ১ ঋক্ ইন্দ্র ও মধু; ২ ঋক্ মরুৎগণ ও মাধব; ৩ ঋক্ ত্বষ্টা ও শুক্র; ৪ ঋক্ অগ্নি ও শুচি; ৫ ঋক্ ইন্দ্র ও নভঃ; ৬ ঋক্ মিত্রাবরুণ ও নভস্য। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী]

তুভ্যং হিন্বানো বসিষ্ট গা অপোঽধুক্ষন্ৎসীমবিভিরদ্রিভির্নরঃ।
পিবেন্দ্র স্বাহা প্রহুতং বষট্‌কৃতং হোত্রাদা সোমং প্রথমো য ঈশিষে ॥ ১ ॥
যজ্ঞৈঃ সম্মিশ্লাঃ পৃষতীভির্ঋষ্টিভির্যামঞ্ছুভ্রাসো অঞ্জিষু প্রিয়া উত।
আসদ্যা বর্হির্ভরতস্য সূনবঃ পোত্রাদা সোমং পিবতা দিবো নরঃ ॥ ২ ॥
অমেব নঃ সুহবা আ হি গন্তন নি বর্হিষি সদতনা রণিষ্টন।
অথা মন্দস্ব জুজুষাণো অন্ধসস্ত্বষ্টর্দেবেভির্জনিভিঃ সুমদ্গণঃ ॥ ৩ ॥

আ বক্ষি দেবাঁ ইহ বিপ্র যক্ষি চোশন্‌হোত র্নিষদা যোনিষু ত্রিষু।
প্রতি বীহি প্রস্থিতং সোম্যং মধু পিবাগ্নীধ্রাত্তব ভাগস্য তৃপণুহি॥ ৪॥
এষ স্য তে তন্বো নৃম্ণবর্ধনঃ সহ ওজঃ প্রদিবি বাহ্বোর্হিতঃ।
তুভ্যং সুতো মঘবন্ তুভ্যমাভৃতস্ত্বমস্য ব্রাহ্মণাদা তৃপৎপিব॥ ৫॥
জুষেথাং যজ্ঞং বোধতং হবস্য মে সত্তো হোতা নিবিদঃ পূর্ব্যা অনু।
অচ্ছা রাজানা নম এত্যাবৃতং প্রশাস্ত্রাদা পিবতং সোম্যং মধু॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনার উদ্দেশে প্রেরিত এই সোম গব্য ও জলসংযুক্ত। যজ্ঞের নেতাগণ, ঐ সোমকে প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা অভিষুত ক'রে মেষলোমময় দশাপবিত্রের দ্বারা সংস্কৃত করেছেন। হে ইন্দ্র! আপনি সমস্ত জগতের ঈশ্বর; আপনি সমস্ত দেবগণের প্রথমে স্বাহাকারে অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ও বষট্‌কারের দ্বারা ত্যক্ত সোম, হোতার নিকট হ'তে পান করুন ॥ ১ ॥

যজ্ঞের সাথে সংযুক্ত, পৃষতীযোজিত রথে অবস্থিত, আপন আয়ুধের দ্বারা শোভিত, এবং আভরণপ্রিয় ভরতের পুত্র, হে অন্তরীক্ষের নেতা মরুৎবর্গ! আপনারা কুশে উপবেশন ক'রে পোতার নিকট হ'তে সোম পান করুন ॥ ২ ॥

হে শোভন আহ্বানযুক্ত দেববৃন্দ! আপনারা আমাদের সাথে আগমন করুন, এবং বিহার করুন। তার পর হে ত্বষ্টা! আপনি দেব ও দেবপত্নীগণের শোভনীয় সঙ্ঘের সাথে অন্নের সেবাপূর্বক তৃপ্তি লাভ করুন ॥ ৩ ॥

হে মেধাবী অগ্নি! আপনি এই যজ্ঞে দেববৃন্দকে আহ্বান করুন, ও তাঁদের যজ্ঞ করুন। হে দেববৃন্দের আহ্বানকারী অগ্নি! আপনি আমাদের হব্যের অভিলাষী হয়ে স্থানত্রয়ে উপবেশন করুন, সোমাত্মক মধু স্বীকার করুন, অগ্নীধ্রের নিকট হতে সোমপান করুন, এবং আপন অংশে তৃপ্ত হোন ॥ ৪ ॥

হে ধনবান্ ইন্দ্র! আপনি পুরাণ (অর্থাৎ প্রাচীন)। যে সোমের দ্বারা আপনার হস্তে শত্রুর অভিভবকম সামর্থ্য ও বল নিহিত হয়, তা আপনার জন্য অভিষুত ও আহৃত হয়েছে। আপনি তৃপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণনামক ঋত্বিকের নিকট হ'তে এই সোম পান করুন ॥ ৫ ॥

হে মিত্রাবরুণ! আপনারা আমার যজ্ঞ সেবা করুন। হোতা উপবিষ্ট হয়ে চিরন্তনী স্তুতি উচ্চারণ করছে; আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। আপনারা শোভমান। ঋত্বিক্ পরিবেষ্টিত অন্ন আপনাদের অভিমুখে রয়েছে, আপনারা ঐ মধুর সোমরস প্রশাস্তার নিকট হ'তে পান করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তে দেববৃন্দ সম্পর্কে উইলসন বলেছেন— 'Each (god) is associated with a deified mouth after the nomenclature of the old kalendar, or Indra with Madhu, the Maruts with Madhabu, Twashtri with Sukra, Agni with Suchi, Indra with Nabha, and Mitra and Varuna with Nabasya.' ॥ ১ ঋকের 'দশাপর্ব' হলো দশাপবিত্র নামক যজ্ঞীয় পাত্র বা ছাঁকনি। সোমকে মেষলোমযুক্ত পবিত্রে পরিষ্কৃত করা হতো ॥ ২ ঋকের মূলে 'ভরতস্য সূনবঃ' আছে। 'সর্বস্য জগতঃ ভর্ত রুদ্রস্য।' স্মরণ ॥ এই সূক্তের ১, ২, ৪, ৫ ও ৬ ঋকে ক্রমান্বয়ে পাঁচজন ঋত্বিকের নাম লক্ষিত হয়।

— ৩৭ সূক্ত —

[দেবতা : ১ হতে ৪ ঋক্ দ্রবিণোদা; ৫ ঋক্ অশ্বিদ্বয়; ৬ ঋক্ অগ্নি। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী]

মন্দস্ব হোত্রাদনু জোষমন্ধসোঽধ্বর্যবঃ স পূর্ণাং বষ্ট্যাসিচম্।
তস্মা এতং ভরত তদ্বশো দদির্হোত্রাৎ সোমং দ্রবিণোদঃ পিব ঋতুভিঃ ॥ ১॥
যমু পূর্বমহুবে তমিদং হুবে সেদু হব্যো দদির্যো নাম পত্যতে।
অধ্বর্যুভিঃ প্রস্থিতং সোম্যং মধু পোত্রাৎ সোমং দ্রবিণোদঃ পিব ঋতুভিঃ ॥ ২॥
মেদ্যন্তু তে বহ্নয়ো যেভিরীয়সেঽরিষণ্যন্বীলয়স্বা বনস্পতে।
আয়ূয়া ধৃষ্ণো অভিগূর্যা ত্বং নেষ্ট্রাৎ সোমং দ্রবিণোদঃ পিব ঋতুভিঃ॥ ৩॥
অপাদ্ধোত্রাদুত পোত্রাদমত্তোত নেষ্ট্রাদজুষত প্রয়ো হিতম্।
তুরীয়ং পাত্রমমৃক্তমমর্ত্যং দ্রবিণোদাঃ পিবতু দ্র দ্রবিণোদসঃ॥ ৪॥
অর্বাঞ্চমদ্য যয্যং নৃবাহণং রথং যুঞ্জাথামিহ বাং বিমোচনম্।
পৃঙ্ক্তং হবীংষি মধুনা হি কং গতমথা সোমং পিবতং বাজিনীবসূ॥ ৫॥
জোষ্যগ্নে সমিধং জোষ্যাহুতিং জোষি ব্রহ্ম জন্যং জোষি সুষ্টুতিম্।
বিশ্বেভি র্বিশ্বাঁ ঋতুনা বসো মহ উশন্দেবাঁ উশতঃ পায়য়া হবিঃ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে দ্রবিণোদা! আপনি হোতৃ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যাগে অন্ন গ্রহণপূর্বক প্রীত ও হৃষ্ট হোন। হে অধ্বর্যুবৃন্দ! দ্রবিণোদা পূর্ণাহুতি কামনা করছেন, অতএব তাঁর জন্য এই সোম প্রদান করুন। সোমে অভিলাষী দ্রবিণোদা অভীষ্ট ফলদাতা। হে দ্রবিণোদা! হোতার যজ্ঞে ঋতুগণের সাথে সোম পান করুন ॥ ১ ॥

আমরা পূর্বে যাঁকে আহ্বান করেছি, সম্প্রতি তাঁকেই আহ্বান করছি। তিনিই আহ্বানের যোগ্য, কারণ তিনি দাতা ও সকলের অধিপতি। তাঁর জন্য সোমাত্মক মধু অধ্বর্যুবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। হে দ্রবিণোদা। আপনি যে অশ্বে গমন করেন, তারা তৃপ্ত হোক; হে বনস্পতি। কারও হিংসা না ক'রে দৃঢ় হোন। হে ধর্ষণকারী। আপনি আগমনপূর্বক নেষ্টার যজ্ঞে ঋতুগণের সাথে সোম পান করুন ॥ ২ ॥

হে দ্রবিণোদা। আপনি যে অশ্বে গমন করেন, তারা তৃপ্ত হোক; হে বনস্পতি। কারও হিংসা না করে দৃঢ় হোন। হে ধর্ষণকারী। আপনি আগমনপূর্বক নেষ্টার যজ্ঞে ঋভুগণের সাথে সোম পান করুন ॥৩॥

হে দ্রবিণোদা। যিনি হোতার যজ্ঞে সোম পান করেছেন, যিনি পোতার যজ্ঞে হৃষ্ট হয়েছেন, যিনি নেষ্টার যজ্ঞে প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করেছেন, সেই দ্রবিণোদা সুবর্ণদাতা ঋত্বিকের অশোধিত ও মৃত্যুনিবারণকারী চতুর্থ সোমপাত্র পান করুন ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! যে রথ শীঘ্রগামী, আপনাদের বাহনস্বরূপ, এবং আপনাদের যথাস্থানে উপনীত হয়, অদ্য সেই রথ এই যজ্ঞে আমাদের অভিমুখে যোজিত করুন। আমাদের হব্য সুস্বাদু করুন ও আগমন করুন; হে অন্নবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আমাদের সোম পান করুন ॥৫॥

হে অগ্নি! আপনি সমিধে তুষ্ট হন, আহুতিতে তুষ্ট হন, লোকের হিতকর স্তোত্রে তুষ্ট হন, এবং সুন্দর স্তুতিতে তুষ্ট হন। আপনি আমাদের হব্যে অভিলাষী। আপনি সকলের আবাসপ্রদ ও সমস্ত মানুভব দেবগণকে ঋভু ও বিশ্বদেবগণের সাথে সোম পান করান ॥৬॥

টীকা — ইতিপূর্বেই সায়ণ 'দ্রবিণোদা' শব্দের অর্থ 'ধনপ্রদ অগ্নি' করেছেন। অতএব, আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে দ্রবিণোদাকে ঈশ্বরের অগ্নিরূপী বিভূতি-বিকাশ মাত্র ব'লেই ধারণা করা যায়। দ্রবিণোদা ধনরূপ, পরাজ্ঞানদায়ক, শুদ্ধসত্ত্বের বাহক। সেই শুদ্ধসত্ত্বই সোম নামে অভিহিত।

◆ ◆

— ৩৮ সূক্ত —

[দেবতা : সবিতা। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উদু ষ্য দেবঃ সবিতা সবায় শশ্বত্তমং তদপা বহ্নিরস্থাৎ।
নূনং দেবেভ্যো বি হি ধাতি রত্নমথাভজদ্বীতিহোত্রং স্বস্তৌ ॥ ১॥
বিশ্বস্য হি শ্রুষ্টয়ে দেব ঊর্ধ্বঃ প্র বাহবা পৃথুপাণিঃ সিসর্তি।
আপশ্চিদস্য ব্রত আ নিমৃগ্রা অয়ং চিদ্বাতো রমতে পরিজ্মন্ ॥ ২॥
আশুভিশ্চিদ্যান্বি মুচাতি নূনমরীরমদতমানং চিদেতোঃ।
অহ্যর্ষূণাং চিন্ন্যয়াঁ অবিষ্যামনু ব্রতং সবিতুর্মোক্যাগাৎ॥ ৩॥
পুনঃ সমব্যদ্বিততং বয়ন্তী মধ্যা কর্তোর্ন্যধাচ্ছক্ম ধীরঃ।
উৎসংহায়াস্থাদ্ব্যৃতূঁরদর্ধররমতিঃ সবিতা দেব আগাৎ॥ ৪॥
নানৌকাংসি দুর্যো বিশ্বমায়ুর্বি তিষ্ঠতে প্রভবঃ শোকো অগ্নেঃ।
জ্যেষ্ঠং মাতা সূনবে ভাগমাধাদন্বস্য কেতমিষিতং সবিত্রা॥ ৫॥
সমাববর্তি বিষ্ঠিতো জিগীষুর্বিশ্বেষাং কামশ্চরতামমাভূৎ।
শশ্বাঁ অপো বিকৃতং হিত্ব্যাগাদনু ব্রতং সবিতুর্দৈব্যস্য॥ ৬॥
ত্বয়া হিতমপ্যমপ্সু ভাগং ধন্বান্বা মৃগয়সো বি তস্থুঃ।
বনানি বিভ্যো নকিরস্য তানি ব্রতা দেবস্য সবিতুর্মিনন্তি॥ ৭॥
যাদ্রাধ্যং বরুণো যোনিমপ্যমনিশিতং নিমিষি জর্হুরাণঃ।
বিশ্বো মার্তাণ্ডো ব্রজমা পশুর্গাৎস্থশো জন্মানি সবিতা ব্যাকঃ॥ ৮॥
ন যস্যেন্দ্রো বরুণো ন মিত্রো ব্রতমর্যমা ন মিনন্তি রুদ্রঃ।
নারাতয়স্তমিদং স্বস্তি হুবে দেবং সবিতারং নমোভিঃ॥ ৯॥

ভগং ধিয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধিং নরাশংসো গ্নাস্পতির্নো অব্যাঃ।
আয়ে বামস্য সংগথে রয়ীণাং প্রিয়া দেবস্য সবিতুঃ স্যাম ॥ ১০॥
অস্মভ্যং তদ্দিবো অদ্ভ্যঃ পৃথিব্যাস্ত্বয়া দত্তং কাম্যং রাধ আ গাৎ।
শং যৎ স্তোতৃভ্য আপয়ে ভবাত্যুরুশংসায় সবিতর্জরিত্রে ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — দ্যুতিমান্ জগৎবাহক সবিতা জগৎ প্রসবের জন্য প্রতিদিন উদয় হন; এই-ই তাঁর ধর্ম। তিনি স্তোতাগণকে রত্ন প্রদান করেন, এবং সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট যজমানকে মঙ্গলভাগী করেন ॥১॥

বিস্তীর্ণ হস্তবিশিষ্ট দ্যুতিমান্ সবিতা জগতের আনন্দের নিমিত্ত উদিত হয়ে বাহু প্রসারিত করেন। তাঁর কর্মের জন্য অত্যন্ত পাবন জলরাশি প্রবাহিত হয় এবং এই বায়ু ও সর্বত্রগামী অন্তরীক্ষে বিহার করে ॥২॥

গমন করতে করতে সবিতা যখন শীঘ্রগামী রশ্মি কর্তৃক বিমুক্ত হন, তখন তিনি নিয়ত পথগামী ব্যক্তিকেও গমন হ'তে বিরত করেন। যারা শত্রুর বিরুদ্ধে গমন করে, তাদেরও গমন ইচ্ছা নিবৃত্ত ক'রেন। সবিতার কর্মের পর রাত্রি আগমন করেন ॥৩॥

বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর মতো রাত্রি পুনর্বার আলোককে সম্যকভাবে বেষ্টন করছেন; প্রাজ্ঞ লোক যে কর্ম করছিল, তা করতে সক্ষম হলেও মধ্যস্থলে রক্ষা করছেন। বিরামরহিত ও ঋতু বিভাগকর্তা দ্যোতমান সবিতা যখন পুনরায় উদিত হন, তখন লোকে শয্যা ত্যাগ ক'রে উত্থিত হয় ॥৪॥

অগ্নির গৃহস্থিত এবং প্রভূত তেজ যজমানবৃন্দের ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ও সমস্ত অন্নে অধিষ্ঠিত আছে; মাতা উষা সবিতা কর্তৃক প্রেরিত প্রজাপক যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ভাগ পুত্র অগ্নিকে দান করেছেন ॥৫॥

স্বর্গীয় সবিতার ব্রত সমাপ্ত হ'লে জয়-অভিলাষী রাজা যুদ্ধযাত্রা করলেও প্রত্যাবৃত্ত হন। সব জঙ্গম পদার্থ গৃহের প্রতি অভিলাষ করে; সর্বদা কর্মরত ব্যক্তি অর্ধকৃত কর্ম ত্যাগ ক'রে গৃহে প্রত্যাগত হয় ॥৬॥

হে সবিতা! আপনি অন্তরীক্ষে যে জলের ভাগ নিহিত করেছেন, জল-অন্বেষণকারীরা চতুর্দিকে তা প্রাপ্ত হয়। আপনি পক্ষীদলকে বৃক্ষসমূহ বিভাগ ক'রে দিয়েছেন। কেউই সবিতার ধর্ম হিংসা করতে পারে না ॥৭॥

সবিতা অস্তগত হ'লে, সর্বদা গমনশীল বরুণ জঙ্গম পদার্থসমূহকে সুখকর, বাঞ্ছনীয় এবং সুগম বাসস্থান প্রদান করেন। সবিতা যখন ভূতজাতকে স্থানে স্থানে পৃথক্ করেন, তখন পশুপক্ষীরা আপন আপন স্থানে গমন করে ॥৮॥

যাঁর ব্রত ইন্দ্র হিংসা করেন না; বরুণ মিত্র, অর্যমা বা রুদ্র হিংসা করেন না; শত্রুরাও হিংসা করে না, সেই দ্যুতিমান্ সবিতাকে কল্যাণের জন্য এইভাবে নমস্কারের দ্বারা আহ্বান করছি ॥৯॥

যাঁকে সকল মানুষ স্তুতি করে, যিনি দেবপত্নীবৃন্দের রক্ষক, সেই সবিতা আমাদের রক্ষা করুন। আমরা ভজনীয়, বহুপ্রজ্ঞ, ধ্যানযোগ্য সবিতাকে বলবান্ ক'রি। আমরা যেন ধন ও পশু উপার্জনে ও সকল বিষয়ে সবিতার প্রিয় হ'তে পারি ॥১০॥

হে সবিতা! আপনি আমাদের যে প্রসিদ্ধ কমনীয় ধন প্রদান করেছেন, তা দ্যুলোক ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোক হ'তে আমাদের নিকট আগমন করুক। যে ধন স্তোতৃবংশীয়গণের পক্ষে ওজস্

আমি অনেক স্তুতি করছি, আমাকে সেই ধন প্রদান করুন ॥১১॥

টীকা — ৪ ঋকেও বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীগণের উল্লেখ আছে। সবিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, সবিতাই সূর্য। এই সূর্য বা সবিতা আদিম আর্যদের উপাস্য দেবতা। গ্রীক, লাটিন ইত্যাদি জাতিবর্গও নিজ নিজ ভাষায় সূর্য বা সবিতার উপাসনা করতেন। আমাদের ভাষ্যকার যাস্ক বলেন, আকাশ হ'তে যখন অন্ধকার অপসৃত হয়, কিরণ বিস্তৃত হয়, সেই সবিতার কাল। সায়ণ বলেন সূর্যের উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তা-ই সবিতা, উদয় হ'তে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি সেই সূর্য।—প্রথম অষ্টকে ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র সবিতার উল্লেখ করা হয়েছে।

◆ ◆

— ৩৯ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

গ্রাবাণেব তদিদর্থং জরেথে গৃধ্রেব বৃক্ষং নিধিমন্তমচ্ছ।
ব্রহ্মাণেব বিদথ উক্থশাসা দূতেব হব্যা জন্যা পুরুত্রা ॥ ১॥
প্রাতর্যাবাণা রথ্যেব বীরাজেব যমা বরম সচেথে।
মেনে ইব তন্বা শুম্ভমানে দম্পতীব ক্রতুবিদা জনেষু ॥ ২॥
শৃঙ্গেব নঃ প্রথমা গন্তমর্বাক্ শফাবিব জর্ভুরাণ্য তরোভিঃ।
চক্রবাকেব প্রতি বস্তোরুস্রার্বাঞ্চা যাতং রথ্যেব শক্রা॥ ৩॥
নাবেব নঃ পারয়তং যুগেব নভ্যেব ন উপধীব প্রধীব।
শ্বানেব নো অরিষণ্যা তনূনাং খৃগলেব বিস্রসঃ পাতমস্মান্॥ ৪॥
বাতেবাজুর্যা নদ্যেব রীতিরক্ষী ইব চক্ষুষা যাতমর্বাক্।
হস্তাবিব তন্বেশম্ভবিষ্ঠা পাদেব নো নয়তং বস্যো অচ্ছ॥ ৫॥
ওষ্ঠাবিব মধ্বাস্নে বদন্তা স্তনাবিব পিপ্যতং জীবসে নঃ।
নাসেব নস্তন্বো রক্ষিতারা কর্ণাবিবসুশ্রুতা ভূতমস্মে॥ ৬॥
হস্তেব শক্তিমভি সন্দদী নঃ ক্ষামেব নঃ সমজতং রজাংসি।
ইমা গিরো অশ্বিনা যুষ্মরন্তীঃ ক্ষোত্রেণেব স্বধিতিম্ সং শিশীতম্॥ ৭॥
এতানি বামশ্বিনা বর্ধনানি ব্রহ্ম স্তোমং গৃৎসমদাসো অক্রন্।
তানি নরা জুজুষাণোপ যাতং বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা শত্রুর প্রতি প্রেরিত পাষাণখণ্ডদ্বয়ের মতো শত্রুকে বাধা প্রদান করুন; পক্ষীদ্বয় যেমন বৃক্ষে আগমন করে, সেইরকম আপনারা যজমানের নিকট আগমন করুন। উক্থ উচ্চারণকারী ব্রহ্মানামক ঋত্বিকদ্বয়ের মতো ও জনপদে দূতদ্বয়ের মতো আপনারা বহু

পুরুষের আহ্বানের যোগ্য ॥ ১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা প্রাতঃকালে গমনকারী রথিদ্বয়ের মতো, বীর ছাগদ্বয়ের মতো, মা নারীদ্বয়ের মতো, সুন্দর শরীরবিশিষ্ট দম্পতির মতো সংগত, এবং জনসমূহের কর্মক্ষেত্রে। আপনারা যুগলের ভক্তের নিকট আগমন করুন ॥ ২ ॥

দেববৃন্দের প্রথম অশ্বিদ্বয়! আপনারা পশুর শৃঙ্গদ্বয়ের মতো বা অশ্ব ইত্যাদির খুরদ্বয়ের মতো বেগবিশিষ্ট হয়ে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। হে শত্রুচ্ছেদনকারী স্বকর্মক্ষম অশ্বিযুগল! দু চক্রবাক যেমন দিবসে আগমন করে, অথবা রথিদ্বয় যেমন আগমন করে, সেইরকম আপনারা আমাদের অভিমুখে আগত হোন ॥ ৩ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! নৌকার মতো আপনারা আমাদের উত্তীর্ণ করুন। রথের যুগের মতো, রথচক্র নাভিফলকের মতো, তার পার্শ্বস্থ ফলকের মতো, চক্রের বাহ্যদেশের বলয়ের মতো আমাদের উত্তারিত করুন। দুটি কুকুরের মতো আপনারা আমাদের শরীরকে হিংসা হ'তে রক্ষা করুন। দু বর্মের মতো আপনারা আমাদের জরা হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা বায়ুদ্বয়ের মতো অক্ষয়, নদীদ্বয়ের মতো শীঘ্রগামী, চক্ষুদ্বয়ের মতো দর্শনশক্তিমান্। আপনারা আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। আপনারা হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয়ের মতো শরীরের সুখকর। আপনারা আমাদের শ্রেষ্ঠধনের অভিমুখে নীত করুন ॥ ৫ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা ওষ্ঠদ্বয়ের মতো মধুর বাক্য উচ্চারণ করুন; স্তনদ্বয়ের মতো আমাদের জীবন ধারণের জন্য (অমৃত) পান করান, নাসিকারন্ধ্রদ্বয়ের মতো আমাদের শরীরের রক্ষক হোন, কর্ণদ্বয়ের মতো আমাদের শ্রোতা হোন ॥ ৬ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! হস্তদ্বয়ের মতো আমাদের সামর্থ্য প্রদান করুন, দ্যাবাপৃথিবীর মতো আমাদের উদক প্রেরণ করুন। হে অশ্বিদ্বয়! এই সকল স্তুতি আপনাদের কামনা করছে, আপনারা শাণযন্ত্র দ্বারা অসির মতো এগুলিকে তীক্ষ্ণ করুন ॥ ৭ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! গৃৎসমদ কবি আপনাদের বৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত এই সকল মন্ত্র ও স্তোত্র রচনা করেছেন। আপনারা নেতা ও অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত। আপনাদের নিকট এই সকল স্তুতি আগমন করুক। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করতে পারি ॥ ৮ ॥

টীকা — ৩ ঋকের চক্রবাক মিথুন সম্পর্কিত আধুনিক সংস্কৃত কবিগণের এত উপমান তাঁর এই প্রথম উল্লেখ।—অশ্বিদ্বয় যে ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র সে সম্পর্কে প্রথম অষ্টকে আলোচনা হয়েছে। ভক্তগণের হৃদয়দেশেই তাঁদের যান বা রথ।

◆ ◆

— ৪০ সূক্ত —

[দেবতা : সোম ও পূষা। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সোমাপূষণা জননা রয়ীণাং জননা দিবো জননা পৃথিব্যাঃ।
জাতৌ বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপৌ দেবা অকৃণ্বন্নমৃতস্য নাভিম্ ॥ ১ ॥

ইমৌ দেবৌ জায়মানৌ জুষন্তেমৌ তমাংসি গূহতামজুষ্টা।
আভ্যামিন্দ্রঃ পক্কমামাস্বন্ত সোমাপূষভ্যাং জনদুস্রিয়াসু॥ ২॥
সোমাপূষণা রজসো বিমানং সপ্তচক্রং রথম বিশ্বমিন্বম্।
বিষূবৃতং মনসা যুজ্যমানং তং জিন্বথো বৃষণা পঞ্চরশ্মিম্॥ ৩॥
দিব্যন্যঃ সদনং চক্র উচ্চা পৃথিব্যামন্যো অধ্যন্তরিক্ষে।
তাবস্মভ্যং পুরুবারং পুরুক্ষুং রায়স্পোষং বি ষ্যতাং নাভিমস্মে॥ ৪॥
বিশ্বান্যন্যো ভুবনা জজান বিশ্বমন্যো অভিচক্ষাণ এতি।
সোমাপূষণাববতং ধিয়ং মে যুবাভ্যাং বিশ্বাঃ পৃতনা জয়েম॥ ৫॥
ধিয়ং পূষা জিন্বতু বিশ্বমিন্বো রয়িং সোমা রয়িপতির্দধাতু।
অবতু দেব্যদিতিরনর্বা বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম ও পূষা। আপনারা ধনের জনক দ্যুলোকের জনক, ও পৃথিবীর জনক। আপনারা জন্মমাত্রেই সমুদয় জগতের রক্ষক হয়েছেন; দেববৃন্দ আপনাদের অমরত্বের হেতুভূত করেছেন ॥ ১ ॥

দ্যুতিমান্ এই সোম ও পূষা জন্মালেই দেববৃন্দ এঁদের সেবা করেছিলেন। এঁরা অপ্রিয় তমঃ (অর্থাৎ অন্ধকার বা অজ্ঞানতা) নাশ করেন, এবং এঁদের সাথে ইন্দ্র তরুণী ধেনুসমূহের উধঃ (অর্থাৎ স্তন) প্রদেশে পক্ক পয়ঃ (অর্থাৎ দুগ্ধ) উৎপাদন করেন ॥ ২ ॥

হে অভীষ্টবর্ষী সোম ও পূষা। আপনারা জগতের পরিচ্ছেদক, সপ্ত চক্রবিশিষ্ট, বিশ্ব কর্তৃক অপরিচ্ছেদ্য, সর্বত্র বর্তমান, পঞ্চরশ্মিবিশিষ্ট, এবং ইচ্ছামাত্রেই যোজিত রথ আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করেন ॥ ৩ ॥

আপনাদের মধ্যে একজন পূষা উন্নত দ্যুলোকে বাস করেন। অন্য সোম পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে বাস করেন। আপনারা উভয়ে আমাদের বহুলোকের বরণীয়, বহুকীর্তিসম্পন্ন ও আমাদের ভাগের হেতুভূত, পশুরূপ ধন প্রদান করেন ॥ ৪ ॥

হে সোম ও পূষা! আপনাদের মধ্যে একজন সোম সমস্ত ভূতজাতকে উৎপন্ন করেছেন, অন্য পূষা সমস্ত জগৎ পর্যবেক্ষণ ক'রে থাকেন। হে সোম ও পূষা। আপনারা আমাদের কর্মরক্ষা করুন; আমরা যেন আপনাদের দ্বারা সমস্ত শত্রুসেনা জয় করতে পারি ॥ ৫ ॥

জগতের প্রীতিদায়ক পূষা আমাদের কর্মে তৃপ্তিলাভ করুন। ধনপতি সোম আমাদের ধন দান করুন। দ্যুতিমতী, শত্রুরহিতা অদিতি আমাদের রক্ষা করুন। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করতে পারি ॥ ৬ ॥

টীকা — ৩ ঋকে সপ্তঋতুরূপ সপ্তচক্র। ত্রয়োদশ মাসকে সপ্তম ঋতু বলে। সায়ণ ॥ পঞ্চঋতুরূপ পঞ্চরশ্মি। হেমন্ত ও শীত একত্রিত হয়ে পাঁচ ঋতু। সায়ণ ॥ ৪ ঋকে 'পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে, অর্থে ওষধি ও চন্দ্ররূপে। সায়ণ ॥ সোম অর্থাৎ চন্দ্র ও পূষা অর্থাৎ সূর্যের আদিরূপ—উভয়ই ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ মাত্র। প্রথম অষ্টকে বর্ণিত হয়েছে।

◆ ◆

— ৪১ সূক্ত —

[দেবতা : ১ ও ২ ঋক্ বায়ু; ৩ ঋক্ ইন্দ্র ও বায়ু; ৪, ৫ ও ৬ ঋক্ মিত্রাবরুণ; ৭, ৮ ও ৯ ঋক্ অশ্বিদ্বয়; ১০, ১১ ও ১২ ঋক্ ইন্দ্র; ১৩, ১৪ ও ১৫ ঋক্ বিশ্বদেবগণ; ১৬, ১৭ ও ১৮ ঋক্ সরস্বতী; ১৯, ২০ ও ২১ ঋক্ দ্যাবাপৃথিবী। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

বায়ো যে তে সহস্রিণো রথাসস্তেভিরা গহি। নিযুত্বান্ত্‌ সোমপীতয়ে॥ ১॥
নিযুত্বান্বায়বা গহ্যয়ং শুক্রো অয়ামি তে। গন্তাসি সুন্বতো গৃহম্ ॥ ২॥
শুক্রস্যাদ্য গবাশির ইন্দ্রবায়ু নিযুত্বতঃ। আ যাতং পিবতং নরা॥ ৩॥
অয়ং বাং মিত্রাবরুণা সুতঃ সোম ঋতাবৃধা। মমেদিহ শ্রুতং হবম্॥ ৪॥
রাজানাবনভিদ্রুহা ধ্রুবে সদস্যুত্তমে। সহস্রস্থূণ আসাতে॥ ৫॥
তা সম্রাজা ঘৃতাসুতী আদিত্যা দানুনস্পতী। সচেতে অনবহ্বরম্॥ ৬॥
গোমদূ ষু নাসত্যাশ্বাবদ্যাতমশ্বিনা। বর্তী রুদ্রা নৃপায্যম্॥ ৭॥
ন যৎপরো নান্তর আদধর্ষদ্বৃষণ্বসূ। দুঃশংসো মর্ত্যো রিপুঃ॥ ৮॥
তা ন আ বোঢ়হমশ্বিনা রয়িং পিশঙ্গসন্দৃশম। ধিষ্ণ্যা বরিবোবিদম্॥ ৯॥
ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ভয়মভী ষদপ চুচ্যবৎ। স হি স্থিরো বিচর্ষণিঃ॥ ১০॥
ইন্দ্রশ্চ মৃলয়াতি নো নঃ পশ্চাদঘং নশৎ। ভদ্রং ভবাতি নঃ পুরঃ॥ ১১॥
ইন্দ্র আশাভ্যস্পরি সর্বাভ্যো অভয়ং করৎ। জেতা শত্রূন্বিচর্ষণিঃ॥ ১২॥
বিশ্বে দেবাস আ গত শৃণুতা ম ইমং হবম্। এদং বর্হিনি ষীদত॥ ১৩॥
তীব্রো বো মধুমাঁ অয়ং শুনহোত্রেষু মৎসরঃ। এতং পিবত কাম্যম্॥ ১৪॥
ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা মরুদ্গণা দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ। বিশ্বে মম শ্রুতা হবম্॥ ১৫॥
অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি॥ ১৬॥
ত্বে বিশ্বা সরস্বতি শ্রিতায়ূংষি দেব্যাম্।
শুনহোত্রেষু মৎস্ব প্রজাং দেবি দিদিড্ঢি নঃ॥ ১৭॥
ইমা ব্রহ্ম সরস্বতি জুষস্ব বাজিনীবতি।
যা তে মন্ম গৃৎসমদা ঋতাবরি প্রিয়া দেবেষু জুহ্বতি॥ ১৮॥
প্রেতাং যজ্ঞস্য শম্ভুবা যুবামিদা বৃণীমহে। অগ্নিং চ হব্যবাহনম্॥ ১৯॥
দ্যাবা নঃ পৃথিবী ইমং সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশম্। যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতাম্॥ ২০॥
আ বামুপস্থমদ্রুহা দেবাঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ। ইহাদ্য সোমপীতয়ে॥ ২১॥

মন্ত্রার্থ — হে বায়ু! আপনার যে সহস্রসংখ্যক রথ আছে, তার দ্বারা আপনি নিযুৎগণে (অর্থাৎ আপনার বাহক অশ্বগণে) যুক্ত হয়ে সোমপানের জন্য আগমন করুন ॥ ১ ॥

হে বায়ু নিযুৎগণে যুক্ত হয়ে আপনি আগমন করুন। আপনি দীপ্তিমান্ সোম গ্রহণ করেছেন; সোমের অভিষবকারী যজমানের গৃহে আপনি গমন ক'রে থাকেন ॥ ২ ॥

হে নেতা ইন্দ্র ও বায়ু! আপনারা অদ্য নিযুৎগণে যুক্ত হয়ে সোমের নিমিত্ত আগমনপূর্বক গব্য-মিশ্রিত সোম পান করুন ॥ ৩ ॥

হে মিত্রাবরুণ! আপনাদের নিমিত্ত এই সোম অভিষুত হয়েছে; হে সত্যবর্ধক! আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥

শত্রুতাশূন্য রাজা মিত্রাবরুণ স্থির, উৎকৃষ্ট, সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট এই স্থানে উপবেশন করুন ॥ ৫ ॥

সম্রাট, ঘৃতান্নভোগী, অদিতির পুত্র, দাতা মিত্রাবরুণ অকুটিলাচারী যজমানকে সেবা করেন ॥ ৬ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! হে নাসত্যদ্বয়! হে রুদ্রদ্বয়! যজ্ঞের নেতাগণ যে সোম পান করবে, সেই সোম ধেনুযুক্ত ও অশ্বযুক্ত ক'রে আপনারা রথে আরোহিত হয়ে আগত হোন ॥ ৭ ॥

হে ধনবর্ষী অশ্বিদ্বয়! দূরস্থিত বা সমীপবর্তী মন্দভাষী মর্ত্য রিপু যে ধন অপহরণ করতে পারে না, সেই ধন আমাদের প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

হে ধিষণা-যোগ্য অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমাদের নিকট পিশঙ্গের মতো এবং ধনপ্রাপক ধন আনয়ন করুন ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র অধিক ও অভিভবকারী ভয় দূর করুন; তিনি স্থির ও প্রজ্ঞাবান্ ॥ ১০ ॥

যদি ইন্দ্র আমাদের সুখী করেন, পাপ আমাদের পশ্চাতে ধাবন করবে না, কল্যাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে ॥ ১১ ॥

প্রজ্ঞাবান্ শত্রুজেতা ইন্দ্র সকল দিক হ'তে আমাদের ভয়রহিত করুন ॥ ১২ ॥

হে বিশ্বদেবগণ! এই স্থলে আগমন করুন, আমার আহ্বান শ্রবণ করুন, এই কুশের উপরে উপবেশন করুন ॥ ১৩ ॥

হে বিশ্বদেবগণ! তীব্র মদযুক্ত, রসবান্, হর্ষকর এই সোম আপনাদের জন্য শুনহোত্রগণের নিকট রয়েছে; আপনারা এই কমনীয় সোম পান করুন ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র যে মরুৎবৃন্দের শ্রেষ্ঠ, পূষা যাঁদের দাতা, সেই দেবগণ আমার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ১৫ ॥

মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে সরস্বতি! আমরা অসমৃদ্ধের মতো রয়েছি, আমাদের সমৃদ্ধিশালী করুন ॥ ১৬ ॥

হে সরস্বতি! আপনি দ্যুতিমতী; অন্ন আপনাকে আশ্রয় করেছে। আপনি শুনহোত্রবৃন্দের সোম পান ক'রে তৃপ্ত হোন। হে দেবি! আপনি আমাদের পুত্র দান করুন ॥ ১৭ ॥

হে অন্নবতী ও উদকবতী সরস্বতি! আপনি এই হব্য স্বীকার করুন। এটি মননীয় ও দেবতাগণের প্রিয়। গৃৎসমদগণ আপনাকে এটি অর্পণ করছে ॥ ১৮ ॥

হে যজ্ঞের সুখসম্পাদক (দ্যাবাপৃথিবী)! আপনারা আগমন করুন, আমরা আপনাদের প্রার্থনা করছি। আমরা হব্যবাহন (অগ্নিকেও) প্রার্থনা করছি ॥ ১৯ ॥

দ্যাবাপৃথিবী স্বর্গ ইত্যাদির সাধকরূপ ও দেবগণের অভিমুখে গমনশীল আমাদের এই যজ্ঞ দেবতাবৃন্দের নিকট বহন করুন ॥ ২০ ॥

হে শত্রুতাশূন্য দ্যাবাপৃথিবী! যজ্ঞের যোগ্য দেববৃন্দ সোম-পানের নিমিত্ত অদ্য আপনাদের

সমীপে উপবেশন করুন ॥ ২১ ॥

টীকা — ৫ ঋকে স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকার উল্লেখ বৈদিক যুগেও বিশাল অট্টালিকার অস্তিত্ব সূচিত হচ্ছে। ১৪ ঋকে শুনহোত্রগণ সম্পর্কে সায়ণ বলেন, 'শুনহোত্রেষু গৃৎসমদেষু'। এই প্রসঙ্গে ২য় মণ্ডলের ১ম সূক্তের প্রথম টীকা দ্রষ্টব্য ॥ —বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেববৃন্দ, মরুৎগণ, সরস্বতী, দ্যাবাপৃথিবী ইত্যাদি সম্পর্কে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রথম অষ্টকে প্রদত্ত হয়েছে। আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে ৪, ৫, ৬ ঋকে মিত্রাবরুণ প্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃতি প্রদান করা যেতে পারে, যথা—৪ ঋকের প্রথম অংশে হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। অপরাংশে হৃদয়ের অতি মহৎ আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। এইস্থানেও সোম পদের অর্থ সোমরস নামক মদ্য করা হয়েছে। কিন্তু মদ্যপানের জন্য আহ্বান ক'রে দেবতাকে 'ঋতবৃধা' বলা যায় কি? সে কেমন সত্য যা মদ্যপানের দ্বারা বর্ধিত হয়? একমাত্র 'সোম' পদের জন্যই এই অসঙ্গতি। আমরা পূর্বাপরই 'সোম' পদের অর্থে 'সত্ত্বভাব' গ্রহণ করেছি ॥ ৫ ঋকের 'সহস্রস্থূণে সদসি' পদ দু'টির অর্থে হয় 'বহুশক্তিযুতে সাধকহৃদয়ে', 'সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট' নয়। বস্তুতঃ ভক্ত সাধকের অপূর্ব শক্তিসম্পন্ন পবিত্র হৃদয়েই ভগবানের আসন ও উপযুক্ত বাসস্থান ॥ ৬ ঋকের 'অনবহ্বরম্' পদে আমরা মনে ক'রি, ভগবান্ মানুষের পাপ-কুটিলতাহীন যে হৃদয় দর্শন করেন, এটি তা-ই। আমরা 'আদিত্যা' পদে অদিতির পুত্রদ্বয় এবং অনন্ত স্বরূপদ্বয় ও জ্যোতির্ময়দ্বয়, দু'টি ভাবকেই মনে ক'রি ॥—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৪২ সূক্ত —

[দেবতা : কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কনিক্রদজ্জনুষং প্রব্রুবাণ ইয়র্তি বাচমরিতেব নাবম্।
সুমঙ্গলশ্চ শকুনে ভবাসি মা ত্বা কা চিদভিভা বিশ্ব্যা বিদৎ ॥ ১ ॥
মা ত্বা শ্যেন উদ্বধীন্মা সুপর্ণো মা ত্বা কা বিদদিষুমান্বীরো অস্তা।
পিত্র্যামনু প্রদিশং কনিক্রদৎসুমঙ্গলো ভদ্রবাদী বদেহ ॥ ২ ॥
অব ক্রন্দ দক্ষিণতো গৃহাণাং সুমঙ্গলো ভদ্রবাদী শকুন্তে।
মা নঃ স্তেন ঈশত মাঘশংসো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — বারবোর শব্দায়মান, ভবিষ্যৎ বিষয়ের বক্তা (কপিঞ্জল), কর্ণধার যেমন নৌকাকে পরিচালিত করে, সেইরকম বাক্যকে প্রেরণ করছেন। হে শকুনি। আপনি কল্যাণসূচক হোন, কোন দিক্ হ'তে যেন কোন অভিভব আপনার নিকট উপস্থিত না হয় ॥ ১ ॥

হে শকুনি। আপনাকে যেন শ্যেনপক্ষী বধ না করে, যেন সুপর্ণ পক্ষীও বধ না করে, এবং বলবান্ বীর ধনুর্ধারী হয়ে যেন আপনাকে না প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ দিকে বারবোর শব্দপূর্বক সুমঙ্গলশংসী হয়ে আপনি আমাদের প্রিয়বাদী হোন ॥ ২ ॥

হে শকুন্ত। আপনি সুমঙ্গলসূচক ও প্রিয়বাদী হয়ে গৃহের দক্ষিণ দিকে শব্দ করুন। তস্কর যেন

আমার উপর প্রভুত্ব না করে, দুষ্ট ব্যক্তিও যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করতে পারি ॥৩॥

টীকা — পরবর্তী সূক্ত দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ৪৩ সূক্ত —

[দেবতা : কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র। ঋষি : গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী, অতিশক্করী ও অষ্টি]

প্রদক্ষিণিদভি গৃণন্তি কারবো বয়ো বদন্ত ঋতুথা শকুন্তয়ঃ।
উভে বাচৌ বদতি সামাগা ইব গায়ত্রং চ ত্রৈষ্টুভং চানু রাজতি ॥ ১॥
উদ্গাতেব শকুনে সাম গায়সি ব্রহ্মপুত্র ইব সবনেষু শংসসি।
বৃষেব বাজী শিশুমতীরপীত্যা সর্বতো নঃ শকুনে ভদ্রমা বদ বিশ্বতো
নঃ শকুনে পুণ্যমা বদ ॥ ২॥
আবদংস্ত্বং শকুনে ভদ্রমা বদ তূষ্ণীমাসীনঃ সুমতিং চিকিদ্ধি নঃ।
যদুৎপতন্বদসি কর্করির্যথা বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — শকুনিগণ কালে কালে অন্ন-অন্বেষণপূর্বক স্তোতাদের মতো প্রদক্ষিণ ক'রে শব্দ করুন। সামগানকারী যেমন গায়ত্রী ও ত্রিষ্টুভ্ উভয় সামই উচ্চারণ করে, সেইরকম (কপিঞ্জল) উভয় বাক্যই উচ্চারণ করেন; স্তোতাগণকে অনুরক্ত করেন ॥১॥

হে শকুনি! উদ্গাতা যেমন সামগান করে, সেইরকম আপনিও গান করুন। যজ্ঞে ব্রহ্মপুত্রের মতো আপনি শব্দ করুন। সেচনসমর্থ অশ্ব যেমন অশ্বীর নিকট গমনপূর্বক শব্দ করে, আপনি সেই শব্দ করুন। হে শকুনি! আপনি সর্বত্র আমাদের মঙ্গলসূচক শব্দ করুন; সর্বত্র আমাদের পুণ্যজনক শব্দ করুন ॥২॥

হে শকুনি! যখন আপনি শব্দ করেন, তখন আমাদের মঙ্গল সূচনা করেন। যখন তূষ্ণীভাবে উপবেশন ক'রে থাকেন, তখন আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হন। আপনি উড্ডীয়মানকালে কর্করীর মতো শব্দ ক'রে থাকেন। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করতে পারি ॥৩॥

টীকা — ২ ঋকের 'ব্রহ্মপুত্র' হ'লেন প্রতিটি যজ্ঞের ১৬ জন ঋত্বিকের মধ্যে 'ব্রাহ্মণাচ্ছংসী' নামক একজন ঋত্বিক। সায়ণ॥ ৩ ঋকের 'কর্করী' এক বাদ্যবিশেষ। সায়ণ॥ —এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য এই যে, অনুক্রমণিকা অনুসারে কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র এই ৪২ ও ৪৩ সূক্তের দেবতা; কিন্তু এই সূক্ত দুটিতে ইন্দ্র বা কপিঞ্জল কারও উল্লেখ নেই। কেবল 'শকুনি' উল্লেখ আছে। শকুনি অর্থে পক্ষী বিশেষ। পক্ষীদের অমঙ্গল ধ্বনি শ্রবণ করলে এই দুটি সূক্ত জপ করতে হয়। সায়ণ॥ কপিঞ্জল অর্থে চাতক বা তিত্তির পক্ষী। শেষ সূক্তটি 'ওকার মন্ত্র' বিশেষ।

— ১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সোমস্য মা তবসং বক্ষ্যগ্নে বহ্নিং চকর্থ বিদথে যজধ্যৈ।
দেবাঁ অচ্ছা দীদ্যদুঞ্জে অদ্রিং শমায়ে অগ্নে তন্বং জুষস্ব ॥ ১॥
প্রাঞ্চং যজ্ঞং চকৃম বর্ধতং গীঃ সমিদ্ভিরগ্নিং নমসা দুবস্যন্।
দিবঃ শশাসু র্বিদথা কবীনাং গৃৎসায় চিত্তবসে গাতুমীয়ুঃ ॥ ২॥
ময়ো দধে মেধিরঃ পূতদক্ষো দিবঃ সুবন্ধুর্জনুষা পৃথিব্যাঃ।
অবিন্দমু দর্শতমপ্স্বন্ত র্দেবাসো অগ্নিমপসি স্বসৃণাম্॥ ৩॥
অবর্ধয়ন্ত্ সুভগং সপ্ত যহ্বীঃ শ্বেতং জজ্ঞানমরুষং মহিত্বা।
শিশুং ন জাতমভ্যারুরশ্বা দেবাসো অগ্নিং জনিমন্বপুষ্যন্॥ ৪॥
শুক্রেভিরঙ্গৈ রজ আততন্বান্ ক্রতুং পুনানঃ কবিভিঃ পবিত্রৈঃ।
শোচির্বসানঃ পর্যায়ুরপাং শ্রিয়ো মিমীতে বৃহতীরনূনাঃ॥ ৫॥
বব্রাজা সীমনদতীরদব্ধা দিবো যহ্বীরবসানা অনগ্নাঃ।
সনা অত্র যুবতয়ঃ সযোনীরেকং গর্ভং দধিরে সপ্ত বাণীঃ॥ ৬॥
স্তীর্ণা অস্য সংহতো বিশ্বরূপা ঘৃতস্য যোনৌ স্রবথে মধূনাম্।
অস্থুরত্র ধেনবঃ পিন্বমনা মহী দস্মস্য মাতরা সমীচী॥ ৭॥
বভ্রাণঃ সূনো সহসো ব্যদ্যোদ্দধানঃ শুক্রা রভসা বপূংষি।
শ্চোতন্তি ধারা মধুনো ঘৃতস্য বৃষা যত্র বাবৃধে কাব্যেন॥ ৮॥
পিতুশ্চিদূধর্জনুষা বিবেদ ব্যস্য ধারা অসৃজদ্বি ধেনাঃ।
গুহা চরন্তং সখিভিঃ শিবেভির্দিবো যহ্বীভি র্ন গুহা বভূব॥ ৯॥
পিতুশ্চ গর্ভং জনিতুশ্চ বভ্রে পূর্বীরেকো অধয়ৎপীপ্যানাঃ।
বৃষ্ণে সপত্নী শুচয়ে সবন্ধু উভে অস্মৈ মনুষ্যেনি পাহি॥ ১০॥
উরৌ মহাঁ অনিবাধে ববর্ধাপো অগ্নিং যশসঃ সং হি পূর্বীঃ।
ঋতস্য যোনাবশয়দ্দমূনা জামীনামগ্নিরপসি স্বসৃণাম্॥ ১১॥
অক্রো ন বভ্রিঃ সমিধে মহীনাং দিদৃক্ষেয়ঃ সূনবে ভাঋজীকঃ।
উদুস্রিয়া জনিতা যো জজানাপাং গর্ভো নৃতমো যহ্বো অগ্নিঃ॥ ১২॥
অপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাং বনা জজান সুভ্গা বিরূপম্।
দেবাসশ্চিন্মনসা সং হি জগ্মুঃ পনিষ্ঠং জাতং তবসং দুবস্যন্॥ ১৩॥

বৃহন্ত ইত্তানবো ভাঋজীকমগ্নিং সচন্ত বিদ্যুতো ন শুক্রাঃ।
গুহেব বৃদ্ধং সদসি স্বে অন্তরপার ঊর্ধ্বে অমৃতং দুহানাঃ॥ ১৪॥
ঈলে চ ত্বা যজমানো হবির্ভিরীলে সখিত্বং সুমতিং নিকামঃ।
দেবৈরবো মিমীহি সংজরিত্রে রক্ষা চ নো দম্যেভিরনীকৈঃ॥ ১৫॥
উপক্ষেতারস্তব সুপ্রণীতেঽগ্নে বিশ্বানি ধন্যা দধানাঃ।
সুরেতসা শ্রবসা তুঞ্জমানা অভি ষ্যাম পৃতনায়ূঁরদেবান্॥ ১৬॥
আ দেবানামবঃ কেতুরগ্নে মন্দ্রো বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্।
প্রতি মর্তাঁ অবাসয়ো দমূনা অনু দেবান্রথিরো যাসি সাধন্॥ ১৭॥
নি দুরোণে অমৃতো মর্ত্যানাং রাজা সসাদ বিদথানি সাধন্।
ঘৃতপ্রতীক উর্বিয়া ব্যদ্যৌদগ্নি র্বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্॥ ১৮॥
আ নো গহি সখ্যেভিঃ শিবেভির্মহান্মহীভিরূতিভিঃ সরণ্যন্।
অস্মে রয়িং বহুলং সন্তরুত্রং সুবাচং ভাগং যশসং কৃধী নঃ॥ ১৯॥
এতা তে অগ্নে জনিমা সনানি প্র পূর্ব্যায় নূতনানি বোচম্।
মহান্তি বৃষ্ণে সবনা কৃতেমা জন্মঞ্জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ॥ ২০॥
জন্মং জন্মন্ নিহিতো জাতবেদা বিশ্বামিত্রেভিরিধ্যতে অজস্রঃ।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম॥ ২১॥
ইমং যজ্ঞং সহসাবন্ ত্বং নো দেবত্রা ধেহি সুক্রতো ররাণঃ।
প্র যংসি হোতর্বৃহতীরিষো নোঽগ্নে মহি দ্রবিণমা যজস্ব॥ ২২॥
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে॥ ২৩॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আপনি যজ্ঞ করবার নিমিত্ত আমাকে সোমের বাহক করেছেন; অতএব আমাকে বলবান্ করুন। হে অগ্নি! আমি দীপ্যমান হয়ে দেববৃন্দের উদ্দেশে অভিষবণের জন্য প্রস্তরখণ্ড গ্রহণ করছি ও স্তব করছি। হে অগ্নি! আপনি আমার শরীরকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আমরা সম্যক্‌ভাবে যজ্ঞ করেছি, আমাদের স্তুতি বর্ধিত হোক। সমিধ ও হব্যের দ্বারা অগ্নিকে লোকে পরিচর্যা করুক। (দেববৃন্দ) দ্যুলোক হ'তে আগমনপূর্বক স্তোতাগণকে স্তোত্র শিক্ষা প্রদান করেছেন। স্তোতাগণ স্তুতিযোগ্য ও প্রবৃদ্ধ অগ্নিকে স্তব করতে অভিলাষ করে ॥ ২ ॥

যিনি মেধাবী, বিশুদ্ধ বলশালী, জন্মমাত্রেই উৎকৃষ্ট বন্ধু, যিনি দ্যুলোক ও পৃথিবীর সুখবিধান করেন, সেই দর্শনীয় অগ্নিকে দেববৃন্দ যজ্ঞকার্যের জন্য ভগ্নীরূপ (নদী সকলের) জলের মধ্যে প্রাপ্ত হয়েছেন ॥ ৩ ॥

শোভন ধনযুক্ত, শুভ্র ও আপন মাহাত্ম্যে দীপ্তিশালী অগ্নি উৎপন্ন হলেই সপ্ত মহতী নদী তাঁকে বর্ধিত করেছিল। অশ্বী যেমন নবজাত শিশুর নিকট গমন করে, সেইরকম নদীসমূহ নবজাত অগ্নির নিকট গমন করেছিল। অগ্নি উৎপন্ন হলেই দেববৃন্দ তাঁকে দীপ্তিমান্ করেছেন ॥ ৪ ॥

অগ্নি শুভ্রবর্ণ তেজের দ্বারা অন্তরীক্ষ ব্যাপ্তপূর্বক যজমানকে স্তবনীয় ও পবিত্র তেজের দ্বারা

পরিশোধিত করেন; এবং দীপ্তি পরিধানপূর্বক যজমানকে অন্ন এবং প্রভূত ও সম্পূর্ণ সম্পত্তি দান করেন ॥ ৫ ॥

অগ্নি জলের চতুর্দিকে গমন করছেন, সেই জল অগ্নিকে নির্বাণ করছে না, অথবা অগ্নির দ্বারা শোষিত হচ্ছে না। অন্তরীক্ষের অপত্যভূত অগ্নি বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত নন, অথচ জলবেষ্টিত হওয়ায় উলঙ্গও নন। সনাতনী নিত্যতরুণা ও একস্থান হ'তে উৎপন্না সপ্তনদী এক অগ্নিকে গর্ভে ধারণ করে ॥ ৬ ॥

জলবর্ষণ হ'লে পর উদকের গর্ভস্বরূপও অন্তরীক্ষে পুঞ্জীভূত নানাবর্ণ অগ্নির রশ্মি সকল বিদ্যমান থাকে। এই অগ্নিতে জলরূপ পীনা ধেনুসকল সকলের প্রীতিদায়িনী হয়। সুন্দর মহৎ দ্যাবাপৃথিবী দর্শনীয় অগ্নির পিতামাতা ॥ ৭ ॥

হে বলের পুত্র! সকলে আপনাকে ধারণ করলে আপনি উজ্জ্বল ও বেগবান্ রশ্মি ধারণপূর্বক দ্যোতিত হন। যখন অগ্নি যজমানের স্তোত্রের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তখন মধুর জলধারা পতিত হয় ॥ ৮ ॥

অগ্নি জন্মিবামাত্রেই পিতা অন্তরীক্ষের উধ, উধঃস্বরূপ জল প্রদেশ জ্ঞাত হয়েছেন, এবং ঐ উধঃ সম্বন্ধিনী ধারা বৃষ্টি ও অন্তরীক্ষচারী শব্দ বজ্র পাতিত করেছিলেন। অগ্নি শুভকারী বন্ধু (বায়ু প্রভৃতির) সাথে অবস্থান করেন, ও অন্তরীক্ষের অপত্যভূত জলের সাথে গুহাতে বর্তমান থাকেন; এই অগ্নিকে কেউই প্রাপ্ত হয় না ॥ ৯ ॥

অগ্নি পিতা অন্তরীক্ষের ও জনয়িতার গর্ভধারণ করেন; এক অগ্নি বহুতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ওষধি ভক্ষণ করেন। সপত্নী ও মানুষগণের হিতকারিণী দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির বন্ধু। হে অগ্নি! আপনি দ্যাবাপৃথিবীকে বিশেষভাবে রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥

মহান্ অগ্নি অসম্বাধ ও বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে বর্ধিত হন; কারণ বহু অন্নবান্ জল তাঁকে সম্যক্‌ভাবে বর্ধিত করে। জলের জন্মস্থানে অন্তরীক্ষে, স্থির অগ্নি ভগ্নীস্থানীয়া স্রোতস্বিনীগণের জলে প্রশান্ত মনে শয়ন করেন ॥ ১১ ॥

যে অগ্নি সমস্ত লোকের জনক, উদকের গর্ভভূত, মানুষবৃন্দের বিশেষভাবে রক্ষক, মহৎ শত্রু আক্রমণকারী, সংগ্রামে মহৎ আপন সেনাবৃন্দের রক্ষক, সকলের দর্শনীয়, এবং আপন দীপ্তির দ্বারা প্রকাশমান, তিনি যজমানের নিমিত্ত জল উৎপন্ন করেছেন ॥ ১২ ॥

সৌভাগ্যযুক্ত অরণী দর্শনীয়, নানা রূপবিশিষ্ট, এবং জল ও ওষধি সমূহের গর্ভভূত অগ্নিকে উৎপাদন করেছে। সমুদয় দেববৃন্দও স্তবনীয়, প্রবৃদ্ধ, সদ্যজাত অগ্নির নিকট স্তুতিযুক্ত হয়ে গমন করেছিলেন ও তাঁর পরিচর্যা করেছিলেন ॥ ১৩ ॥

দীপ্তিমান্ বিদ্যুতের মতো মহৎ সূর্যগণ অগাধ সমুদ্রের মধ্যে অমৃত দোহনপূর্বক গুহার মতো আপন সদনে অন্তরীক্ষে প্রবৃদ্ধ এবং প্রভার দ্বারা দীপ্তিমান্ অগ্নিকে আশ্রয় করেন ॥ ১৪ ॥

যজমান আমি হব্যের দ্বারা আপনার স্তুতি করছি, ধর্মবিষয়ে বৃদ্ধি লাভ করবার অভিপ্রায়ে আপনার সাথে বন্ধুত্ব প্রার্থনা করছি। আপনি দেববৃন্দের সাথে স্তুতিকারী আমার পশু প্রভৃতি রক্ষা করুন, ও দুর্দমনীয় তেজের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥

হে সুনেতা অগ্নি! আমরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রি, সমস্ত ধন প্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম ক'রি, ও হব্য প্রদান ক'রি। আমরা যেন আপনাকে সুদীর্ঘকর অন্ন প্রদান ক'রে অদেবগণকে ও অনিষ্টকারী শত্রুবর্গকে জয় করতে পারি ॥ ১৬ ॥

হে অগ্নি! আপনি দেববৃন্দের স্তবনীয় দূত; আপনি সমস্ত স্তোত্র জ্ঞাত আছেন; আপনি মর্ত্যবর্গকে আপন আপন গৃহে বাস করিয়ে থাকেন; আপনি রথী; আপনি দেববৃন্দের কার্যসাধন ক'রে তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন ॥ ১৭ ॥

নিত্য রাজা অগ্নি যজ্ঞ সাধনপূর্বক মর্ত্যগণের গৃহে উপবেশন করেন। অগ্নি সমস্ত স্তোত্র জ্ঞাত আছেন; অগ্নির অবয়ব ঘৃতের দ্বারা দীপ্তিযুক্ত। বিস্তীর্ণ অগ্নি বিদ্যোতিত হচ্ছেন ॥ ১৮ ॥

হে গমনেচ্ছু মহান্ অগ্নি! আপনি মঙ্গলকর সখ্য ও মহৎ রক্ষার সাথে আমাদের নিকট আগমন করুন, এবং আমাদের বহুল, উপদ্রবশূন্য, শোভন স্তুতিযুক্ত ও কীর্তিযুক্ত ধন প্রদান করুন ॥ ১৯ ॥

হে অগ্নি! আপনি পুরাতন; আপনার উদ্দেশে আমি এই সকল সনাতন ও নূতন স্তোত্র পাঠ করছি। সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি মানুষগণের মধ্যে নিহিত আছেন। সেই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির উদ্দেশে আমরা এই সমস্ত সবন করেছি ॥ ২০ ॥

সকল মানুষে নিহিত সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি বিশ্বামিত্র কর্তৃক অনবরত প্রদীপ হন। আমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে যজ্ঞের যোগ্য অগ্নির অভিলষণীয় অনুগ্রহ লাভ করতে পারি ॥ ২১ ॥

হে বলবান্ শোভনকর্মবিশিষ্ট অগ্নি! আপনি সর্বদা বিহার করতে করতে আমাদের যজ্ঞ দেবগণের নিকট বহন করুন। হে দেবগণের আহ্বানকারী! আপনি আমাদের অন্ন দান করুন। হে অগ্নি! আপনি আমাদের মহৎ ধন দান করুন ॥ ২২ ॥

হে অগ্নি! আপনি স্তোতাকে বহু কর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান করুন। আমাদের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্তান জনয়িতা একটি পুত্র হোক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ হোক ॥ ২৩ ॥

টীকা — ঋষি বিশ্বামিত্র অথবা তাঁর বংশজগণ এই তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি। বিশ্বামিত্র বোধ হয় সেই কালের অনেক ঋষির মতো যুদ্ধকালে যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং যখন বহুকাল পরে ভারতবর্ষে জাতিবিভাগ স্থিরীকৃত হলো তখন একটি উপাখ্যান কল্পিত হলো যে, বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণ হলেন। ঋগ্বেদের সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়নি ॥ ১০ ঋকের 'সপত্নী' শব্দটি সম্পর্কে সায়ণ বলেন—সূর্যদেব, স্বর্গ ও পৃথিবীর পতি, এই জন্য স্বর্গ ও পৃথিবী সপত্নী ॥ ২৩ ঋকে মূলে 'ইলাং পুরুদংসং সনিং গোঃ' আছে। সায়ণ এই স্থানে যে অর্থ করেছেন আমাদের অনুবাদে, তা-ই রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু অন্যত্র 'ইলা' অর্থে ভূমির পরিবর্তে 'মনুর কন্যা' বা 'পৃথিবীস্থ বাক্' বলা হয়েছে। অগ্নি সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রথম অষ্টকে করা হয়েছে।

◆ ◆

— ২ সূক্ত —

[দেবতা : বৈশ্বানর অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : জগতী]

বৈশ্বানরায় ধিষণামৃতাবৃধে ঘৃতং ন পূতমগ্নয়ে জনামসি।
দ্বিতা হোতারং মনুষশ্চ বাঘতো ধিয়া রথং ন কুলিশঃ সমৃণ্বতি ॥ ১ ॥
স রোচয়জ্জনুষা রোদসী উভে স মাত্রোরভবৎপুত্র ঈড্যঃ।
হব্যবালগ্নিরজরশ্চনোহিতো দূলভো বিশামতিথি র্বিভাবসুঃ ॥ ২ ॥

বিধর্মণি দেবাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিত্তিভিঃ।
ক্রত্বা দক্ষস্য তরুষো বিধর্মণি দেবাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিত্তিভিঃ।
রুরুচানং ভানুনা জ্যোতিষা মহামত্যং ন বাজং সনিষ্যন্নুপ ব্রুবে॥ ৩॥
আ মন্দ্রস্য সনিষ্যন্তো বরেণ্যং বৃণীমহে অহ্রয়ং বাজমৃগ্মিয়ম্।
রাতিং ভৃগুণামুশিজং কবিক্রতুমগ্নিং রাজন্তং বিদ্যেন শোচিষা॥ ৪॥
অগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনা বাজশ্রবসমিহ বৃক্তবর্হিষঃ।
যতস্রুচঃ সুরুচং বিশ্বদেব্যং রুদ্রং যজ্ঞানাং সাধদিষ্টিমপসাম্ ॥ ৫॥
পাবকশোচে তব হি ক্ষয়ং পরি হোত র্যজ্ঞেষু বৃক্তবর্হিষো নরঃ।
অগ্নে দুব ইচ্ছমানাস আপ্যমুপাসতে দ্রবিণং ধেহি তেভ্যঃ॥ ৬॥
আ রোদসী অপৃণদা স্বর্মহজ্জাতং যদেনমপসো অধারয়ন্।
সো অধ্বরায় পরি নীয়তে কবিরত্যো ন বাজসাতয়ে চনোহিতঃ॥ ৭॥
নমস্যত হব্যদাতিং স্বধ্বরং দুবস্যত দম্যং জাতবেদসম্।
রথী ঋতস্য বৃহতো বিচর্ষণিরগ্নি র্দেবানামভবৎ পুরোহিতঃ॥ ৮॥
তিস্রো যহ্বস্য সমিধঃ পরিজ্মনোহগ্নেরপুনন্নুশিজো অমৃত্যবঃ।
তাসামেকামদধু র্মর্তে ভুজমু লোকমু দ্বে উপ জামিমীয়তু॥ ৯॥
বিশাং কবিং বিশ্‌পতিং মানুষীরিষঃ সং সীমকৃণ্বন্ত্ স্বধিতিং ন তেজসে।
স উদ্বতো নিবতো যাতি বেবিষৎ স গর্ভমেষু ভুবনেষু দীধরৎ॥ ১০॥
স জিন্বতে জঠরেষু প্রজজ্ঞিবান্ বৃষা চিত্রেষু নানদন্ন সিংহঃ।
বৈশ্বানরঃ পৃথুপাজা অমর্ত্যো বসু রত্না দয়মানো বি দাশুষে॥ ১১॥
বৈশ্বানরঃ প্রত্নথা নাকমারুহদ্দিবস্পৃষ্ঠং ভন্দমানঃ সুমন্মভিঃ।
স পূর্ববজ্জনয়ঞ্জন্তবে ধনং সমানমজ্মং পর্যেতি জাগৃবিঃ॥ ১২॥
ঋতাবানং যজ্ঞিয়ং বিপ্রমুক্থ্যমা যং দধে মাতরিশ্বা দিবি ক্ষয়ম্।
তং চিত্রযামং হরিকেশমীমহে সুদীতিমগ্নিং সুবিতায় নব্যসে॥ ১৩॥
শুচিং ন যামন্নিষিরং স্বর্দৃশং কেতুং দিবো রোচনস্থামুষর্বুধম্।
অগ্নিং মূর্ধানং দিবো অপ্রতিষ্কুতন্তমীমহে নমসা বাজিনং বৃহৎ॥ ১৪॥
মন্দ্রং হোতারং শুচিমদ্বয়াবিনং দমূনসমুক্থ্যং বিশ্বচর্ষণিম্।
রথং ন চিত্রং বপুষায় দর্শতং মনুর্হিতং সদমিদ্রায় ঈমহে॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — আমরা যজ্ঞবর্ধক বৈশ্বানরের উদ্দেশে বিশুদ্ধ ঘৃতের মতো প্রীতিজনক স্তুতি করে। কুঠার যেমন রথকে সংস্কার করে, সেইরকম মানুষ ও ঋত্বিক্‌বর্গ দেববৃন্দের আহ্বানকারী গার্হপত্য ও আহবনীয় দু'রকম রূপবিশিষ্ট অগ্নিকে সংস্কার করে ॥ ১ ॥

তিনি জন্মিবামাত্রেই দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই প্রকাশিত করেন। তিনি পিতামাতার প্রশংসার যোগ্য পুত্র হয়েছিলেন। হব্যবাহী, জন্মরহিত, অন্নদাতা, অহিংসিত, ও প্রভাধন অগ্নি মানুষদের অতিথির মতো পূজ্য হন ॥ ২ ॥

জ্ঞানবান্ দেববৃন্দ বিপদ্ হ'তে উদ্ধারক বলের দ্বারা যজ্ঞে অগ্নিকে উৎপাদন করেন। ভারসহ অশ্বের যেমন স্তুতি ক'রি, সেই রকম আমি অন্নের অভিলাষী হয়ে দীপ্তিমান্ তেজের দ্বারা প্রকাশমান মহান্ অগ্নিকে স্তুতি করছি ॥ ৩ ॥

আমরা স্তুতিযোগ্য বৈশ্বানরের শ্রেষ্ঠ, অলঙ্কারবহ, প্রশংসনীয় অন্নের অভিলাষী হয়ে ভৃগু ঋষিবর্গের অভিলাষপ্রদ, অভিলষণীয়, প্রজ্ঞাবান্, এবং স্বর্গীয় দীপ্তির দ্বারা শোভমান অগ্নিকে ভজনা করছি ॥ ৪ ॥

ঋত্বিক্‌বর্গ সুখলাভের নিমিত্ত কুশ বিস্তারপূর্বক ও স্রুক্ উত্তোলনপূর্বক অন্নদাতা, অত্যন্ত দীপ্তিমান্, সমস্ত দেবগণের হিতকারী, দুঃখনাশক এবং যজমানবৃন্দের যজ্ঞসাধক অগ্নিকে স্তব করে ॥ ৫ ॥

হে পবিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট, দেবতাবৃন্দের আহ্বানকারী অগ্নি! আপনার পরিচর্যায় অভিলাষী যজমানবৃন্দ যজ্ঞে কুশবিস্তারপূর্বক আপনার যোগ্য যাগগৃহ সেবা করে। তাদের ধন দান করুন ॥ ৬ ॥

তিনি দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেছিলেন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকেও পরিপূর্ণ করেছিলেন। যজমানবৃন্দ নবজাত এই অগ্নিকে ধারণ করেছিল। সর্বত্র ব্যাপ্ত অন্নদাতা এই অগ্নি অশ্বের মতো অন্নলাভের নিমিত্ত আনীত হন ॥ ৭ ॥

নেতা ও মহৎ যজ্ঞের দর্শক যে অগ্নি দেবতাবৃন্দের সম্মুখে স্থাপিত হয়েছিলেন, সেই হব্যদাতা, শোভনযজ্ঞবিশিষ্ট, গৃহের হিতকর, সর্বভূতজ্ঞ অগ্নিকে পূজা করো ও তাঁর পরিচর্যা করো ॥ ৮ ॥

মৃত্যুরহিত দেববর্গ অগ্নিকে অভিলাষপূর্বক মহান্ জগৎব্যাপক অগ্নির পার্থিব, বৈদ্যুত, ও সূর্যরূপ তিনটি মূর্তিকে শোধিত করেছেন। তাঁরা ওঁদের মধ্যে জগৎপালিকা পার্থিব মূর্তিকে মর্ত্যলোকে রক্ষা করেছেন, অন্য দু'টি অন্তরীক্ষে গমন করেছেন ॥ ৯ ॥

ধনের অভিলাষী প্রজাবৃন্দ প্রজাগণের প্রভু মেধাবী অগ্নিকে অসির মতো তীক্ষ্ণ করবার জন্য সংস্কৃত করেছিল। তিনি উন্নত ও নিম্নপ্রদেশ সকল ব্যাপ্ত ক'রে গমন করেন; তিনি সমস্ত ভুবনে গর্ভ ধারণ করেন ॥ ১০ ॥

নবজাত অভীষ্টবর্ষী বৈশ্বানর নানাস্থানে সিংহের মতো শব্দপূর্বক নানা জঠরে বর্ধিত হন। তিনি অত্যন্ত তেজবিশিষ্ট ও মরণরহিত। তিনি যজমানকে রমণীয় বস্তু প্রদান করেন ॥ ১১ ॥

স্তোতৃবর্গ কর্তৃক স্তূয়মান বৈশ্বানর চিরন্তনের মতো অন্তরীক্ষের পৃষ্ঠভূত স্বর্গে আরোহণ করেন। তিনি পুরাতন ঋষিবৃন্দের মতো যজমানবৃন্দকেও ধন দানপূর্বক জাগ্রত হয়ে দেববৃন্দের সাধারণ পথে সূর্যরূপে ভ্রমণ করেন ॥ ১২ ॥

বলবান্, যজ্ঞের যোগ্য, মেধাবী, স্তুতিযোগ্য, দ্যুলোকবাসী যে মাতরিশ্বা অগ্নিকে দ্যুলোক হ'তে আনয়নপূর্বক পৃথিবীতে সংস্থাপিত করেছেন, আমরা সেই নানারকম গমনবিশিষ্ট, পিঙ্গলবর্ণ কিরণযুক্ত, দীপ্তিমান্ অগ্নির নিকট নূতন ধন যাচ্ঞা ক'রি ॥ ১৩ ॥

দীপ্ত, যজ্ঞে গমনকারী, সমস্ত পদার্থের জ্ঞানযুক্ত, দ্যুলোকের কেতুস্বরূপ, সূর্যে অবস্থিত, উষাকালে জাগ্রত, অন্নবান্, মহান্ অগ্নিকে স্তোত্রের দ্বারা যাচ্ঞা ক'রি ॥ ১৪ ॥

স্তুতিযোগ্য দেববৃন্দের আহ্বানকারী, সর্বদা শুদ্ধ, কুটিলতারহিত, দানশীল, শ্রেষ্ঠ, বিশ্বদর্শী, রথের মতো নানা বর্ণবিশিষ্ট, দর্শনীয় আকৃতিসম্পন্ন ও সর্বদা মানুষগণের কল্যাণকারী সেই অগ্নির নিকট আমরা ধন যাচ্ঞা করছি ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১৩ ঋকের 'মাতরিশ্বা' সম্পর্কে যাস্ক ও সায়ণ বলেন, মাতরিশ্বা অর্থে বায়ু। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ মাতরিশ্বার দু'টি অর্থ করেছেন। প্রথম, মাতরিশ্বা একজন দেব, যিনি বিবস্বানের দূতরূপে আকাশ

হ'তে অগ্নিকে আনয়ন ক'রে ভৃগুবংশীয়গণকে প্রদান করেন; দ্বিতীয় মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটি গুপ্ত নাম। তাঁরা বলেন যে, মাতরিশ্বা বায়ু অর্থে বেদের কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। মাতরিশ্বা অর্থে অগ্নি, কোন কোন সূক্তে সায়ণ অবশ্য স্বীকার করেছেন।...ভারতবর্ষে ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিবংশের দ্বারা অগ্নির ও মাতরিশ্বার পূজা প্রচার হয়েছিল।—ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র জ্ঞানরূপ, পরাজ্ঞানদায়ক, ভগবৎসমীপে শুদ্ধসত্ত্বের বাহক অগ্নির স্বরূপ প্রথম অষ্টকে বিবৃত হয়েছে। বৈশ্বানর অগ্নির একটি নামবিশেষ।

◆ ◆

— ৩ সূক্ত —

[দেবতা : বৈশ্বানর অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : জগতী]

বৈশ্বানরায় পৃথুপাজসে বিপ্রো রত্না বিধন্ত ধরুণেষু গাতবে।
অগ্নি র্হি দেবাঁ অমৃতো দুবস্যত্যথা ধর্মাণি সনতা ন দূদুষৎ ॥ ১॥
অন্তর্দূতো রোদসী দস্ম ঈয়তে হোতা নিষত্তো মনুষঃ পুরোহিতঃ।
ক্ষয়ং বৃহন্তং পরি ভূষতি দ্যুভি র্দেবেভিরগ্নিরিষিতো ধিয়োবসুঃ ॥ ২॥
কেতুং যজ্ঞানাং বিদথস্য সাধনং বিপ্রাসো অগ্নিং মহয়ন্ত চিত্তিভিঃ।
অপাংসি যস্মিন্নধি সন্দধু র্গিরস্তস্মিন্ত্‌ সুম্নানি যজমান আ চকে॥ ৩॥
পিতা যজ্ঞানামসুরো বিপশ্চিতাং বিমানমগ্নি র্বয়ুনং চ বাঘতাম্‌।
আ বিবেশ রোদসী ভূরিবর্পসা পুরুপ্রিয়ো ভন্দতে ধামভিঃ কবিঃ॥ ৪॥
চন্দ্রমগ্নিং চন্দ্ররথং হরিব্রতং বৈশ্বানরমপ্সুষদং স্বর্বিদম্‌ ।
বিগাহং তূর্ণিং তবিষীভিরাবৃতং ভূর্ণিং দেবাস ইহ সুশ্রিয়ং দধুঃ ॥ ৫॥
অগ্নির্দেবেভির্মনুষশ্চ জন্তুভিস্তন্বানো যজ্ঞং পুরুপেশসং ধিয়া।
রথীরন্তরীয়তে সাধদিষ্টিভির্জীরো দমূনা অভিশস্তিচাতনঃ॥ ৬॥
অগ্নে জরস্ব স্বপত্য আয়ুন্যূর্জা পিন্বস্ব সমিষো দিদীহি নঃ।
বয়াংসি জিন্ব বৃহতশ্চ জাগৃব উশিগ্দেবানামসি সুক্রতু র্বিপাম্‌॥ ৭॥
বিশ্‌পতিং বহ্বমতথিং নরঃ সদা যন্তারং ধীনামুশিজং চ বাঘতাম্‌।
অধ্বরাণাং চেতনং জাতবেদসং প্রশংসন্তি, নমসা জূতিভির্বৃধে॥ ৮॥
বিভাবা দেবঃ সুরণঃ পরি ক্ষিতীরগ্নির্বভূব শবসা সুমদ্রথঃ।
তস্য ব্রতানি ভূরিপোষিণো বয়মুপ ভূষেম দম আ সুবৃক্তিভিঃ॥ ৯॥
বৈশ্বানর তব ধামান্যা চকে যেভিঃ স্বর্বিদভবো বিচক্ষণ।
জাত আপৃণো ভুবনানি রোদসী অগ্নে তা বিশ্বা পরিভূরসি ত্মনা॥ ১০॥
বৈশ্বানরস্য দংসনাভ্যো বৃহদরিণাদেকঃ স্বপস্যয়া কবিঃ।
উভা পিতরা মহয়ন্নজায়তাগ্নি দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসা॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — মেধাবী স্তোতাবৃন্দ সৎপথ লাভের নিমিত্ত বহুবলশালী বৈশ্বানরের উদ্দেশে যজ্ঞে রমণীয় স্তোত্রসমূহ পাঠ করে। মরণরহিত অগ্নি হব্য প্রদানের দ্বারা দেবতাবৃন্দের পরিচর্যা করেন; অতএব কেউ সনাতন যজ্ঞকে দূষিত করতে পারে না ॥ ১ ॥

দর্শনীয় হোতা অগ্নি দেববৃন্দের দূত হয়ে দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে গমন করেন। দেববৃন্দ কর্তৃক প্রেরিত ধীমান্ অগ্নি যজমানের সম্মুখে স্থাপিত ও উপবিষ্ট হয়ে মহৎ যজ্ঞগৃহকে অলঙ্কৃত করেন ॥ ২ ॥

মেধাবীবৃন্দ যজ্ঞের কেতুস্বরূপ ও যজ্ঞের সাধনভূত অগ্নিকে আপন আপন কর্মের দ্বারা পূজা করেন। স্তোতাগণ যে অগ্নিতে আপন আপন অনুষ্ঠেয় কর্মগুলি অর্পণ করে, যজমান সেই অগ্নিতে সুখের আশা করে ॥ ৩ ॥

যজ্ঞের পিতা, স্তোতৃবৃন্দের অসুর, ঋত্বিক্‌বর্গের জ্ঞানের হেতু ও যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মের সাধনভূত অগ্নি, পার্থিব ও বৈদ্যুত ইত্যাদি রূপের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করেন। অত্যন্ত প্রিয়, তেজবিশিষ্ট অগ্নি যজমান কর্তৃক স্তুত হচ্ছেন ॥ ৪ ॥

আহ্লাদকর, ও আহ্লাদজনক রথবিশিষ্ট, পিঙ্গলবর্ণ, জলের মধ্যে নিবাসকারী, সর্বজ্ঞ, সর্বত্র ব্যাপ্ত, শীঘ্রগামী, বলোপেত, ভর্তা, দীপ্তিমান্ বৈশ্বানরকে দেববৃন্দ ইহলোকে স্থাপিত করেছেন ॥ ৫ ॥

যিনি যজ্ঞসাধক দেববৃন্দ ও ঋত্বিক্‌বৃন্দের সাথে কর্মের দ্বারা যজমানের নানারকম যজ্ঞ সম্পাদন করেন, যিনি নেতা, শীঘ্রগামী, দানশীল এবং শত্রুবর্গের নাশক, সেই অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে গমন করেন ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আমরা সুপুত্র ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে পারব ব'লে আপনি দেববৃন্দকে স্তব করুন, অন্নের দ্বারা তাঁদের প্রীত করুন, আমাদের শস্যের জন্য সম্যক্‌ভাবে দীপ্ত করুন, ও অন্ন দান করুন। হে সর্বদা জাগরণশীল অগ্নি! আপনি মহান্ যজমানকে অন্নদান করুন; কারণ আপনি সুকর্মা ও দেববৃন্দের প্রিয় ॥ ৭ ॥

মানুষগণের পতি, মহান্, অতিথিভূত, বুদ্ধির নিয়ন্তা, ঋত্বিক্‌বর্গের প্রিয়, যজ্ঞের জ্ঞাপক, বেগযুক্ত, সর্বভূতজ্ঞ অগ্নিকে নেতাবৃন্দ সমৃদ্ধির জন্য নমস্কার ও স্তুতির দ্বারা প্রশংসা করছে ॥ ৮ ॥

দীপ্তিমান্, স্তূয়মান, কমনীয়, সুন্দর রথবিশিষ্ট অগ্নি বলের দ্বারা সমস্ত প্রজাবৃন্দকে ব্যাপ্ত করেন। আমরা অনেকের পালয়িতা ও যজ্ঞগৃহে বাসকারী অগ্নির কর্মসমূহকে স্তোত্রের দ্বারা প্রকাশ করবো ॥ ৯ ॥

হে বিজ্ঞ বৈশ্বানর! আপনি যে তেজের দ্বারা সর্ববেত্তা হয়েছেন, আমি আপনার সেই তেজকে স্তব করি। আপনি জন্মমাত্রই সমস্ত ভূতসমূহে ও দ্যাবাপৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন। হে অগ্নি! আপনি স্বয়ং সমস্ত ভূতজাতকে ব্যাপ্ত ক'রে থাকেন ॥ ১০ ॥

বৈশ্বানরের কর্ম হ'তে মহৎ ধন হয়। কারণ তিনি সুন্দর যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মের ইচ্ছায় যজমানবৃন্দকে ধন দান করেন। তিনি প্রভূত রেতোবিশিষ্ট, পিতামাতা দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই পূজাপূর্বক উৎপন্ন হয়েছেন ॥ ১১ ॥

টীকা — ৪ ঋকের 'অসুর' সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। তৃতীয় মণ্ডলে 'অসুর' শব্দ ছয় বার ব্যবহৃত হয়েছে। ৩ সূক্তের ৪ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে, ২৯ সূক্তের ১৪ ঋকে অরণিকাষ্ঠ সম্বন্ধে, ৩৮ সূক্তের ৪ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে, ৫৩ সূক্তের ৭ ঋকে আকাশ সম্বন্ধে, ৫৫ সূক্তের সকল ঋকে বল বা ক্ষমতা সম্বন্ধে এবং ৫৬ সূক্তের ৮ ঋকে সম্বৎসর সম্বন্ধে। বস্তুত দেবশত্রু অর্থে 'অসুর' শব্দ একবারও ব্যবহৃত হয়নি।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪ সূক্ত —

[দেবতা : আপ্রী। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সমিৎসমিৎসুমনা বোধ্যস্মে শুচাশুচা সুমতিং রাসি বস্বঃ।
আ দেব দেবান্যজথায় বক্ষি সখা সখীন্ত্সুমনা যক্ষ্যগ্নে ॥ ১॥
যং দেবাসস্ত্রিরহন্নায়জন্তে দিবেদিবে বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
সেমং যজ্ঞং মধুমন্তং কৃধী নস্তনূনপাদ্ ঘৃতযোনিং বধন্তম্॥ ২॥
প্র দীধিতি র্বিশ্ববারা জিগাতি হোতারমিলঃ প্রথমং যজধ্যৈ।
অচ্ছা নমোভি র্বৃষভং বন্দধ্যৈ স দেবান্ যক্ষদিষিতো যজীয়ান্॥ ৩॥
ঊর্ধ্বো বাং গাতুরধ্বরে অকার্যূর্ধ্বা শোচীংষি প্রস্থিতা রজাংসি।
দিবো বা নাভা ন্যাসাদি হোতা স্তৃণীমহি দেবব্যচা বি বর্হিঃ॥ ৪॥
সপ্ত হোত্রাণি মনসা বৃণানা ইন্বন্তো বিশ্বং প্রতি যন্নৃতেন।
নৃপেশসো বিদথেষু প্র জাতা অভীমং যজ্ঞং ব চরন্ত পূর্বীঃ ॥ ৫॥
আ ভন্দমানে উষসা উপাকে উত স্ময়েতে তন্বাবিরূপে।
যথা নো মিত্রো বরুণো জুজোষদিন্দ্রো মরুত্বাঁ উত বা মহোভিঃ॥ ৬॥
দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যৃঞ্জে সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদন্তি।
ঋতং শংসন্ত ঋতমিত্ত আহুরনু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ॥ ৭॥
আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইলা দেবৈ র্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।
সরস্বতী সারস্বতেভিরর্বাক্ তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু॥ ৮॥
তন্নস্তুরীপমধ পোষয়িত্নু দেব ত্বষ্টর্বি ররাণঃ স্যস্ব।
যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ॥ ৯॥
বনস্পতেঽব সৃজোপ দেবানগ্নি র্হবিঃ শমিতা সূদয়াতি।
সেদু হোতা সত্যতরো যজাতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ॥ ১০॥
আ যাহ্যগ্নে সমিধানো অর্বাঙিন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেভিঃ ।
বর্হি র্ন আস্তামদিতিঃ সুপুত্রা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে সমিদ্ধ অগ্নি! অনুকূল মনে জাগরিত হোন, আপনি অত্যন্ত প্রসর্পক (অর্থাৎ ব্যাপ্ত) তেজযুক্ত হয়ে আমাদের ধনের বিষয়ে অনুগ্রহ করুন। হে দ্যোতমান অগ্নি! আপনি দেবতাবর্গকে যজ্ঞে আনয়ন করুন। হে অগ্নি! আপনি দেবতাবৃন্দের সখা। আপনি অনুকূল মনে (সখা দেবগণের) যজ্ঞ করুন ॥ ১॥

বরুণ, মিত্র ও অগ্নি যে তনূনপাৎ নামক অগ্নিকে প্রতিদিবস দিনে তিনবার ক'রে যজ্ঞ করেন,

সেই তনূনপাৎ উদকের কারণভূত আমাদের এই যজ্ঞকে বৃষ্টি প্রভৃতি ফলযুক্ত করুন ॥ ২ ॥

সর্বজনপ্রিয় স্তুতি দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নির নিকট গমন করুক। অগ্নিরূপ ইল (অর্থাৎ স্তুতা বা ভূমি) প্রীতি উৎপাদন করবার নিমিত্ত প্রধান, অত্যন্ত অভীষ্টবর্ষী, বন্দনার যোগ্য অগ্নির নিকট গমন করুন। যজ্ঞকর্মে কুশল অগ্নি আমাদের কর্তৃক প্রেরিত হয়ে যজ্ঞ করুন ॥ ৩ ॥

অগ্নি ও বর্হিরূপ অগ্নির জন্য যজ্ঞে একটি উন্নত পথ করা হয়েছে। দীপ্তিযুত হব্য উর্ধ্বে প্রস্থিত হচ্ছে। হোতা দীপ্তিমান্ যাগ গৃহের নাভিদেশে উপবিষ্ট আছেন। আমরা দেবগণ কর্তৃক ব্যাপ্ত বর্হি বিস্তৃত করবো ॥ ৪ ॥

জলের দ্বারা বিশ্বের প্রীতিপ্রদ দেববৃন্দ সপ্ত যজ্ঞে গমন করেন; অকপট মনে যাচিত হয়ে অগ্নিরূপ যজ্ঞদ্বারদ্বয় প্রত্যক্ষ হয়ে আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৫ ॥

অগ্নিরূপ রাত্রি ও দিবা পরস্পর সঙ্গত হয়ে অথবা পৃথক্‌ভাবে সশরীরে প্রকাশিত হয়ে আগমন করুন। মিত্র, বরুণ অথবা মরুৎযুক্ত ইন্দ্র আমাদের যেভাবে অনুগৃহীত করেন, এঁরাও তেজে দীপ্ত হয়ে সেইরকম করুন ॥ ৬ ॥

দিব্য ও প্রধান, অগ্নিরূপ দেব হোতাদ্বয়কে আমি প্রসন্ন করি। যজ্ঞে অভিলাষী, সপ্ত, অন্নবান্, ঋত্বিক্‌বৃন্দ অগ্নিকে হব্যের দ্বারা প্রমত্ত করে। ব্রতের রক্ষক, দীপ্তিমান্ ঋত্বিক্‌বৃন্দ প্রত্যেক ব্রতে যজ্ঞরূপ অগ্নিকে এই কথা ব'লে থাকে ॥ ৭ ॥

ভারতীগণের সাথে সঙ্গতা অগ্নিরূপ ভারতী আগমন করুন। দেবতা ও মানুষবর্গের সাথে ইলা আগমন করুন, সারস্বতগণের সাথে অগ্নিরূপ সরস্বতীও আগমন করুন। দেবীত্রয় আগমনপূর্বক সম্মুখে স্থিত এই কুশে উপবেশন করুন ॥ ৮ ॥

হে দেব অগ্নিরূপ ত্বষ্টা। যার দ্বারা বীর কর্মকুশল, বলশালী ও সোম-অভিষবের জন্য প্রস্তরহস্ত দেব-অভিলাষী পুত্র উৎপন্ন হ'তে পারে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে সেইরকম ত্রাণকুশল ও পুষ্টিকারী বীর্য প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নিরূপ বনস্পতি। আপনি দেববৃন্দকে সমীপে আনয়ন করুন। পশুর সংস্কারক অগ্নি বনস্পতি দেববৃন্দের উদ্দেশে হব্য প্রেরণ করুন। সেই যজ্ঞরূপ দেববৃন্দের আহ্বানকারী অগ্নি যজ্ঞ করুন, কারণ তিনিই দেববৃন্দের জন্ম জ্ঞাত আছেন ॥ ১০ ॥

হে অগ্নি। আপনি দীপ্তিযুক্ত হয়ে ইন্দ্র ও ত্বরান্বিত দেবগণের সাথে একরথে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। সুপুত্রবিশিষ্টা অদিতি আমাদের কুশে উপবেশন করুন। নিত্য দেববৃন্দ অগ্নিরূপ স্বাহাকারযুক্ত হয়ে তৃপ্তিলাভ করুন ॥ ১১ ॥

টীকা — এটি 'আপ্রী' সূক্ত। এই প্রসঙ্গে পূর্বেই (১।১৪২) আলোচনা করা হয়েছে। এই আপ্রী সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র, সুতরাং এতে নরাশংসের উল্লেখ নেই, তনূনপাতের উল্লেখ আছে॥ ৮ ঋকে 'ভারতীগণ' সম্বন্ধে সায়ণ বলেন—'ভারতীভিঃ ভারতস্য সূর্যস্য সম্বন্ধিনীভিঃ'। 'সারস্বতগণ' সম্বন্ধে সায়ণের উক্তি'—'সরস্বতীসম্বন্ধিভিঃ মধ্যস্থানৈঃ'। তিনি অনেক স্থানে ভারতী অর্থে স্বর্গীয় দেবী বা বাক্, সরস্বতী অর্থে মধ্যস্থানীয় অর্থাৎ অন্তরীক্ষের দেবী বা বাক্, এবং ইলা অর্থে পার্থিব দেবী বা বাক্ করেছেন।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে এই সূক্তটি লক্ষ্য করলেই আমাদের বক্তব্য বুঝতে পারা যাবে। ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ মাত্র অগ্নিকে এই সূক্তে বরুণ, মিত্র, রাত্রি, দিবা, মরুৎযুক্ত ইন্দ্র, ভারতী, ইলা, সরস্বতী, ত্বষ্টা, বনস্পতি ইত্যাদিরূপেও বর্ণনা ক'রে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরকেই বন্দনা করা হয়েছে।

— ৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রত্যগ্নিরুষসশ্চেকিতানোঽবোধি বিপ্রঃ পদবীঃ কবীনাম্।
পৃথুপাজা দেবয়দ্ভিঃ সমিদ্ধোঽপ দ্বারা তমসো বহ্নিরাবঃ॥ ১॥
প্রেদ্বগ্নির্বাবৃধে স্তোমেভি গীর্ভিঃ স্তোতৃণাং নমস্য উক্থৈঃ।
পূর্বী ঋতস্য সংদৃশশ্চকানঃ সংদূতো অদ্যৌদুষসো বিরোকে॥ ২॥
অধায্যগ্নি র্মানুষীষু বিক্ষ্বপাং গর্ভো মিত্র ঋতেন সাধন্।
আ হর্যতো যজতঃ সাম্বস্থাদভূদু বিপ্রো হব্যো মতীনাম্॥ ৩॥
মিত্রো অগ্নির্ভবতি যৎসমিদ্ধো মিত্রো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মিত্রো অধ্বর্যুরিষিরো দমুনা মিত্রঃ সিন্ধুনামুত পর্বতানাম্॥ ৪॥
পাতি প্রিয়ং রিপো অগ্রং পদং বেঃ পাতি যহ্বশ্চরণং সূর্যস্য ।
পাতি নাভা সপ্তশীর্ষাণমগ্নিঃ পাতি দেবানামুপমাদমৃষ্বঃ ॥ ৫॥
ঋভুশ্চক্র ঈড্যং চারু নাম বিশ্বানি দেবো বয়ুনানি বিদ্বান্।
সসস্য চর্ম ঘৃতবৎপদং বেস্তদিদগ্নী রক্ষত্যপ্রযুচ্ছন্॥ ৬॥
আ যোনিমগ্নি র্ঘৃতবন্তমস্থাৎ পৃথুপ্রগাণমুশন্তমুশানঃ।
দীদ্যানঃ শুচি ঋষ্বঃ পাবকঃ পুনঃ পুনর্মাতরা নব্যসী কঃ॥ ৭॥
সদ্যো জাত ওষধীভির্ববক্ষে যদী বর্ধন্তি প্রস্বো ঘৃতেন।
আপ ইব প্রবতা শুম্ভমানা উরুষ্যদগ্নিঃ পিত্রোরুপস্থে॥ ৮॥
উদু ষ্টুতঃ সমিধা যহ্বো অদ্যৌদ্বর্ষন্দিবো অধি নাভা পৃথিব্যাঃ।
মিত্রো অগ্নিরীড্যো মাতরিশ্বা দূতো বক্ষদ্যজথায় দেবান্॥ ৯॥
উদস্তম্ভীৎসমিধা নাকমৃষ্বোগ্নি র্ভবন্নুত্তমো রোচনানাম্।
যদী ভৃগুভ্যঃ পরি মাতরিশ্বা গুহা সন্তং হব্যবাহং সমীধে॥ ১০॥
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতি ভূত্বস্মে ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি উষাকে জাত আছেন; মেধাবী অগ্নি প্রজ্ঞাবানবৃন্দের পথে গমনের জন্য জাগরিত হচ্ছেন। অত্যন্ত তেজবিশিষ্ট অগ্নি দেব-অভিলাষী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রদীপ্ত হয়ে অন্ধকার দ্বারা উদ্ঘাটন করছেন ॥ ১॥

পূজ্য অগ্নি স্তোতাবৃন্দের স্তোত্র, বাক্য ও উক্থের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। দেবতাবৃন্দের দূত অগ্নি বহু যজ্ঞের দীপ্তি লাভ করবার ইচ্ছায় প্রাতঃকালে দ্যোতিত হন ॥ ২॥

যজমানবৃন্দের মিত্র, যজ্ঞের দ্বারা অভিলাষের পূরক, এবং জলের পুত্র অগ্নি মর্ত্যলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হয়েছেন। অগ্নি স্পৃহণীয় ও যজনীয়, তিনি উন্নত স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন; প্রজ্ঞাবান্ অগ্নি স্তোতাগণের স্তুতির যোগ্য হয়েছেন ॥৩॥

অগ্নি যখন সমিদ্ধ হন, তখন মিত্র হন। সেই মিত্রই হোতা এবং সর্বভূতজ্ঞ বরুণ। সেই মিত্রই অধ্বর্যু ও দানশীল প্রেরক বায়ু, তিনি নদী ও পর্বতসমূহের মিত্র ॥৪॥

সুন্দর অগ্নি সর্বব্যাপ্ত পৃথিবীর প্রিয় স্থান রক্ষা করেন। মহান্ অগ্নি সূর্যের বিচরণস্থল অন্তরীক্ষ রক্ষা করেন ও তার মরুৎবর্গকে রক্ষা করেন; তিনি দেবতাবৃন্দের হর্ষকর যজ্ঞ রক্ষা করেন ॥৫॥

মহান্ ও সমস্ত জ্ঞাতব্যের বেত্তা অগ্নি প্রশংসনীয় ও চারু জল উৎপাদন করেন। অগ্নি নিদ্রিত হ'লেও তাঁর রূপ দীপ্তিমান্ থাকে; সেই অগ্নি অপ্রমত্ত হয়ে তা রক্ষা করেন ॥৬॥

দীপ্তিমান্, বিশেষভাবে স্তুত ও স্বস্থানপ্রিয়, অগ্নি অধিরূঢ় হয়েছেন। দীপ্তিশালী, শুদ্ধ, মহান্ ও পাবক অগ্নি পিতামাতাকে দ্যাবাপৃথিবীকে পুনঃ পুনঃ নূতনতর করছেন ॥৭॥

অগ্নি জন্মিবামাত্রেই ওষধি সকল কর্তৃক ধৃত হন; তখন পথপ্রবাহিত জলের মতো শোভমান ওষধিসমূহ জলের দ্বারা বর্ধিত হয়ে ফল প্রসব করে। অগ্নি পিতামাতার, দ্যাবাপৃথিবীর, উৎসঙ্গে বর্ধিত হয়ে আমাদের রক্ষা করুন ॥৮॥

আমাদের দ্বারা স্তুত ও দীপ্তির দ্বারা মহান্ অগ্নি পৃথিবীর নাভিতে অর্থাৎ বেদিতে অবস্থান ক'রে অন্তরীক্ষ বিদ্যোতিত করেছেন। সকলের মিত্র, স্তুতির যোগ্য মাতরিশ্বা দেবগণের দূত হয়ে যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন ॥৯॥

যখন মাতরিশ্বা ভৃগুগণের জন্য গুহাস্থিত হব্যবাহক অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেছিলেন, তখন তেজপদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্টতম মহান্ অগ্নি স্বর্গকে তেজের দ্বারা স্তম্ভিত করেছিলেন ॥১০॥

হে অগ্নি! আপনি স্তোতাকে বহু কর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদায়িনী ভূমি চিরকাল প্রদান করুন। আমাদের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততি-জনয়িতা একটি পুত্র হোক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ হোক ॥১১॥

টীকা — ৪ ঋকের মূল অনুসারে সায়ণ 'দমুনা' অর্থে 'দানমনা বা দান্তমনা' ক'রে ঐটি অধ্বর্যুর বিশেষণ করেছেন। 'ইষিরঃ' অর্থে 'প্রেরক বায়ু' করেছেন। তিনি বলেন, এই ঋকে অগ্নির সর্বাত্মকত্বের স্তুতি করা হয়েছে। আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের স্বপক্ষে নূতন ক'রে আর কিছু বলার প্রয়োজন থাকে না। সায়ণ ৯ ঋকে 'মাতরিশ্বা' শব্দের অর্থ 'সূর্যরূপ' বা 'অরণি প্রদীপ্ত অগ্নি' করেছেন এবং ১০ ঋকে ঐ শব্দের অর্থ বায়ু করেছেন, 'ভৃগুভ্যঃ' অর্থ করেছেন 'আদিত্যের রশ্মি'। কিন্তু ১০ ঋকের সহজ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে যে, মাতরিশ্বা ভৃগুগণের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র কারবো মননা বচ্যমানা দেবদ্রীচীং নয়ত দেবয়ন্তঃ।
দক্ষিণাবাড্বাজিনী প্রাচ্যেতি হবির্ভরন্ত্যগ্নয়ে ঘৃতাচী॥ ১॥

আ রোদসী অপৃণা জায়মান উত প্র রিক্থা অধ নু প্রযজ্যো।
দিবশ্চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যা বচ্যন্তাং তে বহ্নয়ঃ সপ্তজিহ্বাঃ॥ ২॥
দ্যৌশ্চ ত্বা পৃথিবী যজ্ঞিয়াসো নি হোতারং সাদয়ন্তে দমায়।
যদী বিশো মানুষী র্দেবয়ন্তীঃ প্রয়স্বতীরীলতে শুক্রমর্চিঃ॥ ৩॥
মহান্ত্ সধস্থে ধ্রুব আ নিষত্তোঽন্ত র্দ্যাবা মাহিনে হর্যমাণঃ।
আস্ক্রে সপত্নী অজরে অমৃক্তে সবর্দুঘে উরুগায়স্য ধেনূ॥ ৪॥
ব্রতা তে অগ্নে মহতো মহানি তব ক্রত্বা রোদসী আ ততন্থ।
ত্বং দূতো অভবো জায়মানস্ত্বং নেতা বৃষভ চর্ষণীনাম্॥ ৫॥
ঋতস্য বা কেশিনা যোগ্যাভি র্ঘৃতস্নুবা রোহিতা ধুরি ধিষ্ব।
অথা বহ দেবান্দেব বিশ্বান্‌ৎস্বধ্বরা কৃণুহি জাতবেদঃ॥ ৬॥
দিবশ্চিদা তে রুচয়ন্ত রোকা উষো বিভাতীরনু ভাসি পূর্বীঃ।
অপো যদগ্ন উশধগ্বনেষু হোতু র্মন্দ্রস্য পনয়ন্ত দেবাঃ॥ ৭॥
উরৌ বা য অন্তরীক্ষে মদন্তি দিবো বা যে রোচনে সন্তি দেবাঃ।
উমা বা যে সুহবাসো যজত্রা আযেমিরে রথ্যো অগ্নে অশ্বাঃ॥ ৮॥
ঐভিরগ্নে সরথং যাহ্যর্বাঙ্ নানারথং বা বিভবো হ্যশ্বাঃ।
পত্নীবতস্ত্রিংশতং ত্রীংশ্চ দেবাননুষ্বধমা বহ মাদয়স্ব॥ ৯॥
স হোতা যস্য রোদসী চিদুর্বী যজ্ঞং যজ্ঞমভি বৃধে গৃণীতঃ।
প্রাচী অধ্বরেব তস্থতুঃ সুমেকে ঋতাবরী ঋতজাতস্য সত্যে॥ ১০॥
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতি র্ভূত্বস্মে॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে যজ্ঞকর্তাবৃন্দ! তোমার দেব-অভিলাষী, তোমরা মন্ত্রের দ্বারা প্রেরিত হয়ে দেবে অর্চনাসাধক স্রুক্ আনয়ন করো। আহবনীয় অগ্নির দক্ষিণ দিকে যাকে বহন করা হচ্ছে, যাতে ঘৃত আছে, যার অগ্রভাগ পূর্বদিকে রয়েছে, যা অগ্নির জন্য হব্য ধারণ করছে, সেই ঘৃতযুক্ত স্রুক্ গমন করছে॥ ১॥

হে অগ্নি! আপনি জন্মিবামাত্রেই দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেন। হে যাগযোগ্য! আপনি মহিমার দ্বারা অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হ'তে প্রকৃষ্টতর হন। আপনার অংশভূত সপ্ত জিহ্বা বিশিষ্ট বহ্নিসকল পূজিত হোক॥ ২॥

হে অগ্নি! আপনি হোতা; যখন দেব-অভিলাষী হব্যযুক্ত মর্ত্যলোক আপনার দীপ্ত তেজের স্তব করে, তখন অন্তরীক্ষ পৃথিবী ও যজ্ঞের যোগ্য দেববৃন্দ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য আপনার স্তব করেন॥ ৩॥

মহান্ ও যজমানগণের প্রিয় অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে মহিমাযুক্ত আপন স্থানে অচলভাবে উপবিষ্ট আছেন। আক্রমণশীলা, স্বপত্নীভূতা, জরারহিতা, অহিংসিতা, ক্ষীরপ্রসবিণী দ্যাবাপৃথিবী অত্যন্ত গমনশীল অগ্নির ধেনু॥ ৪॥

হে অগ্নি! আপনি সর্বোৎকৃষ্ট, আপনার কর্ম মহৎ, আপনি ক্রতুর দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন; আপনি দূত। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! আপনি জন্মিবামাত্রেই যজমানের নেতা হন ॥ ৫ ॥

হে দ্যুতিমান্ অগ্নি! প্রশস্ত কেশবিশিষ্ট, রজ্জুযুক্ত, ঘৃতস্রাবী, রোহিত নামক অশ্বদ্বয়কে যজ্ঞের সম্মুখে যোজিত করুন। তার পর আপনি সমস্ত দেববৃন্দকে আনয়ন করুন। হে সর্বভূতজ্ঞ! আপনি তাদের সুন্দর যজ্ঞযুক্ত করুন ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আপনি যখন বনে জল শোষণ করেন, তখন আপনার দীপ্তি সূর্যের হতেও অধিক হয়। আপন বিশেষভাবে প্রকাশমান পুরাতন উষার পশ্চাতে শোভিত হন। স্তোতাবৃন্দ স্তুতিযোগ্য হোতা অগ্নির স্তব করে ॥ ৭ ॥

বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে যে দেববৃন্দ হৃষ্ট রয়েছেন, আকাশের দীপ্তিতে যে সকল দেবতা আছেন, উম নামক যে যজনীয় পিতৃবৃন্দ উত্তমরূপে আহূত হয়ে রথী অগ্নির যে সকল অশ্ব আছে (তাতে আরোহিত হয়ে) আগমন করেন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! আপনি এই সমস্ত দেববৃন্দের সাথে একরথে অথবা নানা রথে আরোহণ ক'রে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন, যেহেতু আপনার অশ্বগুলি সমর্থ। ৩৩ জন দেবতাকে পত্নীগণের সাথে অন্নের জন্য আনয়ন করুন ও হৃষ্ট করুন ॥ ৯ ॥

বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী প্রত্যেক যজ্ঞে সমৃদ্ধির নিমিত্ত যে অগ্নির প্রশংসা করে, তিনিই দেববৃন্দের হোতা। সুরূপা উদকবতী সত্যস্বরূপা দ্যাবাপৃথিবী যজ্ঞের মতো, সত্য হ'তে জাত হোতা অগ্নির অনুকূল হয়ে থাকেন ॥ ১০ ॥

হে অগ্নি! আপনি স্তোতাকে বহু কর্মের হেতুভূত ও ধেনু প্রদায়িনী ভূমি চিরকাল প্রদান করেন। আমাদের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ততির জনয়িতা একটি পুত্র হোক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ হোক ॥ ১১ ॥

টীকা — ৮ ঋকে মূলে 'উমঃ' আছে। সায়ণ বলেন—'উম সংজ্ঞকাঃ পিতরঃ সন্তি'। সেই মতো এই স্থানে অনুবাদ করা হয়েছে। ৯ ঋকের '৩৩ জন দেব' সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে; তথাপি উল্লেখ্য এই যে, এই ৩৩ জন বৈদিক দেব অর্থে আকাশে ১১, পৃথিবীতে ১১ এবং অন্তরীক্ষে ১১ জন দেব আছেন (তৈত্তিরীয় সংহিতা)। 'শতপথ ব্রাহ্মণ' অনুযায়ী ৮ বসু, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, দ্যু অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবী।—ইত্যাদি॥ এই সকল বৈদিক দেবতাই ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ মাত্র। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার স্বপক্ষে এই সূক্তের শেষ ঋক্‌টিকে অবলম্বন করা যেতে পারে। যথা,— এই স্থানে বলা হয়েছে, হে জ্ঞানদেবতা (অগ্নি)। আপনি প্রার্থনাকারিদের (অর্থাৎ সাধকদের) পরাগতি লাভের নিমিত্ত, তাদের হৃদয়ে জ্ঞানকিরণসম্পাদয়িতা (শুদ্ধসত্ত্বজনয়িতা) বিবেক সঞ্চার করেন। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনার অনুগ্রহে (আমাদের হৃদয়ে পবিত্রকর মোক্ষদানসমর্থ প্রজ্ঞা (শুদ্ধসত্ত্ব) ইত্যাদির উদ্ভব হোক! হে দেব! আপনার শোভনবুদ্ধি (আমাদের পক্ষে) অনায়াসে লভ্য হোক (অথবা আপনার অনুগ্রহলাভে আমরা যেন আপনার মতো সুবুদ্ধিসম্পন্ন হই)। [জ্ঞানকিরণের দ্বারা হৃদয় উদ্ভাসিত হ'লে এমন প্রার্থনাই পরিস্ফুট হয়। যা সৎ, তাতে অসত্যের সংশ্রব থাকতে পারে না। সৎবস্তুর কাছে সৎ-ভাবের কামনাই সমীচীন। তাই সৎ-স্বরূপ ভগবানের কাছে সুমতিলাভের প্রার্থনা অত্যন্ত সুসঙ্গত।] —ইত্যাদি।

— দ্বিতীয় অষ্টক সমাপ্ত —

॥ তৃতীয় অষ্টক ॥

— ৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র য আরুঃ শিতিপৃষ্ঠস্য ধাসেরা মাতরা বিবিশুঃ সপ্ত বাণীঃ।
পরিক্ষিতা পিতরা সং চরেতে সর্শ্রাতে দীর্ঘমায়ুঃ প্রযক্ষে॥ ১॥
দিবক্ষসো ধেনবো বৃষ্ণো অশ্বা দেবীরা তস্থৌ মধুমদ্বহন্তীঃ।
ঋতস্য ত্বা সদসি ক্ষেমযন্তং পর্যেকা চরতি বর্তনিং গৌঃ॥ ২॥
আ সীমরোহৎ সুযমা ভবন্তীঃ পতিশ্চিকিত্বান্ রয়িবিদ্ রয়ীণাম্।
প্র নীলপৃষ্ঠো অতসস্য ধাসেস্তা অবাসয়ৎ পুরুধপ্রতীকঃ॥ ৩॥
মহি ত্বাষ্ট্রমূর্জয়ন্তীরজুর্যং স্তভূয়মানং বহতো বহন্তি।
ব্যঙ্গেভি র্দিদ্যুতানং সধস্থ একামিব রোদসী আ বিবেশ॥ ৪॥
জানন্তি বৃষ্ণো অরুষস্য শেবমুত ব্রধ্নস্য শাসনে রণন্তি।
দিবোরুচঃ সুরুচো রোচমানা ইলা যেষাং গণ্যা মহিনা গীঃ॥ ৫॥
উতো পিতৃভ্যাং প্রবিদানু ঘোষং মহো মহদ্ভ্যামনয়ন্ত শূষম্।
উক্ষা হ যত্র পরি ধানমক্তোবন্ স্বং ধাম জরিতু র্ববক্ষ ॥ ৬॥
অধ্বর্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্ত বিপ্রাঃ প্রিয়ং রক্ষন্তে নিহিতং পদং বেঃ।
প্রাঞ্চো মদন্ত্যুক্ষণো অজুর্যা দেবা দেবানামনু হি ব্রতা গুঃ॥ ৭॥
দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যৃঞ্জে সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদন্তি।
ঋতং শংসন্ত ঋতমিত্ত আহুরনু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ॥ ৮॥
বৃষায়ন্তে মহে অত্যায় পূর্বী র্বৃষ্ণে চিত্রায় রশ্ময়ঃ সুযামাঃ।
দেবহোতর্মন্দ্রতর শ্চিকিত্বান্মহো দেবান্রোদসী এহ বক্ষি॥ ৯॥
পৃক্ষপ্রযজো দ্রবিণঃ সুবাচঃ সুকেতব উষসো রেবদূষুঃ।
উতো চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যাঃ কৃতং চিদেনঃ সং মহে দশস্য॥ ১০॥
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতি র্ভূত্বস্মে ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — শ্বেত পৃষ্ঠবিশিষ্ট, সকলের ধারক অগ্নির যে রশ্মিসমূহ প্রকর্ষভাবে উত্থগমন করে, তারা পিতৃমাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবীতে চতুর্দিকে প্রবিষ্ট হয়, সপ্ত নদীতেও প্রবিষ্ট হয়। চতুর্দিকে বর্তমান, পিতৃমাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবী সম্যক্‌ভাবে প্রসৃত হন, এবং প্রকর্ষভাবে যজ্ঞ করবার জন্য অগ্নির দীর্ঘ আয়ু সম্পাদন করেন ॥ ১॥

দ্যুলোকবাসী ধেনুই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির অশ্ব। অগ্নি মধুর জলবাহিনী দ্যুতিমতী নদী সমূহে অধিষ্ঠান করেন। তুমি (মানুষ) ঋতের সদনে আবাস ইচ্ছা করো এবং জ্বালা প্রেরণ করো, একটি গো তোমাকে সেবা করছে ॥ ২ ॥

ধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনের স্বামী, জ্ঞানবান্, অধিপতি অগ্নি সুখে সংযমনীয় বড়বা আরোহণ করলেন। নীল পৃষ্ঠবিশিষ্ট ও চতুর্দিকে প্রসৃত অগ্নি, তাদের সতত গমন করবার জন্য মুক্ত করলেন ॥ ৩ ॥

বলকারিণী, বহনশীলা নদীগণ অগ্নিকে ধারণ করে। তিনি মহান্ ত্বষ্টার পুত্র, জরারহিত, ও লোকসকলকে ধারণ করতে অভিলাষী। (পুরুষ যেমন) একটি স্ত্রীর নিকট গমন করে, সেইরকম তিনি জলের সমীপে দীপ্তাঙ্গ হয়ে দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করেন ॥ ৪ ॥

লোকে অভীষ্টবর্ষী, হিংসারহিত অগ্নির আশ্রয়জনিত সুখ জ্ঞাত আছে, এবং মহৎ অগ্নির আজ্ঞায় রত হয়। যে সমস্ত মানুষের মহৎ স্তুতিরূপ বাক্য গণনীয় হয়, তারা দ্যুলোকের দীপ্তিকারী ও শোভন দীপ্তিবিশিষ্ট ও দেদীপ্যমান হয় ॥ ৫ ॥

মহান্ হ'তেও মহত্তর পিতৃমাতৃ স্থানীয় দ্যাবাপৃথিবীর অবগতির পর উচ্চৈঃস্বরে স্তুতিজনিত সুখ অগ্নির নিকট নীত হয়। জলসেক্তকারী অগ্নি রজনীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত আপন তেজ স্তোতার নিকটে বহন করেন ॥ ৬ ॥

পাঁচজন অধ্বর্যুর সাথে সাতজন হোতা গমনশীল অগ্নির প্রিয় স্থান রক্ষা করছেন। সোমপানের জন্য পূর্বমুখে গমনকারী, জরারহিত, সোমরসবর্ষী স্তোতাগণ হৃষ্ট হচ্ছেন; কারণ দেববৃন্দ, দেবতুল্য স্তোতার যজ্ঞে গমন করেছিলেন ॥ ৭ ॥

দৈব্য হোতাদ্বয়স্বরূপ মুখ্য অগ্নিদ্বয়কে আমি অলঙ্কৃত করছি। সাতজন হোতা সোমের দ্বারা হৃষ্ট হচ্ছেন। স্তোত্রকারী, যজ্ঞরক্ষক, দীপ্তিযুক্ত হোতগণ যজ্ঞে 'অগ্নিই সত্য' এই কথা বলে ॥ ৮ ॥

হে দেদীপ্যমান ও দেবতাবৃন্দের আহ্বানকারী অগ্নি। আপনি মহৎ, সকলকে অতিক্রম ক'রে বর্তমান, নানাবর্ণবিশিষ্ট ও অভীষ্টবর্ষী। আপনার জন্য প্রভূত, অত্যন্ত বিস্তৃত ও সর্বত্র ব্যাপ্ত জ্বালাসমূহ বৃষের মতো আচরণ করছে। আপনি মাদয়িতা ও জ্ঞানী, আপনি পূজ্য দেববৃন্দকে ও দ্যাবাপৃথিবীকে এই কর্মে আবাহন করুন ॥ ৯ ॥

হে সততগমনশীল অগ্নি! যে উষাকালে প্রকর্ষভাবে অন্নের দ্বারা যাগ করতে আরম্ভ করা হয়, যে উষাকালে শোভন বাক্যবিশিষ্ট এবং পক্ষী ও মানুষগণের শব্দের দ্বারা সূচিহ্নিত, সেই উষাকাল সমূহ আপনাদের জন্য ধনযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। হে অগ্নি! আপনি বিস্তীর্ণ মহিমার দ্বারা যজমানের কৃত পাপ নাশ করুন ॥ ১০ ॥

হে অগ্নি। আপনি স্তোতাকে বহু কর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদায়িনী ভূমি চিরকাল প্রদান করেন। আমাদের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটি পুত্র হোক। হে অগ্নি। আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ হোক ॥ ১১ ॥

টীকা — এই সূক্তেও অগ্নির যে বর্ণনা সূচিত হচ্ছে, তাতে ওঁাকে ঈশ্বরের বিকাশমাত্র ব'লে ধারণায় কোন সংশয় নেই। এই ক্ষেত্রেও ওঁাকে 'শ্রেষ্ঠ ধনের স্বামী' 'জ্ঞানবান্', 'অধিপতি', 'সতত গমনশীল' ইত্যাদি ঈশ্বরীয় স্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

◆ ◆

— ৮ সূক্ত —

[দেবতা : সমস্ত সূক্তের দেবতা যূপ; ১১ ঋকের ছিন্নযূপের মূলভূত স্থাণু দেবতা; ৮ ঋকের দেবতা বিশ্বদেব বা যূপ; ৬ ঋক্ হ'তে সমস্ত ঋক্‌গুলির দেবতা বহু যূপ। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্।]

অঞ্জন্তি ত্বামধ্বরে দেবয়ান্তো বনস্পতে মধুনা দৈব্যেন।
যদূর্ধ্বস্তিষ্ঠা দ্রবিণেহ ধত্তাদ্যদ্বা ক্ষয়ো মাতুরস্যা উপস্থে॥ ১॥
সমিদ্ধস্য শ্রয়মাণঃ পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম বন্বানো অজরং সুবীরম্।
আরে অস্মদমতিং বাধমানঃ উচ্ছ্রয়স্ব মহতে সৌভগায়॥ ২॥
উচ্ছ্রয়স্ব বনস্পতে বর্ষ্মন্ পৃথিব্যা অধি।
সুমতী মীয়মানো বর্চো ধা যজ্ঞবাহসে॥ ৩॥
যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।
তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥ ৪॥
জাতো জায়তে সুদিনত্বে অহ্নাং সমর্য আ বিদথে বর্ধমানঃ।
পুনন্তি ধীরা অপসো মনীষা দেবয়া বিপ্র উদিয়র্তি বাচম্॥ ৫॥
যান্বো নরো দেবয়ন্তো নিমিম্যু র্বনস্পতে স্বধিতির্বা ততক্ষ।
তে দেবাসঃ স্বরবস্তস্থিবাংসঃ প্রজাবদস্মে দিধিষন্ত রত্নম্॥ ৬॥
যে বৃক্ণাসো অধি ক্ষমি নিমিতাসো যতস্রুচঃ।
তে নো ব্যন্তু বার্যং দেবত্রা ক্ষেত্রসাধসঃ॥ ৭॥
আদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সুনীথা দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী অন্তরিক্ষম্।
সজোষসো যজ্ঞমবন্তু দেবা উর্ধ্বং কৃণ্বন্ত্বধ্বরস্য কেতুম্॥ ৮॥
হংসা ইব শ্রেণিশো যতানাঃ শুক্রা বসানাঃ স্বরবো ন আগুঃ।
উন্নীয়মানাঃ কবিভিঃ পুরস্তাদ্দেবা দেবানামপি যন্তি পাথঃ॥ ৯॥
শৃঙ্গাণীবেচ্ছৃঙ্গিণাং সং দদৃশ্রে চষালবন্তঃ স্বরবঃ পৃথিব্যাম্।
বাঘদ্ভির্বা বিহবে শ্রোষমাণা অস্মাঁ অবন্তু পৃতনাজ্যেষু॥ ১০॥
বনস্পতে শতবল্শো বি রোহ সহস্রবল্শা বি বয়ং রুহেম।
যং ত্বাময়ং স্বধিতিস্তেজমানঃ প্রণিনায় মহতে সৌভগায়॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে বনস্পতি! যজ্ঞে দেবতাবৃন্দের অভিলাষী অধ্বর্যুগণ দেব সম্বন্ধীয় মধুর দ্বারা আপনাকে সিক্ত করছে। আপনি উন্নতভাবেই থাকুন অথবা মাতৃভূত পৃথিবীর উৎসঙ্গেই শয়ন ক'রে থাকুন, আমাদের ধন দান করুন॥ ১॥

হে যূপ! আপনি সমিদ্ধ আহবনীয় নামে আখ্যাত অগ্নির পূর্বদিকে বর্তমান হয়ে জরারহিত এবং

সুন্দর ও অপত্যযুক্ত অন্ন দানপূর্বক এবং আমাদের পাপ দূরে অপনোদনপূর্বক মহৎ সম্পত্তির জন্য উন্নত হোন ॥ ২ ॥

হে বনস্পতি! আপনি পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট যজ্ঞপ্রদেশে উন্নত হন। আপনি সুন্দর পরিমাণের দ্বারা পরিচ্ছিদ্যমান; আপনি যজ্ঞ নির্বাহককে অন্ন দান করুন ॥৩॥

দৃঢ়াঙ্গ ও সুন্দর রসনাযুক্ত ও রসনার দ্বারা পরিবেষ্টিত যূপ আগমন করছেন। সেই যূপই সমস্ত বনস্পতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে জাত হয়। প্রাজ্ঞ মেধাবীবৃন্দ মনে মনে দেবতায় অভিলায ক'রে সুন্দর ধ্যানের সাথে একে উন্নত করেন ॥ ৪ ॥

পৃথিবীতে বৃক্ষরূপে জাত যূপ মানুষদের সাথ যজ্ঞে শোভমান হয়ে দিবস সমূহকে সুদিন করে। কর্মবান্ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট অধ্বর্যুবৃন্দ যথাবুদ্ধি সেই যূপকে প্রক্ষালনের দ্বারা শুদ্ধ করে। দেববৃন্দের যাগকারী, মেধাবী হোতা বাক্য উচ্চারণ করে ॥ ৫ ॥

হে যূপসকল! দেব-অভিলাষী, কর্মের নেতা অধ্বর্যু প্রভৃতি আপনাদের গর্তের মধ্যে প্রক্ষেপ করেছে; হে বনস্পতি! কুঠার আপনাদের ছেদন করেছে। আপনারা দীপ্তিমান্ ও কাষ্ঠখণ্ডবিশিষ্ট, আমাদের অপত্যের সাথে উত্তম ধন দান করুন ॥ ৬ ॥

যাঁরা পরশুর দ্বারা ভূমিতে ছিন্ন হন, যাঁরা যত স্রুক্ ঋত্বিক্‌বৃন্দ কর্তৃক গর্তের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হন, এবং যাঁরা যজ্ঞের সাধক সেই যূপসমূহ দেবতাবৃন্দের নিকট আমাদের হব্য নীত করুন ॥ ৭ ॥

সুনেতা আদিত্যবর্গ, রুদ্রবৃন্দ, বসুগণ, দ্যাবাপৃথিবী ও বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ সকলে মিলিত হয়ে যজ্ঞ রক্ষা করুন, এবং যজ্ঞের ধ্বজভূত যূপকে উন্নত করুন ॥ ৮ ॥

দীপ্ত বস্ত্রের দ্বারায় আচ্ছাদিত, হংসের মতো শ্রেণীপূর্বক গমনকারী ও খণ্ডবিশিষ্ট যূপসমূহ আমাদের নিকট আগমন করুন মেধাবী অধ্বর্যু প্রভৃতি কর্তৃক যজ্ঞের পূর্বভাগে উদীয়মান, ও দীপ্তিমান্ যূপসমূহ দেবগণের পথ প্রাপ্ত হোন ॥ ৯ ॥

স্বরুবিশিষ্ট (অর্থাৎ কিরণ বা যজ্ঞবিশিষ্ট) এবং মুক্ত কণ্টক যূপসমূহ পৃথিবীতে শৃঙ্গী পশুর শৃঙ্গের মতো সম্যক্‌ভাবে দৃষ্ট হয়। যজ্ঞে ঋত্বিক্‌বৃন্দের স্তুতি শ্রবণকারী যূপসমুদয় যুদ্ধে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥

হে ছিন্নমূল স্থাণু (অর্থাৎ শাখাহীন বৃক্ষ)! আপনাকে এই নিশিতধার পরশু মহৎ সৌভাগ্য লাভ করিয়েছে। আপনি শতশাখাবিশিষ্ট হয়ে বিশেষভাবে প্রাদুর্ভূত হোন। আমরাও যেন সহস্র শাখাবিশিষ্ট হয়ে বিশেষভাবে প্রাদুর্ভূত হ'তে পারি ॥ ১১ ॥

টীকা — যূপ দেবতা সম্পর্কিত এই সূক্তটিতেও দেবতাকে ঈশ্বরের বিভূতি বিকাশমাত্ররূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। 'যূপ' শব্দের অর্থ 'যজ্ঞীয় পশু বন্ধন স্তম্ভ বা জয়স্তম্ভ'।

◆ ◆

— ৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্]

সখায়স্ত্বা ববৃমহে দেবং মর্তাস উতয়ে।
অপাং নপাতং সুভগং সুদীদিতিং সুপ্রতূর্তিমনেহসম্॥ ১ ॥

কায়মানো বনা ত্বং যন্মাতৃরজগন্নপঃ।
ন তত্তে অগ্নে প্রমৃষে নিবর্তনং যদ্দূরে সন্নিহাভবঃ॥ ২॥
অতি তৃষ্টং ববক্ষিথাথৈব সুমনা অসি।
প্রপ্রান্যে যন্তি পর্যন্য আসতে যেষাং সখ্যে অসি শ্রিতঃ॥ ৩॥
ঈয়িবাংসমতি স্রিধঃ শশ্বতীরতি সশ্চতঃ।
অন্বীমবিন্দন্নিচিরাসো অদ্রুহো অসু সিংহমিব শ্রিতম্॥ ৪॥
সসৃবাংসমিব ত্মনাগ্নিমিত্থা তিরোহিতম্।
ঐনং নয়ন্মাতরিশ্বা পরাবতো দেবেভ্যো মথিতং পরি॥ ৫॥
তং ত্বা মর্তা অগৃভ্ণত দেবেভ্যো হব্যবাহন।
বিশ্বান্যদ্যজ্ঞাঁ অভিপাসি মানুষ তব ক্রত্বা যবিষ্ঠ্য॥ ৬॥
তদ্ভদ্রং তব দংসনা পাকায় চিচ্ছদয়তি।
ত্বাং যদগ্নে পশবঃ সমাসতে সমিদ্ধমপিশর্বরে॥ ৭॥
আ জুহোতা স্বধ্বরং শীরং পাবকশোচিষম্।
আশুং দূতমজিরং প্রত্নমীড্যং শ্রুষ্টী দেবা সপর্যত॥ ৮॥
ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্।
ঔক্ষন্ ঘৃতৈরস্তৃণন্বর্হিরস্মা আদিদ্ধোতারং ন্যসাদয়ন্ত॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি আপনি জলের নপ্তা, সুন্দর ধনযুক্ত, দীপ্তিমান ও উপদ্রব রহিত, এবং লোকে অধিগম্য। আমরা আপনার মিত্রভূত মর্ত্য; আমরা রক্ষার নিমিত্ত আপনাকে বরণ করছি॥১॥

হে অগ্নি! আপনি বনসমূহকে কামনা ক'রে থাকেন; আপনি মাতৃভূত জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে শান্ত হন, আপনার শান্তভাব সহ্য করা যায় না। এই জন্য আপনি দূরে অবস্থান করেও আমাদের কাষ্ঠের মধ্যে উৎপন্ন হন॥২॥

হে অগ্নি! আপনি স্তোতার অভিলাষ অধিকভাবে বহন করতে ইচ্ছা ক'রে থাকেন, এবং আপনি সন্তুষ্ট মনে থাকেন, ঋত্বিক্‌বর্গের সাথে বন্ধুত্বভাবে অবস্থিত থাকেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষভাবে হোম করবার জন গমন করে, অন্যেরা চতুর্দিকে উপবিষ্ট হয়ে থাকে॥৩॥

গুহাস্থিত সিংহের মতো জলের মধ্যে লুক্কায়িত এবং শত্রু ও বহু সেনার পরাভবকারী অগ্নিকে দ্রোহরহিত চিরন্তন বিশ্বদেববৃন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন॥৪॥

পিতা যেমন স্বচ্ছন্দগামী পুত্রকে বলপূর্বক আনয়ন করেন, সেইরকম মাতরিশ্বা স্বেচ্ছাপূর্বক তিরোহিত ও মন্থনের দ্বারা নিষ্পাদিত এই অগ্নিকে দেববৃন্দের জন্য আনয়ন করেছিলেন॥৫॥

হে মনুষ্যবর্গের হিতকারী, সদাতরুণ অগ্নি! আপনি আপনার মাহাত্ম্যের দ্বারা সমস্ত যজ্ঞকে বিশেষভাবে পালন করুন। অতএব, হে হব্যবাহন! মানুষেরা আপনাকে দেবগণের জন্য গ্রহণ করেছেন॥৬॥

হে অগ্নি! যেহেতু আপনি সায়ংকালে সমিদ্ধ হ'লে আপনার নিকট পশুসমূহ উপবিষ্ট হয়, অতএব আপনার এই সুন্দর কর্ম বালকের মতো অজ্ঞকেও ফল প্রদানের দ্বারা সন্তুষ্ট করে॥৭॥

পাবকদীপ্তিবিশিষ্ট, কাষ্ঠ ইত্যাদির মধ্যে শয়ান ও সুক্রতু অগ্নিকে হোম করো। বহু ব্যাপ্ত, দূতস্বরূপ, ক্ষিপ্রগামী, পুরাতন, স্তুতিযোগ্য ও দীপ্তিমান্ অগ্নিকে সত্বর পূজা করো ॥ ৮॥

তিন সহস্র তিন শত ত্রিংশৎ ও নব সংখ্যক দেবগণ অগ্নিকে পূজা করেছেন, ঘৃতের দ্বারা সিক্ত করেছেন এবং তাঁর জন্য কুশ বিস্তৃত করেছেন। তার পরে তাঁকে হোতারূপে কুশের উপরে উপবেশন করিয়েছেন ॥ ৯॥

টীকা — ৯ ঋকের ৩৩৩৯ দেব সম্বন্ধে সায়ণ লিখেছেন,—দেবতা কেবল ৩৩ জন; ৩৩৩৯ সংখ্যা তাঁদের মহিমামাত্র। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, এই ৩৩ সংখ্যার মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি এবং দুটি শূন্য দিয়ে পরে যোগ ক'রে সংখ্যা পাওয়া যায়, যথা, —৩৩ + ৩০৩ + ৩০০৩ = ৩৩৩৯। অর্থাৎ কাল যত অগ্রসর হয়েছে, ৩৩ দেবতা ৩৩৩৯ সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। এমনকি প্রচলিত ধারণায় শেষ পর্যন্ত হিন্দুরা ৩৩ কোটি দেবতার কথা ব'লে থাকেন। তবে সব দেবতাই সেই একতম ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ মাত্র রূপেই স্বীকৃত হয়েছে। এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টিকে আধ্যাত্মিকভাবে বিশ্লেষণ ক'রে বলা যায়—"হে জ্ঞানস্বরূপ দেব। আপনার মিত্রের মতো অনুরক্ত (ভক্ত) অর্চনাকারী আমরা,—শুদ্ধসত্ত্ব হ'তে উৎপন্ন, ষড়ৈশ্বর্যশালী, শোভনকর্মা, সাধকদের সুখপ্রাপ্য, উপদ্রবনাশকারী আপনাকে,—আমাদের রক্ষার নিমিত্ত বরণ করছি।"—ইত্যাদি। এইভাবে দ্বিতীয় ঋক্‌টিকে বিশ্লেষণ ক'রে বলা যায়—"জ্ঞানস্বরূপ হে দেব। আপনি সংসার-রূপ কানন কামনা ক'রে থাকেন (অর্থাৎ সকলকেই অনুগ্রহ করতে উদ্যুক্ত আছেন)। যেহেতু আপনি, মাতৃস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমূহকে আপনা-আপনিই প্রাপ্ত হন, সেই হেতু তা-ই আপনার গৃহ। আমাদের অনুগ্রহ না ক'রে আপনি যে দূরে রয়েছেন, তা আমরা সহ্য করতে পারছি না; অতএব, আপনি আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন। [প্রার্থনার ভাব—সত্ত্বভাবের সাথে জ্ঞানদেবতার অভিন্ন সম্বন্ধ; আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবসম্পন্ন হোক; জ্ঞানদেবতা সেই স্থানে অধিষ্ঠান করুন]"—ইত্যাদি। এইভাবে অন্য ঋক্‌গুলিও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

◆ ◆

— ১০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : উষ্ণিক্]

ত্বামগ্নে মনীষিণঃ সম্রাজং চর্ষণীনাম্। দেবং মর্তাস ইন্ধতে সমধ্বরে ॥ ১॥
ত্বং যজ্ঞেষ্বৃত্বিজমগ্নে হোতারমীলতে। গোপা ঋতস্য দীদিহি স্বে দমে ॥ ২॥
স ঘা যস্তে দদাশতি সমিধা জাতবেদসে। সো অগ্নে ধত্তে সুবীর্যং স পুষ্যতি ॥ ৩॥
স কেতুরধ্বরাণামগ্নির্দেবেভিরা গমৎ। অঞ্জানঃ সপ্ত হোতৃভির্হবিষ্মতে ॥ ৪॥
প্র হোত্রে পূর্ব্যং বচোঽগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ। বিপাং জ্যোতীংষি বিভ্রতে ন বেধসে ॥ ৫॥
অগ্নিং বর্ধন্তু নো গিরো যতো জায়ত উক্থ্যঃ। মহে বাজায় দ্রবিণায় দর্শতঃ ॥ ৬॥
অগ্নে যজিষ্ঠো অধ্বরে দেবান্ দেবয়তে যজ। হোতা মন্দ্রো বি রাজস্যতি স্রিধঃ ॥ ৭॥
স নঃ পাবক দীদিহি দ্যুমদস্মে সুবীর্যম্। ভবা স্তোতৃভ্যো অন্তমঃ স্বস্তয়ে ॥ ৮॥
তং ত্বা বিপ্রা বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। হব্যবাহমমর্ত্যং সহোবৃধম্ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আপনি প্রজাবৃন্দের অধিপতি ও দীপ্তিমান্; আপনাকে ধীমান মানুষেরা যজ্ঞে উদ্দীপিত করে ॥১॥

হে অগ্নি! আপনি হোতা ও ঋত্বিক্; আপনাকে অধ্বর্যুবৃন্দ যজ্ঞে স্তব করে। আপনি যজ্ঞের রক্ষক হয়ে আপন গৃহ যজ্ঞশালায় দীপ্ত হন ॥২॥

হে অগ্নি! আপনি জাতবেদা। আপনাকে যে যজমান সমিন্ধনকারী হব্য দান করে, সে সুবীর্য পুত্র ধারণ করে ও পশু পুত্র ইত্যাদির দ্বারা সমিদ্ধ হয় ॥৩॥

যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক সেই অগ্নি সপ্ত হোতা কর্তৃক সিক্ত হয়ে যজমানের জন্য দেবগণের সাথে আগমন করুন ॥৪॥

হে ঋত্বিক্‌বৃন্দ! তোমরা মেধাবী ব্যক্তিবর্গের তেজ ধারণকারী, জগতের বিধানকর্তা, দেববৃন্দের আহ্বানকারী অগ্নির উদ্দেশে মহৎ, পুরাতন বাক্য সম্পাদন করো ॥৫॥

অগ্নি মহৎ অন্ন ও ধনের জন্য দর্শনীয়। তিনি যে বাক্যের দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হন, আমাদের সেই স্তুতিরূপ বাক্য তাঁকে বর্ধিত করুক ॥৬॥

হে অগ্নি! আপনি যজ্ঞকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আপনি যজ্ঞে যজমানবৃন্দের জন্য দেবতাবর্গকে যাগ করেন। হে অগ্নি! আপনি হোতা ও যজমানের হর্ষদাতা; আপনি শত্রুবর্গকে পরাভূত ক'রে শোভা পাচ্ছেন ॥৭॥

হে পাবক! আপনি, আমাদের কান্তিযুক্ত ও শোভন সামর্থ্যযুক্ত ধন দান করুন, এবং স্তোতাবর্গের কল্যাণের নিমিত্ত তাদের অত্যন্ত সমীপবর্তী হোন ॥৮॥

হে অগ্নি! আপনি হব্যবাহক, মরণরহিত ও (মথনরূপ) বলের দ্বারা বর্ধমান; প্রবুদ্ধ মেধাবী স্তোতাগণ আপনাকে সম্যক্‌ভাবে উদ্দীপিত করেন ॥৯॥

টীকা — এই সূক্তটিও পূর্বসূক্তের মতো ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ মাত্র অগ্নির নিকট প্রার্থনা প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে ৫ ঋক্‌টিতে বলা হয়েছে—"হে মন! মেধাবিগণের (সৎকর্মশীলগণের) সৎকর্মসঞ্জাত তেজের (সৎকর্মসম্পাদনসামর্থ্যের) উৎপাদনকারী জগৎ-বিধাতা ভগবানের (অথবা জগৎ-বিধাতা পরমেশ্বর যেমন আদিত্য ইত্যাদি জ্যোতিষ্ককে সমুদিত করেন, তেমন সৎকর্মশীলদের হৃদয়ে সৎকর্মসঞ্জাত জ্যোতির বা সৎকর্মের সাধন-সামর্থ্যের জনয়িতা আনন্দের) উদ্দেশ্যে তাঁর প্রীতির জন্য মহৎ পুরাতন শ্রেষ্ঠ স্তোত্ররূপ বাক্য (কর্ম) সম্পাদন করো। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক মন-সম্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মের প্রভাবে আমরা হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ে যেন প্রবৃত্ত হই; এবং জ্ঞানের প্রভাবে যেন ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হই, এমন সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি]"—ইত্যাদি। এই ভাবে ৭ ঋক্‌টিকে বিশ্লেষণ ক'রে বলা যায়—"হে অগ্নিদেব (জ্ঞানদেব)! আপনি যাজকশ্রেষ্ঠ (দেবযাজনপারদর্শী); অতএব, এই হিংসারহিত কর্মে (আমার অনুষ্ঠিত এই সৎকর্মে) দেব-কামনাযুক্ত অর্থাৎ দেবভাব প্রাপ্তির অভিলাষী আমার জন্য দেববৃন্দকে যজনা করুন,—আমাকে দেবভাব-সমূহ প্রাপ্ত করুন। দেবগণের আহ্বানকারী, সাধকগণের পরমানন্দ-প্রদানকারী আপনি আমাদের শত্রুগণকে নিঃশেষে বিনাশ ক'রে বিশেষভাবে শোভাপ্রাপ্ত হন—হৃদয়ে দীপ্যমান হন। [প্রার্থনার ভাব এই যে, সেই দেবতা সর্বদেবময়; আমাদের অভীষ্ট পূরণের জন্য আমাদের রিপুগণকে বিমর্দিত ক'রে আমাদের সর্বতোভাবে দেবভাব-সমন্বিত করুন]"—ইত্যাদি। এইভাবে অন্য সকল ঋক্‌গুলিকেও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

◆ ◆

— ১১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : গায়ত্রী]

অগ্নির্হোতা পুরোহিতোঽধ্বরস্য বিচর্ষণিঃ। স বেদ যজ্ঞমানুষক্ ॥ ১ ॥
স হব্যবালমর্ত্য উশিগ্দূতশ্চনোহিতঃ। অগ্নির্ধিয়া সমৃণ্বতি ॥ ২ ॥
অগ্নির্ধিয়া স চেততি কেতুর্যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ। অর্থং হ্যস্য তরণি ॥ ৩ ॥
অগ্নিং সূনুং সনশ্রুতং সহসো জাতবেদসম্। বহ্নি দেবা অকৃণ্বত ॥ ৪ ॥
অদাভ্যঃ পুর এতা বিশামগ্নির্মানুষীণাম্। তূর্ণী রথঃ সদা নবঃ ॥ ৫ ॥
সাহ্বান্বিশ্বা অভিযুজঃ ক্রতুর্দেবানামমৃক্তঃ। অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমঃ ॥ ৬ ॥
অভি প্রযাংসি বাহসা দাশ্বাঁ অশ্নোতি মর্ত্যঃ। ক্ষয়ং পাবকশোচিষঃ ॥ ৭ ॥
পরি বিশ্বানি সুধিতাগ্নেরশ্যাম মন্মভিঃ। বিপ্রাসো জাতবেদসঃ ॥ ৮ ॥
অগ্নে বিশ্বানি বার্য্যা বাজেষু সনিষামহে। ত্বে দেবাস এরিরে ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি, হোতা পুরোহিত ও যজ্ঞের বিশেষভাবে দ্রষ্টা। তিনি যজ্ঞকে আনুপূর্বিক জ্ঞাত আছেন ॥ ১ ॥

হব্যবাহক, মরণরহিত ও হব্য-অভিলাষী এবং দেববর্গের দূত; অন্নপ্রিয় অগ্নি প্রজ্ঞাযুক্ত হচ্ছেন ॥ ২ ॥

যজ্ঞের কেতুস্বরূপ পুরাতন অগ্নি প্রজ্ঞার বলে সমস্ত জ্ঞাত আছেন। এই অগ্নির তেজ অন্ধকার বিনাশ করে ॥ ৩ ॥

বলের পুত্র, সনাতন ব'লে প্রসিদ্ধ, ও জাতবেদা অগ্নিকে দেববৃন্দ হব্যের বাহক করেছেন ॥ ৪ ॥

মর্ত্যলোকের নেতা, ত্বরাযুক্ত, রথের মতো ও সর্বদা নূতন, অগ্নিকে কেউ হিংসা করতে পারে না ॥ ৫ ॥

সমস্ত শত্রুসৈন্যের পরাভবকারী, শত্রুকর্তৃক অহিংসিত ও দেববৃন্দের পোষক অগ্নি প্রচুর পরিমাণে বহুরকম অন্নযুক্ত আছেন ॥ ৬ ॥

হব্যদাতা মানুষ হব্যবাহক অগ্নির মাধ্যমে অন্নসমূহ প্রাপ্ত হয় এবং পবিত্রকারক দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নির সকাশ হ'তে গৃহ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

মেধাবীবৃন্দ অর্থাৎ আমরা যেন জাতবেদা অগ্নি সম্বন্ধীয় স্তোত্রের দ্বারা সমস্ত অভিলষিত ধন লাভ করতে পারি ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! আমরা যেন সমস্ত অভিলষণীয় ধন লাভ করতে পারি। দেববৃন্দ আপনাতেই প্রবিষ্ট হয়েছেন ॥ ৯ ॥

টীকা — এই সূক্তটিতেও পূর্বসূক্তের মতো ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ মাত্র অগ্নির স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে কয়েকটি মন্ত্রের বিশ্লেষণ করা যায়; যেমন—৫ মন্ত্রে

Scanned with CamScanner

বলা হচ্ছে, 'মনুষ্যলোকদের অর্থাৎ সকল জনের সংমার্গ প্রদর্শক আশুমুক্তিদায়ক সৎকর্মপ্রাপক নিত্যতরুণ জ্ঞানদেব অজাতশত্রু হন। [নিত্যজ্ঞানই লোকবর্গের মোক্ষপ্রাপক হয়। জ্ঞান (রথের মতোই মানুষকে সৎকর্মে প্রবর্তিত ক'রে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। জ্ঞান অনাদি অনন্ত হলেও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নব নবরূপে দেখা যায়]"—ইত্যাদি। ৬ ঋকে বলা হচ্ছে, "সকল রিপুদের অভিভবকারী দেবভাবপ্রাপক শত্রুগণ কর্তৃক অহিংসিত অর্থাৎ অপরাজেয় জ্ঞানদেব পরমধনদায়ক হন। [জ্ঞানের দ্বারা কেবল যে রিপুনাশ হয়, তাই নয়, জ্ঞান মানুষের মধ্যে দেবভাবেরও সঞ্চার করেন]"—ইত্যাদি। ৭ ঋকে বলা হচ্ছে, "সাধক মানুষ আরাধনার সাধনভূত জ্ঞানের দ্বারা শক্তি ইত্যাদি প্রাপ্ত হন; এবং পবিত্রতাসাধক পরাজ্ঞান হ'তে পরমপদ লাভ করেন। [সাধক পরাজ্ঞানের সর্বাভীষ্ট পরমপদ মোক্ষ প্রাপ্ত হন]।"—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ১২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : গায়ত্রী]

ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতং গীর্ভির্নভো বরেণ্যম্। অস্য পাতং ধিয়েষিতা॥ ১॥
ইন্দ্রাগ্নী জরিতুঃ সচা যজ্ঞো জিগাতি চেতনঃ। অয়া পাতমিমং সুতম্॥ ২॥
ইন্দ্রমগ্নিং কবিচ্ছদা যজ্ঞস্য জূত্যা বৃণে। তা সোমস্যেহ তৃম্পতাম্॥ ৩॥
তোশা বৃত্রহনা হুবে সজিত্বানাপরাজিতা। ইন্দ্রাগ্নী বাজসাতমা॥ ৪॥
প্র বামর্চন্ত্যুক্থিনো নীথাবিদো জরিতারঃ। ইন্দ্রাগ্নী ইষ আ বৃণে॥ ৫॥
ইন্দ্রাগ্নী নবতিম্পুরো দাসপত্নীরধূনুতং। সাকমেকেন কর্মণা॥ ৬॥
ইন্দ্রাগ্নী অপসস্পর্যুপ প্র যন্তি ধীতয়ঃ। ঋতস্য পথ্যা অনু॥ ৭॥
ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং সধস্থানি প্রযাংসি চ। যুবোরপ্তূর্যং হিতম্॥ ৮॥
ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ পরি বাজেষু ভূষথঃ। তদ্বাং চেতি প্র বীর্যম্॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্রাগ্নি! আপনারা স্তুতির দ্বারা আহূত হয়ে স্বর্গ হ'তে অভিযুত ও বরণীয় এই সোমের উদ্দেশে আগমন করুন। আমাদের ভক্তি হেতু আগত হয়ে এই সোম পান করুন॥১॥

হে ইন্দ্রাগ্নি! স্তোতার সহায়ভূত, যজ্ঞের সাধনভূত, ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর সোম গমন করছে; আপনারা এই অভিষুত সোম পান করুন॥২॥

আমি যজ্ঞের সাধনভূত সোম কর্তৃক প্রেরিত হয়ে স্তোতাবৃন্দের উপচ্ছন্দক ইন্দ্র ও অগ্নিকে ভজনা করছি; তাঁরা এই যজ্ঞে সোমপানের দ্বারা তৃপ্ত হোন॥৩॥

আমি শত্রুনাশক, বৃত্রহন্তা, জয়শীল, অপরাজিত ও প্রচুর পরিমাণে অন্নদাতা ইন্দ্রাগ্নিকে আহ্বান করছি॥৪॥

হে ইন্দ্রাগ্নি! উক্থ বিশিষ্ট হোতাগণ আপনাদের অর্চনা করে। স্তোত্রায় অভিজ্ঞ স্তোতাগণ

আপনাদের অর্চনা করে। আমি অন্নলাভের জন্য আপনাদের পূজা করছি ॥৫॥

হে ইন্দ্রাগ্নি! আপনারা এক উদ্যোগের দ্বারাই দাসবর্গের নবতিসংখ্যক পুরী যুগপৎ কম্পিত করেছিলেন ॥৬॥

হে ইন্দ্রাগ্নি! স্তোতাগণ, যজ্ঞের মার্গ লক্ষ্য ক'রে আমাদের কর্মের চতুর্দিকে উপস্থিত হচ্ছে ॥৭॥

হে ইন্দ্রাগ্নি! আপনাদের বল ও অন্ন আপনাদের দু'জনের মধ্যে অবিযুক্তভাব আছে, এবং বৃষ্টি প্রেরণরূপ কার্য আপনাদের দু'জনেতেই নিহিত আছে ॥৮॥

হে ইন্দ্রাগ্নি! আপনারা স্বর্গের প্রকাশক, আপনারা সংগ্রামে সর্বত্র অলঙ্কৃত হন। আপনাদের সামর্থ্য, সেই সংগ্রাম-বিজয়কে বিশেষভাবে জ্ঞাপন করছে ॥৯॥

টীকা — এই সূক্তেও ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ মাত্র রূপে ইন্দ্রের ও অগ্নির স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা অনুসারে ন'টি ঋক্‌ই বিশ্লেষণ করা যেতে পারে; যেমন,—১ ঋকে বলা হচ্ছে, "হে বলাধিপতিদেব এবং জ্ঞানদেব! আপনারা সাধকের প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হয়ে দ্যুলোক হ'তে আগমন করেন এবং আত্মশক্তির দ্বারা এর বরণীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব রক্ষা করেন (অথবা গ্রহণ করেন)।" লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই ঋকের মধ্যে কোথাও 'সোম' নামক মাদক পানীয়ের কথা নেই। 'সুতং' শব্দটি দেখেই সোমরসের সম্বন্ধ কল্পিত হয়েছে॥ ২ ঋকে বলা হচ্ছে,..."প্রার্থনাকারীদের মোক্ষলাভে সহায়ভূত, জ্ঞানদায়ক, সৎকর্ম আপনাদের প্রাপ্ত হয়; সাধকের প্রার্থনার দ্বারা আগত হয়ে আপনারা সাধকের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে গ্রহণ করেন (অথবা রক্ষা করেন)।" এই স্থানেও 'সুতং' পদে সোমরস নামক মাদক দ্রব্যের কল্পনা করা হয়েছে। আমরা এটিকেই 'বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব' মনে ক'রি, মাদক 'সোম' নয়॥ ৩ ঋকে 'সোম' শব্দ আছে; কিন্তু তা-ও মাদক-লতা ব'লে আমরা মানি না। আমরা মনে ক'রি, এই স্থানে বলা হচ্ছে,..."তাঁরা (ইন্দ্র ও অগ্নি) সৎকর্মের সাধনভূত আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবের দ্বারা তৃপ্ত হোন।" অর্থাৎ আমাদের সৎকর্মের দ্বারা প্রীত হয়ে ভগবান্ আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন।—ইত্যাদি॥ ৪ ঋকে ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করবার সরল সম্বন্ধ বর্তমান। অন্তরে ভগবানের অধিষ্ঠান হ'লে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয়, মানুষ পরমধনের অধিকারী হ'তে পারে,—মন্ত্র এই ভাবই প্রকাশ করছে॥ ৫ ঋকে বলা হচ্ছে,..."বেদজ্ঞ মন্ত্রাভিজ্ঞ প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ আপনাদের (অর্থাৎ ইন্দ্র ও অগ্নির) আরাধনা করেন; আত্মশক্তিলাভের জন্য আমি আপনাদের আরাধনা করছি।"—ভাব এই যে, সাধকগণ ভগবান্‌কে আরাধিত করেন; আমরা যেন ভগবৎ-পরায়ণ হই॥ ৬ ঋকের বক্তব্য—ভগবানই লোকবর্গের রিপুনাশক হন॥ ৭ ঋকের বক্তব্য—সত্যের আলোকরেখাকে লক্ষ্য ক'রে যদি চলতে পারি, তবে আমাদের সম্মুখস্থ অন্ধকাররাশিকেও ভয় নেই। সেই ধ্রুবজ্যোতিঃ ধ্রুবতারা—সত্য, অনন্ত অবিনশ্বর সত্য। যিনি সেই সত্যের পথে চলতে সমর্থ হন, তাঁর আর অধঃপতনের ভয় থাকে না।—ইত্যাদি॥ ৮ ঋকে বলা হচ্ছে,..."আপনাদের শক্তি ইত্যাদি এবং ঊর্ধ্বগমনদায়ক পরমাশ্রয় একত্র নিবাস করে; আপনাদের অমৃতদানের শক্তি আমাদের পরমমঙ্গলদায়িকা হোক।" মন্ত্রটির প্রথমাংশের মর্ম এই যে, ভগবানই মানুষকে পরমধন—পরমাশ্রয় প্রদান করেন। —দ্বিতীয়াংশের মর্ম এই যে, ভগবৎশক্তি, তাঁর অমৃতদায়িকা শক্তি, আমাদের চরম ও পরমমঙ্গল সাধন করুক। —ইত্যাদি॥ ৯ ঋকে বলা হচ্ছে, "আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত যে ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতা, অথবা সর্বশক্তিমান জ্ঞানময় হে দেবদ্বয়! হৃদয়রূপ দ্যুলোকে জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশক আপনার (বা আপনাদের) সৎভাবজনক সৎকর্মের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে অলঙ্কৃত হন।" অথবা "আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আপনারা হৃদয়রূপ দ্যুলোকে জ্ঞানজ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হয়ে, শত্রুসহ সংগ্রামে প্রকৃষ্টভাবে আমাদের বিজয়যুক্ত করুন। হে দেবদ্বয়! আপনাদের সামর্থ্য, আপনাদের অদ্বিতীয় শক্তির মাহাত্ম্য প্রকৃষ্টভাবে বিঘোষিত করে অর্থাৎ আপনাদের মহিমা বিজ্ঞাপিত করে।"—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্রের অপত্য ঋষভ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

প্র বো দেবায়াগ্নয়ে বর্হিষ্ঠমর্চাস্মৈ।
গমদ্দেবেভিরা স নো যজিষ্ঠো বর্হিরা সদৎ॥ ১॥
ঋতাবা যস্য রোদসী দক্ষং সচন্ত ঊতয়ঃ।
হবিষ্মন্তস্তমীলতে তং সনিষ্যন্তোঽবসে॥ ২॥
স যন্তা বিপ্র এষাং স যজ্ঞানামথা হি যঃ।
অগ্নিং তং বো দুবস্যত দাতা যো বনিতা মঘম্॥ ৩॥
স নঃ শর্মাণি বীতয়েঽগ্নি র্যচ্ছতু শন্তমা।
যতো নঃ প্রুষ্ণবদ্বসু দিবি ক্ষিতিভ্যো অপ্স্বা॥ ৪॥
দীদিবাংসমপূর্ব্যং বস্বীভিরস্য ধীতিভিঃ।
ঋক্কাণো অগ্নিমিন্ধতে হোতারং বিশ্পতিং বিশাম্॥ ৫॥
উত নো ব্রহ্মন্নবিষ উক্থেষু দেবহূতমঃ।
শং নঃ শোচা মরুদ্বৃধোঽগ্নে সহস্রসাতমঃ॥ ৬॥
নূ নো রাস্ব সহস্রবত্তোকবৎ পুষ্টিমদ্বসু।
দ্যুমদগ্নে সুবীর্যং বর্ষিষ্ঠমনুপক্ষিতম্॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে অধ্বর্যুবৃন্দ! অগ্নিদেবের উদ্দেশে প্রভূত স্তুতি উচ্চারণ করো। তিনি দেববর্গের সাথে আমাদের নিকটে আগমন করুন, এবং শ্রেষ্ঠ যাজক অগ্নি কুশে উপবেশন করুন ॥ ১ ॥

দ্যাবাপৃথিবী যাঁর অধীন, দেববৃন্দ যাঁর বল সেবা করেন, তাঁর সম্ভ্রম ব্যর্থ হয় না। হব্যবিশিষ্ট যজমানবৃন্দ ধনলাভের অভিলাষী হয়ে রক্ষার নিমিত্ত তাঁকে স্তুতি করে ॥ ২ ॥

মেধাবী সেই অগ্নি এই সমস্ত যজমানের প্রবর্তক, তিনি যজ্ঞের প্রবর্তক, এবং সকলের প্রবর্তক; অগ্নি কর্মফলদাতা ও ধনদাতা। তোমরা সেই অগ্নির পরিচর্যা করো ॥ ৩ ॥

সেই অগ্নি আমাদের ভোগের জন্য অতিশয় সুখকর গৃহ প্রদান করুন। সনিষ্কিবিশিষ্ট, পৃথিবী আকাশ ও স্বর্গলোকের ধন অগ্নির নিকট হ'তে আমাদের নিকট আগমন করে ॥ ৪ ॥

স্তোতাগণ দীপ্তিমান্, প্রতিক্ষণে নূতন, দেববর্গের আহ্বানকারী ও প্রজাবর্গের পালক অগ্নিকে প্রশস্ত স্তুতির দ্বারা উদ্দীপিত করছে ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! স্তোত্রকালে আমাদের রক্ষা করুন। আপনি দেববর্গের প্রধান আহ্বানকারী; আপনি উক্থ কালে আমাদের রক্ষা করুন। আপনি সহস্র ধনের দাতা; মরুৎবর্গ আপনাকে বর্ধিত করে; আপনি আমাদের সুখবৃদ্ধি করুন ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আপনি আমাদের পুত্রবিশিষ্ট, পুষ্টিকারক, দীপ্তিমান্, সামর্থ্যবিশিষ্ট, অতিপ্রভূত ও সহস্র সংখ্যক ধন দান করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — এই সূক্তেও অগ্নির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে, তাতে তাঁকে কেবলমাত্র যজ্ঞীয় অগ্নিমাত্র রূপে দর্শন করা যায় না। এই স্থানেও তাঁকে সেই একমাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ-মাত্র রূপে বোধ হতে কোন অন্তরায় ঘটে না।

◆ ◆

— ১৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্রের অপত্য ঋষভ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ হোতা মন্দ্রো বিদথান্যস্থাৎসত্যো যজ্বা কবিতমঃ স বেধাঃ।
বিদ্যুদ্রথঃ সহস্পুত্রো অগ্নিঃ শোচিষ্কেশঃ পৃথিব্যাং পাজো অশ্রেৎ॥ ১॥
অয়ামি তে নম উক্তিং জুষস্ব ঋতাবস্তুভ্যং চেততে সহস্বঃ।
বিদ্বাঁ আ বক্ষি বিদুষো নি ষৎসি মধ্য আ বর্হিরূতয়ে যজত্র॥ ২॥
দ্রবতাং ত উষসা বাজয়ন্তী অগ্নে বাতস্য পথ্যাভিরচ্ছ।
যৎসীমঞ্জন্তি পূর্ব্যং হবির্ভিরা বন্ধুরেব তস্থতুর্দুরোণে॥ ৩॥
মিত্রশ্চ তুভ্যং বরুণঃ সহস্বোঽগ্নে বিশ্বে মরুতঃ সুম্নমর্চন্।
যচ্ছোচিষা সহসস্পুত্র তিষ্ঠা অভি ক্ষিতীঃ প্রথয়ংৎসূর্যো নৃন্॥ ৪॥
বয়ং তে অদ্য ররিমা হি কামমুত্তানহস্তা নমসোপসদ্য।
যজিষ্ঠেন মনসা যক্ষি দেবানস্রেধতা মন্মনা বিপ্রো অগ্নে॥ ৫॥
ত্বদ্ধি পুত্র সহসো বি পূর্বীর্দেবস্য যন্ত্যূতয়ো বি বাজাঃ।
ত্বং দেহি সহস্রিণং রয়িং নোঽদ্রোঘেণ বচসা সত্যমগ্নে॥ ৬॥
তুভ্যং দক্ষ কবিক্রতো যানীমা দেব মর্তাসো অধ্বরে অকর্ম।
ত্বং বিশ্বস্য সুরথস্য বোধি সর্বং তদগ্নে অমৃত স্বদেহ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — দেববৃন্দের আহ্বানকারী, স্তোতৃবর্গের আনন্দবর্ধক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, যজ্ঞকারী, অত্যন্ত মেধাবী, ও জগতের বিধাতা অগ্নি আমাদের যজ্ঞে অবস্থিত করেন। তাঁর রথ দ্যুতিমান্, শিখা তাঁর কেশ, তিনি বলের পুত্র; তিনি পৃথিবীতে প্রভা বিকাশ করেন ॥ ১ ॥

হে যজ্ঞবান অগ্নি। আপনার উদ্দেশে নমস্কার বাক্য উচ্চারণ করি; আপনি বলবান্ এবং কর্মের প্রজ্ঞাপক; আপনার উদ্দেশে নমস্কার বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে, আপনি গ্রহণ করুন। হে যজনীয়! আপনি বিদ্বান্; বিদ্বানগণকে আনয়ন করুন। আমাদের আশ্রয়দানের জন্য কুশের মধ্যে উপবেশন করুন ॥ ২ ॥

অন্নসম্পাদিত উষাদ্বয় আপনার উদ্দেশে অভিগমন করছেন। হে অগ্নি! আপনি বায়ুর পথে তাঁদের অভিমুখে গমন করুন, যেহেতু ঋত্বিক্‌বর্গ পুরাতন অগ্নিকে হব্যের দ্বারা সর্বতোভাবে সিক্ত ক'রে যুগদ্বয়ের মতো (পরস্পর সংসক্ত উষা ও নক্ত) আমাদের গৃহে বারংবার আগমনপূর্বক অবস্থিতি করুক ॥৩॥

হে বলবান্, অগ্নি! মিত্র, বরুণ ও সকল দেববর্গ আপনার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করছে। যেহেতু হে বলের পুত্র অগ্নি! আপনিই সূর্য, আপনি মানুষবর্গের পথপ্রদর্শকস্বরূপ আপন রশ্মিসমূহ বিস্তারপূর্বক দীপ্তিতে সমান হয়ে রয়েছেন ॥৪॥

হে অগ্নি! আমরা হস্ত উত্তোলনপূর্বক অদ্য আপনার কমনীয় হব্য প্রদান করবো। আপনি মেধাবী; আপনি নমস্কারে প্রসন্ন হয়ে মনে যাগ-অভিলাষপূর্বক প্রভূত স্তোত্রের দ্বারা দেবগণের পূজা করুন ॥৫॥

হে বলের পুত্র অগ্নি! আপনার নিকট হ'তে প্রভূত রক্ষা যজমানের নিকট গমন করছে, অন্নও গমন করছে। আপনি আমাদের প্রিয় বচনের দ্বারা অচল, সহস্র সংখ্যক ধন দান করুন ॥৬॥

হে সামর্থ্যবিশিষ্ট, সর্বজ্ঞ, দীপ্তিমান্ অগ্নি! আমরা মর্ত্য, আমরা আপনার উদ্দেশে যজ্ঞে এই যে হব্য ত্যাগ করছি, হে অমর! আপনি সমস্ত যজমানগণকে রক্ষা করবার নিমিত্ত জাগ্রত হোন এবং সেই সমস্ত হব্য আস্বাদন করুন ॥৭॥

টীকা — ৩ ঋকে 'উষাদ্বয়'—অর্থাৎ উষা ও নক্ত (রাত্রি)। সায়ণ।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের খুব প্রয়োজন নেই। মিত্র, বরুণ ও সমস্ত দেববৃন্দ যাঁর উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করছেন, যিনি স্বয়ং সূর্য, মানুষবর্গকে যিনি পথপ্রদর্শন করেন—ইত্যাদি যাঁর স্বরূপ, তিনি যে ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-বিকাশ-মাত্র তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

◆ ◆

— ১৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : কতগোত্রোৎপন্ন উৎকীল। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বি পাজসা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমীবাঃ।
সুশর্মণো বৃহতঃ শর্মণি স্যামগ্নেরহং সুহবস্য প্রণীতৌ॥ ১॥
ত্বং নো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ ত্বং সূর উদিতে বোধি গোপাঃ।
জন্মেব নিত্যং তনয়ং জুষস্ব স্তোমং মে অগ্নে তন্বা সুজাত॥ ২॥
ত্বং নৃচক্ষা বৃষভানু পূর্বীঃ কৃষ্ণাস্বগ্নে অরুষো বি ভাহি।
বসো নেষি চ পর্ষি চাত্যংহঃ কৃধী নো রায় উশিজো যবিষ্ঠ॥ ৩॥
অষাঢ়হো অগ্নে বৃষভো দিদীহি পুরো বিশ্বাঃ সৌভগা সঞ্জিগীবান্।
যজ্ঞস্য নেতা প্রথমস্য পায়োর্জাতবেদো বৃহতঃ সুপ্রণীতে॥ ৪॥

অচ্ছিদ্রা শর্ম জরিতঃ পুরূণি দেবাঁ দীদ্যানঃ সুমেধাঃ।
রথো ন সস্নিরভি বক্ষি বাজমগ্নে ত্বং রোদসী নঃ সুমেকে॥ ৫॥
প্র পীপায় বৃষভ জিন্ব বাজানগ্নে ত্বং রোদসী নঃ সুদোঘে।
দেবেভির্দেব সুরুচা রুচানো মা নো মর্তস্য দুর্মতিঃ পরি ষ্ঠাৎ॥ ৬॥
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আপনি বিস্তীর্ণ তেজের দ্বারা অত্যন্ত দীপ্তমান্; আপনি শত্রুবর্গকে এবং রোগরহিত রাক্ষসগণকে বিনাশ করুন। অগ্নি উৎকৃষ্ট, সুখপ্রদ, মহান্ এবং আহ্বানযুক্ত। আমি তাঁরই রক্ষণে অবস্থান করবো ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আপনি, এই ঊষা প্রকাশিত হ'লে এবং সূর্য উদিত হ'লে, আমাদের রক্ষকভাবে জাগরিত হোন। শরীরের সাথে সুজাত হয়েছেন; পিতা যেমন পুত্রকে গ্রহণ করে, সেইরকম আপনি আমাদের স্তোত্র গ্রহণ করুন ॥ ২ ॥

হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! আপনি মানুষদের দর্শনকারী; আপনি রাত্রে অধিকতর দীপ্তিমান্। আপনি বহ্নের জ্বালা বিস্তার করেন। হে নিরাসয়িতা (অর্থাৎ নিরসনকারী)! আমাদের কর্মফল প্রদান করুন, আমাদের পাপ নিবারণ করুন। হে যুবা অগ্নি। আপনি আমাদের ধনের অভিলাষী করুন ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! শত্রুগণ আপনাকে পরাজিত করতে পারে না; আপনি অভীষ্টবর্ষী, আপনি সমস্ত শত্রুপুরী ও ধন জয় ক'রে প্রদীপ্ত হোন। হে সুপ্রণীত (অর্থাৎ সুসংস্কৃত), জাতবেদা অগ্নি! আপনি, মহান্ আশ্রয়প্রদ, ও প্রথম যজ্ঞের নির্বাহক হোন ॥ ৪ ॥

হে জগৎ জীর্ণকারী অগ্নি! আপনি সুমেধা ও দীপ্তিমান্। আপনি দেববৃন্দের জন্য সমস্ত কর্ম অচ্ছিদ্র (অর্থাৎ ত্রুটিহীন) করুন। হে অগ্নি! আপনি এই স্থানেই নিরুদ্ধভাবে অবস্থানপূর্বক রথের মতো দেববৃন্দের উদ্দেশে আমাদের হব্য বহন করুন। আপনি এই দ্যাবাপৃথিবীকে উত্তম রূপবিশিষ্ট করুন ॥ ৫ ॥

হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি। আপনি আমাদের বর্ধিত করুন, আমাদের অন্ন প্রদান করুন। হে দেব! আপনি সুন্দর দীপ্তির দ্বারা শোভমান হয়ে দেববৃন্দের সাথে আমাদের এই দ্যাবাপৃথিবীকে দোহনের যোগ্য করুন। মর্ত্যবৃন্দের দুর্মতি যেন আমাদের নিকট আগমন করতে না পারে ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আপনি স্তোতাকে বহু কর্মের হেতুভূত এবং ধেনুপ্রদায়িনী ভূমি চিরকাল প্রদান করুন। আমাদের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ততি-জনয়িতা একটি পুত্র হোক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ হোক ॥ ৭ ॥

টীকা — এই সূক্তটিও পূর্ব সূক্তের অনুরূপ। অগ্নি রাক্ষসগণের বিনাশক, সব কিছুর নিরসনকারী, শত্রুপুরী ও ধন জয়কারী, অন্নপ্রদাতা, কর্মফলদাতা, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র এই জ্ঞানরূপ দেবের নিকট যা কিছু প্রার্থনা, সবই ঈশ্বরে সমর্পিত।

◆ ◆

— ১৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : উৎকীল। ছন্দ : বৃহতী, সতোবৃহতী]

অয়মগ্নিঃ সুবীর্যস্যেশে মহঃ সৌভগস্য।
রায় ঈশে স্বপত্যস্য গোমত ঈশে বৃত্রহথানাম্॥ ১॥
ইমং নরো মরুতঃ সশ্চতা বৃধং যস্মিন্রায়ঃ শেবৃধাসঃ।
অভি যে সন্তি পৃতনাসু দূঢ্যো বিশ্বাহা শত্রুমাদভুঃ॥ ২॥
স ত্বং নো রায়ঃ শিশীহি মীঢ্বো অগ্নে সুবীর্যস্য।
তুবিদ্যুম্ন বর্ষিষ্ঠস্য প্রজাবতোঽনমীবস্য শুষ্মিণঃ॥ ৩॥
চক্রির্যো বিশ্বা ভুবনাভি সাসহিশ্চক্রি র্দেবেষ্বা দুবঃ।
আ দেবেষু যতত আ সুবীর্য আ শংস উত নৃণাম্॥ ৪॥
মা নো অগ্নেঽমতয়ে মাবীরতায়ৈ রীরধঃ।
মাগোতায়ৈ সহসম্পুত্র মা নিদেঽপ দ্বেষাংস্যা কৃধি॥ ৫॥
শগ্ধি বাজস্য সুভগ প্রজাবতোঽগ্নে বৃহতো অধ্বরে।
সং রায়া ভূয়সা সৃজ ময়োভুনা তুবিদ্যুম্ন যশস্বতা॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — এই অগ্নি উৎকৃষ্ট সামর্থ্যবিশিষ্ট, মহাসৌভাগ্যের ঈশ্বর, গবাদিবিশিষ্ট ও অপত্যবিশিষ্ট ধনের ঈশ্বর বৃত্রহন্তাগণের ঈশ্বর ॥ ১॥

হে নেতা মরুৎবর্গ! আপনারা সৌভাগ্যের বর্ধক অগ্নির সাথে মিলিত হোন; অগ্নিতে সুখবর্ধক ধন আছে। মরুৎবর্গ সেনাবিশিষ্ট সংগ্রামে শত্রুদের অভিভব করেন ও সর্বদাই শত্রুবৃন্দকে হিংসা করেন ॥ ২॥

হে বহুধনযুক্ত অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! আপনি আমাদের প্রভূত, প্রজাবিশিষ্ট, আরোগ্য বল ও সামর্থ্যের হেতুভূত, ধন দান ক'রে তীক্ষ্ণ করুন ॥ ৩॥

যে অগ্নি জগতের কর্তা, তিনি সমস্ত ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছেন। কর্তা অগ্নি তার সহ্য ক'রে দেবগণের সকাশে হব্য আনয়ন করছেন। অগ্নি স্তোতৃবৃন্দের অভিমুখে আগমন করছেন, যজমানোবর্গের স্তোত্রে আগমন করছেন, এবং মানুষবর্গের যুদ্ধে আগমন করছেন ॥ ৪॥

হে বলের পুত্র অগ্নি! আপনি আমাদের শত্রুগ্রস্ত বা বীরশূন্য বা পশুহীন বা নিন্দার যোগ্য করবেন না। আমাদের প্রতি দ্বেষ ত্যাগ করুন ॥ ৫॥

হে সুভগ অগ্নি! আপনি যজ্ঞে প্রভূত, অপত্যবিশিষ্ট অন্নের ঈশ্বর। হে মহাধন! আপনি আমাদের প্রভূত, সুখকর, যশস্কর ধন দান করুন ॥ ৬॥

টীকা — এই সূক্তটিতে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে অগ্নির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার নিদর্শনস্বরূপ ১

◆ ◆

— ১৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : উৎকীল। ছন্দ : বৃহতী, সতোবৃহতী]

অয়মগ্নিঃ সুবীর্যস্যেশে মহঃ সৌভগস্য।
রায় ঈশে স্বপত্যস্য গোমত ঈশে বৃত্রহত্যানাম্॥ ১॥
ইমং নরো মরুতঃ সশ্চতা বৃধং যস্মিন্রায়ঃ শেবৃধাসঃ।
অভি যে সন্তি পৃতনাসু দূঢ্যো বিশ্বাহা শত্রুমাদভুঃ॥ ২॥
স ত্বং নো রায়ঃ শিশীহি মীঢ্বো অগ্নে সুবীর্যস্য।
তুবিদ্যুম্ন বর্ষিষ্ঠস্য প্রজাবতোহনমীবস্য শুষ্মিণঃ॥ ৩॥
চক্রির্যো বিশ্বা ভুবনাভি সাসহিশ্চক্রি র্দেবেষ্বা দুবঃ।
আ দেবেষু যতত আ সুবীর্য আ শংস উত নৃণাম্॥ ৪॥
মা নো অগ্নেঽমতয়ে মাবীরতায়ৈ রীরধঃ।
মাগোতায়ৈ সহসম্পুত্র মা নিদেঽপ দ্বেষাংস্যা কৃধি॥ ৫॥
শগ্ধি বাজস্য সুভগ প্রজাবতোঽগ্নে বৃহতো অধ্বরে।
সং রায়া ভূয়সা সৃজ ময়োভুনা তুবিদ্যুম্ন যশস্বতা॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — এই অগ্নি উৎকৃষ্ট সামর্থ্যবিশিষ্ট, মহাসৌভাগ্যের ঈশ্বর, গবাদিবিশিষ্ট ও অপত্যবিশিষ্ট ধনের ঈশ্বর বৃত্রহন্তাগণের ঈশ্বর ॥১॥

হে নেতা মরুৎবর্গ! আপনারা সৌভাগ্যের বর্ধক অগ্নির সাথে মিলিত হোন; অগ্নিতে সুখবর্ধক ধন আছে। মরুৎবর্গ সেনাবিশিষ্ট সংগ্রামে শত্রুদের অভিভব করেন ও সর্বদাই শত্রুবৃন্দকে হিংসা করেন ॥২॥

হে বহুধনযুক্ত অভীষ্টবর্ষী অগ্নি। আপনি আমাদের প্রভূত, প্রজাবিশিষ্ট, আরোগ্য বল ও সামর্থ্যের হেতুভূত, ধন দান ক'রে তীক্ষ্ণ করুন ॥৩॥

যে অগ্নি জগতের কর্তা, তিনি সমস্ত ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছেন। কর্তা অগ্নি ভার সহ্য ক'রে দেবগণের সকাশে হব্য আনয়ন করছেন। অগ্নি স্তোতৃবৃন্দের অভিমুখে আগমন করছেন, যজনেতাবর্গের স্তোত্রে আগমন করছেন, এবং মানুষবর্গের যুদ্ধে আগমন করছেন ॥৪॥

হে বলের পুত্র অগ্নি! আপনি আমাদের শত্রুগ্রস্ত বা বীরশূন্য বা পশুহীন বা নিন্দার যোগ্য করবেন না। আমাদের প্রতি দ্বেষ ত্যাগ করুন ॥৫॥

হে সুভগ অগ্নি! আপনি যজ্ঞে প্রভূত, অপত্যবিশিষ্ট অন্নের ঈশ্বর। হে মহাধন! আপনি আমাদের প্রভূত, সুখকর, যশস্কর ধন দান করুন ॥৬॥

টীকা — এই সূক্তটিতে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে অগ্নির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার নিদর্শনস্বরূপ ১

ঋক্‌টির ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করলেই বোধগম্য হবে; যথা,—"জ্ঞানস্বরূপ এই অগ্নিদেব আপনি—শত্রুসমরে উৎকৃষ্ট বীর্যশালী এবং (ভগবানের কৃপার অধিকারী) সৌভাগ্যশালী সাধকের নিয়ামক (পরিচালক) হন; আপনি জ্ঞানবিশিষ্ট সৎ-ভাব-সংযুত সাধকের পরমার্থপ্রাপ্তির হেতুভূত হন; এবং রিপুশত্রুকৃত উপদ্রবের হন্তু (কারণ) হয়ে থাকেন।" [ভাব এই যে,—ভগবানের জ্ঞানদেবরূপী বিভূতি সৎ-ভাব-সম্পন্ন সাধকের শত্রুনাশকারী অধিপতি। তাঁকে ত্যাগ ক'রে সাধক আর কারও শরণাপন্ন হ'তে ইচ্ছুক নন]—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ১৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্রের অপত্য কত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সমিধ্যমানঃ প্রথমানু ধর্মা সমক্তুভিরজ্যতে বিশ্ববারঃ।
শোচিষ্কেশো ঘৃতনির্ণিক্‌পাবকঃ সুযজ্ঞো অগ্নি র্যজথায় দেবান্॥ ১॥
যথাযজো হোত্রমগ্নে পৃথিব্যা যথা দিবো জাতবেদশ্চিকিত্বান্।
এবানেন হবিষা যক্ষি দেবান্মনুষ্বদ্যজ্ঞং প্র তিরেমমদ্য॥ ২॥
ত্রীণ্যায়ূংষি তব জাতবেদস্তিস্র আজানীরুষসস্তে অগ্নে।
তাভি র্দেবানামবো যক্ষি বিদ্বানথা তব যজমানায় শং যোঃ॥ ৩॥
অগ্নিং সুদীতিং সুদৃশং গৃণন্তো নমস্যামস্ত্বেড্যং জাতবেদঃ।
ত্বাং দূতমরতিং হব্যবাহং দেবা অকৃণ্বন্নমৃতস্য নাভিম্॥ ৪॥
যস্ত্বদ্ধোতা পূর্বো অগ্নে যজীয়ান্দ্বিতা চ সত্তা স্বধয়া চ শম্ভুঃ।
তস্যা নু ধর্ম প্র যজা চিকিত্বোঽথা নো ধা অধ্বরং দেববীতৌ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি ধর্মের ধারক, জ্বালারূপ কেশবিশিষ্ট, সকলের বরণীয় দীপ্তিরূপ, পাবক ও সুযজ্ঞ। তিনি যজ্ঞের আরম্ভে ক্রমে প্রজ্বালিত হয়ে দেববৃন্দের যজ্ঞের জন্য ঘৃত ইত্যাদির দ্বারা সিক্ত হচ্ছেন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আপনি পৃথিবীর হব্য যেমন প্রদান করেছিলেন, হে জাতবেদা! আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি দ্যুলোকের হব্য যেমন প্রদান করেছিলেন, সেইরকম আমাদের হব্যের দ্বারা দেবগণকে যাগ করুন। মনুর যজ্ঞের মতো অদ্য আমাদের এই যজ্ঞ পূর্ণ করুন ॥ ২ ॥

হে জাতবেদা! আপনার অন্ন তিন রকম। হে অগ্নি! তিন উষা আপনার মাতা। আপনি তাঁদের সাথে দেববৃন্দকে হব্য দান করুন। আপনি বিদ্বান্, আপনি যজমানের সুখের হেতু ও কল্যাণের হেতু হোন ॥ ৩ ॥

হে জাতবেদা! আপনি দীপ্তিবিশিষ্ট, সুদর্শন ও স্তুতির যোগ্য অগ্নি, আমরা আপনাকে নমস্কার করি। দেববৃন্দ আপনাকে আসক্তিশূন্য হব্যবাহক দূত করেছেন, অমৃতের নাভি করেছেন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আপনার হ'তেও পূর্বকালবর্তী ও অধিক যাগকারী যে হোতা মধ্যম ও উত্তম এই দুই

স্থানে, স্বধার সাথে উপবিষ্ট হয়ে সুখকারী হয়েছিলেন; হে সর্বজ্ঞ অগ্নি। তাঁর ধর্মকে রক্ষা ক'রে বিশেষভাবে যাগ করুন। তারপর হে অগ্নি। দেববর্গের প্রীতির নিমিত্ত আমাদের এই যজ্ঞ ধারণ করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — ৩ ঋকের 'তিন উষা' অর্থাৎ একাহ, আহীন ও সত্রগত নামক তিন উষা দেবতা। অথবা একজন প্রজাদের রক্ষা করেন, একজন বলকে রক্ষা করেন ও আর একজন রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। সায়ণ। এই সূক্তেও অগ্নিকে ঈশ্বরের বিভূতিরূপেই অঙ্কন করা হয়েছে।

◆ ◆

— ১৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্রের অপত্য কত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ভবা নো অগ্নে সুমনা উপেতৌ সখেব সখ্যে পিতরেব সাধুঃ।
পুরুদ্রুহো হি ক্ষিতয়ো জানানাং প্রতি প্রতীচী র্দহতাদরাতীঃ॥ ১॥
তপো ষ্বগ্নে অন্তরাঁ অমিত্রাঁ তপা শংসমররুষঃ পরস্য।
তপো বসো চিকিতানো অচিত্তান্ বি তে তিষ্ঠ্যন্তামজরা অয়াসঃ॥ ২॥
ইধ্মেনাগ্ন ইচ্ছমানো ঘৃতেন জুহোমি হব্যং তরসে বলায়।
যাবদীশে ব্রহ্মণা বন্দমান ইমাং ধিয়ং শতসেয়ায় দেবীম্॥ ৩॥
উচ্ছোচিষা সহসস্পুত্র স্তুতো বৃহদ্বয়ঃ শশমানেষু ধেহি।
রেবদগ্নে বিশ্বামিত্রেষু শং যো র্মমৃজ্মা তে তন্বংভূরি কৃত্বঃ॥ ৪॥
কৃধি রত্নং সুসনিতর্ধনানাং স ঘেদগ্নে ভবসি যৎসমিদ্ধঃ।
স্তোতু র্দুরোণে সুভগস্য রেবৎসৃপ্রা করস্না দধিষে বপূংষি॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আমাদের অভিমুখে আগমনের বিষয়ে অনুকূল হয়ে সখা যেমন সখার প্রতি ও পিতামাতা যেমন পুত্রের প্রতি হিতকারী হয়, সেইরকম হিতকারী হোন। মানুষেরা মানুষদের দ্রোহকারী, অতএব আপনি প্রতিকূল আচরণকারী শত্রুবর্গকে ভস্মসাৎ করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! অভিভবকারী শত্রুবর্গকে উত্তমভাবে বাধা প্রদান করুন; যে সমস্ত শত্রু হব্য দান করে না, তাদের অভিলাষ ব্যর্থ করুন। হে নিবাসপ্রদ, সর্বজ্ঞ অগ্নি। আপনি অস্থিরচিত্ত লোকবর্গকে সন্তপ্ত করেন। অতএব আপনার রশ্মিসমূহ জরারহিত ও প্রতিবন্ধক-রহিত হোক ॥ ২ ॥

হে অগ্নি। আমি ধনের অভিলাষী হয়ে আপনাদের বেগ ও বলের জন্য সমিধ ও ঘৃতের সাথে হব্য প্রদান করি। স্তোত্রের দ্বারা আপনার স্তবপূর্বক আমি যতক্ষণ বহন করতে পারি, ততক্ষণ ধন দান করুন। আপনি এই স্তুতিকে অপরিমিতধন দানের জন্য দীপ্ত করুন ॥ ৩ ॥

হে বলের পুত্র অগ্নি। আপনি আপন দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ হোন। আপনি স্তুত হয়ে প্রশংসাকারী বিশ্বামিত্র বংশীয়গণকে ধনযুক্ত করুন, প্রভূত অন্ন প্রদান করুন, এবং আরোগ্য ও অভয় প্রদান

করুন। হে কর্মকর্তা! আপনার শরীর আমরা বারংবার মার্জনা করবো ॥ ৫ ॥

হে দাতা অগ্নি! আপনি ধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধন প্রদান করুন; আপনি যখন সমিদ্ধ হন, তখনই সেইরকম ধনের দাতা হন, আপনি ভাগ্যবান্ স্তোতার গৃহের দিকে আপনার রূপবৎ বাহু দুটি প্রদানার্থ প্রসৃত করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তেও ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ অগ্নিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

◆ ◆

— ১৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : কুশিকের অপত্য গাথী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অগ্নিং হোতারং প্র বৃণে মিয়েধে গৃৎসং কবিং বিশ্ববিদমমূরম্।
স নো যক্ষদ্দেবতাতা যজীয়ান্রায়ে বাজায় বনতে মঘানি ॥ ১ ॥
প্র তে অগ্নে হবিষ্মতীমিয়র্ম্যচ্ছা সুদ্যুম্নাং ঘৃতাচীম্।
প্রদক্ষিণিদ্দেবতাতিমুরাণং সং রাতিভি র্বসুভি র্যজ্ঞমশ্রেৎ ॥ ২ ॥
স তেজীয়সা মনসা ত্বোত উত শিক্ষ স্বপত্যস্য শিক্ষোঃ।
অগ্নে রায়ো নৃতমস্য প্রভূতৌ ভূয়াম তে সুষ্টুতয়শ্চ বস্বঃ ॥ ৩ ॥
ভূরীণি হি ত্বে দধিরে অনীকাগ্নে দেবস্য যজ্যবো জনাসঃ।
স আ বহ দেবতাতিং যবিষ্ঠ শর্ধো যদস্য দিব্যং যজাসি ॥ ৪ ॥
যত্বা হোতারমনজন্মিয়েধে নিষাদয়ন্তো যজথায় দেবাঃ।
স ত্বং নো অগ্নেঽবিতেহ বোধ্যধি শ্রবাংসি ধেহি নস্তনূষু ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — দেববৃন্দের স্তুতিকারী, মেধাবী, সর্বজ্ঞ, অমূঢ় অগ্নিকে এই যজ্ঞে হোতারূপে বরণ করছি। সেই অগ্নি সর্বাপেক্ষা অধিক যাগশীল হয়ে আমাদের জন্য দেবগণের যাগ করুন। তিনি ধন ও অন্নের জন্য আমাদের হব্য গ্রহণ করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আমি হব্যযুক্ত, তেজবিশিষ্ট, হব্যদাত্রী, ঘৃতাক্তি জুহূ (অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠপাত্র) আপনার অভিমুখে প্রদান করছি। দেববৃন্দের বহুমানকারী অগ্নি আমাদের দেয় ধনের সাথে প্রদক্ষিণ ক'রে যজ্ঞে সঙ্গত হোন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনি যাকে রক্ষা করেন, তার মন অত্যন্ত তেজস্বী হয়; তাকে উত্তম অপত্যবিশিষ্ট ধন প্রদান করেন। হে ফলদানেচ্ছু অগ্নি! আপনি অত্যন্ত ধনের দাতা; আমরা আপনার মহিমায় রক্ষিত হবো; এবং আপনার স্তুতিপূর্বক ধনের অধিপতি হবো ॥ ৩ ॥

হে দ্যুতিমান্ অগ্নি! যজ্ঞকারিবৃন্দ আপনাতে প্রভূত দীপ্তি বিধান করেছেন। হে যুবতম অগ্নি! যেহেতু এই যজ্ঞে স্বর্গীয় তেজের পূজা করছেন, অতএব দেবগণকে আবাহন করুন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! যেহেতু যজ্ঞের জন্য উপবিষ্ট, দীপ্তিশালী ঋত্বিক্‌বৃন্দ যজ্ঞে আপনাকে হোতা ব'লে সিক্ত করছে, অতএব আপনি আমাদের পালনের নিমিত্ত জাগরিত হোন, আমাদের পুত্রগণকে অধিক পরিমাণে অন্ন দান করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞীয় অগ্নির উদ্দেশে নিবেদিত এই সূক্তটির মধ্যেও ঈশ্বরের বিভূতি-বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

◆ ◆

— ২০ সূক্ত —

[দেবতা : ১, ৫ বিশ্বদেবা, ২-৪ অগ্নি। ঋষি : গাথী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অগ্নিমুষসমশ্বিনা দধিক্রাং ব্যুষ্টিষু হবতে বহ্নিরুক্‌থৈঃ।
সুজ্যোতিষো নঃ শৃণ্বন্তু দেবাঃ সজোষসো অধ্বরং বাবশানাঃ॥ ১॥
অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী ষধস্থা তিস্রস্তে জিহ্বা ঋতজাত পূর্বীঃ ।
তিস্র উ তে তন্বো দেববাতাস্তাভির্নঃ পাহি গিরো অপ্রযুচ্ছন্॥ ২॥
অগ্নে ভূরীণি তব জাতবেদো দেব স্বধাবোঽমৃতস্য নাম।
যাশ্চ মায়া মায়িনাং বিশ্বমিন্ব তে পূর্বীঃ সন্দধুঃ পৃষ্টবন্ধো॥ ৩॥
অগ্নি র্নেতা ভগ ইব ক্ষিতীনাং দেব ঋতুপা ঋতাবা।
স বৃত্রহাসনয়ো বিশ্ববেদাঃ পর্যদ্বিশ্বাতি দুরিতা গৃণন্তম্॥ ৪॥
দধিক্রামগ্নিমুষসং চ দেবীং বৃহস্পতিং সবিতারং চ দৈবম্।
অশ্বিনা মিত্রাবরুণা ভগং চ বসূন্রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ ইহ হুবে॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হব্যবাহী ঊষা অন্ধকার অপসারিত হবার সময়ে অগ্নি ঊষা অশ্বিদ্বয় ও দধিক্রাকে উক্‌থের দ্বারা আহ্বান করছেন। সুন্দর দ্যুতিমান্ ও পরস্পর মিলিত দেববৃন্দ আমাদের যজ্ঞ কামনা ক'রে তা শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আপনার অন্ন তিন রকম, আপনার স্থান তিন রকম। হে যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নি! দেববৃন্দের উদর পূরক আপনার তিনটি জিহ্বা আছে। আপনার তিন রকম শরীর দেববৃন্দের অভিলষিত; আপনি প্রমাদরহিত হয়ে সেই তিন শরীরের দ্বারা আমাদের স্তুতি পালন করুন ॥ ২ ॥

হে দ্যোতমান্, জাতবেদা, মরণরহিত, অন্নবান্ অগ্নি! দেববৃন্দ আপনাকে অনেক তেজ প্রদান করেছেন। হে বিশ্বের তৃপ্তিকারী, প্রার্থিত ফলদায়ী অগ্নি! মায়াবীগণের যে সমস্ত মায়া দেবতারা আপনাকে প্রদান করেছিলেন, সে সমস্ত আপনাতেই আছে ॥ ৩ ॥

ঋতুকারী সূর্যের মতো যে অগ্নি মানুষ ও দেববৃন্দের নিয়ামক, যে অগ্নি সত্যকারী, বৃত্রহন্তা, সনাতন, সর্বজ্ঞ ও দ্যুতিমান্, তিনি স্তুতিকারীকে সমস্ত পাপ (বা অনিষ্ট) উত্তীর্ণ করিয়ে পারে নীত করুন ॥ ৪ ॥

আমি দধিক্রা, অগ্নি, দেবী উষা, বৃহস্পতি, দ্যুতিমান্ সবিতা, অশ্বিদ্বয়, ভগ, বসু, রুদ্র ও আদিত্যবর্গকে এই যজ্ঞে আহ্বান ক'রি ॥ ৫ ॥

টীকা — জ্ঞানরূপ, পরাজ্ঞানদাতা, জ্ঞানদেব এবং ভগবৎসমীপে শুদ্ধসত্ত্বের বাহক ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-বিকাশ-মাত্র অগ্নির নিকট এবং ঈশ্বরের অপরাপর বিভূতি-বিকাশ-মাত্র দেবতাগণকে যজ্ঞে আহ্বান করা হয়েছে। ১ ঋকের দধিক্রা সম্বন্ধে সায়ণ বলেন, ইনি কোনও এক দেবতা। অন্যত্র সায়ণ অশ্বরূপী অগ্নিকেই দধিক্রা নামে অভিহিত করেছেন। উইলসও তা স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ যুদ্ধ অশ্বকে প্রথমে দধিক্রা নামে স্তুতি করা হতো। পরে অশ্বরূপী অগ্নির বা সূর্যের নাম দধিক্রা হলো।

◆ ◆

— ২১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : গাথী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, বিরড়্রূপা সতোবৃহতী]

ইমং নো যজ্ঞমমৃতেষু ধেহীমা হব্যা জাতবেদো জুষস্ব।
স্তোকানামগ্নে মেদসো ঘৃতস্য হোতঃ প্রাশান প্রথমো নিষদ্য॥ ১॥
ঘৃতবন্তঃ পাবক তে স্তোকাঃ শ্চোতন্তি মেদসঃ ।
স্বধর্মন্দেববীতয়ে শ্রেষ্ঠং নো ধেহি বার্যম্॥ ২॥
তুভ্যং স্তোকা ঘৃতশ্চুতোঽগ্নে বিপ্রায় সন্ত্য।
ঋষিঃ শ্রেষ্ঠঃ সমিধ্যসে যজ্ঞস্য প্রাবিতা ভব॥ ৩॥
তুভ্যং শ্চোতন্ত্যধ্রিগো শচীবঃ স্তোকাসো অগ্নে মেদসো ঘৃতস্য।
কবিশস্তো বৃহতা ভানুনাগা হব্যা জুষস্ব মেধির॥ ৪॥
ওজিষ্ঠং তে মধ্যতো মেদ উদ্ভৃতং প্র তে বয়ং দদামহে।
শ্চোতন্তি তে বসো স্তোকা অধি ত্বচি প্রতি তান্দেবশো বিহি॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে জাতবেদা অগ্নি। আমাদের এই যজ্ঞ অমরবৃন্দের নিকট সমর্পণ করুন; আমাদের হব্য সেবা করুন। হে হোতা। উপবিষ্ট হয়ে সকলের প্রথমে মেদ ও ঘৃতের বিন্দুসমূহ বিশেষভাবে ভক্ষণ করুন ॥ ১ ॥

হে পাবক! এই সাঙ্গ যজ্ঞে ঘৃতবিশিষ্ট মেদবিন্দুগুলি আপনার ও দেববৃন্দের পানের নিমিত্ত ক্ষরিত হচ্ছে; অতএব আমাদের শ্রেষ্ঠ ও বরণীয় ধন দান করুন ॥ ২ ॥

হে ভজনীয় অগ্নি। আপনি মেধাবী, ঘৃতস্রাবী বিন্দুগুলি আপনার জন্য; আপনি ঋষি ও শ্রেষ্ঠ; আপনি প্রজ্বলিত হচ্ছেন। আপনি যজ্ঞের পালক হন ॥ ৩ ॥

হে সতত গমনশীল ও শক্তিমান্! আপনার জন্য মেদরূপ হব্যের বিন্দুগুলি ক্ষরিত হচ্ছে। কবিরা আপনার স্তব করে; মহাতেজের সাথে আগমন করুন; হে মেধাবী। আমাদের হব্য সেবা করুন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি। আমরা মধ্য হ'তে অতিশয় সারযুক্ত মেদ পশুর মধ্যভাগ হ'তে উত্তোলন ক'রে

আপনাকে প্রদান করবো। হে নিবাসপ্রদ অগ্নি! চর্মের উপর যে বিন্দুগুলি আপনার জন্য ক্ষরিত হচ্ছে, তা দেববৃন্দের প্রত্যেককে বিভাগ ক'রে প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — অগ্নি ঋষি ও শ্রেষ্ঠ, যজ্ঞের পালক ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত। সুতরাং তাঁর উপরের বর্ণন করতে ভ্রম হয় না।

◆ ◆

— ২২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : গাথী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্।]

অয়ং সো অগ্নি যস্মিন্ত্‌ সোমমিন্দ্রঃ সুতং দধে জঠরে বাবশানঃ।
সহস্রিণং বাজমত্যং ন সপ্তিং সসবান্‌ সন্‌ স্তূয়সে জাতবেদঃ ॥ ১ ॥
অগ্নে যত্তে দিবি বর্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষ্বপ্স্বা যজত্র।
যেনান্তরিক্ষমুর্বাততন্থ ত্বেষঃ স ভানুরর্ণবো নৃচক্ষাঃ ॥ ২ ॥
অগ্নে দিবো অর্ণমচ্ছা জিগাস্যচ্ছা দেবাঁ ঊচিষে ধিষ্ণ্যা যে।
যা রোচনে পরস্তাৎ সূর্যস্য যাশ্চাবস্তাদুপতিষ্ঠন্ত আপঃ ॥ ৩ ॥
পুরীষ্যাসো অগ্নয়ঃ প্রাবণেভিঃ সজোষসঃ।
জুষন্তাং যজ্ঞমদ্রুহোঽনমীবা ইষো সজোষসঃ ॥ ৪ ॥
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতি র্ভূত্বস্মে ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — সোম-অভিলাষী ইন্দ্র যে অগ্নিতে অভিষুত সোম আপন উদরে রক্ষা করেছিলেন, ইনি সেই অগ্নি। হে সর্বজ্ঞ অগ্নি! যে হব্য নানা রকম ও অশ্বের মতো বেগশালী, আপনি তা সেবা করুন; লোকে আপনার স্তব করে ॥ ১ ॥

হে যজনীয় অগ্নি! আপনার যে তেজ দ্যুলোকে, পৃথিবীতে, ওষধিসমূহে ও জলে রয়েছে, যা দ্বারা আপনি অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করেছেন, সেই তেজ উজ্জ্বল, ও সমুদ্রের মতো বিস্তীর্ণ এবং মানুষদের দর্শনকারী ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনি দ্যুলোকে জলের অভিমুখে গমন করছেন, ধিষ্ণ্য দেবগণকে একত্র করেছেন, সূর্যের উপরিস্থিত রোচন লোকে ও এবং সূর্যলোকের নীচে যে জল আছে, তাদের উভয়কেই প্রেরণ করছেন ॥ ৩ ॥

পুরীষ্য অগ্নি অন্নের সাথে মিলিত হয়ে এই যাগ সেবা করুন, এবং দ্রোহরহিত রোগ ইত্যাদি বর্জিত মহৎ অন্ন আমাদের দান করুন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আপনি স্তোতাকে বহুকর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদায়িনী ভূমি চিরকাল প্রদান করুন। আমাদের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটি পুত্র হোক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি

আপনার অনুগ্রহ হোক ॥ ৫ ॥

টীকা — ৩ ঋকে মূলে 'ধিষ্ণ্যা' আছে। সায়ণ এই পদে 'প্রাণাভিমানী দেবতা' বলেছেন। উইলসন বলেছেন—'জীবনরক্ষক বায়ু'॥ ৪ ঋকে মূলে 'পুরীষ্যাসঃ' আছে। সায়ণ এর অর্থ করেছেন—'সিকতা সংমিশ্রা অয়াশ্চিত্যা অগ্নয়ঃ।' মহিধর বলেন—'পশুভ্যো হিতাঃ॥' আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভরতের অপত্য দেবশ্রবা ও দেববাত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, সতোবৃহতী]

নির্মথিতঃ সুধিত আ সধস্থে যুবা কবিরধ্বরস্য প্রণেতা।
জূর্যৎস্বগ্নিরজরো বনেষ্বত্রা দধে অমৃতং জাতবেদাঃ॥ ১॥
অমন্থিষ্টাং ভারতা রেবদগ্নিং দেবশ্রবা দেববাতঃ সুদক্ষম্ ।
অগ্নে বি পশ্য বৃহতাভি রায়েষাং নো নেতা ভবতাদনু দ্যূন্॥ ২॥
দশ ক্ষিপঃ পূর্ব্যং সীমজীজনন্ত্সুজাতং মাতৃষু প্রিয়ং।
অগ্নিং স্তুহি দৈববাতং দেবশ্রবো যো জনানামসদ্বশী॥ ৩॥
নি ত্বা দধে বর আ পৃথিব্যা ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাম্।
দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি॥ ৪॥
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — যে অগ্নি নির্মথিত ও যজমানের গৃহে স্থাপিত, যিনি যুবা, সর্বজ্ঞ, যজ্ঞের প্রণেতা, জাতবেদা এবং মহারণ্য নাশ করেও স্বয়ং অজর, সেই অগ্নি এই যজ্ঞে অমৃত ধারণ করেন ॥ ১ ॥
ভরতের পুত্র দেবশ্রবা ও দেববাত সুদক্ষ ও ধনবান্ অগ্নিকে মন্থনের দ্বারা উৎপন্ন করছে। হে অগ্নি! আপনি প্রভূত ধনের সাথে আমাদের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করুন এবং প্রত্যহ আমাদের অন্ন আনয়ন করুন ॥ ২ ॥
দশ অঙ্গুলি এই পুরাতন কমনীয় অগ্নিকে উৎপন্ন করেছে। হে দেবশ্রবা! অরণিরূপ মাতৃগণের মধ্যে সুজাত ও প্রিয় এবং দেববাত কর্তৃক উৎপাদিত অগ্নিকে স্তুতি করো; সেই অগ্নি লোকের বশবর্তী হন ॥ ৩ ॥
হে অগ্নি! সুদিন লাভের জন্য ইলারূপ পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে আপনাকে স্থাপন করছি। হে অগ্নি! আপনি দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরস্বতীর তীরস্থিত মানুষের গৃহে ধনবিশিষ্ট হয়ে দীপ্ত হোন ॥ ৪ ॥
হে অগ্নি! আপনি স্তোতাকে বহু কর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদায়িনী ভূমি চিরকাল প্রদান করুন। আমাদের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ততি-জনয়িতা একটি পুত্র হোক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ হোক ॥ ৫ ॥

টীকা — ৪ ঋকে মূলে 'বরে পৃথিব্যা ইলায়াঃ পদে' আছে। এই ইলা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা আছে। ইলা মনুর কন্যা ব'লে পুরাণে বর্ণিত। অনেক স্থলে 'ইলা' অর্থে পৃথিবী ব'লে নির্দেশ করা হয়েছে।—ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

অগ্নে সহস্ব পৃতনা অভিমাতীরপাস্য। দুষ্টরস্তরন্নরাতীর্বর্চো ধা যজ্ঞবাহসে॥ ১॥
অগ্ন ইলা সমিধ্যসে বীতিহোত্রো অমর্ত্যঃ। জুষস্ব সূ নো অধ্বরম্॥ ২॥
অগ্নি দ্যুম্নেন জাগৃবে সহসঃ সূনবাহুত। এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ৩॥
অগ্নে বিশ্বেভিরগ্নিভি র্দেবেভির্মহয়া গিরঃ। যজ্ঞেষু য উ চায়বঃ॥ ৪॥
অগ্নে দা দাশুষে রয়িং বীরবন্তং পরীণসম্। শিশীহি নঃ সূনুমতঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি আপনি শত্রুসেনাকে পরাভব করুন, বিঘ্নকারিগণকে দূর ক'রে দিন। আপনাকে কেউ পরাজয় করতে পারে না; আপনি শত্রুবর্গকে জয় ক'রে যজমানকে অন্ন দান করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আপনি যজ্ঞে প্রীতিমান্ ও মরণরহিত। আপনাকে উত্তরবেদিতে প্রজ্বালিত করে। আপনি আমাদের যজ্ঞকে সুন্দরভাবে সেবা করুন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনি আপন তেজে সর্বদা জাগরিত আছেন; আপনি বলের পুত্র। আমি আপনাকে আহ্বান করছি, আমার এই কুশে উপবেশন করুন ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! যারা পূজক তাদের যজ্ঞে সমস্ত দ্যুতিমান্ অগ্নির সাথে স্তুতির সম্মান রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আপনি হব্যদাতাকে বীর্যযুক্ত প্রভূত ধন দান করুন। আমরা পুত্র-পৌত্রবান্, আমাদের তীক্ষ্ণ করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — এই ঋকেও অগ্নিকে যজ্ঞীয় পাবকের উর্ধ্বে এক ঐশ্বরিক শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-বিকাশমাত্র এই অগ্নি জ্ঞানরূপ, পরাজ্ঞানদাতা এবং ভগবৎসমীপে গুরুত্ববাহক তো বটেই, তিনি শত্রুসেনাকে পরাভবক্ষম, মরণরহিত, হব্যদাতাকে বীর্যযুক্ত প্রভূত ধনের দাতা।

◆ ◆

— ২৫ সূক্ত —

[দেবতা : ১, ২, ৩, ৫ ঋক্ অগ্নি; ৪ ঋক্ ইন্দ্রাগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : বিরাট্]

অস্যগ্ন দিবঃ সূনুরসি প্রচেতাস্তনা পৃথিব্যা।
উত বিশ্ববেদা ঋধগেদবাঁ ইহ যজা চিকিত্বঃ॥ ১॥

অগ্নিঃ সনোতি বীর্যাণি বিদ্বান্ত্‌ সনোতি বাজমমৃতায় ভূষন্‌।
স নো দেবাঁ এহ বহা পুরুক্ষো॥ ২॥
অগ্নি র্দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বজন্যে আ ভাতি দেবী অমৃতে অমূরঃ।
ক্ষয়ন্বাজৈঃ পুরুশ্চংদ্রো নমোভিঃ॥ ৩॥
অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষো দুরোণে সুতাবতো যজ্ঞমিহোপ যাতম্‌।
অমর্ধন্তা সোমপেয়ায় দেবা॥ ৪॥
অগ্নে অপাং সমিধ্যসে দুরোর্ণে নিত্যঃ সূনো সহসো জাতবেদঃ।
সধস্থানি মহয়মান উতী॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি। আপনি সর্বজ্ঞ ও চিত্তবান্‌; আপনি দ্যুদেবতার পুত্র ও পৃথিবীর তনয়। হে চেতনাবান্‌ অগ্নি! আপনি দেববৃন্দের এই যজ্ঞে পৃথক্‌ পৃথক্‌ যাগ করুন॥ ১॥

বিদ্বান্‌ অগ্নি সামর্থ্য প্রদান করেন। অগ্নি নিজেকে ভূষিত ক'রে অমরবর্গকে অন্ন প্রদান করেন। হে বহুরকম অন্নবিশিষ্ট অগ্নি! আপনি দেববৃন্দকে আমাদের জন্য এই যজ্ঞে আনয়ন করুন॥ ২॥

সর্বজ্ঞ, জগৎপতি, বহু দীপ্তিযুক্ত, বল ও অন্ন বিশিষ্ট অগ্নি জগতের জননী দ্যুতিমতী মরণরহিতা দ্যাবাপৃথিবীকে প্রকাশিত করছেন॥ ৩॥

হে অগ্নি! আপনি ও ইন্দ্র যজ্ঞ হিংসা না ক'রে অভিষবপ্রদায়ীর এই গৃহে সোমপানের জন্য আগমন করুন॥ ৪॥

হে বলের পুত্র, নিত্য, সর্বজ্ঞ অগ্নি। আপনি আশ্রয় দানের দ্বারা জীবলোক সমূহকে অলঙ্কৃত ক'রে জলের স্থানভূত অন্তরীক্ষে শোভাপ্রাপ্ত হচ্ছেন॥ ৫॥

টীকা — ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র অগ্নি তথা ইন্দ্রাদির নিকট ভক্ত সাধক আপন হৃদয়ের ভক্তিসুধা পানের নিমিত্ত আহ্বান জ্ঞাপন করছেন। আপন আত্মোৎকর্ষ লাভই তাঁর উদ্দেশ্য।

◆ ◆

— ২৬ সূক্ত —

[দেবতা : ১, ২ ও ৩ ঋক্‌ বৈশ্বানর অগ্নি; ৪, ৫ ও ৬ ঋক্‌ মরুৎগণ; ৭ ও ৮ ঋক্‌ বৈশ্বানর অগ্নি বা ব্রহ্ম; ৯ ঋক্‌ বিশ্বামিত্রের উপাধ্যায়। ঋষি : ৭ ঋক্‌ অগ্নি বা ব্রহ্ম, অবশিষ্টগুলি বিশ্বামিত্র। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্‌]

বৈশ্বানরং মনসাগ্নিং নিচায্যা হবিষ্মন্তো অনুষত্যং স্বর্বিদম্‌।
সুদানুং দেবং রথিরং বসূয়বো গীর্ভী রণ্বং কুশিকাসো হবামহে॥ ১॥
তং শুভ্রমগ্নিমবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানমুক্থ্যম্‌।
বৃহস্পতিং মনুষো দেবতাতয়ে বিপ্রং শ্রোতারমতিথিং রঘুষ্যদম্‌॥ ২॥

অশ্বো ন ক্রন্দঞ্জনিভিঃ সমিধ্যতে বৈশ্বানরঃ কুশিকেভির্যুগে যুগে।
স নো অগ্নিঃ সুবীর্যং স্বশ্ব্যং দধাতু রত্নমমৃতেষু জাগৃবিঃ॥ ৩॥
প্রযন্তু বাজাস্তবিষীভিরগ্নয়ঃ শুভে সংমিশ্লাঃ পৃষতীরযুক্ষত।
বৃহদুক্ষো মরুতো বিশ্ববেদসঃ প্র বেপয়ন্তি পর্বতাঁ অদাভ্যাঃ॥ ৪॥
অগ্নিশ্রিয়ো মরুতো বিশ্বকৃষ্টয় আ ত্বেষমুগ্রমব ঈমহে বয়ম্।
তে স্বানিনো রুদ্রিয়া বর্ষনির্ণিজঃ সিংহা ন হেষক্রতবঃ সুদানবঃ॥ ৫॥
ব্রাতংব্রাতং গণংগণং সুশস্তিভিরগ্নের্ভামং মরুতামোজ ঈমহে।
পৃষদশ্বাসো অনবভ্ররাধসো গন্তারো যজ্ঞং বিদথেষু ধীরাঃ॥ ৬॥
অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম॥ ৭॥
ত্রিভিঃ পবিত্রৈরপুপোদ্ধ্যর্কং হৃদা মতিং জ্যোতিরনু প্রজানন্।
বর্ষিষ্ঠং রত্নমকৃত স্বধাভিরাদিদ্ দ্যাবাপৃথিবী পর্যপশ্যৎ॥ ৮॥
শতধারমুৎসমক্ষীয়মাণং বিপশ্চিতং পিতরং বক্তানাং।
মেলিং মদন্তং পিত্রোরূপস্থে তং রোদসী পিপৃতং সত্যবাচম্॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — আমরা কুশিক গোত্রে উৎপন্ন, আমরা ধনের অভিলাষে হব্য সংগ্রহপূর্বক মনে মনে বৈশ্বানর নামক অগ্নিকে অবগত হয়ে স্তুতির দ্বারা তাঁকে আহ্বান করছি। তিনি সত্যের দ্বারা অনুগত, স্বর্গের বিষয় বিজ্ঞাত ও যজ্ঞের ফলদান করেন; তাঁর রথ আছে, তিনি যজ্ঞে আগমন করছেন ॥১॥

আমরা আশ্রয় প্রাপ্তির নিমিত্ত এবং যজমানের যজ্ঞের নিমিত্ত সেই শুভ্র, বৈশ্বানর মাতরিশ্বা, উক্থের যোগ্য যজ্ঞপতি, মেধাবী, শ্রোতা, অতিথি ও ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে আহ্বান করি ॥২॥

হ্রেষারবকারী অশ্বশাবক যেমন জননী কর্তৃক বর্ধিত হয়, সেইরকম বৈশ্বানর প্রতিদিন কৌশিকবৃন্দের দ্বারা বর্ধিত হচ্ছেন। অমরবৃন্দের মধ্যে জাগ্রত অগ্নি আমাদের উত্তম অশ্ব, উত্তম বীর্য ও উত্তম ধন প্রদান করুন ॥৩॥

অগ্নিরূপ অশ্বসমূহ গমন করুন, বলবান, মরুৎবর্গের সাথে জলে মিলিত হয়ে পৃষতী নামক বাহনগুলিকে সংযোজিত করুন। সর্বজ্ঞ, অহিংসনীয় মরুৎবর্গ, প্রভূত জলশালী পর্বতের মতো মেঘকে কম্পিত করছেন ॥৪॥

মরুৎবর্গ অগ্নির আশ্রিত ও জগতের আকর্ষক; সেই মরুৎবর্গের দীপ্ত এবং উগ্র আশ্রয় জন্য সম্যক্‌ভাবে যাচ্ঞা করি। বর্ষণরূপধারী হ্রেষারবকারী ও সিংহের মতো শব্দকারী রুদ্রপুত্র মরুৎবর্গ বিশেষভাবে জল দান করেন ॥৫॥

আমরা দলে দলে এবং গণে গণে স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা অগ্নির তেজ ও মরুতের বল যাচ্ঞা করি। বিন্দুচিহ্নিত বাহনবিশিষ্ট, অক্ষয় ধনযুক্ত ধীর মরুৎবর্গ যজ্ঞে হব্যের উদ্দেশে গমন করছেন ॥৬॥

আমি অগ্নি, জন্ম হ'তেই জাতবেদা; ঘৃত আমার চক্ষু, অমৃত আমার মুখে আছে; আমার প্রাণ তিন রকম, আমি অন্তরীক্ষের পরিমাণকারী, আমি অক্ষয় উত্তাপ, আমি হব্যের স্বরূপ ॥৭॥

অগ্নি অন্তঃকরণের দ্বারা মনোহর জ্যোতি বিশেষভাবে অবগত হয়ে তিন পবিত্র রূপের দ্বারা অর্চনীয় আত্মাকে পবিত্র করেছেন। অগ্নি আপন রূপসমূহের দ্বারা উৎকৃষ্ট রত্ন করেছিলেন এবং

অশ্বো ন ক্রন্দঞ্জনিভিঃ সমিধ্যতে বৈশ্বানরঃ কুশিকেভির্যুগে যুগে।
স নো অগ্নিঃ সুবীর্যং স্বশ্ব্যং দধাতু রত্নমমৃতেষু জাগৃবিঃ ॥ ৩ ॥
প্রযন্তু বাজাস্তবিষীভিরগ্নয়ঃ শুভে সংমিশ্লাঃ পৃষতীরযুক্ষত।
বৃহদুক্ষো মরুতো বিশ্ববেদসঃ প্র বেপয়ন্তি পর্বতাঁ অদাভ্যাঃ ॥ ৪ ॥
অগ্নিশ্রিয়ো মরুতো বিশ্বকৃষ্টয় আ ত্বেষমুগ্রমব ঈমহে বয়ম্।
তে স্বানিনো রুদ্রিয়া বর্ষনির্ণিজঃ সিংহা ন হেষক্রতবঃ সুদানবঃ ॥ ৫ ॥
ব্রাতংব্রাতং গণংগণং সুশস্তিভিরগ্নের্ভামং মরুতামোজ ঈমহে।
পৃষদশ্বাসো অনবভ্ররাধসো গন্তারো যজ্ঞং বিদথেষু ধীরাঃ ॥ ৬ ॥
অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম ॥ ৭ ॥
ত্রিভিঃ পবিত্রৈরপুপোদ্ধ্যর্কং হৃদা মতিং জ্যোতিরনু প্রজানন্।
বর্ষিষ্ঠং রত্নমকৃত স্বধাভিরাদিদ্ দ্যাবাপৃথিবী পর্যপশ্যৎ ॥ ৮ ॥
শতধারমুৎসমক্ষীয়মাণং বিপশ্চিতং পিতরং বক্তানাং।
মেলিং মদন্তং পিত্রোরুপস্থে তং রোদসী পিপৃতং সত্যবাচম্ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — আমরা কুশিক গোত্রে উৎপন্ন, আমরা ধনের অভিলাষে হব্য সংগ্রহপূর্বক মনে মনে বৈশ্বানর নামক অগ্নিকে অবগত হয়ে স্তুতির দ্বারা তাঁকে আহ্বান করছি। তিনি সত্যের দ্বারা অনুগত, স্বর্গের বিষয় বিজ্ঞাত ও যজ্ঞের ফলদান করেন; তাঁর রথ আছে, তিনি যজ্ঞে আগমন করছেন ॥১॥

আমরা আশ্রয় প্রাপ্তির নিমিত্ত এবং যজমানের যজ্ঞের নিমিত্ত সেই শুভ্র, বৈশ্বানর মাতরিশ্বা, উক্থের যোগ্য যজ্ঞপতি, মেধাবী, শ্রোতা, অতিথি ও ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে আহ্বান করি ॥২॥

হ্রেষারবকারী অশ্বশাবক যেমন জননী কর্তৃক বর্ধিত হয়, সেইরকম বৈশ্বানর প্রতিদিন কৌশিকবৃন্দের দ্বারা বর্ধিত হচ্ছেন। অমরবৃন্দের মধ্যে জাগ্রত অগ্নি আমাদের উত্তম অশ্ব, উত্তম বীর্য ও উত্তম ধন প্রদান করুন ॥৩॥

অগ্নিরূপ অশ্বসমূহ গমন করুন, বলবান, মরুৎবর্গের সাথে জলে মিলিত হয়ে পৃষতী নামক বাহনগুলিকে সংযোজিত করুন। সর্বজ্ঞ, অহিংসনীয় মরুৎবর্গ, প্রভূত জলশালী পর্বতের মতো মেঘকে কম্পিত করছেন ॥৪॥

মরুৎবর্গ অগ্নির আশ্রিত ও জগতের আকর্ষক; সেই মরুৎবর্গের দীপ্ত এবং উগ্র আশ্রয় জন্য সম্যক্‌ভাবে যাচ্ঞা করি। বর্ষণরূপধারী হ্রেষারবকারী ও সিংহের মতো শব্দকারী রুদ্রপুত্র মরুৎবর্গ বিশেষভাবে জল দান করেন ॥৫॥

আমরা দলে দলে এবং গণে গণে স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা অগ্নির তেজ ও মরুতের বল যাচ্ঞা করি। বিন্দুচিহ্নিত বাহনবিশিষ্ট, অক্ষয় ধনযুক্ত ধীর মরুৎবর্গ যজ্ঞে হব্যের উদ্দেশে গমন করছেন ॥৬॥

আমি অগ্নি, জন্ম হ'তেই জাতবেদা; ঘৃত আমার চক্ষু, অমৃত আমার মুখে আছে; আমার প্রাণ তিন রকম, আমি অন্তরীক্ষের পরিমাণকারী, আমি অক্ষয় উত্তাপ, আমি হব্যের স্বরূপ ॥৭॥

অগ্নি অন্তঃকরণের দ্বারা মনোহর জ্যোতি বিশেষভাবে অবগত হয়ে তিন পবিত্র রূপের দ্বারা অর্চনীয় আমাকে পবিত্র করেছেন। অগ্নি আপন রূপসমূহের দ্বারা উৎকৃষ্ট রত্ন করেছিলেন এবং

পরক্ষণেই দ্যাবাপৃথিবীকে অবলোকন করেছিলেন ॥ ৮ ॥

শতধারা উৎসের মতো অবিচ্ছিন্ন প্রবাহবিশিষ্ট, এবং বিপশ্চিৎ (অর্থাৎ বিদ্বান্), পালক, বাক্যের মেলক (অর্থাৎ মিলনকারক), ও পিতামাতার ক্রোড়ে হর্ষযুক্ত এবং সত্যবাদীকে, হে দ্যাবাপৃথিবী। আপনারা পূর্ণ করুন ॥ ৯ ॥

টীকা — ১ ঋকে—অন্তরীক্ষরূপ মাতৃক্রোড়ে বিদ্যুৎরূপে গমনাগমন করেন ব'লে অগ্নির আর একটি নাম মাতরিশ্বা। সায়ণ॥ ৬ ঋকের 'বিন্দুচিহ্নিত বাহনবিশিষ্ট' অর্থে 'পৃষদশ্বাসঃ' অর্থাৎ পৃষতী। পূর্বেই বলা হয়েছে মরুৎগণের বাহনই শ্বেতবিন্দুযুক্তা মৃগী অর্থাৎ পৃষতী॥ ৮ ঋকের 'তিন পবিত্র রূপ' হলো অগ্নি, বায়ু ও সূর্য॥ ৯ ঋকের 'উৎসের মতো অবিচ্ছিন্ন প্রবাহবিশিষ্ট, পিতামাতার ক্রোড়স্থ, সত্যবাদী কে? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিশ্বামিত্রের উপাধ্যায়ই এই ঋকের দেবতা। কিন্তু বেদার্থযত্ন অগ্নিকে এই ঋকের দেবতা ব'লে স্থির করেছেন॥ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে ৭ সূক্তটিকেই ধরা যাক। 'অগ্নি অগ্নি' উক্তিটিতে সংশয় জন্মায়। কিন্তু স্বর্গীয় দুর্গাদাস এই সূক্তটির দু'রকম অনুবাদ করেছেন। যথা, —'যেহেতু আমি ভগবান্ হ'তে উৎপন্ন, সেই হেতু আমিও সর্বজ্ঞ জ্ঞানদেব হই; আমার জ্ঞানদৃষ্টি সর্ব-দিব্যদর্শনক্ষম; অমৃত আমার বদনে বর্তমান; আমিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রাণশক্তি এবং জ্যোতির প্রণেতা; আমি নিত্য তেজস্বরূপ, ভগবৎপূজোপকরণও আমি।' (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, ভগবান্ হ'তে উৎপত্তি হেতু মানুষ আমিও ব্রহ্ম শক্তির অধিকারী হই)। অথবা—'যেহেতু আমি ভগবান্ হ'তে আগত হয়েছি, সেইহেতু আমি যেন সর্বতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানময় হ'তে পারি; আমার জ্ঞানদৃষ্টি প্রদীপ্ত হোক; এবং আমার বদন অমৃতময় হোক; আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রাণশক্তি জ্যোতির উপভোক্তা হোক; আমি যেন পরম জ্যোতির্ময় এবং সর্বরকমে ভগবানের পূজায় নিষ্ঠাবান্ হই।' (এই দ্বিতীয় অনুবাদে মন্ত্রটিকে প্রার্থনামূলক করা হয়েছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হই; আমি যেন ভগবৎপূজাপরায়ণ হই।)—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ২৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি; কেবল ১ ঋক্‌টি ঋতু অথবা অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : গায়ত্রী।]

প্র বো বাজা অভিদ্যবো হবিষ্মন্তো ঘৃতাচ্যা। দেবাঞ্জিগাতি সুম্নয়ুঃ॥ ১॥
ঈলে অগ্নিং বিপশ্চিতং গিরা যজ্ঞস্য সাধনং। শ্রুষ্টীবানং ধিতাবানং॥ ২॥
অগ্নে শকেম তে বয়ং যমং দেবস্য বাজিনঃ। অতি দ্বেষাংসি তরেম ॥ ৩॥
সমিধ্যমানো অধ্বরেঽগ্নিঃ পাবক ঈড্যঃ। শোচিষ্কেশস্তমীমহে॥ ৪॥
পৃথুপাজা অমর্ত্যো ঘৃতনির্ণিক্ স্বাহুতঃ। অগ্নির্যজ্ঞস্য হব্যবাট্॥ ৫॥
তং সবাধো যতস্রুচ ইত্থা ধিয়া যজ্ঞবন্তঃ। আ চক্রুরগ্নিমূতয়ে॥ ৬॥
হোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তাদেতি মায়য়া। বিদথানি প্রচোদয়ন্॥ ৭॥
বাজী বাজেষু ধীয়তেঽধ্বরেষু প্র ণীয়তে। বিপ্রো যজ্ঞস্য সাধনঃ॥ ৮॥
ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমা দধে। দক্ষস্য পিতরং তনা॥ ৯॥

নি ত্বা দধে বরেণ্যং দক্ষস্যেলা সহস্কৃত। অগ্নে সুদীতিমুশিজম্॥ ১০॥
অগ্নিং যন্তুরমপ্তুরমৃতস্য যোগে বনুষঃ। বিপ্রা বাজৈঃ সমিন্ধতে॥ ১১॥
ঊর্জো নপাতমধ্বরে দীদিবাংসমুপ দ্যবি। অগ্নিমীলে কবিক্রতুম্॥ ১২॥
ঈলেন্যো নমস্যস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ। সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা॥ ১৩॥
বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতেঽশ্বো ন দেববাহনঃ। তং হবিষ্মন্ত ইলতে॥ ১৪॥
বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্ বৃষণঃ সমিধীমহি। অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — আপনার স্বর্গাভিমুখ, হবিষ্মান্, ঘৃতস্পৃষ্ট শিখাস্বরূপ অশ্বগুলি সুখের কামনায় দেবগণের নিকট গমন করছে ॥ ১ ॥

মেধাবী, যজ্ঞনির্বাহক, বেগবান, ধনবান্ অগ্নিকে স্তুতি বাক্যের দ্বারা পূজা ক'রি ॥ ২ ॥

হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! আমরা হব্য প্রস্তুত পূর্বক আপানাকে এই স্থানে রক্ষা করতে সমর্থ হবো এবং পাপ হ'তে উত্তীর্ণ হবো ॥ ৩ ॥

যজ্ঞকালে প্রজ্বালিত, জ্বালারূপ কেশবিশিষ্ট, পাবক ও পূজনীয় অগ্নির নিকট আমরা অভিলষিত ফল যাচ্ঞা ক'রি ॥ ৪ ॥

প্রভূত তেজবিশিষ্ট, মরণরহিত, ঘৃতশোধনকারী ও সম্যক্ পূজিত অগ্নি যজ্ঞের হব্য বহন করেন ॥ ৫ ॥

যজ্ঞবিঘ্ননাশক হব্যযুক্ত ঋত্বিকবর্গ স্রুক্ সংযত ক'রে আশ্রয় লাভের জন্য এই রকম স্তুতির দ্বারা সেই অগ্নিকে নিজেদের অভিমুখ করেছিল ॥ ৬ ॥

হোমনিষ্পাদক, মরণরহিত, দ্যুতিমান্ অগ্নি যজ্ঞকার্যে লোককে উত্তেজিত ক'রে যজ্ঞকার্যে অভিজ্ঞতা সহকারে অগ্রগামী হচ্ছেন ॥ ৭ ॥

বলবান্ অগ্নি যুদ্ধে অগ্রভাগে স্থাপিত হন, যজ্ঞকালে যথাস্থানে নিক্ষিপ্ত হন। তিনি নেতা ও যজ্ঞের সম্পাদক ॥ ৮ ॥

যে অগ্নি কর্মের দ্বারা বরণীয়, ভূত সমূহের গর্ভরূপে অবস্থিত, ও পিতার স্বরূপ, দক্ষের কন্যা (স্বাহা) সেই অগ্নিকে ধারণ করেন ॥ ৯ ॥

হে বল সম্পাদিত অগ্নি! আপনি উত্তম দীপ্তিযুক্ত, হব্য-অভিলাষী ও বরণীয়। আপনাকে দক্ষ কন্যা ইলা ধারণ করছেন ॥ ১০ ॥

মেধাবী ভক্তবৃন্দ জগতের নিয়ন্তা ও জলের প্রেরক অগ্নিকে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য অন্নের দ্বারা সম্যক্‌ভাবে উদ্দীপ্ত করছেন ॥ ১১ ॥

অন্নের নপ্তা, অন্তরীক্ষের সমীপে দীপ্যমান ও সর্বজ্ঞ অগ্নিকে যজ্ঞে স্তব করছি ॥ ১২ ॥

পূজনীয়, নমস্কারযোগ্য, দর্শনীয়, অভীষ্টবর্ষী অগ্নি অন্ধকার দূর ক'রে প্রজ্বলিত হচ্ছেন ॥ ১৩ ॥

অভীষ্টবর্ষী এবং অশ্বের মতো দেববৃন্দের হব্যবাহক অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছেন। হবিষ্মান্ তাঁকে পূজা করছেন ॥ ১৪ ॥

হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি। আমরা ঘৃত ইত্যাদি সেক ক'রি, আপনি জলসেক করেন। আমরা আপনাকে দীপ্ত করছি; আপনি দীপ্তিমান্ ও বৃহৎ ॥ ১৫ ॥

টীকা — ৯ ঋকে দক্ষকন্যারূপে স্বাহার উল্লেখ না থাকলেও আমরা এই স্থানে স্বাহার নাম উল্লেখ

করেছি; কারণ কোন কোন মতে স্বাহাও দক্ষকন্যা এবং অগ্নির সাথে স্বাহার নাম ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত॥ ১০ ঋকে অবশ্য দক্ষের তনয়া অর্থে 'বেদিরূপা ভূমি' বলেছেন সায়ণ। ইলা অর্থে ভূমি। সেই ভূমি অগ্নিকে ধারণ করে অর্থাৎ বেদিতে অগ্নি স্থাপিত হয়। বেদের রুদ্র অগ্নির একটি রূপ, তা-ও আমরা জানি। পুরাণে সেই রুদ্রকে দক্ষের কন্যা উমা ধারণ করলেন, অর্থাৎ হরগৌরীর বিবাহ হলো।.

আধ্যাত্মিকভাবে অন্যান্য সকল সূক্তের মতোই এই সূক্তটিকেও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যথা,—৭ ঋকে বলা হচ্ছে, 'সৎকর্মনিষ্পাদক অমৃতস্বরূপ দেব, পরাজ্ঞান প্রদান ক'রে আপন শক্তির সাথে আমাদের প্রাপ্ত হোন।' [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক পরাজ্ঞান প্রদান পূর্বক আমাদের প্রাপ্ত হোন]॥ ৮ ঋকের বক্তব্য—'পরাজ্ঞানদায়ক সৎকর্মের উপায়স্বরূপ আত্মশক্তিদায়ক জ্ঞানদেব, রিপুসংগ্রামে সাধকগণ কর্তৃক তাঁদের হৃদয়ে স্থাপিত হন, এবং সৎকর্মসাধনে হৃদয়ে উৎপাদিত হন।' [ভাব এই যে,—সৎকর্মসাধকগণ পরাজ্ঞানের দ্বারা রিপুজয়ী হন]॥ ৯ ঋকে বলা হচ্ছে, 'সকলের প্রার্থনীয় যে জ্ঞানদেব সৎবৃত্তির (অথবা, সৎকর্মের) দ্বারা সাধকদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন, সর্বজীবের বীজশক্তিরূপ সেই বিশ্বপোষক জ্ঞানদেবকে সৎকর্মসাধকের আত্মশক্তি ধারণ করে।' [ভাব এই যে,—সৎকর্মসাধক ইশক্তির দ্বারা বিশ্বপালক পরাজ্ঞান লাভ করেন]। এই ক্ষেত্রে 'দক্ষস্য তনা' অর্থে 'দক্ষের তনয়া' নয়, আমরা 'সৎকর্মসাধকের আত্মশক্তি মনে করি॥ ১৩ ঋকের বক্তব্য—'স্তোতাগণের দ্বারা আরাধিত পূজনীয় অজ্ঞানতানাশক সর্বজ্ঞ অভীষ্টবর্ষক জ্ঞানদেব বিশ্বকে জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত করেন। [ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় তাঁর জ্ঞান-আলোকের দ্বারা জগতের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হয়]॥ ১৪ ঋকে বলা হচ্ছে—'ব্যাপকজ্ঞান যেমন দেবত্বপ্রাপক, তেমন দেবত্বপ্রাপক অভীষ্টবর্ষক জ্ঞানদেব নিশ্চিতভাবে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন; সাধকগণ সেই প্রসিদ্ধ জ্ঞান দেবতাকে আরাধনা করেন।' [ভাব এই যে, —সাধকগণ ভগবৎপরায়ণ হন। আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করি]। এই ক্ষেত্রেও, 'অগ্নি' ও 'অশ্ব' পদ দুটিতে যথাক্রমে 'জ্ঞানদেব' ও 'ব্যাপকজ্ঞান' অর্থ সঙ্গতভাবেই গৃহীত হয়েছে॥ শেষ ঋক্‌টির বক্তব্য—'অভীষ্টবর্ষক হে জ্ঞানদেব। প্রার্থনাপরায়ণ আমরা অভীষ্টবর্ষক জ্যোতির্ময় মহান্ আপনাকে আমাদের হৃদয়ে যেন প্রোজ্জ্বল করতে পারি।' [প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা হৃদয়ে যেন পরাজ্ঞান সমুৎপাদিত করতে সমর্থ হই]॥—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ২৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : গায়ত্রী, উষ্ণিক্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

অগ্নে জুষস্ব নো হবিঃ পুরোলাশং জাতবেদঃ। প্রাতঃসাবে ধিয়াবসো॥ ১॥
পুরোলা অগ্নে পচতস্তুভ্যং বা ঘা পরিস্কৃতঃ। তং জুষস্ব যবিষ্ঠ্য॥ ২॥
অগ্নে বীহি পুরোলাশমাহুতং তিরো অহ্ন্যম্। সহসঃ সূনুরস্যধ্বরে হিতঃ ॥ ৩॥
মাধ্যন্দিনে সবনে জাতবেদঃ পুরোলাশমিহ কবে জুষস্ব।
অগ্নে যহ্বস্য তব ভাগধেয়ং ন প্র মিনন্তি বিদথেষু ধীরাঃ॥ ৪॥
অগ্নে তৃতীয়ে সবনে হি কানিষঃ পুরোলাশং সহসঃ সূনবাহুতম্।
অথা দেবেষ্বধ্বরং বিপন্যয়া ধা রত্নবন্তমমৃতেষু জাগৃবিম্॥ ৫॥
অগ্নে বৃধান আহুতিং পুরোলাশং জাতবেদঃ। জুষস্ব তিরোঅহ্ন্যম্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে জাতবেদা অগ্নি! আপনার স্তোত্রই ধনপ্রদায়ক। আপনি প্রাতঃসবনে আমাদের পুরোডাশ ও হব্য সেবন করুন ॥ ১ ॥

হে যুবতম অগ্নি! আপনার নিমিত্ত পুরোডাশ পাক করা হয়েছে ও সংস্কৃত করা হয়েছে; আপনি তা সেবন করুন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! দিবসের শেষে সম্যক্ প্রদত্ত পুরোডাশ ভক্ষণ করুন। আপনি বলের পুত্র ও আপনি যজ্ঞে নিহিত হোন ॥ ৩ ॥

হে জাতবেদা, মেধাবী অগ্নি! এই মধ্যন্দিন সবনে পুরোডাশ সেবা করুন। ধীর অধ্বর্যুবর্গ যজ্ঞে আপনার ভাগ নষ্ট করে না, আপনি মহান্ ॥ ৪ ॥

হে বলের পুত্র অগ্নি! তৃতীয় সবনে প্রদত্ত পুরোডাশ আপনি বাঞ্ছা করেন। তারপর অবিনাশী ও রত্নবান্ জাগরণকারী সোমকে স্তুতির সাথে মরণরহিত দেবগণের নিকট স্থাপন করুন ॥ ৫ ॥

হে জাতবেদা অগ্নি! আপনি দিবসের শেষে পুরোডাশরূপ আহুতি সেবা করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তেও ঈশ্বরের বিভূতি স্বরূপমাত্র জ্ঞানরূপ অগ্নিকে যজ্ঞীয় অগ্নির রূপমাত্রে বন্দনা করা হয়েছে। দেবগণেতর নিকটে সোম নামক মাদক দ্রব্যকে প্রেরণের তাৎপর্য হলো ভক্তহৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বকে প্রেরণ করা।

◆ ◆

— ২৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

অস্তীদমধিমন্থনমস্তি প্রজননং কৃতম্।
এতাং বিশ্পত্নীমা ভরাগ্নিং মন্থাম পূর্বথা ॥ ১ ॥
অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুধিতো গর্ভিণীষু।
দিবেদিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ॥ ২ ॥
উত্তানায়ামব ভরা চিকিত্বান্ত্সদ্যঃ প্রবীতা বৃষণং জজান।
অরুষস্তূপো রুশদস্য পাজ ইলায়াস্পুত্রো বয়ুনেঽজনিষ্ট ॥ ৩ ॥
ইলায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি।
জাতবেদো নি ধীমহ্যগ্নে হব্যায় বোঢ়বে ॥ ৪ ॥
মন্থতা নরঃ কবিমদ্বয়ন্তং প্রচেতসমমৃতং সুপ্রতীকম্।
যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পরস্তাদগ্নিং নরো জনয়তা সুশেবম্ ॥ ৫ ॥
যদী মন্থন্তি বাহুভির্বি রোচতেঽশ্বো ন বাজ্যরুষো বনেষ্বা।
চিত্রো ন যামন্নশ্বিনোরনিবৃতঃ পরি বৃণক্ত্যশ্মনস্তৃণা দহন্ ॥ ৬ ॥
জাতো অগ্নী রোচতে চেকিতানো বাজী বিপ্রঃ কবিশস্তঃ সুদানুঃ।
যং দেবাস ঈড্যং বিশ্ববিদং হব্যবাহমদধুরধ্বরেষু ॥ ৭ ॥

সীদ হোতঃ স্ব উ লোকে চিকিত্বান্ত্ সাদয়া যজ্ঞং সুকৃতস্য যোনৌ।
দেবাবীর্দেবান্ হবিষা যজাস্যগ্নে বৃহদ্ যজমানে বয়ো ধাঃ॥ ৮॥
কৃণোত ধূমং বৃষণং সখায়োঽস্রেধন্ত ইতন বাজমচ্ছ।
অয়মগ্নিঃ পৃতনাষাট্ সুবীরো যেন দেবাসো অসহন্ত দস্যূন্॥ ৯॥
অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ।
তং জানন্নগ্ন আ সীদাথা নো বর্ধয়া গিরঃ॥ ১০॥
তনূনপাদুচ্যতে গর্ভ আসুরো নরাশংসো ভবতি যদ্বিজায়তে।
মাতরিশ্বা যদমিমীত মাতরি বাতস্য সর্গো অভবৎসরীমণি॥ ১১॥
সুনির্মথা নির্মথিতঃ সুনিধা নিহিতঃ কবিঃ।
অগ্নে স্বধ্বরা কৃণু দেবান্দেবয়তে যজ॥ ১২॥
অজীজনন্নমৃতং মর্ত্যাসোঽস্রেমাণং তরণিং বীলুজম্ভম্।
দশ স্বসারো অগ্রুবঃ সমীচীঃ পুমাংসং জাতমভি সং রভন্তে॥ ১৩॥
প্র সপ্তহোতা সনকাদরোচত মাতুরুপস্থে যদশোচদূধনি।
ন নি মিষতি সুরণো দিবেদিবে যদসুরস্য জঠরাদজায়ত॥ ১৪॥
অমিত্রায়ুধো মরুতামিব প্রয়াঃ প্রথমজা ব্রহ্মণো বিশ্বমিদ্বিদুঃ।
দ্যুম্নবদ্ ব্রহ্ম কুশিকাস এরির একএকো দমে অগ্নিং সমীধিরে॥ ১৫॥
যদদ্য ত্বা প্রয়তি যজ্ঞে অস্মিন্ হোতশ্চিকিত্বোঽবৃণীমহীহ।
ধ্রুবময়া ধ্রুবমুতাশমিষ্ঠাঃ প্রজানন্বিদ্বাঁ উপ যাহি সোমম্॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — এই মন্থনের উপকরণ, এই অগ্নির উৎপত্তির উপকরণ, লোকের পালয়িত্রী অরণিকে আহরণ করো। অমরা পূর্বকালের মতো অগ্নিকে মন্থন করবো ॥ ১ ॥

গর্ভিণীতে সুসংস্থাপিত গর্ভের মতো জাতবেদা অগ্নি অরণি দু'টিতে নিহিত আছেন। অগ্নি স্বকর্মে সজাগ হবির্যুক্ত মানুষদের প্রতিদিন পূজনীয় ॥ ২ ॥

হে জ্ঞানবান্ অধ্বর্যু! তুমি উর্ধ্বমুখ অরণিকে ধারণ করো। তৎক্ষণাৎ অরণি অভীষ্টবর্ষী অগ্নিকে উৎপন্ন করলো। অগ্নির দাহক তাতে রইলো। উজ্জ্বল তেজবিশিষ্ট ইলার পুত্র অগ্নি অরণিতে উৎপন্ন হলেন ॥ ৩ ॥

হে জাতবেদা অগ্নি। আমরা আপনাকে পৃথিবীর উপরে উত্তর বেদির নাভিস্থলে হব্য বহন করবার জন্য স্থাপন করছি ॥ ৪ ॥

হে নেতা অধ্বর্যুবৃন্দ। কবি, দ্বিধারহিত প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্, মরণরহিত ও সুন্দর শরীরবিশিষ্ট অগ্নিকে মন্থনের দ্বারা উৎপন্ন করো। হে নেতা অধ্বর্যুবৃন্দ। যজ্ঞের সূচক, প্রথম ও সুখকর অগ্নিকে কর্মের প্রারম্ভে উৎপন্ন করো ॥ ৫ ॥

যখন হস্তের দ্বারা মন্থন করা যায়, তখন কাষ্ঠ হ'তে অগ্নি অশ্বের মতো শোভমান হয়ে ও দ্রুতগামী অশ্বিযুগলের বিচিত্র রথের মতো শীঘ্র গমনশীল হয়ে শোভা প্রাপ্ত হন। কেউ তাঁর গমন রোধ করতে পারে না। তিনি তৃণ ও উপল দগ্ধ ক'রে সেই স্থান পরিত্যাগ করেন ॥ ৬ ॥

Scanned with CamScanner

জাত অগ্নিও সর্বজ্ঞ, অপ্রতিহতগমন, কর্মকুশল, অতএব মেধাবীগণ তাঁর স্তব করে। তিনি কর্মফল প্রদান ক'রে শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন। দেববৃন্দ, পূজনীয় ও সর্বজ্ঞ অগ্নিকে যজ্ঞে হব্যবাহক করেছেন ॥ ৭ ॥

হে হোমনিষ্পাদক অগ্নি! আপনি আপন স্থানে উপবেশন করুন। আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি যজমানকে পুণ্যলোকে স্থাপন করুন। আপনি দেববৃন্দের রক্ষক, হব্যের দ্বারা দেববৃন্দের পূজা করুন। আমি যজ্ঞ করছি, আমাতে প্রভূত অন্ন প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

হে অধ্বর্যুবৃন্দ! তোমরা অভীষ্টবর্ষী ধূম উৎপন্ন করো, তোমরা ক্ষীণ না হয়ে যুদ্ধের অভিমুখে গমন করো। এই অগ্নি বায়ুপ্রধান ও সেনাবিজয়ী; এঁর সাহায্যেই দেববৃন্দ দস্যুবর্গকে পরাজয় করেছেন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! ঋতু কাষ্ঠ সম্পন্ন এই অরণি আপনার উৎপত্তির স্থান। তা হ'তে উৎপন্ন হয়ে আপনি শোভা প্রাপ্ত হন। আপনি তা জ্ঞাত হয়ে উপবেশন করুন; আমাদের বর্ধিত করুন ॥ ১০ ॥

গর্ভস্থ অগ্নিকে তনূনপাৎ বলে। অগ্নি যখন প্রত্যক্ষ হন, তখন তিনি আসুর নরাশংস হন। যখন অন্তরীক্ষে তেজের বিকাশ করেন, তখন মাতরিশ্বা হন। অগ্নি প্রসৃত হ'লে বায়ুর উৎপত্তি হয় ॥ ১১ ॥

হে অগ্নি! আপনি মেধাবী ও মন্থনের দ্বারা উৎপন্ন; আপনাকে অতি উত্তম স্থানে স্থাপন করেছে। আপনি আমাদের যজ্ঞ নির্বিঘ্ন করুন এবং দেব-অভিলাষীর জন্য দেববৃন্দের পূজা করুন ॥ ১২ ॥

মর্ত্য ঋত্বিক্‌বৃন্দ মরণরহিত, ক্ষয়রহিত, দৃঢ় দন্তবিশিষ্ট পাপতারক অগ্নিকে উৎপন্ন করেছে। পুত্রসন্তানের মতো উৎপন্ন অগ্নির উদ্দেশে দশ ভগ্নীরূপ অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত হয়ে আনন্দসূচক শব্দ করছে ॥ ১৩ ॥

অগ্নি সনাতন, যখন সাতজনে তাঁর হোম করে, তখন তিনি শোভা প্রাপ্ত হন। যখন তিনি মাতার স্তনে ও ক্রোড়ে শোভা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি সুন্দর-দর্শন হন। তিনি প্রতিদিন উন্মেষিত থাকেন, যেহেতু তিনি অসুরের জঠর হ'তে উৎপন্ন হয়েছেন ॥ ১৪ ॥

মরুৎবর্গের মতো শত্রুর সাথে যুদ্ধকারী ও মন্ত্র হ'তে প্রথম উৎপন্ন, কুশিক গোত্রে উৎপন্ন ঋষিবৃন্দ নিশ্চয়ই সমস্ত জগৎ জ্ঞাত আছেন। তাঁরা অগ্নির উদ্দেশে হব্যযুক্ত স্তোত্র পাঠ করছেন, এবং প্রত্যেকে আপন আপন গৃহে অগ্নিকে দীপ্ত করছেন ॥ ১৫ ॥

হে হোমনিষ্পাদক বিদ্বান্ সর্বজ্ঞ অগ্নি! প্রবর্তিত যজ্ঞে আপনাকে বরণ করছি। অতএব আপনি এই যজ্ঞে দেববৃন্দকে হব্য প্রদান করুন, এবং নিত্য স্তব করুন। সোমের বিষয় অবগত হয়ে তার নিকট আগমন করুন ॥ ১৬ ॥

টীকা — ১১ ঋকে সায়ণ 'আসুর' অর্থে অসুরহন্তা করেছেন। কিন্তু এই সূক্তের ১৪ ঋকে 'অসুর' শব্দের অর্থ সায়ণ অরণিরূপ কাষ্ঠ করেছেন। এই স্থানেও সেই অর্থ প্রযোজ্য। আসুর অর্থে অসুর-পুত্র অর্থাৎ কাষ্ঠ হ'তে উৎপন্ন। অথবা 'আসুর' অর্থে কেবল বলবান্ বা বলের পুত্র হ'তে পারে॥ 'মাতরিশ্বা' অগ্নির নাম। ইতিপূর্বেই ২৬ সূক্তে বলা হয়েছে, অন্তরীক্ষরূপ মাতৃক্রোড়ে বিদ্যুৎরূপে গমনাগমন করেন ব'লে অগ্নির আর একটি নাম মাতরিশ্বা।

আধ্যাত্মিকভাবে অন্যান্য সকল সূক্তের মতোই এই সূক্তটিকেও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ২ ঋক্‌টি লক্ষ্য করুন। স্বর্গীয় দুর্গাদাস অনুবাদ করেছেন—"গর্ভিণী স্ত্রী যেমন অতি যত্নে গর্ভ ধারণ করে (অথবা, গর্ভিণীতে সুবিন্যস্ত গর্ভের মতো, কিংবা আধারে সুবিন্যস্ত আধেয়ের মতো), তেমনই সেই আনিহ্নত অগ্নিদেব (জ্ঞানদেবতা অথবা প্রজ্ঞানাধার ভগবান্) অরণ্যসদৃশ হৃদয়েও অধিষ্ঠিত

আছেন। সেই অগ্নিদেব সত্ত্বভাবসমন্বিত (সত্ত্বভাবসমন্বিত, সৎকর্মনিরত) সাধকবর্গের প্রকৃষ্টরূপে অনুক্ষণ (সর্বকাল) স্তবনীয় (অথবা, তাঁর প্রীতির জন্য স্তোত্রকর্ম বিধেয় অর্থাৎ স্তোত্র ইত্যাদি বা সৎকর্ম ইত্যাদির দ্বারা অন্তর্নিহিত জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন কর্তব্য)।" [হিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মতো দুর্দান্ত কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুশত্রুপরিবৃত যে হৃদয়, সেখানেও ভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন। অন্তর্যামিক দেখছেন— অরণিদ্বয়ের মধ্যে যেমন অগ্নি নিহিত, (কিংবা গর্ভিণীর গর্ভে ভ্রূণ যেমন অধিষ্ঠিত), তেমনই তাঁরও (সাধকের), হৃদয়েও আনিভূত জ্ঞানাগ্নি (প্রজ্ঞানাধার ভগবান্) জন্মমুহূর্ত থেকেই সদা প্রজ্বলিত (বিরাজমান) রয়েছেন। সৎকর্মের প্রভাবে, শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে সেই জ্ঞানাগ্নির উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ ভগবানকে পাওয়া যায়]—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৩০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ সখায়ঃ সোমং দধতি প্রয়াংসি।
তিতিক্ষন্তে অভিশস্তিং জনানামিন্দ্র ত্বদা কশ্চন হি প্রকেতঃ॥ ১॥
ন তে দূরে পরমা চিদ্রজাংস্যা তু প্র যাহি হরিবো হরিভ্যাম্।
স্থিরায় বৃষ্ণে সবনা কৃতেমা যুক্তা গ্রাবাণঃ সমিধানে অগ্নৌ॥ ২॥
ইন্দ্রঃ সুশিপ্রো মঘবা তরুত্রো মহাব্রাতস্তুবিকূর্মিঋঘাবান্।
যদুগ্রো ধা বাধিতো মর্ত্যেষু ক্বত্যা তে বৃষভ বীর্যাণি॥ ৩॥
ত্বং হি ষ্মা চ্যাবয়ন্নচ্যুতান্যেকো বৃত্রা চরসি জিঘ্নমানঃ।
তব দ্যাবাপৃথিবী পর্বতোসোহনু ব্রতায় নিমিতেব তস্থুঃ॥ ৪॥
উতাভয়ে পুরুহূত শ্রবোভিরেকো দৃড়হমবদো বৃত্রহা সন্।
ইমে চিদিন্দ্র রোদসী অপারে যৎসংগৃভ্ণা মঘবন্ কাশিরিত্তে॥ ৫॥
প্র সূ ত ইন্দ্র প্রবতা হরিভ্যাং প্র তে বজ্রঃ প্রমৃণন্নেতু শত্রূন্।
জহি প্রতীচো অনূচঃ পরাচো বিশ্বং সত্যং কৃণুহি বিষ্টমস্তু॥ ৬॥
যস্মৈ ধায়ুরদধা মর্ত্যায়াভক্তং চিদ্ভজতে গেহ্যংসঃ।
ভদ্রা ত ইন্দ্র সুমতির্ঘৃতাচী সহস্রদানা পুরুহূত রাতিঃ॥ ৭॥
সহদানুং পুরুহূত ক্ষিয়ন্তমহস্তমিন্দ্র সং পিণক্কুণারুম্।
অভি বৃত্রং বর্ধমানং পিয়ারুমপাদমিন্দ্র তবসা জঘন্থ॥ ৮॥
নি সামনামিষিরামিন্দ্র ভূমিং মহিমপারাং সদনে সসত্থ।
অস্তভ্নাদ্যাং বৃষভো অন্তরিক্ষমর্ষন্ত্বাপস্ত্বয়েহ প্রসূতাঃ॥ ৯॥
অলাতৃণো বল ইন্দ্র ব্রজো গোঃ পুরা হন্তোর্ভয়মানো ব্যার।
সুগান্ পথো অকৃণোন্নিরজে গাঃ প্রাবন্বাণীঃ পুরুহূতং ধমন্তীঃ॥ ১০॥

একো দ্বে বসুমতী সমীচী ইন্দ্র আ পপ্রৌ পৃথিবীমুত দ্যাম্।
উতান্তরিক্ষাদভি নঃ সমীক ইষো রথীঃ সযুজঃ শূর বাজান্॥ ১১॥
দিশঃ সূর্যো ন মিনাতি প্রদিষ্টা দিবেদিবে হর্যশ্বপ্রসূতাঃ।
সং যদানলধ্বন আদিদশ্বৈর্বিমোচনং কৃণুতে তত্ত্বস্য॥ ১২॥
দিদৃক্ষন্ত উষসো যামন্নক্তোর্বিবস্বত্যা মহি চিত্রমনীকম্।
বিশ্বে জানন্তি মহিনা যদাগাদিন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরুণি॥ ১৩॥
মহি জ্যোতির্নিহিতং বক্ষণাস্বামা পক্কং চরতি বিভ্রতী গৌঃ।
বিশ্বং স্বাদ্ম সংভৃতমুস্রিয়ায়াং যৎসীমিন্দ্রো অদধাদ্ভোজনায়॥ ১৪॥
ইন্দ্র দৃহ্য যামকোশা অভূবন্ যজ্ঞায় শিক্ষ গৃণতে সখিভ্যঃ।
দুর্মায়বো দুরেবা মর্ত্যাসো নিষঙ্গিণো রিপবো হন্ত্বাসঃ॥ ১৫॥
সং ঘোষঃ শৃণ্বেঽবমৈরমিত্রৈর্জহী ন্যেষ্বশনিং তপিষ্ঠাম্।
বৃশ্চেমধস্তাদ্বি রুজা সহস্ব জহি রক্ষো মঘবন্ রন্ধয়স্ব॥ ১৬॥
উদ্বৃহ রক্ষঃ সহমূলমিন্দ্র বৃশ্চা মধ্যং প্রত্যগ্রং শৃণীহি।
আ কীবতঃ সললূকং চকর্থ ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য॥ ১৭॥
স্বস্তয়ে বাজিভিশ্চ প্রণেতঃ সং যন্মহীরিষ আসৎসি পূর্বীঃ।
রায়ো বন্তারো বৃহতঃ স্যামাস্মে অস্তু ভগ ইন্দ্র প্রজাবান্॥ ১৮॥
আ নো ভরভ গমিন্দ্র দ্যুমন্তং নি তে দেষ্ণস্য ধীমহি প্ররেকে।
উর্ব ইব পপ্রথে কামো অস্মে তমা পৃণ বসুপতে বসূনাম্॥ ১৯॥
ইমং কামং মন্দয়া গোভিরশ্বৈশ্চন্দ্রবতা রাধসা পপ্রথশ্চ।
স্বর্যবো মতিভিস্তভ্যং বিপ্রা ইন্দ্রায় বাহঃ কুশিকাসো অক্রন্॥ ২০॥
আ নো গোত্রা দর্দৃহি গোপতে গাঃ সমস্মভ্যং সনয়ো যন্তু বাজাঃ।
দিবক্ষা অসি বৃষভ সত্যশুষ্মোঽস্মভ্যং সু মঘবন্বোধি গোদাঃ॥ ২১॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্‌ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্॥ ২২॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! সোম-যোগ্য ঋত্বিকবৃন্দ আপনাকে স্তব করতে ইচ্ছা করছেন। সখাগণ আপনার জন্য সোম অভিষবণ করছেন, অন্যান্য হব্য ধারণ করছেন, শত্রু লোকবৃন্দের হিংসা সহ্য করছে। কে আপনা অপেক্ষা জগতে অধিক প্রখ্যাত আছে? ॥ ১ ॥

হে হরিবর্ণ অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! দূরবর্তী স্থানসমূহও আপনার পক্ষে দূরে নয়; আপনি হরিবর্ণ অশ্বযুক্ত হয়ে শীঘ্র আগমন করুন। আপনি দৃঢ়চিত্ত ও অভীষ্টবর্ষী। আপনার উদ্দেশে এই সমস্ত সবন করা হয়েছে; অগ্নি সমিদ্ধ হলে পর সোম-অভিষবের জন্য প্রস্তর খণ্ডসমূহ প্রযুক্ত হয়েছে ॥২॥

হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! আপনি পরম-ঐশ্বর্যসম্পন্ন; আপনার শিপ্র সুন্দর; আপনি ধনবান, জেতা, মহান্ মরুৎবৃন্দ সম্পন্ন, ও সংগ্রামে নানারকম কর্মকারী, এবং শত্রুহিংসক ও ভয়ঙ্কর। আপনি

সংগ্রামে বাধা প্রাপ্ত হয়ে মর্ত্যবর্গের প্রতি যে বীর্য ধারণ করেছিলেন, আপনার সেই বীর্য কোথায়? ॥৩॥

হে ইন্দ্র! আপনি একাকীই, দৃঢ়মূল রাক্ষসবর্গকে স্বস্থান হ'তে পাতিত করেছেন, বৃত্র সকলকে হিংসা করেছেন। আপনার আজ্ঞায় দ্যাবাপৃথিবী এবং পর্বত সমূহ নিশ্চলের মতো রয়েছে ॥৪॥

হে ইন্দ্র! আপনি বহুলোকের আহূত ও বীর্যযুক্ত, আপনি একাকী বৃত্রকে বধ ক'রে দেববর্গকে যে অভয় বাক্য দান করেছিলেন, তা সত্য। হে মঘবন্! আপনি অপার দ্যাবাপৃথিবীকে সংযোজিত করেছেন। আপনার এই মহিমা প্রসিদ্ধ আছে ॥৫॥

হে ইন্দ্র! আপনার অশ্বযুক্ত রথ শত্রুকে লক্ষ্য ক'রে নিম্নপথে শীঘ্র আগমন করুক, আপনার বজ্র শত্রুকে বধ করতে করতে আগমন করুক। আপনার সম্মুখে আগমনকারী শত্রুবর্গকে বধ করুন; অনুগমনকারী শত্রুবর্গকে বধ করুন; পলায়নপর শত্রুবর্গকে বধ করুন; জগৎকে সত্যভূত যজ্ঞবিশিষ্ট করুন। এইরকম সামর্থ্য আপনাতে নিবিষ্ট হোক ॥৬॥

হে ইন্দ্র! আপনি নিরন্তর ঐশ্বর্য ধারণ করছেন; আপনি যে মানুষকে দান করেন, সে পূর্বে অলব্ধ গৃহসম্বন্ধীয় পশু সুবর্ণ প্রভৃতি ধন প্রাপ্ত হয়। হে বহুলোকের আহূত! আপনার অনুগ্রহ ঘৃত ইত্যাদি হব্যযুক্ত হয়ে কল্যাণকর হয়; আপনার ধনদানের শক্তি অপরিমিত ॥৭॥

হে বহুলোকের আহূত ইন্দ্র! আপনি দানবীর সাথে বর্তমান, বাধাজনক গর্জনশীল বৃত্রকে হস্তহীন ক'রে বিচূর্ণ ক'রে পরিণতি দান করুন। হে ইন্দ্র! আপনি বর্ধমান, হিংস্র বৃত্রকে পাদহীন ক'রে বলের দ্বারা বিনাশ করেছিলেন ॥৮॥

হে ইন্দ্র! আপনি মহতী, অনন্ত, চলমান পৃথিবীকে সমভাবাপন্ন ক'রে আপন স্থানে নিবেশিত করেছিলেন। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ যাতে পতিত না হয়, এমনভাবে ধারণ করেছেন। হে ইন্দ্র! আপনার প্রেরিত জল পৃথিবীতে আগমন করুক ॥৯॥

হে ইন্দ্র! বল নামক গোব্রজ বজ্রপ্রহারের পূর্বেই ভীত হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়েছিল। ইন্দ্র গাভীর নির্গমনের জন্য পথ সুগম করেছিলেন, রমণীয় শব্দায়মান জল সকল, বহুলোকের আহূত ইন্দ্রের অভিমুখে আগমন করেছিল ॥১০॥

এক ইন্দ্রই পৃথিবী ও দ্যুলোক এই দু'টিকে পরস্পর সঙ্গত ও ধনযুক্ত ক'রে পূর্ণ করেছেন। হে শূর! আপনি রথবান্, আপনি আমাদের সমীপে অবস্থান করতে অভিলাষী হয়ে যোজিত অশ্বগুলিকে অন্তরীক্ষ হ'তে আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করুন ॥১১॥

সূর্য, ইন্দ্র প্রেরিত, এবং তাঁর গমনের নিমিত্ত প্রকাশিত দিক্ সমূহকে প্রতিদিন অনুসরণ করেন। যখন তিনি অশ্বের দ্বারা পথগমন শেষ করেন, তখন অশ্বগুলিকে মুক্ত ক'রে দেন, এও ইন্দ্রের জন্য ॥১২॥

গমনশীল রাত্রির পর উষা গত হ'লে, সকলে মহৎ, চিত্র, সৌর, তেজ দর্শন করতে ইচ্ছা করে। যখন উষাকাল বিগত হয়, সকলে অগ্নিহোত্র ইত্যাদি কর্ম কর্তব্য ব'লে বোধ করে। ইন্দ্রের সৎকার্য প্রভূত ॥১৩॥

ইন্দ্র নদী সমূহে মহৎ তেজযুক্ত জল স্থাপিত করেছেন। ইন্দ্র জল অপেক্ষা স্বাদুতর দধি-ঘৃত-ক্ষীর ইত্যাদি ভোজনের জন্য গাভীতে স্থাপন করেছেন। নবপ্রসূতা গাভী দুগ্ধ ধারণপূর্বক বিচরণ করে ॥১৪॥

হে ইন্দ্র! আপনি দৃঢ় হোন, শত্রুবর্গ পথ রোধ করেছে। আপনি, যজ্ঞকারী স্তুতিকারী ও

সখাবৃন্দকে অভীষ্ট ফল দান করুন। রিপুবর্গকে বধ করা উচিত। তারা মন্দভাবে অস্ত্র প্রক্ষেপ করে, মন্দভাবে গমন করে; তারা হত্যাকারী ও তূণীর বিশিষ্ট ॥ ১৫ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা সমীপস্থ শত্রুগণ কর্তৃক উৎসৃষ্ট অশনিশব্দ শ্রবণ করতে পাচ্ছি। অত্যন্ত সন্তাপকর ঐ সমস্ত অশনিকে এই সমস্ত শত্রুবর্গের অভিমুখেই স্থাপন ক'রে এদের বধ করুন, সমূলে ছেদন করুন; বিশেষভাবে বাধা প্রদান করুন, ও অভিভূত করুন। হে মঘবন্! রাক্ষসবৃন্দকে বধ করুন, তার পর যজ্ঞ সম্পন্ন করুন ॥ ১৬ ॥

হে ইন্দ্র! রাক্ষসকুল সমূলে উৎপাটিন করুন, মধ্যভাগ ছেদন করুন, অগ্রভাগ বিনাশ করুন। গমনশীল রাক্ষসকে দূর করুন, যজ্ঞ বিদ্বেষীর প্রতি সন্তাপপ্রদ অস্ত্র প্রক্ষেপ করুন ॥ ১৭ ॥

হে জগতের নির্বাহক! আমাদের অশ্বযুক্ত করুন ও অবিনাশী করুন। আপনি যখন আমাদের নিকট থাকেন, আমরা মহৎ অন্ন ও প্রভূত ধন ভোগপূর্বক বড় হ'তে পারব। আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদিযুক্ত ধন হোক ॥ ১৮ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য দীপ্তিযুক্ত ধন আনয়ন করুন। আপনি দানশীল, আমরা আপনার দানের পাত্র, আমাদের অভিলাষ বড়বানলের মতো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। হে ধনপতি! আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥ ১৯ ॥

আমাদের এই অভিলাষ, গো, অশ্ব ও দীপ্তিযুক্ত ধনের দ্বারা পূর্ণ করুন, এবং তার দ্বারা আমাদের বিখ্যাত করুন। হে ইন্দ্র! স্বর্গ ইত্যাদি সুখ-অভিলাষী কর্মকুশল কুশিক-নন্দনগণ মন্ত্রের দ্বারা আপনার স্তোত্র করেছেন ॥ ২০ ॥

হে স্বর্গাধিপতি! মেঘ বিদীর্ণপূর্বক আমাদের জল দান করুন; উপভোগের যোগ্য অন্ন আমাদের নিকট আগমন করুক। হে অভীষ্টবর্ষী! আপনি দ্যুলোক ব্যাপ্ত ক'রে অবস্থিত আছেন। হে সত্যবল মঘবন্! আপনি আমাদের গো দান করুন ॥ ২১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অন্ন লাভ করুন; যুদ্ধে উৎসাহের দ্বারা প্রবৃদ্ধ, আপনি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য সম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী ও ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ২২ ॥

টীকা — ১০ ঋকে মূলে 'বলঃ ব্রজঃ গোঃ' আছে। বলের নিকট হ'তে গাভীর উদ্ধারের উপাখ্যান বৃষ্টি পতন সম্বন্ধে একটি উপমা মাত্র।—কথিত আছে বলনামক কোন এক অসুর দেববৃন্দের গাভী অপহরণ ক'রে কোন এক গহ্বরে গোপন ক'রে রেখেছিল। তখন ইন্দ্র সসৈন্যে সেই গহ্বর বেষ্টন ক'রে সেই গহ্বর হ'তে গাভী উদ্ধার করেছিলেন।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে এই সূক্তের শেষ ঋক্‌টির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সমস্ত সূক্তটির বক্তব্য বোধগম্য হবে। যথা—'আমাদের হৃদয়স্থিত, আত্মশক্তিবিধায়ক রিপুসংগ্রামে,—সুবনাতে সংপথে পরিচালক পরমধনদাতা বলৈশ্বর্যপতি দেবতাকে আমরা যেন আহ্বান করি অর্থাৎ তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি; আমাদের পাপ কবল হ'তে রক্ষা করবার জন্য, লোকদের প্রার্থনা শ্রবণকারী রিপুসংগ্রামে শত্রুজয়ী অজ্ঞানতা ইত্যাদি পাপ-নাশক পরমধনপ্রদাতা আপনাকে, আমরা যেন আরাধনা করি। [ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের রিপু-কবল থেকে রক্ষা করুন, এবং সংপথে পরিচালিত করুন]—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৩১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ইষীরথের অপত্য কুশিক অথবা বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

শাসদ্বহ্নির্দুহিতুর্নপ্ত্যং গাদ্বিদ্বাঁ ঋতস্য দীধিতিং সপর্যন্।
পিতা যত্র দুহিতুঃ সেকমৃঞ্জন্ত্স সং শগ্ম্যেন মনসা দধন্বে॥ ১॥
ন জাময়ে তান্বো রিক্থমারৈক্ চকার গর্ভং সনিতুর্নিধানম্।
যদী মাতরো জনয়ন্ত বহ্নিমন্যঃ কর্তা সুকৃতোরণ্য ঋন্ধন্॥ ২॥
অগ্নির্জজ্ঞে জুহ্বারেজমানো মহস্পুত্রাঁ অরুষস্য প্রযক্ষে।
মহান্‌গর্ভো মহ্যা জাতমেষাং মহী প্রবৃদ্ধর্যশ্বস্য যজ্ঞৈঃ॥ ৩॥
অভি জৈত্রীরসচন্ত স্পৃধানং মহি জ্যোতিস্তমসো নিরজানন্।
তং জানতীঃ প্রত্যুদায়ন্নুষাসঃ পতির্গবামভবদেক ইন্দ্রঃ॥ ৪॥
বীলৌ সতীরভি ধীরা অতৃন্দন্ প্রাচাহিন্বন্মনসা সপ্ত বিপ্রাঃ।
বিশ্বামবিন্দন্ পথ্যামৃতস্য প্রজানন্নিত্তা নমসা বিবেশ॥ ৫॥
বিদদ্যদী সরমা রুগ্ণমদ্রের্মহি পাথঃ পূর্ব্যং সধ্র্যক্কঃ।
অগ্রং নয়ৎসুপদ্যক্ষরাণামচ্ছা রবং প্রথমা জানতী গাৎ॥ ৬॥
অগচ্ছদু বিপ্রতমঃ সখীয়ন্নসূদয়ৎ সুকৃতে গর্ভমদ্রিঃ।
সসান মর্যো যুবভির্মখস্যন্নথাভবদঙ্গিরাঃ সদ্যোঃ অর্চন্॥ ৭॥
সতঃ সতঃ প্রতিমানং পুরোভূর্বিশ্বা বেদ জনিমা হন্তি শুষ্ণম্।
প্র ণো দিবঃ পদবীর্গব্যুরর্চন্ত্সখা সখীঁরমুঞ্চন্নিরবদ্যাৎ॥ ৮॥
নি গব্যতা মনসা সেদুরর্কৈঃ কৃণ্বানাসো অমৃতত্বায় গাতুম্।
ইদং চিন্নু সদনং ভূর্যেষাং যেন মাসাঁ অসিষাসন্নৃতেন॥ ৯॥
সম্পশ্যমানা অমদন্নভি স্বং পয়ঃ প্রত্নস্য রেতসো দুঘানাঃ।
বি রোদসী অতপদ্‌ঘোষ এষাং জাতে নিঃষ্ঠামদধুর্গোষু বীরান্॥ ১০॥
স জাতভির্বৃত্রহা সেদু হব্যৈরুস্রিয়া অসৃজদিন্দ্রো অর্কৈঃ।
উরূচ্যস্মৈ ঘৃতবদ্ভরন্তী মধু স্বাদ্ম দুদুহে জেন্যা গৌঃ॥ ১১॥
পিত্রে চিচ্চক্রুঃ সদনং সমস্মৈ মহি ত্বিষীমৎসু কৃতো বি হি খ্যন্।
বিষ্কভ্নন্তঃ স্কম্ভনেনা জনিত্রী আসীনা ঊর্ধ্বং রভসং বি মিন্বন্॥ ১২॥
মহী যদি ধিষণা শিশ্নথে ধাৎ সদ্যোবৃধং বিভ্বং রোদস্যোঃ।
গিরো যস্মিন্নবদ্যাঃ সমীচীর্বিশ্বা ইন্দ্রায় তবিষীরনুত্তাঃ॥ ১৩॥

মহ্যা তে সখ্যাং বশ্মি শক্তীরা বৃত্রঘ্নে নিযুতো যন্তি পূর্বীঃ।
মহি স্তোত্রমব আগন্ম সূরেরস্মাকং সু মঘবন্বোধি গোপাঃ॥ ১৪॥
মহি ক্ষেত্রং পুরুশ্চন্দ্রং বিবিদ্বানাদিৎ সখিভ্যশ্চরথং সমৈরৎ।
ইন্দ্রো নৃভিরজনদ্ দীদ্যানঃ সাকং সূর্য্যমুষসং গাতুমগ্নিম॥ ১৫॥
অপশ্চিদেষ বিভ্বোদমূনাঃ প্র সধ্রীচীরসৃজদ্বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ।
মধ্বঃ পুনানাঃ কবিভিঃ পবিত্রৈর্দ্যুভির্হিন্বন্ত্যক্তুভির্ধনুত্রীঃ॥ ১৬॥
অনু কৃষ্ণে বসুধিতী জিহাতে উভে সূর্যস্য মংহনা যজত্রে।
পরি যত্তে মহিমানং বৃজধ্যৈ সখায় ইন্দ্র কাম্যাঃ ঋজিপ্যাঃ॥ ১৭॥
পতির্ভব বৃত্রহন্ত্সূনৃতানাং গিরাং বিশ্বায়ুর্বৃষভো বয়োধ্যাঃ।
আ নো গহি সখ্যেভিঃ শিবেভির্মহান্মহীভিরূতিভিঃ সরণ্যন্॥ ১৮॥
তমঙ্গিরস্বন্নমসা সপর্য্যন্নব্যং কৃণোমি সন্যসে পুরাজাম্।
দ্রুহো বিযাহি বহুলা অদেবীঃ স্বশ্চ নো মঘবন্ত্সাতয়ে ধাঃ॥ ১৯॥
মিহঃ পাবকাঃ প্রততা অভূবন্ত্ স্বস্তি নঃ পিপৃহি পারমাসাম্।
ইন্দ্র ত্বং রথিরঃ পাহি নো রিযো মক্ষূমক্ষূ কৃণুহি গো জিতো নঃ॥ ২০॥
অদেদিষ্ট বৃত্রহা গোপতির্গা অন্তঃ কৃষ্ণাঁ অরুষৈর্ধামভির্গাৎ।
প্র সূনৃতা দিশমান ঋতেন দুরশ্চ বিশ্বা অবৃণোদপ স্বাঃ॥ ২১॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃন্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানম্॥ ২২॥

মন্ত্রার্থ — পুত্রহীন পিতা জামাতাকে সম্মানিত ক'রে শাস্ত্রের অনুশাসনক্রমে দুহিতা জাত পৌত্র প্রাপ্ত হন। অপুত্রক পিতা দুহিতার গর্ভ হ'তে বিশ্বাসপূর্বক প্রসন্নমনে শরীর ধারণ করেন ॥ ১॥

ঔরসপুত্র দুহিতাকে পৈতৃক ধন প্রদান করেন না। তিনি তাকে ভর্তার প্রণয়ের আধার করেন। যদি পিতামাতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপাদন করেন, তাহলে তাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়াকর্ম করেন এবং অন্যজন সম্মানিত হন ॥ ২॥

হে ইন্দ্র! আপনি দীপ্তিযুক্ত, আপনার যজ্ঞের জন্য জ্বালার দ্বারা কম্পমান অগ্নি প্রভূত পুত্ররূপ (রশ্মি সমূহকে) উৎপাদন করেছে। এই সমস্ত রশ্মির জলরূপ গর্ভ মহান্, ওষধিরূপ জন্ম মহান্। হে হর্যশ্ব! আপনার সোমাহুতি প্রযুক্ত এই সমস্ত রশ্মির প্রবৃত্তি মহতী ॥ ৩॥

জয়শীল মরুৎবর্গ বৃত্রের সাথে যুদ্ধকারী ইন্দ্রের সাথে সঙ্গত হয়েছিলেন। সূর্যাখ্য মহৎ তেজ তমোরূপ বৃত্র হ'তে নির্গত হচ্ছে, মরুৎবর্গ তা জাত হয়েছিলেন। উষাগণ, ইন্দ্রকে সূর্য ব'লে জাত হয়ে তাঁর অভিমুখে গমন করেছিলেন। এক ইন্দ্র রশ্মি সমূহের পতি হয়েছিলেন ॥ ৪॥

ধীমান্, মেধাবী সপ্তসংখ্যক অঙ্গিরাবৃন্দ দস্যু পর্বতে নিরুদ্ধ গাভী সমূহকে অন্বেষণ ক'রে অপাবৃত করেছিলেন। তাঁরা মনে মনে নিশ্চয় ক'রে যে পথের দ্বারা প্রবেশ করেছিলেন সেই পথেই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁরা যজ্ঞপথে সমস্ত গাভীগুলিকে লাভ করেছিলেন। ইন্দ্র এই সমস্ত জাত হয়ে নমস্কারের দ্বারা অঙ্গিরাবৃন্দকে সম্ভাষণ পূর্বক পর্বতের মধ্যে প্রবেশ

করেছিলেন ॥ ৫ ॥

যখন সরমা, পর্বতের ভগ্ন দ্বার প্রাপ্ত হলেন, তখন ইন্দ্র পূর্বে প্রতিজ্ঞাত প্রচুর অন্ন অন্যান্য সামগ্রীর সাথে তাঁকে প্রদান করলেন। উত্তম পাদযুক্ত সরমা শব্দ পরিজ্ঞাত হয়ে সেই অভিমুখে গমনপূর্বক অক্ষয় গোসমূহের নিকট উপস্থিত হলেন ॥ ৬ ॥

অতিশয় মেধাবী ইন্দ্র অঙ্গিরাবর্গের সখ্যতার অভিলাষে গমন করলেন। পর্বত মহাযোদ্ধার জন্য গর্ভস্থিত গোধনগুলিকে বহিষ্কৃত ক'রে দিলেন। শত্রুহন্তা ইন্দ্র তরুণবয়স্ক মরুৎবর্গের সাথে তাদের প্রাপ্ত হলেন। অঙ্গিরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে পূজা করলেন ॥ ৭ ॥

যে ইন্দ্র উৎকৃষ্ট পদার্থের প্রতিনিধি, যিনি যুদ্ধে অগ্রগামী, যিনি সমস্ত জাতবস্তুকে অবগত আছেন, যিনি শুষ্ম (বা শুষ্ণ)-কে বধ করেছিলেন, সেই দূরদর্শী গোধন-অভিলাষী ইন্দ্র দ্যুলোক হ'তে সম্মান পূর্বক আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

অঙ্গিরাবৃন্দ মনে মনে গোধন লাভের ইচ্ছা ক'রে স্তোত্রের দ্বারা অমরত্ব লাভের উপায় পূর্বক যজ্ঞকার্যে সমাসীন হয়েছিলেন। এঁদের এই যজ্ঞে উপবেশন প্রভৃত, এঁরা সত্যভূত এই যজ্ঞের দ্বারা মাস সকল সংভক্ত করতে ইচ্ছা করেছিলেন ॥ ৯ ॥

অঙ্গিরাবর্গ আপন গোধন লক্ষ্য ক'রে সন্দর্শন পূর্বক পুরাজাত পুত্রের ধারণের নিমিত্ত দুগ্ধ দোহন ক'রে হৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের আনন্দধ্বনি দ্যাবাপৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেছিল। তাঁরা জগতে পূর্বের মতো অবস্থিতি করেছিলেন, গাভীগুলির রক্ষার নিমিত্ত বীরপুরুষগণকে নিযুক্ত করেছিলেন ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র সাহায্যের নিমিত্ত জাত মরুৎ-বর্গের সাথে বৃত্রকে বধ করেন। তিনিই অর্চনীয়, হোমের যোগ্য, মরুৎবর্গের সাথে গো সকলকে যজ্ঞের জন্য দান করেছিলেন। ঘৃতযুক্ত মনোহারিণী, প্রভূত হব্যদায়িনী, প্রশস্তা গাভী এঁর জন্য স্বাদুতর ক্ষীর ইত্যাদি দোহন করেছিলেন ॥ ১১ ॥

অঙ্গিরাবর্গ পালক ইন্দ্রের জন্য মহৎ, দীপ্তিমান্ স্থানসংস্কার করেছিলেন। সুকর্মশালী অঙ্গিরাবর্গ ইন্দ্রের উপযুক্ত ঐ স্থানটিকে বিশেষভাবে দর্শন করিয়েছিলেন। তাঁরা যজ্ঞে উপবেশন ক'রে জনয়িত্রী দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভরূপ অন্তরীক্ষের দ্বারা স্তম্ভনপূর্বক বেগবান্ ইন্দ্রকে দ্যুলোকে সংস্থাপন করেছিলেন ॥ ১২ ॥

দ্যাবাপৃথিবী পরস্পর বিশ্লিষ্ট হ'লে যদি মহতী স্তুতি ইন্দ্রকে তখনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও ধারণক্ষম করে, তবে ইন্দ্রের প্রতি শুদ্ধস্তুতি সঙ্গত করা হয়। সুতরাং ইন্দ্রের সমস্ত বল স্বভাবসিদ্ধ ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র। আমি আপনার মহৎসখ্য প্রার্থনা করছি, আপনার শক্তি প্রার্থনা করছি। আপনি বৃত্রহন্তা, আপনার নিকট বহু অশ্ব বহন করবার জন্য আগমন করে। আপনি বিদ্বান্, আমরা আপনাকে মহৎসখ্য, স্তোত্র ও হব্য প্রদান ক'রি। হে মঘবন্। আপনি আমাদের পালক, এইটি জ্ঞাত হোন ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র বিশেষভাবে অবগত হয়ে মহৎ ক্ষেত্র ও প্রভূত হিরণ্য সখাবৃন্দকে দান করেছেন, তারপর তাদের গো ইত্যাদিও দান করেছেন। তিনি দীপ্তিমান্; নেতা মরুৎবর্গের সাথে তিনি, সূর্য, উষা, পৃথিবী ও অগ্নিকে উৎপাদন করেছেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তমনা এই ইন্দ্র বিস্তীর্ণ, পরস্পর সঙ্গত ও বিশ্বের আনন্দকর, জলরাশিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা মাধুর্যযুক্ত সোমসমূহকে পবিত্রের দ্বারা শোধিত ক'রে, ও সমস্ত জগৎকে প্রীত ক'রে, রাত্রি দিন জগৎকে আপন আপন ব্যাপারে প্রেরণ করছে ॥ ১৬ ॥

সূর্যের মহিমায় সর্বপদার্থ ধারণকারী ও যজ্ঞের যোগ্য অহোরাত্রি উভয়ে ক্রমান্বয়ে আবর্তন করছে। ঋজুগতি, মিত্রভূত, কমনীয় মরুৎবর্গ, শত্রুর পরাভবের নিমিত্ত আপনার সামর্থ্য অনুসরণ

করতে সক্ষম ॥ ১৭ ॥

হে বৃত্রহন্! আপনি অবিনাশী, অভীষ্টবর্ষী ও অন্নের দাতা; আপনি আমাদের প্রিয়তম স্তুতি[illegible] স্বামী হন। আপনি মহান্, আপনি যজ্ঞে গমন করতে অভিলাষী। আপনি মহৎ আশ্রয় ও কল্যাণ[illegible] সখ্যের সাথে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ১৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি পুরাতন; অঙ্গিরাবর্গের মতো আমি আপনাকে পূজা করছি; আমি আপনার ভজনা করবার জন্য নূতন করছি। আপনি বহু দ্রোহকারীগণকে নিহত করুন। হে মঘবন্! আমাদে[illegible] উপভোগ্য ধন দান করুন ॥ ১৯ ॥

হে ইন্দ্র! পাবক জলরাশি সর্বত্র প্রসৃত হয়েছে; আমাদের জন্য এই অবিনাশী জলরাশির [illegible] জলের দ্বারা পূর্ণ করুন। আপনি রথবান্, আমাদের শত্রু হ'তে রক্ষা করুন; আমাদের অতি[illegible] গাভীসমূহের জেতা করুন ॥ ২০ ॥

বৃত্রহন্তা ও গাভীগণের স্বামী ইন্দ্র আমাদের গাভী দান করুন; কৃষ্ণবৃন্দকে দীপ্তিযুক্ত তেজের দ্বারা বিনাশ করুন। তিনি সত্যবাক্যে অঙ্গিরাবৃন্দকে প্রিয়তম গাভীসমূহ দান পূর্বক সমস্ত দ্বার রু[illegible] ক'রে দিয়েছিলেন ॥ ২১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অন্ন লাভ করুন; যুদ্ধে উৎসাহের দ্বারা প্রবৃদ্ধ, আপনি ধনবান্, প্রভূ[illegible] ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী ও ধনজেতা। আমরা অন্ন লাভের নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ২২ ॥

টীকা — ১ ঋক্ অনুসারে বোধগম্য হয় যে, পূর্বকালে পুত্র না হ'লে কন্যার বিবাহ প্রদান করার সময় জামাতার সাথে এমন বন্দোবস্ত করা হতো যে, ঐ কন্যার পুত্র কন্যার পিতার হবে, এবং দৌহিত্র হয়ে পৌত্রের কার্য করবে ॥ ২ ঋকে মূলে 'বহ্নি' শব্দ উভয় পুত্র ও কন্যা বোঝাচ্ছে। পুত্র থাকলে কন্যা সম্পত্তি প্রাপ্ত হন না। পুত্র ক্রিয়ার অধিকারী, কন্যা সম্মানিতা হন ॥ ৬ ঋক্ সম্পর্কে একটি উপাখ্যান উল্লেখযোগ্য। যথা,—পনিঃ নামক অসুরেরা দেবলোক হ'তে গাভী অপহরণ ক'রে অন্ধকারে রক্ষা করেছিলেন। ইন্দ্র মরুৎবর্গের সাথে তা উদ্ধার করেছিলেন। গাভীর অন্বেষণের নিমিত্ত সরমা নামী দেব-কুক্কুরীকে নিযুক্ত করেছিলেন, এবং সরমা অসুরদের সাথে বন্ধুত্ব ক'রে গাভীর অনুসন্ধান [illegible] করেছিলেন। সায়ণ। পণ্ডিত মক্ষমূলর বিবেচনা করেন এই বৈদিক উপাখ্যানটি প্রাতঃকালে প্রকৃতি সম্বন্ধীয় একটি উপমা মাত্র। তাঁর মতে, সরমা উষার একটি নাম। দেববৃন্দের গাভীগুলি অর্থাৎ সূর্যরশ্মি-সমূহ অন্ধকারের দ্বারা অপহৃত হয়েছে। দেবগণ ও মানুষেরা তাদের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। অবশেষে উষা দেখা দিলেন। তিনি বিদ্যুৎগতিতে ইতস্ততঃ ধাবমান হ'তে লাগলেন, যেমন আকাঙ্ক্ষিতের গন্ধে [illegible] কুক্কুরী ধাবিতা হয়। তিনি সন্ধান সহ প্রত্যাবর্তন করলে আলোকদেব ইন্দ্র প্রকাশ হয়ে অন্ধকারের সাথে যুদ্ধ করলেন এবং তাদের দুর্গ হ'তে সেই গাভী উদ্ধার করলেন।—ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, আমরা এই উপাখ্যানটি পূর্বেও আলোচনা করেছি ॥ ১৬ ঋকে 'তারা....প্রেরণ' করছে বলা হয়েছে। এই 'তারা' অর্থে অগ্নি, বায়ু ও সূর্যকে নির্দেশ করে। 'পবিত্র' অর্থে ছাঁকনি, পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে ॥ ১৯ ঋকে 'অদেব দ্রুহ' অর্থে সায়ণ 'দীপ্তিশূন্য দ্রোহকারী রাক্ষসগণ' করেছেন। 'দেবপূজারহিত অনার্যগণ'-ই প্রকৃত অর্থ। ২১ ঋকের 'কৃষ্ণবৃন্দ' (অর্থাৎ 'কৃষ্ণকায় দস্যুবৃন্দ') অর্থে 'কৃষ্ণবর্ণ আদিম বা অনার্য জাতিকে নির্দেশ করা হয়েছে। সায়ণ 'কর্মবিঘ্নকারী অসুরদের' করেছেন ॥

প্রথম অষ্টক থেকে ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-বিকাশরূপে আমরা যেভাবে ইন্দ্রকে অঙ্কিত করেছি, এই এবং এর পরবর্তী সূক্তগুলিতে সেই রূপই বিধৃত দেখা যায়। এই সূক্তে ইন্দ্র কখনও অগ্নিরূপে, কখনও সূর্যরূপে; আবার কখনও সূর্য, উষা, পৃথিবী ও অগ্নির উৎপাদকরূপে অঙ্কিত হয়েছেন।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৩২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্র সোমং সোমপতে পিবেমং মাধ্যন্দিনং সবনং চারু যত্তে।
প্রপ্রুথ্যা শিপ্রে মঘবন্নৃজীষিন্বিমুচ্যা হরী ইহ মাদয়স্ব॥ ১॥
গবাশিরং মন্থিনমিন্দ্র শুক্রং পিবা সোমং ররিমা তে মদায়।
ব্রহ্মকৃতা মারুতেনা গণেন সজোষা রুদ্রৈস্তৃপদা বৃষস্ব॥ ২॥
যে তে শুষ্মং যে তবিষীমবর্ধন্নর্চন্ত ইন্দ্র মরুতস্ত ওজঃ।
মাধ্যন্দিনে সবনে বজ্রহস্ত পিবা রুদ্রেভিঃ সগণঃ সুশিপ্র॥ ৩॥
ত ইন্নস্য মধুমদ্বিবিপ্র ইন্দ্রস্য শর্ধো মরুতো য আসন্।
যেভিবৃত্রস্যেষিতো বিবেদামর্মণো মন্যমানস্য মর্ম॥ ৪॥
মনুষ্বদিন্দ্র সবনং জুষাণঃ পিবা সোমং শশ্বতে বীর্যায়।
স আ ববৃৎস্ব হর্যশ্ব যজ্ঞৈঃ সরণ্যুভিরপো অর্ণা সিসর্ষি॥ ৫॥
ত্বমপো যদ্ধ বৃত্রং জঘন্বাঁ অত্যাঁ ইব প্রাসৃজঃ সর্তবাজৌ।
শয়ানমিন্দ্র চরতা বধেন বব্রিবাংসং পরি দেবীরদেবম্॥ ৬॥
যজাম ইন্নমসা বৃদ্ধমিন্দ্রং বৃহন্তমৃষ্বমজরং যুবানম্।
যস্য প্রিয়ে মমতুর্যজ্ঞিয়স্য ন রোদসী মহিমানং মমাতে॥ ৭॥
ইন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি ব্রতানি দেবা ন মিনন্তি বিশ্বে।
দাধার যঃ পৃথিবীং দ্যামুতেমাং জজান সূর্যমুষসং সুদংসাঃ॥ ৮॥
অদ্রোঘ সত্যং তব তন্মহিত্বং সদ্যো যজ্জাতো অপিবো হ সোমম্।
ন দ্যাব ইন্দ্র তবসস্ত ওজো নাহা ন মাসাঃ শরদো বরন্ত॥ ৯॥
ত্বং সদ্যো অপিবো জাত ইন্দ্র মদায় সোমং পরমে ব্যোমন্।
যদ্ধ দ্যাবাপৃথিবী অবিবেশীরথাভবঃ পূর্ব্যঃ কারুধায়াঃ॥ ১০॥
অহন্নহিং পরিশয়ানমর্ণ ওজায়মানং তুবিজাত তব্যান্।
ন তে মহিত্বমনু ভূদধ দ্যৌর্যদন্যয়া স্ফিগ্যাক্ষামবস্থাঃ॥ ১১॥
যজ্ঞো হি ত ইন্দ্র বর্ধনো ভূদুত প্রিয়ঃ সুতসোমো মিয়েধঃ।
যজ্ঞেন যজ্ঞমব যজ্ঞিয়ঃ সন্যজ্ঞস্তে বজ্রমহিহত্য আবৎ॥ ১২॥
যজ্ঞেনেন্দ্রমবসা চক্রে অর্বাগৈনং সুম্নায় নব্যসে ববৃত্যাম্।
যঃ স্তোমেভির্বাবৃধে পূর্ব্যেভির্যো মধ্যমেভিরুত নূতনেভিঃ॥ ১৩॥
বিবেষ যন্মা ধিষণা জজান স্তবৈ পুরা পার্যাদিন্দ্রমহ্নঃ।
অংহসো যত্র পীপরদ্যথা নো নাবেব যান্তমুভয়ে হবন্তে॥ ১৪॥

আপূর্ণো অস্য কলশঃ স্বাহা সেক্তেব কোশং সিসিচে পিবধ্যৈ।
সমু প্রিয়া আববৃত্রন্মদায় প্রদক্ষিণিদভি সোমাস ইন্দ্রম্॥ ১৫॥
ন ত্বা গভীরঃ পুরুহূত সিন্ধুর্নাদ্রয়ঃ পরি ষন্তো বরন্ত।
ইত্থা সখিভ্য ইষিতো যদিন্দ্রা দৃঢ়ং চিদরুজো গব্যমূর্বম্॥ ১৬॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্॥ ১৭॥

মন্ত্রার্থ — হে সোমপতি ইন্দ্র! এই মাধ্যন্দিন সবনে সোম পান করুন, যেহেতু এ আপনার প্রিয়। হে ধনবান্, ঋজীষসোমপায়ী ইন্দ্র! অশ্ব দু'টিকে রথ হ'তে মুক্ত ক'রে, তাদের হনু দু'টিকে খাদ্যে পূর্ণ ক'রে এই যজ্ঞে তাদের হৃষ্ট করুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! গব্যমিশ্রিত, মন্থসংযুক্ত, অভিনব সোম পান করুন; আপনার হর্ষের জন্য আমরা দান করছি। আপনি, স্তোত্রকারী মরুৎবর্গ ও রুদ্রবর্গের সাথে তৃপ্তি পর্যন্ত পান করুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! যে মরুৎবর্গ আপনার শত্রুশোষক তেজ বর্ধিত করে, যে মরুৎবর্গ আপনার বল বর্ধিত করে, সেই মরুৎবর্গ স্তব পূর্বক আপনার যুদ্ধ সামর্থ্য বর্ধিত করে। হে বজ্রহস্ত, শোভন হনুযুক্ত ইন্দ্র! রুদ্রবর্গের সাথে মাধ্যন্দিন সবনে সোমপান করুন ॥ ৩ ॥

মরুৎবর্গ ইন্দ্রের বলভূত হয়েছিলেন। আমার মর্মস্থান কেউ জানে না, বৃত্র এইরকম অভিমান করাতে, ইন্দ্র মরুৎবর্গ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে বৃত্রের মর্মস্থান জ্ঞাত হয়েছিলেন। সেই মরুৎবর্গ আপনাকে শীঘ্র মাধুর্যযুক্ত উৎসাহ বাক্য বলেছিলেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি মনুর যজ্ঞের মতো আমার এই যজ্ঞ সেবাপূর্বক শাশ্বত বলের জন্য সোম পান করুন। হে হর্যশ্ব! আপনি যজ্ঞের যোগ্য মরুৎবর্গের সাথে আগমন করুন; গমনশীল মরুৎবর্গের সাথে অন্তরীক্ষ হ'তে জল প্রেরণ করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! যেহেতু আপনি দীপ্তিমান্ জলের আবরণকারী, দীপ্তিরহিত ও শয়ান বৃত্রকে যুদ্ধে নিহত করেছেন, অতএব আপনি যুদ্ধকালে অশ্বের মতো জল নিঃসৃত ক'রে দিয়েছেন ॥ ৬ ॥

অতএব আমরা হব্যের দ্বারা প্রবৃদ্ধ ও মহান, জরারহিত ও নিত্যতরুণ, স্তোতব্য ইন্দ্রের পূজা ক'রি। পরিমাণরহিতো দ্যাবাপৃথিবী যজ্ঞের যোগ্য ইন্দ্রের মহিমা পরিচ্ছেদ করতে পারে না ॥ ৭ ॥

সমস্ত দেববৃন্দ ইন্দ্রের কর্ম সুকৃত ও বহুতর যজ্ঞ ইত্যাদি হিংসা করতে পারে না। এই ইন্দ্র ভূলোক, দ্যুলোক ও এই অন্তরীক্ষ লোক ধারণ ক'রে আছেন। তাঁর কর্ম রমণীয়, তিনি সূর্য ও উষাকে উৎপন্ন করেছেন ॥ ৮ ॥

হে দৌরাত্ম্যরহিত ইন্দ্র! আপনার মহিমাই যথার্থ মহিমা। যেহেতু আপনি উৎপন্ন হয়েই সোম পান করেন। আপনি বলবান্, স্বর্গ ইত্যাদি লোক আপনার তেজ নিবারণ করতে পারে না ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি জাতমাত্র সর্বোচ্চ স্বর্গপ্রদেশে অবস্থান করেই সদা আনন্দের জন্য সোম পান করেছেন। যখন আপনি দ্যাবাপৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন, তখনই আপনি পুরাতন সৃষ্টির বিধাতা হয়েছেন ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! অনেকে আপনা হ'তেই উৎপন্ন হয়েছে। যে অহি নিজেকে বলবান্ মনে ক'রে জল পরিবেষ্টনপূর্বক অবস্থিতি করছিল, সেই অহিকে আপনি প্রবৃদ্ধ হয়ে বিনাশ করেছেন। কিন্তু যখন

আপনি এক কটিতে পৃথিবীকে লুক্কায়িত ক'রে অবস্থিতি করেন, তখন স্বর্গ আপনার মহিমার ইয়ত্তা করতে পারে না ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের যজ্ঞ আপনার বৃদ্ধি সম্পাদন করে। যে কার্যে সোম অভিষুত হয়, তা আপনার প্রিয়। হে যজ্ঞের যোগ্য! আপনি যজ্ঞ হেতু আপনার যজমানকে রক্ষা করুন। এই যজ্ঞ অহিকে বিনাশ করবার জন্য আপনার বজ্রকে দৃঢ় করুক ॥ ১২ ॥

পুরাতম, মধ্যতন ও অধুনাতন স্তোমের দ্বারা যে ইন্দ্র বর্ধিত হন, যজমান রক্ষাকর যজ্ঞের দ্বারা সেই ইন্দ্রকে আপন অভিমুখে আনয়ন করছে ॥ ১৩ ॥

যখনই আমি মনে মনে ইন্দ্রকে স্তব করবার ইচ্ছা ক'রি, তখনই আমি স্তুতি ক'রি। আমি দূরবর্তী অশুভ দিবসের পূর্বেই ইন্দ্রকে স্তব ক'রি, তিনি যেমন আমাদের দুঃখের পারে উত্তীর্ণ করেন। এই জন্য উভয় কূলবর্তী লোকসমূহ নৌকারোহীকে যেমন আহ্বান করে, সেইরকম আমার উভয় কূলবর্তী লোকসমূহ ইন্দ্রকে আহ্বান করছে ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্রের কলস পূর্ণ হয়েছে, পানের নিমিত্ত স্বাহা শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। সেক্তা যেমন জলপাত্রে জলসেক করে, আমি সেইরকম সোম সেচন করছি। সুস্বাদু সোম ইন্দ্রের অভিমুখে প্রদক্ষিণপূর্বক তাঁর হর্ষের জন্য গমন করছে ॥ ১৫ ॥

হে বহুলোকের আহূত ইন্দ্র! গভীর সিন্ধু আপনাকে নিবারণ করতে পারে না, তার চতুর্দিকে বর্তমান অদ্রিসমূহ আপনাকে নিবারণ করতে পারে না। যেহেতু বন্ধুগণ কর্তৃক এই রকমে প্রার্থিত হয়ে অতি প্রবল, গব্য উর্বকে নিবারণ করেছো ॥ ১৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অন্ন লাভ করুন, যুদ্ধে উৎসাহের দ্বারা প্রবৃদ্ধ, আপনি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী ও ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ১৭ ॥

টীকা — স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র ১৬ ঋকের 'গব্যং উর্বাং'-এর বুঝতে পারেননি ব'লে উল্লেখ করেছেন। সায়ণ অবশ্য এটিকে 'বাড়বানল' বলেছেন। কোন বিদেশী পণ্ডিত এটিকে 'গভীর অবরোধকারী উর্বকে (বৃত্র)' করেছেন।

প্রথম অষ্টক থেকে ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-বিকাশরূপে আমরা যেভাবে ইন্দ্রকে অঙ্কিত করছি, এই সূক্তেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে ইন্দ্র ভক্তহৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব পান বা গ্রহণ করেন, যে ইন্দ্র জরারহিত ও নিত্যতরুণ, যে ইন্দ্র ত্রিলোক ধারণ ক'রে আছেন, যে ইন্দ্র সূর্য ও উষাকে উৎপন্ন করেছেন, ইত্যাদি—তিনি যে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই বিভূতিমাত্র, তাতে আর সংশয় কি?

◆ ◆

— ৩৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ৪, ৬, ৮ ও ১০ ঋক্ নদী, অবশিষ্ট বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্।]

প্র পর্বতানামুশতী উপস্থাদশ্বে ইব বিষিতে হাসমানে।
গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে বিপাট্ ছুতুদ্রী পয়সা জবেতে॥ ১॥

ইন্দ্রেষিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ।
সমারাণে উর্মিভিঃ পিন্বমানে অন্যা বামন্যামপ্যেতি শুভ্রে॥ ২॥
অচ্ছা সিন্ধুং মাতৃতমাময়াসং বিপাশমুর্বীং সুভগামগন্ম।
বৎসমিব মাতরা সংরিহাণে সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তী॥ ৩॥
এনা বয়ং পয়সা পিন্বমানা অনু যোনিং দেবকৃতং চরন্তীঃ।
ন বর্তবে প্রসবঃ সর্গতক্তঃ কিং যুর্বিপ্রো নদ্যো জোহবীতি॥ ৪॥
রমধ্বং মে বচসে সোম্যায় ঋতাবরীরূপ মুহূর্তমেবৈঃ।
প্র সিন্ধুমচ্ছা বৃহতী মনীষাবস্যুরহ্বে কুশিকস্য সূনুঃ॥ ৫॥
ইন্দ্রো অস্মাঁ অরদদ্বজ্রবাহুরপাহন্বৃত্রং পরিধিং নদীনাম্।
দেবোঽনয়ৎ সবিতা সুপাণিস্তস্য বয়ং প্রসবে যাম উর্বীঃ॥ ৬॥
প্রবাচ্যং শশ্বধা বীর্যং তদিন্দ্রস্য কর্ম যদহিং বিবৃশ্চত্।
বি বজ্রেণ পরিষদো জঘানায়ন্নাপোঽয়নমিচ্ছমানাঃ॥ ৭॥
এতদ্বচো জরিতর্মাপি মৃষ্ঠা আ যত্তে ঘোষানুত্তরা যুগানি।
উক্থেষু কারো প্রতি নো জুষস্ব মানো নি কঃ পুরুষত্রা নমস্তে॥ ৮॥
ও ষু স্বসারঃ কারবে শৃণোত যযৌ বো দূরাদনসা রথেন।
নি ষূ নমধ্বং ভবতা সুপারা অধোঅক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ॥ ৯॥
আ তে কারো শৃণবামা বচাংসি যযাথ দূরাদনসা রথেন।
নি তে নংসৈ পীপ্যানেব যোষা মর্যায়েব কন্যা শশ্বচৈ তে॥ ১০॥
যদঙ্গ ত্বা ভরতাঃ সন্তরেয়ুর্গব্যন্ গ্রাম ইষিত ইন্দ্রজূতঃ।
অর্ষাদহ প্রসবঃ সর্গতক্ত আ বো বৃণে সুমতিং যজ্ঞিয়ানাম্॥ ১১॥
অতারিষুর্ভরতা গব্যবঃ সমভক্ত বিপ্রঃ সুমতিং নদীনাম্।
প্র পিন্বধ্বমিষয়ন্তীঃ সুরাধা আ বক্ষণাঃ পৃণধ্বং যাত শীভম্॥ ১২॥
উদ্ব ঊর্মিঃ শম্যা হন্ত্বাপো যোক্ত্রাণি মুঞ্চত।
মাদুষ্কৃতৌ ব্যেনসাঘ্ন্যৌ শূনমারতাম্॥ ১৩॥

মন্ত্রার্থ — জলপ্রবাহবতী বিপাশ্ ও শুতুদ্রী নদীদ্বয় পর্বতের উৎসঙ্গ-প্রদেশ হ'তে সাগর-সঙ্গম-অভিলাষিণী হয়ে মন্দুরাবিমুক্ত ঘোটকীদ্বয়ের মতো স্পর্ধাপূর্বক গোদ্বয়ের মতো শোভমানা হয়ে বৎসলেহনে অভিলাষিণী ধেনুদ্বয়ের মতো বেগে গমন করছে ॥ ১॥

হে নদীদ্বয়! ইন্দ্র তোমাদের প্রেরণ করছেন, তোমরা তাঁর প্রার্থনা রক্ষা করছো, ও রথীদ্বয়ের মতো সমুদ্রের অভিমুখে গমন করছো। তোমরা একযোগে প্রবাহিত হয়ে তরঙ্গের দ্বারা বর্ধিত হয়ে পরস্পর পরস্পরের নিকট গমনপূর্বক শোভা প্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ২॥

মাতৃসদৃশী শুতুদ্রী নদীর নিকট উপস্থিত হয়েছি, মহতী সৌভাগ্যবতী বিপাশ্ নদীর নিকট উপস্থিত হয়েছি। এরা উভয়ে বৎস-লেহন-অভিলাষিণী ধেনুর মতো এক স্থানের অভিমুখে গমন করছে ॥ ৩॥

(নদীদ্বয়) : আমরা এই জলের ধারা স্ফীত হয়ে দেবকৃত স্থানের অভিমুখে গমন করছি।

আমাদের গমনের উদ্যোগ নিবৃত্ত হবার নয়। কি নিমিত্ত এই বিপ্র (বিশ্বামিত্র) বারবোর নদীগণকে আহ্বান করছে? ॥ ৪ ॥

(বিশ্বামিত্র) : হে জলবতী নদীদ্বয়! আমার সোম সম্পাদক বাক্যের জন্য মুহূর্তের জন্য গমন হ'তে বিরত হও। আমি কুশিকের পুত্র, আমি প্রদানের অভিলাষে মহতী স্তুতির দ্বারা নদীকে আমার উদ্দেশে আহ্বান করছি ॥ ৫ ॥

(নদীদ্বয়) : নদীগুলির পরিবেষ্টক বৃত্রকে হনন ক'রে বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদের খনন করেছেন। জগতের প্রেরক, সুহস্ত, দ্যুতিমান্ ইন্দ্র আমাদের প্রেরণ করেছেন, তাঁর আজ্ঞায় আমরা প্রভূত হয়ে গমন করছি ॥ ৬ ॥

(বিশ্বামিত্র) : ইন্দ্র যে অহিকে বিদীর্ণ করেছিলেন, তাঁর সেই বীর কর্ম সর্বদা কীর্তন করা উচিত। ইন্দ্র চতুর্দিকে আসীন অর্থাৎ অবরোধকারীবৃন্দকে বজ্রের দ্বারা বধ করেছিলেন। গমন-অভিলাষী জলরাশি আগমন করেছিল ॥ ৭ ॥

(নদীদ্বয়) : হে স্তোতা! তুমি এই যে বাক্য ঘোষণা করছো, তা বিস্মৃত হয়ো না; ভবিষ্যৎ যজ্ঞ দিবসে তুমি উক্থ রচনা ক'রে আমাদের সেবা কোরো। আমরা তোমাকে নমস্কার করছি, আমাদের পুরুষের মতো প্রগল্‌ভ কোরো না ॥ ৮ ॥

(বিশ্বামিত্র) : হে ভগ্নীভূত নদীদ্বয়! আমি স্তব করছি। আমাকে শ্রবণ করো। আমি দূরদেশ হ'তে রথ ও অশ্ব গ্রহণ ক'রে আগমন করছি। তোমরা অবনত হও, যাতে সুখে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। হে নদীদ্বয়! তোমরা স্রোতের জল গ্রহণ ক'রে রথচক্রের অক্ষের অধোদেশে গমন করো ॥ ৯ ॥

(নদীদ্বয়) : হে স্তোতা! আমরা তোমার এই সকল বাক্য শ্রবণ করলাম; তুমি দূর হ'তে আগত হয়েছো, অতএব রথ ও শকটের সাথে গমন করো। মাতা যেমন পুত্রকে স্তন পান করাবার জন্য এবং যুবতী যেমন মানুষকে আলিঙ্গন করাবার জন্য অবনত হয়, সেই রকম আমরা তোমার জন্য অবনত হচ্ছি ॥ ১০ ॥

(বিশ্বামিত্র) : হে নদীদ্বয়! যেহেতু ভারতগণ তোমাদের উত্তীর্ণ হবে, যেহেতু উত্তীর্ণ হ'তে অভিলাষী ভরতবংশীয়গণ ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত ও তোমাদের কর্তৃক অনুজ্ঞাত হয়ে উত্তীর্ণ হবে, ও উত্তীর্ণ হবার উদ্যোগ করছে ও অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে, অতএব আমি সর্বত্র তোমাদের স্তুতি করবো; তোমরা যজ্ঞের যোগ্য ॥ ১১ ॥

গোধনের অভিলাষী ভারতগণ উত্তীর্ণ হলেন, বিপ্র নদীগুলির সুন্দর স্তুতি করছেন। তোমরা অন্নকারিণী ও ধনযুক্তা হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সমূহকে তৃপ্ত করো ও পরিপূর্ণ করো এবং শীঘ্র গমন করো ॥ ১২ ॥

হে নদীদ্বয়! তোমাদের তরঙ্গ এমনভাবে প্রবাহিত হোক যে, যুগকীল তার উপরে অবস্থান করুক; তোমরা রজ্জু স্পর্শ কোরো না ॥ ১৩ ॥

টীকা — ১ সূক্তটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভারত প্রভৃতি দশ জাতি যখন সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করছিল, সৈন্যদল নদী পার হবার সময় ভারতদের পুরোহিত বিশ্বামিত্র নদীদ্বয়কে এই এবং পরবর্তী দুটি সূক্তের দ্বারা স্তব করেন। সুদাস পিজবন রাজার পুত্র এবং ঋগ্বেদে উল্লিখিত সকল রাজগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ভারতগণের সাথে যুদ্ধে সুদাস জয়লাভ করেন। তখন সুদাসের পুরোহিত বশিষ্ঠও জয়গীত রচনা করেছিলেন (৭ মণ্ডলের ১৮ ও ৮৩ সূক্তে এর উল্লেখ আছে)॥ ১৩ ঋকের 'যুগকীল' অর্থে উইলসনের মত "The pin of the yoke" (জোয়ালের কীলক)॥

◆ ◆

— ৩৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রঃ পূর্ভিদাতিরদ্দাসমর্কৈর্বিদদ্বসুর্দয়মানো বিশত্রূন্।
ব্রহ্মজূতস্তন্বা বাবৃধানো ভূরিদাত্র আপৃণদ্রোদসী উভে॥ ১॥
মখস্য তে তবিষস্য প্র জূতিমিয়র্মি বাচমমৃতায় ভূষন্।
ইন্দ্র ক্ষিতীনামসি মানুষীণাং বিশাং দৈবীনামুত পূর্বযাবা॥ ২॥
ইন্দ্রো বৃত্রমবৃণোচ্ছর্ধনীতিঃ প্র মায়িনামমিনাদ্বর্পণীতিঃ।
অহন্ব্যংসমুশধগ্বনেষ্বাবির্ধেনা অকৃণোদ্রাম্যাণাম্॥ ৩॥
ইন্দ্রঃ স্বর্ষা জনয়ন্নহানি জিগায়োশিগ্‌ভিঃ পৃতনা অভিষ্টিঃ।
প্রারোচয়ন্মনবে কেতুমহ্নামবিন্দজ্জ্যোতির্বৃহতে রণায়॥ ৪॥
ইন্দ্রস্তুজো বর্হণা আ বিবেশ নৃবদ্দধানো নর্যা পুরূণি।
অচেতয়দ্ধিয় ইমা জরিত্রে প্রেমং বর্ণমতিরচ্ছুক্রমাসাম্॥ ৫॥
মহো মহানি পনয়ন্ত্যস্যেন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি।
বৃজনেন বৃজিনান্ত্সং পিপেষ মায়াভি দস্যূঁরভিভূত্যোজাঃ॥ ৬॥
যুধেন্দ্রো মহ্না বরিবশ্চকার দেবেভ্যঃ সৎপতিশ্চর্ষণিপ্রাঃ।
বিবস্বতঃ সদনে অস্য তানি বিপ্রা উক্‌থেভিঃ কবয়ো গৃণন্তি॥ ৭
সত্রাসাহং বরেণ্যং সহোদাং সসবাংসং স্বরপশ্চ দেবীঃ।
সসান যঃ পৃথিবীং দ্যামুতেমামিন্দ্রং মদন্ত্যনু ধীরণাসঃ॥ ৮॥
সসানাত্যাঁ উত সূর্যং সসানেন্দ্রঃ সসান পুরুভোজসং গাম্।
হিরণ্যয়মুত ভোগং সসান হত্বী দস্যূন্প্রার্যং বর্ণমাবৎ॥ ৯॥
ইন্দ্র ওষধীরসনোদহানি বনস্পতীঁরসনোদন্তরিক্ষম্।
বিভেদ বলং নুনুদে বিবাচোহথাভবদ্দমিতাভিক্রতুনাম্॥ ১০॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — পুরভেদী, মহিমাসূচক ধনযুক্ত ইন্দ্র, শত্রুবর্গকে হিংসাপূর্বক তেজের দ্বারা দাসকে জয় করেছেন। স্তোত্রের দ্বারা আকৃষ্ট, বর্ধিতশরীর ও বহু অস্ত্রধারী ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেছেন॥ ১॥

হে ইন্দ্র। আপনি পূজনীয় ও বলবান্, আপনাকে অলঙ্কৃত ক'রে অন্নের জন্য আপনার প্রেরিত স্তুতি উচ্চারণ করছি। আপনি মানুষবর্গের এবং দেববর্গের অগ্রগামী॥ ২॥

হে ইন্দ্র। আপনার কর্ম প্রসিদ্ধ, আপনি বৃত্রকে অবরোধ করেছিলেন। শত্রুবর্গের আক্রমণ

নিবারক ইন্দ্র মায়াবীবৃন্দকে বিশেষভাবে বধ করেছেন। শত্রুবধে অভিলাষী ইন্দ্র বনে লুক্কায়িত স্কন্ধহীন শত্রুকে বিনাশ করেছেন, রাম্যগণের গাভী সকল আবিষ্কৃত করেছেন ॥ ৩ ॥

স্বর্প্রদ ইন্দ্র দিবস উৎপন্ন ক'রে যুদ্ধে অভিলাষী অঙ্গিরাবর্গের সাথে পরকীয় সেনাগণকে পরিভবপূর্বক জয় করলেন। মানুষের জন্য দিবসের কেতুস্বরূপ সূর্যকে প্রদীপ্ত করেছিলেন, মহাযুদ্ধের জন্য জ্যোতি প্রকাশ প্রাপ্ত হলো ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র বহু ধন গ্রহণ ক'রে বাধাদায়িনী ও বর্ধমানা শত্রুসেনার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি স্তোতার জন্য উষাকে চৈতন্য প্রদান করেছেন এবং তাদের শুভ্র বর্ণ তেজ বর্ধিত করেছেন ॥ ৫ ॥

ইন্দ্র মহান্, উপাসকবৃন্দ তাঁর প্রভূত সৎকার্যের প্রশংসা করছে। তিনি বলের দ্বারা বলবান্‌বর্গকে চূর্ণ করছেন। পরাভবকারীকে জয়যুক্ত ইন্দ্র দস্যুবর্গকে মায়ার দ্বারা চূর্ণ করেছেন ॥ ৬ ॥

দেবপতি ও মানুষদের বরপ্রদ ইন্দ্র মহাযুদ্ধে ধনলাভ ক'রে স্তোতাগণকে দান করলেন। মেধাবী স্তোতাগণ যজমানের গৃহে উক্থের দ্বারা ইন্দ্রের কীর্তি সমূহ স্তব করছেন ॥ ৭ ॥

স্তোতাবর্গ সকলের জেতা, বরণীয়, বলপ্রদ, স্বর্গ এবং স্বর্গীয় জলের স্বামী ইন্দ্রের আনন্দে আনন্দিত হচ্ছেন। ইন্দ্র পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ দান করেছেন ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র অশ্ব দান করেছেন, সূর্য দান করেছেন, বহু লোকের উপভোগযোগ্য গোধন দান করেছেন, সুবর্ণময় ধন দান করেছেন, দস্যুবর্গকে বধ ক'রে আর্যবর্ণকে রক্ষা করেছেন ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র ওষধি প্রদান করেছেন, দিবস প্রদান করেছেন, বনস্পতি ও অন্তরীক্ষগণকে প্রদান করেছেন। তিনি মেঘ ভেদ করেছেন, বিরুদ্ধবাদীগণকে বধ করেছেন; যারা অভিমুখে যুদ্ধ করতে আগমন করে, তাদের বধ করেছেন ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অন্নলাভ করুন, যুদ্ধে উৎসাহের দ্বারা প্রবৃদ্ধ, আপনি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান জ্ঞাপন করছি ॥ ১১ ॥

টীকা — স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র ও ঋকে উল্লেখিত 'রাম্যাণাম'-এর অর্থ বুঝতে পারেননি ব'লে স্বীকার করেছেন। সায়ণ অর্থ করেছেন, 'রাত্রি'। এই ব্যাখ্যা সঙ্গীত ব'লে বোধ হয় না ॥ ৯ ঋকে মূলে "হত্বী দস্যূন্...বর্ণং আবৎ" আছে। 'বর্ণ' অর্থে জাতি; ঋগ্বেদের রচনার সময়ে কেবল দুই জাতি ছিল, আর্য ও দস্যু; তা এই ঋকেই প্রতীয়মান হয়।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে ইন্দ্রের ঈশ্বরীয় বিভূতি-বিকাশ সম্বন্ধে নূতন ক'রে বলার অপেক্ষা থাকে না। এই সূক্তের পদে পদে তার প্রমাণ বিধৃত রয়েছে।

◆ ◆

— ৩৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

তিষ্ঠা হরী রথ আ যুজ্যমানা যাহি বায়ুর্ন নিযুতো নো অচ্ছ।
পিবাস্যন্ধো অভিসৃষ্টো অস্মে ইন্দ্র স্বাহা ররিমা তে মদায় ॥ ১ ॥

উপাজিরা পুরুহূতায় সপ্তী হরী রথস্য ধূর্ষা যুনজ্মি।
দ্রবদ্যথা সম্ভৃতং বিশ্বতশ্চিদুপেমং যজ্ঞমা বহাত ইন্দ্রম্॥ ২॥
উপো নয়স্ব বৃষণা তপুষ্পোতেমব ত্বং বৃষভ স্বধাবঃ।
গ্রসেতামশ্বা বি মুচেহ শোণা দিবেদিবে সদৃশীরদ্ধি ধানাঃ॥ ৩॥
ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মি হরী সখায়া সধমাধ আশূ।
স্থিরং রথং সুখমিন্দ্রাধিতিষ্ঠন্ প্রজানন্বিদ্বাঁ উপ যাহি সোমম্॥ ৪॥
মা তে হরী বৃষণা বীতপৃষ্ঠা নি রীরমন্যজমানাসো অন্যে।
অত্যায়াহি শশ্বতো বয়ং তেহরং সুতেভিঃ কৃণবাম সোমৈঃ॥ ৫॥
তবায়ং সোমস্ত্বমেহ্যর্বাঙ্ শশ্বত্তমং সুমনা অস্য পাহি।
অস্মিন্যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্যা দধিষ্বেমং জঠর ইন্দুমিন্দ্র॥ ৬॥
স্তীর্ণং তে বর্হিঃ সুত ইন্দ্র সোমঃ কৃতা ধানা অত্তবে তে হরিভ্যাং।
তদোকসে পুরুশাকায় বৃষ্ণে মরুত্বতে তুভ্যং রাতা হবীংষি॥ ৭॥
ইমং নরঃ পর্বতাস্তুভ্যমাপঃ সমিন্দ্র গোভির্মধুমন্তমক্রন্।
তস্যাগত্যা সুমনা ঋষ্ব পাহি প্রজানন্বিদ্বাৎপথ্যা অনু স্বাঃ॥ ৮॥
যাঁ আভজো মরুত ইন্দ্র সোমে যে ত্বামবর্ধন্নভবন্ গণস্তে।
তেভিরেতং সজোষা বাবশানোঽগ্নেঃ পিব জিহ্বয়া সোমমিন্দ্র॥ ৯॥
ইন্দ্র পিব স্বধয়া চিৎসুতস্যাগ্নের্বা পাহি জিহ্বয়া যজত্র।
অধ্বর্যোর্বা প্রযতং শক্রহস্তাদ্ধোতুর্বা যজ্ঞং হবিষো জুষস্ব॥ ১০॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র। হরিনামক অশ্বদ্বয় রথে যোজিত হচ্ছে। আপনি তাদের জন্য বায়ু যেমন নিযুতের জন্য অপেক্ষা করে, সেইরকম কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। আমাদের প্রদত্ত সোম পান করুন; আমরা স্বাহা শব্দ উচ্চারণপূর্বক আপনার আনন্দের নিমিত্ত সোমপান করছি ॥ ১ ॥

বহু লোকের আহূত ইন্দ্রের গমনের নিমিত্ত রথের অগ্রভাগে দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় সংযোজিত করছি। অশ্ব দু'টি সর্বতোভাবে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞের প্রতি ইন্দ্রকে আনয়ন করুক ॥ ২ ॥

হে অভীষ্টবর্ষী অন্নবান্ ইন্দ্র। আপনার বীর্যবান্ শত্রুভয়ত্রাতা অশ্ব দু'টিকে আমাদের নিকট আনয়ন করুন; আপনি এই যজমানকে রক্ষা করুন। রক্তবর্ণ অশ্ব দু'টিকে এই দেবযজনে মুক্ত ক'রে দিন, তারা ভক্ষণ করুক। আপনি সমান বিশিষ্ট উপযুক্ত ধান্য ভক্ষণ করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র। আপনার যে অশ্ব দু'টি মন্ত্রের দ্বারা যোজিত হয়, এবং যুদ্ধে যাদের সমান প্রসিদ্ধি, মন্ত্রবলে সেই অশ্ব দু'টিকে যোজিত করছি। হে ইন্দ্র। আপনি বিদ্বান্, আপনি জাত হয়ে সুদৃঢ় এবং সুখকর রথে আরোহণ পূর্বক সোমের নিকট আগমন করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! অন্য যজমানবৃন্দ যেন আপনার বীর্যবান্ ও কমনীয় পৃষ্ঠবিশিষ্ট হরিদ্বয়কে আনন্দিত না করে। আমরা অভিযুত সোমের দ্বারা আপনার পর্যাপ্তভাবে তৃপ্তিসাধন করবো; আপনি বহুতর যজমানকে অতিক্রম ক'রে শীঘ্র আগমন করুন ॥ ৫ ॥

এই সোম আপনার, আপনি এর অভিমুখে আগমন করুন। প্রীতমনে এই প্রভূত সোম পান করুন। হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞে কুশের উপরে উপবেশন পূর্বক এই সোমকে জঠরে স্থাপন করুন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার জন্য কুশ আস্তীর্ণ করা হয়েছে, সোম অভিষুত হয়েছে, আপনার অশ্ব দুটির ভোজনের জন্য ধানা প্রস্তুত হয়েছে। কুশ আপনার আসন; অনেকে আপনার স্তব করে, আপনি অভীষ্টবর্ষী, আপনার মরুৎ সেনা আছে; আপনার নিমিত্ত হব্য সকল বিস্তৃত হয়েছে ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার জন্য অধ্বর্যুবৃন্দ প্রস্তর ও জল এই সোম দুগ্ধকে মধুর রসবিশিষ্ট করেছে। হে দর্শনীয় ও বিদ্বান্ ইন্দ্র! আপনি প্রসন্ন মনে আপন হিতকর স্তুতি অবগত হয়ে সোম পান করুন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! সোমপানের সময়ে যে মরুৎবর্গকে সম্ভাবিত করেন, যাঁরা যুদ্ধে আপনাকে বর্ধিত করেন ও আপনার সহায় হন, সেই সকল মরুৎবর্গের সাথে মিলিত হয়ে সোমপানে অভিলাষী হয়ে অগ্নির জিহ্বার দ্বারা পান করুন ॥ ৯ ॥

হে যজনীয় ইন্দ্র! স্বধার দ্বারা অথবা অগ্নির জিহ্বার দ্বারা অভিষুত সোম পান করুন। হে শক্র! অধ্বর্যুর হস্তের দ্বারা প্রদত্ত সোম অথবা হোতার যজনীয় হব্য সেবা করুন ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অন্নলাভকর যুদ্ধে উৎসাহের দ্বারা প্রবৃদ্ধ; আপনি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য আপনাকে আহ্বান জ্ঞাপন করছি ॥ ১১ ॥

টীকা — ৩ ঋকে মূলে 'সমৃণীঃ অস্তি ধানাঃ' আছে। সায়ণ অর্থ করেছেন 'ভৃষ্ট যবান্।' ধান শব্দ ঋগ্বেদে অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র তার শব্দার্থ ধানা করেছেন; কিন্তু তার অর্থ চাউল নয়, অর্থ 'ভাজা যব'। ব্রীহি অর্থে চাউল, কিন্তু ঋগ্বেদে এ শব্দের ব্যবহার নেই।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য পূর্বাপর একইরকম।

◆ ◆

— ৩৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র, কেবল ১০ ঋক্‌টি অঙ্গিরাবংশীয় ঘোর। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইমামূ ষু প্রভৃতিং সাতয়ে ধাঃ শশ্বচ্ছশ্বদূতিভির্যাদমানঃ।
সুতেসুতে বাবৃধে বর্ধনেভির্যঃ কর্মভির্মহদ্ভিঃ সুশ্রুতো ভূৎ॥ ১॥
ইন্দ্রায় সোমাঃ প্রদিবো বিদানা ঋভুর্যেভির্বৃষপর্বা বিহায়াঃ।
প্রযম্যমানাৎ প্রতি ষূ গৃভায়েন্দ্র পিব বৃষধূতস্য বৃষ্ণঃ॥ ২॥
পিবা বর্ধস্ব তব ঘা সুতাস ইন্দ্র সোমাসঃ প্রথমা উতেমে।
যথাপিবঃ পূর্ব্যা ইন্দ্র সোমাঁ এবা পাহি পন্যো অদ্যা নবীয়ান্॥ ৩॥

মহাঁ অমত্রো বৃজনে বিরপ্শ্যুগ্রং শবঃ পত্যতে ধৃষ্ম্বোজঃ।
নাহ বিব্যাচ পৃথিবী চনৈনং যৎসোমাসো হর্যশ্বমমন্দন্॥ ৪॥
মহাঁ উগ্রো বাবৃধে বীর্যায় সমাচক্রে বৃষভঃ কাব্যেন;
ইন্দ্রো ভগো বাজদা অস্য গাবঃ প্র জায়ন্তে দক্ষিণা অস্য পূর্বীঃ॥ ৫॥
প্র যৎসিন্ধবঃ প্রসবং যথায়ন্নাপঃ সমুদ্রং রথ্যেব জগ্মুঃ।
অতশ্চিদিন্দ্রঃ সদসো বরীয়ান্যদীং সোমঃ পৃণতি দুগ্ধো অংশুঃ॥ ৬॥
সমুদ্রেণ সিন্ধবো যাদমানা ইন্দ্রায় সোমং সুষুতং ভরন্তঃ।
অংশুং দুহন্তি হস্তিনো ভরিত্রৈর্মধ্বঃ পুনন্তি ধারয়া পবিত্রৈঃ॥ ৭॥
হ্রদা ইব কুক্ষয়ঃ সোমধানাঃ সমীং বিব্যাচ সবনা পুরূণি।
অন্না যদিন্দ্রঃ প্রথমা ব্যাশ বৃত্রং জঘন্বাঁ অবৃণীত সোমম্॥ ৮॥
আ তূ ভর মাকিরেতৎ পরি ষ্ঠাদ্বিদ্মা হি ত্বা বসুপতিং বসূনাম্।
ইন্দ্রো যত্তে মাহিনং দত্রমস্ত্যস্মভ্যং তদ্ধর্যশ্ব প্র যংধি॥ ৯॥
অস্মে প্র যংধি মঘবন্নৃজীষিন্নিন্দ্র রায়ো বিশ্ববারস্য ভূরেঃ।
অস্মে শতং শরদো জীবসে ধা অস্মে বীরাঞ্ছশ্বত ইন্দ্র শিপ্রিন্॥ ১০॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র। মরুৎবর্গের সাথে সর্বদা আগমন ক'রে বিশেষভাবে প্রস্তুত সোম ধন দানের নিমিত্ত ধারণ করুন। যে ইন্দ্র বৃহৎ কর্মের দ্বারা প্রখ্যাত হয়েছেন, তিনি প্রত্যেক সোমের অভিষবে পুষ্টিসাধক হব্যের দ্বারা বর্ধিত হয়েছেন ॥ ১ ॥

পূর্বকালে ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রদত্ত হয়েছে, যার দ্বারা তিনি কালান্তক, দীপ্ত ও মহান্ হয়েছেন। হে ইন্দ্র! আপনি এই প্রদত্ত সোম গ্রহণ করুন, এবং স্বর্গ ইত্যাদি ফলপ্রদ প্রস্তরের দ্বারা অভিষুত সোম পান করুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! পান করুন ও পরিতুষ্ট হোন। আপনার নিমিত্ত প্রাচীন ও নূতন সোম অভিষুত হয়েছে। হে ইন্দ্র! আপনি স্তুতির যোগ্য, আপনি পুরাতন সোম যেমন পান করেছিলেন, সেইরকম এই ক্ষণে নূতন সোম পান করুন ॥ ৩ ॥

যে ইন্দ্র অতিশয় সামর্থবান্, যুদ্ধে শত্রুগণের অভিভবিতা, এবং শত্রুগণের আহ্বানকারী, সেই ইন্দ্রের উগ্রবল ও দুর্ধর্ষতেজ সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছে। যখন সোমরস হর্যশ্ব ইন্দ্রকে হৃষ্ট করে, তখন পৃথিবী এবং স্বর্গও তাঁকে ধারণ করতে পারে না ॥ ৪ ॥

বলবান্, উগ্র, অভীষ্টবর্ষী ও দাতা ইন্দ্র, বীরকীর্তির নিমিত্ত প্রবৃদ্ধ হয়েছেন, স্তোত্রের সাথে মিলিত হয়েছেন। ইন্দ্রের গো সমূহ ক্ষীরপ্রদ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে; ইন্দ্রের দান প্রভূত ॥ ৫ ॥

নদীগণ যখন প্রসব অনুসরণ ক'রে দূরবর্তী সমুদ্রে গমন করে, তখন জল রথীর মতো গমন করে। সেইরকম বরীয়ান্ ইন্দ্র এই অন্তরীক্ষ হ'তে অভিষুত লতাখণ্ডরূপ সোমের দিকে ধাবিত হন ॥ ৬ ॥

সমুদ্রসঙ্গমে অভিলাষী নদীগুলি যেমন সমুদ্রকে পূর্ণ করে, সেই রকম অধ্বর্যুবৃন্দ ইন্দ্রের জন্য অভিষুত সোম সম্পাদনপূর্বক হস্তের দ্বারা লতা দোহন ক'রে ও পবিত্রের দ্বারা ধারারূপ মধুর সোমরস শোধন করে ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রের উদর হ্রদের মতো সোমের আধার। তিনি বহু যজ্ঞ একবারে ব্যাপ্ত করেন। যেহেতু ইন্দ্র প্রথম ভক্ষণীয় সোম ইত্যাদি ভক্ষণ করেছেন, পরে বৃত্রকে নিহত ক'রে দেববৃন্দকে ভাগ ক'রে দিয়েছেন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! শীঘ্র ধন প্রদান করুন। আপনার এই ধন কে বদ্ধ করতে পারে? আমরা আপনাকে ধনের স্বামী ব'লে জ্ঞাত আছি। আপনার যে মহনীয় ধন আছে, হে ইন্দ্র! তা আমাদের প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

হে মঘবন্! হে ঋজীষী সোমবিশিষ্ট ইন্দ্র! আপনি সকলের বরণীয় প্রভূত ধন দান করুন; আমাদের জীবনের জন্য শত বৎসর প্রদান করুন। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমাদের বহু বীর পুত্র প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অন্নলাভকর যুদ্ধে উৎসাহের দ্বারা প্রবৃদ্ধ; আপনি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ১১ ॥

টীকা — ১০ ঋকে ও ঋগ্বেদের অন্যান্য অনেক স্থানে একশত বৎসরই মানুষদের আয়ুর পরিমাণ ব'লে নির্দিষ্ট হয়েছে। ঋষিবর্গের সহস্রাধিক বৎসর দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধীয় পৌরাণিক গল্পকথা ঋগ্বেদ রচনার সময় কল্পিত হয়নি। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি। 'ঋজীষী' অর্থে ধনসম্পন্ন।

আমাদের পূর্বাপর আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে আমরা ইন্দ্রের ঈশ্বরীয় বিভূতি-বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সোম নামক মাদকে পূর্ণ-জঠর অর্থাৎ মদ্যপ ইন্দ্রের পরিবর্তে ভক্ত হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল ইন্দ্রের স্বরূপ এই ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে ব'লে মনে করি ।

◆ ◆

— ৩৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

বার্ত্রহত্যায় শবসে পৃতনাষাহ্যায় চ। ইন্দ্র ত্বা বর্তয়ামসি ॥ ১ ॥
অর্বাচীনং সু তে মন উত চক্ষুঃ শতক্রতো। ইন্দ্র কৃণ্বন্তু বাঘতঃ ॥ ২ ॥
নামানি তে শতক্রতো বিশ্বাভির্গীর্ভিরীমহে। ইন্দ্রাভিমাতিষাহ্যে ॥ ৩ ॥
পুরুষ্টুতস্য ধামভিঃ শতেন মহয়ামসি। ইন্দ্রস্য চর্ষণীধৃত ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে পুরুহূতমুপ ব্রুবে। ভরেষু বাজসাতয়ে ॥ ৫ ॥
বাজেষু সাসহির্ভব ত্বামীমহে শতক্রতো। ইন্দ্র বৃত্রায় হন্তবে ॥ ৬ ॥
দ্যুম্নেষু পৃতনাজ্যে পৃৎসুতূর্ষু শ্রবঃসু চ। ইন্দ্র সাক্ষ্বাভিমাতিষু ॥ ৭ ॥
শুষ্মিন্তমং ন উতয়ে দ্যুম্নিনং পাহি জাগৃবিম্। ইন্দ্র সোমং শতক্রতো ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু। ইন্দ্র তানি ত আ বৃণে॥ ৯॥
অগন্নিন্দ্র শ্রবো বৃহদ্দ্যুম্নং দধিষ্ব দুষ্টরম্। উৎতে শুষ্মং তিরামসি॥ ১০॥
অর্বাবতো ন আ গহ্যথো শক্র পরাবতঃ।
উ লোকো যস্তে অদ্রিব ইন্দ্রেহ তত আ গহি॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! বৃত্র বিনাশকর বল লাভের জন্য ও শত্রুসেনার অভিভবের জন্য তোমাকে প্রবর্তিত করছি ॥ ১ ॥

হে শতক্রতু! স্তোতাবর্গ আপনার মন ও চক্ষু প্রীত ক'রে আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করুক ॥ ২ ॥

হে শতক্রতু! আমরা গর্বিত শত্রুবর্গের অভিভবকর যুদ্ধে সমস্ত স্তুতির দ্বারা আপনার নাম কীর্তন করবো ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র সকলের স্তুতির যোগ্য, অপরিমিত তেজবিশিষ্ট, এবং মানুষবর্গের স্বামী; আমরা তাঁর স্তুতি করছি ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! বৃত্রকে বিনাশ করবার জন্য এবং যুদ্ধে ধন লাভের জন্য বহু লোকের আহূত ইন্দ্রকে আহ্বান করছি ॥ ৫ ॥

হে শতক্রতু! আপনি যুদ্ধে শত্রুবৃন্দের অভিভবকারী হোন; বৃত্রকে বিনাশ করবার জন্য আমরা আপনাকে প্রার্থনা করছি ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! যারা ধনে, যুদ্ধে, ধারসমূহে ও বলে আমাদের অভিমানী শত্রু, তাদের পরাজয় করুন ॥ ৭ ॥

হে শতক্রতু! আমাদের আশ্রয় দানের জন্য অতিশয় বলবান্, দীপ্তিযুক্ত, স্বপ্ননিবারক সোম পান করুন ॥ ৮ ॥

হে শতক্রতু! পঞ্চজনে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, আমি সেগুলি তোমারই ব'লে জ্ঞাত আছি ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! প্রভূত অন্ন আপনার নিকট গমন করুক, শত্রুবর্গের দুর্ধর্ষ ধন আমাদের প্রদান করুন। আমরা আপনার উৎকৃষ্ট বল বর্ধিত করবো ॥ ১০ ॥

হে শক্র! নিকট অথবা দূরদেশ হ'তে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! আপনার যে উৎকৃষ্ট স্থান আছে, সেই স্থান হ'তে এই যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ১১ ॥

টীকা — ইন্দ্র সম্পর্কিত প্রতিটি সূক্তের মতো এই সূক্তটিতেও আমাদের বক্তব্য একই।

◆ ◆

— ৩৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও ইন্দ্ররূপ। ঋষি : বিশ্বামিত্র গোত্র প্রজাপতি বা বাচের পুত্র প্রজাপতি অথবা বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অভি তষ্টেব দীধয়া মনীষামত্যো ন বাজী সুধুরো জিহানঃ ।
অভি প্রিয়াণি মর্মৃশৎ পরাণি কবীরিচ্ছামি সন্দৃশে সুমেধাঃ॥ ১॥

ইনোত পৃচ্ছ জনিমা কবীনাং মনোধৃতঃ সুকৃতস্তক্ষত দ্যাম্।
ইমা উ তে প্রণ্যোঽবর্ধমানা মনোবাতা অধ নু ধর্মণি গ্মন্॥ ২॥
নি ষীমিদত্র গুহ্যা দধানা উত ক্ষত্রায় রোদসী সমঞ্জন্।
সং মাত্রাভির্মমিরে যেমুরুর্বী অন্তর্মহী সমৃতে ধায়সে ধুঃ॥ ৩॥
আতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষঞ্ছ্রিয়ো বসানশ্চরতি স্বরোচিঃ।
মহত্তদ্বৃষ্ণো অসুরস্য নামা বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ॥ ৪॥
অসূত পূর্বো বৃষভো জ্যায়ানিমা অস্য শুরুধঃ সন্তি পূর্বীঃ।
দিবো নপাতা বিদথস্য ধীভিঃ ক্ষত্রং রাজানা প্রদিবো দধাতে॥ ৫॥
ত্রীণি রাজানা বিদথে পুরূণি পরি বিশ্বানি ভূষথঃ সদাংসি।
অপশ্যমত্র মনসা জগন্বান্‌ব্রতে গন্ধর্বাঁ অপি বায়ুকেশান্॥ ৬॥
তদিন্বস্য বৃষভস্য ধেনোরা নামভির্মমিরে সক্ম্যং গোঃ।
অন্যদন্যদসুর্যং বসানা নি মায়িনো মমিরে রূপমস্মিন্॥ ৭॥
তদিন্বস্য সবিতুর্নকির্মে হিরণ্যয়ীমমতিং যামশিশ্রেৎ।
আ সুষ্টুতী রোদসী বিশ্বমিন্বে অপীব যোষা জনিমানি বব্রে॥ ৮॥
যুবং প্রত্নস্য সাধথো মহো যদ্দৈবী স্বস্তিঃ পরি ণঃ স্যাতম্।
গোপাজিহ্বস্য তস্থুষো বিরূপা বিশ্বে পশ্যন্তি মায়িনঃ কৃতানি॥ ৯॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে স্তোতা! ত্বষ্টার মতো ইন্দ্রের স্তুতি প্রদীপ্ত করো। উৎকৃষ্ট ভারবাহী দ্রুতগামী অশ্বের মতো কর্মে প্রদীপ্ত হয়ে ইন্দ্রের প্রিয়কর্মের বিষয়ে চিন্তাপূর্বক আমি মেধাবান্ হয়ে স্বর্গগত কবিগণকে দর্শন করবার ইচ্ছা করছি ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র। কবিবৃন্দের জন্মের বিষয়ে গুরুবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করো, যাঁরা মনকে সংযত ও পুণ্য কার্যের দ্বারা স্বর্গকে নির্মাণ করেছিলেন। এই ক্ষণে এই যজ্ঞে আপনার জন্য প্রণীত স্তুতিসমূহ বর্ধমান হয়ে মনের মতো বেগে যেন গমন করে ॥ ২ ॥

কবিবৃন্দ এই ভূলোকের সর্বত্র গূঢ় কর্ম নিধান ক'রে পৃথিবী ও স্বর্গকে বল লাভের জন্য অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁরা মাত্রার দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গের পরিমাণ করেছেন। পরস্পর সঙ্গতা বিস্তীর্ণা মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে মিলিত করেছেন, এবং তাঁদের মধ্যে ধারণের নিমিত্ত অন্তরীক্ষকে স্থাপন করেছেন ॥৩॥

সকল কবিবৃন্দ, রথে স্থিত ইন্দ্রকে পরিভূষিত করেছিলেন। স্বভাবতঃ দীপ্তিমান্ ইন্দ্র দীপ্তিতে আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছেন। অভীষ্টবর্ষী ও অসুর ইন্দ্রের কীর্তি অদ্ভুত। তিনি বিশ্বরূপ ধারণ ক'রে অমৃতে অধিষ্ঠান করছেন ॥ ৪ ॥

অভীষ্টবর্ষী সনাতন সর্বজ্যেষ্ঠ ইন্দ্র জল সৃষ্টি করলেন। এই প্রভূত জল তাঁর পিপাসা রোধ করলো। স্বর্গের পৌত্র স্বরূপ শোভমান ইন্দ্র ও বরুণ গোতমান যজ্ঞকারীর স্তুতির দ্বারা লাভের

যোগ্য ধন আমাদের নিমিত্ত ধারণ করেছেন ॥ ৫ ॥

হে রাজা ইন্দ্র ও বরুণ! পরিব্যাপ্ত ও সম্পূর্ণ সবনত্রয়কে এই যজ্ঞে অলঙ্কৃত করো। হে ইন্দ্র! আপনি যজ্ঞে গমন করেছেন, যেহেতু আমি এই যজ্ঞে বায়ুর মতো কেশবিশিষ্ট গন্ধর্ববৃন্দকে মনে মনে দর্শন করেছি ॥ ৬ ॥

যে যজমানবৃন্দ অভিমত ফলপ্রদ ইন্দ্রের নিমিত্ত গোসমূহের ভোগের যোগ্য হব্য শীঘ্র দোহন করে, যাদের অনেক নাম আছে, তারা অসূর্য বল ধারণ ক'রে ও মায়া বিকাশ ক'রে আপন আপন রূপ ইন্দ্রে সমর্পণ করেছিল ॥ ৭ ॥

অতএব সবিতার সুবর্ণময়ী দীপ্তিকে কেউই ইয়ত্তা করতে পারে না। এই দীপ্তিকে যিনি আশ্রয় করেন, তিনি উত্তম স্তুতির দ্বারা স্তুত হয়ে, মাতা যেমন সন্তানকে আলিঙ্গন করে, সেইরকম সর্বব্যাপিকা দ্যাবাপৃথিবীকে আলিঙ্গন করেন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! আপনারা দু'জনে প্রাচীন স্তোতার শ্রেয়ঃ সম্পাদন করুন; অর্থাৎ তাকে স্বস্তি মঙ্গলরূপ শ্রেয়ঃ প্রদান করুন; আমাদের চারিদিক হ'তে রক্ষা করুন। ইন্দ্রের জিহ্বা সকলকে অভয় দান করে এবং ইন্দ্র স্থিরতর। সমস্ত মায়াবীবৃন্দ তাঁর নানারকম কীর্তি দর্শন করছে ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অন্নলাভ করুন; যুদ্ধে উৎসাহের দ্বারা প্রবৃদ্ধ, আপনি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা অন্ন লাভের জন্য আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ১০ ॥

টীকা — ৩ ঋকে 'মাত্রার ধারা' সম্পর্কে সায়ণের উক্তি 'মাত্রা নির্মোচ্ছয়া'। উইলসন বলেছেন—'Elements' (অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ') ॥ ৬ ঋকে মূলে 'গন্ধর্বান্, বায়ুকেশান্' আছে। ঋগ্বেদে গন্ধর্বগণ কে? নবম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তের ৩ ঋকে আছে যে, গন্ধর্বগণ সোমরস প্রস্তুত করেছিল। আবার ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, অন্তরীক্ষই গন্ধর্বগণের নিবাস স্থান। বস্তুতঃ গন্ধর্বগণ অন্তরীক্ষবাসী সোমপায়ী (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারী) কাল্পনিক জীব ॥ ৭ ঋকে সায়ণ 'অসূর্য' অর্থে 'অসুরগণের বল' করেছেন।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে আমাদের বক্তব্য অপরিবর্তনীয়। এই ইন্দ্র বিশ্বরূপ ধারণ করেন, তাঁর জিহ্বা (অগ্নির মতো) সকলকে অভয় দান করে, ইত্যাদি। এই সঙ্গে বরুণেরও ঈশ্বরীয় বিভূতি বর্ণিত।

◆ ◆

— ৩৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রং মতির্হৃদ আ বচ্যমানাচ্ছা পতিং স্তোমতষ্টা জিগাতি।
যা জাগৃবির্বিদথে শস্যমানেন্দ্র যত্তে জায়তে বিদ্ধি তস্য ॥ ১ ॥
দিবিশ্চদা পূর্ব্যা জায়মানা বি জাগৃবির্বিদথে শস্যমানা।
ভদ্রা বস্ত্রাণ্যর্জুনা বসানা সেয়মস্মে সনজা পিত্র্যা ধীঃ ॥ ২ ॥
যমা চিদত্র যমসূরসূত জিহ্বায়া অগ্রং পতদা হ্যস্থাৎ।
বপূংষি জাতা মিথুনা সচেতে তমোহনা তপুষো বুধ্ন এতা ॥ ৩ ॥

নকিরেষাং নিন্দিতা মর্ত্যেষু যে অস্মাকং বিতরো গোষু যোধাঃ।
ইন্দ্র এষাং দৃংহিতা মাহিনাবানুদ্‌গোত্রাণি সসৃজে দংসনাবান্॥ ৪॥
সখা হ যত্র সখিভির্নবগ্বৈরভিজ্ঞা সত্বভির্গা অনুগ্মন্।
সত্যং তদিন্দ্রো দশভির্দশগ্বৈঃ সূর্যং বিবেদ তমসি ক্ষিয়ন্তম্॥ ৫॥
ইন্দ্রো মধু সম্ভৃতমুস্রিয়ায়াং পদ্বদ্বিবেদ শফবন্নমে গোঃ।
গুহা হিতং গুহ্যং গূঢ়হমপ্সু হস্তে দধে দক্ষিণে দক্ষিণাবান্॥ ৬॥
জ্যোতির্বৃণীত তমসো বিজানন্নারে স্যাম দুরিতাদভীকে।
ইমা গিরঃ সোমপাঃ সোমবৃদ্ধ জুষস্বেন্দ্র পুরুতমস্য কারোঃ॥ ৭॥
জ্যোতির্যজ্ঞায় রোদসী অনু ষ্যাদারে স্যাম দুরিতস্য ভূরেঃ।
ভূরি চিদ্ধি তুজতো মর্ত্যস্য সুপারাসো বসবো বর্হণাবৎ॥ ৮॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি জগৎপতি; হৃদয় হ'তে উচ্চারিত ও স্তোতৃসম্পাদিত স্তোত্র আপনার অভিমুখে গমন করছে। যে স্তুতি আপনাকে জাগরিত ক'রে যজ্ঞে উচ্চারিত হচ্ছে, এবং আমা হ'তেই উৎপন্ন হচ্ছে, আপনি তা জ্ঞাত আছেন ॥ ১॥

হে ইন্দ্র! সূর্য হ'তেও পূর্বকালে উৎপন্ন যে স্তুতি যজ্ঞে উচ্চারিত হয়ে আপনাকে জাগরিত করে, সেই স্তুতি কল্যাণকর শুক্ল বস্ত্র পরিধানপূর্বক আমাদেরই পিতৃবর্গের নিকট হ'তে আগত ও পুরাতন ॥ ২॥

যমক পুত্রের মাতা যমক পুত্রযুগল অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করলো, তাদের প্রশংসা করবার জন্য আমার জিহ্বার অগ্রভাগ চঞ্চল হয়েছে। অন্ধকারনাশক দিবসের আদতে আগত মিথুন জন্মগ্রহণমাত্র স্তোত্রে মিলিত হচ্ছে ॥ ৩॥

হে ইন্দ্র! আমাদের যে পিতৃবর্গ গোধনের নিমিত্ত যুদ্ধ করেছিলেন, পৃথিবীতে কেউ তাদের নিন্দুক নেই। মহিমান্বিত কীর্তিমান্ ইন্দ্র অঙ্গিরাবৃন্দের সমিদ্ধ গোসকল প্রদান করেছিলেন ॥ ৪॥

নবগ অঙ্গিরাবৃন্দের সখা ইন্দ্র যখন জানুর উপরে ভর ক'রে গোধন-অভিমুখে গমন করেছিলেন, তখন দশগ অঙ্গিরাবৃন্দের সাথে অন্ধকারের মধ্যে লুক্কায়িত সূর্যকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন ॥ ৫॥

ইন্দ্র ক্ষীরপ্রসবিনী গাভীতে মধু সঞ্চিত করেছেন, পরে পাদযুক্ত ও ক্ষুরযুক্ত ধন আনয়ন করলেন। ঔদার্যবান্ ইন্দ্র গুহার মধ্যে স্থিত, প্রচ্ছন্ন, অন্তরীক্ষে লুক্কায়িত মায়াবীকে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করলেন ॥ ৬॥

ইন্দ্র রাত্রি হ'তে প্রাদুর্ভূত হয়ে জ্যোতি ধারণ করলেন। আমরা পাপ হ'তে দূরে ভয়রহিত স্থানে অবস্থান করবো। হে সোমপা ও সোমপুষ্ট ইন্দ্র! বহু শত্রুবিনাশক স্তোত্রকারীর এই স্তুতি সেবা করুন ॥ ৭॥

সূর্য যজ্ঞের নিমিত্ত দ্যাবাপৃথিবীকে প্রকাশিত করুন, আমরা প্রভূত পাপ হ'তে দূরে অবস্থিতি করবো। হে বসুবর্গ! স্তুতির দ্বারা আপনাদের অভিমুখ করতে সক্ষম হওয়া যায়, আপনারা অতি

প্রভূত ও সমৃদ্ধ ধন প্রভূত দানশীল মর্ত্যকে প্রদান করুন ॥৮॥

হে ইন্দ্র! আপনি অন্নলাভ করুন; যুদ্ধে উৎসাহের দ্বারা প্রবৃদ্ধ, আপনি ধনবান, দ্যু-ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা ধন লাভের নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করছি ॥৯॥

টীকা — ৩ ঋকের 'অশ্বিয়' প্রসঙ্গে যাস্কের বক্তব্য—'বোধ হয় অর্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্বে যে আলোক ও অন্ধকার বিজড়িত থাকে তা-ই অশ্বিয়।' ঊষার পূর্বে মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যদি যমজদেব ব'লে উপাসিত হলেন তবে তাঁদের অশ্বী নাম দেওয়া হলো কেন? এটি একটি বৈদিক উপমা মাত্র। সূর্যের ও ঊষার আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সেই জন্য সেই আলোক বা রশ্মিসমূহকে কল্পে সর্বদাই অশ্ব ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে; এবং সূর্য ও ঊষাকে অশ্বযুক্ত ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে। অশ্বিন্ শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত। এই বৈদিক কল্পনা অনুসারেই সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনীকুমারযুগলের জন্ম-কাহিনী বিরচিত হয়েছে। বস্তুতঃ এই সংজ্ঞা বিশ্বকর্মার দুহিতা সংজ্ঞা নন, এই সংজ্ঞাও নামান্তরে ঊষা।—এই সম্পর্কে আমরা প্রথম অষ্টকে (১ মণ্ডল/৩ সূক্ত) আলোচনা করেছি।

◆ ◆

— ৪০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : গায়ত্রী]

ইন্দ্র ত্বা বৃষভং সুতে সোমে হবামহে। স পাহি মধ্বো অন্ধসঃ॥ ১॥
ইন্দ্র ক্রতুবিদং সুতং সোমং হর্য পুরুষ্টুত। পিবা বৃষস্ব তাতৃপিম্॥ ২॥
ইন্দ্র প্র ণো ধিতাবানং যজ্ঞং বিশ্বেভির্দেবেভিঃ। তিরঃ স্তবান বিশ্পতে॥ ৩॥
ইন্দ্র সোমাঃ সুতা ইমে তব প্রযন্তি সৎপতে। ক্ষয়ং চন্দ্রাস ইন্দবঃ॥ ৪॥
দধিষ্বা জঠরে সুতং সোমমিন্দ্র বরেণ্যম্। তব দ্যুক্ষাস ইন্দবঃ॥ ৫॥
গির্বণঃ পাহি নঃ সুতং মধো র্ধারাভিরজ্যসে। ইন্দ্র ত্বাদাতমিদ্যশঃ॥ ৬॥
অভি দ্যুম্নানি বনিন ইন্দ্রং সচন্তে অক্ষিতা। পীত্বী সোমস্য বাবৃধে॥ ৭॥
অর্বাবতো ন আ গহি পরাবতশ্চ বৃত্রহন্। ইমা জুষস্ব নো গিরঃ॥ ৮॥
যদন্তরা পরাবতমর্বাবতং চ হূয়সে। ইন্দ্রেহ তত আ গহি॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি অভীষ্টবর্ষী, আমরা আপনাকে অভিযুত সোম পানের জন্য আহ্বান করছি। আপনি হর্ষজনক সোম পান করুন ॥১॥

হে ইন্দ্র! প্রজ্ঞাপ্রদ অভিযুত সোম পান করতে অভিলাষী হোন। হে বহুজন কর্তৃক স্তুত! তৃপ্তিকর সোম পান করুন, জঠরে সেক করুন ॥২॥

হে স্তূয়মান, মরুৎবৃন্দের পতি ইন্দ্র! আপনি সমস্ত দেবগণের সাথে আমাদের হব্যযুক্ত যজ্ঞকে বিশেষভাবে বর্ধিত করুন ॥৩॥

হে সৎপতি ইন্দ্র! আহ্লাদক, দীপ্ত, অভিষুত এই সকল সোমরস আপনার জঠরে গমন করছে ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! বরণীয়, অভিষুত সোম জঠরে ধারণ করুন। দীপ্ত এই সকল সোমরস আপনার সাথে দ্যুলোকে বাস করে ॥ ৫ ॥

হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র! আপনি আমাদের অভিষুত সোম পান করুন; যেহেতু আপনি মদকর সোমের ধারণ দ্বারা সিক্ত হয়ে থাকেন। হে ইন্দ্র! অন্ন আপনার দ্বারা শোধিত হয় ॥ ৬ ॥

যজমানের দ্যুতিমান্ ক্ষয়রহিত সোম প্রভৃতি হব্য ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করে, ইন্দ্র সোম পান ক'রে বর্ধিত হন্ ॥ ৭ ॥

হে বৃত্রহন্! সমীপদেশ অথবা দূরদেশ হ'তে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন; আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র। আপনি যদিও সমীপদেশে অথবা মধ্যদেশে আহূত হয়ে থাকেন, তথাপি ঐ স্থান হ'তে এই যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৯ ॥

টীকা — ইন্দ্র, সোম ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে কোন হেরফের নেই। এই সূক্তের যে কোন ঋকে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার বোধগম্য হয়। উদাহরণস্বরূপ ৬ ঋক্‌টিই ধরুন। স্বর্গীয় দুর্গাদাস অনুবাদ করেছেন—স্তুতিমন্ত্রসেব্য (অর্থাৎ স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা প্রাপ্য) হে ভগবান্ (অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র) ইন্দ্রদেব। আমাদের শুদ্ধসত্ত্বকে (সোম নামক মাদককে নয়) আপনি গ্রহণ করুন; যখনই আপনি শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অভিসিঞ্চিত হন, তখনই আপনার সম্বন্ধযুত (অর্থাৎ আপনার প্রদত্ত) শ্রেয়ঃ আমাদের প্রদান করেন। [ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ তাঁর তৃপ্তিপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত ক'রে আমাদের শ্রেয়ঃসাধন করুন]॥—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৪১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : গায়ত্রী]

আ তূ ইন্দ্র মদ্র্যগ্ঘুবানঃ সোমপীতয়ে হরিভ্যাং যাহ্যদ্রিবঃ॥ ১॥
সত্তো হোতা ন ঋত্বিয়স্তিস্তিরে বর্হিরানুষক্। অযুজ্রন্প্রাতরদ্রয়ঃ॥ ২॥
ইমা ব্রহ্ম ব্রহ্মবাহঃ ক্রিয়ন্ত আ বর্হিঃ সীদ। বীহি শূর পুরোলাশম্॥ ৩॥
রারন্ধি সবনেষু ণ এষু স্তোমেষু বৃত্রহন্। উক্থেষ্বিন্দ্র গির্বণঃ॥ ৪॥
মতয়ঃ সোমপামুরুং রিহন্তি শবসস্পতিম্। ইন্দ্রং বৎসং ন মাতরঃ॥ ৫॥
স মন্দস্বা হ্যন্ধসো রাধসে তন্বা মহে। ন স্তোতারং নিদে করঃ॥ ৬॥
বয়মিন্দ্র ত্বায়বো হবিষ্মন্তো জরামহে। উত ত্বমস্মযুর্বসো॥ ৭॥
মারে অস্মদ্বি মুমুচো হরিপ্রিয়ার্বাঙ্ যাহি। ইন্দ্র স্বধাবো মৎস্বেহ॥ ৮॥
অর্বাঞ্চং ত্বা সুখে রথে বহতামিন্দ্র কেশিনা। ঘৃতস্নূ বর্হিরাসদে॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে বজ্রী ইন্দ্র! আপনি আহূত হচ্ছেন, আপনি আমার অভিমুখে আমাদের যজ্ঞে সোমপানের নিমিত্ত শীঘ্র আগমন করুন ॥ ১ ॥

আমাদের যজ্ঞে হোতা যথাসময়ে উপবিষ্ট হয়েছেন; কুশগুলি পরস্পর সংসক্তপূর্বক বিস্তীর্ণ করা হয়েছে, প্রাতঃসবনে সোম-অভিষবের নিমিত্ত প্রস্তরগুলি পরস্পর সংসক্ত করা হয়েছে ॥ ২ ॥

হে স্তোত্রবাহক! আপনাকে আমরা এই সকল স্তুতি করছি; কুশের উপর উপবেশন করুন। হে শূর! পুরোডাশ ভক্ষণ করুন ॥ ৩ ॥

হে স্তুতিভাজন বৃত্রহা ইন্দ্র! আপনি আমাদের সবনত্রয়ে উচ্চার্যমান স্তোম ও উক্থগুলিতে অনুরক্ত হোন ॥ ৪ ॥

ধেনুবৃন্দ যেমন বৎসকে লেহন করে, সেইরকম স্তুতি সমূহ মহান্, সোমপা, বলপতি ইন্দ্রকে লেহন করছে ॥ ৫ ॥

হে-ইন্দ্র! আপনি প্রভূত ধনদানের নিমিত্ত সোমের দ্বারা শরীরে হৃষ্ট হোন, স্তোতাকে নিন্দার পাত্র করবেন না ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনাকে কামনাপূর্বক হব্যযুক্ত হয়ে স্তুতি করছি। হে নিবাসয়িতা! আপনিও আমাদের হবি স্বীকারের নিমিত্ত অভিলাষী হোন ॥ ৭ ॥

হে অশ্বপ্রিয় ইন্দ্র! আমাদের নিকট হ'তে দূরে অশ্ব মোচন করবেন না, আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। হে সোমবান্ ইন্দ্র! এই যজ্ঞে হৃষ্ট হোন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! শ্রমজলযুক্ত, লম্বমান কেশযুক্ত অশ্ব দুটি উপবেশনের যোগ্য কুশের অভিমুখে আপনাকে রথে ক'রে আমাদের নিকট আনয়ন করুক ॥ ৯ ॥

টীকা — এই সূক্তের যে কোন ঋকে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার বোধগম্য হয়। যেমন, ৭ ঋকের বক্তব্য—হে অভীষ্টদানকারী ইন্দ্র! আপনার অংশে মিলিত হ'তে ইচ্ছুক হয়ে আমরা (ঈশ্বরকামী জন) আপনাকে প্রকৃষ্টরূপে পুনঃ পুনঃ স্তব করছি।...ইত্যাদি। [ভাব এই যে,—আমরা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হ'তে ইচ্ছুক হয়ে সেই দেবতার (পরমৈশ্বর্যশালী ইন্দ্রের) আরাধনা করছি; আমাদের অভিপ্রায় অবগত হয়ে নিকটে আগমনপূর্বক তিনি আমাদের অজ্ঞানতা বিনাশ করুন। হৃদয়ে জ্ঞানময় দেবের আবির্ভাব হ'লে তখন তাঁর সাথে মিলিত হওয়াই হলো। তখন সবই জ্ঞানময়, সবই জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। সেই-ই তো ঈশ্বরপ্রাপ্তি]—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৪২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : গায়ত্রী]

উপ নঃ সুতমা গহি সোমমিন্দ্র গবাশিরং। হরিভ্যাং যস্তে অস্মাযুঃ ॥ ১ ॥
তমিন্দ্র মদমা গহি বর্হিষ্ঠাং গ্রাবভিঃ সুতম্। কুবিন্ন্বস্য তৃপ্নবঃ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রমিত্থা গিরো মমাচ্ছাগুরিষিতা ইতঃ। আবৃতে সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে স্তোমৈরিহ হবামহে। উক্থেভিঃ কুবিদাগমৎ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র সোমাঃ সুতা ইমে তান্দধিষ্ব শতক্রতো। জঠরে বাজিনীবসো ॥ ৫ ॥
বিদ্মা হি ত্বা ধনঞ্জয়ং বাজেষু দধৃষং কবে। অধা তে সুম্নমীমহে ॥ ৬ ॥
ইমমিন্দ্র গবাশিরং যবাশিরং চ নঃ পিব। আগত্যা বৃষভিঃ সুতম্ ॥ ৭ ॥
তুভ্যেদিন্দ্র স্ব ওক্যেসোমং চোদামি পীতয়ে। এষ রারন্তু তে হৃদি ॥ ৮ ॥
ত্বাং সুতস্য পীতয়ে প্রত্নমিন্দ্র হবামহে। কুশিকাসো অবস্যবঃ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের গব্যমিশ্রিত অভিযুত সোমের সমীপে আগমন করুন। যেহেতু আপনার অশ্বদ্বয়যুক্ত রথ আমাদের কামনা করছে ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি, প্রস্তরের দ্বারা অভিযুত; কুশের উপরিস্থিত সোমের নিকট আগমন করুন, প্রচুর পরিমাণে সোম পান ক'রে শীঘ্র তৃপ্ত হোন ॥ ২ ॥

ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরিত আমার এই স্তুতি ইন্দ্রকে সোমপানের নিমিত্ত আনয়ন করবার জন্য এই যজ্ঞপ্রদেশ হ'তে ইন্দ্রের নিকট গমন করুক ॥ ৩ ॥

আমরা এই যজ্ঞে স্তোম এবং উক্থের দ্বারা ইন্দ্রকে সোমপানের নিমিত্ত আহ্বান করছি। বহুবার আহূত ইন্দ্র আগমন করুন ॥ ৪ ॥

হে শতক্রতু ইন্দ্র। এই সোম অভিযুত হয়েছে; হে অন্নধন। একে জঠরে ধারণ করুন ॥ ৫ ॥

হে কবি! আমরা যুদ্ধে অভিভবিতা ও ধনজেতা ব'লে জ্ঞাত আছি। অতএব আমরা আপনার নিকট ধন যাচ্ঞা করছি ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের গব্যমিশ্রিত, যবমিশ্রিত, গ্রীবার দ্বারা অভিযুত এই সোম আগমনপূর্বক পান করুন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার পানের নিমিত্তই, আমি এই অভিযুত সোম আপনার নিজের জঠরে প্রেরণ করছি। এ আপনার হৃদয়ে তৃপ্তিকর হোক ॥ ৮ ॥

হে পুরাতন ইন্দ্র। আমরা কুশিকবংশে উৎপন্ন। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য আপনাকে সোম পানে আহ্বান করছি ॥ ৯ ॥

টীকা — আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে আমাদের বক্তব্য একই। ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-বিকাশ-মাত্র ইন্দ্রের নিকট ভক্ত তার হৃদয়ের ভক্তিসুধা (অভিযুত সোম) নিবেদন করছে।

◆ ◆

— ৪৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

আ যাহ্যর্বাঙুপ বন্ধুরেষ্ঠাস্তবেদনু প্রদিবঃ সোমপেয়াম্।
প্রিয়া সখায়া বি মুচোপ বর্হিস্ত্বামিমে হব্যবাহো হবন্তে ॥ ১ ॥

আ যাহি পূর্বীরতি চর্ষণীরা অর্য আশিষ উপ নো হরিভ্যাম্।
ইমা হি ত্বা মতয়ঃ স্তোমতষ্টা ইন্দ্র হবন্তে সখ্যং জুষাণাঃ॥ ২॥
আ নো যজ্ঞং নমোবৃধং সজোষা ইন্দ্র দেব হরিভির্যাহি তূয়ম্।
অহং হি ত্বা মতিভির্জোহবীমি ঘৃতপ্রয়াঃ সধমাদে মধূনাম্॥ ৩॥
আ চ ত্বামেতা বৃষণা বহাতো হরী সখায়া সুধুরা স্বঙ্গা।
ধানাবদিন্দ্রঃ সবনং জুষাণঃ সখা সখ্যুঃ শৃণবদ্বন্দনানি॥ ৪॥
কুবিন্মা গোপাং করসে জনস্য কুবিদ্রাজানং মঘবন্নৃজীষিন্।
কুবিন্ম ঋষিং পপিবাংসং সুতস্য কুবিন্মে বস্বো অমৃতস্য শিক্ষাঃ॥ ৫॥
আ ত্বা বৃহন্তো হরয়ো যুজানা অর্বাগিন্দ্র সধমাদো বহন্তু।
প্র যে দ্বিতা দিব ঋঞ্জন্ত্যাতাঃ সুসংমৃষ্টাসো বৃষভস্য মূরাঃ॥ ৬॥
ইন্দ্র পিব বৃষধূতস্য বৃষ্ণ আ যং তে শ্যেন উশতে জভার।
যস্য মদে চ্যাবয়সি প্র কৃষ্টীর্যস্য মদে অপ গোত্রা ববর্থ॥ ৭॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র। আপনি রথে আরোহিত হয়ে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন; সোমপান প্রাচীন কাল হ'তে আপনারই। আপনার প্রিয়তম সখিভূত অশ্ব দু'টিকে কুশের সমীপে বিমোচন করুন; এই সকল ঋত্বিক্‌বৃন্দ আপনাকে আহ্বান করছে॥ ১॥

হে স্বামী ইন্দ্র! আপনি সমস্ত লোককে অতিক্রম ক'রে আগমন করুন; আমরা প্রার্থনা করছি অশ্বযুক্ত হয়ে আগমন করুন। যেহেতু স্তোতৃবৃন্দকৃত এই স্তুতিসমূহ সখিত্ব-অভিলাষী হয়ে আপনাকে আহ্বান করছে॥ ২॥

হে দ্যুতিমান্ ইন্দ্র! অশ্ববর্গের মতো আনন্দিত হয়ে আমাদের এই অন্নবর্ধক যজ্ঞে শীঘ্র আগমন করুন; আমি ঘৃতবিশিষ্ট অন্নযুক্ত হয়ে সোমের গৃহে স্তুতির দ্বারা আপনাকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করছি॥ ৩॥

হে ইন্দ্র! অভীষ্টবর্ষী, সুন্দর মধুবিশিষ্ট, সুন্দর শরীরযুক্ত, সখিভূত অশ্ব দু'টি আপনাকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করুক। ভৃষ্টযবযুক্ত যজ্ঞসেবাকারী সখা ইন্দ্র স্তোতার বন্দনা শ্রবণ করুন॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! আমাকে লোকের রক্ষক করুন। হে মঘবা সোমবান্ ইন্দ্র! আমাকে সকলের স্বামী করুন, ঋষি করুন, অভিষুত সোমের পানকর্তাও করুন, এবং ক্ষয়রহিত ধন প্রদান করুন॥ ৫॥

হে ইন্দ্র! মহান্ ও রথে যোজিত অশ্বগণ একযোগে প্রমত্ত হয়ে আপনাকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুক। ওরা অভীষ্টবর্ষী, ইন্দ্রের শত্রুবর্গের বিনাশক; ইন্দ্র ওদের পৃষ্ঠদেশ সংসৃষ্ট করলে, ওরা নভোদেশ হ'তে আগমনপূর্বক দিক্‌সমূহকে দ্বিধাপূর্বক গমন করে॥ ৬॥

হে ইন্দ্র! আপনি সোম-অভিলাষী, আপনি প্রস্তরের দ্বারা অভিষুত অভিমত ফলসেচক সোমরস পান করুন। শ্যেনপক্ষী আপনার জন্য এটি আহরণ করছে। সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হ'লে শত্রুভূত মানুষদের পাতিত করুন, এবং সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হ'লে আপনি মেঘসমূহকে অপাবৃত করুন॥ ৭॥

হে ইন্দ্র! আপনি অন্নলাভ করুন; যুদ্ধে উৎসাহের দ্বারা প্রবৃদ্ধ, আপনি ধনবান, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য আপনাকে আহ্বান করছি ॥৮॥

টীকা — ৭ ঋকে 'শ্যেনপক্ষী....আহরণ করেছে' বলা হয়েছে। শ্যেনপক্ষী সোম এনেছিল তা ঋগ্বেদের অন্যত্রও (৩।৪৩, ৪।২৬ এবং ৮ মণ্ডলের ৭১, ৮৪ ও ৮৯ সূক্তে পাওয়া যায়। সায়ণ শ্যেন অর্থে গায়ত্রী করেছেন। কিন্তু শ্যেন পক্ষী যে গায়ত্রী, ঋগ্বেদে তার কোনও উল্লেখ নেই। এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কল্পনা। আমরা প্রথম অষ্টকে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র ইন্দ্র ও সোম সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ এই সূক্তেও অপরিবর্তনীয়।

◆ ◆

— ৪৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : বৃহতী]

অয়ং তে অস্তু হর্যতঃ সোম আ হরিভিঃ সুতঃ।
জুষাণ ইন্দ্র হরিভির্ন আ গহ্যা তিষ্ঠ হরিতং রথম্॥ ১॥
হর্যন্নুষসমর্চয়ঃ সূর্যং হর্যন্নরোচয়ঃ।
বিদ্বাংশ্চিকিত্বান্ হর্যশ্ব বর্ধস ইন্দ্র বিশ্বা অভি শ্রিয়ঃ॥ ২॥
দ্যামিন্দ্রো হরিধায়সং পৃথিবীং হরিবর্পসম্।
অধারয়দ্ধরিতোভূরি ভোজনং যয়োরন্তর্হরিশ্চরৎ॥ ৩॥
জজ্ঞানো হরিতো বৃষা বিশ্বমা ভাতি রোচনম্।
হর্যশ্বো হরিতং ধত্ত আয়ুধমা বজ্রং বাহ্বোর্হরিম্॥ ৪॥
ইন্দ্রো হর্যন্তমর্জুনং বজ্রং শুক্রৈরভীবৃতম্।
অপাবৃণোদ্ধরিভিরদ্রিভিঃ সুতমুদ্গা হরিভিরাজত॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! প্রস্তরের দ্বারা অভিযুত, কমনীয়, প্রীতিকর এই সোম আপনার হোক। আপনি অশ্বযুক্ত হরিৎবর্ণ রথে আরোহণ করুন; আমাদের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি সোমের অভিলাষে উষাকে পূজা ক'রে থাকেন; আপনি সোমের অভিলাষে সূর্যকে প্রদীপ্ত ক'রে থাকেন। হে হর্যশ্ব! আপনি বিদ্বান্ ও জ্ঞানবান্, আপনি আমাদের সমস্ত সম্পদ বর্ধিত করছেন ॥ ২ ॥

ইন্দ্র হরিদ্বর্ণ রশ্মিবিশিষ্ট দ্যুলোককে ধারণ করেছেন, ওষধির দ্বারা হরিদ্বর্ণা পৃথিবীকে ধারণ করেছেন। হরিদ্বর্ণা দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে ইন্দ্রের অশ্ব দুটির প্রভূত খাদ্য আছে। ইন্দ্র ঐ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন ॥৩॥

অভীষ্টবর্ষী, হরিদ্বর্ণোপেত ইন্দ্র জন্মমাত্রেই সমস্ত দীপ্তিমান্ লোককে প্রকাশিত করেন। হর্যশ্ব

বাহুদ্বয়ে হরিদ্বর্ণান্বিত অস্ত্র ধারণ করেন, শত্রুবর্গের প্রাণনাশক বজ্র ধারণ করেন ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র কমনীয়, শুভ্র, শুভ্রক্ষীর ইত্যাদির দ্বারা ব্যাপ্ত, বেগবান্ ও প্রস্তরের দ্বারা অভিবৃত গো অপাবৃত করেছেন। তিনি পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গাভীসমূহকে বাহির করেছেন ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও অপরিবর্তিত রয়েছে। আমাদের বক্তব্য পুনরায় পরবর্তী সূক্তে উদ্ধৃত করা হয়েছে। পণি ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে।

◆ ◆

— ৪৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : বৃহতী]

আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ।
মা ত্বা কে চিন্নি যমন্বিং ন পাশিনোঽতি ধন্বেব তাঁ ইহি॥ ১॥
বৃত্রখাদো বলংরুজঃ পুরাং দর্মো অপামজঃ।
স্থাতা রথস্য হর্যোরভিস্বর ইন্দ্রো দৃড়হা চিদারুজঃ॥ ২॥
গম্ভীরাঁ উদধীঁরিব ক্রতুং পুষ্যসি গা ইব।
প্র সুগোপা যবসং ধেনবো যথা হ্রদং কুল্যা ইবাশত॥ ৩॥
আ নস্তুজং রয়িং ভরাংশং ন প্রতিজানতে।
বৃক্ষং পক্বং ফলমঙ্কীব ধূনুহীন্দ্র সংপারণং বসু॥ ৪॥
স্বয়ুরিন্দ্র স্বরালসি স্মদ্দিষ্টিঃ স্বযশস্তরঃ।
স বাবৃধান ওজসা পুরুষ্টুত ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি মাদক ও ময়ূরের লোমের মতো লোমযুক্ত অশ্বের সাথে আগমন করুন। ব্যাধ যেমন পক্ষীকে বাধা প্রদান করে, সেইরকম আপনাকে যেন কেউ বাধা প্রদান না করে। পথিক যেমন মরুদেশ অতিক্রম ক'রে গমন করে, সেইরকম আপনি ঐ সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে আগমন করুন ॥ ১ ॥

ইন্দ্র বৃত্রের বিনাশক, তিনি মেঘ বিদীর্ণ করেন ও জল প্রেরণ করেন। তিনি শত্রুপুরী বিদীর্ণ করেন, তিনি অশ্ব দু'টিকে আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করবার জন্য রথে আরোহণ করেন। তিনি বলবান্ শত্রুবর্গকেও ভগ্ন করেন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র। সাধু গোপালক যেমন গাভী সমূহকে পরিপুষ্ট করে, আপনি যেমন সমুদ্রকে নদীর দ্বারা পরিপুষ্ট করেন, সেইরকম আপনি যজ্ঞকর্তাকে পুষ্ট ক'রে থাকেন। ধেনুবর্গ যেমন তৃণ ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়, সেইরকম আপনি সোমরস প্রাপ্ত হয়ে থাকেন; সরিৎ যেমন হ্রদ প্রাপ্ত হয়, সেইরকম সোমরস আপনাকে ব্যাপ্ত করে ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র। পিতা যেমন ব্যবহারজ্ঞ পুত্রকে ধনের অংশ দান করে, সেইরকম আপনি আমাদের

শত্রুর বাধাকারী ধনরূপ পুত্র দান করুন। আঁকুষী (অর্থাৎ আঁকশি বা লগা) যেমন পক্ব ফলের জন্য বৃক্ষকে চালিত করে, সেইরকম আপনি আমাদের অভিলাষ পূরক ধন চালিত করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি ধনবান্, আপনি স্বর্গের রাজা, আপনার বাক্য সাধু, আপনার কীর্তি প্রভূত। হে বহুজন কর্তৃক স্তুত ইন্দ্র! আপনি বলের দ্বারা বর্ধিত হয়ে আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শোভনীয় অন্নদাতা হোন ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও অপরিবর্তিত রয়েছে। যেমন,—১ ঋকের অনুবাদে স্বর্গীয় দুর্গাদাস লিখেছেন, "পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবান্ ইন্দ্রদেব। সৎকর্মসাধক সদানন্দদায়ক ময়ূর-রোমের ন্যায় বিচিত্রদর্শন অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক অথবা বিচিত্রসামর্থোপেত অর্থাৎ নানা রকমে অসৎ-বৃত্তির নাশক জ্ঞানকিরণ-সমূহের দ্বারা যুক্ত আপনি আমাদের কর্মে অথবা হৃদয়ে আগমন করুন।" [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! নিখিলজ্ঞান-কিরণ-সমূহ আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুক। আপনার কৃপায় যাতে প্রজ্ঞান-সম্পন্ন হ'তে পারি এবং সেই প্রজ্ঞানের প্রভাবে যাতে আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তা বিহিত করুন]। "হে ইন্দ্র! পাশহস্ত ব্যাধ যেমন বন্ধনসাধক পাশের দ্বারা পক্ষিগণের গমন-প্রতিবন্ধক জন্মিয়ে তাদের নিহত করে, তেমন কোনও শত্রুই যেন আপনার গমন-প্রতিবন্ধক উৎপন্ন ক'রে নিহত না করে; পরন্তু, মরুপ্রদেশ প্রাপ্ত হ'লে পান্থ যেমন শীঘ্র তা অতিক্রম ক'রে আগমন করে, তেমনই আপনি গমন-প্রতিবন্ধক শত্রুবৃন্দকে অতিক্রম (অর্থাৎ পরাভূত) ক'রে, আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মে, অথবা হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করুন।" [এই মন্ত্রাংশে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু-নাশের কামনা ব্যক্ত হয়েছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেবতা আমাদের শত্রুকে নাশ ক'রে তাঁর সাথে সম্মিলিত করুন এবং আমাদের উদ্ধার করুন]॥ ২ ঋকে লিখেছেন, "পাপবিনাশক রিপুগণের শক্তিনাশক অমৃতদায়ক রিপুগণের আশ্রয়নাশক ভগবান্ ইন্দ্রদেব সৎকর্মের পাপহারিকা শক্তি আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করেন; দৃঢ়শত্রুকেও বিনাশ করেন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্, পাপনাশক রিপুনাশক হন)॥ ৩ ঋকে লিখেছেন, "হে দেব! জলের দ্বারা যেমন গম্ভীর সমুদ্র পূর্ণ হয়, তেমনভাবে আপনি সৎকর্মকে পোষণ করেন; সৎকর্মসাধক যেমন পরাজ্ঞান লাভ করেন, পরাজ্ঞান যেমন আত্মমুক্তি প্রদান করে এবং ক্ষুদ্র-জলধারা যেমন মহানদীকে প্রাপ্ত হয়, তেমনভাবে সকল জীব আপনাকে প্রাপ্ত হয়।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সকল জীব ভগবানে চরম-আশ্রয় প্রাপ্ত হয়)॥—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৪৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যুধ্মস্য তে বৃষভস্য স্বরাজ উগ্রস্য যূনঃ স্থবিরস্য ঘৃষ্বেঃ।
অজূর্যতো বজ্রিণো বীর্যাণীন্দ্র শ্রুতস্য মহতো মহানি॥ ১॥
মহাঁ অসি মহিষ বৃষ্ণ্যেভির্ধনস্পৃদুগ্র সহমানো অন্যান্।
একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা স যোধয়া চ ক্ষয়য়া চ জনান্॥ ২॥
প্র মাত্রাভী রিরিচে রোচমানঃ প্র দেবেভির্বিশ্বতো অপ্রতীতঃ।
প্র মজ্মনা দিব ইন্দ্রঃ পৃথিব্যাঃ প্রোরোর্মহো অন্তরীক্ষাদৃজীষী॥ ৩॥

উরুং গভীরং জনুষাভ্যুগ্রং বিশ্বব্যচসমবতং মতীনাম্।
ইন্দ্রং সোমাসঃ প্রদিবি সুতাসঃ সমুদ্রং ন স্রবত আ বিশন্তি॥ ৪॥
যং সোমমিন্দ্র পৃথিবীদ্যাবা গর্ভং ন মাতা বিভৃতস্ত্বায়া।
তং তে হিন্বন্তি তমু তে মৃজন্ত্যধ্বর্যবো বৃষভ পাতবা উ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র। আপনি যুদ্ধশীল, অভীষ্টবর্ষী, ধনের অধিপতি, উগ্র, নিত্যতরুণ, চিরস্থন, শত্রুমর্দক, জরারহিত, বজ্রধারী, প্রসিদ্ধ ও মহান্। আপনার বীর্য মহৎ ॥ ১ ॥

হে পূজনীয় উগ্র ইন্দ্র। আপনি মহান্, আপনি ধনকে পারে উত্তীর্ণ করেন, আপনি বীর্যের দ্বারা শত্রুবর্গকে অভিভূত ক'রে থাকেন। আপনি সমস্ত ভুবনের একমাত্র রাজা; আপনি শত্রুবর্গে প্রহার করেন, ও সাধুব্যক্তিবর্গকে স্বস্থানে স্থাপিত করেন ॥ ২ ॥

দ্যুতিমান্ ও সর্বরকমে অপরিমিত ইন্দ্র সোমপান পূর্বক পর্বত হ'তেও শ্রেষ্ঠ হন, বলে দেবতাবৃন্দের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হন, দ্যাবাপৃথিবী হতেও শ্রেষ্ঠ হন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হ'তেও শ্রেষ্ঠ হন ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র মহান্, গভীর, স্বভাবতঃ উগ্র, বিশ্বব্যাপ্ত ও স্তোতাবর্গের রক্ষক। নদীসকল যেমন সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে, সেইরকম পূর্বকাল হ'তে অভিষুত সোম ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করে ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র। মাতা যেমন গর্ভ ধারণ করে, সেইরকম দ্যাবাপৃথিবী আপনার জন্য সোম ধারণ করেন। হে অভীষ্টবর্ষী। অধ্বর্যুবৃন্দ সেই সোমকে আপনার উদ্দেশে প্রেরণ করছে ও আপনার পানের নিমিত্ত শোধিত করছে ॥ ৫ ॥

টীকা — ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ-মাত্র ইন্দ্রের স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের পূর্বাপর বিশ্লেষণ এই সূক্তে প্রকটিত। ভক্তের ভক্তিসুধা অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে সদা অভিলাষী ইন্দ্রকে যদিও বারংবার সোম নামক মদ্য পানে অভিলাষীরূপে বর্ণনা করা হচ্ছে, কিন্তু এই সোমই শুদ্ধসত্ত্ব, মাদক নয়।

◆ ◆

— ৪৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মরুত্বাঁ ইন্দ্র বৃষভো রণায় পিবা সোমমনুষ্বধং মদায়।
আ সিঞ্চস্ব জঠরে মধ্ব ঊর্মিং ত্বং রাজাসি প্রদিবঃ সুতানাম্॥ ১॥
সজোষা ইন্দ্র সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহা শূর বিদ্বান্।
জহি শত্রূঁরপ মৃধো নুদস্বাথাভয়ং কৃণুহি বিশ্বতো নঃ॥ ২॥
উত ঋতুভির্ঋতুপাঃ পাহি সোমমিন্দ্র দেবেভিঃ সখিভিঃ সুতং নঃ।
যাঁ আভজো মরুতো যে ত্বান্বহন্বৃত্র মদধুস্তুভ্যমোজঃ॥ ৩॥

যে ত্বাহিহত্যে মঘবন্নবর্ধন্যে শাম্বরে হরিবো যে গবিষ্টৌ।
যে ত্বা নূনমনুমদন্তি বিপ্রাঃ পিবেন্দ্র সোমং সগণো মরুদ্ভিঃ॥ ৪॥
মরুত্বন্তং বৃষভং বাবৃধানমকবারিং দিব্যাং শাসমিন্দ্রম্।
বিশ্বাসাহমবসে নূতনায়োগ্রং সহোদামিহ তং হুবেম॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি অভিষ্টবর্ষী ও মরুৎবৃন্দযুক্ত। আপনি রণে হর্ষের নিমিত্ত রীতি অনুসারে সোম পান করেন, হর্ষকর বহু সোমরস জঠরে বিশেষভাবে সেক করেন। যেহেতু আপনি পুরাকাল হ'তে অভিষুত সোমের রাজা॥১॥

হে শূর ইন্দ্র! আপনি দেববৃন্দের দ্বারা সঙ্গত, মরুৎবৃন্দযুক্ত, বৃত্রহন্তা ও বিদ্বান্। আপনি সোমপান করুন, শত্রুবর্গকে বধ করুন, হিংসকবৃন্দকে দূর ক'রে দিন। তার পর আমাদের সর্বরকমে অভয় দান করুন॥২॥

হে ঋতুপা ইন্দ্র! আপনি সখিভূত মরুৎবর্গের সাথে আমাদের অভিষুত সোম পান করুন। আপনি যাঁদের যুদ্ধে সাহায্যের নিমিত্ত গ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা আপনাকে আনুকূল্য করায় আপনি বৃত্রকে বধ করেছিলেন, সেই মরুৎগণ আপনাকে পরাক্রম প্রদান করেছিলেন॥৩॥

হে মঘবা ইন্দ্র। যাঁরা বৃত্র-বধে আপনাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, হে অশ্ববান্! যারা শম্বর-বধে আপনাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, যাঁরা ধেনুবর্গের জন্য আপনাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, যাঁরা আজ পর্যন্তও আপনাকে হৃষ্ট করেন, সেই মরুৎবর্গের সাথে সোম পান করুন॥৪॥

আমরা মরুৎবর্গযুক্ত, জলবর্ষী, প্রোৎসাহক, প্রভূত শত্রুবিশিষ্ট, দিব্য, শাসনকর্তা, বিশ্বের অভিভবিতা, উগ্র, বলপ্রদ ইন্দ্রকে নূতন আশ্রয়লাভের নিমিত্ত এই যজ্ঞে আহ্বান করছি॥৫॥

টীকা — পূর্ববর্তী মন্ত্রের মতোই এই সূক্তেও ইন্দ্রের স্বরূপ চিহ্নিত হয়েছে। ইন্দ্র সদা মরুৎবৃন্দযুক্ত এবং তাঁদের দ্বারা সর্বদা প্রোৎসাহিত। আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মরুৎবৃন্দও ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র। এঁরা বিবেকরূপী দেববৃন্দরূপে সদা পরিগণিত হয়েছেন।

◆ ◆

— ৪৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ প্রভর্তুমাবদন্ধসঃ সুতস্য।
সাধোঃ পিব প্রতিকামং যথা তে রসাশিরঃ প্রথমং সোম্যস্য॥ ১॥
যজ্জায়থাস্তদহরস্য কামেঽংশোঃ পীযূষমপিবো গিরিষ্ঠাম্।
তং তে মাতা পরি যোষা জনিত্রী মহঃ পিতুর্দম আসিঞ্চদগ্রে॥ ২॥
উপস্থায় মাতরমন্নমৈট্ট তিগ্মমপশ্যদভি সোমমূধঃ।
প্রয়াবয়ন্নচরদ্গৃৎসো অন্যান্মহানি চক্রে পুরুধপ্রতীকঃ॥ ৩॥

উগ্রস্তুরাষালভিভূত্যোজা যথাবশং তন্বং চক্র এষঃ।
ত্বষ্টারমিন্দ্রো জনুষাভিভূয়ামুষ্যা সোমমপিবচ্চমূষু॥ ৪॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — জলবর্ষী ও জন্মিবামাত্র কমনীয় ইন্দ্র অভিষুত সোমরূপ অন্নের সংগ্রহকারীকে রক্ষা করুন। হে ইন্দ্র! আপনি ইচ্ছা হ'লেই সাধু গব্যামিশ্রিত সোমরস প্রথমে পান করুন ॥ ১॥

যে দিন আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই দিনেই সোম পানের ইচ্ছা হ'লে পর্বতস্থিত সোমলতার রস পান করেছিলেন। যেহেতু আপনার মাতা যুবতী অদিতি আপনার প্রসিদ্ধ পিতার গৃহে স্তন্যদানের পূর্বে আপনাকে সোম দান করেছিলেন ॥ ২॥

ইন্দ্র মাতার নিকট আগমন ক'রে অন্ন যাচ্ঞা করেছিলেন ও তাঁর স্তনে দীপ্ত সোম দর্শন করেছিলেন। তিনি শত্রুবর্গকে চালিত ক'রে বিচরণ করেন, তিনি বহুরকমে অঙ্গ বিক্ষেপ পূর্বক মহৎ কার্যসমূহ সম্পাদন করেছেন ॥৩॥

তিনি উগ্র, শীঘ্র অভিভবিতা, এবং অভিভবকর, পরাক্রমযুক্ত হয়ে শরীরকে নানারকম রূপবিশিষ্ট করেছিলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টাকে সামর্থ্যের দ্বারা পরাভূত ক'রে তাঁর চমসস্থিত সোম পান করেছিলেন ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র। আপনি অন্নলাভ করুন; যুদ্ধে উৎসাহের দ্বারা প্রবৃদ্ধ, আপনি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা অন্ন লাভের জন্য আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ৫॥

টীকা — পূর্ববর্তী সূক্তের টীকা এই সূক্তেও প্রযোজ্য।

◆ ◆

— ৪৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

শংসা মহামিন্দ্রং যস্মিন্বিশ্বা আ কৃষ্টয়ঃ সোমপাঃ কামমব্যন্।
যং সুক্রতুং ধিষণে বিভ্বতষ্টং ঘনং বৃত্রানাং জনয়ন্ত দেবাঃ॥ ১॥
যং নু নকিঃ পৃতনাসু স্বরাজং দ্বিতা তরতি নৃতমং হরিষ্ঠাম্।
ইনতমঃ সত্বভির্যো হ শূষৈঃ পৃথুজ্রয়া অমিনাদায়ুর্দস্যোঃ॥ ২॥
সহাবা পৃৎসু তরণির্নার্বা ব্যানশী রোদসী মেহনাবান্।
ভগো ন কারে হব্যো মতীনাং পিতেব চারুঃ সুহবো বয়োধাঃ॥ ৩॥
ধর্তা দিবো রজসস্পৃষ্ট ঊর্ধ্বো রথো ন বায়ুর্বসুভির্নিযুত্বান্।
ক্ষপাং বস্তা জনিতা সূর্যস্য বিভক্তা ভাগং ধীষণেব বাজম॥ ৪॥

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — মহান্ ইন্দ্রকে স্তব করো, তিনি রক্ষক হ'লে সমস্ত মানুষ সোম পান পূর্বক অভীষ্ট লাভ করে। দ্যাবাপৃথিবী ও দেববর্গ সেই সুক্রতু ইন্দ্রকে শত্রুদের পক্ষে বিভু নির্মিত মুদ্গররূপে জন্ম দিয়েছেন ॥ ১ ॥

যে ইন্দ্র সংগ্রামে শোভমান, অশ্বযুক্ত, ও নেতৃতম, যিনি সেনাকে দ্বিধা ভেদ করলে কেউই তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না, সেই উৎকৃষ্ট সেনাপতি ইন্দ্র মরুৎবর্গের সাথে গমনপূর্বক বলের দ্বারা তীব্র বেগে শত্রুর আয়ুঃ নাশ করেন ॥ ২ ॥

ইন্দ্র বলবান্, বলবান্ অশ্বের মতো সংগ্রামে বিজয়ী ও ধনবান্, ইন্দ্রকে যত্নে ভগের মতো হোম করা উচিত; তিনি স্তোতাবর্গের পিতাস্বরূপ; তিনি কমনীয়, আহ্বানযুক্ত ও অন্নদাতা ॥ ৩ ॥

তিনি দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষের ধারক; তিনি উর্ধ্বগামী রথের মতো এবং বসুবর্গের দ্বারা যুক্ত হয়ে নিযুৎযুক্ত বায়ুর মতো। তিনি রাত্রির আচ্ছাদক, সূর্যের জনয়িতা। ধনীর বাক্য যেমন ধন বিভাগ করে, তিনিও সেইরকম অন্নের বিভাগ কর্তা ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অন্নলাভ করুন, যুদ্ধে উৎসাহের দ্বারা প্রবৃদ্ধ, আপনি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ৫ ॥

টীকা — ১ ঋকে মূলে 'বিভ্বতষ্টং ধনং' আছে। সায়ণ বলেন—"বিভুনা ব্রহ্মণা জগদাধিপত্যে স্থাপিতং।" কিন্তু ঋগ্বেদে 'বিভু' ঋভুগণের একজন, ব্রহ্মা নন। ইন্দ্র, বসু, বায়ু ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী বিশ্লেষণ এই সূক্তেও অপরিবর্তিত আছে।

◆ ◆

— ৫০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রঃ স্বাহা পিবতু যস্য সোম আগত্যা তুম্রো বৃষভো মরুত্বান্।
ওরুব্যচাঃ পৃণতামেভিরন্নৈরাস্য হবিস্তন্বঃ কামমৃধ্যাঃ॥ ১॥
আ তে সপর্যু জবসে যুনজ্মি যয়োরনু প্রদিবঃ শ্রুষ্টিমাবঃ।
ইহ ত্বা ধেয়ুর্হরয়ঃ সুশিপ্র পিবা ত্বস্য সুষুতস্য চারোঃ॥ ২॥
গোভির্মিমিক্ষুং দধিরে সুপারমিন্দ্রং জ্যৈষ্ঠ্যায় ধায়সে গৃণানাঃ।
মন্দানঃ সোমং পপিবাঁ ঋজীষিন্ত্‌ সমস্মভ্যং পুরুধা গা ইষণ্য॥ ৩॥
ইমং কামং মন্দয়া গোভিরশ্বৈশ্চন্দ্রবতা রাধসা পপ্রথশ্চ।
স্বর্যবো মতিভিস্তুভ্যং বিপ্রা ইন্দ্রায় বাহঃ কুশিকাসো অক্রন্॥ ৪॥

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — ইন্দ্র স্বাহাকৃত এই সোম পান করুন। এই সোম তাঁরই; তিনি শত্রুহিংসক, অভীষ্টবর্ষী ও মরুৎগণে যুক্ত এবং প্রভূত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়ে এই অন্নের দ্বারা প্রীত হোন; হব্য তাঁর শরীরের অভিলাষ পূর্ণ করুক ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আমি আপনার আগমনের নিমিত্ত পরিচারক অশ্ব দু'টিকে যোজিত করছি। আপনি পুরাতন, আপনি তাদের বেগ অনুগমন ক'রে থাকেন। হে শোভনহনু! অশ্বগুলি আপনাকে এই যজ্ঞে ধারণ করুক; আপনি এই সুন্দরভাবে অভিযুত কমনীয় সোম শীঘ্র পান করুন ॥ ২ ॥

ঋত্বিকবৃন্দ ফলদানে ইচ্ছুক ও স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠত্ব ও দীর্ঘ আয়ু লাভের নিমিত্ত গোদনুয়ের দ্বারা ধারণ করেন। হে সোমবান্! আপনি সোমপান পূর্বক হৃষ্ট হয়ে স্তোতাবৃন্দকে বহুরকম গাভী প্রেরণ করুন ॥ ৩ ॥

আমাদের এই অভিলাষ গো, অশ্ব ও দীপ্তিযুক্ত ধনের দ্বারা পূর্ণ করুন, এবং তার দ্বারা আমাদের বিখ্যাত করুন। হে ইন্দ্র! স্বর্গ ইত্যাদি সুখের অভিলাষী কর্মকুশল কুশিক-নন্দন মন্ত্রের দ্বারা আপনার স্তুতি করেছে ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অন্ন লাভ করুন; যুদ্ধে উৎসাহের দ্বারা প্রবৃদ্ধ, আপনি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা অন্ন লাভের জন্য আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের মন্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, জগতী]

চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্থ্যমিন্দ্রং গিরো বৃহতীরভ্যনূষত।
বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভিরমর্ত্যং জরমাণং দিবেদিবে॥ ১॥
শতক্রতুমর্ণবং শাকিনং নরং গিরো ম ইন্দ্রমুপ যন্তি বিশ্বতঃ।
বাজসনিং পূর্ভিদং তূর্ণিমপ্তুরং ধামসাচমভিষাচং স্বর্বিদম্॥ ২॥
আকরে বসোর্জরিতা পনস্যতেঽনেহসঃ স্তুভ ইন্দ্রো দুবস্যতি।
বিবস্বতঃ সদন আ হি পিপ্রিয়ে সত্রাসাহমভিমাতিহনং স্তুহি॥ ৩॥
নৃণামু ত্বা নৃতমং গীর্ভিরুক্থৈরভি প্র বীরমর্চতা সবাধঃ।
সং সহসে পুরুমায়ো জিহীতে নমো অস্য প্রদিব এক ঈশে॥ ৪॥

পূর্বীরস্য নিষ্ষিধো মর্ত্যেষু পুরূ বসূনি পৃথিবী বিভর্তি।
ইন্দ্রায় দ্যাব ওষধীরুতাপো রয়িং রক্ষন্তি জীরয়ো বনানি॥ ৫॥
তুভ্যং ব্রহ্মাণি গির ইন্দ্র তুভ্যং সত্রা দধিরে হরিবো জুষস্ব।
বোধ্যাপিরবসো নূতনস্য সখে বসো জরিতৃভ্যো বয়ো ধাঃ॥ ৬॥
ইন্দ্র মরুত্ব ইহ পাহি সোমং যথা শার্যাতে অপিবঃ সুতস্য।
তব প্রণীতি তব শূর শর্মন্না বিবাসন্তি কবয়ঃ সুযজ্ঞাঃ॥ ৭॥
স বাবশান ইহ পাহি সোমং মরুদ্ভিরিন্দ্র সখিভিঃ সুতং নঃ।
জাতং যত্ত্বা পরি দেবা অভূষন্মাহে ভরায় পুরুহূত বিশ্বে॥ ৮॥
অপ্তূর্যে মরুত আপিরেষোঽমন্দন্নিন্দ্রমনু দাতিবারাঃ।
তেভিঃ সাকং পিবতু বৃত্রখাদঃ সুতং সোমং দ্বে সধস্থে॥ ৯॥
ইদং হ্যন্বোজসা সুতং রাধানাং পতে পিবা ত্ব স্য গির্বণঃ॥ ১০॥
যস্তে অনু স্বধামসৎসুতে নি যচ্ছ তন্বং স ত্বা মমত্তু সোম্যম্॥ ১১॥
প্র তে অশ্নোতু কুক্ষ্যোঃ প্রেন্দ্র ব্রহ্মণা শিরঃ প্র বাহূ শুর রাধসে॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — ইন্দ্র মানুষদের পোষক, ধনবান্, উক্‌থের দ্বারা প্রশংসনীয়, বর্ধমান, বহুবার আহূত, মরণরহিত ও সুন্দর স্তুতির দ্বারা প্রত্যহ স্তূয়মান। ইন্দ্রকে প্রভূত স্তুতিবাক্য সর্বতোভাবে স্তব করুন ॥১॥

ইন্দ্র শত যজ্ঞবিশিষ্ট, জলবান্, মরুৎগণযুক্ত, নেতা, অন্নদাতা, শত্রুবর্গের পুরীভেদকারী, যুদ্ধে শীঘ্রগামী, জলের প্রেরক, ধনদাতা, অভিভবিতা ও স্বর্গদাতা; ইন্দ্রের নিকট আমার স্তুতিবাক্য সর্বতোভাবে গমন করুক ॥২॥

শত্রুবর্গের বিনাশক ইন্দ্র যুদ্ধে স্তুত হন; তিনি পাপরহিত স্তুতি সমূহকে সম্মানিত করেন; তিনি যজমানের গৃহে প্রীত হন। হে বিশ্বামিত্র! মরুৎবর্গের সাথে অভিভবিতা শত্রুহন্তা ইন্দ্রকে স্তব করো ॥৩॥

হে ইন্দ্র! আপনি মানুষদের নেতা ও বীর; বাধাপ্রাপ্ত ঋত্বিক্‌বৃন্দ আপনাকে স্তুতির দ্বারা ও উক্‌থের দ্বারা বিশেষভাবে অর্চনা করে। বহু কর্মবিশিষ্ট ইন্দ্র বলের নিমিত্ত গমনে উদ্যম করেন; পুরাতন একমাত্র ইন্দ্র এই অন্নের ঈশ্বর; তাঁকে নমস্কার ॥৪॥

মানুষদের মধ্যে ইন্দ্রের অনুশাসন নানারকম। ইন্দ্রের অনুশাসনক্রমে পৃথিবী বহু ধন ধারণ করে; দ্যুলোক, ওষধি, জল, মানুষ, বন ও বৃক্ষ ধন রক্ষা করে ॥৫॥

হে অশ্ববান্ ইন্দ্র। ঋত্বিক্‌বর্গ আপনার জন্য স্তোত্র, আপনার জন্য শস্ত্র যথার্থই ধারণ করছে, তা গ্রহণ করুন। হে নিরাসয়িতা সখিভূত ইন্দ্র! আপনি ব্যাপ্ত, আপনি নূতন অন্ন গ্রহণ করুন; স্তোতাকে অন্ন দান করুন ॥৬॥

হে মরুৎবর্গযুক্ত ইন্দ্র! আপনি যেমন শর্যাতির পুত্রের অভিযুত সোম পান করেছিলেন, সেইরকম এই যজ্ঞে সোম পান করুন। হে শূর। আপনার নির্বাধস্থানে স্থিত সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট কবিগণ হব্যের দ্বারা আপনার পরিচর্যা করে ॥৭॥

হে ইন্দ্র। আপনি সোমের অভিলাষী; আপনি সখিভূত মরুৎবর্গের সাথে আমাদের এই যজ্ঞে

Scanned with CamScanner

অভিষুত সোম পান করুন। হে পুরুহূত! আপনি জন্মগ্রহণ করলেই আপনাকে সকল দেবগণ মহৎ যুদ্ধের জন্য অলঙ্কৃত করেছিলেন ॥ ৮ ॥

হে মরুৎবর্গ। ইনি জলের প্রেরণ বিষয়ে আপনাদের সখা। বলদাতা মরুৎবর্গ ইন্দ্রকে হৃষ্ট করেছিলেন। বৃত্রহন্তা তাঁদের সাথে যজমানের গৃহে অভিষুত সোম পান করুন ॥ ৯ ॥

হে ধনপতি স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র। আপনি এই উদ্দেশের অনুক্রমে বলের দ্বারা অভিষুত সোম শীঘ্র পান করুন ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র। আপনার অন্নের জন্য যে সোম অভিষুত হয়েছে, সেই অভিষুত সোমে শরীর সিক্ত করুন। আপনি সোমের যোগ্য, সোম আপনাকে হৃষ্ট করুক ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! এ আপনার কুক্ষিদ্বয়ে ব্যাপ্ত হোক, এ স্তোত্রের সাথে আপনার শরীরে ব্যাপ্ত হোক। হে শূর! ধনদানের জন্য এ আপনার বাহুদ্বয়ে ব্যাপ্ত হোক ॥ ১২ ॥

টীকা — আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই সূক্তেও আমাদের বক্তব্য অপরিবর্তনীয়। উদাহরণ স্বরূপ ১ ঋক্‌টি দেখুন। স্বর্গীয় দুর্গাদাস লিখেছেন, "হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! অভীষ্টদায়ক, পরমধনসম্পন্ন স্তবনীয়, প্রবর্ধমান, সর্বলোকের আরাধ্য, নিত্য, পূজনীয়, বলৈশ্বর্যপতি দেবতাকে তোমরা মহনীয় হব্য এবং সৎকর্মসমন্বিত প্রার্থনার দ্বারা অনুক্ষণ আরাধনা করো।" (ভাব এই যে,—আমি যেন সর্বতোভাবে ভগবানের অনুসারী হই)। [কিভাবে ভগবানের আরাধনা করলে, তাঁর কৃপা লাভ হয়, তার উত্তর মন্ত্র মধ্যে 'দিবে দিবে' পদে পাওয়া যায়। অনুক্ষণ তাঁর আরাধনা করবে, প্রত্যেক কার্য তাঁর আরাধনা মনে ক'রে সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসেও যেন তাঁর মাহাত্ম্য ধ্বনিত হয়, তবেই তাঁর কৃপা লাভ করা যায়]।—ইত্যাদি॥ শেষের তিনটি ঋক্ দেখুন। ১০ ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাস লিখেছেন, "পরমার্থ-রূপ ধনের অধিপতি, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা অর্চনীয় হে ভগবন্! আমাদের কর্মকে অনুসরণ ক'রে আপন প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ অনুগ্রহ-পূর্বক এই কর্মের অর্থাৎ কর্ম হ'তে সঞ্জাত (কর্মের সারভূত অংশ) শুদ্ধসত্ত্বকে অবিলম্বে সর্বতোভাবে গ্রহণ করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম সত্ত্বসমন্বিত হোক এবং আপনি আপন মাহাত্ম্যে তা গ্রহণ করুন)। [বস্তুতঃ মন্ত্রে বলা হয়েছে—আপনার আপন প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ করুণা প্রকাশে আমাদের কর্মসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি প্রাপ্ত হোন; অর্থাৎ আমাদের কর্মের সাথে আপনার মিলন হোক—ইত্যাদি॥ আবার ১০ ঋকে লিখেছেন, "হে দেব। আপনার যে সত্ত্বভাব আছে, মঙ্গলদায়ক সেই সত্ত্বভাব আমাদের প্রদান করুন; বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে আমাদের সমস্ত সত্তাকে নিমজ্জিত করুন অর্থাৎ আমাদের সত্ত্বভাব পূর্ণ করুন; সত্ত্বাধিপতি হে দেব! আমাদের হৃদয়স্থিত সেই সত্ত্বভাব আপনাকে প্রীত করুক।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় মোক্ষলাভ করবার জন্য আমরা যেন সত্ত্বভাবপূর্ণ হই)। [ভগবানের আরাধনার প্রধান উপচার—সত্ত্বভাব। সেই সত্ত্বভাব ভগবানের কৃপায় লাভ করা যায়। তাঁর দেওয়া সত্ত্বভাবের দ্বারাই তাঁর পূজা করতে হয়। মানুষের নিজের বলতে তো কিছুই নেই—তাই গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করতে হয়।—ইত্যাদি॥ শেষ ১২ ঋকে লিখেছেন, "বলাধিপতি হে দেব। আপনার সত্ত্বভাব আমাদের কুক্ষির উভয় পার্শ্বে ব্যাপ্ত হোক; প্রার্থনা সমন্বিত সেই সত্ত্বভাব আমাদের শ্রেষ্ঠাঙ্গ শিরদেশকে প্রাপ্ত হোক। সর্বশক্তিমান্ হে দেব। পরমধন লাভের জন্য সেই সত্ত্বভাব আমাদের হস্ত দুটিকে প্রাপ্ত হোক।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের সত্তা সত্ত্বভাবে নিমজ্জিত হোক, আমরা যেন সর্বতোভাবে সত্ত্বভাবে সত্ত্বভাব-পূর্ণ হই)।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৫২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ॥ ১॥
পুরোলাশং পচত্যং জুষস্বেন্দ্রা গুরস্ব চ। তুভ্যং হব্যানি সিস্রতে॥ ২॥
পুরোলাশং চ নো ঘসো জোষয়াসে গিরশ্চ নঃ। বধূয়ুরিব যোষণাম্॥ ৩॥
পুরোলাশং সনশ্রুত প্রাতঃসাবে জুষস্ব নঃ। ইন্দ্র ক্রতুর্হি তে বৃহন্॥ ৪॥
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য ধানাঃ পুরোলাশমিন্দ্র কৃষ্বেহ চারুম্।
প্র যৎ স্তোতা জরিতা তূর্ণ্যর্থো বৃষায়মাণ উপ গীর্ভিরীট্টে॥ ৫॥
তৃতীয়ে ধানাঃ সবনে পুরুষ্টুত পুরোলাশমাহুতং মামহস্ব নঃ।
ঋভুমন্তং বাজবন্তং ত্বা কবে প্রয়স্বন্ত উপ শিক্ষেম ধীতিভিঃ॥ ৬॥
পূষণ্বতে তে চকৃমা করম্ভং হরিবতে হর্যশ্বায় ধানাঃ।
অপূপমদ্ধি সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহা শূর বিদ্বান্॥ ৭॥
প্রতি ধানা ভরত তূয়মস্মৈ পুরোলাশং বীরতমায় নৃণাম্।
দিবেদিবে সদৃশীরিন্দ্র তুভ্যং বর্ধন্তু ত্বা সোমপেয়ায় ধৃষ্ণো॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র। ভৃষ্ট যবযুক্ত, দধিমিশ্রিত, সক্তুযুক্ত, পিষ্টকযুক্ত ও উক্থবিশিষ্ট আমাদের সোম প্রাতঃসবনে গ্রহণ করুন ॥ ১॥

হে ইন্দ্র। পক্ব পুরোডাশ গ্রহণ করুন, ভক্ষণে উদ্যম করুন, আপনার উদ্দেশে হব্যগুলি গমন করছে ॥ ২॥

আপনি আমাদের পুরোডাশ ভক্ষণ করুন এবং স্ত্রৈণ ব্যক্তি যেমন যুবতীকে সেবা করে, সেইরকম আপনি আমাদের স্তুতি সেবা করুন ॥৩॥

হে প্রাচীনকাল হতে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র। আপনি প্রাতঃসবনে আমাদের পুরোডাশ গ্রহণ করুন, কারণ আপনার কর্ম মহৎ ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র। যে সময়ে পরিচর্যাকারী, চঞ্চলগতি, অতএব বৃষের মতো আচরণকারী স্তোতা মন্ত্রের দ্বারা আপনাকে প্রকর্ষভাবে স্তুতি করে, সেই মাধ্যন্দিন সবনের ভৃষ্ট যব ও কমনীয় পুরোডাশ এই যজ্ঞে ভক্ষণের দ্বারা সংস্কৃত করুন ॥ ৫॥

হে বহুস্তোতৃবর্গস্তুত ইন্দ্র। তৃতীয় সবনে আমাদের হৃত ভৃষ্ট যব ও পুরোডাশ ভক্ষণের দ্বারা সম্মানিত করুন। আমরা হব্যবিশিষ্ট হয়ে ঋভুযুক্ত ও বাজযুক্ত হয়ে কবি ইন্দ্রকে স্তবের দ্বারা পরিচর্যা করবো ॥৬॥

আমরা পূষার সাথে যুক্ত হয়ে ইন্দ্রের জন্য দধিমিশ্রিত সক্তু প্রস্তুত করেছি। আমরা অশ্বযুক্ত ইন্দ্রের জন্য ভৃষ্ট যব প্রস্তুত করেছি। হে ইন্দ্র। মরুৎবর্গের সাথে যুক্ত হয়ে পিষ্টক ভক্ষণ করুন। হে শূর বৃত্রহন্তা বিদ্বান্ ইন্দ্র। আপনি সোম পান করুন ॥ ৭॥

এঁকে শীঘ্র ভৃষ্ট যব প্রদান করো। ইনি নেতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর; এঁকে পুরোডাশ প্রদান করো। হে অভিভবিতা ইন্দ্র! আপনার উদ্দেশে প্রত্যহ একরকম স্তুতি করা হয়ে থাকে; তা সোম পানের জন্য আপনাকে প্রোৎসাহিত করুক ॥ ৮ ॥

টীকা — ১ ঋকে মূলে "ধান", "করম্ভ" ও "অপূপ" আছে। এর পরে ঋকে "পুরোডাশ" আছে। —আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও অপরিবর্তিত আছে। উদাহরণস্বরূপ ১ ঋকটির দেখুন, স্বর্গীয় দুর্গাদাস এই ঋকে লিখেছেন, "হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব। আমাদের উচ্চারিত আন্তরিক ঐকান্তিক কেন্দ্রীকৃতচিত্তবৃত্তিসমন্বিত স্তোত্রকে প্রথমে (কর্ম-প্রারম্ভে) আপনি গ্রহণ করুন।" সেই ভগবান আমাদের উচ্চারিত প্রীতিভক্তি সমন্বিত পূজাকে গ্রহণ করুন।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৫৩ সূক্ত —

[দেবতা : ১ ঋক্ ইন্দ্র ও পর্বত; ১৫ ও ১৬ ঋক্ বাক্; ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ ঋক্ রথাঙ্গ এবং অন্যান্য ঋক্ ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, বৃহতী]

ইন্দ্রাপর্বতা বৃহতা রথেন বামীরিষ আ বহতং সুবীরাঃ।
বীতং হব্যান্যধ্বরেষু দেবা বর্ধেথাং গীর্ভিরিলয়া মদন্তা॥ ১॥
তিষ্ঠা সু কং মঘবন্মা পরা গাঃ সোমস্য নু ত্বা সুষুতস্য যক্ষি।
পিতুর্ন পুত্রঃ সিচমা রভে ত ইন্দ্র স্বাদিষ্ঠয়া গিরা শচীবঃ॥ ২॥
শংসাবাধ্বর্যো প্রতি মে গৃণীহীন্দ্রায় বাহঃ কৃণবাব জুষ্টম্।
এদং বর্হি র্য জমানস্য সীদাথা চ ভূদুক্থমিন্দ্রায় শস্তম্॥ ৩॥
জায়েদস্তং মঘবন্ৎসেদু যোনিস্তদিত্ত্বা যুক্তা হরয়ো বহন্তু।
যদা কদা চ সুনবাম সোমমগ্নিষ্ট্বা দূতো ধন্বাত্যচ্ছ॥ ৪॥
পরা যাহি মঘবন্না চ যাহীন্দ্র ভ্রাতরুভয়ত্রা তে অর্থম্।
যত্রা রথস্য বৃহতো নিধানং বিমোচনং বাজিনো রাসভস্য॥ ৫॥
অপাঃ সোমমস্তমিন্দ্র প্র যাহি কল্যাণীর্জায়া সুরণং গৃহে তে।
যত্রা রথস্য বৃহতো নিধানং বিমোচনং বাজিনো দক্ষিণাবৎ॥ ৬॥
ইমে ভোজা অঙ্গিরসো বিরূপা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিশ্বামিত্রায় দদতো মঘানি সহস্রসাবে প্র তিরন্ত আয়ুঃ॥ ৭॥
রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরি স্বাম্।
ত্রির্যদ্দিবঃ পরি মুহূর্তমাগাৎ স্বৈর্মন্ত্রৈরনৃতুপা ঋতাবা॥ ৮॥
মহা ঋষির্দেবজা দেবজূতোঽস্তভ্নাৎ সিন্ধুমর্ণবং নৃচক্ষাঃ।
বিশ্বামিত্রো যদবহৎ সুদাসমপ্রিয়ায়ত কুশিকেভিরিন্দ্রঃ॥ ৯॥

হংসা ইব কৃণুথ শ্লোকমদ্রিভির্মদন্তো গীর্ভিরধ্বরে সুতে সচা।
দেবেভির্বিপ্রা ঋষয়ো নৃচক্ষসো বি পিবধ্বং কুশিকাঃ সোম্যং মধু॥ ১০॥
উপ প্রেত কুশিকাশ্চেতয়ধ্বমশ্বং রায়ে প্র মুঞ্চতা সুদাসঃ।
রাজা বৃত্রং জঙ্ঘনৎ প্রাগপাগুদগথা যজাতে বর আ পৃথিব্যাঃ॥ ১১॥
য ইমে রোদসী উভে অহমিন্দ্রমতুষ্টবম্।
বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্॥ ১২॥
বিশ্বামিত্রা অরাসত ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে। করদিন্নঃ সুরাধসঃ॥ ১৩॥
কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্মম্।
আ নো ভর প্রমগন্দস্য বেদো নৈচাশাখং মঘবন্রন্ধয়া নঃ॥ ১৪॥
সসর্পরীরমতিং বাধমানা বৃহন্মিমায় জমদগ্নিদত্তা।
আ সূর্যস্য দুহিতা ততান শ্রবো দেবেষ্বমৃতমজুর্যম্॥ ১৫॥
সসর্পরীরভরত্তূয়মেভ্যোঽধি শ্রবঃ পাঞ্চজন্যাসু কৃষ্টিষু।
সা পক্ষ্যানব্যমায়ুর্দধানা যাং মে পলস্তিজমদগ্নয়ো দদুঃ॥ ১৬॥
স্থিরৌ গাবৌ ভবতাং বীলুরক্ষো মেষা বি বর্হি মা যুগং বি শারি।
ইন্দ্রঃ পাতল্যে দদতাং শরীতোররিষ্টনেমি অভি নঃ সচস্ব॥ ১৭॥
বলং ধেহি তনূষু নো বলমিন্দ্রানলুৎসু নঃ।
বলং তোকায় তনয়ায় জীবসে ত্বং হি বলদা অসি॥ ১৮॥
অভি ব্যয়স্ব খদিরস্য সারমোজো ধেহি স্পন্দনে শিংশপায়াম্।
অক্ষ বীলো বীলিত বীলয়স্ব মা যামাদস্মাদব জীহিপো নঃ॥ ১৯॥
অয়মস্মান্বনস্পতির্মা চ হা মা চ রীরিষৎ।
স্বস্ত্যা গৃহেভ্য আবসা আ বিমোচনাৎ॥ ২০॥
ইন্দ্রোতিভির্বহুলাভির্নো অদ্য যাচ্ছ্রেষ্ঠাভির্মঘবঞ্ছূর জিন্ব।
যো নো দ্বেষ্ট্যধরঃ সস্পদীষ্ট যমু দ্বিষ্মস্তমু প্রাণো জহাতু॥ ২১॥
পরশুং চিদ্বি তপতি শিম্বলং চিদ্বি বৃশ্চতি।
উখা চিদিন্দ্র যেষন্তী প্রয়স্তা ফেনমস্যতি॥ ২২॥
ন সায়কস্য চিকিতে জনাসো লোধং নয়ন্তি পশুমন্যমানাঃ।
নাবাজিনং বাজিনা হাসয়ন্তি ন গর্দভং পুরো অশ্বান্নয়ন্তি॥ ২৩॥
ইম ইন্দ্র ভরতস্য পুত্রা অপপিত্বং চিকিতুর্ন প্রপিত্বম্।
হিন্বন্ত্যশ্বমরণং ন নিত্যং জ্যাবাজং পরিণয়ন্ত্যাজৌ॥ ২৪॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও পর্বত। আপনারা বৃহৎ রথে মনোহর সুন্দর পুত্রবিশিষ্ট অন্ন আনয়ন করুন। হে সোমবান। আপনারা যজ্ঞে হব্য ভক্ষণ করুন; হব্যের দ্বারা হৃষ্ট হয়ে স্তুতির দ্বারা বর্ধিত হন ॥ ১ ॥

হে মঘবন্! এই যজ্ঞে কিছুকাল সুখে অবস্থান করুন, স্থানত্যাগ করবেন না। যেহেতু সুন্দরভাবে অভিযুত সোমের দ্বারা আমি আপনার যাগ করছি। হে শক্তিমান্! পুত্র যেমন মধুর বাক্যে পিতার বস্ত্রপ্রান্ত গ্রহণ করে, আমি সেইরকম সুমধুর স্তুতির দ্বারা আপনার বস্ত্রপ্রান্ত গ্রহণ করছি ॥ ২ ॥

হে অধ্বর্যু! আমরা দু'জনে স্তুতি করবো, তুমি আমাকে উত্তর দান করো, আমরা দু'জনে ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রীতিযুক্ত স্তোত্র করবো। তুমি যজমানের কুশের উপর উপবেশন করো। ইন্দ্রের উদ্দেশে উক্থ প্রশস্ত হোক ॥ ৩ ॥

হে মঘবন্! জায়াই গৃহ, জায়াই সন্তান-উৎপাদয়িত্রী। যোজিত অশ্বদ্বয় আপনাকে সেইস্থানে নীত করুক। আমরা যে কোন সময়ে সোম অভিযুত করবো, সেই সময়েই যেন দূত অগ্নি আপনার নিকট গমন করে ॥ ৪ ॥

হে মঘবন্! আপন গৃহে গমন করুন অথবা এই যজ্ঞে আগমন করুন। হে ভ্রাতা! উভয় স্থলেই আপনার প্রয়োজন আছে। গৃহে গমনের জন্য মহৎ রথের উপরে অবস্থান করুন, অথবা হ্রেষারবকারী অশ্বকে বিমুক্ত ক'রে এই যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! সোম পান করুন, তার পরে গৃহে গমন করুন। আপনার গৃহে কল্যাণকারিণী জায়া ও সুন্দর ধ্বনি আছে; গৃহে গমনের জন্য মহৎ রথের উপরে অবস্থান করুন, অথবা অশ্বকে বিমুক্ত ক'রে এই যজ্ঞে অবস্থান করুন ॥ ৬ ॥

এই ভোজবৃন্দ, বিরূপ অঙ্গিরাবৃন্দ অপেক্ষা অসুর আকাশের বীর পুত্রবৃন্দ বিশ্বামিত্রকে সহস্রসূযজ্ঞে ধন দান পূর্বক তাঁর জীবন বর্ধিত করুন ॥ ৭ ॥

মঘবা আপন শরীর হ'তে মায়া ক'রে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। তিনি ঋতবান্ হলেও অঋতুতে সোম পান করেন। তিনি আপন স্তুতির দ্বারা আহূত হয়ে স্বর্গলোক হ'তে মুহূর্তের মধ্যে সবনত্রয়ে গমন করেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বামিত্র মহান্ ও ঋষি, তিনি দেবের জনয়িতা, ও দেবকর্তৃক আকৃষ্ট এবং নেতৃবৃন্দের উপদেশক; তিনি জলবিশিষ্ট সিন্ধুর বেগ নিরুদ্ধ করেছিলেন। তিনি সুদাস রাজাকে যজ্ঞ করেছিলেন এবং ইন্দ্রকে কুশিকবংশীয়দের প্রিয় করেছিলেন ॥ ৯ ॥

হে মেধাবী নেতৃবর্গের উপদেশক কুশিকগণ। প্রস্তরের দ্বারা সোম অভিযুত হ'লে পর তোমরা স্তুতির দ্বারা দেববৃন্দকে হৃষ্টকরণ পূর্বক শব্দায়মান্ হংসের মতো মন্ত্র উচ্চারণ করো; দেবগণের সাথে মধুর সোমরস পান করো ॥ ১০ ॥

হে কুশিকগণ। তোমরা অশ্বের সমীপে গমন করো, অশ্বকে উত্তেজিত করো, ধনের জন্য সুদাসের অশ্বকে বিমুক্ত ক'রে দাও। রাজা ইন্দ্র বৃত্রকে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দেশে বধ করেছেন, অতএব সুদাস রাজা পৃথিবীর উত্তম স্থানে যজ্ঞ করুন ॥ ১১ ॥

আমি দ্যাবাপৃথিবীর দ্বারা ইন্দ্রকে স্তব করিয়েছি; বিশ্বামিত্রের এই স্তোত্র ভারতলোকবর্গকে রক্ষা করুক ॥ ১২ ॥

বিশ্বামিত্র বংশজগণ বজ্রহস্ত ইন্দ্রকে স্তুতি করেছে; তিনি আমাদের ধনসম্পন্ন করুন ॥ ১৩ ॥

কীকট সমূহের মধ্যে গাভীসমূহ আপনার কি করবে? ওরা সোমের সাথে মিশ্রিত হবার যোগ্য দুগ্ধ দান করে না, দুগ্ধ প্রদানের দ্বারা পাত্রকেও দীপ্ত করে না। ওদের আমাদের নিকট আনয়ন করুন, প্রমগন্দের ধন আনয়ন করুন। হে মঘবন্! নীচবংশীয়বৃন্দের ধন আমাদের প্রদান করুন ॥ ১৪ ॥

জমদগ্নি দত্তা সসর্পরী অজ্ঞানকে বাধা প্রদান পূর্বক আকাশে প্রভূত শব্দ করছেন। সূর্যের দুহিতা দেববৃন্দের নিকট ক্ষয়রহিত অমৃতরূপ অন্ন বিস্তার করেছেন ॥ ১৫ ॥

পঞ্চশ্রেণী লোকের মধ্যে যে অন্ন আছে, সসর্পরী শীঘ্র তা আমাদের অধিক পরিমাণে দান করুন। বৃদ্ধ জমদগ্নিবৃন্দ আমাদের যে পক্ষ্যা দান করেছেন, সেই সূর্য-দুহিতা নূতন অন্ন দান করুন ॥ ১৬॥

গোদ্বয় স্থির হোক, অক্ষ দৃঢ় হোক। দণ্ড যেন বিনষ্ট না হয়, যুগ যেন বিশীর্ণ না হয়। ইন্দ্র কীলদ্বয়কে বিশীর্ণ হবার পূর্বে ধারণ করুন। হে অহিংসিত নেমিবিশিষ্ট রথ! তুমি আমাদের অভিমুখে আগমন করো ॥ ১৭ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের শরীরে বল দান করুন, আমাদের বলীবর্দগুলিকে বল দান করুন। আমাদের পুত্রপৌত্রবর্গকে চিরজীবী হবার জন্য বল দান করুন; কারণ আপনি বলপ্রদ ॥ ১৮॥

রথের খদির কাষ্ঠের সারকে দৃঢ় করো, রথের শিংশপা কাষ্ঠকে দৃঢ় করো। হে দৃঢ় ও আমাদের কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত অক্ষ! দৃঢ় হও; এই রথ হতে আমাদের নিক্ষেপ করো না ॥ ১৯ ॥

বনস্পতি এই রথ আমাদের যেন নিক্ষিপ্ত না করে, যেন আঘাতপ্রাপ্ত না করে। আমাদের গৃহগমন পর্যন্ত মঙ্গল হোক, রথের বেগের অবসান পর্যন্ত মঙ্গল হোক, অশ্ববর্গের বিমোচন পর্যন্ত মঙ্গল হোক ॥ ২০ ॥

হে শূর ধনবান্! আমরা শত্রুহিংসক। আমাদের প্রভূত ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয় দানের দ্বারা প্রীত করুন। যে আমাদের দ্বেষ করে, সে নিকৃষ্ট হয়ে পতিত হোক; আমরা যাকে দ্বেষ ক'রি, প্রাণবায়ু তাকে পরিত্যাগ করুক ॥ ২১ ॥

পরশুর দ্বারা বৃক্ষ যেমন তাপ প্রাপ্ত হয়, সেই রকম শত্রু তাপ প্রাপ্ত হোক; শিমুল ফুল যেমন অনায়াসে বিচ্ছিন্ন হয়, সেইরকম শত্রু বিচ্ছিন্ন শরীর হোক; প্রহত, জলস্রাবী, পাকস্থলী যেমন ফেন উদ্গীরণ করে, সেইরকম শত্রুর মুখ হ'তে ফেন উদ্গীরণ করুক ॥ ২২ ॥

হে জনগণ! তোমরা অবসানকারী বিশ্বমিত্রকে জ্ঞাত নও, তপের ফলের জন্য লুব্ধ পশুর মতো মনে ক'রে গ্রহণ ক'রে গমন করছে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মূর্খ ব্যক্তিকে হাস্যাস্পদ করে না, অশ্বের সম্মুখে গর্দভকে গ্রহণ করে না ॥ ২৩ ॥

হে ইন্দ্র! ভারতবর্গ বশিষ্ঠবৃন্দের সাথে পার্থক্যই জ্ঞাত আছে, একতা জ্ঞাত নয়। সংগ্রামে তাদের প্রতি সহজ শত্রুর মতো অশ্ব ক'রে ধনুক ধারণ করে ॥ ২৪ ॥

টীকা — ৫ ঋকে 'উভয় স্থলেই আপনার প্রয়োজন' অর্থে 'গৃহে আপনার জায়া আছে, যজ্ঞে, সোম আছে।' সায়ণ ॥ ৭ ঋকে মূলে আছে ''ইমে ভোজা—অসুরস্য বীরাঃ।'' তৃতীয় মণ্ডলে 'অসুর' শব্দ ছয় বার ব্যবহার করা হয়েছে। কখনও অগ্নি সম্বন্ধে, কখনও অরণিকাষ্ঠ সম্বন্ধে, কখনও ইন্দ্র সম্বন্ধে, কখনও আকাশ সম্বন্ধে, কখনও বল বা ক্ষমতা সম্বন্ধে, কখনও সম্বৎসর সম্বন্ধে। দেবশত্রু অর্থে 'অসুর' শব্দ একবারও ব্যবহৃত হয়নি। এই সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা হয়েছে ॥ ৯ ঋকে মূলে 'বিশ্বামিত্রো...সুদাসম্' আছে। সায়ণ অর্থ করেছেন যে, বিশ্বামিত্র সুদাসের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু 'অবহৎ' শব্দের সে অর্থে সঙ্গত নয়, এবং বিশ্বামিত্র সুদাসের শত্রুগণের পুরোহিত, সুদাসের জন্য যজ্ঞ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা হয়েছে ॥ ১২ ঋকের সুদাস রাজা ও ভারতজাতি সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচনা হয়েছে ॥ ১৪ ঋকে মূলে 'কীকটেষু' আছে। সায়ণ লিখেছেন—'অনার্য নিবাসেষু জনপদেষু।' উইলসন দক্ষিণ বিহারের সাথে কীকটদের সম্পর্ক ছিল ব'লে মনে করেন। ওয়েবার মগধের

প্রাচীন জনগণকে কীকট ব'লে অভিহিত করেছেন।—ইত্যাদি॥ ১৫ ঋকে 'জমদগ্নি দত্ত সসর্পরী' বলা হয়েছে। সায়ণ বলেছেন—জমদগ্নি অর্থে প্রজ্বলিত অগ্নিঋষি। সসর্পরী অর্থে শব্দরূপ বাক্য॥ ১৭ ঋক্ সম্বন্ধে সায়ণের উক্তি—বিশ্বামিত্র গৃহে প্রত্যাগমন কালে রথাঙ্গ সকলকে স্তব করেছেন॥ ১৯ ঋকে খদির কাষ্ঠ, শিংশপা কাষ্ঠ ইত্যাদি যজ্ঞীয়-প্রধান কাষ্ঠগুলির দ্বারা রথাঙ্গগুলিও নির্মিত হতো॥ ২৩ ঋকে 'প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মূর্খ ব্যক্তিকে হাস্যাস্পদ করে না' সম্পর্কে সায়ণ বলেছেন—বিদ্বান্ ব্যক্তি যেমন মূর্খ ব্যক্তির সাথে বিবাদ করে না, সেই রকম বিশ্বামিত্রেরও বশিষ্ঠের সাথে বিবাদ করা উচিত নয়। ২৪ ঋক্ সম্বন্ধে বক্তব্য এই, অনুক্রমণিকায় আছে, এই শেষ ঋক্গুলি বশিষ্ঠ বংশীয়গণের প্রতি অভিসম্পাত। কিন্তু টীকাকার বশিষ্ঠবংশীয়, সুতরাং তিনি এই ঋক্ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'সা বশিষ্ঠদ্বেষী ঋক্ অহম্ বাশিষ্ঠঃ অতঃ তা ন নির্বচ্মি।' বিদেশী পণ্ডিতগণ বলেন যে, ঋগ্বেদের অনেক হস্তলিপিতে এই ঋক্ একেবারে ত্যাগ করা হয়েছে।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে স্বর্গীয় দুর্গাদাসকৃত ১ম ঋক্‌টিরই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট। তিনি লিখেছেন—'সর্বৈশ্বর্যাধিপতি ও অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয়! মহৎ সৎকর্মের সাথে আমাদের সম্বন্ধযুক্ত ক'রে, প্রার্থনীয় রিপুনাশসমর্থ সিদ্ধি প্রদান করুন; পরমানন্দদায়ক হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম-রূপ আরাধনা গ্রহণ করুন; এবং আমাদের স্তুতিসমূহে বা অনুসরণে প্রীত হয়ে আত্মশক্তি দান ক'রে আমাদের প্রবর্ধিত করুন।' [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের জ্ঞান ও আত্মশক্তি প্রদান করুন; অজ্ঞান আমাদের পূজা গ্রহণ করুন)। ['ইন্দ্রাপর্বতা' অর্থাৎ ইন্দ্র ও পর্বত দেবতা—সর্বৈশ্বর্যাধিপতি তথা অভীষ্টপূরক দুই দেবতা—ভগবানের বিশেষ বিভূতিময় দুই দেবতা। পর্বত-শব্দের ব্যুৎপত্তি ধ'রে (পর্ব—পূরণ করা) অর্থ ধরলে 'অভীষ্টপূরক দেব' বোঝা যায়।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৫৪ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বিশ্বামিত্রের পুত্র অথবা বাচের পুত্র প্রজাপতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

ইমং মহে বিদথ্যায় শূষং শশ্বৎকৃত্ব ঈড্যায় প্র জভ্রুঃ।
শৃণোতু নো দম্যেভিরনীকৈঃ শৃণোত্বগ্নির্দিব্যৈরজস্রঃ॥ ১॥
মহি মহে দিবে অর্চা পৃথিব্যৈ কামো ম ইচ্ছঞ্চরতি প্রজানন্।
যয়োর্হ স্তোমে বিদথেষু দেবাঃ সপর্যবো মাদয়ন্তে সচায়োঃ॥ ২॥
যুবোর্ঋতং রোদসী সত্যমস্তু মহে ষু ণঃ সুবিতায় প্র ভূতম্।
ইদং দিবে নমো অগ্নে পৃথিব্যৈ সপর্যামি প্রয়সা যামি রত্নম্॥ ৩॥
উতো হি বাং পূর্ব্যা আবিবিদ্র ঋতাবরী রোদসী সত্যবাচঃ।
নরশ্চিদ্বাং সমিথে শূরসাতৌ ববন্দিরে পৃথিবি বেবিদানাঃ॥ ৪॥
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচদ্দেবাঁ অচ্ছা পথ্যাকা সমেতি।
দদৃশ্র এষামবমা সদাংসি পরেষু যা গুহ্যেষু ব্রতেষু॥ ৫॥

কবির্নৃচক্ষা অভি ষীমচষ্ট ঋতস্য যোনা বিঘৃতে মদন্তী।
নানা চক্রাতে সদনং যথা বেঃ সমানেন ক্রতুনা সংবিদানে॥ ৬॥
সমান্যা বিয়ুতে দূরে অন্তে ধ্রুবে পদে তস্থতুর্জাগরূকে।
উত স্বসারা যুবতী ভবন্তী আদু ব্রুবাতে মিথুনানি নাম॥ ৭॥
বিশ্বেদেতে জনিমা সং বিবিক্তো মহো দেবান্বিভ্রতী ন ব্যথেতে।
এজদ্ধ্রুবং পত্যতে বিশ্বমেকং চরৎপতত্রি বিষুণং বি জাতম্॥ ৮॥
সনা পুরাণমধ্যেম্যারান্মহঃ পিতুর্জনিতুর্জামি তন্নঃ।
দেবাসো যত্র পনিতার এবৈরুরৌ পথি ব্যুতে তস্থুরন্তঃ॥ ৯॥
ইমং স্তোমং রোদসী প্র ব্রবীম্যৃদূদরাঃ শৃণবন্নগ্নিজিহ্বাঃ।
মিত্রঃ সম্রাজো বরুণো যুবান আদিত্যাসঃ কবয়ঃ পপ্রথানাঃ॥ ১০॥
হিরণ্যপাণিঃ সবিতা সুজিহ্বস্ত্রিরা দিবো বিদথে পত্যমানঃ।
দেবেষু চ সবিতঃ শ্লোকমশ্রেরাদস্মভ্যমা সুব সর্বতাতিম্॥ ১১॥
সুকৃৎসুপাণিঃ স্ববাঁ ঋতাবা দেবস্তুষ্টাবসে তানি নো ধাৎ।
পূষণ্বন্ত ঋভবো মাদয়ধ্বমূর্ধ্বগ্রাবাণো অধ্বরমতষ্ট॥ ১২॥
বিদ্যুদ্রথা মরুত ঋষ্টিমন্তো দিবো মর্যা ঋতজাতা অয়াসঃ।
সরস্বতী শৃণবন্যজ্ঞিয়াসো ধাতা রয়িং সহবীরং তুরাসঃ॥ ১৩॥
বিষ্ণুং স্তোমাসঃ পুরুদস্মমর্কা ভগস্যেব কারিণো যামনি গ্মন্।
উরুক্রমঃ ককুহো যস্য পূর্বীর্ন মর্ধন্তি যুবতয়ো জনিত্রীঃ॥ ১৪॥
ইন্দ্রো বিশ্বৈর্বীর্যৈঃ পত্যমান উভে আ পপ্রৌ রোদসী মহিত্বা।
পুরন্দরো বৃত্রহা ধৃষ্ণুষেণঃ সঙ্গৃভ্যা ন আ ভরা ভূরিঃ পশ্বঃ॥ ১৫॥
নাসত্যা মে পিতরা বন্ধুপৃচ্ছা সজাত্যমশ্বিনোশ্চারু নাম।
যুবং হি স্থো রয়িদৌ নো রয়ীণাং দাত্রং রক্ষেথে অকবৈরদব্ধা॥ ১৬॥
মহত্তদ্বঃ কবয়শ্চারু নাম যদ্ধ দেবা ভবথ বিশ্ব ইন্দ্রে।
সখ ঋভুভিঃ পুরুহূত প্রিয়েভিরিমাং ধিয়ং সাতয়ে তক্ষতা নঃ॥ ১৭॥
অর্যমা ণো অদিতির্যজ্ঞিয়াসোঽদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি।
যুয়োত নো অনপত্যানি গন্তোঃ প্রজাবান্নঃ পশুমাঁ অস্তু গাতুঃ॥ ১৮॥
দেবানং দূতঃ পুরুধ প্রসূতোঽনাগান্নো বোচতু সর্বতাতা।
শৃণোতু নঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপঃ সূর্যো নক্ষত্রৈরুর্বন্তরিক্ষম্॥ ১৯॥
শৃণ্বন্তু নো বৃষণঃ পর্বতাসো ধ্রুবক্ষেমাস ইলয়া মদন্তঃ।
আদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শৃণোতু যচ্ছন্তু নো মরুতঃ শর্ম ভদ্রম্॥ ২০॥
সদা সুগঃ পিতুমাঁ অস্তু পন্থা মধ্বা দেবা ওষধীঃ সং পিপৃক্ত।
ভগো মে অগ্নে সখ্যে ন মৃধ্যা উদ্রায়ো অশ্যাং সদনং পুরুক্ষোঃ॥ ২১॥

স্বদস্ব হব্যা সমিষো দিদীহ্যস্মদ্র্যক্ সং মিমীহি শ্রবাংসি।
বিশ্বাঁ অগ্নে পৃৎসু তাঞ্জেষি শত্রূনহা বিশ্বা সুমনা দীদিহী নঃ॥ ২২॥

মন্ত্রার্থ — মহান্, যজ্ঞে নিষ্পাদ্যমান ও স্তুতির যোগ্য অগ্নির উদ্দেশে সুখকর এই স্তোম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করছে। অগ্নি দমনকুশল তেজযুক্ত হয়ে আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন, নিরন্তর দীপ্ত তেজযুক্ত হয়ে আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

মহতী দ্যাবাপৃথিবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাত হয়ে তাঁদের অর্চনা করো। আমার মনোরথ তাঁদের অভিমুখে বিচরণ করছে। পূজায় অভিলাষী দেববৃন্দ সকল মানুষের যজ্ঞে দ্যাবাপৃথিবীর স্তোত্রে মত্ত হন ॥ ২ ॥

হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনাদের ঋত যথার্থ হোক। আপনারা আমাদের মহৎ যজ্ঞসমাপ্তির কার্যে সমর্থ হোন। হে অগ্নি! দ্যুলোক ও পৃথিবীকে নমস্কার। আমি হব্যের দ্বারা পরিচর্যা করছি, আমি উত্তম ধন প্রার্থনা করছি ॥ ৩ ॥

হে সত্যযুক্ত দ্যাবাপৃথিবী! পুরাতন সত্যবাদী মহর্ষিবৃন্দ আপনাদের নিকট হ'তে অভিলষিত লাভ করেছিল। হে পৃথিবী! মানুষেরা শূর-পরিভবকর যুদ্ধে আপনাদের মাহাত্ম্য জ্ঞাত হয়ে আপনাদের স্তব করে ॥ ৪ ॥

কে সত্যকে জ্ঞাত আছে? কে তা বলে? কোন্ পথে দেবতাগণের সমীপে নীত করে। দেবগণের অধঃস্থান অর্থাৎ দ্যুলোকে স্থিত নক্ষত্র ইত্যাদি দর্শন করা যায়, তা উৎকৃষ্ট দুর্জ্ঞেয় ব্রতে অবস্থিতি করে ॥ ৫ ॥

কবি, মানুষগণের দ্রষ্টা সূর্য, এই দ্যাবাপৃথিবীকে সর্বতোভাবে দর্শন করেন। জলের উৎপত্তি স্থান অন্তরীক্ষে হর্ষকারিণী, রসবতী ও সমান কর্মের দ্বারা ঐক্য ভাবাপন্না দ্যাবাপৃথিবী পক্ষীর কুলায়ের মতো নানা স্থান অধিকার করেছেন ॥ ৬ ॥

সমান কর্মবিশিষ্টা, বিযুক্তা দূরসীমাযুক্তা ও বিনাশরহিতা দ্যাবাপৃথিবী জাগরণশীলা হয়ে অবিনাশী পদে অন্তরীক্ষে নিত্যতরুণা ভগিনীদ্বয়ের মতো অবস্থান করছেন। তাঁরা দু'জনে পরস্পরকে মিথুন নামে আহ্বান করেন ॥ ৭ ॥

তাঁরা সমস্ত ভূতজাতকে বিভক্ত ক'রে রক্ষা করেন, এবং মহৎ দেববৃন্দকে ধারণ করেও ব্যথাপ্রাপ্ত হন না। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকলেই এক আধারে অবস্থিতি করে, সমস্ত পশুপক্ষী তথায় অবস্থান করছে ॥ ৮ ॥

আমি এই ক্ষণে মহৎ পিতার সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব চিন্তা ক'রি। তাঁর বিস্তীর্ণ নির্জন পথে স্তুতিকারী দেববৃন্দ আপন আপন বাহনের সাথে অবস্থান করেন ॥ ৯ ॥

হে দ্যাবাপৃথিবী! আমি এই স্তোম উচ্চারণ করছি। কোমল-উদর অগ্নি জিহ্বাবিশিষ্ট, দীপ্তিমান, নিত্যতরুণ, কবি ও স্বকর্মকীর্তনকারী মিত্র, বরুণ প্রভৃতি অদিতির পুত্রগণ শ্রবণ করুন ॥ ১০ ॥

সুবর্ণপাণি, সুবাক্ সবিতা আকাশ হ'তে যজ্ঞে সবনত্রয়ে আগমন করেন। হে সবিতা! আপনি স্তোতাবর্গের স্তোত্র গ্রহণ করুন; তার পরে আমাদের সমস্ত অভিলষিত দান করুন ॥ ১১ ॥

সুকৃৎ, সুপাণি, ধনবান্, সত্যসঙ্কল্প ত্বষ্টাদেব আশ্রয় দানের জন্য আমাদের সেই সমস্ত অভিলষিত দান করুন। হে ঋভুগণ! আপনারা পূষার সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের হৃষ্ট করুন, যেহেতু ঋত্বিক্‌বৃন্দ প্রস্তর উত্তোলন পূর্বক যজ্ঞ করছেন ॥ ১২ ॥

বিদ্যুৎ রথযুক্ত, আয়ুধমান্, বিনাশক, যজ্ঞ হ'তে উৎপন্ন, সতত গমনশীল ও যজ্ঞের যোগ্য মরুৎগণ ও সরস্বতী আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। হে ত্বরান্বিত মরুৎগণ! আপনারা পুত্রবিশিষ্ট ধন দান করুন ॥ ১৩ ॥

ধনের হেতুভূত এই স্তোত্র এবং শস্ত্রসমূহ এই যজ্ঞে বহুকর্মা বিষ্ণুর নিকট গমন করুক। তিনি উরু বিক্রমী। পূর্বকালীনা, যুবতী মাতাস্বরূপ দিক্ সকল তাঁকে লঙ্ঘন করে না ॥ ১৪ ॥

সর্বসামর্থ্যসম্পন্ন ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবী, উভয়কেই, মহিমার দ্বারা পূর্ণ করেছেন। হে ইন্দ্র! আপনি পুরভেদী, বৃত্রহন্তা ও শত্রুজয়শীল সেনাযুক্ত; আপনি পশু সংগ্রহপূর্বক আমাদের প্রচুর পরিমাণে দান করুন ॥ ১৫ ॥

হে নাসত্যদ্বয়! আপনারা বন্ধুবর্গের অভিলষিত জিজ্ঞাসা ক'রে থাকেন, আপনারা আমার পালক হোন। অশ্বিদ্বয়ের মিলন কমনীয়। আপনারা আমাদের উত্তম ধন দান করুন। আপনারা অতিরস্কৃত, আপনারা হব্য দাতাকে অনিন্দনীয় কর্মের দ্বারা রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

হে কবি দেববৃন্দ! আপনাদের সেই মহৎ কর্ম মনোহর, যে কর্মের দ্বারা আপনারা সকলে ইন্দ্রলোকে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। হে পুরুহূত ইন্দ্র! আপনি ঋভুগণের সাথে সখ্য ভাবাপন্ন। আপনারা এই স্তুতি আমাদের ধনলাভের জন্য স্বীকার করুন ॥ ১৭ ॥

অর্যমা, অদিতি, যজ্ঞের যোগ্য দেববৃন্দ এবং অহিংসিতকর্মা বরুণ আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের মার্গ হ'তে পুত্রগণের অকল্যাণ দূর করুন। আমাদের গৃহ পশুযুক্ত ও অপত্যবিশিষ্ট হোক ॥ ১৮ ॥

বহুস্থানে বিহিত ও দেবগণের দূত অগ্নি আমাদের সর্বত্র নিরপরাধী করুন। পৃথিবী, দ্যুলোক, জল সমূহ, সূর্য ও নক্ষত্রপূর্ণ বিশাল অন্তরীক্ষ আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন ॥ ১৯ ॥

অভীষ্টবর্ষী মরুৎবৃন্দ এবং নিশ্চল পর্বতগণ হব্যের দ্বারা হৃষ্ট হয়ে আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। আদিত্যবর্গের সাথে অদিতি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। আমাদের কল্যাণকর সুখ দান করুন ॥ ২০ ॥

আমাদের পথ সর্বদা সুগম ও অন্নযুক্ত হোক; হে দেববৃন্দ! আপনারা জলের দ্বারা ওষধিগুলিকে সংসিক্ত করুন। হে অগ্নি! আপনি সখা হ'লে আমার ধন যেন বিনষ্ট না হয়, আমি যেন ধন ও বহুল অন্নযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হই ॥ ২১ ॥

হে অগ্নি! হব্য আস্বাদন করুন, অন্ন সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ করুন, অন্ন আমাদের অভিমুখীন করুন, সংগ্রামে সেই সমস্ত শত্রুবৃন্দকে জয় করুন; প্রফুল্ল মনে আমাদের দিনগুলিকে প্রকাশ করুন ॥ ২২ ॥

টীকা — ১৪ ঋকে মূলে 'পূর্বীঃ যুবতয়ঃ জনিত্রীঃ' আছে। সায়ণ পূর্বীঃ অর্থে 'বহু', যুবতয়ঃ অর্থে 'পরস্পর অসঙ্কীর্ণা' এবং জনিত্রীঃ অর্থে 'সকলের জনয়িত্রী' করেছেন।

এই সূক্তেও আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ একইরকমভাবে প্রযোজ্য। ঈশ্বরীয় বিভূতিসম্পন্ন রক্ষক, প্রতিপালক ও কর্মফলদাতা বিশ্বদেবগণ সম্পর্কে, কিংবা সূর্য, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, সবিতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎবর্গ, ত্বষ্টা, ঋভুবৃন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বেই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

◆ ◆

— ৫৫ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : প্রজাপতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উষসঃ পূর্বা অধ যদ্ব্যূষুর্মহদ্বি জজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ।
ব্রতা দেবানামুপ নু প্রভূষন্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ১॥
মো ষূ ণো অত্র জুহুরন্ত দেবা মা পূর্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ।
পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ কেতুরন্তর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ২॥
বি মে পুরুত্রা পতয়ন্তি কামাঃ শম্যচ্ছা দীদ্যে পূর্ব্যাণি।
সমিদ্ধে অগ্নাবৃতমিদ্বদেম মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ৩॥
সমানো রাজা বিভৃতঃ পুরুত্রাঃ শয়ে শয়াসু প্রযুতো বনানু।
অন্যা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ৪॥
আক্ষিৎপূর্বাস্বপরা অনূরুৎসদ্যো জাতাসু তরুণীষ্বন্তঃ।
অন্তর্বতীঃ সুবতে অপ্রবীতা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ৫॥
শযুঃ পরস্তাদধ নু দ্বিমাতাবন্ধনশ্চরতি বৎস একঃ।
মিত্রস্য তা বরুণস্য ব্রতানি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ৬॥
দ্বিমাতা হোতা বিদথেষু সম্রালন্বগ্রং চরতি ক্ষেতি বুধ্নঃ।
প্র রণ্যানি রণ্যবাচো ভরন্তে মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ৭॥
শূরস্যেব যুধ্যতো অন্তমস্য প্রতীচীনং দদৃশে বিশ্বমায়ৎ।
অন্তর্মতিশ্চরতি নিষ্‌ষিধং গোর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ৮॥
নি বেবেতি পলিতো দূত আস্বন্তর্মহাংশ্চরতি রোচনেন।
বপূংষি বিভ্রদভি নো বি চষ্টে মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ৯॥
বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ।
অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ১০॥
নানা চক্রাতে যম্যাবপূংষি তয়োরণ্যদ্রোচতে কৃষ্ণমন্যৎ।
শ্যাবী চ যদরুষী চ স্বসারৌ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ১১॥
মাতা চ যত্র দুহিতা চ ধেনু সবর্দুঘে ধাপয়েতে সমীচী।
ঋতস্য তে সদসীলে অন্তর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ১২॥
অন্যস্যা বৎসং রিহতী মিমায় কয়া ভুবা নি দধে ধেনুরূধঃ।
ঋতস্য সা পয়সাপিন্বতেলা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ১৩॥
পদ্যা বস্তে পুরুরূপা বপূংষ্যূর্ধ্বা তস্থৌ ত্র্যবিং রেরিহাণা।
ঋতস্য সদ্ম বি চরামি বিদ্বান্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ১৪॥

পদে ইব নিহিতে দস্মে অন্তস্তযোরণ্যদ্গুহ্যমাবিরন্যৎ।
সধ্রীচীনা পথ্যাসা বিষূচী মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ১৫॥
আ ধেনবো ধুনয়ন্তামশিশ্বীঃ সবর্দুঘাঃ শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ।
নব্যা নব্যা যুবতয়ো ভবন্তীর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ১৬॥
যদন্যাসু বৃষভো রোরবীতি সো অন্যস্মিন্যূথে নি দধাতি রেতঃ।
স হি ক্ষপাবান্ত্স ভগঃ স রাজা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ১৭॥
বীরস্য নু স্বশ্ব্যং জনাসঃ প্র নু বোচাম বিদুরস্য দেবাঃ।
ষোড়্হা যুক্তাঃ পঞ্চপঞ্চা বহন্তি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ১৮॥
দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান।
ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ১৯॥
মহী সমৈরচ্চম্বা সমীচী উভে তে অস্য বসুনা ন্যৃষ্টে।
শৃণ্বে বীরো বিন্দমানো বসূনি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ২০॥
ইমাং চ নঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপ ক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা।
পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ২১॥
নিষ্ষিধ্বরীস্ত ওষধীরুতাপো রয়িং ত ইন্দ্র পৃথিবী বিভর্তি।
সখায়স্তে বামভাজঃ স্যাম মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ২২॥

মন্ত্রার্থ — উষা যখন পূর্বেই প্রকাশিত হন, তখন অবিনাশী, মহান্ সূর্য জলের স্থানে উৎপন্ন হন; যজমান দেববৃন্দের সমীপে শীঘ্র ব্রতসমূহ উপস্থিত করেন। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! এই ক্ষণে দেববৃন্দ যেন আমাদের হিংসা না করেন, দেবপদভাক্ পূর্বপুরুষগণ যেন আমাদের হিংসা না করেন, কেতু সূর্য পুরাতন দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে উদিত হচ্ছেন। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ২ ॥

আমার নানা অভিলাষ নানা দিকে গমন করছে, আমি যজ্ঞের উদ্দেশে পুরাতন স্তোত্রগুলি প্রদীপ্ত করছি, অগ্নি সমিদ্ধ হ'লে পর, আমরা কেবল সত্যই বলবো। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ৩ ॥

সর্বসাধারণের রাজা বহুপ্রদেশে স্থাপিত হন, তিনি বেদিতে শয়ন করেন, বনের মধ্যে বিভক্ত হন। অন্য দ্যুলোক বৎসভূত সোম বা অগ্নিকে বৃষ্টির দ্বারা পোষণ করেন, মাতা পৃথিবী ধারণ করেন। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ৪ ॥

অগ্নি, অথবা সূর্য জীর্ণ ওষধি সমূহের মধ্যে বর্তমান থেকে, নব্যা ওষধি সমূহের মধ্যে অবস্থিতি করে, পরে তরুণী ওষধি সমূহের মধ্যে বাস করেন। অজাতগর্ভা ওষধিগুলি গর্ভবতী হয়ে ফল প্রসব করে। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ৫ ॥

দ্বিমাতা সূর্য পশ্চিমদিকে শয়ন করেন, কিন্তু উদয় কালে সেই বৎস সূর্য অপ্রতিবদ্ধ গতিতে বিচরণ করেন। এই সকল মিত্র ও বরুণের কর্ম। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ৬ ॥

দ্বিমাতা, যজ্ঞের হোতা ও সম্রাট্ অগ্নি অগ্রে আকাশে সূর্যরূপে বিচরণ করেন। রমণীয় বাক্যযুক্ত স্তোতাগণ রমণীয় স্তোত্র করছেন। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ৭ ॥

যুদ্ধকারী শূরব্যক্তির অভিমুখে আগমনকারী শত্রুসৈন্যকে যেমন পরাঙ্মুখ হ'তে দর্শন করা যায়, সেইরকম সমীপবর্তী অগ্নির অভিমুখে আগমনকারী ভূতজাতকে পরাঙ্মুখ হ'তে দর্শন করা যায়। অগ্নির মধ্যে জলের বিনাশক দীপ্তি আছে। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ৮ ॥

পালয়িতা দূত অগ্নি ঐ সকল ওষধির মধ্যে ব্যাপ্ত রয়েছেন। তিনি মহান্, তিনি সূর্যের সাথে দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন। তিনি নানারকম রূপ ধারণ পূর্বক আমাদের দর্শন করেন। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ৯ ॥

রক্ষক বিষ্ণু প্রিয়তম, অক্ষয় তেজ ধারণ পূর্বক পরম স্থান রক্ষা করেন। অগ্নি সমস্ত ভূতজাতকে জ্ঞাত আছেন। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ১০ ॥

মিথুনভূত দিবা ও রাত্রি নানারকম রূপ ধারণ করেন। কৃষ্ণবর্ণা ও শুক্লবর্ণা যে ভগ্নীদ্বয়, তাঁদের একজন দীপ্তিশালী ও অন্যজন কৃষ্ণবর্ণ। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ১১ ॥

মাতা পৃথিবী ও দুহিতা দ্যুলোক স্বরূপ ক্ষীরদায়িনী ধেনুদ্বয়, যে অন্তরীক্ষে পরস্পর সঙ্গত হয়ে পরস্পরকে রস পান করাচ্ছেন, জলের স্থানভূত সেই অন্তরীক্ষের মধ্যস্থিত দ্যাবাপৃথিবীকে আমি স্তব করছি। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ১২ ॥

দ্যুলোক পৃথিবীর বৎস অগ্নিকে লেহন পূর্বক ধ্বনি করেন। দ্যুরূপা ধেনু পৃথিবীকে জলপূর্ণ ক'রে আপন উধঃপ্রদেশ পূর্ণ করে, সেই পৃথিবী আদিত্যের জলের দ্বারা সিক্ত হয়। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ১৩ ॥

পৃথিবী নানারকম শরীর পরিধান করেন; তিনি উন্নত হয়ে সার্ধ সম্বৎসর বয়সের বৎসকে লেহন পূর্বক অবস্থান করেন। আমি সূর্যের স্থান জ্ঞাত হয়ে পরিচর্যা করছি। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ১৪ ॥

পদদ্বয়ের মতো দর্শনীয় অহোরাত্রি দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে স্থাপিত আছে। তাঁদের মধ্যে একজন গূঢ় আর একজন আবির্ভূত। এঁদের পরস্পর মিলন পথ কাল পুণ্যকারী ও অপুণ্যকারী উভয়কেই প্রাপ্ত হয়। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ১৫ ॥

শিশুরহিতা আকাশ-প্রদেশে শয়ানা, অক্ষীণরসা, ক্ষীরপ্রসবিণী যুবতী ও সর্বদা নূতনা মেঘসমূহ কম্পিত হোক। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ১৬ ॥

অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র, কোন কোন দিকে অত্যন্ত মেঘের শব্দ করেন, অন্যান্য দিক্‌সমূহে জল বর্ষণ করেন। তিনি সকলের ভজনীয়, তিনি রাজা। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ১৭ ॥

হে জন সকল! আমরা শূর ইন্দ্রের অশ্বসমূহের কথা বলছি। দেবগণ তা জ্ঞাত আছেন। তারা ছটি অথবা পাঁচটি ক'রে যোজিত হয়ে তাঁকে বহন করে। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ১৮ ॥

সকলের প্রেরক, নানারকম রূপবিশিষ্ট ত্বষ্টৃদেব বহু রকমে পুত্র উৎপাদন করেন ও পালন করেন। এই সমস্ত ভুবন তাঁর। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ১৯ ॥

তিনি মহতী পরস্পর সঙ্গত দ্যাবাপৃথিবীকে পশুপক্ষী যুক্ত করেছেন। তাঁরা উভয়ে ইন্দ্রের তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত। তিনি বীর, তিনি শত্রুর ধন গ্রহণে বিখ্যাত। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ২০ ॥

বিশ্বধাতা আমাদের রাজা ইন্দ্র এই পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সমীপে হিতকারী মিত্রের মতো বাস করেন। বীর মরুৎবর্গ ইন্দ্রের অগ্রে অগ্রে যুদ্ধে গমন করেন এবং তাঁর গৃহে বাস করেন। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ২১ ॥

হে ইন্দ্র ওষধি সমূহ আপনার দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জল আপনার থেকেই নির্গত হয়। পৃথিবী

আপনার জন্য ধন ধারণ করেন। আমরা আপনার সখা। আমরা যেন আপনার ধনের ভাগী হ'তে পারি। দেববৃন্দের মহৎ বল একই ॥ ২২ ॥

টীকা — এই সূক্তের প্রত্যেক ঋকের শেষে এই কথাগুলি আছে, 'মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং।' 'দেবনাং একং মুখ্যং অসুরত্বং • • • • প্রাবল্যং মহৎ ঐশ্বর্যং।' সায়ণ। 'Great and unequalled is the might of the gods.'—Wilson, 'The great divinity of the gods is one.'—Max Muller. The divine power of the gods is unique.'—Muir ॥ ৪ ঋকের লক্ষ্য সোম অথবা অগ্নি রাজা। অগ্নিপক্ষ অরণি সকলের মধ্যে এবং সোম পক্ষে চমস সকলের মধ্যে। সায়ণ ॥ ৩ ঋকে দ্বিমাতা অর্থে দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁর জননী, অথবা যিনি লোকদ্বয়কে নির্মাণ করেছেন। সায়ণ ॥ ১০ ঋকে সায়ণ বিষ্ণু শব্দকে অগ্নির বিশেষণ করে ব্যাপ্ত অর্থ করেছেন, কিন্তু মিয়র বিষ্ণু দেবতা অর্থই করেছেন ॥ ১৪ ঋকে মূলে 'ত্রবিং আছে। দেড় বৎসরের বৎসকে ত্র্যবি বলে। অতএব দেড় বৎসরের সূর্য অথবা ত্রিলোককে ব্যাপ্তকারী সূর্য। সায়ণ ॥ ১৮ ঋকে ইন্দ্র কালাত্মক ও অশ্বগণ ঋতু সকল। হেমন্ত, শীত এ দুই ঋতু এক হলে পাঁচ ঋতু। সায়ণ ॥

এই সূক্তে ঋষি প্রকৃতির কার্য পরম্পরার মধ্যে ঐক্য বুঝতে পেরে, দেবগণের কার্যের ঐক্য ও ঐশ্বরিক বলের একতা প্রকাশ করেছেন। অগ্নি বেদিতে বিরাজ করেন, বনে প্রজ্বলিত হন, আকাশে উৎপন্ন হন, পৃথিবীতে বিকশিত হন (৪ ঋক্); তিনি উত্তাপরূপে শস্য উৎপাদন করেন (৫ ঋক্); সূর্যরূপে পশ্চিমদিকে অস্ত গমন ক'রে পূর্বদিকে উদয় হন (৬ ঋক্); আকাশ বিচরণ করেন, ভূমিতে বাস করেন (৭ ঋক্); দিবা ও রাত্রি পরস্পরে সঙ্গত হয়ে গমনাগমন করছেন (১১ ঋক্); আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে বৃষ্টি ও বাষ্পরূপে রস দান করছেন (১২ ঋক্) এবং যে নৈসর্গিক নিয়মে একদিকে বজ্র হচ্ছে, সে নিয়মে অন্যদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, (১৭ ঋক্); একই নির্মাণ কর্তা মানুষ ও পশু পক্ষীকে সৃষ্টি করেছেন (১৯, ২০ ঋক্); তিনি শস্য উৎপাদন করেন, বৃষ্টি দান করেন, ধনধান্য উৎপন্ন করেন (২২ ঋক্)। প্রকৃতির অনন্ত কার্য পরম্পরাকে ভিন্ন ভিন্ন দেবের নামে স্তুতি করা হয়, সে কার্য পরম্পরায় একতা দর্শন ক'রে ঋষি বলছেন, দেবগণের কার্যসমূহ ভিন্ন নয়, তাঁদের দৈব ক্ষমতা, ঐশ্বরিক বল একই। মনুষ্যের হৃদয়ে এই রূপেই প্রকৃতির এক নিয়ন্তা এক ঈশ্বরের অনুভব উদয় হয়।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ আপনা হ'তেই এই সূক্তে পরিব্যক্ত হয়েছে। যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন দেবতা, তা সবই সেই একতম ঈশ্বরেরই বিভূতি-বিকাশমাত্র। অতএব দেববৃন্দের যা কিছু বল সেই একতম ঈশ্বরেরই বল।

◆ ◆

— ৫৬ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : প্রজাপতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ন তা মিনন্তি মায়িনো ন ধীরা ব্রতা দেবানাং প্রথমা ধ্রুবাণি।
ন রোদসী অদ্রুহা বেদ্যাভি র্ন পর্বতা নিনমে তস্থিবাংসঃ ॥ ১ ॥
ষড়্ভারাঁ একো অচরন্বিভর্ত্যৃতং বর্ষিষ্ঠমুপ গাব আগুঃ।
তিস্রো মহীরুপরাস্তস্থুরত্যা গুহা দ্বে নিহিতে দর্শ্যেকা ॥ ২ ॥

ত্রিপাজস্যো বৃষভো বিশ্বরূপ উত ত্র্যুধা পুরুধ প্রজাবান্।
ত্র্যনীকঃ পত্যতে মাহিনাবান্‌ৎস রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাম্॥ ৩॥
অভীক আসাং পদবীরবোধ্যাদিত্যানামহেব চারু নাম।
আপশ্চিদস্মা অরমন্ত দেবীঃ পৃথগ্‌ব্রজন্তীঃ পরিষীমবৃঞ্জন্॥ ৪॥
ত্রী ষধস্থা সিন্ধবস্ত্রিঃ কবীনামুত ত্রিমাতা বিদথেষু সম্রাট্।
ঋতাবরীর্যোষণাস্তিস্রো অপ্যাস্ত্রিরা দিবো বিদথে পত্যমানাঃ॥ ৫॥
ত্রিরা দিবঃ সবিতর্বার্যাণি দিবেদিব আ সুব ত্রি র্নো অহ্নঃ।
ত্রিধাতু রায় আ সুবা বসূনি ভগ ত্রাতর্ধিষণে সাতয়ে ধাঃ॥ ৬॥
ত্রিরা দিবঃ সবিতা সোষবীতি রাজানা মিত্রাবরুণা সুপাণী।
আপশ্চিদস্য রোদসী চিদুর্বী রত্নং ভিক্ষন্ত সবিতুঃ সবায়॥ ৭॥
ত্রিরুত্তমা দূণশা রোচনানি ত্রয়ো রাজন্ত্যসুরস্য বীরাঃ।
ঋতাবান ইষিরা দূলভাসস্ত্রিরা দিবো বিদথে সন্তু দেবাঃ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — মায়াবীবৃন্দ দেবগণের প্রসিদ্ধ প্রথম স্থির কর্মসমূহের বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারে না। দ্রোহরহিত দ্যাবাপৃথিবী প্রজাবৃন্দের সাথে তার বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারে না। অচল পর্বতগণকে অবনত করতে পারা যায় না ॥ ১ ॥

একটি স্থায়ী বৎসর ছটি ভার ঋতু ধারণ করে। গাভী সমূহ রশ্মিসকল সত্য ও প্রবৃদ্ধ আদিত্যাত্মক সম্বৎসরে মিলিত হয়। চঞ্চল লোকত্রয় উপরে উপরে বর্তমান রয়েছে, দুটি স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ গুহায় নিহিত; একটি পৃথিবী দর্শন করতে পারা যায় ॥ ২ ॥

তিন বক্ষবিশিষ্ট, তিন উধঃবিশিষ্ট বিশ্বরূপ, বহুরকম ও প্রজাবান্ এবং ত্রিগুণযুক্ত মহিমাবান্ বৃষভ আগমন করছে। সেই বৃষভ সকলের জন্য রস ধারণ করে ॥ ৩ ॥

সম্বৎসর এই সকল ওষধির সমীপে এদের পদবীস্বরূপ জাগরিত হয়েছে। আমি আদিত্যবর্গের মনোহর নাম উচ্চারণ করছি। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে চলিত, দ্যুতিমান্ জলরাশি তাকে প্রীত করে, পুনরায় পরিত্যাগ করে ॥ ৪ ॥

হে নদীবৃন্দ! কবিবর্গের অর্থাৎ দেববৃন্দের ত্রিগুণিত ত্রিসংখ্যক স্থান আছে। ত্রিমাতা সম্বৎসর যজ্ঞের সম্রাট্। জলবতী অন্তরীক্ষচারিণী তিন যোষিত যজ্ঞে তিন বার অর্থাৎ তিন সবনে আগমন করেন ॥ ৫ ॥

হে সবিতা! দ্যুলোক হ'তে আগমন পূর্বক প্রত্যহ তিনবার ক'রে আমাদের বরণীয় ধন প্রদান করুন। হে ত্রাতা ভগ! আমাদের দিবসের মধ্যে তিনবার তিন ধাতুর ধন ও গোধন প্রদান করুন। হে ধিষণা! আমাদের যাতে ধন লাভ হয়, তা করুন ॥ ৬ ॥

সবিতা যেন দিনে তিনবার ধন প্রদান করেন। কল্যাণপাণি রাজা মিত্রাবরুণ, দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এঁরা সকলে সবিতার বদান্যতা হ'তেই রত্নলাভের আশা করেন ॥ ৭ ॥

উত্তম, বিনাশরহিত ও দীপ্তিমান্ স্থানের সংখ্যা তিন। অসুরের তিন পুত্র শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন। যজমান্, শীঘ্রগামী, অহিংসনীয় দেববৃন্দ দিনে তিনবার যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — ৩ ঋকে সায়ণ বলেন বৃষভ অর্থে বর্ষা সম্বৎসর। তিনটি বক্ষস্থল, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত। তিনটি উধঃ, বসন্ত-শরৎ-হেমন্ত। প্রজা শব্দের অর্থ শস্য। তিনগুণ, উষ্ণ-বর্ষা-শীত। সকলের জন্য রস ধারণ করে, অর্থাৎ শস্য ইত্যাদিকে জল দান করে॥ ৪ ঋকে সায়ণ আদিত্যবর্গের অর্থ করেন, বৎসরের মাস সমূহ। জল বর্ষার চারি মাস সম্বৎসরের নিকট অবস্থান করে, অবশিষ্ট আট মাস তার নিকটে অবস্থান করে না॥ ৫ ঋকে ত্রিমাতা, অর্থাৎ তিন লোকের নির্মাতা। সায়ণ॥ তিন যোষিত, ইলা-সরস্বতী-ভারতী॥ ৬ ঋকের তিন ধাতু অর্থে পশু-কনক-রত্ন। সায়ণ॥ ৮ ঋকে তিন পুত্র অর্থে অগ্নি-বায়ু-সূর্য। 'অসুর' সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

এই সূক্তেও আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ অপরিবর্তনীয়; লক্ষ্য করলেই তা সহজেই বোধগম্য হয়।

◆ ◆

— ৫৭ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র মে বিবিক্বাঁ অবিদন্মনীষাং ধেনুং চরন্তীং প্রযুতামগোপাম্।
সদ্যশ্চিদ্যা দুদুহে ভূরি ধাসেরিন্দ্রস্তদগ্নিঃ পনিতারো অস্যাঃ॥ ১॥
ইন্দ্রঃ সু পূষা বৃষণা সুহস্তা দিবো ন প্রীতাঃ শশয়ং দুদুহ্রে।
বিশ্বে যদস্যাং রণয়ন্ত দেবাঃ প্র বোঽত্র বসবঃ সুম্নমশ্যাম্॥ ২॥
যা জাময়ো বৃষ্ণ ইচ্ছন্তি শক্তিং নমস্যন্তীর্জানতে গর্ভমস্মিন্।
অচ্ছা পুত্রং ধেনবো বাবশানা মহশ্চরন্তি বিভ্রতং বপূংষি॥ ৩॥
অচ্ছা বিবক্মি রোদসী সুমেকে গ্রাব্ণো যুজানো অধ্বরে মনীষা।
ইমা উ তে মনবে ভূরিবারা ঊর্ধ্বা ভবন্তি দর্শতাঃ যজত্রা॥ ৪॥
যা তে জিহ্বা মধুমতী সুমেধা অগ্নে দেবেষূচ্যত উরূচী।
তয়েহ বিশ্বাঁ অবসে যজত্রানা সাদয় পায়য়া চা মধূনি॥ ৫॥
যা তে অগ্নে পর্বতস্যেব ধারাসশ্চন্তী পীপয়দ্দেব চিত্রা।
তামস্মভ্যং প্রমতিং জাতবেদো বসো রাস্ব সুমতিং বিশ্বজন্যাম্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — বিবেকশালী (ইন্দ্র) গোপহীনা, একাকিনী, (গোষ্ঠে) বিহারিণী ধেনুর মতো আমার এ স্তুতি অবগত হোন। ওকে (ইচ্ছা করলে) তৎক্ষণাৎ প্রভূত অন্ন দোহন করা যায়। অতএব ইন্দ্র ও অগ্নি ওর প্রশংসা করুন॥ ১॥

ইন্দ্র পূষা এবং অভীষ্টবর্ষী কল্যাণপাণি মিত্রাবরুণ প্রীত হয়ে সম্প্রতি অন্তরীক্ষশায়ী মেঘকে অন্তরীক্ষ হতেই দোহন করছেন। হে নিবাসপ্রদ বিশ্বদেবগণ! আপনারা এই বেদিতে বিহার করুন, আমরা যেন আপনাদের প্রদত্ত সুখ প্রাপ্ত হতে পারি॥ ২॥

যে জামিগণ জলবর্ষী ইন্দ্রের শক্তি বাঞ্ছা করে, তারা নম্র হয়ে ইন্দ্রের গর্ভাধান শক্তি অবগত

হয়। ফলাভিলাষী ধেনুগণ অর্থাৎ ওষধি সকল, নানারূপধারী পুত্রের অর্থাৎ যবাদি শস্যের অভিমুখে বিচরণ করে ॥ ৩ ॥

যজ্ঞে প্রস্তর ধারণ করে আমি সুন্দর রূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে স্তুতি দ্বারা প্রীত করছি। হে অগ্নি! আপনার অতিশয় কমনীয়, বরণীয় দীপ্তি সকল মানুষদের জন্য উর্ধ্বমুখ হয়েছে ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আপনার যে মধুমতী প্রজ্ঞাশালিনী জিহ্বা অত্যন্ত স্বাদুবিশিষ্ট হয়ে দেবগণের প্রতি প্রেরিত হয়, তার দ্বারা আপনি সমস্ত যজনীয় দেববৃন্দকে আমাদের রক্ষার জন্য এখানে উপবেশন করান এবং তাদের হর্ষকর সোম পান করান ॥ ৫ ॥

হে দ্যুতিমান অগ্নি! আপনার যে অনুগ্রহ বুদ্ধি আমাদের পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র যায় না সেই অনুগ্রহ বুদ্ধি মেঘের ধারার ন্যায় আমাদের আপ্যায়িত করুক। হে নিবাসপ্রদ জাতবেদা। আমাদের সে অনুগ্রহ বুদ্ধি প্রদান করুন, বিশ্বজনের হিতকর অনুগ্রহ বুদ্ধি আমাদের প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — ৩ ঋকে 'জনিগণ' অর্থে 'ওষধি সকল'। সায়ণ ॥—এই সূক্তের প্রতিটি ঋকে অনন্ত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ অপরিবর্তনীয়। এই সূক্তেও 'হর্ষকর সোম' অর্থে অগ্নির উদ্দেশে ভক্ত-হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি নিবেদন করা হয়েছে, যা ঈশ্বরকে সর্বদা হর্ষান্বিত করে।

◆ ◆

— ৫৮ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ধেনুঃ প্রত্নস্য কাম্যং দুহানান্তঃ পুত্রশ্চরতি দক্ষিণায়াঃ।
আ দ্যোতনিং বহতি শুভ্রযামোষসঃ স্তোমো অশ্বিনাবজীগঃ ॥ ১ ॥
সুযুগ্ বহন্তি প্রতি বামৃতেনোর্ধ্বা ভবন্তি পিতরেব মেধাঃ।
জরেথামস্মদ্বি পণে র্মনীষাং যুবোরবশ্চকৃমা যাতমর্বাক্ ॥ ২ ॥
সুযুগ্ভিরশ্বৈঃ সুবৃতা রথেন দস্রাবিমং শৃণুতং শ্লোকমদ্রেঃ।
কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্তিং গমিষ্ঠাহু র্বিপ্রাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ ॥ ৩ ॥
আ মন্যেথামা গতং কচ্চিদেবৈ র্বিশ্বে জনাসো অশ্বিনা হবন্তে।
ইমা হি বাং গোঋজীকা মধূনি প্র মিত্রাসো ন দদুরুস্রো অগ্রে ॥ ৪ ॥
তিরঃ পুরূ চিদশ্বিনা রজাংস্যাঙ্গূষো বাং মঘবানা জনেষু।
এহ যাতং পথিভি র্দেবযানৈ র্দস্রাবিমে বাং নিধয়ো মধূনাম্ ॥ ৫ ॥
পুরাণমোকঃ সখ্যং শিবং বাং যুবো র্নরা দ্রবিনং জহ্নাব্যাম্।
পুনঃ কৃণ্বানাঃ সখ্যা শিবানি মধ্বা মদেম সহ নু সমানাঃ ॥ ৬ ॥
অশ্বিনা বায়ুনা যুবং সুদক্ষা নিযুদ্ভিশ্চ সজোষসা যুবানা।
নাসত্যা তিরো অহ্ন্যঃ জুষাণা সোমং পিবতমস্রিধা সুদানূ ॥ ৭ ॥

অশ্বিনা পরি বামিষঃ পুরূচীরীযুর্গীভি র্যতমানা অমৃধ্রাঃ।
রথো হ বামৃতজা অদ্রিজূতঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যাতি সদ্যঃ ॥ ৮॥
অশ্বিনা মধুষুত্তমো যুবাকুঃ সোমস্তং পাতমা গতং দুরোণে।
রথো হ বাং ভূরি বর্পঃ করিক্রৎ সুতাবতো নিষ্কৃতমাগমিষ্ঠঃ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — ধেনু উষা পুরাতন অগ্নির নিমিত্ত কমনীয় দুগ্ধ দোহন করছেন। দক্ষিণার পুত্র সূর্যের মধ্যে প্রবেশ করছেন, পরে শুভ্রদীপ্তি দিবস দ্যোতমান সূর্যকে বহন ক'রে আনয়ন করছে। অশ্বিযুগলের স্তোতা উষার পূর্বে জাগ্রত হচ্ছে ॥ ১॥

হে অশ্বিদ্বয়! উত্তমরূপে যোজিত অশ্ব দু'টি সত্যরূপ রথে আপনাদের বহন করছে। পুত্র পিতার জন্য যেমন উন্মুখ হয়, যজ্ঞবৃন্দ সেইরকম আপনাদের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। আমাদের নিকট হ'তে পণির বুদ্ধি বিশেষভাবে নাশ করুন। আমরা আপনাদের নিমিত্ত হবি প্রস্তুত করছি; আপনারা আগমন করুন ॥ ২॥

হে অশ্বিদ্বয়। সুন্দর চক্রবিশিষ্ট রথে আরোহণ পূর্বক উত্তমরূপে অশ্বের দ্বারা বাহিত হয়ে আপনারা স্তুতিকারীর এই শ্লোক শ্রবণ করুন। হে অশ্বিদ্বয়। পুরাতন মেধাবীবৃন্দ কি বলেননি যে, আপনারা বৃত্তিহানির বিরুদ্ধে গমন করেন? ॥ ৩॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমার স্তুতি অবগত হোন এবং অশ্ববর্গের সাথে আগমন করুন। সমস্ত লোক আপনাদের আহ্বান করছে; তারা বন্ধুর মতো আপনাদের দুগ্ধমিশ্রিত হর্ষকর সোম প্রদান করছে। সূর্য অগ্রে উদয় হচ্ছেন ॥ ৪॥

হে অশ্বিদ্বয়। নানা দেশকে তিরস্কৃত ক'রে দেবযান পথে এই স্থলে আগমন করুন। আপনারা ধনবান, আপনাদের স্তোত্র উদ্ঘোষিত হচ্ছে, আপনাদের জন্য মধুর আধার সকল সজ্জিত হয়েছে ॥ ৫॥

হে অশ্বিদ্বয়। আপনাদের পুরাতন সখ্য বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলকর। হে নেতৃযুগল। জাহ্নবীতে আপনাদের ধন আছে। আপনাদের সুখকর সখ্য পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হয়ে আমরা আপনাদের সমান হয়েছি। আমরা হর্ষকর সোমের দ্বারা আপনাদের শীঘ্র ও যুগপৎ হৃষ্ট করবো ॥ ৬॥

অক্ষীণ, সোমপায়ী, সুদক্ষ, নিত্যতরুণ ও অসত্যরহিত এবং সুদানশীল অশ্বিদ্বয় বায়ু ও বিদ্যুদ্বর্গের সাথে মিলিত হয়ে দিবসের শেষে সোম পান করুন ॥ ৭॥

হে অশ্বিদ্বয়। প্রচুর হবি আপনাদের নিকট গমন করছে; দোষশূন্য কর্মকুশল স্তোতৃগণ স্তুতির দ্বারা আপনাদের পরিচর্যা করছে। স্তোতৃবৃন্দ কর্তৃক আকৃষ্ট, জলপ্রদ রথ সদ্য দ্যাবাপৃথিবীর অভিমুখে গমন করছে ॥ ৮॥

হে অশ্বিদ্বয়! অত্যন্ত মধুর রসবিশিষ্ট সোম মিশ্রিত হয়েছে, পান করুন ও যজ্ঞশালায় প্রবেশ করুন। আপনাদের পুনঃ পুনঃ ধনদানকারী রথ সোম-অভিষবকারীর সংস্কৃত গৃহে আগমন করছে ॥ ৯॥

টীকা — ৬ ঋকে 'জাহ্নবী' সম্বন্ধে সায়ণ বলেন 'জহ্নুকুলজা'। উইলসন এই শব্দে গঙ্গাকে নির্দেশ করেছেন; বেদে গঙ্গাকে জাহ্নবীরূপেই বর্ণনা পাওয়া যায়, কারণ জহ্নুমুনি থেকেই গঙ্গার উৎপত্তি-কথা প্রচলিত দেখা যায়॥

এই সূক্তটিতেও আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রকটিত। এই স্থলেও হর্ষকর সোম নিবেদন অর্থে

ভক্তহৃদয়ের ভক্তিসুধা বা শুদ্ধসত্ত্বই বোধগম্য হয়। ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র অশ্বিদ্বয় ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা প্রথম অষ্টকেই আলোচনা করেছি। সেই স্থলে আমরা বলেছি যে, অশ্বিদ্বয় হলেন অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির নাশক বা শান্তিকারী ঈশ্বরীয় শক্তিদ্বয় এবং ভক্তজনের হৃদয়দেশই তাঁদের যান বা রথ॥

◆ ◆

— ৫৯ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী]

মিত্রো জনান্যাতয়তি ব্রুবাণো মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্।
মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভি চষ্টে মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত॥ ১॥
প্র স মিত্র মর্তো অস্তু প্রযস্বান্যস্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন।
ন হন্যতে ন জীয়তে ত্বোতো নৈনমংহো অশ্নোত্যন্তিতো ন দূরাৎ॥ ২॥
অনমীবাস ইলয়া মদন্তো মিতজ্ঞবো বরিমন্না পৃথিব্যাঃ।
আদিত্যস্য ব্রতমুপক্ষিয়ন্তো বয়ং মিত্রস্য সুমতৌ স্যাম॥ ৩॥
অয়ং মিত্রো নমস্যঃ সুশেবো রাজা সুক্ষত্রো অজনিষ্ট বেধাঃ।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম॥ ৪॥
মহাঁ আদিত্যো নমসোপসদ্যো যাতযজ্জনো গৃণতে সুশেবঃ।
তস্মা এতৎ পন্যতমায় জুষ্টমগ্নৌ মিত্রায় হবিরা জুহোত॥ ৫॥
মিত্রস্য চর্ষণীধৃতোঽবো দেবস্য সাননি। দ্যুম্নং চিত্রশ্রবস্তমম্॥ ৬॥
অভি যো মহিনা দিবং মিত্রো বভূব সপ্রথাঃ। অভি শ্রবোভিঃ পৃথিবীম্॥ ৭॥
মিত্রায় পঞ্চ যেমিরে জনা অভিষ্টিশবসে। স দেবান্বিশ্বান্ বিভর্তি॥ ৮॥
মিত্রো দেবেষ্বায়ুষু জনায় বৃক্তবর্হিষে। ইষ ইষ্টব্রতা অকঃ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — মিত্র স্তুত হয়ে লোক সমূহকে কার্যে প্রবর্তিত করছেন। মিত্র পৃথিবী এবং দ্যুলোক ধারণ ক'রে আছেন, মিত্র অনিমেষনয়নে লোক সকলের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আছেন। মিত্রের উদ্দেশে ঘৃতবিশিষ্ট হব্য প্রদান করো॥ ১॥

হে আদিত্য মিত্র! যে মানুষ ব্রত অনুসারে আপনাকে হব্য প্রদান করে, সে অন্নবান্ হোক। আপনি যাকে রক্ষা করেন, তাকে কেউ বিনাশ করতে বা অভিভব করতে পারে না। পাপ দূর হ'তে অথবা নিকট হ'তে সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করতে পারে না॥ ২॥

আমরা রোগবর্জিত ও অন্নলাভে হৃষ্ট হয়ে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রদেশে জানু স্থাপন ক'রে সর্বত্রগামী আদিত্যের ব্রতের নিকট অবস্থিতি করছি। মিত্র যেন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন॥ ৩॥

এই মিত্র প্রাদুর্ভূত হয়েছেন; ইনি নমস্কারের যোগ্য, সুন্দর মুখবিশিষ্ট রাজা ও অত্যন্ত বলবিশিষ্ট এবং সকলের বিধাতা। ইনি যজ্ঞের যোগ্য; আমরা যেন এঁর অনুগ্রহ ও কল্যাণকর বাৎসল্য প্রাপ্ত

করতে পারি ॥ ৪ ॥

আদিত্য মহান্, তিনি সকল লোকের প্রবর্তক; নমস্কারের দ্বারা তাঁর উপাসনা করা উচিত। তিনি স্তুতিকারীর প্রতি প্রসন্নমুখ। স্তুতিযোগ্য মিত্রের প্রীতিকর এই হব্য অগ্নিতে সমর্পণ করো ॥ ৫ ॥

মানুষবৃন্দের পালক মিত্রদেবের অন্ন ও ভজনীয় ধন অত্যন্ত কীর্তিযুক্ত ॥ ৬॥

যে মিত্র আপন মহিমায় দ্যুলোক অভিভূত করেছেন, তিনি অত্যন্ত কীর্তিযুক্ত হয়ে পৃথিবীকে প্রচুর অন্নবিশিষ্টা করেছেন ॥ ৭ ॥

পঞ্চজন, শত্রুজয়ক্ষম বলবিশিষ্ট মিত্রের উদ্দেশে হব্য প্রদান করছেন; তিনি সমস্ত দেববৃন্দকে ধারণ করেছেন ॥ ৮ ॥

মিত্র, দেব ও মানুষদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুশচ্ছেদ করেছে, তাকে কল্যাণকর অন্ন প্রদান করেন ॥ ৯ ॥

টীকা — ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ-মাত্র সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেবতা সম্বন্ধে প্রথম অষ্টকে আমরা আলোচনা করেছি। এই সূক্তেও তাঁর ঈশ্বরীয় শক্তির স্বরূপ চিহ্নিত হয়েছে। যেমন, তিনি সকলকে কার্যে প্রবর্তিত করছেন, তিনি পৃথিবী ও দ্যুলোক ধারণ ক'রে আছেন, ইত্যাদি। বস্তুতঃ মিত্রকে আদিত্য (অর্থাৎ সূর্য) রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে ॥

◆ ◆

— ৬০ সূক্ত —

[দেবতা : ঋভুগণ ও ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : জগতী]

ইহেহ বো মনসা বন্ধুতা নর উশিজো জগ্মুরভি তানি বেদসা।
যাভি র্মায়াভিঃ প্রতিজূতিবর্পসঃ সৌধন্বনা যজ্ঞিয়ং ভাগমানশ॥ ১॥
যাভিঃ শচীভিশ্চমসাঁ অপিংশত যয়া ধিয়া গামরিণীত চর্মণঃ।
যেন হরী মনসা নিরতক্ষত তেন দেবত্বমৃভবঃ সমানশ॥ ২॥
ইন্দ্রস্য সখ্যমৃভবঃ সমানশুর্মনো র্নপাতো অপসো দধান্বিরে।
সৌধন্বনাসো অমৃতত্বমেরিরে বিষ্ট্বী শমীভিঃ সুকৃতঃ সুকৃত্যয়া॥ ৩॥
ইন্দ্রেণ যাথ সরথং সুতে সচাঁ অথো বশানাং ভবথা সহ শ্রিয়া।
ন বঃ প্রতিমৈ সুকৃতানি বাঘতঃ সৌধন্বনা ঋভবো বীর্যাণি চ॥ ৪॥
ইন্দ্র ঋভুভি র্বাজবদ্ভিঃ সমুক্ষিতং সুতং সোমমা বৃষস্বা গভস্ত্যোঃ।
ধিয়েষিতো মঘবন্দাশুষো গৃহে সৌধন্বনেভিঃ সহ মৎস্বা নৃভিঃ॥ ৫॥
ইন্দ্র ঋভুমান্বাজবান্মৎস্বেহ নোঽস্মিন্ত্ সবনে শচ্যা পুরুষ্টুত।
ইমানি তুভ্যং স্বসরাণি যেমিরে ব্রতা দেবানাং মনুষশ্চ ধর্মভিঃ॥ ৬॥
ইন্দ্র ঋভুভি র্বাজিভি র্বাজয়ন্নিহ স্তোমং জরিতুরূপ যাহি যজ্ঞিয়ম্।
শতং কেতেভিরিষিরেভিরায়বে সহস্রণীথো অধ্বরস্য হোমনি॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে ঋভুবৃন্দ! আপনাদের কর্ম সকলেই জ্ঞাত আছে। হে মানুষবৃন্দ! আপনারা সুধন্বার

পুত্র; আপনারা যে সকল কর্মের দ্বারা শত্রু-পরাভবযুক্ত তেজবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হয়েছেন, যজ্ঞভাগ কামনার কালে আপনারা সেই সকল কর্ম জ্ঞাত হয়েছিলেন ॥ ১ ॥

হে ঋভুবৃন্দ! আপনারা যে শক্তির দ্বারা চমসকে বিভক্ত করেছিলেন, যে প্রজ্ঞাবলে গোশরীরে চর্ম যোজনা করেছিলেন, যে মনীষার দ্বারা ইন্দ্রের অশ্ব দু'টিকে নির্মাণ করেছিলেন, সেই সকলের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন ॥ ২ ॥

মানুষের নপ্তা ঋভুবৃন্দ যাগ ইত্যাদি কর্ম ক'রে ইন্দ্রের সখিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং প্রাণধারণ করেছিলেন। সুধন্বার পুণ্যকার্যকারী পুত্রগণ কর্মের বলে ও যজ্ঞ ইত্যাদির বলে ব্যাপ্ত হয়ে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন ॥ ৩ ॥

হে ঋভুবৃন্দ! আপনারা ইন্দ্রের সাথে একরথে সোমের অভিষব স্থানে গমন করুন। পরে মানুষদের স্তুতি গ্রহণ করুন। হে ফলবাহক সুধন্বার পুত্রগণ! আপনাদের সুকৃৎ কেউ ইয়ত্তা করতে পারে না। হে ঋভুবৃন্দ। আপনাদের বীর্যও কেউ ইয়ত্তা করতে পারে না ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বাজবিশিষ্ট ঋভুগণের সাথে সম্যক্‌ভাবে জলের দ্বারা সিক্ত অভিষুত সোম দু'হাতে গ্রহণ ক'রে পান করুন। হে মঘবন্! আপনি স্তুতির দ্বারা প্রেরিত হয়ে যজমানের গৃহে সুধন্বার পুত্রগণের সাথে উল্লসিত হোন ॥ ৫ ॥

হে বহুলোক কর্তৃক স্তুত ইন্দ্র! আপনি ঋভু ও বাজের সমভিব্যাহারে আমাদের এই যজ্ঞে আনন্দিত হোন। হে ইন্দ্র! দিন সমূহ আপনার জন্য নিয়ত হয়েছে। দেববৃন্দের ব্রত মানুষবর্গের কর্মের সাথে দিন সমূহ আপনার নিমিত্ত নিয়ত হয়েছে ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তোতার অন্ন সম্পাদন পূর্বক বাজযুক্ত ঋভুবর্গের সাথে এই যজ্ঞে স্তোতার স্তোত্রের অভিমুখে আগমন করুন। মরুৎবর্গও শতসংখ্যক গমনকুশল অশ্বের সাথে যজমানের সহস্র রকমে প্রণীত অধ্বরের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — ৬ ঋকে মূলে 'শচ্যা' আছে। 'ইন্দ্রাণ্যা কর্মণা বা।' সায়ণ। এই স্থলে শেষ অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। কেন না ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী, তা ঋগ্বেদে কোথাও লক্ষিত হয় না। ইন্দ্র শচীপতি, অর্থাৎ যজ্ঞপতি, তা হ'তেই ইন্দ্রের ভার্যা শচী সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যানের উৎপত্তি হয়েছে।

'ঋভু' অর্থাৎ কালের দেবতা, জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফলের দাতা। এই ঋভুবৃন্দ অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা নামক নৃপের পুত্র (মানব)। সুধন্বার ঋভু, বিভু ও বাজ নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁরা আপন সুকর্মের দ্বারা দেবত্ব লাভ করেছিলেন এবং সূর্যলোকে বাস করেন, এইরকম আখ্যান। আবার সায়ণ অন্যত্র 'ঋভবঃ' অর্থে 'সূর্যরশ্মি' বলেছেন। যাই হোক, আমরা প্রথম অষ্টকে ইন্দ্র, ঋভু ইত্যাদি সম্পর্কে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট করেছি।

◆ ◆

— ৬১ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : বিশ্বামিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্‌]

উষো বাজেন বাজিনি প্রচেতাঃ স্তোমং জুষস্ব গৃণতো মঘোনি।
পুরাণী দেবি যুবতিঃ পুরন্ধিরনু ব্রতং চরসি বিশ্ববারে॥ ১॥

উষো দেব্যমর্ত্যা বি ভাহি চন্দ্ররথা সূনৃতা ঈরয়ন্তী।
আ ত্বা বহন্তু সুয়মাসো অশ্বা হিরণ্যবর্ণাং পৃথুপাজসো যে॥ ২॥
উষঃ প্রতীচী ভুবনানি বিশ্বোর্ধ্বা তিষ্ঠস্যমৃতস্য কেতুঃ।
সমানমর্থং চরণীয়মানা চক্রমিব নব্যস্যা ববৃৎস্ব॥ ৩॥
অবস্যূমেব চিন্বতী মঘোন্যুষা যাতি স্বসরস্য পত্নী।
স্বর্জনন্তী সুভগা সুদংসা আন্তাদ্দিবঃ পপ্রথ আ পৃথিব্যাঃ॥ ৪॥
অচ্ছা বো দেবীমুষসং বিভাতীং প্র বো ভরধ্বং নমসা সুবৃক্তিম্।
উর্ধ্বং মধুধা দিবি পাজো অশ্রেৎপ্র রোচনা রুরুচে রণ্বসংদৃক্॥ ৫॥
ঋতাবরী দিবো অর্কৈরবোধ্যা রেবতী রোদসী চিত্রমস্থাৎ।
আয়তীমগ্ন উষসং বিভাতীং বামমেষি দ্রবিণং ভিক্ষমাণঃ॥ ৬॥
ঋতস্য বুধ্নঃ উষসামিষণ্যন্বৃষা মহী রোদসী আ বিবেশ।
মহীমিত্রস্য বরুণস্য মায়া চন্দ্রেব ভানুং বি দধে পুরুত্রা॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে অন্নবতী ধনবতী উষা। আমি স্তব করছি, আপনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবতী হয়ে আমার স্তোত্র গ্রহণ করুন। হে সকলের বরণীয়া, পুরাতনী যুবতীর মতো শোভমানা ও বহুস্তোত্রবতী উষা! আপনি যজ্ঞকর্মের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ১ ॥

হে মরণরহিতা চন্দ্ররথা সুনৃত বাক্য উচ্চারণশীলা উষা। আপনি শোভমানা হোন। যে সমস্ত প্রভূত বলযুক্ত হিরণ্যবর্ণ অশ্ব আছে, তাদের সুখে রথে যোজিত করতে পারা যায়। তারা আপনাকে আবাহন করুক ॥ ২ ॥

হে উষা। আপনি মরণধর্ম রহিত সূর্যের কেতুস্বরূপ। আপনি ত্রিভুবণের অভিমুখে আগমনশীলা। আপনি আকাশে উন্নতা হয়ে অবস্থান করছেন। হে নবতরা উষা! আপনি একপথে বিচরণ করতে ইচ্ছা ক'রে চক্রের মতো পুনরায় আবৃত্তা হন ॥ ৩ ॥

যে উষা বস্ত্রের মতো বিস্তীর্ণ অন্ধকার ক্ষয়িত ক'রে সূর্যের পত্নী হয়ে গমন করেন, সেই সৌভাগ্যবতী সৎকর্মশালিনী উষা দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্ত হ'তে প্রকাশিত হচ্ছেন ॥ ৪ ॥

হে স্তোতৃবর্গ। উষাদেবী তোমাদের অভিমুখে শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন। তোমরা নমস্কার পূর্বক তাঁর স্তুতি করো। মধুধা উষা আকাশে উর্ধ্বমুখে তেজের আশ্রয় করছেন। দীপ্তিমতী রমণীয়দর্শনা উষা অতিশয় দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ৫ ॥

সত্যবতী যে উষার তেজের প্রভাবে সকলে তাঁকে জ্ঞাত হয়, ধনবতী যে উষা বিচিত্রভাবে দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত ক'রে রয়েছেন, হে অগ্নি! যখন সেই শোভমানা উষা আপনার অভিমুখে আগমন করেন, তখন প্রার্থনা করলে আপনি মনোহর ধন প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

অভীষ্টবর্ষী আদিত্য সত্যভূত দিবসের মূলে উষাকে প্রেরণপূর্বক বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। পরে বিস্তীর্ণা উষা মিত্র ও বরুণের প্রভাবরূপ হয়ে নানা স্থানে আপন শোভা বিকীর্ণ করলেন ॥ ৭ ॥

টীকা — ২ মন্ত্রে মূলে "চন্দ্ররথা" আছে। সায়ণ তার অর্থ করেছেন 'সুবর্ণময়রথোপেতা', অর্থাৎ সুবর্ণময় রথে অন্বিতা ॥

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও অপরিবর্তিত আছে। আমরা ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশনায় ঊষা, সূর্য, আদিত্য, মিত্র, বরুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রথম অষ্টকেই আলোচনা করেছি॥

◆ ◆

— ৬২ সূক্ত —

[এই সূক্তের ১৮টি ঋক্ আছে; তার মধ্যে প্রথম তিনটি ঋকের দেবতা ইন্দ্রাবরুণ; ৪, ৫ ও ৬ ঋকের দেবতা বৃহস্পতি; ৭, ৮ ও ৯ ঋকের দেবতা পূষা; ১০, ১১ ও ১২ ঋকের দেবতা সবিতা; ১৩, ১৪ ও ১৫ ঋকের দেবতা সোম; ১৬, ১৭ ও ১৮ ঋকের দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : বিশ্বামিত্র, কেবল শেষ তিনটি ঋকের ঋষি কারো কারো মতে জমদগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্ ও গায়ত্রী]

ইমা উ বাং ভৃময়ো মন্যমানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভূবন্।
কৃত্যদিন্দ্রাবরুণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিভ্যঃ॥ ১॥
অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীয়ঞ্ছশ্বত্তমমবসে জোহবীতি।
সজোষাবিন্দ্রাবরুণা মরুদ্ভির্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবং মে॥ ২॥
অস্মে তদিন্দ্রাবরুণা বসু ষ্যাদস্মে রয়ি মরুতঃ সর্ববীরঃ।
অস্মান্বরূত্রীঃ শরণৈরবন্ত্বস্মান্ হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ॥ ৩॥
বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য। রাস্ব রত্নানি দাশুষে॥ ৪॥
শুচিমর্কৈ বৃহস্পতিমধ্বরেষু নমস্যত। অনাম্যোজ আ চকে॥ ৫॥
বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যাম্। বৃহস্পতিং বরেণ্যম্॥ ৬॥
ইয়ন্তে পূষন্নাঘৃণে সুষ্টুতি র্দেব নব্যসী। অস্মাভিস্তুভ্যং শস্যতে॥ ৭॥
তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ন্তীমবা ধিয়ম্। বধূয়ুরিব যোষণাম্॥ ৮॥
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি। সনঃ পূষাবিতা ভুবৎ॥ ৯॥
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ১০॥
দেবস্য সবিতুর্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধ্যা। ভগস্য রাতিমীমহে॥ ১১॥
দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিভিঃ। নমস্যন্তি ধিয়েষিতাঃ॥ ১২॥
সোমো জিগাতি গাতুবিদ্দেবানামেতি নিষ্কৃতম্। ঋতস্য যোনিমাসদম্॥ ১৩॥
সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে। অনমীবা ইষস্করৎ॥ ১৪॥
অস্মাকমায়ু র্বর্ধয়ন্নভিমাতীঃ সহমানঃ। সোমঃ সধস্থমাসদৎ॥ ১৫॥
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈ র্গব্যূতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সক্রতূ॥ ১৬॥
উরুশংসা নমোবৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ। দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা॥ ১৭॥
গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতম্। পাতং সোমমৃতাবৃধা॥ ১৮॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্রাবরুণ। অভিমন্যমান ও ভ্রমণশীল আপনাদের এই প্রজাবৃন্দ যেন তরুণবয়স্ক শত্রুকর্তৃক হিংসিত না হয়। আপনাদের যে যশের দ্বারা বন্ধুবর্গ আমাদের জন্য অন্ন সম্পাদন করেছে,

আপনাদের জন্য অন্ন সম্পাদন করেছে, আপনাদের সেইরকম যশ আর কোথায় আছে? ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্রাবরুণ! ধনলাভের অভিলাষে এই মহান্ যজমান আশ্রয় লাভের নিমিত্ত আপনাদের আহ্বান করছে। আপনারা দ্যুলোক পৃথিবী এবং মরুৎবর্গের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্রাবরুণ! সেই ধন আমাদের হোক। হে মরুৎবর্গ! সর্ব কর্ম সমর্থ ধন আমাদের হোক। সকলের ভজনীয়া দেবপত্নীগণ শরণের দ্বারা আমাদের পালন করুন। হোত্রাভারতী দক্ষিণার দ্বারা আমাদের পালন করুন ॥ ৩ ॥

হে সকল দেবগণের হিতকর বৃহস্পতি! আমাদের হব্য গ্রহণ করুন। হব্য প্রদায়ীকে উত্তম ধন প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

হে ঋত্বিক্‌বৃন্দ! তোমরা যজ্ঞ সমূহে স্তোত্রের দ্বারা বিশুদ্ধ বৃহস্পতির পরিচর্যা করো। আমি তাঁর অনভিভবনীয় বল প্রার্থনা ক'রি ॥ ৫ ॥

মানুষদের অভীষ্টবর্ষী, বিশ্বরূপ, বরণীয় বৃহস্পতির নিকট অভিমত ফল কামনা ক'রি ॥ ৬ ॥

হে দীপ্তিমান্ পূষা! এই নূতন স্তুতি আপনারই জন্য। এই স্তুতি আমরা আপনার জন্য উচ্চারণ করছি ॥ ৭ ॥

হে পূষা! আমার সেই স্তুতি গ্রহণ করুন। স্ত্রীপ্রিয় (স্ত্রৈণ) ব্যক্তি যেমন স্ত্রীর অভিমুখে গমন করে, সেইরকম আপনি হর্ষকারিণী এই স্তুতির অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৮ ॥

যে পূষা বিশ্বজগৎ বিশেষভাবে দর্শন করেন, সেই পূষা আমাদের রক্ষক হোন ॥ ৯ ॥

যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই বরণীয় তেজ ধ্যান ক'রি ॥ ১০ ॥

আমরা অন্নের অভিলাষী হয়ে স্তুতি পূর্বক সবিতাদেবের ও ভগদেবের ধন যাচ্‌ঞা করছি ॥ ১১ ॥

কর্মরত মেধাবী অধ্বর্যুবৃন্দ বুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হয়ে যজ্ঞ ও সুন্দর স্তোত্রের দ্বারা সবিতা দেবতাকে পূজা করেন ॥ ১২ ॥

পথজ্ঞ সোম গমন করছেন। উপবেশনকারী দেববৃন্দের জন্য সংস্কৃত যজ্ঞস্থানে গমন করছেন ॥ ১৩ ॥

সোম আমাদের নিমিত্ত এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পশুগণের নিমিত্ত রোগশূন্য অন্ন প্রদান করুন ॥ ১৪ ॥

সোম আমাদের আয়ু বর্ধিত ক'রে এবং শত্রুবর্গকে অভিভূত ক'রে যজ্ঞস্থানে উপবেশন করুন ॥ ১৫ ॥

হে শোভনকর্মকারী মিত্রাবরুণ! আমাদের গোষ্ঠ দুগ্ধপূর্ণ করুন; আমাদের আবাসস্থান মধুর রসে পূর্ণ করুন ॥ ১৬ ॥

হে শুচিব্রত! আপনারা অনেকের স্তুতিভাজন এবং উপাসনার দ্বারা বর্ধমান। আপনারা দীর্ঘ স্তুতিযুক্ত হয়ে বলের মাহাত্ম্যে বিরাজ করুন ॥ ১৭ ॥

আপনারা জমদগ্নি কর্তৃক স্তুত হয়ে যজ্ঞস্থানে উপবেশন করুন। আপনারাই যজ্ঞের বর্ধয়িতা; আপনারা সোম পান করুন ॥ ১৮ ॥

টীকা — ১০ ঋক্‌টি প্রসিদ্ধ গায়ত্রী। সায়ণ সবিতা শব্দের পরমেশ্বর এবং সূর্য এই দু'রকম অর্থ করেছেন। 'আমরা সবিতৃ দেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান ক'রি, যার প্রভাবে আমরা আপন আপন কর্তব্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'তে সমর্থ হই।' সত্যব্রত সামশ্রমী। 'সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান ক'রি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন।' বঙ্কিমচন্দ্র॥ ১৮ ঋকে মূলে 'জমদগ্নিনা' আছে। 'এতাময়েন মহর্ষিণা...যথা...প্রজ্বলিতাগ্নিনা বিশ্বামিত্রেণ।' গুজরী বিশ্বামিত্রগোত্রের সূক্তগুলি, অর্থাৎ

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডল, এই স্থানে সমাপ্ত হলো। বিশ্বামিত্রের অনেকগুলি সূক্ত গভীর চিন্তাপূর্ণ। তাঁর ৫৫ সূক্তটি জ্বলন্ত ভাষায় ঐশ্বরিক বল ও দেবকার্যের একতা প্রকটিত করছে। এবং তাঁর ৬২ সূক্তের জগৎ-বিখ্যাত গায়ত্রী সবিতার অথবা বরণীয় জ্যোতি মানুষের হৃদয়ে বিস্তার করছে॥

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্যেই স্বীকার করেছেন। স্বর্গীয় দুর্গাদাস ঐ ১০ ঋক্‌টির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন—'যিনি (জ্ঞানের উন্মেষকারী যে সবিতৃদেব) আমাদের বুদ্ধিকে সৎকর্মানুষ্ঠানে প্রকৃষ্টরূপে নিয়োগ করেন, সেই দ্যোতমান্ জ্ঞানপ্রেরক সবিতৃদেবের (পরব্রহ্মের) শ্রেষ্ঠ সর্বপাপনাশক জ্যোতিকে আমরা যেন ধ্যান ক'রি। (ব্রহ্মের অনুচিন্তনে যেন আমাদের চিত্ত নিয়ত নিরত হয়)। (সর্বপাপের নাশক সৎ-বুদ্ধিপ্রদাতা সৎকর্মে প্রবৃত্তিবর্ধক যে সবিতৃদেব, তাঁর পরম তেজ আমরা যেন সদা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখি।' [এই মন্ত্রটি আর্যহিন্দুর অবশ্য নিত্যপাঠ্য, ধ্যেয়, প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র। এটি গায়ত্রী ছন্দে গ্রথিত ব'লে 'গায়ত্রী' আখ্যায় ভূষিত। আবার এর দেবতা সবিতা (সবিতৃ) ব'লে এটি সাবিত্রী মন্ত্র ব'লে পরিচিত। 'গায়ত্রী' নামের অন্য কারণও আছে, যথা—'গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা।' অর্থাৎ (মন্ত্র) গানকারীকে ত্রাণ করেন ব'লে আপনি গায়ত্রী নামে প্রসিদ্ধা'—ইত্যাদি। ...শঙ্করাচার্যের মতে—'প্রণব ইত্যাদি সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী সকল বেদের সার।' যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যাখ্যা—'পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ, পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি, আত্মা আর অব্যক্ত—এই চব্বিশটিই গায়ত্রীর অক্ষর। পরমপুরুষ প্রণব সহ পঁচিশটি।' তন্ত্রের মতে—'গায়ত্রীর প্রথম অক্ষর অগ্নিদেবতা, দ্বিতীয় অক্ষর বায়ুদেবতা, তৃতীয় অক্ষর সূর্যদেবতা, চতুর্থ অক্ষর বিদ্যুৎ দেবতা, পঞ্চম অক্ষর যম দেবতা, ষষ্ঠ অক্ষর বরুণ দেবতা, সপ্তম অক্ষর বৃহস্পতি দেবতা, অষ্টম অক্ষর পর্জন্য দেবতা, নবম অক্ষর ইন্দ্র দেবতা, দশম অক্ষর গন্ধর্ব দেবতা, একাদশ অক্ষর পূষা দেবতা, দ্বাদশ অক্ষর মিত্রাবরুণদেবতা, এবং ত্রয়োদশ হ'তে চতুর্বিংশতি পর্যন্ত অক্ষর যথাক্রমে ত্বষ্টা, বাসব, মরুৎ, সোম, আঙ্গিরস, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, প্রজাপতি, সর্বদেবতা, রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুদেব।'—ইত্যাদি।...বস্তুত যিনি নাম-রূপের অতীত, অথচ যাঁর নাম-রূপে বিশ্ব ব্যেপে আছে, সবিতা দেবতা নামে এখানে তিনিই নির্দিষ্ট হয়েছেন। তাঁকে পরব্রহ্মই বলা যাক, হিরণ্যগর্ভই বলা যাক, আর সবিতা দেবতাই বলা হোক—বিশ্বরূপে বিদ্যমান্ বিশ্বনাথই এখানকার লক্ষ্য॥ এই সূক্তের শেষ তিনটি ঋকের দুর্গাদাসকৃত অনুবাদ লক্ষণীয়। ১৬ ঋক্—'শোভনকর্মযুক্ত (সৎকর্মপ্রাপক) হে মিত্রবরুণ দেবতাদ্বয়। (মিত্রস্থানীয় আর অভীষ্টপূরক সেই দেবদ্বয়) আমাদের জ্ঞানমার্গকে অথবা নিবাসস্থানকে শুদ্ধসত্ত্বের অথবা ভক্তিরসের দ্বারা সর্বতোভাবে সিঞ্চন করুন; আর রজোভাবসমূহকে অথবা পারলৌকিক আবাসস্থান সমূহকে অমৃতের দ্বারা (মধুর রসের দ্বারা) অভিসিঞ্চন করুন।'—ইত্যাদি॥ ১৭ ঋক্—পবিত্রকারক হে দেবদ্বয়! পরম মহিমান্বিত, প্রকৃত প্রার্থনার দ্বারা আরাধনায় আপনারা আত্মশক্তির মহত্বে বিরাজ করেন (অথবা বিশ্বের প্রভু হন)।'...তিনি জগতের মিত্রভূত, এবং মানুষের অভীষ্টবর্ধক। ভগবানের এই দুই স্বরূপকে লক্ষ্য ক'রেই মন্ত্র তাঁর মহিমাখ্যাপন করছেন। সেই জন্যই দ্বিবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুতঃ তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্।—ইত্যাদি॥ ১৮ ঋক্—'হে দেবদ্বয়! পরাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা আরাধিত হয়ে আপনারা তাঁর হৃদয়কে প্রাপ্ত হন; সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! আপনারা কৃপাপূর্বক অজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন ক'রে তা গ্রহণ করুন।' [প্রার্থনার ভাব এই যে,—'ভগবান্ কৃপাপূর্বক সত্ত্বভাব প্রদান ক'রে, আমাদের মোক্ষলাভে সমর্থ করুন।...বক্তব্য এই যে, জ্ঞানীর হৃদয়ই জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের নিবাস স্থান। প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নি সাধকের হৃদয়ের সকল আবর্জনা পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দেয়। হৃদয় বিশুদ্ধ ও নির্মল হ'লেই তাতে ভগবানের ছায়া প্রতিফলিত হয়। বিশুদ্ধ হৃদয় জ্ঞানী সাধক হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব উপলব্ধি করতে পারেন।...কিন্তু যাঁরা জ্ঞানসম্পন্ন নন,....তাদের উপায় কি?....তাদের মুক্তির উপায়—ভগবানের কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা]।—ইত্যাদি॥

— তৃতীয় মণ্ডল সমাপ্ত —

চতুর্থ মণ্ডল

— ১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি; ২, ৩ ও ৪ ঋক্ অগ্নি অথবা বরুণ। ঋষি : বামদেব।
ছন্দ : অষ্টি, অতিজগতী, ধৃতি, ত্রিষ্টুপ্]

ত্বাং হ্যগ্নে সদমিৎ সমন্যবো দেবাসো দেবমরতিং ন্যেরির ইতি ক্রত্বা ন্যেরিরে।
অমর্ত্যং যজত মর্ত্যেষ্বা দেবমাদেবং জনত প্রচেতসং বিশ্বমাদেবং জনত প্রচেতসম্॥ ১॥
স ভ্রাতরং বরুণমগ্ন আ ববৃৎস্ব দেবাঁ অচ্ছা সুমতী যজ্ঞবনসং জ্যেষ্ঠং যজ্ঞবনসম্।
ঋতাবানমাদিত্যং চর্ষণীধৃতম্ রাজানং চর্ষণীধৃতম্॥ ২॥
সখে সখায়মভ্যা ববৃৎস্বাশুং ন চক্রং রথ্যেব রংহ্যাস্মভ্যং দস্ম রংহ্যা।
অগ্নে মৃলীকং বরুণে সচা বিদো মরুৎসু বিশ্বভানুষু।
তোকায় তুজে শুশুচান শং কৃধ্যস্মভ্যং দস্ম শং কৃধি॥ ৩॥
ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলোঽব যাসিসীষ্ঠাঃ।
যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ॥ ৪॥
স ত্বং নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ।
অব যক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃলীকং সুহবো ন এধি॥ ৫॥
অস্য শ্রেষ্ঠা সুভগস্য সন্দৃগ্ দেবস্য চিত্রতমা মর্ত্যেষু।
শুচি ঘৃতং ন তপ্তমঘ্ন্যায়াঃ স্পার্হা দেবস্য মংহনেব ধেনোঃ॥ ৬॥
ত্রিরস্য তা পরমা সন্তি সত্যা স্পার্হা দেবস্য জনিমান্যগ্নেঃ।
অনন্তে অন্তঃ পরিবীত আগাচ্ছুচিঃ শুক্রো অর্যো রোরুচানঃ॥ ৭॥
স দূতো বিশ্বেদভি বষ্টি সদ্মা হোতা হিরণ্যরথো রংসুজিহ্বঃ।
রোহিদশ্বো বপুষ্যো বিভাবা সদা রণ্বঃ পিতুমতীব সংসৎ॥ ৮॥
স চেতয়ন্মনুষো যজ্ঞবন্ধুঃ প্রতং মহ্যা রশনয়া নয়ন্তি।
স ক্ষেত্যস্য দুর্যাসু সাধন্দেবো মর্তস্য সধনিত্বমাপ॥ ৯॥
স তূ নো অগ্নির্নয়তু প্রজানন্নচ্ছা রত্নং দেবভক্তং যদস্য।
ধিয়া যদ্বিশ্বে অমৃতা অকৃণ্বন্দ্যৌষ্পিতা জনিতা সত্যমুক্ষন্॥ ১০॥
স জায়ত প্রথমঃ পস্ত্যাসু মহো বুধ্নে রজসো অস্য যোনৌ।
অপাদশীর্ষা গুহমানো অন্তায়োযুবানো বৃষভস্য নীলে॥ ১১॥
প্র শর্ধ আর্ত প্রথমং বিপন্যাঁ ঋতস্য যোনা বৃষভস্য নীলে।
স্পার্হো যুবা বপুষ্যো বিভাবা সপ্ত প্রিয়াসোঽজনয়ন্ত বৃষ্ণে॥ ১২॥

অস্মাকমত্র পিতরো মনুষ্যা অভি প্র সেদু ঋতিমাশুষাণাঃ।
অস্মব্রজাঃ সুদুঘা বব্রে অন্তরুদুস্রা আজমুষসো হুবানাঃ॥ ১৩॥
তে মর্মৃজত দদৃবাংসো অদ্রিং তদেষমন্যে অভিতো বি বোচন্।
পশ্বয়ন্ত্রাসো অভি কারমর্চন্বিদন্ত জ্যোতিশ্চকৃপন্ত ধীভিঃ॥ ১৪॥
তে গব্যতা মনসা দৃধ্রমুব্ধং গা যেমানং পরিষন্তমদ্রিম্।
দৃড়্হং নরো বচসা দৈব্যেন ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ॥ ১৫॥
তে মন্বত প্রথমং নাম ধেনোস্ত্রিঃ সপ্ত মাতুঃ পরমাণি বিন্দন্।
তজ্জানতীরভ্যনূষত ব্রা আবির্ভুবদরুণী র্যশসা গোঃ॥ ১৬॥
নেশত্তমো দুধিতং রোচত দ্যৌরুদ্দ্যেব্যাঃ উষসো ভানুরর্ত।
আ সূর্যো বৃহতস্তিষ্ঠদজ্রাঁ ঋজু মর্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্॥ ১৭॥
আদিৎপশ্চা বুবুধানা ব্যখ্যন্নাদিদ্রত্নং ধারয়ন্ত দুভক্তম্।
বিশ্বে বিশ্বাসু দুর্যাস্ত দেবা মিত্র ধিয়ে বরুণ সত্যমস্তু॥ ১৮॥
অচ্ছা বোচেয় শুশুবানমগ্নিং হোতারং বিশ্বভরসং যজিষ্ঠম্।
শুচ্যধো অতৃণন্ন গবামন্ধো ন পূতং পরিষিক্তমংশোঃ॥ ১৯॥
বিশ্বেষামদিতি র্যজ্ঞিয়ানাং বিশ্বেষামতিথি র্মানুষাণাম্।
অগ্নি র্দেবানামব আবৃণানঃ সুমৃলীকো ভবতু জাতবেদাঃ॥ ২০॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আপনি দ্যোতমান ও শীঘ্রগামী। স্পর্ধাবান্ দেববৃন্দ আপনাকে সর্বদাই যুদ্ধে প্রেরণ করেন। অতএব যজমানবৃন্দ স্তুতির দ্বারা আপনাকে প্রেরণ করে। হে যজনীয় অগ্নি! আপনি অমর দ্যুতিমান্ এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট। মর্ত্যবৃন্দ যাগ করলে তাদের মধ্যে আগমনের নিমিত্ত দেববৃন্দ আপনাকে উৎপন্ন করেছেন। আপনি কর্মে অভিজ্ঞ, তাঁরা আপনাকে সমস্ত যজ্ঞে উপস্থিত থাকবার জন্য উৎপন্ন করেছেন॥ ১॥

হে অগ্নি! আপনার ভ্রাতা বরুণ হব্যভাজন, যজ্ঞভোক্তা, অত্যন্ত প্রশংসনীয়, জলবান্ অদিতির পুত্র ও মানুষদের ধারক। সুবুদ্ধিপ্রযুক্ত এবং মানুষগণ কর্তৃক সমাদৃত বরুণকে স্তোতৃবর্গের অভিমুখে আনয়ন করুন॥ ২॥

হে সখা দর্শনীয় অগ্নি! গমনকুশল রথ যোজিত অশ্ব দু'টি যেমন শীঘ্রগামী চক্রকে লক্ষ্য দেশ-অভিমুখে নীত করে, সেইরকম আপনি আপনার সখা বরুণকে গ্রহণ পূর্বক আগমন করুন। হে অগ্নি! আপনার সহায় বরুণের জন্য সুখকর হব্য লাভ করেছেন, সর্বতোভাবে তেজস্বী মরুৎবর্গের জন্যও লাভ করেছেন। হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! আপনি আমাদের পুত্রপৌত্রের মঙ্গল করুন। হে দর্শনীয় অগ্নি! আপনি আমাদেরও মঙ্গল করুন॥ ৩॥

হে অগ্নি! আপনি বিদ্বান্, আপনি আমাদের প্রতি দ্যোতমান বরুণের ক্রোধ অপনোদন করুন। আপনি সর্বাপেক্ষা অধিক যাজ্ঞিক, আপনি সর্বাপেক্ষা হবির্বাহী ও অতিশয় দীপ্তিমান্, আপনি আমাদের সর্ব রকম পাপ হ'তে বিশেষভাবে মুক্ত করুন॥ ৪॥

হে অগ্নি! আপনি আশ্রয় দানের দ্বারা আমাদের প্রত্যাসন্ন হোন। প্রাতঃকালে অন্ধকার নিবারিত

হ'লে আপনি আমাদের নিকটস্থ হোন। আপনি আমাদের জন্য বরুণকে অর্চিত করুন। আপনি যজমানবর্গের অত্যন্ত ফলপ্রদ, আপনি এই সুখকর হব্য ভক্ষণ করুন। আমরা আপনাকে উত্তমরূপে আহ্বান করছি; আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ৫ ॥

যেমন গাভীর তেজযুক্ত উষ্ণ ক্ষীর দেবতার ভজনীয় হয় এবং যেমন পয়স্বিনী গাভী মানুষের ভজনীয় হয়, সেইরকম উত্তমরূপে ভজনীয় অগ্নি দেবতার প্রশংসনীয়, অনুগ্রাহ্য মানুষদের ভজনীয় ও স্পৃহণীয় হয়েছে ॥ ৬ ॥

অগ্নিদেবতার তিন প্রসিদ্ধ, উত্তম ও সত্যভূত জন্ম সকলের স্পৃহণীয় হয়েছে। অনন্ত আকাশের মধ্যে আপন তেজের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সকলের শোধক, দীপ্তিযুক্ত স্বামী অগ্নি যজ্ঞে আগমন করেন ॥ ৭ ॥

সেই দূত, দেববর্গের আহ্বানকারী, সুবর্ণময় রথে অম্বিত, শিখারূপ রমণীয় জিহ্বাবিশিষ্ট, অগ্নি সমস্ত যজ্ঞগৃহ কামনা করেন। রোহিত তাঁর অশ্ব, তিনি রূপবান্, কান্তিযুক্ত এবং অন্নের দ্বারা সমৃদ্ধ গৃহের মতো রমণীয় ॥ ৮ ॥

অগ্নি যজ্ঞে বিনিযুক্ত থাকেন, তিনি যজ্ঞে প্রবৃত্ত মানুষদের জ্ঞাত আছেন। অধ্বর্যুবৃন্দ স্তুতিরূপ রসনার দ্বারা তাঁকে প্রণয়ন করে। তিনি মানুষদের গৃহে তাদের অভীষ্ট সিদ্ধি পূর্বক বাস করেন। তিনি ধনীর সাথে একত্রে বাস করেন ॥ ৯ ॥

অগ্নি স্তোতাগণের ভজনীয় যে উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, সর্বজ্ঞ অগ্নি সেই রত্নের অভিমুখে আমাদের প্রেরণ করুন। সমস্ত অমর দেববৃন্দ যজ্ঞের জন্য তাঁকে উৎপাদন করেছেন, দ্যুলোক তাঁর পালয়িত্রী ও জনয়িত্রী। সেই সত্যভূত অগ্নিকে সকলে সিঞ্চন করছে ॥ ১০ ॥

তিনিই প্রথম; তিনি যজমানের গৃহে ও মহান্ অন্তরীক্ষের মূল স্থানে উৎপন্ন হন। তিনি পাদরহিত, তিনি মস্তকবর্জিত, তিনি শরীরের অন্তর্ভাগগুলি গোপন পূর্বক জলবর্ষী মেঘের নীড়ে নিজেকে ধূমাকারে যোজিত করছেন ॥ ১১ ॥

হে অগ্নি! আপনি স্তুতিযুক্ত উদকের উৎপত্তির স্থানে মেঘের নীড়ে বর্তমান। তেজ আপনার নিকট সর্ব প্রথমে উপস্থিত হয়। যে অগ্নি স্পৃহণীয়, নিত্যতরুণ, কমনীয় ও দীপ্তিমান্, সেই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির উদ্দেশে সপ্তহোতা স্তব করছেন ॥ ১২ ॥

এই লোকে আমাদের পিতৃপুরুষগণ যজ্ঞ করণের জন্য অগ্নির অভিমুখে গমন করেছিলেন। তাঁরা উষা দেবীকে আহ্বান পূর্বক পর্বতপরিবৃত অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত দোহবতী ধেনু সমূহকে বহিষ্কৃত ক'রে আনয়ন করেছিলেন ॥ ১৩ ॥

তাঁরা পর্বত বিদারণ কালে অগ্নির পরিচর্যা করেছিলেন। অন্য ঋষিগণ সর্বত্র তাঁদের সেই কর্ম কীর্তন করেছিলেন। তাঁদের পশু নির্গমনের জন্য উপায় ছিল। তাঁরা অভিমত ফলপ্রদ অগ্নির স্তব করেছিলেন; পরে জ্যোতিলাভ করেছিলেন এবং বুদ্ধিবলে যজ্ঞ করেছিলেন ॥ ১৪ ॥

তাঁরা কর্মনেতা এবং অগ্নিকাম। তাঁরা মনে মনে গো লাভ ইচ্ছা ক'রে দ্বার নিরোধক, দৃঢ়বদ্ধ, সুদৃঢ়, গাভীগণের অবরোধক এবং সর্বতোব্যাপ্ত গোপূর্ণ গোষ্ঠরূপ পর্বতকে অগ্নি বিষয়ক স্তুতির দ্বারা উদ্ঘাটন করেছিলেন ॥ ১৫ ॥

হে অগ্নি! তাঁরা প্রথমে ধেনুর নাম জ্ঞাত হলেন। মাতার একবিংশতি সংখ্যক উৎকৃষ্ট রূপ জ্ঞাত হলেন। তারপর যে উষা এই সকল অবগত ছিলেন, তাঁকে স্তব করলেন এবং অরুণবর্ণা উষা গোর মাহাত্ম্যের সাথে আগমন করলেন ॥ ১৬ ॥

অন্ধকার প্রেরিত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হলো, অন্তরীক্ষ প্রকাশিত হলো। সূর্য মানুষদের সৎ ও অসৎকর্ম অবলোকন পূর্বক অজর পর্বতের উপরে আরোহণ করলেন ॥ ১৭ ॥

তার পর তাঁরা গো সমূহকে অবগত হয়ে পশ্চাৎভাগে তাদের দর্শন করলেন এবং দীপ্তিযুক্ত ধন ধারণ করলেন। এঁদের সমস্ত গৃহে বিশ্বদেববৃন্দ আগমন করলেন। হে মিত্র! হে বরুণ! যে আপনাদের উপাসনা করে, তার সত্যফল লাভ হোক ॥ ১৮ ॥

অত্যন্ত দীপ্তিমান্, দেববৃন্দের আহ্বাতা ও সর্বাপেক্ষা যাগশীল অগ্নির উদ্দেশে স্তব করি। যজমান গো-সমূহের উধঃ হ'তে শুচি দুগ্ধ দোহন করেননি; সোমলতা সম্বন্ধীয় শোধিত অন্ন গৃহে প্রক্ষেপ করেননি ॥ ১৯ ॥

অগ্নি সমস্ত যজ্ঞীয় দেবতার অদিতিস্বরূপ অর্থাৎ পোষক হোন, সমস্ত মানুষদের অতিথিস্বরূপ হোন। স্তোতৃবর্গের অন্নভোজী জাতবেদা অগ্নি স্তোতৃবর্গের সুখকর হোন ॥ ২০ ॥

টীকা — চতুর্থ মণ্ডলের ঋষি বামদেব, অথবা তাঁর বংশীয়গণ ॥ ৭ ঋকে অগ্নির জন্ম প্রসঙ্গে সায়ণের উক্তি—অগ্নি, বায়ু, সূর্যাত্মক তিন জন্ম।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অগ্নি, মিত্র, বরুণ ইত্যাদির ঈশ্বরীয় বিভূতি-বিকাশ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই সূক্তেও অপরিবর্তিত। গো অর্থে জ্ঞানরশ্মিসমূহ এবং সোম অর্থে ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তি-সুধা, এই সূক্তেও বোধগম্য হয়।

◆ ◆

— ২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যো মর্ত্যেষ্বমৃত ঋতাবা দেবো দেবেষ্বরতি র্নিধায়ি।
হোতা যজিষ্ঠো মহ্না শুচধ্যৈ হব্যৈরগ্নির্মনুষ ঈরয়ধ্যৈ ॥ ১ ॥
ইহ ত্বং সূনো সহসো নো অদ্য জাতো জাতাঁ উভয়াঁ অন্তরগ্নে।
দূত ঈয়সে যুযুজান ঋষ্ব ঋজুমুষ্কান্বৃষণঃ শুক্রাংশ্চ ॥ ২ ॥
অত্যা বৃধস্নূ রোহিতা ঘৃতস্নূ ঋতস্য মন্যে মনসা জবিষ্ঠা।
অন্তরীয়সে অরুষা যুজানো যুষ্মাংশ্চ দেবান্ বিশ আ চ মর্তান্ ॥ ৩ ॥
অর্যমণং বরুণং মিত্রমেষামিন্দ্রাবিষ্ণূ মরুতো অশ্বিনোত।
স্বশ্বো অগ্নে সুরথঃ সুরাধা এদু বহ সুহবিষে জনায় ॥ ৪ ॥
গোমাঁ অগ্নেঽবিমাঁ অশ্বী যজ্ঞো নৃবৎসখা সদমিদপ্রমৃষ্যঃ।
ইলাবাঁ এষো অসুর প্রজাবান্ দীর্ঘো রয়িঃ পৃথুবুধ্নঃ সভাবান্ ॥ ৫ ॥
যস্ত ইধ্মং জভরৎসিষ্বিদানো মূর্ধানং বা ততপতে ত্বায়া।
ভুবস্তস্য স্বতবাঁঃ পায়ুরগ্নে বিশ্বস্মাৎ সীমঘায়ত উরুষ্য ॥ ৬ ॥

যস্তে ভরাদন্নিয়তে চিদন্নং নিশিষন্মন্দ্রমতিথিমুদীরৎ।
আ দেবয়ুরিনধতে দুরোণে তস্মিন্রয়িধ্রুবো অস্তু দাস্বান্॥ ৭॥
যস্ত্বা দোষা উষসি প্রশংসাৎ প্রিয়ং বা ত্বা কৃণবতে হবিষ্মান্।
অশ্বো ন স্বে দম আ হেম্যাবান্তমংহসঃ পীপরো দাশ্বাংসম্॥ ৮॥
যস্তুভ্যমগ্নে অমৃতায় দাশদ্দুবস্ত্বে কৃণবতে যতস্রুক্।
ন স রায়া শশমানো বিযোষন্নৈনমংহঃ পরি বরদঘায়োঃ॥ ৯॥
যস্য ত্বমগ্নে অধ্বরং জুজোষো দেবো মর্তস্য সুধিতং ররাণঃ।
প্রীতেদসদ্ধোত্রা সা যবিষ্ঠাসাম যস্য বিধতো বৃধাসঃ॥ ১০॥
চিত্তিমচিত্তিং চিনবদ্বি বিদ্বাৎ পৃষ্ঠেব বীতা বৃজিনা চ মর্তান্।
রায়ে চ নঃ স্বপত্যায় দেব দিতিং চ রাস্বাদিতিমুরুষ্য॥ ১১॥
কবিং শশাসুঃ কবয়োঽদব্ধা নিধারয়ন্তো দুর্যাস্বায়োঃ।
অতস্ত্বং দৃশ্যাঁ অগ্ন এতাৎপড্‌ভিঃ পশ্যেরদ্ভুতাঁ অর্য এবৈঃ॥ ১২॥
ত্বমগ্নে বাঘতে সুপ্রণীতিঃ সুতসোমায় বিধতে যবিষ্ঠ।
রত্নং ভর শশমানায় ঘৃষ্বে পৃথুশ্চন্দ্রমবসে চর্ষণিপ্রাঃ॥ ১৩॥
অধা হ যদ্বয়মগ্নে ত্বায়া পড্‌ভির্হস্তেভিশ্চকৃমা তনূভিঃ।
রথং ন ক্রন্তো অপসা ভুরিজো ঋতং যেমুঃ সুধ্য আশুষাণাঃ॥ ১৪॥
অধা মাতুরুষসঃ সপ্ত বিপ্রা জায়েমহি প্রথমা বেধসো নৄন্।
দিবস্পুত্রা অঙ্গিরসো ভবেমাদ্রিং রুজেম ধনিনং শুচন্তঃ॥ ১৫॥
অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ প্রত্নাসো অগ্ন ঋতমাশুষাণাঃ।
শুচীদয়ন্দীধিতিমুক্থশাসঃ ক্ষামা ভিন্দন্তো অরুণীরপ ব্রন্॥ ১৬॥
সুকর্মাণঃ সুরুচো দেবয়ন্তোঽয়ো ন দেবা জনিমা ধমন্তঃ।
শুচন্তো অগ্নিং বধৃধন্ত ইন্দ্রমূর্বং গব্যং পরিষদন্তো অগ্মন্॥ ১৭॥
আ যূথেব ক্ষুমতি পশ্বো অখ্যদ্দেবানাং যজ্জনিমান্ত্যুগ্র।
মর্তানাং চিদুর্বশীরকৃপ্রন্বৃধে চিদর্য উরস্যায়োঃ॥ ১৮॥
অকর্ম তে স্বপসো অভূম ঋতমবস্রন্নুষসো বিভাতীঃ।
অনূনমগ্নিং পুরুধা সুশ্চন্দ্রং দেবস্য মর্মৃজতশ্চারু চক্ষুঃ॥ ১৯॥
এতা তে অগ্ন উচথানি বেধোঽবোচাম কবয়ে তা জুষস্ব।
উচ্ছোচস্ব কৃণুহি বস্যসো নো মহো রায়ঃ পুরুবার প্র যন্ধি॥ ২০॥

মন্ত্রার্থ — যে অমর অগ্নি মর্ত্যগণের মধ্যে সত্যবান্ ব'লে নীত হয়েছেন, যে দীপ্তিশীল অগ্নি দেববৃন্দের মধ্যে শত্রুবর্গের পরাভবকারী, সেই অগ্নি দেববৃন্দের আহ্বাতা ও সর্বাপেক্ষা অধিক যজ্ঞকারী। তিনি আপন মহিমায় প্রদীপ্ত হবার জন্য এবং হব্যের দ্বারা যজমানকে স্বর্গে প্রেরণের নিমিত্ত উত্তর বেদিতে স্থাপিত হয়েছেন॥ ১॥

হে বলের পুত্র অগ্নি! আপনি অদ্য আমাদের এই কর্মে সংস্কৃত হয়েছেন। হে দর্শনীয় অগ্নি! আপনি ঋজু, মাংসল, দীপ্তিমান্ ও বলবান্ অশ্ব রথে যোজিত ক'রে দেন ও মানুষবৃন্দের মধ্যে দূত হয়ে গমন করছো ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনি সত্যভূত; আপনার রোহিত নামক অশ্ব দু'টিকে স্তুতি ক'রি। তারা মনের অপেক্ষা বেগবান্ এবং অন্ন ও জল ক্ষরণ করে। আপনি দীপ্তিমান্ অশ্ব দুটিকে রথে যোজনা ক'রে দেববৃন্দের ও মানুষগণের মধ্যে প্রবেশ করুন ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! আপনার অশ্ব উত্তম, আপনার রথ উত্তম এবং ধন উত্তম। আপনি এই মর্ত্যবৃন্দের মধ্যে যে যজমানের হব্য উত্তম, তার উদ্দেশে অর্যমা, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্রাবিষ্ণু, মরুৎবর্গ এবং অশ্বিদ্বয়কে আনয়ন করুন ॥ ৪ ॥

হে অসুর অগ্নি! আমার এই যজ্ঞ গোবিশিষ্ট, মেষবিশিষ্ট ও অশ্ববিশিষ্ট হোক। যে যজ্ঞে যজমানগণ অধ্বর্যু প্রভৃতি ঋত্বিক্ বিশিষ্ট, সে যজ্ঞ সর্বদা অপ্রধৃষ্য হব্যবিশিষ্ট পুত্রপৌত্র ইত্যাদিযুক্ত হোক এবং অবিচ্ছিন্ন, ধনসম্পন্ন ও বিস্তীর্ণ মূল বিশিষ্ট এবং সভাযুক্ত হোক ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! যে ব্যক্তি ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে ইন্ধনের ভার আহরণ করে, যে আপনাকে লাভ করবার ইচ্ছায় আপন মস্তক কাষ্ঠের ভার বহন পূর্বক উত্তপ্ত করে, আপনি তার ধনবিশিষ্ট রক্ষক হোন। আপনি তাকে পালন করুন। যে কেউ তার অনিষ্ট ইচ্ছা করে, তাদের সকলের হস্ত হ'তেই তাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আপনি অন্ন ইচ্ছা করলে, যে আপনাকে প্রদানের নিমিত্ত ধারণ করে, যে আপনাকে হর্ষকর সোম প্রদান করে, যে অতিথিরূপে আপনাকে প্রণয়ন করে এবং যে ব্যক্তি দেবত্ব ইচ্ছা ক'রে আপন গৃহে আপনাকে সমিদ্ধ করে, তার পুত্র নিশ্চল ও ঔদার্যবিশিষ্ট হোক ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! যে ব্যক্তি রাত্রিকালে ও যে ব্যক্তি উষাকালে আপনার স্তুতি করে, যে ব্যক্তি প্রিয় হব্যবিশিষ্ট হয়ে আপনাকে প্রীত করে, আপনি আপন গৃহে সুবর্ণনির্মিত সজ্জাবিশিষ্ট অশ্বের মতো বিচরণ পূর্বক সেই যজমানকে পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! আপনি অমর, যে আপনাকে হব্য প্রদান করে, যে ব্যক্তি স্রুক্ সংযত ক'রে আপনার পরিচর্যা করে, সেই স্তোত্রকারী যেন ধনশূন্য না হয়; অনিষ্ট-ইচ্ছু ব্যক্তির অনিষ্ট যেন তাকে পরিবৃত করতে না পারে ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! আপনি আনন্দযুক্ত ও দীপ্তিমান্; আপনি যে মানুষের সুসম্পাদিত, হিংসা রহিত অন্ন ভক্ষণ করেন, হে যুবতম! সেই হোতা নিশ্চয়ই প্রীত হয়। অগ্নির পরিচর্যাকারী যে যজমানের হোতাবৃন্দ যজ্ঞবর্ধক, আমরা তারই হলো ॥ ১০ ॥

অশ্বপালক যেমন অশ্ববৃন্দের কান্ত এবং দুর্বহ পৃষ্ঠসমূহ পৃথক্ করতে পারে, বিদ্বান্ অগ্নি সেইরকম পাপ ও পুণ্যকে পৃথক্ করুন। যাতে আমাদের সুপুত্রবিশিষ্ট ধন হয়, তা করুন। আপনি দিতি ও অদিতিকে ধন দান করুন এবং রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

মানুষ গৃহে নিবাসকারী অতিরস্কৃত মেধাবীবৃন্দ মেধাবী অগ্নিকে হোতা হ'তে আদেশ করেছেন। হে অগ্নি! আপনি মেধাবী, আপনি যজ্ঞস্বামী; অতএব আপনি দর্শনীয় অদ্ভুত দেববৃন্দকে চঞ্চল তেজের বলে অবলোকন করুন ॥ ১২ ॥

হে যুবতম দীপ্তিমান্ অগ্নি! আপনি মানুষদের অভিলাষ পূরক এবং প্রণয়নযোগ্য। যে যজমান সোম অভিষব করে, আপনার স্তুতি করে এবং আপনার পরিচর্যা করে, তার রক্ষার নিমিত্ত প্রবৃত্ত

আহ্লাদকর উত্তম ধন দান করুন ॥ ১৩ ॥

হে অগ্নি! যেহেতু আমরাও আপনার কামনায় হস্ত পদ ও শরীরের দ্বারা কার্য করি, অতএব শিল্পীগণ যেমন রথ নির্মাণ করে, সেইরকম যজ্ঞরত শোভনকর্মা লোকে বাহুর দ্বারা কাষ্ঠ মন্থন পূর্বক আপনাকে উৎপন্ন করলেন ॥ ১৪ ॥

আমরা সাতজন প্রথম মেধাবী মাতা উষা হ'তে বেধা অগ্নির নেতৃবৃন্দকে জন্ম দান করেছি। আমরা আকাশের পুত্র অঙ্গিরা, আমরা দীপ্তিবিশিষ্ট হয়ে ধনবিশিষ্ট অদ্রিকে অর্থাৎ জলবিশিষ্ট মেঘকে ভেদ করবো ॥ ১৫ ॥

হে অগ্নি! আমদের শ্রেষ্ঠ, পুরাতন, নিয়ত যজ্ঞরত পিতৃপুরুষবৃন্দ বিশুদ্ধ তেজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা উক্থ উচ্চারণ ক'রে ও তম-বিনাশ ক'রে অরুণবর্ণ গোসকলকে অপাবৃত করেছিলেন ॥ ১৬ ॥

যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মরত দীপ্তিযুক্ত, দেবাভিলাষী স্তোতাবৃন্দ লৌহের মতো আপনাদের জন্ম নির্মল করেছেন। তাঁরা অগ্নিকে দীপ্ত ও ইন্দ্রকে প্রবৃদ্ধ ক'রে চারিদিকে উপবেশন পূর্বক মহান্ গোসকলকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥ ১৭ ॥

হে তেজস্বী অগ্নি! যেমন অন্নবিশিষ্ট গৃহে পশুসমূহ অবস্থান করে, সেই রকম অঙ্গিরাবৃন্দ দেবগণকে ব'লে দিয়েছিলেন যে, গোসমূহ সন্নিকটে আছে। মর্ত্যবৃন্দের জন্য উর্বশীবৃন্দ সমর্থ হয়েছিলেন, আর্য অপত্য বৃদ্ধি ও মানুষ পোষণে সমর্থ হয়েছিলেন ॥ ১৮ ॥

হে অগ্নি! আমরা আপনার পরিচর্যা করেছি। তাতে আমরা শোভনকর্মা হয়েছি। তম-নিবারিকা উষাসকল তেজ ধারণ করছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ ও বহুধা আহ্লাদকর অগ্নিকে ধারণ করছেন। আপনি শোভমান আমরা আপনার মনোহর তেজের পরিচর্যা করছি ॥ ১৯ ॥

হে বিধাতা অগ্নি! আপনি মেধাবী, আমরা আপনার উদ্দেশে এই সকল উক্থ উচ্চারণ করছি। আপনি এগুলিকে গ্রহণ করুন, উদ্দীপ্ত হোন, আমাদের বিশেষভাবে ধনবান্ করুন। আপনি অনেকের বরণীয়, আপনি আমাদের অনেক ধন প্রদান করুন ॥ ২০ ॥

টীকা — ৫ ঋকে "অসুর" শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। এই চতুর্থ মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ১ ঋকেও সবিতা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। "অসুর" সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি॥ ৮ ঋকে মূলে 'অশ্বঃ ন হেম্যাবান্' আছে। এর অর্থ 'সুবর্ণনির্মিতকক্ষ্যাবান্ অশ্বঃ।" সায়ণ। উইলসন বলেছেন— 'সুবর্ণময় সজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব'॥ ১৪ ঋকে মূলে 'রথং ন ক্রন্তঃ' আছে। 'ক্রন্তঃ' অর্থে কারবঃ 'শিল্পিনঃ।' সায়ণ। এই স্থানে অন্যান্য অনেক স্থানে রথ নির্মাণের কথা পাওয়া যায়॥ ৪ ঋক্ প্রসঙ্গে বক্তব্য—বামদেব ঋষি আর ছয়জন অঙ্গিরার সাথে ঐ কথা বলছেন। অঙ্গিরাগণ আদিত্যপুত্র তা-ই এর দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে। তার যে তেজ প্রথমে উদ্দীপিত হয়েছিল, তা-ই আদিত্য হয়েছিল, পরে যা অন্যরা হয়েছিল, তা হ'তে অঙ্গিরাগণ হলো। সায়ণ। এই ঋকেও অঙ্গিরা কর্তৃক অগ্নিপূজা প্রচারের পরিচয় পাওয়া যায়॥ ১৮ ঋকে সায়ণ উর্বশী অর্থে প্রজা করেছেন। এর পরের ঋকে উষাসকলের কথা বলা হয়েছে, সুতরাং উর্বশী অর্থে উষা হওয়া সম্ভব।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও অপরিবর্তিত দেখা যায়। ঈশ্বরের বিকৃতি-বিকাশমাত্র অগ্নি অর্থাৎ জ্ঞানরূপ দেবতা বা পরাজ্ঞানরূপী জ্ঞানদেব যিনি ভগবৎসমীপে ওজসত্ত্বের বাহক, অর্যমা, বরুণ, মিত্র, বিষ্ণু (সর্বব্যাপক ভগবান্), বিবেকরূপী মরুৎবর্গ, অশ্বিদ্বয় ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা প্রথম অষ্টক হ'তেই আলোচনা করেছি।

◆ ◆

— ৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ।
অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্॥ ১॥
অয়ং যোনিশ্চকৃমা যং বয়ং তে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।
অর্বাচীনঃ পরিবীতো নি ষীদেমা উ তে স্বপাক প্রতীচীঃ॥ ২॥
আশৃণ্বতে অদৃপিতায় মন্ম নৃচক্ষসে সুমৃলীকায় বেধঃ।
দেবায় শস্তিমমৃতায় শংস গ্রাবেব সোতা মধুষুদ্যমীলে॥ ৩॥
ত্বং চিন্নঃ শম্যা অগ্নে অস্যা ঋতস্য বোধ্যৃতচিৎস্বাধীঃ।
কদা ত উক্‌থা সধমাদ্যানি কদা ভবন্তি সখ্যা গৃহে তে॥ ৪॥
কথা হ তদ্বরুণায় ত্বমগ্নে কথা দিবে গর্হসে কন্ন আগঃ।
কথা মিত্রায় মীড়্হুষে পৃথিব্যৈ ব্রবঃ কদর্যম্ণে কদ্ভগায়॥ ৫॥
কদ্ধিষ্ণ্যাসু বৃধসানো অগ্নে কদ্বাতায় প্রতবসে শুভংয়ে।
পরিজ্মনে নাসত্যায় ক্ষে ব্রবঃ কদগ্নে রুদ্রায় নৃঘ্নে॥ ৬॥
কথা মহে পুষ্টিংভরায় পূষ্ণে কদ্রুদ্রায় সুমখায় হবির্দে।
কদ্বিষ্ণব উরুগায়ায় রেতো ব্রবঃ কদগ্নে শরবে বৃহত্যৈ॥ ৭॥
কথা শর্ধায় মরুতামৃতায় কথা সূরে বৃহতে পৃচ্ছ্যমানঃ।
প্রতি ব্রবোঽদিতয়ে তুরায় সাধা দিবো জাতবেদশ্চিকিত্বান্॥ ৮॥
ঋতেন ঋতং নিয়তমীল আ গোরামা সচা মধুমৎ পক্কমগ্নে।
কৃষ্ণা সতী রুশতী ধাসিনৈষা জামর্যেণ পয়সা পীপায়॥ ৯॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন।
অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা বৃষা শুক্রং দুদুহে পৃশ্নিরূধঃ॥ ১০॥
ঋতেনাদ্রিং ব্যসন্‌ভিদন্তঃ সমঙ্গিরসো নবন্ত গোভিঃ।
শুনং নরঃ পরি ষদন্নুষাসমাবিঃ স্বরভবজ্জাতে অগ্নৌ॥ ১১॥
ঋতেন দেবীরমৃতা অমৃক্তা অর্ণোভিরাপো মধুমদ্ভিরগ্নে।
বাজী ন সর্গেষু প্রস্তুভানঃ প্র সদমিৎ স্রবিতবে দধন্যুঃ॥ ১২॥
মা কস্য যক্ষং সদমিদ্ধুরো গা মা বেশস্য প্রমিনতো মাপেঃ।
মা ভ্রাতুরগ্নে অনৃজোর্ঋণং বের্মা সখ্যুর্দক্ষং রিপোর্ভুজেম॥ ১৩॥

রক্ষা ণো অগ্নে তব রক্ষণেভী রারক্ষাণীঃ সুমখ প্রীণানঃ।
প্রতি ষ্ফুর বি রুজ বীড়্বংহো জহি রক্ষো মহি চিদ্বাবৃধানম্॥ ১৪॥
এভি র্ভব সুমনা অগ্নে অর্কৈরিমান্ত্ স্পৃশ মন্মভিঃ শূর বাজান্।
উত ব্রহ্মাণ্যঙ্গিরো জুষস্ব সন্তে শস্তি র্দেববাতা জরেত॥ ১৫॥
এতা বিশ্বা বিদুষে তুভ্যং বেধো নীথান্যগ্নে নিণ্যা বচাংসি।
নিবচনা কবয়ে কাব্যান্যশংসিষং মতিভি র্বিপ্র উক্‌থৈঃ॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — ঋত্বিকবর্গ। যজ্ঞের অধিপতি, দেববৃন্দের আহ্বাতা, দ্যাবাপৃথিবীর অন্নদাতা, সুবর্ণপ্রভ রুদ্র অগ্নিকে তোমরা রক্ষার জন্য বজ্ররূপ মৃত্যুর পূর্বেই সেবা করো॥ ১॥

হে অগ্নি! পতিকামা সুবস্ত্রে আচ্ছাদিতা জায়া যেমন পতির জন্য স্থান প্রস্তুত করে, সেইরকম আমরা এই যে উত্তর বেদিরূপ স্থান করছি, এই-ই আপনার স্থান। হে সুকর্মা অগ্নি! আপনি তেজের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আমাদের অভিমুখে উপবেশন করুন; এই সমস্ত স্তুতি আপনার অভিমুখে উপবেশন করুক॥ ২॥

হে স্তোতা! স্তোত্রশ্রবণপরায়ণ, অপ্রমত্ত, মানুষগণের দ্রষ্টা, সুখকর ও অমর অগ্নিদেবের উদ্দেশে স্তোত্র ও শস্ত্র পাঠ করো। প্রস্তরের মতো সোম-অভিষবকারী যজমান অগ্নিকে স্তব করছে॥ ৩॥

হে অগ্নি! আপনি আমাদের এই কর্মের দেবতা হোন। হে সত্যজ্ঞ অগ্নি! আপনি আমাদের স্তোত্র অবগত হোন। আপনার উন্মাদকর স্তোত্রগুলি কখন উচ্চারিত হবে? আপনার সাথে আমাদের গৃহে কখন সখ্য জন্মাবে?॥ ৪॥

হে অগ্নি! আপনি আমাদের পাপের জন্য কেন বরুণের নিকট নিন্দা করেছেন? সূর্যের নিকটই বা কেন নিন্দা করেছেন? আমাদের কি অপরাধ আছে? অভীষ্টবর্ষী মিত্র ও পৃথিবীকে কেন বলেছেন? অর্যমাকে কেন বলেছেন? ভগকে কেন বলেছেন?॥ ৫॥

যখন যজ্ঞে বর্ধমান হন, তখন কেন সে কথা বলেন? প্রকৃষ্ট বলযুক্ত, শুভপ্রদ, সর্বত্রগামী, সত্যের নেতা, বায়ুকে কেন বলেন? পৃথিবীকে কেন বলেন? মানুষের বিনাশক রুদ্রকে কেন বলেন?॥ ৬॥

মহান্, পুষ্টিপ্রদ পূষাকে কেন বলেন? যজ্ঞভাজন হবিপ্রদ রুদ্রকে কেন বলেন? বহুস্তুতিভাজন বিষ্ণুকে পাপের কথা কেন বলেন? বৃহৎ শরুকে কেন সে কথা বলেন?॥ ৭॥

হে অগ্নি! সত্যভূত মরুৎবর্গকে কেন সে কথা বলেন? জিজ্ঞাসা করলে মহান্ সূর্যকে কেন সে কথা বলেন? অদিতিকে ও ত্বরিত গমন বায়ুকে কেন বলেন? হে সর্বজ্ঞ জাতবেদা! আপনি দ্যুলোকের কার্য সাধন করুন॥ ৮॥

হে অগ্নি! আমি গাভীর নিকট যজ্ঞের সাথে নিত্য সম্বন্ধ দুগ্ধ যাচ্ঞা ক'রি। সে অপক্ক হ'লেও মধুর পক্ক দুগ্ধ ধারণ করে। সে কৃষ্ণবর্ণা হ'লেও শুভ্র, পুষ্টিকর, প্রাণধারক দুগ্ধের দ্বারা মানুষদের পোষণ করে॥ ৯॥

অভীষ্টবর্ষী পুমান্ অগ্নি, সত্যভূত পুষ্টিকর দুগ্ধের দ্বারা সিক্ত হচ্ছেন। অন্নবান অগ্নি একত্র অবস্থিত হয়ে সর্বত্র গমন করছেন; জলবর্ষক পৃশ্নি উধঃ হ'তে দুগ্ধ দোহন করছেন॥ ১০॥

অঙ্গিরাবৃন্দ যজ্ঞের দ্বারা গো-নিরোধক পর্বতকে বিদীর্ণ পূর্বক বিক্ষিপ্ত করেছিলেন ও গোসমূহের

সাথে মিলিত হয়েছিলেন। কর্ম নেতৃবৃন্দ সুখে উষাকে প্রাপ্ত হ'লেন। পরে অগ্নি সঞ্জাত হ'লে পর সূর্য আবির্ভূত হ'লেন ॥ ১১ ॥

হে অগ্নি! মরণরহিতা, বিঘ্নশূন্যা, মধুর জলযুক্তা নদী দেবীগণ যজ্ঞের দ্বারা প্রেরিত হয়ে গমনের নিমিত্ত প্রোৎসাহিত অশ্বের মতো সর্বদা প্রবাহিত হচ্ছেন ॥ ১২ ॥

হে অগ্নি! যে কেউ আমাদের হিংসা করে, তার যজ্ঞে কখনো গমন করবেন না; কোন দুষ্টবুদ্ধি প্রতিবাসীর যজ্ঞে গমন করবেন না; অন্য বন্ধুর যজ্ঞে গমন করবেন না। আপনি, কুটিলচিত্ত ভ্রাতার ঋণ গ্রহণ করবেন না। আমরা বন্ধুর শত্রুদত্ত ধন ভোগ করবো না ॥ ১৩ ॥

হে সুযজ্ঞ অগ্নি! আপনি আমাদের রক্ষাকারী। আপনি হব্যের দ্বারা প্রীত হয়ে আশ্রয় দানের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন। আপনি আমাদের প্রদীপ্ত করুন, আমাদের দৃঢ় পাপ বিনাশ করুন, মহান্ ও বর্ধমান রাক্ষসকে বিনাশ করুন ॥ ১৪ ॥

হে অগ্নি! আমার এই অর্চন মন্ত্রে আপনার মন প্রীত হোক। হে শূর! স্তোত্রের সাথে আমাদের অন্ন গ্রহণ করুন। হে অঙ্গিরা অগ্নি! মন্ত্র গ্রহণ করুন, দেববৃন্দের উদ্দেশে প্রযুক্ত স্তুতি আপনাকে বর্ধিত করুক ॥ ১৫ ॥

হে বিধাতা অগ্নি! আপনি বিদ্বান্ ও কবি। আমি প্রাজ্ঞ, আমি আপনার উদ্দেশে ফলপ্রাপক, গূঢ়, নিশ্চয় বক্তব্য ও কবিগ্রথিত এই সমস্ত বাক্য স্তোত্র ও শাস্ত্রের সাথে উচ্চারণ করি ॥ ১৬॥

টীকা — ১ ঋকে উল্লেখিত 'রুদ্র' শব্দের আদি অর্থ বজ্র। আবার, অন্যত্র যাস্ক ও সায়ণের মতে 'রুদ্র' শব্দের অর্থ অগ্নি। মরুৎবর্গকেও 'রুদ্রাসঃ' ব'লে অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব রুদ্র দেবকে মরুৎগণের পিতা।...ঋগ্বেদ রচনার বহুকাল পরে এক ঈশ্বরের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ এই তিনটি কর্ম পৃথক্ পৃথক্ নির্দেশ করবার জন্য ঋষিগণ...স্তুতিদেব ব্রহ্মণস্পতির নাম গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরের সৃষ্টি কার্যকে ব্রহ্মা নাম প্রদান করলেন। সূর্যদেব বিষ্ণুর নাম গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরের পালন কার্যকে বিষ্ণু নাম প্রদান করলেন। বজ্রদেব রুদ্রের নাম গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরের বিনাশ কার্যকে 'রুদ্র' নাম প্রদান করলেন।— ইত্যাদি॥ ৬ ঋকে 'মানুষের বিনাশক রুদ্র' সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এই ঋকের মূলে 'রুদ্রায় নৃঘ্নে' আছে। বজ্ররূপ রুদ্রের এটি উপযুক্ত বিশেষণ॥ ৭ ঋকের 'শরু' অর্থে সায়ণ সম্বৎসর অথবা নির্ঋতি করেছেন॥

এই সূক্তেও আমাদের পূর্বাপর আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ অক্ষুণ্ণ আছে। যেমন,—১ ঋক্‌টিতেই শ্রীঁ দুর্গাদাস অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন—'হে মনুষ্যগণ! তোমাদের রক্ষার জন্য, তোমরা সেই হিংসাদ্বেষ ইত্যাদি রহিত কর্মের অধিপতি, দেবভাবের আহ্বাতা, (আমাদের) শত্রুদমনে রুদ্রমূর্তিধর, দ্যাবাপৃথিবীর আনন্দ-সমন্বয়িতা (চিদানন্দপ্রদ), দিব্যজ্যোতির্ময়, জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে, অশনি-পতনের ন্যায় সহসা মৃত্যু আসবার পূর্বে, সম্যক্‌প্রকারে ভজনা কর।' [বজ্রপতনের মতো হঠাৎ কখন মৃত্যু আসবে স্থির নেই; সুতরাং মুহূর্তকালক্ষয় না ক'রে ভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হবার জন্যই উপদেশ ধ্বনিত হচ্ছে]।—ইত্যাদি॥ এ ছাড়া, পূষা, বিষ্ণু, মরুৎবর্গ, অদিতি, বায়ু ইত্যাদি ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্ররূপে বিরাজন সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি।

◆◆

— ৪ সূক্ত —

[দেবতা : রক্ষোবিনাশক অগ্নি। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কৃণুষ্ব পাজঃ প্রসিতিং ন পৃথ্বীং যাহি রাজেবামবাঁ ইভেন।
তৃষ্বীমনু প্রসিতিং দ্রুণানোঽস্তাসি বিধ্য রক্ষসস্তপিষ্ঠৈঃ॥ ১॥
তব ভ্রমাস আশুয়া পতন্ত্যনু স্পৃশ ধৃষতা শোশুচানঃ।
তপূংষ্যগ্নে জুহ্বা পতঙ্গানসন্দিতো বি সৃজ বিষ্বগুল্কাঃ॥ ২॥
প্রতি স্পশো বি সৃজ তূর্ণিতমো ভবা পায়ুর্বিশো অস্যা অদব্ধঃ।
যো নো দূরে অঘশংসো যো অন্ত্যগ্নে মাকিষ্টে ব্যথিরা দধর্ষীৎ॥ ৩॥
উদগ্নে তিষ্ঠ প্রত্যা তনুষ্ব ন্যমিত্রাঁ ওষতাত্তিগ্মহেতে।
যো নো অরাতিং সমিধান চক্রে নীচা তং ধক্ষ্যতসং ন শুষ্কম্॥ ৪॥
ঊর্ধ্বো ভব প্রতি বিধ্যাধ্যস্মদাবিষ্কৃণুষ্ব দৈব্যান্যগ্নে।
অব স্থিরা তনুহি যাতুজূনাং জামিমজামিং প্র মৃণীহি শত্রূন্॥ ৫॥
স তে জানাতি সুমতিং যবিষ্ঠ য ঈবতে ব্রহ্মণে গাতুমৈরৎ।
বিশ্বান্যস্মৈ সুদিনানি রায়ো দ্যুম্নান্যর্যো বি দুরো অভি দ্যৌৎ॥ ৬॥
সেদগ্নে অস্তু সুভগঃ সুদানুর্যস্ত্বা নিত্যেন হবিষা য উক্থৈঃ।
পিপ্রীষতি স্ব আয়ুষি দুরোণে বিশ্বেদস্মৈ সুদিনা সাসদিষ্টিঃ॥ ৭॥
অর্চামি তে সুমতিং ঘোষ্যর্বাক্সং তে বাবাতা জরতামিয়ং গীঃ।
স্বশ্বাস্ত্বা সুরথা মর্জয়েমাস্মে ক্ষত্রাণি ধারয়েরনু দ্যূন্॥ ৮॥
ইহ ত্বা ভূর্যা চরেদুপ ত্মন্দোষাবস্তর্দীদিবাংসমনু দ্যূন্।
ক্রীলন্তস্ত্বা সুমনসঃ সপেমাভি দ্যুম্না তস্থিবাংসো জনানাম্॥ ৯॥
যস্ত্বা স্বশ্বঃ সুহিরণ্যো অগ্ন উপযাতি বসুমতা রথেন।
তস্য ত্রাতা ভবসি তস্য সখা যস্ত আতিথ্যমানুষগ্জুজোষৎ॥ ১০॥
মহো রুজামি বন্ধুতা বচোভিস্তন্মা পিতুর্গোতমাদন্বিয়ায়।
ত্বং নো অস্য বচসশ্চিকিদ্ধি হোতর্যবিষ্ঠ সুক্রতো দমূনাঃ॥ ১১॥
অস্বপ্নজস্তরণয়ঃ সুশেবা অতন্দ্রাসোঽবৃকা অশ্রমিষ্ঠাঃ।
তে পায়বঃ সধ্র্যঞ্চো নিষদ্যাগ্নে তব নঃ পান্ত্বমূর॥ ১২॥
যে পায়বো মামতেয়ং তে অগ্নে পশ্যন্তো অন্ধং দুরিতাদরক্ষন্।
ররক্ষ তান্ত্সুকৃতো বিশ্ববেদা দিপ্সন্ত ইদ্রিপবো নাহ দেভুঃ॥ ১৩॥

ত্বয়া বয়ং সধন্যস্ত্বোতাস্তব প্রণীত্যশ্যাম বাজান্।
উভা শংসা সূদয় সত্যতাতেঽনুষ্টুয়া কৃণুহ্যহ্রয়াণ॥ ১৪॥
অয়া তে অগ্নে সমিধা বিধেম প্রতিস্তোমং শস্যমান গৃভায়।
দহাশসো রক্ষসঃ পাহ্যস্মান্ দ্রুহো নিদো মিত্রমহো অবদ্যাৎ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! ব্যাধের বিস্তীর্ণ জালের মতো আপনার তেজ সমুদয় প্রকাশ করুন। রাজা যেমন অমাত্যের সাথে হস্তীর উপর গমন করেন, সেইরকম আপনি ভয়শূন্য তেজ সমূহের সাথে গমন করুন। আপনি ক্ষিপ্রগামী সেনার অনুগমন পূর্বক পরসৈন্য বিনাশ ক'রে শত্রুবর্গকে বিনাশ করুন, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা রাক্ষসবৃন্দকে ভেদ করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি আপনার ভ্রমণকারী শীঘ্রগামী রশ্মিগুলি প্রসৃত হচ্ছে। আপনি দীপ্তিমান; আপনি অভিভবকারী তেজরাশির দ্বারা শত্রুবর্গকে দগ্ধ করুন। শত্রুবৃন্দ আপনাকে নিরোধ করতে পারে না; আপনি জুহুর দ্বারা তাপপ্রদ তেজ বিস্ফুলিঙ্গ ও উল্কা বিকীর্ণ করুন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনি অতিশয় ত্বরাবান্; আপনি রশ্মিগুলিকে শত্রুবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করুন। কেউ আপনাকে হিংসা করতে পারে না। যে সমস্ত লোক দূর হ'তে আমাদের অনিষ্ট করতে ইচ্ছা করে, অথবা যারা নিকটে অনিষ্ট করতে ইচ্ছা করে, আপনি তাদের নিকট হ'তে এই সমস্ত প্রজাকে রক্ষা করুন। আমরা আপনারই, কোন শত্রু যেন আমাদের পরিভব করতে না পারে ॥৩॥

হে তীক্ষ্ণ জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নি! প্রস্তুত হোন, শিখা বিস্তার করুন, শত্রুবৃন্দকে সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ করুন। হে সমিদ্ধ অগ্নি। যে ব্যক্তি আমাদের সাথে শত্রুতা-আচরণ করে, তাদের শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের মতো দগ্ধ ক'রে ফেলুন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি। আপনি প্রস্তুত হোন, আমাদের অপেক্ষা বলবান্ শত্রু প্রত্যেককে দূর ক'রে দিন; আপনার দৈব তেজ আবিষ্কার করুন, যাতুজনগণের দৃঢ় ধনু জ্যাশূন্য করুন এবং পূর্বে পরাজিত ও অপরাজিত শত্রুবর্গকে বিনাশ করুন ॥ ৫ ॥

হে যুবতম অগ্নি। আপনার আগমন শুভঙ্কর এবং আপনি প্রধান। যে আপনাকে স্তুতি করে, সে আপনার অনুগ্রহ লাভ করে। আপনি যজ্ঞস্বামী; আপনি তার জন্য সমস্ত সুদিন, সমস্ত ধন, সমস্ত রত্ন ইত্যাদি দান করুন এবং তার গৃহের অভিমুখে দ্যোতিত হোন ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি নিত্য সম্বন্ধিত হব্যের দ্বারা অথবা উক্থ মন্ত্রের দ্বারা আপনাকে প্রীত করতে ইচ্ছা করে, সে সৌভাগ্যবান্ ও সুদাতা হোক। আপন কষ্টলভ্য আয়ু প্রাপ্ত হোক। সমস্ত সুদিন তার জন্য হোক। সে যজ্ঞফল সাধনসমর্থ হোক ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি। আপনার অনুগ্রহবুদ্ধির পূজা ক'রি। আপনার উদ্দেশে উচ্চারিত বাক্য প্রতিধ্বনিত হয়ে আপনার স্তুতি করুক। আমরা উত্তম রথ ও উত্তম অশ্ববিশিষ্ট হয়ে আপনার পরিচর্যা করবো। আপনি প্রত্যহ আমাদের ধন ধারণ করবেন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি। আপনি রাত্রিদিন প্রদীপ্ত হচ্ছেন। এই স্থানে লোকে প্রত্যহ আপনা-আপনি আপনার সমীপে আপনার প্রচুর পরিচর্যা করছে। আমরাও শত্রুবর্গের ধন আত্মসাৎ পূর্বক বিহার ক'রে প্রসন্নমতে আপনার পরিচর্যা করছি ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি। সুন্দর অশ্ব ও হিরণ্যবিশিষ্ট, যে ব্যক্তি ধনপূর্ণ রথের সাথে আপনার সমীপে গমন

করে, আপনি তার রক্ষক হোন। যে ব্যক্তি আপনাকে যথাবিধি অতিথিযোগ্য পূজা প্রদান করে, আপনি তার সখা হোন ॥ ১০ ॥

হে হোতা, যুবতম, প্রজ্ঞাবান্ অগ্নি! স্তোত্রের দ্বারা যে বন্ধুতা উৎপন্ন হয়েছে, তার দ্বারা আমি মহান্ শত্রুবৃন্দকে ভঙ্গ ক'রি। এই সকল বাক্য পিতা গোতমের নিকট হ'তে আমার নিকট আগত হয়েছে। আপনি শত্রুবিনাশক, আমাদের এই বাক্য অবগত হোন ॥ ১১ ॥

হে সর্বজ্ঞ অগ্নি! আপনার রশ্মিগুলি সর্বদা জাগ্রত, সর্বদা গমনস্বভাব, সুধান্বিত, অনলস, শুভকর, অশ্রান্ত, পরস্পর সঙ্গত ও রক্ষণক্ষম। তারা এই স্থানে উপবিষ্ট হয়ে আমাদের রক্ষা করুক ॥ ১২ ॥

হে অগ্নি! আপনার যে রক্ষণক্ষম রশ্মিগুলি কৃপা ক'রে মমতার পুত্র চক্ষুহীন দীর্ঘতমাকে শাপ হ'তে রক্ষা করেছিল, আপনি সর্বপ্রজ্ঞাবান, আপনি সেই উত্তম হিতকর রশ্মিগুলিকে বিশেষভাবে পালন করছেন। তাঁর শত্রুবর্গ তাঁকে বিনাশ করতে ইচ্ছা করেও বিনাশ করতে পারেনি ॥ ১৩ ॥

হে অগ্নি! আপনি গমনে লজ্জাশূন্য। আমরা আপনার অনুগ্রহে সমান ধনবিশিষ্ট ও আপনার দ্বারা রক্ষিত হয়ে আপনার অনুজ্ঞায় অন্নলাভ ক'রি। হে সত্য বিস্তারক, পাপনাশক! উভয়রকম শত্রুকে বিনাশ করুন, যথাক্রমে সমস্ত কার্য করুন ॥ ১৪ ॥

হে অগ্নি! এই প্রদীপ্ত স্তুতির দ্বারা আপনার পরিচর্যা ক'রি। আপনি আমাদের কথা মান্য করুন, এই স্তোত্র গ্রহণ করুন, স্তুতিবিহীন রাক্ষসবর্গকে ভস্মসাৎ করুন। হে মিত্রবর্গের পূজনীয় অগ্নি! শত্রু ও নিন্দকবর্গের পরীবাদ হ'তে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১ ঋকে মূলে 'রাজা ইব অমবান্ ইভেন' আছে। এই ঋকে গজস্কন্ধে আরোহিত রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় ॥ ৫ ঋকে 'যাতুজনগণের' অর্থাৎ প্রাণীগণের ক্লেশদায়কদের। সায়ণ ॥ ১৫ ঋকের বক্তব্য—স্তুতিশূন্য নিন্দুক রাক্ষসগণ কি অনার্য যজ্ঞ বিরোধী বর্বর জাতি নয়? ॥

আমাদের পূর্বাপর আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও অপরিবর্তনীয় লক্ষ্য করা যায়।

◆ ◆

— ৫ সূক্ত —

[দেবতা : বৈশ্বানর নামক অগ্নি। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বৈশ্বানরায় মীড়্হুষে সজোষাঃ কথা দাশেমাগ্নয়ে বৃহদ্ভাঃ।
অনূনেন বৃহতা বক্ষথেনোপ স্তভায়দুপমিন্ন রোধঃ ॥ ১ ॥
মা নিন্দত য ইমাং মহ্যং রাতিং দেবো দদৌ মর্ত্যায় স্বধাবান্।
পাকায় গৃৎসো অমৃতো বিচেতা বৈশ্বানরো নৃতমো যহ্বো অগ্নিঃ ॥ ২ ॥
সাম দ্বিবর্হা মহি তিগ্মভৃষ্টিঃ সহস্ররেতা বৃষভস্তুবিষ্মান।
পদং ন গোরপগূঢ়্হং বিবিদ্বানগ্নির্মহ্যং প্রেদু বোচন্মনীষাম্ ॥ ৩ ॥
প্র তাঁ অগ্নি র্বভসত্তিগ্মজম্ভস্তপিষ্ঠেন শোচিষা যঃ সুরাধাঃ।
প্র যে মিনন্তি বরুণস্য ধাম প্রিয়া মিত্রস্য চেততো ধ্রুবাণি ॥ ৪ ॥

অভ্রাতরো ন যোষণো ব্যন্তঃ পতিরিপো ন জনয়ো দুরেবাঃ।
পাপাসঃ সন্তো অনৃতা অসত্যা ইদং পদমজনতা গভীরম্॥ ৫॥
ইদং মে অগ্নে কিয়তে পাবকামিনতে গুরুং ভারং ন মন্ম।
বৃহদ্দধাথ ধৃষতা গভীরং যহ্বং পৃষ্ঠং প্রয়সা সপ্তধাতু॥ ৬॥
তমিন্নেব সমনা সমানমভি ক্রত্বা পুনতী ধীতিরশ্যাঃ।
সসস্য চর্মন্নধি চারু পৃশ্নেরগ্রে রুপ আরুপিতং জবারু॥ ৭॥
প্রবাচ্যং বচসঃ কিং মে অস্য গুহা হিতমুপ নির্ণিগ্বদন্তি।
যদুস্রিয়াণামপ বারিব ব্রৎপাতি প্রিয়ং রুপো অগ্রং পদং বেঃ॥ ৮॥
ইদমূত্যন্মহি মহামনীকং যদুস্রিয়া সচত পূর্ব্যং গৌঃ।
ঋতস্য পদে অধি দীদ্যানং গুহা রঘুষ্যদ্রঘুয়দ্বিবেদ॥ ৯॥
অধ দ্যুতানঃ পিত্রোঃ সচাসামনুত গুহ্যং চারু পৃশ্নেঃ।
মাতুষ্পদে পরমে অন্তি যদ্গোর্বৃষ্ণঃ শোচিষঃ প্রযতস্য জিহ্বা॥ ১০॥
ঋতং বোচে নমসা পৃচ্ছ্যমানস্তবাশসা জাতবেদো যদীদম্।
ত্বমস্য ক্ষয়সি যদ্ধ বিশ্বং দিবি যদু দ্রবিণং যৎ পৃথিব্যাম্॥ ১১॥
কিং নো অস্য দ্রবিণং কদ্ধ রত্নং বি নো বোচো জাতবেদশ্চিকিত্বান্।
গুহাধ্বনঃ পরমং যন্নো অস্য রেকু পদং ন নিদানা অগন্ম॥ ১২॥
কা মর্যাদা বয়ুনা কদ্ধ বামমচ্ছা গমেম রঘবো ন বাজম্।
কদা নো দেবীরমৃতস্য পত্নীঃ সূরো বর্ণেন ততনন্নুষাসঃ ॥ ১৩॥
অনিরেণ বচসা ফল্গ্বেন প্রতীত্যেন কৃধুনাতৃপাসঃ।
অধা তে অগ্নে কিমিহা বদন্ত্যনায়ুধাস আসতা সচন্তাম্॥ ১৪॥
অস্য শ্রিয়ে সমিধানস্য বৃষ্ণো বসোরনীকং দম আ রুরোচ।
রুশদ্বসানঃ সুদৃশীকরূপঃ ক্ষিতি র্ন রায়া পুরুবারো অদ্যৌৎ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — আমরা কিভাবে সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে বৈশ্বানর নামক অভীষ্টবর্ষী, মহান্, দীপ্তিমান অগ্নিকে হব্য প্রদান করবো? স্তম্ভ যেমন ছাদকে ধারণ করে, সেইরকম তিনি সম্পূর্ণ এবং বৃহৎ শরীরের দ্বারা দ্যুলোক ধারণ করেন ॥ ১ ॥

যে অগ্নিদেব হব্যযুক্ত হয়ে পরিপক্ক বুদ্ধিবিশিষ্ট মর্ত্যকে এই ধন দান করেছেন, তাঁকে নিন্দা করো না। তিনি মেধাবী, অমর ও প্রজ্ঞাবান্, তিনি বৈশ্বানর, নেতৃশ্রেষ্ঠ এবং মহান্ ॥ ২ ॥

মধ্যম ও উত্তম স্থান পরিব্যাপী, তীক্ষ্ণ তেজবিশিষ্ট প্রভূত সারবান্, অভীষ্টবর্ষী, ধনবান্ অগ্নি গাভীর পদচিহ্নের মতো অত্যন্ত গূঢ়। তিনি জ্ঞাতব্য, মহৎ স্তোত্র বিশেষভাবে অবগত হয়ে আমাদের বলুন ॥ ৩ ॥

বিদ্বান্ মিত্র ও বরুণের প্রিয় এবং ধ্রুব কর্মে যারা বাধা প্রদান করে, সুন্দর ধনবিশিষ্ট ও দীপ্তমন্ত অগ্নি অত্যন্ত সন্তাপকর তেজের দ্বারা তাদের দগ্ধ করুন ॥ ৪ ॥

ভ্রাতৃরহিতা বিপথগামিনী যোষিতের মতো, পতিবিদ্বেষিণী দুষ্টচারিণী ভার্যার মতো, পাপী

অনৃত, অসত্য লোকে এই গভীর পদ উৎপাদন করেছে ॥ ৫ ॥
হে পাবক অগ্নি! আমি তোমার কর্ম পরিত্যাগ ক'রি না। ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে গুরুভারের মতো আপনি
আমাকে প্রভূত ধন দান করুন। সেই ধন শত্রুধর্ষক, অন্নযুক্ত, অন্যের অনবগাহনীয়, মহৎ,
স্পর্শনযোগ্য এবং সপ্ত রকমের ॥ ৬ ॥
এই সুযোগ্য এবং শোধয়িত্রী স্তুতি, উপযুক্ত পূজাবিধির সাথে সকলের প্রতি সমান সেই
বৈশ্বানরের নিকট শীঘ্র গমন করুক। সেই বৈশ্বানরের আরোহণকারী দীপ্ত মণ্ডল, অর্থাৎ সূর্য, পৃথিবীর
নিকট হ'তে অচল দ্যুলোকের উপরে বিচরণ করবার জন্য পূর্বদিকে আরোপিত হয়েছেন ॥ ৭ ॥
লোকে বলে যে, দোগ্ধাবৃন্দ জলের মতো যে দুগ্ধ দোহন ক'রে, সেই দুগ্ধ বৈশ্বানর গুহাতে
নুক্কায়িতভাবে রক্ষা করেন এবং তিনি বিস্তীর্ণা পৃথিবীর প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ স্থান রক্ষা করেন। আমার
এই বাক্যের পর আর কি বক্তব্য থাকতে পারে? ॥ ৮ ॥
ক্ষীরপ্রসবিনী গাভী অগ্নিহোত্র ইত্যাদি কর্মে যাঁকে সেবা করে, যিনি অন্তরীক্ষে অত্যন্ত দীপ্তি
প্রাপ্ত হন, যিনি গুহাতে নিহিত এবং যিনি শীঘ্র স্যন্দমান ও শীঘ্র গমনকারী, আমি সেই পূজ্য মহান্
দেববৃন্দকে জ্ঞাত হয়েছি ॥ ৯ ॥
তার পর পিতামাতাস্বরূপ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দীপ্তিমান্ বৈশ্বানর গাভী উধোদেশে
নিগূঢ় রমণীয় দুগ্ধ মুখের দ্বারা পান করবার জন্য প্রবোধিত হন। অভীষ্টবর্ষী, দীপ্ত এবং প্রযত
বৈশ্বানরের জিহ্বা মাতা গাভীর উধঃপ্রদেশরূপ উৎকৃষ্ট স্থানের সমীপে বিদ্যমান আছে ॥ ১০ ॥
আমি নমস্কার পূর্বক জিজ্ঞাসিত হয়ে সত্য বলছি। হে জাতবেদা! আপনাকে স্তুতি ক'রে যদি এই
ধনলাভ ক'রি, আপনি এর স্বামী। আপনি সমস্ত ধনের স্বামী; পৃথিবীতে যে ধন আছে এবং
দ্যুলোকে যে ধন আছে, আপনি সেই সমুদয়ের স্বামী ॥ ১১ ॥
এই ধনের সাধনভূত ধন কি? এর হিতকর ধন কি? হে জাতবেদা! আপনি অভিজ্ঞ, আপনি
আমাদের বলুন। আপনি আমাদের এই ধনপ্রাপ্তিমার্গের গূঢ় এবং উৎকৃষ্ট উপায় বলুন। আমরা যেন
নিন্দনীয় হয়ে গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত না হই ॥ ১২ ॥
পূর্ব প্রভৃতি সীমা কি? পদার্থজ্ঞান কি? অভিলষণীয় পদার্থসমূহ বা কি? শীঘ্রগামী অশ্ব যেমন
সংগ্রামের অভিমুখে গমন করে, সেইরকম আমরা এই সকল অভিগত হবো। দ্যুতিমতী, মরণরহিত
আদিত্যের পত্নী, প্রসবিত্রী উষা, কোন সময়ে আমাদের জন্য প্রকাশিত হয়ে ব্যাপ্ত হবেন? ॥ ১৩ ॥
হে অগ্নি! লোকে অন্নরহিত উক্থমন্ত্রে এবং আরোপণীয় অল্পাক্ষর বাক্যে তৃপ্ত না হয়ে এখানে
আপনাকে কি বলছে? হবিঃ প্রভৃতি সাধনরহিত ব্যক্তিবর্গ দুঃখ প্রাপ্ত হোক ॥ ১৪ ॥
সমিদ্ধ, অভীষ্টবর্ষী এবং নিবাসপ্রদ অগ্নির তেজসমূহ মঙ্গলের জন্য যজ্ঞগৃহে দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছে।
তিনি দীপ্ত তেজকে পরিধান করেন, অতএব তাঁর রূপ দর্শনীয়, তিনি অনেক যজমান কর্তৃক স্তুত
হয়ে ধনের দ্বারা রাজার মতো দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ১৫ ॥

টীকা — ৫ ঋকে ভ্রাতৃরহিতা ও পতিবিদ্বেষিণী নারীর বিপথ গমনের উল্লেখ আছে। 'গভীর পদ'
কি? সায়ণ বলেন 'নরক স্থান'। কিন্তু ঋগ্বেদে স্বর্গ ও পরকালের সুখের কথা আছে, নরকের কোনও
উল্লেখ নেই॥ ৬ ঋকে মূলে 'সপ্ত ধাতু' আছে। সাত রকম গ্রাম্য পশু ও সাত রকম অরণ্যের পশু।
সায়ণ। উইলসন বলেন 'Consisting of seven elements'— ইত্যাদি ॥ ৯ ঋকে 'মহান্ দেববৃন্দ' অর্থাৎ
'সূর্যমণ্ডলরূপ বৈশ্বানর'। সায়ণ ॥ ১৪ ঋকের বক্তব্য—হবির্বিহীন বাক্যের দ্বারা কিছু লাভ করতে পারা
যায় না। সায়ণ ॥

বৈশ্বানর অর্থে 'বিশ্বের নর' বা 'অগ্নি'। ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র জ্ঞানরূপ অগ্নির স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা প্রথম অষ্টকেই আলোচনা করেছি। মিত্র, বরুণ, উষা ইত্যাদি সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

◆ ◆

— ৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ঊর্ধ্ব উ ষু ণো অধ্বরস্য হোতরগ্নে তিষ্ঠ দেবতাতা যজীয়ান্।
ত্বং হি বিশ্বমভ্যসি মন্ম প্র বেধসশ্চিত্তিরসি মনীষাম্॥ ১॥
অমূরো হোতা ন্যসাদি বিক্ষ্বগ্নির্মন্দ্রো বিদথেষু প্রচেতাঃ।
ঊর্ধ্বং ভানুং সবিতেবাশ্রেন্মেতেব ধূমং স্তভায়দুপ দ্যাম্॥ ২॥
যতা সুজূর্ণী রাতিনী ঘৃতাচী প্রদক্ষিণিদ্দেবতাতিমুরাণঃ।
উদু স্বরুর্নবজা নাক্রঃ পশ্বো অনক্তি সুধিতঃ সুমেকঃ॥ ৩॥
স্তীর্ণে বর্হিষি সমিধানে অগ্না ঊর্ধ্বো অধ্বর্যুর্জুজুষাণো অস্থাৎ।
পর্যগ্নিঃ পশুপা ন হোতা ত্রিবিষ্ট্যেতি প্রদিব উরাণঃ॥ ৪॥
পরি ত্মনা মিতদ্রুরেতি হোতাগ্নির্মন্দ্রো মধুবচা ঋতাবা।
দ্রবন্ত্যস্য বাজিনো ন শোকা ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনা যদভ্রাট্॥ ৫॥
ভদ্রা তে অগ্নে স্বনীক সংদৃগ্ঘোরস্য সতো বিষুণস্য চারুঃ।
ন যত্তে শোচিস্তমসা বরন্ত ন ধ্বস্মানস্তন্বীরেপ আ ধুঃ॥ ৬॥
ন যস্য সাতুর্জনিতোরবারি ন মাতরাপিতরা নূ চিদিষ্টৌ।
অধা মিত্রো ন সুধিতঃ পাবকোগ্নির্দীদায় মানুষীষু বিক্ষু॥ ৭॥
দ্বির্যং পঞ্চ জীজনন্ত সংবসানাঃ স্বসারো অগ্নিং মানুষীষু বিক্ষু।
উষর্বুধমথর্যোন দন্তং শুক্রং স্বাসং পরশুং ন তিগ্মম্॥ ৮॥
তব ত্যে অগ্নে হরিতো ঘৃতস্না রোহিতাস ঋজ্বঞ্চঃ স্বঞ্চঃ।
অরুষাসো বৃষণ ঋজুমুষ্কা আ দেবতাতিমহ্বন্ত দস্মাঃ॥ ৯॥
যে হ ত্যে তে সহমানা অয়াসস্ত্বেষাসো অগ্নে অর্চয়শ্চরন্তি।
শ্যেনাসো ন দুবসনাসো অর্থং তুবিষ্বণসো মারুতং ন শর্ধঃ॥ ১০॥
অকারি ব্রহ্ম সমিধান তুভ্যং শংসাত্যুক্থং যজতে ব্যূ ধাঃ।
হোতারমগ্নিং মনুষো নি ষেদুর্নমস্যন্ত উশিজঃ শংসমায়োঃ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে যজ্ঞের হোতা অগ্নি। আপনি যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, আপনি যজ্ঞে আমাদের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। আপনি শত্রুবর্গের ধন জয় করেন, আপনি স্তোতার স্তুতি প্রবর্ধিত করেন ॥১॥ বিজ্ঞ, হোতা, হর্ষয়িতা, প্রকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট অগ্নি, যজ্ঞে প্রজাবৃন্দের মধ্যে স্থাপিত হয়েছেন। অনন্তর

তিনি ঊর্ধ্বে দীপ্তি আশ্রয় করেন এবং স্তম্ভের মতো দ্যুলোকের উপরে ধূম ধারণ করেন ॥ ২ ॥

সংযত ও পুরাতন জুহূ ঘৃতে পূর্ণ হচ্ছে। যজ্ঞ বিস্তারকারী অধ্বর্যু প্রদক্ষিণ করছে। নবজাত যূপ উন্নত হচ্ছে, আক্রমণকারী সুদীপ্ত কুঠার পশুর নিকট গমন করছে ॥ ৩ ॥

কুশ বিস্তৃত হ'লে এবং অগ্নি সমিদ্ধ হ'লে অধ্বর্যু দেববৃন্দকে প্রীত করবার জন্য উত্থিত হন। হোতা পুরাতন অগ্নি অন্ন হব্যকে বহ ক'রে পশুপালকের মতো পশুর চতুর্দিকে তিনবার গমন করেন ॥ ৪ ॥

হোতা, হর্ষদাতা, মিষ্টভাষী এবং যজবান্ অগ্নি পারমিতগতি হয়ে পশুর চতুর্দিকে গমন করেন; অগ্নির দীপ্তিসমূহ অশ্বের মতো চতুর্দিকে ধাবিত হয়; অগ্নি যখন প্রদীপ্ত হন, তখন সকল ভূতজাত ভীত হয় ॥ ৫ ॥

হে সুন্দর শিখাবিশিষ্ট অগ্নি! আপনি ভীতিজনক এবং সর্বব্যাপ্ত। আপনার মনোহর এবং কল্যাণী মূর্তি সম্যক্‌ভাবে দৃষ্ট হয়। রাত্রি অন্ধকারের দ্বারা আপনার দীপ্তি নিবারণ করতে পারে না এবং রাক্ষসবৃন্দ আপনার শরীরে পাপ জন্মাতে পারে না ॥ ৬ ॥

যে জনয়িতা বৈশ্বানরের দান কেউ নিবারণ করতে পারে না, এবং মাতাপিতা দ্যাবাপৃথিবী যাঁকে প্রেরণ করতে শীঘ্র সক্ষম হন না, সেই সুতৃপ্ত এবং পাবক অগ্নি মর্ত্যলোকের মধ্যে সখার মতো দীপ্তি লাভ করেন ॥ ৭ ॥

মর্ত্যলোকগণের মধ্যে দশটি ভগ্নী অর্থাৎ অঙ্গুলি নারীগণের মতো অগ্নিকে উৎপাদন করেছে। সেই অগ্নি উষাকালে বুধ্যমান, হব্যভোজী, দীপ্তিমান্, সুন্দরবদন এবং তীক্ষ্ণ কুঠারের মতো শত্রুহন্তা ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! আপনার সেই অশ্বগুলি যজ্ঞের অভিমুখে আহূত হচ্ছে। তাদের নাসা হ'তে ফেন নির্গত হয়; তারা রোহিত, ঋজুগামী, সুন্দরগামী, দীপ্তিমান্, যুবা, সুগঠিত এবং দর্শনীয় ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! আপনার সেই অভিভবকারী, গমনশীল, দীপ্ত এবং পূজনীয় রশ্মিসমূহ মরুৎবর্গের মতো অত্যন্ত ধ্বনিপূর্বক শ্যেন পক্ষীর মতো গন্তব্য স্থানে গমন করে। হে সমিদ্ধ অগ্নি! আপনার জন্য স্তোত্র করা হয়েছে, হোতা উক্থ উচ্চারণ করছে এবং যজমান যজ্ঞ করছে। অতএব আপনি আমাদের দান করুন। মানুষেরা ধন অভিলাষ পূর্বক মানুষগণের প্রশংসা যোগ্য হোতা অগ্নিকে পূজা ক'রে উপবিষ্ট হয়েছে ॥ ১০ ॥

টীকা — পূর্বসূক্তের সবই এই সূক্তে সন্নিবিষ্ট। এই সূক্তেও সেই জ্ঞানরূপ, পরাজ্ঞান জ্ঞানদেব এবং শুদ্ধসত্ত্বের বাহক ঈশ্বরের বিভূতি বিকাশমাত্র অগ্নিরই কথা বলা হয়েছে।

◆ ◆

— ৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : জগতী, অনুষ্টুপ্‌, ত্রিষ্টুপ্‌]

অয়মিহ প্রথমো ধায়ি ধাতৃভি র্হোতা যজিষ্ঠো অধ্বরেষ্বীড্যঃ।
যমপ্নবানো ভৃগবো বিরুরুচুর্বনেষু চিত্রং বিভ্বং বিশেবিশে॥ ১ ॥

অগ্নে কদা ত আনুষগ্ভুবদ্দেবস্য চেতনম্।
অধা হি ত্বা জগৃভ্রিরে মর্তাসো বিক্ষীড্যম্॥ ২॥
ঋতাবানং বিচেতসং পশ্যন্তো দ্যামিব স্তৃভিঃ।
বিশ্বেষামধ্বরাণাং হস্কর্তারং দমেদমে॥ ৩॥
আশুং দূতং বিবস্বতো বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভি।
আ জভ্রুঃ কেতুমায়বো ভৃগবাণং বিশেবিশে॥ ৪॥
তমীং হোতারমানুষক্চিকিত্বাংসং নি ষেদিরে।
রণ্বং পাবকশোচিষং যজিষ্ঠং সপ্ত ধামভিঃ॥ ৫॥
তং শশ্বতীষু মাতৃষু বন আ বীতং অশ্রিতম্।
চিত্রং সন্তং গুহা হিতং সুবেদং কূচিদর্থিনম্॥ ৬॥
সসস্য যদ্বিযুতা সস্মিন্নূধন্নৃতস্য ধামন্রণয়ন্ত দেবাঃ।
মহাঁ অগ্নি র্নমসা রাতহব্যো বেরধ্বরায় সদামিদৃতাবা॥ ৭॥
বেরধ্বরস্য দূত্যানি বিদ্বানুভে অন্তা রোদসী সংচিকিত্বান্।
দূত ঈয়সে প্রদিব উরাণো বিদুষ্টরো দিব আরোধনানি॥ ৮॥
কৃষ্ণন্ত এমরুশতঃ পুরো ভাশ্চরিষ্ণ্বর্চি র্বপুষামিদেকম্।
যদপ্রবীতাদধতে হ গর্ভং সদ্যশ্চিজ্জাতো ভবসীদুদূতঃ॥ ৯॥
সদ্যো জাতস্য দদৃশানমোজো যদস্য বাতো অনুবাতি শোচিঃ।
বৃণক্তি তিগ্মামতসেষু জিহ্বাং স্থিরা চিদন্না দয়তে বি জম্ভৈঃ॥ ১০॥
তৃষু যদন্না তৃষুণা ববক্ষ তৃষুং দূতং কৃণুতে যহ্বো অগ্নিঃ।
বাতস্য মেলিং সচতে নিজূর্বন্নাশুং ন বাজয়তে হিম্বে অর্বা॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — অপ্নবান ইত্যাদি ভৃগুবংশীয়বৃন্দ বনের মধ্যে বিচিত্র দর্শন এবং সমস্ত লোকের ঈশ্বর, যে অগ্নিকে প্রদীপ্ত করেছিলেন, সেই হোতা, যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ, স্তুতিভাজন ও দেবশ্রেষ্ঠ ঋষি যজ্ঞকারীবৃন্দ কর্তৃক সংস্থাপিত হয়েছেন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আপনি দীপ্তিমান্ এবং মানুষগণের স্তুতিযোগ্য, আপনার দীপ্তি কখন প্রসৃত হবে। মর্ত্যগণ আপনাকে গ্রহণ করছে ॥ ২ ॥

মায়ারহিত, বিজ্ঞ, নক্ষত্র পরিবৃত দ্যুলোকের সদৃশ এবং সমস্ত যজ্ঞের বৃদ্ধিকারক অগ্নিকে মানুষগণ দর্শন পূর্বক প্রত্যেক যজ্ঞগৃহে গ্রহণ করে ॥ ৩ ॥

যে অগ্নি সমস্ত প্রজাবৃন্দকে অভিভূত করেন, সেই শীঘ্রগামী, যজমানের দূত, কেতুস্বরূপ ও দীপ্তিমান্ অগ্নিকে মানুষগণ সমস্ত প্রজাবৃন্দের জন্য আনয়ন করেছেন ॥ ৪ ॥

সেই হোতা, বিদ্বান্ অগ্নিকে মানুষগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট করিয়েছেন। তিনি রমণীয়, পবিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট, যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ এবং সপ্ত তেজযুক্ত ॥ ৫ ॥

মাতৃস্বরূপ জলসমূহে এবং বৃক্ষসমূহে বিদ্যমান, কমনীয়, অসেবিত, বিচিত্র, গুহানিহিত, বিজ্ঞ এবং সর্বত্র হব্যবাহী সেই অগ্নিকে উপবিষ্ট করিয়েছেন ॥ ৬ ॥

দেববৃন্দ নিদ্রা হ'তে বিযুক্ত হয়ে, যে অগ্নিকে জলের স্থানরূপে সমস্ত যজ্ঞে প্রীত করেন, সেই মহান্ সত্যবান অগ্নি নমস্কার পূর্বক দত্ত হব্য গ্রহণ ক'রে সর্বদাই যজ্ঞ অবগত হন ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! আপনি বিদ্বান্, আপনি যজ্ঞের দূতকার্য অবগত আছেন। আপনি দ্যাবাপৃথিবী এই উভয়ের মধ্যে স্থিত অন্তরীক্ষকে জাত আছেন; আপনি পুরাতন; আপনি অন্ন হব্যকে বহ ক'রে থাকেন; আপনি বিদ্বান্, শ্রেষ্ঠ এবং দেববর্গের দূত। আপনি স্বর্গের আরোহণযোগ্য স্থানে গমন ক'রে থাকেন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি। আপনি দীপ্তিমান্। আপনার বর্ত্ম কৃষ্ণবর্ণ এবং আপনার দীপ্তি পুরোবর্ত্তিনী। আপনার সঞ্চরণশীল তেজ সকল তেজ পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনাকে না প্রাপ্ত হয়ে যজমানগণ আপনার উৎপত্তির হেতুভূত কাষ্ঠদ্বয়রূপ গর্ভ ধারণ করে। আপনি উৎপন্ন হয়ে সদ্যই দূত হয়ে থাকেন ॥ ৯ ॥

সদ্যোজাত অগ্নির তেজ দৃষ্ট হয়। যখন বায়ু অগ্নির শিখাকে লক্ষ্য ক'রে প্রবাহিত হয়, তখন অগ্নি বৃক্ষ সমূহে তীক্ষ্ণ শিখা সংযুক্ত করেন এবং স্থির অন্নরূপ কাষ্ঠ ইত্যাদিকে তেজের দ্বারা বিখণ্ডিত করেন ॥ ১০ ॥

অগ্নি অন্নভূত কাষ্ঠ ইত্যাদিকে ক্ষিপ্রগামী রশ্মি সমূহের দ্বারা শীঘ্র দগ্ধ করেন। মহান অগ্নি নিজেকে ক্ষিপ্রগামী দূত করেন; তিনি কাষ্ঠ সমূহকে বিশেষভাবে দগ্ধ ক'রে বায়ুর বলের সাথে সঙ্গত হন; অশ্বসাদী যেমন অশ্বকে বলবান্ করে ও প্রেরণ করে, সেইরকম গমনশীল অগ্নি আপন রশ্মিকে বলবান্ করেন ও প্রেরণ করেন ॥ ১১ ॥

টীকা — পূর্ব সূক্তের সবই এই সূক্তে সন্নিবিষ্ট।

◆ ◆

— ৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : গায়ত্রী]

দূতং বো বিশ্ববেদসং হব্যবাহমমর্ত্যম্। যজিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরা ॥ ১ ॥
স হি বেদা বসুধিতিং মহাঁ আরোধনং দিবঃ। স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥
স বেদ দেব আনমং দেবাঁ ঋতায়তে দমে। দাতি প্রিয়াণি চিদ্বসু ॥ ৩ ॥
স হোতা সেদু দূত্যং চিকিত্বাঁ অন্তরীয়তে। বিদ্বাঁ আরোধনং দিবঃ ॥ ৪ ॥
তে স্যাম যে অগ্নয়ে দদাশু র্হব্যদাতিভিঃ। য ঈং পুষ্যন্ত ইন্ধতে ॥ ৫ ॥
তে রায়া তে সুবীর্যৈঃ সসবাংসো বি শৃণ্বিরে। যে অগ্না দধিরে দুবঃ ॥ ৬ ॥
অস্মে রায়ো দিবেদিবে সঞ্চরন্ত পুরুস্পৃহঃ। অস্মে বাজাস ঈরতাম্ ॥ ৭ ॥
স বিপ্রশ্চর্ষণীনাং শবসা মানুষাণাম্। অতি ক্ষিপ্রেব বিধ্যতি ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আমি স্তুতির দ্বারা আপনাকে বর্ধিত করি। আপনি দূত, সর্ববিৎ, হব্যবাহী, অমর এবং যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ ॥ ১ ॥

তিনি ধন দান করতে জ্ঞাত আছেন; তিনি মহান, তিনি দ্যুলোকের আরোহণযোগ্য স্থান জ্ঞাত আছেন। তিনি দেববৃন্দকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন ॥ ২ ॥

তিনি দ্যুতিমান, তিনি যজমানবৃন্দকে দেবগণের নিকট নমস্কার-করণে জ্ঞাত আছেন। তিনি যজ্ঞগৃহে যজ্ঞে অভিলাষী ব্যক্তিকে অভীষ্ট ধন দান করেন ॥ ৩ ॥

তিনি হোতা, তিনিই দূতকার্য অবগত হয়ে এবং দ্যুলোকের আরোহণযোগ্য স্থান বিদিত হয়ে দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে গমন করেন ॥ ৪ ॥

যারা অগ্নিকে হব্যদান ক'রে প্রীত করে, যারা তাঁকে পুষ্ট ক'রে কাষ্ঠের দ্বারা প্রদীপ্ত করে, আমরা যেন সেইরকম যজমান হ'তে পারি ॥ ৫ ॥

যারা অগ্নির পরিচর্যা করে, তারা অগ্নিকে ভজনা ক'রে ধনের দ্বারা এবং পুত্রপৌত্র ইত্যাদির দ্বারা বিখ্যাত হয় ॥ ৬ ॥

অনেকের স্পৃহণীয় ধন আমাদের নিকট প্রতিদিন আগমন করুক, অগ্নি আমাদের কার্যে প্রবর্তিত করুক ॥ ৭ ॥

তিনি মেধাবী, তিনি বলের দ্বারা মানুষগণের বিনাশযোগ্য শত্রু বিশেষভাবে নাশ করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — পূর্ব সূক্তের সবই এই সূক্তে সন্নিবিষ্ট।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে আমরা এই সূক্তের প্রথমেই অর্থাৎ ১ ঋকে স্বামী দুর্গাদাসের অনুবাদটি উল্লেখ করছি—'জ্ঞানস্বরূপ হে দেব। আপনি সকল রকম ধনের অধিপতি (সর্বজ্ঞ), হবিবহনকারী, ক্ষয়রহিত এবং শ্রেষ্ঠ-অভীষ্টসাধক। আমি আপনাকে অন্তরের স্তুতিবাক্যের দ্বারা সম্যক্‌ভাবে বিভূষিত করছি।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : গায়ত্রী]

অগ্নে মৃড় মহাঁ অসি য ঈমা দেবয়ুং জনম্। ইয়েথ বর্হিরাসদম্॥ ১॥
স মানুষীষু দূলভো বিক্ষু প্রাবীরমর্ত্যঃ। দূতো বিশ্বেষাং ভুবৎ॥ ২॥
স সদ্ম পরিণীয়তে হোতা মন্দ্রো দিবিষ্টিষু। উত পোতা নি ষীদতি॥ ৩॥
উত গ্না অগ্নিরধ্বর উতো গৃহপতি র্দমে। উত ব্রহ্মা নি ষীদতি॥ ৪॥
বেষি হ্যধ্বরীয়তামুপবক্তা জনানাম্। হব্যা চ মানুষাণাম্॥ ৫॥
বেষীদস্য দূত্যং যস্য জুজোষো অধ্বরম্। হব্যাং মর্তস্য বোড়্‌হবে॥ ৬॥
অস্মাকং জোষ্যধ্বরমস্মাকং যজ্ঞমঙ্গিরঃ। অস্মাকং শৃণুধী হবম্ ॥ ৭॥
পরি তে দূলভো রথোহস্মাঁ অশ্নোতু বিশ্বতঃ। যেন রক্ষসি দাশুষঃ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি। আপনি আমাদের সুখী করুন। আপনি মহান, আপনি দেবগণের

অভিলাষী ব্যক্তির নিকট কুশে উপবেশন করবার জন্য আগমন করুন ॥ ১ ॥

অগ্নিকে কেউ হিংসা করতে পারে না। তিনি মর্ত্যলোকবৃন্দের মধ্যে প্রকর্ষভাবে গমন করেন এবং অমর। তিনি সমস্ত দেববৃন্দের দূত হোন ॥ ২ ॥

তিনি যজ্ঞগৃহে নীত হন। তিনি যজ্ঞসমূহে স্তুতির যোগ্য হয়ে হোতা হন, অথবা পোতা হয়ে উপবেশন করেন ॥ ৩ ॥

অথবা অগ্নি যজ্ঞে গৃহিণী হন, অথবা যজ্ঞগৃহে গৃহপতি হন, অথবা ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ হয়ে উপবেশন করেন ॥ ৪ ॥

আপনি যজ্ঞের অভিলাষীবৃন্দের উপবক্তা। আপনি মানুষজনের হব্য কামনা ক'রে থাকেন ॥ ৫ ॥

আপনি হব্য বহন করবার জন্য যে মানুষের সেবা করেন, তার দৌত্য কার্য কামনা করেন ॥ ৬ ॥

হে অঙ্গিরা। আপনি আমাদের অধ্বর সেবা করুন, আমাদের যজ্ঞ সেবা করুন এবং আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৭ ॥

আপনি যে রথের দ্বারা সমস্ত দিকে গমন ক'রে হব্য প্রদাতাকে রক্ষা করুন; আপনার সেই অহিংসনীয় রথ আমাদের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হোক ॥ ৮ ॥

টীকা — পূর্ব সূক্তের সবই এই সূক্তে সন্নিবিষ্ট।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে আমরা এই সূক্তের ১ মন্ত্রেই স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অনুবাদটি উল্লেখ করছি—'হে অগ্নিদেব। আমাদের সুখসাধন করুন। আপনি মহান্; আপনি সর্বত্র গমনশীল। দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য ইচ্ছুক এই প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে আগমন ক'রে আপনি আসন গ্রহণ করুন।'—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ১০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : পদপংক্তি, উষ্ণিক্]

অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন ভদ্রং হৃদিস্পৃশম্। ঋধ্যামা ত ওহৈঃ ॥ ১ ॥
অধা হ্যগ্নে ক্রতোর্ভদ্রস্য দক্ষস্য সাধোঃ। রথী ঋতস্য বৃহতো বভূথ ॥ ২ ॥
এভির্নো অর্কৈর্ভবা নো অর্বাঙ্ স্বর্ণ জ্যোতিঃ।
অগ্নে বিশ্বেভিঃ সুমনা অনীকৈঃ ॥ ৩ ॥
আভিষ্টে অদ্য গীর্ভি র্গৃণন্তোহগ্নে দাশেম।
প্র তে দিবো ন স্তনয়ন্তি শুষ্মাঃ ॥ ৪ ॥
তব স্বাদিষ্ঠাগ্নে সংদৃষ্টিরিদা চিদহ্ন ইদা চিদক্তোঃ।
শ্রিয়ে রুক্মো ন রোচত উপাকে ॥ ৫ ॥
ঘৃতং ন পূতং তনূররেপাঃ শুচি হিরণ্যম্। তত্তে রুক্মো ন রোচত স্বধাবঃ ॥ ৬ ॥
কৃতং চিদ্ধি ষ্মা সনেমি দ্বেষোহগ্ন ইনোষি মর্তাৎ। ইত্থা যজমানাদৃতাবঃ ॥ ৭ ॥

শিবা নঃ সখ্যা সন্তু ভ্রাত্রাগ্নে দেবেষু যুষ্মে।
সা নো নাভিঃ সদ্মিস্মৃধন্॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আমরা অদ্য দেবপ্রাপক স্তুতির দ্বারা আপনাকে বর্ধিত করবো। আপনি অশ্বের মতো হব্যবাহক এবং ক্রতুর মতো উপকারী। আপনি ভদ্র এবং হৃদয়গ্রাহী ॥ ১॥

হে অগ্নি! আপনি এই ক্ষণেই ভজনীয়, প্রবৃদ্ধ, অভীষ্ট ফলসাধক, সত্যভূত ও মহান্ যজ্ঞের নেতা হয়েছেন ॥ ২॥

হে অগ্নি! আপনি জ্যোতিষ্মান্ সূর্যের মতো সমস্ত তেজযুক্ত এবং প্রসন্ন অন্তঃকরণে আপনি আমাদের এই স্তোত্রের দ্বারা নীত হয়ে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন ॥৩॥

হে অগ্নি। অদ্য আমরা বাক্যের দ্বারা আপনাকে স্তুতি পূর্বক হব্য দান করবো। আকাশের রশ্মির মতো আপনার শোধক শিখাসমূহ শব্দ করছে ॥ ৪॥

হে অগ্নি! আপনার প্রিয়তমা দীপ্তি দিবারাত্র অলঙ্কারের মতো পদার্থ সমুদয়কে শোভিত করবার জন্য তাদের সমীপে শোভা প্রাপ্ত হচ্ছে ॥ ৫॥

হে অন্নবান্ অগ্নি। আপনার মূর্তি শোধিত ঘৃতের মতো পাপরহিত। আপনার শুদ্ধ হিরণ্যরূপ তেজ অলঙ্কারের মতো দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছে ॥৬॥

হে সত্যবান্ অগ্নি! আপনি যজমানকৃত চিরন্তন পাপ মর্ত্য যজমান হ'তে নিশ্চয়ই দূর ক'রে থাকেন ॥ ৭॥

হে অগ্নি! আপনারা দ্যুতিমান্, আপনাদের প্রতি আমাদের সখ্য এবং ভ্রাতৃভাব মঙ্গলজনক হোক। দেববৃন্দের স্থানে সমস্ত যজ্ঞে তা আমাদের নাভির স্বরূপ ॥ ৮॥

টীকা — পূর্ব সূক্তের সবই এই সূক্তে সন্নিবিষ্ট।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে আমরা এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋকের স্বর্গীয় দুর্গাদাসকৃত অনুবাদের উল্লেখ করছি। যথা,—১ ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাস লিখছেন—'প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব! ক্ষিপ্রগমনশীল অথবা সত্বর ভগবৎ-প্রাপক জ্ঞানভক্তির মতো কল্যাণদায়ক অথবা দীপ্তিময় এবং সৎ-ভাবপ্রাপক সৎকর্মের মতো অতিশয় প্রিয়তম আপনাকে আমরা সদাকাল ভগবৎ প্রাপক স্তোত্রের দ্বারা যেন আরাধনা করি।' (ভাব এই যে,—আমরা সদাকাল সর্বতোভাবে যেন ভগবানের অনুসারী হই)। [জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি এই তিন পন্থার অনুসরণে ভগবানের চরণে পৌঁছানো যায়। জ্ঞানমার্গের অনুসরণে সাধক ভগবানের স্বরূপ অবগত হ'তে পারেন, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করতে পারেন। যিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়েছেন, তিনি ব্রহ্ম হয়েছেন।—কর্মের সাধনাতেও ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে।....কর্মমার্গের অনুসরণে সাধকের হৃদয় হ'তে পাপ মলিনতা দূর হ'লে ক্রমশঃ ভগবানের দিব্যজ্যোতি তাঁর হৃদয়ে ফুটে ওঠে। সেই জ্যোতির বলে তিনি অভীষ্টলাভে সমর্থ হন।—প্রার্থনার দ্বারা এবং ভক্তির সাহায্যেও সাধক ভগবানের চরণে পৌঁছাতে পারেন।...অবশ্য জ্ঞান কর্ম ভক্তি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি অন্যটির সাথে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। মন্ত্রে তারও ইঙ্গিত করা হয়েছে]—ইত্যাদি॥ ২ ঋকে লিখেছেন—'হে জ্ঞানদেব! আপনিই নিত্যকাল কল্যাণকামী সৎকর্মসাধনসমর্থ সাধকের মহৎ সত্যপ্রাপক সৎকর্মসাধনের পরিচালক হন।' (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সাধকের পরিচালক হন)।...ইত্যাদি॥ ৩ ঋকে লিখেছেন—'হে জ্ঞানদেব! আমাদের উচ্চার্যমান এই সকল স্তোমের সাথে আমাদের অভিমুখী হোন। হে দেব! জ্যোতিঃস্বরূপ শোভনমনস্ক আপনি সকল জ্যোতির সাথে আমাদের প্রাপ্ত হোন।'

(প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! জ্যোতিস্বরূপ আপনি আমাদের প্রাপ্ত হোন)।...[মন্ত্রের প্রধান ভাব এই যে, ভগবান্ যেন কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়ে আগমন করেন, হৃদয়ে দিব্যজ্যোতি প্রদান করেন। আমাদের প্রার্থনা আরাধনা যেন তাঁর চরণে পৌঁছায়, তিনি যেন কৃপা ক'রে এই হীন পতিত সন্তানকে তাঁর জ্যোতি দান ক'রে কৃতার্থ করেন।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ভদ্রং তে অগ্নে সহসিন্ননীকমুপাক আ রোচতে সূর্যস্য।
রুশদ্দৃশে দদৃশে নক্তয়া চিদরূক্ষিতং দৃশ আ রূপে অন্নম্॥ ১॥
বি ষাহ্যগ্নে গৃণতে মনীষাং খং বেপসা তুবিজাত স্তবানঃ।
বিশ্বেভি র্যদ্বাবনঃ শুক্র দেবৈস্তন্নো রাস্ব সুমহো ভূরি মন্ম॥ ২॥
ত্বদগ্নে কাব্যা ত্বন্মনীষাস্ত্বদুক্‌থা জায়ন্তে রাধ্যানি।
ত্বদেতি দ্রবিণং বীরপেশা ইত্থাধিয়ে দাশুষে মর্ত্যায়॥ ৩॥
ত্বদ্বাজী বাজম্ভরো বিহায়া অভিষ্টিকৃজ্জায়তে সত্যশুষ্মঃ।
ত্বদ্রয়ি র্দেবজূতো ময়োভূস্ত্বদাশু র্জূজুবাঁ অগ্নে অর্বা॥ ৪॥
ত্বামগ্নে প্রথমং দেবয়ন্তো দেবং মর্তা অমৃত মন্দ্রজিহ্বম্।
দ্বেষোযুতমা বিবাসন্তি ধীভি র্দমূনসং গৃহপতিমমূরম্॥ ৫॥
আরে অস্মদমতিমারে অংহ আরে বিশ্বাং দুর্মতিং যন্নিপাসি।
দোষা শিবঃ সহসঃ সূনো অগ্নে যং দেব আ চিৎসচসে স্বস্তি॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে বলবান্ অগ্নি! আপনার মঙ্গলকর তেজ সূর্যের সমীপভূত দিবসে দীপ্তি প্রাপ্ত হয়। আপনার দীপ্তিশালী এবং দর্শনীয় তেজ রাত্রিতেও দৃষ্ট হয়। আপনি রূপবান্, আপনার উদ্দেশে স্নিগ্ধ এবং দর্শনীয় অন্ন হুত হয়॥১॥

হে বহুজন্মা অগ্নি! আপনি যজ্ঞে স্তুত হয়ে স্তুতিকারীর জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত বিমুক্ত করেন। হে সুন্দর তেজবিশিষ্ট অগ্নি! আপনি দেববৃন্দের সাথে যজমানকে যে ধন দান ক'রে থাকেন, আমাদের সেই প্রভূত এবং অভিলষণীয় ধন দান করুন॥২॥

হে অগ্নি! কর্ম আপনার হ'তেই উৎপন্ন হয়, স্তুতি সমূহ আপনার হ'তেই উৎপন্ন হয় এবং আরাধনযোগ্য উক্থ সমুদয় আপনার হ'তেই উৎপন্ন হয়। সত্যকর্মা ও হব্যদাতা মানুষের জন্য বীর্যযুক্ত রূপ এবং ধন আপনার হ'তে উৎপন্ন হয়॥৩॥

হে অগ্নি! বলবান্, হব্যবাহক, মহান্, যজ্ঞকারী ও সত্যবলবিশিষ্ট পুত্র আপনার হ'তে উৎপন্ন হয়; দেববৃন্দ কর্তৃক প্রেরিত সুখপ্রদ ধন আপনার হ'তে উৎপন্ন হয়; অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট

বেগগামী অশ্ব আপনার হ'তে উৎপন্ন হয় ॥ ৪ ॥

হে অমর অগ্নি! দেব-অভিলাষী মানুষেরা আপনাকে স্তুতির দ্বারা পরিচর্যা করে। আপনি দেববৃন্দের প্রথম এবং দীপ্তিমান্, আপনার জিহ্বা দেববৃন্দকে হৃষ্ট করে। আপনি পাপ সকল পৃথক ক'রে থাকেন, এবং রাক্ষস সমূহকে হনন করতে মানস ক'রে থাকেন। আপনি গৃহপতি এবং অমৃত ॥ ৫ ॥

হে বলের পুত্র অগ্নি! আপনি রাত্রিতে মঙ্গলজনক এবং দ্যুতিমান্ হয়ে আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সেবা ক'রে থাকেন। যেহেতু আপনি যজমানবৃন্দকে বিশেষভাবে পালন ক'রে থাকেন, অতএব আপনি আমাদের নিকট হ'তে অমতি দূর করুন, আমাদের নিকট হতে পাপ দূর করুন, এবং আমাদের নিকট হ'তে সমস্ত দুর্মতি দূর করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — পূর্ব সূক্তের সবই এই সূক্তে সন্নিবিষ্ট। অগ্নি যে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশময়, তা এই সূক্তেও পরিস্ফুট হয়েছে॥ ২ ঋকে মূলে 'খং বিমাহি' আছে। 'খং' অর্থে স্বর্গ। 'পুণ্যাত্মনাং দ্বারং'। সায়ণ॥

◆ ◆

— ১২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যস্তামগ্ন ইনধতে যতস্রুক্ত্রিস্তে অন্নং কৃণবৎসস্মিন্নহন্।
স সু দ্যুম্নৈরভ্যস্তু প্রসক্ষত্তব ক্রত্বা জাতবেদশ্চিকিত্বান্॥ ১ ॥
ইধ্মং যস্তে জভরচ্ছশ্রমাণো মহো অগ্নে অনীকমা সপর্যন্।
স ইধানঃ প্রতি দোষামুষাসং পুষ্যন্রয়িং সচতে ঘ্নন্নমিত্রান্॥ ২ ॥
অগ্নিরীশে বৃহতঃ ক্ষত্রিয়স্যাগ্নি র্বাজস্য পরমস্য রায়ঃ।
দধাতি রত্নং বিধতে যবিষ্ঠো ব্যানুষঙ্ মর্ত্যায় স্বধাবান্॥ ৩ ॥
যচ্চিদ্ধি তে পুরুষত্রা যবিষ্ঠাচিত্তিভিশ্চকৃমা কচ্চিদাগঃ।
কৃধী ষ্বস্মাঁ অদিতেরনাগান্ব্যেনাংসি শিশ্রথো বিষ্বগগ্নে॥ ৪ ॥
মহশ্চিদগ্ন এনসো অভীক ঊর্বাদ্দেবানামুত মর্ত্যানাম্।
মা তে সখায়ঃ সদমিদ্রিষাম যচ্ছা তোকায় তনয়ায় শং যোঃ॥ ৫ ॥
যথা হ ত্যদ্বসবো গৌর্যং চিৎপদি ষিতামমুঞ্চতা যজত্রাঃ।
এবো ষ্বস্মন্মুঞ্চতা ব্যংহঃ প্র তার্যগ্নে প্রতরং ন আয়ুঃ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! যে ব্যক্তি স্রুক্ সংযত ক'রে আপনাকে প্রদীপ্ত করে, যে ব্যক্তি আপনাকে প্রতিদিবস তিনবার ক'রে হব্য দান করে, হে জাতবেদা! সেই ব্যক্তি আপনার তৃপ্তিপ্রদ কার্যের দ্বারা

আপনার প্রসহমান তেজ অবগত হয়ে ধনের দ্বারা শত্রুবর্গকে পরাভব করে ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! যে ব্যক্তি আপনার জন্য কাষ্ঠ আহরণ করে, হে মহান্ অগ্নি! যে ব্যক্তি কাষ্ঠ অন্বেষণে শ্রান্ত হয়ে আপনার তেজের পরিচর্যা পূর্বক রাত্রিকালে এবং দিবাকালে আপনাকে প্রদীপ্ত করে, সেই ব্যক্তি পুষ্টিলাভ পূর্বক শত্রুবর্গকে বিনাশ পূর্বক ধন লাভ করে ॥ ২ ॥

অগ্নি মহৎ বলের স্বামী, অগ্নি উৎকৃষ্ট অন্নের এবং ধনের স্বামী। যুবতম, অন্নবান্ অগ্নি পরিচর্যাকারী মানুষকে রত্নযুক্ত করেন ॥ ৩ ॥

হে যুবতম অগ্নি! যদিও আপনার পরিচারকবৃন্দের মধ্যে আমরা অজ্ঞান বশতঃ কোন পাপ ক'রে থাকি, তাহ'লে আপনি আমাদের পৃথিবীর নিকট সম্পূর্ণভাবে নিষ্পাপ ক'রে দিন। হে অগ্নি! আমাদের সর্বত্র বিদ্যমান পাপ সমূহ শ্লথ ক'রে দিন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আমরা আপনার সখা; আমরা দেববৃন্দের এবং মানুষগণের নিকট যে পাপ করেছি, সেই মহৎ এবং বিস্তৃত পাপ হ'তে যেন আমরা সর্বদা বিঘ্নপ্রাপ্ত না হই। আপনি আমাদের পুত্র এবং পৌত্রকে পাপের শান্তি ও পুণ্যজনিত সুখ দান করুন ॥ ৫ ॥

হে পূজার যোগ্য বসুসমূহ! আপনি যেভাবে সেই বসুপদ গৌরী গাভীকে বিমুক্ত করেছিলেন, সেই রকম আমাদের পাপ হ'তে বিমুক্ত করুন। হে অগ্নি! আপনা কর্তৃক প্রবৃদ্ধ আমাদের আয়ুকে প্রবৃদ্ধ করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — পূর্ব সূক্তের সবই এই সূক্তে সন্নিবিষ্ট।

◆ ◆

— ১৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি; অথবা যে মন্ত্রে যে দেবতার উল্লেখ আছে, সেই মন্ত্রের সেই দেবতা।
ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রত্যগ্নিরুষসামগ্রমখ্যদ্বিভাতীনাং সুমনা রত্নধেয়ম্।
যাতমশ্বিনা সুকৃতো দুরোণমুৎসূর্যো জ্যোতিষা দেব এতি॥ ১ ॥
ঊর্ধ্বং ভানুং সবিতা দেবো অশ্রেদ্দ্রপ্সং দবিধ্বদ্গবিষো ন সত্বা।
অনু ব্রতং বরুণো যন্তি মিত্রো যৎ সূর্যং দিব্যারোহয়ন্তি॥ ২ ॥
যৎসীমকৃণ্বন্তমসে বিপৃচে ধ্রুবক্ষেমা অনবস্যন্তো অর্থম্।
তং সূর্যং হরিতঃ সপ্ত যহ্বীঃ স্পশং বিশ্বস্য জগতো বহন্তি॥ ৩ ॥
বহিষ্ঠেভি র্বিহরন্যাসি তন্তুমবব্যয়ন্নসিতং দেব বস্ম।
দবিধ্বতো রশ্ময়ঃ সূর্যস্য চর্মেবাবাধুস্তমো অপ্স্বন্তঃ॥ ৪ ॥
অনায়তো অনিবদ্ধঃ কথায়ং ন্যঙুত্তানোঽব পদ্যতে ন।
কয়া যাতি স্বধয়া কো দদর্শ দিবঃ স্কম্ভঃ সমৃতঃ পাতি নাকম্॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — শোভন-অন্তঃকরণ অগ্নি তমোনিবারিণী উষার পূর্ববর্তী রত্ন প্রকাশক কালে প্রবৃদ্ধ হচ্ছেন। হে অশ্বিযুগল! আপনারা যজমানের গৃহে গমন করুন। সূর্যদেব জ্যোতির সাথে উদিত হচ্ছেন ॥১॥

সবিতাদেব উন্মুখ কিরণ বিকাশ করছেন। যখন রশ্মিসমূহ সূর্যকে দ্যুলোকে আরোহণ করান, বলবান্ বৃষভ যেমন গাভীকে কামনা ক'রে ধূলি বিকীর্ণ ক'রে তার অনুগমন করে, সেইরকম ইন্দ্র বরুণ, মিত্র এবং অন্যান্য দেববৃন্দ আপন আপন কর্মের অনুগমন করেন ॥২॥

স্থিরনিবাস দেববৃন্দ কার্য পরিত্যাগ না ক'রে সর্বতোভাবে অন্ধকার দূর করবার জন্য যে সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, মহান্, সপ্ত সংখ্যক অশ্বগণ সমস্ত প্রাণিসমূহের বিজ্ঞাতা সেই সূর্যকে বহন করে ॥৩॥

হে দ্যুতিমান্ সূর্য! আপনি তন্তুরূপ রশ্মিসমূহ বিস্তার পূর্বক কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে তিরোহিত ক'রে অত্যন্ত বহন সমর্থ অশ্বে আরোহণ পূর্বক গমন করছে। কম্পনযুক্ত সূর্যরশ্মি সমূহ অন্তরীক্ষে মধ্যে চর্মের মতো স্থিত অন্ধকার দূর করে ॥৪॥

কেউ এই অদূরবর্তী সূর্যকে বদ্ধ করতে পারে না; ইনি যখন অধোমুখে অবস্থান করেন, কেউ তাঁকে কোন রকম বাধা প্রদান করতে পারে না। ইনি কোন্ বলে ঊর্ধ্বমুখে ভ্রমন করেন? কে দ্রষ্টা আছে, যে দ্যুলোকের সমবেত স্তম্ভস্বরূপ সূর্য স্বর্গকে ধারণ করেন? ॥৫॥

টীকা — পূর্ববর্তী সূক্তাবলীতে এই সূক্তের সবই কথিত হয়েছে। এই সূক্তে ঈশ্বরের বিভূতি-বিশেষ মাত্র অগ্নি, অশ্বিযুগল, সূর্যদেব, সবিতাদেব, বরুণ, মিত্রদেব সকলেরই উল্লেখ আছে। সকলেরই স্বরূপ ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

◆ ◆

— ১৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি; অথবা যে মন্ত্রে যে দেবতার উল্লেখ আছে, সেই মন্ত্রের সেই দেবতা।
ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রত্যগ্নিরুষসো জাতবেদা অখ্যদ্দেবো রোচমানা মহোভিঃ।
আ নাসত্যোরুগায়া রথেনেমং যজ্ঞমুপ নো যাতমচ্ছ॥ ১॥
ঊর্ধ্বং কেতুং সবিতা দেবো অশ্রেজ্জ্যোতি র্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বন্।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং বি সূর্যো রশ্মিভিশ্চেকিতানঃ॥ ২॥
আবহন্ত্যরুণী র্জ্যোতিষাগান্মহী চিত্রা রশ্মিভিশ্চেকিতানা।
প্রবোধয়ন্তী সুবিতায় দেব্যুষা ঈয়তে সুযুজা রথেন॥ ৩॥
আ বাং বহিষ্ঠা ইহ তে বহন্তু রথা অশ্বাস উষসো ব্যুষ্টৌ।
ইমে হি বাং মধুপেয়ায় সোমা অস্মিন্ যজ্ঞে বৃষণা মাদয়েথাম্॥ ৪॥
অনায়তো অনিবদ্ধঃ কথায়ং ন্যঙুত্তানোঽব পদ্যতে ন।
কয়া যাতি স্বধয়া কো দদর্শ দিবঃ স্কম্ভঃ সমৃতঃ পাতিনাকম্॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — জাতবেদা অগ্নিদেব তেজে দীপ্যমান উষা সময়ে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। হে প্রভূত গমনশালী অশ্বিযুগল! আপনারা রথযোগে আমাদের যজ্ঞের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ১ ॥

সবিতাদেব সমস্ত ভুবনকে আলোকযুক্ত ক'রে উন্মুখ কিরণ আশ্রয় করছেন। সর্বদর্শী সূর্য আপন কিরণে দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে পরিপূর্ণ করেছেন ॥ ২ ॥

ধনধারিণী, অরুণবর্ণা, জ্যোতিঃশালিনী, মহতী, রশ্মিবিচিত্রিতা, বিদুষী উষা আগমন করেছেন। উষাদেবী প্রাণীবর্গকে জাগরিত ক'রে সুখদানের জন্য সুযোজিত রথে গমন করেন ॥ ৩ ॥

হে অশ্বিযুগল! উষা প্রকাশিত হ'লে পর, অত্যন্ত বহনক্ষম গমনশীল সেই অশ্বগণ আপনাদের এই যজ্ঞে আনয়ন করুক। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! এই সোম আপনাদের এই যজ্ঞে সোম পানে হৃষ্ট করুক ॥ ৪ ॥

কেউ এই অধূরবর্তী সূর্যকে বদ্ধ করতে পারে না। ইনি যখন অধোমুখে অবস্থান করেন, কেউ তাঁকে কোনরকম বাধা প্রদান করতে পারে না। ইনি কোন্ বলে উর্ধ্বমুখে ভ্রমণ করেন? কে জ্ঞাত আছে যে, দ্যুলোকের সমবেত স্তম্ভস্বরূপ সূর্য স্বর্গকে ধারণ করেন ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্তটি পূর্ববর্তী সূক্তেরই অনুরূপ। এমনকি, পূর্ব সূক্তের শেষ ঋক্‌টিও এই সূক্তের শেষ ঋকে পুনরায় উধৃত হয়েছে। আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ অনুসারে অশ্বিযুগল দেবতাকে সোম পানে অর্থাৎ ভক্তহৃদয়ের ভক্তিসুধা গ্রহণে আহ্বান জ্ঞাপন করা হয়েছে।

◆◆

— ১৫ সূক্ত —

[দেবতা : প্রথম ছয়টি ঋক্ অগ্নি; সপ্তম ও অষ্টম ঋক্ সোমক রাজা; নবম ও দশম ঋক্ অশ্বিদ্বয়। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : গায়ত্রী]

অগ্নি র্হোতা নো অধ্বরে বাজী সৎপরি ণীয়তে। দেবো দেবেষু যজ্ঞিয়ঃ ॥ ১ ॥
পরি ত্রিবিষ্ট্যধ্বরং যাত্যগ্নী রথীরিব। আ দেবেষু প্রয়ো দধৎ ॥ ২ ॥
পরি বাজপতিঃ কবিরগ্নি র্হব্যান্যক্রমীৎ। দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥ ৩ ॥
অয়ং যঃ সৃঞ্জয়ে পুরো দৈববাতে সমিধ্যতে। দ্যুমাঁ অমিত্রদম্ভনঃ ॥ ৪ ॥
অস্য ঘা বীর ঈবতোঽগ্নেরীশীত মর্ত্যঃ। তিগ্মজম্ভস্য মীড়্হুষঃ ॥ ৫ ॥
তমর্বন্তং ন সানসিমরুষং নদিবঃ শিশুম্। মর্মৃজ্যন্তে দিবেদিবে ॥ ৬ ॥
বোধদ্যন্মা হরিভ্যাং কুমারঃ সাহদেব্যঃ। অচ্ছা ন হূত উদরম্ ॥ ৭ ॥
উত ত্যা যজতা হরী কুমারাৎ সাহদেব্যাৎ। প্রযতা সদ্য আ দদে ॥ ৮ ॥
এষ বাং দেবাবশ্বিনা কুমারঃ সাহদেব্যঃ। দীর্ঘায়ুরস্তু সোমকঃ ॥ ৯ ॥
তং যুবং দেবাবশ্বিনা কুমারং সাহদেব্যম্। দীর্ঘায়ুষং কৃণোতন ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — হোতা এবং দেববৃন্দের মধ্যে দীপ্তিমান্ এবং যজ্ঞের যোগ্য অগ্নি আমাদের যজ্ঞে

অশ্বের মতো পরিণীত হন ॥ ১ ॥

অগ্নি দেববৃন্দের জন্য অন্ন ধারণ পূর্বক যজ্ঞে প্রতিদিবস তিনবার রথীর মতো পরিগমন করেন ॥ ২ ॥

রত্ন দানকারী অগ্নি অন্নপতি, কবি এবং হব্যদাতাকে হব্যের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করেন ॥ ৩ ॥

যে অগ্নি দেবরাতের পুত্র সৃঞ্জয়ের নিমিত্ত পূর্বদিকে স্থিত উত্তর বেদিতে সমিদ্ধ হন, শত্রুনাশকারী সেই অগ্নি দীপ্তিযুক্ত হন ॥ ৪ ॥

বীর মানুষ তীক্ষ্ণতেজা, অভীষ্টবর্ষী এবং গমনশীল অগ্নির উপর আধিপত্য বিস্তার করেন ॥ ৫ ॥

অশ্বের মতো হব্যবাহী এবং দ্যুলোকের পুত্রভূত সূর্যের মতো দীপ্তিমান্ এবং সেই সংভজনীয় অগ্নিকে প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ পরিচর্যা করেন ॥ ৬ ॥

সহদেবের পুত্র কুমার সোমকরাজা, যখন আমাকে দু'টি অশ্ব প্রদান করবেন বলেছিলেন, তখন আমি তাঁর নিকট আহূত হয়ে অশ্ব না গ্রহণ ক'রে প্রত্যাবর্তন ক'রিনি ॥ ৭ ॥

সহদেবের পুত্র কুমার সোমকরাজার নিকট হ'তে তখনই সেই পূজনীয় এবং অশ্ব দুটি গ্রহণ করেছিলেন ॥ ৮ ॥

হে দেব অশ্বিযুগল! আপনাদের তৃপ্তিকারক সহদেবের পুত্র কুমার সোমক দীর্ঘায়ু হোন ॥ ৯ ॥

হে দেব অশ্বিযুগল! আপনারা সহদেবের পুত্র সোমকে দীর্ঘায়ু করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — এই সূক্তটিও পূর্ববর্তী সূক্তগুলির অনুরূপ। বৈদিক যুগে সহদেব নামক রাজার কেন আপন সৎকর্মের নিমিত্ত দেবত্বে উন্নীত হন।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও অপরিবর্তিত আছে। উদাহরণস্বরূপ আমার এই ক্ষেত্রে স্বর্গীয় দুর্গাদাসকৃত ৩ ঋকটির অনুবাদ উল্লেখ করছি—'দেবভাবের পোষক, মেধাবী (এই) জ্ঞানরূপ দেবতা, অর্চনাকারীকে পরমধন দান করতে করতে (তার) ভক্তিসুধা গ্রহণ করেন।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ১৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ সত্যো যাতু মঘবাঁ ঋজীষী দ্রবন্ত্বস্য হরয় উপ নঃ।
তস্মা ইদন্ধঃ সুষুমা সুদক্ষমিহাভিপিত্বং করতে গৃণানঃ ॥ ১ ॥
অব স্য শূরাধ্বনো নান্তেঽস্মিন্নো অদ্য সবনে মন্দধ্যৈ।
শংসাত্যুক্থমুশনেব বেধাশ্চিকিতুষে অসুর্যায় মন্ম ॥ ২ ॥
কবির্ন নিণ্যং বিদথানি সাধন্বৃষা যৎসেকং বিপিপানো অর্চাৎ।
দিব ইত্থা জীজনৎসপ্ত কারূনহ্না চিচ্চক্রুর্বয়ুনা গৃণন্তঃ ॥ ৩ ॥
স্বর্যদ্বেদি সুদৃশীকমর্কৈর্মহি জ্যোতী রুরুচুর্যদ্ধ বস্তোঃ।
অন্ধা তমাংসি দুধিতা বিচক্ষে নৃভ্যশ্চকার নৃতমো অভিষ্টৌ ॥ ৪ ॥

ববক্ষ ইন্দ্রো অমিতমৃজীষ্যুভে আ পপ্রৌরোদসী মহিত্বা।
অতশ্চিদস্য মহিমা বি রেচ্যভি যো বিশ্বা ভুবনা বভূব॥ ৫॥
বিশ্বানি শক্রো নর্যাণি বিদ্বানপো রিরেচ সখিভি র্নিকামৈঃ।
অশ্মানং চিদ্যে বিভিদু র্বচোভি র্ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বক্রুঃ॥ ৬॥
অপো বৃত্রং বব্রিবাংসং পরাহন্প্রাবৃত্তে বজ্রং পৃথিবী সচেতাঃ।
প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়াণ্যৈনোঃ পতির্ভবঞ্ছবসা শূর ধৃষ্ণো॥ ৭॥
অপো যদদ্রিং পুরুহূত দর্দরাবির্ভুবৎসরমা পূর্ব্যং তে।
স নো নেতা বাজমা দর্ষি ভূরিং গোত্রা রুজন্নঙ্গিরোভি র্গৃণানঃ॥ ৮॥
অচ্ছা কবিং নৃমণো গা অভিষ্টৌ স্বর্ষাতা মঘবন্নাধমানম্।
উতিভিস্তমিষণো দ্যুম্নহূতৌ নি মায়াবানব্রহ্মা দস্যুরর্ত॥ ৯॥
আ দস্যুঘ্না মনসা যাহ্যস্তং ভুবত্তে কুৎসঃ সখ্যে নিকামঃ।
স্বে যোনৌ নি ষদতং সরূপা বি বাং চিকিৎসদৃতচিদ্ধ নারী॥ ১০॥
যাসি কুৎসেন সরথমবস্যুস্তোদো বাতস্য হর্যোরীশানঃ।
ঋজ্রা বাজং ন গধ্যং যুয়ূষন্ কবি র্যদহন্পার্যায় ভূষাৎ॥ ১১॥
কুৎসায় শুষ্ণমশুষং নি বর্হীঃ প্রপিত্বে অহ্নঃ কুয়বং সহস্রা।
সদ্যো দস্যূন্প্র মৃণ কুৎস্যেন প্র সূরশ্চক্রং বৃহতাদভীকে॥ ১২॥
ত্বং পিপ্রুং মৃগয়ং শূশুবাংসমৃজিশ্বনে বৈদথিনায় রন্ধীঃ।
পঞ্চাশৎকৃষ্ণা নি বপঃ সহস্রাৎকং ন পুরো জরিমা বি দর্দঃ॥ ১৩॥
সূর উপাকে তন্বংদধানো বি যত্তে চেত্যমৃতস্য বর্পঃ।
মৃগো ন হস্তী তবিষীমুষাণঃ সিংহো ন ভীম আয়ুধানি বিভ্রৎ॥ ১৪॥
ইন্দ্রং কামা বসূয়ন্তো অগ্মন্ত্স্বর্মীড়্হে ন সবনে চকানাঃ।
শ্রবস্যবঃ শশমানাস উক্থৈরোকো ন রণ্বা সুদৃশীব পুষ্টিঃ॥ ১৫॥
তমিদ্ব ইন্দ্রং সুহবং হুবেম যস্তা চকার নর্যা পুরূণি।
যো মাবতে জরিত্রে গধ্যং চিন্মক্ষূ বাজং ভরতি স্পার্হরাধাঃ॥ ১৬॥
তিগ্মা যদন্তরশনিঃ পতাতি কস্মিঞ্চিচ্ছূর মুহুকে জনানাম্।
ঘোরা যদর্য সমৃতির্ভবাত্যধ স্মা নস্তন্বো বোধি গোপাঃ॥ ১৭॥
ভুবোঽবিতা বামদেবস্য ধীনাং ভুবঃ সখ্যবৃকো বাজসাতৌ।
ত্বামনু প্রমতিমা জগন্মোরুশংসো জরিত্রে বিশ্বধ স্যাঃ॥ ১৮॥
এভি নৃভিরিন্দ্র ত্বায়ুভিষ্টা মঘবদ্ভির্মঘবন্বিশ্ব আজৌ।
দ্যাবো ন দ্যুম্নৈরভি সন্তো অর্যঃ ক্ষপো মদেম শরদশ্চ পূর্বীঃ॥ ১৯॥
এবেদিন্দ্রায় বৃষভায় বৃষ্ণে ব্রহ্মাকর্ম ভৃগবো ন রথম্।
নূ চিদ্যথা নঃ সখ্যা বিয়োষদসন্ন উগ্রোঽবিতা তনূপাঃ॥ ২০॥

নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যোন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ॥ ২১॥

মন্ত্রার্থ — ঋজীষী সোমপায়ী এবং সত্যবান্ মঘবা আমাদের নিকট আগমন করুন। এঁর অশ্বগুলি আমাদের নিকট আগমন করুক। আমরা এই যজ্ঞে তাঁর উদ্দেশে এই সারবিশিষ্ট অন্নরূপ সোম অভিষব করবো। তিনি স্তুত হয়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করুন ॥ ১ ॥

হে শূর! লোকে যেমন অশ্ববর্গকে পথ প্রান্তে মুক্ত ক'রে, সেইরকম আপনি আমাদের নিযুক্ত করুন, যেন এই সবনে আপনাকে হৃষ্ট করতে পারি। আপনি সর্ববিৎ এবং অসূর্য, যজমান উশনার মতো আপনার উদ্দেশে মনোহর উক্থ উচ্চারণ করছে ॥ ২ ॥

কবি যেমন গূঢ় অর্থ সম্পাদন করে, সেইরকম অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র কার্যসমূহ সম্পাদন পূর্বক মদন সেচনযোগ্য সোম অধিক পরিমাণে পান ক'রে হৃষ্ট হন, তখন দ্যুলোক হ'তে যথার্থই সপ্ত সংখ্যক রশ্মি উৎপাদিত হয়। দ্যুয়মান রশ্মিসমূহ দিবাভাগেও মানুষের জ্ঞান সম্পাদন করে ॥ ৩ ॥

যখন প্রভূত জ্যোতিঃস্বরূপ দ্যুলোক রশ্মিসমূহের দ্বারা সুদর্শনীয়রূপে দৃষ্ট হন, তখন দেবরূপ স্বর্গে বাস করেন ব'লে দীপ্তিযুক্ত হন। নেতৃশ্রেষ্ঠ সূর্য আগমন পূর্বক, মানুষগণ জগৎ সন্দর্শন করতে সক্ষম হবেন ব'লে, নিবিড় অন্ধকার নাশ করেন ॥ ৪ ॥

ঋজীষী সোমবিশিষ্ট ইন্দ্র অমিত মহিমা ধারণ করেন; তিনি আপন মহিমার বলে দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই পরিপূর্ণ করেছেন। যিনি সমস্ত ভুবন অভিভূত করেছেন, তাঁর মহিমা এই সমস্ত ভুবন হ'তেও অধিক হয়েছিল ॥ ৫ ॥

ইন্দ্র মানুষবৃন্দের হিতকারী কার্য সমুদয় জ্ঞাত আছেন; তিনি অভিলাষকারী ও মিত্রভূত মরুৎবৃন্দের জন্য জল বর্ষণ করেছিলেন। যাঁরা বাক্যরূপ ধ্বনির দ্বারা পর্বতকেও বিদীর্ণ করেছিলেন, সেই মরুৎবৃন্দ ইন্দ্রে-অভিলাষী হয়ে গাভীপূর্ণ গোশালা উদ্ঘাটন করেছিলেন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার লোকপালক বজ্র জলের আবরক বৃত্রকে হত করেছে। চেতনাবতী ভূমি আপনার সাথে সঙ্গত হয়েছে। হে শূর এবং ধৃষ্ণু ইন্দ্র! আপনি নিজের বিক্রমে লোকপালক হয়ে নভঃস্থিত জল প্রেরণ ক'রে থাকেন ॥ ৭ ॥

হে বহুলোক কর্তৃক আহূত! আপনি যখন অদ্রিকে বিদীর্ণ করেছিলেন, আপনার পূর্বে সরমা গোধন আবিষ্কার করেছিলেন। অঙ্গিরাবৃন্দ আপনার স্তব করলে, আপনি অভ্রভেদ পূর্বক আমাদের প্রভূত অন্ন প্রদান ক'রে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন ॥ ৮ ॥

হে ধনবান্ ইন্দ্র! মানুষেরা আপনাকে সম্মানিত করে। আপনি ধন প্রদানের নিমিত্ত কবি কুৎসের অভিমুখে গমন করেছিলেন এবং তিনি প্রার্থনা করলে তাঁকে আশ্রয় দানের দ্বারা রক্ষা করেছিলেন। মায়াবান্ ঋত্বিকশূন্য দস্যু ধন লাভের জন্য যুদ্ধে বিনষ্ট হয়েছিল ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি মনে মনে দস্যুবধে কৃতসংকল্প হয়ে কুৎসের গৃহে আগমন করেছিলেন; কুৎসও আপনার সখ্যের জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিল। আপনারা দু'জনে আপন স্থানে উপবেশন করেছিলেন এবং আপনার সত্যদর্শী স্ত্রী আপনাদের দু'জনের সমানরূপ দর্শন ক'রে সংশয়াবিষ্টা হয়েছিলেন ॥ ১০ ॥

যে দিবস কবি কুৎস গ্রহণীয় অন্নের মতো ঋজুগামী অশ্ব দু'টিকে আপন রথে যোজিত ক'রে আপদ্ হ'তে মুক্ত হ'তে সমর্থ হয়েছিলেন, সেই দিবস, হে ইন্দ্র! আপনি কুৎসকে রক্ষা করবার

ইচ্ছায় তার সাথে এক রথে গমন করেছিলেন। আপনি শত্রুনাশক এবং বায়ুর সমান অশ্বের অধিপতি ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি কুৎসের জন্য সুখরহিত শুষ্ণকে বধ করেছিলেন, দিবসের প্রারম্ভে কুয়বকে বিনাশ করেছিলেন এবং বহুজন পরিবৃত হয়ে সেই সময়েই বজ্রের দ্বারা দস্যুবর্গকে বিনাশ করেছিলেন। আপনি সংগ্রামে সূর্যের চক্র ছিন্ন করেছিলেন ॥ ১২ ॥

আপনি পিপ্রু ও প্রবৃদ্ধ মৃগয়কে বিনাশ করেছিলেন; আপনি সকলকে বিদথীর পুত্র ঋজিশ্বার বশীভূত করেছিলেন। আপনি পঞ্চাশৎ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করেছিলেন। জরা যেমন রূপ বিনাশ করে, আপনি সেই রকম শম্বরের নগরসমূহ বিনাশ করেছিলেন ॥ ১৩ ॥

আপনি মরণরহিত; আপনি যখন সূর্যের সমীপে আপন শরীর ধারণ করেন, তখন আপনার রূপ প্রকাশিত হয়। আপনি হস্তীর মতো পরাক্রান্ত, আপনি শত্রুগণের বল দগ্ধ পূর্বক এবং আয়ুধ ধারণ পূর্বক সিংহের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে থাকেন ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্রে অভিলাষী, ধনলাভে ইচ্ছুক স্তোতাবৃন্দ যুদ্ধের মতো যজ্ঞে তাঁকে প্রার্থনা ক'রে এবং অন্নের অভিলাষে উক্থের দ্বারা তাঁকে স্তুতিপূর্বক তাঁর নিকট গমন করেন। ইন্দ্র তাঁদের আবাসস্থানের মতো এবং রমণীয় ও দর্শনীয় পুষ্টির স্বরূপ ॥ ১৫ ॥

যিনি মানুষগণের হিতকর বহুতর প্রসিদ্ধ কর্ম করেছেন, যিনি স্পৃহণীয় ধনবিশিষ্ট, যিনি আমার মতো স্তোতার নিমিত্ত শীঘ্র গ্রহণীয় অন্ন আহরণ করেন, হে স্তোতাগণ! আপনাদের জন্য আমরা সেই ইন্দ্রকে সুন্দরভাবে আহ্বান করবো ॥ ১৬ ॥

হে শূর! যখন মানবগণের কোনও যুদ্ধে তাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ অশনিপাত হয়, হে স্বামিন্! যখন শত্রুবর্গের সাথে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন আপনি আমাদের শরীরের রক্ষক ব'লে বিদিত হোন ॥ ১৭ ॥

আপনি বামদেবের যজ্ঞকার্যের রক্ষক হোন। আপনি হিংসারহিত, আপনি যুদ্ধে আমাদের সুহৃৎ হোন। আপনি মতিমান্, আমরা আপনার নিকট গমন ক'রি, আপনি সর্বদা স্তোত্রকারীর প্রভূত প্রশংসাকারী হোন্ ॥ ১৮ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা সমস্ত যুদ্ধে আপনাকে অভিলাষ ক'রি; ধনী যেমন ধনের দ্বারা দীপ্তিমান্ হয়, আমরা সেইরকম হব্যযুক্ত এই মানুষবৃন্দের সাথে দীপ্তিমান্ হয়ে শত্রুবৃন্দকে অভিভূত ক'রে সমস্ত রাত্রি ও বহু সম্বৎসর আপনাকে স্তুতি করবো ॥ ১৯ ॥

যাতে আমাদের সখ্য বিযুক্ত না হয়, যাতে উগ্র এবং শরীর-রক্ষক ইন্দ্র আমাদের রক্ষক হন, আমরা সেই রকম আচরণ করবো। ভৃগুগণ যেমন রথ নির্মাণ করে, সেইরকম অভীষ্টবর্ষী এবং নিত্য তরুণ ইন্দ্রের নিমিত্ত স্তোত্র রচনা করবো ॥ ২০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ে, জল যেমন নদী পূর্ণ করে, সেইরকম স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ করুন। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা আপনার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি; আমরা যেন রথবান্ হয়ে স্তুতির দ্বারা সর্বদা আপনার ভজনা করতে পারি ॥ ২১ ॥

টীকা — ২ ঋকে 'অসূর্য' অর্থে সায়ণ 'অসুর বিনাশক' করেছেন॥ ১০ ঋকের বক্তব্য—রুরুর পুত্র রাজর্ষি কুৎস শত্রুদের সাথে যুদ্ধে অসমর্থ হয়ে ইন্দ্রকে আহ্বান করেন এবং ইন্দ্র সেই শত্রুবর্গকে বিনাশ করেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হ'লে ইন্দ্র কুৎসকে আপন গৃহে নীত করেন। ইন্দ্রের স্ত্রী উভয়ের সমান রূপ

দর্শন ক'রে কে ইন্দ্র কে কুৎস, এ বিষয়ে সংশয়ান্বিতা হয়েছিলেন। সায়ণ॥ ইতিপূর্বে (১ম মণ্ডলে) বলা হয়েছে, কুৎস গোত্র প্রবর্তক একজন ঋষি। আবার অন্যত্র (১।৬৩।৩) বলা হয়েছে, কুৎস একজন যোদ্ধা, কিংবা কুৎস অর্জুন অর্থাৎ অর্জুন নামধারী ইন্দ্রের পুত্র (১।১১২।২৩)। আমাদের প্রথম অষ্টকে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে॥ ১৩ ঋকের 'কৃষ্ণবর্ণ শত্রু' বোধিত হয়েছে। বস্তুতঃ এই সূক্তের ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৭ হ'তে ২০ ঋকে অনার্য বর্বরদের সাথে যুদ্ধের উল্লেখ আছে।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, একপদা]

ত্বং মহাঁ ইন্দ্র তুভ্যং হ ক্ষা অনু ক্ষত্রং মংহনা মন্যত দ্যৌঃ।
ত্বং বৃত্রং শবসা জঘন্বান্ৎসৃজঃ সিন্ধুঁরহিনা জগ্রসানান্॥ ১॥
তব ত্বিষো জনিমন্রেজত দ্যৌ রেজদ্ভূমি র্ভিয়সা স্বস্য মন্যোঃ।
ঋঘায়ন্ত সুভ্বঃ পর্বতাস আর্দন্ধন্বানি সরয়ন্ত আপঃ॥ ২॥
ভিনদ্গিরিং শবসা বজ্রমিষ্ণন্নাবিষ্কৃণ্বানঃ সহসান ওজঃ।
বধীদ্বৃত্রং বজ্রেণ মন্দসানঃ সরন্নাপো জবসা হতবৃষ্ণীঃ॥ ৩॥
সুবীরস্তে জনিতা মন্যত দ্যৌরিন্দ্রস্য কর্তা স্বপস্তমো ভূৎ।
য ঈং জজান স্বর্যং সুবজ্রমনপচ্যুতং সদসো ন ভূম॥ ৪॥
য এক ইচ্চ্যাবয়তি প্র ভূমা রাজা কৃষ্টীনাং পুরুহূত ইন্দ্রঃ।
সত্যমেনমনু বিশ্বে মদন্তি রাতিং দেবস্য গৃণতো মঘোনঃ॥ ৫॥
সত্রা সোমা অভবন্নস্য বিশ্বে সত্রা মদাসো বৃহতো মদিষ্ঠাঃ।
সত্রাভবো বসুপতির্বসূনাং দত্রে বিশ্বা অধিথা ইন্দ্র কৃষ্টীঃ॥ ৬॥
ত্বমধ প্রথমং জায়মানোঽমে বিশ্বা অধিথা ইন্দ্র কৃষ্টীঃ।
ত্বং প্রতি প্রবত আশয়ানমহিং বজ্রেণ মঘবন্বি বৃশ্চঃ॥ ৭॥
সত্রাহণং দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রং মহামপারং বৃষভং সুবজ্রম্।
হন্তা যো বৃত্রং সনিতোত বাজং দাতা মঘানি মঘবা সুরাধাঃ॥ ৮॥
অয়ং বৃতশ্চাতয়তে সমীচীর্য আজিষু মঘবা শৃণ্ব একঃ।
অয়ং বাজং ভরতি যং সনোত্যস্য প্রিয়াসঃ সখ্যে স্যাম॥ ৯॥
অয়ং শৃণ্বে অধ জয়ন্নুত ঘ্নন্নয়মুত প্র কৃণুতে যুধা গাঃ।
যদা সত্যং কৃণুতে মন্যুমিন্দ্রো বিশ্বং দৃড়্হং ভয়ত এজদস্মাৎ॥ ১০॥
সমিন্দ্রো গা অজয়ৎ সং হিরণ্যা সমশ্বিয়া মঘবা যো হ পূর্বীঃ।
এভি র্নৃভি র্নৃতমো অস্য শাকৈ রায়ো বিভক্তা সম্ভরশ্চ বস্বঃ॥ ১১॥

কিয়ৎ স্বিদিন্দ্রো অধ্যেতি মাতুঃ কিয়ৎ পিতু র্জনিতু র্যো জজান।
যো অস্য শুষ্মং মুহুকৈরিয়র্ত্তি বাতো ন জূতঃ স্তনয়দ্ভিরভ্রৈঃ॥ ১২॥
ক্ষিয়ন্তং ত্বমক্ষিয়ন্তং কৃণোতীয়র্ত্তি রেণুং মঘবা সমোহম্।
বিভঞ্জনুরশনি মাঁ ইব দ্যৌরুত স্তোতারং মঘবা বসৌ ধাৎ॥ ১৩॥
অয়ং চক্রমিষণৎ সূর্যস্য ন্যেতশং রীরমৎ সসৃমাণম্।
আ কৃষ্ণ ঈং জুহুরাণো জিঘর্ত্তি ত্বচো বুধ্নে রজসো অস্য যোনৌ॥ ১৪॥
অসিক্ন্যাং যজমানো ন হোতা॥ ১৫॥
গব্যন্ত ইন্দ্রং সখ্যায় বিপ্রা অশ্বায়ন্তো বৃষণং বাজয়ন্তঃ।
জনীয়ন্তো জনিদামক্ষিতোতিমা চ্যাবয়ামোহবতে ন কোশম্॥ ১৬॥
ত্রাতা নো বোধি দদৃশান আপিরভিখ্যাতা মর্ডিতা সোম্যানাম্।
সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাং কর্ত্তেমু লোকমুশতে বয়োধাঃ॥ ১৭॥
সখীয়তামবিতা বোধি সখা গৃণান ইন্দ্র স্তুবতে বয়ো ধাঃ।
বয়ং হ্যা তে চকৃমা সবাধ আভিঃ শমীভি র্মহয়ন্ত ইন্দ্র॥ ১৮॥
স্তুত ইন্দ্রো মঘবা যদ্ধ বৃত্রা ভূরীণ্যেকো অপ্রতীনি হন্তি।
অস্য প্রিয়ো জরিতা যস্য শর্ম্মন্নকির্দেবা বারয়ন্তে ন মর্ত্তাঃ॥ ১৯॥
এবা ন ইন্দ্রো মঘবা বিরপ্শী করৎসত্যা চর্ষণীধৃদনর্বা।
ত্বং রাজা জনুষাং ধেহ্যস্মে অধি শ্রবো মাহিনং যজ্জরিত্রে॥ ২০॥
নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যোন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ॥ ২১॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি মহান্। পৃথিবী মহত্বযুক্ত হয়ে আপনার বল অনুমোদন করেছেন, দ্যুলোকও আপনার বল অনুমোদন করেছেন। আপনি বলের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেছেন। অহি যে সমস্ত নদীকে গ্রাস করেছিল, আপনি তাদের মুক্ত করেছেন ॥ ১ ॥

আপনি দীপ্তিমান্; আপনার জন্ম হ'লে পর দ্যুলোক আপনার কোপের ভয়ে কম্পিত হয়েছিল, পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল, ঐ বৃহৎ মেঘসমূহ আবদ্ধ হয়েছিল। ঐ মেঘসমূহ প্রাণিবর্গের পিপাসা বিনাশ করেছিল এবং মরুপ্রদেশে জল প্রেরণ করেছিল ॥ ২ ॥

শত্রুবৃন্দের অভিভবকর ইন্দ্র তেজ প্রকাশ পূর্বক বজ্র প্রেরণ ক'রে বলের দ্বারা পর্বত সমুদয়কে বিদীর্ণ করেছিলেন। তিনি হৃষ্ট হয়ে বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বিনাশ করেছিলেন এবং বৃত্র হত হ'লে জল বেগে গমন করতে লাগলো ॥ ৩ ॥

অতিশয় স্তুত্য, উত্তম বজ্রবিশিষ্ট, স্বর্গ হ'তে অনপচ্যুত ও মহিমান্বিত ইন্দ্রকে উৎপাদন করেছেন, সেই ইন্দ্রের জনয়িতা দ্যৌ নিজেকে বীরপুত্র-বিশিষ্ট ব'লে মনে করেছিলেন, এবং অত্যন্ত শোভনকর্মা হয়েছিলেন ॥ ৪ ॥

সকল প্রজাবৃন্দের রাজা, অনেকের স্তুত, একমাত্র ইন্দ্রই শত্রু হ'তে উৎপন্ন ভয় বিনাশ করেন। সকল যজমানবৃন্দ ধনবান্, দ্যোতমান ও স্তুতিকারীর বন্ধুস্বরূপ ইন্দ্রের উদ্দেশে সতাই স্তুতি করে ॥ ৫ ॥

সমস্ত সোমই ইন্দ্রের। সতাই হর্ষকর সোম মহাবল ইন্দ্রের অত্যন্ত হর্ষজনক। হে ইন্দ্র! আপনি ধনপতি, আপনি সতাই সমস্ত ধনের পতি। আপনি ধনের নিমিত্ত সতাই সমস্ত প্রজা ধারণ করেছেন ॥ ৬ ॥

আপনি প্রথমেই উৎপন্ন হয়ে সমস্ত প্রজাবৃন্দকে ধারণ করেছেন। হে ধনবান্ ইন্দ্র! আপনি জলবিশিষ্ট দেশসমূহকে লক্ষ্য ক'রে, যে অহি শয়ন করেছিল, তাকে বজ্রের দ্বারা হিংসা করেছেন ॥ ৭ ॥

বহুলোকের বিনাশক, অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, শত্রুবৃন্দের প্রেরক, মহান, পরিমাণ রহিত, অভীষ্টবর্ষী, উত্তম বজ্রবিশিষ্ট ইন্দ্রকে আমরা স্তব করি। যে ইন্দ্র বৃত্রকে বিনাশ করেছিলেন, যিনি অন্নদায়ক ও শোভনধনযুক্ত, যিনি ধন দান করেন, আমরা তাঁকে স্তব করি ॥ ৮ ॥

যে ধনবান্ ইন্দ্র যুদ্ধে অদ্বিতীয় ব'লে প্রথিত আছেন, তিনি মিলিত ও বিস্তৃত শত্রুদের বিনাশ করেন। তিনি যে অন্ন দান করেন, সেই অন্ন ধারণ করেন। আমরা ইন্দ্রের সাথে বন্ধুতায় প্রিয় হবো ॥ ৯ ॥

তিনি শত্রুবিজয়ী ও শত্রুঘাতী ব'লে সর্বত্র প্রথিত আছেন। তিনি যুদ্ধের দ্বারা পশু আহরণ করেন। ইন্দ্র যখন সত্যই কোপ করেন, তখন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ভীত হয় ॥ ১০ ॥

যে ধনবান্ ইন্দ্র গাভী জয় করেছিলেন, হিরণ্য জয় করেছিলেন, অশ্ব সমুদয় জয় করেছেন, সামর্থ্যের দ্বারা সকলের সেই প্রধান নেতা এই স্তোতৃবর্গ কর্তৃক স্তুত হয়ে ঐ ধনের বিভক্তা ও বসুর সংভক্তা হোন ॥ ১১ ॥

ইন্দ্র জননীর নিকট কিছু পরিমাণে বল প্রাপ্ত হয়েছেন, পিতার নিকট কিছু পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছেন। যিনি আপন জনয়িতা হ'তে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করেছেন এবং তাঁর হ'তেই মুখ্য জগতে বল প্রেরণ করেছেন, গর্জনশীল মেঘ কর্তৃক প্রেরিত বায়ুর মতো সেই ইন্দ্র আহূত হচ্ছেন ॥ ১২ ॥

ধনবান্ ইন্দ্র একজন ক্ষুণ্ণ ব্যক্তিকে অক্ষুণ্ণ করেছেন। বজ্রযুক্ত অন্তরীক্ষের মতো শত্রু-বিনাশক ইন্দ্র সঞ্জাত পাপ বিনাশ করেন এবং স্তোতাকে ধন প্রদান করেন ॥ ১৩ ॥

এই ইন্দ্র সূর্যের চক্র নিক্ষেপ করেছেন এবং যুদ্ধগামী এতশকে প্রতিনিবৃত্ত করেছেন। কুটিলগতি, কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তেজের মূলীভূত এবং জলের যোনিস্বরূপ অন্তরীক্ষে অবস্থিত ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করেছেন ॥ ১৪ ॥

যেমন যজমান রাত্রিকালে অগ্নিকে সোমের দ্বারা অভিষিক্ত করেন ॥ ১৫ ॥

আমরা স্তোতা। আমরা গো-অভিলাষী, অন্ন-অভিলাষী এবং স্ত্রী-অভিলাষী হয়ে সখ্যের নিমিত্ত অভীষ্টবর্ষী ভার্যাপ্রদ ও রক্ষাকার্যে অবিশ্রান্ত ইন্দ্রকে, কূপে যেমন জলপাত্র অবনমিত করে, সেইরকম অবনমিত করবো ॥ ১৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের আপ্ত; আপনি সকলকে রক্ষকরূপে দর্শন ক'রে থাকেন; আপনি আমাদের রক্ষক হোন্। আপনি অভিপ্রষ্টা, সুখয়িতা, সোমের যোগ্য ও সখা; আপনি পালক-পালকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পালক এবং স্রষ্টা। আপনি স্বর্গ-অভিলাষী স্তোতার প্রতি প্রসন্ন হোন ॥ ১৭ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনার সখ্যের অভিলাষী; আপনি আমাদের রক্ষক হোন। আপনি স্তুত হচ্ছেন, আপনি আমাদের সখা হোন। আপনি স্তুতিকারীকে অন্নদান করুন। হে ইন্দ্র! আমরা

বাধাযুক্ত হয়েও এই স্তুতিরূপ কর্মের দ্বারা পূজা পূর্বক আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ১৮॥

যখন ধনবান্ ইন্দ্র স্তুত হন, তখন তিনি একা বহু অভিগন্তা শত্রু নাশ করেন। যাঁর আশ্রিত স্তোতাকে দেববৃন্দ বারণ করেন না, মানবগণ বারণ করে না, স্তুতিকারী ব্যক্তি সেই ইন্দ্রের প্রিয় ॥ ১৯॥

বিবিধ শব্দবান্, সমস্ত প্রজাবর্গের ধারক, শত্রুরহিত ও ধনবান্ ইন্দ্র এই রকমে স্তুত হয়ে আমাদের সত্যরূপ অভিলষিত সম্পাদন করুন। হে ইন্দ্র! আপনি জন্মবান্‌বর্গের রাজা। স্তোতা যে মহিমাযুক্ত যশ প্রাপ্ত হয়, আপনি সেই যশ আমাদের অধিক পরিমাণে দান করুন ॥ ২০॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ে জল যেমন নদী পূর্ণ করে, সেইরকম স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ করুন। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা আপনার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি, আমরা যেন রথবান্ হয়ে স্তুতির দ্বারা সর্বদা আপনার ভজনা করতে পারি ॥ ২১॥

টীকা — এই সূক্তটি পূর্ববর্তী সূক্তাবলীর অনুরূপ। আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও এই সূক্তে অবিকৃত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ৬ ঋক্‌টিই লক্ষ্য করুন। যেহেতু সৎকর্মের পোষণকর্তা, শরণাগতের পালক, শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল, শ্রেষ্ঠ ধনের আকর, পরব্রহ্ম, অভীষ্টফলপ্রদ, পরমৈশ্বর্যশালী, অপ্রতিহতশক্তিশালী ইন্দ্রই ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশের অন্যতম প্রধান, সেইহেতু সমস্ত সোমই তাঁর। অর্থাৎ ঈশ্বর ভক্তহৃদয়ের ভক্তিসুধা গ্রহণ করেই হর্ষান্বিত হন, সেই হেতু জগতের সকলের সকল ভক্তিসুধাই তাঁর কাছে নীত হয়। সোম (মাদকরস নয়) সেই ভক্তিসুধারই প্রতীক মাত্র। ঈশ্বরই তো সমস্ত ধনের পতি, তিনিই তো সমস্ত প্রজাকে ধারণ ক'রে আছেন। আবার স্বর্গীয় দুর্গাদাস এই সূক্তের ৮ ঋকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় বলেছেন—'নিঃশেষে রিপুনাশক, রক্ষাস্ত্রধারী, রিপুমর্দক, মহান্, নিত্য, শত্রুনাশক, অভীষ্টবর্ষক, বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে (অর্থাৎ ঈশ্বরকে) যেন আমরা আরাধনা করি; যে দেবতা অজ্ঞানতানাশক, শক্তিপ্রদাতা, অপিচ, পরমধনদাতা, সেই পরমধনশালী সুষ্ঠুসম্পন্ন দেবতা আমাদের পরমধন প্রদান করুন।' (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবান্‌কে অনুসরণ করি; তিনি আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন)।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ১৮ সূক্ত —

[এই সূক্তে ইন্দ্র, অদিতি এবং বামদেব এঁদের তিনজনের মধ্যে কথোপকথন হওয়ায় এঁরা তিনজনেই এই সূক্তের দেবতা এবং ঋষি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অয়ং পন্থা অনুবিত্তঃ পুরাণো যতো দেবা উদজায়ন্ত বিশ্বে।
অতশ্চিদা জনিষীষ্ট প্রবৃদ্ধো মা মাতরমমুয়া পত্তবে কঃ॥ ১॥
নাহমতো নিরয়া দুর্গহৈতত্তিরশ্চতা পার্শ্বান্নির্গমাণি।
বহূনি মে অকৃতা কর্ত্বানি যুধ্যৈ ত্বেন সং ত্বেন পৃচ্ছৈ॥ ২॥
পরায়তীং মাতরমন্বচষ্ট ন নানু গান্যনু নূ গমানি।
ত্বষ্টুর্গৃহে অপিবৎ সোমমিন্দ্রঃ শতধন্যং চম্বোঃ সুতস্য॥ ৩॥

কিং স ঋধক্ কৃণবদ্যং সহস্রং মাসো জভার শরদশ্চ পূর্বীঃ।
নহী ন্বস্য প্রতিমানমস্ত্যন্তর্জাতেষূত যে জনিত্বাঃ॥ ৪॥
অবদ্যমিব মন্যমানা গুহাকরিন্দ্রং মাতা বীর্যেণা ন্যৃষ্টম্।
অথোদস্থাৎ স্বয়মৎকং বসান আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ॥ ৫॥
এতা অর্ষন্ত্যলালাভবন্তী ঋতাবরীরিব সংক্রোশমানাঃ।
এতা বি পৃচ্ছ কিমিদং ভনন্তি কমাপো অদ্রিং পরিধিং রুজন্তি॥ ৬॥
কিমু ষ্বিদস্মৈ নিবিদো ভনন্তেন্দ্রস্যাবদ্যং দিধিষন্ত আপঃ।
মমৈতান্ পুত্রো মহতা বধেন বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদ্বি সিন্ধূন্॥ ৭॥
মমচ্চন ত্বা যুবতিঃ পরাস মমচ্চন ত্বা কুষবা জগার।
মমচ্চিদাপঃ শিশবে মমৃড্যুর্মমচ্চিদিন্দ্রঃ সহসোদতিষ্ঠৎ॥ ৮॥
মমচ্চন তে মঘবন্ব্যংসো নিবিবিধ্বাঁ অপ হনূ জঘান।
অধা নিবিদ্ধ উত্তরো বভূবাঞ্ছিরো দাসস্য সং পিণগ্‌বধেন॥ ৯॥
গৃষ্টিঃ সসূব স্থবিরং তবাগামনাধৃষ্যং বৃষভং তুম্রমিন্দ্রম্।
অরীড়্হং বৎসং চরথায় মাতা স্বয়ং গাতুং তন্ব ইচ্ছমানম্॥ ১০॥
উত মাতা মহিষমন্ববেনদমী ত্বা জহতি পুত্র দেবাঃ।
অথাব্রবীদ্বৃত্রমিন্দ্রো হনিষ্যন্ত্‌ সখে বিষ্ণো বিতরং বি ক্রমস্ব॥ ১১॥
কস্তে মাতরং বিধবামচক্রচ্ছয়ুং কস্তামজিঘাং সচ্চরন্তম্।
কস্তে দেবো অধি মার্ডীক আসীদ্যৎপ্রাক্ষিণাঃ পিতরং পাদগৃহ্য॥ ১২॥
অবর্ত্যা শুন আন্ত্রাণি পেচে ন দেবেষু বিবিদে মর্ডিতারম্।
অপশ্যং জায়ামমহীয়মানামধা মে শ্যেনো মধ্বা জভার॥ ১৩॥

মন্ত্রার্থ — (ইন্দ্র) : এই পথ অনাদি এবং পূর্বাপর লব্ধ; সমস্ত দেববৃন্দ এই পথে উৎপন্ন হয়েছেন। অতএব তুমি প্রবৃদ্ধ হয়ে এই পথ দিয়ে জাত হও; তোমার মাতার পতন সাধন করো না॥ ১॥

(বামদেব) : আমি এই পথ দিয়ে বহির্গত হবো না; এইটি অতি দুর্গম, আমি পার্শ্ব ভেদ ক'রে নির্গত হই। আমাকে অন্যের অকৃত অনেক কর্ম করতে হবে; আমাকে একের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, একের সাথে বাদ প্রতিবাদ করতে হবে॥ ২॥

ইন্দ্র বলেছেন যে, আমার মাতা মৃত হবেন; তথাপি পুরাতন পথ অনুগমন করবো না, শীঘ্র বহির্গত হবো। ইন্দ্র, অভিভবকারী ত্বষ্টার গৃহে বলপূর্বক সোম-অভিষব ফলদ্বয়ে অভিষুত সোম পান করেছিলেন। সেই সোম শত ধনের দ্বারা ক্রীত॥ ৩॥

অদিতি যে ইন্দ্রকে সহস্র মাস ও বহুতর সম্বৎসর ধারণ করেছিলেন, সেই ইন্দ্র কেন বিরুদ্ধ কার্য করেছেন? (অদিতি) : যারা উৎপন্ন হয়েছে ও হবে তাদের সাথে ইন্দ্রের তুলনা নেই॥ ৪॥

গুহাজাত ইন্দ্রকে নিন্দনীয় মনে ক'রে মাতা তাঁকে বীর্যে পূর্ণ করেছিলেন। তার পর উৎপদ্যমান ইন্দ্র তেজধারণ ক'রে উত্থিত হলেন এবং দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করলেন॥ ৫॥

'অ ল-লা' এই রকম শব্দ করতে করতে এই জলবতী নদীগণ হর্ষসূচক শব্দ পূর্বক গমন করছে। হে ঋষি! তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো যে, তারা কি বলছে। জল সমূহ কি ভাবে আবরক মেঘকে ভেদ করে? ॥৬॥

নিবিৎরূপ মন্ত্রসমূহ এঁকে কি বলে? জলসমূহ ইন্দ্রের কি স্তুতি করে? আমার পুত্র মহৎ বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেছিলেন, তারপর এই নদীগুলিকে বিসৃষ্ট করেছিলেন ॥৭॥

(বামদেব) : হে ইন্দ্র! যুবতী অদিতি প্রমত্তা হয়ে আপনাকে প্রসব করেছিলেন। কুষবা প্রমত্তা হয়ে আপনাকে গ্রাস করেছিল। জলসমূহ প্রমত্ত হয়ে, শিশু আপনাকে সুখ প্রদান করেছিল। ইন্দ্র প্রমত্ত হয়ে আপন বীর্যের প্রভাবে উত্থান করেছিলেন ॥৮॥

হে ধনবান্ ইন্দ্র! ব্যংস প্রমত্ত হয়ে আপনার হনুদ্বয় বিদ্ধ পূর্বক অপহৃত করেছিল। তার পর, আপনি অধিক বলশালী হয়েছিলেন এবং সেই দাসের শিরোদেশ সংপিষ্ট করেছিলেন ॥৯॥

সকৃৎপ্রসূতা গাভী যেমন বৎস প্রসব করে, সেইরকম ইন্দ্রের মাতা স্বেচ্ছাপূর্বক সঞ্চরণ করবার জন্য স্থবির, প্রভূত বলশালী, অনভিভবনীয়, অভীষ্টবর্ষী, প্রেরক, অনভিভূত, স্বয়ং গমনক্ষম ও শরীর-অভিলাষী ইন্দ্রকে প্রসব করেছিলেন ॥১০॥

ইন্দ্রের মাতা মহান্ ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে পুত্র! দেববৃন্দ তোমাকে ত্যাগ করেছেন? ইন্দ্র বললেন, হে সখা বিষ্ণু! আপনি বৃত্রকে বধ করতে যদি অভিলাষী, তবে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হোন ॥১১॥

হে ইন্দ্র! আপনি ভিন্ন কে আপন মাতাকে বিধবা করেছেন? আপনি যখন থাকেন অথবা সঞ্চরণ করতে থাকেন, তখন কে আপনাকে বধ করতে ইচ্ছা করেছে? কোন্ দেবতা সুখদান বিষয়ে আপনা অপেক্ষা বড়? যেহেতু আপনি আপনার পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ ক'রে পিতাকে বধ করেছেন ॥১২॥

আমি জীবনোপায় অভাবে কুক্কুরের অন্ত্রসমূহ পাক করেছিলাম। আমি দেববৃন্দের মধ্যে ইন্দ্র ব্যতিরিক্ত সুখয়িতা প্রাপ্ত হইনি। আমি আমার ভার্যাকে অসম্মানিতা হ'তে দর্শন করেছি। তার পর শ্যেন ইন্দ্র আমার জন্য মধুর জল আহরণ করেছিলেন ॥১৩॥

টীকা — এই সূক্তে সম্বন্ধে সায়ণ বলেন—গর্ভস্থ বামদেব মাতার পার্শ্বদেশ ভেদ ক'রে উৎপন্ন হবেন মনে করেছিলেন। তাঁর জননী তা বিদিতা হয়ে ইন্দ্রের স্ত্রী ও ইন্দ্রের মাতাকে ধ্যান করলেন। অদিতি ইন্দ্রের সাথে আগমন করলেন॥ ২ ঋকের বক্তব্য—ইন্দ্র যথেচ্ছা কর্ম করেছিলেন, তবে আমি (অর্থাৎ বামদেব) কেন যথেচ্ছা নির্গত হবো না?॥ ১১ ঋকে বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র সূর্যরূপ বিষ্ণুকে 'সখা' ব'লে সম্বোধন করছেন। বস্তুতঃ দু'জনেই অদিতির গর্ভজ এবং বিষ্ণু (অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্বব্যাপক বিভূতি-বিকাশ সর্বত্রই ঈশ্বরের সংকর্মের পোষকরূপী বিভূতি-বিকাশমাত্র) ইন্দ্রের সাথে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ॥ ১২ ঋকে ইন্দ্র কর্তৃক তাঁর পিতার হত্যা সম্বন্ধে সায়ণ কোন বিবরণ প্রদান করেননি। সে বিবরণ তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে। ৬।১।৩।৬॥ ৫ ঋকের বামদেব কুক্কুর মাংস ভক্ষণ করেছিলেন, তার উল্লেখ মনুসংহিতায় আছে। ১০।১০৬॥ 'আমি দেববৃন্দের....অসম্মানিতা হ'তে দর্শন করেছি' কথাটি প্রসঙ্গে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বলেন—মাতৃগর্ভস্থ বামদেব সে কথা কিভাবে বলবেন?

◆ ◆

— ১৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

এবা ত্বামিন্দ্র বজ্রিন্নত্র বিশ্বে দেবাসঃ সুহবাস ঊমাঃ।
মহামুভে রোদসী বৃদ্ধমৃষ্বং নিরেকমিদ্বৃণতে বৃত্রহত্যে॥ ১॥
অবাসৃজন্ত জিব্রয়ো ন দেবা ভুবঃ সম্রালিন্দ্র সত্যযোনিঃ।
অহন্নহিং পরিশয়ানমর্ণঃ প্র বর্তনীররদো বিশ্বধেনাঃ॥ ২॥
অতৃপ্ণুবন্তং বিয়তমবুধ্যমবুধ্যমানং সুষুপাণমিন্দ্র।
সপ্ত প্রতি প্রবত আশয়ানমহিং বজ্রেণ বি রিণা অপর্বন্॥ ৩॥
অক্ষোদয়চ্ছবসা ক্ষামং বুধ্নং বার্ণ বাতস্তবিষীভিরিন্দ্রঃ।
দৃড়্হা ন্যৌভ্নাদুশমান ওজোঽবাভিনৎককুভঃ পর্বতানাম্॥ ৪॥
অভি প্র দদ্রুর্জনয়ো ন গর্ভং রথা ইব প্র যযুঃ সাকমদ্রয়ঃ।
অতর্পয়ো বিসৃত উব্জ ঊর্মীন্ত্বং বৃতাঁ অরিণা ইন্দ্র সিন্ধূন্॥ ৫॥
ত্বং মহীমবনিং বিশ্বধেনাং তুর্বীতয়ে বয্যায় ক্ষরন্তীম্।
অরময়ো নমসৈজদর্ণঃ সুতরণাঁ অকৃণোরিন্দ্র সিন্ধূন্॥ ৬॥
প্রাগ্রুবো নভন্বোন বক্বা ধ্বস্রা অপিন্বদ্ যুবতীর্ঋতজ্ঞাঃ।
ধন্বান্যজ্রাঁ অপৃণক্তৃষাণাঁ অধোগিন্দ্রঃ স্তর্যোদংসুপত্নীঃ॥ ৭॥
পূর্বীরুষসঃ শরদশ্চ গূর্তা ইন্দ্রং জঘন্বাঁ অসৃজদ্বি সিন্ধূন্।
পরিষ্ঠিতা অতৃণদ্বধানাঃ সীরা ইন্দ্রঃ স্রবিতবে পৃথিব্যা॥ ৮॥
বম্রীভিঃ পুত্রমগ্রুবো অদানং নিবেশনাদ্ধরিব আ জভর্থ।।
ব্যংধো অখ্যদহিমাদদানো নির্ভূদুখচ্ছিৎ সমরন্ত পর্ব॥ ৯॥
প্র তে পূর্বাণি করণানি বিপ্রাবিদ্বাঁ আহ বিদুষে করাংসি।
যথাযথা বৃষ্ণ্যানি স্বগূর্তাপাংসি রাজন্নর্য্যাবিবেষীঃ॥ ১০॥
নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যোন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে বজ্রবান্ ইন্দ্র। সুন্দর আহ্বানযুক্ত রক্ষক বিশ্বদেববৃন্দ এবং দ্যাবাপৃথিবী উভয়ে এই যজ্ঞে একমাত্র আপনাকেই বৃত্র বধের জন্য আহ্বান করেন। আপনি মহান্, প্রবৃদ্ধ এবং দর্শনীয় ॥ ১॥

হে ইন্দ্র! বৃদ্ধগণ যেমন যুবা পুত্রবর্গকে প্রেরণ করে, সেইরকম দেবগণ আপনাকে শত্রু বধের নিমিত্ত প্রেরণ করেছিলেন। সেই অবধি আপনি সমস্ত লোকের অধীশ্বর হয়েছেন। আপনি সত্যের নিবাসস্বরূপ; আপনি জলের অভিমুখে পরিশয়ান অহিকে বধ করেছেন, সকলের প্রীতিদায়িনী নদীগুলি খনন করেছেন ॥ ২॥

হে ইন্দ্র! আপনি অতৃপ্ত, শিথিল অঙ্গ, অজ্ঞান, অজ্ঞানভাবাপন্ন, সুপ্ত ও গমনশীল জলকে আচ্ছাদনপূর্বক শয়ান বৃত্রকে পৌর্ণমাসীর দিবসে বজ্রের দ্বারা বধ করেছেন ॥ ৩ ॥

বায়ু যেমন বলের দ্বারা জল ক্ষোভিত করে, সেইরকম ইন্দ্র বলের দ্বারা অন্তরীক্ষকে ক্ষীণজল ক'রে পেষণ করেছিলেন। বলের অভিলাষী ইন্দ্র দৃঢ় মেঘগুলিকে ভগ্ন করেছিলেন; পর্বতসমূহের কুকুভ ভেদ করেছিলেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! জননীগণ যেমন পুত্রের নিকট গমন করে, সেইরকম মরুৎবৃন্দ আপনার নিকট গমন করেছিলেন। তাঁরা রথের মতো আপনার সাথে বৃত্রবধে গমন করেছিলেন। আপনি নদীবৃন্দকে পরিপূর্ণ করেছেন, মেঘকে ভগ্ন করেছেন, বৃত্রকর্তৃক আবৃত জলকে প্রেরণ করেছেন ॥ ৫ ॥

আপনি মহতী, সকলের প্রীতিদায়িকা, তুর্বীতি ও বয্যের অভীষ্টপ্রদা পৃথিবীকে অন্ন ও জলের দ্বারা প্রীত করেছিলেন। হে ইন্দ্র! আপনি জলকে সুখে পানের যোগ্য করেছেন ॥ ৬ ॥

ইন্দ্র শত্রুহিংসক সৈন্যের মতো কূলসমূহের ধ্বংসকারিণী, যুবতী, অন্নজনয়িত্রী নদী সকল পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি নির্জল প্রদেশসমূহ পরিপূর্ণ করেছেন, পিপাসাতুর পথিকবৃন্দকে পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি দস্যুবর্গের অধিকৃতা প্রসবনিবৃত্তা গাভী সকলকে দোহন করেছেন ॥ ৭ ॥

ইন্দ্র বৃত্রকে বধ পূর্বক তমিস্রার দ্বারা আচ্ছাদিত বহু উষা ও বৎসরকে বিমুক্ত করেছেন এবং জল বিমুক্ত করেছেন। তিনি পরিব্যাপ্ত বর্ধিত নদীবৃন্দকে বিমুক্ত করেছেন ॥ ৮ ॥

হে হরিবান্! আপনি বম্রী কর্তৃক ভক্ষিত অগ্রুর পুত্রকে গৃহ হ'তে বাহিরে আনয়ন করেছিলেন। বাহিরে আনয়ন করবার কালে সে অন্ধ হ'লেও অহিকে দর্শন করেছিল। সে নির্গত হওয়ার পর তার বম্রী কর্তৃক ছিন্ন গ্রন্থীদেশ সকল সংযুক্ত হয়েছিল ॥ ৯ ॥

হে রাজা প্রাজ্ঞ ইন্দ্র! আপনি সর্বনেতা। বর্ষণস্বরূপ ও স্বয়ংসম্পন্ন মানুষের হিতকর কর্মসকল যে যে রকমে সম্পাদন করেছেন, বামদেব সেই সকল পুরাতন কর্ম জ্ঞাত হয়ে কীর্তন করছে ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ে জল যেমন নদী পূর্ণ করে, সেইরকম স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ করুন। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা আপনার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি, আমরা যেন রথবান্ হয়ে স্তুতির দ্বারা সর্বদা আপনার ভজনা করতে পারি ॥ ১১ ॥

টীকা — ৪ ঋকে মূলে 'অভিনৎ ককুভঃ পর্বতানাম্' আছে। সায়ণ পৌরাণিক গল্প অনুসারে অর্থ করেছেন যে, পর্বত সমূহের পক্ষ ছেদ করেছিলেন।—উইলসন অর্থ করেছেন, 'পর্বতগুলির শৃঙ্গ খণ্ড খণ্ড করেছিলেন'॥ ৯ ঋকে বম্রী অর্থে উপজিহ্বিকা। সায়ণ। চলতি ভাষায় উই পোকা॥

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্ববৎ। লক্ষণীয়, এই সূক্তের শেষ ঋকটি পূর্ববর্তী ১৬ এবং ১৭ সূক্ত এবং পরবর্তী ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ সূক্তের শেষেও উদ্ধৃত রয়েছে॥

◆ ◆

— ২০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ ন ইন্দ্রো দূরাদা ন আসাদভিষ্টিকৃদবসে যাসদুগ্রঃ।
ওজিষ্ঠেভির্নৃপতির্বজ্রবাহুঃ সঙ্গে সমৎসু তুর্বণিঃ পৃতন্যূন্॥ ১ ॥

আ ন ইন্দ্রো হরিভির্যাত্বচ্ছার্বাচীনোঽবসে রাধসে চ।
তিষ্ঠাতি বজ্রী মঘবা বিরপ্শীমং যজ্ঞমনু নো বাজসাতৌ॥ ২॥
ইমং যজ্ঞং ত্বমস্মাকমিন্দ্র পুরো দধৎ সনিষ্যসি ক্রতুং নঃ।
শ্বঘ্নীব বজ্রিন্ত্সনয়ে ধনানাং ত্বয়া বয়মর্য আজিং জয়েম॥ ৩॥
উশন্নু ষু ণঃ সুমনা উপাকে সোমস্য নু সুষুতস্য স্বধাবঃ।
পা ইন্দ্র প্রতিভৃতস্য মধ্বঃ সমন্ধসা মমদঃ পৃষ্ঠ্যেন॥ ৪॥
বি যো ররপ্শ ঋষিভির্নবেভির্বৃক্ষো ন পক্বঃ সৃণ্যো ন জেতা।
মর্যো ন যোষামভি মন্যমনোঽচ্ছা বিবক্মি পুরুহূতমিন্দ্রম্॥ ৫॥
গিরির্ন যঃ স্বতবাঁ ঋষ্ব ইন্দ্রঃ সনাদেব সহসে জাত উগ্রঃ।
আদর্তা বজ্রং স্থবিরং ন ভীম উদ্নেব কোশং বসুনা ন্যৃষ্টম্॥ ৬॥
ন যস্য বর্তা জনুষা ন্বস্তি ন রাধস আমরীতা মঘস্য।
উদ্বাবৃষাণস্তবিষীব উগ্রাস্মভ্যং দদ্ধি পুরুহূত রায়ঃ॥ ৭॥
ঈক্ষে রায়ঃ ক্ষয়স্য চর্ষণীনামুত ব্রজমপবর্তাসি গোনাম্।
শিক্ষানরঃ সমিথেষু প্রহাবান্বস্বো রাশিমভিনেতাসি ভূরিম্॥ ৮॥
কয়া তচ্ছৃণ্বে শচ্যা শচিষ্ঠো যয়া কৃণোতি মুহু কা চিদৃষ্বঃ।।
পুরু দাশুষে বিচয়িষ্ঠো অংহোঽথা দধাতি দ্রবিণং জরিত্রে॥ ৯॥
মা নো মর্ধীরা ভরা দদ্ধি তন্নঃ প্র দাশুষে দাতবে ভূরি যত্তে।
নব্যে দেষ্ণে শস্তে অস্মিন্ত উক্থে প্র ব্রবাম বয়মিন্দ্র স্তুবন্তঃ॥ ১০॥
নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যোন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — অভীষ্টপ্রদ তেজস্বী ইন্দ্র, আমাদের আশ্রয় প্রদানের নিমিত্ত দূর হ'তে আগমন করুন, আমাদের আশ্রয় প্রদানের নিমিত্ত নিকট হ'তে আগমন করুন। তিনি সংগ্রামে সঙ্গত হ'লে শত্রুবর্গকে বধ করেন। তিনি বজ্রবাহু, মানবগণের পালক এবং তেজস্বী মরুৎবৃন্দযুক্ত ॥১॥

অভিমুখবর্তী ইন্দ্র, আমাদের আশ্রয় ও ধনদানের নিমিত্ত আমাদের নিকট অশ্বে আরোহণ পূর্বক আগমন করুন। বজ্রী, ধনবান্, মহান্ ইন্দ্র যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে পর, আমাদের এই যজ্ঞে উপস্থিত থাকুন ॥২॥

হে ইন্দ্র। আপনি আমাদের অগ্রবর্তী ক'রে, আমাদের এই ক্রিয়মান যজ্ঞ ভজনা করুন। হে বজ্রী। আমরা আপনার স্তোতা; ব্যাধ যেমন মৃগ শিকার করে, সেইরকম আমরা আপনার দ্বারা ধনলাভের জন্য যুদ্ধে যেন জয়লাভ করতে পারি ॥৩॥

হে অন্নবান্ ইন্দ্র। আপনি প্রসন্ন মনে আমাদের সমীপে আগমন পূর্বক আমাদের কামনা ক'রে উত্তমভাবে অভিষুত, সম্ভৃত, মাদক সোমরস শীঘ্র পান করুন এবং পৃষ্ঠ্য সোমের দ্বারা হৃষ্ট হোন ॥৪॥

যিনি পক্কফল বৃক্ষের মতো এবং আয়ুধকুশল বিজয়ী ব্যক্তির মতো নূতন ঋষিবৃন্দ কর্তৃক নানা প্রকারে স্তুত হন, আমি সেই পুরুহূত ইন্দ্রের উদ্দেশে, স্ত্রীর অভিমানী মানুষ যেমন স্ত্রীর প্রশংসা

করে, সেইরকম স্তুতি করছি ॥৫॥

যিনি পর্বতের মতো প্রবৃদ্ধ ও মহান্, যিনি তেজস্বী, যিনি শত্রুর অভিভবের জন্য সনাতন কালে উৎপন্ন হয়েছেন, সেই ইন্দ্র জলের দ্বারা পূর্ণ জলপাত্রের মতো তেজের দ্বারা পূর্ণ বৃহৎ বজ্রকে আদৃত করেছিলেন ॥৬॥

ইন্দ্রের জন্ম হ'তেই নিবারক নেই, তাঁর যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মসাধক ধনের বিনাশক নেই। হে বলশালী, তেজস্বী পুরুহূত! আপনি অভীষ্টবর্ষী; আপনি আমাদের ধন দান করুন ॥৭॥

আপনি প্রজাবর্গের ধন ও গৃহ পর্যবেক্ষণ ক'রে থাকেন, গো সমূহকে মোচন ক'রে থাকেন। আপনি শিক্ষার বিষয়ে নেতা ও যুদ্ধে আয়ুধবান্; আপনি প্রভূত ধনরাশি দান ক'রে থাকেন ॥৮॥

অতিশয় প্রাজ্ঞ ইন্দ্র কোন্ প্রজ্ঞার বলে বিশ্রুত হয়েছেন? মহান্ ইন্দ্র যে প্রজ্ঞার বলে কর্মসমূহ সম্পাদন করেন, তার দ্বারা বিশ্রুত আছেন। তিনি যজমানের বহুল পাপ বিনাশ করেন এবং স্তোতৃবৃন্দকে ধন দান করেন ॥৯॥

হে ইন্দ্র! আমাদের হিংসা করবেন না, আমাদের পোষণ করুন। আপনার যে ধন হব্যদাতাকে দান করবার জন্য আছে, তা আমাদের দান করুন। আমরা আপনার স্তুতিপূর্বক, এই নূতন দানযোগ্য ও প্রশস্ত উক্‌থে আপনার মহিমা বিশেষভাবে কীর্তন করছি ॥১০॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ে, জল যেমন নদী পূর্ণ করে, সেইভাবে স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ করুন। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা আপনার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি; আমরা যেন রথবান্ হয়ে স্তুতির দ্বারা সর্বদা আপনার ভজনা করতে পারি ॥১১॥

টীকা — এই সূক্তটি সম্পর্কে নূতনভাবে কোন বক্তব্য নেই। এই ক্ষেত্রেও ৪ স্কন্দে উল্লেখিত মাদক সোমরস বা পৃথ্য সোম অর্থে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ অনুসারে শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তহৃদয়মথিত ভক্তিসুধা বুঝতে হবে॥

◆ ◆

— ২১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ যাত্বিন্দ্রোঽবস উপ ন ইহ স্তুতঃ সধমাদস্তু শূরঃ।
বাবৃধানস্তবিষীর্যস্য পূর্বীর্দ্যৌর্ন ক্ষত্রমভিভূতি পুষ্যাৎ॥ ১॥
তস্যেদিহ স্তবথ বৃষ্ণ্যানি তুবিদ্যুম্নস্য তুবিরাধসো নৄন্।
যস্য ক্রতুর্বিদথ্যো ন সম্রাট্ সাহ্বান্ তরুত্রো অভ্যস্তি কৃষ্টীঃ॥ ২॥
আ যাত্বিন্দ্রো দিব আ পৃথিব্যা মক্ষূ সমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ।
স্বর্ণরাদবসে নো মরুত্বান্ পরাবতো বা সদনাদৃতস্য ॥ ৩॥
স্থূরস্য রায়ো বৃহতো য ঈশে তমু ষ্টবাম বিদথেষ্বিন্দ্রম্।
যো বায়ুনা জয়তি গোমতীষু প্র ধৃষ্ণুয়া নয়তি বস্যো অচ্ছ॥ ৪॥

উপ যো নমো নমসি স্তভায়ন্নিয়র্তি বাচং জনয়ন্যজধ্যৈ।
ঋঞ্জসানঃ পুরুবার উক্থৈরেন্দ্রং কৃণ্বীত সদনেষু হোতা ॥ ৫ ॥
ধিয়া যদি ধিষণ্যন্তঃ সরণ্যান্ত্ দসন্তো অদ্রিমৌশিজস্য গোহে।
আ দুরোষাঃ পাস্ত্যস্য হোতা যো নো মহান্ত্ সংবরণেষু বহ্নিঃ ॥ ৬ ॥
সত্রা যদীং ভার্বরস্য বৃষ্ণঃ সিষক্তি শুষ্মঃ স্তবতে ভরায়।
গুহা যদীমৌশিজস্য গোহে প্র যদ্ধিয়ে প্রায়সে মদায় ॥ ৭ ॥
বি যদ্বরাংসি পর্বতস্য বৃণ্বে পয়োভির্জিণ্বে অপাং জবাংসি।
বিদদ্গৌরস্য গবয়স্য গোহে যদা বাজায় সুধ্যো বহন্তি ॥ ৮ ॥
ভদ্রা তে হস্তা সুকৃতোত পাণী প্রযন্তারা স্তবতে রাধ ইন্দ্র।
কা তে নিষত্তিঃ কিমু নো মমৎসি কিং নোদুদু হর্ষসে দাতবা উ ॥ ৯ ॥
এবা বস্ব ইন্দ্রঃ সত্যঃ সম্রাড়্‌ঢন্তা বৃত্রং বরিবঃ পূরবে কঃ।
পুরুষ্টুত ক্রত্বা নঃ শগ্ধি রায়ো ভক্ষীয় তেঽবসো দৈব্যস্য ॥ ১০ ॥
নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — যাঁর বল প্রভূত, যিনি আকাশের মতো অভিভব সমর্থ বল পোষণ করেন, সেই ইন্দ্র আশ্রয়দানের নিমিত্ত আমাদের নিকট আগমন করুন। শূর প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র আমাদের সাথে হৃষ্ট হোন ॥ ১ ॥

হে স্তোতাবর্গ! যাঁর অভিভবকর ও ত্রাণকর কর্মযজ্ঞই সম্রাটের মতো লোকবৃন্দকে অভিভূত করে, সেই প্রভূতযশা ও বহুধনশালী ইন্দ্রের বলভূত নেতা মরুৎবর্গকে তোমরা এই যজ্ঞে স্তুতি করো ॥ ২ ॥

ইন্দ্র আমাদের আশ্রয় প্রদানের নিমিত্ত মরুৎবর্গের সাথে স্বর্গলোক হ'তে, ভূলোক হ'তে, অন্তরীক্ষ হ'তে, জল হ'তে, আদিত্যলোক হ'তে, দূরদেশ হ'তে এবং জলের স্থান হ'তে আগমন করুন ॥ ৩ ॥

যিনি স্থূল এবং মহৎ ধনের অধিপতি, যিনি প্রাণরূপ বলের দ্বারা শত্রুসেনা জয় করেন, যিনি প্রগল্ভ, যিনি স্তোতৃবর্গকে শ্রেষ্ঠ ধন দান করেন, আমরা যজ্ঞস্থলে সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করবো ॥ ৪ ॥

যিনি লোকসমূহকে স্তম্ভন পূর্বক যজ্ঞের জন্য বজ্ররূপ বাক্য উৎপাদন করেন এবং হব্য প্রাপ্ত হ'লে বৃষ্টিরূপ অন্ন দান করেন, যিনি প্রসাধনের যোগ্য এবং উক্থের দ্বারা স্তুতিযোগ্য, সেই ইন্দ্রকে হোতা যজ্ঞগৃহে আহ্বান করুক ॥ ৫ ॥

যখন ইন্দ্রের স্তুতি অভিলাষী যজমানবৃন্দের গৃহে নিবাসকারী স্তোতাবর্গ স্তুতির সাথে ইন্দ্রের নিকট উপাগত হন, তখন ইন্দ্র আগমন করুন। তিনি যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করেন, তিনি যজমানের হোতা, তাঁর ক্রোধ দুস্তর ॥ ৬ ॥

ভার্বরের পুত্র অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের এই বল সত্যই যজমানকে সেবা করে। এ সত্যই যজমানের ভরণের জন্য গুহাতে, গৃহে ও কর্মে অবস্থান করে, যজমানের অভীষ্ট লাভ ও হর্ষ উৎপা করে ॥ ৭ ॥

যেহেতু ইন্দ্র মেঘের দ্বারা অপাবৃত করেছেন এবং জলের বেগ জলরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন, অতএব যখন সুকর্মা যজমান ইন্দ্রকে অন্নদান করেন, তখন তিনি গৃহে গৌর ও গবয় লাভ করেন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার কল্যাণকর হস্ত দু'টি সৎকর্মের অনুষ্ঠান করে এবং হস্ত দু'টি যজমানকে ধন দান করে। কেন আপনার বিলম্ব হচ্ছে? কেন্ আপনি আমাদের হৃষ্ট করছেন না? কেন আপনি আমাদের হৃষ্ট হচ্ছেন না? ॥ ৯ ॥

এই রকমে স্তুত হয়ে সত্যবান্, ধনেশ্বর, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র মানুষকে ধন দান করেন। হে বহুস্তুত! আপনি আমাদের স্তুতির জন্য ধন দান করুন; আমি যেন দিব্য অন্ন ভক্ষণ করতে সক্ষম হই ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ে, জল যেমন নদী পূর্ণ করে, সেইভাবে স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ করুন। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা আপনার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি; আমরা যেন রথবান্ হয়ে স্তুতির দ্বারা সর্বদা আপনার ভজনা করতে পারি ॥ ১১ ॥

টীকা — ৭ ঋকে সায়ণ 'ভার্বর' অর্থে জগতের ভর্তা প্রজাপতি করেছেন ॥ ৮ ঋকে 'গৌর ও গবয়' প্রসঙ্গে সায়ণ বলেছেন 'মৃগবিশেষ'। উইলসন বলেন—দু'রকমের গবাদি গৃহপালিত পশু (অশ্ব বা মেষ নয়)॥ এই সূক্তেও আমাদের প্রথম অষ্টকের অনুসরণে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রত্যক্ষ করা যায়। সায়ণেরই টীকা অনুসরণে ইন্দ্রকে ভার্বরের পুত্ররূপে বর্ণনার মধ্যেই ইন্দ্রকে ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি ব'লে ধারণা করা যেতে পারে।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ২২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যন্ন ইন্দ্রো জুজুষে যচ্চ বষ্টি তন্নো মহান্ করতি শুষ্ম্যা চিৎ।
ব্রহ্ম স্তোমং মঘবা সোমমুক্থা যো অশ্মানং শবসা বিভ্রদেতি ॥ ১ ॥
বৃষা বৃষন্ধিং চতুরশ্রিমস্যন্নুগ্রো বাহুভ্যাং নৃতমঃ শচীবান্।
শ্রিয়ে পরুষ্ণীমুষমাণ উর্ণাং যস্যাঃ পর্বাণি সখ্যায় বিব্যে ॥ ২ ॥
যো দেবো দেবতমো জায়মানো মহো বাজেভির্মহদ্ভিশ্চ শুষ্মৈঃ।
দধানো বজ্রং বাহ্বোরুশন্তং দ্যামমেন রেজয়ৎ প্র ভূম ॥ ৩ ॥
বিশ্বা রোধাংসি প্রবতশ্চ পূর্বীর্দ্যৌর্ঋষ্বাজ্জনিমন্রেজত ক্ষাঃ।
আ মাতরা ভরতি শুষ্ম্যা গোর্নৃবৎপরিজ্মন্নোনুবন্ত বাতাঃ ॥ ৪ ॥
তা তূ ত ইন্দ্র মহতো মহানি বিশ্বেষ্বিৎ সবনেষু প্রবাচ্যা।
যচ্ছূর ধৃষ্ণো ধৃষতা দধৃষ্বানহিং বজ্রেণ শবসাবিবেষীঃ ॥ ৫ ॥
তা তূ তে সত্যা তুবিনৃম্ণ বিশ্বা প্র ধেনবঃ সিস্রতে বৃষ্ণ উধ্নঃ।
অধা হ ত্বদ্বৃষমণো ভিয়ানাঃ প্র সিন্ধবো জবসা চক্রমন্ত ॥ ৬ ॥

অত্রাহ তে হরিবস্তা উ দেবীরবোভিরিন্দ্র স্তবন্ত স্বসারঃ।
যৎসীমনু প্র মুচো বদ্বধানা দীর্ঘামনু প্রসিতিং স্যন্দয়ধ্যৈ॥ ৭॥
পিপীলে অংশুর্মদ্যো ন সিন্ধুরা ত্বা শমী শশমানস্য শক্তিঃ।
অস্মদ্র্যক্ শুশুচানস্য যম্যা আশুর্ন রশ্মিং তুব্যোজসং গোঃ॥ ৮॥
অস্মে বর্ষিষ্ঠা কৃণুহি জ্যেষ্ঠা নৃম্ণানি সত্রা সহুরে সহাংসি।।
অস্মভ্যং বৃত্রা সুহনানি রন্ধি জহি বধর্বনুষো মর্ত্যস্য॥ ৯॥
অস্মাকমিৎসু শৃণুহি ত্বমিন্দ্রাস্মভ্যং চিত্রাঁ উপ মাহি বাজান্।
অস্মভ্যং বিশ্বা ইষণঃ পুরন্ধীরস্মাকং সু মঘবন্বোধি গোদাঃ॥ ১০॥
নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যোন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — যেহেতু মহান্ বলবান্ ইন্দ্র, আমাদের হব্য সেবা করেন এবং অভিলাষী করেন, অতএব যিনি ধনবান্ এবং যিনি বলের দ্বারা বজ্র ধারণপূর্বক আগমন করেন, সেই ইন্দ্র হব্য, স্তোত্র, সোম ও উক্থ স্বীকার করুন ॥ ১॥

অভীষ্টবর্ষী বাহু দু'টিতে বৃষ্টিকারী চতুর্ধারা বিশিষ্ট বজ্র ক্ষেপণপূর্বক উগ্র, নেতৃশ্রেষ্ঠ ও কর্মবান্ হয়ে আচ্ছাদনকারিণী পরুষ্ণী নদীকে আশ্রয় দানের নিমিত্ত সেবা করছেন। তার ভিন্ন ভিন্ন পরিসর প্রদেশকে নিজের সখ্যভাব হেতু সংবৃত করছেন ॥ ২॥

যিনি দীপ্তিমান্, যিনি দাতাশ্রেষ্ঠ, যিনি জাত মাত্রেই প্রভূত অন্ন ও মহৎ বলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, সেই ইন্দ্র বাহু দু'টিতে কাময়মান বজ্র ধারণপূর্বক বলের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক প্রকম্পিত করেছিলেন ॥ ৩॥

মহান্ ইন্দ্রের জন্ম হ'লে পর সমস্ত পর্বত, অনেক সমুদ্র, দ্যুলোক ও পৃথিবী তাঁর ভয়ে কম্পিত হয়েছিল। বলবান্ ইন্দ্র গতিশীল সূর্যের মাতা পিতা দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করেন। বায়ু অন্তরীক্ষে মানুষের মতো শব্দ করে ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! আপনি মহান্, আপনার কর্ম মহৎ এবং সকল সবনে স্তুতির যোগ্য। হে প্রগল্ভ শূর! আপনি লোক সমুদয়কে ধারণপূর্বক ধর্ষণশীল বজ্রের দ্বারা বলপূর্বক অহিকে বিনাশ করেছেন ॥ ৫॥

হে বলশালী ইন্দ্র। আপনার এই সকল কর্ম নিশ্চয়ই সত্য। হে ইন্দ্র। আপনি অভীষ্টবর্ষী, আপনার প্রভাবে ধেনুবৃন্দ উধ হ'তে ক্ষীর ক্ষরণ করে। হে বর্ষণশীল। নদীগুলি আপনার ভয়ে বেগে প্রবাহিত হয় ॥ ৬॥

হে হরিবান্ ইন্দ্র! যখন আপনি বদ্ধ এই নদীগুলিকে বহুকাল অবরোধের পরে প্রবাহিত হবার জন্য মোচন করেছিলেন, সেই সময়ে দ্যুতিমতী ভগ্নীবৃন্দ আপনার আশ্রয় লাভের নিমিত্ত আপনাকে স্তুতি করলেন ॥ ৭॥

হর্ষজনক সোম নিষ্পীড়িত হয়েছে, স্যন্দমান হয়ে আপনার নিকট আগমন করুক। শীঘ্রগামী আরোহী গমনশীল অশ্বের দৃঢ়বদ্ধ ধারণ ক'রে যেভাবে অশ্বকে প্রেরণ করে, সেইভাবে আপনি দীপ্তিমান্ স্তোতার স্তুতি আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করুন ॥ ৮॥

হে সহনশীল ইন্দ্র। আপনি সর্বদা আমাদের অতিভবকর, প্রবৃদ্ধ প্রশস্ত বল দান করুন, বধযোগ্য

শত্রুবর্গকে আমাদের বশীভূত করুন, হিংসক মানবের অস্ত্র নষ্ট করুন ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন, আমাদের নানারকম অন্ন দান করুন এবং আমাদের সমস্ত বুদ্ধি প্রেরণ করুন। হে মঘবা! আমাদের গাভীদাতা হোন ॥ ১০॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ে, জল যেমন নদী পূর্ণ করে, সেইরকম স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ করুন। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা আপনার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি; আমরা যেন রথবান্ হয়ে, স্তুতির দ্বারা সর্বদা আপনার ভজনা করতে পারি ॥ ১১ ॥

টীকা — ২ ঋকে মূলে 'যস্যাঃ পর্বাণি সখ্যায় বিব্যে' আছে। সেইজন্য অনুবাদে 'ভিন্ন ভিন্ন পরিসর...সংবৃত করছেন' করা হয়েছে। পরুষ্ণী নদী সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ পাওয়া যায়; সেগুলি সিন্ধুনদী ও তার ছটি শাখা। কিন্তু ১০ম মণ্ডলে দশটি নদীর নাম আছে, যথা—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতুদ্রী, পরুষ্ণী, মরুদ্বৃধা, অসিক্নী, বিতস্তা, আর্জীকীয়া ও সুষোমা। এই তালিকায় শতুদ্রী ইত্যাদি ছটি সিন্ধু নদীর শাখা, আর সুষোমা সিন্ধু নদীর আর একটি নাম।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে ৮ ঋকে সোম অর্থাৎ ভক্তহৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয় মথিত ক'রে ঈশ্বরের চরণে অর্পিত বা নিবেদিত হচ্ছে।

◆ ◆

— ২৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র; ৮, ৯ ও ১০ ঋক্ ইন্দ্র অথবা ঋত। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কথা মহামবৃধৎকস্য হোতুর্যজ্ঞং জুষাণো অভি সোমমূধঃ।
পিবন্নুশানো জুষমাণো অন্ধো ববক্ষ ঋষ্বঃ শুচতে ধনায় ॥ ১ ॥
কো অস্য বীরঃ সধমাদমাপ সমানংশ সুমতিভিঃ কো অস্য।
কদস্য চিত্রং চিকিতে কদূতী বৃধে ভুবচ্ছশমানস্য যজ্যোঃ ॥ ২ ॥
কথা শৃণোতি হূয়মানমিন্দ্রঃ কথা শৃণ্বন্নবসামস্য বেদ।
কা অস্য পূর্বীরুপমাতয়ো হ কথৈনমাহুঃ পপুরিং জরিত্রে ॥ ৩॥
কথা সবাধঃ শশমানো অস্য নশদভি দ্রবিণং দীধ্যানঃ।
দেবো ভুবন্নবেদা ম ঋতানাং নমো জগৃভ্বাঁ অভি যজ্জুজোষৎ ॥ ৪ ॥
কথা কদস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ দেবো মর্তস্য সখ্যং জুজোষ।
কথা কদস্য সখ্যং সখিভ্যো যে অস্মিন্ কামং সুযুজং ততস্রে ॥ ৫ ॥
কিমাদমত্রং সখ্যং সখিভ্যঃ কদা নু তে ভ্রাত্রং প্র ব্রবাম।
শ্রিয়ে সুদৃশো বপুরস্য সর্গাঃ স্বর্ণ চিত্রতমমিষ আ গোঃ ॥ ৬ ॥
দ্রুহং জিঘাংসন্ ধ্বরসমনিন্দ্রাং তেতিক্তে তিগ্মা তুজসে অনীকা।
ঋণা চিদ্যত্র ঋণয়া ন উগ্রো দূরে অজ্ঞাতা উষসো ববাধে ॥ ৭ ॥

ঋতস্য হি শুরুধঃ সন্তি পূর্বীঋর্তস্য ধীতির্বৃজিনানি হন্তি।
ঋতস্য শ্লোকো বধিরা ততর্দ কর্ণা বুধানঃ শুচমান আয়োঃ॥ ৮॥
ঋতস্য দৃড়্হা ধরুণানি সন্তি পুরূণি চন্দ্রা বপুষে বপূংষি।
ঋতেন দীর্ঘমিষণন্ত পৃক্ষ ঋতেন গাব ঋতমা বিবেশুঃ॥ ৯॥
ঋতং যেমান ঋতমিদ্বনোত্যৃতস্য শুষ্মস্তুরয়া উ গব্যুঃ।
ঋতায় পৃথ্বী বহুলে গভীরে ঋতায় ধেনূ পরমে দুহাতে॥ ১০॥
নূ ষ্টুতে ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যোন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — আমাদের স্তুতি মহান্ ইন্দ্রকে কি ভাবে বর্ধিত করবে? তিনি কোন্ হোতার যজ্ঞে প্রীত হয়ে আগমন করেন? মহান্ ইন্দ্র সোমরস ও অন্ন কামনা ও সেবাপূর্বক কাকে প্রদানের নিমিত্ত প্রদীপ্ত ধন বহন করেন? ॥ ১ ॥

কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রের সাথে সোম পান করতে সুযোগ লাভ করে? কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করে? কখন্ এঁর বিচিত্র ধন বিতরিত হয়? কখন তিনি স্তোতা যজমানকে বর্ধিত করবার নিমিত্ত রক্ষাযুক্ত হন? ॥ ২ ॥

ইন্দ্র হোতাকে কি রকমে শ্রবণ করেন? শ্রবণপূর্বক তার প্রয়োজন কি রকমে জ্ঞাত হন? ইন্দ্রের পুরাতন দান কি কি? ঐ সকল দান ইন্দ্রকে স্তোতার অভীষ্টপূরক বলে কেন? ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রকে স্তুতি করে ও যজ্ঞের দ্বারা দীপ্তিযুক্ত হয়, সে কি রকমে বাধাপ্রাপ্ত হয়েও ইন্দ্রের ধন প্রাপ্ত হয়? যখন দ্যুতিমান্ ইন্দ্র হব্য গ্রহণপূর্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হন, তখন তিনি আমার স্তোত্র বিশেষভাবে জ্ঞাত হন ॥ ৪ ॥

কোন্ সময়ে এবং কিভাবে দ্যুতিমান্ ইন্দ্র উষার প্রারম্ভে মানুষের বন্ধুত্ব স্বীকার করেন? যারা তাঁর উদ্দেশে সুযোগ্য ও কমনীয় হব্য বিস্তার করেন, কোন্ সময়ে এবং কি রকমে সেই বন্ধুগণের প্রতি তাঁর বন্ধুত্ব প্রদর্শিত হবে? ॥ ৫ ॥

আমরা কি আপনার অভিভবকর সখ্য সখাবৃন্দের নিকট প্রচার করবো? কখন্ আমরা আপনার ভ্রাতৃত্ব প্রচার করবো? সুদর্শন ইন্দ্রের উদ্যোগসমূহ কল্যাণকর। সূর্যের মতো গতিশীল ইন্দ্রের দর্শনীয় শরীর, সকলে অভিলাষ করে ॥ ৬ ॥

দ্রোহকারিণী, হিংসাকারিণী এবং ইন্দ্রবিহীনাকে বিনাশ করবার ইচ্ছা ক'রে, ইন্দ্র তীক্ষ্ণ আয়ুধসমূহকে বধের নিমিত্ত তীক্ষ্ণ করছেন। যে সমস্ত ঋণ উষাকালে আমাদের ক্লেশ প্রদান করে, ঋণবিনাশক উগ্র ইন্দ্র সেই সকল উষাকে দূরে অজ্ঞাতভাবে পীড়া প্রদান করে শোষণ করেছিলেন ॥ ৭ ॥

ঋতদেবের অনেক জল আছে। ঋতদেবের স্তুতি পাপ নাশ করে। ঋতদেবের বোধযোগ্য ও দীপ্তিমান্ স্তুতিবাক্য মানুষের বধির কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করে ॥ ৮ ॥

বপুষ্মান্ ঋতদেবের অনেক দৃঢ়, ধারক আহ্লাদকর রূপ আছে। স্তোতাবৃন্দ ঋতদেবের নিকট প্রকৃত অন্ন ইচ্ছা করে। ধেনুবৃন্দ ঋতদেবের দ্বারা দক্ষিণারূপে যজ্ঞে প্রবেশ করে ॥ ৯ ॥

স্তোতাবৃন্দ ঋতদেবকে বশীভূত করবার জন্য ভজনা করে। ঋতদেবের বল শীঘ্র জল কামনা

করে। বিস্তীর্ণা, সুরবগাহা দ্যাবাপৃথিবী ঋতদেবের। প্রীতিদায়িকা উৎকৃষ্টা দ্যাবাপৃথিবী ঋতদেবের জন্য দুগ্ধ দোহন করেন ॥১০॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ে, জল যেমন নদী পূর্ণ করে, সেইরকম স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ করুন। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা আপনার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি; আমরা যেন রথবান্ হয়ে, স্তুতির দ্বারা সর্বদা আপনার ভজন করতে পারি ॥১১॥

টীকা — ৭ ঋকের হিংসাকারিণী ইন্দ্রবিহীনা কে, তা বোধগম্য হয় না। সায়ণ বলেন—রাক্ষসী॥ ৮ ঋকে 'ঋত' শব্দে ইন্দ্র বা সত্য বা আদিত্য অথবা যজ্ঞ। সায়ণ॥ —১ ঋকের সোমরস ও অন্ন অর্থে ওষধয় ও হব্য॥

◆ ◆

— ২৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

কা সুষ্টুতিঃ শবসঃ সূনুমিন্দ্রমর্বাচীনং রাধস আ ববর্তৎ।
দদির্হি বীরো গৃণতে বসূনি স গোপতির্নিষ্ষিধাং নো জনাসঃ॥ ১॥
স বৃত্রহত্যে হব্যঃ স ঈড্যঃ স সুষ্টুত ইন্দ্রঃ সত্যরাধাঃ।
স যামন্না মঘবা মর্ত্যায় ব্রহ্মণ্যতে সুষ্বয়ে বরিবো ধাৎ॥ ২॥
তমিন্নরো বি হ্বয়ন্তে সমীকে রিরিক্বাংসস্তন্বঃ কৃণ্বত ত্রাম্।
মিথো যৎ ত্যাগমুভয়াসো অগ্মন্নরস্তোকস্য তনয়স্য সাতৌ ॥ ৩॥
ক্রতূয়ন্তি ক্ষিতয়ো যোগ উগ্রাশুষাণাসো মিথো অর্ণসাতৌ।
সং যদ্বিশোঽববৃত্রন্ত যুধ্মা আদিন্নেম ইন্দ্রয়ন্তে অভীকে ॥ ৪॥
আদিদ্ধ নেম ইন্দ্রিয়ং যজন্ত আদিৎ পক্তিঃ পুরোলাশং রিরিচ্যাৎ।
আদিৎসোমো বি পপৃচ্যাদসুষ্বীনাদিজ্জুজোষ বৃষভং যজধ্যৈ॥ ৫॥
কৃণোত্যস্মৈ বরিবো য ইত্থেন্দ্রায় সোমমুশতে সুনোতি।
সধ্রীচীনেন মনসাবিবেনন্তমিৎ সখায়ং কৃণুতে সমৎসু॥ ৬॥
য ইন্দ্রায় সুনবৎ সোমমদ্য পচাৎপক্তীরুত ভৃজ্জাতি ধানাঃ।
প্রতি মনায়োরুচথানি হর্যন্তস্মিন্ দধদ্বৃষণং শুষ্মমিন্দ্রঃ॥ ৭॥
যদা সমর্যং ব্যচেদৃঘাবা দীর্ঘং যদাজিমভ্যখ্যদর্যঃ।
অচিক্রদদ্বৃষণং পত্ন্যচ্ছা দুরোণ আ নিশিতং সোমসুদ্ভিঃ॥ ৮॥
ভূয়সা বস্নমচরৎ কনীয়োঽবিক্রীতো অকানিষং পুনর্যন্।
স ভূয়সা কনীয়ো নারিরেচীদ্দীনা দক্ষা বি দুহন্তি প্র বাণম্॥ ৯॥
ক ইমং দশভির্মমেন্দ্রং ক্রীণাতি ধেনুভিঃ।
যদা বৃত্রাণি জঙ্ঘনদথৈনং মে পুনর্দদৎ॥ ১০॥

নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — কিরকম সুন্দর স্তুতি বলের পুত্র ইন্দ্রকে ধনদানের নিমিত্ত আমাদের অভিমুখে আনয়ন করবে? হে যজমানবৃন্দ! বীর গোপতি ইন্দ্র আমাদের শত্রুবর্গের ধন দান করেন, আমরা তাঁর স্তব করি ॥১॥

বৃত্র বধের জন্য যুদ্ধে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করা হয়। তিনি স্তুতির যোগ্য। তিনি সুন্দরভাবে স্তুত হয়ে যজমানবৃন্দকে দান করবার নিমিত্ত সত্য ধনবিশিষ্ট হন। ধনবান্ সেই ইন্দ্র স্তোত্র-অভিলাষী, সোম-অভিষবকারী মানুষকে ধন দান করেন ॥২॥

মানুষগণ যুদ্ধে তাঁকেই আহ্বান করে। শরীর রিক্ত ক'রে তাঁকেই ত্রাণকর্তা করেন। মানুষগণ উভয়ে অর্থাৎ যজমানবৃন্দ ও স্তোতা পরস্পর সঙ্গত হয়ে পুত্র ও পৌত্র লাভের জন্য দানশীল ইন্দ্রের নিকট গমন করে ॥৩॥

হে উগ্র ইন্দ্র! চতুর্দিকে ব্যাপ্ত মানুষগণ জল লাভের জন্য একত্রিত হয়ে যজ্ঞ করে। যখন যুদ্ধকারী লোকসমূহ যুদ্ধে একত্রিত হয়, তখন কেই কেউ ইন্দ্রকে অভিলাষ করে ॥৪॥

তখন কেউ কেউ বলবান্ ইন্দ্রকে পূজা করে। তখন কেউ পুরোডাশ প্রস্তুত পূর্বক তাঁকে দান করে। তখন তিনি, যে সোম অভিষুত করে, এবং যে সোম অভিষুত করে না তাদের পৃথক্ করেন। তখন কেউ কেউ অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ করতে অভিলাষ করে ॥৫॥

যিনি সোম অভিলাষী স্বর্গলোকস্থিত ইন্দ্রের উদ্দেশে অভিষব করে, ইন্দ্র তাকে ধন দান করেন। ইন্দ্র একান্ত চিত্তে ইন্দ্রে-অভিলাষী সোম-অভিষবকারীকে সংগ্রামে তাঁর সখা করেন ॥৬॥

যে অদ্য ইন্দ্রের জন্য সোম অভিষব করছে, যে পুরোডাশ প্রস্তুত করছে, যে উত্তাপে যব পক্ব করছে (অর্থাৎ ভাজছে) ; ইন্দ্র স্তুতিকারীর স্তোত্র স্বীকার পূর্বক সেই যজমানের অভিলাষপূরক বল ধারণ করেন ॥৭॥

যখন শত্রুবর্গের হিংসক আর্য শত্রুবর্গকে জ্ঞাত হয়, এবং দীর্ঘ সংগ্রামে ব্যাপ্ত থাকে, তখন পত্নী সোম-অভিষবকারীবৃন্দের কর্তৃক ইন্দ্রকে যজ্ঞগৃহে আহ্বান করে ॥৮॥

কেউ অনেক পণ্যের দ্বারা অল্প ধন প্রাপ্ত হয়, পরে ক্রেতার নিকট গমন পূর্বক, আমি বিক্রয় করিনি, ব'লে অবশিষ্ট মূল্য প্রার্থনা করে। বিক্রেতা অনেক প্রদান করেছি ব'লে অল্প মূল্য অতিক্রম করতে পারে না। সমর্থ হোক বা অসমর্থ হোক, বিক্রয়কালে যে কথা বলে তা-ই থেকে যায় ॥৯॥

কে আমার ইন্দ্রকে দশটি ধেনুর দ্বারা ক্রয় করবে? যখন ইন্দ্র শত্রুবর্গকে বধ করবেন, তখন তাঁকে পুনর্বার আমায় প্রদান করবে ॥১০॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ো, জল যেমন নদী পূর্ণ করে, সেইরকম স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ করুন। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা আপনার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি; আমরা যেন রথবান হয়ে, স্তুতির দ্বারা সর্বদা আপনার ভজনা করতে পারি ॥১১॥

টীকা — ৭ ঋকের 'পক্তীঃ' অর্থে পাকযোগ্য পুরোডাশ ইত্যাদি। 'ধানাঃ' অর্থে যব। সায়ণ॥ ৯ ঋকের মর্ম এই যে, ক্রয় বিক্রয়ের সময় যে চুক্তি হয়, তা-ই বলবৎ থাকে। ১০ ঋক্‌টিতে বলা হচ্ছে যে চুক্তি করবার জন্য ঋষি পূর্ব থেকে চুক্তির সাধারণ নিয়ম বলেছেন। কিন্তু 'আমার ইন্দ্রকে দশটি ধেনুর

দ্বারা ক্ষয় করবে', এর অর্থ বোধগম্য হয় না ॥ —আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্ববৎ। ৫ ঋকে 'যে সোম অভিষুত করে_করে না' কথাটির তাৎপর্য এই যে, যে জন ইন্দ্রের উদ্দেশে ভক্তিসুধা নিবেদন করে এবং যে তা করে না' সেই কথাই বলা হয়েছে ব'লে আমাদের অভিমত ॥

◆ ◆

— ২৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কো অদ্য নর্যো দেবকাম উশন্নিন্দ্রস্য সখ্যং জুজোষ।
কো বা মহেঽবসে পার্যায় সমিদ্ধে অগ্নৌ সুতসোম ঈট্টে॥ ১॥
কো নানাম বচসা সোম্যায় মনায়ুর্বা ভবতি বস্ত উস্রাঃ।
ক ইন্দ্রস্য যুজ্যং কঃ সখিত্বং কো ভ্রাত্রং বষ্টি কবয়ে উতী॥ ২॥
কো দেবানামবো অদ্যা বৃণীতে ক আদিত্যাঁ অদিতিং জ্যোতিরীট্টে।
কস্যাশ্বিনাবিন্দ্রো অগ্নিঃ সুতস্যাংশোঃ পিবন্তি মনসাবিবেনম্॥ ৩॥
তস্মা অগ্নির্ভারতঃ শর্ম যংসজ্জ্যোক্‌পশ্যাৎ সূর্যমুচ্চরন্তম্।
য ইন্দ্রায় সুনবামেত্যাহ নরে নর্যায় নৃতমায় নৃণাম্ ॥ ৪॥
ন তং জিনন্তি বহবো ন দভ্রা উর্বস্মা অদিতিঃ শর্ম যংসৎ।
প্রিয়ঃ সুকৃৎপ্রিয় ইন্দ্রে মনায়ুঃ প্রিয়ঃ সুপ্রাবীঃ প্রিয়ো অস্য সোমী॥ ৫॥
সুপ্রাব্যঃ প্রাশুষালেষ বীরঃ সুষ্বেঃ পক্তিং কৃণুতে কেবলেন্দ্রঃ।
নাসুষ্বেরাপি র্ন সখা ন জামির্দুষ্প্রাব্যোঽবহন্তেদবাচঃ॥ ৬॥
নরেবতা পণিনা সখ্যমিন্দ্রোঽসুম্বতা সুতপাঃ সং গৃণীতে।
আস্য বেদঃ খিদতি হন্তি নগ্নং বি সুষ্বয়ে পক্তয়ে কেবলো ভূৎ॥ ৭॥
ইন্দ্রং পরেঽবরে মধ্যমাস ইন্দ্রং যান্তোঽবসিতাস ইন্দ্রম্।
ইন্দ্রং ক্ষিয়ন্ত উত যুধ্যমানা ইন্দ্রং নরো বাজয়ন্তো হবন্তে॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — অদ্য কোন্ মানব-হিতকর, দেবতায় অভিলাষী, কামায়মান ব্যক্তি ইন্দ্রের সখ্য প্রাপ্ত হয়েছে? সোম-অভিষবকারী কোন্ ব্যক্তি সমিদ্ধ অগ্নিতে মহৎ ও পারগামী আশ্রয় লাভের জন্য ইন্দ্রকে স্তব করছে? ॥ ১ ॥

কে স্তুতি বাক্যের দ্বারা ইন্দ্রের নিকট অবনত হচ্ছে? কে ইন্দ্রের স্তুতি কামনা করছে? কে ইন্দ্রের দত্ত গাভী ধারণ করছে? কে ইন্দ্রের সাহায্য ইচ্ছা করছে? কে ইন্দ্রের সখ্য ইচ্ছা করছে? কে কবি ইন্দ্রের আশ্রয় প্রার্থনা করছে? ॥ ২ ॥

কে অদ্য দেববৃন্দের আশ্রয় প্রার্থনা করছে? কে আদিত্য, অদিতি ও জ্যোতিকে স্তব করছে?

অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ও অগ্নিস্তুতিতে প্রীত হয়ে কোন্ যজমানের অভিষুত সোম যথেচ্ছা পান করেন। ।৩।

যে যজমান বলে, নেতা মানুষের বন্ধু এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেতা ইন্দ্রের নিমিত্ত হবির্দান করবো, হব্যবাহক অগ্নি তাকে সুখ দান করুন এবং চিরকাল নবোদিত সূর্য দর্শন করুক ।।৪।

অল্প অথবা বহু শত্রুবর্গ সেই যজমানকে যেন হিংসা না করে। অদিতি তাকে প্রভূত সুখ দান করুন। সুকর্মী ব্যক্তি ইন্দ্রের প্রিয় হয়। যে ইন্দ্রের স্তুতি করে, সে ইন্দ্রের প্রিয় হয়। সোম-অভিষবকারী ইন্দ্রের প্রিয় হয় ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রের নিকট গমন করে ও সোম-অভিষব করে, শীঘ্র অভিভবকারী বীর ইন্দ্র তার শাককার্য স্বীকার করেন। যে ব্যক্তি সোম-অভিষব করে না ইন্দ্র তার আপ্ত ব্যক্তি নন, সখা নন এবং জামি নন। যে ব্যক্তি সোম-অভিষব করে না, ইন্দ্র তার আপ্ত ব্যক্তি নন, সখা নন এবং জামি নন, সে ব্যক্তি তাঁর নিকট গমন করে না ও তাঁর স্তুতি করে না, তিনি তাকে হিংসা করেন ।।৬।

অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্র সোম-অভিষব কর্মরহিত, ধনবান্ পণির সাথে সখ্য স্থাপন করেন না। তিনি তার বিফল ধন হ্রাস করেন ও নাশ করেন। তিনি সোম-অভিষবকারী ও হব্যপাককারীর অনন্যসাধারণ বন্ধু হন ॥ ৭ ॥

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট লোকে ইন্দ্রকে আহ্বান করে, মধ্যরকম লোকে ইন্দ্রকে আহ্বান করে, গমনকারী লোকে ইন্দ্রকে আহ্বান করে, উপবিষ্ট লোকে ইন্দ্রকে আহ্বান করে, গৃহে নিবাসীগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করে, যোদ্ধাগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করে, অন্নের জন্য ইচ্ছুক মানুষেরাও ইন্দ্রকে আহ্বান করে ।।৮।

টীকা — ৪ ঋকে 'সূর্য দর্শন করুক' অর্থাৎ সূর্যের উদয়কালে সেই যজমানের গৃহে যজ্ঞাদি প্রজ্বলিত হোক ॥ ৭ ঋকে সায়ণ 'পণি' অর্থে বণিক করেছেন। এই অর্থ প্রকৃত হলে এখানে ধনবান্ বর্জিত বণিকগণের উল্লেখ প্রাপ্ত হলো।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্ববৎ। ইন্দ্র, আদিত্য, অদিতি, অশ্বিদ্বয়, অগ্নি ইত্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও সোম অর্থে মাদক পানীয়ের পরিবর্তে আমরা শুদ্ধসত্ত্ব বা কলে ভক্তিসুধাই মনে করি।

◆ ◆

— ২৬ সূক্ত —

[এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋকে ইন্দ্র আপন কীর্তি বর্ণনা করেছেন। অবশিষ্ট ঋকে ঋষি বামদেব শ্যেন পক্ষীর দ্বারা সোম আনয়নের কথা বলেছেন। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুনেয়ং ন্যৃঞ্জেঽহং কবিরুশনা পশ্যতা মা॥ ১॥
অহং ভূমিমদদামার্যায়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।
অহমপো অনয়ং বাবশানা মম দেবাসো অনু কেতমায়ন্॥ ২॥

অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং নব সাকং নবতীঃ শম্বরস্য।
শততমং বেশ্যং সর্বতাতা দিবোদাসমতিথিগ্বং যদাবম্॥ ৩॥
প্র সু ষ বিভ্যো মরুতো বিরস্তু প্র শ্যেনঃ শ্যেনেভ্য আশুপত্বা।
অচক্রয়া যৎ স্বধয়া সুপর্ণো হব্যং ভরন্মনবে দেবজুষ্টম্॥ ৪॥
ভরদ্যদি বিরতো বেবিজানঃ পথোরুণা মনোজবা অসর্জি।
তূয়ং যযৌ মধুনা সোম্যেনোত শ্রবো বিবিদে শ্যেনো অত্র॥ ৫॥
ঋজীপী শ্যেনো দদমানো অংশুং পরাবতঃ শকুনো মন্দ্রম্ মদম্।
সোমং ভরদ্দাদৃহাণো দেবাবান্দিবো অমুষ্মাদুত্তরাদাদায়॥ ৬॥
আদায় শ্যেনো অভরৎ সোমং সহস্রং সবাঁ অযুতং চ সাকম্।
অত্রা পুরংধিরজহাদরাতীর্মদে সোমস্য মূরা অমূরঃ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — আমি মনু, আমি সূর্য, আমি মেধাবী কক্ষীবান্ ঋষি, আমি অর্জুনীর পুত্র কুৎস ঋষিকে অলঙ্কৃত করেছি; আমি কবি উশনা, আমার দর্শন্ করো ॥ ১॥

আমি আর্যকে পৃথিবী দান করেছি। আমি হব্যদাতা মানুষকে বৃষ্টি দান করেছি। আমি শব্দায়মান জল আনয়ন করেছি। দেববৃন্দ আমার সঙ্কল্প অনুগমন করেন ॥ ২॥

আমি সোমপানে মত্ত হয়ে শম্বরের নবনবতি সংখ্যক পুরী এককালে ধ্বংস করেছি। আমি যখন অতিথিগ্ব দিবোদাসকে যজ্ঞে পালন করেছিলাম, তখন তাকে শততম পুরী বাসের জন্য প্রদান করেছিলাম ॥৩॥

হে মরুৎবর্গ! শ্যেনপক্ষী পক্ষিগণের মধ্যে প্রধান হোক, অন্য শ্যেনগুলির অপেক্ষা শীঘ্রগামী শ্যেন প্রধান হোক। যেহেতু সে চক্ররহিত রথের দ্বারা দেববৃন্দ কর্তৃক সেবিত সোমরূপ হব্য মনুর জন্য আনয়ন করেছে ॥ ৪॥

যখন পক্ষী সেই স্থান হ'তে ভীতি প্রদর্শন পূর্বক সোম আনয়ন করেছিল, তখন সে বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ মার্গে মনের মতো বেগে উড্ডীন হয়েছিল, এবং সোমাত্মক মধুর সাথে শীঘ্র আগমন করেছিল। এই জগতে শ্যেন যশোলাভ করেছে ॥ ৫॥

ঋজুগামী শ্যেনপক্ষী দূর হ'তে সোম ধারণ করে দেববৃন্দের সাথে স্তুতির যোগ্য মদকর সোমকে ঐ উন্নত দ্যুলোক হ'তে গ্রহণ পূর্বক আনয়ন করেছিল ॥৬॥

শ্যেন সহস্র ও অযুত যজ্ঞের সাথে সোমকে গ্রহণ পূর্বক আনয়ন করেছিল। তা আনীত হ'লে বহু কর্ম বিশিষ্ট প্রাজ্ঞ ইন্দ্র সোমের মত্ততায় মূঢ় শত্রুবর্গকে বধ করেছেন ॥ ৭॥

টীকা — এই সূক্তেও ইন্দ্র, মরুৎ ইত্যাদি উল্লেখিত আছে। এঁদের স্বরূপ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। মনু হ'লেন ব্রহ্মার মানসপুত্র; ধর্মশাস্ত্র-সংহিতাকার মুনি। মতান্তরে মনু হ'লেন সূর্যের পুত্র, পৃথিবীর আদিম রাজা॥ আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে এই সূক্তেও সোম অর্থে ভক্তহৃদয়ের ভক্তিসুধা বা শুদ্ধসত্ত্বই আমরা মনে করি।

◆◆

— ২৭ সূক্ত —

[দেবতা : শ্যেন; ৫ ঋকের শ্যেন অথবা ইন্দ্র। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, শক্বরী]

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।
শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্॥ ১॥
ন ঘা স মামপ জোষং জভারাভীমাস ত্বক্ষসা বীর্যেণ।
ঈর্মা পুরন্ধিরজহাদরাতীরুত বাতাঁ অতরচ্ছূশুবানঃ॥ ২॥
অব যচ্ছ্যেনো অস্বনীদধ দ্যোর্বি যদ্যদি বাত ঊহুঃ পুরন্ধিম্।
সৃজদ্যদস্মা অব হ ক্ষিপজ্জ্যাং কৃশানুরস্তা মনসা ভুরণ্যন্॥ ৩॥
ঋজিপ্য ঈমিন্দ্রাবতো ন ভুজ্যুং শ্যেনো জভার বৃহতো অধি ষ্ণোঃ।
অন্তঃ পতৎপতত্র্যস্য পর্ণমধ যামনি প্রসিতস্য তদ্বেঃ॥ ৪॥
অধ শ্বেতং কলশং গোভিরক্তমাপিপ্যানং মঘবা শুক্রমন্ধঃ।
অধ্বর্যুভিঃ প্রয়তং মধ্বো অগ্রমিন্দ্রো মদায় প্রতি ধৎপিবধ্যৈ শূরো মদায় প্রতি ধৎপিবধ্যৈ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — আমি গর্ভের মধ্যে স্থিত হয়েই এই সকল দেববৃন্দের জন্ম যথাক্রমে জ্ঞাত হয়েছি। শত লৌহময় শরীর আমাকে ধারণ করেছিল; অধুনা আমি শ্যেন, বেগে নির্গত হয়েছি॥১॥

সেই গর্ভ আমাকে পর্যাপ্তভাবে অপহরণ করতে পারেনি; আমি তাকে তীক্ষ্ণ বীর্যের দ্বার পরাভব করেছি। সোম শত্রুবর্গকে বধ করেছেন, এবং বর্ধমান হয়ে বায়ুবৃন্দকেও অতিক্রম করেছেন॥২॥

যখন শ্যেন দ্যুলোক হ'তে অধোমুখ হয়ে শব্দ করেছিল, যখন তারা এর নিকট হ'তে সোম গ্রহণ পূর্বক বহন করেছিল, যখন শরপ্রক্ষেপক কৃশাণু মনের মতো বেগে গমন করতে ইচ্ছা ক'রে জ্যাক্ষেপ করেছিলেন এবং তার প্রতি শরক্ষেপণ করেছিলেন॥৩॥

অশ্বিদ্বয় যেমন ইন্দ্রবান্ দেশ হ'তে ভুজ্যুকে বহন করেছিলেন, সেইরকম ঋজুগামী শ্যেন বৃহৎ দ্যুলোকের উপরিভাগ হ'তে সোম হরণ করেছিল। তখন যুদ্ধে প্রহৃত এই পক্ষীর মধ্যস্থিত একটি পক্ষ্ম (অর্থাৎ পালক) পতিত হয়েছিল॥৪॥

এই ক্ষণে শুভ্র, পাত্রস্থিত গব্যমিশ্রিত, তৃপ্তিকর সারোপেত এবং অধ্বর্যুগণ কর্তৃক দত্ত সোমকে ধনবান্ ইন্দ্র হর্ষের জন্য পান করুন। মধুর সোমরস অগ্রে হর্ষের নিমিত্ত পান করুন॥৫॥

টীকা — স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বলেন, এই ২৬ এবং ২৭ সূক্তের অন্য এক রকম আধ্যাত্মিক অর্থও সায়ণাচার্য করেছেন। বলা বাহুল্য, আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্বের মতোই এই সূক্তদ্বয়ে প্রকটিত হয়েছে। শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তহৃদয়ের নিবেদিত ভক্তিসুধা গ্রহণ ক'রে হৃষ্ট ইন্দ্রদেব, যা ঈশ্বরের অনন্ত বিভূতি-বিকাশ, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন, সেই কথাই বোধিত হয়। বায়ু, অর্থাৎ ঈশ্বরের

বিভূতিস্বরূপ জীবের জীবন, সর্বব্যাপী এবং সকলের হিতকারী দেবতা সম্বন্ধে প্রথম অষ্টকে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃশানু অর্থে অগ্নি, অর্থাৎ ঈশ্বরের যে বিভূতি ভগবৎ সমীপে শুদ্ধসত্ত্বের বাহকরূপে পরিচিহ্নিত হয়েছেন ॥

◆ ◆

— ২৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও সোম। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ত্বা যুজা তব তৎসোম সখ্য ইন্দ্রো অপো মনবে সস্রুতস্কঃ।
অহন্নহিমরিণাৎসপ্ত সিন্ধূনপাবৃণোদপিহিতেব খানি ॥ ১ ॥
ত্বা যুজা নি খিদৎ সূর্যস্যেন্দ্রশ্চক্রং সহসা সদ্য ইন্দো।
অধি ষ্ণুনা বৃহতা বর্তমানং মহো দ্রুহো অপ বিশ্বায়ু ধায়ি ॥ ২ ॥
অহন্নিন্দ্রো অদহদগ্নিরিন্দ্রো পুরা দস্যূন্ মধ্যন্দিনাদভীকে।
দুর্গে দুরোণে কৃত্বা ন যাতাং পুরূ সহস্রা শর্বা নি বর্হীত ॥ ৩ ॥
বিশ্বস্মাৎসীমধমাঁ ইন্দ্র দস্যূন্বিশো দাসীরকৃণোরপ্রশাস্তাঃ।
অবাধেথামমৃণতং নি শত্রূনবিন্দেথামপচিতিং বধত্রৈঃ ॥ ৪ ॥
এবা সত্যং মঘবানা যুবং তদিন্দ্রশ্চ সোমোর্বমশ্ব্যং গোঃ।
আদর্দৃতমপিহিতান্যশ্না রিরিচথুঃ ক্ষাশ্চিত্ততৃদানা ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! ইন্দ্রের সাথে আপনার বন্ধুত্ব হ'লে পরে, ইন্দ্র আপনার সাহায্যে মানববর্গের জন্য জল প্রবাহিত করেছেন, বৃত্রকে বধ করেছেন, সপ্তসিন্ধুকে প্রেরণ করেছেন এবং বদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত করেছেন ॥ ১ ॥

হে সোম। ইন্দ্র আপনার সাহায্যে ক্ষণমধ্যে সূর্যের রথের উপরিস্থিত বৃহৎ অন্তরীক্ষে বর্তমান চক্র বলপূর্বক গ্রহণ করেছিলেন। প্রভূত দ্রোহকারী সূর্যের সর্বতোগামী চক্র অপহৃত হয়েছিল ॥ ২ ॥

হে সোম! ইন্দ্র মধ্যাহ্নের পূর্বে সংগ্রামে দস্যুবর্গকে বধ করেছেন এবং অগ্নি কতকগুলিকে দগ্ধ করেছেন। চোর যেমন কার্যবশতঃ রক্ষাশূন্য দুর্গম স্থানে গমনকারী ব্যক্তিকে বধ করে, সেইরকম ইন্দ্র বহু সহস্র দস্যুবর্গের সকলকে বধ করেছিলেন ॥৩॥

হে ইন্দ্র! আপনি এই সকল দস্যুবর্গকে সমস্ত সৎ-গুণ হ'তে বঞ্চিত করেছেন। আপনি দাস মনুষ্যদের নিন্দনীয় করেছেন। হে ইন্দ্র ও সোম। আপনারা শত্রুবর্গকে বাধা দান করুন। তাদের বধের নিমিত্ত লোকের নিকট পূজা গ্রহণ করুন ॥ ৪ ॥

হে সোম ও ইন্দ্র! আপনারা মহান্ অশ্বসমূহ ও গোসমূহ দান করেছেন, লুক্কায়িত গোবৃন্দ ও ভূমি বলের দ্বারা বিমুক্ত করেছেন। হে ধনযুক্ত ইন্দ্র ও সোম! আপনারা শত্রুবর্গের হিংসক, আপনাদের এইসকল কার্য সত্য ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ নঃ স্তুত উপ বাজেভিরূতী ইন্দ্র যাহি হরিভির্মন্দসানঃ।
তিরশ্চিদর্যঃ সবনা পুরূণ্যাঙ্গুষেভির্গৃণানঃ সত্যরাধাঃ॥ ১॥
আ হি ষ্মা যাতি নর্যশ্চিকিত্বান্ হূয়মানঃ সোতৃভিরুপ যজ্ঞম্।
স্বশ্বো যো অভীরুর্মন্যমানঃ সুষ্বাণেভির্মদতি সং হ বীরৈঃ॥ ২॥
শ্রাবয়েদস্য কর্ণা বাজয়ধ্যৈ জুষ্টামনু প্র দিশং মন্দয়ধ্যৈ।
উদ্বাবৃষাণো রাধসে তুবিষ্মান্ করন্ন ইন্দ্রঃ সুতীর্থাভয়ং চ॥ ৩॥
অচ্ছা যো গন্তা নাধমানমূতী ইত্থা বিপ্রং হবমানং গৃণন্তম্।
উপ ত্মনি দধানো ধুর্যাশূন্ত্সহস্রাণি শতানি বজ্রবাহুঃ॥ ৪॥
ত্বোতাসো মঘবন্নিন্দ্র বিপ্রা বয়ং তে স্যাম সূরয়ো গৃণন্তঃ।
ভেজানাসো বৃহদ্দিবস্য রায় আকায্যস্য দাবনে পুরুক্ষোঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি স্তুত হয়ে আমাদের আশ্রয় দান করবার জন্য আমাদের অদ্ভুত অনেক যজ্ঞে অশ্বগণের সাথে আগমন করুন। আপনি হর্ষযুক্ত ও আর্য, আপনি স্তোত্রের দ্বারা স্তূয়মান ও সত্য ধন॥ ১॥

মানববর্গের হিতকারী, সর্ববেত্তা ইন্দ্র সোম-অভিষবকারিগণ কর্তৃক আহূত হয়ে যজ্ঞের উদ্দেশে আগমন করুন। তিনি সুন্দর অশ্বযুক্ত, তিনি নির্ভয়, তিনি সোম-অভিষবকারী কর্তৃক স্তুত হন এবং বীর মরুৎবৃন্দের সাথে হৃষ্ট হন॥ ২॥

হে স্তোতা! তুমি, ইন্দ্রের কর্ণদ্বয়ে তাঁকে বলশালী করবার জন্য ও সর্বস্থানে হৃষ্ট করবার জন্য স্তোত্র শ্রবণ করাও। সোমরসে সিক্ত, বলবান্ ইন্দ্র আমাদের ধনের জন্য সুতীর্থ সমূহ ভয়শূন্য করুন॥ ৩॥

বজ্রবাহু ইন্দ্র তাঁর বশীভূত সহস্র সংখ্যক ও শত সংখ্যক শীঘ্রগামী অশ্ববর্গকে রথবহন প্রদেশে সংস্থাপন পূর্বক যাচক, মেধাবী, আহ্বানকারী এবং স্তবকারী যজমানের অভিমুখে আশ্রয় প্রদানের নিমিত্ত গমন করেন॥ ৪॥

হে ধনবান্ ইন্দ্র! আমরা আপনার স্তোতা, আমরা আপনার দ্বারা রক্ষিত, মেধাবী ও স্তুতিকারী। আপনি দীপ্তিবিশিষ্ট; স্তুতির যোগ্য ও অন্নবিশিষ্ট ধনের দানকালে আমরা যেন আপনাকে ভজনা করতে পারি॥ ৫॥

টীকা — এই সূক্তেও ইন্দ্রকে যেভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাঁর কীর্তিস্বরূপ যা যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা একমাত্র ঈশ্বর সম্পর্কেই প্রযোজ্য হওয়ার যোগ্য। অতএব ইন্দ্র যে সেই একমেবাদ্বিতীয়

প্রকারেরই বিভূতি-বিকাশমাত্র তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই ইন্দ্র যে সৎকর্মের পোষণকর্তা, সৎপথগামীদের পালক, শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল এবং অপ্রতিহত শক্তিশালী তা সহজেই অনুমিত হয়। তিনি প্রকারের আর এক বিভূতি-বিকাশ অর্থাৎ বিবেকরূপী মরুৎবৃন্দের সাথে মিলিত হয়ে হৃষ্ট হন, সেই কথাও বলা হয়েছে।

◆ ◆

— ৩০ সূক্ত —

[দেবতা : মূলতঃ ইন্দ্র; ৯ ঋকের উষা ও ইন্দ্র। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ]

নকিরিন্দ্র ত্বদুত্তরো ন জ্যায়া অস্তি বৃত্রহন্। নাকিরেবা যথা ত্বম্॥ ১॥
সত্রা তে অনু কৃষ্টয়ো বিশ্বা চক্রেব বাবৃতুঃ। সত্রা মহাঁ অসি শ্রুতঃ॥ ২॥
বিশ্বে চনেদনা ত্বা দেবাস ইন্দ্র যুযুধুঃ। যদহা নক্তমাতিরঃ॥ ৩॥
যত্রোত বাধিতেভ্যশ্চক্রং কুৎসায় যুধ্যতে। মুষায় ইন্দ্র সূর্যম্॥ ৪॥
যত্র দেবাঁ ঋঘায়তো বিশ্বা অযুধ্য এক ইৎ। ত্বমিন্দ্র বনূঁরহন্॥ ৫॥
যত্রোত মর্ত্যায় কমরিণা ইন্দ্র সূর্যম্। প্রাবঃ শচীভিরেতশম্॥ ৬॥
কিমাদুতাসি বৃত্রহন্মঘবন্মন্যুমত্তমঃ। অত্রাহ দানুমাতিরঃ॥ ৭॥
এতদ্ঘেদুত বীর্যমিন্দ্র চকর্থ পৌংস্যম্।
স্ত্রিয়ং যদ্দুর্হণায়ুবং বধীদুহিতরং দিবঃ॥ ৮॥
দিবশ্চিদঘা দুহিতরং মহান্মহীয়মানাম্। উষাসমিন্দ্র সং পিণক্॥ ৯॥
অপোষা অনসঃ সরৎ সংপিষ্টাদহ বিভ্যুষী। নি যৎসীং শিশ্নথদ্বৃষা॥ ১০॥
এতদস্যা অনঃ শয়ে সুসংপিষ্টং বিপাশ্যা। সসার সীং পরাবতঃ॥ ১১॥
উত সিন্ধুং বিবাল্যং বিতস্থানামধি ক্ষমি। পরিষ্ঠা ইন্দ্র মায়য়া॥ ১২॥
উত শুষ্ণস্য ধৃষ্ণুয়া প্র মৃক্ষো অভি বেদনম্। পুরো যদস্য সংপিণক্॥ ১৩॥
উত দাসং কৌলিতরং বৃহতঃ পর্বতাদধি। অবাহন্নিন্দ্র শম্বরম্॥ ১৪॥
উত দাসস্য বর্চিনঃ সহস্রাণি শতাবধীঃ। অধি পঞ্চ প্রধীঁরিব॥ ১৫॥
উত ত্যং পুত্রমগ্রুবঃ পরাবৃক্তং শতক্রতুঃ। উক্থেষ্বিন্দ্র আভজৎ॥ ১৬॥
উত ত্যা তুর্বশাযদূ অস্নাতারা শচীপতিঃ। ইন্দ্রো বিদ্বাঁ অপারয়ৎ॥ ১৭॥
উত ত্যা সদ্য আর্যা সরয়োরিন্দ্র পারতঃ। অর্ণাচিত্ররথাবধীঃ॥ ১৮॥
অনু দ্বা জহিতা নয়োঽন্ধং শ্রোণং চ বৃত্রহন্। ন তত্তে সুম্নমষ্টবে॥ ১৯॥
শতমশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রো ব্যাস্যৎ। দিবোদাসায় দাশুষে॥ ২০॥
অস্বাপয়দ্দভীতয়ে সহস্রা ত্রিংশতং হথৈঃ। দাসানামিন্দ্রো মায়য়া॥ ২১॥
স ঘেদুতাসি বৃত্রহন্ৎসমান ইন্দ্র গোপতিঃ। যস্তা বিশ্বানি চিচ্যুষে॥ ২২॥

উত নূনং যদিন্দ্রিয়ং করিষ্যা ইন্দ্র পৌংস্যং। অদ্য নকিষ্টদা মিনৎ॥ ২৩॥
বামং বামং ত আদুরে দেবো দদাত্বর্যমা।
বামং পূষা বামং ভগো বামং দেবঃ করূলতী॥ ২৪॥

মন্ত্রার্থ — হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র! আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেউ নেই। আপনা অপেক্ষা প্রশংসতর কেউ নেই। আপনি যেমন, সেরকম কেউই নয়॥ ১॥

হে ইন্দ্র! সমস্ত চক্র যেমন শকটকে অনুবর্তন করে, সেইরকম লোকে আপনাকে অনুবর্তন করে। আপনি সত্যই মহান্ ও প্রখ্যাত॥ ২॥

হে ইন্দ্র! সমস্ত দেববৃন্দ আপনাকে বলের স্বরূপে গ্রহণ ক'রে যুদ্ধ করেছিল; যেহেতু আপনি শত্রুবর্গকে বধ করেছিলেন॥ ৩॥

হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে আপনি যুদ্ধকারী কুৎস এবং তার সহকারিগণের জন্য সূর্যের রথচক্র অপহরণ করেছিলেন॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে আপনি একাকী দেববৃন্দের বাধাকারী সকলের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং হিংসকবৃন্দকে বধ করেছিলেন॥ ৫॥

হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে আপনি মানুষের জন্য সূর্যকে হিংসা করেছিলেন এবং যুদ্ধকর্মের দ্বারা এতশকে রক্ষা করেছিলেন॥ ৬॥

হে বৃত্রহন্তা মঘবা! তার পরে আপনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন? আপনি এই অন্তরীক্ষে দিবসেই দনুর পুত্রকে বধ করেছিলেন॥ ৭॥

হে ইন্দ্র! আপনি এইরকম বীর্যশালী বল প্রদর্শন করেছিলেন। আপনি দ্যুলোকের দুহিতা হনন-অভিলাষিণী স্ত্রীকে বধ করেছিলেন॥ ৮॥

হে মহান্ ইন্দ্র! আপনি দ্যুলোকের দুহিতা পূজনীয়া উষাকে সংপিষ্ট করেছিলেন॥ ৯॥

অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যখন উষার শকট ভগ্ন করেছিলেন, তখন উষা ভীতা হয়ে শকট হ'তে অবতরণ করেছিলেন॥ ১০॥

উষাদেবীর চূর্ণীকৃত শকট বিপাশ নদীর তীরে পতিত হয়ে রইলো; তিনি দূরদেশে অপসৃতা হলেন॥ ১১॥

হে ইন্দ্র! আপনি সম্পূর্ণজলা তিষ্ঠমনা সিন্ধুকে পৃথিবীতে প্রজ্ঞার দ্বারা সংস্থাপিত করেছিলেন॥ ১২॥

হে ইন্দ্র! আপনি কর্ষণকারী। যখন আপনি শুষ্মের নগর সমূহ সংপিষ্ট করেছিলেন, তখন আপনি তার ধন লুণ্ঠন করেছিলেন॥ ১৩॥

হে ইন্দ্র! আপনি কুলিতরের দাস শম্বরকে বৃহৎ পর্বতের উপরে নিম্নমুখ ক'রে বধ করেছিলেন॥ ১৪॥

হে ইন্দ্র! চক্রের চতুর্দিকস্থ শঙ্কুর মতো দাস বর্চির চতুর্দিকস্থিত পঞ্চশত সংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক অনুচরবর্গকে আপনি বিশেষভাবে বধ করেছিলেন॥ ১৫॥

শতক্রতু ইন্দ্র সেই অগ্রুর পুত্র পরাবৃত্তকে স্তোত্রভাগী করেছিলেন॥ ১৬॥

যজ্ঞপতি বিদ্বান্ ইন্দ্র অনভিষিক্ত সেই তুর্বশ ও যদুকে অভিষেকের যোগ্য করেছিলেন॥ ১৭॥

হে ইন্দ্র! আপনি তৎক্ষণাৎ সরযু নদীর পারে আর্য অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করেছিলেন ॥ ১৮॥

হে বৃত্রহন্তা! আপনি বন্ধুবর্গ কর্তৃক অন্ধ ও পঙ্গুকে অনুনীত করেছিলেন; আপনার দত্ত সুখ কেউ অতিক্রম করতে সমর্থ নয় ॥ ১৯॥

ইন্দ্র হব্যদাতা দিবোদাসকে শম্বরের পাষাণনির্মিত শত সংখ্যক পুরী প্রদান করেছিলেন ॥ ২০॥

ইন্দ্র দভীতির জন্য মায়াবলে ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যক দাসকে হনন পূর্বক প্রসুপ্ত করেছিলেন ॥ ২১॥

হে ইন্দ্র! আপনি এই সমস্ত শত্রুবর্গকে প্রচ্যুত করেছেন। হে বৃত্রহন্তা! আপনি গাভী সমূহের পালক, আপনি সকল যজমানের নিকট সমান ॥ ২২॥

হে ইন্দ্র! যেহেতু আপনি আপনার বলকে সামর্থ্যযুক্ত করেছিলেন, অতএব অধুনাতন কোনও ব্যক্তি হিংসা করতে পারে না ॥ ২৩॥

হে শত্রুবিনাশক ইন্দ্র! অর্যমাদেব আপনার সেই মনোহর ধন দান করুন, পূষা সেই মনোহর ধন দান করুন, ভগ সেই মনোহর ধন দান করুন। করূলতী দেব সেই মনোহর ধন দান করুন ॥ ২৪॥

টীকা — ৮ ঋকের মর্ম বোধ হয় এই যে, দিবা বা সূর্যরূপ ইন্দ্র উদয় হ'লে উষা বিনষ্ট হয়। পরবর্তী তিনটি ঋক্ লক্ষ্য করলেই এ-কথার অর্থ বোধগম্য হয় ॥ ১৮ ঋকের সরযু নদী পঞ্জাবের একটি নদী, আধুনিক সরযু নয় ॥ ২০ ঋকে প্রস্তরনির্মিত নগরের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সূক্তে অনার্যবর্গের সাথে যুদ্ধের অনেক উল্লেখ আছে। শেষ ঋকে সায়ণ 'করূলতী' অর্থে 'দন্তহীন' ক'রে ঐ শব্দটি পূষার বিশেষণ করেছেন ॥

এই সূক্তে অর্যমা, ভগ, পূষা ইত্যাদি দেবগণের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দেব বা ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশনত্রগুলি সম্পর্কে পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। বলা বাহুল্য এই সূক্তটিরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন, প্রথম ঋক্‌টির অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় স্বর্গীয় দুর্গাদাস বলেছেন— 'অজ্ঞানতা-নাশক হে ভগবান্ ইন্দ্রদেব! আপনা হ'তে উৎকৃষ্টতর (ঐশ্বর্যসম্পন্ন) কেউ নেই; আপনার অপেক্ষা প্রশস্ততর (দাতা) কেউ নেই; আপনি যেমন যেমন গুণ-মহিমা-বিশিষ্ট, তেমন তেমন গুণ-মহিমা সম্পন্নও কেউ নেই। [জগতে ভগবানের বিভূতিধারী পরমৈশ্বর্যশালী দেবতা ইন্দ্রের সমকক্ষ কেউ নেই।]—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৩১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : গায়ত্রী, পাদনিচৃৎ]

কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ১॥
কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়হা চিদারুজে বসু ॥ ২॥
অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাস্যূতিভিঃ ॥ ৩॥
অভী ন আ ববৃৎস্ব চক্রং ন বৃত্তমর্বতঃ। নিযুদ্ভিশ্চর্ষণীনাম্ ॥ ৪॥
প্রবতা হি ক্রতূনামা হা পদেব গচ্ছসি। অভক্ষি সূর্যে সচা ॥ ৫॥
সং যত্ত ইন্দ্র মন্যবঃ সং চক্রাণি দধন্বিরে। অধ ত্বে অধ সূর্যে ॥ ৬॥

উত স্মা হি ত্বামাহুরিন্মঘবানং শচীপতে। দাতারমবিদীধয়ুম্॥ ৭॥
উত স্মা সদ্য ইৎপরি শশমানায় সুন্বতে। পুরূ চিন্মংহসে বসু॥ ৮॥
নহি স্মা তে শতং চন রাধো বরন্ত আমুরঃ। ন চ্যৌত্নানি করিষ্যতঃ॥ ৯॥
অস্মাঁ অবন্তু তে শতমস্মান্ত্সহস্রমূতয়ঃ। অস্মান্বিশ্বা অভিষ্টয়ঃ॥ ১০॥
অস্মাঁ ইহা বৃণীষ্ব সখ্যায় স্বস্তয়ে। মহো রায়ে দিবিত্মতে॥ ১১॥
অস্মাঁ অবিড্ঢি বিশ্বহেন্দ্র রায়া পরীণসা। অস্মান্বিশ্বাভিরূতিভিঃ॥ ১২॥
অস্মভ্য তাঁ অপা বৃধি ব্রজাঁ অস্তেব গোমতঃ। নবাভিরিন্দ্রোতিভিঃ॥ ১৩॥
অস্মাকং ধৃষ্ণুয়া রথো দ্যুমাঁ ইন্দ্রানপচ্যুতঃ। গব্যুরশ্বয়ুরীয়তে॥ ১৪॥
অস্মাকমুত্তমং কৃধি শ্রবো দেবেষু সূর্য। বর্ষিষ্ঠং দ্যামিবোপরি॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — সর্বদা বর্ধমান, পূজনীয় ও সিক্রভূত ইন্দ্র কোন্ তর্পণের দ্বারা আমাদের অভিমুখে আগমন্ করবেন? কোন্ প্রজ্ঞাযুক্ত শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা আমাদের অভিমুখে আগমন করবেন! ॥১॥

হে ইন্দ্র! পূজনীয়, সত্যভূত, হর্ষকর সোমরসের মধ্যে কোন্ সোমরস শত্রুবর্গের ধন নাশ করবার নিমিত্ত আপনাকে হৃষ্ট করবে? ॥ ২ ॥

আপনি সখা স্তোতাবর্গের রক্ষক; আপনি শত রক্ষার সাথে আমাদের নিকট আগমন করুন ॥৩॥

আমরা আপনার উপগন্তা। আপনি মানুষদের স্তুতিতে প্রীত হয়ে আমাদের নিকট বৃত্তাকার চক্রের মতো প্রত্যাগত হোন ॥ ৪ ॥

আপনি প্রবণ প্রদেশ আপন বাসস্থান মনে ক'রে আগমন ক'রে থাকেন। আমি সূর্যের সাথে আপনাকে ভজনা ক'রি ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! যখন স্তুতি ও কর্ম সকল আপনার অনুমত হয়, তখন ঐগুলি আপনার হয়, তত্ত্ব সূর্যের হয় ॥ ৬ ॥

হে কর্মপালক ইন্দ্র! আপনাকে মঘবা, দাতা ও দীপ্তিবিশিষ্ট বলে ॥ ৭ ॥

আপনি ক্ষণমাত্রেই স্তুতিকারী সোম-অভিষবকারীকে বহু ধন দান করেন ॥৮॥

বাধাকারিবৃন্দ আপনার শত পরিমাণ ধন বারণ করতে পারে না। আপনি শত্রুবর্গের হিংসা করেন, তারা আপনার বল ধারণ করতে পারে না ॥ ৯ ॥

আপনার শত সংখ্যক রক্ষা আমাদের রক্ষা করুক। আপনার সহস্র সংখ্যক রক্ষা আমাদের রক্ষা করুক। আপনার সমস্ত অভিলষিত আমাদের রক্ষা করুক ॥ ১০ ॥

আপনি এই যজ্ঞে আমাদের আপনার সখ্যের, স্বস্তির ও মহান্ দীপ্তিযুক্ত ধনের নিমিত্ত বরণ করুন ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি প্রতিদিন আমাদের মহৎ ধনের দ্বারা রক্ষা করুন; সমস্ত রক্ষার দ্বারা রক্ষা করুন ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি শূরের মতো নূতন রক্ষার দ্বারা আমাদের নিমিত্ত গাভীবিশিষ্ট প্রসিদ্ধ গোষ্ঠসমূহ উদ্ঘাটিত করুন ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের শত্রুধর্ষক, দীপ্তিমান্, বিনাশরহিত, গাভীযুক্ত ও অশ্বযুক্ত রথ সর্বত্র গমন করুক ॥ ১৪ ॥

হে সূর্য! আপনি যেমন সেচনসমর্থ দ্যুলোককে উপরে স্থাপন করেছেন, সেইরকম দেববৃন্দের মধ্যে আমাদের যশ উৎকৃষ্ট করুন ॥ ১৫ ॥

টীকা — ইন্দ্র ও সূর্যের ঈশ্বরীয় বিভূতি-বিকাশের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ সম্বন্ধে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ্য। ১ ঋক্—'চিরনবীনতাসম্পন্ন, অভিনব কর্মযুক্ত, সুহৃৎস্থানীয় সেই দেবতা—কি রকম কর্মের দ্বারা আমাদের অভিমুখী হন? আর, প্রজ্ঞাসহ অনুষ্ঠীয়মান্ কোন্ কর্মের দ্বারাই বা তিনি প্রাপ্তব্য হন।' (কোন্ কর্মের দ্বারা কি রকমে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বিষয়ে প্রার্থনাকারী অনুসন্ধিৎসু হয়ে মন্ত্রে সেই ব্যাকুলতা প্রকাশ করছেন)। [প্রকৃতপক্ষে এইটি আত্মজিজ্ঞাসা। কোন্ কর্মের দ্বারা তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর কোন্ কর্মের দ্বারা তিনি নিকটে আগমন করেন,—এমন আত্ম-অনুসন্ধানই এই মন্ত্রের লক্ষ্য] ॥ ২ ঋক্—'আনন্দদায়ক বস্তুগুলির মধ্যে কোন্ বস্তু আপনাকে আনন্দ প্রদান করে? নিশ্চয়ই সাধকবৃন্দের হৃদয়স্থিত সত্যভূত সত্ত্বভাবজাত শ্রেষ্ঠ ধন আপনাকে আনন্দ প্রদান করে। হে দেব! কঠোর রিপুদের সম্যক্‌ভাবে বিনাশ করুন।' (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবান্ প্রীত হন) ॥ ৩ ঋক্—'হে ভগবন্! আপনার সখীভূত সাধকবৃন্দের রক্ষক আপনি বহু রক্ষাশক্তির সাথে আমাদের সম্যক্‌ভাবে প্রাপ্ত হোন।' (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সকল বিপদ হ'তে রক্ষা করুন) ॥—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৩২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : গায়ত্রী]

আ তূ ন ইন্দ্র বৃত্রহন্নস্মাকমর্ধমা গহি। মহান্মহীভিরূতিভিঃ ॥ ১ ॥
ভৃমিশ্চিদ্ঘাসি তূতুজিরা চিত্র চিত্রিণীষ্বা। চিত্রং কৃণোষ্যূতয়ে ॥ ২ ॥
দভ্রেভিশ্চিচ্ছশীয়াংসং হংসি ব্রাধন্তমোজসা। সখিভির্যে ত্বে সচা ॥ ৩ ॥
বয়মিন্দ্র ত্বে সচা বয়ং ত্বাভি নোনুমঃ। অস্মাঁ অস্মাঁ ইদুদব ॥ ৪ ॥
স নশ্চিত্রাভিরদ্রিবোহনবদ্যাভি রূতিভিঃ। অনাধৃষ্টাভিরা গহি ॥ ৫ ॥
ভূয়ামো ষু ত্বাবতঃ সখায় ইন্দ্র গোমতঃ। যুজো বাজায় ঘৃষ্বয়ে ॥ ৬ ॥
ত্বং হ্যেক ঈশিষ ইন্দ্র বাজস্য গোমতঃ। স নো যন্ধি মহীমিষম্ ॥ ৭ ॥
ন ত্বা বরন্তে অন্যথা যদ্দিৎসসি স্তুতো মঘং। স্তোতৃভ্য ইন্দ্র গির্বণঃ ॥ ৮ ॥
অভি ত্বা গোতমা গিরানূষত প্র দাবনে। ইন্দ্র বাজায় ঘৃষ্বয়ে ॥ ৯ ॥
প্র তে বোচাম বীর্যা যা মন্দসান আরুজঃ। পুরো দাসীরভীত্য ॥ ১০ ॥
তা তে গৃণন্তি বেধসো যানি চকর্থ পৌংস্যা। সুতেম্বিন্দ্র গির্বণঃ ॥ ১১ ॥
অবীবৃধন্ত গোতমা ইন্দ্র ত্বে স্তোমবাহসঃ। ঐষু ধা বীরবদ্যশঃ ॥ ১২ ॥
যচ্চিদ্ধি শশ্বতামসীন্দ্র সাধারণস্ত্বং। তং ত্বা বয়ং হবামহে ॥ ১৩ ॥

অর্বাচীনো বসো ভবাস্মে সু মৎস্বান্ধপঃ। সোমানামিন্দ্র সোমপাঃ॥ ১৪॥
অস্মাকং ত্বা মতীনামা স্তোম ইন্দ্র যচ্ছতু। অর্বাগা বর্তয়া হরী॥ ১৫॥
পুরোলাশং চ নো ঘসো জোষয়াসে গিরশ্চ নঃ। বধূয়ুরিব যোষণাম্॥ ১৬॥
সহস্রং ব্যতীনাং যুক্তানামিন্দ্রমীমহে। শতং সোমস্য খার্যঃ॥ ১৭॥
সহস্রা তে শতা বয়ং গবামা চ্যাবয়ামসি। অস্মত্রা রাধ এতু তে॥ ১৮॥
দশ তে কলশানাং হিরণ্যানামধীমহি। ভূরিদা অসি বৃত্রহন্॥ ১৯॥
ভূরিদা ভূরি দেহি নো মা দভ্রং ভূর্য ভর। ভূরি ঘেদিন্দ্র দিৎসসি॥ ২০॥
ভূরিদা হ্যসি শ্রুতঃ পুরত্রা শূর বৃত্রহন্। আ নো ভজস্ব রাধসি॥ ২১॥
প্র তে বভ্রু বিচক্ষণ শংসামি গোষণো নপাৎ। মাভ্যাং গা অনু শিশ্রথঃ॥ ২২॥
কনীনকেব বিদ্রধে নবে দ্রুপদে অর্ভকে। বভ্রূ যামেষু শোভেতে॥ ২৩॥
অরং ম উস্রয়াম্ণেঽরমনুস্রয়াম্ণে। বভ্রূ যামেষ্বস্রিধা॥ ২৪॥

মন্ত্রার্থ — হে বৃত্রবিনাশক ইন্দ্র! আপনি শীঘ্র আমাদের নিকট আগমন করুন। আপনি মহান্, আপনি মহতী রক্ষার সাথে আমাদের সমীপে আগমন করুন ॥ ১ ॥

হে পূজনীয় ইন্দ্র। আপনি ভ্রমণশীল এবং আমাদের অভীষ্টদাতা। আপনি চিত্রকর্মযুক্ত লোককে রক্ষার নিমিত্ত ধন দান করেন ॥ ২ ॥

যারা আপনার সাথে সঙ্গত হয়, তারা সামান্য হ'লেও আপনি সেই সখাবৃন্দের সাথে মিলিত হয়ে উৎপ্রবমান মহান্ শত্রুবর্গকে বলের দ্বারা বিনাশ করেন ॥৩॥

হে ইন্দ্র। আমরা আপনার সাথে সঙ্গত, আমরা আপনাকে অধিক পরিমাণে স্তুতি করছি, আপনি আমাদের সকলকে বিশেষভাবে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

হে বজ্রধারী। আপনি মনোহর, আনন্দিত ও অনাক্রমণীয় রক্ষা সমূহের সাথে আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র। আমরা আপনার সদৃশ গোযুক্ত দেবতার সখা। আমরা প্রভূত অন্নের নিমিত্ত আপনার সাথে সংযুক্ত হচ্ছি ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র। আপনিই গোযুক্ত অন্নের স্বামী, অতএব আপনি আমাদের প্রভূত অন্ন দান করুন ॥ ৭ ॥

হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র। যখন আপনি স্তুত হয়ে স্তোতাবৃন্দকে ধন দান করতে ইচ্ছা করেন, তখন কেউই অনাথা থাকতে পারে না ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র। গোতমগণ ধন ও প্রভূত অন্নের নিমিত্ত আপনার উদ্দেশে স্তুতিবাক্যের দ্বারা স্তুতি করছে ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র। আপনি সোমপানে হৃষ্ট হয়ে দাসবৃন্দের নগর সমূহের বিরুদ্ধে গমন পূর্বক তাদের ভগ্ন করেছিলেন। আমরা আপনার সেই বীর্য কীর্তন করি ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র। আপনি স্তুতিযোগ্য; আপনি যে সমস্ত বীর্য প্রদর্শন করেছেন, সোম অভিষুত হ'লে প্রাজ্ঞবৃন্দ আপনার সেই সমস্ত বীর্য কীর্তন করে ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র। স্তোত্রবাহক গোতমগণ আপনাকে স্তোত্রের দ্বারা বর্ধিত করছে; আপনি তাদের পুত্রপৌত্রযুক্ত অন্ন দান করুন ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র! যদিও আপনি সকলের সাধারণ দেবতা, তথাপি আমরা আপনাকেই আহ্বান করছি ॥ ১৩ ॥

হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! আপনি আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। হে সোমপা! আপনি সোমরূপ অন্নের দ্বারা হৃষ্ট হোন ॥ ১৪ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনার স্তোতা, আমাদের স্তোত্র আপনাকে আমাদের নিকট আনয়ন করুক। আপনি অশ্বদ্বয়কে আমার অভিমুখে পরিবর্তিত করুন ॥ ১৫ ॥

আপনি আমাদের পুরোডাশ রূপ অন্ন ভক্ষণ করুন। স্ত্রৈন ব্যক্তি যেমন স্ত্রীর বাক্য সেবা করে, সেইরকম আপনি আমাদের স্তুতিবাক্য সেবা করুন ॥ ১৬ ॥

আমরা ইন্দ্রের নিকট শিক্ষিত ও শীঘ্রগামী সহস্র সংখ্যক অশ্ব যাজ্ঞা করছি শত সংখ্যক সোমের কলশ যাজ্ঞা করছি ॥ ১৭ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনার শত সংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক গাভী গ্রহণ করবো; আমাদের ধন আপনার নিকট হতে আগত হোক ॥ ১৮ ॥

আমরা যেন আপনার নিকট হ'তে দশটি হিরণ্যপূর্ণ কলশ লাভ করতে পারি। হে বৃত্রবিনাশক! আপনি বহুপ্রদ ॥ ১৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বহুপ্রদ, আপনি আমাদের বহু ধন দান করুন, অল্প ধন দান করবেন না। আপনি প্রভূত ধন আনয়ন করুন, কারণ আপনি প্রভূত ধন দান করতে ইচ্ছা ক'রে থাকেন ॥ ২০ ॥

হে বৃত্রবিনাশক শূর! আপনি বহুপ্রদ ব'লে যজমানবৃন্দের নিকট বিখ্যাত আছেন। আপনি আমাদের ধনের ভাগী করুন ॥ ২১ ॥

হে প্রাজ্ঞ! আমি আপনার পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব দু'টির প্রশংসা করছি। হে গাভীপ্রদ! আপনি স্তোতৃবৃন্দকে বিনাশ করবেন না, আপনি এই অশ্ব দু'টির দ্বারা আমাদের গাভীবৃন্দকে বিনাশ করবেন না ॥ ২২ ॥

দৃঢ়, নব ও ক্ষুদ্র দ্রুপদে স্থিত পুত্তলিকাদ্বয়ের মতো আপনার পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব দু'টি যজ্ঞে শোভা প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩ ॥

আমি যখন বৃষভযুক্ত রথে গমন ক'রি, অথবা যখন পদের দ্বারা গমন ক'রি, তখন আপনার অহিংসক অশ্বদ্বয় আমার পর্যাপ্তকারী হোক ॥ ২৪ ॥

টীকা — ১৭ ঋকের 'কলশ' শব্দটি সম্পর্কে বক্তব্য—মূলে 'খার্যঃ' আছে। সায়ণ বলেন, 'মানবিশেষবাচী খারী শব্দের দ্বারা দ্রোণকলস উপলক্ষিত হচ্ছে।' উইলসন বলেন, আধুনিক কালে এটি শস্য পরিমাপকের নাম, যেটি ষোল (১৬) দ্রোণের সমান ইত্যাদি ॥

২৩ ঋকে উইলসন বলেছেন, দ্রুপদ অর্থে প্রদর্শনের স্থান। দ্রুপদে স্থিত পুত্তলিকা কি?

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও অপরিবর্তিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম ঋকটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় স্বর্গীয় দুর্গাদাস যা বলেছেন, তা এই—'শত্রুনাশক (অজ্ঞানতানাশকারী) হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব। আমাদের প্রতি শীঘ্র আগমন করুন; মহত্ত্বসম্পন্ন আপনি মহতী রক্ষার সাথে আমাদের নিকট আগমন করুন।' [ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদের নিকট আগমন করুন এবং আমাদের সর্বথা রক্ষা করুন।'—এটি একটি সরল প্রার্থনামূলক মন্ত্র।—পাপের জ্বালায় আমরা জর্জরীভূত; আপনি পাপনাশক; আমাদের পাপ নাশ করুন। আপনি নিকটস্থ হ'লে পাপ পলায়ন করবে, আমরা রক্ষা প্রাপ্ত হবো।—বৃত্র বলতে কোনও দেহধারী অসুরকে বোঝায় না, অজ্ঞানতারূপ মানুষের শত্রুই বৃত্র-নামে অভিহিত

হয়েছে]—ইত্যাদি॥ এই সূক্তেও গাভী বা গো শব্দে জ্ঞানরশ্মিকে নির্দেশ করা হয়েছে। সোম শব্দে ভক্তিসুধা বা শুদ্ধসত্ত্ব বোধিত হয়েছে ব'লে আমরা মনে ক'রি॥—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৩৩ সূক্ত —

[দেবতা : ঋভুগণ। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র ঋভুভ্যো দূতমিব বাচমিষ্য উপস্তিরে শ্বৈতরীং ধেনুমীলে।
যে বাতজূতাস্তরণিভিরবৈঃ পরি দ্যাং সদ্যো অপসো বভূবুঃ॥ ১॥
যদারমক্রমৃভবঃ পিতৃভ্যাং পরিবিষ্টী বেষণা দংসনাভিঃ।
আদিদ্দেবানামুপ সখ্যমায়ন্ধীরাসঃ পুষ্টিমবহন্মনায়ৈ ॥ ২॥
পুন র্যে চক্রুঃ পিতরা যুবানা সনা যূপেব জরণা শয়না।
তে বাজো বিভ্বাঁ ঋভুরিন্দ্রবন্তো মধুপ্সরসো নোঽবন্তু-যজ্ঞম্॥ ৩॥
যৎ সংবৎসমৃভবো গামরক্ষন্ যৎ সংবৎসমৃর্ভবো মা অপিংশন্।
যৎসবেৎসমভরন্ ভাসো অস্যাস্তাভিঃ শমীভিরমৃতত্বমাশুঃ॥ ৪॥
জ্যেষ্ঠ আহ চমসা দ্বা করেতি কনীয়াস্ত্রীন্ কৃণবামেত্যাহ।
কনিষ্ঠ আহ চতুরস্করেতি ত্বষ্ট ঋভবস্তৎপনয়দ্বচো বঃ॥ ৫॥
সত্যমূচু র্নর এবা হি চক্রুরন্ স্বধামৃভবো জগ্মুরেতাম্।
বিভ্রাজমানাংশ্চমসাঁ অহেবাবেনত্বষ্টা চতুরো দদৃশ্বান্॥ ৬॥
দ্বাদশ দ্যূন্যদগোহ্যস্যাতিথ্যে রণন্নৃভবঃ সসন্তঃ।
সুক্ষেত্রাকৃণ্বন্নত সিন্ধুন্ধন্বাতিষ্ঠন্নোষধী র্নিম্নমাপঃ॥ ৭॥
রথং যে চক্রুঃ সুবৃতং নরেষ্ঠাং যে ধেনুং বিশ্বজুবং বিশ্বরূপাম্।
ত আ তক্ষন্ত্বভবো রয়িং নঃ স্ববসঃ স্বপসঃ সুহস্তাঃ॥ ৮॥
অপো হ্যেষামজুষন্ত দেবা অভি ক্রত্বা মনসা দীধ্যানাঃ।
বাজো দেবানামভবৎ সুকর্মেন্দ্রস্য ঋভুক্ষা বরুণস্য বিভ্বা॥ ৯॥
যে হরী মেধয়োকথা মদন্ত ইন্দ্রায় চক্রুঃ সুযুজা যে অশ্বা।
তে রায়স্পোষং দ্রবিণান্যস্মে ধত্ত ঋভবঃ ক্ষেময়ন্তো ন মিত্রম্॥ ১০॥
ইদাহ্নঃ পীতিমুত বো মদং ধুর্ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ।
তে নূনমস্মে ঋভবো বসূনি তৃতীয়ে অস্মিন্ত্‌ সবনে দধাত॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — আমি ঋভুবৃন্দের নিকট দূতের মতো স্তুতিবাক্য প্রেরণ করছি। আমি তাঁদের নিকট সোম উপস্তরণের জন্য পয়োযুক্তা ধেনু যাচ্ঞা করছি। ঋভুবৃন্দ বায়ুগতি এবং জগতের

উপকারজনক কর্মকারী। তাঁরা বেগগামী অশ্বের দ্বারা ক্ষণমাত্রে অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত করেন ॥ ১ ॥

যখন ঋভুবৃন্দ মাতাপিতাকে পরিচর্যা ও যুবা ক'রে এবং চমস নির্মাণ ইত্যাদি অন্য কার্য ক'রে অলঙ্কৃত হয়েছিলেন, তাঁরা সেই সময়েই দেববৃন্দের সখ্য লাভ করেছিলেন। ধীর ঋভুবৃন্দ প্রকৃষ্টমনস্ক যজমানের জন্য পুষ্টিধারণ করেন ॥ ২ ॥

ঋভুবৃন্দ যূপকাষ্ঠের মতো জীর্ণ ও শয়ান মাতাপিতাকে নিত্য তরুণ করেছিলেন। বাজ, বিভ্বা এবং ঋভু, ইন্দ্রের সাথে সোমরস পানপূর্বক আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

ঋভুবৃন্দ মৃতা গাভীকে সংবৎসর পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন। ঋভুবৃন্দ উক্ত গাভীর মাংসকে সংবৎসর পর্যন্ত অবয়বযুক্ত করেছিলেন এবং তার শরীর সংবৎসর পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা এই সকল কার্যের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥ ৪ ॥

জ্যেষ্ঠ ঋভু বললেন, এক চমস দুই করবো। তাঁর অবরজ (অর্থাৎ পশ্চাজ্জাত) বিভ্বা বললেন, তিন করবো। কনিষ্ঠ বাজ বললেন, চতুর্ধা করবো। হে ঋভুগণ! ত্বষ্টা এই চতুষ্করণের প্রশংসা করেছিলেন ॥ ৫ ॥

মনুষ্যরূপ ঋভুবৃন্দ সত্য বলেছিলেন। কারণ তাঁরা তা করেছিলেন। তার পরে ঋভুবৃন্দ স্বধার ভাগী হয়েছিলেন। ত্বষ্টা, দিবসের মতো দীপ্তিমান্ চমস চারিটি দর্শন ক'রে কামনা করেছিলেন ॥ ৬ ॥

যখন ঋভুবৃন্দ অগোপনীয় সূর্যের আতিথ্যে দ্বাদশ দিবস সুখে অবস্থান পূর্বক বিহার করেন, তখন তাঁরা ক্ষেত্রসমূহ শস্যসম্পন্ন করেন, নদীসমূহ প্রেরণ করেন। জলবিহীন স্থানে ওষধি সমুদয় জন্মায় এবং নিম্নস্থান জল ব্যাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

যাঁরা সুচক্র ও চক্রবিশিষ্ট রথ নির্মাণ করেছিলেন, যাঁরা বিশ্বের প্রেরয়িত্রী বিশ্বরূপা ধেনু উৎপাদন করেছিলেন, সেই সুকর্মা সুন্দর অন্নযুক্ত সুহস্ত ঋভুবৃন্দ আমাদের ধন নিষ্পাদন করুন ॥ ৮ ॥

দেববৃন্দ কর্মের দ্বারা এবং প্রসন্ন অন্তঃকরণের দ্বারা দীপ্তিমান্ হয়ে এঁদের কর্ম স্বীকার করেছিলেন। সুকর্মা বাজ সমস্ত দেববৃন্দের হয়েছিলেন, ঋভু ইন্দ্রের হয়েছিলেন। বিভ্বা বরুণের হয়েছিলেন ॥ ৯ ॥

যাঁরা অশ্ব দুটিকে প্রজ্ঞা ও স্তুতির দ্বারা হৃষ্ট করেছিলেন, যাঁরা ইন্দ্রের নিমিত্ত সুখে অশ্ব দুটি সম্পাদন করেছিলেন, সেই ঋভুবৃন্দ আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মিত্রের মতো ধনপুষ্টি ও দ্রবিণ দান করুন ॥ ১০ ॥

তার পর, দেববৃন্দ তৃতীয় সবনে তোমাদের সোম পান ও তার জন্য হর্ষ প্রদান করেছিলেন, তাঁরা শ্রান্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সখা হন না। হে ঋভুবৃন্দ! আপনারা তৃতীয় সবনে নিশ্চয়ই ধন দান করুন ॥ ১১ ॥

টীকা — ৭ ঋকে ঋভুবৃন্দকে সূর্যরশ্মিরূপে স্তব করা হয়েছে। সায়ণ। ঐ ঋকের মূলে 'দ্বাদশ দ্যুন' আছে। সায়ণ বলেছেন, এর অর্থ আর্দ্রা ইত্যাদি দ্বাদশ বৃষ্টি নক্ষত্র। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই স্থানে বৎসরের দ্বাদশ দিনের উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর গতির দ্বারা যে বৎসর গণনা করা হয়, দ্বাদশ অমাবস্যা গণনা করলে তা অপেক্ষা কয়েকদিন কম হয়ে পড়ে; এই জন্য সৌরবৎসর ও চান্দ্রবৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধান করবার জন্য চান্দ্রবৎসরের প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটি অধিক মাস, (মলিম্লুচ বা মলমাস ধরতে হয়।...এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বৈদিক হিন্দুগণ উভয় বৎসরের গণনা জ্ঞাত ছিলেন এবং উভয় বৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধান করণও জ্ঞাত ছিলেন।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্বানুরূপ।

◆◆

— ৩৪ সূক্ত —

[দেবতা : ঋভুগণ। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্‌]

ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইন্দ্রো নো অচ্ছেমং যজ্ঞং রত্নধেয়োপ যাত।
ইদা হি বো ধিষণা দেব্যহ্নামধাৎ পীতিং সং মদা অগ্মতা বঃ॥ ১॥
বিদানাসো জন্মনো বাজরত্না উত ঋতুভির্ঋভবো মাদয়ধ্বম্।
সং বো মদা অগ্মত সং পুরন্ধিঃ সুবীরামস্মে রয়িমেরয়ধ্বম্ ॥ ২॥
অয়ং বো যজ্ঞ ঋভবোঽকারি যমা মনুষ্বৎ প্রদিবো দধিধ্বে।
প্র বোঽচ্ছা জুজুষাণাসো অস্থুরভূত বিশ্বে অগ্রিয়োত বাজাঃ॥ ৩॥
অভূদু বো বিধতে রত্নধেয়মিদা নরো দাশুষে মর্ত্যায়।
পিবতা বাজা ঋভবো দদে বো মহি তৃতীয়ং সবনং মদায়॥ ৪॥
আ বাজা যাতোপ ন ঋভুক্ষা মহো নরো দ্রবিণসো গৃণানাঃ।
আ বঃ পীতয়োঽভিপিত্বে অহ্নামিমা অস্তং নবস্ব ইব গ্মন্॥ ৫॥
আ নপাতঃ শবসো যাতনোপেমং যজ্ঞং নমসা হূয়মানাঃ।
সজোষসঃ সূরয়ো যস্য চ স্থ মধ্বঃ পাত রত্নধা ইন্দ্রবন্তঃ॥ ৬॥
সজোষা ইন্দ্র বরুণেন সোমং সজোষাঃ পাহি গির্বণো মরুদ্ভিঃ।
অগ্রেপাভির্ঋতুপাভিঃ সজোষা গ্নাস্পত্নীভী রত্নধাভিঃ সজোষাঃ॥ ৭॥
সজোষস আদিত্যৈর্মাদয়ধ্বং সজোষস ঋভবঃ পর্বতেভিঃ।
সজোষসো দৈব্যেনা সবিত্রা সজোষসঃ সিন্ধুভী রত্নধেভিঃ॥ ৮॥
যে অশ্বিনা যে পিতরা য ঊতী ধেনুং ততক্ষুর্ঋভবো যে অশ্বা।
যে অংসত্রা য ঋধগ্রোদসী যে বিভ্বো নরঃ স্বপত্যানি চক্রুঃ॥ ৯॥
যে গোমন্তং বাজবন্তং সুবীরং রয়িং ধত্থ বসুমন্তং পুরুক্ষুম্।
তে অগ্রেপা ঋভবো মন্দসানা অস্মে ধত্ত যে চ রাতিং গৃণন্তি॥ ১০॥
নাপাভূত ন বোঽতীতৃষামানিঃশস্তা ঋভবো যজ্ঞে অস্মিন্।
সমিন্দ্রেণ মদথ সং মরুদ্ভিঃ সং রাজভী রত্নধেয়ায় দেবাঃ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে ঋভু, বিভ্বা, বাজ এবং ইন্দ্র! আপনারা রত্নদানের জন্য আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করুন; কারণ ধিষণা দেবী এই মাত্র আপনাদের দিবসের সোমজনিত প্রীতি দান করেছেন। অতএব, সোমজনিত হর্ষ আপনাদের সাথে সঙ্গত হোক ॥ ১ ॥

হে অন্নের দ্বারা শোভমান ঋভুবর্গ! আপনারা দেবজন্ম বিদিত হয়ে ঋতুবর্গের সাথে হৃষ্ট হোন।

হর্ষকর সোম ও স্তুতি আপনাদের জন্য একত্রিত হয়েছে, আপনারা আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদি বিশিষ্ট ধন প্রেরণ করুন ॥ ২ ॥

হে ঋভুবর্গ! আপনাদের নিমিত্ত এই যজ্ঞ করা হয়েছে; আপনারা মানুষের মতো দীপ্তিশালী হয়ে প্রীতি ধারণ করুন। মদকর সোম আপনাদের নিকটে অবস্থান করছে। হে বাজগণ! আপনারা প্রথমে উপাস্য ॥ ৩ ॥

হে নেতৃবর্গ! এই ক্ষণে আপনাদের অনুগ্রহে দানযোগ্য রত্ন পরিচর্যাকারী হব্যদাতা মানুষের হোক। হে বাজগণ! হে ঋভুবর্গ! আপনারা পান করুন, আমি হর্ষের নিমিত্ত তৃতীয় সবনের প্রকৃত সোম আপনাদের দান করছি ॥ ৪ ॥

হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাবর্গ! আপনারা নেতা। আপনারা মহৎ ধনকে স্তুতি পূর্বক আমাদের নিকট আগমন করুন। দিবসের সমাপ্তিতে নবপ্রসবা গাভীগুলি যেমন গৃহে আগমন করে, সেইরকম এই সোম রসের পান আপনাদের নিকট আগমন করছে ॥ ৫ ॥

হে বলের পুত্রগণ! আপনারা স্তোত্রের দ্বারা আহূত হয়ে এই যজ্ঞে আগমন করুন। আপনারা ইন্দ্রের সাথে সঙ্গত এবং মেধাবী, কারণ আপনারা ইন্দ্রের। আপনারা ইন্দ্রের সাথে রত্ন দান পূর্বক মধুর সোম পান করুন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বরুণের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে সোম পান করুন। হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! আপনি মরুৎবর্গের সাথে সঙ্গত হয়ে সোম পান করুন। আপনি, প্রথম পানকারী ঋতুপাবর্গের সাথে এবং রত্নদাত্রী দেবপত্নীগণের সাথে সোম পান করুন ॥ ৭ ॥

হে ঋভুবর্গ! আপনারা আদিত্যের সাথে সঙ্গত হয়ে হৃষ্ট হোন, পর্বতগণের সাথে সঙ্গত হয়ে হৃষ্ট হোন, দেববর্গের হিতকর সবিতাদেবের সাথে সঙ্গত হয়ে হৃষ্ট হোন, রত্নদাতা নদীদেবগণের সাথে সঙ্গত হয়ে হৃষ্ট হোন ॥ ৮ ॥

যাঁরা অশ্বিদ্বয়কে রথ নির্মাণ ইত্যাদি কার্যের দ্বারা প্রীত করেছিলেন, যাঁরা জীর্ণ পিতামাতাকে যুবা করেছিলেন, যাঁরা ধেনু ও অশ্ব নির্মাণ করেছিলেন, যাঁরা দেববর্গের নিমিত্ত অংসত্র কবচ নির্মাণ করেছিলেন, যাঁরা দ্যাবাপৃথিবীকে পৃথক্ করেছিলেন, যাঁরা ব্যাপ্ত এবং নেতা, যাঁরা সুন্দর অপত্য বিশিষ্ট কর্ম করেছিলেন ॥ ৯ ॥

যাঁরা গোবিশিষ্ট, পুত্রপৌত্র ইত্যাদি বিশিষ্ট, গৃহযুক্ত, বহু অন্নযুক্ত ধন ধারণ করেন, এবং যাঁরা ধনের প্রশংসা করেন, সেই অগ্রে পানকারী ঋভুবর্গ হৃষ্ট হয়ে আমাদের ধন দান করুন ॥ ১০ ॥

হে ঋভুবর্গ! আপনারা প্রস্থান করবেন না; আমরাও আপনাদের তৃষ্ণার্ত করবো না। হে দেবগণ! আপনারা আনন্দিত হয়ে রমণীয় ধন দানের জন্য এই যজ্ঞে ইন্দ্রের সাথে হৃষ্ট হোন, মরুৎবর্গের সাথে হৃষ্ট হোন, দীপ্তিমান্ অন্যান্য দেববৃন্দের সাথে হৃষ্ট হোন্ ॥ ১১ ॥

টীকা — ৮ ঋকে 'পর্বতগণের' অর্থ প্রসঙ্গে সায়ণ 'পর্বদিবসে বর্তমান দেববিশেষ' বলেছেন। পূর্বে তিনি 'পর্বত' অর্থে 'পর্জন্যদেব' করেছেন ॥ ৯ ঋকে মূলে 'অংসত্রং' আছে। সায়ণ বলেছেন—'অংসত্রাণি কবচানি' ॥—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆◆

— ৩৫ সূক্ত —

[দেবতা : ঋভুগণ। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইহোপ যাত শবসো নপাতঃ সৌধন্বনা ঋভবো মাপ ভূত।
অস্মিন্ হি বঃ সবনে রত্নধেয়ং গমন্ত্বিন্দ্রমনু বো মদাসঃ॥ ১॥
আগন্নৃভূণামিহ রত্নধেয়মভূৎ সোমস্য সুষুতস্য পীতিঃ।
সুকৃত্যয়া যৎ স্বপস্যয়া চঁ একং বিচক্র চমসং চতুর্ধা॥ ২॥
ব্যকৃণোত চমসং চতুর্ধা সখে বি শিক্ষেত্যব্রবীত।
অথৈত বাজা অমৃতস্য পন্থাং গণং দেবানামৃভবঃ সুহস্তাঃ॥ ৩॥
কিম্ময়ঃ স্বিচ্চমস এস আস যং কাব্যেন চতুরো বিচক্র।
অথা সুনুধ্বং সবনং মদায় পাত ঋভবো মধুনঃ সোমস্য॥ ৪॥
শচ্যাকর্তপিতরা যুবানা শচ্যাকর্ত চমসং দেবপানম্।
শচ্যা হরী ধনুতরাবতষ্টেন্দ্রবাহাবৃভবো বাজরত্নাঃ॥ ৫॥
যো বঃ সুনোত্যভিপিত্বে অহ্নাং তীব্রং বাজাসঃ সবনং মদায়।
তস্মৈ রয়িমৃভবঃ সর্ববীরমা তক্ষত বৃষণো মন্দসানাঃ॥ ৬॥
প্রাতঃ সুতমপিবো হর্যশ্ব মাধ্যন্দিনং সবনং কেবলং তে।
সমৃভুভিঃ পিবস্ব রত্নধেভিঃ সখীঁর্যাঁ ইন্দ্র চকৃষে সুকৃত্যা॥ ৭॥
যে দেবাসো অভবতা সুকৃত্যা শ্যেনা ইবেদধি দিবি নিষেদ।
তে রত্নং ধাত শবসো নপাতঃ সৌধন্বনা অভবতামৃতাসঃ॥ ৮॥
যত্তৃতীয়ং সবনং রত্নধেয়মকৃণুধ্বং স্বপস্যা সুহস্তাঃ।
তদৃভবঃ পরিষিক্তং ব এতৎ মদেভিরিন্দ্রিয়েভিঃ পিবধ্বম্॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে বলের পুত্র, সুধন্বার পুত্র, ঋভুবর্গ! আপনারা এই স্থানে আগমন করুন, আপনারা অপগত হবেন না। এই সবনের রমণীয় সোম রত্নদাতা ইন্দ্রের পরে আপনাদের নিকট গমন করুক ॥ ১॥

ঋভুবর্গের রত্নদান আমাদের নিকট এই যজ্ঞে আগমন করুক। যেহেতু তাঁরা শোভন হস্ত ব্যাপারের দ্বারা ও কর্মের ইচ্ছার দ্বারা এক চমসকে চতুর্ধা করেছিলেন এবং অভিষুত সোম পান করেছিলেন ॥ ২॥

আপনারা চমসকে চতুর্ধা করেছিলেন, হে সখা অগ্নি! অনুগ্রহ করুন। হে বাজগণ! হে ঋভুবর্গ! আপনারা কুশল হস্ত, আপনারা অমরত্বের পথে গমন করুন ॥ ৩॥

যাকে কৌশল পূর্বক চারটি করা হয়েছিল, সেই চমস কি রকমের? হে ঋত্বিকগণ! তোমরা

হর্ষের জন্য সোম অভিষব করো। হে ঋভুবর্গ! আপনারা মধুর সোমরস পান করুন ॥ ৪ ॥

হে রমণীয় সোমান্নযুক্ত ঋভুবর্গ! আপনারা কর্মের দ্বারা মাতাপিতাকে যুবা করেছিলেন, কর্মের দ্বারা চমস দেবপানের যোগ্য করেছিলেন, কর্মের দ্বারা শীঘ্রগামী ইন্দ্রের বাহক অশ্ব দুটি সম্পাদন করেছিলেন ॥ ৫ ॥

হে ঋভুবর্গ! আপনারা অন্নবান্! যে আপনাদের উদ্দেশে হর্ষের নিমিত্ত দিবাবসানে তীব্র সোম অভিষবণ করে, হে ফলবর্ষী ঋভুবর্গ! আপনারা হৃষ্ট হয়ে তার জন্য বহু পুত্রযুক্ত ধন সম্পাদন করুন ॥ ৬ ॥

হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আপনি প্রাতঃসবনে অভিষুত সোম পান করুন, মাধ্যন্দিন সবন কেবল আপনারই। হে ইন্দ্র! আপনি সুকর্মের দ্বারা যাদের সখা করেছেন, সেই রত্নদাতা ঋভুবর্গের সাথে তৃতীয় সবনে সোম পান করুন ॥ ৭ ॥

আপনারা সুকর্মের দ্বারা দেবতা হয়েছিলেন। হে বলের পুত্রবৃন্দ! আপনারা শ্যেনের মতো দ্যুলোকে নিষণ্ণ আছেন, আপনারা ধন দান করুন। হে সুধন্বার পুত্রবৃন্দ! আপনারা অমর হয়েছেন ॥ ৮ ॥

হে সুহস্ত ঋভুবর্গ! যেহেতু আপনারা রমণীয় সোমদানযুক্ত তৃতীয় সবনকে সুকর্মে ইচ্ছাপ্রযুক্ত প্রসাধিত করেছেন, অতএব আপনারা হৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের সাথে অভিষুত সোম পান করুন।

টীকা — ৩ ঋকের শেষার্ধটি অগ্নির উক্তি।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হতে পারে।

◆ ◆

— ৩৬ সূক্ত —

[দেবতা : ঋভুগণ। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

অনশ্বো জাতো অনভীশুরুক্থ্যো রথস্ত্রিচক্রঃ পরি বর্ততে রজঃ।
মহত্তদ্বো দেব্যস্য প্রবাচনং দ্যামৃভবঃ পৃথিবীং যচ্চ পুষ্যথ ॥ ১ ॥
রথং যে চক্রুঃ সুবৃতং সুচেতসোঽবিহ্বরন্তং মনসস্পরি ধ্যয়া।
তাঁ উ ন্বস্য সবনস্য পীতয় আ বো বাজা ঋভবো বেদয়ামসি ॥ ২ ॥
তদ্বো বাজা ঋভবঃ সুপ্রবাচনং দেবেষু বিভ্বো অভবন্মহিত্বনম্।
জিব্রী যৎ সন্তা পিতরা সনাজুরা পুন র্যুবানা চরথায় তক্ষথ ॥ ৩ ॥
একং বি চক্র চমসং চতুর্বয়ং নিশ্চর্মণো গামরিণীত ধীতিভিঃ।
অথা দেবেষ্বমৃতত্বমানশ শ্রুষ্টী বাজা ঋভবস্তদ্ব উক্থ্যম্ ॥ ৪ ॥
ঋভুতো রয়িং প্রথম শ্রবস্তমো বাজশ্রুতাসো যমজীজনন্নরঃ।
বিভ্বতষ্টো বিদথেষু প্রবাচ্যো যং দেবাসোঽবথা স বিচর্ষণিঃ ॥ ৫ ॥
স বাজ্যর্বা স ঋষি র্বচস্যয়া স শূরো অস্তা পৃতনাসু দুষ্টরঃ।
স রায়স্পোষং স সুবীর্যং দধে যং বাজো বিভ্বাঁ ঋভবো যমাবিষুঃ ॥ ৬ ॥

শ্রেষ্ঠং বঃ পেশো অধি ধায়ি দর্শতং স্তোমো বাজা ঋভবস্তং জুজুষ্টন।
ধীরাসো হি ষ্ঠা কবয়ো বিপশ্চতস্তান্ব এনা ব্রহ্মণা বেদয়ামসি॥ ৭॥
যূয়মস্মভ্যং ধিষণাভ্যস্পরি বিদ্বাংসো বিশ্বা নর্যাণি ভোজনা।
দ্যুমন্তং বাজং বৃষশুষ্মমুত্তমমা নো রয়িমৃভবস্তক্ষতা বয়ঃ॥ ৮॥
ইহ প্রজামিহ রয়িং ররাণা ইহ শ্রবো বীরবত্তক্ষতা নঃ।
যেন বয়ং চিতয়েমাত্যন্যান্তং বাজং চিত্রমৃভবো দদা নঃ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে ঋভুবৃন্দ! আপনাদের কৃত স্তুতিযোগ্য ত্রিচক্র রথ অশ্ব ব্যতিরেকে ও প্রগ্রহ ব্যতিরেকে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করছে। যার দ্বারা আপনারা দ্যাবাপৃথিবী পোষণ করছেন, সেই রথনির্মাণরূপ মহৎ কর্ম আপনাদের দেবত্ব প্রখ্যাত করছে ॥ ১ ॥

হে সুন্দর অন্তঃকরণ ঋভুবৃন্দ! আপনারা মানসিক ধ্যানের দ্বারা সুবৃত ও অকুটিলগামী রথ নির্মাণ করেছিলেন। হে বাজগণ! হে ঋভুবৃন্দ! আমরা আপনাদের সোম পানের জন্য আবেদন করছি ॥২॥

হে বাজগণ! হে ঋভুবৃন্দ! হে বিভুবর্গ! আপনারা যে বৃদ্ধ ও জীর্ণ পিতামাতাকে নিত্য তরুণ ও সর্বদা বিচরণক্ষম করেছেন, আপনাদের সেই মাহাত্ম্য দেববৃন্দের মধ্যে প্রখ্যাত আছে ॥৩॥

হে ঋভুবৃন্দ! আপনারা এক চমসকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করেছেন, কর্মের দ্বারা গাভিকে চর্মে পরিবৃত করেছেন, অতএব আপনারা দেবগণের মধ্যে অমরত্ব লাভ করেছেন। হে বাজগণ! হে ঋভুবৃন্দ! আপনাদের এই কর্ম প্রশংসাযোগ্য ॥ ৪ ॥

বাজগণের সাথে বিখ্যাত নেতা ঋভুবৃন্দ যে ধন উৎপাদন করেছেন, প্রধান ও প্রভূত অন্নবিশিষ্ট সেই ধন ঋভুবৃন্দের নিকট হ'তে আমাদের সমীপে আগমন করুক। যজ্ঞে ঋভুবৃন্দ কর্তৃক সম্পন্ন রথ বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। হে দীপ্তিবিশিষ্ট ঋভুবৃন্দ! আপনারা যা রক্ষা করেন তা দর্শনযোগ্য ॥ ৫ ॥

বাজ, বিভ্বা ও ঋভুবৃন্দ যাকে রক্ষা করেন, সে বলবান্ হয়ে রণকুশল হয়; সে ঋষি হয়ে স্তুতিযোগ হয়, সে শূর হয়ে শত্রুবর্গের প্রক্ষেপক হয়, সে যুদ্ধে দুর্ধর্ষ হয়, সে ধনপুষ্টি ধারণ করে ও পুত্রপৌত্র ইত্যাদি ধারণ করে ॥ ৬॥

আপনারা শ্রেষ্ঠ ও দর্শনীয় রূপ ধারণ করেছেন। হে বাজগণ ও ঋভুবৃন্দ! এই স্তোত্র আপনাদের, আপনারা তা সেবা করুন। আপনারা ধীমান, কবি ও জ্ঞানবান্, আমরা আপনাদের এই স্তোত্রের দ্বারা আবেদন করছি ॥ ৭ ॥

হে ঋভুবৃন্দ! আপনারা আমাদের স্তুতির জন্য মানুষবর্গের হিতকর সমস্ত ভোগ্যবস্তু বিদিত হয়ে তা সম্পাদন করুন এবং আমাদের জন্য দীপ্তিমান্ বলকারক ও বলবান্ শত্রুর শোষক ধন ও অন্ন সম্পাদন করুন ॥ ৮ ॥

আমাদের এই যজ্ঞে প্রীত হয়ে পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সম্পাদন করুন; এই যজ্ঞে ধন সম্পাদন করুন; এই যজ্ঞে ভৃত্য ইত্যাদি যুক্ত যশ সম্পাদন করুন। হে ঋভুবৃন্দ! আমরা যার দ্বারা অন্যকে অতিক্রম করতে পারবো আমাদের সেইরকম অন্ন দান করুন ॥ ৯ ॥

টীকা — এই সূক্তটি পূর্ব সূক্তের অনুরূপ।

◆ ◆

— ৩৭ সূক্ত —

[দেবতা : ঋভুগণ। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

উপ নো বাজা অধ্বরমৃভুক্ষা দেবা যাত পথিভি র্দেবযানৈঃ।
যথা যজ্ঞং মনুষো বিক্ষ্বাসু দধিধ্বে রণ্বাঃ সুদিনেষ্বহ্নাম্॥ ১॥
তে বো হৃদে মনসে সন্তু যজ্ঞা জুষ্টাসো অদ্য ঘৃতনির্ণিজো গুঃ।
প্র বঃ সুতাসো হরয়ন্ত পূর্ণাঃ ক্রত্বে দক্ষায় হর্ষয়ন্ত পীতাঃ॥ ২॥
ত্র্যুদায়ং দেবহিতং যথা বঃ স্তোমো বাজা ঋভুক্ষণো দদে বঃ।
জুহ্বে মনুষ্বদুপরাসু বিক্ষু যুষ্মে সচা বৃহদ্দিবেষু সোমম্॥ ৩॥
পীবো অশ্বাঃ শুচদ্রথা হি ভূতায়ঃশিপ্রা বাজিনঃ সুনিষ্কাঃ।
ইন্দ্রস্য সূনো শবসো নপাতোঽনু বশ্চেত্যগ্রিয়ং মদায়॥ ৪॥
ঋভুমৃভুক্ষণো রয়িং বাজে বাজিন্তমং যুজম্।
ইন্দ্রস্বন্তং হবামহে সদাসাতমমশ্বিনম্॥ ৫॥
সেদৃভবো যমবথ যূয়মিন্দ্রশ্চ মর্ত্যম্।
স ধীভিরস্তু সনিতা মেধসাতা সো অর্বতা॥ ৬॥
বি নো বাজা ঋভুক্ষণঃ পথশ্চিতন যষ্টবে।
অস্মভ্যং সূরয়ঃ স্তুতা বিশ্বা আশাস্তরীষণি॥ ৭॥
তং নো বাজা ঋভুক্ষণ ইন্দ্র নাসত্যা রয়িম্।
সমশ্বং চর্ষণিভ্য আ পুরু শস্ত মঘত্তয়ে॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে রমণীয় ঋভুবর্গ! আপনারা যে ভাবে দিবা সমূহকে সুদিন করবার জন্য মর্ত্যলোকের যজ্ঞ ধারণ ক'রে থাকেন; হে বাজগণ! হে ঋভু-দেববর্গ! আপনারা সেইভাবে আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ১ ॥

অদ্য এই যজ্ঞ সমূহ আপনাদের হৃদয়ে ও মনের প্রীতিদায়ক হোক। ঘৃতমিশ্রিত পর্যাপ্ত সোমরস আপনাদের নিকট গমন করুক। চমসপূর্ণ সোমরস আপনাদের কামনা করছে, তা উৎসাহের জন্য পীত হয়ে আপনাদের সুকর্মের জন্য হৃষ্ট করুক ॥ ২ ॥

হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাগণ! যে সকল লোক, সবন ত্রয়োপেত দেববৃন্দের হিতকর সোম আপনাদের উদ্দেশে ধারণ করছে, অথবা আপনাদের উদ্দেশে স্তোম ধারণ করছে, সেই সমবেত প্রজাবৃন্দের মধ্যে যদি মনুর মতো প্রকৃত দীপ্তিযুক্ত। আমি আপনাদের উদ্দেশে সোম প্রদান করি ॥ ৩ ॥

আপনাদের অশ্বসমূহ পীন, আপনাদের রথ দীপ্তিশালী, আপনাদের হনুদ্বয় লৌহের মতো সারবান; আপনারা অন্নবান্ ও শোভননিষ্কসম্পন্ন। হে ইন্দ্রপুত্রগণ! বলের পৌত্রগণ! আপনাদের হর্ষের জন্য এই প্রথম সবন অনুষ্ঠিত হয়েছে ॥ ৪ ॥

হে ঋভুক্ষাবর্গ! আমরা ঋভুস্বরূপ ধন প্রার্থনা ক'রি, সংগ্রামে যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ সহায়কে আহ্বান ক'রি, সর্বদা দানশীল ইন্দ্রবান্ অশ্বীকে আহ্বান ক'রি ॥ ৫ ॥

হে ঋভুবর্গ! আপনারা এবং ইন্দ্র যে মর্ত্যকে রক্ষা করেন, তিনি কর্মের দ্বারা ধনভাগী হোন এবং যজ্ঞে অশ্বযুক্ত হোন ॥ ৬ ॥

হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাবর্গ! আমাদের যজ্ঞপথ প্রজ্ঞাপিত করুন, কারণ হে মেধাবীগণ! আপনারা স্তুত হ'লে সমস্ত দিক্ উত্তির্ণ হ'তে হন্ ॥ ৭ ॥

হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাবর্গ! হে ইন্দ্র! হে নাসত্যযুগল! আপনারা ধন দানের নিমিত্ত মানববর্গের জন্য প্রভূত ধন ও অশ্বদানের আজ্ঞা করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — ৩ ঋকে সায়ণ 'ঋভুক্ষা' অর্থে 'ঋভুগণ' করেছেন, কিন্তু পূর্বে 'ঋভুক্ষা' অর্থে 'দেবগণের নিবাসভূত প্রজাপতি ' বা 'ইন্দ্র' করেছেন (১।১৬২।১)। অন্যান্য স্থানে 'ঋভুক্ষা' অর্থে স্পষ্টই 'ঋভুগণ'। ৪ ঋকের 'নিষ্ক' শব্দটি ঋগ্বেদের অন্য অনেক স্থানেও ব্যবহৃত হয়েছে। 'নিষ্ক' শব্দের অর্থ সুবর্ণমুদ্রা বিশেষ। 'নিষ্ক' শব্দটি কর্ণের অলঙ্কার রূপেও ব্যবহৃত হতো।—ইন্দ্র বলের পুত্র, অতএব তাঁর পুত্রগণকে বলের পৌত্র ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে ॥

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৩৮ সূক্ত —

[দেবতা : ১ ঋক্ দ্যাবাপৃথিবী; অবশিষ্ট ঋক্ দধিক্রা। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উত হি বাং দাত্রা সন্তি পূর্বা যা পূরুভ্যস্ত্রসদস্যু র্নিতোশে।
ক্ষেত্রাসাং দদথুরুর্বরাসাং ঘনং দস্যুভ্যো অভিভূতিমুগ্রম্॥ ১॥
উত বাজিনং পুরুনিষ্‌ষিধ্বানং দধিক্রামু দদথু র্বিশ্বকৃষ্টিম্।
ঋজিপ্যং শ্যেনং প্রুষিতপ্সুমাশুং চর্কৃত্যমর্যো নৃপতিং ন শূরম্॥ ২॥
যং সীমনু প্রবতেব দ্রবন্তং বিশ্বঃ পূরুর্মদতি হর্ষমাণঃ।
পড়্‌ভি র্গৃধ্যন্তং মেধযুং ন শূরং রথতুরং বাতমিব ধ্রজন্তম্॥ ৩॥
যঃ স্মারুন্ধানো গধ্যা সমৎসু সনুতরশ্চরতি গোষু গচ্ছন্।
আবিঋজীকো বিদথা নিচিক্যত্তিরো অরতিং পর্যাপ আয়োঃ॥ ৪॥
উত স্মৈনং বস্ত্রমথিং ন তায়ুমনু ক্রোশন্তি ক্ষিতয়ো ভরেষু।
নীচায়মানং জসুরিং ন শ্যেনং শ্রবশ্চাচ্ছা পশুমচ্চ যূথম্॥ ৫॥
উত স্মাসু প্রথমঃ সরিষ্যন্নি বেবেতি শ্রেণিভী রথানাম্।
স্রজং কৃণ্বানো জন্যো ন শুভ্বা রেণুং রেরিহৎ কিরণং দদশ্বান্॥ ৬॥
উত স্য বাজী সহুরি র্ঋতাবা শুশ্রূষমাণস্তন্বা সমর্যে।
তুরং যতীষু তুরয়ন্নৃজিপ্যোঽধি ভ্রুবোঃ কিরতে রেণুমৃঞ্জন্॥ ৭॥

উত স্মাস্য তন্যতোরিব দ্যো ঋঘায়তো অভিযুজো ভয়ন্তে।
যদা সহস্রমভি ষীময়োধীদ্দুর্বর্তুঃ স্মা ভবতি ভীম ঋঞ্জন্॥ ৮॥
উত স্মাস্য পনয়ন্তি জনা জূতিং কৃষ্টিপ্রো অভিভূতিমাশোঃ।
উতৈনমাহু সমিথে বিয়ন্তঃ পরা দধিক্রা অসরৎ সহস্রৈঃ॥ ৯॥
আ দধিক্রাঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ সূর্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান।
সহস্রসাঃ শতসা বাজ্যর্ব পৃণক্তুমধ্বা সমিমা বচাংসি॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে দ্যাবাপৃথিবী! দাতা ত্রসদস্যু রাজা আপনাদের নিকট হ'তে অনেক ধন প্রাপ্ত হয়ে প্রার্থীগণকে দান করেছেন। আপনারা উর্বরা ক্ষেত্রযুক্ত ধন দান করেছেন এবং দস্যুবর্গের বধের নিমিত্ত অভিভবকর ও উগ্র অস্ত্র দান করেছেন ॥ ১ ॥

গমনশীল অনেক শত্রুবর্গের নিষেধক, সমস্ত লোকের রক্ষক, সরলগতি, সুন্দরগমন, দীপ্তিবিশিষ্ট, শীঘ্রগামী এবং বলবান্ রাজার মতো শত্রুবিনাশক দধিক্রা দেবকে আপনারা দু'জনে দান করেছেন ॥ ২ ॥

নিম্নগামী জলের মতো গমনশীল, সংগ্রামে অভিলাষী শূরের মতো পদের দ্বারা দিক্‌লঙ্ঘনে অভিলাষী এবং রথগামী ও বায়ুর মতো শীঘ্রগামী সেই দধিক্রাদেবকে সকলে হৃষ্ট হয়ে স্তুতি করে ॥ ৩ ॥

যিনি সংগ্রামে একত্রিভূত পদার্থ সমূহকে নিরোধ পূর্বক অত্যন্ত ভোগ বাসনায় সমস্ত দিকে গমন ক'রে বেগে বিচরণ করেন, যাঁর শক্তি আবির্ভূত রয়েছে, যিনি জ্ঞাতব্য সমূহ অবগত হয়ে স্তুতিকারী যজমানের শত্রুবর্গকে তিরস্কার করেন ॥ ৪ ॥

লোকে যেমন বস্ত্র-অপহারক তস্করকে দর্শন ক'রে চিৎকার করে, সেইরকম সংগ্রামে শত্রুবর্গ এঁকে দর্শন ক'রে চিৎকার করে। পক্ষিগণ নিম্ন অভিমুখে আগমনকারী ক্ষুধার্ত শ্যেনপক্ষিকে দর্শন ক'রে পলায়ন করে, সেইরকম লোকে অন্ন ও পশুযূথের উদ্দেশে গমনকারী এই দধিক্রাকে দর্শন ক'রে চিৎকার করে ॥ ৫ ॥

তিনি যুদ্ধগমনে অভিলাষ ক'রে রথশ্রেণীতে যুক্ত হয়ে গমন করেন। তিনি অলঙ্কৃত এবং লোকের হিতকর অশ্বের মতো শোভমান, তিনি মুখস্থিত লৌহখণ্ড দংশন করেন এবং ধূলি লেহন করেন ॥ ৬ ॥

সেই অশ্ব সহনশীল এবং অন্নবান্ এবং সমরে আপন শরীরের দ্বারা কার্যসাধন করেন। তিনি বক্রগামী ও বেগগামী। শত্রুসেনার মধ্যে বেগে গমন করেন। তিনি ধূলি উত্থিত পূর্বক ভ্রূদেশের উপর বিক্ষেপ করেন ॥ ৭ ॥

যুদ্ধে অভিলাষীবৃন্দ দীপ্তিমান্ অশনির মতো হিংসাকারী এই দধিক্রাকে ভয় করে। যখন তিনি চতুর্দিকে সহস্র লোককে প্রহার করেন, তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে ভীম ও দুর্বার হয়ে ওঠেন ॥ ৮ ॥

লোকে মানুষদের অভিলাষ পূরক এবং বেগবান্ এই দধিক্রা দেবের অভিভবকর বেগের স্তুতি করে এবং বলে যে, শত্রুসমূহ পরাভূত হবে, দধিক্রা সহস্র সৈন্যের সাথে গমন করছেন ॥ ৯ ॥

সূর্য যেমন তেজের দ্বারা জল দান করেন, সেইরকম দধিক্রা দেব বলের দ্বারা পঞ্চকৃষ্টিকে বিস্তৃত করেছেন। শত সহস্রদাতা, বেগবান্ অশ্ব আমাদের স্তুতিবাক্য মধুর ফলের দ্বারা সংযোজিত করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — ১ ঋকের মর্মার্থ এই যে, তোমরা আর্যগণকে উর্বরা ক্ষেত্র প্রদান করেছেন এবং অনার্য দস্যুবর্গকে হনন করবার জন্য অস্ত্রও প্রদান করেছেন॥ ২ ঋকে—অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা। সায়ণ, উইলসনও তা-ই বলেছেন। প্রথমে 'দধিক্রা' অর্থে সায়ণ 'কোনও দেব' বলেছেন (৩।২০।১)। বস্তুতঃ যুদ্ধ অশ্বকে প্রথমে 'দধিক্রা' নামে স্তুতি করা হতো। পরে অশ্বরূপী অগ্নির বা সূর্যের নাম 'দধিক্রা' হলো। ৩ ঋকে 'লৌহদণ্ড দংশন....ধূলি লেহন' সম্পর্কে উইলসন বলেন—'Raising the dust champing his bit'॥ ৯ ঋক্ হ'তে আর্যবৃন্দ যুদ্ধে অশ্ব ও অশ্বারোহীগণের ব্যবহার জ্ঞাত ছিলেন, তা প্রতীয়মান হয়। পরবর্তী দু'টি সূক্তেও এই বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে। পরবর্তী সূক্তে আমরা অবশ্য 'দধিক্রা' অর্থে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উধৃত করেছি॥ ১০ ঋকে সায়ণ 'পঞ্চকৃষ্টি' শব্দের একটি অর্থ করেছেন—দেব, মানব, অসুর, রাক্ষস ও পিতৃগণ।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৩৯ সূক্ত —

[দেবতা : দধিক্রা। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

আশুং দধিক্রাং তমু নু ষ্টবাম দিবস্পৃথিব্যা উতচর্কিরাম।
উচ্ছন্তী র্মামুষসঃ সূদয়ন্ত্বতি বিশ্বানি দুরিতানি পর্ষন্॥ ১॥
মহশ্চর্কর্ম্যর্বতঃ ক্রতুপ্রা দধিক্রাব্ণঃ পুরুবারস্য বৃষ্ণঃ।
যং পুরুভ্যো দীদিবাংসং নাগ্নিং দদথুর্মিত্রাবরুণা ততুরিম্॥ ২॥
যো অশ্বস্য দধিক্রাব্ণো অকারীৎসমিদ্ধে অগ্না উষসো ব্যুষ্টৌ।
অনাগসং তমদিতিঃ কৃণোতু স মিত্রেণ বরুণেনা সজোষাঃ॥ ৩॥
দধিক্রাব্ণ ইষ উর্জো মহো যদমন্মহি মরুতাং নাম ভদ্রম্।
স্বস্তয়ে বরুণং মিত্রমগ্নিং হবামহ ইন্দ্রং বজ্রবাহুম্॥ ৪॥
ইন্দ্রমিবেদুভয়ে বি হ্বয়ন্ত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রয়ন্তঃ।
দধিক্রামু সূদনং মর্ত্যায় দদথুর্মিত্রাবরুণা নো অশ্বম্॥ ৫॥
দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — আমার শীঘ্রগামী সেই দধিক্রাকে স্তুতি করবো, দ্যাবাপৃথিবী হ'তে তাঁর সম্মুখে ঘাস বিক্ষেপ করবো। তমোনিবারণী উষা দেবী আমার জন্য সুফল রক্ষা করুন এবং আমাকে সমস্ত দুরিত হ'তে উত্তীর্ণ করুন॥ ১॥

আমি যজ্ঞের সম্পাদক। হে মিত্রাবরুণ। দীপ্তিমান্ অগ্নির মতো স্থিত এবং ত্রাণকর্তা যে দধিক্রাকে আপনারা মানবগণের উপকারের নিমিত্ত ধারণ করেন, আমি সেই মহান্, অনেকের সম্মানের যোগ্য, অভীষ্টবর্ষী দধিক্রা অশ্বকে স্তুতি করবো॥ ২॥

ইন্দ্রা হ যো বরুণা চক্র আপী দেবৌ মর্তঃ সখ্যায় প্রযস্বান্।
স হন্তি বৃত্রা সমিথেষু শত্রূনবোভির্বা মহদ্ভিঃ স প্র শৃণ্বে॥ ২॥
ইন্দ্রা হ রত্নং বরুণা ধেষ্ঠেত্থা নৃভ্যঃ শশমানেভ্যস্তা।
যদী সখায়া সখ্যায় সোমৈঃ সুতেভিঃ সুপ্রয়সা মাদয়েতে॥ ৩॥
ইন্দ্রা যুবং বরুণা দিদ্যুমস্মিন্নোজিষ্ঠমুগ্রা নি বধিষ্টং বজ্রম্।
যো নো দুরেবো বৃকতি র্দভীতিস্তস্মিন্মিমাথামভিভূত্যোজঃ॥ ৪॥
ইন্দ্রা যুবং বরুণা ভূতমস্যা ধিয়ঃ প্রেতারা বৃষভেব ধেনোঃ।
সা নো দুহীয়দ্যবসেব গত্বী সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ॥ ৫॥
তোকে হিতে তনয় উর্বরাসু সূরো দৃশীকে বৃষণশ্চ পৌংস্যে।
ইন্দ্রা নো অত্র বরুণ স্যাতামবোভির্দস্মা পরিতক্ম্যায়াম্॥ ৬॥
যুবামিদ্ধ্যবসে পূর্ব্যায় পরি প্রভূতী গবিষঃ স্বাপী।
বৃণীমহে সখ্যায় প্রিয়ায় শূরা মংহিষ্ঠা পিতরেব শম্ভূ॥ ৭॥
তা বাং ধিয়োঽবসে বাজয়ন্তীরাজিং ন জগ্মুর্যুবয়ুঃ সুদানূ।
শ্রিয়ে ন গাব উপ সোমমস্থুরিন্দ্রং গিরো বরুণং মে মনীষাঃ॥ ৮॥
ইমা ইন্দ্রং বরুণং মে মনীষা অগ্মন্নুপ দ্রবিণমিচ্ছমানাঃ।
উপেমস্থুর্জোষ্টার ইব বস্বো রঘ্বীরিব শ্রবসো ভিক্ষমাণাঃ॥ ৯॥
অশ্ব্যস্য ত্মনা রথ্যস্য পুষ্টের্নিত্যস্য রায় পতয়ঃ স্যাম।
তা চক্রাণা উতিভি র্নব্যসীভিরস্মত্রা রায়ো নিযুতঃ সচন্তাম্॥ ১০॥
আ নো বৃহন্তা বৃহতীভিরূতী ইন্দ্র যাতং বরুণ বাজসাতৌ।
যদ্দিদ্যবঃ পৃতনাসু প্রক্রীলান্তস্য বাং স্যাম সনিতার আজেঃ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও বরুণ। অমর হোতা অগ্নির মতো হব্যযুক্ত কোন্ স্তোত্র আপনাদের অনুগ্রহ লাভ করে? হে ইন্দ্র ও বরুণ! এ আপনাদের দ্বারা উক্ত হয়ে এবং ক্রতু ও হব্যযুক্ত হয়ে আপনাদের হৃদয়গ্রাহী হোক ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণদেব। যে মানব অন্নবান হয়ে সখ্যের নিমিত্ত আপনাদের বন্ধু করেন, তিনি পাপনাশ করেন, সংগ্রামে শত্রু বিনাশ করেন এবং মহতী রক্ষার দ্বারা বিখ্যাত হন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! যদি পরস্পর সখিভূত, আপনারা দু'জনে সখ্য প্রযুক্ত অভিযুত সোমের দ্বারা অন্নশালী হয়ে হৃষ্ট হন, তাহলে আপনারা এই রকমে স্তুতিকারী মানববর্গকে রত্ন দান করুন ॥ ৩ ॥

হে উগ্র ইন্দ্র ও বরুণ। আপনারা এই শত্রুর প্রতি দীপ্ত ও অতিশয় তেজবিশিষ্ট বজ্র প্রক্ষেপ করুন। যে শত্রু আমাদের দুর্দমনীয়, অত্যন্ত অদাতা ও হিংসক, সেই শত্রুর বিরুদ্ধে অভিভবকর বল প্রয়োগ করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ। বৃষভ যেমন ধেনুকে প্রীত করে, সেইরকম আপনারা এই স্তুতিকে প্রীত করুন। তৃণ ইত্যাদি ভক্ষণ ক'রে সহস্রধারা মহতী গাভী যেমন দুগ্ধ দোহনীয় করে, সেইরকম স্তুতিরূপ ধেনু আমাদের অভিলাষ দোহন করুক ॥ ৫ ॥

যিনি উষাপ্রকাশের পর অগ্নি সমিদ্ধ হ'লে অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করেন অদিতি মিত্র ও বরুণের সাথে তাঁকে নিষ্পাপ করুন ॥৩॥

আমরা অন্নসাধক, বলসাধক, মহান্ ও স্তোতাবর্গের কল্যাণকর দধিক্রার নাম স্তুতি ক'রি। আমরা মঙ্গলের জন্য বরুণ, মিত্র, অগ্নি ও বজ্রবাহু ইন্দ্রকে আহ্বান ক'রি ॥৪॥

যাঁরা যুদ্ধের উদ্যোগ করেন এবং যাঁরা যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তাঁরা উভয়েই ইন্দ্রের মতো দধিক্রাকে আহ্বান করেন। হে মিত্রাবরুণ! আপনারা মানুষের প্রেরক অশ্ব দধিক্রাকে আমাদের জন্য ধারণ করুন ॥৫॥

আমি জয়শীল ও বেগবান্ অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করেছি। তিনি আমাদের মুখ সুগন্ধবিশিষ্ট করুন, আমাদের আয়ু বর্ধিত করুন ॥৬॥

টীকা — এই সূক্তটিও পূর্ব সূক্তের অনুরূপ। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত শেষ মন্ত্রটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি। যথা—'জগৎধারণকারী রিপুজয়ী আত্মমুক্তিদায়ক সৎকর্মের সম্বন্ধীয় ব্যাপক-জ্ঞান লাভের জন্য আমরা যেন তার উপযোগী কর্ম ক'রি; সেই কর্ম আমাদের সৎ-বৃত্তি-সমূহকে শক্তিসম্পন্ন করুক এবং আমাদের সৎকর্মসাধন সামর্থ্যকে প্রবর্ধিত করুক।' (ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন)। [এই মন্ত্রের দেবতা 'দধিক্রাব্ন' অর্থাৎ এই বিভূতিতে ভগবানের আরাধনা করা হয়েছে। ...প্রকৃতপক্ষে ধাতুগত অর্থ অনুসারে এই পদটির অর্থ—'জগৎ-ধারণকারী'ই যথাযথ]—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৪০ সূক্ত —

[দেবতা : দধিক্রা। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

দধিক্রাব্ণ ইদু নু চর্কিরাম বিশ্বা ইন্মামুষসঃ সূদয়ন্তু।
অপামগ্নেরুষসঃ সূর্যস্য বৃহস্পতেরাঙ্গিরসস্য জিষ্ণোঃ ॥১॥
সত্বা ভরিষো গবিষো দুবন্যসচ্ছ্রবস্যাদিষ উষসস্তুরণ্যসৎ।
সত্যো দ্রবো দ্রবরঃ পতঙ্গরো দধিক্রাবেষমূর্জং স্বর্জনৎ ॥২॥
উত স্মাস্য দ্রবতস্তুরণ্যতঃ পর্ণং ন বেরনু বাতি প্রগর্ধিনঃ।
শ্যেনস্যেব ধ্রজতো অঙ্কসং পরি দধিক্রাব্ণঃ সহোর্জা তরিত্রতঃ ॥৩॥
উত স্য বাজী ক্ষিপণিং তুরণ্যতি গ্রীবায়াং বদ্ধো অপিকক্ষ আসনি।
ক্রতুং দধিক্রা অনু সন্তবীত্বৎ পথামঙ্কাংস্যন্বাপনীফণৎ ॥৪॥
হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ ॥৫॥

মন্ত্রার্থ — আমরা বারংবার দধিক্রাবার স্তুতি করবো। উষাসমূহ আমাকে কর্মে প্রেরণ করুন। আমি জল, অগ্নি, উষা, সূর্য, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরাগোত্রে উৎপন্ন জিষ্ণুর স্তুতি করবো ॥১॥

গমনশীল, পোষক, গাভীপ্রেরক এবং পরিচারক বর্গের সাথে নিবাসকারী দধিক্রাবা অভিলষণীয় উষাকালে অন্ন ইচ্ছা করুন। শীঘ্রগামী, সত্যগমনশীল, বেগবান্ এবং লম্ফের দ্বারা গমনশীল দধিক্রা অন্ন, বল ও স্বর্গ উৎপাদন করুন ॥ ২ ॥

পক্ষিগণ যেমন পক্ষীর গতি অনুসরণ করে, সেইরকম সকলে গমনশীল ত্বরাযুক্ত ও আকাঙ্ক্ষাবান্ দধিক্রাবার গতি অনুসরণ করছে। শ্যেন পক্ষীর মতো দ্রুতগামী এবং ত্রাণকারী দধিক্রাবার বক্ষপ্রদেশের চতুর্দিকে সকলে একত্র হয়ে গমন করে ॥ ৩ ॥

সেই অশ্ব, গ্রীবাদেশে কক্ষপ্রদেশে ও মুখপ্রদেশে বদ্ধ হয়ে, পাদবিক্ষেপ অনুসারে ত্বরাপূর্বক গমন করছেন। দধিকা অধিকতর বলশালী হয়ে যজ্ঞের অভিমুখে পথের বক্রপ্রদেশসমূহ অনুসরণ পূর্বক সর্বদা গমন করেন ॥ ৪ ॥

হংস দীপ্ত আকাশে অবস্থান করে। বসু অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করে। হোতা বেদিস্থলে অবস্থিতি করে। অতিথি গৃহে অবস্থিতি করে। ঋত হোতা বেদিস্থলে অবস্থিতি করে, অতিথি গৃহে অবস্থিতি করে। ঋত মানবগণের মধ্যে অবস্থান করে। বরণীয় স্থানে অবস্থান করে, যজ্ঞস্থলে অবস্থান করে, অন্তরীক্ষস্থলে অবস্থান করে। জলে জন্মেছে, কিরণে জন্মেছে, সত্যে জন্মেছে এবং পর্বতে জন্মেছে ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্তটিতে যে সকল দেবতা ইত্যাদির নাম উল্লেখিত হয়েছে, তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। শেষ ঋক্‌টি সম্পর্কে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বলেন—এই প্রসিদ্ধ ঋক্‌টিকে হংসবতী ঋক্ বলে। শব্দের অর্থ অনুসারে আমি অনুবাদ করেছি এবং আমি যতদূর বুঝতে পারি, এর মর্ম এই যে, হংস ও বসু এবং হোতা ও অতিথি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করে, কিন্তু ঋত সর্বত্র বিদ্যমান।...সায়ণ বলেন—আদিত্যের মধ্যে হিরণ্ময় পুরুষ স্বরূপ যে মণ্ডলাভিমানী দেবতা আছেন, সর্ব প্রাণীর চিত্তরূপে অবস্থিত যে পরমাত্মা আছেন, এবং সমস্ত উপাধিশূন্য যে পরব্রহ্ম আছেন, তাঁদের তিনজনের একতা এই সৌরী ঋকের দ্বারা প্রতিপাদন করা হয়েছে।—শুক্ল যজুর্বেদে এই ঋকটি দুই স্থানে আছে (যজুর্বেদ ১০।২৪। ও ১২।১৪) এবং ঐ বেদের টীকাকার মহীধরও বলেন, এই ঋকে পরব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে। আমরা এই ঋকটির মহীধীরকৃত অনুবাদ উদ্ধৃত করছি—'গমনশীল, পবিত্র স্থানে স্থিতিশীল, স্বয়ং ধনস্বরূপ বা সকলকে বসতি দানকারী, অন্তরীক্ষে স্থিতিশীল, দেববৃন্দকে আহ্বানকারী, বেদিতে স্থিতিশীল, অতিথিস্বরূপ বা সর্বপূজ্য, যজ্ঞগৃহে স্থিতিশীল, মানুষের মধ্যে জঠরাগ্নি বা প্রাণরূপে স্থিতিশীল, শ্রেষ্ঠস্থানে স্থিতিশীল, আকাশে বিদ্যুৎরূপে স্থিতিশীল, জলে উৎপন্ন, গো-ইত্যাদিতে ঘৃত ইত্যাদি রূপে উৎপন্ন, সত্যে (যজ্ঞে) অরণিমন্থনে উৎপন্ন স্বয়ং পরমসত্য ও অত্যন্ত মহান্ এই অগ্নি (তৎস্বরূপ পরমাত্মা)।'— ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৪১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও বরুণ। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রা কো বাং বরুণা সুম্নমাপ স্তোমো হবিষ্মাঁ অমৃতো ন হোতা।
যো বাং হৃদি ক্রতুমাঁ অস্মদুক্তঃ স্পর্শদিন্দ্রাবরুণা নমস্বান্ ॥ ১ ॥

ইন্দ্রা হ যো বরুণা চক্র আপী দেবৌ মর্তঃ সখ্যায় প্রযস্বান্।
স হন্তি বৃত্রা সমিথেষু শত্রূনবোভির্বা মহদ্ভিঃ স প্র শৃণ্বে॥ ২॥
ইন্দ্রা হ রত্নং বরুণা ধেষ্ঠেত্থা নৃভ্যঃ শশমানেভ্যস্তা।
যদী সখায়া সখ্যায় সোমৈঃ সুতেভিঃ সুপ্রয়সা মাদয়েতে॥ ৩॥
ইন্দ্রা যুবং বরুণা দিদ্যুমস্মিন্নোজিষ্ঠমুগ্রা নি বধিষ্টং বজ্রম্।
যো নো দুরেবো বৃকতি র্দভীতিস্তস্মিন্মিমাথামভিভূত্যোজঃ॥ ৪॥
ইন্দ্রা যুবং বরুণা ভূতমস্যা ধিয়ঃ প্রেতারা বৃষভেব ধেনোঃ।
সা নো দুহীয়দ্যবসেব গত্বী সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ॥ ৫॥
তোকে হিতে তনয় উর্বরাসু সূরো দৃশীকে বৃষণশ্চ পৌংস্যে।
ইন্দ্রা নো অত্র বরুণ স্যাতামবোভির্দস্মা পরিতক্‌ম্যায়াম্॥ ৬॥
যুবামিদ্ধ্যবসে পূর্ব্যায় পরি প্রভূতী গবিষঃ স্বাপী।
বৃণীমহে সখ্যায় প্রিয়ায় শূরা মংহিষ্ঠা পিতরেব শম্ভু॥ ৭॥
তা বাং ধিয়োঽবসে বাজয়ন্তীরাজিং ন জগ্মুর্যুবয়ূঃ সুদানূ।
শ্রিয়ে ন গাব উপ সোমমস্থুরিন্দ্রং গিরো বরুণং মে মনীষাঃ॥ ৮॥
ইমা ইন্দ্রং বরুণং মে মনীষা অগ্মন্নুপ দ্রবিণমিচ্ছমানাঃ।
উপেমস্থুর্জোষ্টার ইব বস্বো রঘ্বীরিব শ্রবসো ভিক্ষমাণাঃ॥ ৯॥
অশ্ব্যস্য ত্মনা রথ্যস্য পুষ্টের্নিত্যস্য রায় পতয়ঃ স্যাম।
তা চক্রাণা উতিভি র্নব্যসীভিরস্মত্রা রায়ো নিযুতঃ সচন্তাম্॥ ১০॥
আ নো বৃহন্তা বৃহতীভিরূতী ইন্দ্র যাতং বরুণ বাজসাতৌ।
যদ্দিদ্যবঃ পৃতনাসু প্রক্রীলাত্তস্য বাং স্যাম সনিতার আজেঃ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও বরুণ! অমর হোতা অগ্নির মতো হব্যযুক্ত কোন্ স্তোত্র আপনাদের অনুগ্রহ লাভ করে? হে ইন্দ্র ও বরুণ! এ আপনাদের দ্বারা উক্ত হয়ে এবং ক্রতু ও হব্যযুক্ত হয়ে আপনাদের হৃদয়গ্রাহী হোক॥১॥

হে ইন্দ্র ও বরুণদেব! যে মানব অন্নবান হয়ে সখ্যের নিমিত্ত আপনাদের বন্ধু করেন, তিনি পাপনাশ করেন, সংগ্রামে শত্রু বিনাশ করেন এবং মহতী রক্ষার দ্বারা বিখ্যাত হন॥২॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! যদি পরস্পর সখিভূত, আপনারা দু'জনে সখ্য প্রযুক্ত অভিষুত সোমের দ্বারা অন্নশালী হয়ে হৃষ্ট হন, তাহলে আপনারা এই রকমে স্তুতিকারী মানববর্গকে রত্ন দান করুন॥৩॥

হে উগ্র ইন্দ্র ও বরুণ! আপনারা এই শত্রুর প্রতি দীপ্ত ও অতিশয় তেজবিশিষ্ট বজ্র প্রক্ষেপ করুন। যে শত্রু আমাদের দুর্দমনীয়, অত্যন্ত অদাতা ও হিংসক, সেই শত্রুর বিরুদ্ধে অভিভবকর বল প্রয়োগ করুন॥৪॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! বৃষভ যেমন ধেনুকে প্রীত করে, সেইরকম আপনারা এই স্তুতিকে প্রীত করুন। তৃণ ইত্যাদি ভক্ষণ ক'রে সহস্রধারা মহতী গাভী যেমন দুগ্ধ দোহনীয় করে, সেইরকম স্তুতিরূপ ধেনু আমাদের অভিলাষ দোহন করুক॥৫॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! আপনারা রাত্রিতে রক্ষাযুক্ত হয়ে শত্রুবর্গকে হিংসাপূর্বক অবস্থান করুন। যেন আমরা পুত্র, পৌত্র ও উর্বরা ভূমি লাভ করতে পারি, এবং বহুকাল সূর্যকে দর্শন করতে পারি ; সন্তান উৎপাদনের শক্তি প্রাপ্ত হই ॥ ৬ ॥

আমরা ধেনু লাভের অভিলাষে আপনাদের নিকট পুরাতন রক্ষা প্রার্থনা করি। আপনারা ক্ষমতাশালী, বন্ধুস্বরূপ, শূর এবং অতিশয় পূজ্য। আমরা আপনাদের নিকট সুখদায়ক পিতার ন্যায় সখ্য ও স্নেহ প্রার্থনা করছি ॥ ৭ ॥

হে সুফল দাতৃদ্বয়! সেনাগণ যেমন সংগ্রাম কামনা করে, সেইরকম আমাদের রত্ন-অভিলাষী স্তুতিসমূহ আপনাদের কামনা পূর্বক রক্ষা লাভের নিমিত্ত আপনাদের নিকট গমন করছে। দুগ্ধ প্রভৃতির দ্বারা শোধন করবার জন্য গাভীসমূহ যেমন সোমের নিকটে অবস্থান করে, সেইরকম আমাদের আন্তরিক স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণের নিকট গমন করে ॥ ৮ ॥

সেবকবৃন্দ যেমন ধনলাভের নিমিত্ত ধনীর নিকট গমন করে, সেইরকম আমার স্তুতিসমূহ রত্ন (অর্থাৎ ধন) লাভের ইচ্ছায় ইন্দ্র ও বরুণের নিকট গমন করে। ভিক্ষুক স্ত্রীলোকের ন্যায় স্তুতি ভিক্ষা পূর্বক ইন্দ্রের নিকট গমন করে ॥ ৯ ॥

আমরা প্রযত্ন ব্যতিরেকে অশ্বসমূহ, রথ সমুদয়, পুষ্টি এবং নিত্য ধনের স্বামী হবো। ইন্দ্র আগমন করুন এবং নূতন রক্ষার সাথে আমাদের অভিমুখে অশ্ব ও ধন নিযুক্ত করুন ॥ ১০।

হে মহান্ ইন্দ্র ও বরুণ! আপনারা মহতী রক্ষার সাথে আগমন করুন। যে যুদ্ধে শত্রুসেনার আয়ুধ সমূহ ক্রীড়া করে, আমরা যেন সেই যুদ্ধে আপনাদের অনুগ্রহে জয়লাভ করতে পারি ॥ ১১।

টীকা — ৬ মন্ত্রে 'বহুকাল সূর্যকে দর্শন করতে পারি' অর্থে 'যেন আমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করি' স্মরণ ॥

আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নূতন ক'রে সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা নেই। ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্র ও বরুণের পরিচয় পূর্বেই আমরা প্রদান করেছি ॥

◆ ◆

— ৪২ সূক্ত —

[দেবতা : প্রথম ছয়টি মন্ত্র পুরুকুৎস তনয় রাজর্ষি ত্রসদস্যু; অবশিষ্ট মন্ত্র ইন্দ্র ও বরুণ।
ঋষি : ত্রসদস্যু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মম দ্বিতা রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য বিশ্বায়োর্বিশ্বে অমৃতা যথা নঃ।
ক্রতুং সচন্তে বরুণস্য দেবা রাজামি কৃষ্টেরুপমস্য বব্রেঃ ॥ ১ ॥
অহং রাজা বরুণো মহ্যং তান্যসুর্যাণি প্রথমা ধারয়ন্ত।
ক্রতুং সচন্তে বরুণস্য দেবা রাজামি কৃষ্টেরুপমস্য বব্রেঃ ॥ ২ ॥
অহমিন্দ্রো বরুণস্তে মহিত্বোর্বী গভীরে রজসী সুমেকে।
ত্বষ্টেব বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্ত্সমৈরয়ং রোদসী ধারয়ং চ ॥ ৩ ॥

অহমপো অপিন্বমুক্ষমাণা ধারয়ং দিবং সদন ঋতস্য।
ঋতেন পুত্রো অদিতে র্ঋতাবোত ত্রিধাতু প্রথয়দ্বি ভূম॥ ৪॥
মাং নরঃ স্বশ্বা বাজয়ন্তো মাং বৃতাঃ সমরণে হবন্তে।
কৃণোম্যাজিং মঘবাহমিন্দ্র ইয়র্মি রেণুমভিভূত্যোজাঃ॥ ৫॥
অহং তা বিশ্বা চকরং নকির্মা দৈব্যং সহো বরতে অপ্রতীতম্।
যম্মা সোমাসো মমদন্যদুক্‌থোভে ভয়েতে রজসী অপারে॥ ৬॥
বিদুষ্টে বিশ্বা ভুবনানি তস্য তা প্র ব্রবীষি বরুণায় বেধঃ।
ত্বং বৃত্রাণি শৃণ্বিষে জঘন্বাস্ত্বং বৃতাঁ অরিণা ইন্দ্র সিন্ধূন্॥ ৭॥
অস্মাকমত্র পিতরস্ত আসন্তসপ্ত ঋষয়ো দৌর্গহে বধ্যমানে।
ত আয়জন্ত ত্রসদস্যুমস্যা ইন্দ্রং ন বৃত্রতুরমর্ধদেবম্॥ ৮॥
পুরুকুৎসানী হি বামদাশদ্ধব্যেভিরিন্দ্রাবরুণা নমোভিঃ।
অথা রাজানং ত্রসদস্যুমস্যা বৃত্রহণং দদথুরর্ধদেবম্॥ ৯॥
রায়া বয়ং সসবাংসো মদেম হব্যেন দেবা যবসেন গাবঃ।
তাং ধেনুমিন্দ্রাবরুণা যুবং নো বিশ্বাহা ধত্তমনপস্ফুরন্তীম্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — আমি বলবান্ ও সমস্ত বিশ্বের অধিপতি। আমার দু'রকম। সমস্ত অমরবৃন্দ আমার। আমি রূপবান্ ও অন্তিকস্থ বরুণ। দেববৃন্দ আমার যজ্ঞ সেবা করেন। আমি মানবগণেরও রাজা ॥ ১॥

আমি রাজা বরুণ। দেববৃন্দ আমার জন্যই অসূর্য শ্রেষ্ঠ বল ধারণ করেছেন। আমি রূপবান্ ও অন্তিকস্থ বরুণ। দেববৃন্দ আমার যজ্ঞ সেবা করেন। আমি মানবগণেরও রাজা ॥ ২॥

আমি ইন্দ্র ও বরুণ। আমি মহিমাতে বিস্তীর্ণা, দুরবগাহা, স্বরূপা দ্যাবাপৃথিবী। আমি বিদ্বান্। আমি ত্বষ্টার মতো সমস্ত ভূতজাতকে চৈতন্য দান ক'রি এবং দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ ক'রি ॥ ৩॥

আমি সেচক, জলকে সেচন করেছি। জলের স্থানে দ্যুলোককে ধারণ করেছি। আমি ত্রিপ্রকার ভুবনকে বিশেষভাবে প্রথিত ক'রে জলের দ্বারা অদিতির পুত্র ঋতাবা হয়েছি ॥ ৪॥

সুন্দর অশ্বযুক্ত সংগ্রামেচ্ছু যোদ্ধাবর্গ আমাকে অনুগমন করে। তারা বৃত হয়ে সংগ্রামে আমাকে আহ্বান করে। আমি ধনবান্ ইন্দ্র হয়ে যুদ্ধ ক'রি। আমি অভিভবকর বলশালী, আমি সংগ্রামে ধূলি উত্থিত ক'রি ॥ ৫॥

আমি এই সমস্ত কর্ম করেছি। আমি অপ্রতিহত, দৈব বলযুক্ত; কেউ আমাকে নিবারণ করতে পারে না। যখন সোমরস আমাকে হৃষ্ট করে এবং উক্থ সমূহ আমাকে হৃষ্ট করে, তখন অপার দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই চলিত হয় ॥ ৬॥

হে বরুণ! সমস্ত ভূতজাত আপনাকে জ্ঞাত আছে। হে স্তোতা! বরুণকে স্তব করো। হে ইন্দ্র! আপনি শত্রুবর্গকে বধ করেছেন ব'লে বিখ্যাত আছেন। আপনি বদ্ধ সিন্ধুবৃন্দকে উন্মুক্ত করেছেন ॥ ৭॥

দুর্গহের পুত্র বন্দী হ'লে পর সপ্ত ঋষিবর্গ এই দেশে পিতা হয়েছিলেন। তাঁরা এই পুরুকুৎসের স্ত্রীর জন্য ত্রসদস্যুকে যজ্ঞ ক'রে লাভ করেছিলেন। ত্রসদস্যু ইন্দ্রের মতো শত্রুবিনাশক এবং অর্ধদেব ॥ ৮॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ। পুরুকুৎসপত্নী আপনাদের হব্য ও স্তুতির দ্বারা প্রীত করেছিলেন। অনন্তর আপনারা তাঁকে শত্রুনাশক অর্ধদেব রাজা ত্রসদস্যুকে দান করেছিলেন ॥ ৯ ॥

আমরা আপনাদের স্তুতি পূর্বক ধনের দ্বারা পরিতৃপ্ত হবো। দেববৃন্দ হব্যে তৃপ্ত হোন, গাভীরা তৃণ ইত্যাদিতে পরিতৃপ্ত হোক। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আপনারা বিশ্বের হন্তা; আপনারা সর্বদা আমাদের সেই অহিংসিত ধন দান করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — অনুক্রমণিকা অনুসারে এই সূক্তের প্রথম ছটি মন্ত্রের দেবতা রাজা ত্রসদস্যু এবং ঋষি রাজা ত্রসদস্যু। কিন্তু ঋক্‌গুলি পাঠ করলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, এই ঋক্‌গুলি মানুষের উক্তি নয়, সে সম্রাট বরুণের উক্তি। তিনিই এই ঋক্‌গুলির দেবতা ও ঋষি। প্রথম ঋকে 'আমি ক্ষত্রিয়' এই পদ থাকায় ব'লে বোধ হয় অনুক্রমণিকা রচয়িতা এটি রাজার উক্তি মনে করেছেন। কিন্তু ঋগ্বেদের সময়ে 'ক্ষত্রিয়' অর্থে 'বিপদনাশক' বা 'যোদ্ধা' বা 'বলবান্'। বস্তুতঃ 'ক্ষত্রিয়' বলে তখনও একটি জাতির সৃষ্টি হয়নি। ৭ ঋক্ হ'তে সূক্তের অবশিষ্ট অংশে রাজা ত্রসদস্যু বক্তা ॥ ৮ ঋক্ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, দুর্গহ রাজার পুত্র পুরুকুৎস কারারুদ্ধ হ'লে পর তাঁর মহিষী রাজ্য অরাজক দর্শন ক'রে পুত্রলাভের কামনায় সেখানে সমাগত সপ্তর্ষিগণকে পূজা করেছিলেন। তাঁরা প্রীত হয়ে রাজ্ঞীকে এই কথা বললেন যে, ইন্দ্র ও বরুণের বিশেষভাবে যজ্ঞ করো। তারপর রাজ্ঞী ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ ক'রে ত্রসদস্যুকে প্রাপ্ত হ'লেন। স্বয়ং 'অর্ধদেবং' অর্থে সায়ণ করেছেন 'দেবগণের সমীপে বর্তমান' ॥

ইন্দ্র ও বরুণ ভগবানের দুই বিভূতি-বিকাশমাত্র। অতএব ঈশ্বরীয় শক্তির সৌজন্য ত্রসদস্যুর জন্ম সম্পূর্ণ সম্ভব ॥

◆ ◆

— ৪৩ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : সুহোত্রের অপত্যদ্বয় পুরুমীলহ ও অজমীলহ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ক উ শ্রবৎকতমো যজ্ঞিয়ানাং বন্দারু দেবঃ কতমো জুষাতে।
কস্যেমাং দেবীমমৃতেষু প্রেষ্ঠ্যাং হৃদি শ্রেষাম সুষ্টুতিং সুহব্যান্॥ ১॥
কো মৃলাতি কতম আগমিষ্ঠো দেবানামু কতমঃ শম্ভবিষ্ঠঃ।
রথং কমাহু র্দ্রবদশ্বমাশুং যং সূর্যস্য দুহিতাবৃণীত॥ ২॥
মক্ষু হি ষ্মা গচ্ছথ ঈবতো দ্যূনিন্দ্রো ন শক্তিং ক্ষরিতক্‌ম্যায়ান্।
দিব আজাতা দিব্যা সুপর্ণা কয়া শচীনাং ভবথঃ শচিষ্ঠা॥ ৩॥
কা বাং ভূদুপমাতিঃ কয়া ন অশ্বিনা গমথো হূয়মানা।
কো বাং মহশ্চিত্যজসো অভীক উরুষ্যতং মাধ্বী দস্রা ন উতী॥ ৪॥
উরু বাং রথঃ পরি নক্ষতি দ্যামা যৎসমুদ্রাদভি বর্ততে বাম্।
মধ্বা মাধ্বী মধু বাং প্রুষায়ন্যৎসীং বাং পৃক্ষো ভুরজন্ত পক্বাঃ॥ ৫॥
সিন্ধুর্হ বাং রসয়া সিঞ্চদশ্বান্ ঘৃণা বয়োঽরুষাসঃ পরি গ্মন্।
তদূ ষু বামজিরং চেতি যানং যেন পতী ভবথঃ সূর্যায়াঃ॥ ৬॥

ইহেহ যদ্বাং সমনা পপৃক্ষে সেয়মস্মে সুমতি র্বাজরত্না।
উরুষ্যতং জরিতারং যুবং হ শ্রিতঃ কামো নাসত্যা যুবদ্রিক্॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — দেববৃন্দের মধ্যে কে শ্রবণ করবেন? কোন্ দেবতা স্তোত্র সেবা করবেন? দেববৃন্দের মধ্যে কার হৃদয়ে এই প্রিয়তরা দ্যুতিমতী হব্যযুক্তা সুস্তুতি সংশ্লিষ্ট করবো? ॥ ১ ॥

কোন্ দেবতা আমাদের সুখী করবেন? কোন্ দেবতা আমাদের যজ্ঞে সর্বাপেক্ষা অধিক আগমন করেন? দেবগণের মধ্যে কোন্ দেবতা আমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক সুখী করবেন? কোন্ রথ বেগবান্ অশ্বযুক্ত ও শীঘ্রগামী? সূর্যের দুহিতা যে রথ বরণ করেছিলেন ॥ ২ ॥

রাত্রি অতীত হ'লে, ইন্দ্র যেমন শক্তি প্রদর্শন করেন, হে গমনশীল অশ্বিযুগল! আপনারা সেইরকম অভিষবণ কালে গমন করুন। আপনারা দ্যুলোক হ'তে আগমন করেছেন, আপনারা দিব্য ও সুন্দর গতিবিশিষ্ট, আপনাদের কর্মসমূহের মধ্যে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? ॥ ৩ ॥

কোন্ স্তুতি আপনাদের সমতুল্য হ'তে পারে? কোন্ স্তুতির দ্বারা আহূত হয়ে আপনারা আমাদের নিকট আগমন করেন। কে আপনাদের মহান্ ক্রোধ সহ্য করতে পারে? হে মধুর জলের সৃষ্টিকর্তা দস্রদ্বয়! আপনারা আমাদের আশ্রয়ের দ্বারা রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

আপনাদের রথ দ্যুলোকের চতুর্দিকে বিস্তৃতভাবে গমন করছে, তা সমুদ্র হ'তে আপনাদের অভিমুখে গমন করছে। আপনাদের সোমরস সমূহ পক্ব যবের সাথে সংযোজিত হচ্ছে। হে মধুর জলের সৃষ্টিকর্তৃদ্বয়! অধ্বর্যুবৃন্দ দুগ্ধের সাথে সোমরস মিশ্রিত করছে ॥ ৫ ॥

সিন্ধু রসের দ্বারা আপনাদের অশ্বগুলিকে সেক করেছে। পক্ষীর মতো অশ্বগুলির দীপ্তির দ্বারা দীপ্যমান হয়ে গমন করছে। যে রথের দ্বারা আপনারা সূর্যের পতি হয়েছিলেন, আপনাদের সেই ক্ষিপ্রগামী রথ বিখ্যাত ॥ ৬ ॥

আপনারা উভয়ে একই রকম। আমি যে এই স্তুতির দ্বারা আপনাদের এই যজ্ঞে সংযোজিত করছি, সেই স্তুতি আমাদের ফল প্রদান করুক। হে রমণীয় অন্নবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আপনারা স্তোতাকে রক্ষা করুন। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদের অভিলাষ আপনাদের অভিমুখে গমন পূর্বক পূর্ণ হয়েছে ॥ ৭ ॥

টীকা — অশ্বিনীকুমার যুগলের একজনের নাম দস্র এবং অপরজনের নাম নাসত্য। ঋগ্বেদে এঁদের কখনো নাসত্যদ্বয়, কখনো দস্রদ্বয় ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এই ঈশ্বরীয় বিভূতি-বিকাশমাত্র অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি যে, এঁরা অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির নাশক বা শান্তিকারী শক্তিস্বরূপে পরিচিহ্নিত। ভক্তজনের হৃদয়দেশই তাঁদের যান বা রথ।

◆ ◆

— ৪৪ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : পুরুমীল্হ ও অজমীল্হ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

তং বাং রথং বয়মদ্যা হুবেম পৃথুজ্রয়মশ্বিনা সঙ্গতিং গোঃ।
যঃ সূর্যাং বহতি বন্ধুরায়ুর্গির্বাহসং পুরুতমং বসূয়ুম্॥ ১॥

যুবং প্রিয়মশ্বিনা দেবতা তাং দিবো নপাতা বনথঃ শচীভিঃ।
যুবো র্বপুরভি পৃক্ষঃ সচন্তে বহন্তি যৎ ককুহাসো রথে বাম্॥ ২॥
কো বামদ্যা করতে রাতহব্য উতয়ে বা সুতপেয়ায় বার্কৈঃ।
ঋতস্য বন্বুষে পূর্ব্যায় নমো যেমানো অশ্বিনা ববর্তৎ॥ ৩॥
হিরণ্যয়েন পুরুভূ রথেনেমং যজ্ঞং নাসত্যোপ যাতম্।
পিবাথ ইন্মধুনঃ সোমস্য দধথো রত্নং বিধতে জনায়॥ ৪॥
আ নো যাতং দিবো অচ্ছা পৃথিব্যা হিরণ্যয়েন সুবৃতা রথেন।
মা বামন্যে নি যমন্দেবয়ন্তঃ সং যদ্দদে নাভিঃ পূর্ব্যা বাম্॥ ৫॥
নূ নো রয়িং পুরুবীরং বৃহন্তং দস্রা মিমাথামুভয়েষ্বস্মে।
নরো যদ্বামশ্বিনা স্তোমমাবন্ত্ সধস্তুতিমাজমীড়্হাসো অগ্মন্॥ ৬॥
ইহেহ যদ্বাং সমনা পপৃক্ষে সেয়মস্মে সুমতি র্বাজরত্না।
উরুষ্যতং জরিতারং যুবং হ শ্রিতঃ কামো নাসত্যো যুবদ্রিক্॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়। আমরা অদ্য আপনাদের বেগবান্ এবং গোপ্রদ রথ আহ্বান করছি। এটি সূর্যকে বহন করে, এটি বন্ধুর বিশিষ্ট, স্তুতিবাহক, প্রভূত ও ধনবান্ ॥ ১ ॥

হে দ্যুলোকের নপ্তা অশ্বিদেবদ্বয়। আপনারা কর্মের দ্বারা প্রসিদ্ধ শোভা সম্ভোগ করেন। সোমরস আপনাদের শরীরকে অভিষিক্ত করছে এবং মহান্ অশ্ব সমূহ আপনাদের রথে বহন করে ॥ ২ ॥

কোন্ হব্যদাতা অদ্য রক্ষা, সোমপান, অথবা পুরাতন যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত মন্ত্রের দ্বারা আপাদের স্তুতি করছে? হে অশ্বিযুগল। কোন্ নমস্কারকারী যজ্ঞের অভিমুখে আবর্তন করছে? ॥ ৩ ॥

হে নাসত্যদ্বয়। আপনারা অনেক হয়ে থাকেন। আপনারা হিরণ্ময় রথে ক'রে এই যজ্ঞে আগমন করুন, মধুর সোমরস পান করুন এবং পরিচর্যাকারীকে রত্ন দান করুন ॥ ৪ ॥

আপনারা দ্যুলোক হ'তে অথবা পৃথিবী হ'তে হিরণ্ময় সুবৃত রথে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। অন্য দেব-অভিলাষীবৃন্দ যেন আপনাদের না রাখে, যেহেতু আমরা পূর্বেই স্তুতি অর্পণ করেছি ॥ ৫ ॥

হে দস্রদ্বয়! আপনারা আমাদের উভয়কে শীঘ্র বহুপুত্রযুক্ত ও প্রভূত ধন দান করুন। হে অশ্বিযুগল। ঋত্বিক (পুরুমীঢ়হ) গণ আপনাদের স্তোত্র করেছে; এবং অজমীঢ়হগণের স্তুতি তার সাথে সঙ্গত হয়েছে ॥ ৬ ॥

আপনারা উভয়ে সমান। আমি যে এই স্তুতির দ্বারা আপনাদের এই যজ্ঞে সংযোজিত করছি, সেই স্তুতি আমাদের ফল প্রদান করুক। হে রমণীয় অন্নবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আপনারা স্তোতাকে রক্ষা করুন। হে নাসত্যদ্বয়। আমাদের অভিলাষ আপনাদের অভিমুখে গমনপূর্বক পূর্ণ হয়েছে ॥ ৭ ॥

টীকা — এই সূক্তটি পূর্ববর্তী সূক্তের অনুরূপ। এই সূক্তেও আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৪৫ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

এষ স্য ভানুরুদিয়র্তি যুজ্যতে রথঃ পরিজ্মা দিবো অস্য সানবি।
পৃক্ষাসো অস্মিন্মিথুনা অধি ত্রয়ো দৃতিস্তুরীয়ো মধুনো বি রপ্শতে॥ ১॥
উদ্বাং পৃক্ষাসো মধুমন্ত ঈরতে রথা অশ্বাস উষসো ব্যুষ্টিষু।
অপোর্ণুবন্তস্তম আ পরীবৃতং স্বর্ণ শুক্রং তন্বন্ত আ রজঃ॥ ২॥
মধ্বঃ পিবতং মধুপেভিরাসভিরুত প্রিয়ং মধুনে যুঞ্জাথাং রথম্।
আ বর্তনিং মধুনা জিন্বথস্পথ দৃতিং বহেথে মধুমন্তমশ্বিনা॥ ৩॥
হংসাসো যে বাং মধুমন্তো অস্রিধো হিরণ্যপর্ণা উহুব উষর্বুধঃ।
উদপ্রুতো মন্দিনো মন্দিনিস্পৃশো মধ্বো ন মক্ষঃ সবনানি গচ্ছথঃ॥ ৪॥
স্বধ্বরাসো মধুমন্তো অগ্নয় উস্রা জরন্তে প্রতি বস্তোরশ্বিনা।
যন্নিক্তহস্তস্তরণি র্বিচক্ষণঃ সোমং সুষাব মধুমন্তমদ্রিভিঃ॥ ৫॥
আকেনিপাসো অহভির্দবিধ্বতঃ স্বর্ণ শুক্রং তন্বন্ত আঃ রজঃ।
ছুরশ্চিদশ্বান্যুযুজান ঈয়তে বিশ্বাঁ অনু স্বধয়া চেতথস্পথঃ॥ ৬॥
প্র বামবোচমশ্বিনা ধিয়ন্ধ্যা রথঃ স্বশ্বো অজরো যো অস্তি।
যেন সদ্যঃ পরি রজাংসি যাথো হবিষ্মন্তং তরণিং ভোজমচ্ছ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — এই ভানু উদিত হচ্ছেন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের রথ চতুর্দিকে গমন পূর্বক দ্যুতিমান্ আদিত্যের সাথে সানুপ্রদেশে মিলিত হচ্ছে। এই রথের উপরিভাগে মিথুনীভূত তিন রকম অন্ন আছে এবং সোমরসপূর্ণ চর্মময় পাত্র চতুর্থরূপে শোভা প্রাপ্ত হচ্ছে॥ ১॥

আপনাদের অন্নবান্, সোমরসে অন্বিত ও অশ্বযুক্ত রথ উষার আরম্ভে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত অন্ধকার দূর ক'রে ও সূর্যের মতো দীপ্ত তেজ বিস্তার ক'রে ঊর্ধ্বে গমন করে॥ ২॥

আপনারা সোমপানের যোগ্য; মুখের দ্বারা সোমরস পান করুন; সোম লাভের নিমিত্ত প্রিয় রথ যোজনা করুন এবং যজমানের গৃহে আগমন করুন। আপনারা পথসমূহ সোমের দ্বারা প্রীত করুন। আপনারা সোমপূর্ণ চর্মময়পাত্র ধারণ করুন॥ ৩॥

আপনাদের শীঘ্রগামী, মাধুর্যযুক্ত, দ্রোহরহিত, হিরণ্ময় পক্ষবিশিষ্ট, বহনশীল, উষাকালে জাগরণকারী এবং জলপ্রেরক ও সোমস্পর্শী যে অশ্ব আছে, আপনারা তাদের সাথে, মধুমক্ষিকা যেমন মধুর নিকট গমন করে, সেইরকম আমাদের সবনে আগমন করুন॥ ৪॥

যখন যজ্ঞ সম্পাদক বিচক্ষণ অধ্বর্যু হস্ত প্রক্ষালন পূর্বক প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা মধুযুক্ত সোম অভিষুত করেন, তখন যজ্ঞের সাধনভূত, সোমবান্ অগ্নিসমূহ একত্র নিবাসকারী অশ্বিদ্বয়কে প্রত্যহ স্তুতি করে॥ ৫॥

অভিকে অগ্রসর রশ্মিসমূহ দিবসের দ্বারা অন্ধকার ধ্বংস পূর্বক সূর্যের মতো শীঘ্র তেজ বিস্তার করছেন। সূর্য অশ্ব যোজনা পূর্বক উদিত হচ্ছেন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সোমরসের সাথে তাঁকে অনুগমন পূর্বক সমস্ত পথ প্রজ্ঞাপিত করুন ॥ ৬ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আমরা যজ্ঞ ক'রে আপনাদের স্তুতি ক'রি। আপনাদের সুন্দর অশ্বযুক্ত, নিত্যগমনশীল যে রথ আছে এবং যে রথের দ্বারা আপনারা ক্ষণমাত্রে তিনলোক পরিভ্রমণ করেন, আপনারা সেই রথে ক'রে হব্যযুক্ত, শীঘ্র অভিলাষী এবং ভোগপ্রদ এই যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — এই সূক্তটিও পূর্ববর্তী সূক্তের অনুরূপ। আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে। তবে কোন স্থলেই আমরা প্রচলিত বিশ্বাসকে আঘাত করতে চাই না, এই কথা চয় অষ্টকেই আমরা উল্লেখ করেছি।

◆ ◆

— ৪৬ সূক্ত —

[দেবতা : প্রথম ঋক্ বায়ু; অবশিষ্ট ঋক্ ইন্দ্র ও বায়ু। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : গায়ত্রী]

অগ্রং পিবা মধুনাং সুতং বায়ো দিবিষ্টিষু। ত্বং হি পূর্বপা অসি॥ ১॥
শতেনা নো অভিষ্টিভি র্নিযুত্বাঁ ইন্দ্রসারথিঃ। বায়ো সুতস্য তৃম্পতম্॥ ২॥
আ বাং সহস্রং হরয় ইন্দ্রবায়ু অভি প্রয়ঃ। বহন্তু সোমপীতয়ে॥ ৩॥
রথং হিরণ্যবন্ধুরমিন্দ্রবায়ু স্বধ্বরং। আ হি স্থাথো দিবিস্পৃশম্॥ ৪॥
রথেন পৃথুপাজসা দাশ্বাংসমুপ গচ্ছতম্। ইন্দ্রবায়ু ইহা গতম্॥ ৫॥
ইন্দ্রবায়ু অয়ং সুতস্তং দেবেভিঃ সজোষসা। পিবতং দাশুষো গৃহে॥ ৬॥
ইহ প্রয়াণমস্তু বামিন্দ্রবায়ু বিমোচনম্। ইহ বাং সোমপীতয়ে॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে বায়ু! আপনি স্বর্গলাভকর যজ্ঞে অগ্রে অভিযুত সোম পান করুন। যেহেতু আপনি পূর্বপা ॥ ১ ॥

হে বায়ু! আপনি নিযুৎযুক্ত এবং ইন্দ্র আপনার সারথি। আপনি অপরিমিত অভিলাষ পূরণের জন্য আগমন করুন। আপনি অভিযুত সোম পান করুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ও বায়ু! আপনাদের সহস্র অশ্ববর্গ অন্নের নিমিত্ত সত্বর হয়ে আপনাদের সোমপানের জন্য আনয়ন করুক ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র ও বায়ু! আপনারা হিরণ্ময়বন্ধুরযুক্ত, দ্যুলোকস্পর্শী শোভন যজ্ঞশালী রথে আরোহণ করেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র ও বায়ু! আপনারা প্রভূত বলসম্পন্ন রথে হব্যদাতার নিকট আগমন করুন, এই যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র ও বায়ু! এই সোম অভিযুত হয়েছে। আপনারা দেববৃন্দের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে

হব্যদাতার যজ্ঞশালায় তা পান করুন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র ও বায়ু! এই যজ্ঞে আপনাদের আগমন হোক; এই যজ্ঞে আপনাদের সোমপানের জন্য অশ্বগণ বিমুক্ত হোক ॥ ৭ ॥

টীকা — এই সূক্তটিও পূর্ববর্তী সূক্তের অনুরূপ। বায়ু ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি। ইনি জীবের জীবন, সর্বব্যাপী, সকলের হিতকরী। ইন্দ্রও ঈশ্বরের আর এক বিভূতি। ঈশ্বর তাঁরই মাধ্যম সৎকর্মের পোষণ করেন, শরণাগতের পালন করেন, শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করেন, ইত্যাদি। পরবর্তী সূক্তে আমরা স্বর্গীয় দুর্গাদাসের কিছু উক্তির মাধ্যমে এই সম্পর্কে আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে আলোকপাত করবো।

◆ ◆

— ৪৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও বায়ু। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বায়ো শুক্রো অয়ামি তে মধ্বো অগ্রং দিবিষ্টিষু।
আ যাহি সোমপীতয়ে স্পার্হো দেব নিয়ুত্বতা॥ ১॥
ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সোমানাং পীতিমর্হথঃ।
যুবাং হি যন্তীন্দবো নিম্নমাপো ন সধ্র্যক্॥ ২॥
বায়বিন্দ্রশ্চ শুষ্মিণা সরথং শবসস্পতী।
নিয়ুত্বন্তা ন উতয় আ যাতং সোমপীতয়ে॥ ৩॥
যা বাং সন্তি পুরুস্পৃহো নিযুতো দাশুষে নরা।
অস্মে তা যজ্ঞবাহসেন্দ্রবায়ু নি যচ্ছতম্॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে বায়ু! আমি পবিত্র হয়ে স্বর্গের অভিলাষে আপনার নিকট প্রথমে সোমরস আনয়ন করছি। হে দেব! আপনি স্পৃহণীয়, আপনি সোম পানের জন্য নিযুৎ অশ্বে আগমন করুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র ও বায়ু! আপনারা সোম পান করবার যোগ্য। কারণ, জলসমূহ যেমন নিম্নদিকে গমন করে, সেইরকম সোমরস আপনাদের অভিমুখে গমন করে ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ও বায়ু! আপনারা বলের স্বামী, আপনারা পরাক্রমশালী ও নিযুৎগণযুক্ত। আপনারা এক রথে ক'রে আমাদের আশ্রয় প্রদান করবার জন্য সোমপানের উদ্দেশ্যে আগমন করুন ॥ ৩ ॥

হে নেতা যজ্ঞবাহক ইন্দ্র ও বায়ু! আমরা আপনাদের হব্য দান ক'রি, আপনাদের যে বহুলোকের স্পৃহণীয় নিযুৎগণ আছে, তা আমাদের দান করো ॥ ৪ ॥

টীকা — ১ ঋকে ও পূর্বসূক্তের প্রথম ঋকে ও অন্যান্য স্থানে 'দিবিষ্টিষু' শব্দ আছে। 'স্বর্গস্য প্রাপকেষু যজ্ঞেষু।' 'দ্যুলোকসৌখ্যদেষু সৎসু'। সায়ণ। এ অর্থ ঠিক হ'লে যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভের বিবরণ প্রতীয়মান হচ্ছে ॥— পূর্বেই আমরা বলেছি, প্রচলিত অনুবাদ এবং বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ আমাদের কাম্য

নয়। তবে প্রথম অষ্টকের অনুসরণে আমরা মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উদ্ধৃত না ক'রে পারছি না। বর্তমান সূক্তটি পূর্ববর্তী সূক্তের অনুরূপ। কিন্তু এই সূক্তের ১ ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাস অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এই রকম করেছেন—'বায়ুর মতো গতিশীল সর্বভূতাশ্রিত আশুমুক্তিদায়ক হে দেব! মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানসমন্বিত হয়ে যেন আমি আপনার অমৃত বিশিষ্টরূপে প্রাপ্ত হই। হে দেব! সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় আপনি ভগবৎপ্রাপক দেবভাবের সাথে আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য আগমন করুন।' (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় যেন অমৃত লাভ করতে পারি; আপনি আমাদের দেবভাব প্রাপ্ত করান)। [ভগবান্ অনন্ত, তাঁর রূপ অনন্ত—বিভূতিও অনন্ত। তাঁকে যে নামেই ডাকা যায়, তিনি সেই নামেই সাড়া দেন। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তাঁকে বায়ুরূপে আহ্বান করা হয়েছে। এটি তাঁর অনন্ত বিভূতির এক আংশিক বিকাশ মাত্র। বায়ু যেমন সর্বত্রগতিশীল, তীব্রবেগসম্পন্ন—ভগবানও তেমনি সর্বভূতে নিত্য বিরাজিত এবং বায়ুর ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়ে ত্বরায় সাধকের প্রতি আশুমুক্তিদায়ক হন। এটাই 'বায়ু' বিশেষণের তাৎপর্য। ...ভাষ্যকার 'মক্ষঃ' দেখলেই সোমকে লক্ষ্য করেন। আমরা ঐ শব্দে 'অমৃত' লক্ষ্য ক'রি।—ইত্যাদি॥ ২ ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—'আশুমুক্তিদায়ক হে দেব! আপনি এবং বলাধিপতি দেবতা আপনারা আমাদের হৃদয়ে নিহিত সত্ত্বভাব পান করবার যোগ্য হন অর্থাৎ আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন। অমৃত যেমন দীনভাবাপন্ন জনের প্রতি সম্যক্‌রূপে গমন করে, তেমনই আমাদের হৃদয়-নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব আপনাদের প্রতি গমন করুক,—আপনাদের প্রাপ্ত হোক।' (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! দীনজন আমরা, আমাদের পূজোপচার গ্রহণ করুন)। [ভাষ্যকার কিংবা ব্যাখ্যাকার কিন্তু প্রচলিত ভিন্নার্থ কল্পনা করেছেন। তাঁরা ইন্দ্র ও বায়ুদেবতাকে সোম পান করবার যোগ্য ব'লে বর্ণনা করেন; কারণ জল যেমন নিম্নদিকে গমন করে, তেমন সোমরস নদি তাঁদের অভিমুখে গমন করুক—এমনই প্রার্থনা॥ ৩ ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—'আশুমুক্তিদায়ক হে দেব! আপনি এবং বলাধিপতি দেব শক্তির মূর্তীভূত, প্রকৃত শক্তিসম্পন্ন হন; আপনারা কৃপাপূর্বক আমাদের রক্ষার জন্য এবং আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য ও ভগবৎ-প্রাপক দেবভাবের সাথে আমাদের প্রাপ্ত হোন।' (প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ সৎকর্ম-সাধনের শক্তি এবং দেবভাব প্রদানের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবানের 'বায়ু' ও 'ইন্দ্র' নামধেয় দু'টি বিভূতির একসঙ্গেই উল্লেখ করার মধ্যেই তিনি যে একতম, তা বোঝানো হয়েছে। প্রকৃত অর্থে এই মন্ত্রেও ভগবানের মুক্তি ও শক্তি এই দুই বিভূতিকেই আহ্বান করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্তিত হয়েছে]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৪৮ সূক্ত —

[দেবতা : বায়ু। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

বি হি হোত্রা অবীতা বিপো ন রায়ো অর্যঃ।
বায়বা চন্দ্রেণ রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে॥ ১॥
নির্যুবাণো অশস্তী নির্যুত্বাঁ ইন্দ্রসারথিঃ।
বায়বা চন্দ্রেণ রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে॥ ২॥

অনু কৃষ্ণে বসুধিতী যেমাতে বিশ্বপেশসা।
বায়বা চন্দ্রেণ রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে॥ ৩॥
বহন্তু ত্বা মনোযুজো যুক্তাসো নবতি র্নব।
বায়বা চন্দ্রেণ রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে॥ ৪॥
বায়ো শতং হরীণাং যুবস্ব পোষ্যাণাম্।
উত বা তে সহস্রিণো রথ আ যাতু পাজসা॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে বায়ু! শত্রুবর্গের প্রকম্পক রাজার মতো আপনি পূর্বে অন্যের দ্বারা অপীত সোম পান করেন এবং স্তোতার ধন সম্পাদন করেন; আপনি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন করুন ॥১॥

হে বায়ু! আপনি প্রশস্তি নিয়োগ করেন। আপনি নিযুৎগণযুক্ত এবং ইন্দ্র আপনার সারথি। আপনি সোমপানের নিমিত্ত আহ্লাদকর রথে আগমন করুন ॥২॥

হে বায়ু! কৃষ্ণবর্ণা, বসুসমূহের ধাত্রী, বিশ্বরূপা দ্যাবাপৃথিবী আপনার অনুগমন করেন। আপনি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন করুন ॥৩॥

হে বায়ু! মনের মতো বেগবান্, পরস্পর সংযুক্ত, নব নবতী সংখ্যক অশ্ব আপনাকে আনয়ন করুক। আপনি সোমপানের নিমিত্ত আহ্লাদকর রথে আগমন করুন ॥৪॥

হে বায়ু! আপনি পোষ্য শত অশ্ব অথবা সহস্র সংখ্যক অশ্ব যোজনা করেন। আপনার রথ বেগে আগমন করুক ॥৫॥

টীকা — এই সূক্তটিও পূর্ব সূক্তের অনুরূপ।

◆ ◆

— ৪৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও বৃহস্পতি। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : গায়ত্রী]

ইদং বামাস্যে হবিঃ প্রিয়মিন্দ্রাবৃহস্পতী। উক্‌থং মদশ্চ শস্যতে॥ ১॥
অয়ং বাং পরি ষিচ্যতে সোম ইন্দ্রাবৃহস্পতী। চারুর্মদায় পীতয়ে॥ ২॥
আ ন ইন্দ্রাবৃহস্পতী গৃহমিন্দ্রশ্চ গচ্ছতম্। সোমপা সোমপীতয়ে॥ ৩॥
অস্মে ইন্দ্রাবৃহস্পতী রয়িং ধত্তং শতগ্বিনম্। অশ্বাবন্তং সহস্রিণম্॥ ৪॥
ইন্দ্রাবৃহস্পতী বয়ং সুতে গীর্ভি র্হবামহে। অস্য সোমস্য পীতয়ে॥ ৫॥
সোমমিন্দ্রাবৃহস্পতী পিবতং দাশুষো গৃহে। মাদয়েথাং তদোকসা॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! আমি আপনাদের মুখে এই প্রিয় সোম প্রক্ষেপ করি, আমি

আপনাদের উক্থ ও মদজনক সোমরস প্রদান ক'রি ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! আপনাদের মুখে পানের নিমিত্ত ও হর্ষের নিমিত্ত মনোহর সোম দত্ত হয় ॥ ২ ॥

হে সোমপা ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! আপনারা সোমপানের নিমিত্ত আমাদের গৃহে আগমন করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! আপনারা আমাদের শত গাভীযুক্ত ও সহস্র সংখ্যক অশ্বযুক্ত ধন দান করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! সোম অভিষুত হ'লে পর আমরা আপনাদের এই সোম পানের নিমিত্ত আহ্বান করছি ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! আপনারা হব্যদাতার গৃহে সোম পান করুন এবং তার গৃহে নিবাস ক'রে হৃষ্ট হোন ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তে ইন্দ্রের সাথে বৃহস্পতিকে আহ্বান করা হয়েছে। বৃহস্পতি নামান্তরে ব্রহ্মণস্পতি। ঋগ্বেদে স্তুতিদেবরূপে উল্লেখিত হয়েছেন। ইন্দ্রের মতো বৃহস্পতিদেবও ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-বিশেষ মাত্র। লোকপালক, পরমার্থপ্রাপক ধনবিতরণকারীরূপে ইনি সর্বত্র পূজিত। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা এঁর সম্বন্ধে প্রথম অষ্টকে আলোচনা করেছি। প্রচলিত ব্যাখ্যার দিক হ'তে এই সূক্তটি পূর্বেই সূক্তের অনুরূপ।

◆ ◆

— ৫০ সূক্ত —

[দেবতা : প্রথম হ'তে নবম ঋক্ বৃহস্পতি; দশম ও একাদশ ঋক্ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি।
ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী।]

যস্তস্তম্ভ সহসা বি জ্মো অন্তাবৃহস্পতিস্ত্রিষধস্থো রবেণ।
তং প্রত্নাস ঋষয়ো দীধ্যানাঃ পুরো বিপ্রা দধিরে মন্দ্রজিহ্বম্॥ ১॥
ধুনেতয়ঃ সুপ্রকেতং মদন্তো বৃহস্পতে অভি যে নস্ততস্রে।
পৃষন্তং সৃপ্রমদব্ধমূর্বং বৃহস্পতে রক্ষতাদস্য যোনিম্॥ ২॥
বৃহস্পতে যা পরমা পরাবদত আ ত ঋতস্পৃশো নি ষেদুঃ।
তুভ্যং খাতা অবতা অদ্রিদুগ্ধা মধ্বঃ শ্চোতন্ত্যভিতো বিরপ্শম্॥ ৩॥
বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্।
সপ্তাস্যস্তুবিজাতো রবেণ বি সপ্তরশ্মিরধমত্তমাংসি ॥ ৪॥
স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন বলং রুরোজ ফলিগং রবেণ।
বৃহস্পতিরুস্রিয়া হব্যসূদঃ কনিক্রদদ্বাবশতীরুদাজৎ॥ ৫॥

এবা পিত্রে বিশ্বদেবায় বৃষ্ণে যজ্ঞৈ র্বিধেম নমসা হবির্ভিঃ।
বৃহস্পতে সুপ্রজা বীরবন্তো বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্॥ ৬॥
স ইদ্রাজা প্রতিজন্যানি বিশ্বা শুষ্মেণ তস্থাবভি বীর্যেণ।
বৃহস্পতিং যঃ সুভৃতং বিভর্তি বল্গূয়তি বন্দতে পূর্বভাজম্॥ ৭॥
স ইৎক্ষেতি সুধিত ওকসি স্বে তস্মা ইলা পিন্বতে বিশ্বদানীম্।
তস্মৈ বিশঃ স্বয়মেবা নমন্তে যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি॥ ৮॥
অপ্রতীতো জয়তি সং ধনানি প্রতিজন্যান্যুত যা সজন্যা।
অবস্যবে যো বরিবঃ কৃণোতি ব্রহ্মণে রাজা তমবন্তি দেবাঃ॥ ৯॥
ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পতেঽস্মিন্যজ্ঞে মন্দসানা বৃষণ্বসূ।
আ বাং বিশন্ত্বিন্দবঃ স্বাভুবোঽস্মে রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছতম্॥ ১০॥
বৃহস্পত ইন্দ্র বর্ধতং নঃ সচা সা বাং সুমতি র্ভূত্বস্মে।
অবিষ্টং ধিয়ো জিগৃতং পুরন্ধী র্জজস্তমর্যো বনুষামরাতীঃ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — যিনি বলপূর্বক পৃথিবীর অন্তসমূহ স্তম্ভিত করেছিলেন এবং যিনি শব্দের দ্বারা স্থানত্রয়ে বর্তমান আছেন, সেই আহ্লাদক জিহ্বাবিশিষ্ট বৃহস্পতি দেবকে পুরাতন দ্যুতিমান মেধাবীবৃন্দ সম্মুখে স্থাপন করেছিলেন ॥ ১ ॥

হে প্রভূত প্রজ্ঞাবান্ বৃহস্পতি! যাদের গতি শত্রুগণকে কম্পিত করে, যারা আপনাকে হৃষ্ট করে এবং যারা আপনাকে স্তুতি করে, আপনি তাদের ফলপ্রদ, বর্ধনশীল, অহিংসিত ও বিস্তীর্ণ যজ্ঞ রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

হে বৃহস্পতি! যে অত্যন্ত দূরবর্তী স্বর্গনামক পরম স্থান আছে, ঐ স্থান হতে আপনার সেই অশ্বগণ যজ্ঞে আগমন পূর্বক নিযুক্ত আছে। খাত কূপের চারিদিকে যে রকম জলস্রাব হয়, সেইরকম আপনার চারিদিকে স্তুতির সাথে প্রস্তরের দ্বারা অভিষুত সোম মধু ক্ষরণ করছে ॥ ৩ ॥

বৃহস্পতি যখন মহান্ আদিত্যের পরম আকাশে প্রথমে জাত হয়ে ছিলেন তখন তিনি সপ্ত মুখবিশিষ্ট, বহু রকমে সম্ভূত, শব্দযুক্ত ও গমনশীল তেজবিশিষ্ট হয়ে অন্ধকার নাশ করেছিলেন ॥ ৪ ॥

বৃহস্পতি স্তুতিযুক্ত ও দীপ্তিশালী অঙ্গিরাগণের সাথে শব্দের দ্বারা বলকে নাশ করেছিলেন। তিনি শব্দ ক'রে ভোগপ্রদাত্রী ও হব্যপ্রেরিকা গাভীগণকে বহিষ্কার করেছিলেন ॥ ৫ ॥

আমরা এই রকমে পিতা, সর্বদেবতাস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষী বৃহস্পতিকে যজ্ঞের দ্বারা, হব্যের দ্বারা ও স্তুতির দ্বারা পরিচর্যা করবো। হে বৃহস্পতি! আমরা যেন সুপুত্রবান্ বীর্যশালী ও ধনের স্বামী হতে পারি ॥ ৬ ॥

যিনি বৃহস্পতিকে সুন্দরভাবে পোষণ করেন এবং তাঁকে প্রথম হব্যগ্রাহী ব'লে স্তুতি করেন ও নমস্কার করেন, সেই রাজা আপনা বীর্যের দ্বারা শত্রুবর্গের বল অভিভূত ক'রে অবস্থিত হন ॥ ৭ ॥

যে রাজার নিকট ব্রহ্মণস্পতি প্রথম গমন করেন, তিনি সুতৃপ্ত হয়ে আপন গৃহে বাস করেন। পৃথিবী তাঁর জন্য সর্বকালে ফল প্রসব করেন; প্রজাবর্গ নিজেরাই তাঁর নিকট প্রণত থাকে ॥ ৮ ॥

যে রাজা রক্ষণকুশল ব্রহ্মণস্পতিকে ধন দান করেন, তিনি অপ্রতিহতভাবে শত্রুর প্রজাপুঞ্জের

ধন জয় করেন। দেববৃন্দ তাঁকে রক্ষা করেন ॥ ৯ ॥

হে বৃহস্পতি! আপনি এবং ইন্দ্র এই যজ্ঞে হৃষ্ট হয়ে যজমানবৃন্দকে ধন দান পূর্বক সোম পান করুন। সর্বব্যাপক সোম আপনাদের শরীরে প্রবেশ করুক। আপনারা আমাদের সমস্ত পুত্রপৌত্র ইত্যাদি ধন দান করুন ॥ ১০ ॥

হে বৃহস্পতি! হে ইন্দ্র! আপনারা আমাদের বর্ধিত করুন; আমাদের প্রতি আপনাদের অনুগ্রহ যুগপৎ প্রযুক্ত হোক। আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুন; আমাদের স্তুতিতে জাগরিত হোন। আপনারা স্তোতাবর্গের শত্রুর সাথে যুদ্ধ করুন ॥ ১১ ॥

টীকা — প্রচলিত ব্যাখ্যার দিক্ হ'তে এই সূক্তটি পূর্ববর্তী সূক্তের অনুরূপ। ভক্ত তাঁর হৃদয়ে সর্বব্যাপক ভক্তিসুধা ঈশ্বরের চরণে এই স্থানেও নিবেদন করছেন। হর্ষপ্রেরিকা শুদ্ধসত্ত্বের বা জ্ঞানের আধারভূত শক্তির সৌজন্য অজ্ঞানতা হ'তে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। অভিষুত সোম (প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে মাদক পানীয়), আমরা মনে ক'রি, ভক্তহৃদয়ের মথিত ভক্তিসুধা।

◆ ◆

— ৫১ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইদমু ত্যৎ পুরুতমং পুরস্তাজ্জ্যোতিস্তমসো বয়ুনাবদস্থাৎ।
নূনং দিবো দুহিতরো বিভাতীর্গাতুং কৃণবন্নুষসো জনায় ॥ ১ ॥
অস্থুরু চিত্রা উষসঃ পুরস্তান্মিতা ইব স্বরবোঽধ্বরেষু।
ব্যূ ব্রজস্য তমসো দ্বারোচ্ছন্তীরব্রঞ্ছুচয়ঃ পাবকাঃ ॥ ২ ॥
উচ্ছন্তীরদ্য চিতয়ন্ত ভোজান্রাধোদেয়ায়োষসো মঘোনীঃ।
অচিত্রে অন্তঃ পণয়ঃ সসন্ত্ববুধ্যমানাস্তমসো বিমধ্যে ॥ ৩ ॥
কুবিৎস দেবীঃ সনয়ো নবো বা যামো বভূয়াদুষসো বো অদ্য।
যেনা নবগ্বে অঙ্গিরে দশগ্বে সপ্তাস্যে রেবতী রেবদূষ ॥ ৪ ॥
যূয়ং হি দেবীর্ঋতযুগ্ভিরশ্বৈঃ পরিপ্রয়াথ ভুবনানি সদ্যঃ ।
প্রবোধয়ন্তীরুষসঃ সসন্তং দ্বিপাচ্চতুষ্পাচ্চরথায় জীবম্ ॥ ৫ ॥
ক্ব স্বিদাসাং কতমা পুরাণী যয়া বিধানা বিদধুর্ঋভূণাম্।
শুভং যচ্ছুভ্রা উষসশ্চরন্তি ন বি জ্ঞায়ন্তে সদৃশীরজুর্যাঃ ॥ ৬ ॥
তা ঘা তা ভদ্রা উষসঃ পুরাসুরভিষ্টিদ্যুম্না ঋতজাতসত্যাঃ।
যাস্বীজানঃ শশমান উক্থৈঃ স্তুবঞ্ছংসন্দ্রবিণং সদ্য আপ ॥ ৭ ॥
তা আ চরন্তি সমনা পুরস্তাৎ সমানতঃ সমনা পপ্রথানাঃ।
ঋতস্য দেবীঃ সদসো বুধানা গবাং ন সর্গা উষসো জরন্তে ॥ ৮ ॥

তা ইন্বেব সমনা সমানীরমীতবর্ণা উষসশ্চরন্তি।
গূহন্তীরভ্বমসিতং রুশদ্ভিঃ শুক্রাস্তনূভিঃ শুচয়ো রুচানাঃ॥ ৯॥
রয়িং দিবো দুহিতরো বিভাতীঃ প্রজাবন্তং যচ্ছতাস্মাসু দেবীঃ।
স্যোনাদা বঃ প্রতিবুধ্যমানাঃ সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম॥ ১০॥
তদ্বো দিবো দুহিতরো বিভাতীরুপ ব্রুব উষসো যজ্ঞকেতুঃ।
বয়ং স্যাম যশসো জনেষু তদ্দ্যৌশ্চ ধত্তাং পৃথিবী চ দেবী॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — এই প্রসিদ্ধ, অত্যন্ত প্রভূত, কান্তিশালী জ্যোতি পূর্বদিকে অন্ধকার হ'তে উত্থিত হচ্ছে। আদিত্যদুহিতা দীপ্তিমতী উষাসমূহ সত্যই লোককে গমনকার্যে সক্ষম করেন ॥ ১ ॥

বিচিত্র উষা, যজ্ঞে খাত যূপ কাষ্ঠের মতো শোভমান হয়ে পূর্বদিকে রয়েছেন। তাঁরা বাধাজনক অন্ধকারের দ্বারা উদ্ঘাটন পূর্বক দীপ্ত ও পবিত্র হয়ে প্রকাশিত হচ্ছেন ॥ ২ ॥

অদ্য তমোনিবারিকা ধনবতী উষা ভোজ্যদাতাকে ধনপ্রদানের নিমিত্ত প্রোৎসাহিত করেছেন। পণিবৃন্দ অপ্রীতিকর অন্ধকারের মধ্যে অপ্রবুদ্ধভাবে নিদ্রামগ্ন হোক ॥৩॥

হে ধনবতী উষাবৃন্দ! যে রথের দ্বারা আপনারা সপ্তমুখ নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাবৃন্দকে ধনশালী রূপে প্রদীপ্ত করেছেন; হে দ্যুতিমতী উষাবৃন্দ! আপনাদের সেই পুরাতন অথবা নূতন রথ অদ্য যজ্ঞের আগমন করুক ॥ ৪ ॥

হে দ্যুতিমতী উষাবৃন্দ; আপনারা নিদ্রিত দ্বিপদ ও চতুষ্পদবর্গকে আপন আপন কার্যে প্রবোধন পূর্বক যজ্ঞে গমনশীল অশ্ববর্গের সাথে ভুবনসমূহ ক্ষণমাত্রে পরিভ্রমণ করেন ॥ ৫ ॥

যে উষার চমস ইত্যাদি ঋভুগণ নির্মাণ করেছিলেন, সেই পুরাতনী উষা কোথায় আছেন? দীপ্ত, নিত্য নূতন, সমান রূপবিশিষ্ট, উষাবৃন্দ যখন দীপ্তি প্রকাশ করেন, তখন তাঁদের পরিচিহ্নিত করা যায় না ॥ ৬ ॥

যে উষায় যজ্ঞকারিগণ উক্‌থের দ্বারা স্তুতি পূর্বক এবং স্তোতা ও শাস্ত্র উচ্চারণ পূর্বক শীঘ্র ধন লাভ করেন, সেই কল্যাণকারী উষাসমূহ পুরাকাল হ'তে অভিগমন ক'রেই ধন দান করেন। তাঁরা যজ্ঞের জন্য জাত হয়েছেন এবং সত্য ফল দান করেন ॥ ৭ ॥

একরূপবিশিষ্ট ও সমান বিখ্যাত উষাবৃন্দ পূর্বদিকে একমাত্র দেশ হ'তে বিচরণ করেন। দ্যুতিমতী উষাবৃন্দ যজ্ঞগৃহকে প্রবোধিত করণ পূর্বক জল সৃষ্টিকারী রশ্মি সমূহের মতো স্তুত হন ॥ ৮ ॥

উষাবৃন্দ সমান, এক রূপবিশিষ্ট ও অপরিমিত বর্ণযুক্ত, দীপ্ত, শুদ্ধ এবং কান্তিপূর্ণ শরীরের দ্বারা দীপ্তিযুক্ত। তাঁরা অতিমহান্ অন্ধকারকে গোপন ক'রে বিচরণ করেন ॥ ৯ ॥

হে কান্তিমতী আদিত্য-দুহিতাবর্গ! আপনারা আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদিযুক্ত ধন দান করুন। হে দেবিগণ! আমরা সুখলাভের জন্য আপনাদের প্রতিবোধিত করছি; আমরা যেন পুত্রপৌত্র ইত্যাদিযুক্ত ধনের পতি হ'তে পারি ॥ ১০ ॥

হে কান্তিমতী আদিত্য-দুহিতাগণ! আমি যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক, আমি আপনাদের নিকট প্রার্থনা করছি, আমরা যেন লোকমধ্যে কীর্তি ও অন্নের স্বামী হ'তে পারি। দ্যুলোক এবং দ্যুতিমতী পৃথিবী উক্ত যশ ধারণ করুন ॥ ১১ ॥

টীকা — ৪ ঋকে 'নবগ্ব ও দশগ্ব' শব্দের অর্থ, 'যে নবভিঃ মাসৈঃ সমাপ্য গতা স্তে নবগ্বা', 'যে তু

দশভির্মাসৈঃ সমাপ্য জগ্মু স্তে দশগ্বাঃ'। সায়ণ ॥ ৬ ঋকে 'তাঁদের পরিচিহ্নিত করা যায় না' কথার তাৎপর্য এই যে, 'সকলের একরকম রূপ ব'লে ইনি নূতন উষা, ইনি পুরাতন উষা এই রকম জ্ঞাত হওয়া যায় না'। সায়ণ। বস্তুতঃ প্রতিদিন নূতন নূতন উষার অভ্যুদয় হয়; অর্থাৎ পুরাতন উষার স্থলে নূতন উষাকে দর্শন ক'রে স্বতন্ত্ররূপে তাঁদের পরিচিহ্নিত করা সম্ভব হয় না ॥

উষা হলেন ঈশ্বরের অন্যতমা বিভূতি-বিকাশ। তিনি জ্ঞানোন্মেষকারিণী, চৈতন্য-স্বরূপা, নিত্যদৈবা দেবী। প্রথম অষ্টকে উষার স্বরূপ সম্পর্কে আছে। পরবর্তী সূক্তে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে স্বামী দুর্গাদাসের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

◆ ◆

— ৫২ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্রতি ষ্যা সূনরী জনী ব্যুচ্ছন্তী পরি স্বসুঃ। দিবো অদর্শি দুহিতা॥ ১॥
অশ্বেব চিত্রারুষী মাতা গবামৃতাবরী। সখাভূদশ্বিনোরুষাঃ॥ ২॥
উত সখাস্যশ্বিনোরুত মাতা গবামসি। উতোষো বস্ব ঈশিষে॥ ৩॥
যাবয়দ্দ্বেষসং ত্বা চিকিত্বিৎ সূনৃতাবরি। প্রতি স্তোমৈরভুৎস্মহি॥ ৪॥
প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত গবাং সর্গা ন রশ্ময়ঃ। ওষা অপ্রা উরু জ্রয়ঃ॥ ৫॥
আপপ্রুষী বিভাবরি ব্যাবর্জ্যোতিষা তমঃ। উষো অনু স্বধামব॥ ৬॥
আ দ্যাং তনোষি রশ্মিভিরান্তরিক্ষমুরু প্রিয়ম্। উষঃ শুক্রেণ শোচিষা॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — সেই আদিত্যদুহিতা দৃষ্ট হচ্ছেন। তিনি প্রাণিগণের নেত্রী ও সুফলের উৎপাদয়িত্রী। তিনি ভগ্নী রাত্রির পর্যবসানকালে অন্ধকার বিনাশ করেন ॥ ১ ॥

অশ্বিনীর মতো মনোহরা, দীপ্তিমতী ও রশ্মিসমূহের মাতা যজ্ঞবতী উষা অশ্বিযুগলের বন্ধু হন ॥ ২ ॥

আপনি অশ্বিযুগলের বন্ধু এবং রশ্মিসমূহের মাতা। হে উষা! আপনি ধনের ঈশ্বরী ॥ ৩ ॥

হে সুনৃতা উষা! আপনি শত্রুবর্গকে দূর ক'রে দিয়ে থাকেন, আপনি সংজ্ঞা দান ক'রে থাকেন; আমরা আপনাকে স্তুতির দ্বারা প্রবোধিত করছি ॥ ৪ ॥

স্তুতির যোগ্য রশ্মিসমূহ দৃষ্ট হচ্ছে। উষা বর্ষার ধারার মতো জগৎকে মহৎ তেজে পরিপূর্ণ করেছেন ॥ ৫ ॥

হে কান্তিমতী উষা! আপনি তেজের দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ করেন, তেজের দ্বারা অন্ধকার দূর করেন; তারপরে নিয়ম অনুসারে রক্ষা করেন ॥ ৬ ॥

হে উষা! আপনি দীপ্ত তেজযুক্ত হয়ে রশ্মির দ্বারা দ্যুলোককে ব্যাপ্ত করেন ও প্রিয় অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত করেন ॥ ৭ ॥

টীকা — এই সূক্তটি পূর্ব সূক্তের অনুরূপ। আমি এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি। তাতেই উষা সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যাবে॥ ১ ঋক্—'প্রসিদ্ধ সেই জনগণের সৎপথে প্রদর্শনকারিণী স্বসৃভূত সর্বজনে জ্ঞানপ্রদানকারিণী দিব্যজাতা জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবী সর্বজীবের হৃদয়ে আবির্ভূতা হোন।'—[আমরা 'দিবঃ' পদে 'দ্যুলোকস্য' অর্থাৎ স্বর্গের অর্থই স্বাভাবিক ও সঙ্গত ব'লে মনে করি। তাই দিব্যদুহিতা পদ দুটির অর্থ হয়—'দিব্যজাত, স্বর্গজাত'; জ্ঞান স্বর্গজাত নিশ্চয়ই, কারণ জ্ঞান ভগবানেরই শক্তি। 'সূনরী' পদের অর্থ 'সুষ্ঠু নেত্রী'—জনগণের সৎপথপ্রদর্শনকারিণী। জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবী সম্বন্ধেই এই বিশেষণ সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হ'তে পারে।...ইত্যাদি। মন্ত্রটির মূল ভাব—জগতের সর্বলোক জ্ঞান লাভ ক'রে ধন্য হোক, আমরা যেন সেই পরমা দেবীর কৃপালাভে বঞ্চিত না হই]॥ ২ ঋক্—'ব্যাপক জ্ঞানের মতো জ্যোতির্ময়ী হিতকারিণী (অথবা সত্যপ্রাপিকা) জ্ঞান কিরণের উৎপাদয়িত্রী অর্থাৎ জ্ঞানের মূলীভূত জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবী আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়ের সখা হন।' (নিত্যসত্যমূলক মন্ত্রের ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবে লোকসমূহ আধিব্যাধিমুক্ত হয়)। এখানে জ্ঞানের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হয়েছে।—'অশ্বের চিত্রা' অর্থাৎ ব্যাপক জ্ঞানের তুল্য বিচিত্র।...সেই জ্ঞান 'ঋতাবরী' অর্থাৎ হিতকারিণী বা সত্যপ্রাপিকা। 'গবাং মাতা' পদ দুটিতেও এই অর্থই সূচিত হয়।...'অশ্বিনোঃ সখা ভূৎ' মন্ত্রাংশের মধ্যে বিশেষ ভাব নিহিত আছে। মানুষ যখন আধিব্যাধিতে পীড়িত হয়, রিপুবর্গের আক্রমণে বিব্রত হয়ে পড়ে তখন মানুষকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র জ্ঞান।...'অশ্বিনোঃ'—ভগবানের দুই বিভূতি, অশ্বিনীকুমার যুগল, যা মানুষের অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি নিবারক।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—'জ্ঞানের উন্মেষিকে হে দেবী! আপনি আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়েরও সখা হন; অপিচ, পরাজ্ঞানের মূলীভূতা কারণস্বরূপা হন; এবং আপনি পরমধনের ঈশ্বরী হন। (নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—জ্ঞানই লোকবর্গের ভবদুঃখনিবারক পরমবন্ধুস্বরূপ হন)। এই মন্ত্রের বিশেষ পদগুলি অবলম্বনে মন্ত্রের ভাব পূর্ব মন্ত্রেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।...আমরা 'গো' পদে পূর্বাপরই জ্ঞানকিরণ অর্থ করেছি॥

◆ ◆

— ৫৩ সূক্ত —

[দেবতা : সবিতা। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : জগতী]

তদ্দেবস্য সবিতুর্বার্যং মহদ্বৃণীমহে অসুরস্য প্রচেতসঃ।
ছর্দির্যেন দাশুষে যচ্ছতি ত্মনা তন্নো মহাঁ উদয়ান্দেবো অক্তুভিঃ॥ ১॥
দিবো ধর্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ পিশঙ্গং দ্রাপিং প্রতি মুঞ্চতে কবিঃ।
বিচক্ষণঃ প্রথয়ন্নাপৃণন্নুর্বজীজনৎ সবিতা সুম্নমুক্থ্যম্॥ ২॥
আপ্রা রজাংসি দিব্যানি পার্থিবা শ্লোকং দেবঃ কৃণুতে স্বায় ধর্মণে।
প্র বাহূ অস্রাক্সবিতা সবীমনি নিবেশয়ৎ প্রসুবন্নক্তুভির্জগৎ॥ ৩॥
অদাভ্যো ভুবনানি প্রচাকশদ্‌ব্রতানি দেবঃ সবিতাভি রক্ষতে।
প্রাস্রাগ্বাহূ ভুবনস্য প্রজাভ্যো ধৃতব্রতো মহো অজ্মস্য রাজতি॥ ৪॥

ত্রিরন্তরিক্ষং সবিতা মহিত্বনা ত্রী রজাংসি পরিভূস্ত্রীণি রোচনা।
তিস্রো দিবঃ পৃথিবীস্তিস্র ইন্বতি ত্রিভির্ব্রতৈরভি নো রক্ষতি ত্মনা॥ ৫॥
বৃহৎসুম্নঃ প্রসবীতা নিবেশনো জগতঃ স্থাতুরুভয়স্য যো বশী।
স নো দেবঃ সবিতা শর্ম যচ্ছত্বস্মে ক্ষয়ায় ত্রিবরূথমংহসঃ॥ ৬॥
আগন্দেব ঋতুভির্বর্ধতু ক্ষয়ং দধাতু নঃ সবিতা সুপ্রজামিষম্।
স নঃ ক্ষপাভিরহভিশ্চ জিন্বতু প্রজাবন্তং রয়িমস্মে সমিন্বতু॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — আমরা অসুর ও বুদ্ধিমান্ সবিতাদেবের সেই বরণীয় এবং মহৎ ধন প্রার্থনা করি। তিনি হব্যদাতাকে স্বেচ্ছাপূর্বক যা দান করেন, মহান্ সবিতাদেব আমাদের সেই ধন প্রতিদিন দান করুন ॥ ১॥

দ্যুলোক এবং সমস্ত লোকের ধারক, প্রজাপতি কবি সবিতাদেব পিশঙ্গ পরিচ্ছদ পরিধান করেন। বিচক্ষণ সবিতা প্রখ্যাত হয়েও জগৎ তেজে পরিপূর্ণ ক'রে প্রভূত স্তুতিযোগ্য সুখ উৎপন্ন করেছেন ॥ ২॥

সবিতাদেব তেজের দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবীলোককে পরিপূর্ণ করেন এবং আপন কার্যে প্রশংসা করেন। তিনি প্রতিদিবস জগৎকে নিজ নিজ কার্যে স্থাপন ও প্রেরণ পূর্বক সৃজনকার্যে বাহু প্রসারিত করেন ॥ ৩॥

সবিতাদেব অহিংসিত হয়ে ভুবনকে প্রদীপ্ত ক'রে ব্রতসমূহ রক্ষা করেন। তিনি ভুবনের প্রজাগণের জন্য বাহু প্রসারণ করেন। ধৃতব্রত সবিতাদেব মহৎ জগতের ঈশ্বর ॥ ৪॥

সবিতাদেব মহিমার দ্বারা পরিভব ক'রে অন্তরীক্ষত্রয়কে ব্যাপ্ত করেন। তিনি লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করেন। তিনি দীপ্তিমান্ এই তিন জনকে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন দ্যুলোককে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন ব্রতের দ্বারা অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে পরিপালন করেন ॥ ৫॥

যাঁর প্রভূত ধন আছে, যিনি কর্মসমূহ প্রসব করেন, যিনি সকলের গন্তব্য, এবং যিনি স্থাবর জঙ্গম উভয়কেই বশ করেন, সেই সবিতাদেব আমাদের পাপক্ষয়ের নিমিত্ত আমাদের লোকত্রয়ে সুখ দান করুন ॥ ৬॥

সবিতাদেব ঋতুবর্গের সাথে আগমন করুন, আমাদের গৃহ বর্ধিত করুন, আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদিযুক্ত অন্নদান করুন। তিনি দিবসে ও রাত্রিতে আমাদের প্রতি প্রীত হোন। তিনি আমাদের অপত্যযুক্ত ধন দান করুন ॥ ৭॥

টীকা — সবিতাদেব অর্থাৎ সূর্য, অর্থাৎ জ্ঞানদেব। একমেবাদ্বিতীয়াম্ ঈশ্বরের একটি প্রধান বিভূতি। যাস্ক বলেন, আকাশ হ'তে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয়, সেই সবিতার কাল। সায়ণ বলেন, সূর্যের উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তা-ই সবিতা, উদয় হ'তে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি সেই সূর্য॥ ২ ঋকে মূলে 'পিশঙ্গ দ্রাপিং' আছে। সায়ণ বলেন, 'হিরণ্ময়ং কবচং'॥ ৫ ঋকের 'তিন ব্রত' অর্থে—গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হিম এই তিন কর্ম। সায়ণ॥

প্রথম অষ্টকে সবিতা সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

◆ ◆

— ৫৪ সূক্ত —

[দেবতা : সবিতা। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

অভূদ্দেবঃ সবিতা বন্দ্যো নু ন ইদানীমহ্ন উপবাচ্যো নৃভিঃ।
বি যো রত্না ভজতি মানবেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং নো অত্র দ্রবিণং যথা দধৎ॥ ১॥
দেবেভ্যো হি প্রথমং যজ্ঞিয়েভ্যোঽমৃতত্বং সুবসি ভাগমুত্তমম্।
আদিদ্দামানং সবিতার্ব্যূর্ণুষেঽনূচীনা জীবিতা মানুষেভ্যঃ॥ ২॥
অচিত্তী যচ্চকৃমা দৈব্যে জনে দীনৈর্দক্ষৈঃ প্রভূতী পুরুষত্বতা।
দেবেষু চ সবিতর্মানুষেষু চ ত্বং নো অত্র সুবতাদনাগসঃ॥ ৩॥
ন প্রমিয়ে সবিতুর্দৈব্যস্য তদ্যথা বিশ্বং ভুবনং ধারয়িষ্যতি।
যৎপৃথিব্যা বরিমন্না স্বঙ্গুরির্বর্ষ্মন্দিবঃ সুবতি সত্যমস্য তৎ॥ ৪॥
ইন্দ্রজ্যেষ্ঠান্বৃহদ্ভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ ক্ষয়াঁ এভ্যঃ সুবসি পস্ত্যাবতঃ।
যথাযথ পতয়ন্তো বিয়েমির এবৈব তস্থুঃ সবিতঃ সবায় তে॥ ৫॥
যে তে ত্রিরহন্ত্সবিতঃ সবাসো দিবেদিবে সৌভগমাসুবন্তি।
ইন্দ্রো দ্যাবাপৃথিবী সিন্ধুরদ্ভিরাদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শর্ম যংসৎ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — সবিতাদেব প্রাদুর্ভূত হয়েছেন। আমরা তাঁকে শীঘ্রই বন্দনা করবো। তিনি এইক্ষণে এবং তৃতীয় সবনে হোতাগণ কর্তৃক স্তুত হন। যিনি মানবগণকে রত্নদান করেন, সেই সবিতাদেব আমাদের এই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ধন দান করুন ॥১॥

আপনি প্রথমে যজ্ঞের যোগ্য দেববৃন্দের নিমিত্ত অমরত্বের সাধনভূত সোম রূপ উৎকৃষ্টতম ভাগ উৎপাদন ক'রে থাকেন। তার পরে, হে সবিতা। আপনি হব্যদাতাকে প্রকাশিত ক'রে থাকেন এবং পিতা, পৌত্র ইত্যাদি ক্রমে জীবন দান ক'রে থাকেন ॥২॥

হে সবিতাদেব। আমরা অজ্ঞানতাবশত, অথবা দুর্বল বা বলশালী লোকদের প্রমাদবশত, অথবা ঐশ্বর্যের গর্ব বা পরিজনের গর্ববশত, আপনার প্রতি, দেব ও মানুষদের প্রতি, যে অপরাধ করেছি, আপনি তা হ'তে এই যজ্ঞে আমাদের নিষ্পাপ করুন ॥৩॥

সবিতাদেবের কর্ম হিংসা করা উচিত নয়; তিনি বিশ্বভুবন ধারণ করেন। তিনি সুন্দর অঙ্গুলিবিশিষ্ট হয়ে পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ হ'তে আজ্ঞা করেন এবং দ্যুলোককেও বিস্তীর্ণ হ'তে আজ্ঞা করেন। তাঁর এই কর্ম সত্য ॥৪॥

হে সবিতা। ইন্দ্র আমাদের মধ্যে পূজ্য। আপনি আমাদের বৃহৎ পর্বতবৃন্দের অপেক্ষাও উন্নত করুন, এই সকল যজমানবৃন্দকে গৃহবিশিষ্ট নিবাস প্রদান করুন। তারা গমনকালে যেমন আপনা কর্তৃক নিয়ত হয়, সেই রকম আপনার আজ্ঞা অনুসারেই অবস্থিতি করে ॥৫॥

হে সবিতা! আমরা আপনার উদ্দেশে প্রতিদিবসে তিনবার ক'রে, সৌভাগ্যজনক সোম অভিষব করি; দ্যাবাপৃথিবী, জলবিশিষ্টা সিন্ধুদেবতা এবং আদিত্যবর্গের সাথে অদিতি আমাদের সুখ দান করুন ॥৬॥

টীকা — এই সূক্তটি পূর্বসূক্তের অনুরূপ।

◆◆

— ৫৫ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী]

কো বস্ত্রাতা বসবঃ কো বরূতা দ্যাবাভূমী আদিতে ত্রাসীথাং নঃ।
সহীয়সো বরুণ মিত্র মর্তাৎকো বোঽধ্বরে বরিবো ধাতি দেবাঃ॥ ১॥
প্র যে ধামানি পূর্ব্যাণ্যর্চান্বি যদুচ্ছান্বিয়োতারো অমূরাঃ।
বিধাতারো বি তে দধুরজস্রা ঋতধীতয়ো রুরুচন্ত দস্মাঃ॥ ২॥
প্র পস্ত্যামদিতিং সিন্ধুমর্কৈঃ স্বস্তিমীলে সখ্যায় দেবীম্।
উভে যথা নো অহনী নিপাত উষাসানক্তা করতামদব্ধে॥ ৩॥
ব্যর্যমা বরুণশ্চেতি পন্থামিষস্পতিঃ সুবিতং গাতুমগ্নিঃ।
ইন্দ্রাবিষ্ণূ নৃবদু যু স্তবানা শর্ম নো যন্তমমবদ্বরূথম্॥ ৪॥
আ পর্বতস্য মরুতামবাংসি দেবস্য ত্রাতুরব্রি ভগস্য।
পাৎপতির্জন্যাদংহসো নো মিত্রো মিত্রিয়াদুৎ ন উরুষ্যেৎ॥ ৫॥
নূ রোদসী অহিনা বুধ্ন্যেন স্তুবীত দেবী অপ্যেভিরিষ্টৈঃ।
সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবো ঘর্মস্বরসো নদ্যো অপ ব্রন্॥ ৬॥
দেবৈর্নো দেব্যদিতির্নি পাতু দেবস্ত্রাতা ত্রায়তামপ্রযুচ্ছন্।
নহি মিত্রস্য বরুণস্য ধাসিমর্হামসি প্রমিয়ং সান্বগ্নেঃ॥ ৭॥
অগ্নিরীশে বসব্যস্যাগ্নির্মহঃ সৌভগস্য। তান্যস্মভ্যং রাসতে॥ ৮॥
উষো মঘোন্যা বহ সূনৃতে বার্যা পুরু। অস্মভ্যং বাজিনীবতি॥ ৯॥
তৎসু নঃ সবিতা ভগো বরুণো মিত্রো অর্যমা। ইন্দ্রো নো রাধসা গমৎ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে বসুগণ! আপনাদের মধ্যে কে ত্রাণকর্তা? কে দুঃখের নিবারক? হে অখণ্ডনীয়া দ্যাবাপৃথিবী! আমাদের রক্ষা করুন। হে বরুণ! হে মিত্র! আপনারা অভিভবকর মানুষ হ'তে আমাদের ত্রাণ করুন। হে দেববর্গ! যজ্ঞে আপনাদের মধ্যে কে ধন দান করেন? ॥১॥

যাঁরা স্তোতৃবৃন্দকে পুরাতন স্থান প্রদান করেন, যাঁরা দুঃখের অমিশ্রয়িতা এবং অমূঢ়, যাঁরা অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই বিধাতা নিত্য দেবগণে অভীষ্ট প্রদান করেন। তাঁরা সত্যকর্মবিশিষ্ট ও

দর্শনীয় হয়ে শোভা প্রাপ্ত হন ॥ ২ ॥

আমি সকলের গন্তব্য অদিতি, সিন্ধু ও স্বস্তি দেবীকে সখ্যের নিমিত্ত মন্ত্রের স্তুতি ক'রি। যাতে দ্যাবাপৃথিবী আমাদের বিশেষভাবে পালন করেন, তার জন্য আমি স্তুতি ক'রি। উষা ও নক্ত অভিমত সম্পাদন করুন ॥ ৩ ॥

অর্যমা ও বরুণ পথ প্রদর্শন করুন। অন্নের পতি অগ্নি সুখকর পথ প্রদর্শন করুন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু সুন্দরভাবে স্তুত হয়ে আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদিযুক্ত ও বলযুক্ত বরণীয় সুখ দান করুন ॥ ৪ ॥

আমি পর্জন্য, মরুৎসজ্ঘ ও রক্ষক ভগদেবের আশ্রয় যাচ্‌ঞা ক'রি। পতি বরুণ আমাদের জন-সম্বন্ধীয় পাপ হ'তে রক্ষা করুন, মিত্র মিত্রভাবে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

হে দ্যাবাপৃথিবী দেবীযুগল। যেমন ধনলোভের জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সমুদ্রের মধ্যে গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে সেইরকম আমি অভিলষিত কার্য লাভের নিমিত্ত অহির্বুধ্ন্য নামক দেবতার সাথে আপনাদের স্তুতি ক'রি। সেই দেববৃন্দ দীপ্তিধ্বনিযুক্ত নদী সমূহকে অপাবৃত করুক ॥ ৬ ॥

অদিতি দেবী দেববর্গের সাথে আমাদের পালন করুন, ত্রাতা ইন্দ্র অপ্রমত্ত হয়ে আমাদের পালন করুন। আমরা মিত্র বরুণ ও অগ্নির সমুচ্ছ্রিত অন্ন হিংসা করতে পারি না ॥ ৭ ॥

অগ্নি ধনের ঈশ্বর এবং মহৎ সৌভাগ্যের ঈশ্বর। অতএব তিনি আমাদের ঐ সমস্ত দান করুন ॥ ৮ ॥

হে ধনবতী, সুনৃতা, অন্নবতী উষা! আমাদের বহু বরণীয় ধন দান করুন ॥ ৯ ॥

যে ধনের সাথে সবিতা, ভগ, বরুণ, মিত্র, অর্যমা ও ইন্দ্র আগমন করেন, তাঁরা সেই ধন আমাদের প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — ৩ ঋকের স্বস্তি দেবী প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন—'সুখনিবাসমেতন্নামিকাং দেবীং'॥ ৬ ঋকে এবং অন্য অনেক স্থানে ধনলাভের জন্য অর্থাৎ বাণিজ্যের প্রয়োজনে সমুদ্র গমনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 'অহির্বুধ্ন্য' শব্দের অর্থ, সায়ণের মতে, অন্তরীক্ষে জাত অহিনামক দেবতা।—ইত্যাদি॥ এই সূক্তের দেবতা—বিশ্বদেবগণ; অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভিন্ন বিভূতি-বিকাশমাত্র দেববৃন্দবিশেষ। বিশ্বদেবগণ সকলেই রক্ষক, প্রতিপালক ও কর্মফলদাতা। স্বতন্ত্রভাবে এই বিশ্বদেবগণের ঈশ্বরীয় বিভূতি-বিকাশ পরিলক্ষণীয়। দেবগণ, দ্যাবাপৃথিবী, বরুণ, মিত্র, অদিতি, সিন্ধু, স্বস্তি, উষা, নক্ত, অর্যমা, অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, পর্জন্য, মরুদ্বর্গ, অহির্বুধ্ন্য, সবিতা, ভগ ইত্যাদি সকলেরই উদ্দেশে এই সূক্তটি সমর্পিত। বলা বাহুল্য এই সকল দেবতা সম্পর্কে আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

◆ ◆

— ৫৬ সূক্ত —

[দেবতা : দ্যাবাপৃথিবী। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী]

মহী দ্যাবাপৃথিবী ইহ জ্যেষ্ঠে রুচা ভবতাং শুচয়দ্ভিরর্কৈঃ।
যৎসীং বরিষ্ঠে বৃহতী বিমিন্বন্ রুবদ্ধোক্ষা পপ্রথানেভিরেবৈঃ॥ ১ ॥

দেবী দেবেভির্যজতে যজত্রৈরমিনতী তস্থতুরুক্ষমাণে।
ঋতাবরী অদ্রুহা দেবপুত্রে যজ্ঞস্য নেত্রী শুচয়ম্ভিরর্কৈঃ॥ ২॥
স ইৎস্বপা ভুবনেষ্বাস য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জজান।
উর্বী গভীরে রজসী সুমেকে অবংশে ধীরঃ শচ্যা সমৈরৎ॥ ৩॥
নূ রোদসী বৃহদ্ভির্নো বরূথৈঃ পত্নীবদ্ভিরিষয়ন্তী সজোষাঃ।
উরূচী বিশ্বে যজতে নি পাতং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ॥ ৪॥
প্র বাং মহি দ্যবী অভ্যুপস্তুতিং ভরামহে। শুচী উপ প্রশস্তয়ে॥ ৫॥
পুনানে তন্বা মিথঃ স্বেন দক্ষেণ রাজথঃ। উহ্যাথে সনাদৃতম্॥ ৬॥
মহী মিত্রস্য সাধথস্তরন্তী পিপ্রতী ঋতম্। পরি যজ্ঞং নি ষেদুথঃ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — মহতী শ্রেষ্ঠা দ্যাবাপৃথিবী এই যজ্ঞে দীপ্তিকর মন্ত্রবিশিষ্ট হয়ে দীপ্তি যুক্ত হোন। যেহেতু সেচনকারী পর্জন্য বিস্তীর্ণা মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে পরিচ্ছেদ ক'রে প্রধমান ও গমনশীল মরুৎবর্গের সাথে সর্বত্র শব্দ করছেন ॥ ১ ॥

যাগের যোগ্য, অহিংসক, অভীষ্টবর্ষী, সত্যশীল, দ্রোহরহিত এবং দেববর্গের উৎপাদক ও যজ্ঞের নির্বাহক দ্যাবাপৃথিবী দেবীযুগল, দেববর্গের সাথে দীপ্তিকর মন্ত্রযুক্ত হোন ॥ ২ ॥

যিনি এই দ্যাবাপৃথিবীকে উৎপাদন করেছেন, যে ধীমান্ বিস্তীর্ণা, অবিচলা, সুরূপা, আধাররহিতা দ্যাবাপৃথিবীকে কর্মের বলে সম্যক্‌ভাবে পরিচালিত করেছেন, তিনি ভুবন সমূহের মধ্যে সুন্দর কর্মবিশিষ্ট ॥ ৩ ॥

হে দ্যাবাপৃথিবী। আপনারা আমাদের অন্নদানে অভিলাষিণী পরস্পর সঙ্গতা, বিস্তীর্ণ, যাগ এবং যাগযোগ্য হয়ে আমাদের পত্নীযুক্ত বৃহৎ গৃহসমূহে আমাদের সম্যক্‌ভাবে রক্ষা করুন। আমরা কর্মের বলে রথ ও দাস লাভ করবো ॥ ৪ ॥

হে দ্যুতিমতী দ্যাবাপৃথিবী! আমরা আপনাদের উদ্দেশে মহৎ স্তোত্র সম্পাদন করবো। আপনারা বিশুদ্ধা, আমরা প্রশংসা করবার নিমিত্ত আপনাদের সকাশে গমন করি ॥ ৫ ॥

আপনার আপন মূর্তি ও বলের দ্বারা পরস্পরকে শোধন পূর্বক শোভা প্রাপ্ত হন এবং সর্বদা যজ্ঞ বহন করেন ॥ ৬ ॥

হে মহতী দ্যাবাপৃথিবী। আপনাদের মিত্রের স্তোতার অভীষ্টসাধন করুন এবং অন্ন বিভাগ ও পূর্ণ ক'রে যজ্ঞে উপরে উপবেশন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ 'দ্যৌ ও পৃথিবী'। 'দ্যৌ' বা 'দ্যো' অর্থে স্বর্গ। দ্যৌঃ ও পৃথিবী অনেক স্থলে সকল দেবের পিতামাতা স্বরূপ বর্ণিত হয়েছেন। অতএব এঁদের উপর দেবত্ব আরোপ অসঙ্গত নয়। প্রথম অষ্টকে এই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। উপস্থিত এই সূক্তের যে কোন একটি ঋক্ সম্পর্কে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা যায়। যেমন, ৫ ঋক্—'পবিত্র জ্যোতির্ময় হে দেবতা! আপনাদের প্রীতির জন্য মহতী প্রার্থনা প্রকৃষ্টরূপে ঐকান্তিকতার সাথে যেন উচ্চারণ করি।' (প্রার্থনামূলক মন্ত্রের ভাব এই যে,—আমরা যেন 'শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ' জ্যোতির্ময় পরমদেবকে আরাধনা করি)। [মন্ত্রে 'বাং' 'দ্যবী' প্রভৃতি দ্বিবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে মন্ত্রের উপাস্য দেবতার দ্বিত্ব প্রতিপন্ন করা হয়। ভাষ্য ইত্যাদিতে এই দুই দেবতা দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ দ্যুলোক এবং ভূলোক। অবশ্য এই স্থানেই দেবতা

হলে গ্রহণ করা হয়নি। এটির প্রকৃত অর্থ দু'রকমে গৃহীত হয়। এক—দ্যুলোক ও ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দুই—দ্যুলোকে ও ভূলোকে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে যে সমস্ত দেবতা আছেন, তাঁরা। যদিও এই বহুর পশ্চাতে সেই 'একং' বর্তমান আছেন। বহুর দ্বারা সেই এক পরমদেবতাকেই লক্ষ্য করা হয়। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে ঐ দ্বিতীয় ভাবটিই গৃহীত হওয়া উচিত]—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৫৭ সূক্ত —

[দেবতা : ১-২-৩ ঋক্ ক্ষেত্রপতি; ৪ ঋক্ শুন; ৫ ও ৮ ঋক্ শুনাসীর; ৬ ও ৭ ঋক্ সীতা।
ঋষি : বামদেব। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, পুরউষ্ণিক্]

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি।
গামশ্বং পোষয়িত্বা স নো মৃলাতীদৃসে॥ ১॥
ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।
মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃলয়ন্তু॥ ২॥
মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত্বরিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম॥ ৩॥
শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুন মষ্ট্রামুদিঙ্গয়॥ ৪॥
শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং যদ্দিবি চক্রথুঃ পয়ঃ।
তেনেমামুপ সিঞ্চতম্॥ ৫॥
অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি॥ ৬॥
ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্ণাতু তাং পূষানু যচ্ছতু।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্ ॥ ৭॥
শুনং নর ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তম্॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — আমরা বন্ধুসম ক্ষেত্রপতির সাথে ক্ষেত্র জয় করবো, তিনি আমাদের গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন; কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান ক'রে আমাদের সুখী করেন॥ ১॥
হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেমন দুগ্ধ দান করে, সেইরকম আপনি মধুস্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃততুল্য, মাধুর্যপ্রাপ্ত ও প্রভূত জল দান করুন। যজ্ঞের স্বামীগণ আমাদের সুখী করুন॥ ২॥
ওষধী সমুদয় আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোক; দ্যুলোক সমুদয়, জলসমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদের

জন্য মধুযুক্ত হোক, ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোন। আমরা শত্রুকর্তৃক অহিংসিত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করবো ॥ ৩ ॥

বলীবর্দসমূহ সুখে বহন করুক, মানুষেরা সুখে কার্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হোক এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ করো ॥ ৪ ॥

হে শুন! হে সীর! আপনারা আমাদের এই স্তুতি সেবা করুন; আপনারা দ্যুলোকে যে জল প্রাপ্ত হয়েছেন, তার দ্বারা এই পৃথিবীকে সিক্ত করুন ॥ ৫ ॥

হে সৌভাগ্যবতী সীতা! আপনি অভিমুখিনী হোন, আমরা আপনাকে বন্দনা করছি; আপনি আমাদের সুন্দর ধন প্রদান করুন ও সুফল প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পূষা তাঁকে পরিচালিত করুন, তিনি জলবতী হয়ে বৎসরের পর বৎসর শস্য দোহন করুন ॥ ৭ ॥

ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকবৃন্দ বলীবর্দের সাথে সুখে গমন করুক, পর্জন্য মধুর জলের দ্বারা পৃথিবীকে সিক্ত করুন। হে শুনাসীর! আমাদের সুখ প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — ক্ষেত্রপতি হ'লেন কৃষিকার্যের অধিষ্ঠাতা দেব। এই সূক্তটি সমুদয় কৃষিকার্য সম্বন্ধীয়। গৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে যে, লাঙ্গলের দ্বারা চাষ আরম্ভ করবার পূর্বে এই সূক্তের প্রত্যেকটি ঋক্ উচ্চারণ করণীয় ॥ ২/৪ ঋকের প্রগ্রহ ও প্রতোদের অর্থ যথাক্রমে লাগাম বা বন্ধন ও তাড়নদণ্ড বা চাবুক। উইলসন ব'লেছেন—"May the braces bind happily; wield the good happily." ॥ ৫ ঋকে শুনাসীর প্রসঙ্গে—শৌনক বলেন শুন দ্যু দেবতা, অতএব তার মতে 'শুন' ইন্দ্র। সুতরাং সীর বায়ু। যাস্ক বলেন শুন বায়ু আর সীর আদিত্য। সীর শব্দের আদি অর্থ লাঙ্গল (মহীধর কৃত শুক্ল যজুর্বেদের টীকা)। শুনাসীর অর্থে কৃষিকার্যের উপকরণদ্বয় লাঙ্গল ও লাঙ্গলের ফলা ॥ ৬ ঋকে সীতা অর্থে লাঙ্গলের দ্বারা চিহ্নিত ভূমিতে রেখা। ঋষি স্তুতি করছেন যে, সেই লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষিত রেখা বৎসর বৎসর শস্য দোহন করুক। রামায়ণ রচনার সময়ে যখন সীতা সেই মহাকাব্যের নায়িকা হ'লেন, তখনও তাঁর জন্ম কথায় তাঁর নামের আদি অর্থ বেদ অনুসারে নিহিত হয়েছিল ॥ এই সূক্তটিও আধ্যাত্মিক ভাবে বিশ্লেষিত হ'তে পারে ॥

◆◆

— ৫৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি, সূর্য, জল, গো অথবা ঘৃত। ঋষি : বামদেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

সমুদ্রাদূর্মির্মধুমাঁ উদারদুপাংশুনা সমমৃতত্বমানট্।
ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি জিহ্বা দেবানামমৃতস্য নাভিঃ ॥ ১ ॥
বয়ং নাম প্র ব্রবামা ঘৃতস্যাস্মিন্যজ্ঞে ধারয়মা নমোভিঃ।
উপ ব্রহ্মা শৃণবচ্ছস্যমানং চতুঃশৃঙ্গোঽবমীদ্গৌর এতৎ ॥ ২ ॥
চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাঁ আ বিবেশ ॥ ৩ ॥

ত্রিধা হিতং পাণিভির্গুহ্যমানং গবি দেবাসো ঘৃতমন্ববিন্দন্।
ইন্দ্র একং সূর্য একং জজান বেনাদেকং স্বধয়া নিষ্টতক্ষুঃ ॥ ৪ ॥
এতা অর্ষন্তি হৃদ্যাৎ সমুদ্রাচ্ছতব্রজা রিপুণা নাবচক্ষে।
ঘৃতস্য ধারা অভি চাকশীমি হিরণ্যয়ো বেতসো মধ্যে আসাম্ ॥ ৫ ॥
সম্যক্ স্রবন্তি সরিতো ন ধেনা অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানাঃ।
এতে অর্ষন্ত্যূর্ময়ো ঘৃতস্য মৃগা ইব ক্ষিপণোরীষমাণাঃ ॥ ৬ ॥
সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ।
ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ ॥ ৭ ॥
অভি প্রবন্ত সমনেব যোষাঃ কল্যাণ্যঃ স্ময়মানাসো অগ্নিম্।
ঘৃতস্য ধারাঃ সমিধো নসন্ত তা জুষাণো হর্যতি জাতবেদাঃ ॥ ৮ ॥
কন্যা ইব বহতুমেতবা উ অঞ্জ্যঞ্জানা অভি চাকশীমি।
যত্র সোমঃ সূয়তে যত্র যজ্ঞো ঘৃতস্য ধারা অভি তৎপবন্তে ॥ ৯ ॥
অভ্যর্ষত সুষ্টুতিং গব্যমাজিমস্মাসু ভদ্রা দ্রবিণানি ধত্ত।
ইমং যজ্ঞং নয়ত দেবতা নো ঘৃতস্য ধারা মধুমৎ পবন্তে ॥ ১০ ॥
ধামন্তে বিশ্বং ভুবনমধি শ্রিতমন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুষি।
অপামনীকে সমিথে য আভৃতস্তমশ্যাম মধুমন্তং ত ঊর্মিম্ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — সমুদ্র হ'তে মধুমান্ ঊর্মি উদ্ভূত হয়। মানুষ স্নিগ্ধের দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ঘৃতের যে গোপনীয় নাম আছে, তা দেববৃন্দের জিহ্বা এবং অমৃতের নাভি ॥ ১ ॥

আমরা ঘৃতের নাম স্তব করবো, এই যজ্ঞে নমস্কারের দ্বারা তা ধারণ করবো। ব্রহ্মণস্পতি এই স্তব শ্রবণ করুন। শৃঙ্গ চতুষ্টয়বিশিষ্ট, গৌরবর্ণ দেবতা এই জগৎ নির্বাহ করছেন ॥ ২ ॥

এঁর চারিটি শৃঙ্গ। এঁর তিনটি পাদ, দু'টি মস্তক, সাতটি হস্ত। ইনি অভীষ্টবর্ষী, ইনি তিন রকমে বদ্ধ হয়ে অত্যন্ত শব্দ করছেন। মহতী দেবতা মর্ত্যগণের মধ্যে প্রবেশ করছেন ॥ ৩ ॥

পণিগণ, গোসমূহ তিনরকম দীপ্ত পদার্থে গোপনে নিহিত করেছিল। দেববৃন্দ তা লাভ করেছিলেন। ইন্দ্র একটিকে উৎপন্ন করেছিলেন, সূর্য একটিকে উৎপন্ন করেছিলেন। দেববৃন্দ বেণ হ'তে অন্নের দ্বারা আর একটি পদার্থ নিষ্পন্ন করেছিলেন ॥ ৪ ॥

অপরিমিত গতিবিশিষ্ট এই জল হৃদয় প্রীতিকর অন্তরীক্ষ হ'তে অধোদেশে পতিত হচ্ছে। রিপু তাকে দর্শন করতে পারছে না, সেই সকল ঘৃতধারা আমি দর্শন করছি, এঁদের মধ্যে হিরণ্ময় বেতসকে অর্থাৎ অগ্নিকে দর্শন করতে পারছি ॥ ৫ ॥

ঘৃতের ধারা প্রীতিপ্রদ নদীর মতো ক্ষরিত হচ্ছেন। এই সমস্ত জল হৃদয় মধ্যগত মানসের দ্বারা পূত হয়েছে। ঘৃতের ঊর্মি প্রবাহিত হচ্ছে, যেন ব্যাধের নিকট হ'তে মৃগ পলায়ন করছে ॥ ৬ ॥

নদীর জল যেমন নিম্নদেশ-অভিমুখে শীঘ্র গমন করে, সেইরকম বায়ুর মতো বেগশালী মহৎ ঘৃতধারা দ্রুত গমন করছেন। এই ঘৃতরাশি পরিধি ভেদ পূর্বক ঊর্মির দ্বারা বর্ধিত হয়ে মদভরে অশ্বের মতো গমন করছেন ॥ ৭ ॥

কল্যাণী ও হাস্যবদনা যোষিৎগণ যেমন সকলে একচিত্তে পতির প্রতি আসক্ত হয়, সেইরূপ ঘৃতধারা অগ্নির প্রতি গমন করেন। ওঁরা সম্যক্ দীপ্তিপ্রদ হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছেন। জাতবেদা প্রীত হয়ে এই ধারা সকল কামনা করছেন ॥ ৮ ॥

কন্যা যেমন পতির নিকট গমনের জন্য বেশ বিন্যাস করে, আমি প্রত্যক্ষ করছি, এই ঘৃতধারা সকল তেমন করছেন। যে স্থলে সোম অভিষুত হয়, অথবা যে স্থলে যজ্ঞ বিস্তীর্ণ হয়, ওঁরা সেই দিকে গমন করছেন ॥ ৯ ॥

গোসমূহের নিকট গমন করুন, ওদের স্তুতি করুন। আমাদের স্তুতিযোগ্য ধন প্রদান করুন। আমাদের এই যজ্ঞকে দেববৃন্দের নিকট নীত করুন। ঘৃতের ধারা মধুরভাবে গমন করছেন ॥ ১০ ॥

আপনার তেজ সমুদ্রের মধ্যেই অবস্থান করুক, হৃদয়ের মধ্যেই অবস্থান করুক, আয়ুতেই অবস্থান করুক, জলসমূহেই অবস্থান করুক, আর সংগ্রামেই অবস্থান করুক, সমস্ত বিশ্ব তাকে আশ্রয় ক'রে অবস্থান করছে। তাতে যে রস স্থাপিত হয়েছে, সেই মধুর রস আমরা ব্যাপ্ত করবো ॥ ১১ ॥

টীকা — ২ সূক্তে মূলে 'ব্রহ্মা' শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করেন 'পরিবৃদ্ধ দেবঃ।' ৩ সূক্তের দেব সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে, ইনি কে? সায়ণ বলেন ইনি যজ্ঞীয় অগ্নি হ'তে পারেন, অথবা আদিত্য হ'তে পারেন। যজ্ঞাগ্নি পক্ষে চারি বেদ শৃঙ্গ। সবনত্রয় পাদ। ব্রহ্মৌদন এবং প্রবর্গ্য মস্তকদ্বয়। সপ্তছন্দ হস্ত। মন্ত্র, কল্প এবং ব্রাহ্মণ এই তিন রকম বন্ধন। আদিত্য পক্ষে দিক্ চতুষ্টয় শৃঙ্গ। বেদত্রয় পাদ। অহোরাত্রি মস্তক। সপ্তরশ্মি সাতটি হস্ত। গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং হেমন্ত এই তিন বন্ধন॥ ৪ সূক্তে মূলে 'বেণাৎ' শব্দ আছে। সায়ণ তার অর্থ করেছেন কান্তিমান্ অগ্নি, অথবা গমনবান বায়ু। ইন্দ্র দুগ্ধ উৎপন্ন করেন, সূর্য ঘৃত উৎপন্ন করেন এবং দেববৃন্দ দধি উৎপন্ন করেন। সায়ণ॥ ৯ ঋকে বলা হয়েছে—এই সমগ্র সূক্তে ঘৃতের স্তব করা হয়েছে। ঋষি কল্পনার বলে বহমান ঘৃতকে নদীর সাথে, পলায়মান মৃগের সাথে, ধাবমান অশ্বের সাথে, হাস্যবদনা নারীর সাথে ও পতি-প্রণয়িনী পত্নীর সাথে তুলনা করেছেন।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

— চতুর্থ মণ্ডল সমাপ্ত —

পঞ্চম মণ্ডল

— ১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রিবংশীয় বুধ ও গবিষ্ঠির। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং প্রতি ধেনুমিবায়তীমুষাসম্।
যহ্বা ইব প্র বয়ামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ সিস্রতে নাকমচ্ছ॥ ১॥
অবোধি হোতা যজথায় দেবানূর্ধ্বো অগ্নিঃ সুমনাঃ প্রাতরস্থাৎ।
সমিদ্ধস্য রুশদদর্শি পাজো মহান্দেবস্তমসো নিরমোচি॥ ২॥
যদিং গণস্য রশনামজীগঃ শুচিরং ক্তে শুচিভির্গোভিরগ্নিঃ।
আদ্দক্ষিণা যুজ্যতে বাজয়ন্ত্যুত্তানামূর্ধ্বো অধয়জ্জুহূভিঃ॥ ৩॥
অগ্নিমচ্ছা দেবয়তাং মনাংসি চক্ষুংষীব সূর্যে সঞ্চরন্তি।
যদীং সুবাতে উষসা বিরূপে শ্বেতো বাজী জায়তে অগ্রে অহ্নাম॥ ৪॥
জনিষ্ট হি জেন্যো অগ্রে অহ্নাং হিতো হিতেষ্বরুষো বনেষু।
দমেদমে সপ্ত রত্না দধানোঽগ্নির্হোতা নি ষসাদা যজীয়ান্॥ ৫॥
অগ্নির্হোতা ন্যসীদদ্যজীয়ানুপস্থে মাতুঃ সুরভা উ লোকে।
যুবা কবিঃ পুরুনিষ্ঠ ঋতাবা ধর্তা কৃষ্টীনামুত মধ্য ইদ্ধঃ॥ ৬॥
প্র ণু ত্যং বিপ্রমধ্বরেষু সাধুমগ্নিং হোতারমীলতে নমোভিঃ।
আ যস্ততান রোদসী ঋতেন নিত্যং মৃজন্তি বা জনং ঘৃতেন॥ ৭॥
মার্জল্যো মৃজ্যতে স্বে দমূনাঃ কবিপ্রশস্তো অতিথিঃ শিবো নঃ।
সহস্রশৃঙ্গো বৃষভস্তদোজা বিশ্বাঁ অগ্নে সহসা প্রাস্যন্যান্॥ ৮॥
প্র সদ্যো অগ্নে অত্যেষ্যন্যাবির্যস্মৈ চারুতমো বভূম।
ঈলেন্যো বপুষ্যো বিভাবা প্রিয়ো বিশামতিথির্মানুষীণাম্॥ ৯॥
তুভ্যং ভরন্তি ক্ষিতয়ো যবিষ্ঠ বলিমগ্নে অন্তিত ওত দূরাৎ।
আ ভন্দিষ্ঠস্য সুমতিং চিকিদ্ধি বৃহত্তে অগ্নে মহি শর্ম ভদ্রম্॥ ১০॥
আদ্য রথং ভানুমো ভানুমন্তমগ্নে তিষ্ঠ যজতেভিঃ সমন্তম্।
বিদ্বান্‌পথীনামূর্বন্তরিক্ষমেহ দেবানৃহবিরদ্যায় বক্ষি॥ ১১॥
অবোচাম কবয়ে মেধ্যায় বচো বন্দারু বৃষভায় বৃষ্ণে।
গবিষ্ঠিরো নমসা স্তোমমগ্নৌ দিবীব রুক্মমুরুব্যঞ্চমশ্রেৎ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — ধেনুর মতো আগমনকারিণী ঊষা উপস্থিত হ'লে অগ্নি অধ্বর্যুবর্গের কাষ্ঠের দ্বারা

প্রবুদ্ধ হয়েছেন। তাঁর শিখাসমূহ মহান্ এবং শাখাবিস্তারকারী বৃক্ষের মতো অন্তরীক্ষের অভিমুখে প্রসৃত হচ্ছে ॥ ১ ॥

হোতা অগ্নি দেববৃন্দের যাগ করবার নিমিত্ত প্রবুদ্ধ হয়েছেন। অগ্নি প্রাতঃকালে প্রসন্ন মনে ঊর্ধ্বে উত্থিত হন। সমিদ্ধ অগ্নির দীপ্তিমান্ বল দৃষ্ট হচ্ছে। মহান্ দেব অন্ধকার হ'তে মুক্ত হয়েছেন ॥ ২ ॥

যখন অগ্নি একত্রিত জগতের রজ্জুরূপ অন্ধকার গ্রহণ করেন, তখন তিনি প্রদীপ্ত হয়ে দীপ্ত রশ্মির দ্বারা জগৎকে প্রকাশিত করেন। তারপর তিনি প্রবৃদ্ধ অন্ন-অভিলাষী ঘৃতধারার সাথে যুক্ত হন এবং উন্নত হয়ে উপরে বিস্তৃত সেই ধারাকে জুহূর দ্বারা পান করেন ॥ ৩ ॥

প্রাণিবর্গের চক্ষু যেমন সূর্যের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, সেইরকম যজমানবর্গের মানস অগ্নির অভিমুখে সঞ্চরণ করে। যখন বিরূপা দ্যাবাপৃথিবী ঊষার সাথে অগ্নিকে উৎপাদন করেন, তখন তিনি অগ্রে শ্বেত বাজীরূপে উৎপন্ন হন্ ॥ ৪ ॥

উৎপাদনীয় অগ্নি উদয়কালে প্রাদুর্ভূত হন এবং দীপ্তিযুক্ত হয়ে বন্ধুভূত বনসমূহে স্থাপিত হন। পরে তিনি সপ্ত রমণীয় শিখা ধারণ পূর্বক হোতা ও যাগযোগ্য হয়ে প্রত্যেক গৃহে উপবেশন করেন ॥ ৫ ॥

অগ্নি হোতা ও যাগযোগ্য হয়ে মাতা পৃথিবীর ক্রোড়ের উপরে সুগন্ধযুক্ত বেদিরূপ স্থানে উপবিষ্ট হয়েছেন। তিনি যুবা, কবি, বহুস্থানবিশিষ্ট, যজ্ঞবান্ ও সকলের ধারক। তিনি যজমানবৃন্দের মধ্যে সমিদ্ধ হয়ে থাকেন ॥ ৬ ॥

তিনি দ্যাবাপৃথিবীকে জলের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন, যজমানবৃন্দ সেই মেধাবী ও যজ্ঞে ফলসাধক হোতা অগ্নিকে শীঘ্র স্তুতির দ্বারা পূজা করেন। অগ্নি অন্নবান্; যজমানবৃন্দ ঘৃতের দ্বারা তাঁর পরিচর্যা করেন ॥ ৭ ॥

অর্চনীয় অগ্নি আপন স্থানে পূজিত হন। তিনি প্রশান্তমনা, কবিগণ তাঁর স্তুতি করে, তিনি আমাদের অতিথি ও সুখকর। তাঁর অপরিমিত শিখা আছে, তিনি অভীষ্টবর্ষী ও প্রসিদ্ধ বলশালী। হে অগ্নি! আপনি নিজ ভিন্ন অন্য সমস্তকে বলের দ্বারা পরিভূত ক'রে থাকেন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! আপনি যজ্ঞভূমিতে যার নিকট চারুতমরূপে আবির্ভূত হন, শীঘ্রই তার নিকট হ'তে অন্য সকলকে অতিক্রম ক'রে গমন ক'রে থাকেন। আপনি স্তুতির যোগ্য, দীপ্তিকর এবং বিশিষ্ট দীপ্তিমান্। আপনি প্রাণীবর্গের প্রিয় ও মানুষবৃন্দের অতিথি ॥ ৯ ॥

হে যুবতম অগ্নি! মানুষবৃন্দ নিকট হ'তে ও দূর হ'তে আপনার পূজা করে। যে আপনাকে অধিক স্তুতি করে, তার স্তুতি গ্রহণ করুন। হে অগ্নি! আপনার প্রদত্ত সুখ বৃহৎ, মহৎ ও স্তুতির যোগ্য ॥ ১০ ॥

হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! আপনি অদ্য দীপ্তিমান্ ও সমীচিন প্রান্তযুক্ত রথে দেববৃন্দের সাথে আরোহণ করুন। আপনি পথ অবগত আছেন, আপনি প্রভূত অন্তরীক্ষ প্রদেশ দিয়ে দেববৃন্দকে হব্য ভক্ষণের জন্য এই স্থানে আবাহন করুন ॥ ১১ ॥

কবি, পবিত্র, অভীষ্টবর্ষী ও যুবা অগ্নির উদ্দেশে আমরা বন্দনাযোগ্য স্তোত্র উচ্চারণ করেছি। গবিষ্ঠির ঋষি আকাশে দীপ্যমান, বিস্তীর্ণগতি বিশিষ্ট আদিত্যের সমান অগ্নির উদ্দেশে নমস্কারযুক্ত স্তোত্র উচ্চারণ করছেন ॥ ১২ ॥

টীকা — অত্রি ঋষি বা তাঁর বংশীয়গণ এই পঞ্চম মণ্ডলের ঋষি। আমরা ইতিপূর্বে বার বার অত্রির নাম প্রাপ্ত হয়েছি; এবং অশ্বিদ্বয় তাঁকে অনলবেষ্টিত শত্রুগৃহ হ'তে উদ্ধার করেছিলেন, এমন একটি

উপাখ্যানও জ্ঞাত হয়েছি। যাস্ক অত্রি অর্থে অগ্নি এবং অত্রির উদ্ধারের উপাখ্যানটি গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের সম্বন্ধীয় একটি উপমা বিবেচনা করেন। সায়ণ বলেন—অসুরগণ অত্রিকে শতদ্বার যন্ত্র গৃহে নিক্ষেপ ক'রে তাঁকে পীড়া প্রদানের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল; অশ্বিদ্বয় শীতল জলের দ্বারা সেই অগ্নিকে নির্বাপিত করেছিলেন। এইরকম উপমা অত্রি সম্বন্ধে উপাখ্যানগুলির মূল হ'তে পারে, কিন্তু অত্রি নামে প্রাচীন ঋষিবংশ ছিল এবং সেই বংশই এই মণ্ডলের সূক্ত সমূহের ঋষি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই সূক্তটিও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণযোগ্য। সূক্তের প্রথম তিনটি ঋকের ব্যাপারে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের উক্তি অনুধাবন করলেই তা বোধগম্য হতে পারে। যেমন, ১ ঋকে—'উষঃকালে আগমনকারী সূর্যরশ্মির মতো জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব জনসমূহের (সাধকগণের) সত্ত্বভাবের সাথে প্রবুদ্ধ হন।' [ভাব এই যে, উষার পশ্চাতে আলোকরশ্মি যেমন ধাবমান হয়, সত্ত্বভাবের সাথে জ্ঞান তেমনই সংযুক্ত হন—হৃদয় আলোকিত করেন]। মহান্ বৃক্ষের শাখা বহির্গমনের মতো (অথবা, উড্ডীয়মান পক্ষীর আপন আশ্রয়স্থান ত্যাগের মতো) জ্ঞানরশ্মিসমূহ অন্তরীক্ষ-অভিমুখে প্রসারিত হয় (অর্থাৎ, জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা সাধকবৃন্দ পরমার্থ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন)। [ভাব এই যে, পক্ষিগণ বা বৃক্ষশাখা সকল যেমন বৃক্ষসম্বন্ধ অতিক্রম ক'রে আকাশে আত্মসম্প্রসারণ করে, জ্ঞানসম্বন্ধপ্রাপ্ত আমরাও তেমনই সংসার-সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে পরমার্থ-সন্নিকর্ষ বা মোক্ষ লাভ ক'রি]॥ ২ ঋকে—'সৎকর্মসাধক ব্যক্তি দেবতার আরাধনার জন্য প্রবৃদ্ধ হন; জ্ঞানদেব সৎকর্মের আরম্ভে প্রসন্ন হয়ে সাধকদের ঊর্ধ্বলোকে স্থাপন করেন; প্রবুদ্ধ জ্ঞানের জ্যোতির্ময়ী দীপ্তি সাধকগণ কর্তৃক লব্ধ হয়; পরমদেব অজ্ঞানান্ধকার হ'তে সাধকগণকে নির্মুক্ত করেন।' [ভাব এই যে,—সাধক ভগবানের আরাধনাপরায়ণ হন; তিনি পরাজ্ঞান লাভ করেন]। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশেও জ্ঞান মহিমাই ব্যক্ত আছে। অগ্নিদেব—জ্ঞানদেব, সৎকর্মের আরম্ভে সাধকের প্রতি প্রসন্ন হন এবং সেই জন্য সাধকের মনকে ঊর্ধ্বে—সাংসারিক ভয়ভাবনা, সুখদুঃখের অতীত রাজ্যে নীত করেন, সাধক যেন পার্থিব মোহমায়ায় আবদ্ধ না হয়ে ঊর্ধ্বপথে বিচরণ করতে পারেন। মন্ত্রের তৃতীয় অংশের ভাব এই যে, সাধকগণ দিব্যজ্যোতি লাভ করেন। চতুর্থ অংশে এই সত্যই আরও পরিস্ফুটভাবে বিবৃত হয়েছে॥ ৩ ঋকে—'যখন এই প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেব বদ্ধজগতের ঘন অন্ধকার বিনাশ করেন, যখন পবিত্র জ্ঞানদেব পবিত্র জ্ঞানকিরণের দ্বারা বিশ্বকে প্রকাশিত করেন, তখন শক্তিদানকারিণী, কৃপাপরায়ণা, মঙ্গলসাধিকা জ্ঞানধারা সাধকদের হৃদয়ের সাথে সম্মিলিতা হন এবং অধঃপতিতজনকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করেন। (নিত্যসত্যমূলক মন্ত্রটির ভাব এই যে,—জ্ঞানশক্তির দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হয়; সাধকের পরমকল্যাণসাধক পরাজ্ঞান লাভ করেন)। বস্তুতঃ ভাষ্যকার বা অপরাপর ব্যাখ্যাকারেরা 'অগ্নি' শব্দে কাষ্ঠ ইত্যাদি দহনশীল অগ্নিকেই আগাগোড়া লক্ষ্য করেছেন। আমরা 'অগ্নি' পদে ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ বিভূতি তথা জ্ঞানাগ্নি তথা জ্ঞানদেব বুঝি॥

◆ ◆

— ২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রির পুত্র কুমার; অথবা জারের পুত্র বৃশ; অথবা এই সূক্তে এঁরা দু'জনই। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, শক্করী]

কুমারং মাতা যুবতি সমুব্ধং গুহা বিভর্তি ন দদাতি পিত্রে।
অনীকমস্য ন মিনজ্জনাসঃ পুরঃ পশ্যন্তি নিহিতমরতৌ॥ ১॥

কমেতং ত্বং যুবতে কুমারং পেষী বিভর্ষি মহিষী জজান।
পূর্বীর্হি গর্ভঃ শরদো ববর্ধাপশ্যাং জাতং যদসূত মাতা॥ ২॥
হিরণ্যদন্তং শুচির্বর্ণমারাৎ ক্ষেত্রাদপশ্যমায়ুধা মিমানম্।
দদানো অস্মা অমৃতং বিপৃক্বৎকিং মামনিন্দ্রাঃ কৃণবন্ননুক্থাঃ॥ ৩॥
ক্ষেত্রাদপশ্যং সনুতশ্চরন্তং সুমদ্যূথং ন পুরুশোভমানম্।
ন তা অগৃভ্রন্নজনিষ্ট হি যঃ পলিক্নীরিদ্যুবতয়ো ভবন্তি॥ ৪॥
কে মে মর্যকং বি যবন্ত গোভির্ন যেষাং গোপা অরণশ্চিদাস।
য ঈং জগৃভুরব তে সৃজন্ত্বাজাতি পশ্ব উপ নশ্চিকিত্বান্॥ ৫॥
বসাং রাজানং বসতিং জনানামরাতয়ো নি দধুর্মর্ত্যেষু।
ব্রহ্মাণ্যত্রেরব তং সৃজন্তু নিন্দিতারো নিন্দ্যাসো ভবন্তু॥ ৬॥
শুনশ্চিচ্ছেপং নিদিতং সহস্রাদ্যূপাদমুঞ্চো অশমিষ্ট হি যঃ।
এবাস্মদগ্নে বি মুমুগ্ধি পাশান্ হোতশ্চিকিত্ব ইহ তূ নিষদ্য॥ ৭॥
হৃণীয়মানো অপ হি মদৈয়েঃ প্র মে দেবানাং ব্রতপা উবাচ।
ইন্দ্রো বিদ্বাঁ অনু হি ত্বা চচক্ষ তেনাহমগ্নে অনুশিষ্ট আগাম্॥ ৮॥
বি জ্যোতিষা বৃহতা ভাত্যগ্নিরাবির্বিশ্বানি কৃণুতে মহিত্বা।
প্রাদেবীর্মায়াঃ সহতে দুরেবাঃ শিশীতে শৃঙ্গে রক্ষসে বিনিক্ষে॥ ৯॥
উত স্বানাসো দিবি যন্ত্বগ্নেস্তিগ্মায়ুধা রক্ষসে হন্তবা উ।
মদে চিদস্য প্র রুজন্তি ভামা ন বরন্তে পরিবাধো অদেবীঃ॥ ১০॥
এতং তে স্তোমং তুবিজাত বিপ্রো রথং ন ধীরঃ স্বপা অতক্ষম্।
যদীদগ্নে প্রতি ত্বং দেব হর্যাঃ স্বর্বতীরপ এনা জয়েম॥ ১১॥
তুবিগ্রীবো বৃষভো বাবৃধানোঽশত্র্বর্যঃ সমজাতি বেদঃ।
ইতীমমগ্নিমমৃতা অবোচন্বর্হিষ্মতে মনবে শর্ম যংসদ্ধবিষ্মতে
মনবে শর্ম যংসৎ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — যুবতী মাতা কুমারকে নিহত দর্শন ক'রে গুহার মধ্যে ধারণ করলেন, পিতার নিকট প্রদান করলেন না। জনগণ তাঁর হিংসিত রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারলো না, কিন্তু অরণিস্থানে স্থাপিত হ'লে, তা প্রত্যক্ষীভূত হলো ॥ ১ ॥

হে যুবতি! তুমি পিশাচী হয়ে কোন্ কুমারকে ধারণ করছো? মহতী অরণি এঁকে উৎপন্ন করেছেন। গর্ভ অনেক বৎসর ধ'রে বর্ধিত হয়েছে, তার পর মাতা অরণি যে পুত্রকে প্রসব করেছিলেন তা প্রত্যক্ষ করলাম ॥ ২ ॥

আমি সমীপবর্তী প্রদেশ হ'তে হিরণ্যদন্ত, প্রদীপ্তবর্ণ ও আয়ুধতুল্য জ্বালা নির্মাণকারী অগ্নিকে দর্শন করেছি। আমি তাঁকে সর্বতোব্যাপ্ত অমৃত দান ক'রি। যারা ইন্দ্র মানে না এবং তাঁর স্তুতি করে না, তারা আমার কি করবে? ॥৩॥

আমি গোসমূহের মতো ক্ষেত্রে নিগূঢ়ভাবে সঞ্চরণকারী এবং স্বয়ং বহু রকমে শোভমান অগ্নিকে দর্শন করেছি। লোকে পূর্বকালের সেই জ্বালা গ্রহণ করেননি; তিনি পুনর্বার উৎপন্ন হয়েছেন এবং তাঁর বৃদ্ধা জ্বালা যুবতী হয়েছে ॥ ৪ ॥

কে আমাদের লোকসমুদয়কে গাভীবৃন্দের সাথে বিযুক্ত করেছে? তাদের কি রক্ষক ছিল না? যারা আমাদের লোকবৃন্দকে আক্রমণ করেছে, তারা বিনষ্ট হোক। অগ্নি আমাদের অভিলাষ জ্ঞাত আছেন; তিনি আমাদের পশুর নিকট গমন করছেন ॥ ৫ ॥

প্রাণিবর্গের স্বামী ও জনগণের আবাসভূত অগ্নিকে শত্রুবৃন্দ লোকসমূহের মধ্যে গোপন করেছে। অত্রির স্তোত্র তাঁকে মুক্ত করুক, নিন্দুকবর্গ নিন্দনীয় হোক ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আপনি সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ শুনঃশেপ ঋষিকে সহস্র যূপা হ'তে মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি স্তব করেছিলেন। হে হোতা বিদ্বান্ অগ্নি! আপনি এই বেদিতে উপবেশন পূর্বক এই রকমে আমাদের পাশ সকল মুক্ত করুন ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! আপনি যখন ক্রুদ্ধ হন, তখন আমাদের নিকট হ'তে অপগত হন। দেববৃন্দের ব্রতপালক ইন্দ্র আমাদের বলেছেন। তিনি বিদ্বান্, তিনি আপনাকে দর্শন করেছেন। আমি তাঁর দ্বারা অনুশিষ্ট হয়ে আপনার নিকট আগমন করেছি ॥ ৮ ॥

অগ্নি মহৎ তেজের দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছেন। তিনি মহিমার বলে পদার্থনিচয়কে প্রকাশিত করেন। তিনি দুঃখজনক অদেবী মায়া পরিভব করেন এবং রাক্ষসবৃন্দের বিনাশের জন্য শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ করেন ॥ ৯ ॥

অগ্নির শব্দকারী শিখা তীক্ষ্ণ আয়ুধের মতো রাক্ষস বিনাশের নিমিত্ত দ্যুলোকে প্রাদুর্ভূত হোক। হর্ষ উৎপন্ন হ'লে পর, অগ্নির দীপ্তিরাশি রাক্ষসবৃন্দকে পীড়া প্রদান করে। বাধাদায়িকা অদেবী সেনা তাঁকে বাধা প্রদান করে না ॥ ১০ ॥

হে বহুভাব প্রাপ্ত অগ্নি! আমি আপনার স্তোতা। ধীর কর্মকুশল ব্যক্তি যেমন রথ নির্মাণ করে, সেইরকম আমি আপনার জন্য এই স্তোত্র নির্মাণ করেছি। হে অগ্নিদেব! যদি আপনি তা গ্রহণ করেন, তাহলে আমরা বহু-ব্যাপ্ত জল লাভ করবো ॥ ১১ ॥

বহুশিখাবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী, বর্ধমান অগ্নি নিষ্কণ্টকে শত্রুর ধন সংগ্রহ করছেন। দেববৃন্দ অগ্নিকে এই কথা বলেছেন যে, তিনি যজ্ঞকারী মানুষদের সুখ দান করুন এবং হব্যদায়ী মানুষকে সুখ দান করুন ॥ ১২ ॥

টীকা — সায়ণাচার্য এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টির দু'টি অর্থ প্রদান করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় অর্থে কুমার শব্দে অগ্নি। মাতা অরণি লুক্কায়িত ভাবে অগ্নিকে ধারণ করেন, যজমানরূপ পিতাকে প্রদান করেন না। লোকে অরণিস্থ অগ্নিকে দেখতে পায় না, কিন্তু প্রজ্বলিত অগ্নিকে দেখতে পায় ॥

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে সর্বত্রই আমরা অগ্নির স্বরূপ সম্পর্কে ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ বিভূতি তথা জ্ঞানাগ্নি তথা জ্ঞানদেবকেই নির্দেশ করেছি। এ কথা সত্যি যে, দু'খানি অরণিকাষ্ঠের মন্থনে অগ্নি (অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নি বা দহনশীল সাধারণ অগ্নি) পাওয়া যায়। কবির কল্পনায় তাই অরণির গর্ভে অদৃশ্যভাবে, এই অগ্নির অধিষ্ঠান এবং মন্থনের ফলে তার দর্শনীয় অভ্যুত্থান বর্ণিত হয়েছে। আমাদের অগ্নি সে অগ্নি নন। আমাদের অগ্নি জ্ঞানরূপ, পরাজ্ঞানদায়ী জ্ঞানদেব। তিনি ভগবৎসমীপে শুদ্ধসত্ত্বের বাহক এবং বলা বাহুল্য ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-বিকাশ ॥

◆ ◆

— ৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রিবংশীয় বসুশ্রুত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যত্ত্বং মিত্রো ভবসি যৎসমিদ্ধঃ।
তে বিশ্বে সহসস্পুত্র দেবাস্ত্বমিন্দ্রো দাশুষে মর্ত্যায়॥ ১॥
ত্বমর্যমা ভবসি যৎকনীনাং নাম স্বধাবন্‌গুহ্যং বিভর্ষি।
অঞ্জন্তি মিত্রং সুধিতং ন গোভির্যদ্দম্পতী সমনসা কৃণোষি॥ ২॥
তব শ্রিয়ে মরুতো মর্জয়ন্ত রুদ্র যত্তে জনিম চারু চিত্রম্ ।
পদং যদ্বিষ্ণোরুপমং নিধায়ি তেন পাসি গুহ্যং নাম গোনাম্॥ ৩॥
তব শ্রিয়া সুদৃশো দেব দেবাঃ পুরু দধানা অমৃতং সপন্ত।
হোতারমগ্নিং মনুষো নি ষেদুর্দশস্যন্ত উশিজঃ শংসমায়োঃ॥ ৪॥
ন ত্বদ্ধোতা পূর্বো অগ্নে যজীয়ান্ন কাব্যৈঃ পরো অস্তি স্বধাবঃ।
বিশশ্চ যস্যা অতিথির্ভবাসি স যজ্ঞেন বনবদ্দেব মর্তান্॥ ৫॥
বয়মগ্নে বনুয়াম ত্বোতা বসুযবো হবিষা বুধ্যমানাঃ।
বয়ং সমর্যে বিদথেষ্বহ্নাং বয়ং রায়া সহসস্পুত্র মর্তান্॥ ৬॥
যো ন আগো অভ্যেনো ভরাত্যধীদঘমঘশংসে দধাত।
জহী চিকিত্বো অভিশস্তিমেতামগ্নে যো নো মর্চয়তি দ্বয়েন॥ ৭॥
ত্বামস্যা ব্যুষি দেব পূর্বে দূতং কৃণ্বানা অযজন্ত হব্যৈঃ।
সংস্থে যদগ্ন ঈয়সে রয়ীণাং দেবো মর্তৈর্বসুভিরিধ্যমানঃ॥ ৮॥
অব স্পৃধি পিতরং যোধি বিদ্বান্‌পুত্রো যস্তে সহসঃ সূন ঊহে।
কদা চিকিত্বো অভি চক্ষসে নোঽগ্নে কদা ঋতচিদ্যাতয়াসে॥ ৯॥
ভূরি নাম বন্দমানো দধাতি পিতা বসো যদি তজ্জোষয়াসে।
কুবিদ্দেবস্য সহসা চকানঃ সুম্নমগ্নির্বনতে বাবৃধানঃ॥ ১০॥
ত্বমঙ্গ জরিতারং যবিষ্ঠ বিশ্বান্যগ্নে দুরিতাতি পর্ষি।
স্তেনা অদৃশ্রন্রিপবো জনাসোঽজ্ঞাতকেতা বৃজিনা অভূবন্॥ ১১॥
ইমে যামাসস্ত্বদ্রিগভূবন্বসবে বা তদিদাগো অবাচি।
নাহায়মগ্নিরভিশস্তয়ে নো ন রীষতে বাবৃধানঃ পরা দাৎ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আপনি জাত হয়ে বরুণ হয়ে থাকেন; আপনি সমিদ্ধ হয়ে মিত্র হয়ে থাকেন; সকল দেববৃন্দ আপনাতে অবস্থিত থাকেন। হে বলের পুত্র! আপনি হব্যদায়ী যজমানের ইন্দ্র ॥ ১ ॥

আপনি কন্যাগণের পক্ষে অর্যমা হন। হে হব্যবান্ অগ্নি। আপনি গোপনীয় নাম ধারণ করেন। যখন আপনি দম্পতিকে একান্তকরণ ক'রে দেন, তখন তারা আপনাকে বন্ধুর মতো গব্যের দ্বারা সিক্ত করে ॥ ২ ॥

হে অগ্নি। আপনার আশ্রয়ের নিমিত্ত মরুৎবর্গ অন্তরীক্ষকে মার্জনা করেছেন। হে রুদ্র। আপনার জন্য অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্ণুর যে অগম্য পদ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ স্থাপিত হয়েছে, তার দ্বারা উদকের গুহ্য নাম পালন করুন ॥ ৩ ॥

হে দেব। দেববৃন্দ আপনার সমৃদ্ধির দ্বারা দর্শনীয় হয়েছেন; তাঁরা আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রীতি ধারণ পূর্বক অমৃত স্পর্শ করেন না। ঋত্বিকবৃন্দ ফলের অভিলাষী যজমানের জন্য হব্য বিতরণ পূর্বক হোতা অগ্নির পরিচর্যা করেন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি। আপনি ভিন্ন অন্য হোতা নেই, যজ্ঞকারী নেই এবং পুরাতন কেউ নেই। হে অন্নবান্। ভবিষ্যৎ কালেও আপনা অপেক্ষা কেউ স্তুতির যোগ্য হবে না। হে দেব। আপনি যে লোকের অতিথি হন, তিনি যজ্ঞের দ্বারা শত্রু মানুষদের বিনাশ করেন ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি। আমরা আপনার দ্বারা রক্ষিত হয়ে শত্রুবৃন্দকে পীড়া দান করবো। আমরা ধনের অভিলাষী, আমরা আপনাকে হব্যের দ্বারা প্রবৃদ্ধ করছি। আমরা যেন যুদ্ধে জয়লাভ ক'রি এবং প্রতিদিবস যজ্ঞে বলপ্রাপ্ত হই। হে বলের পুত্র। আমরা যেন ধনের সাথে পুত্র লাভ ক'রি ॥ ৬ ॥

যে আমাদের প্রতি অপরাধ বা পাপ করে, সেই পাপকারী ব্যক্তির প্রতি অগ্নি পাপাচরণ করুন। হে বিদ্বান্ অগ্নি। যে আমাদের অপরাধ ও পাপ এই দুইয়ের দ্বারা বাধা দান করে, সেই পাপকারীকে বিনাশ করুন ॥ ৭ ॥

হে দেব। পুরাতন যজমানবৃন্দ আপনাকে দেববৃন্দের দূত ক'রে ঊষাকালে হব্যের দ্বারা যাগ করে। হে অগ্নি। হব্য সংগ্রহ হ'লে পর, আপনি দ্যুতিমান্ হয়েও নিবাসপ্রদ মানুষগণ কর্তৃক সমিদ্ধ হয়ে গমন করুন ॥ ৮ ॥

হে বলের পুত্র। আপনি পিতা; যে বিদ্বান্ পুত্র আপনার জন্য হব্য বহন করে, তাকে আপনি পার করুন ও পাপ হ'তে পৃথক্ করুন। হে বিদ্বান্ অগ্নি। কখন্ আপনি আমাদের দর্শন করেন? হে যজ্ঞের প্রেরক। কখন্ আপনি সৎপথে প্রেরণ করেন? ॥ ৯ ॥

হে পিতা ও নিবাসপ্রদ অগ্নি। যদি আপনি সেই হবি সেবা করেন, তাহলে পুত্র আপনার বন্দনা করে প্রভূত হব্য ধারণ করে। যজমানের বহু হব্যের অভিলাষী ও প্রবর্ধিত অগ্নি বলযুক্ত হয়ে সুখ দান করেন ॥ ১০ ॥

হে স্বামী, যুবতম অগ্নি। আপনি স্তোতাকে সমস্ত দুরিত হ'তে পার ক'রে থাকেন। তস্করগণ দৃষ্ট হয়েছে, অজ্ঞাত দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট শত্রুবৃন্দ আমাদের দ্বারা বর্জিত হয়েছে ॥ ১১ ॥

এই স্তোম সমূহ আপনার অভিমুখে প্রেরিত হচ্ছে। অথবা আমি নিবাসপ্রদ অগ্নির নিকট সেই মস্তারূপ অপরাধ উচ্চারণ করেছি। অগ্নি আমাদের স্তুতির দ্বারা বর্ধিত হয়ে যেন আমাদের নিন্দকের অথবা হিংসকের হস্তে প্রদান না করেন ॥ ১২ ॥

টীকা — ২ ঋকে 'অগ্নির গোপনীয় নাম' অর্থাৎ—'বৈশ্বানর এই নাম'—সায়ণ। বৈশ্বানরের অর্থ বিশ্বের নর।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে। যে অগ্নি 'বরুণ' হ'তে পারেন, মিত্র হ'তে পারেন, যাঁতে সকল দেবগণ অবস্থিত, যিনি ভিন্ন হোতা নেই, ইত্যাদি—তিনি যে কে তা সহজেই অনুমান করতে পারা যায় ॥

আপনি কন্যাগণের পক্ষে অর্যমা হন। হে হব্যবান্ অগ্নি। আপনি গোপনীয় নাম ধারণ করেন। যখন আপনি দম্পতিকে একান্তকরণ ক'রে দেন, তখন তারা আপনাকে বন্ধুর মতো গব্যের দ্বারা সিক্ত করে ॥ ২ ॥

হে অগ্নি। আপনার আশ্রয়ের নিমিত্ত মরুৎবর্গ অন্তরীক্ষকে মার্জন করেছেন। হে রুদ্র। আপনার জন্য অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্ণুর যে অগম্য পদ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ স্থাপিত হয়েছে, তার দ্বারা উদকের গুহ্য নাম পালন করুন ॥ ৩ ॥

হে দেব। দেববৃন্দ আপনার সমৃদ্ধির দ্বারা দর্শনীয় হয়েছেন; তাঁরা আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রীতি ধারণ পূর্বক অমৃত স্পর্শ করেন না। ঋত্বিকবৃন্দ ফলের অভিলাষী যজমানের জন্য হব্য বিতরণ পূর্বক হোতা অগ্নির পরিচর্যা করেন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি। আপনি ভিন্ন অন্য হোতা নেই, যজ্ঞকারী নেই এবং পুরাতন কেউ নেই। হে অন্নবান্। ভবিষ্যৎ কালেও আপনা অপেক্ষা কেউ স্তুতির যোগ্য হবে না। হে দেব। আপনি যে লোকের অতিথি হন, তিনি যজ্ঞের দ্বারা শত্রু মানুষদের বিনাশ করেন ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি। আমরা আপনার দ্বারা রক্ষিত হয়ে শত্রুবৃন্দকে পীড়া দান করবো। আমরা ধনের অভিলাষী, আমরা আপনাকে হব্যের দ্বারা প্রবৃদ্ধ করছি। আমরা যেন যুদ্ধে জয়লাভ ক'রি এবং প্রতিদিবস যজ্ঞে বলপ্রাপ্ত হই। হে বলের পুত্র। আমরা যেন ধনের সাথে পুত্র লাভ ক'রি ॥ ৬ ॥

যে আমাদের প্রতি অপরাধ বা পাপ করে, সেই পাপকারী ব্যক্তির প্রতি অগ্নি পাপাচরণ করুন। হে বিদ্বান্ অগ্নি। যে আমাদের অপরাধ ও পাপ এই দুইয়ের দ্বারা বাধা দান করে, সেই পাপকারীকে বিনাশ করুন ॥ ৭ ॥

হে দেব। পুরাতন যজমানবৃন্দ আপনাকে দেববৃন্দের দূত ক'রে উষাকালে হব্যের দ্বারা যাগ করে। হে অগ্নি। হব্য সংগ্রহ হ'লে পর, আপনি দ্যুতিমান্ হয়েও নিবাসপ্রদ মানুষগণ কর্তৃক সমিদ্ধ হয়ে গমন করুন ॥ ৮ ॥

হে বলের পুত্র। আপনি পিতা; যে বিদ্বান্ পুত্র আপনার জন্য হব্য বহন করে, তাকে আপনি পার করুন ও পাপ হ'তে পৃথক্ করুন। হে বিদ্বান্ অগ্নি। কখন্ আপনি আমাদের দর্শন করেন? হে যজ্ঞের প্রেরক। কখন্ আপনি সৎপথে প্রেরণ করেন? ॥ ৯ ॥

হে পিতা ও নিবাসপ্রদ অগ্নি। যদি আপনি সেই হবি সেবা করেন, তাহলে পুত্র আপনার বন্দনা করে প্রভূত হব্য ধারণ করে। যজমানের বহু হব্যের অভিলাষী ও প্রবর্ধিত অগ্নি বলযুক্ত হয়ে সুখ দান করেন ॥ ১০ ॥

হে স্বামী, যুবতম অগ্নি। আপনি স্তোতাকে সমস্ত দুরিত হ'তে পার ক'রে থাকেন। তস্করগণ দৃষ্ট হয়েছে, অজ্ঞাত দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট শত্রুবৃন্দ আমাদের দ্বারা বর্জিত হয়েছে ॥ ১১ ॥

এই স্তোম সমূহ আপনার অভিমুখে প্রেরিত হচ্ছে। অথবা আমি নিবাসপ্রদ অগ্নির নিকট সেই যজ্ঞরূপ অপরাধ উচ্চারণ করেছি। অগ্নি আমাদের স্তুতির দ্বারা বর্ধিত হয়ে যেন আমাদের নিন্দকের অথবা হিংসকের হস্তে প্রদান না করেন ॥ ১২ ॥

টীকা — ২ ঋকে 'অগ্নির গোপনীয় নাম' অর্থাৎ—'বৈশ্বানর এই নাম'—সায়ণ। বৈশ্বানরের অর্থ বিশ্বের নর।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে। যে অগ্নি 'বরুণ' হ'তে পারেন, মিত্র হ'তে পারেন, যাঁতে সকল দেবগণ অবস্থিত, যিনি ভিন্ন হোতা নেই, ইত্যাদি—তিনি যে কে তা সহজেই অনুমান করতে পারা যায় ॥

◆ ◆

— ৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসুশ্রুত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ত্বামগ্নে বসুপতিং বসূনামভি প্র মন্দে অধ্বরেষু রাজন্।
ত্বয়া বাজং বাজয়ন্তো জয়েমাভি ষ্যাম পৃৎসুতীর্মর্ত্যানাম্॥ ১॥
হব্যবালগ্নিরজরঃ পিতা নো বিভূর্বিভাবা সুদৃশীকো অস্মে।
সুগার্হপত্যাঃ সমিষো দিদীহ্যস্মদ্র্যক্সং মিমীহি শ্রবাংসি॥ ২॥
বিশাং কবিং বিশ্‌পতিং মানুষীণাং শুচিং পাবকং ঘৃতপৃষ্ঠমগ্নিম্ ।
নি হোতারং বিশ্ববিদং দধিধ্বে স দেবেষু বনতে বার্যাণি॥ ৩॥
জুষস্বাগ্ন ইলয়া সজোষা যতমানো রশ্মিভিঃ সূর্যস্য।
জুষস্ব নঃ সমিধং জাতবেদ আ চ দেবান্ হবিরদ্যায় বক্ষি॥ ৪॥
জুষ্টো দমুনা অতিথির্দুরোণ ইমং নো যজ্ঞমুপ যাহি বিদ্বান্।
বিশ্বা অগ্নে অভিযুজো বিহত্যা শত্রূয়তামা ভরা ভোজনানি॥ ৫॥
বধেন দস্যুং প্র হি চাতয়স্ব বয়ঃ কৃণ্বানস্তন্বেস্বায়ৈ।
পিপর্ষি যৎসহসস্পুত্র দেবান্ত্সো অগ্নে পাহি নৃতম বাজে অস্মান্॥ ৬॥
বয়ন্তে অগ্ন উক্‌থৈর্বিধেম বয়ং হব্যৈঃ পাবক পাবক ভদ্রশোচে।
অগ্নে রয়িং বিশ্ববারং সমিষ্বাস্মে বিশ্বানি দ্রবিণানি দেহি॥ ৭॥
অস্মাকমগ্নে অধ্বরং জুষস্ব সহসঃ সূনো ত্রিষধস্থ হব্যম্।
বয়ং দেবেষু সুকৃতঃ স্যাম শর্মণা নস্ত্রিবরূথেন পাহি॥ ৮॥
বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নারা দুরিতাতি পর্ষি।
অগ্নে অত্রিবন্নমসা গৃণানোঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম॥ ৯॥
যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মনামানোঽমর্ত্যং মর্ত্যো জোহবীমি।
জাতবেদা যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাম্॥ ১০॥
যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনম্।
অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে রাজা এবং ধন সমূহের স্বামী অগ্নি! আমরা যজ্ঞে আপনার উদ্দেশে স্তুতি করি। আমরা অন্নের অভিলাষী, আমরা আপনার দ্বারা অন্ন লাভ করবো এবং মানুষ সেনাদের অভিভব করবো ॥ ১ ॥

হব্যবাহক অগ্নি জরারহিত হয়ে আমাদের পিতা হোন। তিনি আমাদের নিকট সর্বব্যাপ্ত, দীপ্তিমান ও দর্শনীয় হোন। হে অগ্নি! আপনি সুন্দর গার্হপত্যযুক্ত অন্ন প্রচুর পরিমাণে প্রদান করুন; আপনি

আমাদের প্রচুর পরিমাণে অন্ন দান করুন ॥ ২ ॥

হে ঋত্বিকবৃন্দ! তোমরা মানুষবৃন্দের স্বামী, কবি, শুচি, পাবক, ঘৃতপৃষ্ঠ, হোতা এবং সর্ববিৎ অগ্নিকে ধারণ করো। তিনি দেববৃন্দের মধ্যে বরণীয় ধন সংভক্ত করেন ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! ইলার সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে এবং সূর্যের রশ্মি সমূহের দ্বারা যতমান হয়ে স্তুতি সেবা করুন। হে জাতবেদা! আমাদের সমিধ্ সেবা করুন, হব্য ভোজনের নিমিত্ত দেববৃন্দকে আবাহন করুন এবং হব্য বহন করুন ॥ ৪ ॥

আপনি পর্যাপ্ত, দানমনা ও গৃহে আগত অতিথির মতো পূজ্য হয়ে আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করুন। হে বিদ্বান্ অগ্নি! আপনি সমস্ত শত্রুদলকে বিনাশ পূর্বক শত্রুতা-আচরণকারীবর্গের ধন আহরণ করুন ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! আপনি আর্যরূপ আপন পুত্রকে অন্ন দান পূর্বক অস্ত্রের দ্বারা দস্যুকে বিনাশ করুন। হে বলের পুত্র! যেহেতু আপনি দেববৃন্দকে তৃপ্ত করেন, অতএব হে নেতৃশ্রেষ্ঠ অগ্নি! আপনি আমাদের সংগ্রামে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আমরা শস্ত্রের দ্বারা আপনার পরিচর্যা করবো, আমরা হব্যের দ্বারা আপনার পরিচর্যা করবো। হে পাবক এবং কল্যাণকর দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি! আপনি আমাদের সকলের বরণীয় ধন দান করুন; আমাদের সমস্ত ধন দান করুন ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞ সেবা করুন। হে বলের পুত্র, ত্রিলোকস্থিত অগ্নি! হব্য সেবা করুন। আমরা দেববৃন্দের মধ্যে সুকর্মকারী হবো। আপনি আমাদের তিনরকমে রক্ষিত সুখের দ্বারা রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

হে জাতবেদা! নাবিক নৌকার দ্বারা যেমন নদী পার করে, সেই রকম আপনি আমাদের সমস্ত দুঃসহ দুরিত পার করুন। হে অগ্নি! অত্রির মতো আমাদের স্তোত্রের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের শরীরের রক্ষক ব'লে অবগত হোন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! আমি মর্ত্য, আপনি অমর্ত্য। আমি স্তুতিযুক্ত হৃদয়ে স্তব পূর্বক আপনাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করছি। হে জাতবেদা! আমাদের সন্তান দান করুন। হে অগ্নি! আমি যেন সন্তানসমূহের দ্বারা অমরত্ব লাভ করতে পারি ॥ ১০ ॥

হে জাতেবেদা অগ্নি! আপনি সুকর্মকৃত ব্যক্তির প্রতি কৃপা অবলোকন করেন, সেই যজমান, অশ্বযুক্ত, পুত্রযুক্ত, বীর্যযুক্ত ও গোযুক্ত অক্ষয় ধন লাভ করে ॥ ১১ ॥

◆ ◆

— ৫ সূক্ত —

[দেবতা : আপ্রী। ঋষি : বসুশ্রুত। ছন্দ : গায়ত্রী]

সুসমিদ্ধায় শোচিষে ঘৃতং তীব্রং জহোতন। অগ্নয়ে জাতবেদসে ॥ ১ ॥
নরাশংসঃ সুষূদতীমং যজ্ঞমদাভ্যঃ। কবির্হি মধুহস্ত্যঃ ॥ ২ ॥
ঈলিতো অগ্ন আ বহেন্দ্রং চিত্রমিহ প্রিয়ং। সুখৈ রথেভিরূতয়ে ॥ ৩ ॥

উর্ণম্রদা বি প্রথস্বাভ্যর্কা অনূষত। ভবা নঃ শুভ্র সাতয়ে॥ ৪॥
দেবীর্দ্বারো বি শ্রয়ধ্বং সুপ্রায়ণা ন উতয়ে। প্রপ্র যজ্ঞং পৃণীতন ॥ ৫॥
সুপ্রতীকে বয়োবৃধা যহ্বী ঋতস্য মাতরা। দোষামুষাসমীমহে॥ ৬॥
বাতস্য পত্মন্নীলিতা দৈব্যা হোতারা মনুষঃ। ইমং নো যজ্ঞমা গতম্॥ ৭॥
ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ। বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ॥ ৮॥
শিবস্তষ্টরিহা গহি বিভুঃ পোষ উত ত্মনা। যজ্ঞে যজ্ঞে ন উদব॥ ৯॥
যত্র বেত্থ বনস্পতে দেবানাং গুহ্যা নামানি। তত্র হব্যানি গাময়॥ ১০॥
স্বাহাগ্নয়ে বরুণায় স্বাহেন্দ্রায় মরুদ্ভ্যঃ। স্বাহা দেবেভ্যো হবিঃ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি, জাতবেদা এবং দীপ্তিমান্ সুসমিদ্ধ নামক অগ্নিকে প্রভূত ঘৃত হোম করুন ॥১॥ নরাশংস নামক অগ্নি এই যজ্ঞ প্রদীপ্ত করুন। তিনি অহিংসনীয়, কবি এবং মধুর হস্তবিশিষ্ট ॥২॥

হে ঈলিত অগ্নি! আমাদের রক্ষার জন্য বিচিত্র এবং প্রিয় ইন্দ্রকে সুখকর রথে ক'রে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন ॥৩॥

হে অগ্নিরূপ বর্হিঃ! আপনি উর্ণার মতো মৃদুভাবে বিস্তৃত হোন। স্তোতাবৃন্দ স্তুতি করছেন। হে দীপ্ত বর্হিঃ! আপনি আমাদের বলপ্রদ হোন ॥৪॥

হে সুগমন সাধক অগ্নিরূপ দেবীদ্বার! আপনারা উদ্ঘাটিত হোন, আমাদের রক্ষার নিমিত্ত যজ্ঞ সম্পূর্ণ করুন ॥৫॥

আমরা সুরূপা, অন্নবর্ধয়িত্রী, মহতী ও যজ্ঞের মাতৃস্বরূপা অগ্নিরূপ উষা ও নক্তকে স্তুতি ক'রি ॥৬॥

হে অগ্নিরূপ দৈব হোতৃদ্বয়! আপনারা স্তুত হয়ে বায়ুপথে গমন পূর্বক আমাদের যজমানের এই যজ্ঞে আগমন করুন ॥৭॥

অগ্নিরূপ ইলা, সরস্বতী ও মহী দেবত্রয় সুখ উৎপন্ন করেন। তাঁরা হিংসাশূন্য হয়ে কুশের উপরে উপবেশন করুন ॥৮॥

হে অগ্নিরূপ ত্বষ্টাদেব! আপনি পুষ্টিকরণে ব্যাপ্ত। আপনি সুখকর হয়ে এই যজ্ঞে আগমন করুন। তার পর আপনি স্বয়ং প্রত্যেক যজ্ঞে আমাদের উৎকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন ॥৯॥

হে অগ্নিরূপ বনস্পতি! আপনি যেস্থানে দেববৃন্দের গুহ্যরূপ আছে ব'লে জ্ঞাত, সেইস্থানে হব্য প্রেরণ করুন ॥১০॥

এই হব্য অগ্নিকে ও বরুণকে স্বাহা প্রদত্ত; ইন্দ্র ও মরুৎবৃন্দকে স্বাহা প্রদত্ত; দেববৃন্দকে স্বাহা প্রদত্ত ॥১১॥

টীকা — এই সূক্তটি অত্রিবংশীয়গণের আপ্রী সূক্ত, সুতরাং এতে নরাশংসের উল্লেখ আছে, তনুনপাতের উল্লেখ নেই। আপ্রীসূক্তে অর্থাৎ পশুযজ্ঞে নিয়োগপ্রাপ্ত এই সূক্ত সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। বর্তমান সূক্তে অগ্নিকে 'নরাশংস' অর্থাৎ 'মানবপ্রেরিত', 'ঈলিত' অর্থাৎ 'স্তুত', সূচনার্থে 'বর্হিঃ' বলা হয়েছে। 'দেবীদ্বার' শব্দেও অগ্নি সূচিত হয়েছেন। 'ত্বষ্ট' ও 'বনস্পতি' নামেও অগ্নি চিহ্নিত। এমন কি বরুণ, ইন্দ্র ও মরুৎ নামেও অগ্নিকে চিহ্নিত করা হয়েছে—হব্য প্রদানকালে স্বাহা শব্দ উচ্চারণই তার প্রমাণ। অর্থাৎ অগ্নিই সকল দেবতা এবং সকল দেবতাই সেই একতম ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র।

◆ ◆

— ৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসুশ্রুত। ছন্দ : পংক্তি]

অগ্নিং তং মন্যে যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ।
অস্তমর্বন্ত আশবোঽস্তং নিত্যাসো বাজিন ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ১॥
সো অগ্নির্যো বসুর্গৃণে সং যমায়ন্তি ধেনবঃ।
সমর্বন্তো রঘুদ্রুবঃ সং সুজাতাসঃ সূরয় ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ২॥
অগ্নির্হি বাজিনং বিশে দদাতি বিশ্বচর্ষণিঃ।
অগ্নী রায়ে স্বাভুবং স প্রীতো যাতি বার্যমিষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ৩॥
আ তে অগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্।
যদ্ধ স্যা তে পনীয়সী সমিদ্দীদয়তি দ্যবীষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ৪॥
আ তে অগ্ন ঋচা হবিঃ শুক্রসা শোচিষস্পতে।
সুশ্চন্দ্র দস্ম বিশ্পতে হব্যবাট্ তুভ্যং হূয়ত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ৫॥
প্রো ত্যে অগ্নয়োঽগ্নিষু বিশ্বং পুষ্যন্তি বার্যম্।
তে হিন্বিরে ত ইন্বিরে ত ইষণ্যন্ত্যানুষগিষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ৬॥
তব ত্যে অগ্নে অর্চয়ো মহি ব্রাধন্ত বাজিনঃ।
যে পত্বভিঃ শফানাং ব্রজা ভুরন্ত গোনামিষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ৭॥
নবা নো অগ্ন আ ভর স্তোতৃভ্যঃ সুক্ষিতীরিষঃ।
তে স্যাম য আনৃচুস্ত্বাদূতাসো দমেদম ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ৮॥
উভে সুশ্চন্দ্র সর্পিষো দর্বী শ্রীণীষ আসনি।
উতো ন উৎপুপূর্যা উক্‌থেষু শবসস্পত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ৯॥
এবাঁ অগ্নিমজুর্যমুর্গীর্ভির্যজ্ঞেভিরানুষক্।
দধদস্মে সুবীর্ধমুত ত্যদাশ্বশ্ব্যমিষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — যিনি নিবাসপ্রদ এবং যাঁকে ধেনুবর্গ, শীঘ্রগামী অশ্ববর্গ ও নিত্য প্রবৃত্ত হব্যদাতাবর্গ আপন আপন গৃহের মতো আশ্রয় করে, আমি সেই অগ্নিকে স্তুতি ক'রি। হে অগ্নি! স্তোতাবৃন্দের জন্য অন্ন আহরণ করুন ॥ ১ ॥

যিনি নিবাসপ্রদ ব'লে স্তুত হন, যাঁর নিকট ধেনুবর্গ সমাগত হয়, দ্রুতগামী অশ্ববর্গ সমাগত হয় এবং সুজাত মেধাবীবর্গ সমাগত হয়, তিনি অগ্নি। হে অগ্নি! স্তোতাবৃন্দের জন্য অন্ন আহরণ করুন ॥ ২ ॥

সকলের দর্শক অগ্নি যজমানকে অন্নযুক্ত পুত্র দান করেন, অগ্নি প্রীত হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত ও বরণীয়

ধন দানের জন্য গমন করেন। হে অগ্নি! স্তোতাবৃন্দের জন্য অন্ন আহরণ করুন ॥৩॥

হে দেব অগ্নি! আপনি দীপ্তিমান্ ও জরারহিত। আপনি আমার, আপনাকে সর্বতোভাবে প্রদীপ্ত ক'রি। আপনার সেই মহতী দীপ্তি দ্যুলোকে প্রদীপ্ত হয়। স্তোতাবৃন্দের জন্য অন্ন আহরণ করুন ॥৪॥

হে দীপ্তিসমূহের স্বামী, আহ্লাদক ও শত্রুগণের বিনাশক, প্রজাপালক এবং হব্যবাহক অগ্নি! আপনি দীপ্ত, আপনার উদ্দেশ্যে মন্ত্রের সাথে হব্য প্রদত্ত হয়। স্তোবৃন্দের জন্য অন্ন আহরণ করুন ॥৫॥

এই সকল অগ্নি গার্হপত্য ইত্যাদি অগ্নিতে সমস্ত বরণীয় ধন পোষণ করেন। এঁরা প্রীতি দান করেন, এঁরা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হন এবং এঁরা অনবরত অন্ন ইচ্ছা করেন। হে অগ্নি! স্তোতাবৃন্দের জন্য অন্ন আহরণ করুন ॥৬॥

হে অগ্নি! আপনারা সেই রশ্মিসমূহ অত্যন্ত অধিক অন্নযুক্ত হয়ে বর্ধিত হোক, তারা পতনের দ্বারা ক্ষুরযুক্ত গোযূথসমূহ ইচ্ছা করে। হে অগ্নি! স্তোতাবৃন্দের জন্য অন্ন আহরণ করুন ॥৭॥

হে অগ্নি! আমরা আপনার স্তোতা। আপনি আমাদের নূতন গৃহযুক্ত অন্ন দান করুন। আমরা যেন আপনাকে প্রত্যেক যজ্ঞগৃহে অর্চনা ক'রে আপনাকে দূতরূপে লাভ করতে পারি। স্তোতাবৃন্দের জন্য অন্ন আহরণ করুন ॥৮॥

হে প্রীতিদায়ক অগ্নি! আপনি ঘৃতপূর্ণ দর্বীদ্বয় (অর্থাৎ যজ্ঞীয় হাতা বা চামচ) মুখে গ্রহণ করছেন। হে বলের পতি! আপনি যজ্ঞে আমাদের ফলের দ্বারা পূর্ণ করুন। স্তোতাবৃন্দের জন্য অন্ন আহরণ করুন ॥৯॥

এই রকমে লোকে ক্রমান্বয়ে স্তুতি ও যজ্ঞের সাথে অগ্নির নিকট গমন করে এবং তাঁকে স্থাপন করে। তিনি আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদি এবং দ্রুতগামী অশ্ব দান করেন। হে অগ্নি! স্তোতাবৃন্দের জন্য অন্ন আহরণ করুন ॥১০॥

টীকা — সুপ্রাচীন কাল থেকে তথাকথিত ভাষ্যকারদের অনুসরণে ব্যাখ্যাকারগণ কিংবা অনুবাদকবৃন্দ এইভাবেই বেদের ব্যাখ্যা ও অনুবাদক চালু রেখে গেছেন। কিন্তু বেদমন্ত্রের যে আরও একটি অনুপম রূপ আছে, তা স্বর্গীয় দুর্গাদাস তাঁর অপার্থিব ও অসীম জ্ঞানের প্রভাবে উন্মুক্ত দিয়েছেন, তা আমরা প্রথম অষ্টকেই যথাযথ উল্লেখ করেছি। তিনি বেদমন্ত্রের ঐরকম অন্তঃসারহীন অবিশ্বাস্য অর্থে বিশ্বাস করেননি। যেমন, বর্তমান সূক্তের ১ ঋক্। তিনি বলেন—প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান্ সকলের পরমাশ্রয়ভূত; সকলের প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবানকে আশ্রয় ক'রে জ্ঞানকিরণসমূহ অবস্থিতি করে; অপিচ, সকলের আশ্রয়স্বরূপ যে ভগবানকে সদা সৎকর্মপরায়ণ আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ আশ্রয় করেন এবং সদা সৎকর্মশীল আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন জ্ঞানিগণ সকলের আশ্রয়ভূত যে ভগবানকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যাঁতে আত্মলীন করেন, জগতের আধারভূত জগৎকারণ প্রজ্ঞানাধার সেই ভগবানকে আমরা স্তুতি ক'রি অর্থাৎ আশ্রয় ক'রি। সেই হেন গুণসম্পন্ন হে ভগবন্! আপনার আশ্রয়প্রার্থনাকারী আমাদের অভীষ্টফল প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—সৎকর্মপরায়ণ সাধুবর্গই ইহসংসারে অবিচলিতভাব ভগবানের আরাধনায় রত থাকেন। সেই কর্মের দ্বারাই ভগবানের সামীপ্য-প্রাপ্ত তাঁরা পরমপদ লাভ করেন। অতএব সেই ভগবান্ আমাদের পরমপদ ও সিদ্ধি প্রদান করুন)॥ ২ ঋক্—পরমাশ্রয়রূপ যে দেবতা সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হন, জ্ঞানকিরণ সমূহ যে দেবতাকে প্রাপ্ত হয়, আশুমুক্তিকামী সাধকগণ যে দেবতাকে প্রাপ্ত হন, দিব্যভাবান্বিত জ্ঞানিগণ যে দেবতাকে প্রাপ্ত হন, সেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেব প্রার্থনাকারী আমাদের পরাসিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, ভগবানের কৃপায় আমরা যে পরাসিদ্ধি লাভ ক'রি)।... প্রথমে দেখতে হয় 'অগ্নি' শব্দে কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করে।...বেদের মধ্যে অনিত্য বস্তুর বা ঘটনার কোনও প্রসঙ্গ নেই। বেদে নিত্য আধ্যাত্মিক সত্যই প্রখ্যাপিত হয়েছে। এই মন্ত্রেরও 'অগ্নি' শব্দের মূল অর্থ—

মনুষ্যের অন্তরস্থিত জ্ঞানাগ্নি ॥ ৩ ঋক্—বিশ্বস্রষ্টা জ্ঞানদেবই সাধকদের শক্তিদায়ক জ্ঞান প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ সেই জ্ঞানদেব প্রসন্ন হয়ে ধনার্থীকে কল্যাণদায়ক সকলের বরণীয় পরমধন প্রদান করেন; হে দেব! কৃপাপূর্বক প্রার্থনাকারী আমাদের পরাসিদ্ধি দান প্রদান করুন। (নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক মন্ত্রটির ভাব এই যে,—ভগবানই লোকবর্গকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন; তিনি আমাদের সেই পরমধন প্রদান করুন)। [মন্ত্রে জ্ঞানের মহিমা প্রখ্যাপিত হয়েছে। জ্ঞানদেব বলতে এখানে ভগবানের শক্তিবিশেষকেই (বা বিভূতিকেই) লক্ষ্য করা হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ এই ভাবে এই সূক্তের সব ঋকেরই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সম্ভব॥

◆ ◆

— ৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : আত্রেয় ঈষ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

সখায়ঃ সং বঃ সম্যঞ্চমিষং স্তোমং চাগ্নয়ে।
বর্ষিষ্ঠায় ক্ষিতীনামূর্জো নপেত্রে সহস্বতে॥ ১॥
কুত্রা চিদ্যস্য সমৃতৌ রণ্বা নরো নৃষদনে।
অর্হন্তশ্চিদ্যমিন্ধতে সঞ্জনয়ন্তি জন্তবঃ॥ ২॥
সং যদিষো বনামহে সং হব্যা মানষাণাম্।
উত দ্যুম্নস্য শবস ঋতস্য রশ্মিমা দদে॥ ৩॥
স স্মা কৃণোতি কেতুমা নক্তং চিদ্দুর আ সতে।
পাবকো যদ্বনস্পতীৎপ্র স্মা মিনাত্যজরঃ॥ ৪॥
অব স্ম যস্য বেষণে স্বেদং পথিষু জহ্বতি।
অভীমহ স্বজেন্যং ভূমা পৃষ্ঠেব রুরুহু॥ ৫॥
যং মর্ত্যঃ পুরুস্পৃহং বিদদ্বিশ্বস্য ধায়সে।
প্র স্বাদনং পিতৃনামস্ততাতিং চিদায়বে॥ ৬॥
স হি ষ্মা ধন্বাক্ষিতং দাতা ন দাত্যা পশুঃ।
হিরিশ্মশ্রুঃ শুচিদন্নৃভুরনিভৃষ্টতবিষিঃ॥ ৭॥
শুচিঃ ষ্ম যস্মা অত্রিবৎপ্র স্বধিতীব রীয়তে।
সুষূরসূত মাতা ক্রাণা যদানশে ভগম্॥ ৮॥
আ যস্তে সর্পিরাসুতেঽগ্নে শমস্তি ধায়সে।
ঐষু দ্যুম্নমুত শ্রব আ চিত্তং মর্ত্যেষু ধাঃ॥ ৯॥
ইতি চিন্মন্যুমধ্রিজস্ত্বাদাতমা পশুং দদে।
আদগ্নে অপৃণতোঽত্রিঃ সাসহ্যাদ্দস্যূনিষঃ সাসহ্যান্নৃন্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে সখা ঋত্বিকবর্গ! তোমরা যজমানবৃন্দের জন্য অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ, বলের পুত্র এবং

বলশালী অগ্নির উদ্দেশে অর্চনার যোগ্য অন্ন ও স্তুতি প্রদান করো ॥ ১ ॥

ঋত্বিক্‌গণ যাঁকে লাভ ক'রে প্রীত হন, যজ্ঞগৃহে যাঁকে পূজা ক'রে প্রদীপ্ত করেন এবং যাঁর জন্য জন্তুসমূহ উৎপাদন করেন, সেই অগ্নি কোথায়? ॥ ২ ॥

যখন আমরা অগ্নিকে অন্ন প্রদান ক'রি এবং যখন তিনি হব্য সেবন করেন, তখন তিনি দীপ্তিমান্ বলে যজ্ঞের রশ্মি গ্রহণ করেন ॥ ৩ ॥

যখন পাবক, জরারহিত অগ্নি বনস্পতি সমুদায়কে দগ্ধ করেন, তখন তিনি রাত্রিকালেও দূরস্থিত ব্যক্তিকে প্রজ্ঞাপিত করেন ॥ ৪ ॥

অগ্নির পরিচর্যা কার্যে লোকে ক্ষরিত ঘৃতসকল শিখাসমূহে প্রক্ষেপ করে এবং পুত্র যেমন পিতার অঙ্কে আরোহণ করে, সেইরকম ঘৃতধারা এর উপর আরোহণ করে ॥ ৫ ॥

যজমান অগ্নিকে অনেকের স্পৃহণীয় ও সকলের ধারক, অন্নের আস্বাদক ও যজমানের নিবাসপ্রদ ব'লে জ্ঞাত হয় ॥ ৬ ॥

তিনি (অগ্নি) তৃণচ্ছেদক পশুর মতো নির্জল এবং তৃণপূর্ণ প্রদেশ ছেদন করেন। তিনি সুবর্ণ শ্মশ্রু বিশিষ্ট, উজ্জ্বল দন্ত, মহান্ এবং অপ্রতিহত বলসম্পন্ন ॥ ৭ ॥

যাঁর নিকট লোকে অত্রির মতো গমন করে, যিনি কুঠারের মতো বৃক্ষ ইত্যাদি নাশ করেন, সেই অগ্নি দীপ্ত। যিনি অন্ন গ্রহণ করেন এবং যিনি জগতের উপকারক, মাতা অরণি সেই অগ্নিকে প্রসব করেছেন ॥ ৮ ॥

হে হব্যভোজী অগ্নি! আপনি সকলের ধারক। আমাদের স্তুতি হ'তে আপনার সুখ হয়। আপনি স্তোতাগণকে ধন দান করেন, অন্ন দান করেন, এবং অন্তঃকরণ দান করেন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! এই রকমে অন্যের অকৃত স্তোত্র উচ্চারণকারী ঋষি আপনার দত্ত পশু গ্রহণ করে। যারা অগ্নিকে হব্য দান করে না, সেই দস্যুবর্গকে অত্রি পুনঃ পুনঃ অভিভূত করুন, বিরোধীবর্গকে পুনঃ পুনঃ অভিভূত করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — এই সূক্তেও প্রজ্বলন্ত অগ্নির রূপকে ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি-স্বরূপ অগ্নিদেবের স্তুতি করা হয়েছে।

◆ ◆

— ৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : আত্রেয় ঈষ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

ত্বামগ্ন ঋতায়বঃ সমীধিরে প্রত্নং প্রত্নাস উতয়ে সহস্কৃত।
পুরুশ্চন্দ্রং যজতং বিশ্বধায়সং দমূনসং গৃহপতিং বরেণ্যম্॥ ১ ॥
ত্বামগ্নে অতিথিং পূর্ব্যং বিশঃ শোচিষ্কেশং গৃহপতিং নিষেদিরে।
বৃহৎকেতুং পুরুরূপং ধনস্পৃতং সুশর্মাণং স্ববসং জরদ্বিষং॥ ২ ॥
ত্বামগ্নে মানুষীরীলতে বিশো হোত্রাবিদং বিবিচিং রত্নধাতমম্।
গুহ সন্তং সুভগ বিশ্বদর্শতং তুবিষ্বণসং সুয়জং ঘৃতশ্রিয়ম্॥ ৩ ॥

ত্বামগ্নে ধর্ণসিং বিশ্বধা বয়ং গীর্ভির্গৃণন্তো নমসোপ সেদিম।
স নো জুষস্ব সমিধানো অঙ্গিরো দেবো মর্তস্য যশসা সুদীতিভিঃ॥ ৪॥
ত্বমগ্নে পুরুরূপো বিশেবিশে বয়ো দধাসি প্রত্নথা পুরুষ্টুত।
পুরূণ্যন্না সহসা বি রাজসি ত্বিষিঃ সা তে তিত্বিষাণস্য নাধৃষে॥ ৫॥
ত্বামগ্নে সমিধানং যবিষ্ঠ্য দেবা দূতং চক্রিরে হব্যবাহনম্।
উরুজ্রয়সং ঘৃতযোনিমাহুতং ত্বেষং চক্ষুর্দধিরে চোদয়ন্মতি॥ ৬॥
ত্বামগ্নে প্রদিব আহুতং ঘৃতৈঃ সুম্নায়বঃ সুষমিধা সমীধিরে।
স বাবৃধান ওষধীভিরুক্ষিতোভি জ্রয়াংসি পার্থিবা বি তিষ্ঠসে॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে বলকর্তা অগ্নি! আপনি পুরাতন। পুরাতন যজ্ঞকারীবৃন্দ আশ্রয়লাভের জন্য আপনাকে সম্যক্‌ভাবে প্রদীপ্ত করে। আপনি অত্যন্ত প্রীতিদায়ক, যাগের যোগ্য, বহু অন্নবিশিষ্ট, দানমনা, গৃহপতি এবং বরণীয় ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! যজমানবৃন্দ আপনাকে গৃহস্বামী রূপে স্থাপনা করেন। আপনি অতিথিবৎ পূজ্য, পুরাতন, দীপ্তশিখাবিশিষ্ট, প্রভূতকেতুবিশিষ্ট, বহুরূপ, ধনদাতা, সুখপ্রদ, সুরক্ষক এবং জীর্ণ বৃক্ষ সমূহের ধ্বংসকারী ॥ ২ ॥

হে সুন্দর ধনবিশিষ্ট অগ্নি! মানুষগণ আপনাকে স্তুতি করে। আপনি হোমবিৎ, বিবেচক, রত্নদাতাবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুহাস্থিত, সকলের দর্শনযোগ্য, প্রভূতধ্বনিযুক্ত, যজ্ঞকারী এবং ঘৃতগ্রাহক ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! আপনি সকলের ধারক। আমরা বহু রকম স্তোত্র ও নমস্কারের দ্বারা স্তুতিপূর্বক আপনার নিকট উপস্থিত হচ্ছি। আপনি আমাদের ধন প্রদান ক'রে প্রীত করুন। হে অঙ্গিরার পুত্র অগ্নিদেব! আপনি সমক্যভাবে প্রদীপ্ত হয়ে শিখার সাথে যজমানের অন্নের দ্বারা প্রীত হন্ ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আপনি বহুরূপযুক্ত হয়ে সমস্ত যজমানকে পুরাকালের মতো অন্ন দান করছেন। হে বহুলোকের স্তুতিযোগ্য। আপনি আপন বলে প্রভূত অন্নের স্বামী। আপনি দীপ্তিমান্; আপনার দীপ্তি অন্যের অজেয় ॥ ৫ ॥

হে যুবতম অগ্নি! আপনি সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত হ'লে দেবগণ আপনাকে হব্যবাহক দূত করেছিলেন। দেববৃন্দ ও মানুষগণ প্রভূত বেগশালী, ঘৃতযোনি, আহূত অগ্নিকে বুদ্ধিপ্রেরক, দীপ্ত চক্ষু স্বরূপ ধারণ করেছিলেন ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আপনি আহূত হ'লে পুরাতন সুখাভিলাষী ব্যক্তিবর্গ আপনাকে সুন্দর কাষ্ঠের দ্বারা প্রদীপ্ত করে। আপনি বর্ধিত ও ওষধিসমূহে সিক্ত হয়ে পার্থিব অন্ন ব্যক্ত পূর্বক অবস্থান করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — যজ্ঞীয় অগ্নির রূপকে, আমরা মনে ক'রি, এই ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতিস্বরূপ, পরাজ্ঞানী জ্ঞানদেব, শুদ্ধসত্ত্বের বাহক হোমবিৎ, হব্যবাহক ইত্যাদি রূপে স্তুতি করা হয়েছে। অন্য উদাহরণ তো আছেই, ৪ ঋকে 'অঙ্গিরার পুত্র' ব'লে সম্বোধনের দ্বারা যজ্ঞাগ্নির অতীত এক ঈশ্বরীয় সত্তায় অগ্নিকে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম অষ্টকে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

— তৃতীয় অষ্টক সমাপ্ত —

পঞ্চম মণ্ডল

॥ চতুর্থ অষ্টক ॥

— ৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রির অপত্য গয়। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

ত্বামগ্নে হবিষ্মন্তো দেবং মর্তাস ঈলতে।
মন্যে ত্বা জাতবেদসং স হব্যা বক্ষ্যানুষক্॥ ১॥
অগ্নির্হোতা দাস্বতঃ ক্ষয়স্য বৃক্তবর্হিষঃ।
সং যজ্ঞাসশ্চরন্তি যং সং বাজাসঃ শ্রবস্যবঃ॥ ২॥
উত স্ম যং শিশুং যথা নবং জনিষ্টারণী।
ধর্তারং মানুষীণাং বিশামগ্নিং স্বধ্বরং॥ ৩॥
উত স্ম দুর্গৃভীয়সে পুত্রো ন হ্বার্যাণাম্।
পুরূ যো দগ্ধাসি বনাগ্নে পশুর্ন যবসে॥ ৪॥
অধ স্ম যস্যার্চয়ঃ সম্যক্ সংয়ন্তি ধূমিনঃ।
যদীমহ ত্রিতো দিব্যুপ ধ্মাতেব ধমতি শিশীতে ধ্মাতরী যথা॥ ৫॥
তবাহমগ্ন উতিভির্মিত্রস্য চ প্রশস্তিভিঃ।
দ্বেষোযুতো ন দুরিতা তুর্যাম মর্ত্যানাম্॥ ৬॥
তং নো অগ্নে অভী নরো রয়িং সহস্ব আ ভর।
ন ক্ষেপয়ৎস পোষয়দ্ভুবদ্বাজস্য সাতয় উতৈধি পৃৎসু নো বৃধে॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আপনি দীপ্তিমান্, মর্ত্যবর্গ হোমসাধন দ্রব্য সহকারে আপনার স্তব করে। আপনি সর্বভূতজ্ঞ, আমিও আপনার স্তব করছি; আপনি নিরন্তর হোমসাধন হব্য বহন করুন ॥ ১॥

যজ্ঞসমূহ যে অগ্নির সাথে অবস্থান করে, যজমানের কীর্তিবিধায়ক হব্য সকল যে অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, সেই অগ্নি হব্যদাতা কুশচ্ছেদক যজমানের যাগের জন্য দেবগণকে আহ্বান করেন ॥ ২॥

মনুষ্য লোকের পোষণকারী ও যজ্ঞশোভা বিধানকারী যে অগ্নিকে নব শিশুর মতো অরণিদ্বয় উৎপাদন করেছে ॥ ৩॥

হে অগ্নি! বক্রগতি অশ্বশাবকের মতো আপনাকে কষ্টে ধারণ করা যায়, তৃণের মধ্যে পরিত্যক্ত পশু যেমন তৃণ ভক্ষণ করে, সেই রকম আপনি সমগ্র বনসকল দগ্ধ করেন ॥ ৪॥

ধূমবান্ অগ্নির শিখাসকল সর্বত্র সুন্দরভাবে ব্যাপ্ত হয়। কর্মকার অস্ত্র ইত্যাদির দ্বারা অগ্নিকে যেমন সংবর্ধিত করে, সেইরকম ত্রিত যখন অন্তরীক্ষে অগ্নিকে বর্ধিত করে, তখন অগ্নি কর্মকারের

দ্বারা সন্ধুক্ষিত অগ্নির মতো তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! আপনি সকলের মিত্র স্বরূপ, আপনার রক্ষার দ্বারা এবং আপনাকে স্তব করে মর্ত্যগণের শত্রুস্বরূপ পাপসকল হ'তে উত্তীর্ণ হবো ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আপনি বলবান্ ও হব্যবাহক; আমাদের নিকটে প্রসিদ্ধ ধন আহরণ করুন; আমাদের শত্রুবর্গকে পরাভূত ক'রে আমাদের পোষণ করুন ও অন্ন প্রদান করুন এবং যুদ্ধে আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — ৫ ঋকে মূলে 'ত্রিত' আছে। সায়ণ অর্থ করেছেন তিন স্থানে ব্যাপ্ত অগ্নি। এই ঋকে কর্মকারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

◆ ◆

— ১০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : গয়। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

অগ্ন ওজিষ্ঠমা ভর দ্যুম্নমস্মভ্যমধ্রিগো।
প্র নো রায়া পরীণসা রৎসি বাজায় পন্থাম্॥ ১ ॥
ত্বং নো অগ্নে অদ্ভুত ক্রত্বা দক্ষস্য মংহনা।
ত্বে অসূর্যমারুহৎ ক্রাণা মিত্রো ন যজ্ঞিয়ঃ॥ ২ ॥
তং নো অগ্ন এষাং গয়ং পুষ্টিং চ বর্ধয়।
যে স্তোমেভিঃ প্র সূরয়ো নরো মঘান্যানশুঃ॥ ৩ ॥
যে অগ্নে চন্দ্রতে গিরঃ শুম্ভন্ত্যশ্বরাধসঃ।
শুষ্মেভিঃ শুষ্মিণো নরো দিবশ্চিদোষাং বৃহৎসুকীর্তির্বোধতি ত্মনা॥ ৪ ॥
তব ত্যে অগ্নে অর্চয়ো ভ্রাজন্তো যন্তি ধৃষ্ণুয়া।
পরিজ্মানো ন বিদ্যুতঃ স্বানো রথো ন বাজয়ুঃ॥ ৫ ॥
নূ নো অগ্ন উতয়ে সবাধসশ্চ রাতয়ে।
অস্মাকাসশ্চ সূরয়ো বিশ্বা আশাস্তরীষণি॥ ৬ ॥
ত্বং নো অগ্নে অঙ্গিরঃ স্তুতঃ স্তবাম আ ভর।
হোতর্বিভ্বাসহং রয়িং স্তোতৃভ্যঃ স্তবসে চন উতেধি পৃৎসু নো বৃধে॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি। আমাদের জন্য অতি উৎকৃষ্ট ধন আহরণ করুন; আপনি অপ্রতিহতগতি, আপনি আমাদের দিগন্তব্যাপ্ত ধন প্রদান করুন এবং অন্নলাভের নিমিত্ত আমাদের পথ পরিষ্কার করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আপনার শক্তি অতি আশ্চর্যকর, আপনি আমাদের যাগ ইত্যাদি ক্রিয়ায় প্রীত হয়ে

আমাদের দক্ষের বল প্রদান করুন; আপনার অসূর্য বল আছে, আপনি মিত্রের মতো যজ্ঞকার্য সম্পাদন করুন ॥২॥

হে অগ্নি! প্রসিদ্ধ স্তবকারী মানবগণ আপনার স্তব ক'রে উৎকৃষ্ট ধনলাভ করেছেন; আমরাও আপনার স্তব করছি, আমাদের ধন ও পুষ্টি বর্ধিত করুন ॥৩॥

হে আনন্দদায়ক অগ্নি! যে সকল লোক সুন্দররূপে আপনার স্তব করেন, তাঁরা অশ্বধন লাভ করেন, বলশালী হয়ে আপন বলের দ্বারা শত্রু বিনাশ করেন, এবং স্বর্গ হ'তেও মহতী সুকীর্তি লাভ করেন; গয় ঋষি স্বয়ং আপনাকে জাগরিত করছে ॥৪॥

হে অগ্নি! আপনার উদ্ধত দীপ্তিমান্ শিখা সকল দিগন্তব্যাপী বিদ্যুতের মতো, শব্দায়মান রথের মতো এবং অন্নার্থীর মতো সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে ॥৫॥

হে অগ্নি! শীঘ্র আমাদের রক্ষা করুন; ধন দান ক'রে দারিদ্র্য দুঃখ দূর করুন; আমাদের পুত্র মিত্র ইত্যাদিগণ আপনার স্তব ক'রে পূর্ণকাম হোন ॥৬॥

হে অঙ্গিরা! লোকে পূর্বকালে আপনার স্তব করেছে এবং এই ক্ষণেও স্তব করছে; লোকে যে ধন বশতঃ মহৎ ব্যক্তিবর্গকেও পরিভূত করে, আমাদের জন্য সেই ধন আহরণ করুন। হে দেববগণের আহ্বানকারী! আমরা আপনার স্তব করছি, আপনি আমাদের স্তব-সামর্থ্য প্রদান করুন এবং যুদ্ধে আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করুন ॥৭॥

টীকা — পূর্বাপর অগ্নি সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা এই সূক্তেও প্রযোজ্য। যেমন, এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টিতেই স্বর্গীয় দুর্গাদাস বলছেন—"হে জ্ঞানদেব! আপনি অর্চনাকারী আমাদের মঙ্গলের জন্য বলবত্তম (প্রভূততেজঃসম্পন্ন) দ্যোতমান্ ধন (মোক্ষধন) আহরণ করুন (আমাদের প্রদান করুন); (আবার) অপ্রতিহতগমনশীল (অনিবারিত রশ্মিযুক্ত, সর্বব্যাপী) হে দেব। আপনি স্তুতিযুক্ত (আমাদের অভীষ্টরূপ) ধনের চতুর্বর্গফললাভ-রূপ মোক্ষধনের) সাথে আমাদের সম্মিলিত করুন (অর্থাৎ, আমরা যাতে চতুর্বর্গফললাভ-রূপ মোক্ষধন প্রাপ্ত হই, আপনি তার বিধান করুন); (পরন্তু) আপনি আমাদের মোক্ষলাভের নিমিত্ত (মোক্ষপ্রাপ্তি-সাধক-সমর্থ) পন্থা প্রস্তুত করুন (অর্থাৎ যে পথে গমন করলে আমরা মোক্ষলাভে সমর্থ হবো, আপনি সেই পথ আমাদের প্রদর্শন করুন॥'—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ১১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রির অপত্য সুতম্ভর। ছন্দ : জগতী]

জনস্য গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্নিঃ সুদক্ষ সুবিতায় নব্যসে।
ঘৃতপ্রতীকো বৃহতা দিবিস্পৃশাদ্যুমদ্বিভাতি ভরতেভ্যঃ শুচিঃ॥ ১॥
যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতমগ্নিং নরস্ত্রিষধস্থে সমীধিরে।
ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং স বর্হিষি সীদন্নি হোতা যজথায় সুক্রতুঃ॥ ২॥
অসম্মৃষ্টো জায়সে মাত্রোঃ শুচির্মন্দ্রঃ কবিরুদতিষ্ঠো বিবস্বতঃ।
ঘৃতেন ত্বাবর্ধয়ন্নগ আহুত ধূমস্তে কেতুরভবদ্দিবি শ্রিতঃ॥ ৩॥

অগ্নির্নো যজ্ঞমুপ বেতু সাধুয়াহগ্নিং নরো বি ভরন্তে গৃহে গৃহে।
অগ্নির্দূতো অভবদ্ধব্যবাহনোহগ্নিং বৃণানা বৃণতে কবিক্রতুম্॥ ৪॥
তুভ্যেদমগ্নে মধুমত্তমং বচস্তুভ্যং মনীষা ইয়মস্তু শং হৃদে।
ত্বাং গিরঃ সিন্ধুমিবাবনীর্মহীরা পৃণন্তি শবসা বর্ধয়ন্তি চ॥ ৫॥
ত্বামগ্নে অঙ্গিরসো গুহা হিতমন্ববিন্দঞ্ছিশ্রিয়াণং বনে বনে।
স জায়সে মথ্যমানঃ সহো মহত্ত্বামাহুঃ সহসস্পুত্রমঙ্গিরঃ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — লোকরক্ষক সদাপ্রবুদ্ধ সমধিক বলশালী অগ্নি, লোকবৃন্দের নূতনতর মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করেছেন; আহুতি প্রদান করলে পবিত্র অগ্নি অভ্রভেদী শিখার দ্বারা চতুর্দিক প্রদীপ্ত ক'রে ঋত্বিক্‌বর্গের জন্য প্রকাশিত হন ॥ ১ ॥

অগ্নি যজ্ঞের কেতুস্বরূপ; যজমানবৃন্দ অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করেন, অগ্নি, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণের সমকক্ষ; ঋত্বিকগণ সর্বাগ্রে তিন স্থানে অগ্নিতে হোম করেছিলেন। শোভনকর্মা দেববৃন্দের আহ্বানকারী সেই অগ্নি কুশযুক্ত সেই স্থানে যজ্ঞের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনি নির্বিঘ্নে জননী স্বরূপ অরণিদ্বয় হ'তে জন্মগ্রহণ করেন; আপনি পবিত্র, স্তুত্য ও মেধাবী; আপনি যজমান হ'তে উদিত হয়েছেন; পূর্ব মহর্ষিগণ ঘৃতের দ্বারা আপনাকে বর্ধিত করেছিলেন। হে হব্যবাহক! গগনব্যাপী ধূম আপনার কেতুস্বরূপ ॥ ৩ ॥

সাধক অগ্নি আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন; মানববৃন্দ প্রতিগৃহে অগ্নি সংস্থাপন করেন; হব্যবাহক অগ্নি দেববৃন্দের দূতস্বরূপ; তিনি যজ্ঞ সম্পাদক ব'লে লোকে অগ্নির পূজা ক'রে থাকেন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আপনার উদ্দেশে এই সুমধুর বাক্য প্রযুক্ত হচ্ছে; এই স্তব আপনার হৃদয়ে আনন্দ বিধান করুক; মহানদী সকল যেমন সমুদ্রকে পূর্ণ ও সবল করে, সেইরকম স্তুতি সমূহ আপনাকে পূর্ণ ও সবল করছে ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! আপনি গুহামধ্যে নিগূঢ় হয়ে এবং বনে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক অবস্থান করেছিলেন; অঙ্গিরাগণ আপনাকে আবিষ্কৃত করেছেন। হে অঙ্গিরা! আপনি বিশেষ বলের সাথে মথিত হয়ে উৎপন্ন হন ব'লে লোকে বলের পুত্র বলে ॥ ৬ ॥

টীকা — যদিও অরণি মন্থনে অগ্নির সৃষ্টি, তা অবশ্যই প্রত্যক্ষীভূত হয়। বর্তমান সূক্তে সেই প্রজ্বলন্ত ব্যবহারিক অগ্নিকে উদ্দেশ করা হয়েছে, সে কথা অনস্বীকার্য। আমরা তাতে বিরোধ করছি না। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে সেই জাগতিক অগ্নির ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতিস্বরূপ অগ্নিকেও অস্বীকার করা যায় না। যেমন, স্বর্গীয় দুর্গাদাস বর্তমান সূক্তের ১ ঋকে বলছেন—"বিশ্বের রক্ষক, চিরপ্রবুদ্ধ পরমশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানদেব নিত্যকল্যাণের জন্য জগতে প্রাদুর্ভূত হন; অমৃতস্বরূপ পবিত্রকারক জ্যোতির্ময় সেই দেবতা সাধকদের মঙ্গলবিধানের জন্য মহৎ মোক্ষপ্রাপক জ্যোতির সাথে তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরম কল্যাণদায়ক পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [জ্ঞানের—পরাজ্ঞানের মহিমা কীর্তনই এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অগ্নিং' পদের কয়েকটি বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করলেই ঐ পদে কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করে, তা উপলব্ধ হবে। 'জনস্য গোপা'—অর্থাৎ বিশ্বের রক্ষক। জ্ঞানের বলেই সৃষ্টি-স্থিতি সম্ভবপর, অজ্ঞানতায় ধ্বংস। 'জাগৃবি' পদে

জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। জ্ঞান চিরপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ চিরজাগরণশীলতাই জ্ঞানের ধর্ম। 'সুদক্ষ' এবং 'ঘৃতপ্রতীকঃ' পদ দু'টি জ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত করছে। জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি, জ্ঞানই অমৃত। জ্ঞানের কল্যাণেই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। 'দিবিস্পৃশা' পদ জ্ঞানের মোক্ষপ্রাপিকা শক্তিই পরিব্যক্ত করছে। সেই জ্ঞান জগতের হিতের জন্যই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। বিশেষতঃ সাধকের হৃদয়ের মধ্য দিয়েই ভগবানের জ্ঞানশক্তি বিশ্বমঙ্গল সাধিত করে। সাধকবৃন্দ তাঁদের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য এই মোক্ষপ্রাপক জ্ঞান হৃদয়ে সঞ্চয় করে। অথবা ভগবান্ কৃপাপূর্বক সাধকের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করেন। ইত্যাদি॥ এইভাবে আবার শেষ ঋকে বলা হয়েছে—'হে জ্ঞানদেব! সকল জ্যোতিতে আশ্রিত অর্থাৎ সকল জ্যোতির আশ্রয়ভূত, নিগূঢ়, ভগবানে বর্তমান, আপনাকে জ্ঞানিগণ লাভ করেন। প্রসিদ্ধ আপনি মহতী সাধনশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সাধকদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। পরম জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! সাধকগণ আপনাকে শক্তিপুত্র ব'লে থাকেন। (মন্ত্রের ভাব এই যে,—ভগবানে শক্তিস্বরূপ জগতের সকল রকম জ্যোতিঃর মূলকারণ পরাজ্ঞানকে লাভ করেন)।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : সুতম্ভর। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রাগ্নয়ে বৃহতে যজ্ঞিয়ায় ঋতস্য বৃষ্ণে অসুরায় মন্ম।
ঘৃতং ন যজ্ঞ আস্যেহসুপূতং গিরং ভরে বৃষভায় প্রতীচীম্॥ ১॥
ঋতং চিকিত্ব ঋতমিচ্চিকিদ্ঘৃতস্য ধারা অনু তৃন্ধি পূর্বীঃ।
নাহং যাতুং সহসা ন দ্বয়েন ঋতং সপাম্যরুষস্য বৃষ্ণঃ॥ ২॥
কয়া নো অগ্ন ঋতয়ন্নৃতেন ভুবো নবেদা উচথস্য নব্যঃ।
বেদা মে দেব ঋতুপা ঋতূনাং নাহং পতিং সনিতুরস্য রায়ঃ॥ ৩॥
কে তে অগ্নে রিপবে বন্ধনাসঃ কে পায়বঃ সনিষন্ত দ্যুমন্তঃ।
কে ধাসি মগ্নে অনৃতস্য পান্তি ক আসতো বচসঃ সন্তি গোপাঃ॥ ৪॥
সখায়স্তে বিষুণা অগ্ন এতে শিবাসঃ সন্তো অশিবা অভূবন্।
অধূর্ষত স্বয়মেতে বচোভি ঋজূয়তে বৃজিনানি ব্রুবন্তঃ॥ ৫॥
যস্তে অগ্নে নমসা যজ্ঞমীট্ট ঋতং স পাত্যরুষস্য বৃষ্ণঃ।
তস্য ক্ষয়ঃ পৃথুরা সাধুরেতু প্রসর্স্রাণস্য নহুষস্য শেষঃ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি সুমহান্, পূজনীয় জলবর্ষণকারী, অসুর এবং পুরুষার্থ প্রদায়ক। যজ্ঞস্থলে অগ্নিমুখে হুত পরম পবিত্র ঘৃতের মতো আমার দ্বারা প্রযুক্ত এই স্তব অগ্নির প্রীতিকর হোক॥১॥ হে অগ্নি! আমি এই স্তব করছি, আপনি তা অবগত হোন এবং এর অনুমোদন করুন; প্রচুর বারিবর্ষণের জন্য অনুকূল হোন; আমি বলপূর্বক যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করতে অথবা অবৈধ কার্যের

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হচ্ছি না; আপনি দীপ্তিমান, কামনাপূরক; আপনারই স্তব করছি ॥ ২॥

হে জলবর্ষণকারী অগ্নি! আপনি স্তুতিযোগ্য; আমাদের কোন্ সত্য কার্যের দ্বারা আপনি আমাদের স্তব অবগত হবেন? ঋভুবর্গের রক্ষাকারী দীপ্তিমান্ অগ্নি আমাকে অবগত হোন, ধনপতি অগ্নির দানপ্রাপ্ত হইনি ॥ ৩॥

হে অগ্নি! কারা শত্রুবন্ধনকারী? কারা লোকরক্ষক, দীপ্তিমান্ ও দানশীল? কারা অসত্যপালকবৃন্দের আশ্রয়দাতা? কারাই বা অভিসম্পাত ইত্যাদি দুষ্ট বাক্যের উৎসাহদাতা? ॥ ৪॥

হে অগ্নি! সর্বত্র ব্যাপ্ত আপনার এই বন্ধুসকল পূর্বে আপনার উপাসনা ত্যাগ ক'রে অসুখী হয়েছিল, পরে আপনার আরাধনা ক'রে আবার সৌভাগ্যশালী হয়। আমি সরল আচরণ করলেও যারা অসাধুভাবে আমাকে কুটিলাচারী বলে, তারা যেন নিজেরাই নিজেদের অনিষ্ট উৎপাদন করে ॥ ৫॥

হে অগ্নি! আপনি দীপ্তিমান্ ও অভীষ্টপূরক; যিনি হৃদয়ের সাথে আপনার স্তব করেন ও আপনার জন্য যজ্ঞ রক্ষা করেন, তাঁর গৃহ বিস্তীর্ণ হোক; এবং যিনি যত্নপূর্বক আপনার পূজা করেন, তাঁরা সাধু পুত্র হোক ॥ ৬॥

টীকা — পঞ্চম মণ্ডলে অসুর শব্দ একাদশবার ব্যবহৃত হয়েছে। যথা,—১২ সূক্ত ১ ঋকে অসুর শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৫ সূক্ত ১ ঋকে অসুর শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ২৭ সূক্ত ১ ঋকে অসুর শব্দ ত্রাণুর নামক রাজপুত্র সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ৪১ সূক্ত ৩ ঋকে অসুর শব্দ রুদ্র বা সূর্য বা বায়ু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ৪২ সূক্ত ১১ ঋকে অসুর শব্দ বায়ু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ৪১ সূক্ত ১১ ঋকে অসুর শব্দ রুদ্র সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ৪৯ সূক্ত ২ ঋকে অসুর শব্দ সবিতা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ৫১ সূক্ত ১১ ঋকে অসুর শব্দ পূষা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ৬৩ সূক্ত ৩ ঋকে অসুর শব্দ মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ৬৩ সূক্ত ৭ ঋকে অসুর শব্দ মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ৮৩ সূক্ত ৬ ঋকে অসুর শব্দ পর্জন্য সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব পুরাণে যে অর্থে 'অসুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়; সে অর্থে ঐ শব্দ এ মণ্ডলে একবারও ব্যবহৃত হয় নি।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে এই সূক্তেও 'অগ্নি' অর্থে ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতিমাত্র বোধিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় দেখা যায় না। অগ্নি জলবর্ষণকারী, ঋভুবর্গের রক্ষাকারী ইত্যাদি স্তুতির দ্বারা প্রজ্বলন্ত অগ্নির অতীত এক অসীম ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা যায়।

◆ ◆

— ১৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : সুতম্ভর। ছন্দ : গায়ত্রী]

অর্চন্তস্ত্বা হবামহেঽর্চন্তঃ সমিধীমহি। অগ্নে অর্চন্ত উতয়ে॥ ১॥
অগ্নেঃ স্তোমং মনামহে সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশঃ। দেবস্য দ্রবিণস্যবঃ॥ ২॥
অগ্নির্জুষত নো গিরো হোতা যো মানুষেষ্বা। সযক্ষদ্দৈব্যং জনম্॥ ৩॥
ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি জুষ্টো হোতা বরেণ্যঃ। ত্বয়া যজ্ঞং বি তন্বতে॥ ৪॥

ত্বামগ্নে বাজসাতমং বিপ্রা বর্ধন্তি সুষ্টুতম্। স নো রাস্ব সুবীর্যম্॥ ৫॥
অগ্নে নেমিররাঁ ইব দেবাংস্ত্বং পরিভূরসি। আ রাধশ্চিত্র মৃঞ্জসে॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আমরা আপনাকে পূজা ক'রে আহ্বান করছি এবং আমাদের রক্ষা করবার জন্য প্রজ্বালিত করছি ॥ ১ ॥

অদ্য আমরা ধনার্থী হয়ে দীপ্তিমান্, আকাশস্পর্শী অগ্নির সেই সকল স্তব পাঠ করছি, যার দ্বারা মানুষগণের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় ॥ ২ ॥

যে অগ্নি মানুষদের মধ্যে অবস্থান ক'রে দেববর্গের আহ্বান করেন, সেই অগ্নি আমাদের স্তবসকল গ্রহণ করুন এবং যজ্ঞীয় দ্রব্যজাত দেববৃন্দের সমক্ষে বহন করুন ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! আপনি সর্বদা প্রীতচিত্ত, হোমকারী এবং লোকের বরণীয় হয়ে স্থূলভাবে অবস্থান করুন; যজমানবৃন্দ আপনাকে লাভ পূর্বক যজ্ঞ সম্পাদন করেন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আপনি অন্নদাতা ও স্তুতির যোগ্য; জ্ঞানী উপাসকবৃন্দ আপনার সমুচিত স্তব করেন; আপনি আমাদের উৎকৃষ্ট বল প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! নেমি যেমন চক্রের অর সকলকে বেষ্টন করে, সেই রকম আপনি দেববৃন্দকে ব্যাপ্ত ক'রে আছেন; আপনি আমাদের নানারকম ধন প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — পূর্ব পূর্ব সূক্তগুলির মতো যজ্ঞাগ্নির উদ্দেশে এই সূক্তটিও নিবেদিত, এ কথা আমরা অস্বীকার করছি না। তবে, পূর্বাপর আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে। যেমন, স্বর্গীয় দুর্গাদাস ২ ঋকে বলছেন—'নিত্যকাল পরমধনার্থী আমরা যেন স্বর্গপ্রাপক জ্ঞানদেবের সিদ্ধিদায়ক প্রার্থনা উচ্চারণ ক'রি।' (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন নিত্যকাল ভগবৎপরায়ণ হই)। [মন্ত্রে অগ্নিকে ধনদাতা বলা হয়েছে। সাধারণ প্রজ্বলিত অগ্নি ধনদাতা হবেন কেমন ক'রে? অগ্নি তো সর্বধ্বংসকারী। কিন্তু জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে মনুষ্যত্ব দিতে পারে। জ্ঞানের বলেই মানুষ দেবত্বলাভে সমর্থ হয়। তাই এই পরম বস্তু—জ্ঞানাগ্নির স্তুতিই মন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়]॥ পরবর্তী সূক্তে দুর্গাদাস বলছেন—'দেবভাবের উৎপাদক যে জ্ঞানদেব মানুষের হৃদয়ে বর্তমান আছেন, সেই জ্ঞানদেব আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন; সেই দেবতা দেবত্বপ্রার্থী আমাকে অনুগ্রহ করুন—গ্রহণ করুন।' (আমরা যেন ভগবানের কৃপায় পরাজ্ঞানের অধিকারী হই)। [প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণও এই ক্ষেত্রে 'অগ্নি' শব্দে সাধারণ অগ্নিকে লক্ষ্য করেননি। কারণ এই পরিদৃশ্যমান অগ্নি মানুষের মধ্যে অবস্থান করে না, অথবা দেবগণকেও আহ্বান করতে অসমর্থ। সুতরাং কাষ্ঠ ইত্যাদি দাহনশীল অগ্নি ব্যতীত অন্য কোনও বিশেষ বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসে। ঐ বস্তুটিই—জ্ঞানাগ্নি, পরাজ্ঞান। মানুষের অন্তরস্থায়ী এই জ্ঞানই তাকে মোক্ষপথে পরিচালিত করে]॥ ৪ ঋক্ দেখুন। দুর্গাদাস বলেছেন—'সর্বলোকপূজিত অভীষ্টবর্ষক শক্তিপ্রদাতা, স্তুতির দ্বারা আরাধিত দেবতাকে কামনাকারী আমাদের প্রার্থনা, সে দেবের অভিমুখে গমন করুক। (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের স্তুতিপরায়ণ হই)। [কারুণ্যরূপ দেবতার তুল্য, জ্যোতিঃধারণকারী, পরমদাতা, অভীষ্টপূরক দেবতা বরণীয় ধন আমাদের প্রদান করুন। প্রার্থনার মূল ভাব এই যে,—ভগবান কৃপা পূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন]॥—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ১৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : সুতম্ভর। ছন্দ : গায়ত্রী]

অগ্নিং স্তোমেন বোধয় সমিধানো অমর্ত্যম্। হব্যা দেবেষু নো দধৎ॥ ১॥
তমধ্বরেষ্বীলতে দেবং মর্তা অমর্ত্যম্। যজিষ্ঠং মানুষে জনে॥ ২॥
তং হি শশ্বন্ত ঈলতে স্রুচা দেবং ঘৃতশ্চুতা। অগ্নিং হব্যায় বোঢ়বে॥ ৩॥
অগ্নির্জাতো অরোচত ঘ্নন্দস্যূঞ্জ্যোতিষা তমঃ। আবিন্দদ্গা অপঃ স্বঃ॥ ৪॥
অগ্নিমীলেন্যং কবিং ঘৃতপৃষ্ঠং সপর্যত। বেতু যে শৃণবদ্ধবম্॥ ৫॥
অগ্নিং ঘৃতেন বাবৃধুঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণিম্। স্বাধীভির্বচস্যুভিঃ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে যজমান! তুমি অবিনশ্বর অগ্নিকে স্তোত্রের দ্বারা প্রবোধিত করো; অগ্নি প্রদীপ্ত হ'লে, তিনি দেববৃন্দের সমক্ষে আমাদের হব্য বহন করবেন ॥১॥

মানুষেরা মর্ত্যলোকের পরমারাধ্য দীপ্তিমান্ সেই অবিনশ্বর অগ্নিকে যজ্ঞস্থলে পূজা ক'রে থাকেন ॥২॥

অসংখ্য উপাসক যজ্ঞস্থলে দেববৃন্দের নিকট হব্য বহনের জন্য ঘৃতপ্রক্ষেপের পাত্র হ'তে ঘৃতসেচন ক'রে দীপ্তিমান্ অগ্নির উপাসনা ক'রে থাকেন ॥৩॥

অগ্নি জন্মগ্রহণ মাত্র আপন তেজের প্রভাবে অন্ধকার এবং যজ্ঞবিঘাতক দস্যুবর্গকে নষ্ট ক'রে প্রদীপ্ত হন; গাভী, জল ও সূর্য, অগ্নি হ'তেই আবিষ্কৃত হয়েছে ॥৪॥

হে মনুষ্যগণ! তোমরা সেই জ্ঞানী এবং আরাধ্য অগ্নির পূজা করো, যে অগ্নির উর্ধ্বভাগ ঘৃতাহুতির দ্বারা প্রদীপ্ত হয়ে থাকে; অগ্নি যেন আমার এই আহ্বান শ্রবণ করেন এবং অবগত হন ॥৫॥

ঋত্বিক্‌বর্গ স্তোত্রপ্রিয় ও ধ্যানগম্য অমরবর্গের সাথে আজ্য ও স্তোত্রের দ্বারা সর্বদর্শী অগ্নির সম্বর্ধনা করেছেন ॥৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অঙ্গিরার অপত্য ধরুণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র বেধসে কবয়ে বেদ্যায় গিরং ভরে যশসে পূর্ব্যায়।
ঘৃতপ্রসত্তো অসুরঃ সুশেবো রায়ো ধর্তা ধরুণো বস্বো অগ্নিঃ॥ ১॥
ঋতেন ঋতং ধরুণং ধারয়ন্ত যজ্ঞস্য শাকে পরমে ব্যোমন্।
দিবো ধর্মন্ধরুণে সেদুষো নৄঞ্জাতৈরজাতাঁ অভি যে ননক্ষুঃ॥ ২॥

অংহোযুবস্তন্বতে বি বয়ো মহদ্দুষ্টরং পূর্ব্যায়।
স সম্বতো নবজাতস্তুতুর্যাৎ সিংহং ন ক্রুদ্ধমভিতঃ পরি ষ্টুঃ॥ ৩॥
মাতেব যস্তরসে পপ্রথানো জনং জনং ধায়াসে চক্ষসে চ।
বয়ো বয়ো জরসে যদ্দধানঃ পরি ত্মনা বিষুরূপো জিগাসি॥ ৪॥
বাজো নু তে শবসস্পাত্বন্তমুরুং দোঘং ধরুণং দেব রায়ঃ।
পদং ন তায়ুর্গুহা দধানো মহো রায়ে চিতয়ন্নত্রিমস্পঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি, হব্য প্রদান করলে তৃপ্তিলাভ করেন; তিনি অসুর, সুখদাতা, ধনাধিপতি, হব্যবাহক, গৃহদাতা, সৃষ্টিকর্তা, দূরদর্শী, আরাধ্য, যশস্বী এবং শ্রেষ্ঠ; আমি তাঁর স্তব করছি॥ ১॥

যে সকল যজমান স্বর্গের আশ্রয়ভূত যজ্ঞস্থলে আসীন, নেতা ও অজাত দেববৃন্দকে জাত মানবগণের দ্বারা সমবেত করেন, তাঁরা হব্যবাহক, সত্যস্বরূপ অগ্নিকে যাগের জন্য উৎকৃষ্ট বেদির উপর স্থাপন করেন॥ ২॥

যাঁরা শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে দুস্তর হব্যরূপ মহাখাদ্য প্রদান করেন, তাঁরা নিষ্পাপ দেহ ধারণ করেন; নবজাত সেই অগ্নি সমবেত শত্রুবর্গকে দূরীভূত করুন, মৃগগুলি কুপিত সিংহ হ'তে যেমন দূরে অবস্থান করে, সেইরকম আমার চতুষ্পার্শ্ববর্তী শত্রুবৃন্দ আমা হ'তে দূরে অবস্থান করুক॥৩॥

যে সময়ে আপনি সর্বত্র প্রবল হন, সেই সময়ে আপনি জননীর মতো সকল লোককে পালন করেন এবং তারা দর্শনের নিমিত্ত ও রক্ষণের নিমিত্ত আপনাকে প্রার্থনা ক'রে থাকে। যখন আপনি ধৃত হন, তখন সব রকম অন্ন জীর্ণ করেন; অতএব হে বিশ্বরূপ অগ্নি! সমস্ত বিশ্ব আপনারই অন্তর্ভূত॥ ৪॥

হে প্রদীপ্ত অগ্নি! সুমহৎ কামনাপূরক অর্থ-উৎপাদক হব্য আপনার প্রকৃষ্ট বল বিধান করুক; তস্কর যেমন গুহার মধ্যে অপহৃত দ্রব গোপনে রক্ষা করে, সেইরকম আপনি প্রচুর ধন লাভের জন্য উৎকৃষ্ট পথ প্রকাশিত ক'রে মুনির প্রতি দয়া প্রকাশ করুন॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রির অপত্য পুরু। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

বৃহদ্বয়ো হি ভানবেঽর্চা দেবায়াগ্নয়ে।
যং মিত্রং ন প্রশস্তিভির্মর্তাসো দধিরে পুরঃ॥ ১॥
স হি দ্যুভির্জনানাং হোতা দক্ষস্য বাহ্বোঃ।
বিহব্যমগ্নিরানুষগ্নভগো ন বারমৃণ্বতি॥ ২॥
অস্য স্তোমে মঘোনঃ সখ্যে বৃদ্ধশোচিষঃ।
বিশ্বা যস্মিস্তুবিষ্বণি সমর্যে শুষ্মমাদধুঃ॥ ৩॥

অধাহ্যগ্ন এষাং সুবীর্যস্য মংহনা।
তমিদ্যহ্বং ন রোদসী পরিশ্রবো বভূবতুঃ॥ ৪॥
নূ ন এহি বার্যমগ্নে গৃণান আ ভর।
যে বয়ং যে চ সূরয়ঃ স্বস্তি ধামহে সচোতৈধি পৃৎসু নো বৃধে॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — মানুষেরা প্রকৃষ্ট স্তব ক'রে বন্ধুর মতো যে অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করে, দীপ্তিমান্ সেই অগ্নিকে প্রচুর হব্যরূপ অন্ন প্রদান করো ॥ ১ ॥

যে অগ্নি দেবগণের নিকট হব্য বহন করেন, বাহুবলের দীপ্তির দ্বারা মণ্ডিত সেই অগ্নি যজমানবৃন্দের জন্য দেবগণকে আহ্বান করেন এবং সূর্যের মতো বাঞ্ছিত ধন প্রদান করেন ॥ ২ ॥

সমস্ত যজমানবৃন্দের হব্য ও স্তোত্রের দ্বারা যে সামর্থ্যযুক্ত এবং শব্দায়মান অগ্নির বলাধান ক'রে থাকে, আমরা অতি তেজস্বী ধনাধিপতি সেই অগ্নির স্তব করবো ও তাঁর সাথে মিত্রতা করবো ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! আপনারা এই সকল উপাসকবৃন্দকে সর্বোৎকৃষ্ট বল প্রদান করুন, স্বর্গ এবং পৃথিবী সূর্যের মতো সেই অগ্নিকে জ্যোতিপূর্ণ করেছেন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আমরা আপনার পূজা ও স্তব করছি, হব্য প্রদান ক'রে আপনার সম্বর্ধনা করছি; আপনি শীঘ্র আগমনপূর্বক আমাদের অভিলাষিত ধন প্রদান করুন এবং যুদ্ধে আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — কাষ্ঠ ইত্যাদির দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি কিংবা আমাদের জঠরাগ্নি ইত্যাদিকে উদ্দেশ ক'রে ঋষিবৃন্দ কর্তৃক অগ্নির অধিষ্ঠান সম্পর্কে, বিশেষতঃ যজ্ঞাগ্নি সম্পর্কে যাজ্ঞিক ঋষিদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমরা কোন মন্তব্য করছি না। তবে পূর্বাপর ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতিস্বরূপ যে অগ্নির কথা আমরা বলছি, তা এই সূক্তেও প্রযোজ্য। যেমন, স্বর্গীয় দুর্গাদাস এই সূক্তের ১ ঋকেই বলছেন—মনুষ্যগণ (অর্চনাকারী সাধকবৃন্দ) মিত্রভূত (মিত্রের ন্যায় সুখপ্রাপ্য অথবা ভক্তের অনুরক্ত) যে অগ্নিদেবকে (অর্থাৎ জ্ঞানদেবতাকে) প্রকৃষ্ট-স্তুতির নিমিত্ত (সম্যক্ আত্ম-উৎকর্ষ-সাধনের জন্য) পুরোভাগে ধারণ করেন (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করেন); আবার, দীপ্তিমান্ যে অগ্নির (অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নির) উদ্দেশে (তাঁরা) হবিস্বরূপ অন্ন (হৃদয়ে নিহিত সৎ-ভাব-নিবহ) প্রদান ক'রে থাকেন (উৎসর্গ করেন); হে মন। তুমি সেই দ্যোতমান (দেবভাবসমূহের জনয়িতা) অগ্নিদেবের (অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার) প্রীতির নিমিত্ত (হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য) শুদ্ধসত্ত্বাদি (হৃদয়নিহিত ভক্তিসুধা) তাঁকে প্রদান করো; (অর্থাৎ, ভক্তিসহকারে তাঁর অর্চনা করো) ॥—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ১৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : পূরু। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

আ যজ্ঞৈর্দেব মর্তা ইত্থা তব্যাংসমূতয়ে।
অগ্নিং কৃতে স্বধ্বরে পূরুরীলীতাবসে॥ ১॥

অস্য হি স্বরশস্তরঃ আসা বিধর্মন্মন্যসে।
তং নাকং চিত্রশোচিষং মন্দ্রং পরো মনীষয়া ॥ ২॥
অস্য বাসা উ অর্চিষা য আয়ুক্ত তুজা গিরা।
দিবো ন যস্য রেতসা বৃহচ্ছোচন্ত্যর্চয়ঃ ॥ ৩॥
অস্য ক্রত্বা বিচেতসো দস্মস্য বসু রথ আ।
অধা বিশ্বাসু হব্যোঽগ্নির্বিক্ষু প্র শস্যতে ॥ ৪॥
নূ ন ইদ্ধি বার্যমাসা সচন্ত সূরয়ঃ।
উর্জো নপাদভিষ্টয়ে পাহি শগ্ধি স্বস্তয় উতৈধি পৃৎসু নো বৃধে ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে দীপ্তিশীল অগ্নি! আপনি তেজস্বী। যজমান এইভাবে আপনাকে তর্পণ করবার নিমিত্ত স্তব উচ্চারণপূর্বক আহ্বান করছে; পুরু যজ্ঞ সম্পাদনকালে রক্ষার জন্য অগ্নির স্তব করছে॥ ১॥

হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যশস্বীপ্রবর! যে অগ্নির দুঃখ নেই, যাঁর তেজ অতি বিচিত্র, যিনি স্তবের যোগ্য এবং বুদ্ধি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তুমি বাক্যের দ্বারা সেই অগ্নির স্তব করছো ॥ ২॥

যে অগ্নি বলশালী, লোকে যে অগ্নির স্তব ক'রে থাকে, সূর্যের মতো দীপ্তিশীল যে অগ্নির প্রভাসমূহ প্রকাশিত হয়, সেই অগ্নির তেজের প্রভাবে সূর্য প্রভান্বিত হন ॥ ৩॥

সুবুদ্ধি ঋত্বিক্‌বৃন্দ সৌম্যমূর্তি অগ্নিকে পূজা ক'রে নিজেদের রথ ধনের দ্বারা পূর্ণ করেন; উৎপত্তি মাত্রেই সকল লোক অগ্নির স্তব ক'রে থাকেন ॥ ৪॥

হে অগ্নি! ধার্মিকবৃন্দ আপনার স্তব ক'রে যে ধন লাভ করেন, শীঘ্র আমাদের সেই বাঞ্ছিত ধন প্রদান করুন। হে শক্তিপুত্র! আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন; আমাদের রক্ষা করুন, আমদের মঙ্গল বিধানে তৎপর হোন এবং যুদ্ধে আমাদের বিজয়ী করুন ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রির অপত্য মৃক্তবাহ দ্বিত। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

প্রাতরগ্নিঃ পুরুপ্রিয়ো বিশঃ স্তবেতাতিথিঃ।
বিশ্বানি যো অমর্ত্যো হব্যা মর্তেষু রণ্যতি ॥ ১॥
দ্বিতায় মৃক্তবাহসে স্বস্য দক্ষস্য মংহনা।
ইন্দুং স ধত্ত আনুষক্‌স্তোতা চিত্তে অমর্ত্য ॥ ২॥
তং বো দীর্ঘায়ুশোচিষং গিরা হুবে মঘোনাম্।
অরিষ্টো যেষাং রথো ব্যশ্বদাবন্নীয়তে ॥ ৩॥

চিত্রা বা যেষু দীধিতিরাসন্নুক্থা পান্তি যে।
স্তীর্ণং বর্হিঃ স্বর্ণরে শ্রবাংসি দধিরে পরি॥ ৪॥
যে মে পঞ্চাশতং দদুরশ্বানাং সধস্তুতি।
দ্যুমদগ্নে মহি শ্রবো বৃহৎকৃধি মঘোনাং নৃবদমৃত নৃণাম্॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি অনেকের প্রিয়, মানুষের অতিথি এবং স্বয়ং অবিনশ্বর হয়েও নশ্বর মানুষদের নিকট হব্য কামনা করেন; যজমানবৃন্দ প্রাতঃকালে অগ্নির স্তব করে ॥ ১ ॥

হে অবিনশ্বর অগ্নি! দ্বিত বিশুদ্ধ হব্য বহন করছে, আপনার স্তব করছে এবং নিরন্তর আপনার নিকট সোমরস আনয়ন করছে। অতএব আপনি তাকে আপনার আপন বল প্রদান করুন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনি অতিশয় দীপ্তিশীল; আপনি অশ্ব দান করুন। আমি ধনিগণের জন্য আপনাকে স্তব ক'রে আহ্বান করছি, তাদের রথ যেন যুদ্ধে অপ্রতিহতভাবে গমন করে ॥ ৩ ॥

যে সকল ঋত্বিক্ নানারকম যজ্ঞকার্য সম্পাদন করে, যারা পঠনের দ্বারা উক্থ সকল রক্ষা করে, সেই সকল ঋত্বিক্ মানুষের স্বর্গসাধনের উপায়ভূত যজ্ঞে কুশের উপর হব্য স্থাপন করে ॥ ৪ ॥

হে অবিনশ্বর অগ্নি! আমি আপনার স্তব করায়, যে সকল ধনি আমাকে পঞ্চাশটি অশ্ব প্রদান করেছেন, আপনি সেই সকল ব্যক্তিকে দীপ্তিশীল প্রচুর অন্ন এবং পরিচারকবর্গ প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — ৪ ঋকের মূলে আছে 'আসন্ উক্থা পান্তি যে।' অর্থাৎ 'আসান্...স্তোত্রাণি পান্তি রক্ষন্তি।' 'Who perpetuate the sacred hymens by their recital.'

এই সূক্তটিও আধ্যাত্মিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন, প্রথম ঋকেই স্বর্গীয় দুর্গাদাস বলেছেন— সকল অর্চনাকারী (সাধকগণ) নিত্য শাশ্বত যে অগ্নিতে হবনীয় (দেবভাব-সমূহ) প্রদান করেন; বহুজনপ্রিয় (সর্বস্বামী), পরমার্থ প্রদানকারী, সর্বাভীষ্টপূরক, সেই অগ্নিদেব (অর্থাৎ জ্ঞানদেবতা) জ্ঞানের উন্মেষকালে (সাধনার প্রারম্ভে) স্তুত হন; [অর্থাৎ প্রথমেই তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করবে। প্রথমেই জ্ঞান সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও। তাহলে, নিশ্চয়ই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ধন লাভ করা যাবে] ॥—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ১৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রির অপত্য বব্রি। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, বিরাট]

অভ্যবস্থাঃ প্র জায়ন্তে প্র বব্রের্বব্রিশ্চিকেত। উপস্থে মাতুর্বি চষ্টে॥ ১॥
জুহুরে বি চিতয়ন্তোঽনিমিষং নৃম্ণং পান্তি। আ দৃঢ়াং পুরং বিবিশুঃ॥ ২॥
আ শ্বৈত্রেয়স্য জন্তবো দ্যুমদ্বর্ধন্ত কৃষ্টয়ঃ।
নিষ্কগ্রীবো বৃহদুক্থ এনা মধ্বা ন বাজয়ুঃ॥ ৩॥
প্রিয়ং দুগ্ধং ন কাম্যমজামি জাম্যোঃ সেচা।
ঘর্মো ন বাজজঠরোঽদব্ধঃ শশ্বতো দভঃ॥ ৪॥

ক্রীলয়ো রুশ্ম আ ভুবঃ সং ভস্মনা বায়ুনা বেবিদানঃ।
তা অস্য সন্ধৃষজো ন তিগ্মাঃ সুসংশিতা বক্ষ্যো বক্ষণেস্থাঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — যে অগ্নি জননী পৃথিবীর ক্রোড়ে উপবেশন ক'রে তাবৎ বস্তু দর্শন করছেন, সেই হব্যগ্রাহী অগ্নি, বব্রি অতিশয় দুরবস্থাগ্রস্থ, তা অবগত হোন ॥ ১ ॥

যে সকল ব্যক্তি আপনার প্রভাব অবগত হয়ে নিরন্তর আপনাকে আহ্বান করে এবং হব্য ও স্তোত্রের দ্বারা আপনার বল রক্ষা করে, তারা যে পুরীতে বাস করে, তা শত্রুবর্গের দুর্গম্য ॥ ২॥

স্তোত্রকুশল অন্নার্থী জীবিত মানুষগণ কণ্ঠে নিষ্ক ধারণ ক'রে স্তোত্রের দ্বারা অন্তরীক্ষবর্তী বৈদ্যুত অগ্নির প্রদীপ্ত বল বর্ধিত করে ॥ ৩ ॥

মিশ্রিত হব্যের মতো যে অগ্নির উদর অন্নের দ্বারা পরিপূর্ণ, যে অগ্নি স্বয়ং শত্রুবর্গের অজেয় হয়ে নিরন্তর শত্রুনাশ করছেন, স্বর্গ ও মর্ত্যের সহায়ভূত সেই অগ্নি দুগ্ধের মতো কমনীয় নির্দোষ এই স্তব শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥

হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আপনি বনে ভস্মের দ্বারা ক্রীড়া করেন এবং বায়ুর দ্বারা প্রকাশিত হন; আপনি আমাদের প্রতি অনুকূল হোন এবং শত্রুনাশক শিখা সকল আপনার এই উপাসকের নিকট সুকোমল হোক ॥ ৫ ॥

টীকা — ৩ ঋকে মূলে 'নিষ্কগ্রীব' আছে। এর অর্থ স্বর্ণের দ্বারা অলঙ্কৃত গ্রীবা।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রির অপত্য প্রযস্বৎগণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

যমগ্নে বাজসাতম ত্বং চিন্মন্যসে রয়িম্।
তং নো গীর্ভিঃ শ্রবায্যং দেবত্রা পনয়া যুজম্॥ ১॥
যে অগ্নে নেরয়ন্তি তে বৃদ্ধা উগ্রস্য শবসঃ।
অপ দ্বেষো অপ হ্বরোঽন্যব্রতস্য সশ্চিরে॥ ২॥
হোতারং ত্বা বৃণীমহেঽগ্নে দক্ষস্য সাধনম্।
যজ্ঞেষু পূর্ব্যং গিরা প্রযস্বন্তো হবামহে॥ ৩॥
ইত্থা যথা ত উতয়ে সহসাবন্দিবেদিবে।
রায় ঋতায় সুক্রতো গোভিঃ ষ্যাম সধমাদো বীরৈঃ স্যাম সধমাদঃ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে অন্নদাতা অগ্নি! যেমন ধন আপনার অভিমত; আপনি আমাদের স্তুতির সাথে সেই হব্যধন দেববৃন্দের সমীপে বহন করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! যে সকল ব্যক্তি সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে আপনাকে হব্য প্রদান করে না, তারা নিরতিশয় বলহীন হয় এবং যারা বৈদিক ভিন্ন অন্য রকম ব্রত অনুষ্ঠান করে, তারা আপনার বিদ্বেষভাজন ও আপনার নিকট দণ্ডনীয় হয় ॥ ২ ॥

হে অগ্নি; আপনি হোতা ও শক্তির সাধন, আমরা অন্ন আনয়ন ক'রে, আপনাকে বরণ করছি; যজ্ঞস্থলে সর্বাগ্রে আপনার স্তব ক'রি ॥ ৩ ॥

হে বলসম্পন্ন অগ্নি! যাতে আমরা প্রতিদিন রক্ষা প্রাপ্ত হই, আপনি সেইরকম উপায় করুন। হে সুকর্মকারক! আমরা যেন যজ্ঞ সম্পাদন ক'রে ধনলাভ ক'রি এবং গো ও পুত্র লাভ ক'রে সুখী হই ॥ ৪ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রির অপত্য সস। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

মনুষ্বত্ত্বা নি ধীমহি মনুষ্বৎসমিধীমহি।
অগ্নে মনুষ্বদঙ্গিরো দেবান্ দেবয়তে যজ॥ ১॥
ত্বং হি মানুষে জনেঽগ্নে সুপ্রীত ইধ্যসে।
স্রুচস্ত্বা যন্ত্যানুষক্‌সুজাত সর্পিরাসুতে॥ ২॥
ত্বাং বিশ্বে সজোষসো দেবাসো দূতমক্রত।
সপর্যন্তস্ত্বা কবে যজ্ঞেষু দেবমীলতে॥ ৩॥
দেবং বো দেবযজ্যয়াগ্নিমীলীত মর্ত্যঃ।
সমিদ্ধঃ শুক্র দীদিহ্যৃতস্য যোনিমাসদঃ সসস্য যোনিমাসদঃ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! মনুর মতো আমরা আপনাকে ধ্যান ও প্রজ্বালিত করছি; হে অঙ্গিরা! আপনি মনুর মতো যজমানের জন্য দেবগণের পূজা করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আপনি অত্যন্ত প্রীত হয়ে মর্ত্যলোকে দীপ্তি প্রকাশ করুন। হে সুজন্মা! ঘৃতপূর্ণ হব্য পাত্র নিরন্তর আপনার উদ্দেশে উত্থাপিত হয় ॥ ২ ॥

হে জ্ঞানসম্পন্ন অগ্নি! সমস্ত দেবতা প্রীত হয়ে আপনাকে দৌত্য কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন ব'লে যজ্ঞস্থলে যজমানবৃন্দ দীপ্তিশীল আপনাকে স্তব করে থাকে ॥ ৩ ॥

হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! দেববৃন্দের নিকট হব্য বহন করবার জন্য লোকে আপনার স্তব করে; হে উজ্জ্বল অগ্নি! আপনি প্রজ্বলিত হয়ে প্রদীপ্ত হোন এবং অকপট সসের আবাসে বিদ্যমান থাকুন ॥ ৪ ॥

টীকা — ঋষি সস তাঁর আবাসে নিত্যপূজ্য অগ্নির অধিষ্ঠান কামনা করছেন। অবশ্য এই ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দিষ্ট অগ্নি গৃহাগ্নি।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও অপরিবর্তিত রয়েছে।

◆ ◆

— ২২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রির অপত্য বিশ্বসামা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

প্র বিশ্বসামন্নত্রিবদর্চা পাবকশোচিষে।
যো অধ্বরেম্বীড্যো হোতা মন্দ্রতমো বিশি॥ ১॥
ন্যগ্নিং জাতবেদসং দধাতা দেবমৃত্বিজম্।
প্র যজ্ঞ এত্বানুষগদ্যা দেবব্যচস্তমঃ॥ ২॥
চিকিত্বিন্মনসং ত্বা দেবং মর্তাস উতয়ে।
বরেণ্যস্য তেঽবস ইয়ানাসো অমন্মহি॥ ৩॥
অগ্নে চিকিদ্ধ্যস্য ন ইদং বচঃ সহস্য।
তং ত্বা সুশিপ্র দম্পতে স্তোমৈর্বর্ধন্ত্যত্রয়ো গীর্ভিঃ শুম্ভন্ত্যত্রয়ঃ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে বিশ্বসামন্! যাঁর দীপ্তি পবিত্রতা বিধান করে, যজমানবৃন্দ যাঁর স্তব করে, যিনি দেববৃন্দের আহ্বানকারী এবং মানবগণের পূজ্যতম, তুমি অত্রির মতো সেই অগ্নির স্তব করো ॥১॥
হে যজমানবৃন্দ! তোমরা জাতবেদা, দীপ্তিশীল, যাগ নির্বাহক অগ্নিকে সংস্থাপিত করো; অদ্য যেন দেববৃন্দের অভিলষিত যাগসাধন হব্য নিরন্তর তাদের নিকট উপস্থিত হয় ॥২॥
হে দীপ্তিশীল অগ্নি! আপনার হৃদয় জ্ঞানসম্পন্ন; আপনি রক্ষা করবেন ব'লে লোকে আপনার নিকট উপস্থিত হয়; আপনি বরণীয়, আমরা রক্ষণের নিমিত্ত আপনার স্তব করছি ॥৩॥
হে শক্তিপুত্র অগ্নি! আপনি আমাদের এই স্তব অবগত হোন; হে গৃহপতি! আপনার হনু অতি সুদৃশ্য; অত্রিপুত্রগণ স্তবের দ্বারা আপনাকে বর্ধিত এবং বাক্যের দ্বারা অলঙ্কৃত করছে ॥৪॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য অপরিবর্তিত।

◆ ◆

— ২৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রির অপত্য দ্যুম্ন। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

অগ্নে সহন্তমা ভর দ্যুম্নস্য প্রাসহা রয়িম্।
বিশ্বা যশ্চর্ষণীর ভ্যাসা বাজেষু সাসহৎ॥ ১॥
তমগ্নে পৃতনাষহং রয়িম্ সহস্ব আ ভর।
ত্বং হি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজস্য গোমতঃ॥ ২॥

বিশ্বে হি ত্বা সজোষসো জনাসো বৃক্তবর্হিষঃ।
হোতারং সদ্মসু প্রিয়ং ব্যন্তি বার্যা পুরু॥ ৩॥
স হি ষ্মা বিশ্বচর্ষণিরভিমাতি সহো দধে।
অগ্ন এষু ক্ষয়েষ্বা রেবন্নঃ শুক্র দীদিহি দ্যুমৎপাবক দীদিহি॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! যে পুত্র পরাক্রমের দ্বারা যুদ্ধে সকল লোককে পরাজিত ক'রে গৌরব লাভ করবে। আপনি দ্যুম্নকে এইরকম একটি চক্রবিজয়ী পুত্র প্রদান করুন ॥ ১॥

হে পরাক্রান্ত অগ্নি! আপনি সত্যস্বরূপ, অদ্ভুত, গোদাতা ও অন্নদাতা; আপনি এমন একটি পুত্র প্রদান করুন, যে পুত্র সৈন্য পরাজয়ে সমর্থ ॥ ২॥

হে অগ্নি! আপনি দেববর্গের আহ্বানকারী ও সকলের প্রীতিদায়ক, সমবেত ঋত্বিক্‌গণ প্রীতচিত্তে কুশচ্ছেদ ক'রে যজ্ঞগৃহে আপনার নিকট নানারকম বাঞ্ছিত ধন প্রার্থনা করে ॥ ৩॥

হে অগ্নি! লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত বিশ্বের আশ্রয়ভূত সেই ঋষি শত্রুনাশক বল লাভ করুন। হে দীপ্তিমান্! আপনি আমাদের গৃহে এমন দীপ্তি প্রদান করুন, যেন সেগুলি প্রচুর ধনে পূর্ণ হয়। হে পাপনাশক! আপনি চতুর্দিকে দীপ্তি বিস্তার ক'রে প্রজ্বলিত হোন ॥ ৪॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু, এই চারজন ঋষি; এঁরা গৌপায়ন বা লৌপায়ন নামে। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবা বরূথ্যঃ॥ ১॥
বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িং দাঃ॥ ২॥
স নো বোধি শ্রুধী হবমুরুষ্যা ণো অঘায়তঃ সমস্মাৎ॥ ৩॥
ত্বং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে বরণীয় অগ্নি! আপনি রক্ষক ও উপকারক স্বরূপ আমাদের নিকট উপস্থিত হোন। হে গৃহদাতা এবং অন্নদাতা! আপনি আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে দীপ্তিসম্পন্ন ধন দান করুন ॥ ১-২॥

হে অগ্নি! আপনি আমাদের অবগত হোন, আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন, সমস্ত দুষ্ট লোক হ'তে আমাদের রক্ষা করুন। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা সুখ ও পুত্রের জন্য হৃদয়ের সাথে আপনাকে প্রার্থনা করছি ॥ ৩-৪॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ। উদাহরণ স্বরূপ এই সূক্তে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। যেমন ১ ঋকে তাঁর বিশ্লেষণ—'হে জ্ঞানদেব! আপনি সংসার-বন্ধননাশক পরমাশ্রয়রূপ পরম মঙ্গলময়; আপনি আমাদের প্রিয়তম বন্ধুভূত এবং ত্রাণকারী হোন।' (মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে—হে ভগবন্! আপনি আমাদের মিত্রস্বরূপ হয়ে আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করুন এবং সংসারের বন্ধন নাশ করুন)। [মন্ত্রের 'বরূথ্যঃ' পদটি লক্ষণীয়। নিরুক্তে ঐ পদ 'গৃহ' নামের মধ্যে পঠিত। আবার ঋগ্বেদের অন্যত্রও ঐ পদে 'রোগনাশক' অর্থ গৃহীত হয়েছে। দু'টি অর্থেই ভাবসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। সংসারে গতাগতি—সংসারের বিষম বন্ধন—এর চেয়ে কঠিন ব্যাধি আর কিছু হ'তে পারে না। সেই ভবব্যাধি নাশ করেন ব'লে, সংসার-বন্ধন নাশ করেন ব'লে ভগবানকে (বা ভগবানের 'জ্ঞানদেব'-রূপ—'অগ্নিদেবতা'-রূপ—বিভূতিকে) 'বরূথ্য' বলা হয়। আবার ভগবানের মতো শ্রেষ্ঠ আবাসও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চরাচর লীন হয়ে আছে, সকলই তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়ে আবার তাঁতেই লয় হচ্ছে। তাই তাঁতে একবার আশ্রয় লাভ করতে পারলে, সংসার-বন্ধন টুটে যায়, জন্মগতি রোধ হয়। তখন সাগর-জল, নদীর জল—নামরূপ হারিয়ে এক হয়ে যায়। সুতরাং তাঁকে 'বরূথ্য' বলা সম্পূর্ণ সঙ্গত।—ইত্যাদি॥ এইভাবে সব ঋক্‌গুলিকেই বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন, শেষ ঋকের অনুবাদে দুর্গাদাস বলেছেন—'অতিশয় তেজসম্পন্ন অর্থাৎ পরম শক্তিসম্পন্ন, আপনার জ্যোতিতে আপনি দীপ্যমান—স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানরূপী হে ভগবন্! শরণাগতের পালনে মহামহিমান্বিত আপনাকে পরম সুখের জন্য প্রার্থনা করছি। অপিচ, আপনার সখ্যলাভের যাচ্ঞা করছি।' (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন জ্ঞানদৃষ্টি এবং আপার সখিত্ব লাভ করতে সমর্থ হই, আপনি তা বিধান করুন। ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ২৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রির অপত্য বসুযুগণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অচ্ছা বো অগ্নিমবসে দেবং গাসি স নো বসুঃ।
রাসৎপুত্র ঋষূণামৃতাবা পর্ষতি দিষঃ॥ ১॥
স হি সত্যো যং পূর্বে চিদ্দেবাসশ্চিদ্যমীধিরে।
হোতারং মন্দ্রজিহ্বমিৎসুদীতিভির্বিভাবসুম্॥ ২॥
স নো ধীতী বরিষ্ঠয়া শ্রেষ্ঠয়া চ সুমত্যা।
অগ্নে রায়ো দিদীহি নঃ সুবৃক্তিভির্বরেণ্য॥ ৩॥
অগ্নির্দেবেষু রাজত্যগ্নির্মর্তেস্বাবিশন্।
অগ্নির্নো হব্যবাহনোঽগ্নিং ধীভিঃ সপর্যত॥ ৪॥
অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমং তুবিব্রহ্মাণমুত্তমম্।
অতূর্তং শ্রাবয়ৎপতিং পুত্রং দদাতি দাশুষে॥ ৫॥
অগ্নির্দদাতি সৎপতিং সাসাহ যো যুধা নৃভিঃ।
অগ্নিরত্যং রঘুষ্যদং জেতারমপরাজিতম্॥ ৬॥

যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসো।
মহিষীব ত্বদ্রয়িস্ত্বদ্বাজা উদীরতে॥ ৭॥
তব দ্যুমন্তো অর্চয়ো গ্রাবেবোচ্যতে বৃহৎ।
উতো তে তন্যতুর্যথা স্বানো অর্তত্মনা দিবঃ॥ ৮॥
এবাঁ অগ্নিং বসূয়বঃ সহসানং ববন্দিম।
স নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ পর্ষন্নাবেব সুক্রতুঃ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে বসুযুগণ! তোমরা রক্ষার নিমিত্ত দীপ্তিমান্ অগ্নির স্তব করো; যজমানের গৃহে অধিষ্ঠানকারী অগ্নি আমাদের বাঞ্ছিত দ্রব্য প্রদান করুন, ঋষিবর্গের দ্বারা উৎপাদিত, সত্যবান্ অগ্নি আমাদের শত্রু হ'তে রক্ষা করুন ॥ ১॥

প্রাচীন মহর্ষিগণ ও দেবগণ যে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেছিলেন, যাঁর জিহ্বা হব্য প্রদান করলে তৃপ্তিলাভ করে, স্বর্গীয় দীপ্তির দ্বারা সমুজ্জ্বল ও দেববর্গের আহ্বানকারী সেই অগ্নি সত্য-প্রতিজ্ঞ ॥ ২॥

হে অগ্নি! আমরা আপনার স্তব করছি; আপনি আমাদের পরিচর্যা ও সুবুদ্ধির দ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের ধন প্রদান করুন ॥ ৩॥

অগ্নি দেববর্গের মধ্যে বিরাজমান, মানববৃন্দের মধ্যে বর্তমান এবং আমাদের হব্য বহন করেন; হে যজমানবৃন্দ! তোমরা স্তব ক'রে অগ্নির সেবা করো ॥ ৪॥

অগ্নি হব্যদাতাকে এমন একটি পুত্র প্রদান করুন, যে পুত্র প্রচুর অন্নসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ শত্রুগণের অজেয় ও আপন কর্মের দ্বারা পিতৃলোকবর্গের খ্যাতি বিস্তার করবে ॥ ৫॥

অগ্নি সাধুবর্গের রক্ষাকারী ও যুদ্ধে অনুচরবর্গের সাথে জয়লাভকারী একটি পুত্র প্রদান করুন। বিজয়ী অথচ স্বয়ং অজেয় একটি অশ্ব প্রদান করুন ॥ ৬॥

অগ্নির উদ্দেশে উৎকৃষ্টতম (স্তোত্র) উচ্চারিত হয়; হে তেজসম্পন্ন! আমাদের প্রচুর ধন দান করুন; কারণ আপনার হ'তে বিপুল ধন ও অন্ন উৎপন্ন হয় ॥ ৭॥

হে অগ্নি! আপনার দীপ্তিসমূহ অতিশয় উজ্জ্বল; আপনি সোমলতা পেষক প্রস্তরের মতো বলশালী, আপনাকে সকলে স্তব করে, আপনি স্বয়ং দীপ্তিমান্; আপনার ধ্বনি মেঘ গর্জনের মতো আকাশে বিস্তৃত হয় ॥ ৮॥

এইভাবে আমরা ধনপ্রার্থিগণ বলবান্ অগ্নির স্তব করছি; যেমন আমরা নৌকার দ্বারা নদী পার হই, শোভনকর্মা অগ্নি আমাদের সেইভাবে সমস্ত শত্রু হ'তে উত্তীর্ণ হ'তে সমর্থ করুন ॥ ৯॥

টীকা — ৯ ঋকে মূলে 'বসূয়বঃ' আছে। শব্দের অর্থ ধনপ্রার্থী।—আমাদের বিশ্লেষণ অপরিবর্তিত আছে। যেমন, ৭ ঋক্‌টি প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের যে বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তা এই—"অগ্নিদেবের প্রীতির নিমিত্ত (অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য) বাহকতম (অর্থাৎ স্তোতৃগণকে ভগবৎসমীপে নয়নসমর্থ) যে সৎকর্ম, আমরা যেন তার (অর্থাৎ সেই সৎকর্মের) অনুষ্ঠান করি। হে পরমধনপ্রকাশক (জ্ঞানদেব)! (অর্চনাকারী আমাদের) শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন; যেন আমরা আপনার প্রসাদে সেই পরমধন এবং আমাদের হৃদয়-নিহিত সৎ-ভাব-নিবহ আমাদের ভগবৎসমীপে উপনীত করে॥"—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ২৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসুযুগণ। ছন্দ : গায়ত্রী]

অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া। আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ॥ ১॥
তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে চিত্রভানো স্বর্দৃশম্। দেবাঁ আ বীতয়ে বহ॥ ২॥
বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি। অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে॥ ৩॥
অগ্নে বিশ্বেভিরা গহি দেবেভির্হব্যদাতয়ে। হোতারং ত্বা বৃণীমহে॥ ৪॥
যজমানায় সুন্বত আগ্নে সুবীর্যং বহ। দেবৈরা সৎসি বর্হিষি॥ ৫॥
সমিধানঃ সহস্রজিদগ্নে ধর্মাণি পুষ্যসি। দেবানাং দূত উক্থ্যঃ॥ ৬॥
ন্যগ্নিং জাতবেদসং হোত্রবাহং যবিষ্ঠ্যম। দধাতা দেবমৃত্বিজম্॥ ৭॥
প্র যজ্ঞ এত্বানুষগদ্যা দেবব্যচস্তমঃ। স্তৃণীত বর্হিরাসদে॥ ৮॥
এদং মরুতো অশ্বিনা মিত্রঃ সীদন্তু বরুণঃ। দেবাসঃ সর্বয়া বিশা॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে দীপ্তিমান্ পবিত্রতাবিধায়ক অগ্নি! আপনি আপন দীপ্তি ও প্রীতিকরী জিহ্বার দ্বারা দেববৃন্দকে এইস্থানে আনয়ন করুন এবং পূজা করুন ॥১॥

হে অগ্নি! আপনি ঘৃত হ'তে উৎপন্ন হন, আপনার দীপ্তিসমূহ অতি বিচিত্র; আপনি স্বর্গদর্শী; আমরা আপনাকে প্রার্থনা করছি, আপনি হব্যভোজনের জন্য দেববৃন্দকে আহ্বান করুন ॥২॥

হে অগ্নি! আপনি জ্ঞানসম্পন্ন, হব্যভোজী, দীপ্তিমান্ ও মহৎ; আমরা যজ্ঞস্থলে আপনাকে প্রজ্বলিত ক'রি ॥৩॥

হে অগ্নি! আপনি সকল দেববৃন্দের সাথে যজমানের নিকট উপস্থিত হোন; আপনি দেববৃন্দের আহ্বানকারী, আমরা আপনাকে প্রার্থনা করছি ॥৪॥

হে অগ্নি! যজ্ঞস্থলে স্নাত যজমানকে উৎকৃষ্ট বল প্রদান করুন এবং দেববৃন্দের সাথে কুশের উপর উপবেশন করুন ॥৫॥

হে সহস্রবিজয়ী অগ্নি! হব্যের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে আপনি দেববৃন্দের পূজিত দূতস্বরূপ আমাদের যজ্ঞ কর্মের সহায়তা করুন ॥৬॥

হে যজমানগণ! তোমরা জাতবেদা, হব্য-বাহক ও দেববৃন্দের বয়ঃকনিষ্ঠ, দীপ্তিমান্ ঋত্বিক অগ্নিকে সংস্থাপিত করো ॥৭॥

অদ্য যজমান কর্তৃক প্রদত্ত হব্য নিরন্তর দেবগণের নিকট উপস্থিত হোক; (হে ঋত্বিক্‌গণ) তোমরা তাঁদের উপবেশনের জন্য কুশসমূহ বিস্তার করো ॥৮॥

মরুৎগণ, অশ্বিদ্বয়, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ আপন পরিজনবর্গের সাথে এই কুশের উপর উপবেশন করুন ॥৯॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। যেমন, এই সূক্তের ১ ঋকের অনুবাদ ও বিশ্লেষণে স্বর্গীয় দুর্গাদাস

বলেছেন—"পবিত্রকারক হে জ্ঞানদেব! আপন তেজে পরমানন্দদায়ক জ্যোতির দ্বারা দেবভাবসমূহকে আমাদের হৃদয়ে সমুৎপাদিত করুন এবং সেই দেবভাবসমূহকে যত্নের সাথে রক্ষা করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ে দেবভাবসমূহকে লাভ ক'রি)॥ ২ ঋকের অনুবাদে ও বিশ্লেষণে বলেছেন—"অমৃতদায়ক বিচিত্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব! সর্বজ্ঞ প্রসিদ্ধ আপনাকে আমরা আরাধনা করছি। আপনি পূজাপরায়ণ আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের কল্যাণের জন্য দেবভাবসমূহকে প্রাপ্ত করান।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে অমৃতপ্রাপক পরমদেব! আমাদের কল্যাণের জন্য দেবভাব প্রদান করুন)॥ ৩ ঋকের অনুবাদে ও বিশ্লষণে বলেছেন—"সর্বজ্ঞ হে জ্ঞানদেব! আমরা যেন সৎকর্মসাধক, জ্যোতির্ময়, মহান, আপনাকে সৎকর্ম সাধনে ক'রি।" (প্রার্থনার ভাবার্থ—হে ভগবন্! আমরা যেন সৎকর্মের সাধনের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞানকে পূর্ণরূপে লাভ করতে পারি)। [আমরা মনে ক'রি, জ্ঞানাগ্নিই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। তা-ই 'বীতিহোত্রং' অর্থাৎ সৎকর্মসাধক। জ্ঞান না থাকলে প্রকৃতপক্ষে সৎকর্মসাধন সম্ভবপর হয় না]—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ২৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি কিন্তু ৬ষ্ঠ ঋকে অগ্নি ও ইন্দ্র উভয়। ঋষি : অত্রি অথবা ৩ জন রাজা, যথা—১ম ত্রিবৃষ্ণের অপত্য ত্র্যরুণ, ২য় পুরুকুৎসের অপত্য ত্রসদস্যু, ৩য় ভরতের অপত্য অশ্বমেধ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

অনস্বন্তাসৎপতির্মামহে মে গাবা চেতিষ্ঠো অসুরো মঘোনঃ।
ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈর্বৈশ্বানর ত্র্যরুণশ্চিকেত॥ ১॥
যো মে শতা চ বিংশতিং চ গোনাং হরী চ যুক্তা সুধুরা দদাতি।
বৈশ্বানর সুষ্টুতো বাবৃধানোঽগ্নে যচ্ছ ত্র্যরুণায় শর্ম॥ ২॥
এবা তে অগ্নে সুমতিং চকানো নবিষ্ঠায় নবমং ত্রসদস্যুঃ।
যো মে গিরস্তুবিজাতস্য পূর্বীর্যুক্তেনাভি ত্র্যরুণো গৃণাতি॥ ৩॥
যো ম ইতি প্রবোচত্যশ্বমেধায় সূরয়ে।
দদদৃচা সনিং যতে দদন্মেধামৃতায়তে॥ ৪॥
যস্য মা পুরুষাঃ শতমুদ্ধর্ষয়ন্ত্যুক্ষণঃ।
অশ্বমেধস্য দানাঃ সোমা ইব ত্র্যাশিরঃ॥ ৫॥
ইন্দ্রাগ্নী শতদাব্ন্যশ্বমেধে সুবীর্যম্।
ক্ষত্রং ধারয়তং বৃহদ্দিবি সূর্যমিবাজরম্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে মানববৃন্দের অধিনায়ক বৈশ্বানর! সাধুবর্গের রক্ষক, জ্ঞানবান, অসুর এবং ধনবান, ত্রিবৃষ্ণের পুত্র ত্র্যরুণ নামক রাজর্ষি আমাকে শকটসংযুক্ত গোদ্বয় এবং দশ সহস্র সুবর্ণ প্রদান ক'রে খ্যাতিলাভ করেছেন॥ ১॥

হে মানবগণের নায়ক অগ্নি! যে ত্র্যরুণ আমাকে শত সুবর্ণ, বিংশতি গো এবং শকটবহনক্ষম অশ্বদ্বয় প্রদান করেছেন, আমরা আপনার স্তব ও পূজা করছি; আপনি সেই ত্র্যরুণকে সুখী করুন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! যেমন ত্র্যরুণ বহু পুত্রকন্যাসম্পন্ন, আমার স্তব শ্রবণে প্রীত হয়ে আমাকে দান করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন, সেইরকম ত্রসদস্যুও আপনাকে স্তব করতে অভিলাষী হয়ে আমাকে দান করতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছিলেন ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! যখন এক জন যাচক আপনার স্তোত্র সঙ্গে নিয়ে দাতা অশ্বমেধের নিকট গমনপূর্বক আমাকে দাও ব'লে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন তিনি উক্ত অর্থীকে ধন প্রদান করেছিলেন; অশ্বমেধ যাগ করতে ইচ্ছা করছেন, আপনি তাঁকে যজ্ঞ বিষয়ে বুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

যাঁর কর্তৃক প্রদত্ত বলবান্ একশত বলীবর্দ আমার আনন্দ বিধান করছে, হে অগ্নি! তিন দ্রব্য মিশ্রিত সোমের মতো তাঁর সেই সকল বলীবর্দ আপনার প্রীতি বিধান করুক ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! আপনারা অপরিমিত ধনদাতা; অশ্বমেধকে আকাশস্থিত সূর্যমণ্ডলের মতো দীপ্তিমান সুবৃহৎ অক্ষয় ধন প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — ২ ঋকে মূলে কেবল শত বা সহস্র আছে, অর্থ বোধ হয় শত বা সহস্র মুদ্রা। "It is not impossible, however, that pieces of money are intended; for if we may trust Aryan, the Hindus had coined money before Alexander."--Wilson. ৫ ঋকের তিন দ্রব্য—'দধি-সুক্ত-দুগ্ধ।' মূলে 'ত্র্যাশিরঃ' আছে।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ অপরিবর্তিত।

◆ ◆

— ২৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অত্রি গোত্রজা রমণী বিশ্ববারা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙ্ঙুষসমুর্বিয়া বিভাতি।
এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভির্দেবাঁ ঈলানা হবিষা ঘৃতাচী॥ ১॥
সমিধ্যমানো অমৃতস্য রাজসি হবিষ্কৃণ্বন্তং সচসে স্বস্তয়ে।
বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং যমিন্বস্যাতিথ্যমগ্নে নি চ ধত্ত ইৎপুরঃ॥ ২॥
অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু।
সং জাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব শত্রূয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি॥ ৩॥
সমিদ্ধস্য প্রমহসোহগ্নে বন্দে তব শ্রিয়ম্।
বৃষভো দ্যুম্নবাঁ অসি সমধ্বরেম্বিধ্যসে॥ ৪॥
সমিদ্ধো অগ্ন আহুত দেবান্যক্ষি স্বধ্বর। ত্বং হি হব্যবালসি॥ ৫॥
আ জুহোতা দুবস্যতাগ্নিং প্রয়ত্যধ্বরে। বৃণীধ্বং হব্যবাহনম্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি প্রজ্বালিত হয়ে আকাশে দীপ্তি বিস্তার করেন এবং উষার সম্মুখে বিস্তৃতভাবে প্রদীপ্ত হন; বিশ্ববারা পূর্বাভিমুখিনী হয়ে এবং দেববৃন্দের স্তব উচ্চারণপূর্বক হব্য পাত্র নিয়ে অগ্নির অভিমুখে গমন করছে ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আপনি সম্যক্‌ভাবে প্রজ্বালিত হয়ে অমৃতের উপর আধিপত্য করুন, আপনি হব্যদাতার কল্যাণ বিধানের জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত থাকুন; আপনি যে যজমানের নিকট বর্তমান থাকেন, তিনি সমস্ত ধন লাভ করেন এবং আপনার সম্মুখে অতিথির যোগ্য হব্য প্রদান করেন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আমাদের বিপুল ঐশ্বর্যের নিমিত্ত শত্রুবর্গকে দমন করুন, আপনার দীপ্তিসকল উৎকর্ষ লাভ করুক, আপনি দাম্পত্য-সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করুন এবং শত্রুবর্গের পরাক্রম আক্রমণ করুন ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! যখন আপনি প্রজ্বালিত ও দীপ্তিমান্ হন, আমি আপনার দীপ্তির স্তব ক'রি। আপনি দীপ্তিমান্, আপনি কামনা পূরণ করেন, যজ্ঞস্থলে যথাযোগ্যভাবে প্রজ্বালিত হন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! যজমানবৃন্দ আপনাকে প্রজ্বালিত ও আহ্বান করছেন; আপনি যজ্ঞস্থলে দেবগণের পূজা করেন, কারণ আপনি হব্যদাতা ॥ ৫ ॥

আরব্ধ যজ্ঞে হব্যবাহক অগ্নিতে হোম করো, অগ্নির সেবা করো এবং দেববৃন্দের নিকট হব্য বহনের জন্য তাঁকে সেবা করো ॥ ৬ ॥

টীকা — বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকের পক্ষে যজ্ঞ সম্পাদন করতে কোনও বাধা ছিল না, তা আমরা পূর্বেই অনেক স্থলে দেখেছি। এই ক্ষেত্রেও দেখছি একজন স্ত্রীলোক এই সূক্তের ঋষী; ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা বা সংকলন করবারও অধিকার তাঁদের ছিল, ক্ষমতাও ছিল। এই সূক্তের প্রথম ঋকে ঐ বিশ্ববারা নাম্নী রমণী দেবগণের স্তব উচ্চারণ ক'রে ঋত্বিকের কার্যও সম্পাদন করছেন এবং তৃতীয় ঋকে তিনি দাম্পত্য সম্বন্ধ শৃঙ্খলা করবার জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করছেন।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তে প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ২৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র, কিন্তু নবম ঋকের প্রথম চরণের দেবতা উশনা হ'তে পারেন।
ঋষি : শক্তি গোত্রজ গৌরিবীতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ত্র্যর্যমা মনুষো দেবতাতা ত্রী রোচনা দিব্যা ধারয়ন্ত।
অর্চন্তি ত্বা মরুতঃ পূতদক্ষাস্ত্বমেষামৃষিরিন্দ্রাসি ধীরঃ॥ ১॥
অনু যদীং মরুতো মন্দসানমার্চন্নিন্দ্রং পপিবাংসং সুতস্য।
আদত্ত বজ্রমভি যদহিং হন্নপো যহ্বীরসৃজৎ সর্তবা উ॥ ২॥
উত ব্রহ্মাণো মরুতো মে অস্যেন্দ্রঃ সোমস্য সুষুতস্য পেয়াঃ।
তদ্ধি হব্যং মনুষে গা অবিন্দদহন্নহিং পপিবাঁ ইন্দ্র অস্য॥ ৩॥

আদ্রোদসী বিতরং বি স্কভায়ৎসংবিব্যানশ্চিদ্ভিয়সে মৃগং কঃ।
জিগর্তিমিন্দ্রো অপজর্গুরাণঃ প্রতি শ্বসন্তমব দানবং হন্॥ ৪॥
অধ ক্রত্বা মঘবন্তুভ্যং দেবা অনু বিশ্বে অদদুঃ সোমপেয়ম্।
যৎ সূর্যস্য হরিতি পতন্তীঃ পুরঃ সতীরুপরা এতশে কঃ ॥ ৫॥
নব যদস্য নবতি চ ভোগান্তসাকং বজ্রেণ মঘবা বিবৃশ্চৎ।
অর্চন্তীন্দ্রং মরুতঃ সধস্থে ত্রৈষ্টুভেন বচসা বাধত দ্যাম্॥ ৬॥
সখা সখ্যে অপচত্তূয়মগ্নিরস্য ক্রত্বা মহিষা ত্রী শতানি।
ত্রী সাকমিন্দ্রো মনুষঃ সরাংসি সুতং পিবদ্বৃত্রহত্যায় সোমম্॥ ৭॥
ত্রী যচ্ছতা মহিষানামঘো মাস্ত্রী সরাংসি মঘবা সোম্যাপাঃ।
কারং ন বিশ্বে অহ্বন্ত দেবা ভরমিন্দ্রায় যদহিং জঘান॥ ৮॥
উশনা যৎসহস্যৈ রয়াতং গৃহমিন্দ্র জূজুবানেভিরশ্বৈঃ।
বন্বানো অত্র সরথং যয়াথ কুৎসেন দেবৈরবনোর্হ শুষ্ণম্॥ ৯॥
প্রান্যচ্চক্রমবৃহঃ সূর্যস্য কুৎসায়ান্যদ্বরিবো যাতবেহকঃ।
অনাসো দস্যূঁরমৃণো বধেন নি দুর্যোণ আবৃণঙ্মৃধ্রবাচঃ॥ ১০॥
স্তোমাসস্ত্বা গৌরিবীতেরবর্ধন্নরন্ধয়ো বৈদথিনায় পিপ্রুম্।
আ ত্বামৃজিশ্বা সখ্যায় চক্রে পচৎ পক্তীরপিবঃ সোমমস্য॥ ১১॥
নবগ্বাসঃ সুতসোমাস ইন্দ্রং দশগ্বাসো অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
গব্যং চিদূর্বমপিধানবন্তং তং চিন্নরঃ শশমানা অপ ব্রন্॥ ১২॥
কথো নু তে পরি চরাণি বিদ্বান্বীর্যা মঘবন্যা চকর্থ।
যা চো নু নব্যা কৃণবঃ শবিষ্ঠ প্রেদু তা তে বিদথেষু ব্রবাম॥ ১৩॥
এতা বিশ্বা চকৃবাঁ ইন্দ্র ভূর্যপরীতো জনুষা বীর্যেণ।
যা চিন্নু বজ্রিন্কৃণবো দধৃষ্বান্ন তে বর্তা তবিষ্যা অস্তি তস্যাঃ॥ ১৪॥
ইন্দ্র ব্রহ্ম ক্রিয়মাণা জুষস্ব যা তে শবিষ্ঠ নব্যা অকর্ম।
বস্ত্রেব ভদ্রা সুকৃতা বসূয়ু রথং ন ধীরঃ স্বপা অতক্ষম্॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — মনুকৃত দেবযজ্ঞে তিনটি তেজের আবির্ভাব হয়; মরুৎবর্গ অন্তরীক্ষে সূর্য, বায়ু, অগ্নিরূপ তিনটি জ্যোতিষ্ক ধারণ করেন। হে ইন্দ্র! বিশুদ্ধ বলসম্পন্ন মরুৎবর্গ আপনার স্তব করেন, কারণ আপনি সুবুদ্ধিসম্পন্ন এবং এই সকল মরুৎকে দর্শন করেন ॥ ১॥

যে কালে মরুৎগণ সোম পান ক'রে উল্লাসিত ইন্দ্রের স্তব করেছিলেন, তখন তিনি বজ্র গ্রহণপূর্বক বৃত্রকে সংহার করলেন এবং প্রকাণ্ড জলরাশিকে স্বেচ্ছামতো প্রবাহিত করলেন ॥ ২॥

হে বলশালী মরুৎবর্গ! হে ইন্দ্র! আপনারা এই সোমরস পান করুন, আমি প্রচুর পরিমাণে আপনাদের অর্পণ করছি। আপনারা এ পান করলে, যজমান ধেনু লাভ করবেন এবং এ পান ক'রে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছেন ॥ ৩॥

ইন্দ্র সোম পান ক'রে স্বর্গ ও পৃথিবীকে অবিচলিত ভাবে স্থাপিত করলেন এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে গমন ক'রে বৃত্রকে ভয়ে অভিভূত করলেন। দানব লুক্কায়িত হবার জন্য সচেষ্ট হয়ে ভয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলো; ইন্দ্র তাকে আচ্ছাদন বিমোচনপূর্বক সংহার করলেন ॥ ৪ ॥

হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্র! আপনার এই বীরত্ব নিবন্ধন সমস্ত দর্শন ক'রে সমস্ত দেবতা ক্রমানুসারে আপনাকে পানার্থে সোমরস প্রদান করেছেন; আপনি এতশের জন্য সম্মুখবর্তী সূর্যাশ্বগণের গতিরোধ করেছিলেন ॥ ৫ ॥

যখন ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা একবারে সেই শম্বরের নব নবতি সংখ্যক নগর নষ্ট করলেন, তখন মরুৎবর্গ রণভূমিস্থ ইন্দ্রের ত্রিষ্টুপছন্দে স্তব করায়, তিনি ঐ উদ্দীপ্ত অসুরকে পীড়িত করলেন ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রের মিত্রভূত অগ্নি আপন মিত্র ইন্দ্রের সহায়তা করবার জন্য সত্বর তিনশত মহিষ পাক করলেন; এবং ইন্দ্র বৃত্রবধের জন্য মনুপ্রদত্ত তিন পাত্র সোমরস এককালে পান করলেন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! যখন আপনি তিনশত মহিষের মাংস ভক্ষণ করেছিলেন; যখন ঐশ্বর্যসম্পন্ন আপনি তিন পাত্র সোমরস পান করেছিলেন; যখন আপনি বৃত্রকে সংহার করেছিলেন, তখন সমস্ত দেবতা সোমপানকারী আপনাকে ভৃত্যের মতো যুদ্ধস্থলে আহ্বান করেছিলেন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! যখন আপনি এবং উশনা বলবান্ ও দ্রুতগামী অশ্ববর্গের সাথে কুৎসের গৃহে গমন করেছিলেন, তখন আপনি শত্রুসংহার ক'রে কুৎস ও দেবগণের সাথে একরথে গমন করেছিলেন এবং আপনিই শুষ্ণকে বধ করেছিলেন ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি পূর্বে সূর্যের একখানি রথচক্র ছেদ করেছিলেন; অপর একখানি ধনলাভের জন্য কুৎসকে প্রদান করেছিলেন; আপনি বজ্রের দ্বারা বাক্‌শক্তিহীন দস্যুবর্গকে হতবুদ্ধি ক'রে যুদ্ধে তাদের বধ করেছিলেন ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! গৌরিবীতির স্তব সকল আপনাকে বর্ধিত করুক; আপনি বিদথিনের পুত্র ঋজিশ্বের জন্য পিপ্রুকে বশীভূত করেছিলেন; ঋজিশ্বা আপনার সাথে বন্ধুত্ব লাভের জন্য পুরোডাশ ইত্যাদি পাক ক'রে আপনাকে সম্মুখে আনয়ন করেছিলেন এবং আপনি তাঁর সোমরস পান করেছিলেন ॥ ১১ ॥

নবগ্ব ও দশগ্বগণ স্তবের দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করেন, ইন্দ্রের প্রধান উপাসক তাঁর স্তব ক'রে যে গুহার মধ্যে গো-সমূহ সুগুপ্ত ছিল, তা উন্মুক্ত করেছেন ॥ ১২ ॥

হে ধনবান্ ইন্দ্র! আপনি যে সকল বীরত্ব প্রকাশ করেছেন, যদিও আমি তা অবগত আছি, তথাপি আমি কিভাবে সেই সকল বীরত্বের যথাযোগ্য স্তব করবো? হে মহাবলসম্পন্ন ইন্দ্র! আপনি যে সমস্ত নূতন বীরত্ব প্রকাশ করবেন, আমরা যজ্ঞে সেই সমুদয়ের কীর্তন করবো ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র! শত্রুবর্গ আপনার সমকক্ষ নন; আপনি স্বাভাবিক বীর্যের দ্বারা এই সমস্ত বীরত্ব সম্পাদন করেছেন; হে বজ্রধারী! আপনি শত্রুনাশক, আপনি যে কোন কার্য করুন, এমন কেউ নেই যে আপনার বলের বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারে ॥ ১৪ ॥

হে নিরতিশয় বলশালী ইন্দ্র! আমরা যে সকল স্তব পাঠ করলাম, আপনি আমাদের সেই সকল স্তব গ্রহণ করুন; আমরা সৎকার্যকারী ও ধনার্থী হয়ে ধীরভাবে এই সকল স্তব বস্ত্র এবং রথের মতো আপনার সমক্ষে অর্পণ করেছি ॥ ১৫ ॥

টীকা — ৭ ঋকে মূলে 'অপচৎ মহিষা ত্রী শতানি' আছে। মহিষ পাকের উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়। মহিষ ভক্ষণের উল্লেখ এর পরের ঋকে পাওয়া যায়। ১০ ঋকে মূলে 'অনাসঃ' আছে। "আস্য রহিতান্ আস্য শব্দেন শব্দো লক্ষ্যতে অশব্দান।"— সায়ণ। "Alluding possibly to the uncultivated dialects of the barbarous tribes"—Wilson. ১২ ঋকে 'নবগ্ব ও দশগ্বগণ' শব্দের অর্থ, 'যে নবভিঃ মাসৈঃ সমাপ্য গতা স্তে নবগ্বাঃ' 'যে তু দশভির্মাসৈঃ সমাপ্য জগ্মু স্তে দশগ্বাঃ'—সায়ণ।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য।

◆ ◆

— ৩০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র, কোন কোন স্থলে ঋণঞ্চয় রাজা। ঋষি : আত্রির অপত্য বভ্রু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কৃস্য বীরঃ কো অপশ্যদিন্দ্রং সুখরথমীয়মানং হরিভ্যাম্।
যো রায়া বজ্রী সুতসোমমিচ্ছন্তদোকো গন্তা পুরুহূত উতী॥ ১॥
অবাচচক্ষং পদমস্য সস্বরুগ্রং নিধাতুরন্বায়মিচ্ছন্।
অপৃচ্ছমন্যাঁ উত তে ম আহুরিন্দ্রং নরো বুবুধানা অশেম॥ ২॥
প্র নু বয়ং সুতে যা তে কৃতানীন্দ্র ব্রবাম যানি নো জুজোষঃ।
বেদদবিদ্বাঞ্ছৃণবচ্চ বিদ্বান্বহতেঽয়ং মঘবা সর্বসেনঃ॥ ৩॥
স্থিরং মনশ্চকৃষে জাত ইন্দ্র বেষীদেকো যুধয়ে ভূয়সশ্চিৎ।
অশ্মানং চিচ্ছবসা দিদ্যুতো বি বিদো গবামূর্বমুস্রিয়াণাম্॥ ৪॥
পরো যত্ত্বং পরম আজনিষ্ঠাঃ পরাবতি শ্রুত্যং নাম বিভ্রৎ।
অতশ্চিদিন্দ্রাদভয়ন্ত দেবা বিশ্বা অপো অজয়দ্দাসপত্নীঃ॥ ৫॥
তভ্যেদেতে মরুতঃ সুশেবা অর্চন্ত্যর্কং সুন্বন্ত্যন্ধঃ।
অহিমোহানমপ আশয়ানং প্র মায়াভির্মায়িনং সক্ষদিন্দ্রঃ॥ ৬॥
বি ষূ মৃধো জনুষা দানমিন্বন্নহন্‌গবা মঘবন্ত্‌সঞ্চকানঃ।
অত্রা দাসস্য নমুচেঃ শিরো যদবর্তয়ো মনবে গাতুমিচ্ছন্॥ ৭॥
যুজং হি মামকৃথা আদিদিন্দ্র শিরো দাসস্য নমুচের্মথায়ন্।
অশ্মানং চিৎস্বর্যং বর্তমানং প্র চক্রিয়েব রোদসী মরুদ্ভ্যঃ॥ ৮॥
স্ত্রিয়ো হি দাস আয়ুধানি চক্রে কিং মা করন্নবলা অস্য সেনাঃ।
অন্তর্হ্যখ্যদুভে অস্য ধেনে অথোপ প্রৈদ্যুধয়ে দস্যুমিন্দ্রঃ॥ ৯॥
সমত্র গাবোঽভিতোঽনবন্তেহেহ বৎসৈর্বিযুতা যদাসন্।
সং তা ইন্দ্রো অসৃজদস্য শাকৈর্যদীং সোমাসঃ সুযুতা অমন্দন্॥ ১০॥

যদীং সোমা বভ্রুধূতা অমন্দন্নরোরবীদ্ বৃষভঃ সাদনেষু।
পুরন্দরঃ পপিবাঁ ইন্দ্রো অস্য পুনর্গবামদদাদুস্রিয়াণাম্॥ ১১॥
ভদ্রমিদং রুশমা অগ্নে অক্রন্‌গবাং চত্বারি দদতঃ সহস্রা।
ঋণঞ্চয়স্য প্রযতা মঘানি প্রত্যগ্রভীষ্ম নৃতমস্য নৃণাম্॥ ১২॥
সুপেশসং মাব সৃজন্ত্যস্তং গবাং সহস্রৈ রুশমাসো অগ্নে।
তীব্রা ইন্দ্রমমমন্দুঃ সুতাসোঽক্তোর্ব্যুষ্টৌ পরিতক্ম্যায়াঃ॥ ১৩॥
ঔচ্ছৎ সা রাত্রী পরিতকম্যা যাঁ ঋণঞ্চয়ে রাজসি রুশমানাম্ ।
অত্যো ন বাজী রঘুরজ্যমানো বভ্রুশ্চত্বার্যসনৎ সহস্রা॥ ১৪॥
চতুঃসহস্রং গব্যস্য পশ্বঃ প্রতগ্রভীষ্ম রুশমেম্বগ্নে।
ঘর্মশ্চিত্তপ্তঃ প্রবৃজে য আসীদয়স্ময়স্তম্বাদাম বিপ্রাঃ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — যাঁকে বহুলোকে অহ্বান করে, যিনি সোমপানে ইচ্ছুক হয়ে রক্ষা করবার জন্য ধনের সাথে যজমানের গৃহে গমন করেন, পরাক্রমশালী সেই বজ্রধারী ইন্দ্র কোথায় আছেন? অশ্বদ্বয়ে আকৃষ্ট সুখকর রথে আরোহণ ক'রে ইন্দ্রকে গমন করতে কে দর্শন করেছেন? ॥ ১ ॥

আমি তাঁর গুপ্ত ও ভয়ানক বাসস্থান দর্শন করেছি; আমি অন্বেষণার্থ নিজ আধারভূত সেই ইন্দ্রের আবাসে গমন করেছি; আমি অন্য লোকের নিকট তাঁর অনুসন্ধান নিয়েছি; যজ্ঞানুষ্ঠানকারী জ্ঞানলাভে ইচ্ছুকগণ আমাকে এই কথা বলেন, "আমরা তাঁকে প্রাপ্ত হয়েছি" ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা সোমরস প্রদান ক'রে আপনার বীরত্ব সকল বর্ণনা ক'রি; আপনি আমাদের জন্য যে সকল কর্ম করেছেন, ইতিপূর্বে যাঁরা জ্ঞাত ছিলেন না তাঁরা অবগত হোন; যাঁরা অবগত আছেন, তাঁরা অন্যের নিকট প্রকাশ করুন; ঐশ্বর্যশালী এই ইন্দ্র সৈন্যগণের সাথে অশ্বে আরোহণপূর্বক গমন করেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি জাতমাত্রই হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছেন, আপনি একাকী বহু শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে গমন করেছেন; আপনি বলের দ্বারা পর্বত বিদারণ করেছেন এবং দুগ্ধপ্রদায়িনী ধেনুবর্গের উদ্ধার করেছেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি সর্বপ্রধান ও উৎকৃষ্টতম, যখন আপনি সুপ্রসিদ্ধ নাম-ধারণ ক'রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন দেববৃন্দ, ইন্দ্র হ'তে ভয়প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং ইন্দ্র দাসস্বরূপ বৃত্রের পত্নী বারীসমূহকে জয় করেছিলেন ॥ ৫ ॥

এই স্তুতিপাঠক মরুৎগণ উৎকৃষ্ট স্তবের দ্বারা আপনার অর্চনা করছেন এবং আপনাকে হব্য প্রদান করছেন, যে বৃত্র সমস্ত জলরাশি আচ্ছন্ন ক'রে নিদ্রিত ছিল, ইন্দ্র নিজের শক্তির দ্বারা সেই মায়াবী দেবপীড়ক বৃত্রকে পরাজিত করেছিলেন ॥ ৬ ॥

হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্র! আমরা আপনার স্তব করছি; আপনি দেবপীড়ক বৃত্রকে বজ্রের দ্বারা পীড়িত ক'রে আপনার আর্জন্ম শত্রুদের সংহার করেছেন; আপনি এই যুদ্ধে মানুষের সুখ উৎপাদনের জন্য দাস নমুচির মস্তক চূর্ণ করেছেন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি শব্দায়মান ঘূর্ণিত মেঘের মতো দাস নমুচির মস্তক বিচূর্ণিত ক'রে আমার প্রতি বন্ধুত্ব সম্পাদন করেছেন; সেই কালে স্বর্গ এবং পৃথিবী দু'খানি চক্রের মতো মরুতের প্রভাবে

ঘূর্ণিত হয়েছিল ॥ ৮ ॥

দাস নমুচি স্ত্রীগণকে নিজের অস্ত্রস্বরূপ করেছিল। এর অবলা সেনাগণ আমার কি করবে? এই বিবেচনা ক'রে ইন্দ্র তার দু'টি প্রিয়তমা স্ত্রীকে অন্তঃপুরে রুদ্ধ ক'রে পরে সেই দস্যুর সাথে যুদ্ধ করতে গমন করেছিলেন ॥ ৯ ॥

যখন ধেনুগণ বৎস হ'তে বিযুক্ত হয়েছিল, তখন তারা ইতস্ততঃ গমন করেছিল। কিন্তু যখন বিধিপ্রদত্ত সোমরস ইন্দ্রকে প্রীত করেছিল, তখন তিনি বলবান্ মরুৎ সমূহের সাথে ধেনুগণকে পুনর্বার বৎসের সাথে যোজিত করেছিলেন ॥ ১০ ॥

যখন বভ্রু সোমরস প্রদান ক'রে ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন করলেন, তখন অভীষ্টপ্রদ ইন্দ্র যুদ্ধে সিংহনাদ পরিত্যাগ করলেন; পুরনাশক ইন্দ্র সোমরস পান ক'রে পুনর্বার বভ্রুকে দুগ্ধপ্রদা ধেনুসকল অর্পণ করলেন ॥ ১১ ॥

হে অগ্নি! রুশমগণ আমাকে চারিসহস্র ধেনু প্রদান ক'রে মহৎ উপকার করেছে; নেতৃগণের অধিনায়ক ঋণঞ্চয় কর্তৃক প্রদত্ত ধেনুরূপ ধনসকল আমরা গ্রহণ করেছি ॥ ১২ ॥

হে অগ্নি! রুশমগণ আমাকে একটি সুন্দর গৃহ এবং সহস্র সহস্র ধেনু প্রদান করেছে; তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি শেষ হ'লে উগ্র সোমরস ইন্দ্রকে উল্লাসিত করেছিল ॥ ১৩ ॥

রুশমগণের অধিপতি ঋণঞ্চয় উপস্থিত হওয়া মাত্র তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি অতিবাহিত হলো; বভ্রু আহূত হয়ে বেগগামী অশ্বের মতো গমনপূর্বক চারি সহস্র ধেনু লাভ করলেন ॥ ১৪ ॥

হে অগ্নি! আমরা রুশমগণের নিকট চারি সহস্র ধেনু লাভ করেছি এবং জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে যাগের উদ্দেশে প্রস্তুত লৌহ কলসও গ্রহণ করেছি ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১২ ঋকে মূলে 'রুশমাঃ' আছে। 'রুশমইতি কশ্চিৎ জনপদবিশেষ....।' অর্থাৎ রুশম শব্দের দ্বারা সেইস্থানের জনগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। রুশমগণ ঋণঞ্চয় নামক রাজার কিঙ্কর। কিন্তু রুশম কোন্ জনপদ, ঋণঞ্চয় রাজার রাজ্য কোথায় ছিল, সে বিষয়ে সায়ণ কিছু বলেননি। ১৫ ঋকের মূলে "অযস্ময়ঃ" আছে। সায়ণ তার অর্থ হিরণ্ময় করেছেন। কলস লৌহের হওয়াই সম্ভব ॥—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৩১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : অত্রির অপত্য অবস্যু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রো রথায় প্রবতং কৃণোতি যমধ্যস্থান্মঘবা বাজয়ন্তম্।
যূথেব পশ্বো ব্যুনোতি গোপা অরিষ্টো যাতি প্রথমঃ সিষাসন॥ ১॥
আ প্র দ্রব হরিবো মা বি বেনঃ পিশঙ্গরাতে অভি নঃ সচস্ব।
নহি ত্বদিন্দ্র বস্যো অন্যদস্ত্যমেনাংশ্চিজ্জনিবতশ্চকর্থ॥ ২॥
উদ্যৎ সহঃ সহস আজনিষ্ট দেদিষ্ট ইন্দ্র ইন্দ্রিয়াণি বিশ্বা।
প্রাচোদয়ৎ সুদুঘা বব্রে অন্তর্বি জ্যোতিষা সংববৃত্বত্তমোঽবঃ॥ ৩॥

অনবস্তে রথমশ্বায় তক্ষন্ত্বষ্টা বজ্রং পুরুহূত দ্যুমন্তম্।
ব্রহ্মাণ ইন্দ্র মহয়ন্তো অর্কৈরবর্ধয়ন্নহয়ে হন্তবা উ॥ ৪॥
বৃষ্ণে যত্তে বৃষণো অর্কমর্চানিন্দ্র গ্রাবাণো অদিতিঃ সজোষাঃ।
অনশ্বাসো যে পবয়োঽরথা ইন্দ্রেষিতা অভ্যবর্তন্ত দস্যূন্॥ ৫॥
প্র তে পূর্বাণি করণানি বোচং প্র নূতনা মঘবন্ যা চকর্থ।
শক্তীবো যদ্বিভরা রোদসী উভে জয়ন্নপো মনবে দানুচিত্রাঃ॥ ৬॥
তদিন্নু তে করণং দস্ম বিপ্রাহিং যদঘ্নন্নোজো অত্রামিমীথাঃ।
শুষ্ণস্য চিৎপরি মায়া অগৃভ্ণাঃ প্রপিত্বং যন্নপ দস্যূঁরসেধঃ॥ ৭॥
ত্বমপো যদবে তুর্বশায়ারময়ঃ সুদুঘাঃ পার ইন্দ্র।
উগ্রময়াতমবহো হ কুৎসং সং হ যদ্বামুশনারন্ত দেবাঃ॥ ৮॥
ইন্দ্রাকুৎসা বহমানা রথেনা বামত্যা অপে কর্ণে বহন্তু।
নিঃ ষীমদ্ভ্যো ধমথো নিঃ ষধস্থান্মঘোনো হৃদো বরথস্তমাংসি॥ ৯॥
বাতস্য যুক্তান্ত্সুযুজশ্চিদশ্বান্ কবিশ্চিদেষো অজগন্নবস্যুঃ।
বিশ্বে তে অত্র মরুতঃ সখায় ইন্দ্র ব্রহ্মাণি তবিষীমবর্ধন্॥ ১০॥
সূরশ্চিদ্রথং পরিতক্ম্যায়াং পূর্বং করদুপরং জূজুবাংসম্।
ভরচ্চক্রমেতশঃ সং রিণাতি পুরো দধৎ সনিষ্যতি ক্রতুং নঃ॥ ১১॥
আয়ং জনা অভিচক্ষে জগামেন্দ্রঃ সখায়ং সুতসোমমিচ্ছন্।
বদন্গ্রাবাব বেদিং ভ্রিয়াতে যস্য জীরমধ্বর্যবশ্চরন্তি॥ ১২॥
যে চাকনন্ত চাকনন্ত নূ তে মর্তা অমৃতা মো তে অংহ আরন্।
বাবন্ধি যজ্যূঁরুত তেষু ধেহ্যোজো জনেষু যেষু তে স্যাম॥ ১৩॥

মন্ত্রার্থ — ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র হব্য কামনায় স্বয়ং অধিষ্ঠিত হয়ে রথচালনা করেন। গোপালক যেমন পশুপাল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে, সেই রকম দেবাগ্রগণ্য ইন্দ্র শত্রুবর্গকে দূরে বিক্ষিপ্ত ক'রে শত্রুধনে কামনা পূর্বক অপ্রতিহত প্রভাবে গমন করেন ॥ ১॥

হে অশ্ববান্ ইন্দ্র! আপনি আমাদের সম্মুখীন হোন এবং আমাদের প্রতি অনুকূল হোন; কারণ আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কিছুই নেই; আপনি পত্নীহীন ব্যক্তিগণকে পত্নী প্রদান করেছেন ॥ ২॥

যখন সূর্যের কিরণ উষার দীপ্তিকে অভিভূত করে, তখন ইন্দ্র সব রকম ধন প্রদান করেন। তিনি রোধকারী পর্বতের মধ্যে হ'তে দুগ্ধপ্রদায়িনী ধেনু সমূহকে মুক্ত করেছেন এবং সর্বব্যাপী অন্ধকারকে প্রভার দ্বারা দূরীভূত করেন ॥৩॥

হে ইন্দ্র! আপনাকে বহু লোকে আহ্বান করে; মানুষেরা আপনার রথকে অশ্ববাহ্য ক'রে প্রস্তুত করেছে; ত্বষ্টা আপনার দীপ্তিমান্ বজ্র নির্মাণ করেছেন; অঙ্গিরাগণ বৃত্রবধের জন্য ইন্দ্রের স্তব ক'রে তাঁর বল বৃদ্ধি করেছেন ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! আপনি অভীষ্টবর্ষী; যখন কল্যাণবর্ষী মরুৎগণ স্তবের দ্বারা আপনার পূজা করেছিলেন

এবং পাষাণ সকল সোমচূর্ণ করতে আনন্দিত হয়েছিল, তখন অশ্বহীন ও রথহীন ইন্দ্র প্রেরিত মরুৎগণ গমন ক'রে দস্যুবর্গকে পরাজিত করেছিলেন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আমি আপনার প্রাচীন ও নূতন বীরত্বের ঘোষণা করছি; হে বজ্রধারী! আপনি স্বর্গ ও পৃথিবী জয় ক'রে মানবদের অদ্ভুত কল্যাণকর জল প্রদান করেছেন ॥ ৬ ॥

হে মনোহর মূর্তি জ্ঞানসম্পন্ন ইন্দ্র! এটি আপনারই কার্য যে বৃত্রকে সংহার ক'রে আপনি জগতে আপন বল প্রকাশ করেছেন। আপনি যুদ্ধ ক'রে শুষ্ণের কপটতা এবং দস্যুবর্গকে নষ্ট করেছেন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি নদীপারে অবস্থান ক'রে যদু এবং তুর্বসুকে উর্বরতা-বিধায়ক জলের দ্বারা প্রীত করেছেন। হে ইন্দ্র! আপনি ভয়ানক শুষ্ণকে আক্রমণ করেছেন এবং তাকে বধ ক'রে কুৎসকে স্বগৃহে নীত করেছেন। এইজন্য উশনা ও দেববৃন্দ আপনাদের উভয়ের সম্মান করেছেন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! হে কুৎস! এক রথে আরূঢ় আপনাদের অশ্বগণ যজমানের নিকট আনয়ন করুক; আপনারা শুষ্ণকে তার আবাসভূত জল হ'তে দূরীভূত করেছেন, আপনার ধনবান্ যজমানের হৃদয় হ'তে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করেছেন ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! জ্ঞানী অবস্যু বায়ুর মতো বেগগামী শান্ত প্রকৃতি অশ্বসমূহ লাভ করেছেন। অবস্যুর মিত্রভূত সমস্ত স্তবকারিগণ স্তবের দ্বারা আপনার বলের সম্বর্ধনা করেন ॥ ১০ ॥

পূর্বে এতশের সাথে সূর্যের যখন যুদ্ধ হয়েছিল, তখন ইন্দ্র দ্রুতগামী সূর্যরথের গতি রোধ করেছিলেন; ইন্দ্র পূর্বে দ্বিচক্র রথের একখানি চক্র হরণ করেছিলেন; সেই চক্রের দ্বারা ইন্দ্র শত্রু নাশ করেন; ইন্দ্র আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে আমাদের পুরস্কার প্রদান করুন ॥ ১১ ॥

হে মানবগণ! ইন্দ্র সোমরস প্রদানকারী মিত্রভূত যজমানকে দর্শনের আশায় তোমাদের দর্শন করতে আগত হয়েছেন; যজমানবৃন্দ যে সোমচূর্ণকারী শব্দায়মান প্রস্তরের জন্য ত্বরা করেন, সেই প্রস্তর বেদির উপর সংস্থাপিত হোক ॥ ১২ ॥

হে অমর ইন্দ্র! যে সকল লোক ধনলাভের জন্য ব্যগ্রতার সাথে আপনাকে কামনা করে, তারা যেন পাপে পতিত না হয়; আপনি যজমানবৃন্দের প্রতি প্রসন্ন হোন এবং যাদের মধ্যে আমরা স্তবকারী হয়ে আপনার বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়েছি, সেই সকল ব্যক্তিকে বল প্রদান করুন ॥ ১৩ ॥

টীকা — ১১ ঋকের বক্তব্য অনুসারে বলা যায়—এতশের জন্য ইন্দ্র সূর্যের রথের একটি চক্র হরণ করেছিলেন, এই কথার বারবার উল্লেখ আছে। ইতিপূর্বে (১।১৭৫।৪) বলা হয়েছে পূর্বে সূর্যের রথে দু'খানি চক্র ছিল, ইন্দ্র তার একখানি হরণ করেছিলেন। সায়ণ।—সূর্য গোলাকার একখানি চক্রের মতো, তা থেকেই তাঁর একচক্র রথের কথা এবং রথের অপর চক্র ইন্দ্রের দ্বারা অপহৃত হবার উপাখ্যান বোধ হয় উৎপন্ন হয়েছে।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে। যেমন ৪ ঋক্ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বক্তব্য—"হে ভগবন্! আত্মদর্শী সাধকগণ আপনার সম্বন্ধী পরাজ্ঞান লাভের জন্য (আপনার সংবাহনযোগ্য) সৎকর্মরূপ যানকে প্রস্তুত করেন। অতএব সর্বলোকের আরাধনায় হে দেব! ত্রাণকারক আপনি, লোকসমূহকে পাপ হ'তে রক্ষার নিমিত্ত, দীপ্তিমন্ত (তথা শক্তিমন্ত) বজ্রের মতো কঠোর সৎ-ভাবরূপ অস্ত্রকে উৎপাদন করুন।" (ভাব এই যে,—সৎকর্মের দ্বারা সৎজ্ঞান লাভ হয়; আর সেই জ্ঞান লোকসমূহকে পাপ হ'তে রক্ষা করে) "সর্পপ্রকৃতি রিপুকে রিপুনাশের জন্য সাধকবৃন্দ ভগবানের আরাধনা করেন)॥—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৩২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : অত্রির অপত্য গাতু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অদর্দরুৎসমসৃজো বি খানি ত্বমর্ণবান্বদ্বধানাঁ অরম্ণাঃ।
মহান্তমিন্দ্র পর্বতম্ বি যদ্বঃ সৃজো বি ধারা অব দানবং হন্॥ ১॥
ত্বমুৎসাঁ ঋতুভির্বদ্বধানাঁ অরংহ উধঃ পর্বতস্য বজ্রিন্।
অহিং চিদুগ্র প্রযুতং শয়ানং জঘন্বাঁ ইন্দ্র তবিষীমধথাঃ॥ ২॥
ত্যস্য চিন্মহতো নির্মৃগস্য বধর্জঘান তবিষীভিরিন্দ্রঃ।
য এক ইদপ্রতির্মন্যমান আদস্মাদন্যো অজনিষ্ট তব্যান্॥ ৩॥
ত্যং চিদেষাং স্বধয়া মদন্তং মিহো নপাতং সুবৃধং তমোগাম্।
বৃষপ্রভর্মা দানবস্য ভামং বজ্রেণ বজ্রী নি জঘান শুষ্ণম্॥ ৪॥
ত্যং চিদস্য ক্রতুভির্নিষত্তমমর্মণো বিদদিদস্য মর্ম।
যদীং সুক্ষত্র প্রভৃতা মদস্য যুযুৎসন্তং তমসি হর্ম্যে ধাঃ॥ ৫॥
ত্যং চিদিত্থা কৎপয়ং শয়ানমসূর্যে তমসি বাবৃধানম্।
তং চিন্মন্দানো বৃষভঃ সুতস্যোচ্চৈরিন্দ্রো অপগূর্যা জঘান॥ ৬॥
উদ্যদিন্দ্রো মহতে দানবায় বধর্যমিষ্ট সহো অপ্রীতম্।
যদীং বজ্রস্য প্রভৃতৌ দদাভ বিশ্বস্য জন্তোরধমং চকার॥ ৭॥
ত্যং চিদর্ণং মধুপং শয়ানমসিন্বং বব্রং মহ্যাদদুগ্রঃ।
অপাদমত্রং মহতা বধেন নি দুর্যোণ আবৃণঙ্ মধ্রবাচম্॥ ৮॥
কো অস্য শুষ্মং তবিষীং বরাত একো ধনা ভরতে অপ্রতীতঃ।
ইমে চিদস্য জ্রয়সো নু দেবী ইন্দ্রস্যৌজসো ভিয়সা জিহাতে॥ ৯॥
ন্যস্মৈ দেবী স্বধিতির্জিহীত ইন্দ্রায় গাতুরুশতীব যেমে।
সং যদোজো যুবতে বিশ্বমাভিরনু স্বধাব্নে ক্ষিতয়ো নমন্ত॥ ১০॥
একং নু ত্বা সৎপতিং পাঞ্চজন্যং জাতং শৃণোমি যশসং জনেষু।
তং মে জগৃভ্র আশসো নবিষ্ঠং দোষা বস্তোর্হবমানাস ইন্দ্রম্॥ ১১॥
এবা হি ত্বামৃতুথা যাতয়ন্তম্ মঘা বিপ্রেভ্যো দদতং শৃণোমি।
কিং তে ব্রহ্মাণো গৃহতে সখায়ো যে ত্বায়া নিদধুঃ কামমিন্দ্র॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি মেঘকে বিদীর্ণ ক'রে জলনির্গমের পথ উন্মুক্ত করেছেন; আপনি রুদ্ধ জলসকলকে মুক্ত করেছেন; আপনি প্রকাণ্ড মেঘের মতো উদ্ঘাটিত ক'রে বৃষ্টিধারা পতিত

করেছেন এবং দনুর পুত্র বৃত্রকে সংহার করেছেন ॥ ১ ॥

হে বজ্রধারী। আপনি বর্ষাকালে নিরুদ্ধ মেঘসমূহকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন; আপনি মেঘের বল বর্ধিত করেছেন; হে ভীষণ ইন্দ্র! আপনি জলে সুপ্ত বলবান্ বৃত্রকে বিনাশ ক'রে আপন বীরত্বের খ্যাতি সংস্থাপিত করেছেন ॥ ২ ॥

ইন্দ্র আপন বলের দ্বারা বিপুলকায় মৃগের মতো বেগগামী সেই বৃত্রের অস্ত্র সর্বতোভাবে নষ্ট করেছিলেন; বৃত্র হ'তে অধিকতর বলশালী অপ্রতিদ্বন্দ্বী অন্য একটি দানব আবির্ভূত হয়েছিল ॥ ৩ ॥

জলপূর্ণ মেঘের বিদারণকারী বজ্রধর ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বলবান্ শুষ্ণকে বধ করেছিলেন; শুষ্ণ বৃত্রাসুরের ক্রোধ হ'তে উৎপন্ন হয়ে অন্ধকারে বিচরণ করতো, বারিপূর্ণ মেঘকে রক্ষা করতো এবং এই সকল জীবিত প্রাণিগণের খাদ্য আত্মসাৎ ক'রে উল্লসিত হতো ॥ ৪ ॥

হে বলবান্ ইন্দ্র! যখন সোমরস পান ক'রে হৃষ্ট হয়ে আপনি অন্ধকারের মধ্যে যুদ্ধ প্রদানে উদ্যত বৃত্রের সন্ধানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, যদিও সে নিজেকে অবধ্য বোধ করেছিল, তথাপি আপনি তার কার্যের দ্বারা তার মর্মস্থান জ্ঞাত হয়েছিলেন ॥ ৫ ॥

বৃত্র অন্তরীক্ষে শিশির সম্ভোগপূর্বক জলের মধ্যে শয়ন ক'রে প্রগাঢ় অন্ধকারে উল্লাসিত ছিল। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র সোমরস পান ক'রে হৃষ্ট হয়ে বজ্র উত্তোলন ক'রে তাকে সংহার করলেন ॥ ৬ ॥

যখন ইন্দ্র সেই প্রকাণ্ড দানবের প্রতি বজ্র উত্তোলন করেছিলেন; যখন তিনি তার প্রতি বজ্রের দ্বারা আঘাত করেছিলেন, তখন সে প্রাণিগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব'লে প্রতীত হয়েছিল ॥ ৭ ॥

সেই প্রকাণ্ড জলরক্ষক গমনশীল বৃত্র শত্রুসংহারপূর্বক সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন ক'রে যে কালে অবস্থান করছিল, তখন ভীষণ ইন্দ্র তাকে ধারণ করলেন এবং চলৎশক্তিরহিত সেই অপরিমেয় দানবকে নিজ প্রকাণ্ড বজ্রের দ্বারা সংহার করলেন ॥ ৮ ॥

কে ইন্দ্রের শত্রুনাশক বল সহ্য করতে সমর্থ হয়? অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন সেই ইন্দ্র একাকী শত্রুগণের ধন হরণ করেন; এই দুই স্বর্গীয় জীব স্বর্গ ও পৃথিবী বেগবান্ ইন্দ্রের পরাক্রমের ভয়ে দ্রুত গমন করছে ॥ ৯ ॥

দীপ্তিমান স্বাধারভূত স্বর্গ ইন্দ্রের নিকট নীচভাবে গমন করে, গমনশীলা পৃথিবী অভিলাষিণী স্ত্রীর মতো ইন্দ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে; যখন ইন্দ্র আপন বল সমস্ত প্রজাগণের মধ্যে বিভক্ত ক'রে দেন, তখন মানুষেরা ক্রমানুসারে বলবান্ ইন্দ্রকে প্রণাম করে ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র। আমি শ্রুত হয়েছি আপনি মানুষগণের মধ্যে প্রধান, সাধুবর্গের রক্ষক, পঞ্চজনের হিতকরণের জন্য জাত এবং যশস্বী। আমার সন্ততিগণ যেন ইন্দ্রের নিকট আপন অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রে এবং তাঁর স্তব কীর্তন ক'রে তাঁকে প্রসন্ন করে ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! আমি শ্রুত হয়েছি, আপনি কালে কালে ধর্ম প্রবৃত্তি উৎপাদন করেন এবং উপাসকগণকে ধন প্রদান করেন; আপনার প্রতি একাগ্রচিত্ত আপনার বন্ধুগণ কি লাভ করেন? ॥ ১২ ॥

টীকা — ৩ সূক্ত সম্পর্কে উলসনের উক্তি—"From the body of Vritra, it is said, sprang the more powerful Asura Sushna, that is, allegorically, the exhaustion of the clouds was followed by a drought, which Indra, or the atmosphere, had then to remedy"॥ ১১ ঋকে মূলে "পাঞ্চজন্যং জাতং" আছে। 'পঞ্চজন' অর্থে পঞ্চ নদীকূলবাসী সমস্ত আর্য সম্প্রদায়।...ঋগ্বেদে অনেক স্থলে 'পঞ্চক্ষিতি' বা 'পঞ্চকৃষ্টি' বা 'পঞ্চজন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; তার অর্থ পঞ্জাব প্রদেশ ও পঞ্চনদ কূলবাসী সমস্ত আর্য জাতি।—ইত্যাদি ॥

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য। যেমন, স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তের ১ ঋকেই বলা হয়েছে—"হে দেব! আপনি রিপুগণকে বিনাশ করুন; (আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি রত্ন উৎপাদন করুন); অপরিস্ফুট সত্ত্বভাবসমূহকে পরিস্ফুট করুন; বলৈশ্বর্যপতি হে দেব! আপনি যখন আমাদের হৃদয়স্থিত রিপুসমূহকে বিনাশ করেন, তখন সেই কঠোর পাযাণের মতো আমাদের হৃদয়কে ভেদ ক'রে ভক্তির প্রবাহ নির্গত হয়।" (ভাব এই যে,—কৃপা ক'রে আমাদের জ্ঞানভক্তি প্রদান করুন, আমাদের রিপুনাশ করুন।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৩৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : প্রজাপতির অপত্য সম্বরণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মহি মহে তবসে দীধ্যে নৃনিন্দ্রায়েত্থা তবসে অতব্যান্।
যো অস্মৈ সুমতিং বাজসাতৌ স্তুতো জনে সমর্যশ্চিকেত॥ ১॥
স ত্বং ন ইন্দ্র ধিয়সানো অর্কৈর্হরীণাং বৃষন্যোক্ত্রমশ্রেঃ।
যা ইত্থা মঘবন্ননু জোষং বক্ষো অভি প্রার্যঃ সক্ষি জনান্॥ ২॥
ন তে ত ইন্দ্রাভ্য স্মদৃষ্বায়ুক্তাসো অব্রহ্মতা যদসন্।
তিষ্ঠা রথমধি তম্ বজ্রহস্তা রশ্মিং দেব যমসে স্বশ্বঃ॥ ৩॥
পুরু যত্ত ইন্দ্র সন্ত্যুক্থা গবে চকর্থোর্বরাসু যুধ্যন্।
ততক্ষে সূর্যায় চিদোকসি স্বে বৃষা সমৎসু দাসস্য নাম চিৎ॥ ৪॥
বয়ং তে ত ইন্দ্র যে চ নরঃ শর্ধো জজ্ঞানা যাতাশ্চ রথাঃ।
আস্মাঞ্জগম্যাদহিশুষ্ম সত্বা ভগো ন হব্যঃ প্রভৃথেষু চারুঃ॥ ৫॥
পপৃক্ষেণ্যমিন্দ্র ত্বে হ্যোজো নৃম্ণানি চ নৃতমানো অমর্তঃ।
স ন এনীং বসবানো রয়িং দাঃ প্রার্যঃ স্তুষে তুবিমঘস্য দানম্॥ ৬॥
এবা ন ইন্দ্রোতিভিরব পাহি গৃণতঃ শূর কারূন্।
উত ত্বচং দদতো বাজসাতৌ পিপ্রীহি মধ্বঃ সুষুতস্য চারোঃ॥ ৭॥
উত ত্যে মা পৌরুকুৎসস্য সূরেস্ত্রসদস্যোর্হিরণিনো ররাণাঃ।
বহন্তু মা দশ শ্যেতাসো অস্য গৈরিক্ষিতস্য ক্রতুভির্নু সশ্চে॥ ৮॥
উত ত্যে মা মারুতাশ্বস্য শোণাঃ ক্রত্বামঘাসো বিদথস্য রাতৌ।
সহস্রা মো চ্যবতানো দদান আনূকমর্যো বপুষে নার্চৎ॥ ৯॥
উত ত্যো মা ধ্বন্যস্য জুষ্টা লক্ষ্মণ্যস্য সুরুচো যতানাঃ।
মহ্না রায়ঃ সম্বরণস্য ঋষের্ব্রজং ন গাবঃ প্রযতা অপি গ্মন্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — আমি দুর্বল হয়েও, আমার মতো মানুষেদের বল প্রদান করবেন এই অভিপ্রায়ে মহাবলশালী ইন্দ্রের স্তব করছি; অন্নলাভের নিমিত্ত স্তব করলে ইন্দ্র মর্ত্যগণের সাথে এই ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি কামনা পূর্ণ করুন; আপনি আমাদের প্রতি চিন্তা ক'রে এবং যে সকল স্তবে আপনার যথোচিত প্রীতি জন্মে, সেই সকল স্তবের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে আপনার অশ্বগণের বন্ধনরজ্জু বন্ধন করুন এবং আমাদের শত্রুবর্গকে পরাজিত করুন ॥ ২ ॥

হে পরাক্রমশালী ইন্দ্র! যারা আমাদের হ'তে বিভিন্ন এবং যারা আপনার সংশ্রবে থাকে না, শ্রদ্ধার অভাবহেতু তারা আপনার নয়। অতএব হে দীপ্তিমান বজ্রধর! আপনার উৎকৃষ্ট অশ্ব আছে, আপনি আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত হবার জন্য রথে আরোহণ ক'রে রথের রশ্মি স্বয়ং চালিত করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! যেহেতু আপনার অনেক স্তোত্র আছে, অতএব আপনি উর্বরা ভূমির উপর জল বর্ষণ করবার জন্য যুদ্ধ ক'রে বিঘ্নকারিগণকে সংহার করেছেন। হে কামনাপূরক! আপনি সূর্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য দাসের সাথে আপনার গৃহে যুদ্ধ ক'রে তার নাম পর্যন্ত নষ্ট করেছেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনার, কারণ আমরা যাগ করছি, আপনার বল বর্ধিত করছি এবং হোম করবার জন্য আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। হে ইন্দ্র! আপনার বল সর্বব্যাপী; রণস্থলে ভগের মতো প্রশংসনীয় ও বিশ্বস্ত অনুচর যেন আমাদের নিকট উপস্থিত হয় ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার বল পূজনীয়; আপনি অবিনশ্বর ও বিশ্বব্যাপী, আপনি উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের ঐশ্বর্য এবং উজ্জ্বল ধন প্রদান করুন; আমি ঐশ্বর্যশালী দাতার দানের প্রশংসা করবো ॥ ৬ ॥

হে বীর ইন্দ্র! আমরা আপনার স্তব ও উপাসনা করছি, আপনি আশ্রয় প্রদান ক'রে আমাদের রক্ষা করুন এবং যথাবিধি অভিষুত মনোজ্ঞ সোমরস পান ক'রে প্রসন্ন হোন; সেই সোমরসের দ্বারা লোকে রণস্থলে নিজ নিজ রূপ প্রচ্ছন্ন করতে সমর্থ হয় ॥ ৭ ॥

গিরিক্ষিত গোত্রজাত পুরুকুৎসের পুত্র কাঞ্চনসম্পন্ন ধার্মিক ত্রসদস্যু আমাকে যে দশটি অশ্ব প্রদান করেছেন, তারা আমাকে যজ্ঞস্থলে বহন করুক এবং আমি যেন শীঘ্র যজ্ঞকার্যে ব্যাপৃত হই ॥ ৮ ॥

মরুতাশ্বের পুত্র বিদথ আমাকে রক্তবর্ণ ও কর্মকুশল যে সকল অশ্ব প্রদান করেছেন, তারা আমাকে বহন করুক; তিনি পূজনীয় আমাকে যে সহস্র সহস্র ধন ও দেহের অলঙ্কার প্রদান করেছেন, সেগুলি যোগের উপযোগী হোক ॥ ৯ ॥

লক্ষ্মণের পুত্র ধন্য আমাকে যে সকল দীপ্তিমান্ কর্মক্ষম অশ্ব প্রদান করেছেন, তারা আমাকে বহন করুক; ধেনুগণ যেমন গোচারণ স্থান প্রাপ্ত হয়, সেইরকম তাঁর দ্বারা প্রদত্ত সুমহৎ ধন সকল সম্বরণ ঋষির গৃহে উপস্থিত হয়েছে ॥ ১০ ॥

টীকা — ৩ ঋকে অনার্যদের অথবা আর্যবর্গের মধ্যেই ইন্দ্রে শ্রদ্ধা রহিত লোকগণের উল্লেখ করা হয়েছে ॥ ৬ ঋকে 'এনিং রয়িং' আছে। 'এনবর্ণাং শ্বেতবর্ণাং রয়িং ধনং।' সায়ণ। উইলসন রৌপামুদ্রা ব'লে মনে করেন ॥

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৩৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : সম্বরণ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

অজাতশত্রুমজরা স্বর্বত্যনু স্বধামিতা দস্মমীয়তে।
সুনোতন পচত ব্রহ্মবাহসে পুরুষ্টুতায় প্রতরং দধাতন॥ ১॥
আ যঃ সোমেন জঠরমপিপ্রতামন্দত মঘবা মধ্বো অন্ধসঃ।
যদীং মৃগায় হন্তবে মহাবধঃ সহস্রভৃষ্টিমুশনা বধং যমৎ॥ ২॥
যো অস্মৈ ঘ্রংস উত বা য ঊধনি সোমং সুনোতি ভবতি দ্যুমাঁ অহ।
অপাপ শক্রস্ততনুষ্টিমূহতি তনূশুভ্রং মঘবা যঃ কবাসখঃ॥ ৩॥
যস্যাবধীৎ পিতরং যস্য মাতরং যস্য শক্রো ভ্রাতরং নাত ঈষতে।
বেতীদ্বস্য প্রযতা যতঙ্করো ন কিল্বিষাদীষতে বস্ব আকরঃ॥ ৪॥
ন পঞ্চভির্দশভির্বষ্ট্যারভং নাসুন্বতা সচতে পুষ্যতা চন।
জিনাতি বেদমুয়া হন্তি বা ধুনিরা দেবয়ুং ভজতি গোমতি ব্রজে॥ ৫॥
বিত্বক্ষণঃ সমৃতৌ চক্রমাসজোঽসুন্বতো বিষুণঃ সুন্বতো বৃধঃ।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য দমিতা বিভীষণো যথাবশং নয়তি দাসমার্যঃ॥ ৬॥
সমীং পণেরজতি ভোজনং মুষে বি দাশুষে ভজতি সূনরং বসু।
দুর্গে চন ধ্রিয়তে বিশ্ব আ পুরু জনো যো অস্য তবিষীমচুক্রুধৎ॥ ৭॥
সং যজ্জনৌ সুধনৌ বিশ্বশর্ধসাববেদিন্দ্রো মঘবা গোষু শুভ্রিষু।
যুজং হ্যন্যমকৃত প্রবেপন্যুদীং গব্যং সৃজতে সত্বভির্ধুনিঃ॥ ৮॥
সহস্রসামাগ্নিবেশিং গৃণীষে শত্রিমগ্ন উপমাং কেতুমর্যঃ।
তস্মা আপঃ সংযতঃ পীপয়ন্ত তস্মিন্ ক্ষত্রমমবত্ত্বেষমস্তু॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — যিনি অজাতশত্রু ও শত্রু দমন করেন, অক্ষয়, স্বর্গপ্রদ হব্য তাঁর নিকট উপস্থিত হয়; অতএব হে ঋত্বিকবৃন্দ! তোমরা হব্য বর্ষণ করো, পিষ্টক ইত্যাদি পাক করো; এবং যিনি স্তব স্বীকার করেন ও সকলে যাঁর স্তব ক'রে থাকে, তাঁর প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করো ॥ ১॥

ইন্দ্র সোমরসের দ্বারা আপন উদর পূর্ণ করেছিলেন এবং সুমধুর রস পানে উল্লাসিত হয়েছিলেন। তারপর মৃগ নামক শত্রুকে সংহার করতে ইচ্ছুক হয়ে অপরিমিত বলশালী মহাবজ্র উত্তোলন করেছিলেন ॥ ২॥

যে যজমান অহোরাত্র সেই ইন্দ্রকে সোম বর্ষণ করেন, তিনি দীপ্তিশালী হন। যে যজ্ঞ না ক'রে আপন সন্ততি ও রূপের গর্ব করে ও ধনবান হয়ে নীচ ব্যক্তিবর্গের মতো সহায়তা করে, ইন্দ্র সেই ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন ॥ ৩॥

যে পিতা ও মাতা ও ভ্রাতাকে স্বয়ং বধ করেছে, ইন্দ্র সেই ব্যক্তির নিকট হ'তেও দূরে গমন করেন না; তাঁর দত্ত হব্যও তিনি কামনা করেন। শাসনকারী ধনাধিপতি ইন্দ্র পাপ হ'তেও বিচলিত হন না ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র শক্রবধের জন্য পঞ্চ বা দশ ব্যক্তির সহায়তা ইচ্ছা করেন না। যে ব্যক্তি হব্য দান করে না ও বন্ধু পোষণকারী নয়, ইন্দ্র তার সহবাসে অবস্থান করেন না; কম্পনকারী ইন্দ্র তাকে শাস্তি প্রদান করেন বা বধ করেন। তিনি যাগকারীকে গোবিশিষ্ট গোষ্ঠে স্থাপন করেন ॥ ৫ ॥

সংগ্রামে শত্রুক্ষয়কারী ইন্দ্র আপন রথচক্রের বেগ বর্ধিত ক'রে অভিষব রহিত ব্যক্তি হ'তে দূরে গমন করেন এবং অভিষবকারীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। বিশেষ দমনকারী, ভীষণ আর্য ইন্দ্র দাসকে বংশের মতো নিয়ে যান ॥ ৬ ॥

ইন্দ্র বণিকের মতো ধন অপহরণ করতে গমন করেন এবং মানুষের শোভা বিধানকারী সেই ধন যজমানকে প্রদান করেন। যে সকল ব্যক্তি বলবান্ ইন্দ্রের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করে, তারা মহাবিপদে পতিত হয় ॥ ৭ ॥

ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র যখন দু'জন ধনাঢ্য ও উৎসাহবান্ ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট ধেনুর জন্য পরস্পর বিরুদ্ধাচারণ করতে দর্শন করেন, তিনি তার মধ্য হ'তে এক ব্যক্তিকে আপন সঙ্গী করেন; কম্পনবিধানকারী ইন্দ্র সেই ব্যক্তিকে ধেনুসমূহ প্রদান করেন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! আমি অগ্নিবেশের পুত্র অপরিমিত ধনদাতা, সকলের উপমানভূত প্রসিদ্ধ শত্রি নামক রাজর্ষির স্তব করছি; প্রচুর বারিরাশি তাঁর সমৃদ্ধি বিধান করুক এবং তাঁর ধন, বল ও গৌরব হোক ॥ ৯ ॥

টীকা — ৪ ঋকের মর্ম বোধহয় এই যে, ঘোর পাপীও ইন্দ্রের উপাসনা করলে, ইন্দ্র সে উপাসকের প্রতি বিমুখ হয় না ॥ ৬ ঋকে মূলে আছে 'যথাবশং নয়তি দাসমার্যঃ'—অর্থ বোধ হয় এই যে, আর্য ইন্দ্র দাসকেও তাঁর পরিচর্যারত করেন ॥

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৩৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : অঙ্গিরার অপত্য প্রভূবসু। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

যস্তে সাধিষ্টোঽবস ইন্দ্র ক্রতুষ্টমা ভর।
অস্মভ্যং চর্যণীসহং সস্নিনং বাজেষু দুষ্টরম্॥ ১ ॥
যদিন্দ্র তে চতস্রো যচ্ছুর সন্তি তিস্রঃ।
যদ্বা পঞ্চ ক্ষিতীনামবস্তৎ সু ন আ ভর॥ ২॥
আ তেঽবো বরেণ্যং বৃষন্তমস্য হূমহে।
বৃষজূতির্হি জজ্ঞিষ আভূভিরিন্দ্র তুর্বণিঃ॥ ৩॥

বৃষা হ্যসি রাধসে জজ্ঞিষে বৃষ্ণি তে শবঃ।
স্বক্ষত্রং র্তে ধৃষন্মনঃ সত্রাহামিন্দ্র পৌংস্যম্॥ ৪॥
ত্বং তমিন্দ্র মর্ত্যমমিত্রয়ন্তমদ্রিবঃ।
সর্বরথা শতক্রতো নি যাহি শবসস্পতে॥ ৫॥
ত্বামিদ্বৃত্রহন্তম জনাসো বৃক্তবর্হিষঃ ।
উগ্রং পূর্বীষু পূর্ব্যং হবন্তে বাজসাতয়ে॥ ৬॥
অস্মাকমিন্দ্র দুষ্টরং পুরোযাবানমাজিষু।
সযাবানং ধনে ধনে বাজয়ন্তমবা রথম্॥ ৭॥
অস্মাকমিন্দ্রেহি নো রথমবা পুরন্ধ্যা।
বয়ং শবিষ্ঠ বার্যং দিবি শ্রবো দধীমহি দিবি স্তোমং মনামহে॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের রক্ষার জন্য আপনার নিরতিশয় কার্যসাধক, সর্ববিজয়ী, পবিত্র ও রণস্থলে অজেয় কর্মসমূহ সম্পাদন করুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার যে চারিপ্রকার রক্ষাকার্য আছে, হে বীর! আপনার যে তিন প্রকার রক্ষাকার্য আছে, অথবা যে পাঁচ প্রকার রক্ষা ক্ষিতিতে সমর্পিত আছে, আপনি সেই সমস্ত রক্ষা আমাদের প্রদান করুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি সর্বাপেক্ষা সমধিকরূপে অভিলষিত ফল বর্ষণ করুন, বৃষ্টি প্রদান করুন ও শীঘ্র শত্রু বিনাশ করুন; আমরা আপনার সেই অভিলষিত রক্ষা আহ্বান করছি; যা আপনি সর্বব্যাপী মরুৎবর্গের সাথে মিলিত হয়ে প্রদান করেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অভীষ্টবর্ষী এবং ধন প্রদানের জন্য জন্মগ্রহণ করেন; আপনার বল ফলবর্ষণ করে; স্বাভাবিক বলসম্পন্ন আপনার চিত্ত শত্রুবর্গের দমন করে এবং আপনার পৌরুষজনতা নষ্ট করে ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বজ্রধারী; আপনার রথ সর্বত্র অপ্রতিহতগতি; আপনি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ও বলের অধিপতি; যে মানব আপনার প্রতি শত্রুতা আচরণ করে, আপনি তার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন ॥ ৫ ॥

হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র! মানুষেরা যুদ্ধে সাহায্যের জন্য আপনাকেই আহ্বান করে, কারণ আপনি ভীষণ ও সর্বপ্রধান ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের দুর্নিবার্য, রণসঙ্কুল রথ নিরন্তর অনুচরবর্গের সাথে গমন ক'রে সর্বরকম ধনের জন্য সংগ্রামোদ্যত হচ্ছে, আপনি এটিকে রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের নিকট আত্মীয়স্বরূপ আগমন করুন এবং আপন উৎকৃষ্ট বুদ্ধির দ্বারা আমাদের রথ রক্ষা করুন। আপনি নিরতিশয় বলশালী ও দীপ্তিমান্, আমরা আপনাতে সমস্ত অভিলষিত বল অনুমান ক'রি এবং আপনার স্তব ক'রি ॥ ৮ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৩৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : প্রভূবসু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

স আ গবদিন্দ্রো যো বসুনাং চিকেতদ্দাতুং দামনো রয়ীণাম্।
ধন্বচরো ন বংসগস্তৃষাণশ্চকমানঃ পিবতু দুগ্ধমংশুম্॥ ১॥
আ তে হনু হরিবঃ শূর শিপ্রে রূহৎসোমো ন পর্বতসা পৃষ্ঠে।
অনু ত্বা রাজন্নর্বতো ন হিম্বন্ গার্ভির্মদেম পুরহূত বিশ্বে॥ ২॥
চক্রং ন বৃত্তং পুরুহূত বেপতে মনো ভিয়া মে অমতে রিদদ্রিবঃ।
রথাদধি ত্বা জরিতা সদাবৃধ কুবিন্নু স্তোষন্মঘবৎ পুরুবসুঃ॥ ৩॥
এষ গ্রাবের জরিতা ত ইন্দ্রেয়র্তি বাচং বৃহদাশুষাণঃ।
প্র সব্যেন মঘবন্যংসি রায়ঃ প্রদক্ষিণিদ্ধরিবো মা বি বেনঃ॥ ৪॥
বৃষা ত্বা বৃষণং বর্ধতু দ্যৌর্বৃষা বৃষভ্যাং বহসে হরিভ্যাং হরিভ্যাম্।
স নো বৃষা বৃষরথঃ সুশ্রিপ্র বৃষক্রতো বৃষা বজ্রিনভয়ে ধাঃ॥ ৫॥
যো রোহিতৌ বাজিনৌ বাজিনীবান্ত্রিভিঃ শতৈঃ সচমানাবদিষ্ট ।
যূন সমস্মৈ ক্ষিতয়ো নরন্তাং শ্রুতরথায় মরুতো দুবোয়া॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — ধনদাতা ইন্দ্র কিভাবে ধন প্রদান করতে হয় তা অবগত আছেন; তিনি ধানুষের মতো সাহসভারে আমাদের নিকট আগমন করুন এবং অতীব তৃষ্ণার্ত হয়ে আগ্রহ সহকারে সমর্পিত সোমরস পান করুন ॥ ১॥

হে অশ্বদ্বয়সম্পন্ন বীর ইন্দ্র! সোমরস পর্বতশিখরের মতো আপনার সংহারক হনুপ্রদেশে আরোহণ করুক। আপনি বিরাজিত হচ্ছেন; আপনাকে বহুলোকে আহ্বান করে; তৃণের দ্বারা অশ্ববর্গের যেমন তৃপ্তি হয়, আমরা যেন স্তবের দ্বারা সেইরকম প্রীতি বিধান করতে পারি ॥ ২॥

হে বজ্রধারী ইন্দ্র! বহুলোকে আপনাকে আহ্বান করে; ভূমিতে স্থিত চক্রের মতো আমার হৃদয় দারিদ্র্যের ভয়ে কম্পিত হচ্ছে। আপনি ঐশ্বর্যশালী ও সদা সমৃদ্ধিসম্পন্ন; অতএব আপনার স্তবকারী পুরুবসু শীঘ্র বিস্তৃতভাবে রথারূঢ় আপনার স্তব করবে ॥ ৩॥

হে ইন্দ্র! আপনার এই স্তবকারী মহাফল সম্ভোগ ক'রে সোমপেষক প্রস্তরের মতো আপনাকে স্তব প্রদান করছে; আপনার ধন ও অশ্ব আছে; আপনি বাম ও দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ধন বিতরণ করুন; আপনি আমার মনোরথ বিফল করবেন না ॥ ৪॥

হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র। এই অভীষ্টবর্ষী আকাশ আপনাকে সম্বর্ধিত করুক; আপনি জলবর্ষী ও বর্ষণ সমর্থ, অশ্বগণ আপনাকে যজ্ঞস্থলে বহন করে। হে বর্ষণকারী বজ্রধর ইন্দ্র! আপনার হনু অতিশয় সুন্দর ও আপনার রথ কল্যাণ বর্ষণ করে; আপনি রণস্থলে আমাদের রক্ষা করেন ॥ ৫॥

হে মরুৎগণ! যে তরুণ ও অন্নসম্পন্ন শ্রুতবথ রাজা আমাদের দু'টি লোহিত বর্ণ অশ্ব ও তিন শত ধেনু প্রদান করেছেন, সমুদায় লোক যেন তাঁর পরিচর্যার জন্য তাঁকে প্রণাম করে ॥ ৬॥

টীকা — ৫ ঋকে 'বৃষ' শব্দের অনুপ্রাস।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য।

◆ ◆

— ৩৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : অত্রি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সং ভানুনা যততে সূর্যস্যাজুহ্বানো ঘৃতপৃষ্ঠঃ স্বঞ্চাঃ।
তস্মা অমৃধ্রা উষসো ব্যুচ্ছান্য ইন্দ্রায় সুনবামেত্যাহ॥ ১॥
সমিদ্ধাগ্নির্বনবৎ স্তীর্ণবর্হির্যুক্তগ্রাবা সুতসোমো জরাতে।
গ্রাবাণো যস্যেষিরং বদন্ত্যয়দধ্বর্যুর্হবিষাব সিন্ধুম্॥ ২॥
বধূরিয়ং পতিমিচ্ছন্ত্যেতি ব ঈং বহাতে মহিষীমিষিরাম্।
আস্য শ্রবস্যাদ্রথ আ চ ঘোষাৎ পুরূ সহস্রা পরি বর্তয়াতে॥ ৩॥
ন স রাজা ব্যথতে যস্মিন্নিন্দ্রস্তীব্রং সোমং পিবতি গোসখায়ম্।
আ সত্বনৈরজতি হন্তি বৃত্রং ক্ষেতি ক্ষিতীঃ সুভগো নাম পুষ্যন্॥ ৪॥
পুষ্যাৎ ক্ষেমে অভি যোগে ভবাত্যুভে বৃতৌ সংয়তী সং জয়াতি।
প্রিয়ঃ সূর্যে প্রিয়ো অগ্না ভবাতি য ইন্দ্রায় সুতসোমো দদাশৎ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — যথাবিধি আহূত অগ্নিতে হব্য প্রদান করলে তা প্রদীপ্ত হয়ে সূর্যরশ্মির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; যে যজমান ইন্দ্রের হোম করে, এমন বাক্য উচ্চারণ করে, ঊষা সকল যেন তার প্রতি অনুকূল হয়ে উদিত হয় ॥ ১॥

যে যজমানের অগ্নি প্রজ্বালন ও কুশাস্তরণ সম্পন্ন হয়েছে, তিনি পূজা করছেন; যিনি পাষাণ উত্তোলন পূর্বক সোমরস নিঃসৃত করেছেন, তিনি স্তব করছেন, যাঁর পাষাণ সকল হ'তে সুমধুর শব্দ উত্থিত হচ্ছে, তিনি হব্য গ্রহণ পূর্বক নদীতে অবগাহন করছেন ॥ ২॥

ইন্দ্রের পত্নী পতির প্রতি অনুরাগিণী হয়ে যজ্ঞে তাঁর অনুসরণ করছেন; ইন্দ্র এইভাবে অনুগামিনী মহিষীকে স্বসমভিব্যাহারে আনয়ন করছেন; ইন্দ্রের রথ আমাদের নিকট প্রচুর অন্ন বহন করুক; এ উচ্চ ধ্বনি করুক এবং চতুর্দিকে সহস্র ধন নিক্ষেপ করুক ॥৩॥

যাঁর রাজ্যে ইন্দ্র দুগ্ধমিশ্রিত তীব্র সোমরস পান করেন, সেই রাজার কোন কষ্ট হয় না; তিনি অনুচরবর্গের সাথে সর্বত্র গমন করেন, শত্রু সংহার করেন, প্রজাবর্গকে রক্ষা করেন, এবং সুখ সম্ভোগ ক'রে ইন্দ্রের নাম পোষণ করেন ॥ ৪॥

যিনি সোমরস নিঃসৃত ক'রে ইন্দ্রকে সমর্পণ করেন, তিনি বন্ধুবর্গের পোষণ করেন; তিনি প্রাপ্ত

ধনের রক্ষণে ও অপ্রাপ্ত ধনের প্রাপ্তির বিষয়ে সমর্থ হন, তিনি বর্তমান ও নিয়ত অহোরাত্রকে জয় করেন; তিনি সূর্য ও অগ্নি উভয়েরই প্রিয়পাত্র ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্তটিতে ইন্দ্র যে সৎকর্মের পোষণকর্তা, শরণাগতের পালক, সোম অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল, শ্রেষ্ঠ ধনের আকর, পরব্রহ্ম, অভীষ্টফলপ্রদ, পরমৈশ্বর্যশালী ও অপ্রতিহতশালী সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই বিভূতি-বিকাশ মাত্র, তা সহজেই অনুমিত হয়।

◆ ◆

— ৩৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : অত্রি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

উরোষ্ট ইন্দ্র রাধসো বিভ্বী রাতিঃ শতক্রতো।
অধা নো বিশ্বচর্ষণে দ্যুম্না সুক্ষত্র মংহয়॥ ১॥
যদীমিন্দ্র শ্রবায্যমিষং শবিষ্ঠ দধিষে।
পপ্রথে দীর্ঘশ্রুত্তমং হিরণ্যবর্ণ দুষ্টরং॥ ২॥
শুষ্মাসো যে তে অদ্রিবো মেহনা কেতসাপঃ।
উভা দেবাবভিষ্টয়ে দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজথঃ॥ ৩॥
উতো নো অস্য কস্য চিদ্দক্ষস্য তব বৃত্রহন্
অস্মভ্যং নৃম্ণমা ভরাস্মভ্যং নৃম্ণস্যসে॥ ৪॥
নূ ত আভিরভিষ্টিভিস্তব শর্মঞ্ছতক্রতো।
ইন্দ্র স্যাম সুগোপাঃ শূর স্যাম সুগোপাঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনার অসীম বীরত্ব; আপনি বদান্যভাবে প্রভূত ধন দান করুন; আপনি সর্বদর্শী ও উৎকৃষ্ট ধনের অধিকারী; অতএব আপনি আমাদের ঐশ্বর্য প্রদান করুন ॥ ১ ॥

হে মহাবলশালী হিরণ্যবর্ণ ইন্দ্র! যদিও আপনি সুপ্রসিদ্ধ প্রচুর অন্নের অধিপতি, তথাপি তা নিতান্ত দুর্লভ ব'লে সর্বত্র কীর্তিত হয়ে থাকে ॥ ২ ॥

হে বজ্রধর ইন্দ্র! পূজনীয় এবং বিখ্যাতকর্মা মরুৎবর্গ আপনার বলস্বরূপ। আপনি ও তাঁরা স্বর্গ ও পৃথিবীর উপর স্বেচ্ছাবিহারী হয়ে শাসন করছেন ॥ ৩ ॥

হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র! আমরা আপনার উপাসনা করছি, আপনি আমাদের যে কোন ক্ষমতাশালীর ধন আনয়ন ক'রে দিন, কারণ আপনি আমাদের ধনাঢ্য করতে অভিলাষী আছেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন; আমরা যেন এই সকল স্তব ক'রে শীঘ্র আপনার সুখের অংশভাগী হই; আমরা যেন আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হই; হে বীর! আপনি আমাদের যত্নপূর্বক রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্তটিতেও ইন্দ্র যে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই বিভূতি-বিকাশ মাত্র, তা সহজেই অনুমেয়। ৫ ঋকের মধ্যে ইন্দ্রের শতক্রতু নামের তাৎপর্য রয়েছে; অর্থাৎ পৌরাণিক মতানুসারে শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে পারলে ইন্দ্রত্ব পদ লাভ হয়।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রয়োজ্য। যেমন, স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তের ১ ঋক্‌টির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—"সর্বশক্তিমান্ বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! পরম ধনের মহৎদান আপনারই; অর্থাৎ কেবলমাত্র আপনিই পরমধন দান করেন; অতএব সর্বজ্ঞ পরম মঙ্গলদাতা হে দেব! আমাদের পরমধন প্রদান করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের পরম-কল্যাণপ্রদ ধন প্রদান করুন)। [পরমধন—মোক্ষ। একমাত্র সর্বশক্তিমান্ ভগবানই সেই ধন প্রদান করতে পারেন।]—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৩৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : অত্রি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যদিন্দ্র চিত্র মেহনাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়াহস্ত্যা ভর॥ ১॥
যন্মন্যসে বরেণ্যমিন্দ্র দ্যুক্ষং তদা ভর।
বিদ্যাম তস্য তে বয়মকূপারস্য দাবনে॥ ২॥
যত্তে দিৎসু প্ররাধ্যং মনো অস্তি শ্রুতং বৃহৎ।
তেন দৃঢ়্হা চিদদ্রিব আ বাজং দর্ষি সাতয়ে॥ ৩॥
মংহিষ্ঠং বো মঘোনাং রাজানং চর্ষণীনাম।
ইন্দ্রমুপ প্রশস্তয়ে পূর্বীভির্জুজুষে গিরঃ॥ ৪॥
অস্মা ইৎ কাব্যং বচ উক্থমিন্দ্রায় শংস্যম্।
তস্মা উ ব্রহ্মবাহসে গিরো বর্ধন্ত্যত্রয়ো গিরঃ শুম্ভন্ত্যত্রয়ঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে বজ্রধর ইন্দ্র! আপনার রূপ অতি বিচিত্র; হে ধনাধিপতি! মহামূল্য ধন আপনারই দেয়, অতএব আপনি তা উভয় হস্তে আমাদের প্রদান করুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি যে কোন খাদ্য উৎকৃষ্ট বোধ করেন, তা আমাদের প্রদান করুন; আমরা যেন আপনার অসীম খাদ্যদানের পাত্র হই ॥ ২ ॥

হে বজ্রধর ইন্দ্র! আপনার দানশীল চিত্ত অতি উদার ব'লে আপনি আমাদের সারবান্ খাদ্য প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করুন ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র ধনসম্পন্ন, তোমাদের নিরতিশয় পূজনীয়, তিনি মানবগণের অধিপতি; উপাসকগণ প্রাচীন স্তোত্রের দ্বারা স্তব করবার জন্য তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে ॥ ৪ ॥

এই ইন্দ্রের নিকটেই কাব্য এবং বাক্য এবং উক্‌থসমূহ উচ্চার্য, কারণ তিনি স্তোত্রগাহক,
অত্রিপুত্রগণ তাঁরই নিকটে স্তোত্রসমূহ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত ও উদ্দীপিত করছেন ॥ ৫ ॥

টীকা — পূর্ববর্তী সূক্তগুলির মতো এই সূক্তটিরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যেমন এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ সম্পর্কে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বক্তব্য—১ঋক্—"পাপবিনাশে পাষাণ কঠোর মহনীয়, বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! ইহজগতে আপনার কর্তৃক দান করবার যোগ্য যে পরমধন আমরা প্রাপ্ত হইনি, পরমধনশালী হে দেব! প্রভূত পরিমাণ সেই পরমধন—পরাজ্ঞান, আমাদের প্রদান করুন।" [মানুষের মধ্যে অপার্থিব স্বর্গীয় ধনের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, সেই স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষাই এই প্রার্থনার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে...] ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"বলাধিপতি হে দেব! আপনি যে ধনশ্রেষ্ঠ ধারণ করেন, সেই শ্রেষ্ঠধন আমাদের প্রদান করুন। হে দেব! আমরা যেন আপনার প্রসিদ্ধ সেই দানের প্রাপক (অর্থাৎ দানপাত্র) হই।" [ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আপনি আমাদের আপনার পরমধন প্রদান করুন।...আমার অন্তরের অন্ধকার বিনষ্ট ক'রে দাও। পরম জ্যোতিতে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হোক, পরমধন—পরাজ্ঞান লাভে আমার জীবনের সার্থকতা হোক] ইত্যাদি ॥ ৩ ঋক্—"হে দেব! সর্বত্র বর্তমান আরাধনীয় প্রসিদ্ধ মহৎ যে অন্তঃকরণ আছে, সেই মনের দ্বারা আমাদের পরমধন প্রাপ্তির জন্য আমাদের প্রভূত পরিমাণে আত্মশক্তি প্রদান করুন।" [...মন্ত্রে আত্মশক্তি লাভের প্রার্থনা আছে। ভগবানের কৃপায় যখন রিপুকুল ধ্বংসে প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ নিজেকে যথপরিমাণে নিশ্চিত মনে করে, হৃদয়ের সুপ্ত দেবভাব জাগরিত হয়, ক্রমশঃ সাধকের মধ্যে প্রকৃত শক্তির আবির্ভাব হয়। এই মন্ত্রে সেই আত্মশক্তি লাভের প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়]—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৪০ সূক্ত —

[দেবতা : প্রথম চারিটি ঋক্ ইন্দ্র, পঞ্চম সূর্য, অবশিষ্ট চারিটি অত্রি। ঋষি : অত্রি।
ছন্দ : উষ্ণিক্, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

আ যাহ্যদ্রিভিঃ সুতং সোমং সোমপতে পিব। বৃষন্নিন্দ্র বৃষভির্বৃত্রহন্তম ॥ ১ ॥
বৃষা গ্রাবা বৃষা মদো বৃষা সোমো অয়ংসুতঃ। বৃষন্নিন্দ্র বৃষভির্বৃত্রহন্তম ॥ ২ ॥
বৃষা ত্বা বৃষণং হুবে বজ্রিঞ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। বৃষন্নিন্দ্র বৃষভির্বৃত্রহন্তম ॥ ৩ ॥
ঋজীষী বজ্রী বৃষভস্তুরাষাট্‌ছুষ্মী রাজা বৃত্রহা সোমপাবা।
যুক্ত্বা হরিভ্যামুপ যাসদর্বাঙ্মাধ্যন্দিনে সবনে মৎসদিন্দ্রঃ ॥ ৪ ॥
যত্ত্বা সূর্য স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ। অক্ষেত্রবিদ্যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ ॥ ৫ ॥
স্বর্ভানোরধ যদিন্দ্র মায়া অবো দিবো বর্তমানা অবাহন্।
গূঢ়হং সূর্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিন্দদত্রিঃ ॥ ৬ ॥
মা মামিমং তব সন্তমত্র ইরস্যা দ্রুগ্ধো ভিয়সা নি গারীৎ।
ত্বং মিত্রো অসি সত্যরাধাস্তৌ মেহাবতং বরুণশ্চ রাজা ॥ ৭ ॥

গ্রাবণো ব্রহ্মা যুযুজানঃ সপর্যন্ কীরিণা দেবান্নমসোপশিক্ষন্।
অত্রিঃ সূর্যস্য দিবি চক্ষুরাধাৎ স্বর্ভানোরপ মায়া অঘুক্ষৎ॥ ৮॥
যং বৈ সূর্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ। অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্নহ্যন্যে অশক্নুবন্॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত হোন। হে সোমের অধিপতি! আপনি পাষাণপিষ্ট সোমরস পান করুন, আপনি মনোরথ পূর্ণ করুন ও শত্রুবর্গকে সমূলে উৎপাটন করুন। আপনি বর্ষণকারী মরুৎবর্গের সাথে আগত হোন ॥ ১ ॥

সোমপেষক প্রস্তরগুলি বর্ষণকারী; সোমজনিত হর্ষও বর্ষণকারী; নিঃসৃত সোমরসও বর্ষণকারী। হে বর্ষণকারী ইন্দ্র! আপনি বর্ষণকারী মরুৎবর্গের সাথে উৎকৃষ্ট বৃত্রহন্তা ॥ ২ ॥

হে বজ্রধর ইন্দ্র! আপনি অভীষ্টবর্ষী, আপনার বিচিত্র রক্ষার নিমিত্ত আমি সোমরস বর্ষণ ক'রে আপনাকে আহ্বান করছি। হে বর্ষকারী ইন্দ্র। আপনি বর্ষণকারী মরুৎবর্গের সাথে উৎকৃষ্ট বৃত্রহন্তা ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র ঋজীষ সোমরস স্বীকার করেন, বজ্র ধারণ করেন, কামনা পূর্ণ করেন ও দ্রুত শত্রুবর্গকে আক্রমণ করেন। তিনি বলবান্, অধীশ্বর, বৃত্রসংহারক ও সোমরসপায়ী; তিনি যেন রথে অশ্বদ্বয় যোজনা ক'রে আমাদের নিকট আগমন করেন ও মাধ্যাহ্নিক যজ্ঞে সোমরস পান ক'রে উল্লাসিত হন ॥ ৪ ॥

হে সূর্য! যখন আসুর স্বর্ভানু আপনাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছিল; নিজস্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেমন দৃষ্ট হয়, সেই কালে সেইরকম লক্ষিত হয়েছিল ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! যখন আপনি সূর্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সেই সকল মায়া অন্ধকার দূরে অপসারিত করেছিলেন, তখন অত্রি চারিটি ঋকের দ্বারা কার্যবিঘাতক, অন্ধকারের দ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্যকে প্রকাশিত করলেন ॥ ৬ ॥

সূর্য বলছেন, হে অত্রি! আমি আপনার আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষুধাবশত ভীষণ অন্ধকারের দ্বারা আমাকে গ্রাস না করে, আপনি মিত্র ও সত্যপরায়ণ; আপনি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

তখন সেই ঋত্বিক অত্রি সূর্যকে উপদেশ দান পূর্বক প্রস্তর খণ্ডের ঘর্ষণ ক'রে এবং স্তোত্রের দ্বারা দেববৃন্দকে পূজা ক'রে, মন্ত্রের প্রভাবে অন্তরীক্ষে সূর্যের চক্ষু সংস্থাপিত করলেন; তিনি স্বর্ভানুর সমস্ত মায়া দূরে অপসারিত করলেন ॥ ৮ ॥

আসুর স্বর্ভানু অন্ধকারের দ্বারা সূর্যকে আবৃত করলে, অত্রি পুত্রগণ অবশেষে তাঁকে মুক্ত করেছিলেন, অন্য কেউই সমর্থ হয়নি ॥ ৯ ॥

টীকা — ২ ও ৩ ঋকে 'আপনি বর্ষণকারী...উৎকৃষ্ট বৃত্রহন্তা'—এটি 'বৃষা' শব্দের অনুপ্রাস ॥ ৫ হ'তে ৯ ঋকে সূর্যগ্রহণের উল্লেখ। মূলে 'আসুরঃ স্বর্ভানু' শব্দ আছে, অর্থাৎ বলবান্ স্বর্গীয় দীপ্তি। পৌরাণিক কালে যখন রাহুর নাম ও গল্পটি কল্পিত হলো, তখন এই 'স্বর্ভানু' শব্দ রাহুর একটি নাম ব'লে পরিগণিত হলো। ঋগ্বেদ সংহিতায় রাহু শব্দ নেই ॥ ৪ ঋকের 'ঋজীষ সোমরস' অর্থে ভাজা সোমলতা হ'তে পারে। আধ্যাত্মিক ভাবে বিচার করলে এই সোম রস প্রকৃতপক্ষে ভক্তহৃদয়মথিত শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তিসুধা ॥

◆ ◆

— ৪১ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : অত্রির অপত্য ভৌম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অতিজগতী, একপদা]

কো নু বাং মিত্রাবরুণাবৃতায়ন্দিবো বা মহঃ পার্থিবস্য বা দে।
ঋতস্য বা সদসি ত্রাসীথাং নো যজ্ঞায়তে বা পশুষো ন বাজান্॥ ১॥
তে নো মিত্রো বরুণো অর্যমায়ুরিন্দ্র ঋভুক্ষা মরুতো জুষন্ত।
নমোভির্বা যে দধতে সুবৃক্তিং স্তোমং রুদ্রায় মীড়্হুষে সজোষাঃ॥ ২॥
আ বাং যেষ্ঠাশ্বিনা হুবধ্যৈ বাতস্য পত্মন্রথ্যস্য পুষ্টৌ।
উত বা দিবো অসুরায় মন্ম প্রান্ধাংসীব যজ্যবে ভরধ্বম্॥ ৩॥
প্র সক্ষণো দিব্যঃ কণ্বহোতা ত্রিতো দিবঃ সজোষা বাতো অগ্নিঃ।
পূষা ভগঃ প্রভৃথে বিশ্বভোজা আজিং ন জগ্মুরাশ্বশ্বতমাঃ॥ ৪॥
প্র বো রয়িং যুক্তাশ্বং ভরধ্বং রায় এষেঽবসে দধীত ধীঃ।
সুশেব এবৈরৌশিজস্য হোতা যে ব এবা মরুতস্তুরাণাম্॥ ৫॥
প্র বো বায়ুং রথযুজং কৃণুধ্বং প্র দেবং বিপ্রং পনিতারমর্কৈঃ।
ইষুধ্যব ঋতসাপঃ পুরন্ধীর্বস্বীর্নো অত্র পত্নীরা ধিয়ে ধুঃ॥ ৬॥
উপ ব এষে বন্দ্যোভিঃ শূষৈঃ প্র যহ্বী দিবশ্চিতয়দ্ভিরর্কৈঃ।
উষাসানক্তা বিদুষীব বিশ্বমা হা বহতো মর্ত্যায় যজ্ঞম্॥ ৭॥
অভি বো অর্চে পোষ্যাবতো নৃন্বাস্তোষ্পতিং ত্বষ্টারং ররাণ।
ধন্যা সজোষা ধিষণা নমোভির্বনস্পতীঁরোষধী রায় এষে॥ ৮॥
তুজে নস্তনে পর্বতাঃ সন্তু স্বৈতবো যে বসবো ন বীরাঃ।
পনিত আপ্ত্যো যজতঃ সদা নো বর্ধান্নঃ শংসং নর্যো অভিষ্টৌ॥ ৯॥
বৃষ্ণো অস্তোষি ভূম্যস্য গর্ভং ত্রিতো নপাতমপাং সুবৃক্তি।
গৃণীতে অগ্নিরেতরী ন শূষৈঃ শোচিষ্কেশো নি রিণাতি বনা॥ ১০॥
কথা মহে রুদ্রিয়ায় ব্রবাম কদ্রায়ে চিকিতুষে ভগায়।
আপ ওষধীরুত নোঽবন্তু দ্যৌর্বনা গিরয়ো বৃক্ষকেশাঃ॥ ১১॥
শৃণোতু ন ঊর্জাং পতির্গিরঃ স নভস্তরীর্যাঁ ইষিরঃ পরিজ্মা।
শৃণ্বন্ত্বাপঃ পুরো ন শুভ্রাঃ পরি স্রুচো ববৃহাণস্যাদ্রেঃ॥ ১২॥
বিদা চিন্নু মহান্তো যে ব এবা ব্রবাম দস্মা বার্যং দধানাঃ।
বয়শ্চন সুভ্ব আবযন্তি ক্ষুভা মর্তমনুয়তং বধস্নৈঃ॥ ১৩॥
আ দৈব্যানি পার্থিবানি জন্মাপশ্চাচ্ছা সুমখায় বোচম্।
বর্ধন্তাং দ্যাবো গিরশ্চন্দ্রাগ্রা উদা বর্ধন্তামভিষাতা অর্ণাঃ॥ ১৪॥

পদেপদে মে জরিমা নি ধায়ি বরূত্রী বা শক্রা যা পায়ুভিশ্চ।
সিষক্তুমাতা মহী রসা নঃ স্মৎসূরিভির্ঋজুহস্ত ঋজবানিঃ॥ ১৫॥
কথা দাশেম নমসা সুদানূনেবয়া মরুতো অচ্ছোক্তৌ প্রশ্রবসো মরুতো অচ্ছোক্তৌ।
মা নোঽহির্বুধ্ন্যো রিষে ধাদস্মকং ভূদুপমাতিবনিঃ॥ ১৬॥
ইতি চিন্নু প্রজায়ৈ পশুমত্যৈ দেবাসো বনতে মর্ত্যো বা আ দেবাসো বনতে মর্ত্যো বঃ।
অত্রা শিবাং তন্বো ধাসিমস্যা জরাং চিন্মে নির্ঋতির্জগ্রসীত॥ ১৭॥
তাং বো দেবাঃ সুমতিমূর্জয়ন্তী মিষমশ্যাম বসবঃ শসা গোঃ।
সা নঃ সুদানুর্মৃলয়ন্তী দেবী প্রতি দ্রবন্তী সুবিতায় গম্যাঃ॥ ১৮॥
অভি নঃ ইলা যূথস্য মাতা স্মন্নদীভিরুর্বশী বা গৃণাতু।
উর্বশী বা বৃহদ্দিবা গৃণানাভ্যূর্ণ্বানা প্রভৃথস্যায়োঃ॥ ১৯॥
সিষক্তু ন উর্জব্যস্য পুষ্টেঃ॥ ২০॥

মন্ত্রার্থ — হে মিত্র ও বরুণ! আপনাদের যাগ করতে ইচ্ছা ক'রে কে তা সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়? আপনারা স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের যে কোন স্থানে অবস্থান পূর্বক আমাদের রক্ষা করুন এবং যজমান ও হব্যদাতাকে পশু ও ধন প্রদান করুন ॥ ১ ॥

মিত্র, বরুণ, অর্যমা, আয়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা ও মরুৎবর্গ, এই সমস্ত দেববৃন্দের মনোহর পাপবর্জিত স্তোত্র অতি প্রিয়। তাঁরা রুদ্রের সাথে আনন্দের অংশভাগী হয়ে আমাদের দত্ত পূজা গ্রহণ করুন ॥ ২ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা দমনকারী; আমি আপনাদের রথ বায়ুবেগের দ্বারা বেগবান্ করবার জন্য আপনাদের আহ্বান করছি। হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা যজ্ঞসাধক আকাশের অসুর রুদ্রকে স্তব ও হব্য প্রদান করো ॥ ৩ ॥

মুনিবৃন্দ যাঁকে আহ্বান করেন, সেই স্বর্গীয় হব্যবাহক ত্রিত, বায়ু ও অগ্নি, স্বর্গের অধিপতি অর্থাৎ সূর্যের সাথে তুল্যভাবে আনন্দভাগী হয়ে এবং পূষা, ভগ ও যাঁরা বিশ্বের রক্ষাকর্তা এঁরা সকলে শীঘ্র যজ্ঞস্থলে আগমন করুন, যেমন বেগবান্ অশ্বগণ সংগ্রামে বেগে ধাবিত হয় ॥ ৪ ॥

হে মরুৎবর্গ! আপনারা অশ্বগণের সাথে ধন আহরণ করুন; জ্ঞানী লোক ধনলাভ ও রক্ষা করবার জন্য আপনাদের স্তব করেন; উশিজের পুত্র কক্ষীবানের হোতা অত্রি যেন সেই সমস্ত বেগবান্ অশ্বলাভে সুখী হন, যেগুলি বেগগামী এবং আপনাদেরই ॥ ৫ ॥

হে ঋত্বিক্‌বর্গ! আপনারা দীপ্তিমান্, বিপ্র, পূজ্য বায়ুকে এমনভাবে স্তব করো, যাতে তিনি রথ যোজনা ক'রে যজ্ঞে উপস্থিত হন; ক্ষিপ্রগমনা, পূজাগ্রহণকারিণী, রূপসম্পন্না ও প্রশংসনীয়া দেবপত্নীবৃন্দ আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৬ ॥

হে পরাক্রমশালী দিবা ও রাত্রি; পূজনীয় স্বর্গস্থ দেববৃন্দের সাথে আমি তোমাদের সুখদায়ক ও অন্তরীক্ষ মন্ত্রসমূহের সাথে হব্য প্রদান করছি। তোমরা যেন সমস্ত অবগত হয়ে যাগের জন্য যজমানের নিকট তা আনয়ন করো ॥ ৭ ॥

হে বাস্তুপতি ত্বষ্টা! হে ধনপ্রদায়িনী ও অন্যান্য দেবগণের সাথে প্রীতিভাগিনী ধীষণা! হে বনস্পতিবর্গ! হে ওষধিগণ! আমি ধনলাভের জন্য তোমাদের প্রীতি সাধনপূর্বক স্তব করছি।

তোমরা যাগ ইত্যাদি কার্যের নায়ক ও বহু লোকের পোষক ॥ ৮ ॥

বীরগণের মতো জগতের সংস্থাপক মেঘ বিস্তৃত দানের বিষয়ে আমাদের প্রতি অনুকূল হোন; যিনি মানবগণের হিতকারী ও পূজিত, আপ্ত আমাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে সর্বদা আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করুন ॥ ৯ ॥

আমি বর্ষণকারী, অন্তরীক্ষের গর্ভস্বরূপ এবং জলের নপ্তৃস্বরূপ ত্রিতকে মনোহর স্তুতির দ্বারা স্তব ক'রি। যে সময়ে আমি গমন ক'রি, সেই সময়ে অগ্নি সুখকর শিখা ধারণ করেন, আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, কিন্তু প্রদীপ্ত রশ্মি হয়ে বন সকল দগ্ধ করেন ॥ ১০ ॥

আমরা কিভাবে বলবান্ রুদ্রপুত্রগণের স্তব করবো, ধনলাভের জন্য সর্বজ্ঞ ভগকেই বা কোন্ স্তব অর্পণ করবো? বারিসমূহ, ওষধিবর্গ, স্বর্গ, বন সকল ও বৃক্ষ সকল যাদের কেশস্বরূপ, সেই সমস্ত পর্বত আমাদের রক্ষা করুক ॥ ১১ ॥

আকাশগামী, সর্বব্যাপী বলের অধিপতি বায়ু, আমাদের স্তব শ্রবণ করুন; নগরের মতো সমুজ্জ্বল, মহাপর্বতের চতুর্দিকে প্রবাহিত বারিরাশি আমাদের বাক্যে কর্ণপাত করুন ॥ ১২ ॥

হে পরাক্রমশালী, সুন্দর মরুৎবর্গ! অভিলষিত হব্য গ্রহণ ক'রে আমরা আপনাদের যে সকল স্তব পাঠ করতে আগমন করেছি, তা' শ্রবণ করুন; মরুৎবর্গ অনুকূলভাবে আগমন ক'রে এবং ক্ষোভের দ্বারা অভিভূত প্রতিকূলবর্তী মানুষবৃন্দকে অস্ত্রের দ্বারা বধ ক'রে আমাদের নিকট উপস্থিত হোন ॥ ১৩ ॥

আমি স্বর্গজ ও পৃথিবীজাত জল লাভ করবার জন্য যজ্ঞের যোগ্য মরুৎবর্গের উপাসনা করছি। আমার স্তোত্রসকল সমৃদ্ধিশালী হোক; প্রীতিদায়ক স্বর্গসকল সমৃদ্ধিসম্পন্ন হোক; মরুৎসমূহের দ্বারা পরিপুষ্ট নদীসকল যেন বারিপূর্ণ হয় ॥ ১৪ ॥

আমি নিরন্তর স্তব করছি, যা বরুত্রীরূপে আমাদের রক্ষা করতে সমর্থ হবেন; সকলের জননীস্বরূপা পূজনীয়া মহী আমাদের স্তব গ্রহণ করুন, প্রশস্ত ও বিচক্ষণ উপাসকগণের প্রতি প্রসন্ন হোন এবং অনুকূল হস্ত হয়ে আমাদের কল্যাণ প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥

আমরা কিভাবে দানশীল মরুৎবর্গের সমুচিত স্তব করবো? কিভাবে বর্তমান স্তবের দ্বারা মরুৎবর্গের যথাযোগ্য উপাসনা করবো? বর্তমান স্তবের দ্বারা সেই গৌরবশালী মরুৎবর্গের স্তব কিভাবে সম্ভব হবে? দেব অহির্বুধ্ন্য যেন আমাদের অনিষ্ট না ক'রে শত্রুবর্গকে সংহার করেন ॥ ১৬ ॥

হে দেববৃন্দ! মানুষ সন্ততি ও পশুসমূহের জন্য এইভাবে নিয়ত আপনাদের উপাসনা করে; হে দেবগণ! মানুষ আপনাদের উপাসনা করে। এই যজ্ঞে নির্ঋতি পাপ দেবতা কল্যাণকর খাদ্যের দ্বারা আমার দেহ পোষণ করুন ॥ ১৭ ॥

হে দীপ্তিমান্ বসুগণ! আমরা যেন আপনাদের সেই সুমতি ধেনু হ'তে বলকারক ও হৃদয়পোষক খাদ্য লাভ ক'রি। সেই দানশীলা ও সুখদায়িনী দেবতা যেন আমাদের সুখের জন্য সত্বর আগমন করেন ॥ ১৮ ॥

গোসমূহের মাতা ইলা ও উর্বশী নদীগণের সাথে আমাদের প্রতি অনুকূল হোন; নিরতিশয় দীপ্তিশালিনী উর্বশী আমাদের যাগ ইত্যাদি ক্রিয়ার প্রশংসা ক'রে এবং যজমানকে দীপ্তির দ্বারা সমাচ্ছাদিত ক'রে উপস্থিত হোন ॥ ১৯ ॥

তিনি পোষণকারী উর্জব্য রাজার অনুচর আমাদের পোষণ করুন ॥ ২০ ॥

টীকা — সায়ণ এই সূক্তের ৪ ঋকে ত্রিত অর্থে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত বায়ু করেছেন, ৯ ঋকে আপ্ত্য অর্থে সকলের প্রাপ্তব্য আদিত্য করেছেন এবং ১০ ঋকে ত্রিত অর্থে তিন স্থানে ব্যাপ্ত অগ্নি করেছেন॥ ১৯ ঋকে সায়ণ উর্বশী অর্থে মধ্যমিকা বাক্ বা মানুষের বাক্য করেছেন। এই সূক্তে উর্বশীর উষা অর্থ করলে সুন্দর অর্থ হয়। পুরাণে যে পুরুরবা ও উর্বশীর গল্প আছে, তার সূত্রপাত ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে পাওয়া যায়।...আচার্য মক্ষমুলর বিবেচনা করেন যে, 'ইউরোপ' শব্দ উর্বশীর প্রতিরূপ, এবং বৃষদ্বারা ইউরোপের হরণ সম্বন্ধীয় গ্রীক্ গল্প পৌরাণিক উর্বশী ও পুরুরবার গল্পের, অর্থাৎ উষা ও প্রণয়ের গল্পের প্রতিরূপ॥ ৮ ঋকের 'ত্বষ্টা' অর্থে সূত্রধর এবং 'ধীষণা' অর্থে বুদ্ধিকে বোঝানো হয়েছে॥

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য। প্রসঙ্গক্রমে প্রথম অষ্টকের নির্দিষ্ট সূক্তগুলিতে 'আপ্ত্যত্রিত' 'উর্বশী' ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বিশ্লেষণ লক্ষণীয়।

◆ ◆

— ৪২ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ, রুদ্র। ঋষি : ভৌম্। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, একপদা]

প্র শন্তমা বরুণং দীধিতী গীর্মিত্রং ভগমদিতিং নূনমশ্যাঃ।
পৃষদ্যোনিঃ পঞ্চহোতা শৃণোত্বতূর্তপন্থা অসুরো ময়োভুঃ॥ ১॥
প্রতি মে স্তোমমদিতির্জগৃভ্যাৎ সূনুং ন মাতা হৃদ্যং সুশেবম্।
ব্রহ্ম প্রিয়ং দেবহিতং যদস্ত্যহং মিত্রে বরুণে যন্ময়োভু॥ ২॥
উদীরয় কবিতমং কবীনামুনত্তৈনমভি মধ্বা ঘৃতেন।
স নো বসূনি প্রয়তা হিতানি চন্দ্রাণি দেবঃ সবিতা সুবাতি॥ ৩॥
সমিন্দ্র ণো মনসা নেষি গোভিঃ সং সূরিভির্হরিবঃ সং স্বস্তি।
সং ব্রহ্মণা দেবহিতং যদস্তি সং দেবানাং সুমত্যা যজ্ঞিয়ানাম্॥ ৪॥
দেবো ভগঃ সবিতা রায়ো অংশ ইন্দ্রো বৃত্রস্য সঞ্জিতো ধনানাম্।
ঋভুক্ষা বাজ উত বা পুরন্ধিরবন্তু নো অমৃতাসস্তুরাসঃ॥ ৫॥
মরুত্বতো অপ্রতীতস্য জিষ্ণোরজূর্যতঃ প্র ব্রবামা কৃতানি।
ন তে পূর্বে মঘবন্নাপরাসো ন বীর্যং নূতনঃ কশ্চনাপ॥ ৬॥
উপ স্তুহি প্রথমঃ রত্নধেয়ং বৃহস্পতিং সনিতারং ধনানাম্।
বঃ শংসতে স্তুবতে শন্তবিষ্ঠঃ পুরূবসুরাগমজ্জোহুবানম্॥ ৭॥
তবোতিভিঃ সচমানা অরিষ্টা বৃহস্পতে মঘবানঃ সুবীরাঃ।
যে অশ্বদা উত বা সন্তি গোদা যে বস্ত্রদাঃ সুভগাস্তেষু রায়ঃ॥ ৮॥
বিসর্মাণং কৃণুহি বিত্তমেষাং যে ভুঞ্জতে অপৃণন্তো ন উক্থৈঃ।
অপব্রতাৎ প্রসবে বাবৃধানান্ ব্রহ্মদ্বিষঃ সূর্যাদ্যাবয়স্ব॥ ৯॥

য ওহতে রক্ষসো দেববীতাবচক্রেভিস্তং মরুতো নি যাত।
যো বঃ শমীং শশমানস্য নিন্দাত্তুচ্ছ্যান্ কামান্ করতে সিম্বিদানঃ॥ ১০॥
তমু ষ্টুহি যঃ স্বিষুঃ সুধন্বা যো বিশ্বস্য ক্ষয়তি ভেষজস্য।
যক্ষ্বা মহে সৌমনসায় রুদ্রং নমোভির্দেবমসুরং দুবস্য॥ ১১॥
দমুনসো অপসো যে সুহস্তা বৃষ্ণঃপত্নীর্নদ্যো বিভ্বতষ্টাঃ।
সরস্বতী বৃহদ্দিবোত রাকা দশস্যন্তীর্বরিবস্যন্তু শুভ্রাঃ॥ ১২॥
প্র সূ মহে সুশরণায় মেধাং গিরং ভরে নব্যসীং জায়মানাম্।
য আহনা দুহিতুর্বক্ষণাসু রূপা মিনানো অকৃণোদিদং নঃ॥ ১৩॥
প্র সুষ্টুতিঃ স্তনয়ন্তং রুবন্তমিলস্পতিং জরিতর্নূনমশ্যাঃ।
বো অব্দিমাঁ উদনিমাঁ ইয়র্তি প্র বিদ্যুতা রোদসী উক্ষমাণঃ॥ ১৪॥
এষ স্তোমো মারুতং শর্ধো অচ্ছা রুদ্রস্য সূনূঁর্যুবন্যূঁরুদশ্যাঃ।
কামো রায়ে হবতে মা স্বস্ত্যুপ স্তুহি পৃষদশ্বাঁ অয়াসঃ॥ ১৫॥
প্রৈষ স্তোমঃ পৃথিবীমন্তরিক্ষং বনস্পতীঁরোষধী রায়ে অশ্যাঃ।
দেবোদেবঃ সুহবো ভূতু মহ্যং মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ॥ ১৬॥
উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম॥ ১৭॥
সমশ্বিনোরবসা নূতনেন ময়োভুবা সুপ্রণীতো গমেম।
আ নো রয়িং বহতমোত বীরানা বিশ্বান্যমৃতা সৌভগানি॥ ১৮॥

মন্ত্রার্থ — প্রদত্ত হব্যের সাথে নিরতিশয় সুখদায়ক আমাদের স্তোত্র বরুণ, মিত্র, ভগ ও অদিতির নিকট উপস্থিত হোক; যিনি প্রাণ ইত্যাদি পঞ্চ বায়ুর সাধক, যিনি বিবিধ বর্ণে অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন; যাঁর গতি অপ্রতিহত, যিনি অসুর ও সুখদাতা, সেই বায়ু আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

জননী যেমন পুত্রকে গ্রহণ করেন, অদিতি সেইরকম আন্তরিক ও সুখদায়ক আমার স্তোত্র গ্রহণ করুন; আমি বরুণ ও মিত্রকে উদ্দেশ ক'রে মনোহর, আনন্দদায়ক ও দেবগ্রাহ্য স্তোত্র প্রদান করছি ॥ ২ ॥

হে ঋত্বিকবৃন্দ! তোমরা সর্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ এই সম্মুখস্থিত অগ্নি বা সূর্যের স্তোত্রের দ্বারা প্রীতি বর্ধন করো; মধুর সোমরস ও ঘৃতের দ্বারা একে অভিষিক্ত করো; সেই সূর্যদেব আমাদের পবিত্র হিতকর ও আনন্দদায়ক ধন প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের আন্তরিক ইচ্ছার সাথে ধেনু প্রদান করছেন; আপনি অশ্বদ্বয়াধিপতি, আপনি আমাদের জ্ঞানসম্পন্ন পুত্র সমৃদ্ধি, দেবগ্রাহ্য অন্ন ও যাগের যোগ্য দেববৃন্দের অনুগ্রহ প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

দীপ্তিমান ভগ, ধনের অধিপতি সূর্য ও বৃত্রনাশক ইন্দ্র, সমস্ত ধনবিজয়ী ঋভুক্ষা, বাজ ও পুরোন্ধি, এই সমস্ত অমর সত্বর উপস্থিত হয়ে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

আমরা ইন্দ্রের বীরত্ব কীর্তন করছি; তাঁর জরা নেই, তিনি যুদ্ধে কখনও পৃষ্ঠভঙ্গ করেন না,

অথচ জয়লাভ করেন; হে ইন্দ্র! প্রাচীনগণ, তাদের পশ্চাতে অবস্থানকারী জন বা কোনও নব্য লোক আপনার মতো বীরত্বলাভে সমর্থ হয়নি ॥৬॥

প্রধান রত্নদাতা বৃহস্পতির স্তব করো; তিনি ধন সকল বিভাগ ক'রে প্রদান করেন, তিনি স্তবকারীকে মহাসুখ প্রদান করেন ও ধনরাশিপূর্ণ হয়ে আহ্বানকারীর নিকট উপস্থিত হন ॥৭॥

হে বৃহস্পতি! আপনি মানুষগণকে রক্ষা করলে, শত্রুসমূহ তাদের হিংসা করতে সমর্থ হয় না এবং তাদের ধনলাভ ও উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ হয়। যে সকল ধনাঢ্য লোক অশ্ব, গো ও বস্ত্র দান করেন, তাদের ধনলাভ হোক ॥৮॥

যারা স্বয়ং সুখভোগ করে, অথচ স্তোত্রের দ্বারা সুখ প্রদান না করে, তাদের ধন ক্ষয় করুন; যারা যাগ ইত্যাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না ক'রে মন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ করে, হে ব্রহ্মণস্পতি! তারা সন্ততিসম্পন্ন হ'লেও আপনি তাদের সূর্য হ'তে পৃথক করুন অর্থাৎ অন্ধকারে নিমগ্ন করুন ॥৯॥

হে মরুৎবর্গ! যে ব্যক্তি রাক্ষসবর্গকে দেবযজ্ঞে আহ্বান করে, আপনারা চক্রহীন রথের দ্বারা তাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করুন; যে ব্যক্তি তুচ্ছ অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য স্বয়ং ঘর্মাক্ত হয় ও আপনাদের উপাসক আমার নিন্দা করে, তাকেও সেইরকম করুন ॥১০॥

যাঁর ধনুর্বাণ অতি উৎকৃষ্ট, যিনি সমস্ত ঔষধের অধিপতি, সেই রুদ্রের স্তব করো, বিশিষ্ট চিত্ত শান্তির জন্য রুদ্রর উপাসনা করো; নমস্কারের দ্বারা সেই দীপ্তিমান্ অসুরের পূজা করো ॥১১॥

বশীকৃত চিত্ত, লঘুহস্ত ঋভুবর্গ ও বিভুর দ্বারা কৃত, বর্ষণকারী ইন্দ্রের পত্নীস্বরূপ নদীসকল ও সরস্বতী ও দীপ্তিমতী রাকা সকলে সমুজ্জ্বল ও অভীষ্টবর্ষী, আমাদের ধন প্রদান করতে অভিলাষ করুন ॥১২॥

আমি মহান ও রক্ষাকারী ইন্দ্রকে হৃদয়ের সাথে নূতন ও সদ্যোজাত স্তব প্রদান করছি। ইন্দ্র বর্ষণকারী; তিনি কন্যাস্বরূপ, পৃথিবীর হিতের নিমিত্তে নদী সকলের রূপ বিধান ক'রে, এই জল আমাদের ব্যবহারের জন্য সম্পাদন করুন ॥১৩॥

হে উপাসক! তোমার উৎকৃষ্ট স্তব সেই শব্দায়মান গর্জনকারী ইলপতি পর্জন্যের নিকট নিশ্চিতভাবে উপস্থিত হোক; তিনি মেঘ সমূহকে ধারণ করেন; তিনি বারিবর্ষণ করেও স্বর্গ ও পৃথিবীকে বৈদ্যুতালোকে আলোকিত ক'রে গমন করেন ॥১৪॥

রুদ্রের তরুণ পুত্র মরুৎগণের বলের সমীপে এই আমার স্তোত্র সমধিকভাবে উপস্থিত হোক; ধনের ইচ্ছা আমাকে নিরন্তর উত্তেজিত করছে; নানা বর্ণের অশ্বে আরোহণ ক'রে যাঁরা যজ্ঞে গমন করেন, তাঁদের স্তব করো ॥১৫॥

ধনের নিমিত্ত এই স্তোত্র পৃথিবী, স্বর্গ, বৃক্ষ, ওষধিবর্গের নিকট উপস্থিত হোক; আমি যেন সমস্ত দেবতাকে আহ্বান ক'রে কৃতার্থ হই; মাতা পৃথিবী যেমন আমাদের নিগ্রহ বুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন ॥১৬॥

হে দেবগণ! আমরা যেন নিরন্তর নির্বিঘ্নে মহাসুখ ভোগ ক'রি ॥১৭॥

আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের এমন রক্ষা লাভ ক'রি, যা পূর্বে কেউ কখনও অনুভব করেনি, যা আনন্দদায়ক ও সুসম্পন্ন। হে অবিনশ্বর অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমাদের ঐশ্বর্য, বীর পুত্র ও সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান করুন ॥১৮॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৩ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : অত্রি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, একপদা (১৬)]

আ ধেনবঃ পয়সা তূর্ণ্যর্থা অমর্ধন্তীরুপ নো যন্তু মধ্বা।
মহো রায়ে বৃহতীঃ সপ্ত বিপ্রো ময়োভুবো জরিতা জোহবীতি॥ ১॥
আ সুষ্টুতী নমসা বর্তয়ধ্যৈ দ্যাবা বাজায় পৃথিবী অমৃধ্রে।
পিতা মাতা মধুবচাঃ সুহস্তা ভরে ভরে নো যশসাববিষ্টাম্॥ ২॥
অধ্বর্যবশ্চকৃবাংসো মধূনি প্র বায়বে ভরত চারু শুক্রম্।
হোতেব নঃ প্রথমঃ পাহ্যস্য দেব মধ্বো ররিমা তে মদায়॥ ৩॥
দশ ক্ষিপো যুঞ্জতে বাহূ অদ্রিং সোমস্য যা শমিতারা সুহস্তা।
মধ্বো রসং সুগভস্তির্গিরিষ্ঠাং চনিশ্চদদ্দুদুহে শুক্রমংশুঃ॥ ৪॥
অসাবি তে জুজুষাণায় সোমঃ ক্রত্বে দক্ষায় বৃহতে মদায়।
হরী রথে সুধুরা যোগে অর্বাগিন্দ্র প্রিয়া কৃণুহি হুয়মানঃ॥ ৫॥
আ নো মহীমরমতিং সজোষা গ্নাং দেবীং নমসা রাতহব্যাম্।
মধোর্মদায় বৃহতীমৃতজ্ঞামাগ্নে বহ পথিভির্দেবযানৈঃ॥ ৬॥
অঞ্জন্তি যং প্রথয়ন্তো ন বিপ্রা বপাবন্তং নাগ্নিনা তপন্তঃ।
পিতুর্ন পুত্র উপসি প্রেষ্ঠ আ ঘর্মো অগ্নিমৃতয়ন্নসাদি॥ ৭॥
অচ্ছা মহী বৃহতী শন্তমা গীর্দূতো ন গন্ত্বশ্বিনা হুবধ্যৈ।
ময়োভুবা সরথা যাতমর্বাগ্গন্তং নিধিং ধুরমাণির্ন নাভিম্॥ ৮॥
প্র তব্যসো নমউক্তিং তুরস্যাহং পূষ্ণ উত বায়োরদিক্ষি।
য রাধসা চোদিতারা মতীনাং যা বাজস্য দ্রবিণোদা উত ত্মন্॥ ৯॥
আ নামভির্মরুতো বক্ষি বিশ্বানা রূপেভির্জাতবেদা হুবানঃ।
যজ্ঞং গিরো জরিতুঃ সুষ্টুতিং চ বিশ্বে গন্ত মরুতো বিশ্ব ঊতী॥ ১০॥
আ নো দিবো বৃহতঃ পর্বতাদা সরস্বতী যজতা গন্তু যজ্ঞম্।
হবং দেবী জুজুষাণা ঘৃতাচী শগ্মাং নো বাচমুশতী শৃণোতু॥ ১১॥
আ বেধসং নীলপৃষ্ঠং বৃহন্তং বৃহস্পতিং সদনে সাদয়ধ্বম্।
সাদদ্যোনিং দম আ দীদিবাংসং হিরণ্যবর্ণমরুষং সপেম॥ ১২॥
আ ধর্ণসির্বৃহদ্দিবো ররাণো বিশ্বেভির্গন্ত্বোমভি র্হুবানঃ।
গ্না বসান ওষধীরমৃধ্রস্ত্রিধাতুশৃঙ্গো বৃষভো বয়োধাঃ॥ ১৩॥
মাতুষ্পদে পরমে শুক্র আয়োর্বিপন্যবো রাস্পিরাসো অগ্মন্।
সুশেব্যং নমসা রাতহব্যাঃ শিশুং মৃজন্ত্যায়বো ন বাসে॥ ১৪॥

বৃহদ্বয়ো বৃহতে তুভ্যমগ্নে ধিয়াজুরো মিথুনাসঃ সচন্ত।
দেবোদেবঃ সুহবো ভূতু মহ্যং মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ॥ ১৫॥
উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম॥ ১৬॥
সমশ্বিনোরবসা নূতনেন মায়োভুবা সুপ্রণীতী গমেম।
আ নো রয়িং বহতমোত বীরানা বিশ্বান্যমৃতা সৌভগানি॥ ১৭॥

মন্ত্রার্থ — দ্রুতগামী নদীসমূহ কোন অনিষ্ট উৎপাদন না ক'রে, মধুর রসের সাথে আমাদের নিকট আগমন করুক, জ্ঞানী উপাসক বিপুল ধনের নিমিত্ত আনন্দদায়ক সপ্ত মহানদীকে আহ্বান করেন ॥ ১ ॥

আমি অন্নলাভের জন্য উৎকৃষ্ট স্তব ও হব্যের দ্বারা হিংসারহিত স্বর্গ ও পৃথিবীকে প্রসন্ন করতে ইচ্ছা করছি; সুপ্রসিদ্ধ পিতৃভূত স্বর্গ ও মাতৃস্বরূপা প্রিয়বাদিনী মুক্তহস্তা পৃথিবী আমাদের প্রতি যুদ্ধে রক্ষা করুক ॥ ২ ॥

হে ঋত্বিক্‌বৃন্দ! তোমরা মধুর হব্য প্রস্তুত ক'রে সর্বাগ্রে বায়ুকে প্রচুর পরিমাণে প্রীত করো, দীপ্ত সোমরস প্রদান করো; হে দীপ্তিমান্ বায়ু! আপনি উল্লাসিত হবেন ব'লে আমরা সুমিষ্ট সোমরস প্রদান করছি, আপনি হোতার মতো অন্যান্য দেবগণের পূর্বে তা আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত পান করুন ॥ ৩ ॥

ঋত্বিকের দশটি সোমপেষক অঙ্গুলি ও সোমরস-নিঃসারণ-পটু দু'টি বাহু পাষাণ গ্রহণ করছে; কুশলাঙ্গুলিযুক্ত ঋত্বিক্ আনন্দিত হয়ে মধুর সোম হ'তে শৈলজ রস দোহন করছে এবং সোম হ'তে নির্মল রস নিঃসৃত হচ্ছে ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার সেবার জন্য কার্যে, আপনার বল বিধানের জন্য ও আপনার মহোল্লাসের জন্য সোমরস সমর্পিত হয়েছে; অতএব আমরা আপনাকে আহ্বান করছি, আপনি প্রিয় সুশিক্ষিত ও বিনম্র আপনার অশ্বদ্বয় রথে যোজনা ক'রে আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সুমধুর সোমপানে উল্লাসিত হবার জন্য দেবগন্তব্য পথের দ্বারা আমাদের নিকট গ্না দেবীকে আনয়ন করুন; সেই বলশালিনী দেবী সর্বত্র গমন করেন ও সমস্ত যজ্ঞ অবগত হন। স্তোত্রের সাথে এই দেবীকে হব্য সমর্পিত হয় ॥ ৬ ॥

জ্ঞানী ঋত্বিক্‌বর্গ যজ্ঞের কামনায় পিতৃক্রোড়ে পুত্রের মতো অগ্নির উপর হব্যপাত্র স্থাপন করেছেন; বোধ হচ্ছে যেন তারা একটি স্থূলকায় পশু অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করছেন ॥ ৭ ॥

পূজনীয়, মহান্ ও সুখদায়ক এই স্তব অশ্বিদ্বয়কে এই স্থানে আহ্বান করবার জন্য দূতের মতো গমন করুক; হে সুখদায়ক অশ্বিদ্বয়! তোমরা এক রথে আরোহণ ক'রে অর্পিত সোমের নিকটে আগমন করো; কারণ রথচক্রে কীল যেমন প্রয়োজনীয়, তোমরা সেই রকম ॥ ৮ ॥

আমি বলবান্ ও বেগগামী পূষা ও বায়ুর স্তব করছি; এঁরা উভয়েই ধন ও অন্নের জন্য লোকের বুদ্ধি উত্তেজিত করেন এবং উভয়েই ধন প্রদান করেন ॥ ৯ ॥

হে সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি! আমরা আপনাকে আহ্বান করছি, আপনি নানা নামধারী ও নানা আকৃতিসম্পন্ন মরুৎবর্গকে এইস্থানে আনয়ন করুন। হে অখিল মরুৎবর্গ! আপনারা রক্ষার সাথে যজমানের যজ্ঞে, স্তোত্রে ও পূজায় উপস্থিত হোন ॥ ১০ ॥

দেবী সরস্বতী স্বর্গ অথবা সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হ'তে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণ হোন এবং জলবর্ষণ ক'রে ও আমাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে স্বেচ্ছায় আমাদের এই সকল সুখকর স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

বলবান্, সৃষ্টিকারক, স্নিগ্ধাঙ্গ বৃহস্পতিকে যজ্ঞগৃহে স্থাপন করো, তিনি গৃহের মধ্যে অবস্থিত হয়ে সর্বত্র প্রভা বিস্তৃত করেছেন; তিনি হিরণ্যবর্ণ ও দীপ্তিমান্; আমরা তাঁর পূজা ক'রি ॥ ১২ ॥

অগ্নি সকলের ধারণকর্তা, অতি দীপ্তিশালী, অভীষ্টবর্ষী শিখা ও ঔষধি সমূহের দ্বারা সমাচ্ছাদিত। তিনি অপ্রতিহতগতি এবং লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ জ্বালাসমূহে পরিব্যাপ্ত। তিনি বর্ষণকারী ও অন্নদাতা। আমরা তাঁকে আহ্বান করছি, তিনি সমস্ত রক্ষার সাথে আগমন করুন ॥ ১৩ ॥

যজমানের হোতা প্রভৃতি হব্যপাত্রধারী ঋত্বিক্‌বৃন্দ জননী স্বরূপা পৃথিবীর উজ্জ্বল ও অত্যুৎকৃষ্ট স্থানে উত্তর বেদিতে গমন করেছে; লোকে জীবন বৃদ্ধির জন্য শিশুর অঙ্গসকল যেমন ঘর্ষণ করে, সেই রকম তাঁরা সদ্যোজাত কোমল প্রকৃতি অগ্নিকে স্তোত্রের সাথে হব্য প্রদান পূর্বক পোষণ করছে ॥ ১৪ ॥

হে অগ্নি! আপনি বলশালী; পরিণীত দম্পতি ধর্মকর্মের দ্বারা জীর্ণ হয়ে একত্রে আপনাকে প্রচুর হব্য প্রদান করছে। আমি যেন সমস্ত দেবতাকে আহ্বান ক'রে কৃতার্থ হই; তাঁরা যেন আমাদের প্রতি বিরুদ্ধ বুদ্ধি ধারণ না করেন ॥ ১৫ ॥

হে দেববৃন্দ! আমরা যেন নিরন্তর নির্বিঘ্নে মহাসুখ সম্ভোগ ক'রি ॥ ১৬ ॥

আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের এমন রক্ষা লাভ ক'রি, যা পূর্বে কেউ কখনও অনুভব করেনি, যা আনন্দদায়ক ও সুসম্পন্ন। হে অবিনশ্বর অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমাদের ঐশ্বর্য, বীর পুত্র ও সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান করুন ॥ ১৭ ॥

টীকা — ১৫ ঋকে ও অন্যান্য স্থানে স্ত্রী-পুরুষের একত্রে যজ্ঞ সম্পাদনের উল্লেখ আছে।— আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৪৪ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : কশ্যপের অপত্য অবৎসার। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

তং প্রত্নথা পূর্বথা বিশ্বথেমথা জ্যেষ্ঠতাতিং বর্হিষদং স্বর্বিদম।
প্রতীচীনং বৃজনং দোহসে গিরাশুং জয়ন্তমনু যাসু বর্ধসে॥ ১॥
শ্রিয়ে সুদৃশীরুপরস্য যাঃ স্বর্বিরোচমানঃ ককুভামচোদতে।
সুগোপা অসি ন দভায় সুক্রতো পরো মায়াভির্ঋত আস নাম তে॥ ২॥
অত্যং হবিঃ সচতে সচ্চ ধাতু চারিষ্টগাতুঃ স হোতা সহোভরিঃ।
প্রসর্স্রাণো অনু বর্হির্বৃষা শিশুর্মধ্যে যুবাজরো বিস্রুহা হিতঃ॥ ৩॥
প্র ব এতে সুযুজো যামন্নিষ্টয়ে নীচীরমুষ্মৈ যম্য ঋতাবৃধঃ।
সুযন্তুভিঃ সর্বশাসৈরভীশুভিঃ ক্রিবির্নামানি প্রবণে মুষায়তি॥ ৪॥

সঞ্জর্ভুরাণস্তরুভিঃ সুতেগৃভং বয়াকিনং চিত্তগর্ভাসু সুস্বরুঃ।
ধারবাকেম্বৃজুগাথ শোভসে বর্ধস্ব পত্নীরভি জীবো অধ্বরে॥ ৫॥
যাদৃগেব দদৃশে তাদৃগুচ্যতে সং ছায়য়া দধিরে সিধ্রয়াপ্স্বা।
মহীমস্মভ্যমুরুষামুরু জ্রয়ো বৃহৎসুবীরমনপচ্যুতং সহঃ॥ ৬॥
বেত্যগ্রুর্জনিবান্বা অতি স্পৃধঃ সমর্যতা মনসা সূর্যঃ কবিঃ।
ঘ্রংসং রক্ষন্তং পরি বিশ্বতো গয়মস্মাকং শর্ম বনবৎ স্বাবসুঃ॥ ৭॥
জ্যায়াংসমস্য যতুনস্য কেতুন ঋষিস্বরং চরতি যাসু নাম তে।
যাদৃশ্মিন্ধায়ি তমপস্যয়া বিদদ্য স্বয়ং বহতে সো অরং করৎ॥ ৮॥
সমুদ্রমাসামব তস্থে অগ্রিমা ন রিষ্যতি সবনং যস্মিন্নায়তা।
অত্রা ন হার্দি ক্রবণস্য রেজতে যত্রা মতির্বিদ্যতে পূতবন্ধনী॥ ৯॥
স হি ক্ষত্রস্য মনসস্য চিত্তিভিরেবাদস্য যজতস্য সধ্রেঃ।
অবৎসারস্য স্পৃণবাম রণ্বভিঃ শবিষ্ঠং বাজং বিদুষা চিদর্ধ্যম্॥ ১০॥
শ্যেন আসামদিতিঃ কক্ষ্যো মদো বিশ্ববারস্য যজতস্য মায়িনঃ।
সমন্যমন্যমর্থয়ন্ত্যেতবে বিদুর্বিষাণং পরিপানমন্তি তে॥ ১১॥
সদাপৃণো যজতো বি দ্বিষো বধীদ্বাহুবৃক্তঃ শ্রুতবিত্তর্যো বঃ সচা।
উভা স বরা প্রত্যেতি ভাতি চ যদীং গণং ভজতে সু প্রযাবভিঃ॥ ১২॥
সুতম্ভরো যজমানস্য সৎপতির্বিশ্বাসামূধঃ স ধিয়ামুদঞ্চনঃ।
ভরদ্ধেনু রসবচ্ছিশ্রিয়ে পয়োঽনুব্রুবাণো অধ্যেতি ন স্বপন্॥ ১৩॥
যো জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে যো জাগার তমু সামানি যন্তি।
যো জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ॥ ১৪॥
অগ্নির্জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তেঽগ্নির্জাগার তমু সামানি যন্তি।
অগ্নির্জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — প্রাচীন যজমানবৃন্দ, আমাদের পূর্ববর্তীগণ, সমস্ত প্রাণী ও আধুনিকবৃন্দ, যেমন ইন্দ্রের স্তব ক'রে পূর্ণ মনোরথ হয়েছেন, সেইরকম তুমিও তাঁর স্তব ক'রে পূর্ণকাম হও; তিনি দেবগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, কুশে আসীন, সর্বজ্ঞ, আমাদের সম্মুখবর্তী, বলশালী, বেগবান্ ও জয়শীল; এইরকম স্তবের দ্বারা তুমি তাঁর সম্বর্ধনা করতে পারবে ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্বর্গে প্রভা বিস্তার ক'রে মানবগণের হিতের জন্য সমস্ত দিকে আকর্ষণকারী মেঘের মধ্যে যে সুন্দর জলরাশি আছে, সে সমস্ত বর্ষণ করুন, আপনি সৎকর্মের দ্বারা মানবগণকে রক্ষা করুন, কিন্তু হিংসা করবেন না, আপনি শত্রুর মায়া অতিক্রম করুন, আপনার নাম সত্যলোকে বিদ্যমান আছে ॥ ২ ॥

তিনি অগ্নি—নিত্য, ফলসাধক ও বিশ্বধারক হব্য বহন করেন; তিনি অপ্রতিহতগতি, হোমনির্বাহক ও বলবিধায়ক। তিনি প্রধানতঃ কুশের উপর দিয়ে গমন করেন; তিনি ফলবর্ষণকারী,

শিশু তরুণ, জরারহিত এবং ওষধিগণের মধ্যে স্থাপিত ॥ ৩ ॥

যজমানের জন্য যাগবৃদ্ধিকারী এই সকল সূর্যকিরণ পরস্পর উত্তমভাবে সম্মিলিত হয়ে যজ্ঞভূমিতে গমন করবার অভিলাষে অবতীর্ণ হচ্ছে; বেগগামী ও সর্বনিয়ন্তা এই সমস্ত কিরণের দ্বারা কার্য ক'রে আদিত্য বারিরাশিকে নিম্নদেশে প্রেরণ করছেন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আপনার স্তোত্র অতি মনোহর, যখন নিঃসৃত সোমরস কাষ্ঠময় পাত্রে গৃহীত হয় এবং আপনি সেই রস গ্রহণ ক'রে মনোহর স্তব শ্রবণ ক'রে উল্লাসিত হন, সেই সময়ে উপাসকগণের মধ্যে আপনার বিশেষ শোভা হয়। হে জীবনদাতা! যজ্ঞে আপনার রক্ষাকারী শিখা সকল বর্ধিত করুন ॥ ৫ ॥

দেবতা যেমন দৃষ্ট হন, সেই রূপেই বর্ণিত হন, তাঁরা জলের মধ্যে সমবেত দীপ্তি সহকারে আপন রূপ ধারণ করেন; তাঁরা আমাদের পূজ্য ও প্রভূত ধন, মহাবেগ, অসংখ্য বীর্যশালী পুত্র ও অক্ষয় বল প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

এই সর্বদর্শী অগ্রগামী সূর্য শত্রুবৃন্দের সাথে যুদ্ধে অভিলাষী হয়ে, পত্নী উষা সমভিব্যাহারে সাহসপূর্বক অগ্রসর হচ্ছেন; ধন তাঁরই আয়ত্তাধীন; তিনি আমাদের উজ্জ্বল ও সর্বত্র রক্ষাকারী গৃহ ও পূর্ণ সুখ প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

হে দেবশ্রেষ্ঠ সূর্য বা অগ্নি! যজমান আপনার নিকট গমন করেন; আপনি উদয় ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা পরিজ্ঞাত হন; ঋত্বিকগণ আপনার সেই সকল স্তব করেন, যার দ্বারা আপনার নাম বর্ধিত হয়। তিনি যে কোন বিষয়ে কামনা করেন, কার্যের দ্বারা তা-ই লাভ করেন, এবং যিনি স্বেচ্ছায় পূজা করেন তিনি প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্ত হন ॥ ৮ ॥

আমাদের এই সমস্ত স্তবের মধ্যে প্রধান স্তোত্রগুলি সমুদ্রতুল্য সূর্যের নিকট উপস্থিত হয়। যে যজ্ঞগৃহে তাঁর স্তোত্রসমূহ বিস্তীর্ণ হয়, তার ক্ষয় হয় না। যে স্থানে পবিত্র সূর্যের প্রতি চিত্ত সমর্পিত হয়, সেখানে উপাসকের হৃদয়গত অভিলাষ বিফল হয় না ॥ ৯ ॥

তিনি নিশ্চয় সকলের স্তুত্য। এস আমরা ক্ষত্র, মনস, অবদ, যজত, সধ্রি ও অবৎসার নামক ঋষিগণ জ্ঞানি-ভোগ্য বলকর অন্ন, মনোহর চিন্তার দ্বারা পূর্ণ ক'রি ॥ ১০ ॥

বিশ্ববার, যজত ও মায়ী, এই তিন ঋষির সোমরসজনিত মত্ততা শ্যেন পক্ষীর মতো শীঘ্রগামী, অদিতির মতো বিস্তৃত এবং কক্ষ্যপূরক। তাঁরা সোমপান করবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে প্রার্থনা করছেন ও প্রচুর পান ক'রে অতিরিক্ত মত্ততা লাভ করছেন ॥ ১১ ॥

সদাপূর্ণ, যজত, বাহুবৃক্ত, শ্রুতবিৎ ও তর্য এই পঞ্চঋষি তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে শত্রুসংহার করুন। ঋষি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শ্রেষ্ঠ কামনা সকল লাভ ক'রে দীপ্তিমান হন, কারণ তিনি সুমিশ্রিত হব্য ও স্তোত্রের দ্বারা বিশ্বদেবগণের উপাসনা করেন ॥ ১২ ॥

সুতম্ভর যজ্ঞের যজমানের হোতা হয়ে সমস্ত যজ্ঞকার্য উর্ধ্বে উন্নীত করছেন। ধেনু সুরস দুগ্ধ প্রদান করছে; ঐ দুগ্ধ বিতরিত হচ্ছে; এই সমস্ত ক্রমানুসারে ঘোষণা ক'রে অবৎসার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক অধ্যয়ন করছেন ॥ ১৩ ॥

যে দেব সর্বদা জাগরিত থাকেন, ঋক্‌সকল তাঁকে কামনা করে। যে দেব সর্বদা জাগরিত থাকেন, এই সোম তাঁকে এই কথা বলে। হে অগ্নি! আমি যেন নিরত আপনার সহবাসে অবস্থান ক'রি ॥ ১৪ ॥

অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ও ঋক্‌সকল তাঁকে কামনা করে। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ও সামগান সমূহ তাঁকে প্রাপ্ত হয়। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ও এই সোম তাঁকে এই কথা বলে। হে

দেব! আমি যেন নিরন্তর আপনার সহবাসে অবস্থান করি ॥ ১৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে তাই সূক্তের শেষ দুই ঋক্ সম্বন্ধে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বক্তব্য অনুধাবনীয়। যথা—১৪ ঋকের অনুবাদ—যে দেবতা চৈতন্যস্বরূপ, প্রার্থনা সেই দেবতাকেই পেতে ইচ্ছা করে; যে দেবতা প্রজ্ঞানস্বরূপ, প্রার্থনা সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হয়; যে দেবতা চিরজাগরূক, সেই দেবতাকে সাধকের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব বলে—'আমি আপনার সখিত্বে নিত্যকাল থাকবো।" (নিত্যসত্যমূলক মন্ত্রের ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সাধকগণ চৈতন্যস্বরূপ ভগবানকে আরাধনা করেন।...মন্ত্রে ভগবানের নিত্যচৈতন্য অথবা প্রজ্ঞানস্বরূপত্বই বিশেষভাবে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করা হয়েছে)—ইত্যাদি॥ ১৫ ঋকের অনুবাদ—জ্ঞানদেব চৈতন্যস্বরূপ হন; আমাদের প্রার্থনা সেই জ্ঞানদেবকে পেতে ইচ্ছা করে; জ্ঞানদেব প্রজ্ঞানস্বরূপ হন; প্রার্থনা সেই দেবকেই প্রাপ্ত হয়; জ্ঞানদেব চিরজাগরূক হন; প্রদ্ধি সাধকের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব—'আমি আপনার সখিত্বে যেন নিত্যকাল থাকি', এমন সেই জ্ঞানদেবকে বলে। (ভাব এই যে,—সকল লোকে পরাজ্ঞান প্রার্থনা করে, শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সাথে যুক্ত হয়)—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৪৫ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : অত্রিবংশীয় সদাপৃণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বিদা দিবো বিষ্যন্নদ্রিমুক্থৈরায়ত্যা উষসো অর্চিনো গুঃ।
অপাবৃত ব্রজিনীরুৎস্বর্গাদ্বি দুরো মানুষীর্দেব আবঃ॥ ১॥
বি সূর্যো অমতিং ন শ্রিয়ং সাদোর্বাদ্গবাং মাতা জানতী গাৎ।
ধন্বর্ণসো নদ্যঃ খাদো অর্ণাঃ স্থূণেব সুমিতা দৃংহত দ্যৌঃ॥ ২॥
অস্মা উক্থায় পর্বতস্য গর্ভো মহীনাং জনুষে পূর্ব্যায়।
বি পর্বতো জিহীত সাধত দ্যৌরাবিবাসন্তো দসয়ন্ত ভূম॥ ৩॥
সূক্তেভির্বো বচোভির্দেবজুষ্টৈরিন্দ্রা ন্বগ্নী অবসে হুবধ্যৈ।
উক্থেভির্হি ষ্মা কবয়ঃ সুযজ্ঞা আবিবাসন্তো মরুতো যজন্তি॥ ৪॥
এতো ন্বদ্য সুধ্যো ভবাম প্র দুচ্ছুনা মিনবামা বরীয়ঃ।
আরে দ্বেষাংসি সনুতর্দধামায়াম প্রাঞ্চো যজমানমচ্ছ॥ ৫॥
এতা ধিয়ং কৃণবামা সখায়োঽপ যা মাতাঁ ঋণুত ব্রজং গোঃ।
যয়া মনুর্বিশিশিপ্রং জিগায় যয়া বণিগ্বঙ্কুরাপা পুরীষম্॥ ৬॥
অনূনোদত্র হস্তয়তো অদ্রিরার্চন্যেন দশ মাসো নবগ্বাঃ।
ঋতং যতী সরমা গা অবিন্দদ্বিশ্বানি সত্যাঙ্গিরাশ্চকার॥ ৭॥
বিশ্বে অস্যা ব্যুষি মাহিনায়াঃ সং যদ্গোভিরঙ্গিরসো নবন্ত।
উৎস আসাং পরমে সধস্থ ঋতস্য পথা সরমা বিদদ্গাঃ॥ ৮॥

আ সূর্যো যাতু সপ্তাশ্বঃ ক্ষেত্রং যদস্যোর্বিয়া দীর্ঘযাথে।
ঘুঃ শ্যেনঃ পতয়দন্ধো আচ্ছা যুবা কবির্দীদয়দ্গোষু গচ্ছন্॥ ৯॥
আ সূর্যো অরুহচ্ছুক্রমর্ণোঽযুক্ত যদ্ধরিতো বীতপৃষ্ঠাঃ।
উদ্না ন নাবমনয়ন্ত ধীরা আশৃণ্বতীরাপো অর্বাগতিষ্ঠন্॥ ১০॥
ধিয়ং বো অপ্সু দধিষে স্বর্ষাং যযাতরন্দশ মাসে নবগ্বাঃ।
অয়া ধিয়া স্যাম দেবগোপা অয়া ধিয়া তুতুর্যামাত্যংহঃ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — অঙ্গিরাবৃন্দ স্তব করাতে ইন্দ্র স্বর্গ হ'তে বজ্র নিক্ষেপ ক'রে নিগূঢ় ধেনুবর্গের পুনরুদ্ধার করেছেন। আগমনী উষার রশ্মিসমূহ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে। সূর্যদেব রাশীকৃত তমোনাশ ক'রে উদিত হয়েছেন এবং মানবগণের গৃহের দ্বার সকল উন্মুক্ত করেছেন ॥ ১ ॥

পদার্থসমূহ যে রকম ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করে, সূর্য সেই রকম আপন দীপ্তি বিস্তার করছেন। কিরণজালের জননীস্বরূপা উষা সূর্যের আগমন উৎপ্রেক্ষা ক'রে অন্তরিক্ষ হ'তে অবতীর্ণা হচ্ছেন। কূলঙ্কষা নদীসকল প্রবহমান বারিরাশির সাথে প্রবাহিত হচ্ছে। সুগঠিত স্তম্ভের মতো স্বর্গ সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে ॥ ২ ॥

মহাস্তুতি সমূহের প্রাচীন রচয়িতার মতো যে সময়ে আমি স্তব করছি, মেঘের গর্ভে অবস্থিত বারিরাশি আমার উপর পতিত হচ্ছে, মেঘ হ'তে জল পতিত হচ্ছে, আকাশ আপন কার্য সাধন করছে। যত্নসহকারে উপাসনাকারী অঙ্গিরাবৃন্দ ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান ক'রে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হচ্ছেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! আমি পরিত্রাণের জন্য দেবসেব্য উৎকৃষ্ট স্তোত্রের দ্বারা আপনাদের আহ্বান করছি। বস্তুতঃ সম্যক্ ভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী মরুৎবর্গের মতো কর্মতৎপর পরিচর্যাকারী জ্ঞানিগণ স্তোত্রের দ্বারা আপনাদের উপাসনা করেন ॥ ৪ ॥

অদ্য শীঘ্র আগমন করো; আমরা সৎকর্মের অনুষ্ঠান ক'রি; শত্রুগণের উন্মূলন ক'রি; প্রচ্ছন্ন শত্রুবর্গকে দূরীভূত ক'রি এবং সত্বর যজমানের অভিমুখে গমন ক'রি ॥ ৫ ॥

হে বন্ধুগণ! আগত হও, আমরা সেই স্তোত্র পাঠ ক'রি, যার দ্বারা অপহৃত ধেনুগণের গোষ্ঠ উদ্ঘাটিত হয়েছিল, যার দ্বারা মনু বিশিশিপ্রকে জয় করেছিলেন; যার দ্বারা বণিকের মতো কক্ষীবান্ জলের ইচ্ছায় বনে গমন ক'রে জল লাভ করেছিলেন ॥ ৬ ॥

এই যজ্ঞে ঋত্বিক্‌বৃন্দের হস্তের দ্বারা সঞ্চালিত পাষাণ খণ্ড হ'তে শব্দ উত্থিত হচ্ছে, যার দ্বারা নবগ্ব ও দশগ্বগণ ইন্দ্রের পূজা করেছিলেন; যে সময়ে সরমা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে ধেনুগণকে দর্শন করলেন এবং সমস্ত স্তব ইত্যাদি সফল হলো ॥ ৭ ॥

এই পূজনীয়া উষার উদয়ে যখন অঙ্গিরাবৃন্দ লব্ধ ধেনুগণের সাথে মিলিত হলেন, তখন সেই উৎকৃষ্ট যজ্ঞসভার উপযুক্ত দুগ্ধরাব হ'তে লাগলো; কারণ সরমা ধেনুগণকে সত্যপথে দর্শন করতে পারলেন ॥ ৮ ॥

সপ্ত অশ্বের অধিপতি সূর্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হোন, কারণ তাকে আয়াসসাধ্য পথের দ্বারা একটি সুদূরবর্তী গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হ'তে হবে, তিনি শ্যেন পক্ষীর মতো ক্ষিপ্রগামী হয়ে প্রদত্ত হব্যের উদ্দেশে অবতরণ করছেন; স্থিরযৌবন ও দূরদর্শী সেই দেব আপন রশ্মির মধ্যে অবস্থান ক'রে প্রভা বিস্তার করছেন ॥ ৯ ॥

সূর্য উজ্জ্বল বারিরাশির উপর আরোহণ করেছেন; তিনি উজ্জ্বল পৃষ্ঠ অশ্বগণের উপর আরোহণ করা মাত্রই জ্ঞানী উপাসকবৃন্দ পোতের মতো তাঁকে জলের উপর দিয়ে আকর্ষণ করছেন। বারিরাশি তাঁর আদেশ শ্রবণ ক'রে অবনত হয়েছে ॥ ১০॥

হে দেববর্গ! আমি জলের জন্য আপনাদের সর্বদায়ক স্তোত্র পাঠ করছি, যার দ্বারা নবগ্বগণ দশমাস সাধ্য যাগ সম্পাদন করেছেন। আমরা যেন এই স্তব পাঠ ক'রে দেববর্গের রক্ষণীয় হই এবং পাপের সীমা অতিক্রম ক'রি ॥ ১১ ॥

টীকা — ৬ ঋকে 'মনুর্বিশিশিপ্রং জিগায়' আছে।...'আর্য মনু শিপ্রহীন বর্বরদের জয় করেছিলেন' এই অর্থই সঙ্গত। এই সূক্তে বৈদিক যুগের কিছু ঐতিহাসিক সত্যের অবতারণা দেখা যায়। আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

৪৬ সূক্ত —

[দেবতা : ১মটি বিশ্বদেবগণ; শেষ দু'টির দেবপত্নীগণ। ঋষি : অত্রিবংশীয় প্রতিক্ষত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

হয়ো ন বিদ্বাঁ অযুজি স্বয়ং ধুরি তাং বহামি প্রতরণীমবস্যুবম্।
নাস্যা বশ্মি বিমুচং নাবৃতং পুনর্বিদ্বান্ পথঃ পুর এত ঋজু নেষতি ॥ ১ ॥
অগ্ন ইন্দ্র বরুণ মিত্র দেবাঃ শর্ধঃ প্রযন্ত মারুতোত বিষ্ণো।
উভা নাসত্যা রুদ্রো অধ গ্নাঃ পূষা ভগঃ সরস্বতী জুষন্ত ॥ ২ ॥
ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণাদিতিং স্বঃ পৃথিবীং দ্যাং মরুতঃ পর্বতাঁ অপঃ।
হুবে বিষ্ণুং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং ভগং নু শংসং সবিতারমূতয়ে ॥ ৩ ॥
উত নো বিষ্ণুরুত বাতো অস্রিধো দ্রবিণোদা উত সোমো ময়স্করৎ।
উত ঋভব উত রায়ে নো অশ্বিনোত ত্বষ্টোত বিভ্বানু মংসতে ॥ ৪ ॥
উত ত্যন্নো মারুতং শর্ধ আ গমদ্দিবিক্ষয়ং যজতং বর্হিরাসদে।
বৃহস্পতিঃ শর্ম পূষোত নো যমদ্বরূথ্যং বরুণো মিত্রো অর্যমা ॥ ৫ ॥
উত ত্যে নঃ পর্বতাসঃ সুশস্তয়ঃ সুদীতয়ো নদ্যস্ত্রামণে ভুবন্।
ভগো বিভক্তা শবসাবসা গমদুরুব্যচা অদিতিঃ শ্রোতু মে হবম্ ॥ ৬ ॥
দেবানাং পত্নীরুশতীরবন্তু নঃ প্রাবন্তু নস্তুজয়ে বাজসাতয়ে।
যাঃ পার্থিবাসো যা অপামপি ব্রতে তা নো দেবীঃ সুহবাঃ শর্ম যচ্ছত ॥ ৭ ॥
উত গ্না ব্যন্তু দেবপত্নীরিন্দ্রাণ্যগ্নায্যশ্বিনী রাট্।
আ রোদসী বরুণানী শৃণোতু ব্যন্তু দেবীর্য ঋতুর্জনীনাম্ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — জ্ঞানী প্রতিক্ষত্র শকটে অশ্বের মতো নিজেকে যজ্ঞভাবে নিয়োজিত করেছেন। আমি রক্ষা সেই অলৌকিক, রক্ষবিধায়ক ভার বহন করছি। আমি এই ভার বহন হ'তে মুক্তিলাভ করতে

ইচ্ছা ক'রি না। বারংবার এই ভার আমার প্রতি সমর্পিত হয়, এমনও অভিলাষ ক'রি না। মার্গ-অভিজ্ঞ বিদ্বানই অগ্রসর হয়ে সরল পথ দিয়ে মানবগণকে নীত করেন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র দেবগণ! আপনারা আমাদের বল প্রদান করুন। অথবা মরুৎবর্গ বা বিষ্ণু তা প্রদান করুন; নাসত্যদ্বয়, রুদ্র, দেবগণের পত্নীগণ, পূষা, ভগ ও সরস্বতী যেন আমাদের পূজায় প্রসন্ন হন ॥ ২ ॥

আমি রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নি, মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সূর্য, পৃথিবী, স্বর্গ, মরুৎবৃন্দ, মেঘ সকল, বারিরাশি বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি ও সবিতাকে আহ্বান করছি ॥ ৩ ॥

বিষ্ণু অথবা অহিংসাকারী বায়ু বা ধনদাতা সোম আমাদের সুখ প্রদান করুন এবং ঋভুগণ, অশ্বিদ্বয়, ত্বষ্টা কিংবা বিভ্বা আমাদের ঐশ্বর্য প্রদান করতে অনুকূল হোন ॥ ৪ ॥

পূজনীয়, স্বর্গনিবাসী মরুৎবর্গ কুশের উপর উপবেশন করবার জন্য আমাদের নিকট আগমন করুন এবং বৃহস্পতি, পূষা, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আমাদের সমস্ত গার্হস্থ্য সুখ প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

উৎকৃষ্ট স্তবের যোগ্য পর্বতসমূহ ও দানশীল নদীগণ আমাদের রক্ষা করুন, ধনদাতা দেব ভগ অন্ন ও রক্ষার সাথে আগমন করুন; সর্বব্যাপিনী অদিতি যেন আমার এই স্তব শ্রবণ করেন ॥ ৬ ॥

দেবপত্নীগণ আমাদের স্তব কামনা ক'রে আমাদের রক্ষা করুন; তাঁরা আমাদের এমন ভাবে রক্ষা করুন, যেন আমরা বলবান্ পুত্র ও প্রচুর অন্ন লাভ করতে পারি। হে দেবীগণ! আপনারা পৃথিবীতে অবস্থান করুন, অথবা অন্তরীক্ষে অবস্থান পূর্বক জলের উপর তত্ত্বাবধান করুন, আমরা আপনাদের হৃদয়ের সাথে আহ্বান করছি, আপনারা আমাদের সুখ প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

দেববৃন্দের ভার্যা, দেবীগণ হব্য ভোজন করুন; ইন্দ্রানী, অগ্নায়ী, দীপ্তিমতী অশ্বিনী, রোদসী, বরুণানী এঁরা প্রত্যেকে আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন; দেবগণ হব্য ভোজন করুন; দেবপত্নীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁরা স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৭ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : অত্রির অপত্য প্রতিরথ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রযুঞ্জতী দিব এতি ব্রুবাণা মহী মাতা দুহিতুর্বোধয়ন্তী।
আবিবাসন্তী যুবতির্মনীষা পিতৃভ্য আ সদনে জোহুবানা ॥ ১ ॥
অজিরাসস্তরদপ ঈয়মানা আতস্থিবাংসো অমৃতস্য নাভিম্।
অনন্তাস রবো বিশ্বতঃ সীং পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি পন্থাঃ ॥ ২ ॥
উক্ষা সমুদ্রো অরুষঃ সুপর্ণঃ পূর্বস্য যোনিং পিতুরা বিবেশ।
মধ্যে দিবো নিহিতঃ পৃশ্নিরশ্মা বি চক্রমে রজসস্পাত্যন্তৌ ॥ ৩ ॥
চত্বার ঈং বিভ্রতি ক্ষেময়ন্তো দশ গর্ভং চরসে ধাপয়ন্তে।
ত্রিধাতবঃ পরমা অস্য গাবো দিবশ্চরন্তি পরি সদ্যো অন্তান্ ॥ ৪ ॥

ইদং বপুর্নিবচনং জনাসশ্চরন্তি যন্নদ্যস্তস্থুরাপঃ।
দ্বে যদীং বিভৃতো মাতুরন্যে ইহেহ জাতে যম্যা সবন্ধু॥ ৫॥
বি তন্বতে ধিয়ো অস্মা অপাংসি বস্ত্রা পুত্রায় মাতরো বয়ন্তি।
উপপ্রক্ষে বৃষণো মোদমানা দিবস্পথা বধ্বো যন্ত্যচ্ছ॥ ৬॥
তদস্তু মিত্রাবরুণা তদগ্নে শং যোরস্মভ্যমিদমস্তু শস্তম্।
অশীমহি গাধমুত প্রতিষ্ঠাং নমো দিবে বৃহতে সাদনায়।॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — পরিচর্যাকারিণী, নিত্যতরুণী, পূজনীয়া ও পূজিতা উষা আহূত হয়ে শক্তিমতী জননীর মতো কন্যাস্বরূপ পৃথিবীর চৈতন্য বিধানপূর্বক মানবগণকে কার্যে প্রবর্তিত ক'রে স্বর্গ হ'তে রক্ষাকারী দেববৃন্দের সাথে যাগগৃহে আগমন করছেন ॥ ১॥

অসীম ও সর্বব্যাপী রশ্মি সমূহ প্রকাশনরূপ নিজ কর্তব্য সম্পাদন ক'রে অমর সূর্যমণ্ডলের সাথে একত্রে অবস্থানপূর্বক স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছে ॥ ২॥

জলবর্ষণকারী, দেববৃন্দের আনন্দবিধায়ক, দীপ্তিমান্ ও দ্রুতগামী রথ জনকস্বরূপ পূর্বদিকে প্রবেশ করেছে; পরে স্বর্গের মধ্যে নিহিত বিভিন্ন বর্ণ ও সর্বব্যাপী সূর্য অন্তরীক্ষের উভয় প্রান্তে অগ্রসর হচ্ছেন এবং জগৎ রক্ষা করছেন ॥৩॥

চারিজন ঋত্বিক নিজ কল্যাণ কামনা ক'রে তাঁর পুষ্টিসাধন করছে; দশ দিক্ আপন গর্ভজাত তাঁকে দৈনিক গতি সম্পাদনের জন্য প্রেরণ করছেন; তাঁর তিনরকম রশ্মি অন্তরীক্ষের সীমাসমূহ দ্রুত পরিভ্রমণ করছে ॥ ৪ ॥

হে ঋত্বিক্‌বর্গ! এই সম্মুখে স্থিত সূর্যমণ্ডল অতিশয় স্তবের যোগ্য। এ হতেই নদীসমূহ প্রবাহিত হয় এবং এতেই বারিরাশি অবস্থান করে। একে অন্তরীক্ষ ও তুল্যবল ও পরস্পর সম্বদ্ধ দিবা ও রাত্রি উভয়ে এবং এ হ'তে উৎপন্ন অন্যান্য ঋভুগণ সর্বত্র ধারণ ক'রে রয়েছেন ॥ ৫ ॥

এঁরই জন্য যজমানবৃন্দ স্তোত্র ও যজ্ঞ বিস্তার করেন, পুত্রস্বরূপ এঁরই জন্য মাতৃগণ উষা বা দিক্ সকল বস্ত্ররূপ কিরণ প্রস্তুত করেন; বর্ষণকারী সূর্যের সম্পর্কে হৃষ্ট হয়ে পত্নীস্বরূপ রশ্মিসমূহ আকাশ পথ দিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হয় ॥ ৬॥

হে মিত্র ও বরুণ! এই স্তোত্র গ্রহণ করুন; হে অগ্নি! আমাদের বিমিশ্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ সুখের উপায়ভূত এই স্তব গ্রহণ করুন, আমরা যেন স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রি। দীপ্তিমান্, শক্তিমান্ ও জগতের আশ্রয়ভূত সূর্যকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৮ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : অত্রির অপত্য প্রতিভানু। ছন্দ : জগতী]

কদু প্রিয়ায় ধাম্নে মনামহে স্বক্ষত্রায় স্বযশসে মহে বয়ম্।
আমেন্যস্য রজসো যদভ্র আঁ অপো বৃণানা বিতনোতি মায়িনী॥ ১॥

তা অত্নত বয়ুনং বীরবক্ষণং সমান্যা বৃতয়া বিশ্বমা রজঃ।
অপো অপাচীরপরা অপেজতে প্র পূর্বাভিস্তিরতে দেবযুর্জনঃ॥ ২॥
আ গ্রাবভিরহন্যেভিরক্তুভির্বরিষ্ঠং বজ্রমা জিঘর্তি মায়িনি।
শতং বা যস্য প্রচরন্ত্স্বে দমে সংবর্তয়ন্তো বি চ বর্তয়ন্নহা॥ ৩॥
তামসা রীতিং পরশোরিব প্রত্যনীকমখ্যং ভুজে অস্য বর্পসঃ।
সচা যদি পিতুমন্তমিব ক্ষয়ং রত্নং দধাতি ভবহূতয়ে বিশে॥ ৪॥
স জিহ্বয়া চতুরনীক ঋঞ্জতে চারু বসানো বরুণো যতন্নরিম্।
ন তস্য বিস্ম পুরুষত্বতা বয়ং যতো ভগঃ সবিতা দাতি বার্যম্॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — কখন আমরা সকলের প্রিয় ও পূজনীয় সেই বৈদ্যুত তেজের পূজা করবো? যা স্বাধীন বল ও যা নিজ অন্নে অন্নবান্! যখন আচ্ছাদানকারী আগ্নের শক্তি অপরিমেয় হয়ে প্রমাণযোগ্য অন্তরীক্ষে মেঘ সমূহের উপর বারিবর্ষণ করে ॥ ১॥

এই সমস্ত উষা ঋত্বিক্‌বৃন্দের গ্রহণীয় জ্ঞান বিস্তার করছে এবং অখিল জগৎকে এক রকম ব্যাপক দীপ্তির দ্বারা ব্যাপ্ত করছে। ধার্মিক লোক অতীত ও ভবিষ্যৎ উষা সকলকে অগ্রাহ ক'রে পুরোবর্তিনী উষা সকলের দ্বারা আপন বৃদ্ধির উন্নতি সাধন করছেন ॥ ২॥

ইন্দ্র অহোরাত্র প্রদত্ত হব্যের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে মায়াবী বৃত্রের নিমিত্ত আপন মহাবজ্র সুতীক্ষ্ণ করছেন; ইন্দ্ররূপী আদিত্যের শত রশ্মি দিনসমূহকে নিবর্তিত ও প্রবর্তিত ক'রে আপন গৃহস্বরূপ আকাশে বিচরণ করছে ॥ ৩॥

আমি পরশুর মতো অগ্নির ব্যবহার প্রত্যক্ষ করছি; আমি ভোগের জন্য সেই রূপবান্ আদিত্যের কিরণসমূহ কীর্তন করছি; কারণ সেই দেব সহায় হয়ে যজ্ঞস্থলে আহ্বানকারী যজমানকে অন্নপূর্ণ গৃহ ও রত্ন প্রদান করেন ॥ ৪॥

সেই অগ্নি রমণীয় তেজ ধারণপূর্বক অন্ধকার ও শত্রুগণের বিনাশ সাধন করে চতুর্দিকে জিহ্বার মতো শিখা বিস্তার ক'রে যজ্ঞে গমন করেন। আমরা তাঁর পুরুষত্ব অবগত নই; কারণ এই ভগ, সবিতা বাঞ্ছিত ধন প্রদান করেন ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৯ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : অত্রির অপত্য প্রতিপ্রভ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

দেবং বো অদ্য সবিতারমেষে ভগং চ রত্নং বিভজন্তমায়োঃ।
আ বাং নরা পুরুভুজা ববৃত্যাং দিবেদিবে চিদশ্বিনা সখীয়ন্॥ ১॥

প্রতি প্রয়াণমসুরস্য বিদ্বান্‌ত্সূক্তৈর্দেবং সবিতারং দুবস্য।
উপ ব্রুবীত নমসা বিজানঞ্জ্যেষ্ঠং চ রত্নং বিভজন্তমায়োঃ॥ ২॥
অদত্রয়া দয়তে বার্যাণি পূষা ভগো অদিতির্বস্ত উস্রঃ।
ইন্দ্রো বিষ্ণুর্বরুণো মিত্রো অগ্নিরহানি ভদ্রা জনয়ন্ত দস্মাঃ॥ ৩॥
তন্নো অনর্বা সবিতা বরূথং তৎসিন্ধব ইষয়ন্তো অনু গ্মন্।
উপ যদ্বোচে অধ্বরস্য হোতা রায়ঃ স্যাম পতয়ো বাজরত্নাঃ॥ ৪॥
প্র যে বসুভ্য ঈবদা নমো দুর্যে মিত্রে বরুণে সূক্তবাচঃ।
অবৈত্বভ্বং কৃণুতা বরীয়ো দিবস্পৃথিব্যোরবসা মদেম॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে যজমানবৃন্দ! অদ্য আমি তোমাদের জন্য মানবগণের মধ্যে ধন বিতরণকারী দে সবিতা ও ভগের সম্মুখবর্তী হয়েছি। হে অধিনায়কভূত বহুভোগকারী অশ্বিদ্বয়! আমি বন্ধুত্ব কামন ক'রে প্রত্যহ আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনা করছি ॥ ১॥

অসুর সবিতার উপস্থিতি অবগত হয়ে পবিত্র স্তোত্রের দ্বারা তাঁর উপাসনা করো। তিনি মানুষদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধন বিতরণ করেন, তা ঘোষণা ক'রে শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্তব করো ॥ ২॥

পূষা, ভগ ও অদিতি বরণীয় অন্ন দান করেন। উগ্র সূর্য তেজের দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করছেন। মনোজ্ঞ ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র ও অগ্নি সুখদায়ক দিবসের উৎপত্তি বিধান করেন ॥ ৩॥

অনিন্দনীয় সবিতা আমাদের অভিমত ধন প্রদান করুন, প্রবাহিত নদীসমূহ আমাদের নিকট তা আনয়ন করবার নিমিত্ত বেগবতী হোক। সেই জন্য যজ্ঞের হোতা হয়ে আমি এই সমস্ত স্তোত্র পাঠ করছি। আমরা যেন অন্ন ও নানা রকম ধনের অধিপতি হই ॥ ৪॥

যারা বসুগণের নিকট অন্নস্বরূপ পশুবলি প্রদান করেছে ও যারা মিত্র ও বরুণের স্তোত্র পাঠ করেছে, তাদের যেন অতুল ঐশ্বর্য হয়। হে দেবগণ! তাঁদের প্রচুর সুখ প্রদান করুন এবং আমরা যেন স্বর্গ ও পৃথিবীর রক্ষা লাভ ক'রে আনন্দিত হই ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆◆

— ৫০ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : অত্রির অপত্য স্বস্তি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

বিশ্বো দেবস্য নেতুর্মর্তো বুরীত সখ্যম্।
বিশ্বো রায় ইষুধ্যতি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে॥ ১॥
তে তে দেব নেতর্যে চেমাঁ অনুশসে।
তে রায়া তে হ্যা পৃচে সচেমহি সচথ্যৈঃ॥ ২॥

অতো ন আ নৃনতিথীনতঃ পত্নীর্দশস্যত।
আরে বিশ্বং পথেষ্ঠাং দ্বিষো যুযোতু যূযুবিঃ॥ ৩॥
যত্র বহ্নিরভিহিতো দুদ্রবদ্দ্রোণ্যঃ পশুঃ।
নৃমণা বীরপস্ত্যোঽর্ণা ধীরেব সনিতা॥ ৪॥
এষ তে দেব নেতা রথস্পতিঃ শং রয়িঃ।
শং রায়ে শং স্বস্তয় ইষঃ স্তুতো মনামহে দেবস্তুতো মনামহে॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — প্রত্যেক মানুষ দীপ্তিমান্ ও নেতা সূর্যের সখ্য প্রার্থনা করুক। প্রত্যেক মানুষ তাঁর নিকট ধন কামনা করুক। সে যেন পুত্রপৌত্র ইত্যাদির পোষণের জন্য ধন কামনা করে ॥ ১॥

হে দীপ্তিমান্ নেতা! এই সকল পূজক ও যারা অন্য দেবগণের পূজা করে, সকলেই আপনার উপাসক; আমাদের সকলেরই যেন ঐশ্বর্য ও সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয় ॥ ২॥

অতএব আমাদের অতিথি নেতা দেববৃন্দকে এবং দেবপত্নীবৃন্দকে পূজা করো। দীপ্তিমান্ পৃথক্কর্তা দেবগণ যেন আমাদের বিদ্বেষকারী ও শত্রুবৃন্দকে দূরীকৃত করেন ॥ ৩॥

যখন যজ্ঞে যাগবহনকারী যূপের যোগ্য পশু যূপকাষ্ঠের নিকট নীত হয়, সবিতা যজমানের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে বুদ্ধিমতী স্ত্রীর মতো গৃহ, অপত্য ও ধন প্রদান করেন ॥ ৪॥

হে নেতা দীপ্তিমান সবিতা! আপনার এই ধনপূর্ণ রক্ষাকারী রথ আমাদের সুখ বিধান করুক। পূজিত সবিতার উপাসক আমরা ধন, সুখ ও কল্যাণের জন্য তাঁর স্তব করছি। দেববৃন্দের উপাসক আমরা তাঁদের স্তব করছি ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫১ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : স্বস্তি। ছন্দ : গায়ত্রী, উষ্ণিক্, জগতী, অনুষ্টুপ্]

অগ্নে সুতস্য পীতয়ে বিশ্বৈরূমেভিরা গহি। দেবেভির্হব্যদাতয়ে॥ ১॥
ঋতধীতয় আ গত সত্যধর্মাণো অধ্বরম্। অগ্নেঃ পিবত জিহ্বয়া॥ ২॥
বিপ্রেভির্বিপ্র সন্ত্য প্রাতর্যাবভিরা গহি। দেবেভিঃ সোমপীতয়ে॥ ৩॥
অয়ং সোমশ্চমূ সুতোঽমত্রে পরি ষিচ্যতে। প্রিয় ইন্দ্রায় বায়বে॥ ৪॥
বায়বা যাহি বীতয়ে জুষাণো হব্যদাতয়ে। পিবা সুতস্যান্ধসো অভি প্রয়ঃ॥ ৫॥
ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সুতানাং পীতিমর্হথঃ। তাঞ্জুষেথামরেপসাবভি প্রয়ঃ॥ ৬॥
সুতা ইন্দ্রায় বায়বে সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
নিম্নং ন যন্তি সিন্ধবোঽভি প্রয়ঃ॥ ৭॥

সজূর্বিশ্বেভির্দেবেভিরশ্বিভ্যামুষসা সজূঃ।
আ যাহ্যগ্নে অত্রিবৎ সুতে রণ॥ ৮॥
সজূ র্মিত্রাবরুণাভ্যাং সজূঃ সোমেন বিষ্ণুনা।
আ যাহ্যগ্নে অত্রিবৎ সুতে রণ॥ ৯॥
সজূরাদিত্যৈর্বসুভিঃ সজূরিন্দ্রেণ বায়ুনা।
আ যাহ্যগ্নে অত্রিবৎ সুতে রণ॥ ১০॥
স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্বণঃ।
স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতনা॥ ১১॥
স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ।
বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ॥ ১২॥
বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে।
দেবা অবন্ত্বৃভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ॥ ১৩॥
স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি॥ ১৪॥
স্বস্তি পন্থামনু চরেম সূর্যচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সং গমেমহি॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আপনি সোমপান করবার নিমিত্ত অখিল রক্ষাকারী দেববৃন্দের সাথে যজমানের নিকটে আগমন করুন ॥ ১ ॥

শ্রদ্ধাসহকারে পূজিত, সত্যধারক দেববৃন্দ! আপনারা আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন এবং অগ্নির জিহ্বার দ্বারা হব্য পান করুন ॥ ২ ॥

হে জ্ঞানসম্পন্ন পূজনীয় অগ্নি! আপনি জ্ঞানী ও প্রাতরুত্থানশীল দেববর্গের সাথে সোমপানের জন্য আগমন করুন ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র ও বায়ুর প্রিয়পাত্রের উপর নিঃসৃত এই সোমরসের দ্বারা পাত্র পরিপূর্ণ হচ্ছে ॥ ৪ ॥

হে বায়ু! আপনি হব্যদাতার প্রতি প্রসন্ন হয়ে হব্য ভোজন ও নিষিক্ত সোমরস পান করবার জন্য আগমন করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! হে বায়ু! আপনাদের এই নিষিক্ত সোমরস পান করা কর্তব্য। হে সদয় দেববর্গ! অনুগ্রহপূর্বক তা পান করুন এবং হব্যের উদ্দেশে আগমন করুন ॥ ৬ ॥

দধিমিশ্রিত সোমরস সকল ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে সমর্পিত হয়েছে। নদী সমূহ যেমন নিম্নদেশে গমন করে, সেই রকম প্রদত্ত সোমরসও আপনাদের অভিমুখে গমন করছে ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! অখিল দেববর্গ, অশ্বিদ্বয় ও ঊষার সাথে আগমন করুন এবং অত্রির যজ্ঞে যেমন আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, সেইরকম নিষিক্ত সোমপান ক'রে আনন্দিত হোন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! মিত্র, বরুণ, সোম ও বিষ্ণুর সাথে আগমন করুন এবং অত্রির যজ্ঞে যেমন আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, নিষিক্ত সোমরস পান ক'রে সেইরকম আনন্দিত হোন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! আদিত্য, বসুগণ, ইন্দ্র ও বায়ুর সাথে আগমন করুন এবং অত্রির যজ্ঞে যেমন আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, নিষিক্ত সোমরস পান ক'রে সেইরকম আনন্দিত হোন ॥ ১০ ॥

অশ্বিদ্বয় আমাদের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। ভগ ও দেবী অদিতি আমাদের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। অপ্রতিহত প্রভাব অসুর পূষা আমাদের কল্যাণ বিধান করুন। বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন দ্যাবাপৃথিবী মঙ্গল বিধান করুন ॥ ১১ ॥

আমরা কল্যাণ কামনা ক'রে বায়ু ও জগতের রক্ষক সোমের স্তব করছি। আমরা মঙ্গল কামনায় সমস্ত দেবগণের সাথে বৃহস্পতির স্তব করছি। আদিত্যবর্গ আমাদের কল্যাণ বিধান করুন ॥ ১২ ॥

অদ্য সমস্ত দেবগণ কল্যাণ বিধানের উদ্দেশে আমাদের রক্ষা করুন, মানবৃন্দের হিতকারী গৃহদাতা অগ্নি কল্যাণ বিধানের উদ্দেশে আমাদের রক্ষা করুন। দীপ্তিমান্ ঋভুবৃন্দ কল্যাণ বিধানের উদ্দেশে আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! আমাদের মঙ্গল করুন। হে পথ্যা রেবতী! আমাদের মঙ্গল করুন। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদের মঙ্গল করুন। হে অদিতি! আমাদের মঙ্গল করুন ॥ ১৪ ॥

আমরা যেন সূর্য ও চন্দ্রের মতো নির্বিঘ্নে আমাদের পথে বিচরণ ক'রি। আমরা যেন উপকার পরিশোধকারী, কৃতজ্ঞ ও অসন্দিগ্ধচিত্ত বন্ধুগণের সাথে মিলিত হই ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১৪ ঋকে মূলে 'পথ্যে রেবতী' আছে। সায়ণের মতে, অন্তরীক্ষমার্গের অভিমানিনী দেবী বা তাদৃশী 'হে ধনবতী দেবী।' উলসনও বলেন—"Path of the firmament and Goddess of Riches." আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৫২ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

প্র শ্যাবাশ্ব ধৃষ্ণুয়ার্চা মরুদ্ভির্ঋক্বভিঃ।
যে অদ্রোঘমনুষ্বধং শ্রবো মদন্তি যজ্ঞিয়াঃ॥ ১॥
তে হি স্থিরস্য শবসঃ সখায়ঃ সন্তি ধৃষ্ণুয়া।
তে যামন্না ধৃষদ্বিনস্ত্মনা পান্তি শাশ্বতঃ॥ ২॥
তে স্যন্দ্রাসো নোক্ষণোঽতি স্কন্দন্তি শর্বরীঃ।
মরুতামধা মহো দিবি ক্ষমা চ মন্মহে॥ ৩॥
মরুৎসু বো দধীমহি স্তোমং যজ্ঞং চ ধৃষ্ণুয়া।
বিশ্বে যে মানুষা যুগা পান্তি মর্ত্যং রিষঃ॥ ৪॥
অর্হন্তো যে সুদানবো নরো অসামিশবসঃ।
প্র যজ্ঞং যজ্ঞিয়েভ্যো দিবো অর্চা মরুদ্ভ্যঃ॥ ৫॥

আ রুক্মৈরা যুধা নর ঋষ্বা ঋষ্টীরসৃক্ষত।
অন্বেনাঁ অহ বিদ্যুতো মরুতো জজ্ঝতীরিব ভানুরর্ত ত্মনা দিবঃ॥ ৬॥
যে বাবৃধন্ত পার্থিবা য উরাবন্তরিক্ষ আ।
বৃজনে বা নদীনাং সধস্থে বা মহো দিবঃ॥ ৭॥
শর্ধো মারুতমুচ্ছংস সত্যশবসমৃভ্বসম্।
উত স্ম তে শুভে নরঃ প্র স্যান্দ্রা যুজত ত্মনা॥ ৮॥
উত স্ম তে পরুষ্ণ্যামূর্ণা বসত শুন্ধ্যবঃ।
উত পব্যা রথানামদ্রিং ভিন্দন্ত্যোজসা॥ ৯॥
আপথয়ো বিপথয়োঽন্তস্পথা অনুপথাঃ।
এতেভির্মহ্যং নামভির্যজ্ঞং বিষ্টার ওহতে॥ ১০॥
অধা নরো ন্যোহতেঽধা নিযুত ওহতে।
অধা পারাবতা ইতি চিত্রা রূপাণি দর্শ্যা॥ ১১॥
ছন্দঃ স্তুভঃ কুভন্যব উৎসমা কীরিণো নৃতুঃ।
তে মে কে চিন্ন তায়ব উমা আসন্দৃশি ত্বিষে॥ ১২॥
যে ঋষ্বা ঋষ্টিবিদ্যুতঃ কবয়ঃ সন্তি বেধসঃ।
তমৃষে মারুতং গণং নমস্যা রময়া গিরা॥ ১৩॥
অচ্ছ ঋষে মারুতং গণং দানা মিত্রং ন যোষণা।
দিবো বা ধৃষ্ণব ওজসা স্তুতা ধীভিরিষণ্যত॥ ১৪॥
নু মন্বান এষাং দেবাঁ অচ্ছা ন বক্ষণা।
দানা সচেত সূরিভির্যামশ্রুতেভিরঞ্জিভিঃ॥ ১৫॥
প্র যে মে বংধ্বেষে গাং বোচন্ত সূরয়ঃ পৃশ্নিং বোচন্তে মাতরম্।
অধা পিতরমিষ্মিণং রুদ্রং বোচন্ত শিক্বসঃ॥ ১৬॥
সপ্ত মে সপ্ত শাকিন একমেকা শতা দদুঃ।
যমুনায়ামধি শ্রুতমুদ্রাধো গব্যং মৃজে নি রাধো অশ্ব্যং মৃজে॥ ১৭॥

মন্ত্রার্থ — হে শ্যাবাশ্ব! তুমি অধ্যবসায় সহকারে স্তবের যোগ্য মরুৎবর্গের পূজা করো; তাঁরা পূজনীয় এবং প্রত্যহ প্রদত্ত নির্দোষ হব্য লাভ ক'রে আনন্দ প্রকাশ করেন ॥ ১ ॥

তাঁরা সুদৃঢ় শক্তির অবিচলিত বন্ধু, তাঁরা দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে পথে পরিভ্রমণ ক'রে স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদের অসংখ্য পুত্র ভৃত্য ইত্যাদিকে রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

গমনশীল ও জলবর্ষণকারী মরুৎবর্গের রাত্রি সমূহ অতিক্রম ক'রে সর্বত্র বিচরণ করেন। অতএব সম্প্রতি আমরা মরুৎবর্গের স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রকাশিত শক্তির স্তব করছি ॥ ৩ ॥

অধ্যবসায় সহকারে মরুৎগণের স্তব করো ও তাঁদের হব্য প্রদান করো; কারণ তাঁরা সমস্ত মর্ত্যযুগে নশ্বর উপসককে বিঘ্ন হ'তে রক্ষা করেন ॥ ৪ ॥

পূজনীয়, দানশীল, যজ্ঞের নেতা ও সমধিক বলশালী স্বর্গীয় মরুৎবৃন্দকে যজ্ঞসাধন হব্য প্রদান করো ॥ ৫ ॥

বৃষ্টির নেতা ও বলশালী মরুৎবৃন্দ সমুজ্জ্বল আভরণ ও বিশেষ অস্ত্রের দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছেন এবং বিদ্যুৎরূপ ঋষ্টি নিক্ষেপ করছেন; তড়িৎগণও গর্জনকারী বারিরাশির মতো প্রত্যহ তাঁদের অনুসরণ করে। দীপ্তিমান্ মরুৎসঙ্ঘের প্রভা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বেগে নিঃসৃত হয় ॥ ৬ ॥

মরুৎবৃন্দ, পৃথিবী ও সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে অবস্থান পূর্বক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন; তাঁরা নদীবেগে ও বিস্তৃত স্বর্গ সমষ্টিতে বৃদ্ধি লাভ করেন ॥ ৭ ॥

সত্যবল ও অতি প্রবৃদ্ধ মরুৎশক্তির স্তব করো, বারিবর্ষণকারী মরুৎবর্গ ইতস্ততঃ বিচরণ করে স্বেচ্ছানুসারে আমাদের হিতের নিমিত্ত শ্রম স্বীকার করেন ॥ ৮ ॥

মরুৎবর্গ পুরুষ্ণী নামক নদীতে অবস্থান করেন ও সকলের পবিত্রতা বিধান ক'রে দীপ্তির দ্বারা নিজেদের আচ্ছাদিত করেন; তাঁরা বলপূর্বক রথচক্রের দ্বারা অদ্রি সকলকে বিদীর্ণ করেন ॥ ৯ ॥

যে সকল মরুৎ আমাদের অভিমুখবর্তী পথে বিচরণ করেন, অথবা যাঁরা নানাদিকে গমন করেন, কিংবা যাঁরা গিরিগুহার মধ্যে অবস্থান করেন, অথবা যাঁরা অনুকূল পথগামী, সেই সকল মরুৎ বিস্তৃত হয়ে আমার কল্যাণের নিমিত্ত হব্য স্বীকার করেন ॥ ১০ ॥

কখন নেতাগণ জগৎ রক্ষা করছেন; কখন একত্র মিলিত হয়ে তাঁরা জগৎ ধারণ ক'রে রয়েছেন; কখন বা তাঁরা দূরদেশবর্তী হয়ে গ্রহতারা মেঘ ইত্যাদিকে ধারণ করেন; এই রকমে তাঁদের নানা রকম মূর্তি প্রকাশিত হোক ॥ ১১ ॥

ছন্দোবদ্ধে স্তবকারিগণ জলের প্রার্থী হয়ে মরুৎবর্গের স্তব ক'রে গৌতমের পানের নিমিত্ত একটি কূপ প্রস্তুত করবার জন্য তাঁদের আনয়ন করেছিলেন; তার মধ্যে কতকগুলি মরুৎ তস্করের মতো অদৃশ্য হয়ে আমাকে রক্ষা করেছিলেন এবং কতকগুলি প্রাণরূপে শরীরের দীপ্তি সাধন করেছিলেন ॥ ১২ ॥

হে ঋষি শ্যাবাশ্ব! তুমি মনোহর বাক্যে সেই মরুৎসঙ্ঘের স্তব করো; তাঁরা দর্শনীয়, অস্ত্র সংসর্গে সমুজ্জ্বল, জ্ঞানসম্পন্ন ও সেই সমস্ত পদার্থের সৃষ্টিকারক ॥ ১৩ ॥

হে ঋষি! তুমি হব্য ও স্তোত্র সহকারে আদিত্যের মতো মরুৎবর্গের নিকট উপস্থিত হও। শক্তির দ্বারা বিশ্বের পরাভবকারী মরুৎগণ! আপনারা স্বর্গ বা অন্য কোন প্রদেশ হ'তে আগমন করুন, আমরা আপনাদের স্তব করছি ॥ ১৪ ॥

উপাসক যেন ব্যগ্রতা সহকারে তাঁদের স্তব করেও অন্য দেবতাকে নিজের সম্মুখে আনয়ন করতে অভিলাষী না হয়, সেই জ্ঞানসম্পন্ন দেববৃন্দের নিকটে নিজেদের অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করেন; কারণ দ্রুত গমনের জন্য প্রসিদ্ধ সেই মরুৎগণ পুরস্কার বিতরণ করেন ॥ ১৫ ॥

আমি তাঁদের উৎপত্তিক্রম অনুসন্ধান করায়, জ্ঞানী মরুৎগণ আমাকে এই উত্তর প্রদান করেছেন; তাঁরা বলেছেন পৃশ্নি তাঁদের জননী; বলশালী মরুৎগণ বলেছেন অন্নদাতা রুদ্র তাঁদের জনক ॥ ১৬ ॥

সপ্ত সপ্ত জন শক্তিমান্ মরুৎ এক এক জনে আমাকে এক শত ক'রে (ধেনু) প্রদান করুন; আমি যেন যমুনা নদীর তীরে প্রসিদ্ধ ধেনুধন লাভ ক'রি; আমি যেন অশ্বধন লাভ ক'রি ॥ ১৭ ॥

টীকা — ৬ ঋকে মূলে 'ঋষ্টি' আছে, সায়ণের মতে, এর অর্থ আয়ুধবিশেষ। উইলসন বলেন— "Javelins" অর্থাৎ বর্শা ॥ ১২ ঋকের 'কূপ নির্মাণ' প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, গৌতম ঋষি পিপাসিত হয়ে

জল যাচনা করলে মরুৎগণ দূরস্থ একটি কূপ উঠিয়ে গৌতমের নিকট আনয়ন করেছিলেন॥ ১৭ ঋক্ হ'তেই পৌরাণিক ৪৯ মরুতের উপাখ্যানের উৎপত্তি। ঐ ঋকেই যমুনা নদীর তীরের গাভীসমূহ সেই সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল ব'লে জানা যায়। এরপর ৭।১৮।১৯ ঋকে যমুনার আর একবার উল্লেখ আছে। ১০।৭৫।৫ ঋকে গঙ্গা ও যমুনার উল্লেখ আছে। এ ছাড়া ঋগ্বেদে গঙ্গা বা যমুনার উল্লেখ নেই। কেবল ৬।৪৫।৩১ ঋকে 'গাঙ্গ্যঃ' শব্দ আছে॥—প্রথম অষ্টকে মরুৎগণ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ আছে।

◆ ◆

— ৫৩ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : ককুপ্, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, পুরউষ্ণিক্, সতোবৃহতী, গায়ত্রী]

কো বেদ জানমেষাং কো বা পুরা সুম্নেম্বাস মরুতাম্। যদ্যুযুজ্রে কিলাস্যঃ॥ ১॥
ঐতান্রথেষু তস্থুষঃ কঃ শুশ্রাব কথা যযুঃ।
কস্মৈ সস্রুঃ সুদাসে অন্বাপয় ইলাভির্বৃষ্টয়ঃ সহ॥ ২॥
তে ম আহুর্য আযযুরূপ দ্যুভির্বিভির্মদে।
নরো মর্যা অরেপস ইমাৎ পশ্যন্নিতি ষ্টুহি॥ ৩॥
যে অঞ্জিষু যে বাশীষু স্বভানবঃ স্রক্ষু রুক্মেষু খাদিষু। শ্রায়া রথেষু ধন্বসু॥ ৪॥
যুষ্মাকং স্মা রথাঁ অনু মুদে দধে মরুতো জীরদানবঃ। বৃষ্টী দ্যাবো যতীরিব॥ ৫॥
আ যং নরঃ সুদানবো দদাশুষে দিবঃ কোশমচুচ্যবুঃ।
বি পর্জন্যং সৃজন্তি রোদসী অনু ধন্বনা যন্তি বৃষ্টয়ঃ॥ ৬॥
ততৃদানাঃ সিন্ধবঃ ক্ষোদসা রজঃ প্র সস্রুর্ধেনবো যথা।
স্যন্না অশ্বা ইবাধ্বনো বিমোচনে বি যদ্বর্তন্ত এন্যঃ॥ ৭॥
আ যাত মরুতো দিব আন্তরিক্ষাদমাদুত। মাব স্থাত পরাবতঃ॥ ৮॥
মা বো রসানিতভা কুভা ক্রুমুর্মা বঃ সিন্ধুর্নি রীরমৎ।
মা বঃ পরিষ্ঠাৎ সরয়ুঃ পুরীষিণ্যস্মে ইৎসুম্নমস্তু বঃ॥ ৯॥
তং বঃ শর্ধং রথানাং ত্বেষং গণং মারুতং নব্যসীনাম্। অনু প্র যন্তি বৃষ্টয়ঃ॥ ১০॥
শর্ধংশর্ধং ব এষাং ব্রাতং ব্রাতং গণংগণং সুশস্তিভিঃ। অনু ক্রামেম ধীতিভিঃ॥ ১১॥
কস্মা অদ্য সুজাতায় রাতহব্যায় প্র যযুঃ। এনা যামেন মরুত॥ ১২॥
যেন তোকায় তনয়ায় ধান্যং বীজং বহধ্বে অক্ষিতম্।
অস্মভ্যং তদ্ধত্তন যদ্ব ঈমহে রাধো বিশ্বায়ু সৌভগম্॥ ১৩॥
অতীয়াম্ নিদস্তিরঃ স্বস্তিভির্হিত্বাবদ্যমরাতীঃ।
বৃষ্ট্বী শং যোরাপ উস্রি ভেষজং স্যাম মরুতঃ সহ॥ ১৪॥

সুদেবঃ সমহাসতি সুবীরো নরো মরুতঃ স মর্ত্যঃ। যং ত্রায়ধ্বে স্যাম তে॥ ১৫॥
স্তুহি ভোজান্তস্তুবতো অস্য যামনি রণন্ গাবো ন যবসে।
যতঃ পূর্বাঁ ইব সখীরনু হ্বয় গিরা গৃণীহি কামিনঃ॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — পূর্বে যখন মরুৎগণ পৃষতীগণকে রথে যোজনা করেছিলেন, তখন কে এঁদের উৎপত্তির বিষয় অবগত ছিল? কেইবা এঁদের সুখের অংশভাগী ছিল? ॥ ১ ॥

তাঁরা কোথায় গমন করছেন? রথে আরূঢ় মরুৎগণকে সেই বিষয় বলতে কে শ্রবণ করেছেন? কোন্ দানশীল উপাসকের উপর তাঁদের মিত্রভূত বৃষ্টিসকল নানা অন্নের সাথে অবতরণ করবে? ॥ ২ ॥

যারা দীপ্তিমান্ অশ্বের উপর আরোহণ ক'রে আমার নিকটে হর্ষবিধায়ক সোমরস পান করবার জন্য আগমন করেছিলেন, সেই সকল মরুৎ আমাকে বলেছেন। যখন আমি সেই মূর্তিহীন, যজ্ঞকার্যের নেতা ও মানবগণের হিতকরকবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলাম, তখন তাঁরা আমাকে বলেছিলেন, হে ঋষি! আমাদের স্তব করো ॥ ৩ ॥

হে মরুৎগণ! যে সকল দীপ্তি আপনাদের আভরণে, অস্ত্রে, মাল্যে ও বক্ষের সুবর্ণ আভরণে ও পদের আভরণে শোভাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং রথ ও শরাসন আশ্রয় ক'রে বর্তমান রয়েছে, আমরা সেই সমুদয়ের স্তব করছি ॥ ৪ ॥

হে দানশীল মরুৎগণ! বৃষ্টির সময়ে সর্বত্র সঞ্চারিণী দীপ্তির মতো আপনাদের রথ দর্শন ক'রে আমি আনন্দ অনুভব ক'রি ॥ ৫ ॥

বৃষ্টির নেতা ও দানশীল মরুৎগণ হব্যদাতার জন্য অন্তরীক্ষ হ'তে জলের ভাণ্ডার স্বরূপ মেঘ সমূহকে বর্ষণ করেন; তাঁরা স্বর্গ ও পৃথিবীর জন্য বারিপূর্ণ মেঘসকল শিথিল করেন, পরে জলবর্ষণকারী মরুৎগণ প্রচুর জলের সাথে সর্বত্র ব্যাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

হে মরুৎগণ! মেঘ হ'তে বারিরাশি নিঃসৃত করলে দুগ্ধস্রাবিণী ধেনুগণের মতো সেই জল অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয় এবং অধ্বগমনার্থ, বিমুক্ত, দ্রুতগামী অশ্বগণের মতো নদী সকল মহাবেগে সর্বত্র প্রধাবিত হয় ॥ ৭ ॥

হে মরুৎবর্গ! আপনারা স্বর্গ হ'তে, অন্তরীক্ষ হ'তে, অথবা এই পৃথিবী হ'তে আগমন করুন; দূরে অবস্থান করবেন না ॥ ৮ ॥

হে মরুৎবর্গ! রসা, অনিতভা ও কুভা নামক নদীসকল এবং সর্বত্র গমনশীল সিন্ধু নদী আপনাদের যেন বিলম্ব উৎপাদন না করে। জলময়ী সরযূ যেন আপনাদের নিরুদ্ধ ক'রে না রাখে; আমরা যেন আপনাদের আগমনজনিত সুখ লাভ ক'রি ॥ ৯ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা দীপ্তিমান্ ও সর্বত্র গমনশীল, বৃষ্টি সকল আপনাদের অনুগমন করে। আমি আপনাদের স্তব করছি ॥ ১০ ॥

হে মরুৎগণ! আমরা যেন উৎকৃষ্ট স্তোত্র ও যজ্ঞসহকারে আপনাদের বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন দল ও প্রত্যেক দলের অনুসরণ ক'রি ॥ ১১ ॥

অদ্য মরুৎগণ এই রথে আরোহণ ক'রে কোন্ সুজাত হব্যদাতার নিকট গমন করবেন? ॥ ১২ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা যেমন সদয়চিত্তে পুত্র ও পৌত্রকে অক্ষয় ধান্যবীজ প্রদান করেন, আমাদেরও তা সেইরকম সদয়চিত্তে প্রদান করুন, কারণ আমরা আপনাদের নিকট জীবন পোষক

ও সৌভাগ্যজনক ঐশ্বর্য প্রার্থনা করছি ॥ ১৩॥

হে মরুৎগণ! আমরা যেন সৎকর্মের দ্বারা পাপ হ'তে অন্তরে অবস্থান পূর্বক আমাদের গূঢ় ও নিন্দাকারী শত্রুবর্গের উপর জয়লাভ ক'রি, আপনারা বৃষ্টিবর্ষণ করলে আমরা যেন বিমিশ্র সুখ, ধেনুসমূহ ও ঔষধ লাভ ক'রি ॥ ১৪॥

হে পূজিত ও নেতা মরুৎবর্গ! আপনারা যাকে রক্ষা করেন সে দেবগণের অনুগৃহীত ও প্রশস্ত পুত্র ইত্যাদি সম্পন্ন হয়; আমরা যেন সেই ব্যক্তির মতো হ'তে পারি ॥ ১৫॥

হে ঋষি! তুমি স্তবকারী এই যজমানের যজ্ঞে দানশীল মরুৎগণের স্তব করো; তৃণ ইত্যাদি ভক্ষণের জন্য গমনকারী ধেনুগণের মতো তাঁরা আনন্দিত হোন; গমনকারী মরুৎগণকে পুরাতন বন্ধুর মতো আহ্বান করো; স্তবে অভিলাষী মরুৎবর্গের উৎকৃষ্ট স্তোত্রের দ্বারা স্তব করো ॥ ১৬॥

টীকা — ৪ ঋকে মূলে 'অঞ্জিষু...খাদিষু' আছে। 'In ornaments, in arms, in garlands, in breastplates, in bracelets,'—উইলসন॥ ৯ ঋকে যে তিনটি নদীর নাম আছে, সেই তিনটি সিন্ধু নদীর পশ্চিমদিকের অর্থাৎ কাবুল প্রদেশের শাখা। কুভাকে এখন কাবুল নদী বলে। এই ঋকে যে সরযু নদীর নাম পাওয়া যায়, তা বোধহয় পাঞ্জাবের কোন নদী, এখনকার সরযূ নয়।

এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সম্ভব। মরুৎগণ অর্থে বায়ুনিবহ; তাঁরা ঈশ্বরের বিবেকরূপী বিভূতি-বিকাশ মাত্র।

◆ ◆

— ৫৪ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

প্র শর্ধায় মারুতায় স্বভানব ইমাং বাচমনজা পর্বতচ্যুতে।
ঘর্মস্তুভে দিব আ পৃষ্ঠয়জ্বনে দ্যুম্নশ্রবসে মহি নৃম্ণমর্চত॥ ১॥
প্র বো মরুতস্তবিষা উদন্যবো বয়োবৃধো অশ্বযুজঃ পরিজ্রয়ঃ।
সং বিদ্যুতা দধতি বাশতি ত্রিতঃ স্বরন্ত্যাপোঽবনা পরিজ্রয়ঃ॥ ২॥
বিদ্যুন্মহসো নরো অশ্মদিদ্যবো বাতত্বিষো মরুতঃ পর্বতচ্যুতঃ।
অব্দয়া চিন্মুহুরা হ্রাদুনীবৃতঃ স্তনয়দমা রভসা উদোজসঃ॥ ৩॥
ব্যক্তূন্ রুদ্রা ব্যহানি শিক্বসো ব্যন্তরিক্ষং বি রজাংসি ধূতয়ঃ।
বি যদজ্রাঁ অজথ নাব ঈং যথা বি দুর্গাণি মরুতো নাহ রিষ্যথ॥ ৪॥
তদ্বীর্যং বো মরুতো মহিত্বনং দীর্ঘং ততান সূর্যো ন যোজনম্।
এতা ন যামে অগৃভীতশোচিষোঽনশ্বদাং যন্ন্যযাতনা গিরিম্॥ ৫॥
অভ্রাজি শর্ধো মরুতো যদর্ণসং মোষথা বৃক্ষং কপনেব বেধসঃ।
অধ স্মা নো অরমতিং সজোষসশ্চক্ষুরিব যন্তমনু নেষথা সুগম্ ॥ ৬॥

ন স জীয়তে মরুতো ন হন্যতে ন স্রেধতি ন ব্যথতে ন রিষ্যতি।
নাস্য রায় উপ দস্যন্তি নোতয় ঋষিং বা যং রাজানং বা সুষূদথ॥ ৭॥
নিয়ুত্বন্তো গ্রামজিতো যথা নরোঽর্যমণো ন মরুতঃ কবন্ধিনঃ।
পিন্বন্ত্যুৎসং যদিনাসো অস্বরন্ব্যুন্দন্তি পৃথিবীং মধ্বো অন্ধসা॥ ৮॥
প্রবত্বতীয়ং পৃথিবী মরুদ্ভ্যঃ প্রবত্বতী দ্যৌর্ভবতি প্রয়দ্ভ্যঃ।
প্রবত্বতীঃ পথ্যা অন্তরিক্ষ্যাঃ প্রবত্বন্তঃ পর্বতা জীরদানবঃ॥ ৯॥
যন্মরুতঃ সভরসঃ স্বর্ণরঃ সূর্য উদিতে মদথা দিবো নরঃ।
ন বোঽশ্বাঃ শ্রথয়ন্তাহ সিস্রতঃ সদ্যো অস্যাধ্বনঃ পারমশ্নুথ॥ ১০॥
অংসেষু ব ঋষ্টয়ঃ পৎসু খাদয়ো বক্ষঃসু রুক্মা মরুতো রথে শুভঃ।
অগ্নিভ্রাজসো বিদ্যুতো গভস্ত্যোঃ শিপ্রাঃ শীর্ষসু বিততা হিরণ্যয়ীঃ॥ ১১॥
তং নাকমর্যো অগৃভীতশোচিষং রুশৎপিপ্পলং মরুতো বি ধূনুথ।
সমচ্যন্ত বৃজনাতিত্বিষন্ত যৎস্বরন্তি ঘোষং বিততমৃতায়বঃ॥ ১২॥
যুষ্মাদত্তস্য মরুতো বিচেতসো রায়ঃ স্যাম রথ্যো বয়স্বতঃ।
ন যো যুচ্ছতি তিষ্যো যথা দিবো স্মে রারন্ত মরুতঃ সহস্রিণম্॥ ১৩॥
যূয়ং রয়িং মরুতঃ স্পার্হবীরং যূয়মৃষিমবথ সামবিপ্রম্।
যূয়মর্বন্তং ভরতায় বাজং যূয়ং ধত্থ রাজানং শ্রুষ্টিমন্তম্॥ ১৪॥
তদ্বো যামি দ্রবিণং সদ্য উতয়ো যেনা স্বর্ণ ততনাম নৃরভি।
ইদং সু মে মরুতো হর্যতা বচো যস্য তরেম তরসা শতং হিমাঃ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — এই স্তুতির দ্বারা মরুৎবলের প্রশংসা করো; মরুৎগণ আপন বলে বলীয়ান্, পর্বতগণের উৎপাটনকারী, উত্তাপনাশক, স্বর্গ হ'তে আগত, পরিচিত যজ্ঞে ও প্রচুর অন্নদাতা; তাঁদের প্রচুর হব্য প্রদান করো ॥ ১॥

হে মরুৎগণ! আপনারা দীপ্তিমান্, বারিবর্ষক ও অন্নবর্ধক; আপনারা রথে অশ্ব যোজনা ক'রে সর্বত্র গমন করেন ও বিদ্যুতের সাথে মিলিত হন; সেই সময়ে ত্রিত গর্জন করেন এবং সর্বব্যাপিনী বারিধারা ধরাতলে পতিত হয় ॥ ২॥

প্রখর দীপ্তিশালী, বারিবর্ষক, অস্তব্যাপ্ত, দীপ্তিমান্, পর্বতভেদী, নিরন্তর বৃষ্টিদাতা, বজ্রধারী, সমবেত গর্জনকারী, উদ্যোগশালী ও সমধিক বলসম্পন্ন মরুৎবর্গ বৃষ্টির জন্য আবির্ভূত হচ্ছেন ॥ ৩॥

হে রুদ্রের পুত্রগণ! আপনারা দিবা ও রাত্রি প্রবর্তিত করেন। হে শক্তিসম্পন্নবৃন্দ! আপনারা অন্তরীক্ষ ও জগৎ সমুদয় বিক্ষিপ্ত করেন। হে কম্পনবিধায়িগণ! আপনারা সমুদ্র গর্ভস্থ নৌকার মতো মেঘসমূহকে বিধুনিত করেন। আপনারা শত্রুবর্গের দুর্গসমূহ বিধ্বস্ত করেন, অথচ হে মরুৎগণ! আপনারা হিংসা করেন না ॥ ৪॥

হে মরুৎবর্গ! সূর্য যেমন বহুদূরে আপন দীপ্তি বিস্তার করেন, অথবা বিচিত্রবর্ণ দেববৃন্দের অশ্ব সকল যেমন দূরগামী হয়, সেইরকম আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ বীর্য, আপনাদের গৌরব সুদূরব্যাপ্ত করেছে। হে অসীম দীপ্তিশালী মরুৎগণ! আপনারা বারিবর্ষণে প্রতিবন্ধক মেঘকে বিদীর্ণ করেছেন ॥ ৫॥

হে বৃষ্টিবর্ষণকারী মরুৎগণ! যে সময়ে জলপূর্ণ মেঘকে বিক্ষিপ্ত ক'রে বৃষ্টিপাত করেন, সেই সময়ে আপনাদের বল প্রকাশিত হয়। নেত্র যেমন পথপ্রদর্শক হয়, সেইরকম আপনারা সকলে পরস্পর সমবেত ও প্রসন্নচিত্ত হয়ে পথ প্রদর্শন পূর্বক আমাদের সুগম পথের দ্বারা ঐশ্বর্য সমীপে নীত করুন ॥ ৬ ॥

হে মরুৎগণ! যে ঋষি বা রাজাকে আপনারা প্রবর্তিত করেন, তিনি পরাজিত বা নিহত হন না। তাঁর ক্ষয়, যন্ত্রণা ও ক্ষতি হয় না; তাঁর ধন বা নিরাপদতার হ্রাস হয় না ॥ ৭ ॥

নিযুৎ নামক অশ্বগণের অধিপতি, পদার্থ সকলের সংশ্লেষনাশক, যাগ ইত্যাদি কার্যের নেতা ও আদিত্যগণের মতো দীপ্তিশালী মরুৎগণ বারিরাশি প্রদান করেন। যখন তাঁরা একাধিপত্য লাভ করেন, সেই সময়ে তাঁরা মেঘকে জলপূর্ণ করেন এবং উচ্চৈঃস্বরে গর্জন ক'রে তাঁরা সুমধুর সারভূত জলের দ্বারা পৃথিবীকে আর্দ্র করেন ॥ ৮ ॥

এই পৃথিবী মরুৎগণের জন্য সুবিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে। বিস্তৃত স্বর্গ প্রবহমান বায়ুর জন্য অবস্থিত আছে। অন্তরীক্ষস্থিত পথ সকল তাঁদের গতির নিমিত্ত বিস্তৃত রয়েছে। তাঁদেরই জন্য বিস্তৃত মেঘ সকল সত্বর বারিবর্ষণ করে ॥ ৯ ॥

হে বলশালী নেতা, স্বর্গের পথপ্রদর্শক মরুৎগণ! সূর্য উদিত হ'লে যখন আপনারা সোমরস পানের জন্য উল্লসিত হন, সেই সময়ে আপনাদের অশ্বগুলি গমনে শৈথিল্য প্রকাশ করে না। আপনারাও এই অখিল ত্রিভুবন মার্গের পারে উত্তীর্ণ হন ॥ ১০ ॥

হে মরুৎগণ। আপনাদের স্কন্ধদেশে অস্ত্রসকল, পাদদেশে কটক। বক্ষঃস্থলে সুবর্ণময় আভরণ এবং রথের উপর শোভমান দীপ্তি রয়েছে। আপনাদের হস্তদ্বয়ে অগ্নির দ্বারা প্রদীপ্ত বিদ্যুৎ সকল শোভা পায় এবং মস্তকের উপরে কনকময় উষ্ণীষ সকল বিস্তৃত থাকে ॥ ১১ ॥

হে মরুৎগণ! যে সময়ে আপনারা গমন করেন, সেই সময়ে অপ্রতিহত দীপ্তিশালী স্বর্গ ও সমুজ্জ্বল বারিরাশি বিচলিত হ'তে থাকে। যখন আপনারা আমার প্রদত্ত হব্য ভোজন ক'রে বলশালী হন ও উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি প্রকাশ করেন এবং যখন আপনারা বারিবর্ষণ করতে অভিপ্রায় করেন, সেই সময়ে আপনারা ভীষণভাবে গর্জন করতে থাকেন ॥ ১২ ॥

হে জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ! রথের অধিপতি আমরা যেন আপনাদের প্রদত্ত অন্নরূপ ধনের অধিকারী হই; সূর্যের যেমন আকাশ হ'তে লয় নেই, সেইরকম সেই ধনের বিলয় নেই। অতএব, হে মরুৎগণ! আমাদের অপরিমিত ধনের দ্বারা আনন্দিত করুন ॥ ১৩ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা ধন ও বাঞ্ছনীয় পুত্র ভৃত্য ইত্যাদি প্রদান করুন; আপনারা সামগায়ক ঋষিকে র'ক্ষা করুন। আমি দেববৃন্দের হোম করছি, আপনারা আমাকে অশ্ব ও অন্ন দান করুন; আপনারা রাজাকে সমৃদ্ধশালী করুন ॥ ১৪ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা রক্ষাকরণে তৎপর ব'লে আমি আপনাদের নিকট ধন প্রার্থনা করছি। সূর্য যেমন আপন রশ্মি বহু দূরে বিস্তৃত করেন, সেই রকম সেই ধনের দ্বারা আমরা পুত্র-ভৃত্য ইত্যাদি গণকে সুদূর ব্যাপ্ত করতে পারবো। হে মরুৎগণ! আপনারা আমার এই স্তবে প্রসন্ন হোন, যেন এই স্তোত্রের বলে আমরা শত হেমন্ত অতিক্রম করবো অর্থাৎ শত বৎসর জীবিত থাকবো ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১১ ঋকে 'অংসেষু....রুক্মা' আছে। 'Lances...upon your shoulders, anklets on your feet, golden cuirasses on your breasts.'—উইলসন। আবার, এই ঋকেই 'শিপ্রাঃ...হিরণ্যয়ীঃ' আছে। 'Golden tiaras are towering on your heads.'—ঐ ॥ শেষ ঋকের বক্তব্য অনুসারে মানুষের

হে বৃষ্টিবর্ষণকারী মরুৎগণ! যে সময়ে জলপূর্ণ মেঘকে বিক্ষিপ্ত ক'রে বৃষ্টিপাত করেন, সেই সময়ে আপনাদের বল প্রকাশিত হয়। নেত্র যেমন পথপ্রদর্শক হয়, সেইরকম আপনারা সকলে পরস্পর সমবেত ও প্রসন্নচিত্ত হয়ে পথ প্রদর্শন পূর্বক আমাদের সুগম পথের দ্বারা ঐশ্বর্য সমীপে নীত করুন ॥ ৬ ॥

হে মরুৎগণ! যে ঋষি বা রাজাকে আপনারা প্রবর্তিত করেন, তিনি পরাজিত বা নিহত হন না। তাঁর ক্ষয়, যন্ত্রণা ও ক্ষতি হয় না; তাঁর ধন বা নিরাপদতার হ্রাস হয় না ॥ ৭ ॥

নিযুৎ নামক অশ্বগণের অধিপতি, পদার্থ সকলের সংশ্লেষনাশক, যাগ ইত্যাদি কার্যের নেতা ও আদিত্যগণের মতো দীপ্তিশালী মরুৎগণ বারিরাশি প্রদান করেন। যখন তাঁরা একাধিপত্য লাভ করেন, সেই সময়ে তাঁরা মেঘকে জলপূর্ণ করেন এবং উচ্চৈঃস্বরে গর্জন ক'রে তাঁরা সুমধুর সারভূত জলের দ্বারা পৃথিবীকে আর্দ্র করেন ॥ ৮ ॥

এই পৃথিবী মরুৎগণের জন্য সুবিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে। বিস্তৃত স্বর্গ প্রবহমান বায়ুর জন্য অবস্থিত আছে। অন্তরীক্ষস্থিত পথ সকল তাঁদের গতির নিমিত্ত বিস্তৃত রয়েছে। তাঁদেরই জন্য বিস্তৃত মেঘ সকল সত্বর বারিবর্ষণ করে ॥ ৯ ॥

হে বলশালী নেতা, স্বর্গের পথপ্রদর্শক মরুৎগণ! সূর্য উদিত হ'লে যখন আপনারা সোমরস পানের জন্য উল্লসিত হন, সেই সময়ে আপনাদের অশ্বগুলি গমনে শৈথিল্য প্রকাশ করে না। আপনারাও এই অখিল ত্রিভুবন মার্গের পারে উত্তীর্ণ হন ॥ ১০ ॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের স্কন্ধদেশে অস্ত্রসকল, পাদদেশে কটক। বক্ষঃস্থলে সুবর্ণময় আভরণ এবং রথের উপর শোভমান দীপ্তি রয়েছে। আপনাদের হস্তদ্বয়ে অগ্নির দ্বারা প্রদীপ্ত বিদ্যুৎ সকল শোভা পায় এবং মস্তকের উপরে কনকময় উষ্ণীষ সকল বিস্তৃত থাকে ॥ ১১ ॥

হে মরুৎগণ! যে সময়ে আপনারা গমন করেন, সেই সময়ে অপ্রতিহত দীপ্তিশালী স্বর্গ ও সমুজ্জ্বল বারিরাশি বিচলিত হ'তে থাকে। যখন আপনারা আমার প্রদত্ত হব্য ভোজন ক'রে বলশালী হন ও উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি প্রকাশ করেন এবং যখন আপনারা বারিবর্ষণ করতে অভিপ্রায় করেন, সেই সময়ে আপনারা ভীষণভাবে গর্জন করতে থাকেন ॥ ১২ ॥

হে জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ! রথের অধিপতি আমরা যেন আপনাদের প্রদত্ত অন্নরূপ ধনের অধিকারী হই; সূর্যের যেমন আকাশ হ'তে লয় নেই, সেইরকম সেই ধনের বিলয় নেই। অতএব, হে মরুৎগণ! আমাদের অপরিমিত ধনের দ্বারা আনন্দিত করুন ॥ ১৩ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা ধন ও বাঞ্ছনীয় পুত্র ভৃত্য ইত্যাদি প্রদান করুন; আপনারা সামগায়ক ঋষিকে র'ক্ষা করুন। আমি দেববৃন্দের হোম করছি, আপনারা আমাকে অশ্ব ও অন্ন দান করুন; আপনারা রাজাকে সমৃদ্ধশালী করুন ॥ ১৪ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা রক্ষাকরণে তৎপর ব'লে আমি আপনাদের নিকট ধন প্রার্থনা করছি। সূর্য যেমন আপন রশ্মি বহু দূরে বিস্তৃত করেন, সেই রকম সেই ধনের দ্বারা আমরা পুত্র-ভৃত্য ইত্যাদি গণকে সুদূর ব্যাপ্ত করতে পারবো। হে মরুৎগণ! আপনারা আমার এই স্তবে প্রসন্ন হোন, যেন এই স্তোত্রের বলে আমরা শত হেমন্ত অতিক্রম করবো অর্থাৎ শত বৎসর জীবিত থাকবো ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১১ ঋকে 'অংসেষু...রুক্মা' আছে। 'Lances...upon your shoulders, anklets on your feet, golden cuirasses on your breasts.'—উইলসন। আবার, এই ঋকেই 'শিপ্রাঃ....হিরণ্যয়ীঃ' আছে। 'Golden tiaras are towering on your heads.'—ঐ ॥ শেষ ঋকের বক্তব্য অনুসারে মানুষের

পরমায়ুর সীমা শত বৎসর বোধিত হচ্ছে।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৫৫ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

প্রযজ্যবো মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ো বৃহদ্বয়ো দধিরে রুক্মবক্ষসঃ।
ঈয়ন্তে অশ্বৈঃ সুযমেভিরাশুভিঃ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত॥ ১॥
স্বয়ং দধিধ্বে তবিষীং যথা বিদ বৃহন্মহান্ত উর্বিয়া বিরাজথ।
উতান্তরিক্ষং মমিরে ব্যোজসা শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত॥ ২॥
সাকং জাতাঃ সুভ্বঃ সাকমুক্ষিতাঃ শ্রিয়ে চিদা প্রতরং বাবৃধুর্নরঃ।
বিরোকিণঃ সূর্যস্যেব রশ্ময়ঃ শুভং যাতামনু রতা অবৃৎসত॥ ৩॥
আভূষেণ্যং বো মরুতো মহিত্বনং দিদৃক্ষেণ্যং সূর্যস্যেব চক্ষণম্।
উতো অস্মাঁ অমৃতত্বে দধাতন শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত॥ ৪॥
উদীরয়থা মরুতঃ সমুদ্রতো যূয়ং বৃষ্টিং বর্ষয়থা পুরীষিণঃ।
ন বো দস্রা উপ দস্যন্তি ধেনবঃ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত॥ ৫॥
যদশ্বান্ধূর্ষু পৃষতীরযুগ্‌ধ্বং হিরণ্যয়ান্ প্রত্যৎকাঁ অমুগ্‌ধ্বম্।
বিশ্বা ইৎস্পৃধো মরুতো ব্যস্যথ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত॥ ৬॥
ন পর্বতা ন নদ্যো বরন্ত বো যত্রাচিধ্বং মরুতো গচ্ছথেদু তৎ।
উত দ্যাবাপৃথিবী যাথনা পরি শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত॥ ৭॥
যৎপূর্ব্যং মরুতো যচ্চ নূতনং যদুদ্যতে বসবো যচ্চ শস্যতে।
বিশ্বস্য তস্য ভবথা নবেদসঃ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত॥ ৮॥
মৃলত নো মরুতো মা বধিষ্টনাস্মভ্যং শর্ম বহুলং বি যন্তন।
অধি স্তোত্রস্য সখ্যস্য গাতমা শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত॥ ৯॥
যূয়মস্মান্নয়ত বস্যো অচ্ছা নিরংহতিভ্যো মরুতো গৃণানাঃ।
জুযধ্বং নো হব্যদাতিং যজত্রা বদং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — পূজনীয় মরুৎগণ সমুজ্জ্বল অস্ত্রধারী ও বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ আভরণধারী; তাঁরা প্রভূত বল ধারণ করেন। বিনীত, দ্রুতগামী অশ্বগণ তাঁদের বহন করছে। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎবর্গের রথগুলিও পশ্চাৎ গমন করছে ॥ ১॥

হে মরুৎগণ! আপনারা যেমন উচিত বোধ করেন, স্বয়ং সেইরকম বল ধারণ করেন। আপনারা অসীম ও বলবান্ রূপে শোভাপ্রাপ্ত হন ও বলের দ্বারা অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করেন। সুন্দরভাবে

গমনকারী মরুৎগণের রথগুলিও পশ্চাৎ গমন করে ॥ ২ ॥

বলবান্ মরুৎগণ এককালে জন্মগ্রহণ করেছেন ও এককালে বর্ষণ করেন। তাঁরা শোভাসম্পন্ন হয়ে বৃদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁরা সূর্যরশ্মির মতো যাগ ইত্যাদি ক্রিয়ার অধিনায়ক ও দীপ্তিমান্। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথগুলিও পশ্চাৎ গমন করে ॥ ৩ ॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের মহত্ত্ব স্তবের যোগ্য ও সূর্য মূর্তির মতো দর্শনীয়। আপনারা আমাদের স্বর্গ সাধনের বিষয়ে সহায়তা করেন। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথগুলিও পশ্চাৎ গমন করে ॥ ৪ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা অন্তরীক্ষ হ'তে বারি বর্ষণ করেন। হে জলসম্পন্ন! আপনারা বৃষ্টিপাত করেন। হে শত্রুনাশকগণ! আপনাদের ধেনুগণ, অর্থাৎ মেঘসমূহ, কখনও শুষ্ক হয় না। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথগুলিও পশ্চাৎ গমন করে ॥ ৫ ॥

হে মরুৎগণ! যে সময়ে আপনারা রথের অগ্রভাগে পৃষতী অশ্বী সকলকে যোজনা করেন, সেই সময়ে আপনারা কনকময় কবচ উন্মুক্ত করেন। এই ভাবে আপনারা সমস্ত সংগ্রাম জয় করেন। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথগুলিও পশ্চাৎ গমন করে ॥ ৬ ॥

হে মরুৎগণ! পর্বত বা নদীগুলি আপনাদের গতি রোধ না করুক। আপনারা যে কোন স্থানে গমন করতে অভিপ্রায় করেন, সেখানে গমন করেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হন। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথগুলিও পশ্চাৎ গমন করে ॥ ৭ ॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের উদ্দেশে যে কোন যাগ ইত্যাদি পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে ও অধুনা হচ্ছে। হে বসুগণ! যে কোন মন্ত্র গীত হচ্ছে ও যে কোন স্তোত্র পঠিত হচ্ছে, আপনারা সেই সমস্ত অবগত হন। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথগুলিও পশ্চাৎ গমন করে ॥ ৮ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা আমাদের অনিষ্ট বিধান না ক'রে সুখ বিধান করুন। সখ্যের দ্বারা আমাদের স্তোত্রের পুরস্কার করুন। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথগুলিও পশ্চাৎ গমন করছে ॥ ৯ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা আমাদের ঐশ্বর্যের অভিমুখে নীত করুন, আমাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে পাপ হ'তে আমাদের মুক্ত করুন। হে পূজনীয় মরুৎগণ! আপনারা আমাদের প্রদত্ত হব্য গ্রহণ করুন, আমরা যেন নানা রকম ধনের অধিপতি হই ॥ ১০ ॥

টীকা — ৬ ঋকের 'কবচ' সম্পর্কে মূলে 'হিরণ্যয়ান্ প্রত্যৎকাঁ' আছে। 'অৎকান' অর্থে 'কবচান্'—সায়ণ। 'Breastplates'—উইলসন।—এই সূক্তেও আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৫৬ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : বৃহতী, সতোবৃহতী]

অগ্নে শর্ধন্তমা গণং পিষ্টং রুক্মেভিরঞ্জিভিঃ।
বিশো অদ্য মরুতামব হ্বয়ে দিবশ্চিদ্রোচনাদধি ॥ ১ ॥

যথা চিম্মন্যসে হৃদা তদিন্মে জগ্মুরাশসঃ।
যে তে নেদিষ্ঠং হবনান্যাগমন্তান্বর্ধ ভীমসংদৃশঃ॥ ২॥
মীড়্হুষ্মতীব পৃথিবী পরাহতা মদন্ত্যেত্যস্মদা।
ঋক্ষো ন বো মরুতঃ শিমীবাঁ অমো দুধ্রো গৌরিব ভীময়ুঃ॥ ৩॥
নি যে রিণন্ত্যোজসা বৃথা গাবো ন দর্ধুরঃ।
অশ্মানং চিৎ স্বর্যং পর্বতং গিরিং প্রচ্যাবয়ন্তি যামভিঃ॥ ৪॥
উত্তিষ্ঠ নূনমেষাং স্তোমৈঃ সমুক্ষিতানাম্।
মরুতাং পুরুতমমপূর্ব্যং গব্যং সর্গমিব হ্বয়ে॥ ৫॥
যুগ্ধ্বং হ্যরুষী রথে যুগ্ধ্বং রথেষু রোহিতঃ।
যুংগ্ধ্বং হরী অজিরা ধুরি বোড়্হবে বহিষ্ঠা ধুরি বোড়্হবে॥ ৬॥
উত স্য বাজ্যরুষস্তু বিষ্বণিরিহ স্ম ধায়ি দর্শতঃ।
মা বো যামেষু মরুতশ্চিরং করৎ প্র তং রথেষু চোদত॥ ৭॥
রথং নু মারুতং বয়ং শ্রবস্যুমা হুবামহে।
আ যস্মিন্তস্থৌ সুরণানি বিভ্রতী সচা মরুৎসু রোদসী॥ ৮॥
তং বঃ শর্ধং রথেশুভং ত্বেষং পনস্যুমা হুবে।
যস্মিন্ত্সুজাতা সুভগা মহীয়তে সচা মরুৎসু মীড়্হুষী॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! উজ্জ্বল আভরণভূষিত বিজয়ী মরুৎগণকে আহ্বান করুন; দীপ্তিমান্ স্বর্গ হ'তে আমাদের অভিমুখে আগমনের নিমিত্ত অদ্য আমি মরুৎগণকে আহ্বান করছি॥১॥

হে অগ্নি! আপনি মনের মধ্যে যে কোনভাবে মরুৎগণের পূজা করুন; তাঁরা যেন আমার নিকট উপকারকভাবে আগমন করেন; যাঁরা আপনার আহ্বান শ্রবণমাত্র আগমন করেন, ভীষণমূর্তি সেই সমস্ত মরুতের হব্য প্রদান ক'রে তৃপ্তি বর্ধন করুন॥২॥

পৃথিবীস্থিত লোক অন্য ব্যক্তির দ্বারা উৎপীড়িত হ'লে আশ্রয়লাভের জন্য যেমন নিজেদের প্রবল প্রভুর নিকট গমন করে, সেইরকম মরুৎসেনা উল্লসিত হয়ে আমাদের নিকট আগমন করছে। হে মরুৎগণ! আপনারা অগ্নির মতো কর্মক্ষম ও ভীষণের মতো দুর্ধর্ষ॥৩॥

দুর্দম্য গোসকলের মতো যে মরুৎ আপন বলে অক্লেশে শত্রুসংহার করেন না, তাঁরা আপন সঞ্চারের দ্বারা প্রকাণ্ড, শব্দায়মান, জলপূর্ণ মেঘ প্রেরণ করেন॥৪॥

হে মরুৎগণ! আপনারা উত্থিত হোন; আমি এই সকল স্তোত্রের দ্বারা বারিরাশির মতো সমৃদ্ধিশালী, বলসম্পন্ন, অপূর্ব মরুৎগণের আহ্বান করছি॥৫॥

হে মরুৎগণ! আপনারা রথে অরুষীগণকে যোজনা করুন, রথসমূহে রোহিতগণকে যোজনা করুন; ভারবহনের নিমিত্ত দ্রুতগামী হরিদ্বয়কে যোজনা করুন, যারা বহনকার্যে সুদক্ষ, ভারবহনের জন্য তাদের যোজনা করুন॥৬॥

হে মরুৎগণ! রথে নিয়োজিত, দীপ্তিমান্ উচ্চরবকারী ও মনোজ্ঞ সেই অশ্ব আপনাদের যাত্রার বিষয়ে যেন বিলম্ব না করে। আপনারা রথস্থ সেই অশ্বকে এমন ভাবে প্রেরণ করুন যাতে বিলম্ব

না হয় ॥ ৭ ॥

আমরা মরুৎগণের সেই অন্নপূর্ণ রথ আহ্বান করছি, যার উপর রোদসী সুস্বাদু বারি ধারণ পূর্বক রুদ্রগণের সাথে অবস্থান করেছিলেন ॥ ৮ ॥

হে মরুৎগণ! আমি আপনাদের সেই রথ-শোভাকারী, দীপ্তমান্ ও স্তবের যোগ্য দলকে আহ্বান করছি, যার মধ্যে সুজাত ও সৌভাগ্যশালিনী মীড়্হুষী মরুৎগণের সাথে পূজিত হন ॥ ৯ ॥

টীকা — ৬ ঋকে 'অরুষী' আছে। পণ্ডিত মক্ষমূলর বলেন—'অরুষের আদি অর্থ লোহিত বর্ণ এবং অরুষ বিশেষ্য হয়ে ব্যবহৃত হ'লে সূর্যের একটি অশ্বের নাম। 'রোহিত' হলো অগ্নির অশ্বের নাম। ইন্দ্রের অশ্বের নাম হরি বা হরিৎ। ৯ ঋকে মূলে 'মীড়্হুষী' আছে। ঐ শব্দটি 'মীল্‌হুষি'-র রূপান্তরিত শব্দ। 'মীল্‌হুষি' ছিলেন, সায়ণের মতে, মরুৎগণের মাতা, রুদ্রপত্নী রোদসী।—আধ্যাত্মিকভাবে এই সূক্তটিও বিশ্লেষণ করা যায়।

◆ ◆

— ৫৭ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

আরুদ্রাস ইন্দ্রবন্তঃ সজোষসো হিরণ্যরথাঃ সুবিতায় গন্তন।
ইয়ং বো অস্মৎ প্রতি হর্যতে মতিস্তৃষ্ণজে ন দিব উৎসা উদন্যবে॥ ১॥
বাশীমন্ত ঋষ্টিমন্তো মনীষিণঃ সুধন্বান ইষুমন্তো নিষঙ্গিণঃ।
স্বশ্বাঃ স্থ সুরথাঃ পৃশ্নিমাতরঃ স্বায়ুধা মরুতো যাথনা শুভম্॥ ২॥
ধূনুথ দ্যাং পর্বতান্দাশুষে বসু নি বো বনা জিহতে যামনো ভিয়া।
কোপয়থ পৃথিবীং পৃশ্নিমাতরঃ শুভে যদুগ্রাঃ পৃষতীরযুগ্ধ্বম্॥ ৩॥
বাতত্বিষো মরুতো বর্ষনির্ণিজো যমা ইব সুসদৃশঃ সুপেশসঃ।
পিশঙ্গাশ্বা অরুণাশ্বা অরেপসঃ প্রত্বক্ষসো মহিনা দৌরিবোরবঃ॥ ৪॥
পুরুদ্রপ্সা অঞ্জিমন্তঃ সুদানবস্ত্বেষসংদৃশো অনবভ্ররাধসঃ।
সুজাতাসো জনুষা রুক্মবক্ষসো দিবো অর্কা অমৃতং নাম ভেজিরে॥ ৫॥
ঋষ্টয়ো বো মরুতো অংসয়োরধি সহ ওজো বাহ্বোর্বো বলং হিতম্।
নৃম্ণা শীর্ষস্বায়ুধা রথেষু বো বিশ্বা বঃ শ্রীরধিতনূষু পিপিশে॥ ৬॥
গোমদশ্বাবদ্রথবৎসুবীরং চন্দ্রবদ্রাধো মরুতো দদা নঃ।
প্রশস্তিং নঃ কৃণুত রুদ্রিয়াসো ভক্ষীয় বোঽবসো দৈব্যস্য॥ ৭॥
হয়ে নরো মরুতো মৃলতা নস্তুবীমঘাসো অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যুবানো বৃহদ্গিরয়ো বৃহদুক্ষমাণাঃ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে পরস্পর সদয়চিত্ত, সুবর্ণময় রথারূঢ়, ইন্দ্রের অনুচর রুদ্র-পুত্রগণ! আপনারা

সুগম্য যজ্ঞে আগমন করুন; আমরা আপনাদের উদ্দেশ ক'রে এই স্তোত্র পাঠ করছি। আপনারা তৃষ্ণার্ত ও জলাভিলাষী গোতমের জন্য স্বর্গ হ'তে জল আনয়ন ক'রে যেমন আগত হয়েছিলেন, আমাদের নিকটও সেইরকম আগমন করুন ॥ ১ ॥

হে সুবুদ্ধি মরুৎগণ! আপনাদের বাশী ও ঋষ্টি ও উৎকৃষ্ট ধনুক, বাণ, তুণীর এবং শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও রথ আছে। আপনারা অস্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত হোন। হে পৃশ্নিপুত্রগণ! আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত আগমন করুন ॥ ২ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা অন্তরীক্ষে মেঘ সমূহকে বিক্ষিপ্ত করেন ও হব্যদাতাকে ধন প্রদান করেন; আপনাদের ভয়ে বন সকল বিকম্পিত হয়। হে পৃশ্নিপুত্রগণ! যে সময়ে প্রচণ্ড মূর্তিতে আপনারা বারিবর্ষণের জন্য আপনাদের অশ্বগণকে রথে যোজনা করেন, সেই সময়ে পৃথিবী সংক্ষুব্ধ হয় ॥ ৩ ॥

মরুৎগণ দীপ্তিমান্, বৃষ্টিশোধক, যমজের মতো তুল্যরূপে মনোজ্ঞ মূর্তি, শ্যামবর্ণ ও অরুণবর্ণ, অশ্বগণের অধিপতি, নিষ্পাপ ও শত্রুক্ষয়কারী এবং আয়তনে আকাশের মতো বিস্তীর্ণ ॥ ৪ ॥

প্রচুর বারিবর্ষণকারী, আবরণধারী, দানশীল, উজ্জ্বলমূর্তি, অক্ষয় ধনসম্পন্ন, সুজন্মা ও বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ আভরণধারী এবং পূজনীয় মরুৎগণ স্বর্গ হ'তে আগমন পূর্বক অমৃতময় হব্য লাভ করেছেন ॥ ৫ ॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের স্কন্ধদেশে ঋষ্টিসকল, বাহুদ্বয়ে শত্রুনাশক বল, শিরোদেশে সুবর্ণময় উষ্ণীষ, রথের উপরে অস্ত্রসকল এবং অঙ্গ সমূহে শোভা সমস্ত অবস্থিতি আছে ॥ ৬ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা আমাদের বহু গো, অশ্ব, রথ, প্রশস্ত পুত্র ও হিরণ্যের সাথে অন্ন প্রদান করুন; হে রুদ্রপুত্রগণ! আপনারা আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করুন। আমি যেন আপনাদের স্বর্গীয় রক্ষা ভোগ ক'রি ॥ ৭ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা আমাদের প্রতি অনুকূল হোন; আপনারা নেতা, অতুল ঐশ্বর্যশালী, অবিনশ্বর, বারিবর্ষক, সত্যের জন্য প্রসিদ্ধ, জ্ঞানসম্পন্ন, তরুণ, প্রচুর স্তুতিযুক্ত এবং প্রচুর বর্ষণকারী ॥ ৮ ॥

টীকা — ২ ঋকে "বাশী" অর্থে সায়ণ এখানে 'তক্ষণ সাধনং আয়ুধং' অর্থাৎ সূত্রধরগণের "বাইশ" করেছেন। পণ্ডিত উইলসন বাশী অর্থে Swards এবং ঋষ্টি অর্থে Lances করেছেন ॥ ৬ ঋকে 'ঋষ্টি' অর্থে 'দ্বিধার খড়্গ' বলা যায়।

এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সম্ভব।

◆ ◆

— ৫৮ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

তমু নূনং তবিষীমন্তমেষাং স্তুষে গণং মারুতং নব্যসীনাম্।
য আশ্বশ্বা অমবদ্বহন্ত উতেশিরে অমৃতস্য স্বরাজঃ ॥ ১ ॥

ত্বেষং গণং তবসং খাদিহস্তং ধুনিব্রতং মায়িনং দাতিবারম্।
ময়োভুবো যে অমিতা মহিত্বা বন্দস্ব বিপ্র তুবিরাধসো নৃন্॥ ২॥
আ বো যন্তূদবাহাসো অদ্য বৃষ্টিং যে বিশ্বে মরুতো জুনন্তি।
অয়ং যো অগ্নি র্মরুতঃ সমিদ্ধ এতং জুষধ্বং কবয়ো যুবানঃ॥ ৩॥
যূয়ং রাজানমির্যং জনায় বিভ্বতষ্টং জনয়থা যজত্রাঃ।
যুষ্মদেতি মুষ্টিহা বাহুজূতো যুষ্মৎসদশ্বো মরুতঃ সুবীরঃ॥ ৪॥
অরা ইবেদচরমা অহেব প্র প্র জায়ন্তে অকবা মহোভিঃ।
পৃশ্নেঃ পুত্রা উপমাসো রভিষ্ঠাঃ স্বয়া মত্যা মরুতো রথেভিঃ॥ ৫॥
যৎপ্রায়াসিষ্ট পৃষতীভিরশ্বৈ র্বীলুপবিভি র্মরুতো রথেভিঃ।
ক্ষোদন্ত আপো রিণতে বনান্যবোস্রিয়ো বৃষভঃ ক্রন্দতু দ্যৌঃ॥ ৬॥
প্রথিষ্ট যামৎ পৃথিবী চিদেষাং ভর্তেব গর্ভং স্বমিচ্ছবো ধুঃ।
বাতান্ হ্যশ্বাক্ষুর্যাযুযুজ্রে বর্ষং স্বেদং চক্রিরে রুদ্রিয়াসঃ॥ ৭॥
হয়ে নরো মরুতো মৃলতা নস্তুবীমঘাসো অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যুবানো বৃহদ্গিরয়ো বৃহদুক্ষমাণাঃ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — অদ্য আমি দীপ্তিমান্ স্তবের যোগ্য মরুৎগণের স্তব করছি; মরুৎগণ বেগগামী অশ্ববর্গের অধিপতি, বলপূর্বক সর্বত্র গতিশীল, জলের অধিপতি ও নিজ প্রভার দ্বারা প্রভান্বিত ॥ ১ ॥

হে হোতা! তুমি দীপ্তিমান্, বলশালী, বলয়মণ্ডিত হস্ত, কম্পনবিধায়ক, জ্ঞানসম্পন্ন ও ধনদাতা মরুৎগণের পূজা করো; যাঁরা সুখদাতা, যাঁদের মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা নেই, অতুল ঐশ্বর্যসম্পন্ন নেতা, সেই সকল মরুতের বন্দনা করো ॥ ২ ॥

যে সমস্ত বিশ্বব্যাপী মরুৎ বৃষ্টি উৎপাদন করেন, তাঁরা বারিবহন ক'রে অদ্য তোমাদের নিকট উপস্থিত হন; হে তরুণ ও জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ! আপনাদের জন্য যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, আপনারা তার দ্বারা প্রীতিলাভ করুন ॥ ৩ ॥

হে পূজনীয় মরুৎগণ! আপনারা যজমানকে দীপ্তিমান্, শত্রুসংহারক ও বিভুদ্বারা গঠিত একটি পুত্র প্রদান করুন। হে মরুৎগণ। আপনাদের হ'তেই দৃঢ়মুষ্টি ভুজবলের দ্বারা শত্রুনাশক অসংখ্য অশ্বের অধিপতি পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ৪ ॥

রথস্থিত শক্রর মতো আপনারা কেউই কারো অপেক্ষা নিকৃষ্ট নন, কিন্তু দিবস সমূহের মতো সকলেই পরস্পর সমান। পৃশ্নির পুত্রগণ সকলেই সমানরূপে জাত, কেউই দীপ্তি বিষয়ে নিকৃষ্ট নন; বেগগামী মরুৎগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সম্যক্‌ভাবে বারিবর্ষণ করেন ॥ ৫ ॥

হে মরুৎগণ! যে সময়ে আপনারা পৃষতী অশ্বের দ্বারা আকৃষ্ট দৃঢ়চক্র রথে আরোহণ করেন, সেই সময়ে বারিরাশি পতিত হয়, বন সকল বেগবশতঃ ভগ্ন হয় এবং সূর্যকিরণ সম্পৃক্ত বারিবর্ষণকারী পর্জন্য অধোমুখ হয়ে বৃষ্টির জন্য শব্দ করতে থাকে ॥ ৬ ॥

এই সকল মরুতের আগমনে পৃথিবী উর্বরতা প্রাপ্ত হয়; পতি যেমন ভার্যার গর্ভ উৎপাদন করে সেই রকম পৃথিবীর উপর গর্ভ স্থানীয় সলিল স্থাপিত করেন; রুদ্রপুত্রগণ বেগগামী অশ্বগণকে রথের অগ্রভাবে যোজিত ক'রে ঘর্ম বৃষ্টি নিঃসৃত করছেন ॥ ৭ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা আমাদের প্রতি অনুকূল হোন; আপনারা নেতা, বিপুল ঐশ্বর্যশালী, অবিনশ্বর, বারিবর্ধক, সত্যনিবন্ধন, প্রসিদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন, তরুণ, প্রচুর স্তুতিযুক্ত এবং প্রচুর বর্ষণকারী ॥ ৮॥

টীকা — ২ ঋকে মূলে 'খাদি' আছে খাদি অর্থে এখনকার ভাষায় মল বা বালা; অর্থাৎ পদের বা হস্তের আভরণ।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য।

◆ ◆

— ৫৯ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

প্র বঃ স্পলক্রন্তসুবিতায় দাবনেঽর্চা দিবে প্র পৃথিব্যা ঋতম্ভরে।
উক্ষন্তে অশ্বান্তরূষন্ত আ রজোঽনু স্বং ভানুং শ্রথয়ন্তে অর্ণবৈঃ॥ ১॥
অমাদেষাং ভিয়সা ভূমিরেজতি নৌর্ন পূর্ণা ক্ষরতি ব্যথির্যতী।
দূরেদৃশো যে চিতয়ন্ত এমভিরন্তর্মহে বিদথে যেতিরে নরঃ॥ ২॥
গবামিব শ্রিয়সে শৃঙ্গমুত্তমং সূর্যো ন চক্ষূরজসো বিসর্জনে।
অত্যা ইব সুভশ্চারবঃ স্থন মর্যা ইব শ্রিয়সে চেতথা নরঃ॥ ৩॥
কো বো মহান্তি মহতামুদশ্নবৎস্কাব্যা মরূতঃ কো হ পৌংস্যা।
যূয়ং হ ভূমিং কিরণং ন রেজথ প্র যদ্ভরধ্বে সুবিতায় দাবনে॥ ৪॥
অশ্বা ইবেদরুষাসঃ সবন্ধবঃ শূরা ইব প্রযুধঃ প্রোত যুযুধুঃ।
মর্যা ইব সুবৃধো বাবৃধুর্নরঃ সূর্যস্য চক্ষুঃ প্রমিনন্তি বৃষ্টিভিঃ॥ ৫॥
তে অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উদ্ভিদোঽমধ্যমাসো মহসা বি বাবৃধুঃ।
সুজাতাসো জনুষা পৃশ্নিমাতরো দিবো মর্যা আ নো অচ্ছা জিগাতন॥ ৬॥
বয়ো ন যে শ্রেণীঃ পপ্তুরোজসান্তান্দিবো বৃহতঃ সানুনস্পরি।
অশ্বাস এষামুভয়ে যথা বিদুঃ প্র পর্বতস্য নভনূঁরচুচ্যবুঃ॥ ৭॥
মিমাতু দ্যৌরদিতি বীতয়ে নঃ সং দানুচিত্রা উষসো যতন্তাম্।
আচুচ্যবু র্দিব্যং কোশমেত ঋষে রুদ্রস্য মরুতো গৃণানাঃ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে মরুৎগণ! হব্যদাতার কল্যাণ বিধানের নিমিত্ত হোতা সম্যক্‌ভাবে আপনাদের স্তব করছেন। হে হোতা। তুমি দ্যুর স্তব করো, আমি পৃথিবীর স্তোত্র সম্পাদন করছি। মরুৎগণ সর্বব্যাপী বৃষ্টি পাতিত করছেন; তাঁরা অন্তরীক্ষের সর্বত্র সঞ্চরণ করছেন এবং মেঘ সকলের সাথে নিজ তেজ একত্রিত করছেন ॥ ১ ॥

জনাকীর্ণ নৌকা জলের মধ্যে দিয়ে যেমন কম্পিতভাবে গমন করে, সেইরকম মরুৎগণের আগমনে পৃথিবী ভয়ে কম্পিত হ'তে থাকে। তাঁরা দূর হ'তে দৃষ্ট হয়েও গতির দ্বারা পরিজ্ঞাত হন; নেতা মরুৎবর্গ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে সমধিক হব্য ভক্ষণের জন্য চেষ্টা করেন ॥ ২ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা শোভার নিমিত্ত গোশৃঙ্গের মতো উৎকৃষ্ট কিরীট ধারণ করেন, দিবসের নেত্রভূত সূর্য যেমন আপন রশ্মিসকল বিকীর্ণ করেন, সেই রকম আপনারা বৃষ্টি মোচনের নিমিত্ত সর্বপ্রকাশক তেজ ধারণ করেন; আপনারা অশ্বগণের মতো বেগবান্ ও মনোহর। হে নেতা মরুৎগণ! আপনারা যজমানবৃন্দের মঙ্গল বিবেচনা করেন ॥ ৩ ॥

হে মরুৎগণ! পূজনীয় আপনাদের পূজা কে করতে পারবে? কে আপাদের যথাযোগ্য স্তোত্র পাঠে সমর্থ হবে? কে আপনাদের বীরত্ব ঘোষণা করতে পারবে? কারণ আপনারা উর্বরতা বিধানের নিমিত্ত বৃষ্টিপাত করলে ধরিত্রী কিরণের মতো কম্পিত হ'তে থাকে ॥ ৪ ॥

অশ্বগণের মতো বেগগামী, দীপ্তিমান্, পরস্পর স্নেহসূত্রে বদ্ধ, মরুৎগণ বীরবর্গের মতো যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত আছেন। সমৃদ্ধিসম্পন্ন মানবগণের মতো নেতা মরুৎগণ সমধিক শক্তিশালী হয়ে বৃষ্টির দ্বারা সূর্যের চক্ষু আবৃত করছেন ॥ ৫ ॥

মরুৎগণের মধ্যে কেউ কারো অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ নন। শত্রুসংহারক মরুৎগণের মধ্যে কেউ মধ্যম নন, সকলেই প্রভাব বিষয়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন। হে সুজন্মা মানবগণের হিতকারী পৃশ্নিপুত্র মরুৎগণ! আপনারা স্বর্গ হ'তে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৬ ॥

শ্রেণীবদ্ধ হয়ে উড্ডীন পক্ষিগণের মতো তাঁরা বলপূর্বক বিস্তীর্ণ সমুন্নত নভোমণ্ডলের উপর দিয়ে অন্তরীক্ষের পর্যন্তভাগে গমন করেন। তাঁদের অশ্বগণ মেঘ হ'তে বৃষ্টি পাতিত করে। এই কথা দেব ও মানব উভয়েই অবগত আছেন ॥ ৭ ॥

স্বর্গ এবং পৃথিবী আমাদের পোষণের জন্য বৃষ্টি উৎপাদন করুন। নিরতিশয় দানশীল উষা সকল আমাদের কল্যাণ বিধানের নিমিত্ত যত্ন করুন। হে ঋষি! এই সমস্ত রুদ্রপুত্র তোমার স্তবে প্রীত হয়ে স্বর্গীয় বৃষ্টি বর্ষণ করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তেও আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৬০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নির সাথে মরুৎগণ। ঋষি : শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

ঈলে অগ্নিং স্ববসং নমোভিরিহ প্রসত্তো বি চয়ৎকৃতং নঃ।
রথৈরিব প্রভরে বাজয়দ্ভিঃ প্রদক্ষিণিন্মরুতাং স্তোমমৃধ্যাম্॥ ১ ॥
আ যে তস্থুঃ পৃষতীষু শ্রুতাসু সুখেষু রুদ্রা মরুতো রথেষু।
বনা চিদুগ্রা জিহতে নি বো ভিয়া পৃথিবী চিদ্রেজতে পর্বতশ্চিৎ॥ ২ ॥

পর্বতশ্চিন্মাহি বৃদ্ধো বিভায় দিবশ্চিৎ সানু রেজত স্বনে বঃ।
যৎক্রীলথ মরুত ঋষ্টিমন্ত আপ ইব সধ্র্যঞ্চো ধবধ্বে॥ ৩॥
বরা ইবেদ্রৈবতাসো হিরণ্যৈরভি স্বদাভিস্তম্বঃ পিপিশ্রে।
শ্রিয়ে শ্রেয়াংসস্তবসো রথেষু সত্রা মহাংসি চক্রিরে তনূষু॥ ৪॥
অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সংভ্রাতরো বাবৃধুঃ সৌভগায়।
যুবা পিতা স্বপা রুদ্র এষাং সুদুঘা পৃশ্নিঃ সুদিনা মরুদ্ভ্যঃ॥ ৫॥
যদুত্তমে মরুতো মধ্যমে বা যদ্বাবমে সুভগাসো দিবিষ্ঠ।
অতো নো রুদ্রা উত বা ন্বস্যাগ্নে বিত্তাদ্ধবিষো যদ্যজাম॥ ৬॥
অগ্নিশ্চ যন্মরুতো বিশ্ববেদসো দিবো বহধ্ব উত্তরাদধি ষ্ণুভিঃ।
তে মন্দসানা ধুনয়ো রিশাদসো বামং ধত্ত যজমানায় সুন্বতে॥ ৭॥
অগ্নে মরুদ্ভিঃ শুভয়দ্ভি ঋক্বভিঃ সোমং পিব মন্দসানো গণশ্রিভিঃ।
পাবকেভি র্বিশ্বমিন্বেভিরায়ুভি র্বৈশ্বানর প্রদিবা কেতুনা সজূঃ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — আমি স্তোত্রের দ্বারা অগ্নির স্তব করছি। তিনি সম্প্রতি যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে ও প্রসন্ন হয়ে সেই স্তোত্র অবগত হোন। আমি অন্নকামনায় গন্তব্য স্থানের অভিমুখবর্তী রথসমূহের মতো স্তোত্র সকলের দ্বারা আপন অভিমত সম্পাদন করছি। আমি প্রদক্ষিণ ক'রে যেন মরুৎগণের স্তোত্র বর্ধন করতে পারি ॥ ১ ॥

হে ভীষণ রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! আপনারা প্রসিদ্ধ অশ্বগণের দ্বারা আকৃষ্ট, শোভন, অক্ষসমন্বিত রথে আরূঢ় হয়ে গমন করেন। আপনাদের আগমনে বন সকল ভয়ে সঙ্কুচিত হয় এবং পৃথিবী ও পর্বত ভয়ে কম্পিত হ'তে থাকে ॥ ২ ॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের শব্দে উত্তুঙ্গ মহাপর্বতও ভীত হয় এবং অন্তরীক্ষের সমুন্নত প্রদেশও কম্পিত হয়। হে অস্ত্রধারী মরুৎগণ! যে সময়ে আপনারা ক্রীড়া করেন, সেই সময়ে আপনারা বারিরাশির মতো সকলে সমবেত হয়ে বেগে প্রধাবিত হন ॥ ৩ ॥

ঐশ্বর্যশালী বর যেমন সুবর্ণময় অলঙ্কার ও সলিলের দ্বারা আপনাদের দেহ ভূষিত করে, সেই রকম এই সকল শ্রেষ্ঠ ও বলশালী মরুৎগণ রথের উপর সমবেত হয়ে আপনাদের দেহের শোভা সম্পাদনের জন্য সমধিক আয়োজন করছেন ॥ ৪ ॥

এই সমস্ত মরুৎ এক সময়ে উৎপন্ন, সুতরাং পরস্পর জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভাব বর্জিত হয়ে ভ্রাতৃভাবে ও সমৃদ্ধি সহকারে বর্ধিত হয়েছেন। নিত্যতরুণ, সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী মরুৎগণের পিতা রুদ্র ও জননী দোহনযোগ্য পৃশ্নি মরুৎগণের নিমিত্ত দিন সকল অনুকূল করুন ॥ ৫ ॥

হে সৌভাগ্যশালী মরুৎগণ! আপনারা স্বর্গের ঊর্ধ্ব, মধ্য, বা অধো দেশে অবস্থান করেন; হে রুদ্রগণ! সেখান হ'তে আমাদের নিকট আগমন করুন। হে অগ্নি! অদ্য আমরা যে হব্য প্রদান করছি, তা আপনি অবগত হোন ॥ ৬ ॥

হে সর্বজ্ঞ মরুৎগণ! যেহেতু আপনারা ও অগ্নি স্বর্গের ঊর্ধ্ব দেশে ও উপরিভাগে অবস্থান করেন, অতএব আপনারা আমাদের স্তব ও হব্যে প্রীত হয়ে শত্রুবৃন্দকে কম্পিত ও বিনষ্ট ক'রে

হব্যদাতা যজমানকে অভিলষিত ধন প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

হে বৈশ্বানর অগ্নি! আপনি প্রাচীন কেতুস্বরূপ শিখাসমূহ ধারণ ক'রে শোভমান্, পূজনীয়, সমবেত পবিত্রতাবিধায়ক, প্রীতিদায়ক ও দীর্ঘজীবি মরুৎগণের সাথে উল্লসিত হয়ে সোম পান করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — ৪ ঋকে মূলে 'স্বধাভিঃ' আছে। সায়ণ উদক অর্থ করেছেন। চন্দন ইত্যাদি হওয়া সম্ভব। বিবাহের সময় বরের চন্দন ইত্যাদি ও সুবর্ণের অলঙ্কারের দ্বারা সজ্জা করাই সম্ভব।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে মরুৎগণকে যেমন বিবেকরূপ দেবগণরূপে বর্ণনা করা হয়, অগ্নিকেও সেইরকম জ্ঞানরূপ, পরাজ্ঞানদাতা জ্ঞানদেব ও ভগবৎ সমীপে শুদ্ধসত্ত্বের বাহক বলা হয়। উভয়েই ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশমাত্র।

◆ ◆

— ৬১ সূক্ত —

[দেবতা : ১ হইতে ৪ ঋক্ ও ১১ হ'তে ১৬ ঋক্ পর্যন্ত মরুৎগণ; অবশিষ্ট নয়টি ঋকে নানারকম নামের উল্লেখ আছে। ঋষি : শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, সতোবৃহতী]

কে ষ্ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য়। পরমস্যাঃ পরাবতঃ ॥ ১ ॥
ক্বেবোঽশ্বাঃ ক্বাভীশবঃ কথং শেক কথা যয়। পৃষ্ঠে সদো নসোর্যমঃ ॥ ২ ॥
জঘনে চোদ এষাং বি সক্থানি নরো যমুঃ। পুত্রকৃথে ন জনয়ঃ ॥ ৩ ॥
পরা বীরাস এতন মর্যাসো ভদ্রজানয়ঃ। অগ্নিতপো যথাসথ ॥ ৪ ॥
সনৎসাশ্ব্যং পশুমুত গবাম শতাবয়ম্।
শ্যাবাশ্বস্তুতায় যা দোর্বীরায়োপবর্বৃহৎ ॥ ৫ ॥
উত ত্বা স্ত্রী শশীয়সী পুংসো ভবতি বস্যসী। অদেবত্রাদরাধসঃ ॥ ৬ ॥
বি যা জানাতি জসুরিং বি তৃষ্যন্তং বি কামিনম্। দেবত্রা কৃণুতে মনঃ ॥ ৭ ॥
উত ঘা নেমো অস্তুতঃ পুমাঁ ইতি ব্রুবে পণিঃ। স বৈরদেয় ইৎসমঃ ॥ ৮ ॥
উত মেঽরপদ্যুবতি র্মমন্দুষী প্রতি শ্যাবায় বর্ত্তনিম্।
বি রোহিতা পুরুমীড়হায় যেমতু র্বিপ্রায় দীর্ঘযশসে ॥ ৯ ॥
যো মে ধেনূনাং শতং বৈদদশ্বি র্যথা দদৎ। তরন্ত ইব মংহনা ॥ ১০ ॥
য ঈং বহন্ত আশুভিঃ পিবন্তো মদিরং মধু। অত্র শ্রবাংসি দধিরে ॥ ১১ ॥
যেষাং শ্রিয়াধি রোদসী বিভ্রাজন্তে রথেষ্বা। দিবি রুক্ম ইবোপরি ॥ ১২ ॥
যুবা স মারুতো গণস্ত্বেষরথো অনেদাঃ। শুভংয়াবাপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ১৩ ॥
কো বেদ নূনমেষাং যত্রা মদন্তি ধূতয়ঃ। ঋতজাতা অরেপসঃ ॥ ১৪ ॥
যূয়ং মর্ত্তং বিপন্যবঃ প্রণেতার ইত্থা ধিয়া। শ্রোতারো যামহূতিষু ॥ ১৫ ॥
তে নো বসূনি কাম্যা পুরুশ্চন্দ্রা রিশাদসঃ। আ যজ্ঞিয়াসো ববৃত্তন ॥ ১৬ ॥

এতং মে স্তোমমূর্ম্যে দার্ভ্যায় পরা বহ। গিরো দেবি রথীরিব॥ ১৭॥
উত মে বীচতাদিতি সুতসোমে রথবীতৌ। ন কামো অপ বেতি মে॥ ১৮॥
এষ ক্ষেতি রথবীতি র্মঘবা গোমতীরনু। পর্বতেষ্বপশ্রিতঃ॥ ১৯॥

মন্ত্রার্থ — হে শ্রেষ্ঠতম নেতাগণ! কে আপনারা সুদূরবর্তী প্রদেশ হ'তে একে একে উপস্থিত হয়েছেন? ॥ ১ ॥

আপনাদের অশ্বগুলি কোথায়? বল্গা কোথায়? কিরকম সামর্থ্য? কিরকমেই বা গমন করছেন। অশ্বগুলির পৃষ্ঠদেশে আস্তরণ ও নাসিকাদ্বয়ে বন্ধনরজ্জু লক্ষিত হচ্ছে ॥ ২ ॥

অশ্বগুলির জঘন দেশে কশাঘাত হচ্ছে, তারা যত্ন তাড়িত হয়ে প্রসব উন্মুখী নারীর মতো উরু বিবৃত করছে ॥ ৩ ॥

হে মর্ত্যগণের হিতকারী সুজন্মা, শত্রুনাশক বীরবৃন্দ! আপনারা অগ্নিসন্তপ্ত তাম্র ইত্যাদির মতো প্রদীপ্ত দৃষ্ট হচ্ছে ॥ ৪ ॥

শ্যাবাশ্ব যাঁর স্তব করেছেন, সেই বীর তরন্তকে যিনি ভুজপাশে বন্ধন করেছেন, সেই তরন্তের মহিষী শশীয়সী আমাকে অশ্ব, গো ও শত মেষাত্মক পশু যূথ প্রদান করেছেন ॥ ৫ ॥

যে পুরুষ দেববৃন্দের আরাধনা ও ধন দান না করে, শশীয়সী সেইরকম পুরুষ অপেক্ষা সর্ব অংশে শ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

কারণ তিনি ব্যথিত, তৃষ্ণার্ত ও ধন-অভিলাষী ব্যক্তিগণের প্রতি মনোযোগী হন এবং দেবগণের প্রতি আপন চিত্ত সমর্পণ করেন ॥ ৭ ॥

আমি শশীয়সীর অর্ধাঙ্গভূত পুরুষ তরন্তের স্তব করলেও বলছি যে, তাঁর সমুচিত স্তব হচ্ছে না, কারণ তিনি দানের বিষয়ে সকল সময়েই একরকম ॥ ৮ ॥

যুবতী শশীয়সী উল্লসিত চিত্তে আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন, এবং তাঁর দত্ত দুটি লোহিত বর্ণ অশ্ব আমাকে যশস্বী, বিজ্ঞ পুরুমীঢ়ের নিকট বহন করেছিল ॥ ৯ ॥

বিদদশ্বের পুত্র পুরুমীঢ় আমাকে শত ধেনু ও তরন্তের মতো অনেক মহামূল্য ধন প্রদান করেছেন ॥ ১০ ॥

যে সমস্ত মরুৎ বেগগামী অশ্বে আরূঢ় হয়ে হর্ষবিধায়ক সোমরস পান করতে করতে এই স্থানে আগমন করেছেন, তাঁরা সম্প্রতি এই স্থানে নানা স্তব গ্রহণ করেছেন ॥ ১১ ॥

যে সমস্ত মরুতের দীপ্তির দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত রয়েছে, যাঁরা উপরে স্থিত প্রদীপ্ত রথের উপর বিশেষভাবে শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ১২ ॥

সেই মরুৎগণ নিত্যতরুণ, সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়, অনিন্দ্য শোভনরূপে গমনকারী ও অপ্রতিহত গতি ॥ ১৩ ॥

জল বর্ষণের জন্য জাত, নিষ্পাপ, শত্রুগণের কম্পনবিধায়ক মরুৎগণ যে স্থানে উল্লসিত হন, মরুৎগণের সেই স্থান কোন্ ব্যক্তি অবগত আছে? ॥ ১৪ ॥

হে স্তবপ্রিয় মরুৎগণ! যে ব্যক্তি এই রকম স্তুতিকর্মের দ্বারা আপনাদের প্রসন্ন করে, আপনারা সেই ব্যক্তিকে অভিমত স্বর্গ ইত্যাদি স্থানে পথ প্রদর্শন ক'রে নীত করেন। যজ্ঞে আহ্বান করলে আপনারা সেই আহ্বান শ্রবণ করেন ॥ ১৫ ॥

হে শত্রুসংহারক, পূজনীয়, অতুল ঐশ্বর্যশালী মরুৎগণ! আপনারা আমাদের বাঞ্ছিত ধন প্রদান করুন ॥ ১৬ ॥

হে রাত্রি! তুমি আমার নিকট হ'তে দর্ভপুত্র রথবীতির নিকট মরুৎকৃত এই সমস্ত মরুৎস্তুতি বহন করো। হে দেবি! রথী যেমন রথের উপর নানা বস্তু স্থাপন ক'রে গন্তব্য স্থানে সেগুলি সবই বহন করে, সেইরকম তুমি আমার এই সকল স্তব বহন করো ॥ ১৭ ॥

সোমযাগ সম্পন্ন হ'লে, তুমি আমার হয়ে রথবীতিকে এইটি নিবেদন করো যে, তাঁর কন্যার প্রতি আমার প্রণয় কিছু বিচলিত হয়নি ॥ ১৮ ॥

এই ঐশ্বর্যশালী রথবীতি গোমতী তীরে বাস করেন এবং পর্বতের প্রান্তভাগে তাঁর গৃহ অবস্থিত আছে ॥ ১৯ ॥

টীকা — সায়ণাচার্য বলেন, একটি প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন ক'রে এই স্তোত্রের সৃষ্টি হয়েছে। দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিবংশীয় অর্চনানাকে হোতৃ কার্যে বরণ করেছিলেন। অর্চনানা পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন ক'রে স্বপুত্র শ্যাবাশ্বের সাথে তার বিবাহ দেবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করলেন। রাজা তাতে সম্মত হয়ে নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজমহিষী আপত্তি করলেন। তখন শ্যাবাশ্ব ভিক্ষার্থে পর্যটন করতে করতে একদা রাজা তরন্তের মহিষী শশীয়সীর নিকট উপস্থিত হলেন; শশীয়সী শ্যাবাশ্বকে সঙ্গে নিয়ে পতি সমীপে উপস্থিত হ'লে রাজা তাঁকে সমুচিত অতিথি সৎকার করলেন। শ্যাবাশ্ব সেই স্থান হ'তে গমনকালে পথিমধ্যে মরুদ্‌গণের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় সভয়চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁদের স্তব করতে লাগলেন। মরুদ্‌গণ তুষ্ট হয়ে তাঁকে ঋষি বলে স্বীকার করলেন। তখন রথবীতি ও তাঁর মহিষী শ্যাবাশ্বের সাথে রাজকুমারীর বিবাহ দিলেন॥ ১৯ ঋকে যে গোমতী নদীর উল্লেখ আছে, তা সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিকের (কাবুল প্রদেশের) একটি শাখা, এক্ষণে তার নাম গোমাল। সরযূ নদী সম্বন্ধে ৫।৫৩।৯ ঋকে বলা হয়েছে। বহুকাল পরে, আর্যগণ ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে গমন করলেন। যখন কোশল প্রদেশে অধিনিবেশ স্থাপন করলেন সে প্রদেশের নদীগুলিকেও 'সরযূ' নদী নাম দিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদের সরযূ ও গোমতী সিন্ধু এক নয়।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৬২ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : অত্রির অপত্য শ্রুতবিদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ঋতেন ঋতমপিহিতং ধ্রুবং বাং সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্যশ্বান্।
দশ শতা সহ তস্থুস্তদেকং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপশ্যম্॥ ১॥
তৎসু বাং মিত্রাবরুণা মহিত্বমীর্মা তস্থুষীরহভির্দুদুহ্রে।
বিশ্বাঃ পিন্বথঃ স্বসরস্য ধেনা অনু বামেকঃ পবিরা ববর্ত॥ ২॥
অধারয়তং পৃথিবীমুত দ্যাং মিত্ররাজানা বরুণা মহোভিঃ।
বর্ধয়তমোষধীঃ পিন্বতং গা অব বৃষ্টিং সৃজতং জীরদানূ॥ ৩॥

আ বামশ্বাসঃ সুযুজো বহন্তু যতরশ্ময় উপ যন্ত্বর্বাক্।
ঘৃতস্য নির্ণিগনু বর্ততে বামুপ সিন্ধবঃ প্রদিবি ক্ষরন্তি ॥ ৪ ॥
অনু শ্রুতামমতিং বর্ধদুর্বীং বর্হিরিব যজুষা রক্ষমাণা।
নমস্বন্তা ধৃতদক্ষাধি গর্তে মিত্রাসাথে বরুণেলাস্বন্তঃ ॥ ৫ ॥
অক্রবিহস্তা সুকৃতে পরস্পা যং ত্রাসাথে বরুণেলাস্বন্তঃ।
রাজানা ক্ষত্রমহৃণীয়মানা সহস্রস্থূণং বিভৃথঃ সহ দ্বৌ ॥ ৬ ॥
হিরণ্যনির্ণিগয়ো অস্য স্থূণা বি ভ্রাজতে দিব্যশ্বাজনীব।
ভদ্রে ক্ষেত্রে নিমিতা তিল্বিলে বা সনেম মধ্বো অধিগর্ত্যস্য ॥ ৭ ॥
হিরণ্যরূপমুষসো ব্যুষ্টাবয়ঃস্থূণমুদিতা সূর্যস্য।
আ রোহথো বরুণ মিত্র গর্তমতশ্চক্ষাথে অদিতিং দিতিং চ ॥ ৮ ॥
যদ্বংহিষ্ঠং নাতিবিধে সুদানূ অচ্ছিদ্রং শর্ম ভুবনস্য গোপা।
তেন নো মিত্রাবরুণাববিষ্টং সিষাসন্তো জিগীবাংসঃ স্যাম ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — আমি আপনাদের আবাসভূত, ঋতের দ্বারা আচ্ছাদিত, ধ্রুব ও ক্ষত সূর্যমণ্ডল দর্শন করেছি। সেই স্থানে অবস্থিত অশ্বগণকে উপাসকগণ স্তোত্রের দ্বারা বিমুক্ত করে। সেই স্থানে সহস্র সংখ্যক রশ্মি সমবেত হয়ে অবস্থিতি করে। দেব-মূর্তিসমূহের মধ্যে সেই এক শ্রেষ্ঠ মূর্তি আমি দর্শন করেছি ॥ ১ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! আপনাদের এই মাহাত্ম্য অতি প্রশস্ত, যার দ্বারা নিরন্তর পরিভ্রমণকারী সূর্য দৈনিক গতির সাহায্যে বদ্ধ জলরাশিকে দোহন করেছেন। আপনারা স্বয়ং ভ্রমণকারী সূর্যের প্রীতিদায়ক দীপ্তি সকল বর্ধিত করছেন। আপনাদের উভয়ের একমাত্র রথ নিরন্তর পরিভ্রমণ করছে ॥ ২ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! স্তোতৃবর্গ আপনাদের অনুগ্রহে রাজপদ লাভ করে। আপনারা নিজ নিজ সামর্থ্যের দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গকে ধারণ ক'রে রয়েছে। হে ক্ষিপ্রদানকারিগণ! আপনারা ওষধি সকল ও ধেনুবর্গকে বর্ধিত করুন এবং বৃষ্টিবর্ষণ করুন ॥ ৩ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! অনায়াসে রথে যোজিত আপনাদের অশ্বগুলি আপনাদের বহন করুক ও রশ্মির দ্বারা সুসংযত হয়ে অবতরণ করুক। বারিরাশি মূর্তি ধারণ ক'রে আপনাদের অনুসরণ করছে এবং প্রাচীন নদী সকল আপনাদের অনুগ্রহে প্রবাহিত হচ্ছে ॥ ৪ ॥

হে অন্নসম্পন্ন ও বলশালী মিত্র ও বরুণ! আপনারা শরীরের দীপ্তি বর্ধিত ক'রে এবং মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞ যেমন রক্ষিত হয়, সেই রকম পৃথিবীকে রক্ষা ক'রে, যজ্ঞভূমির মধ্যস্থিত রথের উপর আরোহণ করুন ॥ ৫ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা যজ্ঞভূমিতে যজমানকে রক্ষা করেন, শোভন স্তুতিকারী সেই যজমানের প্রতি দানশীল হোন ও তাকে রক্ষা করুন। কারণ আপনারা উভয়ে রাজা ও ক্রোধবিহীন হয়ে ধন ও সহস্র স্তম্ভ সমন্বিত সৌধ ধারণ করেন ॥ ৬ ॥

এঁদের রথ সুবর্ণনির্মিত ও কীলক ইত্যাদি হেমময়। এই রথ বিদ্যুতের মতো অন্তরীক্ষে শোভা

প্রাপ্ত হয়। আমরা যেন কল্যাণকার স্থানে অথবা যূপযষ্টিসমন্বিত যজ্ঞভূমিতে রথের উপর সোমরস স্থাপন করতে পারি ॥ ৭ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা প্রত্যূষে সূর্যোদয় হ'লে লৌহকীলক সমন্বিত সুবর্ণ ঘটিত রথে আরোহণ করেন এবং তথা হ'তে অদিতি ও দিতিকে অবলোকন করেন ॥ ৮॥

হে দানশীল ও বিশ্বরক্ষক মিত্র ও বরুণ; যে সুখের কোন ব্যাঘাত নেই, সেইরকম নিরতিশয় ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ আপনারাই প্রদান করতে সমর্থ। আপনারা আমাদের সেইরকম সুখ প্রদান করুন, আমরা যেন অভিলষিত ধন লাভ ক'রি ও শত্রুবিজয়ী হই ॥ ৯ ॥

টীকা — ৬ ঋকে 'মূলে সহস্রস্থূনং' আছে। 'অনেকবহুকস্তম্ভোপেতং সৌধাদিরূপং গৃহং।' সায়ণ। এখানে অনেক স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। ৮ ঋকে মূলে 'অদিতিং চ' আছে এ অদিতি ও দিতি শব্দের নানা রকম অর্থ করা হয়েছে। সায়ণ অদিতি অর্থে অখণ্ডনীয়া পৃথিবী এবং দিতি অর্থে খণ্ডিতা প্রজাদি করেছেন। মহীধর (শুক্লযজুঃ ১০।১৬) অদিতি অর্থে অদীন বিহিতানুষ্ঠাতা অর্থাৎ পুণ্যাত্মা এবং দিতি অর্থে দীন নাস্তিকাদি পাপাত্মা করেছেন। 'অদিতি' শব্দের (দো ধাতু হতে) প্রকৃত অর্থ অখণ্ডিত, অসীম, অনন্তবিশ্বজগৎ। অতএব 'দিতি' শব্দের প্রকৃত অর্থ জগতের খণ্ড বা সীমাবদ্ধ জগৎ। ঋকের প্রকৃত অনুবাদ বোধ হয় এই; যথা—হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা....তথা হতে অসীম বিশ্ব জগৎ এবং সীমাবদ্ধ জগৎ অবলোকন কর। বাস্তবিক 'অদিতি' শব্দের উৎপত্তির পর ঐ শব্দের দেখাদেখি 'দিতি' শব্দটি উৎপন্ন করা হয়েছে। ঋগ্বেদে 'দিতি' শব্দটি তিনবার মাত্র ব্যবহার হয়েছে। (৪।২।১১ এবং ৫।৬২।৮, এবং ৭।১৫।১২) একবার এর অর্থ অদিতি, আর দুবার 'অদিতি ও দিতি' একত্র ব্যবহার হয়েছে, তার মর্ম অসীম ও সীমাবদ্ধ জগৎ। ঋগ্বেদে শব্দ দুটি এরূপে উৎপন্ন হলো; কিন্তু এদের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ও টীকা ও উপাখ্যান ক্রমে বাড়তে লাগল এবং পুরাণে আমরা সে উপাখ্যানের চরম অবস্থা দেখতে পাই। পৌরাণিক অদিতি ব্রহ্মার পৌত্রী এবং দেবগণের মাতা। এবং দিতিও ব্রহ্মার পৌত্রী এবং দৈত্যগণের মাতা। পৌরাণিক গল্পগুলি এইভাবে সৃষ্ট হয়েছে। ঋগ্বেদে দৈত্য শব্দের আদৌ ব্যবহার নেই এবং দানবগণ যে দিতি হ'তে উৎপন্ন তারও কিছুমাত্র উল্লেখ নেই।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য।

◆ ◆

— ৬৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও বরুণ। ঋষি : অত্রির অপত্য অর্চনানা। ছন্দ : জগতী]

ঋতস্য গোপাবধি তিষ্ঠতো রথং সত্যধর্মাণা পরমে ব্যোমনি।
যমত্র মিত্রাবরুণাবথো যুবং তস্মৈ বৃষ্টি র্মধুমৎ পিন্বতে দিবঃ॥ ১॥
সম্রাজাবস্য ভুবনস্য রাজথো মিত্রাবরুণা বিদথে স্বর্দৃশা।
বৃষ্টিং বাং রাধো অমৃতত্বমীমহে দ্যাবাপৃথিবী বি চরন্তি তন্যবঃ॥ ২॥
সম্রাজা উগ্রা বৃষভা দিবস্পতী পৃথিব্যা মিত্রাবরুণা বিচর্ষণী।
চিত্রেভিরভ্রৈরূপ তিষ্ঠথো রবং দ্যাং বর্ষয়থো অসরস্য মায়য়া॥ ৩॥

মায়া বাং মিত্রাবরুণা দিবি শ্রিতা সূর্যো জ্যোতিশ্চরতি চিত্রমায়ুধম্।
তমভ্রেণ বৃষ্ট্যা গূহথো দিবি পর্জন্য দ্রপ্সা মধুমন্ত ঈরতে॥ ৪॥
রথং যুঞ্জতে মরুতঃ শুভে সুখং শূরো ন মিত্রাবরুণা গবিষ্টিষু।
রজাংসি চিত্রা বিচরন্তি তন্যবো দিবঃ সম্রাজা পয়সা ন উক্ষতম্॥ ৫॥
বাচং সু মিত্রাবরুণাবিরাবতীং পর্জন্যশ্চিত্রাং বদতি ত্বিষীমতীম্।
অভ্রা বসত মরুতঃ সু মায়য়া দ্যাং বর্ষয়তমরুণামরেপসম্॥ ৬॥
ধর্মণা মিত্রাবরুণা বিপশ্চিতা ব্রতা রক্ষেথে অসুরস্য মায়য়া।
ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বি রাজথঃ সূর্যমা ধত্থো দিবি চিত্র্যং রথম্॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে বারিরক্ষক, সত্যদর্শী মিত্র ও বরুণ! আপনারা স্বর্গের অতি উন্নত প্রদেশে রথের উপর আরোহণ করেন। এই যজ্ঞে আপনারা যে যজমানকে রক্ষা করছেন, বৃষ্টি স্বর্গ হ'তে তাঁর উদ্দেশে সুমধুর বারি বর্ষণ করে ॥ ১॥

হে স্বর্গদ্রষ্টা মিত্র ও বরুণ! আপনারা আমাদের যজ্ঞে সমধিক দীপ্তিশালী হয়ে ভুবন শাসন করছেন। আমরা আপনাদের নিকট বৃষ্টিরূপ ধন এবং অমরত্ব প্রার্থনা করছি; আপনারা বিস্তৃত রশ্মিসকল স্বর্গ ও পৃথিবীতে বিচরণ করছে ॥ ২॥

হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন, প্রচণ্ড বলশালী, বারিবর্ষণকারী, স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিপতি এবং সর্বদ্রষ্টা; আপনারা বিচিত্র মেঘবৃন্দের সাথে স্তোত্র শ্রবণ করবার নিমিত্ত আগমন করুন এবং অসুরের মায়ার দ্বারা স্বর্গ হ'তে বৃষ্টি পাতিত করুন ॥৩॥

হে মিত্র ও বরুণ! যখন আপনাদের অস্ত্রভূত জ্যোতির্ময় সূর্য অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করেন, স্বর্গে আপনাদের সামর্থ্য সেই সময়ে প্রকটিত হয়। আপনারা মেঘ ও বৃষ্টির দ্বারা অন্তরীক্ষে সূর্যের রক্ষা বিধান করেন। হে পর্জন্য! তাঁদের ইচ্ছাক্রমে আপনাদের হ'তে সুমধুর বারিবিন্দুসকল পতিত হয় ॥ ৪॥

হে মিত্র ও বরুণ! বীর যেমন যুদ্ধের নিমিত্ত রথ সজ্জিত করেন, সেইরকম মরুৎগণ আপনাদেরই অনুগ্রহে বৃষ্টির জন্য সুখকর রথ সজ্জিত করেন। বারিবর্ষণের জন্য মরুৎগণ বিভিন্ন লোকে সঞ্চরণ করেন; অতএব হে অধিপতিগণ! আপনারা মরুৎগণের সাথে স্বর্গ হ'তে আমাদের উপর বারিবর্ষণ করুন ॥ ৫ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! আপনাদেরই অনুগ্রহে মেঘ অন্নসাধক, প্রভাব্যঞ্জক, বিচিত্র গর্জনধ্বনি করতে থাকে; মরুৎগণ আপন প্রজ্ঞাবলে মেঘ সকলকে সম্যক্‌ভাবে রক্ষা করেন এবং তাদের সাথে আপনারা উভয়ে অরুণবর্ণ ও নিষ্পাপ আকাশ হ'তে বৃষ্টি পাতিত করেন ॥৬॥

হে বিচক্ষণ মিত্র ও বরুণ! আপনারা জগতের উপকারক বৃষ্টি ইত্যাদি কার্যের দ্বারা যজ্ঞ রক্ষা করেন। আপনারা অসুরের মায়ার দ্বারা বারিবর্ষণে সমস্ত ভূতজাতকে আলোকিত করেন এবং পূজনীয় রথের মতো সূর্যকে অন্তরীক্ষে ধারণ করেন ॥ ৭॥

টীকা — ৩ ঋকে ও ৭ ঋকে মূলে 'অসুরস্য মায়য়া' আছে। সায়ণ অর্থ করেছেন বৃষ্টিদাতা পর্জন্যের সামর্থ্যের দ্বারা। কিন্তু প্রকৃত অর্থ বোধ হয় 'দৈব কৌশলের দ্বারা'। —এই সূক্তটিও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রযোজ্য হ'তে পারে। প্রথম অষ্টকে মিত্র ও বরুণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ লক্ষণীয়।

◆ ◆

— ৬৪ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : অর্চনানা। ছন্দ : অনুষ্টুপ, পংক্তি]

বরুণং বো রিশাদসমৃচা মিত্রং হবামহে।
পরি ব্রজেব বাহ্বোর্জগন্বাংসা স্বর্ণরম্॥ ১॥
তা বাহবা সুচেতুনা প্র যন্তমস্মা অর্চতে।
শেবং হি জার্যং বাং বিশ্বাসু ক্ষাসু জোগুবে॥ ২॥
যন্নূনমশ্যাং গতিং মিত্রস্য যায়াং পথা।
অস্য প্রিয়স্য শর্মণ্যহিংসানস্য সশ্চিরে॥ ৩॥
যুবাভ্যাং মিত্রাবরুণোপমং ধেয়ামৃচা।
যদ্ধ ক্ষয়ে মঘোনাং স্তোতৃণাং চ স্পূর্ধসে॥ ৪॥
আ নো মিত্র সুদীতিভি র্বরুণশ্চ সধস্থ আ।
স্বে ক্ষয়ে মঘোনাং সখীনাং চ বৃধসে॥ ৫॥
যুবং নো যেষু বরুণ ক্ষত্রং বৃহচ্চ বিভৃথঃ।
উরু ণো বাজসাতয়ে কৃতং রায়ে স্বস্তয়ে॥ ৬॥
উচ্ছন্ত্যাং মে যজতা দেবক্ষত্রে রুশদ্‌গবি।
সুতং সোমং ন হস্তিভিরা পড়্‌ভি র্ধাবতং নরা বিভ্রতাবর্চনানসম্॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে মিত্র ও বরুণ। আমি এই মন্ত্রের দ্বারা আপনাদের আহ্বান করছি, গোপাল যেমন বাহুবলের দ্বারা গোযূথকে সঞ্চালিত করে, সেই রকম আপনারা উভয়েই শত্রুবর্গকে অপসারিত করুন ও স্বর্গের পথ প্রদর্শন করুন ॥ ১ ॥

আপনারা উভয়ে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হস্তের দ্বারা স্তবকারী আমাকে অভিমত সুখ প্রদান করুন, কারণ আপনাদের প্রদত্ত বাঞ্ছিত সুখ সকল স্থানেই ব্যাপ্ত আছে ॥ ২ ॥

যেন আমি সদ্গতি লাভ ক'রি, যেন আমি মিত্র প্রদর্শিত পথে গমন ক'রি। সেই হিংসাবর্জিত প্রিয় দেবের কল্যাণ যেন আমরা প্রাপ্ত হই ॥ ৩ ॥

হে মিত্র ও বরুণ। আমি আপনাদের স্তব ক'রে যেন এমন ধন লাভ ক'রি যে, ধনিগণের ও স্তোতৃবর্গের গৃহে ঈর্ষার উদয় হবে ॥ ৪ ॥

হে মিত্র! হে বরুণ! আপনারা দীপ্তিসহকারে আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত হোন এবং ঐশ্বর্যশালী যজমানগণের ও আপনাদের মিত্রগণের আপন আপন গৃহে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করুন ॥ ৫ ॥

হে মিত্র ও বরুণ। আমরা যে সকল স্তব উচ্চারণ করছি, তার জন্য আমাদের বল ও প্রচুর অন্ন প্রদান করুন। আপনারা অন্ন ও ধন এবং কল্যাণের বিষয়ে আমাদের প্রতি বিশেষভাবে বদান্য হোন ॥ ৬ ॥

প্রত্যুষে সূর্যরশ্মি প্রথম প্রকটিত হ'লে যাদের দেব-যজনে পূজা করতে হয়, হে মিত্র ও বরুণ! সেই আপনারা আমাকর্তৃক অভিযুত সোমরস অবলোকন করুন। হে যজ্ঞের অধিনায়কগণ! আপনারা অর্চনানার প্রতি প্রসন্ন হয়ে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্বক সত্বর আগমন করুন ॥ ৭॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৫ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : অত্রির অপত্য রাতহব্য। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

যশ্চিকেত স সুক্রতু র্দেবত্রা স ব্রবীতু নঃ।
বরুণো যস্য দর্শতো মিত্রো বা বনতে গিরঃ॥ ১॥
তা হি শ্রেষ্ঠবর্চসা রাজানা দীর্ঘশ্রুত্তমা।
তা সৎপতী ঋতাবৃধ ঋতারানা জনেজনে॥ ২॥
তা বামিয়াসোঽবসে পূর্বা উপ ব্রুবে সচা।
স্বশ্বাসঃ সু চেতুনা বাজাঁ অভি প্র দাবনে॥ ৩॥
মিত্রো অংহোশ্চিদাদুরু ক্ষয়ায় গাতুং বনতে।
মিত্রস্য হি প্রতূর্বতঃ সুমতিরস্তি বিধতঃ॥ ৪॥
বয়ং মিত্রস্যাবসি স্যাম সপ্রথস্তমে।
অনেহসস্ত্বোতয়ঃ সত্রা বরুণশেষসঃ॥ ৫॥
যুবং মিত্রেমং জনং যতথঃ সং চ নয়থঃ।
মা মঘোনঃ পরি খ্যতং মো অস্মাকমৃষীণাং গোপীথে ন উরুষ্যতম্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — দেবগণের মধ্যে আপনাদের স্তব যিনি অবগত আছেন, তিনি সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী। মনোজ্ঞমূর্তি মিত্র ও বরুণ যাঁর স্তব গ্রহণ করেন, তিনি যেন আমাদের স্তুতিবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন ॥ ১॥

নিরতিশয় দীপ্তিশালী সেই দুই অধিপতি সুদূর হ'তে আহ্বান করলেও শ্রবণ ক'রে থাকেন। যজমানগণের অধীশ্বর ও যজ্ঞের বর্ধয়িতা সেই দুইয়ের প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ বিধানের জন্য বিচরণ করছেন ॥ ২॥

আপনারা পুরাতন দেব, আমি আপনাদের দু'জনের নিকটবর্তী হয়ে রক্ষার জন্য উভয়কে প্রার্থনা করছি। উৎকৃষ্ট অশ্বের অধিকারী হয়ে আমরা অন্নপ্রদানের নিমিত্ত আপনাদের স্তব করছি, কারণ আপনাদের জ্ঞান অতি প্রশস্ত ॥ ৩॥

মিত্র পাপিষ্ঠ স্তবকারীকেও বিশাল গৃহে গমনের উপায় প্রদান করেন; হিংসাকারী সেবক ও দেব মিত্রের অনুগ্রহ লাভ করে ॥ ৪॥

আমরা যেন সর্বদা মিত্রের প্রশস্ত রক্ষার ভাজন হই; হে মিত্র! আমরা আপনার দ্বারা রক্ষিত ও নিষ্পাপ হয়ে যেন যুগপৎ বরুণের পুত্র স্বরূপ হই ॥ ৫ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা স্তবকারী এই ব্যক্তির নিকট আগমন করুন এবং তাঁকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ করান। আমরা অন্নসম্পন্ন, আমাদের পরিত্যাগ করবেন না। ঋষিগণের অর্থাৎ আমাদের পুত্রগণকেও পরিত্যাগ কোরো না, কিন্তু সুতসোম যজ্ঞে আমাদের রক্ষা কোরো ॥ ৬ ॥

টীকা — ৪ ঋকে পাপীকে ও মিত্র যে 'বিশাল গৃহে' ('উরু ক্ষয়ায়') গমনের উপায় প্রদান করেন, সেই বিশাল গৃহ কি ? বোধ হয় স্বর্গ; এর পরের সূক্তে সেই কথাই আছে। মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে সূক্তে অনেক পবিত্র চিন্তা দেখতে পাওয়া যায়। এই মণ্ডলের ৬৩।২ ঋকে ঋষি অমরত্ব প্রার্থনা করছেন, ৬৪।৩ ঋকে মিত্র প্রদর্শিত পথের দ্বারা গমন ক'রে সম্পত্তি ও মিত্র প্রদত্ত কল্যাণ লাভের কামনা করেছেন এবং বর্তমান সূক্তের ৫ ঋকে নিষ্পাপ হয়ে বরুণের পুত্রস্বরূপ হ'তে বাঞ্ছা করছেন ॥—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৬৬ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : রাতহব্য। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

আ চিকিতান সুক্রতূ দেবৌ মর্ত রিশাদসা।
বরুণায় ঋতপেশসে দধীত প্রয়সে মহে ॥ ১ ॥
তা হি ক্ষত্রমবিহ্রুতং সম্যগসুর্যমাশাতে।
অধ ব্রতেব মানুষং স্বর্ণ ধায়ি দর্শতম্ ॥ ২ ॥
তা বামেষে রথানামুর্বীং গব্যূতিমেষাম্।
রাতহব্যস্য সুষ্টুতিং দধৃক্স্তোমৈ র্মনামহে ॥ ৩ ॥
অধা হি কাব্যা যুবং দক্ষস্য পূর্ভিরদ্ভুতা।
নি কেতুনা জনানাং চিকেথে পূতদক্ষসা ॥ ৪ ॥
তদৃতং পৃথিবি বৃহচ্ছ্রব এষ ঋষীণাম্।
জ্রয়সানাবরং পৃথতি ক্ষরন্তি যামভিঃ ॥ ৫ ॥
আ যদ্বামীয়চক্ষসা মিত্র বয়ং চ সূরয়ঃ।
ব্যচিষ্ঠে বহুপায্যে যতেমহি স্বরাজ্যে ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে জ্ঞানসম্পন্ন মানব! তুমি সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী ও শত্রুসংহারক দেবদ্বয়কে আহ্বান করো; সত্যরূপ পূজনীয় হব্যগৃহীতা বরুণকে হব্যপ্রদান করো ॥ ১ ॥

আপনারা উভয়ে অপ্রতিহত ও আসুরীয় বলের অধিকারী ব'লে, সূর্য যেমন অন্তরীক্ষে স্থাপিত হয়েছেন, সেইরকম মানুষদের মধ্যে আপনাদের উদ্দেশে যজ্ঞ সংস্থাপিত হয়েছে ॥ ২ ॥

আপনারা রাতহব্যের প্রকৃষ্ট স্তবে শত্রুপরাভবকারী বল লাভ ক'রে আমাদের এই রথের সম্মুখে বহু দূরে গমন করবে ব'লে আমরা আপনাদের উভয়ের স্তব করছি ॥ ৩ ॥

পূজনীয় ও আশ্চর্যভূত হে দেবদ্বয়! আপনাদের বল অতি বিশুদ্ধ; আমি স্তোত্রকুশল, আপনারা আমার স্তবে প্রসন্ন হয়ে সদয়চিত্তে যজমানবৃন্দের ক্ষেত্র অবগত হোন ॥ ৪ ॥

হে দেবি পৃথিবি! ঋষিগণের প্রয়োজন সাধনের জন্য আপনাতে প্রচুর জল অবস্থিত আছে। গমনশীল দেবদ্বয় আপনাদের গতিবিধির দ্বারা অতি প্রচুর পরিমাণে বারিরাশি বর্ষণ করেন ॥ ৫ ॥

হে দূরদর্শী মিত্র ও বরুণ! স্তোতৃবর্গ ও আমরা আপনাদের আহ্বান করছি। আমরা যেন আপনাদের সুবিস্তীর্ণ ও বহুলোকের গন্তব্য রাজ্যে গমন করতে পারি ॥ ৫ ॥

টীকা — ২ ঋকে মূলে 'অসূর্য' আছে। এই কথাটি পূর্বে অনেক স্থানে আমরা পেয়েছি। সায়ণ 'অসুর' শব্দের পৌরাণিক অর্থ গ্রহণ ক'রে 'অসূর্য' অর্থে 'অসুর বিনাশক' করেছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে 'অসুর' অর্থে দেব অথবা বলবান্, 'অসূর্য' অর্থে দৈব অথবা বলশালী ॥ ৬ ঋক্ অনুসারে মিত্র ও বরুণের বিস্তীর্ণ রাজ্য স্বর্গধাম ॥

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৬৭ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : অত্রির অপত্য যজত। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

বলিত্থা দেবা নিষ্কৃতমাদিত্যা যজতং বৃহৎ।
বরুণমিত্রার্যমন্বর্ষিষ্ঠং ক্ষত্রমাশাথে ॥ ১ ॥
আ যদ্যোনিং হিরণ্যয়ং বরুণ মিত্র সদথঃ।
ধর্তারা চর্ষণীনাং যন্তং সুম্নং রিশাদসা ॥ ২ ॥
বিশ্বে হি বিশ্ববেদসো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
ব্রতা পদেব সশ্চিরে পান্তি মর্ত্যং রিষঃ ॥ ৩ ॥
তে হি সত্যা ঋতস্পৃশ ঋতাবানো জনেজনে।
সুনীথাসঃ সুদানবোঽংহোশ্চিদুরুচক্রয়ঃ ॥ ৪ ॥
কো নু বাং মিত্রাস্তুতো বরুণো বা তনূনাম্।
তৎসু বামেষতে মতিরত্রিভ্য এষতে মতিঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে দীপ্তিমান্ অদিতির পুত্র, মিত্র বরুণ ও অর্যমা! আপনারা সম্প্রতি সম্পূর্ণ, পূজ্য, অতিমহৎ ও প্রবৃদ্ধ বল ধারণ করছেন ॥ ১ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! যখন আপনারা আনন্দজনক যজ্ঞভূমিতে আগমন করেন, হে মানবগণের রক্ষাকারী, শত্রুসংহারকগণ! তখন আপনারা আমাদের সুখ বিধান করেন ॥ ২ ॥

সর্বজ্ঞ মিত্র, বরুণ ও অর্যমা আপন আপন পদের মতো আমাদের যজ্ঞকার্যে সমবেত হন এবং মর্ত্যকে হিংসাকারী হ'তে রক্ষা করেন ॥ ৩ ॥

তাঁরা সত্যদর্শী, জলবর্ষী ও যজ্ঞের রক্ষক। তাঁরা প্রত্যেক যজমানকে সৎপথ প্রদর্শন করেন ও প্রচুর দান করেন ॥ ৪ ॥

হে মিত্র ও বরুণ। আপনাদের মধ্যে কা'কে সকলে স্তব না করে; আমরা অল্প বুদ্ধি, আমরা আপনাদের স্তব ক'রি। অত্রি গোত্রজগণ আপনাদের স্তব করেন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। পরবর্তী সূক্তে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ৬৮ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : যজত। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র বো মিত্রায় গায়ত বরুণায় বিপা গিরা। মহিক্ষত্রাবৃতং বৃহৎ॥ ১ ॥
সম্রাজা যা ঘৃতযোনী মিত্রশ্চোভা বরুণশ্চ। দেবা দেবেষু প্রশস্তা॥ ২ ॥
তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য। মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু॥ ৩ ॥
ঋতমৃতেন সপন্তেষিরং দক্ষমাশাতে। অদ্রূহা দেবৌ বর্ধেতে॥ ৪ ॥
বৃষ্টিদ্যাবা রীত্যাপেষস্পতী দানুমত্যাঃ। বৃহন্তং গর্তমাশাতে॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ঋত্বিক্‌গণ। তোমরা উচ্চৈঃস্বরে মিত্র ও বরুণের স্তব করো। হে প্রভূত বলশালী মিত্র ও বরুণ! আপনারা এই মহাযজ্ঞে উপস্থিত হোন ॥ ১ ॥

যে মিত্র ও বরুণ উভয়েই সকলের অধীশ্বর, বারিবর্ষণকারী, দীপ্তিমান্ ও দেববৃন্দের মধ্যে সমধিক স্তবের যোগ্য ॥ ২ ॥

তাঁরা উভয়েই আমাদের দিব্য ও পার্থিব মহাধন প্রদান করতে সমর্থ। হে দেবদ্বয়! দেববৃন্দের মধ্যে আপনাদের বল অতি মহৎ ॥ ৩ ॥

তাঁরা বৃষ্টির দ্বারা যজ্ঞের উপকার সাধন ক'রে সুদক্ষ অনুসন্ধানকারী যজমানের পুরস্কার করেন। হে সদাশয় দেবদ্বয়। আপনারা সমৃদ্ধি লাভ করুন ॥ ৪ ॥

স্বর্গ হ'তে বারিবর্ষণকারী, অভীষ্টপূরক, অন্নের অধিপতি ও বদান্য, হব্যদাতার প্রতি অনুকূল, দেবদ্বয় আপনাদের বিস্তীর্ণ রথে আরোহণ করছেন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমরা স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণগুলি উদ্ধৃত করছি। যথা—১। "হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা মিত্রস্বরূপ দেবতাকে প্রাপ্ত হবার জন্য, অভীষ্টবর্ষক দেবতাকে প্রাপ্ত হবার জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা করো; পরম শক্তিসম্পন্ন হে দেবদ্বয়! আপনারা নিত্যসত্য আমাদের পরিজ্ঞাপন করুন।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎ-পরায়ণ হই; ভগবান কৃপা ক'রে আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)।—ইত্যাদি ॥ ২। "অমৃতস্বরূপ (অথবা

অমৃতদাতা) সর্বাধিক সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধনীয় যে মিত্রস্বরূপ এবং অভীষ্টবর্ষক উভয় দেবদ্বয়, সেই দেবদ্বয়কে আমরা যেন আরাধনা ক'রি।" (ভাব এই যে,—আমরা অমৃতস্বরূপ ভক্তি ও জ্ঞানকে যেন আরাধনা ক'রি)। [ভগবানের দু'টি রূপকেই (বিভূতিকেই) এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই দুই ভাব—মানুষের সাথে মিত্রভাব এবং মানুষের অভীষ্টপূরণ গুণ।]—ইত্যাদি॥ ৩। "জ্ঞানভক্তিস্বরূপ সেই দেবদ্বয় আমাদের ইহজন্মের ও পরজন্মের অর্থাৎ ইহকাল-পরকালসম্বন্ধি শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করতে সমর্থ। হে দেবগণ! আপনাদের শক্তি মহৎ ও অপ্রমেয়। অতএব আপনারা আমাদের অনুগ্রহ করুন।" (ভগবানের করুণার অন্ত কারও বিদিত নয়)।—ইত্যাদি॥ ৪। "সত্যের দ্বারা (অথবা, সৎকর্মের দ্বারা) সত্যকে (অথবা, সৎকর্মকে) মিলনকারী দেবদ্বয় শক্তিকামনাকারী সাধককে প্রাপ্ত হন; মঙ্গলসাধক হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের প্রবর্ধিত করুন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! সত্যপ্রাপক আপনি আমাদের প্রবর্ধিত করুন; জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি শক্তিসমন্বিত করুন)।—ইত্যাদি॥ ৫। "অমৃতবর্ষী, দ্যুলোকপ্রাপক, অভিমত ফলদাতা, পরম শক্তির অধিপতি দেবদ্বয় মহান্ গ্রহণীয় পরমধন সাধকদের প্রাপ্ত করান।" (ভাব এই যে,—অভীষ্টবর্ষক, অমৃতপ্রাপক ভগবান্ সাধকদের পরমধন প্রদান করেন)।—ইত্যাদি॥

◆◆

— ৬৯ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : ঋষির অপত্য উরুচক্রি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ত্রী রোচনা বরুণ ত্রীঁরুত দ্যূত্রীণি মিত্র ধারয়থো রজাংসি।
বাবৃধানাবমতিং ক্ষত্রিয়স্যানু ব্রতং রক্ষমাণাবজুর্যম্॥ ১॥
ইরাবতী র্বরুণ ধেনবো বাং মধুমদ্বাং সিন্ধবো মিত্র দুহ্রে।
ত্রয়স্তস্থু র্বৃষভাসস্তিসৃণাং ধিষণানাং রেতোধা বি দ্যুমন্তঃ॥ ২॥
প্রাত র্দেবীমদিতিং জোহবীমি মধ্যন্দিন উদিতা সূর্যস্য।
রায়ে মিত্রাবরুণা সর্বতাতেলে তোকায় তনায়য় শং যোঃ॥ ৩॥
যা ধর্তারা রজসো রোচনস্যোতাদিত্যা দিব্যা পার্থিবস্য।
ন বাং দেবা অমৃতা আ মিনন্তি ব্রতানি মিত্রাবরুণো ধ্রুবাণি॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা বলশালী যজমানের বল বৃদ্ধি ক'রে এবং অবিরত যজ্ঞ রক্ষা ক'রে, দীপ্তিমান্ তিন লোক, তিন দ্যুলোক ও তিনটি জগৎ ধারণ ক'রে রয়েছেন॥ ১॥

হে মিত্র ও বরুণ! আপনাদের আজ্ঞাক্রমে ধেনুগণ দুগ্ধবতী হয়, নদীসমূহ সুমধুর বারি প্রদান করে এবং দীপ্তিমান্ তিনিটি বারিবাহক ও বারিবর্ষক, অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য, আপন আপন উচিত তিন স্থানে, অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে অবস্থান করছে॥ ২॥

আমি প্রত্যূষে ও যে সময়ে সূর্য সমৃদ্ধি সম্পন্ন হন, সেই মধ্যাহ্ন সময়ে দেবী অদিতিকে আহ্বান ক'রি। হে মিত্র ও বরুণ! আমি ধন, পুত্র, পৌত্র, কল্যাণ ও সুখের জন্য সকল সময়ে আপনাদের স্তব ক'রি॥ ৩॥

হে স্বর্গীয় আদিত্যদ্বয়! আপনারা স্বর্গলোক ও ভূলোকের ধারণকারী, আমি আপনাদের উভয়কে পূজা করছি। হে মিত্র ও বরুণ! অমর দেববৃন্দ ও আপনাদের স্থায়িকার্যের উচ্ছেদ সাধন করতে পারেন না ॥ ৪ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। পরবর্তী সূক্তে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ৭০ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : উরুচক্রি। ছন্দ : গায়ত্রী]

পুরুরুণা চিদ্ধ্যস্ত্যবো নূনং বাং বরুণ। মিত্র বংসি বাং সুমতিম্ ॥ ১ ॥
তা বাং সম্যগদ্রুহ্বাণেষমশ্যাম ধায়সে। বয়ং তে রুদ্রা স্যাম ॥ ২ ॥
পাতংনো রুদ্রা পায়ুভিরুত ত্রায়েথাং সুত্রাত্রা। তুর্যাম দস্যুন্তনুভিঃ ॥ ৩ ॥
মা কস্যাদ্ভুতক্রতু যক্ষং ভুজেমা তনূভিঃ। মা শেষসামা তনসা ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ — হে মিত্র ও বরুণ! আমি যেন আপনাদের অনুগ্রহভাজন হই, কারণ আপনারা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে রক্ষাকারী ॥ ১ ॥

হে হিংসাবর্জিত দেবদ্বয়! আমরা যেন আপনাদের নিকট হ'তে ভোজনের নিমিত্ত অন্ন লাভ ক'রি। হে রুদ্রগণ! আমরা যেন আপনাদের হই ॥ ২ ॥

আপনাদের রক্ষার দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন ও উৎকৃষ্ট ত্রাণের দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করুন। আমরা যেন আপনাদের পুত্র ইত্যাদি গণের সাথে দস্যুবর্গকে পরাজিত ক'রি ॥ ৩ ॥

হে অদ্ভুতকর্মকারিগণ! আমরা যেন আপন দেহে অথবা পুত্র পৌত্র ইত্যাদি গণের সাথে কখনও আপনারা ব্যতীত অন্যের বদান্যতার উপর নির্ভর না ক'রি ॥ ৪ ॥

টীকা — ৩ ঋকে যে দস্যুবর্গের উল্লেখ আছে, তা' অনার্য জাতিগণের সম্বন্ধে বলা হয়েছে।—স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উল্লেখ্য। যেমন,—১ ঋকে তাঁর অনুবাদ—"হে মিত্রদেব! হে অভীষ্টবর্ষক (বরুণ) দেব! আপনাদের রক্ষাশক্তি নিশ্চিতভাবেই প্রভূত পরিমাণে আমাদের প্রতি বর্তমান থাকুক; হে দেবদ্বয়! আপনাদের কৃপা এবং জ্ঞান আমি যেন সম্ভোগ করতে পারি।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের পাপের কবল হ'তে রক্ষা করুন)। [ভগবান্ তাঁর মিত্ররূপ বিভূতিতে আমাদের সৎপথে পরিচালিত করুন, অন্তরাত্মারূপে আমাদের কার্যপ্রণালীকে নিয়মিত করুন। তিনি বরুণরূপে অভীষ্টবর্ষণশীল বিভূতিতে আমাদের উপর কৃপা বর্ষণ করুন, আমরা যেন সেই অনুকম্পার সহায়তায় জীবনের অভীষ্ট সাধন করতে পারি]।—ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"মিত্রভূত হে দেবদ্বয়! প্রসিদ্ধ আপনাদের সম্যক্‌ভাবে স্তুতি করছি; স্তোতা আমরা যেন পরসিদ্ধি এবং ভগবানের চরণ প্রাপ্ত হই; হে মিত্রদেব এবং হে অভীষ্টবর্ষক দেবদ্বয়! প্রার্থনাকারী আমরা যেন আপনাদের আরাধনাপরায়ণ হই।" (ভাব এই যে,—'আমরা যেন ভগবৎ পরায়ণ হই; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন)।

ইত্যাদি ॥ ৩ ঋক্—"মিত্রভূত এবং অভীষ্টবর্ষক হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের আপন রক্ষাশক্তির দ্বারা পাপের কবল হ'তে রক্ষা করুন; অপিচ, বিপদ হ'তে ত্রাণ ক'রে পালন করুন; হে দেবদ্বয়! আপনাদের কৃপায় আমরা যেন আত্মশক্তির দ্বারা শত্রুদের অভিভব করতে পারি। (ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের সকল বিপদ হ'তে রক্ষা করুন, এবং আমাদের রিপুজয়ী করুন)।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৭১ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : অত্রির অপত্য বাহুবৃক্ত। ছন্দ : গায়ত্রী]

আ নো গন্তং রিশাদসা বরুণ মিত্র বর্হণা। উপেমং চারুমধ্বরম্ ॥ ১ ॥
বিশ্বস্য হি প্রচেতসা বরুণ মিত্র রাজথঃ। ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ ॥ ২ ॥
উপ নঃ সুতমা গতং বরুণ মিত্র দাশুষঃ। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — হে অরিনিরসনকারী, শত্রুহন্তা মিত্র ও বরুণ! আপনারা আমাদের এই হিংসাবর্জিত যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ১ ॥

হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বরুণ! আপনারা বিশ্বের উপর আধিপত্য করছেন। আপনারা ফল প্রদান ক'রে আমাদের কার্য সকল সমৃদ্ধ করুন ॥ ২ ॥

হে মিত্র! হে বরুণ! আমি হব্যদাতা, আমা কর্তৃক অভিষুত সোমরস পান করবার নিমিত্ত আপনারা উপস্থিত হোন ॥ ৩ ॥

◆ ◆

— ৭২ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : বাহুবৃক্ত। ছন্দ : উষ্ণিক্]

আ মিত্রে বরুণে বয়ং গীর্ভির্জুহুমো অত্রিবৎ। নি বর্হিষি সদতং সোমপীতয়ে ॥ ১ ॥
ব্রতেন স্থো ধ্রুবক্ষেমা ধর্মণা যাতযজ্জনা। নি বর্হিষি সদতং সোমপীতয়ে ॥ ২ ॥
মিত্রশ্চ নো বরুণশ্চ জুষেতাং যজ্ঞমিষ্টয়ে। নি বর্হিষি সদতাং সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — হে মিত্র ও বরুণ! আমরা আমাদের গোত্রপ্রবর্তক অত্রির মতো স্তোত্রের দ্বারা আপনাদের আহ্বান করছি। অতএব আপনারা সোমপানের জন্য কুশের উপরে উপবেশন করুন ॥ ১ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা আপন কর্ম হ'তে কখনও চ্যুত হবেন না। মানুষেরা আপনাদের

যজ্ঞ প্রদান করে; অতএব আপনারা সোমপানের জন্য কুশের উপরে উপবেশন করুন ॥ ২ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা প্রীতিসহকারে আমাদের যজ্ঞ স্বীকার করুন এবং আগমন ক'রে সোমপানের জন্য কুশের উপরে উপবেশন করুন ॥ ৩ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৩ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : অত্রির অপত্য পৌর। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যদদ্য স্থঃ পরাবতি যদর্বাবত্যশ্বিনা।
যদ্বা পুরূ পুরুভুজা যদন্তরিক্ষ আ গতম্ ॥ ১ ॥
ইহ ত্যা পুরুভূতমা পুরূ দংসাংসি বিভ্রতা।
বরস্যা যাম্যধ্রিগূ হুবে তুবিষ্টমা ভুজে ॥ ২ ॥
ঈর্মান্যদ্বপুষে বপুশ্চক্রং রথস্য যেমথুঃ।
পর্যন্যা নাহুষা যুগা মহ্না রজাংসি দীয়থঃ ॥ ৩ ॥
তদূ যু বামেনা কৃতং বিশ্বা যদ্বামনু ষ্টবে।
নানা জাতাবরেপসা সমস্মে বন্ধুমেয়থুঃ ॥ ৪ ॥
আ যদ্বাং সূর্যা রথং তিষ্ঠদ্রঘুষ্যদং সদা।
পরি বামরুষা বয়ো ঘৃণা বরন্ত আতপঃ ॥ ৫ ॥
যুবোরত্রিশ্চিকেততি নরা সুম্নেন চেতসা।
ঘর্মং যদ্বামরেপসং নাসত্যাস্না ভুরণ্যতি ॥ ৬ ॥
উগ্রো বাং ককুহো যয়িঃ শৃণ্বে যামেষু সন্তনিঃ।
যদ্বাং দংসোভিরশ্বিনাত্রি র্নরাববর্ততি ॥ ৭ ॥
মধ্ব উ যু মধুযুবা রুদ্রা সিষক্তি পিপ্যুষী।
যৎসমুদ্রাতি পর্ষথঃ পক্কাঃ পৃক্ষো ভরন্ত বাম্ ॥ ৮ ॥
সত্যমিদ্বা উ অশ্বিনা যুবামাহুর্ময়োভুবা।
তা যামন্যামহূতমা যামন্না মৃলয়ত্তমা ॥ ৯ ॥
ইমা ব্রহ্মাণি বর্ধনাশ্বিভ্যাং সন্তু শন্তমা।
যা তক্ষাম রথাঁ ইবাবোচাম বৃহন্নমঃ ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — হে বহু যজ্ঞে ভোজনশীল অশ্বিদ্বয়! আপনারা বহু দূরে বা নিকটে, বহু প্রদেশে বা অন্তরীক্ষে অবস্থান করুন, এই স্থানে আগমন করুন ॥ ১ ॥

আপনারা বহু যজমানের উৎসাহদাতা, নানারকম বীরোচিত কর্মকারী, বরণীয়, অপ্রতিহতগতি ও অনিরুদ্ধকর্মা; আমি আপনাদের এইস্থানে আহ্বান করবার জন্য উপস্থিত হয়েছি। আপনারা প্রভূত বলশালী, আপনারা আমাকে রক্ষা করবেন ব'লে আমি আপনাদের আহ্বান করছি ॥ ২ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সূর্যের মূর্তি প্রদীপ্ত করবার জন্য আপনাদের রথের একখানি দীপ্তিমান্ চক্র নিয়মিত করেছেন, অন্য চক্রের দ্বারা আপন তেজের প্রভাবে মানবগণের কাল নিরূপিত করবার জন্য ভুবন সকল পরিভ্রমণ করেন ॥ ৩ ॥

হে ব্যাপক দেবদ্বয়! আমি যে স্তোত্রের দ্বারা আপনাদের স্তব করছি, আপনাদের সেই স্তোত্র এই ব্যক্তি, পৌর কর্তৃক সুসম্পাদিত হোক। হে পৃথক্ ভাবে জাত ও নিষ্পাপ দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের প্রচুর পরিমণে অন্ন প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! যে সময়ে আপনাদের পত্নী সূর্যা আপনাদের সর্বদা দ্রুতগামী রথে আরোহণ করেন, সেই সময়ে দীপ্তিশালী সমুজ্জ্বল আতপ সকল আপনাদের চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় ॥ ৫ ॥

হে নেতা অশ্বিদ্বয়! আমাদের পিতা অত্রি আপনাদের স্তব ক'রে যে সময়ে অগ্নির উত্তাপ সুখসেব্য বোধ করেছিলেন, তখন তিনি অগ্নিদাহের উপশমরূপ সুখহেতু কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাদের উপকার স্মরণ করেছিলেন ॥ ৬ ॥

আপনাদের দৃঢ়, উন্নত, গমনশীল, সতত বিঘূর্ণিত রথ, যজ্ঞ সমূহে সুপ্রসিদ্ধ আছে। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! আপনাদেরই কার্যের দ্বারা অত্রি পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন ॥ ৭ ॥

হে মধুর সোমরস মিশ্রণকারী রুদ্রগণ! আমাদের পুষ্টিকরী স্তুতি আপনাদের উপর মধুর রস সেক করছে; আপনারা অন্তরীক্ষের সীমা অতিক্রম করছেন; সুপক্ব হব্য আপনাদের পোষণ করছে ॥ ৮ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! পণ্ডিতগণ আপনাদের যে সুখদাতা বলেন, এই কথা যথার্থ। আমাদের যজ্ঞে আপনাদের হৃদয়ের সাথে আহ্বান করলে, আপনারা সেইমতো বিশেষরূপ সুখদাতা হন ॥ ৯ ॥

শিল্পি যেমন রথ সমূহ প্রস্তুত করে, সেই রকম আমরা অশ্বিদ্বয়ের সম্বর্ধনার জন্য যে সকল স্তুতি প্রস্তুত করছি, সেগুলি যেন তাঁদের প্রীতিকর হয় ॥ ১০ ॥

টীকা — সূর্যের ঔরসে অশ্বিনীরূপিণী সংজ্ঞার গর্ভে জাত নাসত্য ও দস্র নামে যমজ দুই অশ্বরূপী পুত্রের জন্ম হয়। পরে এঁরা স্বর্গবৈদ্যরূপে খ্যাত হন—এইটি পৌরাণিক উপাখ্যান।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রথম অষ্টকে দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ৭৪ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : পৌর। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

কূষ্ঠো দেবাবশ্বিনাদ্যা দিবো মনাবসূ।
তচ্ছ্রবথো বৃষণ্বসূ অত্রির্বামা বিবাসতি॥ ১ ॥

কুহ ত্যা কুহ নু শ্রুতা দিবি দেবা নাসত্যা।
কস্মিন্না যতথো জনে কো বা নদীনাং সচা॥ ২॥
কং যাথঃ কং হ গচ্ছথঃ কমচ্ছা যুঞ্জাথে রথম্।
কস্য ব্রহ্মাণি রণ্যথো বয়ং বামুশ্মসীষ্টয়ে॥ ৩॥
পৌরং চিদ্ধ্যুদপ্রুতং পৌরায় জিন্বথঃ।
যদীং গৃভীততাতয়ে সিংহমিব দ্রুহস্পদে॥ ৪॥
প্র চ্যবানাজ্জুজুরুষো বব্রিমৎকং ন মুঞ্চথঃ।
যুবা যদী কৃথঃ পুনরা কামমৃণ্বে বধ্বঃ॥ ৫॥
অস্তি হি বামিহ স্তোতা স্মসি বাং সন্দৃশি শ্রিয়ে।
নূ শ্রুতং ম আ গতমবোভি র্বাজিনীবসূ॥ ৬॥
কো বামদ্য পুরূণামা বব্নে মর্ত্যানাম্।
কো বিপ্রো বিপ্রবাহসা কো যজ্ঞৈ র্বাজিনীবসূ॥ ৭॥
আ বাং রথো রথানাং যেষ্ঠো যাত্বশ্বিনা।
পুরূ চিদস্ময়ুস্তির আঙ্গূষো মর্ত্যেষ্বা॥ ৮॥
শমূ ষু বাং মধূয়ুবাস্মাকমস্তু চর্কৃতিঃ।
অর্বাচীনা বিচেতসা বিভিঃ শ্যেনেব দীয়তম্॥ ৯॥
অশ্বিনা যদ্ধ কর্হি চিচ্ছুশ্রূয়াতমিমং হবম্।
বস্বীরূ ষু বাং ভুজঃ পৃঞ্চন্তি সু বাং পৃচঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে স্তুতিধন, ধনবর্ষণকারী দেবদ্বয়! অদ্য আপনারা স্বর্গ হ'তে পৃথিবীতে অবস্থান পূর্বক, সেই স্তোত্র শ্রবণ করুন, যা অত্রি সর্বদা আপনাদের উদ্দেশে পাঠ করেন ॥ ১॥

দীপ্তিমান্ সেই নাসত্যদ্বয় কোথায় আছেন? অদ্য তাঁরা স্বর্গের কোন্ স্থানে শ্রুত হচ্ছেন? হে দেবদ্বয়! আপনারা কোন্ যজমানের নিকট আগমন করেন? কে আপনাদের স্তুতির সহায় হবেন? ॥ ২॥

হে অশ্বিদ্বয় আপনারা কা'র নিকট গমন করেন? কা'র সাথে মিলিত হন? কা'র অভিমুখবর্তী হবার নিমিত্ত রথে অশ্বযোজনা করেন? কা'র স্তবে প্রীতি লাভ করেন? আমরা আপনাদের প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠিত আছি ॥ ৩॥

হে পৌরদ্বয়! আপনারা পৌরের নিকট পৌরকে অর্থাৎ বারিবর্ষক মেঘ প্রেরণ করুন। অরণ্যে ব্যাধগণ যেমন সিংহকে তাড়িত করে, সেইরকম যজ্ঞকর্মে ব্যাপৃত পৌরের নিকট আপনারা একে তাড়িত করুন ॥ ৪॥

আপনারা জরাজীর্ণ চ্যবণের জঘন্য পুরাতন রূপ কবচের মতো মোচন করেছিলেন। যখন আপনারা তাঁকে পুনর্বার যুবা করলেন, তখন তিনি সুরূপা কামিনীর বাঞ্ছিত মূর্তি লাভ করলেন ॥ ৫॥

হে অশ্বিদ্বয়! এই স্থানে আপনাদের স্তবকারী বিদ্যমান আছে। আমরা যেন সমৃদ্ধির জন্য

আপনাদের দৃষ্টিপথে অবস্থান ক'রি। অদ্য আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। আপনারা অন্নরূপ ধনে ধনবান্, আপনারা রক্ষা সমভিব্যাহারে এই স্থানে আগমন করুন ॥ ৬ ॥

হে অন্নরূপ ধনে ধনবান্ অশ্বিদ্বয়! অসংখ্য মর্ত্যগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আপনাদের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসন্ন করেছে? হে জ্ঞানিগণ-বন্দিত অশ্বিদ্বয়! কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাদের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসন্ন করেছে? কোন্ যজমানই বা যজ্ঞের দ্বারা আপনাদের সমধিক তৃপ্তিবিধান করেছে? ॥ ৭ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! রথসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেগগামী ও অসংখ্য শত্রুসংহারকারী ও মানবগণ কর্তৃক পূজিত আপনাদের রথ আমাদের হিতকামনা ক'রে এই স্থানে আগমন করুক ॥ ৮ ॥

হে মধুপ্রিয় অশ্বিদ্বয়! আপনাদের জন্য পুনঃ পুনঃ সম্পাদিত স্তোত্র আমাদের সুখের উৎপাদক হোক। হে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! আপনারা দু'টি শ্যেনপক্ষীর মতো সর্বত্র গমনশীল অশ্বে আরূঢ় হয়ে শীঘ্র আমাদের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৯ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা যে কোন স্থানে অবস্থান করুন, আমার এই আহ্বান শ্রবণ করুন। আপনাদের নিকট গমন করতে অভিলাষী এই সমস্ত উৎকৃষ্ট হব্য যেন আপনাদের নিকট উপস্থিত হয় ॥ ১০ ॥

টীকা — ৪ ঋকে মূলে 'পৌর' আছে। সায়ণ সেই বিচারে অশ্বিদ্বয়কেও 'পৌরদ্বয়' ব'লে উল্লেখ করেছেন। আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই সূক্তেও প্রযোজ্য। পরবর্তী সূক্ত দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ৭৫ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : অত্রির অপত্য অবস্যু। ছন্দ : পংক্তি]

প্রতি প্রিয়তমং রথং বৃষণং বসুবাহনম্।
স্তোতা বামশ্বিনাবৃষিঃ স্তোমেন প্রতি ভূষতি মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ১॥
অত্যায়াতমশ্বিনা তিরো বিশ্বা অহং সনা।
দস্রা হিরণ্যবর্তনী সুষুম্না সিন্ধু বাহসা মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ২॥
আ নো রত্নানি বিভ্রতাবশ্বিনা গচ্ছতং যুবম্।
রদ্রা হিরণ্যবতনী জুষাণা বাজিনীবসূ মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ৩॥
সুষ্টুভো বাং বৃষণ্বসূ রথে বাণীচ্যাহিতা।
উত বাং ককুহো মৃগঃ পৃক্ষঃ কৃণোতি বাপুষো মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ৪॥
বোধিন্মনসা রথ্যেষিরা হবনশ্রুতা।
বিভিশ্ চ্যবানামশ্বিনা নি যাথো অদ্বয়াবিনং মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ৫॥
আ বাং নরা মনোযুজোঽশ্বাসঃ প্রুষিতপ্সবঃ।
বয়ো বহন্তু পীতয়ে সহ সুম্নেভিরশ্বিনা মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ৬॥

আশ্বিনাবেহ গচ্ছতং নাসত্যা মা বি বেনতম্।
তিরশ্চিদর্যয়া পরি বর্তি র্যাতমদাভ্যা মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ৭॥
অস্মিন্যজ্ঞে অদাভ্যা জরিতারং শুভস্পতী।
অবস্যুমশ্বিনা যুবং গৃণন্তমুপ ভূষথো মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ৮॥
অভূদুষা রুশৎপশুরাগ্নিরধায্যৃত্বিয়ঃ
অযোজি বাং বৃষণ্বসূ রথো দস্রাবমর্ত্যো মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের স্তবকারী ঋষি স্তোত্রের দ্বারা আপনাদের ফলবর্ষণকারী ও ধনপূর্ণ রথ অলঙ্কৃত করছে। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা অন্যান্য যজমানকে অতিক্রম ক'রে এই স্থানে আগমন করুন, কারণ তা'হলে আমি সর্বদা সমস্ত শত্রুকে পরাভব করতে পারবো। হে শত্রুসংহারকারী, সুবর্ণময় রথে আরূঢ়, প্রশস্ত ধনসম্পন্ন ও নদী সমূহের বেগপ্রবর্তনকারী এবং মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

হে অশিদ্বয়! আপনারা আমাদের জন্য রত্ন গ্রহণ ক'রে আগমন করুন। হে সৌবর্ণ রথে আরূঢ়, অন্নরূপ ধনে ধনবান্, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী ও মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥

হে ধনবর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়! আপনাদের স্তবকারীর অর্থাৎ আমার স্তোত্র আপনাদের রথের উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে। আপনারা প্রসিদ্ধ, মূর্তিমান্; এই যজমান একাগ্রচিত্ত হয়ে আপনাদের হব্য প্রদান করছে। অতএব হে মধুবিদ্যাবিশারদ! আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা নিবিষ্ট চিত্ত, রথারূঢ় ও দ্রুতগামী হয়ে স্তোত্র শ্রবণপূর্বক শীঘ্র রথে আরোহণ ক'রে কপটতাবিহীন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥

হে নেতা অশ্বিদ্বয়! আপনাদের সুশিক্ষিত, বিচিত্রমূর্তি, দ্রুতগামী অশ্বসকল সোমরস পান করবার নিমিত্ত ঐশ্বর্যসহকারে আপনাদের এই স্থানে আনয়ন করুক। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৬ ॥

হে নাসত্যদ্বয়! আপনারা প্রতিকূল হবেন না। হে অজেয় প্রভু! আপনারা প্রচ্ছন্ন প্রদেশ হ'তে আমাদের যজ্ঞগৃহে আগমন করুন। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৭ ॥

হে জলের অধিপতি অজেয় অশ্বিদ্বয়! এই যজ্ঞে আপনাদের স্তবকারী অবস্যুকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৮ ॥

উষা বিকাশিতা হয়েছে। সমুজ্জ্বল কিরণসম্পন্ন অগ্নি (বেদির উপর) সংস্থাপিত হয়েছেন। হে ধনবর্ষণকারী শত্রুসংহারক অশ্বিদ্বয়! আপনাদের অক্ষয় রথে অশ্ব যোজিত হোক। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥

টীকা — এই সূক্তে অশ্বিদ্বয় 'মধুবিদ্যাবিশারদ' ব'লে সম্বোধিত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কথিত আছে—ইন্দ্র দধীচিকে প্রবগ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়ে ব'লে দিয়েছিলেন "যদি এ বিদ্যা অন্য কাউকেও বলো তবে তোমার শিরচ্ছেদন করবো।" অশ্বিদ্বয় দধীচির মস্তক ছেদন ক'রে তা অন্য স্থানে

রক্ষা ক'রে তাঁকে অশ্বের মস্তক যুক্ত ক'রে দেন। এভাবে অশ্বিদ্বয় প্রবগ্য বিষয় অর্থাৎ ঋক্-সাম-যজুঃ এবং মধুবিদ্যা অর্থাৎ প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করেছিলেন। ইন্দ্র এই বিষয় জ্ঞাত হয়ে দধিচীর সেই অশ্বমুণ্ড কেটে ফেললেন। অশ্বিদ্বয় তাঁকে পুনরায় তাঁর নিজের (মানুষের) মস্তক যুক্ত ক'রে দিলেন। সায়ণ। আবার, দধীচির অস্থি দ্বারা ত্বষ্টা বজ্র নির্মাণ করলে সেই বজ্র দ্বারা ইন্দ্র অসুরদের নাশ করেন, এমন পৌরাণিক কাহিনী আছে। দধীচির অস্থি দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রদের হনন করেন, তা বেদে আমরা (১।৮৪।১৩) প্রাপ্ত হয়েছি।—ইত্যাদি। অশ্বিদ্বয়ের কীর্তি সম্বন্ধে প্রথম অষ্টক দ্রষ্টব্য।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষই উপলক্ষে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত বর্তমান সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণটি উল্লেখ করা যেতে পারে।—"ভবব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয় (নাসত্য ও দ্রস্য নামধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয়—আপনারা যাঁরা অন্তর্ব্যাধি কাম-ক্রোধ ইত্যাদি এবং বহির্ব্যাধি রোগ-শোক ইত্যাদির আক্রমণ হ'তে জীবকে রক্ষা করেন)! আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধক আপনাদের অতি প্রিয়, অভীষ্টবর্ষণশীল পরমধন-প্রাপক সৎকর্মরূপ বাহনকে সৎ-ভাব-সমন্বিত স্তোত্রের দ্বারা অলঙ্কৃত করছেন।" (ভাবার্থ—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধক ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন এবং সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য লাভের জন্য ভগবানকে আরাধনা করছেন) "অমৃতপ্রদানকারী হে দেবদ্বয়! আপনাদের কর্মে নিযুক্ত আমার প্রার্থনা আপনারা প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণ করুন।" (ভাব এই যে, —হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাকে সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান ক'রে উদ্ধার করুন)।—'রথং', কাঠ ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত যান নয়। এটি ভগবানের 'প্রিয়তমং'। অশ্বিনীকুমারযুগল স্বয়ং ভগবানের বিভূতিধারী দুই দেবতা—অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানই ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বরুণ ইত্যাদির মতো তাঁদেরই রূপ ধারণ ক'রে অবতীর্ণ—ইত্যাদি॥—এইভাবে এই সূক্তের সব ঋক্‌ই বিশ্লেষিত হয়েছে।—প্রথম অষ্টক দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ৭৬ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : অত্রির অপত্য ভৌম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ ভাত্যগ্নিরুষসামনীকমুদ্বিপ্রাণাং দেবয়া বাচো অস্থুঃ।
অর্বাঞ্চা নূনং রথ্যেহ যাতং পীপিবাংসমশ্বিনা ঘর্মমচ্ছ॥ ১॥
ন সংস্কৃতং প্র মিনীতো গমিষ্ঠান্তি নূনমশ্বিনোপস্তুতেহ।
দিবাভিপিত্বেঽবসাগমিষ্ঠা প্রত্যবর্তিং দাশুষে শম্ভবিষ্ঠা॥ ২॥
উতা যাতং সঙ্গবে প্রাতরহ্নো মধ্যন্দিন উদিতা সূর্যস্য।
দিবা নক্তমবসা শন্তমেন নেদানীং পীতিরশ্বিনা ততান॥ ৩॥
ইদং হি বাং প্রদিবি স্থানমোক ইমে গৃহা অশ্বিনেদং দুরোণম্।
আ নো দিবো বৃহতঃ পর্বতাদাদ্ভ্যো যাতমিষমূর্জং বহন্তা॥ ৪॥
সমশ্বিনোরবসা নূতনেন ময়োভুবা সুপ্রণীতী গমেম।
আ নো রয়িং বহতমোত বীরানা বিশ্বান্যমৃতা সৌভগানি॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি উষা সকলের প্রারম্ভকে সমুজ্জ্বল করছেন। মেধাবী স্তোতৃবর্গের স্তোত্র সকল

দেবতার উদ্দেশে উদ্গীত হচ্ছে। অতএব হে রথাধিপতি অশ্বিদ্বয়! আপনারা অদ্য এই স্থানে অবতীর্ণ হয়ে সোমপূর্ণ এই সমৃদ্ধ যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সংস্কৃত যজ্ঞের হিংস করবেন না, কিন্তু অতি শীঘ্র যজ্ঞ সমীপে আগমন পূর্বক স্তুতিভাজন হোন। যাতে অন্নের অভাব না হয়, তার জন্য দিবসের প্রারম্ভে রক্ষা সমভিব্যাহারে আগমন করুন এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান করতে তৎপর হোন ॥ ২ ॥

আপনারা রাত্রিশেষে, গোদোহন সময়ে, প্রত্যুষে, অথবা সূর্য যে সময়ে অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হন, সেই মধ্যাহ্ন সময়ে, কিংবা দিবসে বা রাত্রিকালে যে কোন সময়ে উপস্থিত হবেন, সুখকর রক্ষাসমভিব্যাহারে আগমন করুন; কারণ অশ্বিদ্বয় ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবগণ সোমরস পানে প্রবৃত্ত হন না ॥ ৩ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! এই উত্তর বেদি আপনাদের প্রাচীন বাসস্থান, আপনাদের এই সমস্ত গৃহ এই আপনাদের আলয়। আপনারা বারিপূর্ণ মেঘ সমাকীর্ণ অন্তরীক্ষ হ'তে অন্ন ও বল সমভিব্যাহারে আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ৪ ॥

আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের বিশিষ্ট সংরক্ষণ ও সুখদায়ক শুভাগমন বশতঃ তাঁদের সাথে সঙ্গত হই। হে অমরদ্বয়! আপনারা আমাদের ধন, সন্ততি ও সমস্ত কল্যাণ প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — সাধারণভাবে বক্তব্য পূর্ববৎ। তবে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের প্রথম তিনটি ঋকের উপর বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। যথা, ১ ঋকে—"জ্ঞান-উন্মেষণের মূলীভূত কারণস্বরূপ জ্ঞানদেব (অগ্নি) সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হন; জ্ঞানিগণের দেবকামী প্রার্থনা উদ্গত হয়; আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! সৎকর্মসাধনসামর্থ্যের সাথে আমাদের অভিমুখী হয়ে নিশ্চিতভাবে আমাদের সৎকর্মসাধনে জ্যোতির্ময় মোক্ষ ইত্যাদিরূপ ফল নিত্য কাল প্রাপ্ত করান।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের মোক্ষসাধক পরমধন প্রদান করুন)।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্মসাধককে হিংসা করেন না; নিশ্চিতভাবে ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক আপনারা আমাদের সমীপে আরাধিত হোন; কর্মজীবনের আরম্ভে সাধকের হৃদয়ে আগমনকারী আপনারা রক্ষার সাথে শক্তিদায়ক এবং আরাধনাপরায়ণ জনে সুখদাতা হন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের ঊর্ধ্বগতি এবং পরাশক্তি ও পরমসুখ প্রদান করুন)।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—"হে দেবদ্বয়! সন্ধ্যাকালে, প্রাতঃকালে, মধ্যসময়ে, সায়াহ্নে, সূর্যোদয়কালে, দিবাকালে, রাত্রিতে অর্থাৎ সর্বকালে সুখদায়ক রক্ষাদায়ক রক্ষাশক্তির সাথে আগমন করুন; অপিচ, আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! নিত্যকাল আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্বত্র সর্বকালে ভগবানের রক্ষাশক্তি আমাদের রক্ষা করুক)। আমরা কিন্তু এই মন্ত্রে সোমরসের অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৭৭ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : ভৌম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রাতর্যাবাণা প্রথমা যজধ্বং পুরা গৃধ্রাদররুষঃ পিবাতঃ।
প্রাত র্হি যজ্ঞমশ্বিনা দধাতে প্র শংসন্তি কবয়ঃ পূর্বভাজঃ॥ ১॥

প্রাত র্যজধ্বমশ্বিনা হিনোত ন সায়মস্তি দেবয়া অজুষ্টম্।
উতানো অস্মদ্যজতে বি চাবঃ পূর্বঃ পূর্বো যজমানো বনীয়ান্॥ ২॥
হিরণ্যত্বঙ্মধুবর্ণো ঘৃতস্নুঃ পৃক্ষো বহন্না রথো বর্ততে বাম্।
মনোজবা অশ্বিনা বাতরংহা যেনাতিয়াথো দুরিতানি বিশ্বা॥ ৩॥
যো ভূয়িষ্ঠং নাসত্যাভ্যাং বিবেষ চনিষ্ঠং পিত্বো ররতে বিভাগে।
স তোকমস্য পীপরচ্ছমীভিরনূর্ধ্বভাসঃ সদমিত্তুতুর্যাৎ॥ ৪॥
সমশ্বিনোরবসা নূতনেন ময়োভুবা সুপ্রণীতী গমেম।
আ নো রয়িং বহতমোত বীরানা বিশ্বান্যমৃতা সৌভগানি॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ঋত্বিকবৃন্দ! অশ্বিদ্বয় প্রাতঃকালে সমস্ত দেবের অগ্রে উপস্থিত হন; তোমরা তাঁদের পূজা করো। তাঁরা লোভী, নিরোধকারিগণের পূর্বেই হব্য পান করেন। তাঁরা প্রাতঃকালীন যজ্ঞ সেবন করেন; প্রাচীন কবিগণ প্রাতঃকালে তাঁদের স্তব করেছেন ॥ ১॥

প্রত্যুষে অশ্বিদ্বয়ের যাগ করো। তাঁদের হব্য প্রদান করো। সায়ংকালীন হব্য দেবগম্য হয় না; দেবগণ সেই সময়ে তা' গ্রহণ করেন না। আমরা অথবা অন্য যে কেউ তাঁদের যাগ ও তর্পণ করি, সমস্ত যজমানের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে তাঁদের আরাধনা করে, সেই ব্যক্তিই তাঁদের সমধিক অভিমত ॥ ২॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের সুবর্ণাবৃত, মনোহর বর্ণ, জলবর্ষী, অমৃতপূর্ণ মন, ও বায়ুর মতো বেগগামী রথ আগমন করছে; সেই রথে আরোহণ ক'রে আপনারা সমস্ত দুর্গম পথ অতিক্রম করুন ॥ ৩॥

যে ব্যক্তি যজ্ঞীয় হব্য বিভাগের সময় নাসত্যগণকে প্রচুর হব্যাংশ ও অন্ন প্রদান করে, সে উক্ত কর্মের দ্বারা আপন পুত্রের কল্যাণ বিধান করে, এবং যারা যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বলিত না করে, তাদের অনিষ্ট সাধন করেন ॥ ৪॥

আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের বিশিষ্ট সংরক্ষণ ও শুভাগমন-নিবন্ধন তাঁদের সাথে সঙ্গত হই। হে অমরদ্বয়! আপনারা আমাদের ধন, সন্ততি ও সমস্ত কল্যাণ প্রদান করুন ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৮ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : অত্রির অপত্য সপ্তবধ্রি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

অশ্বিনাবেহ গচ্ছতং নাসত্যা মা বি বেনতম্। হংসাবিব পততমা সুতাঁ উপ॥ ১॥
অশ্বিনা হরিণাবিব গৌরাবিবানু যবসম্। হংসাবিব পততমা সুতাঁ উপ॥ ২॥

অশ্বিনা বাজিনীবসূ জুষেথাং যজ্ঞমিষ্টয়ে। হংসাবিব পততমা সুতাঁ উপ॥ ৩॥
অত্রি র্যদ্বামবরোহন্নৃবীসমজোহবীন্নাধমানেব যোষা।
শ্যেনস্য চিজ্জবসা নূতনেনাগচ্ছতমশ্বিনা শন্তমেন॥ ৪॥
বি জিহীষ্ব বনস্পতে যোনিঃ সূষ্যন্ত্যা ইব।
শ্রুতং মে অশ্বিনা হবং সপ্তবধ্রিং চ মুঞ্চতম্॥ ৫॥
ভীতায় নাধমানায় ঋষয়ে সপ্তবধ্রয়ে। মায়াভিরশ্বিনা যুবং বৃক্ষং সং চ বি চাচথঃ॥ ৬॥
যথা বাতঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্বতঃ। এবা তে গর্ভ এজতু নিরৈতু দশমাস্যঃ॥ ৭॥
যথা বাতো যথা বনং যথা সমুদ্র এজতি। এবা ত্বং দশমাস্য সহাবেহি জরায়ুণা॥ ৮॥
দশ মাসাঞ্ছশয়ানঃ কুমারো অধি মাতরি।
নিরৈতু জীবো অক্ষতো জীবো জীবন্ত্যা অধি॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা এই যজ্ঞে আগমন করুন। হে নাসত্যদ্বয়! আপনারা স্পৃহাশূন্য হবেন না; হংসদ্বয়ের মতো আপনারা অভিযুত সোমরসের উপর অবতরণ করুন ॥ ১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! হরিণদ্বয় ও গৌরমৃগদ্বয় যেমন ঘাসের উপর পতিত হয়, সেই রকম আপনারা হংসদ্বয়ের মতো অভিযুত সোমরসের উপর অবতরণ করুন ॥ ২ ॥

হে অন্নরূপ ধনে ধনবান্ অশ্বিদ্বয়! আপনারা স্বেচ্ছানুসারে যজ্ঞীয় কর্মের দ্বারা প্রসন্ন হোন। আপনারা হংসদ্বয়ের মতো অভিযুত সোমরসের উপর অবতরণ করুন ॥ ৩ ॥

অত্রি আপনাদের সাহায্যে তুষাগ্নি হ'তে মুক্তিলাভ ক'রে পতি-প্রণয় প্রার্থনাকারিণী রমণীর মতো আপনাদের প্রীতি সাধন ক'রে স্তব করেছিলেন; অতএব আপনারা শ্যেন পক্ষীর নবজাত বেগ সহকারে কল্যাণকর রথে আগমন করুন ॥ ৪ ॥

হে বনস্পতি! তুমি প্রসব-উন্মুখী রমণীর উরুবৎ বিবৃত হও। হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন, সপ্তবধ্রিকে মুক্ত করুন ॥ ৫ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা ভীত, প্রার্থনাকারী ঋষি সপ্তবধ্রির উদ্ধারের নিমিত্ত মায়ার দ্বারা পেটিকা সঙ্গত ও বিভক্ত করুন ॥ ৬ ॥

বায়ু যেমন জলাশয়কে পরিচালিত করে, সেইরকম তোমার গর্ভ সঞ্চালিত হোক এবং দশমাস পর গর্ভস্থ জীব নির্গত হোক ॥ ৭ ॥

বায়ু, বন ও সমুদ্র যেমন কম্পিত হয়, সেইরকম দশমাস যাবৎ গর্ভস্থিত জীব জরায়ু বেষ্টিত হয়ে পতিত হোক ॥ ৮ ॥

দশমাস যাবৎ জননীজঠরে অবস্থিত জীব জীবিত ও অক্ষত ভাবে জীবিতা জননী হ'তে নির্গত হোক ॥ ৯ ॥

টীকা — ৫ ঋকে মূলে 'বনস্পতে' আছে। 'বনস্পতে' অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত ও পেটিকা, (পেটরা)। এই ঋকেরই প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন, সপ্তবধ্রি ঋষির ভ্রাতৃব্যগণ তাঁকে প্রতি রাত্রিতে পেটিকায় বদ্ধ ক'রে রাখতো এবং প্রাতঃকালে খুলে দিতো; ঋষি এইভাবে অনেকদিন কষ্ট ভোগ ক'রে দুঃখিত ও কৃশ হয়ে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করলেন। অশ্বিদ্বয় এসে পেটিকা খুলে দিলেন এবং ঋষি ভার্যার সাথে সহবাস করলেন। এইভাবে

ঋষির স্ত্রী গর্ভিণী হলেন। তা' ৭, ৮, ৯ ঋকে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ তিনটি ঋক্‌কে 'গর্ভস্রাবিন্যুপনিষৎ' বলে।

এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সম্ভব।

◆ ◆

— ৭৯ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : অত্রির অপত্য সত্যশ্রবা। ছন্দ : পংক্তি]

মহে নো অদ্য বোধয়োষে রায়ে দিবিত্মতী।
যথা চিন্নো অবোধয়ঃ সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥ ১॥
যা সুনীথে শৌচদ্রথে ব্যৌচ্ছো দুহিতর্দিবঃ।
সা ব্যুচ্ছ সহীয়সি সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥ ২॥
সা নো অদ্যাভরদ্বসু র্ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ।
যো ব্যৌচ্ছঃ সহীয়সি সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥ ৩॥
অভি যে ত্বা বিভাবরি স্তোমৈর্গৃণন্তি বহ্নয়ঃ।
মঘৈ র্মঘোনি সুশ্রিয়ো দামন্বন্তঃ সুরাতয়ঃ সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥ ৪॥
যচ্চিদ্ধি তে গণা ইমে ছদয়ন্তি মঘত্তয়ে।
পরি চিদ্বষ্টয়ো দধুর্দদতো রাধো অহ্রয়ং সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥ ৫॥
ঐষু ধা বীরবদ্যশ উষো মঘোনি সূরিষু।
যে নো রাধাংস্যহ্রয়া মঘবানো অরাসত সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥ ৬॥
তেভ্যো দ্যুম্নং বৃহদ্যশ উষো মঘোন্যা বহ।
যে নো রাধাংস্যশ্ব্যা গব্যা ভজন্ত সূরয়ঃ সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥ ৭॥
উত নো গোমতীরিষ আ বহা দুহিতর্দিবঃ।
সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ শুক্রৈঃ শোচদ্ভিরর্চিভিঃ সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥ ৮॥
ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবো মা চিরং তনুথা অপঃ।
নেত্ত্বা স্তেনং যথা রিপুং তপাতি সূরো অর্চিষা সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥ ৯॥
এতাবদ্বেদুষস্ত্বং ভূয়ো বা দাতুমর্হসি।
যা স্তোতৃভ্যো বিভাবর্যুচ্ছন্তী ন প্রমীয়সে সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে দীপ্তিমতী উষা! আপনি পূর্বকালে আমাদের যেমন প্রবোধিত করেছিলেন, অদ্য প্রচুর ধন প্রাপ্তির জন্য আমাদের সেই রকম প্রবোধিত করুন। হে সুজাতা দেবি! অশ্ব লাভের নিমিত্ত লোকে হৃদয়ের সাথে আপনার স্তব ক'রে থাকে। আপনি বয্যপুত্র সত্যশ্রবার প্রতি অনুগ্রহ

করুন ॥ ১ ॥

হে স্বর্গতনয়া উষা! আপনি শুচদ্রথের পুত্র সুনখির অন্ধকার দূর করেছিলেন। হে সুজাতা দেবি! অশ্ব লাভের নিমিত্ত লোকে হৃদয়ের সাথে আপনার স্তব ক'রে থাকে। আপনি বয্যপুত্র বলবান্ সত্যশ্রবার তমোনাশ করুন ॥ ২ ॥

হে স্বর্গতনয়া ধন-আহরণকারিণী উষা! আপনি সেই রকম অদ্য আমাদের অন্ধকার দূর করুন। হে সুজাতা অশ্বের জন্য সম্যক স্তুতা দেবি! আপনি বয্যপুত্র বলবান্ সত্যশ্রবার তমোনাশ করেছিলেন ॥ ৩ ॥

হে দীপ্তিমতী উষা! যে সকল ঋত্বিক্ স্তোত্রের দ্বারা আপনার স্তব করে, তারা ঐশ্বর্যের দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও দানশীল হন। হে ধনশালিনী সুজাতা উষা! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত সর্বান্তঃকরণে আপনার স্তব ক'রে থাকে ॥ ৪ ॥

হে উষা! ধন প্রদানের জন্য আপনার সম্মুখে সমবেত এই সমস্ত উপাসক অক্ষয় হব্যরূপ ধন প্রদান ক'রে আমাদের প্রতি অনুকূল ভাব প্রদর্শন করেছেন। হে সুজাতা দেবি! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত হৃদয়ের সাথে আপনার স্তব ক'রে থাকে ॥ ৫ ॥

হে ধনশালিনী উষা! আপনার এই সমস্ত স্তোতৃবর্গকে সন্ততি ও অন্ন প্রদান করুন, কারণ তা' হ'লে তারা ঐশ্বর্যশালী হয়ে প্রচুর পরিমাণে আমাদের ধন প্রদান করবে। হে সুজাতা দেবি! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত হৃদয়ের সাথে আপনার স্তব ক'রে থাকে ॥ ৬ ॥

হে ধনশালিনী উষা! যাঁরা আমাদের অশ্ব ও ধেনুগণের সাথে ধন প্রদান করেছেন, সেই সমস্ত দাতাকে ধন ও প্রচুর অন্ন প্রদান করুন। হে সুজাতা দেবি!লোকে অশ্বলাভের জন্য সর্বান্তঃকরণে আপনার স্তব ক'রে থাকে ॥ ৭ ॥

হে স্বর্গকন্যা! আপনি সূর্যের পবিত্র রশ্মি এবং প্রজ্বলিত অগ্নির প্রদীপ্ত জ্বালাসহকারে আমাদের নিকট অন্ন ও ধেনু সমূহ আনয়ন করুন। হে সুজাতা দেবি! লোকে অন্নলাভের নিমিত্ত সর্বান্তঃকরণে আপনার স্তব ক'রে থাকে ॥ ৮ ॥

হে স্বর্গনন্দিনী উষা! আপনি প্রকাশিতা হোন, আমাদের কার্যে বিলম্ব বিধান করবেন না; রাজা যেমন চৌরের শাস্তিবিধান করেন অথবা শত্রুজয় করেন, সেইরকম সূর্য যেন রশ্মির দ্বারা আপনাকে সন্তপ্ত না করেন। হে সুজাত দেবি! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত সর্বান্তঃকরণে আপনার স্তব ক'রে থাকে ॥ ৯ ॥

হে উষা! যা প্রার্থিত হয়েছে এবং যা প্রার্থিত হয়নি, তার সবই আমাদের প্রদান করতে সমর্থ। কারণ হে দীপ্তিশালিনি! আপনি স্তোতৃবর্গের তমোনাশ করেন, অথচ তাদের হিংসা করেন না। হে সুজাতা দেবি! লোকে অশ্বলাভের জন্য সর্বান্তঃকরণে আপনার স্তব ক'রে থাকে ॥ ১০ ॥

টীকা — সাধারণভাবে বক্তব্য পূর্ববৎ। প্রথম অষ্টকে উষার আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ আছে। তথাপি বর্তমান সূক্তের উপর স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। যথা ১ ঋক্—"সৎকর্মসমুদ্ভূত সৎকর্মের অধিষ্ঠাত্রি জ্ঞানোন্মেষিকে হে দেবি! দীপ্তিমতী আপনি যেভাবে আত্মশক্তিসম্পন্ন সত্যশীল ব্যক্তিতে আপনাকে নিত্যকাল প্রকাশিত করেন, তেমন পরমধন লাভের জন্য আমাদের উদ্বোধিত করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন! কৃপা ক'রে আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)...[সত্যের সাধনা ব্যতীত জ্ঞানলাভ অসম্ভব।...এতে হৃদয় পূত হয়, পবিত্র নির্মল হয়ে ওঠে]।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"হে দিব্যজাতে দেবি! যে আপনি শুচিসম্পন্ন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিতে জ্যোতিঃ প্রদান করেন, সেই আপনি শক্তিবান্

শক্তিসমুদ্ভূত সত্যশীল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিতে জ্যোতিঃ প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সত্যপরায়ণ সৎকর্মসাধক ব্যক্তি দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করেন)।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক—"হে দিব্যজাতে দেবি! যে আপনি শক্তিবান্ শক্তিসমুদ্ভূত সত্যশীল শোভনকর্মা সত্যজ্ঞানার্থী ব্যক্তিতে জ্যোতিঃ প্রদান করেন; পরমদাত্রী সেই আপনিই নিত্যকাল আমাদের অজ্ঞানতা দূর করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ তাঁর জ্ঞানশক্তির দ্বারা আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুন)।—ইত্যাদি॥

◆◆

— ৮০ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : সত্যশ্রবা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

দ্যুতদ্যামানং বৃহতীমৃতেন ঋতাবরীমরুণপ্সুং বিভাতীম্।
দেবীমুষসং স্বরাবহন্তীং প্রতি বিপ্রাসো মতিভি র্জরন্তে॥ ১॥
এষা জনং দর্শতা বোধয়ন্তী সুগাৎ পথঃ কৃণ্বতী যাত্যগ্রে।
বৃহদ্রথা বৃহতী বিশ্বমিন্বোষা জ্যোতির্যচ্ছত্যগ্রে অহ্নাম্॥ ২॥
এষা গোভিররুণেভির্যুজানা স্রেধন্তী রয়িমপ্রায়ু চক্রে।
পথো রদন্তি সুবিতায় দেবী পুরুষ্টুতা বিশ্ববারা বি ভাতি॥ ৩॥
এষা ব্যেনী ভবতি দ্বিবর্হা আবিষ্কৃণ্বানা তন্বং পুরস্তাৎ।
ঋতস্য পন্থামন্বেতি সাধু প্রজানতীব ন দিশো মিনাতি॥ ৪॥
এষা শুভ্রা ন তন্বো বিদানোর্ধ্বেব স্নাতী দৃশয়ে নো অস্থাৎ।
অপ দ্বেষো বাধমানা তমাংস্যুষা দিবো দুহিতা জ্যোতিষাগাৎ॥ ৫॥
এষা প্রতীচী দুহিতা দিবো নৄন্যোষেব ভদ্রা নি রিণীতে অপ্সঃ।
ব্যূর্ণ্বতী দাশুষে বার্যাণি পুনর্জ্যোতি র্যুবতিঃ পূর্বথাকঃ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — জ্ঞানী ঋত্বিক্‌বৃন্দ স্তোত্রের দ্বারা রথে আরূঢ়া, সর্বব্যাপিনী, যজ্ঞে সম্যক্ পূজিতা, অরুণবর্ণা, সূর্যের পুরোবর্তিনী, দীপ্তিমতী উষার স্তব করছেন॥ ১॥

মনোহারিণী উষা মানুষকে প্রবোধিত ও পথসমূহ সুগম ক'রে বিস্তৃত রথে আরোহণ ক'রে সূর্যের অগ্রে গমন করছেন। মহতী বিশ্বব্যাপিনী উষা দিবসের আরম্ভে দীপ্তি বিস্তার করেছেন॥ ২॥

রথে অরুণবর্ণ বলীবর্দ যোজনা ক'রে তিনি অবিশ্রান্ত ধন সকল অবিচলিত করছেন। সর্বপূজিত, বিশ্ববাঞ্ছিত, দীপ্তিমতী উষা সৎ-মার্গ সকল প্রকাশিত ক'রে বিরাজ করছেন॥ ৩॥

দুই প্রদেশে, অর্থাৎ ঊর্ধ্ব ও মধ্য অন্তরীক্ষে, অবস্থান ক'রে এবং পূর্বদিক হ'তে নিজমূর্তি প্রকাশিত ক'রে নিরতিশয় শুভ্রাকৃতি উষা সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডকে প্রবোধিত ক'রে সম্যক্‌রূপে আদিত্যের অনুসরণ করছেন এবং দিক্ সকলের কোনও হিংসা করছেন না॥ ৪॥

তিনি সুবেশা রমণীর মতো আপন মূর্তি প্রকাশিত ক'রে এবং যেন স্নান হ'তে উত্থিত হয়ে

আমাদের নেত্রের সমীপে উদিত হচ্ছেন। স্বর্গকন্যা উষা দ্বেষভাজন তমোরাশি বিদূরিত ক'রে দীপ্তিসহকারে আগমন করছেন ॥ ৫ ॥

স্বর্গকন্যা উষা পশ্চিমাভিমুখী হয়ে হব্যদাতাকে বাঞ্ছিত ধন প্রদানপূর্বক সুবেশা কামিনীর মতো আপন সৌন্দর্য বিস্তার করছেন। স্থিরযৌবনা উষা পূর্বকালের মতো আপন দীপ্তি প্রকাশ করেছেন ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮১ সূক্ত —

[দেবতা : সবিতা। ঋষি : অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : জগতী]

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ॥ ১॥
বিশ্বা রূপানি প্রতি মুঞ্চতে কবিঃ প্রাসাবীদ্ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদে।
বি নাকমখ্যৎসবিতা বরেণ্যোহনু প্রয়াণমুষসো বি রাজতি॥ ২॥
যস্য প্রয়াণমন্বন্য ইদ্যয়ুর্দেবা দেবস্য মহিমানমোজসা।
যঃ পার্থিবানি বিমমে স এতশো রজাংসি দেবঃ সবিতা মহিত্বনা॥ ৩॥
উত যাসি সবিতস্ত্রীণি রোচনোত সূর্যস্য রশ্মিভিঃ সমুচ্যসি।
উত রাত্রীমুভয়তঃ পরীয়স উত মিত্রো ভবসি দেব ধর্মভিঃ॥ ৪॥
উতেশিষে প্রসবস্য ত্বমেক ইদুত পূষা ভবসি দেব যামভিঃ।
উতেদং বিশ্বং ভুবনং বি রাজসি শ্যাবাশ্বস্তে সবিতঃ স্তোমমানশে॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — জ্ঞানী ঋত্বিক্‌বৃন্দ মনোনিবেশ করছেন। তাঁরা জ্ঞানী সুমহান্ ও পূজনীয় সবিতার আজ্ঞাক্রমে যাগকার্যে অভিনিবিষ্ট হচ্ছেন। তিনি হোতৃবর্গের কার্য অবগত হয়ে তাদের কার্যে প্রেরিত করছেন। দেব সবিতার মহিমা স্তুতির অগোচর ॥ ১ ॥

জ্ঞানী সবিতা স্বয়ং বিশ্বরূপ ধারণ করেন। তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের সমস্ত কল্যাণ বিধান করছেন। পূজনীয় দেব সবিতা স্বর্গকে সুপ্রকাশ করেছেন এবং উষার পশ্চাৎ উদিত হয়েছেন ॥ ২ ॥

অন্যান্য দেববৃন্দ যে দীপ্তিমান্ সবিতার গতির পশ্চাৎ মহিমা ও শক্তি লাভ করেন; যিনি নিজ মাহাত্ম্যে পৃথিবী ইত্যাদি লোকের পরিমাণ করেন, সেই দেব সবিতা দীপ্তিসহকারে বিরাজ করছেন ॥ ৩ ॥

হে সবিতা! আপনি তিন দীপ্ত ভুবন পরিভ্রমণ করুন। অথবা সূর্যের রশ্মির সঙ্গত হোন। কিংবা আপনি পার্শ্বের রাত্রির মধ্য দিয়ে গমন করুন। অথবা হে দেব! আপনি আপনার কার্যের দ্বারা মিত্র

হোন ॥ ৪ ॥

হে দেব! আপনিই সমস্ত জীবের কার্য শাসন করুন। আপনি গতির দ্বারা পূষা হোন। আপনি এই সমগ্র ভুবনের ধারণ বিষয়ে সমর্থ। হে দেব সবিতা! শ্যাবাশ্ব আপনার স্তুতি ঘোষণা করছে ॥ ৫ ॥

টীকা — ৪ ঋকে সূর্য সম্পর্কে সায়ণ বলেন উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তা-ই সবিতা, উদয় হ'তে অস্তগমন পর্যন্ত যে মূর্তি তা-ই সূর্য। প্রথম অষ্টকে সূর্য ও সবিতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ আছে। পরবর্তী সূক্তের ৪ ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত অনুবাদ লক্ষণীয়।

এই সূক্তেও আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সম্ভব।

◆ ◆

— ৮২ সূক্ত —

[দেবতা : সবিতা। ঋষি : শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : গায়ত্রী]

তৎসবিতু বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্।
শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি॥ ১॥
অস্য হি স্বয়শস্তরং সবিতুঃ কচ্চন প্রিয়ম্। ন মিনন্তি স্বরাজ্যম্॥ ২॥
স হি রত্নানি দাশুষে সুবাতি সবিতা ভগঃ। তং ভাগং চিত্রমীমহে॥ ৩॥
অদ্যা নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎ সাবীঃ সৌভগম্। পরা দুঃস্বপ্ন্যং সুব॥ ৪॥
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব। যৎ ভদ্রং তন্ন আ সুব॥ ৫॥
অনাগসো অদিতয়ে দেবস্য সবিতুঃ সবে। বিশ্বা বামানি ধীমহি॥ ৬॥
আ বিশ্বদেবং সৎপতিং সূক্তৈরদ্যা বৃণীমহে। সত্যাসবং সবিতারম্॥ ৭॥
য ইমে উভে অহনী পুর এত্যপ্রযুচ্ছন্। স্বাধীর্দেবঃ সবিতা॥ ৮॥
য ইমা বিশ্বা জাতান্যাশ্রাবয়তি শ্লোকেন । প্র চ সুবাতি সবিতা॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — আমরা দেব সবিতার নিকট প্রসিদ্ধ ভোগের উপযুক্ত ধন প্রার্থনা করছি। আমরা যেন ভগের নিকট হ'তে শ্রেষ্ঠ, সর্বভোগপ্রদ, শত্রুসংহারক ধন লাভ ক'রি ॥ ১ ॥

এই সবিতার সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বপ্রিয় ঐশ্বর্য কেউই নষ্ট করতে সমর্থ হয় না ॥ ২ ॥

সেই সবিতা, ভগ, হব্যদাতাকে রমণীয় ধন প্রদান করেন। আমরা সেই ভজনীয় দেবের নিকট বরণীয় ধন প্রার্থনা করছি ॥৩॥

হে দেব সবিতা! অদ্য আমাদের সন্ততি ও ধন প্রদান করুন এবং আমাদের দুঃস্বপ্ন দূর করুন ॥ ৪ ॥

হে দেব সবিতা! আপনি আমাদের সমস্ত দুর্ভাগ্য দূর করুন এবং যা কল্যাণকর তা আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করুন ॥ ৫ ॥

আমরা যেন দেব সবিতার আজ্ঞাক্রমে অদিতির নিকট নিরপরাধ হই, আমরা যেন সমস্ত বাঞ্ছিত

ধনের অধিকারী হই ॥ ৬ ॥

অদ্য আমরা স্তোত্রের দ্বারা বিশ্বদেব স্বরূপ সাধুবর্গের পালনকারী, সত্য রক্ষক দেব সবিতার উপাসনা করছি ॥ ৭ ॥

যে দেব সবিতা সম্যক্‌ভাবে ধ্যানযোগ্য ও যিনি নিরন্তর অপ্রমত্ত ভাবে রাত্রি ও দিবসের পুরোগামী, অদ্য আমরা স্তোত্রের দ্বারা তাঁর উপাসনা করছি ॥ ৮ ॥

যে দেব সবিতা সমস্ত প্রাণীবর্গের নিকট আপন গৌরব ঘোষণা করছেন ও তাঁদের উজ্জীবিত করছেন, অদ্য আমরা স্তোত্রের দ্বারা তাঁর উপাসনা করছি ॥ ৯ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ব্ববৎ। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে ৪ ঋক্ সম্পর্কে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। যথা—"হে জ্ঞানপ্রদাতা দ্যোতমান্ ভগবন্! আমাদের পুত্রের মতো স্নেহে নিত্যকাল প্রজ্ঞানরূপ পরমধন প্রদান করুন; স্বপ্নের মতো দুঃখকে দূরে বিতাড়িত ক'রে দিন। (ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ প্রজ্ঞানরূপ পরমধন দানে পুত্রের প্রতি পিতার মতো স্নেহে আমাদের প্রতিপালন করুন; নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন যেমন দূরীভূত হয়ে যায়, প্রজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের দুঃখ তেমনই দূরীভূত হোক)—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৮৩ সূক্ত —

[দেবতা : পর্জন্য। ঋষি : অত্রির অপত্য ভৌম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্]

অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ স্তুহি পর্জন্যং নমসা বিবাস।
কনিক্রদদ্বৃষভো জীরদানু রেতো দধাত্যোষধীষু গর্ভম্॥ ১॥
বি বৃক্ষান্ হন্ত্যুত হন্তি রক্ষসো বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহাবধাৎ।
উতানাগা ঈষতে বৃষ্ণ্যাবতো যৎ পর্জন্যঃ স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ॥ ২॥
রথীব কশয়াশ্বাঁ অভিক্ষিপন্নাবির্দূতান্ কৃণুতে বর্ষ্যাঁ অহ।
দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে যৎ পর্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ॥ ৩॥
প্র বাতা বান্তি পতয়ন্তি বিদ্যুত উদোষধী র্জিহতে পিন্বতে স্বঃ।
ইরা বিশ্বস্মৈ ভুবনায় জায়তে যৎ পর্জন্যঃ পৃথিবী রেতসাবতি॥ ৪॥
যস্য ব্রতে পৃথিবী নন্নমীতি যস্য ব্রতে শফবজ্জর্ভূরীতি।
যস্য ব্রত ওষধীর্বিশ্বরূপাঃ স নঃ পর্জন্য মহি শর্ম যচ্ছ॥ ৫॥
দিবো নো বৃষ্টিং মরুতো ররীধ্বং প্র পিন্বত বৃষ্ণো অশ্বস্য ধারাঃ।
অর্বাঙেতেন স্তনয়িত্নুনেহ্যপো নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ॥ ৬॥
অভি ক্রন্দ স্তনয় গর্ভমা ধা উদন্বতা পরি দীয়া রথেন।
দৃতিং সু কর্ষ বিষিতং ন্যঞ্চং সমা ভবন্তূদ্বতো নিপাদাঃ॥ ৭॥

মহান্তং কোশমুদচা নিষিঞ্চ স্যন্দন্তাং কুল্যা বিষিতাঃ পুরস্তাৎ।
ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী ব্যুন্ধি সুপ্রপাণং ভবত্বঘ্ন্যাভ্যঃ॥ ৮॥
যৎপর্জন্য কনিক্রদৎ স্তনয়ন্ হংসি দুষ্কৃতঃ।
প্রতীদং বিশ্বং মোদতে যৎকিঞ্চ পৃথিব্যামধি॥ ৯॥
অবর্ষীর্বর্ষমুদু ষু গৃভায়াকর্ধন্বান্যত্যেতবা উ।
অজীজন ওষধীর্ভোজনায় কমুত প্রজাভ্যোঽবিদো মনীষাম্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে স্তোতা! তুমি বলশালী পর্জন্যের অভিমুখবর্তী হয়ে প্রার্থনা করো। এই সকল স্তোত্রের দ্বারা তাঁর স্তব করো এবং হব্যের দ্বারা তাঁর পরিচর্যা করো। গর্জনকারী, জলবর্ষী ও দানশীল পর্জন্য বৃষ্টিপাতের দ্বারা ওষধি সমূহের গর্ভ উৎপাদন করেন ॥ ১ ॥

তিনি বৃক্ষসমূহ নষ্ট করেন, রাক্ষস সকলকে বধ করেন ও বিপুল সংহার কার্যের দ্বারা সমগ্র ভুবনকে ভয় প্রদর্শন করেন। যে সময়ে গর্জনকারী পর্জন্য পাপিষ্ঠ বধ করেন, এমনকি নিরপরাধী ব্যক্তিও সেই সময়ে বারিবর্ষণকারী পর্জন্যের নিকট হ'তে ভয়ে পলায়ন করে ॥ ২ ॥

রথী যেমন কশাঘাতের দ্বারা অশ্বগণকে উত্তেজিত ক'রে যোদ্ধাকে আপন দৃষ্টিপথের পথিক করে, পর্জন্যও সেইরকম মেঘ সমূহকে অপসারিত ক'রে বারিবর্ষণকারী মেঘ সমূহের আবিষ্কার করেন। যে সময়ে পর্জন্য বারিসমূহকে অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত করেন, সেই সময়ে সিংহের মতো মেঘের গর্জন দূর হ'তে উদ্গত হয় ॥৩॥

যে সময়ে পর্জন্য বৃষ্টির দ্বারা পৃথিবী রক্ষা করেন, তখন প্রবল বায়ু প্রবাহিত হ'তে থাকে, চতুর্দিকে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয়, ওষধি সমূহ অঙ্কুরিত হয়, অন্তরীক্ষ বিগলিত হয় এবং পৃথিবী সমস্ত জীবের হিত সাধনে সমর্থ হয় ॥৪॥

হে পর্জন্য! আপনারই কার্যবশতঃ পৃথিবী অবনত হয়, খুরবিশিষ্ট গবাদি পুষ্টিলাভ করে এবং ওষধি সমূহ বিবিধ রকম রূপ ধারণ করে। আপনি আমাদের বিপুল সুখ প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

হে মরুৎবৃন্দ! আপনারা অন্তরীক্ষ হ'তে আমাদের জন্য বৃষ্টি প্রদান করুন। বর্ষণকারী ও সর্বব্যাপী মেঘের ধারা ক্ষরণ করুন। হে পর্জন্য! আপনি জল সেচন ক'রে এই গর্জনকারী মেঘের সাথে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। আপনি বারিবর্ষক ও আমাদের রক্ষক ॥৬॥

আপনি পৃথিবীর উপর শব্দ করুন, গর্জন করুন, বারির দ্বারা ওষধি সমূহের গর্ভবিধান করুন, বারিপূর্ণ রথের দ্বারা অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করুন, দৃঢ়বদ্ধ নিম্নমুখ ভস্ত্রা বারিপূর্ণ মেঘকে উন্মুক্ত করুন। উচ্চ ও নিম্নস্থান সকল যেন সমতল হয় ॥ ৭ ॥

হে পর্জন্য! আপনি বিপুল কোশবৎ মেঘকে উর্ধ্বে উত্তোলন করুন, এ হ'তে বারিবর্ষণ করুন; নদীসকল অপ্রতিহত বেগে সম্মুখে প্রবাহিত হোক। বারির দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে আর্দ্র করুন এবং ধেনুবর্গের জন্য প্রচুর পানীয় উৎপন্ন হোক ॥৮॥

হে পর্জন্য! যে সময়ে আপনি উচ্চধ্বনি পূর্বক গর্জন ক'রে পাপকারী মেঘ সমূহকে বিদীর্ণ করেন, সেই সময়ে আপনি উচ্চধ্বনি পূর্বক গর্জন করে পাপকারী মেঘ সমূহকে বিদীর্ণ করেন, সেই সময়ে এই অখিল বিশ্ব এবং অন্তর্গত সকল পদার্থ হৃষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

হে পর্জন্য! আপনি বর্ষণ করেছেন, এইক্ষণে বৃষ্টি সংহরণ করুন। আপনি মরুভূমি সমূহকে

সুগম্য করবার জন্য জলযুক্ত করেছেন, আপনি মানুষের ভোগের জন্য ওষধি সকল উৎপাদন করেছেন এবং লোকবর্গের স্তুতিভাজন হয়েছেন ॥ ১০॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পর্জন্য শব্দের আদি অর্থ মেঘ। ক্রমে এর অর্থ বজ্রধারী ও বৃষ্টিধারী দেব হয়ে উঠলেন। প্রথম অষ্টক দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ৮৪ সূক্ত —

[দেবতা : পৃথিবী। ঋষি : অত্রির অপত্য ভৌম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

বলিত্থা পর্বতানাং খিদ্রং বিভর্ষি পৃথিবি।
প্র যা ভূমিং প্রবত্বতি মহ্না জিনোষি মহিনি॥ ১॥
স্তোমাসস্ত্বা বিচারিণি প্রতি ষ্টোভন্ত্যক্তুভিঃ।
প্র যা বাজং ন হেষন্তং পেরুমস্যস্যর্জুনি॥ ২॥
দৃড়্হা চিদ্যা বনস্পতীন্ক্ষ্ময়া দর্ধর্ষ্যোজসা।
যত্তে অভ্রস্য বিদ্যুতো দিবি বর্ষন্তি বৃষ্টয়ঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — হে পৃথিবি! বস্তুতঃ এই স্থলে আপনি পর্বত সকলের খণ্ড ধারণ করছেন। আপনি বলশালী ও শ্রেষ্ঠ, কারণ আপনি মাহাত্ম্যের দ্বারা পৃথিবীর প্রীতি বিধান করুন ॥ ১॥

হে বিচিত্রগমনশালিনি পৃথিবি! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্রের দ্বারা আপনার স্তব করেন। হে অর্জুনি! আপনি শব্দায়মান অশ্বের মতো বারিপূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত করুন ॥ ২॥

যে সময়ে দীপ্তিশালী অন্তরীক্ষ হ'তে আপনার মেঘের বৃষ্টি পতিত হয়, সেই সময় আপনি দৃঢ় পৃথিবীর সাথে বৃক্ষ সমূহকে বলপূর্বক ধারণ ক'রে রক্ষা করেন ॥৩॥

টীকা — সম্বোধনের পৃথিবীকে দেবী অর্থাৎ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সায়ণ এস্থলে পৃথিবী শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ ক'রে অন্য একরকম ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। ২ ঋকে মূলে 'অর্জুনি' আছে। 'শুভ্রবর্ণে গমনশীলে বা'। সায়ণ।

◆ ◆

— ৮৫ সূক্ত —

[দেবতা : বরুণ। ঋষি : অত্রি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র সম্রাজে বৃহদর্চা গভীরং ব্রহ্ম প্রিয়ং বরুণায় শ্রুতায়।
বি যো জঘান শমিতেব চর্মোপস্তিরে পৃথিবীং সূর্যায়॥ ১॥

বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্বৎসু পর উস্রিয়াসু।
হৃৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্স্বগ্নিং দিবি সূর্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ॥ ২॥
নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধং প্র সসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষম্।
তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যুনত্তি ভূম॥ ৩॥
উনত্তি ভূমিং পৃথিবীমুত দ্যাং যদা দুগ্ধং বরুণো বষ্ট্যাদিৎ।
সমভ্রেণ বসত পর্বতাসস্তবিষীয়ন্তঃ শ্রথয়ন্ত বীরাঃ॥ ৪॥
ইমামূ ষ্বাসুরস্য শ্রুতস্য মহীং মায়াং বরুণস্য প্র বোচম্।
মানেনেব তস্থিবাঁ অন্তরিক্ষে বি যো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ॥ ৫॥
ইমামূ নু কবিতমস্য মায়াং মহীং দেবস্য নকিরা দধর্ষ।
একং যদুদ্না ন পৃণন্ত্যেনীরাসিঞ্চন্তীরবনয়ঃ সমুদ্রম্॥ ৬॥
অর্যম্যং বরুণ মিত্র্যং বা সখায়ং বা সদমিদ্ ভ্রাতরং বা।
বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা যৎসীমাগশ্চকৃমা শিশ্রথস্তৎ॥ ৭॥
কিতবাসো যদ্রিরিপুর্ন দীবি যদ্বা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্ম।
সর্বা তা বি ষ্য শিথিরেব দেবাধা তে স্যাম বরুণ প্রিয়াসঃ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — প্রসিদ্ধ ও সম্যক্ দীপ্তিশালী বরুণের প্রিয়, সুমহৎ ও গভীর স্তোত্র উচ্চারণ করো। পশুহন্তা যেমন নিহত পশুর চর্ম বিস্তৃত করে, সেই রকম তিনি সূর্যের আস্তরণের জন্য অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করেছেন ॥ ১ ॥

তিনি বৃক্ষ সমূহের উপরিভাগে অন্তরীক্ষ বিস্তারিত করেছেন; অশ্বগণকে বল, ধেনুগণকে দুগ্ধ ও হৃদয়ে সঙ্কল্প প্রদান করেছেন। তিনি জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে সূর্য ও পর্বতে সোমলতা স্থাপন করেছেন ॥ ২ ॥

তিনি স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের হিতের নিমিত্ত মেঘের নিম্নভাগ সচ্ছিদ্র ক'রে দিয়েছেন। বৃষ্টি যে ভাবে যব, শস্য সিক্ত করে, সেইরকম অখিল ভুবনের অধিপতি বরুণ সমগ্র ভূমিকে আর্দ্র করেন ॥৩॥

যে সময়ে তিনি বৃষ্টিরূপ দুগ্ধ কামনা করেন, সেই সময়ে তিনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে আর্দ্র করেন। পরক্ষণেই পর্বত সকল বারিদবর্গের দ্বারা শিখর সমূহকে আবৃত করে এবং বীর মরুৎগণ নিজ বলে উল্লাসিত হয়ে মেঘবৃন্দকে শিথিল ক'রে দেন ॥ ৪ ॥

আমি প্রসিদ্ধ আসুর বরুণের এই সুমহতী প্রজ্ঞা ঘোষণা করছি যে, তিনি মানদণ্ডের মতো সূর্যের দ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ করেছেন ॥ ৫ ॥

প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন দেব বরুণের সুমহতী প্রজ্ঞার কেউই খণ্ডন করতে পারে না। তাঁর প্রজ্ঞাবশতঃ শুভ্র, বারি-মোক্ষণকারী নদীসমূহ বারির দ্বারা একমাত্র সমুদ্রকে পূরণ করতে পারে না ॥ ৬ ॥

হে দেব বরুণ! যদি আমরা কখনও কোন দাতা, মিত্র, বয়স্য, ভ্রাতা, নিকট প্রতিবেশী বা মূকের প্রতি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তাহ'লে তা' নষ্ট করুন ॥ ৭ ॥

হে দেব বরুণ! দ্যূতক্রীড়ায় প্রবঞ্চনাকারী পাশক্রীড়কের মতো যদি আমরা জ্ঞানপূর্বক, বা অজ্ঞানবশতঃ অপরাধ ক'রি, তাহলে আপনি শিথিল বন্ধনের মতো সে সকল হ'তে মুক্ত করুন। তাহ'লে আমরা আপনার স্নেহভাজন হবো ॥ ৮ ॥

টীকা — দৈবকার্য পরম্পরায় ঐক্য দর্শন ক'রে এক ঈশ্বরের অনুভব মানুষের হৃদয়ে উদয় হয়। যিনি সূর্যের দ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ গ্রহণ করেন (৫ ঋক্), তিনিই নদীসকলকে এক মহাসমুদ্রে প্রেরণ করেন, অথচ সে মহাসমুদ্র কখনও পূর্ণ হয় না (৬ ঋক্); এবং তিনিই মানুষের পাপ বিনষ্ট করেন ও অপরাধ খণ্ড ক'রে থাকেন (৭ ও ৮ ঋক্)। বরুণ সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই বিভূতি-বিকাশমাত্র।

◆ ◆

— ৮৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও অগ্নি। ঋষি : অত্রি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বিরাট্‌পূর্বা]

ইন্দ্রাগ্নী যমবথ উভা বাজেষু মর্ত্যম।
দৃড়্হা চিৎ স প্র ভেদতি দ্যুম্না বাণীরিব ত্রিতঃ॥ ১॥
যা পৃতনাসু দুষ্টরা যা বাজেষু শ্রবায্যা।
যা পঞ্চ চর্ষণীরভীন্দ্রাগ্নী তা হবামহে॥ ২॥
তয়োরিদমবচ্ছবস্তিগ্মা দিদ্যুগ্মঘোনোঃ।
প্রতি দ্রুণা গভস্ত্যোর্গবাং বৃত্রঘ্ন এষতে॥ ৩॥
তা বামেষে রথানামিন্দ্রাগ্নী হবামহে।
পতী তুরস্য রাধসো বিদ্বাংসো গির্বণস্তমা॥ ৪॥
তা বৃধন্তাবনু দ্যূন্মর্তায় দেবাবদভা।
অর্হন্তা চিৎপুরো দধেহংশেব দেবাবর্বতে॥ ৫॥
এবেন্দ্রাগ্নিভ্যামহাবি হব্যং শূষ্যং ঘৃতং ন পূতমদ্রিভিঃ।
তা সূরিষু শ্রবো বৃহদ্রয়িং গৃণৎসু দিধৃতমিষং গৃণৎসু দিধৃতম্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! আপনারা উভয়ে যে মর্ত্যকে রক্ষা করেন, তিনি শত্রুবাক্য খণ্ডনকারী ত্রিতের মতো শত্রুবর্গের ঐশ্বর্য সুদৃঢ় হ'লেও সেগুলিকে নষ্ট করেন ॥১॥

যাঁরা সংগ্রামে অজেয়, যাঁরা অন্ন দানের জন্য বিখ্যাত, যাঁরা পঞ্চশ্রেণীর মানুষদের রক্ষা করেন, আমরা সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি ॥২॥

এঁদের বল শত্রুবর্গের অভিভবকারী। যে সময়ে এঁরা উভয়ে এক রথে আরূঢ় হয়ে ধেনুগণের উদ্ধারের নিমিত্ত ও বৃত্রকে সংহারের জন্য গমন করেন, সেই সময়ে এই দুই মঘবানের হস্তে দীপ্তিশালী বজ্র বিরাজ করতে থাকে ॥৩॥

হে গমনশীল, ধনের অধিপতি, সর্বজ্ঞ ও নিরতিশয় বন্দনীয় ইন্দ্র ও অগ্নি! যুদ্ধে আপনারা বাণ প্রেরণ করবেন ব'লে আমরা আপনাদের উভয়কে আহ্বান করছি ॥৪॥

হে অপ্রধৃষ্য দেবদ্বয়! আমি অশ্বলাভের জন্য আপনাদের স্তব করছি। আপনারা মানবদ্বয়ের মতো প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছেন এবং আদিত্যদ্বয়ের মতো সম্যক্‌ভাবে স্তুতিভাজন ॥৫॥

প্রস্তরের দ্বারা পিষ্ট সোমরসের মতো সম্প্রতি হব্য প্রস্তুত হয়েছে। আপনারা জ্ঞানীবর্গকে অন্ন

প্রদান করুন; স্তবকারীবৃন্দকে প্রভূত ধন ও অন্ন প্রদান করুন ॥৬॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। ইন্দ্র ও অগ্নি যে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই বিভূতি-বিকাশ, এই সূক্তেও তা পরিস্ফুট। প্রথম অষ্টকে এই সম্পর্কে বিশ্লেষণ আছে। ২ ঋকের পঞ্চ শ্রেণীর মানুষ অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ।

◆ ◆

— ৮৭ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : অত্রির অপত্য এবয়ামরুৎ। ছন্দ : অতিজগতী]

প্র বো মহে মতয়ো যন্তু বিষ্ণবে মরুত্বতে গিরিজা এবয়ামরুৎ।
প্র শর্ধায় প্রযজ্যবে সুখাদয়ে তবসে ভন্দদিষ্টয়ে ধুনিব্রতায় শবসে॥ ১॥
প্র যে জাতা মহিনা যে চ নু স্বয়ং প্র বিদ্মনা ব্রুবত অবয়ামরুৎ।
ক্রত্বা তদ্বো মরুতো নাধৃষে শবো দানা মহ্না তদেষামধৃষ্টাসো নাদ্রয়ঃ॥ ২॥
প্র যে দিবো বৃহতঃ শৃণ্বিরে গিরা সুশুক্বানঃ সুভ্ব এবয়ামরুৎ।
ন যেষামিরী সধস্থ ইষ্ট আঁ অগ্নয়ো ন স্ববিদ্যুতঃ প্র স্যন্দ্রাসো ধুনীনাম্॥ ৩॥
স চক্রমে মহতো নিরুরুক্রমঃ সমানস্মাৎ সদস এবয়ামরুৎ।
যদাযুক্ত ত্মনা স্বাদধি ষ্ণুভি র্বিষ্পর্ধসো বিমহসো জিগাতি শেবৃধো নৃভিঃ॥ ৪॥
স্বনো ন বোঽমবান্রেজয়দ্বৃষা ত্বেষো যয়িস্তবিষ এবয়ামরুৎ।
যে না সহন্ত ঋঞ্জত স্বরোচিষঃ স্থারশ্মানো হিরণ্যয়াঃ স্বায়ুধাস ইষ্মিণঃ॥ ৫॥
অপারো বো মহিমা বৃদ্ধশবসস্ত্বেষং শবোঽবত্বেবয়ামরুৎ।
স্থাতারো হি প্রসিতৌ সংদৃশি স্থন তে ন উরুষ্যতা নিদঃ শুশুক্বাংসো নাগ্নয়ঃ॥ ৬॥
তে রুদ্রাসঃ সুমখা অগ্নয়ো যথা তুবিদ্যুম্না অবন্ত্বেবয়ামরুৎ।
দীর্ঘং পৃথু পপ্রথে সদ্ম পার্থিবং যেষামজ্মেষ্বা মহঃ শর্ধাংস্যদ্ভুতৈনসাম্॥ ৭॥
অদ্বেষো নো মরুতো গাতুমেতন শ্রোতা হবং জরিতুরেবয়ামরুৎ।
বিষ্ণোর্মহঃ সমন্যবো যুযোতন স্মদ্রথ্যো ন দংসনাপ দ্বেষাংসি সনুতঃ॥ ৮॥
গন্তা নো যজ্ঞং যজ্ঞিয়াঃ সুশমি শ্রোতা হবমরক্ষ এবয়ামরুৎ।
জ্যেষ্ঠাসো ন পর্বতাসো ব্যোমানি যূয়ং তস্য প্রচেতসঃ স্যাত দুর্ধর্তবো নিদঃ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — এবয়ামরুতের বাঙ্নিষ্পন্ন (অর্থাৎ মুখনিঃসৃত বাক্যরূপ) স্তোত্র সকল যেন মরুৎগণ সমেত বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হয় এবং বলশালী, পূজনীয়, শোভনরূপে অলঙ্কৃত, শক্তিসম্পন্ন, স্তুতিপ্রিয়, মেঘসঞ্চালনকারী ও দ্রুতগামী মরুৎবর্গের নিকট যেন সেই স্তোত্রসকল উপস্থিত হয় ॥১॥

যাঁরা মহান্ ইন্দ্রের সাথে প্রাদুর্ভূত হন, যাঁরা যজ্ঞ প্রস্তুত হয়েছে এই জ্ঞানে স্বেচ্ছানুসারে শীঘ্র আবির্ভূত হন, এবয়ামরুৎ তাঁদের স্তব করেন। হে মরুৎবর্গ! আপনাদের কার্য বিষয়ে বল

মহাবদান্যতা যুক্ত হ'লেও অধৃষ্য। আপনারা পর্বত সকলের মতো অটল ॥ ২ ॥

যাঁরা দীপ্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে বিস্তীর্ণ স্বর্গ হ'তে আহ্বান শ্রবণ করেন, যাঁরা আপন গৃহে অবস্থিতি করলে কেউই চাপিত করতে সমর্থ নয় এবং যাঁরা আপন দীপ্তির দ্বারা দীপ্তিমান্, অগ্নির মতো নদী সকলের সঞ্চালনকারী, এবযামরুৎ স্তুতির দ্বারা তাঁদের উপাসনা করছেন ॥ ৩ ॥

মরুৎবর্গের স্বেচ্ছানুসারে গমনকারী অশ্বগণ রথে যোজিত হ'লে যখন এবযামরুৎ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন সর্বব্যাপী মরুৎগণ বিস্তীর্ণ সাধারণ বসতি অন্তরীক্ষ হ'তে নির্গত হ'লেন। পরস্পর স্পর্ধাকারী, বলশালী ও সুখদাতা মরুৎবর্গ নির্গত হ'লেন ॥ ৪ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা স্বাধীনতেজা, স্থিরদীপ্তি, স্বর্গের আভরণে ভূষিত ও অন্নদাতা। আপনারা যে শব্দের দ্বারা শত্রুগণকে অভিভূত ক'রে নিজকার্য সাধন করেন, সেই প্রবল বারিবর্ষণকারী, দীপ্ত, বিস্তৃত, প্রবৃদ্ধ ধ্বনি যেন এবযামরুৎকে কম্পিত না করে ॥ ৫ ॥

হে সমধিক বলশালী মরুৎগণ! আপনাদের অপারে মহিমা, আপনাদের শক্তি এবযামরুৎকে রক্ষা করুক। যজ্ঞের সীমা সন্দর্শন বিষয়ে আপনারাই নিয়ামক। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মতো আপনারা নিন্দাকারী হ'তে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

হে পূজনীয় ও অগ্নির মতো প্রভূত দীপ্তিশালী রুদ্রপুত্রগণ! এবযামরুৎকে রক্ষা করুন। মরুৎগণের অন্তরীক্ষে অবস্থিত, আয়ত ও বিস্তীর্ণ বসতি তাঁদের দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ হয়েছে। নিষ্পাপ মরুৎবর্গের গমনকালে প্রভূত শক্তি প্রকাশিত হয় ॥ ৭ ॥

হে বিদ্বেষহীন মরুৎবর্গ! আপনারা আমাদের স্তোত্রের সন্নিহিত হোন এবং স্তবকারী এবযামরুতের আহ্বান শ্রবণ করুন। হে বিষ্ণুর সাথে একত্র যজ্ঞভোজী মরুৎগণ! যোদ্ধৃগণ যেমন শত্রুদের অপসারিত করে, সেইরকম আপনারা আমাদের গূঢ় শত্রুগণকে দূরীভূত করুন ॥ ৮ ॥

হে পূজনীয় মরুৎবর্গ! আপনারা আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন, কারণ তাহ'লে তা সুসম্পন্ন হবে। আপনারা রাক্ষসবৃন্দের দ্বারা সঞ্জাতবিঘ্ন না হয়ে এবযামরুতের আহ্বান শ্রবণ করুন। হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎসঙ্ঘ! আপনারা উত্তুঙ্গ শৈল সকলের মতো অন্তরীক্ষে অবস্থান ক'রে নিন্দাকারীর শাসন করুন ॥ ৯ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। প্রসঙ্গক্রমে এই সূক্তের প্রথমেই, ১ ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত অনুবাদ ও বিশ্লেষণ লক্ষণীয়।—"বিবেকরূপী হে ভগবন্ (মরুৎ-দেবতা—যাঁরা ভগবানের বিশেষ বিভূতি—বিবেকরূপে আবির্ভূত। হৃদয়সঞ্জাত অথবা কর্মের দ্বারা সমুদ্ভূত প্রসিদ্ধ স্তুতিসমূহ অথবা সৎভাবসমূহ আমাদের সম্বন্ধী বিবেকসম্বন্ধযুক্ত সর্বব্যাপী আপনার উদ্দেশে নিত্যকাল গমন করুক। (আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা নিত্যকাল ভগবানকে প্রাপ্ত হোক)। অপিচ, "হে আমার চিত্তবৃত্তি সমূহ! তোমরা প্রকৃষ্টরূপে যষ্টব্য সুখপ্রদ সকল শক্তির আধার মহিমান্বিত পরমধন প্রদাতা কম্মিতকর্মা (অর্থাৎ শত্রুনাশক ও সকল সৎকর্মের আধারভূত, শবস্বরূপ আমাদের রক্ষক মহান্ ভগবানের উদ্দেশ্যে হৃদয়সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্ব নিবেদন করো; তা-ই ব্রত বা সৎকর্মের সাধন।" (সাধক এখানে নিজেকে উদ্বোধিত করছেন। ভাব এই যে,—ভগবানে সর্বস্বসমর্পণরূপ ব্রতই মোক্ষ-বিধায়ক)। [ভাষ্যের মতে এই মন্ত্রের ঋষি—"এবযামরুৎ'। তিনি যেন স্তোত্রসমূহ প্রণয়ন করছেন, ভাষ্যকারের 'গিরিজা' পদে তা-ই উপলব্ধ হয়। কিন্তু বেদমন্ত্র কোনও মরদেহধারী পুরুষের বা রমণীর লিখিত নয়; বেদমন্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব মানলে একথা স্বীকার করতেই হয়। 'গিরিজাঃ' পদে 'হৃদয় সঞ্জাতাঃ' অথবা 'কর্মণা সমুদ্ভূতাঃ' অর্থই সঙ্গত। 'বিষ্ণবে' অর্থে 'সর্বব্যাপিনে ভগবতে তুভ্যং ইতি ভাবঃ'-ই সঙ্গত]—ইত্যাদি ॥

— পঞ্চম মণ্ডল সমাপ্ত —

ষষ্ঠ মণ্ডল

— ১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বৃহস্পতির অপত্য ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ত্বাং হ্যগ্নে প্রথমো মনোতাস্যা ধিয়ো অভবো দস্ম হোতা।
ত্বং সীং বৃষন্নকৃণো র্দুষ্টরীতু সহো বিশ্বস্মৈ সহসে সহধ্যৈ॥ ১॥
অধা হোতা ন্যসীদো যজীয়ানিলস্পদ ইষয়ন্নীড্যঃ সন্।
তং ত্বা নরঃ প্রতমী দেবয়ন্তো মহো রায়ে চিতয়ন্তো অনু গ্মন্॥ ২॥
বৃতেব যন্তং বহুভি র্বসব্যৈ স্ত্বে রয়িং জাগৃবাংসো অনু গ্মন্ ।
রুশন্তমগ্নিং দর্শতং বৃহন্তং বপাবন্তং বিশ্বহা দীদিবাংসম্॥ ৩॥
পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ শ্রবস্যবঃ শ্রব আপন্নমৃক্তম্।
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়াং তে রণয়ন্ত সংদৃষ্টৌ॥ ৪॥
ত্বাং বর্ধন্তি ক্ষিতয়ঃ পৃথিব্যাং ত্বাং রায় উভয়াসো জনানাম্।
ত্বং ত্রাতা তরণে চেত্যো ভূঃ পিতা মাতা সদমিন্মানুষাণাম্॥ ৫॥
সপর্যেণ্যঃ স প্রিয়ো বিক্ষ্বগ্নি র্হোতা মন্দ্রো নি ষসাদা যজীয়ান্।
তং ত্বাং বয়ং দম আ দীধিবাংসমুপ জ্ঞুবাধো নমসা সদেম॥ ৬॥
তং ত্বা বয়ং সুধ্যো নব্যমগ্নে সুম্নায়ব ঈমহে দেবয়ন্তঃ।
ত্বং বিশো অনয়ো দীদ্যানো দিবো অগ্নে বৃহতা রোচনেন॥ ৭॥
বিশাং কবিং বিশ্পতিং শশ্বতীনাং নিতোশনং বৃষভং চর্ষণীনাম্।
প্রেতীষণিমিষয়ন্তং পাবকং রাজন্তমগ্নিং যজতং রয়ীণাম্॥ ৮॥
সো অগ্ন ঈজে শশমে চ মর্তো যস্ত আনট্ সমিধা হব্যদাতিম্।
য আহুতিং পরি বেদা নমোভির্বিশ্বেৎস বামা দধতে ত্বোতঃ॥ ৯॥
অস্মা উ তে মহিমহে বিধেম নমোভিরগ্নে সমিধোত হব্যৈঃ।
বেদী সূনো সহসো গীভিরুক্থৈরা তে ভদ্রায়াং সুমতৌ যতেম॥ ১০॥
আ যস্ততন্থ রোদসী বি ভাসা শ্রবোভিশ্চ শ্রবস্যস্তরুত্রঃ।
বৃহদ্ভির্বাজৈঃ স্থবিরেভিরস্মে রেবদ্ভিরগ্নে বিতরং বি ভাহি॥ ১১॥
নৃবদ্বসো সদমিদ্ধেহ্যস্মে ভূরি তোকায় তনয়ার পশ্বঃ।
পূর্বরিষো বৃহতীরারে অঘা অস্মে ভদ্রা সৌশ্রবসানি সন্তু॥ ১২॥

পুরূণ্যগ্নে পুরুধা ত্বায়া বসূনি রাজন্বসুতা তে অশ্যাম্।
পুরূণি হি ত্বে পুরুবার সন্ত্যগ্নে বসু বিধতে রাজনি ত্বে॥ ১৩॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আপনি দেববৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; দেববৃন্দের চিত্ত আপনাতে সম্বদ্ধ; হে মনোজ্ঞ মূর্তি! আপনিই এই যজ্ঞে দেববৃন্দের আহ্বানকারী। হে অভীষ্টবর্ষী! সকল বলশালী শত্রুর পরাভবের নিমিত্ত আমাদের অনিবার্য বল প্রদান করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি আপনি সমধিক যজ্ঞকারী ও হোম নিষ্পাদক, আপনি হব্যগ্রহণ পূর্বক স্তুতিভাজন হয়ে সম্প্রতি বেদিভূমির উপর উপবেশন করুন। ধর্ম-অনুষ্ঠানকারী ঋত্বিক্‌বৃন্দ বিপুল ধনের প্রত্যাশায় দেববৃন্দের মধ্যে অগ্রে আপনার অনুসরণ করেন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনি দীপ্তিমান্, দর্শনীয়, মহান্, হব্যভোজী ও সর্বসময়ে প্রদীপ্ত। আপনি বসুগণের অন্তরীক্ষ পথে গমন করছেন, ধনের অভিলাষী যজমানবৃন্দ আপনার অনুসরণ করছে ॥ ৩ ॥

যজমানবৃন্দ অন্নলিপ্সু হয়ে দীপ্তিমান্ অগ্নির আহবনীয় স্থানে গমনপূর্বক অপ্রতিহতভাবে প্রচুর অন্নলাভ করে এবং যে সময়ে আপনার শুভ সন্দর্শনে আনন্দিত হয় সেই সময়ে আপনার যজ্ঞের যোগ্য নামসমূহ কীর্তন করে ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! পৃথিবীতে মানবগণ আপনাকে বর্ধিত করে। আপনি উভয় রকম ধন মানবগণকে প্রদান করেন, সেই জন্য তারা আপনাকে বর্ধিত করে। হে দুঃখবিমোচনকারী অগ্নি! আপনি স্তুতিভাজন হয়ে মানবগণের রক্ষক ও পিতৃমাতৃ স্থানীয় হোন ॥ ৫ ॥

পূজনীয় অভীষ্টবর্ষী মানববৃন্দের মধ্যে হোমনিষ্পাদক, প্রীতিপ্রদ, নিরতিশয় যাগকারী, অগ্নি বেদির উপর উপবিষ্ট হয়েছেন। হে অগ্নি! আপনি গৃহে প্রজ্বালিত হয়েছেন, আমরা অবনতজানু হয়ে স্তোত্র সহকারে আপনার নিকট উপস্থিত হই ॥ ৬ ॥

আমরা সুবুদ্ধি, সুখ-অভিলাষী ও ধর্মনিষ্ঠ; হে স্তবের যোগ্য! আমরা আপনার স্তব করছি। হে অগ্নি! আপনি সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন, আপনি মানবগণকে স্বর্গে নীত করেন ॥ ৭ ॥

চিরস্থায়ী, মানববর্গের অধিপতি, জ্ঞানী, শত্রুসংহারক, অভীষ্টবর্ষী, স্তোতৃবর্গের অধিগম্য, অন্নদাতা, পবিত্রতাবিধায়ী, ধনলাভের জন্য যষ্টব্য ও দীপ্তিমান্ অগ্নিকে আমরা স্তব করছি ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! যে মানব আপনার যজ্ঞ করে ও স্তব করে, যে ব্যক্তি প্রজ্বালিত ইন্ধনের সাথে আপনাকে হব্য প্রদান করে, যে ব্যক্তি স্তুতিসহকারে আপনাকে আহুতি প্রদান করে, সেই ব্যক্তি আপনা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে সমস্ত বাঞ্ছিত ধন লাভ করে ॥ ৯ ॥

হে শক্তিসম্পন্ন অগ্নি! এই আমরা নমস্কার, ইন্ধন ও হব্য সহকারে আপনার পূজা করছি। হে শক্তিপুত্র! আমরা স্তোত্র ও শস্ত্রসহকারে বেদির উপর আপনার পূজা করছি। আমরা যেন আপনার কল্যাণকর অনুগ্রহ লাভের জন্য চেষ্টা ক'রে কৃতকার্য হই ॥ ১০ ॥

হে অগ্নি! আপনি দীপ্তির দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন, আপনি মানুষের পরিত্রাণকারী ও স্তুতির দ্বারা পূজনীয়; আপনি প্রচুর অন্ন ও বিশিষ্ট রকম ধনের সাথে আমাদের নিকট সম্যক্‌ভাবে দীপ্ত হোন ॥ ১১ ॥

হে ধনাধিপতি! আপনি সর্বদা আমাদের পরিজনবর্গের সাথে ধন প্রদান করুন এবং আমাদের পুত্রপৌত্রদের প্রভূত পশু প্রদান করুন। আমাদের যেন পর্যাপ্ত ইচ্ছানুরূপ অনিন্দ্য অন্ন এবং শুভ ও প্রশস্ত জীবনোপায় বিহিত হয় ॥ ১২ ॥

হে দীপ্তিমান্ অগ্নি। আমি যেন আপনার নিকট হ'তে নানারকম ধন লাভ ক'রে ঐশ্বর্যসম্পন্ন হই; হে যজ্ঞলোকের বরণীয় অগ্নি! আপনি দীপ্তিশালী; আপনাতে প্রভূত ধন নিহিত আছে ॥ ১৩॥

টীকা — ভরদ্বাজ বা তদ্বংশীয়গণ ষষ্ঠ মণ্ডলের ঋষি। ৭ ঋকে মানুষের স্বর্গলাভের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও বিধৃত আছে। অগ্নি জ্ঞানরূপ পরাজ্ঞানদাতা, ভগবৎ সমীপে শুদ্ধসত্ত্বের বাহক এবং বলা বাহুল্য, ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ মাত্র। প্রথম অষ্টক এবং পরবর্তী সূক্ত দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, শক্করী]

ত্বং হি ক্ষৈতবদ্যশোঽগ্নে মিত্রো ন পত্যসে।
ত্বং বিচর্ষণে শ্রবো বসো পুষ্টিং ন পুষ্যসি ॥ ১ ॥
ত্বাং হি ষ্মা চর্ষণয়ো যজ্ঞেভি র্গীর্ভিরীলতে।
ত্বাং বাজী যাত্যবৃকো রজস্তূর্বিশ্বচর্ষণিঃ ॥ ২ ॥
সজোষস্ত্বা দিবো নরো যজ্ঞস্য কেতুমিন্ধতে।
যদ্ধ স্য মানুষো জনঃ সুম্নায়ু র্জুহ্বে অধ্বরে ॥ ৩ ॥
ঋধদ্যস্তে সুদানবে ধিয়া মর্তঃ শশমতে।
ঊতী ষ বৃহতো দিবো দ্বিষো অংহো ন তরতি ॥ ৪ ॥
সমিধা যস্ত আহুতিং নিশিতিং মর্ত্যো নশৎ।
বয়াবন্তং স পুষ্যতি ক্ষয়মগ্নে শতায়ুষম্ ॥ ৫ ॥
ত্বেষস্তে ধূম ঋণ্বতি দিবি ষঞ্ছুক্র আততঃ।
সূরো ন হি দ্যুতা ত্বং কৃপা পাবক রোচসে ৬ ॥
অধা হি বিক্ষ্বীড্যোঽসি প্রিয়ো নো অতিথিঃ।
রণ্বঃ পুরীব জূর্যঃ সূনুর্ন ত্রয়য়ায্যঃ ॥ ৭ ॥
ক্রত্বা হি দ্রোণে অজ্যসেঽগ্নে বাজী ন কৃত্ব্যঃ।
পরিজ্মেব স্বধা গয়োঽত্যো ন হ্বার্যঃ শিশুঃ ॥ ৮ ॥
ত্বং ত্যা চিদচ্যুতাগ্নে পশুর্ন যবসে।
ধামা হ যত্তে অজর বনা বৃশ্চন্তি শিক্বসঃ ॥ ৯ ॥
বেষি হ্যধ্বরীয়তামগ্নে হোতা দমে বিশাম্।
সমৃধো বিশ্পতে কৃণু জুষস্ব হব্যমঙ্গিরঃ ॥ ১০ ॥

অচ্ছা নো মিত্রমহো দেব দেবানগ্নে রোচঃ সুমতিং রোদস্যোঃ।
বীহি স্বস্তিং সুক্ষিতিং দিবো নৃন্দ্বিষো অংহাংসি দুরিতা তরেম
তা তরেম তবাবসা তরেম॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আপনি মিত্রের মতো শুষ্ক ইন্ধন সহকারে প্রদত্ত হব্যের উপর অবতরণ করেন; অতএব হে সর্বদর্শী, ধনসম্পন্ন অগ্নি! আপনি অন্ন ও পুষ্টির দ্বারা আমাদের বর্ধিত করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! মানবগণ হব্য ও স্তোত্রের দ্বারা আপনার পূজা করে; দ্বেষবর্জিত, বারিবর্ষক ও সর্বদর্শী সূর্য আপনাতে প্রবিষ্ট হন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! যে সময়ে মনুর সন্তান সুখের অভিলাষী হয়ে যজ্ঞে আপনাকে আহ্বান করে, সেই সময়ে স্তুতিপাঠক ঋত্বিকগণ সমসুখভাগী হয়ে যজ্ঞের কেতুভূত আপনাকে প্রজ্বালিত করে ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! আপনি দানশীল; যে মর্ত্য যজ্ঞকার্যের দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করে, তার সমৃদ্ধি হোক। আপনি দীপ্তিশালী, সে ব্যক্তি আপনা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে ভীষণ পাপের মতো শত্রুবর্গকে পরাভূত করে ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! যে মর্ত্য ইন্ধনের দ্বারা আপনার মন্ত্র সংস্কৃত আহুতি পরিপুষ্ট করে, সেই ব্যক্তি পুত্রপৌত্র ইত্যাদিসম্পন্ন গৃহে শত বৎসর পরিস্থিত আয়ু ভোগ করে ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! আপনি দীপ্তিশালী; আপনার নির্মল ধূম অন্তরীক্ষে বিস্তৃত হয়ে, মেঘরূপে পরিণত হয়; হে পাবক! আপনি স্তোত্রের দ্বারা প্রসন্ন হয়ে সূর্যের মতো দীপ্তি সহকারে বিরাজিত হন ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আপনি মানববৃন্দের স্তুতিভাজন, কারণ আপনি অতিথির মতো আমাদের প্রিয়, নগরীস্থ হিত-উপদেষ্টা বৃদ্ধের মতো আশ্রয়-যোগ্য এবং পুত্রের মতো পালনীয় ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! ঘর্ষণের দ্বারা অরণিতে আপনার বিদ্যমানতা প্রকাশিত হয়; অশ্ব যেমন নিজ আরোহীকে বহন করে, সেই রকম আপনি হব্য বহন করেন; আপনি বায়ুর মতো সর্বত্র গমন করেন; আপনি অন্ন ও গৃহ প্রদান করেন; আপনি শিশুর মতো এবং ঘোটকের মতো কুটিলগামী ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! তৃণ ভক্ষণের জন্য মুক্তবন্ধন পশু যেমন সমস্ত তৃণ ভক্ষণ করে, সেইরকম আপনি অপতিত বৃক্ষ সকলকে ভক্ষণ করেন; হে অবিনশ্বর অগ্নি! আপনি দীপ্তিশালী, আপনার শিখাসমূহ অরণ্য সমূহকে ছেদন করতে থাকে ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! আপনি যজ্ঞ করতে অভিলাষী মানববর্গের গৃহে হোতারূপে প্রবিষ্ট হোন। হে মানববৃন্দের পালক! আপনি তাদের সমৃদ্ধি বিধান করুন। হে অঙ্গিরা! আপনি হব্য স্বীকার করুন ॥ ১০ ॥

হে অনুকূল দীপ্তিসম্পন্ন, স্বর্গ ও পৃথিবীতে অবস্থিত, দেব অগ্নি! দেবগণের নিকট আমাদের স্তোত্র প্রচার করুন। স্তোত্রকারীগণকে সাংসারিক সুখে নীত করুন। আমরা যেন শত্রু, পাপ ও কষ্ট হ'তে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হই; আমরা যেন সেই সকল পূর্বজন্মের পাপ হ'তে মুক্ত হই; আমরা যেন আপনার রক্ষার বলে সেই সকল হ'তে উদ্ধার প্রাপ্ত হই ॥ ১১ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তের প্রথম ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। যেমন,

—"হে জ্ঞানদেব! আপনি নিশ্চয়ই মিত্রের মতো (স্বপ্রকাশ দেবতার মতো) বিদ্যমান আছেন; হবির্লক্ষণযুক্ত যজমানের গৃহকে (সংসারমোহ পরিশূন্য শুষ্ক কাষ্ঠের মতো জনকে) পরমার্থ-ধনের সাথে (পরমার্থসহযুত হয়ে) অধিকার ক'রে অবস্থিতি করেন। (অর্থাৎ, নিষ্কাম জন আপনার অনুগ্রহে পরমার্থলাভে সমর্থ হয়ে থাকে)। হে সর্বদর্শী পরমৈশ্বর্যশালী জ্ঞানদেব! আপনি (আমাদের) অভিলষিত মোক্ষধন, আমাদের প্রদান করুন এবং আমাদের সৎকর্মের দ্বারা আমাদের পরিবর্ধিত করুন।" অথবা—"হে জ্ঞানদেব! কামনাবিহীন হৃদয়কে আপনি নিশ্চয়ই সূর্যের মতো জ্ঞানকিরণের দ্বারা প্রদীপ্ত করেন। হে সর্বদ্রষ্টা পরমৈশ্বর্যশালী দেব! আপনি আমাদের অভিলষিত ধন এবং মোক্ষলাভ-সামর্থ্য প্রদান করুন।" [ভাব এই যে,—কামনা-পরিশূন্য ভগবানে একচিত্ত জন আপনার (জ্ঞানদেবের) প্রভাবে জ্ঞানকিরণলাভে মোক্ষপথের অভিমুখী হয়ে থাকে। হে দেব! আপনার অনুগ্রহে এই অকিঞ্চন আমরাও যেন মোক্ষলাভে সমর্থ হই]—ইত্যাদি॥ আবার ৬ ঋকে বলছেন—"হে জ্ঞানরূপ দেব! দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত আপনার শুভ্রবর্ণ (নির্মল পবিত্রকারক ধূম অর্থাৎ আপনা হ'তে সঞ্জাত দেবভাবনিবহ) সাধকবর্গের হৃদয়ে বিস্তীর্ণ হয়ে অধিষ্ঠিত হয়। হে ত্রাণকারক জ্ঞানদেব! আপনি স্তোত্রের দ্বারা স্তূয়মান হয়ে কৃপাপূর্বক (সাধকবৃন্দের হৃদয়ে) দীপ্যমান এবং স্বপ্রকাশ হন।" (প্রার্থনা—আমাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে সেই ভগবান্ আমাদের হৃদয় জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করুন)—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অগ্নে স ক্ষেষদৃতপা ঋতেজা উরু জ্যোতি র্নশতে দেবযুষ্টে।
যং ত্বং মিত্রেণ বরুণঃ সজোষা দেব পাসি ত্যজসা মর্তমংহঃ॥ ১॥
ঈজে যজ্ঞেভিঃ শশমে শমীভি ঋধদ্বারায়াগ্নয়ে দদাশ।
এবা চন তং যশসামজুষ্টির্নাংহো মর্তং নশতে ন প্রদৃপ্তিঃ॥ ২॥
সূরো ন যস্য দৃশতিররেপা ভীমা যদেতি শুচতস্ত আ ধীঃ।
হেষস্বতঃ শুরুধো নায়মক্তোঃ কুত্রা চিদ্রণ্বো বসতি র্বনেজাঃ॥ ৩॥
তিগ্মং চিদেম মহি বর্পো অস্য ভসদশ্বো ন যমসান আসা।
বিজেহমানঃ পরশুর্ন জিহ্বাং দ্রবি র্ন দ্রাবয়তি দারু ধক্ষৎ॥ ৪॥
স ইদস্তেব প্রতি ধাদসিষ্যঞ্ছিশীত তেজোঽয়সো ন ধারাম্।
চিত্রধ্রজতিররতির্যো অক্তোর্বের্ন দ্রুষদ্বা রঘুপত্মজংহাঃ॥ ৫॥
স ঈং রেভো ন প্রতি বস্ত উস্রাঃ শোচিষা রারপীতি মিত্রমহাঃ।
নক্তং য ঈমরুষো যো দিবা নৄনমর্ত্যো অরুষো যো দিবা নৄন্॥ ৬॥
দিবো ন যস্য বিধতো নবীনোদ্বৃষা রুক্ষ ওষধীষু নূনোৎ।
ঘৃণা ন যো ধ্রজসা পত্মনা যন্না রোদসী বসুনা দং সুপত্নী॥ ৭॥

ধায়োভি র্বা যো যুজ্যেভিরর্কৈ র্বিদ্যুন্ন দবিদ্যোৎ স্বেভিঃ শুষ্মৈঃ।
শর্ধো বা যো মরুতাং ততক্ষ ঋভু র্ন ত্বেষো রভসানো অদ্যৌৎ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে দেব অগ্নি! যে যজমান যজ্ঞপালক ও যজ্ঞের নিমিত্ত সঞ্জাত, সেই দেবকাম যজমান আপনার বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ লাভ করে এবং তাকে আপনি মিত্র ও বরুণের সাথে সমপ্রীতি ভাগী হয়ে তেজের দ্বারা পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

যে যজমান বাঞ্ছিত ধনের অধিপতি অগ্নির হোম করে, সে সমস্ত যজ্ঞে যজ্ঞবান্ হয় এবং সমস্ত পবিত্র কর্মের দ্বারা পূত হয়। তার যশস্বী পুত্রের অভাব ঘটে না, কিম্বা পাপ বা গর্ব সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না ॥ ২ ॥

সূর্যের মতো যাঁর দর্শন নিষ্পাপ, যে প্রজ্বলিত অগ্নির জ্বালাসমূহ রাত্রির শব্দায়মান ধেনুগণের মতো চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, সকলের আবাসভূত, বনজাত সেই অগ্নি সর্বত্র মনোজ্ঞ মূর্তি হয়ে দৃষ্ট হন ॥৩॥

এই অগ্নির পথ তীক্ষ্ণ এবং এঁর দেহ মুখের দ্বারা তৃণ-গ্রহণকারী অশ্বের মতো নিরতিশয় দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। স্বর্ণকার যেমন ধাতুসকল দ্রবীভূত করে, সেইরকম অগ্নি কাষ্ঠসকল ভস্মসাৎ ক'রে কুঠারের মত জিহ্বা নিঃসৃত করছে ॥ ৪ ॥

বাণনিক্ষেপকারী যেমন আপন বাণ নিক্ষেপ করে, সেই রকম সেই অগ্নি আপন জ্বালাসমূহ দূরে নিক্ষেপ করেন এবং যোদ্ধা যেমন লৌহময় অস্ত্রের ধার শাণিত করে, সেইরকম শিখা নিক্ষেপের সময়ে আপন দীপ্তি সুতীক্ষ্ণ করেন এবং বৃক্ষের উপর অবস্থিত লঘুপতনসমর্থ পদবিশিষ্ট পক্ষীর মতো বিচিত্রভাবে গমন ক'রে রাত্রি অতিক্রম করেন, অর্থাৎ ধীরে ধীরে অন্ধকার নাশ করেন ॥ ৫ ॥

সেই অগ্নি স্তবের যোগ্য, সূর্যের মতো নিজেকে দীপ্ত রশ্মির দ্বারা আবৃত করেন। অনুকূল দীপ্তি বিস্তার ক'রে শিখা সহকারে নিরতিশয় শব্দ করেন; তিনি রাত্রিকালে দীপ্তি প্রকাশ ক'রে দিবসের মতো মানবগণকে আপন আপন কার্যে প্রেরণ করেন। অমর ও দোষরহিত অগ্নি প্রভান্বিত দীপ্তি সহকারে নেতৃভূত আপন রশ্মি সকলকে প্রেরণ করেন ॥ ৬ ॥

দীপ্তিসম্পন্ন সূর্যের মতো রশ্মি বিস্তারকারী যে অগ্নির মহৎ শব্দ শ্রুত হয়, অভীষ্টবর্ষী দীপ্ত সেই অগ্নি ওষধিসমূহের মধ্যে নিরতিশয় শব্দ করেন। যিনি দীপ্ত ও গমনশীল এবং ইতস্ততঃ উর্দ্ধগামী তেজের দ্বারা গমনপূর্বক শত্রুগণকে দমন ক'রে শোভনপতিসম্পন্ন স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধনের দ্বারা পূর্ণ করেন ॥ ৭ ॥

যে অগ্নি স্বয়ং নিযুক্ত হয়ে অশ্বের মতো পূজনীয় দীপ্তি সহকারে গমন করেন, যিনি নিজ দহনকারী রশ্মি সহকারে বিদ্যুতের মতো শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন, যিনি মরুৎগণের বল শোষণ করেন, নিরতিশয় দীপ্তিশালী সূর্যের মতো প্রদীপ্ত ও বেগসম্পন্ন সেই অগ্নি বিরাজ করছেন ॥ ৮ ॥

টীকা — ৪ ঋকে মূলে 'দ্রবিঃ ন দ্রাবয়তি' আছে। 'As a melter causes melt.'—উইলসন॥ ৫ ঋকে 'অয়সো ন ধারাম্' আছে। অয়ঃ অর্থে এখানে লৌহের অস্ত্র॥ ৭ ঋকের অর্থ বোধ হয়—পতি যেমন ভার্যাকে অর্থ প্রদান করে, অগ্নি সেইরকম স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধনপূর্ণ করেন॥

◆ ◆

— ৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যথা হোতর্মনুষো দেবতাতা যজ্ঞেভিঃ সূনো সহসো যজাসি।
এবা নো অদ্য সমনা সমানানুশন্নগ্ন উশতো যক্ষি দেবান্॥ ১॥
স নো বিভাবা চক্ষণি র্ন বস্তোরগ্নি র্বন্দারু বেদ্যশ্চনো ধাৎ।
বিশ্বায়ু র্যো অমৃতো মর্ত্যেষূষর্ভূদ্ভদতিথি র্জাতবেদাঃ॥ ২॥
দ্যাবো ন যস্য পনয়ন্ত্যভ্বং ভাসাংসি বস্তে সূর্যো ন শুক্রঃ।
বি য ইনোত্যজরঃ পাবকোঽশ্নস্য চিচ্ছিশ্নথৎপূর্ব্যাণি॥ ৩॥
বদ্মা হি সূনো অস্যদ্মসদ্বা চক্রে অগ্নি র্জনুষাজ্মান্নম্।
স ত্বং ন ঊর্জসন ঊর্জং দা রাজেব জেরবৃকে ক্ষেষ্যন্তঃ॥ ৪॥
নিতিক্তি যো বারণমন্নমত্তি বায়ু র্ন বাষ্ট্যাত্যেত্যক্তূন্।
তুর্যাম যস্ত আদিশামরাতীরত্যো ন হ্রুতঃ পততঃ পরিহ্রুৎ॥ ৫॥
আ সূর্যো ন ভানুমদ্ভিরর্কৈরগ্নে ততন্থ রোদসী বি ভাসা।
চিত্রো নয়ৎপরি তমাংস্যক্তঃ শোচিষা পত্মন্নৌশিজো ন দীয়ন্॥ ৬॥
ত্বাং হি মন্দ্রতমমর্কশোকৈ র্ববৃমহে মহিঃ নঃ শ্রোষ্যগ্নে।
ইন্দ্রং ন ত্বা শবসা দেবতা বায়ুং পৃণন্তি রাধসা নৃতমাঃ॥ ৭॥
নূ নো অগ্নেঽবৃকেভিঃ স্বস্তি বেষি রায়ঃ পথিভিং পর্ষ্যংহঃ।
তা সূরিভ্যো গৃণতে রাসি সুম্নং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে দেববর্গের আহ্বানকারী, শক্তিপুত্র অগ্নি! যেমন মনুর যজ্ঞে আপনি হব্যের দ্বারা দেববর্গের যাগ করেছিলেন, সেই রকম অদ্য আমাদের এই যজ্ঞে যাগের যোগ্য দেববর্গকে আপনার সমকক্ষ বোধ ক'রে শীঘ্র তাঁদের যাগ করুন ॥ ১॥

যিনি দিন প্রকাশক সূর্যের মতো প্রদীপ্ত ও সকলের বোধগম্য, যিনি সকলের জীবনভূত, অবিনশ্বর, অতিথি, জাতবেদা ও প্রত্যূষে মানবগণের মধ্যে প্রবুদ্ধ হন, সেই অগ্নি যেন আমাদের উৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করেন ॥ ২॥

স্তোতৃবর্গ সম্প্রতি যে অগ্নির মহৎ কর্মের প্রশংসা করছেন, সূর্যের মতো শুভ্রবর্ণ সেই অগ্নি আপনাকে দীপ্তির দ্বারা আবৃত করছেন; অবিনশ্বর ও পবিত্রতা-বিধায়ক সেই অগ্নি দীপ্তির দ্বারা সকল পদার্থকে প্রকাশিত করছেন; অবিনশ্বর ও পবিত্রতা-বিধায়ক সেই অগ্নি দীপ্তির দ্বারা সকল পদার্থকে প্রকাশিত করছেন এবং প্রাচীন নগর সকল ধ্বংস করছেন ॥৩॥

হে শক্তিপুত্র! আপনি বন্দনীয়; অগ্নি হব্যের উপর আসীন হয়ে স্বভাবতই উপাসবৃন্দকে গৃহ ও

অন্ন প্রদান করছেন। হে অন্নদাতা! আপনি আমাদের অন্ন প্রদান করুন এবং রাজার মতো আমাদের রিপুবর্গকে জয় করুন এবং আমাদের উপদ্রবশূন্য গৃহে অবস্থান করুন ॥ ৪ ॥

যে অগ্নি অন্ধকারনাশক আপন তেজ সুতীক্ষ্ণ করেন, যিনি হব্য ভোজন করেন, যিনি বায়ুর মতো সকলের অধীশ্বর, সেই অগ্নি রাত্রিসকল অতিক্রম করেন। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি আপনাকে হব্য প্রদান না করে, আমরা যেন তাকে পরাভূত ক'রি এবং আপনি যেন অশ্বের মতো বেগগামী হয়ে আমাদের আক্রমণকারী শত্রুবর্গের উচ্ছেদ করেন ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! দীপ্তিশালী, পূজনীয় কিরণের দ্বারা সূর্যের মতো আপনি দীপ্তির দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে সম্যক্‌ভাবে আচ্ছাদিত করুন। স্বপথে গমনকারী তেজবিশিষ্ট সূর্যের মতো বিচিত্র অগ্নি অন্ধকার সকল দূর করেন ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আপনি সর্বাপেক্ষা সমধিক স্তুতিভাজন ও পূজার যোগ্য দীপ্তিসম্পন্ন, আপনাকে আমরা বন্দনা করছি। অতএব আপনি আমাদের মহৎ স্তোত্র শ্রবণ করুন। আপনি বলে বায়ুর মতো ও ইন্দ্রের মতো দেবস্বরূপ যজ্ঞের নেতৃভূত, ঋত্বিক্‌বৃন্দ আপনাকে হব্যের দ্বারা প্রীত করেন ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! আপনি শীঘ্র দস্যুরহিত পথের দ্বারা আমাদের নির্বিঘ্নে ঐশ্বর্য সমীপে নীত করুন। পাপ হ'তে আমাদের উদ্ধার করুন। আপনি স্তোতৃবর্গকে যে সুখ প্রদান করেন, আমি স্তবকারী, আমাকে তা প্রদান করুন। আমরা যেন শোভন সন্ততিসম্পন্ন হয়ে শত হেমন্ত অর্থাৎ শত বৎসর সুখ ভোগ ক'রি ॥ ৮ ॥

টীকা — শেষ ঋকে মানুষের গড় পরমায়ু শত বৎসর, বোঝানো হয়েছে।—এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র নিহিত আছে।

◆ ◆

— ৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

হুবে বঃ সূনুং সহসো যুবানমদ্রোঘবাচং মতিভি র্যবিষ্ঠম্।
য ইন্বতি দ্রবিণানি প্রচেতা বিশ্ববারাণি পুরুবারো অধ্রুক্॥ ১ ॥
ত্বে বসূনি পুর্বণীক হোতর্দোষা বস্তোরেরিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
ক্ষামেব বিশ্বা ভূবনানি যস্মিন্ত্সং সৌভগানি দধিরে পাবকে॥ ২ ॥
ত্বং বিক্ষু প্রদিবঃ সীদ আসু ক্রত্বা রথীরভাবো বার্যাণাম্।
অত ইনোষি বিধতে চিকিত্বো ব্যানুষগ্ জাতবেদো বসূনি॥ ৩ ॥
যো নঃ সনুত্যো অভিদাসদগ্নে যো অন্তরো মিত্রমহো বনুষ্যাৎ।
তমজরেভি র্বৃষভিস্তব স্বৈস্তপা তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্॥ ৪ ॥
যস্তে যজ্ঞেন সমিধা য উক্থৈরর্কেভিঃ সূনো সহসো দদাশৎ।
স মর্ত্যেষ্বমৃত প্রচেতা রায়া দ্যুম্নেন শ্রবসা বি ভাতি॥ ৫ ॥

স তৎকৃধীষিতস্তূয়মগ্নে স্পৃধো বাধস্ব সহসা সহস্বান্।
যচ্ছস্যসে দ্যুভিরক্তো বচোভিস্তজ্জুষস্ব জরিতু র্ঘোষি মন্ম॥ ৬॥
অশ্যাম তং কামমগ্নে তবোতী অশ্যাম রয়িং রয়িবঃ সুবীরম্।
অশ্যাম বাজমভি বাজয়ন্তোঽশ্যাম দ্যুম্নমজরাজরং তে॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আমি স্তোত্রের দ্বারা আপনাকে আহ্বান করছি, আপনি শক্তিপুত্র, নিত্য তরুণ, অনিন্দনীয়, অল্পবয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন, বহুলোকের বরণীয় ও সদয়। আপনি সকলকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান করেন ॥ ১॥

হে বহুশিখাসম্পন্ন দেববৃন্দের আহ্বানকারী অগ্নি! যজ্ঞের যোগ্য যজমানবৃন্দ অহোরাত্র আপনাতে হব্যরূপ ধন অর্পণ করে। দেববৃন্দ পৃথিবীতে যেমন জীবনসমূহকে স্থাপন করেছেন, সেইরকম অগ্নিতে ধনসকল নিহিত করেছেন ॥ ২॥

হে অগ্নি! আপনি প্রাচীন ও ইদানীন্তন প্রজাবর্গে সর্বতোভাবে অবস্থান করছেন এবং আপন কার্যের দ্বারা যজমানবর্গকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান করেছেন। অতএব হে জ্ঞানী জাতবেদা! আপনি পরিচর্যাকারী যজমানকে নিরন্তর ধন প্রদান করুন ॥ ৩॥

হে অনুকূল দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! যে অন্তর্হিত দেশে অবস্থিত হয়ে আমাদের বাধা প্রদান করে, অথবা যে অভ্যন্তরবর্তী হয়ে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ করে, আপনি সেই উভয় রকম শত্রুকেই আপন অক্ষয়, বৃষ্টিহেতুভূত অসাধারণ তেজের প্রভাবে দগ্ধ করুন ॥ ৪॥

হে শক্তিপুত্র! যে ব্যক্তি যাগ, ইন্ধন, উপাসনা ও স্তোত্রের দ্বারা আপনার পরিচর্যা করে, মানবগণের মধ্যে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন সেই ব্যক্তি ধন ও প্রকৃষ্ট অন্নের দ্বারা বিশেষভাবে শোভাপ্রাপ্ত হয় ॥ ৫॥

হে অগ্নি! আপনি যা করতে প্রার্থিত হচ্ছেন, শীঘ্র তা সম্পাদন করুন। আপনি বলসম্পন্ন, আপনি আপন বলের দ্বারা আমাদের শত্রুবর্গকে বিনাশ করুন। হে দীপ্তিসম্পন্ন! যে স্তোতা স্তোত্রের দ্বারা আপনার উপাসনা করছে, সেই স্তবকারীর উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা প্রীতি লাভ করুন ॥ ৬॥

হে অগ্নি! আমরা আপনার রক্ষার প্রভাবে অভিলষিত বস্তু লাভ ক'রি। হে ধনাধিপতি! আমরা যেন উৎকৃষ্ট সন্ততিসহকারে ঐশ্বর্য লাভ ক'রি। আমরা যেন অন্নের অভিলাষী হয়ে অন্ন লাভ ক'রি। হে অমর! আমরা যেন অক্ষয় দীপ্তিসম্পন্ন যশ লাভ ক'রি ॥ ৭॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র নব্যসা সহসঃ সূনুমচ্ছা যজ্ঞেন গাতুমব ইচ্ছমানঃ।
বৃশ্চদ্বনং কৃষ্ণয়ামং রুশন্তং বীতী হোতারং দিব্যং জিগাতি॥ ১॥

স শ্বিতানস্তন্যতু রোচনস্থা অজরেভি র্নানদদ্ভি র্যবিষ্ঠঃ।
যঃ পাবকঃ পুরুতমঃ পুরূণি পৃথূন্যগ্নিরনুযাতি ভর্বন্॥ ২॥
বি তে বিম্বগ্বাতজূতাসো অগ্নে ভামাসঃ শুচে শুচয়শ্চরন্তি।
তুবিম্রক্ষাসো দিব্যা নবগ্বা বনা বনন্তি ধৃষতা রুজন্তঃ॥ ৩॥
যে তে শুক্রাসঃ শুচয়ঃ শুচিষ্মঃ ক্ষাং বপন্তি বিষিতাসো অশ্বাঃ।
অধ ভ্রমস্ত উর্বিয়া বি ভাতি যাতয়মানো অধি সানু পৃশ্নেঃ॥ ৪॥
অধ জিহ্বা পাপতীতি প্র বৃষ্ণো গোষুযুধো নাশনিঃ সৃজানা।
শূরস্যেব প্রসিতিঃ ক্ষাতিরগ্নে র্দুর্বর্তু ভীমো দয়তে বনানি॥ ৫॥
আ ভানুনা পার্থিবানি জ্রয়াংসি মহস্তোদস্য ধৃষতা ততন্থ।
স বাবস্বাপ ভয়া সহোভিঃ স্পৃর্ধো বনুষ্যন্বনুষো নি জূর্ব॥ ৬॥
স চিত্র চিত্রং চিতয়ন্তমস্মে চিত্রক্ষত্র চিত্রতমং বয়োধাম্।
চন্দ্রং রয়িং পুরুবীরং বৃহন্তং চন্দ্র চন্দ্রাভি র্গৃণতে যুবস্ব॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — যে ব্যক্তি অন্নকামনা করে, সে স্তুতিভাজন, বন দহনকারী, কৃষ্টবর্ত্মা, শ্বেতবর্ণ, কমনীয়, হোমকারী, স্বর্গীয় শক্তিপুত্র অগ্নির অভিমুখে নবীনতর যজ্ঞসহকারে গমন করে ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আপনি শ্বেতবর্ণ, শব্দকারী, অন্তরীক্ষে অবস্থিত, অক্ষয় ও বিপুল শব্দকারী মরুৎগণের সাথে মিলিত ও যুবতম; আপনি পাবক ও সুমহান্, আপনি অসংখ্য স্থূল কাষ্ঠ ভক্ষণপূর্বক অনুগমন করেন ॥ ২ ॥

হে বিশুদ্ধ অগ্নি! আপনার প্রদীপ্ত শিখাসমূহ পবন সঞ্চালিত হয়ে বহু কাষ্ঠ ভক্ষণপূর্বক সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। প্রদীপ্ত অগ্নি হ'তে সম্ভূত নব উৎপন্ন সেই সমস্ত রশ্মি বনসমূহকে ধর্ষণকারী দীপ্তির দ্বারা পীড়িত ক'রে ভস্মসাৎ করে ॥ ৩ ॥

হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! আপনার যে সমস্ত শুভ্র রশ্মি পৃথিবীকে মুণ্ডিত করছে, সেগুলি বিমুক্ত অশ্ববর্গের মতো ইতস্ততঃ গমন করছে। সম্প্রতি আপনার শিখাসমূহ বিচিত্ররূপা পৃথিবীর উপরিস্থিত উন্নত প্রদেশে আরোহণ ক'রে বিরাজিত হচ্ছে ॥ ৪ ॥

বর্ষণকারী অগ্নির শিখা ধেনুবর্গের জন্য যুদ্ধকারী কর্তৃক প্রমুক্ত বজ্রের মতো নিরন্তর নির্গত হচ্ছে, বীরের পৌরুষের মতো অগ্নির শিখা দুঃসহ, দুর্নিবার, ভীষণ অগ্নি বনসমূহ দগ্ধ করেন ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! আপনি প্রবল ও উত্তেজক রশ্মি সহকারে পৃথিবীর গন্তব্য স্থানসমূহ দীপ্তির দ্বারা আচ্ছন্ন করেন। আপনি সমস্ত বিপদ দূরীভূত করুন এবং আপন তেজের প্রভাবে স্পর্ধাকারীবৃন্দকে অভিভূত ক'রে শত্রুগণকে বিনাশ করুন ॥ ৬ ॥

হে বিচিত্র, অদ্ভুত বলসম্পন্ন, আনন্দদায়ক অগ্নি! আমরা প্রীতিপ্রদ স্তোত্রের দ্বারা আপনার স্তব ক'রি; আপনি অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত, যশস্কর, অন্নপ্রদ, আনন্দদায়ক, পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সমন্বিত বিপুল ঐশ্বর্য প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — ৪ ঋকে মূলে 'ক্ষাং বপন্তি' আছে। কেশস্থানিয়ানোষধিবনস্পতিন্ দহন্তীত্যর্থঃ। সায়ণ।— অপরাপর বক্তব্য পূর্ববৎ। পরবর্তী সূক্তে কয়েকটি আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ৭ সূক্ত —

[দেবতা : বৈশ্বানর অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।
কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ॥ ১॥
নাভিং যজ্ঞানাং সদনং রয়ীণাং মহামাহাবমভি সং নবন্ত।
বৈশ্বানরং রথ্যমধ্বরাণাং যজ্ঞস্য কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ॥ ২॥
ত্বদ্বিপ্রো জায়তে বাজ্যগ্নে ত্বদ্বীরাসো অভিমাতিষাহঃ।
বৈশ্বানর ত্বমস্মাসু ধেহি বসূনি রাজন্ত্স্পৃহয়ায্যাণি॥ ৩॥
ত্বাং বিশ্বে অমৃত জায়মানং শিশুং ন দেবা অভি সং নবন্তে।
তব ক্রতুভিরমৃতত্বমায়ন্বৈশ্বানর যৎপিত্রোরদীদেঃ॥ ৪॥
বৈশ্বানর তব তানি ব্রতানি মহান্যগ্নে নকিরা দধর্ষ।
যজ্জায়মানঃ পিত্রোরুপস্থেঽবিন্দঃ কেতুং বয়ুনেম্বহ্নাম্॥ ৫॥
বৈশ্বানরস্য বিমিতানি চক্ষসা সানূনি দিবো অমৃতস্য কেতুনা।
তস্যেদু বিশ্বা ভুবনাধি মূর্ধনি বয়া ইব রুরুহুঃ সপ্ত বিস্রুহঃ॥ ৬॥
বি যো রজাংস্যমিমীত সুক্রতুর্বৈশ্বানরো বি দিবো রোচনা কবিঃ।
পরি যো বিশ্বা ভুবনানি পপ্রথেঽদব্ধো গোপা অমৃতস্য রক্ষিতা॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — বৈশ্বানর অগ্নি স্বর্গের শিরোভূত, পৃথিবীর ব্যাপক যজ্ঞের জন্য জাত, জ্ঞানসম্পন্ন, সম্যক্ দীপ্তিসম্পন্ন, মানবগণের অতিথিভূত, দেববৃন্দের মুখস্বরূপ ও রক্ষাকারী। দেববৃন্দ তাঁকে উৎপাদিত করেছেন॥ ১॥

স্তোতৃবর্গ যজ্ঞের বন্ধনকারী, ধনের আধারভূত, হব্যসমূহের আশ্রয়স্বরূপ, অগ্নির সম্যক্‌রূপে স্তব করেন। দেববৃন্দ যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহের বহনকারী ও যজ্ঞের কেতুস্বরূপ বৈশ্বানরকে উৎপাদিত করেন॥ ২॥

হে অগ্নি! আপনা হ'তেই হব্য প্রদাতা জ্ঞানসম্পন্ন হয়। বীরবৃন্দ আপনা হ'তেই শত্রুবিজেতা হয়। অতএব হে দীপ্তিশালী বৈশ্বানর! আপনি আমাদের বাঞ্ছিত ধন প্রদান করুন॥ ৩॥

হে অবিনশ্বর অগ্নি! আপনি পুত্রের মতো অরণিদ্বয় হ'তে উৎপন্ন; সমস্ত দেবগণ আপনাকে স্তব করেন। হে বৈশ্বানর! যে সময়ে আপনি পালনকারী অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীদ্বয়ের মধ্যে দীপ্ত হন, সেই সময়ে তাঁরা আপনার যাগ কার্যের দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন॥ ৪॥

হে বৈশ্বানর অগ্নি! কেউই আপনার সেই সমস্ত মহৎ কার্যের বাধা প্রদানে সমর্থ হয় না। আপনি মাতা ও পিতার ক্রোড়ভূত অন্তরীক্ষে উৎপন্ন হয়ে দিবসের কেতুস্বরূপ সূর্যকে অন্তরীক্ষ পথে সংস্থাপিত করেছেন॥ ৫॥

বৈশ্বানরের বারি প্রজ্ঞাপক দীপ্তির দ্বারা অন্তরীক্ষের উন্নত প্রদেশ সকল পরিমিত হয়েছে। সেই বৈশ্বানরেরই শিরঃস্থানীয় মেঘরূপে পরিণত ধূমে বারিরাশি অবস্থান করে এবং তা হ'তেই সাতটি নদী শাখার মতো উদ্ভূত হয়েছে ॥ ৬ ॥

শোভন কর্মকারী যে বৈশ্বানর ভুবন সমূহ নির্মাণ করেছেন, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে অন্তরীক্ষের দীপ্তিশালী নক্ষত্র ইত্যাদির সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত ভূতজাতকে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করেছেন; অজেয়, পালক ও বারিরক্ষক সেই বৈশ্বানর বিরাজ করছেন ॥ ৭ ॥

টীকা — ৬ ঋকেও সপ্তনদীর উল্লেখ রয়েছে।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য। স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত কয়েকটি ঋকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। ১ ঋক্—"দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়, মর্ত্যলোকের গতিকারক, বিশ্ববাসী নরগণের সৎকর্ম হ'তে সর্বতোভাবে উৎপন্ন সর্বদর্শী, সর্বপ্রকাশশীল, হবির্বাহক, সত্ত্বভাব গ্রহণকারী, পবিত্রতা, সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে, দেবভাবসমূহ উৎপন্ন করেছেন।" [সত্ত্বভাবসূত; সৎকর্মের দ্বারা অশেষ, শক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়, সেই কর্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞানার্জন করার জন্যই সাধক উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন]—ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"সৎকর্মের কেন্দ্রস্থানীয় পরমধনের আধারভূত অর্থাৎ পরমধনদাতা সর্বজনের আরাধনীয় ভগবানকে সাধকগণ প্রাপ্ত হন; রিপুজয়ীদের (অথবা সৎকর্মের) পরিচালক, সৎকর্মের প্রবর্তক বিশ্বজ্যোতিঃকে দেবভাবসমূহ প্রাপ্ত হয়। (অথবা সৎকর্মসাধকবৃন্দ তাঁদের হৃদয়ে উৎপাদন করেন)।" (ভাব এই যে,—সাধকবৃন্দ ভগবানকে লাভ করেন, তাঁরা পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হন)।—ইত্যাদি ॥ ৪ ঋক্—"হে অমৃতস্বরূপ দেব! শিশুকে যেমন পিতামাতা প্রভৃতি আদর করেন, তার সাথে সম্মিলিত হন, সেইরকম প্রকাশমান বিশ্বের নিদানভূত আপনাতে সকল দেবভাব অভিগমন করে, আপনার সাথে সম্মিলিত হয়। হে বিশ্বজ্যোতিঃ! যখন আপনি আপনার বহিপ্রকাশের আধারভূত দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্যে প্রকাশিত হন, তখন আপনার সম্বন্ধীয় সৎকর্মের দ্বারা সাধকেরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।" (ভাব এই যে,—ভগবানই সকল দেবভাবের আধারভূত হন; তাঁর আবির্ভাবে লোকেরা সৎকর্মপরায়ণ হন)।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৮ সূক্ত —

[দেবতা : বৈশ্বানর অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

পৃক্ষস্য বৃষ্ণো অরুষস্য নূ সহঃ প্র নু বোচং বিদথা জাতবেদসঃ।
বৈশ্বানরায় মতি র্নব্যসী শুচিঃ সোম ইব পবতে চারুরগ্নয়ে॥ ১॥
স জায়মানঃ পরমে ব্যোমনি ব্রতান্যগ্নি র্ব্রতপা অরক্ষত।
ব্যন্তরিক্ষমমিমীত সুক্রতু র্বৈশ্বানরো মহিনা নাকমস্পৃশৎ॥ ২॥
ব্যস্তভ্নাদ্রোদসী মিত্রো অদ্ভুতোঽন্তর্বাবদকৃণোজ্জ্যোতিষা তমঃ।
বি চর্মণীব ধিষণে অবর্তয়দ্বৈশ্বানরো বিশ্বমধত্ত বৃষ্ণ্যম্॥ ৩॥
অপামুপস্থে মহিষা অগৃভ্ণত বিশো রাজানমুপ তস্থুর্ঋগ্মিয়ম্।
আ দূতো অগ্নিমভরদ্বিবস্বতো বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা পরাবতঃ॥ ৪॥

যুগে যুগে বিদথ্যং গৃণদ্ভ্যোঽগ্নে রয়িং যশসং ধেহি নব্যসীম্।
পব্যেব রাজন্নঘশংসমজর নীচা নি বৃশ্চ বনিনং ন তেজসা॥ ৫॥
অস্মাকমগ্নে মঘবৎসু ধারয়ানামি ক্ষত্রমজরং সুবীর্যম্।
বয়ং জয়েম শতিনং সহস্রিণং বৈশ্বানর বাজমগ্নে তবোতিভিঃ॥ ৬॥
অদব্ধেভিস্তব গোপাভিরিষ্টেঽস্মাকং পাহি ত্রিষধস্থ সূরীন্।
রক্ষা চ নো দদুষাং শর্ধো অগ্নে বৈশ্বানর প্র চ তারীঃ স্তবানঃ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — আমি সর্বব্যাপী, বারিবর্ষক, দীপ্তিমান্, জাতবেদার বলের শীঘ্র এই যজ্ঞে সম্যক্‌রূপে স্তব করছি। বৈশ্বানর অগ্নির অভিমুখে নবীন, নির্মল, শোভন স্তোত্র সোমরসের মতো নির্গত হচ্ছে॥ ১॥

সৎকর্মপালক বৈশ্বানর উৎকৃষ্ট স্বর্গে সঞ্জাত হয়েই সৎকর্ম সকলের রক্ষা ও অন্তরীক্ষের পরিমাণ করেছেন। সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী বৈশ্বানর আপন মহিমার দ্বারা স্বর্গলাভ করেছেন॥ ২॥

সকলের মিত্রভূত, অদ্ভুত বৈশ্বানর স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিশেষভাবে আপন আপন স্থানে স্তম্ভিত ক'রে রক্ষা করেছেন। তিনি দীপ্তির দ্বারা অন্ধকার অন্তর্হিত করেছেন। তিনি আধারভূত স্বর্গ ও পৃথিবীকে দু'খানি পশুচর্মের মতো বিস্তৃত করেছেন; বৈশ্বানর অগ্নি সমস্ত বীর্য ধারণ করেন॥ ৩॥

বলশালী মরুৎবর্গ অন্তরীক্ষের মধ্যে এঁকে ধারণ করেছিলেন এবং মানবগণ এঁকে পূজনীয় নৃপতিরূপে স্বীকার করেছিলেন। দেববৃন্দের দূতস্বরূপ মাতরিশ্বা দূরদেশবর্তী সূর্যমণ্ডল হ'তে এই বৈশ্বানর অগ্নিকে ইহলোকে আনয়ন করেছেন॥ ৪॥

হে অগ্নি! আপনি যাগের যোগ্য, আপনাকে উদ্দেশ ক'রে যারা নবীনতর স্তোত্র উচ্চারণ করে, আপনি তাদের ধন ও যশস্বী পুত্র প্রদান করুন; হে দীপ্তিমান্ অবিনশ্বর অগ্নি! আপনি বজ্রের মতো আপন দীপ্তির দ্বারা বৃক্ষের মতো শত্রুকে নিপাতিত করুন॥ ৫॥

হে অগ্নি! আমরা হব্যরূপ ধনে ধনবান্, আমাদের আপনি অনপহার্য অক্ষয় ও সুবীর্য ধন প্রদান করুন। হে বৈশ্বানর অগ্নি! আমরা যেন আপনার দ্বারা রক্ষিত হয়ে শত সহস্র রকম অন্নলাভ ক'রি॥ ৬॥

হে ত্রিভুবনাবস্থিত, যাগযোগ্য অগ্নি! আপনার অপ্রতিহত, রক্ষাকারী বলের দ্বারা আপনি স্তবকারীবৃন্দকে রক্ষা করুন। হে বৈশ্বানর অগ্নি! আপনি হব্য দাতাবর্গের বল রক্ষা করুন, আমরা আপনার স্তব করছি; আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন॥ ৭॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆◆

— ৯ সূক্ত —

[দেবতা : বৈশ্বানর অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জুনং চ বি বর্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ।
বৈশ্বানরো জায়মানো ন রাজাবাতিরজ্জ্যোতিষাগ্নিস্তমাংসি॥ ১॥

নাহং তন্তু ন বি জানাম্যোতুং ন যং বয়ন্তি সমরেঽতমানাঃ।
কস্য স্বিৎপুত্র ইহ বক্ত্বানি পরো বদাত্যবরেণ পিত্রা॥ ২॥
স ইত্তন্তুং স বি জানাত্যোতুং স বক্ত্বান্যৃতুথা বদাতি।
য ঈং চিকেতদমৃতস্য গোপা অবশ্চরৎপরো অন্যেন পশ্যন্॥ ৩॥
অয়ং হোতা প্রথমঃ পশ্যতেমমিদং জ্যোতিরমৃতং মর্ত্যেষু।
অয়ং স জজ্ঞে ধ্রুব আ নিষত্তোঽমর্ত্যস্তন্বা বর্ধমানঃ॥ ৪॥
ধ্রুবং জ্যোতি র্নিহিতং দৃশয়ে কং মনো জবিষ্ঠং পতয়ৎস্বন্তঃ।
বিশ্বে দেবাঃ সমনসঃ সকেতা একং ক্রতুমভি বি যন্তি সাধু॥ ৫॥
বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষু র্বীদং জ্যোতি র্হৃদয় আহিতং যৎ।
বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ কিং স্বিদ্বক্ষ্যামি কিমু নূ মনিষ্যে॥ ৬॥
বিশ্বে দেবা অনমস্যন্ ভিয়ানাস্ত্বামগ্নে তমসি তস্থিবাংসম্।
বৈশ্বানরোঽবতূতয়ে নোঽমর্তোঽবতূতয়ে নঃ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি এবং শুভ্রবর্ণ দিবস জ্ঞানগম্য আপন আপন প্রবৃত্তির দ্বারা অখিল জগৎ রঞ্জিত ক'রে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বৈশ্বানর অগ্নি রাজার মতো প্রকাশিত হয়ে দীপ্তির দ্বারা তমোনাশ করেন ॥ ১ ॥

আমি তন্তু (অর্থাৎ টানাসূত্র) অথবা ওতু (অর্থাৎ পড়্যান সূত্র) জ্ঞাত নই, কিম্বা সতত চেষ্টার দ্বারা যে বস্ত্র বয়ন করে তার কিছুই অবগত নাই। ইহলোকে অবস্থিত পিতাকর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে কা'র পুত্র অন্য জগতের বক্তব্য বাক্য সমূহ বলতে সমর্থ? ॥ ২ ॥

একমাত্র সেই বৈশ্বানর অগ্নি তন্তু এবং ওতু অবগত আছেন। তিনি উচিত অবসরে বক্তব্য সকল বলেন। বারিরক্ষক, ভূমিহারী অগ্নি অন্তরীক্ষে অন্য মূর্তি অর্থাৎ সূর্যরূপের দ্বারা অখিল জগৎ প্রকাশিত ক'রে পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত ভূত অবগত আছেন ॥ ৩ ॥

এই বৈশ্বানর অগ্নি আদ্য হোতা; হে মানববৃন্দ! তোমরা এই অগ্নিকে ভজন করো। অক্ষয় এই অগ্নি এই নশ্বর দেহে অবস্থান করেন। নিশ্চল, সর্বব্যাপী, অক্ষয় এই অগ্নি শরীর ধারণপূর্বক জাত ও বর্ধিত হন ॥ ৪ ॥

চিত্ত অপেক্ষা অধিকতর বেগশালী, নিশ্চল জ্যোতি সুখের পথ প্রদর্শন করবার জন্য সমুদয় জঙ্গম জীবে অন্তর্নিহিত আছে। অখিল দেববৃন্দ একমত ও সমান প্রাজ্ঞ হয়ে সম্মান সহকারে প্রধান কর্মকর্তা বৈশ্বানরের অভিমুখবর্তী হন ॥ ৫ ॥

আপনার গুণ শ্রবণ করবার জন্য আমার কর্ণদ্বয় ও আপনার দর্শনের জন্য আমার চক্ষু ধাবিত হচ্ছে। হৃদয়ে যে বুদ্ধিস্বরূপ জ্যোতি নিহিত আছে, তা-ও আপনার স্বরূপ অবগত হবার জন্য সমুৎসুক হয়েছে। দূরস্থ বিষয়ক, চিন্তা ব্যাপৃত আমার হৃদয় তাঁর অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। আমি বৈশ্বানরের কিভাবে স্বরূপ বর্ণনা করবো? কিভাবেই বা তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করবো? ॥ ৬ ॥

হে বৈশ্বানর! অখিল দেববৃন্দ ভীত হয়ে অন্ধকারে অবস্থিত আপনাকে নমস্কার করেন। বৈশ্বানর যেন আপন রক্ষার দ্বারা আমাদের রক্ষা করেন। অক্ষয় অগ্নি যেন আপন রক্ষার দ্বারা আমাদের রক্ষা করেন ॥ ৭ ॥

টীকা — ২ ঋকের প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন এই স্থলে 'তন্তু' শব্দের দ্বারা বৈদিক ছন্দসমূহ, 'ওতু' শব্দের দ্বারা যজুসমূহ ও যাগকার্য এবং উভয়ের সংঘটের দ্বারা বস্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞ বুঝতে হবে। ঋকের শেষার্ধের তাৎপর্য এই যে, কোনও মানুষই যাগরহস্য বলতে সমর্থ নন, একমাত্র সূর্য বলতে পারেন, কারণ তিনি নিজ পিতা অগ্নির দ্বারা সেই বিষয়ে শিক্ষিত হয়েছেন।—বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, দ্বিপদা]

পুরো বো মন্দ্রং দিব্যং সুবৃক্তিং প্রয়তি যজ্ঞে অগ্নিমধ্বরে দধিধ্বম্।
পুর উক্থেভিঃ স হি নো বিভাবা স্বধ্বরা করতি জাতবেদাঃ॥ ১॥
তমু দ্যুমঃ পুর্বণীক হোতরগ্নে অগ্নিভি র্মনুষ ইধানঃ।
স্তোমং যমস্মৈ মমতেব শূষং ঘৃতং ন শুচি মতয়ঃ পবন্তে॥ ২॥
পীপায় স শ্রবসা মর্ত্যেষু যো অগ্নয়ে দদাশ বিপ্রা উক্থৈঃ।
চিত্রাভিস্তমূতিভিশ্চিত্রশোচি র্ব্রজস্য সাতা গোমতো দধাতি॥ ৩॥
আ যঃ পপ্রৌ জায়মান উর্বী দূরোদৃশা ভাসা কৃষ্ণাধ্বা।
অধ বহু চিত্তম উর্ম্যায়াস্তিরঃ শোচিষা দদৃশে পাবকঃ॥ ৪॥
নূ নশ্চিত্রং পুরুবাজাভিরূতী অগ্নে রয়িং মঘবদ্ভ্যশ্চ ধেহি।
যে রাধসা শ্রবসা চাত্যন্যান্ত্ সুবীর্যেভিশ্চাভি সন্তি জনান্॥ ৫॥
ইমং যজ্ঞং চনো ধা অগ্ন উশন্যং ত আসানো জুহুতে হবিষ্মান্।
ভরদ্বাজেষু দধিষে সুবৃক্তিমবী র্বাজস্য গধ্যস্য সাতৌ॥ ৬॥
বি দ্বেষাংসীনুহি বর্ধয়েলাং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা প্রবৃত্ত, বিঘ্নরহিত এই যজ্ঞে পূজনীয়, স্বর্গীয় ও সর্বতোভাবে দোষ বর্জিত অগ্নিকে স্তোত্র সহকারে সম্মুখে স্থাপন করো, কারণ সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন জাতবেদা যজ্ঞে আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করেন ॥ ১ ॥

হে দীপ্তিসম্পন্ন, অসংখ্য শিখাসম্পন্ন, দেববর্গের আহ্বানকারী অগ্নি! আপনি অন্যান্য অগ্নি সহকারে প্রদীপ্ত হয়ে এই মানব স্তোত্র শ্রবণ করুন। স্তোতাবর্গ মমতার মতো অগ্নির উদ্দেশে সেই মনোহর স্তোত্র পবিত্র ঘৃতের মতো অর্পণ করছে ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি স্তোত্র সহকারে অগ্নিতে হব্য প্রদান করে, মানববৃন্দের মধ্যে সেই ব্যক্তি অন্নের দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করে। বিচিত্র দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি সেই ব্যক্তিকে বিচিত্র রক্ষা সহকারে ধেনু সমন্বিত গোষ্ঠ ভোগে অধিকারী করেন ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণবর্ত্মা যে অগ্নি জন্মিবামাত্রেই দূর হ'তে দৃশ্যমান আপন দীপ্তির দ্বারা বিস্তীর্ণ স্বর্গ ও

পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেন, সেই পাবক অগ্নি সম্প্রতি আপন দীপ্তির দ্বারা রাত্রির নিবিড় অন্ধকারকে দূরীভূত করতে দৃষ্ট হচ্ছেন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আমরা হব্যরূপ ধনে বলবান্, আমাদের আপনি শীঘ্র বহু অন্ন ও রক্ষা সহকারে বিচিত্র ধন প্রদান করুন এবং যারা ধন, অন্ন ও উৎকৃষ্ট বীর্যের দ্বারা অন্য লোকবৃন্দকে পরাজিত করে সেই রকম পুত্রও প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! উপবিষ্ট হব্যদাতা আপনার জন্য যে হোম করছেন আপনি হব্য-অভিলাষী হয়ে সেই যাগসাধন অন্ন স্বীকার করুন। ভরদ্বাজ বংশীয়গণের নির্দোষ স্তোত্র গ্রহণ করুন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, যাতে তারা নানারকম অন্ন লাভ করতে পারে ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! শত্রুবর্গকে দূরীভূত করুন। আমাদের অন্ন বর্ধিত করুন। আমরা যেন শোভন পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সমন্বিত হয়ে শত হেমন্ত সুখভোগ করি ॥ ৭ ॥

টীকা — ২ ঋকের 'মমতা' সম্পর্কে সায়ণের উক্তি—'মমতা নাম ব্রহ্মবাদিনী দীর্ঘতমসো মাতা।'—৭ ঋকে পুনরায় বলা হয়েছে—মানুষের পরমায়ুর গড় শত বৎসর। এর পর ১২, ১৩, ১৭ ও ২২ সূক্তের শেষেও এই রকম আছে।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ১১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যজস্ব হোতরিষিতো যজীয়ানগ্নে বাধো মরুতাং ন প্রযুক্তি।
আ নো মিত্রাবরুণা নাসত্যা দ্যাবা হোত্রায় পৃথিবী ববৃত্যাঃ॥ ১॥
ত্বং হোতা মন্দ্রতমো নো অধ্রুগন্তর্দেবো বিদথা মর্ত্যেষু।
পাবকয়া জুহ্বা বহ্নিরাসাগ্নে যজস্ব তন্বং তব স্বাম্॥ ২॥
ধন্যা চিদ্ধি ত্বে ধিষণা বষ্টি প্র দেবাঞ্জন্ম গৃণতে যজধ্যৈ।
বেপিষ্ঠো অঙ্গিরসাং যদ্ধ বিপ্রো মধুচ্ছন্দো ভনতি রেভ ইষ্টৌ॥ ৩॥
অদিদ্যুতৎস্বপাকো বিভাবাগ্নে যজস্ব রোদসী উরুচী।
আয়ুং ন যং নমসা রাতহব্যা অঞ্জন্তি সুপ্রয়সং পঞ্চ জনাঃ॥ ৪॥
বৃঞ্জে হ যন্নমসা বর্হিরগ্নাবয়ামি স্রুগ্ ঘৃতবতী সুবৃক্তিঃ।
অম্যক্ষি সদ্ম সদনে পৃথিব্যা অশ্রায়ি যজ্ঞঃ সূর্যে ন চক্ষুঃ॥ ৫॥
দশস্যা নঃ পুর্বণীক হোত দৈবেভিরগ্নে অগ্নিভিরিধানঃ।
রায়ঃ সূনো সহসো বাবসানা অতি স্রসেম বৃজনং নাংহঃ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে দেববৃন্দের আহ্বানকারী, যজমানশ্রেষ্ঠ অগ্নি! আমরা আপনাকে প্রার্থনা করছি,

আপনি সম্প্রতি আমাদের এই আরব্ধ যজ্ঞে শত্রুবিজয়ী মরুৎবর্গের যাগ করুন এবং মিত্র, বরুণ, নাসত্যদ্বয় স্বর্গ ও পৃথিবীকে আমাদের যাগের জন্য আনয়ন করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আপনি স্তুত্যতম, আমাদের প্রতি বিদ্বেষবিহীন এবং দানাদিগুণযুক্ত; আপনি মানবগণের মধ্যে প্রবৃত্ত যজ্ঞে দেববৃন্দকে আহ্বান করুন। হে অগ্নি! আপনি হব্য বহনপূর্বক শুদ্ধি বিধায়ক শিখা সহকারে দেববৃন্দের মুখস্বরূপ আপন দেববৃন্দের নিকট সমর্পণ করুন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! ধনের কারণভূত স্তোত্র নিরন্তর আপনার প্রতি উচ্চারিত হয়, কারণ আপনার আবির্ভাব হ'লে যজমান দেববৃন্দের যজ্ঞ সাধনের জন্য সমর্থ হয়, তখন অঙ্গিরা ঋষিগণের মধ্যে সমধিক স্তবকারী, মেধাবী ভরদ্বাজ যজ্ঞে উল্লাসকারক স্তোত্র উচ্চারণ করেন ॥ ৩ ॥

পরিপক্ক বুদ্ধি, দীপ্তিমান্ অগ্নি সম্যক্‌ভাবে শোভাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। আপনি শোভন হব্যসম্পন্ন পঞ্চ জন হব্য প্রদানপূর্বক মর্ত্য অতিথির মতো আপনাকে অন্নের দ্বারা পরিতৃপ্ত করে, আপনিও বিস্তীর্ণ স্বর্গ ও পৃথিবীকে হব্যের দ্বারা পূজা করেন ॥ ৪ ॥

যে সময়ে অগ্নির সমীপে হব্যসহকারে কুশ আহৃত হয় এবং দোষবর্জিত ঘৃতপূর্ণ স্রুক্ কুশের উপর আনীত হয়, তখন ভূমির উপর আপনার আধারভূত বেদি রচিত হয় এবং সূর্যে যেমন তেজোরাশি সমবেত হয়, সেইরকম যজমান কর্তৃক যাগকার্য সমাশ্রিত হয় ॥ ৫ ॥

হে বহুশিখাসম্পন্ন, দেববৃন্দের আহ্বানকারী অগ্নি! আপনি দীপ্তিশালী অগ্নি সহকারে প্রদীপ্ত হয়ে আমাদের ধন প্রদান করুন; হে শক্তিপুত্র! আমরা যেন আপনাকে হব্যের দ্বারা সমাচ্ছন্ন ক'রে শত্রুর মতো পাপ হ'তে মুক্ত হই ॥ ৬ ॥

টীকা — ৪ ঋকে মূলে "পঞ্চ জনাঃ" আছে।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ১২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মধ্যে হোতা দুরোণে বর্হিযো রালগ্নিস্তোদস্য রোদসী যজধ্যৈ।
অয়ং স সূনুঃ সহস ঋতাবা দূরাৎসূর্যো ন শোচিষা ততান॥ ১॥
আ যস্মিন্ত্বে স্বপাকে যজত্র যক্ষদ্রাজন্ত্ সর্বতাতেব নু দ্যৌঃ।
ত্রিষধস্থস্ততরুষো ন জংহো হব্যা মঘানি মানুষা যজধ্যৈ॥ ২॥
তেজিষ্ঠা যস্যারতি র্বনেরাট্ তোদো অধ্বন্ন বৃধসানো অদ্যৌৎ।
অদ্রোঘো ন দ্রবিতা চেততি ত্মন্নমর্ত্যোঽবর্ত্র ওষধীষু॥ ৩॥
সাস্মাকেভিরেতরী ন শূষৈরগ্নিঃ ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ।
দ্রন্বো বন্বন্ ক্রত্বা নার্বোস্রঃ পিতেব জারযায়ি যজ্ঞৈঃ॥ ৪॥

অধ স্মাস্য পনয়ন্তি ভাসো বৃথা যত্তক্ষদনুযাতি পৃথ্বীম্।
সদ্যো যঃ স্যন্দ্রো বিষিতো ধবীয়ানৃণো ন তায়ুরতি ধন্বারাট্॥ ৫॥
স ত্বং নো অর্বন্নিদায়া বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিধানঃ।
বেষি রায়ো বি যাসি দুচ্ছুনা মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — দেববৃন্দের আহ্বানকারী, যজ্ঞের অধিপতি অগ্নি স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ করবার জন্য যজমানের গৃহে অবস্থিতি করেন। শক্তিপুত্র, যজ্ঞসম্পন্ন অগ্নি সূর্যের মতো দূর হ'তেই দীপ্তির দ্বারা অখিল জগৎ প্রকাশিত করেন ॥ ১॥

হে যাগের যোগ্য, দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! আপনি পরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন, সমস্ত যজমান আপনাতে আগ্রহ সহকারে প্রচুর হব্য অর্পণ করে, আপনি ত্রিভুবনে অবস্থিত হয়ে দেববর্গের নিকট উৎকৃষ্ট মানবের দত্ত হব্য বহন করবার জন্য সূর্যের মতো বেগশালী হোন ॥ ২॥

যাঁর সর্বব্যাপী, তেজস্বী শিখা বনে দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, প্রবৃদ্ধ সেই অগ্নি সূর্যের মতো অন্তরীক্ষ পথে বিরাজ করছেন এবং সকলের কল্যাণ বিধায়ক বায়ুর মতো অক্ষয় ও অনিবার্য অগ্নি বেগপূর্বক ওষধিমধ্যে গমন ক'রে আপন দীপ্তির দ্বারা অখিল জগৎ প্রবুদ্ধ করছেন ॥ ৩॥

জাতবেদা সেই অগ্নি যাচকের স্তোত্রের মতো সুখদায়ক আমাদের স্তোত্রের দ্বারা আমাদের গৃহে স্তুত হচ্ছেন। যজমানগণ দ্রুমভোজী, অরণ্যে আশ্রয়কারী, বৎসগণের পিতা বৃষভের মতো ক্ষিপ্রকর্মকারী সেই অগ্নির স্তব করছেন ॥ ৪॥

যে সময়ে অগ্নি অনায়াসে বন সকল ভস্মসাৎ ক'রে পৃথিবীর উপর বিস্তৃত হয়,তখন স্তোতৃবর্গ এই অগ্নির শিখাসমূহের স্তব করে। অপ্রতিহতভাবে বিচরণকারী এবং চৌরের মতো দ্রুতগামী অগ্নি মরুভূমির উপরেও বিরাজিত হন ॥ ৫॥

হে ক্ষিপ্রগামী অগ্নি! আপনি সমস্ত অগ্নির সাথে প্রজ্বলিত হয়ে আমাদের নিন্দা হ'তে রক্ষা করুন, আপনি আমাদের ধন প্রদান করুন এবং দুঃখদায়ক শত্রুসৈন্য দূরীভূত করুন; আমরা যেন শোভন পুত্রপৌত্রসম্পন্ন হয়ে শত হেমন্ত সুখ ভোগ করি ॥ ৬॥

টীকা — ৫ ঋকে মূলে 'অতিধন্বারাট' আছে। 'ধন্ব মরুভূমিমতিক্রম্য রাট্ রাজতে যদ্বা ধন্বন্ত্যস্মা ইতি ধন্বান্তরিক্ষং অতিশয়েনান্তরিক্ষমাক্রম্য রাজতে।' সায়ণ। 'Shines over the desort.'—উইলসন।— আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ত্বদ্বিশ্বা সুভগ সৌভগান্যগ্নে বি যন্তি বনিনো ন বয়াঃ।
শ্রুষ্টী রয়ির্বাজো বৃত্রতূর্যে দিবো বৃষ্টিরীড্যো রীতিরপাম্॥ ১॥

ত্বং ভগো ন আ হি রত্নমিষে পরিজ্মেব ক্ষয়সি দস্মবর্চাঃ।
অগ্নে মিত্রো ন বৃহত ঋতস্যাসি যাত্রা বামস্য দেব ভূরেঃ॥ ২॥
স সৎপতিঃ শবসা হন্তি বৃত্রমগ্নে বিপ্রো বি পণের্ভর্তি বাজম্।
যং ত্বং প্রচেত ঋতজাত রায়া সজোষা নপ্ত্রাপাং হিনোষি॥ ৩॥
যস্তে শূনো সহসো গীর্ভিরুক্থৈ র্যজ্ঞৈ র্মর্তো নিশিতং বেদ্যানট্।
বিশ্বং স দেব প্রতি বারমগ্নে বত্তে ধান্যং পত্যতে বসব্যৈঃ॥ ৪॥
তা নৃভ্য আ সৌশ্রবসা সুবীরাগ্নে সূনো সহসঃ পুষ্যসে ধাঃ।
কৃণোষি যচ্ছবসা ভূরি পশ্বো বয়ো বৃকায়ারয়ে জসুরয়ে॥ ৫॥
বদ্মা সূনো সহসো নো বিহায়া অগ্নে তোকং তনয়ং বাজিনো দাঃ।
বিশ্বাভি গীর্ভিরভি পূর্তিমশ্যাং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে প্রশস্ত ধনসম্পন্ন অগ্নি! বৃক্ষ হ'তে শাখাসমূহের মতো ধন, শত্রুসংহারক বল এবং অন্তরীক্ষের বৃষ্টি, এই সমস্ত সৌভাগ্য আপনার হ'তে উৎপন্ন হয়, অতএব হে বারিবর্ষক, আপনি স্তবের যোগ্য॥ ১॥

হে পূজনীয় অগ্নি! আমাদের রমণীয় ধন প্রদান করুন; হে মনোজ্ঞ দীপ্তি, আপনি সর্বব্যাপী বায়ুর মতো সর্বত্র অবস্থান করুন; হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! আপনি মিত্রের মতো প্রচুর যজ্ঞ এবং পর্যাপ্ত ধন দান করুন॥ ২॥

হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, যজ্ঞের জন্য সম্ভূত অগ্নি! আপনি বারিপুত্র বৈদ্যুতাগ্নির সাথে সঙ্গত হয়ে ধনের জন্য যে ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, সাধুবর্গের রক্ষাকারী, বুদ্ধিমান্, সেই ব্যক্তি বলের দ্বারা শত্রু সংহার করেন এবং পণির শক্তি হরণ করেন॥ ৩॥

হে শক্তিপুত্র! যে মানব স্তুতি উপাসনা এবং যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞভূমিতে আপনার তীক্ষ্ণদীপ্তি আকর্ষণ করে, হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! সেই মানব সমস্ত প্রাচুর্য ও ধান্য ধারণ করে এবং ধনসম্পন্ন হয়॥ ৪॥

হে শক্তিপুত্র অগ্নি! আপনি সমৃদ্ধির জন্য আমাদের উৎকৃষ্ট পুত্রসহকারে প্রশস্ত অন্ন প্রদান করুন; আপনি দানশীল, বিদ্বেষপূর্ণ রিপু হ'তে বলের দ্বারা পশু সম্বন্ধীয় অন্ন আহরণ করেন, তা-ও প্রচুর পরিমাণে প্রদান করুন॥ ৫॥

হে শক্তিপুত্র অগ্নি! আপনি বলশালী, আপনি আমাদের উপদেষ্টা হন, আমাদের অন্নসহকারে পুত্র ও পৌত্র প্রদান করুন; আমি স্তুতিসমূহের দ্বারা পূর্ণকাম হই; আমরা যেন প্রশস্ত পুত্র পৌত্র ইত্যাদি সম্পন্ন শত হেমন্ত সুখ ভোগ ক'রি॥ ৬॥

টীকা — ৪ ঋকে মূলে 'ধান্য' আছে, অনুবাদে ঐ শব্দটিই প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু ধান শব্দ ঋগ্বেদে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে তার শব্দার্থ ধান্য করা হলেও তার অর্থ চাউল নয়, অর্থ ভাজা যব।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, শক্করী]

অগ্না যো মর্ত্যো দুবো ধিয়ং জুজোষ ধীতিভিঃ।
ভসন্নু ষ প্র পূর্ব্য ঈষং বুরীতাবসে॥ ১॥
অগ্নিরিদ্ধি প্রচেতা অগ্নি র্বেধস্তম ঋষিঃ।
অগ্নিং হোতারমীলতে যজ্ঞেষু মনুষো বিশঃ॥ ২॥
নানা হ্যগ্নেঽবসে স্পর্ধন্তে রায়ো অর্যঃ।
তূর্বন্তো দশ্যুমায়বো ব্রতৈঃ সীক্ষন্তো অব্রতম্॥ ৩॥
অগ্নিরপ্সামৃতীষহং বীরং দদাতি সৎপতিম্।
যস্য ত্রসন্তি শবসঃ সঞ্চক্ষি শত্রবো ভিয়া॥ ৪॥
অগ্নি র্হি বিদ্মনা নিদো দেবো মর্তমুরুষ্যতি।
সহাবা যস্যাবৃতো রয়ির্বাজেম্ববৃতঃ॥ ৫॥
অচ্ছা নো মিত্রমহো দেব দেবানগ্নে বোচঃ সুমতিং রোদস্যোঃ।
বীহি স্বস্তিং সুক্ষিতিং দিবো নৃন্দ্বিষো অংহাংসি দুরিতা তরেম
তা তরেম তবাবসা তরেম॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — যে মানব স্তোত্রসহকারে অগ্নি পরিচর্যা ও যাগ ইত্যাদি কার্য করে, সে যেন শীঘ্র মানবগণের প্রধান হয়ে শোভাপ্রাপ্ত হয় এবং পুত্র ইত্যাদির পোষণের জন্য প্রচুর অন্নলাভ করে ॥ ১ ॥

একমাত্র অগ্নিই প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, তিনি প্রধান যাগকার্য নির্বাহক ও সর্বদর্শী। মানব সন্তানগণ যজ্ঞে অগ্নিকে দেববৃন্দের আহ্বানকারী ব'লে স্তব করে ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! শত্রুগণের ঐশ্বর্য সকল তাদের নিকট হ'তে বিমুক্ত হয়ে আপনার স্তোতৃবর্গের রক্ষণের জন্য পরস্পর স্পর্ধা করে। শত্রুবিজয়ী আপনার স্তোতৃবর্গ আপনার যজ্ঞ ক'রে ব্রতবিরোধীদের পরাভূত করতে ইচ্ছা করে ॥ ৩ ॥

অগ্নি স্তোতৃবর্গকে সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী, শত্রুবিজয়ী ও সাধুরক্ষকপুত্র প্রদান করেন। তার সন্দর্শনে অরিবর্গ আপনার বলে ভীত হয়ে কম্পিত হ'তে থাকে ॥ ৪ ॥

যার হব্যরূপ ধন শত্রুর দ্বারা বিঘ্ন প্রাপ্ত না হয় এবং যজ্ঞে অন্যান্য যজমানের দ্বারা সম্ভক্ত না হয়, বলশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন দেব অগ্নি সেই ব্যক্তিকে নিন্দক হ'তে রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥

হে বন্ধু, স্বর্গ ও পৃথিবীতে অবস্থানকারী, দেব অগ্নি। আপনি আমাদের এই শোভন স্তুতি দেবগণের নিকট প্রচার করুন এবং স্তবকারীকে গার্হস্থ্যসুখে নীত করুন। আমরা যেন শত্রু, পাপ ও কষ্ট সকল অতিক্রম ক'রি। আমরা আপনার রক্ষণবশতঃ তাদের অতিক্রম ক'রি ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অঙ্গিরার পুত্র বীতহব্য অথবা ভরদ্বাজ।
ছন্দ : জগতী, শক্বরী, অতিশক্বরী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

ইমমূ ষু বো অতিথিমুষর্বুধং বিশ্বাসাং বিশাং পতিমৃঞ্জসে গিরা।
বেতীদ্দিবো জনুষা কচ্চিদা শুচি র্জ্যোক্চিদত্তি গর্ভো যদচ্যুতম্॥ ১॥
মিত্রং ন যং সুধিতং ভৃগবো দধু র্বনস্পতাবীড্যমূর্ধ্বশোচিষম্।
স ত্বং সুপ্রীতো বীতহব্যে অদ্ভুত প্রশস্তিভি র্মহয়সে দিবেদিবে॥ ২॥
স ত্বং দক্ষস্যাবৃকো বৃধো ভূরর্যঃ পরস্যান্তরস্য তরুষঃ।
রায়ঃ সূনো সহসো মর্ত্যেষ্বা ছর্দি র্যচ্ছ বীতহব্যায় সপ্রথো ভরদ্বাজায় সপ্রথঃ॥ ৩॥
দ্যুতানং বো অতিথিং স্বর্ণরমগ্নিং হোতারং মনুষঃ স্বধ্বরম্।
বিপ্রং ন দ্যুক্ষবচসং সুবৃক্তিভি র্হব্যবাহমরতিং দেবমৃঞ্জসে॥ ৪॥
পাবকয়া যশ্চিতয়ন্ত্যা কৃপা ক্ষামন্রুরুচ উষসো ন ভানুনা।
তূর্বন্ন যামন্নেতশস্য নূ রণ আ যো ঘৃণে ন ততৃষাণো অজরঃ॥ ৫॥
অগ্নিমগ্নিং বঃ সমিধা দুবস্যত প্রিয়ংপ্রিয়ং বো অতিথিং গৃণীষণি।
উপ বো গীর্ভিরমৃতং বিবাসত দেবো দেবেষু বনতে হি বার্যং দেবো
দেবেষু বনতে হি নো দুবঃ ॥ ৬॥
সমিদ্ধমগ্নিং সমিধা গিরা গৃণে শুচিং পাবকং পুরো অধ্বরে ধ্রুবম্।
বিপ্রং হোতারং পুরুবারমদ্রুহং কবিং সুম্নৈরীমহে জাতবেদসম্॥ ৭॥
ত্বাং দূতমগ্নে অমৃতং যুগে যুগে হব্যবাহং দধিরে পায়ুমীড্যম্।
দেবাসশ্চ মর্তাসশ্চ জাগৃবিং বিভুং বিশ্পতিং নমসা নি ষেদিরে॥ ৮॥
বিভূষন্নগ্ন উভয়াঁ অনু ব্রতা দূতো দেবানাং রজসী সমীয়সে।
যত্তে ধীতিং সুমতিমাবৃণীমহেঽধ স্মা নস্ত্রিবরূথঃ শিবো ভব॥ ৯॥
তং সুপ্রতীকং সুদৃশং স্বঞ্চমবিদ্বাংসো বিদুষ্টরং সপেম।
স যক্ষদ্বিশা বয়ুনানি বিদ্বাৎ প্র হব্যমগ্নিরমৃতেষু বোচৎ॥ ১০॥
তমগ্নে পাস্যুত তং পিপর্ষি যস্ত আনট্কবয়ে শূর ধীতিম্।
যজ্ঞস্য বা নিশিতিং বোদিতিং বা তমিৎপৃণক্ষি শবসোত রায়া॥ ১১॥
ত্বমগ্নে বনুষ্যতো নি পাহি ত্বমু নঃ সহসাবন্নবদ্যাৎ।
সং ত্বা ধ্বস্মন্বদভ্যেতু পাথঃ সং রয়িঃ স্পৃহয়ায্যঃ সহস্রী॥ ১২॥

অগ্নি র্হোতা গৃহপতিঃ স রাজা বিশ্বা বেদ জনিমা জাতবেদাঃ।
দেবানামুত যো মর্ত্যানাং যজিষ্ঠঃ স প্র যজতামৃতাবা॥ ১৩॥
অগ্নে যদস্য বিশো অধ্বরস্য হোতঃ পাবকশোচে বেষ্টং হি যজ্বা।
ঋতা যজাসি মহিনা বি যদ্ভূর্হব্যা বহ যবিষ্ঠ যা তে অদ্য॥ ১৪॥
অভি প্রয়াংসি সুধিতানি হি খ্যো বি ত্বা দধীত রোদসী যজধ্যৈ।
অবা নো মঘবন্বাজসাতাবগ্নে বিশ্বানি দুরিতা তরেম
তা তরেম তববসা তরেম॥ ১৫॥
অগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বনীক দেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্।
কুলায়িনং ঘৃতবন্তং সবিত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু॥ ১৬॥
ইমমু ত্যমথর্ববদগ্নি মন্থন্তি বেধসঃ।
যমঙ্কূয়ন্তমানয়ন্নমূরং শ্যাব্যাভ্যঃ॥ ১৭॥
জনিষ্বা দেববীতয়ে সর্বতাতা স্বস্তয়ে।
আ দেবান্বক্ষ্যমৃতাঁ ঋতাবৃধো যজ্ঞং দেবেষু পিস্পৃশঃ॥ ১৮॥
বয়মু ত্বা গৃহপতে জনানামগ্নে অকর্ম সমিধা বৃহন্তম্।
অস্থূরি নো গার্হপত্যানি সন্তু তিগ্মেন নস্তেজসা সং শিশাধি॥ ১৯॥

মন্ত্রার্থ — হে বীতহব্য বা ভরদ্বাজ! তমি প্রাতঃ প্রবুদ্ধ, লোকরক্ষক, স্বভাব পবিত্র এই অতিথিকে অর্থাৎ অগ্নিকে প্রসন্ন করো। অগ্নি সকল সময়ে স্বর্গ হ'তে অবতীর্ণ হন এবং অরণিদ্বয়ের মধ্যে গর্ভরূপে অবস্থান ক'রে অক্ষয় হব্য ভক্ষণ করেন ॥ ১ ॥

হে অদ্ভুত অগ্নি! আপনি অরণির মধ্যে নিহিত, স্তবের যোগ্য ও উর্ধ্বশিখ; আপনাকে ভৃগুগণ বন্ধুর মতো গৃহে স্থাপন করেছিলেন। বীতহব্য প্রতিদিন স্তোত্রের দ্বারা আপনার পূজা করে, আপনি তার প্রতি প্রসন্ন হোন ॥ ২ ॥

হে অপ্রতিহত প্রভাব অগ্নি! যে ব্যক্তি যাগ ইত্যাদির অনুষ্ঠানে নিপুণ, আপনি তার সমৃদ্ধিবিধায়ক এবং বিপ্রকৃষ্ট শত্রু হ'তে তার রক্ষক হন। অতএব হে সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ শক্তিপুত্র! আপনি বীতহব্য ভরদ্বাজকে ধন ও গৃহ প্রদান করুন ॥৩॥

হে বীতহব্য! তুমি শোভন স্তুতির দ্বারা হব্যবাহক, দীপ্তিমান্, অতিথির মতো পূজনীয়, স্বর্গ প্রদর্শক, মনুর যজ্ঞে দেববৃন্দের আহ্বানকারী, যজ্ঞসম্পাদক, মেধাবী বিপ্রের মতো ওজস্বী বক্তা, অধীশ্বর দেব অগ্নির প্রীতি সাধন করো ॥ ৪ ॥

যিনি ভানুর দ্বারা উষার মতো পৃথিবীর উপর পবিত্রতাকারিণী ও চেতনাবিধায়িনী দীপ্তির দ্বারা বিরাজিত হন; যিনি সংগ্রামে শত্রুসংহারকারী বীরের মতো এতশের সাহায্যের জন্য প্রদীপ্ত হয়েছিলেন; যিনি সর্বভক্ষণশীল ও ক্ষয়রহিত ॥ ৫ ॥

হে স্তোতৃবর্গ! তোমরা নিরতিশয় প্রীতিভাজন, অতিথিভূত, পূজনীয় অগ্নিকে নিরন্তর ইন্ধনের দ্বারা পূজা করো। তোমরা অবিনশ্বর অগ্নির সম্মুখীন হয়ে স্তোত্রের দ্বারা তাঁর পূজা করো। কারণ, দেববৃন্দের মধ্যে দানাদিগুণসম্পন্ন অগ্নি আমাদের পূজা গ্রহণ করেন ॥ ৬ ॥

আমি ইন্ধনের দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নির স্তুতির দ্বারা স্তব ক'রি। আমি স্বভাববিশুদ্ধ, পবিত্রতাবিধায়ক ধ্রুব অগ্নিকে যজ্ঞে অগ্রে স্থাপন ক'রি। আমরা জ্ঞানসম্পন্ন, দেববৃন্দের আহ্বানকারী, বহুলোকের বরণীয়, সদাশয়, সর্বদর্শী ও সর্বভূতজ্ঞ অগ্নির নিকট ধন প্রার্থনা ক'রি ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! আপনি অক্ষয়, হব্যবাহক, রক্ষাকারী ও পূজনীয়; যুগে যুগে দেববৃন্দ ও মানবগণ আপনাকে দৌত্যকর্মে নিয়োজিত করেছেন। তাঁরা প্রবুদ্ধ, সর্বব্যাপী, প্রজাপালক অগ্নিকে নমস্কারপূর্বক বেদির উপর সংস্থাপিত করেছেন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! আপনি দেব ও মানব উভয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন ক'রে এবং যজ্ঞে দেববৃন্দের সমীপে দৌত্যকর্ম সাধন ক'রে স্বর্গ ও পৃথিবীতে সঞ্চরণ করেন। যেহেতু আমরা আপনার জন্য যজ্ঞ করছি ও স্তোত্র পাঠ করছি, অতএব ত্রিভুবনবর্তী আপনি আমাদের সুখ বিধান করুন ॥ ৯ ॥

আমরা অল্পবুদ্ধি; আমরা বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠ, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন, মনোহরমূর্তি ও মনোজ্ঞগতি অগ্নির পরিচর্যা করছি। সর্বজ্ঞ অগ্নি যেন যাগ করেন এবং অমরবৃন্দের মধ্যে আমাদের হব্য প্রচার করেন ॥ ১০ ॥

হে শৌর্যসম্পন্ন অগ্নি! আপনি দূরদর্শী, যে পুরুষ আপনার স্তব করে, আপনি তাকে রক্ষা করেন ও তার মনোরথ পূর্ণ করেন। যে ব্যক্তি যজ্ঞ সম্পাদন বা হব্য উৎক্ষেপ করে তাকেই আপনি বল ও ধনের দ্বারা পূর্ণ করেন ॥ ১১ ॥

হে অগ্নি! আপনি শত্রু হ'তে আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। হে বলসম্পন্ন! আপনিই আমাদের পাপ হ'তে পরিত্রাণ করেন, আপনার নিকট দোষহীন হব্য উপস্থিত হোক। আপনা কর্তৃক প্রদত্ত সহস্ররকম ধন আমাদের নিকট উপস্থিত হোক ॥ ১২ ॥

দেববৃন্দের আহ্বানকারী, রাজা অগ্নি গৃহের অধিপতি এবং জাতবেদা, সুতরাং সমস্ত ভূতজাতকে বিদিত আছেন। তিনি দেব ও মানবগণের মধ্যে নিরতিশয় যাগকারী। সত্যসম্পন্ন সেই অগ্নি প্রকৃষ্টভাবে যজ্ঞ করুন ॥ ১৩ ॥

হে যজ্ঞসম্পাদক, পাবনদীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! অদ্য যজমান যে যজ্ঞ সম্পাদন করছেন, আপনি তার অনুমোদন করুন। আপনি যজমান, অতএব আপনি দেববৃন্দের যাগ করুন। যেহেতু আপনি আপন মহিমার দ্বারা সর্বব্যাপী, অতএব হে যুবতম অগ্নি! অদ্য আমরা আপনাকে যে হব্য প্রদান করছি, আপনি তা স্বীকার করুন ॥ ১৪ ॥

হে অগ্নি! বেদির উপর যথাবিধি স্থাপিত হব্যরূপ অন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ করবার জন্য এই যজমান আপনাকে সংস্থাপিত করেছে। হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন অগ্নি! আপনি আমাদের সংগ্রামে রক্ষা করুন, যাতে আমরা সমস্ত কষ্ট হ'তে পরিত্রাণ লাভ করবো। আমরা যেন সমস্ত দুরিত হ'তে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হই; আমরা যেন আপনার রক্ষাবশতঃ সে সকল হ'তে উদ্ধার প্রাপ্ত হই ॥ ১৫ ॥

হে শোভন শিখাসম্পন্ন অগ্নি! অখিল দেবগণের সাথে সর্বাগ্রগণ্য আপনি উর্ণাবিশিষ্ট ঘৃত সংপৃক্ত কুলায় সদৃশ উত্তর বেদির উপর উপবেশন করুন এবং হব্যদাতা যজমানের যজ্ঞ যথাযথভাবে দেববৃন্দের নিকট বহন করুন ॥ ১৬ ॥

কর্মনির্বাহক ঋত্বিক্‌বৃন্দ অথর্বা ঋষির মতো অগ্নিকে মন্থন করছেন এবং ভ্রমণশীল অমূঢ় অগ্নিকে রাত্রির অন্ধকার সমূহ হ'তে আনয়ন করছেন ॥ ১৭ ॥

হে অগ্নি! যজ্ঞে দেবকাম যজমানের কল্যাণের জন্য প্রাদুর্ভূত হোন। যজ্ঞের সমৃদ্ধি বিধায়ক

অরমবৃন্দকে আনয়ন করুন। দেববৃন্দের নিকট আমাদের যজ্ঞ বহন করুন ॥ ১৮॥

হে গৃহের অধিপতি অগ্নি! মানবগণের মধ্যে আমরাই ইন্ধনের দ্বারা আপনার বৃদ্ধি সাধন করেছি। অতএব আমাদের গার্হপত্য অগ্নি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করুক। আপনি তীক্ষ্ণ দীপ্তির দ্বারা আমাদের যোজিত করুন ॥ ১৯॥

টীকা — ৩ ঋকে মূলে 'বীতহব্যায় ভরদ্বাজায়' আছে। এই জন্য এখানে এর অর্থ বীত অর্থাৎ হব্যদাতা ভরদ্বাজ হওয়াই উচিত।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা স্বর্গীয় দুর্গাদাসের কিছু অনুবাদ ও বক্তব্যের উল্লেখ করছি। যেমন, ৭ ঋক্—"ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা দীপ্ত জ্ঞানদেবকে আমি স্তুতি করছি; পবিত্র, পবিত্রকারক নিত্যজ্ঞানকে সৎকর্মসাধনে যেন অগ্রে স্থাপন ক'রি, অর্থাৎ সকল কর্মে যেন জ্ঞানপ্রদর্শিত মার্গ গ্রহণ ক'রি; জ্ঞানদায়ক দেবভাবপ্রাপক সকলের বরণীয় সাহায্যকারক সর্বদর্শী সর্বজ্ঞ জ্ঞানদেবকে আমরা যেন পরমধনপ্রাপ্তির জন্য আরাধনা ক'রি।" (মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানমার্গের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সৎকর্মসাধন ক'রি; ভগবান্ আমাদের পরাজ্ঞান পরমধন প্রদান করুন)। [এই অগ্নি সর্বার্থেই জ্ঞানাগ্নি—জ্ঞানদেব]—ইত্যাদি॥ ৮ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! সকল লোক অমৃতস্বরূপ, নিত্যকাল ভগবৎসমীপে পূজোপচারপ্রাপক, সাধকগণের পালক আরাধনীয় আপনাকে ভগবানের সাথে মিলনসাধক করেন; চিরজাগরণশীল, সর্বব্যাপক, লোকবর্গের অধিপতি আপনাকে সাধকগণ ভক্তির সাথে হৃদয়ে সংস্থাপন করেন (অথবা আরাধনা করেন)।" [ভাব এই যে, —সকল লোক ভগবৎপ্রাপক জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য আরাধনা করেন]—ইত্যাদি॥ ৯ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! স্বর্গমর্ত্যবাসী সকল লোককে দিব্যজ্যোতিঃ প্রদান ক'রে সৎকর্মে দেবভাবের মিলনসাধক আপনি দ্যুলোক-ভূলোক বিচরণ করেন; যেহেতু আপনার প্রজ্ঞা এবং সৎবৃত্তি সম্যক্‌ভাবে প্রার্থনা করছি, সেইজন্য সর্বত্রব্যাপক আপনি আমাদের প্রতি মঙ্গলপ্রদ হোন।" (প্রার্থনা করছি, সেইজন্য সর্বত্রব্যাপক আপনি আমাদের প্রতি মঙ্গলপ্রদ হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন দেবভাবপ্রাপক মঙ্গলদায়ক পরাজ্ঞান লাভ ক'রি)।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ। দেবেভি র্মানুষে জনে॥ ১॥
স নো মন্দ্রাভিরধ্বরে জিহ্বাভি র্যজা মহঃ। আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ॥ ২॥
বেথা হি বেধো অধ্বনঃ পথশ্চ দেবাঞ্জসা। অগ্নে যজ্ঞেষু সুক্রতো॥ ৩॥
ত্বামীলে অধ দ্বিতা ভরতো বাজিভিঃ শুনম্। ঈজে যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়ম্॥ ৪॥
ত্বমিমা বার্যা পুরু দিবোদাসায় সুম্বতে। ভরদ্বাজায় দাশুষে॥ ৫॥
ত্বং দূতো অমর্ত্য আ বহা দৈব্যং জনম্। শৃণ্বন্বিপ্রস্য সুষ্টুতিম্॥ ৬॥
ত্বামগ্নে স্বাধ্যো মর্তাসো দেববীতয়ে। যজ্ঞেষু দেবমীলতে॥ ৭॥
ত্ব প্র যক্ষি সন্দৃশমুত ক্রতুং সুদানবঃ। বিশ্বে জুষন্ত কামিনঃ॥ ৮॥

ত্বং হোতা মনুর্হিতো বহ্নিরাসা বিদুষ্টরঃ। অগ্নে যক্ষি দিবো বিশঃ॥ ৯॥
অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥ ১০॥
তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্ধয়ামসি। বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ্য॥ ১১॥
স নঃ পৃথু শ্রবায্যমচ্ছা দেব বিবাসসি। বৃহদগ্নে সুবীর্যম্ ॥ ১২॥
ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত। মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥ ১৩॥
তমু ত্বা দধ্যঙৃষিঃ পুত্র ঈধে অথর্বণঃ। বৃত্রহণং পুরন্দরম্॥ ১৪॥
তমু ত্বা পাথ্যো বৃষা সমীধে দস্যুহন্তমম্। ধনঞ্জয়ং রণে রণে॥ ১৫॥
এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ। এভির্বর্ধাস ইন্দুভিঃ॥ ১৬॥
যত্র ক্ব চ তে মনো দক্ষং দধস উত্তরম্। তত্রা সদঃ কৃণবসে॥ ১৭॥
নহি তে পূর্তমক্ষিপদ্ভুবন্নেমানাং বসো। অথা দুবো বনবসে॥ ১৮॥
আগ্নিরগামি ভারতো বৃত্রহা পুরুচেতনঃ। দিবোদাসস্য সৎপতিঃ॥ ১৯॥
স হি বিশ্বাতি পার্থিবা রয়িং দাশন্মহিত্বনা। বন্বন্নবাতো অস্তৃত॥ ২০॥
স প্রত্নবন্নবীয়সাগ্নে দ্যুম্নেন সংযতা। বৃহত্ততন্থ ভানুনা॥ ২১॥
প্র বঃ সখায়ো অগ্নয়ে স্তোমং যজ্ঞং চ ধৃষ্ণুয়া। অর্চ গায় চ বেধসে॥ ২২॥
স হি যো মানুষা যুগা সীদদ্ধোতা কবিক্রতুঃ। দূতশ্চ হব্যবাহনঃ॥ ২৩॥
তা রাজানা শুচিব্রতাদিত্যান্মারুতং গণম্। বসো যক্ষীহ রোদসী॥ ২৪॥
বস্বী তে অগ্নে সংদৃষ্টিরিষয়তে মর্ত্যায়। ঊর্জো নপাদমৃতস্য॥ ২৫॥
ক্রত্বা দা অস্তু শ্রেষ্ঠোঽদ্য ত্বা বন্বন্ত্সুরেক্ণাঃ। মর্ত আনাশ সুবৃক্তিম্॥ ২৬॥
তে তে অগ্নে ত্বোতা ইষয়ন্তো বিশ্বমায়ুঃ।
তরন্তো অর্যো অরাতীর্বন্বন্তো অর্যো অরাতীঃ॥ ২৭॥
অগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা যাসদ্বিশ্বং ন্যত্রিণম্। অগ্নি র্নো বনতে রয়িম্॥ ২৮॥
সুবীরং রয়িমা ভর জাতবেদো বিচর্ষণে। জহি রক্ষাংসি সুক্রতো॥ ২৯॥
ত্বং নঃ পাহ্যংহসো জাতবেদো অঘায়তঃ। রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্কবে॥ ৩০॥
যো নো অগ্নে দুরেব আ মর্তো বধায় দাশতি। তস্মান্নঃ পাহ্যংহসঃ॥ ৩১॥
ত্বং তং দেব জিহ্বয়া পরি বাধস্ব দুষ্কৃতম্। মর্তো যো নো জিঘাংসতি॥ ৩২॥
ভরদ্বাজায় সপ্রথঃ শর্ম যচ্ছ সহন্ত্য। অগ্নে বরেণ্যং বসু॥ ৩৩॥
অগ্নি র্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যু র্বিপণ্যয়া। সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ॥ ৩৪॥
গর্ভে মাতুঃ পিতুষ্পিতা বিদিদ্যুতানো অক্ষরে। সীদন্নৃতস্য যোনিমা॥ ৩৫॥
ব্রহ্ম প্রজাবদা ভর জাতবেদো বিচর্ষণে। অগ্নে যদ্দীদয়দ্দিবি॥ ৩৬॥
উপ ত্বা রণ্বসংদৃশং প্রয়স্বন্তঃ সহস্কৃত। অগ্নে সসৃজ্মহে গিরঃ॥ ৩৭॥
উপ ছায়ামিব ঘৃণেরগন্ম শর্ম তে বয়ম্। অগ্নে হিরণ্যসংদৃশঃ॥ ৩৮॥
য উগ্র ইব শর্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন বংসগঃ। অগ্নে পুরো রুরোজিথ॥ ৩৯॥

আং যং হস্তে ন খাদিনং শিশুং জাতং ন বিভ্রতি। বিশামগ্নিং স্বধ্বরম্॥ ৪০॥
প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বসুবিত্তমম্। আ স্বে যোনৌ নি ষীদতু॥ ৪১॥
আ জাতং জাতবেদসি প্রিয়ং শিশীতাতিথিম্। স্যোন আ গৃহপতিম্॥ ৪২॥
অগ্নে যুঙ্ক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ। অরং বহন্তি মন্যবে॥ ৪৩॥
অচ্ছা নো যাহ্যা বহাভি প্রয়াংসি বীতয়ে। আ দেবান্ত্‌ সোমপীতয়ে॥ ৪৪॥
উদগ্নে ভারত দ্যুমদজস্রেণ দবিদ্যুতৎ। শোচা বি ভাহ্যজর॥ ৪৫॥
বীতী যো দেবং মর্তো দুবস্যেদগ্নিমীলীতাধ্বরে হবিষ্মান্।
হোতারং সত্যযজং রোদস্যোরুত্তানহস্তো নমসা বিবাসেৎ॥ ৪৬॥
আ তে অগ্ন ঋচা হবির্হৃদা তষ্টং ভরামসি।
তে তে ভবন্তুক্ষণ ঋষভাসো বশা উত॥ ৪৭॥
অগ্নিং দেবাসো অগ্রিয়মিন্ধতে বৃত্রহন্তমম্।
যেনা বসূন্যাভৃতা তৃড়্হা রক্ষাংসি বাজিনা॥ ৪৮॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আপনি দেববৃন্দ কর্তৃক মনুর সন্তান মানবগণের সমস্ত যজ্ঞে হোতারূপে নিয়োজিত হয়েছেন ॥ ১ ॥

আপনি আমাদের যজ্ঞে পূজনীয় শিখাসমূহের দ্বারা মহৎ দেববৃন্দের যাগ করুন। দেববৃন্দকে এইস্থানে আনয়ন করুন; তাঁদের হব্য প্রদান করুন ॥ ২ ॥

হে সৃষ্টিকারক, সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী, দেব অগ্নি! আপনি যজ্ঞ সকলে মহামার্গ ও ক্ষুদ্র পথ অবগত আছেন ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! আপনি হ্বিত। হব্যদাতা ঋত্বিক্‌বর্গের সাথে সুখের উদ্দেশে ভরত রাজা আপনার স্তব করেছিলেন। আপনি যজ্ঞে যজ্ঞের যোগ্য। তিনি (অর্থাৎ ভরত রাজা) আপনার যাগ করেছিলেন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! সোম-অভিষবকারী দিবোদাসকে এই সমস্ত নানারকম সুখ যেমন প্রদান করেছিলেন, সম্প্রতি হব্যদাতা ভরদ্বাজকে সেইরকম সমুদয় প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

আপনি অমর দূত; মেধাবী ভরদ্বাজের শোভন স্তোত্র শ্রবণ ক'রে আপনি দেববৃন্দকে এইস্থানে আনয়ন করুন ॥ ৬ ॥

হে দেব অগ্নি! ধার্মিক মানবগণ দেববৃন্দের তৃপ্তি সাধনের জন্য যজ্ঞসমূহে আপনার স্তব করেন ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! আপনি দানশীল, আমি আপনার মনোহর দীপ্তির এবং কার্যের পূজা করছি। যারা আপনার অনুগ্রহে পূর্ণকাম হয়েছে, তারা সকলেই আপনার পরিচর্যা করে ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! আপনি শিখারূপ মুখের দ্বারা হব্যবহনকারী ও সুবিচক্ষণ; আপনাকে মনু হোতৃকার্যে নিয়োজিত করেছেন। অতএব আপনি স্বর্গীয় ব্যক্তিবর্গের যাগ করুন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! আপনি হব্যভক্ষণের জন্য আগমন করুন এবং দেববৃন্দের নিকট হব্যবহনের জন্য স্তুতিভাজন হয়ে হোতাস্বরূপ কুশের উপর উপবেশন করুন ॥ ১০ ॥

হে অঙ্গিরা! আমরা ইন্ধন ও আজ্যের দ্বারা আপনাকে প্রবর্ধিত করছি, অতএব হে যুবতম অগ্নি! আপনি নিরতিশয় দীপ্তিলাভ করুন ॥ ১১ ॥

হে দেব অগ্নি! আপনি আমাদের প্রশস্ত পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সহকারে বিপুল উৎকৃষ্ট ধন প্রদান করুন ॥ ১২ ॥

হে অগ্নি! অথর্বা ঋষি শিরোবৎ বিশ্বের ধারণকারী পুষ্কর হ'তে মন্থন ক'রে আপনাকে নিঃসারিত করেছেন ॥ ১৩ ॥

অথর্বার পুত্র দধীচি আপনাকে প্রজ্বলিত করেছেন। আপনি বৃত্রহন্তা ও পুরবিনাশক ॥ ১৪ ॥

হে বর্ষণকারী অগ্নি! আপনি দস্যুহন্তা ও প্রতিযুদ্ধে ধনবিজয়ী, ঋষি পাথ্য আপনাকে উদ্দীপিত করেছিলেন ॥ ১৫ ॥

হে অগ্নি! আপনি আগমন করুন, কারণ আমি আপনার নিকট এইভাবে স্তোত্র উচ্চারণ করবো। আপনি এই সমস্ত সোমের দ্বারা বর্ধিত হোন ॥ ১৬ ॥

হে অগ্নি! আপনি যে কোন স্থানে, যে কোন যজমানের প্রতি চিত্ত সমর্পিত করুন, সেই যজমানকে প্রকৃষ্ট বল প্রদান করুন এবং সেইস্থানে আপনি অবস্থিতি করুন ॥ ১৭ ॥

হে অগ্নি! আপনার পূর্ণদীপ্তি যেন দৃষ্টিবিঘাতক না হয়। হে উপাসকবৃন্দের গৃহপ্রদাতা! আপনি আমাদের পূজা গ্রহণ করুন ॥ ১৮ ॥

আমরা হব্যবাহক, দিবোদাসের শত্রুনিধনকারী, সর্বজ্ঞ ও সাধুরক্ষক অগ্নিকে এইস্থানে আনয়ন করেছি ॥ ১৯ ॥

আপন মহিমার দ্বারা শত্রুসংহারকারী, অধৃষ্য ও অপ্রতিহত অগ্নি আমাদের প্রচুর পরিমাণে অখিল পার্থিব ধন প্রদান করুন ॥ ২০ ॥

হে অগ্নি! আপনি প্রাচীনের মতো নবীন দীপ্তির দ্বারা এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করে অবস্থান করছেন ॥ ২১ ॥

হে বন্ধুগণ! তোমরা শত্রুহন্তা ও বিধানকর্তা অগ্নির স্তোত্র গান করো এবং তাঁকে হব্য প্রদান করো ॥ ২২ ॥

যিনি মানবগণের প্রতিযুগে দেববৃন্দের আহ্বানকারী, প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞ, দেববৃন্দের দূতস্বরূপ ও হব্যবাহক, সেই অগ্নি যেন আমাদের যজ্ঞে উপবেশন করেন ॥ ২৩ ॥

হে গৃহপ্রদাতা অগ্নি! আপনি এই যজ্ঞে দুই দীপ্তিমান্‌ ও বিশুদ্ধ কর্মকারী দেব, মিত্র ও বরুণ এবং আদিত্যবর্গ, মরুৎগণ, স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ করুন ॥ ২৪ ॥

হে শক্তিপুত্র অগ্নি! আপনি অবিনশ্বর, আপনার প্রশস্ত দীপ্তি, মর্ত্য উপাসককে অন্ন প্রদান করুন ॥ ২৫ ॥

হে অগ্নি! হব্যদাতা অদ্য কার্যের দ্বারা আপনার পরিচর্যা ক'রে অতি প্রশংসনীয় ও মহৈশ্বর্যশালী হোক। সেই মানব সর্বদা যেন সম্যকভাবে আপনার স্তোত্র উচ্চারণ করে ॥ ২৬ ॥

হে অগ্নি! আপনার যে সকল স্তোত্রকারী আপনা কর্তৃক রক্ষিত হয়, তারা অন্ন কামনা ক'রে আক্রমণকারী শত্রুবৃন্দকে পরাজিত ও বিনষ্ট ক'রে সমস্ত অন্ন লাভ করে ॥ ২৭ ॥

অগ্নি যেন আপন তীক্ষ্ণ দীপ্তির দ্বারা হব্য গ্রহণ ক'রে শত্রু সংহার করেন এবং আমাদের ধন প্রদান করেন ॥ ২৮ ॥

হে সর্বদর্শী জাতবেদা! আপনি শোভ পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সম্পন্ন ধন আহরণ করুন। হে সৎকর্মের

অনুষ্ঠানকারী! আপনি রাক্ষসগণকে বিনাশ করুন ॥ ২৯ ॥

হে জাতবেদা! আপনি আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন। হে মন্ত্রের উৎপাদক অগ্নি! আপনি বিদ্বেষকারী হ'তে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৩০ ॥

হে অগ্নি! যে দুষ্ট-অভিপ্রায় মানব ভীষণ অস্ত্রের দ্বারা আমাদের ভয় প্রদর্শন করে, তা' হ'তে এবং পাপ হ'তে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৩১ ॥

হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! যে মানুষ আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে, সেই দুষ্কর্মকারী মানুষকে জ্বালারূপ জিহ্বার দ্বারা অপসারিত করুন ॥ ৩২ ॥

হে শত্রুবিজয়ী অগ্নি! আপনি ভরদ্বাজকে অপরিমিত সুখ ও বাঞ্ছিত ধন প্রদান করুন ॥ ৩৩ ॥

স্তুতির দ্বারা প্রসাদিত, হব্যরূপ ধনলিপ্সু, প্রজ্বলিত, শুভ্র বর্ণ, অগ্নি শত্রুবর্গকে নাশ করবার জন্য হব্যের দ্বারা আহুত হয়েছেন ॥ ৩৪ ॥

মাতা পৃথিবীর গর্ভভূত, অক্ষয় বেদির উপর দীপ্তিসম্পন্ন এবং পিতা স্বর্গলোকের পালনকারী অগ্নি যজ্ঞের উত্তর বেদি নামক স্থানে উপবিষ্ট আছেন ॥ ৩৫ ॥

হে সর্বদর্শী জাতবেদা! আপনি আমাদের নিকট সন্ততিসহকারে এমন অন্ন আনয়ন করুন, যা স্বর্গলোকে দীপ্তি প্রকাশ করে ॥ ৩৬ ॥

হে শক্তিপুত্র অগ্নি! আপনি রম্যদর্শন, আমরা হব্যরূপ অন্নপ্রদান পূর্বক আপনার নিকট স্তোত্র উচ্চারণ করছি ॥ ৩৭ ॥

হে অগ্নি! আপনি রমণীয় তেজসম্পন্ন ও দীপ্তিশালী, আপনার আশ্রয় আমরা ছায়ার মতো গ্রহণ করছি ॥ ৩৮ ॥

হে অগ্নি! আপনি বাণের দ্বারা শত্রুনিহন্তা, প্রচণ্ড বলশালী, ধানুষ্কের মতো এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের মতো পুরী সমূহ নষ্ট করেছেন ॥ ৩৯ ॥

ঋত্বিক্‌বৃন্দ হব্যভোজী ও শোভন যাগনিষ্পাদক যে অগ্নিকে সদ্যজাত শিশুর মতো হস্তে ধারণ করেন সেই অগ্নির পরিচর্যা করুন ॥ ৪০ ॥

দেববৃন্দের ভক্ষ্যদ্রব্যের ভারগ্রহণ করবার জন্য প্রকৃষ্ট ধন প্রদাতা দেব অগ্নির আহরণ করো। সেই অগ্নি আপন উচিত স্থানে উপবেশন করুন ॥ ৪১ ॥

প্রাদুর্ভূত, অতিথির মতো প্রিয়, গৃহাধিপতি অগ্নিকে জ্ঞানপ্রদায়ক আহরণীয় অগ্নিতে সংস্থাপিত করো ॥ ৪২ ॥

হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! আপনি সেই সমস্ত সুশিক্ষিত অশ্বগণকে আপন রথে যোজিত করুন, যে সকল অশ্ব আপনাকে শীঘ্র আনয়ন করে ॥ ৪৩ ॥

হে অগ্নি! আপনি আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। হব্য ভোজন এবং সোমরস পান করবার জন্য দেববৃন্দকে এইস্থানে আনয়ন করুন ॥ ৪৪ ॥

হে হব্যবাহক অগ্নি! আপনি উদ্ধতভাবে প্রদীপ্ত হোন। হে অক্ষয় দীপ্তিসম্পন্ন অমর! আপনি বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হোন ॥ ৪৫ ॥

যে কোন হবপ্রদানকারী মানুষ হব্যের দ্বারা দেবপূজা করবে, তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবীর হোতৃভূত, সত্য সহকারে যাগকারী অগ্নির পূজা করে সে যেন বদ্ধাঞ্জলি হয়ে হব্যের দ্বারা অগ্নির পূজা করে ॥ ৪৬ ॥

হে অগ্নি! আমরা আপনাকে হৃদয়ের দ্বারা সংস্কৃত ঋক্‌রূপ হব্য প্রদান করছি। বলশালী বৃষভ

ও ধেনুবর্গ আপনার নিকট পূর্বোক্তরূপ হব্য হোক ॥ ৪৭ ॥

অগ্নি শত্রুর ধন হরণ করেছেন এবং রাক্ষসবর্গের সংহার করেছেন। দেববৃন্দ অগ্নিকে প্রধান ও প্রধানতঃ বৃত্রহন্তা বোধ ক'রে উদ্দীপিত করেন ॥ ৪৮ ॥

টীকা — ৪ ঋকে সায়ণ উল্লিখিত ভরতকে দুষ্মন্ততনয় ভরত মনে করেছেন। এই ঋকে 'দ্বিত' অর্থে দুই গুণযুক্ত, অথবা দুই কাষ্ঠ হ'তে উৎপন্ন। ফলতঃ 'ত্রিত' শব্দের দেখাদেখি 'একত' ও 'দ্বিত' শব্দ দু'টি উৎপন্ন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ১৩ ঋকে অথর্বা পুষ্কর হ'তে অগ্নিকে মন্থন ক'রে উৎপন্ন করেছিলেন, এর অর্থ কি? সায়ণ প্রজাপতির দ্বারা পদ্মপত্রের উপর জগতের সৃষ্টির পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন ক'রে পুষ্কর অর্থে এই ক্ষেত্রে পদ্ম করেছেন। সামবেদের টীকাকার মহীধর পুষ্কর অর্থে জল এবং অথর্বা অর্থে বায়ু ক'রে একটি অর্থ করেছেন।....বস্তুতঃ যে সমস্ত ঋষিগণ প্রথমে আর্যাবর্তে অগ্নির যজ্ঞ বিশেষভাবে প্রচার করেন, অথর্বা ও তার পুত্র দধীচিও তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। অতএব এই ঋকেও সেই অথর্বা ঋষি কর্তৃক অগ্নি উৎপাদনের কথারই উল্লেখ আছে মাত্র। ৪৭ ঋকে গো ও বৃষ আহুতি প্রদানের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরবর্তী দু'টি ঋকেও এমন উল্লেখ রয়েছে ॥

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত কিছু অনুবাদ ও মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, ১ ঋকে,—"হে জ্ঞানদেব! আপনিই সকল সৎকর্মের প্রবর্তক হন; এই জন্মজরামরণশীল লোকে, প্রার্থনাকারী আমাদের পক্ষে সকল দেবভাবের সাথে আগমন ক'রে অর্থাৎ আমাদের সকল দেবভাবের অধিকারী ক'রে, আপনি আমাদের হিতসাধক মঙ্গলপ্রদ হোন।" (ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের সকল রকমের মঙ্গল সর্বথা সাধিত হোক)।—ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! প্রসিদ্ধ আপনি আমাদের সৎকর্মে আপনার পরমানন্দদায়ক জ্যোতিঃ দ্বারা মহৎ-ভাবসমূহকে আমাদের হৃদয়ে সমুৎপাদন করুন; এবং দেবভাবসমূহকে আহ্বান করুন ও আমাদের হৃদয়ে সমুৎপাদিত করুন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! জ্ঞানের দ্বারা আমরা যেন পরমানন্দদায়ক দেবভাবসমূহ লাভ ক'রি)।—ইত্যাদি ॥ ৩ ঋক্—"হে বিধাতঃ (বেধঃ)! (অথবা সর্বজ্ঞ) সৎকর্মসাধক দ্যুতিমান্ হে জ্ঞানদেব! আপনিই আপন শক্তির দ্বারা আমাদের ভগবৎসাধনে জ্ঞানকর্মভক্তি ইত্যাদি সর্বসাধনমার্গ আমাদের জ্ঞাপন করুন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের জ্ঞানকর্মভক্তিযুক্ত করুন)।—ইত্যাদি ॥ ১০ ঋক্—"অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট সর্বব্যাপিন্ হে জ্ঞানদেব! আমাদের কর্তৃক স্তুত হয়ে অর্থাৎ অনুসৃত হয়ে যজ্ঞাংশ-গ্রহণের নিমিত্ত—আমাদের কর্মের সাথে মিলনের জন্য অর্থাৎ আমাদের কর্মসকলকে জ্ঞানসমন্বিত করবার জন্য অর্থাৎ আমাদের কর্মসকলকে দেবভাব-সমন্বিত করবার জন্য, আপনি আগমন করুন—আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন; দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আহ্বাতা হয়ে, বিস্তীর্ণদর্ভে অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে বা কর্মে উপবেশন করুন—অবস্থান করুন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি সর্বব্যাপী; আমাদের মধ্যে প্রকটিত হোন; আমাদের দেবভাবসমন্বিত করুন)।—ইত্যাদি ॥ ১১ ঋক্—"জ্যোতির্ময় হে দেব! প্রসিদ্ধ আপনাকে আমরা সৎকর্মসাধনের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে যেন সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হই; নবজীবনপ্রদাতা হে দেব! আপনি অমৃতের সাথে সর্বতোভাবে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্মপরায়ণ হই; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [দু'ভাগে বিভক্ত এই মন্ত্রটির উভয় অংশেই ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রথম প্রার্থনাটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। মন্ত্রের শেষাংশে ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করা হয়েছে।]—ইত্যাদি ॥ ১২ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! আপনি মহৎ আকাঙ্ক্ষণীয় আত্মশক্তিকারক প্রভূত পরিমাণ পরমধন আমাদের প্রদান করুন।" (ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করুন)।—ইত্যাদি ॥ ১৩ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! সকল জগতের ইষ্টসাধনের নিমিত্ত, লোকহিতকামী সাধুজন, মস্তিষ্করূপ অন্তরীক্ষ হ'তে (বিজ্ঞানময় কোশ হ'তে)

আপনাকে নিষ্কাশন করেছেন, অর্থাৎ জ্ঞানতত্ত্ব প্রকাশ করেন।" (ভাব এই যে,—পরম প্রাজ্ঞ সাধুজন লোকহিতকামনায় জগতে নিয়ত জ্ঞান বিতরণ করছেন)।—ইত্যাদি ॥ ১৬ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! আগমন করুন—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন; আপনার সম্বন্ধীয় স্তুতিমন্ত্র যেন যথাযোগ্যভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হই; যদিও উচ্চারণ বৈকল্যাদিরূপ দোষযুক্ত হয়, তথাপি কৃপা ক'রে সে স্তব গ্রহণ করুন; এবং অন্তরস্থিত এই ভক্তিসুধার দ্বারাই আমাদের মধ্যে পরিবৃদ্ধ হোন।" (ভাব এই যে,— মন্ত্রসকল নিশ্চিত সর্বসিদ্ধিপ্রদ; উচ্চারণের বৈকল্য হেতু যদি দোষযুক্ত হয়, সে অপরাধ ক্ষমা করুন; আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন; আমাদের অন্তরস্থিত ভক্তিসুধার দ্বারা প্রহৃষ্ট হোন)।—ইত্যাদি ॥ ১৭ ঋক্—"কোনও সাধকের হৃদয়ে আপনার অনুগ্রহাত্মিকা শক্তি বর্তমান থাকলে অর্থাৎ আপনি তাঁর প্রতি কৃপাপরায়ণ হ'লে, তাঁর হৃদয়ে আপনি আসন পরিগ্রহ করেন; এবং তাঁকে শ্রেষ্ঠ শক্তি প্রদান করেন।" (ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপাতেই সাধক পরমধন লাভ করতে সমর্থ হন)।—ইত্যাদি ॥ ১৮ ঋক্—"সর্বপ্রাণীগণের পালক হে দেব! আপনার পূর্ণত্ববিধানের জ্যোতিঃ নিশ্চয়ই দিব্যদৃষ্টিদায়ক হয়; সেইজন্য অর্থৎ দিব্যদৃষ্টিপ্রদানের নিমিত্ত, আপনি আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাদের দিব্যদৃষ্টি প্রদান করুন)॥ ৩৪ ঋক্—"অভীষ্ট-ধনপ্রদ, সম্যক্ দীপ্যমান স্বপ্রকাশ, নির্মল শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সর্বব্যাপী জ্ঞানদেব, আমাদের কর্তৃক সম্পূজিত ও স্তুত হয়ে অর্থাৎ আমাদের দ্বারা সর্বথা অনুসৃত হয়ে, আমাদের শত্রুগণকে অর্থাৎ অজ্ঞানতারূপ আমাদের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু সকল শত্রুকে সংহার করুন।" (এই মন্ত্রে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু নানারকম শত্রুনাশের কামনা অর্থাৎ অজ্ঞান-অন্ধকারের নাশের কামনা প্রকাশ লাভ করেছে)।—ইত্যাদি ॥ ৩৫ ঋক্—"বিশ্বের মূল কারণস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ, আপন-আত্মায় স্থিত অর্থাৎ কূটস্থ পরমব্রহ্ম সত্যের (অথবা সৎকর্মের) আশ্রয়স্থান আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে লাভ করতে পারি)। [বস্তুতঃ, মূল প্রার্থনা—ব্রহ্মপ্রাপ্তি।...'অক্ষরে গর্ভে' পদ দু'টিতে কূটস্থ ব্রহ্মের স্বরূপ উপলক্ষিত হচ্ছে]—ইত্যাদি ॥ ৩৬ ঋক্—"সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী জ্ঞানস্বরূপ হে পরব্রহ্ম! যে পরমধন দ্যুলোকে দীপ্তি প্রাপ্ত হন সেই শক্তিদায়ক পরমধন আমাদের প্রদান করুন ।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)।—ইত্যাদি ॥ ৩৭ ঋক্—"সাধনার দ্বারা উৎপন্ন হে জ্ঞানদেব! পূজাপরায়ণ আমরা পরমরমণীয় আপনাকে অভিলক্ষ্য ক'রে প্রার্থনা যেন উচ্চারণ ক'রি।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই।...প্রতি মানুষের অন্তরে ভগবানদত্ত জ্ঞানবীজ আছে বটে, কিন্তু তাকে সাধনার দ্বারা পরিস্ফুট করতে হয়। তাই জ্ঞান—'সহস্কৃত')।—ইত্যাদি ॥ ৩৮ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! পরমমঙ্গলদায়ক জ্যোতির্ময় আপনার পরমশক্তিদায়ক কল্যাণ (অথবা আশ্রয়) যেন প্রাপ্ত হই।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের জ্ঞানশক্তির আশ্রয় লাভ ক'রি)।—ইত্যাদি ॥ ৩৯ ঋক্—"যে দেবতা প্রভূতশক্তিসম্পন্ন যোদ্ধাতুল্য রিপুনাশক এবং রক্ষাস্ত্রধারী ঊর্ধ্বগতিদায়ক অভীষ্টবর্ষক তুল্য, হে জ্ঞানদেব! সেই আপনি শত্রুদের আশ্রয়স্থান বিনাশ করুন।" (ভাব এই যে,—পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবন্ আমাদের রিপুনাশক হোন)।—ইত্যাদি ॥ ৪৩ সূক্ত—"দ্যোতমান হে অগ্নিদেব! আপনার ক্ষিপ্রগামী সত্যস্বরূপ যে ব্যাপক কিরণসমূহ আমাদের শীঘ্রই পরমার্থ প্রাপ্ত করায় (অর্থাৎ আপনার যে কিরণপ্রভাবে আমরা শীঘ্রই পরমার্থ লাভ ক'রি); আপনার সেই কিরণসমূহ আমাদের হৃদয়দেশে প্রোদ্ভাসিত করুন।" (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনার কিরণস্বরূপ শুদ্ধজ্ঞানের দ্বারাই আমরা যেন পরমার্থ লাভ করতে সমর্থ হই)।—ইত্যাদি ॥ ৪৪ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদের প্রাপ্ত হোন; আমাদের পূজা-আরাধনা গ্রহণের জন্য, এবং আমাদের হৃদয়স্থিত সদ্ভাব গ্রহণের জন্য সকল দেবভাব আমাদের প্রাপ্ত করান।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন দেবভাব লাভ ক'রি)।—ইত্যাদি ॥ ৪৫ ঋক্—"সজ্জনপালক হে জ্ঞানদেব! প্রকৃষ্টরূপে আমাদের হৃদয়কে উজ্জ্বল করুন; নিত্যতরুণ হে দেব! পরম জ্যোতির্ময় আপনি প্রভূত পরিমাণে জ্যোতিঃর সাথে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন।" (ভাব

এই যে,—আমরা যেন পরমজ্যোতির্ময় পরাজ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে আমাদের হৃদয়ে লাভ ক'রি)। ['ভারত' শব্দ 'ভৃ'-ধাতু-নিষ্পন্ন। 'ভৃ' ধাতুর অর্থ ভরণ করা, পোষণ করা। যিনি পোষণ করেন, সৎ-জনদের যিনি পালক, তিনিই 'ভারত'। 'অগ্নি' অর্থাৎ জ্ঞানদেবই সেই সৎ-জন-পোষক।...]। ইত্যাদি ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ, ত্রিপদা]

পিবা সোমমভি যমুগ্র তর্দ ঊর্বং গব্যং মহি গৃণান ইন্দ্র।
বি যো ধৃষ্ণো বধিষো বজ্রহস্ত বিশ্বা বৃত্রমমিত্রিয়া শবোভিঃ ॥ ১॥
স ঈং পাহি য ঋজীষী তরুত্রো বঃ শিপ্রবাগৃষভো যো মতীনাম্।
যো গোত্রভিদ্বজ্রভৃদ্যো হরিষ্ঠাঃ স ইন্দ্র চিত্রাঁ অভি তৃন্ধি বাজান্॥ ২॥
এবা পাহি প্রত্নথা মন্দতু ত্বা শ্রুধি ব্রহ্ম বাবৃধস্বোত গীর্ভিঃ।
আবিঃ সূর্যং কৃণুহি পীপিহীষো জহি শত্রূঁরভি গা ইন্দ্র তৃন্ধি॥ ৩॥
তে ত্বা মদা বৃহদিন্দ্র স্বধাব ইমে পীতা উক্ষয়ন্ত দ্যুমন্তম্।
মহামনূনং তবসং বিভূতিং মৎসরাসো জর্হৃষন্ত প্রসাহম্॥ ৪॥
যেভিঃ সূর্যমুষসং মন্দসানোঽবাসয়োঽপ দৃড়্হানি দর্দ্রৎ।
মহামদ্রিং পরি গা ইন্দ্র সন্তং নুত্থা অচ্যুতং সদসঃ পরি স্বাৎ॥ ৫॥
তব ক্রত্বা তব তদ্দংসানাভিরামাসু পক্বং শচ্যা নিদীধঃ।
ঔর্ণোর্দুর উস্রিয়াভ্যো বি দৃড়্হোদুর্বাদ্গা অসৃজো অঙ্গিরস্বান্ ॥ ৬॥
পপ্রাথ ক্ষাং মহি দংসো ব্যুবীমুপ দ্যামৃষ্বো বৃহদিন্দ্র স্তভায়ঃ।
অধারয়ো রোদসী দেবপুত্রে প্রত্নে মাতরা যহ্বী ঋতস্য॥ ৭॥
অধ ত্বা বিশ্বে পুর ইন্দ্র দেবা একং তবসং দধিরে ভরায়।
অদেবো যদভ্যৌহিষ্ট দেবান্ত্স্বর্ষাতা বৃণত ইন্দ্রমত্র॥ ৮॥
অধ দ্যৌশ্চিত্তে অপ সা নু বজ্রাদ্দ্বিতানমদ্ভিয়সা স্বস্য মন্যোঃ।
অহিং যদিন্দ্রো অভ্যোহসানং নি চিদ্বিশ্বায়ুঃ শয়থে জঘান॥ ৯॥
অধ ত্বষ্টা তে মহ উগ্র বজ্রং সহস্রভৃষ্টিং ববৃতচ্ছতাশ্রিম্।
নিকামমরমণসং যেন নবন্তমহিং সং পিণগৃজীষিন্॥ ১০॥
বর্ধান্যং বিশ্বে মরুতঃ সজোষাঃ পচচ্ছতং মহিষাঁ ইন্দ্র তুভ্যম্।
পূষা বিষ্ণুস্ত্রীণি সরাংসি ধাবন্ বৃত্রহণং মদিরমংশুমস্মৈ॥ ১১॥
আ ক্ষোদো মহি বৃতং নদীনাং পরিষ্ঠিতমসৃজ ঊর্মিমপাম্।
তাসামনু প্রবত ইন্দ্র পন্থাম্ প্রার্দয়ো নীচীরপসঃ সমুদ্রম্॥ ১২॥

এবা তা বিশ্বা চকৃবাংসমিন্দং মহামুগ্রমজুর্যং সহোদাম্।
সুবীরং ত্বা স্বায়ুধং সুবজ্রমা ব্রহ্ম নব্যমবসে ববৃত্যাৎ॥ ১৩॥
স নো বাজায় শ্রবস ইষে চ রায়ে ধেহি দ্যুমত ইন্দ্র বিপ্রান্।
ভরদ্বাজে নৃবত ইন্দ্র সূরীন্দিবি চ স্মৈধি পার্যে ন ইন্দ্র॥ ১৪॥
অয়া বাজং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! আপনি যে সোমপান করবার জন্য পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গোসমূহ প্রকাশিত করেছিলেন, অঙ্গিরাগণ কর্তৃক স্তূয়মান হয়ে সেই সোমরস পান করুন। হে শত্রুনিধনকারী বজ্রপাণি! আপনি বলসম্পন্ন হয়ে অখিল বিঘ্নকারী শত্রুকে সংহার করেছেন ॥ ১ ॥

হে নীরস সোমপায়ী, রক্ষাকারী, মনোজ্ঞহনু ও স্তোতৃগণের কামপূরক ইন্দ্র! আপনি এই সোমরস পান করুন। হে গোত্রভিৎ, বজ্রধর, অশ্বনিয়ন্তা ইন্দ্র! আপনি আমাদের নানারকম অন্ন প্রদান করুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি পুরাতন সোমের মতো এই সোম পান করুন। এটি আপনার হর্ষ উৎপাদন করুক। আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন এবং এর দ্বারা বর্ধিত হোন। সূর্যকে প্রকাশিত করুন, আমাদের অন্ন ভোজন করান, আমাদের শত্রুবর্গকে সংহার করুন এবং পণিগণ কর্তৃক অপহৃত ধেনুবৃন্দকে প্রকাশিত করুন ॥ ৩ ॥

হে অন্নসম্পন্ন ইন্দ্র! আপনি দীপ্তিশালী, এই সমস্ত পীত মাদক সোমরস আপনাকে বিশেষভাবে অভিষিক্ত করুক। বলশালী আপনি সর্বগুণে গুণবান, সমর্থ, বিচিত্র ও শত্রুনিধনকারী; মদকর এই সমস্ত সোমরস আপনার নিরতিশয় আনন্দ উৎপাদন করুক ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি সোমরসের দ্বারা উল্লাসিত হয়ে নিবিড় তমো ভেদ ক'রে সূর্য ও উষাকে স্থাপিত করেছেন এবং স্বস্থান হ'তে অবিচলিত ধেনুগণের চারিদিকে অবস্থিত মহা অদ্রি বিদারণ করেছেন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আপন জ্ঞান, কার্য ও শক্তির দ্বারা অপরিণত গোসমূহে পরিণত দুগ্ধ অর্পণ করেছেন। আপনি ধেনুবর্গের নির্গমনের জন্য দৃঢ় দ্বারসকল উদ্ঘাটিত করেছেন; আপনি অঙ্গিরাবর্গের সাথে সমবেত হয়ে গোষ্ঠ হ'তে ধেনুবৃন্দকে উন্মুক্ত করেছেন ॥ ৬ ॥

মহৎ কর্মের দ্বারা বিস্তীর্ণা পৃথিবী পূর্ণ করেছেন। আপনি বলশালী, আপনি বিশাল স্বর্গকে ধারণ ক'রে অবস্থান করছেন। আপনি পুরাতন মাতা ঋতের কন্যা ও দেবমাতা স্বর্গ ও পৃথিবী পোষণ করছেন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! যে সময়ে পাপিষ্ঠ বৃত্র দেববৃন্দকে আক্রমণ করেছিল, তখন সমস্ত দেবগণ যুদ্ধের জন্য বলশালী আপনাকে নিজেদের অগ্রে অধক্ষস্বরূপ স্থাপন করেছিলেন। মরুৎবর্গ সংগ্রামে ইন্দ্রের সহায়তা করেছিলেন ॥ ৮ ॥

যে সময়ে অন্নপ্রদাতা ইন্দ্র আক্রমণকারী অহিকে বধ ক'রে মহানিদ্রায় অভিভূত করলেন সেই সময়ে স্বর্গ আপনার বজ্র ও ক্রোধ এই উভয়ের ভয়ে অবসন্ন হয়েছিল ॥ ৯ ॥

হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! ত্বষ্টা আপনার জন্য সহস্রধার ও শতপর্ব বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। হে স্বজীষ সোমপায়ী ইন্দ্র! তার দ্বারা আপনি উগ্রকাম, উদ্ধত প্রকৃতি, বিকট শব্দকারী অহিকে নিষ্পিষ্ট

করেছেন ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! অখিল মরুৎবর্গ সম্প্রীতিভাজন হয়ে আপনাকে স্তোত্রের দ্বারা বর্ধিত করেন, আপনার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন এবং মদকর শত্রুনাশক সোমপূর্ণ তিনটি নদী প্রবাহিত হোক ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বৃত্র কর্তৃক সমাচ্ছাদিত নদী সকলের প্রকাণ্ড বারিরাশি উন্মুক্ত করেছেন; আপনি জলরাশি মুক্ত করেছেন। আপনি সেই সমস্ত নদীকে নিম্নপথে প্রবাহিত করেছেন; আপনি বেগবান্ সলিলরাশিকে সমুদ্রে নীত ক'রেছেন ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র! এইভাবে আপনি সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠানকারী, ঐশ্বর্যশালী, মহান্, ওজস্বী, ক্ষয়রহিত, বলপ্রদাতা, শোভন সন্ততিমান্, অস্ত্রধারী ও বজ্রধর; আপনাকে আমাদের নবীন স্তোত্র আমাদের রক্ষা করণে প্রবর্তিত করুক ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা দীপ্তিসম্পন্ন ও মেধাবী; আপনি আমাদের বল, পুষ্টি, অন্ন ও ধনলাভের নিমিত্ত আশ্রয় প্রদান করুন। পরিচারকগণের সাথে ভরদ্বাজকে স্তবকারী পুত্রপৌত্র ইত্যাদি প্রদান করুন এবং ভবিষ্যতে আমাদের রক্ষক হোন ॥ ১৪ ॥

আমরা যেন এই স্তুতির দ্বারা দীপ্তিশালী ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত অন্ন লাভ ক'রি, আমরা যেন উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সম্পন্ন হয়ে শত হেমন্ত সুখভোগ ক'রি ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১১ ঋকেও মহিষ পাকের উল্লেখ আছে। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ। প্রসঙ্গতঃ এই সূক্তের শেষ ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত অনুবাদ ও মন্তব্য অনুধাবনীয়। যথা,— "ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা আমরা যেন ভগবৎপ্রদত্ত সৎকর্মসাধনসামর্থ্য লাভ করতে পারি; সৎকর্মসাধক হয়ে আমরা যেন অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি।" (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় সৎকর্মসমন্বিত হয়ে আমরা যেন অনন্তজীবন লাভ ক'রি)। [ঐকান্তিক ব্যাকুলতার সাথে প্রার্থনা করলে, নিজের যত কিছু অপরাধ, তাঁর চরণে নিবেদন করলে, ভগবান্ কৃপা ক'রে মানুষকে তার অভীষ্ট প্রদান করেন]—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

তমু ষ্টুহি যো অভিভূত্যোজা বন্বন্নবাতঃ পুরুহূত ইন্দ্রঃ।
অষাড়্হমুগ্রং সহমানমাভি গীর্ভির্বর্ধ বৃষভং চর্ষণীনাম্ ॥ ১ ॥
স যুধ্মঃ সত্বা খজকৃৎসমদ্বা তুবিম্রক্ষো নদনুমাঁ ঋজীষী।
বৃহদ্রেণুশ্চ্যবনো মানুষীণামেকঃ কৃষ্টীনামভবৎসহাবা ॥ ২ ॥
ত্বং হ নু ত্যদদময়ো দস্যূঁরেকঃ কৃষ্টীরবনোরার্যায়।
অস্তি স্বিন্নু বীর্যং তত্ত ইন্দ্র ন স্বিদস্তি তদৃতুথা বি বোচঃ ॥ ৩ ॥

সদিদ্ধি তে তুবিজাতস্য মন্যে সহঃ সহিষ্ঠ তুরতস্তুরস্য।
উগ্রমুগ্রস্য তবসস্তবীয়োঽরধ্রস্য রধ্রতুরো বভূব॥ ৪॥
তন্নঃ প্রত্নং সখ্যমস্তু যুষ্মে ইত্থা বদদ্ভি র্বলমঙ্গিরোভিঃ।
হন্নচ্যুতচুদ্দস্মেষয়ন্তমৃণোঃ পুরো বি দুরো অস্য বিশ্বাঃ॥ ৫॥
স হি ধীভির্হব্যো অস্ত্যুগ্র ঈশানকৃন্মহতি বৃত্রতূর্যে।
স তোকসাতা তনয়ে স বজ্রী বিতন্তসায্যো অভবৎ সমৎসু॥ ৬॥
স মজ্মনা জনিম মানুষাণামমর্ত্যেন নাম্নাতি প্র সর্স্রে।
স দ্যুম্নেন স শবসোত রায়া স বীর্যেণ নৃতমঃ সমোকাঃ॥ ৭॥
স যো ন মুহে ন মিথূ জনো ভূৎসুমন্তুনামা চুমুরিং ধুনিং চ।
বৃণক্পিপ্রুং শম্বরং শুষ্ণমিন্দ্রঃ পুরাং চ্যৌত্নায় শয়থায় নু চিৎ॥ ৮॥
উদাবতা ত্বক্ষসা পন্যসা চ বৃত্রহত্যায় রথমিন্দ্র তিষ্ঠ।
ধিষ্ব বজ্রং হস্ত আ দক্ষিণত্রাভি প্র মন্দ পুরুদত্র মায়াঃ॥ ৯॥
অগ্নি র্ন শুষ্কং বনমিন্দ্র হেতী রক্ষো নি ধক্ষ্যশনি র্ন ভীমা।
গম্ভীরয় ঋষ্বয়া যো রুরোজাধ্বানয়দ্দুরিতা দম্ভয়চ্চ॥ ১০॥
আ সহস্রং পথিভিরিন্দ্র রায়া তুবিদ্যুম্ন তুবিবাজেভি রর্বাক্।
যাহি সূনো সহসো যস্য নূ চিদদেব ঈশে পুরুহূত যোতোঃ॥ ১১॥
প্র তুবিদ্যুম্নস্য স্থবিরস্য ঘৃষ্বের্দিবো ররপ্শে মহিমা পৃথিব্যাঃ।
নাস্য শত্রুর্ন প্রতিমানমস্তি ন প্রতিষ্ঠিঃ পুরুমায়স্য সহ্যোঃ॥ ১২॥
প্র তত্তে অদ্যা করণং কৃতং ভূৎকুৎসং যদায়ুমতিথিগ্বমস্মৈ।
পুরূ সহস্রা নি শিশা অভি ক্ষামুত্তূর্বয়াণং ধৃষতা নিনেথ॥ ১৩॥
অনু ত্বাহিঘ্নে অধ দেব দেবা মদন্বিশ্বে কবিতমং কবীনাম্।
করো যত্র বরিবো বাধিতায় দিবে জনায় তন্বে গৃণানঃ॥ ১৪॥
অনু দ্যাবাপৃথিবী তত্ত ওজোঽমর্ত্যা জিহত ইন্দ্র দেবাঃ
কৃষ্বা কৃত্নো অকৃতং যত্তে অস্ত্যুক্থং নবীয়ো জনয়স্ব যজ্ঞৈঃ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ভরদ্বাজ! তুমি অভিভবকারী, তেজবিশিষ্ট, শত্রুনিধনকারী, অধৃষ্য ও বহুলোকের আহূত ইন্দ্রেরই স্তব করো; তুমি এই সমস্ত স্তোত্রের দ্বারা অপ্রতিহতপ্রভাব, ওজস্বী, শত্রুবিজয়ী ও মানবগণের অভীষ্টপূরক ইন্দ্রের সম্বর্ধনা করো ॥১॥

তিনি যোদ্ধা, দানশীল, যুদ্ধব্যাপৃত, সহানুবুদ্ধিসম্পন্ন, বহুলোকের উপকারক, শব্দকারী, ঋজীষ, সোমপায়ী, সংগ্রামে ধূলি উত্থাপক, বলশালী এবং মনুর সন্তানবর্গের প্রধান রক্ষাকারী ॥২॥

হে ইন্দ্র! আপনি দস্যুবর্গকে শীঘ্র স্ববশে আনয়ন করেছেন এবং আপনিই প্রধানত আর্যবর্গকে পুত্র দাস ইত্যাদি প্রদান করেছেন। হে ইন্দ্র! আপনার সেইরকম বীর্য আছে। আপনি সময়ে সময়ে সেই বীর্যের পরিচয় প্রদান করবেন ॥৩॥

তথাপি হে বলবত্তম ইন্দ্র! আপনি বহুযজ্ঞে প্রাদুর্ভূত ও আমার শত্রুবর্গের হিংসাকারী; আপনার সেইরকম প্রচণ্ড ও প্রবৃদ্ধ বল আছে, আমি এইরকম বিশ্বাস করি। কারণ আপনি ওজস্বী, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, শত্রুবর্গের অজেয়, অন্যের অজেয় শত্রুগণের নিধনকারী ॥ ৪ ॥

হে অবিচলিত পর্বত ইত্যাদির সঞ্চালনকারী, মনোজ্ঞদর্শন ইন্দ্র! আমাদের পুরাতন বন্ধুত্ব যেন চিরস্থায়ী হয়। আপনি স্তবকারী অঙ্গিরাবর্গের সাথে অস্ত্র নিক্ষেপকারী বলকে বধ করেছেন এবং তার নগর ও নগরের দ্বারগুলি উদ্ঘাটিত করেছেন ॥ ৫ ॥

ওজস্বী, স্তোতৃবর্গের সামর্থ্যবিধায়ী ইন্দ্র, মহাসংগ্রামে আহ্বানের যোগ্য; বজ্রধারী ও সংগ্রামে স্তোত্রের দ্বারা বিশিষ্টভাবে বন্দনীয় সেই ইন্দ্র পুত্র ও পৌত্রগণের লাভের জন্যও বন্দনীয় হন ॥ ৬ ॥

তিনি অক্ষর, শত্রুদমনকারী ও বলের দ্বারা মানবজন্মের উন্নতিসাধন করেছেন। নেতৃশ্রেষ্ঠ সেই ইন্দ্র কীর্তি, বল, ধন ও বীরত্বের সাথে একত্র অবস্থিতি করেন ॥ ৭ ॥

যিনি কখনও হতবুদ্ধি হননি, যিনি কখনও নিষ্ফল বস্তুর উৎপাদক হননি, প্রসিদ্ধনামা যিনি শত্রুবর্গের পুরীনাশে এবং নিধনে বিশেষ সচেষ্ট; হে ইন্দ্র! সেই আপনি চুমুরি, ধুনি, পিপ্রু, শবর ও শুষ্ণকে সংহার করেছেন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি ঊর্ধ্বগামী, শত্রুত্রাসকারী, প্রশস্যতর বল সহকারে সংহারের জন্য রথের উপর আরোহণ করুন। দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ করুন। হে ধনপ্রদাতা, আপনি গমনপূর্বক শত্রুবর্গের মায়া একবারে উচ্ছেদ করুন ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! অগ্নি যেমন নীরস বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করে, সেইরকম আপনার বজ্র শত্রু সংহার করে, আপনি বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর। আপনি নিঃশেষরূপে রাক্ষস সকলকে ভস্মসাৎ করেন। আপনি অনিবার্য ও বিপুল বজ্রের দ্বারা শত্রুগণকে পেষণ করেছেন, সিংহনাদ করেছেন এবং সমস্ত দুরিত নষ্ট করেছেন ॥ ১০ ॥

হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন, বহুলোকের বন্দনীয় শক্তিপুত্র ইন্দ্র! কেউ বলের দ্বারা আপনাকে বিযুক্ত করতে সমর্থ হয় না। আপনি অসংখ্য বলশালী, বাহনের দ্বারা ধন সহকারে আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ১১ ॥

ঐশ্বর্যশালী, শত্রুনিহন্তা প্রাচীন ইন্দ্রের মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবীর মাহাত্ম্য অতিক্রম করেছে। এই ইন্দ্রের প্রতিপক্ষ, উপমান অথবা আদর্শ নেই ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি কুৎস, আয়ুত্ত, অতিথিগ্ব দিবোদাস এই তিন জনের জন্য যে মহৎ কার্য সাধন করেছেন, তা আজও প্রকাশিত আছে; আপনি অতিথিগ্বকে বহু সহস্র ধন প্রদান করেছেন, এবং বিজয়ী বজ্রের দ্বারা পৃথিবীস্থিত দ্রুতগামী অতিথিগ্বকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করেছেন ॥ ১৩ ॥

হে দীপ্তিসম্পন্ন! অখিলস্তোতৃগণ অহি সংহারের জন্য আপনার স্তব করেছেন। স্তোতৃবর্গের স্তবে প্রসন্ন হয়ে আপনি দারিদ্র্যপীড়িত যজমান ও তাঁর পুত্রকে ধন প্রদান করেছেন ॥ ১৪ ॥

হে ইন্দ্র! স্বর্গ, পৃথিবী ও অমর দেববৃন্দ আপনার বল স্বীকার করেন। হে বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! আপনি অসম্পাদিত কার্যের অনুষ্ঠান করুন এবং আপনার যজ্ঞসমূহে নূতন স্তোত্রের বিধান করুন ॥ ১৫ ॥

টীকা — ৩ ঋকে আর্যকর্তৃক দস্যুর বশীকরণের পরিচয় পাওয়া যায়।—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ, অর্থাৎ এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের প্রচুর সুযোগ আছে।

◆ ◆

— ১৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মহাঁ ইন্দ্রো নৃবদা চর্ষণি প্রা উত দ্বিবর্হা অমিনঃ সহোভিঃ ।
অস্মদ্র্যগ্বাবৃধে বীর্যায়োরুঃ পৃথুঃ সুকৃতঃ কর্তৃভি র্ভূৎ ॥ ১॥
ইন্দ্রমেব ধিষণা সাতয়ে ধাদ্বৃহন্তমৃষ্বমজরং যুবানম্।
অষাড়্হেন শবসা শূশুবাংসং সদ্যশ্চিদ্যো বাবৃধে অসামি॥ ২॥
পৃথু করস্না বহুলা গভস্তী অস্মদ্র্যক্সং মিমীহি শ্রবাংসি।
যূথেব পশ্বঃ পশুপা দমূনা অস্মাঁ ইন্দ্রাভ্যা ববৃৎস্বাজৌ॥ ৩॥
তং ব ইন্দ্রং চতিনমস্য শাকৈরিহ নূনং বাজয়ন্তো হুবেম।
যথা চিৎপূর্বে জরিতার আসুরনেদ্যা অনবদ্যা অরিষ্টাঃ॥ ৪॥
ধৃতব্রতো ধনদাঃ সোমবৃদ্ধঃ স হি বামস্য বসুনঃ পুরুক্ষুঃ।
সং জগ্মিরে পথ্যা রায়ো অস্মিন্ত্ সমুদ্রে ন সিন্ধবো যাদমানাঃ॥ ৫॥
শবিষ্ঠং ন আ ভর শূর শব ওজিষ্ঠমোজো অভিভূত উগ্রম্।
বিশ্বা দ্যুম্না বৃষ্ণ্যা মানুষাণামস্মভ্যং দা হরিবো মাদয়ধ্যৈ॥ ৬॥
যস্তে মদঃ পৃতনাষালমৃধ্র ইন্দ্র তং ন আ ভর শূশুবাংসম্।
যেন তোকস্য তনয়স্য সাতৌ মংসীমহি জিগীবাংসস্ত্বোতাঃ॥ ৭॥
আ নো ভর বৃষণং শুষ্মমিন্দ্র ধনস্পৃতং শূশুবাংসং সুদক্ষম্।
যেন বংসাম পৃতনাসু শত্রূন্তবোতিভিরুত জামীঁরজামীন্॥ ৮॥
আ তে শুষ্মো বৃষভ এতু পশ্চাদোত্তরাদধরাদা পুরস্তাৎ।
আ বিশ্বতো অভি সমেত্বর্বাঙিন্দ্র দ্যুম্নং স্বর্বদ্ধেহ্যস্মে॥ ৯॥
নৃবত্ত ইন্দ্র নৃতমাভিরূতী বংসীমহি বাং শ্রোমতেভিঃ।
ইক্ষে হি বস্ব উভয়স্য রাজন্ধা বস্নং মহি স্থূরং বৃহন্তম্॥ ১০॥
মরুত্বন্তং বৃষভং বাবৃধানমকবারিং দিব্যং শাসমিন্দ্রম্।
বিশ্বাসাহমবসে নূতনায়োগ্রং সহোদামিহ তং হুবেম॥ ১১॥
জনং বজ্রিন্মহি চিন্মন্যমানমেভ্যো নৃভো রন্ধয়া যেষ্বস্মি।
অধা হি ত্বা পৃথিব্যাং শূরসাতৌ হবামহে তনয়ে গোষ্বপ্সু॥ ১২॥
বয়ংত এভি পুরুহূত সখ্যৈঃ শত্রোঃ শত্রোরুত্তর ইৎস্যাম।
ঘ্নন্তো বৃত্রাণ্যুভয়ানি শূর রায়া মদেম বৃহতা ত্বোতাঃ॥ ১৩॥

মন্ত্রার্থ — রাজার মতো জনগণের অভীষ্টপূরক, প্রভূত বলশালী ইন্দ্র এইস্থানে আগমন করুন। স্বর্গ ও মর্ত্য উভয় লোকের উপর বিস্তৃতপরাক্রম এবং শত্রু বলের দ্বারা অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র যেন আমাদের নিকট বীরত্ব প্রকাশের জন্য বৃদ্ধি লাভ করেন। তিনি বিপুলদেহ ও প্রখ্যাতগুণ, যজমানবৃন্দ যেন তাঁর সমুচিত পরিচর্যা করেন ॥ ১ ॥

মহান্, দ্রুতগামী, অক্ষয়, নিত্যতরুণ, অজেয়, বলে বলবান্ ও ব্রতবর্ধনশীল ইন্দ্রকে আমাদের স্তোত্র দানের জন্য উত্তেজিত করে ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অন্নদানের জন্য আমাদের অভিমুখে আপনার বিস্তীর্ণ, কর্মক্ষম ও দানশীল করদ্বয় প্রসারিত করুন। হে জিতেন্দ্রিয়! পশুপালক যেমন পশুযূথকে সঞ্চারিত করে, সেইরকম আপনি সংগ্রামে আমাদের সঞ্চারিত করবেন ॥ ৩ ॥

আমরা অন্নের অভিলাষী হয়ে এই যজ্ঞে বলবান্ সহায় মরুৎগণের সাথে শত্রুনিহন্তা, প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের স্তব করছি। হে ইন্দ্র! আপনার প্রাচীন স্তোতৃবর্গের মতো আমরাও যেন অনিন্দ্য, পাপরহিত ও অহিংসিত হই ॥ ৪ ॥

নদীসমূহ যেমন প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরকম সমুদায় হিতকর, ধনব্রত, রক্ষক, ধনদাতা, সোমরসপ্রবৃদ্ধ, বাঞ্ছিত ধনের অধিপতি ও অন্নদাতা সেই ইন্দ্রে সমবেত হয় ॥ ৫ ॥

হে পরাক্রমশালী ইন্দ্র! আপনি আমাদের প্রকৃষ্টতম বল প্রদান করুন। হে শত্রুবিজয়ী! আমাদের দুঃসহ ও ওজস্বীতম দীপ্তি প্রদান করুন। হে অশ্বাধিপতি! আপনি আমাদের সুখ বিধানের জন্য মানবগণের ভোগের উপযোগী সমুজ্জ্বল ও বলকারক সমুদায় ধন আমাদের অর্পণ করুন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের শত্রুসৈন্যবিজয়ী ও অনিবার্য সেই উল্লাস প্রদান করুন। আপনা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে আমরা বিজয়লাভ ক'রে সেই উল্লাসবশতঃ পুত্রপৌত্রলাভের জন্য আপনার স্তব করতে পারবো ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের অর্থ-উৎপাদক, শক্তিবিধায়ক, প্রভূত বল প্রদান করুন। আপনার দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা সংগ্রামে কি আত্মীয়, কি অপরিচিত, সমস্ত শত্রুকে সেই বলের দ্বারা সংহার করতে সমর্থ হবো ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! তেজোবিধায়ী আপনার বল পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বভাগ হ'তে যেন আমাদের অভিমুখে আগমন করে। এ যেন প্রতিদিক হ'তে আমাদের নিকট আগমন করে। আপনি সর্বরকম সুখের সাথে ধন প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনার রক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়ে পরিচারকবৃন্দ ও কীর্তি সহকারে অভিলষিত ধন উপভোগ করছি। হে ইন্দ্র! আপনি স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয় ধনের অধিপতিস্বরূপ বিরাজ করছেন, অতএব আপনি আমাদের মহৎ, অসীম এবং মহামূল্য রত্ন প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

আমরা অভিনব রক্ষার নিমিত্ত এই যজ্ঞে সেই ইন্দ্রের আহ্বান করছি। তিনি মরুৎগণ সমবেত, অভীষ্টবর্ষী, সমৃদ্ধ, শত্রুর দ্বারা অকদর্থিত, দীপ্তিমান্, শাসনকারী, সর্বাভিভাবী, প্রচণ্ড ও বলপ্রদ ॥ ১১ ॥

হে বজ্রধর! আমি যে শ্রেণীভুক্ত সেই শ্রেণীর লোক অপেক্ষা যে ব্যক্তি আপনাকে মহৎ ব'লে বোধ করে, তাকে খর্ব করুন। সম্প্রতি আমরা আপনাকে যুদ্ধকালে এবং পুত্র পশু ও উদক লাভের জন্য আহ্বান ক'রি ॥ ১২ ॥

হে বহুলোকের বন্দনীয় ইন্দ্র! আমরা যেন এই সমস্ত বজ্রকার্যের দ্বারা আপনার সাথে সমুদয় শত্রু সংহারপূর্বক তাদের অপেক্ষা প্রবল হই। হে বীর আমরা যেন আপনার দ্বারা রক্ষিত হয়ে অতুল ঐশ্বর্যের দ্বারা সুখী হই ॥ ১৩॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, বিরাট্]

দ্যৌর্ন য ইন্দ্রাভি ভূমার্যস্তস্থৌ রয়িঃ শকসা পৃৎসু জনান্।
তং ন সহস্রভরমুর্বরাসাং দদ্ধি সূনো মহসো বৃত্রতুরম্ ॥ ১॥
দিবো ন তুভ্যমম্বিন্দ্র সত্রাসূর্যং দেবেভির্ধায়ি বিশ্বম্।
অহিং যদ্বৃত্রমপো বব্রিবাংসং হন্নৃজীষিন্বিষ্ণুনা সচানঃ॥ ২॥
তূর্বন্নোজীয়ান্তবসস্তবীয়ান্ কৃতব্রহ্মেন্দ্রো বৃদ্ধমহাঃ।
রাজাভবন্মধুনঃ সোম্যস্য বিশ্বাসাং যৎপুরাং দর্ত্নুমাবৎ॥ ৩॥
শতৈরপদ্রৎপণয় ইন্দ্রাত্র দশোণয়ে কবয়েঽর্কসাতৌ।
বধৈঃ শুষ্ণস্যাশুষস্য মায়াঃ পিত্বো নারিরেচীৎকিং চন প্র॥ ৪॥
মহো দ্রুহো অপ বিশ্বায়ু ধায়ি বজ্রস্য যৎপতনে পাদি শুষ্ণঃ।
উরু ষ সরথং সারথয়ে করিন্দ্রঃ কুৎসায় সূর্যস্য সাতৌ॥ ৫॥
প্র শ্যেনো ন মদিরমংশুমস্মৈ শিরো দাসস্য নমুচে র্মথায়ন্।
প্রাবন্নমীং সাপ্যং সসন্তং পৃণগ্রায়া সমিষা সং স্বস্তি॥ ৬॥
বি পিপ্রোরহিমায়স্য দৃড়্হাঃ পুরো বজ্রিঞ্ছবসা ন দর্দঃ।
সুদামন্তদ্রেক্ণো অপ্রমৃষ্যমৃজিশ্বনে দাত্রং দাশুষে দাঃ॥ ৭॥
স বেতসুং দশমায়ং দশোণিং তূতুজিমিন্দ্রঃ স্বভিষ্টিসুম্নঃ।
আ তুগ্রং শশ্বদিভং দ্যোতনায় মাতুর্ন সীমুপ সৃজা ইয়ধ্যৈ॥ ৮॥
স ঈং স্পৃধো বনতে অপ্রতীতো বিভ্রদ্বজ্রং বৃত্রহণং গভস্তৌ।
তিষ্ঠদ্ধরী অধ্যস্তেব গর্তে বচোযুজা বহত ইন্দ্রমৃষ্বম্॥ ৯॥
সনেম তেঽবসা নব্য ইন্দ্র প্র পূরবঃ স্তবন্ত এনা যজ্ঞৈঃ।
সপ্ত যৎপুরঃ শর্ম শারদীর্দর্দ্ধন্দাসীঃ পুরুকুৎসায় শিক্ষন্॥ ১০॥
ত্বং বৃধ ইন্দ্র পূর্ব্যো ভূর্বরিবস্যন্নুশনে কাব্যায়।
পরা নববাস্তুমনুদেয়ং মহে পিত্রে দদাথ সং নপাতম্॥ ১১॥

ত্বং ধুনিরিন্দ্র ধুনিমতী র্ঋণোরপঃ সীরা ন স্রবন্তীঃ।
প্র যৎ সমুদ্রমতি শুর পর্ষি পারয়া তুর্বশং যদুং স্বস্তি॥ ১২॥
তব হ ত্যদিন্দ্র বিশ্বমাজৌ সস্তো ধুনীচুমুরী যা হ সিম্বপ্।
দীদয়দিত্তুভ্যং সোমেভিঃ সুম্বন্দভীতিরিধ্মভৃতিঃ পক্থ্যর্কৈঃ॥ ১৩॥

মন্ত্রার্থ — হে শক্তিপুত্র ইন্দ্র! আপনি আমাদের সহস্ররকম ধন ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের অধিকার ও শত্রুনিহন্তা একটি পুত্র প্রদান করুন। সূর্য যেমন আপন দীপ্তির দ্বারা পৃথিবীকে আক্রমণ করেন, সেইরকম সেই পুত্ররূপ ধন সংগ্রামে বলের দ্বারা শত্রুগণকে আক্রমণ করতে সমর্থ হবে ॥ ১ ॥

বস্তুতঃ হে ইন্দ্র! স্তোতৃবর্গ স্তোত্রের দ্বারা সূর্যের মতো আপনাকে সমস্ত বল অর্পণ করেছেন। হে ঋজীষ সোমপায়ী ইন্দ্র! আপনি বিষ্ণুর সাথে মিলিত হয়ে সেই বলের দ্বারা বারিনিরোধক অহি বৃত্রকে বধ করেছেন ॥ ২ ॥

যে সময়ে হিংসকবৃন্দের হিংসাকারী, নিরতিশয় ওজস্বী, বলবত্তম, অন্নদাতা ও প্রবৃদ্ধ-তেজা ইন্দ্র শত্রুপুরীসমূহের বিদারক বজ্র প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি মধুর সোমরসের অধিপতি হলেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! রণস্থলে বহুহব্য প্রদাতা, আপনার সহায়ভূত মেধাবী কুৎস হ'তে ভীত হয়ে পণিগণ শত সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়ন করেছিল। তিনি বলশালী শুষ্ণের কপটতা আয়ুধের দ্বারা খর্ব ক'রে সমস্ত অন্ন আত্মসাৎ করেছিলেন ॥ ৪ ॥

যখন বজ্র পতনে শুষ্ণ প্রাণত্যাগ করলো তখন মহা পীড়নকারী শুষ্ণের সমগ্র বল বিনষ্ট হলো এবং ইন্দ্র সূর্যের পূজার জন্য আপন সারথীভূত কুৎসের ব্যবহারের জন্য আপন রথ বিস্তৃত করলেন ॥ ৫ ॥

যে সময়ে উপদ্রবকারী নমুচির মস্তক চূর্ণ ক'রে এবং সয়ের পুত্র নিদ্রিত নমীকে রক্ষা ক'রে অক্ষয় ধন ও অন্নের দ্বারা তাঁকে যোজিত করলেন, তখন শ্যেনপক্ষী ইন্দ্রের নিকট মদকর সোম বহন করেছিল ॥ ৬ ॥

হে বজ্রধর! আপনি দুরন্ত মায়াবী পিপ্রুর সুদৃঢ় নগরীসমূহ বলের দ্বারা বিদারিত করেছেন। হে বদান্য ইন্দ্র! আপনি হব্যরূপ ধনপ্রদাতা রাজর্ষি ঋজিশ্বাকে অক্ষয় ধন প্রদান করেছেন ॥ ৭ ॥

অভিলষিত সুখদাতা ইন্দ্র বেতসু, দশোনি, তূতুজি, তুগ্র এবং ইভকে মাতার নিকট পুত্রের মতো রাজা দোতনের নিকট সর্বদা প্রশান্তভাবে গমন করতে বাধ্য করেছিলেন ॥ ৮ ॥

অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র, হস্তে শত্রুনাশক বজ্র ধারণপূর্বক স্পর্ধাকারী শত্রুগণের সংহার করেন। বীর যেমন রথে আরোহণ করে, সেইরকম তিনি আপন দুই অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করেন। বলামাত্রে নিযুক্ত তাঁর অশ্বদ্বয় মহেন্দ্রকে বহন করে ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনার রক্ষার দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে নূতন ধন প্রার্থনা করছি। আপনি যজ্ঞবিঘাতকবৃন্দকে নষ্ট ক'রে পুরুকুৎসকে ধন প্রদান পুরঃসর বজ্রের দ্বারা শরতের সপ্তপুরী বিদারিত করেছেন, মানবগণ যজ্ঞে এই স্তোত্রের দ্বারা আপনার স্তব করেন ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি ধনার্থী হয়ে কবিপুত্র উশনার প্রাচীন উপকারক হয়েছেন। আপনি নববাস্তুকে বধ ক'রে ক্ষমতাশালী পিতা উশনার নিকট আপনার দেয় পুত্রকে সমর্পণ করেছেন ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি শত্রুবর্গের কম্পনবিধায়ী, আপনি ধুনিকর্তৃক নিরুদ্ধ বারিরাশিকে বেগবতী

নদীসমূহের মতো প্রবাহিত করিয়েছেন। হে বীর! যে সময়ে আপনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তখন সমুদ্রের পারে অবস্থিত তুর্বশ ও যদুকে সমুদ্র পার করিয়েছিলেন ॥ ১২॥

হে ইন্দ্র! সংগ্রামে এ সমস্ত আপনারই কার্য। আপনি সুপ্তধুনি ও চুমুরিকে মহানিদ্রায় অভিভূত করেছেন। তারপরে দভীতি নামক রাজর্ষি সোমাভিষব, হব্যপাক ও ইন্ধন সঞ্চয় ক'রে হব্যরূপ অন্নের দ্বারা আপনার পরিচর্যা করেছিলেন ॥ ১৩॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆◆

— ২১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র, কিন্তু নবম ও একাদশ ঋকে বিশ্বদেবগণ। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উমা উ ত্বা পুরুতমস্য কারোর্হব্যং বীর হব্যা হবন্তে।
ধিয়ো রথেষ্ঠামজরং নবীয়ো রয়ি র্বিভূতিরীয়তে বচস্যা ॥ ১॥
তমু স্তুষ ইন্দ্রং যো বিদানো গির্বাহসং গীর্ভির্যজ্ঞবৃদ্ধম্।
যস্য দিবমতি মহ্না পৃথিব্যাঃ পুরুমায়স্য রিরিচে মহিত্বম্॥ ২॥
স ইত্তমোঽবয়ুনং ততন্বৎ সূর্যেণ বয়ুনবচ্চকার।
কদা তে মর্তা অমৃতস্য ধামেয়ক্ষন্তো ন মিনন্তি স্বধাবঃ॥ ৩॥
যস্তা চকার স কুহ স্বিদিন্দ্রঃ কমা জনং চরতি কাসু বিক্ষু।
কস্তে যজ্ঞো মনসে শং বরায় কো অর্ক ইন্দ্র কতমঃ স হোতা॥ ৪॥
ইদা হি তে বেবিষতঃ পুরাজাঃ প্রত্নাস আসুঃ পুরুকৃৎসখায়ঃ।
যে মধ্যমাস উত নূতনাস উতাবমস্য পুরুহূত বোধি॥ ৫॥
তং পৃচ্ছন্তোঽবরাসঃ পরাণি প্রত্না ত ইন্দ্র শ্রুত্যানু যেমুঃ।
অর্চামসি বীর ব্রহ্মবাহো যাদেব বিদ্ম তাত্ত্বা মহান্তম্॥ ৬॥
অভি ত্বা পাজো রক্ষসো বিতস্থে মহি যজ্ঞানমভি তৎসু তিষ্ঠ।
তব প্রত্নেন যুজ্যেন সখ্যা বজ্রেণ ধৃষ্ণো অপ তা নুদস্ব॥ ৭॥
স তু শ্রুধীন্দ্র নূতনস্য ব্রহ্মণ্যতো বীর কারুধায়ঃ।
ত্বং হ্যাপিঃ প্রদিবি পিতৃণাং শশ্বদ্বভূথ সুহব এষ্টৌ॥ ৮॥
প্রোতয়ে বরুণং মিত্রমিন্দ্রং মরুতঃ কৃষ্বাবসে নো অদ্য।
প্র পূষণং বিষ্ণুমগ্নিং পুরন্ধিং সবিতারমোষধীঃ পর্বতাংশ্চ॥ ৯॥
ইম উ ত্বা পুরুশাক প্রযজ্যো জরিতারো অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
শ্রুধী হবমা হুবতো হুবানো ন ত্বাবাঁ অন্যো অমৃত ত্বদস্তি॥ ১০॥

নূ ম আ বাচমুপ যাহি বিদ্বান্বিশ্বেভিঃ সূনো সহসো যজত্রৈঃ।
যে অগ্নিজিহ্বা ঋতসাপ আসুর্যে মনুং চক্রুরুপরং দসায়॥ ১১॥
স নো বোধি পুর এতা সুগেষূত দুর্গেষু পথিকৃদ্বিদানঃ।
যে অশ্রমাস উরবো বহিষ্ঠাস্তেভির্ন ইন্দ্রাভি বক্ষি বাজম্॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে বীর ইন্দ্র। আপনি রথারূঢ়, অক্ষয় ও নবীনতর। একান্ত অভিলাষ, স্তবকারী ভরদ্বাজের এই সমস্ত উৎকৃষ্ট স্তোত্র আপনাকে আহ্বান করছে। শ্রেষ্ঠ ও ঐশ্বর্যহেতু ধন আপনার নিকট উপস্থিত হচ্ছে ॥ ১ ॥

যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি স্তোত্রের দ্বারা প্রসন্ন ও যজ্ঞের দ্বারা উদ্ভাসিত হন, যিনি নানারকম জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁর মাহাত্ম্য স্বর্গ ও পৃথিবীর মাহাত্ম্য অতিক্রম করে, আমি সেই ইন্দ্রের স্তব ক'রি ॥ ২ ॥

সেই ইন্দ্রই অপ্রকাশিত বিস্তীর্ণ অন্ধকার, সূর্যের দ্বারা প্রকাশিত করেছেন। হে বলশালী অবিনশ্বর ইন্দ্র! যে কোন সময়ে মর্ত্যগণ আপনার বসতির যাগ করতে অভিলাষ করে, তারা কখনই কাউকেও হিংসা করে না ॥ ৩ ॥

যে ইন্দ্র এই সমস্ত কার্য করেছেন, তিনি কোন্ স্থানে এবং কোন্ লোকের মধ্যে আছেন? হে ইন্দ্র! কিরকম যজ্ঞ আপনার হৃদয়ের প্রীতিকর? কোন্ স্তোত্র আপনাকে প্রসন্ন করতে সমর্থ? কোন্ হোতাই বা আপনার প্রীতি বিধানে সমর্থ? ॥ ৪ ॥

হে বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! পূর্বকালজাত পুরাতন ঋষিবর্গ ইদানীন্তন সময়ের মতো যজ্ঞ কার্যে নিযুক্ত থেকে আপনার বন্ধু হয়েছিলেন। মধ্যকালীন ও ইদানীন্তনগণও সেরূপ হয়েছেন। অতএব হে বহুলোকের বন্দনীয়! আপনি অর্বাচীন এই ব্যক্তিরও স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥

হে বীর, স্তোত্রপ্রিয় ইন্দ্র। অর্বাচীন মানবগণ আপনার পূজার জন্য উৎকৃষ্ট পুরাতন ও মহৎকার্য সকল স্তোত্রের দ্বারা নিবদ্ধ করে। আমরা যে সকল কর্ম অবগত আছি, তার দ্বারা আপনার স্তব করছি। আপনি বলশালী ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! রাক্ষসবর্গের বল আপনার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত আছে। আপনি সেই প্রাদুর্ভূত মহাবলের বিরুদ্ধে স্থিরভাবে অবস্থান করুন। হে শত্রুবিজয়ী! আপনি পুরাতন, সহচর, মিত্রভূত আপন বজ্রের দ্বারা সেই বল দূরীভূত করুন ॥ ৭ ॥

হে স্তোতৃবর্গের পোষণকারী; বীর ইন্দ্র! আপনি ইদানীন্তন স্তোত্রকারীর স্তোত্র শীঘ্র শ্রবণ করুন, কারণ আপনি পূর্বকালে যজ্ঞে সর্বদা পিতৃবর্গের বন্ধুর মতো আহ্বান শ্রবণ করতেন ॥ ৮ ॥

অদ্য আমাদের আশ্রয় ও রক্ষার নিমিত্ত বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, মরুৎবর্গ, পূষা, বিষ্ণু, বহুকর্মনিষ্পাদক অগ্নি, সবিতা, ওষধিসমূহ ও পর্বতগণকে প্রসন্ন করুন ॥ ৯ ॥

হে বহু শক্তিসম্পন্ন ও সম্যক্‌ভাবে যাগের যোগ্য ইন্দ্র! এই স্তোতৃবর্গ স্তোত্রের দ্বারা আপনার স্তব করছেন। হে স্তূয়মান অবিনশ্বর ইন্দ্র! আমি স্তবকারী, আপনি আমার স্তোত্র শ্রবণ করুন, কারণ কোনও দেবই আপনার মতো নন ॥ ১০ ॥

হে শক্তিপুত্র সর্বজ্ঞ ইন্দ্র! আপনি আমার বাক্যে যজ্ঞের যোগ্য সেই সমস্ত দেবগণের সাথে শীঘ্র আগমন করুন। যাঁরা অগ্নিরূপ জিহ্বার দ্বারা যজ্ঞ ভোজন করেন এবং যাঁরা মনুকে শত্রুবিজয়ী করেছেন ॥ ১১ ॥

হে মাগনির্মিতা সর্বজ্ঞ ইন্দ্র! আপনি সুগম ও দুর্গম পথে আমাদের পুরোযায়ী হোন। হে ইন্দ্র! ক্লান্তিরহিত, বিপুল বাহকশ্রেষ্ঠ আপনার অশ্বগণের দ্বারা আপনি আমাদের নিকট অন্ন বহন করুন ॥ ১২॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

য এক ইদ্ধব্যশ্চর্ষণীনামিন্দ্রং তং গীর্ভিরভ্যর্চ অভিঃ।
যঃ পত্যতে বৃষভো বৃষ্ণ্যাবান্ত্ সত্যঃ সত্বা পুরুমায়ঃ সহস্বান্ ॥ ১॥
তমু নঃ পূর্বে পিতরো নবগ্বাঃ সপ্ত বিপ্রাসো অভি বাজয়ন্তঃ।
নক্ষদ্দাভং ততুরিং পর্বতেষ্ঠামদ্রোঘবাচং মতিভিঃ শবিষ্ঠম্॥ ২॥
তমীমহ ইন্দ্রমস্য রায়ঃ পুরুবীরস্য নৃবতঃ পুরুক্ষোঃ।
যো অস্কৃধোযুরজরঃ স্বর্বান্তমা ভর হরিবো মাদয়ধ্যৈ॥ ৩॥
তন্নো বি বোচা যদি তে পুরা চিজ্জরিতার আনশু সুম্নমিন্দ্র।
কস্তে ভাগঃ কিং বয়ো দুধ্র খিদ্বঃ পুরুহূত পুরূবসোঽসুরঘ্নঃ॥ ৪॥
তং পৃচ্ছন্তী বজ্রহস্তং রথেষ্ঠামিন্দ্রং বেপী বক্বরী যস্য নূ গীঃ।
তুবিগ্রাভং তুবিকূর্মিং রভোদাং গাতুমিষে নক্ষতে তুম্রমচ্ছ॥ ৫॥
অয়া হ ত্যং মায়য়া বাবৃধানং মনোজুবা স্বতবঃ পর্বতেন।
অচ্যুতা চিদ্বীলিতা স্বোজা রুজো বি দৃঢ়হা ধৃষতা বিরপ্শিন্॥ ৬॥
তং বো ধিয়া নব্যস্যা শবিষ্ঠং প্রত্নং প্রত্নবৎ পরিতংসয়ধ্যৈ।
স নো বক্ষদনিমানঃ সুবহ্মেন্দ্রো বিশ্বান্যতি দুর্গহাণি॥ ৭॥
আ জনায় দ্রুহ্বণে পার্থিবানি দিব্যানি দীপয়োঽন্তরিক্ষা।
তপা বৃষন্বিশতঃ শোচিষা তান্ ব্রহ্মদ্বিষে শোচয় ক্ষামপশ্চ॥ ৮॥
ভবো জনস্য দিব্যস্য রাজা পার্থিবস্য জগতস্ত্বেষসংদৃক্।
ধিষ্ব বজ্রং দক্ষিণ ইন্দ্র হস্তে বিশ্বা অজুর্য দয়সে বি মায়াঃ॥ ৯॥
আ সংযতমিন্দ্র ণঃ স্বস্তিং শত্রুতূর্যায় বৃহতীমমৃধ্রাম্।
যয়া দাসান্যার্যাণি বৃত্রা করো বজ্রিন্সুতুকা নাহুষাণি॥ ১০॥
স নো নিযুদ্ভিঃ পুরুহূত বেধো বিশ্ববারাভিরা গহি প্রযজ্যো।
ন যা অদেবা বরতে ন দেব আভি র্যাহি তূয়মা মদ্র্যদ্রিক্॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — মানবগণের যিনি একমাত্র আহ্বানযোগ্য, যিনি স্তোতৃবর্গের নিকট আগমন করেন, যিনি অভীষ্টপূরক, বলবান, সত্যনিষ্ঠ, শত্রুবিজয়ী, নানারকম জ্ঞানসম্পন্ন ও শক্তিমান, আমি এই সমস্ত স্তোত্রের দ্বারা সেই ইন্দ্রের স্তব করছি ॥ ১ ॥

আমাদের প্রাচীন পিতা নবগ্ব সপ্তর্ষিগণ হব্য প্রদানপূর্বক সেই ইন্দ্রেরই স্তব করেছিলেন, তিনি শত্রুগর্বখর্বকারী, পর্যটনকারী, মেঘসমূহে অবস্থিত ও অলঙ্ঘ্য বাক্ ॥ ২ ॥

আমরা সেই ইন্দ্রের নিকট পুত্রপৌত্র ইত্যাদি পরিচারকবর্গ ও পশুযূথ সহকারে অবিচ্ছিন্ন, অক্ষয় ও সুখদায়ক ধন প্রার্থনা করছি। হে অশ্বগণের অধিপতি! আপনি আমাদের সুখী করবার জন্য সেই ধন আহরণ করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! যদি পূর্বকালে আপনার স্তোতৃবর্গ সুখলাভ ক'রে থাকেন, তবে আমাদেরও সেই সুখ প্রদান করুন। হে দুর্ধর্ষ, শত্রুবিজয়ী, ঐশ্বর্যশালী পুরুহূত! আপনি অসুরনিহন্তা, আপনার জন্য কোন্ ভাগ ও কোন্ হব্য কল্পিত হয়েছে? ॥ ৪ ॥

যে যজমান স্তুতির দ্বারা বজ্রপাণি, রথারূঢ়, বহুলোকের আশ্রয়দাতা, বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী, বলপ্রদাতা ইন্দ্রের গুণ কীর্তন করে, সেই যজমান শীঘ্র সুখলাভ করবার নিমিত্ত অগ্রসর হয় এবং শত্রুর সম্মুখীন হয় ॥ ৫ ॥

হে আত্মবলে বলীয়ান্ ইন্দ্র! আপনি এই মায়ার দ্বারা প্রবৃদ্ধ, প্রসিদ্ধ বৃত্রকে পর্বযুক্ত ও মনের মতো বেগগামী বজ্রের দ্বারা চূর্ণ করেছেন। হে শোভন দীপ্তিশালী মহেন্দ্র! আপনি আপন দুর্ধর্ষ বজ্রের দ্বারা অক্ষয়, অশিথিল ও দৃঢ় পুরী সকল ভগ্ন করেছেন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আমি প্রাচীনবর্গের মতো প্রাচীন ও নিরতিশয় বলশালী আপনার গৌরব নবীনতর স্তোত্রের দ্বারা বিস্তৃত করছি। অপরিমেয় ও শোভন বহনকারী ইন্দ্র যেন আমাদের সকল বিঘ্ন হ'তে উদ্ধার করেন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি উৎপীড়দের জন্য পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরীক্ষস্থিত স্থানসমূহ সন্তপ্ত করুন। হে অভীষ্টবর্ষী! আপনি আপন দীপ্তির দ্বারা সর্বত্র তাদের দাস করুন এবং স্তুতিদ্বেষ্টার নিমিত্ত স্বর্গ ও অন্তরীক্ষকে সন্তপ্ত করুন ॥ ৮ ॥

হে সমুজ্জল মূর্তি ইন্দ্র! আপনি স্বর্গীয় ও পার্থিব জনগণের অধীশ্বর। হে স্তুতির অতীত ইন্দ্র! আপনি যে বজ্রের দ্বারা মায়া উচ্ছিন্ন করেন, দক্ষিণ হস্তে সেই বজ্র ধারণ করেন ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের সমবেত, বিপুল মঙ্গলময় সম্পত্তি প্রদান করুন, যেন শত্রুগণ বর্ষণ করতে সমর্থ না হয়। হে বজ্রধর! আপনি যে সম্পত্তির দ্বারা কি দস্যু, কি আর্য সমুদয় মানব শত্রুকে সুজেয় সম্পাদন করেছেন ॥ ১০ ॥

হে বহুলোকের বন্দনীয়, সৃষ্টি বিধায়ক, যাগের যোগ্য ইন্দ্র! আপনি সর্ব প্রশংশিত সেই সমস্ত অশ্ব সমভিব্যাহারে আমাদের নিকট আগমন করুন, যাদের কি অদেব, কি দেব, কেউই নিরুদ্ধ করতে সমর্থ হয় না। এই সমস্ত অশ্ব সমভিব্যাহারে আপনি শীঘ্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হোন ॥ ১১ ॥

টীকা — ৪ ঋকে মূলে 'অসুরঘ্নঃ' আছে। অর্থ বলবান্ শত্রুবর্গের হন্তা। এ ছাড়া ষষ্ঠ মণ্ডলের কোনও স্থানে 'অসুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। ১০ ঋকের বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষে লোকের মধ্যে সেই সময়ে এই বিভাগটি ছিল, 'আর্য' ও 'দস্যু'। অন্য কোন রকম জাতি সৃষ্টি হয়নি।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্রও এই সূক্তে পাওয়া যায়।

◆ ◆

— ২৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সুত ইত্তং নিমিশ্ল ইন্দ্র সোমে স্তোমে ব্রহ্মণি শস্যমান উক্‌থে।
যদ্বা যুক্তাভ্যাং মঘবন্ হরিভ্যাং বিভ্রদ্বজ্রং বাহ্বোরিন্দ্র যাসি ॥ ১॥
যদ্বা দিবি পার্যে সুষ্বিমিন্দ্র বৃত্রহত্যেঽবসি শূরসাতৌ।
যদ্বা দক্ষস্য বিভ্যুষো অবিভ্যদরন্ধয়ঃ শর্ধত ইন্দ্র দস্যূন্॥ ২॥
পাতা সুতমিন্দ্রো অস্তু সোমং প্রণেনীরুগ্রো জরিতারমূতী।
কর্তা বীরায় সুষ্বয় উ লোকং দাতা বসু স্তুবতে কীরয়ে চিৎ॥ ৩॥
গন্তেয়ান্তি সবনা হরিভ্যাং বভ্রির্বজ্রং পপিঃ সোমং দদির্গাঃ।
কর্তা বীরং নর্যং সর্ববীরং শ্রোতা হবং গৃণতঃ স্তোমবাহাঃ॥ ৪॥
অস্মৈ বয়ং যদ্বাবান তদ্বিবিষ্ম ইন্দ্রায় যো নঃ প্রদিবো অপস্কঃ।
সুতে সোমে স্তুমসি শংসদুক্‌থেন্দ্রায় ব্রহ্ম বর্ধনং যথাসৎ॥ ৫॥
ব্রহ্মাণি হি চকৃষে বর্ধনানি তাবত্ত ইন্দ্র মতিভি র্বিবিষ্মঃ।
সুতে সোমে সুতপাঃ শন্তমানি রান্দ্র্যা ক্রিয়াস্ম বক্ষণানি যজ্ঞৈঃ॥ ৬॥
স নো বোধি পুরোলাশং ররাণঃ পিবা তু সোমং গোঋজীকমিন্দ্র।
এদং বর্হি র্যজমানস্য সীদোরুং কৃধিত্বায়ত উ লোকম্॥ ৭॥
স মন্দস্বা হ্যনু জোষমুগ্র প্র ত্বা যজ্ঞাস ইমে অশ্নুবন্তু।
প্রেমে হবাসঃ পুরুহূতমস্মে আ ত্বেয়ং ধীরবস ইন্দ্র যম্যাঃ॥ ৮॥
তং বঃ সখায়ঃ সং যথা সুতেষু সোমেভিরীং পৃণতা ভোজমিন্দ্রম্।
কুবিত্তস্মা অসতি নো ভরায় ন সুষ্বিমিন্দ্রোঽবসে মৃধাতি॥ ৯॥
এবেদিন্দ্রঃ সুতে অস্তাবি সোমে ভরদ্বাজেষু ক্ষয়দিন্মঘোনঃ।
অসদ্যথা জরিত্র উত সূরিরিন্দ্রো রায়ো বিশ্ববারস্য দাতা॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! সোমরস অভিষুত, মহাস্তোত্র পঠিত ও উপাসনা সম্পাদিত হ'লে, আপনি আপন রথে অশ্ব যোজনা করতে প্রস্তুত হোন, অথবা, হে মঘবা! আপনি হস্তে বজ্রধারণ ক'রে রথে যোজিত অশ্বদ্বয় সহকারে আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ১॥

অথবা, হে ইন্দ্র! আপনি স্বর্গে বীরসেব্য সংগ্রামে উপস্থিত হ'য়ে অভিষবকারী যজমানকে রক্ষা করেন এবং নির্ভীক হয়ে ধার্মিক সন্ত্রস্ত যজমানের বিঘ্নকারী দস্যুগণকে বশীভূত করেন ॥ ২॥

যিনি স্তবকারীকে নিরাপদ মার্গে নীত করেন, সেই ভীষণ ইন্দ্র অভিযুত সোমরস পান করুন। তিনি যেন যাগকুশল সোম-অভিষবকারীকে স্থান এবং স্তবকারীকে ধন দান করেন ॥৩॥

ইন্দ্র বজ্রধর ও সোমপায়ী, তিনি ধেনু ও মানুষের জন্য বহুপুত্রান্বিত পুত্র প্রদান করেন এবং স্তবকারীর স্তোত্র শ্রবণ ও স্বীকার করেন, তিনি যেন আপন অশ্বদ্বয়সহকারে সমুদয় যাগে আগমন করেন ॥ ৪ ॥

যিনি প্রাচীনকাল হ'তে আমাদের জন্য কার্য করছেন, আমরা সেই ইন্দ্রের অভিলষিত স্তোত্র উচ্চারণ ক'রি। সোমরস অভিযুত হ'লে তাঁর স্তব ক'রি এবং তাঁর উদ্দেশে প্রদত্ত হব্য যেন তাঁর বৃদ্ধিকারক হয়, এই অভিপ্রায়ে প্রার্থনা ক'রি ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তোত্রসকল বৃদ্ধি বিধায়ক করেছেন ব'লে আমরা বুদ্ধিপূর্বক সেইগুলি আপনার উদ্দেশে উচ্চারণ ক'রি। হে অভিযুত সোমপায়ী ইন্দ্র! আমরা যেন হব্যসহকারে নিরতিশয় সুখদায়ক এবং রমণীয় স্তোত্র প্রদান ক'রি ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি প্রীত হয়ে আমাদের পুরোডাশ স্বীকার করুন। দধি ইত্যাদি মিশ্রিত সোমরস শীঘ্র পান করুন। যজমান প্রদত্ত কুশের উপর উপবেশন করুন। যে যজমান আপনার উপর নির্ভর করেন, তাঁর স্থান বিস্তৃত করুন ॥ ৭ ॥

হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! আপনি স্বেচ্ছানুসারে উল্লাসিত হন। এই সমস্ত সোমরস আপনার নিকট উপস্থিত হোক। হে পুরুহূত! আমাদের আহ্বান যেন আপনার নিকট উপস্থিত হয়। এই স্তুতি যেন আমাদের রক্ষা করবার জন্য আপনাকে প্রবৃত্তি প্রদান করে ॥ ৮ ॥

হে বন্ধুগণ! সোমরস অভিযুত হ'লে তোমরা সেই বদান্য ইন্দ্রকে ইচ্ছানুরূপ সোমরসের দ্বারা প্রসন্ন করো। তাঁর জন্য এর পরিমাণ যেন প্রচুর হয়, কারণ তা হ'লে তিনি আমাদের পোষণ করবেন। ইন্দ্র অভিষবকারী যজমানের প্রতি যত্ন গ্রহণ করতে অবহেলা করেন না ॥ ৯ ॥

সোমরস অভিযুত হ'লে হব্যদাতার ঈশ্বর ইন্দ্র স্তোতার সৎ-মার্গ প্রদর্শক এবং বাঞ্ছিত ধনপ্রদাতা হবেন ব'লে ভরদ্বাজ তাঁর এইভাবে স্তব করেছেন ॥ ১০ ॥

টীকা — প্রায় প্রতি সূক্তেই ইন্দ্রকে সোম নামক মাদকের প্রতি আসক্ত দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখা উচিত, স্বর্গীয় দুর্গাদাস সোম অর্থে 'ভক্তের অন্তরের ভক্তিসুধা বা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ' ব'লেই বর্ণনা করেছেন। প্রথম অষ্টক দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ২৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বৃষা মদ ইন্দ্রে শ্লোক উক্থা সচা সোমেষু সুতপা ঋজীষী।
অর্চত্র্যো মঘবা নৃভ্য উক্থৈ র্দ্যুক্ষো রাজা গিরামক্ষিতোতিঃ ॥ ১ ॥
ততুরির্বীরো নর্যো বিচেতাঃ শ্রোতা হবং গৃণত উর্ব্যূতিঃ।
বসুঃ শংসো নরাং কারুধায়া বাজী স্তুতো বিদথে দাতি বাজম্ ॥ ২ ॥
অক্ষো ন চক্র্যোঃ শূর বৃহৎ প্র তে মহ্না রিরিচে রোদস্যোঃ।
বৃক্ষস্য নু তে পুরুহূত বয়া ব্যূতয়ো রুরুহুরিন্দ্র পূর্বীঃ ॥ ৩ ॥

শচীবতস্তে পুরুশাক শাকা গবামিন্দ্র স্রুতয়ঃ সঞ্চরণীঃ।
বৎসানাং ন তন্তয়স্ত ইন্দ্র দামন্বন্তো অদামানঃ সুদামন্॥ ৪॥
অন্যদদা কর্বরমন্যদু শ্বোঽসচ্চ সন্মুহুরাচক্রিরিন্দ্রঃ।
মিত্রো নো অত্র বরুণশ্চ পূষার্যো বশস্য পর্যেতাস্তি॥ ৫॥
বি ত্বদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরিন্দ্রানযন্ত যজ্ঞৈঃ।
তং ত্বাভিঃ সুষ্টুতিভি র্বাজয়ন্ত আজিং ন জগ্ম র্গির্বাহো অশ্বাঃ॥ ৬॥
ন যং জরন্তি শরদো ন মাসা ন দ্যাব ইন্দ্রমবকর্শয়ন্তি।
বৃদ্ধস্য চিদ্বর্ধতামস্য তনূঃ স্তোমেভিরুক্থৈশ্চ শসামানা॥ ৭॥
ন বীলবে নমতে ন স্থিরায় ন শর্ধতে দস্যুজূতায় স্তবান্।
অজ্রা ইন্দ্রস্য গিরয়শ্চিদৃষ্বা গম্ভীরে চিদ্ভবতি গাধমস্মৈ॥ ৮॥
গম্ভীরেণ ন উরুণামত্রিৎপ্রেষো যন্ধি সুতপাবন্বাজান্।
স্থা উ ষু উর্ধ্ব ঊতী অরিষণ্যন্নক্তো র্ব্যুষ্টৌ পরিতক্ম্যায়াম্॥ ৯॥
সচস্ব নায়মবসে অভীক ইতো বা তমিন্দ্র পাহি রিষঃ।
অমা চৈনমরণ্যে পাহি রিষো মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — সোমযাগে ইন্দ্রের সোমপানজনিত হর্ষ উৎপন্ন হয়, এবং স্তোত্রের দ্বারা যজমানের কামনা পূর্ণ হয়। সোমপায়ী, ঋজীষসোমগ্রহীতা মঘবা স্তোত্র সহকারে যজমানবৃন্দের অর্চনীয়। স্বর্গনিবাসীর স্তোত্রাধিপতি ইন্দ্র রক্ষার বিষয়ে ক্লান্তি বোধ করেন না॥ ১॥

রিপুনিধনকারী, পরাক্রান্ত, মানব হিতকারী, বিবেকসম্পন্ন, স্তোত্রশ্রবণকারী, স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারী, গৃহপ্রদাতা, মানবগণের স্তুতিভাজন, স্তোতৃগণের পোষণকারী, অন্নসম্পন্ন ইন্দ্র, যজ্ঞে আমাদের দ্বারা স্তূয়মান হয়ে আমাদের অন্ন প্রদান করেন॥ ২॥

হে পরাক্রান্ত ইন্দ্র! চক্রদ্বয়ের অক্ষের মতো আপনার মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করেছে। হে পুরুহূত! বৃক্ষের শাখাসমূহের মতো আপনার অসংখ্য রক্ষণকার্য সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে॥ ৩॥

হে বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! আপনি প্রজ্ঞাশালী, ধেনুগণের মার্গের মতো আপনার শক্তিসকল সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে। হে দানশীল! বৎসবর্গের রজ্জুর মতো আপনার শক্তিসকল স্বয়ং অনিরুদ্ধ হয়ে অসংখ্য শত্রুকে বন্ধন করে॥ ৪॥

ইন্দ্র অদ্য এককর্ম সম্পাদন করেন, পরদিন অন্য এককর্ম সম্পাদন করেন, ফলতঃ তিনি পুনঃ পুনঃ সৎ ও অসৎ কর্মের অনুষ্ঠান করছেন। তিনি, মিত্র, বরুণ, পূষা ও অর্য সবিতা এই যজ্ঞে যেন আমাদের কামপূরক হন॥ ৫॥

হে ইন্দ্র! মানবগণ স্তোত্র ও হব্যের দ্বারা পর্বতশিখার হ'তে বারিরাশির মতো আপনা হ'তে আপন আপন অভিলষিত বস্তু লাভ করে। হে স্তোত্রের দ্বারা বন্দনীয়! অশ্বগণ যেভাবে বেগ সহকারে সংগ্রামে উপস্থিত হয়, সেইরকম তারা এই সমস্ত স্তোত্র সহকারে অন্নের অভিলাষী হয়ে আপনার নিকট গমন করে॥ ৬॥

সম্বৎসর ও মাসসমূহ যে ইন্দ্রের বার্ধক্য বিধান করতে সমর্থ হয় না, অথবা দিনসমূহ যাঁকে দুর্বল

করতে পারে না, সেই মহান্ ইন্দ্রের দেহ আমাদের স্তোত্র ও প্রার্থনার দ্বারা স্তূয়মান হয়ে যেন নিয়ত বৃদ্ধি লাভ করে ॥৭॥

যে দস্যুগণ কর্তৃক প্রবর্তিত, সে দৃঢ়গাত্র, সংগ্রামে অবিচলিত ও উৎসাহ সম্বলিত হ'লেও আমাদের স্তুতিভাজন ইন্দ্র তার বশীভূত হন না। মহাপর্বত সকলও ইন্দ্রের পক্ষে সুগম এবং অগাধ স্থানও এঁর অবিষয়ীভূত নয় ॥৮॥

বলশালী, সোমপায়ী ইন্দ্র! আপনি দুরবগাহে এবং উদারচিত্তে আমাদের অন্ন ও বল প্রদান করুন। সদাশয় ইন্দ্র! আপনি আমাদের রক্ষাবিষয়ে তৎপর হোন ॥৯॥

হে ইন্দ্র! আপনি সংগ্রামে রক্ষা করবার জন্য যজমানের সাথে সঙ্গত হোন। সন্নিহিত ও দূরস্থিত শত্রু হ'তে তাঁকে রক্ষা করুন। তাঁকে গৃহে কিংবা অরণ্যে রিপু হ'তে রক্ষা করুন এবং আমরা যে পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সম্পন্ন হয়ে শত বৎসর সুখ ভোগ ক'রি ॥১০॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। তবে এই সূক্তের ৬ ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বক্তব্য অনুধাবণীয়। যথা,— "হে ইন্দ্র! পর্বতপৃষ্ঠে অবস্থিত সলিলরাশি যেমন মানববর্গের অনায়াসে নিম্নভূমি প্রাপ্ত হয়, তেমনই স্তোত্রমন্ত্র- প্রভাবে আমাদের দেবভাবসমূহ আপনার নিকট হ'তে আমাদের কামনা পরিপূর্ণ করিয়ে নেন। স্তোত্রমন্ত্রে বহনীয় হে ভগবন্! বেগগামী অশ্ব যেমন ত্বরায় সংগ্রাম-ভূমি প্রাপ্ত হয়, তেমনই স্তুতিবশপ্রসিদ্ধ আপনাকে সুস্তুতিরূপ বাক্য (বেদমন্ত্র) বশীভূত ক'রে থাকে।" [মানুষ ভগবানের স্তুতিপরায়ণ—পূজায় ব্রতী হ'লে সংসার-সমরে জয়ী হ'তে পারবে]—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ২৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যা ত উতিরবমা যা পরমা যা মধ্যমেন্দ্র শুষ্মিন্নস্তি।
তাভিরূ ষু বৃত্রহত্যেঽবী র্ন এভিশ্চ বাজৈ র্মহান্ন উগ্র॥ ১॥
আভিঃ স্পৃধো মিথতীররিষণ্যন্নমিত্রস্য ব্যথয়া মন্যুমিন্দ্র।
আভি র্বিশ্বা অভিযুজো বিষূচীরার্যায় বিশোঽব তারী র্দাসীঃ॥ ২॥
ইন্দ্র জাময় উত যেঽজাময়োঽর্বাচীনাসো বনুষো যুযুজ্রে।
ত্বমেষাং বিথুরা শবাংসি জহি বৃষ্ণ্যানি কৃণুহী পরাচঃ॥ ৩॥
শূরো বা শূরং বনতে শরীরৈস্তনূরুচা তরুষি যৎকৃণ্বৈতে।
তোকে বা গোষু তনয়ে যদপ্সু বি ক্রন্দসী উর্বরাসু ব্রবৈতে॥ ৪॥
ন হি ত্বা শূরো ন তুরো ন ধৃষ্ণু র্ন ত্বা যোধো মন্যমানো যুযোধ।
ইন্দ্র নকিষ্ট্বা প্রত্যস্ত্যেষাং বিশ্বা জাতান্যভ্যসি তানি॥ ৫॥
স পত্যত উভয়ো র্নৃম্ণময়োর্যদী বেধসঃ সমিথে হবন্তে।
বৃত্রে বা মহো নৃবতি ক্ষয়ে বা ব্যচস্বন্তা যদি বিতন্তসৈতে॥ ৬॥

অধ স্মা তে চর্ষণয়ো যদেজানিন্দ্র ত্রাতোত ভবা বরূতা।
অস্মাকাসো যে নৃতমাসো অর্য ইন্দ্র সূরয়ো দধিরে পুরো নঃ॥ ৭॥
অনু তে দায়ি মহ ইন্দ্রিয়ায় সত্রা তে বিশ্বমনু বৃত্রহত্যে।
অনু ক্ষত্রমনু সহো যজত্রেন্দ্র দেবেভিরনু তে নৃষহ্যে॥ ৮॥
এবা নঃ স্পৃধঃ সমজা সমৎস্বিন্দ্র রারন্ধি মিথতীরদেবীঃ।
বিদ্যাম বস্তোরবসা গৃণন্তো ভরদ্বাজা উত ত ইন্দ্র নূনম্॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে বলসম্পন্ন ইন্দ্র! আপনি সংগ্রামে আমাদের অধম, উত্তম ও মধ্যম, সর্বরকমের রক্ষার দ্বারা সম্যক্‌রূপে করুন। হে ভীষণ ইন্দ্র! আপনি বলশালী, আপনি অন্নসকলের দ্বারা আমাদের যোজিত করুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা শত্রুকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ'লে, আপনি আমাদের এই সমস্ত স্তুতির দ্বারা আমাদের সৈন্য সমূহকে রক্ষা ক'রে সংগ্রামে শত্রুকোপ বিধ্বস্ত করুন। এই সমস্ত স্তুতির দ্বারা আপনি আর্যের জন্য সর্বত্র বিদ্যমান দাসবর্গকে বিনষ্ট করুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! কি আত্মীয়, কি অপরিচিত, যারা আমাদের সম্মুখীন হয়ে প্রতিকূলতা আচরণ করতে উদ্যোগী হয়, আপনি তাদের বল নষ্ট করুন। এদের বীর্য ক্ষয় করুন এবং এদের পরাঙ্মুখ করুন ॥৩॥

হে ইন্দ্র! যে সময়ে উভয়ে বিরোধীগণ বলীয়ান্ হয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, অথবা যে সময়ে পুত্র, পৌত্র, ধেনু, জল বা উর্বরা ভূমির নিমিত্ত পরস্পর আক্রোশ ক'রে বিবাদ ক'রে, তখন আপনার অনুগৃহীত বীর শত্রুপক্ষীয় বীরকে শারীরিক বলের দ্বারা সংহার করে ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! কি বীর, কি শত্রুনিহন্তা, কি বিজয়ী, কি যুদ্ধে প্রকুপিত যোদ্ধা, কেউই আপনার সাথে যুদ্ধ করতে সমর্থ নয়। হে ইন্দ্র! এদের মধ্যে কেউই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। আপনি এই সমুদয় ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৫ ॥

প্রবল শত্রুর উচ্ছেদ সাধনের জন্যই বিবাদ উপস্থিত হোক, অথবা পরিচারকসম্পন্ন গৃহের জন্যই বা বিতণ্ডা হোক, দু'জন বিবাদকারীর মধ্যে যার ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তব করে সেই ব্যক্তিরই ধনলাভ হয় ॥৬॥

হে ইন্দ্র! যে সময়ে আপনার উপাসকবৃন্দ ভয়ে কম্পিত হয়, আপনি তাদের রক্ষা করবেন। আপনি তাদের পালক হোন। যারা আমাদের নেতা এবং যে সকল স্তোতৃবর্গ আমাদের অগ্রে সংস্থাপন করেছেন, আপনি তাদের পরিত্রাণ করুন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বলসম্পন্ন, শত্রু-বধের জন্য আপনাতে সমস্ত শক্তি অর্পিত হয়েছে। হে পূজনীয় ইন্দ্র! দেববৃন্দ আপনাকে যথোচিত বল ও সংগ্রামযোগ্য শক্তি অর্পণ করেছেন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি এইভাবে আমাদের শত্রুবর্গকে সংহার করবার জন্য আমাদের প্রোৎসাহিত করুন। আপনি আমাদের জন্য হিংসাকারী সৈন্যদের বশীভূত করুন। আমরা আপনার স্তবকারী, আমরা অর্থাৎ ভরদ্বাজগণ যেন নিশ্চিতভাবে অন্নসহকারে বাসস্থান লাভ ক'রি ॥ ৯ ॥

টীকা — ২ ঋকে আর্য ও দাসের উল্লেখ আছে।—বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

শ্রুধী ন ইন্দ্র হবয়ামসি ত্বা মহো বাজস্য সাতৌ বাবৃষাণাঃ।
সং যদ্বিশোঽয়ন্ত শূরসাতা উগ্রং নোঽবঃ পার্যে অহন্দাঃ॥ ১॥
ত্বাং বাজী হবতে বাজিনেয়ো মহো বাজস্য গধ্যস্য সাতৌ।
ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্র সৎপতিং তরুত্রং ত্বাং চষ্টে মুষ্টিহা গোষু যুধ্যন্॥ ২॥
ত্বং কবিং চোদয়োঽর্কসাতৌ ত্বং কুৎসায় শুষ্ণং দাশুষে বর্ক্।
ত্বং শিরো অমর্মণঃ পরাহন্নতিথিগ্বায় শংস্যং করিষ্যন্॥ ৩॥
ত্বং রথং প্র ভরো যোধমৃষ্বমাবো যুধ্যন্তং বৃষভং দশদ্যুম্।
ত্বং তুগ্রং বেতসবে সচাহন্ত্বং তুজিং গৃণন্তমিন্দ্র তূতোঃ॥ ৪॥
ত্বং তদুক্থমিন্দ্র বর্হণা কঃ প্র যচ্ছতা সহস্রা শূর দর্ষি।
অব গিরে র্দাসং শম্বরং হন্প্রাবো দিবোদাসং চিত্রাভিরূতী॥ ৫॥
ত্বং শ্রদ্ধাভি র্মন্দসানঃ সোমৈর্দভীতয়ে চুমুরিমিন্দ্র সিম্বপ।
ত্বং রাজিং পিঠীনসে দশস্যন্ষষ্টিং সহস্রা শচ্যা সচাহন্॥ ৬॥
অহং চন তৎ সূরিভিরানশ্যাং তব জ্যায় ইন্দ্র সুম্নমোজঃ।
ত্বয়া যৎস্তবন্তে সধবীর বীরাস্ত্রিবরূথেন নহুষা শবিষ্ঠ॥ ৭॥
বয়ং তে অস্যামিন্দ্র দ্যুম্নহূতৌ সখায়ঃ স্যাম মহিন প্রেষ্ঠাঃ।
প্রাতর্দনিঃ ক্ষত্রশ্রীরস্তু শ্রেষ্ঠো ঘনে বৃত্রাণাং সনয়ে ধনানাম্॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আমরা অন্নলাভের জন্য সোমরস অভিষুত ক'রে আপনাকে আহ্বান করছি, আপনি আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন। ভবিষ্যতে যখন মানবগণ যুদ্ধের জন্য সমবেত হবে, তখন আপনি আমাদের নিশ্চিতভাবে রক্ষা করবেন॥১॥

হে ইন্দ্র! সুপ্রাপ্য প্রচুর অন্নলাভের জন্য বাজিনীর পুত্র ভরদ্বাজ অন্নসহকারে আপনাকে আহ্বান করছে। আপনি সৎ-জনের পালক ও দুর্জন হ'তে রক্ষাকারী, আপনাকে তিনি উপদ্রব নিবারণের জন্য আহ্বান করছেন। তিনি মুষ্টিবলের দ্বারা শত্রুনিধনকারী, তিনি যে সময়ে ধেনুগণের জন্য যুদ্ধ করেন, তখন আপনারই উপর নির্ভর করেন॥২॥

হে ইন্দ্র! কবির ভার্গব ঋষির অন্নলাভের ইচ্ছা উত্তেজিত করেছেন। আপনি হব্যদাতা কুৎসের জন্য শুষ্ণকে ছেদন করেছেন। আপনি অতিথিগ্ব দিবোদাসকে সুখী করবার নিমিত্ত সেই শম্বরের শিরশ্ছেদন করেছেন, যে আপনাকে দুর্ভেদ্য জ্ঞাত করতো॥৩॥

হে ইন্দ্র! আপনি বৃষভ নামক রাজাকে যুদ্ধসাধন বিপুল রথ প্রদান করেছেন। যখন তিনি দশ

দিবস যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন আপনি তাঁকে রক্ষা করেছেন। আপনি বেতসুর সাথে তুগ্রকে সংহার করেছেন। আপনি স্তবকারী তুজি নামক রাজার সমৃদ্ধি বিধান করেছেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি শত্রুনিহন্তা, আপনি প্রশংসনীয় কার্য সম্পাদন করেছেন, কারণ হে বীর! আপনি শত শত ও সহস্র সহস্র শম্বর সৈন্য বিদারিত করেছেন; পর্বত হ'তে নির্গত শম্বরকে বধ করেছেন এবং বিচিত্র রক্ষার দ্বারা দিবোদাসকে রক্ষা করেছেন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত কার্য ও সোমরসের উল্লাসিত হয়ে তুমি দভীতি রাজার নিমিত্ত চুমুরিকে বধ করেছো এবং পিঠী নামক রজি প্রদান ক'রে আপন বুদ্ধিবলে এককালে ষষ্টিসহস্র যোদ্ধাকে বিনষ্ট করেছো ॥ ৬ ॥

হে বীরসহচর, বলবত্তম ইন্দ্র! আপনি ত্রিভুবনরক্ষক ও শত্রুবিজয়ী, স্তোতৃবর্গ আপনা কর্তৃক প্রদত্ত যে উৎকৃষ্ট সুখ ও বলের প্রশংসা করেন, আমিও যেন আমার স্তোতৃবর্গের সাথে সেই উৎকৃষ্ট সুখ ও বল লাভ ক'রি ॥ ৭ ॥

হে পূজনীয় ইন্দ্র! আমরা আপনার মিত্রভূত ও স্তবকারী, আমরা যেন ধনলাভের জন্য সম্পাদিত এই স্তোত্রের দ্বারা আপনার অত্যন্ত প্রীতিভাজন হই। প্রতর্দনের পুত্র আমার যজমান ক্ষত্রশ্রীঃ নামক রাজা যেন শত্রুসংহার ও ধনলাভ ক'রে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন ॥ ৮ ॥

টীকা — ৬ ঋকে মূলে 'রজিং' আছে। 'রজিম্ নামে আখ্যাত কন্যা বা রাজ্য।' সায়ণ। আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র, কিন্তু অষ্টম ঋকের দেবতা দান। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কিমস্য মদে কিম্বস্য পীতাবিন্দ্রঃ কিমস্য সখ্যে চকার।
রণা বা যে নিষদি কিং তে অস্য পুরা বিবিদ্রে কিমু নূতনাসঃ॥ ১॥
সদস্য মদে সদ্বস্য পীতাবিন্দ্রঃ সদস্য সখ্যে চকার।
রণা বা যে নিষদি সত্তে অস্য পুরা বিবিদ্রে সদু নূতনাসঃ॥ ২॥
ন হি তে মহিমনঃ সমস্য ন মঘবম্মঘবত্ত্বস্য বিদ্ম।
ন রাধসোরাধসো নূতনস্যেন্দ্র নকির্দদৃশ ইন্দ্রিয়ং তে॥ ৩॥
এতত্যত্ত ইন্দ্রিয়মচেতি যেনাবধীর্বরশিখস্য শেষঃ।
বজ্রস্য যত্তে নিহতস্য শুষ্মাৎস্বনাচ্চিদিন্দ্র পরমো দদার॥ ৪॥
বধীদিন্দ্রো বরশিখস্য শেষোঽভ্যাবর্তিনে চায়মানায় শিক্ষন্।
বৃচীবতো যদ্ধরিয়ূপীয়ায়াং হৎপূর্বে অর্ধে ভিয়সাপরো দর্ত্॥ ৫॥

ত্রিংশচ্ছতং বর্মিণ ইন্দ্র সাকং যব্যবত্যাং পুরুহূত শ্রবস্যা।
বৃচীবন্তঃ শরবে পত্যমানাঃ পাত্রা ভিন্দানা ন্যর্থান্যায়ন্॥ ৬॥
যস্য গাবাবরুষা সূয়বস্যূ অন্তরূ ষু চরতো রেরিহাণা।
স সৃংজয়ায় তুর্বশং পরাদদ্বৃচীবতো দৈববাতায় শিক্ষন্॥ ৭॥
দ্বয়াঁ অগ্নে রথিনো বিংশতিং গা বধূমন্তো মঘবা মহ্যং সংরাট্।
অভ্যাবর্তী চায়মানো দদাতি দূণাশেয়ং দক্ষিণা পার্থবানাম্॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — ইন্দ্র এই সোমরসে প্রীত হয়ে কি করেছেন? তিনি এই সোমরস পান ক'রে কি করেছেন? তিনি এর সাহচর্যে কি করেছেন? পুরাতন ও আধুনিক স্তোতৃবর্গ সোমগৃহে আপনার নিকট হ'তে কি লাভ করেছেন? ॥ ১ ॥

ইন্দ্র এই সোমরসে হৃষ্ট হয়ে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছেন। তিনি এই সোমরস পান ক'রে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছেন। তিনি এর সাহচর্যে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছেন; পুরাতন ও আধুনিক স্তোতৃবর্গ সোমগৃহে আপনার নিকট হ'তে উপকার লাভ করেছেন ॥ ২ ॥

হে মঘবা! আমরা কারও আপনার তুল্য মহিমা অবগত নই, আপনার তুল্য ঐশ্বর্য বা শ্লাঘ্য ধনও অবগত নই। হে ইন্দ্র! কেউই আপনার তুল্য সামর্থ্য দর্শন করেনি ॥৩॥

হে ইন্দ্র! আপনি যে বীর্যের দ্বারা বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করেছেন, আমরা আপনার সেই বীর্য অবগত আছি। বলিষ্ঠতম বরশিখের পুত্র বলপূর্বক নিক্ষিপ্ত আপনার বজ্রের শব্দেই বিদীর্ণ হয়েছিল ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র চয়মানের পুত্র অভ্যবর্তীর প্রতি অনুকূল হয়ে বরশিখের পুত্রবর্গকে সংহার করেছেন। তিনি হরিয়ূপীয়ার পূর্বভাগে অবস্থিত বরশিখের পুত্র বৃচিবানের বংশধরবৃন্দকে বধ করেন, তখন পশ্চিমভাগে অবস্থিত বরশিখের শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হয়েছিল ॥ ৫ ॥

হে পুরুহূত! আপনার প্রতি হিংসা করণের দ্বারা যশোলিপ্সু হয়ে যজ্ঞপাত্র ভঞ্জনকারী যব্যাবতীর নিকট সমবেত ত্রিংশৎশত বর্মধারী বৃচীবৎ নামা পুত্র এককালে নিধন প্রাপ্ত হয়েছিল ॥ ৬ ॥

যাঁর সমুজ্জ্বল, শোভন তৃণাভিলাষী, পুনঃ পুনঃ তৃণ লেহনকারী অশ্বগণ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যভাগে বিচরণ করে, সেই ইন্দ্র সৃঞ্জয় নামক রাজার নিকট তুর্বশকে সমর্পণ করেছেন এবং বৃচিবৎগণকে দেবরাত বংশীয় অভ্যবর্তীর বশতাপন্ন করেছেন ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! চয়মানের পুত্র, ঐশ্বর্যশালী সম্রাট অভ্যবর্তী আমাকে রথ ও রমণী সহকারে বিংশতি গোমিথুন প্রদান করেছেন। পৃথুর বংশধরের এই দান অক্ষয় অর্থাৎ কেউই এর বিলোপ করতে সমর্থ নয় ॥৮॥

টীকা — ৫ ঋকের 'হরিয়ূপীয়া কোন নদী বা নগরীর নাম।' সায়ণ ॥ ৬ ঋকের 'যব্যাবতী হরিয়ূপীয়ার আর একটি নাম।' সায়ণ। যে নদীতীরে বা নগরে এত যুদ্ধ হয়েছিল, তা এখন কোথায়? ॥ সায়ণ। 'ত্রিংশৎ শতং' অর্থে একশত ত্রিশ করেছেন ॥

◆ ◆

— ২৮ সূক্ত —

[দেবতা : গো, কিন্তু দ্বিতীয় ঋকের দেবতা ও অষ্টম ঋকের কিছু অংশের দেবতা ইন্দ্র।
ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্]

আ গাবো অগ্মন্নুত ভদ্রক্রন্ত্সীদন্তু গোষ্ঠে রণয়ন্ত্বস্মে।
প্রজাবতীঃ পুরুরূপা ইহ স্যুরিন্দ্রায় পূর্বীরুষসো দুহানাঃ॥ ১॥
ইন্দ্রো যজ্বনে পৃণতে শিক্ষত্যুপেদ্দদাতি ন স্বং মুষায়তি।
ভূয়োভূয়ো রয়িমিদস্য বর্ধয়ন্নভিন্নে খিল্যে নি দধাতি দেবয়ুম্॥ ২॥
ন তা নশন্তি ন দভাতি তস্করো নাসামামিত্রো ব্যথিরা দধর্ষতি।
দেবাংশ্চ যাভি র্যজতে দদাতি চ জ্যোগিত্তাভিঃ সচতে গোপতিঃ সহ॥ ৩॥
ন তা অর্বা রেণুককাটো অশ্নুতে ন সংস্কৃতত্রমুপ যন্তি তা অভি।
উরুগায়মভয়ং তস্য তা অনু গাবো মর্তস্য বি চরন্তি যজ্বনঃ॥ ৪॥
গাবো ভগো গাব ইন্দ্রো মে অচ্ছান্ গাবঃ সোমস্য প্রথমস্য ভক্ষঃ।
ইমা যা গাবঃ স জনাস ইন্দ্র ইচ্ছামীদ্ধৃদা মনসা চিদিন্দ্রম্॥ ৫॥
যূয়ং গাবো মেদয়থা কৃশং চিদশ্রীরং চিৎকৃণুথা সুপ্রতীকম্।
ভদ্রং গৃহং কৃণুথ ভদ্রবাচো বৃহদ্বো বয় উচ্যতে সভাসু॥ ৬॥
প্রজাবতীঃ সূযবসং রিশন্তীঃ শুদ্ধা অপঃ সুপ্রপাণে পিবন্তীঃ।
মা বঃ স্তেনঃ ঈশত মাঘশংসঃ পরি বো হেতী রুদ্রস্য বৃজ্যাঃ॥ ৭॥
উপেদমুপপর্চনমাসু গোষূপ পৃচ্যতাম্।
উপ ঋষভস্য রেতস্যুপেন্দ্র তব বীর্যে॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — গোগণ যেন আমাদের গৃহে আগমন করে ও আমাদের কল্যাণ বিধান করে; তারা যেন আমাদের গোষ্ঠে উপবেশন করে ও আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়। বিচিত্রবর্ণ ধেনুবৃন্দ যেন এই স্থানে সন্ততি সম্পন্ন হয়ে প্রত্যূষে ইন্দ্রের জন্য দুগ্ধ প্রদান করে ॥ ১ ॥

ইন্দ্র যজমানের ও প্রীতিদায়ক স্তোতার অভিলাষ পূর্ণ করেন। তিনি সর্বদা তাদের ধন প্রদান করেন এবং কখনও তাদের আপনার নিজ ধন হ'তে বঞ্চিত করেন না। তিনি নিরন্তর তাদের ধন বৃদ্ধি ক'রে আপন ভক্তবৃন্দকে দুর্ভেদ্য দুর্গে স্থাপন করেন ॥ ২ ॥

ধেনুগণ যেন বিনষ্ট না হয়। তস্করগণ যেন তাদের অপহরণ না করে। শত্রুসম্বন্ধীয় অস্ত্রসমূহ যেন তাদের উপর পতিত না হয়। যে সকল ধেনু দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হয়, যাগ সাধন সেই গোবৃন্দের সাথে গোস্বামী যেন কখনও বিযুক্ত না হন ॥ ৩ ॥

রেণু সকলের উত্থাপনকারী সামরিক অশ্ব যেন তাদের নিকট উপস্থিত না হয়। তারা যেন যজ্ঞে

বিশসনাদি অর্থাৎ বলিদান ইত্যাদি সংস্কার প্রাপ্ত না হয়। যাগ-অনুষ্ঠানকারী মানুষের ধেনুগণ যেন নির্ভর ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ॥ ৪ ॥

গোবৃন্দ আমার ধনস্বরূপ। ইন্দ্র আমাকে গোসমূহ প্রদান করুন। ধেনুবর্গ হব্যশ্রেষ্ঠ সোমরসের ভক্ষণীয় প্রদান করুক। হে মানবগণ! এই সমস্ত ধেনুগণই সেই ইন্দ্র, যাঁকে আমি হৃদয় ও মনের সাথে কামনা ক'রি ॥ ৫ ॥

হে ধেনুগণ! তোমরা আমাদের পুষ্টিবিধান করো। তোমরা ক্ষীণ ও কুৎসিত দেহকে শ্রীযুক্ত করো। হে কল্যাণকর ধ্বনিসম্পন্ন ধেনুবৃন্দ! তোমরা আমাদের গৃহ সমৃদ্ধিসম্পন্ন করো। যজ্ঞসভায় তোমাদের প্রদত্ত প্রচুর অন্নই সম্যক্ ভাবে কীর্তিত হয় ॥ ৬ ॥

হে ধেনুগণ! তোমরা সন্ততিসম্পন্ন হও। শোভন শস্পভক্ষণ ও সুগম সরোবরে জল পান করো। তস্কর যেন তোমাদের অধিপতি না হয় এবং হিংসক জন্তুও যেন তোমাদের আক্রমণ না করে এবং রুদ্রাস্ত্র যেন তোমাদের দূরে থাকে ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার বলাধানের নিমিত্ত ধেনুগণের পুষ্টি প্রার্থিত হোক এবং গোগণের গর্ভাধানকারী বৃষভের বল প্রার্থিত হোক ॥ ৮ ॥

টীকা — সেই কালে দুগ্ধদাত্রী গাভীই লোকের একটি প্রধান সম্পত্তি ছিল, সুতরাং ঋষিবর্গের বড় প্রিয় ছিল। এই সূক্তের ঋষি গোসমূহেরই স্তুতি করছেন, এবং ৫ ঋকে তাদের স্বয়ং ইন্দ্র ব'লে অভিহিত করছেন। ৪ ঋকে গাভীর আহুতি দানের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রং বো নরঃ সখ্যায় সেপু র্মহো যন্তঃ সুমতয়ে চকানাঃ।
মহো হি দাতা বজ্রহস্তো অস্তি মহামু রণ্বমবসে যজধ্বম্ ॥ ১ ॥
আ যস্মিন্ হস্তে নর্যা মিমিক্ষুরা রথে হিরণ্যয়ে রথেষ্ঠাঃ।
আ রশ্ময়ো গভস্ত্যোঃ স্থূরয়োরাধ্বন্নশ্বাসো বৃষণো যুজানাঃ ॥ ২ ॥
শ্রিয়ে তে পাদা দুব আ মিমিক্ষু র্ধৃষ্ণুর্বজ্রী শবসা দক্ষিণাবান্।
বসানো অৎকং সুরভিং দৃশে কং স্বর্ণ নৃতবিষিরো বভূথ ॥ ৩ ॥
স সোম আমিশ্লতমঃ সুতো ভূদ্যস্মিৎপক্তিঃ পচ্যতে সন্তি ধানাঃ।
ইন্দ্রং নরঃ স্তুবন্তো ব্রহ্মকারা উক্থা শংসন্তো দেববাততমাঃ ॥ ৪ ॥
ন তে অন্তঃ শবসো ধায্যস্য বি তু বাবধে রোদসী মহিত্বা।
আ তা সূরিঃ পৃণতি তূতুজানো যূথেবাপ্সু সমীজমান ঊতী ॥ ৫ ॥
এবেদিন্দ্রঃ সুহব ঋষ্বো অস্তূতী অনূতী হিরিশিপ্রঃ সত্বা।
এবা হি জাতো অসমাত্যোজাঃ পুরূ চ বৃত্রা হনতি নি দস্যূন্ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে যজমানগণ! তোমাদের ঋত্বিকসমূহ অনুগ্রহার্থী হয়ে মহাস্তোত্র উচ্চারণপূর্বক বন্ধুত্বলাভের জন্য ইন্দ্রের পরিচর্যা করছেন। কারণ, বজ্রপাণি ইন্দ্র বিপুল ধন প্রদান করেন। অতএব রক্ষার জন্য, রমণীয় ও মহান সেই ইন্দ্রেরই যাগ করো ॥ ১ ॥

যাঁর হস্তে মানবহিতকর ধন সঞ্চিত আছে; যিনি সুবর্ণময় রথে আরূঢ়; যাঁর বিশাল বাহুদ্বয়ে রশ্মিসকল নিয়মিত আছে; যাঁকে রথে নিয়োজিত বলশালী অশ্বগণ অন্তরীক্ষ পথে বহন করে ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! ঐশ্বর্য লাভের জন্য ভরদ্বাজ আপনার পাদদ্বয়ের পরিচর্যা করছেন, কারণ, আপনি বলের দ্বারা শত্রুগণকে পরাজতি করেন, বজ্র ধারণ করেন এবং ধন প্রদান করেন। হে নেতা! আপনি সকলের দর্শনের জন্য মনোজ্ঞ ও সতত গমনশীল রূপ ধারণ ক'রে সূর্যের মতো পরিভ্রমণ করেন ॥ ৩ ॥

অভিষুত সোম যথোপযুক্তভাবে মিশ্রিত হয়েছে, এ অভিষুত হ'লে পাকযোগ্য পরোডাশ ইত্যাদি পক্ব হয়, ধান হব্যের জন্য সংস্কৃত হয় এবং ঋত্বিক্‌গণ হব্য প্রদানপূর্বক ইন্দ্রের স্তুতি পাঠ ও প্রশংসা গান করতে করতে দেববৃন্দের সন্নিকৃষ্ট হন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার বলের সীমা নির্ধারিত হয়নি। স্বর্গ ও পৃথিবী এর মাহাত্ম্যে ভীত হয়েছে। গোপাল যেমন বারির দ্বারা গোযূথের তৃপ্তি সাধন করে, স্তবকারী সেইরকম সত্বর আগ্রহ সহকারে হব্যের দ্বারা যাগ ক'রে আপনার বলের তৃপ্তি বিধান করে ॥ ৫ ॥

হরিতনাসিক মহেন্দ্র যেন এইভাবে অনায়াসে আমাদের আহ্বানযোগ্য হন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত বা অনুপস্থিত হোন, স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করেন; অনুপম শক্তিমান্ সেই ইন্দ্র যেন এইভাবে প্রাদুর্ভূত হয়ে অসংখ্য প্রতিকূল-আচারীবর্গকে ও দস্যুবর্গকে সংহার করেন ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ভূয় ইদ্বাবৃধে বীর্যায় এঁকো অজুর্যো দয়তে বসূনি।
প্র রিরিচে দিব ইন্দ্রঃ পৃথিব্যা অর্ধমিদস্য প্রতি রোদসী উভে॥ ১ ॥
অধা মন্যে বৃহদসু র্যমস্য যানি দাধার নকিরা মিনাতি।
দিবেদিবে সূর্যো দর্শতো ভূদ্বি সম্মান্যর্বিয়া সুক্রতুর্ধাৎ॥ ২ ॥
অদ্যা চিন্নূ চিত্তদপো নদীনাং দদাভ্যো অরদো গাতুমিন্দ্র।
নি পবতা অদ্মসদো ন সেদুস্ত্বয়া দৃড়্হানি সুক্রতো রজাংসি॥ ৩ ॥
সত্যমিত্তন্ন ত্বা বাঁ অন্যো অস্তীন্দ্র দেবো ন মর্ত্যো জ্যায়ান্।
অহন্নহিং পরিশয়ানমর্ণোঽহবাসৃজো অপো অচ্ছা সমুদ্রম্॥ ৪ ॥

ত্বমপো বি দুরো বিষূচীরিন্দ্র দৃড়্‌হমরুজঃ পর্বতস্য।
রাজাভবো জগতশ্চর্ষণীনাং সাকং সূর্য্যং জনয়ন্দ্যামুষাসম্॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — ইন্দ্র পুনর্বার বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রবুদ্ধ হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ ও ক্ষয়রহিত ইন্দ্র স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করেন। ইন্দ্র স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করেন। ইন্দ্রের অর্ধভাগই স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ের সমকক্ষ ॥ ১॥

সম্প্রতি আমি তাঁর অসূর্য বলের স্তব করছি। তিনি যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করতে সঙ্কল্প করেন, কেউই তার খণ্ডন করতে সমর্থ হয় না। তিনিই প্রত্যহ বৃত্রাবৃত সূর্যকে দৃষ্টিগোচর করেন। শোভন কার্যের অনুষ্ঠানকারী সেই ইন্দ্র ত্রিভুবন বিস্তৃত ক'রে রক্ষা করেছেন ॥ ২॥

হে ইন্দ্র। পূর্বকালের মতো ইদানীন্তন কালেও নদীসমূহের বিমোচনরূপ আপনার কার্য বর্তমান আছে; তার দ্বারা আপনি সেই সমস্ত নদীর প্রবাহণের নিমিত্ত পথ নিরূপিত ক'রে দিয়েছেন। পর্বত সকল ভোজনের জন্য উপবিষ্ট মানবগণের মতো আপনার আজ্ঞাক্রমে নিশ্চলভাবে অবস্থান করছে। হে সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র। এই অখিল বিশ্ব আপনাকর্তৃক স্থিরীকৃত হয়েছে ॥৩॥

হে ইন্দ্র! এটি সম্পূর্ণ সত্য যে, আপনার সমকক্ষ নেই। কি দেব, কি মানব, কেউই আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আপনি বারিরাশি নিরোধ ক'রে শয়ান অহিকে সংহার করেছেন এবং বারিরাশিকে সমুদ্রে পতিত হবার নিমিত্ত বিমুক্ত করেছেন ॥ ৪॥

আপনি নিরুদ্ধ বারিরাশিকে সর্বত্র প্রবাহিত হবার জন্য বিমুক্ত করেছেন। আপনি মেঘের সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করেছেন। আপনি সূর্য, আকাশ ও উষাকে প্রকাশিত ক'রে জগতের অধিবাসীগণের উপর আধিপত্য করেছেন ॥৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : সুহোত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, শক্বরী]

অভূরেকো রয়িপতে রয়ীণামা হস্তয়োরধিথা ইন্দ্র কৃষ্টীঃ।
বি তোকে অপ্সু তনয়ে চ সূরেঽবোচন্ত চর্ষণয়ো বিবাচঃ॥ ১॥
ত্বদ্ভিয়েন্দ্র পার্থিবানি বিশ্বাচ্যুতা চিচ্চ্যাবয়ন্তে রজাংসি।
দ্যাবাক্ষামা পর্বতাসো বনানি বিশ্বং দৃড়্‌হং ভয়তে অজ্মন্না তে॥ ২॥
ত্বং কুৎসেনাভি শুষ্ণমিন্দ্রাশূষং যুধ্য কুয়বং গবিষ্টৌ।
দশ প্রপিত্বে অধ সূর্যস্য মুষায়শ্চক্রমবিবে রপাংসি॥ ৩॥
ত্বং শতান্যব শম্বরস্য পুরো জঘন্থাপ্রতীনি দস্যোঃ।
অশিক্ষো যত্র শচ্যা শচীবো দিবোদাসায় সুন্বতে সুতক্রে
ভরদ্বাজায় গৃণতে বসূনি॥ ৪॥

স সত্যসত্বন্মহতে রণায় রথমা তিষ্ঠ তুবিনৃম্ণ ভীমম্।
যাহি প্রপথিন্নবসোপ মদ্রিক্ প্র চ শ্রুত শ্রাবয় চর্ষণিভ্যঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ধনাধিপতি ইন্দ্র! আপনি ধনের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। আপনি মানবগণকে আপন বাহুদ্বয়ে ধারণ করেন। পুত্র, শত্রুবিজয়ী পৌত্র ও বৃষ্টির জন্য মানুষ নানা রকমে আপনার স্তব করে ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! মেঘসকল, অন্তরীক্ষ-উদ্ভব বারিরাশি পতনযোগ্য না হ'লেও বর্ষণ করে। স্বর্গ, পৃথিবী, পর্বতসকল, বৃক্ষসমূহ এবং এই অখিল স্থাবর জগৎ আপনার আগমনে ভীত হয় ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি কুৎসের সাথে প্রবল শুষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। রণে কুয়বকে বধ করেছেন। সংগ্রামে সূর্যের রথচক্র হরণ করেছেন এবং পাপকারীগণকে দূরীকৃত করেছেন ॥ ৩ ॥

আপনি দস্যু শম্বরের একশত দুর্ভেদ্য নগর উচ্ছিন্ন করেছেন। হে প্রজ্ঞাসম্পন্ন, অভিষুত সোমের দ্বারা ক্রীত ইন্দ্র! সেই সময় আপনি বদান্যতা হেতু হব্যপ্রদাতা দিবোদাস এবং স্তবকারী ভরদ্বাজকে ধন প্রদান করেছিলেন ॥ ৪ ॥

প্রকৃত বীরবর্গের অগ্রণী, অতুল ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র! আপনি তুমুল সংগ্রামের জন্য ভীষণ রথে আরোহণ করুন। হে প্রকৃষ্ট পথগামী ইন্দ্র! আপনি রক্ষাসহকারে আমার অভিমুখে আগমন করুন। হে সুপ্রসিদ্ধ! আপনি জনসমাজে আমাদের প্রসিদ্ধ করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : সুহোত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অপূর্ব্যা পুরুতমান্যস্মৈ মহে বীরায় তবসে তুরায়।
বিরপ্শিনে বজ্রিণে শন্তমানি বচাংস্যাসা স্থবিরায় তক্ষম্॥ ১॥
স মাতরা সূর্যেণা কবীনামবাসয়দ্রুজদদ্রিং গৃণানঃ।
স্বাধীভি র্ঋক্বভি র্বাবশান উদুস্রিয়াণামসৃজন্নিদানম্॥ ২॥
স বহ্নিভি র্ঋক্বভি র্গোষু শশ্বন্মিতজ্ঞুভিঃ পুরুকৃত্বা জিগায় ।
পুরঃ পুরোহা সখিভিঃ সখীয়ন্ দৃড়্হা রুরোজ কবিভিঃ কবিঃ সন্॥ ৩॥
স নীব্যাভি র্জরিতারমচ্ছা মহো বাজেভির্মহদ্ভিশ্চ শুষ্মৈঃ।
পুরুবীরাভি র্বৃষভ ক্ষিতীনামা গির্বণঃ সুবিতায় প্র যাহি॥ ৪॥
স সর্গেণ শবসা তক্তো অত্যৈরপ ইন্দ্রো দক্ষিণতস্তুরাষাট্।
ইত্থা সৃজানা অনপাবৃদর্থং দিবেদিবে বিবিষুরপ্রমৃষ্যম্॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — আমি বলশালী, বীর শক্তিমান্, বেগসম্পন্ন, সম্যক্‌ভাবে স্তবের যোগ্য, প্রাচীন বজ্রধারী ইন্দ্রের জন্য মুখের দ্বারা অপূর্ব, সুবিস্তীর্ণ, সুখদায়ক স্তোত্র রচনা করেছি ॥ ১ ॥

তিনি মেধাবী অঙ্গিরাগণের জন্য জননীস্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীকে সূর্যের দ্বারা প্রকাশিত করেছেন এবং তাঁদের দ্বারা স্তূয়মান হয়ে পর্বতকে চূর্ণ করেছেন এবং ধ্যানপরায়ণ স্তোতৃবর্গ অঙ্গিরাগণ কর্তৃক বারংবার প্রার্থিত হয়ে ধেনুবৃন্দের বন্ধন মোচন করেছেন ॥ ২ ॥

বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ধেনুগণের উদ্ধারের জন্য জাল পাতনপূর্বক নিরন্তর হব্যপ্রদানকারী স্তোতৃবর্গ অঙ্গিরাবৃন্দের সাথে মিলিত হয়ে শত্রুবর্গকে পরাজিত করেছেন। মিত্রভূত, মেধাবী অঙ্গিরাবৃন্দের সাথে মিত্রাভিলাষী ও দূরদর্শী হয়ে সেই পুরন্দর দৃঢ় পুরীসকল ধ্বংস করেছেন ॥ ৩ ॥

হে অভীষ্টপূরক, স্তুতির দ্বারা বন্দনীয় ইন্দ্র! আপনি প্রচুর অন্ন, প্রকৃষ্ট বল ও বহু বৎসবতী যুবতী বড়বার দ্বারা আপনার স্তবকারীকে, মানবগণের মধ্যে সুখী করবার জন্য তার অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৪ ॥

স্বভাবতঃ তেজস্বী অশ্বগণের অধিপতি তুরাষাট্ দক্ষিণ হ'তে বারিরাশিকে বিমুক্ত করেন; এইভাবে বিসৃষ্ট বারিসমূহ সেই ক্ষোভশূন্য গন্তব্য স্থানে (সমুদ্রে) প্রত্যহ ব্যাপ্ত হয়ে পতিত হয়, যা হ'তে আর প্রত্যাবর্তন সম্ভবে না ॥ ৫ ॥

টীকা — ৫ ঋকে মূলে 'অপঃ দক্ষিণতঃ' আছে। সায়ণ এর অর্থ করেছেন সূর্যের দক্ষিণায়ণের সময়ে বারিরাশি বিমুক্ত করেন। ভারতবর্ষে দক্ষিণায়নের সময়েই বর্ষা আরম্ভ হয় ॥ এই সূক্ত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যও পূর্বানুরূপ। প্রসঙ্গতঃ এই সূক্তের প্রথম ঋকেই স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত একটি অনুবাদ ও মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—"মহৎ রিপুনাশক, সর্বশক্তিমান, আশুমুক্তিদায়ক, সর্বলোক-আরাধ্য আদিভূত, রক্ষাস্ত্রধারী, পরমদেবতার জন্য অর্থাৎ তাঁকে পাবার জন্য, সাধকগণ অপূর্ব, প্রভূত পরিমাণ, সুখদায়ক, প্রার্থনারূপ বাক্যসমূহ উচ্চারণ করেন, অর্থাৎ প্রার্থনা করেন।" (ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবানকে পাবার জন্য সর্বতোভাবে প্রার্থনা করেন)। [ভগবান্ সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে, তাঁকে পাবার জন্য সর্বতোভাবে প্রার্থনা করা যাবে না ব'লেই এখানে তাঁর স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি 'মহৎ'—'মহতো মহীয়ান'। তিনি 'রিপুনাশক'—মানুষের অন্তরের ও বাহিরের শত্রুকে বিধ্বংস করেন। তিনি 'সর্বশক্তিমান'; যেখানে যা কিছু শক্তি দেখা যায় তা তাঁরই শক্তির প্রকাশ মাত্র। তিনি 'আশুমুক্তিদায়ক'। 'সর্বলোকের আরাধ্য' অর্থাৎ যখনই যেখানে যে দেবতারই আরাধনা করা হোক, তা তাঁতেই বর্তায়। তিনি 'স্থবির'—জগতের আদিকারণ। তিনি 'রক্ষাস্ত্রধারী'—জগতের পাপ-তাপের আক্রমণ থেকে মানুষের রক্ষাকারী।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৩৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : শুনহোত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

য ওজিষ্ঠ ইন্দ্র তং সু নো দা মদো বৃষন্ত্স্বভিষ্টি র্দাস্বান্।
সৌবশ্ব্যং যো বনবৎস্বশ্বো বৃত্রা সমৎসু সাসহদমিত্রান্॥ ১ ॥

ত্বাং হীন্দ্রাবসে বিবাচো হবন্তে চর্ষণয়ঃ শূরসাতৌ।
ত্বং বিপ্রেভি র্বিপণীঁরশায়স্ত্বোত ইৎসনিতা বাজমর্বা॥ ২॥
ত্বং তাঁ ইন্দ্রোভয়াঁ অমিত্রান্দাসা বৃত্রাণ্যার্যা চ শূর ।
বধী র্বনেব সুধিতেভিরৎকৈরা পৃৎসু দর্ষি নৃণাং নৃতম॥ ৩॥
স ত্বং ন ইন্দ্রাকবাভিরূতী সখা বিশ্বায়ুরবিতা বৃধে ভূঃ।
স্বর্ষাতা যদ্ধ্বয়ামসি ত্বা যুধ্যন্তো নেমধিতা পৃৎসু শূর॥ ৪॥
নূনং ন ইন্দ্রাপরায় চ স্যা ভবা মৃলীক উত নো অভিষ্টৌ।
ইত্থা গৃণন্তো মহিনস্য শর্মন্দিবি ষ্যাম পার্যে গোষতমাঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে কামপূরক ইন্দ্র! আপনি আমাদের বলবত্তম, আনন্দবিধায়ক, শোভন যজ্ঞকারী ও হব্য প্রদানকারী একটি পুত্র প্রদান করুন, যে পুত্র উৎকৃষ্ট অশ্বে আরূঢ় হয়ে সংগ্রামে উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ ও প্রতিকূল আচরণকারী শত্রুবর্গকে পরাভূত করবে ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! নানারকম বাক্‌শক্তিসম্পন্ন মানবগণ যুদ্ধে রক্ষার জন্য আপনাকে আহ্বান করে। আপনি মেধাবী অঙ্গিরাগণের সাথে পণিগণকে সংহার করেছেন। উপাসক আপনার দ্বারা রক্ষিত হয়ে অন্নলাভ করে ॥ ২ ॥

হে বীর ইন্দ্র! আপনি কি দস্যু, কি আর্য, উভয় রকম শত্রুই সংহার করেছেন। হে নেতৃশ্রেষ্ঠ! কাষ্ঠচ্ছেদক যেমন বৃক্ষসকল ছেদন করে, সেইরকম আপনি সংগ্রামে সুনিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহের দ্বারা শত্রুবর্গকে বিদারিত করেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি সর্বত্র অপ্রতিহতগতি। আপনি অনিন্দ্য রক্ষাসহকারে আমাদের সমৃদ্ধি বিধানের জন্য রক্ষক ও বন্ধু হোন। আমরা কতিপয় পুরুষ সমন্বিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে ধন লাভের জন্য আপনাকে আহ্বান ক'রি ॥ ৪ ॥

ফলতঃ হে ইন্দ্র! আপনি সম্প্রতি এবং অন্য সময়ে আমাদের হোন। আমাদের অবস্থানুসারে সুখপ্রদাতা হোন। আপনি ঐশ্বর্যশালী, এইভাবে প্রত্যুষে আপনার স্তব ও উপাসনা করে আমরা যেন আপনার প্রদত্ত সমুজ্জ্বল ও অসীম সুখে অবস্থান ক'রি ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সং চ ত্বে জগ্মুর্গির ইন্দ্র পূর্বীর্বি চ ত্বদ্যন্তি বিভো মনীষাঃ।
পুরা নূনং চ স্তুতয় ঋষীণাং পস্পৃধ্র ইন্দ্রে অধ্যুক্থার্কা॥ ১॥

পুরুহূতো যঃ পুরুগূত ঋভ্বাঁ একঃ পুরুপ্রশস্তো অস্তি যজ্ঞৈঃ।
রথো ন মহে শবসে যুজানোঽস্মাভিরিন্দ্রো অনুমাদ্যো ভূৎ॥ ২॥
ন যং হিংসন্তি ধীতয়ো ন বাণীরিন্দ্রং নক্ষন্তীদভি বর্ধয়ন্তীঃ।
যদি স্তোতারঃ শতং যৎসহস্রং গৃণন্তি গির্বণসং শং তদস্মৈ॥ ৩॥
অস্মা এতদ্দিব্যর্চেব মাসা মিমিক্ষ ইন্দ্রো ন্যয়ামি সোমঃ।
জনং ন ধন্বন্নভি সং যদাপঃ সত্রা বাবৃধুর্হবনানি যজ্ঞৈঃ॥ ৪॥
অস্মা এতন্মহ্যাঙ্গূষমস্মা ইন্দ্রায় স্তোত্রং মতিভিরবাচি।
অসদ্যথা মহতি বৃত্রতূর্য ইন্দ্রো বিশ্বায়ুরবিতা বৃধশ্চ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! অসংখ্য স্তোত্র আপনাতে সঙ্গত হয়। আপনা হ'তে স্তোতৃবর্গের পর্যাপ্ত প্রশংসা নির্গত হয়। পূর্বকালে ও ইদানীন্তন সময়ে ঋষিগণের স্তোত্র উপাসনা ও মন্ত্র সকল ইন্দ্রের পূজা বিষয়ে পরস্পর স্পর্ধা করে ॥ ১ ॥

আমরা যেন সর্বদা সেই ইন্দ্রকে প্রসন্ন ক'রি; তিনি বহুলোকের বন্দনীয়, বহুলোক কর্তৃক প্রবোধিত, মহান্, অদ্বিতীয় এবং যজমানগণ কর্তৃক সম্যক্‌ভাবে স্তুত হন। আমরা যেন মহৎ বল লাভ করবার জন্য রথের মতো সেই ইন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত হয়ে সর্বদা তাঁর স্তব ক'রি ॥ ২ ॥

সমৃদ্ধিবিধায়ক সমুদয় স্তোত্র সেই ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করে। কর্ম ও স্তুতিসকল তাঁর কোনরকম অনিষ্ট উৎপাদন করে না, কারণ শত সহস্র স্তবকারী স্তুতিভাজন সেই ইন্দ্রের স্তব ক'রে প্রীতি উৎপাদন করে ॥ ৩ ॥

যাগদিনে স্তোত্রের মতো পূজা সহকারে প্রদত্ত হবার জন্য ইন্দ্রের নিমিত্ত মিশ্রিত সোমরস প্রস্তুত হয়েছে। মরুভূমিতে জল যেমন মানুষকে পোষণ করে, সেইরকম স্তোত্রসকল হব্যসহকারে তাঁকে বর্ধিত করে ॥ ৪ ॥

সর্বব্যাপী ইন্দ্র মহা সংগ্রামে আমাদের রক্ষক ও সমৃদ্ধি বিধায়ক হবেন ব'লে স্তোতৃবর্গ কর্তৃক এই স্তোত্র আগ্রহ সহকারে ইন্দ্রের প্রতি উক্ত হয়েছে ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : নর। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কদা ভুবন্রথক্ষয়াণি ব্রহ্ম কদা স্তোত্রে সহস্রপোষ্যং দাঃ।
কদা স্তোমং বাসয়োঽস্য রায়া কদা ধিয়ঃ করসি বাজরত্নাঃ॥ ১॥
কর্হি স্বিত্তদিন্দ্র যন্নৃভি র্নৃন্বীরৈ র্বীরান্নীলয়াসে জয়াজীন্।
ত্রিধাতু গা অধি জয়াসি গোষ্বিন্দ্র দ্যুম্নং স্বর্বদ্ধেহ্যস্মে॥ ২॥

কর্হি স্বিত্তদিন্দ্র যজ্জরিত্রে বিশ্বপ্সু ব্রহ্ম কৃণবঃ শবিষ্ঠ।
কদা ধিয়ো ন নিযুতো যুবাসে কদা গোমঘা হবনানি গচ্ছাঃ॥ ৩॥
স গোমঘা জরিত্রে অশ্বশ্চন্দ্রা বাজশ্রবসো অধি ধেহি পৃক্ষঃ।
পীপিহীষঃ সুদঘামিন্দ্র ধেনুং ভরদ্বাজেষু সুরুচো রুরুচ্যাঃ॥ ৪॥
তমা নূনং বৃজনমন্যথা চিচ্ছূরো যচ্ছক্র বি দুরো গৃণীষে।
মা নিররং শুক্রদুঘস্য ধেনোরাঙ্গিরসান্ ব্রহ্মণা বিপ্র জিন্ব॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আমার স্তোত্রসমূহ কবে রথারূঢ় আপনার নিকট উপস্থিত হবে? কবে আপনি আপনার উপাসক আমাকে সহস্র পুরুষ পোষণ করবার উপায় প্রদর্শন করবেন? কবে আপনি এই স্তবকারী আমার স্তোত্র ধনের দ্বারা পুরস্কৃত করবেন? কবেই বা আপনি যজ্ঞীয় কার্যে সকলকে অন্ন-উৎপাদক করবেন? ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! কবে আপনি আমার পুরুষের সাথে শত্রুবর্গের পুরুষ ও আমার পুত্রবর্গের সাথে শত্রুবর্গের পুত্রগণকে মিলিত করবেন? কবে আমাদের জন্য যুদ্ধ জয় করবেন? কবে আপনি শত্রু হ'তে ক্ষীর, দধি, ঘৃতরূপ তিন রকম খাদ্য উৎপাদিকা গাভীসকল জয় করবেন? হে ইন্দ্র! কবেই বা আপনি আমাদের বিস্তৃত ধন প্রদান করবেন? ॥ ২ ॥

হে বলবত্তম ইন্দ্র! কবে আপনি আপনার স্তবকারীকে নানারকম অন্ন প্রদান করবেন? কবে আপনি আমাতে যাগ ও স্তোত্র সমর্পিত করবেন? কবেই বা আপনি স্তোত্র সকলকে ধেনুগণের উৎপাদক করবেন? ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আপনার স্তবকারীকে ধেনুগণের উৎপাদক অশ্বগণের দ্বারা প্রীতিবিধায়ক ও বলের দ্বারা প্রসিদ্ধ অন্ন প্রদান করুন। আপনি অন্ন সকল ও অনায়াসে দোহনযোগ্য গাভীসমূহকে পরিতুষ্ট করুন এবং যাতে সেই সমুদয় দীপ্তিসম্পন্ন হয়, আপনি তা বিধান করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের শত্রুকে অন্যপথে, অর্থাৎ মৃত্যুপথে, পরিচালিত করুন। হে ইন্দ্র! আপনি শক্তিমান, বীর ও শত্রুনিহন্তা ব'লে আমরা আপনার স্তব ক'রি। আপনি বিশুদ্ধ বস্তু প্রদানকারী, আমি যেন আপনার স্তোত্র উচ্চারণে বিরত না হই। হে প্রাজ্ঞ ইন্দ্র! আপনি অঙ্গিরাগণকে অন্নের দ্বারা প্রীত করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : নর। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সত্রা মদাসস্তব বিশ্বজন্যাঃ সত্রা রায়োঽধ যে পার্থিবাসঃ।
সত্রা বাজানামভবো বিভক্তা যদ্দেবেষু ধারয়থা অসুর্যম্॥ ১॥

অনু প্র যেজে জন ওজ অস্য সত্রা দধিরে অনু বীর্যায়।
স্যমগৃভে দুধয়েঽর্বতে চ ক্রতুং বৃঞ্জন্ত্যপি বৃত্রহত্যে॥ ২॥
তং সধ্রীচীরূতয়ো বৃষ্ণ্যানি পৌংস্যানি নিযুতঃ সশ্চুরিন্দ্রম্।
সমুদ্রং ন সিন্ধব উকথশুষ্মা উরুব্যচসং গির আ বিশন্তি॥ ৩॥
স রায়স্খামুপ সৃজা গৃণানঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য ত্বমিন্দ্র বস্বঃ।
পতি র্বভূথাসমো জনানামেকো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা॥ ৪॥
স তু শ্রুধি শ্রুত্যা যো দুবোয়ু র্দ্যৌর্ন ভূমাভি রায়ো অর্যঃ।
অসো যথা নঃ শবসা চকানো যুগেযুগে বয়সা চেকিতানঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! সোমপানজনিত আপনার হর্ষ যথার্থই সমস্ত লোকের হিতকর। ত্রিভুবন স্থিত আপনার ধনসমূহ যথার্থই সমস্ত লোকের হিতকর। আপনি যথার্থই অন্নদাতা; কারণ আপনি দেববৃন্দের মধ্যে বল ধারণ করেন ॥ ১॥

যজমান বিশিষ্টভাবে ইন্দ্রের বলের পূজা করেন ও বীরত্বের জন্য তাঁরই উপর নির্ভর করেন এবং অবিচ্ছিন্ন শত্রুশ্রেণীর নিরোধকারী, হিংসাকারী ও আক্রমণকারী ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করবেন ব'লে তাঁর পরিচর্যা করেন ॥ ২॥

সমবেত মরুৎগণ বীরত্ব, বল ও রথে নিযুজ্যমান অশ্বগণ সেই ইন্দ্রের পরিচর্যা করে। নদীসমূহ যেমন সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরকম উপাসনারূপ শক্তি সমন্বিত স্তুতিসকল বিশ্বব্যাপী সেই ইন্দ্রের সাথে সঙ্গত হয় ॥ ৩॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনার স্তব করছি, আপনি বহুলোকের আনন্দজনক ও গৃহদায়ক ঐশ্বর্যের স্রোত প্রবাহিত করুন। কারণ আপনি অখিল লোকের অনুপম অধিপতি এবং সমস্ত জগতের অধীশ্বর ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের সেবার অভিলাষী হয়ে সূর্যের মতো আমাদের শত্রুগণের বিপুল ধন জয় করুন। আপনি শীঘ্র শ্রবণযোগ্য স্তোত্র সকল শ্রবণ করুন; আপনি বলসম্পন্ন; প্রতি যুগে স্তূয়মান ও হব্যরূপ অন্নের দ্বারা সম্যক্‌ভাবে জায়মান হয়ে আমাদের নিকট যেমন ছিলেন সেই রকমই অবস্থান করুন ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অর্বাগ্রথং বিশ্ববারং ত উগ্রেন্দ্র যুক্তাসো হরয়ো বহন্তু।
কীরিশ্চিদ্ধি ত্বা হবতে স্বর্বানৃধীমহি সধমাদস্তে অদ্য॥ ১॥

প্রো দ্রোণে হরয়ঃ কর্মাগ্মৎপুনানাস ঋজ্যন্তো অভূবন্।
ইন্দ্রো নো অস্য পূর্ব্যঃ পপীয়াদ্দ্যুক্ষো মদস্য সোম্যস্য রাজা॥ ২॥
আসস্রাণাসঃ শবসানমচ্ছেন্দ্রং সুচক্রে রথ্যাসো অশ্বাঃ।
অভি শ্রব ঋজ্যন্তো বহেয়ুর্নূ চিন্নু বায়োরমৃতং বি দস্যেৎ॥ ৩॥
বরিষ্ঠো অস্য দক্ষিণামিয়র্তীন্দ্রো মঘোনাং তুবিকূর্মিতমঃ।
যয়া বজ্রিবঃ পরিয়াস্যংহো মঘা চ ধৃষ্ণো দয়সে বি সূরীন্॥ ৪॥
ইন্দ্রো বাজস্য স্থবিরস্য দাতেন্দ্রো গীর্ভির্বর্ধতাং বৃদ্ধমহাঃ।
ইন্দ্রো বৃত্রং হনিষ্ঠো অস্তু সত্বা তা সূরিঃ পৃণতি তূতুজানঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! আপনার রথনিযোজিত অশ্বগণ আমাদের সম্মুখে আপনার বিশ্ববন্দনীয় রথ আনয়ন করুক, কারণ আপনাতে একাগ্রচিত্ত স্তোত্রা ভরদ্বাজ আপনাকে আহ্বান করছে। অদ্য যেন আমরা আপনার সাথে উল্লাসিত হয়ে সমৃদ্ধি সম্পন্ন হই ॥ ১॥

হরিতবর্ণ সোমরস আমাদের যজ্ঞে প্রবাহিত হচ্ছে এবং পূত হয়ে সরলভাবে কলসের মধ্যে প্রবেশ করছে। পুরাতন, দীপ্তিসম্পন্ন, মত্ততাবিধায়ক সোমরসের অধীশ্বর ইন্দ্র যেন আমাদের এই সোমরস পান করেন ॥ ২॥

সর্বত্র গমনশীল, সরলগতি, রথযোজিত অশ্বগণ বলশালী ইন্দ্রকে দৃঢ়চক্র রথে ক'রে যেন আমাদের যজ্ঞে আনয়ন করে। অমৃতময় সোমরস যেন বায়ুতে শুষ্ক না হয় ॥ ৩॥

নিরতিশয় বলশালী, নানারকম মহৎকার্যের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ধনসম্পন্নগণের মধ্যে এই যজমানকে দক্ষিণা প্রেরণ করেন। হে বজ্রধর! আপনি তার দ্বারা পাপ নাশ করেন, হে শক্তিবিজয়ী! তার দ্বারা আপনি ধনরাশি ও স্তবকারী পুত্র সকলও প্রদান করেন ॥ ৪॥

ইন্দ্র স্থিতিশীল খাদ্য প্রদান করুন। সমধিক তেজসম্পন্ন ইন্দ্র আমাদের স্তুতির দ্বারা বর্ধিত হোন। শত্রুনিহন্তা ইন্দ্র বিশিষ্টভাবে বৃত্র সংহার করুন। উত্তেজক সেই ইন্দ্র ত্বরান্বিত হয়ে আমাদের সেই সমস্ত ধন প্রদান করুন ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অপাদিত উদু নশ্চিত্রতমো মহীং ভর্ষদ্দ্যুমতীমিন্দ্রহূতিম্।
পন্যসীং ধীতিং দৈব্যস্য যামঞ্জনস্য রাতিং বনতে সুদানুঃ॥ ১॥
দূরাচ্চিদা বসতো অস্য কর্ণা ঘোষাদিন্দ্রস্য তন্যতি ব্রুবাণঃ।
এয়মেনং দেবহূতি র্ববৃত্যান্মদ্র্যগিন্দ্রমিয়মৃচ্যমানা॥ ২॥

তং বো ধিয়া পরময়া পুরাজামজরমিন্দ্রমভ্যনূষ্যর্কৈঃ।
ব্রহ্মা চ গিরো দধিরে সমস্মিন্মহাংশ্চ স্তোমো অধি বর্ধদিন্দ্রে॥ ৩॥
বর্ধাদ্যং যজ্ঞ উত সোম ইন্দ্রং বর্ধাদ্ব্রহ্ম গির উক্‌থা চ মন্ম।
বর্ধাহৈনমুষসো যামন্নক্তো র্বর্ধান্মাসাঃ শরদো দ্যাব ইন্দ্রম্॥ ৪॥
এবা জজ্ঞানং সহসে অসামি বাবৃধানং রাধসে চ শ্রুতায়।
মহামুগ্রমবসে বিপ্রা নূনমা বিবাসেম বৃত্রতূর্যেষু॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — বিচিত্রতম সেই ইন্দ্র আমাদের পানপাত্র হ'তে সোমরস পান করুন। তিনি যেন মহৎ ও সমুজ্জ্বল আহ্বান স্বীকার করেন। বদান্য ইন্দ্র যেন ধার্মিক যজমানের যজ্ঞে প্রশংসনীয় পরিচর্যা ও হব্য গ্রহণ করেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্র দূর দেশে অবস্থিত হ'লেও ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ উপস্থিত হবে, এই অভিপ্রায়ে স্তবকারী উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র পাঠ করেন। ইন্দ্রের আহ্বানরূপ এই স্তোত্র যেন স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়ে ইন্দ্রকে আমার অভিমুখে আনয়ন করে ॥ ২ ॥

আপনি প্রাচীন ও ক্ষয়রহিত, আমি উৎকৃষ্টতম স্তুতি ও হব্যের দ্বারা আপনার স্তব করছি। কারণ এই ইন্দ্রে হব্যরূপ অন্ন ও স্তোত্রসকল নিহিত থাকে, মহাস্তোত্র তাঁর উদ্দেশে উচ্চারিত হ'লে বর্ধিত হয় ॥ ৩ ॥

যাঁকে যজ্ঞ ও সোমরস বর্ধিত করে; যাঁকে হব্য, স্তুতি, উপাসনা ও পূজা বর্ধিত করে; যাঁকে দিবা ও রাত্রির গতি বর্ধিত করে; যাঁকে মাস, বৎসর ও দিন বর্ধিত করে ॥ ৪ ॥

হে মেধাবী ইন্দ্র। আপনি এই ভাবে প্রাদুর্ভূত, সমৃদ্ধ, বলশালী ও প্রচণ্ড; আমরা যেন অদ্য ধন, কীর্তি, রক্ষা ও শত্রুবিনাশের জন্য আপনাকে প্রসন্ন ক'রি ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মন্দ্রস্য কবে র্দিব্যস্য বহ্নে র্বিপ্রমন্মনো বচনস্য মধ্বঃ।
অপা নস্তস্য সচনস্য দেবেযো যুবস্ব গৃণতে গোঅগ্রাঃ॥ ১॥
অযমুশানঃ পর্যদ্রিমুস্রা ঋতধীতিভি র্ঋতযুগ্যুজানঃ।
রুজদরুগ্ণং বি বলস্য সানুং পণীর্বচোভিরভি যোধদিন্দ্রঃ॥ ২॥
অয়ং দ্যোতয়দদ্যুতো ব্যক্তূন্দোষা বস্তোঃ শরদ ইন্দুরিন্দ্র।
ইমং কেতুমদধুর্নূ চিদহ্নাং শুচিজন্মন উযসশ্চকার॥ ৩॥

অয়ং রোচয়দরুচো রুচানোঽয়ং বাসয়দ্ব্যৃতেন পূর্বীঃ।
অয়মীয়ত ঋতযুগ্‌ভিরশ্বৈঃ স্বর্বিদা নাভিনা চর্ষণিপ্রাঃ॥ ৪॥
নূ গৃণানো গৃণতে প্রত্ন রাজন্নিষ পিন্ব বসুদেয়ায় পূর্বীঃ।
অপ ওষধীরবিষা বনানি গা অর্বতো নৄনৃচসে রিরীহি॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের সেই সোমরস পান করুন। এ মদকর, বিক্রান্ত, স্বর্গীয়, প্রাজ্ঞসম্মত, ফলপ্রদায়ক, সুপ্রসিদ্ধ ও সেবনীয়। হে দেব! আপনি আমাদের গো-প্রমুখ অন্ন প্রদান করুন ॥ ১ ॥

এই ইন্দ্র পর্বতের গুহার মধ্যে গুপ্তভাবে স্থাপিত গোগণের উদ্ধারের অভিলাষী হয়ে যাগানুষ্ঠানকারী অঙ্গিরাবর্গের সাথে মিলিত ও তাদের সত্যভূত স্তোত্রের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে বলের দুর্ভেদ্য পর্বত ভগ্ন ও পণিগণকে তর্জনের দ্বারা অভিভূত করেছিলেন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! এই সোম দীপ্তিরহিত রাত্রি, দিবস এবং বৎসর সকলকে দীপ্ত করেছে। পূর্বকালে দেববৃন্দ এই সোমকে দিবসের কেতুস্বরূপ সংস্থাপন করেছিলেন এবং এই সোম আপন দীপ্তির দ্বারা উষা সকলকে আলোকিত করেছে ॥ ৩ ॥

এই ইন্দ্র সূর্যরূপে দীপ্ত হয়ে দীপ্তিহীন ভুবন সকলকে প্রকাশিত করেছেন এবং সর্বত্র গমনশীল দীপ্তির দ্বারা উষাসমূহের তমোনাশ করেন। মানবগণের অভীষ্টপূরক এই ইন্দ্র স্তোত্রের দ্বারা যুজ্যমান অশ্বগণের দ্বারা আকৃষ্ট, ধনপূর্ণ রথে আরূঢ় হয়ে গমন করেন ॥ ৪ ॥

হে প্রাচীন, দীপ্তিমান্ ইন্দ্র! আপনি স্তূয়মান হয়ে ধন প্রদানযোগ্য স্তবকারীকে প্রচুর অন্ন প্রদান করুন। আপনি স্তোতাকে জল, ওষধি, বিষরহিত বৃক্ষসমূহ, ধেনু, অশ্ব ও মানব প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — ১ ঋকে 'গো-প্রমুখ অন্ন' অর্থে গরুকে খাদ্য বলা হয়নি। 'গরুর অগ্রে বা সম্মুখে যা আছে, সেই অন্ন প্রদানের প্রার্থনা করা হয়েছে।' সায়ণ। উইলসনও বলেছেন, প্রাচীনকালে দুগ্ধ ও মাখনের জন্যই গো পালিত হতো। এই 'গো' এখানে গাভী হ'লেও প্রকৃতপক্ষে বেদে 'গো' অর্থে জ্ঞানরশ্মিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। আমাদের প্রথম অষ্টকে আমরা বারংবার এই সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

◆ ◆

— ৪০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্র পিব তুভ্যং সুতো মদায়াব স্য হরী বি মুচা সখায়া।
উত প্র গায় গণ আ নিষদ্যাথা যজ্ঞায় গৃণতে বয়ো ধাঃ॥ ১॥
অস্য পিব যস্য জজ্ঞান ইন্দ্র মদায় ক্রত্বে অপিবো বিরপ্‌শিন্।
তমু তে গাবো নর আপো অদ্রিরিন্দুং সমহ্যৎপীতয়ে সমস্মৈ॥ ২॥
সমিদ্ধে অগ্নৌ সুত ইন্দ্র সোম আ ত্বা বহন্তু হরয়ো বহিষ্ঠাঃ।
ত্বায়তা মনসা জোহবীমীন্দ্রা যাহি সুবিতায় মহে নঃ॥ ৩॥

আ যাহি শশ্বদুশতা যয়াথেন্দ্র মহা মনসা সোমপেয়ম্।
উপ ব্রহ্মাণি শৃণব ইমা নোঽথা তে যজ্ঞস্তম্বে বয়ো ধাৎ॥ ৪॥
যদিন্দ্র দিবি পার্যে যদৃধগযদ্বা স্বে সদনে যত্র বাসি।
অতো নো যজ্ঞমবসে নিযুত্বান্ত্ সজোষাঃ পাহি গির্বণো মরুদ্ভিঃ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনার মদ-বিধানের জন্য যে সোম অভিষুত হয়েছে, তা আপনি পান করুন। আপনার মিত্রভূত অশ্বদ্বয়কে সংযত করুন। রথ হ'তে তাদের বিমুক্ত করুন। স্তোতৃবর্গের মধ্যে উপবিষ্ট হয়ে আমাদের কৃত স্তোত্র উচ্চারণে যোগদান করুন। স্তবকারী যজমানকে অন্ন প্রদান করুন ॥ ১ ॥

হে মহেন্দ্র! আপনি উল্লাস ও বীরত্ব প্রকাশের জন্য জন্মগ্রহণ মাত্রেই যে সোম পান করেছিলেন, সেই সোম পান করুন। গোগণ, ঋত্বিক্‌বর্গ, বারিরাশি ও পাষাণ সকলে আপনার পানের জন্য এই সোম প্রস্তুত করতে সমবেত হয় ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! অগ্নি প্রজ্বালিত ও সোমরস অভিষুত হয়েছে। বহনসমর্থ আপনার অশ্বগণ এই যজ্ঞে আপনাকে আনয়ন করুক। আমি আপনাতে একাগ্রচিত্ত হয়ে আপনাকে আহ্বান করছি। আপনি আমাদের মহাসমৃদ্ধির জন্য আগমন করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বহুবার সোমপানের জন্য যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছেন, অতএব আপনি সম্প্রতি সোমপানের জন্য ইচ্ছুক মহৎ অন্তঃকরণের সাথে এই যজ্ঞে আগমন করুন। আমাদের এই সমস্ত স্তোত্র শ্রবণ করুন। আপনার দেহের পুষ্টি বিধানের জন্য যজমান যেন আপনাকে অন্ন প্রদান করে ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি দূরস্থিত স্বর্গে বা অন্য কোন স্থানে, বা আপন গৃহে, অথবা যে কোন স্থানে অবস্থান করুন, আপনি স্তুতিভাজন ও অশ্বগণের অধিপতি, আপনি তথা হ'তে মরুৎগণের সাথে প্রীত হয়ে আমাদের রক্ষা করবার জন্য আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অহেলমান উপ যাহি যজ্ঞং তুভ্যং পবন্ত ইন্দবঃ সুতাসঃ।
গাবো ন বজ্রিন্ত্স্বমোকো অচ্ছেন্দ্রা গহি প্রথমো যজ্ঞিয়ানাম্॥ ১॥
যা তে কাকুৎসুকৃতা যা বরিষ্ঠা যয়া শশ্বৎপিবসি মধ্ব ঊর্মিম্।
তয়া পাহি প্র তে অধ্বর্যুরস্থাৎ সং তে বজ্রো বর্ততামিন্দ্র গব্যুঃ॥ ২॥
এব দ্রপ্সো বৃষভো বিশ্বরূপ ইন্দ্রায় বৃষ্ণে সমকারি সোমঃ।
এতং পিব হরিবঃ স্থাতরুগ্র যস্যেশিষে প্রদিবি যস্তে অন্নম্॥ ৩॥

সুতঃ সোমো অসুতাদিন্দ্র বস্যানয়ং শ্রেয়াঞ্চিকিতুষে রণায়।
এতং তিতর্ব উপ যাহি যজ্ঞং তেন বিশ্বাস্তবিষীরা পৃণস্ব॥ ৪॥
হ্বয়ামসি ত্বেন্দ্র যাহ্যর্বাঙরং তে সোমস্তন্বে ভবাতি।
শতক্রতো মাদয়স্বা সুতেষু প্রাস্মাঁ অব পৃতনাসু প্র বিক্ষু॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি ক্রোধ বিরহিত হয়ে আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন, কারণ আপনার জন্য পবিত্র সোমরস অভিষুত হয়েছে। হে বজ্রধর! ধেনুগণ যেমন গোষ্ঠে গমন করে, সেইরকম সোমরস কলসের মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি সুনির্মিত ও সুবিস্তীর্ণ যে জিহ্বার দ্বারা নিরন্তর সোমরস পান করেন, সেই জিহ্বার দ্বারা আমাদের সোমরস পান করুন। ঋত্বিক্ সোমরস গ্রহণ ক'রে আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে। হে ইন্দ্র! শত্রুসম্বন্ধীয় গোগণকে আত্মসাৎ করতে অভিলাষী আপনার বজ্র শত্রুগণকে সংহার করুক ॥ ২ ॥

দ্রবীভূত, অভীষ্টবর্ষী, বিভিন্ন মূর্তি এই সোম অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের জন্য সংস্কৃত হয়েছে। হে অশ্বগণের অধিপতি, সকলের শাসনকারী প্রচণ্ড বলসম্পন্ন ইন্দ্র! বহুকাল হ'তে আপনি যার উপর প্রভুত্ব করছেন এবং যা আপনার অন্নরূপে কল্পিত হয়েছে, আপনি সেই সোমরস পান করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! অভিষুত সোম অনভিষুত সোম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও বিচারক্ষম আপনার অধিকতর প্রীতিপ্রদ। হে শত্রুবিজয়ী ইন্দ্র! আপনি যজ্ঞসাধন এই সোমরসের সন্নিহিত হোন এবং তার দ্বারা আপন সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণ করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনাকে আহ্বান করছি, আপনি আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। আমাদের এই সোম যেন আপনার দেহের জন্য পর্যাপ্ত হয়। হে শতক্রতু! আপনি অভিষুত সোমরসের দ্বারা উল্লাসিত হোন এবং সংগ্রামেও লোক সকল হ'তে আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — সোম নামক মাদকের প্রতি আসক্তচিত্ত ইন্দ্রের প্রতি সোমরস পানের জন্য আহ্বান চিত্রিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে আমরা সোমরসকে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, ভক্তের অন্তরের ভক্তিসুধারূপে পূর্বাপর বিশ্লেষণ করেছি।

◆ ◆

— ৪২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : অনুষ্টুপ, বৃহতী]

প্রত্যস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি বিদুষে ভর।
অরঙ্গমায় জগ্ময়েঽপশ্চাদ্দঘ্বনে নরে॥ ১॥
এমেনং প্রত্যেতন সোমেভিঃ সোমপাতমম্।
অমত্রেভি র্ঋজীষিণমিন্দ্রং সুতেভিরিন্দুভিঃ॥ ২॥

যদী সুতেভিরিন্দুভিঃ সোমেভিঃ প্রতিভূষথ।
বেদা বিশ্বস্য মেধিরো ধৃষত্তন্তমিদেষতে॥ ৩॥
অস্মা অস্মা ইদন্ধসোঽধ্বর্যো প্র ভরা সুতম্।
কুবিৎসমস্য জেন্যস্য শর্ধতোঽভিশস্তেরবস্পরৎ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা ইন্দ্রকে সোমরস অর্পণ করো, কারণ তিনি পিপাসু, সর্ববেত্তা, সর্বগামী, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী, যজ্ঞের নায়কভূত ও সকলের অগ্রগামী ॥ ১ ॥

হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা সোমরসের সাথে নিরতিশয় সোমপানকারী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হও। অভিষুত সোমরসে পরিপূর্ণ পাত্র সহকারে বলশালী ইন্দ্রের সম্মুখীন হও ॥ ২ ॥

হে ঋত্বিক্‌গণ! যে সময়ে তোমরা অভিষুত দীপ্ত সোমরস সহকারে তাঁর নিকট উপস্থিত হও, মেধাবী ইন্দ্র তোমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হ'তে পারেন এবং শত্রুসংহারক পূর্বক তিনি তোমাদের সেই সেই মনোরথ পূর্ণ করেন ॥ ৩ ॥

হে ঋত্বিক্! তুমি একমাত্র ইন্দ্রকেই সোমরূপ অন্নের অভিষুত রস প্রদান করো এবং তিনি যেন সমস্ত জেতব্য উৎসাহান্বিত শত্রুর দ্বেষ হ'তে আমাদের নিরন্তর রক্ষা করেন ॥ ৪ ॥

টীকা — স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বিশ্লেষণ।—১ ঋক্—"হে আমার মন! সত্ত্বভাবের সাথে মিলিত হ'তে ইচ্ছুক, সর্বজ্ঞ, মোক্ষপ্রাপক, সৎকর্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ, সৎকর্মের নেতৃস্থানীয় সেই দেবতার জন্য হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার করো।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবানে অনুসারী হই)।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা শুদ্ধসত্ত্বের অধিপতিকে আরাধনা করো; প্রভূত পরিমাণে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা সর্বশক্তিমান্ প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে সর্বতোভাবে আরাধনা করো।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হয়ে ভগবানকে আরাধনা করতে পারি)।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! যদি তোমরা বিশুদ্ধ পবিত্র সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবান্‌কে আরাধনা করো, তাহলে প্রাজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, রিপুনাশক সেই দেবতা তোমাদের সেইসকল অভীষ্ট প্রদান করবেন।" (ভাব এই যে, —ভগবান আরাধনাপরায়ণ সাধকের সর্বাভীষ্ট পূরণ করেন)। [এই সূক্তের প্রথমেই ভগবানকে সর্বজ্ঞ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই সকল জ্ঞানের স্রষ্টা; সুতরাং তিনি প্রাজ্ঞ, সর্বজ্ঞ। ভগবানের আরাধনা অর্থে জ্ঞানের আরাধনা, জ্ঞানলাভের একনিষ্ঠ সাধনা। পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্থাৎ পরিণামে দেবত্বপ্রাপ্তির বাসনা থাকলে জ্ঞানের সাধনা অপরিহার্য]।—ইত্যাদি॥ ৪ ঋক্—"হে সৎকর্মসাধনে সহায়ভূত আমার মন! তুমি ভগবৎ-লাভের জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের বিশুদ্ধরস সেই দেবতাকে প্রদান করো; সকল জেতব্য শত্রুর বিনাশ ক'রে সর্বজ্ঞ সেই দেবতা আমাদের পালন করুন।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; সেই পরমদেব আমাদের রিপুকবল থেকে রক্ষা করুন)।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৪৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : উষ্ণিক্]

যস্য ত্যচ্ছম্বরং মদে দিবোদাসায় রন্ধয়ঃ।
অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥ ১॥

যস্য তীব্রসুতং মদং মধ্যমন্তং রক্ষসে।
অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥ ২॥
যস্য গা অন্তরশ্মনো মদে দৃড়্হা অবাসৃজঃ।
অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥ ৩॥
যস্য মন্দানো অন্ধসো মাঘোনং দধিষে শবঃ।
অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! যে সোমরসপানজনিত উল্লাসে আপনি দিবোদাসের জন্য শম্বরকে বশীভূত করেছিলেন, সেই সোমরস আপনার জন্য অভিষুত হয়েছে। অতএব আপনি এ পান করুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! যখন সোমের মাদকরস প্রত্যুষে, মধ্যাহ্নে অথবা অন্তে অভিষুত হয়, তখন আপনি তা ধারণ করেন। সেই সোমরস আপনার জন্য অভিষুত হয়েছে। অতএব আপনি তা পান করুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! যে সোমের মাদকরস পান ক'রে আপনি পর্বতের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ গোগণকে মুক্ত করেছিলেন, সেই সোমরস আপনার জন্য অভিষুত হয়েছে। অতএব আপনি তা পান করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! যে সোমরূপ অন্নের রসপানে উল্লাসিত হয়ে আপনি ঐন্দ্রবল ধারণ করছেন, সেই এই সোমরস আপনার জন্য অভিষুত হয়েছে। অতএব আপনি তা পান করুন ॥ ৪ ॥

টীকা — আমাদের প্রথম অষ্টকে ও সর্বত্র সোমরসের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। বর্তমান সূক্তের প্রথম ঋকেই স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অনুবাদ ও বিশ্লেষণ লক্ষণীয়।—"পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! দেবভাবসম্পন্ন জনের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য, অপিচ সৎ-ভাব-জনিত পরমানন্দ-দানের উদ্দেশ্যে আপনি শুদ্ধসত্ত্বনাশক সৎ-ভাবের বোধক, অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বিনাশ করেন; আমাদের হৃদয়-নিহিত এমন সব শুদ্ধসত্ত্ব অভিষুত—উৎকর্ষ প্রাপ্ত—হয়েছে; আপনি (তা) গ্রহণ করুন।" (ভাব এই যে, হে ভগবন্! আমাদের হৃদয় নিহিত বা সুপ্ত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন)।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৪৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বৃহস্পতির অপত্য শংযু। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বিরাট্, ত্রিষ্টুপ্]

যো রয়িবো রয়িন্তমো যো দ্যুম্নৈর্দ্যুম্নবত্তমঃ।
সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বধাপতে মদঃ॥ ১॥
যঃ শগ্মস্তুবিশগ্ম তে রায়ো দামা মতীনাম্।
সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বদাপতে মদঃ॥ ২॥
যেন বৃদ্ধো ন শবসা তুরো ন স্বাভিরূতিভিঃ।
সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বধাপতে মদঃ॥ ৩॥

তামু বো অপ্রহণং গৃণীষে শবসস্পতিম্।
ইন্দ্রং বিশ্বাসাহং নরং মংহিষ্ঠং বিশ্বচর্ষণিম্॥ ৪॥
যং বর্ধয়ন্তীদ্গিরঃ পতিং তুরস্য রাধসঃ।
তমিন্নস্য রোদসী দেবী শুষ্মং সপর্যতঃ॥ ৫॥
তদ্ব উক্‌থস্য বর্হণেন্দ্রায়োপস্তৃণীষণি।
বিপো ন যস্যোতয়ো বি যদ্রোহন্তি সক্ষিতঃ॥ ৬॥
অবিদদ্দক্ষং মিত্রো নবীয়াৎ পপানো দেবেভ্যো বস্যো অচৈৎ।
সসবান্ত্‌স্তৌলাভি র্ধৌতরীভিরুরুষ্যা পায়ুরভবৎ সখিভ্যঃ॥ ৭॥
ঋতস্য পথি বেধা অপায়ি শ্রিয়ে মনাংসি দেবাসো অক্রন্।
দধানো নাম মহো বচোভি র্বপু র্দশয়ে বেন্যো ব্যাধঃ॥ ৮॥
দ্যুমত্তমং দক্ষং ধেহ্যস্মে সেধা জনানাং পূর্বীররাতীঃ।
বর্ষীয়ো বয়ঃ কৃণুহি শচীভি র্ধনস্য সাতাবস্মাঁ অবিড়ঢি॥ ৯॥
ইন্দ্র তুভ্যমিন্মঘবন্নভূম বয়ং দাত্রে হরিবো মা বি বেনঃ।
নকিরাপি র্দদৃশে মর্ত্যত্রা কিমঙ্গ রধ্রচোদনং ত্বাহুঃ॥ ১০॥
মা জস্বনে বৃষভ নো ররীথা মা তে রেবতঃ সখ্যে রিষাম।
পূর্বীষ্ট ইন্দ্র নিঃষিধো জনেষু জহ্যসুষ্বীৎ প্র বৃহাপৃণতঃ॥ ১১॥
উদভ্রাণীব স্তনয়ন্নিয়র্তীন্দ্রো রাধাংস্যশ্ব্যানি গব্যা।
ত্বমসি প্রদিবঃ কারুধায়া মা ত্বাদামান আ দভন্মঘোনঃ॥ ১২॥
অধ্বর্যো বীর প্র মহে সুতানামিন্দ্রায় ভর স হ্যস্য রাজা।
যঃ পূর্ব্যাভিরুত নূতনাভি র্গীর্ভি র্বাবৃধে গৃণতামৃষীণাম্॥ ১৩॥
অস্য মদে পুরু বর্পাংসি বিদ্বানিন্দ্রো বৃত্রাণ্যপ্রতী জঘান।
তমু প্র হোষি মধুমন্তমস্মৈ সোমং বীরায় শিপ্রিণে পিবধ্যৈ॥ ১৪॥
পাতা সুতমিন্দ্রো অস্তু সোমং হন্তা বৃত্রং বজ্রেণ মন্দসানঃ।
গন্তা যজ্ঞং পরাবতশ্চিদচ্ছা বসূর্ধীনামবিতা কারুধায়াঃ॥ ১৫॥
ইদং ত্যৎপাত্রমিন্দ্রপানমিন্দ্রস্য প্রিয়মমৃতমপায়ি।
মৎসদ্যথা সৌমনসায় দেবং ব্যস্মদ্দ্বেষো যুয়বদ্ব্যংহঃ॥ ১৬॥
এনা মন্দানো জহি শূর শত্রূঞ্জামিমজামিং মঘবন্নমিত্রান্।
অভিষেণাঁ অভ্যাদেদিশানাৎ পরাচ ইন্দ্র প্র মৃণা জহী চ॥ ১৭॥
আসু ষ্মা ণো মঘবন্নিন্দ্র পৃৎস্ব স্মভ্যং মহি বরিবঃ সুগং কঃ।
অপাং তোকস্য তনয়স্য জেষ ইন্দ্র সূরীন্ কৃণুহি স্মা নো অর্ধম্॥ ১৮॥
আ ত্বা হরয়ো বৃষণো যুজানা বৃষরথাসো বৃষরশ্ময়োঽত্যাঃ।
অস্মত্রাঞ্চো বৃষণো বজ্রবাহো বৃষ্ণে মদায় সুযুজো বহন্তু॥ ১৯॥

আ তে বৃষন্বৃষণো দ্রোণমস্থু র্ঘৃতপ্রুষো নোর্ময়ো মদন্তঃ।
ইন্দ্র প্র তুভ্যং বৃষভিঃ সুতানাং বৃষ্ণে ভরন্তি বৃষভায় সোমম্॥ ২০॥
বৃষ্যসি দিবো বৃষভঃ পৃথিব্যা বৃষা সিন্ধূনাং বৃষভঃ স্তিয়ানাম্।
বৃষ্ণে ত ইন্দু র্বৃষভ পীপায় স্বাদু রসো মধুপেয়ো বরায়॥ ২১॥
অয়ং দেবঃ সহসা জায়মান ইন্দ্রেণ যুজা পণিমস্তভায়ৎ।
অয়ং স্বস্য পিতুরায়ুধানীন্দু রমুষ্ণাদশিবস্য মায়াঃ॥ ২২॥
অয়মকৃণোদুষসঃ সুপত্নীরয়ং সূর্যে অদধাজ্জ্যোতিরন্তঃ।
অয়ং ত্রিধাতু দিবি রোচনেষু ত্রিতেষু বিন্দদমৃতং নিগূঢ়্হম্॥ ২৩॥
অয়ং দ্যাবাপৃথিবী বি স্কভায়দয়ং রথমযুনক্ সপ্তরশ্মিম্।
অয়ং গোষু শচ্যা পক্বমন্তঃ সোমো দাধার দশযন্ত্রমুৎসম্॥ ২৪॥

মন্ত্রার্থ — হে ধনসম্পন্ন, সোমরস অন্নের রক্ষাকারী ইন্দ্র। যে সোম নিরতিশয় ধনশালী ও যা দীপ্তি দ্বারা সমুজ্জ্বল, সেই সোম অভিযুত হয়ে আপনাকে উল্লাসিত করছে ॥ ১ ॥

হে বিপুল সুখশালী, সোমরূপ অন্নের রক্ষাকারী ইন্দ্র! যে সোম আপনার প্রীতিপ্রদ ও আপনার স্তোতৃগণের ঐশ্বর্যবিধায়ক, সেই সোম অভিযুত হয়ে আপনাকে উল্লাসিত করছে ॥ ২ ॥

হে সোমরূপ অন্নের রক্ষাকারী ইন্দ্র। যে সোম পান ক'রে প্রবৃদ্ধ বল হয়ে আপন রক্ষাকারী মরুৎবর্গের সাথে শত্রু সংহার করেন, সেই সোম অভিযুত হয়ে আপনাকে উল্লাসিত করছে ॥ ৩ ॥

হে যজমানবৃন্দ! আমি তোমাদের জন্য সেই ইন্দ্রের স্তব করছি, যিনি ভক্তবৃন্দের অনুগ্রাহক, বলের অধিপতি, বিশ্ববিজয়ী, যাগ ইত্যাদি ক্রিয়ার নায়কভূত, দাতৃশ্রেষ্ঠ ও সর্বদর্শী ॥ ৪ ॥

আমাদের স্তুতিসমূহ ইন্দ্রের শত্রুধর-অপহারক যে বল বর্ধিত করছে, দেব স্বর্গ ও দেবী পৃথিবী আগ্রহসহকারে ইন্দ্রের সেই বলের পরিচর্যা করেন ॥ ৫ ॥

হে স্তোতৃবর্গ! তোমাদের স্তোত্র ইন্দ্রের নিমিত্ত বিস্তার করো; কারণ মেধাবী ব্যক্তির মতো তোমাদের রক্ষা তাঁর সাথে একত্র অবস্থিত ব'লে প্রকটিত হয় ॥ ৬ ॥

যে যজমান যাগ ইত্যাদি কার্যে দক্ষ, ইন্দ্র তাঁর বিষয় অবগত হন। মিত্রভূত, নবীনতর সোমপায়ী সেই ইন্দ্র স্তোতৃবর্গকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করেন। হব্যান্নভোজী সেই ইন্দ্র প্রবৃদ্ধ ও পৃথিবীর কম্পন বিধায়ী অশ্বগণের সাথে স্তোতৃবর্গের রক্ষণের ইচ্ছায় উপস্থিত হয়ে তাদের রক্ষা বিধান করেন ॥ ৭ ॥

যজ্ঞপথে সর্বদর্শী সোম পীত হয়েছে। ঋত্বিকগণ সেই সোম ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করবার জন্য প্রদর্শন করছেন। শত্রুবিজয়ী বিপুল দেহধারী সেই ইন্দ্র যেন আমাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের নিরতিশয় দীপ্তিসম্পন্ন বল প্রদান করুন। আপনার উপাসকগণের অসংখ্য শত্রু নিবারণ করুন। আপন বুদ্ধির দ্বারা আমাদের প্রচুর অন্ন প্রদান করুন। ধনভোগের জন্য আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥

হে ধনসম্পন্ন ইন্দ্র! আমরা আপনারই জন্য হব্যদানে প্রবৃত্ত হয়েছি। হে অশ্বগণের অধিপতি! আপনি আমাদের প্রতিকূল হবেন না, মর্ত্যগণের মধ্যে আমরা আপনি ভিন্ন অন্য কোন বন্ধু দর্শন করতে পাই না, হে ইন্দ্র! নতুবা প্রাচীনগণ আপনাকে কি জন্য ধনদ এই সংজ্ঞায় ভূষিত

করবেন? ॥ ১০ ॥

হে অভীষ্টপ্রদ ইন্দ্র! আপনি আমাদের কার্যবিঘাতকগণের নিকট পরিত্যাগ করবেন না; আপনি ধনসম্পন্ন, আমরা আপনার বন্ধুত্বের উপর নির্ভর ক'রে যেন কোন বিঘ্নপ্রাপ্ত না হই। মানবগণের মধ্যে নানা বিঘ্ন আপনার উদ্দেশে উৎপাদিত হয়। আপনি অনভিষবকারীগণকে সংহার করুন এবং যারা হব্য প্রদানে বিমুখ তাদের উন্মূলিত করুন ॥ ১১ ॥

গর্জনকারী পর্জন্য যেমন মেঘ সমূহ উৎপাদিত করে, ইন্দ্র সেইরকম স্তোতৃবর্গকে প্রদান করবার জন্য অশ্ব ও গোধন উৎপাদিত করেন। হে ইন্দ্র! আপনি স্তোতৃবর্গের প্রাচীন রক্ষক, ধনীগণ হব্য প্রদান না ক'রে আপনার প্রতি যেন অযথা আচরণ না করে ॥ ১২ ॥

হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা এই মহেন্দ্রকে অভিযুত সোম অর্পণ করো, কারণ তিনি সোমের অধিপতি। সেই ইন্দ্র স্তবকারী ঋষিগণের প্রাচীন ও ইদানীন্তন স্তোত্রের দ্বারা বর্ধিত হয়েছেন ॥ ১৩ ॥

জ্ঞানসম্পন্ন ও অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র এই সোম পান ক'রে উল্লাসিত হয়ে অসংখ্য প্রতিকূল-আচারী শত্রু বিনাশ করেছেন। শোভন হনুযুক্ত বীর ইন্দ্রের পান করবার জন্য প্রচুর পরিমাণে সেই সুমধুর সোম অর্পণ করো ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র যেন এই অভিযুত সোম পান করেন এবং এর দ্বারা উল্লাসিত হয়ে বজ্রের দ্বারা বৃত্র সংহার করেন। গৃহদাতা, স্তোতৃরক্ষক ও যজমানপালক সেই ইন্দ্র যেন দূরদেশ হ'তেও আমাদের যজ্ঞের অভিমুখে আগমন করেন ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্রের পানের যোগ্য ও প্রিয় এই সোমাত্মক অমৃত তাঁর দ্বারা এইভাবে পীত হোক, যাতে তিনি উল্লাসিত হয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আমাদের শত্রুবর্গ ও পাপকে আমাদের নিকট হ'তে দূরীভূত করবেন ॥ ১৬ ॥

হে শৌর্যশালী মঘবা! আপনি এই সোমপানে হৃষ্ট হয়ে আমাদের আত্মীয় ও অনাত্মীয় সমুদয় প্রতিকূল আচরণকারী শত্রুকে বিনাশ করুন। হে ইন্দ্র! আমাদের সম্মুখীন অস্ত্র বিমোচনকারী শত্রু সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ ও উচ্ছিন্ন করুন ॥ ১৭ ॥

হে মঘবা! আমাদের এই সমস্ত সংগ্রামে অতুল ধন আমাদের সুপ্রাপ্য করুন। জয়লাভ করতে আমাদের সমর্থ করুন। বৃষ্টি, পুত্র ও পৌত্রের দ্বারা আমাদের সমৃদ্ধ করুন ॥ ১৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার অভীষ্টবর্ষী, স্বেচ্ছানুসারে রথে নিযুক্ত, অভীষ্টপূরক রথের বহনকারী, বারিবর্ষক, রশ্মির দ্বারা সংযুত, দ্রুতগামী, আমাদের অভিমুখবর্তী, নিত্য তরুণ, বজ্রবাহক, শোভনরূপে যোজিত অশ্বগণ প্রচুর মদকর সোমপানের নিমিত্ত আপনাকে আনয়ন করুক ॥ ১৯ ॥

হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! আপনার বারিবর্ষণকারী, তরুণ অশ্বগণ জলসেচনকারী সমুদ্র-তরঙ্গ সকলের মতো উল্লাসিত হয়ে আপনার রথে যোজিত রয়েছে। আপনি তরুণ ও কামবর্ষী। ঋত্বিক্‌বৃন্দ আপনাকে পাষাণের দ্বারা অভিযুত সোমরস অর্পণ করছেন ॥ ২০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্বর্গের সেচনকারী, পৃথিবীর বর্ষণকারী, নদী সমূহের পূরণকারী এবং একত্র সমবেত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত নিচয়ের অভীষ্টপূরক। হে অভীষ্টপ্রদায়ক ইন্দ্র! আপনি শ্রেষ্ঠ সেচনকারী, আপনার জন্য মধুর মতো পেয় সুমিষ্ট সোমরস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে ॥ ২১ ॥

দীপ্তিমান্ এই সোম মিত্রভূত ইন্দ্রের সাথে জন্ম পরিগ্রহ ক'রে বলপূর্বক পণিকে স্তব্ধ করেছিল। এই সোম গোরূপ ধন-অপহরণকারী দ্বেষকারীর মায়া ও অস্ত্র সকল ব্যর্থ করেছিল ॥ ২২ ॥

এই সোম উষা সকলের পতিস্বরূপ সূর্যকে শোভাসম্পন্ন করেছে। এই সোম সূর্যমণ্ডলে দীপ্তি

সংস্থাপন করেছে। এই সোম দীপ্তিসম্পন্ন ভুবনত্রয়ের মধ্যে স্বর্গে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ত্রিবিধ অমৃত লাভ করেছে ॥ ২৩ ॥

এই সোম স্বর্গ ও পৃথিবীকে আপন আপন স্থানে সংস্থাপিত করেছে। এই সোম সূর্যের সপ্তরশ্মি রথ যোজিত করেছে। এই সোম স্বেচ্ছানুসারে ধেনুগণের মধ্যে পরিণত দুগ্ধের দশযন্ত্র উৎস স্থাপন করেছে ॥ ২৪ ॥

টীকা — ২০ ও ২১ ঋকের 'বৃষ' শব্দের অনুপ্রাসে 'সোমরস অর্পণ' কিংবা 'সোমরসের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি' বলা হয়েছে ॥ ২৪ ঋকে 'দশযন্ত্র উৎস'-এর অর্থ কি? 'Literally a well with ten machines."—উইলসন। বোধ হয় বহুধারা বিশিষ্ট প্রস্রবণ। গরুর বাঁটগুলি হ'তে যে বহুধারায় দুগ্ধ নিঃসৃত হয় তাকেই বোধ হয় যন্ত্র ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে ॥ আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা এই সূক্তের প্রথম ঋকেই স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি।—১ ঋক্—"বলৈশ্বর্যাধিপতে হে দেব! যে শ্রেষ্ঠ ধনসম্পন্ন, যে আপন তেজে প্রকাশমান্, সেই সত্ত্বভাব আপনার স্তোতৃগণকে (আমাদের) পরম ধন মোক্ষ প্রদান করুক; সত্ত্বভাবপ্রদাতা হে দেব! আপনার প্রদত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদের পরমানন্দদায়ক হোক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন)। [এখানে সত্ত্বভাবকে তথা শুদ্ধসত্ত্বভাবকে কয়েকটি বিশ্লেষণের দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। সত্ত্বভাব—শ্রেষ্ঠধনসম্পন্ন; যে ধনের দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক সকল অভাব নিঃশেষে দূরীভূত হয়—যার দ্বারা মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। মোক্ষ অর্থে 'নিঃশ্রেয়স্', 'নির্বাণ', 'মুক্তি' ইত্যাদি। যার অপেক্ষা শ্রেয়ঃসাধক আর কিছু নেই,—তা-ই 'নিঃশ্রেয়স্'। 'নির্বাণ' লাভের অর্থও আদি শুদ্ধ অবস্থায় ফিরে আসা। 'সত্ত্বভাব' আপন তেজে প্রকাশমান্; অর্থাৎ সূর্যের যেমন অন্য কোন আলোক-উৎসের সাহায্য ব্যতিরেকেই দীপ্তি দান করা, তেমনই সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হ'লে তাঁর হৃদয়ে আপনা থেকেই পাপমলিনতা দূরীভূত হয়। এখানে এই সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্যই ভগবানের কাছে প্রার্থনা প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৪৫ সূক্ত —

**[দেবতা : ১ হ'তে ৩০ ঋক্ ইন্দ্র, অবশিষ্ট ৩১ হ'তে ৩৩ ঋক্ বৃহস্পতি।
ঋষি : বৃহস্পতির অপত্য শংযু। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]**

য আনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্বশং যদুম্। ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা॥ ১॥
অবিপ্রে চিদ্বয়ো দধদনাশুনা চিদর্বতা। ইন্দ্রো জেতা হিতং ধনম্॥ ২॥
মহীরস্য প্রণীতয়ঃ পূর্বীরুত প্রশস্তয়ঃ। নাস্য ক্ষীয়ন্ত উতয়ঃ॥ ৩॥
সখায়ো ব্রহ্মবাহসেঽর্চত প্র চ গায়ত। স হি নঃ প্রমতি র্মহী॥ ৪॥
ত্বমেকস্য বৃত্রহন্নবিতা দ্বয়োরসি। উতেদৃশে যথা বয়ম্॥ ৫॥
নয়সীদ্বতি দ্বিষঃ কৃণোষ্যুক্থশংসিনঃ। নৃভিঃ সুবীর উচ্যসে॥ ৬॥
ব্রহ্মাণং ব্রহ্মবাহসং গীর্ভিঃ সখায়মৃগ্মিয়ম্। গাং দোহসে হুবে॥ ৭॥
যস্য বিশ্বানি হস্তয়োরূচু র্বসূনি নি দ্বিতা। বীরস্য পৃতনাষহঃ॥ ৮॥

বি দৃড়হানি চিদদ্রিবো জনানাং শচীপতে। বৃহ মায়া আনানত॥ ৯॥
তমু ত্বা সত্য সোমপা ইন্দ্র বাজানাং পতে। অহূমহি শ্রবস্যবঃ॥ ১০॥
তমু ত্বা যঃ পুরাসিথ যো বা নূনং হিতে ধনে। হব্যঃ স শ্রুধী হবম্॥ ১১॥
ধীভিরর্বদ্ভিরর্বতো বাজাঁ ইন্দ্র শ্রবায্যান্। ত্বরা জেষ্ম হিতং ধনম্॥ ১২॥
অভূরু বীর গির্বণো মহাঁ ইন্দ্র ধনে হিতে। ভরে বিতন্তসায্যঃ॥ ১৩॥
যা ত ঊতিরমিত্রহন্মক্ষূজব স্তমাসতি। তয়া নো হিনুহী রথম্॥ ১৪॥
স রথেন রথীতমোঽস্মাকেনাভিযুগ্বনা। জেষি জিষ্ণো হিতং ধনম্॥ ১৫॥
য এক ইত্তমু ষ্টুহি কৃষ্টীনাং বিচর্ষণিঃ। পতি র্জজ্ঞে বৃষক্রতুঃ॥ ১৬॥
যো গৃণতামিদাসিথাপিরূতী শিবঃ সখা। স ত্বং ন ইন্দ্র মৃলয়॥ ১৭॥
ধিষ্ব বজ্রং গভস্ত্যো রক্ষোহত্যায় বজ্রিবঃ। সাসহীষ্ঠা অভি স্পৃধঃ॥ ১৮॥
প্রত্নং রয়ীণাং যুজঃ সখায়ং কীরিচোদনম্। ব্রহ্মবাহস্তমং হুবে॥ ১৯॥
স হি বিশ্বানি পার্থিবাঁ একো বসূনি পত্যতে। গির্বণস্তমো অধ্রিগুঃ॥ ২০॥
স নো নিযুদ্ভিরা পৃণ কামং বাজেভিরশ্বিভিঃ। গোমদ্ভি র্গোপতে ধৃষৎ॥ ২১॥
তদ্বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে। শং যদ্গবে ন শাকিনে॥ ২২॥
ন ঘা বসুর্নি যমতে দানাং বাজস্য গোমতঃ। যৎসীমুপ শ্রবদ্গিরঃ॥ ২৩॥
কুবিৎসস্য প্র হি ব্রজং গোমন্তং দস্যুহা গমৎ। শচীভিরপ নো বরৎ॥ ২৪॥
ইমা উ ত্বা শতক্রতোঽভি প্র ণোনুবুর্গিরঃ। ইন্দ্র বৎসং ন মাতরঃ॥ ২৫॥
দূর্ণাশং সখ্যং তব গৌরসি বীর গব্যতে। অশ্বো অশ্বায়তে ভব॥ ২৬॥
স মন্দস্বা হ্যন্ধসো রাধসে তন্বা মহে। ন স্তোতারং নিদে করঃ॥ ২৭॥
উষা উ ত্বা সুতেসুতে নক্ষন্তে গির্বণো গিরঃ। বৎসং গাবো ন ধেনবঃ॥ ২৮॥
পুরূতমং পুরূণাং স্তোতৃণাং বিবাচি। বাজেভি র্বাজয়তাম্॥ ২৯॥
অস্মাকমিন্দ্র ভূতু তে স্তোমো বাহিষ্ঠো অন্তমঃ। অস্মান্রায়ে মহে হিনু॥ ৩০॥
অধি বৃবুঃ পণীনাং বর্ষিষ্ঠে মূর্ধন্নস্থাৎ। উরুঃ কক্ষো স গাঙ্গ্যঃ॥ ৩১॥
যস্য বায়োরিব দ্রবদ্ভদ্রা রাতিঃ সহস্রিণী। সদ্যো দানায় মংহতে ॥ ৩২॥
তৎসু নো বিশ্বে অর্য আ সদা গৃণন্তি কারবঃ।
বৃবুং সহস্রদাতমং সূরিং সহস্রসাতমম্॥ ৩৩॥

মন্ত্রার্থ — যিনি উৎকৃষ্ট নীতির দ্বারা তুর্বশ ও যদুকে দূরদেশ হ'তে আনয়ন করেছিলেন, সেই তরুণ ইন্দ্র যেন আমাদের সখা হন ॥ ১॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রের স্তব করে না, ইন্দ্র তাকেও অন্নপ্রদাতা করেন। তিনি মন্থরগতি অশ্বে আরোহণপূর্বক শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনসমূহ জয় করেন ॥ ২॥

এই ইন্দ্রের নীতিসমূহ উৎকৃষ্ট ও মহৎ; তাঁর স্তোত্রসকল নানারকম এবং তাঁর রক্ষার কখনও অপচয় হয় না ॥৩॥

হে বন্ধুগণ! তোমরা মন্ত্রের দ্বারা আহ্বানযোগ্য সেই ইন্দ্রের অর্চনা ও স্তোত্র-উচ্চারণ করো। কারণ তিনিই বস্তুতঃ আমাদের প্রকৃষ্ট বুদ্ধি প্রদান করেন ॥ ৪ ॥

হে বৃত্রনিহন্তা ইন্দ্র! আপনি একজন বা দু'জন স্তবকারীর রক্ষক এবং আপনিই আমাদের মতো ব্যক্তিবর্গের রক্ষাকারী ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের নিকট হ'তে বিদ্বেষকারীগণকে দূরীভূত করুন এবং স্তবকারীগণের সমৃদ্ধি বিধান করুন। হে ইন্দ্র! আপনাকে শোভন পুত্রপৌত্র ইত্যাদি প্রদানকারী ব'লে মানবগণ স্তব ক'রে থাকে ॥ ৬ ॥

আমি স্তোত্র সহকারে মিত্রভূত, মহান্, মন্ত্রের দ্বারা আহ্বানযোগ্য, স্তবের যোগ্য ইন্দ্রকে ধেনুর মতো অভীষ্ট দোহন করবার জন্য আহ্বান করছি ॥ ৭ ॥

বীর্যবান্ ও শত্রুসৈন্যগণের পরাভবকারী ইন্দ্রের হস্তদ্বয়ে দিব্য ও পার্থিব এই উভয়রকম ধন আছে ব'লে ঋষিবৃন্দ নিরন্তর কীর্তন করেন ॥ ৮ ॥

হে বজ্রধারী, যজ্ঞপতি! আপনি শত্রুবর্গের দৃঢ় নগরসকল নির্মূল করুন। হে সর্বোন্নত ইন্দ্র! আপনি শত্রুগণের মায়াসমূহও উচ্ছিন্ন করুন ॥ ৯ ॥

হে সত্যস্বভাব, সোমপায়ী, অন্নরক্ষক ইন্দ্র! আমরা অন্নের অভিলাষী হয়ে এইরকম গুণসম্পন্ন আপনাকেই আহ্বান করছি ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি পূর্বকালে আহ্বানযোগ্য ছিলেন এবং সম্প্রতি শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনলাভের জন্য আহূত হন, আমরা আপনাকে আহ্বান করছি। আপনি আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের স্তোত্র শ্রবণে প্রসন্ন হ'লে আপনার অনুগ্রহে যেন আমরা অশ্বগণের দ্বারা শত্রুগণের অশ্বসমূহ, উৎকৃষ্ট অন্ন ও গূঢ়ধন জয় করতে সমর্থ হই ॥ ১২ ॥

হে বীর ও স্তুতিভাজন ইন্দ্র! ফলতঃ আপনি শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনলাভের জন্য সংগ্রামে শত্রুজয় করতে সমর্থ হয়েছেন ॥ ১৩ ॥

হে শত্রুসংহারক ইন্দ্র! আপনার নিরতিশয় বেগসম্পন্ন গতি আছে। আপনি সেই গতির দ্বারা শত্রুজয়ের জন্য রথ পরিচালিত করুন ॥ ১৪ ॥

হে জয়শীল, রথীশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! আপনি আমাদের শত্রুবিজয়ী রথের দ্বারা শত্রুনিহিত ধন জয় করুন ॥ ১৫ ॥

যিনি সর্বদর্শী ও বর্ষণশীল, যিনি একক মানবগণের অধিপতি রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই ইন্দ্রের স্তব করো ॥ ১৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি রক্ষার দ্বারা সুখদায়ক ও মিত্রভূত; আমরা স্তব করলে আপনি পূর্বকালে বন্ধুত্ব প্রকাশ করেছেন; সম্প্রতি আমাদের সুখী করুন ॥ ১৭ ॥

হে বজ্রধর! আপনি রাক্ষস বধের জন্য আপন হস্তদ্বয়ে বজ্রধারণ করুন এবং স্পর্ধাকারীদের সর্বতোভাবে পরাজিত করুন ॥ ১৮ ॥

যিনি ধনদাতা, স্তবকারীবৃন্দের উৎসাহদাতা ও মন্ত্রের দ্বারা আহ্বানযোগ্য, আমি সেই প্রাচীন ইন্দ্রের আহ্বান করছি ॥ ১৯ ॥

স্তুতির দ্বারা বন্দনীয়, অপ্রতিহত গতি, সেই একমাত্র ইন্দ্রই সমস্ত পার্থিব ধনের উপর একাধিপত্য করছেন ॥ ২০ ॥

হে গোসমূহের অধিপতি! আপনি বড়বাগণের সাথে আগমন পূর্বক অন্ন, অসংখ্য অশ্ব ও ধেনুর দ্বারা সর্বতোভাবে আমাদের মনোরথ পূর্ণ করুন ॥ ২১ ॥

হে স্তোতৃবর্গ! ঘাস যেভাবে ধেনুর সুখকর হয়, সেইরকম সোমরস অভিষুত হলে পর ইন্দ্রের সুখদায়ক স্তোত্র বহুলোকের বন্দনীয়, শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রের নিকট তোমরা সমবেত হয়ে গান করো ॥ ২২ ॥

গৃহদাতা ইন্দ্র যখন আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করেন, তখন তিনি ধেনুগণের সাথে অন্ন প্রদান করতে বিরত হন না ॥ ২৩ ॥

দস্যুবর্গের নিধনকারী ইন্দ্র, কুবিৎসের অসংখ্য ধেনুযুক্ত গোষ্ঠে গমন করেন এবং আপন বুদ্ধিবলে আমাদের জন্য সেই নিগূঢ় ধেনুবৃন্দকে প্রকাশিত করেন ॥ ২৪ ॥

হে বিবিধকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! গোজননীগণ যেমন বৎসের অভিমুখে পুনঃ পুনঃ গমন করে, সেইরকম আমাদের এই সমস্ত স্তুতি বারংবার আপনার অভিমুখে গমন করছে ॥ ২৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার বন্ধুত্বের বিনাশ নেই। হে বীর! আপনি গো-কাম ব্যক্তিকে গোদান করুন এবং অশ্ব-কাম ব্যক্তিকে অশ্বদান করুন ॥ ২৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি মহাধনের জন্য প্রদত্ত সোমরস পান ক'রে আপন দেহ পরিতৃপ্ত করুন। আপনি আপন উপাসককে নিন্দাকারীর বশীভূত করবেন না ॥ ২৭ ॥

হে স্তুতির দ্বারা বন্দনীয় ইন্দ্র! দুগ্ধবতী গাভীবর্গ যেমন বৎসের নিকট ধাবমান হয়, সেইরকম বারংবার সোমরস অভিষুত হ'লে আমাদের এই স্তুতিসকল আপনার অভিমুখে গমন করে ॥ ২৮ ॥

যজ্ঞস্থলে হব্যরূপ অন্নসহকারে প্রদত্ত অসংখ্য স্তবকারীর স্তোত্র যেন অসংখ্য শত্রুনিধনকারী আপনাকে বলশালী করে ॥ ২৯ ॥

হে ইন্দ্র! নিরতিশয় উন্নতিবিধায়ক আমাদের স্তোত্র যেন আপনার সন্নিহিত হয়। আপনি আমাদের মহাধন লাভের জন্য প্রেরণ করুন ॥ ৩০ ॥

গঙ্গার উন্নত কূলের মতো পণিবর্গের মধ্যে উচ্চস্থানে বৃবু অধিষ্ঠান করেছিলেন ॥ ৩১ ॥

আমি ধনার্থী; যিনি আমাকে বায়ুবেগে বদান্যতাপূর্বক সহস্র সংখ্যক ধেনু সত্বর প্রদান করেছেন ॥ ৩২ ॥

আমরা সকলে স্তব ক'রে সহস্র ধেনু প্রদানকারী প্রাজ্ঞ ও সহস্র স্তোত্রভাজন সেই বৃবুর নিরন্তর প্রশংসা করছি ॥ ৩৩ ॥

টীকা — ৩১ ঋকে 'গাঙ্গ্যঃ' উল্লেখিত হওয়ায় কি গঙ্গা নদীর উল্লেখ করা হলো, না এ শব্দটি সাধারণ নদীবাচক, যেমন আমরা 'গাঙ্' শব্দ ব্যবহার ক'রি। আবার ৩১, ৩২ ও ৩৩ ঋক্ বৃবুর বদান্যতা সম্বন্ধী একটি ত্রিচ। বৃবুর বদান্যতার কথা মনুসংহিতায় (১০।১০৭) পাওয়া যায়। গল্প আছে, বৃবু একজন নিপুণ সূত্রধার ছিল এবং একদা পথভ্রান্ত ক্ষুধার্ত ভরদ্বাজকে অনেক সাহায্য করেছিল। মোক্ষমূলর বলেন, এই বৃবু বংশীয় সূত্রধারগণ ঋত্বিক্ সম্প্রদায়ে প্রবেশ ক'রে ঋভুগণের উপাসনাপরায়ণ হলেন। কালক্রমে নৈপুণ্যপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁদের উপাস্য দেব ঋভুগণ পাত্র ইত্যাদি নির্মাণে খ্যাতি লাভ করলেন।—আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত কয়েকটি অনুবাদ ও মন্তব্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। ১ ঋক্—"যে পরম শক্তিশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সুধারা-ক্রমে—সৎপথ-প্রদর্শনের দ্বারা অতি দূরদেশ হ'তে অর্থাৎ সত্ত্বসংস্রব শূন্য স্থান হ'তে, সৎকর্মকারীকে (অথবা কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ তুর্বশ রাজর্ষিকে) এবং সাধনপরায়ণ জনকে (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান রাজর্ষি যদুকে) সর্বতোভাবে আত্মসমীপে আনয়ন

করেছিলেন (সামীপ্য-দান করেছিলেন); জনগণের পরিত্রাণসাধনে সদাকাল সমান উৎসাহ-সম্পন্ন সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের সখা (অন্তরঙ্গ সুহৃৎ) হোন। [ভাব এই যে,—হে আমার মন! পরিত্রাণকারক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে তুমি নিজের সখা ব'লে জ্ঞান করো। তাতেই তোমার পরিত্রাণ হবে।] অথবা— "সৎজ্ঞান ও সৎকর্ম-রূপ শ্রেষ্ঠ (দুটি) নীতি তুর্বশ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে এবং যদু অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়কে (তাদের প্রতিকূল আচরণ হ'তে রক্ষা ক'রে, সেই দুই নীতিকে যে পরম ঐশ্বর্যশালী দেব স্থাপনা করেন অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে জন্মিয়ে দেন, সেই দেব তরুণ অর্থাৎ বলবত্তর হয়ে আমাদের সৎজ্ঞানে ও সৎকর্মে সহায় হোন।" [ভাব এই যে,—হে দেব! প্রতিকূলাচারী আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্মেন্দ্রিয়কে সৎজ্ঞান ও সৎকর্মের দ্বারা পরিচালিত করুন]—ইত্যাদি॥ ২২ ঋক্—"যে স্তোত্র (অথবা, যে কর্ম) জ্ঞানীর এবং পরমৈশ্বর্যশালী দেবতার যুগপৎ প্রীতিপ্রদ হয়; হে আমার মনোবৃত্তিনিবহ! তোমরা বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসম্পন্ন হয়ে, তেমন স্তোত্রের সাথে (অথবা, তেমনই কর্মের দ্বারা) সর্বজনের নমস্য, শত্রুগণের অভিভবকারী (অথবা, পরমধনপ্রদাতা) দেবতাকে আরাধনা করো।" (ভাব এই যে,—সৎকর্মের দ্বারা যেমন জ্ঞানী পরিতুষ্ট হন, তেমন পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন দেবতাও তৃপ্তিলাভ করেন; অতএব, বিশুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন হয়ে, সৎকর্মের সাথে আমরা যেন দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই, এটাই সঙ্কল্প)— ইত্যাদি॥ ২৩ ঋক্—'যখন পরমধনদাতা সকলের নিধানভূত দেবতা আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা গ্রহণ করেন, তখন সেই দেবতা জ্ঞানযুত আত্মশক্তির দান নিশ্চয়ই সংযমিত করেন না।" (ভাব এই যে, ভগবান্ প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হয়ে লোকবর্গকে পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করেন)।—ইত্যাদি॥ ২৪ ঋক্— "রিপুনাশক দেবতা সর্বলোকবর্গকে জ্ঞানযুত উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত করান; সেই দেবতা সৎকর্মসাধনসামর্থ্যের সাথে আমাদের প্রাপ্ত হোন।" (ভাব এই যে,—ভগবান্ সর্বলোকের মোক্ষদায়ক হন; তিনি আমাদের প্রাপ্ত হোন।...অপার করুণাময় ভগবান্ মানুষকে রিপুর কবল থেকে উদ্ধার ক'রে তাকে মোক্ষ প্রদান করেন)।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৪৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : প্রাগাথম্]

ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতা রাজস্য কারবঃ।
ত্বাং বৃত্রেম্বিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ॥ ১॥
স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহঃ স্তবানো অদ্রিবঃ।
গামশ্বং রথ্যমিন্দ্র সং কির সত্রা বাজং ন জিগ্যুষে॥ ২॥
যঃ সত্রহা বিচর্ষণিরিন্দ্রং তং হূমহে বয়ম্।
সহস্রমুস্ক তুবিনৃম্ণ সৎপতে ভবা সমৎসু নো বৃধে॥ ৩॥
বাধসে জনান্বৃষভেব মন্যুনা ঘৃষৌ মীড়্হ ঋচীষম্।
অস্মাকং বোধ্যবিতা মহাধনে তনূম্বপ্সু সূর্যে॥ ৪॥
ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভর ওজিষ্ঠং পপুরি শ্রবঃ।
যেনেমে চিত্র বজ্রহস্ত রোদসী ওভে সুশিপ্র প্রাঃ॥ ৫॥

ত্বামুগ্রমবসে চর্ষণীসহং রাজন্দেবেষু হূমহে।
বিশ্বা সু নো বিথুরা পিব্দনা বসোঽমিত্রান্ত্‌ সুষহান্‌ কৃধি॥ ৬॥
যদিন্দ্র নাহুষীষ্বাঁ ওজো নৃম্ণং চ কৃষ্টিষু।
যদ্বা পঞ্চ ক্ষিতীনাং দ্যুম্নমা ভর সত্রা বিশ্বানি পৌংস্যা॥ ৭॥
যদ্বা তৃক্ষৌ মঘবন্‌ দ্রুহ্যাবা জনে যৎপূরৌ কচ্চ বৃষ্ণ্যম্‌।
অস্মভ্যং তদ্রিরীহি সং নৃষাহ্যেঽমিত্রাৎ পৃৎসু তুর্বণে॥ ৮॥
ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরূথং স্বস্তিমৎ।
ছর্দি র্যচ্ছ মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং চ যাবয়া দিদ্যুমেভ্যঃ॥ ৯॥
যে গব্যতা মনসা শত্রুমাদভুরভিপ্রঘ্নন্তি ধৃষ্ণুয়া।
অধ স্মা নো মঘবন্নিন্দ্র গির্বণস্তনূপা অন্তমো ভর॥ ১০॥
অধ স্মা নো বৃধে ভবেন্দ্র নায়মবা যুধি।
যদন্তরিক্ষে পতয়ন্তি পর্ণিনো দিদ্যবস্তিগ্মমূর্ধানঃ॥ ১১॥
যত্র শূরাসস্তন্বো বিতন্বতে প্রিয়া শর্ম পিতৃণাম্‌।
অধ স্মা যচ্ছ তন্বেঽতনে চ ছর্দিরচিত্তং যাবয় দ্বেষঃ॥ ১২॥
যদিন্দ্র সর্গে অর্বতশ্চোদয়াসে মহাধনে।
অসমনে অধ্বনি বৃজিনে পথি শ্যেনাঁ ইব শ্রবস্যতঃ॥ ১৩॥
সিন্ধূঁরিব প্রবণ আশুয়া যতো যদি ক্লোশমনু ষ্বণি।
আ যে বয়ো ন বর্বৃতত্যামিষি গৃভীতা বাহ্বোর্গবি॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আমরা স্তবকারী, আমরা অন্নলাভের জন্য আপনাকে আহ্বান করছি। মানবগণ শত্রুজয়ের জন্য এবং অশ্বসকুল সংগ্রামে আপনাকেই আহ্বান করেন, কেননা আপনি সাধুবর্গের রক্ষাকারী ॥ ১ ॥

হে বিচিত্র বজ্রপাণি বজ্রী! আপনি সংগ্রামে বিজয়ী পুরুষকে যেমন প্রচুর অন্ন প্রদান করেন, সেইরকম আপনি আমাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে আমাদের যথেষ্ট গো ও রথবহন-পটু অশ্ব প্রদান করুন; আপনি শত্রুনিহন্তা ও পরাক্রমশালী ॥ ২ ॥

যিনি প্রবল শত্রুগণের নিধনকারী ও সর্বদর্শী, আমরা সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। হে সহস্রশেফ (অর্থাৎ সহস্র পুরুষাঙ্গধারী), অতুল ধনসম্পন্ন, সৎপালক ইন্দ্র! আপনি রণস্থলে আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! ঋকে যে রকমে বর্ণিত আছে আপনি সেই রকম রূপসম্পন্ন। আপনি তুমুল সংগ্রামে বৃষভের মতো নিরতিকায় ক্রোধ সহকারে আমাদের শত্রুবর্গকে আক্রমণ করুন। যাতে আমরা সন্ততি, জল ও সূর্য সন্দর্শন, অর্থাৎ বহুকাল ভোগ করতে পারি, তার জন্য আপনি রণস্থলে আমাদের রক্ষক হোন ॥ ৪ ॥

হে শোভন হনুযুক্ত বজ্রপাণি! আপনি যে অন্নের দ্বারা এই স্বর্গ ও পৃথিবীকে পোষণ করছেন, আমাদের নিকট সেই প্রকৃষ্টতম, নিরতিশয় বলকর ও পুষ্টিকর অন্ন আনয়ন করুন ॥ ৫ ॥

হে দীপ্তিশালী ইন্দ্র! আপনি আমাদের রক্ষা করবেন ব'লে আপনাকে আহ্বান করছি; আপনি দেববৃন্দের মধ্যে বলিষ্ঠতম ও শত্রুবিজয়ী। হে গৃহদাতা! আপনি অখিল রাক্ষসবর্গকে দূরীভূত করুন এবং আমাদের শত্রুগণকে সুজেয় করুন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! মানবগণের মধ্যে যে কিছু বল ও ধন আছে এবং পঞ্চ ক্ষিতিতে যে কিছু অন্ন আছে, অখিল মহৎ বলসহকারে সে সমস্তই আমাদের প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

হে ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র! শত্রুবর্গের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে যাতে আমরা সংগ্রামে শত্রুসংহার করতে পারি, তার জন্য আপনি আমাদের তৃক্ষু দ্রুহ্য ও পূরু সম্বন্ধীয় সমগ্র বল প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! হব্যরূপ ধনসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে ও আমাকে এমন একটি গৃহ প্রদান করুন যা ত্রিধাতু ও ত্রিবরূথ ও সমৃদ্ধ ও আচ্ছাদক এবং তাদের নিকট হ'তে দীপ্তিসম্পন্ন আয়ুধ সকল দূরীকৃত করুন ॥ ৯ ॥

হে ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র! যারা আমাদের ধেনু সকল হরণ করবার মানসে শত্রুর মতো আমাদের আক্রমণ করে, অথবা যারা ধৃষ্টতাসহকারে আমাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে তাদের নিকট হ'তে আমাদের দেহ রক্ষা করবার জন্য আমাদের সন্নিহিত হোন ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের সমৃদ্ধি বিধানে অনুকূল হোন। যে সময়ে পক্ষবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্র, দীপ্ত শত্রুপক্ষীয় বাণসকল আকাশ হ'তে পতিত হয়, সেই সময়ে যিনি আমাদের নেতা, রণস্থলে তাঁকে আপনি রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

যে সময়ে বীরগণ শত্রু সমক্ষে আপন দেহ প্রদর্শন করে ও সুখদায়ক পৈতৃক স্থান সকল পরিত্যাগ করে, সেই সময়ে আপনি আমাদের নিজের ও সন্ততিগণের দেহ রক্ষার জন্য অজ্ঞাতভাবে কবচ প্রদান করবেন এবং শত্রুগণকে দূরীভূত করবেন ॥ ১২ ॥

মহাসংগ্রামের উদ্যোগ হ'লে, আপনি বিষম মার্গের উপর দিয়ে আমাদের অশ্বগণকে কুটিল প্রদেশগামী দ্রুতগতি আমিষার্থী পক্ষীর মতো প্রেরিত করুন ॥ ১৩ ॥

যদিও অশ্বগণ ভীতবশত উচ্চৈঃস্বরে রব করে, তথাপি নিম্নগামী নদীসমূহের মতো বেগগামী দৃঢ়সংযত অশ্বগণ আমিষার্থী পক্ষিগণের মতো ধনুলাভের নিমিত্ত প্রবৃত্ত সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ প্রধাবিত হয় ॥ ১৪ ॥

টীকা — ৩ ঋকে 'সহস্রমুষ্ক' আছে। এই সহস্রমুষ্কধারী ইন্দ্রের বর্ণনা থেকেই পৌরাণিক সহস্র যোনিচিহ্নধারী ইন্দ্রের উপাখ্যান রচিত হয়েছে ব'লে মনে হয় ॥ ৭ ঋকে মূলে 'পঞ্চক্ষিতিনাং' আছে ॥ ৯ ঋকে মূলে 'ত্রিধাতু' ও ত্রিবরূথাং' আছে। 'ত্রিধাতু' অর্থে সায়ণ 'ত্রিভূমিকাং' করেছেন ॥ ১১ ঋকের 'বাণসকল' প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই ধনুর্বাণের উল্লেখ আছে ॥ ১৩ ও ১৪ ঋকে যুদ্ধে অশ্বের যেমন ব্যবহার হতো, তার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় ॥—আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত কয়েকটি অনুবাদ ও মন্তব্য লক্ষণীয়। যথা—১ ঋক্—"হে ভগবন্! এই স্তোতৃগণ আমরা সৎকর্মেই (সৎকর্মসাধনের-সামর্থ্যের) সম্ভজনার জন্য, আপনাকে যেন নিশ্চয় আরাধনা ক'রি। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সাধুগণের পালক আপনাকে নেতৃস্থানীয় জ্ঞানিগণ অর্থাৎ সাধুগণ অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুসমূহের মধ্যে (আপনাদের চারিদিকে) প্রতিষ্ঠাপিত রাখেন।" (ভাব এই যে,—রিপুগণের প্রভাব অপসারণের নিমিত্ত সাধুগণ যেমন সদাকাল ভগবানের আরাধনা করেন, সৎকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত আমরা যেন তা-ই ক'রি)—ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—'সর্বশক্তিমান্, রক্ষাস্ত্রধাবিন্, বলাধিপতি হে দেব!

রিপুনাশক, মহান্‌, রিপুনাশে পাষাণকঠোর, মুক্তিদায়ক আপনি রিপুজয়ী সাধককে যেমন আত্মশক্তি প্রদান করেন, তেমনই আমাদের কর্তৃক স্তুত হয়ে আমাদের প্রভূত পরিমাণ জ্ঞানকিরণ এবং সৎকর্মযুত ব্যাপকজ্ঞান সম্যকরূপে প্রদান করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্‌! কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্‌—"যিনি মহারিপুগণের নাশকারী, সর্বদর্শী সেই বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবকে আমরা যেন অনুসরণ ক'রি।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের অনুসরণপরায়ণ হই); শত্রুবিমর্দক মোক্ষদাতা সকলের পালনকারী হে দেব! আপনি রিপুসংগ্রামে আমাদের জয় প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—ভগবান্‌ কৃপা ক'রে আমাদের রিপুনাশ করুন এবং আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—বর্তমান সূক্তের 'সহস্রমুষ্ক' শব্দের পাঠান্তর 'সহস্রমন্যো' পাওয়া যায়।—ইত্যাদি॥ ৫ ঋক্‌—"বলাধিপতি হে দেব! যে কল্যাণ আমরা পেতে ইচ্ছা ক'রি, এবং যে কল্যাণ আপনি দ্যুলোক-ভূলোকে পূর্ণ ক'রে রেখেছেন, রক্ষাস্ত্রধারী, শ্রেষ্ঠজ্ঞানকারক হে দেব! আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ আত্মশক্তিদায়ক তৃপ্তিপ্রদ কল্যাণ প্রদান করুন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্‌! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমকল্যাণ প্রদান করুন)।—ইত্যাদি॥ ৭ ঋক্‌—"হে ভগবন্‌ ইন্দ্রদেব! আপনি নিত্যকাল নিখিল পৌরুষ সামর্থ্যের দ্বারা মনুষ্যসমূহে শ্রেষ্ঠ বল ও হিতৈশ্বর্য প্রদান করুন। ইহলোক-সম্বন্ধীয় বন্ধনমূলক কর্মসমূহে সম্ভাবনাশক অন্তরিস্থত কাম ইত্যাদি রিপুশত্রুগণের প্রভাবকে এবং ঐহিক সুখমূলক পারত্রিক অমঙ্গলসাধক বিত্তৈশ্বর্যের আকর্ষণকে সংহরণ করুন; অপিচ, হে ভগবন্‌ ইন্দ্রদেব! সকল জীবের শ্রেয়ঃসাধক যে প্রসিদ্ধ দ্যোতমান্‌ জ্ঞানরূপ অন্ন সে সকল আমাদের প্রদান করুন; অথবা, বহিরাগত নানামুখী সৎ-বৃত্তিনাশক শত্রুর প্রভাবকে সংহার বা নষ্ট করুন।" (এখানে লৌকিক-পক্ষে ভোগৈশ্বর্য লাভের জন্য এবং আধ্যাত্মিক-পক্ষে ভোগৈশ্বর্য-পরিহারের জন্য কামনা পরিদৃষ্ট হয়। লৌকিক-পক্ষে প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্‌! ইহজগতে আমাদের দারিদ্র্য-নাশ করুন, আমাদের সমৃদ্ধিসম্পন্ন করুন। আর আধ্যাত্মিক-পক্ষে প্রার্থনা—হে ভগবন্‌! আমাদের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু নাশ করুন এবং আমাদের নিজপদে (সাধক বা পুণ্যাত্মা শ্রেণীতে) প্রতিষ্ঠিত করুন। অথবা—"হে ভগবন্‌ ইন্দ্রদেব! মনুষ্যত্বসম্পন্ন অর্থাৎ সত্ত্বভাব-সমন্বিত বন্ধনমুক্ত আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন জনসমূহে যে মোক্ষপ্রাপক শক্তি বা কর্মসামর্থ্য এবং পরমার্থ-প্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ ধন বিদ্যমান আছে; অপিচ, পরমার্থপ্রাপক ক্ষিতি-অপ্‌-তেজ-মরুৎ-ব্যোম সম্বন্ধীয় শ্রেয়ঃসাধক প্রজ্ঞানরূপ দ্যোতমান্‌ যে অন্ন; সে সকলই আমাদের প্রদান করুন; অপিচ, হে ভগবন্‌! আমাদের শত্রুনাশের জন্য নিখিল পুরুষ-সামর্থ্য বা শক্তিসমূহ আমাদের সর্বদা প্রদান করুন।" (ভাব এই যে, যাতে আমাদের মধ্যে কর্ম-সামর্থ্য উপজিত হয়, যাতে কর্মপ্রভাবে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের এবং তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হয়, অপিচ, তার দ্বারা যাতে আমরা পরমার্থ লাভ করতে পারি, হে ভগবন্‌, কৃপা ক'রে আপনি তার বিধান করুন)।—ইত্যাদি॥ ৯ ঋক্‌—"হে ভগবন্‌! আপনি আমাদের অবিনাশী অর্থাৎ মঙ্গলের জন্য কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি পরিশূন্য (অথবা বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা ত্রিধাতু-সম্বন্ধবিরহিত, অথবা—আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ দুঃখনাশক, অথবা—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণ-সাম্য-সাধনভূত এবং জন্ম-জরা-মরণরহিত পরম সুখ ও পরমাশ্রয় আমাকে প্রদান করুন; অপিচ, শুদ্ধসত্ত্বকাময়মান এই আমাদের নিকট হ'তে শত্রুগণের প্রেরিত শাণিত অস্ত্রকে দূরীভূত করুন।" (প্রর্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্‌! আপনার অনুগ্রহে যেন আমরা পরম সুখ ও পরম আশ্রয় প্রাপ্ত হই)।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৪৭ সূক্ত —

[দেবতা : প্রথম ৫টি ঋক্ সোমরস; ২০ ঋকের প্রথম পদ দেবগণ, দ্বিতীয় পদ পৃথিবী, তৃতীয় পদ বৃহস্পতি এবং চতুর্থ পদ ইন্দ্র; ২২ হ'তে ৪টি ঋক্ সৃঞ্জয়পুত্র প্রস্তোক, কারণ ঐ ৪টি ঋকে তাঁর দানের প্রশংসা করা হয়েছে; ২৬ হ'তে ৩টি ঋক্ অর্থাৎ ত্রিচের দেবতা রথ, পরবর্তী ত্রিচের অর্থাৎ ২৯, ৩০ ও ৩১ ঋকের দুন্দুভি; অবশিষ্ট ঋক্ ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজের অপত্য গর্গ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ, বৃহতী, অনুষ্টুপ, গায়ত্রী, দ্বিপদা, জগতী]

স্বাদুষ্কিলায়ং মধুমাঁ উতায়ং তীব্রঃ কিলায়ং রসবাঁ উতায়ম্।
উতোন্বস্য পপিবাংসমিন্দ্রং ন কশ্চন সহত আহবেষু॥ ১॥
অয়ং স্বাদুরিহ মদিষ্ঠ আস যস্যেন্দ্রো বৃত্রহত্যে মমাদ।
পুরূণি যশ্চ্যৌত্না শম্বরস্য বি নবতিং নব চ দেহ্যোহন্॥ ২॥
অয়ং মে পীত উদিয়র্তি বাচময়ং মনীষামুশতীমজীগঃ।
অয়ং ষলুর্বীরমিমীত ধীরো ন যাভ্যো ভুবনং কচ্চনারে॥ ৩॥
অয়ং স যো বরিমাণং পৃথিব্যা বর্ষ্মাণং দিবো অকৃণোদয়ং সঃ।
অয়ং পীযূষং তিসৃষু প্রবৎসু সোমো দাধারোর্বন্তরিক্ষম্॥ ৪॥
অয়ং বিদচ্চিত্রদৃশীকমর্ণঃ শুক্রসদ্মনামুষসামনীকে।
অয়ং মহান্মহতা স্কম্ভনেনোদ্দ্যামস্তভ্নাদ্বৃষভো মরুত্বান্॥ ৫॥
ধৃষৎপিব কলশে সোমমিন্দ্র বৃত্রহা শূর সমরে বসূনাম্।
মাধ্যন্দিনে সবন আ বৃষস্ব রয়িস্থানো রয়িমস্মাসু ধেহি॥ ৬॥
ইন্দ্র প্র ণঃ পুর এতেব পশ্য প্র নো নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছ।
ভবা সুপারো অতিপারয়ো নো ভবা সুনীতিরুত বামনীতিঃ॥ ৭॥
উরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বান্ত্স্বর্বজ্জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি।
ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপ স্থেয়াম শরণা বৃহন্তা॥ ৮॥
বরিষ্ঠে ন ইন্দ্র বন্ধুরে ধা বহিষ্ঠয়োঃ শতাবন্নশ্বয়োরা।
ইষমা বক্ষীষাং বর্ষিষ্ঠাং মা নস্তারীন্মঘবন্রায়ো অর্যঃ॥ ৯॥
ইন্দ্র মৃড় মহ্যং জীবাতুমিচ্ছ চোদয় ধিয়ময়সো ন ধারাম্।
যৎ কিঞ্চাহং ত্বায়ুরিদং বদামি তজ্জুষস্ব কৃধি মা দেববন্তম্॥ ১০॥
ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবেহবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্।
হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ॥ ১১॥
ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ সুমৃলীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ।
বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম॥ ১২॥

তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।
স সুত্রামা স্ববাঁ ইন্দ্রো অস্মে আরাচ্চিদ্দ্বেষঃ সনুতের্যুয়োতু॥ ১৩॥
অব ত্বে ইন্দ্র প্রবতো নোর্মির্গিরো ব্রহ্মাণি নিযুতো ধবন্তে।
উরূ ন রাধঃ সবনা পুরূণ্যপো গা বজ্রিণ্যুবসে সমিন্দূন্॥ ১৪॥
ক ঈং স্তবৎকঃ পৃণাৎকো যজাতে যদুগ্রমিন্মঘবা বিশ্বহাবেৎ।
পাদাবিব প্রহরন্নন্যমন্যং কৃণোতি পূর্বমপরং শচীভিঃ॥ ১৫॥
শৃণ্বে বীর উগ্রমুগ্রং দমায়ন্নন্যমন্যমতিনেনীয়মানঃ।
এধমানদ্বিলুভয়স্য রাজা চোষ্কূয়তে বিশ ইন্দ্রো মনুষ্যান্॥ ১৬॥
পরা পূর্বেষাং সখ্যা বৃণক্তি বিতর্তুরাণো অপরেভিরেতি।
অনানুভূতীরবধুন্বানঃ পূর্বীরিন্দ্রঃ শরদস্তর্তরীতি॥ ১৭॥
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥ ১৮॥
যুজানো হরিতা রথে ভূরি ত্বষ্টেহ রাজতি।
কো বিশ্বাহা দ্বিষতঃ পক্ষ আসত উতাসীনেষু সূরিষু॥ ১৯॥
অগব্যূতি ক্ষেত্রমাগন্ম দেবা উর্বী সতী ভূমিরংহূরণাভূৎ।
বৃহস্পতে প্র চিকিৎসা গবিষ্টাবিত্থা সতে জরিত্র ইন্দ্র পন্থাম্॥ ২০॥
দিবেদিবে সদৃশীরন্যমর্ধং কৃষ্ণা অসেধদপ সদ্মনো জাঃ।
অহন্দাসা বৃষভো বস্নয়ন্তোদব্রজে বর্চিনং শম্বরম্ চ॥ ২১॥
প্রস্তোক ইন্নু রাধসস্ত ইন্দ্র দশ কোশয়ী র্দশ বাজিনোঽদাৎ।
দিবোদাসাদতিথিগ্বস্য রাধঃ শাম্বরং বসু প্রত্যগ্রভীষ্ম॥ ২২॥
দশাশ্বান্দশ কোশান্দশ বস্ত্রাধিভোজনা।
দশো হিরণ্যপিণ্ডান্দিবোদাসাদসানিষম্॥ ২৩॥
দশ রথাৎ প্রষ্টিতমঃ শতং গা অথর্বভ্যঃ। অশ্বথঃ পায়বেঽদাৎ॥ ২৪॥
মহি রাধো বিশ্বজন্যং দধানান্ ভরদ্বাজান্ত্‌ সার্ঞ্জয়ো অভ্যয়ষ্ট॥ ২৫॥
বনস্পতে বীড্বংগো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ।
গোভিঃ সন্নদ্ধো অসি বীলয়স্বাস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি॥ ২৬॥
দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যোজঃ উদ্‌ভৃতং বনস্পতিভ্যঃ পর্যাভৃতং সহঃ।
অপামোজ্মানং পরি গোভিরাবৃতমিন্দ্রস্য বজ্রং হবিষা রথং যজ॥ ২৭॥
ইন্দ্রস্য বজ্রো মরুতামনীকং মিত্রস্য গর্ভো বরুণস্য নাভিঃ।
সেমাং নো হব্যদাতিং জুষাণো দেব রথ প্রতি হব্যা গৃভায়॥ ২৮॥
উপ শ্বাসয় পৃথিবীমুত দ্যাং পুরুত্রা তে মনুতাং বিষ্ঠিতং জগৎ।
স দুন্দুভে সজূরিন্দ্রেণ দেবৈ র্দূরাদ্দবীয়ো অপ সেধ শত্রূন্॥ ২৯॥

আ ক্রন্দয় বলমোজো ন আ ধা নিঃ ষ্টনিহি দুরিতা বাধমানঃ।
অপ প্রোথ দুন্দুভে দুচ্ছুনা উত ইন্দ্রস্য মুষ্টিরসি বীলয়স্ব॥ ৩০॥
আমূরজ প্রত্যাবর্তয়েমাঃ কেতুমদ্দুন্দুভি র্বাবদীতি।
সমশ্বপর্ণাশ্চরন্তি নো নরোঽস্মাকমিন্দ্র রথিনো জয়ন্তু॥ ৩১॥

মন্ত্রার্থ — এই অভিযুত সোম সুস্বাদু, মধুর, তীব্র ও সারবান্! ইন্দ্র এই সোমরস পান করলে কেউই রণস্থলে তাঁকে সহ্য করতে সমর্থ হয় না ॥ ১॥

এই যজ্ঞে এই রকম সোমরস পীত হয়ে নিরতিশয় হর্ষ বিধান করেছিল। ইন্দ্র তা পান ক'রে বৃত্রকে সংহারকালে হৃষ্ট হয়েছিলেন। এটি শম্বরের অসংখ্য সৈন্য এবং একোণশত পুরী নাশ করেছিল ॥ ২॥

এই সোম পীত হয়ে আমার বাক্যের স্ফূর্তি বিধান করছে। এটি অভিলষিত বুদ্ধি প্রদান করছে। এই সুবুদ্ধি সোম ছয়টি অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ভূতজাত কেউই তা হ'তে দূরে অবস্থান করতে সমর্থ হয় না ॥৩॥

ফলতঃ এই সোমরসই পৃথিবীর বিস্তার ও স্বর্গের দৃঢ়তা বিধান করেছে। এই সোমরসই এই তিন উৎকৃষ্ট আধারে রস স্থাপন করেছে এবং বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকে ধারণ ক'রে রয়েছে ॥ ৪॥

নির্মল অন্তরীক্ষস্থিত উষার প্রারম্ভে এই সোমরসই বিচিত্র দর্শন সৌরজ্যোতি প্রকাশ করে। বারিবর্ষক, বলশালী এই সোমরসই মরুৎবর্গের সাথে সুদৃঢ় স্তম্ভের দ্বারা স্বর্গলোক ধারণ ক'রে রয়েছে ॥ ৫॥

হে বীর ইন্দ্র। আপনি ধনলাভের জন্য আরব্ধ সংগ্রামে শত্রুনিধনকারী। সাহসপূর্বক কলসস্থিত সোমরস পান করুন। মাধ্যাহ্নিক যাগে আপনি প্রচুর পরিমাণে সোম পান করুন। হে ধনস্পদ! আপনি আমাদের ধন প্রদান করুন ॥ ৬॥

হে ইন্দ্র! আপনি মার্গ রক্ষকের মতো অগ্রগামী হয়ে আমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং আমাদের অভিমুখে শ্রেষ্ঠ ধন আনয়ন করুন। আপনি সম্যক্ ভাবে আমাদের দুঃখ হ'তে ও শত্রু হ'তে পরিত্রাণ করুন এবং উৎকৃষ্ট নায়ক হয়ে আমাদের অভিলষিত ধনে নীত করুন ॥ ৭॥

হে ইন্দ্র! আপনি জ্ঞানবান্, আপনি বিস্তীর্ণ লোকে এবং সুখময়, ভয়শূন্য আলোকে নির্বিঘ্নে নীত করুন; আপনি প্রাচীন, আমরা যেন আপনার মনোজ্ঞ ও বৃহৎ বাহুদ্বয়ের উপর রক্ষার জন্য নির্ভর ক'রি ॥ ৮॥

হে ধনাঢ্য ইন্দ্র! আপনি আমাদের নিজ পরাক্রমশালী অশ্বদ্বয়ের পশ্চাৎ সুবিস্তীর্ণ রথের উপর স্থাপন করুন। নানারকম অন্নের মধ্য হ'তে আপনি আমাদের জন্য প্রকৃষ্টতম অন্ন আনয়ন করুন। হে মঘবা! অন্য কোন ধনশালী ব্যক্তি যেন ধনের বিষয়ে আমাদের অতিক্রম না করে ॥ ৯॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাকে সুখী করুন। আমার জীবন বৃদ্ধি করতে প্রসন্ন হোন। লৌহময় খড়্গধারার মতো আমার বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ করুন। আপনাকে প্রসন্ন করবার জন্য সম্প্রতি আমি যা কিছু উচ্চারণ করছি তার সবই গ্রহণ করুন। দেবগণ যেন আমাকে রক্ষা করেন ॥ ১০॥

যিনি শত্রু হ'তে রক্ষা করেন ও অভীষ্ট পূরণ করেন; যিনি অনায়াসে আহ্বানযোগ্য, শৌর্যশালী ও সর্বকার্যে সমর্থ, আমি বহু লোকের বন্দনীয় সেই ইন্দ্রকে প্রত্যেক যাগে আহ্বান ক'রি। ধনবান্ সেই ইন্দ্র যেন আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করেন ॥ ১১॥

শোভন রক্ষাবিধানকারী, ধনশালী ইন্দ্র যেন রক্ষার দ্বারা আমাদের সুখবিধান করেন। সর্বজ্ঞ সেই ইন্দ্র যে আমাদের শত্রুবর্গকে বধ ক'রে আমাদের নির্ভয় করেন। আমরা যেন তাঁর প্রসাদে নিরতিশয় বীর্যসম্পন্ন হই ॥ ১২ ॥

আমরা যেন সেই যাগের যোগ্য ইন্দ্রের অনুগ্রহ, বুদ্ধি ও কল্যাণকর প্রীতির পাত্র হই। সুরক্ষক ও ধনসম্পন্ন সেই ইন্দ্র যেন বিদ্বেষকারীগণকে আমাদের হ'তে বহুদূরে অন্তর্হিত করেন ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র! স্তবকারীর স্তোত্র ও উপাসনা ও বিপুল ধন এবং প্রচুর অভিষুত সোমরস নিম্নদেশপ্রবণ জলরাশির মতো আপনার অভিমুখে প্রধাবিত হয়। হে বজ্রধর! আপনি জল, দুগ্ধ ও সোমরস সম্যক্‌ভাবে মিশ্রিত করুন ॥ ১৪ ॥

কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতভাবে ইন্দ্রের স্তব, প্রীতিসাধন ও যাগ করতে সমর্থ? কারণ ধনশালী ইন্দ্র প্রতিদিন আপন উগ্রশক্তি বিদিত হন, কারণ মার্গগামী ব্যক্তি যেমন আপন পাদযুগলকে ক্রমান্বয়ে অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী করে, সেই রকম তিনি নিজ প্রজ্ঞাবলে প্রথম স্তোতাকে পরবর্তী ও পরবর্তী স্তোতাকে প্রথমে করেন ॥ ১৫ ॥

প্রবল শত্রুর দমন ক'রে এবং নিরন্তর স্তোতৃবর্গের স্থান পরিবর্তন ক'রে এই ইন্দ্র আপন বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উদ্ধত ব্যক্তিবর্গের দ্বেষকারী, স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয়রকম ধনের অধিপতি এই ইন্দ্র আপন পরিচারকবর্গকে রক্ষা করবার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন ॥ ১৬ ॥

এই ইন্দ্র পূর্বতন প্রশস্ত কর্মের অনুষ্ঠানকারীবৃন্দের সাথে মিত্রতা পরিত্যাগ এবং তাদের প্রতি দ্বেষ ক'রে তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সাথে বন্ধুতা করেন। অথবা তাঁর উপাসনা বর্জিত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগপূর্বক পরিচর্যাকারীগণের সাথে বহুবৎসর যাবৎ একত্র অবস্থিতি করেন ॥ ১৭ ॥

সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র নানারকম মূর্তি ধারণ করেন এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ ক'রে তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হন। তিনি মায়ার দ্বারা নানারকম রূপ ধারণ ক'রে যজমানবৃন্দের নিকট উপস্থিত হন ॥ ১৮ ॥

ত্বষ্টা রথে অশ্বদ্বয় যোজিত ক'রে ত্রিভুবনের বহুস্থানে প্রকাশিত হন। অন্য কোন্ ব্যক্তি প্রত্যহ উপস্থিত স্তোতৃবর্গের মধ্যে গমনপূর্বক শত্রুগণ হ'তে তাদের রক্ষা করে? ॥ ১৯ ॥

হে দেবগণ! আমরা ভ্রমণ করতে করতে গো-সঞ্চার রহিত দেশে আগমন ক'রে উপস্থিত হয়েছি। সুবিস্তীর্ণ ধরিত্রী দস্যুবর্গের আশ্রয় প্রদান করছে। হে বৃহস্পতি! আপনি ধেনুগণের অনুসন্ধান বিষয়ে আমাদের পরিচালিত করুন। হে ইন্দ্র! এইভাবে পথভ্রষ্ট আপনার উপাসককে আপনি পথপ্রদর্শন করুন ॥ ২০ ॥

ইন্দ্র অন্তরীক্ষস্থিত গৃহ হ'তে সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়ে দিবসের অপরার্ধ প্রকাশ করবার জন্য প্রত্যহ তুল্যরূপে কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিসকল দূর করেন। বর্ষণকারী সেই ইন্দ্র উদব্রজ নামক দেশে বর্চী ও শম্বর নামক দুই ধনার্থী দাসকে সংহার করেছেন ॥ ২১ ॥

হে ইন্দ্র! প্রস্তোক আপনার স্তবকারী আমাকে সুবর্ণপূর্ণ দশটি কোশ ও দশটি অশ্ব প্রদান করেছেন এবং অতিথিগ্ব শম্বরকে জয় ক'রে যে ধন লাভ করেছেন, আমরা দিবোদাসের নিকট হ'তে সেই ধন গ্রহণ করেছি ॥ ২২ ॥

আমি দিবোদাসের নিকট হ'তে দশটি অশ্ব, দশটি সুবর্ণ কোশ পরিচ্ছদ, প্রচুর অন্ন এবং দশটি হিরণ্যপিণ্ড লাভ করেছি ॥ ২৩ ॥

অশ্বথ আমার ভ্রাতা পায়ুকে অশ্বগণের সাথে দশখানি রথ এবং অথর্ব গোত্র ঋষিবৃন্দকে একশত

গো প্রদান করেছেন ॥ ২৪ ॥

সকল লোকের হিতের জন্য যে ভরদ্বাজপুত্র সকল এমন অতুল ঐশ্বর্য গ্রহণ করেছিলেন, সৃঞ্জয়পুত্র তাঁদের পূজা করেছিলেন ॥ ২৫ ॥

হে বনস্পতি নির্মিত রথ! আপনার অবয়ব সকল দৃঢ় হোক, আপনি আমাদের রক্ষক ও বন্ধু হোন, আপনি প্রকৃষ্ট বীরগণ কর্তৃক যুক্ত হোন। আপনি গো-দ্বারা সন্নদ্ধ; আপনি আমাদের সুদৃঢ় করুন; আপনার উপর আরূঢ় রথী যেন অনায়াসে শত্রুজয় করতে সমর্থ হয় ॥ ২৬ ॥

হে ঋত্বিক্‌বর্গ! তোমরা হব্যের দ্বারা যজ্ঞ করো, কারণ এই রথ স্বর্গ ও পৃথিবীর সারাংশের দ্বারা সৃষ্ট, বনস্পতির স্থিরাংশের দ্বারা ঘটিত, জলের বেগের মতো বেগযুক্ত, গো-দ্বারা আবৃত এবং বজ্রভূত ॥ ২৭ ॥

হে দিব্যরথ! তুমি আমাদের যাগে প্রসন্ন হয়ে হব্য গ্রহণ করো, কারণ তুমি ইন্দ্রের বজ্রস্বরূপ, মরুৎগণের পুরোবর্তী, মিত্রের গর্ভভূত ও বরুণের নাভিস্বরূপ ॥ ২৮ ॥

হে দুন্দুভি! তুমি আপন শব্দের দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ করো; স্থাবর ও জঙ্গম উভয়রকম প্রাণীজাত তা অবগত হোক। তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের সাথে সমবেত হয়ে আমাদের শত্রুবর্গকে সুদূরে প্রেরণ করো ॥ ২৯ ॥

হে দুন্দুভি! তুমি আমাদের শত্রুবর্গকে রোদন করাও। তুমি আমাদের বল প্রদান করো। তুমি দুর্ধর্ষ শত্রুবর্গের পীড়াবিধানপূর্বক উচ্চরব করো। হে দুন্দুভি! আমাদের অনিষ্ট ক'রে যারা আনন্দিত হয়, তুমি তাদের দূরীভূত করো। তুমি ইন্দ্রের মুষ্টিস্বরূপ, অতএব আমাদের দৃঢ়তা প্রদান করো ॥ ৩০ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের এই সমস্ত ধেনুকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে আমাদের নিকট প্রত্যানয়ন করো। দুন্দুভি সকল ব্যক্তির নিকট ঘোষণা করবার জন্য উচ্চরব করছে। আমাদের নায়কগণ অশ্বারোহণ-পূর্বক সমবেত হয়েছে। হে ইন্দ্র! আমাদের রথারূঢ় সৈন্যগণ যেন যুদ্ধে জয়লাভ করে ॥ ৩১ ॥

টীকা — ৩ ঋকে 'ছয়টি অবস্থা'—স্বর্গ, পৃথিবী, দিবা, রাত্রি, জল ও ওষধি। সায়ণ ॥ ৪ ঋকে 'তিন আধার'—ওষধি, জল ও ধেনু। সায়ণ ॥ ৮ ঋকে 'ভয়শূন্য আলোক' অর্থে 'স্বর্গে'। "A blessed state of happiness, light and safety."–উইলসন ॥ ১০ ঋকে 'লৌহময় খড়্গধারা' বলা হয়েছে। মূলে 'অয়সঃ ন ধারাং' আছে ॥ ১৯ ঋকের 'ত্বষ্টা' অর্থাৎ ইন্দ্র। সায়ণ ॥ ২০ ঋকের অর্থ—আর্যগণ নিজ গো-সঙ্কুল কর্ষিত প্রদেশের সীমা অতিক্রম ক'রে অনার্য আদিবাসীগণের অরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করেছেন ॥ ২১ সূক্তের 'উদব্রজদেশ' কোথায় তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না ॥ ২৬ ঋকে 'গো-দ্বারা সন্নদ্ধ' কথাটির অর্থ গো-দ্বারা আকৃষ্ট এমন হ'তে পারে, কিন্তু সায়ণ এই ঋকে ও পরের ঋকে গো অর্থে গোচর্ম করেছেন। অর্থাৎ রথ গোচর্ম দ্বারা আবৃত ॥ ২৯, ৩০ ও ৩১ ঋকে যুদ্ধ দুন্দুভির স্তুতি করা হয়েছে। শেষ ঋকে যুদ্ধের আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত; যুদ্ধের প্রাক্‌কালে ইন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে ॥—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও অপরিবর্তিত আছে। উদাহরণস্বরূপ ১১ ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা—"রিপুকবল হ'তে অথবা সংসার-সাগর হ'তে উদ্ধারকারী বলৈশ্বর্যাধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমি যেন আহ্বান ক'রি; অভীষ্টপূরক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমি যেন অনুসরণ ক'রি—আহ্বান ক'রি; রিপুসংগ্রামে জয়প্রদাতা শক্তিদায়ক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সর্বথা আমি যেন অনুসরণ ক'রি; আমার এই পূজা (সর্বকর্ম) পরমধনদাতা ভগবান্ ইন্দ্রদেব গ্রহণ করুন।" (ভাব এই যে, —আমি সর্বাভীষ্টপূরক ভগবান্‌কে অনুসরণ করতে যেন সমর্থ হই; তিনি আমার পূজা গ্রহণ করুন)।

[বিশেষত্ব এই যে, এখানে পুনঃ পুনঃ 'ইন্দ্র' (ভগবানের বলৈশ্বর্যের বিভূতিধারী দেবতা) শব্দ ব্যবহারের দ্বারা সাধকের হৃদয়ে আগ্রহাতিশয্য ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। যাতে জীবনের প্রত্যেক কার্যে, প্রত্যেক পদক্ষেপে, প্রত্যেক চিন্তায় ভগবানেরই চিন্তা জাগে, তার জন্যই সাধকের এই ব্যাকুলতা]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৪৮ সূক্ত —

[দেবতা : প্রথম দশটি ঋক্—অগ্নি, একাদশ হ'তে পাঁচটি ঋক্—মরুৎগণ, ষোড়শ হ'তে চারটি ঋক্—পৃষ্ণা, বিংশ ও একবিংশ ঋক্—পৃশ্নি, দ্বাবিংশ ঋক্—পৃশ্নি অথবা স্বর্গ ও পৃথিবী।
ঋষি : বৃহস্পতির অপত্য শংযু। ছন্দ : সতোবৃহতী, ককুপ, উষ্ণিক, অতিজগতী, অনুষ্টুপ্]

যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরাগিরা চ দক্ষসে।
প্র প্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং মিত্রং ন শংসিযম্॥ ১॥
উর্জো নপাতং স হিনায়মস্ময়ুর্দাশেম হব্যদাতয়ে।
ভুবদ্বাজেম্ববিতা ভুবদ্বৃধ উত ত্রাতা তনূনাম্॥ ২॥
বৃষা হ্যগ্নে অজরো মহান্বিভাস্যর্চিষা।
অজস্রেণ শোচিষা শোশুচচ্ছুচে সুদীতিভিঃ সু দীদিহি॥ ৩॥
মহো দেবান্যজসি যক্ষ্যানুষক্তব ক্রত্বোত দংসনা।
অর্বাচঃ সীং কৃণুহ্যগ্নেঽবসে রাস্ব বাজোত বংস্ব॥ ৪॥
যমাপো অদ্রয়ো বনা গর্ভমৃতস্য পিপ্রতি।
সহসা যো মথিতো জায়তে নৃভিঃ পৃথিব্যা অধি সানবি॥ ৫॥
আ যঃ পপ্রৌ ভানুনা রোদসী উভে ধূমেন ধাবতে দিবি।
তিরস্তমো দদৃশ ঊর্ম্যাস্বা শ্যাবাস্বরুষো বৃষা শ্যাবা অরুষো বৃষা॥ ৬॥
বৃহদ্ভিরগ্নে অর্চিভিঃ শুক্রেণ দেব শোচিষা।
ভরদ্বাজে সমিধানো যবিষ্ঠ্য রেবন্নঃ শুক্র দীদিহি দ্যুমৎপাবক দীদিহি॥ ৭॥
বিশ্বাসাং গৃহপতির্বিশামসি ত্বমগ্নে মানুষীণাম্।
শতং পূর্ভির্যবিষ্ঠ পাহ্যংহসঃ সমেদ্ধারং শতং হিমাঃ স্তোতৃভ্যো যে চ দদতি॥ ৮॥
ত্বং নশ্চিত্র ঊত্যা বসো রাধাংসি চোদয়।
অস্য রায়স্ত্বমগ্নে রথীরসি বিদা গাধং তুচে তু নঃ॥ ৯॥
পর্ষি তোকং তনয়ং পর্তৃভিষ্টমদব্ধৈরপ্রযুত্বভিঃ।
অগ্নে হেলাংসি দৈব্যা যুযোধি নোঽদেবানি হ্বরাংসি চ ॥ ১০॥
আ সখায়ঃ সবর্দুঘাং ধেনুমজধ্বমুপ নব্যসা বচঃ।
সৃজধ্বমনপস্ফুরাম্॥ ১১॥

যা শর্ধায় মারুতায় স্বভানবে শ্রবোঽমৃত্যু ধুক্ষত।
যা মৃলীকে মরুতাং তুরাণাং যা সুম্নৈরেবয়াবরী॥ ১২॥
ভরদ্বাজায়াব ধুক্ষত দ্বিতা। ধেনুং চ বিশ্বদোহসমিষং চ বিশ্বভোজসম্॥ ১৩॥
তং ব ইন্দ্রং ন সুক্রতুং বরুণমিব মায়িনম্।
অর্যমণং ন মন্দ্রং সৃপ্রভোজসং বিষ্ণুং ন স্তুষ আদিশে॥ ১৪॥
ত্বেষং শর্ধো ন মারুতং তুবিষ্বণ্যনর্বাণং পূষণং সং যথা শতা।
সং সহস্রা কারিষচ্চর্ষণিভ্য আঁ আবির্গূঢ়হা বসু করৎসুবেদা নো বসু করৎ॥ ১৫॥
আ মা পূষন্নুপ দ্রব শংসিষং নু তে অপিকর্ণ আঘৃণে।
অঘা অর্যো অরাতয়ঃ॥ ১৬॥
মা কাকংবীরমুদ্বৃহো বনস্পতিমশস্তীর্বি হি নীনশঃ।
মোত সূরো অহ একা চন গ্রীবা আদধতে বেঃ॥ ১৭॥
দৃতেরিব তেঽবৃকমস্তু সখ্যম্। অচ্ছিদ্রস্য দধন্বতঃ সুপূর্ণস্য দধন্বতঃ॥ ১৮॥
পরো হি মর্ত্যৈরসি সমো দেবৈরুত শ্রিয়া।
অভি খ্যঃ পূষৎ পৃতনাসু নস্ত্বমবা নূনং যথা পুরা॥ ১৯॥
বামী বামস্য ধূতয়ঃ প্রণীতিরস্তু সূনৃতা।
দেবস্য বা মরুতো মর্ত্যস্য বেজানস্য প্রযজ্যবঃ॥ ২০॥
সদ্যশ্চিদ্যস্য চর্কৃতিঃ পরি দ্যাং দেবো নৈতি সূর্যঃ।
ত্বেষং শবো দধিরে নাম যজ্ঞিয়ং মরুতো বৃত্রহং শবো জ্যেষ্ঠং বৃত্রহং শবঃ॥ ২১॥
সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ভূমিরজায়ত।
পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎপয়স্তদন্যো নানু জায়তে॥ ২২॥

মন্ত্রার্থ — হে স্তোতৃবর্গ! তোমরা প্রতি যজ্ঞে পুনঃ পুনঃ স্তোত্রের দ্বারা শক্তিমান্ অগ্নির স্তব করো। আমরা সেই অমর, সর্বদর্শী, বন্ধুর মতো অনুকূল দেব অগ্নির প্রশংসা করছি ॥ ১ ॥

আমরা শক্তিপুত্রের প্রশংসা করছি, কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতি প্রসন্ন। হব্যবহনকারী সেই অগ্নিকে আমরা হব্য প্রদান ক'রি। তিনি যেন সংগ্রামে আমাদের রক্ষক ও সমৃদ্ধিবিধায়ক হন। তিনি যেন আমাদের পুত্রগণকে রক্ষা করেন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনি অভীষ্টবর্ষী, জরারহিত ও মহান্; আপনি সমধিক দীপ্তিসহকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হচ্ছেন। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আপনি অবিচ্ছিন্ন ভারসহ বিরাজ করছেন। আপনি মনোজ্ঞ দীপ্তিসহকারে প্রজ্বলিত হন ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! আপনি মহৎ দেববৃন্দের যাগ করেন; অতএব আমাদের যজ্ঞে নিরন্তর দেববৃন্দের যাগ করুন। আপনি আমাদের রক্ষার জন্য আপন বুদ্ধি ও কার্যের দ্বারা দেববৃন্দকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুন। আপনি তাঁদের হব্যরূপ অন্ন প্রদান করুন এবং স্বয়ং তা স্বীকার করুন ॥ ৪ ॥

আপনি যজ্ঞের গর্ভভূত; আপনাকে বসতীবরী অর্থাৎ সোমমিশ্রণের জন্য জল, অভিষব পাষাণ

ও অরণিকাষ্ঠ পোষণ করে। আপনি ঋত্বিকবৃন্দ কর্তৃক বলপূর্বক মথিত হয়ে পৃথিবীর অতি উন্নত স্থানে অর্থাৎ দেবযজন দেশে প্রাদুর্ভূত হন ॥ ৫ ॥

যে অগ্নি দীপ্তির দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে পূর্ণ করেন, যিনি ধূম সহকারে অন্তরীক্ষে উদিত হন, দীপ্তিমান্ অভীষ্টবর্ষী সেই অগ্নি অন্ধকার রাত্রিতে তমোনাশ করতে দৃষ্ট হন। দীপ্তিমান্ সেই অভীষ্টবর্ষী অন্ধকার রাত্রি সকলের উপর অধিষ্ঠান করেন ॥ ৬ ॥

হে দেব, দেবগণের মধ্যে কনিষ্ঠ, প্রদীপ্ত অগ্নি! আপনি আমার ভ্রাতা ভরদ্বাজ কর্তৃক সন্ধুক্ষিত হয়ে আমাদের ধন প্রদানপূর্বক, নির্মল ও প্রবল দীপ্তিসহকারে প্রজ্বলিত হোন। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আপনি প্রজ্বলিত হোন ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! আপনি সমস্ত মনুষ্যলোকের গৃহপতি। হে তরুণতম অগ্নি! আমি আপনাকে শত হেমন্ত প্রজ্বালিত করছি, আপনি আমাকে শতসংখ্যক রক্ষার দ্বারা পাপ হ'তে রক্ষা করুন। যারা আপনার স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করে, তাদেরও রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

হে গৃহদাতা, বিচিত্র অগ্নি! আপনি আমাদের নিকট রক্ষাসহকারে ধন প্রেরণ করুন, কারণ আপনি এই সমস্ত ধনের প্রেরক। আপনি শীঘ্র আমাদের সন্ততিগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! আপনি সমবেত ও হিংসারহিত রক্ষার দ্বারা আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে পালন করুন। আপনি আমাদের নিকট হ'তে দেববৃন্দের কোপ ও মানবগণের বিদ্বেষ দূরীভূত করুন ॥ ১০ ॥

হে বন্ধুগণ! আপনারা নবীনতর স্তোত্রসহকারে দুগ্ধবতী ধেনুর নিকট আগমন করুন এবং তার পর তাকে এমনভাবে বিমুক্ত করুন, যাতে তার কোনরকম হানি না হয় ॥ ১১ ॥

যিনি সহিষ্ণু, স্বাধীনতেজা মরুৎগণকে অমরণ হেতু পয়োরূপ অন্ন প্রদান করেন, যিনি বেগগামী মরুৎগণের সুখসাধনে তৎপর, যিনি বৃষ্টি জলের সাথে সুখবর্ষণ ক'রে অন্তরীক্ষ পথে পরিভ্রমণ করেন ॥ ১২ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা ভরদ্বাজের নিমিত্ত বিশ্বের দুগ্ধদাত্রী ধেনু ও সকল ব্যক্তির ভোগপর্যাপ্ত অন্ন, এই দু'টি সুখ দোহন করুন ॥ ১৩ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা ইন্দ্রের মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানকারী, বরুণের মতো বুদ্ধিমান্, অর্যমার মতো স্তুতিভাজন এবং বিষ্ণুর মতো দানশীল; আমি ধন প্রদানের জন্য আপনাদের স্তব করছি ॥ ১৪ ॥

যাতে মরুৎবর্গ শত সহস্র রকম ধন এককালে আমাদের প্রদান করেন, তার জন্য আমি সম্প্রতি উচ্চরবকারী, অপ্রতিহত প্রভাব ও পুষ্টিদায়ক মরুৎগণের দীপ্তবলের স্তব করছি। সেই মরুৎগণ যেন আমাদের নিকট গূঢ় ধন প্রকাশিত করেন ও সমস্ত ধন সুলভ করেন ॥ ১৫ ॥

হে পূষা! আপনি সত্বর আমার নিকট আগমন করুন। হে দীপ্তিমান্ দেব! আপনি ভীষণ আক্রমণকারী শত্রুবর্গের পীড়া বিধান করুন। আমিও আপনার কর্ণের সমীপে উপস্থিত হয়ে আপনার গুণগান ক'রি ॥ ১৬ ॥

হে পূষা! আপনি কাকগণের (অর্থাৎ বায়সগণের) আশ্রয়ভূত বনস্পতিকে অর্থাৎ পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি সমন্বিত এই ঋষিকে উন্মূলিত করবেন না। আমার নিন্দাকারীগণকে সর্বতোভাবে নষ্ট করুন। ব্যাধগণ যেমন পক্ষীগণের বন্ধনের জন্য জাল বিস্তীর্ণ করে, সেইরকম শত্রুবর্গ যেন কোনভাবে আমাকে বন্ধন করতে না পারে ॥ ১৭ ॥

হে পূষা! দধিপূর্ণ, ছিদ্ররহিত দৃতির মতো আপনার বন্ধুতা যেন সর্বদা অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে ॥ ১৮ ॥

হে পূষা! আপনি মানবগণকে অতিক্রম ক'রে অবস্থান করছেন। আপনি সম্পত্তি বিষয়ে দেবগণের সমকক্ষ। অতএব আপনি সংগ্রামে আমাদের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি প্রদান করবেন। আপনি পূর্বকালে মানবগণকে যেমন রক্ষা করেছিলেন, সম্প্রতি আমাদের সেইরকম রক্ষা করুন ॥ ১৯॥

হে কম্পনবিধায়ী, সম্যক্‌ভাবে স্তুতিভাজন মরুৎগণ! আপনাদের যে প্রশস্ত বাণী কি দেব, কি যজমান উভয়েরই বাঞ্ছিত ধন প্রণয়ন করে, আপনাদের সেই সদয় ও সুনৃত বাণী আমাদের পথপ্রদর্শক হোক ॥ ২০॥

যে মরুৎবর্গের কার্যসকল দীপ্তিমান্ সূর্যের মতো সহসা অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হয়, সেই মরুৎবর্গ দীপ্ত, শত্রুবিজয়ী, পূজনীয়, শত্রুনাশক বল ধারণ করেন। সেই শত্রুনাশক বল সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ॥ ২১॥

একবার মাত্র স্বর্গ উৎপন্ন হয়েছে; একবার মাত্র পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে; একবার মাত্র পৃশ্নির দুগ্ধ দোহন করা হয়েছে। এ ব্যতীত আপনার মতো আর উৎপাদিত হয়নি ॥ ২২॥

টীকা — ৮ ঋকে বোধিত হচ্ছে—মানুষের পরমায়ুর সীমা একশত বৎসর ॥ ১৮ ঋকে 'দৃতি' অর্থাৎ দধি রক্ষা করবার জন্য চর্মাধার। সেকালে চর্মপাত্রের অনেক ব্যবহার ছিল; সোম, সুরা বা দধি তাতে স্থাপিত হতো, ঋগ্বেদে অনেক স্থানে তার নিদর্শন আছে॥—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা স্বর্গীয় দুর্গাদাসের কতকগুলি অনুবাদ ও বক্তব্যের উল্লেখ করছি। যথা—১ ঋক—"হে দেবভাবসমূহ! তোমাদের অনুগ্রহে আমরা অর্চনাকারীগণ, কর্মসামর্থ্য-লাভের জন্য এবং জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান লাভের জন্য, স্তুতিরূপ বাক্যদ্বারা নিত্যমিত্রের মতো অনুকূল সর্বজ্ঞ দেবকে সকল যজ্ঞেই স্তব করতে সমর্থ হই।" (ভাব এই যে,—হৃদয়ে দেবভাব পরিস্ফুট হ'লেই সাধক তার প্রতি কর্মেই নিত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে স্তব করতে সমর্থ হয়। তার প্রভাবে সৎকর্মসাধনে যুগপৎ সামর্থ্য ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভে অধিকার জন্মায়। তখনই দেবতা মিত্রের ন্যায়, সাধকের সৎকর্ম-সাধনে অনুকূল হন)।—ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"হীনপ্রজ্ঞ আমরা ভগবানকে যেন আরাধনা ক'রি; শক্তিদায়ক, আমাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ সেই ভগবান্ প্রার্থনাকারী আমাদের জ্ঞান প্রদান করুন; তিনি আমাদের আত্মশক্তি লাভে রক্ষক হোন, সর্বপ্রাণীর পরিত্রাণদাতা অপিচ, শক্তিদায়ক হোন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সর্ববিপদ হ'তে রক্ষা করুন এবং আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)।—ইত্যাদি॥ ৭ ঋক্—"দ্যোতমান্, প্রভূত শক্তিশালী, পবিত্রকারক হে জ্ঞানদেব! আমাদের আরব্ধ যজ্ঞক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব নির্মল-তেজের দ্বারা সম্যক্‌ভাবে দীপ্তিমান্ আপনি মহৎ কিরণে, স্বরূপ প্রকাশে, আমাদের বিতরণের উপযোগী জ্ঞানধনযুক্ত হয়ে দীপ্তিমান্ হোন্। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার জ্ঞানদানরূপ অনুগ্রহেই আমরা চতুর্বর্গধন প্রাপ্ত হই। জ্ঞানই চতুর্বর্গ-লাভের হেতুভূত)।—ইত্যাদি। ৯ ঋক্—"আশ্রয়স্থানস্বরূপ হে দেব! বিচিত্রদর্শ আপনি আমাদের রক্ষণের দ্বারা চতুর্বর্গধন প্রদান করুন। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি চতুর্বর্গরূপ ধনের নেতা (প্রভু) হন। আমাদের অপত্যগণকে (বংশপরম্পরাকে) শীঘ্রই সৎকর্মসম্পাদনে প্রতিষ্ঠা প্রদান করুন।" (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি চতুর্বর্গপ্রদানকারী। আমাদের চতুর্বর্গ প্রদান করুন। আমাদের অপত্যগণকে সৎকর্মপরায়ণ করুন)। সাধক জ্ঞানস্বরূপ দেবতার নিকট আপন অভীষ্ট—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ধন প্রার্থনা করছেন, সর্বতোভাবে নিজের রক্ষা কামনা করছেন; এবং নিজের বংশপরম্পরাও মঙ্গল প্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন।—ইত্যাদি॥ ১০ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! আপনি সর্বলোকপ্রার্থনীয় আপন বিভূতিস্বরূপ রক্ষাশক্তির দ্বারা আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদিকে পালন করুন—আপনার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন করুন; হে দেব! দেবত্ববিরোধী ভাব এবং রিপুগণের আক্রমণ দূর করুন।" (ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পুত্র পৌত্র ইত্যাদি সকলকে তাঁতে ভক্তিপরায়ণ করুন; এবং আমাদের সর্ববিপদ হ'তে রক্ষা করুন)।—ইত্যাদি॥

◆◆

— ৪৯ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ অর্থাৎ নানা দেবতা। ঋষি : ভরদ্বাজের অপত্য ঋজিশ্বা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, শক্বরী]

স্তুষে জনং সুব্রতং নব্যসীভির্গীর্ভি র্মিত্রাবরুণা সুম্নয়ন্তা।
ত আ গমন্তু ত ইহ শ্রুবন্তু সুক্ষত্রাসো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ॥ ১॥
বিশোবিশ ঈড্যমধ্বরেষ্বদৃপ্তক্রতুমরতিং যুবত্যোঃ।
দিবঃ শিশুং সহসঃ সূনুমগ্নিং যজ্ঞস্য কেতুমরুষং যজধ্যৈ॥ ২॥
অরুষস্য দুহিতরা বিরূপে স্তৃভিরন্যা পিপিশে সূরো অন্যা।
মিথস্তুরা বিচরন্তী পাবকে মন্ম শ্রুতং নক্ষত ঋচ্যমানে॥ ৩॥
প্র বায়ুমচ্ছা বৃহতী মনীষা বৃহদ্রয়িং বিশ্ববারং রথপ্রাম্।
দ্যুতদ্যামা নিযুতঃ পত্যমানঃ কবিঃ কবিমিয়ক্ষসি প্রযজ্যো॥ ৪॥
স মে বপুশ্ছদয়দশ্বিনোর্যো রথো বিরুক্মান্মনসা যুজানঃ।
যেন নরা নাসত্যেষয়ধ্যৈ বর্তির্যাথস্তনয়ায় ত্মনে চ॥ ৫॥
পর্জন্যবাতা বৃষভা পৃথিব্যাঃ পুরীষাণি জিন্বতমপ্যানি।
সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যস্য গীর্ভির্জগতঃ স্থাতর্জগদা কৃণুধ্বম্॥ ৬॥
পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ সরস্বতী বীরপত্নী ধিয়ং ধাৎ।
গ্নাভিরচ্ছিদ্রং শরণং সজোষা দুরাধর্ষং গৃণতে শর্ম যংসৎ॥ ৭॥
পথস্পথঃ পরিপতিং বচস্যা কামেন কৃতো অভ্যানলর্কম্।
স নো রাসচ্ছুরুধশ্চন্দ্রাগ্রা ধিয়ংধিয়ং সীষধাতি প্র পূষা॥ ৮॥
প্রথমভাজং যশসং বয়োধাং সুপাণিং দেবং সুগভস্তিমৃভ্বম্।
হোতা যক্ষদ্যজতং পস্ত্যানামগ্নিস্ত্বষ্টারং সুহবং বিভাবা॥ ৯॥
ভুবনস্য পিতরং গীর্ভিরাভী রুদ্রং দিবা বর্ধয়া রুদ্রমক্তৌ।
বৃহন্তমৃষ্বমজরং সুষুম্নমৃধগ্ঘুবেম কবিনেষিতাসঃ॥ ১০॥
আ যুবানঃ কবয়ো যজ্ঞিয়াসো মরুতো গন্ত গৃণতো বরস্যাম্।
অচিত্রং চিদ্ধি জিন্বথা বৃধন্ত ইত্থা নক্ষন্তো নরো অঙ্গিরস্বৎ॥ ১১॥
প্র বীরায় প্র তবসে তুরায়াজা যূথেব পশুরক্ষিরস্তম্।
স পিস্পৃশতি তন্বি শ্রুতস্য স্তৃভির্ন নাকং বচনস্য বিপঃ॥ ১২॥
যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।
তস্য তে শর্মন্নুপদদ্যমানে রায়া মদেম তন্বাহতনা চ॥ ১৩॥
তন্নোঽহির্বুধ্ন্যো অদ্ভিরর্কৈস্তৎপর্বতস্তৎসবিতা চনো ধাৎ।
তদোষধীভিরভি রাতিষাচো ভগঃ পুরন্ধি র্জিন্বতু প্র রায়ে॥ ১৪॥

নূ নো রয়িং রথ্যং চর্ষণিপ্রাং পুরুবীরং মহ ঋতস্য গোপাম্।
ক্ষয়ং দাতাজরং যেন জনান্ত্স্পৃধো অদেবীরভি চ ক্রমাম বিশ
আদেবীরভ্যশ্নবাম॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — আমি নবীনতর স্তোত্রের দ্বারা দেবসমূহ ও স্তোতৃবর্গের সুখাভিলাষী মিত্র ও বরুণের স্তব করছি। নিরতিশয় বলশালী মিত্র, বরুণ ও অগ্নি যেন এই যজ্ঞে আগমন করেন এবং আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করেন ॥ ১ ॥

যে অগ্নি প্রত্যেক ব্যক্তির পূজার যোগ্য; যিনি কার্যের অনুষ্ঠান ক'রে দর্প করেন না; যিনি (স্বর্গ ও পৃথিবী রূপা) দুই কন্যার স্বামী; যিনি স্তবকারীর পুত্রভূত, শক্তিপুত্র ও যজ্ঞের প্রদীপ্ত কেতুস্বরূপ, আমি সেই অগ্নির যাগ করবার জন্য (যজমানকে উত্তেজিত করছি) ॥ ২ ॥

দীপ্তিমান্ সূর্যের বিভিন্নরূপা দু'টি কন্যা (দিবা ও রাত্রি)। তার মধ্যে একটি নক্ষত্রসমূহ ও অন্যটি সূর্যের দ্বারা সমুজ্জ্বল। পরস্পর বিরোধী, পৃথক্‌ভাবে সঞ্চরণশীল, পবিত্রতাবিধায়ক ও আমাদের স্তুতিভাজন এই উভয়েই যেন আমাদের স্তোত্র শ্রবণ ক'রে প্রসন্ন হন ॥ ৩ ॥

আমাদের মহতী স্তুতি যেন মহাধনসম্পন্ন, অখিল লোকের বন্দনীয়, রথ পূরণকারী বায়ুর অভিমুখে উপস্থিত হয়। হে সম্যক্ যাগযোগ্য সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়, নিযুত অশ্বের অধিপতি, দূরদর্শী বায়ু! আপনি মেধাবী স্তবকারীকে ধনের দ্বারা সম্বর্ধনা করুন ॥ ৪ ॥

যে রথ চিন্তামাত্রে অশ্বের দ্বারা যোজিত হয়, অশ্বিদ্বয়ের সেই সমুজ্জ্বল রথ যেন দীপ্তির দ্বারা আমার দেহ আচ্ছন্ন করে। হে নেতা নাসত্যদ্বয়! আপনারা যেন রথের দ্বারা স্তবকারীর সন্ততি ও তার আপন মনোরথ পূর্ণ করবার জন্য তার গৃহে গমন করেন ॥ ৫ ॥

হে বর্ষণকারী পর্জন্য ও বাত! আপনারা অন্তরীক্ষ হ'তে প্রাপ্য জল প্রেরণ করুন। হে জ্ঞানসম্পন্ন, স্তোত্র শ্রবণকারী, জগৎসংস্থাপক মরুৎগণ! আপনারা যার স্তোত্রের দ্বারা প্রসন্ন হন, তার সমস্ত প্রাণীজাত সমৃদ্ধ করুন ॥ ৬ ॥

পবিত্রতা বিধায়িনী, মনোজ্ঞা, বিচিত্রগমনা, বীরপত্নী সরস্বতী যেন আমাদের যাগ ইত্যাদি কার্য নির্বাহ করেন। তিনি যেন দেবপত্নীবৃন্দের সাথে প্রীত হয়ে স্তবকারীকে অচ্ছিদ্র গৃহ ও সুখ প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

স্তবকারী যেন বাঞ্ছিত ফলের বশবর্তী হয়ে সমস্ত পথের অধিপতি পূজনীয় পূষার সমীপে স্তোত্র সহকারে উপস্থিত হয়। তিনি যেন আমাদের সুবর্ণশৃঙ্গ ধেনুসকল প্রদান করেন। পূষা যেন আমাদের সমস্ত কার্য সম্পূর্ণ করেন ॥ ৮ ॥

দেববর্গের আহ্বানকারী, দীপ্তিমান্ অগ্নি যেন ত্বষ্টার যাগ করেন; ত্বষ্টারূপ সকলের আদিবিভাগকর্তা, প্রসিদ্ধ, অন্নদাতা, শোভনপাণি, দানশীল, মহান্ গৃহস্থবর্গের যজনীয় এবং অনায়াসে আহ্বানযোগ্য ॥ ৯ ॥

হে স্তবকারী! তুমি দিবাভাগে এই সমস্ত স্তোত্রের দ্বারা ভুবনপালক রুদ্রকে বর্ধিত করো; তুমি রাত্রিকালে রুদ্রের সম্বর্ধনা করো। আমরা দূরদর্শী রুদ্রকর্তৃক প্রেরিত হয়ে মহান্, মনোজ্ঞ, জরারহিত সুখসম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমূলক সেই রুদ্রকে আহ্বান করছি ॥ ১০ ॥

হে নিত্যতরুণ, জ্ঞানসম্পন্ন ও পূজনীয় মরুৎগণ! আপনারা যজমানের স্তোত্রের অভিমুখে আগমন করুন! হে নেতৃগণ! আপনারা এইভাবে সমৃদ্ধ হয়ে, এবং সঞ্চরমান রশ্মি সকলের মতো

ব্যাপ্ত হয়ে, বৃষ্টির দ্বারা বিরল পাদপ বনসমূহের তৃপ্তিসাধন করুন ॥ ১১ ॥

পশুপালক যেমন গোযূথকে (শীঘ্র পরিচালিত করে), সেইরকম পরাক্রান্ত, বলশালী ও দ্রুতগামী মরুৎবর্গের নিকট শীঘ্র স্তোত্র প্রেরণ করো। অন্তরীক্ষ যেমন নক্ষত্রমণ্ডলের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়, সেইরকম সেই মরুৎগণ মেধাবী স্তোতার সুশ্রাব্য স্তোত্রের দ্বারা নিজ দেহাবচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট হোন ॥ ১২ ॥

যে বিষ্ণু উপদ্রুত মনুর জন্য ত্রিপাদ বিক্রমদ্বারা পার্থিব লোক পরিমাণ করেছিলেন, সেই তোমা-কর্তৃক প্রদত্ত গৃহে অবস্থানপূর্বক আমরা যেন ধন, দেহ ও পুত্রের দ্বারা আনন্দ অনুভব ক'রি ॥ ১৩ ॥

আমাদের মন্ত্রের দ্বারা স্তূয়মান অহির্বুধ্ন্য, পর্বত ও সবিতা যেন আমাদের বারিসহকারে অন্ন প্রদান করেন। দানশীল বিশ্বদেবগণ যেন আমাদের ওষধিসহকারে সেই অন্ন প্রদান করেন। সুবুদ্ধি দেব ভাগ যেন ধনের জন্য আমাদের প্রেরণ করেন ॥ ১৪ ॥

হে বিশ্বদেবগণ! আপনারা আমাদের রথযুক্ত, অসংখ্য অনুচরসমেত বহুপুত্র সমন্বিত যজ্ঞের সাধনভূত ধন ও অক্ষয় গৃহ প্রদান করুন, যার দ্বারা আমরা স্পর্ধা ক'রে শত্রুগণ ও অদেব সৈন্যবর্গকে পরাজিত করবো এবং দেবভক্ত লোকগণকে আশ্রয় প্রদান করতে সমর্থ হবো ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১৪ ঋকের 'অহির্বুধ্ন্য' প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য বলেন—'বুধ্ন্য' শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে জাত; সুতরাং 'অহির্বুধ্ন্য' শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে জাত অহিনামক দেবতা। পণ্ডিতবর রোথ ও বেটলিং বলেন—'অহির্বুধ্ন্য' অন্তরীক্ষবাসী অহি। এই ঋকের পর্বত অর্থে পর্ববান্ মেঘ।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৫০ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : ঋজিশ্বা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

হুবে বো দেবীমদিতিং নমোভির্মৃলীকায় বরুণং মিত্রমগ্নিম্।
অভিক্ষদামর্যমণং সুশেবং ত্রাতৃন্দেবান্ত্ সবিতারং ভগং চ ॥ ১ ॥
সুজ্যোতিষঃ সূর্য দক্ষপিতৃননাগাস্ত্বে সুমহো বীহি দেবান্।
দ্বিজন্মানো য ঋতসাপঃ সত্যাঃ স্বর্বন্তো যজতা অগ্নিজিহ্বাঃ ॥ ২ ॥
উত দ্যাবাপৃথিবী ক্ষত্রমুরু বৃহদ্রোদসী শরণং সুষুম্নে।
মহস্করথো বরিবো যথা নোঽস্মে ক্ষয়ায় ধিষণে অনেহঃ ॥ ৩ ॥
আ নো রুদ্রস্য সূনবো নমন্তামদ্যা হূতাসো বসবোঽধৃষ্টাঃ।
যদীমর্ভে মহতি বা হিতাসো বাধে মরুতো অহ্বাম দেবান্ ॥ ৪ ॥
মিম্যক্ষ যেষু রোদসী নু দেবী সিষক্তি পূষা অভ্যর্ধযজ্বা।
শ্রুত্বা হবং মরুতো যদ্ধ যাথ ভূমা রেজন্তে অধ্বনি প্রবিক্তে ॥ ৫ ॥

অভি ত্যং বীরং গির্বণসমর্চেন্দ্রং ব্রহ্মণা জরিতর্নবেন।
শ্রবদিদ্ধবমুপ চ স্তবানো রাসদ্বাজাঁ উপ মহো গৃণানঃ॥ ৬॥
ওমানমাপো মানুষীরমৃক্তং ধাত তোকায় তনয়ায় শংযোঃ।
যূয়ং হি ষ্ঠা ভিষজো মাতৃতমা বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতো জনিত্রীঃ॥ ৭॥
আ নো দেবঃ সবিতা ত্রায়মাণো হিরণ্যপাণির্যজতো জগম্যাৎ।
যো দত্রবাঁ উষসো ন প্রতীকং ব্যূর্ণুতে দাশুষে বার্যাণি॥ ৮॥
উত ত্বং সূনো সহসো নো অদ্যা দেবাঁ অস্মিন্নধ্বরে ববৃত্যাঃ।
স্যামহং তে সদমিদ্রাতৌ তব স্যামগ্নেঽবসা ব সুবীরঃ॥ ৯॥
উত ত্যা মে হবমা জগ্ম্যাতং নাসত্যা ধীভির্যুবমঙ্গ বিপ্রা।
অত্রিং ন মহস্তমসোঽমুমুক্তং তূর্বতং নরা দুরিতাদভীকে॥ ১০॥
তে নো রায়ো দ্যুমতো বাজবতো দাতারো ভূত নৃবতঃ পুরুক্ষোঃ।
দশস্যন্তো দিব্যাঃ পার্থিবাসো গোজাতা অপ্যা মৃলতা চ দেবাঃ॥ ১১॥
তে নো রুদ্রঃ সরস্বতী সজোষা মীঢ়ুষ্মন্তো বিষ্ণুর্মূলন্তু বায়ুঃ।
ঋভুক্ষা বাজো দৈব্যো বিধাতা পর্জন্যাবাতা পিপ্যতামিষং নঃ॥ ১২॥
উত স্য দেবঃ সবিতা ভগো নোঽপাং নপাদবতু দানু পপ্রিঃ।
ত্বষ্টা দেবেভির্জনিভিঃ সজোষা দ্যৌর্দেবেভিঃ পৃথিবী সমুদ্রৈঃ॥ ১৩॥
উত নোঽহির্বুধ্ন্যঃ শৃণোত্বজ একপাৎ পৃথিবী সমুদ্রঃ।
বিশ্বে দেবা ঋতাবৃধো হুবানাঃ স্তুতা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা অবন্তু॥ ১৪॥
এবা নপাতো মম তস্য ধীভির্ভরদ্বাজা অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
গ্না হুতাসো বসবোঽধৃষ্টা বিশ্বে স্তুতাসো ভূতা যজত্রাঃ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — হে দেবগণ! আমি সুখের জন্য স্তোত্রসহকারে অদিতি, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, শত্রুনিধনকারী ও সেবনীয় অর্যমা, সবিতা, ভগ এবং সমুদয় রক্ষাকারী দেববৃন্দকে আহ্বান করছি॥ ১॥

হে দীপ্তিসম্পন্ন সূর্য! আপনি দক্ষ হ'তে শোভনদীপ্তিশালী দেবগণকে আমাদের প্রতি অনুকূল করুন। দ্বিজন্মা (অর্থাৎ উভয় স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত) দেববৃন্দ যাগপ্রিয়, সত্যবাদী, ধনসম্পন্ন, যাগের যোগ্য ও অগ্নিজিহ্ব ॥ ২॥

হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আপনারা আমাদের স্বচ্ছন্দতার জন্য বিশালগৃহ প্রদান করুন। যাতে আমাদের অতুল ঐশ্বর্য হয় তার উপায় বিধান করুন। হে সদয় দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের গৃহ হ'তে পাপ বিদূরিত করুন ॥৩॥

গৃহপ্রদাতা অজেয় রুদ্রপুত্রগণ আহূত হয়ে যেন আমাদের নিকট আগমন করেন, কারণ তাঁরা মহৎ ও ক্ষুদ্র ক্লেশের সময় আমাদের সাহায্য করবেন ব'লে আমরা দেবমরুৎবৃন্দকে আহ্বান ক'রি॥ ৪॥

যে মরুৎবৃন্দের সাথে দীপ্তিমান্ স্বর্গ ও পৃথিবী সংশ্লিষ্ট; ধনের দ্বারা স্তোতৃবর্গের সমৃদ্ধি বিধানকারী পূষা যে মরুৎবর্গের সেবা করেন, হে মরুৎবর্গ! আপনারা যে সময়ে আমাদের আহ্বান শ্রবণ ক'রে আগমন করেন, তখন আপনাদের বিভিন্ন পথস্থিত প্রাণীবর্গ কম্পিত হ'তে থাকে ॥ ৫॥

হে স্তবকারী! তুমি অভিনব স্তোত্রের দ্বারা স্তুতিভাজন বীর ইন্দ্রের স্তব করো। এইভাবে স্তূয়মান সেই ইন্দ্র যেন আমাদের আহ্বান শ্রবণ করেন ও আমাদের নিকট প্রভূত অন্ন প্রেরণ করেন ॥ ৬॥

হে বারিরাশি! তোমরা মানবহিতসাধক, তোমরা আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের জন্য অনিষ্টনাশক রক্ষণশীল অন্ন প্রদান করো। তোমরা উপদ্রব সকল শান্ত ও বিদূরিত করো, কারণ তোমরা মাতৃগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক; তোমরা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের উৎপাদক ॥ ৭॥

যিনি উষামুখের মতো যজমানের নিকট অভিলষিত ধন প্রকাশ করেন, সেই রক্ষাকারী হিরণ্যপাণি পূজনীয় সবিতা যেন আমাদের নিকট আগমন করেন ॥ ৮॥

হে শক্তিপুত্র অগ্নি! আপনি অদ্য আমাদের এই যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন। আমি যেন সর্বদা আপনার বদান্যতা অনুভব ক'রি। হে দেব! আপনার রক্ষাবশত আমি যেন শোভন পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সম্পন্ন হই ॥ ৯॥

হে প্রাজ্ঞ নাসত্যদ্বয়! আপনারা সত্বর পরিচর্যা সমন্বিত আমার স্তোত্রের সমীপে আগমন করুন। আপনারা অন্ধকার হ'তে অত্রি ঋষিকে যেমন মুক্ত করেছিলেন, সেইরকম আমাদের মুক্ত করুন। হে নেতৃদ্বয়! আপনারা আমাদের সংগ্রামদুঃখ হ'তে পরিত্রাণ করুন ॥ ১০॥

হে দেববৃন্দ! আপনারা আমাদের দীপ্তিসম্পন্ন, বলবিধায়ক, পুত্র ইত্যাদি সম্পন্ন ও সুপ্রসিদ্ধ ধন প্রদান করুন। হে স্বর্গীয় আদিত্যগণ, পার্থিব বসুগণ, গোজাত অর্থাৎ পৃশ্নির পুত্র মরুৎগণ, অপজাত রুদ্রগণ। আপনারা আমাদের মনোরথ পূর্ণ ক'রে আমাদের সুখী করুন ॥ ১১॥

রুদ্র ও সরস্বতী, বিষ্ণু ও বায়ু, ঋভুক্ষা, বাজ ও দেব বিধাতা যেন তুল্যভাবে প্রসন্ন হয়ে আমাদের সুখী করেন। পর্জন্য ও বায়ু যেন আমাদের অন্ন বর্ধিত করেন ॥ ১২॥

প্রসিদ্ধ দেব সবিতা ও ভগ এবং বারিরাশির পৌত্রস্থানীয় দানশীল অগ্নি যেন আমাদের রক্ষা করেন। দেববৃন্দ ও দেবপত্নীবৃন্দের সাথে তুল্যভাবে প্রসন্ন ত্বষ্টা, দেববৃন্দের সাথে তুল্য প্রীত স্বর্গ এবং সমুদ্রগণের সাথে সমান প্রীত পৃথিবী যেন আমাদের রক্ষা করেন ॥ ১৩॥

অহির্বুধ্ন্য, অজ-একপাদ্, পৃথিবী ও সমুদ্র আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। যজ্ঞের সমৃদ্ধি বিধায়ক, আমাদের দ্বারা আহূত ও স্তুত, মন্ত্রপ্রতিপাদ্য ও মেধাবী ঋষিগণ কর্তৃক স্তূয়মান বিশ্বদেবগণ আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৪॥

ভরদ্বাজ-গোত্রজ আমার পুত্রগণ এইভাবে পূজা-সাধন স্তোত্রের দ্বারা দেবগণের স্তব করছে। হে যজ্ঞের যোগ্য দেবগণ! আপনারা হব্যের দ্বারা হুত, গৃহপ্রদাতা ও অজেয়, আপনারা দেবপত্নীগণের সাথে নিয়ত পূজিত হোন ॥ ১৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫১ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : ঋজিশ্বা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্]

উদু ত্যচ্চক্ষুর্মহি মিত্রয়োরাঁ এতি প্রিয়ং বরুণয়োরদব্ধম্।
ঋতস্য শুচি দর্শতমনীকং রুক্মো ন দিব উদিতা ব্যদ্যৌৎ॥ ১॥

বেদ যস্ত্রীণি বিদথান্যেষাং দেবানাং জন্ম সনুতরা চ বিপ্রঃ।
ঋজু মর্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্নভি চষ্টে সূরো অর্য এবান্॥ ২॥
স্তুষ উ বো মহ ঋতস্য গোপানদিতিঃ মিত্রং বরুণং সুজাতান্।
অর্যমণং ভগমদব্ধধীতীনচ্ছা বোচে সধন্যঃ পাবকান্॥ ৩॥
রিশাদসঃ সৎপতীঁরদব্ধান্মহো রাজ্ঞঃ সুবসনস্য দাতৃন্।
যূনঃ সুক্ষত্রান্ ক্ষয়তো দিবো নৃনাদিত্যান্যাম্যদিতিং দুবোয়ু॥ ৪॥
দ্যৌ৩ষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃলতা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম বহুলং বি যন্ত॥ ৫॥
মা নো বৃকায় বৃক্যে সমস্মা অঘায়তে রীরধতা যজত্রাঃ।
যূয়ং হি ষ্ঠা রথ্যো নস্তনূনাং যূয়ং দক্ষস্য বচসো বভূব॥ ৬॥
মা ব এনো অন্যকৃতং ভুজেম মা তৎকর্ম বসবো যচ্চয়ধ্বে।
বিশ্বস্য হি ক্ষয়থ বিশ্বদেবাঃ স্বয়ং রিপুস্তন্বং রীরিষীষ্ট॥ ৭॥
নম ইদুগ্রং নম আ বিবাসে নমো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্।
নমো দেবেভ্যো নম ঈশ এষাং কৃতং চিদেনো নমসা বিবাসে॥ ৮॥
ঋতস্য বো রথ্যঃ পূতদক্ষানৃতস্য পস্ত্যসদো অদব্ধান্।
তাঁ আ নমোভিরুরুচক্ষসো নৃন্বিশ্বান্ব আ নমে মহো যজত্রাঃ॥ ৯॥
তে হি শ্রেষ্ঠবর্চসস্ত উ নস্তিরো বিশ্বানি দুরিতা নয়ন্তি।
সুক্ষত্রাসো বরুণো মিত্রো অগ্নির্ঋতধীতয়ো বক্মরাজসত্যাঃ॥ ১০॥
তে ন ইন্দ্রঃ পৃথিবী ক্ষাম বর্ধৎপূষা ভগো অদিতিঃ পঞ্চ জনাঃ।
সুশর্মাণঃ স্ববসঃ সুনীথা ভবন্তু নঃ সুত্রাত্রাসঃ সুগোপাঃ॥ ১১॥
নূ সদ্মানং দিব্যং নংশি দেবা ভারদ্বাজঃ সুমতিং যাতি হোতা।
আসানেভির্যজমানো মিয়েধৈর্দেবানাং জন্ম বসূয়ুর্ববন্দ॥ ১২॥
অপ ত্যং বৃজিনং রিপুং স্তেনমগ্নে দুরাধ্যম্।
দবিষ্ঠমস্য সৎপতে কৃধী সুগম্॥ ১৩॥
গ্রাবাণঃ সোম নো হি কং সখিত্বনায় বাবশুঃ।
জহী ন্যত্রিণং পণিং বৃকো হি ষঃ॥ ১৪॥
যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানব ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা অভিদ্যবঃ।
কর্তা নো অধ্বন্না সুগং গোপা অমা॥ ১৫॥
অপি পন্থামগন্মহি স্বস্তিগামনেহসম্।
যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — সূর্যের প্রসিদ্ধ, প্রকাশক, বিস্তৃত, মিত্র ও বরুণের প্রিয়, অপ্রতিহত, নির্মল ও মনোজ্ঞ দীপ্তি প্রকাশিত হয়ে অন্তরীক্ষের ভূষণের মতো শোভা প্রাপ্ত হচ্ছে ॥ ১॥

যিনি তিনটি জ্ঞাতব্য ভুবন অবগত আছেন; যিনি জ্ঞানশালী এবং দেববৃন্দের দুর্জ্ঞেয় জন্ম বিদিত আছেন; সেই সূর্য মানবগণের সৎ ও অসৎ কর্মের পরিদর্শন করছেন এবং প্রভু হয়ে মানবগণের সঙ্গত মনোরথ পূর্ণ করছেন ॥ ২ ॥

আমি যজ্ঞরক্ষক, শোভনজন্মা অদিতি, মিত্র, বরুণ, অর্যমা ও ভগের স্তব ক'রি। যাদের কার্য অপ্রতিহত, যাঁরা অর্থসম্পন্ন ও বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়ক, তাঁদের যশ কীর্তন করছি ॥ ৩ ॥

হে হিংসকগণের ক্ষেপণকারী, সাধুবর্গের পালক, অপ্রতিহত প্রভাব শক্তিমান্, অধীশ্বর, শোভন গৃহপ্রদাতা, নিত্যতরুণ, নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালী, স্বর্গের নেতা অদিতিপুত্রগণ! আমি অদিতির শরণ গ্রহণ করছি, কারণ তিনি আমার পরিচর্যা কামনা করেন ॥ ৪ ॥

হে জনক স্বর্গ, জননী পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি ও বসুগণ! আপনারা আমাদের সুখী করুন। হে অদিতিপুত্রগণ ও অদিতি! আপনারা সমবেত হয়ে আমাদের সমধিক সুখ প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

হে যাগের যোগ্য দেববৃন্দ! আপনারা আমাদের বৃক অথবা বৃকীর বশীভূত করবেন না। যারা আমাদের অনিষ্ট কামনা করে, আমাদের তাদের আয়ত্ত করবেন না। কারণ আপনারা আমাদের দেহ, বল ও বাক্যের চালকস্বরূপ ॥ ৬ ॥

হে দেববর্গ! আমরা আপনাদেরই। আমরা যেন অনাকৃত পাপনিবন্ধন ক্লেশ অনুভব না ক'রি। হে বসুগণ! আপনারা যা নিষেধ করেন, আমরা যেন তার অনুষ্ঠান না ক'রি। হে বিশ্বদেবগণ! আপনারা বিশ্বের অধিপতি; অতএব যাতে শত্রু আপন দেহের উপর অনিষ্ট উৎপাদন করে, আপনারা তার উপায় বিধান করুন ॥ ৭ ॥

নমস্কারই সর্বোৎকৃষ্ট, অতএব আমি নমস্কার করছি। নমস্কারই স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধারণ ক'রে রয়েছে, এই জন্যে আমি দেববৃন্দকে নমস্কার করছি। দেববৃন্দ নমস্কারেরই বশীভূত; আমি নমস্কারের দ্বারা কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রি ॥ ৮ ॥

হে যাগের যোগ্য দেবগণ! আমি নমস্কারসহকারে আপনাদের সকলের নিকট প্রণত হচ্ছি, কারণ আপনারা যজ্ঞের নেতা, বিশুদ্ধ বলসম্পন্ন, দেবযজনগৃহে অবস্থানকারী, অজেয়, বহুদর্শী, অধিনায়ক ও মহান্ ॥ ৯ ॥

তাঁরা প্রকৃষ্টভাবে দীপ্তিসম্পন্ন; তাঁরাই আমাদের সমুদয় পাপ নাশ করুন; দেব বরুণ, মিত্র ও অগ্নি শোভন বলশালী, সত্যকর্মা ও স্তোত্রনিরত ব্যক্তিবর্গের প্রতি একান্ত পক্ষপাতী ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র, পৃথিবী, পূজা, ভগ, অদিতি ও পঞ্চজন আমাদের বাসভূমি বর্ধিত করুন। তাঁরা যেন আমাদের সুখদাতা, অন্নদাতা, সৎপথ প্রদর্শক, শোভন রক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতা হন ॥ ১১ ॥

হে দেবগণ! স্তবকারী ভরদ্বাজ গোত্রজ এই ব্যক্তি যেন সত্বর একটি স্বর্গীয় বসতি লাভ করে, কারণ সেই ব্যক্তি আপনাদের অনুগ্রহার্থী। হব্যদাতা ঋষি অন্যান্য যজমানের সাথে ধনাভিলাষী হয়ে দেবসমূহের স্তব করছেন ॥ ১২ ॥

হে অগ্নি! আপনি কুটিল পাপাচারী দুষ্টাভিপ্রায় শত্রুকে দূরীভূত করুন। হে সাধুগণের রক্ষক! আপনি আমাদের সুখ প্রদান করুন ॥ ১৩ ॥

হে সোম! আমাদের এই অভিষব পাষাণসকল তোমার সাথে মিত্রতা কামনা করছে। তুমি ভোজনপটু পণিকে সংহার করো, কারণ সে প্রকৃতই বৃক ॥ ১৪ ॥

হে ইন্দ্র প্রমুখ দেববৃন্দ! আপনারা দানশীল ও দীপ্তিশালী। আপনার পথিমধ্যে আমাদের সুখদাতা

ও রক্ষক হোন ॥ ১৫ ॥

আমরা সুগম ও পাপরহিত পথে উপস্থিত হয়েছি, যে পথে গমন করলে লোকে শত্রু পরিহার ও ধন লাভ করে ॥ ১৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। বর্তমান সূক্তের ১৩ ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অনুবাদ ও বক্তব্য—"হে জ্ঞানদেব! আপনি এই লোকের সেই প্রসিদ্ধ দুরভিসন্ধিপরায়ণ পাপাচারী দুঃখসাধক হিংসক শত্রুকে (অজ্ঞানতাকে) দূরে নিক্ষেপ করুন। হে সৎ-জন-পালক দেব! আপনি অনায়াসগম্য সুখ বিধান করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেবতা কৃপা প্রকাশে তারই বিধান করুন, যাতে আমরা সৎমার্গগামী হ'তে পারি)।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৫২ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : ঋজিশ্বা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, জগতী]

ন তদ্দিবা ন পৃথিব্যানু মন্যে ন যজ্ঞেন নোত শমীভিরাভিঃ।
উব্জন্তু তং সুভ্বঃ পর্বতাসো নি হীয়তামতিযাজস্য যষ্টা॥ ১॥
অতি বা যো মরুতো মন্যতে নো ব্রহ্ম বা যঃ ক্রিয়মাণং নিনিৎসাৎ।
তপূংষি তস্মৈ বৃজিনানি সন্তু ব্রহ্মদ্বিষমভি তং শোচতু দ্যৌঃ॥ ২॥
কিমঙ্গ ত্বা ব্রহ্মণঃ সোম গোপাং কিমঙ্গ ত্বাহুরভিশস্তিপাং নঃ।
কিমঙ্গ নঃ পশ্যসি নিদ্যমানান্ ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য॥ ৩॥
অবন্তু মামুষসো জায়মানা অবন্তু মা সিন্ধবঃ পিন্বমানাঃ।
অবন্তু মা পর্বতাসো ধ্রুবাসোঽবন্তু মা পিতরো দেবহূতৌ॥ ৪॥
বিশ্বদানীং সুমনসঃ স্যাম পশ্যেম নু সূর্যমুচ্চরন্তম্।
তথা করদ্বসুপতির্বসূনাং দেবাঁ ওহানোঽবসাগমিষ্ঠঃ॥ ৫॥
ইন্দ্রো নেদিষ্ঠমবসাগমিষ্ঠঃ সরস্বতী সিন্ধুভিঃ পিন্বমানা।
পর্জন্যো ন ওষধীভির্ময়োভুরগ্নিঃ সুশংসঃ সুহবঃ পিতেব॥ ৬॥
বিশ্বে দেবাস আ গত শৃণুতা ম ইমং হবম্। এদং বর্হির্নি ষীদত॥ ৭॥
যো বো দেবা ঘৃতস্নুনা হব্যেন প্রতিভূষতি। তং বিশ্ব উপ গচ্ছথ॥ ৮॥
উপ নঃ সূনবো গিরঃ শৃণ্বন্ত্বমৃতস্য যে। সুমৃলীকা ভবন্তু নঃ॥ ৯॥
বিশ্বে দেবা ঋতাবৃধ ঋতুভির্হবনশ্রুতঃ। জুষন্তাং যুজ্যং পয়ঃ॥ ১০॥
স্তোত্রমিন্দ্রো মরুদ্গণস্ত্বষ্টৃমান্মিত্রো অর্যমা। ইমা হব্যা জুষন্ত নঃ॥ ১১॥
ইমং নো অগ্নে অধ্বরং হোতর্বয়ুনশো যজ। চিকিত্বান্দৈব্যং জনম্॥ ১২॥

বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অন্তরিক্ষে য উপ দ্যবিষ্ঠ।
যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসাদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়ধ্বম্॥ ১৩॥
বিশ্বে দেবা মম শৃণ্বন্তু যজ্ঞিয়া উভে রোদসী অপাং নপাচ্চ মন্ম।
মা বো বচাংসি পরিচক্ষ্যাণি বোচং সুম্নেষ্বিদ্বো অন্তমা মদেম॥ ১৪॥
যে কে চ জ্মা মহিনো অহিমায়া দিবো জজ্ঞিরে অপাং সধস্থে।
তে অস্মভ্যমিষয়ে বিশ্বমায়ুঃ ক্ষপ উস্রা বরিবস্যন্তু দেবাঃ॥ ১৫॥
অগ্নীপর্জন্যাববতং ধিয়ং মেঽস্মিন্ হবে সুবহা সুষ্টুতিং নঃ।
ইলামন্যো জনয়দগর্ভমন্যঃ প্রজাবতীরিষ আ ধত্তমস্মে॥ ১৬॥
স্তীর্ণে বর্হিষি সমিধানে অগ্নৌ সূক্তেন মহা নমসা বিবাসে।
অস্মিন্নো অদ্য বিদথে যজত্রা বিশ্বে দেবা হবিষি মাদয়ধ্বম্॥ ১৭॥

মন্ত্রার্থ — আমি এইটি স্বর্গীয় বা পার্থিব দেবগণের উপযুক্ত বোধ ক'রি না। অথবা এ যে আমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের কিংবা অন্যের দ্বারা সম্পাদিত আমার যাগের সমতুল্য হবে এমনও বিবেচনা করি না। অতএব সুমহান্ পর্বত সকল তার পীড়া বিধান করুক; অতিযাজের ঋত্বিকও নিরতিশয় হীনতা প্রাপ্ত হোক ॥ ১ ॥

হে মরুৎগণ! যে ব্যক্তি নিজেকে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ করে এবং আমার স্তোত্রের নিন্দা করতে ইচ্ছা করে, শক্তি সকল তার অনিষ্টকারক হোক এবং স্বর্গ সেই স্তোত্রদ্বেষ্টাকে দগ্ধ করুক ॥ ২ ॥

হে সোম! লোকে কি জন্য তোমাকে মন্ত্ররক্ষক বলে? কি জন্যই বা তোমাকে নিন্দা হ'তে আমাদের উদ্ধারকর্তা ব'লে থাকে? কেনই বা আমরা শত্রুগণ কর্তৃক নিন্দিত হ'লে তুমি নিরপেক্ষভাবে দর্শন করছো? তুমি স্তোত্রবিদ্বেষীর প্রতি আপন পীড়াদায়ক আয়ুধ ক্ষেপণ করো ॥ ৩ ॥

আবির্ভূত উষাসকল আমাকে রক্ষা করুন। স্ফীত নদীসকল আমাকে রক্ষা করুক। নিশ্চল পর্বতবৃন্দ আমাকে রক্ষা করুন। দেবযজন সময়ে যজ্ঞে উপস্থিত পিতৃদেবগণ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

আমরা যেন সর্বদা উদয়োন্মুখ সূর্যকে দর্শন ক'রি। দেববৃন্দের নিকট আমাদের হব্য বহনকারী, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী, মহান্ ঐশ্বর্যসম্পন্ন অগ্নি যেন আমাদের সেইরকম করেন ॥ ৫ ॥

ইন্দ্র এবং বারিরাশির দ্বারা স্ফীত সরস্বতী নদী যেন রক্ষাসহকারে আমাদের সন্নিহিত হন। ওষধিগণের সাথে পর্জন্য যেন আমাদের সুখদাতা হন। অগ্নি যেন পিতার মতো অনায়াসে স্তুত্য ও আহ্বানের যোগ্য হন ॥ ৬ ॥

হে বিশ্বদেবগণ! আপনারা আগমন করুন, আমার এই আহ্বান শ্রবণ করুন এবং এই আস্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন করুন ॥ ৭ ॥

হে দেবগণ! যে ব্যক্তি ঘৃতাক্ত হব্যের দ্বারা আপনাদের পরিচর্যা করে, আপনারা সকলে তার নিকট আগমন করুন ॥ ৮ ॥

যারা অমরের পুত্র, সেই বিশ্বদেবগণ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন ও আমাদের সুখ প্রদান

করুন ॥ ৯ ॥

হে যজ্ঞের সমৃদ্ধিবিধায়ক যথা সময়ে স্তোত্র শ্রবণকারী বিশ্বদেবগণ! আপনাদের সমুচিত দুগ্ধ গ্রহণ করুন ॥ ১০ ॥

মরুৎগণের সাথে ইন্দ্র, ত্বষ্টার সাথে মিত্র এবং অর্যমা আমাদের স্তোত্র ও এই সমস্ত হব্য গ্রহণ করুন ॥ ১১ ॥

হে দেববৃন্দের আহ্বানকারী অগ্নি! দেববৃন্দের মধ্যে যাঁরা যাগের যোগ্য তা অবগত হয়ে আপনি তাদের মর্যাদা অনুসারে আমাদের এই যাগক্রিয়া সম্পাদন করুন ॥ ১২ ॥

হে বিশ্বদেবগণ! আপনারা অন্তরীক্ষে, ভূলোকে বা স্বর্গে অবস্থান করেন, আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করুন। আপনারা অগ্নিরূপ জিহ্বার দ্বারাই হোক বা অন্য প্রকারেই হোক যাগ করুন। সকলে আমাদের এই আস্তীর্ণ কুশের উপরে উপবেশনপূর্বক সোমরস পান ক'রে উল্লাসিত হোন ॥ ১৩ ॥

যজ্ঞের যোগ্য বিশ্বদেবগণ, স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ে এবং বারিরাশির পৌত্রভূত অগ্নি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। হে দেববৃন্দ! আমি যেন এমন স্তোত্র উচ্চারণ না ক'রি, যা আপনাদের অগ্রাহ্য। আমরা যেন আপনাদের নিকটবর্তী হয়ে সুখলাভ ক'রে উল্লাসিত হই ॥ ১৪ ॥

পৃথিবী, স্বর্গ বা অন্তরীক্ষে প্রাদুর্ভূত, মহান্ ও সহায়ক-শক্তিসম্পন্ন দেবগণ যেন দিবারাত্রি আমাদের ও আমাদের সন্ততিগণকে অন্ন প্রদান করেন ॥ ১৫ ॥

হে অগ্নি ও পর্জন্য! আপনারা আমার যাগকার্য রক্ষা করুন। আপনারা অনায়াসে আহ্বানযোগ্য, অতএব এই যজ্ঞে আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। আপনাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ইলা অন্ন উৎপাদন করেন ও অন্য ব্যক্তি গর্ভোৎপাদন করেন। অতএব আপনারা আমাদের সন্ততিসহকারে অন্ন প্রদান করুন ॥ ১৬ ॥

হে পূজনীয় বিশ্বদেবগণ! অদ্য আমাদের এই যজ্ঞে কুশ আস্তীর্ণ হ'লে, অগ্নি প্রজ্বলিত হ'লে এবং আমি স্তোত্র উচ্চারণ ও নমস্কার পুরঃসর আপনাদের পরিচর্যা করলে পর, আপনারা হব্যের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন ॥ ১৭ ॥

টীকা — ১ ঋকের বক্তব্য—অতিযাজ নামক কোন ঋষি ঋজিশ্বা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করতে চেষ্টা করায়, ঋজিশ্বা তাকে অভিশাপ করছেন। সায়ণ। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ও ঋত্বিকগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা ছিল তা প্রকাশ হয়েছে॥ ২ ঋকের বক্তব্য—এই সূক্তে 'ব্রহ্ম' শব্দ দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে, সায়ণ একবার 'স্তোত্র' ও আর একবার 'ব্রাহ্মণ' অর্থ করেছেন। এর পরের সূক্তেও এমন অর্থ করেছেন। বলা বাহুল্য যে, 'স্তোত্র' অর্থই প্রকৃত এবং সেই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে॥—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ। এই সূক্তের ৯ ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অনুবাদ ও বক্তব্য—"অমৃতস্বরূপ দেবতার পুত্রভূত যে দেবগণ, তাঁরা আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন; তাঁরা আমাদের পরমসুখদাতা হোন।" (ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন।...'নঃ সুমৃলীকা ভবন্তু'—সেই দেবতা (অথবা দেবতাগণ) আমাদের পরমসুখদায়ক হোন। ভগবানের কৃপায় আমরা যেন পরমানন্দের অধিকারী হ'তে পারি)।—ইত্যাদি॥ আবার ১৪ ঋক্ দেখুন—"মোক্ষপ্রাপক জ্ঞানদেব এবং দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকল দেবতা আমার মননীয় অর্থাৎ সঙ্কল্পিত পূজা গ্রহণ করুন; হে দেবগণ! আপনাদের অপ্রিয় বাক্য আমরা যেন না ব'লি; আপনাদের আশ্রিত হয়ে আমরা যেন আপনাদের প্রদত্ত সুখই উপভোগ ক'রে পরমানন্দ লাভ ক'রি।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎদত্ত পরমানন্দ লাভ করি)। ['বিশ্বের সকল দেবতার চরণে আমি প্রণিপাত ক'রি।'—প্রশ্ন হ'তে পারে, তবে কি জগতে বহু দেবতা বর্তমান?—হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে

দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষে এক পরমেশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তা নেই,—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এ-ও সত্য যে, বিভিন্ন দেবতা (তথা অনুমেয় সত্তা) তাঁরই বিভিন্ন শক্তির বিকাশ মাত্র—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'....তিনি অনিলে আছেন, অনলে আছেন, তবে অনিল ও অনলের পূজাও কি তাঁর পূজা নয়? এই নিখিল বিশ্বে তাঁর প্রকাশ দর্শন ক'রে ভক্তিভরে তাঁর চরণে প্রণতঃ হওয়া অবশ্যই উচ্চতর সাধনার পরিচায়ক। হৃদয়ে ভগবৎ-ভক্তি পরাজ্ঞান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হ'লে মানুষ বিশ্বে ব্রহ্ম দর্শন করতে সমর্থ হয়। এদিক দিয়ে বলা যায়,—দেবতা বহু।...তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যেই ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অঞ্জলির সব পুষ্পই সেই 'এক'-এর চরণে গিয়ে পৌঁছাবে]—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৫৩ সূক্ত —

[দেবতা : পূষা। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্]

বয়মু ত্বা পথস্পতে রথং ন বাজসাতয়ে। ধিয়ে পূষন্নযুজ্মহি॥ ১॥
অভি নো নর্যং বসু বীরং প্রয়তদক্ষিণম্। বামং গৃহপতিং নয়॥ ২॥
অদিৎসন্তং চিদাঘৃণে পূষন্দানায় চোদয়। পণেশ্চিদ্বি ম্রদা মনঃ॥ ৩॥
বি পথো বাজসাতয়ে চিনুহি বি মৃধো জহি। সাধন্তামুগ্র নো ধিয়ঃ॥ ৪॥
পরি তৃন্ধি পণীনামারয়া হৃদয়া কবে। অথেমস্মভ্যং রন্ধয়॥ ৫॥
বি পূষন্নারয়া তুদ পণেরিচ্ছ হৃদি প্রিয়ম্। অথেমস্মভ্যং রন্ধয়॥ ৬॥
আ রিখ কিকিরা কৃণু পণীনাং হৃদয়া কবে। অথেমস্মভ্যং রন্ধয়॥ ৭॥
যাং পূষন্ ব্রহ্মচোদনীমারাং বিভর্ষ্যাঘৃণে।
তরা সমস্য হৃদয়মা রিখ কিকিরা কৃণু॥ ৮॥
যা তে অষ্ট্রা গোওপশাঘৃণে পশুসাধনা। অস্যাস্তে সুম্নমীমহে॥ ৯॥
উত নো গোষণিং ধিয়মশ্বসাং বাজসামুত। নৃবৎকৃণুহি বীতয়ে॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে মার্গপতি পূষা! আমরা কর্মানুষ্ঠান ও অন্নলাভের জন্য রণস্থলে রথের মতো আপনাকে আমাদের অভিমুখবর্তী করছি॥ ১॥

হে পূষা! আপনি আমাদের নিকট মানবহিতকারী, ধনদান বিষয়ে বিমুক্তহস্ত ও বিশুদ্ধ দানযুক্ত একটি গৃহস্থ প্রেরণ করুন॥ ২॥

হে দীপ্তিসম্পন্ন পূষা! আপনি অদানশীল ব্যক্তিকে দানের জন্য উত্তেজিত করুন এবং কৃপণের হৃদয় কোমল করুন॥ ৩॥

হে প্রচণ্ড বলশালী পূষা! আপনি অন্নলাভের জন্য পথ সকল পরিষ্কৃত করুন। বিঘ্নকারী তস্করবর্গকে সংহার করুন এবং আমাদের অনুষ্ঠান সমূহ সফল করুন॥ ৪॥

হে জ্ঞানসম্পন্ন পূষা! আপনি সূক্ষ্ম লোহাগ্র দণ্ডের দ্বারা লুব্ধগণের হৃদয় বিদ্ধ করুন এবং তাদের আমাদের বশে আনয়ন করুন॥ ৫॥

হে পূষা! আপনি প্রতোদের দ্বারা লুব্ধ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ করুন। তার চিত্তে সদাশয়তা উৎপাদন করুন এবং তাকে আমার ব'শে আনয়ন করুন ॥ ৬॥

হে জ্ঞানশালী পূষা! আপনি লুব্ধ ব্যক্তিগণের চিত্ত রেখাঙ্কিত করুন। মনের কাঠিন্য সম্যক্‌ভাবে শিথিল করুন এবং তাদের আমাদের বশে আনয়ন করুন ॥ ৭॥

হে দীপ্তিসম্পন্ন পূষা! আপনি অন্নপ্রেরক প্রতোদ ধারণ করুন; তার দ্বারা সমস্ত লুব্ধ ব্যক্তির হৃদয় রেখঙ্কিত করুন এবং তদ্‌গত কাঠিন্য সম্যক্‌ভাবে শিথিল করুন ॥ ৮॥

হে দীপ্তিশালী পূষা! আপনি যে অস্ত্রের দ্বারা ধেনুবৃন্দ ও পশুগণকে পরিচালিত করেন, আমরা আপনার সেই অস্ত্রের নিকট উপকার প্রার্থনা ক'রি ॥ ৯॥

হে পূষা! আপনি আমাদের উপভোগের জন্য আমাদের যাগকার্যকে গো, অশ্ব, অন্ন ও পরিচারকবর্গের উৎপাদক করুন ॥ ১০॥

টীকা — ৫ ঋকে মূলে 'আরয়া' আছে। সায়ণ এর অর্থ করেছেন 'প্রতোদ' অর্থাৎ চাবুক। উইলসন অর্থ করেছেন 'অঙ্কুশ'। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ। স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তের শেষ ঋক্‌টির অনুবাদ ও বক্তব্য এই—রিপুকবল হতে রক্ষালাভের জন্য আমাদের বুদ্ধিকে (অথবা কর্মকে) পরাজ্ঞানদায়িকা ব্যাপকজ্ঞানদায়িকা এবং শক্তিদায়িকা অপিচ, ভগবৎ ভক্তিসম্পন্ন পুত্রদায়ী করুন।" (ভাব এই যে—হে ভগবন্‌! আমাদের সৎ-বুদ্ধি-সম্পন্ন করুন এবং আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৫৪ সূক্ত —

[দেবতা : পূষা। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : গায়ত্রী]

সং পূষন্বিদুষা নয় যো অঞ্জসানুশাসতি। য এবেদমিতি ব্রবৎ॥ ১॥
সমু পূষ্ণা গমেমহি যো গৃহাঁ অভিশাসতি। ইম এবেতি চ ব্রবৎ॥ ২॥
পূষ্ণশ্চক্রং ন রিষ্যতি ন কোশোঽব পদ্যতে। নো অস্য ব্যথতে পবিঃ॥ ৩॥
যো অস্মৈ হবিষাবিধন্ন তং পূষাপি মৃষ্যতে। প্রথমো বিন্দতে বসু॥ ৪॥
পূষা গা অন্বেতু নঃ পূষা রক্ষত্বর্বতঃ। পূষা বাজং সনোতু নঃ॥ ৫॥
পূষন্ননু প্র গা ইহি যজমানস্য সুন্বতঃ। অস্মাকং স্তুবতামুত॥ ৬॥
মাকির্নেশন্মাকীং রিষন্মাকীং সং শারি কেবটে। অথারিষ্টাভিরা গহি॥ ৭॥
শৃণ্বন্তং পূষণং বয়মির্যমনষ্টবেদসম্‌। ঈশানং রায় ঈমহে॥ ৮॥
পূষন্তব ব্রতে বয়ং ন রিষ্যেম কদা চন। স্তোতারস্ত ইহ স্মসি॥ ৯॥
পরি পূষা পরস্তাদ্ধস্তং দধাতু দক্ষিণম্‌। পুনর্নো নষ্টমাজতু॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে পূষা! আপনি আমাদের এমন একটি বিচক্ষণ ব্যক্তির সাথে সঙ্গত করুন যিনি

আমাদের প্রকৃতভাবে পথ প্রদর্শন করাবেন এবং বলবেন 'এটিই সেই' ॥ ১ ॥

আমরা যেন পূষার অনুগ্রহে এমন ব্যক্তির সাথে মিলিত হই, যিনি সমস্ত গৃহ আমাদের প্রদর্শন করাবেন এবং বলবেন 'এগুলিই সেই' ॥ ২ ॥

পূষার আয়ুধভূত চক্র বিনষ্ট হয় না। এই চক্রের কোশ হীন হয় না এবং এর ধারা কুণ্ঠিত হয় না ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি হব্যের দ্বারা পূষার পরিচর্যা করে, পূষা তার কিছুমাত্র অপকার করেন না এবং সেই ব্যক্তিই প্রধানত ধন লাভ করে ॥ ৪ ॥

পূষা যেন রক্ষা করবার জন্য আমাদের ধেনুবৃন্দের অনুসরণ করেন; তিনি যেন আমাদের অশ্বগণকে রক্ষা করেন; তিনি যেন আমাদের অন্ন প্রদান করেন ॥ ৫ ॥

হে পূষা! আপনি রক্ষণের জন্য সোম-অভিষবকারী যজমানের গোবৃন্দের অনুসরণ করুন এবং আপনার স্তোত্র উচ্চারণকারী আমাদের ও ধেনুগণের অনুসরণ করুন ॥ ৬ ॥

হে পূষা! আমাদের গোধন যেন নষ্ট না হয়। এ যেন ব্যাঘ্র ইত্যাদির দ্বারা নিহত না হয়। অতএব আপনি সেই ধেনুগণের সাথে সায়ংকালে আগমন করুন ॥ ৭ ॥

আমার স্তোত্র শ্রবণকারী, দারিদ্র্যনাশক, অবিনষ্টধন, অখিল জগতের অধিপতি, পূষার নিকট ধন প্রার্থনা করছি ॥ ৮ ॥

হে পূষা! যে সময়ে আমরা আপনার উপাসনায় নিযুক্ত থাকি, সেই সময়ে যেন কখনও হিংসিত না হই। সম্প্রতি আমরা আপনার স্তব ক'রে যেন সেইরকম হই ॥ ৯ ॥

পূষা যেন আপন দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আমাদের গোধনকে বিপথ গমন হ'তে নিবারণ করেন। তিনি যেন আমাদের নষ্ট গোধনকে পুনরায় আনয়ন করেন ॥ ১০ ॥

টীকা — ১ ঋকে 'এটিই সেই' অর্থাৎ সন্দেহ স্থলে যে ব্যক্তি পথ বা গৃহ নির্ণয় ক'রে দেবে। কিন্তু সায়ণ অর্থ করেছেন যে, সে ব্যক্তি অপহৃত দ্রব্য বহিষ্কার ক'রে দেবে। এ অর্থ অসঙ্গত॥ ৭ ঋকের বক্তব্য—গোরক্ষকগণ সূর্যকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করতো, সেই প্রকৃতির সূর্যই পূষা। সুতরাং তাঁর হস্তে প্রতোদ, তিনি পথ নির্দেশ করেন, গো সকল রক্ষা করেন, নষ্ট পশু উদ্ধার করেন, ভ্রমণকারীদের সৎপথে নীত করেন, ইত্যাদি। প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে হিন্দু আর্যদের মধ্যে কোন কোন অংশ মেষপালক (অথবা গোপালক) ব্যবসায় লিপ্ত থাকায় সুন্দর তৃণের অন্বেষণে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করতো। পূষা বিশেষভাবে তাদেরই রক্ষক, অতএব তিনি ভ্রমণে পথপ্রদর্শক। সে কালে ভ্রমণে কিরকম বিপদ আপদ ছিল তা অনুমেয়॥—আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই সূক্তেও নিহিত আছে॥

◆ ◆

— ৫৫ সূক্ত —

[দেবতা : পূষা। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : গায়ত্রী]

এহি বাং বিমুচো নপাদাঘৃণে সং সচাবহৈ। রথীর্ঋতস্য নো ভব॥ ১ ॥
রথীতমং কপর্দিনমীশানং রাধসো মহঃ। রায়ঃ সখায়মীমহে॥ ২ ॥

রায়ো ধারাস্যাঘৃণে বসো রাশিরজাশ্ব। ধীবতোধীবতঃ সখা॥ ৩॥
পূষণং ন্বজাশ্বমুপ স্তোযাম বাজিনং। স্বসূর্যো জার উচ্যতে॥ ৪॥
মাতুর্দিধিযুমব্রবং স্বসুর্জারিঃ শৃণোতু নঃ! ভ্রাতেন্দ্রস্য সখা মম॥ ৫॥
আজাসঃ পূষণং রথে নিশৃম্ভাস্তে জনশ্রিয়ম্। দেবং বহন্তু বিভ্রতঃ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে দীপ্তিসম্পন্ন বিমুচোনপাৎ পূষা! আপনার স্তবকারী আমার নিকট আগত হোন। আমরা উভয়ে সঙ্গত হই। আপনি আমাদের যজ্ঞের নেতা হোন ॥ ১॥

আমরা রথীশ্রেষ্ঠ, কপর্দী, অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি, আমাদের মিত্রভূত পূষার নিকট ধন প্রার্থনা করছি ॥ ২॥

হে দীপ্তিশালী পূষা! আপনি ধনের প্রবাহস্বরূপ। আপনি ধনরাশিস্বরূপ এবং ছাগই আপনার অশ্বের কার্য নির্বাহ করে। আপনি প্রত্যেক স্তবকারীর মিত্রভূত ॥ ৩॥

অদ্য আমরা ছাগবাহন, অন্নসম্পন্ন সেই পূষার স্তব করছি, যাঁকে লোকে তাঁর ভগিনী অর্থাৎ উষার জার ব'লে থাকে ॥ ৪॥

রাত্রিরূপ মাতার পতিদেব পূষার স্তব করছি। তাঁর ভগিনীর জার পূষা আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। ইন্দ্রের সহোদর পূষা যেন আমাদের মিত্র হন ॥ ৫॥

রথে নিয়োজিত ছাগগণ স্তোতৃবর্গের আশ্রয়ভূত পূষার রথ বহনপূর্বক তাঁকে এই স্থানে আনয়ন করুক ॥ ৬॥

টীকা — ১ ঋকে সায়ণ 'বিমুচ' অর্থে প্রজাপতি করেছেন, 'অপাৎ' অর্থে পুত্র করেছেন॥ ৪ ঋক্ অনুসারে সূর্যকে অনেক স্থানেই উষার প্রণয়ী বা জার ব'লে বর্ণনা করা হয়।—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ ॥

◆ ◆

— ৫৬ সূক্ত —

[দেবতা : পূষা। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

য এনমাদিদেশতি করম্ভাদিতি পূষণং। ন তেন দেব আদিশে॥ ১॥
উত ঘা স রথীতমঃ সখ্যা সৎপতির্যুজা। ইন্দ্রো বৃত্রাণি জিঘ্নতে॥ ২॥
উতাদঃ পরুষে গবি সুরশ্চক্রং হিরণ্যয়ং। ন্যৈরয়দ্রথীতমঃ॥ ৩॥
যদদ্য ত্বা পুরুষ্টুত ব্রবাম দস্র মন্তমঃ। তৎসু নো মন্ম সাধয়॥ ৪॥
ইমং চ নো গবেষণং সাতয়ে সীষধো গণম্। আরাৎ পূষন্নসি শ্রুতঃ॥ ৫॥
আ তে স্বস্তিমীমহ আরে অঘামুপাবসুম্।
অদ্যা চ সর্বতাতয়ে শ্বশ্চ সর্বতাতয়ে॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — যিনি পূষাকে করম্ভের অর্থাৎ ঘৃতমিশ্রিত যবসক্তুর ভোজী ব'লে স্তব করেন, তাঁকে অন্য দেবের স্তব করতে হয় না ॥ ১ ॥

রথীশ্রেষ্ঠ, সাধুগণের রক্ষক, সুপ্রসিদ্ধ দেব ইন্দ্র, মিত্রভূত পূষার সাহায্যে শত্রুসংহার করেন ॥ ২ ॥

চালক, রথীশ্রেষ্ঠ পূষা দীপ্তিমান্ সূর্যের হিরন্ময় রথচক্র নিয়ত পরিচালিত করছেন ॥ ৩ ॥

হে বহুলোকের বন্দনীয়, মনোহরমূর্তি, জ্ঞানসম্পন্ন পূষা! অদ্য আমরা যে ধন উদ্দেশ ক'রে আপনার স্তব করছি, আপনি সেই বাঞ্ছিত ধন প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

গোকাম এই সমস্ত মানবগণকে গো-লাভের দ্বারা চরিতার্থ করুন। হে পূষা! আপনি দূরদেশেও প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন ॥ ৫ ॥

হে পূষা! আমরা অদ্যকার ও পরদিনের যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য আপনার সেই রক্ষা প্রার্থনা করছি; সে রক্ষা পাপ হ'তে দূরস্থিত ও ধনের সন্নিকৃষ্ট ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫৭ সূক্ত —

[দেবতা : পূষা। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : গায়ত্রী]

ইন্দ্রা নু পূষণা বয়ং সখ্যায় স্বস্তয়ে। হুবেম বাজসাতয়ে॥ ১ ॥
সোমমন্য উপাসদৎ পাতবে চম্বোঃ সুতম্। করম্ভমন্য ইচ্ছতি॥ ২ ॥
অজা অন্যস্য বহ্নয়ো হরী অনাস্য সম্ভৃতা। তাভ্যাং বৃত্রাণি জিঘ্নতে॥ ৩ ॥
যদিন্দ্রো অনয়দ্রিতো মহীরপো বৃষন্তমঃ। তত্র পূষাভবৎ সচা॥ ৪ ॥
তা পূষ্ণঃ সুমতিং বয়ং বৃক্ষস্য প্র বয়ামিব। ইন্দ্রস্য চা রভামহে॥ ৫ ॥
উৎপূষণং যুবামহেঽভীশূঁরিব সারথিঃ। মহ্যা ইন্দ্রং স্বস্তয়ে॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও পূষা! অদ্য আমরা আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনাদের সাথে বন্ধুতার জন্য ও অন্নলাভের জন্য আপনাদের আহ্বান করছি ॥ ১ ॥

আপনাদের মধ্যে এক ব্যক্তি অর্থাৎ ইন্দ্র পাত্রের মধ্যে অভিযুত সোমরস পান করবার জন্য গমন করেন এবং অপর ব্যক্তি অর্থাৎ পূষা করম্ভ ভোজন করতে অভিলাষ করেন ॥ ২ ॥

একের বাহন ছাগগণ, অন্যের বাহন স্থূলকায় অশ্বদ্বয় এবং তিনি অর্থাৎ ইন্দ্র সেই অশ্বদ্বয় সহকারে বৃত্র-সংহার করেন ॥ ৩ ॥

যখন নিরতিশয় বর্ষণকারী ইন্দ্র মহাবৃষ্টি পাতিত করেন, তখন পূষা তাঁর সহায় হন ॥ ৪ ॥

আমরা বৃক্ষের সুদৃঢ় শাখার মতো পূষা ও ইন্দ্রের অনুগ্রহ বুদ্ধির উপর নির্ভর ক'রে অবস্থান করছি ॥ ৫ ॥

সারথি যেমন রশ্মি আকর্ষণ করে, আমাদের প্রকৃষ্ট কল্যাণের জন্য আমরাও সেইরকম পূষা ও

ইন্দ্রকে আমাদের নিকট আকর্ষণ করছি ॥ ৬॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তের প্রথম ঋকেই স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অনুধাবনীয়। যথা,—"শান্তিলাভের আশায় এবং সৎকর্মসাধনের নিমিত্ত শক্তিলাভের আশায়, শক্তি ও শান্তিপুষ্টিসাধক ইন্দ্র-পূষণ দেবদ্বয়কে, ত্বরায় সখ্যভাবে প্রাপ্ত হবার জন্য আমরা আহ্বান করছি।" [ইন্দ্র ভগবানের পরমৈশ্বর্যশালী বিভূতি; পূষণ দেবতায় 'পুষ্টি' অর্থাৎ শান্তির ভাব পাওয়া যায়; অভাব পূরণই পুষ্টি; সুতরাং তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের সেই বিভূতিই বিরাজমান। অতএব সব রকমেই তাঁদের আরাধনা করা কর্তব্য]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৫৮ সূক্ত —

[দেবতা : পূষা। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

শুক্রং তে অন্যদ্যজতং তে অন্যদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবো ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু॥ ১॥
অজাশ্বঃ পশুপা বাজপস্ত্যো ধিয়ংজিন্বো ভুবনে বিশ্বে অর্পিতঃ।
অষ্ট্রাং পূষা শিথিরামুদ্বরীবৃজৎসংচক্ষাণো ভুবনা দেব ঈয়তে॥ ২॥
যাস্তে পূষন্নাবো অন্তঃ সমুদ্রে হিরণ্যয়ীরন্তরিক্ষে চরন্তি।
তাভির্যাসি দূত্যাং সূর্যস্য কামেন কৃত শ্রব ইচ্ছমানঃ॥ ৩॥
পূষা সুবন্ধুর্দিব আ পৃথিব্যা ইলস্পতির্মঘবা দস্মবর্চাঃ।
যং দেবাসো অদদুঃ সূর্যায়ৈ কামেন কৃতং তবসং স্বঞ্চম্॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে পূষা! আপনার এমন দিব্য শুক্লবর্ণ ও অন্যরূপ রাত্রি কেবল যজনীয়। এইভাবে দিবা ও রাত্রির রূপ বিভিন্ন রকম। আপনি সূর্যের মতো প্রকাশক, কারণ আপনি অন্নদাতা ও সর্বরকম জ্ঞান ধারণ করেন; সম্প্রতি আপনার কল্যাণকর দান প্রকাশিত হোক ॥ ১॥

যিনি ছাগবাহন ও পশুপালক, যাঁর গৃহ অন্নপূর্ণ, তিনি স্তোতৃবর্গের প্রীতিপ্রদ। যিনি অখিল ভুবনের উপর স্থাপিত, সেই দেব পূষা সূর্যরূপে ভূতজাতকে প্রকাশিত ক'রে আপন হস্তে প্রতোদ উত্তোলন ক'রে নভোমণ্ডলে গমন করছেন ॥ ২॥

হে দেব পূষা! আপনার যে সমস্ত হিরণ্ময়ী নৌকা সমুদ্র মধ্যস্থ অন্তরীক্ষের মধ্যে সঞ্চরণ করে, তার দ্বারা আপনি সূর্যের দৌত্য কার্য সম্পাদন করেন; আপনি হব্যরূপ অন্নার্থী; স্তোতৃগণ আপনাকে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত পশু ইত্যাদির দ্বারা বশীভূত করে ॥ ৩॥

পূষা স্বর্গ ও পৃথিবীর শোভন বন্ধুস্বরূপ, অন্নের অধিপতি, ঐশ্বর্যশালী ও মনোজ্ঞ মূর্তি। তিনি বলশালী, স্বেচ্ছাপ্রদত্ত পশু ইত্যাদির দ্বারা প্রসাদযোগ্য ও শোভন গমনকারী, তাঁকে দেববৃন্দ সূর্যপত্নীর নিকট সমর্পণ করেছিলেন ॥ ৪ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তের প্রথম ঋকেই দুর্গাদাস কৃত অনুবাদ ও মন্তব্য অনুধাবনীয়। যথা; —"হে শুদ্ধসত্ত্বপোষণকারী দেব! আপনার দিবাবৎ (দিনের আলোর মতো) শুভ্রবর্ণ (শান্তভাবাপন্ন, জ্ঞানময় বা জাগ্রৎ) একটি রূপ; আবার, আপনার রাত্রিবৎ (রাত্রের অন্ধকারের মতো) কৃষ্ণবর্ণ (রৌদ্রভাবাপন্ন, অজ্ঞানময় বা সুপ্ত) আর একটি রূপ। আপনার সেই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন (জাগ্রৎসুপ্ত, জ্ঞানাজ্ঞানময়, শান্ত রৌদ্রভাবাপন্ন) সকল রূপেই যজনীয়। হে দেব! জ্ঞানদেবতা আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ থেকে আপনি বিশ্বের সত্ত্ব ইত্যাদি পোষণ করছেন। (অতএব) হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদের আপনার মঙ্গলময় দান প্রদান করুন (অথবা, পরমার্থের সন্নিকর্ষ লাভে সহায় হোন)। (ভাব এই যে,—সেই দেবের অনুকম্পাতেই শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা অথবা জ্ঞানকিরণ ইত্যাদির দ্বারা আমরা আত্মোন্নতি করতে সমর্থ হই)।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৫৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : বৃহতী, অনুষ্টুপ্]

প্র নু বোচা সুতেষু বাং বীর্যা যানি চক্রথুঃ।
হতাসো বাং পিতরো দেবশত্রব ইন্দ্রাগ্নী জীবথো যুবম্॥ ১॥
বলিত্থা মহিমা বামিন্দ্রাগ্নী পনিষ্ঠ আ।
সমানো বাং জনিতা ভ্রাতরা যুবং যমাবিহেহমাতরা॥ ২॥
ওকিবাংসা সুতে সচাঁ অশ্বা সপ্তী ইবাদনে।
ইন্দ্রান্বগ্নী অবসেহ বজ্রিণা বয়ং দেবা হবামহে॥ ৩॥
য ইন্দ্রাগ্নী সুতেষু বাং স্তবত্তেষ্বৃতাবৃধা।
জোষবাকং বদতঃ পজ্রহোষিণা ন দেবা ভসথশ্চন॥ ৪॥
ইন্দ্রাগ্নী কো অস্য বাং দেবৌ মর্তশ্চিকেততি।
বিষূচো অশ্বান্যুযুজান ঈয়ত একঃ সমান আ রথে॥ ৫॥
ইন্দ্রাগ্নী অপাদিয়ং পূর্বাগাৎ পদ্বতীভ্যঃ।
হিত্বী শিরো জিহ্বয়া বাবদচ্চরত্ত্রিংশৎপদা ন্যক্রমীৎ ৬॥
ইন্দ্রাগ্নী আ হি তন্বতে নরো ধন্বানি বাহ্বোঃ।
মা নো অস্মিন্মহাধনে পরা বর্ক্তং গবিষ্টিষু॥ ৭॥
ইন্দ্রাগ্নী তপন্তি মাঘা আর্যো অরাতয়ঃ।
অপ দ্বেষাংস্যা কৃতং যুযুতং সূর্যাদধি॥ ৮॥
ইন্দ্রাগ্নী যুবোরপি বসু দিব্যানি পার্থিবা।
আ ন ইহ প্র যচ্ছতং রয়িং বিশ্বায়ুপোষসম্॥ ৯॥

ইন্দ্রাগ্নী উক্‌থবাহসা স্তোমেভির্হবনশ্রুতা।
বিশ্বাভির্গীর্ভিরা গতমস্য সোমস্য পীতয়ে॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা যে বীরত্ব প্রকাশ করেছেন, সোমরস অভিষুত হ'লে আমি আপনাদের সেই বীরত্ব আগ্রহ সহকারে কীর্তন ক'রি। দেবদ্বেষ্টা অসুরগণ আপনাদের দ্বারা নিহত হয়েছে, অথচ আপনারা অক্ষত রয়েছেন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনাদের যে জন্মমাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হয় সেই সকল যথার্থ ও অতিশয় প্রশংসনীয়। আপনাদের উভয়েরই এক জনক; আপনারা উভয়ে যমজ ভ্রাতা ও আপনাদের মাতা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় যেমন ভক্ষণীয় ঘাসের অভিমুখে গমন করে, সোমরস অভিষুত হ'লে আপনারাও সেইরকম সমবেত হয়ে গমন করেন। অদ্য আমরা রক্ষাহেতু বজ্রধর ও দানাদি গুণসম্পন্ন ইন্দ্র ও অগ্নিকে এই যজ্ঞে আহ্বান করছি ॥ ৩ ॥

হে যজ্ঞের সমৃদ্ধিকারক দেব ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনাদের স্তোত্র সুপ্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি সোমরস অভিষুত হ'লে অপ্রীতিকর স্তোত্রের দ্বারা কুৎসিতভাবে আপনাদের স্তব করে, আপনারা তার প্রদত্ত সোম গ্রহণ করেন না ॥ ৪ ॥

হে দীপ্তিসম্পন্ন ইন্দ্র ও অগ্নি! কোন মর্ত্য আপনাদের এই কার্যের বিচারক হবে, যখন আপনাদের মধ্যে এক ব্যক্তি অর্থাৎ সূর্যাত্মক ইন্দ্র নানারূপে গমনকারী অশ্বগণকে যোজিত ক'রে অগ্নির সাথে এক রথে আরোহণপূর্বক গমন করেন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! পাদরহিত এই উষা প্রাণিবর্গের শিরোদেশ উত্তেজিত ক'রে এবং তাদের জিহ্বার দ্বারা উচ্চ শব্দ করিয়ে পাদযুক্ত নিদ্রিত জীববর্গের অভিমুখবর্তিনী হচ্ছেন এবং এইভাবে ত্রিশপদ ত্রিংশৎমুহূর্ত অতিক্রম করছেন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যোদ্ধ পুরুষগণ হস্তদ্বয়ের দ্বারা ধনুক বিস্তারিত করে। আপনারা এই মহাসংগ্রামে গোবর্গের অনুসন্ধানের সময়ে আমাদের পরিত্যাগ করবেন না ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! হননশীল, আক্রমণকারী শত্রুগণ আমাদের পীড়িত করছে। আপনি আমার শত্রুবর্গকে বিদূরিত করুন ও তাদের সূর্যদর্শন হ'তে বঞ্চিত করুন, অর্থাৎ বিনষ্ট করুন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা দিব্য ও পার্থিব সকল ধনেরই অধিপতি। অতএব এই যজ্ঞে আমাদের সমগ্র জীবনপোষক ধন প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

হে স্তোত্রের দ্বারা আকর্ষণীয় ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা আমাদের এই সোমরস পান করবার জন্য আগমন করুন, কারণ আপনারা স্তোত্র ও সমুদয় উপাসনা সমন্বিত আহ্বান শ্রবণ করেন ॥ ১০ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত যে কোন একটি ঋকে তাঁর অনুবাদ ও বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, ৬ ঋক্—"হে বলৈশ্বর্যাধিপ (ইন্দ্র) ও জ্ঞানদেব (অগ্নি)! আপনাদের কৃপায় নিরবয়বহেতু পদবিহীনা হয়েও চিরন্তনী সৎ-বৃত্তি জীবগণের উদ্ধারের জন্য হৃদয়ে আবির্ভূতা হন।" [ভাব এই যে,—দেবতা জীবগণের উদ্ধারের জন্য হৃদয়ে সৎ-বৃত্তি প্রদান করেন]। "নিরবয়বহেতু অশিরস্ক হয়েও সেই সৎ-বৃত্তি জীবমধ্যস্থিত বাক্ যন্ত্রের সাহায্যে ভগবানের আরাধনা করেন; মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করেন; এবং অসংখ্য রিপুকে পরাজিত করেন।" [ভাব

এই যে,—হৃদয়স্থিতা সৎবৃত্তির দ্বারা মানুষেরা সৎপথে অনুবর্তন করে এবং রিপুদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়]। অথবা—"বলৈশ্বর্যাধিপতি হে জ্ঞানদেব। নিত্যা চিরন্তনী জ্ঞানবৃত্তি অস্থিরচিত্ত লোকগণের উদ্ধারের জন্য তাদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূতা হন; সেই জ্ঞানবৃত্তি লোকগণের সত্ত্বভাবকে বর্ধিত ক'রে, স্তোত্রের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করেন; চিত্তচাঞ্চল্যকর অসংখ্য রিপুকে জ্ঞানকিরণের দ্বারা পরাজয় করেন।" [ভাব এই যে,—দেবতা কৃপা ক'রে লোকগণের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞানের দ্বারা মানুষেরা মোক্ষসাধনভূত সৎকর্ম সম্পাদন করতে সমর্থ হয়।—এখানে প্রকৃতার্থে বোঝানো হয়েছে—জ্ঞান ও সৎবৃত্তি মানুষকে নিজের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দিতে পারে।...এখানে ভগবানেরই দয়ার মাহাত্ম্য খ্যাপিত হয়েছে]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৬০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্]

শ্নথদ্বৃত্রমুত সনোতি বাজমিন্দ্রা যো অগ্নী সহুরী সপর্যাৎ।
ইরজ্যন্তা বসব্যস্য ভূরেঃ সহস্তমা সহসা বাজয়ন্তা ॥ ১ ॥
তা যোধিষ্টমভি গা ইন্দ্র নূনমপঃ স্বরুষসো অগ্ন উড়্হাঃ।
দিশঃ স্বরুষস ইন্দ্র চিত্রা অপো গা অগ্নে যুবসে নিযুত্বান্ ॥ ২ ॥
আ বৃত্রহণা বৃত্রহভিঃ শুষ্মৈরিন্দ্র যাতং নমোভিরগ্নে অর্বাক্।
যুবং রাধোভিরকবেভিরিন্দ্রাগ্নে অস্মে ভবতমুত্তমেভিঃ ॥ ৩ ॥
তা হুবে যয়োরিদং পপ্নে বিশ্বং পুরা কৃতং। ইন্দ্রাগ্নী ন মর্ধতঃ ॥ ৪ ॥
উগ্রা বিঘনিনা মৃধ ইন্দ্রাগ্নী হবামহে। তা নো মৃলাত ঈদৃশে ॥ ৫ ॥
হতো বৃত্রাণ্যার্যা হতো দাসানি সৎপতী। হতো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ ॥ ৬ ॥
ইন্দ্রাগ্নী যুবামিমেঽভি স্তোমা অনূষত। পিবতং শম্ভুবা সুতম্ ॥ ৭ ॥
যা বাং সন্তি পুরুস্পৃহো নিযুতো দাশুষে নরা। ইন্দ্রাগ্নী তাভিরা গতম্ ॥ ৮ ॥
তাভিরা গচ্ছতং নরোপেদং সবনং সুতম্। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥ ৯ ॥
তমীলিম্ব যো অর্চিষা বনা বিশ্বা পরিষ্বজৎ। কৃষ্ণা কৃণোতি জিহ্বয়া ॥ ১০ ॥
য ইদ্ধ আবিবাসতি সুম্নমিন্দ্রস্য মর্ত্যঃ। দ্যুম্নায় সুতরা অপঃ ॥ ১১ ॥
তা নো বাজবতীরিষ আশূন্পিপৃতমর্বতঃ। ইন্দ্রমগ্নিং চ বোড়্হবে ॥ ১২ ॥
উভা বামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যা উভা রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ।
উভা দাতারাবিষাং রয়ীণামুভা বাজস্য সাতয়ে হুবে বাম্ ॥ ১৩ ॥
আ নো গব্যেভিরশ্ব্যের্বসব্যৈরুপ গচ্ছতম্।
সখায়ৌ দেবৌ সখ্যায় শম্ভুবেন্দ্রাগ্নী তা হবামহে ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্রাগ্নী শৃণুতং হবং যজমানস্য সুন্বতঃ।
বীতং হব্যান্যা গতং পিবতং সোম্যং মধু॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — যিনি বিপুল ধনের অধিপতি, বলপূর্বক শত্রুনিধনকারী ও অন্নাভিলাষী ইন্দ্র ও অগ্নির পরিচর্যা করেন, তিনি শত্রুসংহার ও অন্নলাভ করেন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা অপহৃত ধেনুবৃন্দ, বারিরাশি, সূর্য ও উষা সকলের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। হে ইন্দ্র! আপনি দিক্‌সমূহ, সূর্য, উষাসকল, বিচিত্র সলিল ও গোগণকে ভুবনের সাথে যোজিত করেছেন। হে অগ্নি! হে নিযুতসংখ্যক অশ্বের অধিপতি! আপনিও এমন কার্য সম্পাদন করেছেন ॥ ২ ॥

হে বৃত্র সংহারকারী ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা আমাদের হব্যান্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হবার জন্য শত্রুনাশক বল সহকারে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা অনিন্দনীয় ও অতি উৎকৃষ্ট ধনের সাথে আমাদের নিকট আবির্ভূত হোন ॥ ৩ ॥

পূর্বকালে যাঁদের সমস্ত বীরকার্য ঋষিবৃন্দ কর্তৃক কীর্তিত হয়েছে, আমি সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি। তাঁরা স্তোতৃবর্গের হিংসা করেন না ॥ ৪ ॥

আমরা প্রচণ্ড বলশালী, শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি। তাঁরা যেন এই রকম সংগ্রামে আমাদের কৃতকার্য ক'রে সুখী করেন ॥ ৫ ॥

সাধুগণের রক্ষাকারী ইন্দ্র ও অগ্নি ধার্মিক ও অধার্মিক কৃত সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করছেন। তাঁর সমুদয় বিদ্বেষকারীগণকে সংহার করেছেন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! এই সকল স্তোতা আপনাদের স্তব করছেন। হে সুখপ্রদানকারী ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা অভিযুত এই সোমরস পান করুন ॥ ৭ ॥

হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনাদের বহুলোকস্পৃহনীয় ও হব্যদাতার নিমিত্ত উৎপন্ন যে নিযুত অশ্ব আছে, আপনারা সেই সমস্ত অশ্বে আরোহণপূর্বক আগমন করুন ॥ ৮ ॥

হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা এই সবনে অভিযুত সোমরস পান করবার জন্য আগমন করুন ॥ ৯ ॥

হে স্তবকারী! যিনি শিখার দ্বারা সমগ্র বনসমূহকে আচ্ছন্ন করেন এবং জ্বালারূপ জিহ্বার দ্বারা তাদের কৃষ্ণবর্ণ করেন, তুমি সেই অগ্নির স্তব করো ॥ ১০ ॥

যে মর্ত্য প্রজ্বলিত অগ্নিকে ইন্দ্রের সুখদায়ক হব্য প্রদান করে, ইন্দ্র সেই ব্যক্তির দীপ্তিসম্পন্ন অন্নের নিমিত্ত কল্যাণকর বারিবর্ষণ করেন ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনি আমাদের বলবান্ অন্ন এবং আমাদের হব্য বলবান্ করবার জন্য বেগবান্ অশ্ব সমূহ প্রদান করুন ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি হোমের দ্বারা আপনাদের অনুকূল করবার জন্য আপনাদের উভয়কেই আহ্বান করছি। হব্যের দ্বারা যুগপৎ তৃপ্তিবিধান করবার জন্য আমি উভয়কেই আহ্বান করছি। আপনারা উভয়েই ধনদাতা ও অন্নদাতা, অতএব আমি অন্নলাভের জন্য উভয়কেই আহ্বান করছি ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা গোসমূহ, অশ্বসমূহ ও বিপুল ধনসহকারে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। আমরা মিত্রতা লাভের জন্য মিত্রভূত, দানাদিগুণসম্পন্ন ও সুখপ্রদাতা ইন্দ্র ও

অগ্নিকে আহ্বান করছি ॥ ১৪ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা সোম-অভিষবকারী যজমানের আহ্বান শ্রবণ করুন। আপনারা য কামনা করুন, আগমন করুন ও মধুর সোমরস পান করুন ॥ ১৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত কয়েকটি ঋকের অনুবাদ ও বক্তব্য অনুধাবনীয়। য —৪ঋক্—"প্রসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্যাধিপতি দেবদ্বয়কে আমরা যেন আরাধনা ক'রি; এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব দেবদ্বয়ের সৃষ্টি সেই দেবদ্বয় সাধকগণ কর্তৃক নিত্যকাল আরাধিত হন; স্তোতাদের মঙ্গলসাধক সে দেবদ্বয় আমাদের পরম মঙ্গল করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকেরা বিশ্বস্রষ্টা মঙ্গলময় ভগবান আরাধনা করেন; সেই পরম দেবতা আমাদের পরম মঙ্গল সাধন করেন)। [...জীবনের চরম উদ্দে সাধন করতে হ'লে একমাত্র সেই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের চরণে আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায় নেই সাধকেরা তা অবগত হয়ে সেই মহিময়ের চরণেই আত্মনিবেদন করেন।...মহাজনবর্গের পদাঙ্ক অনুসর ক'রে যাতে আমরাও ভগবৎপরায়ণ হই, মন্ত্রে এই ভাবের উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়]।—ইত্যাদি॥ ৫ ঋক্—"প্রভূত শক্তিসম্পন্ন শত্রুনাশক বলাধিপতি দেবতা ও জ্ঞানদেবকে (অর্থাৎ ভগবানকে) আমরা যে আরাধনা ক'রি। তাঁরা রিপুসংগ্রামে আমাদের সুখ প্রদান করুন (অর্থাৎ রিপুনাশ ক'রে আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন)।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুজয়ী করুন; আমরাও যেন ভগবৎপরায়ণ হই)। [মন্ত্রে ভগবানের শক্তি ও জ্ঞান এই দুই বিভূতির পৃথক্ উল্লেখ করা হয়েছে।... শক্তিরূপে তিনি বজ্রধারী ইন্দ্র; আবার, অগ্নিরূপে তিনি জ্ঞান দান করেন]।—ইত্যাদি॥ ৬ ঋক্—"সৎ-জনের পালক হে দেবদ্বয়! আপনারা ভগবৎ-অনুসারীদের জ্ঞান-আবরক রিপুসমূহকে বিনাশ করেন; এবং সৎকর্মবিঘ্ন শত্রুদের বিনাশ করেন; অপিচ, হে দেবদ্বয়! আপনারা সকল সাধনাবিঘ্নকারী রিপুদের সর্বতোভাবে বিনাশ করেন। (ভাব এই যে,—সৎজনের পালক ভগবানই লোকদের রিপুনাশক হন)। [মন্ত্রে ভগবানের রিপুনাশিকা শক্তির মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হয়েছে। তিনিই বিশ্ববাসীকে পাপ, মোহ, অজ্ঞানতা প্রভৃতি কবল থেকে উদ্ধার করেন।...তিনি মানুষের শত্রুনাশ করেন, তার অর্থ এই যে, তিনি মনুষকে এই ভ্রান্তি থেকে (অর্থাৎ মিথ্যা বা কল্পনাপ্রসূত বিভীষিকা থেকে), উদ্ধার করেন। তিনি 'জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকার দ্বারা' মানুষকে দেখিয়ে দেন যে, সে সত্যসত্যই অজাতশত্রু, অপাপবিদ্ধ। যখন মানুষ নিজের স্বরূপের পরিচয় পায়, তখনই মোক্ষলাভ করে। জপ তপ পূজা আরাধনা সবই স্বরূপস্থ হবার জন্য, নিজেকে চেনবার জন্য। ভগবান্ মানুষকে সেই পরম জ্ঞান দান করেন]।—ইত্যাদি॥ ৭ ঋক্—"হে ইন্দ্ররূপী শক্তিদেব ও হে অগ্নিরূপী জ্ঞানদেব! আপনারা আমাদের উচ্চারিত অথবা আমাদের অনুষ্ঠিত স্তুতিমন্ত্রসমূহ (সৎকর্মসমূহ) গ্রহণ করুন অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হোন। অপিচ, হে পরমসুখদাতা! আপনারা আমাদের কর্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তিসুধা গ্রহণে আমাদের কর্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তিসুধা গ্রহণে আমাদের অভীষ্ট পূরণ করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ সুগম হয়)। ['ইন্দ্রাগ্নী' সম্বোধনে একদিকে জ্ঞানের ও একদিকে কর্মশক্তির প্রাধান্য প্রখ্যাপিত। কর্ম যদি জ্ঞানসম্বন্ধযুত হয়, তাহলে সেই কর্মই মোক্ষের হেতুভূত হয়ে থাকে]।—ইত্যাদি॥ ৮ ঋক্—"নেতা অর্থাৎ সৎকর্মের নিয়োজক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় ইন্দ্রাগ্নীরূপী হে দেবদ্বয় অথবা জ্ঞানকর্মরূপী দেবদ্বয়! আপনাদের স্বভূত অর্থাৎ আপনাদের সম্বন্ধী প্রসিদ্ধ যে জ্ঞানকিরণ বর্তমান, সেই জ্ঞানকিরণ সমূহের সাথে হবির্দানকারী অর্থাৎ সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন জ্ঞানসমন্বিত সৎকর্মপরায়ণ হয়ে ভগবানের পদাঙ্ক অনুসারী হই)।—ইত্যাদি॥ ৯ ঋক্—"সৎকর্মের নিয়োজক হে ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয় (অথবা শক্তি ও জ্ঞানরূপী দেবদ্বয়)! আমার অনুষ্ঠিত কর্ম প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ হয়েছে। অথবা আমার হৃদয়ে বর্তমান শুদ্ধসত্ত্ব অথবা

ভক্তিসুধা আপনাদের নিমিত্ত উৎসর্গ করছি। সেই শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের নিমিত্ত আপনারা আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎভাবের এবং সৎকর্মের দ্বারা যেন ভগবানের পরিতৃপ্তি বিধান করতে সমর্থ হই)।—ইত্যাদি॥ ১০ ঋক্—"প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান্ আপন তেজের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় অরণ্যকে অথবা অরণ্যসদৃশ হৃদয়কে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করেন; অপিচ, যিনি জ্যোতিঃরূপ রশ্মির দ্বারা অথবা জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা সেই হৃদয়স্থিত অরণ্যসমূহকে দগ্ধ ক'রে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তার উৎকর্ষসাধন ক'রে থাকেন; হে মন! তুমি সেই অশেষমহিমান্বিত ভগবানকে স্তুতি করো অথবা তাঁর শরণ গ্রহণ করো।" (প্রার্থনা এই যে,—হে ভগবন্! অকিঞ্চন্ আমরা আপনার অনুগ্রহ এবং দিব্যদৃষ্টি প্রার্থনা ক'রি। কৃপাপূর্বক আমাদের অভীষ্ট পূরণ করুন)।—ইত্যাদি॥ ১১ ঋক্—"যে মানব প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নিতে ভগবানের প্রীতিজনক সৎকর্ম সম্পাদন করেন, ভগবান্, সেই ব্যক্তির জ্যোতির্ময় পরমানন্দের জন্য তাকে মোক্ষদায়ক অমৃত প্রদান করেন।" (ভাব এই যে,—জ্ঞানযুত সৎকর্ম সাধনের দ্বারা সাধক মোক্ষলাভ ক'রে থাকেন)।—ইত্যাদি॥ ১২ ঋক্—"ঐশ্বর্যজ্ঞানের অধিপতি হে দেবদ্বয়! আপনাদের সম্যক্‌ভাবে পূজা করবার জন্য আমাদের আত্মশক্তিযুত সিদ্ধি এবং আশুমুক্তিদায়ক পরাজ্ঞান প্রদান করুন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্ কৃপাপূর্বক আমাদের পূজাসাধনের শিক্ষা প্রদান করুন। আপনার জন্য আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [ইন্দ্র—ভগবানের ঐশ্বর্যাধিপতিরূপ বিভূতি। অগ্নি—ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ বিভূতি।...এখানে ভগবানকে পূজা করবার উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্য ভগবানের কাছেই প্রার্থনা করা হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের যা কিছু প্রার্থনীয়, কাম্য, তা সমস্তই ভগবানের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে মানুষের প্রার্থনা শ্রবণ করবে। মানুষ যে প্রার্থনা করবে, তার শক্তিও তিনি প্রদান করেন। মানুষ যে ভগবানকে অর্চনা করবে, তার সামর্থ্যও তিনি প্রদান করেন। না হ'লে সেই সামর্থ্য মানুষ পাবে কোথায়?]—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৬১ সূক্ত —

[দেবতা : সরস্বতী। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : জগতী, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্]

ইয়মদদাদ্রভসমৃণচ্যুতং দিবোদাসং বধ্র্যশ্বায় দাশুষে।
যা শশ্বন্তমাচখাদাবসং পণিং তা তে দাত্রাণি তবিষা সরস্বতি॥ ১॥
ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখা ইবারুজৎ সানু গিরীণাং তবিষেভিরূর্মিভিঃ।
পারাবতঘ্নীমবসে সুবৃক্তিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ॥ ২॥
সরস্বতী দেবনিদো নি বর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ।
উত ক্ষিতিভ্যোঽবনীরবিন্দো বিষমেভ্যো অস্রবো বাজিনীবতি॥ ৩॥
প্র ণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। ধীনামবিত্র্যবতু॥ ৪॥
যস্ত্বা দেবী সরস্বত্যুপব্রূতে ধনে হিতে। ইন্দ্রং ন বৃত্রতূর্যে॥ ৫॥
ত্বং দেবী সরস্বত্যবা বাজেষু বাজিনি। রদা পূষেব নঃ সনিম্॥ ৬॥
উত স্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ। বৃত্রঘ্নী বষ্টি সুষ্টুতিম্॥ ৭॥

যস্যা অনন্তো অহ্রুতস্ত্বেষশ্চরিষ্ণুরর্ণবঃ। অমশ্চরতি রোরুবৎ॥ ৮॥
সা নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ স্বসৃরন্যা ঋতাবরী। অতন্নহেব সূর্যঃ॥ ৯॥
উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা। সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ॥ ১০॥
আপপ্রুষী পার্থিবান্যুরু রজো অন্তরিক্ষম্। সরস্বতী নিদস্পাতু॥ ১১॥
ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চ জাতা বর্ধয়ন্তী। বাজেবাজে হব্যা ভূৎ॥ ১২॥
প্র যা মহিম্না মহিনাসু চেকিতে দ্যুম্নেভিরন্যা অপসামপস্তমা।
রথ ইব বৃহতী বিভ্বনে কৃতোপস্তুত্যা চিকিতুষা সরস্বতী॥ ১৩॥
সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যো মাপ স্ফরীঃ পয়সা মা ন আ ধক্।
জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা ত্বৎক্ষেত্রাণ্যরণানি গন্ম॥১৪॥

মন্ত্রার্থ — এই সরস্বতী দেবী হব্যদাতা বধ্রশ্বকে বেগসম্পন্ন ও ঋণমোচনকারী দিবোদাস নামক একটি পুত্র প্রদান করেছেন। তিনি নিয়ত কেবল আত্মচিন্তনকারী দানবিমুখ পণি সংহার করেছেন। হে সরস্বতী দেবি! আপনার এই সমস্ত দান অতি মহৎ ॥ ১ ॥

এই নদীরূপা সরস্বতী মৃণাল খননকারীর মতো প্রবল ও বেগবান্ তরঙ্গসহকারে পর্বতসানু সকল ভগ্ন করছেন। আমরা রক্ষার জন্য স্তুতি ও যজ্ঞের দ্বারা উভয় কূলনাশিনী সরস্বতীর পরিচর্যা করছি ॥ ২ ॥

হে সরস্বতি! আপনি দেবনিন্দকবৃন্দকে বধ করেছেন এবং সর্বব্যাপী মায়াবী বৃসয়ের পুত্রকে সংহার করেছেন। হে অন্নসম্পন্না সরস্বতী দেবি! আপনি মানবগণকে ভূমি প্রদান করেছেন এবং তাদের জন্য বারিবর্ষণ করেছেন ॥ ৩ ॥

দানশালিনী, অন্নসম্পন্না, স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারিণী সরস্বতী যেন অন্নের দ্বারা সম্যক্‌ভাবে আমাদের তৃপ্তি সাধন করেন ॥ ৪ ॥

হে দেবী সরস্বতি! যে ব্যক্তি আপনাকে ইন্দ্রের মতো স্তব করে, সেই ব্যক্তি যখন ধনলাভের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাকে আপনি তখন রক্ষা করবেন ॥ ৫ ॥

হে অন্নশালিনী, দেবী সরস্বতি! আপনি সংগ্রামে আমাদের রক্ষা করুন এবং পূষার মতো আমাদের ভোগের যোগ্য ধন প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

ভীষণা, হিরণ্ময় রথে আরূঢ়া শত্রুঘাতিনী সেই সরস্বতী যেন আমাদের মনোহর স্তোত্র কামনা করেন ॥ ৭ ॥

যাঁর অপরিমিত, অকুটিল দীপ্ত, অপ্রতিহতগতি, জলবর্ষীবেগ প্রচণ্ড শব্দ ক'রে বিচরণ করে ॥ ৮ ॥

নিয়ত ভ্রমণকারী সূর্য যেমন দিন সকলকে আনয়ন করেন, সেইরকম সেই সরস্বতী যেন আমাদের সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করেন এবং সলিলময়ী আপন ভগিনীবৃন্দকে আমাদের নিকট আনয়ন করেন ॥ ৯ ॥

সপ্ত নদীরূপা সপ্ত ভগিনী সম্পন্না, প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক সম্যক্‌ভাবে সেবিতা, আমাদের প্রিয়তমা সরস্বতী দেবী যেন নিয়ত আমাদের স্তুতিভাজন হন ॥ ১০ ॥

পৃথিবী ও স্বর্গের বিস্তীর্ণ প্রদেশ সকলকে যিনি আপন দীপ্তির দ্বারা পূর্ণ করেছেন, সেই সরস্বতী

দেবী যেন নিন্দক হ'তে আমাদের রক্ষা করেন ॥ ১১ ॥

ত্রিলোকব্যাপিনী, সপ্তাবয়বা, পঞ্চশ্রেণীর সমৃদ্ধিবিধায়িনী সরস্বতী দেবী যেন প্রতিযুদ্ধে লোকের আহ্বানযোগ্যা হন ॥ ১২ ॥

যিনি মাহাত্ম্য ও কীর্তির দ্বারা এদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ, যিনি নদীসমূহের মধ্যে সমধিক বেগবতী; যিনি শ্রেষ্ঠতা হেতু নিরতিশয় গুণশালিনী হয়েছেন, সেই সরস্বতী জ্ঞানী স্তোতার স্তুতিভাজন হন ॥ ১৩ ॥

হে সরস্বতী দেবি! আপনি আমাদের প্রশস্ত ধনে নীত করুন। আপনি আমাদের হীন করবেন না। অধিক জলের দ্বারা আমাদের উৎপীড়িত করবেন না। আপনি আমাদের বন্ধুত্ব ও গৃহ স্বীকার করুন। আমরা যেন আপনার নিকট হ'তে অপকৃষ্ট স্থানে গমন না ক'রি ॥ ১৪ ॥

টীকা — ৩ ঋকে সায়ণ বলেন, বৃসয় ত্বষ্টার একটি নাম এবং তার পুত্র বৃত্র, যে বৃত্রকে ইন্দ্র বধ করেন। সায়ণ আরও বলেন যে, ইন্দ্র ত্বষ্টার বিশ্বরূপ নামে এক পুত্রকে হনন ক'রলে পর ত্বষ্টা একটি সোমযজ্ঞ করেন। ইন্দ্র অনাহূত হয়েও সেখানে এসে সোম পান ক'রে যান। তাতে ত্বষ্টা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে 'ইন্দ্রঘাতক' এক পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ করেন। উচ্চারণ দোষে 'ইন্দ্রঘাতক' শব্দ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে গৃহীত না হয়ে বহুব্রীহি সমাসে গৃহীত হলো, সুতরাং ত্বষ্টার বৃত্র নামক দ্বিতীয় পুত্র হলো, ইন্দ্র তারও ঘাতক হলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টার এক পুত্র বিশ্বরূপকে হনন করেছিলেন ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। (ত্রিত বা ইন্দ্র কর্তৃক ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের হনন সম্বন্ধে যে বৈদিক আখ্যান আছে, তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি)। কিন্তু বৃত্র যে ত্বষ্টার দ্বিতীয় সন্তান তার কোন উল্লেখ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রও ঋগ্বেদে পাননি এবং মন্ত্রের উচ্চারণ দোষে সেই বৃত্র ইন্দ্রের ঘাতক না হয়ে ইন্দ্র তার ঘাতক হয়েছিলেন, এই রকম বালকোচিত উপন্যাস ঋগ্বেদের সময়ের নয়, অনেক পরে পুরোহিত প্রাধান্যের সময় সৃষ্ট হয়েছে।—যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পণিকর্তৃক গাভী অপহরণের কথা এবং গ্রীক্ ভাষায় ইলিয়দের গল্প একই মনে করেন, তাঁরা বৃসয় ও Brisesকেও এক মনে করেন ॥ ১০ ঋকেও সপ্তনদীর উল্লেখ আছে ॥ ১২ ঋকে 'পঞ্চ জাতা' অর্থে সায়ণ চারি জাতি ও নিষাদ করেছেন ॥ শেষ ঋকের বক্তব্য এই যে, সরস্বতী নদীতীরবাসী আর্যগণ সেখানেই চিরকাল বাস করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন ॥

আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় অনেক উপাদানই এই সূক্তে পাওয়া যায়। যেমন, ১০ ঋকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় স্বর্গীয় দুর্গাদাস লিখেছেন—"সপ্তভগিনীরূপ গায়ত্রী ইত্যাদি সপ্তছন্দের দ্বারা সম্যক্‌রূপে সাধকগণকর্তৃক আরাধিত; অপিচ, আমাদের সর্বপ্রিয়ের মধ্যেও প্রিয়তমা জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী আমাদের কর্তৃক আরাধিত হোন।" (মন্ত্রটির প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমকল্যাণদায়িকা জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আরাধনা ক'রি)। [বস্তুতঃ 'সরস্বতী' পদ নিয়েও গবেষণার অন্ত নেই। কেউ বলেন এটি নদী বিশেষ, কেউ বলেন দেবী। আবার অন্য এক শ্রেণীর প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন—'সরস্বতী' প্রথমে পাঞ্জাবের নদীর নাম ছিল বটে, পরে অর্থান্তর ঘটায় দেবীতে পরিণত হয়েছেন। তাই আমাদের মন্ত্রার্থে 'সরস্বতী' জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই গৃহীতা] ॥

— চতুর্থ অষ্টক সমাপ্ত —

ষষ্ঠ মণ্ডল

॥ পঞ্চম অষ্টক ॥

— ৬২ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

স্তুষে নরা দিবো অস্য প্রসন্তাশ্বিনা হুবে জরমাণো অর্কৈঃ।
যা সদ্য উস্রা ব্যুষি জ্মো অন্তান্যূযূষত পর্যুরূ বরাংসি॥ ১॥
তা যজ্ঞমা শুচিভিশ্চক্রমাণা রথস্য ভানুং রুরুচু রজোভিঃ।
পুরূ বরাংস্যমিতা মিমানাপো ধন্বান্যতি যাথো অজ্রান্॥ ২॥
তা হ ত্যদ্বর্তির্যদরধ্রমুগ্রেত্থা ধিয় উহযুঃ শশ্বদশ্বৈঃ।
মনোজবেভিরিষিরৈঃ শয়ধ্যৈ পরি ব্যথির্দাশুষো মর্ত্যস্য॥ ৩॥
তা নব্যসো জরমাণস্য মন্মোপ ভূষতো যুযুজানসপ্তী।
শুভং পৃক্ষমিষমূর্জং বহন্তা হোতা যক্ষৎপ্রত্নো অধ্রুগ্যুবানা॥ ৪॥
তা বল্গূ দস্রা পুরুশাকতমা প্রত্না নব্যসা বচসা বিবাসে।
যা শংসতে স্তুবতে শম্ভবিষ্ঠা বভূবতুর্গৃণতে চিত্ররাতী॥ ৫॥
তা ভুজ্যুং বিভিরদ্ভ্যঃ সমুদ্রাত্তুগ্রস্য সূনুমূহথূ রজোভিঃ।
অরেণুভির্যোজনেভির্ভুজন্তা পতত্রিভিরর্ণসো নিরুপস্থাৎ॥ ৬॥
বি জয়ুষা রথ্যা যাতমদ্রিং শ্রুতং হবং বৃষণা বধ্রিমত্যাঃ।।
দশস্যন্তা শয়বে পিপ্যথুর্গামিতি চ্যবানা সুমতিং ভুরণ্যু॥ ৭॥
যদ্রোদসী প্রদিবো অস্তি ভূমা হেলো দেবানামুত মর্ত্যত্রা।
তদাদিত্যা বসবো রুদ্রিয়াসো রক্ষোযুজে তপুরঘং দধাত॥ ৮॥
য ঈং রাজানাবৃতুথা বিদধদ্রজসো মিত্রো বরুণশ্চিকেতৎ।
গংভীরায় রক্ষসে হেতিমস্য দ্রোঘায় চিদ্বচস আনবায়॥ ৯॥
অন্তরৈশ্চক্রৈস্তনয়ায় বর্তির্দ্যুমতা যাতং নৃবতা রথেন।
সনুত্যেন ত্যজসা মর্তস্য বনুষ্যতামপি শীর্ষা বিবৃক্তম্॥ ১০॥
আ পরমাভিরুত মধ্যমাভির্নিযুদ্ভির্যাতমবমাভিরর্বাক্।
দৃড়্হস্য চিদ্গোমতো বি ব্রজস্য দুরো বর্তং গৃণতে চিত্ররাতী॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — যাঁরা ক্ষণমাত্রে শত্রু নিবারণ করেন এবং প্রভাতে পৃথিবীর পর্যন্ত প্রদেশ হ'তে প্রভূত অন্ধকার দূর করেন, দ্যুলোকের নেতা, এই ভুবনের ঈশ্বর, সেই অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি ক'রি এবং মন্ত্রের দ্বারা স্তুতিপূর্বক আহ্বান ক'রি ॥ ১॥

তাঁরা যজ্ঞের অভিমুখে আগমনপূর্বক নির্মল তেজের বলে দীপ্তি প্রকাশিত করেন এবং প্রভূত তেজসমূহ অপরিমিতভাবে নির্মাণ ক'রে জলের জন্য অশ্বসমূহকে মরুদেশ অতিক্রম ক'রে লয়ে গমন করেন ॥ ২ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা উগ্র, আপনারা সেই অসমৃদ্ধ গৃহে গমন করুন এবং এইভাবে অভিলষণীয় ও মনের ন্যায় বেগশালী অশ্ববর্গের দ্বারা স্তোতৃগণকে লয়ে গমন করুন। আপনারা হব্যদাতা মানুষের হিংসাকারীকে দমন করুন ॥ ৩ ॥

তাঁর অশ্বযোজিত করতে করতে সুন্দর অন্ন, পুষ্টি এবং রস বহন ক'রে নূতন স্তোত্রকারীর মনোহর স্তোত্রের সমীপে আগমন করুন। তাঁরা যুবা। হোতা, দ্রোহশূন্য এবং প্রাচীন অগ্নি তাঁদের যাগ করুন ॥ ৪ ॥

যাঁর স্তুতিকারী এবং স্তোত্রকারী ব্যক্তিকে সুখশালী করেন এবং স্তুতিকারীকে বহুরকম দান করেন, সেই রুচির, বহুকর্মবিশিষ্ট, প্রাচীন এবং দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়কে নূতন স্তুতির দ্বারা পরিচর্যা করবো ॥ ৫ ॥

আপনারা তুগ্রের পুত্র ভুজ্যুকে রক্ষা ক'রে রেণুরহিত মার্গে রথযুক্ত, গমনশীল অশ্বগণের দ্বারা জলের উৎপত্তি স্থান, সমুদ্রের জল হ'তে বাহির করেছেন ॥ ৬ ॥

হে রথারূঢ় অশ্বিদ্বয়! আপনারা জয়শীল রথের দ্বারা পর্বত বিনাশ করেন। আপনারা অভীষ্টবর্ষী, আপনারা পুত্রার্থিনীর আহ্বান শ্রবণ করেন। আপনারা অভিলষিত দান ক'রে থাকেন। আপনারা স্তুতিকারীর নিবৃত্ত প্রসবা গাভীকে দুগ্ধযুক্ত করেন এবং এইভাবে সুস্তুতিগামী হয়ে সর্বত্রগামী হন ॥ ৭ ॥

হে পুরাতনী দ্যাবাপৃথিবী! হে আদিত্যবর্গ! হে বসুবৃন্দ! হে রুদ্রপুত্রগণ! অশ্বিদ্বয়ের পরিচারক মানুষবৃন্দের প্রতি দেবগণের যে মহান্ ক্রোধ আছে, আপনারা সেই তাপপ্রদ ক্রোধকে রাক্ষস স্বামীর হননের জন্য প্রেরণ করুন ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি, লোকসমূহের রাজা, এই অশ্বিদ্বয়কে যথাকালে পরিচর্যা করেন, মিত্র ও বরুণ তাঁকে জ্ঞাত আছেন। তিনি মহাবল রাক্ষসের বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করেন, অতিদ্রোহাত্মক মানবগণের বচনানুসারে অস্ত্রক্ষেপ করেন ॥ ৯ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা উত্তম চক্রবিশিষ্ট, দীপ্তিবিশিষ্ট, সারথিযুক্ত রথে আরোহণ ক'রে সন্তান দানের জন্য আমাদের গৃহে আগমন করুন এবং ক্রোধ ত্যাগ পূর্বক মানবগণের বিঘ্নকারীদের মস্তক ছিন্ন করুন ॥ ১০ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট অশ্বযোগে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন; দৃঢ়, গোপূর্ণ গোষ্ঠের দ্বারা অপাবৃত করুন; আমি স্তুতি করছি, আমাকে বিচিত্র ধন দান করুন ॥ ১১ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৩ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, একপদা]

ক্বত্যা বল্গূ পুরুহূতাদ্য দূতো ন স্তোমোঽবিদন্নমস্বান্।
আ যো অর্বাঙ্নাসত্যা ববর্ত প্রেষ্ঠা হ্যসথো অস্য মন্মন্॥ ১ ॥

অরং মে গন্তং হবনায়াস্মৈ গৃণানা যথা পিবাথো অন্ধঃ।
পরি হ ত্যদ্বর্তির্যাথো রিষো ন যৎপরো নান্তরস্তুতুর্যাৎ॥ ২॥
অকারি বামন্ধসো বরীমন্নস্তারি বর্হিঃ সুপ্রায়ণতমম্।
উত্তানহস্তো যুবয়ুর্ববন্দ্রা বাং নক্ষন্তো অদ্রয় আঞ্জন্॥ ৩॥
ঊর্ধ্বো বামগ্নিরধ্বরেষ্বস্থাৎ প্র রাতিরেতি জূর্ণিনী ঘৃতাচী।
প্র হোতা গূর্তমনা উরাণোঽযুক্ত যো নাসত্যা হবীমন্॥ ৪॥
অধি শ্রিয়ে দুহিতা সূর্যস্য রথং তস্থৌ পুরুভুজা শতোতিম্।
প্র মায়াভির্মায়িনা ভূতমত্র নরা নৃতূ জনিমন্যজ্ঞিয়ানাম্॥ ৫॥
যুবং শ্রীভির্দর্শতাভিরাভিঃ শুভে পুষ্টিমূহথুঃ সূর্যায়াঃ।
প্র বাং বয়ো বপুষেঽনু পপ্তন্নক্ষদ্বাণী সুষ্টুতা ধিষ্ণ্যা বাম্॥ ৬॥
আ বাং বয়োঽশ্বাসো বহিষ্ঠা অভি প্রয়ো নাসত্যা বহন্তু।
প্র বাং রথো মনোজবা অসর্জীষঃ পৃক্ষ ইষিধো অনু পূর্বীঃ॥ ৭॥
পুরু হি বাং পুরুভুজা দেষ্ণং ধেনুং ন ইষং পিন্বতমসক্রাম্।
স্তুতশ্চ বাং মাধ্বী সুষ্টুতিশ্চ রসাশ্চ যে বামনু রাতিমগ্মন্॥ ৮॥
উত ম ঋজ্রে পুরয়স্য রঘ্বী সুমীড়্হে শতং পেরুকে চ পক্কা।
শাণ্ডো দদ্বিরণিনঃ স্মদ্দিষ্টীন্দশ বশাসো অভিষাচ ঋষ্বান্॥ ৯॥
সা বাং শতা নাসত্যা সহস্রাশ্বানাং পুরুপন্থা গিরে দাৎ।
ভরদ্বাজায় বীর নূ গিরে দাদ্ধতা রক্ষাংসি পুরুদংসসা স্যুঃ॥ ১০॥
আ বাং সুম্নে বরিমন্ত্সূরিভিঃ ষ্যাম্॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — দূতের মতো প্রেরিত হব্যযুক্ত, স্তোম মনোহর, পুরুহূত অশ্বিদ্বয় যেখানেই অবস্থিতি করুন যেন তাঁদের লাভ করে। এই স্তোম নাসত্যদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে আবর্তিত করেছিল। হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা স্তোতার স্তোত্রে প্রীত হোন ॥১॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমাদের আহ্বান অনুসারে পর্যাপ্ত রকমে গমন করুন; আপনারা স্তূয়মান হয়ে সোমপান করুন, আমাদের গৃহ শত্রু হ'তে রক্ষা করুন, দূরবর্তী অথবা নিকটবর্তী শত্রু যেন তাকে হিংসা করতে না পারে ॥২॥

আপনাদের জন্য সোমের বিস্তীর্ণ অভিষব প্রস্তুত করা হয়েছে। মৃদুতম বর্হি বিস্তীর্ণ করা হয়েছে, আপনাদের অভিলাষ ক'রে কৃতাঞ্জলি হয়ে লোকে বন্দনা করছে। প্রস্তর সকল আপনাদের ব্যাপ্ত ক'রে সোমরস ব্যক্ত করেছে ॥৩॥

অগ্নি আপনাদের যজ্ঞের জন্য উত্থিত হন এবং যজ্ঞে গমন করেন এবং হব্যপ্রদত্ত ও ঘৃতযুক্ত হন। যিনি নাসত্যদ্বয়কে স্তোত্রযুক্ত করেন, সেই হোতা, বহুকর্মা ও অত্যন্ত উদযুক্ত মনস্ক হন ॥৪॥

হে অনেকের রক্ষক অশ্বিদ্বয়! সূর্যদুহিতা, আপনাদের বহু রক্ষক রথ শোভিত করবার জন্য অধিষ্ঠান করেছিলেন। আপনারা দেবগণের এই জন্মে প্রজ্ঞাবলে প্রাজ্ঞ, নেতা এবং নৃত্যশালী হোন ॥৫॥

আপনারা এই দর্শনীয় কান্তির দ্বারা সূর্যের শোভার জন্য পুষ্টিপ্রাপ্ত হোন। আপনাদের অশ্বগণ শোভার জন্য প্রকর্ষরূপে অনুগমন করে। হে স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! সুন্দরভাবে স্তুত স্তুতিসমূহ আপনাদের ব্যাপ্ত করে ॥ ৬॥

হে নাসত্যদ্বয়! গমনশীল, অত্যন্ত বহনপটু অশ্বগণ আপনাদের অন্নের অভিমুখে বহন করুক। আপনাদের মনের মতো বেগশালী রথ সম্পর্কযোগ্য এবং অভিলষণীয় প্রভূত অন্নের জন্য বিসৃষ্ট হয়েছে ॥ ৭ ॥

হে অনেকের রক্ষক অশ্বিদ্বয়! আপনাদের অনেক ধন আছে, অতএব আপনারা আমাদের প্রীত করুন এবং অন্য সংক্রমণরহিত অন্ন দান করো। হে মাদয়িতা অশ্বিদ্বয়! আপনাদের স্তোতা আছে, সুন্দর স্তুতি আছে এবং যা আপনদের দানের উদ্দেশে গমন করে, এমন সোমরসও আছে ॥ ৮॥

আর পুরয়ের ঋজুগামী এবং শীঘ্রগামী বড়বাদ্বয় আমার হয়েছে। সুমীঢ়ের শত গাভী আমার হয়েছে, পেরুকের পক্ক অন্ন আমার হয়েছে। শান্ত রাজা অশ্বিদ্বয়ের স্তোতাকে হিরণ্যযুক্ত, সুদর্শন দশ রথ প্রদান করেছেন এবং সেই অনুরূপ শত্রুনাশক দর্শনীয় পুরুষও প্রদান করেছেন ॥ ৯ ॥

হে নাসত্যদ্বয়! পুরুপন্থা আপনাদের স্তোতাকে শত ও সহস্র অশ্ব দান করে। হে বীর অশ্বিদ্বয়! তিনি স্তুতিকারী ভরদ্বাজকে শীঘ্র দান করুন। হে বহুকর্মবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! রাক্ষসমূহ হত হোক ॥ ১০ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আমি যেন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সাথে আপনাদের সুখাবহ ধনে পরিবেষ্টিত হই ॥ ১১ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৪ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উদু শ্রিয় উষসো রোচমানা অস্থুরপাং নোর্ময়ো রুশন্তঃ।
কৃণোতি বিশ্বা সুপথা সুগান্যভূদু বস্বী দক্ষিণা মঘোনী॥ ১॥
ভদ্রা দদৃক্ষ উর্বিয়া বি ভাস্যুত্তে শোচির্ভানবো দ্যামপপ্তন্।
আবির্বক্ষঃ কৃণুষে শুম্ভমানোষো দেবি রোচমানা মহোভিঃ॥ ২॥
বহন্তি সীমরুণাসো রুশন্তো গাবঃ সুভগামুর্বিয়া প্রথানাম্।
অপেজতে শূরো অস্তেব শত্রূন্বাধতে তমো অজিরো ন বোড়্হা॥ ৩॥
সুগোত তে সুপথা পর্বতেম্ববাতে অপস্তরসি স্বভানো।
সা ন আ বহ পৃথুযামন্ নৃষ্বে রয়িং দিবো দুহিতরিষয়ধৈ॥ ৪॥
সা বহ যোক্ষভিরবাতোষো বরং বহসি জোষমনু।
ত্বং দিবো দুহিতর্যা হ দেবী পূর্বহূতৌ মংহনা দর্শতা ভূঃ॥ ৫॥

উত্তে বয়শ্চিদ্বসতেরপপ্তন্নরশ্চ যে পিতুভাজো ব্যুষ্টৌ।
অমা সতে বহসি ভূরি বামমুষো দেবি দাশুষে মর্ত্যায়॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — দীপ্তিমতী, শুক্লাবর্ণা উষাসমূহ শোভার জন্য জলোর্মির মতো উত্থিতা হচ্ছেন। উষা সমস্ত স্থান, সুপথ বিশিষ্ট ও সুখে গমনযোগ্য করছেন। ধনবতী উষা প্রশস্তা এবং সমর্ধয়িত্রী॥ ১॥

হে উষাদেবি! আপনি কল্যাণীরূপে দৃষ্ট হচ্ছেন এবং বিস্তৃত হয়ে শোভাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। আপনার দীপ্তিমান্ রশ্মিসমূহ অন্তরীক্ষে উৎপতিত হচ্ছে। আপনি তেজসমূহে শোভমানা ও দীপ্যমানা হয়ে রূপ প্রকাশ করছেন॥ ২॥

লোহিতবর্ণ, দীপ্তিমান্ রশ্মিসমূহ, সুভগা, বিস্তীর্ণা প্রথমান এই উষা দেবতাকে বহন করেন। ক্ষেপণশীল বীর যেমন শত্রু দূর করে, সেইরকম উষা তমঃ দূর করেন এবং ক্ষিপ্রগামী সেনানায়কের মতো তমসমূহকে বাধা প্রদান করেন॥ ৩॥

পর্বতসমূহ এবং বায়ুশূন্য প্রদেশ আপনার পক্ষে সুপথ এবং সুগম। হে স্বপ্রকাশবিশিষ্টে! আপনি অন্তরীক্ষ পার হয়ে থাকেন। হে মহৎ-রথবিশিষ্টা, দর্শনীয় দ্যুলোকদুহিতা! আপনি আমাদের অভিলষণীয় ধন দান করুন॥ ৪॥

হে উষাদেবি! আপনি আমাকে ধন দান করুন, আপনি অপ্রতিহত হয়ে প্রীতিপূর্বক অশ্বের দ্বারা ধন বহন ক'রে থাকেন। হে দ্যুলোকদুহিতা! আপনি দীপ্তিমতী, আপনি প্রথম আহ্বানে পূজনীয়া হয়ে থাকেন, অতএব আপনি দর্শনীয়া হোন॥ ৫॥

হে উষাদেবি! আপনি প্রকাশ হ'লে পর পক্ষিগণ বাসস্থান হ'তে উত্থিত হয় এবং হব্যভাক্ মানুষেরা উত্থিত হয়। আপনি, সমীপে বর্তমান হব্যদাতা মানুষকে প্রভূত ধন দান করুন॥ ৬॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৫ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

এষা স্যা নো দুহিতা দিবোজাঃ ক্ষিতীরুচ্ছন্তী মানুষীরজীগঃ।
যা ভানুনা রুশতা রাম্যাস্বজ্ঞায়ি তিরস্তমসশ্চিদক্তূন্॥ ১॥
বি তদ্যয়ুররুণয়ুগ্‌ভিরশ্বৈশ্চিত্রং ভান্ত্যুষসশ্চন্দ্ররথাঃ।
অগ্রং যজ্ঞস্য বৃহতো নয়ন্তীর্বি তা বাধন্তে তম ঊর্ম্যায়াঃ॥ ২॥
শ্রবো বাজমিষমূর্জং বহন্তীর্নি দাশুষ উষসো মর্ত্যায়।
মঘোনীর্বীরবৎ পত্যমানা অবো ধাত বিধতে রত্নমদ্য॥ ৩॥
ইদা হি বো বিধতে রত্নমস্তীদা বীরায় দাশুষ উষাসঃ।
ইদা বিপ্রায় জরতে যদুক্‌থা নি ষ্ম মাবতে বহথা পুরা চিৎ॥ ৪॥

ইদা হি ত উষো অদ্রিসানো গোত্রা গবামঙ্গিরসো গৃণন্তি।
ব্যর্কেণ বিভিদুর্ব্রহ্মণা চ সত্যা নৃণামভবদ্দেবহূতিঃ ॥ ৫॥
উচ্ছা দিবো দুহিতঃ প্রত্নবন্নো ভরদ্বাজবদ্বিধতে মঘোনি।
সুবীরং রয়িং গৃণতে রিরীহ্যুরুগায়মধি ধেহি শ্রবো নঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — যিনি, দীপ্তিমান্ কিরণযুক্ত হয়ে রাত্রিতে তেজ পদার্থ ও অন্ধকারসমূহ তিরস্কৃত ক'রে দৃষ্ট হন, সেই এই দ্যুলোকজাতা দুহিতা উষা আমাদের জন্য অন্ধকার দূর ক'রে প্রজাবর্গকে প্রকাশিত করছেন ॥ ১॥

কান্তিযুক্ত রথবিশিষ্টা, উষাদেবী সেই সময়ে বৃহৎ যজ্ঞের প্রথমাংশ সম্পাদনপূর্বক অরুণবর্ণবিশিষ্ট অশ্বের দ্বারা বিস্তীর্ণভাবে গমন করেন, বিচিত্ররূপে শোভাপ্রাপ্ত হন এবং নিশার অন্ধকার সম্যক্‌ভাবে অপনোদন করেন ॥ ২॥

হে উষাদেবীগণ! আপনারা, হব্যদাতা মানুষকে কীর্তি, বল, অন্ন এবং রস দান ক'রে থাকেন, আপনারা ধনবতী এবং গমনশীলা। আপনারা অদ্য পরিচর্যাকারীকে পুত্রপৌত্র ইত্যাদিযুক্ত অন্ন এবং ধন দান করুন ॥৩॥

হে উষাদেবীগণ! এই ক্ষণে আপনাদের পরিচর্যাকারীর জন্য ধন আছে, এই ক্ষণে বীর হব্যদাতার জন্য আপনাদের ধন আছে, এই ক্ষণে প্রাজ্ঞ স্তুতিকারীর জন্য আপনাদের ধন আছে। যাতে উক্‌থ আছে, পূর্বকালের মতো আমার ন্যায় ব্যক্তিকে সেই ধন দান করুন ॥ ৪॥

হে সানুপ্রিয় উষাদেবি! অঙ্গিরাবর্গ আপনার প্রসাদে সদ্যই গাভীসমূহ মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন এবং অর্চনীয় স্তোত্রের দ্বারা তমঃ ভেদ করেছিলেন। নেতা অঙ্গিরাবর্গের দেববিষয়ক স্তুতি সত্য ফলবিশিষ্ট হয়েছিল ॥ ৫॥

হে দ্যুলোকদুহিতা উষা! প্রাচীন ব্যক্তিবর্গের মতো আমাদের জন্য তমঃ দূর করুন। হে ধনবতী উষা! আমি ভরদ্বাজের মতো পরিচর্যা করছি, আপনি আমাকে পুত্রপৌত্র ইত্যাদি বিশিষ্ট ধন দান করুন। আপনি আমাদের অনেকের গন্তব্য অন্ন দান করুন ॥৬॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆◆

— ৬৬ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বপুর্নু তচ্চিকিতুষো চিদস্তু সমানং নাম ধেনু পত্যমানম্।
মর্তেষ্বন্যদ্দোহসে পীপায় সকৃচ্ছুক্রং দদুহে পৃশ্নিরূধঃ॥ ১॥
যে অগ্নয়ো ন শোশুচন্নিধানা দ্বির্যাত্রির্মরুতো বাবৃধন্ত।
অরেণবো হিরণ্যয়াস এষাং সাকং নৃম্ণৈঃ পৌংস্যেভিশ্চ ভূবন্॥ ২॥

রুদ্রস্য যে মীঢ়ুষঃ সন্তি পুত্রা যাংশ্চো নু দাধৃবির্ভরধ্যৈ।
বিদে হি মাতা মহো মহী ষা সেৎপৃশ্নিঃ সুভ্বে গর্ভমাধাৎ॥ ৩॥
ন য ঈষন্তে জনুষোহয়া স্বন্তঃ সন্তোহবদ্যানি পুনানাঃ।
নির্যদ্দুহ্রে শুচয়োহনুজোষমনু শ্রিয়া তন্বমুক্ষমাণাঃ॥ ৪॥
মক্ষূ ন যেষু দোহসে চিদয়া আ নাম ধৃষ্ণু মারুতং দধানাঃ।
ন যে স্তৌনা অয়াসো মহ্না নূ চিৎসুদানুরব যাসদুগ্রান্॥ ৫॥
ত ইদুগ্রাঃ শবসা ধৃষ্ণুষেণা উভে যুজন্ত রোদসী সুমেকে।
অধ স্মৈষু রোদসী স্বশোচিরামবৎসু তস্থৌ ন রোকঃ॥ ৬॥
অনেনো বো মরুতো যামো অস্ত্বনশ্বশ্চিদ্যমজত্যরথীঃ।
অনবসো অনভীশূ রজস্তূর্বি রোদসী পথ্যা যাতি সাধন্॥ ৭॥
নাস্য বর্তা ন তরুতা ন্বস্তি মরুতো যমবথ বাজসাতৌ।
তোকে বা গোষু তনয়ে যমপ্সু স ব্রজং দর্তা পার্যে অধ দ্যোঃ॥ ৮॥
প্র চিত্রমর্কং গৃণতে তুরায় মারুতায় স্বতবসে ভরধ্বম্।
যে সহাংসি সহসা সহন্তে রেজতে অগ্নে পৃথিবী মখেভ্যঃ॥ ৯॥
ত্বিষীমন্তো অধ্বরস্যেব দিদ্যুত্তৃষুচ্যবসো জুহ্বো নাগ্নেঃ।
অর্চত্রয়ো ধুনয়ো ন বীরা ভ্রাজজ্জন্মানো মরুতো অধৃষ্টাঃ॥ ১০॥
তং বৃধন্তং মারুতং ভ্রাজদৃষ্টিং রুদ্রস্য সূনুং হবসা বিবাসে।
দিবঃ শর্ধায় শুচয়ো মনীষা গিরয়ো নাপ উগ্রা অস্পৃধ্রন্॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — মরুৎগণের সেই সমান ও স্থির পদার্থে অবনমনকারী প্রীতিকর ও বেগবান্ বপু বিদ্বান্ স্তোতার নিকট শীঘ্র প্রাদুর্ভূত হোক। ঐটি অন্তরীক্ষে একবার শুক্লবর্ণ জল ক্ষারণ করে এবং মর্ত্যলোকে অন্য পদার্থ দোহন করবার জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়॥ ১॥

যাঁরা সমৃদ্ধিশালী অগ্নির মতো দীপ্তিপ্রাপ্ত হন, যাঁরা দ্বিগুণ এবং ত্রিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, সেই মরুৎবর্গের রথ ধূলিরহিত এবং সুবর্ণ অলঙ্কার বিশিষ্ট। তাঁরা ধন এবং বলের সাথে প্রাদুর্ভূত হন॥ ২॥

অভীষ্টবর্ষী রুদ্রের যে পুত্র মরুৎগণ আছেন এবং যাঁদের ধারণকারী অন্তরীক্ষ ধারণ করতে সক্ষম, সেই মহান্ মরুৎগণের মাতা মহতী। ঐ অন্তরীক্ষ মানবগণের উৎপত্তির জন্য গর্ভ জল ধারণ করেন॥ ৩॥

যাঁরা স্তোতৃগণের নিকট যানযোগে গমন করতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাঁদের অন্তঃকরণের মধ্যে বিদ্যমান থেকে পাপসমূহ শোধিত করেন, যাঁরা দীপ্তিমান্, যাঁরা স্তোতৃগণের অভিলাষ অনুসারে জল দোহন করেন, যাঁরা দীপ্তিযুক্ত হয়ে আপন শরীর প্রকাশ করেন এবং ভূমি সিক্ত করেন॥ ৪॥

সমীপগামী স্তোতৃগণ যাঁদের উদ্দেশে মারুৎস্তোত্র উচ্চারণপূর্বক শীঘ্র অভিলষিত লাভ করছেন, এবং যাঁরা অপহর্তা, গমনশীল ও মহত্ত্বযুক্ত হচ্ছেন, সম্প্রতি সুন্দর দানবিশিষ্ট যজমান সেই উগ্র মরুৎবর্গকে বীতক্রোধ করছেন॥ ৫॥

তাঁরা উগ্র এবং বলশালী, তাঁরা ধর্ষক সেনাগণকে সুরূপা দ্যাবাপৃথিবীর সাথে যোজিত করেন। এঁদের প্রতিরোদসী স্বদীপ্তিবিশিষ্টা বলবান্ মরুৎগণেতে দীপ্তি থাকে না ॥ ৬॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের রথ পাপরহিত হোক। স্তোতা সারথি না হয়েও যাকে চালনা করে, সেই রথ অশ্বরহিত হয়েও, আহাররহিত ও পাপরহিত হয়েও, জলপ্রেরক এবং অভীষ্টপ্রদ হয়ে দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষমার্গে গমন করে ॥ ৭॥

হে মরুৎগণ! আপনারা যাকে সংগ্রামে রক্ষা করেন, তার প্রেরকও নেই ও হিংসিতাও নেই। আপনারা যাঁকে পুত্র, পৌত্র, গাভী এবং জল বিষয়ে রক্ষা করেন, তিনি সংগ্রামে দীপ্ত শত্রুর গাভীসমূহ বিদীর্ণ করেন ॥ ৮॥

হে অগ্নি! যাঁরা বলের দ্বারা শত্রুগণের বল অভিভূত করেন, যে মহান্ মরুৎগণ হ'তে পৃথিবী কম্পিত হয়, সেই শব্দকারী, ত্বরিত বলবান্, মরুৎগণকে দর্শনীয় অন্ন দান করুন ॥ ৯॥

মরুৎগণ যজ্ঞের মতো দ্যোতমান, শীঘ্রগামী অগ্নিরশ্মির মতো দীপ্তিমান্ এবং অর্চনীয়, তাঁরা শত্রুবর্গের প্রকম্পক ব্যক্তিগণের মতো বীর, দীপ্ত শরীরবিশিষ্ট এবং অনভিভূত ॥ ১০॥

আমি, সেই বর্ধমান, দীপ্তিমান্ খড়্গবিশিষ্ট, রুদ্রের পুত্র মরুৎগণকে স্তোত্রের দ্বারা পরিচর্যা ক'রি। স্তোতার নির্মল স্তুতিসমূহ উগ্র হয়ে মেঘের মতো মরুৎগণের বলের প্রতি স্পর্ধা করছে ॥ ১১॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৭ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বিশ্বেষাং বঃ সত্যং জ্যেষ্ঠতমা গীর্ভির্মিত্রাবরুণা বাবৃধধ্যৈ।
সং যা রশ্মেব যমতুর্যমিষ্ঠা দ্বা জনাঁ অসমা বাহুভিঃ স্বৈঃ॥ ১॥
ইয়ং মদ্বাং প্র স্তৃণীতে মনীষোপ প্রিয়া নমসা বর্হিরচ্ছ।
যন্তং নো মিত্রাবরুণাবধৃষ্টং ছর্দির্যদ্বাং বরূথ্যং সুদানূ॥ ২॥
আ যাতং মিত্রাবরুণা সুশস্ত্যুপ প্রিয়া নমসা হূয়মানা।
সং যাবপ্নঃস্থো অপসেব জনাঞ্ছ্রুধীয়তশ্চিদ্যতথো মহিত্বা॥ ৩॥
অশ্বা ন যা বাজিনা পূতবন্ধূ ঋতা যদগর্ভমদিতির্ভরধ্যৈ।
প্র যা মহি মহান্তা জায়মানা ঘোরা মর্তায় রিপবে নি দীধঃ॥ ৪॥
বিশ্বে যদ্বাং মংহনা মন্দমানাঃ ক্ষত্রং দেবাসো অদধুঃ সজোষাঃ।
পরি যদ্ভূথো রোদসী চিদুর্বী সন্তি স্পশো অদব্ধাসো অমূরাঃ॥ ৫॥
তা হি ক্ষত্রং ধারয়েথে অনু দ্যূন্দৃংহেথে সানুমুপমাদিব দ্যোঃ।
দৃড়্হো নক্ষত্র উত বিশ্বদেবো ভূমিমাতান্দ্যাং ধাসিনায়োঃ॥ ৬॥

তা বিগ্রং ধৈথে জঠরং পৃণধ্যা আ যৎসদ্ম সভৃতয়ঃ পৃণন্তি।
ন মৃষ্যন্তে যুবতয়োঽবাতা বি যৎপয়ো বিশ্বজিন্বা ভরন্তে॥ ৭॥
তা জিহ্বয়া সদমেদং সুমেধা আ যদ্বাং সত্যো অরতির্ঋতে ভূৎ।
তদ্বাং মহিত্বং ঘৃতান্নাবস্তু যুবং দাশুষে বি চয়িষ্টমংহঃ॥ ৮॥
প্র যদ্বাং মিত্রাবরুণা স্পূর্ধৎপ্রিয়া ধাম যুবধিতা মিনন্তি।
ন যে দেবাস ওহসা ন মর্তা অযজ্ঞসাচো অপ্যো ন পুত্রাঃ॥ ৯॥
বি যদ্বাচং কীস্তাসো ভরন্তে শংসন্তি কে চিন্নিবিদো মনানাঃ।
আদ্বাং ব্রবাম সত্যান্যুক্‌থা নকির্দেবেভির্যতথো মহিত্বা॥ ১০॥
অবোরিত্থা বাং ছর্দিষো অভিষ্টৌ যুবোর্মিত্রাবরুণাবস্কৃধোয়ু।
অনু যদ্গাবঃ স্ফুরানৃজিপ্যং ধৃষ্ণুং যদ্রণে বৃষণং যুনজন্॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — সকলের জ্যেষ্ঠতম, হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা দুজনে অসম ও যত্নশ্রেষ্ঠ এবং রজ্জুর মতো আপন বাহুর দ্বারা জনগণকে সংযত করুন। আমি স্তুতির দ্বারা আপানাদের বর্ধিত করি॥১॥

হে প্রিয় মিত্র ও বরুণ! আমাদের এই স্তুতি, আপনাদের প্রচ্ছাদিত করে, হব্যের সাথে আপনাদের নিকট গমন করে এবং আপনাদের যজ্ঞের অভিমুখে গমন করে। হে সুন্দর দানবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণ! আমাদের শীত ইত্যাদির নিবারক অনভিভূত গৃহ দান করুন॥২॥

হে প্রিয় মিত্র ও বরুণ আপনারা স্তোত্রের দ্বারা সুন্দরভাবে স্তুত হয়ে উপাগত হোন। কর্মনিযুক্ত পুরুষ যেমন কর্মের দ্বারা অন্নের অভিলাষী ব্যক্তিবর্গকে সংযত করে, আপনারা মহিমার দ্বারা সেইরকম করুন॥৩॥

যাঁরা অশ্বের মতো বলশালী, পূতস্তোত্রবিশিষ্ট এবং সত্যভূত, অদিতি সেই গর্ভভূত মিত্র ও বরুণকে ধারণ করেছিলেন। যাঁরা জন্মিবামাত্রেই মহান্ হ'তেও মহান্ এবং হিংসক মানুষের ঘাতক, অদিতি তাঁদের ধারণ করেছিলেন॥৪॥

সমস্ত দেবগণ পরস্পর প্রীতিযুক্ত হয়ে আপনাদের মহত্ব কীর্তনপূর্বক বল ধারণ করেছেন। আপনারা বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীকে পরাভূত করুন। আপনাদের অহিংসিত এবং অমূঢ় রশ্মি আছে॥৫॥

আপনারা প্রতিদিবস বল ধারণ করেন এবং অন্তরীক্ষের উন্নত প্রদেশ খোঁটার মতো দৃঢ়রূপে ধারণ করেন। আপনাদের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত মেঘ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয় এবং বিশ্বদেব মানুষের হব্যে তৃপ্ত হয়ে ভূমিতে এবং দ্যুলোকে ব্যাপ্ত হন॥৬॥

আপনারা সোমের দ্বারা উদর পূর্ণ করবার জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে ধারণ করেন। হে বিশ্বজিম্বা মিত্র ও বরুণ! যখন ঋত্বিক্‌বর্গ যজ্ঞগৃহ পূর্ণ করে এবং যখন আপনারা জল প্রেরণ করেন, তখন যুবতীগণ মৃষ্ট হয় না, বরং অশুষ্ক হয়ে বিভূতি ধারণ করে॥৭॥

মেধাবী ব্যক্তি আপনাদের নিকট বাক্যের দ্বারা সর্বদা এই জল যাচ্ঞা করেন। হে ঘৃতান্নবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণ! যেভাবে আপনাদের অভিগন্তা যজ্ঞে মায়ারহিত হয়, আপনাদের সেইরকম মহিমা হোক। আপনারা হব্যদাতার পাপ বিনাশ করুন॥৮॥

হে মিত্র ও বরুণ! যারা স্পর্ধা ক'রে আপনাদের দ্বারা বিহিত এবং আপনাদের প্রিয় কর্মের বিঘ্ন

করে, যে দেবগণ ও মানবগণ স্তোত্রযুক্ত হয় না, যারা কর্মবান হয়েও যজ্ঞ-যুক্ত নয় এবং যারা পুত্রস্বরূপ নয়, তাদের বিনাশ করুন ॥ ৯ ॥

যখন মেধাবিগণ স্তুতি উচ্চারণ করেন, কেউ কেউ স্তুতিপূর্বক নিবিৎসমূহ পাঠ করেন এবং আমরা আপনাদের উদ্দেশে শত উক্থসমূহ উচ্চারণ ক'রি, তখন আপনারা মহিমা ক'রে দেববর্গের সাথে গমন করেন না ॥ ১০ ॥

হে রক্ষক মিত্র ও বরুণ! যখন স্তুতিসমূহ উচ্চারিত হয় এবং যখন ঋজুগামী, ধর্ষক, অভীষ্টবর্ষী সোমকে যজ্ঞে সংযুক্ত করে, তখন গৃহদানের জন্য আপনারা অভিগত হ'লে আপনাদের দ্বারা দেয় গৃহ যে অবিচ্ছিন্ন হয় তা সত্য ॥ ১১ ॥

টীকা — ৭ ঋকে 'যুবতীগণ মৃষ্ট হয় না' অর্থাৎ নদী অথবা দিক্‌সকল ধূলির দ্বারা অভিভূত হয় না। সায়ণ।—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার উপকরণ এই সূক্তেও বর্তমান।

◆ ◆

— ৬৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও বরুণ। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

শ্রুষ্টী বাং যজ্ঞ উদ্যতঃ সজোষা মনুষ্বদ্বৃক্তবর্হিষো যজধ্যৈ।
আ য ইন্দ্রাবরুণাবিষে অদ্য মহে সুম্নায় মহ আববর্ত্তৎ॥ ১॥
তা হি শ্রেষ্ঠা দেবতাতা তুজা শূরাণাং শবিষ্ঠা তা হি ভূতম্।
মঘোনাং মংহিষ্ঠা তুবিশুষ্ম ঋতেন বৃত্রতুরা সর্বসেনা॥ ২॥
তা গৃণীহি নমস্যেভিঃ শূষৈঃ সুম্নেভিরিন্দ্রাবরুণা চকানা।
বজ্রেণান্যঃ শবসা হন্তি বৃত্রং সিষক্ত্যন্যো বৃজনেষু বিপ্রঃ॥ ৩॥
গ্নাশ্চ যন্নরশ্চ বাবৃধন্ত বিশ্বে দেবাসো নরাং স্বগূর্তাঃ।
প্রৈভ্য ইন্দ্রাবরুণা মহিত্বা দ্যৌশ্চ পৃথিবী ভূতমুর্বী॥ ৪॥
স ইৎসুদানুঃ স্ববাঁ ঋতাবেন্দ্রা যো বাং বরুণ দাশতি ত্মন্।
ইষা স দ্বিষস্তরেদ্দাস্বান্বংসদ্রয়িং রয়িবতশ্চ জনান্॥ ৫॥
যং যুবং দাশ্বধ্বরায় দেবা রয়িং ধত্থো বসুমন্তং পুরুক্ষুম্।
অস্মে স ইন্দ্রাবরুণাবপি ষ্যাৎপ্র যো ভনক্তি বনুষামশস্তীঃ॥ ৬॥
উত নঃ সুত্রাত্রো দেবগোপাঃ সূরিভ্য ইন্দ্রাবরুণা রয়িঃ ষ্যাৎ।
যেষাং শুষ্ম পৃতনাসু সাহ্বাৎপ্র সদ্যো দ্যুম্না তিরতে ততুরিঃ॥ ৭॥
নূ ন ইন্দ্রাবরুণা গৃণানা পৃংক্তং রয়িং সৌশ্রবসায় দেবা।
ইত্থা গৃণন্তো মহিনস্য শর্ধোঽপো ন নাবা দুরিতা তরেম॥ ৮॥

প্র সম্রাজে বৃহতে মন্ম নু প্রিয়মর্চ দেবায় বরুণায় সপ্রথঃ।
অয়ং য উর্বী মহিনা মহিব্রতঃ ক্রত্বা বিভাত্যজরো ন শোচিষা॥ ৯॥
ইন্দ্রাবরুণা সুতাপিবমং সুতং সোমং পিবতং মদ্যং ধৃতব্রতা।
যুবো রথো অধ্বরং দেবতীতয়ে প্রতি স্বসরমূপ যাতি পীতয়ে॥ ১০॥
ইন্দ্রাবরুণা মধুমত্তমস্য বৃষ্ণঃ সোমস্য বৃষণা বৃষেথাম্।
ইদং বামন্ধঃ পরিষিক্তমস্মে আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়েথাম্॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে মহান্ ইন্দ্র ও বরুণ! মনুর মতো কুশ বিস্তারকারী যজমানের অন্নের জন্য এবং সুখের জন্য যে যজ্ঞ আরব্ধ হয়, অদ্য আপনাদের জন্য ক্ষিপ্র সেই যজ্ঞ ঋত্বিকগণের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়েছে ॥ ১ ॥

আপনারা শ্রেষ্ঠ, আপনারা যজ্ঞে ধন প্রেরক এবং শূরগণের মধ্যে অতিশয় বলবান্। আপনারা দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা, বহুবলশালী, সত্যের দ্বারা শত্রুগণের হিংসক এবং সর্বসেনা বিশিষ্ট ॥ ২ ॥

স্তুতি, বল এবং সুখের দ্বারা স্তুত সেই ইন্দ্র ও বরুণকে স্তুতি করো। এক জন বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট অন্য জন উপদ্রব রক্ষা করবার জন্য বলযুক্ত হন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! নর জাতির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এবং সমস্ত দেবগণ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপনাদের বর্ধিত করে, তখন আপনারা মহত্ত্বযুক্ত হয়ে তাদের প্রভু হন। হে বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী তোমরা এঁদের প্রভু হোন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! যে ব্যক্তি আপনাদের স্বেচ্ছাপূর্বক হব্য দান করে, সে সুন্দর দানবিশিষ্ট, ধনবান্ এবং যজ্ঞবান্ হয়। দানবান্ সেই ব্যক্তি জয়লব্ধ অন্নের সাথে শত্রুহস্ত হ'তে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় এবং ধন ও ধনবান্ পুত্রসমূহ লাভ করে ॥ ৫ ॥

হে দেব ইন্দ্র ও বরুণ! আপনারা হব্যদাতাকে ধনানুবর্ষী, বহু অন্নবিশিষ্ট যে ধন দান করেন এবং যা শত্রুকৃত অখ্যাতি ক্ষালিত করে, সেই ধন আমাদের হোক ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমরা আপনাদের স্তোতা, যে ধন সুন্দর রক্ষাবিশিষ্ট এবং দেবগণ যার রক্ষক, সেই ধন আমাদের হোক। আমাদের বল যুদ্ধে শত্রুবর্গের অভিভবিতা এবং হিংসক হয়ে তৎক্ষণাৎ তাদের যশ তিরস্কৃত করুক ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! আপনারা স্তূয়মান হয়ে সুন্দর অন্নের জন্য আমাদের শীঘ্র ধন দান করুন। হে দেবদ্বয়! আপনারা মহান্, আমরা এইভাবে আপনাদের বলের স্তুতি করছি, আমরা যেন নৌকার দ্বারা জলসমূহের মতো দুরিতসমূহ পার হ'তে পারি ॥ ৮ ॥

যে এই বরুণ মহিমাবান্, মহাকর্মা, প্রাজ্ঞ, তেজযুক্ত এবং জরারহিত, যিনি বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবীকে বিভাসিত করেন, সেই সম্রাট এবং বৃহৎ বরুণদেবের উদ্দেশে অদ্য মনোহর ও সর্বতোভাবে পৃথু স্তোত্র উচ্চারণ করো ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! আপনারা সোমপায়ী; এই মদকর, অভিষুত সোম পান করুন। হে ধৃতব্রত মিত্র ও বরুণ! আপনাদের রথ দেববৃন্দের পানের জন্য যজ্ঞের অভিমুখে গমন করে ॥ ১০ ॥

হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র ও বরুণ! আপনারা অত্যন্ত মধুমান্ এবং অভীষ্টবর্ষী সোম পান করুন।

আমরা আপনাদের জন্য এই সোমরূপ অন্ন ঢেলেছি, আপনারা উপবেশন ক'রে এই যজ্ঞে হৃষ্ট হোন ॥ ১১ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও বিষ্ণু। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সং বাং কর্মণা সমিষা হিনোমীন্দ্রাবিষ্ণূ অপসস্পারে অস্য।
জুষেথাং যজ্ঞং দ্রবিণং চ ধত্তমরিষ্টৈর্নঃ পথিভিঃ পারয়ন্তা ॥ ১ ॥
যা বিশ্বাসাং জনিতারা মতীনামিন্দ্রাবিষ্ণূ কলশা সোমধানা।
প্র বাং গিরঃ শস্যমানা অবন্তু প্র স্তোমাসো গীয়মানাসো অর্কৈঃ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রাবিষ্ণূ মদপতী মদানামা সোমং যাতং দ্রবিণো দধানা।
সং বামঞ্জন্ত্বক্তুভির্মতীনাং সং স্তোমাসঃ শস্যমানাসঃ শস্যমানাস উক্‌থৈঃ ॥ ৩ ॥
আ বামশ্বাসো অভিমাতিষাহ ইন্দ্রাবিষ্ণূ সধমাদো বহন্তু।
জুষেথাং বিশ্বা হবনা মতীনামুপ ব্রহ্মাণি শৃণুতং গিরো মে ॥ ৪ ॥
ইন্দাবিষ্ণূ তৎপনয়ায্যং বাং সোমস্য মদ উরু চক্রমাথে।
অকৃণুতমন্তরিক্ষং বরীয়োঽপ্রথতং জীবসে নো রজাংসি ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রাবিষ্ণূ হবিষা বাবৃধানাগ্রাদ্বানা নমসা রাতহব্যা।
ঘৃতাসূতী দ্রবিণং ধত্তমস্মে সমুদ্রঃ স্থঃ কলশঃ সোমধানঃ ॥ ৬ ॥
ইন্দ্রাবিষ্ণূ পিবতং মধ্বো অস্য সোমস্য দস্রা জঠরং পৃণেথাম্।
আ বামন্ধাংসি মদিরাণ্যগ্মন্নুপ ব্রহ্মাণি শৃণুতং হবাং মে ॥ ৭ ॥
উভা জিগ্যথুর্ন পরা জয়েথে ন পরা জিগ্যে কতরশ্চনৈনোঃ।
ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাং ত্রেধা সহস্রং বি তদৈরয়েথাম্ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! আপনাদের উদ্দেশে স্তোত্র ও হব্য প্রেরণ করছি। আপনারা এই কর্ম সম্পন্ন হ'লে যজ্ঞ সেবা করুন। আপনারা উপদ্রবশূন্য মার্গের দ্বারা আমাদের উত্তীর্ণ ক'রে থাকেন, আপনারা আমাদের ধন দান করুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! আপনারা সমস্ত স্তুতি উৎপাদন ক'রে থাকেন, আপনারা সোমের নিধানভূত এবং কলসস্বরূপ। উচ্চার্যমান স্তোত্রসমূহ আপনাদের নিকট গমন করুক এবং স্তোতাগণ কর্তৃক গীয়মান স্তোত্রসমূহ আপনাদের নিকট গমন করুক ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! আপনারা সোমসমূহের স্বামী। আপনারা দ্রবিণ দান পূর্বক সোমের অভিমুখে

আগমন করুন। স্তোতাগণের স্তোত্রসমুদয় শস্ত্রের সাথে উচ্চার্যমান হয়ে আপনাদের তেজের দ্বারা সম্বর্ধিত করুক ॥৩॥

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! হিংসকগণের অভিভবিতা এবং একত্রে মত্ত অশ্বগণ আপনাদের বহন করুক। আপনারা স্তোতাগণের সমস্ত স্তোত্র সেবা করুন এবং আমার স্তোত্রসমূহ ও বাক্য সকল শ্রবণ করুন ॥৪॥

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হ'লে পর আপনারা বিস্তীর্ণভাবে পরিক্রমণ করেন; আপনারা অন্তরীক্ষকে অত্যন্ত বিস্তীর্ণ করেছেন এবং লোকসমূহকে আমাদের জীবনের জন্য প্রথিত করেছেন। আপনাদের সেই কর্মসমূহ স্তুতির যোগ্য ॥৫॥

হে ঘৃতান্নবিশিষ্ট ইন্দ্র ও বিষ্ণু! আপনারা সোমের দ্বারা বর্ধিত হয়ে থাকেন এবং সোমাগ্র ভোজন ক'রে থাকেন; যজমানবৃন্দ নমস্কার পূর্বক আপনাদের হব্য দান ক'রে থাকেন, আপনারা আমাদের ধন দান করুন। আপনারা উদধির মতো, আপনারা সোমনিধান কলস স্বরূপ ॥৬॥

হে দর্শনীয় ইন্দ্র ও বিষ্ণু! আপনারা এই মদকর সোম পান করুন এবং উদর পূর্ণ করুন। মদকর সোমরূপ অন্ন আপনাদের নিকট গমন করুক, আপনারা আমার স্তোত্র এবং বাক্য শ্রবণ করুন ॥৭॥

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! আপনারা জয় করেছেন, কখনও পরাজিত হননি; আপনাদের দু'জনের মধ্যে কেউ পরাজিত হননি। আপনারা যে দ্রব্যের জন্য স্পর্ধা করেছেন, তা ত্রিধাস্থিত এবং অসংখ্যক হ'লেও বিক্রমের দ্বারা লাভ করেছেন ॥৮॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭০ সূক্ত —

[দেবতা : দ্যাবাপৃথিবী। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : জগতী]

ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা॥ ১॥
অসশ্চন্তী ভূরিধারে পয়স্বতী ঘৃতং দুহাতে সুকৃতে শুচিরতে।
রাজন্তী অস্য ভুবনস্য রোদসী অস্মে রেতঃ সিঞ্চতং যন্মনুর্হিতম্॥ ২॥
যো বামৃজবে ক্রমণায় রোদসী মর্তো দদাশ ধিষণে স সাধতি।
প্র প্রজাভির্জায়তে ধর্মণস্পরি যুবোঃ সিক্তা বিষুরূপাণি সব্রতা॥ ৩॥
ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী অভীবৃতে ঘৃতশ্রিয়া ঘৃতপৃচা ঘৃতাবৃধা।
উর্বী পৃথ্বী হোতৃবূর্যে পুরোহিতে তে ইদ্বিপ্রা ঈলতে সুম্নমিষ্টয়ে॥ ৪॥
মধু নো দ্যাবাপৃথিবী মিমিক্ষতাং মধুশ্চুতা মধুদুঘে মধুব্রতে।
দধানে যজ্ঞং দ্রবিণং চ দেবতা মহি শ্রবো বাজমস্মে সুবীর্যম্॥ ৫॥

ঊর্জং নো দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ পিন্বতাং পিতা মাতা বিশ্ববিদা সুদংসসা।
সংররাণে রোদসী বিশ্বশম্ভুবা সনিং বাজং রয়িমস্মে সমিন্বতাম্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা উদকবতী, ভূতসমূহের আশ্রয়ণীয়া, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা, মধুদুঘা, স্বরূপবিশিষ্টা, বরুণের ধারণকার্যের দ্বারা পৃথক্‌ভাবে ধারিতা, অজরা এবং বহু রেতস্বা ॥ ১॥

অসঙ্গতা, বহুধারাবিশিষ্টা, উদকবতী ও শুচিব্রতা দ্যাবাপৃথিবী সুকৃতি ব্যক্তিকে উদক দান করেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা এই ভুবনের রাজ্ঞী, আপনারা আমাদের যা মানবগণের হিতকর এমন রেতঃ সেচন করুন ॥ ২॥

হে ধিষণা দ্যাবাপৃথিবী। যে মর্ত্য আপনাদের সুখ গমনের জন্য হব্য দান করে, সে সিদ্ধ মনোরথ হয় এবং অপত্যগণের সাথে প্রবৃদ্ধ হয়। কর্মের উপর আপনাদের সিক্ত রস নানা বর্ণবিশিষ্ট এবং সমানকর্মা পদার্থরূপে উৎপন্ন হয় ॥৩॥

দ্যাবাপৃথিবী জলের দ্বারা আবৃতা এবং জলকে আশ্রয় করেন। তাঁরা জল সংপৃক্তা, জলবর্ষয়িত্রী, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা এবং যজ্ঞে পুরস্কৃতা। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁদের নিকট যজ্ঞের জন্য সুখ যাচ্ঞা করেন ॥ ৪॥

মধুক্ষারয়িত্রী, মধুদুঘা, মধুব্রতা, দেবতাভূতা এবং আমাদের যজ্ঞ, ধন, মহৎ যশ, অন্ন ও সুবীর্য দানকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের মধুর দ্বারা সিক্ত করুন ॥ ৫॥

পিতা দ্যুলোক এবং মাতা পৃথিবী আমাদের অন্ন দান করুন। বিশ্ববিৎ, সুকর্মা, পরস্পর রমমাণ এবং সকলের সুখকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের পুত্র ইত্যাদি, বল এবং ধন প্রেরণ করুন ॥৬॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টিতেই স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বক্তব্য উল্লেখনীয়—"দীপ্তিমান্ বিস্তীর্ণ প্রসিদ্ধ অমৃতপূর্ণ সৌন্দর্যশালী নিত্য বহুবীর্যশালী দ্যুলোক-ভূলোক অভীষ্টবর্ধক দেবতার ধারণশক্তির দ্বারা বিশেষভাবে ধৃত হয়ে সর্বলোকের আশ্রয়ভূত হয়েছে।" (ভাব এই যে,—ভগবানের শক্তির দ্বারা সমস্ত লোক বিধৃত আছে)।—ইত্যাদি।

◆◆

— ৭১ সূক্ত —

[দেবতা : সবিতা। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

উদু ষ্য দেবঃ সবিতা হিরণ্যয়া বাহূ অযংস্ত সবনায় সুক্রতুঃ।
ঘৃতেন পাণী অভি প্রুষ্ণুতে মখো যুবা সুদক্ষো রজসো বিধর্মণি॥ ১॥
দেবস্য বয়ং সবিতুঃ সবীমনি শ্রেষ্ঠে স্যামবসুনশ্চ দাবনে।
যো বিশ্বস্য দ্বিপদো যশ্চতুষ্পদো নিবেশনে প্রসবে চাসি ভূমনঃ॥ ২॥
অদব্ধেভিঃ সবিতঃ পায়ুভিষ্ট্বং শিবেভিরদ্য পরি পাহি নো গয়ম্।
হিরণ্যজিহ্বঃ সুবিতায় নব্যসে রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত॥ ৩॥

উদূ ষ্য দেবঃ সবিতা দমূনা হিরণ্যপানিঃ প্রতিদোষমস্থাৎ।
অয়োহনুর্যজতো মন্দ্রজিহ্ব আ দাশুষে সুবতি ভূরি বামম্॥ ৪॥
উদূ অয়াঁ উপবক্তেব বাহূ হিরণ্যয়া সবিতা সুপ্রতীকা।
দিবো রোহাংস্যরুহৎ পৃথিব্যা অরীরমৎ পতয়ৎ কচ্চিদভ্বম্॥ ৫॥
বামমদ্য সবিতর্বামমু শ্বো দিবেদিবে বামমস্মভ্যং সাবীঃ।
বামস্য হি ক্ষয়স্য দেব ভূরেরয়া ধিয়া বামভাজঃ স্যাম॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — সেই সুকর্মা সবিতাদেব দানের জন্য হিরণ্ময় বাহুদ্বয় উদ্যত করেন। মহান্, যুবা, সুদক্ষ সবিতাদেব, লোকের ধারণের জন্য জহপূর্ণ বাহুদ্বয় প্রেরণ করেন ॥ ১ ॥

আমরা যেন সেই সবিতাদেবের প্রসবকার্যে ও শ্রেষ্ঠধন দান বিষয়ে সমর্থ হই। হে সবিতাদেব! আপনি সমস্ত দ্বিপদের স্থিতি ও প্রসব কার্যে সক্ষম এবং চতুষ্পদের স্থিতি ও প্রসব কার্যে সক্ষম ॥ ২ ॥

হে সবিতাদেব! আপনি অদ্য অহিংসিত এবং সুখকর তেজের দ্বারা আমাদের গৃহ রক্ষা করুন। আপনি হিরণ্য জিহ্বাবিশিষ্ট, আপনি নবতর সুখ দান করুন এবং আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের অনিষ্ট আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি যেন প্রভুত্ব করতে পারে না ॥৩॥

প্রশান্ত অন্তঃকরণ, হিরণ্যপানি, হিরণ্ময় হনুবিশিষ্ট, যাগযোগ্য, মনোরম বাক্যবিশিষ্ট, সেই সবিতাদেব রাত্রির অবসানে উত্থিত হোন। তিনি হব্যদাতাকে প্রভূত অন্ন প্রেরণ করুন ॥ ৪ ॥

সবিতাদেব উপবক্তার মতো হিরণ্ময় এবং শোভনাবয়ব বাহুদ্বয় উদ্যত করুন। তিনি পৃথিবী হ'তে দ্যুলোকের উন্নত প্রদেশসমূহে আরোহণ করেন এবং গমনশীল যে কিছু মহৎ বস্তু তিরোহিত থাকে তাদের প্রীত করেন ॥ ৫ ॥

হে সবিতা! অদ্য আমাদের ধন দান করুন, কল্য আমাদের ধন দান করুন, প্রতিদিন আমাদের ধন দান করুন। হে দেব! যেহেতু আপনি নিবাসভূত প্রভূত ধনের দাতা, অতএব আমরা এই স্তুতির দ্বারা ধন লাভ করবো ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও সোম। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রাসোমা মহি তদ্বাং মহিত্বং যুবং মহানি প্রথমানি চক্রথুঃ।
যুবং সূর্যং বিবিদথুর্যুবং স্বর্বিশ্বা তমাংস্যহতং নিদশ্চ॥ ১॥
ইন্দ্রাসোমা বাসয়থ উষাসমুৎসূর্যং নয়থো জ্যোতিষা সহ।
উপ দ্যাং স্কম্ভথুঃ স্কম্ভনেনাপ্রথতং পৃথিবীং মাতরং বি॥ ২॥

ইন্দ্রাসোমাবহিমপঃ পরিষ্ঠাং হথো বৃত্রমনু বাং দ্যৌরমন্যত।
প্রার্ণাংস্যৈরয়তং নদীনামা সমুদ্রাণি পপ্রথুঃ পুরূণি॥ ৩॥
ইন্দ্রাসোমা পক্কমামাস্বন্তর্নি গবামিদ্দধথুর্বক্ষণাসু।
জগৃভথুরনপিনদ্ধমাসু রুশচ্চিত্রাসু জগতীম্বন্তঃ॥ ৪॥
ইন্দ্রাসোমা যুবমঙ্গ তরুত্রমপত্যসাচং শ্রুত্যং ররাথে।
যুবং শুষ্মং নর্যং চর্ষণিভ্যঃ সং বিব্যথুঃ পৃতনাষাহমুগ্রা॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও সোম! আপনাদের সেই মহত্ত্ব প্রভূত। আপনারা মহৎ এবং মুখ্য ভূতসমূহ করেছেন, আপনারা সূর্য লাভ করিয়েছেন, আপনারা জল লাভ করিয়েছেন। আপনারা সমস্ত তমঃ ও নিন্দকদের বধ করেছেন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র ও সোম! আপনারা উষাকে প্রকাশিত করেন, সূর্যকে জ্যোতির সাথে উর্ধে নীত করেন এবং অন্তরীক্ষের দ্বারা দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেন। আপনারা মাতা পৃথিবীকে প্রথিত করেন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ও সোম! জল পরিমৃতকারী অহি বৃত্রকে বধ করেন। দ্যুলোক আপনাদের সম্বর্ধিত করেছিল। আপনারা নদীর জলসমূহ প্রেরণ করেন এবং বহু সমুদ্রকে জলের দ্বারা পূর্ণ করেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র ও সোম! আপনারা গাভীসমূহের অপক্ক উধোদেশে পক্ক দুগ্ধ নিহিত করেছেন এবং নানাবর্ণ এই গোসমূহের মধ্যে আবদ্ধ ও শুক্লবর্ণ দুগ্ধ ধারণ করেছেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র ও সোম! আপনারা তারক, অপত্যযুক্ত এবং শ্রবণযোগ্য ধন শীঘ্র দান করুন। হে উগ্র ইন্দ্র ও সোম! আপনারা মানববর্গের হিতকর এবং শত্রুসেনার অভিভবকর বল বর্ধিত করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৩ সূক্ত —

[দেবতা : বৃহস্পতি। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যো অদ্রিভিৎপ্রথমজা ঋতাবা বৃহস্পতিরাঙ্গিরসো হবিষ্মান্।
দ্বিবর্হজ্মা প্রাঘর্মসৎপিতা ন আ রোদসী বৃষভো রোরবীতি॥ ১॥
জনায় চিদ্য ঈবত উ লোকং বৃহস্পতির্দেবহূতৌ চকার।
ঘ্নন্ বৃত্রাণি বি পুরো দর্দরীতি জয়ঞ্ছত্রূঁরমিত্রাং পৃৎসু সাহন্॥ ২॥
বৃহস্পতিঃ সমজয়দ্বসূনি মহো ব্রজান্ গোমতো দেব এষঃ।
অপঃ সিষাসন্ত্স্বরপ্রতীতো বৃহস্পতির্হন্ত্যমিত্রমর্কৈঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — যে বৃহস্পতি অদ্রি ভেদ করেন, যিনি প্রথমে জাত হয়েছেন, যিনি সত্যবান্, অঙ্গিরা

ও যজ্ঞভাগী, যিনি লোকত্রয় সুন্দরভাবে গমন করেন, যিনি দীপ্তস্থানে বর্তমান এবং যিনি আমাদের পিতা, সেই বৃহস্পতি বর্ষক হয়ে দ্যাবাপৃথিবীতে গর্জন করেন ॥ ১ ॥

যে বৃহস্পতি যজ্ঞে স্তুতিকারী লোককে স্থান প্রদান করেন, তিনি বৃত্রগণকে বধ করেন, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করেন, অমিত্রসমূহকে অভিভূত করেন এবং পুরীসকল বিশেষভাবে বিদীর্ণ করেন ॥ ২ ॥

এই বৃহস্পতিদেব ধন এবং গো-এর সাথে গোব্রজসমূহ জয় করেছেন। বৃহস্পতি অপ্রতীত হয়ে যজ্ঞকর্ম ভোগ করতে ইচ্ছাপূর্বক স্বর্গের অমিত্রকে অর্চনা সাধন মন্ত্রের দ্বারা বধ করেন ॥ ৩ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৪ সূক্ত —

[দেবতা : সোম ও রুদ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সোমারুদ্রা ধারয়েথামসূর্যং প্র বামিষ্টয়োঽরমশ্নুবন্তু।
দমেদমে সপ্ত রত্না দধানা শং নো ভূতং দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ ১॥
সোমারুদ্রা বি বৃহতং বিষূচীমমীবা যা নো গয়মাবিবেশ।
আরে বাধেথাং নির্ঋতিং পরাচৈরস্মে ভদ্রা সৌশ্রবসানি সন্তু॥ ২॥
সোমারুদ্রা যুবমেতান্যস্মে বিশ্বা তনূষু ভেষজানি ধত্তম্।
অব স্যতং মুঞ্চতং যন্নো অস্তি তনূষু বদ্ধং কৃতমেনো অস্মৎ॥ ৩॥
তিগ্মায়ুধৌ তিগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রাবিহ সু মৃলতং নঃ।
প্র নো মুঞ্চতং বরুণস্য পাশাদ্গোপায়তং নঃ সুমনস্যমানা॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম ও রুদ্র! আপনারা অসূর্য বল দান করুন। যজ্ঞ সকল প্রতিগৃহে আপনাদের পর্যাপ্তভাবে ব্যাপ্ত করুক। আপনারা সপ্ত রত্ন ধারণ ক'রে থাকেন, আপনারা আমাদের সুখকর হোন, দ্বিপদের এবং চতুষ্পদের সুখকর হোন ॥ ১ ॥

হে সোম ও রুদ্র। যে রোগ আমাদের গৃহে প্রবেশ করেছে, সেই সংক্রামক রোগ বিযোজিত করুন এবং নির্ঋতি যাতে পরাঙ্মুখ হয়, সেইভাবে বাধা দান করুন। আমাদের কল্যাণজনক অন্ন হোক ॥ ২ ॥

হে সোম ও রুদ্র! আপনারা আমাদের শরীরের জন্য এই সকল ভেষজ ধারণ করুন। আমাদের যে পাপ আমাদের শরীরে বদ্ধ আছে, তা শিথিল করুন এবং আমাদের হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৩ ॥

হে সোম ও রুদ্র! আপনাদের দীপ্ত ধনুঃ আছে এবং তীক্ষ্ণ শর আছে। আপনারা সুন্দর সুখ প্রদান ক'রে থাকেন। আপনারা শোভন স্তোত্র অভিলাষ ক'রে আমাদের ইহলোক অত্যন্ত সুখী করুন। আপনারা আমাদের বরুণের পাশ হ'তে প্রমুক্ত করুন এবং আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

টীকা — এই সূক্তে উল্লেখিত সোম, মাদক সোমলতা বা সোমরস নয়। ইনি সোমদেব অর্থাৎ শঙ্কর বা শিব (কিংবা চন্দ্র)।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের বহু সূত্র এই সূক্তেও বর্তমান।

◆ ◆

— ৭৫ সূক্ত —

[দেবতা : ১ ঋক্ বর্ম, ২ ধনুঃ, ৩ জ্যা, ৪ আর্ত্নী, ৫ ইষুধি, ৬ পূর্বার্ধের সারথি ও উত্তরার্ধের রশ্মি, ৭ অশ্ব, ৮ রথ, ৯ রথগোপগণ, ১০ স্তোতা, পিতা, সোম্য, দ্যাবাপৃথিবী ও পূষা, ১১ ও ১২ ইষু, ১৩ প্রতোদ, ১৪ হস্তঘ্ন, ১৫ ও ১৬ ইষুদেবতা, ১৭ যুদ্ধভূমি, ব্রহ্মণস্পতি এবং অদিতি, ১৮ কবচ, সোম ও বরুণ, ১৯ দেবগণ ও ব্রহ্ম। । ঋষি : ভরদ্বাজ পুত্র পায়ু। ছন্দ : জগতী, অনুষ্টুপ্ ও পংক্তি]

জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যদ্বর্মী যাতি সমদামুপস্থে।
অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয় ত্বং স ত্বা বর্মণো মহিমা পিপর্তু॥ ১॥
ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম।
ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥ ২॥
বক্ষ্যন্তীবেদা গনীগন্তি কর্ণং প্রিয়ং সখায়ং পরিষস্বজানা।
যোষেব শিংক্তে বিততাধি ধন্বঞ্জ্যা ইয়ং সমনে পারয়ন্তী॥ ৩॥
তে আচরন্তী সমনেব যোষা মাতেব পুত্রং বিভৃতামুপস্থে।
অপ শত্রূন্বিধ্যতাং সম্বিদানে আর্ত্নী ইমে বিস্ফুরন্তী অমিত্রান্॥ ৪॥
বহ্বীনাং পিতা বহুরস্য পুত্রশ্চিশ্চা কৃণোতি সমনাবগত্য।
ইষুধিঃ সঙ্কাঃ পৃতনাশ্চ সর্বা পৃষ্ঠে নিনদ্ধো জয়তি প্রসূতঃ॥ ৫॥
রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্র যত্র কাময়তে সুষারথিঃ।
অভীশূনাং মহিমানাং পনায়ত মনঃ পশ্চাদনু যচ্ছন্তি রশ্ময়ঃ॥ ৬॥
তীব্রান্ ঘোষান্ কৃণ্বতে বৃষপাণয়োঽশ্বা রথেভিঃ সহ বাজয়ন্তঃ।
অবক্রামন্তঃ প্রপদৈরমিত্রান্ ক্ষিণন্তি শত্রূঁরনপব্যয়ন্তঃ॥ ৭॥
রথবাহনং হবিরস্য নাম যত্রায়ুধং নিহিতমস্য বর্ম।
তত্রা রথমুপ শগ্মং সদেম বিশ্বাহা বয়ং সুমনস্যমানাঃ॥ ৮॥
স্বাদুষংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ কৃচ্ছ্রেশ্রিতঃ শক্তীবন্তো গভীরাঃ।
চিত্রসেনা ইষুবলা অমৃধ্রাঃ সতোবীরা উরবো ব্রাতসাহাঃ॥ ৯॥
ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ শিবে নো দ্যাবাপৃথিবী অনেহসা।
পূষা নঃ পাতু দুরিতাদৃতাবৃধো রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত॥ ১০॥
সুপর্ণং বস্তে মৃগো অস্যা দন্তো গোভিঃ সন্নদ্ধা পততি প্রসূতা।
যত্রা নরঃ সং চ বি চ দ্রবন্তি তত্রাস্মভ্যমিষবঃ শর্ম যংসন্॥ ১১॥

ঋজীতে পরি বৃঙ্‌ধি নোঽশ্মা ভবতু নস্তনূঃ।
সোমো অধি ব্রবীতু নোঽদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু॥ ১২॥
আ জংঘন্তি সান্বেষাং জঘনাঁ উপ জিঘ্নতে।
অশ্বাজনি প্রচেতসোঽশ্বান্ত্ সমৎসু চোদয়॥ ১৩॥
অহিরিব ভোগৈঃ পর্যেতি বাহুং জ্যায়া হেতিং পরিবাধমানঃ।
হস্তঘ্নো বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বাৎ পুমাৎ পুমাংসং পরি পাতু বিশ্বতঃ॥ ১৪॥
আলাক্তা যা রুরুশীর্ষ্ণ্যথো যস্যা অয়ো মুখম্।
ইদং পর্জন্যরেতস ইষ্বৈ দেব্যৈ বৃহন্নমঃ॥ ১৫॥
অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে।
গচ্ছামিত্রাণ্প্র পদ্যস্ব মামীষাং কং চনোচ্ছিষঃ॥ ১৬॥
যত্র বাণাঃ সংপতন্তি কুমারা বিশিখা ইব।
তত্রা নো ব্রহ্মণস্পতিরদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু বিশ্বাহা শর্ম যচ্ছতু॥ ১৭॥
মর্মাণি তে বর্মণা ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজামৃতেনানু বস্তাম্।
উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ন্তং ত্বানু দেবা মদন্তু॥ ১৮॥
যো নঃ স্বো অরণো যশ্চ নিষ্ট্যো জিঘাংসতি।
দেবাস্তং সর্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরম্॥ ১৯॥

মন্ত্রার্থ — সংগ্রাম উপস্থিত হ'লে এই রাজা যখন বর্ম পরিধান ক'রে গমন করেন, তখন তাঁর জীমূতের মতো রূপ হয়। হে রাজন্! তুমি অবিদ্ধ শরীরে জয়লাভ করো; বর্মের সেই মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক ॥ ১ ॥

আমরা ধনুর দ্বারা গাভী জয় করবো; ধনুর দ্বারা যুদ্ধ করবো; ধনুর দ্বারা তীব্র মদোন্মত্ত শত্রুসেনা বধ করবো। ধনু শত্রুর কামনা নষ্ট করুক, আমরা ধনুর দ্বারা সর্বদিক্ জয় করবো ॥ ২ ॥

এই ধনু সংলগ্ন জ্যা সংগ্রামকালে যুদ্ধের পারে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক হয়ে, যেন প্রিয়বাক্য বলবার জন্যই ধনুর্ধরীর কর্ণের নিকট আগমন করে এবং স্ত্রী যেমন প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন ক'রে কথা কয়, জ্যা সেইরকম বাণকে আলিঙ্গন ক'রে শব্দ করে ॥ ৩ ॥

সেই ধনুষ্কোটিদ্বয় অনন্যমনস্কা স্ত্রীর মতো আচরণ ক'রে শত্রুকে আক্রমণ করবার সময় মাতৃভাবে পুত্রতুল্য রাজাকে রক্ষা করুক এবং স্বকার্য উত্তমভাবে অবগত হয়ে গমনপূর্বক এই রাজার অমিত্রগণকে হিংসা ক'রে শত্রুগণকে বিদ্ধ করুক ॥ ৪ ॥

এই তূণীর বহুতর বাণের পিতা; অনেকগুলি বাণ এর পুত্র; বাণ উত্তোলন কালে এই তূণীর চিশ্বা শব্দ করে এবং যোদ্ধার পৃষ্ঠভাগে নিবদ্ধ থেকে যুদ্ধকালে বাণ প্রসবপূর্বক সমস্ত সেনা জয় করে ॥ ৫ ॥

সুসারথি রথে অবস্থান ক'রে পুরস্থিত অশ্বগণকে যেস্থানে নীত করতে ইচ্ছা করে, সেই স্থানেই নীত করে। রশ্মিসমূহ অশ্বের পশ্চাতে থেকে ইচ্ছামতো নিয়মিত করে; তাদের মহিমা স্তব করো ॥ ৬ ॥

অশ্বসকল খুর দিয়ে ধূলি উড়িয়ে রথের সাথে বেগে গমন পূর্বক শব্দ করতে করতে চলে এবং

পলায়ন না ক'রে হিংস্র শত্রুবর্গকে পদাঘাতে তাড়ন করে ॥ ৭ ॥

হব্য যেমন অগ্নিকে বর্ধিত করে, সেইরকম এই রাজার রথবাহিত ধন এঁকে বর্ধিত করুক। রথে এঁর অস্ত্র, কবচ প্রভৃতি নিহিত থাকে; আমরা সর্বদা প্রসন্নমনে সেই সুখকর রথের সমীপে গমন ক'রি ॥ ৮ ॥

রথের রক্ষকবর্গ বিপক্ষবৃন্দের সুস্বাদু অন্ন নষ্ট ক'রে স্বপক্ষীয়গণকে অন্ন দান করে। বিপৎকালে এদের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। এরা শক্তিমান্, গম্ভীর, বিচিত্র সেনাযুক্ত, বাণ বলবিশিষ্ট, অহিংস, বীর, মহান্ এবং বহুতর শত্রুকে জয় করতে সক্ষম ॥ ৯ ॥

হে স্তোতাগণ! হে পিতৃগণ! হে যজ্ঞবর্ধক সোম্যগণ! তোমরা এবং পাপরহিতা দ্যাবাপৃথিবী আমাদের মঙ্গলকর হও। পূষা আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন; আমাদের পাপশংসী শত্রু যেন প্রভুত্ব না করতে পারে ॥ ১০ ॥

বাণ সুপর্ণ ধারণ করে; মৃগ তার দন্ত। তা গাভী কর্তৃক সম্যক্‌ভাবে বদ্ধ ও প্রেরিত হয়ে পতিত হয়। যেখানে নেতাগণ একত্রে ও পৃথক্‌ভাবে বিচরণ করে, বাণসমূহ আমাদের সেই স্থানে সুখ-দান করুন ॥ ১১ ॥

হে বাণ! আমাদের পরিবর্ধিত করো; আমাদের শরীর পাষাণের মতো হোক। সোম আমাদের হয়ে বলুন; অদিতি সুখ দান করুন ॥ ১২ ॥

হে কশা! প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট সারথিবৃন্দ তোমার দ্বারা এদের শক্‌থিতে আঘাত করে, জঘন প্রদেশে আঘাত করে; তুমি সংগ্রামে অশ্বগণকে প্রেরণ করো ॥ ১৩ ॥

হস্তঘ্ন জ্যার আঘাত নিবারণ পূর্বক সর্পের মতো শরীরের দ্বারা প্রকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে এবং সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয় ও পৌরুষশালী হয়ে পুরুষকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে ॥ ১৪ ॥

যা বিষাক্ত, যার শিরোদেশ হিংসাকারী এবং যার মুখ লৌহময়, সেই পর্জন্য কার্যভূত বৃহৎ ঈষুদেবতাকে এই নমস্কার ॥ ১৫ ॥

হে মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণকৃত হিংসাকুশল ইষু! তুমি বিসৃষ্ট হয়ে পতিত হও, গমন করো এবং অমিত্রদের প্রাপ্ত হও। তুমি অমিত্রগণের মধ্যে কাউকেও অবশিষ্ট রেখো না ॥ ১৬ ॥

মুণ্ডিত কুমারগণের মতো বাণসমূহ যে যুদ্ধভূমিতে সম্পতিত হয়, সেখানে ব্রহ্মণস্পতি আমাদের সর্বদা সুখ দান করুন, অদিতি সুখ দান করুন ॥ ১৭ ॥

তোমার মর্মস্থানসমূহ বর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত করবো; তারপর সোমরাজা তোমাকে অমৃতের দ্বারা আচ্ছাদন করুন। বরুণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ হ'তেও শ্রেষ্ঠ সুখ দান করুন; তুমি বিজয়ী হ'লে দেবগণ হৃষ্ট হোন ॥ ১৮ ॥

যে জ্ঞাতি আমাদের প্রতি হৃষ্ট নয়, যে দূরে অবস্থান ক'রে আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে, তাকে সমস্ত দেবগণ হিংসা করুন। এই মন্ত্রই আমার শর নিবারক বর্ম ॥ ১৯ ॥

টীকা — যুদ্ধ যাত্রাকালে রাজাকে বর্ম ইত্যাদি পরিধান করাবার সময় এই (৭৫) সূক্তোক্ত ঋক্‌গুলি উচ্চারণ করা হয়। এই সূক্ত হ'তে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও আয়োজন দ্রব্যসমূহের পরিচয় পাওয়া যায় ॥ ১১ ঋকে 'মৃগ তার দন্ত' অর্থে মৃগের শৃঙ্গ-নির্মিত বাণের ফলা এবং 'গাভী কর্তৃক...পতিত হয়' বাক্যাংশের অর্থ গরুর স্নায়ু নিমিত জ্যা ॥ ১৪ ঋকের 'হস্তঘ্ন'—ধনুর জ্যাঘাত হ'তে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম বন্ধন করা যায়, তার নাম ॥ শেষ ঋকে 'এই মন্ত্রই আমার শর নিবারক বর্ম' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। বক্তব্য এই যে, ভরদ্বাজ বংশীয়দের সূক্তগুলি, অর্থাৎ ষষ্ঠ মণ্ডল এইখানে শেষ হলো। শেষ সূক্তের শেষ

ঋক্‌টি জ্ঞাতি-শত্রুতার পরিচয় প্রদান করছে এবং বিরুদ্ধাচারী জ্ঞাতিদের বিরুদ্ধে একটি অভিশাপ মাত্র। প্রথম মণ্ডলের শেষ (১৬) সূক্তের টীকায় এবং দ্বিতীয় মণ্ডলের শেষ সূক্তের টীকায় এইরকমভাবে 'ওঝার মন্ত্র'-এর উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বক্তব্য উল্লেখনীয়। এই সূক্তের শেষ চারটি ঋকে তাঁর কৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। যেমন, ১৬ ঋক্—"প্রার্থনাপূত হে রক্ষাস্ত্র! তুমি নিক্ষিপ্ত হয়ে দূরে গমন করো এবং দূরে গমন ক'রে রিপুগণকে প্রাপ্ত হও; রিপুগণের কোন একজনকেও অবশিষ্ট রেখো না অর্থাৎ সমস্ত রিপুকে সমূলে বিনাশ করো। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের সকল রিপুকে বিনাশ করতে যেন সমর্থ হই)।...[সম্ভবতঃ 'ব্রহ্মসংশিতে' পদ থেকে পৌরাণিক 'ব্রহ্মাস্ত্রের' সৃষ্টি হয়েছে।—আমরা মনে ক'রি, প্রার্থনাতে সাধনশক্তির প্রতিই ইঙ্গিত আছে। সেই শক্তির প্রভাবেই আমরা রিপুবর্গের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। যাতে আমরা রিপুদের সমূলে বিনাশ করতে পারি, মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই আছে]—ইত্যাদি॥ ১৭ ঋক্—"চপল কুমারগণ যেমন ইতস্ততঃ গমন করে, তেমনভাবে যে সংগ্রামে অস্ত্র-সমূহ নিক্ষিপ্ত হয়, সেই রিপুসংগ্রামে পরম আরাধনীয় দেব পরমসুখ প্রদান করুন; অনন্তস্বরূপিণী দেবী আমাদের সর্বদা পরমকল্যাণ প্রদান করুন।" (প্রার্থনা ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের রিপুজয়োৎপন্ন পরমকল্যাণ প্রদান করুন)। [রিপুসংগ্রামে ভগবান্ আমাদের রক্ষা করুন এটাই মন্ত্রের প্রধান ভাব। এই ভাবটি একটি উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করবার পক্ষে চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু নানা ব্যাখ্যাকার নানাভাবে অর্থ গ্রহণ করেছেন।...]—ইত্যাদি॥ ১৮ ঋক্—"হে দেব! আপনার রক্ষাশক্তির দ্বারা আমার মর্মস্থানসমূহ (অর্থাৎ প্রাণকেন্দ্রসমূহ) যেন সমাচ্ছাদিত করতে পারি; হে আমার মন! লোকাধিপতি শুদ্ধসত্ত্ব তোমাকে অমৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত করুন; করুণাপরায়ণ দেব তোমার মহৎ সুখ সম্পাদন করুন; দেবভাবসমূহ জয়েচ্ছু তোমাকে আনন্দিত করুন—পরিগ্রহ করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সর্ববিপদ থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাদের পরমসুখ প্রদান করুন)। [আমাদের ধারণা, এখানে...ভগবানের যে মঙ্গলশক্তি আমাদের ঘিরে আছে, যে শক্তির প্রভাবে আমরা রিপুসঙ্কুল এই জগতে বেঁচে আছি, মোক্ষমার্গে অগ্রসর হবার সুযোগ লাভ করছি, তা-ই প্রকৃত বর্ম। মর্ম বলতে প্রাণকেন্দ্রকেই বোঝায়, যে শক্তিকেন্দ্রে আঘাত লাগলে, যা বিনষ্ট হ'লে, মানুষের মৃত্যু অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী]—ইত্যাদি॥ ১৯ ঋক্—"হে ভগবন্! আত্মীয়ের ন্যায় প্রতীয়মান যে জন শত্রু হয়, এবং অন্তরাস্থিত যে রিপু আমাদের বিনাশ করতে ইচ্ছা করে, সকল দেবভাব সেই অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করেন। পরমব্রহ্ম (অথবা প্রার্থনা) আমার রিপুবারক রক্ষাকবচ হোন, পরমকল্যাণই আমার রিপুবারক রক্ষাকবচ হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের সর্ব রিপুকে বিনাশ করুন; তিনিই আমাদের রক্ষক হোন)। [আমরা মনে ক'রি 'স্বঃ' পদের অর্থ জ্ঞাতি নয়, আমাদের আপাতঃমধুর পাপ-প্রলোভনে মুগ্ধকারী রিপুদের লক্ষ্য করা হয়েছে। কারণ তারাই আমাদের সর্বাপেক্ষা ভীষণতম রিপু।...যাতে বন্ধুরূপী সেই সব রিপু নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, মন্ত্রে তার জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে]—ইত্যাদি॥

প্রথম মণ্ডল হইতে ষষ্ঠ মণ্ডল

— প্রথম খণ্ড সমাপ্ত —

◆

সপ্তম মণ্ডল

— ১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বশিষ্ঠ। ছন্দ : বিরাট্, ত্রিষ্টুপ্]

অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্হস্তচ্যুতী জনয়ন্ত প্রশস্তম্।
দূরেদৃশং গৃহপতিমথর্যুম্ ॥ ১॥
তমগ্নিমস্তে বসবো ন্যৃণ্বন্ত্সুপ্রতিচক্ষমবসে কুতশ্চিৎ।
দক্ষায্যো যো দম আস নিত্যঃ ॥ ২॥
প্রেদ্ধো অগ্নে দীদিহি পুরো নোঽজস্রয়া সূর্ম্যা যবিষ্ঠ।
ত্বাং শশ্বন্ত উপ যন্তি বাজাঃ ॥ ৩॥
প্র তে অগ্নয়োঽগ্নিভ্যো বরং নিঃ সুবীরাসঃ শোশুচন্ত দ্যুমন্তঃ।
যত্রা নরঃ সমাসতে সুজাতাঃ ॥ ৪॥
দা নো অগ্নে ধিয়া রয়িং সুবীরং স্বপত্যং সহস্য প্রশস্তম্।
ন যং যাবা তরতি যাতুমাবান্ ॥ ৫॥
উপ যমেতি যুবতিঃ সুদক্ষং দোষা বস্তোর্হবিষ্মতী ঘৃতাচী।
উপ স্বৈনমরমতির্বসূয়ুঃ ॥ ৬॥
বিশ্বা অগ্নেঽপ দহারাতীর্যেভিস্তপোভিরদহো জরূথম্।
প্র নিস্বরং চাতয়স্বামীবাম্ ॥ ৭॥
আ যস্তে অগ্ন ইধতে অনীকং বসিষ্ঠ শুক্র দীদিবঃ পাবক।
উতো ন এভিঃ স্তবথৈরিহ স্যাঃ ॥ ৮॥
বি যে তে অগ্নে ভেজিরে অনীকং মর্তা নরঃ পিত্র্যাসঃ পুরুত্রা।
উতো ন এভিঃ সুমনা ইহ স্যাঃ ॥ ৯॥
ইমে নরো বৃত্রহত্যেষু শূরা বিশ্বা অদেবীরভি সন্তু মায়াঃ।
যে মে ধিয়ং পনয়ন্ত প্রশস্তাম্ ॥ ১০॥
মা শূনে অগ্নে নি ষদাম নৃণাং মাশেষসোঽবীরতা পরি ত্বা।
প্রজাবতীষু দুর্যাসু দুর্য ॥ ১১॥
যমশ্বী নিত্যমুপযাতি যজ্ঞং প্রজাবন্তং স্বপত্যং ক্ষয়ং নঃ।
স্বজন্মনা শেষসা বাবৃধানম্ ॥ ১২॥
পাহি নো অগ্নে রক্ষসো অজুষ্টাৎ পাহি ধূর্তেরররুষো অঘায়োঃ।
ত্বা যুজা পৃতনায়ূরভি ষ্যাম্ ॥ ১৩॥

সেদগ্নিরগ্নীরত্যস্ত্বন্যান্যত্র বাজী তনয়ো বীলুপাণিঃ।
সহস্রপাথা অক্ষরা সমেতি ॥ ১৪ ॥
সেদগ্নির্যো বনুষ্যতো নিপাতি সমেদ্ধারমংহস উরুষ্যাৎ।
সুজাতাসঃ পরি চরন্তি বীরাঃ ॥ ১৫ ॥
অয়ং সো অগ্নিরাহুতঃ পুরুত্রা যমীশানঃ সমিদিন্ধে হবিষ্মান্।
পরি যমেত্যধ্বরেষু হোতা ॥ ১৬ ॥
ত্বে অগ্ন আহবনানি ভূরীশানাস আ জুহুয়াম নিত্যা।
উভা কৃণ্বন্তো বহতূ মিয়েধে ॥ ১৭ ॥
ইমো অগ্নে বীততমানি হব্যাজস্রো বক্ষি দেবতাতিমচ্ছ।
প্রতি ন ঈং সুরভীণি ব্যন্তু ॥ ১৮ ॥
মা নো অগ্নেঽবীরতে পরা দা দুর্বাসসেঽমতয়ে মা নো অস্যৈ।
মা নো অগ্নেঽবীরতে পরা দা দুর্বাসসেঽমতয়ে মা নো অস্যৈ।
মা নঃ ক্ষুধে মা রক্ষস ঋতাবো মা নো দমে মা বন আ জুহূর্থাঃ ॥ ১৯ ॥
নূ মে ব্রহ্মণ্যগ্ন উচ্ছশাধি ত্বং দেব মঘবদ্ভ্যঃ সুষূদঃ।
রাতৌ স্যামোভয়াস আ তে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ২০ ॥
ত্বমগ্নে সুহবো রণ্বসংদৃক্সুদীতী সূনো সহসো দিদীহি।
মা ত্বে সচা তনয়ে নিত্য আ ধঙ্মা বীরো অস্মন্নর্যো বি দাসীৎ ॥ ২১ ॥
মা নো অগ্নে দুর্ভৃতয়ে সচৈষু দেবেদ্ধেম্বগ্নিষু প্র বোচঃ।
মা তে অস্মান্দুর্মতয়ো ভৃমাচ্চিদ্দেবস্য সূনো সহসো নশন্ত ॥ ২২ ॥
স মর্তো অগ্নে স্বনীক রেবানমর্ত্যে য আজুহোতি হব্যম্।
স দেবতা বসুবনিং দধাতি যং সূরিরর্থী পৃচ্ছমান এতি ॥ ২৩ ॥
মহো নো অগ্নে সুবিতস্য বিদ্বান্রয়িং সূরিভ্য আ বহা বৃহন্তম্।
যেন বয়ং সহসাবন্মদেমাবিক্ষিতাস আয়ুষা সুবীরাঃ ॥ ২৪ ॥
নূ মে ব্রহ্মাণ্যগ্ন উচ্ছশাধি ত্বং দেব মঘবদ্ভ্যঃ সুষূদঃ।
রাতৌ স্যামোভয়াস আ তে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ২৫ ॥

মন্ত্রার্থ — প্রশস্ত, দূরে দৃশ্যমান, গৃহপতি ও গমনবিশিষ্ট অগ্নিকে, নেতাগণ অরণিদ্বয়ে হস্তগতি ও অঙ্গুলির দ্বারা উৎপাদন করেন ॥ ১ ॥

যিনি গৃহে নিত্য পূজনীয় ছিলেন, সেই সুদর্শন অগ্নিকে সর্বরকম ভয় হ'তে রক্ষার জন্য বসুগণ গৃহে নিহিত করেছিলেন ॥ ২ ॥

হে যুবতম অগ্নি। আপনি প্রকর্ষরূপে সমিদ্ধ হয়ে অজস্র জ্বালার সাথে আমাদের পুরোভাগে প্রদীপ্ত হোন; বহু অন্ন আপনার নিকট উপগত হচ্ছে ॥ ৩ ॥

সুজাত নেতাগণ যে অগ্নির নিকট সমাসীন হন, লৌকিক অগ্নিসমূহ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান্, কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সেই অগ্নিসমূহ বিশেষভাবে দীপ্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৪ ॥

হে অভিভব-কুশল অগ্নি! শত্রু হিংসাযুক্ত হয়ে যা বাধা প্রদান করতে পারে না, সেই কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সুন্দর অপত্যযুক্ত শ্রেষ্ঠ ধন, আপনি স্তোত্রপ্রযুক্ত হয়ে আমাদের দান করুন ॥ ৫ ॥

হব্যযুক্তা যুবতী জুহূ দিবারাত্র সুদক্ষ অগ্নির নিকট আগমন করে, স্বকীয় দীপ্তি ধনের অভিলাষী হয়ে তাঁর নিকট আগমন করে ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আপনি যে তেজের দ্বারা পরুষ শব্দকারীকে দগ্ধ ক'রে থাকেন, সেই তেজের বলে সমস্ত শত্রুবর্গকে দগ্ধ করুন। আপনি উপতাপ দূর করে রোগ নাশ করুন ॥ ৭ ॥

হে বশিষ্ঠ শুক্র, দীপ্ত, পাবক অগ্নি! যারা আপনাকে সমিদ্ধ করে, তাদের মতো আমাদেরও এই স্তোত্রে তুষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে অবস্থান করুন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! যে পিতৃহিত, মর্ত্য নেতাগণ আপনাদের তেজ বহুদেশে বিভক্ত করেছেন; তাদের মতো আমাদেরও এই স্তোত্রে প্রসন্ন হয়ে এই যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৯ ॥

যাঁরা আমার শ্রেষ্ঠ কর্মের স্তুতি করেন, সেই এই শূর নেতাগণ সংগ্রাম সমূহে সমস্ত মায়া অভিভব করুন ॥ ১০ ॥

হে অগ্নি! আমরা শূন্য গৃহে বাস করবো না, অন্য মানুষের গৃহে বাস করবো না। হে গৃহের হিতকর অগ্নি! আমরা পুত্রশূন্য ও বীরশূন্য; আমরা আপনার পরিচর্যা পূর্বক প্রজাযুক্ত গৃহে বাস করবো ॥ ১১ ॥

অশ্ববান্ অগ্নি যে যজ্ঞের আশ্রয়ভূত গৃহে গমন করেন, আমাদের সেই ভৃত্য ইত্যাদি যুক্ত, সুন্দর অপত্যবিশিষ্ট এবং ঔরসজাত পুত্রের দ্বারা বর্ধমান গৃহ দান করুন ॥ ১২ ॥

হে অগ্নি! আমাদের অপ্রীতিকর রাক্ষস হ'তে রক্ষা করুন, অদাতা পাপ-ইচ্ছুক হিংসক হ'তে রক্ষা করুন। আমি আপনার সাহায্যে পৃতনাকাম ব্যক্তিবর্গকে অভিভূত করবো ॥ ১৩ ॥

বলবান্, দৃঢ়হস্ত, বহু অন্নবিশিষ্ট, তনয় ক্ষয়রহিত স্তোত্রের দ্বারা যে অগ্নির পরিচর্যা করে, সেই অগ্নি অন্য অগ্নিকে অভিভূত করুন ॥ ১৪ ॥

যিনি প্রবোধককে হিংসা ও পাপ হ'তে রক্ষা করেন, যাঁকে সুজন্মবীরবৃন্দ পরিচর্যা করেন, তিনিই অগ্নি ॥ ১৫ ॥

যাঁকে সমৃদ্ধ ও হব্যযুক্ত ব্যক্তি সম্যক্‌ভাবে দীপ্ত করেন, যাঁকে হোতা যজ্ঞে পরিগমন করেন; সেই এই অগ্নি বহুদেশে আহুত হন ॥ ১৬ ॥

হে অগ্নি! আমরা ধনেশ্বর হয়ে আপনার উদ্দেশে নিত্য স্তোত্র ও শস্ত্রের দ্বারা যজ্ঞে প্রভূত হব্য দান করবো ॥ ১৭ ॥

হে অগ্নি! আপনি দেবগণের নিকট এই অত্যন্ত কমনীয় হব্য বহন করুন এবং গমন করুন। দেবগণের প্রত্যেকে আমাদের এই সুরভি হব্য কামনা করুন ॥ ১৮ ॥

হে অগ্নি! আমাদের অপুত্রতা প্রদান করবেন না, মন্দ বস্ত্র প্রদান করবেন না, এই অমতি আমাদের প্রদান করবেন না, আমাদের ক্ষুধা প্রদান করবেন না, রাক্ষসের হস্তে প্রদান করবেন না। হে সত্যবান্ অগ্নি! আমাদের গৃহে হিংসা করবেন না, বনে হিংসা করবেন না ॥ ১৯ ॥

হে অগ্নি! আমার অন্ন বিশেষভাবে শোধিত করুন। হে দেব! আপনি যজ্ঞবান্‌গণকে অন্ন প্রেরণ করুন। আমরা উভয়ে যেন আপনার দানে থাকি; আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ২০ ॥

হে বলের পুত্র অগ্নি! আপনি সুন্দর আহ্বানবিশিষ্ট ও রমণীয়দর্শন, আপনি শোভনদীপ্তির সাথে

প্রদীপ্ত হোন। আপনি সহায় হোন এবং ঔরসপুত্র দগ্ধ করবেন না; আমাদের মানবহিতকর পুত্র যেন ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় ॥ ২১ ॥

হে অগ্নি! আপনি সহায় হোন এবং ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিগণকে বলবেন, যেন তাঁরা আমাদের সুখে ভরণ করেন। হে বলের পুত্র অগ্নিদেব! আপনার নিগ্রহ বুদ্ধি যেন ভ্রমেও আমাদের ব্যাপ্ত না করে ॥ ২২ ॥

হে সুতেজা অমর্ত্য অগ্নি! যে ব্যক্তি আপনাকে হব্য প্রদান করে, সেই মর্ত্য ধনবান্ হয়। যাঁর নিকট স্তোতা অর্থী জিজ্ঞাসা পূর্বক গমন করে, সেই অগ্নিদেব যজমানকে ধারণ করেন ॥ ২৩ ॥

হে অগ্নি! আপনি আমাদের মহৎ কল্যাণকর কর্ম অবগত আছেন। হে বলপুত্র! আমরা আপনার স্তোতা, আমরা যার দ্বারা অক্ষীণ, পূর্ণায়ু এবং কল্যাণকর পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে হৃষ্ট হ'তে পারি, আমাদের এমন মহৎ ধন দান করুন ॥ ২৪ ॥

হে অগ্নি! আমার অন্ন বিশেষভাবে শোধিত করুন; হে দেব! আপনি যজমানবৃন্দকে অন্ন প্রেরণ করুন। আমরা উভয়ে যেন আপনার দানে অবস্থান ক'রি, আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ২৫ ॥

টীকা — বসিষ্ঠ বা তাঁর বংশীয়গণ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। বসিষ্ঠ ঋষি সুদাস রাজার পুরোহিত ছিলেন, বিশ্বামিত্র ঋষি সুদাসের শত্রু ভারতগণের পুরোহিত ছিলেন; সুতরাং বসিষ্ঠ বংশীয় ও বিশ্বামিত্র বংশীয়দের কতকটা অমিত্রতা ছিল। সুদাস পিজবন রাজার পুত্র এবং ঋগ্বেদে উল্লিখিত সকল রাজগণের মধ্যে সুদাসই প্রসিদ্ধ। ভারত ইত্যাদি দশ জাতি তাঁকে আক্রমণ ক'রে পরাজিত হয়। ৩ মণ্ডলের ৩৩ সূক্তের টীকা দ্রষ্টব্য। এমন কি বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠ বংশীয়দের অভিসম্পাত করেন, ৩ মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের টীকা ২৩ ও ২৪ ঋক্ দ্রষ্টব্য এবং বসিষ্ঠও বিশ্বামিত্র পক্ষীয়দের প্রতি যথেষ্ট কঠিন মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, ৭/৮৩/৭ এবং ৭/১০৪/১৩ থেকে ১৬ ঋক্ দ্রষ্টব্য।—ঋষিদের এই বৈরভাব ভুলে গিয়ে যদি আমরা তাঁদের সূক্তগুলি পাঠ ক'রি, তাহলে আমাদের হৃদয় ভক্তিপূর্ণ হয়। বিশ্বামিত্রের জগদ্বিখ্যাত গায়ত্রী ও ওজস্বিতা একমাত্র দৈব বলের আরাধনা (৩/৫৫) এখনও একেশ্বরবাদীদের হৃদয় আলোড়িত করে। বসিষ্ঠের পাপ-অনুশোচনা ও ধর্ম-পিপাসা (৭/৮৬ থেকে ৮৯ সূক্ত) সেইরকম পবিত্র ভাবে হৃদয়কে প্লাবিত করে ॥ ৬ ঋকে 'জুহু' শব্দের অর্থ যজ্ঞে ব্যবহৃত কাষ্ঠপাত্র বিশেষ ॥

আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতার পৃষ্ঠায় আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত অনুবাদ ও বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। যথা,—১ ঋক্—"জননায়ক শ্রেষ্ঠপুরুষগণ, সৎকর্মপ্রসূত মেধাপ্রভাবে (জ্ঞান-কিরণের সাহায্যে), দূরে দৃশ্যমান অথবা নিজের দেহরূপ গৃহেরই অধিপতিরূপে বিদ্যমান, বিচ্ছিন্নসম্বন্ধ অথবা চিরসম্বন্ধবিশিষ্ট, সেই জ্ঞানদেবতাকে ভক্তিসহযুত কর্মের মধ্যেই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।" (মন্ত্রের ভাব,—দৃষ্টিশক্তির তারতম্য অনুসারে, কেউ বা মনে করেন,—সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব দূরে আছেন; কেউ বা তাঁকে দেহ-রূপ গৃহেরই অধিপতিরূপে দর্শন করেন; কেউ দেখেন—তাঁর সাথে আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; কেউ দেখেন—সেই সম্বন্ধ চির-অবিচ্ছিন্ন। এমন যে জ্ঞান-দেবতা শ্রেষ্ঠপুরুষগণ, নিজেদের সৎকর্মপ্রসূত মেধার প্রভাবে, ভক্তিসহযুত কর্মের মধ্যেই, তাঁকে দেখতে পান) ॥ ২ ঋক্—"পূজনীয় শাশ্বত যে জ্ঞান সর্বত্র বর্তমান আছেন, পরমধনার্থী (অথবা জ্ঞানার্থী) সাধকগণ সকল ভয়েরই কারণ হ'তে রক্ষা লাভের জন্য পরমোজ্জ্বল প্রসিদ্ধ সেই পরাজ্ঞানকে হৃদয়ে স্থাপন করেন।" (নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—সাধকেরা সর্ববিপদ হ'তে এবং শত্রুগণ হ'তে রক্ষালাভের জন্য তাঁদের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করেন)। [পূর্বের মন্ত্রেই অগ্নিদেব তথা জ্ঞানদেবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, দৃষ্টিশক্তির তারতম্য অনুসারে মানুষ তাঁকে বিভিন্ন বিপরীত ভাবে দর্শন

ক'রে থাকে। যাঁরা দূরে তাঁরা দেখে তিনি দূরে আছেন; যাঁরা তাঁর নিকটস্থ হ'তে পেরেছেন, তাঁরা দেখতে পান—এই তো তিনি আমাদের দেহেরেই অধিপতি হয়ে আছেন। এইভাবে যাঁরা তাঁকে ধরতে পারেননি, তাঁরা বলেন—তিনি 'হস্তচ্যুতং' অর্থাৎ নিঃসম্বন্ধ; যাঁরা তাঁকে ধরতে পেরেছেন, তাঁরা জানেন—তিনি 'অথব্যুং', অর্থাৎ তিনি তো আমাদের মধ্যেই চিরসম্বন্ধযুক্ত হয়ে রয়েছেন। এটাই তাঁর, অর্থাৎ জ্ঞানদেবের, স্বরূপ। যে তাঁকে ধরতে পারে, সে তাঁকেই ধরে আছে; যে তাঁকে ধরতে পারেনি সে তাঁর থেকে অনেক দূরেই থেকে গিয়েছেন। জ্ঞানকে সকলে চিনতে পারে না, জ্ঞানদেবের ভাব বা দান সকলের আয়ত্তাধীন হয় না। এখানে, এই মন্ত্রে, তাই বলা হচ্ছে, অপবিত্র বস্তু (পাপ, হিংসা ইত্যাদি) জ্ঞানদেবতার কাছে আসতে পারে না। জ্ঞানাগ্নির দ্বারা সকল অজ্ঞানতাই দগ্ধীভূত হয়ে যায়]।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্— "নিত্যতরুণ হে জ্ঞানদেব! জ্যোতির্ময় আপনি প্রভূতপরিমাণ তেজের সাথে আমাদের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে আবির্ভূত হোন; যেহেতু সর্বশক্তি আপনাকেই প্রাপ্ত হয়।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্বশক্তিদায়ক পরাজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক)। [ইতিপূর্বেও অগ্নিকে 'যবিষ্ঠ' বলা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারেরা বলেন—যজ্ঞকার্যের জন্য প্রত্যেকবারই নতুনভাবে অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষণ ক'রে অগ্নি উৎপাদন করা হয়, সেই জন্য তিনি 'যুবতম'। অগ্নিকে স্থূল প্রজ্বলিত অগ্নি না ধ'রে তাঁকে জ্ঞানাগ্নি তথা ভগবানের জ্ঞানদেবরূপ বিভূতি ধরলেও সেই একই ভাব আসে। যদিও জ্ঞান নিত্য শাশ্বত; তথাপি প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে নব নব ভাবে তিনি আবির্ভূত হচ্ছেন। মানুষের হৃদয়ে যে সৎকর্মরূপ অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষিত হচ্ছে, তার দ্বারাই জ্ঞানাগ্নির উৎপন্নতা। জ্ঞান অনাদি অনন্ত, তা নিত্য বর্তমান। কিন্তু সাধকের হৃদয়ে প্রত্যেকবারেই তা নূতনভাবে দেখা দেয় ব'লে তাকে চিরনূতন বলা হয়েছে]।—ইত্যাদি।

◆◆

— ২ সূক্ত —

[দেবতা : আপ্রী। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

জুষস্ব নঃ সমিধমগ্নে অদ্য শোচা বৃহদ্যজতং ধূমমৃণ্বন্।
উপ স্পৃশ দিব্যং সানু স্তূপৈঃ সং রশ্মিভিস্ততনঃ সূর্যস্য ॥ ১॥
নরাশংসস্য মহিমানমেষামুপ স্তোষাম যজতস্য যজ্ঞৈঃ।
যে সুক্রতবঃ শুচয়ো ধিয়ন্ধাঃ স্বদন্তি দেবা উভয়ানি হব্যা ॥ ২॥
ঈলেন্যং বো অসুরং সুদক্ষমন্তর্দূতং রোদসী সত্যবাচম্।
মনুষ্বদগ্নিং মনুনা সমিদ্ধং সমধ্বরায় সদমিন্মহেম্ ॥ ৩॥
সপর্যবো ভরমাণা অভিজ্ঞু প্র বৃঞ্জতে নমসা বর্হিরগ্নৌ।
আজুহ্বানা ঘৃতপৃষ্ঠং পৃষদ্বদধ্বর্যবো হবিষা মর্জয়ধ্বম্ ॥ ৪॥
স্বাধ্যোঽবি দুরো দেবয়ন্তোঽশিশ্রয়ূ রথয়ুর্দেবতাতা।
পূর্বী শিশুং ন মাতরা রিহাণে সমগ্রুবো ন সমনেম্বঞ্জন্ ॥ ৫॥
উত যোষণে দিব্যে মহী ন উষাসানাক্তা সুদুঘেব ধেনুঃ।
বর্হিষদা পুরুহূতে মঘোনী আ যজ্ঞিয়ে সুবিতায় শ্রয়েতাম্ ॥ ৬॥

বিপ্রা যজ্ঞেষু মানুষেষু কারু মন্যে বাং জাতবেদসা যজধ্যৈ।
ঊর্ধ্বং নো অধ্বরং কৃতং হবেষু তা দেবেষু বনথো বার্যাণি ॥ ৭॥
আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইলা দেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।
সরস্বতী সারস্বতেভিরর্বাক্ তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু ॥ ৮॥
তন্নস্তুরীপমধ পোষয়িত্নু দেব ত্বষ্টর্বি ররাণঃ স্যস্ব।
যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ ॥ ৯॥
বনস্পতেঽব সৃজোপ দেবানগ্নির্হবিঃ শমিতা সূদয়াতি।
সেদু হোতা সত্যতরো যজাতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ ॥ ১০॥
আ যাহ্যগ্নে সমিধানো অর্বাঙিন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেভিঃ।
বর্হির্ন আস্তামদিতিঃ সুপুত্রা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! অদ্য আমাদের সমিধ সেবা করুন; যজনীয় ধূম প্রেরণ পূর্বক অত্যন্ত দীপ্ত হোন; তপ্ত রশ্মির দ্বারা অন্তরীক্ষের সানুপ্রদেশ স্পর্শ করুন এবং সূর্যের রশ্মিসমূহের সাথে সঙ্গত হোন ॥ ১ ॥

সুক্রতু, দীপ্তিমান্ এবং কর্মসমূহের ধারয়িতা, যে দেববর্গ উভয় হব্য ভক্ষণ করেন, আমরা তাঁদের মধ্যে স্তোত্রের দ্বারা যজনীয় নরাশংসের মহিমার স্তুতি ক'রি ॥ ২ ॥

আপনারা স্তুতির যোগ্য, অসুর, সুদক্ষ, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে দূত, সত্যবাক্, মানবগণের মতো মনু কর্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিকে সর্বদা পূজা করুন ॥ ৩ ॥

পরিচর্যার অভিলাষীগণ জানু স্থাপন পূর্বক পাত্র পূর্ণ ক'রে হব্যের সাথে অগ্নিকে বর্হি দান করছেন। হে অধ্বর্যুগণ! ঘৃতপৃষ্ঠ, স্থূলবিন্দুযুক্ত বর্হি হোম পূর্বক প্রদান করো ॥ ৪ ॥

সুকর্মা, দেবাভিলাষী এবং রথের অভিলাষীগণ যজ্ঞে দ্বার আশ্রয় করেছেন। মাতৃদ্বয় যেমন শিশুকে লেহন করে, সেই রকম লেহনকারী ও পূর্বাভিমুখী জুহু ও উপভৃতিকে নদীর মতো যজ্ঞে সিক্ত করছেন ॥ ৫ ॥

যুবতী, দিব্যা, মহতী, কুশের উপর আসীনা, বহুস্তুতা, ধনবতী, যজ্ঞের যোগ্যা, অহোরাত্রি কামদুঘা ধেনুর মতো কল্যাণের জন্য আমাদের আশ্রয় করুন ॥ ৬ ॥

হে বিপ্র, জাতবেদা, মানবগণের যজ্ঞে কর্মকর্তা দেবীদ্বয়! আমি আপনাদের যাগ করবার জন্য স্তুতি ক'রি। স্তব করা হ'লে পর আমাদের যজ্ঞ দেব-অভিমুখী করুন; আপনারা দেববৃন্দের মধ্যে বিদ্যমান বরণীয় ধন বিভাগ ক'রে দিন ॥ ৭ ॥

ভারতীগণের সাথে সঙ্গতাভারতী আগমন করুন, দেবতা ও মানবগণের সাথে ইলা আগমন করুন। সারস্বতগণের সাথে সরস্বতীও আগমন করুন। দেবীত্রয় আগমন ক'রে এই কুশে উপবেশন করুন ॥ ৮ ॥

হে দেব ত্বষ্টা! যার দ্বারা বীর, কর্মকুশল, বলশালী ও সোম অভিষবের জন্য প্রস্তরহস্ত দেব-অভিলাষী পুত্র উৎপন্ন হ'তে পারে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে সেইরকম ত্রাণকুশল ও পুষ্টিকারী বীর্য প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

হে বনস্পতি! আপনি দেবতাবৃন্দকে সমীপে আনয়ন করুন। পশুর সংস্কারক অগ্নি বনস্পতি

দেবতাগণের উদ্দেশে হব্য প্রেরণ করুন। সেই যজ্ঞরূপ দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নি যজ্ঞ করুন, কারণ তিনিই দেবতাগণের জন্ম জ্ঞাত আছেন ॥ ১০॥

হে অগ্নি! আপনি দীপ্তিযুক্ত হয়ে ইন্দ্র ও ত্বরান্বিত দেবগণের সাথে এক রথে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। সুপুত্রবিশিষ্ট অদিতি কুশে উপবেশন করুন। নিত্য দেববৃন্দ স্বাহাযুক্ত হয়ে তৃপ্তিলাভ করুন ॥ ১১ ॥

টীকা — ২ ঋকে 'যে দেবগণ উভয় হব্য ভক্ষণ করেন' অর্থাৎ সোম ও হবিঃ সংস্থাদি। সায়ণ ॥ ৩ ঋকে 'অসুর' শব্দটি আছে। সপ্তম মণ্ডলে 'অসুর' শব্দের আটবার ব্যবহার হয়েছে, যথা—২ সূক্তে ৩ ঋকে 'অসুর' শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে, ৬ সূক্তে ১ ঋকে 'অসুর' শব্দ বৈশ্বানর সম্বন্ধে, ১৩ সূক্তে 'অসুরঘ্ন' শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে, ৩০ সূক্তে ৩ ঋকে 'অসুর' শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে, ৩৬ সূক্তে ২ ঋকে 'অসুর' শব্দ মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে, ৫৬ সূক্তে ২৪ ঋকে 'অসুর' শব্দ বীর সম্বন্ধে, ৬৫ সূক্তে ২ ঋকে 'অসুর' শব্দ মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে, ৯৯ সূক্তে 'অসুর' শব্দ বর্চী সম্বন্ধে॥ বর্তমান সূক্তের ৮, ৯, ১০ ও ১১ ঋক্ ৩য় মণ্ডলের ৪ সূক্তের ৮, ৯, ১০ ও ১১ ঋকের অনুরূপ। 'ভারতী' সম্পর্কে ৩য় মণ্ডলের ৪ সূক্তের ৮ ঋকের টীকায় প্রদত্ত হয়েছে॥

বর্তমান সূক্তের প্রতিটি ঋকেই আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ সজোষা যজিষ্ঠং দূতমধ্বরে কৃণুধ্বম্।
যো মর্ত্যেষু নিধ্রুবির্ঋতাবা তপুর্মূর্ধা ঘৃতান্নঃ পাবকঃ ॥ ১॥
প্রোথদশ্বো ন যবসেঽবিষ্যন্যদা মহঃ সম্বরণাদ্ব্যস্থাৎ।
আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরধ স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি ॥ ২॥
উদ্যস্য তে নবজাতস্য বৃষ্ণোঽগ্নে চরন্ত্যজরা ইধানাঃ।
অচ্ছা দ্যামরুষো ধূম এতি সং দূতো অগ্ন ঈয়সে হি দেবান্ ॥ ৩॥
বি যস্য তে পৃথিব্যাং পাজো অশ্রেত্তৃষু যদন্না সমবৃক্ত জম্ভৈঃ।
সেনেব সৃষ্টা প্রসিতিষ্ট এতি যবং ন দস্ম জুহ্বা বিবেক্ষি ॥ ৪॥
তমিদ্দোষা তমুষসি যবিষ্ঠমগ্নিমত্যং ন মর্জয়ন্ত নরঃ।
নিশিশানা অতিথিমস্য যোনৌ দীদায় শোচিরাহুতস্য বৃষ্ণঃ ॥ ৫॥
সুসন্দৃক্তে স্বনীক প্রতীকং বি যদুক্মো ন রোচস উপাকে।
দিবো ন তে তন্যতুরেতি শুষ্মশ্চিত্রো ন সূরঃ প্রতি চক্ষি ভানুম্ ॥ ৬॥
যথা বঃ স্বাহাগ্নয়ে দাশেম পরীলাভির্ঘৃতবদ্ভিশ্চ হব্যৈঃ।
তেভির্নো অগ্নে অমিতৈর্মহোভিঃ শতং পূর্ভিরায়সীভির্নি পাহি ॥ ৭॥

যা বা তে সন্তি দাশুষে অধৃষ্টা গিরো ব যাভির্নৃবতীরুরুষ্যাঃ।
তাভির্নঃ সূনো সহসো নি পাহি স্মৎসূরীঞ্জরীতৃঞ্জাতবেদঃ ॥ ৮॥
নির্যৎপূতেব স্বধিতিঃ শুচির্গাৎস্বয়া কৃপা তন্বাহরোচমানঃ।
আ যো মাত্রোরুশেন্যো জনিষ্ট দেবযজ্যায় সুক্রতুঃ পাবকঃ ॥ ৯॥
এতা নো অগ্নে সৌভগা দিদীহ্যপি ক্রতুং সুচেতসং বতেম।
বিশ্বা স্তোতৃভ্যো গৃণতে চ সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে দেবগণ! যিনি মর্ত্যগণের মধ্যে অত্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি যজ্ঞবান্ তাপক, তেজবিশিষ্ট, ঘৃতান্নযুক্ত ও পাবক, যিনি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ও অন্য অগ্নিসমূহের সাথে মিলিত, সেই অগ্নিদেবকে আপনারা দূত করুন ॥ ১ ॥

যখন অগ্নি অশ্বের মতো ঘাস ভক্ষণ ক'রে ও শব্দ ক'রে মহৎ নিরোধ হ'তে বৃক্ষ সমূহে অবস্থান করেন, তখন তাঁর দীপ্তি প্রবাহিত হয়। তারপর হে অগ্নি! আপনার কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্ম হয় ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনারা নবজাত অভীষ্ট যে জরারহিতা শিখা সমিদ্ধ হয়ে উন্নত হয়, তার আরোচমান ধূম দ্যুলোকে গমন করে; হে অগ্নি! আপনি দেববৃন্দকে সম্প্রাপ্ত হয়ে থাকেন ॥ ৩ ॥

যখন আপনি দন্তের দ্বারা কাষ্ঠ ইত্যাদিরূপ অন্ন ভক্ষণ করেন, আপনার তেজ পৃথিবীতে বিমিশ্রিত হয়। আপনার শিখা সোনার মতো বিসৃষ্ট হয়ে গমন করে; হে দর্শনীয় অগ্নি! আপনি শিখার দ্বারা যবের মতো কাষ্ঠ ইত্যাদি ভক্ষণ করেন ॥ ৪ ॥

মানবগণ যুবতম অতিথির মতো পূজ্য, সেই অগ্নিকে তার স্থানে রাত্রিতে ও দিবাভাগে প্রদীপ্ত ক'রে সততগামী অশ্বের মতো পরিচর্যা করে। আহুত অভীষ্টবর্ষী অগ্নির শিখা প্রদীপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

হে সুন্দর তেজবিশিষ্ট অগ্নি! আপনি যখন সূর্যের মতো সমীপে দীপ্তি প্রাপ্ত হন, তখন আপনার রূপ দর্শনীয় হয়। আপনার তেজ অন্তরীক্ষ হ'তে অশনির মতো নির্গত হয়; আপনি দর্শনীয় সূর্যের মতো স্বয়ং দীপ্তি প্রদর্শন করিয়ে থাকেন ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! আমরা যেমন গব্য ও ঘৃতযুক্ত হব্যের দ্বারা আপনাদের স্বাহা দান করবো, হে অগ্নি! আপনিও সেইরকম সেই অমিত তেজের বলে অপরিমিত আয়োনির্মিত নগরীর দ্বারা আমাদের রক্ষা করো ॥ ৭ ॥

হে বলের পুত্র জাতবেদা! আপনি দানশীল, আপনার যে শিখা আছে এবং যে বাক্যের দ্বারা পুত্রবান্ প্রজাগণকে আপনি রক্ষা করেন, সেই সমুদয়ের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন; প্রশস্ত এবং হব্যপ্রেরক স্তোতাবৃন্দকে রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

যখন শুচি অগ্নি আপন শরীরের দ্বারা কৃপাবশত রোচমান হয়ে 'তীক্ষ্ণীকৃত পরশুর মতো কাষ্ঠ হ'তে নির্গত হন, তখন তিনি যাগযোগ্য হন। কমনীয়, সুকর্মা-পাবক অগ্নি মাতৃভূত অরণিদ্বয় হ'তে জাত হয়েছেন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! আমাদের এই সুন্দর ধন দান করুন, আমরা যেন যজ্ঞকারী ও সুচেতঃ পুত্র লাভ করতে পারি। সমস্ত ধন উদ্গাতাগণের ও স্তুতিকারীগণের হোক; আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — ৭ ঋকে মূলে 'আয়সীভিঃ' আছে। লৌহময় নগর কি? অতিশয় নিরাপদে রক্ষা করো, এই

মর্ম। সায়ণ 'আয়সীভিঃ' অর্থে 'হিরন্ময়ীভিঃ' করেছেন॥

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে 'সামবেদ-সংহিতা'র পৃষ্ঠা থেকে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা,—১ ঋক—"হে আমার চিত্ত বৃত্তিসমূহ। তোমরা জ্ঞানতেজের সাথে মিলিত হও; যে জ্ঞানদেব মানুষের মধ্যে ধ্রুবতারারূপে বর্তমান আছেন, যিনি সত্যপ্রাপক, পরম তেজঃ-সম্পন্ন, অমৃতময় শক্তিযুক্ত, পবিত্রকারক, সেই আরাধনীয় জ্ঞানদেবকে সৎকর্মের সাধনে দূত করো।" (আত্ম-উদ্বোধনমূলক এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্মের সাধনে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হই)। [মন্ত্রে জ্ঞানের মাহাত্ম্যও প্রখ্যাপিত হয়েছে। সকল কর্মে জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণের জন্য আত্ম-উদ্বোধনা রয়েছে। জ্ঞান কেমন? তিনি 'ঋতাবা'—সত্যপ্রাপক। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সত্যলাভ করতে পারে। সত্য কি? ভগবান্। তিনি সত্যস্বরূপ—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। জ্ঞান 'তপুমূর্ধা ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পাপনাশক, পরম তেজঃসম্পন্ন। জ্ঞান হৃদয়ে এলে হৃদয় থেকে পাপ-অন্ধকার তিরোহিত হয়, জ্ঞানাগ্নিতে পাপের আবর্জনা দগ্ধ হয়ে যায়। সেই জ্ঞান মানুষের হৃদয়ে ধ্রুবতারারূপে বিরাজিত থেকে তাকে ধ্রুব লক্ষ্যের প্রতি চালনা করে। তাই 'অধ্বরে দূতং কৃণুধ্বং'—জীবনের প্রত্যেক সৎকর্মে জ্ঞানকে দূতরূপে গ্রহণ করো]।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"যখন পরমদেব ঘনকৃষ্ণ বিপর্যস্ত অজ্ঞান-আবরণ হ'তে অশ্বের মতো শীঘ্রবেগে আশু জ্ঞান প্রদান ক'রে সাধককে রক্ষা করেন, তখন সাধকের অন্ধকারময় মার্গ ভগবানের অনুক্রমে পরিচালিত হয়; হে দেব! আপনার জ্যোতিঃ অধঃপতিত জনের উপরেও বর্তমান আছে।" (নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রের ভাব এই যে, ভগবান্ কৃপাপূর্বক জ্ঞান দান ক'রে সাধককে মোক্ষের পথে পরিচালিত করেন)। [মন্ত্রের শেষাংশ ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ক'রে উক্ত হয়েছে। তাতে ভগবানের মহিমাই ব্যাখ্যাত হয়েছে।...তাঁর অপার করুণা পাপী-তাপী সর্বত্রই বর্তমান।...]।—ইত্যাদি॥—৩ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! সাধকের হৃদয়ে নব প্রাদুর্ভূত অভীষ্টবর্ধক যে আপনার নিত্য, ঐকান্তিক প্রার্থনা ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানতার নাশক সৎকর্মে দূতস্বরূপ জ্যোতির্ময় সেই আপনি দ্যুলোকের প্রতি সম্যক্‌রূপে গমন করেন; হে জ্ঞানদেব! আপনিই দেবভাবগুলিকে প্রাপ্ত হন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানীরা ভগবৎপরায়ণ হন; জ্ঞানের দ্বারা লোক ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হয়)। [মন্ত্রের 'নবজাতস্য' পদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানকে এখানে 'নবজাত' বলা হয়েছে। জ্ঞান তো চিরপুরাতন, অনন্ত, তবে তা নবজাত হলো কিভাবে? হয়। পৃথিবী তো পুরাতন, তার সব কিছুই তো পুরাতন, তবু আজ যে নতুন অতিথি পৃথিবীতে এল, তার কাছে তো সবই নতুন। এ-সবের কোন কিছুরই সাথে তো তার পরিচয় নেই। নতুন কোন দেশে কেউ ভ্রমণ করতে গেলে, সেখানকার সব পুরাতনই তো তার চোখে নতুন ব'লে মনে হবে। ঠিক তেমনভাবেই জ্ঞান নিত্য, প্রাচীন হলেও ব্যক্তিবিশেষের কাছে (অর্থাৎ যে সাধকের হৃদয়ে এই প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ হলো—তার কাছে) তো তা নতুন]। —ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র বঃ শুক্রায় ভানবে ভরধ্বং হব্যং মতিং চাগ্নয়ে সুপূতম্।
যো দৈব্যানি মানুষা জনূংষ্যন্তর্বিশ্বানি বিদ্মনা জিগাতি ॥ ১॥

স গৃৎসো অগ্নিস্তরুণশ্চিদস্ত যতো যবিষ্ঠো অজনিষ্ট মাতুঃ।
সং যো বনা যুবতে শুচিদন্ভূরি চিদন্না সমিদত্তি সদ্যঃ ॥ ২॥
অস্য দেবস্য সংসদ্যনীকে যং মর্তাসঃ শ্যেতং জগৃভ্রে।
নি যো গৃভং পৌরুষেয়ীমুবোচ দুরোকমগ্নিরায়বে শুশোচ ॥ ৩॥
অয়ং কবিরকবিষু প্রচেতা মর্তেষ্বগ্নিরমৃতো নি ধায়ি।
স মা নো অত্র জুহুরঃ সহস্বঃ সদা ত্বে সুমনসঃ স্যাম ॥ ৪॥
আ যো যোনিং দেবকৃতং সসাদ ক্রত্বা হ্যগ্নিরমৃতা অতারীৎ।
তমোষধীশ্চ বনিনশ্চ গর্ভং ভূমিশ্চ বিশ্বধায়সং বিভর্তি ॥ ৫॥
ঈশে হ্যগ্নিরমৃতস্য ভূরেরীশে রায়ঃ সুবীর্যস্য দাতোঃ।
মা ত্বা বয়ং সহসাবন্নবীরা মাপ্সবঃ পরি ষদাম মাদুবঃ ॥ ৬॥
পরিষদ্যং হ্যরণস্য রেক্ণো নিত্যস্য রায়ঃ পতয়ঃ স্যাম।
ন শেষো অগ্নে অন্যজাতমস্ত্যচেতানস্য মা পথো বি দুক্ষঃ ॥ ৭॥
নহি গ্রভায়ারণঃ সুশেবোঽন্যোদর্যো মনসা মন্তবা উ।
অধা চিদোকঃ পুনরিৎস এত্যা নো বাজ্যভীষালেতু নব্যঃ ॥ ৮॥
ত্বমগ্নে বনুষ্যতো নি পাহি ত্বমু নঃ সহসাবন্নবদ্যাৎ।
সং ত্বা ধ্বস্মন্বদভ্যেতু পাথঃ সং রয়িং স্পৃহয়ায্যঃ সহস্রী ॥ ৯॥
এতা ন অগ্নে সৌভগা দিদীহ্যপি ক্রতুং সুচেতসং বতেম।
বিশ্বা স্তোতৃভ্যো গৃণতে চ সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — তোমরা শুভ্র এবং দীপ্ত অগ্নিকে সুপূত হব্য ও স্তুতি প্রদান করো। অগ্নি দৈব মনুষ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থের মধ্যে প্রজ্ঞার দ্বারা গমন করেন ॥ ১॥

অগ্নি অরণি হ'তে যুবতম হয়ে জাত হয়েছেন, অতএব সেই মেধাবী অগ্নি তরুণ হোন। দীপ্ত দণ্ড অগ্নি বনসমূহ অগ্নিসংযুক্ত করেন এবং ক্ষণমাত্রে প্রভূত অন্ন ভক্ষণ করেন ॥ ২॥

মর্ত্য যে শুভ্র অগ্নিকে দেবের মুখ্য স্থানে পরিগ্রহ করেন, যিনি পুরুষগণ কর্তৃক গৃহীত বস্তু সেবা করেন, সেই অগ্নি মানবগণের জন্য শত্রুবর্গের দুঃসেব্যরূপে দীপ্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৩॥

কবি, প্রকাশক, অমর অগ্নি অকবি মর্ত্যগণের মধ্যে নিহিত হয়েছেন। হে বলবান্ অগ্নি! আমরা সর্বদা আপনার ভক্ত থাকবো; আপনি আমাদের হিংসা করবেন না ॥ ৪॥

যেহেতু অগ্নি কর্মের দ্বারা দেবগণকে উত্তীর্ণ করেছেন, অতএব তিনি দেবকৃত স্থানে উপবেশন করেন। ওষধি ও বৃক্ষসমূহ, বিশ্বধারক ও গর্ভে বিদ্যমান সেই অগ্নিকে ধারণ করে, ভূমিও তাঁকে ধারণ করে ॥ ৫॥

অগ্নি প্রভূত অমৃত দান করতে সক্ষম; সুন্দর বীর্যযুক্ত ধন দান করতে সক্ষম। হে বলবান্ অগ্নি! আমরা যেন পুত্র ইত্যাদি রহিত হয়ে উপবেশন না ক'রি, রূপরহিত হয়ে উপবেশন না ক'রি এবং পরিচর্যা রহিত হয়ে উপবেশন না ক'রি ॥ ৬॥

অঋণী ব্যক্তির ধন পর্যাপ্ত হয়, অতএব আমরা নিত্য ধনের পতি হবো। হে অগ্নি! যেন অপত্য অন্য জাত না হয়। অবেত্তার পথ জাত হবেন না ॥ ৭॥

অন্যজাত পুত্র সুখকর হলেও তাকে পুত্র ব'লে গ্রহণ করতে অথবা মনে করতে পারা যায় না। আর সে পুনরায় আপন স্থানে গমন করে। অতএব অন্নবান্, শত্রুনাশক, নবজাত পুত্র আমাদের নিকট আগমন করুক ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! আপনি আমাদের হিংসক হ'তে রক্ষা করুন, হে বলবান্! আপনি আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন, নির্দোষ অন্ন আপনার নিকট গমন করুক, স্পৃহনীয় সহস্রসংখ্যক ধন আমাদের প্রাপ্ত হোক ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! আমাদের এই সুন্দর ধন দান করুন; আমরা যেন যজ্ঞকারী ও সুচেতা পুত্র লাভ করতে পারি। সমস্ত ধন উদ্গাতাগণের ও স্তুতিকারীবৃন্দের হোক; আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — ৭ ঋকে মূলে 'অন্যজাতং' আছে। অন্যজাত অপত্য অর্থ কি? এই ঋকে ও পরের ঋকে কি দত্তকপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়?—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র এই সূক্তেও প্রাপ্তব্য।

◆ ◆

— ৫ সূক্ত —

[দেবতা : বৈশ্বানর অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রাগ্নয়ে তবসে ভরধ্বং গিরং দিবো অরতয়ে পৃথিব্যাঃ।
যো বিশ্বেষামমৃতানামুপস্থে বৈশ্বানরো বাবৃধে জাগৃবদ্ভিঃ ॥ ১ ॥
পৃষ্টো দিবি ধায্যগ্নিঃ পৃথিব্যাং নেতা সিন্ধূনাং বৃষভঃ স্তিয়নাম্।
স মানুষীরভি বিশো বি ভাতি বৈশ্বানরো বাবৃধানো বরেণ ॥ ২ ॥
ত্বদ্ভিয়া বিশ আয়ন্নসিক্নীরসমনা জহতীর্ভোজনানি।
বৈশ্বানর পূরবে শোশুচানঃ পুরো যদগ্নে দরয়ন্নদীদেঃ ॥ ৩ ॥
তব ত্রিধাতু পৃথিবী উত দৌর্বৈশ্বানর ব্রতমগ্নে সচন্ত।
ত্বং ভাসা রোদসী আ ততন্থাজস্রেণ শোচিষা শোশুচানঃ ॥ ৪ ॥
ত্বামগ্নে হরিতো বাবশানা গিরঃ সচন্তে ধুনয়ো ঘৃতাচীঃ।
পতিং কৃষ্টীনাং রথ্যং রয়ীণাং বৈশ্বানরমুষসাং কেতুমহ্নাম্ ॥ ৫ ॥
ত্বে অসুর্যং বসবো ন্যৃণ্বন্ক্রতুং হি তে মিত্রমহো জুষন্ত।
ত্বং দস্যূঁরোকসো অগ্ন আজ উরু জ্যোতির্জনয়ন্নার্যায় ॥ ৬ ॥
স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্বায়ুর্ন পাথঃ পরি পাসি সদ্যঃ।
ত্বং ভুবনা জনয়ন্নভি ক্রন্নপত্যায় জাতবেদো দশস্যন্ ॥ ৭ ॥
তামগ্নে অস্মে ইষমেরয়স্ব বৈশ্বানর দ্যুমতীং জাতবেদঃ।
যয়া রাধঃ পিন্বসি বিশ্ববার পৃথু শ্রবো দাশুষে মর্ত্যায় ॥ ৮ ॥

তং নো অগ্নে মঘবদ্ভ্যঃ পুরুক্ষুং রয়িং নি বাজং শ্রুত্যং যুবস্ব।
বৈশ্বানর মহি নঃ শর্ম যচ্ছ রুদ্রেভিরগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — যে বৈশ্বানর যজ্ঞে জাগরিত সমস্ত দেবগণের সাথে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, সেই প্রবৃদ্ধ এবং অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে গমনশীল অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ করো ॥ ১ ॥

নদীবর্গের নেতা যে জলবর্ষী অর্চিত অগ্নি অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে নিসৃত হয়েছেন, সেই বৈশ্বানর শ্রেষ্ঠ হব্যের দ্বারা বর্ধিত হয়ে মানব প্রজাবৃন্দের অভিমুখে শোভা প্রাপ্ত হন ॥ ২ ॥

হে বৈশ্বানর! যখন আপনি পুরুষ সমীপে দীপ্যমান হয়ে তার শত্রুর পুরী বিদীর্ণ ক'রে প্রজ্বলিত হয়েছিলেন, তখন আপনার ভয়ে অসিক্নী প্রজাবৃন্দ পরস্পর অসমেত হয়ে ভোজন ত্যাগ পূর্বক আগমন করেছিল ॥ ৩ ॥

হে বৈশ্বানর অগ্নি! অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ও দ্যুলোক আপনার ব্রত সেবা করে। আপনি অজস্র প্রকাশের দ্বারা দীপ্যমান হয়ে আপন দীপ্তিতে দ্যাবাপৃথিবী বিস্তারিত করেন ॥ ৪ ॥

হে বৈশ্বানর অগ্নি! আপনি প্রজাগণের পতি, ধনসমূহের নেতা এবং ঊষা ও দিবসের মহান্ কেতু স্বরূপ। অশ্বগণ কাময়মান হয়ে আপনাকে সেবা করে, পাপনাশক ও ঘৃতযুক্ত বাক্য আপনাকে সেবা করে ॥ ৫ ॥

হে মিত্রগণের পূজয়িতা অগ্নি! বসুগণ আপনাতে বল স্থাপিত করেছেন, আপনার কর্ম সেবা করেছেন। আপনি আর্যের জন্য অধিক তেজ উৎপন্ন ক'রে দস্যুগণকে স্থান হ'তে নির্গত করেছেন ॥ ৬ ॥

আপনি পরম ব্যোম প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়ে বায়ুর মতো সদ্য সোম করুন। হে জাতবেদা! আপনি জলরাশি উৎপন্ন ক'রে অপত্যের মতো পালনীয় ব্যক্তির অভিলাষ প্রদান ক'রে গর্জন ক'রে থাকেন ॥ ৭ ॥

হে সকলের বরণীয় অগ্নি! যার দ্বারা ধন রক্ষা করেন এবং হব্যদাতা মানুষের বিস্তীর্ণ যশ রক্ষা করেন; হে জাতবেদা বৈশ্বানর অগ্নি! আপনি আমাদের সেই দীপ্যমান্ অন্ন প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! আমরা যজ্ঞকারী, আমাদের বহু অন্ন, ধন এবং শ্রুতিযোগ্য বল প্রদান করুন। হে বৈশ্বানর অগ্নি! আপনি রুদ্রগণ ও বসুগণের সাথে আমাদের মহৎ ধন দান করুন ॥ ৯ ॥

টীকা — ৬ ঋকে 'আপনি আর্যের জন্য....নির্গত করেছেন'—অর্থাৎ আপনার সহায়তায় আর্যগণ অনার্য বর্বরদের তাদের প্রাচীন প্রদেশসমূহ হ'তে নিঃসারিত ক'রে সেই সেই প্রদেশ অধিকার করেছে॥— আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও প্রযোজ্য হ'তে পারে।

◆ ◆

— ৬ সূক্ত —

[দেবতা : বৈশ্বানর অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র সম্রাজো অসুরস্য প্রশস্তিং পুংসঃ কৃষ্টীনামনুমাদ্যস্য।
ইন্দ্রস্যেব প্র তবসস্কৃতানি বন্দে দারুং বন্দমানো বিবক্মি ॥ ১ ॥

কবিং কেতুং ধাসিং ভানুমদ্রের্হিন্বন্তি শং রাজ্যং রোদস্যোঃ।
পুরন্দরস্য গার্ভিরা বিবাসেঽগ্নের্ব্রতানি পূর্ব্যা মহানি ॥ ২॥
নাক্রতূন্ গ্রথিনো মৃধ্রবাচঃ পণীঁরশ্রদ্ধাঁ অবৃধাঁ অযজ্ঞান্।
প্রপ্র তান্দস্যূঁরগ্নির্বিবায় পূর্বশ্চকারাপরাঁ অযজ্যূন্ ॥ ৩॥
যো অপাচীনে তমসি মদন্তীঃ প্রাচীশ্চকার নৃতমঃ শচীভিঃ।
তমীশানং বস্বো অগ্নিং গৃণীষেঽনানতং দময়ন্তং পৃতন্যূন্ ॥ ৪॥
যো দেহ্যো অনময়দ্বধস্নৈর্যো অর্যপত্নীরুষসশ্চকার।
স নিরুধ্যা নহুসো যহ্বো অগ্নির্বিশশ্চক্রে বলিহৃতঃ সহোভিঃ ॥ ৫॥
যস্য শর্মন্নুপ বিশ্বে জনাস এবৈস্তস্থুঃ সুমতিং ভিক্ষমাণাঃ।
বৈশ্বানরো বরমা রোদস্যোরাগ্নিঃ সসাদ পিত্রোরুপস্থম্ ॥ ৬॥
আ দেবো দদে বুধ্ন্যা বসূনি বৈশ্বানর উদিতা সূর্যস্য।
আ সমুদ্রাদবরাদা পরস্মাদাগ্নির্দদে দিব আ পৃথিব্যাঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — আমি পুরীসমূহের ভেদকারীকে বন্দনা ক'রি। বন্দমান হয়ে সম্রাট, অসুর, বীর ও জনসমূহের স্তুতির যোগ্য এবং বলবান্ ইন্দ্রের মতো সেই বৈশ্বানরের স্তুতি ও কর্মসমূহ কীর্তন করবো ॥ ১॥

অগ্নি, কবি, কেতুস্বরূপ, অগ্রিধারী, দীপ্তিমান্, সুখকর ও দ্যাবাপৃথিবীর রাজা, দেবগণ সেই অগ্নিকে প্রীত করেন। আমি পুরীবিদারক অগ্নির পুরাতন মহৎ কর্মসমূহ স্তুতির দ্বারা কীর্তন করবো ॥ ২॥

অগ্নি, যজ্ঞরহিত, জল্পক, হিংসিতবাক্, শ্রদ্ধারহিত, বুদ্ধিশূন্য পণিনামক যজ্ঞহীন সেই দস্যুবর্গকে বিদূরিত করুন; তিনি প্রধান হয়ে অপর যজ্ঞরহিতগণকে ঘৃণ্য করুন ॥ ৩॥

নেতৃতম যে অগ্নি অপ্রকাশমান অন্ধকারে নিমগ্ন প্রজাবৃন্দকে হৃষ্ট ক'রে প্রজ্ঞার দ্বারা ঋজুগামী করেছেন; আমি সেই ধনস্বামী, অনত এবং যোদ্ধার দমনকারী অগ্নিকে স্তুতি ক'রি ॥ ৪॥

যিনি শত্রুর কৌশল আয়ুধের দ্বারা হীন করেছেন, যিনি আর্যপত্নী উষাকে সৃষ্টি করেছেন; সেই মহান্ অগ্নি প্রজাবৃন্দকে বলের দ্বারা নিরুদ্ধ ক'রে নহুষ রাজার করপ্রদ করেছিলেন ॥ ৫॥

সমস্ত লোক সুখের জন্য যাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা ক'রে হব্যের সাথে উপস্থিত হয়; সেই বৈশ্বানর অগ্নি পিতৃমাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত অন্তরীক্ষে আগমন করেছেন ॥ ৬॥

বৈশ্বানরদেব, সূর্য উদয় হ'লে পর অন্তরীক্ষ হ'তে তমঃসমূহ গ্রহণ করেন। অগ্নি অবর অন্তরীক্ষ হ'তে তমঃ গ্রহণ করেন, পরে সমুদ্র হ'তে তমঃ গ্রহণ করেন, দ্যুলোকের তমঃ গ্রহণ করেন, পৃথিবীর তমঃ গ্রহণ করেন ॥ ৭॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টির অনুবাদ ও মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। যথা—"হে মন! অজ্ঞানরূপ শত্রুর অভিভবকারী (বিনাশক) আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদের স্তবার্হ (অথবা আনন্দস্বরূপ) পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন সর্বপ্রকাশশীল সেই জ্ঞানাগ্নির শ্রেষ্ঠ স্বরূপকে প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা করো; এবং স্তুতির দ্বারা স্তূয়মান দেবগণ সম্বন্ধীয়

পূজারাধনারূপ কর্মসকলকে কামনা করো।" (ভাব এই যে,—সাধকের মন যেন জ্ঞানের অনুসারী হয়; এবং ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম মাত্র অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকে)।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র বো দেবং চিৎসহসানমগ্নিমশ্বং ন বাজিনং হিষে নমোভিঃ।
ভবা নো দূতো অধ্বরস্য বিদ্বাঞ্ত্মনা দেবেষু বিবিদে মিতদ্রুঃ ॥ ১॥
আ যাহ্যগ্নে পথ্যা অনু স্বা মন্দ্রো দেবানাং সখ্যং জুষাণঃ।
আ সানু শুষ্মৈর্নদয়ন্ পৃথিব্যা জম্ভেভির্বিশ্বমুশধগ্বনানি ॥ ২॥
প্রাচীনো যজ্ঞঃ সুধিতং হি বর্হিঃ প্রীণীতে অগ্নিরীলিতো ন হোতা।
আ মাতরা বিশ্ববারে হুবানো যতো যবিষ্ঠ জজ্ঞিষে সুশেবঃ ॥ ৩॥
সদ্যো অধ্বরে রথিরং জনন্ত মানুষাসো বিচেতসো য এষম্।
বিশামধায়ি বিশ্পতির্দুরোণেঽগ্নির্মন্দ্রো মধুবচা ঋতাবা ॥ ৪॥
অসাদি বৃতো বহ্নিরাজগন্বানগ্নির্ব্রহ্মা নৃষদনে বিধর্তা।
দ্যৌশ্চ যং পৃথিবী বাবৃধাতে আ যং হোতা যজতি বিশ্ববারম্ ॥ ৫॥
এতে দ্যুম্নেভির্বিশ্বমাতিরন্ত মন্ত্রং যে বারং নর্যা অতক্ষন্।
প্র যে বিশস্তিরন্ত শ্রোষমানা আ যে মে অস্য দীধয়ন্নৃতস্য ॥ ৬॥
নূ ত্বামগ্ন ঈমহে বসিষ্ঠা ঈশানং সূনো সহসো বসূনাম্।
ইষং স্তোতৃভ্যো মঘবদ্ভ্য আনড্‌যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নিদেব! আপনি অভিভবিতা এবং অশ্বের মতো বেগবান্, আমি আপনাকে স্তুতির দ্বারা প্রেরণ ক'রি। হে বিদ্বান্! আপনি আমাদের যজ্ঞের দূত হোন; অগ্নি স্বয়ং দেবগণের মধ্যে দগ্ধদ্রুম ব'লে প্রজ্ঞাত আছেন ॥ ১॥

হে অগ্নি! আপনি স্তুতির যোগ্য এবং দেবগণের সাথে সখ্য সেবা ক'রে থাকেন, আপনি তেজের বলে পৃথিবীর তৃণ গুল্ম ইত্যাদি সানুপ্রদেশ শব্দিত ক'রে দ্রংষ্ট্রার দ্বারা সমস্ত বন দগ্ধ ক'রে আপন মার্গের দ্বারা আগমন করুন ॥ ২॥

হে যুবতম অগ্নি! যখন আপনি সুন্দর সুখযুক্ত হয়ে জাত হন, তখন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, বর্হি নিহিত হয়, স্তুতির যোগ্য অগ্নি ও হোতা তৃপ্ত হন এবং সকলের মাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবী আহুত হন ॥ ৩॥

প্রাজ্ঞ মানবগণ যজ্ঞে রথী অগ্নিকে সদ্য উৎপাদন করেন। যিনি এঁদের হব্য বহন করেন সেই মদয়িতা, মধুবাক্, যজ্ঞবান্, বিশ্পতি অগ্নি মানবগণের গৃহে নিহিত হয়েছেন ॥ ৪॥

দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁকে বর্ধিত করেন এবং হোতা যে সকলের বরণীয় অগ্নিকে যাগ করেন, সেই বৃত, হব্যবাহক, ব্রহ্মা এবং সকলের ধারক অগ্নি আগমন পূর্বক মানবের গৃহে উপবিষ্ট হয়েছেন ॥ ৫ ॥

যে নরগণ পর্যাপ্তভাবে মন্ত্র সংস্কার করেছেন, যে মানবগণ শ্রবণেচ্ছু হয়ে বর্ধিত করেন এবং যে মনুষ্যগণ সত্যভূত এই অগ্নিকে প্রদীপ্ত করেছেন, তাঁরা অন্নের দ্বারা সমস্ত পোষ্যবর্গ বর্ধিত করেন ॥ ৬ ॥

হে বলের পুত্র অগ্নি! আপনি বসুসমূহের পতি, বসিষ্ঠগণ আপনার স্তুতি করছে। আপনি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অন্নের দ্বারা ব্যাপ্ত করুন, আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্ধে রাজা সমর্যো নমোভি র্যস্য প্রতীকমাহুতং ঘৃতেন।
নরো হব্যেভিরীলতে সবাধ আগ্নিরগ্র উষসামশোচি ॥ ১॥
অয়মু ষ্য সুমহাঁ অবেদি হোতা মন্দ্রো মনুষো যহ্বো অগ্নিঃ।
বি ভা অকঃ সসৃজানঃ পৃথিব্যাং কৃষ্ণপবিরোষধীভির্ববক্ষে ॥ ২॥
কয়া নো অগ্নে বি বসঃ সুবৃক্তিং কামু স্বধামৃণবঃ শস্যমানঃ।
কদা ভবেম পতয়ঃ সুদত্র রায়ো বন্তারো দুষ্টরস্য সাধোঃ ॥ ৩॥
প্রপ্রায়মগ্নির্ভরতস্য শৃণ্বে বি যৎসূর্যো ন রোচতে বৃহদ্ভাঃ।
অভি যঃ পূরুং পৃতনাসু তস্থৌ দ্যুতানো দৈব্যো অতিথিঃ শুশোচ ॥ ৪॥
অসন্নিত্ত্বে আহবনানি ভূরি ভুবো বিশ্বেভিঃ সুমনা অনীকৈঃ।
স্তুতশ্চিদগ্নে শৃণ্বিষে গৃণানঃ স্বয়ং বর্ধস্ব তন্বং সুজাত ॥ ৫॥
ইদং বচঃ শতসাঃ সংসহস্রমুদগ্নয়ে জনিষীষ্ট দ্বির্বহাঃ।
শং যৎস্তোতৃভ্য আপয়ে ভবাতি দ্যুমদমীবচাতনং রক্ষোহা ॥ ৬॥
নূ ত্বামগ্ন ঈমহে বসিষ্ঠা ঈশানং সূনো সহসো বসূনাম্।
ইষং স্তোতৃভ্যো মঘবদ্ভ্য আনড্যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — যাঁর রূপ ঘৃতের দ্বারা আহুত হয়, নেতাগণ বাধাযুক্ত হয়ে যাঁকে হব্যের সাথে স্তুতি করে, সেই রাজা, স্বামী, অগ্নি স্তুতির সাথে সমিদ্ধ হচ্ছেন। অগ্নি উষার অগ্রে দীপ্ত হন ॥ ১ ॥

এই হোতা, মদয়িতা, মহান্, অগ্নি মানব কর্তৃক সুমহান্ ব'লে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি দীপ্তি বিকীর্ণ করেন। কৃষ্ণবর্ত্ম অগ্নি পৃথিবীতে সৃষ্ট হয়ে ওষধির দ্বারা বর্ধিত হন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনি কোন্ স্বধার দ্বারা আমাদের স্তুতি ব্যাপ্ত করবেন। স্তূয়মান হয়ে কোন্ স্বধা প্রাপ্ত হবেন? হে শোভনদান অগ্নি! আমরা কখন দুস্তর সাধু-ধনের পতি ও বিভাগকারী হবো? ॥ ৩ ॥

যখন এই অগ্নি সূর্যের মতো বৃহৎ প্রভাশালী হয়ে প্রকাশ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ভরতকর্তৃক প্রথিত হন। যিনি সংগ্রামসমূহে পূরুকে অভিভূত করেছেন সেই দীপ্যমান দেববৃন্দের অতিথি অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছেন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আপনাতে প্রভূত হব্য প্রদত্ত হয়েছে, আপনি সমস্ত তেজের সাথে প্রসন্ন হোন এবং স্তোতার স্তোত্র শ্রবণ করুন। হে সুজাত! আপনি স্তূয়মান হয়ে স্বয়ং শরীর বর্ধিত করুন ॥ ৫ ॥

শত গাভীর বিভাগকারী ও সহস্রগাভীসংযুক্ত এবং উভয় লোকে মাননীয় বসিষ্ঠ ঋষি এই বাক্য অগ্নির উদ্দেশে উৎপন্ন করেছেন। এই দীপ্তিমৎ, রোগনিবারক, রাক্ষসনাশক এবং স্তোতাবৃন্দের ও তাঁদের বন্ধুর সুখদ হোক ॥ ৬ ॥

হে বলের পুত্র অগ্নি! আপনি বসুসমূহের পতি; বসিষ্ঠগণ আপনার স্তুতি করছেন। আপনি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অন্নের দ্বারা ব্যাপ্ত করুন; আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তের প্রথম ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অনুবাদ ও বক্তব্য উল্লেখনীয়। যথা,—হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান) সকল মনোবৃত্তির অধিস্বামী জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, স্তুতিমন্ত্রের সাথে (জ্ঞানের অনুশীলনের সাথে) সম্যক্ প্রদীপ্ত হন। জ্ঞানদেবতার রূপ বা আদর্শ শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা সম্পূজিত (অনুধ্যাত) হয়। সংসার-ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণে বাধাপ্রাপ্ত (দুঃখাক্রান্ত) মানুষ যখন (শুদ্ধসত্ত্বরূপ) আহবনীয় দ্বারা পূজা করেন, তখন সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব উষাকালের ন্যায় অগ্রে অগ্রে সর্বতোভাবে দীপ্যমান হন।" [অর্থাৎ উষালোক যেমন অন্ধকার ক'রে আপন সম্মুখভাগে ক্রমশঃ বিস্তৃত হন, জ্ঞানদেবতাও তেমনই অজ্ঞানতা দূর ক'রে সাধকের হৃদয়ে প্রসারিত হন। তখন তাঁর সকল বিপদ দূরে যাবে আঁধার বিনষ্ট হবে; সেই সাধক আলোক-পুলকে মগ্ন হবেন]।— ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অবোধি জার উষসামুপস্থাদ্ধোতা মন্দ্রঃ কবিতমঃ পাবকঃ।
দধাতি কেতুমুভয়স্য জন্তোর্হব্যা দেবেষু দ্রবিণং সুকৃৎসু ॥ ১ ॥
স সুক্রতুর্যো বি দুরঃ পণীনাং পুনানো অর্কং পুরুভোজসং নঃ।
হোতা মন্দ্রো বিশাং দমূনাস্তিরস্তমো দদৃশে রাম্যাণাম্ ॥ ২ ॥
অমূরঃ কবিরদিতির্বিবস্বাত্সুসংসন্মিত্রো অতিথিঃ শিবো নঃ।
চিত্রভানুরুষসাং ভাত্যগ্রেঽপাং গর্ভঃ প্রস্ব আ বিবেশ ॥ ৩ ॥

ঈলেন্যো বো মনুষো যুগেষু সমনগা অশুচজ্জাতবেদাঃ।
সুসংদৃশা ভানুনা যো বিভাতি প্রতি গাবঃ সমিধানং বুধন্ত ॥ ৪॥
অগ্নে যাহি দূত্যং মা রিষণ্যো দেবাঁ অচ্ছা ব্রহ্মকৃতা গণেন।
সরস্বতীং মরুতো অশ্বিনাপো যক্ষি দেবান্রত্নধেয়ায় বিশ্বান্ ॥ ৫॥
তামগ্নে সমিধানে বসিষ্ঠো জরূথং হন্যক্ষি রায়ে পুরন্ধিম্।
পুরুণীথা জাতবেদো জরস্ব যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি জারস্বরূপ, হোতাস্বরূপ, মদয়িতা, কবিতম ও পাবক; তিনি উষার মধ্যে প্রবুদ্ধ হয়েছেন; তিনি উভয় রকম জীবকে প্রজ্ঞা দান করেন, দেববৃন্দকে হব্য দান করেন এবং সুকৃতকারিগণকে ধন দান করেন ॥ ১॥

যিনি পণিগণের দ্বার বিবৃত করেছেন, সেই অগ্নি সুকর্মা। তিনি আমাদের জন্য বহুক্ষীরবিশিষ্ট ও অর্চনীয় গাভীসমূহ হরণ করেন। তিনি হোতা, মাদয়িতা ও দানমনা। অগ্নি রাত্রিসমূহের ও জনগণের তমঃ বিদূরিত ক'রে দৃষ্ট হন ॥ ২॥

অমূঢ়, কবি, অদীন, দীপ্তিমান্, শোভন গৃহবিশিষ্ট, মিত্র, অতিথি এবং আমাদের মঙ্গলকর অগ্নি, বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত হয়ে উষামুখে শোভাপ্রাপ্ত হন এবং জলের গর্ভরূপে জাত হয়ে ওষধিসমূহে প্রবেশ করেন ॥ ৩॥

হে অগ্নি! আপনি মানুষের যজ্ঞকালে স্তুতিযোগ্য। জাতবেদা যুদ্ধে সঙ্গত হয়ে দীপ্তি প্রাপ্ত হন, দর্শনীয় তেজের দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হন। স্তুতিসমূহ সমিদ্ধ অগ্নিকে প্রতিবোধিত করে ॥ ৪॥

হে অগ্নি! আপনি দেবগণের অভিমুখে দৌত্যকার্যে গমন করুন। স্তুতিকারীবৃন্দকে দলের সাথে হিংসা করবেন না। আমাদের রত্ন দান করবার জন্য আপনি সরস্বতী, মরুৎবর্গ, অশ্বিদ্বয়, জল প্রভৃতি সমস্ত দেবগণের যাগ করুন ॥ ৫॥

হে অগ্নি! বসিষ্ঠ আপনাকে সমিদ্ধ করছে; আপনি পরুষভাষীকে বধ করুন, ধনবানের জন্য বহুধী দেবগণকে যাগ করুন। হে জাতবেদা! বহু স্তোত্রের দ্বারা স্তুতি করুন; আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৬॥

টীকা — ১ ঋকে 'উভয় রকম জীবকে' অর্থাৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ অথবা দেবতা ও মানব। সায়ণ ॥— আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের বহু উপকরণ এই সূক্তেও বিদ্যমান।

◆ ◆

— ১০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উষো ন জারঃ পৃথু পাজো অশ্রেদ্দবিদ্যুতদ্দীদ্যচ্ছোশুচানঃ।
বৃষা হরিঃ শুচিরা ভাতি ভাসা ধিয়ো হিন্বান উশতীরজীগঃ ॥ ১॥

স্বর্ণ বস্তোরুষসামরোচি যজ্ঞং তন্বানা উশিজো ন মন্ম।
অগ্নির্জন্মানি দেব আ বি বিদ্বান্দ্রবদ্দূতো দেবয়াবা বনিষ্ঠঃ ॥ ২॥
অচ্ছা গিরো মতয়ো দেবয়ন্তীরগ্নিং যন্তি দ্রবিণং ভিক্ষমাণাঃ।
সুসন্দৃশং সুপ্রতিকং স্বঞ্চং হব্যবাহমরতিং মানুষাণাম্ ॥ ৩॥
ইন্দ্রং নো অগ্নে বসুভিঃ সজোষা রুদ্রং রুদ্রেভিরা বহা বৃহন্তম্।
আদিত্যেভিরদিতিং বিশ্বজন্যাং বৃহস্পতিমৃকভির্বিশ্ববারম্ ॥ ৪॥
মন্দ্রং হোতারমুশিজো যবিষ্ঠমগ্নিং বিশ ঈলতে অধ্বরেষু।
স হি ক্ষপাবাঁ অভবদ্রয়ীণামতন্দ্রো দূতো যজথায় দেবান্ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — উষার প্রণয়ী সূর্যের মতো অগ্নি বিস্তীর্ণ তেজ আশ্রয় করছেন। অত্যন্ত দীপ্তিমান্, অভীষ্টবর্ষী, হব্যপ্রেরক, শুচি অগ্নি কর্ম সমুদয় প্রেরণ ক'রে দীপ্তির দ্বারা প্রকাশ প্রাপ্ত হন এবং অভিলাষীবর্গকে জাগরিত করেন ॥ ১॥

অগ্নি দিবাভাগে উষার অগ্রে আদিত্যের মতো শোভাপ্রাপ্ত হন; ঋত্বিক্‌বৃন্দ যজ্ঞ বিস্তার পূর্বক মননীয় স্তোত্র পাঠ করেন; বিদ্বান্ দূত এবং দেববৃন্দের নিকট গমনকারী ও দাতাশ্রেষ্ঠ অগ্নিদেব প্রাণিসমূহ দ্রব করেন ॥ ২॥

দেবাভিলাষী, ধনভিক্ষাকারী, গমনশীল, স্তুতিরূপ বাক্য অগ্নির অভিমুখে গমন করে। সেই অগ্নি দর্শনীয়, সুরূপ, সুগমনকারী, হব্যবাহক এবং মানবগণের স্বামী ॥ ৩॥

হে অগ্নি! আপনি বসুবর্গের সাথে সঙ্গত হয়ে ইন্দ্রকে আহ্বান করুন, রুদ্রবর্গের সাথে সঙ্গত হয়ে মহান্ রুদ্রকে আহ্বান করুন, আদিত্যবর্গের সাথে সঙ্গত হয়ে বিশ্বজনের হিতকর অদিতিকে আহ্বান করুন, স্তুতিযোগ্য অঙ্গিরাবর্গের সাথে সঙ্গত হয়ে সকলের বরণীয় বৃহস্পতিকে আহ্বান করুন ॥ ৪॥

অভিলাষী মানবগণ, স্তুতিযোগ্য, হোতা, যুবতম অগ্নিকে যজ্ঞে স্তুতি করে; যেহেতু তিনি রাত্রিবিশিষ্ট এবং দেববৃন্দকে যাগ করবার জন্য হব্যদাতার তন্দ্রারহিত দূত হয়েছিলেন ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মহাঁ অস্যাধ্বরস্য প্রকেতো ন ঋতে ত্বদমৃতা মাদয়ন্তে।
আ বিশ্বেভিঃ সরথং যাহি দেবৈর্ন্যগ্নে হোতা প্রথমঃ সদেহ ॥ ১॥
ত্বামীলতে অজিরং দূত্যায় হবিষ্মন্তঃ সদমিন্মানুষাসঃ।
যস্য দেবৈরাসদো বর্হিরগ্নেঽহান্যস্মৈ সুদিনা ভবন্তি ॥ ২॥

ত্রিশ্চিদক্তোঃ প্র চিকিতুর্বসূনি ত্বে অন্তর্দাশুষে মর্ত্যায়।
মনুষ্বদগ্ন ইহ যক্ষি দেবান্ ভবা নো দূতো অভিশস্তিপাবা ॥ ৩॥
অগ্নিরীশে বৃহতো অধ্বরস্যাগ্নির্বিশ্বস্য হবিষঃ কৃতস্য।
ক্রতুং হ্যস্য বসবো জুষন্তাথা দেবা দধিরে হব্যবাহম্ ॥ ৪॥
আগ্নে বহ হবিরদ্যায় দেবানিন্দ্রজ্যেষ্ঠাস ইহ মাদয়ন্তাম্।
ইমং যজ্ঞং দিবি দেবেষু ধেহি যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আপনি যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক হয়ে মহান্ হোন! দেববৃন্দ আপনি বিনা মত্ত হন না। আপনি সমস্ত দেববৃন্দের সাথে রথযুক্ত হয়ে আগমন করুন এবং কুশের উপর মুখ্য হোতা হয়ে উপবেশন করুন ॥ ১॥

হে অগ্নি! আপনি গমনশীল, হবিষ্মান্, মানবগণ আপনাকে সর্বদা দৌত্যকার্যে প্রার্থনা করে; আপনি দেববর্গের সাথে যার কুশের উপর উপবেশন করেন, তার দিবসসমূহ সুদিন হয় ॥ ২॥

হে অগ্নি! ঋত্বিক্‌গণ দিবসে তিনবার হব্যদাতা মানুষের জন্য আপনার মধ্যে হব্য প্রক্ষেপ করে। মনুর মতো এই যজ্ঞে দূত হয়ে যাগ করুন এবং আমাদের শত্রু হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৩॥

অগ্নি মহান্ যজ্ঞের স্বামী, অগ্নি সমস্ত সংস্কৃত হব্যের স্বামী; যেহেতু বসুগণ এঁর কর্ম সেবা করেন, আর দেবগণ অগ্নিকে হব্যবাহক করেছেন ॥ ৪॥

হে অগ্নি! হব্য ভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান করুন, এই যজ্ঞে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণকে প্রমত্ত করুন, এই যজ্ঞ দ্যুলোকে দেবগণকে নিকট নীত করুন; আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অগন্ম মহা নমসা যবিষ্ঠং যো দীদায় সমিদ্ধঃ স্বে দুরোণে।
চিত্রভানুং রোদসী অন্তরুর্বী স্বাহুতং বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চম্ ॥ ১॥
স মহ্না বিশ্বা দুরিতানি সাহ্বানগ্নিঃ ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ।
স নো রক্ষিষদ্দুরিতাদবদ্যাদস্মান্ গৃণত উত নো মঘোনঃ ॥ ২॥
ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং বর্ধন্তি মতিভির্বসিষ্ঠাঃ।
ত্বে বসু সুষণনানি সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — যিনি আপন গৃহে সমিদ্ধ হয়ে দীপ্তি প্রাপ্ত হন, সেই যুবতম ও বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত ও বিচিত্র শিখাবিশিষ্ট এবং সুন্দররূপে আহুত ও সর্বত্র গমনকারী অগ্নির নিকট আমরা নমস্কারের সাথে গমন ক'রি ॥ ১ ॥

সেই জাতবেদা আপন মহত্ত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন। তিনি যজ্ঞগৃহে স্তুত হচ্ছেন, তিনি আমাদের পাপ ও নিন্দিত কর্ম হ'তে রক্ষা করুন। আমরা তাঁর স্তুতি ক'রি ও যজ্ঞ ক'রি ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনি বরুণ, আপনি মিত্র, বসিষ্ঠগণ স্তুতির দ্বারা আপনাকে বর্ধিত করেন। আপনাতে বিদ্যমান ধন সুলভ হোক। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥৩॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তের তিনটি ঋকেই স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত অনুবাদ ও বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা,—১ ঋক্—"স্বর্গে দীপ্ত হয়ে যে দেবতা জ্যোতিঃ প্রদান করেন, বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে স্থিত পরম আরাধনীয়, জ্যোতির্ময়, সর্বতোভাবে সর্বত্র-গমনশীল অর্থাৎ সর্বত্র বিদ্যমান সেই নিত্যতরুণ দেবতাকে আমরা ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা যেন প্রাপ্ত হই।" (মন্ত্রটিতে প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরম জ্যোতির্ময় পরমদেবতাকে আমরা যেন ভক্তি এবং প্রার্থনার দ্বারা লাভ ক'রি)। ['অগ্নি' শব্দে বেদে কোন সাধারণ অগ্নিকে বোঝায় না। 'অগ্নি'—ভগবানের জ্ঞানরূপ বিভূতি—জ্ঞানদেবতা। এই মন্ত্রের মধ্যে সেই পরমদেবতা—পরমবস্তু জ্ঞানেরই মহিমা প্রখ্যাপিত হয়েছে।...জ্ঞান চিরন্তন আদিহীন। কিন্তু যার হৃদয়ে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হলো, তার কাছে তো তিনি নতুন, নবীনতম—'যবিষ্ঠ']।—ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেব মহত্ত্বের দ্বারা আমাদের সকল পাপ দূর করুন, জ্ঞানস্বরূপ দেব সৎকর্মের সাধনে সাধকদের দ্বারা স্তুত হন; সেই দেবতা আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন এবং অসৎ কর্ম হ'তে প্রার্থনাকারী আমাদের রক্ষা করুন। অপিচ, পূজাপরায়ণ আমাদের রক্ষা করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবান্ আমাদের সকল পাপ থেকে রক্ষা করুন)। [ভগবানের শক্তিস্বরূপ যে পরাজ্ঞান, সেই জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করতে পারে।....মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাপিত নিত্যসত্যটি এই যে, জ্ঞানদেব সৎকর্মের সাধকদের দ্বারা স্তুত হন। মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান উপজিত হলেই সৎকর্ম সাধনের প্রবৃত্তি জন্মে; আবার সৎকর্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হ'লে মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান উপজিত হয়]।—ইত্যাদি ॥ ৩ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! আপনি অভীষ্টবর্ষক এবং মিত্রস্বরূপ হন; জ্ঞানিগণ স্তুতির দ্বারা আপনাকে বর্ধিত করেন—আরাধনা করেন; আপনাতে বর্তমান পরমধনসমূহ আমাদের পরম মঙ্গলসাধক হোক; হে দেবগণ! আপনারা নিত্যকাল আমাদের পরম মঙ্গলের সাথে রক্ষা করুন।" (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ জ্ঞানের সাধনে যত্নপরায়ণ হন; পরমমিত্র অভীষ্টবর্ষক দেবতা কৃপাপূর্বক আমাদের পরম মঙ্গল সাধন করুন)।...[বস্তুতঃ তিনিই অগ্নি, তিনিই বরুণ, তিনিই সূর্য, তিনিই অর্যমা—সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই বিভূতি মাত্র। বলা বাহুল্য, 'বসিষ্ঠ' পদে জ্ঞানিগণকে লক্ষ্য করে]—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ১৩ সূক্ত —

[দেবতা : বৈশ্বানর অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রাগ্নয়ে বিশ্বশুচে ধিয়ন্ধেঽসুরঘ্নে মন্ম ধীতিং ভরধ্বম্।
ভরে হবির্ন বর্হিষি প্রীণানো বৈশ্বানরায় যতয়ে মতীনাম্ ॥ ১ ॥

ত্বমগ্নে শোচিষা শোশুচান আ রোদসী অপৃণা জায়মানঃ।
ত্বং দেবাঁ অভিশস্তেরমুঞ্চো বৈশ্বানর জাতবেদা মহিত্বা ॥ ২॥
জাতো যদগ্নে ভুবনা ব্যখ্যঃ পশূন্ন গোপা ইর্যঃ পরিজ্মা।
বৈশ্বানরঃ ব্রহ্মণে বিন্দ গাতুং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — সকলের উদ্দীপক, কর্মের ধারক, অসুর বিনাশক, অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র ও কর্ম করো। আমি প্রীত হয়ে অভিমত দাতা বৈশ্বানরের উদ্দেশে যজ্ঞে হব্যের সাথে স্তুতি উচ্চারণ করি ॥ ১॥

হে অগ্নি! আপনি দীপ্তির দ্বারা দীপ্তিবিশিষ্ট ও জাত হয়েই দ্যাবাপৃথিবী পূর্ণ করেছেন। হে জাতবেদা বৈশ্বানর! আপনি মহত্ত্বের দ্বারা দেববৃন্দকে শত্রু হ'তে মুক্ত করেছেন ॥ ২॥

হে অগ্নি! আপনি সূর্যরূপে জাত, স্বামী ও সর্বত্র গমনশীল, গোপালক যেমন পশুসমূহকে সন্দর্শন করে, সেইরকম আপনি যখন ভূতসমূহকে সন্দর্শন করেন, তখন স্তোত্ররূপ ফল লাভ করেন। আপনারা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৩॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্]

সমিধা জাতবেদসে দেবায় দেবহূতিভিঃ।
হবির্ভিঃ শুক্রশোচিষে নমস্বিনো বয়ং দাশেমাগ্নয়ে ॥ ১॥
বয়ং তে অগ্নে সমিধা বিধেম বয়ং দাশেম সুষ্টুতী যজত্র।
বয়ং ঘৃতেনাধ্বরস্য হোতর্বয়ং দেব হবিষা ভদ্রশোচে ॥ ২॥
আ নো দেবেভিরুপ দেবহূতিমগ্নে যাহি বষট্ কৃতিং জুষাণঃ।
তুভ্যং দেবায় দাশতঃ স্যাম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — আমরা হবিষ্মান্, আমরা সমিধের দ্বারা জাতবেদার পরিচর্যা করবো, দেব-স্তুতির দ্বারা অগ্নিদেবের পরিচর্যা করবো এবং হব্যের দ্বারা শুভ্রদীপ্তি অগ্নির পরিচর্যা করবো ॥ ১॥

হে অগ্নি! আমরা সমিধের দ্বারা আপনার পরিচর্যা করবো; হে যজমান! আমরা স্তুতির দ্বারা পরিচর্যা করবো; হে যজ্ঞের হোতা! আমরা ঘৃতের দ্বারা পরিচর্যা করবো; হে কল্যাণকর শিখাবিশিষ্ট অগ্নিদেব! আমরা হব্যের দ্বারা পরিচর্যা করবো ॥ ২॥

হে অগ্নি! আপনি বষট্‌কৃতি অর্থাৎ হব্য সেবন পূর্বক দেববৃন্দের সাথে আমাদের যজ্ঞে উপাগত

হোন। আপনি দ্যোতমান, আমরা যেন আপনার পরিচর্যাকারী হই। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৩ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। পরবর্তী দু'টি সূক্তে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ১৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : গায়ত্রী]

উপসদ্যায় মীড়হুষ আস্যে জুহুতা হবিঃ। যো নো নেদিষ্ঠমাপ্যম্ ॥ ১ ॥
যঃ পঞ্চ চর্ষণীরভি নিষসাদ দমে দমে। কবি র্গৃহপতি র্যুবা ॥ ২ ॥
স নো বেদো অমাত্যমগ্নী রক্ষতু বিশ্বতঃ। উতাস্মান্ পাত্বংহসঃ ॥ ৩ ॥
নবং নু স্তোমমগ্নয়ে দিবঃ শ্যেনায় জীজনং। বস্বঃ কুবিদ্বনাতি নঃ ॥ ৪ ॥
স্পার্হা যস্য শ্রিয়ো দৃশে রয়ির্বীরবতো যথা। অগ্রে যজ্ঞস্য শোচতঃ ॥ ৫ ॥
সেমাং বেতু বষট্‌কৃতিমগ্নির্জুষত নো গিরঃ। যজিষ্ঠো হব্যবাহনঃ ॥ ৬ ॥
নি ত্বা নক্ষ্য বিশ্‌পতে দ্যুমন্তং দেব ধীমহি। সুবীরমগ্ন আহুত ॥ ৭ ॥
ক্ষপ উস্রশ্চ দীদিহি স্বগ্নয়স্ত্বয়া বয়ম্। সুবীরস্ত্বমস্ময়ুঃ ॥ ৮ ॥
উপ ত্বা সাতয়ে নরো বিপ্রাসো যন্তি ধীতিভিঃ। উপাক্ষরা সহস্রিণী ॥ ৯ ॥
অগ্নী রক্ষাংসি সেধতি শুক্রশোচিরমর্ত্যঃ। শুচিঃ পাবক ঈড্যঃ ॥ ১০ ॥
স নো রাধাংস্যা ভরেশানঃ সহসো যহো। ভগশ্চ দাতু বার্যম্ ॥ ১১ ॥
ত্বমগ্নে বীরবদ্যশো দেবশ্চ সবিতা ভগঃ। দিতিশ্চ দাতি বার্যম্ ॥ ১২ ॥
অগ্নে রক্ষা ণো অংহসঃ প্রতিষ্ম দেব রীষতঃ। তপিষ্ঠৈরজরো দহ ॥ ১৩ ॥
অধা মহী ন আয়স্যনাধৃষ্টো নৃপীতয়ে। পূর্ভবা শতভুজিঃ ॥ ১৪ ॥
ত্বং নঃ পাহ্যংহসো দোষাবস্তরঘায়তঃ। দিবা নক্তমদাভ্য ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রার্থ — যিনি আমাদের আসন্নতম বন্ধু, সেই উপসদনীয়, অভীষ্টবর্ষী অগ্নির জন্য তাঁর মুখে হব্য প্রদান করো ॥ ১ ॥

কবি, গৃহপতি, যুবা অগ্নি পঞ্চশ্রেণী মানুষের অভিমুখে গৃহে গৃহে নিষণ্ণ হন ॥ ২ ॥

সেই অগ্নি আমাদের অমাত্য, ধন সমস্ত বিপদ হ'তে রক্ষা করুন, এবং আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

আমি দ্যুলোকের শ্যেনসদৃশ ক্ষিপ্রগামী অগ্নির উদ্দেশে নূতন স্তোম উৎপাদন করছি। তিনি আমাদের বহুধন দান করুন ॥ ৪ ॥

যজ্ঞের অগ্রভাগে দীপ্যমান অগ্নির দীপ্তিসমূহ পুত্রবান্, ব্যক্তির ধনের মতো স্পৃহনীয় ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ হব্যবাহক, সেই অগ্নির এই বষট্‌কৃতি কামনা করুন, আমাদের স্তুতি সেবা করুন ॥ ৬ ॥

হে উপগন্তব্য, লোকবৃন্দের পতি, আহুত অগ্নিদেব। আপনি দ্যুতিমান এবং সুবীর। আমরা আপনাকে স্থাপন করেছি ॥ ৭ ॥

আপনি রাত্রিদিন প্রদীপ্ত হোন, আমরা আপনার দ্বারা সুন্দর অগ্নিবিশিষ্ট হবো, আপনি আমাদের কামনা ক'রে স্তোত্রবিশিষ্ট হোন ॥ ৮ ॥

মেধাবী নেতাবর্গ, ধনকর্মের দ্বারা, ধন লাভের জন্য আপনার নিকট গমন করে। সহস্রসংখ্যক, ক্ষয়রহিত স্তুতি আপনার নিকট গমন করে ॥ ৯ ॥

শুভ্র, শিখাবিশিষ্ট, মরণরহিত, শুচি, পাবক, স্তুতির যোগ্য অগ্নি রাক্ষসবৃন্দকে বাধা দান করুন ॥ ১০ ॥

হে বলের পুত্র! আপনি ঈশ্বর হয়ে আমাদের ধন দান করুন, ভগও বরণীয় ধন দান করুন ॥ ১১ ॥

হে অগ্নি! আপনি পুত্রপৌত্র ইত্যাদি যুক্ত অন্ন দান করুন, সবিতাদেবও বরণীয় ধন দান করুন, ভগও দান করুন, দিতিও দান করুন ॥ ১২ ॥

হে অগ্নি! আপনি আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন। হে জরারহিত দেব! আপনি হিংসাকারিগণকে অত্যন্ত তাপক তেজের দ্বারা দগ্ধ করুন ॥ ১৩ ॥

আপনি অপ্রতিধর্ষণীয়, এইক্ষণে আপনি আমাদের নরগণের রক্ষার জন্য মহতী আয়োনির্মিতা শতগুণা পুরী হোন ॥ ১৪ ॥

হে অহিংসনীয় রাত্রির আচ্ছাদক! আপনি রাত্রির আচ্ছাদক! আপনি আমাদের পাপ হ'তে এবং পাপেচ্ছু ব্যক্তি হ'তে দিবারাত্রি রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥

টীকা — ৩ সূক্তের ৭ ঋকের মতো বর্তমান ১৪ ঋকেও আয়োনির্মিত নগরের উল্লেখ রয়েছে।— আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে এই সূক্তের তিনিট ঋক্ 'সামবেদ-সংহিতা' থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যথা,—৩ ঋক্—"পরমসুখদায়ক প্রসিদ্ধ সেই জ্ঞানদেব আমাদের পরাজ্ঞান (অথবা পরমধন) এবং হৃদয়ে অবস্থিত জ্যোতিঃকে বিনাশ হ'তে রক্ষা করুন; অপিচ, প্রার্থনাকারী আমাদের পাপকবল হ'তে রক্ষা করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত জ্যোতির্ময় জ্ঞানকে এবং রিপুকবল হ'তে আমাদের রক্ষা করুন)।...['জ্ঞানদেব অগ্নি' বা জ্ঞানাগ্নির কাছেই এমন প্রার্থনা সমীচীন ও সঙ্গত, বোঝা যায়]।—ইত্যাদি ॥ ৭ ঋক্—"ব্যাপক, বিশ্বপালক সর্বলোক-কর্তৃক অভিহূত (সম্পূজিত) হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আমরা সাধকগণ, (সেই) দীপ্তিমান, কল্যাণাস্পদ আপনাকে হৃদয়ে স্থাপন করছি।"—ইত্যাদি ॥ ১৩ ঋক্—"হে অগ্নিদেব! আপনি আমাদের রক্ষা করুন। হে দ্যোতমান্! জরারহিত অক্ষয় আপনি; হিংসাপরায়ণ শত্রুবর্গকে আপনার তেজের দ্বারা সর্বতোভাবে ভস্মীভূত করুন।"—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ১৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : প্রাগাথম্]

এনা বো অগ্নিং নমসোর্জো নপাতমা হুবে।
প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিং স্বধ্বরং বিশ্বস্য দূতমমৃতম্ ॥ ১ ॥

স যোজতে অরুষা বিশ্বভোজসা স দুদ্রবৎস্বাহুতঃ।
সুব্রহ্মা যজ্ঞঃ সুশমী বসূনাং দেবং রাধো জনানাম্ ॥ ২॥
উদস্য শোচিরস্থাদাজুহ্বানস্য মীড়হুষঃ।
উদ্ধূমাসো অরুষাসো দিবিস্পৃশঃ সমগ্নিমিন্ধতে নরঃ ॥ ৩॥
তং ত্বা দূতং কৃণ্মহে যশস্তমং দেবাঁ আ বীতয়ে বহ।
বিশ্বা সূনো সহসো মর্তভোজনা রাস্ব তদ্যত্ত্বেমহে ॥ ৪॥
ত্বমগ্নে গৃহপতিস্ত্বং হোতা নো অধ্বরে।
ত্বং পোতা বিশ্ববার প্রচেতা যক্ষি বেষি চ বার্যম্ ॥ ৫॥
কৃধি রত্নং যজমানায় সুক্রতো ত্বং হি রত্নধা অসি।
আ ন ঋতে শিশীহি বিশ্বমৃত্বিজং সুশংসো যশ্চ দক্ষতে ॥ ৬॥
ত্বে অগ্নে স্বাহুত প্রিয়াসঃ সন্তু সূরয়ঃ।
যন্তারো যে মঘবানো জনানামূর্বান্দয়ন্ত গোনাম্ ॥ ৭॥
যেষামিলা ঘৃতহস্তা দুরোণ আঁ অপি প্রাতা নিষীদতি।
তাংস্ত্রায়স্ব সহস্য দ্রুহো নিদো যচ্ছ নঃ শর্ম দীর্ঘশ্রুৎ ॥ ৮॥
স মন্দ্রয়া চ জিহ্বয়া বহ্নিরাসা বিদুষ্টরঃ।
অগ্নে রয়িং মঘবদ্ভ্যো ন আ বহ হব্যদাতিং চ সূদয় ॥ ৯॥
যে রাধাংসি দদত্যশ্ব্যা মঘা কামেন শ্রবসো মহঃ।
তাঁ অংহসঃ পিপৃহি পর্তৃভিষ্টং শতং পূর্ভির্যবিষ্ঠ্য ॥ ১০॥
দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্।
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে ॥ ১১॥
তং হোতারমধ্বরস্য প্রচেতসং বহ্নিং দেবা অকৃণ্বত।
দধাতি রত্নং বিধতে সুবীর্যমগ্নির্জনায় দাশুষে ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — আমি, তোমাদের জন্য বলের পুত্র, প্রিয়, প্রজ্ঞাপকশ্রেষ্ঠ, গমনশীল, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, সকলের দূত, নিত্য অগ্নিকে এই স্তোত্রের দ্বারা আহ্বান ক'রি ॥ ১ ॥

তিনি আরোচমান ও সকলের পালক এবং অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করেন, তিনি দেববৃন্দের প্রতি অত্যন্ত দ্রুত গমন করেন। তিনি সুন্দররূপে আহুত, সুন্দর স্তুতিবিশিষ্ট, যজনীয় ও সুকর্মা। বসুগণের ধন অগ্নিদেবের নিকট গমন করুক ॥ ২ ॥

অভীষ্টবর্ষী, অভিহূয়মান এই অগ্নির তেজ উত্থিত হচ্ছে, আরোচমান, অন্তরীক্ষস্পর্শী ধূমসমূহ উত্থিত হচ্ছে, নরগণ অগ্নিকে সমিদ্ধ করছে ॥৩॥

হে বলের পুত্র! আপনি অত্যন্ত যশস্বী, আমরা আপনাকে দূত ক'রি, আপনি হব্য ভোজনের নিমিত্ত দেবগণকে আহ্বান করুন। যখন আপনার নিকট যাচ্ঞা ক'রি তখন আপনি মানবগণকে ভাগ অর্থাৎ ধন দান করেন ॥ ৪ ॥

হে সকলের বরণীয় অগ্নি! আপনি আমাদের যজ্ঞে গৃহপতি, আপনি হোতা, আপনি পোতা, আপনি প্রকৃষ্টমতি, আপনি বরণীয় হব্য যাগ করুন ও কামনা করুন ॥ ৫ ॥

হে সুকর্মা! যজমানকে রত্ন দান করুন, যেহেতু আপনি রত্নদাতা, আপনি আমাদের যজ্ঞে সমস্ত ঋত্বিকগণকে তীক্ষ্ণ করুন; হোতা বর্ধিত হচ্ছে, তাকে বর্ধিত করুন ॥ ৬ ॥

হে সুন্দররূপে আহুত অগ্নি! আপনার স্তোতাগণ প্রিয় হোক এবং যে ধনবান্ দাতাবর্গ জনসমূহ ও গোসমূহ দান করে, তারাও প্রিয় হোক ॥ ৭ ॥

যাদের গৃহে ঘৃতহস্তা, ইলা পূর্ণ হয়ে নিষণ্ণা আছেন, হে বলবান্ অগ্নি! তাদের দ্রোহকারী ও নিন্দক হ'তে ত্রাণ করুন, আমাদের দীর্ঘকাল স্তুতিযোগ্য সুখ দান করুন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! আপনি হব্যবাহক ও বিদ্বান্, মোদয়িত্রী ও আস্যস্থানীয়া জিহ্বার দ্বারা আমাদের ধন দান করুন। আমরা হবিষ্মান্! আপনি হব্যদাতাকে কর্মে প্রেরণ করুন ॥ ৯ ॥

হে যুবতম! যারা মহৎ যশ ইচ্ছা ক'রে সাধক অন্নরূপ হব্য দান করে, আপনি তাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন ও শতনগরীর দ্বারা পালন করুন ॥ ১০ ॥

ধনদাতা অগ্নিদেব আমাদের পূর্ণ স্রুক্ কামনা করেন, তোমরা সোমের দ্বারা পাত্র সিক্ত করো, সোম দান করো। তারপর অগ্নিদেব তোমাদের বহন করেন ॥ ১১ ॥

দেবগণ, প্রকৃষ্টমতি অগ্নিকে যজ্ঞবাহক ও হোতা করেছেন, অগ্নি পরিচর্যাকারী হব্যদাতাজনকে সুবীর্যযুক্ত রত্ন দান করুন ॥ ১২ ॥

টীকা — ২ ঋকে 'বসুগণ' অর্থে বাসক জন, বসিষ্ঠগণ। সায়ণ ॥ ৮ ঋকে 'ঘৃতহস্তা ইলা' অর্থে 'অন্নরূপা হবির্লক্ষণা দেবী।' সায়ণ ॥ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত প্রথম ও শেষ চারটি ঋক্ বিশেষ উল্লেখনীয়। যথা—১ ঋক্—"হে দেবভাবসমূহ! তোমাদের অধিকার করবার জন্য আমি, সত্যভাব রূপ বলের পুত্রস্বরূপ অর্থাৎ সৎ-ভাব হ'তে উৎপন্ন, সকলের প্রিয় অতিশয় জ্ঞানী বা জ্ঞাপক, (সকলের) অধিপতি, সুযোগ্য (শোভন-যজ্ঞকারী), সকলের অভীষ্টপূরক, ক্ষয়রহিত অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানস্বরূপ দেবকে এই স্তোত্রের দ্বারা আহ্বান করছি।" (ভাব এই যে,—জ্ঞানাগ্নিই দেবভাবপ্রাপক)। —ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"ভগবান্ বিশ্বরক্ষক জ্যোতির্ময় আপন তেজের দ্বারা সাধককে সংযোজিত করেন; ভগবান্ সাধককে দিব্যজ্যোতি প্রদান করেন; সর্বলোক কর্তৃক স্তুত সর্ব-আরাধনীয় সৎকর্মসাধন শক্তিদাতা সেই দেবতা ঐকান্তিকতার সাথে আহূত হয়ে আমাদের হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করুন; পরমধনসম্পন্ন সাধকদের পূজারূপ ধন ভগবানের প্রতি গমন করে।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,— সকলের আরাধনীয় পরমজ্যোতিঃদায়ক ভগবান্ আমাদের প্রাপ্ত হোন)।—ইত্যাদি ॥ ১১ ঋক্—"হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের নিবাসস্থানভূত, সৎ-ভাবপূর্ণ ও ভক্তিরসাপ্লুত (আমার) হৃদয়প্রদেশকে, ধনপ্রদ দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব) কামনা করুন; তোমরা সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে ভক্তিরসের দ্বারা সম্যক্ রূপে সিঞ্চন করো এবং সৎ-ভাবের দ্বারা সম্যক্‌রূপে পূর্ণ করো; তারপর (তা হ'লে) এই দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি তোমাদের অভিলষিত স্থান মোক্ষ প্রদান করবেন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয় সৎ-ভাব সমন্বিত ভক্তিপূত হোক; তার দ্বারাই আমরা আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী বা মোক্ষ যেন প্রাপ্ত হ'তে পারি)। [মন্ত্রের মধ্যে কোন স্থানেই 'স্রুক' এবং 'সোমরস'-এর জ্ঞাপক কোনও শব্দ দৃষ্ট হয় না]।— ইত্যাদি ॥ ১২ ঋক্—"দেবভাবসমূহ সৎকর্মপ্রাপক, ভগবৎপ্রাপক, প্রসিদ্ধ প্রজ্ঞান-স্বরূপ দেবতাকে প্রাপ্ত হয়; জ্ঞানদেব পূজাপরায়ণ প্রার্থনাকারী সাধককে আত্মশক্তিদায়ক পরমধন প্রদান করেন।" (ভাব এই যে—দেবভাবের দ্বারা সাধকেরা পরাজ্ঞান এবং পরাজ্ঞানের দ্বারা পরমধন লাভ করেন)।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ১৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : দ্বিপদা, ত্রিষ্টুপ্]

অগ্নে ভব সুষমিধা সমিদ্ধ উত বর্হিরুর্বিয়া বি স্তৃণীতাম্ ॥ ১॥
উত দ্বার উশতীর্বি শ্রয়ন্তামুত দেবাঁ উশন আ বহেহ ॥ ২॥
অগ্নে বীহি হবিষা যক্ষি দেবান্ত্স্বধ্বয়া কৃণুহি জাতবেদঃ ॥ ৩॥
স্বধ্বরা করতি জাতবেদা যক্ষদ্দেবাঁ অমৃতান্ পিপ্রয়চ্চ ॥ ৪॥
বস্ব বিশ্বা বার্যাণি প্রচেতঃ সত্যা ভবন্ত্বাশিষো নো অদ্য ॥ ৫॥
ত্বামু তে দধিরে হব্যবাহং দেবাসো অগ্ন ঊর্জ আ নপাতম্ ॥ ৬॥
তে তে দেবায় দাশতঃ স্যাম মহো নো রত্না বি দধ ইয়ানঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! শোভন সমিধের দ্বারা সমিদ্ধ হোন। অধ্বর্যু সম্যকভাবে কুশ বিস্তৃত করুন ॥ ১॥

দেবাভিলাষী দ্বারসমূহকে আশ্রয় করো এবং যজ্ঞাভিলাষী দেবগণকে আনয়ন করো ॥ ২॥

হে জাতবেদা অগ্নি! দেববৃন্দের অভিমুখে গমন করুন, হব্যের দ্বারা দেববৃন্দের যাগ করুন এবং তাঁদের শোভন যজ্ঞবিশিষ্ট করুন ॥৩॥

জাতবেদা, অমর দেবগণকে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট করুন, যাগ করুন এবং প্রীত করুন ॥ ৪॥

হে মতিমন্! সমস্ত বরণীয় ধন দান করুন, আমাদের আশীর্বাদসমূহ অদ্য সত্য হোক ॥ ৫॥

হে অগ্নি! আপনি বলের পুত্র, আপনাকে সেই দেববর্গ হব্যবাহক করেছেন ॥ ৬॥

আপনি দ্যোতমান, আপনাকে আমরা হব্য দান করবো, আপনি মহান্ ও উপগম্য, আপনি আমাদের রত্ন দান করুন ॥ ৭॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র; কেবল ২২ ঋক্ হ'তে ২৫ ঋক্ পর্যন্ত সুদাস রাজার যজ্ঞের দান স্তব করা হয়েছে ব'লে তা-ই দেবতা। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ত্বে হ যৎপিতরশ্চিন্ন ইন্দ্র বিশ্বা বামা জরিতারো অসন্বন্।
ত্বে গাবঃ সুদুঘাস্ত্বে হ্যশ্বাস্ত্বং বসু দেবয়তে বনিষ্ঠঃ ॥ ১॥

রাজেব হি জনিভিঃ ক্ষেয্যেবাব দ্যুভিরভি বিদুষ্কবিঃ সন্।
পিশা গিরো মঘবন্গোভিরশ্বৈস্ত্বায়তঃ শিশীহি রায়ে অস্মান্ ॥ ২॥
ইমা উ ত্বা পস্পৃধানাসো অত্র মন্দ্রা গিরো দেবয়ন্তীরুপ স্থুঃ।
অর্বাচী তে পথ্যা রায় এতু স্যাম তে সুমতাবিন্দ্র শর্মন্ ॥ ৩॥
ধেনুং ন ত্বা সূয়বসে দুদুক্ষন্নুপ ব্রহ্মাণি সসৃজে বসিষ্ঠঃ।
ত্বামিন্মে গোপতিং বিশ্ব আহা ন ইন্দ্রঃ সুমতিং গন্ত্বচ্ছ ॥ ৪॥
অর্ণাংসি চিৎপপ্রথানা সুদাস ইন্দ্রো গাধান্যকৃণোৎসুপারা।
শর্ধন্তং শিম্যুমুচথস্য নব্যঃ শাপং সিন্ধূনামকৃণোদশস্তীঃ ॥ ৫॥
পুরোলা ইত্তুর্বশো যক্ষুরাসীদ্রায়ে মৎস্যাসো নিশিতা অপীব।
শ্রুষ্টিং চক্রুর্ভৃগবো দ্রুহ্যবশ্চ সখা সখায়মতরদ্বিষূচোঃ ॥ ৬॥
আ পক্থাসো ভলানসো ভনন্তালিনাসো বিষাণিনঃ শিবাসঃ।
আ যোঽনয়ৎ সধমা আর্যস্য গব্যা তৃৎসুভ্যো অজগন্যুধা নৄন্ ॥ ৭॥
দুরাধ্যো অদিতিং স্রেবয়ন্তোঽচেতসো বি জগৃভ্রে পরুষ্ণীম্।
মহ্নাবিব্যক্পৃথিবীং পত্যমানঃ পশুষ্কবিরশয়চ্চায়মানঃ ॥ ৮॥
ইয়ুরর্থং ন ন্যর্থং পরুষ্ণীমাশুশ্চনেদভিপিত্বং জগাম।
সুদাস ইন্দ্রঃ সুতুকাঁ অমিত্রানরন্ধয়ন্মানুষে বধ্রিবাচঃ ॥ ৯॥
ঈয়ুর্গাবো ন যবসাদগোপা যথাকৃতমভি মিত্রং চিতাসঃ।
পৃশ্নিগাবঃ পৃশ্নিনিপ্রেষিতাসঃ শ্রুষ্টিং চক্রুর্নিযুতো রন্তয়শ্চ ॥ ১০॥
একং চ যো বিংশতিং চ শ্রবস্যা বৈকর্ণয়োর্জনান্রাজা ন্যস্তঃ।
দস্মো ন সদ্মন্নি শিশাতি বর্হিঃ শূরঃ সর্গমকৃণোদিন্দ্র এষাম্ ॥ ১১॥
অধ শ্রুতং কবষং বৃদ্ধমপ্স্বনু দ্রুহ্যং নি বৃণগ্বজ্রবাহুঃ।
বৃণানা অত্র সখ্যায় সখ্যং ত্বায়ন্তো যে অমদন্ননু ত্বা ॥ ১২॥
বি সদ্যো বিশ্বা দৃংহিতান্যেষামিন্দ্রঃ পুরঃ সহসা সপ্ত দর্দঃ।
ব্যানবস্য তৃৎসবে গয়ং ভাগ্জেষ্ম পূরুং বিদথে মৃধ্রবাচম্ ॥ ১৩॥
নি গব্যবোঽনবো দ্রুহ্যবশ্চ ষষ্টিঃ শতা সুষুপুঃ ষট্ সহস্রা।
ষষ্টির্বীরাসো অধি ষট্ দুবোয়ু বিশ্বেদিন্দ্রস্য বীর্যা কৃতানি ॥ ১৪॥
ইন্দ্রেণৈতে তৃৎসবো বেবিষাণা আপো ন সৃষ্টা অধবন্ত নীচীঃ।
দুর্মিত্রাসঃ প্রকলবিন্মিমানা জহুর্বিশ্বানি ভোজনা সুদাসে ॥ ১৫॥
অর্ধং বীরস্য শৃতপামনিন্দ্রং পরা শর্ধন্তং নুনুদে অভি ক্ষাম্।
ইন্দ্রো মন্যুং মন্যুম্যো মিমায় ভেজে পথো বর্তনিং পত্যমানঃ ॥ ১৬॥
আধ্রেণ চিত্তদ্বেকং চকার সিংহ্যং চিৎপেত্বেনা জঘান।
অব স্রক্তীর্বেশ্যাবৃশ্চদিন্দ্রঃ প্রায়চ্ছদ্বিশ্বা ভোজনা সুদাসে ॥ ১৭॥

শশ্বন্তো হি শত্রবো রারধুষ্টে ভেদস্য চিচ্ছর্ধতো বিন্দ রন্ধিম্।
মর্তাঁ এনঃ স্তুবতো যঃ কৃণোতি তিগ্মং তস্মিন্নি জহি বজ্রমিন্দ্র ॥ ১৮॥
আবদিন্দ্রং যমুনা তৃৎসবশ্চ প্রাত্র ভেদং সর্বতাতা মুষায়ং।
অজাসশ্চ শিগ্রবো যক্ষবশ্চ বলিং শীর্ষাণি জভ্রুরশ্ব্যানি ॥ ১৯॥
ন ত ইন্দ্র সুমতয়ো ন রায়ঃ সঞ্চক্ষে পূর্বা উষসো ন নূত্নাঃ।
দেবকং চিন্মান্যমানং জঘন্থাব ত্মনা বৃহতঃ শম্বরং ভেৎ ॥ ২০॥
প্র যে গৃহাদমমদুস্ত্বায়া পরাশরঃ শতযাতুর্বসিষ্ঠঃ।
ন তে ভোজস্য সখ্যং মৃষন্তাধা সূরিভ্যঃ সুদিনা ব্যুচ্ছান্ ॥ ২১॥
দ্বে নপ্তুর্দেববতঃ শতে গোর্দ্বা রথা বধূমন্তা সুদাসঃ।
অর্হন্নগ্নে পৈজবনস্য দানং হোতেব সদ্ম পর্যেমি রেভন্ ॥ ২২॥
চত্বারো মা পৈজবনস্য দানাঃ স্মদ্দিষ্টয়ঃ কৃশনিনো নিরেকে।
ঋজ্রাসো মা পৃথিবিষ্ঠাঃ সুদাসস্তোকং তোকায় শ্রবসে বহন্তি ॥ ২৩॥
যস্য শ্রবো রোদসী অন্তরুর্বী শীর্ষ্ণে শীর্ষ্ণে বিবভাজা বিভক্তা।
সপ্তেদিন্দ্রং ন স্রবতো গৃণন্তি নি যুধ্যামধিমশিশাদভীকে ॥ ২৪॥
ইমং নরো মরুতঃ সশ্চতানু দিবোদাসং ন পিতরং সুদাসঃ।
অবিষ্টনা পৈজবনস্য কেতং দূণাশং ক্ষত্রমজরং দুবোয়ু ॥ ২৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আমাদের পিতাগণ স্তুতি পূর্বক আপনার নিকট হ'তেই সমস্ত মনোহর ধন লাভ করেছেন। আপনার নিকট হ'তে গাভীসমূহ সুখে দোহনক্ষম হয়, আপনাতে অশ্বগণ আছে এবং আপনি সেবাভিলাষী ব্যক্তিকে অধিকরূপে ধন দান করেন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি জায়াগণের সাথে রাজার মতো দীপ্তির সাথে বাস করেন। হে মঘবন্! আপনি বিদ্বান ও কবি হয়ে স্তোতাগণকে রূপ দান করেন এবং গো ও অশ্বের দ্বারা রক্ষা করেন। আমরা আপনাকে কামনা ক'রি, আপনি আমাদের ধনের জন্য সংস্কৃত করুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞের স্পর্ধমান ও রমণীয় স্তুতিগুলি আপনার নিকট উপস্থিত হয়, আপনার ধন আমাদের অভিমুখে গমন করুক। আমরা আপনার অনুগ্রহ লাভ ক'রে সুখী হবো ॥ ৩ ॥

সুস্তুগুণবিশিষ্ট ধেনুর মতো আপনাকে দোহন করতে ইচ্ছা ক'রে, বসিষ্ঠ স্তোত্র সৃজন করছেন। সমস্ত লোকে আপনাকেই গাভীগণের পতি বলে; ইন্দ্র, আমাদের সুস্তুতির নিকট আগমন করুন ॥ ৪ ॥

স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র, নদীসমূহ প্রথিত ক'রে, সুদাসের জন্যে তলস্পর্শযোগ্য ও সুখে পারযোগ্য করছেন। স্তোতার জন্য নদীগণের উৎসাহবান্ ও রোধমান্ শাপ দূর করেছেন ॥ ৫ ॥

যজ্ঞশীল, দানকারী, তুর্বশ নামে রাজা ছিলেন। মৎস্যের মতো নিয়ন্ত্রিত হলেও ভৃগু ও দ্রুহ্যুগণ ধনের জন্য সুদাস এবং তুর্বশের পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই উভয়ের মধ্যে সখা, সখাকে বধ করেছিলেন ॥ ৬ ॥

হব্যসমূহের পাচক, ভদ্রমুখ, অপ্রবৃদ্ধ ও বিষাণহস্ত মঙ্গলকর ব্যক্তিবর্গ ইন্দ্রের স্তুতি করে। ইন্দ্র

সোমপানে মত্ত হয়ে আর্যের গাভীসমূহ হিংসকগণ হতে আনয়ন করেছেন, স্বয়ং লাভ করেছেন এবং যুদ্ধে মানবগণকে বধ করেছেন ॥ ৭ ॥

দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট মন্দমতিগণ খনন পূর্বক অদীনা নদীর কূল ভেদ ক'রে দিয়েছিল। সুদাস মহিমার দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করেছিলেন। চয়মানের পুত্র কবি, পালিত পশুর মতো শয়ন করেছিল ॥ ৮ ॥

নদীর জল গন্তব্য প্রদেশ অভিমুখেই নদীতে গমন করেছিল। অগন্তব্য প্রদেশের অভিমুখে গমন করেনি এবং সুদাসের অশ্ব গম্য প্রদেশে গমন করেছিল। ইন্দ্র, সুদাসের জন্য মানবগণের মধ্যে অপত্যবিশিষ্ট জল্পক অমিত্রবর্গকে অপত্যগণের সাথে বশ করেছিলেন ॥ ৯ ॥

রক্ষকবিহীন গাভীসমূহ যবের জন্য যেমন গমন করে, মাতা কর্তৃক প্রেরিত একত্রিত মরুৎবর্গ পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে মিত্র ইন্দ্রের অভিমুখে সেইরকম গমন করেছিলেন। তাঁদের নিযুৎগণ হৃষ্ট হয়ে শীঘ্র গমন করেছিল ॥ ১০ ॥

সুদাস রাজা যশোলাভের জন্য দু'টি জনপদের একবিংশজন লোককে বিনাশ করেছিলেন। যজ্ঞগৃহে যুবা অধ্বর্যু যেমন কুশ ছেদন করে, সেইরকম তিনি শত্রুগণকে ছেদন করেন। শূর ইন্দ্র, তাঁর সাহায্যের জন্য মরুৎবর্গকে প্রসব করেছেন ॥ ১১ ॥

আর বজ্রবাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যুকে আনুপূর্বভাবে জলের মধ্যে নিমগ্ন করেছিলেন। এই সময়ে যারা তাঁকে কামনা ক'রে তাঁর স্তুতি করেছিল, তারা সখ্যের জন্য বরণ ক'রে সখ্য লাভ করেছিল ॥ ১২ ॥

ইন্দ্র আপন বলের দ্বারা তাদের দৃঢ় পুরীসমস্ত এবং সপ্তপ্রকার রক্ষার উপায়ে তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ করেছিলেন। অনুর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে দান করেছিলেন। আমরা যেন দুষ্টবাক্যবিশিষ্ট মানবকে জয় করতে পারি ॥ ১৩ ॥

অনুর ও দ্রুহ্যুর গবাভিলাষী ষষ্ঠীশত এবং ষষ্ঠীসহস্র ষষ্ঠীশত ষট্‌ষষ্টি (৬৬৬৬) সংখ্যক পুত্রগণ পরিচর্যাভিলাষী সুদাসের জন্য শায়িত হয়েছিল, এই সমস্ত কার্য ইন্দ্রের বীর্য সূচক ॥ ১৪ ॥

তৃৎসুগণ ইন্দ্রের সাথে যুদ্ধে সঙ্গত হয়ে নিম্নগামী জলের মতো ধাবিত হয়েছিল। দুর্মিত্র অজ্ঞান শত্রুগণ বাধা প্রাপ্ত হয়ে সুদাসকে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করেছিল ॥ ১৫ ॥

সুদাস বীরের হিংসাকারী, ইন্দ্ররহিত, হব্যপাতা, উৎসাহমান ব্যক্তিবর্গকে ইন্দ্র ভূমিতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ক্রোধকারীর ক্রোধের বাধা প্রদান করেছিলেন। সুদাসের শত্রু পলায়নমার্গ অবলম্বন করেছিল ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্র তখন ক্ষুদ্র সুদাসের দ্বারা এক মহৎ কার্য করিয়েছিলেন। প্রবল সিংহকে ছাগের দ্বারা হত করেছিলেন। সূচীর দ্বারা যূপকাষ্ঠ কর্তন ক'রে ফেলেছিলেন। সমস্ত ধন সুদাস রাজাকে প্রদান করেছিলেন ॥ ১৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার বহুতর শত্রু বশীভূত হয়েছিল। উৎসাহযুক্ত ভেদকে বশীভূত করুন। যে আপনার স্তব করে, এই ভেদ তারই অনিষ্ট করে, এর বিরুদ্ধে নিশিত যোদ্ধাকে উৎসাহিত করুন ॥ ১৮ ॥

এই যুদ্ধে ইন্দ্র ভেদকে বিনাশ করেছিলেন। যমুনা তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। তৃৎসুগণও তাঁকে তুষ্ট করেছিল। অজ, শিগ্রু, যক্ষু এই তিন জনপদ ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার দিয়েছিল ॥ ১৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার পুরাতন অনুগ্রহ ও ধন উষার মতো বর্ণনার অতীত। আপনি মান্যমানের পুত্র সেবককে বধ করেছেন। স্বয়ং মহাশৈল হ'তে শম্বরকে ভেদ করেছেন ॥ ২০ ॥

হে ইন্দ্র! অনেক শত্রু যাকে হিংসা করে সেই পরাশর বসিষ্ঠ আপনাকে কামনা ক'রে গৃহে আগমন পূর্বক আপনার স্তব করেছিল। তারা আপনার সখ্য বিস্মৃত হয় না, যেহেতু আপনি ভোজ বিস্মৃত হন না ব'লে তাদের সর্বদাই সুদিন থাকে ॥ ২১ ॥

হে দেবশ্রেষ্ঠ! দেববান্ রাজার পৌত্র, পিজবনের পুত্র, সুদাসের দুই শত গো ও দুইখানি রথ আমি ইন্দ্রকে স্তব ক'রে প্রাপ্ত হয়েছি। হোতা যেমন যজ্ঞগৃহে গমন করে, আমি সেইরকম গমন করছি ॥ ২২ ॥

দানাঙ্গযুক্ত স্বর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট, দুর্গতিতে ঋজুগামী ও পৃথিবীস্থিত, পিজবন-পুত্র সুদাসের প্রদত্ত চারটি অশ্ব পুত্রবৎ পালনীয় বসিষ্ঠকে পুত্রের অন্নের জন্য বহন করছে ॥ ২৩ ॥

যে সুদাসের যশ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত, যে দাতাশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ধন দান করেন, সপ্তলোক তাঁকে ইন্দ্রের মতো স্তব করে। নদীসকল যুদ্ধে যুধ্যামধি নামক শত্রুকে বিনাশ করেছেন ॥ ২৪ ॥

হে নেতা মরুৎগণ! এই সুদাস রাজার পিতা, দিবোদাসের মতো আপনারাও এঁকে সেবা করুন। পিজবন-পুত্রের গৃহ রক্ষা করুন। এঁর বল বিনাশরহিত এবং অশিথিল হোক ॥ ২৫ ॥

টীকা — ৬ ঋকে উল্লেখিত হলেও সুদাস রাজার ঐ ঐ ঋকে উল্লেখ না থাকলেও সায়ণ বলেন তুর্বশ রাজা সুদাসের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন ॥ ৯ ঋক্ অনুসারে বোঝা যায়—ভারত প্রভৃতি দশ-জাতি মিলিত হয়ে সুদাস রাজাকে আক্রমণ করেছিল। সুদাসের দেশ প্লাবিত করবার জন্য আদীনা নদীর বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছিল। বিশ্বামিত্র তাদের পুরোহিত ছিলেন। সুদাস রাজা একাকী তাদের পরাস্ত করেছিলেন। সুদাসের পুরোহিত সেই বিজয়ের গীত গেয়েছেন। সুদাসের বিরুদ্ধাচারী জাতির মধ্যে ভারত, মদ্র, মৎস্য, অনু ও দ্রুহ্যজাতির নাম ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে পাওয়া যায় ॥ ২১ ঋকে মূলে 'পরাশরঃ বসিষ্ঠঃ আছে ॥ ২৩ ঋক্ অনুসারে যুদ্ধদিনে বসিষ্ঠ ইন্দ্রের স্তুতি করেছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে সুদাস রাজা বসিষ্ঠকে ২০০ গো, ২টি রথ ও ২টি অশ্ব দান করেছিলেন ॥

এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের অবকাশ আছে।

◆ ◆

— ১৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যস্তিগ্মশৃঙ্গো বৃষভো ন ভীম একঃ কৃষ্টীশ্চ্যাবয়তি প্র বিশ্বাঃ।
যঃ শশ্বতো অদাশুষো গয়স্য প্রয়ন্তাসি সুষ্বিতরায় বেদঃ ॥ ১ ॥
ত্বং হ ত্যদিন্দ্র কুৎসমাবঃ শুশ্রূষমাণস্তন্বা সমর্যে।
দাসং যচ্ছুষ্ণং কুয়বং ন্যস্মা অরন্ধয় আর্জুনেয়ায় শিক্ষন্ ॥ ২ ॥

ত্বং ধৃষ্ণো ধৃষতা বীতহব্যং প্রাবো বিশ্বাভিরূতিভিঃ সুদাসম্।
প্র পৌরুকুৎসিং ত্রসদস্যুমাবঃ ক্ষেত্রসাতা বৃত্রহত্যেষু পূরুম্ ॥ ৩॥
ত্বং নৃভির্নৃমণো দেববীতৌ ভূরীণি বৃত্রা হর্যশ্ব হংসি।
ত্বং নি দস্যুং চুমুরিং ধুনিং চাস্বাপয়ো দভীতয়ে সুহন্তু ॥ ৪॥
তব চ্যৌত্নানি বজ্রহস্ত তানি নব যৎপুরো নবতিং চ সদ্যঃ।
নিবেশনে শততমাবিবেষীরহন্ চ বৃত্রং নমুচিমুতাহন্ ॥ ৫॥
সনা তা ত ইন্দ্র ভোজনানি রাতহব্যায় দাশুষে সুদাসে।
বৃষ্ণে তে হরো বৃষণা যুনজ্মি ব্যন্তু ব্রহ্মাণি পুরুশাক বাজম্ ॥ ৬॥
মা তে অস্যাং সহসাবন্পরিষ্টাবধায় ভূম হরিবঃ পরাদৈ।
ত্রায়স্ব নোঽবৃকেভির্বরূথৈস্তব প্রিয়াসঃ সূরিষু স্যাম ॥ ৭॥
প্রিয়াস ইত্তে মঘবন্নভিষ্টৌ নরো মদেম শরণে সখায়ঃ।
নি তুর্বশং নি যাদ্বং শিশীহ্যতিথিগ্বায় শংস্যং করিষ্যন্ ॥ ৮॥
সদ্যশ্চিন্নু তে মঘবন্নভিষ্টৌ নরঃ শংসন্ত্যুক্থশাস উক্থা।
যে তে হবেভির্বি পণীঁরদাশন্নস্মান্বৃণীষ্ব যুজ্যায় তস্মৈ ॥ ৯॥
এতে স্তোমা নরাং নৃতম তুভ্যমস্মদ্র্যঞ্চো দদতো মঘানি।
তেষামিন্দ্র বৃত্রহত্যে শিবো ভূঃ সখা চ শূরোঽবিতা চ নৃণাম্ ॥ ১০॥
নূ ইন্দ্র শূর স্তবমান ঊতী ব্রহ্মজূতস্তন্বা বাবৃধস্ব।
উপ নো বাজান্মিমীহ্যুপ স্তীন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — যিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে একাকী সমস্ত শত্রুলোকবৃন্দকে স্থানচ্যুত করেন, যিনি হব্যরহিত লোকের গৃহ অপহরণ করেন, সেই ইন্দ্র অত্যন্ত সোমাভিষবকারীকে ধন প্রদান করুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি যখন অর্জুনীর পুত্র এই কুৎসকে ধন প্রদান পূর্বক দাস, শুষ্ণ ও কুযবকে বশীভূত করেছিলেন, তখন শরীরের দ্বারা শুশ্রূষমান হয়ে যুদ্ধে কুৎসকে রক্ষা করেছিলেন ॥ ২ ॥

হে ধর্ষক! হব্যদাতা সুদাসকে বর্ষক বজ্রের দ্বারা সমস্ত রক্ষার সাথে রক্ষা করুন, যুদ্ধে ভূমিলাভের পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুকে ও পুরুকে রক্ষা করুন ॥৩॥

হে নেতৃবৃন্দের স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! আপনি সংগ্রামে মরুৎবর্গের সাথে বহুবৃত্রবর্গকে বধ করেছেন। হে হরিৎযুক্ত! আপনি দভীতির জন্য দস্যু, চুমুরি ও ধুনিকে বজ্রের দ্বারা বধ করেছেন ॥ ৪ ॥

হে বজ্রহস্ত! আপনার বল এমন যে, আপনি নব নবতী পুরী যুগপৎ বিদীর্ণ করেছেন, নিবাসের জন্য শততম পুরী ব্যাপ্ত করেছেন, বৃত্রকে বধ করেছেন এবং নমুচিকে বধ করেছেন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! হব্যদাতা যজমান সুদাসের জন্য আপনার ধনসমূহ সনাতন হয়েছিল। হে বহুকর্মা! আপনি অভীষ্টবর্ষী, আমি আপনার জন্য অভীষ্টবর্ষী অশ্বদ্বয়কে যোজিত করছি। আপনি বলী, স্তোত্রসমূহ আপনার নিকট গমন করুক ॥৬॥

হে বলবান্ এবং অশ্ববান্! আপনার এই যজ্ঞে আমরা যেন পরদান ও পাপের ভাগী না হই;

আমাদের বাধারহিত রক্ষার দ্বারা ত্রাণ করুন, স্তোতাবৃন্দের মধ্যে আমরা প্রিয় হবো ॥ ৭ ॥

হে ধনবান্! আমরা আপনার যজ্ঞে নেতা, সখা ও প্রিয় হয়ে গৃহে হৃষ্ট হবো। আপনি অতিথিবৎসল সুদাসের সুখ সম্পাদন পূর্বক তুর্বশকে বশীভূত করুন, যাদ্বকে বশীভূত করুন ॥ ৮ ॥

হে ধনবান্! আপনার যজ্ঞে আমরাই নেতা ও উক্থ উচ্চারণকারী, অদ্য উক্থ উচ্চারণ করছি ও আপনার হব্যের দ্বারা পণিগণকেও ধন দান করছি। আমাদের সখারূপে পরিগ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥

হে নেতাশ্রেষ্ঠ! এই নেতাসমূহের স্তুতি আপনাকে পূজনীয় হব্য দান পূর্বক আমাদের অভিমুখীন করেছে; আপনি যুদ্ধে সেই নেতাগণের কল্যাণকর এবং সখা, শূর এবং রক্ষক হোন্ ॥ ১০ ॥

হে শূর ইন্দ্র! অদ্য আপনি স্তূয়মান ও স্তোত্রযুক্ত হয়ে শরীরে বর্ধিত হোন, আমাদের অন্ন দান করুন; আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ১১ ॥

টীকা — ৮ ঋকে উল্লেখিত 'যাদ্ব' বোধ হয় প্রসিদ্ধ যদুবংশের উল্লেখ। পরবর্তী কতকগুলি সূক্তেও এই সম্পর্কে উল্লেখ আছে; যথা, ৮।১।৩১ ইত্যাদি ॥—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উগ্রো জজ্ঞে বীর্যায় স্বধাবাঞ্চক্রিরপো নর্যো যৎ করিষ্যন্।
জগ্মির্যুবা নৃষদনমবোভিস্ত্রাতা ন ইন্দ্র এনসো মহশ্চিৎ ॥ ১ ॥
হন্তা বৃত্রমিন্দ্রঃ শূশুবানঃ প্রবীন্নু বারো জরিতারমূতী।
কর্তা সুদাসে অহ বা উ লোকং দাতা বসু মুহুরা দাশুষে ভূৎ ॥ ২ ॥
যুধ্মো অনর্বা খজকৃৎসমদ্বা শূরঃ সত্রাষাড়্ জনুষেমষাঢ়্হঃ।
ব্যাস ইন্দ্রঃ পৃতনাঃ স্বোজা অধা বিশ্বং শত্রূয়ন্তং জঘান ॥ ৩ ॥
উভে চিদিন্দ্র রোদসী মহিত্বা পপ্রাথ তবিষীভিস্তুবিষ্মঃ।
নি বজ্রমিন্দ্রো হরিবান্মিমিক্ষন্ৎসমন্ধসা মদেষু বা উবোচ ॥ ৪ ॥
বৃষা জজান বৃষণাং রণায় তমু চিন্নারী নর্যং সসূব।
প্র যঃ সেনানীরধ নৃভ্যো অস্তীনঃ সত্বা গবেষণঃ স ধৃষ্ণুঃ ॥ ৫ ॥
নূ চিৎস ভ্রেষতে জনো রেষন্মনো যো অস্য ঘোরমাবিবাসাৎ।
যজ্ঞৈর্য ইন্দ্রে দধতে দুবাংসি ক্ষয়ৎস রায় ঋতপা ঋতেজাঃ ॥ ৬ ॥
যদিন্দ্র পূর্বো অপরায় শিক্ষন্নয়জ্জ্যায়ান্ কনীয়সো দেষ্ণম্।
অমৃত ইৎপর্যাসীত দূরমা চিত্র চিত্র্যং ভরা রয়িং নঃ ॥ ৭ ॥
যস্ত ইন্দ্র প্রিয়ো জনো দদাশদসন্নিরেকে অদ্রিবঃ সখা তে।
বয়ং তে অস্যাং সুমতৌ চনিষ্ঠাঃ স্যাম বরূথে অঘ্নতো নৃপীতৌ ॥ ৮ ॥

এষ স্তোমো অচিক্রদদ্বৃষা ত উত স্তামুর্মঘবন্নক্রপিষ্ঠ।
রায়স্কামো জরিতারং ত আগন্ত্বমঙ্গ শক্র বস্ব আ শকো নঃ ॥ ৯॥
স ন ইন্দ্র ত্বয়তায়া ইষে ধাস্ত্মনা চ যে মঘবানো জুনন্তি।
বস্বী ষু তে জরিত্রে অস্তু শক্তির্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — বলবান, উগ্র ইন্দ্র বীর্য প্রকাশের জন্য উৎপন্ন হয়েছেন। মানুষের হিতকর ইন্দ্র যে কর্ম করতে ইচ্ছা করেন, তা নিশ্চয়ই করেন। যুবা ও আশ্রয় প্রদানের জন্য যজ্ঞগৃহগামী ইন্দ্র মহাপাপ হ'তে আমাদের ত্রাণ করেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্র বর্ধমান হয়ে বৃত্রকে বধ করেন। তিনি বীর। তিনি শীঘ্র আশ্রয় দানের দ্বারা স্তোতাকে রক্ষা করেন। তিনি সুদাসের জন্য জনপদ নির্মাণ করেছেন এবং যজমানের উদ্দেশে বারংবার ধন দান করেন ॥ ২ ॥

ইন্দ্র যোদ্ধা, প্রতিপক্ষ শূন্য, যুদ্ধকারী, কলহপরায়ণ, শূর এবং স্বভাবত বহুলোকাভিভাবী; তিনি শত্রুদের অনভিভবনীয় ও প্রকৃষ্ট বলযুক্ত। ইন্দ্রই শত্রুসেনা বিক্ষেপ করেছেন; তিনিই যে সকল ব্যক্তি শত্রুতা করে, তাদের বধ করেন ॥ ৩ ॥

হে বহুধনবান্ ইন্দ্র! আপনি বল ও মহিমার দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী উভয়কে পরিপূরিত করেছেন। অশ্ববান্ ইন্দ্র শত্রুদের প্রতি বজ্রক্ষেপ পূর্বক যজ্ঞে সোমরসের দ্বারা সেবিত করেন ॥ ৪ ॥

পিতা যুদ্ধের জন্য অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে উৎপাদন করেছেন। নারী মানবের হিতকর সেই ইন্দ্রকে প্রসব করেছেন। ইন্দ্রও মানবগণের সেনানী হয়ে প্রভু হন। তিনি ঈশ্বর, শত্রুবিনাশক, গোসকলের অন্বেষক ও শত্রুবর্গের পরাভবকারী ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি এই ইন্দ্রের শত্রুবিনাশক মনের পরিচর্যা করে, সেই ব্যক্তি কখনও স্থানভ্রষ্ট হয় না, কখনও ক্ষীণ হয় না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রে পরিচর্যা প্রদান করে, যজ্ঞজাত যজ্ঞপালক ইন্দ্র তার ধনের জন্য বাস করেন ॥ ৬ ॥

হে বিচিত্র ইন্দ্র! পিতা পুত্রকে যে ধন দান করে, এবং জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিকট যে দেয় ধন প্রাপ্ত হয়, এবং যে ধন লাভ করলে অমরত্ব লাভ হয়, এই ত্রিবিধ ধন আমাদের জন্য আহরণ করো ॥ ৭ ॥

হে বজ্রধারী ইন্দ্র! আপনার যে প্রিয় সখা হব্য দান করে, সে আপনার দানেই অবস্থান করুক। আমরা হিংসা না ক'রে আপনার অনুগ্রহ লাভ পূর্বক সর্বাপেক্ষা অধিকতর অন্নবান্ হয়ে মানবগণের রক্ষণশীল গৃহে যেন অবস্থিতি করতে পারি ॥ ৮ ॥

হে ধনবান্ ইন্দ্র! এই সোম আপনার জন্য বর্ধিত হয়ে ক্রন্দন করছে। আরও স্তোতা আপনার স্তব করছে। হে শক্র! আমি আপনার স্তোতা, ধনের অভিলাষ আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে, অতএব আপনি শীঘ্র আমাদের বাসযোগ্য ধন প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের ধারণ করুন, যেন আমরা আপনার দত্ত অন্ন ভোগ করতে পারি। যে হব্যদায়িগণ নিজেই হব্য প্রদান করেন, তাদের ধারণ করুন। অত্যন্ত প্রশস্ত স্তুতিকার্যে আমার সামর্থ্য হোক, আমি আপনার স্তোতা, আপনারা আমাদের সর্বদা স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

অসাবি দেবং গোঋজীকমন্ধো ন্যস্মিন্নিন্দ্রো জনুষেমুবোচ।
বোধামসি ত্বা হর্যশ্ব যজ্ঞৈর্বোধা নঃ স্তোমমন্ধসো মদেষু ॥ ১॥
প্র যন্তি যজ্ঞং বিপয়ন্তি বর্হিঃ সোমমাদো বিদথে দুধ্রবাচঃ।
ন্যু ভ্রিয়ন্তে যশসো গৃভাদা দূর উপব্দো বৃষণো নৃষাচঃ ॥ ২॥
ত্বমিন্দ্র স্রবিতবা অপস্কঃ পরিষ্ঠিতা অহিনা শূর পূর্বীঃ।
ত্বদ্বাবক্রে রথ্যো ন ধেনা রেজন্তে বিশ্বা কৃত্রিমাণি ভীষা ॥ ৩॥
ভীমো বিবেষায়ুধেভিরেষামপাংসি বিশ্বা নর্যাণি বিদ্বান্।
ইন্দ্রঃ পুরো জর্হৃষাণো বি দুধোদ্বি বজ্রহস্তো মহিনা জঘান ॥ ৪॥
ন যাতব ইন্দ্র জুজুবুর্নো ন বন্দনা শবিষ্ঠ বেদ্যাভিঃ।
স শর্ধদর্যো বিষুণস্য জন্তোর্মা শিশ্নদেবা অপি গুর্ঋতং নঃ ॥ ৫॥
অভি ক্রত্বেন্দ্র ভূরধ জ্মন্ন তে বিব্যঙ্মহিমানং রজাংসি।
স্বেনা হি বৃত্রং শবসা জঘন্থ ন শত্রুরন্তং বিবিদদ্যুধা তে ॥ ৬॥
দেবাশ্চিত্তে অসুর্যায় পূর্বেঽনু ক্ষত্রায় মমিরে সহাংসি।
ইন্দ্রো মঘানি দয়তে বিষহ্যেন্দ্রং বাজস্য জোহুবন্ত সাতৌ ॥ ৭॥
কীরিশ্চিদ্ধি ত্বামবসে জুহাবেশা নমিন্দ্র সৌভগস্য ভূরেঃ।
অবো বভূথ শতমূতে অস্মে অভিক্ষত্তুস্ত্বাবতো বরূতা ॥ ৮॥
সখায়স্ত ইন্দ্র বিশ্বহ স্যাম নমোবৃধাসো মহিনা তরুত্র।
বন্বন্তু স্মা তেঽবসা সমীকেঽভীতিমর্যো বনুষাং শবাংসি ॥ ৯॥
স ন ইন্দ্র ত্বয়তায়া ইষে ধাস্ত্মনা চ যে মঘবানো জুনন্তি।
বস্বী যূ তে জরিত্রে অস্তু শক্তির্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — দীপ্ত, গব্যমিশ্রিত সোম অভিষুত হয়েছে। এই ইন্দ্র স্বভাবতই তাতে সঙ্গত হন। হে হর্যশ্ব! আপনাকে যজ্ঞের দ্বারা প্রবোধিত করবো। সোমজনিত মত্ততার কালে আমাদের স্তোত্র অবগত হোন ॥ ১॥

যজমানবৃন্দ যজ্ঞে গমন করছেন, বর্হি বিস্তীর্ণ করছেন, যজ্ঞস্থলে প্রস্তরসকল দুর্ধর শব্দ করে। অন্নবান্, দূরগামী শব্দবিশিষ্ট, ঋত্বিক্-সঙ্গত, বর্ষণকারী প্রস্তর সকল গৃহ হ'তে গৃহীত হচ্ছে ॥ ২॥

হে শূর ইন্দ্র! আপনি বৃত্রকর্তৃক আক্রান্ত বহুতর জল প্রেরণ করেছিলেন। আপনি আছেন ব'লে নদীসকল রথিগণের মতো নির্গত হয়। সমস্ত কৃত্রিম ভুবন ভয়ে কম্পিত হয় ॥ ৩॥

ইন্দ্র মানুষের হিতকর সমস্ত কর্ম অবগত হয়ে এবং আয়ুধের দ্বারা ভয়ঙ্কর হয়ে এই শত্রুগণকে ব্যাপ্ত করেছিলেন; তাদের নগরসকল কম্পিত করেছিলেন। তিনি হৃষ্ট মহিমাযুক্ত ও বজ্রহস্ত হয়ে তাদের বধ করেছিলেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন আমাদের হিংসা না করে। হে বলবত্তম ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন প্রজাবৃন্দ হ'তে আমাদের পৃথক্ না করে। স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জন্তুর বধে উৎসাহান্বিত হন। শিশ্ন দেবগণ যেন আমাদের যজ্ঞ বিঘ্ন না করেন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি কর্মের দ্বারা পৃথিবীতে বর্তমান জন্তুসকলকে অভিভূত করুন। লোকসকল আপনার মহিমা ব্যাপ্ত করতে পারে না। আপনি আপন বলে বৃত্রকে বধ করেছেন। শত্রুগণ যুদ্ধের দ্বারা আপনার অন্ত লাভ করতে পারেনি ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! পূর্ব দেবগণও বল এবং প্রাণিবধ বিষয়ে আপনার বল অপেক্ষা অল্প ব'লে বিদিত হয়েছিলেন। ইন্দ্র শত্রুগণকে অভিভূত ক'রে ভক্তবৃন্দকে ধন দান করেন। স্তোতাগণ অন্নলাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করেন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি ঈশান, স্তোতা রক্ষার জন্য আপনাকে আহ্বান করছে। হে বহুরক্ষক ইন্দ্র! আপনি আমাদের প্রভূত ধনের রক্ষক হয়েছিলেন। আপনার তুল্য যে ব্যক্তি আমাদের হিংসা করে, তাকে নিবারণ করুন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা স্তুতির দ্বারা আপনাকে বর্ধিত ক'রে সর্বদা যেন আপনার সখা হই। আপনি আপন মহিমায় সকলের তারক; আপনার আশ্রয়ে আর্য স্তোতাবৃন্দ যুদ্ধকালে যুদ্ধের জন্য আগত হিংসকদের বল হিংসা করুন ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের ধারণ করুন, যেন আমরা আপনার দত্ত অন্ন ভোগ করতে পারি। যে হব্যদায়িগণ নিজেই হব্য প্রদান করে, তাদেরও ধারণ করুন। অত্যন্ত স্তুতিকার্যে আমার সামর্থ্য হোক, আমি আপনার স্তোতা। আপনারা আমাদের সর্বদা স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — ৯ ঋকের 'হিংসকদের' অর্থাৎ অনার্যদের।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই সূক্তের প্রথম ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত অনুবাদ ও বক্তব্য স্মরণীয়। যথা,—"দীপ্তিদানসম্পন্ন (দেবত্বপ্রাপক) জ্ঞানযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে উৎপন্ন হোক; বলৈশ্বর্যাধিপতি দেব আপনা-আপনিই সেই সত্ত্বের সাথে মিলিত হন; জ্ঞানভক্তিদাতা হে দেব! সৎকর্মসাধনের দ্বারা আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই; সত্ত্বভাবের পরমানন্দ আমাদের দান করবার জন্য আমাদের প্রার্থনা আপনি শ্রবণ করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবতা কৃপা ক'রে আমাদের জ্ঞানভক্তি ও সত্ত্বভাব প্রদান করুন)। মন্ত্রটিতে নিত্যসত্য-খ্যাপনে বলা হয়েছে—ভগবান্ আপনা থেকেই জ্ঞানের সাথে মিলিত হন। তার অর্থ এই যে, ভগবান্ জ্ঞানময়; জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি তাঁর নিত্যশক্তি।...মন্ত্রের প্রার্থনাংশে বলা হয়েছে—দীপ্তিসম্পন্ন জ্ঞানযুক্ত সত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে উৎপন্ন হোক। জ্ঞানযুক্ত সত্ত্বভাব—দীপ্তিসম্পন্ন, 'দেবং'—দেবতাপ্রাপক, কেমন ক'রে হয়? মানুষ জ্ঞানবলেই দেবত্বের দাবী করতে পারে, জ্ঞানবলেই মানুষ ভগবানের সামীপ্য লাভ করে। যা মানুষকে দেবতার আসন প্রদান করতে পারে, তা-ই দেবভাবপ্রাপক—'দেবং।— ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ২২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা যং তে সুষাব হর্যশ্বাদ্রিঃ।
সোতুর্বাহুভ্যাং সুয়তো নার্বা ॥ ১॥
যস্তে মদো যুজ্যশ্চারুরস্তি যেন বৃত্রাণি হর্যশ্ব হংসি।
স ত্বামিন্দ্র প্রভূবসো মমত্তু ॥ ২॥
বোধা সু মে মঘবন্বাচমেমাং যাং তে বসিষ্ঠো অর্চতি প্রশস্তিম্।
ইমা ব্রহ্ম সধমাদে জুযস্ব ॥ ৩॥
শ্রুধী হবং বিপিপানস্যাদ্রের্বোধা বিপ্রস্যার্চতো মনীষাম্।
কৃষ্বা দুবাংস্যান্তমা সচেমা ॥ ৪॥
ন তে গিরো অপি মৃষ্যে তুরস্য ন সুষ্টুতিমসুর্যস্য বিদ্বান্।
সদা তে নাম স্বযশো বিবক্মি ॥ ৫॥
ভূরি হি তে সবনা মানুষেষু ভূরি মনীষী হবতে ত্বামিৎ।
মারে অস্মন্মঘবঞ্জ্যোক্কঃ ॥ ৬॥
তুভ্যেদিমা সবনা শূর বিশ্বা তুভ্যং ব্রহ্মাণি বর্ধনা কৃণোমি।
ত্বং নৃভির্হব্যো বিশ্বধাসি ॥ ৭॥
নূ চিন্নু তে মন্যমানস্য দস্মোদশ্নুবন্তি মহিমানমুগ্র।
ন বীর্যমিন্দ্র তে ন রাধঃ ॥ ৮॥
যে চ পূর্ব ঋষয়ো যে চ নূত্না ইন্দ্র ব্রহ্মাণি জনয়ন্ত বিপ্রাঃ।
অস্মে তে সন্তু সখ্যা শিবানি যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! সোম পান করুন, সোম আপনাকে মত্ত করুক। হে হরি নামক অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! রশ্মির দ্বারা সংযত অশ্বের মতো অভিষব-কর্তার হস্তদ্বয়ে পরিগৃহীত প্রস্তর, এই সোম অভিষব করেছে ॥ ১॥

হে হরিনামক অশ্বযুক্ত, প্রভূত ধনবান্ ইন্দ্র! আপনার যে উপযুক্ত ও সম্যক্ প্রস্তুত সোম আছে; যার দ্বারা আপনি বৃত্রগণকে হনন করেছেন, সেই সোম আপনাকে প্রমত্ত করুক ॥ ২॥

হে মঘবন্! বসিষ্ঠ আপনার স্তুতিরূপ এই যে কথা বলছেন, আপনি আমার এই বাক্য জ্ঞাত হোন, আর যজ্ঞে এইসকল স্তুতি সেবা করুন ॥ ৩॥

হে ইন্দ্র! আমি সোম পান করেছি, আপনি আমার প্রস্তরের আহ্বান শ্রবণ করুন, স্তুতিকারী বিপ্রের স্তুতি অবগত হোন। এই যে পরিচর্যা করছি, সহায়ভূত হয়ে এই সমস্ত বুদ্ধিস্থ করুন ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! আপনি শত্রু-হিংসক, আমি আপনার বল জ্ঞাত আছি, আমি আপনার স্তুতি পরিত্যাগ করবো না। আমি সর্বদা আপনার অসাধারণ যশোবিশিষ্ট নাম উচ্চারণ করবো ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! মানুষের মধ্যে আপনার অভিষব অনেক। মনীষী আপনাকেই অত্যন্ত আহ্বান করছে। অতএব আপনাকে আমাদের হ'তে দূরে স্থাপন করবেন না ॥ ৬ ॥

হে শূর! আপনারই জন্য এই সকল সোমাভিষব। আপনারই জন্য বর্ধনকর স্তোত্র করছি। আপনিই সর্বরকমে মানবগণের আহ্বানযোগ্য ॥ ৭ ॥

হে দর্শনীয়! আপনি স্তূয়মান হ'লে আপনার মহিমা কে না তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হয়? কে না আপনার ধন প্রাপ্ত হয়? ॥ ৮ ॥

যে সকল প্রাচীন ঋষি ছিলেন ও সে সকল নূতন ঋষি আছেন, সকলে আপনার স্তোত্র উৎপাদন করছেন। আমাদের প্রতি আপনার সখ্য মঙ্গলকর হোক। আপনারা আমাদের সর্বদা স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৯ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত কয়েকটি ঋকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উল্লেখনীয়; যথা—১ ঋক্—"পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে দেব! আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব গ্রহণ করুন; আপনাকে প্রাপ্ত হয়ে সেই সত্ত্বভাব আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুক; জ্ঞানভক্তিদাতা হে দেব! বল্গার দ্বারা যেমন অশ্ব সংযত হয়, তেমনই সাধকের জ্ঞানভক্তির দ্বারা সংযত কঠোর তপ আপনাকে প্রাপ্তির জন্য এই সত্ত্বভাব উৎপাদন করে।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদনপূর্বক কৃপা করে আমাদের প্রাপ্ত হোন।" [ভগবানকে লাভ করবার উপায় তপস্যা। জ্ঞানভক্তি-সংযুত যে সৎকর্ম তা সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উৎপাদন করে। তখন সাধক শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবানের সামীপ্য লাভ করেন, অর্থাৎ সৎকর্মের সাহায্যেই সেই সত্ত্বভাবের বিকাশ হয়। শুধু কর্ম করলেই হয় না, তাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করবার জন্য জ্ঞান চাই। আবার যেখানে প্রকৃত জ্ঞান থাকে, সেখানে ভক্তিরও উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী...তাই জ্ঞান ও ভক্তিই সাধককে মোক্ষমার্গ-অনুসারী কর্মে নিয়োজিত করে]।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"পাপহারক জ্ঞানদাতা বলাধিপতি হে দেব! আপনার সাথে মিলনসাধক সমীচীন যে পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব আছে, যে সত্ত্বভাবের দ্বারা আপনি রিপুশত্রুদের বিনাশ করে পরমধনদাতা হে দেব! আমাদের হৃদয়স্থিত সেই শুদ্ধসত্ত্ব আপনাকে তৃপ্ত করুক।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে ভগবানের সাথে মিলিত হই)। ['হর্যশ্ব' পদে যদিও 'হরিনামক অশ্বযুক্ত' অর্থে গৃহীত হয়, কিন্তু এখানে 'হরী' পদে আমরা মনে ক'রি—পাপহারক ভগবানকেই লক্ষ্য কর। 'যুজ্য' পদের অর্থ—'যা যোজনা করে, মিলনসাধন করে।' ঐ অর্থে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ঐ পদের সার্থকতা দেখা যায়। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষের ও ভগবানের মধ্যে মিলনসূত্র।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—"পরমধনদাতা হে দেব! জ্ঞানী সাধক আপনার যে স্তুতি উচ্চারণ করেন, সেই স্তুতি আপনি সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করেন। সৎকর্ম-সাধকের জন্য, (অর্থাৎ আমি যাতে সৎকর্মপরায়ণ হই, সেই হেতু) হে দেব! আমার এই স্তোত্রসমূহ গ্রহণ করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমার প্রার্থনারূপ পূজা গ্রহণ করুন)। আমরা 'বসিষ্ঠং' পদে পূর্বাপর 'জ্ঞানী' অর্থই গ্রহণ করেছি]।—ইত্যাদি॥ ৪ ঋক্—"হে দেব! শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারী কঠোর সাধনাপরায়ণ জ্ঞানের পূজা (অথবা আহ্বান) আপনি গ্রহণ করেন; জ্ঞানার্থী পূজাপরায়ণ আমার স্তুতি গ্রহণ করুন; বন্ধুভূত হয়ে হে দেব! আমার এই আরাধনা গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের প্রার্থনা ও পূজোপকরণ গ্রহণ করুন)।...অর্থাৎ শুধু পূজা করলেই হয় না, প্রার্থনা করলেই ফল লাভ হয় না, পূজার মতো পূজা, প্রার্থনার মতো প্রার্থনা করা চাই।—ইত্যাদি॥ ৫ ঋক্—"হে দেব! আশুমুক্তিদায়ক আপনার শক্তি জেনে

আমি প্রার্থনা পরিত্যাগ করবো না; এবং মঙ্গলদায়ক প্রার্থনা পরিত্যাগ করবো না; অর্থাৎ আমি যেন সকল অবস্থাতে সর্বত্র প্রার্থনাপরায়ণ হই; সর্বলোকবিদিত হে দেব! নিত্যকাল আপনার মাহাত্ম্য উচ্চারণ করবো। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপরায়ণ হ'তে সমর্থ হই)।—ইত্যাদি॥ ৬ ঋক্—"হে পরমধনদাতা দেব! আপনারই শুদ্ধসত্ত্ব প্রভূতপরিমাণে আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হোক। জ্ঞানী সাধক আপনাকেই আরাধনা করেন; হে দেব! আমাদের নিকট হ'তে চিরকাল আপনাকে দূরে রাখবেন না, অর্থাৎ আপনি আমাদের প্রাপ্ত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি; ভগবান্ আমাদের প্রাপ্ত হোন।" [মূলভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের কৃপায় শুদ্ধসত্ত্বলাভ করতে পারি।...মন্ত্রের শেষাংশে যে প্রার্থনা আছে, তার ভাব এই যে, আমরা যেন কখনও ভগবানের নিকট হ'তে দূরে না থাকি, ভগবান্ যেন আমাদের তাঁর মঙ্গলময় ক্রোড়ে তুলে নেন]—ইত্যাদি ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ২৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্যেন্দ্রং সমর্যে মহয়া বসিষ্ঠ।
আ যো বিশ্বানি শবসা ততানোপশ্রোতা ম ঈবতো বচাংসি ॥ ১॥
অয়ামি ঘোষ ইন্দ্র দেবজামিরিরজ্যন্ত যচ্ছুরুধো বিবাচি।
নহি স্বমায়ুশ্চিকিতে জনেষু তানীদং হাংস্যতি পর্ষ্যস্মান্ ॥ ২॥
যুজে রথং গবেষণং হরিভ্যামুপ ব্রহ্মাণি জুজুষাণমস্থুঃ।
বি বাধিষ্ট স্য রোদসী মহিত্বেন্দ্রো বৃত্রাণ্যপ্রতী জঘন্বান্ ॥ ৩॥
আপশ্চিৎপিপ্যুঃ স্তর্যো ন গাবো নক্ষন্নৃতং জরিতারস্ত ইন্দ্র।
যাহি বায়ুর্ন নিযুতো নো অচ্ছা ত্বং হি ধীভির্দয়সে বি বাজান্ ॥ ৪॥
তে ত্বা মদা ইন্দ্র মাদয়ন্তু শুষ্মিণং তুবিরাধসং জরিত্রে।
একো দেবত্রা দয়সে হি মর্তানস্মিঞ্ছূর সবনে মাদয়স্ব ॥ ৫॥
এবেদিন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুং বসিষ্ঠাসো অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
স নঃ স্তুতো বীরবৎ পাতু গোমদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — অন্নের ইচ্ছায় স্তোত্রসকল উদীরিত হতো। হে বসিষ্ঠ! আপনিও যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তোত্র করুন। তিনি বলের দ্বারা সমস্ত ভুবন ব্যাপ্ত করেছিলেন। আমি তাঁর নিকট গমন করতে ইচ্ছা ক'রি। তিনি আমার স্তুতিবাক্য শ্রবণ করুন ॥ ১॥

যখন ওষধিসকল বর্ধিত হয়, তখন দেববৃন্দের প্রিয়শব্দ উদীরিত হয়। আরও লোকের মধ্যে কেউই আপনার আয়ু জ্ঞাত হ'তে পারে না। আমাদের সকল পাপ হ'তে পার করুন ॥ ২॥

আমি হরিদ্বয়ের দ্বারা ইন্দ্রের গো-প্রাপক রথ যোজিত ক'রি। ইন্দ্র স্তুতি সেবা করছেন, তাঁকে

সকলে উপাসনা করছে। তিনি আপন মহিমায় দ্যাবাপৃথিবীকে বাধিত করেছেন। ইন্দ্র শত্রুদস্যুসমূহ বিনাশ করেছেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! অপ্রসূত গাভীর মতো জল বর্ধিত হোক। আপনার স্তোতৃগণ জল ব্যাপ্ত করুক। বায়ু যেমন নিযুৎগণের নিকটে আগমন করে, সেইরকম আপনি আমার নিকট আগমন করুন। আপনি কর্মের দ্বারা অন্ন প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! মদকর সোমসকল আপনাকে মত্ত করুক। স্তোতাকে বলবান্ বহুধন পুত্র দান করুন। হে শূর! দেববৃন্দের মধ্যে আপনিই একাকী মানবগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। এই যজ্ঞে প্রমত্ত হোন ॥ ৫ ॥

বসিষ্ঠগণ অর্চনীয় স্তোত্রের দ্বারা এই রকমেই বজ্রবাহু অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের পূজা করে। তিনি স্তুত হয়ে আমাদের বীরবিশিষ্ট ও গোবিশিষ্ট ধন দান করুন, আপনারা সর্বদা স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই বর্ণীয় মুর্গানামকে স্মরণ করা যেতে পারে। যথা, —"হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! রিপু সংগ্রামে আত্মশক্তি লাভের জন্য বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতার প্রতি স্তোত্রসমূহ উচ্চারণ করো, অর্থাৎ তাঁর সাহায্য লাভের জন্য প্রার্থনা করো; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রার্থনার দ্বারা দেবতাকে প্রাপ্ত হন; যে দেবতা আপন শক্তিতে সকল লোক ব্যাপ্ত ক'রে আছেন, তিনি প্রার্থনাকারী আমার প্রার্থনার শ্রবণকারী হোন; অর্থাৎ তিনি প্রার্থনা শ্রবণ করুন।" (ভাব এই যে,—রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করবার জন্য ভগবানকে যে আমি আরাধনা করি, তিনি কৃপা ক'রে আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন)। [আত্ম-উদ্বোধন ও প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটির মধ্যে সাধনার ও সিদ্ধিলাভের একটা ক্রম দেখা যায়। প্রথমে নৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা ও পরে তাকে ধর্ম-জীবনে পরিণত-করণ, এবং সবশেষে ভগবানের চরণে আশ্রয় লাভ—সাধনার এই ক্রমই এই মন্ত্রে ব্যক্ত]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ২৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যোনিষ্ট ইন্দ্র সদনে অকারি তমা নৃভিঃ পুরুহূত প্র যাহি।
অসো যথা নোঽবিতা বৃধে চ দদো বসূনি মমদশ্চ সোমৈঃ ॥ ১ ॥
গৃভীতং তে মন ইন্দ্র দ্বির্বর্হাঃ সুতঃ সোমঃ পরিষিক্তা মধূনি।
বিসৃষ্টধেনা ভরতে সুবৃক্তিরিয়মিন্দ্রং জোহুবতী মনীষা ॥ ২ ॥
আ নো দিব আ পৃথিব্যা ঋজীষিন্নিদং বর্হিঃ সোমপেয়ায় যাহি।
বহন্তু ত্বা হরয়ো মদ্র্যঞ্চমাঙ্গূষমচ্ছা তবসং মদায় ॥ ৩ ॥
আ নো বিশ্বাভিরূতিভিঃ সজোষা ব্রহ্ম জুষাণো হর্যশ্ব যাহি।
বরীবৃজৎস্থবিরেভিঃ সুশিপ্রাস্মে দধদ্বৃষণং শুষ্মমিন্দ্র ॥ ৪ ॥

এষ স্তোমো মহ উগ্রায় বাহে ধুরী বাত্যো ন বাজয়ন্নধায়ি।
ইন্দ্র ত্বায়মর্ক ঈট্টে বসূনাং দিবীব দ্যামধি নঃ শ্রোমতং ধাঃ ॥ ৫ ॥
এবা ন ইন্দ্র বার্যস্য পূর্ধি প্র তে মহীং সুমতিং বেবিদাম্।
ইষং পিন্ব মঘবদ্ভ্যঃ সুবীরাং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনার সদনের জন্য স্থান করা হয়েছে। হে পুরুহূত! মরুৎবর্গের সাথে সেইস্থানে আগমন করুন। আপনি যেমন আমাদের রক্ষিতা হয়েছেন, যেমন আমাদের বৃদ্ধির জন্য হয়েছেন, সেইরকম ধন দান করুন। আমাদের সোমের দ্বারা মত্ত হোন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি দুই স্থানে পূজ্য। আমরা আপনার মন গ্রহণ করেছি। সোম অভিষব করেছি, মধু পরিষেক করেছি, মধ্যম স্বরে উচ্চার্যমান সুসমাপ্ত এই স্তুতি বারংবার ইন্দ্রকে আহ্বান ক'রে উচ্চারিত হচ্ছে ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের এই যজ্ঞে সোম পানের জন্য স্বর্গ হ'তে ও অন্তরীক্ষ হ'তে আগমন করুন। আরও অশ্বগণ আনন্দের নিমিত্ত আমার অভিমুখে ইন্দ্রকে স্তোত্রাভিমুখে বহন করুক ॥ ৩ ॥

হে হর্যশ্ব, শোভন হনু-বিশিষ্ট ইন্দ্র! আপনি সর্বরকম রক্ষার সাথে মিলিত হয়ে বৃদ্ধ মরুৎবৃন্দের সাথে শত্রুবৃন্দকে হিংসা পূর্বক আমাদের অভীষ্টবর্ষী বলবান্ পুত্র প্রদান ক'রে স্তোত্র সেবা করতে করতে আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ৪ ॥

রথের অশ্বের মতো এই বলকারক স্তোম মহান্, ওজস্বী, বিশ্ববাহক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্থাপিত হয়েছে। হে ইন্দ্র! স্তোতা আপনার নিকট ধন যাচ্ঞা করে, আপনি আমাদের আকাশের স্বর্গের মতো শ্রীমান্ পুত্র প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি এইভাবে আমাদের বরণীয় ধনে পূর্ণ করুন। আমরা আপনার মহান্ অনুগ্রহ লাভ করবো। আমরা হবিষ্মান্, আমাদের বীরপুত্রবিশিষ্ট অন্ন দান করুন। আপনারা আমাদের সর্বদা স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তের প্রথম ঋকেই স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অনুবাদ ও বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। যথা—"বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনার জন্য হৃদয়ে যেন স্থান করতে পারি; সর্বলোকবরেণ্য হে দেব! সৎকর্মসাধন সামর্থ্যের সাথে আমাদের হৃদয়ে আপনি আগমন করুন, যে রকমে অর্থাৎ যে কৃপা-প্রদর্শনে, আমাদের প্রবর্ধনের জন্য (আমাদের মোক্ষ-প্রদানের জন্য) আপনি আমাদের রক্ষক হন, সেই কৃপায় আমাদের পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন; এবং সত্ত্বভাব দান ক'রে আমাদের পরমানন্দিত করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! অপার করুণায় আপনি আমাদের রক্ষা ও পালন করছেন; কৃপা ক'রে আমাদের মোক্ষলাভের জন্য সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য এবং সত্ত্বভাব প্রদান করুন)। [এই মন্ত্রটি চারভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের বিভিন্ন প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশের প্রার্থনার শব্দ বিভিন্ন হ'লেও তাদের অন্তর্নিহিত ভাব এক। প্রত্যেক অংশেই মানুষের চরম কাম্যবস্তুর জন্য—মোক্ষলাভের জন্য—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রার্থনা করা হয়েছে]—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ২৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বশিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ তে মহ ইন্দ্রোত্যুগ্র সমন্যবো যৎসমরন্ত সেনাঃ।
পতাতি দিদ্যুন্নর্যস্য বাহ্বোর্মা তে মনো বিষ্বদ্র্যগ্বি চারীৎ ॥ ১ ॥
নি দুর্গ ইন্দ্র শ্নথিহ্যমিত্রানভি যে নো মর্তাসো অমন্তি।
আরে তং শংসং কৃণুহি নিনিৎসোরা নো ভর সম্ভরণং বসূনাম্ ॥ ২ ॥
শতং তে শিপ্রিন্নূতয়ঃ সুদাসে সহস্রং শংসা উত রাতিরস্তু ।।
জহি বধর্বনুষো মর্ত্যস্যাস্মে দ্যুম্নমধি রত্নং চ ধেহি ॥ ৩ ॥
ত্বাবতো হীন্দ্র ক্রত্বে অস্মি ত্বাবতোঽবিতুঃ শূর রাতৌ।
বিশ্বেদহানি তবিষীব উগ্রঁ ওকঃ কৃণুষ্ব হরিবো ন মর্ধীঃ ॥ ৪ ॥
কুৎসা এতে হর্যশ্বায় শূষমিন্দ্রে সহো দেবজূতমিয়ানাঃ।
সত্রা কৃধি সুহনা শূর বৃত্রা বয়ং তরুত্রাঃ সনুয়াম বাজম্ ॥ ৫ ॥
এবা ন ইন্দ্র বার্যস্য পূর্ধি প্র তে মহীং সুমতিং বেবিদাম।
ইষং পিন্ব মঘবদ্ভ্যঃ সুবীরাং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে উগ্র ইন্দ্র! আপনি মহান্ ও মানুষের হিতকর। যখন আপনার সেনাগণ সকলেই সমান, এই অভিমান ক'রে যুদ্ধ করে, তখন আপনার হস্তস্থিত বজ্র আমাদের রক্ষার জন্য পতিত হোক। আপনার সর্বত্রগামী মন যেন বিচলিত না হয় ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! যুদ্ধে যে মর্তগণ আমাদের অভিমুখ হয়ে আমাদের অভিভব করে, সেই শত্রুগণকে বিনাশ করুন। যারা আমাদের নিন্দা করতে ইচ্ছা করে, তাদের কথা দূর ক'রে দিন। আমাদের জন্য ধন সমূহ আহরণ করুন ॥ ২ ॥

হে উষ্ণীষবান্ ইন্দ্র! আমি সুদাস, আপনার শতসংখ্যক রক্ষা আমার হোক, আপনার সহস্র অভিলাষ ও ধন আমার হোক, হিংসকের হিংসাসাধন আয়ুধ বিনাশ করুন। আমাদের উদ্দেশে দীপ্ত অন্ন ও রত্ন দান করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আমি আপনার মতো লোকের কর্মে নিযুক্ত, আপনার মতো রক্ষক ব্যক্তির দানে নিযুক্ত। হে বলবান্ ওজস্বিন্ ইন্দ্র! সমস্ত দিনই আমাদের স্থান করুন। হে হরিবান্! আমাদের হিংসা করবেন না ॥ ৪ ॥

আমরা হর্যশ্ব ইন্দ্রের জন্য সুখকর স্তোত্র ক'রে ইন্দ্রের নিকট দেবপ্রেরিত বল যাচ্ঞা ক'রে দুর্গনিচয় উত্তীর্ণ হয়ে বল লাভ করবো। হে শূর! আপনি সর্বদা আমাদের শত্রুবধে সমর্থ করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! এইভাবে আমাদের বরণীয় ধনে পূর্ণ করুন। আমরা আপনার মহান্ অনুগ্রহ লাভ

করবো। আমরা হবিষ্মান্, আমাদের বীরপুত্রবিশিষ্ট অন্নদান করুন। আপনারা আমাদের সর্বদা স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ন সোম ইন্দ্রমসুতো মমাদ নাব্রহ্মাণো মঘবানং সুতাসঃ।
তস্মা উক্‌থং জনয়ে যজ্জুজোষন্নৃবন্নবীয়ঃ শৃণবদ্যথা নঃ ॥ ১ ॥
উক্‌থউক্‌থে সোম ইন্দ্রং মমাদ নীথেনীথে মঘবানং সুতাসঃ।
যদীং সবাধঃ পিতরং ন পুত্রাঃ সমানদক্ষা অবসে হবন্তে ॥ ২ ॥
চকার তা কৃণবন্নূনমন্যা যানি ব্রুবন্তি বেধসঃ সুতেষু।
জনীরিব পতিরেক সমানো নি মামৃজে পুর ইন্দ্রঃ সু সর্বাঃ ॥ ৩ ॥
এবা তমাহুরুত শৃণ্ব ইন্দ্র একো বিভক্তা তরণির্মঘানাম্।
মিথস্তুর উতয়ো যস্য পূর্বীরস্মে ভদ্রাণি সশ্চত প্রিয়াণি ॥ ৪ ॥
এবা বসিষ্ঠ ইন্দ্রমূতয়ে নৃন্‌কৃষ্টীনাং বৃষভং সুতে গৃণাতি।
সহস্রিণ উপ নো মাহি বাজান্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — যে সোম ধনবান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে অভিষুত নয়, তাতে তৃপ্তি হয় না। অভিষুত হলেও স্তোত্রহীন সোম তৃপ্তিকর হয় না। আমাদের যে উক্‌থ ইন্দ্রকে সেবা করে, রাজা যাকে শ্রবণ করে, সেই নূতন উক্‌থ আমি ইন্দ্রের উদ্দেশে পাঠ ক'রি ॥ ১ ॥

প্রতি উক্‌থ স্তুতিপাঠ কালেই সোম ধনবান্ ইন্দ্রকে তৃপ্ত করে। প্রতি স্তোত্রপাঠ কালেই অভিষুত সোম তাঁকে তৃপ্ত করে। অতএব পরস্পর মিলিত ও সমান উৎসাহবিশিষ্ট ঋত্বিকবৃন্দ, পুত্র যেমন পিতাকে আহ্বান করে, সেইরকম রক্ষার জন্য তাঁকে আহ্বান করছে ॥ ২ ॥

স্তোত্রকারিগণ সোম অভিষুত হ'লে যে সকল কর্মের কথা বলে, ইন্দ্র পূর্বকালে সেইসকল কর্ম করেছিলেন। সম্প্রতি অন্য কর্মও করছেন। সমবৃত্তি, সহায়রহিত ইন্দ্র পতি যেমন পত্নীকে শোধন করেন, সেইরকম সমস্ত শত্রুনগরী শোধন করেছিলেন ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রের পরস্পর সংশ্লিষ্ট বহুতর রক্ষা আছে। ঋষিবৃন্দ তাকে এইরকম বলেছেন। আরও ইন্দ্র পূজনীয় ধনের দাতা ও আপদ উদ্ধর্তা ব'লে শ্রবণ ক'রি। তাঁর প্রসাদে প্রীতিকর কল্যাণ সকল আমাদের সেবা করুক ॥ ৪ ॥

বসিষ্ঠ, রক্ষার জন্য ও প্রজাগণের অভীষ্ট বর্ষণের জন্য ইন্দ্রকে সোমাভিষবে এইভাবে স্তব

করছেন। হে ইন্দ্র! আমাদের সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান করুন। আপনারা স্বস্তির দ্বারা সর্বদা আমাদের পালন করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎপার্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ।
শূরো নৃষাতো শ্রবসশ্চকান আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ ॥ ১ ॥
য ইন্দ্র শুষ্মো মঘবন্তে অস্তি শিক্ষা সখিভ্যঃ পুরুহূত নৃভ্যঃ।
ত্বং হি দৃড়্হা মঘবন্বিচেতা অপা বৃধি পরিবৃতং ন রাধঃ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রো রাজা জগতশ্চর্ষণীনামধি ক্ষমি বিষুরূপং যদস্তি।
ততো দদাতি দাশুষে বসূনি চোদদ্রাধ উপস্তু তশ্চিদর্বাক্ ॥ ৩ ॥
নূ চিন্ন ইন্দ্রো মঘবা সহূতী দানো বাজং নি যমতে ন উতী।
অনূনা যস্য দক্ষিণা পীপায় বামং নৃভ্যো অভিবীতা সখিভ্যঃ ॥ ৪ ॥
নূ ইন্দ্র রায়ে বরিবস্কৃধী ন আ তে মনো ববৃত্যাম মঘায়।
গোমদশ্বাবদ্রথবদ্ব্যন্তো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — যখন যুদ্ধোদ্যোগ সম্বন্ধীয় কর্মসকল প্রযুক্ত হয়, তখন ইন্দ্রকে লোকে যুদ্ধে আহ্বান করে। আপনি ইন্দ্র, মানবদের ধনপ্রদ ও বলাভিলাষী হয়ে গোপূর্ণ গোষ্ঠে আমাদের নীত করুন ॥ ১ ॥

হে পুরুহূত ইন্দ্র! আপনার যে বল আছে, তা স্তোতাগণকে প্রদান করুন। হে মঘবন্! যেহেতু দৃঢ় পুরসমূহ ভেদ করেছেন, অতএব প্রজ্ঞা প্রকাশ ক'রে লুক্কায়িত ধন প্রকাশ ক'রে দিন ॥ ২ ॥

ইন্দ্র জগতের ও মানবগণের রাজা। পৃথিবীতে নানা রকমের যে ধন আছে তারও রাজা। তিনি হব্যদায়ীকে ধন দান করেন। সেই ইন্দ্র আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের অভিমুখে ধন প্রেরণ করুন ॥ ৩ ॥

ধনবান্ দানশীল ইন্দ্রকে আমরা মরুৎবর্গের সাথে আহ্বান করায়, আমাদের রক্ষার জন্য তিনি শীঘ্রই অন্ন প্রেরণ করুন। এই ইন্দ্রই সখাগণকে যে সম্পূর্ণ ও সর্বতোব্যাপী দান করেন, তা মানবগণের উদ্দেশে মনোহর ধন দোহন করে ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি ধন প্রাপ্তির জন্য শীঘ্র আমাদের ধন দান করুন। আমরা পূজনীয় স্তুতির উদ্দেশে আপনার মন আবর্তিত করবো। আপনারা গো অশ্ব ও রথবিশিষ্ট ও ধনবান্, আপনারা

সর্বদা স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা 'সামবেদ-সংহিতা' থেকে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত দু'টি ঋকের অনুবাদ ও বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। যথা,—১ ঋক্—"রিপুসংগ্রামে যখন রিপুনাশক প্রসিদ্ধ সৎকর্মসমূহ প্রয়োগ করা হয়, তখন সাধকগণ বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে আহ্বান করেন, অর্থাৎ তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন; হে দেব! বীর্যবান্ মানুষের পরমার্থদাতা আপনি, আমাদের পরম মঙ্গলের কামনাকারী হয়ে জ্ঞানসমন্বিত পথে আমাদের নিয়ে যান, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানসমন্বিত করুন।" [ভাব এই যে,—ভগবানই সর্বতোভাবে রিপুসংগ্রামে মানুষের সহায় হন; তিনি রিপু বিনাশ ক'রে আমাদের পরাজ্ঞান (মোক্ষলাভের উপায়ভূত জ্ঞান) প্রদান করুন]।—ইত্যাদি ॥ ৩ ঋক্—"বলাধিপতি দেব বিশ্বের সকল আত্ম-উৎকর্ষশীল সাধকদের প্রভু হন; অপিচ, বিশ্বে যে সকল ধন আছে, তিনি সেই ধনেরও ঈশ্বর হন; তিনি সেই ধন হ'তে ত্যাগশীল সাধককে পরমধন প্রদান করেন; তিনি আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় ধন নিশ্চিতরূপে প্রদান করুন।" (ভাব এই যে,—ভগবানই সকল বিশ্বের অধিপতি; তিনি কৃপা ক'রে আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান—সৃষ্টি স্থিতি বিলয়—দৃশ্য বা অদৃশ্য সব কিছুর মূলেই তিনি। সকল কর্মেরও তিনিই প্রভু। তিনি কেবল সত্তামাত্র নন। তিনি অসীম করুণারও আধার। সাধকগণ তাঁরই কৃপায় পরমধন মোক্ষের অধিকারী হন]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ২৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ব্রহ্মা ণ ইন্দ্রোপ যাহি বিদ্বানর্বাচস্তে হরয়ো সন্তু যুক্তাঃ।
বিশ্বে চিদ্ধি ত্বাং বিহবন্ত মর্তা অস্মাকমিচ্ছৃণুহি বিশ্বমিন্ব ॥ ১ ॥
হবং ত ইন্দ্র মহিমা ব্যানড্‌ব্রহ্ম যৎপাসি শবসিন্নৃষীণাম্।
আ যদ্বজ্রং দধিষে হস্ত উগ্র ঘোরঃ সন্‌ক্রত্বা জনিষ্ঠা আষাড়্‌ হঃ ॥ ২ ॥
তব প্রণীতীন্দ্র জোহুবানান্তসং যন্নৃন্ন রোদসী নিনেথ।
মহে ক্ষত্রায় শবসে হি জজ্ঞেঽতূতুজিং চিত্তূতুজিরশিশ্নৎ ॥ ৩ ॥
এভির্ন ইন্দ্রাহভির্দশস্য দুর্মিত্রসো হি ক্ষতয়ঃ পবন্তে।
প্রতি যচ্চষ্টে অনৃতমনেনা অব দ্বিতা বরুণো মায়ী নঃ সাৎ ॥ ৪ ॥
বোচেমেদিন্দ্রং মঘবানমেনং মহো রায়ো রাধসো যদ্দদয়ঃ।
যো অর্চতো ব্রহ্মকৃতিমবিষ্ঠো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি অবগত হয়ে আমাদের স্তোত্রে আগমন করুন। আপনার অশ্বগণ আমাদের অভিমুখে যোজিত হোক। হে সকলের প্রীতিপদ ইন্দ্র! সমস্ত মানুষই যদিও আপনাকে পৃথক্ পৃথক্ আহ্বান করে, তথাপি আপনি আমাদের আহ্বানই শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

হে বলবান্ ইন্দ্র! যখন আপনি ঋষিগণের স্তোত্র রক্ষা করেন, তখন আপনার মহিমা স্তোতাকে ব্যাপ্ত করুক। হে ওজস্বিন্ ইন্দ্র! যখন হস্তে বজ্র ধারণ করেন, তখন কর্মের দ্বারা ভয়ঙ্কর হয়ে শত্রুগণের দুষ্কর্ষ হোন ॥ ২॥

হে ইন্দ্র! আপনার উপদেশ অনুসারে যে সকল লোক বারংবার স্তব করে, তাদের দ্যুলোক ও ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনি মহাবল ও মহাধনের জন্য উৎপন্ন হয়েছেন; অতএব যে আপনার উদ্দেশে যাগ করে, সে যজ্ঞবিরতবৃন্দকে হিংসা করতে সমর্থ হয় ॥ ৩॥

হে ইন্দ্র! শত্রুভূত মানবগণ আগমন করছে। এই সকল দিনে আমাদের ধন দান করুন। আরও পাপহারী প্রজ্ঞাবান্ বরুণ আমাদের সম্বন্ধে যে পাপ দর্শন করেন, তা দু'ভাবে বিমোচন করুন ॥ ৪॥

যে ইন্দ্র আমাদের সমারাধনীয় মহাধন দান করেছেন, যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য রক্ষা করেন, সেই ধনবান্ ইন্দ্রকে স্তুতি করবো। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অয়ং সোম ইন্দ্র তুভ্যং সুম্ব আ তু প্র যাহি হরিবস্তদোকাঃ।
পিবা ত্বস্য সুষুতস্য চারোর্দদো মঘানি মঘবন্নিয়ানঃ ॥ ১॥
ব্রহ্মন্বীর ব্রহ্মকৃতিং জুষাণোঽর্বাচীনো হরিভির্যাহি তূয়ম্।
অস্মিন্নূ ষু সবনে মাদয়স্বোপ ব্রহ্মাণি শৃণব ইমা নঃ ॥ ২॥
কা তে অস্ত্যরংকৃতিঃ সূক্তৈঃ কদা নূনং তে মঘবন্দাশেম।
বিশ্বা মতীরা ততনে ত্বায়াধা ম ইন্দ্র শৃণবো হবেমা ॥ ৩॥
উতো ঘা তে পুরুষ্যা ইদাসন্যেষাং পূর্বেষামশৃণোঋষীণাম্।
অধাহং ত্বা মঘবঞ্জোহবীমি ত্বং ন ইন্দ্রাসি প্রমতিঃ পিতেব ॥ ৪॥
বোচেমেদিন্দ্রং মঘবানমেনং মহো রায়ো রাধসো যদ্দদন্নঃ।
যো অর্চতো ব্রহ্মকৃতিমবিষ্ঠো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনার উদ্দেশে এই সোম অভিষুত হয়েছে। হে হরিবান্ ইন্দ্র! এর সেবার জন্য আগমন করুন। সম্যক্ অভিষুত চারু সোম পান করুন। হে মঘবন্! আমরা যাচ্ঞা করছি, আমাদের ধন দান করুন ॥ ১॥

হে ব্রহ্মবীর ইন্দ্র! স্তোত্রকার্যের সেবা ক'রে অশ্বযানে শীঘ্র আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। এই যজ্ঞেই সম্যকভাবে হৃষ্ট হোন। আমাদের এই স্তোত্রসকল শ্রবণ করুন ॥ ২॥

হে ইন্দ্র! সূক্তের দ্বারা আপনার অলঙ্কৃতি কিভাবে সম্পাদন করবো? আমরা কখন আপনার প্রীতি উৎপাদন করবো? আপনাকে কামনা ক'রেই সমস্ত স্তুতি করছি; অতএব হে ইন্দ্র! আমার এই স্তুতি শ্রবণ করুন ॥৩॥

হে মঘবন্! যে সকল ঋষির স্তুতি শ্রবণ করেছেন, সেই পূর্ব ঋষিবর্গ পুরুষগণের হিতকারী ছিলেন। অতএব আমি আপনাকে বারংবার আহ্বান করছি। হে ইন্দ্র! আপনি পিতার মতো আমাদের বন্ধু ॥৪॥

যে ইন্দ্র আমাদের সমারাধনীয় মহাধন দান করেছেন, যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য রক্ষা করেন, সেই ধনবান্ ইন্দ্রকে স্তুতি করবো। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ নো দেব শবসা যাহি শুষ্মিন্‌ভবা বৃধ ইন্দ্র রায়ো অস্য।
মহে নৃম্ণায় নৃপতে সুবজ্র মহি ক্ষত্রায় পৌংস্যায় শূর ॥ ১॥
হবন্ত উ ত্বা হব্যং বিবাচি তনূষু শূরাঃ সূর্যস্য সাতৌ।
ত্বং বিশ্বেষু সেন্যো জনেষু ত্বং বৃত্রাণি রন্ধয়া সুহন্ত ॥ ২॥
অহা যদিন্দ্র সুদিনা ব্যুচ্ছান্দধো যৎকেতুমুপমং সমৎসু।
ন্যাগ্নিঃ সীদদসুরো ন হোতা হুবানো অত্র সুভগায় দেবান্ ॥ ৩॥
বয়ং তে ত ইন্দ্র যে চ দেব স্তবন্ত শূর দদতো মঘানি।
যচ্ছা সূরিভ্য উপমং বরূথং স্বাভুবো জরণামশ্নবন্ত ॥ ৪॥
বোচেমেদিন্দ্রং মঘবানমেনং মহো রায়ো রাধসো যদ্দদন্নঃ।
যো অর্চতো ব্রহ্মকৃতিমবিষ্ঠো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে বলবান্, দ্যুতিমান্ ইন্দ্র! বলের সাথে আমাদের নিকট আগমন করুন। আমাদের ধনের বর্ধয়িতা হোন। হে সুবজ্র নৃপতি! মহাবলবান্ হোন এবং শত্রুবিনাশক মহা পুরুষত্ব লাভ করুন ॥১॥

হে ইন্দ্র আপনি আহ্বানযোগ্য। মহা কোলাহলের সময়ে শরীর রক্ষার জন্য এবং সূর্যকে প্রাপ্ত হবার জন্য লোকে আপনাকে আহ্বান করে। সমস্ত লোকের মধ্যে আপনিই সেনার যোগ্য। আপনি সুহস্ত নামক বজ্রের দ্বারা শত্রুগণকে আমাদের বশীভূত করুন ॥২॥

হে ইন্দ্র! যখন দিনসকল সুদিন হয়ে প্রভাত হয়; যখন যুদ্ধে সমীপবর্তী ব'লে আপনাকে জ্ঞান

করেন, তখন হোতা, অগ্নি আমাদের উত্তম ধন প্রদানের জন্য দেববৃন্দকে আহ্বান পূর্বক এই যজ্ঞে উপবেশন করেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনার; যারা আপনাকে পূজনীয় হব্য দান পূর্বক স্তুতি করে, তারাও আপনার। সেই স্তোতাগণকে শ্রেষ্ঠ গৃহ দান করুন। আরও তারা সুসমৃদ্ধ হয়ে জরা প্রাপ্ত হোক ॥ ৪ ॥

যে ইন্দ্র আমাদের সমারাধনীয় মহাধন দান করেছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য রক্ষা করেন, সেই ইন্দ্রকে স্তুতি করবো। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : গায়ত্রী, বিরাট্]

প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং হর্যশ্বায় গায়ত। সখায়ঃ সোমপাব্নে ॥ ১ ॥
শংসেদুক্থং সুদানব উত দ্যুক্ষং যথা নরঃ। চকৃমা সত্যরাধসে ॥ ২ ॥
ত্বং ন ইন্দ্র বাজয়ুস্ত্বং গব্যুঃ শতক্রতো। ত্বং হিরণ্যয়ুর্বসো ॥ ৩ ॥
বয়মিন্দ্র ত্বায়বোঽভি প্র ণোনুমো বৃষন্। বিদ্ধী ত্বস্য নো বসো ॥ ৪ ॥
মা নো নিদে চ বক্তবেঽর্যো রন্ধীররাব্ণে। ত্বে অপি ক্রতুর্মম ॥ ৫ ॥
ত্বং বর্মাসি সপ্রথঃ পুরোয়োধশ্চ বৃত্রহন্। ত্বয়া প্রতি ব্রুবে যুজা ॥ ৬ ॥
মহাঁ উতাসি যস্য তেঽনু স্বধাবরী সহঃ। মম্নাতে ইন্দ্র রোদসী ॥ ৭ ॥
তং ত্বা মরুত্বতী পরি ভুবদ্বাণী সয়াবরী। নক্ষমাণ সহ দ্যুভিঃ ॥ ৮ ॥
ঊর্ধ্বাসস্ত্বান্বিন্দবো ভুবন্দস্মমুপ দ্যবি। সং তে নমন্ত কৃষ্টয়ঃ ॥ ৯ ॥
প্র বো মহে মহিবৃধে ভরধ্বং প্রচেতসে প্র সুমতিং কৃণুধ্বম্।
বিশঃ পূর্বীঃ প্র চরা চর্ষণিপ্রাঃ ॥ ১০ ॥
উরুব্যচসে মহিনে সুবৃক্তিমিন্দ্রায় ব্রহ্ম জনয়ন্ত বিপ্রাঃ।
তস্য ব্রতানি ন মিনন্তি ধীরাঃ ॥ ১১ ॥
ইন্দ্রং বাণীরনুত্তমন্যুমেব সত্রা রাজানং দধিরে সহধ্যৈ।
হর্যশ্বায় বর্হয়া সমাপীন্ ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থ — হে সখাবৃন্দ! তোমরা সোমপায়ী হর্যশ্ব ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র গান করো ॥ ১ ॥

শোভন দানযুক্ত সত্যধন ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য স্তোতা যেমন দীপ্ত স্তোত্র পাঠ করে, তোমরাও সেইরকম করো। আমরাও করবো ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের অন্নকাম হোন, হে শতক্রতো! আপনি আমাদের গোকাম হোন, হে

বাসপ্রদ আপনি হিরণ্যপ্রদ হোন ॥৩॥

হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! আমরা আপনার কামনা ক'রে বিশেষভাবে স্তুতি করছি। হে বাসপ্রদ ইন্দ্র! আপনি শীঘ্র আমাদের স্তুতি অবধারণ করুন ॥৪॥

হে আর্য ইন্দ্র! যে পরুষ বাক্য বলে, যে নিন্দা করে, যে দান করে না, আমাদের তার বশীভূত করবেন না। আমার স্তোত্র আপনাতেই গমন করুক ॥৫॥

হে বৃত্রহন্! আপনি আমাদের বর্ম, আপনি সর্বতঃ প্রথিত সম্মুখ যুদ্ধকারী। আপনাকে সহায়প্রাপ্ত হয়ে শত্রুবর্গকে হনন করবো ॥৬॥

অন্নবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী যে ইন্দ্রের বল স্বীকার করেন, সেই আপনি ইন্দ্র মহান্ হয়েছেন ॥৭॥

হে ইন্দ্র! আপনার সহগামিনী তেজযুক্তা ও স্তোত্বিশিষ্টা স্তুতি আপনাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করুক ॥৮॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্বর্গ-সমীপে স্থিত ও দর্শনীয়। আমাদের সোমসকল আপনার উদ্দেশে উন্মুখ হয়ে আছে। প্রজাসমূহ আপনাকে নমস্কার করছে ॥৯॥

তোমরা মহাধন বর্ধয়িতা, মহান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রণয়ন করো। প্রকৃষ্টমতির উদ্দেশে প্রকৃষ্ট স্তুতি করো। প্রজাগণের কামপূরক, যারা হব্যের দ্বারা আপনাকে পূর্ণ করে, তাদের অভিমুখে আগমন করুন ॥১০॥

যে ইন্দ্র প্রভূত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও মহান্, তাঁর উদ্দেশে মেধাবিগণ স্তুতি ও হব্য উৎপাদন করছেন। প্রাজ্ঞ লোকে তাঁর ব্রত হিংসা করতে পারে না ॥১১॥

সর্বজগতের ঈশ্বর ও অপ্রতিহতক্রোধ ইন্দ্রের স্তুতি সকল শত্রুবৃন্দকে অভিভব সাধন করে। অতএব ইন্দ্রের স্তুতির জন্য বন্ধুগণকে উৎসাহিত করো ॥১২॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তের প্রথম তিনটি ও শেষ তিনটি ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত অনুবাদ ও বক্তব্য উল্লেখনীয়। যথা,—১ম ঋক্,—"হে আমার সহচর সুহৃৎস্বরূপ চিত্তবৃত্তি নিবহ! তোমাদের সম্বন্ধীয় আনন্দপ্রদ স্তোত্রকে জ্ঞানরশ্মিসম্পন্ন (জ্ঞানবিতরক) শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্মের গ্রহণকারী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে সর্বথা সমর্পণ করো। (মন্ত্রটি আত্ম উদ্বোধক; প্রার্থনার ভাব এই যে,—আপনার সকল কর্ম বা সকল স্তোত্রমন্ত্র ভগবানে সংন্যস্ত হোক)। [আমরা মনে করি, এখানে 'সখায়ঃ' সম্বোধনে নিজের চিত্তবৃত্তিসমূহকে আহ্বান করা হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"হে আমার মন! সৎকর্ম-সাধকগণ যেমন ঐকান্তিক প্রার্থনা উচ্চারণ করেন, তেমনভাবে পরমধনদাতা এবং সত্যপ্রাপক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্যই তুমি প্রার্থনা উচ্চারণ করো অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হও; আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা করতে পারি।" (ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই)।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—"বলাধিপতি হে দেব! আপনি আমাদের আত্মশক্তিদাতা হোন। সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ হে দেব! আপনি আমাদের পরমজ্ঞায়ক হোন। পরমধনবান্ হে দেব! আপনি আমাদের পরমধনদাতা হোন।" (প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রে ভগবানের তিনরকম শক্তিকে সম্বোধন ক'রে তিনরকম দান প্রাপ্তির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।—তিনি বলাধিপতি (ইন্দ্র), সকল শক্তির উৎস প্রকৃতপক্ষে সাধনার দ্বারাই আত্মশক্তি লাভ হয়, কিন্তু সেই সাধনার শক্তি ও সিদ্ধিও তো ভগবানের কৃপা ভিন্ন লাভ করা যায় না।—তিনি পরমজ্ঞানদাতা, জ্ঞানস্বরূপ। তাই তাঁর কাছে পরাজ্ঞান লাভের প্রার্থনা।—তিনি সকল ধনের স্বামী, পরমধনবান্। মানুষ যে ধনের জন্য ব্যাকুল, যা লাভ করলে জীবনের সকল কামনা-বাসনার অবসান হয়—মানুষ সেই পরমধন তাঁর কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়। তাই তাঁর কাছে সেই পরমধন মোক্ষের

প্রার্থনা)।—ইত্যাদি॥ ১০ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পরমধনদাতা মহত্ত্ব সম্পন্ন দেবতার জন্য অর্থাৎ তাঁকে প্রাপ্ত হবার জন্য, আরাধনা প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন করো; পরাজ্ঞান লাভের জন্য সৎকর্মাত্মিকা প্রার্থনা বিশেষরূপে সম্পন্ন করো। হে দেব! সাধকবর্গের আত্ম-উন্নয়নকারী আপনি, প্রার্থনাকারী আমাদের প্রাপ্ত হোন।" (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনাকে প্রাপ্ত হবার জন্য আমরা যেন সৎকর্মের সাধনে সমর্থ হই; আপনি কৃপা ক'রে আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [সৎসঙ্কল্প, সাধু উদ্দেশ্য ও হৃদয়ের পবিত্রতা। ...মানুষের উন্নতির প্রকৃত কারণ—ভগবান্ নিজে। তাই তাঁকে 'চর্ষণিপ্রাঃ' (সাধকদের আত্ম-উন্নয়নকারী বা অভীষ্টপূরক) বলা হয়েছে]—ইত্যাদি॥ ১১ ঋক্—"জ্ঞানিগণ যে মহান্ সর্ব্বব্যাপী বলাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য মঙ্গলদায়ক স্তুতি উচ্চারণ করেন, সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের আরাধনা সাধকগণ সম্পাদন করেন।" (ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আরাধনাপরায়ণ হন)। [...মানুষের মধ্যে যে শক্তিবীজ আছে, আরাধনার দ্বারা তাকে বিকশিত করতে পারলেই মানুষ নিজেকে অনন্তের মধ্যে সমাহিত করতে পারে এবং এটাই সাধনার চরম লক্ষ্য।...আরাধনার দ্বারা মানুষের অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। আরাধনার অর্থ—আরাধ্যের অনুসরণ]।—ইত্যাদি॥ ১২ ঋক্—"সাধকদের রিপুনাশের জন্য, তাঁদের প্রার্থনা বিশ্বপতি অপ্রতিহতশক্তি বলাধিপতি দেবকে অনুসরণ করে! হে আমার মন! পাপহারক জ্ঞান-ভক্তি-দাতা দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য বন্ধুভূত সৎবৃত্তিসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে উদ্বোধিত করো।" (ভাব এই যে,—সাধকেরা বিশ্বের অধিপতি ভগবানকে আরাধনা করেন; আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই)।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৩২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ১, ২, ৪-২৭ প্রাগাথ, ৩ দ্বিপদা]

মো যু ত্বা বাঘতশ্চনারে অস্মন্নি রীরমন্।
আরাত্তাচ্চিৎ সধমাদং ন আ গহীহ বা সন্নুপ শ্রুধি॥ ১॥
ইমে হি তে ব্রহ্মকৃতঃ সুতে সচা মধৌ ন মক্ষ আসতে।
ইন্দ্রে কামং জরিতারো বসূয়বো রথে ন পাদমা দধুঃ॥ ২॥
রায়স্কামো বজ্রহস্তং সুদক্ষিণং পুত্রো ন পিতরং হুবে॥ ৩॥
ইম ইন্দ্রায় সুন্বিরে সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
তাঁ আ মদায় বজ্রহস্ত পীতয়ে হরিভ্যাং যাহ্যোক আ॥ ৪॥
শ্রবচ্ছুৎকর্ণ ঈয়তে বসূনাং নূ চিন্নো মর্ধিষদ্গিরঃ।
সদ্যশ্চিদ্যঃ সহস্রাণি শতা দদন্নকির্দিৎসন্তমা মিনৎ॥ ৫॥
স বীরো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রেণ শূশুবে নৃভিঃ।
যস্তে গভীরা সবনানি বৃত্রহন্ত্সুনোত্যা চ ধাবতি॥ ৬॥
ভবা বরূথং মঘবন্মঘোনাং যৎসমজাসি শর্ধতঃ।
বি ত্বাহতস্য বেদনং ভজেমহ্যা দূণাশো ভরা গয়ম্॥ ৭॥

সুনোতা সোমপারে সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে।
পচতা পক্তীরবসে কৃণুধ্বমিৎপৃণন্নিৎপৃণতে ময়ঃ ॥ ৮ ॥
মা স্রেধত সোমিনো দক্ষতা মহে কৃণুধ্বং রায় আতুজে।
তরণিরিজ্জয়তি ক্ষেতি পুষ্যতি ন দেবাসঃ কবত্নবে ॥ ৯ ॥
নকিঃ সুদাসো রথং পর্যাস ন রীরমৎ।
ইন্দ্রো যস্যাবিতা যস্য মরুতো গমৎস গোমতি ব্রজে ॥ ১০ ॥
গমদ্বাজং বাজয়ন্নিন্দ্র মর্ত্যো যস্য ত্বমবিতা ভুবঃ।
অস্মাকং বোধ্যবিতা রথানামস্মাকং শূর নৃণাম্ ॥ ১১ ॥
উদিন্ন্বস্য রিচ্যতেঽংশো ধনং ন জিগ্যুষঃ।
য ইন্দ্রো হরিবান্ন দভন্তি তং রিপো দক্ষং দধাতি সোমিনি ॥ ১২ ॥
মন্ত্রমখর্বং সুধিতং সুপেশসং দধাত যজ্ঞিয়েষ্বা।
পূর্বীশ্চন প্রসিতয়স্তরন্তি তং য ইন্দ্রে কর্মণা ভুবৎ ॥ ১৩ ॥
কস্তমিন্দ্র ত্বাবসুমা মর্ত্যো দধর্ষতি।
শ্রদ্ধা ইত্তে মঘবন্ পার্যে দিবি বাজী বাজং সিষাসতি ॥ ১৪ ॥
মঘোনঃ স্ম বৃত্রহত্যেষু চোদয় যে দদতি প্রিয়া বসু।
তব প্রণীতী হর্যশ্ব সূরিভির্বিশ্বা তরেম দুরিতা ॥ ১৫ ॥
তবেদিন্দ্রাবমং বসু ত্বং পুষ্যসি মধ্যমম্।
সত্রা বিশ্বস্য পরমস্য রাজসি নকিষ্ট্বা গোষু বৃণ্বতে ॥ ১৬ ॥
ত্বং বিশ্বস্য ধনদা অসি শ্রুতো য ঈং ভবন্ত্যাজয়ঃ।
তবায়ং বিশ্বঃ পুরুহূত পার্থিবোঽবস্যুর্নাম ভিক্ষতে ॥ ১৭ ॥
যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদহমীশীয়।
স্তোতারমিদ্দিধিষেয় রদাবসো ন পাপত্বায় রাসীয় ॥ ১৮ ॥
শিক্ষেয়মিন্মহয়তে দিবেদিবে রায় আ কুহচিদ্বিদে।
নহি ত্বদন্যন্মঘবন্ন আপ্যং বস্যো অস্তি পিতা চন ॥ ১৯ ॥
তরণিরিৎসিষাসতি বাজং পুরন্ধ্যা যুজা।
আ ব ইন্দ্রং পুরুহূতং নমে গিরা নেমিং তষ্টেব সুদ্রুবম্ ॥ ২০ ॥
ন দুষ্টুতী মর্ত্যো বিন্দতে বসু ন স্রেধন্তং রয়ির্নশৎ।
সুশক্তিরিন্মঘবন্তুভ্যং মাবতে দেষ্ণং যৎপার্যে দিবি ॥ ২১ ॥
অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ ॥ ২২ ॥
ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে।
অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যন্তস্ত্বা হবামহে ॥ ২৩ ॥

অভী যতস্তদা ভরেন্দ্র জ্যায়ঃ কনীয়সঃ।
পরুবসুর্হি মঘবন্ত্সনাদসি ভরেভরে চ হব্যঃ ॥ ২৪॥
পরাণুদস্ব মঘবন্নমিত্রান্ত্সুবেদা নো বসূ কৃধি।
অস্মাকং বোধ্যবিতা মহাধনে ভবা বৃধঃ সখীনাম্ ॥ ২৫॥
ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা ণো অস্মিন্পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি ॥ ২৬॥
মা নো অজ্ঞাতা বৃজনা দুরাধ্যোঽমাশিবাসো অব ক্রমুঃ
ত্বয়া বয়ং প্রবতঃ শশ্বতীরপোঽতি শূর তরামসি ॥ ২৭॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! এই যজমানবৃন্দও যেন আমা হ'তে দূরে আপনার সাথে আমোদ না করে। আপনি দূরে থাকলেও আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন। এই স্থানে আগত হয়ে শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

যেমন মধুতে মধুমক্ষিকা উপবেশন করে, সেইরকম স্তোত্রকারিগণ আপনার জন্য সোম অভিষুত হ'লে উপবেশন করে। রথে যেমন পদক্ষেপ করে, ধনকাম স্তোতাগণ সেইরকম ইন্দ্রে স্তুতি সমর্পণ করে ॥ ২ ॥

পুত্র যেমন পিতাকে আহ্বান করে, আমি ধনাভিলাষী হয়ে সুন্দর দানবিশিষ্ট ইন্দ্রকে সেইরকম আহ্বান ক'রি ॥ ৩ ॥

এইসকল দধি-মিশ্রিত সোম ইন্দ্রের জন্য অভিষুত হয়েছে। হে বজ্রহস্ত! আনন্দের জন্য সেই সোম পান করার জন্য অশ্বের সাথে যজ্ঞসদনের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৪ ॥

শ্রবণশীল কর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রের নিকট ধন যাচ্ঞা করছি। তিনি বাক্য শ্রবণ করুন, যেন নিষ্ফল না করেন। যে ইন্দ্র সদ্যই সহস্র ও শত দান করেন, দানাভিলাষী সেই ইন্দ্রকে যেন কেউ বারণ না করে ॥ ৫ ॥

হে বৃত্রহন! যে আপনার জন্য গভীর সোম অভিষব করে ও আপনার অনুগমন করে, সে বীর। কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না, সে পরিচারকগণ কর্তৃক বেষ্টিত হয় ॥ ৬ ॥

হে মঘবন্ ইন্দ্র! আপনি হবিষ্মানবৃন্দের বর্মস্বরূপ হোন। আপনি উৎসাহশীল শত্রুবৃন্দকে বিনাশ করুন। আপনি যে শত্রুকে বিনাশ করেছেন, তার ধন আমরা বিভাগ করে নিই। আপনাকে কেউ নাশ করতে পারে না। আপনি আমাদের জন্য ধন আহরণ করুন ॥ ৭ ॥

বজ্রযুক্ত সোমপাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমাভিষব করো। ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য পক্তব্য পাক করো ও কর্তব্য কার্য সম্পাদন করো। ইন্দ্র সুখ প্রদান পূর্বক হব্য পূর্ণ করেন ॥ ৮ ॥

সোমবিশিষ্ট যজ্ঞ হিংসা করে না। উৎসাহবান্ হও, মহান্ ও শত্রুবিনাশক ইন্দ্রের উদ্দেশে ধনলাভের জন্য কর্ম করো। ত্বরাবান্ ব্যক্তিই জয় করে, নিবাস করে ও পুষ্ট হয়। কুৎসিত ক্রিয়াকারীর দেবতা নেই ॥ ৯ ॥

সুদানশীল ব্যক্তির রথ কেউ দূরে নিক্ষেপ করতে পারে না এবং কেউ রোধ করতে পারে না। ইন্দ্র যার রক্ষক, সে গোযুক্ত গোষ্ঠে গমন করে ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি যে মর্ত্যের রক্ষক হবেন, সে আপনাকে বলবান্ ক'রে অন্ন প্রাপ্ত হবে। হে শূর! আমাদের রথের রক্ষক হোন, আমাদের পুত্র ইত্যাদিরও রক্ষক হোন ॥ ১১ ॥

হে হরিবান্ ইন্দ্র! সোমযুক্ত ব্যক্তিকে বল প্রদান করেন এবং শত্রুগণ যাঁকে হিংসা করতে পারে না, সেই ইন্দ্রের ভাগ জয়শীল ব্যক্তির ভাগের মতো সর্বাপেক্ষা অধিক ॥ ১২ ॥

দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রকেই অনল্প, সুবিহিত, শোভনস্তোত্র অর্পণ করে। যে ব্যক্তি কর্মের দ্বারা ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে, বহু রকম বন্ধন ইত্যাদি তার নিকট গমন করতে পারে না ॥ ১৩ ॥

আপনি যাকে ব্যাপ্ত করেন, কোন্ মানব তাকে ধারণা করতে পারে? হে মঘবন্! আপনার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে হবিষ্মান্ হয়, সে দ্যুলোকে ও দিবসে ধন লাভ করে ॥ ১৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি মঘবান্, যারা আপনার প্রিয় ধন প্রদান করে, তাদের সংগ্রামে প্রেরণ করুন। হে হর্যশ্ব! আপনার উপদেশমতো স্তোতৃগণের সাথে সমস্ত দুরিত হ'তে উত্তীর্ণ হবো ॥ ১৫ ॥

হে ইন্দ্র! অধম ধন আপনারই। আপনি মধ্যম ধন পোষণ করেন। আপনি সমস্ত উৎকৃষ্ট ধনের কর্তা, এ কথা সত্য। গো বিষয়ে কেউই আপনাকে বারণ করতে পারে না ॥ ১৬ ॥

আপনি সকলের ধনদাতা বলে প্রসিদ্ধ। এই যে যুদ্ধসকল হয়, এতেও ধনদাতা বলে প্রসিদ্ধ। হে পুরুহূত! এই সমস্ত পার্থিব লোকরক্ষার অভিলাষে আপনার নিকট অন্ন ভিক্ষা করে ॥ ১৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি যত ধনের ঈশ্বর, আমি যেন তত ধনের ঈশ্বর হই। হে ধনদ! আমি স্তোতাকে প্রতিপালন করবো। পাপের জন্য ধন দান করবো না ॥ ১৮ ॥

যে কোন স্থানে বিদ্যমান পূজাকারী লোকের উদ্দেশে প্রত্যহ ধন দান করবো। হে ইন্দ্র! আপনি ভিন্ন আমাদের বন্ধু প্রশস্য পিতা নেই ॥ ১৯ ॥

ত্বরাবান্ ব্যক্তিই মহৎ কর্মের বলে অন্ন ভজনা করে। ত্বষ্টা যেমন উত্তম কাঠবিশিষ্ট নৈমিকে নমিত করেন, সেই রকম স্তুতির দ্বারা পুরুহূত ইন্দ্রকে নমিত করবো ॥ ২০ ॥

মর্ত্য মন্দ স্তুতির দ্বারা ধনলাভ করতে পারে না। ধন হিংসাকারীর নিকট গমন করে না। হে মঘবন্! দ্যুলোকে ও দিবসে আমার মতো লোকের প্রতি আপনার যা দাতব্য আছে, তা সুকর্মা ব্যক্তিই লাভ করে ॥ ২১ ॥

হে শূর! আপনি এই জগতের অর্থাৎ জঙ্গম পদার্থের ঈশ্বর, স্থাবর পদার্থের ঈশ্বর ও সর্বদর্শী, অথবা অশুদ্ধ ধেনুর মতো আপনার স্তুতি করছি ॥ ২২ ॥

হে মঘবন্! আপনার মতো কেউ স্বর্গে বা পৃথিবীতে জন্মায়নি ও জন্মাবে না। আমরা অশ্ব, অন্ন ও গাভী অভিলাষী, আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ২৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি জ্যেষ্ঠ ও আমি কনিষ্ঠ হয়েছি। আমার জন্য সেই ধন আহরণ করুন, আপনি চিরকাল হ'তে বহু ধনবান্ এবং প্রত্যেক যুদ্ধে হব্যলাভের যোগ্য ॥ ২৪ ॥

হে মঘবন্! শত্রুবর্গকে পরাঙ্মুখ ক'রে প্রেরণ করুন। আমাদের ধন সুলভ করুন। সংগ্রামে আমাদের রক্ষক হোন। আমরা সখা, আমাদের বর্ধয়িতা হোন ॥ ২৫ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের কর্ম আহরণ করুন; পিতা পুত্রকে যেমন দান করে, সেই রকম আপনি আমাদের ধন দান করুন। হে পুরুহূত! আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্যকে প্রাপ্ত হই ॥ ২৬ ॥

হে ইন্দ্র! হিংসক, দুষ্প্রসাদ্য, অমঙ্গলময় শত্রু যেন অজ্ঞাতসারে আমাদের আক্রমণ না করে। হে শূর! আমরা আপনার নিকট নম্র হয়ে অনেক কার্যে উত্তীর্ণ হবো ॥ ২৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত কয়েকটি ঋকের বক্তব্য

উল্লেখনীয়। যথা,—১ ঋক্—"হে ভগবন্! আপনার উপাসকগণও যেন আমাদের কাছে সুষ্ঠুভাবে আনন্দ উপভোগ করেন।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করি); "এবং দূর স্বর্গলোক হ'তে আপনি আমাদের হৃদয়রূপ যজ্ঞস্থলে আগমন করুন, এবং আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে প্রার্থনা বিশেষভাবে শ্রবণ করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন)। [এই মন্ত্রে সাধক প্রার্থনা করছেন—প্রভো আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও, তোমাকে যাঁরা ভালবাসেন, তোমার প্রতি যাঁরা ভক্তিযুত, তাঁদের চরণরেণুর স্পর্শও যে পবিত্র! যদি ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থেকে মুক্তিলাভের উপায়ভূত সাধনায় পাপী আমি আত্মনিয়োগ করতে পারি—এই মাত্র ভরসা]।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"অমৃতকামী সাধকগণ যেমন অমৃতে সর্বতোভাবে বর্তমান থাকেন অর্থাৎ অমৃত প্রাপ্ত হন, তেমনই আপনার প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে বর্তমান থাকেন, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন; অভীষ্টস্থানে গমনের জন্য মানুষ যেমন যানে পদস্থাপন করে, তেমনভাবে পরমধনকামী স্তোতাগণ ভগবান্ ইন্দ্রদেবে কামনা সমর্পণ করেন।" (মন্ত্রটিতে একটি মহান্ সত্য বিধৃত আছে। যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করতে পারেন যিনি নিজের সর্বস্ব তাঁর চরণে নিবেদন করতে পারেন, তিনি মুক্তি বা মোক্ষলাভের অধিকারী হন।—ইত্যাদি॥ ৪ ঋক্—"বলৈশ্বর্যপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাবসমূহ ভক্তিরসবিমিশ্রিত এবং অনন্যভাবাশ্রিত হোক; রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! সত্ত্বভাবসমূহকে গ্রহণ করবার জন্য এবং আমাদের পরমানন্দ দানের নিমিত্ত আপনি জ্ঞানভক্তির সাথে আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন।" (এই মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের সান্নিধ্যলাভের—হৃদয়ে তাঁর অনুভূতি-লাভের ব্যাকুল কামনা দেখতে পাওয়া যায়)।—ইত্যাদি॥ ৮ ঋক্—"হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! রক্ষাস্ত্রযুক্ত সত্ত্বভাবদাতা বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাবের উদ্বোধন করো; পাপ হ'তে রক্ষার জন্য সৎকর্মসাধন করো; কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করো; তার দ্বারা প্রীত হয়ে দেবতা উপাসকদের পরমধন প্রদান করেন, এবং সাধকদের অভীষ্ট পূর্ণ করেন।" (ভাব এই যে,—আমি যেন হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদ্বোধন ও সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা মুক্তিলাভ করতে পারি)।—ইত্যাদি॥ ১৫ ঋক্—"হে ভগবন্! পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন আপনার প্রীতির নিমিত্ত যে জন আপনার প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্বরূপ উপকরণসমূহ উৎসর্গ করে, আপনি অনুগ্রহ-বুদ্ধিযুক্ত হয়ে সেই জনকে রিপুসহ সংগ্রামে শত্রুনাশসামর্থ্যে প্রবর্ধিত করেন। অতএব, প্রকৃষ্টজ্ঞান-সম্পন্ন হে ভগবন্! আপনার প্রেরণায় অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে সৎকর্মে এবং সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত হয়ে, বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভে এবং সৎ-ভাব সঞ্চয়ে যেন সমুদয় পাপকলুষ থেকে উত্তীর্ণ হই।" (মন্ত্রের প্রথম অংশে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে—সেই ভক্তিই ভক্তি, সেই জ্ঞানই জ্ঞান, অনন্যচিত্তে যার দ্বারা ভগবানের তৃপ্তিসাধনে নিযুক্ত হ'তে পারা যায়।...দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনাকারী ভাবছেন—আমি জ্ঞানী নই, ভক্ত নই, সাধক নই। তাই ব'লে কি আমি ভগবানের করুণালাভ করতে পারব না? তাই তাঁর জ্ঞানী হবার, ভক্ত হবার সঙ্কল্প।—আমাদের মতে 'হরি' শব্দের 'রশ্মি' (জ্ঞানরশ্মি) অর্থই সর্বথা সঙ্গত হয়)।—ইত্যাদি॥ ১৬ ঋক্—"বলৈশ্বর্যাধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! তমোগুণজাত বল ও ঐশ্বর্যের একমাত্র আপনিই কর্তা; আপনিই রজোগুণ উৎপন্ন বলৈশ্বর্যের পালক; এবং সমস্ত উৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণজাত বলৈশ্বর্য-সমূহেরও আপনিই ঈশ্বর, এমন যে আপনাকে রিপুগণ কেউই বাধা প্রদান করতে সমর্থ হয় না,—এটাই সত্য।" (ভাব এই যে,—আপনিই প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত প্রভু; অতএব আমাদের পরিত্রাণসাধক বলৈশ্বর্য আপনি আমাদের প্রদান করুন—এই প্রার্থনা)।—ইত্যাদি॥ ১৮ ঋক্—"বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনি যে পরমধনের অধিকারী, প্রার্থনাকারী আমিও সেই ধনের অধিকারী যেন হই; পরমধনদাতা হে দেব! প্রার্থনাকারী আমাকে আপনি যে জ্ঞান প্রদান করেন, তা যেন আমি পাপকর্মে কিছুই ক্ষয় না করি, অর্থাৎ পাপীর সাথে যেন আমার কোনও সম্বন্ধ না হয়।" (ভাব এই যে, —হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাকে পরমধনের পূর্ণ অধিকারী করুন, আমি যেন পাপসম্বন্ধশূন্য হই]।—

ইত্যাদি ॥ ১৯ ঋক্—"পরমধনদাতা হে দেব! আপনিই সকল সাধককে নিত্যকাল পরমধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করেন। হে দেব! আপনি ব্যতীত অন্য কেউই আমাদের বন্ধু নন; অপিচ, পরম আরাধনীয় নন; পালক কেউই বিদ্যমান নই।" (ভাব এই যে,—ভগবানই আমাদের পালক ও রক্ষক হন। তিনিই সাধকদের পরমধন প্রদান করেন)। [মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ—সাধক সর্বত্র সর্বকালে সর্ব-অবস্থায় ভগবানের কৃপাবলে রক্ষিত হয়।—দ্বিতীয় অংশে আত্মনিবেদন আছে। ভগবান্ ব্যতীত মানুষের অন্য কোন বন্ধু নেই, রক্ষক নেই। তিনিই একমাত্র পালক ও রক্ষক]।—ইত্যাদি ॥ ২০ ঋক্—"সংসার-সাগরে তরণীর মতো উদ্ধারকারী কর্মনিবহ অর্থাৎ সংসার-সাগর-ত্রাণকারক ভগবান্, মহতী বুদ্ধির সাথে নিত্যকাল আমাদের কল্যাণ-সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের সাথে সম্মিলিত হয়ে অথবা আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের সাথে সংযোজিত ক'রে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করে, অভীষ্ট ফল প্রদান করেন; পরিত্রাণকারী দেবতার মতো, সেই সৎকর্মনিবহ আমাদের পরিত্রাণসাধক জ্ঞানভক্তি সহযুত যানকে প্রাপ্ত করুন অর্থাৎ প্রদান করুন। আরও, হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ (আত্মসম্বোধন)! তোমাদের হিতসাধনের জন্য অর্থাৎ আমার পরিত্রাণসাধন কল্পে, অখিল-ব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্য জগৎপূজ্য সেই পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান ভক্তিসহযুত স্তুতির দ্বারা এবং সৎকর্মের দ্বারা, তোমাদের অর্থাৎ আমাদের মধ্যে অবনমিত করছি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত করছি।" [বক্তব্য এই যে,—সংসার-সমুদ্রে সৎকর্মরূপ ভগবানই একমাত্র পরিত্রাণকারক। ...তাঁর অনুগ্রহ-লাভের জন্য আমরা যেন সৎ-ভাব-সম্পন্ন এবং সৎকর্ম-পরায়ণ হই]। অথবা—"হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! সংসার-সাগর-ত্রাণকারক অর্থাৎ সদা সৎকর্ম-পরায়ণ জনই মহতী পরমার্থবুদ্ধি- সহযুত হয়ে, অভীষ্টফলকে সম্ভজনা করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। পরিত্রাণকারক দেবতা যেমন জ্ঞানভক্তিসহযুত সৎকর্মরূপ যানকে প্রাপ্ত করান, তেমনই তোমাদের জন্য অর্থাৎ তোমাদের উৎকর্ষ-সাধনের অথবা আমাদের নিজেদের মঙ্গল-সাধনের জন্য, জগৎপূজ্য পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে ভক্তিসহযুত স্তুতির দ্বারা যেন আহ্বান করতে সমর্থ হই।" [ভাব এই যে,—সৎকর্ম-পরায়ণ সাধকের মতো আমি যেন ভগবানের অনুসরণে সঙ্কল্পবদ্ধ হই]"।—ইত্যাদি ॥ ২১ ঋক্—"পরমধনদাতা ভগবানে অর্থাৎ তাঁর সম্বন্ধে অনুপযুক্ত ভক্তিবিহীন প্রার্থনা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয় না। পরমধন সৎকর্মরহিত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হয় না; পরমধনদাতা হে দেব! পরম আকাঙ্ক্ষণীয় স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য আপনার নিকট হ'তে আমাদের প্রাপ্তব্য যে পরমধন আছে, সেই ধন প্রার্থনাপরায়ণ আমাকে প্রদান করুন।" (মোক্ষ বা মুক্তি সৎকর্মসাধনের দ্বারা লাভ করা যায়। যারা সৎকর্মসাধনে পরাঙ্মুখ, অথবা যারা সৎকর্মের বিদ্বেষী, যারা অসার কার্যে অমূল্যজীবন নষ্ট করছে, তারা কখনও পরমসম্পদের অধিকারী হ'তে পারে না। এই মন্ত্রের অপর অংশে পরমধনের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। ভগবানই পরমধনদাতা। সেই ধনভাণ্ডার তাঁর সন্তানগণের জন্যই আছে। তাই বলা হয়েছে 'তুভ্যং দেক্ষং'—'অর্থাৎ আপনি মানুষকে সে ধন প্রদান করেন।' এর দ্বারা মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় মুক্তিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে)।— ইত্যাদি ॥ ২২ ঋক্—"শৌর্যসম্পন্ন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! দৃশ্যমান জঙ্গমের ঈশ্বর এবং স্থাবরের ঈশ্বর সর্বদ্রষ্টা আপনাকে লক্ষ্য ক'রে, ভক্তিসহযুত জ্ঞানিগণের মতো অথবা ভক্তিশূন্য বৃথা তর্কপরায়ণগণের মতো (অর্থাৎ চার্বাক-ধর্ম-অনুসারিগণের মতো) আমরা আরাধনা করছি।" (মন্ত্রের ভাব এই যে, —স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-চরাচর বিশ্বের অধিপতি ভগবানকে আরাধনা করতে মূঢ় আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি)।— ইত্যাদি ॥ ২৩ ঋক্—"পরমধনদাতা বলাধিপতি হে দেব! আপনার ন্যায় দ্যুলোকজাত আর কেউ নেই; ভূলোকজাত কেউও; আপনার সদৃশ কেউই সৃষ্টি হয়নি এবং কেউ হবেও না।" (ভাব এই যে,—ভগবান্ দেশকাল পাত্রকে অতিক্রম ক'রে বর্তমান আছেন)। "হে দেব! ব্যাপক জ্ঞানকামী আত্মশক্তিলাভার্থী পরাজ্ঞানকামী আমরা আপনাকে আরাধনা করছি।" (মন্ত্রের প্রথম ভাগে ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে তাঁর কাছে পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে)।—ইত্যাদি ॥ ২৪

ঋক্—"শ্রেষ্ঠ পূজার্হ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! প্রার্থনাকারী দুর্বলাত্মা আমাদের পরমার্থরূপ ধন প্রদান করুন; পরমধনসম্পন্ন হে দেব! আপনিই সর্বার্থপ্রদায়ক, এবং রিপুসংগ্রামে আপনিই শরণগ্রহণযোগ্য।" [ভাব এই যে,—দেবতা আমাদের পরমার্থ-ধন প্রদান করুন এবং রিপুকবল হ'তে আমাদের রক্ষা করুন।...বিরাট্ ঈশ্বরের তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের এই যে আত্মবোধ বা অনুভূতি, তা-ই মানুষকে তাঁর চরণে প্রার্থনায় নিয়োজিত করে,—সেই অসীমের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্র তুচ্ছ সসীম সত্তাকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ২৬ ঋক্—"হে পরম ঐশ্বর্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের প্রকৃষ্ট জ্ঞান অথবা সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন; অপিচ, যে রকমে পিতা পুত্রগণের নিমিত্ত অর্থাৎ তাদের মঙ্গলের জন্য বিদ্যা এবং ধন প্রদান করেন, সেইরকমভাবে আপনি আমাদের সৎপথ প্রদর্শনের দ্বারা পরমধন ও পরাজ্ঞান প্রদান করুন। হে সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় ইন্দ্রদেব। আপনার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত সৎকর্মে প্রাণশক্তির অভিলাষী আমরা যেন প্রাণশক্তি-স্বরূপ জ্ঞানকিরণকে প্রাপ্ত হই।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! পিতার মতো আপনি আমাদের সৎপথে নিয়ে চলুন। প্রজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত সৎভাব-মণ্ডিত চিত্তের দ্বারা যাতে আমরা পরমধন লাভ করতে পারি, আপনি তা বিধান করুন)। অথবা—"হে ভূতগণের প্রকাশক, সর্বভূতাত্মন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! পিতা যেমন নিজের সন্তানদের মঙ্গলকামনায় তাদের সৎপথ প্রদর্শন করেন, বিদ্যা এবং ধন প্রদান করেন, তেমনই আপনি আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের পরমজ্ঞান প্রদান করুন এবং আমাদের সৎপথে নিয়ে গিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করুন। সকলের পূজনীয় বা সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সকলের অভিলষিত বা প্রাপ্তব্য প্রকৃতিতে—ব্রহ্মে অর্থাৎ আপনাতে স্থিত জীবনীশক্তির অভিলাষী আমরা যেন অহরহ প্রজ্ঞানরশ্মি অর্থাৎ পরমজ্যোতি সেবা ক'রি অর্থাৎ প্রাপ্ত হই।" (এখানে পরমাত্মায় আত্ম-সম্মিলনের জন্য সাধক উদ্‌বুদ্ধ হচ্ছেন)—ইত্যাদি॥ ২৭ ঋক্—'হে ভগবন্! লুক্কায়িত অন্তর্নিহিত হিংসক দুষ্ট-অভিসন্ধিসম্পন্ন অমঙ্গলসাধক রিপুগণ আমাদের যেন পরাজয় না করে। হে সর্বশক্তিমন্ দেব! প্রার্থনাকারী আমরা আপনার কৃপায় রক্ষিত হয়ে যেন প্রভূত পরিমাণ (অথবা নিত্য) অমৃতপ্রবাহ লাভ ক'রি।" [মন্ত্রের প্রথম অংশে রিপুকবল হ'তে রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।...দ্বিতীয় অংশে আছে অমৃতলাভের প্রার্থনা]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৩৩ সূক্ত —

[দেবতা : প্রথম ৯টি ঋকে বসিষ্ঠপুত্রগণ, অবশিষ্ট ঋকে বসিষ্ঠ। ঋষি : প্রথম ৯টি ঋকে বসিষ্ঠ, অবশিষ্ট ঋকে বসিষ্ঠপুত্রগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

শ্বিত্যঞ্চো মা দক্ষিণতস্কপর্দা ধিয়ংজিন্বাসো অভি হি প্রমন্দুঃ।
উত্তিষ্ঠন্বোচে পরি বর্হিষো নৃন্ন মে দূরাদবিতবে বসিষ্ঠাঃ ॥ ১॥
দূরাদিন্দ্রমনয়ন্না সুতেন তিরো বৈশন্তমতি পান্তমুগ্রম্।
পাশদ্যুম্নস্য বায়তস্য সোমৎসুতাদিন্দ্রো অবৃণীতা বসিষ্ঠান্ ॥ ২॥
এবেন্নু কং সিন্ধুমেভিস্ততারেবেন্নু কং ভেদমেভির্জঘান।
এবেন্নু কং দাশরাজ্ঞে সুদাসং প্রাবদিন্দ্রো ব্রহ্মণা বো বসিষ্ঠাঃ ॥ ৩॥

জুষ্টী নরো ব্রহ্মণা বঃ পিতৃণামক্ষমব্যয়ং ন কিলা রিষাথ।
যচ্ছক্বরীষু বৃহতা রবেণেন্দ্রে শুষ্মমদধাতা বসিষ্ঠাঃ ॥ ৪॥
উদ্যামিবেত্তৃষ্ণজো নাথিতাসোঽদীধয়ুর্দাশরাজ্ঞে বৃতাসঃ।
বসিষ্ঠস্য স্তুবত ইন্দ্রো আশ্রোদুরুং তৃৎসুভ্যো অকৃণোদু লোকম ॥ ৫॥
দণ্ডা ইবেদ্গো অজনাস আসন্ পরিচ্ছিন্না ভরতা অর্ভকাসঃ।
অভবচ্চ পুরএতা বসিষ্ঠ আদিত্তৃৎসূনাং বিশো অপ্রথন্ত ॥ ৬॥
ত্রয়ঃ কৃণ্বন্তি ভুবনেষু রেতাস্তিস্রঃ প্রজা আর্যা জ্যোতিরগ্রাঃ।
ত্রয়ো ঘর্মাস উষসং সচন্তে সর্বা ইত্তাঁ অনু বিদুর্বসিষ্ঠাঃ ॥ ৭॥
সূর্যস্যেব বক্ষথো জ্যোতিরেষাং সমুদ্রস্যেব মহিমা গভীরঃ।
বাতস্যেব প্রজবো নান্যেন স্তোমো বসিষ্ঠ অন্বেতবে বঃ ॥ ৮॥
ত ইন্নিণ্যং হৃদয়স্য প্রকেতৈঃ সহস্রবল্‌শমভি সং চরন্তি।
যমেন ততং পরিধিং বয়ন্তোঽপ্সরস উপ সেদুর্বসিষ্ঠাঃ ॥ ৯॥
বিদ্যুতো জ্যোতিঃ পরি সঞ্জিহানং মিত্রাবরুণা যদপশ্যতাং ত্বা।
তত্তে জন্মোতৈকং বসিষ্ঠাগস্ত্যো যত্বা বিশ আজভার ॥ ১০॥
উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মন্মনসোঽধি জাতঃ।
দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বে দেবাঃ পুষ্করে ত্বাদদন্ত ॥ ১১॥
স প্রকেত উভয়স্য প্রবিদ্বান্ত্সহস্রদান উত বা সদানঃ।
যমেন ততং পরিধিং বয়িষ্যন্নপ্সরসঃ পরি জজ্ঞে বসিষ্ঠঃ ॥ ১২॥
সত্রে হ জাতাবিষিতা নমোভিঃ কুম্ভে রেতঃ সিষিচতুঃ সমানম্।
ততো হ মান উদিয়ায় মধ্যাত্ততো জাতমৃষিমাহুর্বসিষ্ঠম্ ॥ ১৩॥
উক্থভৃতং সামভৃতং বিভর্তি গ্রাবাণং বিভ্রৎপ্র বদাত্যগ্রে।
উপৈনেমাধ্বং সুমনস্যমানা আ বো গচ্ছাতি প্রতৃদো বসিষ্ঠঃ ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — শ্বেতবর্ণ কর্মপূরক দক্ষিণভাগে চূড়াধারীগণ আমাকে হর্ষিত করছেন। আমি বর্হিঃ হ'তে উঠবার সময়ে লোকসকলকে ব'লি যে, বসিষ্ঠগণ আমার নিকট হ'তে যেন দূরে না গমন করেন ॥ ১॥

বসিষ্ঠপুত্রগণ পাশদ্যুম্নকে তিরস্কার পূর্বক চমসস্থিত সোমপায়ী উগ্র ইন্দ্রকে দূর হ'তে সোমের দ্বারা আনয়ন করেছিলেন। ইন্দ্র ও পাশদ্যুম্নকে অতিক্রম ক'রে সোমাভিষব প্রযুক্ত বসিষ্ঠগণকে বরণ করেছিলেন ॥ ২॥

এইভাবেই এঁরা সুখে নদী পার হয়েছিলেন। এইভাবেই এঁরা ভেদকে বিনাশ করেছিলেন। হে বসিষ্ঠগণ! এইভাবেই দশজন রাজার সাথে যুদ্ধে তোমাদের মন্ত্রবলে ইন্দ্র সুদাস রাজাকে রক্ষা করেছিলেন ॥ ৩॥

হে মানবগণ! তোমাদের স্তোত্রের দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করো। তোমাদের রথের অক্ষ

যেন ক্ষীণ না হয়। হে বসিষ্ঠগণ! তোমরা শক্করী ঋক্ ও শ্রেষ্ঠ শব্দের দ্বারা ইন্দ্রের বল সম্পাদন করেছিলে ॥ ৪ ॥

জাততৃষ্ণ রাজগণের দ্বারা পরিবৃত বসিষ্ঠগণ দশরাজার সাথে সংগ্রামে ইন্দ্রকে আদিত্যের মতো উর্দ্ধে উত্থাপিত করেছিলেন। ইন্দ্র স্তুতিকারী বসিষ্ঠের স্তোত্র শ্রবণ করেছিলেন এবং বিস্তীর্ণ লোক প্রদান করেছিলেন ॥ ৫ ॥

গোপ্রেরক দণ্ডের মতো ভরতগণ পরিচ্ছিন্ন ও অল্পসংখ্যক হলো। বসিষ্ঠ পুরোহিত হ'লে তৃৎসুগণের প্রজাবৃদ্ধি হ'তে লাগলো ॥ ৬ ॥

অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই তিন জনেই ভুবনে জল উৎপন্ন করেন। তাদেরই জ্যোতিপূর্ণ তিন আর্য প্রজা আছে। দীপ্তিমান্ তিন জনই উষাকে বহন করেন। বসিষ্ঠগণ তাঁদের সকলকেই জ্ঞাত আছেন ॥ ৭ ॥

হে বসিষ্ঠগণ! তোমাদের স্তোম জ্যোতির মতো প্রকাশিত হয়। তোমাদের মহিমা সমুদ্রের মতো গভীর। তোমাদের স্তোম বায়ুবেগের মতো অন্যের অনুগমনের অশক্য ॥ ৮ ॥

সেই বসিষ্ঠগণ হৃদয়ের জ্ঞানের দ্বারা তিরোহিত সহস্রশাখ সংসারে বিচরণ করেন। তাঁরা যম কর্তৃক বিস্তৃত বস্ত্র বয়ন ক'রে অপ্সরগণের নিকট গমন করেছিলেন ॥ ৯ ॥

হে বসিষ্ঠ! বিদ্যুতের মতো আপন জ্যোতি পরিত্যাগকালে মিত্র ও বরুণ তোমায় দেখেছিলেন। তখন তোমার এক জন্ম হয়। আরও যখন অগস্ত্য বাসস্থান হ'তে তোমায় আহরণ করেছিলেন ॥ ১০ ॥

আরও হে বসিষ্ঠ! তুমি মিত্র ও বরুণের পুত্র। হে ব্রহ্মণ! উর্বশীর মন হ'তে তুমি জাত। তখন মিত্র ও বরুণের তেজ নির্গত হয়েছিল, বিশ্বদেবগণ দৈব স্তোত্রের দ্বারা পুষ্করমধ্যে তোমায় ধারণ করেছিলেন ॥ ১১ ॥

প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠ উভয় লোক অবগত হয়ে সহস্র দান বা সর্বদানবিশিষ্ট হয়েছিলেন। যমকর্তৃক বিস্তীর্ণ বস্ত্র বয়ন করার ইচ্ছায় বসিষ্ঠ উর্বশী হতে জন্মেছিলেন ॥ ১২ ॥

যজ্ঞে উৎপন্ন মিত্র ও বরুণ স্তুতির দ্বারা প্রার্থিত হয়ে, কুম্ভের মধ্যে নিজ তেজ স্থাপন করেছিলেন। তারপর মধ্য হ'তে মান প্রাদুর্ভূত হলেন। ঋষিও তা হ'তেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লোকে এই বলে ॥ ১৩ ॥

হে প্রতৃদগণ! বসিষ্ঠ তোমাদের নিকট আগত হচ্ছেন। তোমরা প্রসন্নমনে এর পূজা করো। ইনি অগ্রবর্তী, উক্থধারী, সামধারী ও প্রস্তরাভিষবনকারী এবং বক্তব্য বাক্য বলেন ॥ ১৪ ॥

টীকা — ১ ঋকে 'চূড়াধারীগণ' অর্থে বক্তব্য এই যে, বসিষ্ঠপুত্রগণ মস্তকের দক্ষিণ ভাগে চূড়া ধারণ করতো ॥ ২ ঋকের বক্তব্য—পূর্বকালে যখন বসিষ্ঠপুত্রগণ সুদাসরাজার যজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বয়তের পুত্র পাশদ্যুম্ন নামক রাজা যজ্ঞ করেন; ইন্দ্র যখন উক্ত রাজার যজ্ঞে সোমপান করছিলেন, সেই সময়ে বসিষ্ঠগণ মন্ত্রবলে তাকে উঠিয়ে এনে সুদাসের যজ্ঞে উপস্থিত করেছিলেন। সায়ণ ॥ ৩ ঋক্ থেকে চারটি ঋকে সুদাসরাজার সাথে অন্য দশরাজার যুদ্ধের উল্লেখ আছে। (৭।৮৩।৭ ঋকের টীকায় এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বলা হয়েছে) ॥ ৯ ঋক্ থেকে ১৩ ঋকে বসিষ্ঠের জন্ম সম্বন্ধে একটি বৈদিক আখ্যানের উল্লেখ আছে। বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র; বসিষ্ঠ উর্বশী হ'তে জাত। এই আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ কি?—বসিষ্ঠ শব্দের আদি অর্থ বসুতম, অর্থাৎ উজ্জ্বলতম, অর্থাৎ সূর্য। মিত্র ও বরুণ অর্থে দিবা ও রাত্রি, উর্বশীর আদি অর্থ উষা। অতএব বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র এবং উর্বশী থেকে জাত। এই আখ্যানের প্রকৃত অর্থ।—পরে বসিষ্ঠনামীয় এক বংশীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত রচনা ক'রে খ্যাতিলাভ

করেন। তখন সেই ঋষি বসিষ্ঠের সাথে সূর্য বসিষ্ঠের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা হলো। মোক্ষমুলার ॥ ১৩ ঋকে 'মান' অর্থে অগস্ত্য ॥ ১৪ ঋকে 'প্রতৃদগণ' অর্থে তৃৎসুগণ ॥

আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বহু সূত্র এই সূক্তেও বর্তমান।

◆ ◆

— ৩৪ সূক্ত —

[দেবতা : ১-১৫, ১৮-২৫ বিশ্বদেবগণ; ১৬ অহি; ১৭ অহির্বুধ্ন। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : দ্বিপদা, ত্রিষ্টুপ্]

প্র শুক্রৈতু দেবী মনীষা অস্মৎসুতষ্টো রথো ন বাজী ॥ ১ ॥
বিদুঃ পৃথিব্যা দিবো জনিত্রং শৃণ্বন্ত্যাপো অধ ক্ষরন্তীঃ ॥ ২ ॥
আপশ্চিদস্মৈ পিন্বন্ত পৃথ্বীর্বৃত্রেষু শূরা মংসন্ত উগ্রাঃ ॥ ৩ ॥
আ ধূর্ষ্বস্মৈ দধাতাশ্বানিন্দ্রো ন বজ্রী হিরণ্যবাহুঃ ॥ ৪ ॥
অভি প্র স্থাতাহেব যজ্ঞং যাতেব পত্মন্ত্মনা হিনোত ॥ ৫ ॥
ত্মনা সমৎসু হিনোত যজ্ঞং দধাত কেতুং জনায় বীরম্ ॥ ৬ ॥
উদস্য শুষ্মাদ্ভানুর্নার্ত বিভর্তি ভারং পৃথিবী ন ভূম ॥ ৭ ॥
হ্বয়ামি দেবাঁ অয়াতুরগ্নে সাধন্নৃতেন ধিয়ং দধামি ॥ ৮ ॥
অভি বো দেবীং ধিয়ং দধিধ্বং প্র বো দেবত্রা বাচং কৃণুধ্বম্ ॥ ৯ ॥
আ চষ্ট আসাং পাথো নদীনাং বরুণ উগ্রঃ সহস্রচক্ষাঃ ॥ ১০ ॥
রাজা রাষ্ট্রানাং পেশো নদীনামনুত্তমস্মৈ ক্ষত্রং বিশ্বায়ু ॥ ১১ ॥
অবিষ্টো অস্মান্বিশ্বাসু বিক্ষ্বদ্যুং কৃণোত শংসং নিনিৎসোঃ ॥ ১২ ॥
ব্যেতু দিদ্যুদ্দ্বিষামশেবা যুযোত বিষ্বগ্রপস্তনূনাম্ ॥ ১৩ ॥
অবীন্নো অগ্নির্হব্যান্নমোভিঃ প্রেষ্ঠো অস্মা অধায়ি স্তোমঃ ॥ ১৪ ॥
সজূর্দেবেভিরপাং নপাতং সখায়ং কৃধ্বং শিবো নো অস্তু ॥ ১৫ ॥
অব্জামুক্থৈরহিং গৃণীষে বুধ্নে নদীনাং রজঃসু ষীদন্ ॥ ১৬ ॥
মা নোঽহির্বুধ্ন্যো রিষে ধান্মা যজ্ঞো অস্য স্রিধদৃতায়োঃ ॥ ১৭ ॥
উত নঃ এষু নৃষু শ্রবো ধুঃ প্র রায়ে যন্ত শর্ধন্তো অর্যঃ ॥ ১৮ ॥
তপন্তি শত্রুং স্বর্ণভূমা মহাসেনাসো অমেভিরেষাম্ ॥ ১৯ ॥
আ যন্নঃ পত্নীর্গমন্ত্যচ্ছা ত্বষ্টা সুপাণির্দধাতু বীরান্ ॥ ২০ ॥
প্রতি নঃ স্তোমং ত্বষ্টা জুষেত স্যাদস্মে অরমতির্বসূয়ুঃ ॥ ২১ ॥
তা নো রাসন্রাতিষাচো বসূন্যা রোদসী বরুণানী শৃণোতু।
বরূত্রীভিঃ সুশরণো নো অস্তু ত্বষ্টা সুদত্রো বি দধাতু রায়ঃ ॥ ২২ ॥

তন্নো রায়ঃ পর্বতাস্তন্ন আপস্তদ্রাতিষাচ ওষধীরুত দ্যৌঃ।
বনস্পতিভিঃ পৃথিবী সজোষা উভে রোদসী পরি পাসতো নঃ ॥ ২৩॥
অনু তদুর্বী রোদসী জিহাতামনু দ্যুক্ষো বরুণ ইন্দ্রসখা।
অনু বিশ্বে মরুতো যে সহাসো রায়ঃ স্যাম ধরুণং ধিয়ধ্যৈ ॥ ২৪॥
তন্ন ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অগ্নিরাপ ওষধীর্বনিনো জুষন্ত।
শর্মন্ত্স্যাম মরতামুপস্থে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ২৫॥

মন্ত্রার্থ.— দীপ্ত ও অভিষ্টপ্রদ স্তুতি, বেগবান্ সুসংস্কৃত রথের মতো আমাদের নিকট হ'তে দেববৃন্দের নিকট গমন করুন ॥ ১॥

ক্ষরণশীল জল, স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎপত্তি অবগত আছেন, আর স্তুতি শ্রবণ করেন ॥ ২॥

বিস্তীর্ণ জলও ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করে। উপদ্রব সঞ্জাত হ'লে উগ্র শূদ্রগণ ওঁরই স্তুতি করে ॥৩॥

ওঁর জন্য অশ্বগণকে রথাগ্রে যোজিত করো। ইন্দ্র বজ্রধারী ও সুবর্ণময় হস্তবিশিষ্ট ॥ ৪॥

যজ্ঞের অভিমুখে গমন করো। গন্তার মতো আপনিই যজ্ঞ মার্গে গমন করো ॥ ৫॥

সংগ্রামে নিজেই গমন করো। লোকের জন্য প্রজ্ঞাপক পাপবারক যজ্ঞ বিধান করো ॥ ৬॥

এই যজ্ঞের বল হ'তে সূর্য উদিত হচ্ছেন। পৃথিবী যেমন ভূতগণের ভার বহন করেন, সেইরকম যজ্ঞভার বহন করছেন ॥ ৭॥

হে অগ্নি! অহিংসা ইত্যাদি নিয়মযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা মনোরথ পূর্ণ ক'রে দেববৃন্দকে আহ্বান করছি এবং তাঁদের উদ্দেশে কর্ম করছি ॥ ৮॥

তোমরা দেবগণের উদ্দেশে দীপ্ত কর্ম ধারণ করো। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে স্তুতি করো ॥ ৯॥

উগ্র সহস্রচক্ষু বরুণ এই নদীগণের জল দর্শন করেন ॥ ১০॥

বরুণ রাষ্ট্রের রাজা, নদীর রূপ, তাঁর বল অবারিত ও সর্বতোগামী ॥ ১১॥

হে দেবগণ! সকল প্রজার মধ্যে আমাদের রক্ষা করো, নিন্দা করণেচ্ছু শত্রুকে দীপ্তিরহিত করো ॥ ১২॥

অসুখজনক শত্রুদের আয়ুধ চারিদিকে অপগত হোক। হে দেবগণ! শরীরের পাপ আমাদের নিকট হ'তে পৃথক্ করো ॥ ১৩॥

হব্যভোজী অগ্নি নমস্কারের দ্বারা প্রিয়তম হয়ে আমাদের রক্ষা করুন। আমরা তাঁর উদ্দেশে স্তোত্র করছি ॥ ১৪॥

দেবগণের সহচর অপাংনপাৎকে সখা করো। তিনি আমাদের মঙ্গলকর হোন ॥ ১৫॥

মেঘের আহন্তা নদীর স্থানে জলে উপবিষ্ট অগ্নিকে স্তোত্রের দ্বারা স্তুতি করো ॥ ১৬॥

অহির্বুধ্ন্য যেন আমাদের হিংসকের হস্তে সমর্পণ না করে। যজ্ঞকারী ব্যক্তির যজ্ঞ যেন ক্ষীণ না হয় ॥ ১৭॥

দেবগণ যেন আমাদের এই লোকগুলির জন্য অন্ন ধারণ করেন। ধনের জন্য উৎসাহমান শত্রুবৃন্দ প্রগত হোক ॥ ১৮॥

আদিত্য যেমন ভুবনগণকে তাপ প্রদান করেন, মহাসেনাবিশিষ্ট রাজগণ এঁদের বলে সেইরকম শত্রুবর্গকে তাপ প্রদান করেন ॥ ১৯॥

যখন দেবপত্নীগণ আমাদের অভিমুখে আগমন করেন, তখন উত্তম হস্তবিশিষ্ট ত্বষ্টা আমাদের বীরপুত্র প্রদান করুন ॥ ২০ ॥

ত্বষ্টা যেন আমাদের স্তোত্র সেবা করেন। পর্যাপ্তবুদ্ধি ত্বষ্টা আমাদের জন্য ধনকাম হোন ॥ ২১ ॥ দানদক্ষা দেবপত্নীগণ আমাদের জন্য যা অভিপ্রেত তা প্রদান করুন। দ্যাবাপৃথিবী ও বরুণানী শ্রবণ করুন। কল্যাণকর দানবিশিষ্ট ত্বষ্টা উপদ্রব নিবারিণী দেবপত্নীগণের সাথে আমাদের সুশরণপ্রদ হোন ॥ ২২ ॥

পর্বতগণ আমাদের সেই ধন পালন করুন। জলসকল আমাদের সেই ধন পালন করুন। দানদক্ষা দেবপত্নীগণ তা পালন করুন। ওষধিগণ ও দ্যুলোক পালন করুন। বনস্পতিগণের সাথে অন্তরীক্ষ তা পালন করুন। দ্যাবাপৃথিবী আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৩ ॥

আমরা ধরণীর ধনের আধার হবো, বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী তার অনুমোদন করুন। দীপ্তির আধার ইন্দ্র, সখা বরুণ তার অনুমোদন করুন। যাঁরা পরাজয় করেন, সেই মরুৎগণও অনুমোদন করুন ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অগ্নি, আপ, ওষধি ও বৃক্ষগণ আমাদের জন্য এই স্তোত্র সেবা করুন। মরুৎবর্গের সমীপে থেকে আমরা সুখে অবস্থান করবো। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ২৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৫ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্‌]

শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা।
শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যোঃ শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ ॥ ১ ॥
শং নো ভগঃ শমু নঃ শংসো অস্তু শং নঃ পুরন্ধিঃ শমু সন্তু রায়ঃ।
শং নঃ সত্যস্য সুযমস্য শংসঃ শং নো অর্যমা পুরুজাতো অস্তু ॥ ২ ॥
শং নো ধাতা শমু ধর্তা নো অস্তু শং ন উরূচী ভবতু স্বধাভিঃ।
শং রোদসী বৃহতী শং নো অদ্রিঃ শং নো দেবানাং সুহবানি সন্তু ॥ ৩ ॥
শং নো অগ্নির্জ্যোতিরনীকো অস্তু শং নো মিত্রাবরুণাবশ্বিনা শম্।
শং নঃ সুকৃতাং সুকৃতানি সন্তু শং ন ইষিরো অভি বাতু বাতঃ ॥ ৪ ॥
শং নো দ্যাবাপৃথিবী পূর্বহূতৌ শমন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অস্তু।
শং ন ওষধীর্বনিনো ভবন্তু শং নো রজসস্পতিরস্তু জিষ্ণুঃ ॥ ৫ ॥
শং ন ইন্দ্রো বসুভির্দেবো অস্তু শমাদিত্যেভির্বরুণঃ সুশংসঃ।
শং নো রুদ্রো রুদ্রেভির্জলাষঃ শং নস্ত্বষ্টা গ্নাভিরিহ শৃণোতু ॥ ৬ ॥

শং নঃ সোমো ভবতু ব্রহ্ম শং নঃ শং নো গ্রাবাণঃ শমু সন্তু যজ্ঞাঃ।
শং নঃ স্বরূণাং মিতয়ো ভবন্তু শং নঃ প্রস্বঃ শম্বস্তু বেদিঃ ॥ ৭॥
শং নং সূর্য উরুচক্ষা উদেতু শং নশ্চতস্রঃ প্রদিশো ভবন্তু।
শং নঃ পর্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত্বাপঃ ॥ ৮॥
শং নো অদিতির্ভবতু ব্রতেভিঃ শং নো ভবন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ।
শং নো বিষ্ণুঃ শমু পূষা নো অস্তু শং নো ভবিত্রং শম্বস্তু বায়ুঃ ॥ ৯॥
শং নঃ দেবঃ সবিতা ত্রায়মাণঃ শং নো ভবন্তুষসো বিভাতীঃ।
শং নো পর্জন্যো ভবতু প্রজাভ্যঃ শং নঃ ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শম্ভুঃ ॥ ১০॥
শং নো দেবা বিশ্বদেবা ভবন্তু শং সরস্বতী সহ ধীভিরস্তু।
শমভিষাচঃ শমুঃ রাতিষাচঃ শং নো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শং নো অপ্যাঃ ॥ ১১॥
শং নঃ সত্যস্য পতয়ো ভবন্তু শং নো অর্বন্তঃ শমু সন্তু গাবঃ।
শং ন ঋভবঃ সুকৃতঃ সুহস্তাঃ শং নো ভবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ১২॥
শং নো অজ একপাদ্দেবো অস্তু শং নোঽহির্বুধ্ন্যঃ শং সমুদ্রঃ।
শং নো অপাং নপাৎপেরুরস্তু শং নঃ পৃশ্নির্ভবতু দেবগোপাঃ ॥ ১৩॥
আদিত্যা রুদ্রা বসবো জুষন্তেদং ব্রহ্ম ক্রিয়মাণং নবীয়ঃ।
শৃণ্বন্তু নো দিব্যাঃ পার্থিবাসো গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ১৪॥
যে দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও অগ্নি! রক্ষার দ্বারা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যজমান হব্য প্রদান করেছে, আপনারা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ইন্দ্র ও সোম আমাদের শান্তি ও কল্যাণপ্রদ হোন। ইন্দ্র ও পূষা আমাদের শান্তি ও সুখপ্রদ হোন ॥ ১॥

ভগ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। নরাশংস আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। পুরন্ধি আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ধনসকল আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। উত্তম যমযুক্ত সত্যের বচন আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বহুবার প্রাদুর্ভূত অর্যমা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন ॥ ২॥

ধাতা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ধর্তা বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বিবর্তগমনা পৃথিবী অন্নের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। মহতী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদা হোন। পর্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। দেবগণের উৎকৃষ্ট স্তুতিসকল আমাদের শান্তিপ্রদ হোন ॥ ৩॥

জ্যোতির্মুখ অগ্নি আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। মিত্র ও বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অশ্বিদ্বয় আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। পুণ্যকারিদের পুণ্যকর্ম আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। গমনশীল বায়ুও আমাদের শান্তির জন্য প্রবাহিত হতে থাকুন ॥ ৪॥

প্রথম আহ্বানে দ্যাবাপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অন্তরীক্ষ দর্শনার্থে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ওষধিসকল ও বৃক্ষসকল আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। জয়শীল লোকপতি আমাদের শান্তিপ্রদ হোন ॥ ৫॥

দেব ইন্দ্র বসুগণের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। শোভনস্তুতিযুক্ত বরুণ আদিত্যগণের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। রুদ্রদেব রুদ্রগণের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ত্বষ্টা দেবপত্নীগণের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। যজ্ঞ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ৬ ॥

সোম আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। স্তোত্র আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। প্রস্তরগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। যজ্ঞ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। যূপগণের পরিমাণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ওষধিগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বেদিও আমাদের শান্তিপ্রদ হোন ॥ ৭ ॥

বিস্তীর্ণতেজা সূর্য আমাদের শান্তির জন্য উদিত হোন। চারটি মহাদিক আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। স্থির পর্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। নদীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। জলও আমাদের শান্তির জন্য হোন ॥ ৮ ॥

অদিতি কর্মের দ্বারা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। শোভন স্তুতিযুক্ত মরুৎগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বিষ্ণু আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। পূষা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অন্তরীক্ষ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বায়ু আমাদের শান্তিপ্রদ হোন ॥ ৯ ॥

সবিতাদেব রক্ষাপূর্বক আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। তমোনিবারিণী ঊষাগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। পর্জন্য আমাদের প্রজাগণের প্রতি শান্তিপ্রদ হোন। ক্ষেত্রপতি শম্ভু আমাদের শান্তিপ্রদ হোন ॥ ১০ ॥

দ্যুতিমান বিশ্বদেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। সরস্বতী কর্মের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। যজ্ঞসেবিগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হন। দানদক্ষগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোকভব সকলে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন ॥ ১১ ॥

সত্যপালক দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অশ্বগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। গোসকল আমাদের সুখপ্রদ হোন। সুকর্মকারী সুহস্তযুক্ত ঋভুগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। স্তোত্র হ'লে আমাদের পিতৃগণও আমাদের শান্তিপ্রদ হোন ॥ ১২ ॥

অজ একপাদ দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অহির্বুধ্ন দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। সমুদ্র আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। উপদ্রব পারয়িতা অপাংনপাৎ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। দেবপালিকা পৃশ্নি আমাদের শান্তিপ্রদ হোন ॥ ১৩ ॥

আমি এ নূতন স্তোত্র করছি। হে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বায়ুগণ! একে সেবা করুন। দ্যুলোকভব পার্থিব ও পৃশ্নিজাত এবং যে কেউ যজ্ঞীয় আছ, সকলে আমাদের আহ্বান শ্রবণ করো ॥ ১৪ ॥

যজ্ঞের যোগ্য দেবগণের ও যজনীয় মনুর, যজনীয় মরণরহিত সত্যজ্ঞ যে দেবগণ আছেন, তাঁরা অদ্য আমাদের বহুকীর্তিযুক্ত পুত্র প্রদান করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ১৫ ॥

টীকা — এই সূক্তে যে কেবল দেবগণের উল্লেখ আছে এমন নয়; গো, অশ্ব, ওষধি, পর্বত, নদী, বৃক্ষ প্রভৃতিরও অর্চনা আছে।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র এই সূক্তেও বর্তমান। সকল দেবতাগণের পরিচয় ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

◆ ◆

— ৩৬ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র ব্রহ্মৈতু সদনাদৃতস্য বি রশ্মিভিঃ সসৃজে সূর্যো গাঃ।
বি সানুনা পৃথিবী সস্র উর্বী পৃথু প্রতীকমধ্যেধে অগ্নিঃ ॥ ১ ॥
ইমাং বাং মিত্রাবরুণা সুবৃক্তিমিষং ন কৃণ্বে অসুরা নবীয়ঃ।
ইনো বামন্যঃ পদবীরদব্ধো জনং চ মিত্রো যততি ব্রুবাণঃ ॥ ২ ॥
আ বাতস্য ধ্রজতো রন্ত ইত্যা অপীপয়ন্ত ধেনবো ন সূদাঃ।
মহো দিবঃ সদনে জায়মানোঽচিক্রদদ্বৃষভঃ সস্মিন্নূধন্ ॥ ৩ ॥
গিরা য এতা যুনজদ্ধরী ত ইন্দ্র প্রিয়া সুরথা শূর ধায়ূ।
প্র যো মন্যুং রিরিক্ষতো মিনাত্যো সুক্রতুমর্যমণং ববৃত্যাম্ ॥ ৪ ॥
যজন্তে অস্য সখ্যং বয়শ্চ নমস্বিনঃ স্ব ঋতস্য ধামন্।
বি পৃক্ষো বাবধে নৃভিঃ স্তবান ইদং নমো রুদ্রায় প্রেষ্ঠম্ ॥ ৫ ॥
আ যৎসাকং যশসো বাবশানাঃ সরস্বতী সপ্তথী সিন্ধুমাতা।
যাঃ সুষ্বয়ন্ত সুদুঘাঃ সুধারা অভি স্বেন পয়সা পীপ্যানাঃ ॥ ৬ ॥
উত ত্যে নো মরুতো মন্দসানা ধিয়ং তোকং চ বাজিনোঽবন্তু।
মা নঃ পরি খ্যদক্ষরা চরন্ত্যবীবৃধন্যুজ্যং তে রয়িং নঃ ॥ ৭ ॥
প্র বো মহীমরমতিং কৃণুধ্বং প্র পূষণং বিদথ্যং ন বীরম্।
ভগং ধিয়োঽবিতারং নো অস্যাঃ সাতৌ বাজং রাতিষাচং পুরন্ধিম্ ॥ ৮ ॥
অচ্ছায়ং বো মরুতঃ শ্লোক এত্বচ্ছ বিষ্ণুং নিষিক্তপামবোভিঃ।
উত প্রজায়ৈ গৃণতে বয়ো ধুর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — যজ্ঞের সদন হ'তে স্তোত্র প্রকৃষ্টভাবে গমন করুক। সূর্য কিরণসমূহের দ্বারা বৃষ্টির জল সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী সানুসমূহ বিস্তীর্ণ ক'রে ব্যেপে আছেন। অগ্নি পৃথিবীর বিস্তৃত অবয়বের উপর জ্বলছেন ॥ ১ ॥

হে অসুর মিত্র ও বরুণ! আপনাদের উদ্দেশে অন্নের মতো নতুন স্তুতি করছি। আপনাদের মধ্যে অন্যর প্রভু বরুণ, স্থানের জনয়িতা। মিত্র স্তূয়মান হয়ে প্রাণিজাতকে প্রবর্তিত করেন ॥ ২ ॥

গমনশীল বায়ুর গতি চতুর্দিকে শোভা পাচ্ছে। ক্ষীরদায়ী ধেনুসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। মহান্ ও দ্যোতমান আদিত্যের স্থানে উৎপন্ন পর্জন্য সেই অন্তরীক্ষে ক্রন্দন করছেন ॥ ৩ ॥

হে শূর ইন্দ্র! আপনার প্রিয় সুন্দরগতিবিশিষ্ট ও ধারক এই অশ্বদ্বয় লোকে স্তুতির দ্বারা যোজিত করে। অর্যমা হিংসাকরণেচ্ছু কোপ বিনষ্ট করেন, সেই শোভন কর্মবিশিষ্ট অর্যমাকে আবর্তিত

ক'রি ॥ ৪ ॥

যজ্ঞপরায়ণ অন্নবিশিষ্ট হয়ে ও যজ্ঞস্থানে অবস্থান পূর্বক তাঁর সখ্য কামনা করছেন। নেতাগণ কর্তৃক স্তূয়মান হয়ে রুদ্র অন্ন দান করছেন। আমি রুদ্রের প্রিয় নমস্কার করছি ॥ ৫ ॥

যে নদীগণের মধ্যে সিন্ধুমাতা ও সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া, সেই কামদুঘা সুধারা নদীগণ প্রবাহিত হচ্ছেন। আপন জলে বর্ধমান ও অন্নবিশিষ্ট এবং কাময়মান নদীসকল যুগপৎ আগমন করুন ॥ ৬ ॥

হৃষ্ট ও বেগবান্ মরুৎবর্গ আমাদের যজ্ঞকর্ম ও পুত্র রক্ষা করুন। ব্যাপ্ত ও বিচরণশীল বাগদেবতা আমাদের ত্যাগ ক'রে যেন অন্যকে না দেখেন। মরুৎ ও বাক্ আমাদের ধন নিয়ত হ'লেও ওকে বর্ধিত করুন ॥ ৭ ॥

তোমরা শেষরহিতা মহতী ভূমিকে আহ্বান করো। যজ্ঞের যোগ্য বীর পূষাকে আহ্বান করো। আমাদের কর্মরক্ষক ভগকে আহ্বান করো। দানদক্ষ পুরাতন ঋভুগণের অন্যতম বাজদেবকে যজ্ঞে আহ্বান করো ॥ ৮ ॥

হে মরুৎবর্গ। আমাদের এই শ্লোক আপনাদের অভিমুখে গমন করুক। আশ্রয়দাতা গর্ভপালক বিষ্ণুর নিকট গমন করুক। ওঁরা স্তুতিকারীকে পুত্র ও অন্ন প্রদান করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৯ ॥

টীকা — ৬ ঋকে ও পূর্ব পূর্ব সূক্তে সপ্তনদীর উল্লেখ আছে; এখানে সিন্ধুকে তাদের মাতা ও সরস্বতীকে সপ্তমস্থানীয়া বলা হয়েছে। অতএব বোধহয় সিন্ধু ও তার পঞ্চশাখা ও সরস্বতী এই সাতটিকে সপ্তনদী বলা হতো।—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৭ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ বো বাহিষ্ঠো বহতু স্তবধ্যৈ রথো বাজা ঋভুক্ষণো অমৃক্তঃ।
অভি ত্রিপৃষ্ঠৈঃ সবনেষু সোমৈর্মদে সুশিপ্রা মহভিঃ পৃণধ্বম্ ॥ ১ ॥
যূয়ং হ রত্নং মঘবৎসু ধত্থ স্বর্দৃশ ঋভুক্ষণো অমৃক্তম্।
সং যজ্ঞেষু স্বধাবন্তঃ পিবধ্বং বি নো রাধাংসি মতিভির্দয়ধ্বম্ ॥ ২ ॥
উবোচিথ হি মঘবন্দেষ্ণং মহো অর্ভস্য বসুনো বিভাগে।
উভা তে পূর্ণা বসুনা গভস্তী ন সূনৃতা নি যমতে বসব্যা ॥ ৩ ॥
ত্বমিন্দ্র স্বযশা ঋভুক্ষা বাজো ন সাধুরস্তমেষ্যৃক্বা।
বয়ং নু তে দাশ্বাংসঃ স্যাম ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো হরিবো বসিষ্ঠাঃ ॥ ৪ ॥
সনিতাসি প্রবতো দাশুষে চিদ্যাভির্বিবেষো হর্যশ্ব ধীভিঃ।
ববন্মা নু তে যুজ্যাভিরূতী কদা ন ইন্দ্র রায় আ দশস্যেঃ ॥ ৫ ॥

বাসয়সীব বেধসস্ত্বং নঃ কদা ন ইন্দ্র বচসো বুবোধঃ।
অস্তং তাত্যা ধিয়া রয়িং সুবীরং পৃক্ষো নো অর্বা ন্যুহীত বাজী ॥ ৬॥
অভি যং দেবী নির্ঋতিশ্চিদীশে নক্ষন্ত ইন্দ্রং শরদঃ সুপৃক্ষঃ।
উপ ত্রিবন্ধুর্জরদষ্টিমেত্যস্ববেশং যং কৃণবন্ত মর্তাঃ ॥ ৭॥
আ নো রাধাংসি সবিতঃ স্তবধ্যা আ রায়ো যন্তু পর্বতস্য রাতৌ।
সদা নো দিব্যঃ পায়ুঃ সিষক্তুযূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে ঋভুক্ষা বাজগণ! বহনশীল ও প্রশংসাযোগ্য ও হিংসারহিত রথ আপনাদের বহন করুক। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট ঋভুগণ! যজ্ঞে আনন্দের জন্য ত্রিপৃষ্ঠ মহান্ সোমরসের দ্বারা আপনাদের উদর পূর্ণ করুন ॥ ১ ॥

হে স্বর্গদর্শী ঋভুগণ! আপনারা হব্যবিশিষ্ট লোকদের জন্য হিংসারহিত রত্ন ধারণ করুন। তারপর বলবান্ হয়ে যজ্ঞে পান করুন ও অনুগ্রহের দ্বারা বিশেষভাবে আমাদের ধন দান করুন ॥ ২ ॥

হে মঘবন্ ইন্দ্র! আপনি মহৎ ধন ও অন্ন ধনের দানকালে ধন সেবা করুন। আপনার উভয় বাহু ধনে পূর্ণ। আপনার বাক্য ধনলাভে প্রতিবন্ধকতা করে না ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অসাধারণ, কীর্তিমান্, ঋভুক্ষা ও সাধু; আপনি অন্যের মতো স্তোতার গৃহে আগমন করুন। হে হরিবান্! অদ্য আমরা বসিষ্ঠগণ আপনার জন্য হব্য প্রদান ক'রে স্তোত্র করতে থাকবো ॥ ৪ ॥

হে হর্যশ্ব! আপনি যেহেতু আমাদের স্তুতির দ্বারা ব্যাপ্ত হচ্ছেন, অতএব আপনি হব্যদায়ী যজমানের দেয় ধনের দাতা। হে ইন্দ্র! আপনি কবে আমাদের ধন প্রদান করবেন? অদ্য আপনার যোগ্য রক্ষাকার্যের দ্বারা আমরা প্রতিপালিত হবো ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা স্তোতা, আপনি কবে আমাদের বাক্য অবগত হবেন? আপনি আমাদের এইক্ষণে নিবাস প্রদান করছেন। বলবান্ ও বেগবান্ অশ্ব আমাদের স্তুতিপ্রযুক্ত যেন বীরপুত্রবিশিষ্ট ধন ও অন্ন আমাদের গৃহে বহন পূর্বক আনীত করেন ॥ ৬ ॥

দ্যুতিমতি নির্ঋতি যে ইন্দ্রকে অধিপতি করবার জন্য ব্যাপ্ত করেন, সুন্দর অন্নবিশিষ্ট বৎসরসমূহ যে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করে, মর্ত্য স্তোতাগণ যে ইন্দ্রকে আপনার বাটীতে নীত করে, ত্রিলোকধারী সেই ইন্দ্র, অন্ন জীর্ণকারী বন প্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ৭ ॥

হে দেব সবিতা! আপনার নিকট হ'তে প্রশংসাযোগ্য ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। পর্জন্যদেব ধনদান করলে ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। সকলের পালক স্বর্গীয় ইন্দ্র সর্বদা আমাদের সেবা করুন। হে দেবগণ! আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — ১ ঋকের ত্রিপৃষ্ঠ অর্থে—ক্ষীর, দধি ও সক্তুমিশ্রিত। সায়ণ ॥ আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆◆

— ৩৮ সূক্ত —

[দেবতা : ১-৫ সবিতা, ৬ সবিতা বা ভগ, ৭-৮ বাজী। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উদু ষ্য দেবঃ সবিতা যয়াম হিরণ্যয়ীমমতিং যামশিশ্রেৎ।
নূনং ভগো হব্যো মানুষেভির্বি যো রত্না পুরূবসুর্দধাতি ॥ ১॥
উদু তিষ্ঠ সবিতঃ শ্রুধ্যস্য হিরণ্যপাণে প্রভৃতাবৃতস্য।
ব্যূর্বীং পৃথ্বীমমতিং সৃজান আ নৃভ্যো মর্তভোজনং সুবানঃ ॥ ২॥
অপি ষ্টুতঃ সবিতা দেবো অস্তু যমা চিদ্বিশ্বে বসবো গৃণন্তি।
স নঃ স্তোমান্নমস্যশ্চনো ধাদ্বিশ্বেভিঃ পাতু পায়ুভির্নি সূরীন্ ॥ ৩॥
অভি যং দেব্যদিতির্গৃণাতি সবং দেবস্য সবিতুর্জুষাণা।
অভি সম্রাজো বরুণো গৃণন্ত্যভি মিত্রাসো অর্যমা সজোষাঃ ॥ ৪॥
অভি যে মিথো বনুষঃ সপন্তে রাতিং দিবো রাতিষাচঃ পৃথিব্যা।
অহির্বুধ্ন্য উত নঃ শৃণোতু বরূত্র্যেকধেনুভির্নি পাতু ॥ ৫॥
অনু তন্নো জাস্পতির্মংসীষ্ট রত্নং দেবস্য সবিতুরিয়ানঃ।
ভগমুগ্রোঽবসে জোহবীতি ভগমনুগ্রো অধ যাতি রত্নম্ ॥ ৬॥
শং নো ভবন্তু বাজিনো হবেষু দেবতাতা মিতদ্রবঃ স্বর্কাঃ।
জম্ভয়ন্তোঽহিং বৃকং রক্ষাংসি সনেম্যস্মদ্যুয়বন্নমীবাঃ ॥ ৭॥
বাজেবাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — সবিতাদেব যে হিরণ্ময়ী প্রভা আশ্রয় করেন, সেই প্রভাকে উদ্গত করছেন। সবিতাদেব মানুষের হবনীয়। বহুধনবিশিষ্ট সবিতা স্তোতাগণকে রমণীয় ধন দান করেন ॥ ১॥

হে দেব সবিতা! উদ্গত হোন। হে হিরণ্যপাণি! বিস্তীর্ণ ও প্রথিত প্রভা প্রদানপূর্বক এবং মানবগণের ভোগযোগ্য ধন নেতাগণের উদ্দেশে প্রেরণ পূর্বক যজ্ঞ আরব্ধ হ'লে, আপনি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ২॥

সবিতা দেবতা আমাদের দ্বারা স্তুত হোন। সকল দেবগণ যে সবিতাকে স্তব করছেন, সকলের পূজার যোগ্য সেই সবিতা আমাদের স্তোম ও অন্ন ধারণ করুন। সর্বরকম পালন কার্যের দ্বারা স্তোতাগণকে পালন করুন ॥ ৩॥

দেবী অদিতি, সবিতাদেবের আজ্ঞানুসারে স্তব করেন, শোভমান বরুণ ইত্যাদি দেবগণ সবিতার স্তব করেন, মিত্র ইত্যাদি এবং সমান প্রীতিযুক্ত অর্যমা তাঁর স্তব করেন ॥ ৪॥

দানদক্ষ ভজনশীল যজমান পরস্পর মিলিত হয়ে দ্যুলোক ও ভূলোকের মিত্রভূত সবিতার

পরিচর্যা করেন। অহির্বুধ্ন্য আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। বাগ্দেবীও আমাদের অভিমুখে ধেনুগণের দ্বারা আমাদের পালন করুন ॥ ৫ ॥

প্রজাপালক সবিতা আমাদের প্রার্থনা অনুসারে তাঁর সেই রমণীয় ধন প্রাপ্তি অনুমোদন করুন। ওজস্বী স্তোতা আমাদের রক্ষণের জন্য ভগ নামক দেবতাকে বারংবার আহ্বান করছেন। অসমর্থ স্তোতা রত্ন যাচ্ঞা করছেন ॥ ৬ ॥

যজ্ঞকালে আমাদের স্তোত্র পরিমিত পথবিশিষ্ট ও সুন্দর অশ্বযুক্ত, বাজী নামক দেবগণ আমাদের সুখপ্রদ হোন। এই দেববর্গ অদাতা হন্তা ও রাক্ষসবর্গকে হিংসা পূর্বক পুরাতন রোগসকলকে আমাদের নিকট হ'তে পৃথক্ করুন ॥ ৭ ॥

হে বাজিগণ! আপনারা মেধাবী, মরণরহিত ও সত্যজ্ঞ হয়ে ধনের জন্য সকল দুদ্ধে আমাদের পালন করুন। এই সোম পান করুন ও প্রমত্ত হোন। পরে তৃপ্ত হয়ে দেবযান পথে গমন করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৯ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ঊর্ধ্বো অগ্নিঃ সুমতিং বস্বো অশ্রেৎ প্রতীচী জূর্ণির্দেবতাতিমেতি।
ভেজাতে অদ্রী রথ্যেব পন্থামৃতং হোতা ন ইষিতো যজাতি ॥ ১ ॥
প্র বাবৃজে সুপ্রয়া বর্হিরেষমা বিশ্পতীব বীরিট ইযাতে।
বিশামক্তোরুষসঃ পূর্বহূতৌ বায়ুঃ পূষা স্বস্তয়ে নিযুত্বান্ ॥ ২ ॥
জ্মযা অত্র বসবো রন্ত দেবা উরাবন্তরিক্ষে মর্জয়ন্ত শুভ্রাঃ।
অর্বাক্পথ উরুজ্রয়ঃ কৃণুধ্বং শ্রোতা দূতস্য জগ্মুষো নো অস্য ॥ ৩ ॥
তে হি যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়াস ঊমাঃ সধস্থং বিশ্বে অভি সন্তি দেবাঃ।
তাঁ অধ্বর উশতো যক্ষ্যগ্নে শ্রুষ্টী ভগং নাসত্যা পুরন্ধিম্ ॥ ৪ ॥
আগ্নে গিরো দিব আ পৃথিব্যা মিত্রং বহ বরুণমিন্দ্রমগ্নিম্।
আর্যমণমদিতিং বিষ্ণুমেষাং সরস্বতী মরুতো মাদয়ন্তাম্ ॥ ৫ ॥
ররে হব্যং মতিভির্যজ্ঞিয়ানাং নক্ষৎকামং মর্ত্যানামসিন্বন্।
ধাতা রয়িমাবিদস্যং সদাসাং সক্ষীমহি যুজ্যেভির্নু দেবৈঃ ॥ ৬ ॥
নূ রোদসী অভিষ্টুতে বসিষ্ঠৈর্ঋতাবানো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
যচ্ছন্তু চন্দ্রা উপমং নো অর্কং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি উন্মুখ হয়ে স্তোতার সুস্তুতি সেবা করুন। সকলের জরাপ্রদাত্রী উষাদেবী

অভিমুখী হয়ে যজ্ঞে গমন করেন। আদরবিশিষ্ট পত্নী ও যজমান রথিদ্বয়ের মতো যজ্ঞমার্গ সেবা করছেন। আমাদের হোতা সংপ্রেষিত হয়ে যজ্ঞ করছেন ॥ ১ ॥

এঁদের সুঅন্নযুক্ত বর্হি প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে; ইদানীং প্রজাপালক নিযুক্ত বায়ু ও পূষা প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য রাত্রি প্রত্যূষ হবার পূর্বকালীন আহ্বান প্রাপ্ত হয়ে অন্তরীক্ষে আগমন করেন ॥ ২ ॥

বসুনামক দেবগণ এই যজ্ঞে পৃথিবীতে সকলকে আনন্দিত করুন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষস্থিত দীপ্যমান মরুৎগণের সেবা করেন। হে প্রভূতগামী বসু ও মরুৎবর্গ! আপনাদের পথ আমাদের অভিমুখ করুন। আমাদের দূত আপনাদের নিকট গমন করেছে। আপনারা তার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥

প্রসিদ্ধ যজ্ঞের যোগ্য রক্ষাকারী বিশ্বদেবগণ যজ্ঞস্থানে আগমন করেন। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞে অভিলাষবিশিষ্ট দেবগণের উদ্দেশে যাগ করুন। ভগ, অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্রকে শীঘ্র পূজা করুন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আপনি দ্যুলোক হ'তে স্তুতিযোগ্য মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অর্যমা, অদিতি ও বিষ্ণুকে আমাদের যজ্ঞে আহ্বান করুন। পৃথিবী হ'তেও আহ্বান করুন; সরস্বতী ও মরুৎগণ হৃষ্ট হোন ॥ ৫ ॥

আমরা যজ্ঞের যোগ্য দেবগণের উদ্দেশে স্তুতির সাথে হব্য প্রদান করছি। অগ্নি আমাদের অভিলাষের প্রতিবন্ধক না হয়ে যজ্ঞ ব্যাপ্ত করছেন। হে দেবগণ! আপনারা অনুপেক্ষণীয় ও সর্বদা সম্ভজনীয় ধন দান করুন। অদ্য আমরা সহায়ভূত দেববৃন্দের সাথে মিলিত হবো ॥ ৬ ॥

অদ্য দ্যাবাপৃথিবী বসিষ্ঠগণের দ্বারা সর্বতোভাবে স্তুত হলেন। যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তুত হলেন। আহ্লাদকর দেবগণ আমাদের অর্চনীয় সর্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪০ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ও শ্রুষ্টির্বিদথ্যা সমেতু প্রতি স্তোমং দধীমহি তুরাণাম্।
যদদ্য দেবঃ সবিতা সুবাতি স্যামাস্য রত্নিনো বিভাগে ॥ ১॥
মিত্রস্তন্নো বরুণো রোদসী চ দ্যুভক্তমিন্দ্রো অর্যমা দদাতু।
দিদেষ্টু দেবাদিতী রেক্ণো বায়ুশ্চ যন্নিয়ুবৈতে ভগশ্চ ॥ ২॥
সেদুগ্রো অস্তু মরুতঃ স শুষ্মী যং মর্ত্যং পৃষদশ্বা অবাথ।
উতেমগ্নিঃ সরস্বতী জুনন্তি ন তস্য রায় পর্যেতাস্তি ॥ ৩॥
অয়ং হি নেতা বরুণ ঋতস্য মিত্রো রাজানো অর্যমাপো ধুঃ ।
সুহবা দেব্যাদিতিরনর্বা তে নো অংহো অতি পর্ষন্নরিষ্টান্ ॥ ৪॥
অস্য দেবস্য মীড়্হুষো বয়া বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবির্ভিঃ।
বিদে হি রুদ্রো রুদ্রিয়ং মহিত্বং যাসিষ্টং বর্তিরশ্বিনাবিরাবৎ ॥ ৫॥

মাত্র পূষন্নাঘৃণ ইরস্যো বরূত্রী যদ্রাতিষাচশ্চ রাসন্।
ময়োভুবো নো অর্বন্তো নি পান্তু বৃষ্টিং পরিজ্মা বাতো দদাতু ॥ ৬॥
নূ রোদসী অভিষ্টুতে বসিষ্ঠৈর্ঋতাবানো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
যচ্ছন্তু চন্দ্রা উপমং নো অর্কং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে দেবগণ! আপনাদের চিত্তের দ্বারা সম্পাদনীয় সুখ আমাদের নিকট আগমন করুক। আমরা বেগবান্ দেবগণের উদ্দেশে স্তোত্র ক'রি। এইক্ষণে সবিতা যে ধন প্রেরণ করেন, আমরা রত্নবিশিষ্ট সবিতার সেই ধন গ্রহণ করবো ॥ ১॥

মিত্র, বরুণ ও দ্যাবাপৃথিবী আমাদের সেই ধন দান করুন। ইন্দ্র ও অর্যমা আমাদের দ্যুতিমান্ স্তোতাগণের সেবিত ধন প্রদান করুন। বায়ু ও ভগ যে ধন আমাদের প্রতি যোজনা করেন, দেবী অদিতি ধন দান আজ্ঞা করুন ॥ ২॥

হে পৃষদশ্ব মরুৎবৃন্দ! যে মর্ত্যকে আপনারা রক্ষা করেন, সে-ই ওজস্বী হোক, সে-ই বলবান্ হোক। অগ্নি ও সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাগণ যজমানকে প্রবর্তিত করছেন; এই যজমানের কোন বিনাশক নেই ॥ ৩॥

যজ্ঞের প্রাপয়িতা এই বরুণ, মিত্র ও অর্যমা সকলের সামর্থ্যবিশিষ্ট; এঁরা আমাদের যজ্ঞকর্ম ধারণ করছেন। অপ্রতিরুদ্ধা, দ্যুতিমতী অদিতি শোভন আহ্বানবিশিষ্টা। তাঁরা সকলে যাতে আমাদের বাধা না হন, এইভাবে পাপ হ'তে উদ্ধার করুন ॥ ৪॥

অন্য দেববৃন্দ যজ্ঞে হব্যের দ্বারা প্রাপণীয়, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর শাখাস্বরূপ। রুদ্র রুদ্রীয় মহিমা প্রদান করেন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমাদের হব্যযুক্ত গৃহে আগমন করুন ॥ ৫॥

সকলের বরণীয়া সরস্বতী ও দানদক্ষা দেবপত্নীগণ যে ধন আমাদের দান করেন, হে দীপ্তিযুক্ত পূষা! এই দানে বাধা প্রদান করবেন না। সুখপ্রদ, গমনশীল দেবগণ আমাদের পালন করুন। সর্বত্রগামী বায়ু বৃষ্টির জল প্রদান করুন ॥ ৬॥

অদ্য দ্যাবাপৃথিবী দেবগণের দ্বারা সর্বতোভাবে স্তুত হলেন। যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তুত হলেন। আহ্লাদকর দেববৃন্দ আমাদের অর্চনীয় সর্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪১ সূক্ত —

[দেবতা : ১ ইন্দ্র ইত্যাদি, ২-৬ ভগদেব, ৭ উষা। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

প্রাতরগ্নিং প্রাতরিন্দ্রং হবামহে প্রাতর্মিত্রাবরুণা প্রাতরশ্বিনা।
প্রাতর্ভগং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং প্রাতঃ সোমমুত রুদ্রং হুবেম ॥ ১॥

প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হুবেম বয়ং পুত্রমদিতের্যো বিধর্তা।
আধ্রশ্চিদ্যং মন্যমানস্তুরশ্চিদ্রাজা চিদ্যং ভগং ভক্ষীত্যাহ ॥ ২॥
ভগ প্রণেতর্ভগ সত্যরাধো ভগেমাং ধিয়মুদবা দদন্নঃ।
ভগ প্র ণো জনয় গোভিরশ্বৈর্ভগ প্র নৃভির্নৃবন্তঃ স্যাম ॥ ৩॥
উতেদানীং ভগবন্তঃ স্যামোত প্রপিত্ব উত মধ্যে অহ্নাম্ ।
উতোদিতা মঘবন্ত্সূর্যস্য বয়ং দেবানাং সুমতৌ স্যাম ॥ ৪॥
ভগ এব ভগবাঁ অস্তু দেবাস্তেন বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
তং ত্বা ভগ সর্ব ইজ্জোহবীতি স নো ভগ পুরএতা ভবেহ ॥ ৫॥
সমধ্বরায়োষসো নমন্ত দধিক্রাবেব শুচয়ে পদায়।
অর্বাচীনং বসুবিদং ভগং নো রথমিবাশ্বা বাজিন আ বহন্তু ॥ ৬॥
অশ্বাবতীর্গোমতীর্ন উষাসো বীরবতীঃ সদমুচ্ছন্তু ভদ্রাঃ।
ঘৃতং দুহানা বিশ্বতঃ প্রপীতা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — আমরা প্রাতঃকালে অগ্নিকে আহ্বান ক'রি, প্রাতঃকালে ইন্দ্রকে আহ্বান ক'রি, প্রাতঃকালে মিত্র ও বরুণকে আহ্বান ক'রি, প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয়কে স্তব ক'রি, প্রাতঃকালে ভগকে, পূষাকে ও ব্রহ্মণস্পতিকে স্তব ক'রি, প্রাতঃকালে সোম ও রুদ্রকে স্তব ক'রি ॥ ১॥

যিনি জগতের ধারক, জয়শীল উগ্র অদিতির পুত্র সেই ভগদেবতাকে প্রাতঃকালেই আহ্বান করবো। দরিদ্র স্তোতা এবং ধনশালী রাজা উভয়েই ভগদেবকে স্তুতিপূর্বক 'আমায় ভজনীয় ধন প্রদান করুন' ব'লে যাচ্ঞা করে ॥ ২॥

হে ভগ! আপনি প্রকৃষ্ট নেতা। হে ভগ! আপনি সত্যধন। আপনি আমাদের অভিলষিত বস্তু প্রদানপূর্বক আমাদের স্তুতি সফল করুন। হে ভগ! আপনি আমাদের গো ও অশ্বের দ্বারা প্রবৃদ্ধ করুন। হে ভগ! আমরা নেতাগণের দ্বারা মনুষ্যবান্ হবো ॥ ৩॥

আরও আমরা যেন ইদানীং ভগবান্ হ'তে পারি; দিবসের প্রারম্ভে ও মধ্যেও যেন ভগবান্ হ'তে পারি। আরও হে মঘবন্! সূর্যের উদয়ে আমরা যেন ইন্দ্র ইত্যাদির অনুগ্রহ লাভ করতে পারি ॥ ৪॥

হে দেবগণ! ভগই ভগবান্ হোন। আমরা ভগের অনুগ্রহেই ভগবান্ হবো। হে ভগ! সকলেই আপনাকে বারংবার আহ্বান করেন। হে ভগ! আপনি এই যজ্ঞে আমাদের অগ্রগামী হোন ॥ ৫॥

শুদ্ধস্থানের উদ্দেশে দধিক্রাবার মতো উষাদেবতা আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন। বেগবান্ অশ্ব রথের মতো উষাদেবতা ধনপ্রদা ভগদেবকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুন ॥ ৬॥

সর্বগুণে প্রবৃদ্ধ ভজনীয় উষাদেবতাগণ অশ্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও বীরবিশিষ্ট হয়ে জলসেক পূর্বক আমাদের নৈশ তমোনাশ করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, ভগ, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি সোম, রুদ্র, উষা, দধিক্রা ইত্যাদি ঈশ্বরীয় শক্তির বিকাশমাত্র—এই সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। দধিক্রা হ'লেন অশ্বরূপ দেবতা।

◆ ◆

— ৪২ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র ব্রহ্মাণো অঙ্গিরসো নক্ষন্ত প্র ক্রন্দনুর্নভন্যস্য বেতু।
প্র ধেনব উদপ্রুতো নবন্ত যুজ্যাতামদ্রী অধ্বরস্য পেশঃ ॥ ১॥
সুগস্তে অগ্নে সনবিত্তো অধ্বা যুংক্ষ্বা সুতে হরিতো রোহিতশ্চ।
যে বা সদ্মন্নরুষা বীরবাহো হুবে দেবানাং জনিমানি সত্তঃ ॥ ২॥
সমু বো যজ্ঞং মহয়ন্নমোভিঃ প্র হোতা মন্দ্রো রিরিচ উপাকে।
যজস্ব সু পুর্বণীক দেবানা যজ্ঞিয়ামরমতিং ববৃত্যাঃ ॥ ৩॥
যদা বীরস্য রেবতো দুরোণে স্যোনশীরতিথিরাচিকেতৎ।
সুপ্রীতো অগ্নিঃ সুধিতো দম আ স বিশে দাতি বার্যমিয়ত্যৈ ॥ ৪॥
ইমং নো অগ্নে অধ্বরং জুষস্ব মরুৎস্বিন্দ্রে যশসং কৃধী নঃ।
আ নক্তা বর্হিঃ সদতামুষাসোশন্তা মিত্রাবরুণা যজেহ ॥ ৫॥
এবাগ্নিং সহস্যং বসিষ্ঠো রায়স্কামো বিশ্বপ্স্ন্যস্য স্তৌৎ।
ইষং রয়িং পপ্রথদ্বাজমস্মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — স্তোতা অঙ্গিরাগণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হোন। পর্জন্য আমাদের স্তোত্র বিশেষভাবে ইচ্ছা করুন। প্রীতিদায়িনী নদীগণ জলসেচন ক'রে গমন করুন। আদরাবশিষ্টা পত্নী ও যজমান যজ্ঞের রূপ যোজনা করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আপনার চিরলব্ধ পথ সুগম হোক। যে হরিৎ ও রোহিতগণ আপনার মতো বীরকে বহনপূর্বক শোভাপ্রাপ্ত হয়, তাদের রথে যোজনা করুন। আমি উপবিষ্ট হয়ে দেববৃন্দকে আহ্বান করছি ॥ ২ ॥

হে দেবগণ! নমস্কারযুক্ত এই স্তোতাগণ আপনাদের জন্য সম্যক্‌ভাবে পূজা করে। আমাদের সমীপস্থিত স্তুতিশীল হোতা সর্বাপেক্ষা উত্তম। হে যজমান! তুমি দেবগণকে সুন্দর ভাবে যজ্ঞ করো। হে বহুতেজস্বিন্! আপনি যজ্ঞের জন্য ভূমিকে আবর্তিত করুন ॥ ৩ ॥

সকলের অতিথি অগ্নি যখন ধীর ধনবানের গৃহে সুখে শায়িত দৃষ্ট হন, যখন অগ্নি গৃহে সুনিহিত হয়ে প্রীত হন, তখন তিনি নিকটগামী প্রজাকে বরণীয় ধন দান করেন ॥ ৪ ॥

অগ্নি আমাদের এই যজ্ঞ সেবা করুন। ইন্দ্র ও মরুৎবৃন্দের মধ্যে আমাদের যশোযুক্ত করুন। রাত্রি ও উষাকালে বর্হিতে উপবেশন করুন। যজ্ঞাভিলাষী মিত্র ও বরুণকে এই যজ্ঞে পূজা করুন ॥ ৫ ॥

বসিষ্ঠ ধনাভিলাষী হয়ে এইভাবে বলের পুত্র অগ্নিকে বহুরূপবিশিষ্ট ধনলাভের জন্য স্তুতি করেছিলেন। অগ্নি আমাদের অন্ন, বল ও ধন প্রদান করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা

পালন করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৩ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র বো যজ্ঞেসু দেবয়ন্তো অর্চন্দ্যাবা নমোভিঃ পৃথিবী ঈযধ্যৈ।
যেষাং ব্রহ্মাণ্যসমানি বিপ্রা বিষ্বগ্বিয়ন্তি বনিনো ন শাখাঃ ॥ ১ ॥
প্র যজ্ঞ এতু হেত্বো ন সপ্তিরুদ্যচ্ছধ্বং সমনসো ঘৃতাচীঃ।
স্তৃণীত বর্হিরধ্বরায় সাধূর্ধ্বা শোচীংষি দেবযূন্যস্থুঃ ॥ ২ ॥
আ পুত্রাসো ন মাতরং বিভৃত্রাঃ সানৌ দেবাসো বর্হিষঃ সদন্তু।
আ বিশ্বাচী বিদথ্যামনক্ত্বগ্নে মা নো দেবতাতা মৃধস্কঃ ॥ ৩ ॥
তে সীষপন্ত জোষমা যজত্রা ঋতস্য ধারাঃ সুদুঘা দুহানাঃ।
জ্যেষ্ঠং বো অদ্য মহ আ বসুনামা গন্তন সমনসো যতি ষ্ঠ ॥ ৪ ॥
এবা নো অগ্নে বিক্ষ্বা দশস্য ত্বয়া বয়ং সহসাবন্নাক্রা।
রায়া যুজা সধমাদো অরিষ্টা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — বৃক্ষের শাখার মতো যে মেধাবীগণের স্তোত্র বিশেষভাবে চারিদিকে গমন করে, সেই দেবাভিলাষিগণ যজ্ঞে নমস্কারের দ্বারা আপনাদের প্রাপ্তির জন্য বিশেষভাবে স্তব করছে, দ্যাবাপৃথিবীকেও স্তব করছে ॥ ১ ॥

শীঘ্রগামী অশ্বের মতো এই যজ্ঞে গমন করুন। তোমরা একমনে ঘৃতক্ষরণকারিণী স্রুক উত্তোলন করো। অধ্বরের জন্য সাধুবর্হি বিস্তীর্ণ করো। হে অগ্নি! আপনার দেবাভিলাষী কিরণসমূহ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বাস করুন ॥ ২ ॥

বিশেষভাবে প্রতিপালনীয় পুত্রগণ মাতার ক্রোড়ে যেমন উপবেশন করে, সেইরকম দেবগণ যজ্ঞের উন্নত প্রদেশে উপবেশন করুন। হে অগ্নি! জুহূ আপনার যাগযোগ্য জ্বালা সম্যক্‌ভাবে সিক্ত করুক। আপনি যুদ্ধে আমাদের শত্রুগণের সহায়তা করবেন না ॥ ৩ ॥

যজনীয় দেবগণ উদকের দোহনযোগ্য ধারা বর্ষণ ক'রে পর্যাপ্তভাবে আমাদের পরিচর্যা স্বীকার করুন। হে দেবগণ! অদ্য ধনের মধ্যে যে পূজনীয় ধন আছে, তা আগমন করুক। আপনারা সকলেও একমন হয়ে আগমন করুন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! আপনি এই রকমে প্রজাগণের মধ্যে আমাদের ধন প্রদান করুন; হে বলবন্! আমরা আপনা কর্তৃক অপরিত্যক্ত হয়ে নিত্যযুক্ত ধনের সাথে মত্ত ও অহিংসিত হবো। আপনারা সর্বদা

আমাদের স্তুতির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৪ সূক্ত —

[দেবতা : লিংগোক্তদেবতাগণ এবং দধিক্রা। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

দধিক্রাং বঃ প্রথমমশ্বিনোষসমগ্নিং সমিদ্ধং ভগমূতয়ে হুবে।
ইন্দ্রং বিষ্ণুং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিমাদিত্যান্দ্যাবাপৃথিবী অপঃ স্বঃ ॥ ১ ॥
দধিক্রামু নমসা বোধয়ন্ত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রয়ন্তঃ।
ইলাং দেবীং বর্হিষি সাদয়ন্তোঽশ্বিনা বিপ্রা সুহবা হুবেম ॥ ২ ॥
দধিক্রাবাণং বুবুধানো অগ্নিমুপ ব্রুব উষসং সূর্যং গাম্।
ব্রধ্নং মাংশ্চতোর্বরুণস্য বভ্রুং তে বিশ্বাস্মদ্দুরিতা যাবয়ন্তু ॥ ৩ ॥
দধিক্রাবা প্রথমো বাজ্যর্বাগ্রে রথানাং ভবতি প্রজানন্।
সংবিদান উষসা সূর্যেণাদিত্যেভির্বসুভিরঙ্গিরোভিঃ ॥ ৪ ॥
আ নো দধিক্রাঃ পথ্যামনক্ত্বৃতস্য পন্থামন্বেতবা উ।
শৃণোতু নো দৈব্যং শর্ধো অগ্নিঃ শৃণ্বন্তু বিশ্বে মহিষা অমূরাঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — তোমাদের রক্ষার জন্য প্রথমে দধিক্রাকে আহ্বান ক'রি। তারপর অশ্বিদ্বয়, উষা, সমিদ্ধ অগ্নি ও ভগকে আহ্বান ক'রি। ইন্দ্র, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি, আদিত্যগণ, দ্যাবাপৃথিবী, জলদেবতা ও সূর্যকে আহ্বান ক'রি ॥ ১ ॥

স্তোত্রের দ্বারা দধিক্রা দেবতাকে প্রবোধিত ও প্রবর্তিত ক'রে আমরা যজ্ঞের উপক্রমে কুশের উপরে ইলাদেবীকে স্থাপন পূর্বক শোভন আহ্বানযুক্ত মেধাবী আহ্বান ক'রি ॥ ২ ॥

আমি দধিক্রাকে প্রবোধিত ক'রে অগ্নি, উষা, সূর্য ও ভূমির স্তব ক'রি। আমি শত্রুবিনাশকারী বরুণের মহৎ পিঙ্গলবর্ণ অশ্বকে স্তব ক'রি। সেই দেবগণ সমস্ত পাপ আমা হ'তে পৃথক করুন ॥ ৩ ॥

অশ্ব মুখ্য, শীঘ্রগামী, দধিক্রাবা সম্যক্‌রূপে জ্ঞাতব্য অবগত হয়ে উষা, সূর্য, আদিত্যবর্গ, বসুগণ, অঙ্গিরাগণের সাথে এক মত হয়ে রথের অগ্রে লগ্ন হন ॥ ৪ ॥

দধিক্রা (অশ্বরূপ দেবতা) সত্যের পথে অনুগামী আমাদের পথ সিক্ত করুন। দৈববলী অগ্নি ও বিজ্ঞ দেববৃন্দ আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৫ সূক্ত —

[দেবতা : সবিতা। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্‌]

আ দেবো যাতু সবিতা সুরত্নোঽন্তরিক্ষপ্রা বহমানো অশ্বৈঃ।
হস্তে দধানো নর্যা পুরূণি নিবেশয়ঞ্চ প্রসুবঞ্চ ভূম ॥ ১ ॥
উদস্য বাহূ শিথিরা বৃহন্তা হিরণ্যয়া দিবো অন্তাঁ অনষ্টাম্।
নূনং সো অস্য মহিমা পনিষ্ট সূরশ্চিদস্মা অনু দাদপস্যাম্ ॥ ২ ॥
স ঘা নো দেবঃ সবিতা সহাবা সাবিষদ্বসুপতির্বসূনি।
বিশ্রয়মাণো অমতিমুরুচীং মর্তভোজনমধ রাসতে নঃ ॥ ৩ ॥
ইমা গিরঃ সবিতারং পূর্ণগভস্তিমীলতে সুপাণিম্।
চিত্রং বয়ো বৃহদস্মে দধাতু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ — রত্নবিশিষ্ট, অন্তরীক্ষের পূরক এবং অশ্বকর্তৃক উহ্যমান সবিতাদেব মানুষের হিতকর বহুধন হস্তে ধারণ পূর্বক ভূতগণকে স্বস্থানে ধারণ ও স্বকার্যে প্রেরণ ক'রে আগমন করুন ॥ ১ ॥

শিথিল এবং বৃহৎ হিরণ্ময় বাহুর দ্বারা অন্তরীক্ষের অন্তসমূহকে ব্যাপ্ত করুক। আমরা অদ্য সবিতার সেই মহিমার স্তুতি ক'রি। সূর্যও সবিতাকে কর্মেচ্ছা প্রদান করুন ॥ ২ ॥

তেজবিশিষ্ট বসুপতি সবিতাদেবই আমাদের উদ্দেশে ধন প্রেরণ করুন। তিনি বহু বিস্তীর্ণরূপ ধারণ ক'রে আমাদের মানবগণের ভোগযোগ্য ধন দান করুন ॥ ৩ ॥

এই স্তুতিসমূহ উত্তম জিহ্বাযুক্ত এবং ধনপূর্ণ হস্তযুক্ত সবিতাকে স্তব করছে। তিনি আমাদের বিচিত্র বৃহৎ অন্নদান করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৪ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৬ সূক্ত —

[দেবতা : রুদ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্‌]

ইমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধারে।
অষাড়হায় সহমানায় বেধসে তিগ্মায়ুধায় ভরতা শৃণোতু নঃ ॥ ১ ॥
স হি ক্ষয়েণ ক্ষম্যস্য জন্মনঃ সাম্রাজ্যেন দিব্যস্য চেততি।
অবন্নবন্তীরুপ নো দুরশ্চরানমীবো রুদ্র জাসু নো ভব ॥ ২ ॥

যা তে দিদ্যুদবসৃষ্টা দিবস্পরি ক্ষ্ময়া চরতি পরি সা বৃণক্তু নঃ।
সহস্রং তে স্বপিবাত ভেষজা মা নস্তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ ॥ ৩॥
মা নো বধী রুদ্র মা পরা দা মা তে ভূম প্রসিতৌ হীলিতস্য।
আ নো ভজ বর্হিষি জীবশংসে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — স্থিরকার্মুক, শীঘ্রগামী, বাণবিশিষ্ট, অন্নবান্, কারও দ্বারা অনভিভূত, সকলের অভিভবকর এবং তীক্ষ্ণাস্ত্র বিধানকারী রুদ্রের উদ্দেশে স্তুতি করো। তিনি শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

পৃথিবীস্থ ও স্বর্গস্থ জনের ঐশ্বর্যের দ্বারা তাঁকে জ্ঞাত হওয়া যায়। হে রুদ্র! আপনার স্তবকারী আমাদের প্রজাগণকে পালনপূর্বক আমাদের গৃহে গমন করুন। আমাদের রোগ দান করবেন না ॥ ২ ॥

অন্তরীক্ষ হ'তে বিমুক্ত আপনার যে বিদ্যুৎ ক্ষিতিতলে বিচরণ করে, তা আমাদের পরিত্যাগ করুক। হে স্বপিবাত! আপনার সহস্র ভেষজ আছে; আমাদের পুত্র বা পৌত্রের প্রতি হিংসা করবেন না ॥ ৩ ॥

হে রুদ্র! আমাদের হিংসা করবেন না, আমাদের ত্যাগ করবেন না। আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে যে বন্ধন করেন, আমরা যেন তাতে না অবস্থান ক'রি, জীবগণের প্রশংসাযোগ্য যজ্ঞে আমাদের ভাগী করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৪ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৭ সূক্ত —

[দেবতা : অপ্। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আপো যং বঃ প্রথমং দেবয়ন্ত ইন্দ্রপানভূর্মিমকৃণ্বতেলঃ।
তং বো বয়ং শুচিমরিপ্রমদ্য ঘৃতপ্রুষং মধুমন্তং বনেম ॥ ১॥
তমূর্মিমাপো মধুমত্তমং বোঽপাং নপাদবত্বাশুহেমা।
যস্মিন্নিন্দ্রো বসুভির্মাদয়াতে তমশ্যাম দেবয়ন্তো বো অদ্য ॥ ২॥
শতপবিত্রাঃ স্বধয়া মদন্তীর্দেবীর্দেবানামপি যন্তি পাথঃ।
তা ইন্দ্রস্য ন মিনন্তি ব্রতানি সিন্ধুভ্যো হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত ॥ ৩॥
যাঃ সূর্যো রশ্মিভিরাততান যাভ্য ইন্দ্রো অরদদ্গাতুমূর্মিম্।
তে সিন্ধবো বরিবো ধাতনা নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে অপ্ দেবতা! দেবাভিলাষিগণ ইন্দ্রের পাতব্য, ভূমিসম্ভূত, যে আপনাদের

সোমরস প্রথমে সংস্কৃত করেছে, সেই শুচি, পাপরহিত, বৃষ্টিজলসেবী, মধুর রসযুক্ত সোমরস আমরাও সেবন করবো ॥ ১ ॥

হে অপ্ দেবতা! শীঘ্রগতি অপাংনপাৎ দেবতা আপনাদের সেই মধুমত্তম প্রসিদ্ধ ঊর্মি পালন করুন। ইন্দ্র যাতে বসুগণের সাথে মত্ত হন, আমরা দেবাভিলাষী হয়ে অদ্য আপনাদের সেই ঊর্মি প্রাপ্ত হবো ॥ ২ ॥

বহু পবিত্র রূপবিশিষ্ট অশ্বের দ্বারা লোকের হর্ষ উৎপাদক ও দ্যোতমান জল দেববৃন্দের স্থানে প্রবেশ করেন। তাঁরা ইন্দ্রের কর্ম হিংসা করেন না। তোমরা সিন্ধুগণের উদ্দেশে ঘৃতযুক্ত হব্য হোম করো ॥ ৩ ॥

সূর্য রশ্মির দ্বারা যে অপ্‌সমূহকে বিস্তীর্ণ করেন, যাদের জন্য ইন্দ্র গমনযোগ্য পথ বিদীর্ণ করেছেন; হে সিন্ধুগণ! সেই আপনারা আমাদের ধন ধারণ করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৪ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

— ৪৮ সূক্ত —

[দেবতা : ঋভু। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ঋভুক্ষণো বাজা মাদয়ধ্বমস্মে নরো মঘবানঃ সুতস্য।
আ বোঽর্বাচঃ ক্রতবো ন যাতাং বিভ্বো রথং নর্যং বর্তয়ন্তু ॥ ১ ॥
ঋভুর্ঋভুভিরভি বঃ স্যাম বিভ্বো বিভুভিঃ শাবসা শবাংসি।
বাজো অস্মাঁ অবতু বাজসাতাবিন্দ্রেণ যুজা তরুষেম বৃত্রম্ ॥ ২ ॥
তে চিদ্ধি পূর্বীরভি সন্তি শাসা বিশ্বাঁ অর্য উপরতাতি বন্বন্।
ইন্দ্রো বিভ্বাং ঋভুক্ষা বাজো অর্যঃ শত্রোর্মিথত্যা কৃণবন্বি নৃম্ণম্ ॥ ৩ ॥
নু দেবাসো বরিবঃ কর্তনা নো ভূত নো বিশ্বেঽবসে সজোষাঃ।
সমস্মে ইষং বসবো দদীরন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ — হে নেতা ধনবান্ ঋভুগণ! আপনারা আমাদের সোমপানে প্রমত্ত হোন। আপনারা গমন করছেন, আপনাদের কর্মনেতা সমর্থ অশ্বগণ আমাদের অভিমুখ হয়ে মানুষের হিতকর রথ আবর্তিত করুক ॥ ১ ॥

হে ঋভুগণ! আমরা আপনাদের দ্বারা প্রথিত। আপনারা সমর্থ; আপনাদের সাহায্যে সমর্থ হয়ে আপনাদের বলে শত্রুবল অভিভব করবো। বাজ আমাদের যুদ্ধে রক্ষা করুন। ইন্দ্রকে সহায় প্রাপ্ত হয়ে আমরা বৃত্রের হস্ত হ'তে উত্তীর্ণ হবো ॥ ২ ॥

ইন্দ্র ও ঋভুগণ আমাদের বহুতর শত্রুসেনা আজ্ঞার দ্বারা অভিভব করেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে সমস্ত শত্রুগণকে হিংসা করেন। বিদ্যা, ঋভুক্ষ ও বাজ ও ইন্দ্র আর্য হয়ো মথনের দ্বারা শত্রুবল

বিকৃত করেন ॥ ৩ ॥

হে দ্যোতমান ঋভুগণ! আপনারা অদ্য আমাদের ধন দান করুন। হে সমস্ত ঋভুগণ! আপনারা প্রীত হয়ে আমাদের রক্ষণের জন্য হোন। বসু ঋভুগণ আমাদের অন্ন প্রদান করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৪ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৯ সূক্ত —

[দেবতা : অপ্। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ।
ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ১ ॥
যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ।
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ২ ॥
যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্।
মধুশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীবিহ মামবন্তু ॥ ৩ ॥
যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বে দেবা যাসূর্জং মদন্তি ।
বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ — সমুদ্র যে অপ্‌সমূহের জ্যেষ্ঠ, সর্বদা গমনশীল ও শোধয়িতা, সেই অপ্‌সমূহ অন্তরীক্ষের মধ্য হ'তে গমন করেন। বজ্রধারী অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যে অপ্‌সমূহকে ত্যাগ ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁরা এই স্থানে আমায় রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

যে অপ্‌সমূহ অন্তরীক্ষে উৎপন্ন হন, অথবা যাঁরা প্রবাহিত হয়ে খননের দ্বারা যাঁদের লাভ করা যায়, যাঁরা স্বয়ং উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রের অভিমুখে গমন করেন, দীপ্তিযুক্ত পবিত্রকর সেই অপ্‌দেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

যে অপ্‌সমূহের স্বামী বরুণ জলসমূহের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার স্বাক্ষীস্বরূপ হয়ে মধ্যম লোক গমন করেন, মধুক্ষারিণী দীপ্তিযুক্ত, শোধয়িতা, সেই অপ্‌দেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

যাতে রাজা বরুণ বাস করেন, যাতে সোম বাস করেন, যাতে বিশ্বদেগণ অন্নপ্রাপ্ত হয়ে প্রমত্ত হন, বৈশ্বানর অগ্নি যাঁতে প্রবিষ্ট হয়েছেন, সেই দ্যুতিমান্ অপ্‌সমূহ আমায় রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫০ সূক্ত —

[দেবতা : ১ ঋক্ মিত্র ও বরুণ; ২ ঋক্ অগ্নি; ৩ ঋক্ বৈশ্বানর; ৪ ঋক্ নদী।
ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : জগতী, শক্করী]

আ মাং মিত্রাবরুণেহ রক্ষতং কুলায়য়দ্বিশ্বয়ন্মা ন আ গণ্।
অজকাবং দুর্দৃশীকং তিরোদধে মা মাং পদ্যেন রপসা বিদত্ত্সরুঃ ॥ ১॥
যদ্বিজামন্ পরুষি বন্দনং ভুবদষ্ঠীবন্তৌ পরি কুল্ফৌ চ দেহৎ।
অগ্নিষ্টচ্ছোচন্নপ বাধতামিতো মা মাং পদ্যেন রপসা বিদত্ত্সরুঃ ॥ ২॥
যচ্ছল্মলৌ ভবতি যন্নদীষু যদোষধীভ্যঃ পরি জায়তে বিষম্।
বিশ্বে দেবা নিরিতস্তৎসুবন্তু মা মাং পদ্যেন রপসা বিদত্ত্সরুঃ ॥ ৩॥
যাঃ প্রবতো নিবত উদ্বত উদন্বতীরনুদকাশ্চ যাঃ।
তা অস্মভ্যং পয়সা পিন্বমানাঃ শিবা দেবীরশিপদা ভবন্তু
সর্বা নদ্যো অশিমিদা ভবন্তু ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা এইখানে আমাদের রক্ষা করুন। কুলায়কারী ও সর্বদা বর্ধমান বিষ আমাদের অভিমুখে যেন না আগত হয়, অজকানামক বেগবিশিষ্ট দুর্দর্শন বিষ বিনষ্ট হোক। ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে জ্ঞাত হ'তে না পারে ॥ ১॥

যে বন্দন নামক বিষ নানা জন্মে বৃক্ষ ইত্যাদির পর্বস্থানে উদ্ভূত হয়, যে বিষ জানু ও গুল্ফ স্ফীত করে, দীপ্তিমান্ অগ্নিদেব, এই ব্যক্তির নিকট হ'তে সেই বিষ দূরীকৃত করুন। ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে জ্ঞাত না হ'তে পারে ॥ ২॥

যে বিষ শাল্মলীতে উৎপন্ন হয়, যা নদীজলে ওষধি হ'তে উৎপন্ন হয়, বিশ্বদেবগণ সেই বিষ আমাদের নিকট হ'তে দূরীকৃত করুন। ছদ্মগামী সর্প যেন পদশব্দের দ্বারা আমাকে জ্ঞাত হ'তে না পারে ॥ ৩॥

যে নদীগণ প্রবল দেশে গমন করে, যারা নিম্নদেশে গমন করে, যারা উন্নত দেশে গমন করে, যে নদীসমূহ উদকবিশিষ্ট ও যাঁরা অনুদক জলের দ্বারা জগৎকে আপ্যায়িত করেন, সেই দ্যুতিমান্ নদীসমূহ আমাদের শ্রীপদরোগ নিবারণ ক'রে কল্যাণকর হোন। আরও সেই নদীসমূহ অহিংসাপ্রদ হোন ॥ ৪॥

টীকা — এই সূক্তটি "ওঙ্কার মন্ত্র" স্বরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় মণ্ডলের শেষ সূক্তগুলি দ্রষ্টব্য।— আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ৫১ সূক্ত —

[দেবতা : আদিত্য। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আদিত্যানামবসা নূতনেন সক্ষীমহি শর্মনা শন্তমেন।
অনাগাস্ত্বে অদিতিত্বে তুরাস ইমং যজ্ঞং দধতু শ্রোষমাণাঃ ॥ ১॥
আদিত্যাসো অদিতির্মাদয়ন্তাং মিত্রো অর্যমা না বরুণো রজিষ্ঠাঃ।
অস্মাকং সন্তু ভুবনস্য গোপাঃ পিবন্তু সোমমবসে নো অদ্য ॥ ২॥
আদিত্যা বিশ্বে মরুতশ্চ বিশ্বে দেবাশ্চ বিশ্ব ঋভবশ্চ বিশ্বে।
ইন্দ্রো অগ্নিরশ্বিনা তুষ্টুবানা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — আমরা যেন আদিত্য দেববৃন্দের আশ্রয় লাভ ক'রে নূতন সুখকর গৃহ প্রাপ্ত হই। ত্বরান্বিত আদিত্যবর্গ আমাদের স্তোত্রসমূহ শ্রবণপূর্বক এই যজ্ঞকারীকে অনপরাধ ও অদীন ক'রে দেন ॥ ১॥

আদিত্যগণ ও অদিতি এবং অতিশয় ঋজুস্বভাব মিত্র, বরুণ ও অর্যমা প্রমত্ত হোন। ভুবনের রক্ষক দেববৃন্দ আমাদের হোন। অদ্য আমাদের রক্ষার জন্য সোম পান করুন ॥ ২॥

আমরা সমস্ত আদিত্যগণ, সমস্ত মরুৎগণ, সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত ঋভুগণ এবং ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়ের স্তব করলাম। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৩॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫২ সূক্ত —

[দেবতা : আদিত্য। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আদিত্যাসো অদিতয়ঃ স্যাম পূর্দেবত্রা বসবো মর্তত্রা।
সনেম মিত্রাবরুণা সনন্তো ভবেম দ্যাবাপৃথিবী ভবন্তঃ ॥ ১॥
মিত্রস্তন্নো বরুণো মামহন্ত শর্ম তোকায় তনয়ায় গোপাঃ।
মা বো ভুজেমান্যজাতমেনো মা তৎকর্ম বসবো যচ্চয়াধ্বে ॥ ২॥
তুরণ্যবোঽঙ্গিরসো নক্ষন্ত রত্নং দেবস্য সবিতুরিয়ানাঃ।
পিতা চ তন্নো মহান্যজত্রো বিশ্বে দেবা সমনসো জুষন্ত ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — আমরা আদিত্য, আমরা অদিতি হবো। দেবগণের মধ্যে হে বসুগণ! মানবগণকে আপনারা পালন করুন। হে মিত্র ও বরুণ! আপনাদের সম্ভজনা পূর্বক ধন উপভোগ করবো। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমরা যেন ভূতিবিশিষ্ট হই ॥ ১ ॥

মিত্র ও বরুণ প্রমুখ রক্ষক আদিত্যগণ আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে সুখ প্রদান করুন। অন্যকৃত পাপ যেন আমাদের ভোগ করতে না হয়, আপনারা যে কর্ম করলে নাশ করেন, হে বসুগণ, আমরা যেন সে কর্ম না ক'রি ॥ ২ ॥

ত্বরাবান্ অঙ্গিরাগণ সবিতার নিকট যাচ্ঞা পূর্বক তাঁর যে রমণীয় ধন্য ব্যাপ্ত করেছিলেন, যাগশীল মহান্ পিতা ও সমস্ত দেবগণ এক মনে সেই ধন আমাদের প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

টীকা — ১ম ঋকের প্রথমেই বসিষ্ঠবংশীয়গণ সূর্যের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করছেন। এই সম্পর্কে এই মণ্ডলের ৩৩ ঋকের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে—'...তখন ঋষি বসিষ্ঠের সাথে সূর্য বসিষ্ঠের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা হলো।'—ইত্যাদি।—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ৫৩ সূক্ত —

[দেবতা : দ্যাবাপৃথিবী। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র দ্যাবা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী নমোভিঃ সবাধ ঈলে বৃহতী যজত্রে।
তে চিদ্ধি পূর্বে কবয়ো গৃণন্তঃ পুরো মহী দধিরে দেবপুত্রে ॥ ১ ॥
প্র পূর্বজে পিতরা নব্যসীভির্গীর্ভিঃ কৃণুধ্বং সদনে ঋতস্য ।
আ নো দ্যাবাপৃথিবী দৈব্যেন জনেন যাতং মহি বাং বরূথম্ ॥ ২ ॥
উতো হি বাং রত্নধেয়ানি সন্তি পুরূণি দ্যাবাপৃথিবী সুদাসে।
অস্মে ধত্তং যদসদস্কৃধোয়ু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — যে মহতী ও দেবগণের জনয়িত্রী দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্বতন স্তোতাগণ স্তুতি ক'রে পুরোভাগে স্থাপন করেছিলেন, আমি সেই যজনীয়া ও মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে ঋত্বিকগণের সম্বাধযুক্ত হয়ে যজ্ঞ ও নমস্কারের সাথে স্তুতি ক'রি ॥ ১ ॥

হে স্তোতাগণ! তোমরা নব্য স্তুতির দ্বারা পূর্বপ্রজাতা এবং বিশ্বের পিতৃমাতৃভূতা দ্যাবাপৃথিবীকে যজ্ঞস্থলের পুরোভাগে সংস্থাপিত করো। হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনাদের মহৎ ও বরণীয় ধন দানের জন্য দেববৃন্দের সাথে আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ২ ॥

হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনাদের দানে দেয় বহু রমণীয় ধন আছে, তার মধ্যে যা অক্ষয় তা-ই আমাদের প্রদান করুন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা সর্বদা আমাদের কল্যাণের সাথে পালন করুন ॥ ৩ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫৪ সূক্ত —

[দেবতা : বাস্তোষ্পতি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বাস্তোষ্পতে প্রতি জানীহ্যস্মান্ৎস্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ।
যত্ত্বেমহে প্রতি তন্নো জুষস্ব শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ১॥
বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো।
অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব ॥ ২॥
বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদা তে সক্ষীমহি রণ্বয়া গাতুমত্যা।
পাহি ক্ষেম উত যোগে বরং নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — হে বাস্তোষ্পতে! আপনি আমাদের প্রবোধিত করুন; আমাদের নিবাস নীরোগ করুন; আমরা যে ধন যাজ্ঞা ক'রি তা প্রদান করুন; এবং আমাদের পুত্র পৌত্র ইত্যাদি দ্বিপদ জনের ও গো-অশ্ব ইত্যাদি চতুষ্পদবর্গের সুখকর হোন ॥ ১॥

হে বাস্তোষ্পতে! আপনি আমাদের ও আমাদের ধনের বর্ধয়িতা হোন। আপনি সখা হ'লে আমরা গাভী ও অশ্বযুক্ত এবং জরারহিত হবো। পিতা যেমন পুত্রদের পালন করে, আপনি সেইরকম পালন করুন ॥ ২॥

হে বাস্তোষ্পতে! আমরা যেন আপনার সুখকর, রমণীয় ও ধনযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হই। আপনি আমাদের প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বরণীয় ধন রক্ষা করুন ও আমাদের কল্যাণের সাথে সর্বদা পালন করুন ॥ ৩॥

টীকা — বাস্তোষ্পতি গৃহের পালয়িতা দেবতা। ইনি সরমার কুলোদ্ভব, সেই জন্য পরে সারমেয় নামে অভিহিত হয়েছেন ॥—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫৫ সূক্ত —

[দেবতা : বাস্তোষ্পতি ও ইন্দ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : গায়ত্রী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্]

অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্। সখা সুশেব এধি নঃ ॥ ১॥
যদর্জুন সারমেয় দতঃ পিশঙ্গ যচ্ছসে।
বীবভ্রাজন্ত ঋষ্টয় উপ স্রক্কেষু বপ্সতো নি ষু স্বপ ॥ ২॥

স্তেনং রায় সারমেয় তস্করং বা পুনঃ সর।
স্তোতৃনিন্দ্রস্য রায়সি কিমস্মান্দুচ্ছুনায়সে নি ষু স্বপ ॥ ৩॥
ত্বং সূকরস্য দর্দৃহি তব দর্দর্তু সূকরঃ।
স্তোতৃনিন্দ্রস্য রায়সি কিমস্মান্দুচ্ছুনায়সে নি ষু স্বপ ॥ ৪॥
সস্তু মাতা সস্তু পিতা সস্তু শ্বা সস্তু বিশ্‌পতিঃ।
সসন্তু সর্বে জ্ঞাতয়ঃ সস্ত্বয়মভিতো জনঃ ॥ ৫ ॥
য আস্তে যশ্চ চরতি যশ্চ পশ্যতি নো জনঃ।
তেষাং সং হন্মো অক্ষাণি যথেদং হর্ম্যং তথা ॥ ৬॥
সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।
তেনা সহস্যেনা বয়ং নি জনান্ত্স্বাপয়ামসি ॥ ৭॥
প্রোষ্ঠেশয়া বহ্যেশয়া নারীর্যাস্তল্পশীবরীঃ।
স্ত্রিয়ো যাঃ পুণ্যগন্ধাস্তাঃ সর্বাঃ স্বাপয়ামসি ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে বাস্তোষ্পতে! আপনি রোগনাশক। আপনি সর্ব রকম রূপের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমাদের সখা ও সুখকর হোন ॥ ১ ॥

হে শ্বেতবর্ণ ও কোন কোন অংশে পিশঙ্গবর্ণ সরমাপুত্র! আপনি যখন দন্ত প্রকাশ করেন তা আমার নিকট আহারের সময় সৃক্কণী প্রদেশে আয়ুধের মতো শোভাপ্রাপ্ত হয়। আপনি সুখে নিদ্রাভিভূত হোন ॥ ২ ॥

হে সারমেয়! আপনি যে স্থান হ'তে গমন করেন, পুনরায় সেই স্থানে আগমন করেন। আপনি চোর ও ডাকাতের প্রতি গমন করুন। ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন গমন করেন? আমাদের কেন বাধা প্রদান করেন? সুখে নিদ্রাগত হোন ॥ ৩ ॥

আপনি শূকরকে বিদারণ করেন, শূকরও আপনাকে বিদারণ করুক। ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন গমন করেন? কেন আমাদের বাধা প্রদান করেন? সুখে নিদ্রাগত হোন ॥ ৪ ॥

আপনার মাতা নিদ্রাগতা হোন, আপনার পিতা নিদ্রাগত হোন। কুক্কুর নিদ্রাগত হোক, গৃহস্বামী নিদ্রাগত হোক, বন্ধুগণ নিদ্রাগত হোক। চতুর্দিকবর্তী এই জনগণও নিদ্রাভিভূত হোক ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি এই স্থানে আছে, যে বিচরণ করছে, যে আমাদের দর্শন করছে, তাদের চক্ষুসমূহ বিনাশ করবো। এই হর্ম্য যেমন তারাও সেইরকম হবে ॥ ৬ ॥

যে সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ সমুদ্র হ'তে উদ্গত হ'লে সেই অভিভবকারীর সাহায্যে আমরা নিদ্রিত করবো ॥ ৭ ॥

যে স্ত্রীগণ প্রাঙ্গণে শয়ন ক'রে আছে, যারা বাহনে শয়ন ক'রে আছে, যারা তল্পে শয়ন ক'রে আছে, যারা পুণ্যগন্ধা, তাদের সকলকে নিদ্রিত করবো ॥ ৮ ॥

টীকা — ৭ ঋকে সমুদ্র হ'তে উদ্গত সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ কি? সহস্ররশ্মি চন্দ্র বা সূর্য হ'তে পারে॥— আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫৬ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : দ্বিপদা, ত্রিষ্টুপ্]

ক ঈং ব্যক্তা নরঃ সনীডা রুদ্রস্য মর্যা অধা স্বশ্বাঃ ॥ ১ ॥
নকির্হ্যেষাং জনূংষি বেদ তে অঙ্গ বিদ্রে মিথো জনিত্রম্ ॥ ২ ॥
অভি স্বপূভির্মিথো বপন্ত বাতস্বনসঃ শ্যেনা অস্পৃধ্রন্ ॥ ৩ ॥
এতানি ধীরো নিণ্যা চিকেত পৃশ্নির্যদূধো মহী জভার ॥ ৪ ॥
সা বিট্ সুবীরা মরুদ্ভিরস্তু সনাৎসহন্তী পুষ্যন্তী নৃম্ণম্ ॥ ৫ ॥
যামং যেষ্ঠাঃ শুভাঃ শোভিষ্ঠাঃ শ্রিয়া সংমিশ্লা ওজোভিরুগ্রাঃ ॥ ৬ ॥
উগ্রং ব ওজঃ স্থিরা শবাংস্যধা মরুদ্ভির্গণস্তুবিষ্মান্ ॥ ৭ ॥
শুভ্রো বঃ শুষ্ম ক্রুধ্মী মনাংসি ধুনির্মুনিরিব শর্ধস্য ধৃষ্ণোঃ ॥ ৮ ॥
সনেম্যস্মদ্যুয়োত দিদ্যুং মা বো দুর্মতিরিহ প্রণঙ্নঃ ॥ ৯ ॥
প্রিয়া বো নাম হুবে তুরাণামা যত্তৃপন্মরুতো বাবশানাঃ ॥ ১০ ॥
স্বায়ুধাস ইষ্মিণঃ সুনিষ্কা উত স্বয়ং তন্বঃ শুম্ভমানাঃ ॥ ১১ ॥
শুচী বো হব্যা মরুতঃ শুচীনাং শুচিং হিনোম্যধ্বরং শুচিভ্যঃ।
ঋতেন সত্যমৃতসাপ আয়ঞ্ছুচিজন্মানঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ ॥ ১২ ॥
অংসেষ্বা মরুতঃ খাদয়ো বো বক্ষঃসু রুক্মা উপশিশ্রিয়াণাঃ।
বি বিদ্যুতো ন বৃষ্টিভী রুচানা অনুস্বধামায়ুধৈর্যচ্ছমানাঃ ॥ ১৩ ॥
প্র বুধ্ন্যা ব ঈরতে মহাংসি প্র নামানি প্রযজ্যবস্তিরধ্বম্।
সহস্রিয়ং দম্যং ভাগমেতং গৃহমেধীয়ং মরুতো জুষধ্বম্ ॥ ১৪ ॥
যদি স্তুতস্য মরুতো অধীথেত্থা বিপ্রস্য বাজিনো হবীমন্।
মক্ষু রায়ঃ সুবীর্যস্য দাত নূ চিদ্যমন্য আদভদরাবা ॥ ১৫ ॥
অত্যাসো ন যে মরুতঃ স্বঞ্চো যক্ষদৃশো ন শুভয়ন্ত মর্যাঃ।
তে হর্ম্যেষ্ঠাঃ শিশবো ন শুভ্রা বৎসাসো ন প্রক্রীলিনঃ পয়োধাঃ ॥ ১৬ ॥
দশস্যন্তো নো মরুতো মৃলন্তু বরিবস্যন্তো রোদসী সুমেকে।
আরে গোহা নৃহা বধো বো অস্তু সুম্নেভিরস্মে বসবো নমধ্বম্ ॥ ১৭ ॥
আ বো হোতা জোহবীতি সত্তঃ সত্রাচীং রাতিং মরুতো গৃণানঃ।
য ঈবতো বৃষণো অস্তি গোপাঃ সো অদ্বয়াবী হবতে ব উক্থৈঃ ॥ ১৮ ॥
ইমে তুরং মরুতো রাময়ন্তীমে সহঃ সহস আ নমন্তি।
ইমে শংসং বনুষ্যতো নি পান্তি গুরু দ্বেষো অররুষে দধন্তি ॥ ১৯ ॥

ইমে রধ্রং চিন্মরুতো জুনন্তি ভৃমিং চিদ্যথা বসবো জুষন্ত।
অপ বাধধ্বং বৃষণস্তমাংসি ধত্ত বিশ্বং তনয়ং তোকমস্মে ॥ ২০॥
মা বো দাত্রান্মরুতো নিররাম মা পশ্চাদ্দঘ্ম রথ্যো বিভাগে।
আ নঃ স্পার্হে ভজতনা বসব্যেঽয়ন্তী সুজাতং বৃষণো বো অস্তি ॥ ২১॥
সং যদ্ধনন্ত মন্যুভির্জনাসঃ শূরা যহ্বীষ্বোষধীষু বিক্ষু।
অধ স্মা নো মরুতো রুদ্রিয়াসস্ত্রাতারো ভূত পৃতনাস্বর্যঃ ॥ ২২॥
ভূরি চক্র মরুতঃ পিত্র্যাণুক্থানি যা বঃ শস্যন্তে পুরা চিৎ।
মরুদ্ভিরুগ্রঃ পৃতনাসু সাড়্হা মরুদ্ভিরিৎসনিতা বাজমর্বা ॥ ২৩॥
অস্মে বীরো মরুতঃ শুষ্ম্যস্তু জনানাং যো অসুরো বিধর্তা।
অপো যেন সুক্ষিতয়ে তরেমাধ স্বমোকো অভি বঃ স্যাম ॥ ২৪॥
তন্ন ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অগ্নিরাপ ওষধীর্বনিনো জুষন্ত।
শর্মন্ৎস্যাম মরুতামুপস্থে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ২৫॥

মন্ত্রার্থ — ব্যক্তরূপ নেতা, সমানস্থানবাসী মানুষের হিতকর, অথচ সুন্দর অশ্ববিশিষ্ট এই রুদ্রপুত্রগণ, এঁরা কে? ॥ ১॥

কেউই এঁদের জন্ম জ্ঞাত নন। তাঁরাই পরস্পর নিজেদের জন্মকথা জ্ঞাত আছেন ॥ ২॥

নিজেরাই সঞ্চরণপূর্বক পরস্পর মিলিত হন। বায়ুর মতো বেগশালী শ্যেনপক্ষীর মতো পরস্পর স্পর্ধা করেন ॥ ৩॥

ধীমান ব্যক্তি এই শ্বেতবর্ণ ভূত সকলকে অবগত আছেন। মহতী পৃশ্নি এঁদের অন্তরীক্ষে ধারণ করেছিলেন ॥ ৪॥

সেই প্রজা মরুৎগণের অনুগ্রহে চিরকাল শত্রুবর্গের অভিভবকারিণী ও ধনের সৃষ্টিপ্রদায়িনী ও বীরপুত্রবিশিষ্টা হোক ॥ ৫॥

মরুৎগণ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গন্তব্যস্থানে গমন করেন, অলঙ্কারের দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক শোভা ধারণ করেন; তাঁরা শ্রীসমন্বিত ও উগ্র ॥ ৬॥

আপনাদের তেজ উগ্র; আপনাদের বল স্থির। মরুৎগণ বুদ্ধিমান্ হোন ॥ ৭॥

আপনাদের বল সর্বত্র শোভমান; আপনাদের চিত্ত ক্রোধশীল। ধর্ষণযোগ্য, বলযুক্ত মরুৎগণের বেগ স্তোতার মতো বিবিধ শব্দকারী ॥ ৮॥

হে মরুৎগণ! পুরাতন আয়ুধ আমাদের নিকট হ'তে পৃথক করুন। আপনাদের ক্রূরবুদ্ধি যেন আমাদের ব্যাপ্ত না করে ॥ ৯॥

আপনারা ত্বরাবান্। আপনাদের প্রিয় নাম ধরে আহ্বান ক'রি। অভিলাষবান্ মরুৎগণ এতেই তৃপ্ত হন ॥ ১০॥

মরুৎগণ সুন্দর আয়ুধবিশিষ্ট, গমনশীল, সুন্দর অলঙ্কারযুক্ত এবং তাঁরা আমাদের শরীর অলঙ্কৃত করেন ॥ ১১॥

হে মরুৎগণ! আপনারা শুচি, শুচি হব্য আপনাদের হোক। আপনারা শুচি, আপনাদের উদ্দেশে শুচি যজ্ঞ প্রেরণ ক'রি। উদকস্পর্শী মরুৎগণ সত্যের দ্বারা সত্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা শুচি ও তাঁরা

অন্যকে শুচি করেন ॥ ১২ ॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের স্কন্ধে খাদি সকল রয়েছে। উত্তম রুক্ম আপনাদের বক্ষঃ আশ্রয় ক'রে রয়েছে। বৃষ্টির সাথে বিদ্যুৎ যেমন শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরকম জল প্রদানের সময় আপন আয়ুধের দ্বারা আপনারা শোভাপ্রাপ্ত হন ॥ ১৩ ॥

আপনাদের অন্তরীক্ষভব তেজ বিশেষভাবে গমন করছে। হে বিশেষভাবে যষ্টব্য মরুৎগণ! আপনারা জল বৃদ্ধি করুন। হে মরুৎগণ! আপনারা সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট গৃহভব গৃহ মেধিদত্ত এই ভাগ সেবা করুন ॥ ১৪ ॥

হে মরুৎগণ! যেহেতু আপনারা অন্নবিশিষ্ট মেধাবীর হব্যযুক্ত স্তোত্র অবগত হন, অতএব শোভন পুত্রবিশিষ্টের ধন শীঘ্র প্রদান করুন, সেই ধন শত্রু অভিহনন করতে পারে না ॥ ১৫ ॥

যে মরুৎগণ সততগামী অশ্বের মতো গমনবিশিষ্ট, উৎসবদর্শী মানবগণের মতো অলঙ্কারধারী, গৃহস্থিত শিশুগণের মতো শুভ্র, তাঁরা ক্রীড়াপরায়ণ বৎসগণের মতো পয়োদাতা ॥ ১৬ ॥

মরুৎগণ আমাদের ধন প্রদানপূর্বক সুন্দর রূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্ণ ক'রে সুখী করুন। হে বাসপ্রদগণ! মেঘভেদক, মানবনাশক আপনাদের আয়ুধ আমাদের নিকট হ'তে দূরে অবস্থান করুক। আপনারা সুখের সাথে আমাদের অভিমুখ হোন ॥ ১৭ ॥

নিষণ্ন হোতা আপনাদের সর্বত্রগামী দানকার্যের প্রশংসা ক'রে আপনাদের সম্যক্‌রূপে বারংবার আহ্বান করছে। হে কামবর্ষিগণ! যে হোতা যজমানের রক্ষক, সে কপটারহিত হয়ে স্তোত্রের দ্বারা আপনাদের স্তব করে ॥ ১৮ ॥

এই মরুৎগণ যজ্ঞে ত্বরান্বিত যজমানকে প্রীত করেন। এঁরা বলের দ্বারা বলবান্ লোকসকলকে আনন্দিত করেন। এঁরা হিংসকের হস্ত হ'তে স্তোতাকে রক্ষা করেন। যারা হব্য প্রদান করে না, তাদের মহা অপ্রিয় সাধন করেন ॥ ১৯ ॥

এঁরা সমৃদ্ধ লোককেও উত্তেজিত করেন, দরিদ্রকেও উত্তেজিত করেন। বন্ধুগণ যেমন কামনা করেন, হে কামবর্ষিগণ! আপনারা তমো বিনাশ করুন; আরও আমাদের বহুল পুত্র ও পৌত্র প্রদান করুন ॥ ২০ ॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের দান হ'তে আমরা যেন নির্গত হই না। হে রথবিশিষ্টগণ! ধন দান কালে আমাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করবেন না। স্পৃহণীয় ধনসমূহে আমাদের ভাগী করুন। হে কামবর্ষিগণ! আপনাদের যে সুজাত ধন আছে, তারও ভাগী করুন ॥ ২১ ॥

যখন বিক্রান্ত জনগণ বহুতর ওষধি ও মানুষের জয়ের জন্য কোপপূর্ণ হন, তখন হে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! যুদ্ধে শত্রুর নিকট হতে আমাদের ত্রাতা হোন ॥ ২২ ॥

হে মরুৎগণ! আমাদের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে অনেক কার্য করেছেন। আপনাদের পূর্বকালীন যে সকল কর্ম প্রশংসিত হয়, তা-ও করেছেন; ওজস্বী ব্যক্তি যুদ্ধে মরুৎগণের সাহায্যে শত্রুগণের অভিভাবিতা হন, আপনাদেরই সাহায্যে স্তোত্রকারী অন্ন ভোগ করে ॥ ২৩ ॥

হে মরুৎগণ! আমাদের বীর বলবান্ হোক। সে অসুরও লোকের বিধায়ক হোক। আমরা নিবাসের জন্য প্রাপ্ত শত্রুদের বিনাশ করবো। আমরা আপনাদের আত্মীয় স্থানে অবস্থিতি করবো ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, আপ্, ওষধি ও বৃক্ষ আমাদের স্তোত্র সেবা করুন। মরুৎগণের ক্রোড়ে আমরা সুখে থাকবো। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ২৫ ॥

টীকা — ১৩ ঋকে 'খাদি' অর্থে বলয় ও 'রুক্ম' অর্থে বক্ষঃস্থলের সুবর্ণের অলঙ্কার, তা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টিতেই তাঁর বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য। যথা,—"সৎকর্মের নেতা, জগতের আশ্রয়ভূত, সংসার-সংগ্রামে রুদ্রভাবের বিনাশকারী অর্থাৎ মৃত্যুভয়-অপহারক এবং শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রাপক প্রজ্ঞানস্বরূপ, এমন সব কা'রা জ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হন?" (কে সেই পরমপুরুষ? মন্ত্রটি এইরকম জিজ্ঞাসামূলক। ভাব এই যে,—একমাত্র ভগবানই সকল গুণের আকর)। [মানুষের অন্তরে যে জিজ্ঞাসা আছে, যে জিজ্ঞাসা না থাকলে মানুষ প্রকৃতভাবে মানুষ হ'তে পারত না, যে জিজ্ঞাসার জন্য মানুষ নিজের জীবনের চরম সম্পদ লাভ করতে পারে, সেই জিজ্ঞাসাই এই মন্ত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।—জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে নানারকম বিভিন্নমুখী ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থেকে মানুষ যখন বিহ্বল হয়ে যায়, তখন তার অন্তর থেকে প্রশ্ন ওঠে—কে তিনি? অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতিঃবিকীরণকারী কে তিনি? মায়ের স্নেহে বিগলিত হয়ে যায়, পিতার শাসনে রক্ষা করেন—তিনি কে? কে তুমি, বসন্তের আনন্দ, আবার প্রলয়ঙ্কর ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে প্রাণের আতঙ্ক, বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্যের পরিচায়ক, শিশুর হাসিতে ও জননীর চুম্বনে স্বর্গীয় মাধুর্য-লহরী—কে তুমি? সেই অনন্ত অসীম—তাঁর সম্বন্ধে ক্ষুদ্র মানুষের মন যতটুকু ধারণা করতে পেরেছে ততটুকুই বলেছে—কিন্তু তাতে তো অনন্তের পরিচয় অসম্পূর্ণই থেকে গেছে।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৫৭ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মধ্বো বো নাম মারুতং যজত্রাঃ প্র যজ্ঞেষু শবসা মদন্তি।
যে রেজয়ন্তি রোদসী চিদুর্বী পিন্বন্ত্যুৎসং যদয়াসুরুগ্রাঃ ॥ ১॥
নিচেতারো হি মরুতো গৃণন্তং প্রণেতারো যজমানস্য মন্ম।
অস্মাকমদ্য বিদথেষু বর্হিরা বীতয়ে সদত পিপ্রিয়াণাঃ ॥ ২॥
নৈতাবদন্যে মরুতো যথেমে ভ্রাজন্তে রুক্মৈরায়ুধৈস্তনূভিঃ।
আ রোদসী বিশ্বপিশঃ পিশানাঃ সমানমঞ্জ্যঞ্জতে শুভে কম্ ॥ ৩॥
ঋধক্সা বো মরুতো দিদ্যুদস্তু যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম।
মা বস্তস্যামপি ভূমা যজত্রা অস্মে বো অস্তু সুমতিশ্চনিষ্ঠা ॥ ৪॥
কৃতে চিদত্র মরুতো রণন্তানবদ্যাসঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ।
প্র ণোঽবত সুমতিভির্যজত্রাঃ প্র বাজেভিস্তিরত পুষ্যসে নঃ ॥ ৫॥
উত স্তুতাসো মরুতো ব্যন্তু বিশ্বেভির্নামভির্নরো হবীংষি।
দদাত নো অমৃতস্য প্রজায়ৈ জিগৃত রায়ঃ সূনৃতা মঘানি ॥ ৬॥
আ স্তুতাসো মরুতো বিশ্ব ঊতী অচ্ছা সূরীন্ত্সর্বতাতা জিগাত।
যে নস্ত্মনা শতিনো বর্ধয়ন্তি যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে যজনীয় মরুৎগণ! মাদয়িতা স্তোতাগণ যজ্ঞকালে বলের সাথে আপনাদের নাম স্তব করে। মরুৎগণ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত করেন। মেঘকে বর্ষণ করান ও উগ্র হয়ে সর্বত্র গমন করেন ॥ ১ ॥

মরুৎগণ স্তুতিকারীকে অন্বেষণ করেন। যজমানের অভীষ্টপূরণ করেন। আপনারা প্রীত হয়ে আমাদের যজ্ঞে সোমপানের জন্য উপবেশন করুন ॥ ২ ॥

এই মরুৎগণ যত দান করেন, এত আর কেউই প্রদান করেন না। এঁরা রুক্স, আয়ুধ ও শরীর শোভায় শোভিত হন। দ্যাবাপৃথিবী প্রকাশকারী ব্যাপ্তদীপ্তি, মরুৎগণ শোভার জন্য সমানরূপ আভরণ ব্যক্ত করে ॥ ৩ ॥

আপনাদের প্রসিদ্ধ আয়ুধ আমাদের হ'তে পৃথক হোক! যদিও মানুষ ব'লে আমরা আপনার নিকট অপরাধ ক'রি; হে যজনীয়গণ! যেন আপনাদের সেই আয়ুধে না পতিত হই। আপনাদের যে বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা অন্নপ্রদ, তা-ই আমাদের হোক ॥ ৪ ॥

আমাদের যজ্ঞকর্মেই মরুৎগণ তৃপ্ত হোন। তাঁরা অনিন্দিত, দীপ্তিযুক্ত ও শোধক। হে যজনীয় মরুৎগণ! অনুগ্রহ ক'রে অথবা উত্তম স্তুতি-প্রযুক্ত আমাদের বিশেষভাবে পালন করুন। অন্নের দ্বারা পোষণের জন্য আমাদের প্রবর্ধিত করুক ॥ ৫ ॥

মরুৎগণ স্তুত হয়ে হবি ভক্ষণ করুন, তাঁরা নেতা ও সমস্ত জলের সাথে বর্তমান। হে মরুৎগণ! আমাদের সন্ততির জন্য উদক্ প্রদান করুন। হব্যদায়ীকে সত্য ও প্রিয় ধন দান করুন ॥ ৬ ॥

মরুৎগণ স্তুত হ'য়ে সকল রক্ষার সাথে যজ্ঞে স্তোতার অভিমুখে আগমন করুন। এঁরা আপনিই স্তোতাগণকে শতসংখ্যাবিশিষ্ট ক'রে বর্ধিত করেন; আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫৮ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র সাকমুক্ষে অর্চতা গণায় যো দৈব্যস্য ধাম্নস্তুবিষ্মান্।
উত ক্ষোদন্তি রোদসী মহিত্বা নক্ষন্তে নাকং নির্ঋতেরবংশাৎ ॥ ১ ॥
জনূশ্চিদ্বো মরুতস্ত্বেষ্যেণ ভীমাসস্তুবিমন্যবোঽয়াসঃ।
প্র যে মহোভিরোজসোত সন্তি বিশ্বো যো যামন্ভয়তে স্বর্দৃক্ ॥ ২ ॥
বৃহদ্বয়ো মঘবদ্ভ্যো দধাত জুজোষন্নিন্মরুতঃ সুষ্টুতিং নঃ।
গতো নাধ্বা বি তিরাতি জন্তুং প্র ণঃ স্পার্হাভিরূতিভিস্তিরেত ॥ ৩ ॥
যুষ্মোতো বিপ্রো মরুতঃ শতস্বী যুষ্মোতো অর্বা সহুরিঃ সহস্রী।
যুষ্মোতঃ সম্রালুত হন্তি বৃত্রং প্র তদ্বো অস্তু ধূতয়ো দেষ্ণম্ ॥ ৪ ॥

তাঁ আ রুদ্রস্য মাড়্হুষো বিবাসে কুবিন্নংসন্তে মরুতঃ পুনর্নঃ।
যৎসস্বর্তা জিহীলিরে যদাবিরব তদেন ঈমহে তুরাণাম্ ॥ ৫ ॥
প্র সা বাচি সুষ্টুতির্মঘোনামিদং সূক্তং মরুতো জুষন্ত।
আরাচ্চিদ্দ্বেষো বৃষণো যুযোত যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — তোমরা সতত বর্ষণকারী মরুৎসংঘকে অর্চনা করো। এঁরা দেবতাগণের স্থানে সর্বাপেক্ষা প্রবৃদ্ধ; আরও এঁরা মহিমায় দ্যাবাপৃথিবীকে ভগ্ন করেন। ভূমি ও অন্তরীক্ষ হ'তে স্বর্গকে ব্যাপ্ত করেন ॥ ১ ॥

হে ভীম! হে প্রবৃদ্ধমতি ও গমনশীল মরুৎগণ! আপনাদের জন্ম দীপ্ত রুদ্র হ'তে; আরও এঁরা তেজের বলে প্রবল হয়েছেন। আপনাদের গমনে সূর্যদ্রষ্টা সমস্ত জীবসমূহ ভীত হয় ॥ ২॥

আপনারা হব্যবিশিষ্টকে প্রচুর অন্ন প্রদান করুন। আমাদের সুন্দর স্তোত্র অবশ্য সেবা করুন। মরুৎগণ যে পথ প্রাপ্ত হন, তা প্রাণিগণকে বিনাশ করে না। তাঁরা স্পৃহণীয় রক্ষার দ্বারা আমাদের প্রবর্ধিত করুন ॥ ৩ ॥

হে মরুৎগণ! স্তোতা আপনাদের কর্তৃক রক্ষিত হয়ে শতসংখ্যক ধনবান্ হন। আপনাদের কর্তৃক রক্ষিত হয়ে স্তোতা আক্রমণকারী অভিভবিতা ও সহস্র ধনবান্ হয়। আপনাদের কর্তৃক রক্ষিত হয়ে সে সাম্রাজ্যযুক্ত হয় ও শত্রুনাশ করে। হে কম্পনকারিগণ! আপনাদের দত্ত সেই ধন প্রভূত হোক ॥ ৪ ॥

কামবর্ষী সেই রুদ্রপুত্রগণকে আমি পরিচর্যা ক'রি। তাঁরা পুনরায় বহুবার আমাদের অভিমুখ হোন। যে অপ্রকাশিত ও যে প্রকাশিত পাপপ্রযুক্ত মরুৎগণ ক্রুদ্ধ হন, মরুৎগণ সম্বন্ধীয় সেই পাপ অপনীত করবো ॥ ৫ ॥

ধনবান্ মরুৎগণের সেই সুস্তুতি আমরা উচ্চারণ করেছি। মরুৎগণ এই সূক্ত সেবা করুন। হে অভীষ্টবর্ষিগণ! আপনারা দূর হ'তেই শত্রুগণকে পৃথক্ করুন। আপনারা সর্বদা স্বস্তির দ্বারা আমাদের পালন করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫৯ সূক্ত —

[দেবতা : ১ হ'তে ১১ ঋক্ মরুৎ; ১২ ঋক্ রুদ্র। ঋষি : বসিষ্ঠ।
ছন্দ : বৃহতী, সতোবৃহতী, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

যং ত্রায়ধ্ব ইদমিদং দেবাসো যং চ নয়থ।
তস্মা অগ্নে বরুণ মিত্রার্যমন্মরুতঃ শর্ম যচ্ছত ॥ ১ ॥

যুষ্মাকং দেবা অবসাহনি প্রিয় ঈজানস্তরতি দ্বিষঃ।
প্র স ক্ষয়ং তিরতে বি মহীরিষো যো বো বরায় দাশতি ॥ ২॥
নহি বশ্চরমং চন বসিষ্ঠঃ পরিমংসতে।
অস্মাকমদ্য মরুতঃ সুতে সচা বিশ্বে পিবন্ত কামিনঃ ॥ ৩॥
নহি ব ঊতিঃ পৃতনাসু মর্ধতি যস্মা অরাধ্বং নরঃ।
অভি ব আবৎসু র্মতির্নবীয়সী তূয়ং যাত পিপীষবঃ ॥ ৪॥
ও যু ঘৃম্বিরাধসো যাতনান্ধাংসি পীতয়ে।
ইমা বো হব্যা মরুতো ররে হি কং মো ম্ব ন্যত্র গন্তন ॥ ৫॥
আ চ নো বর্হিঃ সদতাবিতা চ নঃ স্পার্হাণি দাতবে বসু।
অস্রেধন্তো মরুতঃ সোম্যে মধৌ স্বাহেহ মাদয়াধ্বৈ ॥ ৬॥
সম্বশ্চিদ্ধি তম্বঃ শুম্ভমানা আ হংসাসো নীলপৃষ্ঠা অপপ্তন্।
বিশ্বং শর্ধো অভিতো মা নি ষেদ নরো ন রণ্বাঃ সবনে মদন্ত ॥ ৭॥
যো নো মরুতো অভি দুর্হৃণায়ুস্তিরশ্চিত্তানি বসবো জিঘাংসতি।
দ্রুহঃ পাশান্ প্রতি স মুচোষ্ট তপিষ্ঠেন হন্মনা হন্তনা তম্ ॥ ৮॥
সান্তপনা ইদং হবির্মরুতস্তজ্জুজুষ্টন। যুষ্মাকোতী রিশাদসঃ ॥ ৯॥
গৃহমেধাস আ গত মরুতো মাপ ভূতন। যুষ্মাকোতী সুদানবঃ ॥ ১০॥
ইহেহ বঃ স্বতবসঃ কবয়ঃ সূর্যত্বচঃ। যজ্ঞং মরুত আ বৃণে ॥ ১১॥
ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে দেবগণ! এ হ'তে স্তোতাকে ত্রাণ করুন। হে অগ্নি, বরুণ, মিত্র, অর্যমা ও মরুৎগণ! আপনারা যাকে বিনীত করেন, তাঁকে সুখ প্রদান করেন ॥ ১॥

হে দেবগণ! আপনাদের আশ্রয়ে আপনাদের প্রিয় দিনে যে যাগ করে, যে শত্রুকে আক্রমণ করে, যে আপনাদের অন্যত্র গমন হ'তে নিবৃত্ত করবার জন্য প্রচুর হব্য প্রদান করে, সে-ই আপনার নিবাসস্থান বৃদ্ধি করে ॥ ২॥

বসিষ্ঠ আপনাদের মধ্যে হীন ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ ক'রে স্তব করে না। হে মরুৎগণ! অদ্য সোমাভিলাষী হয়ে আপনারা সকলে মিলিত হয়ে আমাদের সোম অভিযুত হ'লে পান করুন ॥ ৩॥

হে নেতাগণ! যাকে অভিলষিত প্রদান করেন, আপনাদের রক্ষা তাকে যুদ্ধে হিংসা করে না। আপনাদের নূতনতর অনুগ্রহবুদ্ধি আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। হে সোমপানাভিলাষিগণ! আপনারা শীঘ্র আগমন করুন ॥ ৪॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের ধন পরস্পর সংহত, আপনারা সোম ভক্ষণের জন্য উত্তমরূপে আগমন করুন। যেহেতু আমি আপনাদের এই হব্য দান করছি, অতএব আপনারা অন্যত্র গমন করবেন না ॥ ৫॥

হে মরুৎগণ! আপনারা আমাদের বর্হিতে আসীন হোন। স্পৃহণীয় ধন দানের জন্য আমাদের

নিকট আগমন করুন। আপনারা হিংসারহিত হয়ে এই যজ্ঞে মদকর সোমাত্মক হব্য স্বাহা ব'লে প্রমত্ত হোন ॥ ৬ ॥

অন্তর্হিত মরুৎগণ নিজ অংশ সকল অলঙ্কৃত করে নীলপৃষ্ঠ হংসগণের মতো আগমন করুন, আমাদের যজ্ঞে আনন্দিত রমণীয় মানবগণের মতো বিশ্বব্যাপ্ত মরুৎগণ আমার চারিদিকে উপবেশন করুন ॥ ৭ ॥

হে বসু মরুৎগণ! অন্যায় ক্রোধ ক'রে যে তিরস্কৃত ব্যক্তি আমাদের চিত্ত বিনাশ করতে চায়, সে ব্যক্তি পাপদ্রোহী বরুণের পাশ আমাদের প্রতি বন্ধন করে। আপনারা তাকে অত্যন্ত তাপপ্রদ আয়ুধের দ্বারা বিনাশ করুন ॥ ৮ ॥

হে শত্রুতাপকগণ! এই আপনাদের হব্য, আপনারা শত্রুভক্ষক, আপনাদের রক্ষার দ্বারা তা সেবা করুন ॥ ৯ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা গৃহের মধ্যে উত্তম দানশীল। আপনাদের রক্ষার সাথে আগমন করুন, অপগত হবেন না ॥ ১০ ॥

হে স্বায়ত্ত বলবিশিষ্টকারী ও সূর্যবর্ণ মরুৎগণ! আমি যজ্ঞ কল্পনা করছি ॥ ১১ ॥

সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধক ত্র্যম্বকের যজ্ঞ ক'রি। উর্বারুক (অর্থাৎ কাঁকুড়) ফলের মতো যেন আমরা মৃত্যুবন্ধ হ'তে মুক্ত হই। অমৃত হ'তে যেন না বঞ্চিত হই ॥ ১২ ॥

টীকা — সায়ণ বলেন যে, এই মন্ত্র জপ করলে শত বৎসর পরমায়ু লাভ করা যায়।—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ। প্রসঙ্গক্রমে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত ৩ ঋকের অনুবাদ ও বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। যথা,— "বিবেকরূপী হে দেবগণ! আত্ম-উৎসর্গসম্পন্ন সাধক চরম অবস্থাতেও অর্থাৎ কঠোর পরীক্ষাতেও কখনও আপনাদের পরিত্যাগ করেন না, অর্থাৎ, কখনও বিবেকহারা হন না; সেই দেবগণ অর্চনাকারী আমাদের সত্ত্বভাবে সম্মিলিত থেকে অথবা আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করে। সত্ত্বকাময়মান অর্থাৎ সত্ত্বপ্রবর্ধক সকল দেবভাবের সাথে নিত্যকাল সেই সত্ত্ব গ্রহণ করুন—আমাদের মধ্যে অবস্থিত থাকুন।" [বিবেকের উদয়ে আমাদের মধ্যে দেবভাবসমূহের বিকাশ হোক]। অথবা—"হে জীবগণ! আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধক অথবা কালচক্রে চিরবর্তমান বসিষ্ঠ-নামক ঋষি তোমাদের মধ্যে অতি হীন দুষ্কৃতপরায়ণকেও পরিত্যাগ করেন না; (অর্থাৎ—তাঁরা নিজেদের আত্ম-উৎকর্ষের প্রভাবে পাপীদেরও উদ্ধার করেন)। মরুৎগণ অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণ প্রার্থনাকারী আমাদের শুদ্ধসত্ত্বে অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার ক'রে, শুদ্ধসত্ত্ব-কাময়মান সকল দেবতার বা দেবভাবের সাথে আগমন ক'রে। নিত্যকাল তা পান করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন।" [ভাব এই যে,—আমাদের মধ্যে দেবভাব উপার্জিত হোক; বিশ্বের সকল দেবতারা আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে প্রীত হোন এবং আমাদের উদ্ধার করুন।—'সোম' শব্দে সর্বদা 'শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিসুধা' সর্বত্রই নির্দিষ্ট। দেবতার পূজায় ভক্তির উপচারই সাধকের প্রধান অবলম্বন। মোক্ষকামী জন শুদ্ধসত্ত্ব-দানেই (মাদকের দ্বারা নয়) দেবতার পরিতৃপ্তি-সাধন ক'রে থাকেন। —মন্ত্রটির প্রথমাংশে সাধুগণের চরিত্রের প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে—সৎ-সঙ্গী সাধুগণ হীনতাসম্পন্ন দুষ্কৃত-পরায়ণকেও রক্ষা করেন। তাছাড়া চরম দুঃখের অবস্থায় ভীষণ পরীক্ষা-পারাবারে পতিত হয়েও তাঁরা বিবেকহারা হন না। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে নিজেকে বিবেকের অনুবর্তী করার জন্য উদ্বোধনা প্রকাশ পেয়েছে]।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৬০ সূক্ত —

[দেবতা : ১ ঋক্ সূর্য; ২-১২ ঋক্ মিত্র ও বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যদদ্য সূর্য ব্রবোঽনাগা উদ্যন্মিত্রায় বরুণায় সত্যম্।
বয়ং দেবত্রাদিতে স্যাম তব প্রিয়াসো অর্যমন্গৃণন্তঃ ॥ ১ ॥
এষ স্য মিত্রাবরুণা নৃচক্ষা উভে উদেতি সূর্যো অভি জ্মন্।
বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতশ্চ গোপা ঋজু মর্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্ ॥ ২ ॥
অযুক্ত সপ্ত হরিতঃ সধস্থাদ্যা ঈং বহন্তি সূর্যং ঘৃতাচীঃ।
ধামানি মিত্রাবরুণা যুবাকুঃ সং যো যূথেব জনিমানি চষ্টে ॥ ৩ ॥
উদ্বাং পৃক্ষাসো মধুমন্তো অস্থুরা সূর্যো অরুহচ্ছুক্রমর্ণঃ।
যস্মা আদিত্যা অধ্বনো রদন্তি মিত্রো অর্যমা বরুণঃ সজোষাঃ ॥ ৪ ॥
ইমে চেতারো অনৃতস্য ভূরের্মিত্রো অর্যমা বরুণো হি সন্তি।
ইম ঋতস্য বাবৃধুর্দুরোণে শগ্মাসঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধাঃ ॥ ৫ ॥
ইমে মিত্রো বরুণো দূলভাসোঽচেতসং চিচ্চিতয়ন্তি দক্ষৈঃ।
অপি ক্রতুং সুচেতসং বতন্তস্তিরশ্চিদংহঃ সুপথা নয়ন্তি ॥ ৬ ॥
ইমে দিবো অনিমিষা পৃথিব্যাশ্চিকিত্বাংসো অচেতসং নয়ন্তি।
প্রব্রাজে চিন্নদ্যো গাধমস্তি পারং নো অস্য বিষ্পিতস্য পর্ষন্ ॥ ৭ ॥
যদ্গোপাবদদিতিঃ শর্ম ভদ্রং মিত্রো যচ্ছন্তি বরুণঃ সুদাসে।
তস্মিন্না তোকং তনয়ং দধানা মা কর্ম দেবহেলনং তুরাসঃ ॥ ৮ ॥
অব বেদিং হোত্রাভির্যজেত রিপঃ কাশ্চিদ্বরুণধ্রুতঃ সঃ।
পরি দ্বেষোভিরর্যমা বৃণক্তূরং সুদাসে বৃষণা উ লোকম্ ॥ ৯ ॥
সস্বশ্চিদ্ধি সমৃতিস্ত্বেষ্যেষামপীচ্যেন সহসা সহন্তে।
যুষ্মদ্ভিয়া বৃষণো রেজমানা দক্ষস্য চিন্মহিনা মৃলতা নঃ ॥ ১০ ॥
যো ব্রহ্মণে সুমতিমায়জাতে বাজস্য সাতৌ পরমস্য রায়ঃ।
সীক্ষন্ত মন্যুং মঘবানো অর্য উরু ক্ষয়ায় চক্রিরে সুধাতু ॥ ১১ ॥
ইয়ং দেব পুরোহিতির্যুবভ্যা যজ্ঞেষু মিত্রাবরুণাবকারি ।
বিশ্বানি দুর্গা পিপৃতং তিরো নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থ — হে সূর্য! আপনি উদিত হয়ে অদ্য আমাদের পাপশূন্য বলুন। হে অদিতি! দেবগণের মধ্যে মিত্র ও বরুণের নিকট সত্য হবো। হে অর্যমা! আপনাকে স্তব ক'রে আপনার প্রিয় হবো ॥ ১ ॥
হে মিত্র ও বরুণ! এই সেই মানবগণের সাক্ষী সূর্য অন্তরীক্ষে গমন ক'রে দ্যাবাপৃথিবীর

অভিমুখে উদিত হচ্ছেন। তিনি সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমের পালক মানবগণের মধ্যে সুকৃত ও দুষ্কৃত দর্শন করেন ॥ ২ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! তিনি অন্তরীক্ষে সপ্তহরিৎ যোজিত করেছেন। ওরা জলে আর্দ্র হয়ে এই সূর্যকে বহন করছে। গোপাল যেমন গোযুথ দর্শন করে, সেইরকম ইনি স্থান ও প্রাণিসকলকে দর্শন করেন ও আপনাদের অভিলাষ করেন ॥ ৩ ॥

আপনাদের দু'জনের জন্য অন্ন ও মধুর পদার্থ বর্তমান ছিল। সূর্য দীপ্ত অন্তরীক্ষে আরোহণ করেছিলেন। সমান প্রীতিযুক্ত মিত্র, অর্যমা ও বরুণ প্রভৃতি আদিত্যগণ, এই সূর্যের জন্য পথ প্রস্তুত করেন ॥ ৪ ॥

মিত্র, অর্যমা ও বরুণ প্রভৃত পাপের হন্তা; এঁরা সুখকর ও হিংসারহিত এবং অদিতির পুত্র; এঁরা যজ্ঞের গৃহে বর্ধিত হন ॥ ৫ ॥

মিত্র ও বরুণ অনভিভবনীয় এবং সামর্থ্যের দ্বারা চৈতন্যশূন্যের চৈতন্য করেছেন। এঁরা সুচেতা, অনুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তির অভিমুখে গমনপূর্বক পাপ নাশ ক'রে, সুপথে নীত করেন ॥ ৬ ॥

এঁরা নিমেষ রহিত হয়ে স্বর্গ ও পৃথিবীর চৈতন্যরহিত ব্যক্তিকে অবগত হয়ে সুপথে নীত করেন। এঁদের প্রভাবে অত্যন্ত নিম্ন প্রদেশেও নদীর তল থাকে। এঁরা আমাদের এই কর্মকে পারে নীত করেন ॥ ৭ ॥

অদিতি, মিত্র ও বরুণ হব্যদায়িকে যে রক্ষাবিশিষ্ট এবং প্রশংসাযোগ্য সুখ প্রদান করেন, পুত্র ও পৌত্রগণকে সেই সুখ দান ক'রে আমরা ত্বরাপ্রযুক্ত দেবগণের কোপকর কার্য যেন না ক'রি ॥ ৮ ॥

আমাদের দ্বেষকারী ব্যক্তি যদি স্তুতির সাথে বেদী ত্যাগ করে, তাহলে বরুণকর্তৃক হিংসিত হয়ে যেন কোনরকম নাশপ্রাপ্ত হয়। অর্যমা দ্বেষকারিগণ হ'তে আমাদের বর্জিত করুন। হে কামবর্ষী মিত্র ও বরুণ! দানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিস্তীর্ণ স্থান প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

এঁদের সংহতি নিগূঢ় ও দীপ্ত। নিগূঢ় বলের দ্বারা এঁরা অভিভব করেন। হে কামবর্ষিগণ! আপনাদের ভয়ে লোকে কম্পান্বিত হয়। আপানাদের বলের মহিমার দ্বারা আমাদের সুখী করুন ॥ ১০ ॥

অন্ন এবং উৎকৃষ্ট ধনদানের জন্য আপনাদের স্তোত্রে যে ব্যক্তির মতি স্থির করে, সেই স্তোতার স্তোত্র মঘবাগণ সেবা করেন ও তার বিস্তীর্ণ নিবাসের জন্য উত্তম স্থান করেন ॥ ১১ ॥

হে দেব মিত্র ও বরুণ! আপনাদের যজ্ঞে এই স্তুতি করা হয়েছে। আপনারা সমস্ত দুর্গম আপদ দূর ক'রে আমাদের পার করুন। আপনারা সর্বদা স্বস্তির দ্বারা আমাদের পালন করুন ॥ ১২ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬১ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উদ্বাং চক্ষুর্বরুণ সুপ্রতীকং দেবয়োরেতি সূর্যস্ততন্বান্।
অভি যো বিশ্বা ভুবনানি চষ্টে স মন্যুং মর্ত্যেষ্বা চিকেত ॥ ১ ॥

প্র বাং স মিত্রাবরুণাবৃতাবা বিপ্রো মন্মানি দীর্ঘশ্রুদিয়র্তি।
যস্য ব্রহ্মাণি সুক্রতূ অবাথ আ যৎক্রত্বা ন শরদঃ পৃণৈথে ॥ ২॥
প্রোরোর্মিত্রাবরুণা পৃথিব্যাঃ প্র দিব ঋষ্বাদ্বৃহতঃ সুদানূ।
স্পশো দধাথে ওষধীষু বিক্ষ্বৃধগ্যতো অনিমিষং রক্ষমাণা ॥ ৩॥
শংসা মিত্রস্য বরুণস্য ধাম শুষ্মো রোদসী বদ্বধে মহিত্বা।
অয়ন্মাসা অয়জ্বনামবীরাঃ প্র যজ্ঞমন্মা বৃজনং তিরাতে ॥ ৪॥
অমূরা বিশ্বা বৃষণাবিমা বাং ন যাসু চিত্রং দদৃশে ন যক্ষম্।
দ্রুহঃ সচন্তে অনৃতা জনানাং ন বাং নিণ্যান্যচিতে অভূবন্ ॥ ৫॥
সমু বাং যজ্ঞং মহয়ং নমোভির্হুবে বাং মিত্রাবরুণা সবাধঃ।
প্র বাং মন্মান্যৃচসে নবানি কৃতানি ব্রহ্ম জুজুষন্নিমানি ॥ ৬॥
ইয়ং দেব পুরোহিতির্যুবভ্যাং যজ্ঞেষু মিত্রাবরুণাবকারি।
বিশ্বানি দুর্গা পিপৃতং তিরো নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে মিত্র! হে বরুণ! আপনারা দেবতা, আপনাদের চক্ষুস্বরূপ শোভন রূপবিশিষ্ট সূর্য তেজ বিস্তার ক'রে উদিত হচ্ছেন। তিনি সমস্ত ভুবন দর্শন করেন; তিনি মর্ত্যগণের মধ্যে প্রবৃত্ত স্তোত্র অবগত আছেন ॥ ১ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! সেই যজ্ঞবান্, দীর্ঘশ্রোতা বিপ্র বসিষ্ঠ আপনাদের মনোহর স্তোত্র প্রেরণ করছেন। আপনারা সুকর্মা, আপনারা এঁর স্তোত্র রক্ষা করেছেন। আপনারা বহু বৎসর ব্যেপে এঁর কর্ম পূর্ণ করেছিলেন ॥ ২ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করেছেন, আপনারা দর্শনীয় এবং মহান্ দ্যুলোকও অতিক্রম করেছেন। আপনাদের দান মনোহর। আপনারা ওষধি ও প্রজাগণের জন্য রূপ ধারণ করেন। আপনারা নিমেষরহিতভাবে সত্যপথগামিবৃন্দকে পালন ক'রে থাকেন ॥ ৩ ॥

মিত্র ও বরুণের স্তব করো। তাঁদের বল দ্যাবাপৃথিবী আপন মহিমায় পৃথক্‌রূপে স্থাপন করেন। যজ্ঞরহিতগণের মাসসকল পুত্ররহিতভাবে গমন করুক। যজ্ঞে স্থিরমতি ব্যক্তি বল প্রবর্ধিত করুক ॥ ৪ ॥

হে অমূঢ়! হে ব্যাপ্ত! হে কামবর্ষিদ্বয়! এই আপনাদের স্তুতি হ'তে বিস্ময়কর বা পূজার যোগ্য কিছুই দৃষ্ট হয় না। মানবগণের মিথ্যা স্তুতি দ্রোহকারিগণ সেবা করে। আপনাদের রহস্য যেন অজ্ঞানার্থে না হয় ॥ ৫ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! আপনাদের যজ্ঞে নমস্কারের দ্বারা পূজা করছি। আমি বাধাযুক্ত হয়ে আহ্বান করছি। আপনাদের সেবার জন্য নূতন স্তোত্রসকল রচিত হোক। আমার কৃত এই স্তোত্র আপনাদের প্রীত করুক ॥ ৬ ॥

হে দেব মিত্র ও বরুণ! আপনাদের যজ্ঞে এই স্তুতি করা হয়েছে; আপনারা সমস্ত দুর্গম আপদ দূর ক'রে আমাদের পার করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬২ সূক্ত —

[দেবতা : ১-৩ সূর্য; ৪-৬ মিত্র ও বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

উৎসূর্যো বৃহদর্চীংষ্যশ্রেৎপুরু বিশ্বা জনিম মনুষাণাম্।।
সমো দিবা দদৃশে রোচমানঃ ক্রত্বা কৃতঃ সুকৃতঃ কর্তৃভির্ভূৎ ॥ ১॥
স সূর্য প্রতি পুরো ন উদগা এভিঃ স্তোমেভিরেতশেভিরেবৈঃ।
প্র নো মিত্রায় বরুণায় বোচোঽনাগসো অর্যম্ণে অগ্নয়ে চ ॥ ২॥
বি নঃ সহস্রং শুরুধো রদন্ত্বতাবানো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
যচ্ছন্তু চন্দ্রা উপমং নো অর্কমা নঃ কামং পূপুরন্তু স্তবানাঃ ॥ ৩॥
দ্যাবাভূমী অদিতে ত্রাসীথাং নো যে বাং জজ্ঞুঃ সুজনিমান ঋষ্বে।
মা হেলে ভূম বরুণস্য বায়োর্মা মিত্রস্য প্রিয়তমস্য নৃণাম্ ॥ ৪॥
প্র বাহবা সিসৃতং জীবসে ন আ নো গব্যুতিমুক্ষতং ঘৃতেন।
আ নো জনে শ্রবয়তং যুবানা শ্রুতং মে মিত্রাবরুণা হবেমা ॥ ৫॥
নূ মিত্রো বরুণো অর্যমা নস্ত্মনে তোকায় বরিবো দধন্তু।
সুগা নো বিশ্বা সুপথানি সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — সূর্য ঊর্ধ্বমুখে মহৎ ও বহু তেজ আশ্রয় করেন এবং মানবগণের সমস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন। তিনি দিবসে দ্যুতিমান্ হয়ে একরূপেই দৃষ্ট হন। তিনি কর্তা এবং কৃত, এবং কর্তার দ্বারা সুকৃত হয়েছেন ॥ ১ ॥

হে সূর্য! আপনি প্রত্যেকের সম্মুখে এই স্তোত্র প্রযুক্ত এবং হরিতবর্ণ, গমনশীল অশ্বযোগে ঊর্ধ্বমুখে গমন করুন। আপনি, মিত্র, বরুণ, অর্যমা ও অগ্নির নিকট আমাদের নিরপরাধ ব'লে উল্লেখ করুন ॥ ২ ॥

দুঃখ প্রতিরোধক, সত্যবান্ বরুণ, মিত্র ও অগ্নি আমাদের সহস্র ধন দান করুন। তাঁরা আহ্লাদকর; আমাদের স্তুত্য ও অর্চনীয় বস্তু দান করুন। আমাদের কর্তৃক স্তূয়মান হয়ে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥ ৩ ॥

হে দ্যাবাপৃথিবী! হে অদিতি! হে সুদর্শন! আমাদের রক্ষা করুন। আমরা সুজন্মা, আপনাদের অবগত হয়েছি! আমরা যেন বরুণের, বায়ুর এবং স্তুতিকারীর প্রিয়তম মিত্রের ক্রোধে পতিত না হই ॥ ৪ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! বাহু প্রসারিত করুন। আমাদের জীবনের জন্য আমাদের গোপ্রচরণ স্থান জলের দ্বারা সিক্ত করুন, মানবসমূহের মধ্যে আমাদের বিখ্যাত করুন। আপনারা নিত্য তরুণ, আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥

হে মিত্র, বরুণ ও অর্যমা! আমাদের নিজের ও পুত্রের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হোক। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥৬॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৩ সূক্ত —

[দেবতা : ১ ঋক্ হ'তে ৫ ঋকের প্রথম অর্ধের সূর্য; ৫ ঋকের শেষার্ধের ও ৬ ঋকের মিত্র ও বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উদ্বেতি সুভগো বিশ্বচক্ষাঃ সাধারণঃ সূর্যো মানুষাণাম্।
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্য দেবশ্চর্মেব যঃ সমবিব্যক্তমাংসি ॥ ১॥
উদ্বেতি প্রসবীতা জনানাং মহান্ কেতুরর্ণবঃ সূর্যস্য।
সমানং চক্রং পর্যাবিবৃৎসন্যদেতশো বহতি ধূর্ষু যুক্ত ॥ ২॥
বিভ্রাজমান উষসামুপস্থাদ্রেভৈরুদেত্যনুমদ্যমানঃ।
এষ মে দেবঃ সবিতা চচ্ছন্দ যঃ সমানং ন প্রমিনাতি ধাম ॥ ৩॥
দিবো রুক্ম উরুচক্ষা উদেতি দূরে অর্থস্তরণির্ভ্রাজমানঃ।
নূনং জনাঃ সূর্যেণ প্রসূতা অয়ন্নর্থানি কৃণবন্নপাংসি ॥ ৪॥
যত্রা চক্রুরমৃতা গাতুমস্মৈ শ্যেনো ন দীয়ন্নন্বেতি পাথঃ।
প্রতি বাং সূর উদিতে বিধেম নমোভির্মিত্রাবরুণোত হব্যৈঃ ॥ ৫॥
নূ মিত্রো বরুণো অর্যমা নস্ত্মনে তোকায় বরিবো দধতু।
সুগা নো বিশ্বা সুপথানি সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — সুভগ, সর্বদর্শী, মানবগণের সাধারণ, মিত্র ও বরুণের চক্ষুস্বরূপ, দ্যুতিমান্ সূর্য উদিত হচ্ছেন। ইনি চর্মের মতো তমোরাশি সংবেষ্টিত করেন ॥ ১॥

মানববর্গের প্রসবিতা, মহান, পদার্থপ্রদর্শক, জলপ্রদ এই সূর্য একমাত্র চক্রকে পরিবর্তিত করতে ইচ্ছা ক'রে উদিত হচ্ছেন। রথভারে নিযুক্ত হরিতবর্ণ অশ্ব তাকে বহন করছে ॥ ২॥

অত্যন্ত দীপ্তিমান্ এই সূর্য স্তোতাগণের স্তোত্র শ্রবণে প্রমত্ত হয়ে উষাগণের মধ্যে উদিত হচ্ছেন। ইনি আমাদের অভিলষিত প্রদান করেন। ইনি সকলের পক্ষে সমান, নিজের তেজ সঙ্কুচিত করেন না ॥ ৩॥

এই দূরগামী, ত্রাণকর্তা, দীপ্তিমান্ সূর্য শোভমান ও প্রভূত তেজবিশিষ্ট হয়ে অন্তরীক্ষ হ'তে উদিত হচ্ছেন। প্রাণিগণ নিশ্চয়ই সূর্যকর্তৃক প্রসূত হয়ে অনুষ্ঠেয় কর্ম ক'রে থাকে ॥ ৪॥

মরণরহিত দেবগণ যে স্থলে এই সূর্যের জন্য পথ করেছিলেন, গমনশীল গৃধ্রের মতো সেই পথ

অন্তরীক্ষকে অনুগমন করে। হে মিত্র ও বরুণ! সূর্য উদিত হ'লে নমস্কার ও হব্যের দ্বারা আপনাদের পরিচর্যা করবো ॥ ৫ ॥

মিত্র, বরুণ ও অর্যমা আমাদের নিজের ও পুত্রের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হোক। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৪ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

দিবি ক্ষয়ন্তা রজসঃ পৃথিব্যাং প্র বাং ঘৃতস্য নির্ণিজো দদীরন্।
হব্যং নো মিত্রো অর্যমা সুজাতো রাজা সুক্ষত্রো বরুণো জুষন্ত ॥ ১॥
আ রাজানা মহ ঋতস্য গোপা সিন্ধুপতী ক্ষত্রিয়া যাতমর্বাক্।
ইলাং নো মিত্রাবরুণোত বৃষ্টিমব দিব ইন্বতং জীরদানূ ॥ ২ ॥
মিত্রস্তন্নো বরুণো দেবো অর্যঃ প্র সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভির্নয়ন্তু।
ব্রবদ্যথা ন আদরিঃ সুদাস ইষা মদেম সহ দেবগোপাঃ ॥ ৩ ॥
যো বাং গর্তং মনসা তক্ষদেতমূর্ধ্বাং ধীতিং কৃণবদ্ধারয়চ্চ।
উক্ষেথাং মিত্রাবরুণা ঘৃতেন তা রাজানা সুক্ষিতীস্তর্পয়েথাম্ ॥ ৪ ॥
এষ স্তোমো বরুণ মিত্র তুভ্যং সোমঃ শুক্রো ন বায়বেঽয়ামি।
অবিষ্টং ধিয়ো জিগৃতং পুরন্ধীর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে মিত্র ও বরুণ! দ্যুলোকে ও পৃথিবীতে আপনারা জলের স্বামী। আপনাদের প্রেরিত মেঘ জলকে রূপ প্রদান করে। মিত্র, সুজাত অর্যমা এবং রাজা ও বলবান্ বরুণ আমাদের হব্য সেবা করুন ॥ ১ ॥

আপনারা রাজা, মহাযজ্ঞের রক্ষক, সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয়; আপনারা আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। হে ক্ষিপ্রদানশীল মিত্র ও বরুণ! আমাদের অন্ন ও বৃষ্টি অন্তরীক্ষ হ'তে প্রেরণ করুন ॥ ২ ॥

মিত্র, বরুণ ও অর্যমা দেবগণ উৎকৃষ্ট পথের দ্বারা সেই স্থানে আমাদের নীত করুন। অর্যমা যেন সুন্দর দানশীল লোকের নিকট আমাদের কথা বলেন। আমরা আপনাদের কর্তৃক রক্ষিত হয়ে অন্নের দ্বারা প্রমত্ত হবো ॥ ৩ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! যে মনের দ্বারা আপনাদের এই রথ নির্মাণ করেছে, যে উন্নত কর্ম করে ও যজ্ঞে আপনাদের ধারণ করে, আপনারা রাজা, আপনারা তাকে জলের দ্বারা সিক্ত করুন, তাকে সুক্ষিতি প্রদান ক'রে তৃপ্ত করুন ॥ ৪ ॥

হে মিত্র! হে বরুণ! আপনাদের ও বায়ুর জন্য দীপ্ত সোমের মতো এই সোম করা হলো। আমাদের কর্মে প্রবেশ করুন, স্তুতি অবগত হোন, আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — ২ ঋকে মূলে 'ক্ষত্রিয়া' আছে। অর্থ বলবান্। ক্ষত্রিয় নামে একটি ভিন্ন জাতি তখন সৃষ্ট হয়নি। মিত্র ও বরুণ ক্ষত্রিয় জাতীয় নন ॥ ৩ ঋকে অর্যমা শব্দটির পুনরুল্লেখ প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন—মূলে 'অরি' আছে, এটি আদর অতিশয়ার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে ॥—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ৬৫ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রতি বাং সূর উদিতে সূক্তৈর্মিত্রং হুবে বরুণং পূতদক্ষম্।
যয়োরসূর্য মক্ষিতং জ্যেষ্ঠং বিশ্বস্য যামন্নাচিতা জিগত্নু ॥ ১ ॥
তা হি দেবানামসুরা তাবর্যা তা নঃ ক্ষিতীঃ করতমূর্জয়ন্তীঃ।
অশ্যাম মিত্রাবরুণা বয়ং বাং দ্যাবা চ যত্র পীপয়ন্নহা চ ॥ ২ ॥
তা ভূরিপাশাবনৃতস্য সেতূ দুরত্যেতু বিপবে মর্ত্যায়।
ঋতস্য মিত্রাবরুণা পথা বামপো ন নাবা দুরিতা তরেম ॥ ৩ ॥
আ নো মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিং ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতমিলাভিঃ।
প্রতি বামত্র বরমা জনায় পৃণীতমুদ্নো দিব্যস্য চারোঃ ॥ ৪ ॥
এষ স্তোমো বরুণ মিত্র তুভ্যং সোমঃ শুক্রো ন বায়বেহয়ামি।
অবিষ্টং ধিয়ো জিগৃতং পুরন্ধীর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে মিত্র ও শুদ্ধবল বরুণ! সূর্য উদিত হ'লে আপনাদের দু'জনকে সূক্তের দ্বারা আহ্বান ক'রি। এঁদের উভয়ের বল অক্ষীণ ও প্রভূত; সংগ্রাম আরব্ধ হ'লে তা জয়লাভ করে ॥ ১ ॥

তাঁরা দেবগণের মধ্যে অসুর। তাঁরা আর্য, তাঁরা আমাদের প্রজা প্রবৃদ্ধ করেন। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা আপনাদের ব্যাপ্ত করবো। আপনাদের ব্যাপ্তিতে দ্যাবাপৃথিবী আমাদের দিবা-রাত্রি আপ্যায়িত করবে ॥ ২ ॥

তাঁদের পাশ প্রভূত। তাঁরা অনৃতের সেতু এবং শত্রুজনের দুরতিক্রম। হে মিত্র ও বরুণ! নৌকার দ্বারা যেমন জল পার হয়, আপনাদের যজ্ঞের পথে সেইরকম দুরিত হ'তে পার হবো ॥ ৩ ॥

মিত্র ও বরুণ আমাদের হব্য সেবায় আগমন করুন; অন্নের সাথে জলের দ্বারা আমাদের গো-প্রচারণ স্থান সিক্ত করুন। আপনাদেব প্রতি এই লোকে উৎকৃষ্ট হব্য কে প্রদান করবে? আপনারা লোকের জন্য স্বর্গীয় রমণীয় জল প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

হে মিত্র! হে বরুণ! আপনাদের ও বায়ুর জন্য এই স্তোম দীপ্ত সোমের মতো করা হলো। আমাদের কর্মে প্রবেশ করুন, স্তুতি অবগত হোন, আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — ৩ ঋকে 'অনৃতের সেতু' অনুবাদ করা হয়েছে; অর্থাৎ যজ্ঞরহিত ব্যক্তির পক্ষে সেতুর মতো বন্ধনকারী ॥—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ। উদাহরণস্বরূপ স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টির একটু পরিবর্তিত রূপ—'প্রতি বাং সুর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণম্। অর্যমণং রিশাদসম্ ॥'—এর অনুবাদ ও বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। যথা—"হে আমার সৎ-অসৎ-চিত্তবৃত্তি! জ্ঞানসূর্য হৃদয়ে সমুদিত হ'লে, মিত্রস্থানীয় অর্থাৎ মিত্রবৎ পরমহিতাকাঙ্ক্ষী শত্রুদের অভিভবকারী স্নেহকরুণাসম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ আত্ম-উৎকর্ষসাধক ভগবানকে তোমরা উভয়ে প্রার্থনা (প্রতিষ্ঠিত) করো।" (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক ও আত্ম-উদ্বোধক। মানুষ যখন জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তখনই সে ভগবানের পূজায় সমর্থ হয়ে থাকে। জ্ঞান ভিন্ন ভগবানের পূজা সম্ভবপর হয় না। অতএব সঙ্কল্প— ভগবানের পূজার জন্য আমরা জ্ঞানলাভে যেন প্রযত্নপর হই)।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৬৬ সূক্ত —

[দেবতা : ৪ ঋক্ হ'তে ১৩ ঋক্ পর্যন্ত আদিত্য; ১৪ হ'তে ১৬ ঋক্ পর্যন্ত সূর্য; ১ ঋক্ হ'তে ৩ ঋক্ এবং ১৭ হ'তে ১৯ ঋক্ পর্যন্ত মিত্র ও বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : গায়ত্রী, বৃহতী, সতোবৃহতী, পুরুউষ্ণিক।]

প্র মিত্রয়োর্বরুণয়ো স্তোমো ন এতু শূষ্যঃ। নমস্বান্তুবিজাতয়োঃ ॥ ১ ॥
যা ধারয়ন্ত দেবাঃ সুদক্ষা দক্ষপিতরা। অসূর্যায় প্রমহসা ॥ ২ ॥
ত নঃ স্তিপা তনূপা বরুণ জরিতৃণাং। মিত্র সাধায়তং ধিয়ঃ ॥ ৩ ॥
যদদ্য সূর উদিতেহনাগা মিত্রো অর্যমা। সুবাতি সবিতা ভগঃ ॥ ৪ ॥
সুপ্রাবীরস্তু স ক্ষয়ঃ প্র নু যামন্ত্সুদানবঃ।
যো নো অংহোঽতিপিপ্রতি ॥ ৫ ॥
উত স্বরাজ্যে অদিতিরদব্ধস্য ব্রতস্য যে। মহো রাজান ঈশতে ॥ ৬ ॥
প্রতি বাং সূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণং। অর্যমণং রিশাদসম্ ॥ ৭ ॥
রায়া হিরণ্যয়া মতিরিয়মবৃকায় শবসে। ইয়ং বিপ্রা মেধসাতয়ে ॥ ৮ ॥
তে স্যাম দেব বরুণ তে মিত্র সূরিভিঃ সহ। ইষং স্বশ্চ ধীমহি ॥ ৯ ॥
বহবঃ সূরচক্ষসোঽগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধঃ।
ত্রীণি যে যেমুর্বিদথানি ধীতিভির্বিশ্বানি পরিভূতিভিঃ ॥ ১০ ॥
বি যে দধুঃ শরদং মাসমাদহর্যজ্ঞমক্তুং চাদৃচম্।
অনাপ্যং বরুণো মিত্রো অর্যমা ক্ষত্রং রাজান আশত ॥ ১১ ॥

তদ্বো অদ্য মনামহে সূক্তৈঃ সূর উদিতে।
যদোহতে বরুণা মিত্রো অর্যমা যূয়মৃতস্য রথাঃ ॥ ১২॥
ঋতাবান ঋতজাতা ঋতাবৃধো ঘোরাসো অনৃতদ্বিষঃ।
তেষাং বঃ সুম্নে সুচ্ছর্দিষ্টমে নরঃ স্যাম যে চ সূরয়ঃ ॥ ১৩॥
উদু ত্যদ্দর্শতং বপুর্দিব এতি প্রতিহ্বরে।
যদীমাশুর্বহতি দেব এতশো বিশ্বস্মৈ চক্ষসে অরম্ ॥ ১৪॥
শীর্ষ্ণঃ শীর্ষ্ণো জগতস্তস্থুষস্পতিং সময়া বিশ্বমা রজঃ।
সপ্ত স্বসারঃ সুবিতায় সূর্যং বহন্তি হরিতো রথে ॥ ১৫॥
তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্ ॥ ১৬॥
কাব্যেভিরদাভ্যা যাতং বরুণ দ্যুমৎ। মিত্রশ্চ সোমপীতয়ে ॥ ১৭॥
দিবো ধামভির্বরুণ মিত্রশ্চা যাতমদ্রুহা। পিবতং সোমমাতুজী ॥ ১৮॥
আ যাতাং মিত্রাবরুণা জুষাণাবাহুতিং নরা। পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ১৯॥

মন্ত্রার্থ — বারংবার আবির্ভূত মিত্র ও বরুণের সুখকর ও অন্নবান্ স্তোম গমন করুন ॥ ১ ॥

শোভন বলবিশিষ্ট বলপালক, প্রকৃত তেজবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণকে দেবগণ বলের জন্য ধারণ করেছিলেন ॥ ২ ॥

সেই মিত্র ও বরুণ গৃহপালক ও শরীরপালক। হে মিত্র! হে বরুণ! আপনারা স্তোতাবর্গের কর্ম সাধন করুন ॥ ৩ ॥

অদ্য সূর্য উদিত হ'লে পাপহন্তা মিত্র, সবিতা, অর্যমা ও ভগ যে ধন আমাদের জন্য অপেক্ষিত তা প্রেরণ করুন ॥ ৪ ॥

হে শোভন দানশীলগণ! আপনারা আমাদের পাপ দূর করুন, আপনাদের আগমন হ'লে সেই নিবাস সুরক্ষিত হোক ॥ ৫ ॥

মিত্র ইত্যাদি ও অদিতি হিংসারহিত ব্রতের ঈশ্বর, তাঁরা মহা ধনেরও ঈশ্বর ॥ ৬ ॥

সূর্য উদিত হ'লে মিত্র, বরুণ ও শত্রুভক্ষক অর্যমাকে স্তব করবো ॥ ৭ ॥

এই স্তুতি হিরণ্য ধনের সাথে আমাদের অহিংসনীয় বলের জন্য হোক ॥ ৮ ॥

হে দেব বরুণ! হে মিত্র! আমরা সূরিগণের সাথে আপনাদের স্তোতা হবো, অন্ন ও জল ধারণ করবো ॥ ৯ ॥

মহান্ সূর্যের মতো দীপ্ত, অগ্নিজিহ্ব, যজ্ঞবর্ধক, মিত্র ইত্যাদি তিন ব্যাপ্ত স্থান পরিভবকর কর্মের দ্বারা প্রদান করেন ॥ ১০ ॥

যাঁরা শরৎ, মাস, দিন, যজ্ঞ, রাত্রি ও ঋক্ সৃষ্টি করেছেন, সেই বরুণ, মিত্র ও অর্যমা শোভমান হয়ে অপ্রাপ্ত বল লাভ করেছেন ॥ ১১ ॥

অদ্য সূর্য উদিত হ'লে, সূক্তের দ্বারা আপনাদের নিকট সেই ধন যাচ্ঞা করবো, যা জলের নেতা মিত্র, বরুণ, অর্যমা ধারণ করেন ॥ ১২ ॥

আপনারা যজ্ঞবান্, যজ্ঞের জন্য উৎপন্ন, যজ্ঞবর্ধক, ভয়ানক ও যজ্ঞহীনের দ্বেষকারী। আপনাদের

সুখতম ধনের জন্য অন্য যে সূরিরা আছেন, তাঁরা ও আমরা নেতা হবো ॥ ১৩ ॥

সেই সেই দর্শনীয় বপুঃ অন্তরীক্ষের সমীপে উদিত হচ্ছে। শীঘ্রগামী হরিতবর্ণ অশ্বগণ সকলকে সম্যক্ দর্শনের জন্য ওকে ধারণ করেছে ॥ ১৪ ॥

মস্তকেরও মস্তক, স্থাবর জঙ্গমের পতি, রথস্থ সূর্যকে কল্যাণের জন্য সপ্তসংখ্যক গমনশীল হরিতগণ সর্বলোকের সমীপে বহন করছে ॥ ১৫ ॥

সেই চক্ষুস্বরূপ, দেবগণের হিতকর, নির্মল, সূর্যমণ্ডল উদিত হচ্ছেন। আমরা যেন শত শরৎ দর্শন করতে পারি, শত শরৎ জীবিত থাকি ॥ ১৬ ॥

হে বরুণ! আপনি ও মিত্র অহিংসনীয় ও দ্যুতিমান্। আপনারা স্তোত্রপ্রযুক্ত সোমপানের জন্য আগমন করুন ॥ ১৭ ॥

হে মিত্র! আপনি ও বরুণ দ্রোহরহিত। আপনারা দ্যুলোকের স্থান হ'তে আগমন করুন, শত্রুবর্গের হিংসাকর হয়ে সোম পান করুন ॥ ১৮ ॥

হে নেতা মিত্র ও বরুণ! আহুতি সেবা পূর্বক আগমন করুন। হে যজ্ঞবর্ধক! আপনারা সোম পান করুন ॥ ১৯ ॥

টীকা — ১৬ ঋক্ থেকে স্পষ্ট বোধিত হয় যে, মানুষের সাধারণতঃ পরমায়ুর সীমা শত বৎসর। আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তের কয়েকটি ঋকে তাঁর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অনুধাবনীয়। যথা,—৪ ঋক্—"সাধকদের হৃদয়ে জ্ঞানালোক সমুৎপন্ন হ'লে, পাপনাশক, মিত্রভূত, মাতৃস্থানীয়, বিশ্বের সৎকর্মের প্রেরয়িতা, ঐশ্বর্যাধিপতি দেবতা সাধকদের সেই প্রসিদ্ধ পরমধন নিত্যকাল প্রদান করেন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানসম্পন্ন সাধক পররমধন লাভ করেন)। [মিত্র—ভগবানের মিত্রভূত বিভূতি; অর্যমা—বিশ্বের সৎকর্মের প্রেরয়িতারূপ ভগবানের বিভূতি; ভগ—ঐশ্বর্যাধিপতি দেবতা বা ভগবানের বিভূতি]—ইত্যাদি॥ ৫ ঋক্—"যে দেবভাব-সমূহ আমাদের পাপ বিনাশ করেন, যে দেবভাবসমূহ পরমধনদায়ক, পাপকবল হ'তে শ্রেষ্ঠ রক্ষাকারী এবং আমাদের আশ্রয়স্বরূপ, প্রকৃষ্টরূপে, আশু আমাদের হৃদয়ে তাঁদের আগমন হোক।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমধনদায়ক, পাপনাশক, দেবভাবসমূহ আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন)। [দেবত্ব অথবা দেবভাব ভগবানেরই শক্তি, বিভূতি।...সাধক হৃদয়ের দেবভাবের প্রেরণায় ক্রমশঃ ভগবানের সাথে একাত্ম হয়ে যান। এটাই মোক্ষ, এটাই নির্বাণ]—ইত্যাদি॥ ৬ ঋক্—"যে দেবগণ এবং অনন্তস্বরূপ দেব হিংসারহিত সৎকর্মের অধিপতি হন, মহাধনের স্বামী সেই দেবগণ আমাদের পরমধন প্রদান করুন।" (মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। ['অদিতি'—'দিত' ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। যা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তা-ই অদিতি। অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি।...এই মন্ত্রে 'অদিতি' পদে অনন্তরূপ ভগবানকেই লক্ষ্য করা হয়েছে।]—ইত্যাদি॥ ৭ ঋক্—"হে আমার সৎ-অসৎ-চিত্তবৃত্তি। জ্ঞানসূর্য হৃদয়ে সমুদিত হ'লে, মিত্রস্থানীয় অর্থাৎ মিত্রবৎ পরমহিতাকাঙ্ক্ষী শত্রুদের অভিভবকারী স্নেহকরুণাসম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মোৎকর্ষসাধক ভগবানকে তোমরা উভয়ে প্রার্থনা (প্রতিষ্ঠিত) করো।" (মানুষ যখন জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তখনই সে ভগবানের পূজায় সমর্থ হয়ে থাকে। জ্ঞান ভিন্ন ভগবানের পূজা সম্ভবপর হয় না। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের পূজার জন্য আমরা জ্ঞানলাভে যেন প্রযত্নপর হই)।—ইত্যাদি॥ ৮ ঋক্—"মেধাবী অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ তাঁদের অনুষ্ঠীয়মান কর্ম, পরমধনলাভের জন্য এবং অন্তঃশত্রুনাশে কর্মশক্তিলাভের জন্য ভগবানে সমর্পণ ক'রে থাকেন। অতএব আমাদের এই কর্মও ভগবানে কর্মফল সমর্পণে বিনিযুক্ত হোক অথবা যেন বিনিযুক্ত হয়।" (ভাব এই যে,—আত্ম-উৎকর্ষ সম্পন্ন সাধকদের কর্মফল স্বয়ং ভগবানে সংন্যস্ত হয়েছে। তাঁদের পদাঙ্ক

অনুসরণে আমরাও ভগবানে কর্মফল সমর্পণের সামর্থ্য লাভের জন্য উদ্বোধিত হচ্ছি)।—ইত্যাদি॥ ৯ ঋক্—"দ্যোতমান স্বপ্রকাশ করুণাময় হে ভগবন্ (অথবা, হে বরুণদেব)! জ্ঞানজ্যোতিসমূহের দ্বারা সম্বদ্ধ হয়ে আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করছি। অপিচ, হে মিত্রদেব (অর্থাৎ, মিত্রের ন্যায় পরম কল্যাণময় হে ভগবন্)! জ্ঞানজ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করছি। হে ভগবন্! আমরা (আপনার নিকট) অভীষ্ট এবং পরমগতি যাচ্ঞা করছি।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্ আপনি আমাদের পরাগতি বিধান করুন)। [ভগবান্ জ্ঞানের জ্যোতি বিচ্ছুরণ ক'রে আমাদের অন্তরের অন্ধকার রাশি অপনোদন ক'রে আমাদের পরাগতি বা মোক্ষ প্রদান করুন। জ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠগতি লাভের একমাত্র সহায়—জ্ঞানই যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, মন্ত্রে তা-ই প্রকটিত হয়েছে]॥

◆ ◆

— ৬৭ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রতি বাং রথং নৃপতী জরধ্যৈ হবিষ্মতা মনসা যজ্ঞিয়েন।
যো বাং দূতো ন ধিষ্ণ্যাবজীগরচ্ছা সূনুর্ন পিতরা বিবক্মি॥ ১॥
অশোচ্যগ্নিঃ সমিধানো অস্মে উপো অদৃশ্রন্তমসশ্চিদন্তাঃ।
অচেতি কেতুরুষসঃ পুরস্তাচ্ছ্রিয়ে দিবো দুহিতুর্জায়মানঃ॥ ২॥
অভি বাং নূনমশ্বিনা সুহোতা স্তোমৈঃ সিষক্তি নাসত্যা বিবক্বান্।
পূর্বীভির্যাতং পথ্যাভিরর্বাক্স্বর্বিদা বসুমতা রথেন॥ ৩॥
অবোর্বাং নূনমশ্বিনা যুবাকুর্হুবে যদ্বাং সুতে মাধ্বী বসূয়ুঃ।
আ বাং বহন্তু স্থবিরাসো অশ্বাঃ পিবাথো অস্মে সুষুতা মধূনি॥ ৪॥
প্রাচীমু দেবাশ্বিনা ধিয়ং মেঽমৃধ্রাং সাতয়ে কৃতং বসূয়ুম্।
বিশ্বা অবিষ্টং বাজ আ পুরন্ধীস্তা নঃ শক্তং শচীপতী শচীভিঃ॥ ৫॥
অবিষ্টং ধীম্বশ্বিনা ন আসু প্রজাবদ্রেতো অহ্রয়ং নো অস্তু।
আ বাং তোকে তনয়ে তূতুজানাঃ সুরত্নাসো দেববীতিং গমেম॥ ৬॥
এষ স্য বাং পূর্বগত্বেব সখ্যে নিধির্হিতো মাধ্বী রাতো অস্মে।
অহেলতা মনসা যাতমর্বাগশ্নন্তা হব্যং মানুষীষু বিক্ষু॥ ৭॥
একস্মিন্যোগে ভুরণা সমানে পরি বাং সপ্ত স্রবতো রথো গাৎ।
ন বায়ন্তি সুভ্বো দেবযুক্তা যে বাং ধূর্ষু তরণয়ো বহন্তি॥ ৮॥
অসশ্চতা মঘবদ্ভ্যো হি ভূতং যে রায়া মঘদেয়ং জুনন্তি।
প্র যে বন্ধুং সূনৃতাভিস্তিরন্তে গব্যা পৃঞ্চন্তো অশ্ব্যা মঘানি॥ ৯॥

নূ মে হবমা শৃণুতং যুবানা যাসিষ্টং বর্তিরশ্বিনাবিরাবৎ।
ধত্তং রত্নানি জরতং চ সূরীন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে নৃপতিদ্বয়! আমরা হব্যযুক্ত স্তোত্রের সাথে আপনাদের রথের স্তুতি করবার জন্য গমন করছি। হে স্তোত্রের যোগ্যদ্বয়! পুত্র যেমন পিতাকে জাগরিত করে, সেইরকম এই রথ আপনাদের দূতের মতো লোককে জাগরিত করে। সেই রথ আমাদের অভিমুখে আগমন করতে বলছি ॥ ১ ॥

আমাদের দ্বারা সমিদ্ধ হয়ে অগ্নি দীপ্ত হচ্ছেন। অন্ধকারের অন্তর প্রদেশও দৃষ্ট হচ্ছে। প্রজ্ঞাপক সূর্য দ্যুলোক দুহিতার পূর্বদিকে শোভার জন্য জাত হয়ে দৃষ্ট হচ্ছেন ॥ ২ ॥

হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! সুহোতা এবং স্তুতিসমূহের বক্তা স্তোমের দ্বারা আপনাদের সেবা করছেন। অতএব আপনারা পূর্বপথে স্বর্গবিৎ ও ধনবান রথে আরোহণ করুন ॥ ৩ ॥

হে মধুর সোমের যোগ্য অশ্বিদ্বয়! যেহেতু সোম অভিষুত হ'লে, আমি আপনাদের কামনা ক'রে ধনের অভিলাষী হয়ে আপনাদের স্তুতি ক'রি, অতএব অদ্য আপনাদের প্রবৃদ্ধ অশ্বগণ আপনাদের বহন ক'রে আনয়ন করুক। আপনারা আমাদের দ্বারা অভিষুত মধুর সোম পান করুন ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা আমার ধনের অভিলাষী সরল এবং হিংসারহিত বুদ্ধিকে রক্ষা করুন। হে শচীপতিদ্বয়! স্তোত্র প্রযুক্ত আমাদের ধন প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! এই কর্মসমূহে আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের রেতঃ অক্ষীণ এবং পুত্রবিশিষ্ট হোক। আপনাদের অনুগ্রহে পুত্র এবং পৌত্রে অভিমত ধন প্রদান ক'রে এবং সুন্দর ধনবিশিষ্ট হয়ে আমরা যেন দেব-লাভকর যজ্ঞে আগমন করি ॥ ৬ ॥

হে মধুপ্রিয় অশ্বিদ্বয়! বন্ধুর জন্য পুরোগামী দূতের মতো আমাদের সঙ্কল্পিত এই সোম নিধিস্বরূপ আপনাদের সম্মুখে স্থাপিত হয়েছে। অতএব ক্রোধরহিত মনে আমাদের অভিমুখে আগমন করুন, মানব প্রজার মধ্যে অবস্থিত হব্য ভক্ষণ করুন ॥ ৭ ॥

হে ভর্তাদ্বয়! আপনাদের উভয়ের মিলন হ'লে আপনাদের রথ গমনশীল সপ্তনদী অতিক্রম ক'রে আগমন করে। সুজাত, দেবযুক্ত যে অশ্বগণ রথভারে তরণীস্বরূপ আপনাদের বহন করে, তারা শ্রান্ত হয় না ॥ ৮ ॥

আপনারা কোথায়ও আসক্ত হবেন না। যে ধনবান্‌গণ ধনের জন্য দাতব্য হবিঃ প্রেরণ করে, যারা বন্ধুকে সুনৃত বাক্যের দ্বারা প্রবর্ধিত করে, যারা গো, অশ্ব এবং ধন দান করে, আপনারা তাদের জন্যই হয়েছেন ॥ ৯ ॥

আপনারা অদ্য আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন। হে নিত্যযৌবন অশ্বিদ্বয়! হব্যবিশিষ্ট গৃহে আগমন করুন, স্তোতাকে বর্ধিত করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — ৫ ঋকে 'শচীপতিদ্বয়' প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, ঋগ্বেদে শচী অর্থে যজ্ঞ, শচীপতি অর্থে যজ্ঞপতি। ইন্দ্রকেই অনেক স্থানে শচীপতি অর্থাৎ যজ্ঞপতি বলা হয়েছে। এই ঋকে অশ্বিদ্বয়কে শচীপতি বলা হয়েছে, অন্যান্য স্থানে অন্যান্য দেবকেও এই বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। পৌরাণিক কালে লোকে শচী শব্দের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হয়ে ইন্দ্রকে শচীপতি ব'লে ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী বিবেচনা করলেন। এইভাবে পৌরাণিক গল্প সৃষ্ট হয়েছে। এই স্থান হ'তে ৮টি সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয়। তাঁদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ ॥

◆ ◆

— ৬৮ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : বিরাট্‌, ত্রিষ্টুপ্‌]

আ শুভ্রা যাতমশ্বিনা স্বশ্বা গিরো দস্রা জুজুষাণা যুবাকোঃ।
হব্যানি চ প্রতিভৃতা বীতং নঃ ॥ ১॥
প্র বামন্ধাংসি মদ্যান্যস্থুররং গন্তং হবিষো বীতয়ে মে।
তিরো অর্যো হবনানি শ্রুতং নঃ ॥ ২॥
প্র বাং রথো মনোজবা ইয়র্তি তিরো রজাংস্যশ্বিনা শতোতিঃ।
অস্মভ্যং সূর্যাবসূ ইয়ানঃ ॥ ৩॥
অয়ং হ যদ্বাং দেবয়া উ অদ্রিরূর্ধ্বো বিবক্তি সোমসুদ্যুবভ্যাম্‌।
আ বল্গূ বিপ্রো ববৃতীত হব্যৈঃ ॥ ৪॥
চিত্রং হ যদ্বাং ভোজনাং স্বস্তি ন্যত্রয়ে মহিষ্বন্তং যুযোদ্যাতম্‌।
যো বামোমানাং দধতে প্রিয়ঃ সন্‌ ॥ ৫॥
উত ত্যদ্বাং জুরতে অশ্বিনা ভূচ্চ্যবানায় প্রতীত্যং হবির্দে।
অধি যদ্বর্প ইতিউতি ধত্থঃ ॥ ৬॥
উত ত্যং ভুজ্যুমশ্বিনা সখায়ো মধ্যে জহুর্দুরেবাসঃ সমুদ্রে।
নিরীং পর্ষদরাবা যো যুবাকুঃ ॥ ৭॥
বৃকায় চিজ্জসমানায় শক্তমুত শ্রুতং শয়বে হূয়মানা।
যাবঘ্ন্যামপিন্বতমপো ন স্তর্যং চিচ্ছক্ত্যশ্বিনা শচীভিঃ ॥ ৮॥
এষ স্য কারুর্জরতে সূক্তৈরগ্রে বুধান উষসাং সুমন্মা।
ইষা তং বর্ধদঘ্ন্যা পয়োভির্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে দীপ্ত, সুন্দর অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আগমন করুন। আপনারা শত্রুনাশক, যে আপনাদের কামনা করে, তার স্তুতি সেবা করুন; আমাদের সম্ভৃত হব্য ভক্ষণ করুন ॥ ১॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের জন্য মদকর অন্ন রয়েছে, আপনারা আমার হবিঃ ভক্ষণের জন্য শীঘ্র গমন করুন; শত্রুর আহ্বান শ্রবণ না ক'রে আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ২॥

আপনারা সূর্যের সাথে রথে বাস করেন, মনের মতো বেগশালী ও অপরিমিত রক্ষা বিশিষ্ট আপনাদের রথ আমাদের জন্য প্রার্থিত হয়ে, লোক সকলকে অতিক্রম ক'রে আগমন করছে ॥ ৩॥

আপনাদের দেবতা করতে অভিলাষ ক'রি, আপনাদের জন্য সোম-অভিষবকারী এই প্রস্তর যখন উন্নত হয়ে শব্দ করে, তখন হে সুন্দর অশ্বিদ্বয়! বিপ্র হব্যের দ্বারা আপনাদের আবর্তিত করে ॥ ৪॥

আপনাদের যে চিত্রধন আছে তা আমাদের প্রদান করুন। যিনি প্রিয় হয়ে আপনাদের দত্ত সুখ ধারণ করেন, সেই অত্রি হ'তে মহিষ্বকে ঋবিসকে পৃথক করুন ॥ ৫ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের স্তুতিকারী জীর্ণ হব্যদাতা চ্যবনের জন্য যেমন এই দিকে আনয়ন ক'রে দান করেছিলেন, তা তাঁর প্রতি গমন করেছিল ॥ ৬ ॥

আরও দুষ্টবুদ্ধি সখাগণ যে ভুজ্যুকে সমুদ্রের মধ্যে ত্যাগ করেছিল, আপনারা তাকে পার করেছিলেন। সে আপনাদের কামনা করেছিল এবং বিরুদ্ধাচরণ করেনি ॥ ৭ ॥

বৃক যখন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল, হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা কর্ম এবং সামর্থ্যের দ্বারা তাঁকে ধন প্রদান করেছিলেন। আহূয়মান হয়ে শয়ুকে শ্রবণ করিয়েছিলেন। নদী যেমন জলের দ্বারা পূর্ণ করে, সেইরকম নিবৃত্তপ্রসবা গাভীকে দুধের দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন ॥ ৮ ॥

সেই স্তোতা সুমনা হয়ে উষার পূর্বেই জাগরিত হয়ে সূক্তের দ্বারা স্তুতি করছে, তাকে অন্নের দ্বারা বর্ধিত করুন, দুধের দ্বারা বর্ধিত করুন এবং তার গাভীকে বর্ধিত করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৯ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৯ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ বাং রথো রোদসী বদ্বধানো হিরণ্যয়ো বৃষভির্যাত্বশ্বৈঃ।
ঘৃতবর্তনিঃ পবিভী রুচান ইষাং বোঢ়া নৃপতির্বাজিনীবান্ ॥ ১ ॥
স পপ্রথানো অভি পঞ্চ ভূমা ত্রিবন্ধুরো মনসা যাতু যুক্তঃ।
বিশো যেন গচ্ছথো দেবয়ন্তীঃ কুত্রা চিদ্যামমশ্বিনা দধানা ॥ ২ ॥
স্বশ্বা যশসা যাতমর্বাগ্দস্রা নিধিং মধুমন্তং পিবাথঃ।
বি বাং রথো বধ্বা যাদমানোঽন্তান্দিবো বাধতে বর্তনিভ্যাম্ ॥ ৩ ॥
যুবোঃ শ্রিয়ং পরি যোষাবৃণীত সূরো দুহিতা পরিতক্ম্যায়াম্।
যদ্দেবয়ন্তমবথঃ শচীভিঃ পরি ঘ্রংসমোমনা বাং বয়ো গাৎ ॥ ৪ ॥
যো হ স্য বাং রথিরা বস্ত উস্রা রথো যুজানঃ পরিয়াতি বর্তিঃ।
তেন নঃ শং যোরুষসো ব্যুষ্টৌ ন্যশ্বিনা বহতং যজ্ঞে অস্মিন্ ॥ ৫ ॥
নরা গৌরেব বিদ্যুতং তৃষাণাস্মাকমদ্য সবনোপ যাতম্।
পুরুত্রা হি বাং মতিভির্হবন্তে মা বামন্যে নি যমন্দেবয়ন্তঃ ॥ ৬ ॥
যুবং ভুজ্যুমববিদ্ধং সমুদ্র উদূহথুরর্ণসো অস্রিধানৈঃ।
পতত্রিভিরশ্রমৈরব্যথিভির্দংসনাভিরশ্বিনা পারয়ন্তা ॥ ৭ ॥

নূ মে হবমা শৃণুতং যুবানা যাসিষ্টং বর্তিরশ্বিনাবিরাবৎ।
ধত্তং রত্নানি জরতং চ সূরীন্যূয়ং পাত স্বস্তিভি সদা নঃ ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — আপনাদের রথ তরুণ অশ্বযুক্ত হয়ে আগমন করুক। তা দ্যাবাপৃথিবীকে বাধা দান করে এবং হিরণ্ময়। তার চক্রে জল আছে। তা রথনেমির দ্বারা দীপ্তিমান্, অন্নবাহক, নৃপতি এবং অন্নবান্ ॥ ১ ॥

তা পঞ্চভূতে প্রথিত, বন্ধুরত্রয়বিশিষ্ট। তা আগমন করুক। হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা যে কোন স্থানে গমনের জন্য উদ্যোগ ক'রে, ঐ রথে দেবাভিলাষী প্রজার প্রতি গমন করুন ॥ ২ ॥

আপনারা সুন্দর অশ্ব ও অন্নের সাথে আমার দিকে আগমন করুন। হে দস্রদ্বয়! আপনারা মধুমান্ নিধি সোম পান করুন। আপনাদের রথ বধূর সাথে গমনপূর্বক চক্রের দ্বারা দ্যুলোকের পর্যন্ত প্রদেশসমূহকে বাধা দান করে ॥ ৩ ॥

রাত্রিতে যোষিৎ সূর্যদুহিতা আপনাদের রথ পরিবৃত করে। যখন আপনারা দেবাভিলাষীকে কর্মের দ্বারা রক্ষা করেন, তখন দীপ্ত অন্ন রক্ষার জন্য আপনাদের পরিগমন করে ॥ ৪ ॥

হে রথিদ্বয়! সেই রথ তেজসমূহ আচ্ছাদিত করে ও অশ্বের সাথে যুক্ত হয়ে মার্গে গমন করে; হে অশ্বিদ্বয়! উষা প্রকাশিত হ'লে আমাদের এই যজ্ঞে সেই রথের দ্বারা পাপের শান্তি ও সুখের মিশ্রণের জন্য উপস্থিত হোন ॥ ৫ ॥

হে নেতৃদ্বয়! মৃগীর মতো বিশেষভাবে দীপ্যমান সোমপানেচ্ছু হয়ে অদ্য আমাদের সবনসমূহে আগমন করুন। যেহেতু বহু যজ্ঞে আপনাদের স্তুতির দ্বারা আহ্বান করে, অতএব অন্য দেবাভিলাষিগণ আপনাদের যেন দান না করে ॥ ৬ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা, বিক্ষিপ্ত সমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন ভুজ্যুকে অক্ষত, শ্রমরহিত ও শীঘ্রগামী অশ্বের দ্বারা এবং কর্মের দ্বারা পার ক'রে জল হ'তে উত্তোলন করেছিলেন ॥ ৭ ॥

আপনারা অদ্য আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন। হে নিত্যযৌবন অশ্বিদ্বয়! হব্যবিশিষ্ট গৃহে আগমন করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭০ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ বিশ্ববারাশ্বিনা গতং নঃ প্র তৎস্থানমবাচি বাং পৃথিব্যাম্।
অশ্বো ন বাজী শুনপৃষ্ঠো অস্থাদা যৎসেদথুর্ধ্রুবসে ন যোনিম্ ॥ ১ ॥
সিষক্তি সা বাং সুমতিশ্চনিষ্ঠাতাপি ঘর্মো মনুষো দুরোণে।
যো বাং সমুদ্রান্ত্সরিতঃ পিপর্তেতগ্বা চিন্ন সুযুজা যুজানঃ ॥ ২ ॥

যানি স্থানান্যশ্বিনা দধাথে দিবো বহ্বীম্বোষধীযু বিক্ষু।
নি পর্বতস্য মূর্ধনি সদন্তেষং জনায় দাশুষে বহন্তা ॥ ৩॥
চনিষ্ঠং দেবা ওষধীম্বপ্সু যদ্যোগ্যা অশ্নবৈথে ঋষীণাম্।
পুরূণি রত্না দধতৌ ন্যস্মে অনু পূর্বাণি চখ্যথুর্যুগানি ॥ ৪॥
শুশ্রুবাংসা চিদশ্বিনা পুরূণ্যভি ব্রহ্মাণি চক্ষাথে ঋষীণাম্।
প্রতি প্র যাতং বরমা জনায়াস্মে বামস্তু সুমতিশ্চনিষ্ঠা ॥ ৫॥
যো বাং যজ্ঞো নাসত্যা হবিষ্মান্ কৃতব্রহ্মা সমর্যো ভবাতি।
উপ প্র যাতং বরমা বসিষ্ঠমিমা ব্রহ্মাণ্যৃচ্যন্তে যুবভ্যাম্ ॥ ৬॥
ইয়ং মনীষা ইয়মশ্বিনা গীরিমাং সুবৃক্তিং বৃষণা জুষেথাম্।
ইমা ব্রহ্মাণি যবযূন্যগ্মন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে সকলের বরণীয় অশ্বিদ্বয়। আমাদের যজ্ঞবেদিতে আগমন করুন, পৃথিবীতে আপনাদের ঐ স্থান ব'লে থাকে। যে অশ্বে আপনারা উপবেশন করেন, সেই সুখর পৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব আপনাদের নিকটেই থাকুক ॥ ১ ॥

অতিশয় অন্নবতী সেই সুস্তুতি আপনাদের সেবা করে। ঘর্ম মানুষের গৃহে তপ্ত হয়েছে। তা আপনাদের প্রাপ্ত হয়। সরিৎ ও সমুদ্র সকলকে পূর্ণ করে। অশ্ব যেমন রথে যোজিত হয়, সেইরকম আপনাদের যজ্ঞে যোজিত করে ॥ ২ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা দ্যুলোক হ'তে আগমন ক'রে মহতী ওষধি ও প্রজাবৃন্দের মধ্যে যে স্থান করেন, আপনারা পর্বতের মস্তকে উপবেশন পূর্বক অন্নদাতাকে সেই স্থান প্রাপিত করুন ॥ ৩ ॥

হে দেবদ্বয়! যেহেতু আপনারা ঋষিগণের প্রদত্ত উপযুক্ত পদার্থ ব্যাপ্ত ক'রে থাকেন, অতএব আপনারা ওষধি ও জল কামনা করেন। আমাদের বহুতর রত্ন দানপূর্বক আপনারা পূর্বমিথুন সকলকে আকর্ষণ করেছিলেন ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা শ্রবণ ক'রে ঋষিবৃন্দের বহুকর্ম অভিদর্শন ক'রে থাকেন। অতএব যজমানের যজ্ঞের প্রতি আগমন করুন। আমাদের প্রতি আপনাদের অত্যন্ত অন্নযুক্ত অনুগ্রহ হোক ॥ ৫ ॥

হে নাসত্যদ্বয়! যে যজমান হব্যযুক্ত, কৃতস্তোত্র ও মর্ত্যগণের সাথে মিলিত হয়, সেই বরণীয় বসিষ্ঠের নিকট আগমন করুন। এই মন্ত্রসকল আপনাদের জন্য স্তুত্য হচ্ছে ॥ ৬ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের জন্য এই স্তুতি ও এই বাক্য হলো। হে কামবর্ষিদ্বয়! এই শোভন স্তুতি সেবা করুন, এই কর্মসকল আপনাদের কামনা পূর্বক সঙ্গত হোক। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭১ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অপ স্বসুরুষসো নগ্‌জিহীতে রিণক্তি কৃষ্ণীররুষায় পন্থাম্।
অশ্বামঘা গোমঘা বাং হুবেম দিবা নক্তং শরুমস্মদ্যুয়োতম্ ॥ ১॥
উপায়াতং দাশুষে মর্ত্যায় রথেন বামমশ্বিনা বহন্তা।
যুযুতমস্মদনিরামমীবাং দিবা নক্তং মাধ্বী ত্রাসীথাং নঃ ॥ ২॥
আ বাং রথমবমস্যাং ব্যুষ্টৌ সুম্নায়বো বৃষণো বর্তয়ন্তু।
স্যূমগভস্তিমৃতযুগ্‌ভিরশ্বৈরাশ্বিনা বসুমন্তং বহেথাম্ ॥ ৩॥
যো বাং রথো নৃপতী অস্তি বোঢ়হা ত্রিবন্ধুরো বসুমাঁ উস্রয়ামা।
আ ন এনা নাসত্যোপ যাতমভি যদ্বাং বিশ্বপ্স্ন্যো জিগাতি ॥ ৪॥
যুবং চ্যবানং জরসোঽমুমুক্তং নি পেদব উহথুরাশুমশ্বম্।
নিরংহসস্তমসঃ স্পর্তমত্রিং নি জাহুষং শিথিরে ধাতমন্তঃ ॥ ৫॥
ইয়ং মনীষা ইয়মশ্বিনা গীরিমাং সুবৃক্তিং সুবৃক্তিং বৃষণা জুষেথাম্।
ইমা ব্রহ্মাণি যুবয়ূন্যগ্মন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — ভগিনী উষার নিকট হ'তে রাত্রি অপগত হয়, কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি সূর্যাশ্ব অরুষের জন্য পথ প্রদর্শন করেন। অতএব হে অশ্বধন। হে গোধন অশ্বিদ্বয়। আপনাদের আহ্বান ক'রি, আপনারা দিবারাত্রি হিংসকবর্গকে আমাদের নিকট হ'তে পৃথক্ করুন ॥ ১॥

হে অশ্বিদ্বয়। হব্যদাগীর জন্য রথের দ্বারা রমণীয় পদার্থ বহন পূর্বক আপনারা আগমন করুন। অন্নদারিদ্র্য ও রোগ আমাদের নিকট হ'তে পৃথক করুন। হে মধুবিশিষ্টদ্বয়! আপনারা আমাদের দিবারাত্র রক্ষা করুন ॥ ২॥

এই আসন্ন প্রাতঃকালে আপনাদের রথে সুখে যোজিত অভীষ্টবর্ষী অশ্বগণ আপনাদের আনয়ন করুক। হে অশ্বিদ্বয়। সুখকর রশ্মিবিশিষ্ট ধনযুক্ত, রথকে আপনারা উদকপ্রদ অশ্বের দ্বারা বাহিত করুন ॥৩॥

হে নৃপতিদ্বয়। আপনাদের যে রথ বহনসমর্থ, বন্ধুরত্রয়যুক্ত, ধনবান, দিবসের প্রতিগামী এবং যে রথ ব্যাপ্তরূপ হয়ে গমন করে, আপনারা সেই রথে আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ৪॥

আপনারা চ্যবনকে জরা হ'তে বিমুক্ত করেছিলেন, পেদুর জন্য শীঘ্রগামী অশ্ব যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন, অত্রিকে পাপ ও অন্ধকার হ'তে পার করেছিলেন, যাহসকে ভ্রষ্টরাজ্যে পুনঃস্থাপিত করেছিলেন ॥ ৫॥

হে অশ্বিদ্বয়। আপনাদের জন্য এই স্তুতি ও এই বাক্য হলো। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়। এই শোভন স্তুতি সেবা করুন, এই কর্মসকল আপনাদের কামনা পূর্বক সঙ্গত হোক। আপনারা সর্বদা আমাদের

স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥৬॥

টীকা — ১ ঋকের 'অরুষ' শব্দটি সম্পর্কে সায়ণ অর্থ করেছেন 'হিংসক রহিত'। পণ্ডিত মক্ষমুলর বলেন 'অরুষের আদি অর্থ লোহিতবর্ণ, এবং অরুষ বিশেষ্য হয়ে ব্যবহৃত হ'লে সূর্যের একটি অশ্বের নাম। তিনি আরও বলেন এই সূর্যের লোহিত বর্ণ অশ্ব 'অরুষ' গ্রীসদেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়ে 'Eros' নাম ধারণ ক'রে প্রেমের দেবতা ব'লে পূজিত হ'তেন। ...ইত্যাদি ॥—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের উপাদান এই সূক্তেও বর্তমান। প্রথম অষ্টকে তা বলা হয়েছে ॥

◆ ◆

— ৭২ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

আ গোমতা নাসত্যা রথেনাশ্বাবতা পুরুশ্চন্দ্রেণ যাতম্।
অভি বাং বিশ্বা নিযুতঃ সচন্তে স্পার্হয়া শ্রিয়া তন্বা শুভানা ॥ ১ ॥
আ নো দেবেভিরুপ যাতমর্বাক্সজোষসা নাসত্যা রথেন।
যুবোর্হি নঃ সখ্যা পিত্র্যাণি সমানো বন্ধুরুত তস্য বিত্তম্ ॥ ২ ॥
উদু স্তোমাসো অশ্বিনোরবুধ্রঞ্জামি ব্রহ্মাণ্যুষসশ্চ দেবীঃ।
আবিবাসন্ত্রোদসী ধিষ্ণ্যেমে অচ্ছা বিপ্রো নাসত্যা বিবক্তি ॥ ৩ ॥
বি চেদুচ্ছন্ত্যশ্বিনা উষাসঃ প্র বাং ব্রহ্মাণি কারবো ভরন্তে।
উর্ধ্বং ভানুং সবিতা দেবো অশ্রেদ্বৃহদগ্নয়ঃ সমিধা জরন্তে ॥ ৪ ॥
আ পশ্চাতান্নাসত্যা পুরস্তাদাশ্বিনা যাতমধরাদুদক্তাৎ।
আ বিশ্বতঃ পাঞ্চজন্যেন রায়া যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে নাসত্যদ্বয়! আপনারা গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ও ধনপ্রদ রথে আগমন করুন। বহু নিযুৎ আপনাদের সেবা করে, আপনারা স্পৃহণীয় শোভা শরীরের দ্বারা দীপ্যমান হোন ॥ ১ ॥

হে নাসত্যদ্বয়! আপনারা দেবগণের সাথে সকল প্রীতিযুক্ত হয়ে রথারোহণে আমাদের নিকট উপস্থিত হোন। আপনাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব পিতৃক্রমাগত, আমাদের বন্ধু এক ব'লে জ্ঞাত হবেন, তাঁর ধনও এক ॥ ২ ॥

স্তুতিসমূহ অশ্বিদ্বয়কে সুন্দরভাবে জাগরিত করছে, বন্ধুস্থানীয় কর্মসকল দ্যোতমানা উষাকে জাগরিত করছে। মেধাবী বসিষ্ঠ এই স্তোত্রযোগ্য দ্যাবাপৃথিবীর পরিচর্যা পূর্বক নাসত্যদ্বয়ের অভিমুখে স্তব করছেন ॥ ৩ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! যদি উষা সকল তমো নিবারণ করে, তাহ'লে স্তোতাগণ বিশেষভাবে আপনাদের স্তোত্র সম্পাদন করবে। সবিতাদেব ঊর্ধ্বে তেজ আশ্রয় করেন, অগ্নিদেব সমিধের দ্বারা বিশেষভাবে স্তব করেন ॥ ৪ ॥

হে নাসত্যদ্বয়! পশ্চাৎদেশ হ'তে ও সম্মুখদেশ হ'তে আগমন করুন, দক্ষিণদিক্ ও উত্তরদিক হ'তে আগমন করুন, পঞ্চশ্রেণী লোকের হিতকর হ'তেই আগমন করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৩ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অতারিষ্ম তমসস্পারমস্য প্রতি স্তোমং দেবয়ন্তো দধানাঃ।
পুরুদংসা পুরুতমা পুরাজামর্ত্যা হবতে অশ্বিনা গীঃ ॥ ১ ॥
ন্যূ প্রিয়ো মনুষঃ সাদি হোতা নাসত্যা যো যজতে বন্দতে চ।
অশ্নীতং মধ্বো অশ্বিনা উপাক আ বাং বোচে বিদথেষু প্রযস্বান্ ॥ ২ ॥
অহেম যজ্ঞং পথামুরাণা ইমাং সুবৃক্তিং বৃষণা জুষেথাম্।
শ্রুষ্টীবেব প্রেষিতো বামবোধি প্রতি স্তোমৈর্জরমাণো বসিষ্ঠঃ ॥ ৩ ॥
উপ ত্যা বহ্নী গমতো বিশং নো রক্ষোহণা সংভৃতা বীলুপাণী।
সমন্ধাংস্যগ্মত মৎসরাণি মা নো মর্ধিষ্টমা গতং শিবেন ॥ ৪ ॥
আ পশ্চাতান্নাসত্যা পুরস্তাদাশ্বিনা যাতমধরাদুদক্তাৎ।
আ বিশ্বতঃ পাঞ্চজন্যেন রায়া যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — আমরা দেবাভিলাষী হয়ে স্তোত্র সম্পাদন ক'রে অজ্ঞানের পারে উত্তীর্ণ হবো। হে বহুকর্মা, প্রভূততম, পূর্বজাত, অমর্ত্য অশ্বিদ্বয়! স্তোতা আহ্বান করছে ॥ ১ ॥

আপনাদের প্রিয়ভূত মানব হোতা এই উপবিষ্ট রয়েছে; হে নাসত্যদ্বয়! যে যাগ করে ও বন্দনা করে, হে অশ্বিদ্বয়! তার মধুর সোমরস সমীপে থেকে ভক্ষণ করুন। যজ্ঞে অন্নবান্ হয়ে আপনাদের আহ্বান করছি ॥ ২ ॥

আমরা মহান্ স্তোত্রকারী, আমরা আগমনশীল দেবগণের জন্য যজ্ঞ বর্ধিত করছি। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! এই সুস্তুতি সেবা করুন। আমি বসিষ্ঠ দ্রুতগামী দূতের মতো আপনাদের নিকট প্রেরিত হয়ে, স্তোত্রের দ্বারা স্তব পূর্বক প্রবোধিত হয়েছি ॥ ৩ ॥

সেই হব্যবাহিদ্বয় রাক্ষসঘাতী, পুষ্টাঙ্গ ও দৃঢ়পাণি, তাঁরা আমাদের প্রজার নিকট উপস্থিত হোন। আপনারা মদকর অন্নের সাথে সঙ্গত হোন, আমাদের হিংসা করবেন না, মঙ্গলের সাথে আগমন করুন ॥ ৪ ॥

হে নাসত্যদ্বয়! পশ্চাৎদেশ হ'তে ও সম্মুখদেশ হ'তে আগমন করুন, পঞ্চজনের হিতকর সকল

দিক্ হ'তেই আগমন করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৪ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : বৃহতী, সতোবৃহতী]

ইমা উ বাং দিবিষ্টয় উস্রা হবন্তে অশ্বিনা।
অয়াং বামহ্বেঽবসে শচীবসূ বিশংবিশং হি গচ্ছথঃ ॥ ১ ॥
যুবং চিত্রং দদথুর্ভোজনং নরা চোদেথাং সূনৃতাবতে।
অর্বাগ্রথং সমনসা নিযচ্ছতং পিবতং সোম্যং মধু ॥ ২ ॥
আ যাতমুপ ভূষতং মধ্বঃ পিবতমশ্বিনা।
দুগ্ধং পয়ো বৃষণা জেন্যাবসূ মা নো মর্ধিষ্টমা গতম্ ॥ ৩ ॥
অশ্বাসো যে বামুপ দাশুষো গৃহং যুবাং দীয়ন্তি বিভ্রতঃ।
মক্ষুযুভির্নরা হয়েভিরশ্বিনা দেবা যাতমস্ময়ূ ॥ ৪ ॥
অধা হ্যন্তো অশ্বিনা পৃক্ষঃ সচন্ত সূরয়ঃ।
তা যংসতো মঘবদ্ভ্যো ধ্রুবং যশশ্ছর্দিরস্মভ্যং নাসত্যা ॥ ৫ ॥
প্র যে যযুরবৃকাসো রথা ইব নৃপাতারো জনানাম্।
উত স্বেন শবসা শূশুবুর্নর উত ক্ষিয়ন্তি সুক্ষিতিম্ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে নিবাসপ্রদ অশ্বিদ্বয়! এই স্বর্গেচ্ছুগণ আপনাদের আহ্বান করছে; হে কর্মধনদ্বয়! আমিও রক্ষার জন্য আপনাদের আহ্বান ক'রি, কারণ আপনারা প্রতি প্রজার নিকট গমন ক'রে থাকেন ॥ ১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা যে চিত্রধন ধারণ করেন স্তুতিবান্ ব্যক্তির নিকট তা প্রেরণ করুন। আপনারা একমনা হয়ে আপনাদের রথ আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করুন, সোমসম্বন্ধীয় মধু পান করুন ॥ ২ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা আগমন করেন, নিকটে অবস্থান করুন, মধু পান করুন। হে অভীষ্টবর্ষী ধনজয়দ্বয়! আপনারা পয়ঃ দোহন করুন, আমাদের হিংসা করবেন না, আগমন করুন ॥ ৩ ॥

আপনাদের যে অশ্বগণ হব্যদাতার গৃহে আপনাদের ধারণ পূর্বক গমন করে, হে নেতা অশ্বিদেবদ্বয়! আমাদের কামনা করে সেই শীঘ্রগামী অশ্বের সাহায্যে আগমন করুন ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! গমনকারী স্তোতাবর্গ প্রভূত অন্নসেবা করে, আপনারা আমাদের অবিচলিত যশ ও গৃহ প্রদান করুন। হে নাসত্যদ্বয়! আমরা ধনবান ॥ ৫ ॥

যারা পরকীয় ধন গ্রহণ না ক'রে মানুষের মধ্যে মানুষের রক্ষক হয়ে আপনাদের নিকট রথের

মতো গমন করে, তারা নিজের শক্তিতে বর্ধিত হয় এবং সুনিবাস স্থানে গমন করে ॥ ৬॥

টীকা — ১ ঋকের 'স্বর্গেচ্ছুগণ' অর্থাৎ মূলে 'দিবিষ্টয়' আছে॥—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত প্রথম দুটি ঋকের উল্লেখ করা যায়। যথা,—১ম ঋক্—"আশ্রয়দাতা আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয় (অশ্বিনীকুমারদ্বয়)! আমাদের হৃদয়স্থিত সৎবৃত্তিগুলি নিত্যকাল আপনাদের অনুসরণ করে।" [ভাব এই যে,—এরপর আমাদের সৎবৃত্তিগুলি ক্রিয়াপর হোক—এই আকাঙ্ক্ষা]। "সৎকর্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাতা হে দেবদ্বয়! আপনারা নিশ্চয়ই সমস্ত প্রার্থনাকারিদের নিকট গমন করেন, অর্থাৎ তাদের প্রাপ্ত হন; পাপ হ'তে আমাকে রক্ষা করবার জন্য, পাপী আমি আপনাদের আহ্বান করছি।" [যেহেতু জগতে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' পরমব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপাস্য নেই, সুতরাং সব রকম সাধকের, নানা উপায়ের সাহায্যে যে পূজা, তা তিনিই প্রাপ্ত হন। হৃদয়স্থিত সৎ-বৃত্তিই সেই উপাসনার প্রবর্তক। আবার, তিনি অসীম করুণাময়। তিনি নিজেই মানুষের হৃদয় দ্বারে আঘাত করেন। যারা তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাদেরই কাছে তিনি গমন করেন। তিনি যে বিশ্বলোকের পিতা ও মাতা। এই ভরসাতেই সাধকের প্রার্থনা—তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়রূপে আগত হয়ে কৃপা ক'রে আমাকে পাপ থেকে রক্ষা করুন]।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"সৎকর্মের নেতা হে দেবদ্বয়! আপনারা বিচিত্র পরমধন ধারণ করেন; প্রার্থনাকারী আমাকে সেই ধন প্রদান করুন; কৃপাপরায়ণ হয়ে আমাদের সম্বন্ধীয় সৎকর্মরূপ যান আমাদের অভিমুখে স্থাপন করুন, অর্থাৎ আমাদের সৎকর্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন; তারপর সৎকর্মসাধনে উৎপন্ন সত্ত্বভাবময় অমৃত গ্রহণ করুন।" [ভাব এই যে,—পরমদাতা ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করুন। বস্তুতঃ ভগবানের কাছে হৃদয়ের অর্ঘ্যই গৃহীত হয়। যাতে আমাদের পূজা তাঁর চরণে পৌঁছায়, কৃপাপূর্বক তিনি যাতে আমাদের পূজা গ্রহণ করেন, মন্ত্রের শেষ অংশে এই প্রার্থনাই দেখতে পাওয়া যায়]।—ইত্যাদি॥

◆◆

— ৭৫ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ব্যুষা আবো দিবিজা ঋতেনাবিষ্কৃণ্বানা মহিমানমাগাৎ।
অপ দ্রুহস্তম আবরজুষ্টমঙ্গিরস্তমা পথ্যা অজীগঃ ॥ ১॥
মহে নো অদ্য সুবিতায় বোধ্যুষো মহে সৌভগায় প্র যন্ধি।
চিত্রং রয়িং যশসং ধেহ্যস্মে দেবি মর্তেষু মানুষি শ্রবস্যুম্ ॥ ২॥
এতে ত্যে ভানবো দর্শতায়াশ্চিত্রা উষসো অমৃতাস আগুঃ।
জনয়ন্তো দৈব্যানি ব্রতান্যাপৃণন্তো অন্তরিক্ষা ব্যস্থুঃ ॥ ৩॥
এষা স্যা যুজানা পরাকাৎ পঞ্চ ক্ষিতীঃ পরি সদ্যো জিগাতি।
অভিপশ্যন্তী বয়ুনা জনানাং দিবো দুহিতা ভুবনস্য পত্নী ॥ ৪॥
বাজিনীবতী সূর্যস্য যোষা চিত্রামঘা রায় ঈশে বসূনাম্।
ঋষিষ্টুতা জরয়ন্তী মঘোন্যুষা উচ্ছতি বহ্নিভির্গৃণানা ॥ ৫॥

প্রতি দ্যুতানামরুষাসো অশ্বাশ্চিত্রা অদৃশ্রন্নুষসং বহন্তঃ।
যাতি শুভ্রা বিশ্বপিশা রথেন দধাতি রত্নং বিধতে জনায় ॥ ৬॥
সত্যা সত্যেভির্মহতী মহদ্ভির্দেবী দেবেভির্যজতা যজত্রৈঃ।
রুজদ্দৃড়হানি দদদুস্রিয়াণাং প্রতি গাব উষসং বাবশন্ত ॥ ৭॥
নূ নো গোমদ্বীরবদ্ধেহি রত্নমুষো অশ্বাবৎ পুরুভোজো অস্মে।
মা নো বর্হিঃ পুরুষতা নিদে কর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — উষা অন্তরীক্ষে প্রাদুর্ভূত হয়ে প্রকাশ করেছেন। তিনি তেজের বলে নিজের মহিমা আবিষ্কার পূর্বক আগমন করলেন, অপ্রিয় শত্রু ও অন্ধকারকে দূরীকৃত করলেন, সর্বাপেক্ষা গন্তব্য পথ প্রকাশ করলেন ॥ ১॥

অদ্য আমাদের মহা সুখলাভের জন্য প্রবৃদ্ধ হোন। হে উষা! মহা সৌভাগ্য প্রদান করুন, বিচিত্র যশোযুক্ত ধন আমাদের জন্য ধারণ করুন। হে মানবের হিতকারিণী দেবি! মর্ত্যগণকে অন্নবান পুত্র প্রদান করুন ॥ ২॥

দর্শনীয় উষার এইসকল প্রবৃদ্ধ বিচিত্র, অনশ্বর রশ্মি দেবগণের ব্রত উৎপাদন পূর্বক অন্তরীক্ষ সকল পূর্ণ ক'রে আগমন করছে ও বিবিধ রকমে গমন করছে ॥ ৩॥

এই সেই দ্যুলোকের দুহিতা, ভুবনের পালয়িত্রী উষা প্রাণিগণের প্রজ্ঞানসমূহ অভিদর্শন ক'রে দূর হ'তেও উদ্যোগ ক'রে পঞ্চশ্রেণীর নিকট সদ্য গমন করছেন ॥ ৪॥

অন্নবতী, সূর্যগৃহিণী, বিচিত্র ধনবতী, ধন ও বসুর ঈশ্বরী হয়েছেন। ঋষিবর্গের স্তোতা, জরাদায়িনী ধনবতী উষা যজমান কর্তৃক স্তূয়মান হয়ে প্রভাত করছেন ॥ ৫॥

দীপ্তিময়ী উষাকে যারা বহন করে, সেই উজ্জ্বল বিচিত্র অশ্বসমূহ দৃষ্ট হচ্ছে। সেই উষা দীপ্তিমতী হয়ে বহুরূপ রথে গমন করছেন ও পরিচর্যাকারী মানুষকে রত্নদান করছেন ॥ ৬॥

সত্যা, মহতী, যজনীয়া উষাদেবী সত্য, মহান, ও যজনীয় দেবগণের অত্যন্ত স্থির অন্ধকার ভেদ করছেন, গো সকলের সঞ্চারের জন্য আলোক প্রদান করছেন, গো সকল উষাকে কামনা করছে ॥ ৭॥

হে উষা আমাদের গোবিশিষ্ট, বীরবিশিষ্ট, অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান করুন, আমাদের বহু অন্ন প্রদান করুন, পুরুষগণের মধ্যে আমাদের যজ্ঞ নিন্দিত করবেন না। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৮॥

টীকা — আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যানুসারে 'গো' শব্দের অর্থ 'জ্ঞানরশ্মি'। অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৬ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উদু জ্যোতিরমৃতং বিশ্বজন্যং বিশ্বানরঃ সবিতা দেবো অশ্রেৎ।
ক্রত্বা দেবানামজনিষ্ট চক্ষুরাবিরকর্ভুবনং বিশ্বমুষাঃ ॥ ১॥

প্র মে পন্থা দেবয়ানা অদৃশ্রন্নমর্ধন্তো বসুভিরিষ্কৃতাসঃ।
অভূদু কেতুরুষসঃ পুরস্তাৎপ্রতীচ্যাগাদধি হর্ম্যেভ্যঃ ॥ ২॥
তানীদহানি বহুলান্যাসন্যা প্রাচীনমুদিতা সূর্যস্য।
যতঃ পরি জার ইবাচরন্ত্যুষো দদৃক্ষে ন পুনর্যতীব ॥ ৩॥
ত ইদ্দেবানাং সধমাদ আসন্নৃতাবানঃ কবয়ঃ পূর্ব্যাসঃ।
গূড়্হং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ববিন্দন্ত্সত্যমন্ত্রা অজনয়ন্নুষাসম্ ॥ ৪॥
সমান উর্বে অধি সঙ্গতাসঃ সং জানতে ন যতন্তে মিথস্তে।
তে দেবানাং ন মিনন্তি ব্রতান্যমর্ধন্তো বসুভির্যাদমানাঃ ॥ ৫॥
প্রতি ত্বা স্তোমৈরীলতে বসিষ্ঠা উষর্বুধঃ সুভগে তুষ্টুবাংসঃ।
গবাং নেত্রী বাজপত্নী ন উচ্ছোষঃ সুজাতে প্রথমা জরস্ব ॥ ৬॥
এষা নেত্রী রাধসঃ সূনৃতানামুষা উচ্ছন্তী রিভ্যতে বসিষ্ঠৈঃ।
দীর্ঘশ্রুতং রয়িমস্মে দধানা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — সকলের নেতা সবিতা উর্ধ্বদেশে অবিনাশী ও সর্বজনের হিতকর জ্যোতিঃ আশ্রয় করেন। তিনি দেববৃন্দের কর্মের জন্য প্রাদুর্ভূত হয়েছেন, উষা চক্ষুস্বরূপ হয়ে সমস্ত ভুবনকে আবিষ্কৃত করেছেন ॥ ১ ॥

আমি হিংসাশূন্য তেজের দ্বারা সংস্কৃত দেবযান পথকে দর্শন করেছি, উষার কেতু পূর্বদিকে ছিল। উষা আমাদের অভিমুখী হয়ে উন্নত প্রদেশ হ'তে আগমন করেন ॥ ২ ॥

হে উষা! যে সকল জ্যোতিঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রকাশ হয়, তাদের গুণে আপনি কুলটার মতো না হয়ে পতিসমীপগামিনী রমণীর মতো পরিদৃষ্টা হোন ॥ ৩ ॥

যে অঙ্গিরাগণ সত্যবান্, কবি, পূর্বকালীন পিতা ও যাঁরা গূঢ় জ্যোতিঃ লাভ করেছিলেন এবং অবিতথ মন্ত্রের দ্বারা উষাকে প্রাদুর্ভূত করিয়েছিলেন, তাঁরাই দেবগণের সাথে একত্রে প্রমত্ত হ'তেন ॥ ৪ ॥

তাঁরা সাধারণ গোসমূহের জন্য সঙ্গত হয়ে একবুদ্ধি হয়েছিলেন। তাঁরা কি পরস্পর যত্ন করেন নি? তাঁরা দেববৃন্দের কর্ম হিংসা করেন না। তাঁরা হিংসারহিত, বাসপ্রদ, কিরণের দ্বারা গমন করেন ॥ ৫ ॥

হে সুভগা উষা! আপনাকে প্রাতঃকালে জাগরিত বসিষ্ঠগণ স্তোত্রের দ্বারা স্তব করে। আপনি গোসমূহের প্রাপিকা, অন্নপালিকা; আপনি আমাদের জন্য প্রভাত করেন। হে সুজাতা উষা! আপনি প্রথমে স্তুতা হন ॥ ৬ ॥

এই উষা স্তোতার সুনৃত বাক্যসকলের নেত্রী হয়ে তমো নিবারণ পূর্বক এবং সর্বত্র প্রসিদ্ধ ধন আমাদের দান ক'রে বসিষ্ঠগণ কর্তৃক স্তুতা হচ্ছেন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — ২ মন্ত্রের 'দেবযান পথ' সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, যে পথে স্বর্গ হ'তে মর্ত্যে দেবগণ তাঁদের রথে আরূঢ় হয়ে গমনাগমন করেন, সেই অন্তরীক্ষস্থ পথই দেবযান পথ।—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৭ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উপো রুরুচে যুবতির্ন যোষা বিশ্বং জীবং প্রসুবন্তী চরায়ৈ।
অভূদগ্নিঃ সমিধে মানুষাণামকর্জ্যোতির্বাধমানা তমাংসি ॥ ১॥
বিশ্বং প্রতীচী সপ্রথা উদস্থাদ্রুশদ্বাসো বিভ্রতী শুক্রমশ্বৈৎ।
হিরণ্যবর্ণা সুদৃশীকসংদৃগ্গবাং মাতা নেত্র্যহ্নামরোচি ॥ ২॥
দেবানাং চক্ষুঃ সুভগা বহন্তী শ্বেতং নয়ন্তী সুদৃশীকমশ্বম্।
উষা অদর্শি রশ্মিভির্ব্যক্তা চিত্রামঘা বিশ্বমনু প্রভূতা ॥ ৩॥
অন্তিবামা দূরে অমিত্রমুচ্ছোর্বীং গব্যূতিমভয়ং কৃধী নঃ।
যাবয় দ্বেষ আ ভরা বসূনি চোদয় রাধো গৃণতে মঘোনি ॥ ৪॥
অস্মে শ্রেষ্ঠেভির্ভানুভির্বি ভাহ্যুষো দেবি প্রতিরন্তী ন আয়ুঃ।
ইষং চ নো দধতী বিশ্ববারে গোমদশ্বাবদ্রথবচ্চ রাধঃ ॥ ৫॥
যাং ত্বা দিবো দুহিতর্বর্ধয়ন্ত্যুষঃ সুজাতে মতিভির্বসিষ্ঠাঃ।
সাস্মাসু ধা রয়িমৃষ্বং বৃহন্তং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — যুবতী যোষার মতো উষা সমস্ত জীবগণকে সঞ্চারের জন্য প্রেরণ পূর্বক সূর্যের সমীপেই দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছেন। অগ্নি মানববর্গের জন্য ইন্ধনের যোগ্য হয়েছেন এবং অন্ধকারনাশক জ্যোতিঃ প্রকাশ করছেন ॥ ১॥

সমস্ত জগতের অভিমুখী, সর্বত্র প্রথিতা উষা উদিত হ'লেন, তেজময় বসন ধারণ ক'রে বর্ধিত হলেন। হিরণ্যবর্ণ, দর্শনীয় ও তেজবিশিষ্ট বাক্যসমূহের মাতা, দিবসসমূহের নেত্রী উষা শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ২॥

দেববৃন্দের চক্ষু স্থানীয় তেজ বহন ক'রে সুভগা ও স্বকীয় কিরণে প্রকাশিতা, বিচিত্র ধনবিশিষ্টা ও জগৎ সম্বন্ধে প্রভূতা উষা সুদর্শন অশ্বকে শ্বেতবর্ণ ক'রে দৃষ্ট হচ্ছেন ॥৩॥

হে উষা। আপনি সমীপে বিচিত্র ধনবিশিষ্টা হয়ে অমিত্রকে দূর ক'রে প্রভাত হোন, আমাদের বিস্তীর্ণ গোপ্রচরণ ভূমিকে ভয়শূন্য করুন, দ্বেষকারিগণকে পৃথক করুন, শত্রুবর্গের ধন আহরণ করুন। হে ধনবতি। স্তুতিকারীর নিকট ধন প্রেরণ করুন ॥৪॥

হে উষা দেবি। আমাদের আয়ু বর্ধিত ক'রে শ্রেষ্ঠ রশ্মির সাথে আমাদের জন্য প্রকাশিত হোন। হে সকলের বরণীয়া। আমাদের উদ্দেশে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধন ধারণ ক'রে প্রকাশিত হোন ॥ ৫॥

হে দ্যুলোকের দুহিতা সুজাতা উষা। বসিষ্ঠগণ স্তুতির দ্বারা আপনাকে বর্ধিত করে, আপনি

আমাদের রমণীয় মহৎ ধন দান করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥৬॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৮ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রতি কেতবঃ প্রথমা অদৃশ্রন্নূর্ধ্বা অস্যা অঞ্জয়ো বি শ্রয়ন্তে।
উষো অর্বাচা বৃহতা রথেন জ্যোতিষ্মতা বামমস্মভ্যং বক্ষি ॥ ১॥
প্রতি ষীমগ্নির্জরতে সমিদ্ধঃ প্রতি বিপ্রাসো মতিভির্গৃণন্তঃ।
উষা যাতি জ্যোতিষা বাধমানা বিশ্বা তমাংসি দুরিতাপ দেবী ॥ ২॥
এতা উত্যাঃ প্রত্যদৃশ্রন্‌পুরস্তাজ্জ্যোতির্যচ্ছন্তীরুষসো বিভাতীঃ।
অজীজনন্‌ৎসূর্যং যজ্ঞমগ্নিমপাচীনং তমো অগাদজুষ্টম্ ॥ ৩॥
অচেতি দিবো দুহিতা মঘোনী বিশ্বে পশ্যন্ত্যুষসং বিভাতীম্।
আস্থাদ্রথং স্বধয়া যুজ্যমানমা যমশ্বাসঃ সুযুজো বহন্তি ॥ ৪॥
প্রতি ত্বাদ্য সুমনসো বুধন্তাস্মাকাসো মঘবানো বয়ং চ।
তিল্বিলায়ধ্বমুষসো বিভাতীর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — প্রথম কেতুসকল দৃষ্ট হচ্ছে। এর ব্যঞ্জক রশ্মিসকল ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সর্বত্র আশ্রয় করছে। হে উষা দেবি! আমাদের অভিমুখে আগত, বৃহৎ জ্যোতিষ্মান্ রথের দ্বারা আমাদের জন্য রমণীয় ধন বহন করুন ॥ ১॥

অগ্নি সমিদ্ধ হয়ে সর্বত্র বর্ধিত হচ্ছেন; মেধাবিগণ স্তুতির দ্বারা উষাকে স্তব ক'রে বৃদ্ধ হচ্ছেন। উষাদেবীও জ্যোতির দ্বারা সমস্ত অন্ধকার ও দুরিত বাধা দান পূর্বক গমন করছেন ॥ ২॥

এই সেই সকল প্রভাতকারিণী জ্যোতিপ্রদায়িনী উষা পূর্বদিকে দৃষ্ট হচ্ছেন। তাঁরা সূর্য, অগ্নি ও যজ্ঞকে প্রাদুর্ভূত করলেন, তাতে নীচগামী অপ্রিয় তমঃ অপগত হলেন ॥৩॥

দ্যুলোকের দুহিতা ধনবতী উষা জাত হয়েছেন, সকলে প্রভাতকারিণী উষাকে দর্শন করছে। তিনি অন্নযুক্ত রথে আরোহণ করেছেন, সুযুক্ত অশ্ব এই রথ বহন করছে ॥ ৪॥

হে উষা! আমরা ও আমাদের সুমনা ও ধনবান্ লোকসকল অদ্য আপনাকে প্রতিবোধিত করছি। হে উষাগণ! আপনারা প্রভাতকারিণী হয়ে জগৎকে স্নিগ্ধ করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৯ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ব্যুষা আবঃ পথ্যা জনানাং পঞ্চ ক্ষিতীর্মানুষীর্বোধয়ন্তী।
সুসংদৃগ্‌ভিরুক্ষভির্ভানুমশ্রেদ্বি সূর্যো রোদসী চক্ষসাবঃ ॥ ১॥
ব্যঞ্জতে দিবো অন্তেষ্বক্তূন্বিশো ন যুক্তা উষসো যতন্তে।
সং তে গাবস্তম আ বর্তয়ন্তি জ্যোতির্যচ্ছন্তি সবিতেব বাহূ ॥ ২॥
অভূদুষা ইন্দ্রতমা মঘোন্যজীজনৎ সুবিতায় শ্রবাংসি।
বি দিবো দেবী দুহিতা দধাত্যঙ্গিরস্তমা সুকৃতে বসূনি ॥ ৩॥
তাবদুষো রাধো অস্মভ্যং রাস্ব যাবৎস্তোতৃভ্যো অরদো গৃণানা।
যাং ত্বা জজ্ঞুর্বৃষভস্যা রবেণ বি দৃড়্হস্য দুরো অদ্রেরৌর্ণোঃ ॥ ৪॥
দেবংদেবং রাধসে চোদয়ন্ত্যস্মদ্র্যক্‌সূনৃতা ঈরয়ন্তী।
ব্যুচ্ছন্তী নঃ সনয়ে ধিয়ো ধা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — মানবগণের হিতকারিণী উষা তমো নাশ করছেন, পঞ্চশ্রেণী মানবকে প্রবোধিত করছেন, উত্তম তেজবিশিষ্ট কিরণসমূহের দ্বারা সূর্যকে আশ্রয় করছেন, সূর্যও তেজের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে আবৃত করছেন ॥ ১ ॥

উষাগণ অন্তরীক্ষের প্রান্তে তেজসকলকে ব্যক্ত করছেন, পরস্পর মিলিত প্রজাগণের মতো চেষ্টা করছেন। আপনার রশ্মিসকল অন্ধকার নাশ করছে, সূর্য বাহুদ্বয়ের মতো জ্যোতি প্রদান করছেন ॥ ২ ॥

সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরী, ধনবতী উষা প্রাদুর্ভূত হলেন; কল্যাণের জন্য অন্ন উৎপাদন করেছেন। স্বর্গের দুহিতা, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অঙ্গিরা, উষাদেবী সুকর্মকারীর জন্য ধন ধারণ করেন ॥ ৩ ॥

হে উষা। পূর্বের স্তোতাগণকে যত ধন প্রদান করেছেন, আমাদের তত ধন প্রদান করুন। বৃষভের মতো রবের দ্বারা আপনাকে প্রাণীগণ জাত হয়। দৃঢ় অদ্রির দ্বার আপনি বিবৃত করেছিলেন ॥ ৪ ॥

আপনি সকল স্তোতাকে ধনের জন্য প্রেরণ পূর্বক এবং আমাদের অভিমুখে সুনৃত বাক্য প্রেরণ পূর্বক তমোবিনাশিনী হয়ে আমাদের দানের জন্য বুদ্ধি স্থির করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — ৩ ঋকে মূলে "অঙ্গিরস্তমা" আছে। সায়ণাচার্য গমনশীল অর্থ করেছেন এবং পক্ষান্তরে এর অর্থ করেছেন যে, অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন ভরদ্বাজগণের সাথে উষার উৎপত্তি হওয়ায় উষার নাম অঙ্গিরস্তমা হয়েছে।—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮০ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রতি স্তোমেভিরুষসং বসিষ্ঠা গীর্ভির্বিপ্রাসঃ প্রথমা অবুধ্রন্।
বিবর্তয়ন্তীং রজসী সমন্তে আবিষ্কৃণ্বতীং ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১॥
এষা স্যা নব্যমায়ুর্দধানা গূঢ়ী তমো জ্যোতিষোষা অবোধি।
অগ্র এতি যুবতিরহ্রয়াণা প্রাচিকিতৎসূর্যং যজ্ঞমগ্নিম্ ॥ ২॥
অশ্বাবতীর্গোমতীর্ন উষাসো বীরবতীঃ সদমুচ্ছন্তু ভদ্রাঃ।
ঘৃতং দুহানা বিশ্বতঃ প্রপীতা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — বিপ্র বসিষ্ঠগণ, সকলের প্রথমে স্তোম ও স্তবের দ্বারা উষাদেবীকে প্রবুদ্ধ করেছেন। উষা সমান প্রান্তবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে ব্যবর্তিত করেন এবং সমস্ত ভূতজাতকে প্রকাশিত করেন ॥ ১ ॥
এই সেই উষা, যিনি নবযৌবন ধারণ ক'রে এবং জ্যোতির দ্বারা গূঢ় তমঃ বিনাশ ক'রে জাগরিত হন। লজ্জাহীনা যুবতীর মতো ইনি সূর্যের সম্মুখে আগমন করেন এবং সূর্য, যজ্ঞ ও অগ্নিকে জ্ঞাপিত করেন ॥ ২ ॥
বহু অশ্ব ও বহু গোবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য উষাসকল সর্বদা তমঃ নিবারণ করুন। তাঁরা জল দোহন করেন এবং সর্বত্র প্রবৃদ্ধ হন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৩ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮১ সূক্ত —

[দেবতা : উষা। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : বৃহতী, সতোবৃহতী]

প্রত্যু অদর্শ্যায়ত্যুচ্ছন্তী দুহিতা দিবঃ।
অপো মহী বৃণুতে চক্ষুসা তমো জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী ॥ ১॥
উদুস্রিয়াঃ সৃজতে সূর্যঃ সচা উদ্যন্নক্ষত্রমর্চিবৎ।
তবেদুষো ব্যুষি সূর্যস্য চ সং ভক্তেন গমেমহি ॥ ২॥
প্রতি ত্বা দুহিতর্দিব উষো জীরা অভুৎস্মহি।
যা বহসি পুরু স্পার্হং বনম্বতি রত্নং ন দাশুষে ময়ঃ ॥ ৩॥

উচ্ছন্তী যা কৃণোষি মংহনা মহি প্রখ্যৈ দেবি স্বর্দৃশে।
তস্যাস্তে রত্নভাজ ঈমহে বয়ং মাতুর্ন সূনবঃ ॥ ৪॥
তচ্চিত্রং রাধ আ ভরোষো যদ্দীর্ঘশ্রুত্তমম্।
যত্তে দিবো দুহিতর্মর্তভোজনং তদ্রাস্ব ভুনজামহৈ ॥ ৫॥
শ্রবঃ সূরিভ্যো অমৃতং বসুত্বনং বাজাঁ অস্মভ্যং গোমতঃ।
চোদয়িত্রী মঘোনঃ সূনৃতাবত্যুষা উচ্ছদপ স্রিধঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — তমোনিবারিণী, দ্যুলোকদুহিতা উষা আগমন করছেন, দৃষ্ট হলো। তিনি দর্শনের জন্য মহৎতমঃ অপাবৃত করছেন, মানুষের নেত্রী হয়ে জ্যোতিঃ বিকাশ করছেন ॥১॥

সূর্য রশ্মিসমূহকে যুগপৎ উৎগত করছেন, প্রাদুর্ভূত হয়ে নক্ষত্রকে দীপ্তিযুক্ত করছেন। হে উষা! আপনার ও সূর্যের প্রকাশ হ'লে আমরা যেন অন্নের সাথে মিলিত হই ॥২॥

হে দ্যুলোকদুহিতা উষা! আমরা ক্ষিপ্রকারী হয়ে আপনাদের প্রতিবুদ্ধ করবো। হে ধনবতি! আপনি স্পৃহণীয় বহুধন বহন করুন, যজমানের জন্য রত্ন ও সুখ বহন করুন ॥৩॥

হে মহতী দেবি! আপনি তমোনিবারিণী ও মহিমাযুক্তা। আপনি প্রবোধনের জন্য ও দর্শনের জন্য সমস্ত জগৎকে প্রেরণ করুন। আপনি রত্নভাক্, আপনার নিকট যাচ্ঞা ক'রি। পুত্রগণ যেমন মাতার প্রিয় হয়, সেইরকম আমরা আপনার হবো ॥৪॥

হে উষা! যে ধন অতি দূরবর্তী স্থানে প্রসিদ্ধ, আপনি সেই বিচিত্র ধন আহরণ করুন। হে দ্যুলোকদুহিতা! আপনার যে মানবগণের ভোগযোগ্য অন্ন আছে, তা প্রদান করুন, আমরাও ভোগ করবো ॥৫॥

হে উষা! স্তোতাগণকে মরণরহিত, বাসপ্রদ, প্রসিদ্ধ যশ প্রদান করুন, আমাদের বহু গোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান করুন। যজমানের প্রেরয়িত্রী সুনৃত বাক্যবিশিষ্টা উষা শত্রুবর্গকে দূরীকৃত করুন ॥৬॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ। যেমন, স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তের প্রথম দু'টি ঋকে তাঁর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লক্ষণীয়। যথা,—১ ঋক্—"জ্ঞানবৃত্তি আমার অজ্ঞানতা দূর ক'রে অজ্ঞান আমার প্রতি আগমন করুন, অর্থাৎ আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হোন; সেই জ্ঞানবৃত্তি জ্যোতিঃ দান ক'রে অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন, সেই মোক্ষপথপ্রদর্শয়িত্রী (উষা) আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,— সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই অজ্ঞানতা তমঃ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। মানুষ ও অন্য সৃষ্ট পদার্থে সবচেয়ে বড় পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে—এই জ্ঞান নিয়ে। মানুষ দেবত্বের—অমৃতের অধিকারী। ভগবানের কৃপায় মানুষ জ্ঞানের সাহায্যে সেই অমৃত লাভ করে। তাই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন এই আমি, আত্ম জ্ঞানবলে মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষী হয়েছি। সেই ভগবান্ আমার মধ্যে বিরাজিত অথচ সুপ্ত চৈতন্য-সত্ত্বাকে জাগ্রত করুন। তারই ফলে আমি পরাজ্ঞান লাভ ক'রে মোক্ষলাভের অধিকার অর্জন করবো॥ ২ ঋক্—"জ্ঞানদেব (জ্ঞানকিরণের সাথে) সাধকদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হন এবং প্রাদুর্ভূত হয়ে সাধকদের জ্ঞানযুক্ত করেন। জ্ঞানোন্মেষিকে হে দেবি (উষা)। আপনার এবং জ্ঞানদেবতার (সূর্যের) প্রকাশ হ'লে আমরা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই।" (ভাব এই যে,—ভক্তিসমন্বিত জ্ঞানের আলোক আমাদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হোক)। [জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের কৃপাতেই মানুষ তাঁর সেই অমৃতভাণ্ডারের সন্ধান প্রাপ্ত হয়। তারা সেই অমৃতপানে নিজেদের ধন্য করে। ভক্তির

সাথে, হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনার সাথে, তাঁর সেই জ্ঞানামৃত হৃদয়ে ধারণ করতে হয়।...যাতে আমাদের হৃদয়ে ভক্তিযুক্ত জ্ঞান চিরস্থায়ী হয়, মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৮২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : জগতী]

ইন্দ্রাবরুণা যুবমধ্বরায় নো বিশে জনায় মহি শর্ম যচ্ছতম্।
দীর্ঘপ্রযজ্যুমতি যো বনুষ্যতি বয়ং জয়েম পৃতনাসু দূঢ্যঃ॥ ১॥
সম্রালন্যঃ স্বরালন্য উচ্যতে বাং মহান্তাবিন্দ্রাবরুণা মহাবসূ।
বিশ্বে দেবাসঃ পরমে ব্যোমনি সং বামোজো বৃষণা সং বলং দধুঃ॥ ২॥
অম্বপাং খান্যতৃন্তমোজসা সূর্যমৈরয়তং দিবি প্রভুম্।
ইন্দ্রাবরুণা মদে অস্য মায়িনোঽপিন্বতমপিতঃ পিন্বতং ধিয়ঃ॥ ৩॥
যুবামিদ্যুৎসু পৃতনাসু বহ্নয়ো যুবাং ক্ষেমস্য প্রসবে মিতজ্ঞবঃ।
ঈশানা বস্ব উভয়স্য কারব ইন্দ্রাবরুণা সুহবা হবামহে॥ ৪॥
ইন্দ্রাবরুণা যদিমানি চক্রথুর্বিশ্বা জাতানি ভুবনস্য মজ্মনা।
ক্ষেমেণ মিত্রো বরুণং দুবস্যতি মরুদ্ভিরুগ্রঃ শুভমন্য ঈয়তে॥ ৫॥
মহে শুল্কায় বরুণস্য নু ত্বিষ ওজো মিমাতে ধ্রুবমস্য যৎস্বম্।
অজামিমন্যঃ শ্নথয়ন্তমাতিরদ্দভ্রেভিরন্যঃ প্র বৃণোতি ভূয়সঃ॥ ৬॥
ন তমংহো ন দুরিতানি মর্ত্যমিন্দ্রাবরুণা ন তপঃ কুতশ্চন।
যস্য দেবা গচ্ছথো বীথো অধ্বরং ন তং মর্তস্য নশতে পরিহ্বৃতিঃ॥ ৭॥
অর্বাঙ্নরা দৈব্যেনাবসা গতং শৃণুতং হবং যদি মে জুজোষথঃ।
যুবোর্হি সখ্যমুত বা যদাপ্যং মার্ডীকমিন্দ্রাবরুণা নি যচ্ছতম্॥ ৮॥
অস্মাকমিন্দ্রাবরুণা ভরেভরে পুরোযোধা ভবতং কৃষ্ট্যোজসা।
যদ্বাং হবন্ত উভয়ে অধ স্পৃধি নরস্তোকস্য তনয়স্য সাতিষু॥ ৯॥
অস্মে ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দ্যুম্নং যচ্ছন্তু মহি শর্ম সপ্রথঃ।
অবধ্রং জ্যোতিরদিতের্ঋতাবৃধো দেবস্য শ্লোকং সবিতুর্মনামহে॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও বরুণ। আপনারা আমাদের পরিচারকজনের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য মহাগৃহ প্রদান করুন। যে শত্রু দীর্ঘকাল যজ্ঞকারী ব্যক্তিকে হিংসা করে, আমরা যুদ্ধে দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট সেই শত্রুকে জয় করবো॥১॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ। আপনারা মহান্ ও মহাধনবিশিষ্ট। আপনাদের একজন সম্রাট্ আর একজন

স্বরাট্। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! উৎকৃষ্ট আকাশে বিশ্বদেবগণ আপনাদের তেজ প্রদান করেছিলেন এবং বলও প্রদান করেছিলেন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! আপনারা বলের দ্বারা জলের দ্বার অপাবৃত করেছিলেন, প্রভু সূর্যকে আকাশে গমন করিয়েছিলেন। এই প্রজ্ঞাকর সোমপানে আনন্দ হ'লে, আপনারা জলরহিত নদী পূর্ণ করুন এবং কর্ম সকলকেও পূর্ণ করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ। স্তোত্রধারী ব্যক্তিগণ যুদ্ধে শত্রুসেনার মধ্যে রক্ষার জন্য এবং সঙ্কুচিত জানু লোকে মঙ্গল উৎপাদনের জন্য আপনাদেরই আহ্বান করে। আপনারা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর এবং সুখে আহ্বানযোগ্য। আমরা স্তোতা, আপনাদের আহ্বান ক'রি ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! আপনারা ভুবনে সমস্ত প্রাণীকে আপনার বলে নির্মাণ করেছেন; আপনাদের মধ্যে একজনকে মিত্র মঙ্গলের জন্য পরিচর্যা করেন, অপর ব্যক্তি মরুৎগণের সাথে উগ্র হয়ে অলঙ্কার প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

মহৎ ধনলাভের জন্য বরুণ ও ইন্দ্রের প্রীতির জন্য অচিরে বল উৎপন্ন হয়। এঁদের এই বল নিত্য এবং সর্বাস্পদীভূত। একজন অবন্ধু হিংসাকারীকে অভিঘাত করেন অন্য অস্ত্রের দ্বারা বহুতর শত্রুকে বাধিত করেন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়। আপনারা যাঁর যজ্ঞে গমন করেন, যাঁকে কামনা করেন, বাধা সেই মানুষের নিকট গমন করতে পারে না, পাপ গমন করতে পারে না, দুরিত গমন করতে পারে না, সন্তাপও সেই মানুষের নিকট কোন কারণে গমন করতে পারে না ॥ ৭ ॥

হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ। যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তবে দৈবরক্ষার সাথে আমার সম্মুখে আগমন করুন। আপনাদের সখিত্ব এবং আপনাদের বন্ধুতা সুখের সাধক; আমাদের তা প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

হে শত্রুকর্ষক তেজবিশিষ্ট ইন্দ্র ও বরুণ। যুদ্ধে আমাদের অগ্রগামী যোদ্ধা হোন, আপনাদের উভয় প্রকার নেতাই যুদ্ধে এবং পুত্র পৌত্র লাভের নিমিত্ত আহ্বান করে ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আমাদের দ্যোতমান ধন এবং মহান্ বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন। যজ্ঞবর্ধিকা অদিতির তেজ আমাদের অহিংসক হোক। আমরা সবিতা দেবতার স্তোত্র করবো ॥ ১০ ॥

টীকা — এই সূক্তের প্রথমেই যে 'শত্রুর' কথা বলা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে অনার্য বর্বরদের লক্ষ্য করা হয়েছে।—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ৮৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : জগতী]

যুবাং নরা পশ্যমানাস আপ্যং প্রাচা গব্যন্তঃ পৃথুপর্শবো যযুঃ।
দাসা চ বৃত্রা হতমার্যাণি চ সুদাসমিন্দ্রাবরুণাবসাবতম্ ॥ ১ ॥

যত্রা নরঃ সময়ন্তে কৃতধ্বজো যস্মিন্নাজা ভবতি কিঞ্চন প্রিয়ম্।
যত্রা ভয়ন্তে ভুবনা স্বর্দৃশস্তত্রা ইন্দ্রাবরুণাধি বোচতম্ ॥ ২॥
সং ভূম্যা অন্তা ধ্বসিরা অদৃক্ষতেন্দ্রাবরুণা দিবি ঘোষ আরুহৎ।
অস্থুর্জনানামুপ মামরাতয়োঽর্বাগবসা হবনশ্রুতা গতম্ ॥ ৩॥
ইন্দ্রাবরুণা বধনাভিরপ্রতি ভেদং বন্বন্তা প্র সুদাসমাবতম্।
ব্রহ্মাণ্যেষাং শৃণুতং হবীমনি সত্যা তৃৎসূনামভবৎপুরোহিতিঃ ॥ ৪॥
ইন্দ্রাবরুণাবভ্যা তপন্তি মাঘান্যর্যো বনুষামরাতয়ঃ।
যুবং হি বস্ব উভয়স্য রাজথোঽধ স্মা নোঽবতং পার্যে দিবি ॥ ৫॥
যুবাং হি বস্ব উভয়াস আজিম্বিন্দ্রং চ বস্বো বরুণং চ সাতয়ে।
যত্র রাজভির্দশভির্নিবাধিতং প্র সুদাসমাবতং তৃৎসুভিঃ সহ ॥ ৬॥
দশ রাজানঃ সমিতা অযজ্যবঃ সুদাসমিন্দ্রাবরুণা ন যুযুধুঃ।
সত্যা নৃণামদ্মসদামুপস্তুতির্দেবা এষামভবন্দেবহূতিষু ॥ ৭॥
দাশরাজ্ঞে পরিযত্তায় বিশ্বতঃ সুদাস ইন্দ্রাবরুণাবশিক্ষতম্।
শ্বিত্যঞ্চো যত্র নমসা কপর্দিনো ধিয়া ধীবন্তো অসপন্ত তৃৎসবঃ ॥ ৮॥
বৃত্রাণ্যন্যঃ সমিথেষু জিঘ্নতে ব্রতান্যন্যো অভি রক্ষতে সদা।
হবামহে বাং বৃষণা সুবৃক্তিভিরস্মে ইন্দ্রাবরুণা শর্ম যচ্ছতম্ ॥ ৯॥
অস্মে ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দ্যুম্নং যচ্ছন্তু মহি শর্ম সপ্রথঃ।
অবধ্রং জ্যোতিরদিতের্ঋতাবৃধো দেবস্য শ্লোকং সবিতুর্মনামহে ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ। আপনাদের বন্ধুত্ব কামনা ক'রে গো লাভের ইচ্ছায় বিশাল পরশুবিশিষ্ট যোদ্ধাগণ পূর্বদিকে আগমন করেছিল। উভয় দাস বৃত্র ও আর্য শত্রুগণকে বধ করুন; আপনারা সুদাস রাজার উদ্দেশে রক্ষার সাথে আগমন করুন ॥ ১ ॥

যেস্থানে মানুষেরা ধ্বজা উত্তোলন পূর্বক মিলিত হয়, যে যুদ্ধে কিছুই অনুকূল হয় না, যাতে দূতগণ স্বর্গ দর্শন করে ও ভীত হয়, সেই সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ। আমাদের পক্ষ হয়ে কথা বলুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ। ভূমির অন্তসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত ব'লে দৃষ্ট হচ্ছে, কোলাহল দ্যুলোকে আরোহণ করছে। সৈন্যের শত্রুসকল আমার নিকট উপস্থিত হয়েছে। হে শ্রবণকারী ইন্দ্র ও বরুণ। রক্ষার সাথে আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ। আয়ুধের দ্বারা অপ্রাপ্ত ভেদকে হিংসাপূর্বক আপনারা সুদাসকে রক্ষা করেছেন, তৃৎসুগণের স্তোত্র শ্রবণ করেছেন, যুদ্ধকালে তৃৎসুগণের পৌরোহিত্য সফল হয়েছিল ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ। শত্রুর আয়ুধসকল আমাকে চারিদিক হ'তে বাধা দিচ্ছে, হিংসকদের মধ্যে শত্রুগণ বাধা প্রদান করছে। আপনারা উভয় রকম ধনের ঈশ্বর; অতএব যুদ্ধের দিনে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

যুদ্ধকালে উভয় রকম লোকেই ইন্দ্র ও বরুণকে ধনলাভের জন্য আহ্বান করে। এই যুদ্ধে দশজন

রাজা কর্তৃক হিংসিত সুদাসকে তৃৎসুগণের সাথে আপনারা রক্ষা করেছিলেন ॥৬॥
রাজা কর্তৃক হিংসিত সুদাসকে তৃৎসুগণের সাথে আপনারা রক্ষা করেছিলেন ॥৬॥ রাজাকে প্রহার করতে শক্ত

হে ইন্দ্র ও বরুণ! দশজন যজ্ঞরহিত রাজা মিলিত হয়েও সুদাস রাজাকে প্রহার করতে শক্ত হলো না। হব্যযুক্ত যজ্ঞে নেতাগণের স্তোত্র সফল হয়েছিল। এদের যজ্ঞে সকল দেবগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন ॥৭॥

যে স্থানে নির্মলগামী জটাবিশিষ্ট কর্মযুক্ত তৃৎসুবৃন্দ অন্ন এবং স্তুতির সাথে পরিচর্যা করে, সেই দেশে দশজন রাজা কর্তৃক চারিদিকে পরিবেষ্টিত সুদাসকে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! আপনারা বল প্রদান করেছিলেন ॥৮॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! আপনাদের একজন যুদ্ধে বৃত্রকে হনন করেন, অপর একজন ব্রত রক্ষা করেন। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! আপনাদের সুপ্রবৃত্ত স্তুতির দ্বারা আহ্বান করছি। আপনারা আমাদের সুখ প্রদান করুন ॥৯॥

ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আমাদের দ্যোতমান ধন এবং মহান্ বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন। যজ্ঞবর্ধিকা অদিতির তেজ আমাদের অহিংসক হোক। আমরা সবিতা দেবতার স্তোত্র করবো ॥১০॥

টীকা — ১ ঋকের বক্তব্য সুদাস রাজার আর্য ও অনার্য সকল প্রকার শত্রু ধ্বংস ক'রে, তাঁকে রক্ষা করুন। ২, ৩ ও ৫ ঋকে যুদ্ধের বর্ণনা দেখা যায়॥ ৭ ঋকের 'দশজন যজ্ঞরহিত রাজা' প্রসঙ্গে এই মণ্ডলের ১৮ সূক্তের টীকা দ্রষ্টব্য ॥—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ৮৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ বাং রাজানাবধ্বরে ববৃত্যাং হব্যেভিরিন্দ্রাবরুণা নমোভিঃ।
প্র বাং ঘৃতাচী বাহ্বোর্দধানা পরি ত্মনা বিষুরূপা জিগাতি ॥ ১॥
যুবো রাষ্ট্রং বৃহদিম্বতি দ্যৌর্যৌ সেতৃভিররজ্জুভিঃ সিনীথঃ।
পরি নো হেলো বরুণস্য বৃজ্যা উরুং ন ইন্দ্রঃ কৃণবদু লোকম্ ॥ ২॥
কৃতং নো যজ্ঞং বিদথেষু চারুং কৃতং ব্রহ্মাণি সূরিষু প্রশস্তা।
উপো রয়ির্দেবজুতো ন এতু প্র ণঃ স্পার্হাভিরূতিভিস্তিরেতম্ ॥ ৩॥
অস্মে ইন্দ্রাবরুণা বিশ্ববারং রয়িং ধত্তং বসুমন্তং পুরুক্ষুম্।
প্র য আদিত্যো অনৃতা মিনাত্যমিতা শূরো দয়তে বসূনি ॥ ৪॥
ইয়মিন্দ্রং বরুণমষ্ট মে গীঃ প্রাবত্তোকে তনয়ে তূতুজানা।
সুরত্নাসো দেববীতিং গমেম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে রাজা ইন্দ্র ও বরুণ! এই যজ্ঞে আপনাদের হব্য ও স্তোত্রের দ্বারা আবর্তিত করছি। বাহুদ্বয়ে ধৃত নানারূপবিশিষ্ট জুহু স্বয়ং আপনাদের অভিগমন করছে ॥১॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! আপনাদের স্বর্গরূপ বৃহৎ রাষ্ট্র বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা সকলকে প্রীত করে। আপনারা রজ্জুরহিত বাধাপ্রদ উপায়ে পাপকারীকে বন্ধন করেন। বরুণের ক্রোধ আমাদের পরিত্রাণ ক'রে গমন করুক, ইন্দ্রও স্থানকে বিস্তীর্ণ করুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের গৃহের যজ্ঞকে মনোহর করুন, স্তোতৃগণের স্তোত্রকে উৎকৃষ্ট করুন। দেবগণের প্রেরিত ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। স্পৃহণীয় রক্ষার দ্বারা তাঁরা আমাদের বর্ধিত করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের সকলের বরণীয় নিবাস স্থানযুক্ত, বহু অন্নবিশিষ্ট ধন প্রদান করুন। যে আদিত্য অনৃত বিনাশ করেন, সেই শূর অপরিমিত ধন করুন ॥ ৪ ॥

আমার এই স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুত্র ও পৌত্র বিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক। সুন্দর রত্নবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞ প্রাপ্ত হবো। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

পুনীষে বামরক্ষসং মনীষাং সোমমিন্দ্রায় বরুণায় জুহ্বৎ।
ঘৃতপ্রতীকামুষসং ন দেবীং তা নো যামন্নুরুষ্যতামভীকে ॥ ১ ॥
স্পর্ধন্তে বা উ দেবহূয়ে অত্র যেষু ধ্বজেষু দিদ্যবঃ পতন্তি।
যুবং তাঁ ইন্দ্রাবরুণাবমিত্রান্ হতং পরাচঃ শর্বা বিষূচঃ ॥ ২ ॥
আপশ্চিদ্ধি স্বযশসঃ সদঃসু দেবীরিন্দ্রং বরুণং দেবতা ধুঃ।
কৃষ্টীরন্যো ধারয়তি প্রবিক্তা বৃত্রাণ্যন্যো অপ্রতীনি হন্তি ॥ ৩ ॥
স সুক্রতুর্ঋতচিদস্তু হোতা য আদিত্য শবসা বাং নমস্বান্।
আববর্তদবসে বাং হবিষ্মানসদিৎস সুবিতায় প্রযস্বান্ ॥ ৪ ॥
ইয়মিন্দ্রং বরুণমষ্ট মে গীঃ প্রাবত্তোকে তনয়ে তূতুজানা।
সুরত্নাসো দেববীতিং গমেম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও বরুণ। আপনাদের জন্য অগ্নিতে সোম ক্ষেপপূর্বক দীপ্তিমতী উষার মতো দীপ্তাবয়বা রাক্ষসরহিতা স্তুতিকে শোধন করছি। তাঁরা উপস্থিত যুদ্ধে যাত্রাকালে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

পরস্পর স্পর্ধাবিশিষ্ট সংগ্রামে আমরা শত্রুদের স্পর্ধা করছি। যে যুদ্ধে ধ্বজার আয়ুধসকল পতিত হয়, সেই সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ। আপনারা হিংসক আয়ুধের দ্বারা পরাঙ্মুখ ও বিবিধ

গতিবিশিষ্ট শত্রুগণকে বিনাশ করুন ॥ ২ ॥

সোমসকল আয়ত্ত, যশোবিশিষ্ট ও দ্যুতিমান্ হয়ে সদনে ইন্দ্র ও বরুণ এই উভয় দেবতাকে ধারণ করেন। এঁদের একজন প্রজাবর্গকে পৃথক্ পৃথক্ ক'রে ধারণ করেন, অন্যজন অপ্রতিহত শত্রুগণকে বিনাশ করেন ॥ ৩ ॥

হে আদিত্যদ্বয়! আপনারা বলশালী; যে নমস্কারের দ্বারা যুক্ত হয়ে আপনাদের পরিচর্যা করে, সেই শোভনকর্মবিশিষ্ট হোতা স্বতন্ত্র হোন। যে হব্যযুক্ত ব্যক্তি আপনাদের আবর্তিত করে, সে অন্নবান্ হয়ে একান্ত প্রাপ্তব্য ফল লাভ করে ॥ ৪ ॥

আমরা এই স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুত্র ও পৌত্র বিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক। সুন্দর রত্নবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞ প্রাপ্ত হবো। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮৬ সূক্ত —

[দেবতা : বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

ধীরা ত্বস্য মহিনা জনূংষি বি যস্তস্তম্ভ রোদসী চিদুর্বী।
প্র নাকমৃষ্বং নুনুদে বৃহন্তং দ্বিতা নক্ষত্রং পপ্রথচ্চ ভূম ॥ ১ ॥
উত স্বয়া তন্বাসং বদে তৎকদা ন্বন্তর্বরুণে ভুবানি।
কিং মে হব্যমহৃণানো জুষেত কদা মৃলীকং সুমনা অভি খ্যম্ ॥ ২ ॥
পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষুপো এমি চিকিতুষো বিপৃচ্ছম্।
সমানমিন্মে কবয়শ্চিদাহুরয়ং হ তুভ্যং বরুণো হৃণীতে ॥ ৩ ॥
কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎস্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ম্।
প্র তন্মে বোচো দূলভ স্বধাবোহব ত্বানেনা নমসা তুর ইয়াম্ ॥ ৪ ॥
অব দ্রুগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নোহব যা বয়ং চকৃমা তনূভিঃ।
অব রাজন্পশুতৃপং ন তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো বসিষ্ঠম্ ॥ ৫ ॥
ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যুর্বিভীদকো অচিত্তিঃ।
অস্তি জ্যায়ান্কনীয়স উপারে স্বপ্নশ্চনেদনৃতস্য প্রযোতা ॥ ৬ ॥
অরং দাসো ন মীঢ়ুষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণয়েঽনাগাঃ।
অচেতয়দচিতো দেবো অর্যো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি ॥ ৭ ॥
অয়ং সু তুভ্যং বরুণ স্বধাবো হৃদি স্তোম উপশ্রিতশ্চিদস্তু।
শং নঃ ক্ষেমে শমু যোগে নো অস্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — এই বরুণের জন্ম মহিমাপ্রযুক্ত স্থির হয়েছে। ইনি বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করেছেন, ইনি বৃহৎ আকাশ ও দর্শনীয় নক্ষত্রকে দ্বিধা প্রেরণ করেন। ইনি ভূমিকেও বিস্তীর্ণ করেছেন ॥ ১ ॥

আমি কি আমার শরীরের সাথে বরুণের স্তুতি করবো? কখন বরুণদেবের সন্নিকট থাকবো? বরুণ কি ক্রোধরহিত হয়ে আমার হব্যসেবা সেবন করবেন? আমি সুমনা হয়ে কখন সুখপ্রদ বরুণকে দর্শন করতে পারবো? ॥ ২ ॥

হে বরুণ! আমি দিদৃক্ষু হয়ে সেই পাপের কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আমি বিবিধ প্রশ্নের জন্য বিদ্বান্ জনের নিকট গমন করেছি। কবিরা সকলেই আমাকে একরকম বলেছেন যে "এই বরুণ তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন" ॥ ৩ ॥

হে বরুণ! আমি এমন কি করেছি যে, আপনি মিত্রভূত হোতাকে হনন করতে ইচ্ছা করেন? হে দুর্ধর্ষ তেজস্বিন্, আমাকে তা বলুন যাতে আমি ত্বরমান্ হয়ে নমস্কারের সাথে আপনার নিকট গমন করি ॥ ৪ ॥

হে বরুণ! আমাদের পিতৃক্রমাগত দ্রোহবিশ্লিষ্ট করুন। আমরা আপন শরীরের দ্বারা যা করেছি, তা-ও বিশ্লিষ্ট করুন। হে রাজা! পশুখাদক চৌরের মতো, রজ্জুবদ্ধ গোবৎসের মতো, আমাকে পাপ হ'তে বিশ্লিষ্ট করুন ॥ ৫ ॥

হে বরুণ! সেই পাপ নিজের দোষে নয়। তা ভ্রম বা সুরা বা মন্যু বা দ্যূতক্রীড়া বা অবিবেকবশতঃ ঘটেছে। কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠও বিপথে নীত করে, স্বপ্নেও পাপ উৎপন্ন হয় ॥ ৬ ॥

অভীষ্টবর্ষী, পোষক বরুণের উদ্দেশে পাপরহিত হয়ে আমি দাসের মতো পর্যাপ্তভাবে পরিচর্যা করবো। আমরা অজ্ঞান, আর্যদের আমাদের জ্ঞানদান করুন। প্রাজ্ঞতর দেব স্তোতাকে ধনের জন্য প্রেরণ করুন ॥ ৭ ॥

হে অন্নবান্ বরুণ! আপনার উদ্দেশে রচিত এই স্তোত্র আপনার হৃদয়ে সুনিহিত হোক। লাভ আমাদের মঙ্গল হোক, ক্ষেম আমাদের মঙ্গল হোক। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — বসিষ্ঠ রচিত এই সপ্তম মণ্ডলে মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে সূক্তগুলি অতিশয় পবিত্র এবং এইগুলিতে পাপের অনুশোচনা ও পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। বিশেষ ৮৬ হ'তে ৮৯ সূক্ত অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ॥—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্রগুলিও এই সূক্তসমূহে বর্তমান।

◆ ◆

— ৮৭ সূক্ত —

[দেবতা : বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

রদৎপথো বরুণঃ সূর্যায় প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়া নদীনাম্।
সর্গো ন সৃষ্টো অর্বতীর্ঋতায়ঞ্চকার মহীরবনীরহভ্যঃ ॥ ১ ॥

আত্মা তে বাতো রজ আ নবীনোৎপশুর্ন ভূর্ণির্যবসে সসবান্।
অন্তর্মহী বৃহতী রোদসীমে বিশ্বা তে ধাম বরুণ প্রিয়াণি ॥ ২॥
পরি স্পশো বরুণস্য স্মদিষ্টা উভে পশ্যন্তি রোদসী সুমেকে।
ঋতাবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেতসো য ইষয়ন্ত মন্ম ॥ ৩॥
উবাচ মে বরুণো মেধিরায় ত্রিঃ সপ্ত নামাঘ্ন্যা বিভর্তি।
বিদ্বান্‌পদস্য গুহ্যা ন বোচদ্যুগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষন্ ॥ ৪॥
তিস্রো দ্যাবো নিহিতা অন্তরস্মিন্তিস্রো ভূমীরুপরাঃ ষড়্‌বিধানাঃ।
গৃৎসো রাজা বরুণশ্চক্র এতং দিবি প্রেঙ্খং হিরণ্যয়ং শুভে কম্ ॥ ৫॥
অব সিন্ধুং বরুণো দ্যৌরিব স্থাদ্‌দ্রপ্সো ন শ্বেতো মৃগস্তুবিষ্মান্।
গম্ভীরশংসো রজসো বিমানঃ সুপারক্ষত্রঃ সতো অস্য রাজা ॥ ৬॥
যো মৃলয়াতি চক্রুষে চিদাগো বয়ং স্যাম বরুণে অনাগাঃ।
অনু ব্রতান্যদিতের্ঋধন্তো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — এই বরুণদেব সূর্যের জন্য পথ প্রদান করেছেন, নদীসকলকে অন্তরীক্ষভব জল প্রদান করেছেন। অশ্ব যেমন বড়বার প্রতি ধাবমান হয়, সেইরকম শীঘ্র গমনে ইচ্ছা ক'রে তিনি মহতী রজনীসমূহকে দিবস হ'তে পৃথক্ করেছেন ॥ ১॥

হে বরুণ! আপনার বায়ু জগতের আত্মা, সেই জলকে চারিদিকে প্রেরণ করে। ঘাস প্রদত্ত হ'লে পশু যেমন অন্নবান্ হয়, সেইরকম ভর্তা বায়ু অন্নবান্। মহতী, বৃহতী দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থলে আপনার সমস্ত স্থান লোকের প্রিয় ॥ ২॥

বরুণের চরসকলের গতি প্রশস্ত, তারা সুন্দর রূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে সন্দর্শন করে এবং কর্মবান্, যজ্ঞধীর, প্রাজ্ঞ কবিগণ যে স্তোত্র প্রেরণ করেন তাও চতুর্দিকে দর্শন করে ॥ ৩॥

আমি মেধাবী, বরুণ আমাকে বলেছেন যে, গো একুশটি নাম ধারণ করে। বিদ্বান্ মেধাবী বরুণ, উপযুক্ত অন্তেবাসীকে উপদেশ দিয়ে উৎকৃষ্ট স্থানে এই সকল কথাও বলেছেন ॥ ৪॥

এই বরুণদেবের মধ্যেই তিন রকম দ্যুলোক নিহিত আছে, তিন রকম ভূমি ছয় অবস্থায় অন্তর্ভূত আছে। স্তুতিযোগ্য রাজা বরুণ অন্তরীক্ষে হিরণ্ময় দোলার মতো সূর্যকে দীপ্তির জন্য নির্মাণ করেছেন ॥ ৫॥

সূর্যের মতো দীপ্ত বরুণ সমুদ্রকে স্থাপন করেছেন। তিনি জলবিন্দুর মতো শ্বেতবর্ণ, গৌরমৃগের মতো বলবান্, গভীর স্তোত্রবিশিষ্ট, উদকের নির্মাতা, পারক্ষম বলযুক্ত এবং সমস্ত সৎপদার্থের রাজা ॥ ৬॥

অপরাধ করলেও যে বরুণ দয়া করেন, অদীন বরুণের ব্রতসকল যথাক্রমে সমৃদ্ধ পূর্বক আমরা যেন তাঁর নিকটেই অনপরাধী হই। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭॥

টীকা — আমরা পূর্বেই বলেছি—বরুণ হ'লেন ঈশ্বরের একটি বিভূতি-বিকাশ মাত্র। এই বিভূতির দ্বারা ঈশ্বর করুণাবারি বর্ষণ করেন, অনিষ্ট দূর করেন। তিনি পরম প্রজ্ঞাযুক্ত দীপ্যমান, অভীষ্টবর্ষণশীল॥ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে এই কথা স্মরণে রাখা উচিত।—যাই হোক, এই সূক্তের ৪ ঋকের 'গো'

শব্দের অর্থ সায়ণের মতে বাক্ অথবা পৃথিবী। ৫ ঋকের 'তিন রকম দ্যুলোক' অর্থে সায়ণ বলেছেন—উত্তম, মধ্যম ও অধম। 'তিন রকম ভূমি' অর্থেও তা-ই। 'ছয় অবস্থায়' অর্থাৎ সায়ণের মতে 'বসন্ত ইত্যাদি ঋতুভেদে', 'হিরণ্ময় দোলার মতো' অর্থে সায়ণের বক্তব্য 'সূর্য কেবল দুই দিক্ স্পর্শ করে, এই জন্য সূর্য দোলার মতো'। ৭ ঋকে বলা হয়েছে 'অপরাধ করলেও যে রকম দয়া করেন'; এই সম্পর্কে মোক্ষমুলার বলেন, 'The consciousness of sin is a prominent festure in the region of the Veda; so is likewise the belief that the gods are able to take away from man the heavy burden of his sins'—ইত্যাদি ॥

◆◆

— ৮৮ সূক্ত —

[দেবতা : বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র শুন্ধ্যুবং বরুণায় প্রেষ্ঠাং মতিং বসিষ্ঠ মীড়্হুষে ভরস্ব।
য ঈমর্বাঞ্চং করতে যজত্রং সহস্রামঘং বৃষণং বৃহন্তম্ ॥ ১॥
অধা ন্বস্য সন্দৃশং জগন্বানগ্নেরনীকং বরুণস্য মংসি।
স্বর্যদশ্মন্নধিপা উ অন্ধোঽভি মা বপুর্দৃশয়ে নিনীয়াৎ ॥ ২॥
আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যম্।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেঙ্খ ঈঙ্খয়াবহৈ শুভে কম্ ॥ ৩॥
বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাবস্ততনন্যাদুষাসঃ ॥ ৪॥
ক্ব ত্যানি নৌ সখ্যা বভূবুঃ সচাবহে যদবৃকং পুরা চিৎ।
বৃহন্তং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে ॥ ৫॥
য আপির্নিত্যো বরুণ প্রিয়ঃ সন্ত্বামাগাংসি কৃণবৎসখা তে।
মা ত এনস্বন্তো যক্ষিন্ভুজেম যন্ধি ষ্মা বিপ্রঃ স্তুবতে বরূথম্ ॥ ৬॥
ধ্রুবাসু ত্বাসু ক্ষিতিষু ক্ষিয়ন্তো ব্যস্মৎপাশং বরুণো মুমোচৎ।
অবো বন্বানা অদিতেরুপস্থাদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে বসিষ্ঠ! তুমি অভীষ্টবর্ষী বরুণের উদ্দেশে স্বতঃশুদ্ধ প্রিয়তম স্তুতি করো। ইনি যজনীয়; সহস্র ধনবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ও বৃহৎ। এই দেবতাকে আমাদের অভিমুখ করো ॥ ১॥

অধুনা আমি শীঘ্র বরুণের সন্দর্শন প্রাপ্ত হয়ে অগ্নির জ্বালাসমূহকে স্তব ক'রি। যখন বরুণ সুখকর পাষাণে অবস্থিত এই সোম অধিক পরিমাণে পান করেন, তখন দর্শনের জন্য আমাকে প্রশস্ত রূপ প্রদান করে ॥ ২॥

যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করেছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দরভাবে

প্রেরণ করেছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার জন্য নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করেছিলাম ॥৩॥

মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার পূর্বক দিনসমূহের মধ্যে সুদিনে বসিষ্ঠকে আরোহণ করিয়েছিলেন, তাকে রক্ষার দ্বারা সুকর্মা করেছিলেন ॥৪॥

হে বরুণ! আমাদের সেই সখ্য কোথায় হয়েছিল? পূর্বকালে যে হিংসারহিত সখ্য ছিল তা-ই সেবা করছি। হে অন্নবান্ বরুণ! আপনার মহান্ ভূতগণের বিচ্ছেদকারী সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহে গমন করবো ॥৫॥

হে বরুণ! যে বসিষ্ঠ নিত্যবন্ধু, যে পূর্বে প্রিয় হয়ে আপনার প্রতি অপরাধ করেছিল, সে আপনার সখা হোক। হে যজনীয় বরুণ! আমরা আপনার আত্মীয়, আমরা পাপযুক্ত হয়ে যেন ভোগ না ক'রি। আপনি মেধাবী, আপনি স্তুতিকারীকে বরণীয় গৃহ প্রদান করুন ॥৬॥

এইসকল নিত্য ভূমিতে বাস পূর্বক আমরা আপনার স্তব ক'রি। বরুণ আমাদের বন্ধন বিমুক্ত করুন, আমরা যেন অখণ্ডনীয় পৃথিবীর সমীপস্থান হ'তে বরুণের রক্ষা ভোগ করতে পারি ॥৭॥

টীকা — ৩ ঋকে মূলে 'সমুদ্রং' আছে, সেই জন্য 'সমুদ্রের মধ্যে' বলা হয়েছে। ৫ ঋকে বরুণের সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহ কি? স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মনে করেন 'স্বর্গ'॥—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮৯ সূক্ত —

[দেবতা : বরুণ। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : গায়ত্রী, জগতী]

মো যু বরুণ মৃন্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমম্। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ১॥
যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ২॥
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ৩॥
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ৪॥
যৎকিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্মা যুয়োপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে রাজা বরুণ। মৃন্ময় গৃহ যেন আমি প্রাপ্ত না হই। হে সুক্ষত্র! দয়া করো, দয়া করো ॥১॥

হে আয়ুধবান্ বরুণ! আমি কম্পান্বিত কলেবরে বায়ুচালিত মেঘের মতো গমন করছি। হে সুক্ষত্র! দয়া করো, দয়া করো ॥২॥

হে ধনবান্ নির্মল বরুণ! অশক্তিপ্রযুক্ত কর্মের প্রাতিকূল্য প্রাপ্ত হয়েছিল। হে সুক্ষত্র! দয়া করো, দয়া করো ॥৩॥

জলের মধ্যে বাস করলেও স্তোতাকে তৃষ্ণা প্রাপ্ত হয়েছিল। হে সুক্ষত্র! দয়া করো, দয়া

করো ॥ ৪ ॥

হে বরুণ! আমরা মানুষ, দেববৃন্দের সম্বন্ধে আমরা যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ করেছি, অজ্ঞানবশতঃ আপনার যে কর্মে অনবধানতা করেছি, সেই সকল পাপ প্রযুক্ত আমাদের হিংসা করবেন না ॥ ৫ ॥

টীকা — 'সুক্ষত্র' সম্পর্কে বক্তব্য—ক্ষত্র অর্থ বল, সুদক্ষ অর্থে অতিশয় বলবান্। ক্ষত্রিয় নামে একটি ভিন্ন জাতি তখনও সৃষ্টি হয়নি। বরুণদেব ক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন না। এই সূক্তের প্রথম চারিটি ঋকের শেষে 'দয়া করো, দয়া করো' এই কথাগুলি আছে। "মৃলা সুক্ষত্রমৃলয়"। "Howe mercy, Almighty, have mercy"—মোক্ষমুলর ॥—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী ॥

◆ ◆

— ৯০ সূক্ত —

[দেবতা : ১-৪ বায়ু, ৫-৭ ইন্দ্র ও বায়ু। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র বীরয়া শুচয়ো দদ্রিরে বামধ্বর্যুভির্মধুমন্তঃ সুতাসঃ।
বহ বায়ো নিযুতো যাহ্যচ্ছা পিবা সুতস্যান্ধসো মদায় ॥ ১॥
ঈশানায় প্রহুতিং যস্ত আনট্ শুচিং সোমং সুচিপাস্তভ্যং বায়ো।
কৃণোষি তং মর্ত্যেষু প্রশস্তং জাতোজাতো জায়তে বাজ্যস্য ॥ ২॥
রায়ে নু যং জজ্ঞতু রোদসীমে রায়ে দেবী ধিষণা ধাতি দেবম্।
অধ বায়ুং নিযুতঃ সশ্চত স্বা উত শ্বেতং বসুধিতিং নিরেকে ॥ ৩॥
উচ্ছন্নুষসঃ সুদিনা অরিপ্রা উরু জ্যোতির্বিবিদুর্দীধ্যানাঃ।
গব্যং চিদূর্বমুশিজো বি ব্রব্রুস্তেষামনু প্রদিবঃ সস্রুরাপঃ ॥ ৪॥
তে সত্যেন মনসা দীধ্যানাঃ স্বেন যুক্তাসঃ ক্রতুনা বহন্তি।
ইন্দ্রবায়ূ বীরবাহং রথং বামীশানয়োরভি পৃক্ষঃ সচন্তে ॥ ৫॥
ঈশানাসো যে দধতে স্বর্ণো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্হিরণ্যৈঃ।
ইন্দ্রবায়ূ সূরয়ো বিশ্বমায়ুরর্বদ্ভির্বীরৈঃ পৃতনাসু সহ্যঃ ॥ ৬॥
অর্বন্তো ন শ্রবসো ভিক্ষমাণা ইন্দ্রবায়ূ সুষ্টুতিভির্বসিষ্ঠাঃ।
বাজয়ন্তঃ স্ববসে হুবেম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে বায়ু। আপনি বীর। শুদ্ধ, মাধুর্যযুক্ত অভিযুত সোম অধ্বর্যুগণ আপনার উদ্দেশে প্রেরণ করছে। আপনি নিযুতগণকে রথে যোজিত করুন, অভিমুখে আগমন করুন, আনন্দের জন্য অভিষুত সোমরসের ভাগ গ্রহণ করুন ॥ ১ ॥

হে বায়ু! আপনিই ঈশ্বর। যে আপনার জন্য উত্তম আহুতি প্রদান করে, হে সোমপায়ী! যে আপনার জন্য শুচি সোম প্রদান করে, মানবগণের মধ্যে আপনি তাকে প্রধান করেন, সে সর্বত্র

প্রাদুর্ভূত হয়ে প্রাপ্তব্য ধন লাভ করে ॥ ২ ॥

এই দ্যাবাপৃথিবী যে বায়ুকে ধনের জন্য উৎপন্ন করেছেন, দ্যুতিমতি ধিষণা যে দেবতাকে ধারণ করেন, অধুনা নিজের নিযুতগণ সেই বায়ুকে সেবা করছে। বায়ু দারিদ্র্যে শ্বেতবর্ণ ধন প্রদান করেন ॥ ৩ ॥

পাপরহিত, উষাসকল সুদিনের হেতু হয়ে তমঃ নাশ করেছেন। দীপ্যমান হয়ে বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ লাভ করেছেন। উশিজগণ গোরূপ ধন লাভ করেছে, পুরাতন জল তাদের অনুসরণ করেছিল ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র ও বায়ু! তাঁরা যথার্থ মননীয় স্তোত্রের দ্বারা দীপ্যমান হয়ে আপন কর্মের দ্বারা বীরগণের বহনীয় রথ বহন করছেন। আপনারা ঈশান, অন্নসকল আপনাদের সেবা করছে ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র ও বায়ু! যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ আমাদের গো, অশ্ব, নিবাসপ্রদ ধন ও হিরণ্যের সাথে সুখ প্রদান করে, সেই দাতাগণ সংগ্রামে অশ্ব ও বীরগণের সাহায্যে ব্যাপ্ত আয়ু জয় করেন ॥ ৬ ॥

অশ্বের মতো হব্যবাহী, অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছু বসিষ্ঠগণ অর্থাৎ আমরা উত্তম রক্ষার জন্য উত্তম স্তুতির দ্বারা আহ্বান করছি। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৯১ সূক্ত —

[দেবতা : ১, ৩ বায়ু, ২, ৪-৭ ইন্দ্র ও বায়ু। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কুবিদঙ্গ নমসা যে বৃধাসঃ পুরা দেবা অনবদ্যাস আসন্।
তে বায়বে মনবে বাধিতায়াবাসয়ন্নুষসং সূর্যেণ ॥ ১ ॥
উশন্তা দূতা ন দভায় গোপা মাসশ্চ পাথঃ শরদশ্চ পূর্বীঃ।
ইন্দ্রবায়ূ সুষ্টুতির্বামিয়ানা মার্ডীকমীট্টে সুবিতং চ নব্যম্ ॥ ২ ॥
পীবো অন্নান্রয়িবৃধঃ সুমেধাঃ শ্বেতঃ সিষক্তি নিযুতামভিশ্রীঃ।
তে বায়বে সমনসো বি তস্থুর্বিশ্বেন্নরঃ স্বপত্যানি চক্রুঃ ॥ ৩ ॥
যাবত্তরস্তন্বো যাবদোজো যাবন্নরশ্চক্ষসা দীধ্যানাঃ।
শুচিং সোমং শুচিপা পাতমস্মে ইন্দ্রবায়ূ সদতং বর্হিরেদম্ ॥ ৪ ॥
নিযুবানা নিযুতঃ স্পার্হবীরা ইন্দ্রবায়ূ সরথং যাতমর্বাক্।
ইদং হি বাং প্রভৃতং মধ্বো অগ্রমধ প্রীণানা বি মুমুক্তমস্মে ॥ ৫ ॥
যা বাং শতং নিযুতো যাঃ সহস্রমিন্দ্রবায়ূ বিশ্ববারাঃ সচন্তে।
আভির্যাতং সুবিদত্রাভিরর্বাক্পাতং নরা প্রতিভৃতস্য মধ্বঃ ॥ ৬ ॥
অর্বন্তো ন শ্রবসো ভিক্ষমাণা ইন্দ্রবায়ূ সুষ্টুতিভির্বসিষ্ঠাঃ।
বাজয়ন্তঃ স্ববসে হুবেম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — পূর্বকালে যে প্রবৃদ্ধ স্তোতাগণ, বহুভাক্ স্তোত্রের দ্বারা অনিন্দনীয় হয়েছিলেন, তাঁরা বিপদগ্রস্ত মানবগণের উদ্ধারের জন্য বায়ুর উদ্দেশে সূর্যের সাথে উষাকে একত্র বাস করিয়েছেন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র ও বায়ু! আপনারা কাময়মান দূত ও রক্ষক। আপনারা হিংসা করবেন না; মাস এবং বহুবৎসর ব্যেপে রক্ষা করুন। সুন্দর স্তুতি আপনাদের নিকট গমন পূর্বক সুখ যাচ্ঞা করছে এবং প্রশস্য সুপ্রাপ্য ধন যাচ্ঞা করছে ॥ ২ ॥

সুমেধা এবং নিযুতগণের আশ্রয়ণীয় শ্বেতবর্ণ বায়ু প্রভৃত অন্নবিশিষ্ট এবং ধনবৃদ্ধ ব্যক্তিগণকে সেবা করেন। তারাও সমানমনস্ক হয়ে বায়ুর উদ্দেশে যজ্ঞ করবার জন্য নানা রকমে অবস্থান করেছিলেন; সেই নেতাগণ অপত্যের হেতুভূত কার্য করেছিলেন ॥ ৩ ॥

যাবৎ আপনাদের শরীরের বেগ থাকে, যাবৎ বল থাকে, যাবৎ নেতৃগণ জ্ঞানবলে দীপ্যমান থাকেন, তাবৎ হে বিশুদ্ধ সোমপায়ী ইন্দ্র ও বায়ু! আপনারা আমাদের বিশুদ্ধ সোম পান করুন; এই বর্হিতে উপবেশন করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র ও বায়ু! আপনারা স্পৃহণীয় স্তোতৃবিশিষ্ট এবং নিযুৎগণকে এক রথে সংযুক্ত করুন। আপনারা অভিমুখে আগমন করুন। এই মধুর সোমের অগ্র আপনাদের জন্য আনীত হয়েছে। অনন্তর আপনারা প্রীত হয়ে আমাদের বিমুক্ত করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র ও বায়ু! যে নিযুৎগণ শতসংখ্যক হয়ে আপনাদের সেবা করে, সকলের বরণীয় যে নিযুৎগণ সহস্রসংখ্যক হয়ে সেবা করে, সেই শোভন ধনপ্রদ নিযুৎগণের সাথে অভিমুখে আগমন করুন। হে নেতৃদ্বয়! উত্তরবেদির প্রতি নীত মধুর সোম পান করুন ॥ ৬ ॥

অশ্বের মতো হব্যবাহী অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছু বসিষ্ঠগণ উত্তম রক্ষার জন্য উত্তম স্তুতির দ্বারা আহ্বান করছে। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৯২ সূক্ত —

[দেবতা : ১, ৩-৫ বায়ু, ২ ইন্দ্র ও বায়ু। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ সহস্রং তে নিযুতো বিশ্ববার।
উপো তে অন্ধো মদ্যময়ামি যস্য দেব দধিষে পূর্বপেয়ম্ ॥ ১ ॥
প্র সোতা জীরো অধ্বরেম্বস্থাৎ সোমমিন্দ্রায় বায়বে পিবধ্যৈ।
প্র যদ্বাং মধ্বো অগ্রিয়ং ভরন্ত্যধ্বর্যবো দেবয়ন্তঃ শচীভিঃ ॥ ২ ॥
প্র যাভির্যাসি দাশ্বাংসমচ্ছা নিযুদ্ভির্বায়বিষ্টয়ে দুরোণে।
নি নো রয়িঃ সুভোজসং যুবস্ব নি বীরং গব্যমশ্ব্যং চ রাধঃ ॥ ৩ ॥

যে বায়াব ইন্দ্রমাদনাস আদেবাসো নিতোশনাসো অর্যঃ।
ঘ্নন্তো বৃত্রাণি সুরিভিঃ ষ্যাম সাসহ্বাংসো যুধা নৃভিরমিত্রান্ ॥ ৪॥
আ নো নিযুদ্ভিঃ শতিনীভিরধ্বরং সহস্রিণীভিরুপ যাহি যজ্ঞম্।
বায়ো অস্মিন্ত্সবনে মাদয়স্ব যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে শুচি সোমপাতা বায়ু! আমাদের সমীপে আগমন করুন। হে সকলের বরণীয়! আপনার নিযুৎসকল সহস্রসংখ্যাযুক্ত। হে বায়ু! আপনি যে সোমের প্রথম অধিকারী, সেই মদকর সোম পাত্রে স্থাপিত রয়েছে ॥ ১॥

ক্ষিপ্রহস্ত অভিষবকারী, ইন্দ্র ও বায়ুর জন্য যজ্ঞে সোম প্রস্থাপিত করেছেন। হে ইন্দ্র ও বায়ু! দেবাভিলাষী অধ্বর্যুগণ কর্মের দ্বারা আপনাদের জন্য এই যজ্ঞে সোমের অগ্রভাগ সম্পাদন করেছেন ॥ ২॥

হে বায়ু! গৃহস্থিত হব্যদায়ীর অভিমুখে যজ্ঞের জন্য যে নিযুৎগণের সাথে গমন করেন তাদের সাথে আগমন করুন। আমাদের সুন্দর অন্নযুক্ত ধন প্রদান করুন। বীরপুত্র, গোযুক্ত ও অশ্বযুক্ত ঐশ্বর্য প্রদান করুন ॥ ৩॥

যারা ইন্দ্রের এবং বায়ুরও তৃপ্তি উৎপাদন করে, তারা দেবযুক্ত; অতএব শত্রুগণের নিহন্তা হয়। সেই স্তোতৃগণের সাহায্যে আমরা যেন শত্রু-নিপাতে সমর্থ হই। আমাদের লোকের দ্বারা যেন যুদ্ধে অমিত্রবৃন্দকে পরাভব করতে পারি ॥ ৪॥

হে বায়ু! শতসংখ্যাবিশিষ্ট ও সহস্র সংখ্যাবিশিষ্ট নিযুৎগণের সাথে আমাদের হিংসারহিত যজ্ঞের সমীপে আগমন করুন; এই যজ্ঞে প্রমত্ত হোন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৯৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

শুচিং নু স্তোমং নবজাতমদ্যেন্দ্রাগ্নী বৃত্রহণা জুষেথাম্।
উভা হি বাং সুহবা জোহবীমি তা বাজং সদ্য উশতে ধেষ্ঠা ॥ ১॥
তা সানসী শবসানা হি ভূতং সাকংবৃধা শবসা শুশুবাংস্যা।
ক্ষয়ন্তৌ রায়ো যবসস্য ভূরেঃ পৃঙ্ক্তং বাজস্য স্থবিরস্য ঘৃষ্বেঃ ॥ ২॥
উপো হ যদ্বিদথং বাজিনো গুর্ধীভির্বিপ্রাঃ প্রমতিমিচ্ছমানাঃ।
অর্বন্তো ন কাষ্ঠাং নক্ষমাণা ইন্দ্রাগ্নী জোহুবতো নরস্তে ॥ ৩॥

গীর্ভির্বিপ্রঃ প্রমতিমিচ্ছমান ঈট্টে রয়িং যশসং পূর্বভাজম্।
ইন্দ্রাগ্নী বৃত্রহনা সুবজ্রা প্র নো নব্যোভিস্তিরতং দেষ্ণৈঃ ॥ ৪ ॥
সং যন্মহী মিথতী স্পর্ধমানে তনূরুচা শূরসাতা যতৈতে ।
অদেবয়ুং বিদথে দেবয়ুভিঃ সত্রা হতং সোমসুতা জনেন ॥ ৫ ॥
ইমামু ষু সোমসুতিমুপ ন এন্দ্রাগ্নী সৌমনসায় যাতম্।
নূ চিদ্ধি পরিমম্নাথে অস্মানা বাং শশ্বদ্ভির্ববৃতীয় বাজৈঃ ॥ ৬ ॥
সো অগ্ন এনা নমসা সমিদ্ধোঽচ্ছা মিত্রং বরুণমিন্দ্রং বোচেঃ।
যৎসীমাগশ্চকৃমা তৎসু মৃল তদর্যমাদিতিঃ শিশ্রথন্তু ॥ ৭ ॥
এতা অগ্ন আশুষাণাস ইষ্টীর্যুবোঃ সচাভ্যশ্যাম বাজান্।
মেন্দ্রো নো বিষ্ণুর্মরুতঃ পরি খ্যন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে বৃত্রহা ইন্দ্র ও অগ্নি। আপনারা শুভ্র নবজাত স্তোম অন্ন সেবা করুন; আপনারা সুখে আহ্বানযোগ্য; আপনাদের দু'জনকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করছি। যজমান কামনা করছেন, তাঁকে সদ্য অন্ন প্রদান করুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা সংভজনীয়, আপনারা বলের মতো আচরণ করুন। আপনারা যুগপৎ প্রবৃদ্ধ, বলের দ্বারা বর্ধমান, বহুল ধন ও অন্নের ঈশ্বর, আপনারা স্থূল ও শত্রুবিনাশক অন্ন যোজনা করুন ॥ ২ ॥

হবিষ্মান্ অনুগ্রহাভিলাষী যে বিপ্রবর্গ কর্মের দ্বারা যজ্ঞপ্রাপ্ত হয়, সেই নেতাগণ, অশ্ব যেমন যুদ্ধভূমি ব্যাপ্ত করে, সেইরকম ইন্দ্র ও অগ্নি কর্ম ব্যাপ্ত ক'রে তাঁদের পুনঃ পুনঃ আহ্বান করছে ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি। অনুগ্রহার্থী বিপ্র যশোযুক্ত ও প্রথম উপভোগযোগ্য ধনের উদ্দেশে স্তুতির দ্বারা আপনাদের স্তব করছে। হে বৃত্রঘাতী সুন্দর আয়ুধবিশিষ্টদ্বয়। নবতর ও দাতব্য ধনের দ্বারা আমাদের প্রবর্ধিত করো ॥ ৪ ॥

মহৎ পরস্পর, আক্রোশকারী। স্পর্ধমান ও সংগ্রামে যত্নকারী সেনাপতিদ্বয়কে আপন তেজের দ্বারা সতত বিনাশ করুন। সোমাভিষবকারী ও দেবাভিলাষী জনের সাহায্যে যজ্ঞে অদেবকাম ব্যক্তিকে বিনাশ করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি। সৌমনস্য লাভের জন্য আমাদের এই সোমাভিষব ক্রিয়ায় আগমন করুন। আপনারা আমাদের পরিত্যাগ ক'রে অন্যকে জানেন না; অতএব আপনাদের বহু অন্নের দ্বারা আবর্তিত করবো ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি। আপনি এই অন্নের দ্বারা সমিদ্ধ হয়ে মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণকে বলুন, আমরা যে অপরাধ করেছি তা হ'তে রক্ষা করুন। অর্যমা ও অদিতি সকলে তা বিমুক্ত করুন ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি। শীঘ্র এই যজ্ঞে ভজনা পূর্বক আমরা আপনাদের অন্ন যুগপৎ যেন প্রাপ্ত হই। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও মরুৎগণ আমাদের পরিত্যাগ ক'রে অন্যকে যেন না রক্ষা করেন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৯৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও অগ্নি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

ইয়ং বামস্য মন্মন ইন্দ্রাগ্নী পূর্ব্যস্তুতিঃ। অভ্রাদ্বৃষ্টিরিবাজানি ॥ ১॥
শৃণুতং জরিতুর্হবমিন্দ্রাগ্নী বনতং গিরঃ। ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ ॥ ২॥
মা পাপত্বায় নো নরেন্দ্রাগ্নী মাভিশস্তয়ে। মা নো রীরধতং নিদে ॥ ৩॥
ইন্দ্রে অগ্না নমো বৃহৎসুবৃক্তিমেরয়ামহে। ধিয়া ধেনা অবস্যবঃ ॥ ৪॥
তা হি শশ্বত ইড়ত ইত্থা বিপ্রাস উতয়ে। সবাধো বাজসাতয়ে ॥ ৫॥
তা বাং গীর্ভির্বিপন্যুবঃ প্রয়স্বন্তো হবামহে। মেধাসাতা সনিষ্যবঃ ॥ ৬॥
ইন্দ্রাগ্নী অবসা গতমস্মভ্যং চর্ষণীসহা। মা নো দুঃশংস ঈশত ॥ ৭॥
মা কস্য নো অররুষো ধূর্তিঃ প্র ণঙ্মর্ত্যস্য। ইন্দ্রাগ্নী শর্ম যচ্ছতম্ ॥ ৮॥
গোমদ্ধিরণ্যবদ্বসু যদ্বামশ্বাবদীমহে। ইন্দ্রাগ্নী তদ্বনেমহি ॥ ৯॥
যৎসোম আ সুতে নর ইন্দ্রাগ্নী অজোহবুঃ। সপ্তীবন্তা সপর্যবঃ ॥ ১০॥
উক্থেভির্বৃত্রহন্তমা যা মন্দানা চিদা গিরা। আঙ্গূষৈরাবিবাসতঃ ॥ ১১॥
তাবিদ্দুঃশংসং মর্ত্যং দুর্বিদ্বাংসং রক্ষস্বিনম্।
আভোগং হন্মনা হতমুদধিং হন্মনা হতম্ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও অগ্নি! মেঘ হ'তে বৃষ্টির মতো এই স্তোতা হ'তে এই প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হয়েছে ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! স্তোতার আহ্বান শ্রবণ করুন, তাঁর স্তুতি ভজন করুন। আপনারা ঈশ্বর, অনুষ্ঠিত কর্ম পূরণ করুন ॥ ২ ॥

হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদের হীনভাবের জন্য, পরাভবের জন্য ও নিন্দার জন্য পরবশ করবেন না ॥ ৩ ॥

আমরা রক্ষাভিলাষী হয়ে বৃহৎ হব্য ও সুস্তুতি ও কর্মযুক্ত বাক্য, ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট প্রেরণ করি ॥ ৪ ॥

তাঁদের দু'জনকে বহবিপ্রগণ রক্ষার জন্য এইভাবে স্তব করছে, পরস্পর বাধাপ্রাপ্ত লোকেও অন্নলাভের জন্য স্তব করছে ॥ ৫ ॥

স্তোত্রেচ্ছু, অন্নবিশিষ্ট ও ধনেচ্ছু হয়ে আমরা যজ্ঞলাভের জন্য সেই আপনাদের দু'জনকে স্তুতির দ্বারা আহ্বান করলো ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা মানবগণের অভিভব করুন, আপনারা অন্নের সাথে আগমন করুন। পরুষবনী ব্যক্তি যেন আমাদের প্রভু না হয় ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! কোনও শত্রুর হিংসা যেন আমাদের প্রাপ্ত না হয়, আমাদের সুখ প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমরা আপনাদের নিকট যে গোবিশিষ্ট, হিরণ্যবিশিষ্ট ও অশ্ববিশিষ্ট ধন যাচ্ঞা ক'রি, তা যেন ভোগ করতে পারি ॥ ৯ ॥

সোম অভিষুত হ'লে কর্মনেতাবর্গ পরিচরণে অভিলাষী হয়ে উত্তম অশ্বযুক্ত ইন্দ্র ও অগ্নিকে বারংবার আহ্বান করে ॥ ১০ ॥

সর্বাপেক্ষা বৃত্রহন্তা, অত্যন্ত আনন্দিত ইন্দ্র ও অগ্নিকে আমরা উক্থ ও ঘোষণীয় স্তব ও স্তুতির দ্বারা পরিচর্যা করবো ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি। আপনারা দুষ্ট অভিসন্ধিযুক্ত, দুষ্ট জ্ঞানযুক্ত, বলবান, অপহরণকারী মানুষকে আয়ুধের দ্বারা কুম্ভের মতো হনন করুন ॥ ১২ ॥

টীকা — আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্ববৎ। উদাহরণস্বরূপ আমরা স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত প্রথম ছয়টি ঋকের অনুবাদ ও বক্তব্য উল্লেখ করছি। যথা,—১ ঋক্—"হে বলাধিপতি (ইন্দ্র) এবং জ্ঞানদেবতা (অগ্নি)। মেঘ হ'তে যেমন প্রভূত পরিমাণ বারিবর্ষণ হয়, তেমন (অর্থাৎ প্রভূত পরিমাণে) প্রার্থনাকারী আমার উচ্চার্যমান ঐকান্তিক প্রার্থনা আপনাদের প্রাপ্ত হবার জন্য উৎপন্ন হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! আপনাকে প্রাপ্ত হবার জন্য আমি যেন প্রার্থনা করতে পারি)। [বস্তুতঃ ভগবানের কৃপা না হ'লে কেউই তাঁকে জানতে পারে না, তাঁকে লাভ করতে পারে না। সেই জন্যই মন্ত্রে সেই পরমপুরুষের নিকটেই প্রার্থনা করা হয়েছে। ভাষ্যে এই ভাবই পরিগৃহীত হয়েছে] ॥ ২ ঋক্—"হে বলাধিপতে ও জ্ঞানদেব। প্রার্থনাকারী আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন এবং আমাদের পূজা গ্রহণ করুন; হে লোকাধিপতে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি (অথবা কর্মসমূহকে) পরাজ্ঞান (অথবা সৎভাব) দ্বারা পূর্ণ করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পূজা গ্রহণ ক'রে আমাদের পরাজ্ঞানযুত ও সৎভাবসম্পন্ন করুন)। [মন্ত্রের মধ্যে দুই বা বহু দেবতার নাম দেখে কেউ কেউ মনে করেন যে, বাস্তবিকই বুঝি বেদে বহুদেবতার উপাসনা আছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যেই কেউ কেউ আবার প্রকৃত সত্যেরও আভাষ পেয়েছেন। তাঁরা বলছেন—'না, এ বহুদেবতার উপাসনা নয়, মূলতঃ বহুদেবতাবাদ থাকলেও ক্রমশঃ জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহুবাদ একবাদে পরিণত হচ্ছিল, তাই আমরা এক মন্ত্রে একসঙ্গে বহুদেবের নাম প্রাপ্ত হই।' তাঁরা সত্যের পথে একটু অগ্রসর হয়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তথাপি আমরা বলতে বাধ্য যে, বহুদেববাদ বলতে পাশ্চাত্য দেশে যা বুঝিয়ে থাকে, বেদে তা আদৌ নেই] ॥ ৩ ঋক্—"সৎকর্মনেতা হে বলাধিপতে ও জ্ঞানদেব। পাপকর্ম হ'তে আমাদের রক্ষা করো; রিপুর আক্রমণ হ'তে আমাদের পরিত্রাণ করো; অপিচ, রিপুর কবল হ'তে আমাদের রক্ষা করো।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুজয়ী সৎকর্মসমন্বিত করুন)। [প্রার্থনার মূলভাব পাপের আক্রমণ থেকে, রিপুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা। অবোধ দুর্বল মানুষ অজ্ঞানতার বশে রিপুর ছলনায় ভুলে অধঃপতনের দিকে চলতে থাকে। মানুষের এই স্বাভাবিক দুর্বলতার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভগবানের শক্তি ও জ্ঞানরূপী দুই বিভূতির কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে॥ ৪ ঋক্—"রক্ষাভিলাষী আমরা বলাধিপতি দেবতা এবং জ্ঞানদেবতাকে (যথাক্রমে ইন্দ্র এবং অগ্নিকে) হৃদয়জাত ভক্তি এবং ঐকান্তিক প্রার্থনা নিবেদন করছি। প্রজ্ঞাযুক্ত (অথবা সৎকর্মসমন্বিত) জ্ঞান আমরা প্রার্থনা করছি।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্। কৃপাপূর্বক আমাদের সৎকর্মসমন্বিত জ্ঞান প্রদান করুন)। [যদিও আমার বলতে কিছু নেই, যা আছে সবই তোমার দেওয়া। তোমার দেওয়া এই সম্বল নিয়েই তোমার চরণে উপস্থিত হয়েছি। তুমিই তোমার চরণে উপস্থিত হবার উপায় ক'রে দাও।...তোমারই দেওয়া সব কিছু তোমাকেই নিবেদন করছি। তুমি এই অর্ঘ্য গ্রহণ করো। তোমার জ্ঞান লাভ ক'রে যেন আমরা তোমাকে আত্মসমর্পণ করতে পারি...। —ইত্যাদি ॥ ৫

কহ্—"সকল প্রাজ্ঞ সাধক রিপুগণকর্তৃক আক্রান্ত হয়ে রিপুকবল হ'তে রক্ষা প্রাপ্তির জন্য এবং আত্মশক্তি লাভের জন্য ঐকান্তিকতার সাথে জ্ঞানবলাধিপতি দেবতাকেই স্তব করেন।" (নিত্যসত্যমূলক মন্ত্রটির ভাব এই যে,—রিপুজয়ের এবং আত্মশক্তি লাভের জন্য সাধকগণ ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন)। [স্বয়ং ভগবানই বলেছেন—'সর্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ করো, আমাতে আত্মসমর্পণ করো, তা'হলে তোমার আর কোন ভাবনা থাকবে না। আমি তোমাকে সকলরকম পাপের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবো। পাপ, রিপু তোমার ছায়া স্পর্শও করতে পারবে না।' যিনি সাধক, যিনি জ্ঞানী, তিনি এই ভগবৎ-বাক্যের অনুসরণ ক'রে নিজেকে নিরাপদ করেন, ভগবানকে রক্ষাকবচ ধারণ ক'রে নির্বিঘ্নে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে পারেন। সাধকদেরও রিপুগণ আক্রমণ করে; জ্ঞানী সাধকগণ আত্মরক্ষার, আত্ম-উন্নতির উপায় নির্দেশ ক'রে সেই অনুযায়ী সাধনায় আত্মনিবেশ করেন। ভগবৎ-রক্ষিত পরমশক্তিশালী সাধকদের কাছে ভীষণ রিপুদল পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়।—ইত্যাদি॥ ৬ কহ্— "বলাধিপতি ও জ্ঞানদেব! পরমধনকামী আমরা পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য, প্রার্থনাপরায়ণ এবং পূজাপরায়ণ হয়ে যেন মুক্তিদায়ক আপনাদের স্তুতির দ্বারা অনুসরণ ক'রি।" (ভাব এই যে,—আমরা পরমধনলাভের জন্য যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই)। [ভগবৎ-পরায়ণতাই মুক্তিলাভের উপায়। তিনিই একমাত্র মুক্তিদাতা। তিনিই তাঁকে পাবার, তাঁর করুণা লাভ করার, উপায় বিধান করেন। তাই তাঁর চরণেই মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। তবে শুধু মুখের কথায়, কেবলমাত্র প্রার্থনায়, স্বর্গলাভ হয় না। সেই প্রার্থনার সঙ্গে সৎকর্মের সংযোগ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সেই সঙ্গে চাই হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছার মিলন। তাই প্রার্থনার স্বরূপকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে 'প্রযস্বন্তঃ'—পূজাপরায়ণতার সাথে। হৃদয়ের পবিত্রতারূপ অর্ঘ্য তাঁর চরণে নিবেদন করাই ভগবানের পূজা—আরাধনা। সেই পবিত্রভাব উৎপন্ন হয় সাধনার দ্বারা।—মন্ত্রটির মধ্যে মোক্ষপ্রাপক প্রার্থনার স্বরূপও বিবৃত হয়েছে।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৯৫ সূক্ত —

[দেবতা : ১, ২, ৪-৬ সরস্বতী, ৩ সরস্বান্। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ।
প্রবাবধানা রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিন্ধুরন্যাঃ ॥ ১॥
একাচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।
রায়শ্চেতন্তী ভুবনস্য ভূরের্ঘৃতং পয়ো দুদুহে নাহুষায় ॥ ২॥
স বাবৃধে নর্যো যোষণাসু বৃষা শিশুর্বৃষভো যজ্ঞিয়াসু।
স বাজিনং মঘবদ্ভ্যো দধাতি বি সাতয়ে তন্বং মামৃজীত ॥ ৩॥
উত স্যা নঃ সরস্বতী জুষাণোপ শ্রবৎসুভগা যজ্ঞে অস্মিন্।
মিতজ্ঞুভির্নমস্যৈরিয়ানা রায়া যুজা চিদুত্তরা সখিভ্যঃ ॥ ৪॥
ইমা জুহ্বানা যুষ্মদা নমোভিঃ প্রতি স্তোমং সরস্বতী জুষস্ব।
তব শর্মন্ প্রিয়তমে দধানা উপ স্থেয়াম শরণং ন বৃক্ষম্ ॥ ৫॥

অরমু তে সরস্বতি বসিষ্ঠো দ্বারাবৃতস্য সুভগে ব্যাবঃ।
বর্ধ শুভ্রে স্তুবতে রাজান্যয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — এই সরস্বতী অয়োনির্মিত পুরীর মতো ধারয়িত্রী হয়ে ধারক উদকের সাথে প্রধাবিতা হচ্ছেন। তিনি অন্য সমস্ত স্যন্দনশীল জলকে মহিমার দ্বারা বাধা প্রদান পূর্বক পথের মতো গমন করছেন ॥ ১॥

নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা গিরি অবধি সমুদ্র পর্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী নদী অবগত হয়েছিলেন, ভুবনস্থ বহুল ধন প্রদান পূর্বক তিনি নহুষের জন্য ঘৃত ও দুগ্ধ দোহন করেছিলেন ॥ ২॥

মানববৃন্দের হিতকর সেচনসমর্থ শিশু ও অভীষ্টবর্ষী সরস্বান্ যজ্ঞের যোগ্য যোষিৎগণের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন। তিনি হবিষ্মান্ যজমানবর্গকে বলবান্ পুত্র দান করেন এবং লাভের জন্য তাঁদের শরীর সংস্কার করেন ॥ ৩॥

সুভগা সরস্বতী প্রীতা হয়ে আমাদের এই যজ্ঞে স্তুতি শ্রবণ করুন। অর্চনীয় দেবগণ নতজানু হয়ে তাঁর নিকটে গমন করেন, তিনি নিত্য ধনবিশিষ্টা এবং সখাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী ॥ ৪॥

হে সরস্বতি! আমরা এই হব্য হোম পূর্বক নমস্কারের দ্বারা আপনার নিকট হ'তে ধন প্রাপ্ত হবো; আমাদের স্তোম সেবা করুন, আমরা আপনার অতি প্রিয় গৃহে অবস্থিতি ক'রে আশ্রয়ভূত বৃক্ষের মতো আপনার সাথে মিলিত হবো ॥ ৫॥

হে সুভগে সরস্বতি। এই বসিষ্ঠ আপনার জন্য যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করছেন। হে শুভ্রবর্ণা দেবি! বর্ধিত হোন, স্তুতিকারীকে অন্নদান করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৬॥

টীকা — ১ ঋকে 'অয়োনির্মিত পুরী', কারণ মূলে 'আয়সী পূঃ' আছে॥ ২ ঋকে বলা হচ্ছে—নহুষ রাজা সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ করার অভিপ্রায়ে সরস্বতীকে স্তব করেছিলেন, সরস্বতী সেই স্তব অবগত হয়ে তাঁকে সহস্র বৎসরের উপযুক্ত দুগ্ধ ও ঘৃত প্রদান করেছিলেন। সায়ণ॥ ৩ ঋকে 'সারস্বান' পদ আছে। বস্তুতঃ কোন কোন স্থানে সরস্বতী শব্দকে পুংলিঙ্গ ক'রে একটি দেবস্বরূপ অর্চনা করা হয়েছে॥— আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ, বিশেষতঃ 'সরস্বতী' সম্পর্কে, প্রথম অষ্টকে প্রদত্ত হয়েছে।

◆ ◆

— ৯৬ সূক্ত —

[দেবতা : ১-৩ সরস্বতী, ৪-৬ সরস্বান্। ঋষি : বসিষ্ঠ।
ছন্দ : বৃহতী, সতোবৃহতী, প্রস্তার পংক্তি, গায়ত্রী]

বৃহদু গায়িষে বচোঽসুর্যা নদীনাম্।
সরস্বতীমিন্মহয়া সুবৃক্তিভিঃ স্তোমৈর্বসিষ্ঠ রোদসী ॥ ১॥
উভে যত্তে মহিনা শুভ্রে অন্ধসী অধিক্ষিয়ন্তি পূরবঃ।
সা নো বোধ্যবিত্রী মরুৎসখা চোদ রাধো মঘোনাম্ ॥ ২॥

ভদ্রমিদ্ভদ্রা কৃণবৎ সরস্বত্যকবারী চেততি বাজিনীবতী।
গৃণানা জমদগ্নিবৎ স্তুবানা চ বসিষ্ঠবৎ ॥ ৩॥
জনীয়ন্তো ন্বগ্রবঃ পুত্রীয়ন্তঃ সুদানবঃ। সরস্বন্তং হবামহে ॥ ৪॥
যে তে সরস্ব উর্মযো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ। তেভি র্নোঽবিতা ভব ॥ ৫॥
পীপিবাংসো সরস্বতঃ স্তনং যো বিশ্বদর্শতঃ। ভক্ষীমহি প্রজামিষম্ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে বসিষ্ঠ। তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান করো, দ্যাবাপৃথিবীতে বর্তমানা সরস্বতীকেই দোষবর্জিত স্তোত্রের দ্বারা পূজা করো ॥ ১ ॥

হে শুভ্রবর্ণা সরস্বতি! আপনার মহিমার দ্বারা মানবগণ উভয়রকম অন্ন প্রাপ্ত হয়। আপনি রক্ষাকারিণী হয়ে আমাদের অবগত হোন, মরুৎগণের সখা হয়ে আপনি হবিষ্মান্‌দের নিকট ধন প্রেরণ করুন ॥ ২ ॥

কল্যাণী সরস্বতী কেবল কল্যাণই করুন, সুন্দরগমনা ও অন্নবতী আমাদের প্রজ্ঞা উৎপন্ন করুন। আমি জমদগ্নির মতো স্তব করলে, আপনি বসিষ্ঠের উপযুক্ত স্তব লাভ করুন ॥ ৩ ॥

আমরা জায়াভিলাষী, পুত্রাভিলাষী, সুদানযুক্ত স্তোতা; আমরা সরস্বান্ দেবকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

হে সরস্বান্! আপনার যে জলসমূহ রসবান্ এবং ঘৃতক্ষারী সেই জল সঙ্গের দ্বারা আমাদের রক্ষক হোন ॥ ৫ ॥

প্রবৃদ্ধ সরস্বান্ দেবের স্তব আমরা যেন প্রাপ্ত হই, তিনি মেঘসকলের দর্শনীয়। আমরা যেন প্রজ্ঞা ও অন্ন লাভ করি ॥ ৬ ॥

টীকা — স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত ৪ ঋক্‌টির আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও বক্তব্য উল্লেখনীয়—"শক্তিকামী ভগবানের আশ্রয়প্রার্থী সৎকর্মসাধক পুত্র কামনাকারী (অথবা মোক্ষকামী) আত্ম-উৎসর্গকারী আমরা জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে নিত্যকাল যেন আরাধনা করি।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আত্মশক্তি এবং ভগবৎ-আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই)—ইত্যাদি।—এইভাবে, এই সূক্তেও আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ৯৭ সূক্ত —

[দেবতা : ১ ইন্দ্র; ২, ৪-৮ বৃহস্পতি; ৩, ৯ ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি; ১০ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি।
ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যজ্ঞে দিবো নৃষদনে পৃথিব্যা নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি।
ইন্দ্রায় যত্র সবনানি সুন্বে গমন্মদায় প্রথমং বয়শ্চ ॥ ১ ॥
আ দৈব্যা বৃণীমহেঽবাংসি বৃহস্পতির্নো মহ আ সখায়ঃ।
যথা ভবেম মীড়্হুষে অনাগা যো নো দাতা পরাবতঃ পিতেব ॥ ২ ॥

অরমু তে সরস্বতি বসিষ্ঠো দ্বারাবৃতস্য সুভগে ব্যাবঃ।
বর্ধ শুভ্রে স্তুবতে রাজান্নয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — এই সরস্বতী অয়োনির্মিত পুরীর মতো ধারয়িত্রী হয়ে ধারক উদকের সাথে প্রধাবিতা হচ্ছেন। তিনি অন্য সমস্ত স্যন্দনশীল জলকে মহিমার দ্বারা বাধা প্রদান পূর্বক পথের মতো গমন করছেন ॥ ১॥

নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা গিরি অবধি সমুদ্র পর্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী নদী অবগত হয়েছিলেন, ভুবনস্থ বহুল ধন প্রদান পূর্বক তিনি নহুষের জন্য ঘৃত ও দুগ্ধ দোহন করেছিলেন ॥ ২॥

মানববৃন্দের হিতকর সেচনসমর্থ শিশু ও অভীষ্টবর্ষী সরস্বান্ যজ্ঞের যোগ্য যোষিৎগণের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন। তিনি হবিষ্মান্ যজমানবর্গকে বলবান্ পুত্র দান করেন এবং লাভের জন্য তাঁদের শরীর সংস্কার করেন ॥ ৩॥

সুভগা সরস্বতী প্রীতা হয়ে আমাদের এই যজ্ঞে স্তুতি শ্রবণ করুন। অর্চনীয় দেবগণ নতজানু হয়ে তাঁর নিকটে গমন করেন, তিনি নিত্য ধনবিশিষ্টা এবং সখাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী ॥ ৪॥

হে সরস্বতি! আমরা এই হব্য হোম পূর্বক নমস্কারের দ্বারা আপনার নিকট হ'তে ধন প্রাপ্ত হবো; আমাদের স্তোম সেবা করুন, আমরা আপনার অতি প্রিয় গৃহে অবস্থিতি ক'রে আশ্রয়ভূত বৃক্ষের মতো আপনার সাথে মিলিত হবো ॥ ৫॥

হে সুভগে সরস্বতি! এই বসিষ্ঠ আপনার জন্য যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করছেন। হে শুভ্রবর্ণা দেবি! বর্ধিত হোন, স্তুতিকারীকে অন্নদান করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৬॥

টীকা — ১ ঋকে 'অয়োনির্মিত পুরী', কারণ মূলে 'আয়সী পূঃ' আছে॥ ২ ঋকে বলা হচ্ছে—নহুষ রাজা সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ করার অভিপ্রায়ে সরস্বতীকে স্তব করেছিলেন, সরস্বতী সেই স্তব অবগত হয়ে তাঁকে সহস্র বৎসরের উপযুক্ত দুগ্ধ ও ঘৃত প্রদান করেছিলেন। সায়ণ॥ ৩ ঋকে 'সারস্বান' পদ আছে। বস্তুতঃ কোন কোন স্থানে সরস্বতী শব্দকে পুংলিঙ্গ ক'রে একটি দেবস্বরূপ অর্চনা করা হয়েছে॥— আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ, বিশেষতঃ 'সরস্বতী' সম্পর্কে, প্রথম অষ্টকে প্রদত্ত হয়েছে।

◆ ◆

— ৯৬ সূক্ত —

[দেবতা : ১-৩ সরস্বতী, ৪-৬ সরস্বান্। ঋষি : বসিষ্ঠ।
ছন্দ : বৃহতী, সতোবৃহতী, প্রস্তার পংক্তি, গায়ত্রী]

বৃহদু গায়িষে বচোঽসুর্যা নদীনাম্।
সরস্বতীমিন্মহয়া সুবৃক্তিভিঃ স্তোমৈর্বসিষ্ঠ রোদসী ॥ ১॥
উভে যত্তে মহিনা শুভ্রে অন্ধসী অধিক্ষিয়ন্তি পূরবঃ।
সা নো বোধ্যবিত্রী মরুৎসখা চোদ রাধো মঘোনাম্ ॥ ২॥

তমু জ্যেষ্ঠং নমসা হবির্ভিঃ সুশেবং ব্রহ্মণস্পতিং গৃণীষে।
ইন্দ্রং শ্লোকো মহি দৈব্যঃ সিষক্তু যো ব্রহ্মণো দেবকৃতস্য রাজা ॥ ৩॥
স আ নো যোনিং সদতু প্রেষ্ঠো বৃহস্পতির্বিশ্ববারো যো অস্তি।
কামো রায়ঃ সুবীর্যস্য তং দাৎপর্ষন্নো অতি সশ্চতো অরিষ্টান্ ॥ ৪॥
তমা নো অর্কমমৃতায় জুষ্টমিমে ধাসুরমৃতাসঃ পুরাজাঃ।
শুচিক্রন্দং যজতং পস্ত্যানাং বৃহস্পতিমনর্বাণং হুবেম ॥ ৫॥
তং শগ্মাসো অরুষাসো অশ্বা বৃহস্পতিং সহবাহো বহন্তি।
সহশ্চিদ্যস্য নীলবৎ সধস্থং নভো ন রূপমরুষং বসানাঃ ॥ ৬॥
স হি শুচিঃ শতপত্রঃ স শুন্ধ্যুর্হিরণ্যবাশীরিষিরঃ স্বর্ষাঃ।
বৃহস্পতিঃ স স্বাবেশ ঋষ্বঃ পুরূ সখিভ্য আসুতিং করিষ্ঠঃ ॥ ৭॥
দেবী দেবস্য রোদসী জনিত্রী বৃহস্পতিং বাবৃধতুর্মহিত্বা।
দক্ষায্যায় দক্ষতা সখায়ঃ করদ্ব্রহ্মণে সুতরা সুগাধা ॥ ৮॥
ইয়ং বাং ব্রহ্মণস্পতে সুবৃক্তির্ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে অকারি।
অবিষ্টং ধিয়ো জিগৃতং পুরন্ধীর্জজস্তমর্যো বনুষামরাতীঃ ॥ ৯॥
বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্বো দিব্যস্যেশাথে উত পার্থিবস্য।
ধত্তং রয়িং স্তুবতে কীরয়ে চিদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — যে যজ্ঞে দেবাভিলাষী নেতাগণ মর্ত্য হন, যে যজ্ঞে সবনসমূহ ইন্দ্রের জন্য অভিযুক্ত হয়, ইন্দ্র হৃষ্ট হবার জন্য দ্যুলোক হ'তে পৃথিবীর নেতাগণের সেই যজ্ঞে প্রথম আগমন করুন এবং গমনশীল অশ্বগণও আগমন করুক ॥ ১॥

হে সখাগণ। আমরা দৈবরক্ষা প্রার্থনা ক'রি, বৃহস্পতি আমাদের হব্য স্বীকার করুন। পিতা যেমন দূরদেশ হ'তে ধন আহরণ ক'রে পুত্রকে দান করে, সেইরকম তিনি আমাদের দান করেন। আমরা যাতে কামবর্ষী বৃহস্পতির নিকট অনপরাধী হ'তে পারি, সেইরকম করো ॥ ২॥

জ্যেষ্ঠ সুসুখবিশিষ্ট, সেই ব্রহ্মণস্পতিকে নমস্কার ও হব্যের দ্বারা স্তুতি ক'রি। যিনি দেবকৃত মন্ত্রের রাজা, দেবযোগ্য শ্লোক সেই মহান্ ইন্দ্রকে সেবা করুক ॥৩॥

সেই প্রিয়তম ব্রহ্মণস্পতি আমাদের স্থানে উপবেশন করুন, তিনি সকলের বরণীয় হয়েছেন। ধন এবং সুবীর্যের যে অভিলাষ তা তিনি আমাদের প্রদান করুন, আমরা উপদ্রবযুক্ত, তিনি আমাদের অহিংসিত ক'রে পার করুন ॥ ৪॥

এই পুরাজাত অমরবৃন্দ আমাদের সেই অমর, পর্যাপ্ত ও অর্চনসাধন অন্নদান করুন। আমরা শুদ্ধ স্তোত্রবিশিষ্ট ও গৃহিগণের যাগযোগ্য ও অপ্রতিগত বৃহস্পতিকে আহ্বান করবো ॥ ৫॥

সুখকর, উজ্জ্বল, বহনশীল এবং আদিত্যের মতো জ্যোতিপূর্ণ অশ্বগণ সেই বৃহস্পতিকে বহন করুক। তাঁর বল ও নিবাসযুক্ত গৃহ আছে ॥৬॥

বৃহস্পতি শুচি, তাঁর বাহন অনেক; তিনি সকলের শোধয়িতা, হিত ও রমণীয় বাক্যযুক্ত; গমনশীল, স্বর্গভোগকর ও দর্শনীয় উত্তম নিবাসযুক্ত। তিনি স্তোতাগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক অন্ন

দান করেন ॥ ৭ ॥

বৃহস্পতিদেবের জননী দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় মহিমাবলে বৃহস্পতিকে বর্ধিত করুন। হে সখাগণ! বর্ধনীয় বৃহস্পতিকে বর্ধিত করো, তিনি প্রভূত অন্নের জন্য জলসমূহকে তরল ও অবগাহন যোগ্য করেন ॥ ৮ ॥

হে ব্রহ্মণস্পতি! আপনার ও বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্ররূপ সুস্তুতি করলাম। আপনারা কর্ম রক্ষা করুন, বহুস্তুতি শ্রবণ করুন, আমরা আপনার প্রসাদভোজী, আমাদের আক্রমণশীল শত্রুসেনা বিনাশ করুন ॥ ৯ ॥

হে বৃহস্পতি! আপনি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয় ধনের ঈশ্বর; আপনারা দু'জনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান করুন। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৯৮ সূক্ত —

[দেবতা : ১-৬ ইন্দ্র; ৭ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অধ্বর্যবোঽরুণং দুগ্ধমংশুং জুহোতন বৃষভায় ক্ষিতীনাম্।
গৌরাদ্বেদীয়াঁ অবপানমিন্দ্রো বিশ্বাহেদ্যাতি সুতসোমমিচ্ছন্ ॥ ১ ॥
যদ্দধিষে প্রদিবি চার্বন্নং দিবেদিবে পীতিমিদস্য বক্ষি।
উত হৃদোত মনসা জুষাণ উশন্নিন্দ্র প্রস্থিতান্ পাহি সোমান্ ॥ ২ ॥
জজ্ঞানঃ সোমং সহসে পপাথ প্র তে মাতা মহিমানমুবাচ।
এন্দ্র পপ্রাথোর্বন্তরিক্ষং যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ ॥ ৩ ॥
যদ্যোধয়া মহতো মন্যমানান্‌ৎসাক্ষাম তান্ বাহুভিঃ শাশদানান্।
যদ্বা নৃভির্বৃত ইন্দ্রাভিযুধ্যাস্তং ত্বয়াজিং সৌশ্রবসং জয়েম ॥ ৪ ॥
প্রেন্দ্রস্য বোচং প্রথমা কৃতানি প্র নূতনা মঘবা যা চকার।
যদেদদেবীরসহিষ্ট মায়া অথাভবৎ কেবলঃ সোমো অস্য ॥ ৫ ॥
তবেদং বিশ্বমভিতঃ পশব্যং যৎপশ্যসি চক্ষসা সূর্যস্য।
গবামসি গোপতিরেক ইন্দ্র ভক্ষীমহি তে প্রযতস্য বস্বঃ ॥ ৬ ॥
বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্বো দিব্যস্যেশাথে উত পার্থিবস্য।
ধত্তং রয়িং স্তুবতে কীরয়ে চিদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — হে অধ্বর্যুগণ! মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের জন্য দীপ্তিমান্ অভিযুত সোম পান করো; ইন্দ্রের গৌরমৃগ অপেক্ষাও শীঘ্র দূরস্থিত পাতব্য সোম অবগত হয়ে সোমাভিষবকারী যজমানকে অন্বেষণ ক'রে সর্বদাই আগমন করেন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! পূর্বকালে যে চারু অন্ন ধারণ করতেন, এখনও প্রত্যহ সেই সোমপানের কামনা করুন। হৃদয় ও মনে আমাদের কামনাপূর্বক হে ইন্দ্র! সম্মুখে আনীত সোম পান করুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি জন্মগ্রহণ করেই বলের জন্য সোম পান করেছিলেন। মাতা আপনার মহিমা বলেছেন। আপনি বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ পূর্ণ করেছেন এবং দুগ্ধের নিমিত্ত স্তোতৃগণের জন্যই ধন উৎপাদন করেছেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! যখন প্রভূত ও অভিমানবিশিষ্ট শত্রুদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করাবেন, তখন হিংসকগণকে হস্তের দ্বারাই অভিভব করবো। যদি আপনি মরুৎগণের সাথে নিজেই যুদ্ধ করেন, তবে সুন্দর অন্নের হেতুভূত সেই সংগ্রাম আপনার সাহায্যে জয় করবো ॥ ৪ ॥

আমি ইন্দ্রের পুরাতন কর্মসকল কীর্তন করবো, মঘবা নূতন যা করেছেন তা-ও কীর্তন করবো, যেহেতু তিনি অদেবী মায়া অভিভব করেছেন, অতএব সোম কেবলমাত্র ইন্দ্রেরই হয়েছে ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! পশু হিতকর এই যে বিশ্ব, চারিদিকে অবস্থিত এবং সূর্যের তেজে যা দেখছেন এ সমস্তই আপনার। আপনি একাকী সমস্ত গোসমূহের পতি। আপনার প্রদত্ত ধন ভোগ করবো ॥ ৬ ॥

হে বৃহস্পতি! আপনি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয়গণের ঈশ্বর, আপনারা দু'জনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান করুন। আপনারা সর্বদা স্বস্তির দ্বারা আমাদের পালন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৯৯ সূক্ত —

[দেবতা : ১-৩, ৭ বিষ্ণু; ৪-৬ ইন্দ্র ও বিষ্ণু। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

পরো মাত্রয়া তন্বা বৃধান ন তে মহিত্বমন্বশ্নুবন্তি।
উভে তে বিদ্ম রজসী পৃথিব্যা বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে ॥ ১ ॥
ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দিব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ।
উদস্তভ্না নাকমৃষ্বং বৃহন্তং দাধর্থ প্রাচীং ককুভং পৃথিব্যাঃ ॥ ২ ॥
ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সূয়বসিনী মনুষে দশস্যা।
ব্যস্তভ্না রোদসী বিষ্ণবেতে দাধর্থ পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ ॥ ৩ ॥
উরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং জনয়ন্তা সূর্যমুষাসমগ্নিম্।
দাসস্য চিদ্বৃষশিপ্রস্য মায়া জঘ্নথুর্নরা পৃতনাজ্যেষু ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রাবিষ্ণূ দৃংহিতাঃ শম্বরস্য নব পুরো নবতিং চ শ্নথিষ্টম্।
শতং বর্চিনঃ সহস্রং চ সাকং হথো অপ্রত্যসুরস্য বীরান্ ॥ ৫ ॥
ইয়ং মনীষা বৃহতী বৃহন্তোরুক্রমা তবসা বর্ধয়ন্তী।
ররে বাং স্তোমং বিদথেষু বিষ্ণো পিন্বতমিষো বৃজনেষ্বিন্দ্র ॥ ৬ ॥

বষট্‌তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্।
বর্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — হে বিষ্ণু! আপনি মাত্রার অতীত শরীরে বর্ধমান হ'লে আপনার মহিমা কেউ অনুব্যাপ্ত করতে পারে না, পৃথিবী হ'তে আরম্ভ ক'রে উভয় লোক আমরা জানি, কিন্তু আপনিই কেবল, হে দেব! পরমলোক অবগত আছেন ॥ ১ ॥

হে দেব বিষ্ণু! যারা জন্মেছে ও যারা জন্মাবে, কেউই আপনার মহিমার অপর পার দেখতে পায় না। দর্শনীয় বৃহৎ স্বর্গকে আপনি ঊর্ধ্বে ধারণ করেছেন। আপনি পৃথিবীর পূর্বদিক ধারণ করেছেন ॥ ২ ॥

হে দ্যাবাপৃথিবি! আপনারা স্তুতিকারী মানুষকে দান করবার ইচ্ছাযুক্ত হয়ে অন্নবতী, ধেনুমতী ও সুন্দর যব-বিশিষ্টা হয়েছেন। হে বিষ্ণু! এই দ্যাবাপৃথিবীকে আপনি বিবিধ রকমে ধারণ করেছেন। সর্বত্র স্থিত ময়ূখের দ্বারা এই পৃথিবীকে ধারণ করেছেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সূর্য, অগ্নি ও উষাকে উৎপাদন ক'রে আপনারা যজমানের জন্য বিস্তীর্ণ লোক নির্মাণ করেছেন। হে নেতাদ্বয়! সংগ্রামে বৃষশিপ্র নামক দাসের মায়াকে বিনষ্ট করেছেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! আপনারা শম্বরের নবনবতী পুরী বিনাশ করেছেন। আপনারা বর্চিনামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে যাতে তারা আর প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে না পারে, এমন ক'রে নাশ করেছেন ॥ ৫ ॥

এই মহতী স্তুতি বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, বিক্রমযুক্ত ও বলবান্ ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে বর্ধিত করবে। হে বিষ্ণু! হে ইন্দ্র! আপনাদের যজ্ঞস্থলে স্তোম প্রদান করেছি, আপনারা যুদ্ধে আমাদের অন্ন বর্ধিত করুন ॥ ৬ ॥

হে বিষ্ণু! আপনার উদ্দেশে মুখ হ'তে বষট্‌কার করেছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট! আমার সেই হব্য সেবা করুন, আমাদের সুস্তুতি ও বাক্য আপনাকে বর্ধিত করুক; আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — ২ ঋকে 'বিষ্ণু পৃথিবীর পূর্বদিক ধারণ করেছেন' বলা হয়েছে। বস্তুতঃ ঋগ্বেদে বিষ্ণু অর্থে সূর্য; সূর্য পূর্বদিকে উদয় হন। যাস্ক এবং দুর্গাচার্য ১।২২।১৬ ঋকে যা বলেছেন, তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ; মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্ত গমন, এই তিনটি বিষ্ণুর তিন পদবিক্ষেপ ব'লে বর্ণিত হয়েছে।—ইত্যাদি ॥ ৩ ঋকে সূর্যরূপ বিষ্ণুর 'ময়ূখ' অর্থ কিরণ। কিন্তু সায়ণ বিষ্ণুর পৌরাণিক অর্থ করতে ইচ্ছুক হয়ে বলেন, ময়ূখ শব্দের অর্থ পর্বত ॥

◆ ◆

— ১০০ সূক্ত —

[দেবতা : বিষ্ণু। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

নূ মর্তো দয়তে সনিষ্যন্যো বিষ্ণব উরুগায়ায় দাশৎ।
প্র যঃ সত্রাচা মনসা যজাত এতাবন্তং নর্যমাবিবাসাৎ ॥ ১ ॥

ত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যামপ্রযুতামেবয়াবো মতিং দাঃ।
পর্চো যথা নঃ সুবিতস্য ভূরেরশ্বাবতঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য রায়ঃ ॥ ২॥
ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং বি চক্রমে শতর্চসং মহিত্বা।
প্র বিষ্ণুরস্তু তবসস্তবীয়াস্ত্বেষং হ্যস্য স্থবিরস্য নাম ॥ ৩॥
বি চক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মনুষে দশস্যন্।
ধ্রুবাসো অস্য কীরয়ো জনাস উরুক্ষিতিং সুজনিমা চকার ॥ ৪॥
প্র তত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট হব্যমর্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্।
তং ত্বা গৃণামি তবসমতব্যান্ ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে ॥ ৫॥
কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষ্যং ভূৎপ্র যদ্ববক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি।
মা বর্পো অস্মদপ গূহ এতদ্যদন্যরূপঃ সমিথে বভূথ ॥ ৬॥
বষট্‌তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্।
বর্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — যিনি বহুলোকের কীর্তনীয় বিষ্ণুকে হব্য দান করেন, যিনি যুগপৎ উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা পূজা করেন এবং মানবগণের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্যা করেন, সেই মর্ত্য ধন ইচ্ছা ক'রে শীঘ্র প্রাপ্ত হন ॥ ১॥

হে অভিলাষপ্রদ বিষ্ণু! সর্বজনের হিতকর দোষরহিত অনুগ্রহ আমাদের প্রদান করুন। যাতে সুপ্রাপ্ত, প্রচুর অশ্ববান্ বহুলোকে প্রীতিকর ধন লাভ করা যায়, তা করুন ॥ ২॥

এই দেবতা শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট পৃথিবীতে আপন মহিমায় তিনবার পাদক্ষেপ করেন। বৃদ্ধ হ'তে বৃদ্ধতম বিষ্ণু আমাদের স্বামী হোন, প্রবৃদ্ধ বিষ্ণুর রূপ দীপ্তিযুক্ত ॥৩॥

এই বিষ্ণু এই পৃথিবীকে নিবাসের জন্য মানুষকে প্রদান করতে ইচ্ছা করে পদক্ষেপ করেছিলেন। এই বিষ্ণুর স্তোতাগণ নিশ্চল হন। সুজন্মা বিষ্ণু বিস্তীর্ণ নিবাস স্থান নির্মাণ করেছেন ॥ ৪ ॥

হে শিপিবিষ্ট। অদ্য আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হয়ে আপনার সেই প্রসিদ্ধ বিখ্যাত নাম কীর্তন করবো। আপনি প্রবৃদ্ধ, আমি অবৃদ্ধ হ'লেও আপনার স্তুতি করবো, যেহেতু আপনি রজোলোকের পারে বাস করেন ॥ ৫ ॥

হে বিষ্ণু! 'আমি শিপিবিষ্ট' এই যে নাম বলছি, তা প্রত্যার্পণ করা কি আপনার উচিত? আপনি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করবেন না; আমাদের নিকট হ'তে আপনার শরীর লুক্কায়িত করবেন না ॥ ৬ ॥

হে বিষ্ণু। আপনার উদ্দেশে মুখ হ'তে বষট্‌কার করছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট। আমার সেই হব্য সেবা করুন, আমার সুস্তুতি ও বাক্য আপনাকে বর্ধিত করুক। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — ৩ ঋকে 'বিষ্ণুর রূপ দীপ্তিযুক্ত' অর্থাৎ সূর্যরূপ বিষ্ণুর রূপে কিরণময় ॥ ৬ ঋকের শেষ ভাগে বলা হচ্ছে—পূর্বকালে বিষ্ণু আপন রূপ পরিত্যাগ ক'রে অন্যরূপ ধারণ ক'রে সংগ্রামে বসিষ্ঠের

স্তব করছেন। সায়ণ। যাস্কের মতে বিষ্ণুর
সাহায্য করেছিলেন। বসিষ্ঠ তাঁকে জ্ঞাত হয়ে এই ঋকের দ্বারা
দুই নাম আছে, শিপিবিষ্ট (শিপি অর্থাৎ তেজ প্রকাশ ক'রে সমুদায় পদার্থে প্রবেশ করেন) ও বিষ্ণু (সর্বব্যাপী)॥—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত তিনটি ঋকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উল্লেখনীয়। যথা,—৫ ঋক্—"হে জ্যোতির্ময় দেব! নিত্যকাল প্রার্থনাপরায়ণ আমি আপনার সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ জেনে আপনাকে যেন প্রার্থনা করি। প্রসিদ্ধ পরম শক্তিসম্পন্ন আপনাকে আরাধনা করছি। এই লোকের দূরদেশে, অর্থাৎ ভগবানের নিকট হ'তে দূরে, অবস্থিত হীনশক্তি আমাকে রক্ষা করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! হীনশক্তি আমাকে সর্ববিপদ হ'তে রক্ষা করুন এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। ইত্যাদি॥ ৬ ঋক্—"হে সর্বব্যাপক দেব! 'জ্যোতির্ময়' ইত্যাদি আপনার যে নাম আপনি পরিবর্ণন করেন' সেই নামের মাহাত্ম্য অকিঞ্চন আমি কিভাবে পরিকীর্তন করবো? অর্থাৎ আপনার মাহাত্ম্যবর্ণন আমাদের সাধ্যের অতীত; আপনার যে এমনতর রূপ, আমাদের নিকট হ'তে প্রসিদ্ধ সেই জ্যোতির্ময় রূপ সংবৃত করবেন না; রিপুসংগ্রামে আপনি রিপুনাশক করালরূপ হন।" (ভাব এই যে, ভগবান্ অবাঙ্মনসোগোচরং হন; জ্যোতির্ময় পরমকল্যাণরূপ সেই দেবতা রিপুনাশকালে করালরূপ ধারণ করেন)।—ইত্যাদি॥ ৭ ঋক্—"হে সর্বব্যাপী দেব! আপনাকে প্রাপ্তির জন্য মুখের দ্বারা স্তুতি উচ্চারণ করি; হে জ্যোতির্ময় দেব! আমার প্রার্থনারূপ সেই পূজোপচার গ্রহণ করুন, আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা আপনাকে প্রবর্ধিত করুক, অর্থাৎ আপনার মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত করুক। হে দেবগণ! আপনারা সকলে নিত্যকাল আমাদের রক্ষাশক্তির দ্বারা রক্ষা করুন।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ কৃপাপূর্বক অকিঞ্চন আমাদের পূজা গ্রহণ করুন)।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১০১ সূক্ত —

[দেবতা : পর্জন্য। ঋষি : বসিষ্ঠ অথবা অগ্নিপুত্র কুমার। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

তিস্রো বাচঃ প্র বদ জ্যোতিরগ্রা যা এতদ্দুহ্রে মধুদোঘমূধঃ।
স বৎসং কৃণ্বন্‌গর্ভমোষধীনাং সদ্যো জাতো বৃষভো রোরবীতি ॥ ১॥
যো বর্ধন ওষধীনাং যো অপাং যো বিশ্বস্য জগতো দেব ঈশে।
স ত্রিধাতু শরণং শর্ম যংসত্ত্রিবর্তু জ্যোতিঃ স্বভিষ্ট্যস্মে ॥ ২॥
স্তরীরু ত্বদ্ভবতি সূত উ ত্বদ্যথাবশং তন্বং চক্র এষঃ।
পিতুঃ পয়ঃ প্রতি গৃভ্ণাতি মাতা তেন পিতা বর্ধতে তেন পুত্রঃ ॥ ৩॥
যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুস্তিস্রো দ্যাবস্ত্রেধা সস্রুরাপঃ।
ত্রয়ঃ কোশাস উপসেচনাসো মধ্বঃ শ্চোতন্ত্যভিতো বিরপ্‌শম্ ॥ ৪॥
ইদং বচঃ পর্জন্যায় স্বরাজে হৃদো অস্ত্বন্তরং তজ্জুজোষৎ।
ময়োভুবো বৃষ্টয়ঃ সন্ত্বস্মে সুপিপ্পলা ওষধীর্দেবগোপাঃ ॥ ৫॥
স রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাং তস্মিন্নাত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।
তন্ম ঋতং পাতু শতশারদায় যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥

[শৌনক বলেন যে উপবাস করে জলের মধ্যে অবগাহন করে এই সূক্ত ও এর পরবর্তী সূক্ত জপ করলে পঞ্চ রাত্রের পর নিশ্চয়ই বৃষ্টি লাভ করা যায়।]

মন্ত্রার্থ — অগ্রভাগে জ্যোতিবিশিষ্ট যে তিনরকম বাক্য উদক উৎপাদক মেঘকে দোহন করে, সেই বাক্য উচ্চারণ করো। তিনিও সহবাসী বৈদ্যুতাগ্নি প্রাদুর্ভূত ক'রে এবং ওষধিসমূহের গর্ভ উৎপাদন ক'রে সদ্য উৎপন্ন হয়ে বৃষভের মতো শব্দ করছেন ॥ ১ ॥

যিনি ওষধিসমূহের ও জলের বৃদ্ধিকর, যে দেবতা সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তিনি তিনরকম ভূমিবিশিষ্ট গৃহ ও সুখ প্রদান করুন এবং আমাদের তিনরকমে বর্তমান সুগতিবিশিষ্ট জ্যোতি প্রদান করুন ॥ ২ ॥

এঁর এক রূপ নিবৃত্তপ্রসবা গাভী, অপর রূপ অর্থাৎ জল প্রসব করে। ইনি ইচ্ছানুসারে আপন শরীর নির্মাণ করেন। মাতা পৃথিবী পিতা দ্যুলোকের নিকট জল গ্রহণ করেন, তাতে পিতা ও পুত্র স্থানীয় জীবগণ উভয়েই বর্ধিত হয় ॥ ৩ ॥

সমস্ত ভুবন যাঁতে অবস্থিত, যাঁতে দ্যুলোকত্রয় অবস্থিত, যাঁর হ'তে আপসকল তিনরকমে বিনির্গত হয়, উপসেচনকর তিন রকম মেঘ, যে মহান্ পর্জন্যের চারিদিকে মিষ্টজল বর্ষণ করেন ॥ ৪ ॥

স্বয়ংদীপ্তিবিশিষ্ট সেই পর্জন্যের উদ্দেশ্যে এই স্তোত্র করছি। তিনি তা গ্রহণ করুন। এ তাঁর হৃদয়গ্রাহী হোক। আমাদের জন্য সুখকর বৃষ্টি পতিত হোক। পর্জন্য যাদের রক্ষক, সেই ওষধিসমূহ সুফলযুক্ত হোক ॥ ৫ ॥

সেই পর্জন্য বৃষভের মতো বহুতর ওষধিসমূহের প্রতি তেজ আধান করেন। স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা তাঁতেই বাস করে। তাঁর প্রদত্ত জল শতবৎসরব্যাপী জীবনের জন্য আমাকে রক্ষা করুক। আপনারা সর্বদা আমাদের স্বস্তির দ্বারা পালন করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — ৬ ঋকে বলা হচ্ছে, মানুষের পরমায়ুর সীমা শতবৎসর।—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১০২ সূক্ত —

[দেবতা : পর্জন্য। ঋষি : বসিষ্ঠ অথবা অগ্নিপুত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

পর্জন্যায় প্র গায়ত দিবস্পুত্রায় মীড়্হুষে। স নো যবসমিচ্ছতু ॥ ১ ॥
যো গর্ভমোষধীনাং গবাং কৃণোত্যর্বতাঃ। পর্জন্যঃ পুরুষীণাম্ ॥ ২ ॥
তস্মা ইদাস্যে হবির্জুহোতা মধুমত্তমং। ইলাং নঃ সংযতং করৎ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — অন্তরীক্ষের পুত্র সেচনসমর্থ পর্জন্যদেবের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করো। তিনি আমাদের অন্ন ইচ্ছা করুন ॥ ১ ॥

যে পর্জন্যদেব ওষধিসমূহের, গোসমূহের, অশ্বসমূহের ও নারীবর্গের গর্ভ উৎপাদন করেন ॥ ২ ॥ তাঁরই উদ্দেশে দেববর্গের আর্যভূত অগ্নিতে অতিশয় রসবান্ হব্য হোম করো। তিনি আমাদের উদ্দেশে অন্ন নিশ্চিত ক'রে দিয়ে থাকেন ॥ ৩ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১০৩ সূক্ত —

[দেবতা : মণ্ডূক। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্‌]

[বৃষ্টিকাম ব্যক্তি এই সূক্ত জপ করেন। নিরুক্তকার বলেন যে, বসিষ্ঠ বৃষ্টিকাম হয়ে পর্জন্যকে স্তব করেন। মণ্ডূকসকল তাঁর অনুমোদন করে। সেই জন্য তিনি মণ্ডূকগণকে স্তুতি করেছিলেন।]

সম্বৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জন্যজিম্বিতাং প্র মণ্ডূকা অবাদিষুঃ ॥ ১ ॥
দিব্যা আপো অভি যদেনমায়ন্দৃতিং ন শুষ্কং সরসী শয়ানম্।
গবামহ ন মায়ুর্বৎসিনীনাং মণ্ডূকানাং বগ্নুরত্রা সমেতি ॥ ২ ॥
যদীমেনাঁ উশতো অভ্যবর্ষীত্তৃষ্যাবতঃ প্রাবিষ্যাগতায়াম্।
অক্খলীকৃত্যা পিতরং ন পুত্রো অন্যো অন্যমুপ বদন্তমেতি ॥ ৩ ॥
অন্যো অন্যমনু গৃভ্ণাত্যেনোরপাং প্রসর্গে যদমন্দিষাতাম্।
মণ্ডূকো যদভিবৃষ্টঃ কনিষ্কন্পৃশ্নিঃ সংপৃঙ্ক্তে হরিতেন বাচম্ ॥ ৪ ॥
যদেষামন্যো অন্যস্য বাচং শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণঃ।
সর্বং তদেষাং সমৃধেব পর্ব যৎসুবাচো বদথনাধ্যপ্সু ॥ ৫ ॥
গোমায়ুরেকো অজমায়ুরেকঃ পৃশ্নিরেকো হরিত এক এষাম্।
সমানং নাম বিভ্রতো বিরূপাঃ পুরুত্রা বাচং পিপিশুর্বদন্তঃ ॥ ৬ ॥
ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রে ন সোমে সরো ন পূর্ণমভিতো বদন্তঃ।
সম্বৎসরস্য তদহঃ পরি ষ্ঠ যন্মণ্ডূকাঃ প্রাবৃষীণং বভূব ॥ ৭ ॥
ব্রাহ্মণাসঃ সোমিনো বাচমক্রত ব্রহ্ম কৃণ্বন্তঃ পরিবৎসরীণম্।
অধ্বর্যবো ঘর্মিণঃ সিষিদানা আবির্ভবন্তি গুহ্যা ন কেচিৎ ॥ ৮ ॥
দেবহিতিং জুগুপুর্দ্বাদশস্য ঋতুং নরো ন প্র মিনন্ত্যেতে।
সম্বৎসরে প্রাবৃষ্যাগতায়াং তপ্তা ঘর্মা অশ্নুবতে বিসর্গম্ ॥ ৯ ॥
গোমায়ুরদাদজমায়ুরদাৎ পৃশ্নিরদাদ্ধরিতো নো বসূনি।
গবাং মণ্ডূকা দদতঃ শতানি সহস্রসাবে প্র তিরন্ত আয়ুঃ ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — সম্বৎসর ব্রতচারী স্তোতাগণের মতো সম্বৎসর শয়ান থেকে মণ্ডূকগণ পর্জন্যের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করছেন ॥ ১ ॥

শুষ্কচর্মের মতো, সরোবরে শয়ান মণ্ডূকগণের নিকট স্বর্গীয় জল যখন আগমন করে, তখন বৎসযুক্ত ধেনুর শব্দের মতো মণ্ডূকগণের শব্দ সঙ্গত হয় ॥ ২ ॥

বর্ষাকাল আগত হ'লে পর্জন্য যখন কামনাবান্ ও তৃষ্ণার্ত মণ্ডূকগণকে জলের ধারা সিক্ত করেন, তখন পুত্র যেমন অখ্খল শব্দ ক'রে পিতার নিকট গমন করে, সেই রকম এক মণ্ডূক অন্যের নিকট গমন করে ॥৩॥

জল পতিত হওয়ার পর মণ্ডূকদ্বয় হৃষ্ট হয়; যখন পর্জন্য কর্তৃক সিক্ত হয়ে অত্যন্ত লম্ফ প্রদান পূর্বক ধূম্রবর্ণ মণ্ডূক হরিৎবর্ণ মণ্ডূকের সাথে একত্রে শব্দ করে, তখন এক মণ্ডূক অন্যকে অনুগ্রহ করে ॥ ৪ ॥

শিষ্য গুরুর মতো এই মণ্ডূকসকলের মধ্যে একটি অন্যের বাক্য অনুকরণ করে; যখন হে মণ্ডূকগণ! আপনারা সুন্দর শব্দবিশিষ্ট হয়ে জলে লম্ফপ্রদান পূর্বক শব্দ করেন, তখন আপনাদের সমস্ত পর্বযুক্ত শরীর সমৃদ্ধ হয় ॥ ৫ ॥

এঁদের একের শব্দ গোরুর মতো, অপরের শব্দ ছাগলের মতো, একটি ধূম্রবর্ণ, অপরটি হরিৎবর্ণ। সকলেরই এক নাম অথচ রূপ নানা রকম; এঁরা নানাদেশে শব্দ পূর্বক প্রাদুর্ভূত হন ॥ ৬॥

হে মণ্ডূকগণ! অতিরাত্র নামক সোমযাগে স্তোতাগণের মতো সম্প্রতি আপনারা পূর্ণ সরোবরের চতুর্দিকে শব্দপূর্বক যে দিন প্রবৃট সঞ্চার হলো, সেই দিন চতুর্দিকে অবস্থিতি করেন ॥ ৭ ॥

সোমযুক্ত সাম্বৎসরিক স্তুতিকারী স্তোতাগণের মতো এই মণ্ডূকগণ শব্দ করছেন; প্রবর্গচারী অধ্বর্যুগণের মতো ঘর্মাক্ত কলেবর, লুক্কায়িত কোন কোন মণ্ডূক সম্প্রতি বৃষ্টিতে আবির্ভূত হচ্ছেন ॥ ৮ ॥

নেতা মণ্ডূকগণ দেবকৃত বিধান করেন, এঁরা দ্বাদশ মাসের ঋতুগণকে হিংসা করেন না। সম্বৎসর পূর্ণ হয়ে বর্ষা আগত হ'লে, গ্রীষ্মম্ব তাপপীড়িত মণ্ডূকগণ গর্ত হ'তে বিমুক্তি লাভ করেন ॥ ৯ ॥

ধেনুর মতো শব্দবিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদের ধন দান করুন, অজের মতো শব্দবিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদের ধন দান করুক, ধূম্রবর্ণ মণ্ডূক আমাদের ধন দান করুন, হরিৎবর্ণ মণ্ডূক আমাদের ধন দান করুন। সহস্র ওষধি প্রসবকারী বর্ষা ঋতুতে মণ্ডূকগণ অপরিমিত গো-প্রদান পূর্বক আমাদের আয়ু বর্ধিত করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — ১ ঋকে মূলে "ব্রহ্মণা" আছে। অর্থ 'ব্রহ্ম' বা স্তোত্র উচ্চারণকারী। তাদের স্তোত্র উচ্চারণের সাথে ভেকগণের রবের তুলনা হচ্ছে॥ ২ ঋকে 'ধেনুর শব্দের মতো' কথাটির তাৎপর্য এই যে, বৎস প্রাপ্ত হ'লে ধেনুগণ যে রব করে, বৃষ্টি আগমনে ভেকগণের রব তার সাথে তুলনা করা হচ্ছে। এর পরের ঋকগুলিতেও ভেকগণের শব্দ সম্বন্ধে অন্যান্য উপমা আছে॥ ৮ ঋকে মূলে 'ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত ব্রাহ্মণাসঃ' আছে। অর্থ স্তুতিকারী স্তোতাগণ। ব্রাহ্মণ নামে একটি ভিন্ন 'জাতি' তখন সৃষ্ট হয়নি। ঋগ্বেদে 'ব্রহ্ম' অর্থে স্তুতি, এবং 'ব্রাহ্মণ' অর্থে স্তুতিকারী পুরোহিত।—ইত্যাদি॥ আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ॥

◆ ◆

— ১০৪ সূক্ত —

[দেবতা : ৯, ১২ ও ১৩ সোম; ১১ দেবতা; ৮, ১৬ ইন্দ্র; ১৭ গ্রাবা; ১৮ মরুৎ; ১০, ১৪ অগ্নি; প্রবহর ইত্যাদি পাঁচটির ইন্দ্র; ২৩-এর পূর্বার্ধ বসিষ্ঠের প্রার্থনা, অপরার্ধের পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ; অবশিষ্ট রক্ষোবিনাশক ইন্দ্র ও সোম। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রাসোমা তপতং রক্ষ উব্জতং ন্যর্পয়তং বৃষণা তমোবৃধঃ।
পরা শৃণীতমচিতো ন্যোষতং হতং নুদেথাং নি শিশীতমত্রিণঃ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রাসোমা সমঘশংসমভ্যঘং তপুর্যযস্তু চরুরগ্নিবাঁ ইব।
ব্রহ্মদ্বিষে ক্রব্যাদে ঘোরচক্ষসে দ্বেষো ধত্তমনবায়ং কিমীদিনে ॥ ২ ॥
ইন্দ্রাসোমা দুষ্কৃতো বব্রে অন্তরনারম্ভণে তমসি প্র বিধ্যতম্।
যথা নাতঃ পুনরেকশ্চনোদয়ত্তদ্বামস্তু সহসে মন্যুমচ্ছবঃ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রসোমা বর্তয়তং দিবো বধং সং পৃথিব্যা অঘশংসায় তর্হণম্।
উত্তক্ষতং স্বর্যং পর্বতেভ্যো যেন রক্ষো বাবৃধানং নিজূর্বথঃ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রাসোমা বর্তয়তং দিবস্পর্যগ্নিতপ্তেভির্যুবমশ্মহন্মভিঃ।
তপুর্বধেভিরজরেভিরত্রিণো নি পর্শানে বিধ্যতং যন্তু নিস্বরম্ ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রাসোমা পরি বাং ভূতু বিশ্বত ইয়ং মতিঃ কক্ষ্যাশ্বেব বাজিনা।
যাং বাং হোত্রাং পরিহিনোমি মেধয়েমা ব্রহ্মাণি নৃপতীব জিন্বতম্ ॥ ৬ ॥
প্রতি স্মরেথাং তুজয়দ্ভিরেবৈর্হতং দ্রুহো রক্ষসো ভঙ্গুরাবতঃ।
ইন্দ্রাসোমা দুষ্কৃতে মা সুগং ভূদ্যো নঃ কদা চিদভিদাসতি দ্রুহা ॥ ৭ ॥
যো মা পাকেন মনসা চরন্তমভিচষ্টে অনৃতেভির্বচোভিঃ।
আপ ইব কাশিনা সঙ্গৃভীতা অসন্নস্ত্বাসত ইন্দ্র বক্তা ॥ ৮ ॥
যে পাকশংসং বিহরন্ত এবৈর্যে বা ভদ্রং দূষয়ন্তি স্বধাভিঃ।
অহয়ে বা তান্ প্রদদাতু সোম আ বা দধাতু নির্ঋতেরুপস্থে ॥ ৯ ॥
যো নো রসং দিপ্সতি পিত্বো অগ্নে যো অশ্বানাং যো গবাং যস্তনূনাম্।
রিপুঃ স্তেন স্তেয়কৃদ্দভ্রমেতু নি ষ হীয়তাং তন্বা তনা চ ॥ ১০ ॥
পরঃ সো অস্তু তন্বা তনা চ তিস্রঃ পৃথিবীরধো অস্তু বিশ্বাঃ।
প্রতি শুষ্যতু যশো অস্য দেবা যো নো দিবা দিপ্সতি যশ্চ নক্তম্ ॥ ১১ ॥
সুবিজ্ঞানং চিকিতুষে জনায় সচ্চাসচ্চ বচসী পস্পৃধাতে।
তয়োর্যৎ সত্যং যতরদৃজীয়স্তদিৎ সোমোঽবতি হন্ত্যাসৎ ॥ ১২ ॥
ন বা উ সোমো বৃজিনং হিনোতি ন ক্ষত্রিয়ং মিথুয়া ধারয়ন্তম্।
হন্তি রক্ষো হন্ত্যাসদ্বদন্তমুভাবিন্দ্রস্য প্রসিতৌ শয়াতে ॥ ১৩ ॥

যদি বাহমনৃতদেব আস মোঘং বা দেবাঁ অপ্যূহে অগ্নে।
কিমস্মভ্যং জাতবেদো হৃণীষে দ্রোঘবাচস্তে নির্ঋথং সচন্তাম্ ॥ ১৪ ॥
অদ্যা মুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি যদি বায়ুস্ততপ পূরুষস্য।
অধা স বীরৈর্দশভির্বি যূয়া যো মা মোঘং যাতুধানেত্যাহ ॥ ১৫ ॥
যো মায়াতুং যাতুধানেত্যাহ যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ।
ইন্দ্রস্তং হন্ত মহতা বধেন বিশ্বস্য জন্তোরধমস্পদীষ্ট ॥ ১৬ ॥
প্র যা জিগাতি খর্গলেব নক্তমপ দ্রুহা তন্বং গূহমানা।
বব্রাঁ অনন্তাঁ অব সা পদীষ্ট গ্রাবাণো ঘ্নন্তু রক্ষস উপব্দৈঃ ॥ ১৭ ॥
বি তিষ্ঠধ্বং মরুতো বিক্ষ্বিচ্ছত গৃভায়ত রক্ষসঃ সং পিনষ্টন।
বয়ো যে ভূত্বী পতয়ন্তি নক্তভির্যে বা রিপো দধিরে দেবে অধ্বরে ॥ ১৮ ॥
প্র বর্তয় দিবো অশ্মানমিন্দ্র সোমশিতং মঘবন্ত্সং শিশাধি।
প্রাক্তাদপাক্তাদধরাদুদক্তাদভি জহি রক্ষসঃ পর্বতেন ॥ ১৯ ॥
এত উ ত্যে পতয়ন্তি শ্বয়াতব ইন্দ্রং দিপ্সন্তি দিপ্সবোঽদাভ্যম্।
শিশীতে শক্রঃ পিশুনেভ্যো বধং নূনং সৃজদশনিং যাতুমদ্ভ্যঃ ॥ ২০ ॥
ইন্দ্রো যাতূনামভবৎ পরাশরো হবির্মথীনামভ্যা বিবাসতাম্।
অভীদু শক্রঃ পরশুর্যথা বনং পাত্রেব ভিন্দন্ত্সত এতি রক্ষসঃ ॥ ২১ ॥
উলূকযাতুং শুশুলূকযাতুং জহি শ্বযাতুমুত কোকযাতুম্।
সুপর্ণযাতুমুত গৃধ্রযাতুং দৃষদেব প্র মৃণ রক্ষ ইন্দ্র ॥ ২২ ॥
মা নো রক্ষো অভি নড্যাতুমাবতামপোচ্ছতু মিথুনা যা কিমীদিনা।
পৃথিবী নঃ পার্থিবাৎ পাত্বংহসোঽন্তরিক্ষং দিব্যাৎ পাত্বস্মান্ ॥ ২৩ ॥
ইন্দ্র জহি পুমাংসং যাতুধানমুত স্ত্রিয়ং মায়য়া শাশদানাম্।
বিগ্রীবাসো মূরদেবা ঋদন্তু মা তে দৃশংত্সূর্যমুচ্চরন্তম্ ॥ ২৪ ॥
প্রতি চক্ষ্ব বি চক্ষ্বেন্দ্রশ্চ সোম জাগৃতম্।
রক্ষোভ্যো বধমস্যতমশনিং যাতুমদ্ভ্যঃ ॥ ২৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও সোম! আপনারা রাক্ষসবৃন্দকে সন্তাপ প্রদান করুন ও হিংসা করুন। হে কামবর্ষিদ্বয়। আপনারা অন্ধকারের দ্বারা বর্ধমান রাক্ষসগণকে নীচ ক'রে দিন। জ্ঞান-রহিত রাক্ষসগণকে পরাঙ্মুখ ক'রে হিংসা করুন, দগ্ধ করুন, মেরে ফেলুন, দূর ক'রে দিন। ভক্ষক রাক্ষসবৃন্দকে কৃশ ক'রে ফেলুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র ও সোম! অনর্থনাশী, আক্রমণকারী শত্রুকে একেবারেই অভিভব করুন; তাপপ্রাপ্ত রাক্ষস অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত চরুর মতো বিলুপ্ত হোক। ব্রহ্মদ্বেষী ক্রব্যাদ্ ঘোরদর্শন ক্রূরবুদ্ধির প্রতি যাতে নিরন্তর দ্বেষ থাকে, তা করুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ও সোম! দুষ্কর্মকারীকে আবরণ করুন, মধ্যস্থলে অবলম্বনরহিত অন্ধকার মধ্যে পাতিত

পূর্বক তাড়না করুন যে, এদের মধ্যে একজনও তার মধ্যে হ'তে পুনরায় উত্থিত হ'তে না পারে। আপনাদের সেই প্রসিদ্ধ ক্রোধবিশিষ্ট বল অভিভবে সমর্থ হোক ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র ও সোম! অন্তরীক্ষ হ'তে বধ করুন, আয়ুধ উৎপাদন করুন। অনর্থ উৎপাদকের জন্য পৃথিবী হ'তে নাশ করুন, আয়ুধ উৎপাদন করুন। মেঘ হ'তে উপতাপপ্রদ অশনি উৎপাদন করুন, যার দ্বারা প্রবৃদ্ধ রাক্ষসকে বিনাশ করেছেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র ও সোম! অন্তরীক্ষ হ'তে চারিদিকে আয়ুধসমূহ প্রেরণ করুন। আপনারা অগ্নির দ্বারা সন্তপ্ত, তাপপ্রদ, প্রহারযুক্ত, জরারহিত প্রস্তর বিকারভূত অস্ত্রের দ্বারা রাক্ষসগণকে পার্শ্বস্থানে বিদ্ধ করুন। তারা নিঃশব্দে নির্গত হোক ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র ও সোম! কক্ষবন্ধন রজ্জু যেমন অশ্বকে বেষ্টন করে, সেইরকম এই মনোহর স্তুতি আপনাদের প্রাপ্ত হোক। আপনারা বলবান্; আমরা মেধার বলে এই স্তোত্র প্রেরণ করছি। নৃপতির মতো আপনারা এই স্তোত্রসকলকে ফলযুক্ত করুন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র ও সোম! ত্বরমান অশ্বের সাহায্যে অভিগমন করুন। দ্রোহশীল ভঞ্জনকারী রাক্ষসবৃন্দকে নিধন করুন। পাপকারী রাক্ষসের যেন সুখ না হয়; কারণ সে দ্রোহযুক্ত হয়ে আমাদের কখনও না কখনও হনন করতে পারে ॥ ৭ ॥

আমি শুদ্ধমনে ব্রত আচরণ ক'রি। যে অনৃত বাক্যের দ্বারা আমার অপবাদ প্রদান করে; হে ইন্দ্র! মুষ্টিতে গৃহীত জলের মতো সেই অসত্যবাদী অস্তিত্বশূন্য হোক ॥ ৮ ॥

আমি পরিপক্ব বাক্যযুক্ত, যারা নিজের স্বার্থের জন্য আমার পরিবাদ করে; আমি কল্যাণবৃত্তি, যারা বলযুক্ত হয়ে আমায় দোষ প্রদান করে; সোম তাদের সর্পের উপর পাতিত করুন, অথবা নির্ঋতির উৎসঙ্গে অর্পণ করুন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! যে আমাদের অন্নের সার নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, যে অশ্বগণের, গোসমূহের ও সন্তানবর্গের সার নষ্ট করতে ইচ্ছা করে; শত্রু, চোর ও ধনাপহারী সেই ব্যক্তি, হিংসা প্রাপ্ত হোক, সে আপন শরীর ও তনয়ের সাথে নিহত হোক ॥ ১০ ॥

সে তনু ও তনয় হ'তে বিযুক্ত হোক, ব্যাপ্ত তিন পৃথিবীর অধোদেশে গমন করুক। যে দিনরাত্রি আমাদের হিংসা করতে ইচ্ছা করে, হে দেবগণ! তার যশ পরিশুষ্ক হোক ॥ ১১ ॥

বিদ্বান্‌গণের বিদিত হোক, যে সত্য এবং অসত্যরূপ বাক্যদ্বয় পরস্পর স্পর্ধা করে; তাদের মধ্যে যা সত্য এবং যা ঋজুতম, সোম তাকেই পালন করেন, অসত্যকে হিংসা করেন ॥ ১২ ॥

সোমদেব পাপকারীকে প্রবর্তিত করেন না; বলযুক্ত, মিথ্যাবাদী পুরুষকেও প্রবর্তিত করেন না। তিনি রাক্ষসকে হনন করেন, অসত্যবাদীকে হনন করেন, সে হত হয়ে ইন্দ্রের বন্ধনে বাস করে ॥ ১৩ ॥

যদি আমার দেবতাগণ অসত্যস্বরূপ হতেন, অথবা যদি আমি বৃথা দেববৃন্দের নিকট গমন করতাম, তাহ'লে হে জাতবেদা অগ্নি! আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হ'তেন। মিথ্যাবাদিগণ আপনার হিংসা বিশেষভাবে লাভ করুক ॥ ১৪ ॥

যদি আমি যাতুধান হই, অথবা যদি কোনও পুরুষের আয়ু নাশ ক'রে থাকি, তাহ'লে আমি যেন এখনই মরে যাই। যে আমাকে মিথ্যারূপে যাতুধান ব'লে সম্বোধন করছে, সে যেন তার দশ জন বীর বন্ধু হ'তে বিযুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥

যে আমাকে মিথ্যারূপে যাতুধান বলে সম্বোধন করছে, যে আমাকে শুচি রাক্ষস বলছে, ইন্দ্র মহা আয়ুধের দ্বারা তাকে বিনাশ করুন, সে সকল জন্তুর অধম হয়ে পতিত হোক ॥ ১৬ ॥

যে রাক্ষসী রাত্রিকালে দ্রোহযুক্তা হয়ে উলূকির মতো আপন শরীর লুক্কায়িত ক'রে গমন ক'রে, সে অবাঙ্মুখ হয়ে অনন্তগর্তে পতিত হোক। প্রস্তরসকল অভিষবণ শব্দের দ্বারা রাক্ষসদের বিনাশ করুক ॥ ১৭ ॥

হে মরুৎগণ। আপনারা প্রজাদের মধ্যে নানারকমে বাস করুন। যারা পক্ষী হয়ে রাত্রিতে আগমন করে, অথবা যারা দীপ্ত যজ্ঞে হিংসা ধারণ করে, সেই রাক্ষসদের ইচ্ছা করুন, গ্রহণ করুন ও চূর্ণ করুন ॥ ১৮ ॥

হে ইন্দ্র। অন্তরীক্ষ হ'তে অশনি প্রবর্তিত করুন; হে মঘবন্! সোমের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত যজমানকে সংস্কৃত করুন; পর্বযুক্ত বজ্রের দ্বারা পূর্বদিক্ হ'তে, পশ্চিম দিক্ হ'তে ও উত্তর দিক্ হতে রাক্ষসবৃন্দকে বিনাশ করুন ॥ ১৯ ॥

এরা কুকুরের দ্বারা হিংসাপূর্বক আগমন করে। যারা জিঘাংসু হয়ে অহিংসনীয় ইন্দ্রকে হিংসা করতে ইচ্ছা করে, সেই কপটগণকে হিংসা করবার জন্য ইন্দ্র অশনি তীক্ষ্ণ করছেন। তিনি শীঘ্র যাতুধানবর্গের উদ্দেশে অশনি নিক্ষেপ করুন ॥ ২০ ॥

ইন্দ্র হিংসকগণের হিংসক; পরশু যেমন বন ছেদ করে, মুদ্গর যেমন পাত্রসমূহকে ভেদ করে, ইন্দ্র সেইরকম হব্য-মন্থনকারী ও অভিমুখে আগমনকারী পূজকবৃন্দের জন্য রাক্ষস সকলকে বিনাশ পূর্বক আগমন করছেন ॥ ২১ ॥

হে ইন্দ্র। যারা উলূকরূপে হিংসা করে, তাদের বিনাশ করুন; যারা ক্ষুদ্র উলূকরূপে হিংসা করে, তাদের বিনাশ করুন; যারা কুকুররূপে, যারা চক্রবাকরূপে, যারা শ্যেনপক্ষীরূপে, যারা গৃধ্ররূপে বিনাশ করে, পাষাণের মতো বজ্রের দ্বারা সেইসকল রাক্ষসকে মেরে ফেলুন ॥ ২২ ॥

রাক্ষস আমাদের যেন ব্যাপ্ত করতে না পারে, যন্ত্রণাদায়ী রাক্ষসগণের মিথুনসকল অপগত হোক। এই রাক্ষসেরা "একি একি" ব'লে বেড়ায়। পৃথিবী আমাদের অন্তরীক্ষভব পাপ হ'তে রক্ষা করুন, অন্তরীক্ষ আমাদের স্বর্গীয় পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ২৩ ॥

হে ইন্দ্র। রাক্ষসপুরুষকে বিনাশ করুন এবং যে রাক্ষসী স্ত্রী বঞ্চনার দ্বারা হিংসা করে, তাকেও বিনাশ করুন। আঘাত করাই যে সকল রাক্ষসের ক্রীড়া, তারা ছিন্নগ্রীব হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হোক। তারা যেন উদয়শীল সূর্যকে দর্শন করতে না পারে ॥ ২৪ ॥

হে সোম! আপনি ইন্দ্র আপনারা প্রত্যেকে দর্শন করুন, নানা রকমে দর্শন করুন; জাগরিত হোন, যাতুধান রাক্ষসবৃন্দের উদ্দেশে অশনিরূপ আয়ুধ ক্ষেপ করুন ॥ ২৫ ॥

টীকা — ১৩ ঋকের বক্তব্য এই যে, ইতিপূর্বে (৩/৫৩/২৩ ও ২৪ ঋকে) বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠ সম্বন্ধে যে কটূক্তি করেছিলেন, বসিষ্ঠ এই সূক্তের ১৩ হ'তে ১৫ ঋকে তার উত্তর প্রদান করলেন॥ ১৫ ঋকের মূলে 'অধা স বীরৈ দশভির্বি যূয়া' আছে। অর্থ যেন তার দশটি পুত্র মারা যায়;—অথবা বিশ্বামিত্র যে দশ জন রাজার সাথে সুদাসকে আক্রমণ করেছিলেন তারা যেন হত হয়॥ শেষ ঋকের বক্তব্য এই যে, এই সূক্তের শেষ ঋক্‌গুলি কেবল 'ওঝার মন্ত্র'। এখন যেমন লোকে ভূতের ভয় করে, সেকালে 'যাতুধান ও রক্ষ' ভয়ের বিষয় ছিল। সেইরকম ভয় হ'তে রক্ষা পাওয়াই এই সপ্তম মণ্ডলের শেষ সূক্তের শেষ ঋক্‌গুলির উদ্দেশ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় মণ্ডলের শেষ সূক্তের শেষ ঋক্‌গুলিও এইরকম 'ওঝার মন্ত্র'।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই সূক্তেও করা যায়।

— সপ্তম মণ্ডল সমাপ্ত —

অষ্টম মণ্ডল

— ১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বগোত্র মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি; আদি ঋকদ্বয়ের ঘোরের পুত্র; পরে কণ্বের পুত্রতাপ্রাপ্ত প্রগাথ; ৩০ হ'তে চারটি ঋক্ অসঙ্গ নামক রাজপুত্র; ৩৪ অসঙ্গের ভার্যা অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী। ছন্দ : বৃহতী, সতোবৃহতী ও ত্রিষ্টুপ্]

মা চিদন্যদ্বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত।
ইন্দ্রমিৎস্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত ॥ ১॥
অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথাজুরং গাং ন চর্ষণীসহম্।
বিদ্বেষণং সংবননোভয়ঙ্করং মংহিষ্ঠমুভয়াবিনম্ ॥ ২॥
যচ্চিদ্ধি ত্বা জনা ইমে নানা হবন্ত ঊতয়ে।
অস্মাকং ব্রহ্মেদমিন্দ্র ভূতু তেঽহা বিশ্বা চ বর্ধনম্ ॥ ৩॥
বি তর্তূর্যন্তে মঘবন্বিপশ্চিতোঽর্যো বিপো জনানাম্।
উপ ক্রমস্ব পুরুরূপমা ভর বাজং নেদিষ্ঠমূতয়ে ॥ ৪॥
মহে চন ত্বামদ্রিবঃ পরা শুল্কায় দেয়াম্।
ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতামঘ ॥ ৫॥
বস্যাঁ ইন্দ্রাসি মে পিতুরুত ভ্রাতুরভুঞ্জতঃ।
মাতা চ মে ছদয়থঃ সমা বসো বসুত্বনায় রাধসে ॥ ৬॥
ক্বেয়থ ক্বেদসি পুরুত্রা চিদ্ধি তে মনঃ।
অলর্ষি যুধ্ম খজকৃৎপুরন্দর প্র গায়ত্রা অগাসিষুঃ ॥ ৭॥
প্রাস্মৈ গায়ত্রমর্চত বাবাতুর্যঃ পুরন্দরঃ।
যাভিঃ কাণ্বস্যোপ বর্হিরাসদং যাসদ্বজ্রী ভিনৎপুরঃ ॥ ৮॥
যে তে সন্তি দশগ্বিনঃ শতিনো যে সহস্রিণঃ।
অশ্বাসো যে তে বৃষণো রঘুদ্রুবস্তেভির্নস্তূয়মা গহি ॥ ৯॥
আ ত্বদ্য সবর্দুঘাং হুবে গায়ত্রবেপসম্।
ইন্দ্রং ধেনুং সুদুঘামন্যামিষমুরুধারামরঙ্কৃতম্ ॥ ১০॥
যত্তুদৎসূর এতশং বঙ্কূ বাতস্য পর্ণিনা।
বহৎকুৎসমার্জুনেয়ং শতক্রতুঃ ৎসরদ্গন্ধর্বমস্তৃতম্ ॥ ১১॥
য ঋতে চিদভিশ্রিষঃ পুরা জত্রুভ্য আতৃদঃ।
সং ধাতা সন্ধিং মঘবা পুরূবসুরিষ্কর্তা বিহ্রুতং পুনঃ ॥ ১২॥

মা ভূম নিষ্ট্যা ইবেন্দ্র ত্বদরণা ইব।
বনানি ন প্রজহিতান্যদ্রিবো দুরোষাসো অমন্মহি ॥ ১৩॥
অমন্মহীদনাশবোঽনুগ্রাসশ্চ বৃত্রহন্।
সকৃৎসু তে মহতা শূর রাধসানু স্তোমং মুদীমহি ॥ ১৪॥
যদি স্তোমং মম শ্রবদস্মাকমিন্দ্রমিন্দবঃ।
তিরঃ পবিত্রং সসৃবাংস আশবো মন্দন্তু তুগ্র্যাবৃধঃ ॥ ১৫॥
আ ত্বদ্য সধস্তুতিং বাবাতুঃ সখ্যুরা গহি।
উপস্তুতির্মঘোনাং প্র ত্বাবত্বধা তে বশ্মি সুষ্টুতিম্ ॥ ১৬॥
সোতা হি সোমমদ্রিভিরেমেনমপ্সু ধাবত।
গব্যা বস্ত্রেব বাসয়ন্ত ইন্নরো নির্ধুক্ষন্বক্ষণাভ্যঃ ॥ ১৭॥
অধ জ্মো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি।
অয়া বর্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতো পৃণ ॥ ১৮॥
ইন্দ্রায় সু মদিন্তমং সোমং সোতা বরেণ্যম্।
শক্র এণং পীপয়দ্বিশ্বয়া ধিয়া হিন্বানং ন বাজয়ুম্ ॥ ১৯॥
মা ত্বা সোমস্য গল্দয়া সদা যাচন্নহং গিরা।
ভূর্ণিং মৃগং ন সবনেষু চুক্রুধং ক ঈশানং ন যাচিষৎ ॥ ২০॥
মদেনেষিতং মদমুগ্রমুগ্রেণ শবসা।
বিশ্বেষাং তরুতারং মদচ্যুতং মদে হি ষ্মা দদাতি নঃ ॥ ২১॥
শেবারে বার্যা পুরু দেবো মর্তায় দাশুষে।
স সুন্বতে চ স্তুবতে চ রাসতে বিশ্বগূর্তো অরিষ্টুতঃ ॥ ২২॥
এন্দ্র যাহি মৎস্ব চিত্রেণ দেব রাধসা।
সরো ন প্রাস্যুদরং সপীতিভিরা সোমেভিরুরু স্ফিরম্ ॥ ২৩॥
আ ত্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে।
ব্রহ্মযুজো হরয় ইন্দ্র কেশিনো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥ ২৪॥
আ ত্বা রথে হিরণ্যয়ে হরী ময়ূরশেপ্যা।
শিতিপৃষ্ঠা বহতাং মধ্বো অন্ধসো বিবক্ষণস্য পীতয়ে ॥ ২৫॥
পিবা ত্বস্য গির্বণঃ সুতস্য পূর্বপা ইব।
পরিষ্কৃতস্য রসিন ইয়মাসুতিশ্চারুর্মদায় পত্যতে ॥ ২৬॥
য একো অস্তি দংসনা মহাঁ উগ্রো অভি ব্রতৈঃ।
গমৎস শিপ্রী ন স যোষদা গমদ্ধবং ন পরি বর্জতি ॥ ২৭॥
ত্বং পুরং চরিষ্ণ্বং বধৈঃ শুষ্ণস্য সং পিণক্।
ত্বং ভা অনু চরো অধ দ্বিতা যদিন্দ্র হব্যো ভুবঃ ॥ ২৮॥

মম ত্বা সূর উদিতে মম মধ্যন্দিনে দিবঃ।
মম প্রপিত্বে অপিশর্বরে বসবা স্তোমাসো অবৃৎসত ॥ ২৯॥
স্তুহি স্তুহীদেতে ঘা তে মংহিষ্ঠাসো মঘোনাম্।
নিন্দিতাশ্বঃ প্রপথী পরমজ্যা মঘস্য মেধ্যাতিথে ॥ ৩০॥
আ যদশ্বান্বনবতঃ শ্রদ্ধয়াহং রথে রুহম্।
উত বামস্য বসুনশ্চিকেততি যো অস্তি যাদ্বঃ পশুঃ ॥ ৩১॥
য ঋজ্রা মহ্যং মামহে সহ ত্বচা হিরণ্যয়া।
এষ বিশ্বান্যভ্যস্তু সৌভগাসঙ্গস্য স্বনদ্রথঃ ॥ ৩২॥
অধ প্লায়োগিরতি দাসদন্যানাসঙ্গো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈঃ।
অধোক্ষণো দশ মহ্যং রুশন্তো নলা ইব সরসো নিরতিষ্ঠন্ ॥ ৩৩॥
অন্বস্য স্থূরং দদৃশে পুরস্তাদনস্থ উরুরবরম্বমাণঃ।
শশ্বতী নার্যাভিচক্ষ্যাহ সুভদ্রমর্য ভোজনং বিভর্ষি ॥ ৩৪॥

মন্ত্রার্থ — হে সখাসকল! তোমরা অন্যের স্তোত্র উচ্চারণ করো না, হিংসিতা হয়ো না, সোম অভিষুত হ'লে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে একত্র হয়ে স্তব করো এবং মুহুর্মুহু উক্‌থসকল উচ্চারণ করো ॥ ১ ॥

বৃষভের মতো শত্রুদের হিংসাকারী ও জরারহিত ও বৃষভের মতো মানবগণের পরাভবকারী ও শত্রুগণের বিদ্বেষ্টা ও স্তোত্রগণের সংভজনীয় এবং উভয় রকম ধনবিশিষ্ট দাতৃতম ইন্দ্রকেই স্তব করো ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! এই জনগণ যদিও রক্ষার জন্য পৃথক্ পৃথক্ আপনার স্তব করছে, তথাপি আমাদের এই স্তোত্রই আপনার বর্ধক হোক ॥ ৩ ॥

হে মঘবন্ ইন্দ্র! আপনার পণ্ডিত স্তোতাগণ শত্রুবৃন্দকে কম্প উৎপাদন পূর্বক সর্বদা আপদ হ'তে উত্তীর্ণ হয়। আমাদের নিকট আগমন করুন, তৃপ্তির জন্য বহুরূপবিশিষ্ট নিকটস্থিত অন্ন আমাদের প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! আপনাকে মহামূল্যেও বিক্রয় করি না। হে বজ্রহস্ত! সহস্রসংখ্যক ও অযুতসংখ্যক ধনের জন্যও করি না এবং হে বহুধন! অপরিমিত ধনের জন্যও করি না ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমার পিতা হ'তেও অধিক ধনবান্, অপালকারী ভ্রাতা হ'তেও অধিক ধনবান্। হে বসু! আমার মাতা ও আপনি সমান হয়ে আমায় ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধনলাভের জন্য পূজিত করুন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি কোথায় গমন করেছেন, কোথায় আছেন, আপনার মন নানা দিকে। হে যুদ্ধকুশল, যুদ্ধকারী পুরন্দর! আগমন করুন, গায়ত্রগণ আপনার স্তব করছেন ॥ ৭ ॥

এই ইন্দ্রের উদ্দেশে গায়ত্র গান করো, পুরন্দর ইন্দ্র সকলের সংভজনীয়, রুদ্রসমূহের দ্বারা কণ্বপুত্রের যজ্ঞস্থলে বজ্রযুক্ত হয়ে গমন করেছিলেন এবং যাদের দ্বারা পুরী ভেদ করেছিলেন, সেই রুদ্রকে গায়ত্র গান করো ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার যে দশযোজনগামী শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব আছে, তারা সেচনসমর্থ ও শীঘ্রগামী। সেই অশ্বের সাহায্যে শীঘ্র আগমন করুন ॥ ৯ ॥

অন্য সুখদায়িনী, প্রশংসনীয় বেগযুক্তা, সুখে দোহনসমর্থা ধেনুরূপ ইন্দ্রকে স্তব করি। বহুধারাযুক্ত, বাঞ্ছনীয়, বৃষ্টিরূপ পর্যাপ্তকারী ইন্দ্রকে স্তব করি ॥ ১০ ॥

সূর্য যখন এতশকে পীড়া দিয়েছিলেন, তখন বক্রগামী ও বায়ুসদৃশ গমনশীল অশ্বদ্বয় অর্জুন-পুত্র কুৎস ঋষিকে বহন করেছিল। শতক্রতু গন্ধর্ব ও অহিংসিত সূর্যকে ছদ্মবেশে আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন ॥ ১১ ॥

যে ইন্দ্র সন্ধান ব্যতিরেকেই গ্রীবা হ'তে রুধির নিঃসরণের পূর্বেই সন্ধির সংযোজনা করেন, বহুধন সেই ইন্দ্র বিচ্ছিন্নকে পুনঃ সংস্কার ক'রে দেন ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন নীচ না হই, যেন দুঃখী না হই, আর প্রক্ষীণ বলের মতো আমরা যেন পুত্রপৌত্র ইত্যাদি বিমুক্ত না হই। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! অন্যে আমাদের দগ্ধ করতে পারে না, গৃহে নিবাস পূর্বক আমরা আপনার স্তব করবো ॥ ১৩ ॥

হে বৃত্রহন্তা! সত্বর ও উগ্রতাশূন্য হয়ে আমরা ধীরে ধীরে আপনার স্তব করবো। হে শূর! আপনার জন্য একবার প্রভূত ধনের সাথে সুন্দর স্তোত্র অনুমোদন করবো ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র যদি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করেন, তাহলে তখনই যেন আমাদের সোম সকল তাঁকে হর্ষিত করতে পারে, তারা তির্যক্‌ভাবে অবস্থিত পবিত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে ও বসতীবরী প্রভৃতি জলের দ্বারা বর্ধমান, অতএব শীঘ্র মদজনক হয়েছে ॥ ১৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার সেবাকারী স্তোতার সংমিলিত স্তুতির অভিমুখে অদ্য শীঘ্র আগমন করো; অন্য হবিষ্মান্‌গণের স্তোত্র আপনার নিকট গমন করুক, অধুনা আমিও আপনার সুস্তুতি কামনা করি ॥ ১৬ ॥

তোমরা প্রস্তরের দ্বারা সোম অভিষব করো, একে জলে ধৌত করো, গোচর্মের মতো মেঘের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন ক'রে মরুৎগণ নদীগণের জন্য জল দোহন করছেন ॥ ১৭ ॥

হে ইন্দ্র! পৃথিবী হ'তে, অন্তরীক্ষ হ'তে, অথবা বৃহৎ দীপ্তপ্রদেশ হ'তে আগমন পূর্বক আমার এই বিস্তৃত স্তুতির দ্বারা বর্ধিত হোন। হে সুক্রতু! আমাদের উৎপন্ন লোকসকলকে অভিলষিত ফলে পূর্ণ করুন ॥ ১৮ ॥

তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে সর্বাপেক্ষা মদকর বরণীয় সোম অভিষব করো। শক্র সমস্ত ক্রিয়ার দ্বারা প্রীতি উৎপাদক অন্নাভিলাষী যজমানকে বর্ধিত করেন ॥ ১৯ ॥

হে ইন্দ্র! সবনসমূহে সোম স্রাবণ ও স্তুতিযুক্ত হয়ে সর্বদা প্রার্থনা পূর্বক আমি যেন আপনাকে কুপিত না ক'রি। আপনি ভর্তা ও সিংহের মতো ভয়ঙ্কর, কে আপনার নিকট যাচ্‌ঞা না করে ॥ ২০ ॥

উগ্রবলযুক্ত ইন্দ্র, মদোৎপাদক স্তোতার দ্বারা প্রেরিত সোম পান করুন। তিনি সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হ'লে আমাদের শত্রুগণের জেতা ও তাদের গর্ব খর্বকারী পুত্র প্রদান করেন ॥ ২১ ॥

ইন্দ্রদেব সুখোৎপাদক যজ্ঞে হব্যদায়ী যজমানের উদ্দেশে বহুবরণীয় ধন দান করেন। তিনিই সোমাভিষবকারী ও স্তোত্রকারীকে ধন প্রদান করেন। তিনি সর্বকার্যে উদ্যোগী ও স্তোতাগণের প্রশংসনীয় ॥ ২২ ॥

হে ইন্দ্র! আগমন করুন। হে দেব! আপনি বিচিত্র ধনের দ্বারা হৃষ্ট হোন, একত্র পীত সোমের দ্বারা আপনার বিস্তীর্ণ উদর সরোবরের মতো পূর্ণ করুন ॥ ২৩ ॥

হে ইন্দ্র! শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব হিরণ্ময় রথে সোমপানের জন্য ইন্দ্রকে বহন করুক। তারা প্রভূযুক্ত ও কেশরযুক্ত ॥ ২৪ ॥

শ্বেতপৃষ্ঠ, ময়ূরবর্ণরূপবিশিষ্ট অশ্বগণ আপনাকে মধুর স্তুতিযুক্ত সোম পানের জন্য হিরণ্ময় রথে বহন করুক ॥ ২৫ ॥

হে স্তুতিযোগ্য। শীঘ্র এই অভিষুত সোম প্রথম সোমপায়ীর মতো পান করুন; এ পরিষ্কৃত ও রসবিশিষ্ট। এই আসব মদকর ও চারু, এটি মত্ততার জন্য সম্পন্ন হয় ॥ ২৬ ॥

যে ইন্দ্র একাকী আপন কর্মের দ্বারা সকলকে পরাভব করেন, যিনি কর্মের দ্বারা মহান্, উগ্র এবং শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট, সেই ইন্দ্র আগমন করুন। তিনি যেন পৃথক্ না হন। আমাদের স্তোত্রাভিমুখে আগমন করুন। তিনি যেন আমাদের ত্যাগ না করেন ॥ ২৭ ॥

হে ইন্দ্র। আপনি শুষ্ণের সঞ্চরণশীল নিবাসস্থান বজ্রের দ্বারা সংচূর্ণ করেছিলেন, আপনি দুই রকমের স্তোতা ও যষ্টার দ্বারা আহ্বানযোগ্য, আপনি দীপ্তিমান্ হয়ে তাঁর অনুগমন করেছিলেন ॥ ২৮ ॥

সূর্য উদিত হ'লে, তুমি আমার স্তোত্রসকল আবর্তিত করো। দিবসের মধ্যাহ্নে আমার স্তুতি আবর্তিত করো। দিবসের অবসান হ'লে আমার স্তোত্র আবর্তিত করো। শর্বরী সময়েও আমার স্তোত্র সকল আবর্তিত করো ॥ ২৯ ॥

হে মেধ্যাতিথি। পুনঃ পুনঃ আমাকে স্তব করো, আমাকে প্রশংসা করো, আমরা ধনবানগণের মধ্যে তোমার প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক ধনদাতা। আমার বীর্যে অন্যে আমার অশ্ব প্রাপ্ত হয়, আমার পথ উৎকৃষ্ট, আয়ুধ উৎকৃষ্ট ॥ ৩০ ॥

আমি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আহারান্তে অশ্বগণকে আপনার রথে যোজনা করেছিলাম। আমি মনোহর ধন দান করতে জ্ঞাত আছি, আমি যদুবংশোৎপন্ন ও বহু পশুর অধিকারী ॥ ৩১ ॥

যিনি গমনশীল ধন হিরণ্ময় চর্মাস্তরণের সাথে আমাকে প্রদান করেছিলেন, তিনি শব্দায়মান রথযুক্ত হয়ে শত্রুবর্গের সমস্ত ধন অভিভব করুন ॥ ৩২ ॥

হে অগ্নি! প্রয়োগের পুত্র অসঙ্গ দশ সহস্র গাভী দানের দ্বারা অন্য দাতাগণকে অতিক্রম করেছিলেন। অনন্তর সেচনসমর্থ ও দীপ্যমান পশুসকল সরোবর হ'তে নলের মতো নির্গত হয়েছিল ॥ ৩৩ ॥

তাঁর সম্মুখভাগে স্থূলবস্তু দেখা যাচ্ছে, ওটি অস্থিরহিত, বিস্তীর্ণ এবং নিম্নমুখে লম্বমান। শশ্বতী নারী তা দর্শন ক'রে বললেন, আর্য! উত্তম ভোগসাধন ধারণ করছো ॥ ৩৪ ॥

টীকা — কণ্ব বা তদ্বংশীয়গণ অষ্টম মণ্ডলের ঋষি॥ ১১ ঋকে 'গন্ধর্ব' শব্দে গবাং রশ্মীনাং ধর্তারং। সায়ণ। ঋগ্বেদের গন্ধর্বগণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, গন্ধর্বের আদি অর্থ সূর্যরশ্মি, অতএব গন্ধর্বের দ্বারা সোমলতার রস আধানের অর্থ আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি। ১/১৬৩/২ ঋকে গন্ধর্ব ইন্দ্রের রথের বল্গা ধারণ করলেন।...অন্তরীক্ষই গন্ধর্বগণের নিবাসস্থান ব'লে নির্দিষ্ট হয়েছে। সেখানে গন্ধর্বগণ অন্তরীক্ষবাসী সোমপায়ী কাল্পনিক জীব।—ইত্যাদি॥ ২৬ ঋকের বক্তব্য—সকল দেবতার পূর্বে বায়ু সোম পান ক'রে থাকেন। সায়ণ॥ ৮/৬/৩৯ ও ৪৮ ঋকের টীকা দ্রষ্টব্য। ৩৪ ঋকের 'শশ্বতী' হলেন অঙ্গিরার কন্যা ও অসঙ্গের ভার্যা এবং এই ঋকের বক্তা। সায়ণ বলেন অসঙ্গ শাপগ্রস্ত হয়ে স্ত্রী হয়ে যান, পরে পুরুষত্ব লাভ করেন। ৮/৩৩/১৯ ঋকে এইরকম আর একটি গল্প আছে॥

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত প্রথম দুটি ঋকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ

করছি। যথা,—১ ঋক্—"মিত্রভূত হে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ! আপনারা আমাদের চরম দশায়ও অর্থাৎ কঠোর পরীক্ষায়ও কখনও বিরুদ্ধাচারের দ্বারা আমাদের শাসন করবেন না এবং আমাদের হিংসকর হবেন না অর্থাৎ আমাদের পরিত্যাগ করবেন না; (কঠোর পরীক্ষাতেও যেন আমরা সৎ-ভাব-পরিশূন্য না হই, এটাই অভিপ্রায়)। হে দেবগণ। আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার ক'রে আপনারা তার সাথে সম্মিলিত হোন এবং সর্বাভীষ্টপূরক একমেবাদ্বিতীয়ম্ ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে অর্চনা করবার জন্য নিত্যকাল আমাদের উদ্বুদ্ধ করুন; অপিচ, ভগবৎ-বিষয়ক স্তোত্রসমূহ গান করতে শিক্ষা প্রদান করুন।" (শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে যেন সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হ'তে পারি—এই প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে)। অথবা—"মিত্রভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ। তোমরা কখনও ভগবৎ-পরিশূন্য বাক্য উচ্চারণ করো না বা (তেমন) কর্ম অনুষ্ঠান করো না; এবং নিজের হিংসক হয়ো না, অর্থাৎ ভগবৎ-বিদ্বেষীগণের অনুষ্ঠিত অসৎ-অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজেদের উপক্ষয়িতা হয়ো না।" (ভগবানের প্রতি অবিচলিত-মন হবার জন্য এখানে সাধক নিজেকে উদ্বুদ্ধ করছেন)। আরও, "হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ। শুদ্ধসত্ত্ব সুসংস্কৃত হ'লে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় ক'রে তোমরা অনন্যমন হয়ে অর্থাৎ একাগ্রভাবে সকল কামনার বর্ষক অর্থাৎ সর্বাভীষ্টপূরক চতুর্বর্গফলপ্রদাতা পরমৈশ্বর্যশালী অদ্বিতীয় ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে স্তুতি অর্থাৎ অর্চনা করো; অপিচ, তোমরা সর্বকাল ভগবানের সম্বন্ধযুত স্তোত্রসমূহ সদাকাল উচ্চারণ করো।" (ভক্তিসহযুত মনে একাগ্রচিত্তে ভগবানের কর্মসাধনের জন্য সাধক নিজেকে উদ্বোধিত করছেন। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! ভক্তির দ্বারা এবং নির্মল চিত্তের দ্বারা তোমার কর্মসম্পাদনে তোমার প্রীতি-সাধনে আমরা যেন সমর্থ হই; কৃপাপূর্বক তা বিহিত করুন)।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ। শত্রুদের হিংসক, পরমাভীষ্টদায়ক, আশুমুক্তিদায়ক, জ্ঞানতুল্য শত্রুনাশক, স্তোতৃদের দ্বারা সম্যক্‌রূপে আরাধনীয়, নিগ্রহানুগ্রহকর্তা, রিপুনাশক, পরমধনদাতা, দ্যুলোকভূলোকস্বামী ভগবানকে তোমরা পূজা করো।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা ক'রি)। [তিনি কেবল রিপুনাশক নন, দ্যুলোক-ভূলোকের অধিপতিও তিনি। তিনি অনুগ্রহনিগ্রহ সমর্থ। কেবলমাত্র ভক্তের প্রার্থনাই পূরণ করেন না, প্রয়োজন হ'লে তার মঙ্গলের জন্য শাস্তিও প্রদান করেন। নিগ্রহের অগ্নিতে ফেলে সাধকের অন্তরের যাস সব দগ্ধ হয়ে ভস্ম হয়ে যায়। তাই ভগবানের শাস্তিও পরমমঙ্গল ধারক। অনুগ্রহ ও নিগ্রহ এই উভয় উপায়ের দ্বারা সাধকের হৃদয়কে বিশুদ্ধ ক'রে তাকে পরমধন প্রদান করেন।—ইত্যাদি॥ এই সূক্তটির ৫, ৬, ৭, ১০, ১২, ১৮, ২০, ২৪, ২৫ ও ২৬ ঋকের আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'র মধ্যে যথাক্রমে ১৩৯, ১৩৯, ১৩২, ১৪২, ১২৪, ৬৮, ১৪৫, ১৫৭ বা ১২৪, ৫৭৫ ও ৫৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন॥

◆ ◆

— ২ সূক্ত —

[দেবতা : ১-৪০ ইন্দ্র; ৪১, ৪২ বিভিংদোর্দানস্তুতি। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় মেধাতিথি ও অঙ্গিরাগোত্র প্রিয়মেধ। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সুপূর্ণমুদরম্। অনাভয়িন্ররিমা তে ॥ ১॥
নৃভির্ধূতঃ সুতো অশ্নৈরব্যো বারৈঃ পরিপূতঃ। অশ্বো ন নিক্তো নদীষু ॥ ২॥

তং তে যবং যথা গোভিঃ স্বাদুমকর্ম শ্রীণন্তঃ। ইন্দ্র ত্বাস্মিন্তসধমাদে ॥ ৩॥
ইন্দ্র ইৎসোমপা এক ইন্দ্র সুতপা বিশ্বায়ুঃ। অন্তর্দেবান্মর্ত্যাংশ্চ ॥ ৪॥
ন যং শুক্রো ন দুরাশীর্ন তৃপ্রা উরুব্যাচসং। অপস্পৃণ্বতে সুহার্দম্ ॥ ৫॥
গোভির্যদীমন্যে অস্মন্মৃগং ন ব্রা মৃগয়ন্তে। অভিৎসরন্তি ধেনুভিঃ ॥ ৬॥
ত্রয় ইন্দ্রস্য সোমাঃ সুতাসঃ সন্তু দেবস্য। স্বে ক্ষয়ে সুতপান্নঃ ॥ ৭॥
ত্রয়ঃ কোশাসঃ শ্চোতন্তি তিস্রশ্চম্বঃ সুপূর্ণাঃ। সামনে অধি ভার্মন্ ॥ ৮॥
শুচিরসি পুরুনিঃষ্ঠা ক্ষীরৈর্মধ্যত আশীর্তঃ। দধ্না মন্দিষ্ঠঃ শূরস্য ॥ ৯॥
ইমে ত ইন্দ্র সোমাস্তীব্রা অস্মে সুতাসঃ। শুক্রা আশিরং যাচন্তে ॥ ১০॥
তাঁ আশিরং পুরোলাশমিন্দ্রেমং সোমং শ্রীণীহি। রেবন্তং হি ত্বা শৃণোমি ॥ ১১॥
হৃৎসু পীতাসো যুধ্যন্তে দুর্মদাসো ন সুরায়াম্। উধর্ন নগ্না জরন্তে ॥ ১২॥
রেবাঁ ইদ্রেবতঃ স্তোতা স্যাত্ত্বাবতো মঘোনঃ। প্রেদু হরিবঃ শ্রুতস্য ॥ ১৩॥
উক্থং চন শস্যমানমগোররিবা চিকেত। ন গায়ত্রম্ গীয়মানম্ ॥ ১৪॥
মা ন ইন্দ্র পীয়ত্নবে মা শর্ধতে পরা দাঃ। শিক্ষা শচীবঃ শচীভিঃ ॥ ১৫॥
বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ। কণ্বা উক্থেভির্জরন্তে ॥ ১৬॥
ন মেঘন্যদা পপন বজ্রিন্নপসো নবিষ্টৌ। তবেদু স্তোমং চিকেত ॥ ১৭॥
ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বন্তং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি। যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ ॥ ১৮॥
ও যু প্র যাহি বাজেভির্মা হৃণীথা অভ্যস্মান্। মহাঁ ইব যুবজানিঃ ॥ ১৯॥
মো ষ্বদ্য দুর্হণাবাংৎসায়ং করদারে অস্মং। অশ্রীব ইব জামাতা ॥ ২০॥
বিদ্মা হ্যস্য বীরাস্য ভূরিদাবরীং সুমতিম্। ত্রিষু জাতস্য মনাংসি ॥ ২১॥
আ তু ষিঞ্চ কণ্বমন্তং ন ঘা বিদ্ম শবসানাৎ। যশস্তরং শতমূতেঃ ॥ ২২॥
জ্যেষ্ঠেন সোতরিন্দ্রায় সোমং বীরায় শক্রায়। ভরা পিবন্নর্যায় ॥ ২৩॥
যো বেদিষ্ঠো অব্যথিম্বশ্বাবন্তং জরিতৃভ্যঃ। বাজং স্তোতৃভ্যো গোমন্তম্ ॥ ২৪॥
পন্যং পন্যমিৎসোতার আ ধাবত মদ্যায়। সোমং বীরায় শূরায় ॥ ৫॥
পাতা বৃত্রহা সুতমা ঘা গমন্নারে অস্মৎ। নি যমতে শতমূতিঃ ॥ ২৬॥
এহ হরী ব্রহ্মযুজা শগ্মা বক্ষতঃ সখায়ম্। গীর্ভিঃ শ্রুতং গির্বণসম্ ॥ ২৭॥
স্বাদবঃ সোমা আ যাহি শ্রীতাঃ সোমা আ যাহি।
শিপ্রিন্নৃষীবঃ শচীবো নায়মচ্ছা সধমাদম্ ॥ ২৮॥
স্তুতশ্চ যাস্ত্বা বর্ধন্তি মহে রাধসে নৃম্ণায়। ইন্দ্র কারিণং বৃধন্তঃ ॥ ২৯॥
গিরশ্চ যাস্তে গির্বাহ উক্থা চ তুভ্যং তানি। সত্রা দধিরে শবাংসি ॥ ৩০॥
এবেদেষ তুবিকূর্মির্বাজাঁ একো বজ্রহস্তঃ। সনাদমৃক্তো দয়তে ॥ ৩১॥
হন্তা বৃত্রং দক্ষিণেনেন্দ্রঃ পুরূপুরুহূতঃ। মহান্মহীভিঃ শচীভিঃ ॥ ৩২॥
যস্মিন্বিশ্বাশ্চর্ষণয় উত চ্যৌত্না জ্রয়াংসি চ। অনু ঘেন্মন্দী মঘোনঃ ॥ ৩৩॥

এষ এতানি চকারেন্দ্রো বিশ্বা যোঽতি শৃণ্বে। বাজদাবা মঘোনাম্ ॥ ৩৪ ॥
প্রভর্তা রথং গব্যন্তমপাকা চ্চিদ্যমবতি। ইনো বসু স হি বোঢ়া ॥ ৩৫ ॥
সনিতা বিপ্রো অর্বদ্ভির্হন্তা বৃত্রং নৃভিঃ শূরঃ। সত্যোঽবিতা বিধন্তম্ ॥ ৩৬ ॥
যজধ্বৈনং প্রিয়মেধা ইন্দ্রং সত্রাচা মনসা। যো ভূৎসোমৈঃ সত্যমদ্বা ॥ ৩৭ ॥
গাথশ্রবসং সৎপতিং শ্রবস্কামং পুরুত্মানম্। কণ্বাসো গাত বাজিনম্ ॥ ৩৮ ॥
য ঋতে চিদ্গাস্পদেভ্যো দাৎসখা নৃভ্যঃ শচীবান্। যে অস্মিন্ কামমশ্রিয়ন্ ॥ ৩৯ ॥
ইত্থা ধীবন্তমদ্রিবঃ কাণ্বং মেধ্যাতিথিং। মেষো ভূতোভি যন্নয়ঃ ॥ ৪০ ॥
শিক্ষা বিভিন্দো অস্মৈ চত্বার্যযুতা দদৎ।। অষ্টা পরঃ সহস্রা ॥ ৪১ ॥
উত সু ত্যে পয়োবৃধা মাকী রণস্য নপ্ত্যা। জনিত্বনায় মামহে ॥ ৪২ ॥

মন্ত্রার্থ — হে বসু ইন্দ্র। এই অভিষুত সোম পান করুন, উদর পূর্ণ হোক। হে অকুতোভয় ইন্দ্র! আপনাকে দান করবো ॥ ১ ॥

নেতাগণের দ্বারা ধৌত, বস্ত্রের দ্বারা অভিষুত ও মেষলোমে পরিপূত সোম, নদীতে স্নাত অশ্বের মতো শোভা প্রাপ্ত হচ্ছে ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র। যবের মতো উক্ত সোম আপনার জন্য গব্যের সাথে মিশ্রিত ক'রে আস্বাদযুক্ত করেছিলাম। অতএব হে ইন্দ্র! এই একত্র পানস্থলে আগমন করুন ॥ ৩ ॥

দেবতা ও মানবগণের মধ্যে ইন্দ্রই কেবল সমস্ত সোম পান করতে পারেন। অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্রই সর্বরকমের অন্নযুক্ত ॥ ৪ ॥

যে দূরব্যাপী সুহৃৎ ইন্দ্রকে দীপ্ত সোম অপ্রীত করে না, দুর্লভ মিশ্রণদ্রব্যবিশিষ্ট সোম যাঁকে অপ্রীত করে না, তৃপ্তিকর চরু পুরোডাশ ইত্যাদি যাঁকে অপ্রীত করে না, আমরা সেই ইন্দ্রকে স্তব করি ॥ ৫ ॥

ব্যাধ মৃগকে যেমন অন্বেষণ করে, সেইরকম অন্য যে লোক গব্য সংস্কৃত সোমের দ্বারা ইন্দ্রকে অন্বেষণ করে ও বাক্যের দ্বারা কুৎসিত ভাবে তাঁর নিকট গমন করে; তারা তাঁকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ৬ ॥

অভিযুক্ত সোমপায়ী ইন্দ্রদেবের তিন রকম সোম যজ্ঞগৃহে অভিযুত হোক ॥ ৭ ॥

একমাত্র ঋত্বিকবর্গের ভরণীয় যজ্ঞে তিনটি কোশ সোমস্রবণ করছে; তিনটি চমস পূর্ণ হয়েছে ॥ ৮ ॥

হে সোম! তুমি শুচি এবং বহুপাত্রে অবস্থিত এবং মধ্যে ক্ষীরের দ্বারা দধির দ্বারা মিশ্রীকৃত। তুমি বীর ইন্দ্রকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত করো ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার এই সোমসকল তীব্র, আমাদের অভিষুত ও দীপ্ত মিশ্রণ দ্রব্য আপনার আকাঙ্ক্ষা করছে ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র। উক্ত সোমসকলে মিশ্রণ দ্রব্য মিশ্রিত করুন। পুরোডাশ ও এই সোমকে মিশ্রিত করুন; যেহেতু আপনাকে ধনবান্ ব'লে শুনতে পাই ॥ ১১ ॥

সুরা পীত হ'লে, কুৎসিত মত্ততা সুরাপায়ীকে প্রমত্ত করবার জন্য যেমন যুদ্ধ করে, সেইরকম হে ইন্দ্র! পীতসোম সকল হৃদয়ের মধ্যে যুদ্ধ করে। দুগ্ধপূর্ণ উধঃকে লোকে যেমন পালন করে, আপনি সোমপূর্ণ, সেইরকম আপনাকে পালন করে ॥ ১২ ॥

হে হর্যশ্ব! আপনি ধনবান্, আপনার স্তোতা ধনবান্ হয়। আপনার মতো ধনবান্ প্রসিদ্ধ লোকের স্তোতা প্রভূ হয় ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্র স্তুতিশূন্য লোকের শত্রু, তিনি উচ্চার্যমান উক্থ জ্ঞাত হ'তে পারেন, সম্প্রতি গায়ত্র পান করা হচ্ছে ॥ ১৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বধকারী শত্রুর হস্তে আমাকে পরিত্যাগ করবেন না, অভিভবকারীর হস্তে পরিত্যাগ করবেন না। হে শক্তিমান্ ইন্দ্র! আপনি আপন কর্মবলে আমাদের ধন দান করুন ॥ ১৫ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনার সখা; আপনাকে ইচ্ছা ক'রি; আপনার স্তোত্রই আমাদের প্রয়োজন; আমরা আপনাকে স্তব ক'রি। কণ্বগোত্রোৎপন্নগণ উক্থের দ্বারা আপনাকে স্তব করছে ॥ ১৬ ॥

হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! আপনি কর্মবান্, আপনার নূতন যজ্ঞে আমি অন্য স্তোত্র উচ্চারণ ক'রি না, কেবল আপনার স্তোত্রই আমি জ্ঞাত আছি ॥ ১৭ ॥

দেবগণ সোমাভিষবকারীকে সর্বদা ইচ্ছা করেন, তার স্বপ্নাবস্থা ইচ্ছা করেন না। তাঁরা অনলস হয়ে অত্যন্ত মদকর সোম প্রাপ্ত হন ॥ ১৮ ॥

হে ইন্দ্র! অন্নের সাথে আমাদের অভিমুখে প্রকৃষ্টভাবে আগমন করুন। যুবতী জায়া প্রাপ্ত হ'লে গুণী ব্যক্তিও যেমন তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, সেইরকম আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না ॥ ১৯ ॥

দুঃসহনীয় ইন্দ্র, অদ্য আমাদের সমীপে আগমন করুন, কুৎসিত জামাতার মতো যেন সন্ধ্যা না করেন ॥ ২০ ॥

আমরা এই বীর ইন্দ্রের বহুধনদাত্রী কল্যাণী অনুগ্রহবুদ্ধি জ্ঞাত আছি। তিন লোকে প্রাদুর্ভূত ইন্দ্রের হৃদয় জ্ঞাত আছি ॥ ২১ ॥

কণ্বমান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে শীঘ্র সোম সেক করো, অতি বলসম্পন্ন এবং প্রভূত রক্ষা বিশিষ্ট ইন্দ্রের অপেক্ষা অধিক যশস্বী ব্যক্তি জ্ঞাত নই ॥ ২২ ॥

হে অভিষবণকারী। তুমি বীর, শক্তিমান্ ও নরগণের হিতকর ইন্দ্রের উদ্দেশে মুখ্যরূপ সোম প্রদান করো, তিনি পান করুন ॥ ২৩ ॥

যিনি সুখকর স্তোতাগণকে বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন, সেই ইন্দ্র, হোতাগণকে ও স্তোতাগণকে বহু অশ্বযুক্ত ও গোযুক্ত অন্নদান করুন ॥ ২৪ ॥

হে অভিষবণকারিগণ! তোমরা মাদয়িতব্য, বীর ও শূর ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিযুক্ত সোম দান করো ॥ ২৫ ॥

সোমপানশীল, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র আগমন করুন, আমাদের দূরবর্তী যেন না হন। বহুরকম রক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্র শত্রুবর্গকে নিয়ত করুন ॥ ২৬ ॥

স্তোত্রযুক্ত, সুখকর অশ্বদ্বয় এই যজ্ঞে স্তুতির দ্বারা বিক্রন্ত এবং সংভজনীয় সখা ইন্দ্রকে আনয়ন করুন ॥ ২৭ ॥

হে শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট, ঋষিযুক্ত, শক্তিমান্ ইন্দ্র! এই সোম স্বাদু, আপনি আগমন করুন। সোম সকল মিশ্রণদ্রব্যে মিশ্রিত হয়েছে, আগমন করুন। আপনি হবিপ্রিয়, স্তোতা আপনার অভিমুখে স্তুতি করছে ॥ ২৮ ॥

হে ইন্দ্র! বর্ধনশীল স্তোতাগণ ও স্তুতিসমূহ মহৎ ধন ও বল লাভের জন্য আপনাকে বর্ধিত করে ॥ ২৯ ॥

হে স্তুতির দ্বারা বহনীয় ইন্দ্র! আপনার জন্য যে স্তুতি ও উক্থ আছে, তা সমস্ত মিলিত হয়েই

আপনার বল বিধান করছে ॥৩০॥

ইন্দ্র বহুকর্মা, তিনি এক এবং বজ্রহস্ত, তিনি চিরকাল হ'তে শত্রুকর্তৃক অনভিভূত, তিনি স্তোতাকে বল প্রদান করেন ॥৩১॥

ইন্দ্র দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বৃত্রকে হনন করেছেন, তিনি অনেক স্থানে অনেক বার আহূত, তিনি নানারকম ক্রিয়ার দ্বারা মহান্ ॥৩২॥

সমস্ত প্রজাবৃন্দ যে ইন্দ্রের অধীন, অত্যুৎ বল ও অভিভব যে ইন্দ্রে বর্তমান, সেই ইন্দ্র, যজমানবৃন্দের অনুমোদনকারী হোন ॥৩৩॥

ইন্দ্র এই সমস্ত কার্য করেছেন, তিনি সর্বত্র বিশ্রুত, তিন হবিষ্মান্‌গণের অন্নদাতা ॥৩৪॥

প্রহরণশীল ইন্দ্র যে গমনশীল গবাভিলাষী স্তোতাকে অপহৃতপ্রজ্ঞ শত্রুর হস্ত হ'তে রক্ষা করেন, সেই স্তোতাই প্রভু হয়ে বহু ধন দান করেন ॥৩৫॥

মেধাবী ইন্দ্র অশ্বের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে গমন করেন। তিনি শূর। নেতা মরুৎগণের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করেন। তিনি পরিচর্যাকারী যজমানের রক্ষক এবং সত্যস্বরূপ ॥৩৬॥

হে প্রিয়মেধা! সেই ইন্দ্রের প্রতি আসক্তমান্ যজ্ঞ করো। ইন্দ্র সোম প্রাপ্ত হ'লে হৃষ্ট হন, সে হর্ষ নিষ্ফল হয় না ॥৩৭॥

হে কণ্বগণ! তোমরা সাধুলোকের পালক, অন্নাভিলাষী, বহুদেশগামী, বেগবান্ ও গোযশঃসম্পন্ন ইন্দ্রের স্তব করো ॥৩৮॥

পদচিহ্ন না থাকলেও সখা, সুকর্মা ইন্দ্র নেতা দেবগণকে গাভীসকল পুনঃ প্রদান করেছিলেন। দেববৃন্দ ইন্দ্র হ'তে অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥৩৯॥

হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! আপনি মেষরূপে অভিগমন পূর্বক এই রকমে স্তুতিকারী কণ্বপুত্র মেধ্যাতিথিকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥৪০॥

হে বিভিন্দু! তুমি দাতা, তুমি আমাকে চারি অযুত ধন দান করেছো, পরে অষ্ট সহস্র সংখ্যক দান করেছো ॥৪১॥

প্রসিদ্ধ, জলবর্ধক, ভূতনির্মাতা স্তোতার প্রতি অনুগ্রহশীল, দ্যাবাপৃথিবীকে ধনোৎপত্তির জন্য স্তব করেছো ॥৪২॥

টীকা — ৪২ ঋকে বিভিন্দুনামক রাজার নিকট বহুধন প্রাপ্ত হয়ে ঋষি তাঁর স্তব করছেন। সায়ণ॥ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাস এই সূক্তের অনেকগুলি ঋকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা তার মধ্যে প্রথম তিনটির যথাযথ উল্লেখ করছি। যথা,—১ ঋক,—"হে জন্মজরামরণভয়বিরহিত (হে অনন্ত)! নিখিল প্রাণিগণের আশ্রয় পরমধনপ্রদাতা দেব! আমাদের মনঃপ্রসূত বিশুদ্ধ এই অন্ন (সত্ত্বভাবরূপ ভক্তিরসামৃত) আপনাকে বিধিপূর্বক প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করছি (উৎসর্গ করছি)। যাতে আপনার উদর পূর্ণ হয়, অর্থাৎ আপনার সম্যক্ তৃপ্তি সাধিত হয়, তেমনি আপনি তা পান করুন॥" (ভাব এই যে,—অকিঞ্চন আমরা, একমাত্র হৃদয়ে ভক্তিই আমাদের সম্বল। আপনি সেই ভক্তিসুধা পান ক'রে পরিতৃপ্ত হোন এবং আমাদের পরমাশ্রয় প্রদান করুন)। [...আমাদের দৃষ্টিতে এই সোমের তাৎপর্য অন্যরকম। এখানে যেন ভগবানকে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে—'হে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর ভগবন্! তোমার উদর পূর্ণ করতে পারি এমন শক্তি আমাদের নেই। আমরা অতি অকিঞ্চন। আমাদের নিজস্ব বলতে আর কি আছে? তবে বহুদিন ধ'রে, বহু সাধনা ক'রে সামান্য একটু সত্ত্বভাব, ভক্তিরসামৃত সংগ্রহ করেছি। হে কাম্য, হে নিখিল জনগণের আশ্রয়স্থল, হে পরমধনপ্রদাতা, জন্মজরামরণবিরহিত দেব! সেটুকু আমরা

তোমাকে প্রদান করছি। নিজগুণে তার দ্বারাই উদর পূর্ণ ক'রে নাও।"—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"বিশুদ্ধ ব্যাপকজ্ঞান, যেমন অমৃতের প্রবাহে মিলিত হয়, অর্থাৎ অমৃতের প্রবাহকে প্রাপ্ত হয়, তেমনই সাধকবৃন্দ কর্তৃক পাষাণকঠোর তপস্যার দ্বারা এবং নিত্যজ্ঞান প্রবাহের দ্বারা পরিশোধিত, নির্মলীকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সেই সাধকদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়।" (ভাব এই যে,—তপোপরায়ণ সাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হন)। [...সত্ত্বভাব সর্বত্রই বিদ্যমান, সকল মানুষের হৃদয়েই তা সুপ্তভাবে অবস্থিত।...কিন্তু কঠোর সাধনার দ্বারা তাকে বিশুদ্ধ ও বিকশিত না করতে পারলে তার দ্বারা সাধক মোক্ষলাভ করতে সমর্থ হন না]। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সাথে পরাজ্ঞান সম্মিলিত হ'লে সহজেই সাধক অমৃত লাভে সমর্থ হন]।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—"বলাধিপতি হে দেব! সাধকগণ যেমন জ্ঞানের সাথে সম্মিলিত ক'রে মোক্ষসাধক আপনার প্রসিদ্ধ আত্মশক্তিকে লাভের জন্য আমাদের কর্তৃক প্রারব্ধ সৎকর্মে আপনাকে আরাধনা করছি।" (ভাব এই যে, —ভগবানের কৃপায় আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত মোক্ষসাধক আত্মশক্তি সৎকর্ম সাধনের দ্বারা লাভ করতে পারি)। [বস্তুতঃ এই মন্ত্রে বা এর পূর্ব মন্ত্রে সোমরসের কোন উল্লেখই নেই।...—মন্ত্রটির মধ্যে একটি উপমার প্রয়োগে প্রার্থনার স্বরূপ প্রকট হয়ে উঠেছে। 'সাধকগণ যেমন ভাবে মোক্ষসাধক আত্মশক্তি লাভ করেন, আমরাও যেন তেমন আত্মশক্তি লাভ ক'রি'—এটাই প্রার্থনার মর্ম।—ইত্যাদি॥ —এই সূক্তটির ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৫, ২৬ ও ২৭ ঋকের আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র মধ্যে যথাক্রমে ৭৫৪, ৭৫৪ বা ১১৭, ৭৫৪, ৩০৪ বা ১০০, ৩০৪, ৩০৪, ১১৭, ৬৮০ বা ৮৯, ৬৮০ ও ৬৮০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন॥

◆ ◆

— ৩ সূক্ত —

[দেবতা : ১৯,২২,২৩, ও ২৪ এই চারটি ঋকের কুরুযানের পুত্র পাকস্থাম রাজার দানের স্তুতি করা হয়েছে, অতএব তা-ই দেবতা; অবশিষ্টের ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বগোত্রোৎপন্ন মেধ্যাতিথি। ছন্দ : প্রাগাথ, অনুষ্টুপ, গায়ত্রী, বৃহতী]

পিবা সুতস্য রসিনো মৎস্বা ন ইন্দ্র গোমতঃ।
অপির্নো বোধি সধমাদ্যো বৃধেঽস্মাঁ অবন্তু তে ধিয়ঃ ॥ ১॥
ভূয়াম তে সুমতৌ বাজিনো বয়ং মা নঃ স্তরভিমাতয়ে।
অস্মাঞ্চিত্রাভিরবতাদভিষ্টিভিরা নঃ সুম্নেষু যাময় ॥ ২॥
ইমা উ ত্বা পুরূবসো গিরো বর্ধন্তু যা মম।
পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোঽভি স্তোমৈরনূষত ॥ ৩॥
অয়ং সহস্রমৃষিভিঃ সহস্কৃতঃ সমুদ্র ইব পপ্রথে।
সত্যঃ সো অস্য মহিমা গৃণে শবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে ॥ ৪॥
ইন্দ্রমিদ্দেবতাতয় ইন্দ্রং প্রয়ত্যধ্বরে।
ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে ॥ ৫॥

ইন্দ্রো মহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্যমরোচয়ৎ।
ইন্দ্রে হ বিশ্বা ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে সুবানাস ইন্দবঃ ॥ ৬॥
অভি ত্বা পূর্বপীতয় ইন্দ্র স্তোমেভিরায়বঃ।
সমীচীনাস ঋভবঃ সমস্বরন্রুদ্রা গৃণন্ত পূর্ব্যম্ ॥ ৭॥
অস্যেদিন্দ্রো বাবৃধে বৃষ্ণ্যং শবো মদে সুতস্য বিষ্ণবি।
অদ্যা তমস্য মহিমানমায়বোঽনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা ॥ ৮॥
তত্ত্বা যামি সুবীর্যং তদ্ব্রহ্ম পূর্বচিত্তয়ে।
যেনা যতিভ্যো ভৃগবে ধনে হিতে যেন প্রস্কণ্বমাবিথ ॥ ৯॥
যেনা সমুদ্রমসৃজো মহীরপস্তদিন্দ্র বৃষ্ণি তে শবঃ।
সদ্যঃ সো অস্য মহিমা ন সংনশে যং ক্ষোণীরনুচক্রদে ॥ ১০॥
শগ্ধী ন ইন্দ্র যত্ত্বা রয়িং যামি সুবীর্যম্।
শগ্ধী বাজায় প্রথমং সিষাসতে শগ্ধী স্তোমায় পূর্ব্য ॥ ১১॥
শগ্ধী নো অস্য যদ্ধ পৌরমাবিথ ধিয় ইন্দ্র সিষাসতঃ।
শগ্ধী যথা রুশমং শ্যাবকং কৃপমিন্দ্র প্রাবঃ স্বর্ণরম্ ॥ ১২॥
কন্নব্যো অতসীনাং তুরো গৃণীত মর্ত্যঃ।
নহী ন্বস্য মহিমানমিন্দ্রিয়ং স্বর্গৃণন্ত আনশুঃ ॥ ১৩॥
কদু স্তুবন্ত ঋতয়ন্ত দেবত ঋষি কো বিপ্র ওহতে।
কদা হবং মঘবন্নিন্দ্র সুন্বতঃ কদু স্তুবত আ গমঃ ॥ ১৪॥
উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমাস ঈরতে।
সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব ॥ ১৫॥
কণ্বা ইব ভৃগবঃ সূর্যা ইব বিশ্বমিদ্ধীতমানশুঃ।
ইন্দ্রং স্তোমেভির্মহয়ন্ত আয়বঃ প্রিয়মেধাসো অস্বরন্ ॥ ১৬॥
যুক্ষ্বা হি বৃত্রহন্তম হরী ইন্দ্র পরাবতঃ।
অর্বাচীনো মঘবন্ত্সোমপীতয় উগ্র ঋষ্বেভিরা গহি ॥ ১৭॥
ইমে হি তে কারবো বাবশুর্ধিয়া বিপ্রাসো মেধসাতয়ে।
স ত্বং নো মঘবন্নিন্দ্র গির্বণো বেনো ন শৃণুধী হবম্ ॥ ১৮॥
নিরিন্দ্র বৃহতীভ্যো বৃত্রং ধনুভ্যো অস্ফুরঃ।
নিরর্বুদস্য মৃগয়স্য মায়িনো নিঃ পর্বতস্য গা আজঃ ॥ ১৯॥
নিরগ্নয়ো রুরুচুর্নিরু সূর্যো নিঃ সোম ইন্দ্রিয়ো রসঃ।
নিরন্তরিক্ষাদধমো মহামহিং কৃষে তদিন্দ্র পৌংস্যম্ ॥ ২০॥
যং মে দুরিন্দ্রো মরুতঃ পাকস্থামা কৌরয়াণঃ।
বিশ্বেষাং ত্মনা শোভিষ্ঠমুপেব দিবি ধাবমানম্ ॥ ২১॥

রোহিতং মে পাকস্থামা সুধুরং কক্ষ্যপ্রাং।
অদাদ্রায়ো বিবোধনম্ ॥ ২২॥
যস্মা অন্যে দশ প্রতি ধুরং বহন্তি বহ্নয়ঃ।
অস্তং বয়ো ন তুগ্র্যম্ ॥ ২৩॥
আত্মা পিতুস্তনূর্বাস ওজোদা অভ্যঞ্জনম্।
তুরীয়মিদ্রোহিতস্য পাকস্থামানং ভোজং দাতারমব্রবম্ ॥ ২৪॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আমাদের রসবান্, গব্যযুক্ত, অভিষুত সোম পান করুন এবং তৃপ্ত হোন। আপনি আমাদের সাথে মত্ত হবার যোগ্য। আপনি বন্ধু হয়ে আমাদের বর্ধিত করবার জন্য প্রবৃদ্ধ হোন। আপনার বুদ্ধি আমাদের রক্ষা করুক ॥ ১॥

আমরা হবিষ্মান্, আমরা আপনার অনুগ্রহ লাভ করবো, শত্রুর জন্য আমাদের হিংসা করবেন না, আমাদের বহুরকম রক্ষার দ্বারা রক্ষা করুন, আমাদের সুখে নিয়ত করুন ॥ ২॥

হে বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমার এই বাক্য আপনাকে বর্ধিত করুক, অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও শুচি বিদ্বান্‌গণ স্তোত্রের দ্বারা আপনার স্তুতি করে ॥৩॥

ইনি সহস্র ঋষিগণের নিকট হ'তে বল লাভ ক'রে বিস্তীর্ণ হয়েছেন; এঁর অবিতথ, প্রসিদ্ধ মহিমা ও বল যজ্ঞে বিপ্রগণের রাজত্বে স্তুত হয় ॥ ৪॥

আমরা যজ্ঞের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করছি, যজ্ঞ আরম্ভ হ'লে ইন্দ্রকে আহ্বান করছি, যজ্ঞ সম্পন্ন হ'লে ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। আমরা ভজমান হয়ে ধনলাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করছি ॥ ৫॥

ইন্দ্র আপন বলের মহিমায় দ্যাবাপৃথিবীকে বিস্তারিত করেছেন, ইন্দ্র সূর্যকে দীপ্ত করেছেন, সমস্ত ভুবন ইন্দ্রে নিয়মিত হয়েছে। অভিষুত সোম ইন্দ্রে অন্তর্ভূত হয় ॥ ৬॥

হে ইন্দ্র! প্রথম পানের জন্য মানবগণ স্তোত্রের দ্বারা আপনার স্তুতি করছে, সমীচীন ঋভুগণ আপনাকেই সম্যক্ স্তব করছেন। আপনি পুরাতন, রুদ্রগণ আপনাকেই স্তব করেছেন ॥ ৭॥

অভিষুত সোমপানে সর্বদেহব্যাপী মত্ততা জন্মালে ইন্দ্র এই যজমানেরই বীর্য ও বল বর্ধিত করেন; মানবগণ অদ্য পূর্বকালের মতো ইন্দ্রের সেই গুণ স্তব করছে ॥ ৮॥

হে ইন্দ্র! আপনি উত্তম বীর্যবান্, আমি আপনার নিকট প্রথম লাভের জন্য উৎকৃষ্ট অন্ন যাচ্ঞা করছি। যার দ্বারা কর্মশূন্য লোকের নিকট হ'তে হিতকর ধন প্রদান করেছেন ও যার দ্বারা প্রস্কণ্বকে রক্ষা করেছেন, আমি তা-ই প্রার্থনা ক'রি ॥৯॥

হে ইন্দ্র! যে বলের দ্বারা সমুদ্রের জন্য প্রভূত জল প্রেরণ করেছেন, আপনার সেই বল অভীষ্ট ফলপ্রদ। ইন্দ্রের সেই সেই মহিমা প্রাপ্তিযোগ্য নয়, পৃথিবী এই মহিমা অনুগমন করে ॥ ১০॥

হে ইন্দ্র! শোভন বীর্যবিশিষ্ট যে ধন আপনার নিকট যাচ্ঞা ক'রি, আমাদের সে ধন প্রদান করুন। ভজনাভিলাষী হবিষ্মান্ যজমানের উদ্দেশে প্রথম ধন প্রদান করুন। হে পুরাতন! তারপর স্তোতাকে প্রদান করুন ॥ ১১॥

হে ইন্দ্র! কর্ম সংভজনকারী, যে ধনের দ্বারা পুরুরাজার সেই ধন আমাদের এই যজমানকে প্রদান করুন। রুশম, শ্যাবক ও কৃপকে যেভাবে রক্ষা করেছিলেন, সেইরকম সকল হবির্নেতা যজমানকে রক্ষা করুন ॥ ১২॥

সর্বত্রগামী স্তুতির কর্তা, কোন অভিনব মানব ইন্দ্রকে স্তুতি করতে পারে। সুখলভ্য ইন্দ্রের স্তুতিকারী লোক ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও মহত্ব ব্যাপ্ত করতে পারে না ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি দেবতা, স্তুতিকারী কোন্ লোক আপনার উদ্দেশে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করে? কোন্ ঋষি বিপ্র আপনার স্তুতি বহন করে? হে ইন্দ্র! আপনি কখন স্তুতিকারীর আহ্বানানুসারে আগমন করেন? কখনই বা স্তোতার নিকট আগমন করেন? ॥ ১৪ ॥

প্রসিদ্ধ, অতিমধুর বাক্যসমূহ ও স্তোত্রসকল শত্রুজয়ী, ধনভাক, অক্ষয় রক্ষাবিশিষ্ট, অন্নাভিলাষী রথের মতো উদীরিত হচ্ছে ॥ ১৫ ॥

কণ্বগণের মতো ভৃগুগণ সূর্যরশ্মির মতো ধ্যানাস্পদীভূত, ব্যাপ্ত ইন্দ্রকেই ব্যাপ্ত করেছিল। প্রিয়মেধ মানববর্গ পূজা পূর্বক স্তোত্রের দ্বারা তাঁকেই পূজা করেছিল ॥ ১৬ ॥

হে বৃত্রহা শ্রেষ্ঠ! হরিদ্বয়কে রথে যোজনা করুন। হে ধনবান্! আপনি উগ্র, সোমপানের জন্য আমাদের অভিমুখে দূরদেশ হ'তে দর্শনীয় মরুৎগণের সাথে আগমন করুন ॥ ১৭ ॥

হে ইন্দ্র! কর্মকর্তা, মেধাবী, এই যজমানবৃন্দ যজ্ঞ ভজনের জন্য আপনাকেই স্তুতি করছে। হে মঘবন্! হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! আপনি কামুক পুরুষের মতো আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ১৮ ॥

হে ইন্দ্র! মহাধনুর দ্বারা আপনি বৃত্রকে হত করেছেন, মায়াবী অর্বুদের ও মৃগয়ের বিনাশ সাধন করেছেন, পর্বত হ'তে গোসকলকে নির্গত করেছেন ॥ ১৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি যখন অন্তরীক্ষ হ'তে মহান্ ও হননশীল বৃত্রকে নির্গত করেছিলেন, তখন বল প্রকাশ করেছিলেন। অগ্নিসকল দীপ্ত হয়েছিল, সূর্য দীপ্ত হয়েছিল, ইন্দ্রের সেব্য সোমরসও দীপ্ত হয়েছিল ॥ ২০ ॥

ইন্দ্র ও মরুৎগণ যা আমাকে প্রদান করেছিলেন, কুরুযানের পুত্র পাকস্থামা তা-ই আমাকে প্রদান করেছেন। তা সমস্ত ধনের মধ্যে স্বর্গে ধাবমান প্রভাযুক্ত সূর্যের মতো শোভাপ্রাপ্ত হয় ॥ ২১ ॥

পাকস্থামা আমাকে লোহিতবর্ণ, সুন্দর বহনবিশিষ্ট, বন্ধন রজ্জুর পরিপূরক ও বহুধনের প্রাপক ধন প্রদান করেছেন ॥ ২২ ॥

দশ সংখ্যক অশ্ব তার প্রতিনিধি হয়ে আমাকে বহন করে। অশ্বগণ এইভাবে তুগ্র্যপুত্রকে বহন করেছিল ॥ ২৩ ॥

পাকস্থামা তার পিতার তনয় এবং বাসপ্রদ ও পরিস্ফুটভাবে বলদাতা, শত্রুবর্গের হিংসাকারী ও ভোজয়িতা। লোহিতবর্ণ অশ্বদাতা পাকস্থামাকে স্তব ক'রি ॥ ২৪ ॥

টীকা — আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাস এই সূক্তের অনেকগুলি ঋকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা তার মধ্যে প্রথম তিনটির যথাযথ উল্লেখ করছি। যথা,—১ ঋক্—"হে ইন্দ্র! ভক্তিরসযুক্ত জ্ঞানকিরণসমন্বিত, আমাদের সৎকর্ম ইত্যাদির দ্বারা সুসংস্কৃত শুদ্ধসত্ত্বকে পান (গ্রহণ) ক'রে আনন্দিত অর্থাৎ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন; আরও, হে ইন্দ্র! আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে বন্ধুরূপে সহায় হয়ে, আমাদের অভীষ্টপূরণের জন্য প্রবুদ্ধ হোন; আরও, হে ইন্দ্র! আপনার সম্বন্ধীয় পরমার্থ-বুদ্ধি আমাদের রক্ষা করুক অর্থাৎ পাপের প্রভাব হ'তে আমাদের রক্ষা করুক।" (প্রার্থনা এই যে, আমাদের ভক্তিসুধা এবং শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে, সেই ভগবান্ আমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করুন এবং আমাদের পাপের প্রভাব হ'তে পরিত্রাণ করুন)।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"হে দেব! প্রার্থনাকারী আমরা আপনার অনুগ্রহে যেন আত্মশক্তিসম্পন্ন হই; শত্রুর জন্য আমাদের হিংসা করবেন না অর্থাৎ আমাদের রিপুগণের বশীভূত করবেন না; প্রার্থনীয় বিচিত্র রক্ষাশক্তির দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন, অর্থাৎ আমাদের পরমসুখী

করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুকবল হ'তে রক্ষা করুন এবং আমাদের পরমমঙ্গল প্রদান করুন)।—ইত্যাদি ॥ ৩ ঋক্—"হে পরমৈশ্বর্যশালিন্, হে বহুজনের আশ্রয়স্থল ভগবন্! আমার (উচ্চারিত) এই প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্ররূপ বাক্যসকল আপনাকে তৃপ্ত করুক অর্থাৎ আমার হৃদয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করুক। আত্মোৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা অগ্নির মতো তেজোযুক্ত হয়ে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানিগণ স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা আপনার স্তব ক'রে থাকেন অর্থাৎ কোন্ কর্মের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তার উপদেশ প্রদান করেন।" (বিশুদ্ধভাবে অথবা সৎকর্মের অনুষ্ঠানের সাথে উচ্চারিত বেদ-মন্ত্রসমূহই ভগবানকে প্রাপ্ত করায়। অতএব প্রার্থনা—সেই ভগবান্ আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের সংস্কার করুন এবং সৎ-বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা আমাদের তাতে সম্মিলিত করুন)।—ইত্যাদি ॥—এই সূক্তটির ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৫, ১৬ ও ১৭ ঋকের আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র মধ্যে যথাক্রমে ৬৫৫, ১২৪ বা ৬৪৭, ১২৮ বা ৬৪২, ১২৪ বা ৫৬২, ৫৬২ ও ১৪২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন ॥

◆ ◆

— ৪ সূক্ত —

[দেবতা : ১৫-১৮ ঋক্ পূষা; ১৯-২১ ঋক্ কুরুঙ্গদান, অবশিষ্ট ঋক্ ইন্দ্র। ঋষি: দেবাতিথি।
ছন্দ : প্রগাথ, পুরউষ্ণিক্]

যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্ ন্যগ্বা হূয়সে নৃভিঃ।
সিমা পুরূ নৃষূতো অস্যানবেঽসি প্রশর্ধ তুর্বশে ॥ ১॥
যদ্বা রুমে রুশমে শ্যাবকে কৃপ ইন্দ্র মাদয়সে সচা।
কণ্বাসস্ত্বা ব্রহ্মভিঃ স্তোমবাহস ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যা গহি ॥ ২॥
যথা গৌরো অপা কৃতং তৃষ্যন্নেত্যবেরিণম্।
আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তূয়মা গহি কণ্বেষু সু সচা পিব ॥ ৩॥
মন্দন্তু ত্বা মঘবন্নিন্দ্রেন্দবো রাধোদেয়ায় সুন্বতে।
আমুষ্যা সোমমপিবশ্চমূ সুতং জ্যেষ্ঠং তদ্দধিষে সহঃ ॥ ৪ ॥
প্র চক্রে সহসা সহো বভঞ্জ মন্যুমোজসা।
বিশ্বে ত ইন্দ্র পৃতনায়বো যহো নি বৃক্ষা ইব যেমিরে ॥ ৫ ॥
সহস্রেণেব সচতে যবীযুধা যস্ত আনলুপস্তুতিম্।
পুত্রং প্রাবর্গং কৃণুতে সুবীর্যে দাশ্নোতি নম উক্তিভিঃ ॥ ৬॥
মা ভেম মা শ্রমিষ্মোগ্রস্য সখ্যে তব।
মহত্তে বৃষ্ণো অভিচক্ষ্যং কৃতং পশ্যেম তুর্বশং যদুম্ ॥ ৭ ॥
সব্যামনু স্ফিগ্যং বাবসে বৃষা ন দানো অস্য রোষতি।
মধ্বা সংপৃক্তাঃ সারঘেণ ধেনবস্তূয়মেহি দ্রবা পিব ॥ ৮ ॥

অশ্বী রথী সুরূপ ইদ্গোমাঁ ইদিন্দ্র তে সখা।
শ্বাত্রভাজা বয়সা সচতে সদা চন্দ্রো যাতি সভামুপ ॥ ৯॥
ঋশ্যো ন তৃষ্যন্নবপানমা গহি পিবা সোমং বশাঁ অনু।
নিমেঘমানো মঘবন্দিবেদিব ওজিষ্ঠং দধিষে সহঃ ॥ ১০॥
অধ্বর্যো দ্রাবয়া ত্বং সোমমিন্দ্রঃ পিপাসতি।
উপ নূনং যুযুজে বৃষণা হরী আ চ জগাম বৃত্রহা ॥ ১১॥
স্বয়ং চিৎস মন্যতে দাশুরির্জনো যত্রা সোমস্য তৃম্পসি।
ইদং তে অন্নং যুজ্যং সমুক্ষিতং তস্যেহি প্র দ্রবা পিব ॥ ১২॥
রথেষ্ঠায়াধ্বর্যবঃ সোমমিন্দ্রায় সোতন।
অধি ব্রধ্নস্যাদ্রয়ো বি চক্ষতে সুন্বন্তো দাশ্বধ্বরম্ ॥ ১৩॥
উপ ব্রধ্নং বাবাতা বৃষণা হরী ইন্দ্রমপসু বক্ষতঃ।
অর্বাঞ্চং ত্বা সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্তু সবনেদুপ ॥ ১৪॥
প্র পূষণং বৃণীমহে যুজ্যায় পুরূবসুম্।
স শক্র শিক্ষ পুরুহূত নো ধিয়া তুজে রায়ে বিমোচন ॥ ১৫॥
সং নঃ শিশীহি ভুরিজোরিব ক্ষুরং রাস্ব রায়ো বিমোচন।
ত্বে তন্নঃ সুবেদমুস্রিয়ং বসু যং ত্বং হিনোষি মর্ত্যম্ ॥ ১৬॥
বেমি ত্বা পূষন্নৃঞ্জসে বেমি স্তোতব আঘৃণে।
ন তস্য বেম্যরণং হি তদ্বসো স্তুষে পজ্রায় সাম্নে ॥ ১৭॥
পরা গাবো যবসং কচ্চিদাঘৃণে নিত্যং রেক্ণো অমর্ত্য।
অস্মাকং পূষন্নবিতা শিবো ভব মংহিষ্ঠো বাজসাতয়ে ॥ ১৮॥
স্থূরং রাধঃ শতাশ্বং কুরুঙ্গস্য দিবিষ্টিষু।
রাজ্ঞস্ত্বেষস্য সুভগস্য রাতিষু তুর্বশেষ্বমন্মহি ॥ ১৯॥
ধীভিঃ সাতানি কাণ্বস্য বাজিনঃ প্রিয়মেধৈরভিদ্যুভিঃ।
ষষ্টিং সহস্রানু নির্মজামজে নির্যূথানি গবামৃষিঃ ॥ ২০॥
বৃক্ষাশ্চিন্মে অভিপিত্বে অরারণুঃ।
গাং ভজন্ত মেহনাশ্বং ভজন্ত মেহনা ॥ ২১॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! যদি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দেশস্থ নরগণ কর্তৃক আহূত হয়ে থাকেন, হে শ্রেষ্ঠ! তথাপি আনুর পুত্রের উদ্দেশে স্তোতাগণকর্তৃক প্রেরিত হোন, তুর্বশের উদ্দেশে স্তোতাগণকর্তৃক প্রেরিত হোন ॥১॥

হে ইন্দ্র! যদিও আপনি রুম, রুশম, শ্যাবক ও কৃপের সাথে হৃষ্ট হয়ে থাকেন; স্তোত্রবাহক, কণ্বগণ আপনাকে স্তোত্র প্রদান করছে, আপনি আগমন করুন ॥২॥

গৌর মৃগ যেমন তৃষিত হয়ে জলপূর্ণ তৃণশূন্য স্থান জ্ঞাত হ'তে পারে, হে ইন্দ্র! সেইরকম

আপনি বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হ'লে আমাদের অভিমুখে শীঘ্র আগমন করুন; আমরা কণ্বপুত্র, আমাদের সাথে একত্র পান করুন ॥৩॥

হে মঘবান্ ইন্দ্র! সোম সকল অভিষবকারীকে ধনদানের জন্য আপনাকে প্রমত্ত করুক। আপনি সোম পান করেছেন, ঐ সোম অভিষবণ ফলকের দ্বারা অভিষুত, অতএব অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য, এই জন্য আপনি মহাবল ধারণ করেছেন ॥৪॥

ইন্দ্র বীরকর্মের দ্বারা শত্রুগণকে অভিভব করেছেন, বলের দ্বারা পরকীয় ক্রোধ নষ্ট করেছেন। হে মহান্ ইন্দ্র! সমস্ত যুদ্ধকাম শত্রুগণকে আপনি বৃক্ষের মতো নিশ্চল করেছেন ॥৫॥

হে ইন্দ্র! যে আপনার স্তোত্র করে, সে সহস্রসংখ্যক বজ্রায়ুধ বীর লাভ করে; যে নমস্কারের দ্বারা হব্য প্রদান করে, সে সুবীর্যবান্ শত্রুনিধনকারী পুত্র লাভ করে ॥৬॥

হে ইন্দ্র। আপনি উগ্র, আপনার সখ্য লাভ ক'রে আমরা ভীত হবো না, শ্রান্তও হবো না। আপনি অভীষ্টবর্ষী, আপনার মহৎ কর্মসকল প্রকাশ করা উচিত। আমরা তুর্বশ ও যদুকে দেখেছি ॥৭॥

অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র বাম কটিপ্রদেশের দ্বারা সমস্ত ভূতজাত আচ্ছাদন করেছেন। হব্যদাতা ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করেন না। মধুমক্ষিকাজাত মধুর দ্বারা সংপৃক্ত ও প্রীতিজনক সোম সকলের অভিমুখে শীঘ্র আগমন করে, তার নিকট গমন করো এবং পান করো ॥৮॥

হে ইন্দ্র! আপনার সখাই অশ্ববান্, রথবান্, গোমান্ ও রূপবান্। সে সর্বদা ধন শীঘ্র প্রাপ্ত হয় এবং সকলের আহ্লাদকর হয়ে সভায় গমন করে ॥৯॥

পিপাসু ঋশ্যনামক মৃগের মতো আপনি পাত্রে আনীত সোমের অভিমুখে আগমন করুন, অভিলাষানুরূপ পান করুন। হে মঘবন্! আপনি প্রতিদিন নিম্নমুখ বৃষ্টি সিক্ত ক'রে অত্যন্ত ওজস্বী বল ধারণ করুন ॥১০॥

হে অধ্বর্যু! ইন্দ্র পান করতে ইচ্ছা করছেন, তুমি সোমের অভিষব করো। তরুণবয়স্ক অশ্বদ্বয় অদ্য যোজিত হয়েছে, বৃত্রঘ্ন আগমন করেছেন ॥১১॥

হে ইন্দ্র! যার সোমে আপনি তৃপ্ত হন, সেই হব্যদাতা ব্যক্তি নিজে তা জ্ঞাত হ'তে পারে। আপনার যোগ্য অন্ন পাত্রে সিক্ত রয়েছে; আপনি আগমন করুন, নিকটে গমন করুন ও পান করুন ॥১২॥

হে অধ্বর্যুগণ। রথে ইন্দ্র অবস্থিতি করছেন, তাঁর উদ্দেশে সোম অভিষব করো। মূল প্রস্তরের উপর প্রস্তরসকল যজমানের যাগনিষ্পাদক সোম অভিষব পূর্বক শোভা প্রাপ্ত হচ্ছে ॥১৩॥

আমাদের কর্মে অন্তরীক্ষবিহারী, সেচন সমর্থ হরিদ্বয় ইন্দ্রকে আনয়ন করুন। হে ইন্দ্র! যজ্ঞসেবী, গমনশীল অশ্ববর্গ আপনাকে সবনসমূহের অভিমুখে উপনীত করুক ॥১৪॥

আমরা সখ্যলাভের জন্য বহুধনবিশিষ্ট পূষাকে বরণ করি। হে শক্র, পুরুহূত, পাপবিমোচক পূষা! আমাদের আপনার বুদ্ধির দ্বারা ধনলাভ ও শত্রুনাশের জন্য সমর্থ করতে ইচ্ছা করুন ॥১৫॥

হে পূষা! আমাদের বাহুস্থিত ক্ষুরের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি করুন; হে পাপবিমোচনকারী! আমাদের ধন দান করুন। আপনার গোধন আমাদের সুলভ হোক। আপনি মর্ত্যের প্রতি এই ধন প্রেরণ ক'রে থাকেন ॥১৬॥

হে পূষা! আপনাকে প্রসারিত করতে ইচ্ছা করি। হে দীপ্তিযুক্ত! আপনাকে স্তুতি করতে ইচ্ছা করি, তার স্তোত্র ইচ্ছা করি না; যেহেতু তা অসুখকর। হে নিবাসপ্রদ! স্তুতিকারী ও সামযুক্ত

পজ্রকে অভিলষিত ধন প্রদান করুন ॥ ১৭ ॥

হে দীপ্তিযুক্ত, অমর পূষা। কোনও কালে আমাদের গোসকল তৃণ ভক্ষণে পরাগত হয় না। গোরূপ ধন আমাদের নিত্য হোক। আপনি আমাদের রক্ষক ও মঙ্গলকর হোন, অন্নদানের জন্য মহান্ হোন ॥ ১৮ ॥

কুরঙ্গ নামক, দীপ্তিযুক্ত ও সৌভাগ্যবান্ রাজার স্বর্গপ্রাপ্তি হেতু যজ্ঞে ও দানে মানবগণের মধ্যে আমরা প্রভূত অশ্বশতযুক্ত ধন জাত হ'তে পেরেছি ॥ ১৯ ॥

কণ্বপুত্র হবিষ্মান্ ও স্তোতাগণের ভজনীয়, দীপ্তিপ্রাপ্ত প্রিয়মেধ নামক ঋষিগণের সেবিত অত্যন্ত পবিত্র ষষ্টিসহস্র গোসমূহ আমি দেবাতিথি সকলের শেষে প্রাপ্ত হয়েছি ॥ ২০ ॥

আমি ধন প্রাপ্ত হ'লে, বৃক্ষসকলও শব্দ করেছিল যে, এঁরা প্রশংসনীয় গোলাভ করেছেন, এঁরা অশ্বলাভ করেছেন ॥ ২১ ॥

টীকা — ১৯ ঋকে মূলে 'দিবিষ্টিষু রাতিষু' আছে। যজ্ঞ ও দানের দ্বারা স্বর্গ লাভ করা যায়, এই বিশ্বাস এই থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে।।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে স্বর্গীয় দুর্গাদাস এই সূক্তেরও অনেকগুলি ঋকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা তার মধ্যে প্রথম তিনটির যথাযথ উল্লেখ করছি। যথা,—১ম ঋক্—"বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব। যদ্যপি আপনি সর্বত্র নেতা মানবগণ কর্তৃক পূজিত হন; তথাপি ঐকান্তিকতার সাথে সৎকর্মের দ্বারা সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হ'লে, আপনি সাধকের হৃদয়ে রিপুগণের প্রাধান্য-বারক-রূপে প্রাদুর্ভূত হন; এবং সৎকর্মের প্রভাবে ভগবৎ-আশ্রয়প্রাপ্ত জনের হৃদয়ে রিপুবিমর্দক-রূপে প্রাদুর্ভূত হয়ে থাকেন।" (ভাব এই যে,—যদিও বহুজন কর্তৃক আরাধিত হন, তথাপি ভগবান্ সৎকর্মান্বিত সাধককে শীঘ্র রিপুবর্গের কবল থেকে উদ্ধার করেন)। অথবা—"বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! সর্বত্র আপনি নেতৃস্থানীয় লোকগণ কর্তৃক পূজিত হন; কিন্তু যখন ঐকান্তিকতার সাথে সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হন, তখন রিপুদমনকারক হে দেব! সৎকর্মের প্রভাবে ভগবৎ-আশ্রয়প্রাপ্ত জনের হিতের জন্য আপনি তার রিপুবিমর্দক হয়ে থাকেন।" (ভাব এই যে,—বহুজন কর্তৃক আরাধিত হলেও ভগবান্ সৎকর্মান্বিত সাধককে শীঘ্র রিপুকবল হ'তে উদ্ধার করেন)।—ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! যদিও প্রার্থনাপরায়ণ জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বগমনকারী ভগবৎকৃপাপ্রার্থিজনে আপনি আনন্দলাভ করেন—তৃপ্ত হন, তথাপি হে ভগবন্! মোক্ষার্থী ক্ষুদ্রশক্তি জন প্রার্থনার দ্বারা আপনাকে আহ্বান করছে; কৃপাপূর্বক আপনি তাঁদের হৃদয়ে আগমন করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে ক্ষুদ্রশক্তি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, 'রুমে' প্রভৃতি পদে কোন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে না, এই পদগুলি সাধকের গুণাবলী প্রকাশ করছে মাত্র...ইত্যাদি ॥ ৩ ঋক্—"গৌরমৃগ পিপাসিত হয়ে জলপরিপূর্ণ তড়াগের প্রতি যেমন-ভাবে শীঘ্র প্রধাবিত হয়; তেমনভাবে আপনার সাথে বন্ধুত্বে মিলনের জন্য অর্থাৎ আপনাতে আমাদের সন্ন্যস্ত করবার জন্য, হে ভগবন্! আপনি আমাদের নিকট শীঘ্র আগমন করুন; এবং আমাদের মতো অকিঞ্চনের সাথে অভিন্নভাবে অর্থাৎ অভিন্ন হয়ে প্রকৃষ্টরূপে আমাদের হৃদয়-সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তিসুধা পান করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক; অকিঞ্চন আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তিসুধা গ্রহণ ক'রে আমাদের আপনার সাথে সম্মিলিত ক'রে নিন)। অথবা—চন্দ্র তৃষ্ণার্ত হয়ে অর্থাৎ সূর্যরশ্মিতে সম্মিলিত হ'তে আকাঙ্ক্ষিত হয়ে, যে রকমে অপগতাবরক অর্থাৎ তেজসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ পূর্ণতেজঃ সম্পন্ন সূর্যরশ্মির প্রতি গমন করে; তেমনই, আপনার সখিত্বে অর্থাৎ আপনাতে সন্ন্যস্তচিত্ত হ'লে, হে ভগবন্! আপনি আমাদের হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করেন অর্থাৎ আবির্ভূত হন; এবং আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনের মধ্যে অভিন্নভাবে প্রকৃষ্টরূপে আমাদের হৃদয়-সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বকে গ্রহণ করেন।" (প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রটির ভাব,—আমাদের মতো

আমাদের আপনাতে সম্মিলিত করুন, অথবা অগ্নিস্থানের শুদ্ধসত্ত্বকে বা ভক্তিসুধাকে গ্রহণ ক'রে, আমাদের মধ্যে অবস্থিতি করুন।—ইত্যাদি॥—এই সূক্তটির ৪, ৭, ৮, ৯ ও ১১ ঋকের আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ সংহিতা'-র মধ্যে যথাক্রমে ৭০৫, ৬৫৫, ৬৫৫, ১৩৫ ও ১৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন॥

◆ ◆

— ৫ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়; কেবল শেষ পাঁচটি অর্ধ ঋকের দেবতা কশুনামক রাজা, কারণ তাঁরই দানের কথা এতে উক্ত হয়েছে। ঋষি: কণ্বগোত্র ব্রহ্মাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্]

দূরাদিহেব যৎসত্যরুণপ্সুরশিশ্বিতৎ। বি ভানুং বিশ্বধাতনৎ ॥ ১॥
নৃবদ্দস্রা মনোযুজা রথেন পৃথুপাজসা। সচেথে অশ্বিনোষসম্ ॥ ২॥
যুবাভ্যাং বাজিনীবসূ প্রতি স্তোমা অদৃক্ষত। বাচং দূতো যথোহিষে ॥ ৩॥
পুরুপ্রিয়া ণ উতয়ে পুরুমন্দ্রা পুরূবসূ। স্তুষে কণ্বাসো অশ্বিনা ॥ ৪॥
মংহিষ্ঠা বাজসাতমেষয়ন্তা শুভস্পতী। গন্তারো দাশুষো গৃহম্ ॥ ৫॥
তা সুদেবায় দাশুষে সুমেধামবিতারিণীম্। ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্ ॥ ৬॥
আ নঃ স্তোমমুপ দ্রবত্তূয়ং শ্যেনেভিরাশুভিঃ। যাতমশ্বেভিরশ্বিনা ॥ ৭॥
যেভিস্তিস্রঃ পরাবতো দিবো বিশ্বানি রোচনা। ত্রীঁরক্তূন্ পরিদীয়থঃ ॥ ৮॥
উত নো গোমতীরিষ উত সাতীরহর্বিদা। বি পথঃসাতয়ে সিতম্ ॥ ৯॥
আ নো গোমন্তমশ্বিনা সুবীরং সুরথং রয়িম্। বোড়হমশ্বাবতীরিষ ॥ ১০॥
বাবৃধানা শুভস্পতী দস্রা হিরণ্যবর্তনী। পিবতং সোম্যং মধু ॥ ১১॥
অস্মভ্যং বাজিনীবসূ মঘবদ্ভ্যশ্চ সপ্রথঃ। ছর্দির্যন্তমদাভ্যম্ ॥ ১২॥
নি ষু ব্রহ্ম জনানাং যাবিষ্টং তূয়মা গতম্। মো স্বন্যাঁ উপারতম্ ॥ ১৩॥
অস্য পিবতমশ্বিনা যুবং মদস্য চারুণঃ। মধ্বো রাতস্য ধিষ্ণ্যা ॥ ১৪॥
অস্মে আ বহতং রয়িং শতবন্তং সহস্রিণম্। পুরুক্ষুং বিশ্বধায়সম্ ॥ ১৫॥
পুরুত্রা চিদ্ধি বাং নরা বিহ্বয়ন্তে মনীষিণঃ। বাঘদ্ভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১৬॥
জনাসো বৃক্তবর্হিষো হবিষ্মন্তো অরঙ্কৃতঃ। যুবাং হবন্তে অশ্বিনা ॥ ১৭॥
অস্মাকমদ্য বাময়ং স্তোমো বাহিষ্ঠো অন্তমঃ। যুবাভ্যাং ভূত্বশ্বিনা ॥ ১৮॥
যো হ বাং মধুনো দৃতিরাহিতো রথচর্ষণে। ততঃ পিবতমশ্বিনা ॥ ১৯॥
তেন নো বাজিনীবসূ পশ্বে তোকায় শং গবে। বহতং পীবরীরিষঃ ॥ ২০॥
উত নো দিব্যা ইষ উত সিন্ধূঁরহর্বিদা। অপ দ্বারেব বর্ষথঃ ॥ ২১॥

কদা বাং তৌগ্র্যো বিধৎসমুদ্রে জহিতো নরা। যদ্বাং রথো বিভিষ্পতাৎ ॥ ২২॥
যুবং কণ্বায় নাসত্যাপিরিপ্তায় হর্ম্যে। শশ্বদূতীর্দশস্যথঃ ॥ ২৩॥
তাভিরা যাতমূতিভির্নব্যসীভিঃ সুশস্তিভিঃ। যদ্বাং বৃষণ্বসু হুবে ॥ ২৪॥
যথা চিৎকণ্বমাবতং প্রিয়মেধমুপস্তুতম্। অত্রিং শিঞ্জারমশ্বিনা ॥ ২৫॥
যথোত কৃত্ব্যে ধনেঽংশুং গোষ্বগস্ত্যম্। যথা বাজেষু সোভরিম্ ॥ ২৬॥
এতাবদ্বাং বৃষণ্বসূ অতো বা ভূয়ো অশ্বিনা। গৃণন্তঃ সুম্নমীমহে ॥ ২৭॥
রথং হিরণ্যবন্ধুরং হিরণ্যাভীশুমশ্বিনা। আ হি স্থাথো দিবিস্পৃশম্ ॥ ২৮॥
হিরণ্যয়ী বাং রভিরীষা অক্ষো হিরণ্যয়ঃ। উভা চক্রা হিরণ্যয়া ॥ ২৯॥
তেন নো বাজিনীবসূ পরাবতশ্চিদা গতম্। উপেমাং সুষ্টুতিং মম ॥ ৩০॥
আ বহেথে পরাকাৎ পূর্বীরশ্নন্তাবশ্বিনা। ইষো দাসীরমর্ত্যা ॥ ৩১॥
আ নো দ্যুম্নৈরা শ্রবোভিরা রায়া যাতমশ্বিনা। পুরুশ্চন্দ্রা নাসত্যা ॥ ৩২॥
এহ বাং প্রুষিতপ্সবো বয়ো বহন্তু পর্ণিনঃ। অচ্ছা স্বধ্বরং জনম্ ॥ ৩৩॥
রথং বামনুগায়সং য ইষা বর্ততে সহ। ন চক্রমভি বাধতে ॥ ৩৪॥
হিরণ্যয়েন রথেন দ্রবৎপাণিভিরশ্বৈঃ। ধীজবনা নাসত্যা ॥ ৩৫॥
যুবং মৃগং জাগৃবাংসং স্বদথো বা বৃষণ্বসূ। তা নঃ পৃঙ্ক্তমিষা রয়িম্ ॥ ৩৬॥
তা মে অশ্বিনা সনীনাং বিদ্যাতং নবানাম্।
যথা চিচ্চৈদ্যঃ কশুঃ শতমুষ্ট্রানাং দদৎসহস্রা দশ গোনাম্ ॥ ৩৭॥
যো মে হিরণ্যসন্দৃশো দশ রাজ্ঞো অমংহত।
অধস্পদা ইচ্চৈদ্যস্য কৃষ্টয়শ্চর্মম্না অভিতো জনাঃ ॥ ৩৮॥
মাকিরেনা পথা গাদ্যেনেমে যন্তি চেদয়ঃ।
অন্যো নেৎসূরিরোহতে ভূরিদাবত্তরো জনঃ ॥ ৩৯॥

মন্ত্রার্থ — দূর হ'তে নিকটে বর্তমানের মতো দীপ্তিরূপবিশিষ্ট উষা যখন প্রাপ্ত বস্তু শ্বেত বর্ণ ক'রে দেন, তখন দীপ্তিকে বহুরকমে বিস্তারিত করেন ॥ ১॥

হে দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়! আপনারা নেতার মতো। আপনারা ইচ্ছামাত্রে সাজিত বহু অন্নবিশিষ্ট রথে উষার সাথে মিলিত হন ॥ ২॥

হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আপনাদের উদ্দেশে রচিত স্তোত্রসকল দর্শন করুন। দূত যেমন প্রভুর বাক্য প্রার্থনা করে, সেইরকম আমরা আপনাদের বাক্যের জন্য প্রার্থনা ক'রি ॥ ৩॥

আপনারা অনেকের প্রিয়, অনেকের আনন্দপ্রদ, বহুধনবিশিষ্ট; আমরা কণ্বগোত্রোৎপন্ন, আমরা আমাদের রক্ষার জন্য অশ্বিদ্বয়কে স্তব ক'রি ॥ ৪॥

আপনারা পূজনীয়, সর্বাপেক্ষা অধিক অন্নপ্রদ, শোভন ধনের অধিপতি এবং মঙ্গলপ্রদ ও হব্যদাতার গৃহে গমনশীল ॥ ৫॥

যে হব্যদাতা সুন্দর দেবতাবিশিষ্ট, তাঁর জন্য আপনারা উত্তম যজ্ঞবিশিষ্ট গোসঞ্চরণভূমিকে

জলের দ্বারা সিক্ত করুন ॥ ৬ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! অশ্বে আরোহণ ক'রে অতি শীঘ্র আমাদের স্তোত্রের নিকট আগমন করুন। এই অশ্বগণের গতি অতি প্রশংসনীয় ॥ ৭ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! তিন দিন ও রাত্রি সমস্ত দীপ্তিবিশিষ্ট স্থানে এই অশ্বের সাহায্যে দূর হ'তে গমন করুন ॥ ৮ ॥

আপনারা দিবসের প্রাপক, আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট অন্ন ও সম্ভোগযোগ্যযোগ ধন প্রদান করুন এই সকলের সম্ভোগের জন্য পথ প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট, পুত্রবিশিষ্ট, সুন্দর রথবিশিষ্ট ও অশ্বযুক্ত ধন আহ্বান করুন ॥ ১০ ॥

হে শোভন পদার্থের অধিপতি, দর্শনীয় হিরণ্ময় মার্গযুক্ত অশ্বিদ্বয়! প্রবৃদ্ধ হয়ে সোমময় মধু পান করুন ॥ ১১ ॥

হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আমরা ধনবান্, আমাদের সর্বতোবিস্তীর্ণ অহিংসনীয় গৃহ প্রদান করুন ॥ ১২ ॥

আপনারা মানুষের স্তোত্র রক্ষা করুন, আপনারা শীঘ্র আগমন করুন। অন্যের নিকট গমন করবেন না ॥ ১৩ ॥

হে স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমাদের প্রদত্ত মদকর মনোহর মধুর অংশ পান করুন ॥ ১৪ ॥

আমাদের জন্য শত ও সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট, বহু নিবাসযুক্ত সকলের ধারণক্ষম ধন আনয়ন করুন ॥ ১৫ ॥

হে নেতাদ্বয়। মনীষিগণ নানা দেশে আপনাদের আহ্বান করে। হে অশ্বিদ্বয়। বাহক অশ্বের সাহায্যে আগমন করুন ॥ ১৬ ॥

হব্যযুক্ত পর্যাপ্ত কার্যকারী জনগণ বর্হি ছিন্ন ক'রে আপনাদের আহ্বান করছে ॥ ১৭ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের এই স্তোম আপনাদের সর্বাপেক্ষা অধিক বাহক হয়ে আপনাদের নিকটবর্তী হোক ॥ ১৮ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! যে মধুপূর্ণ চর্মপাত্র মধ্যদেশে স্থাপিত হয়েছে, তা হ'তে মধু পান করুন ॥ ১৯ ॥

হে অন্নযুক্ত ধনবান্ অশ্বিদ্বয়। আমাদের পশু, পুত্র ও গোগণের জন্য প্রবৃদ্ধ অন্ন সেই রথে অনায়াসে আনয়ন করুন ॥ ২০ ॥

হে দিবসে প্রাপক অশ্বিদ্বয়! স্বর্গীয় বাঞ্ছনীয় জল আমাদের জন্য যেন দ্বার দিয়েই সেচন করুন ॥ ২১ ॥

হে নেতা অশ্বিদ্বয়! তুগ্রপুত্র সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হয়ে কখন স্তুতির দ্বারা আপনাদের পরিচর্যা করেছিল? যে আপনাদের রথ অশ্বগণের সাথে গমন করেছিল ॥ ২২ ॥

হে নাসত্যদ্বয়! আপনাদের হর্মতলে বদ্ধ কণ্ব মুনিকে নানারকম রক্ষা প্রদান করেছিলে ॥ ২৩ ॥

হে বর্ষণশীল ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! যখন আমাদের আহ্বান ক'রি, তখন সেই নবতর প্রশংসনীয় রক্ষার সাথে আগমন করুন ॥ ২৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা যেমন কণ্ব, প্রিয়মেধ, উপস্তুপ ও রক্ষাকারী অত্রিকে রক্ষা করেছিলেন, সেইরকম আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৫ ॥

ধনের জন্য যেমন অংশুকে, গোসমূহের জন্য যেমন অগস্ত্যকে, অন্নের জন্য যেমন সৌভরিকে

রক্ষা করেছিলেন, সেইরকম আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৬ ॥

হে বর্ষণশীল, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! আমরা স্তবপূর্বক এই পরিমাণ অথবা এই অপেক্ষা অধিক ধন যাচ্ঞা ক'রি ॥ ২৭ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! হিরণ্ময় সারথিস্থানযুক্ত, হিরণ্ময় বল্গাযুক্ত রথে অবস্থান করুন ॥ ২৮ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের অলঙ্ঘনীয় রথের ঈষা হিরণ্ময়, অক্ষ হিরণ্ময়, উভয় চক্রই হিরণ্ময় ॥ ২৯ ॥

হে অন্নযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! ঐ রথে দূর দেশ হ'তেও আগমন করুন। আমাদের এই শোভন স্তুতির নিকট গমন করুন ॥ ৩০ ॥

হে মরণরহিত অশ্বিদ্বয়! আপনারা দাসবর্গের বহুসংখ্যক পুরী ভগ্নপূর্বক দূরদেশ হ'তে অন্ন আবহন করুন ॥ ৩১ ॥

হে অনেকের প্রিয় নাসত্য অশ্বিদ্বয়! আমাদের নিকট অন্নের সাথে আগমন করুন, যশের সাথে আগমন করুন ও ধনের সাথে আগমন করুন ॥ ৩২ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! স্নিগ্ধরূপবিশিষ্ট, পক্ষযুক্ত অশ্বগণ আপনাদের সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট জনের নিকট নীত করুক ॥ ৩৩ ॥

যে রথ অশ্বের সাথে বর্তমান, স্তোতাগণ কর্তৃক প্রশংসনীয়, আপনার সেই রথ সৈন্যসমূহকে বাধা প্রদান করে না ॥ ৩৪ ॥

হে মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট নাসত্যদ্বয়! ক্ষিপ্র পদযুক্ত, অশ্ববিশিষ্ট হিরণ্ময় রথে আরোহণ পূর্বক আগমন করুন ॥ ৩৫ ॥

হে বর্ষণশীল ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! আপনারা সর্বদা জাগরূক অন্বেষণীয় সোম পান করেন, সেই আপনারা অন্ন প্রদান করুন ॥ ৩৬ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা অভিনব সম্ভজনীয় ধন জ্ঞাত আছেন। চেদীবংশীয় কশুরাজা যে রকমে শত উষ্ট্র দশসহস্র গো প্রদান করেছিলেন, তা-ও জ্ঞাত আছেন ॥ ৩৭ ॥

যে কশু আমার পরিচর্যার জন্য হিরণ্যসদৃশ দশজন রাজা প্রদান করেছিলেন, সমস্ত প্রজা চেদিবংশীয় কশুরাজার পদের নিম্নে অবস্থিতি করে ॥ ৩৮ ॥

যে পথে এই চেদিগণ গমন করেছেন, সেই পথে আর কেউ গমন করতে পারে না। এই অপেক্ষা অধিকতর দানশীল বিদ্বান ব্যক্তি স্তোতার জন্য দান করেনি ॥ ৩৯ ॥

টীকা — ৩৭ ঋকে 'শত উষ্ট্র দশসহস্র গো' দানের কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে পালিত পশুদের মধ্যে গো, মহিষ ও অশ্বেরই অধিক উল্লেখ দেখা যায়। এ ছাড়া গজ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশুরও উল্লেখ স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা এই সূক্তের প্রথম ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অনুবাদ ও বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি। যথা—"যখন জ্ঞানদ্যুতি (জ্ঞানের উন্মেষিকা দীপ্তি অতি দূরস্থান হ'তে (অন্যলোক হ'তে) ইহলোকে আমাদের নিকটে সর্বথা প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ আমরা যখন জ্ঞানলাভে সমর্থ হই; তখন সেই জ্ঞানপ্রভা বহুরকমভাবে প্রকাশ পায়; অর্থাৎ তখন নানা সৎকর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আসে।" (জ্ঞানোন্মেষ সহকারে সকল সৎকর্মানুষ্ঠানে পরিবর্ধিত হয়)।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র; শেষ তিনটি ঋকে পর্শুনামক রাজার পুত্র তিরিন্দিরের দানের প্রশংসা করা হয়েছে ব'লে তা-ই দেবতা। ঋষি : বৎস। ছন্দ : গায়ত্রী]

মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব। স্তোমৈর্বৎসস্য বাবৃধে ॥ ১॥
প্রজামৃতস্য পিপ্রতঃ প্র যদ্ভরন্ত বহ্নয়ঃ। বিপ্রা ঋতস্য বাহসা ॥ ২॥
কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত স্তোমৈর্যজ্ঞস্য সাধনম্। জামি ব্রুবত আয়ুধম্ ॥ ৩॥
সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ। সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ ॥ ৪॥
ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে যৎসমবর্তয়ৎ। ইন্দ্রশ্চর্মেব রোদসী ॥ ৫॥
বি চিদ্বৃত্রস্য দোধতো বজ্রেণ শতপর্বণা। শিরো বিভেদ বৃষ্ণিনা ॥ ৬॥
ইমা অভি প্র ণোনুমো বিপামগ্রেষু ধীতয়ঃ। অগ্নেঃ শোচির্ন দিদ্যুতঃ ॥ ৭॥
গুহা সতীরুপ ত্মনা প্র যচ্ছোচন্ত ধীতয়ঃ। কণ্বা ঋতস্য ধারয়া ॥ ৮॥
প্র তমিন্দ্র নশীমহি রয়িং গোমন্তমশ্বিনম্। প্র ব্রহ্ম পূর্বচিত্তয়ে ॥ ৯॥
অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি মেধামৃতস্য জগ্রভ। অহং সূর্য ইবাজনি ॥ ১০॥
অহং প্রত্নেন মন্মনা গিরঃ শুম্ভামি কণ্ববৎ। যেনেন্দ্রঃ শুষ্মমিদ্দধে ॥ ১১॥
যে ত্বামিন্দ্র ন তুষ্টুবুর্ঋষয়ো যে চ তুষ্টুবুঃ। মমেদ্বর্ধস্ব সুষ্টুতঃ ॥ ১২॥
যদস্য মন্যুরধ্বনীদ্বি বৃত্রং পর্বশো রুজন্। অপঃ সমুদ্রমৈরয়ৎ ॥ ১৩॥
নি শুষ্ণ ইন্দ্র ধর্ণসিং বজ্রং জঘন্থ দস্যবি। বৃষা হ্যুগ্র শৃণ্বিষে ॥ ১৪॥
ন দ্যাব ইন্দ্রমোজসা নান্তরিক্ষাণি বজ্রিণম্। ন বিব্যচন্ত ভূময়ঃ ॥ ১৫॥
যস্ত ইন্দ্র মহীপরঃ স্তভূয়মান আশয়ৎ। নি তং পদ্যাসু শিশ্নথঃ ॥ ১৬॥
য ইমে রোদসী মহী সমীচী সমজগ্রভীৎ। তমোভিরিন্দ্র তং গুহঃ ॥ ১৭॥
য ইন্দ্র যতয়স্ত্বা ভৃগবো যে চ তুষ্টুবুঃ। মমেদুগ্র শ্রুধী হবম্ ॥ ১৮॥
ইমাস্ত ইন্দ্র পৃশ্নয়ো ঘৃতং দুহত আশিরম্। এনামৃতস্য পিপ্যুষীঃ ॥ ১৯॥
যা ইন্দ্র প্রস্বস্ত্বাসা গর্ভমচক্রিরন্। পরি ধর্মেব সূর্যম্ ॥ ২০॥
ত্বামিচ্ছবসস্পতে কণ্বা উক্থেন বাবৃধুঃ। ত্বাং সুতাস ইন্দবঃ ॥ ২১॥
তবেদিন্দ্র প্রণীতিষূত প্রশস্তিরদ্রিবঃ। যজ্ঞো বিতন্তসায্যঃ ॥ ২২॥
আ ন ইন্দ্র মহীমিষং পুরং ন দর্ষি গোমতীম্। উত প্রজাং সুবীর্যম্ ॥ ২৩॥
উত ত্যদাশ্বশ্ব্যং যদিন্দ্র নাহুষীষ্বা। অগ্রে বিক্ষু প্রদীদয়ৎ ॥ ২৪॥
অভি ব্রজং ন তত্নিষে সূর উপাকচক্ষসম্। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ২৫॥
যদঙ্গ তবিষীয়স ইন্দ্র প্ররাজসি ক্ষিতীঃ। মহাঁ অপার ওজসা ॥ ২৬॥

তং ত্বা হবিষ্মতীর্বিশ উপ ব্রুবত উতয়ে। উরুজ্রয়সমিন্দুভিঃ ॥ ২৭॥
উপহ্বরে গিরীণাং সঙ্গথে চ নদীনাম্। ধিয়া বিপ্রো অজায়ত ॥ ২৮॥
অতঃ সমুদ্রমুদ্বতশ্চিকিত্বাঁ অব পশ্যতি। যতো বিপান এজতি ॥ ২৯॥
আদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবা ॥ ৩০॥
কণ্বাস ইন্দ্র তে মতিং বিশ্বে বর্ধন্তি পৌংস্যম্। উতো শবিষ্ঠ বৃষ্ণ্যম্ ॥ ৩১॥
ইমাং ম ইন্দ্র সুষ্টুতিং জুষস্ব প্র সু মামব। উত প্র বর্ধয়া মতিম্ ॥ ৩২॥
উত ব্রহ্মণ্যা বয়ং তুভ্যং প্রবৃদ্ধ বজ্রিবঃ। বিপ্রা অতক্ষ্ম জীবসে ॥ ৩৩॥
অভি কণ্বা অনূষতাপো ন প্রবতা যতীঃ। ইন্দ্রং বনন্বতি মতিঃ ॥ ৩৪॥
ইন্দ্রমুক্থানি বাবৃধুঃ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ। অনুত্তমন্যুমজরম্ ॥ ৩৫॥
আ নো যাহি পরাবতো হরিভ্যাং হর্যতাভ্যাম্। ইমমিন্দ্র সুতং পিব ॥ ৩৬॥
ত্বামিদ্বৃত্রহন্তম জনাসো বৃক্তবর্হিষঃ। হবন্তে বাজসাতয়ে ॥ ৩৭॥
অনু ত্বা রোদসী উভে চক্রং ন বর্ত্যেতশম্। অনু সুবানাস ইন্দবঃ ॥ ৩৮॥
মন্দস্বা সু স্বর্ণর উতেন্দ্র শর্যণাবতি। মৎস্বা বিবস্বতো মতী ॥ ৩৯॥
বাবৃধান উপ দ্যবি বৃষা বজ্র্যরোরবীৎ। বৃত্রহা সোমপাতমঃ ॥ ৪০॥
ঋষির্হি পূর্বজা অস্যেক ঈশান ওজসা। ইন্দ্র চোষ্কূয়সে বসু ॥ ৪১॥
অস্মাকং ত্বা সুতাঁ উপ বীতপৃষ্ঠা অভি প্রয়ঃ। শতং বহন্তু হরয়ঃ ॥ ৪২॥
ইমাং সু পূর্ব্যাং ধিয়ং মধোর্ঘৃতস্য পিপ্যুষীম্। কণ্বা উক্থেন বাবৃধুঃ ॥ ৪৩॥
ইন্দ্রমিদ্বিমহীনাং মেধে বৃণীত মর্ত্যঃ। ইন্দ্রং সনিষ্যুরূতয়ে ॥ ৪৪॥
অর্বাঞ্চং ত্বা পুরুষ্টুত প্রিয়মেধস্তুতা হরী। সোমপেয়ায় বক্ষতঃ ॥ ৪৫॥
শতমহং তিরিন্দিরে সহস্রং পর্শাবা দদে। রাধাংসি যাদ্বানাম্ ॥ ৪৬॥
ত্রীণি শতান্যর্বতাং সহস্রা দশ গোনাম্। দদুষ্পজ্রায় সাম্নে ॥ ৪৭॥
উদানট্ককুহো দিবমুষ্ট্রাঞ্চতুর্যুজো দদৎ। শ্রবসা যাদ্বং জনম্ ॥ ৪৮॥

মন্ত্রার্থ — বৃষ্টিমান্ পর্জন্যের মতো যিনি বলে মহান্, তিনি বৎসের স্তোমের দ্বারা বর্ধিত হন ॥ ১॥

যখন নভোদেশপূর্ণকারী অশ্বগণ, যজ্ঞের প্রজা ইন্দ্রকে বহন করে, তখন বিদ্বান্‌গণ যজ্ঞের প্রাপক স্তুতির দ্বারা স্তব করে ॥ ২॥

কণ্বগণ স্তোমের দ্বারা ইন্দ্রকে যজ্ঞসাধক করেছেন, অতএব লোকে আয়ুধকে আত্মীয় ব'লে থাকে ॥ ৩॥

সিন্ধুগণ যেমন সমুদ্রকে প্রণাম করে, সমস্ত মানব প্রজাবৃন্দ এঁর ক্রোধের ভয়ে এঁকে স্বয়ং প্রণাম করে ॥ ৪॥

যে বলের দ্বারা ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই চর্মের মতো সম্বর্তিত করেন, তাঁর সেই বল দীপ্ত হয়েছিল ॥ ৫॥

তিনি কম্পক বৃত্রের মস্তক শতপর্ব বীর্যশালী বজ্রের দ্বারা ছেদ করেছিলেন ॥ ৬ ॥

আমরা স্তোতাবৃন্দের অগ্রে অগ্নির দীপ্তির মতো দীপ্যমান্ এই স্তোত্রসমূহ দ্বারা ছেদ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করবো ॥ ৭ ॥

গুহাতে বর্তমান যে স্তুতিসমূহ স্বয়ং উপগত হয়ে দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, কণ্বগণ তা উদকধারাযুক্ত করুন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা যেন গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই এবং অন্যের পূর্বে জ্ঞানের জন্য অন্ন প্রাপ্ত হই ॥ ৯ ॥

আমি পিতা ও সত্য ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করেছি। আমি সূর্যের মতো প্রাদুর্ভূত হয়েছি ॥ ১০ ॥

আমি কণ্বের মতো নিত্য স্তোত্রের দ্বারা বাক্যসমূহ অলঙ্কৃত ক'রি, তার দ্বারা ইন্দ্র বল ধারণ করেন ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! যারা আপনাকে স্তুতি করে না ও যে ঋষিবৃন্দ আপনাকে স্তুতি করে এই সকলের মধ্যে আমার স্তোত্রে সুন্দরভাবে স্তুত হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোন্ ॥ ১২ ॥

যখন এঁর ক্রোধ বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিভাগ পূর্বক শব্দ করেছিল, তখন তিনি সমুদ্রাভিমুখে জল প্রেরণ করেছিলেন ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি, উপক্ষপয়িতা শুষ্ণের প্রতি ধারয়িতব্য বজ্র আঘাত করেছিলেন। হে উগ্র! আপনি অভীষ্টবর্ষী ব'লে বিদিত ॥ ১৪ ॥

দ্যুলোকসমূহ ইন্দ্রকে বলের দ্বারা ব্যাপ্ত করে না, অন্তরীক্ষসমূহ বজ্রধারীকে ব্যাপ্ত করে না, ভূমিসমূহ ব্যাপ্ত করে না ॥ ১৫ ॥

হে ইন্দ্র! যে বৃত্র আপনার মহৎ জল স্তম্ভন পূর্বক পরিব্যাপ্ত করেছিল, তাকে গমনশীল জলের মধ্যে বধ করেছিলেন ॥ ১৬ ॥

যে, এই মহতী, সংগতা দ্যাবাপৃথিবীকে আবৃত করেছিল, হে ইন্দ্র! তাকে তমঃ সমূহের দ্বারা সংবৃত করেছেন ॥ ১৭ ॥

হে উগ্র ইন্দ্র! যে যতিগণ আপনাকে স্তুতি করে, যে ভৃগুগণ আপনাকে স্তব করে, তাদের মধ্যে আমার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ১৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার এই সত্যবর্ধয়িত্রী গাভীগণ ঘৃত এবং আশির দোহন করে ॥ ১৯ ॥

হে ইন্দ্র! প্রসবকারিণী গোসকল আস্যের দ্বারা আপনার প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ ক'রে সূর্যের চতুর্দিকে জলের মতো গর্ভধারণ করেছিল ॥ ২০ ॥

হে বলপতি ইন্দ্র! কণ্বগণ উক্থের দ্বারা আপনাকে বর্ধিত করছে, অভিষুত সোমসমূহ আপনাকে বর্ধিত করেছিল ॥ ২১ ॥

হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! আপনি পথপ্রদর্শক হ'লে উত্তম স্তুতি ও প্রবৃদ্ধ যজ্ঞ করা হয় ॥ ২২ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য মহান্ গোমান্ অন্ন রক্ষা করতে ও বীর্যবান্ পুত্র ইত্যাদি দান করতে ইচ্ছা করুন ॥ ২৩ ॥

হে ইন্দ্র! নহুষরাজার প্রজাগণের সম্মুখে শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত যে বল প্রদান করেছেন, আমাদের তা প্রদান করুন ॥ ২৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি প্রাজ্ঞ, আপনি ইদানীং নিকট হ'তে দর্শনীয় গোষ্ঠ বিস্তার করুন ও আমাদের সুখী করুন ॥ ২৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বলের মতো আচরণ করেন এবং মানবগণের রাজা হন; আপনি বলের দ্বারা মহান্ ও অনভিভবনীয় ॥ ২৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বিস্তীর্ণব্যাপী। হব্যমান্ লোকসকল সোমের দ্বারা আপনাকে তৃপ্ত করবার জন্য আপনার নিকট আগমন ক'রে স্তব করে ॥ ২৭ ॥

পর্বতগণের প্রান্তদেশে নদীসকলের সঙ্গমস্থলে যজ্ঞক্রিয়া করলে মেধাবী ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২৮ ॥

সর্বব্যাপী ইন্দ্র, যে লোকে বিহার করেন, সেই উর্ধ্বলোক হ'তে বিদ্বান্ ইন্দ্র নিম্নমুখে সমুদ্র দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

দ্যুলোকের উপরিভাগে ইন্দ্র যখন দীপ্তি লাভ করেন, তখনই পুরাতন জলপ্রদ ইন্দ্রের নিবাস জ্যোতিঃলোকে দর্শন করে ॥ ৩০ ॥

হে ইন্দ্র! সমস্ত কণ্বগণ আপনার বুদ্ধি ও বল বর্ধন করছে। হে বলবত্তম! আপনার বীরকর্মও বর্ধন করছে ॥ ৩১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের এই সুন্দর স্তুতি সেবা করুন, আমাকে ভালভাবে রক্ষা করুন, আমার বুদ্ধিকে প্রবর্ধিত করুন ॥ ৩২ ॥

হে প্রবৃদ্ধ বজ্রবান্ ইন্দ্র! আমরা মেধাবী, আমরা জীবনের জন্য আপনার উদ্দেশে স্তোত্র করেছিলাম ॥ ৩৩ ॥

কণ্বগণ স্তব করছে, নিম্নাভিমুখে গমনশীল জলসমূহের মতো রমণীয় স্তুতি স্বয়ংই ইন্দ্রের সেবার উপযুক্ত হয় ॥ ৩৪ ॥

নদগণ যেমন সমুদ্রকে বর্ধিত করে, উক্থসকল সেইরকম ইন্দ্রকে সেইরকম বর্ধিত করছে; ইন্দ্র জরারহিত, তাঁর ক্রোধ কেউ নিবারণ করতে পারে না ॥ ৩৫ ॥

হে ইন্দ্র! দূরদেশ হ'তে, কমনীয় অশ্বে আরোহণ পূর্বক আমাদের নিকট আগমন করুন, অভিষুত সোম পান করুন ॥ ৩৬ ॥

হে সর্বাপেক্ষা শত্রুনাশক ইন্দ্র! যে সকল লোক বর্হিঃ ছিন্ন করে, তারা অন্নলাভের জন্য আপনাকে আহ্বান করে ॥ ৩৭ ॥

হে ইন্দ্র! চক্র যেমন অশ্বের অনুবর্তন করে, দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই সেইরকম আপনার অনুবর্তন করে, অভিষুত সোমসকল আপনার অনুবর্তন করে ॥ ৩৮ ॥

হে ইন্দ্র! শর্যণাদেশের পুষ্করিণীতে সমস্ত ঋত্বিকবৃন্দ কর্তৃক আরব্ধ যজ্ঞে তৃপ্ত হোন, পরিচর্যাকারীর স্তুতির দ্বারা আনন্দ লাভ করুন ॥ ৩৯ ॥

প্রবৃদ্ধ, অভীষ্টবর্ষী, বজ্রবান্, অতিশয় সোমপায়ী বৃত্রহন্তা ইন্দ্র দ্যুলোকের সমীপে শব্দ করেন ॥ ৪০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি পূর্বজাত ঋষি, আপনি অদ্বিতীয় বলের দ্বারা সকলের অধিপতি হয়েছেন। আপনি বারংবার ধন দান করুন ॥ ৪১ ॥

প্রশস্ত পৃষ্ঠবিশিষ্ট, শতসংখ্যক অশ্বগণ আমাদের অভিষুত সোম ও অন্নের উদ্দেশে আপনাকে বহন করুক ॥ ৪২ ॥

কণ্বগণ উক্থের দ্বারা এই পূর্বকৃতা, মধুর জলের বর্ধয়িত্রী যোগক্রিয়া বর্ধিত করুন ॥ ৪৩ ॥

দেবগণ বিশেষভাবে মহান, তাঁদের মধ্যে মানবগণ ধনাভিলাষী হয়ে রক্ষণের জন্য বরণ

করে ॥ ৪৪ ॥

হে বহুস্তুত ইন্দ্র! যজ্ঞপ্রিয় ঋষিগণ কর্তৃক স্তুত অশ্বদ্বয় সোমপানের জন্য আপনাকে আমাদের অভিমুখে বহন করুক ॥ ৪৫ ॥

যদুগণের মধ্যে পশুর পুত্র তিরিন্দিরের নিকট শত ও সহস্র ধন গ্রহণ করেছি ॥ ৪৬ ॥

তারা পর্জকে ও সামকে তিনশত অশ্ব ও দশশত গো প্রদান করেছিল ॥ ৪৭ ॥

ইনি উন্নত হয়ে চারি ধনভারযুক্ত উষ্ট্রসমূহ প্রদান ক'রে এবং যদুগণকে দাসরূপে প্রদান ক'রে কীর্তির দ্বারা ব্যাপ্ত করেছিলেন ॥ ৪৮ ॥

টীকা — ৩৯ ঋকে জ্ঞাতব্য—শর্যণা হ্রদের তীরে যদুবংশীয় পরশুরাজার পুত্র তিরিন্দির নিবাস করতেন। কণ্বগোত্রীয় বৎস তাঁর পুরোহিত। পরবর্তী সূক্তের ২৯ ঋকের টীকায় আরো কিছু তথ্য আছে। শর্যনা সম্বন্ধে ৮/৬৪/১১ এবং ১/১৩৩/১ ঋকেও বলা হয়েছে।। শেষ ঋকে এবং অন্যান্য স্থানে যদুগণের উল্লেখ আছে। কণ্বগণ তাঁদের পুরোহিত।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে বক্তব্য এই যে, স্বর্গীয় দুর্গাদাস এই সূক্তেরও অনেকগুলি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা তার মধ্যে প্রথম তিনটির কিছুটা উল্লেখ করছি। যথা,—১ ঋক্—"অভীষ্টপূরক অমৃতদায়ক দেবতার ন্যায় শক্তিতে শ্রেষ্ঠ বলৈশ্বর্যাধিপতি যে দেবতা, তিনি তাঁর পুত্র-স্থানীয় সাধকের স্তুতির দ্বারা আরাধিত (বর্ধিত) হন।" (ভাব এই যে,—অমৃতপ্রাপক ভগবান্ সাধকদের দ্বারা আরাধিত হন)।—ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"যখন জ্ঞানকিরণসমূহ সত্যসাধককে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে, তখন সেই জ্ঞানিগণ সত্যপ্রাপক স্তোত্রের দ্বারা ভগবানকে পূজা করেন।" (ভাব এই যে,—জ্ঞানিবর্গ ভগবৎপরায়ণ হন)।—ইত্যাদি ॥ ৩ ঋক্—"যখন ক্ষুদ্রশক্তি ব্যক্তিগণ (অথবা স্তোতাগণ) স্তুতির সাথে ভগবানকে সৎকর্মের লক্ষীভূত অর্থাৎ চরম লক্ষ্য করেন, তখন সাধকগণ রক্ষাস্ত্রকে অপ্রয়োজনীয় (অথবা বন্ধুস্বরূপ) ব'লে থাকেন।" (ভাব এই যে,—ভগবান্ ভগবৎপরায়ণ সাধকদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন)।—ইত্যাদি ॥ [এই তিনটি ঋকের আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ সংহিতা'-র ৫৪২ ও ৫৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে]। এ ছাড়া এই ৬ সূক্তের ৪, ৫, ৬, ১০, ১১, ১২, ১৯, ২৭, ২৮ ও ৩০ ঋকের আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ সংহিতা'-র মধ্যে যথাক্রমে ৬৭৬ বা ৯৪, ৬৭৫ বা ১০৫, ৬৭৬, ৬১২ বা ৯৮, ৬১২, ৬১২, ১০৮, ৯৫, ৯৫ ও ৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৭ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : কণ্বগোত্র বৎস। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র যদ্বস্ত্রিষ্টুভমিষং মরুতো বিপ্রো অক্ষরৎ। বিপ্রা পর্বতেষ্বা রাজথ ॥ ১ ॥
যদঙ্গ তবিষীয়বো যামং শুভ্রা অচিধ্বম্। নি পর্বতা অহাসত ॥ ২ ॥
উদীরয়ন্ত বায়ুভির্বাশ্রাসঃ পৃশ্নিমাতরঃ। ধুক্ষন্ত পিপ্যুষীমিষম্ ॥ ৩ ॥
বপন্তি মরুতো মিহং প্র বেপয়ন্তি পর্বতান্। যদ্যামং যান্তি বায়ুভিঃ ॥ ৪ ॥

নি যদ্যামায় বো গিরির্নি সিন্ধবো বিধর্মণে। মহে শুষ্মায় যেমিরে ॥ ৫॥
যুষ্মাঁ উ নক্তমূতয়ে যুষ্মান্দিবা হবামহে। যুষ্মান্ প্রয়ত্যধ্বরে ॥ ৬॥
উদু ত্যে অরুণপ্সবশ্চিত্রা যামেভিরীরতে। বাশ্রা অধি ষ্ণুনা দিবঃ ॥ ৭॥
সৃজন্তি রশ্মিমোজসা পন্থাং সূর্যায় যাতবে। তে ভানুভির্বি তস্থিরে ॥ ৮॥
ইমাং মে মরুতো গিরিমিমং স্তোমমৃভুক্ষণঃ। ইমং মে বনতা হবম্ ॥ ৯॥
ত্রীণি সরাংসি পৃশ্নয়ো দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু। উৎসং কবন্ধমুদ্রিণম্ ॥ ১০॥
মরুতো যদ্ধ বো দিবঃ সুম্নায়ন্তো হবামহে। আ তূ ন উপ গন্তন ॥ ১১॥
যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানবো রুদ্রা ঋভুক্ষণো দমে। উত প্রচেতসো মদে ॥ ১২॥
আ নো রয়িং মদচ্যুতং পুরুক্ষুং বিশ্বধায়সম্। ইয়র্তা মরুতো দিবঃ ॥ ১৩॥
অধীব যদ্গিরীণাং যামং শুভ্রা অচিধ্বম্। সুবানৈর্মন্দধ্ব ইন্দুভিঃ ॥ ১৪॥
এতাবতশ্চিদেষাং সুম্নং ভিক্ষেত মর্ত্যঃ। অদাভ্যস্য মন্মভিঃ ॥ ১৫॥
যে দ্রপ্সা ইব রোদসী ধমন্ত্যনু বৃষ্টিভিঃ। উৎসং দুহন্তো অক্ষিতম্ ॥ ১৬॥
উদু স্বানেভিরীরত উদ্রথৈরুদু বায়ুভিঃ। উৎস্তোমৈঃ পৃশ্নিমাতরঃ ॥ ১৭॥
যেনাব তুর্বশং যদুং যেন কণ্বং ধনস্পৃতম্। রায়ে সু তস্য ধীমহি ॥ ১৮॥
ইমা উ বঃ সুদানবো ঘৃতং ন পিপ্যুষীরিষঃ। বর্ধান্ কাণ্বস্য মন্মভিঃ ॥ ১৯॥
ক্ব নূনং সুদানবো মদথা বৃক্তবর্হিষঃ। ব্রহ্মা কো বঃ সপর্যতি ॥ ২০॥
নহি ষ্ম যদ্ধ বঃ পুরা স্তোমেভির্বৃক্তবর্হিষঃ। শর্ধাঁ ঋতস্য জিন্বথ ॥ ২১॥
সমু ত্যে মহতীরপঃ সং ক্ষোণী সমু সূর্যম্। সং বজ্রং পর্বশো দধুঃ ॥ ২২॥
বি বৃত্রং পর্বশো যযুর্বি পর্বতাঁ অরাজিনঃ। চক্রাণা বৃষ্ণি পৌংস্যম্ ॥ ২৩॥
অনু ত্রিতস্য যুধ্যতঃ শুষ্মমাবন্নুত ক্রতুম্। অন্বিন্দ্রং বৃত্রতূর্যে ॥ ২৪॥
বিদ্যুদ্ধস্তা অভিদ্যবঃ শিপ্রাঃ শীর্ষন্ হিরণ্যয়ীঃ। শুভ্রা ব্যঞ্জত শ্রিয়ে ॥ ২৫॥
উশনা যৎ পরাবত উক্ষ্ণো রন্ধ্রময়াতন। দ্যৌর্ন চক্রদদ্ভিয়া ॥ ২৬॥
আ নো মখস্য দাবনেঽশ্বৈর্হিরণ্যপাণিভিঃ। দেবাস উপ গন্তন ॥ ২৭॥
যদেষাং পৃষতী রথে প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ। যান্তি শুভ্রা রিণন্নপঃ ॥ ২৮॥
সুষোমে শর্যণাবত্যার্জীকে পস্ত্যাবতি। যযুর্নিচক্রয়া নরঃ ॥ ২৯॥
কদা গচ্ছাথ মরুত ইত্থা বিপ্রং হবমানম্। মার্ডীকেভির্নাধমানম্ ॥ ৩০॥
কদ্ধ নূনং কধপ্রিয়ো যদিন্দ্রমজহাতন। কো বঃ সখিত্ব ওহতে ॥ ৩১॥
সহো ষু ণো বজ্রহস্তৈঃ কণ্বাসো অগ্নিং মরুদ্ভিঃ। স্তুষে হিরণ্যবাশীভিঃ ॥ ৩২॥
ও ষু বৃষ্ণঃ প্রযজ্যূনা নব্যসে সুবিতায়। ববৃত্যাং চিত্রবাজান্ ॥ ৩৩॥
গিরয়শ্চিন্নি জিহতে পর্শানাসো মন্যমানাঃ। পর্বতাশ্চিন্নি যেমিরে ॥ ৩৪॥
আক্ষ্ণয়াবানো বহন্ত্যন্তরিক্ষেণ পততঃ। ধাতারঃ স্তুবতে বয়ঃ ॥ ৩৫॥
অগ্নির্হি জানি পূর্ব্যশ্ছন্দো ন সূরো অর্চিষা। তে ভানুভির্বি তস্থিরে ॥ ৩৬॥

মন্ত্রার্থ — হে মরুৎগণ! যখন বিজ্ঞ ব্যক্তি সবনত্রয়ে প্রশস্য অন্ন প্রক্ষেপ করেন, তখন আপনারা পর্বতসমূহে দীপ্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥

হে বলাভিলাষী শোভমান্ মরুৎগণ! আপনারা যখন রথকে অশ্বের দ্বারা সংশ্লিষ্ট করেন, তখন পর্বতগণ প্রচলিত হয় ॥ ২ ॥

শব্দকারী পৃশ্নিতনয় মরুৎগণ বায়ুগণের দ্বারা মেঘ উদ্গত করেন এবং বৃষ্টিকর অন্ন দান করেন ॥ ৩ ॥

যখন মরুৎগণ বায়ুগণের সাথে গমন করেন, তখন তাঁরা বৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, পর্বতগণকে কম্পিত করেন ॥ ৪ ॥

আপনাদের রথের জন্য গিরিসমূহ নিয়ত হয়, সিন্ধুগণ বিধরণের জন্য এবং মহৎ বলের জন্য নিয়ত হয় ॥ ৫ ॥

আমরা আপনাদের রাত্রিতে রক্ষার জন্য আহ্বান ক'রি, দিবাভাগে আপনাদের আহ্বান ক'রি, যজ্ঞ আরম্ভ হ'লে আপনাদের আহ্বান ক'রি ॥ ৬ ॥

সেই অরুণরূপবিশিষ্ট, বিচিত্র শব্দকারী মরুৎগণ রথযোগে দ্যুলোকের উপরিভাগে সানুপ্রদেশে উদ্গমন করেন ॥ ৭ ॥

যে মরুৎগণ সূর্যের গমনের জন্য রশ্মিযুক্ত পথ সৃষ্টি করেন, তাঁরা তেজের দ্বারা অবস্থান করেন ॥ ৮ ॥

হে মরুৎগণ! আমার এই বাক্য ভজনা করুন। হে মহান্ মরুগণ! এই স্তোম ভজনা করুন, এই আমার আহ্বান সেবা করুন ॥ ৯ ॥

পৃশ্নিগণ বজ্রীর জন্য উৎস, কবন্ধ ও উদ্রি এই তিন সরোবর হ'তে মধু দোহন করেছিলেন ॥ ১০ ॥

হে মরুৎগণ! যখন আপন সুখাভিলাষে আমরা স্বর্গ হ'তে আপনাদের আহ্বান ক'রি, তখন আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ১১ ॥

হে সুন্দর দানশীল মহাতেজস্বী রুদ্রপুত্রগণ! আপনারা গৃহে আনন্দ ধনরে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হোন ॥ ১২ ॥

হে মরুৎগণ! স্বর্গ হ'তে আমাদের জন্য মদস্রাবী, বহুনিবাসপ্রদ সকলের ভরণসমর্থ ধন আনীত করুন ॥ ১৩ ॥

হে শুভ্র মরুৎগণ! আপনারা যখন পর্বতের উপরিভাগে আপনাদের যান সহ গমন করেন, তখন অভিষুত সোমের বলে প্রমত্ত হন ॥ ১৪ ॥

স্তোতা স্তুতির দ্বারা অহিংসনীয় মরুৎগণের নিকট তাঁদের সুখ ভিক্ষা করেন ॥ ১৫ ॥

মরুৎগণ অক্ষীণ মেঘকে দোহন ক'রে জলবিন্দুর মতো বৃষ্টির দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাপ্ত করেন ॥ ১৬ ॥

পৃশ্নিপুত্রগণ শব্দ পূর্বক উর্ধ্বে গমন করেন, রথের দ্বারা উর্ধ্বে গমন করেন, বায়ুর দ্বারা উর্ধ্বে গমন করেন এবং স্তোমের দ্বারা উর্ধ্বে গমন করেন ॥ ১৭ ॥

যার দ্বারা তুর্বসু ও যদুকে রক্ষা করেছেন, যার দ্বারা ধনকাম কণ্বকেও রক্ষা করেছেন, আমরা ধনের জন্য তারই ধ্যান করছি ॥ ১৮ ॥

হে উত্তম দানশীল মরুৎগণ! ঘৃতের মতো পুষ্টিকর এই অন্ন কণ্ব গোত্রোৎপন্নের স্তোত্রের সাথে বর্ধিত করুন ॥ ১৯ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা দানশীল, আপনাদের জন্য বর্হি ছিন্ন হয়েছে; আপনারা এই ক্ষণে কোথায় মত্ত হচ্ছেন? কোন্ স্তোতা আপনাদের পরিচর্যা করছেন? ॥ ২০ ॥

হে বৃক্তবর্হি মরুৎগণ! আপনারা যে অন্য কর্তৃক পূর্বকৃত স্তোত্রের দ্বারা যজ্ঞের বলসমূহ প্রীত করছেন, তা নয় ॥ ২১ ॥

সেই মরুৎগণ ওষধির সাথে অনেক জল মিলিয়েছিলেন, দ্যাবাপৃথিবীকে আপন আপন স্থানে অবস্থিত করিয়েছিলেন, সূর্যকে স্থাপন করেছেন। তাঁরা প্রতিপর্বে বজ্র ধারণ করেছিলেন ॥ ২২ ॥

রাজাশূন্য বৃষ্টি ও বলকারক মরুৎগণ পর্বতের মতো বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিনাশ করেছিলেন ॥ ২৩ ॥

মরুৎগণ, যুদ্ধকারী ত্রিতের বল রক্ষা করেছিলেন, তার ক্রতুও রক্ষা করেছিলেন, বৃত্রকে বধের জন্য ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন ॥ ২৪ ॥

আয়ুধহস্ত, দীপ্তিমান, শুভ্র মরুদ্বর্গ শোভার জন্য মস্তকে হিরণ্ময় শিরস্ত্রাণ প্রকাশিত করেন ॥ ২৫ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা কামনা ক'রে অভীষ্টবর্ষী রথের মধ্যস্থলে দূরদেশ হ'তে আগমন করেছিলেন। দ্যুলোকবর্তী ধনসমূহের মতো ভূতসকলে কম্পান্বিত হয়েছিল ॥ ২৬ ॥

দেববৃন্দ আমাদের যজমানের জন্য স্বর্ণময় পাদবিশিষ্ট অশ্বে আরোহণ পূর্বক আগমন করুন ॥ ২৭ ॥

এই মরুদ্বর্গের রথ, যখন বিন্দুচিহ্নিত শীঘ্রগামী রোহিত বহন করে, তখন শোভমান মরুদ্বর্গ গমন করেন এবং জল প্রবাহিত হয় ॥ ২৮ ॥

নেতাগণ শোভন সোমবিশিষ্ট, যজ্ঞগৃহপেত, ঋজীকা দেশে শর্যনা তীরে রথচক্র নিম্নমুখ ক'রে গমন করেন ॥ ২৯ ॥

হে মরুদ্বর্গ! কখন্ আপনারা এইভাবে আহ্বানকারী যাচমান বিপ্রের নিকট সুখহেতুভূত ধনের সাথে গমন করবেন? ॥ ৩০ ॥

আপনারা স্তুতির দ্বারা প্রীত হয়ে থাকেন; আপনারা যে ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করেছিলেন, সে কখন্? আপনাদের সখা কে প্রার্থনা করেছিল? ॥ ৩১ ॥

হে কণ্বগণ! অগ্নিকে বজ্রহস্ত ও স্বর্ণময়বাশীবিশিষ্ট মরুদ্বর্গের সাথে স্তব করেন ॥ ৩২ ॥

আমি বর্ষণশীল ও যজনীয় ও বিচিত্রবলবিশিষ্ট মরুৎগণকে নবতর সুখলভ্য ধনের জন্য আবর্তিত করি ॥ ৩৩ ॥

গিরিসকল পীড্যমান ও বাধাপ্রাপ্ত হলেও স্বস্থানভ্রষ্ট হয় না। পর্বত সকলও নিয়মিত হয় ॥ ৩৪ ॥

বহু দূরব্যাপী গমনবিশিষ্ট অশ্বগণ আকাশমার্গে গমন পূর্বক মরুৎগণকে আনয়ন করে। তাঁরা স্তুতিকারীকে অন্ন দান করেন ॥ ৩৫ ॥

অগ্নির তেজের বলে স্তুতিযোগ্য সূর্যের মতো সকলের মুখ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। মরুদ্বর্গ দীপ্তিবলে নানা স্থানে অবস্থিতি করছেন ॥ ৩৬ ॥

টীকা — ১০ ঋকে 'কবন্ধ ও উদ্রি' অর্থে যথাক্রমে 'জল ও মেঘ' বুঝতে হবে। সায়ণ ॥ ২৯ ঋকে বলা হয়েছে—ঋজীকা দেশে শর্যনা তীরে যদুবংশীয় তিরিন্দির রাজার যজ্ঞে অবতরণ করেন। (পূর্ব ঋকের টীকা দ্রষ্টব্য) ॥—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের বহু সূত্র এই সূক্তেও আছে ॥

◆ ◆

— ৮ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় সধ্বংস। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

আ নো বিশ্বাভিরূতিভিরশ্বিনা গচ্ছতং যুবম্।
দস্রা হিরণ্যবর্তনী পিবতং সোম্যং মধু ॥ ১ ॥
আ নূনং যাতমশ্বিনা রথেন সূর্যত্বচা।
ভুজী হিরণ্যপেশসা কবী গম্ভীরচেতসা ॥ ২ ॥
আ যাতং নহুষস্পর্যান্তরিক্ষাৎ সুবৃক্তিভিঃ।
পিবাথো অশ্বিনা মধু কণ্বানাং সবনে সুতম্ ॥ ৩ ॥
আ নো যাতং দিবস্পর্যান্তরিক্ষাদধপ্রিয়া।
পুত্রঃ কণ্বস্য বামিহ সুষাব সোম্যং মধু ॥ ৪ ॥
আ নো যাতমুপশ্রুত্যশ্বিনা সোমপীতয়ে।
স্বাহা স্তোমস্য বর্ধনা প্র কবী ধীতিভির্নরা ॥ ৫ ॥
যচ্চিদ্ধি বাং পুর ঋষয়ো জুহূরেঽবসে নরা।
আ যাতমশ্বিনা গতমুপেমাং সুষ্টুতিং মম ॥ ৬ ॥
দিবশ্চিদ্রোচনাদধ্যা নো গন্তং স্বর্বিদা।
ধীভির্বৎসপ্রচেতসা স্তোমেভির্হবনশ্রুতা ॥ ৭ ॥
কিমন্যে পর্যাসতেঽস্মৎস্তোমেভিরশ্বিনা।
পুত্রঃ কণ্বস্য বামৃষির্গীর্ভির্বৎসো অবীবৃধৎ ॥ ৮ ॥
আ বাং বিপ্র ইহাবসেঽহ্বৎস্তোমেভিরশ্বিনা।
অরিপ্রা বৃত্রহন্তমা তা নো ভূতং ময়োভুবা ॥ ৯ ॥
আ যদ্বাং যোষণা রথমতিষ্ঠদ্বাজিনীবসূ।
বিশ্বান্যশ্বিনা যুবং প্র ধীতান্যগচ্ছতম্ ॥ ১০ ॥
অতঃ সহস্রনির্ণিজা রথেনা যাতমশ্বিনা।
বৎসো বাং মধুমদ্বচোঽশংসীৎকাব্যঃ কবিঃ ॥ ১১ ॥
পুরুমন্দ্রা পুরুবসূ মনোতরা রয়ীণাম্।
স্তোমং মে অশ্বিনাবিমমভি বহ্নী অনূষাতাম্ ॥ ১২ ॥
আ নো বিশ্বান্যশ্বিনা ধত্তং রাধাংস্যহ্রয়া।
কৃতং ন ঋত্বিয়াবতো মা নো রীরধতং নিদে ॥ ১৩ ॥
যন্নাসত্যা পরাবতি যদ্বা স্থো অধ্যম্বরে।
অতঃ সহস্রনির্ণিজা রথেনা যাতমশ্বিনা ॥ ১৪ ॥

যো বাং নাসত্যাবৃষির্গীর্ভির্বৎসো অবীবৃধৎ।
তস্মৈ সহস্রনির্ণিজমিষং ধত্তং ঘৃতশ্চুতম্ ॥ ১৫॥
প্রাস্মা ঊর্জং ঘৃতশ্চুতমশ্বিনা যচ্ছতং যুবম্।
যো বাং সুম্নায় তুষ্টবদ্বসূয়াদ্দানুনস্পতী ॥ ১৬॥
আ নো গন্তং রিশাদসেমং স্তোমং পুরুভুজা।
কৃতং নঃ সুশ্রিয়ো নরেমা দাতমভিষ্টয়ে ॥ ১৭॥
আ বাং বিশ্বাভিরূতিভিঃ প্রিয়মেধা অহূষত।
রাজন্তাবধ্বরাণামশ্বিনা যামহূতিষু ॥ ১৮॥
আ নো গন্তং ময়োভুবাশ্বিনা শম্ভুবা যুবম্।
যো বাং বিপন্যূ ধীতিভির্গীর্ভির্বৎসো অবীবৃধৎ ॥ ১৯॥
যাভিঃ কণ্বং মেধাতিথিং যাভির্বশং দশব্রজম্।
যাভির্গোশর্যমাবতং তাভির্নোঽবতং নরা ॥ ২০॥
যাভির্নরা ত্রসদস্যুমাবতং কৃত্ব্যে ধনে।
তাভিঃ ষ্বস্মাঁ অশ্বিনা প্রাবতং বাজসাতয়ে ॥ ২১॥
প্র বাং স্তোমাঃ সুবৃক্তয়ো গিরো বর্ধন্ত্বশ্বিনা।
পুরুত্রা বৃত্রহন্তমা তা নো ভূতং পুরুস্পৃহা ॥ ২২॥
ত্রীণি পদান্যশ্বিনোরাবিঃ সান্তি গুহা পরঃ।
কবী ঋতস্য পত্মভিরর্বাগ্জীবেভ্যস্পরি ॥ ২৩॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়। আপনারা দর্শনীয়, আপনাদের রথ হিরণ্ময়, আপনারা সমস্ত রক্ষার সাথে আগমন করুন, সোমময় মধু পান করুন ॥ ১॥

হে অশ্বিদ্বয়। আপনারা ভোক্তা, হিরণ্ময় শরীরবিশিষ্ট, কবি ও গম্ভীরচিত্ত; আপনারা সূর্যের মতো উজ্জ্বল রথে অবশ্য আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ২॥

হে অশ্বিদ্বয়। দোষবর্জিত স্তুতিপ্রযুক্ত অন্তরীক্ষ হ'তে মানুষের লোকাভিমুখে আগমন করুন ও কণ্বগণের যজ্ঞে অভিষুত সোম পান করুন ॥ ৩॥

কণ্বের পুত্র এই যজ্ঞে আপনাদের জন্য সোমময় মধু অভিষব করছেন; অতএব হে অশ্বিদ্বয়। অধোলোকের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হয়ে আপনারা দ্যুলোক হ'তে ও অন্তরীক্ষ হ'তে আগমন করুন ॥ ৪॥

হে অশ্বিদ্বয়। সোমপানের জন্য আমাদের স্তুতিবিশিষ্ট এই যজ্ঞে আগমন করুন। হে কবি ও নেতাদ্বয়। আপনারা স্তুতিপ্রযুক্ত ও কর্মপ্রযুক্ত স্তোতার বৃদ্ধি প্রদান করুন ॥ ৫॥

হে নেতাদ্বয়। পূর্বকালে ঋষিগণ যখন আপনাদের রক্ষার জন্য আহ্বান করেছিলেন, হে অশ্বিদ্বয়। আপনারা আগমন করেছিলেন। অতএব আমার এই সুস্তুতির নিকট আগমন করুন ॥ ৬॥

হে স্বর্গবিৎ অশ্বিদ্বয়। আপনারা দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ হ'তে আমাদের নিকট আগমন করুন; হে বৎসের প্রতি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়। আপনারা বুদ্ধির সাথে আগমন করুন; হে আহ্বান

শ্রবণকারিদ্বয়! আপনারা স্তোত্রের সাথে আগমন করুন ॥ ৭ ॥

আমি ভিন্ন অন্য কেউ কি স্তোমের দ্বারা অশ্বিদ্বয়ের উপাসনা করতে পারে? কণ্বের পুত্র বৎসঋষি স্তুতির দ্বারা আপনাদের বর্ধিত করছে ॥ ৮ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! এই যজ্ঞে স্তোতা রক্ষার জন্য স্তুতির দ্বারা আপনাদের আহ্বান করেছে। হে পাপশূন্য, শত্রুবিনাশকগণের শ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমাদের সুখপ্রদ হোন ॥ ৯ ॥

হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! যোষিৎ আপনাদের রথে আরোহণ করেছিলেন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সমস্ত অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হোন ॥ ১০ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা যে স্থানে আছেন, বহুতর রূপযুক্ত রথে আরোহণ পূর্বক সেই স্থান হ'তে আগমন করুন। কবির পুত্র কবিবৎস মধুময় বাক্য উচ্চারণ করছেন ॥ ১১ ॥

হে বহুমদবিশিষ্ট, বহুধনযুক্ত, ধনপ্রদ জগৎবাহক অশ্বিদ্বয় আমার এই স্তোত্র প্রশংসা করুন ॥ ১২ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের জন্য যশস্কর সমস্ত ধন দান করুন, আমাদের প্রজা-উৎপাদনরূপ কর্মবিধান করুন, নিন্দকদের বশীভূত করবেন না ॥ ১৩ ॥

হে নাসত্যদ্বয়! দূরদেশেই থাকুন, অথবা নিকটেই থাকুন, যে স্থান হ'তেই হোক, সহস্ররূপ-বিশিষ্ট রথে আগমন করুন ॥ ১৪ ॥

হে নাসত্যদ্বয়! যে বৎস ঋষি স্তুতির দ্বারা আপনাদের বর্ধিত করেছেন, তার জন্য সহস্ররূপবিশিষ্ট, ঘৃতক্ষরণশীল অন্ন প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা তার জন্য ঘৃতধারাযুক্ত বলকর অন্ন প্রদান করুন। হে দানাধিপতিদ্বয়! ইনি আপনাদের সুখের জন্য স্তুতি করেছেন এবং নিজের জন্য ধন অভিলাষ করেন ॥ ১৬ ॥

হে শত্রুভক্ষক বহুভোজী নেতা অশ্বিদ্বয়! আপনারা আমাদের এই স্তুতি ক্রমে আগমন করুন, আমাদের সুখী করুন ও পার্থিব পদার্থ প্রদান করুন ॥ ১৭ ॥

প্রিয়মেধ নামক ঋষিগণ, দেবগণের আহ্বান সময়ে আপনাদের সমস্ত রক্ষার সাথে আহ্বান করেছে। আপনারা যজ্ঞে শোভ প্রাপ্ত হোন ॥ ১৮ ॥

হে সুখপ্রদ, আরোগ্যপ্রদ, স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! যে বৎস স্তুতির দ্বারা আপনাদের বর্ধিত করেছে, তার অভিমুখে আগমন করুন ॥ ১৯ ॥

যে উপায়ের দ্বারা কণ্বকে, মেধাতিথিকে, বশকে ও দশব্রজকে এবং গোশর্যকে রক্ষা করেছেন, হে নেতাদ্বয়! তার দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২০ ॥

হে নেতা অশ্বিদ্বয়! যার দ্বারা প্রাপ্তব্য ধনের জন্য ত্রসদস্যুকে রক্ষা করেছিলেন, তারই দ্বারা আমাদের অন্নলাভের জন্য উত্তম ভাবে রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

হে বহুত্রাতা, শত্রুনাশকগণের শ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয়! দোষশূন্য স্তোম ও বাক্যসকল আপনাদের প্রবর্ধিত করুক। আপনারা আমাদের সম্বন্ধে বহুলভাবে অভীপ্সিত হোন ॥ ২২ ॥

অশ্বিদ্বয়ের তিন পদ গুহ্যা বর্তমান থেকে পরে আবির্ভূত হচ্ছে। কবি অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞের হেতুভূত এই পদের সাহায্যে জীবলোকে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন ॥ ২৩ ॥

টীকা — ২৩ মন্ত্রে অশ্বিদ্বয়ের 'তিন পদ' অর্থে 'রথের তিন চক্র'। সায়ণ ॥—এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ করার সূত্র আছে।

◆ ◆

— ৯ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : শশকর্ণ। ছন্দ : বৃহতী, গায়ত্রী, ককুপ, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, বিরাট, জগতী]

আ নূনমশ্বিনা যুবং বৎসস্য গন্তমবসে।
প্রাস্মৈ যচ্ছতমবৃকং পৃথু ছর্দির্যুযুতং যা অরাতয়ঃ ॥ ১॥
যদন্তরিক্ষে যদ্দিবি যৎপঞ্চ মানুষাঁ অনু। নৃম্ণং তদ্ধত্তমশ্বিনা ॥ ২॥
যে বাং দংসাংস্যশ্বিনা বিপ্রাসঃ পরিমামৃশুঃ। এবেৎ কাণ্বস্য বোধতম্ ॥ ৩॥
অয়ং বাং ঘর্মো অশ্বিনা স্তোমেন পরি ষিচ্যতে।
অয়ং সোমো মধুমান্বাজিনীবসূ যেন বৃত্রং চিকেতথঃ ॥ ৪॥
যদপ্সু যদ্বনস্পতৌ যদোষধীষু পুরুদংসসা কৃতম্। তেন মাবিষ্টমশ্বিনা ॥ ৫॥
যন্নাসত্যা ভুরণ্যথো যদ্বা দেব ভিষজ্যথঃ।
অয়ং বাং বৎসো মতিভির্ন বিন্ধতে হবিষ্মন্তং হি গচ্ছথঃ ॥ ৬॥
আ নূনমশ্বিনোর্ঋষিঃ স্তোমং চিকেত বাময়া।
আ সোমং মধুমত্তমং ঘর্মং সিঞ্চাদথর্বণি ॥ ৭॥
আ নূনং রঘুবর্তনিং রথং তিষ্ঠাথো অশ্বিনা।
আ বাং স্তোমা ইমে মম নভো ন চুচ্যবীরত ॥ ৮॥
যদদ্য বাং নাসত্যোক্থৈরাচুচ্যুবীমহি।
যদ্বা বাণীভিরশ্বিনেবেৎকাণ্বস্য বোধতম্ ॥ ৯॥
যদ্বাং কক্ষীবাঁ উত যদ্ব্যশ্ব ঋষির্যদ্বাং দীর্ঘতমা জুহাব।
পৃথী যদ্বাং বৈন্যঃ সাদনেষ্বেবেদতো অশ্বিনা চেতয়েথাম্ ॥ ১০॥
যাতং ছর্দিষ্পা উত নঃ পরস্পা ভূতং জগৎপা উত নস্তনূপা।
বর্তিস্তোকায় তনয়ায় যাতম্ ॥ ১১॥
যদিন্দ্রেণ সরথং যাথো অশ্বিনা যদ্বা বায়ুনা ভবথঃ সমোকসা।
যদাদিত্যেভির্ঋভুভিঃ সজোষসা যদ্বা বিষ্ণোর্বিক্রমণেষু তিষ্ঠথঃ ॥ ১২॥
যদদ্যাশ্বিনাবহং হুবেয় বাজসাতয়ে।
যৎ পৃৎসু তুর্বণে সহস্তচ্ছ্রেষ্ঠমশ্বিনোরবঃ ॥ ১৩॥
আ নূনং যাতমশ্বিনেমা হব্যানি বাং হিতা।
ইমে সোমাসো অধি তুর্বশে যদাবিমে কণ্বেষু বামথ ॥ ১৪॥
যন্নাসত্যা পরাকে অর্বাকে অস্তি ভেষজম্।
তেন নূনং বিমদায় প্রচেতসা ছর্দির্বৎসায় যচ্ছতম্ ॥ ১৫॥

অভ্যুৎস্যু প্র দেব্যা সাকং বাচাহমশ্বিনোঃ।
ব্যাবর্দেব্যা মতিং বি রাতিং মর্ত্যেভ্যঃ ॥ ১৬॥
প্র বোধয়োষো অশ্বিনা প্র দেবি সূনৃতে মহি।
প্র যজ্ঞহোতরানুষক্প্র মদায় শ্রবো বৃহৎ ॥ ১৭॥
যদুষো যাসি ভানুনা সং সূর্যেণ রোচসে।
আ হায়মশ্বিনো রথো বর্তির্যাতি নৃপায্যম্ ॥ ১৮॥
যদাপীতাসো অংশবো গাবো ন দুহ্র উধভিঃ।
যদ্বা বাণীরনূষত প্র দেবয়ন্তো অশ্বিনা ॥ ১৯॥
প্র দ্যুম্নায় প্র শবসে প্র নৃষাহ্যায় শর্মণে। প্র দক্ষায় প্রচেতসা ॥ ২০॥
যন্নূনং ধীভিরশ্বিনা পিতুর্যোনা নিষীদথঃ। যদ্বা সুম্নেভিরুক্থ্যা ॥ ২১॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা বৎসের রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই গমন করেছেন; ঐ ঋষিকে বাধারহিত বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন, ওঁর শত্রুগণকে দূর ক'রে দিন ॥ ১॥

হে অশ্বিদ্বয়! যে ধন অন্তরীক্ষে ও যে ধন স্বর্গে বর্তমান ও যা পঞ্চশ্রেণী মানুষে অনুপ্রবিষ্ট, সেই ধন প্রদান করুন ॥ ২॥

হে অশ্বিদ্বয়! যে বিপ্রবর্গ আপনাদের কর্ম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করে, আপনারা তাদের জ্ঞাত আছেন। অতএব কণ্বপুত্রের কর্ম অবগত হোন ॥৩॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের হবিঃ স্তোত্রের দ্বারা পরিষিক্ত হচ্ছে; হে অন্নবিশিষ্ট, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়। যে সোমের দ্বারা আপনারা বৃত্রকে জ্ঞাত হ'তে পেরেছিলেন, সেই মধুমান সোম এই ॥ ৪॥

হে বহুকর্ম অশ্বিদ্বয়! জলে, বনস্পতিতে এবং ওষধিতে যা করেছেন, তার দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন ॥৫॥

হে দেব নাসত্যদ্বয়! আপনারা জগৎ পোষণ করেছেন ও সকলকে আরোগ্য করেছেন, বৎস স্তুতির দ্বারা আপনাদের পাচ্ছে না। আপনারা হবিষ্মানের নিকট গমন করুন ॥৬॥

ঋষি উৎকৃষ্ট বুদ্ধির দ্বারা অশ্বিদ্বয়ের স্তোত্র জ্ঞাত হয়েছিলেন, অতিশয় মধুর সোম ও হবিঃ, অথর্ব অগ্নিতে প্রক্ষেপ করেছেন ॥ ৭॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করুন; আমার এই স্তোত্রসকল সূর্যের মতো আপনাদের অভিমুখে গমন করছে ॥৮॥

হে নাসত্যদ্বয়! অদ্য উক্থের দ্বারা যে রকমে আপনাদের আনয়ন করছি, যে রকমে বাণীর দ্বারা আনয়ন করছি, সেই রকমেই কণ্বপুত্রের স্তোত্র অবগত হোন ॥৯॥

হে অশ্বিদ্বয়! কক্ষিবান্ ঋষি যেভাবে আপনাদের আহ্বান করেছে, যেভাবে ব্যশ্ব ও দীর্ঘতমা, যেভাবে বেণের পুত্র পৃথী যজ্ঞগৃহে আহ্বান করেছেন, সেইভাবেই আমি স্তব করছি। আমার এই স্তোত্র অবগত হোন ॥১০॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা গৃহপালক হয়ে আগমন করুন। আপনারা অতিশয় পালক, জগৎপালক ও শরীরপালক হোন; পুত্র পৌত্রের গৃহে আগমন করুন ॥১১॥

হে অশ্বিদ্বয়! যদি আপনারা ইন্দ্রের সাথে এক রথে গমন করেন, যদি বায়ুর সাথে এক স্থানবাসী হন, যদি অদিতির পুত্রগণের সাথে প্রীতিযুক্ত হন, যদি বিষ্ণুর পাদক্ষেপে অবস্থান করেন, তবে

আগমন করুন ॥ ১২ ॥

যদি আমি সংগ্রামের জন্য অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান ক'রি, তখন তাঁরা আগমন ক'রুন। যুদ্ধে শত্রুগণের হিংসাকরণে অশ্বিদ্বয়ের যে অভিভবকর রক্ষা আছে, তা-ই শ্রেষ্ঠ ॥ ১৩ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! এই হব্যসকল আপনাদের জন্য নিহিত হয়েছে, আপনারা অবশ্য আগমন করুন। এই সোম তুর্বশ ও যদুতে বর্তমান। এটি আপনাদের জন্য সংস্কৃত ও কণ্ব পুত্রগণকে প্রদত্ত ॥ ১৪ ॥

হে নাসত্যদ্বয়! দূরে অথবা নিকটে যে ভেষজ আছে, হে প্রচেতাদ্বয়! তার সাথে বিমদের মতো বৎসকে গৃহ প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥

অশ্বি সম্বন্ধীয় দ্যুতিমান, স্তোত্রের সাথে আমি প্রবুদ্ধ হয়েছি। হে দ্যুতিমতি ঊষা! আমার স্তুতিপ্রযুক্ত তমঃ নিবারণ করুন ও মর্ত্যসমূহকে ধন দান করুন ॥ ১৬ ॥

হে ঊষা! হে দেবি! হে সুনৃতে! হে মহতি! অশ্বিদ্বয়কে প্রবুদ্ধ করুন, প্রবুদ্ধ করুন। হে দেববৃন্দের আহ্বাতা! অনবরত প্রবোধিত করুন; ওঁদের আনন্দের জন্য বৃহৎ অন্ন প্রস্তুত হয়েছে ॥ ১৭ ॥

হে ঊষা! যখন আপনি দীপ্তির সাথে গমন করেন, তখন সূর্যের সাথে সমান শোভা প্রাপ্ত হন। সেই সময় অশ্বিদ্বয়ের এই রথ মানববৃন্দের পালনীয় যজ্ঞগৃহে আগমন করে ॥ ১৮ ॥

যখন পীতবর্ণ সোমলতাকে গাভীর ঊধঃ প্রদেশের মতো দোহন করে, যখন দেবাভিলাষিগণ স্তুতি উচ্চারণ করে, হে অশ্বিদ্বয়! তখন রক্ষা করুন ॥ ১৯ ॥

হে প্রচেতাদ্বয়! আপনারা ধনের জন্য আমাদের রক্ষা করুন, বলের জন্য মানবগণের উপভোগযোগ্য, সুখের জন্য এবং সমৃদ্ধির জন্য আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২০ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা পিতৃভূত দ্যুলোকের ক্রোড়ে যদি কর্মের সাথে উপবেশন ক'রে থাকেন, যদিবা প্রশংসনীয় হয়ে সুখে নিবাস করেন, তবে আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ২১ ॥

টীকা — ১২ মন্ত্রে বিষ্ণুর পাদবিক্ষেপ সম্বন্ধে ৭/৯৯/২ মন্ত্রের টীকা দ্রষ্টব্য। প্রথম অষ্টকে (১/২২/১৬) এর আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ আছে।—বর্তমান সূক্তটিতে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের বহু সূত্র আছে ॥

◆ ◆

— ১০ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : কণ্বপুত্র প্রগাথ। ছন্দ : বৃহতী, মধ্যেজ্যোতি, অনুষ্টুপ, আস্তারপংক্তি, সতোবৃহতী]

যৎস্থো দীর্ঘপ্রসদ্মনি যদ্বাদো রোচনে দিবঃ।
যদ্বা সমুদ্রে অধ্যাকৃতে গৃহেঽত আ যাতমশ্বিনা ॥ ১ ॥
যদ্বা যজ্ঞং মনবে সংমিমিক্ষথুরেবেৎকাণ্বস্য বোধতম্।
বৃহস্পতিং বিশ্বান্দেবাঁ অহং হুব ইন্দ্রাবিষ্ণূ অশ্বিনাবাশুহেষসা ॥ ২ ॥
ত্যা ন্বশ্বিনা হুবে সুদংসসা গৃভে কৃতা।
যয়োরস্তি প্র ণঃ সখ্যং দেবেম্বধ্যাপ্যম্ ॥ ৩ ॥
যয়োরধি প্র যজ্ঞা অসূরে সন্তি সূরয়ঃ।
তা যজ্ঞস্যাধ্বরস্য প্রচেতসা স্বধাভির্যা পিবতঃ সোম্যং মধু ॥ ৪ ॥

যদদ্যাশ্বিনাবপাগ্যৎপ্রাক্স্থো বাজিনীবসূ।
যদ্দ্রুহ্যব্যনবি তুর্বশে যদৌ হুবে বামথ মা গতম্ ॥ ৫॥
যদন্তরিক্ষে পতথঃ পুরুভুজা যদ্বেমে রোদসী অনু।
যদ্বা স্বধাভিরধিতিষ্ঠথো রথমত আ যাতমশ্বিনা ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়! যে লোকে প্রশস্ত যজ্ঞগৃহ আছে, যদি সেই লোকে থাকেন, যদি ঐ দ্যুলোকের দীপ্তিমান্ প্রদেশে থাকেন, যদি অন্তরীক্ষে নির্মিত গৃহে বাস করেন, ঐ সকল স্থান হ'তে আগমন করুন ॥ ১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা যেভাবে মনুর জন্য যজ্ঞে সিক্ত করেছিলেন, সেইভাবে কণ্বের যজ্ঞ অবগত হোন। বৃহস্পতি, সমস্ত দেবগণ, ইন্দ্র ও বিষ্ণু ও দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়কে আমি আহ্বান ক'রি ॥ ২ ॥

অশ্বিদ্বয় সুকর্মা এবং গ্রহণের জন্য প্রাদুর্ভূত, আমি তাঁদের আহ্বান ক'রি। তাঁদের সাথে সখ্য দেবগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সহজলভ্য ॥৩॥

যজ্ঞসকল যাঁদের উপর প্রভু হন, স্তুতিশূন্যদের মধ্যেও যাঁদের স্তোতা আছে, তাঁরা হিংসারহিত যজ্ঞের প্রচেতা, তাঁরা স্বধার সাথে সোমময় মধু পান করেন ॥ ৪ ॥

হে অন্নযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! ইদানীং আপনারা পশ্চিম দিকেই অবস্থিতি করুন, অথবা পূর্বদিকেই অবস্থিতি করুন, যদিবা দ্রুহ্যু, অনু, তুর্বশ বা যদুর সন্নিহিত হন, আমি আপনাদের আহ্বান করছি, আমাদের নিকট আগমন করুন ॥৫॥

হে বহুভোজী অশ্বিদ্বয়! যদি অন্তরীক্ষে গমন করেন, যদি দ্যাবাপৃথিবী অভিমুখে গমন করেন, যদি তেজের বলে রথে উপবেশন করেন, সকল স্থান হতেই আগমন করুন ॥৬॥

টীকা — স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র এই সূক্তের কোন টীকা প্রকাশ করেননি। তবে এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সুযোগ স্বর্গীয় দুর্গাদাস লক্ষ্য করেছেন।

◆ ◆

— ১১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বৎস। ছন্দ : প্রতিষ্ঠা, বর্ধমানা, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্]

ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেম্বীড্যঃ ॥ ১॥
ত্বমসি প্রশস্যো বিদথেষু সহস্ত্য। অগ্নে রথীরধ্বরাণাম্ ॥ ২॥
স ত্বমস্মদপ দ্বিষো যুযোধি জাতবেদঃ। অদেবীরগ্নে অরাতীঃ ॥ ৩॥
অন্তি চিৎসন্তমহ যজ্ঞং মর্তস্য রিপোঃ। নোপ বেষি জাতবেদঃ ॥ ৪॥
মর্তা অমর্ত্যস্য তে ভূরি নাম মনামহে। বিপ্রাসো জাতবেদসঃ ॥ ৫॥
বিপ্রং বিপ্রাসোঽবসে দেবং মর্তাস ঊতয়ে। অগ্নিং গীর্ভির্হবামহে ॥ ৬॥
আ তে বৎসো মনো যমৎপরমাচ্চিৎসধস্থাৎ। অগ্নে ত্বাং কাময়া গিরা ॥ ৭॥
পুরুত্রা হি সদৃঙ্ঙসি বিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ। সমৎসু ত্বা হবামহে ॥ ৮॥

সমৎস্বগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে। বাজেষু চিত্ররাধসম্ ॥ ৯॥
প্রত্নো হি কমীড্যো অধ্বরেষু সনাচ্চ হোতা নব্যশ্চ সৎসি।
স্বাং চাগ্নে তন্বং পিপ্রয়স্বাস্মভ্যং চ সৌভগমা যজস্ব ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নিদেব! আপনি মর্ত্যগণের মধ্যে কর্মপাতা, অতএব যজ্ঞে স্তুতিযোগ্য ॥ ১ ॥
হে শত্রু পরাজয়কারী! আপনি যজ্ঞে প্রশংসাযোগ্য, আপনি অধ্বরসমূহের নেতা ॥ ২ ॥
হে জাতবেদা। আপনি আমাদের শত্রুগণকে পৃথক্ করুন। হে অগ্নি! আপনি দেবদ্বেষী অরাতিবৃন্দকে পৃথক্ করুন ॥ ৩ ॥
হে জাতবেদা! অন্তিকস্থিত হলেও রিপুর যজ্ঞ আপনি কখনই কামনা করেন না ॥ ৪ ॥
আমরা বিপ্র, আপনি মরণরহিত ও জাতবেদা। আমরা আপনার বিস্তৃত নাম অবগত হবো ॥ ৫ ॥
আমরা বিপ্র ও মর্ত্য। আমরা মেধাবী দেব অগ্নিকে হব্যের দ্বারা প্রীত করবার জন্য আমাদের রক্ষার জন্য স্তুতির দ্বারা আহ্বান ক'রি ॥ ৬ ॥
হে অগ্নি! বৎস ঋষি উৎকৃষ্ট বাসস্থান হ'তেও আপনারা মন আকর্ষণ করেন। তাঁর স্তুতি আপনার প্রতি অভিলাষবতী ॥ ৭ ॥
আপনি বহুদেশে সমানভাবে দর্শন করেন, অতএব সমস্ত প্রজাগণের পক্ষে আপনি ঈশ্বর। যুদ্ধে আপনাকে আমরা আহ্বান ক'রি ॥ ৮ ॥
অন্নেচ্ছু হয়ে যুদ্ধে রক্ষার জন্য অগ্নিকে আহ্বান ক'রি। তিনি সংগ্রামে বিচিত্র ধনযুক্ত ॥ ৯ ॥
হে অগ্নি। আপনি যজ্ঞে পূজনীয় ও পুরাতন। আপনি সনাতন হোতা ও স্তুতিযোগ্য। আপনি যজ্ঞে উপবেশন করুন, আপনি আপন শরীরকে ব্যাপ্ত করুন, আমাদেরও সৌভাগ্য প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — ৬ ঋকে মূলে 'বিপ্রং দেবং অগ্নিং' আছে। অর্থ মেধাবী দেব অগ্নি। বিপ্র শব্দের এখন যে অর্থ, ঋগ্বেদের রচনার সময় সে অর্থ ছিল না। তখন ব্রাহ্মণ ব'লে একটি 'জাতি' ছিল না, অগ্নি ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন না ॥ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত তিনটি ঋকের উল্লেখ করছি। যথা, —৭ ঋক্—"কর্মের প্রভাবে দেবতার অনুগ্রহপ্রাপ্ত জন, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হ'তে নিজের চিত্তকে আকর্ষণ ক'রে আনেন; হে জ্ঞানদেব! আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করছি।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধুগণ কর্মের প্রভাবে আপনার অনুগ্রহ লাভ করেন এবং ভগবানের প্রিয় হন; আমি কর্মহীন ও ভক্তিহীন; আপনি নিশ্চয় করুণাময়; তা জেনে, আমি আপনার শরণ যাচ্ঞা করছি; কৃপা ক'রে সদয় হোন)। [এই মন্ত্রে 'বৎস' পদে 'বৎসনামক ঋষি' নয়, ভগবানের প্রিয়জনকে বোঝায়। 'অস্মে' পদে ভগবানের 'জ্ঞানদেব'-রূপী বিভূতিকে বোঝাচ্ছে]।—এই ঋক্‌টি 'সামবেদ-সংহিতা'-র আগ্নেয় পর্বের প্রথমা দশতিতেও (পৃঃ ৫৯) আছে।—ইত্যাদি ॥ ৮ ঋক্—"হে ভগবন্! আপনি নিশ্চয়ই সর্বত্র সমদর্শী হন; আপনি বিশ্বের ঈশ্বর হন; রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য আপনাকে আমরা প্রার্থনা করছি।" ('প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্বত্রসমদর্শী বিশ্বাধিপতি ভগবান্ আমাদের রিপুর কবল হ'তে রক্ষা করুন)। [ভগবান্ 'পুরুত্রা'—বহুদেশে অর্থাৎ সর্বদেশে যিনি বিরাজমান, অথবা যাঁর কাছে কোন স্থানই দূরে নয়। সর্বত্র বিদ্যমান থেকে তিনি নিজের সন্তানদের রক্ষা করছেন]।—ইত্যাদি ॥ ৯ ঋক্—"আত্মশক্তি কামনাকারী আমরা রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য পরাজ্ঞান প্রাপ্তির প্রার্থনা করছি। আত্মশক্তি লাভের জন্য পরমধন প্রাপ্তির প্রার্থনা করছি।" (প্রার্থনা—আমরা যেন পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হই)। [পরাজ্ঞান, পরাশক্তি জ্ঞান। জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই।..প্রার্থনার কারণ—রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভ]।—ইত্যাদি ॥

—পঞ্চম অষ্টক শেষ—

ষষ্ঠ অষ্টক

— অষ্টম মণ্ডলের ১২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় পর্বত। ছন্দ : উষ্ণিক্]

য ইন্দ্র সোমপাতমো মদঃ শবিষ্ঠ চেততি। যেনা হংসি ন্যত্রিণং তমীমহে ॥ ১॥
যেনা দশগ্বমধ্রিগুং বেপয়ন্তং স্বর্ণরম্। যেনা সমুদ্রমাবিথা তমীমহে ॥ ২॥
যেন সিন্ধুং মহীরপো রথাঁ ইব প্রচোদয়ঃ। পন্থামৃতস্য যাতবে তমীমহে ॥ ৩॥
ইমং স্তোমমভিষ্টয়ে ঘৃতং ন পূতমদ্রিবঃ। যেনা নু সদ্য ওজসা ববক্ষিথ ॥ ৪॥
ইমং জুষস্ব গির্বণঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে। ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভির্ববক্ষিথ ॥ ৫॥
যো নো দেবঃ পরাবতঃ সখিত্বনায় মামহে। দিবো ন বৃষ্টিং প্রথয়ন্ববক্ষিথ ॥ ৬॥
ববক্ষুরস্য কেতব উত বজ্রো গভস্ত্যোঃ। যৎসূর্যো ন রোদসী অবর্ধয়ৎ ॥ ৭॥
যদি প্রবৃদ্ধ সৎপতে সহস্রং মহিষাঁ অঘঃ। আদিত্ত ইন্দ্রিয়ং মহি প্র বাবৃধে ॥ ৮॥
ইন্দ্রঃ সূর্যস্য রশ্মিভির্ন্যর্শসানমোষতি। অগ্নির্বনেব সাসহিঃ প্র বাবৃধে ॥ ৯॥
ইয়ং ত ঋত্বিয়াবতী ধীতিরেতি নবীয়সী। সপর্যন্তী পুরুপ্রিয়া মিমীত ইৎ ॥ ১০॥
গর্ভো যজ্ঞস্য দেবয়ুঃ ক্রতুং পুনীত আনুষক্। স্তোমৈরিন্দ্রস্য বাবৃধেমিমীত ইৎ ॥ ১১॥
সনির্মিত্রস্য পপ্রথ ইন্দ্রঃ সোমস্য পীতয়ে। প্রাচী বাশীব সুন্বতে মিমীত ইৎ ॥ ১২॥
যং বিপ্রা উকথবাহসোঽভি প্রমন্দুরায়বঃ। ঘৃতং ন পিপ্য আসন্যৃতস্য যৎ ॥ ১৩॥
উত স্বরাজে অদিতিঃ স্তোমমিন্দ্রায় জীজনৎ। পুরু প্রশস্তমূতয় ঋতস্য যৎ ॥ ১৪॥
অভি বহ্নয় উতয়েঽনূষত প্রশস্তয়ে। ন দেব বিব্রতা হরী ঋতস্য যৎ ॥ ১৫॥
যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবি যদ্বা ঘ ত্রিত আপ্ত্যে। যদ্বা মরুৎসু মন্দসে সমিন্দুভিঃ ॥ ১৬॥
যদ্বা সক্র পরাবতি সমুদ্রে অধি মন্দসে। অস্মাকমিৎসুতে রণা সমিন্দুভিঃ ॥ ১৭॥
যদ্বাসি সুন্বতো বৃধো যজমানস্য সৎপতে। উকথে বা যস্য রণ্যসি সমিন্দুভিঃ ॥ ১৮॥
দেবং দেবং বোঽবস ইন্দ্রমিন্দ্রং গৃণীষণি। অধা যজ্ঞায় তুর্বণে ব্যানশুঃ ॥ ১৯॥
যজ্ঞেভির্যজ্ঞবাহসং সোমেভিঃ সোমপাতমম্। হোত্রাভিরিন্দ্রং বাবৃধুর্ব্যানশুঃ ॥ ২০॥
মহীরস্য প্রণীতয়ঃ পূর্বীরুত প্রশস্তয়ঃ। বিশ্বা বসূনি দাশুষে ব্যানশুঃ ॥ ২১॥
ইন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে দেবাসো দধিরে পুরঃ। ইন্দ্রং বাণীরনূষতা সমোজসে ॥ ২২॥
মহান্তং মহিনা বয়ং স্তোমেভির্হবনশ্রুতম্। অর্কৈরভি প্র ণোনুমঃ সমোজসে ॥ ২৩॥
ন যং বিবিক্তো রোদসী নান্তরিক্ষাণি বজ্রিণম্। অমাদিদস্য তিত্বিষে সমোজসঃ ॥ ২৪॥
যদিন্দ্র পৃতনাজ্যে দেবাস্ত্বা দধিরে পুরঃ। আদিত্তে হর্যতা হরী ববক্ষতুঃ ॥ ২৫॥

যদা বৃত্রং নদীবৃতং শবসা বজ্রিন্নবধীঃ। আদিত্তে হর্যতা হরী ববক্ষতুঃ ॥ ২৬॥
যদা তে বিষ্ণুরোজসা ত্রীণি পদা বিচক্রমে। আদিত্তে হর্যতা হরী ববক্ষতুঃ ॥ ২৭॥
যদা তে হর্যতা হরী বাবৃধাতে দিবেদিবে। আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥ ২৮॥
যদা তে মারুতীর্বিশস্তুভ্যমিন্দ্র নিযেমিরে। আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥ ২৯॥
যদা সূর্যমমুং দিবি শুক্রং জ্যোতিরধারয়ঃ। আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥ ৩০॥
ইমাং ত ইন্দ্র সুষ্টুতিং বিপ্র ইয়র্তি ধীতিভিঃ।
জামিং পদেব পিপ্রতীং প্রাধ্বরে ॥ ৩১॥
যদস্য ধামনি প্রিয়ে সমীচীনাসো অস্বরন্। নাভা যজ্ঞস্য দোহনা প্রাধ্বরে ॥ ৩২॥
সুবীর্যং স্বশ্ব্যং সুগব্যমিন্দ্র দদ্ধি নঃ। হোতেব পূর্বচিত্তয়ে প্রাধ্বরে ॥ ৩৩॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র। আপনি অত্যন্ত সোমপায়ী; হে বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি হৃষ্ট হয়ে সম্যক্‌ভাবে অবগত হয়ে থাকেন। আপনি যেমন মদযুক্ত হয়ে রাক্ষসবৃন্দকে নিহত করছেন, সেইরকম মদযুক্ত হ'লে আমরা আপনার নিকট যাচ্ঞা ক'রি ॥ ১ ॥

যেমন মদযুক্ত হয়ে আপনি অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন অগ্নিগুকে ও তমোনিবারক এবং সকলের নেতা সূর্যকে রক্ষা করেছেন, যেমন মদযুক্ত হয়ে আপনি সমুদ্রকে রক্ষা করেছেন, সেইরকম মদযুক্ত হ'লে আমরা আপনার নিকট যাচ্ঞা ক'রি ॥ ২ ॥

যে মত্ততা বশতঃ আপনি রথের মতো প্রভূত বৃষ্টিজল সিন্ধুর অভিমুখে প্রেরণ করেন, আপনি সেইরকম মদযুক্ত হ'লে আমরা যজ্ঞমার্গ প্রাপ্তির জন্য আপনার নিকট যাচ্ঞা ক'রি ॥ ৩ ॥

হে বজ্রবান্! যে স্তোমের দ্বারা স্তুত হয়ে আপনি তৎক্ষণাৎ বলের দ্বারা আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন, অভীষ্টদানের জন্য ঘৃতের মতো পবিত্র সেই স্তোম গ্রহণ করুন ॥ ৪ ॥

হে স্তুতির দ্বারা ভজনীয় ইন্দ্র। এই স্তোম গ্রহণ করুন, তা সমুদ্রের মতো বর্ধিত হয়। আপনি সমস্ত রক্ষার দ্বারা আমাদের অভিলষিত দান ক'রে থাকেন ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রদেব দূরদেশ হ'তে আমাদের সখ্যের জন্য ধন দান করেছেন, এবং দ্যুলোক হ'তে বৃষ্টির মতো ধন বিস্তার পূর্বক অভিলষিত দান করেন ॥ ৬ ॥

যখন ইন্দ্র সূর্যের মতো দ্যাবাপৃথিবীকে বর্ধিত করেন, তখন তাঁর পতাকাসমূহ এবং হস্তস্থিত বজ্র অভিলষিত দান করে ॥ ৭ ॥

হে প্রবৃদ্ধ এবং সাধুবর্গের পতি। যখন আপনি সহস্র সংখ্যক মহিষ বধ করলেন, তার পরেই আপনার বীর্য প্রভূতরূপে বর্ধিত হলো ॥ ৮ ॥

অগ্নি যেমন বন দগ্ধ করেন, সেইরকম ইন্দ্র সূর্যের রশ্মিসমূহের দ্বারা প্রতিবন্ধক শত্রুকে দগ্ধ করেন, অনভিভবনশীল ইন্দ্র প্রবর্ধিত হন ॥ ৯ ॥

আপনার এই স্তুতি গমন করছে; এ বসন্ত ইত্যাদি কালে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকর্মবিশিষ্ট, অত্যন্ত অভিনব, পূজাকারী এবং বহুলরূপে প্রীতিকর ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র দেবাভিলাষী যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, অবিচ্ছিন্নভাবে সোমকে পবিত্র করছেন; স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রকে বর্ধিত করছেন এবং স্তোত্রে ইন্দ্রের গুণসমূহের ইয়ত্তা করছেন ॥ ১১ ॥

স্তোতার প্রতি ধনদাতা ইন্দ্র গুণকীর্তনকারী, সোমাভিষবকারীর বাক্যের মতো ধন-দানের জন্য

প্রবৃদ্ধ হচ্ছেন। ঐ বাক্য ইন্দ্রের গুণসমূহের ইয়ত্তা করছে ॥ ১২ ॥

স্তোত্রবাহক মানবগণ যে ইন্দ্রকে অত্যন্ত হৃষ্ট করে, তাঁর মুখে ঘৃতের মতো যজ্ঞের হব্য সেক করবো ॥ ১৩ ॥

অদিতি স্বয়ং শোভমান ইন্দ্রের উদ্দেশে রক্ষার জন্য যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনেকের প্রশংসিত স্তোত্র সৃষ্টি করছেন ॥ ১৪ ॥

যজ্ঞবাহকগণ রক্ষার জন্য এবং প্রশংসার জন্য ইন্দ্রকে স্তব করছেন। হে দেব ইন্দ্র! সম্প্রতি নানারকম কর্মবান্ হরিদ্বয় যজ্ঞে যা আছে, তার উদ্দেশে আপনাকে বহন করছে ॥ ১৫ ॥

হে ইন্দ্র! বিষ্ণু অথবা আপ্ত্যত্রিত, অথবা মরুৎগণ আগত হ'লে, আপনি যে সোম পান ক'রে প্রমত্ত হন, সেই সোমের সাথে আগমন করুন ॥ ১৬ ॥

হে শক্র! দূরদেশে যে সমুদ্রবৎ সোমে প্রমত্ত হন, আমাদের সোম অভিষুত হ'লে তাতে প্রীত হোন ॥ ১৭ ॥

হে সৎপতি! আপনি সোমাভিষবকারী যজমানের বর্ধয়িতা; আপনি যার উক্থমন্ত্রে প্রীত হন, তার সোমে প্রীত হোন ॥ ১৮ ॥

হে ঋত্বিকগণ! তোমাদের রক্ষার জন্য যে ইন্দ্রদেবকে স্তব করছি, সেই ইন্দ্রকে আমার স্তুতিগুলি শীঘ্র ভজনের জন্য ও যজ্ঞের জন্য ব্যাপ্ত করুক ॥ ১৯ ॥

হব্য, স্তুতি ও সোমের দ্বারা যজ্ঞে প্রাপণীয় এবং সর্বাপেক্ষা সোমপানকারী স্তোতাগণ বর্ধিত করছেন এবং ব্যাপ্ত করছেন ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রের ধনদান প্রভূত, ইন্দ্রের কীর্তি বহুতর; তা হব্যদায়ী যজমানের জন্য সমস্ত ধন ব্যাপ্ত করছেন ॥ ২১ ॥

দেববৃন্দ বৃত্রের হননের জন্য ইন্দ্রকে ধারণ করেছিলেন; স্তুতিসকল সম্যক্ বলের জন্য ইন্দ্রকে স্তব করছে ॥ ২২ ॥

আমরা মহিমায় মহান্ ও আহ্বানশ্রবণকারী ইন্দ্রকে স্তোত্রের দ্বারা এবং অর্চনামন্ত্রের দ্বারা সম্যক্ বল লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ স্তব করছি ॥ ২৩ ॥

দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ যে বজ্রবান্ ইন্দ্রকে পৃথক্ করতে পারে না, সেই ইন্দ্রের বল হ'তে বললাভের জন্য জগৎ দীপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

হে ইন্দ্র! যুদ্ধে দেবগণ যখন আপনাকে সম্মুখে ধারণ করেছিলেন, তখনই কমনীয় হরিদ্বয় আপনাকে বহন করেছিল ॥ ২৫ ॥

হে বজ্রিন্! জল আবরণকারী বৃত্রকে যখন বলের দ্বারা হনন করেছিলেন, তখনই কমনীয় হরিদ্বয় আপনাকে বহন করেছিল ॥ ২৬ ॥

আপনাকে বিষ্ণু যখন বলের দ্বারা তিনপদ বিহরণ করেছিলেন, তখন আপনার অশ্বদ্বয় আপনাকে বহন করেছিল ॥ ২৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার কমনীয় হরিদ্বয় যখন প্রতিদিন প্রবৃদ্ধ হয়, তারপরই আপনার দ্বারা সমস্ত ভুবন নিয়মিত হয় ॥ ২৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার মরুৎরূপ প্রজাগণ সমস্ত ভূতজাতকে নিয়মিত করে, তখনই আপনি সমস্ত ভুবন নিয়মিত করেন ॥ ২৯ ॥

যখন এই নির্মল জ্যোতিঃ সূর্যকে দ্যুলোকে স্থাপিত করেছে, তখনই আপনি সমস্ত ভুবন

নিয়মিত করেছেন ॥৩০॥

হে ইন্দ্র! যেমন লোকে বন্ধুকে উৎকৃত স্থানে নীত করে, সেইরকম মেধাবী এই প্রীতিকরী সুস্তুতিকে পরিচর্যার সাথে যজ্ঞে আপনার নিকট নীত করছে ॥৩১॥

যজ্ঞে এই ইন্দ্রের তেজঃ প্রীত হ'লে, সমবেত প্রজাবর্গ প্রকৃষ্টভাবে স্তব করে, তখন নাভিস্বরূপ যজ্ঞের অভিমত-স্থানে ধন প্রদান করেন ॥৩২॥

হে ইন্দ্র! আপনি উত্তম বীর্যযুক্ত, উত্তম গোযুক্ত এবং উত্তম অশ্বযুক্ত ধন আমাদের প্রদান করুন। আমি অগ্রে জ্ঞানলাভের জন্য হোতার মতো যজ্ঞে স্তব করেছিলাম ॥৩৩॥

টীকা — ৮ ঋষি সায়ণ 'মহিষ' অর্থে মহান্ বৃত্র ইত্যাদি অসুর করেছেন, কিন্তু মহিষ শব্দের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। ইন্দ্র অনেক মহিষ ভক্ষণ করেন, তার উল্লেখ আমরা পূর্বেই পেয়েছি।—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণের বিচারে এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টিতেই স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি। যথা,—"সর্বশক্তিমান্ পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! আপনি শুদ্ধসত্ত্বের গ্রহীতা হন; (আপনার অনুগ্রহে) হৃদয়ে যে সৎভাবজনিত পরমানন্দ উপজিত হয়; অপিচ, যে শুদ্ধসত্ত্বজনিত পরমানন্দের প্রভাবে (অথবা, শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে) আপনি কাম ইত্যাদি অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করেন; আমরা সেই সৎভাবজনিত পরমানন্দ লাভের প্রার্থনা করি।" (ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের শুদ্ধসত্ত্বজনিত পরমানন্দ (মোক্ষ) প্রদান করুন)। [ভগবানই একমাত্র আনন্দধারা, আনন্দদাতা—এই সত্য উপলব্ধি করেই সাধক সেই অনন্ত অবিনশ্বর আনন্দের জন্য প্রার্থনা করছেন]।—ইত্যাদি॥ এই সূক্তের ১৬ ঋক্‌টির আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও বিশ্লেষণ আমাদের প্রকাশিত "সামবেদ-সংহিতা'-র ১৭৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন॥

◆ ◆

— ১৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় নারদ। ছন্দ : উষ্ণিক্]

ইন্দ্রঃ সুতেষু সোমেষু ক্রতুং পুনীত উক্‌থ্যম্। বিদে বৃধস্য দক্ষসো মহান্ হি ষঃ ॥ ১॥
স প্রথমে ব্যোমনি দেবানাং সদনে বৃধঃ। সুপারঃ সুশ্রবস্তমঃ সমপ্সুজিৎ ॥ ২॥
তমহ্বে বাজসাতয় ইন্দ্রং ভরায় শুষ্মিণম্। ভবা নঃ সুম্নে অন্তমঃ সখা বৃধে ॥ ৩॥
ইয়ং ত ইন্দ্র গির্বণো রাতিঃ ক্ষরতি সুন্বতঃ। মন্দানো অস্য বর্হিষো বি রাজসি ॥ ৪॥
নূনং তদিন্দ্র দদ্ধি নো যত্ত্বা সুন্বন্ত ঈমহে। রয়িং নশ্চিত্রমা ভরা স্বর্বিদম্ ॥ ৫॥
স্তোতা যত্তে বিচর্ষণিরতি প্রশর্ধয়দ্গিরঃ। বয়া ইবানু রোহতে জুষন্ত যৎ ॥ ৬॥
প্রত্নবজ্জনয়া গিরঃ শৃণুধী জরিতুর্হবং। মদেমদে ববক্ষিথা সুকৃত্বনে ॥ ৭॥
ক্রীলন্ত্যস্য সূনৃতা আপো ন প্রবতা যতীঃ। অয়া ধীয়া য উচ্যতে পতির্দিবঃ ॥ ৮॥
উতো পতির্য উচ্যতে কৃষ্টীনামেক ইদ্বশী। নমোবৃধৈরবস্যুভিঃ সুতে রণ ॥ ৯॥
স্তুহি শ্রুতং বিপশ্চিতং হরী যস্য প্রসক্ষিণা। গন্তারা দাশুষো গৃহং নমস্বিনঃ ॥ ১০॥

ঋতুজানো মহেমতেঽশ্বেভিঃ প্রুষিতপ্সুভিঃ। আ যাহি যজ্ঞমাশুভিঃ শমিদ্ধি তে ॥ ১১॥
ইন্দ্র শবিষ্ঠ সৎপতে রয়িং গৃণৎসু ধারয়। শ্রবঃ সূরিভ্যো অমৃতং বসুত্বনম্ ॥ ১২॥
হবে ত্বা সূর উদিতে হবে মধ্যন্দিনে দিবঃ। জুষাণ ইন্দ্র সপ্তিভির্ন আ গহি ॥ ১৩॥
আ তূ গহি প্র তু দ্রব মৎস্বা সুতস্য গোমতঃ। তন্তুং তনুষ্ব পূর্ব্যং যথা বিদে ॥ ১৪॥
যচ্ছক্রাসি পরাবতি যদর্বাবতি বৃত্রহন্। যদ্বা সমুদ্রে অন্ধসোঽবিতেদসি ॥ ১৫॥
ইন্দ্রং বর্ধন্তু নো গির ইন্দ্রং সুতাস ইন্দবঃ। ইন্দ্রে হবিষ্মতীর্বিশো অরাণিষুঃ ॥ ১৬॥
তমিদ্বিপ্রা অবস্যবঃ প্রবত্বতীভিরূতিভিঃ। ইন্দ্রং ক্ষোণীরবর্ধয়ন্বয়া ইব ॥ ১৭॥
ত্রিকদ্রুকেষু চেতনং দেবাসো যজ্ঞমত্নত। তমিদ্বর্ধন্তু নো গিরঃ সদাবৃধম্ ॥ ১৮॥
স্তোতা যত্তে অনুব্রত উক্থান্যৃতুথা দধে। শুচিঃ পাবক উচ্যতে সো অদ্ভুতঃ ॥ ১৯॥
তদিদ্রুদ্রস্য চেততি যহ্বং প্রত্নেষু ধামসু। মনো যত্রা বি তদ্দধুর্বিচেতসঃ ॥ ২০॥
যদি মে সখ্যমাবর ইমস্য পাহ্যন্ধসঃ। যেন বিশ্বা অতি দ্বিষো অতারিম ॥ ২১॥
কদা ত ইন্দ্র গির্বণঃ স্তোতা ভবাতি শন্তমঃ। কদা নো গব্যে অশ্ব্যে বসৌ দধঃ ॥ ২২॥
উত তে সুষ্টুতা হরী বৃষণা বহতো রথম্। অজুর্যস্য মদিন্তমং যমীমহে ॥ ২৩॥
তমীমহে পুরুষ্টুতং যহ্বং প্রত্নাভিরূতিভিঃ। নি বর্হিষি প্রিয়ে সদদধ দ্বিতা ॥ ২৪॥
বর্ধস্বা সু পুরুষ্টুত ঋষিষ্টুতাভিরূতিভিঃ। ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষমবা চ নঃ ॥ ২৫॥
ইন্দ্র ত্বমবিতেদসীত্থা স্তবতো অদ্রিবঃ। ঋতাদিয়র্মি তে ধিয়ং মনোযুজম্ ॥ ২৬॥
ইহ ত্যা সধমাদ্যা যুজানঃ সোমপীতয়ে। হরী ইন্দ্র প্রতদ্বসূ অভি স্বর ॥ ২৭॥
অভি স্বরন্তু যে তব রুদ্রাসঃ সক্ষত শ্রিয়ম্। উতো মরুত্বতীর্বিশো অভি প্রয়ঃ ॥ ২৮॥
ইমা অস্য প্রতূর্তয়ঃ পদং জুষন্ত যদ্দিবি। নাভা যজ্ঞস্য সং দধুর্যথা বিদে ॥ ২৯॥
অয়ং দীর্ঘায় চক্ষসে প্রাচি প্রযত্যধ্বরে। মিমীতে যজ্ঞমানুষগ্বিচক্ষ্য ॥ ৩০॥
বৃষায়মিন্দ্র তে রথ উতো তে বৃষণা হরী। বৃষা ত্বং শতক্রতো বৃষা হবঃ ॥ ৩১॥
বৃষা গ্রাবা বৃষা মদো বৃষা সোমো অয়ং সুতঃ। বৃষা যজ্ঞো যমিন্বসি বৃষা হবঃ ॥ ৩২॥
বৃষা ত্বা বৃষণং হুবে বজ্রিঞ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। বাবন্থ হি প্রতিষ্টুতিং বৃষা হবঃ ॥ ৩৩॥

মন্ত্রার্থ — সোম অভিষুত হ'লে, ইন্দ্র যজ্ঞকর্তা ও স্তোতাকে পবিত্র করেন; ইন্দ্রই বৃদ্ধিকর বল লাভের জন্য মহান্ হয়েছেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্র প্রথম ব্যোমপ্রদেশে দেবসদনে যজমানের সখাপিতা, তিনি কার্য পরিসমাপ্তি করেন; অত্যন্ত যশোযুক্ত এবং জললাভের জন্য জয় করেন ॥ ২ ॥

বলবান্ ইন্দ্রকে বললাভকর সংগ্রামে আহ্বান করছি। হে ইন্দ্র! সুখ অভিলষিত হ'লে, আপনি আমাদের বর্ধনের জন্য সখা হোন ॥ ৩ ॥

হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! আপনার উদ্দেশে সোমাভিষবকারী যজমানের প্রদত্ত আহুতি গমন করছে। আপনি মত্ত হয়ে তার যজ্ঞে বিরাজ করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! সোমাভিষবকারিগণ, যে ধন আপনার নিকট প্রত্যাশা করে, আপনি অবশ্য সেই ধন

আমাকে দান করুন। আরও বিচিত্র, স্বর্গপ্রাপক ধন আমাদের জন্য আহরণ করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! বিশেষদর্শী স্তোতা যখন আপনার উদ্দেশে শত্রুর প্রসহনসমর্থ স্তুতি করে, যখন বাক্যসকল আপনাকে প্রীত করে, তখন সখার মতো সকল গুণ আপনাতে আরোহণ করে ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! পূর্বকালের মতো স্তোত্র উৎপাদন করুন, স্তোতার আহ্বান শ্রবণ করুন। যখনই সোমের দ্বারা প্রমত্ত হন, তখনই সুকার্যকারী যজমানের উদ্দেশে ফল বহন করেন ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রের সুনৃত বাক্য নিম্নাভিগামী জলের মতো বিহার করছে; স্বর্গপতি ইন্দ্র এই স্তুতির দ্বারা পরিকীর্তিত হচ্ছেন ॥ ৮ ॥

জিতেন্দ্রিয় এক ইন্দ্রই মানবসমূহের পালয়িতা ব'লে উক্ত হন। আপনি স্তোত্রের দ্বারা বর্ধনকারী ও রক্ষণেচ্ছুগণের সাথে সোমাভিষবে প্রমত্ত হন ॥ ৯ ॥

হে স্তোতা বিপশ্চিৎ! বিখ্যাত ইন্দ্রকে স্তব করো; তাঁর শত্রুপরাজয়কারী অশ্বদ্বয় নমস্কারকারী হবিষ্মানের গৃহে গমন করে ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার বুদ্ধি মহাফলপ্রদ, আপনি স্নিগ্ধরূপ, শীঘ্রগামী অশ্বের সাথে যজ্ঞে আগমন করুন। যেহেতু তাতেই আপনার সুখ ॥ ১১ ॥

হে বলবত্তম, সৎপতি ইন্দ্র! আমরা স্তুতি করছি, আমাদের ধন প্রদান করুন। স্তোতাবর্গকে বিনাশরহিত ব্যাপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান করুন ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র! সূর্য উদিত হ'লে আপনাকে আহ্বান ক'রি, দিবসের মধ্যভাগে আপনাকে আহ্বান ক'রি। আপনি প্রীত হয়ে গমনশীল অশ্বের সাথে আগমন করুন ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র! শীঘ্র আগমন করুন, শীঘ্র গমন করুন, গব্যমিশ্রিত অভিষুত সোমে প্রীত হোন। তারপর, আমি যেমন জ্ঞাত হচ্ছি, সেইরকম পূর্বকৃত বিস্তৃত যজ্ঞ নিষ্পন্ন করুন ॥ ১৪ ॥

হে শত্রু! হে বৃত্রহন্! যদি দূরদেশে থাকেন, যদি সমীপে থাকেন, যদি বা অন্তরীক্ষে থাকেন, সকল স্থান হ'তে সোমপান পূর্বক রক্ষাকারী হোন ॥ ১৫ ॥

আমাদের স্তুতিসমূহ ইন্দ্রকে বর্ধিত করুক, অভিষুত সোমসমূহ ইন্দ্রকে বর্ধিত করুক, হব্যযুক্ত মানববৃন্দ ইন্দ্রের প্রতি রত হয়েছে ॥ ১৬ ॥

মেধাবী রক্ষাভিলাষিগণ সেই ইন্দ্রকেই তৃপ্তিকর আহুতিসমূহের দ্বারা বর্ধিত করে, পৃথিবীস্থিত সমস্ত লোক শাখার মতো বর্ধিত করে ॥ ১৭ ॥

দেববৃন্দ ত্রিকদ্রুক যজ্ঞে চৈতন্যদাতা ইন্দ্রকে যাগ করেছিলেন, আমাদের স্তুতিসমূহ সর্বদা বর্ধয়িতা সেই ইন্দ্রকেই বর্ধিত করুক ॥ ১৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার স্তোতা অনুকূলকর্মা হয়ে কালে কালে উক্থসমূহ উচ্চারণ করে; আপনি অদ্ভুত, শুদ্ধ ও পাবক ব'লে স্তুত হন ॥ ১৯ ॥

যাঁদের উদ্দেশে বিশিষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্তোত্র উচ্চারণ করেন, সেই রুদ্রের অপত্য মরুৎগণ চিরন্তন স্থানসমূহে আছেন ॥ ২০ ॥

হে ইন্দ্র! যদি আপনি আমায় সখ্য প্রদান করেন ও এই সোমরূপ অন্ন পান করেন; তাহলে আমরা সমস্ত শত্রুবৃন্দকে অতিক্রম করতে পারবো ॥ ২১ ॥

হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! কখন্ আপনার স্তোতা অত্যন্ত সুখী হবে? কখন্ আমাদের গোসমূহ, অশ্বসমূহ ও নিবাসভূত ধন দান করবেন? ॥ ২২ ॥

হে জরারহিত ইন্দ্র! সুস্তুত ও সেচনসমর্থ অশ্বদ্বয় আপনার রথ আমাদের নিকট আনয়ন করুক;

আপনি অত্যন্ত মদযুক্ত, আমরা আপনার নিকট যাচ্ঞা করছি ॥ ২৩ ॥

মহান্ ও বহুকর্তৃক স্তুত সেই ইন্দ্রের নিকট তৃপ্তিকর আহুতির দ্বারা যাচ্ঞা ক'রি। তিনি প্রীতিকর কুশের উপর উপবেশন করুন, তারপর দুইরকম হব্য স্বীকার করুন ॥ ২৪ ॥

হে বহুকর্তৃক স্তুত ইন্দ্র! আপনি ঋষিবৃন্দকর্তৃক স্তুত, রক্ষাকার্যের দ্বারা আমাদের বর্ধিত করুন এবং আমাদের অভিমুখে প্রবৃদ্ধ অন্ন দান করুন ॥ ২৫ ॥

হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! আপনি এই রকমে স্তুতিকারীর রক্ষক হয়ে থাকেন; আমি যজ্ঞহেতু আপনার স্তোত্রপ্রাপ্য অনুগ্রহ লাভ ক'রি ॥ ২৬ ॥

হে ইন্দ্র! প্রসিদ্ধ ও হর্যান্বিত ও বিস্তীর্ণ ধনবিশিষ্ট অশ্বদ্বয়কে যোজিত ক'রে এই যজ্ঞে সোমপানের জন্য আগমন করুন ॥ ২৭ ॥

আপনার যে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ আছেন তাঁরা শ্রয়ণীয়, এই যজ্ঞে আগমন করুন; আর মরুৎগণযুক্ত প্রজাগণও আমাদের হব্যের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ২৮ ॥

ইন্দ্রের এই হিংসক মরুৎ প্রভৃতি প্রজাবর্গ দ্যুলোকে যে স্থানে আছেন, তা সেবা করেন এবং যাতে আমরা ধন লাভ করতে পারি, এমন যজ্ঞে নাভি প্রদেশে সন্নিহিত থাকেন ॥ ২৯ ॥

যজ্ঞগৃহে যজ্ঞ আরম্ভ হ'লে পর এই ইন্দ্র দ্রষ্টব্য ফলের জন্য যজ্ঞ আনুপূর্বভাবে পরিদর্শন ক'রে নিষ্পন্ন করেন ॥ ৩০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার এই রথ অভীষ্টবর্ষী, আপনার অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী। হে শতক্রতু! আপনি অভীষ্টবর্ষী, আপনার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী ॥ ৩১ ॥

অভিষব প্রস্তর অভীষ্টবর্ষী। মত্ততা অভীষ্টবর্ষী, এই অভিষুত সোম অভীষ্টবর্ষী, যে যজ্ঞ আপনার নিকট গমন করছে তা অভীষ্টবর্ষী; আপনার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী ॥ ৩২ ॥

হে বজ্রবান্! আপনি অভীষ্টবর্ষী; আমি হব্যসেচক, আমি নানরকম স্তুতির দ্বারা আহ্বান ক'রি। যেহেতু আপনি আপনার উদ্দেশে কৃত স্তুতি গ্রহণ করেন, অতএব আপনার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী ॥ ৩৩ ॥

টীকা — স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তটির প্রথম তিনটি মন্ত্রের অনুবাদ ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৩১৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত মন্ত্রের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন ॥

◆ ◆

— ১৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় গোসূক্তি ও অশ্বসূক্তি। ছন্দ : গায়ত্রী]

যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ। স্তোতা মে গোষখা স্যাৎ ॥ ১ ॥
শিক্ষেয়মস্মৈ দিৎসেয়ং শচীপতে মনীষিণে। যদহং গোপতিঃ স্যাম্ ॥ ২ ॥
ধেনুষ্ট ইন্দ্র সূনৃতা যজমানায় সুন্বতে। গামশ্বং পিপ্যুষী দুহে ॥ ৩ ॥

ন তে বর্তাস্তি রাধস ইন্দ্র দেবো ন মর্ত্যঃ। যদ্দিৎসসি স্তুতো মঘম্ ॥ ৪॥
যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্যদ্ভূমিং ব্যবর্তয়ৎ। চক্রাণ ওপশং দিবি ॥ ৫॥
বাবৃধানস্য তে বয়ং বিশ্বা ধনানি জিগ্যুষঃ। উতমিন্দ্রা বৃণীমহে ॥ ৬॥
ব্যন্তরিক্ষমতিরন্মদে সোমস্য রোচনা। ইন্দ্রো যদভিনদ্বলম্ ॥ ৭॥
উদগা আজদঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃণ্বন্গুহা সতীঃ। অর্বাঞ্চং নুনুদে বলম্ ॥ ৮॥
ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো দৃড়হানি দৃংহিতানি চ। স্থিরাণি ন পরাণুদে ॥ ৯॥
অপামূর্মির্মদন্নিব স্তোম ইন্দ্রাজিরায়তে। বি তে মদা অরাজিষুঃ ॥ ১০॥
ত্বং হি স্তোমবর্ধন ইন্দ্রাস্যুক্থবর্ধনঃ। স্তোতৃণামুত ভদ্রকৃৎ ॥ ১১॥
ইন্দ্রমিৎকেশিনা হরী সোমপেয়ায় বক্ষতঃ। উপ যজ্ঞং সুরাধসম্ ॥ ১২॥
অপাং ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্রোদবর্তয়ঃ। বিশ্বা যদজয়ঃ স্পৃধঃ ॥ ১৩॥
মায়াভিরুৎসিসৃপ্সত ইন্দ্র দ্যামারুরুক্ষতঃ। অব দস্যূঁরধূনুথাঃ ॥ ১৪॥
অসুন্বামিন্দ্র সংসদং বিষূচীং ব্যনাশয়ঃ। সোমপা উত্তরো ভবন্ ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! যেমন একমাত্র আপনিই ধনস্বামী, সেইরকম যদি আমি ঐশ্বর্যযুক্ত হই, তবে আমার স্তোতা যেন গোযুক্ত হয় ॥ ১ ॥

হে শক্তিমান্! যদি আমি গোপতি হই, তবে এই স্তোতাকে দান করতে ইচ্ছা করবো এবং প্রার্থিত ধন দান করবো ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার সত্যপ্রিয় এবং প্রবর্ধক স্তুতিরূপ ধেনু সোমাভিষবকারীকে গাভী ও অশ্ব দান করে ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তুত হয়ে ধন দান করতে ইচ্ছা করেন, তখন আপনার ধনের নিবারক দেবতা নেই, মানুষও নেই ॥ ৪ ॥

যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্ধিত করেছে, যেহেতু তিনি দ্যুলোকে মেঘকে শয়িত ক'রে পৃথিবীকে বৃষ্টি দানে বিবর্তিত করেছেন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বর্ধমান এবং শত্রুবর্গের সমস্ত ধনের জেতা, আমরা আপনার রক্ষা লাভ করবো ॥ ৬ ॥

সোমজনিত মত্ততা হ'লে ইন্দ্র দীপ্তিমান্ অন্তরীক্ষকে বর্ধিত করেছেন, যেহেতু তিনি বলকে ভেদ করেছেন ॥ ৭ ॥

তিনি গুহার মধ্যে লুক্কায়িত গাভীসমূহ প্রকাশিত ক'রে অঙ্গিরাবর্গকে প্রদান করেছিলেন এবং বলকে অধোমুখ করেছিলেন ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র দ্যুলোকের নক্ষত্রসমূহকে দৃঢ়াবয়ব ও দৃঢ় করেছেন, দৃঢ় নক্ষত্রসকলকে কেউ স্থানচ্যুত করতে পারে না ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! সমুদ্রের উর্মির মতো আপনার স্তোত্রসকল শীঘ্র গমন করে, আপনার প্রমত্ততা বিশেষভাবে দীপ্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তোত্রের দ্বারা বর্ধনীয়, আপনি উক্থের দ্বারা বর্ধনীয়, আপনি স্তোতাবর্গের

কল্যাণকর ॥ ১১ ॥ সোমপানের জন্য শোভনদানযুক্ত ইন্দ্রকে যজ্ঞের নিকট বহন করছে ॥ ১২ ॥

কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয়, সোমপানের জন্য শোভনদানযুক্ত ইন্দ্রকে যজ্ঞের নিকট বহন করছে ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি জলের ফেনার দ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন করেছিলেন ও সমস্ত শত্রুবর্গকে জয় করেছিলেন ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি মায়ার দ্বারা সর্বত্র প্রসরণশীল, দ্যুলোকে আরোহণেচ্ছু দস্যুগণকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন ॥ ১৪ ॥

আপনি সোমপান পূর্বক উৎকৃষ্টতর হয়ে সোমাভিষবহীন জনসংঘদের বিরোধী ক'রে বিনাশ করুন ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১৫ ঋকে সোমাভিষববিহীন লোক বোধহয় যজ্ঞবিরোধী অনার্যবৃন্দ ॥ আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র মধ্যে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রথম তিনটি ঋকের জন্য যথাক্রমে ৭৭৫ বা ৮৮, ৭৭৫ ও ৭৭৫ পৃষ্ঠায়, পরবর্তী ৫, ৭ ও ৮ ঋকের জন্য যথাক্রমে ৬৭১ বা ৮৮, ৬৭১ ও ৬৭১ পৃষ্ঠায় এবং ১৩ ঋকের জন্য ১১৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন ॥

◆ ◆

— ১৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গোসূক্তি ও অশ্বসূক্তি। ছন্দ : উষ্ণিক্]

তমু অভি প্র গায়ত পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্। ইন্দ্রং গীর্ভিস্তবিষমা বিবাসত ॥ ১ ॥
যস্য দ্বিবর্হসো বৃহৎসহো দাধার রোদসী। গিরীঁরজ্রাঁ অপঃ স্বর্বৃষত্বনা ॥ ২ ॥
স রাজসি পুরুষ্টুতঁ একো বৃত্রাণি জিঘ্নসে। ইন্দ্র জৈত্রা শ্রবস্যা চ যন্তবে ॥ ৩ ॥
তং তে মদং গৃণীমসি বৃষণং পৃৎসু সাসহিম্। উ লোককৃত্নুমদ্রিবো হরিশ্রিয়ম্ ॥ ৪ ॥
যেন জ্যোতীংষ্যায়বে মনবে চ বিবেদিথ। মন্দানো অস্য বর্হিষো বি রাজসি ॥ ৫ ॥
তদদ্যা চিত্ত উক্থিনোহনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা। বৃষপত্নীরপো জয়া দিবেদিবে ॥ ৬ ॥
তব ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহত্তব শুষ্মমুত ক্রতুম্। বজ্রং শিশাতি ধিষণা বরেণ্যম্ ॥ ৭ ॥
তব দ্যৌরিন্দ্র পৌংস্যং পৃথিবী বর্ধতি শ্রবঃ। ত্বামাপঃ পর্বতাসশ্চ হিন্বিরে ॥ ৮ ॥
ত্বাং বিষ্ণুর্বৃহন্ক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ। ত্বাং শর্ধো মদত্যনু মারুতম্ ॥ ৯ ॥
ত্বং বৃষা জনানাং মংহিষ্ঠ ইন্দ্র জজ্ঞিষে। সত্রা বিশ্বা স্বপত্যানি দধিষে ॥ ১০ ॥
সত্রা ত্বং পুরুষ্টুতঁ একো বৃত্রাণি তোশসে। নান্য ইন্দ্রাৎকরণং ভূয় ইন্বতি ॥ ১১ ॥
যদিন্দ্র মন্মশস্ত্বা নানা হবন্ত ঊতয়ে। অস্মাকেভির্নৃভিরত্রা স্বর্জয় ॥ ১২ ॥
অরং ক্ষয়ায় নো মহে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্। ইন্দ্রং জৈত্রায় হর্ষয়া শচীপতিম্ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রার্থ — অনেকের আহুত, অনেকের স্তুত, সেই ইন্দ্রকে স্তব করো; বাক্যের দ্বারা মহান্ ইন্দ্রের পরিচর্যা করো ॥ ১ ॥

দুই স্থানে ইন্দ্রের পূজনীয় মহাবল দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করেন, শীঘ্রগমনশীল মেঘ এবং গমনশীল জলকে বীর্যের দ্বারা ধারণ করেন ॥ ২ ॥

হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র! আপনি শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন; আপনি জেতব্য এবং শ্রবণযোগ্য ধন নিয়ত করবার জন্য একাকী বৃত্রগণকে বধ করছেন ॥ ৩ ॥

হে বজ্রবান্! আপনার হর্ষের প্রশংসা ক'রি, তা অভিলাষপ্রদ, সংগ্রামে শত্রুগণের অভিভবকর, স্থানপ্রদ এবং অশ্বগণের দ্বারা সেবনীয় ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! যে হর্ষের দ্বারা আয়ুকে ও মনুকে সূর্য ইত্যাদি দান করেছিলেন, সেই হর্ষে হৃষ্ট হয়ে আপনি প্রবৃদ্ধ যজ্ঞের কর্তা হয়েছেন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! পূর্বকালের মতো অদ্যও উক্‌থমন্ত্র উচ্চারণকারিবৃন্দ আপনার সেই বলের প্রশংসা করে। আপনি ও পর্জন্য যাদের স্বামী প্রতি দিবস সেই জল জয় করে ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! স্তুতি আপনার সেই বীর্য, আপনার সেই বল কর্ম এবং বরণীয় বজ্রকে তীক্ষ্ণ করছে ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! দ্যুলোক আপনার বল বর্ধিত করছে, পৃথিবী আপনার যশ বর্ধিত করছে, অন্তরীক্ষ ও মেঘ আপনাকে প্রীত করে ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! মহান্ নিবাসহেতু বিষ্ণু, মিত্র ও বরুণ আপনার স্তুতি করছেন। মরুৎগণ আপনার মত্ততার পর মত্ত হচ্ছেন ॥ ৯ ॥

আপনি বর্ষক এবং দেবজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দাতা; আপনি সুন্দর পুত্র ইত্যাদির সাথে সমস্ত ধন ধারণ করেন ॥ ১০ ॥

হে বহুস্তুত ইন্দ্র! আপনি একাকী মহান্ শত্রুবর্গকে বিনাশ করেন। কেউ ইন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর কর্ম প্রাপ্ত হয় না ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে আপনাকে স্তোত্রের দ্বারা রক্ষার জন্য নানাভাবে স্তুতি করে, সেই যুদ্ধে আমাদের স্তোতাগণকর্তৃক আহুত হয়ে শত্রুবল জয় করে ॥ ১২ ॥

হে স্তোতা! আমাদের মহাগৃহের জন্য পর্যাপ্ত ও পরিব্যাপ্ত রূপকে স্তুতির দ্বারা ব্যাপ্ত ক'রে কর্মপালক ইন্দ্রকে জেতব্য ধনের জন্য স্তুতি করো ॥ ১৩ ॥

টীকা — আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তে অনেকগুলি ঋকের মধ্যে প্রথম ঋক্‌টির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি। যথা,—"হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সর্বলোকপূজনীয়, সর্বলোক-আরাধনীয় বলৈশ্বর্যপতি ভগবানকে প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা ক'রে প্রার্থনার দ্বারা সেই দেবতাকেই সম্যক্‌রূপে পূজা করো।" (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। মন্ত্রের ভাব এই যে,—আমি যেন সর্বতোভাবে ভগবানের আরাধনা ক'রি)। তিনি 'তবিষং'—মহান্ তিনি। তাই তাঁর কৃপালাভ মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়]।—ইত্যাদি ॥ এ ছাড়াও আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'র ৩৮৩ বা ১৭৩, ৩৮৪, ৩৮৪, ৬৭১, ৬৭২ ও ৬৭২ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে উল্লেখিত ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন ॥

◆ ◆

— ১৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ইরিম্বিঠি। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র সম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ। নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠম্ ॥ ১॥
যস্মিন্নুক্থানি রণ্যন্তি বিশ্বানি চ শ্রবস্যা। অপামবো ন সমুদ্রে ॥ ২॥
তং সুষ্টুত্যা বিবাসে জ্যেষ্ঠরাজং ভরে কৃত্নুম্। মহো বাজিনং সনিভ্যঃ ॥ ৩॥
যস্যানূনা গভীরা মদা উরবস্তরুত্রা। হর্ষুমন্তঃ শূরসাতৌ ॥ ৪॥
তমিদ্ধনেষু হিতেষ্বধিবাকায় হবন্তে। যেষামিন্দ্রস্তে জয়ন্তি ॥ ৫॥
তমিচ্চ্যৌত্নৈরার্যন্তি তং কৃতেভিশ্চর্ষণয়ঃ। এষ ইন্দ্রো বরিবস্কৃৎ ॥ ৬॥
ইন্দ্রো ব্রহ্মেন্দ্র ঋষিরিন্দ্রঃ পুরূ পুরুহূত। মহান্মহীভিঃ শচীভিঃ ॥ ৭॥
স স্তোম্যঃ স হব্যঃ সত্যঃ সত্বা তুবিকূর্মিঃ। একশ্চিৎসন্নভিভূতিঃ ॥ ৮॥
তমর্কেভিস্তং সামভিস্তং গায়ত্রৈশ্চর্ষণয়ঃ। ইন্দ্রং বর্ধন্তি ক্ষিতয়ঃ ॥ ৯॥
প্রণেতারং বস্যো অচ্ছা কর্তারং জ্যোতিঃ সমৎসু। সাসহ্বাংসং যুধামিত্রান্ ॥ ১০॥
স নঃ পপ্রিঃ পারয়াতি স্বস্তি নাবা পুরুহূতঃ। ইন্দ্রো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ ॥ ১১॥
স ত্বং ন ইন্দ্র বাজেভির্দশস্যা চ গাতুয়া চ। অচ্ছা চ নঃ সুম্নং নেষি ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — মানববৃন্দের মধ্যে সম্রাট ইন্দ্রকে স্তব করো। তিনি স্তুতির দ্বারা স্তুত্য নেতা, শত্রুবর্গের অভিভবিতা ও সর্বাপেক্ষা দাতা ॥ ১ ॥

জলের তরঙ্গসমূহ সমুদ্রে যেমন শোভা প্রাপ্ত হয়, উক্থসকল সেইরকম ইন্দ্রে শোভা প্রাপ্ত হয়, সমস্ত শ্রবণীয় তাঁতে শোভা প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥

উত্তম স্তুতির দ্বারা সেই ইন্দ্রের পরিচর্যা করছি। তিনি প্রশংসনীয়গণের মধ্যে শোভা লাভ করেন, সংগ্রামে মহৎকার্য করেন এবং তিনি বলবান্ ॥ ৩ ॥

যে ইন্দ্রের মত্ততা মহৎ, গম্ভীর, বিস্তীর্ণ, শত্রুতারক ও শূরবৃন্দের যুদ্ধে হর্ষযুক্ত ॥ ৪ ॥

ধনপ্রাপ্ত হ'লে সেই ইন্দ্রকেই পক্ষপাত বচনের জন্য আহ্বান করো। ইন্দ্র যাদের তারা জয়লাভ করে ॥ ৫ ॥

সেই ইন্দ্রকেই বলকর স্তোত্রের ঈশ্বর করা যায়; মানবগণ কর্মের দ্বারা তাঁকে ঈশ্বর করেন। এই ইন্দ্রই ধনের কর্তা হন ॥ ৬ ॥

ইন্দ্র সকলের অধিক, তিনি ঋষি, তিনি বহুলোককর্তৃক আহূত, তিনি মহৎকার্যের দ্বারা মহান্ ॥ ৭ ॥

তিনি স্তোমার্হ, তিনি আহ্বানযোগ্য, তিনি সাধু, তিনি শত্রুবর্গের অবসাদকর, তিনি বহুকর্মা, তিনি এক হয়েও শত্রুবর্গের অভিভবিতা ॥ ৮ ॥

চর্ষণিগণ এবং লোকসকল তাঁকে অর্চনামন্ত্রের দ্বারা বর্ধিত করে, সামমন্ত্রের দ্বারা বর্ধিত করে এবং গায়ত্রমন্ত্রের দ্বারা বর্ধিত করে ॥ ৯ ॥

তিনি প্রশস্য ধনপ্রাপক, যুদ্ধে জ্যোতিপ্রকাশক, আয়ুধের দ্বারা শত্রুবর্গের অভিভবকর ॥ ১০ ॥

তিনি পূরয়িতা এবং বহুকর্তৃক আহূত; তিনি আমাদের সমস্ত শত্রুগণ হ'তে নৌকার দ্বারা নির্বিঘ্নে উত্তরণ করেন ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের বলের দ্বারা ধন প্রদান করুন, আমাদের পথ প্রদান করতে ইচ্ছা করুন, আমাদের অভিমুখে সুখ প্রদান করুন ॥ ১২ ॥

টীকা — আমরা এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টিতে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত অনুবাদ ও বিশ্লেষণের উল্লেখ করছি। যথা,—"হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা, সেই সেই সাধকগণের মধ্যে সম্যক্ বিরাজমান, চিরনবীন, নেতৃস্থানীয়, শত্রুবিমর্দক, শ্রেষ্ঠদানশীল, সেই ভগবান ইন্দ্রদেবকে বেদমন্ত্রের দ্বারা সর্বতোভাবে প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা করো।" [ভাব এই যে,—হে জীব! সাধকবৃন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করো; তার দ্বারাই ভগবানের অনুকম্পা লাভ করতে সমর্থ হবে।—এই আত্ম-উদ্বোধনা—মানুষের নিত্য কর্তব্য]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ১৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ইরিম্বিঠি। ছন্দ : গায়ত্রী, বৃহতী, সতোবৃহতী]

আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্। এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ১ ॥
আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতামিন্দ্র কেশিনা। উপ ব্রহ্মাণি নঃ শৃণু ॥ ২ ॥
ব্রহ্মাণস্ত্বা বয়ং যুজা সোমপামিন্দ্র সোমিনঃ। সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৩ ॥
আ নো যাহি সুতাবতোঽস্মাকং সুষ্টুতীরুপ। পিবা সু শিপ্রিন্নন্ধসঃ ॥ ৪ ॥
আ তে সিঞ্চামি কুক্ষ্যোরনু গাত্রা বি ধাবতু। গৃভায় জিহ্বয়া মধু ॥ ৫ ॥
স্বাদুষ্টে অস্তু সংসুদে মধুমাত্তন্বে তব। সোমঃ শমস্তু তে হৃদে ॥ ৬ ॥
অয়মু ত্বা বিচর্ষণে জনীরিবাভি সম্বৃতঃ। প্র সোমঃ ইন্দ্র সর্পতু ॥ ৭ ॥
তুবিগ্রীবো বপোদরঃ সুবাহুরন্ধসো মদে। ইন্দ্রো বৃত্রাণি জিঘ্নতে ॥ ৮ ॥
ইন্দ্র প্রেহি পুরস্ত্বং বিশ্বস্যেশান ওজসা। বৃত্রাণি বৃত্রহঞ্জহি ॥ ৯ ॥
দীর্ঘস্তে অস্ত্বংকুশো যেনা বসু প্রযচ্ছসি। যজমানায় সুম্বতে ॥ ১০ ॥
অয়ং ত ইন্দ্র সোমো নিপূতো অধি বর্হিষি। এহীমস্য দ্রবা পিব ॥ ১১ ॥
শাচিগো শাচিপূজনায়ং রণায় তে সুতঃ। আখণ্ডল প্র হূয়সে ॥ ১২ ॥
যস্তে শৃঙ্গবৃষো নপাৎ প্রণপাৎ কুণ্ডপায্যঃ। ন্যস্মিন্দধ্র আ মনঃ ॥ ১৩ ॥
বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণাংসত্রং সোম্যানাম্।
দ্রপ্সো ভেত্তা পুরাং শশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা ॥ ১৪ ॥

পৃদাকুসানুর্যজতো গবেষণ একঃ সন্নভি ভূয়সঃ।
ভূর্ণিমশ্বং নয়ত্তুজা পুরো গৃভেন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আগমন করুন, আপনার জন্য সোম অভিষুত হয়েছে, এই সোম পান করুন, আমাদের এই কুশের উপর উপবেশন করুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! মন্ত্রের দ্বারা যোজিত, কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয় আপনাকে আনয়ন করুক, আপনি যজ্ঞে আগমন পূর্বক আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

আমরা স্তোতা, আমরা যোগ্য স্তোত্রের দ্বারা আপনাকে আহ্বান করছি; আমরা সোমযুক্ত এবং অভিষুত সোমবিশিষ্ট, আমরা সোমপায়ীকে আহ্বান করছি ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র। আমরা অভিষুত সোমযুক্ত, আমাদের অভিমুখে আগমন করুন, আমাদের সুন্দর স্তুতি অবগত হোন; হে শিপ্রযুক্ত! আপনি অন্ন ভক্ষণ করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র। আপনার কুক্ষিদ্বয়ে সোম সেক করছি। সোম ক্রমে সমস্ত গাত্র ব্যাপ্ত করুক; মধুর সোম জিহ্বার দ্বারা গ্রহণ করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি সুদাতা, এই মাধুর্যবান্ সোম আপনার শরীরের জন্য স্বাদু হোক; এ আপনার হৃদয়ের জন্য সুখজনক হোক ॥ ৬ ॥

হে লোকপতি ইন্দ্র। স্ত্রীর মতো সংবৃত এই সোম আপনার নিকট গমন করুক ॥ ৭ ॥

বিস্তীর্ণ কন্দরবিশিষ্ট, স্থূল উদরযুক্ত ও সুবাহু ইন্দ্র সোমরূপ অন্নজনিত হর্ষ উদয় হ'লে শত্রুগণকে বিনাশ করেন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র। আপনি সমস্ত জগতের স্বামী হয়ে আমাদের অগ্রে গমন করুন; হে বৃত্রহা। আপনি শত্রুবর্গকে বধ করুন ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! যার দ্বারা আপনি সোমাভিষবকারীকে ধন প্রদান করেন, আপনার সেই অঙ্কুশ দীর্ঘ হোক ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! এই সোম আপনার জন্য বেদিতে আস্তীর্ণ কুশে বিশেষভাবে শোভিত হয়েছে; এইক্ষণে ঐ সোমের অভিমুখে আগমন করুন। নিকটে গমন করুন ও পান করুন ॥ ১১ ॥

হে শক্তিযুক্ত গোবিশিষ্ট, প্রখ্যাত পূজাবিশিষ্ট ইন্দ্র। আপনার সুখের জন্য সোম অভিষুত হয়েছে; হে আখণ্ডল। উৎকৃষ্ট স্তুতির দ্বারা আপনি আহূত হয়েছেন ॥ ১২ ॥

হে শৃঙ্গবৃষার পুত্র ইন্দ্র! আপনার যে উৎকৃষ্ট রক্ষক কুণ্ডপায়ী যজ্ঞ আছে, তাতে ঋষিগণ মন দিয়েছিলেন ॥ ১৩ ॥

হে বাস্তোস্পতি। স্থূণা দৃঢ় হোক; আমরা সোম সম্পাদক, আমাদের স্কন্ধে রক্ষা সমর্থক বল হোক; ক্ষরণশীল, বহু পুরীভেদক ইন্দ্র ঋষিগণের মিত্র হোন ॥ ১৪ ॥

সর্পের মতো সংশ্রিত যাগযোগ্য, গোপ্রাপক ইন্দ্র, একাকী হয়েও বহুতর শত্রুকে অভিভূত করেন। স্তোতা ভরণশীল ব্যাপ্তিকারী ইন্দ্রকে সোমপানের জন্য আমাদের সম্মুখে আনয়ন করছে ॥ ১৫ ॥

টীকা — ৭ ঋকে বলা হচ্ছে—স্ত্রী যেমন সংবৃত হয়ে স্বামীর নিকট আগমন ক'রে তার সুখ বর্ধন করে, এই সোম আপনাকে সেইরকম করুক, এই বোধহয় ঋকের মর্ম॥ ১৩ ঋকে—শৃঙ্গবৃষা একজন

ঋষি, ইন্দ্র তাকে পিতা বলেছিলেন। যে যজ্ঞে কুণ্ড ভ'রে সোম পান করা যায়, তার নাম কুণ্ডপায়ী যজ্ঞ। সায়ণ॥ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা এই সূক্তের কতকগুলি ঋকে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। যথা,—১ ঋক—"হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের নিকট আগমন করুন। আমরা সত্ত্বভাববিশিষ্ট মানুষ (অথবা, আপনার প্রভাবের দ্বারা আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন হ'তে পারি, তা বিহিত করুন); অতএব জন্মসহজাত এই যে অতি সামান্য শুদ্ধসত্ত্ব আছে, সর্বতোভাবে তা গ্রহণ করুন, এবং আমার এই উপেক্ষিত হৃদয়রূপ দর্ভাসনে আসীন হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে আমার ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাকে সত্ত্বসম্পন্ন করুন এবং আমার এই উপেক্ষিত হৃদয়ে আসন গ্রহণ করুন)।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"বলাধিপতি হে দেব! প্রার্থনাসমন্বিত সুপথপ্রদর্শক পাপহারক ভক্তিজ্ঞান আপনাকে সাধকহৃদয়ে প্রাপ্ত করায়; হে দেব! আমাদের প্রার্থনা, পূজা গ্রহণ করুন।" (ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত প্রার্থনার দ্বারা সাধক ভগবান্ প্রাপ্ত হন)। [...যদি সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির একত্র মিলন হয় এবং তার উপরে প্রার্থনার সংযোগ ঘটে, তাহলে সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তির বিলম্ব হয় না। তাই বলা হয়েছে— 'প্রার্থনা-সমন্বিত ভক্তিজ্ঞান আপনাকে সাধক-হৃদয়কে প্রাপ্ত করায়। ভক্তি ও জ্ঞানই মানুষের মোক্ষ মার্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল]।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—"বলাধিপতে হে দেব! প্রার্থনাকারী সত্ত্বভাবকামী আমরা বিশুদ্ধ হৃদয়ে সত্ত্বভাবদাতা আপনাকে যেন আহ্বান করি।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাবদায়ক ভগবানকে আরাধনা ক'রি)। [মন্ত্রটির মধ্যে আত্ম-উদ্বোধনের ভাবও আছে। ভগবানই সত্ত্বভাবের আধার, তাঁর কাছ থেকেই মানুষ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়। তাই তাঁকে আরাধনা করা হয়েছে এবং তাঁর কাছেই প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছে। যাঁরা সত্ত্বভাব লাভ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা সেই কল্পতরুমূলেই কামনা নিবেদন করেন। আর ঐকান্তিকতার সাথে প্রার্থনা করলে তা কখনও বিফল হয় না]।—ইত্যাদি॥ এ ছাড়া ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ ঋক্ আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র যথাক্রমে ৩০৯ বা ১০০, ৩০৯, ৩০৯ ও ১৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে প্রদত্ত হয়েছে। উৎসাহী পাঠকের দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ১৮ সূক্ত —

[দেবতা : ১-৭, ১০-২২ আদিত্য; ৮ অশ্বিদ্বয়; ৯ অগ্নি, সূর্য, বায়ু। ঋষি : ইরিম্বিঠি। ছন্দ : উষ্ণিক্]

ইদং হ নূনমেষাং সুম্নং বিক্ষেত মর্ত্যঃ। আদিত্যানামপূর্ব্যং সবীমনি॥ ১॥
অনর্বাণো হ্যেষাং পন্থা আদিত্যানাম্। অদব্ধাঃ সন্তি পায়বঃ সুগেবৃধঃ॥ ২॥
তৎসু নঃ সবিতা ভগো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
শর্ম যচ্ছন্তু সপ্রথো যদীমহে॥ ৩॥
দেবেভির্দেব্য দিতেহরিষ্টভর্মন্না গহি। স্মৎসূরিভিঃ পুরুপ্রিয়ে সুশর্মভিঃ॥ ৪॥
তে হি পুত্রাসো অদিতের্বিদুর্দ্বেষাংসি যোতবে। অংহোশ্চিদুরুচক্রয়োহনেহসঃ॥ ৫॥
অদিতির্নো দিবা পশুমদিতির্নক্তমদ্বয়াঃ। অদিতিঃ পাত্বংহসঃ সদাবৃধা॥ ৬॥
উত স্যা নো দিবা মতিরদিতিরূত্যা গমৎ। সা শন্তাতি ময়স্করদপ স্রিধঃ॥ ৭॥

উত ত্যা দৈব্যা ভিষজা শং নঃ করতো অশ্বিনা। যুযুযাতামিতো রপো অপ স্রিধঃ ॥ ৮॥
শমগ্নিরগ্নিভিঃ করচ্ছং নস্তপতু সূর্যঃ। শং বাতো বাত্বরপা অপ স্রিধঃ ॥ ৯॥
অপামীবামপ স্রিধমপ সেধত দুর্মতিম্। আদিত্যাসো যুযোতনা নো অংহসঃ ॥ ১০॥
যুযোতা শরুমস্মদাঁ আদিত্যাস উতামতিম্। ঋধগ্দ্বেষঃ কৃণুত বিশ্ববেদসঃ ॥ ১১॥
তৎ সু নঃ শর্ম যচ্ছতাদিত্যা যন্মুমোচতি। এনস্বন্তং চিদেনসঃ সুদানবঃ ॥ ১২॥
যো নঃ কশ্চিদ্রিরিক্ষতি রক্ষস্ত্বেন মর্ত্যঃ। স্বৈঃ ষ এবৈ রিরিষীষ্ট যুর্জনঃ ॥ ১৩॥
সমিত্তমঘমশ্নবদ্দুঃশংসং মর্ত্যং রিপুম্। যো অস্মত্রা দুর্হণাবাঁ উপ দ্বয়ুঃ ॥ ১৪॥
পাকত্রা স্থন দেবা হৃৎসু জানীথ মর্ত্যম্। উপ দ্বয়ুং চাদ্বয়ুং চ বসবঃ ॥ ১৫॥
আ শর্ম পর্বতানামোতাপাং বৃণীমহে। দ্যাবাক্ষামারে অস্মদ্রপস্কৃতম্ ॥ ১৬॥
তে নো ভদ্রেণ শর্মণা যুষ্মাকং নাবা বসবঃ। অতি বিশ্বানি দুরিতা পিপর্তন ॥ ১৭॥
তুচে তনায় তৎ সু নো দ্রাঘীয় আয়ুর্জীবসে। আদিত্যাসঃ সুমহসঃ কৃণোতন ॥ ১৮॥
যজ্ঞো হীলো বো অন্তর আদিত্যা অস্তি মৃলত। যুষ্মে ইদ্বো অপি ষ্মসি সজাত্যে ॥ ১৯॥
বৃহদ্বরূথং মরুতাং দেবং ত্রাতারমশ্বিনা। মিত্রমীমহে বরুণং স্বস্তয়ে ॥ ২০॥
অনেহো মিত্রার্যমন্নৃবদ্বরুণ শংস্যম্। ত্রিবরূথং মরুতো যন্ত নশ্ছর্দিঃ ॥ ২১॥
যে চিদ্ধি মৃত্যুবন্ধব আদিত্যা মনবঃ স্মসি। প্র সূ ন আয়ুর্জীবসে তিরেতন ॥ ২২॥

মন্ত্রার্থ — এই সকল আদিত্যগণের নিকট মানুষ অপূর্ব সুখ যাচ্ঞা করে ॥ ১॥

এই আদিত্যগণের পথ শত্রুকর্তৃক অপ্রতিহত ও অহিংসিত, অতএব সেই পালনীয় মার্গ সুখবর্ধক ॥ ২॥

আমরা যে বিস্তীর্ণ সুখ যাচ্ঞা করি, সবিতা, ভগ, মিত্র, বরুণ ও অর্যমা আমাদের সেই সুখ প্রদান করুন ॥ ৩॥

হে দেবি, দেবলোকের প্রিয় অদিতি! আপনি প্রতিপালন করলে কেউ হিংসা করতে পারে না। আপনি প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও সুখদাতা দেবগণের সাথে সুখভাবে আগমন করুন ॥ ৪॥

অদিতির সেই পুত্রগণ দ্বেষীগণকে পৃথক্ করতে জানেন, বিস্তীর্ণ কর্মকর্তা রক্ষকগণ পাপ হ'তে আমাদের পৃথক্ করতে জানেন ॥ ৫॥

অদিতি আমাদের পশুগণকে দিবাভাগে রক্ষা করুন, অদ্বয়া অদিতি রাত্রিকালেও রক্ষা করুন, সর্বদা বর্ধনশীল রক্ষার দ্বারা আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৬॥

স্তুতিযোগ্যা অদিতি রক্ষার সাথে দিবাভাগে আমাদের নিকট আগমন করুন; সেই অদিতি শান্তিকর সুখ বিধান করুন, শত্রুগণকে দূরীভূত করুন ॥ ৭॥

প্রসিদ্ধ দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয় আমাদের সুখ বিধান করুন, আমাদের হ'তে পাপ পৃথক করুন এবং শত্রুগণকে দূরীভূত করুন ॥ ৮॥

অগ্নি নানা অগ্নির দ্বারা আমাদের সুখ বিধান করুন, সূর্য সুখদান হয়ে তাপ দান করুন, বায়ু পাপশূন্য হয়ে বাহিত হোন ও শত্রুগণকে দূরীভূত করুন ॥ ৯॥

হে আদিত্যগণ! রোগ দূরীভূত করুন, শত্রুবৃন্দকে দূরীভূত করুন, দুর্মতি দূরীভূত করুন। আদিত্যগণ আমাদের পাপ হ'তে পৃথক্ করুন ॥ ১০ ॥

হে আদিত্যগণ! হিংসককে আমাদের নিকট হ'তে দূর করুন, দুর্মতিকে আমাদের নিকট হ'তে দূর করুন। হে সর্বজ্ঞগণ! শত্রুবৃন্দকে আমাদের নিকট হ'তে পৃথক্ করুন ॥ ১১ ॥

হে সুদানশীল আদিত্যবর্গ! আপনাদের যে কল্যাণ, পাপী স্তোতাকেও পাপ হ'তে মুক্ত করে, আমাদের সেই কল্যাণ প্রদান করুন ॥ ১২ ॥

যে কোন মানব আমাদের রাক্ষসভাবে হিংসা করে, সে নিজের কার্যের দ্বারাই হিংসিত হোক; সে ব্যক্তি অপগত হোক ॥ ১৩ ॥

যে দুষ্কৃতশালী মানব আমাদের আঘাতকারী এবং কপটাচারী, সে নিধন প্রাপ্ত হোক ॥ ১৪ ॥

হে বাসপ্রদ, আদিত্যদেববৃন্দ! আপনাদের পক্বুদ্ধি স্তোতার নিকট থাক, অতএব কপট ও অকপট উভয় রকম মানবকেই অবগত হোন ॥ ১৫ ॥

আমরা মেঘসম্বন্ধীয় ও জলসম্বন্ধীয় সুখ ভজনা করছি। হে দ্যাবাপৃথিবী! পাপকে আমাদের নিকট হ'তে দূর দেশে প্রেরণ করুন ॥ ১৬ ॥

হে বসু আদিত্যগণ! আপনারা সুন্দর, সুখকর নৌকায় আমাদের সমস্ত দুরিত হ'তে পার করুন ॥ ১৭ ॥

হে আদিত্যগণ! আপনারা সুন্দর তেজবিশিষ্ট আমাদের পুত্র ও পৌত্রবৃন্দের জন্য এবং জীবনের জন্য দীর্ঘতম আয়ু প্রেরণ করুন ॥ ১৮ ॥

হে আদিত্যবৃন্দ! আমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ আপনাদের সমীপে বর্তমান, আপনারা আমাদের সুখী করুন। আপনাদের বন্ধুত্ব লাভ ক'রে আমরা সর্বদা আপনাদেরই হবো ॥ ১৯ ॥

মরুৎগণের পালয়িতা ইন্দ্রদেব, অশ্বিদ্বয়, মিত্র ও বরুণদেবের নিকট বৃহৎ শীত ইত্যাদি নিবারক গৃহ মঙ্গলের জন্য যাচ্ঞা ক'রি ॥ ২০ ॥

হে মিত্র! হে অর্যমা! হে বরুণ! হে মরুৎগণ! আপনারা সকলে হিংসারহিত পুত্র ইত্যাদিবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য শীত, আতপ ও বর্ষা এই তিনের নিবারক গৃহ প্রদান করুন ॥ ২১ ॥

হে আদিত্যগণ! যে মানবগণ মৃত্যুর বন্ধুস্বরূপ, তাদের জীবনের জন্য আয়ু উত্তমভাবে বর্ধিত করো ॥ ২২ ॥

টীকা — স্বর্গীয় দুর্গাদাস 'সামবেদ-সংহিতা'-র মাধ্যমে এই সূক্তের কয়েকটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন—৭ ঋক্—"অপিচ, স্তবনীয় (সর্বতন্ত্রজ্ঞ) সেই অনন্তস্বরূপ দেব, সকলরকম রক্ষার সাথে আমাদের কর্মসম্পাদন-কালে (আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে) আমাদের প্রাপ্ত হোন—আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হোন; তিনি আমাদের শান্তিদায়ক পরমসুখের বিধান করুন; এবং আমাদের শত্রুসমূহকে অপসারিত করুন।" [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেবতা সৎকর্মের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে আবির্ভূত হয়ে আমাদের শত্রুবর্গকে নাশ করুন এবং আমাদের পরমসুখ দান করুন]।—ইত্যাদি ॥ এছাড়া ১০ ও ১৮ ঋক্ দুটির অনুবাদ ও বিশ্লেষণ উক্ত গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের মাধ্যমে করা হয়েছে। উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন ॥

◆ ◆

— ১৯ সূক্ত —

[দেবতা : ১-২৫ ও ২৮-৩৩ অগ্নি; ৩৪ ও ৩৫ আদিত্যগণ, ২৬ ও ২৭ ত্রসদস্যু রাজার দান দেবতা।
ঋষি : কণ্বগোত্রীয় সোভরি। ছন্দ : প্রাগাথ, দ্বিপদা, উষ্ণিক, সতোবৃহতী, ককুপ ও পংক্তি]

তং গূর্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরে। দেবত্রা হব্যমোহিরে ॥ ১॥
বিভূতিরাতিং বিপ্র চিত্রশোচিষমগ্নিমীলিষ্ব যন্তুরম্।
অস্য মেধস্য সোম্যস্য সোভরে প্রেমধ্বরায় পূর্ব্যম্ ॥ ২॥
যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্যম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ৩॥
ঊর্জো নপাতং সুভগং সুদীদিতিমগ্নিং শ্রেষ্ঠশোচিষম্।
স নো মিত্রস্য বরুণস্য সো অপামা সুম্নং যক্ষতে দিবি ॥ ৪॥
যঃ সমিধা য আহুতী যো বেদেন দদাশ মর্তো অগ্নয়ে। যো নমসা স্বধ্বরঃ ॥ ৫॥
তস্যেদর্বন্তো রংহয়ন্ত আশবস্তস্য দ্যুম্নিতমং যশঃ।
ন তমংহো দেবকৃতং কুতশ্চন ন মর্ত্যকৃতং নশৎ ॥ ৬॥
স্বগ্নয়ো বো অগ্নিভিঃ স্যাম সূনো সহস ঊর্জাম্পতে। সুবীরস্ত্বমস্মযুঃ ॥ ৭॥
প্রশংসমানো অতিথির্ন মিত্রিয়োঽগ্নী রথো ন বেদ্যঃ।
ত্বে ক্ষেমাসো অপি সন্তি সাধবস্ত্বং রাজা রয়ীণাম্ ॥ ৮॥
সো অদ্ধা দাশ্বধ্বরোঽগ্নে মর্তঃ সুভগ স প্রশংস্যঃ। স ধীভিরস্তু সনিতা ॥ ৯॥
যস্য ত্বমূর্ধ্বো অধ্বরায় তিষ্ঠসি ক্ষয়দ্বীরঃ স সাধতে।
সো অর্বদ্ভিঃ সনিতা স বিপন্যুভিঃ স শূরৈঃ সনিতা কৃতম্ ॥ ১০॥
যস্যাগ্নির্বপুর্গৃহে স্তোমং চনো দধীত বিশ্ববার্যঃ।
হব্যা বা বেবিষদ্বিষঃ ॥ ১১॥
বিপ্রস্য বা স্তুবতঃ সহসো যহো মক্ষূতমস্য রাতিষু।
অবোদেবমুপরিমর্ত্যং কৃধি বসো বিবিদুষো বচঃ ॥ ১২॥
যো অগ্নিং হব্যদাতিভি র্নমোভি র্বা সুদক্ষমাবিবাসতি।
গিরা বাজিরশোচিষম্ ॥ ১৩॥
সমিধা যো নিশিতী দাশদদিতিং ধামভিরস্য মর্ত্যঃ।
বিশ্বেৎস ধীভিঃ সুভগো জনাঁ অতি দ্যুম্নৈরুদ্ন ইব তারিষৎ ॥ ১৪॥
তদগ্নে দ্যুম্নমা ভর যৎসাসহৎসদনে কং চিদত্রিণম্। মন্যুং জনস্য দূঢ্যং ॥ ১৫॥
যেন চষ্টে বরুণো মিত্রো অর্যমা যেন নাসত্যা ভগঃ।
বয়ং তত্তে শবসা গাতুবিত্তমা ইন্দ্রত্বোতা বিধেমহি ॥ ১৬॥

তে ঘেদগ্নে স্বাধ্যো যে ত্বা বিপ্র নিদধিয়ো নৃচক্ষসম্।
বিপ্রাসোদেব সুক্রতুম্ ॥ ১৭॥
ত ইদ্বেদিং সুভগ ত আহুতিং তে সোতুং চক্রিরে দিবি।
ত ইদ্বাজেভি র্জিগ্যুর্মহদ্ধনং যে ত্বে কামং ন্যেরিরে ॥ ১৮॥
ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ।
ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ ॥ ১৯॥
ভদ্রং মনঃ কৃণুষ্ব বৃত্রতূর্যে যেনা সমৎসু সাসহঃ।
অব স্থিরা তনুহি ভূরি শর্ধতাং বনেমা তে অভিষ্টিভিঃ ॥ ২০॥
ঈলে গিরা মনুর্হিতং যং দেবা দূতমরতিং ন্যেরিরে ।
যজিষ্ঠং হব্যবাহনম্ ॥ ২১॥
তিগ্মজম্ভায় তরুণায় রাজতে প্রয়ো গায়স্যগ্নয়ে।
যঃ পিংশতে সূনৃতাভিঃ সুবীর্যমগ্নির্ঘৃতেভিরাহুতঃ ॥ ২২॥
যদী ঘৃতেভিরাহুত বাশীমগ্নির্ভরত উচ্চাবচ। অসুর ইব নির্ণিজম্ ॥ ২৩॥
যো হব্যান্যৈরয়তা মনুর্হিতো দেব আসা সুগন্ধিনা।
বিবাসতে বার্যানি স্বধ্বরো হোতা দেবো অমর্ত্যঃ ॥ ২৪॥
যদগ্নে মর্ত্যস্ত্বং স্যামহং মিত্রমহো অমর্ত্যঃ। সহসঃ সূনবাহুত ॥ ২৫॥
ন ত্বা রাসীয়াভিশস্তয়ে বসো ন পাপত্বায় সন্ত্য।
ন মে স্তোতামতীবা ন দুর্হিতঃ স্যাদগ্নে ন পাপয়া ॥ ২৬॥
পিতুর্ন পুত্রঃ সুভৃতো দুরোণ আ দেবাঁ। এতু প্র ণো হবিঃ ॥ ২৭॥
তবাহমগ্ন উতিভির্নেদিষ্ঠাভিঃ সচেয় জোষমা বসো। সদা দেবস্য মর্ত্যঃ ॥ ২৮॥
তব ক্রত্বা সনেয়ং তব রাতিভিরগ্নে তব প্রশস্তিভিঃ।
ত্বামিদাহুঃ প্রমতিং বসো মমাগ্নে হর্ষস্ব দাতবে ॥ ২৯॥
প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবীরাভিস্তিরতে বাজভর্মভিঃ।
যস্য ত্বং সখ্যমাবয়ঃ ॥ ৩০॥
তব দ্রপ্সো নীলবান্বাশ ঋত্বিয় ইন্ধানঃ সিষ্ণবা দদে।
ত্বং মহীনামুষসামসি প্রিয়ঃ ক্ষপো বস্তুষু রাজসি ॥ ৩১॥
তমাগন্ম সোভরয়ঃ সহস্রমুষ্কং স্বভিষ্টিমবসে। সম্রাজং ত্রাসদস্যবম্ ॥ ৩২॥
যস্য তে অগ্নে অন্যে অগ্নয় উপক্ষিতো বয়া ইব।
বিপো ন দ্যুম্না নি যুবে জনানাং তব ক্ষত্রাণি বর্ধয়ন্ ॥ ৩৩॥
যমাদিত্যাসো অদ্রুহঃ পারং নয়থ মর্ত্যম্। মঘোনাং বিশ্বেষাং সুদানবঃ ॥ ৩৪॥
যূয়ং রাজানঃ কং চিচ্চর্ষণীসহঃ ক্ষয়ন্তং মানুষাঁ অনু।
বয়ং তে বো বরুণ মিত্রার্যমন্ৎস্যামেদৃতস্য রথ্যঃ ॥ ৩৫॥

অদান্মে পৌরুকুৎস্যঃ পঞ্চাশতং ত্রসদস্যুর্বধূনাম্। মংহিষ্ঠো অর্যঃ সৎপতিঃ ॥ ৩৬॥
উত মে প্রয়িয়োর্বয়িয়োঃ সুবাস্ত্বা অধি তুগ্বনি।
তিসৃণাং সপ্ততীনাং শ্যাবঃ প্রণেতা ভুবদ্বসুর্দিয়ানাং পতিঃ ॥ ৩৭॥

মন্ত্রার্থ — হে স্তোতা! প্রসিদ্ধ অগ্নির স্তব করো, তিনি হব্য স্বর্গে নিয়ে যান; ঋত্বিক্‌গণ স্বামী অগ্নিদেবের নিকট গমন করেন এবং দেববৃন্দকে হব্য প্রদান করেন ॥ ১ ॥

হে মেধাবী সোভরি! বিভূতি দানবিশিষ্ট, বিচিত্র দীপ্তিমান্ সোমসাধ্য এই যজ্ঞের নিয়ন্তা এই পুরাতন অগ্নিকে যাগ করবার জন্য স্তুতি করো ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনি যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, দেববৃন্দের মধ্যে দেব, হোতা, অমর এবং এই যজ্ঞের সুকর্তা; আমরা আপনার ভজনা ক'রি ॥ ৩ ॥

অন্নের প্রদানকারী, সুভগ, সুদীপ্তিকারী, উৎকৃষ্ট জ্বালাযুক্ত অগ্নিকে স্তব ক'রি। তিনি আমাদের জন্য দ্যুলোকে মিত্র ও বরুণের সুখ লক্ষ্য ক'রে এবং জলদেবতাবর্গের সুখের জন্য যজ্ঞ করুন ॥ ৪ ॥

যে মানব সমিধের দ্বারা অগ্নির পরিচর্যা করে, যে আহুতির দ্বারা ও বেদের দ্বারা পরিচর্যা করে, যে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট হয়ে নমস্কারের দ্বারা পরিচর্যা করে ॥ ৫ ॥

তারই ব্যাপ্তিশীল অশ্বগণ বেগবান্ হয়, তারই যশ সর্বাপেক্ষা দীপ্ত হয়, দেবকৃত ও মর্ত্যকৃত পাপ তার নিকট গমন করতে পারে না ॥ ৬ ॥

হে বলের পুত্র! হে অন্নপতি! আপনার অঙ্গভূত অগ্নিসমূহের দ্বারা উত্তমাগ্নিযুক্ত হবো। আপনি সুবীর, আপনি আমাদের কামনা করুন ॥ ৭ ॥

প্রশংসাকারী অতিথির মতো অগ্নি স্তোতাবর্গের হিতকর, রথের মতো ফলপ্রাপক। হে অগ্নি! আপনাতে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রসমূহ আছে, আপনি ধনের রাজা ॥ ৮ ॥

হে সুভগ অগ্নি! যে মানব যজ্ঞ করে, সে সত্যফল প্রাপ্ত হোক, সে প্রশংসনীয় হোক, সে স্তোত্রের দ্বারা ভজনশীল হোক ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! যার যজ্ঞের জন্য আপনি ঊর্ধ্ব হয়ে থাকেন, সে নিবাসশীল বীরযুক্ত হয়ে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে অশ্বের দ্বারা জয় ভোগ করে, সে প্রশংসনীয় হোক, সে মেধাবী ও বীরগণের সাথে মিলিত হয় ॥ ১০ ॥

বিশ্বের বরণীয়, রূপবান্ অগ্নি যার গৃহে স্তোত্র এবং অন্ন ধারণ করেন, তার হব্য দেবগণে ব্যাপ্ত হয় ॥ ১১ ॥

হে বলের পুত্র বসু অগ্নি! মেধাবী অথবা স্তোতার হব্যদানে ত্বরাবান্ অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য দেববর্গের নিম্নে এবং মর্ত্যগণের উপরে ব্যাপ্ত করুন ॥ ১২ ॥

যে হব্যদান ও নমস্কারের দ্বারা শোভন বলযুক্ত অগ্নির পরিচর্যা করে, অথবা স্তুতির দ্বারা তেজবিশিষ্ট অগ্নির পরিচর্যা করে, সে সমৃদ্ধ হয় ॥ ১৩ ॥

যে মানব এই অগ্নির অবয়বের সাথে অখণ্ডনীয় অগ্নিকে সমিধের দ্বারা পরিচর্যা করে, সে কর্মের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ হয়ে শোভমান অন্নের দ্বারা জলের মতো সমস্ত লোককে অতিক্রম করে ॥ ১৪ ॥

হে অগ্নি! যে ধন গৃহে রাক্ষসবর্গকে অভিভূত করে এবং পাপবুদ্ধি ব্যক্তির ক্রোধ অভিভূত করে, সেই ধন আহরণ করুন ॥ ১৫ ॥

যে অগ্নির তেজের দ্বারা বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আলোক দান করেন, নাসত্যদ্বয় এবং ভগ যার দ্বারা আলোক দান করেন, আমরা বলের দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক তেজস্বী হয়ে এবং ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত হয়ে, হে অগ্নি! আপনার সেই তেজের পরিচর্যা ক'রি ॥ ১৬॥

হে মেধাবী দ্যুতিমান্ অগ্নি! যে মেধাবিবর্গ মানবদের সাক্ষিস্বরূপ সুন্দরকর্মযুক্ত অগ্নিকে ধারণ করে, তারাই উৎকৃষ্ট ধ্যানযুক্ত হয় ॥ ১৭॥

হে সুভগ! তারাই আপনার জন্য বেদী প্রস্তুত করে, আহুতি প্রদান করে, দ্যুতিমান দিনে অভিষবের জন্য উদ্যোগ করে, তারাই বলের দ্বারা প্রভূত ধন লাভ করে, তারাই আপনাতে অভিলাষ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮॥

আহূত অগ্নি আমাদের কল্যাণকর হোন। হে সুভগ অগ্নি! আপনার দান আমাদের কল্যাণকর হোক। যজ্ঞে কল্যাণকর হোক, স্তুতি কল্যাণকর হোক ॥ ১৯॥

হে অগ্নি! সংগ্রামে মন কল্যাণকর করুন, আপনি এই মনের দ্বারা সংগ্রামে শত্রুবৃন্দকে পরাজিত করুন, অভিভবকারী শত্রুবৃন্দদের প্রভূত ও স্থির বল পরাজিত করুন, আমরা অভিগমনসাধন হব্যের দ্বারা আপনার ভজনা করবো ॥ ২০॥

আমরা স্তুতির দ্বারা মনুকর্তৃক আহিত অগ্নিকে পূজা ক'রি, তিনি সর্বাপেক্ষা যজ্ঞকারী, হব্যবাহন, ঈশ্বর ও দূতরূপে দেবগণকর্তৃক প্রেরিত হন ॥ ২১॥

তীক্ষ্ণ জ্বালাবিশিষ্ট, নিত্যতরুণ, শোভমান অগ্নির উদ্দেশে, হে স্তোতা! অন্নবিষয়ে গান করো। অগ্নি সুনৃত বাক্যের দ্বারা স্তুত ও ঘৃতের দ্বারা আহুত হয়ে স্তোতাকে শোভন বীর্য দান করেন ॥ ২২॥

ঘৃতের দ্বারা আহুত অগ্নি যখন ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে শব্দ সম্পাদন করেন, তখন অসুর সূর্যের মতো নিজের রূপ প্রকাশ করেন ॥ ২৩॥

যে মনুকর্তৃক আহিত দ্যোতমান অগ্নি সুগন্ধি মুখের দ্বারা হব্য প্রেরণ করেন, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, দেবহোতা, দীপ্তিমান, মরণরহিত সেই অগ্নি ধনের পরিচর্যা করেন ॥ ২৪॥

হে বলের পুত্র আহূত, অনুকূলদীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি! আমি মর্ত্য, আমি যেন আপনার মতো হ'তে পারি ॥ ২৫॥

হে বসু! আপনাকে মিথ্যা অপবাদের জন্য তিরস্কার করবো না, হে সত্য! আপনাকে পাপের জন্য তিরস্কার করবো না। আমার স্তোতা অনভিমত বচনের দ্বারা আপনার প্রতি আক্রোশ করবে না। দুর্বুদ্ধি শত্রু যেন আমাদের না হয়, সে যেন পাপ বুদ্ধির দ্বারা আমাদের বাধা প্রদান করতে না পারে ॥ ২৬॥

পুত্র পিতার উদ্দেশে যেমন করে, আমাদের পোষক অগ্নি যজ্ঞগৃহে দেববৃন্দের উদ্দেশে সেইরকম আমাদের হব্য প্রেরণ করেন ॥ ২৭॥

হে বসু! আপনার নিকটবর্তী রক্ষার দ্বারা, আমি মর্ত্য, আমি যেন সর্বদা প্রীতি সেবা করতে পারি ॥ ২৮॥

হে অগ্নি আপনার পরিচর্যার দ্বারা আপনার ভজনা করবো, আপনার হব্যদানের দ্বারা ও আপনার প্রশংসার দ্বারা আপনার ভজনা করবো; হে বসু! আপনি প্রকৃষ্টবুদ্ধি, আপনাকেই আমাদের রক্ষক ব'লে বলে। হে অগ্নি! দানের জন্য হৃষ্ট হোন ॥ ২৯॥

হে অগ্নি! আপনি যার সখ্য গ্রহণ করেন, আপনার বীরযুক্ত এবং অন্নপূর্ণ রক্ষার দ্বারা সে প্রবর্ধিত হয় ॥ ৩০॥

হে সোমসিক্ত, দ্রবণবান্, নীড়বান্, কমনীয়, ঋতুজাত দীপ্ত অগ্নি! আপনার জন্য সোম গৃহীত হচ্ছে; আপনি মহতী উষাসমূহের প্রিয়, রাত্রিকালের বস্তুতে প্রকাশিত হোন ॥৩১॥

সোভরিগণ রক্ষার জন্য অগ্নির নিকট গমন করছে, তিনি সহস্র তেজবিশিষ্ট, সম্রাট্ এবং ত্রসদস্যুর স্তুত ও সুন্দররূপে আগমন করেন ॥৩২॥

হে অগ্নি! অন্য অগ্নিসকল আপনার শাখার মতো নিকটে অবস্থান করে। মানবগণের মধ্যে আমি আপনার বল স্তুতির দ্বারা বর্ধিত ক'রে অন্য স্তোতার মতো দ্যোতমান অন্ন প্রাপ্ত হবো ॥৩৩॥

হে দ্রোহরহিত, উত্তম দানবিশিষ্ট আদিত্যবর্গ! সমস্ত হবিষ্মানগণের মধ্যে যাকে পারে নীত করেন সেই ফল লাভ করে ॥৩৪॥

হে শোভমান, শত্রুবৃন্দের অভিভবিতা আদিত্যবর্গ! আপনারা মানবগণের বিনাশকর শত্রুবর্গকে অভিভূত করুন। হে বরুণ! হে মিত্র! হে অর্যমা! সেই আমরা আপনাদের সম্বন্ধীয় যজ্ঞের নেতা হবো ॥৩৫॥

পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু আমাকে পঞ্চাশ জন বধূ প্রদান করেছেন; তিনি দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর্য এবং সৎপতি ॥৩৬॥

সুনিবাসবিশিষ্ট নদীর ঘাটে, শ্যামবর্ণবিগের নেতা, পূজনীয় ধনদানের যোগ্য দুই শত দশ সংখ্যক গোসমূহের পতি ত্রসদস্যু, অন্ন ও ধন দান করেছিলেন ॥৩৭॥

টীকা — ২৩ ঋকে উল্লেখিত 'অসুর' শব্দ অষ্টম মণ্ডলে আট বার ব্যবহৃত হয়েছে, যথা—১৯ সূক্তের ২৩ ঋকে সূর্য সম্বন্ধে, ২০ সূক্তের ১৭ ঋকে মেঘ বা বলবান্ সম্বন্ধে, ২৫ সূক্তের ৪ ঋকে মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে, ২৭ সূক্তের ২০ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ৪২ সূক্তের ১ ঋকে বরুণ সম্বন্ধে, ৯০ সূক্তের ৬ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে, ৯৬ সূক্তের ৯ ঋকে বলবান্ শত্রু সম্বন্ধে এবং ৯৭ সূক্তের ১ ঋকেও বলবান্ শত্রু সম্বন্ধে। অতএব শেষোক্ত দুটি স্থান ভিন্ন আর সকল ক্ষেত্রেই অসুর শব্দ দেববৃন্দের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ২৫ ঋকে মূলে 'যং অগ্নে মর্ত্যঃ ত্বং স্যাং অহং' আছে। মর্ত্য মানব অমর অগ্নির মতো হবার অভিলাষ করছেন॥ ২১ ও ২৪ ঋক্ হ'তে প্রকাশ হয় যে, মনু অগ্নিপূজার একজন অনুষ্ঠান কর্তা॥ শেষ ঋক্‌টির বক্তব্য পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুরাজা শ্যামবর্ণ লোকের নেতা। এই শ্যামবর্ণ লোক কা'রা?—আমাদের আধ্যাত্মিক বক্তব্য উপলক্ষে আমরা আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'র পৃষ্ঠা থেকে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত কতকগুলি ঋক্কের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেমন,—১ম ঋক্—"হে মন। সকলের নেতা সেই জ্ঞান-দেবতাকে তুমি স্তুতি করো; [উদ্বোধনার ভাব এই যে, সাধক-গায়কের মন যেন জ্ঞানের অনুসারী হয়]; দেবভাব-সমন্বিত ভগবৎপরায়ণ জনগণ, দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণযুক্ত পরমৈশ্বর্যশালী, সকলের প্রভু নির্বিকার ভগবানকে প্রাপ্ত হন; হে মন। তুমি তাঁদের অনুসারী হয়ে তোমার পূজাকে (বিহিত কর্মকে) সকল দেবগণকে প্রাপ্ত করাও।" [এখানে সাধকের মন ও কর্ম যেন দেবত্বের অনুসারী হয়—এটাই সম্বন্ধ]॥ ৩ ঋক্—"হে দেব। আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মের সুনিষ্পাদক, যাজক-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভগবানের শ্রেষ্ঠপূজক, দেবগণের আহ্বানকর্তা অর্থাৎ দেবভাব-প্রদাতা, দেবগণের মধ্যে অতিশয়রূপে দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণযুক্ত, অবিনাশী (মরণরহিত) আপনাকে আমরা সম্যক্‌রূপে ভজনা করি—অর্চনা করি—অনুসরণ করি।" [ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতাই দেবত্বপ্রাপক। অতএব, আমরা জ্ঞানের অনুসারী হই—এই সম্বন্ধ]॥ ১৫ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব। আপনি আমাদের সেই জ্ঞানরূপ পরম ধন প্রাপ্ত করান, যে ধন আমাদের হৃদয়রূপ যজ্ঞগৃহে বর্তমান সকল রকম রিপুরূপ শত্রুকে অভিভূত করতে পারে; আরও, আমাদের পাপবুদ্ধিরূপ শত্রুকে এবং লোকের দৈন্যকে অর্থাৎ সৎকর্মসাধনে অসামর্থ্যকে অভিভব করুন—দূর করুন।" [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেব আমাদের যেন সেই ধন

প্রদান করেন, যে ধন আমাদের এবং সকল প্রাণীর শত্রুকে বিনাশ করতে সমর্থ হয়] ইত্যাদি॥ এই তিনটি ঋক্ যথাক্রমে উপরোক্ত গ্রন্থের ৬৯২ বা ৮৬, ৫৭৯ বা ৮৬ ও ৮৬ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত। এছাড়া এই সূক্তের ২, ৪, ১৯, ২০, ৩০ ও ৩১ ঋকের আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও বিশ্লেষণ উপর্যুক্ত গ্রন্থের যথাক্রমে ৬৯২, ৫৭৯, ৮৬ বা ৬৩৬, ৬৩৬, ৮৬ বা ৭৬৮ ও ৭৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ২০ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : সোভরি। ছন্দ : প্রাগাথ]

আ গন্তা মা রিষণ্যত প্রস্থাবানো মাপ স্থাতা সমন্যবঃ। স্থিরা চিন্নময়িষ্ণবঃ ॥ ১॥
বীলুপবিভির্মরুত ঋভুক্ষণ আ রুদ্রাসঃ সুদীতিভিঃ।
ইষা নো অদ্যা গতা পুরুস্পৃহো যজ্ঞমা সোভরীয়বঃ ॥ ২॥
বিদ্মা হি রুদ্রিয়াণাং শুষ্মমুগ্রং মরুতাং শিমীবতাম্।
বিষ্ণোরেষস্য মীড়্হুষাম্ ॥ ৩॥
বি দ্বীপানি পাপতন্তিষ্ঠদ্দুচ্ছুনোভে যুজন্ত রোদসী।
প্র ধন্বান্যৈরত শুভ্রখাদয়ো যদেজথ স্বভানবঃ ॥ ৪॥
অচ্যুতা চিদ্বো অজ্মন্না নানদতি পর্বতাসো বনস্পতিঃ। ভূমির্যামেষু রেজতে ॥ ৫॥
অমায় বো মরুতো যাতবে দ্যৌর্জিহীত উত্তরা বৃহৎ।
যত্রা নরো দেদিশতে তনূষ্বা ত্বক্ষাংসি বাহ্বোজসঃ ॥ ৬॥
স্বধামনু শ্রিয়ং নরো মহি ত্বেষা অমবন্তো বৃষপ্সবঃ। বহন্তে অহ্রুতপ্সবঃ ॥ ৭॥
গোভির্বাণো অজ্যতে সোভরীণাং রথে কোশে হিরণ্যয়ে।
গোবন্ধবঃ সুজাতাস ইষে ভুজে মহান্তো নঃ স্পরসে নু ॥ ৮॥
প্রতি বো বৃষদঞ্জয়ো বৃষ্ণে শর্ধায় মারুতায় ভরধ্বম্। হব্যা বৃষপ্রয়াব্ণে ॥ ৯॥
বৃষণশ্বেন মরুতো বৃষপ্সুনা রথেন বৃষনাভিনা।
আ শ্যেনাসো ন পক্ষিণো বৃথা নরো হব্যা নো বীতয়ে গত ॥ ১০॥
সমানমঞ্জ্যেষাং বি ভ্রাজন্তে রুক্মাসো অধি বাহুষু। দবিদ্যুতত্যৃষ্টয়ঃ ॥ ১১॥
ত উগ্রাসো বৃষণ উগ্রবাহবো নকিষ্টনূষু যেতিরে।
স্থিরা ধন্বান্যায়ুধা রথেষু বোঽনীকেষ্বধি শ্রিয়ঃ ॥ ১২॥
যেষামর্ণো ন সপ্রথো নাম ত্বেষং শশ্বতামেকমিদ্ভুজে। বয়ো ন পিত্র্যং সহঃ ॥ ১৩॥
তান্বন্দস্ব মরুতস্তাঁ উপ স্তুহি তেষাং হি ধুনীনাম্।
অরাণাং ন চরমস্তদেষাং দানা মহ্না তদেষাম্ ॥ ১৪॥

সুভগঃ স ব উতিদাস পূর্বাসু মরুতো ব্যুষ্টিষু। যো বো নূনমুতাসতি ॥ ১৫॥
যস্য বা যূয়ং প্রতি বাজিনো নর আ হব্যা বীতয়ে গথ।
অভি ষ দ্যুম্নৈরুত বাজসাতিভিঃ সুম্না বো ধূতয়ো নশৎ ॥ ১৬॥
যথা রুদ্রস্য সূনবো দিবো বশন্ত্যসুরস্য বেধসঃ। যুবানস্তথেদসৎ ॥ ১৭॥
যে চার্হন্তি মরুতঃ সুদানবঃ স্মন্মীড়্হুষশ্চরন্তি যে।
অতশ্চিদা ন উপ বস্যসা হৃদা যুবান আ ববৃধ্বম্ ॥ ১৮॥
যূন উ ষু নবিষ্ঠয়া বৃষ্ণঃ পাবকাঁ অভি সোভরে গিরা। গায় গা ইব চর্কৃষৎ ॥ ১৯॥
সাহা যে সন্তি মুষ্টিহেব হব্যো বিশ্বাসু পৃৎসু হোতৃষু।
বৃষ্ণশ্চন্দ্রান্ন সুশ্রবস্তমান্ গিরা বন্দস্ব মরুতো অহ ॥ ২০॥
গাবশ্চিদঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ ॥ ২১॥
মর্তশ্চিদ্বো নৃতবো রুক্মবক্ষস উপ ভ্রাতৃত্বমায়তি।
অধি নো গাত মরুতঃ সদা হি ব আপিত্বমস্তি নিধ্রুবি ॥ ২২॥
মরুতো মারুতস্য ন আ ভেষজস্য বহতা সুদানবঃ।
যূয়ং সখায়ঃ সপ্তয়ঃ ॥ ২৩॥
যাভিঃ সিন্ধুমবথ যাভিস্তূর্বথ যাভির্দশস্যথা ক্রিবিম্।
ময়ো নো ভূতোতিভির্ময়োভুবঃ শিবাভিরসচদ্বিষঃ ॥ ২৪॥
যৎ সিন্ধৌ যদসিক্ন্যাং যৎ সমুদ্রেষু মরুতঃ সুবর্হিষঃ।
যৎ পর্বতেষু ভেষজম্ ॥ ২৫॥
বিশ্বং পশ্যন্তো বিভৃথা তনূষ্বা তেনা নো অধি বোচত।
ক্ষমা রপো মরুত আতুরস্য ন ইষ্কর্তা বিহ্রুতং পুনঃ ॥ ২৬॥

মন্ত্রার্থ — হে প্রস্থানশীল মরুৎগণ। আপনারা আগমন করুন, হিংসা করবেন না। আপনারা সমান ক্রোধবিশিষ্ট হয়ে দৃঢ় পর্বতকেও কম্পিত করুন; আমাদের অন্যত্র থাকবেন না ॥ ১ ॥

হে দীপ্তনিবাসযুক্ত রুদ্রপুত্র মরুৎগণ। সুন্দর দীপ্তিযুক্ত দৃঢ় নেমিযুক্ত রথে আগমন করুন। হে সকলের স্পৃহণীয়গণ। আপনারা সোভরিকে কামনা পূর্বক অন্নের সাথে অদ্য আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ২ ॥

কর্মবান ও বিষ্ণু ও অভিলষণীয় জলের সেক্তা রুদ্রপুত্র মরুৎগণের উগ্র বল জ্ঞাত আছি ॥ ৩ ॥

হে সুন্দর আয়ুধযুক্ত দীপ্তিযুক্তগণ। আপনারা যখন কম্পিত করেন, তখন দ্বীপসকল পতিত হয়; স্থাবর পদার্থ দুঃখপ্রাপ্ত হয়; দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত হয়, গমনশীল জল প্রগত হয় ॥ ৪ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা গমন করলে অচ্যুত মেঘ ও বৃক্ষ ইত্যাদি অত্যন্ত শব্দ করে, পৃথিবী কম্পিত হয় ॥ ৫ ॥

হে মরুৎগণ। আপনাদের দলের গমনের জন্য দ্যুলোক বৃহৎ অন্তরীক্ষ ত্যাগ ক'রে ঊর্ধ্বগত হয়েছেন। বহুবলযুক্ত নেতা মরুৎগণ দীপ্ত আভরণ আপন শরীর ধারণ করছেন ॥ ৬ ॥

দীপ্ত বলবান্, বর্ষণরূপ ও অকুটিল নেতা মরুৎগণ অন্নের উদ্দেশে মহাশোভা ধারণ করছেন ॥ ৭ ॥

সোভরি ঋষিবর্গের শব্দের দ্বারা হিরণ্ময় রথের মধ্যদেশে মরুৎগণের বাণ ব্যক্ত হচ্ছে। গোমাতৃক সুজন্মা, মহানুভব মরুৎগণ আমাদের অন্ন ভোগ ও প্রীতিপ্রদ হোন ॥ ৮ ॥

হে সোমবর্ষী অধ্বর্যুগণ! বৃষ্টিপ্রদ মরুৎগণের বলের জন্য হব্য আহরণ করো। ঐ বলের দ্বারা তাঁরা সেক্তা ও প্রকৃষ্ট গমনযুক্ত হন ॥ ৯ ॥

নেতা মরুৎগণ সেচনসমর্থ, অশ্বযুক্ত, বৃষ্টিপ্রদরূপযুক্ত, বৃষ্টিপ্রদ নাভিযুক্ত রথে হব্যের নিকট অনায়াসে শ্যেনপক্ষীর মতো আগমন করুন ॥ ১০ ॥

মরুৎগণের অভিব্যঞ্জক আভরণ একরকমই। দীপ্যমান সুবর্ণময় হার শোভা পাচ্ছে। বাহুর উপরিভাগে আয়ুধসকল অত্যন্ত দ্যুতিলাভ করছে ॥ ১১ ॥

উগ্র বৃষ্টিপ্রদ, উগ্র বাহুযুক্ত মরুৎগণ নিজ শরীরে যত্ন করেন না। হে মরুৎগণ! আপনাদের রথে ধনুসকল ও আয়ুধসকল স্থির এবং দৃঢ় হয়েছে, অতএব আপনাদেরই জয় হয় ॥ ১২ ॥

উদকের মতো সর্বত্রবিস্তীর্ণ দীপ্ত বহুসংখ্যক মরুতের নাম এক হয়েই পৈতৃক দীর্ঘস্থায়ী অন্নের মতো ভোগের জন্য পর্যাপ্ত হয় ॥ ১৩ ॥

তাঁদের বন্দনা করো, মরুৎগণের উদ্দেশে স্তুতি করো। আমরা আর্য স্বামীর হীন সেবকের মতো কম্প-উৎপাদক মরুৎগণের হীন সেবক তাঁদের দান মহত্ত্বযুক্ত ॥ ১৪ ॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের রক্ষা লাভ ক'রে স্তোতা অতীত দিবসসমূহে সুভগ হয়েছে, যে স্তোতা, সে অবশ্যই আপনাদের হয় ॥ ১৫ ॥

হে নেতাগণ! আপনারা হব্য ভক্ষণের জন্য যে হবিষ্মান্ ব্যক্তির হব্যের নিকট গমন করেন, হে কম্প-উৎপাদক! মরুৎগণে দ্যুতিমান্ অন্ন এবং অন্ন-সম্ভোগের দ্বারা আপনাদের দেয় সুখ তাদের চারিদিকে ব্যাপ্ত হয় ॥ ১৬ ॥

রুদ্রের পুত্র অসুরের বিধাতা, নিত্য তরুণ মরুৎগণ অন্তরীক্ষ হ'তে আগমন ক'রে যাতে আমাদের কামনা করেন, এই স্তোত্র সেইরকম হোক ॥ ১৭ ॥

যে সুন্দর দানবিশিষ্ট যজমান মরুৎগণকে পূজা করে, যারা সেক্তাগণকে হব্যের দ্বারা পূজা করে, আমরা এই উভয় রকমের লোকের সদৃশ, আমাদের উদ্দেশে অত্যন্ত ধনপ্রদ মনে আগমন ক'রে মিলিত হও ॥ ১৮ ॥

হে সোভরি! নিত্যতরুণ, অত্যন্ত বৃষ্টিপ্রদ, পাবক মরুৎগণকে অত্যন্ত নূতন বাক্যের দ্বারা সুন্দর ভাবে, কৃষকগণ যেমন, বলীবর্দের স্তব করে, সেইরকম স্তব করো ॥ ১৯ ॥

সমস্ত যুদ্ধে যোদ্ধাগণ আহ্বান করলে মরুৎগণ অভিভবকর হন। আহ্বানযোগ্য মল্লের মতো সম্প্রতি আহ্লাদকর, বৃষ্টিপ্রদ, অত্যন্ত যশস্বী মরুৎগণকে আমরা বাক্যের দ্বারা বন্দনা ক'রি ॥ ২০ ॥

হে সমান ক্রোধশীল মরুৎগণ! গোসমূহ একজাতি ব'লে সমান বন্ধুযুক্ত হয়ে চারিদিকে পরস্পর লেহন করছে ॥ ২১ ॥

হে নৃত্যকারী, বক্ষস্থলে উজ্জ্বল আভরণযুক্ত মরুৎগণ! মানুষও আপনাদের সখ্যের উদ্দেশে গমন করছে। অতএব আমাদের পক্ষ হয়ে কথা বলুন। সর্বদা ধারণীয় যজ্ঞে আপনাদের বন্ধুত্ব সর্বদাই আছে ॥ ২২ ॥

হে সুন্দর, দানশীল, গমনশীল সখা মরুৎগণ! আপনাদের ঔষধ আনয়ন করুন ॥ ২৩ ॥

হে মরুৎগণ! যার দ্বারা সমুদ্রকে রক্ষা করেন, যার দ্বারা যজমানের শত্রুকে হিংসা করেন, যার

যারা তৃষ্ণজকে কৃপা প্রদান করেছিলেন, হে সুখ-উৎপাদক শত্রুনাশকগণ! সেই কল্যাণকর সর্বরকম রক্ষার দ্বারা আমাদের সুখ উৎপাদন করুন ॥ ২৪ ॥

হে সুন্দর যজ্ঞযুক্ত মরুৎগণ! সিন্ধুনদে, অসিক্নীতে, সমুদ্রে ও পর্বতে যে ঔষধ আছে ॥ ২৫ ॥

আপনারা সেই সকল ঔষধ জ্ঞাত হয়ে আমাদের শরীরের জন্য আনয়ন করুন। তার দ্বারা আমাদের চিকিৎসা করুন। হে মরুৎগণ! আমাদের মধ্যে যাতে রোগীর রোগ শান্তি হয়, সেইভাবে বাধাপ্রাপ্ত অঙ্গ পূর্ণ করুন ॥ ২৬ ॥

টীকা — ১৭ ঋকে 'অসুরের বিধাতা,' শব্দে সায়ণাচার্য অসুর শব্দে মেঘ অর্থ করেছেন। প্রকৃত অর্থ 'বলবান্'। ২৫ ঋকে 'অসিক্নী' অর্থে কৃষ্ণবর্ণা নদী। আধুনিক চিনাব নদী। ১০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দ্রষ্টব্য॥ স্বর্গীয় দুর্গাদাস এই সূক্তের ১ ও ২১ ঋকের আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও বিশ্লেষণ আমাদের প্রকাশিত সামবেদ-সংহিতা'-র ১৭৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত দুটি (৫ ও ৬) মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। যথা,—১ ঋক্—"রিপুনাশক জ্যোতির্ময় হে ভগবন্! আমাদের আপনারা প্রাপ্ত হোন; আপনারা আগমন করে আমাদের রিপুকবল হ'তে রক্ষা করুন; কঠোর রিপুদেরও শাসনকারী আপনারা আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে, হে দেব! কৃপাপূর্বক হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমাদের রিপু সমূহকে বিনাশ করুন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'প্রস্থাবানঃ' পদে 'শত্রুনাভিমুখং গন্তারঃ বা রিপুনাশকাঃ' না ধ'রে 'প্রস্থাতারঃ প্রগন্তারঃ মরুতঃ' অর্থ ধরা হয়েছে। ফলে প্রস্থানশীল মরুৎগণকে উদ্দেশ করা হয়েছে। এটি ভ্রান্ত ব্যাখ্যা॥ ২১ ঋক্—'জ্যোতির্ময় বিবেকরূপী হে দেবগণ! জ্ঞানরশ্মিসমূহ আপনাদের হ'তে উৎপত্তি হেতু, বন্ধুভূত হয়ে সকল উপাসকদের নিশ্চিতভাবে এবং দৃঢ়ভাবে প্রাপ্ত হয়।" (ভাব এই যে,— বিবেকশীল ব্যক্তিতে জ্ঞান নিশ্চিতভাবে আপনা-আপনিই উৎপন্ন হয়)। বিবেক, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। মানুষ যদি নিজের অসৎ-কর্মের দ্বারা নিজেকে অধঃপতিত না করে, যদি বিবেকের উপর পাপের মলিন ছাপ না পড়ে তবে একমাত্র বিবেকের পরিচালনাতেই মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হ'তে পারে।—'গাবঃ' অর্থে জ্ঞানরশ্মি না ধ'রে 'গরু' ধরায় প্রচলিত সব ব্যাখ্যায় এমন বিপর্যয় দেখা যায়।— ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ২১ সূক্ত —

[দেবতা : শেষ দুটি ঋকের চিত্র রাজার দান; অবশিষ্টের ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বের পুত্র সোভরি। ছন্দ : প্রগাথ, ককুভ]

বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং ন কচ্চিদ্ভরন্তোঽবস্যবঃ। বজ্রিং চিত্রং হবামহে ॥ ১ ॥
উপ ত্বা কর্মন্নূতয়ে স নো যুবোগ্রশ্চক্রাম যো ধৃষৎ।
ত্বামিদ্ধ্যবিতারং ববৃমহে সখায় ইন্দ্র সানসিম্ ॥ ২ ॥
আ যাহীম ইন্দবোঽশ্বপতে গোপত উর্বরাপতে। সোমং সোমপতে পিব ॥ ৩ ॥
বয়ং হি ত্বা বন্ধুমন্তমবন্ধবো বিপ্রাস ইন্দ্র যেমিম।
যা তে ধামানি বৃষভ তেভিরা গহি বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে ॥ ৪ ॥

যাঁরা তৃষ্ণার্তকে কৃপা প্রদান করেছিলেন, হে সুখ-উৎপাদক শত্রুনাশিতগণ! সেই কল্যাণকর সর্বপ্রকার রক্ষার দ্বারা আমাদের সুখ উৎপাদন করুন ॥ ২৪ ॥

হে সুন্দর যজ্ঞযুক্ত মরুৎগণ! সিন্ধুনদে, অসিক্লীতে, সমুদ্রে ও পর্বতে যে ঔষধ আছে ॥ ২৫ ॥

আপনারা সেই সকল ঔষধ জ্ঞাত হয়ে আমাদের শরীরের জন্য আনয়ন করুন। তার দ্বারা আমাদের চিকিৎসা করুন। হে মরুৎগণ! আমাদের মধ্যে যাতে রোগীর রোগ শান্তি হয়, সেইভাবে বাধাপ্রাপ্ত অঙ্গ পূর্ণ করুন ॥ ২৬ ॥

টীকা — ১৭ মন্ত্রে 'অসুরের নিরাসে,' শব্দে সায়ণাচার্য অসুর শব্দে মেঘ অর্থ করেছেন। প্রকৃত অর্থ 'বলবান্'। ২৫ মন্ত্রে 'অসিক্লী' অর্থে কৃষ্ণবর্ণা নদী। আধুনিক চিনাব নদী। ১০।৭৫।৫ মন্ত্রের টীকা দ্রষ্টব্য॥ স্বর্গীয় দুর্গাদাস এই সূক্তের ১ ও ২১ মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও বিশ্লেষণ আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৭৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত দুটি (৫ ও ৬) মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। যথা,—১ ঋক্—"রিপুনাশক জ্যোতির্ময় হে ভগবন্! আমাদের আপনারা প্রাপ্ত হোন; আপনারা আগমন ক'রে আমাদের রিপুকবল হ'তে রক্ষা করুন; কঠোর রিপুদেরও শাসনকারী আপনারা আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে, হে দেব! কৃপাপূর্বক হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমাদের রিপু সমূহকে বিনাশ করুন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'প্রস্থাবানঃ' পদে 'শত্রুনাভিমুখি দুষ্কার্য গন্তারঃ বা রিপুনাশকাঃ' না হ'রে 'প্রস্থাতারঃ প্রগন্তারঃ মরুতঃ' অর্থ ধরা হয়েছে। ফলে প্রস্থানশীল মরুৎগণকে উদ্দেশ করা হয়েছে। এটি ভ্রান্ত ব্যাখ্যা॥ ২১ ঋক্—'জ্যোতির্ময় বিবেকরূপী হে দেবগণ! জ্ঞানরশ্মিসমূহ আপনাদের হ'তে উৎপত্তি হেতু, বন্ধুভূত হয়ে সকল উপাসকদের নিশ্চিতভাবে এবং দৃঢ়ভাবে প্রাপ্ত হয়।" (ভাব এই যে,—বিবেকশীল ব্যক্তিতে জ্ঞান নিশ্চিতভাবে আপনা-আপনিই উৎপন্ন হয়)। বিবেক, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। মানুষ যদি নিজের অসৎ-কর্মের দ্বারা নিজেকে অধঃপতিত না করে, যদি বিবেকের উপর পাপের মলিন ছাপ না পড়ে তবে একমাত্র বিবেকের পরিচালনাতেই মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হ'তে পারে।—'গাবঃ' অর্থে জ্ঞানরশ্মি না ধ'রে 'গরু' ধরায় প্রচলিত বহু ব্যাখ্যায় এমন বিপর্যয় দেখা যায়।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ২১ সূক্ত —

[দেবতা : শেষ দুটি মন্ত্রের চিত্র রাজার দান; অবশিষ্টের ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বের পুত্র সোভরি। ছন্দ : প্রগাথ, ককুভ]

বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং ন কচ্চিদ্ভরন্তোঽবস্যবঃ। বজ্রিং চিত্রং হবামহে ॥ ১ ॥
উপ ত্বা কর্মন্নূতয়ে স নো যুবোগ্রশ্চক্রাম যো ধৃষৎ।
ত্বামিদ্ধ্যবিতারং ববৃমহে সখায় ইন্দ্র সানসিম্ ॥ ২ ॥
আ যাহীম ইন্দবোঽশ্বপতে গোপত উর্বরাপতে। সোমং সোমপতে পিব ॥ ৩ ॥
বয়ং হি ত্বা বন্ধুমন্তমবন্ধবো বিপ্রাস ইন্দ্র যেমিম।
যা তে ধামানি বৃষভ তেভিরা গহি বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে ॥ ৪ ॥

সীদন্তস্তে বয়ো যথা গোশ্রীতে মধৌ মদিরে বিবক্ষণে। অভি ত্বামিন্দ্র নোনুমঃ ॥ ৫॥
অচ্ছা চ ত্বৈনা নমসা বদামসি কিং মুহুশ্চিদ্বি দীধয়ঃ।
সন্তি কামাসো হরিবো দদিষ্ট্বং স্মো বয়ং সন্তি নো ধিয়ঃ ॥ ৬॥
নূত্না ইদিন্দ্র তে বয়মূতী অভূম নহি নূ তে অদ্রিবঃ। বিদ্মা পুরা পরীণসঃ ॥ ৭॥
বিদ্মা সখিত্বমুত শূর ভোজ্য মা তে তা বজ্রিন্নীমহে।
উতো সমস্মিন্না শিশীহি নো বসো বাজে সুশিপ্র গোমতি ॥ ৮॥
যো ন ইদমিদং পুরা প্র বস্য আনিনায় তমূ বঃ স্তুষে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৯॥
হর্যশ্বং সৎপতিং চর্ষণীসহং স হি ষ্মা যো অমন্দত।
আ তু নঃ স বয়তি গব্যমশ্ব্যং স্তোতৃভ্যো মঘবা শতম্ ॥ ১০॥
ত্বয়া হি স্বিদ্যুজা বয়ং প্রতি শ্বসন্তং বৃষভ ব্রুবীমহি। সংস্থে জনস্য গোমতঃ ॥ ১১॥
জয়েম কারে পুরুহূত কারিণোঽভি তিষ্ঠেম দূঢ্যঃ।
নৃভির্বৃত্রং হন্যাম শূশুয়াম চাবেরিন্দ্র প্র ণো ধিয়ঃ ॥ ১২॥
অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি। যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে ॥ ১৩॥
নকী রেবন্তং সখ্যায় বিন্দসে পীয়ন্তি তে সুরাশ্বঃ।
যদা কৃণোষি নদনুং সমূহস্যাদিৎপিতেব হূয়সে ॥ ১৪॥
মা তে অমাজুরো যথা মূরাস ইন্দ্র সখ্যে ত্বাবতঃ। নি ষদাম সচা সুতে ॥ ১৫॥
মা তে গোদত্র নিররাম রাধস ইন্দ্র মা তে গৃহামহি।
দৃড়্হা চিদর্যঃ প্র মৃশাভ্যা ভর ন তে দামান আদভে ॥ ১৬॥
ইন্দ্রো বা ঘেদিয়ন্মঘং সরস্বতী বা সুভগা দদির্বসু। ত্বং বা চিত্র দাশুষ ॥ ১৭॥
চিত্র ইদ্রাজা রাজকা ইদন্যকে যকে সরস্বতীমনু।
পর্জন্য ইব ততনদ্ধি বৃষ্ট্যা সহস্রময়ুতা দদৎ ॥ ১৮॥

মন্ত্রার্থ — হে অপূর্ব ইন্দ্র! আমরা আপনাকে স্থূল ব্যক্তির মতো পোষণ ক'রে রক্ষা লাভের অভিলাষে সংগ্রামে আপনার আহ্বান করছি। আপনি নানা রূপধারী ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! যজ্ঞ রক্ষার জন্য আপনার নিকট গমন করছি। এই ইন্দ্র শত্রুবর্গের অভিভবকর, তিনি যুবা এবং উগ্র, তিনি আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। আমরা সখা, হে ইন্দ্র! আপনি ভজনীয় ও রক্ষাকারী, আমরা আপনাকেই বরণ করছি ॥ ২॥

হে অশ্বপতি, গোপতি, উর্বরাপতি, সোমপতি ইন্দ্র! আগমন করুন। এই সকল সোম আপনারই, আপনি পান করুন ॥৩॥

আমরা বন্ধুরহিত মেধাবী, আপনি বন্ধুমান্, আপনারই সঙ্গে বন্ধুতা করবো। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! আপনার যে তেজ আছে, সেই সমস্ত তেজের সাথে সোম পানের জন্য আগমন করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! গব্য মিশ্রিত মদকর স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ আপনার সোমে পক্ষীসমূহের মতো নিষণ্ণ হয়ে আমরা আপনারই স্তব করছি ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! এই স্তোত্রের সাথে আপনার অভিমুখে আপনারই স্তব করবো। আপনি কেন বারংবার চিন্তা করছেন? হে হবিযুক্ত ইন্দ্র! আমাদের অভিলাষ আছে; আপনি দাতা, আমাদের কর্ম আপনারই নিকটে আছে ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার রক্ষা লাভ ক'রে আমরা নূতন হবো। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! পূর্বে জানতাম না যে, আপনি মহান্। সম্প্রতি জেনেছি ॥ ৭ ॥

হে শূর ইন্দ্র! আমরা আপনার সখিত্ব জেনেছি, আপনার ভোজ্য জেনেছি। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! আপনার সখ্য ও ধন যাচ্ঞা করছি। হে বাসপ্রদ, সুন্দর হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! গোযুক্ত সমস্ত অন্নে আমাদের তীক্ষ্ণ করুন ॥ ৮ ॥

হে সখাগণ! যে ইন্দ্র পূর্বকালে এই প্রশস্ত ধন আমাদের আনয়ন ক'রে দিয়েছিলেন, আপনাদের রক্ষার জন্য তাঁকেই স্তব করছি ॥ ৯ ॥

হরিদ্বর্ণ অশ্বযুক্ত, সাধুগণের পালক, শত্রুবর্গের অভিভবকর ইন্দ্রকে, যে কেউ আনন্দিত হয়, সে-ই স্তব করে। মঘবা ইন্দ্র তাঁর স্তোতা ব'লে আমাদের শত গোসমূহ ও অশ্বসমূহ আনয়ন ক'রে প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! আপনাকে সহায় ক'রে গোবিশিষ্ট লোকগণের সাথে যুদ্ধে অতি ক্রোধান্বিত শত্রুকে নিরাকৃত করবো ॥ ১১ ॥

হে পুরুহূত ইন্দ্র! আমাদের হিংসাকারীবৃন্দকে যুদ্ধে জয় করবো। পাপবুদ্ধি লোককে পরাভূত করবো। মরুৎগণের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করবো। কর্ম বর্দ্ধিত করবো। হে ইন্দ্র! আমাদের কর্মসকল রক্ষা করুন ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি জন্মাবধি শত্রুরহিত ও বহুকাল হ'তে বন্ধুরহিত। আপনি যে বন্ধুত্ব ইচ্ছা করেন, সে কেবল যুদ্ধের দ্বারা লাভ ক'রে থাকেন ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র! ধনবান্ মানবকে বন্ধুতার জন্য কেন আশ্রয় করেন না? সুরাপ্রমত্ত ব্যক্তি আপনাকে হিংসা করে। যখন মানুষের কার্পণ্য দূর করেন, তখনই সে পিতার মতো আপনাকে আহ্বান করে ॥ ১৪ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনার মতো দেবতার বন্ধুত্বে বঞ্চিত হয়ে সোম-অভিষবশূন্য যেন না হই। সোম অভিষুত হ'লে একত্রে উপবেশন করবো ॥ ১৫ ॥

হে গোপ্রদ ইন্দ্র! আমরা আপনার। আমরা যেন ধনশূন্য না হই। অন্যের কাছে যেন গ্রহণ করতে না হয়। আপনি আপনার। আমরা যেন ধনশূন্য না হই। অন্যের কাছে যেন গ্রহণ করতে না হয়। আপনি স্বামী, আপনি দৃঢ় ধন আমাদের নিকট স্থাপন করুন। আপনার দান কেউই হিংসা করতে পারে না ॥ ১৬ ॥

আমি হব্যদাতা। ইন্দ্র কি আমার এই ধন দিয়েছেন? সৌভাগ্যবতী সরস্বতী কি দিয়েছেন? অথবা হে চিত্র! আপনিই দিয়েছেন? ॥ ১৭ ॥

অন্য যে রাজা সরস্বতীতীরে বাস করে, মেঘ বৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীকে যেমন প্রীত করে, সেইরকম চিত্র রাজাই সহস্র এবং অযুত ধনদানের দ্বারা তাদের প্রীত করেন ॥ ১৮ ॥

টীকা — ১৭ ও ১৮ ঋকের চিত্র নামধেয় রাজা সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করেছিলেন। সোভরি তাঁর যজ্ঞে বহু ধনলাভ পূর্বক এই দুটি ঋকের দ্বারা তাঁর দানের স্তুতি করেছিলেন। সায়ণ ॥—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

উপলক্ষে স্বর্গীয় দুর্গাদাস এই সূক্তের অনেকগুলি ঋক্ আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'য় উল্লেখ করেছেন। যেমন,—প্রথম ঋক্—"রুদ্রাস্ত্রধারী অর্থাৎ সর্বশক্তিমান্ আদিভূত হে দেব! সাধক যেমন আপনাকে আহ্বান করেন, তেমনই রিপুসংগ্রামে প্রবৃত্ত আমরাও যেন বিচিত্র শক্তিযুক্ত আপনাকে রিপুর কবল হ'তে পরিত্রাণ লাভের জন্য আরাধনা ক'রি।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের অনুসারী হই)। [হে প্রভো! সাধক যেমনভাবে আপনাকে আহ্বান করেন, আপনাকে আমরা যেন ঠিক তেমনিভাবে আহ্বান করতে পারি, তেমনিভাবে যেন আপনার অভিমুখে ছুটে যেতে পারি। রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে আপনার কৃপালাভ ক'রে যেন রিপুজয়ে সমর্থ হই। আপনিই মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও বিপদ হতে ত্রাণকারী। আপনিই মানুষকে রিপুজয়ের শক্তি প্রদান করেন। আমরা যেন কখনও আপনার চরণ ভুলে না থাকি। আমাদের কর্ম চিন্তা ও বাক্য যেন আপনার মঙ্গলনীতির অনুবর্তী হয়। আমাদের জীবন যেন আপনার সেবায় উৎসর্গ করতে পারি]।—ইত্যাদি (পৃঃ ২৯৯)॥ ২ঋক্—'হে দেব! সৎকর্মসাধনসামর্থ্যকে রক্ষা করবার জন্য আপনাকে আরাধনা করছি (অথবা হে সৎকর্মে! পাপকবল হ'তে রক্ষা প্রাপ্তির জন্য যেন আপনাকে সম্পাদন করতে পারি)। যে দেবতা শত্রুনাশক নবজীবনদায়ক মহাতেজসম্পন্ন, সেই দেবতা আমাদের প্রাপ্ত হোন। বলাধিপতি হে দেব! আপনার স্নেহকামী আমরা সম্যক্‌রূপে ভজনীয়, সকলের রক্ষক, আপনাকেই যেন আরাধনা করতে পারি। (প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; সে দেবতা আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [উপরে মন্ত্রের প্রথম পাদে দুটি ব্যাখ্যা লক্ষণীয়। একটি ভগবানকে সম্বোধন ক'রে এবং অপরটি সৎকর্মকে সম্বোধন ক'রে।...মন্ত্রনিহিত প্রার্থনার মর্মার্থ এই যে, আমরা যেন সর্বদা কায়মনোবাক্যে ভগবানেরই অনুসরণ করতে পারি; ভগবান্ যেন আমাদের সেই শক্তি প্রদান করেন, তিনি যেন আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন]।—ইত্যাদি। (পৃঃ ২৯৯)॥—এ ছাড়া এই সূক্তের ৩, ৫, ৯, ১১, ১৩ ও ১৪ ঋকের আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপরোক্ত গ্রন্থের যথাক্রমে ১৭৯, ১৭৯, ১৭৯, ১৭৯, ৫৭৫ বা ১৭৯ ও ৫৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ২২ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : কণ্বের পুত্র সোভরি। ছন্দ : প্রগাথ, বৃহতী, অনুষ্টুপ, প্রগাথ, ককুভ, ককুপ্, মধ্যেজ্যোতি]

ও ত্যমহ্ব আ রথমদ্যা দংসিষ্ঠমূতয়ে।
যমশ্বিনা সুহবা রুদ্রবর্তনী সূর্যায়ৈ তস্থথুঃ ॥ ১॥
পূর্বায়ুষং সুহবং পুরুস্পৃহং ভুজ্যুং বাজেষু পূর্ব্যম্।
সচনাবন্তং সুমতিভিঃ সোভরে বিদ্বেষসমনেহসম্ ॥ ২॥
ইহ ত্যা পুরুভূতমা দেবা নমোভিরশ্বিনা।
অর্বাচীনা স্ববসে করামহে গন্তারা দাশুষো গৃহম্ ॥ ৩॥
যুবো রথস্য পরি চক্রমীয়ত ঈর্মান্যদ্বামিষণ্যতি।
অস্মাঁ অচ্ছা সুমতির্বাং শুভস্পতী আ ধেনুরিব ধাবতু ॥ ৪॥

রথো যো বাং ত্রিবন্ধুরো হিরণ্যাভীশুরশ্বিনা।
পরি দ্যাবাপৃথিবী ভূষতি শ্রুতস্তেন নাসত্যা গতম্ ॥ ৫ ॥
দশস্যন্তা মনবে পূর্ব্যং দিবি যবং বৃকেণ কর্ষথঃ।
তা বামদ্য সুমতিভিঃ শুভস্পতী অশ্বিনা প্র স্তুবীমহি ॥ ৬ ॥
উপ নো বাজিনীবসূ যাতমৃতস্য পথিভিঃ।
যেভিস্তৃক্ষিং বৃষণা ত্রাসদস্যবং মহে ক্ষত্রায় জিন্বথঃ ॥ ৭ ॥
অয়ং বামদ্রিভিঃ সুতঃ সোমো নরা বৃষণ্বসূ।
আ যাতং সোমপীতয়ে পিবতং দাশুষো গৃহে ॥ ৮ ॥
আ হি রুহতমশ্বিনা রথে কোশে হিরণ্যয়ে বৃষণ্বসূ। যুঞ্জাথাং পীবরীরিষঃ ॥ ৯ ॥
যাভিঃ পক্‌থমবথো যাভিরধ্রিগুং যাভির্বভ্রুং বিজোষসম্।
তাভির্নো মক্ষূ তূয়মশ্বিনা গতং ভিষজ্যতং যদাতুরম্ ॥ ১০ ॥
যদধ্রিগাবো অধ্রিগূ ইদা চিদহ্নো অশ্বিনা হবামহে। বয়ং গীর্ভির্বিপন্যবঃ ॥ ১১ ॥
তাভিরা যাতং বৃষণোপ মে হবং বিশ্বপ্সুং বিশ্ববার্যম্।
ইষা মংহিষ্ঠা পুরুভূতমা নরা যাভিঃ ক্রিবিং বাবৃধুস্তাভিরা গতম্ ॥ ১২ ॥
তাবিদা চিদহানাং তাবশ্বিনা বন্দমান উপ ব্রুবে। তা উ নমোভিরীমহে ॥ ১৩ ॥
তাবিদ্দোষা তা উষসি শুভস্পতী তা যামন্রুদ্রবর্তনী।
মা নো মর্তায় রিপবে বাজিনীবসূ পরো রুদ্রাবতি খ্যতম্ ॥ ১৪ ॥
আ সুগ্ম্যায় সুগ্ম্যং প্রাতা রথেনাশ্বিনা বা সক্ষণী। হুবে পিতেব সোভরী ॥ ১৫ ॥
মনোজবসা বৃষণা মদচ্যুতা মক্ষুঙ্গমাভিরূতিভিঃ।
আরাত্তাচ্চিদ্ভূতমস্মে অবসে পূর্বীভিঃ পুরুভোজসা ॥ ১৬ ॥
আ নো অশ্বাবদশ্বিনা বর্তির্যাসিষ্টং মধুপাতমা নরা। গোমদ্দস্রা হিরণ্যবৎ ॥ ১৭ ॥
সুপ্রাবর্গং সুবীর্যং সুষ্ঠু বার্যমনাধৃষ্টং রক্ষস্বিনা।
অস্মিন্না বামায়ানে বাজিনীবসূ বিশ্বা বামানি ধীমহি ॥ ১৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সুন্দর আহ্বানযুক্ত ও রুদ্রবর্ত্মা, আপনারা সূর্যের জন্য যে রথে আরোহণ করেছিলেন, অদ্য রক্ষার জন্য সেই দর্শনীয় রথ আহ্বান করছি ॥ ১ ॥

হে সোভরি! কল্যাণকর স্তুতির দ্বারা এই রথকে প্রসন্ন করো। এটি সকলের রক্ষক, যুদ্ধে অগ্রগামী, সকলের পূজনীয়, শত্রুগণের দ্বেষকারী ও উপদ্রবরহিত ॥ ২ ॥

শত্রুবর্গের অত্যন্ত পরাভবকারী, দ্যুতিবিশিষ্ট ও হব্যদাতার গৃহগামী, হে অশ্বিদ্বয়! এই কর্ম রক্ষার জন্য নমস্কারের দ্বারা আপনাদের আমাদের অভিমুখ করবো ॥ ৩ ॥

আপনাদের রথের একটি চক্র স্বর্গে গমন করে। অন্য চক্র আপনাদের সাথে গমন করে। আপনারা সকল কার্যে প্রবৃত্তি প্রদান ক'রে থাকেন। হে জলপতিদ্বয়! আপনাদের কল্যাণকর বুদ্ধি ধেনুর মতো আমাদের অভিমুখে আগমন করুক ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের রথে তিনটি বন্ধুর আছে, তার বলগা সুবর্ণনির্মিত। তা প্রসিদ্ধ হয়ে দ্যাবাপৃথিবীকে পরিভব করে। হে নাসত্যদ্বয়! আপনারা পূর্বোক্ত রথে আগমন করুন ॥ ৫ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! পুরাতন দ্যুলোকস্থিত জল মনুকে প্রদান পূর্বক আপনারা লাঙ্গলের দ্বারা যব কর্ষণ করেছেন। হে জলপতি অশ্বিদ্বয়! আপনাদের অদ্য সুন্দর স্তুতির দ্বারা স্তব করছি ॥ ৬ ॥

হে অন্নধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! যজ্ঞের পথে আমাদের নিকট আগমন করুন। হে অভিলাষপ্রদ দেবদ্বয়! এই পথে ত্রসদস্যুর পুত্র তক্ষিকে প্রভূত ধনের দ্বারা তৃপ্ত করেছিলেন ॥ ৭ ॥

হে নেতা অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আপনাদের জন্য প্রস্তরের দ্বারা এই সোম অভিষুত হয়েছে, সোম পানের জন্য আগমন করুন, হব্যদাতীর গৃহে পান করুন ॥ ৮ ॥

হে অভিলাষপ্রদ ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আপনারা হিরণ্ময় আয়ুধের আধাররূপ রথে আরোহণ করুন ॥ ৯ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! যার দ্বারা পক্থকে রক্ষা করেছিলেন, যার দ্বারা অধ্রিগুকে রক্ষা করেছিলেন, যার দ্বারা বভ্রু রাজাকে সোমপানে প্রীত করেছিলেন, সেই সমস্ত রক্ষার সাথে শীঘ্র ও সত্বর আমাদের নিকট আগমন করুন। আর আতুরের চিকিৎসা করুন ॥ ১০ ॥

আমরা মেধাবী ও স্বকার্যে ত্বরাবান্, হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা স্বকার্যে ত্বরাবান্। আপনাদের দিবসের এই কালে স্তুতির দ্বারা আহ্বান করছি ॥ ১১ ॥

হে বর্ষণশীল অশ্বিদ্বয়! সেই সমস্ত রক্ষার সাথে নানারূপবিশিষ্ট, সকলের বরণীয় আমাদের এই আহ্বানের অভিমুখে আগমন করুন; আপনারা হব্যাভিলাষী, অতিশয় ধনদাতা, আপনারা যুদ্ধে নানা ভাব ধারণ করেন। যার দ্বারা কূপকে বর্ধিত করেন, তার সাথে আগমন করুন ॥ ১২ ॥

দিবসের এই কালে সেই অশ্বিদ্বয়কে যে অভিবাদন পূর্বক তাঁদের স্তব করছি, তাঁদের নিকটেই স্তোত্রের দ্বারা যাচ্ঞা করছি ॥ ১৩ ॥

তাঁরা জলপতি ও রুদ্রবর্ত্মা। রাত্রে এবং প্রাতঃকালে প্রত্যহই তাঁদের আহ্বান করবো। হে অন্নধন রুদ্রদ্বয়! মনুষ্যশত্রুর হস্তে আমাদের প্রদান করবেন না ॥ ১৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! লোকের সাথে মিলিত হওয়াই আপনাদের স্বভাব। আমি সুখের যোগ্য, প্রাতঃকালে আমার জন্য সুখ আনয়ন করুন। আমি সোভরি, আমি পিতার মতো আপনাদের আহ্বান করবো ॥ ১৫ ॥

মনের মতো শীঘ্রগামী, অভিলাষপ্রদ, শত্রুবর্গের বিনাশক, অনেকের রক্ষক, হে অশ্বিদ্বয়! শীঘ্রগামী বহুসংখ্যক রক্ষার দ্বারা আমাদের রক্ষণের জন্য নিকটবর্তী হোন ॥ ১৬ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা অত্যন্ত সোম পান ক'রে থাকেন। আপনারা নেতা এবং দর্শনীয়। আমাদের গৃহ অশ্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও হিরণ্যবিশিষ্ট ক'রে আগমন করুন ॥ ১৭ ॥

যার দান সুন্দর, যার বীর্য সুন্দর, যার সুন্দর রূপ সকলের বরণীয়, বলবান্ ব্যক্তি যা অভিভব করতে পারে না, সেই ধন আমরা ধারণ করছি। হে অন্নধন অশ্বিদ্বয়! আপনাদের আগমন হ'লে সমস্ত ধন লাভ করবো ॥ ১৮ ॥

টীকা — ৬ ঋকে বলা হয়েছে 'আপনারা লাঙ্গলের দ্বারা যব কর্ষণ করেছেন।' এর অর্থ—'আপনারা স্বর্গ হ'তে বৃষ্টি প্রদান ক'রে মনুষ্যগণকে কৃষিকার্য শিক্ষা করিয়েছেন।'—এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র আছে।

◆ ◆

— ২৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ব্যশ্বের পুত্র বিশ্বমনা। ছন্দ : উষ্ণিক্]

ঈলিষ্বা হি প্রতীব্যং যজস্ব জাতবেদসম্। চরিষ্ণুধূমমগৃভীতশোচিষম্ ॥ ১ ॥
দামানং বিশ্বচর্ষণেঽগ্নিং বিশ্বমনো গিরা। উত স্তুষে বিস্পর্ধসো রথানাম্ ॥ ২ ॥
যেষামাবাধ ঋগ্মিয়ঃ ইষঃ পৃক্ষশ্চ নিগ্রভে। উপবিদা বহ্নির্বিন্দতে বসু ॥ ৩ ॥
উদস্য শোচিরস্থাদ্দীদিয়ুষো ব্যজরম্। তপুর্জম্ভস্য সুদ্যুতো গণশ্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥
উদু তিষ্ঠ স্বধ্বর স্তবানো দেব্যা কৃপা। অভিখ্যা ভাসা বৃহতা শুশুক্বনিঃ ॥ ৫ ॥
অগ্নে যাহি সুশস্তিভির্হব্যা জুহ্বান আনুষক্। যথা দূতো বভূথ হব্যবাহনঃ ॥ ৬ ॥
অগ্নিং বঃ পূর্ব্যং হুবে হোতারং চর্ষণীনাম্। তময়া বাচা গৃণে তমু বঃ স্তুষে ॥ ৭ ॥
যজ্ঞেভিরদ্ভুতক্রতুং যং কৃপা সূদয়ন্ত ইৎ। মিত্রং ন জনে সুধিতমৃতাবনি ॥ ৮॥
ঋতাবানমৃতায়বো যজ্ঞস্য সাধনং গিরা। উপো এনং জুজুষুর্নমসস্পদে ॥ ৯ ॥
অচ্ছা নো অঙ্গিরস্তমং যজ্ঞাসো যন্তু সংযতঃ। হোতা যো অস্তি বিক্ষ্বা যশস্তমঃ ॥ ১০॥
অগ্নে তব ত্যে অজরেন্ধানাসো বৃহদ্ভাঃ। অশ্বা ইব বৃষণস্তবিষীয়বঃ ॥ ১১ ॥
স ত্বং ঊর্জাং পতে রয়িং রাস্ব সুবীর্যম্। প্রাব নস্তোকে তনয়ে সমৎস্বা ॥ ১২ ॥
যদ্বা ব বিশ্পতিঃ শিতঃ সুপ্রীতো মনুষো বিশি। বিশ্বেদগ্নিঃ প্রতি রক্ষাংসি সেধতি ॥ ১৩॥
শ্রুষ্ট্যগ্নে নবস্য মে স্তোমস্য বীর বিশ্পতে। নি মায়িনস্তপুষা রক্ষসো দহ ॥ ১৪ ॥
ন তস্য মায়য়া চন রিপুরীশীত মর্ত্যঃ। যো অগ্নয়ে দদাশ হব্যদাতিভি ॥ ১৫ ॥
ব্যশ্বস্ত্বা বসুবিদমুক্ষণ্যুরপ্রীণাদৃষিঃ। মহো রায়ে তমু ত্বা সমিধীমহি ॥ ১৬ ॥
উশনা কাব্যস্ত্বা নি হোতারমসাদয়ৎ। আয়জিং ত্বা মনবে জাতবেদসম্ ॥ ১৭ ॥
বিশ্বে হি ত্বা সজোষসো দেবাসো দূতমক্রত। শ্রুষ্টী দেব প্রথমো যজ্ঞিয়ো ভুবঃ ॥ ১৮॥
ইমং ঘা বীরো অমৃতং দূতং কৃণ্বীত মর্ত্যঃ। পাবকং কৃষ্ণবর্তনিং বিহায়সম্ ॥ ১৯ ॥
তং হুবেম যতস্রুচঃ সুভাসং শুক্রশোচিষম্। বিশামগ্নিমজরং প্রত্নমীড্যম্ ॥ ২০ ॥
যো অস্মৈ হব্যদাতিভিরাহুতিং মর্তোঽবিধৎ। ভূরি পোষং স ধত্তে বীরবদ্যশঃ ॥ ২১ ॥
প্রথমং জাতবেদসমগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্। প্রতি স্রুগেতি নমসা হবিষ্মতী ॥ ২২ ॥
আভির্বিধেমাগ্নয়ে জ্যেষ্ঠাভির্ব্যশ্ববৎ। মংহিষ্ঠাভির্মতিভিঃ শুক্রশোচিষে ॥ ২৩ ॥
নূনমর্চ বিহায়সে স্তোমেভিঃ স্থূরযূপবৎ। ঋষে বৈয়শ্ব দম্যায়াগ্নয়ে ॥ ২৪ ॥
অতিথিং মানুষাণাং সূনুং বনস্পতীনাম্। বিপ্রা অগ্নিমবসে প্রত্নমীলতে ॥ ২৫ ॥
মহো বিশ্বাঁ অভি ষতোঽভি হব্যানি মানুষা। অগ্নে নি ষৎসি নমসাধি বর্হিষি ॥ ২৬ ॥
বংস্বা নো বার্যা পুরু বংস্ব রায়ঃ পুরুস্পৃহঃ। সুবীর্যস্য প্রজাবতো যশস্বতঃ ॥ ২৭ ॥

ত্বং বরো সুষাম্ণেঽগ্নে জনায় চোদয়। সদা বসো রাতিং যবিষ্ঠ শশ্বতে ॥ ২৮॥
ত্বং হি সুপ্রতূরসি ত্বং নো গোমতীরিষঃ। মহো রায়ঃ সাতিমগ্নে অপা বৃধি ॥ ২৯॥
অগ্নে ত্বং যশা অস্যা মিত্রাবরুণা বহ। ঋতাবানা সম্রাজা পূতদক্ষসা ॥ ৩০॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি শত্রুর বিরুদ্ধে গমন করেন, সেই অগ্নিকে স্তব করো। যাঁর দীপ্তি কেউ গ্রহণ করতে পারে না; যাঁর ধূম সর্বতঃ সঞ্চারিত হয়, সেই অগ্নির পূজা করো ॥ ১ ॥

হে সর্বার্থদর্শী বিশ্বমনা ঋষি! মাৎসর্যশূন্য যজমানের জন্য রথ ইত্যাদি দাতা অগ্নিকে বাক্যের দ্বারা স্তব করো ॥ ২ ॥

শত্রুবর্গের বাধাপ্রদ এবং ঋক্‌সমূহের দ্বারা অর্চনীয় অগ্নি যাদের অন্ন ও সোমরস জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ করেন, তারা ধন লাভ করে ॥ ৩ ॥

অত্যন্ত দীপ্তিমান্, সন্তাপপ্রদ, দণ্ডবিশিষ্ট, সুন্দর দীপ্তিশালী ও যজমানগণের আশ্রিত অগ্নির জরারহিত নূতন তেজ উদ্গত হলো ॥ ৪ ॥

হে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি! সম্মুখভাগে বৃহৎ দীপ্তির দ্বারা সুশোভিত হয়ে এবং স্তূয়মান হয়ে, আপনি দ্যুতিমতী শিখার সাথে উদ্গত হোন ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! দেববৃন্দকে হব্যের পর হব্য প্রদান ক'রে সুন্দর স্তোত্রের সাথে গমন করুন। যেহেতু আপনি হব্যবাহী দূত ॥ ৬ ॥

মানববৃন্দের হোমনিষ্পাদক পুরাতন অগ্নিকে আহ্বান করছি, তাঁকে এই বাক্যের দ্বারা প্রশংসা করছি। তোমাদের জন্যই তাঁকে স্তব করছি ॥ ৭ ॥

অদ্ভুত প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, বন্ধুবিশিষ্ট এবং তৃপ্তিযুক্ত অগ্নির প্রসাদে যজ্ঞ এবং সামর্থ্যপ্রযুক্ত যজ্ঞবিশিষ্ট যজমানের মনস্কামনা পূর্ণ হয় ॥ ৮ ॥

হে যজ্ঞাভিলাষিগণ! এই যজ্ঞের সাধন যজ্ঞবান্ অগ্নিকে হব্যযুক্ত যজ্ঞে স্তুতিবাক্যের দ্বারা সেবা করো ॥ ৯ ॥

আমাদের সুনিয়মবদ্ধ যজ্ঞসকল অঙ্গিরা অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। ইনি মানবগণের মধ্যে হোমনিষ্পাদক ও অত্যন্ত যশস্বী ॥ ১০ ॥

হে জরারহিত অগ্নি! আপনার দীপ্যমান বৃহৎ রশ্মিসকল অভীষ্টবর্ষী হয়ে অশ্বের মতো বল প্রকাশ করছে ॥ ১১ ॥

হে বলপতি! আপনি আমাদের উদ্দেশে উত্তম বীর্যযুক্ত ধন দান করুন। আমাদের পুত্র-পৌত্রে যে ধন আছে তা যুদ্ধকালে রক্ষা করুন ॥ ১২ ॥

মানবগণের পালক তীক্ষ্ণ অগ্নি প্রীত হয়ে যখনই মানুষের গৃহে অবস্থিত হন, তখনই তিনি সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করেন ॥ ১৩ ॥

হে বীর লোকপতি অগ্নি! আমার নূতন স্তোত্র শ্রবণ ক'রে মায়াবী রাক্ষসগণকে তাপপ্রদ তেজের দ্বারা দগ্ধ করুন ॥ ১৪ ॥

যে হব্যদাতা ঋত্বিক্‌বর্গের দ্বারা অগ্নিকে হব্য প্রদান করে, মানুষের শত্রু মায়ার দ্বারাও তাকে বশ করতে পারে না ॥ ১৫ ॥

নিজেকে ধনবর্ষী করতে ইচ্ছা ক'রে ব্যশ্ব নামক ঋষি আপনাকে প্রীত করেছিলেন। যেহেতু

আপনি ধনপ্রদ। আমরাও প্রচুর ধনলাভের জন্য আপনাকে সন্দীপিত করি ॥ ১৬ ॥

আপনি যজ্ঞশীল, কবিপুত্র, জাতবেদা, মনুর গৃহে উশনা আপনাকে হোতারূপে উপবেশন করিয়েছিলেন ॥ ১৭ ॥

হে অগ্নি! বিশ্বদেবগণ মিলিত হয়ে আপনাকেই দূত করিয়েছিলেন। হে দেব অগ্নি! আপনি প্রধান, আপনি তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের যোগ্য হয়েছিলেন ॥ ১৮ ॥

অমর ও পাবক ও কৃষ্ণবর্ত্মা ও তেজবিশিষ্ট এই অগ্নিকে বীরমানব দূত করেছে ॥ ১৯ ॥

আমরা স্রুক গ্রহণ পূর্বক সুন্দর দীপ্তিযুক্ত, শুভ্রবর্ণ, তেজবিশিষ্ট, মানবগণের স্তুতিযোগ্য ও জরারহিত অগ্নিকে আহ্বান করছি ॥ ২০ ॥

যে মানব হব্যদায়িগণের দ্বারা অগ্নিকে আহুতি প্রদান করে, সে প্রচুর পুষ্টিকর বীরবিশিষ্ট অন্নলাভ করে ॥ ২১ ॥

দেববৃন্দের প্রথম ও জাতবেদা ও পুরাতন অগ্নির নিকট হব্যযুক্ত স্রুক্ নমস্কারপূর্বক আগমন করছে ॥ ২২ ॥

আমি বিশ্বমনা ব্যশ্বের মতো স্তুতির দ্বারা প্রকাশমান, পূজ্যতম ও শুভ্রদীপ্তিযুক্ত অগ্নির পরিচর্যা করছি ॥ ২৩ ॥

হে ব্যশ্বপুত্র ঋষি! তুমি স্থূল যূপের মতো গৃহভর, মহান্ অগ্নিকে স্তোত্রের দ্বারা অর্চনা করো ॥ ২৪ ॥

মেধাবিগণ মানবগণের অতিথি ও বনস্পতিগণের পুত্র, পুরাতন অগ্নিকে রক্ষার জন্য স্তব করছে ॥ ২৫ ॥

হে অগ্নি! সমস্ত প্রধান স্তোতাগণের সম্মুখে আপনি কুশের উপর উপবিষ্ট হোন। আপনি স্তুতির যোগ্য, আপনি মানবগণের হব্য স্বীকার করুন ॥ ২৬ ॥

হে অগ্নি! বরণীয় বহু ধন আমাদের প্রদান করুন। বহুলোকের স্পৃহণীয়, সুন্দর বীর্যবিশিষ্ট পুত্র, পৌত্র ইত্যাদির সাথে কীর্তিযুক্ত ধন আমাদের দান করুন ॥ ২৭ ॥

আপনি বরণীয়, বাসপ্রদ ও যুবা। যারা সুন্দর সাম গান করে, তাদের উদ্দেশে সর্বদা ধন ইত্যাদি প্রেরণ করুন ॥ ২৮ ॥

হে অগ্নি! আপনি অত্যন্ত দাতা; আপনি পশুযুক্ত অন্ন, মহাধন ও মহাভোগ আমাদের প্রদান করুন ॥ ২৯ ॥

হে অগ্নি! আপনি যশস্বী, আপনি সত্যবান, সম্যক শোভমান ও পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বরুণকে আনয়ন করুন ॥ ৩০ ॥

টীকা — ১৭ ঋকে সায়ণ উশনাকে ঋষি ও মনুকে রাজা ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন।—এই সূক্তেরও আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও বিশ্লেষণ আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতার ৮৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। যেমন,—১ম ঋক্—"হে মন! শত্রুত্রাসকারী জ্ঞানদেবতাকে সংশয়বিরহিত চিত্তে অর্চনা করো—অনুসরণ করো; সর্বলোকে অধিষ্ঠিত, সর্বশত্রু-বিজয়ী, সর্বভূত-তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হও—শুদ্ধসত্ত্বাদির দ্বারা তাঁর প্রবৃত্তিসাধন করো।" (মন্ত্রটির উদ্বোধনার ভাব—সাধকের মন যেন সৎকর্মের দ্বারা সেই দেবতার পরিতৃপ্তি সাধন করে, অর্থাৎ জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হয়)।—ইত্যাদি ॥ ১৪ ঋক্—"শত্রুবিনাশক" নিখিল প্রজাপালক হে জ্ঞানদেব! আমার উচ্চারিত চিরনূতন স্তোত্র (বেদমন্ত্র) শ্রবণে প্রীত হয়ে, আপনার সন্তাপজনক তেজের দ্বারা (অথবা আমাদের সৎকর্মের দ্বারা) দুরভিসন্ধিপূর্ণ

সৎকর্মে-বিঘ্নকারী শত্রুগণকে নিয়ত ভস্মীভূত করুন। [সেই জ্ঞানদেবতা আমাদের সৎ-ভাব-সংযুত করুন এবং সকল শত্রুকে নাশ করে আমাদের পরমার্থ প্রদান করুন]। অথবা—"আমার হৃদয়ে নবসঞ্জাত (সদ্য-প্রাদুর্ভূত) সত্ত্বভাবের প্রভাবে (অর্থাৎ জ্ঞানকিরণের প্রভাবে) প্রবৃদ্ধ বিশ্বপালক হে জ্ঞানদেব! সন্তাপজনক তেজের দ্বারা, দুরভিসন্ধিপরায়ণ কর্মবিঘাতক শত্রুগণকে শীঘ্র ভস্মীভূত করুন।" (সেই দেবতা আমাদের কর্মের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হয়ে আমাদের সৎকর্মবিনাশক শত্রুবর্গকে অতি সত্বর নাশ করুন]।—ইত্যাদি॥ ১৫ ঋক্—"হে মন! যে জন শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারী জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে হৃৎ-নিহিত সৎ-ভাব-নিবহ প্রদান ক'রে, শত্রু ছলনার দ্বারা তার ঈশ্বর বা প্রভু হ'তে পারে না, অর্থাৎ তাকে বশীভূত করতে সমর্থ হয় না। [ভাব এই যে,—অকিঞ্চনও এক মনে দেবতাকে আরাধনা ক'রে জ্ঞানের অধিকারী হন এবং শত্রুকে নাশ করতে পারেন। অতএব, আমিও যদি সৎ-ভাব-নিবহের দ্বারা সেই দেবতাকে সম্বর্ধনা করি, তার দ্বারা শত্রুনাশে সমর্থ হ'তে পারি]।—ইত্যাদি॥ এছাড়া উক্ত গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ৮ম মন্ত্রের প্রসঙ্গে এই সূক্তের ১৩ ঋক্‌টির আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাস লিখেছেন—"বিশ্বপতি লোকপালক, সত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা প্রবর্ধিত, জ্ঞানদেবতা, প্রীত হয়ে যখন মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তখন নিখিল শত্রুগণকে বিনষ্ট করেন।" [ভাব এই যে,—সত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা প্রবর্ধিত হয়ে জ্ঞানদেবতা মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন ক'রে থাকেন]।—ইত্যাদি॥ উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ২৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র; তবে শেষ তিনটি ঋকের সুষাম রাজার পুত্র বরুর দানের স্তুতি আছে, অতএব তা-ই দেবতা। ঋষি : ব্যশ্বের পুত্র বৈয়শ্ব। ছন্দ : উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ]

সখায় আ শিষামহি ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে। স্তুষ উ ষু বো নৃতমায় ধৃষ্ণবে ॥ ১॥
শবসা হ্যসি শ্রুতো বৃত্রহত্যেন বৃত্রহা। মঘৈর্মঘোনো অতি শূর দাসসি ॥ ২॥
স নঃ স্তবান আ ভর রয়িং চিত্রশ্রবস্তমম্। নিরেকে চিদ্যো হরিবো বসুর্দদিঃ ॥ ৩॥
আ নিরেকমুত প্রিয়মিন্দ্র দর্ষি জনানাম্। ধৃষতা ধৃষ্ণো স্তবমান আ ভর ॥ ৪॥
ন তে সব্যং ন দক্ষিণং হস্তং বরন্ত আমুরঃ। ন পরিবাধো হরিবো গবিষ্টিষু ॥ ৫॥
আ ত্বা গোভিরিব ব্রজং গীর্ভির্ঋণোম্যদ্রিবঃ। আ স্মা কামং জরিতুরা মনঃ পৃণ ॥ ৬॥
বিশ্বানি বিশ্বমনসো ধিয়া নো বৃত্রহন্তম। উগ্র প্রণেতরধি ষূ বসো গহি ॥ ৭॥
বয়ং তে অস্য বৃত্রহন্বিদ্যাম শূর নব্যসঃ। বসোঃ স্পার্হস্য পুরুহূত রাধসঃ ॥ ৮॥
ইন্দ্র যথা হ্যস্তি তেঽপরীতং নৃতো শবঃ। অমৃক্তা রাতিঃ পুরুহূত দাশুষে ॥ ৯॥
আ বৃষস্ব মহামহ মহে নৃতম রাধসে। দৃড়হশ্চিদ্দৃহ্য মঘবন্মঘত্তয়ে ॥ ১০॥
নূ অন্যত্রা চিদদ্রিবস্ত্বন্নো জগ্মুরাশসঃ। মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন ঊতিভিঃ ॥ ১১॥
নহ্যং গ নৃতো ত্বদন্যং বিন্দামি রাধসে। রায়ে দ্যুম্নায় শবসে চ গির্বণঃ ॥ ১২॥
এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত পিবাতি সোম্যং মধু। প্র রাধসা চোদয়াতে মহিত্বনা ॥ ১৩॥

উপো হরিণাং পতিং দক্ষং পৃঞ্চন্তমব্রবং। নূনং শ্রুধি স্তুবতো অশ্ব্যস্য ॥ ১৪॥
নহ্যঙ্গ পুরা চন জজ্ঞে বীরতরস্ত্বৎ। নকী রায়া নৈবথ ন ভন্দনা ॥ ১৫॥
এদু মধ্বো মদিন্তরং সিঞ্চ বাধ্বর্যো অন্ধসঃ। এবা হি বীরঃ স্তবতে সদাবৃধঃ ॥ ১৬॥
ইন্দ্র স্থাতর্হরীণাং নকিষ্টে পূর্ব্যস্তুতিম্। উদানংশ শবসা ন ভন্দনা ॥ ১৭॥
তং বো বাজানাং পতিমহূমহি শ্রবস্যবঃ। অপ্রায়ুভির্যজ্ঞেভির্বাবৃধেন্যম্ ॥ ১৮॥
এতো ম্বিন্দ্রং স্তবাম সখায়ঃ স্তোম্যং নরং। কৃষ্টীর্যো বিশ্বা অভ্যস্ত্যেক ইৎ ॥ ১৯॥
অগোরুধায় গবিষে দ্যুক্ষায় দস্ম্যং বচঃ। ঘৃতাৎস্বাদীয়ো মধুনশ্চ বোচত ॥ ২০॥
যস্যামিতানি বীর্যা ন রাধঃ পর্যেতবে। জ্যোতির্ন বিশ্বমভ্যস্তি দক্ষিণা ॥ ২১॥
স্তুহীন্দ্রং ব্যশ্ববদনূর্মিং বাজিনং যমম্। অর্যো গয়ং মংহমানং বি দাশুষে ॥ ২২॥
এবা নূনমুপ স্তুহি বৈয়শ্ব দশমং নবং। সুবিদ্বাংসং চর্কৃত্যং চরণীনাম্ ॥ ২৩॥
বেত্থা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্। অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব ॥ ২৪॥
তদিন্দ্রাব আ ভর যেনা দংসিষ্ঠ কৃত্বনে। দ্বিতা কুৎসায় শিশ্নথো নি চোদয় ॥ ২৫॥
তমু ত্বা নূনমীমহে নব্যং দংসিষ্ঠ সন্যসে। স ত্বং নো বিশ্বা অভিমাতীঃ সক্ষণি ॥ ২৬॥
য ঋক্ষাদংহসো মুচদ্যো বার্যাৎসপ্ত সিন্ধুষু। বধর্দাসস্য তুবিনৃম্ণ নীনমঃ ॥ ২৭॥
যথা বরো সুষাম্ণে সনিভ্য আবহো রয়িম্। ব্যশ্বেভ্যঃ সুভগে বাজিনীবতি ॥ ২৮॥
আ নার্যস্য দক্ষিণা ব্যশ্বাঁ এতু সোমিনঃ। স্থূরং চ রাধঃ শতবৎসহস্রবৎ ॥ ২৯॥
যত্ত্বা পৃচ্ছাদীজানঃ কুহয়া কুহয়াকৃতে। এষো অপশ্রিতো বলো গোমতীমব তিষ্ঠতি ॥ ৩০॥

মন্ত্রার্থ — হে মিত্রভূত ঋত্বিক্‌গণ! বজ্রহস্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে এই স্তোত্র করবো। তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা নেতা সর্বাপেক্ষা শত্রুধর্ষক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করবো ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বলের দ্বারা বিখ্যাত, বৃত্রকে হনন পূর্বক বৃত্রহা হয়েছেন; আপনি শূর, আপনি ধনের দ্বারা ধনবান্ ব্যক্তিদেরও অধিক দান ক'রে থাকেন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তূয়মান হয়ে নানারকম বিচিত্র অন্নবিশিষ্ট ধন আমাদের প্রদান করুন। হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! আপনি নির্গমন কালেই শত্রুগণের বাসপ্রদ হোন এবং দাতা হোন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের জন্য ধন প্রকাশ করুন। হে শত্রুনাশক! আপনি স্তূয়মান হয়ে সাহঙ্কার মনে সেই ধন আমাদের প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

হে অশ্ববান্ ইন্দ্র! প্রতিযোদ্ধাগণ গো-সমূহের অন্বেষণ বিষয়ে আপনার দক্ষিণ হস্ত নিবারণ করে না, বাম হস্তও নিবারণ করে না, প্রতিরোধকারিগণও করে না ॥ ৫ ॥

হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! স্তুতিবাক্যের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হবো, এইভাবে লোকে গোসমূহের সঙ্গে গোষ্ঠ প্রাপ্ত হয়। আপনি স্তোতার অভিলাষ পূর্ণ করুন, তার মানস পূর্ণ করুন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি সর্বাপেক্ষা অধিক শত্রুনাশ করেছেন; হে উগ্র বাসপ্রদ ও ধনপ্রদ! বিশ্বমনা নামক ঋষির সমস্ত কর্মে উপস্থিত হোন ॥ ৭ ॥

হে বৃত্রহা! হে শূর! হে পুরুহূত ইন্দ্র! নূতন, স্পৃহণীয়, গৃহপ্রদ এই ধন আমরা লাভ করবো ॥ ৮ ॥

হে সকলের নর্তয়িতা ইন্দ্র! আপনার বল শত্রুগণ অভিভব করতে পারে না। হে পুরুহূত!

আপনি হব্যদাতাকে যে ধন দান করেন, তা কেউ হিংসা করতে পারে না ॥ ৯ ॥

হে অতিশয় পূজ্য, শ্রেষ্ঠনেতা ইন্দ্র! মহাফল লাভের জন্য উদর সিক্ত করুন। হে মঘবা! আপনি দৃঢ় শত্রুপুরসকল ধনলাভের জন্য নষ্ট করুন ॥ ১০ ॥

হে বজ্রবান্ মঘবা ইন্দ্র! আমরা পূর্বে আপনি ভিন্ন অন্য দেবগণের নিকট আশা করেছিলাম। আপনার ধন ও রক্ষা আমাদের প্রদান করুন ॥ ১১ ॥

হে নর্তয়িতা, স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! অন্ন, দ্যুতিমান্ যশ ও বল লাভের জন্য আপনি ভিন্ন আর কারও নিকট গমন করবো না ॥ ১২ ॥

তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশেই সোম সিঞ্চন করো, তিনি সোমময় মধু পান করেন, তিনি নিজের মহত্ত্ব ও অন্নের সাথে ধন ইত্যাদি প্রেরণ করেন ॥ ১৩ ॥

হরিগণের অধিপতি ইন্দ্রের স্তব করি। তিনি আপন বল অন্যকে প্রদান করেন; তুমি স্তোত্রকারী ব্যশ্ব ঋষির পুত্রের স্তুতি শ্রবণ করো ॥ ১৪ ॥

হে ইন্দ্র! পূর্বকালে আপনা অপেক্ষা অধিক ধনবান্, সামর্থ্যবান্, আশ্রয়দাতা এবং স্তুতিবিশিষ্ট আর কেউ জন্মায়নি ॥ ১৫ ॥

হে অধ্বর্যু! তুমি মদকর অন্নের সর্বাপেক্ষা মদকর অংশ ইন্দ্রের জন্য সেক করো; এই বীর ও বর্ধনশীল ইন্দ্রকেই লোকে স্তব করে ॥ ১৬ ॥

হে হরিগণের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র! আপনার পূর্বকালীন স্তুতি সকলকেই বলের দ্বারা অথবা ধন আছে ব'লে অতিক্রম করতে পারে না ॥ ১৭ ॥

আমরা অন্নাভিলাষী হয়ে যে সকল যজ্ঞের ঋত্বিকবর্গ প্রমাদগ্রস্ত হয় না, সেই যজ্ঞের দ্বারা দর্শনীয় অন্নপতি ইন্দ্রকে আহ্বান করছি ॥ ১৮ ॥

হে মিত্রভূত ঋত্বিকগণ! তোমরা শীঘ্র আগমন করো, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রকে স্তুতি করবো। এই ইন্দ্র একাকীই সমস্ত শত্রুসেনা অভিভব করেন ॥ ১৯ ॥

হে ঋত্বিক্‌গণ! যে ইন্দ্র স্তুতি রোধ করেন না, স্তোত্র অভিলাষ করেন, সেই দীপ্তিশালী ইন্দ্রের উদ্দেশে ঘৃত ও মধু অপেক্ষাও স্বাদু অত্যন্ত মিষ্ট বাক্য বলো ॥ ২০ ॥

যে ইন্দ্রের বীরকর্ম অপরিমিত, যাঁর ধন শত্রুগণ লাভ করতে পারে না এবং যাঁর দান জ্যোতির মতো সমস্ত স্তোতাবর্গকে ব্যাপ্ত করে ॥ ২১ ॥

সেই অহিংসনীয়, বলবান, স্তোতাগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রকে ব্যশ্ব ঋষির মতো স্তব করো। স্বামী ইন্দ্র হব্যদাতাকে প্রশস্ত গৃহ বিতরণ করেন ॥ ২২ ॥

হে বৈয়শ্ব! মানবগণের মধ্যে দশম, অতএব নূতন সুবিদ্বান্, সর্বদা নমস্কার যোগ্য ইন্দ্রকে স্তুতি করো ॥ ২৩ ॥

আদিত্য যেমন প্রত্যহ যজমানগণকে জ্ঞাত হ'তে পারেন, সেইরকম হে বজ্রহস্ত! নিঋতিগণকে কিভাবে বর্জন করতে হয়, তা' আপনিই জানেন ॥ ২৪ ॥

অতএব হে দর্শনীয় ইন্দ্র! কর্মকারী যজমানের জন্য আমাদের আপনার আশ্রয় দান করুন। কুৎস নামক ঋষির জন্য দুই রকম শত্রুগণকে বধ করেছেন। আমাদের সেই রক্ষা প্রদান করুন ॥ ২৫ ॥

হে অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র! আপনি স্তোতব্য, আপনারই নিকট গচ্ছিত রাখবার জন্য ধন যাজ্ঞা করছি, আপনি আমাদের সমস্ত শত্রুসেনার অভিভবকারী হোন ॥ ২৬ ॥

যিনি রাক্ষসকৃত পাপ হ'তে মুক্ত করেন, যিনি সপ্তনদীতে আর্যদের প্রেরণ করেন, হে বহুধন!

দাসের বধের জন্য অস্ত্র অবনত করুন ॥ ২৭ ॥

হে বরুরাজা! সুষামরাজার উদ্দেশে পূর্বকালে যেমন যাচকবর্গকে ধন দান করেছিলেন, সেইরকম এইক্ষণে ব্যশ্বকে প্রদান করুন। হে সৌভাগ্যশালিনী অন্নবতী উষা! আপনিও ধন দান করুন ॥ ২৮ ॥

হে মানবগণের হিতকর সোমবান্! যজমানের দক্ষিণা সোমবিশিষ্ট ব্যশ্বপুত্রের নিকট আগমন করুক। শতসহস্র সংখ্যাবিশিষ্ট স্থূল ধন আমাদের নিকট আগমন করুক ॥ ২৯ ॥

হে উষাদেবি! যারা "কোথায়" এই কথা জিজ্ঞাসা করে, তারা আপনার অগ্রবর্তী। আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "কোথায়", তাহলে সকলের আশ্রয়স্বরূপ, শত্রুনিবারক এই বরুরাজা গোমতীতীরে অবস্থান করছে, এই কথা বলবেন ॥ ৩০ ॥

টীকা — ২৩ ঋকে 'দশম' অর্থে মানুষের দেহে নয়টি প্রাণ আছে, ইন্দ্র তাদের দশম প্রাণ। সায়ণ। এই ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয় না॥ ২৭ ঋকে সপ্তনদীর উল্লেখ আছে। ১০/৭৫/৫ ঋকের টীকা দ্রষ্টব্য। এবং দাস অর্থাৎ অনার্য বর্বরদের উল্লেখ আছে॥ শেষ ঋকটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সুষাম রাজার পুত্র বরুরাজা গোমতী অর্থাৎ আধুনিক গোমাল নদীর তীরে বাস করতেন॥—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ সংহিতা' গ্রন্থে অনেকগুলি বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন, ১ম ঋক্—"রিপুনাশে বজ্রের মতো কঠোরস্বভাব, সর্বলোকের নেতৃস্থানীয় বলৈশ্বর্যাধিপতি পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে আমরা সর্বতোভাবে স্তোত্র উচ্চারণ করি।" (ভাবার্থ—ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রকৃষ্টভাবে প্রার্থনা করি)। "সৎকর্মে মিত্রস্বরূপ হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরাও সেই দেবতাকে প্রকৃষ্টভাবে আরাধনা করো।" (ভাব এই যে,—আমি যেন সকলরকমে ভগবানকে আরাধনা করি)। [তিনি রিপুনাশক। দেবতার কঠোরতার বিকাশ হয়—রিপুদলনে, পাপের উচ্ছেদসাধনে। সাধকের প্রতি তিনি যেমন কৃপাপরায়ণ, পাপের বিনাশকল্পে তেমনি তিনি বজ্রকঠোর।...একদিকে মাতার স্নেহ, অপর দিকে রুদ্রের ভীষণ সংহারমূর্তি। মন্ত্রে সেই অপূর্ব রুদ্রমূর্তিরই পরিচয় রয়েছে]। —ইত্যাদি॥ উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৭৪॥ এ ছাড়াও উক্ত গ্রন্থের ১৭৪ বা ৬১৭, ৬১৭, ৬১৭, ১৭৪ বা ৬৯২, ৬৯২, ৬৯২, ১৭৪ ও ১৭৭ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে উল্লেখিত ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২৪ ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন।

◆◆

— ২৫ সূক্ত —

[দেবতা : ১০, ১১ ও ১২ ঋকের বিশ্বদেবগণ, অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ।
ঋষি : ব্যশ্বপুত্র বৈয়শ্ব। ছন্দ : উষ্ণিক্, উষ্ণিগ্‌গর্ভা]

তা বাং বিশ্বস্য গোপা বো দেবেষু যজ্ঞিয়া। ঋতাবানা যজসে পূতদক্ষসা ॥ ১ ॥
মিত্রা তনা ন রথ্যা বরুণো যশ্চ সুক্রতুঃ। সনাৎসুজাতা তনয়া ধৃতব্রতা ॥ ২ ॥
তা মাতা বিশ্ববেদসাসুর্যায় প্রমহসা। মহী জজনাদিতির্ঋতাবরী ॥ ৩ ॥
মহান্তা মিত্রাবরুণা সম্রাজা দেবাবসুরা। ঋতাবানাবৃতমা ঘোষতো বৃহৎ ॥ ৪ ॥

নপাতা শবসো মহঃ সূনূ দক্ষস্য সুক্রতূ। সৃপ্রদানূ ইষো বাস্তধি ক্ষিতঃ ॥ ৫॥
সং যা দানূনি যেমথুর্দিব্যাঃ পার্থিবীরিষঃ। নভস্বতীরা বাং চরন্ত বৃষ্টয়ঃ ॥ ৬॥
অধি যা বৃহতো দেবোভি যূথেব পশ্যতঃ। ঋতাবানা সম্রাজা নমসে হিতা ॥ ৭॥
ঋতাবানা নি ষেদতুঃ সম্রাজ্যায় সুক্রতূ। ধৃতব্রতা ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রমাশতুঃ ॥ ৮॥
অক্ষশ্চিদ্গাতুবিত্তরানুল্বণেন চক্ষসা। নি চিন্মিষন্তা নিচিরা নি চিক্যতুঃ ॥ ৯॥
উত নো দেব্যদিতিরুরুষ্যতাং নাসত্যা। উরুষ্যন্তু মরুতো বৃদ্ধশবসঃ ॥ ১০॥
তে নো নাবমুরুষ্যত দিবা নক্তং সুদানবঃ। অরিষ্যন্তো নি পায়ুভিঃ সচেমহি ॥ ১১॥
অঘ্নতে বিষ্ণবে বয়মরিষ্যন্তঃ সুদানবে। শ্রুধি স্বয়াবন্ত্সিন্ধো পূর্বচিত্তয়ে ॥ ১২॥
তদ্বার্যং বৃণীমহে বরিষ্ঠং গোপয়ত্যম্। মিত্রো যৎপান্তি বরুণো যদর্যমা ॥ ১৩॥
উত নঃ সিন্ধুরপাং তন্মরুতস্তদশ্বিনা। ইন্দ্রো বিষ্ণুর্মীঢ্বাংসঃ সজোষসঃ ॥ ১৪॥
তে হি ষ্মা বনুষো নরোঽভিমাতিং কয়স্য চিৎ। তিগ্মং ন ক্ষোদঃ প্রতিঘ্নন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥ ১৫॥
অয়মেক ইত্থা পুরূরু চষ্টে বি বিশ্পতিঃ। তস্য ব্রতান্যনু বশ্চরামসি ॥ ১৬॥
অনু পূর্বাণ্যোক্যা সাম্রাজ্যস্য সশ্চিম। মিত্রস্য ব্রতা বরুণস্য দীর্ঘশ্রুৎ ॥ ১৭॥
পরি যো রশ্মিনা দিবোঽন্তান্মমে পৃথিব্যাঃ। উভে আ পপ্রৌরোদসী মহিত্বা ॥ ১৮॥
উদূ ষ্য শরণে দিবো জ্যোতিরয়ংস্ত সূর্যঃ। অগ্নির্ন শুক্রঃ সমিধান আহুতঃ ॥ ১৯॥
বচো দীর্ঘপ্রসদ্মনীশে বাজস্য গোমতঃ। ঈশে হি পিত্বোঽবিষস্য দাবনে ॥ ২০॥
তৎসূর্যং রোদসী উভে দোষাবস্তোরুপ ব্রুবে। ভোজেষস্মাঁ অভ্যুচ্চরা সদা ॥ ২১॥
ঋজ্রমুক্ষণ্যায়নে রজতং হরয়াণে। রথং যুক্তমসনাম সুষামণি ॥ ২২॥
তা মে অশ্ব্যানাং হরীণাং নিতোশনা। উতো নু কৃত্ব্যানাং নৃবাহসা ॥ ২৩॥
স্মদভীশূ কশাবন্তা বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী। মহো বাজিনাবর্বন্তা সচাসনম্ ॥ ২৪॥

মন্ত্রার্থ — হে সকল লোকের রক্ষক দেবদ্বয়। আপনারা দেবগণের মধ্যে যজ্ঞের যোগ্য, আপনাদের লোকে পূজা করে। হে ব্যশ্ব। সত্যবিশিষ্ট, পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বরুণের যাগ করো ॥ ১ ॥

সুন্দর কর্মযুক্ত যে বরুণ ও যে মিত্র ধনদাতা ও রথবান্, বহুকাল হ'তে শোভনজন্মা, অদিতির তনয় এবং ধৃতব্রত ॥ ২ ॥

মহতী সত্যবতী অদিতি, সর্বধনবিশিষ্ট ও তেজস্বী সেই মিত্র ও বরুণকে অসুর্য তেজের জন্য উৎপাদন করেছেন ॥ ৩ ॥

মহান্, সম্রাট, অসুর, সত্যবান্ দেব মিত্র ও বরুণ বৃহৎ যজ্ঞ প্রকাশিত করেন ॥ ৪ ॥

মহান্ বলের পৌত্র, বেগের পুত্র; সুকর্মা ও প্রভূত ধনদাতা মিত্র ও বরুণ অন্নের নিবাস স্থানে বাস করেন ॥ ৫ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! আপনারা ধন এবং দিবা ও পৃথিবীজাত অন্ন দান করুন; জলবতী বৃষ্টি আপনাদের নিকট উপস্থিত থাকুক ॥ ৬ ॥

হে মিত্র ও বরুণ। আপনারা সত্যবান্,' সম্রাট্ এবং হব্যপ্রিয়, আপনারা বৃহৎ দেবগণকে

গোযূথের মতো হৃষ্ট করবার জন্য অভিদর্শন করুন ॥ ৭ ॥

সত্যবান্ সুকর্মা মিত্র ও বরুণ সম্যক্‌ভাবে প্রদীপ্ত হবার জন্য উপবেশন করুন; ধৃতব্রত, বলবান্ মিত্র ও বরুণ বল ব্যাপ্ত করুন ॥ ৮ ॥

চক্ষে দর্শন করবার পূর্বেও পথবিৎ, সকলের প্রেরক, চিরন্তন মিত্র ও বরুণ অদুঃসহ তেজের বলে শোভিত হোন ॥ ৯ ॥

অদিতিদেবী আমাদের রক্ষা করুন, অশ্বিদ্বয় রক্ষা করুন, অত্যন্ত বেগবান্ মরুৎবর্গ রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥

হে শোভনদানবিশিষ্ট মরুৎগণ! আপনারা অহিংসিত, আপনারা দিবারাত্রি আমাদের নৌকা রক্ষা করুন, আমরা আপনাদের পালনের সাথে মিলিত হবো ॥ ১১ ॥

আমরা অহিংসিত হয়ে হিংসারহিত সুদাতার উদ্দেশে স্তুতি করবো। হে একাকী যুদ্ধকারী বিষ্ণু! আপনি স্তোতাবৃন্দকে ধন প্রদান করুন; যে যজ্ঞ আরম্ভ করেছে, তার জন্য স্তুতি শ্রবণ করুন ॥ ১২ ॥

আমরা অত্যন্ত গুরু, সকলের রক্ষক ও বরণীয় ধন যেন লাভ ক'রি; মিত্র, বরুণ ও অর্যমা এই ধন রক্ষা ক'রে থাকেন ॥ ১৩ ॥

পর্জন্য আমাদের ধন রক্ষা করুন, মরুৎগণ ও অশ্বিদ্বয় ধন রক্ষা করুন; ইন্দ্র, বিষ্ণু ও সমস্ত অভীষ্টবর্ষী দেবগণ মিলিত হয়ে রক্ষা করুন ॥ ১৪ ॥

তাঁরাই পূজনীয় নেতা। বেগগামী জল যেমন বৃক্ষ উন্মূলিত করে, সেইরকম তাঁরা শীঘ্রগামী হয়ে যে কোন শত্রুর প্রতিকূল হয়ে তাঁকে নাশ করে ॥ ১৫ ॥

লোকপতি মিত্র বহুসংখ্যক প্রধান দ্রব্য এইভাবে দর্শন করেন। মিত্র ও বরুণের মধ্যে আমরা তোমাদের জন্যই তাঁর ব্রত পালন করবো ॥ ১৬ ॥

পরে সাম্রাজ্যবিশিষ্ট বরুণের পুরাতন গৃহ প্রাপ্ত হবো, অতিশয় প্রসিদ্ধ মিত্রের ব্রতও লাভ করবো ॥ ১৭ ॥

যে মিত্র দ্যাবাপৃথিবীর অন্তসমূহ রশ্মির দ্বারা প্রকাশিত করেন, তিনিই আপন মহিমায় তাদের পূর্ণ করেন ॥ ১৮ ॥

সুন্দর বীর্যযুক্ত মিত্র ও বরুণ দ্যুতিমান্ আদিত্যের গৃহে আপন জ্যোতি প্রকাশ করছেন, পরে অগ্নির মতো শুভ্রবর্ণ ও সকল লোককর্তৃক আহূত হয়ে অবস্থিতি করছেন ॥ ১৯ ॥

হে স্তোতা! বিস্তৃত গৃহবিশিষ্ট যজ্ঞে স্তব করো, বরুণ পশুযুক্ত অন্নের ঈশ্বর এবং মহা প্রীতিকর অন্নদানে সমর্থ ॥ ২০ ॥

আমি দিবারাত্রি মিত্র ও বরুণের সেই তেজ এবং দ্যাবাপৃথিবীকে স্তুতি ক'রি; হে বরুণ! সর্বদা দাতার অভিমুখে আমাদের প্রেরণ করুন ॥ ২১ ॥

তৈক্ষগোত্রে জাত, সুষামার পুত্র দানে প্রবৃত্ত হ'লে ঋজুগামী রজতের মতো অশ্বযুক্ত রথ প্রাপ্ত হয়েছিলাম। সুষামার পুত্রের রথ শত্রুবর্গের জীবন ইত্যাদি হরণ করে ॥ ২২ ॥

হরিতবর্ণ অশ্বসমূহের মধ্যে শত্রুগণের অত্যন্ত বাধাপ্রদ এবং কুশল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মানবগণের বাহক অশ্বদ্বয়, আমার উদ্দেশে শীঘ্র প্রবৃত্ত হোক ॥ ২৩ ॥

নূতন স্তুতির দ্বারা স্তব পূর্বক যেমন সুন্দর রজ্জুবিশিষ্ট, কশাযুক্ত, যোগ্য এবং শীঘ্রগতি অশ্বদ্বয় লাভ করতে পারি ॥ ২৪ ॥

টীকা — একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম ও রূপধারী দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সূত্র নিহিত আছে। যেমন, ইন্দ্রিয় নিরোধক মিত্র ও বরুণ আত্মজ্ঞানের উন্মেষক ইত্যাদি; সৎকর্মের পোষণকর্তা, শরণাগতের পালক, শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল, শ্রেষ্ঠধনের আকর, পরব্রহ্ম, অভীষ্টফলপ্রদ, পরমৈশ্বর্যশালী, অপ্রতিহতশক্তির আধার ইন্দ্র।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ২৬ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়, কেবল ২০ হ'তে ২৫ ঋকের দেবতা বায়ু। ঋষি : অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন ব্যশ্বের পুত্র বৈয়শ্ব, অথবা বিশ্বমনা। ছন্দ : উষ্ণিক্, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

যুবোরু ষূ রথং হুবে সধস্তুত্যায় সূরিষু। অতূর্তদক্ষা বৃষণা বৃষণ্বসূ ॥ ১॥
যুবং বরো সুষাম্ণে মহে তনে নাসত্যা। অবোভির্যাথো বৃষণা বৃষণ্বসূ ॥ ২॥
তা বামদ্য হবামহে হব্যেভির্বাজিনীবসূ। পূর্বীরিষ ইষয়ন্তাবতি ক্ষপঃ ॥ ৩॥
আ বাং বাহিষ্ঠো অশ্বিনা রথো যাতু শ্রুতো নরা।
উপ স্তোমান্তুরস্য দর্শথঃ শ্রিয়ে ॥ ৪॥
জুহুরাণা চিদশ্বিনা মন্যেথাং বৃষণ্বসূ। যুবং হি রুদ্রা পর্ষথো অতি দ্বিষঃ ॥ ৫॥
দস্রা হি বিশ্বমানুষঙ্মক্ষূভিঃ পরিদীয়থঃ। ধিয়ংজিন্বা মধুবর্ণা শুভস্পতী ॥ ৬॥
উপ নো যাতমশ্বিনা রায়া বিশ্বপুষা সহ। মঘবানা সুবীরাবনপচ্যুতা ॥ ৭॥
আ মে অস্য প্রতীব্যমিন্দ্রনাসত্যা গতম্। দেবা দেবেভিরদ্য সচনস্তমা ॥ ৮॥
বয়ং হি বাং হবামহ উক্ষণ্যন্তো ব্যশ্ববৎ। সুমতিভিরুপ বিপ্রাবিহা গতম্ ॥ ৯॥
অশ্বিনা স্বৃষে স্তুহি কুবিত্তে শ্রবতো হবম্। নেদীয়সঃ কূলয়াতঃ পণীঁরুত ॥ ১০॥
বৈয়শ্বস্য শ্রুতং নরোতো মে অস্য বেদথঃ।
সজোষসা বরুণো মিত্রো অর্যমা ॥ ১১॥
যুবাদত্তস্য ধিষ্ণ্যা যুবানীতস্য সূরিভিঃ। অহরহর্বৃষণা মহ্যং শিক্ষতম্ ॥ ১২॥
যো বাং যজ্ঞেভিরাবৃতোঽধিবস্ত্রা বধূরিব।
সপর্যন্তা শুভে চক্রাতে অশ্বিনা ॥ ১৩॥
যো বামুরুব্যচস্তমং চিকেততি নৃপায্যম্। বর্তিরশ্বিনা পরি যাতমস্ময়ূ ॥ ১৪॥
অস্মভ্যং সু বৃষণ্বসূ যাতং বর্তির্নৃপায্যম্। বিষুদ্রুহেব যজ্ঞমূহথুর্গিরা ॥ ১৫॥
বাহিষ্ঠো বাং হবানাং স্তোমো দূতো হুবন্নরা। যুবাভ্যাং ভূত্বশ্বিনা ॥ ১৬॥
যদদো দিবো অর্ণব ইষো বা মদথো গৃহে। শ্রুতমিন্মে অমর্ত্যা ॥ ১৭॥
উত স্যা শ্বেতয়াবরী বাহিষ্ঠা বাং নদীনাম্। সিন্ধুর্হিরণ্যবর্তনিঃ ॥ ১৮॥
স্মদেতয়া সুকীর্ত্যাশ্বিনা শ্বেতয়া ধিয়া। বহেথে শুভ্রযাবানা ॥ ১৯॥

যুক্ষ্বা হি ত্বং রথাসহা যুবস্ব পোষ্যা বসো।
আন্নো বায়ো মধু পিবাস্মাকং সবনা গহি ॥ ২০॥
তব বায়বৃতস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভূত। অবাংস্যা বৃণীমহে ॥ ২১॥
ত্বষ্টুর্জামাতরং বয়মীশানং রায় ঈমহে। সুতাবন্তো বায়ুং দ্যুম্না জনাসঃ ॥ ২২॥
বায়ো যাহি শিবা দিবো বহস্বা সু স্বশ্ব্যম্। বহস্ব মহঃ পৃথুপক্ষসা রথে ॥ ২৩॥
ত্বাং হি সুপ্সরস্তমং নৃষদনেষু হূমহে। গ্রাবাণং নাশ্বপৃষ্ঠং মংহনা ॥ ২৪॥
স ত্বং নো দেব মনসা বায়ো মন্দানো অগ্রিয়ঃ। কৃধি বাজাঁ অপো ধিয়ঃ ॥ ২৫॥

মন্ত্রার্থ — হে অভিলাষপ্রদ, বর্ষণশীল, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আপনাদের বল কেউ হিংসা করতে পারে না; স্তোতাগণের মধ্যে আপনাদের একত্র শীঘ্র গমনের জন্য রথ আহ্বান করছি ॥ ১ ॥

হে নাসত্য, অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়। আপনারা সুষামরাজার উদ্দেশে মহাধন দানের জন্য যেমন আগমন করতেন, সেইরকম রক্ষার সাথে আগমন করুন। হে বরুণ! আপনি এই কথা বলুন ॥ ২ ॥

হে অন্নযুক্ত, ধনবান্, বহু অভিলাষী অশ্বিদ্বয়! অদ্য রাত্রি প্রভাত হ'লে আমরা আপনাদের হব্যের দ্বারা আহ্বান করবো ॥ ৩ ॥

হে নেতা অশ্বিদ্বয়! সর্বাপেক্ষা বহনশীল আপনাদের প্রসিদ্ধ রথ আগমন করুক; আপনারা শীঘ্র স্তুতিকারীকে ঐশ্বর্য প্রদানের জন্য তার স্তোমসকল দর্শন করুন ॥ ৪ ॥

হে অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! কুটিল কর্মকারী শত্রুগণ সম্মুখে আছে জানবেন; আপনারা রুদ্র, আপনারা দ্বেষকারী শত্রুগণকে ক্লেশ প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

হে সকলের দর্শনীয় যজ্ঞসম্পাদক, উন্মাদকর কান্তিবিশিষ্ট জলপতি অশ্বিদ্বয়! আপনারা শীঘ্রগামী রথে অনবরত সমস্ত যজ্ঞের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৬ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! বিশ্বপোষক ধনের সাথে আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন; আপনারা মঘবা, সুধীর এবং অপরাভবনীয় ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয়! আপনারা অত্যন্ত সেব্যমান হয়ে আমার যজ্ঞে দেবগণের সাথে আগমন করুন ॥ ৮ ॥

আপনাদের জন্য ধনদান লাভ করতে ইচ্ছা ক'রে আমরা ব্যশ্বের মতো আপনাদের আহ্বান করছি। হে মেধাবিদ্বয়! অনুগ্রহ করে এইস্থানে আগমন করুন ॥ ৯ ॥

হে ঋষি! অশ্বিদ্বয়কে স্তব করো; তোমার আহ্বান বহুবার শ্রবণ পূর্বক অশ্বিদ্বয় যেন নিকটবর্তী শত্রুবর্গকে এবং পণিগণকে হিংসা করেন ॥ ১০ ॥

হে নেতাদ্বয়! বৈয়শ্বের আহ্বান শ্রবণ করুন, আমার আহ্বান অবগত হোন। বরুণ, মিত্র ও অর্যমা সর্বদা মিলিত ॥ ১১ ॥

হে স্তুতিযোগ্য, অভিলাষপ্রদ অশ্বিদ্বয়! আপনারা স্তোতৃগণকে যা প্রদান করেন ও তাদের জন্য যা আনয়ন করেন, তা প্রত্যহ আমাকে প্রদান করুন ॥ ১২ ॥

বধূ যেমন বস্ত্রে আবৃতা, সেইরকম যে ব্যক্তি যজ্ঞের দ্বারা আবৃত হয়, তার পরিচর্যা ক'রে অশ্বিদ্বয় তার মঙ্গল করেন ॥ ১৩ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আমি অত্যন্ত ব্যাপ্ত ও নেতাগণের পানযোগ্য সোম দান করতে জানি। আমাকে লাভ করতে ইচ্ছা ক'রে আপনারা আমার গৃহে আগমন করুন ॥ ১৪ ॥

হে অভিলাষপ্রদ, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! নেতাগণের পানযোগ্য সোমের উদ্দেশে আমাদের গৃহে আগমন করুন; আপনারা স্তুতিবাক্যের দ্বারা সর্বদ্রোহী শর যেমন, সেইরকম যজ্ঞ সমাপ্তি ক'রে দিন ॥ ১৫ ॥

হে সকলের নেতা অশ্বিদ্বয়! স্তোত্রসমূহের মধ্যে স্তোম আপনাদের নিকট গমন পূর্বক আপনাদের আহ্বান করুক ও আপনাদের প্রীতিকর হোক ॥ ১৬ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! যদি স্বর্গে, বা এই অর্ণবে প্রমত্ত হন, যদি বা আপনাদের প্রতি অভিলাষবান যজমানবৃন্দের গৃহে প্রমত্ত হন, তাহলে হে অমরদ্বয়! আমাদের এই স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ১৭ ॥

নদীগণের মধ্যে শ্বেতয়াবরী নামে সুবর্ণ পথবিশিষ্ট সিন্ধু স্তুতির দ্বারা অধিক পরিমাণে তোমার নিকট গমন করে ॥ ১৮ ॥

হে সুন্দর গমনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! সুন্দর কীর্তিবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণা ও পুষ্টিকরী শ্বেতয়াবরী নদীকে প্রবাহিত করুন ॥ ১৯ ॥

হে বায়ু! আপনি রথবহনে সমর্থ অশ্বদ্বয়কে যোজিত করুন। হে বাসপ্রদ! পোষণীয় অশ্বদ্বয়কে যজ্ঞে মিশ্রিত করুন। হে বায়ু! পরে আমাদের মদকর সোম পান করুন এবং সবনত্রয়ে আগমন করুন ॥ ২০ ॥

হে যজ্ঞপতি, ত্বষ্টার জামাতা অদ্ভুত বায়ু! আপনার পালন যেন লাভ করতে পারি ॥ ২১ ॥

আমরা ত্বষ্টার জামাতা সমর্থ বায়ুর নিকট ধন যাচ্ঞা ক'রি, সোম অভিষব পূর্বক মানবগণ ধনবান্ হয় ॥ ২২ ॥

হে বায়ু! আপনি স্বর্গের মঙ্গল নিয়ে যান, আপনি অশ্ববিশিষ্ট রথ চালনা করুন; আপনি মহান, বিস্তীর্ণ পার্শ্বদ্বয়যুক্ত অশ্বকে আপন রথে যোজিত করুন ॥ ২৩ ॥

হে বায়ু! আপনি অত্যন্ত সুন্দর রূপ বিশিষ্ট, আপনার সর্বাঙ্গ মহিমায় ব্যাপ্ত, যজমানের গৃহে আপনাকে সোমাভিষব প্রস্তরের মতো আহ্বান করছি ॥ ২৪ ॥

হে বায়ুদেব! আপনি দেবগণের মধ্যে প্রধান, আপনি মনে মনে হৃষ্ট হয়ে আমাদের অন্ন জল ও কর্ম প্রদান করুন ॥ ২৫ ॥

টীকা — ১৩ ঋকের বক্তব্য—লজ্জাশীলা বধূ বস্ত্রের দ্বারা শরীর আবৃত করতেন। ১৮ ঋক্—বিশ্বমনা ঋষি শ্বেতয়াবরী নদীর তীরে যজ্ঞ করেছিলেন। সায়ণ॥—এই সূক্তটিও সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই কাছে ঋষির প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে অশ্বিদ্বয় প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির নাশক বা শান্তিকারী শক্তিদ্বয়; ভক্তজনের হৃদয়দেশই তাঁদের রথ বা যান॥ বায়ুরূপে স্বয়ং ঈশ্বরই জীবের জীবন, সর্বব্যাপী এবং সকলের হিতকরী হয়ে থাকেন॥ ইন্দ্ররূপে ঈশ্বরই সৎকর্মের পোষণ করেন, শরণাগতের পালন করেন, শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করেন, শ্রেষ্ঠধনের আকর হন, পরব্রহ্মরূপে পূজিত হন, অভীষ্টফল প্রদান করেন, পরম ঐশ্বর্যশালী ও অপ্রতিহত শক্তিশালীরূপে আবির্ভূত হন॥ বরুণ, মিত্র ও অর্যমারূপে তিনিই যথাক্রমে করুণাবারি বর্ষণ করেন ইত্যাদি, মিত্ররূপে তিনিই ইন্দ্রিয় নিরোধ করেন ইত্যাদি, অর্যমারূপে তিনিই জ্ঞানদেব ইত্যাদি।

◆ ◆

— ২৭ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বিবস্বানের পুত্র মনু। ছন্দ : প্রাগাথ]

অগ্নিরুক্থে পুরোহিতো গ্রাবাণো বর্হিরধ্বরে।
ঋচা যামি মরুতো ব্রহ্মণস্পতিং দেবাঁ অবো বরেণ্যম্ ॥ ১॥
আ পশুং গাসি পৃথিবীং বনস্পতীনুষাসা নক্তমোষধীঃ।
বিশ্বে চ নো বসবো বিশ্ববেদসো ধীনাং ভূত প্রাবিতারঃ ॥ ২॥
প্র সূ ন এত্বধ্বরোঽগ্না দেবেষু পূর্ব্যঃ।
আদিত্যেষু প্র বরুণে ধৃতব্রতে মরুৎসু বিশ্বভানুষু ॥ ৩॥
বিশ্বে হি ষ্মা মনবে বিশ্ববেদসো ভুবন্বৃধে রিশাদসঃ।
অরিষ্টেভিঃ পায়ুভির্বিশ্ববেদসো যন্তা নোঽবৃকং ছর্দিঃ ॥ ৪॥
আ নো অদ্য সমনসো গন্তা বিশ্বে সজোষসঃ।
ঋচা গিরা মরুতো দেব্যদিতে সদনে পস্ত্যে মহি ॥ ৫॥
অভি প্রিয়া মরুতো যা বো অশ্ব্যা হব্যা মিত্র প্রযাথন।
আ বর্হিরিন্দ্রো বরুণস্তুরা নর আদিত্যাসঃ সদন্তু নঃ ॥ ৬॥
বয়ং বো বৃক্তবর্হিষো হিতপ্রয়স আনুষক্।
সুতসোমাসো বরুণ হবামহে মনুষ্বদিদ্ধাগ্নয়ঃ ॥ ৭॥
আ প্র যাত মরুতো বিষ্ণো অশ্বিনা পূষন্মাকীনয়া ধিয়া।
ইন্দ্র আ যাতু প্রথমঃ সনিষ্যুভির্বৃষা যো বৃত্রহা গৃণে ॥ ৮॥
বি নো দেবাসো অদ্রুহোঽচ্ছিদ্রং শর্ম যচ্ছত।
ন যদ্দূরাদ্বসবো নূ চিদন্তিতো বরূথমাদধর্ষতি ॥ ৯॥
অস্তি হি বঃ সজাত্যং রিশাদসো দেবাসো অস্ত্যাপ্যম্।
প্র ণঃ পূর্বস্মৈ সুবিতায় বোচত মক্ষু সুম্নায় নব্যসে ॥ ১০॥
ইদা হি ব উপস্তুতিমিদা বামস্য ভক্তয়ে।
উপ বো বিশ্ববেদসো নমস্যুরাঁ অসৃক্ষ্যন্যামিব ॥ ১১॥
উদু ষ্য বঃ সবিতা সুপ্রণীতয়োঽস্থাদূর্ধ্বো বরেণ্যঃ।
নি দ্বিপাদশ্চতুষ্পাদো অর্থিনোঽবিশ্রন্ পতয়িষ্ণবঃ ॥ ১২॥
দেবংদেবং বোঽবসে দেবংদেবমভিষ্টয়ে।
দেবংদেবং হুবেম বাজসাতয়ে গৃণন্তো দেব্যা ধিয়া ॥ ১৩॥

দেবাসো হি ষ্মা মনবে সমন্যবো বিশ্বে সাকং সরাতয়ঃ।
তে নো অদ্য তে অপরং তুচে তু নো ভবন্তু বরিবোবিদঃ ॥ ১৪॥
প্র বঃ শংসাম্যদ্রুহঃ সংস্থ উপস্তুতীনাম্।
ন তং ধূর্তির্বরুণ মিত্র মর্ত্যং যো বো ধামভ্যোঽবিধৎ ॥ ১৫॥
প্র স ক্ষয়ং তিরতে বি মহীরিষো যো বো বরায় দাশতি।
প্র প্রজাভির্জায়তে ধর্মণস্পর্যরিষ্টঃ সর্ব এধতে ॥ ১৬॥
ঋতে স বিন্দতে যুধঃ সুগেভির্যাত্যধ্বনঃ।
অর্যমা মিত্রো বরুণঃ সরাতয়ো যং ত্রায়ন্তে সজোষসঃ ॥ ১৭॥
অজ্রে চিদস্মৈ কৃণুথা ন্যঞ্চনং দুর্গে চিদা সুসরণম্।
এষা চিদস্মাদশনিঃ পরো নু সাস্রেধন্তী বি নশ্যতু ॥ ১৮॥
যদদ্য সূর্য উদ্যতি প্রিয়ক্ষত্রা ঋতং দধ।
যন্নিম্রুচি প্রবুধি বিশ্ববেদসো যদ্বা মধ্যন্দিনে দিবঃ ॥ ১৯॥
যদ্বাভিপিত্বে অসুরা ঋতং যতে ছর্দির্যেম বি দাশুষে।
বয়ং তদ্বো বসবো বিশ্ববেদস উপ স্থেয়াম মধ্য আ ॥ ২০॥
যদদ্য সূর উদিতে যন্মধ্যন্দিন আতুচি।
বামং ধত্থ মনবে বিশ্ববেদসো জুহ্বানায় প্রচেতসে ॥ ২১॥
বয়ং তদ্বঃ সম্রাজ আ বৃণীমহে পুত্রো ন বহুপায্যম্।
অশ্যাম তদাদিত্যা জুহ্বতো হবির্যেন বস্যোঽনশামহৈ ॥ ২২॥

মন্ত্রার্থ — এই যজ্ঞে উক্থ উচ্চারণকালে অগ্নি সোমাভিষব প্রস্তর বর্হির অগ্রভাগে স্থাপিত হয়েছিলেন। মরুৎগণ এবং ব্রহ্মণস্পতির নিকট বরণীয় রক্ষালাভের জন্য ঋকমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে গমন ক'রি ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞে পশুর নিকট আগমন করুন, যজ্ঞশালা ও বনস্পতির নিকট আগমন করুন, দিনরাত্রি সোমাভিষব প্রস্তরের নিকট আগমন করুন। হে বাসপ্রদ, সর্বধনবান্ বিশ্বদেবগণ! আমাদের কর্মের রক্ষক হোন ॥ ২ ॥

পুরাতন যজ্ঞ, অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণের নিকট সুন্দরভাবে গমন করুক, আদিত্যগণ ও ধৃতব্রত বরুণ বিস্তৃত তেজবিশিষ্ট মরুৎগণের সাথে গমন করুন ॥ ৩ ॥

সমস্ত ধনসম্পন্ন, শত্রুভক্ষক বিশ্বদেবগণ মনুর সমৃদ্ধিকর হোন। হে সর্বধনসম্পন্ন দেবগণ! অহিংসিত পালনের সাথে আমাদের বাধারহিত গৃহ প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

সমান প্রীতিযুক্ত ও পরস্পর মিলিত হয়ে বাক্য এবং ঋকের সাথে অদ্য আমাদের নিকট আগমন করুন। হে মরুৎগণ! হে মহতী দেবী অদিতি! আমাদের এই গৃহে উপবেশন করুন ॥ ৫ ॥

হে মরুৎগণ! আপনাদের যে প্রিয় অশ্ব আছে, তাদের এই যজ্ঞে প্রেরণ করুন। হে মিত্র! হব্যের জন্য আগমন করুন। ইন্দ্র, বরুণ এবং যুদ্ধে ত্বরাবিশিষ্ট আদিত্যগণ আমাদের কুশে উপবেশন করুন ॥ ৬ ॥

হে বরুণ! আমরা মনুর মতো সোম অভিষব ক'রে ও অগ্নি সমিদ্ধ ক'রে, ঘন ঘন হব্য স্থাপন পূর্বক ও বর্হি ছেদন পূর্বক আপনাদের আহ্বান করছি ॥ ৭ ॥

হে মরুৎগণ। হে বিষ্ণু! হে অশ্বিদ্বয়! হে পূষা! আমার স্তুতির সাথে যজ্ঞে আগমন করুন, দেবগণের মধ্যে প্রথম ইন্দ্রও আগমন করুন। ইন্দ্রাভিলাষী স্তোতাগণ তাঁকে বৃত্রহা ব'লে স্তব করে ॥ ৮ ॥

হে দ্রোহরহিত দেবগণ! আমাদের বাধারহিত গৃহ প্রদান করুন। হে বাসপ্রদ দেবগণ! দূরদেশ ও অন্তিক দেশ হ'তে কেউ যেন কখনও বরণীয় গৃহের হিংসা করতে না পারে ॥ ৯ ॥

হে শত্রুভক্ষক দেববৃন্দ! আপনাদের এক জাতিভাব ও বন্ধুভাব আছে; প্রথম অভ্যুদয়ের জন্য এবং নূতন ধনের জন্য শীঘ্র আমাদের প্রস্তুত করুন ॥ ১০ ॥

হে সর্বধনবান্ দেববৃন্দ! আমি অন্নাভিলাষী। এখনই আপনাদের রমণীয় ধন লাভের জন্য আপনাদের স্তুতি এই মাত্র করছি ॥ ১১ ॥

হে সুন্দর স্তুতিযুক্ত মরুৎগণ! আপনাদের ঊর্ধ্বগামী বরণীয় সবিতা যখন উত্থিত হন, তখন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষীসকল আপন আপন কার্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১২ ॥

আমরা দ্যুতিমান, স্তুতির দ্বারা স্তব ক'রে আপনাদের মধ্যে দীপ্যমান দেবতাকে কর্মরক্ষার জন্য আহ্বান করবো, অভিলষিত লাভের জন্য দীপ্তিমান্ দেবতাকে আহ্বান করবো, অন্নলাভের জন্য দীপ্তিমান্ দেবতাকে লাভ করবো ॥ ১৩ ॥

সমান ক্রোধবিশিষ্ট বিশ্বদেবগণ মনুর উদ্দেশে যুগপৎ দানে প্রবৃত্ত হোন, অদ্য এবং অপর দিনে এবং আমাদের পুত্রের জন্যও ধনদাতা হোন ॥ ১৪ ॥

হে দ্রোহরহিত তেজময় দেববৃন্দ! স্তোত্রগণের আধারসদৃশ যজ্ঞে আপনাদের স্তব করছি। হে বরুণ! হে মিত্র! যে আপনাদের পরিচর্যা করে, হিংসা সেই মানুষকে বাধা দিতে পারে না ॥ ১৫ ॥

হে দেবগণ! যে বরণীয় ধনের জন্য আপনাদের হব্য দান করে, সেই ব্যক্তি গৃহ বর্ধিত করে, সে যজ্ঞের দ্বারা প্রজা লাভ করে এবং অহিংসিত হয়ে সমৃদ্ধ হয় ॥ ১৬ ॥

সে বিনা যুদ্ধে ধন লাভ করে, সুন্দর অশ্বে পথ অতিক্রম করে; অর্যমা, মিত্র ও বরুণ মিলিত এবং সমান দানযুক্ত হয়ে তাঁকে ত্রাণ করে ॥ ১৭ ॥

হে দেববৃন্দ! অগম্য এবং দুর্গম প্রদেশ সুগম করুন। এই অশনি কারও হিংসা করতে না পেরে যেন বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

হে বলপ্রিয় দেববৃন্দ! সূর্য উদিত হ'লে অদ্য কল্যাণকর গৃহ ধারণ করেছেন; হে সর্ব-ধনবান্ দেববৃন্দ! সূর্য গমন করলে ধারণ করেছেন, প্রবোধকালে ধারণ করেছেন এবং মধ্যাহ্নে ধারণ করেছেন ॥ ১৯ ॥

হে অসুরগণ! যেহেতু যজ্ঞপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞগামী হব্যদাতাকে গৃহ প্রদান করেছেন, অতএব হে বাসপ্রদ, সর্বধনবিশিষ্ট দেবগণ! আমরা আপনাদের সেই কল্যাণকর গৃহে আপনাদের পূজা করবো ॥ ২০ ॥

হে সর্বধনবিশিষ্ট দেববৃন্দ! অদ্য সূর্য উদিত হ'লে এবং মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে হব্যদাতা প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্ মনুর উদ্দেশে সেই কমনীয় ধন ধারণ করেছেন ॥ ২১ ॥

হে দীপ্তিমান্ দেববৃন্দ! আপনাদের পুত্রের মতো আমরা সেই বহু লোকের ভোগযোগ্য ধন প্রাপ্ত হবো। হে আদিত্যগণ! হবিঃ হোম পূর্বক এই ধনের দ্বারা অতিশয় ধনবত্তা লাভ করবো ॥ ২২ ॥

টীকা — ৭ ঋকের 'আমরা মনুর মতো সোম অভিষব ক'রে' ইত্যাদি বলা হয়েছে। অথচ সূক্তের প্রারম্ভে বিবস্বানের পুত্র মনুকেই এই সূক্তের ঋষি বলা হয়েছে। মনু নিজে বক্তা হ'লে এমন বলতেন না। মনুবংশীয়গণ বোধহয় সূক্তের রচয়িতা॥—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'র ৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বর্তমান সূক্তের প্রথম ঋকটির বিষয়ে স্বর্গীয় দুর্গাদাস লিখেছেন—"স্তোত্রশস্ত্রারক (উপাসনামূলক) যাগাদি-সৎকর্মের সাধন বিষয়ে, জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবতা (জ্ঞানাগ্নি), পুরোহিত-স্বরূপ (পথপ্রদর্শক) হন; প্রস্তরের মতো দৃঢ় স্থির সদ্ভাব, পুরোহিত-স্বরূপ (পথপ্রদর্শক) হন; প্রশান্ত হৃৎপ্রদেশ, পুরোহিত-স্বরূপ (পথপ্রদর্শক) হন। অতএব, সেই সকলকে প্রাপ্তির ইচ্ছায়, দ্যোতনাত্মক হে সর্বত্রগতিসম্পন্ন দেবগণ, স্তোত্রপালক হে দেবতা, আপনাদের উৎকৃষ্ট রক্ষণ (আপনাদের প্রাপ্তির উপায়) ঋদ্মন্ত্র-স্বরূপ স্তোত্রের দ্বারা আমি আপনাদের নিকট প্রার্থনা করছি।" (অর্থাৎ, আপনাদের বরণীয় রক্ষা-প্রভাবে পুরোহিত-স্বরূপ জ্ঞানাদি যেন আমার হৃদয়দেশে সুরক্ষিত হয়)। —ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ২৮ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : মনু। ছন্দ : গায়ত্রী, পুরউষ্ণিক্]

যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্। বিদন্নহ দ্বিতাসনন্ ॥ ১॥
বরুণো মিত্রো অর্যমা স্মদ্রাতিষাচো অগ্নয়ঃ। পত্নীবন্তো বষট্কৃতাঃ ॥ ২॥
তে নো গোপা অপাচ্যাস্ত উদক্ত ইত্থা ন্যক্। পুরস্তাৎ সর্বয়া বিশা ॥ ৩॥
যথা বশন্তি দেবাস্তথেদসত্তদেষাং নকিরা মিনৎ। অরাবা চন মর্ত্যঃ ॥ ৪॥
সপ্তানাং সপ্ত ঋষ্টয়ঃ সপ্ত দ্যুম্নান্যেষাম্। সপ্তো অধি শ্রিয়ো ধিরে ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — ত্রিংশতির পর তিন সংখ্যাযুক্ত যে দেবগণ বর্হিতে উপবেশন করেছিলেন; তাঁরা আমাদের জানুন এবং দুই রকম ধন প্রদান করুন ॥১॥

বরুণ, মিত্র ও অর্যমা সুন্দর হব্য প্রদানকারীর সাথে মিলিত হয়ে গমনশীল পত্নীবর্গের সাথে বষট্কারের দ্বারা আহুত হয়েছেন ॥২॥

তাঁরা সমস্ত অনুচরবর্গের সাথে সম্মুখে ও পশ্চাৎভাগে, উত্তরে ও নিম্নে আমাদের পালক হোন ॥৩॥

দেববৃন্দ যেমন কামনা করেন, সেইরকমই হয়। দেববৃন্দের কামনা কেউ হিংসা করতে পারে না। অদাতা মর্ত্যও পারে না ॥৪॥

সপ্ত মরুৎবর্গের সপ্ত রকমের ঋষ্টি আয়ুধ আছে, সপ্ত রকমের আভরণ আছে, সপ্ত রকমের দীপ্তি আছে ॥৫॥

টীকা — ১ ঋকে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে। শেষ ঋকে সপ্ত মরুতের উল্লেখ করা হয়েছে॥—এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র আছে।

◆ ◆

— ২৯ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : মরীচির পুত্র কশ্যপ, অথবা বৈবস্বত মনু। ছন্দ : দ্বিপদা]

বভ্রুরেকো বিষুণঃ সূনরো যুবাঞ্জ্যাংক্তে হিরণ্যয়ম্ ॥ ১॥
যোনিমেক আ সসাদ দ্যোতনোঽন্তর্দেবেষু মেধিরঃ ॥ ২॥
বাশীমেকো বিভর্তি হস্ত আয়সীমন্তর্দেবেষু নিধ্রুবিঃ ॥ ৩॥
বজ্রমেকো বিভর্তি হস্ত আহিতং তেন বৃত্রাণি জিঘ্নতে ॥ ৪॥
তিগ্মমেকো বিভর্তি হস্ত আয়ুধং শুচিরুগ্রো জলাষভেষজঃ ॥ ৫॥
পথ একঃ পীপায় তস্করো যথা এষ বেদ নিধীনাম্ ॥ ৬॥
ত্রীণ্যেক উরুগায়ো বি চক্রমে যত্র দেবাসো মদন্তি ॥ ৭॥
বিভির্দ্বা চরত একয়া সহ প্র প্রবাসেব বসতঃ ॥ ৮॥
সদো দ্বা চক্রাতে উপমা দিবি সম্রাজা সর্পিরাসুতী ॥ ৯॥
অর্চন্ত একে মহি সাম মন্বত তেন সূর্যমরোচয়ন্ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — বভ্রুবর্ণ, সর্বত্রগামী, রাত্রিসমূহের নেতা, যুবা ও একাকী সোমদেব হিরণ্ময় আভরণ প্রকাশ করেন ॥ ১ ॥

দেবগণের মধ্যে দীপ্যমান, মেধাবী, একমাত্র অগ্নি স্বস্থান প্রাপ্ত হন ॥ ২ ॥

দেবগণের মধ্যে নিশ্চল স্থানে বর্তমান ত্বষ্টা লৌহময় কুঠার হস্তে ধারণ করেছে ॥৩॥

ইন্দ্র একাকী হস্তনিহিত বজ্রধারণ করছেন, বৃত্রসকল নাশ করছেন ॥ ৪ ॥

সুখকর, ঔষধবিশিষ্ট, শুচি ও উগ্র রুদ্র হস্তে তীক্ষ্ণ আয়ুধ ধারণ করছেন ॥ ৫ ॥

একজন পূষা পথ রক্ষা করেন, তিনি তস্করের মতো ধনসকল অবগত আছেন ॥ ৬ ॥

একজন বিষ্ণু বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, তিনি তিন পদক্ষেপ করেছেন; এই পদসমূহে দেববৃন্দ হৃষ্ট হন ॥ ৭ ॥

দুই জন অশ্বিদ্বয় এক স্ত্রীর সাথে নিবাসী পুরুষদ্বয়ের মতো বাস করেন ও অশ্বের দ্বারা সঞ্চরণ করেন ॥ ৯ ॥

পরস্পর উপমেয়ভূত দুই জন মিত্র ও বরুণ অত্যন্ত দীপ্তিশালী ও ঘৃতরূপ হব্যবিশিষ্ট। তাঁরা দ্যুলোকের স্থান নির্মাণ করেন। স্তোতাগণ মহাসামমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং সেই মন্ত্রের দ্বারা সূর্যকে দীপ্ত করেন ॥ ৯,১০ ॥

টীকা — বর্তমান সূক্তেও সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের বিভিন্ন নামধারী শক্তির স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্রগুলিও এই সূক্তে প্রকটিত।

◆ ◆

— ৩০ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বৈবস্বত মনু। ছন্দ : গায়ত্রী, পুরউষ্ণিক্, বৃহতী, অনুষ্টুপ্]

নহি বো অস্ত্যর্ভকো দেবাসো ন কুমারকঃ। বিশ্বেহ সতো মহান্ত ইৎ ॥ ১॥
ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ। মনোর্দেবা যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ২॥
তে নস্ত্রাধ্বংতেঽবত ত উ নো অধি বোচত।
মা নঃ পথঃ পিত্র্যান্মানবাদধি দূরং নৈষ্ট পরাবতঃ ॥ ৩॥
যে দেবাস ইহ স্থন বিশ্বে বৈশ্বানরা উত।
অস্মভ্যং শর্ম সপ্রথো গবেঽশ্বায় যচ্ছত ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে দেবগণ। আপনাদের মধ্যে কেউ শিশু নেই, কেউ কুমার নেই, আপনারা সকলেই মহান্ ॥ ১॥

হে শত্রুভক্ষক, মনুর যজ্ঞের যোগ্য দেবগণ। আপনারা ত্রয়স্ত্রিংশৎ, আপনারা এইভাবে স্তুত হয়েছেন ॥ ২॥

আপনারা আমাদের ত্রাণ করুন, আপনারা রক্ষা করুন, আপনারা আমাদের মিষ্ট কথা বলুন। হে দেবগণ! পিতা মনু হ'তে আগত পথ হ'তে আমাদের ভ্রষ্ট করবেন না, দূরবর্তী মার্গ হ'তেও ভ্রষ্ট করবেন না ॥ ৩॥

হে দেবগণ ও যজ্ঞভব অগ্নি! আপনারা সকলে আছেন, আপনারা সকলে এই স্থানে অবস্থিত হোন; পরে সর্বত্র প্রথিত সুখ এবং গো ও অশ্বসকলকে আমাদের দান করুন ॥ ৪॥

টীকা — ২ ঋকে পুনরায় ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ রয়েছে। এইখানে ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে 'মনু' বা 'মনুষ' অর্থে মনুষ্য করলে সুন্দর অর্থ হয়। ৩ ঋক্‌টি অনুধাবন করলে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই জাগে যে, স্বয়ং বৈবস্বত মনু এই সূক্তের বক্তা হ'লে এমন কথা কিভাবে বলবেন?—এই সূক্তটিতেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্রগুলি বর্তমান।

◆ ◆

— ৩১ সূক্ত —

[দেবতা : প্রথম চারিটি ঋকের যজ্ঞ; পরবর্তীগুলির যজমান-প্রশংসা। ঋষি : বৈবস্বত মনু। ছন্দ : গায়ত্রী]

যো যজাতি যজাত ইৎসুনবচ্চ পচাতি চ। ব্রহ্মেদিন্দ্রস্য চাকনৎ ॥ ১॥
পুরোডাশং যো অস্মৈ সোমং ররত আশিরম্। পাদিত্তং শক্রো অংহসঃ ॥ ২॥
তস্য দ্যুমাঁ অসদ্রথো দেবজূতঃ স শূশুবৎ। বিশ্বা বন্বন্নমিত্রিয়া ॥ ৩॥

অস্য প্রজাবতী গৃহেঽসশ্চন্তী দিবেদিবে। ইলা ধেনুমতী দুহে ॥ ৪ ॥
যা দম্পতী সমনসা সুনুত আ চ ধাবতঃ। দেবাসো নিত্যয়াশিরা ॥ ৫ ॥
প্রতি প্রাশব্যাঁ ইতঃ সম্যঞ্চা বর্হিরাশাতে। ন তা বাজেষু বায়তঃ ॥ ৬ ॥
ন দেবানামপি হ্নুতঃ সুমতিং ন জুগুক্ষতঃ। শ্রবো বৃহদ্বিবাসতঃ ॥ ৭ ॥
পুত্রিণা তা কুমারিণা বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতঃ। উভা হিরণ্যপেশসা ॥ ৮ ॥
বীতিহোত্রা কৃতদ্বসূ দশস্যন্তামৃতায় কম্।
সমূধো রোমশং হতো দেবেষু কৃণুতো দুবঃ ॥ ৯ ॥
আ শর্ম পর্বতানাং বৃণীমহে নদীনাম্। আ বিষ্ণোঃ সচাভুবঃ ॥ ১০ ॥
ঐতু পূষা রয়িভর্গঃ স্বস্তি সর্বধাতমঃ। উরুরধ্বা স্বস্তয়ে ॥ ১১ ॥
অরমতিরনর্বণো বিশ্বো দেবস্য মনসা। আদিত্যানামনেহ ইৎ ॥ ১২ ॥
যথা নো মিত্রো অর্যমা বরুণঃ সন্তি গোপাঃ। সুগা ঋতস্য পন্থাঃ ॥ ১৩ ॥
অগ্নিং বঃ পূর্ব্যং গিরা দেবমীলে বসূনাম্।
সপর্যন্তঃ পুরুপ্রিয়ং মিত্রং ন ক্ষেত্রসাধসম্ ॥ ১৪ ॥
মক্ষূ দেববতো রথঃ শূরো বা পৃৎসু কাসু চিৎ।
দেবানাং য ইন্মনো যজমান ইয়ক্ষত্যভীদযজ্বনো ভুবৎ ॥ ১৫ ॥
ন যজমান রিষ্যসি ন সুম্বান ন দেবয়ো।
দেবানাং য ইন্মনো যজমান ইয়ক্ষত্যভীদযজ্বনো ভুবৎ ॥ ১৬ ॥
নকিষ্টং কর্মণা নশন্ন প্র যোষন্ন যোষতি।
দেবানাং য ইন্মনো যজমান ইয়ক্ষত্যভীদযজ্বনো ভুবৎ ॥ ১৭ ॥
অসদত্র সুবীর্যমুত ত্যদাশ্বশ্যম্।
দেবানাং য ইন্মনো যজমান ইয়ক্ষত্যভীদযজ্বনো ভুবৎ ॥ ১৮ ॥

মন্ত্রার্থ — যে যে যজমান যাগ করে, যে পুনরায় যাগ করে, সে সোম অভিষব করে ও পাক করে এবং ইন্দ্রের স্তোত্র পুনঃ কামনা করে ॥ ১ ॥

যে যজমান ইন্দ্রকে পুরোডাশ ও দুগ্ধমিশ্রিত সোম প্রদান করে, শক্র তাকে নিশ্চয়ই পাপ হ'তে রক্ষা করেন ॥ ২ ॥

দেবপ্রেরিত দ্যুতিমান্ রথ তারই হয়, সে তার দ্বারা শত্রুকৃত বাধা নষ্ট ক'রে সমৃদ্ধ হয় ॥ ৩ ॥

পুত্র ইত্যাদি যুক্ত ও বিনাশরহিত ধেনুর সাথে অন্ন তার গৃহে প্রত্যহ লাভ করা যায় ॥ ৪ ॥

হে দেবগণ! যে দম্পতি একমনে অভিষব করে, সোম শোধন করে এবং মিশ্রণ দ্রব্যের দ্বারা সোমমিশ্রিত করে ॥ ৫ ॥

তারা ভোজনযোগ্য অন্ন ইত্যাদি লাভ করে এবং মিলিত হয়ে যজ্ঞে উপস্থিত হয়, তারা অন্নের জন্য কোথাও গমন করে না ॥ ৬ ॥

তারা দেববৃন্দকে প্রদান করবো ব'লে অপলাপ করে না, আপনাদের অনুগ্রহ নিবারণ করতে ইচ্ছা করে না, মহা অন্নের দ্বারা আপনাদের পরিচর্যা করে ॥ ৭ ॥

তারা পুত্রবিশিষ্ট, কুমারবিশিষ্ট, স্বর্ণভূষিত হয়ে উভয়ে সমস্ত পূর্ণ আয়ু লাভ করে ॥ ৮॥

প্রিয় যজ্ঞবিশিষ্ট এই দম্পতির স্তুতি দেবগণ কামনা করেন, এরা দেবগণকে সুখপ্রদ অন্ন প্রদান করে। তারা সন্ততি লাভের জন্য দেহ সংযোগ করে এবং দেববৃন্দের পরিচর্যা করে ॥ ৯॥

আমরা পর্বতের ও নদীগুলির প্রদেয় সুখ প্রার্থনা করছি, দেববৃন্দের সাথে মিলিত বিষ্ণুর প্রদেয় সুখ প্রার্থনা করছি ॥ ১০॥

দাতা, ভজনীয় ও সর্বাপেক্ষা ধনধারী পূষা শুভাগমন করছেন, তিনি আগত হ'লে বিস্তীর্ণ পথ আমাদের মঙ্গলক হোক ॥ ১১॥

শত্রুগণ কর্তৃক অধৃষ্য দ্যোতমান পূষার সমস্ত স্তোতাবৃন্দ ভক্তির দ্বারা পর্যাপ্ত স্তুতিবিশিষ্ট হচ্ছে। আদিত্যবৃন্দের পক্ষে পাপশূন্য হচ্ছে ॥ ১২॥

মিত্র, বরুণ, অর্যমা যেমন রক্ষক, যজ্ঞের পথসকলও সেইরকম সুগম হোক ॥ ১৩॥

হে দেববৃন্দ! আপনাদের প্রধান, দীপ্তিমান্ অগ্নিকে ধনপ্রাপ্তির জন্য স্তুতির দ্বারা স্তব ক'রি; আপনাদের পরিচর্যাকারী মানব বহুলোকে প্রিয় যজ্ঞসাধক অগ্নিকে স্তব করছে ॥ ১৪॥

দেবাভিলাষী ব্যক্তির রথ শীঘ্র শূর যেমন কোন সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরকম দুর্গম পথে প্রবেশ করে। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতির দ্বারায় পূজা করতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে ॥ ১৫॥

হে যজমান! তুমি বিনষ্ট হবে না; হে সোমাভিষবকারী! বিনষ্ট হবে না; হে দেবাভিলাষী! বিনষ্ট হবে না। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতির দ্বারা পূজা করতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে ॥ ১৬॥

যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতির দ্বারা পূজা করতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে, কেউ কর্মের দ্বারা তাকে ব্যাপ্ত করতে পারে না, সে কখনও স্বস্থান হ'তে পৃথক্ হয় না, পুত্র ইত্যাদি হ'তে হয় না ॥ ১৭॥

যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতির দ্বারা পূজা করতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে। তার সুন্দর বীর্যবান্ পুত্র হয়, অশ্বসমূহযুক্ত ধনও তারই হয় ॥ ১৮॥

টীকা — ৫ ঋকে মূলে 'দম্পতি' আছে। স্ত্রীপুরুষ একত্রে সোমাভিষবের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনকরণ ও সংসার-সুখ লাভ করণের কথা ৫ থেকে ৯ ঋকে পাওয়া যায়।—এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে সূত্র পাওয়া যায়।

◆ ◆

— ৩২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় মেধাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র কৃতান্যৃজীষিণঃ কণ্বা ইন্দ্রস্য গাথয়া। মদে সোমস্য বোচত ॥ ১॥
যঃ সৃবিন্দমনর্শনিং পিপ্রুং দাসমহীশুবম্। বধীদুগ্রো রিণন্নপঃ ॥ ২॥
ন্যর্বুদস্য বিষ্টপং বর্ষ্মাণং বৃহতস্তির। কৃষে তদিন্দ্র পৌংস্যম্ ॥ ৩॥

প্রতি শ্রুতায় বো ধৃষত্তূর্ণাশং ন গিরেরধি। হুবে সুশিপ্রমূতয়ে ॥ ৪॥
স গোরশ্বস্য বি ব্রজং মন্দানঃ সোমেভ্যঃ। পুরং ন শূর দর্ষসি ॥ ৫॥
যদি মে রারণঃ সুত উক্থে বা দধসে চনঃ। আরাদুপ স্বধা গহি ॥ ৬॥
বয়ং ঘা তে অপি স্মসি স্তোতার ইন্দ্র গির্বণঃ। ত্বং নো জিন্ব সোমপাঃ ॥ ৭॥
উত নঃ পিতুমা ভর সংররাণো অবিক্ষিতম্। মঘবন্ ভূরি তে বসু ॥ ৮॥
উত নো গোমতস্কৃধি হিরণ্যবতো অশ্বিনঃ। ইলাভিঃ সং রভেমহি ॥ ৯॥
বৃহদুক্থং হবামহে সৃপ্রকরস্নমূতয়ে। সাধঃ কৃণ্বন্তমবসে ॥ ১০॥
যঃ সংস্থে চিচ্ছতক্রতুরাদীং কৃণোতি বৃত্রহা। জরিতৃভ্যঃ পুরূবসুঃ ॥ ১১॥
স নঃ শক্রশ্চিদা শকদ্দানবাঁ অন্তরাভরঃ। ইন্দ্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ ॥ ১২॥
যো রায়ো বনির্মহান্ত্সুপারঃ সুন্বত সখা। তমিন্দ্রমভি গায়ত ॥ ১৩॥
আয়ন্তারং মহি স্থিরং পৃতনাসু শ্রবোজিতং। ভূরেরীশানমোজসা ॥ ১৪॥
নকিরস্য শচীনাং নিয়ন্তা সূনৃতানাম্। নকির্বক্তা ন দাদিতি ॥ ১৫॥
ন নূনং ব্রহ্মণামৃণং প্রাশূনামস্তি সুন্বতাম্। ন সোমো অপ্রতা পপে ॥ ১৬॥
পন্য ইদুপ গায়ত পন্য উক্থানি শংসত। ব্রহ্মা কৃণোত পন্য ইৎ ॥ ১৭॥
পন্য আ দর্দিরচ্ছতা সহস্রা বাজ্যবৃতঃ। ইন্দ্রো যো যজ্বনো বৃধঃ ॥ ১৮॥
বি ষূ চর স্বধা অনু কৃষ্টীনামন্বাহুবঃ। ইন্দ্র পিব সুতানাম্ ॥ ১৯॥
পিব স্বধৈনবানামুত যস্তুগ্র্যে সচা। উতায়মিন্দ্র যস্তব ॥ ২০॥
অতীহি মন্যুষাবিণং সুষুবাংসমুপারণে। ইমং রাতং সুতং পিব ॥ ২১॥
ইহি তিস্রঃ পরাবত ইহি পঞ্চ জনাঁ অতি। ধেনা ইন্দ্রাবচাকশৎ ॥ ২২॥
সূর্যো রশ্মিং যথা সৃজা ত্বা যচ্ছন্তু মে গিরঃ। নিম্নমাপো ন সধ্র্যক্ ॥ ২৩॥
অধ্বর্যবা তু হি ষিঞ্চ সোমং বীরায় শিপ্রিণে। ভরা সুতস্য পীতয়ে ॥ ২৪॥
য উদ্নঃ ফলিগং ভিনন্ন্যক্সিন্ধূঁরবাসৃজৎ। যো গোষু পক্বং ধারয়ৎ ॥ ২৫॥
অহন্বৃত্রমৃচীষম ঔর্ণবাভমহীশুবম্। হিমেনাবিধ্যদর্বুদম্ ॥ ২৬॥
প্র ব উগ্রায় নিষ্টুরেঽষাঢ়ায় প্রসক্ষিণে। দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত ॥ ২৭॥
যো বিশ্বান্যভি ব্রতা সোমস্য মদে অন্ধসঃ। ইন্দ্রো দেবেষু চেততি ॥ ২৮॥
ইহ ত্যা সধমাদ্যা হরী হিরণ্যকেশ্যা। বোড়্হামভি প্রয়ো হিতম্ ॥ ২৯॥
অর্বাঞ্চং ত্বা পুরুষ্টুত প্রিয়মেধস্তুতা হরী। সোমপেয়ায় বক্ষতঃ ॥ ৩০॥

মন্ত্রার্থ — হে ঋত্বগণ! তোমরা ইন্দ্রের গাথার দ্বারা তাঁর মত্ততা জন্মালে ঋজীষ সোমের কার্যসমূহ কীর্তন করো ॥ ১॥

উগ্র ইন্দ্র জল প্রেরণ পূর্বক সৃবিন্দ, অনর্শনি, পিপ্রু দাস ও অহীশুবকে বধ করেছেন ॥ ২॥

হে ইন্দ্র! বৃহৎ মেঘের আবরকস্থান বিদ্ধ করুন; ঐ বীরকর্ম সম্পাদন করুন ॥ ৩॥

মেঘের নিকট যেমন জল প্রার্থনা করে, সেইরকম ইন্দ্র তোমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন ও

তোমাদের রক্ষা করুন, এই তাঁর নিকট প্রার্থনা ক'রি। তিনি শত্রুগণের দমনকারী ও শোভন হনুবিশিষ্ট ॥ ৪ ॥

হে শূর! আপনি হৃষ্ট স্তোতাগণের জন্য শত্রুনগরীর মতো গো ও অশ্ব নিবাসের স্থান উন্মুক্ত করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! যদি আমার অভিষুত সোমে অথবা স্তোত্রে অনুরক্ত হন, যদি অন্ন দান করেন, তাহ'লে দূরদেশ হ'তে অন্নের সাথে নিকটে আগমন করুন ॥ ৬ ॥

হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! আমরা আপনার স্তোতা; হে সোমপায়ী! আপনি আমাদের প্রীত করুন ॥ ৭ ॥

হে মঘবন্! আপনি প্রীত হয়ে আমাদের অক্ষয় অন্ন দান করুন; আপনার ধন প্রভূত ॥ ৮ ॥

আপনি আমাদের গোযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত করুন; আমরা যেন অন্নবিশিষ্ট হই ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র লোকগণকে রক্ষা করবার জন্য বাহু প্রসারিত করেন এবং পালন করবার জন্য সুকার্য সম্পাদন করেন। তিনি মহৎ উক্থবিশিষ্ট; আমরা তাঁকে আহ্বান ক'রি ॥ ১০ ॥

যিনি যুদ্ধে বহুকর্মবিশিষ্ট হন, তারপরে এই শত্রু বধ করেন এবং যিনি বৃত্রহন্তা, স্তোতাগণের জন্য যাঁর অনেক ধন আছে ॥ ১১ ॥

সেই শক্র আমাদের শক্তিবিশিষ্ট করুন। ইন্দ্র দানশীল, তিনি সমস্ত রক্ষার দ্বারা আমাদের ছিদ্রসমূহ পরিপূর্ণ করেন ॥ ১২ ॥

যিনি ধনপালক, মহান্, সুপার এবং সোমাভিষবকারীর সখা; সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করো ॥ ১৩ ॥

তিনি আগমনশীল, মহান্, সংগ্রামে অচল, অন্নজয়কারী এবং বলপূর্বক বহুধনের ঈশ্বর ॥ ১৪ ॥

তাঁর সৎকার্যের কেউই নিয়ামক নেই, উনি দান করেন না, এ কেউই বলে না ॥ ১৫ ॥

সোমপায়ী এবং সোমাভিষবকারী স্তোতাবৃন্দের ঋণ থাকে না। সামান্য ধনবান্ ব্যক্তি সোম পান করতে পারে না ॥ ১৬ ॥

স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে গান করো, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করো, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্ম (স্তোত্রসমূহ) সম্পাদন করো ॥ ১৭ ॥

স্তুতিযোগ্য বলবান্ ইন্দ্র শত্রুবৃন্দ কর্তৃক অপরিবৃত হয়ে শত ও সহস্র শত্রু বিদীর্ণ করেছেন; তিনি যজ্ঞকারীর বর্ধক ॥ ১৮ ॥

হে আহ্বানযোগ্য! আপনি মনিবগণের হব্যের নিকট বিচরণ করুন এবং অভিষুত সোম পান করুন ॥ ১৯ ॥

হে ইন্দ্র! ধেনুর বিনিময়ে ক্রীত এবং জলসংসৃষ্ট আপনার এই সোম পান করুন ॥ ২০ ॥

হে ইন্দ্র! ক্রোধপূর্বক অভিভবকারীকে ও অনুপযুক্ত স্থানে অভিষবকারীকে অতিক্রম ক'রে আগমন করুন। আপনি আমাদের দত্ত এই অভিষুত সোম পান করুন ॥ ২১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তুতি অবগত হয়েছেন, আপনি দূরদেশ হ'তে তিন পথে আগমন করুন। আপনি পঞ্চজনকে অতিক্রম ক'রে আগমন করুন ॥ ২২ ॥

সূর্য যেমন রশ্মি দান করেন, আপনি সেইরকম ধন দান করুন; জল যেমন নিম্নদেশে মিলিত হয়, সেইরকম আমার স্তুতি আপনার সাথে মিলিত হোক ॥ ২৩ ॥

হে অধ্বর্যুগণ! সুন্দর হনুবিশিষ্ট ইন্দ্রের উদ্দেশে শীঘ্র সোম সেক করো, সোমপানের জন্য আহ্বান করো ॥ ২৪ ॥

তিনি জলের জন্য মেঘ ভেদ করেছেন, নিম্নাভিমুখে জল প্রেরণ করেছেন, তিনি গোসমূহে দুগ্ধ প্রদান করেছেন ॥ ২৫ ॥

দীপ্তিপ্রতিম ইন্দ্র বৃত্র, ঔর্ণবাভ ও অহীশুবকে বধ করেছেন, তিনি হিমজলে মেঘ বিদ্ধ করেছেন ॥ ২৬ ॥

তোমরা উগ্র, নিষ্ঠুর, অভিভবকারী এবং প্রসহনশীল ইন্দ্রের উদ্দেশে দেবপ্রসাদলব্ধ স্তোত্র গান করো ॥ ২৭ ॥

সোমরূপ অন্নের মত্ততা হ'লে পর, তিনি দেবগণকে সমস্ত কর্ম বিজ্ঞাপিত করেন ॥ ২৮ ॥

সেই একত্রে প্রমত্ত, হিরণ্যকেশবিশিষ্ট অশ্বদ্বয় এই যজ্ঞে হিতকর অন্নের অভিমুখে ইন্দ্রকে আনয়ন করুক ॥ ২৯ ॥

হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র! প্রিয়মেধকর্তৃক স্তুত অশ্বদ্বয় সোম পানের জন্য আপনাকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুক ॥ ৩০ ॥

টীকা — ২২ ঋকে পঞ্চজনের উল্লেখ। "Five Nations"—Max Muller.—এই সূক্তটির ৭, ১০ ও ২১ ঋকের আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'র মধ্যে যথাক্রমে ১১৭, ১১৫ ও ১১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। যেমন, ৭ ঋকের প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাস লিখেছেন—"স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবান্ ইন্দ্রদেব। প্রার্থনাকারী আমরাও অবিলম্বে যেন আপনার স্তবপরায়ণ হই; আর, হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারিন্। আপনি আমাদের সুখী করুন।" [ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের তাঁর পূজাপরায়ণ ক'রে আমাদের প্রতিপালন করুন]। অথবা—"স্তুতিসমূহের দ্বারা অর্থাৎ আরাধনার দ্বারা অধিগম্য হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব। আপনি শুদ্ধসত্ত্বের গ্রহণকারী হন; যাতে প্রার্থনাকারী আমরা আপনার উপাসক অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হ'তে পারি, তারই বিধান করুন; আর আমাদের সুখী করুন অর্থাৎ পরিত্রাণ করুন।" [ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ যেহেতু শুদ্ধসত্ত্বের অনুসারী, সেই জন্যই আমরা প্রার্থনা করি—তিনি আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী ক'রে আমাদের সাথে মিলিত হোন]।—ইত্যাদি।—উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৩৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় মেধ্যাতিথি। ছন্দ : বৃহতী, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ।
পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্‌পরি·স্তোতার আসতে ॥ ১ ॥
স্বরন্তি ত্বা সুতে নরো বসো নিরেক উক্থিনঃ।
কদা সুতং তৃষাণ ওক আ গম ইন্দ্র স্বব্দীব বংসগঃ ॥ ২ ॥
কণ্বেভির্ধৃষ্ণবা ধৃষদ্বাজং দর্ষি সহস্রিণম্।
পিশঙ্গরূপং মঘবন্বিচর্ষণে মক্ষূ গোমন্তমীমহে ॥ ৩ ॥

পাহি গায়ান্ধসো মদ ইন্দ্রায় মেধ্যাতিথে।
যঃ সংমিশ্লো হর্যোর্যঃ সুতে সচা বজ্রী রথো হিরণ্যয়ঃ ॥ ৪ ॥
যঃ সুষব্যঃ সুদক্ষিণ ইনো যঃ সুক্রতুর্গৃণে।
য আকরঃ সহস্রা যঃ শতামঘ ইন্দ্রো যঃ পূর্ভিদারিতঃ ॥ ৫ ॥
যো ধৃষিতো যোঽবৃতে যো অস্তি শ্মশ্রুষু শ্রিতঃ।
বিভূতদ্যুম্নশ্চ্যবনঃ পুরুষ্টুতঃ ক্রত্বা গৌরিব শাকিনঃ ॥ ৬ ॥
ক ঈং বেদ সুতে সচা পিবন্তং কদ্বয়ো দধে।
অয়ং যঃ পুরো বিভিনত্ত্যোজসা মন্দানঃ শিপ্র্যন্ধসঃ ॥ ৭ ॥
দানা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে।
নকিষ্ট্বা নি যমদা সুতে গমো মহাংশ্চরস্যোজসা ॥ ৮ ॥
য উগ্রঃ সন্ননিষ্টৃতঃ স্থিরো রণায় সংস্কৃতঃ।
যদি স্তোতুর্মঘবা শৃণবদ্ধবং নেন্দ্রো যোষত্যা গমৎ ॥ ৯ ॥
সত্যমিত্থা বৃষেদসি বৃষজূতির্নোঽবৃতঃ।
বৃষা হ্যুগ্র শৃণ্বিষে পরাবতি বৃষো অর্বাবতি শ্রুতঃ ॥ ১০ ॥
বৃষণস্তে অভীশবো বৃষা কশা হিরণ্যয়ী।
বৃষা রথো মঘবদ্বৃষণা হরী বৃষা ত্বং শতক্রতো ॥ ১১ ॥
বৃষা সোতা সুনোতু তে বৃষন্নৃজীপিন্না ভর।
বৃষা দধন্বে বৃষনং নদীষ্বা তুভ্যং স্থাতর্হরীণাম্ ॥ ১২ ॥
এন্দ্র যাহি পীতয়ে মধু শবিষ্ঠ সোম্যম্।
নায়মচ্ছা মঘবা শৃণবদ্গিরো ব্রহ্মোক্থা চ সুক্রতু ॥ ১৩ ॥
বহন্তু ত্বা রথেষ্ঠামা হরয়ো রথযুজঃ।
তিরশ্চিদর্যং সবনানি বৃত্রহন্নন্যেষাং যা শতক্রতো ॥ ১৪ ॥
অস্মাকমদ্যান্তমং স্তোমং ধিষ্ব মহামহ।
অস্মাকং তে সবনা সন্তু শন্তমা মদায় দ্যুক্ষ সোমপাঃ ॥ ১৫ ॥
নহি ষস্তব নো মম শাস্ত্রে অন্যস্য রণ্যতি। যো অস্মান্বীর আনয়ৎ ॥ ১৬ ॥
ইন্দ্রশ্চিদ্ঘা তদব্রবীৎ স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ। উত অহ ক্রতুং রঘুম্ ॥ ১৭ ॥
সপ্তী চিদ্ঘা মদচ্যুতা মিথুনা বহতো রথম্। এবেদ্ধূর্বৃষ্ণ উত্তরা ॥ ১৮ ॥
অধঃ পশ্যস্ব মোপরি সন্তরাং পাদকৌ হর।
মা তে কশপ্লকৌ দৃশন্ স্ত্রী হি ব্রহ্মা বভূবিথ ॥ ১৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে বৃত্রঘ্ন! আমরা সোম অভিষব করেছি। নিম্নাভিমুখে জলের মতো আমরা আপনার অভিমুখে গমন করবো, পবিত্র সোম প্রস্তুত হ'লে স্তোতাগণ আপনার উপাসনা করে ॥ ১ ॥

হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! অভিষুত সোম নির্গত হ'লে উক্থবিশিষ্ট নেতাগণ স্তোত্র করছে। ইন্দ্র কখন সোমের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে বৃষভের মতো শব্দপূর্বক যজ্ঞস্থানে আগমন করবেন? ॥ ২ ॥

হে শত্রুদমনকারী ইন্দ্র! কণ্বগণকে সহস্রসংখ্যক অন্ন দান করুন। হে মঘবা বিচক্ষণ ইন্দ্র! আমরা ধৃষ্ট, পিশঙ্গরূপবিশিষ্ট ও গোমান্ অন্ন যাচ্ঞা করছি ॥ ৩ ॥

হে মেধ্যাতিথি! সোম পান করো। যিনি অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করেন, যিনি সোমে সহায় হন, যিনি বজ্রী এবং যাঁর রথ হিরণ্ময়, সোমজনিত মত্ততা হ'লে পর সেই ইন্দ্রের স্তব করো ॥ ৪ ॥

যাঁর বামহস্ত সুন্দর, দক্ষিণহস্ত সুন্দর, যিনি ঈশ্বর ও সুক্রতু, যিনি সহস্রকর্তা, যিনি বহুধনশালী, যিনি পুরী ভেদ করেন এবং যিনি যজ্ঞে স্থির, সেই ইন্দ্রের স্তুতি ক'রি ॥ ৫ ॥

যিনি ধর্ষক, যিনি শত্রুকর্তৃক অপরিবৃত, যুদ্ধে যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, যিনি প্রভূত বলবান্, সোমপায়ী এবং বহুস্তুত সেই ইন্দ্র স্বকার্যে সমর্থ যজমানের দুগ্ধপ্রদ গাভীস্বরূপ ॥ ৬ ॥

যিনি সুন্দর হনুবিশিষ্ট, সোমের দ্বারা পরিতৃপ্ত এবং বলপূর্বক পুরী ভেদ করেন, সোমাভিষব হ'লে ঋত্বিকগণের সাথে সোমপায়ী সেই ইন্দ্রকে কে জানে? কে বা অন্ন দান করে? ॥ ৭ ॥

শত্রুবর্গের অন্বেষণকারী হস্তী যেমন মদজল ধারণ করে, সেইরকম ইন্দ্র যজ্ঞে মত্ততা ধারণ করেন। হে ইন্দ্র! আপনাকে কেউ নিয়মিত করতে পারে না, আপনি সোমের অভিমুখে আগমন করুন। আপনি বীর্যের প্রভাবে সর্বত্র বিচরণ ক'রে থাকেন ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র উগ্র হ'লে শত্রুগণ তাঁকে আচ্ছাদিত ক'রে রাখতে পারে না; তিনি অচল, তিনি যুদ্ধে অলঙ্কৃত হন। ধনবান্ ইন্দ্র যদি স্তোতার আহ্বান শ্রবণ করেন, অন্যত্র গমন করেন না, কেবল তথায় আগমন করেন ॥ ৯ ॥

হে উগ্র! আপনি সত্যই এইরকম, আপনি অভীষ্টবর্ষী, আপনি কামবর্ষিগণকর্তৃক আকৃষ্ট এবং আমাদের শত্রুকর্তৃক অপরিবৃত। আপনি অভীষ্টবর্ষী ব'লে খ্যাত আছেন, দূরে এবং সমীপে অভীষ্টবর্ষী ব'লে খ্যাত আছেন ॥ ১০ ॥

হে মঘবন্! আপনার অশ্বরশ্মি অভীষ্টবর্ষী; হিরণ্ময়ী কশা অভীষ্টবর্ষী এবং আপনার অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী; হে শতক্রতু! আপনি অভীষ্টবর্ষী ॥ ১১ ॥

হে অভীষ্টবর্ষী! আপনার অভিষবকারী অভীষ্টবর্ষী হয়ে অভিষব করুন; হে ঋজুগামী! ধন দান করুন; হে ইন্দ্র! অশ্বের অভিমুখে স্থিত বর্ষিতা আপনার জন্য জলে সোম ধারণ করেছেন ॥ ১২ ॥

হে বলবান্ ইন্দ্র! সোমরূপ মধুপানের জন্য আগমন করুন। সুকর্মা ধনবান্ এই ইন্দ্র আমাদের নিকটে আগমন না ক'রে স্তুতি, স্তোত্র এবং উক্থ শ্রবণ করেন ॥ ১৩ ॥

হে বৃত্রঘ্ন শতক্রতু! আপনি রথস্থ এবং ঈশ্বর, রথে যোজিত অশ্বগণ অন্যের যজ্ঞ তিরস্কার ক'রে আপনাকে আমাদের যজ্ঞে আনয়ন করুক ॥ ১৪ ॥

হে মহামহ! অদ্য আমাদের নিকটবর্তী স্তোম ধারণ করুন। হে দীপ্তসোমপা ইন্দ্র! আপনার মত্ততার জন্য আমাদের যজ্ঞ কল্যাণকর হোক ॥ ১৫ ॥

যে বীর ইন্দ্র আমাদের নেতা, তিনি তোমার, আমার এবং অন্যের শাসনে প্রীত হন না ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রই তা' বলেছেন যে, স্ত্রীর মন দুঃশাস্য, স্ত্রীর ক্রতু লঘু ॥ ১৭ ॥

সোমের অভিমুখে গমনকারী অশ্বমিথুন ইন্দ্রের রথ বহন করে। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের রথ অশ্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৮ ॥

হে প্রয়োগিন! তুমি অধোদেশ নিরীক্ষণ করো, ঊর্ধ্বদেশ নিরীক্ষণ করো না। পাদদ্বয় সংশ্লিষ্ট

করো, অন্যান্য গোপন করো, যেহেতু তুমি স্তোতা হয়েও স্ত্রী হয়েছো ॥ ১৯ ॥

টীকা — ৮ ঋকে দানযুক্ত মন্ত্রহস্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সায়ণ ॥ শেষ ঋকের বক্তব্য—প্রয়োগী পুরুষ হয়েও স্ত্রী হয়ে গিয়েছিলেন। সায়ণ ॥—বর্তমান সূক্তে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনেকগুলি পাওয়া যায়। যেমন, আমাদের 'ঋগ্বেদ-সংহিতা'-র মধ্যে ১২৮ বা ৩৭৫, ৩৭৫, ১৩৯, ১৪২ বা ৬৯৩, ৬৯৩, ৬৯৩ ও ১৩২ নং পৃষ্ঠায় যথাক্রমে উল্লেখিত এই সূক্তটির ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ৯ ও ১০ ঋকের প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কর্তৃক প্রদত্ত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণগুলি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা ১ ঋক্‌টির উল্লেখ করছি। যথা—"বাহিরের ও অন্তরের শত্রুনাশক (অসুর বা বহির্ব্যাধি এবং কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অন্তরের শত্রুনাশক) হে ভগবন্! আপনার প্রীতি-সাধনের জন্য আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তিসুধাকে) নিশ্চিত যেন অভিযুত ক'রি অর্থাৎ সঞ্চিত ক'রি; সাগরগামী জলের ন্যায় অর্থাৎ জলসমূহ যেমন জলধারা বারিনিধির সাথে মিশবার জন্য তার অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তেমনই, আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব (ভক্তিসুধা) শুদ্ধসত্ত্বাধার আপনার সাথে সম্মিলিত হোক; (ভাব এই যে,—সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে, আমরা সাগরগামী জলের মতো যেন আপনার সাথে সম্মিলিত হই;—জল যেমন আপনা-আপনিই সাগর-সঙ্গম অভিলাষ করে, আমাদের কর্মসমূহ তেমনই ভগবৎপরায়ণ হোক—এটাই আকাঙ্ক্ষা)। আপনার সাথে সম্মিলনের আশায়, বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের বা ভক্তিসুধার প্রস্রবণের মতো আপনা-আপনি প্রবহমান ও অপ্রতিহতগমন স্রোতের অভিমুখসমূহে আত্ম-উৎকর্ষের দ্বারা বন্ধনমুক্ত অর্থাৎ পরমাত্মায় আত্মসম্মিলনের অভিলাষী সাধকগণ বা উপাসকগণ আপনাকে অর্চনা করছেন—আপনাকে প্রাপ্ত হবার কামনায় নিজেদের প্রেরণ করছেন।" (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক; ভাব এই যে,—বিশ্ববাসী সকলেই আত্ম-উৎকর্ষ-লাভের জন্য ভগবানের উদ্দেশে প্রণত হচ্ছে। হে আত্মা! বিশ্বের অন্তর্গত তুমিও তেমনই হও। নদীসমূহ যেমন বারিনিধির সাথে মিশ্রিত হবার জন্য আপন জলরাশিরূপ আত্মাকে প্রেরণ করে; তেমন ভগবানে আত্মসম্মিলনের জন্য তুমিও তোমার নিজেকে নিয়োজিত করো]।—ইত্যাদি।—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৩৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় নীপাতিথি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

এন্দ্র যাহি হরিভিরুপ কণ্বস্য সুষ্টুতিম্।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১॥
আ ত্বা গ্রাবা বদন্নিহ সোমী ঘোষেণ যচ্ছতু।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ২॥
অত্রা বি নেমিরেষামুরাং ন ধূনুতে বৃকঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৩॥
আ ত্বা কণ্বা ইহাবসে হবন্তে বাজসাতয়ে।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৪॥

দধামি তে সুতানাং বৃষ্ণে ন পূর্বপায্যম্।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৫ ॥
স্মৎপুরন্ধির্ন আ গহি বিশ্বতোধীর্ন উতয়ে।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৬ ॥
আ নো যাহি মহেমতে সহস্রোতে শতামঘ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৭ ॥
আ ত্বা হোতা মনুর্হিতো দেবত্রা বক্ষদীড্যঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৮ ॥
আ ত্বা মদচ্যুতা হরী শ্যেনং পক্ষেব বক্ষতঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৯ ॥
আ যাহ্যর্য আ পরি স্বাহা সোমস্য পীতয়ে।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১০ ॥
আ নো যাহ্যুপশ্রুত্যুক্থেষু রণয়া ইহ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১১ ॥
সরূপৈরা সু নো গহি সম্ভৃতৈঃ সম্ভৃতাশ্বঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১২ ॥
আ যাহি পর্বতেভ্যঃ সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১৩ ॥
আ নো গব্যান্যশ্ব্যা সহস্রা শূর দর্দৃহি।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১৪ ॥
আ নঃ সহস্রশো ভরাযুতানি শতানি চ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১৫ ॥
আ যদিন্দ্রশ্চ দদ্বহে সহস্রং বসুরোচিষঃ।
ওজিষ্ঠমশ্ব্যং পশুম্ ॥ ১৬ ॥
য ঋজ্রা বাতরংহসোঽরুষাসো রঘুষ্যদঃ।
ভ্রাজন্তে সূর্যা ইব ॥ ১৭ ॥
পারাবতস্য রাতিষু দ্রবচ্চক্রেষ্বাশুষু। তিষ্ঠং বনস্য মধ্য আ ॥ ১৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি অশ্বগণের সাথে কণ্বের সুন্দর স্তুতির অভিমুখে আগমন করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন; হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥ ১ ॥

এই যজ্ঞে সোমবান্ অভিষব প্রস্তর শব্দপূর্বক ধ্বনির সাথে আপনাকে দান করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন; হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥ ২ ॥

বৃক যেমন মেষীকে কম্পিত করে, সেইরকম এই যজ্ঞে অভিষবপ্রস্তর সোমলতাকে কম্পিত করছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥৩॥

কণ্বগণ রক্ষা ও অন্ন লাভের জন্য আপনাকে এই যজ্ঞে আহ্বান করছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥৪॥

বর্ধক বায়ুকে যেমন প্রথমে সোমরস প্রদান করে, সেইরকম আমি আপনাকে অভিষুত সোম প্রদান করবো। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥৫॥

হে স্বর্গের পুরন্ধি! আপনি আমাদের নিকট আগমন করুন। হে সমস্ত জগতের ধারক! আপনি আমাদের রক্ষার জন্য আগমন করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥৬॥

হে মহামতি, সহস্ররক্ষাবান্, বহুধন ইন্দ্র! আমাদের নিকট আগমন করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥৭॥

দেবগণের মধ্যে স্তুতিযোগ্য ও মানবগণকর্তৃক গৃহে নিহিত হোতা অগ্নি আপনাকে বহন করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥৮॥

শ্যেনপক্ষী যেমন তার পক্ষদ্বয় বহন করে, সেইরকম মদস্রাবী অশ্বদ্বয় আপনাকে বহন করুক। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥৯॥

হে স্বামী! আপনি সর্বতোভাবে আগমন করুন; আপনার পানের জন্য সোম স্বাহা করছি। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥১০॥

উক্থ পাঠ হ'লে আপনি এই যজ্ঞে আমাদের সমীপে আগমন করুন এবং আমাদের প্রীত করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥১১॥

হে পুষ্ট অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! পুষ্ট এবং সমান রূপবিশিষ্ট অশ্বগণের সাথে আগমন করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥১২॥

আপনি পর্বত হ'তে আগমন করুন, অন্তরীক্ষ হ'তে আগমন করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥১৩॥

হে শূর! আপনি আমাদের জন্য সহস্রসংখ্যক গাভী ও অশ্ব দান করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥১৪॥

হে ইন্দ্র! আমাদের সহস্র, অযুত ও শত অভিলষিত দান করুন।। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! আপনি দ্যুলোকে গমন করুন ॥১৫॥

আমরা ধনের দ্বারা শোভাপ্রাপ্ত হই, আমরা সকলে এবং ইন্দ্র বলবান্ অশ্বপত্র গ্রহণ করি ॥১৬॥

ঋজুগামী, বায়ুসদৃশ বেগবান্, আরোচমান, অন্ন অন্ন স্যন্দমান অশ্বগণ সূর্যের মতো শোভাপ্রাপ্ত হয় ॥১৭॥

পারাবত যখন এই সকল রথচক্রের গতি উৎপাদনকারী অশ্বসমূহকে প্রদান করেন, তখন আমি বনের মধ্যে ছিলাম ॥১৮॥

টীকা — এই সূক্তটির প্রথম তিনটি ঋক্ আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। ঐ গ্রন্থের ১৫৯ পৃষ্ঠাতেও ১ ঋক্‌টি বিশ্লেষিত হয়েছে। যেমন,—১ঋক্—"বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! জ্ঞানভক্তি ইত্যাদির

সাথে অজ্ঞানান্ধ আমার প্রার্থনার প্রতি আপনি আগমন করুন, অর্থাৎ প্রার্থনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হোন বা আমার নিকট আপনি প্রাপ্ত হোন; দিব্যজ্যোতিসম্পন্ন হে দেব। স্বর্গলোকের রক্ষক আপনার দেব-ভাব আমাকে প্রদান করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্। অজ্ঞান আমার প্রার্থনা আপনি শ্রবণ করুন, আমাকে সকলরকমে সত্ত্বভাব প্রদান করুন)। [...এখানে আমরা 'কণ্ব' পদে 'অতি ক্ষুদ্র অভাজন' অর্থ গ্রহণ করেছি]—ইত্যাদি। উৎসাহী পাঠক উপরে নির্দেশিত অংশগুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৩৫ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : অত্রিগোত্রীয় শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : উপরিষ্টাজ্যোতি, পঙক্তি, মহাবৃহতী]

অগ্নিনেন্দ্রেণ বরুণেন বিষ্ণুনাদিত্যৈ রুদ্রৈর্বসুভিঃ সচাভুবা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা ॥ ১॥
বিশ্বাভির্ধীভির্ভুবনেন বাজিনা দিবা পৃথিব্যাদ্রিভিঃ সচাভুবা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা ॥ ২॥
বিশ্বৈর্দেবৈস্ত্রিভিরেকাদশৈরিহাদ্ভির্মরুদ্ভির্ভৃগুভিঃ সচাভুবা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা ॥ ৩॥
জুষেথাং যজ্ঞং বোধতং হবস্য মে বিশ্বেহ দেবৌ সবনায় গচ্ছতম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চেষং নো বোড়হমশ্বিনা ॥ ৪॥
স্তোমং জুষেথাং যুবশেব কন্যনাং বিশ্বেহ দেবৌ সবনায় গচ্ছতম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চেষং নো বোড়হমশ্বিনা ॥ ৫॥
গিরো জুষেথামধ্বরং জুষেথাং বিশ্বেহ দেবৌ সবনায় গচ্ছতম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চেষং নো বোড়হমশ্বিনা ॥ ৬॥
হারিদ্রবেব পততো বনেদুপ সোমং সুতং মহিষেবাব গচ্ছথঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ ত্রির্বর্তির্যাতমশ্বিনা ॥ ৭॥
হংসাবিব পততো অধ্বগাবিব সোমং সুতং মহিষেবাব গচ্ছথঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ ত্রির্বর্তির্যাতমশ্বিনা ॥ ৮॥
শ্যেনাবিব পততো হব্যদাতয়ে সোমং সুতং মহিষেবাব গচ্ছথঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ ত্রির্বর্তির্যাতমশ্বিনা ॥ ৯॥
পিবতং চ তৃপ্ণুতং চা চ গচ্ছতং প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণং চ ধত্তম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চোর্জং নো ধত্তমশ্বিনা ॥ ১০॥
জয়তং চ প্র স্তুতং চ প্র চাবতং প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণং চ ধত্তম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চোর্জং নো ধত্তমশ্বিনা ॥ ১১॥

হতং চ শত্রূন্যততং চ মিত্রিণঃ প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণং চ ধত্তম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চোর্জং নো ধত্তমশ্বিনা ॥ ১২॥
মিত্রাবরুণবন্তা উত ধর্মবন্তা মরুত্বন্তা জরিতুর্গচ্ছথো হবম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাদিত্যৈর্যাতমশ্বিনা ॥ ১৩॥
অঙ্গিরস্বন্তা উত বিষ্ণুবন্তা মরুত্বন্তা জরিতুর্গচ্ছথো হবম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাদিত্যৈর্যাতমশ্বিনা ॥ ১৪॥
ঋভুমন্তা বৃষণা বাজবন্তা মরুত্বন্তা মরুত্বন্তা জরিতুর্গচ্ছথো হবম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাদিত্যৈর্যাতমশ্বিনা ॥ ১৫॥
ব্রহ্ম জিম্বতমুত জিম্বতং ধিয়ো হতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং সুম্বতো অশ্বিনা ॥ ১৬॥
ক্ষত্রং জিম্বতমুত জিম্বতং নৃন্হতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং সুম্বতো অশ্বিনা ॥ ১৭॥
ধেনূর্জিম্বতমুত জিম্বতং বিশো হতং রক্ষংসি সেধতমমীবাঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং সুম্বতো অশ্বিনা ॥ ১৮॥
অত্রেরিব শৃণুতং পূর্ব্যস্তুতিং শ্যাবাশ্বস্য সুম্বতো মদচ্যুতা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাশ্বিনা তিরোঅহ্ন্যম্ ॥ ১৯॥
সর্গাঁ ইব সৃজতং সুষ্টুতীরুপ শ্যাবাশ্বস্য সুম্বতো মদচ্যুতা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাশ্বিনা তিরোঅহ্ন্যম্ ॥ ২০॥
রশ্মীঁরিব যচ্ছতমধ্বরাঁ উপ শ্যাবাশ্বস্য সুম্বতো মদচ্যুতা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাশ্বিনা তিরোঅহ্ন্যম্ ॥ ২১॥
অর্বাগ্রথং নি যচ্ছথং পিবতং সোম্যং মধু।
আ যাতমশ্বিনা গতমবস্যুর্বামহং হুবে ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥ ২২॥
নমোবাকে প্রস্থিতে অধ্বরে নরা বিবক্ষণস্য পীতয়ে।
আ যাতমশ্বিনা গতমবস্যুর্বামহং হুবে ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥ ২৩॥
স্বাহাকৃতস্য তৃম্পতং সুতস্য দেবাবন্ধসঃ।
আ যাতমশ্বিনা গতমবস্যুর্বামহং হুবে ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥ ২৪॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, আদিত্যবর্গ, রুদ্রবৃন্দ ও বসুগণের সাথে একত্রে এবং উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে সোম পান করুন ॥ ১॥

হে বলবান্ অশ্বিদ্বয়! আপনারা সমস্ত প্রজা, ভূতজাত, দ্যুলোক, পৃথিবী ও পর্বতের সাথে একত্রে এবং উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে সোম পান করুন ॥ ২॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা এই যজ্ঞে ভক্ষণকারী ত্রয়স্ত্রিংশ সংখ্যক দেবগণের সাথে মরুৎগণ ও ভৃগুগণের সাথে একত্রে এবং উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে সোম পান করুন ॥ ৩॥

হে দেব অশ্বিদ্বয়! আপনারা যজ্ঞ সেবা করুন, আমার আহ্বান জ্ঞাত হোন, এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হোন, উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের অন্ন গ্রহণ করুন ॥ ৪ ॥

হে দেব অশ্বিদ্বয়! যুবা পুরুষ যেমন কন্যার আহ্বান সেবা করে, সেইরকম আপনারা এই যজ্ঞে স্তোম সেবা করুন। এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হোন, উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের অন্ন গ্রহণ করুন ॥ ৫ ॥

হে দেব অশ্বিদ্বয়! আমাদের স্তুতি সেবা করুন, যজ্ঞ সেবা করুন, এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হোন, উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের অন্ন গ্রহণ করুন ॥ ৬ ॥

যেমন হারিদ্রব পক্ষিদ্বয় বনে পতিত হয়, সেইরকম আপনারা অভিষুত সোমের অভিমুখে পতিত হোন। মহিষদ্বয়ের মতো তা অবগত হোন, উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে ত্রিমার্গে গমন করুন ॥ ৭ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! হংসদ্বয়ের মতো এবং পথিকদ্বয়ের মতো অভিষুত সোমের অভিমুখে পতিত হোন এবং মহিষদ্বয়ের মতো অবগত হোন, উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে ত্রিমার্গে গমন করুন ॥ ৮ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা শ্যেনদ্বয়ের মতো অভিষুত সোমের অভিমুখে পতিত হোন এবং মহিষদ্বয়ের মতো অবগত হোন, উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে ত্রিমার্গে গমন করুন ॥ ৯ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা পান করুন, তৃপ্ত হোন, আগমন করুন, সন্তান দান করুন ও ধন দান করুন এবং উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের বল দান করুন ॥ ১০ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা জয়লাভ করুন, প্রশংসা করুন, রক্ষা করুন, সন্তান দান করুন ও ধন দান করুন এবং উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের বল দান করুন ॥ ১১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা শত্রু বিনাশ করুন, মিত্রযুক্ত হয়ে গমন করুন, সন্তান দান করুন এবং উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের বল দান করুন ॥ ১২ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা মিত্র ও বরুণযুক্ত ধর্মবান্ এবং মরুৎগণযুক্ত। আপনারা স্তোতার আহ্বানের অভিমুখে গমন করুন এবং উষা ও সূর্য ও আদিত্যগণের সাথে একত্রে আগমন করুন ॥ ১৩ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা, অঙ্গিরাগণ, বিষ্ণু ও মরুৎগণের সাথে স্তোতার আহ্বানের অভিমুখে গমন করুন এবং উষা ও সূর্য ও আদিত্যগণের সাথে একত্রে গমন করুন ॥ ১৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা ঋভু, অভীষ্টবর্ষী বাজ ও মরুৎগণে যুক্ত হয়ে স্তোতার আহ্বানের অভিমুখে গমন করুন এবং উষা, সূর্য ও আদিত্যগণের সাথে একত্রে গমন করুন ॥ ১৫ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা স্তোত্র জয় করুন এবং কর্ম জয় করুন। রাক্ষসগণকে বধ করুন এবং রাক্ষসসমূহকে শাসন করুন। উষা এবং সূর্যের সাথে একত্রে অভিষবকারীর সোম পান করুন ॥ ১৬ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা বল জয় করুন ও মানবগণকে জয় করুন। রক্ষগণকে বধ করুন ও রাক্ষসসমূহকে শাসন করুন। উষা এবং সূর্যের সাথে একত্রে অভিষবকারীর সোম পান করুন ॥ ১৭ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! ধেনু জয় করুন এবং লোকসকল জয় করুন, রক্ষগণকে বধ করুন ও রাক্ষসসমূহকে শাসন করুন। উষা এবং সূর্যের সাথে একত্রে অভিষবকারীর সোম পান করুন ॥ ১৮ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা শত্রুগণের গর্ব খর্বকারী, আপনারা যেমন অত্রির স্তুতি শ্রবণ করতেন, সেইরকম সোমাভিষবকারী শ্যাবাশ্বের মুখ্য স্তুতি শ্রবণ করুন। উষা এবং সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে প্রাতঃকালের যজ্ঞের সোম পান করুন ॥ ১৯ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! শ্যাবাশ্বের সুন্দর স্তুতি আভরণের মতো গ্রহণ করুন। উষা এবং সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে প্রাতঃকালের যজ্ঞে সোম পান করুন ॥ ২০ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! অশ্বরজ্জুর মতো শ্যাবাশ্বের যজ্ঞের অভিমুখে গমন করুন। উষা এবং সূর্যের মিলিত হয়ে প্রাতঃকালের যজ্ঞে সোম পান করুন ॥ ২১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের রথ আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুন, সোমরূপ মধুপান করুন, যজ্ঞে আগমন করুন, সোমের অভিমুখে আগমন করুন। আমি রক্ষাভিলাষী হয়ে আপনাদের আহ্বান করছি। আপনারা হব্যদাতাকে রত্ন দান করুন ॥ ২২ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা নেতা, আমি বিচক্ষণ, আমার এই প্রস্থিত নমোবাক্যযুক্ত যজ্ঞে সোমপানের জন্য আগমন করুন, সোমের অভিমুখে আগমন করুন। আমি রক্ষাভিলাষী হয়ে আপনাদের আহ্বান করছি। আপনারা হব্যদাতাকে রত্ন দান করুন ॥ ২৩ ॥

হে দেব অশ্বিদ্বয়! আপনারা অভিষুত স্বাহাকৃত সোমে তৃপ্তিলাভ করুন, যজ্ঞে আগমন করুন, সোমের অভিমুখে আগমন করুন, আমি রক্ষাভিলাষী হয়ে আপনাদের আহ্বান করছি। আপনারা হব্যদাতাকে রত্ন দান করুন ॥ ২৪ ॥

টীকা — ৩ ঋকে ৩৩ জন দেবের উল্লেখ রয়েছে।—এই সূক্তটিতেও আধ্যাত্মিক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

◆ ◆

— ৩৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : শক্করী, মহাপংক্তি]

অবিতাসি সুন্বতো বৃক্তবর্হিষঃ পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ১ ॥
প্রাব স্তোতারং মঘবন্নব ত্বাং পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ২ ॥
উর্জা দেবাঁ অবস্যোজসা ত্বাং পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ৩ ॥
জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশ্বাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ৪ ॥
জনিতাশ্বানাং জনিতা গবামসি পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ৫ ॥
অত্রীণাং স্তোমমদ্রিবো মহস্কৃধি পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশ্বাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ৬ ॥

শ্যাবাশ্বস্য সুন্বতস্তথা শৃণু যথাশৃণোরত্রেঃ কর্মাণি কৃণ্বতঃ।
প্র ত্রসদস্যুমাবিথ ত্বমেক ইন্নৃষাহ্য ইন্দ্র ব্রহ্মাণি বর্ধয়ন্ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে শতক্রতু! যে সোম অভিষব করে ও কুশ বিস্তার করে, আপনি তার রক্ষক হোন। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র! দেববৃন্দ আপনার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহবেগ অভিভূত ক'রে জলের মধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান করুন ॥ ১॥

হে মঘবন্! স্তোতাকে রক্ষা করুন, আপনাকে সোমপানের দ্বারা রক্ষা করুন। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! দেববৃন্দ আপনার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহবেগ অভিভূত ক'রে জলের মধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান করুন ॥ ২॥

আপনি দেববৃন্দকে অন্নের দ্বারা রক্ষা করুন, আপনাকে বলের দ্বারা রক্ষা করুন। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! দেববৃন্দ আপনার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহবেগ অভিভূত ক'রে জলের মধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান করুন ॥ ৩॥

আপনি দ্যুলোকের জনক, পৃথিবীর জনক। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! দেববৃন্দ আপনার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহবেগ অভিভূত ক'রে জলের মধ্যে জেতা হবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান করুন ॥ ৪॥

আপনি অশ্বের জনক, গাভীর জনক। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! দেববৃন্দ আপনার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহবেগ অভিভূত ক'রে জলের মধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান করুন ॥ ৫॥

হে অদ্রিমান্! অত্রিগণের স্তোম পূজিত করুন। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! দেববৃন্দ আপনার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহবেগ অভিভূত ক'রে জলের মধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান করুন ॥ ৬॥

হে ইন্দ্র! আপনি যেমন যজ্ঞকারী অত্রির স্তুতি শ্রবণ করেছিলেন, সেইরকম অভিষবকারী শ্যাবাশ্বের স্তুতি শ্রবণ করুন। আপনি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্র সমূদয় বর্ধিত ক'রে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করেছিলেন ॥ ৭॥

টীকা — এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

◆ ◆

— ৩৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : অতিজগতী, মহাপংক্তি]

প্রেদং ব্রহ্ম বৃত্রতূর্যেষ্বাবিথ প্র সুন্বত শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্নেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ॥ ১॥

সেহান উগ্র পৃতনা অভি দ্রুহঃ শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্নেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ॥ ২॥
একরালস্য ভুবনস্য রাজসি শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্নেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ॥ ৩॥
সস্থাবানা যবয়সি ত্বমেক ইচ্ছচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্নেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ॥ ৪॥
ক্ষেমস্য চ প্রযুজশ্চ ত্বমীশিষে শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্নেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ॥ ৫॥
ক্ষত্রায় ত্বমবসি ন ত্বমাবিথ শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্নেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ॥ ৬॥
শ্যাবাশ্বস্য রেভতস্তথা শৃণু যথাশৃণোরত্রেঃ কর্মাণি কৃণ্বতঃ।
প্র ত্রসদস্যুমাবিথ ত্বমেক ইন্নৃষাহ্য ইন্দ্র ক্ষত্রাণি বর্ধয়ন্ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! আপনি সংগ্রামে সমস্ত রক্ষার দ্বারা এই স্তোত্র রক্ষা করুন, সোমাভিষবকারীকে রক্ষা করুন। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা। মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান করুন ॥ ১ ॥

হে যজ্ঞপতি উগ্র ইন্দ্র! শত্রুসেনাবর্গকে অভিভূত ক'রে সমস্ত রক্ষার দ্বারা রক্ষা করুন। হে অনিন্দনীয় বজ্রবান্ বৃত্রহা। মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান করুন ॥ ২ ॥

হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র। এই ভুবনের অদ্বিতীয় রাজা হয়ে ও সমস্ত রক্ষাযুক্ত হয়ে শোভা প্রাপ্ত হোন। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা। মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান করুন ॥ ৩ ॥

হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র। আপনিই সমানভাবে অবস্থিত এই লোকদ্বয় পৃথক্ ক'রে থাকেন। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা। মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান করুন ॥ ৪ ॥

হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র। আপনি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হয়ে জগতের মঙ্গল ও প্রয়োগের ঈশ্বর হোন। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা। মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান করুন ॥ ৫ ॥

হে শচিপতি ইন্দ্র। আপনি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হয়ে বলের জন্য রক্ষা করেন, আপনাকে কেউ রক্ষা করে না। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা। মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান করুন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি যজকারী অত্রির স্তুতি শ্রবণ করেছিলেন, সেইরকম স্তুতিকারী শ্যাবাশ্বের স্তুতি শ্রবণ করুন। আপনি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্রসমুদয় বর্ধিত ক'রে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করেছিলেন ॥ ৭ ॥

টীকা — এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ঈশ্বরের বিভূতিবিকাশরূপী মাত্র ইন্দ্র সৎকর্মের পোষণকর্তা, শরণাগতের পালক, শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল, শ্রেষ্ঠ ধনের আকর, পরব্রহ্ম, অভীষ্টফলপ্রদ, পরমৈশ্বর্যশালী ও অপ্রতিহত শক্তিশালীরূপে বিরাজমান। আমরা আধ্যাত্মিক বিচারে পূর্বাপর সোমকে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভক্তের অন্তরের ভক্তিসুধাই সর্বক্ষেত্রে দর্শন ক'রে আসছি।

◆ ◆

— ৩৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও অগ্নি। ঋষি : শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : গায়ত্রী]

যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা সস্নী বাজেষু কর্মসু। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ১॥
তোশাসা রথয়াবানা বৃত্রহণাপরাজিতা। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ২॥
ইদং বাং মদিরং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ৩॥
জুষেথাং যজ্ঞমিষ্টয়ে সুতং সোমং সধস্তুতী। ইন্দ্রাগ্নী আ গতং নরা ॥ ৪॥
ইমা জুষেথাং সবনা যেভির্হব্যান্যূহথুঃ। ইন্দ্রাগ্নী আ গতং নরা ॥ ৫॥
ইমাং গায়ত্রবর্তনিং জুষেথাং সুষ্টুতিং মম। ইন্দ্রাগ্নী আ গতং নরা ॥ ৬॥
প্রাতর্যাবভিরা গতং দেবেভির্জেন্যাবসূ। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥ ৭॥
শ্যাবাশ্বস্য সুন্বতোঽত্রীণাং শৃণুতং হবম্। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥ ৮॥
এবা বামহ্ব উতয়ে যথাহুবন্ত মেধিরাঃ। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥ ৯॥
আহং সরস্বতীবতোরিন্দ্রাগ্ন্যোরবো বৃণে। যাভ্যাং গায়ত্রমৃচ্যতে ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা বিশুদ্ধ এবং ঋত্বিক্। যুদ্ধে এবং কর্মে আমাকে অবগত হোন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা শত্রুহিংসাকারী, রথে গমনশীল, বৃত্রহন্তা এবং অপরাজিত। আপনারা আমাকে অবগত হোন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যজ্ঞের নেতাগণ আপনাদের উদ্দেশে প্রস্তরের দ্বারা এই মদকর মধু দোহন করেছেন। আপনারা আমাকে অবগত হোন ॥ ৩ ॥

হে একত্রে স্তুতিযোগ্য, নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! যজ্ঞ সেবা করুন, যজ্ঞের জন্য অভিষুত সোমের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা নেতা, আপনারা যার দ্বারা হব্য বহন করেন, সেই এই সবন সেবা করুন, আগমন করুন ॥ ৫ ॥

হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা গায়ত্রমার্গবিশিষ্ট এই সুস্তুতি সেবা করুন, আগমন করুন ॥ ৬ ॥

হে ধনজেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা প্রাতঃকালে মিলিত দেববর্গের সাথে সোম পানের জন্য আগমন করুন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা সোমের অভিষবকারী শ্যাবাশ্বের ঋত্বিকগণের আহ্বান সোমপানের জন্য শ্রবণ করুন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! প্রাজ্ঞগণ যেমন ভাবে আপনাদের আহ্বান করেছে, সেইভাবে আমি রক্ষার জন্য ও সোমপানের জন্য আপনাদের আহ্বান করি ॥ ৯ ॥

যাঁদের উদ্দেশে সাম গান করা হয়, আমি সেই স্তুতিমান্ ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট রক্ষা প্রার্থনা করি ॥ ১০॥

টীকা — এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র মধ্যে স্বর্গীয় দুর্গাদাস প্রদান করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ৪৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—১ ঋক্—"শক্তিজ্ঞানরূপ হে দেবগণ। আপনারা সৎকর্মের প্রজ্ঞাপক বা সম্পাদক হন। অতএব সুফলপ্রদায়ক আপনারা উভয়ে শরণাগত আমাকে, সৎকর্মের সুফললাভের নিমিত্ত অর্থাৎ ভগবানে কর্মফল সমর্পণের জন্য উদ্বোধিত করুন।" (মন্ত্রে সাধকের আত্ম-উদ্বোধন প্রকাশ পেয়েছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব। আমাদের কর্মশক্তি ও দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন। আমাদের কর্ম ক্ষয় হোক)।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ২ ও ৩ ঋকের বক্তব্য দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৩৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় নাভাক। ছন্দ : মহাপংক্তি]

অগ্নিমস্তোষ্যৃগ্মিয়মগ্নিমীলা যজধ্যৈ।
অগ্নির্দেবাঁ অনক্তু ন উভে হি বিদথে কবিরন্তশ্চরতি দূত্যং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১॥
ন্যগ্নে নব্যসা বচস্তনূষু শংসমেষাম্।
ন্যরাতীররাব্‌ণাং বিশ্বা অর্যো অরাতীরিতো যুচ্ছন্ত্বামুরো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ২॥
অগ্নে মন্মানি তুভ্যং কং ঘৃতং ন জুহ্ব আসনি।
স দেবেষু প্র চিকিদ্ধি ত্বং হ্যসি পূর্ব্যঃ শিবো দূতো বিবস্বতো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৩॥
তত্তদগ্নির্বয়ো দধে যথাযথা কৃপণ্যতি।
উর্জাহুতির্বসূনাং শং চ যোশ্চ ময়ো দধে বিশ্বস্যৈ দেবহূত্যৈ নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৪॥
স চিকেত সহীয়সাগ্নিশ্চিত্রেণ কর্মণা।
স হোতা শশ্বতীনাং দক্ষিণাভিরভীবৃত ইনোতি চ প্রতীব্যং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৫॥
অগ্নির্জাতা দেবানামগ্নির্বেদ মর্তানামপীচ্যম্।
অগ্নিঃ স দ্রবিণোদা অগ্নির্দ্বারা ব্যূর্ণুতে স্বাহুতো নবীয়সা নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৬॥
স মুদা কাব্যা পুরু বিশ্বং ভূমেব পুষ্যতি দেবো দেবেষু যজ্ঞিয়ো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৭॥
যো অগ্নিঃ সপ্তমানুষঃ শ্রিতো বিশ্বেষু সিন্ধুষু।
তমাগন্ম ত্রিপস্ত্যং মন্ধাতুর্দস্যুহন্তমমগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৮॥
অগ্নিস্ত্রীণি ত্রিধাতূন্যা ক্ষেতি বিদথা কবিঃ।
স ত্রীঁরেকাদশাঁ ইহ যক্ষচ্চ পিপ্রয়চ্চ নো বিপ্রো দূত পরিষ্কৃতো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৯॥
ত্বং নো অগ্ন আয়ুষু ত্বং দেবেষু পূর্ব্য বস্ব এক ইরজ্যসি।
ত্বামাপঃ পরিস্রুতঃ পরি যন্তি স্বসেতবো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — ঋক্‌মন্ত্রযোগ্য অগ্নির স্তব করি, যজ্ঞের জন্য স্তুতির দ্বারা অগ্নির স্তুতি করি। অগ্নি আমাদের যজ্ঞে দেবগণকে হব্যের দ্বারা পূজা করুন। কবি অগ্নি, স্বর্গ ও পৃথিবী, এই উভয়ের মধ্যে দৌত্যকার্যে বিচরণ করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! নূতন স্তোত্রের দ্বারা আমাদের অঙ্গে এই শত্রুর হিংসা দগ্ধ করুন, হব্যপ্রদাতাগণের শত্রু দগ্ধ করুন। সমস্ত অভিগমনশীল মূঢ় শত্রুগণ এই স্থান হ'তে চলে যাক। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনার মুখে সুখকর ঘৃতের মতো স্তোত্র হোম করি। দেববৃন্দের মধ্যে আপনি আমাদের স্তুতি অবগত হোন, আপনি পুরাতন, সুখকর এবং দেববৃন্দের দূত। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৩ ॥

যা যা যাচ্ঞা করে, অগ্নি সেই সেই অন্ন প্রদান করেন। তিনি অন্নের দ্বারা আহূত হয়ে যজমানের শান্তিকর ও বিষয়োপভোগজনিত সুখ দান করেন। তিনি সমস্ত দেববৃন্দের আহ্বানে থাকেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৪ ॥

সেই অগ্নি অভিভবকর কর্মের দ্বারা জ্ঞাত হন। তিনি সমস্ত দেবগণের হোতা, পশুগণে পরিবৃত এবং তিনি শত্রুর অভিমুখে গমন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৫ ॥

অগ্নি দেবগণের জন্ম জানেন, অগ্নি মানবগণের গুহ্য বিষয় জানেন। অগ্নি ধনদাতা, অগ্নি নূতন হব্যের দ্বারা সুন্দররূপে আহুত হয়ে ধনের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৬ ॥

অগ্নি দেববৃন্দের মধ্যে বাস করেন, তিনি যজ্ঞের যোগ্য, প্রজাগণের মধ্যে বাস করেন। ভূমি যেমন বিশ্বপোষণ করেন, সেইরকম তিনি সহর্ষে সমস্ত কার্য পোষণ করেন, অগ্নিদেব দেববৃন্দের মধ্যে যজ্ঞের যোগ্য। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৭ ॥

যে অগ্নি সপ্তমনুষ্যবিশিষ্ট ও সমস্ত নদীতে আশ্রিত, আমরা তাঁর নিকট গমন করি। তিনি তিনস্থানবিশিষ্ট, মান্ধাতার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক দস্যু হনন করেছেন। তিনি সকলের প্রধান। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৮ ॥

কবি অগ্নি, তিন বন্ধনবিশিষ্ট স্থানে বাস করেন। সেই অগ্নি দূত, প্রাজ্ঞ এবং অলঙ্কৃত হয়ে এই যজ্ঞে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের যাগ করুন, আমাদের অভিলাষ পূরণ করুন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৯ ॥

হে পূর্বভাবী অগ্নি! আপনি এক হয়ে মানবৃন্দের মধ্যে ধনের ঈশ্বর, দেববৃন্দের মধ্যেও ধনের ঈশ্বর। স্বয়ং সেতুস্বরূপ, গমনশীল জল তাঁর চতুর্দিকে গমন করে। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — ৮ ঋকে মূলে "সপ্তমানুষঃ" আছে। অর্থ বোধ হয় সপ্তসিন্ধুতীরস্থ প্রদেশের নিবাসিগণ। পরের কথাগুলি হ'তে এই অর্থেই আরও প্রতীয়মান হচ্ছে॥ ৯ ঋকে পুনরায় ৩৩ দেবের উল্লেখ আছে॥—এই সূক্তের মধ্যেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র পাওয়া যায়। আমরা পূর্বাপর বিশ্লেষণ করেছি যে অগ্নি সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই একটি বিভূতি-বিকাশ মাত্র—তিনি জ্ঞানরূপ, পরাজ্ঞান জ্ঞানদেব এবং শুদ্ধসত্ত্বের বাহক॥

◆ ◆

— ৪০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও অগ্নি। ঋষি : নাভাক। ছন্দ : মহাপংক্তি, শক্করী, ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রাগ্নী যুবং সু নঃ সহন্তা দাসথো রয়িম্।
যেন দৃড়্হা সমৎস্বা বীলু চিৎসাহিষীমহ্যগ্নির্বনেব বাত ইন্নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১॥
নহি বাং বব্রয়ামহেঽথেন্দ্রমিদ্যজামহে শবিষ্ঠং নৃণাং নরম্।
স নঃ কদা চিদর্বতা গমদা বাজসাতয়ে গমদা মেধসাতয়ে নভন্তামন্যকে সমে ॥ ২॥
তা হি মধ্যং ভরাণামিন্দ্রাগ্নী অধিক্ষিতঃ।
তা উ কবিত্বনা কবী পৃচ্ছ্যমানা সখীয়তে সং ধীতমশ্নুতং নরা নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৩॥
অভ্যর্চ নভাকবদিন্দ্রাগ্নী যজসা গিরা।
যয়োর্বিশ্বমিদং জগদিয়ং দ্যৌঃ পৃথিবী মহ্যুপস্থে বিভৃতো বসু নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৪॥
প্র ব্রহ্মাণি নভাকবদিন্দ্রাগ্নিভ্যামিরজ্যত।
যা সপ্তবুধ্নমর্ণবং জিহ্মবারমপোর্ণুত ইন্দ্র ঈশান ওজসা নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৫॥
অপি বৃশ্চ পুরাণবদ্ব্রততেরিব গুষ্পিতমোজো দাসস্য দম্ভয়।
বয়ং তদস্য সংভৃতং বস্বিন্দ্রেণ বি ভজেমহি নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৬॥
যদিন্দ্রাগ্নী জনা ইমে বিহ্বয়ন্তে তনা গিরা।
অস্মাকেভির্নৃভির্বয়ং সাসহ্যাম পৃতন্যতো বনুয়াম বনুষ্যতো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৭॥
যা নু শ্বেতাববো দিব উচ্চরাত উপ দ্যুভিঃ।
ইন্দ্রাগ্ন্যোরনু ব্রতমুহানা যন্তি সিন্ধবো যান্ত্সীং বন্ধাদমুঞ্চতাং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৮॥
পূর্বীষ্ট ইন্দ্রোপমাতয়ঃ পূর্বীরুত প্রশস্তয়ঃ সূনো হিন্বস্য হরিবঃ।
বস্বো বীরস্যাপৃচো যা নু সাধন্ত নো ধিয়ো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৯॥
তং শিশীতা সুবৃক্তিভিস্ত্বেষং সত্বানমৃগ্মিয়ম্।
উতো নু চিদ্য ওজসা শুষ্ণস্যাণ্ডানি ভেদতি জেষৎস্বর্বতীরপো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১০॥
তং শিশীতা স্বধ্বরং সত্যং সত্বানমৃত্বিয়ম্।
উতো নু চিদ্য ওহত আণ্ডা শুষ্ণস্য ভেদত্যজৈঃ স্বর্বতীরপো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১১॥
এবেন্দ্রাগ্নিভ্যাং পিতৃবন্নবীয়ো মন্ধাতৃবদঙ্গিরস্বদবাচি।
ত্রিধাতুনা শর্মণা পাতমস্মান্বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা শত্রু অভিভব পূর্বক আমাদের ধন দান করুন। অগ্নি যেমন বায়ুর দ্বারা বনকে অভিভব করেন, আমরা সেইরকম সেই ধনের সাহায্যে দৃঢ় শত্রুবলকে

অভিভব করবো। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ১ ॥
সর্বাপেক্ষা বলবান্ নেতাগণের নেতা
হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনাদের নিকট ধন যাচ্ঞা করবো না; ইন্দ্রেরই যজ্ঞ করবো। তিনি অশ্বে আরোহণ ক'রে কখন অন্নলাভের জন্য আগমন করেন, কখন যজ্ঞলাভের জন্য আগমন করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ২ ॥

সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্র ও অগ্নি যুদ্ধে মধ্যস্থলে নিবাস করেন। হে নেতৃদ্বয়! কবিগণ জিজ্ঞাসা করলে আপনারাই বন্ধুতাভিলাষী যজমানের কৃতকর্ম ব্যাপ্ত করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৩ ॥

যজ্ঞ এবং বাক্যের দ্বারা নাভাকের মতো ইন্দ্র ও অগ্নিকে অর্চনা করো। এই সমস্ত জগৎ ইন্দ্র ও অগ্নিতে বর্তমান, এঁরাই ক্রোড়ে মহতী পৃথিবী ও দ্যুলোক ধারণ করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৪ ॥

নাভাকের মতো ঋষি, ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি প্রেরণ করছেন। এঁরা সপ্তমূলবিশিষ্ট ও অবরুদ্ধ দ্বারবিশিষ্ট অর্ণবকে আচ্ছাদিত করেন। ইন্দ্র তেজের বলে ঈশ্বর। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! প্রাচীন লোকে যেমন লতার শাখাচ্ছেদ করে, সেইরকম আপনি সমস্ত শত্রুদের ছেদ করুন। দাসের বল বিনাশ করুন; আমরা ইন্দ্রের অনুগ্রহে এই দাসকর্তৃক সংগৃহীত অর্থ ভাগ ক'রে লবো। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৬ ॥

এই যে সকল লোক ধনের দ্বারা এবং স্তুতির দ্বারা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছে, তাদের মধ্যে আমরা সসৈন্যে আমাদের মানুষের শত্রুবর্গকে অভিভূত করবো এবং শত্রুবর্গের স্তুতি ভজনা করবো। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৭ ॥

যে শ্বেতবর্ণ ইন্দ্র ও অগ্নি অধোদেশ হ'তে দীপ্তির দ্বারা স্বর্গের উপরে গমন করেন, তাঁদেরই হব্য বহন ক'রে যজমানগণ কার্য অনুষ্ঠান করছে। তাঁরাই প্রসিদ্ধ সিন্ধুসমূহকে বন্ধন হ'তে মুক্ত করেছিলেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৮ ॥

হে হরিনামক অশ্বযুক্ত, বজ্রবান প্রেরক ইন্দ্র! আপনি প্রীতি প্রদান করুন; আপনি বীর, আপনি ধনদান করুন; আপনার অনেক উপমান বস্তু আছে, আপনার প্রাচীন প্রশস্তি অনেক আছে; ঐ প্রশস্তিসকল আমাদের কর্ম সম্পন্ন করুক। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৯ ॥

হে স্তোতাগণ! দীপ্ত ধনভাক্, ঋক্‌মন্ত্রের যোগ্য ইন্দ্রকে উত্তম স্তুতির দ্বারা সংস্কৃত করো। আরও যে ইন্দ্র শুষ্ণের অণ্ডসকল ভেদ করেন, তিনিই স্বর্গীয় জল জয় করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ১০ ॥

হে স্তোতাগণ! উত্তম যজ্ঞবিশিষ্ট, বিনাশরহিত, ধনভাক্, যাগযোগ্য ইন্দ্রকে সংস্কৃত করো। যে ইন্দ্র যজ্ঞের অভিমুখে গমন করেন, তিনি শুষ্ণের অণ্ডসকল ভেদ করেন, তিনি স্বর্গীয় জল জয় করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ১১ ॥

আমি পিতার মতো, মান্ধাতার মতো, অঙ্গিরার মতো, ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি পাঠ করেছি। তাঁরা ত্রিধাতু আশ্রয়ের দ্বারা আমাদের পালন করুন। আমরা ধনের স্বামী হবো ॥ ১২ ॥

টীকা — ৬ মন্ত্রে 'দাস' অর্থে অনার্য বর্বরজাতি ॥ ১২ মন্ত্রে মূলে 'ত্রিধাতুনা শর্মণা' আছে। সায়ণ তার অর্থ ত্রিপর্ব গৃহ করেছেন ॥—এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র রয়েছে।

◆ ◆

— ৪১ সূক্ত —

[দেবতা : বরুণ। ঋষি : নাভাক। ছন্দ : মহাপংক্তি]

অস্মা উ ষু প্রভূতয়ে বরুণায় মরুদ্ভ্যোঽর্চা বিদুষ্টরেভ্যঃ।
যো ধীতা মানুষাণাং পশ্বো গা ইব রক্ষতি নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১॥
তমূ ষু সমনা গিরা পিতৃণাং চ মন্মভিঃ।
নাভাকস্য প্রশস্তিভির্যঃ সিন্ধুনামুপোদয়ে সপ্তস্বসা স মধ্যমো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ২॥
স ক্ষপঃ পরি ষস্বজে ন্যুস্রো মায়য়া দধে স বিশ্বং পরি দর্শতঃ।
তস্য বেনীরনু ব্রতমুষস্তিস্রো অবর্ধয়ন্নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৩॥
যঃ ককুভো নিধারয়ঃ পৃথিব্যামধি দর্শতঃ।
স মাতা পূর্ব্যং পদং তদ্বরুণস্য সপ্ত্যং স হি গোপা ইবের্যো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৪॥
যো ধর্তা ভুবনানাং য উস্রাণামপীচ্যা বেদ নামানি গুহ্যা।
স কবিঃ কাব্যা পুরু রূপং দ্যৌরিব পুষ্যতি নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৫॥
যস্মিন্বিশ্বানি কাব্যা চক্রে নাভিরিব শ্রিতা।
ত্রিতং জূতী সপর্যত ব্রজে গাবো ন সংযুজে যুজে অশ্বাঁ অযুক্ষত নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৬॥
য আস্বৎক আশয়ে বিশ্বা জাতান্যেষাম্।
পরি ধামানি মর্মৃশদ্বরুণস্য পুরো গয়ে বিশ্বে দেবা অনু ব্রতং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৭॥
স সমুদ্রো অপীচ্যস্তুরো দ্যামিব রোহতি নি যদাসু যজুর্দধে।
স মায়া অর্চিনা পদাস্তৃণান্নাকমারুহন্নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৮॥
যস্য শ্বেতা বিচক্ষণা তিস্রো ভূমীরধিক্ষিতঃ।
ত্রিরুত্তরাণি পপ্রতুর্বরুণস্য ধ্রুবং সদঃ স সপ্তানামিরজ্যতি নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৯॥
যঃ শ্বেতাঁ অধিনির্ণিজশ্চক্রে কৃষ্ণাঁ অনু ব্রতা।
স ধাম পূর্ব্যং মমে যঃ স্কম্ভেন বি রোদসী অজো ন দ্যামধারয়ন্নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে স্তোতা! প্রভূত ধনলাভের জন্য এই বরুণের ও অতিশয় বিদ্বান্ মরুৎগণের উদ্দেশে স্তব করো। বরুণ কর্মের দ্বারা মানবগণের পশুসকলকে গোসমূহের মতো রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ১॥

আমি সেই বরুণকেই সমান স্তুতির দ্বারা স্তব করছি, পিতৃবর্গের স্তোমের দ্বারা স্তব করছি, নাভাক ঋষির স্তুতির দ্বারা স্তব ক'রি। তিনি নদীসমূহের নিকটে উদ্গত হন, তাঁর সপ্ত স্বসা, তিনি মধ্যম। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ২॥

সেই বরুণ রাত্রিকে আলিঙ্গন করেন, তিনি দর্শনীয়, তিনি ঊর্ধ্বে গমনপূর্বক মায়ার দ্বারা সমস্ত জগৎ ধারণ করেন, তাঁর কর্মাভিলাষী প্রজাগণ তিন ঊষা বর্ধিত করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥৩॥

যে বরুণ পৃথিবীর উপর দিক্‌সমূহ ধারণ করেন, তিনি দর্শনীয় নির্মাণকারী। প্রাচীন পদ এবং যে পদে আমরা বিচরণ করি এই উভয়ই বরুণের। তিনিই ঈশ্বর হয়ে আমাদের গোসমূহ রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥৪॥

যিনি ভুবনসমূহের ধারক, যিনি রশ্মিসমূহের অন্তর্হিত গুহ্য নাম জানেন, সেই বরুণ কবি হয়ে অনেক কবির কর্মস্বরূপ দ্যুলোককে পোষণ করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥৫॥

সমস্ত কবি কর্মচক্রের নাভির মতো যে বরুণকে আশ্রয় করেছে, সেই স্থানত্রয়বিশিষ্ট বরুণের শীঘ্র পরিচর্যা করো। গোষ্ঠে যেমন গো গমন করে, সেইরকম আমাদের পরিভবের জন্য যুদ্ধের নিমিত্ত শত্রুবৃন্দ অশ্ব যোজনা করছে। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥৬॥

বরুণ এই দিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, তিনি শত্রুবৃন্দের সমস্ত ব্যাপ্তনগর বিনাশ করেন, তাঁর রথের সম্মুখে সমস্ত দেবগণ কর্মানুষ্ঠান করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥৭॥

সেই সমুদ্রস্বরূপ বরুণ অন্তর্হিত হয়ে শীঘ্র আদিত্যের মতো স্বর্গে আরোহণ করেন এবং এই দিক্‌সমূহে প্রজাবৃন্দকে দান প্রদান করেন। তিনি দ্যুতিমান্ পদের দ্বারা মায়া নাশ করেন ও স্বর্গে গমন করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥৮॥

অন্তরীক্ষ-অধিবাসী যে বরুণের শ্বেতবর্ণবিচক্ষণ তেজত্রয় তিন ভুবনে প্রথিত হয়, সেই বরুণের স্থান অচল, তিনি সপ্তসিন্ধুর ঈশ্বর। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥৯॥

যিনি আপন রশ্মিসমূহকে শ্বেতবর্ণ করেন এবং কৃষ্ণবর্ণ করেন, তাঁর কর্মের উদ্দেশে দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক নির্মিত হয়েছে। আদিত্য যেমন দ্যুলোক ধারণ করেন, সেই রকম তিনি অন্তরীক্ষের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ধারণ করেছেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥১০॥

টীকা — এই সূক্তের ১ ঋক্ থেকে ১০ ঋক্ পর্যন্ত এবং ৩৯ ও ৪০ সূক্তেরও প্রায় প্রত্যেক ঋকের শেষে "নভন্তামন্যকে সমে" শব্দগুলি আছে। এই সূক্তেও সায়ণ ইন্দ্র ও অগ্নি সম্বন্ধে এই শব্দগুলির অর্থ করেছেন। কিন্তু এই সূক্তে অগ্নি বা ইন্দ্রের উল্লেখ আদৌ নেই॥ ৪ ঋকের ' প্রাচীন পদ' অর্থে স্বর্গ। সায়ণ।—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সূক্তটিকেও বিশ্লেষণ করার সূত্রগুলি বর্তমান।

◆ ◆

— ৪২ সূক্ত —

[দেবতা : ১ হ'তে ৩ ঋক্—বরুণ, ৪ হ'তে ৬ ঋক্—অশ্বিদ্বয়।
ঋষি : ১ হ'তে ৩ ঋক্—অর্চনামা বা নাভাক। ছন্দ : মহাপংক্তি]

অস্তভ্নাদ্দ্যামসুরো বিশ্ববেদা অমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যাঃ।
আসীদদ্বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড় বিশ্বেত্তানি বরুণস্য ব্রতানি ॥ ১॥

এবা বন্দস্ব বরুণং বৃহন্তং নমস্যা ধীরমমৃতস্য গোপাম্।
স নঃ শর্ম ত্রিবরূথং বি যংসৎপাতং নো দ্যাবাপৃথিবী উপস্থে ॥ ২॥
ইমাং ধিয়ং শিক্ষমানস্য দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সং শিশাধি।
যয়াতি বিশ্বা দুরিতা তরেম সুতর্মাণমধি নাবং রুহেম ॥ ৩॥
আ বাং গ্রাবাণো অশ্বিনা ধীভির্বিপ্রা অচুচ্যবুঃ।
নাসত্যা সোমপীতয়ে নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৪॥
যথা বামত্রিরশ্বিনা গীর্ভির্বিপ্রো অজোহবীৎ।
নাসত্যা সোমপীতয়ে নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৫॥
এ বা বামহ্ব উতয়ে যথাহুবন্ত মেধিরাঃ।
নাসত্যা সোমপীতয়ে নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — সর্বজ্ঞানী অসুর বরুণ দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেছেন, পৃথিবীর বিস্তারের পরিমাণ করেছেন, সমস্ত ভুবনের সম্রাট্‌রূপে আসীন হয়েছেন। বরুণের এইসকল কর্ম অনেক ॥ ১ ॥

এইভাবে বৃহৎ বরুণের বন্দনা করো, অমৃতের রক্ষক বরুণকে নমস্কার করো। তিনি আমাদের ত্রিপর্ব-বিশিষ্ট আশ্রয় দান করুন। আমরা তাঁর ক্রোড়ে বর্তমান। দ্যাবাপৃথিবী আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

হে দেব বরুণ। এই কর্মানুষ্ঠানকারীর কর্ম ও দক্ষতা তীক্ষ্ণ করুন। যার দ্বারা দুরিত অতিক্রম করতে পারি, সেইরকম সুখে পারযোগ্য নৌকাতে আরোহণ করবো ॥ ৩ ॥

হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! বিপ্রবর্গ এবং অভিষব প্রস্তর সমূহ সোমপানের জন্য আপন আপন কার্যের দ্বারা আপনাদের অভিমুখে গমন করে। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রুবর্গ হিংসা করুন ॥ ৪ ॥

হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! বিপ্র অত্রি যেমন স্তুতির দ্বারা সোমপানের জন্য আহ্বান করেছিলেন, সেইরকম আমি আহ্বান করি। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৫ ॥

হে নাসত্যদ্বয়! মেধাবিবর্গ যেমন আপনাদের সোমপানের জন্য আহ্বান করেছেন, সেইরকম আমি রক্ষার জন্য আহ্বান করি। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রু হিংসা করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তের শেষ তিনটি ঋকে "নভন্তামন্যকে সমে" শব্দগুলি আছে। কিন্তু তাতে অর্থের ব্যত্যয় ঘটেনি।—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সূক্তটিকেও বিশ্লেষণ করার সূত্রগুলি বর্তমান।

◆ ◆

— ৪৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ। ছন্দ : গায়ত্রী]

ইমে বিপ্রস্য বেধসোঽগ্নেরস্তৃতযজ্বনঃ। গিরঃ স্তোমাস ঈরতে ॥ ১॥
অস্মৈ তে প্রতিহর্যতে জাতবেদো বিচর্ষণে। অগ্নে জানামি সুষ্টুতিম্ ॥ ২॥

আরোকা ইব ঘেদহ তিগ্মা অগ্নে তব ত্বিষঃ। দদ্ভির্বনানি বপ্সতি ॥ ৩॥
হরয়ো ধূমকেতবো বাতজূতা উপ দ্যবি। যতন্তে বৃথগগ্নয়ঃ ॥ ৪॥
এতে ত্যে বৃথগগ্নয় ইদ্ধাসঃ সমদৃক্ষত। উষসামিব কেতবঃ ॥ ৫॥
কৃষ্ণা রজাংসি পৎসুতঃ প্রয়াণে জাতবেদসঃ। অগ্নির্যদ্রোধতি ক্ষমি ॥ ৬॥
ধাসিং কৃণ্বান ওষধীর্বপ্সদগ্নির্ন বায়তি। পুনর্যন্তরুণীরপি ॥ ৭॥
জিহ্বাভিরহ নন্নমদর্চিষা জঞ্জণাভবন্। অগ্নির্বনেষু রোচতে ॥ ৮॥
অপ্স্বগ্নে সধিষ্টব সৌষধীরনু রুধ্যসে। গর্ভে সঞ্জায়সে পুনঃ ॥ ৯॥
উদগ্নে তব তদ্ঘৃতাদর্চী রোচত আহুতম্। নিংসানং জুহ্বো মুখে ॥ ১০॥
উক্ষান্নায় বশান্নায় সোমপৃষ্ঠায় বেধসে। স্তোমৈর্বিধেমাগ্নয়ে ॥ ১১॥
উত ত্বা নমসা বয়ং হোতর্বরেণ্যক্রতো। অগ্নে সমিদ্ভিরীমহে ॥ ১২॥
উত ত্বা ভৃগুবচ্ছুচে মনুষ্বদগ্ন আহুত। অঙ্গিরস্বদ্ধবামহে ॥ ১৩॥
ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রেণ সন্তসতা। সখা সখ্যা সমিধ্যসে ॥ ১৪॥
স ত্বং বিপ্রায় দাশুষে রয়িং দেহি সহস্রিণম্। অগ্নে বীরবতীমিষম্ ॥ ১৫॥
অগ্নে ভ্রাতঃ সহস্কৃত রোহিদশ্ব শুচিব্রত। ইমং স্তোমং জুষস্ব মে ॥ ১৬॥
উত ত্বাগ্নে মম স্তুতো বাশ্রায় প্রতিহর্যতে। গোষ্ঠং গাব ইবাশত ॥ ১৭॥
তুভ্যং তা অঙ্গিরস্তম বিশ্বাঃ সুক্ষিতয়ঃ পৃথক্। অগ্নে কামায় যেমিরে ॥ ১৮॥
অগ্নিং ধীতিভির্মনীষিণো মেধিরাসো বিপশ্চিতঃ। অদ্মসদ্যায় হিম্বিরে ॥ ১৯॥
তং ত্বামজ্মেষু বাজিনং তন্বানা অগ্নে অধ্বরম্। বহ্নিং হোতারমীলতে ॥ ২০॥
পুরুত্রা হি সদৃঙঙসি বিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ। সমৎসু ত্বা হবামহে ॥ ২১॥
তমীলিষ্ব য আহুতোঽগ্নির্বিভ্রাজতে ঘৃতৈঃ। ইমং নঃ শৃণবদ্ধবম্ ॥ ২২॥
তং ত্বা বয়ং হবামহে শৃণ্বন্তং জাতবেদসম্। অগ্নে ঘ্নন্তমপ দ্বিষঃ ॥ ২৩॥
বিশাং রাজানমদ্ভুতমধ্যক্ষং ধর্মণামিমম্। অগ্নিমীলে স উ শ্রবৎ ॥ ২৪॥
অগ্নিং বিশ্বায়ুবেপসং মর্যং ন বজিনং হিতম্। সপ্তিং ন বাজয়ামসি ॥ ২৫॥
ঘ্নন্মৃধ্রাণ্যপ দ্বিষো দহন্রক্ষাংসি বিশ্বহা। অগ্নে তিগ্মেন দীদিহি ॥ ২৬॥
যং ত্বা জানস ইন্ধতে মনুষ্বদঙ্গিরস্তম। অগ্নে স বোধি মে বচঃ ॥ ২৭॥
যদগ্নে দিবিজা অস্যপ্সুজা বা সহস্কৃত। তং ত্বা গীর্ভির্হবামহে ॥ ২৮॥
তুভ্যং ঘেত্তে জনা ইমে বিশ্বাঃ সুক্ষিতয়ঃ পৃথক্। ধাসিং হিন্বন্ত্যত্তবে ॥ ২৯॥
তে ঘেদগ্নে স্বাধ্যোঽহা বিশ্বা নৃচক্ষসঃ। তরন্তঃ স্যাম দুর্গহা ॥ ৩০॥
অগ্নিং মন্দ্রং পুরুপ্রিয়ং শীরং পাবকশোচিষম্। হৃদ্ভির্মন্দ্রেভিরীমহে ॥ ৩১॥
স ত্বমগ্নে বিভাবসুঃ সৃজন্ত্সূর্যো ন রশ্মিভিঃ। শর্ধন্তমাংসি জিঘ্নসে ॥ ৩২॥
তত্তে সহস্ব ঈমহে দাত্রং যন্নোপদস্যতি। ত্বদগ্নে বার্যং বসু ॥ ৩৩॥

মন্ত্রার্থ — আমাদের এই স্তোতাবর্গ অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি করছেন। অগ্নি মেধাবী ও বিধাতা। তিনি কখনও যজমানের হিংসা করেন না ॥ ১ ॥

হে জাতবেদা সর্বদর্শী অগ্নি! আপনি দান ক'রে থাকেন, অতএব আপনার উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি করছি ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! আপনার তীক্ষ্ণ শিখাসকল দীপ্তিমান্, পশুগণের মতো দন্তের দ্বারা অরণ্য ভক্ষণ করছেন ॥ ৩ ॥

হরণশীল ও বায়ুপ্রেরিত ও ধূমচিহ্নিত অগ্নিসকল অন্তরীক্ষে পৃথক্ পৃথক্ গমন করছেন ॥ ৪ ॥

পৃথক্ পৃথক্ সমিদ্ধ এই অগ্নিসমূহ উষার প্রজ্ঞাপকের মতো দৃষ্ট হয়েছিলেন ॥ ৫ ॥

যখন অগ্নি পৃথিবীতে শুষ্ক কাষ্ঠ আশ্রয় করেন, তখন অগ্নির গমনকালে পাংশুসকল কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায় ॥ ৬ ॥

অগ্নি সকলকে অন্নস্বরূপ মনে ক'রে ভক্ষণ ক'রে প্রকাশিত হন না, তরুণ ওষধির প্রতি ধাবমান হন ॥ ৭ ॥

অগ্নি জিহ্বার দ্বারা বনস্পতিগণকে অত্যন্ত অবনত ক'রে তেজের বলে প্রজ্বলিত হয়ে বনে শোভাপ্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! জলের মধ্যে আপনার প্রবেশের স্থান আছে, আপনি ওষধিগণকে অবরোধ করেন, আবার তাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! ঘৃতের দ্বারা আহুত জুহুর মুখ আপনি লেহন করেন, আপনার শিখা শোভাপ্রাপ্ত হচ্ছে ॥ ১০ ॥

যাঁর হব্য ভক্ষণযোগ্য, যাঁর অন্ন অভিলষণীয়, সেই সোমপৃষ্ঠ অভীষ্ট বিধাতা অগ্নির স্তোত্রের দ্বারা পরিচর্যা করবো ॥ ১১ ॥

হে দেবগণের আহ্বানকারী, বরণীয় প্রজ্ঞাযুক্ত অগ্নি! আপনাকে আমরা নমস্কারপূর্বক ও সমিধ প্রদানপূর্বক যাচ্ঞা করছি ॥ ১২ ॥

হে শুচি, আহুত অগ্নি! আমরা আপনাকে ভৃগুর মতো এবং মনুর মতো আহ্বান করছি ॥ ১৩ ॥

হে অগ্নি! আপনি বিপ্র, সাধু এবং সখা। আপনি বিপ্র, সাধু ও সখা অগ্নির সাহায্যে দীপ্ত হচ্ছেন ॥ ১৪ ॥

হে অগ্নি! আপনি হব্যদায়ী বিপ্রকে সহস্রসংখ্যক ধন ও বীরযুক্ত অন্ন প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥

হে ভ্রাতঃ অগ্নি! হে বলের দ্বারা উৎপাদিত। হে রোহিত নামক অশ্বযুক্ত। হে শুদ্ধকর্মা! আমার স্তোত্র সেবা করুন ॥ ১৬ ॥

হে অগ্নি! আমার স্তুতিসকল আপনার নিকট গমন করছে। এইভাবে গো-সকল উৎসুক ও শব্দায়মান বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠে গমন করে ॥ ১৭ ॥

হে অগ্নি! আপনি অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রজাবৃন্দ অভিলষিত সিদ্ধির জন্য আপনার প্রতি আসক্ত হয় ॥ ১৮ ॥

মনীষী, প্রাজ্ঞ, মেধাবিগণ অন্নলাভের জন্য অগ্নিকে প্রীতি করে ॥ ১৯ ॥

হে অগ্নি! আপনি বলবান্, হব্যবাহী, হোতা ও প্রসিদ্ধ। যে স্তোতাবৃন্দ গৃহে যজ্ঞ বিস্তার করে, তারা আপনার স্তব করছে ॥ ২০ ॥

হে অগ্নি! যেহেতু আপনি প্রভু, সকল দেহে সকল প্রজার প্রতি সমদর্শী, অতএব সংগ্রামে

আপনাকে আহ্বান করছে ॥ ২১ ॥

যে অগ্নি ঘৃতের দ্বারা আহুত হয়ে শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন, যিনি আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করেন, সেই অগ্নিকে স্তব করো ॥ ২২ ॥

হে অগ্নি! আপনি জাতবেদা, আপনি শত্রু হিংসা করেন এবং আমাদের আহ্বান শ্রবণ করেন, অতএব আমরা আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ২৩ ॥

মানবগণের ঈশ্বর, মহান্ কর্মসমূহের অধ্যক্ষ এই অগ্নিকে স্তুতি ক'রি, তিনি শ্রবণ করুন ॥ ২৪ ॥

সর্বত্রগামী, বলযুক্ত বলবান্ মানুষের মতো হিতকর অগ্নিকে অশ্বের মতো বলবান্ করবো ॥ ২৫ ॥

হে অগ্নি! আপনি হিংসকবৃন্দকে হিংসা ক'রে সর্বদা রাক্ষসগণকে দহন ক'রে তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা দীপ্ত হোন ॥ ২৬ ॥

হে অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নি! মানবগণ আপনাকে মনুর মতো দীপ্ত করে, আপনি মনুর মতো অবগত হোন ॥ ২৭ ॥

হে অগ্নি! আপনি স্বর্গীয় ও অন্তরীক্ষজাত বলের দ্বারা উৎপাদিত, আপনাকে স্তুতির দ্বারা আহ্বান ক'রি ॥ ২৮ ॥

এই সকল লোক এবং প্রজাবৃন্দ আপনারই ভক্ষণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ অন্ন প্রেরণ করছে ॥ ২৯ ॥

হে অগ্নি! আপনারই অনুগ্রহে আমরা সুকর্মবিশিষ্ট হয়ে প্রত্যহ সর্বদর্শী হয়ে সমস্ত দুর্গম স্থান উত্তীর্ণ হবো ॥ ৩০ ॥

অগ্নি হর্ষযুক্ত, বহুলোকের প্রিয়, যজ্ঞে শয়নকারী ও পবিত্র দীপ্তিযুক্ত। আমরা হর্ষযুক্ত মনে তাঁর নিকট যাচ্ঞা করছি ॥ ৩১ ॥

হে অগ্নি! আপনি বিভাবসু, আপনি উদিত সূর্যের মতো রশ্মির দ্বারা বল বিস্তারপূর্বক অন্ধকার নাশ করছেন ॥ ৩২ ॥

হে বলবান্ অগ্নি। আপনার যে দানযোগ্য বরণীয় ধন আছে, তা ক্ষীণ হয় না, আমরা তাই-ই আপনার নিকট যাচ্ঞা ক'রি ॥ ৩৩ ॥

টীকা — আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সূক্তটিকেও বিশ্লেষণ করার সূত্রগুলি বর্তমান।

◆ ◆

— ৪৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ। ছন্দ : গায়ত্রী]

সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্। আস্মিন্‌হব্যা জুহোতন ॥ ১ ॥
অগ্নে স্তোমং জুষস্ব মে বর্ধস্বানেন মন্মনা। প্রতি সূক্তানি হর্য নঃ ॥ ২ ॥
অগ্নিং দূতং পুরো দধে হব্যবাহমুপ ব্রুবে। দেবাঁ আ সাদয়াদিহ ॥ ৩ ॥
উত্তে বৃহন্তো অর্চয়ঃ সমিধানস্য দীদিবঃ। অগ্নে শুক্রাস ঈরতে ॥ ৪ ॥
উপ ত্বা জুহ্বো মম ঘৃতাচীর্যন্তু হর্যত। অগ্নে হব্যা জুষস্ব নঃ ॥ ৫ ॥

মন্দ্রং হোতারমৃত্বিজং চিত্রভানুং বিভাবসুম্। অগ্নিমীলে স উ শ্রবৎ ॥ ৬॥
প্রত্নং হোতারমীড্যং জুষ্টমগ্নিং কবিক্রতুম্। অধ্বরাণামভিশ্রিয়ম্ ॥ ৭॥
জুষাণো অঙ্গিরস্তমেমা হব্যান্যানুষক্। অগ্নে যজ্ঞং নয় ঋতুথা ॥ ৮॥
সমিধান উ সন্ত্যং শুক্রশোচ ইহা বহ। চিকিত্বান্দৈব্যং জনম্ ॥ ৯॥
বিপ্রং হোতারমদ্রুহং ধূমকেতুং বিভাবসুম্। যজ্ঞানাং কেতুমীমহে ॥ ১০॥
অগ্নে নি পাহি নস্ত্বং প্রতি ষ্ম দেব রীষতঃ। ভিন্ধি দ্বেষঃ সহস্কৃত ॥ ১১॥
অগ্নিঃ প্রত্নেন জন্মনা শুম্ভানস্তন্বং স্বাম্। কবির্বিপ্রেণ বাবৃধে ॥ ১২॥
উর্জো নপাতমা হুবেঽগ্নিং পাবকশোচিষম্। অস্মিন্যজ্ঞে স্বধ্বরে ॥ ১৩॥
স নো মিত্রমহস্ত্বমগ্নে শুক্রেণ শোচিষা। দেবৈরা সৎসি বর্হিষি ॥ ১৪॥
যো অগ্নিং তন্বো দমে দেবং মর্তঃ সপর্যতি। তস্মা ইদ্দীদয়দ্বসু ॥ ১৫॥
অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি ॥ ১৬॥
উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে। তব জ্যোতীংষ্যর্চয়ঃ ॥ ১৭॥
ঈশিষে বার্যস্য হি দাত্রস্যাগ্নে স্বর্পতিঃ। স্তোতা স্যাং তব শর্মণি ॥ ১৮॥
ত্বামগ্নে মনীষিণস্ত্বাং হিন্বন্তি চিত্তিভিঃ। ত্বাং বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ১৯॥
অদব্ধস্য স্বধাবতো দূতস্য রেভতঃ সদা। অগ্নেঃ সখ্যং বৃণীমহে ॥ ২০॥
অগ্নিঃ শুচিব্রততমঃ শুচির্বিপ্রঃ শুচিঃ কবিঃ। শুচী রোচত আহুতঃ ॥ ২১॥
উত ত্বা ধীতয়ো মম গিরো বর্ধন্তু বিশ্বহা। অগ্নে সখ্যস্য বোধি নঃ ॥ ২২॥
যদগ্নে স্যামহং ত্বং ত্বং বা ঘা স্যা অহম্। স্যুষ্টে সত্যা ইহাশিষঃ ॥ ২৩॥
বসুর্বসুপতির্হি কমস্যগ্নে বিভাবসুঃ। স্যাম তে সুমতাবপি ॥ ২৪॥
অগ্নে ধৃতব্রতায় তে সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ। গিরো বাশ্রাস ঈরতে ॥ ২৫॥
যুবানং বিশ্পতিং কবিং বিশ্বাদং পুরুবেপসম্। অগ্নিং শুম্ভামি মন্মভিঃ ॥ ২৬॥
যজ্ঞানাং রথ্যে বয়ং তিগ্মজম্ভায় বীলবে। স্তোমৈরিষেমাগ্নয়ে ॥ ২৭॥
অয়মগ্নে ত্বে অপি জরিতা ভূতু সন্ত্য। তস্মৈ পাবক মৃলয় ॥ ২৮॥
ধীরো হ্যস্যদ্মসদ্বিপ্রো ন জাগৃবিঃ সদা। অগ্নে দীদয়সি দ্যবি ॥ ২৯॥
পুরাগ্নে দুরিতেভ্যঃ পুরা মৃধ্রেভ্যঃ কবে। প্র ণ আয়ুর্বসো তির ॥ ৩০॥

মন্ত্রার্থ — হে ঋত্বিক্‌গণ! অতিথি অগ্নিকে হব্যের দ্বারা পরিচর্যা করো, হব্যের দ্বারা জাগরিত করো এবং তাঁতে আহুতি প্রক্ষেপ করো ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আমার স্তোত্র সেবা করুন, এই মনোহর স্তোত্রের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোন, আমাদের সূক্ত কামনা করুন ॥ ২ ॥

দেবগণের দূত, হব্যবাহক অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন ক'রি ও তাঁর স্তব ক'রি। তিনি যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন ॥ ৩ ॥

...শিখাসকল প্রকাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥
হে দীপ্ত অগ্নি! আপনি প্রজ্বালিত হ'লে আপনার মহৎ উজ্জ্বল শিখাসকল প্রকাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥
হে কামনাবিশিষ্ট অগ্নি! আমার ঘৃতময়িনী স্রুক্‌সকল আপনার নিকট গমন করুক, আপনি আমাদের হব্য সেবা করুন ॥ ৫ ॥
অগ্নি হর্ষযুক্ত, হোতা, ঋত্বিক্‌, বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত ও বিভাবসু। তাঁকে স্তব করছি, তিনি শ্রবণ করুন ॥ ৬ ॥
অগ্নি প্রাচীন, হোতা, স্তুতিযোগ্য, প্রীত, কবি, কার্যকারী এবং যজ্ঞে আশ্রিত। তাঁকে স্তব ক'রি ॥ ৭ ॥
হে অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নি! ক্রমান্বয়ে এইসকল হব্য সেবা করুন এবং কালে কালে যজ্ঞ সম্পন্ন করুন ॥ ৮ ॥
হে ভজনশীল, উজ্জ্বল দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি! আপনি প্রজ্বলিত হয়েই দেবগণকে জাত হয়ে তাঁকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন ॥ ৯ ॥
অগ্নি মেধাবী, হোতা, দ্রোহরহিত, ধূমচিহ্নিত, বিভাবসু এবং যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ। তাঁর নিকট যাচ্ঞা ক'রি ॥ ১০ ॥
হে বলের দ্বারা উৎপাদিত অগ্নিদেব! বা হিংসাকারী! আমাদের রক্ষা করুন, শত্রুগণকে বিদীর্ণ করুন ॥ ১১ ॥
কবি অগ্নি পুরাতন, মনোহর স্তোত্রের দ্বারা আপন শরীর শোভিত ক'রে বিপ্রের সাথে বর্ধিত হচ্ছেন ॥ ১২ ॥
বলের পুত্র ও পবিত্র দীপ্তিযুক্ত অগ্নিকে এই হিংসাশূন্য যজ্ঞে আহ্বান করছি ॥ ১৩ ॥
হে মিত্রবর্গের পূজনীয় অগ্নি! আপনি দেববৃন্দের সমভিব্যাহারে উজ্জ্বল তেজের সাথে যজ্ঞে আসীন হোন ॥ ১৪ ॥
যে মানব গৃহে অগ্নিকে ধনলাভের জন্য পরিচর্যা করেন, অগ্নি তাঁকেই ধন প্রদান করেন ॥ ১৫ ॥
দেববৃন্দের মস্তকস্বরূপ, স্বর্গের ককুদস্বরূপ, পৃথিবীর পতি এই অগ্নি, জলের বীর্যস্বরূপ ভূতসমূহকে প্রীত করছেন ॥ ১৬ ॥
হে অগ্নি! আপনার নির্মল, শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল দীপ্তিসকল জ্যোতি প্রকাশ করছে ॥ ১৭ ॥
হে অগ্নি! আপনি স্বর্গের স্বামী এবং বরণীয় দানযোগ্য ধনের ঈশ্বর; আমি আপনার স্তোতা, আমি যেন সুখী হই ॥ ১৮ ॥
হে অগ্নি! মনীষিগণ আপনার স্তুতি করেন, কর্মের দ্বারা আপনাকে প্রীত করেন; আমাদের স্তুতি আপনাকে বর্ধিত করুক ॥ ১৯ ॥
হে অগ্নি! আপনি হিংসাশূন্য, বলবান, দেববৃন্দের দূত ও স্তবকারী। আমরা সর্বদা আপনার সখ্য প্রার্থনা ক'রি ॥ ২০ ॥
অগ্নি অতিশয় শুদ্ধকর্মা, তিনি শুচি, মেধাবী ও কবি। তিনি আহূত হয়ে শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ২১ ॥
হে অগ্নি! আমার কর্ম ও স্তুতি সর্বদা আপনাকে বর্ধিত করুক। আমরা যে বন্ধুর কার্য করছি, তা অবগত হোন ॥ ২২ ॥
হে অগ্নি! আমি যা-ই হই, আপনিই আপনি, আমিই আমি; আপনার আশীর্বাদ সত্য হোক ॥ ২৩ ॥
হে অগ্নি! আপনি বাসপ্রদ, বসুপতি এবং বিভাবসু; আমরা যেন আপনার অনুগ্রহ লাভ করতে পারি ॥ ২৪ ॥

হে অগ্নি! আপনি ধৃতব্রত, আমার শব্দকারী স্তুতিসকল, নদীগণ যেমন সমুদ্রের উদ্দেশে গমন করে, সেইরকম আপনার উদ্দেশে গমন করছে ॥ ২৫ ॥

অগ্নি যুবা, লোকপতি, কবি, সর্বভক্ষক ও বহুকর্মা, তাঁকে স্তোত্রের দ্বারা শোভিত করছি ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞের নেতা, তীক্ষ্ণবিশিষ্ট, বলবান্ অগ্নির উদ্দেশে আমরা স্তোমের দ্বারা স্তুতি করতে ইচ্ছা করি ॥ ২৭ ॥

হে পাবক, ভজনীয় অগ্নি! আমাদের স্তোতা আপনাতে আসক্ত হোক। হে অগ্নি তাকে সুখী করুন ॥ ২৮ ॥

হে অগ্নি! আপনি ধীর হব্যদানের জন্য উপবিষ্ট মেধাবীর মতো, আপনি সর্বদা জাগরুক হয়ে অন্তরীক্ষে ক্রীড়া করছেন ॥ ২৯ ॥

হে বাসপ্রদ, কবি অগ্নি! পাপ ও হিংসকগণের হস্ত হ'তে আমাদের কর্ম উদ্ধার ক'রে দিন ॥ ৩০ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ সংহিতা'-য় স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তটির ৪, ৫, ৬,১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭ ও ১৮ ঋক্‌টির আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যথাক্রমে ৬২৯, ৬২৯, ৬২৯, ৭০৪, ৭০৪, ৭০৪, ৬২৪ বা ৬৩, ৬২৪ ও ৬২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। যেমন,—৪ ঋক্—"দীপ্যমান্ হে জ্ঞানদেব! জ্যোতির্ময় আপনার মহান্ নির্মল জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করি)।—ইত্যাদি॥ ৫ সূক্ত—"পাপহারক (অথবা কামনাপূরক) হে জ্ঞানদেব! প্রার্থনাকারী আমার অমৃতকামী আরাধনা আপনাকে প্রাপ্ত হোক; আমাদের প্রার্থনা প্রভৃতি গ্রহণ করুন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন আপনার আরাধনাপরায়ণ হই; অকিঞ্চন আমাদের পূজা কৃপাপূর্বক গ্রহণ করুন)।—ইত্যাদি॥ ৬ ঋক্—"পরমানন্দদায়ক, দেবভাবপ্রাপক, সর্বজ্ঞানময়, সৎকর্মসাধক জ্যোতির্ময় জ্ঞানদেবকে আরাধনা করছি; সেই পরমদেবতা নিশ্চিতভাবে আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমি জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য আরাধনা করছি; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন)।—ইত্যাদি॥ আবার, ১২ ঋক্—"সর্বান্তর্যামী জ্ঞানদেব পুরাতন জন্মহেতু অর্থাৎ অনাদিত্ব হেতু আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ ক'রে জ্ঞানিজনের দ্বারা সম্পূজিত হন।" (ভাব এই যে,—অনাদি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হন)। [সাধকেরা নিজেদের মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের আরাধনায় রত হন। জ্ঞান-স্বরূপ সেই পরম-দেবতার কৃপালাভ করবার জন্য তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন। জগতে প্রকাশমান ভগবানের বিভূতি দর্শন করে মানুষ তাঁর চরণে প্রণত হয়। 'প্রত্নেন জন্মনা' পদ দু'টিতে জ্ঞানের—জ্ঞানদেবের উৎপত্তি কথিত হয়েছে। 'প্রত্নেন' পদের ভাষ্যার্থ—'পুরাণেন'। প্রত্ন শব্দের অর্থ 'চির পুরাতন'। 'প্রত্নেন জন্মনা' পদ দু'টির দ্বারা অনাদিত্বকে লক্ষ্য করে। জ্ঞান অনাদি অনন্ত। তার উৎপত্তি নেই, বিলয় নেই; কারণ তা ভগবানেরই বিভূতি মাত্র। এই পরিদৃশ্যমান জগতে তাঁর বিভূতি বিদ্যমান রয়েছে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, তারা তাঁরই মহিমা বিঘোষিত করে। মলয় পবনে তাঁর সুরভিত নিশ্বাস বায়ু প্রবাহিত হয়, কোকিল-কূজনে তাঁরই কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। মাতৃ-হৃদয়ে তাঁরই স্নেহ-সুষমা, বজ্রধ্বনিতে তাঁরই রুদ্রকণ্ঠের পরিচয় জ্ঞাপন করে। সাধক জ্ঞানদৃষ্টিতে, প্রেমদৃষ্টিতে বহির্জগতের সেই বিভূতি দর্শনে অন্তর্জগতের ধ্যানে নিমগ্ন হন। তাই বলা হয়েছে—'স্বাং তন্বাং শুম্ভানং বিপ্রেন বাবৃধে']—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট সূক্তগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা উপরোক্ত গ্রন্থে দেখতে পারেন॥

◆ ◆

— ৪৫ সূক্ত —

[দেবতা : ১-ইন্দ্র ও অগ্নি, অবশিষ্ট ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় ত্রিশোক। ছন্দ : গায়ত্রী]

আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ১॥
বৃহন্নিদিধ্ম এষাং ভূরি শস্তং পৃথুঃ স্বরুঃ। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ২॥
অযুদ্ধ ইদ্যুধা বৃতং শূর আজতি সত্বভিঃ। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ৩॥
আ বুন্দং বৃত্রহা দদে জাতঃ পৃচ্ছদ্বি মাতরম্। ক উগ্রাঃ কে হ শৃণ্বিরে ॥ ৪॥
প্রতি ত্বা শবসী বদদ্গিরাবপ্সো ন যোধিষৎ। যস্তে শত্রুত্বমাচকে ॥ ৫॥
উত ত্বং মঘবঞ্ছৃণু যস্তে বষ্টি ববক্ষি তৎ। যদ্বীলয়াসি বীলু তৎ ॥ ৬॥
যদাজিং যাত্যাজিকৃদিন্দ্রঃ স্বশ্বয়ুরুপ। রথীতমো রথীনাম্ ॥ ৭॥
বি ষু বিশ্বা অভিযুজো বজ্রিন্বিষ্বগ্যথা বৃহ। ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ ॥ ৮॥
অস্মাকং সু রথং পুর ইন্দ্রঃ কৃণোতু সাতয়ে। ন যং ধূর্বন্তি ধূর্তয়ঃ ॥ ৯॥
বৃজ্যাম তে পরি দ্বিষোঽরং তে শক্র দাবনে। গমেমেদিন্দ্র গোমতঃ ॥ ১০॥
শনৈশ্চিদ্যন্তো অদ্রিবোঽশ্বাবন্তঃ শতগ্বিনঃ। বিবক্ষণা অনেহসঃ ॥ ১১॥
ঊর্ধ্বা হি তে দিবেদিবে সহস্রা সূনৃতা শতা। জরিতৃভ্যো বি মংহতে ॥ ১২॥
বিদ্মা হি ত্বা ধনঞ্জয়মিন্দ্র দৃঢ়হা চিদারুজম্। আদারিণং যথা গয়ম্ ॥ ১৩॥
ককুহং চিত্ত্বা কবে মন্দন্তু ধৃষ্ণবিন্দবঃ। আ ত্বা পণিং যদীমহে ॥ ১৪॥
যস্তে রেবাঁ অদাশুরিঃ প্রমমর্ষ মঘত্তয়ে। তস্য নো বেদ আ ভর ॥ ১৫॥
ইম উ ত্বা চক্ষতে সখায় ইন্দ্র সোমিনঃ। পুষ্টাবন্তো যথা পশুম্ ॥ ১৬॥
উত ত্বাবধিরং বয়ং শ্রুৎকর্ণং সন্তমূতয়ে। দূরাদিহ হবামহে ॥ ১৭॥
যচ্ছুশ্রূয়া ইমং হবং দুর্মর্ষং চক্রিয়া উত। ভবেরাপির্নো অন্তমঃ ॥ ১৮॥
যচ্চিদ্ধি তে অপি ব্যথির্জগন্বাংসো অমন্মহি। গোদা ইদিন্দ্র বোধি নঃ ॥ ১৯॥
আ ত্বা রম্ভং ন জিব্রয়ো ররভ্মা শবসস্পতে। উশ্মসি ত্বা সধস্থ আ ॥ ২০॥
স্তোত্রমিন্দ্রায় গায়ত পুরুনৃম্ণায় সত্বনে। নকির্যং বৃণ্বতে যুধি ॥ ২১॥
অভি ত্বা বৃষভ সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে। তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্ ॥ ২২॥
মা ত্বা মূরা অবিষ্যবো মোপহস্বান আ দভন্। মাকীং ব্রহ্মদ্বিষো বনঃ ॥ ২৩॥
ইহ ত্বা গোপরীণসা মহে মন্দন্তু রাধসে। সরো গৌরো যথা পিব ॥ ২৪॥
যা বৃত্রহা পরাবতি সনা নবা চ চুচ্যুবে। তা সংসৎসু প্র বোচত ॥ ২৫॥
অপিবৎ কদ্রুবঃ সুতমিন্দ্রঃ সহস্রবাহ্বে। অত্রাদেদিষ্ট পৌংস্যম্ ॥ ২৬॥
সত্যং তত্তুর্বশে যদৌ বিদানো অহ্নবায্যম্। ব্যানট্ তুর্বণে শমি ॥ ২৭॥

তরণিং বো জনানাং ত্রদং বাজস্য গোমতঃ। সমানমু প্র শংসিষম্ ॥ ২৮॥
ঋভুক্ষণং ন বর্তবে উক্থেষু তুগ্র্যাবৃধম্। ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥ ২৯॥
যঃ কৃন্তদিদ্বি যোন্যং ত্রিশোকায় গিরিং পৃথুন্। গোভ্যো গাতুং নিরেতবে ॥ ৩০॥
যদ্দধিষে মনস্যসি মন্দানঃ প্রেদিয়ক্ষসি। মা তৎ করিন্দ্র মৃলয় ॥ ৩১॥
দভ্রং চিদ্ধি ত্বাবতঃ কৃতং শৃণ্বে অধি ক্ষমি। জিগাত্বিন্দ্র তে মনঃ ॥ ৩২॥
তবেদু তাঃ সুকীর্তয়োঽসন্নুত প্রশস্তয়ঃ। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ৩৩॥
মা ন একস্মিন্নাগসি মা দ্বয়োরুত ত্রিষু। বধীর্মা শূর ভূরিষু ॥ ৩৪॥
বিভয়া হি ত্বাবত উগ্রাদভিপ্রভঙ্গিণঃ। দস্মাদহমৃতীষহঃ ॥ ৩৫॥
মা সখ্যুঃ শূনমা বিদে মা পুত্রস্য প্রভূবসো। আবৃত্বদ্ভূতু তে মনঃ ॥ ৩৬॥
কো নু মর্যা অমিথিতঃ সখা সখায়মব্রবীৎ। জহা কো অস্মদীষতে ॥ ৩৭॥
এবারে বৃষভা সুতেঽসিন্বন্ভূর্যাবয়ঃ। শ্বঘ্নীব নিবতা চরন্ ॥ ৩৮॥
আ তে এতা বচোযুজা হরী গৃভ্ণে সুমদ্রথা। যদীং ব্রহ্মভ্য ইদ্দদঃ ॥ ৩৯॥
ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৪০॥
যদ্বীলাবিন্দ্র যৎস্থিরে যৎপর্শানে পরাভৃতম্। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৪১॥
যস্য তে বিশ্বমানুষো ভূরের্দত্তস্য বেদতি। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৪২॥

মন্ত্রার্থ — যে ঋষিগণ সম্যক্‌ভাবে অগ্নিকে দীপ্ত করছে, যুবা ইন্দ্র যাদের সখা, তাঁরা পরস্পর মিলিত ক'রে কুশ বিস্তীর্ণ করছে ॥ ১॥

এই ঋষিগণের সমিধ্ বৃহৎ এদের স্তোত্র প্রচুর এবং সূক্ষ্ম, স্থূল, যুবা ইন্দ্র এদের সখা ॥ ২॥

কোন অযোদ্ধা ব্যক্তি শত্রুগণকর্তৃক বেষ্টিত হয়ে নিজের বলে বলবান্ হয়ে শত্রুবৃন্দকে অবনত করলো? যুবা ইন্দ্র এদের সখা ॥ ৩॥

বৃত্রহা জাত হয়ে বাণ ধারণ করলেন এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কারা উগ্র ব'লে বিখ্যাত ॥ ৪॥

বলবতী মাতা প্রত্যুত্তর দিলেন, যে তোমার শত্রু আকাঙ্ক্ষা করে, সে পর্বতে দর্শনীয় গজের মতো যুদ্ধ করে ॥ ৫॥

আরও হে মঘবন্! আপনি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন, স্তোতা আপনার নিকট যা কামনা করে, তা প্রদান করুন; আপনি যাকে দৃঢ় করেন, সেই দৃঢ় হয় ॥ ৬॥

যুদ্ধকারী ইন্দ্র যখন সুন্দর অশ্বলাভের অভিলাষে যুদ্ধে গমন করেন, তখন তিনি রথিগণের মধ্যে প্রধান রথী হন ॥ ৭॥

হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! আপনি সমস্ত প্রজা যাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরকম আপনি প্রবৃদ্ধ হোন; আমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয়ুক্ত হোন ॥ ৮॥

হিংসকবৃন্দ যে ইন্দ্রকে হিংসা করতে পারে না, সেই ইন্দ্র আমাদের অভীষ্ট প্রদানের জন্য সুন্দর রথ সম্মুখে স্থাপন করুন ॥ ৯॥

হে ইন্দ্র! আমরা যেন আপনার শত্রুবৃন্দের নিকট উপস্থিত না হই, কিন্তু আপনি বহু গোবিশিষ্ট হন, তখন অভীষ্ট প্রদানক্ষম ব'লে আপনারই নিকট যেন উপস্থিত হই ॥ ১০॥

হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! আমরা মন্দ মন্দ গমনপূর্বক অশ্ববান্, বহুধনবান, বিচক্ষণ ও উপদ্রবরহিত হবো ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার স্তোতাবৃন্দের উদ্দেশে নিত্য নিত্য শত ও সহস্রসংখ্যক উৎকৃষ্ট, সুন্দর ও প্রিয় বস্তু প্রদান করছে ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র! ধনঞ্জয় ও পরাক্রমশালী, শত্রুর মথনশালী, ধনাপহারক ও গৃহের মতো উপদ্রবশূন্য ব'লে জানি ॥ ১৩ ॥

হে কবি! হে ধৃষ্ণু! আপনি বণিক্, আপনার সম্মুখে যখন অভীষ্ট যাচ্ঞা করছি, তখন সোমসকল আপনাকে প্রমত্ত করুক; আপনি কল্যাণস্বরূপ ॥ ১৪ ॥

হে ইন্দ্র! যে মানব ধনবান হয়ে দান করে না এবং আপনি ধনদাতা, আপনার অসূয়া করে, তার ধন আমাদের জন্য আহরণ করুন ॥ ১৫ ॥

হে ইন্দ্র! লোক যেমন ঘাস সংগ্রহ ক'রে পশুকে দেখে, সেইরকম আমার এই সখাসকল সোমাভিষব ক'রে আপনাকে দেখছে ॥ ১৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বধির নন, আপনার কর্ণ শ্রবণ করতে পারে; অতএব আমরা আপনাকে রক্ষার জন্য দূর হ'তে আহ্বান করছি ॥ ১৭ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করুন ও আপনার বল দুর্ধর্ষ করুন; আমাদের হৃদয়ঙ্গম বন্ধু হোন ॥ ১৮ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা যখন দারিদ্র্যের দ্বারা ব্যথিত হয়ে আপনার নিকট গমন করবো ও আপনাকে স্তব করবো, তখন আমাদের গো-দান করবার জন্যই জাগরিত হোন ॥ ১৯ ॥

হে বলপতি! আমরা ক্ষীণ হয়ে দণ্ডের মতো আপনাকে লাভ করবো, যজ্ঞে আপনাকে কামনা করবো ॥ ২০ ॥

বহুধনবিশিষ্ট, দানশীল ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ করো, যুদ্ধে তাঁকে কেউই নিবারণ করতে পারে না ॥ ২১ ॥

হে বৃষভ ইন্দ্র! সোম অভিযুত হ'লে, সেই অভিযুত সোম পানের জন্য আপনার উদ্দেশে ত্যাগ করি; তৃপ্ত হোন, মদকর সোম পান করুন ॥ ২২ ॥

হে ইন্দ্র! মূঢ়লোক রক্ষায় অভিলাষী হয়ে আপনাকে যেন হিংসা না করে এবং আপনাকে যে উপহাস না করে; স্তুতিদ্বেষী কখনও ভজনা করবেন না ॥ ২৩ ॥

হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞে মহাধন লাভের জন্য মানবগণ গব্যমিশ্রিত সোমপানে মত্ত হোক, আপনিও গৌরমৃগ যেমন সরোবর হ'তে পান করে, সেইরকম পান করুন ॥ ২৪ ॥

হে ইন্দ্র! হে বৃত্রহা! দূরদেশে যে নূতন ও পুরাতন ধন প্রেরণ করেছেন, সভাস্থলে তার কথা বলুন ॥ ২৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি রুম ঋষির অভিযুত সোম পান করেছেন এবং সহস্রবাহুর শত্রুনাশ করেছেন, এই সময় আপনার বীর্য অত্যন্ত দীপ্ত হয়েছিল ॥ ২৬ ॥

তুর্বশ ও যদুর প্রসিদ্ধ কর্ম সত্য জেনে তাদের জন্য সংগ্রামে অহ্নবায্যকে ইন্দ্র ব্যাপ্ত করেছিলেন ॥ ২৭ ॥

হে স্তোতাগণ! তোমাদের সন্তানগণের তারক, শত্রুগণের বিমর্দক, গোবিশিষ্ট, অন্নদাতা, সাধারণ ইন্দ্রকে আমি স্তুতি করি ॥ ২৮ ॥

জলবর্ষী, মহান, ইন্দ্রকে ধনদানের জন্য সোম অভিষুত হ'লে উক্‌থ উচ্চারণকালে স্তব ক'রি ॥ ২৯ ॥

যে ইন্দ্র জল নির্গমণের দ্বারস্বরূপ, বিস্তীর্ণ মেঘকে ত্রিলোকের জন্য ছিন্ন করেছিলেন, তিনি জলের গমনের জন্য পথ করেছিলেন ॥ ৩০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি হর্ষযুক্ত হয়ে যা ধারণ করেন, যার পূজা করেন এবং যা দান করেন, আমাদের জন্য তা করেননি কেন? সুখী করুন ॥ ৩১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার মতো কর্ম অল্প করলেও পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হয়। হে ইন্দ্র! আপনার মন আমার প্রতি গমন করুক ॥ ৩২ ॥

হে ইন্দ্র! আমি যার দ্বারা আমাদের সুখী করেন, সেই কীর্তিসকল ও সেই স্তুতিসকল আপনারই যেন হয় ॥ ৩৩ ॥

হে ইন্দ্র! এক অপরাধে আমাদের বধ করবেন না; দুই, তিন এবং বহু অপরাধেও বধ করবেন না ॥ ৩৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার মতো উগ্র, শত্রুগণের প্রহারকারী, দর্শনীয়, হিংসাসহ্যকারী দেব হ'তে আমি নির্ভয় হই ॥ ৩৫ ॥

হে প্রভূত ধনবান্ ইন্দ্র! আপনার সখার সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করছি, তার পুত্রের সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করছি, আপনার মন আমাদের হ'তে যেন ফিরে না যায় ॥ ৩৬ ॥

হে মানবগণ! ইন্দ্র ভিন্ন কোন সখা প্রশ্ন করবার পূর্বেই সখাকে বলতে পারে? আমি কাকে হনন করবো? কেবা আমার নিকট হ'তে ভীত হয়ে পলায়ন করবে? ॥ ৩৭ ॥

হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হ'লে এবার নামক ব্যক্তিকে বহুধন দান না ক'রে সেই সোম ধূর্তের মতো আপনার নিকট আগমন করে। দেবগণ অধোমুখ হয়ে বহির্গত হন ॥ ৩৮ ॥

সুন্দর রথবিশিষ্ট, বাক্যমাত্রে রথে যোজিত অশ্বদ্বয়কে আকর্ষণ ক'রি, যেহেতু আপনি স্তোতাবৃন্দকে এই ধন দান করেছেন ॥ ৩৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি সমস্ত শত্রুগণকে বিদীর্ণ করুন, হিংসা করুন, সংগ্রাম পরিহার করুন, স্পৃহণীয় ধন আহরণ করুন ॥ ৪০ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি দৃঢ় স্থানে যে ধন বিন্যাস করেছেন, স্থির স্থানে যা বিন্যাস করেছেন, সন্দেহযুক্ত স্থানে যে ধন বিন্যাস করেছেন, সেই স্পৃহণীয় ধন আহরণ করুন ॥ ৪১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার দত্ত যে বহুধন আছে ব'লে সকল লোকে জানে, সেই স্পৃহণীয় ধন আহরণ করুন ॥ ৪২ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'য় স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত কতকগুলি সূক্তের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ আছে। যেমন ১, ২, ৩, ৪, ১৬, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৮, ৪০, ৪১ ও ৪২ ঋক্‌টি ঐ গ্রন্থে যথাক্রমে ৯২ বা ৫৫৪, ৫৫৪, ৫৫৪, ১১৫, ৯৪, ১০০ বা ৩০৯, ৩০৯, ৩০৯, ৯২, ১১২, ৪৬১ বা ৯২, ৪৬১ বা ১১৩ এবং ৪৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"যে জনগণ অর্থাৎ আমার উদ্বোধন যজ্ঞের সাধন করতে ইচ্ছুক, যে জনগণ যে সকল কার্যের আনুকূল্যে অর্থাৎ আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ, কার্য-সকলের আনুকূল্যে, অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশক ব'লে জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃকে প্রজ্বলিত করতে পারেন এবং কুশরূপ হৃদয়কে বিস্তৃত করতে পারেন বা করেন, তাঁদের এইসকল যজ্ঞে, শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সহায়রূপে অনুযক্ত করতে (প্রাপ্ত হ'তে) পারেন।" (ভাব

এই যে,—জ্ঞান উদ্দীপিত এবং সদ্ভাবে-হৃদয় বিস্তৃত হ'লে জ্ঞানময় ভগবান্, সেখানে অধিষ্ঠিত হন)। [এই অগ্নি শব্দে সাধারণ অগ্নি নয় এবং বর্হিঃ-শব্দেও সাধারণ কুশ নয়। অগ্নি—জ্ঞান। বর্হি—হৃদয়। অগ্নি যেমন অন্ধকার নাশ ক'রে দ্রব্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত করে, তেমনই জ্ঞান অজ্ঞানান্ধকার নাশ ক'রে স্বরূপ প্রকাশিত করে, অগ্নির সাথে জ্ঞানের এমন সাদৃশ্য থাকায়, জ্ঞানরূপ অগ্নি অর্থই এখানে বুঝতে হবে; এবং কুশ যেমন আসন হয়, হৃদয়ও তেমনই জ্ঞানের বা দেবতার আসন হয়]।—ইত্যাদি॥ অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি উল্লেখিত গ্রন্থ থেকে আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৪৬ সূক্ত —

[দেবতা : ১-২০, ২৯-৩১, ৩৩ ইন্দ্র; ২১-২৪ পৃথুশ্রবার পুত্র কানীতের দানস্তুতি, ২৫-২৮, ৩২ বায়ু। ঋষি : অশ্বপুত্র বশ। ছন্দ : পদনিচৃৎ গায়ত্রী, ককুভ্, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, সতোবৃহতী, বিপরীতা, দ্বিপদা বৃহতী, পিপীলিকমধ্যা, ককুম্নকুশিরা বিরাট্ জগতী, উপরিষ্টাদ্বৃহতী, বিষমপদা, পংক্তি, দ্বিপদা বিরাট্, উষ্ণিক্]

ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্ ॥ ১ ॥
ত্বাং হি সত্যমদ্রিবো বিদ্ম দাতারমিষাম্। বিদ্ম দাতারং রয়ীণাম্ ॥ ২ ॥
আ যস্য তে মহিমানং শতমূতে শতক্রতো। গীর্ভির্গৃণন্তি কারবঃ ॥ ৩ ॥
সুনীথো ঘা স মর্ত্যো যং মরুতো যমর্যমা। মিত্রঃ পান্ত্যদ্রুহঃ ॥ ৪ ॥
দধানো গোমদশ্ববৎ সুবীর্যমাদিত্যজূত এধতে। সদা রায়া পুরুস্পৃহা ॥ ৫ ॥
মিন্দ্রং দানমীমহে শবসানমভীর্বম্। ঈশানং রায় ঈমহে ॥ ৬ ॥
তস্মিন্ হি সন্ত্যূতয়ো বিশ্বা অভীরবঃ সচা।
তমা বহন্তু সপ্তয়ঃ পুরূবসুং মদায় হরয়ঃ সুতম্ ॥ ৭ ॥
যস্তে মদো বরেণ্যো য ইন্দ্র বৃত্রহন্তমঃ। য আদদিঃ স্বর্নৃভির্যঃ পৃতনাসু দুষ্টরঃ ॥ ৮ ॥
যো দুষ্টরো বিশ্ববার শ্রবায্যো বাজেষ্বস্তি তরুতা।
স নঃ শবিষ্ঠ সবনা বসো গহি গমেম গোমতি ব্রজে ॥ ৯ ॥
গব্যো ষু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্য মহামহ ॥ ১০ ॥
নহি তে শূর রাধসোঽন্তং বিন্দামি সত্রা।
দশস্যা নো মঘবন্নূ চিদদ্রিবো ধিয়ো বাজেভিরাবিথ ॥ ১১ ॥
য ঋষ্বঃ শ্রাবয়ৎসখা বিশ্বেৎস বেদ জনিমা পুরুষ্টুতঃ।
তং বিশ্বে মানুষা যুগেন্দ্রং হবন্তে তবিষং যতস্রুচঃ ॥ ১২ ॥
স নো বাজেষ্ববিতা পুরূবসুঃ পুরঃস্থাতা। মঘবা বৃত্রহা ভুবৎ ॥ ১৩ ॥
অভি বো বীরমন্ধসো মদেষু গায় গিরা মহা বিচেতসম্।
ইন্দ্রং নাম শ্রুত্যং শাকিনং বচো যথা ॥ ১৪ ॥

দদী রেক্ণস্তন্বে দদির্বসু দদির্বাজেষু পুরুহূত বাজিনম্। নূনমথ ॥ ১৫ ॥
বিশ্বেষামিরজ্যন্তং বসূনাং সাসহ্বাংসং চিদস্য বর্পসঃ। কৃপয়তো নূনমত্যথ ॥ ১৬ ॥
মহঃ সু বো অরমিষে স্তবামহে মীড়্হুষে অরঙ্গমায় জগ্মযে।
যজ্ঞেভির্গীর্ভির্বিশ্বমনুষাং মরুতামিয়ক্ষসি গায়ে ত্বা নমসা গিরা ॥ ১৭ ॥
যে পাতয়ন্তে অজ্মভির্গিরীণাং স্নুভিরেষাম্।
যজ্ঞং মহিষ্বণীনাং সুম্নং তুবিষ্বণীনাং প্রাধ্বরে ॥ ১৮ ॥
প্রভঙ্গং দুর্মতীনামিন্দ্র শবিষ্ঠা ভর।
রয়িমস্মভ্যং যুজ্যং চোদয়ন্মতে জ্যেষ্ঠং চোদয়ন্মতে ॥ ১৯ ॥
সনিতঃ সুসনিতরুগ্র চিত্র চেতিষ্ঠ সূনৃত।
প্রাসহা সম্রাট্ সহুরিং সহন্তং ভুজ্যুং বাজেষু পূর্ব্যম্ ॥ ২০ ॥
আ স এতু য ঈবদাঁ অদেবঃ পূর্তমাদদে।
যথা চিদ্বশো অশ্ব্যঃ পৃথুশ্রবসি কানীতে স্যা ব্যুষ্যাদদে ॥ ২১ ॥
ষষ্টিং সহস্রাশ্ব্যস্যাযুতাসনমুষ্ট্রানাং বিংশতিং শতা।
দশ শ্যাবীনাং শতা দশ ত্র্যরুষীণাং দশ গবাং সহস্রা ॥ ২২ ॥
দশ শ্যাবা ঋধদ্রয়ো বীতবারাস আশবঃ। মথ্রা নেমিং নি বাবৃতুঃ ॥ ২৩ ॥
দানাসঃ পৃথুশ্রবসঃ কানীতস্য সুরাধসঃ।
রথং হিরণ্যয়ং দদন্মংহিষ্ঠঃ সূরিরভূদ্বর্ষিষ্ঠমকৃত শ্রবঃ ॥ ২৪ ॥
আ নো বায়ো মহে তনে যাহি মখায় পাজসে।
বয়ং হি তে চকৃমা ভূরি দাবনে সদ্যশ্চিন্মহি দাবনে ॥ ২৫ ॥
যো অশ্বেভির্বহতে বস্ত উস্রাস্ত্রিঃ সপ্ত সপ্ততীনাম্।
এভিঃ সোমেভিঃ সোমসুদ্ভিঃ সোমপা দানায় শুক্রপূতপাঃ ॥ ২৬ ॥
যো ম ইমং চিদু ত্মনামন্দচ্চিত্রং দাবনে।
অরট্বে অক্ষে নহুষে সুকৃত্বনি সুকৃত্তরায় সুক্রতুঃ ॥ ২৭ ॥
উচথ্যো বপুষি যঃ স্বরালুত বায়ো ঘৃতস্নাঃ।
অশ্বেষিতং রজেষিতং শুনেষিতং প্রাজ্ম তদিদং নু তৎ ॥ ২৮ ॥
অধ প্রিয়মিষিরায় ষষ্টিং সহস্রাসনম্। অশ্বানামিন্ন বৃষ্ণাম্ ॥ ২৯ ॥
গাবো ন যূথমুপ যন্তি বধ্রয় উপ মা যন্তি বধ্রয়ঃ ॥ ৩০ ॥
অধ যচ্চারথে গণে শতমুষ্ট্রাঁ অচিক্রদৎ। অধ শ্বিত্নেষু বিংশতিং শতা ॥ ৩১ ॥
শতং দাসে বল্বূথে বিপ্রস্তরুক্ষ আ দদে।
তে তে বায়বিমে জনা মদন্তীন্দ্রগোপা মদন্তি দেবগোপাঃ ॥ ৩২ ॥
অধ স্যা যোষণা মহী প্রতীচী বশমশ্ব্যম্। অধিরুক্মা বি নীয়তে ॥ ৩৩ ॥

মন্ত্রার্থ — হে বহুধনদান, কর্মপূরক ইন্দ্র! আপনার সদৃশ লোকেরাই আমার আত্মীয়, আপনি হরিনামক অশ্বের অধিষ্ঠাতা ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনাকে নিশ্চয়ই অন্নদাতা ব'লে জানি। ধনদাতা ব'লে জানি ॥ ২ ॥

হে অপরিমিত রক্ষাযুক্ত শতক্রতু! আপনার মহিমা স্তোতাবৃন্দ স্তুতির দ্বারা স্তুতি করে ॥ ৩ ॥

দ্রোহরহিত মরুৎবর্গ যাকে রক্ষা করেন, অর্যমা ও মিত্র যাকে রক্ষা করেন, সেই মানবই সুযোগ্য হয় ॥ ৪ ॥

আদিত্যের অনুগৃহীত যজমান গোবিশিষ্ট, অশ্ববিশিষ্ট, সুন্দর বীর্যবিশিষ্ট পুত্র লাভ ক'রে সর্বদা বর্ধিত হয়, বহুসংখ্যক স্পৃহণীয় ধনের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

বলপ্রয়োগকারী, ভয়রহিত, সকলের স্বামী, সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের নিকট ধন যাজ্ঞা ক'রি ॥ ৬ ॥

সর্বত্রগামী, ভয়রহিত, সমস্ত সহায়ভূত মরুৎসেনা ইন্দ্রেরই। গমনশীল হরিগণ আনন্দের জন্য বহুধনপ্রদ ইন্দ্রকে অভিযুত সোমের নিকট আনয়ন করুক ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার যে হর্য বরণীয়, যার দ্বারা শত্রুবৃন্দকে বধ করেন, যার দ্বারা শত্রুর নিকট হ'তে ধন গ্রহণ করেন, সংগ্রামে যাকে পার হওয়া যায় না ॥ ৮ ॥

হে সকলের বরণীয় ইন্দ্র! যুদ্ধে দুস্তর শত্রুগণের পারগ এবং সর্বত্র বিখ্যাত, হে সর্বাপেক্ষা বলবান্ বাসপ্রদ ইন্দ্র! আপনার সেই হর্যের সাথে আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন; আমরা গোযুক্ত গোষ্ঠে আগমন করবো ॥ ৯ ॥

হে মহাধনবান্ ইন্দ্র! আমাদের গোলাভের ইচ্ছা হ'লে, কিম্বা অশ্বলাভের ইচ্ছা হ'লে পূর্বকালের মতো দান করুন ॥ ১০ ॥

হে শূর ইন্দ্র! সত্যই আমি আপনার ধনের ইয়ত্তা জানি না; হে মঘবান্, বলবান্ ইন্দ্র! আমাদের শীঘ্র ধন দান করুন, অন্নের দ্বারা আমাদের কর্ম রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

যে ইন্দ্র দর্শনীয়, ঋত্বিকগণ যাঁর সখা, যিনি বহুলোকের স্তুত, তিনি সমস্ত জাতবস্তু অবগত আছেন, সমস্ত মানবগণ হব্য গ্রহণপূর্বক সর্বকালে সেই বলবান্ ইন্দ্রকে আহ্বান করে ॥ ১২ ॥

সেই বহু ধনবান্, মঘবান্, বৃত্রহা ইন্দ্র সংগ্রামে আমাদের রক্ষক এবং অগ্রবর্তী হোন ॥ ১৩ ॥

হে স্তোতাগণ! তোমাদের জন্য সোমজনিত মত্ততা উৎপন্ন হ'লে, বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত, সর্বত্র বিখ্যাত, সামর্থবান্ শত্রুবর্গের অবনতিকর, বীর ইন্দ্রকে তোমাদের যেমন বাক্যস্ফূর্তি হয়, সেইভাবে মহতী স্তুতির দ্বারা স্তব করো ॥ ১৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমার শরীরের জন্য ধনের দাতা হোন। সংগ্রামে অন্নবান্ ধনের দাতা হোন। হে পুরুহূত! পুত্রদের ধন দান করুন ॥ ১৫ ॥

সমস্ত ধনের ঈশ্বর এবং বাধাপ্রদ, যুদ্ধ কামনাকারী শত্রুর অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করছে। তিনি শীঘ্র ধন দান করবেন ॥ ১৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি মহান্, আমি আপনার আগমন ইচ্ছা ক'রি; আপনি গমনশীল, সম্পূর্ণগামী ও সেচক; আপনাকে যজ্ঞ ও স্তুতির দ্বারা স্তব ক'রি; আপনি মরুৎবর্গের নেতা, সকল মানুষের ঈশ্বর; নমস্কার ও স্তুতির দ্বারা আপনার গুণ গান ক'রি ॥ ১৭ ॥

যারা মেঘের পতনশীল জলের সাথে গমন করে, সেই প্রভূত ধ্বনিযুক্ত মরুৎগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করবো এবং সেই যজ্ঞে মহাধ্বনিযুক্ত মরুৎগণ যে সুখ প্রদান করতে পারেন, তা প্রাপ্ত হবো ॥ ১৮ ॥

আপনি দুর্মতিগণের বিনাশক, আপনার নিকট যাজ্ঞা করি, হে অত্যন্ত বলবান্ ইন্দ্র। আমাদের জন্য উপযুক্ত ধন আহরণ করুন। আপনার বুদ্ধি সর্বদা ধনপ্রেরণে তৎপর। হে দেব। উৎকৃষ্ট ধন আহরণ করুন ॥ ১৯ ॥

হে দাতা, উগ্র, বিচিত্র, প্রিয় সত্যভাষী, শত্রুপরাভবকারী, সকলের স্বামী ইন্দ্র। শত্রু পরাভব করুন, ভোগযোগ্য প্রবৃদ্ধ ধন যুদ্ধে আমাদের প্রদান করুন ॥ ২০ ॥

যেহেতু অশ্বের পুত্র বশ কন্যার পুত্র পৃথুশ্রবা রাজার নিকট প্রাতঃকালে ধন গ্রহণ করেছেন, অতএব যে দেবশূন্য মানব পূর্ণ ধন গ্রহণ করেছে, সে আগমন করুক ॥ ২১ ॥

আমি ষষ্টিসহস্র অযুত অশ্ব লাভ করেছি। বিংশতিশত উষ্ট্র লাভ করেছি, কৃষ্ণবর্ণ দশশত বড়বা লাভ করেছি। তিনস্থানে শুভ্রবর্ণযুক্ত দশ সহস্র গো লাভ করেছি ॥ ২২ ॥

দশটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব নেমি প্রবর্তিত করছে। তারা অত্যন্ত বেগবান্, বলবান্ মন্থনকারী ॥ ২৩ ॥

উৎকৃষ্ট ধনযুক্ত কন্যাপুত্র পৃথুশ্রবার দান এই—তিনি হিরণ্ময় রথ প্রদান করেছেন, তিনি অতিশয় দাতা ও প্রাজ্ঞ। তিনি অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ কীর্তি লাভ করেছেন ॥ ২৪ ॥

হে বায়ু! আপনি মহাধনের জন্য এবং পূজনীয় বলের জন্য আমাদের নিকট আগমন করুন। আপনি প্রভূত ধনদাতা, আপনার স্তুতি করছি, আপনি মহাধনদাতা, এখনই আপনার স্তুতি করি ॥ ২৫ ॥

হে সোমপায়ী, দীপ্ত ও পূত সোমের পানকর্তা বায়ু! যিনি অশ্বে গমন করেন, গৃহে বাস করেন, ত্রিগুণিত সপ্ততিসংখ্যক গাভীর সাহায্যে গমন করেন, তিনিই আপনাকে সোম প্রদানের জন্য সোমযুক্ত হয়েছেন ও অভিষবকারীগণের সাথে মিলিত হয়েছেন ॥ ২৬ ॥

যে পৃথুশ্রবা আপনি আমাকে এই বিচিত্র ধন দান করবো মনে ক'রে হৃষ্ট হয়েছিলেন, তিনি আপনার কার্যাধ্যক্ষ অরত্ন, অক্ষ, নহুষ ও সুকৃত্বকে আজ্ঞা করলেন ॥ ২৭ ॥

হে বায়ু! যিনি উচথ্য ও বপু নামক রাজার অপেক্ষাও অধিক বলবান্, সেই ঘৃতবৎ শুদ্ধ রাজা যে অন্ন, অশ্ব, উষ্ট্র ও কুকুরের পৃষ্ঠে প্রেরণ করেছিলেন, তা এই, এটি আপনারই অনুগ্রহ ॥ ২৮ ॥

এক্ষণে ধন ইত্যাদির প্রেরক সেই রাজার অনুগ্রহে সেচক অশ্বের মতো ষষ্টিসহস্রসংখ্যক প্রিয় গাভীও লাভ করলাম ॥ ২৯ ॥

গাভীসমূহ যেমন যূথে গমন করে, সেইরকম বলীবর্দসকল আমার নিকট আগমন করছে ॥ ৩০ ॥

উষ্ট্রগণ যখন বনের অভিমুখে প্রেরিত হয়েছিল, তখন শত উষ্ট্র আমার জন্য আহ্বান পূর্বক আনয়ন করলেন। শ্বেতবর্ণ গাভীর মধ্যে বিংশতিশত গাভী আনয়ন করলেন ॥ ৩১ ॥

আমি বিপ্র, আমি গো ও অশ্বের রক্ষক, বল্বূথ নামক দাসের নিকট শত গো ও অশ্ব গ্রহণ করলাম। হে বায়ু! এই লোকসকল আপনার, এরা ইন্দ্রকর্তৃক ও দেবগণকর্তৃক রক্ষিত হয়ে আনন্দিত হন ॥ ৩২ ॥

এক্ষণে তারা স্বর্ণাভরণবিশিষ্ট, পূজনীয় কন্যাকে অশ্বের পুত্র বশের অভিমুখে আনয়ন করছেন ॥ ৩৩ ॥

টীকা — ২১ ঋকে বলা হচ্ছে, পৃথুশ্রবা অশ্বের পুত্র বশকে যিনি ধন প্রদান করেছিলেন, এই শ্লোকে তারই প্রশংসা করা হয়েছে। অবিবাহিতা কন্যার পুত্র হ'লে সেই পুত্রকে "কানীন" (কন্যাপুত্র) বলে ॥ ২২ ঋকে অশ্ব ও উষ্ট্র ও কৃষ্ণবর্ণা বড়বা ও শুভ্রবর্ণযুক্ত গরুর উল্লেখ আছে ॥ ২৮ ঋকে অশ্ব ও উষ্ট্রের পৃষ্ঠে

দ্রব্য প্রেরণ করার প্রথার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কুকুর কি কখনও দ্রব্য বহন করতো? গাভী ও বলীবর্দের উল্লেখ পরের ঋকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩১ ঋকের প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে— "Professor Roth conjectures that the reading is satam Dasan,I received a hundred sloves,'-Muir's Sanscrit Texts, Vol.V.p.461. ৩৩ ঋকে মূলে 'যোষণা' আছে। বহু পশুর সাথে স্বর্ণাভিরণবিশিষ্টা কন্যা বা দাসী রাজা দান করেছিলেন ॥– আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা' গ্রন্থে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত কতকগুলি আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। যেমন, ১, ৪, ১০, ১৪ ঋক্ উক্ত গ্রন্থের যথাক্রমে ১০৮, ১১২, ১০৮ ও ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যথা—১ ঋক্—"বহুধনবিশিষ্ট, সকল কর্মের উৎকর্ষসাধক, জ্ঞানকিরণসমূহের অধিষ্ঠাতা, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব। অর্চনাকারী আমরা আপনার অঙ্গীভূত অর্থাৎ আপনার সাথে মিলনাভিলাষী হয়েছি।" [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের আশ্রয় দান করুন; আমরা তাঁর সাথে মিলনের অভিলাষী।—ইন্দ্র বহু-ধনবান্ কর্মপূরক। তিনি জ্ঞানকিরণ সমূহের অধিষ্ঠাতা, তাঁরই কৃপায় আমরা জ্ঞানলাভে সমর্থ হই, অথবা জ্ঞানের অভ্যন্তরে তিনি বিদ্যমান্। জ্ঞানই ঈশ্বরলাভের একমাত্র পথ]।—ইত্যাদি ॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপরোক্ত গ্রন্থে দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৪৭ সূক্ত —

[দেবতা : ১-১৩ আদিত্যগণ; ১৪-১৮ আদিত্য ও উষা। ঋষি : আপ্ত্যত্রিত। ছন্দ : মহাপংক্তি]

মহি বো মহতামবো বরুণ মিত্র দাশুষে।
যমাদিত্যা অভি দ্রুহো রক্ষথা নেমঘং নশদনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো বা উতয়ঃ ॥ ১॥
বিদা দেবা অঘানামাদিত্যাসো অপাকৃতিম্।
পক্ষা বয়ো যথোপরি ব্যস্মে শর্ম যচ্ছতানেহসো বা উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ২॥
ব্যস্মে অধি শর্ম তৎপক্ষা বয়ো ন যন্তন।
বিশ্বানি বিশ্ববেদসো বরূথ্যা মনামহেঽনেহসো বা উতয়ঃ সুউতয়ো বা উতয়ঃ ॥ ৩॥
যস্মা অরাসত ক্ষয়ং জীবাতুং চ প্রচেতসঃ।
মনোর্বিশ্বস্য ঘেদিম আদিত্যা রায় ঈশতেঽনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ৪॥
পরি ণো বৃণজন্নঘা দুর্গাণি রথ্যো যথা।
স্যামেদিন্দ্রস্য শর্মণ্যাদিত্যানামুতাবস্যনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ৫॥
পরিহ্বৃতেদনা জনো যুষ্মাদত্তস্য বায়তি।
দেবা অদভ্রমাশ বো যমাদিত্যা অহেতনানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ৬॥
ন তং তিগ্মং চন ত্যজো ন দ্রাসদভি তং গুরু।
যস্মা উ শর্ম সপ্রথ আদিত্যাসো অরাধ্বমনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ৭॥
যুষ্মে দেবা অপি ষ্মসি যুধ্যন্ত ইব বর্মসু।
যূয়ং মহো ন এনসো যূয়মর্ভাদুরুষ্যতানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ৮॥

অদিতির্ন উরুষ্যত্বদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু।
মাতা মিত্রস্য রেবতোঽর্যম্ণো বরুণস্য চানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ৯॥
যদ্দেবাঃ শর্ম শরণং যদ্ভদ্রং যদনাতুরম্।
ত্রিধাতু যদ্বরূথ্যং তদস্মাসু বি যন্তনাহেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১০॥
আদিত্যা অব হি খ্যাতাধি কূলাদিব স্পশঃ।
সুতীর্থমর্বতো যথানু নো নেষথা সুগমনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১১॥
নেহ ভদ্রং রক্ষস্বিনে নাবয়ৈ নোপয়া উত।
গবে চ ভদ্রং ধেনবে বীরায় চ শ্রবস্যতেঽনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১২॥
যদাবির্যদপীচ্যং দেবাসো অস্তি দুষ্কৃতম্।
ত্রিতে তদ্বিশ্বমাপ্ত্য আরে অস্মদ্দধাতনানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১৩॥
যচ্চ গোষু দঃস্বপ্ন্যং যচ্চাস্মে দুহিতর্দিবঃ।
ত্রিতায় তদ্বিভাবর্যাপ্ত্যায় পরা বহানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১৪॥
নিষ্কং বা ঘা কৃণবতে স্রজং বা দুহিতর্দিবঃ।
ত্রিতে দুঃস্বপ্ন্যং সর্বমাপ্ত্যে পরি দদ্মস্যনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১৫॥
তদন্নায় তদপসে তং ভাগমুপসেদুষে।
ত্রিতায় চ দ্বিতায় চোষো দুস্বপ্ন্যং বহানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো বা উতয়ঃ ॥ ১৬॥
যথা কলাং যথা শফং যথ ঋণং সংনয়ামসি।
এবা দুঃস্বপ্ন্যং সর্বমাপ্ত্যে সং নয়ামস্যনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১৭॥
অজৈষ্মাদ্যাসনাম চাভূমানাগসো বয়ম্।
উষো যস্মাদ্দুঃস্বপ্ন্যাদভৈষ্মাপ তদুচ্ছত্বনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়োব উতয়ঃ ॥ ১৮॥

মন্ত্রার্থ — হে মিত্র! হে বরুণ! হব্যদাতাকে আপনারা যে রক্ষা করেন, তা মহৎ; আপনারা যজমানকে শত্রুহস্ত হ'তে রক্ষা করেন, পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না; আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১ ॥

হে আদিত্যগণ! আপনারা কি প্রকারে দুঃখ নিবারণ করতে হয়, তা জানেন। পক্ষিগণ যেমন নিজেদের শিশুগণের উপরে পক্ষ বিস্তার করে, সেইরকম আমাদের সুখ প্রদান করুন। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ২ ॥

পক্ষিগণের পক্ষের মতো আপনাদের যে সুখ আছে, তা আমাদের প্রদান করুন। হে সর্বধনবান আদিত্যগণ! সমস্ত গৃহের উপযুক্ত ধন আপনাদের নিকট যাচ্ঞা করছি। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥৩॥

প্রকৃষ্টচিত্ত আদিত্যগণ যাঁর উদ্দেশে গৃহ ও জীবনোপযোগী অন্ন প্রদান করেন, তার জন্য এঁরা সমস্ত মানবের ধনের অধিপতি হন। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৪ ॥

রথগামী লোকে যেমন দুর্গম প্রদেশ পরিত্যাগ করে, সেইরকম, আমরা পাপ পরিত্যাগ করবো, আমরা ইন্দ্রদত্ত সুখ ও আদিত্যদত্ত রক্ষা লাভ করবো। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৫ ॥

মানুষেরা ক্লেশের দ্বারাই আপনাদের ধন প্রাপ্ত হয়। হে দেববৃন্দ! আপনারা শীঘ্র গমনশীল; আপনারা যে যজমানকে প্রাপ্ত হন, সে অন্ন ধন লাভ করে। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৬ ॥

হে আদিত্যগণ! যার উদ্দেশে বিস্তীর্ণ সুখ প্রদান করেন, সেই ব্যক্তি তীক্ষ্ণ হলেও ক্রোধ তার বিঘ্ন করতে পারে না, অপরিহার্য দুঃখও তার নিকট গমন করে না। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৭ ॥

হে আদিত্যগণ! আমরা আপনাদের আশ্রয়েই থাকবো, যোদ্ধাবর্গ এইভাবে বর্মের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে। আপনারা আমাদের মহা অনিষ্ট ও অল্প অনিষ্ট হ'তে রক্ষা করুন। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৮ ॥

অদিতি আমাদের রক্ষা করুন, অদিতি আমাদের সুখ প্রদান করুন। তিনি বলবান্ মিত্র, বরুণ ও অর্যমার মাতা। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৯ ॥

হে আদিত্যগণ! আপনারা আমাদের শরণীয়, ভজনীয়, রোগরহিত, ত্রিগুণযুক্ত গৃহযোগ্য সুখ প্রদান করুন। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১০ ॥

হে আদিত্যগণ! চরসকল যেমন কূল হ'তে দর্শন করে, সেইরকম আপনারা উপর হ'তে নিম্নমুখে আমাদের দর্শন করুন। অশ্বকে যেমন সুগম্য ঘাটে নীত করা হয়, সেইরকম আমাদের সুগম্য পথে নীত করুন। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১১ ॥

হে আদিত্যগণ! এই জগতে আমাদের হিংসক বলবান্ ব্যক্তির সুখ যেন না হয়। গোসমূহের সুখ হোক, ধেনুসমূহের সুখ হোক, অন্নাভিলাষী বীরের সুখ হোক। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১২ ॥

হে আদিত্য দেবগণ! যে সকল পাপ আবির্ভূত হয়েছে ও যে সকল পাপ অন্তর্হিত রয়েছে, আমি আপ্ত্যত্রিত, আমার যেন তার কোনটিই না হয়। ওদের দূরে স্থাপন করুন। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১৩ ॥

হে স্বর্গের দুহিতা উষা! আমাদের গোসমূহে যে দুঃস্বপ্ন আছে ও আমাদের যে দুঃস্বপ্ন হয়েছে, হে বিভাবরি! আপ্ত্যত্রিতের জন্য তা দূর ক'রে দিন। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১৪ ॥

হে স্বর্গের দুহিতা! আভরণকারীর অথবা মাল্যকারীর যে দুঃস্বপ্ন আছে, আপ্ত্যত্রিতের নিকট হ'তে তা দূর হোক। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১৫ ॥

হে উষাদেবি! স্বপ্নে অন্নকর্ম এবং ভাগ প্রাপ্ত হ'লে আপ্ত্যত্রিত হ'তে দুঃস্বপ্নজনিত কষ্ট দূর করুন। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১৬ ॥

যে রকমে যজ্ঞের জন্য পশুর হৃদয় ইত্যাদি এবং তার শৃঙ্গ ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়, ঋণ যেমন ক্রমে ক্রমে শোধ করতে হয়, সেই রকম আপ্ত্যত্রিতের সমস্ত দুঃস্বপ্ন ক্রমে ক্রমে করবো। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১৭ ॥

আমরা অদ্য জয় করবো, আমরা অদ্য সুখলাভ করবো, আমরা অদ্য অপাপ হবো। হে

উষাদেবি! যেহেতু আমরা দুঃস্বপ্ন হ'তে ভীত হয়েছি, অতএব সেই ভয় অপগত হোক। আপনারা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, আপনাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ১৮॥

টীকা — ১৫ ঋকের মূলে 'নিষ্কং বা ঘা কৃণবতে স্রজং বা' আছে; অর্থাৎ স্বর্ণকার বা মালাকার—এই সূক্তটিতেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের যথেষ্ট সুযোগ আছে।

◆ ◆

— ৪৮ সূক্ত —

[দেবতা : সোম। ঋষি : কণ্বপুত্র প্রগাথ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

স্বাদোরভক্ষি বয়সঃ সুমেধাঃ স্বাধ্যো বরিবোবিত্তরস্য।
বিশ্বে যং দেবা উত মর্ত্যাসো মধু ব্রবন্তো অভি সঞ্চরন্তি ॥ ১॥
অন্তশ্চ প্রাগা অদিতির্ভবাস্যবয়াতা হরসো দৈব্যস্য।
ইন্দ্রবিন্দ্রস্য সখ্যং জুষাণঃ শ্রৌষ্টীব ধুরমনু রায় ঋধ্যাঃ ॥ ২॥
অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।
কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ কিমু ধূর্তিরমৃত মর্ত্যস্য ॥ ৩॥
শং নো ভব হৃদ আ পীত ইন্দো পিতেব সোম সূনবে সুশেবঃ।
সখেব সখ্য উরুশংস ধীরঃ প্র ণ আয়ুর্জীবসে সোম তারীঃ ॥ ৪॥
ইমে মা পীতা যশস উরুষ্যবো রথং ন গাবঃ সমনাহ পর্বসু।
তে মা রক্ষন্তু বিস্রসশ্চরিত্রাদুত মা স্রামাদ্যবয়ন্ত্বিন্দবঃ ॥ ৫॥
অগ্নিং ন মা মথিতং সং দিদীপঃ প্র চক্ষয় কৃণুহি বস্যসো নঃ।
অথা হি তে মদ আ সোম মন্যে রেবাঁ ইব প্র চরা পুষ্টিমচ্ছ ॥ ৬॥
ইষিরেণ তে মনসা সুতস্য ভক্ষীমহি পিত্র্যস্যেব রায়ঃ।
সোম রাজন্ প্র ণ আয়ূংষি তারীরহানীব সূর্যো বাসরাণি ॥ ৭॥
সোম রাজন্মৃলয়া নঃ স্বস্তি তব স্মসি ব্রত্যা স্তস্য বিদ্ধি।
অলর্তি দক্ষ উত মন্যুরিন্দো মা নো অর্যো অনুকামং পরা দাঃ ॥ ৮॥
ত্বং হি নস্তন্বঃ সোম গোপা গাত্রেগাত্রে নিষসত্থা নৃচক্ষাঃ।
যত্তে বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি স নো মৃল সুষখা দেব বস্যঃ ॥ ৯॥
ঋদূদরেণ সখ্যা সচেয় যো মা ন রিষ্যেদ্ধর্যশ্ব পীতঃ।
অয়ং যঃ সোমো ন্যধায্যস্মে তস্মা ইন্দ্রং প্রতিরমেম্যায়ুঃ ॥ ১০॥
অপ ত্যাব অস্থুরনিরা অমীবা নিরত্রসন্তমিষীচীরভৈষুঃ।
আ সোমো অস্মাঁ অরুহদ্বিহায়া অগন্ম যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ ॥ ১১॥

যো ন ইন্দুঃ পিতরো হৃৎসু পীতোঽমর্ত্যো মর্ত্যা আবিবেশ।
তস্মৈ সোমায় হবিষা বিধেম মৃলীকে অস্য সুমতৌ স্যাম ॥ ১২॥
ত্বং সোম পিতৃভিঃ সম্বিদানোঽনু দ্যাবাপৃথিবী আ ততন্থ।
তস্মৈ ত ইন্দ্রো হবিষা বিধেম বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীনাম্ ॥ ১৩॥
ত্রাতারো দেবা অধি বোচতা নো মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ।
বয়ং সোমস্য বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥ ১৪॥
ত্বং নং সোম বিশ্বতো বয়োধাস্ত্বং স্বর্বিদা বিশা নৃচক্ষাঃ।
ত্বং ন ইন্দ্র উতিভিঃ সজোষাঃ পাহি পশ্চাতাদুত বা পুরস্তাৎ ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — আমি সুন্দর প্রজ্ঞাযুক্ত, সুন্দর অধ্যয়নবিশিষ্ট ও সুন্দর কর্মবিশিষ্ট। আমি চয়ন অত্যন্ত পূজিত স্বাদু অন্নের আস্বাদন করতে পারি। বিশ্বদেবগণ ও মর্ত্যগণ এই অন্ন মনোহর ব'লে এদের নিকটে উপস্থিত হন ॥ ১॥

হে সোম! তুমি হৃদয়ের মধ্যে গমন করো, তুমি অদিতি, তুমি দেবগণের ক্রোধ পৃথক্ করো। হে ইন্দ্র! আপনি ইন্দ্রের সখ্যলাভ ক'রে শীঘ্র অশ্ব যেমন ভার বহন করে, সেইরকম আমাদের ধন বহন করুন ॥ ২॥

হে অমৃত সোম! আমরা তোমাকে পান করবো ও অমর হবো, পরে দ্যুতিমান্ স্বর্গে গমন করবো ও দেবগণকে অবগত হবো। শত্রু আমাদের কি করবে? আমি মানুষ, হিংসাকারী আমার কি করবে? ॥৩॥

হে সোম! পিতা যেমন পুত্রের সখা, সেইরকম আমরা তোমায় পান করলে তুমি হৃদয়ের সুখকর হও। হে অনেকের প্রশংসিত সোম! তুমি বুদ্ধিমান্ তুমি আমাদের জীবনের জন্য আয়ু প্রবর্ধিত করো ॥ ৪ ॥

এই যশস্কর, রক্ষাকরণাভিলাষী সোম পীত হয়ে গোসমূহকে যেমন পর্বে পর্বে রথে যোজনা করে, সেইরকম পর্বে পর্বে আমাকে কর্মে যোজিত করুক। আরও চরিত্রস্খলন হ'তে আমাকে রক্ষা করুক এবং আমাকে ব্যাধি হ'তে পৃথক করুক। ॥ ৫ ॥

হে সোম! তুমি পীত হয়ে মথিত অগ্নির মতো আমাকে দীপ্ত করো, আমাদের বিশেষভাবে দর্শন করো, আমাদের অতিশয় ধনবান্ করো। হে সোম! এইক্ষণে তোমাকে আনন্দের জন্য স্তব করছি, অতএব তুমি ধনবান্ হয়ে পুষ্টি প্রাপ্ত হও ॥ ৬॥

আমরা অভিলাষযুক্ত মনে পৈতৃক ধনের মতো অভিযুত সোম পান করবো। হে রাজা সোম! তুমি আমাদের আয়ু বর্ধিত করো। সূর্য এইভাবে দিবস সকলকে বর্ধিত করেন ॥ ৭॥

হে রাজা সোম! আমাদের স্বস্তির জন্য সুখী করো, আমরা ব্রতযুক্ত, আমরা তোমারই হবো। তুমি আমাদের অবগত হও। হে ইন্দ্র! আমাদের শত্রু প্রবৃদ্ধ হয়ে গমন করছে, ক্রোধও গমন করছে। এই উভয় শত্রুরই দণ্ড হ'তে আমাদের উদ্ধার করুন ॥ ৮॥

হে সোম! তুমি আমাদের শরীরের রক্ষক, তুমি কর্মনেতা, অতএব তুমি গাত্রে গাত্রে নিষণ্ণ হও। আমরা যদিও তোমার ব্রতের বিঘ্ন করি, তথাপি হে দেব! তুমি উৎকৃষ্ট অন্নযুক্ত ও উত্তম সখা হয়ে আমাদের সুখী করো ॥ ৯॥

হে সোম! তুমি উদরের পীড়া জন্মিও না; তুমি সখা, আমি তোমার সাথে মিলিত হবো। সোম পীত হয়ে আমাকে হিংসা করবেন না। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! এই যে সোম আমাতে নিহিত রয়েছে, এরই জন্য চিরকাল জঠরে অবস্থান প্রার্থনা করছি ॥ ১০॥

সেই সকল চিকিৎসার অসাধ্য কঠিন পীড়া অপগত হোক, এই সকল পীড়া বলবান্ হয়ে আমাদের একান্ত কম্পিত করছে। মহান্ সোম আমাদের প্রাপ্ত হয়েছেন; এ পান করলে আয়ু বর্ধিত হয়; আমরা মনুষ্য, আমরা এর নিকট গমন করবো ॥ ১১॥

হে পিতৃগণ! যে সোম পীত হ'লে মরণরহিত হয়ে, আমরা মর্ত্য, আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে, হব্যের দ্বারা সেই সোমের পরিচর্যা করবো; অতএব তার অনুগ্রহের বুদ্ধিতে অনুগ্রহ লাভ ক'রে সুখী হবো ॥ ১২॥

হে সোম! তুমি পিতৃগণের সাথে মিলিত হয়ে দ্যাবাপৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করেছো, আমরা হব্যের দ্বারা এই সোমের পরিচর্যা করবো, আমরা ধনের পতি হবো ॥ ১৩॥

হে ত্রাণকর্তা দেবগণ! আমাদের মিষ্টবাক্য বলুন, স্বপ্ন আমাদের যেন বশীভূত না করে, নিন্দুকগণ যেন আমাদের নিন্দা না করে, আমরা যেন সর্বদা সোমের প্রিয় হই, যেন সুন্দর স্তোত্রযুক্ত হয়ে স্তোত্র উচ্চারণ করতে পারি ॥ ১৪॥

হে সোম! তুমি সকল দিক্ হ'তে আমাদের অন্নদাতা, তুমি স্বর্গদাতা ও সর্বদর্শী, তুমি প্রবেশ করো। হে ইন্দ্র! আপনি একত্রে প্রীতিযুক্ত হয়ে রক্ষার সাথে পশ্চাদ্ভাগে ও সম্মুখভাগে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৫॥

টীকা — এই সূক্তটিতেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র বর্তমান।

◆ ◆

॥ অথ বালখিল্যং ॥

— ৪৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : প্রস্কণ্ব কাণ্ব। ছন্দ : প্রগাথ]

অভি প্র বঃ সুরাধসমিন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ সহস্রেণেব শিক্ষতি ॥ ১॥
শতানীকেব প্র জিগাতি ধৃষ্ণুয়া হন্তি বৃত্রাণি দাশুষে।
গিরেরিব প্র রসা অস্য পিন্বিরে দাত্রাণি পুরুভোজসঃ ॥ ২॥
আ ত্বা সুতাস ইন্দবো মদা য ইন্দ্র গির্বণঃ।
আপো ন বজ্রিন্নন্বোক্যং সরঃ পৃণন্তি শূর রাধসে ॥ ৩॥
অনেহসং প্রতরণং বিবক্ষণং মধ্বঃ স্বাদিষ্ঠমীং পিব।
আ যথা মন্দসানঃ কিরাসি নঃ প্র ক্ষুদ্রেব ত্মনা ধৃষৎ ॥ ৪॥

আ নঃ স্তোমমুপ দ্রবদ্ধিয়ানো অশ্বো ন সোতৃভিঃ।
যং তে স্বধাবন্ত্ স্বদয়ন্তি ধেনব ইন্দ্র কণ্বেষু রাতয়ঃ ॥ ৫ ॥
উগ্রং ন বীরং নমসোপ সেদিম বিভূতিমক্ষিতা বসুম্।
উদ্রীব বজ্রিন্নবতো ন সিঞ্চতে ক্ষরন্তীন্দ্র ধীতয়ঃ ॥ ৬ ॥
যদ্ধ নূনং যদ্বা যজ্ঞে যদ্বা পৃথিব্যামধি।
অতো নো যজ্ঞমাশুভির্মহেমত উগ্র উগ্রেভিরা গহি ॥ ৭ ॥
অজিরাসো হরয়ো যে ত আশবো বাতা ইব প্রসক্ষিণঃ।
যেভিরপত্যং মনুষঃ পরীয়সে যেভির্বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ৮ ॥
এতাবতস্ত ঈমহ ইন্দ্র সুম্নস্য গোমতঃ।
যথা প্রাবো মঘবন্মেধ্যাতিথিং যথা নীপাতিথিং ধনে ॥ ৯ ॥
যথা কণ্বে মঘবন্ত্রসদস্যবি যথা পক্‌থে দশব্রজে।
যথা গোশর্যে অসনোঋজিশ্বনীন্দ্র গোমদ্ধিরণ্যবৎ ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — আমি যাতে ধনলাভ করতে পারি, এইভাবে সুন্দর ধনবিশিষ্ট ইন্দ্রকে তোমাদের সম্মুখীন ক'রে অর্চনা করো। তিনি মঘবা ও বহুধনযুক্ত, তিনি স্তোতাবর্গকে সহস্র সহস্র দান ক'রে থাকেন ॥ ১ ॥

তিনি সগর্বে গমন করছেন, যেন শত সেনার পতি, তিনি হব্যদাতার জন্য বৃত্রবধ করছেন। তিনি বহুলোকের পালক, তাঁর উদ্দেশে প্রদত্ত রস পর্বতের রসের মতো প্রীত করে ॥ ২ ॥

যে সকল সোম মদকর, হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! আপনার জন্য তা অভিষুত হয়েছে। হে বজ্রবান্ শূর! ধনের জন্য জলসকল সম্প্রতি আপন বাসস্থান স্বরূপ সরোবরকে পূর্ণ করছে ॥ ৩ ॥

আপনি সোমের পাপশূন্য, ত্রাণকারী, স্বর্গপ্রদ, মধুরতম রস পান করুন; কারণ আপনি প্রমত্ত হ'লে আপনিই গর্বিত হয়ে থাকেন এবং শুভ্রার মতো আমাদের অভিলষিত দান ক'রে থাকেন ॥ ৪ ॥

হে অন্নবান্ ইন্দ্র! কণ্বগণের উদ্দেশে আপনি যে প্রীতিকর দান করেছেন, সেই দান স্তোমকে স্বাদু করছে, অভিষবকারিগণ আহ্বান করলে, আপনি অশ্বের মতো সেই স্তোমের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৫ ॥

সম্প্রতি আমরা বিভূতিবিশিষ্ট, অক্ষয়ধনযুক্ত, উগ্র, বীর ইন্দ্রের নিকট নমস্কারের সাথে গমন করবো। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! জলবিশিষ্ট কূপ যেমন জল সেক করে, সেইরকম স্তোত্রসকল আপনাকে সিক্ত করছে ॥ ৬ ॥

এইক্ষণে যেখানেই থাকুন, যজ্ঞেই থাকুন, অথবা পৃথিবীতেই থাকুন, সেই স্থান হ'তেই, হে মহামতি ইন্দ্র! আপনি উগ্র এবং আশুগামী অশ্বের সাথে আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৭ ॥

আপনার যে গমনশীল হরিগণ আছে, তারা বায়ুর মতো শীঘ্রগামী ও শত্রুপরাভবকারী। আপনি তাদের সাহায্যে মানবগণের নিকট গমন করুন এবং সমস্ত বস্তুজাত দর্শনের জন্য জগতে গমন ক'রে থাকেন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার এতৎপরিমিত গোবিশিষ্ট ধন যাচ্ঞা করি; হে মঘবন্! যেহেতু আপনি

মেধ্যাতিথি ও নীপাতিথিকে ধনের বিষয়ে রক্ষা করেছিলেন ॥ ৯ ॥

হে মঘবন্! যেহেতু আপনি কণ্ব, ত্রসদস্যু, পক্থ, দশব্রজ, গোশর্য ও ঋজিশ্বাকে গোযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত ধন দান করেছিলেন ॥ ১০ ॥

টীকা — ৪৯ হ'তে ৫৯ এই ১১টি সূক্তকে বালখিল্য বলে। সায়ণাচার্য এই বালখিল্য সূক্তগুলির টীকা দেননি, সুতরাং এগুলির অনুবাদ অতিশয় দুঃসাধ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের টীকায় সায়ণাচার্য বলেছেন যে, আটটি মাত্র বালখিল্য সূক্ত আছে, কিন্তু মক্ষমুলরের প্রকাশিত গ্রন্থে একাদশটি দেখা যায়। ঋগ্বেদের সূক্ত গণনার সময় এগুলি সহ গণনা করলে ১০২৮ সূক্ত হয়, এগুলি ছেড়ে গণনা করলে ১০১৭ সূক্ত হয় ॥ —আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৩৮৪ বা ১২০ ও ৩৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত এই সূক্তের প্রথম দুটি ঋকের আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যথা—১ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! পরমধনদায়ক, প্রভূতধনসম্পন্ন যে দেবতা সাধকদের প্রভূত পরিমাণ ধন প্রদান করেন; শোভনধনদায়ক সেই বলাধিপতি দেবতাকে যে রকমে আমরা জানতে সমর্থ হই, সেই রকমে তোমরা প্রকৃষ্ট ভাবে তাঁকে আরাধনা করো।" (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আমরা যেন আরাধনাপরায়ণ হই)। [এই প্রসঙ্গে ভগবানের মহিমাও পরিকীর্তিত হয়েছে। তিনি আরাধনাপরায়ণ মানুষকে পরমধন প্রদান করেন। এই সত্যতত্ত্ব প্রসঙ্গেই আত্ম-উদ্বোধনের অবতারণা করা হয়েছে। সাধকেরা যে উপায় অবলম্বন ক'রে ভগবানের করুণালাভে সমর্থ হন, আমরাও যেন সেই উপায় অবলম্বন ক'রি। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়—মহাজন-নির্দিষ্ট পন্থা, তাঁদের অনুসরণে আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া। এই মন্ত্রে তাই নির্দেশ করা হয়েছে]।—ইত্যাদি ॥ উৎসাহী পাঠক উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে ২ ঋকটিরও আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৫০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : পুষ্টিগু কাণ্ব। ছন্দ : প্রগাথ]

প্র সু শ্রুতং সুরাধসমর্চা শক্রমভিষ্টয়ে।
যঃ সুন্বতে স্তুবতে কাম্যং বসু সহস্রেণেব মংহতে ॥ ১ ॥
শতানীকা হেতয়ো অস্য দুষ্টরা ইন্দ্রস্য সমিষো মহীঃ।
গিরির্ন ভুজ্মা মঘবৎসু পিন্বতে যদীং সুতা অমন্দিষুঃ ॥ ২ ॥
যদীং সুতাস ইন্দবোঽভি প্রিয়মমন্দিষুঃ।
অপো ন ধায়ি সবনং ম আ বসো দুঘা ইবোপ দাশুষে ॥ ৩ ॥
অনেহসং বো হবমানমূতয়ে মধ্বঃ ক্ষরন্তি ধীতয়ঃ।
আ ত্বা বসো হবমানাস ইন্দব উপ স্তোত্রেষু দধিরে ॥ ৪ ॥
আ নঃ সোমে স্বধ্বর ইয়ানো অত্যো ন তোশতে।
যং তে স্বদাবন্ স্বদন্তি গূর্তয়ঃ পৌরে ছন্দয়সে হবম্ ॥ ৫ ॥

প্র বীরমুগ্রং বিবিচিং ধনস্পৃতং বিভূতিং রাধসো মহঃ।
উদ্রীব বজ্রিন্নবতো বসুত্বনা সদা পীপেথ দাশুষে ॥ ৬॥
যদ্ধ নূনং পরাবতি যদ্বা পৃথিব্যাং দিবি।
যুজান ইন্দ্র হরিভির্মহেমত ঋষ্ব ঋষ্বেভিরা গহি ॥ ৭॥
রথিরাসো হরয়ো যে তে অস্রিধ ওজো বাতস্য পিপ্রতি।
যেভির্নি দস্যুং মনুষো নিঘোষয়ো যেভিঃ স্বঃ পরীয়সে ॥ ৮॥
এতাবতস্তে বসো বিদ্যাম শূর নব্যসঃ।
যথা প্রাব এতশং কৃত্ব্যে ধনে যথা বশং দশব্রজে ॥ ৯॥
যথা কণ্বে মঘবন্মেধে অধ্বরে দীর্ঘনীথে দমূনসি।
যথা গোশর্যে অসিষাসো অদ্রিবো ময়ি গোত্রং হরিশ্রিয়ম্ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — ধনলাভের জন্য বিখ্যাত ও সুন্দর ধনবিশিষ্ট শক্রের অর্চনা করো। তিনি অভিষবকারী ও স্তুতিকারীকে সহস্র সহস্র কমনীয় ধন দান করেন ॥ ১ ॥

এঁর অস্ত্রসমূহ শত শত এবং দুস্তর ইন্দ্রের অস্ত্র প্রভূত। যখন অভিষুত সোমসকল এঁকে প্রমত্ত করে, তখন ইনি পর্বতের মতো খাদ্যদাতা হয়ে ধনবান্‌গণের প্রীতি উৎপাদন করেন ॥ ২ ॥

অভিষুত সোমসকল যখন প্রিয় ইন্দ্রকে প্রমত্ত করেছে, তখন হে বাসপ্রদ ইন্দ্র! হব্যদাতার উদ্দেশে গাভীগণের মতো জলসমূহ আমার যজ্ঞে নিহিত হয়েছে ॥ ৩ ॥

হে ঋত্বিকগণ! তোমাদের রক্ষার জন্য কর্মসকল পাপশূন্য আহূয়মান ইন্দ্রের উদ্দেশে মধু ক্ষরণ করছে। হে বাসপ্রদ! সোম আহূত হয়ে স্তোত্রকালে আপনার সম্মুখে নিহিত হচ্ছে ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র আমাদের সুযজ্ঞবিশিষ্ট সোমে প্রেরিত হয়ে অশ্বের মতো গমন করছেন। হে আস্বাদবান্ ইন্দ্র! আপনার স্তোতাবর্গ এই সোম সুস্বাদু করছেন, আপনি পুরুর পুত্রের আহ্বানকে প্রীতিকর করুন ॥ ৫ ॥

বীর, উগ্র, ব্যাপ্ত ও ধনের দ্বারা প্রীতিকারী এবং মহাধনের বিভূতি স্বরূপ ইন্দ্রকে স্তুতি করি। হে বজ্রবান্! জলবিশিষ্ট কূপের মতো সর্বদা ব্যাপ্তিযুক্ত ধনের সাথে হব্যদাতা যজমানের মঙ্গলের জন্য পান করুন ॥ ৬ ॥

হে দর্শনীয় মহামতি ইন্দ্র! আপনি দূরদেশেই থাকুন, পৃথিবীতেই থাকুন, অথবা স্বর্গেই থাকুন, দর্শনীয় হরিগণকে রথে যোজিত ক'রে আগমন করুন ॥ ৭ ॥

আপনার যে রথবাহক অশ্ব আছে, তারা হিংসারহিত, তারা বায়ুর বেগ পূর্ণ করে; এদের সাহায্যে দস্যুগণকে নিহত করেছেন। আপনি মনুকে বিখ্যাত করেছেন এবং সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত করেছেন ॥ ৮ ॥

হে শূর নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! আপনার এতৎ পরিমিত নূতন ধনের কথা জানি, আপনি এইভাবে ধনের জন্য এতশকে এবং দশব্রজবিশিষ্ট বশকে রক্ষা করেছিলেন ॥ ৯ ॥

হে মঘবন্! হে বজ্রবান্! পবিত্র যজ্ঞে কণ্বকে এবং শত্রুনাশাভিলাষী দীর্ঘনীথকে এবং গোশর্যকে যেভাবে রক্ষা করেছেন, অশ্বের দ্বারা সেইভাবে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — ৮ ঋকের বক্তব্য—অনার্যদের নিহত ক'রে মানব আর্যগণকে উন্নত করেছো ॥ —এই সূক্তটিতেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের প্রভূত সুযোগ আছে।

◆ ◆

— ৫১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : শ্রুষ্টিগু কাণ্ব। ছন্দ : প্রাগাথ]

যথা মনৌ সাংবরণৌ সোমমিন্দ্রাপিবঃ সুতম্।
নীপাতিথৌ মঘবন্মেধ্যাতিথৌ পুষ্টিগৌ শ্রুষ্টিগৌ সচা ॥ ১॥
পার্ষদ্বাণঃ প্রস্কণ্বং সমসাদয়চ্ছয়ানং জিব্রিমুদ্ধিতম্।
সহস্রাণ্যসিষাসদ্গবামৃষিস্ত্বোতো দস্যবে বৃকঃ ॥ ২॥
য উক্থেভির্ন বিন্ধতে চিকিদ্য ঋষিচোদনঃ।
ইন্দ্রং তমচ্ছা বদ নব্যস্যা মত্যবিষ্যন্তং ন ভোজসে ॥ ৩॥
যস্মা অর্কং সপ্তশীর্ষাণমানৃচুস্ত্রিধাতুমুত্তমে পদে।
স ত্বিমা বিশ্বা ভুবনানি চিক্রদদাদিজ্জনিষ্ট পৌংস্যম্ ॥ ৪॥
যো নো দাতা বসূনামিন্দ্রং তং হূমহে বয়ম্।
বিদ্মা হ্যস্য সুমতিং নবীয়সীং গমেম গোমতি ব্রজে ॥ ৫॥
যস্মৈ ত্বং বসো দানায় শিক্ষসি স রায়স্পোষমশ্নুতে।
তং ত্বা বয়ং মঘবন্নিন্দ্র গির্বণঃ সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৬॥
কদা চন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে।
উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয় ইন্নুতে দানং দেবস্য পৃচ্যতে ॥ ৭॥
প্র যো ননক্ষে অভ্যোজসা ক্রিবিঃ বধৈঃ শুষ্ণং নিঘোষয়ন্।
যদেদস্তম্ভীৎ প্রথয়ন্নমূং দিবমাদিজ্জনিষ্ট পার্থিবঃ ॥ ৮॥
যস্যায়ং বিশ্ব আর্যো দাসঃ শেবধিপা অরিঃ।
তিরশ্চিদর্যে রুশমে পবীরবি তুভ্যেৎসো অজ্যতে রয়িঃ ॥ ৯॥
তুরণ্যবো মধুমন্তং ঘৃতশ্চুতং বিপ্রাসো অর্কমানৃচু।
অস্মে রয়িঃ পপ্রথে বৃষ্ণ্যং শবোঽস্মে সুবানাস ইন্দব ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি সাম্বরণি মনুর জন্য যেভাবে অভিযুত সোম পান করেছিলেন, হে মঘবন্! পুষ্ট এবং শীঘ্রগামী গোবিশিষ্ট মেধ্যাতিথি ও নীপাতিথির জন্য যেমন সোম পান করেছিলেন ॥ ১ ॥

পার্ষদ্বান্ ঋষি বৃদ্ধ, শয়ান প্রস্কণ্বকে উর্ধে স্থাপিত ক'রে উপবেশন করিয়েছিলেন। দস্যুবর্গের পক্ষে বৃকস্বরূপ ঋষি আপনাকর্তৃক রক্ষিত ক'রে সহস্র গো রক্ষা করেছিলেন ॥ ২ ॥

যাঁকে উক্থের দ্বারা লাভ করা যায়, যিনি ঋষিকর্তৃক প্রেরিত হয়ে সকলের জ্ঞাতা, রক্ষাভিলাষী, সেই ইন্দ্রের অভিমুখে সেবার জন্য নূতন স্তুতি উচ্চারণ করো ॥ ৩ ॥

উত্তম স্থানে যাঁর উদ্দেশে সপ্তশীর্ষবিশিষ্ট ও স্থানত্রয়যুক্ত অর্চনামন্ত্র উচ্চারিত করে, তিনি এই বিশ্বভুবন শব্দযুক্ত করেছেন এবং বল উৎপাদন করেছেন ॥ ৪ ॥

যিনি আমাদের ধনদাতা, সেই ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান ক'রি, আমরা তাঁর নূতন অনুগ্রহ বুদ্ধি জানি, আমরা যেন গোযুক্ত গোষ্ঠে গমন করতে পারি ॥ ৫ ॥

হে বাসপ্রদ, স্তুতিভাক্, মঘবন্ ইন্দ্র! আপনি দান করবো ব'লে যাকে দান করেন, সে ধনের পুষ্টিলাভ করে। আপনি এইরকম, অতএব আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট হয়ে আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি কখনও নিবৃত্ত প্রসব হন না, আপনি হব্যদায়ীর সাথে মিলিত হন। আপনি দেবতা, আপনার দান বারংবার নিকটে আগমন পূর্বক মিলিত হয় ॥ ৭ ॥

যিনি বলপূর্বক অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে শুষ্ণকে বিনাশ ক'রে কূপ পূর্ণ করেছিলেন, যিনি ঐ দ্যুলোককে প্রথিত ক'রে স্তম্ভিত করেছিলেন এবং যিনি পার্থিব হয়ে সমস্ত বস্তু উৎপাদন করেছেন ॥ ৮ ॥

এই সমস্ত আর্য ও দাসগণ যাঁর ধনপালক ও ভোক্তা, যিনি আর্য শ্বেতবর্ণ পবীরুর সম্মুখে উপস্থিত হন, সেই ধনদাতা তোমার সাথে মিলিত হন ॥ ৯ ॥

ত্বরাযুক্ত বিপ্রগণ মধুযুক্ত ঘৃতস্রাবী অর্চনামন্ত্র উচ্চারণ করছেন, এঁর উদ্দেশে ধন প্রথিত হচ্ছে, পুরুষোচিত বল প্রথিত হয়েছে, অভিষুত সোম প্রথিত হচ্ছে ॥ ১০ ॥

টীকা — ৯ ঋকে আর্য ও অনার্যগণের উল্লেখ রয়েছে। অনেক অনার্যগণ আর্যগণের দ্বারা ক্রমে বশীভূত বা শিক্ষিত হয়ে আর্যধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল ও ইন্দ্র ইত্যাদিকে স্তুতি করতো, তা প্রতীয়মান হচ্ছে ॥ —আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৪২, ৬৫৬ ও ৬৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত এই সূক্তের যথাক্রমে ৭, ৯ ও ১০ ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ আছে। যথা—৭ ঋক্—"বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব। আপনি কখনও আমাদের প্রতি—এই জীবগণের প্রতি—স্নেহশূন্য হন না; আপনি ত্যাগশীল সৎকর্ম-সাধককে মোক্ষ প্রদান করেন; পরম-ধনশালী হে দেব। জ্যোতির্ময়রূপ আপনার প্রদত্ত প্রকৃষ্ট জ্ঞানরূপ দান ত্বরায় নিশ্চিতরূপে আমাদের প্রাপ্ত হোক।" [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের জ্ঞান প্রদান করুন। আমাদের হৃদয়ের পাপ-মোহের অন্ধকার তাঁর কৃপায় দান জ্ঞানের জ্যোতির সাহায্যেই দূরীভূত হবে]।—ইত্যাদি ॥ উপরোক্ত গ্রন্থ থেকে অবশিষ্ট দুটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৫২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : আয়ু কাণ্ব। ছন্দ : প্রগাথ]

যথা মনৌ বিবস্বতি সোমং শক্রাপিবঃ সুতম্।
যথা ত্রিতে ছন্দ ইন্দ্র জুজোষস্যায়ৌ মাদয়সে সচা ॥ ১ ॥

পৃষধ্রে মেধ্যে মাতরিশ্বনীন্দ্র সুবানে অমন্দথাঃ।
যতা সোমং দশশিপ্রে দশোণ্যে স্যূমরশ্মাবৃজূনসি ॥ ২॥
য উক্‌থা কেবলা দধে যঃ সোমং ধৃষিতাপিবৎ।
যস্মৈ বিষ্ণুস্ত্রীণি পদা বিচক্রম উপ মিত্রস্য ধর্মভিঃ ॥ ৩॥
যস্য ত্বমিন্দ্র স্তোমেষু চাকনো বাজে বাজিঞ্ছতক্রতো।
ত্বং ত্বা বয়ং সুদুঘামিব গোদুহো জুহূমসি শ্রবস্যবঃ ॥ ৪॥
যো নো দাতা স নঃ পিতা মহাঁ উগ্র ঈশানকৃৎ।
অযামন্নুগ্রো মঘবা পুরূবসুর্গোরশ্বস্য প্র দাতু নঃ ॥ ৫॥
যস্মৈ ত্বং বসো দানায় মংহসে স রায়স্পোষমিন্বতি।
বসূয়বো বসুপতিং শতক্রতুং স্তোমৈরিন্দ্রং হবামহে ॥ ৬॥
কদা চন প্র যুচ্ছস্যুভে নি পাসি জন্মনী।
তুরীয়াদিত্য হবনং ত ইন্দ্রিয়মা তস্থাবমৃতং দিবি ॥ ৭॥
যস্মৈ ত্বং মঘবন্নিন্দ্র গির্বণঃ শিক্ষো শিক্ষসি দাশুষে।
অস্মাকং গির উত সুষ্টুতিং বসো কণ্ববচ্ছৃণুধী হবম্ ॥ ৮॥
অস্তাবি মন্ম পূর্ব্যং ব্রহ্মেন্দ্রায় বোচত।
পূর্বীর্ঋতস্য বৃহতীরনূষত স্তোতুর্মেধা অসৃক্ষত ॥ ৯॥
সমিন্দ্রো রায়ো বৃহতীরধূনুত সং ক্ষোণী সমু সূর্যম্।
সং শুক্রাসঃ শুচয়ঃ সং গবাশিরঃ সোমা ইন্দ্রমমন্দিষুঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! বিবস্বান্ মনুর সোম পূর্বে যেভাবে পান করেছেন, ত্রিতের মন যেভাবে খুশিয়েছে, আয়ুর সাথে যেমন প্রমত্ত হয়েছেন,— ॥১॥

মাতরিশ্বা যজ্ঞীয় পৃষধ্র অভিষব করতে আরম্ভ করলে, আপনি যেমন প্রমত্ত হন, এবং সম্বদ্ধ দীপ্তিবিশিষ্ট দশশিপ্র ও দশোন্যের সোম পান ক'রে থাকেন,— ॥২॥

যিনি কেবল উক্‌থ ধারণ করেন, যিনি ধৃষ্টরূপে সোমপান করেন, যাঁর উদ্দেশে মিত্রের কর্মের নিকট বিষ্ণু তিন পদক্ষেপ করেছিলেন,— ॥৩॥

হে বেগবান্, শতক্রতু স্তুতিকামী ইন্দ্র! সেই আপনাকে আমরা অন্নাভিলাষী হয়ে, গোদোহক যেমন দুগ্ধবতী গাভীকে আহ্বান করে, সেইরকম আহ্বান করছি ॥৪॥

যিনি আমাদের দাতা, তিনি আমাদের পিতা; তিনি মহান্, তিনি উগ্র, তিনি ঐশ্বর্যকর্তা। উগ্র, মঘবা, প্রভূত ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র আমাদের গাভী ও অশ্ব প্রদান করুন ॥৫॥

হে ইন্দ্র! আপনি যাকে দান করতে ইচ্ছা করেন, সে ধনপুষ্টি লাভ করে। আমরা ধনাভিলাষী হয়ে বসুপতি ও শতক্রতু ইন্দ্রকে স্তোত্রের দ্বারা আহ্বান করছি ॥৬॥

আপনি কখনো কখনো ভ্রমে পতিত হন, আপনি উভয় রকম প্রাণীকে রক্ষা করেন। হে ত্বরাবান্ আদিত্য! আপনার সুখকর আহ্বান অমর দ্যুলোক অবস্থান করে ॥৭॥

হে স্তুতিভাক্, দাতা মঘবন! আপনি হব্যদাতাকে দান করেন। হে বাসপ্রদ! আপনি যেমন কণ্ব

ঋষির আহ্বান শ্রবণ করেছিলেন, সেইরকম আমাদের বাক্য, স্তুতি এবং আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাচীন স্তোত্র পাঠ করো এবং স্তোত্র উচ্চারণ করো; যজ্ঞের পূর্বকালীন মহতী স্তুতি উচ্চারণ করো এবং স্তোতার মেধা বর্ধিত করো ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র প্রভূত ধন প্রেরণ করেন, দ্যাবাপৃথিবীকে প্রেরণ করেছেন, সূর্যকে প্রেরণ করেছেন এবং শ্বেতবর্ণ শুচি পদার্থ সমূহকে প্রেরণ করেছেন। গব্যমিশ্রিত সোম ইন্দ্রকে সম্যক্‌ভাবে প্রমত্ত করেছিল ॥ ১০ ॥

টীকা — ১ ঋকে মনুকেই বিবস্বান বলা হয়েছে ॥—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৬৮৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের শেষ দুটি ঋকের উল্লেখ আছে। তারই প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। যথা,—৯ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! ভগবান্ আরাধনীয় হন; সেইজন্য তোমরা ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য প্রকৃষ্ট সনাতন স্তোত্র উচ্চারণ করো। সত্য সম্বন্ধীয় (অথবা সৎকর্মসম্বন্ধীয়) নিত্যা মহতী স্তুতি উচ্চারণ করো। প্রার্থনাকারী আমার ধীশক্তি ভগবৎ কৃপায় প্রবর্ধিত হোক।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা করবার জন্য উদ্বুদ্ধ হই। ভগবান্ আমাদের সৎবুদ্ধি প্রদান করুন)। [সাধক নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকে ভগবানের মহিমা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—তিনি 'অস্তাবি'—পরম আরাধনীয় দেবতা। তুমিও তাঁর আরাধনায় রত হও।—এই আত্ম-উদ্বোধনের পরই পরম প্রার্থনা। আমরা হীনবল, কেবলমাত্র সেই ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারলেই আমরা তাঁর আরাধনায় প্রবৃত্ত হ'তে সমর্থ হই। তাই তাঁর কাছে সেই সাধনশক্তি, মেধাশক্তি লাভের জন্যই প্রার্থনা।_ভাষ্যকার এখানে 'ইন্দ্র' অর্থে 'ভগবান্' স্বীকার করেছেন]।—ইত্যাদি ॥ ১০ ঋক্—"বলাধিপতি দেবতা অর্থাৎ ভগবান্ আমাদের মধ্য পরমধন প্রকৃষ্টভাবে প্রাপ্ত করান; জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন সম্যক্‌ভাবে প্রাপ্ত করান; অপিচ, পরাজ্ঞান প্রাপ্ত করান; সেই পরমদেবতা নির্মল জ্যোতিঃকে সম্যক্‌ভাবে প্রদান করুন; জ্ঞানসমন্বিত আমাদের হৃদয়সমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রীত করুন।" (মন্ত্রটির প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [যে জ্ঞানের বলে মানুষ নিজের জীবনের চরম লক্ষ্যসাধনে সমর্থ হয়, তাও ভগবানের দান। তাই সাধক মন্ত্রে ভগবানের কাছে পরমধন (সর্বাভীষ্ট পূরণ) ও পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করছেন। আমাদের হৃদয়ে ভগবৎদত্ত শুদ্ধসত্ত্বের বীজ নিহিত আছে, সাধনার দ্বারা তাকে বিকশিত করতে পারলে, মানুষ সেই শক্তির বলেই ভগবৎ চরণে পৌঁছাতে সমর্থ হয়। এখানে মন্ত্রের শেষ অংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন আমাদের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে লাভ করতে সমর্থ হই]।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৫৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : মেধ্য কাণ্ব। ছন্দ : প্রাগাথ]

উপমং ত্বা মঘোনাং জ্যেষ্ঠং চ বৃষভাণাম্।
পূর্ভিত্তমং মঘবন্নিন্দ্র গোবিদমীশানং রায় ঈমহে ॥ ১ ॥
য আয়ুং কুৎসমতিথিগ্বমর্দয়ো বাবৃধানো দিবেদিবে।
তং ত্বা বয়ং হর্যশ্বং শতক্রতুং বাজয়ন্তো হবামহে ॥ ২ ॥

আ নো বিশ্বেষাং রসং মধ্বঃ সিঞ্চন্ত্বদ্রয়ঃ।
যে পরাবতি সুন্বিরে জনেষ্বা যে অর্ববতীন্দবঃ ॥ ৩॥
বিশ্বা দ্বেষাংসি জহি চাব চা কৃধি বিশ্বে সন্বন্ত্বা বসু।
শীষ্টেষু চিত্তে মদিরাসো অংশবো যত্রা সোমস্য তৃম্পসি ॥ ৪॥
ইন্দ্র নেদীয় এদিহি মিতমেধাভিরূতিভিঃ।
আ শন্তম শন্তমাভিরভিষ্টিভিরা স্বাপে স্বাপিভিঃ ॥ ৫॥
আজিতুরং সৎপতিং বিশ্বচর্ষণিং কৃধি প্রজাস্বাভগম্।
প্র সূ তিরা শচীভির্যে ত উক্থিনঃ ক্রতুং পুনতঃ আনুষক্ ॥ ৬॥
যস্তে সাধিষ্ঠোঽবসে তে স্যাম ভরেষু তে।
বয়ং হোত্রাভিরুত দেবহূতিভিঃ সসবাংসো মনামহে ॥ ৭॥
অহং হি তে হরিবো ব্রহ্ম বাজয়ুরাজিং যামি সদোতিভিঃ।
ত্বামিদেব তমমে সমশ্বয়ুর্গব্যুরগ্রে মথীনাম্ ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — আপনি ধনীবর্গের উপমাস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষিগণের জ্যেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষ, শত্রুপুরবিদারী, ধনজ্ঞ ও স্বামী। হে মঘবান্ ইন্দ্র! আমি ধনের জন্য আপনাকে যাচ্ঞা করছি ॥ ১॥

যিনি প্রত্যহ বর্ধমান হয়ে আয়ু, কুৎস এবং অথিতিথকে রক্ষা করেছিলেন, আমরা সেই হরিনামক অশ্বযুক্ত শতক্রতু ইন্দ্রকে অন্নাভিলাষী হ'য়ে আহ্বান করছি ॥ ২॥

যে সোমসকল দূরদেশে লোকসমূহের মধ্যে অভিযুত হয়, যারা নিকটে অভিযুত হয়, সেই সমস্ত সোমের রস আমাদের অভিষব প্রস্তর পেষণ ক'রে বাহির করুক ॥ ৩॥

আপনি যেখানে সোম পান ক'রে তৃপ্ত হন, সেখানে সমস্ত শত্রুগণকে বিনাশ করুন ও পরাভূত করুন, সমস্ত ধন উপভোগ যোগ্য হোক। শিষ্টবর্গের মধ্যে সোম আপনার মদকর ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! আপনি কল্যাণতম এবং অত্যন্ত বন্ধু, আপনি মিতমেধা, কল্যাণকর, অভীষ্টপ্রদ, বন্ধুস্বরূপ রক্ষাকার্যের সাথে নিকটবর্তী স্থানে আগমন করুন ॥ ৫॥

যুদ্ধে ত্বরাবান্, সাধুলোকের পালক, সমস্ত লোকের অধীশ্বর, ইন্দ্রকে প্রজাগণের মধ্যে পূজনীয় করো, যারা কর্মসমূহের দ্বারা সুফল প্রবর্তিত করেন, সেই উক্থ উচ্চারণকারিবর্গ অবিচ্ছিন্নভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করুন ॥ ৬॥

আপনার সর্বপেক্ষা উৎকৃষ্ট যা কিছু আছে তা যেন আমরা প্রাপ্ত হই। আমরা রক্ষার জন্য আপনারই হবো, যুদ্ধকালেও আপনারই হবো। আমরা স্তুতি এবং আহ্বানের দ্বারা আপনাদের ভজনা ক'রে স্তুতি পাঠ করবো ॥ ৭॥

হে হরিনামক অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! আমি অন্নাভিলাষী, অশ্বাভিলাষী ও গবাভিলাষী হয়ে আপনার স্তোত্র পাঠ ক'রি এবং আপনার রক্ষা লাভ ক'রে যুদ্ধে গমন ক'রি। ভয়ের সময় আপনাকেই সম্মুখে স্থাপন ক'রি ॥ ৮॥

টীকা — এই সূক্তের ৫ ঋক্‌টি আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'র ১৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হয়েছে। সেই সূত্রে এই ঋক্‌টির যে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তা এই—"বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব। জ্ঞান ও

সৎকর্মযুক্ত রক্ষাকার্যের সাথে আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন; সুখদাতা হে দেব! প্রার্থনীয় সুখদানের জন্য আগমন করুন, বন্ধুভূত হে দেব! আমাদের মোক্ষদানের জন্য আগমন করুন।" [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন এবং আমাদের পরম মঙ্গলজনক মোক্ষ প্রদান করুন।—ঈশ্বরকে প্রাপ্তির এই যে আকাঙ্ক্ষা, তা চিরন্তন নিজস্ব ধন। ঐশ্বর্যের মধ্যে দিয়ে, মহিমার মধ্য দিয়ে, তাঁকে প্রাপ্ত হয়ে সাধক তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না; বরং ঈশ্বরের বিরাটত্ব ও সাধকের ক্ষুদ্রত্ব, এই ব্যবধান সাধককে ভীত ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। তাই তাঁকে বন্ধুরূপে সখারূপে আহ্বান—সকল ব্যবধানকে ঘুচিয়ে সাধককে ঈশ্বরের কাছে নীত করে]—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৫৪ সূক্ত —

[দেবতা : ১, ২, ৫-৮ ইন্দ্র; ৩-৪ বিশ্বদেবগণ। ঋষি : মাতরিশ্বা কাণ্ব। ছন্দ : প্রাগাথ]

এতত্ত ইন্দ্র বীর্যং গীর্ভির্গৃণন্তি কারবঃ।
তে স্তোভন্ত উর্জমাবন্ ঘৃতশ্চুতং পৌরাসো নক্ষন্ধীতিভিঃ ॥ ১ ॥
নক্ষন্ত ইন্দ্রমবসে সুকৃত্যয়া যেষাং সুতেষু মন্দসে।
যথা সম্বর্তে অমদো যথা কৃশ এবাস্মে ইন্দ্র মৎস্ব ॥ ২ ॥
আ নো বিশ্বে সজোষসো দেবাসো গন্তনোপ নঃ।
বসবো রুদ্রা অবসে ন আ গমঞ্ছৃণ্বন্ত মরুতো হবম্ ॥ ৩ ॥
পূষা বিষ্ণুর্হবনং মে সরস্বত্যবন্ত সপ্ত সিন্ধবঃ।
আপো বাতঃ পর্বতাসো বনস্পতিঃ শৃণোতু পৃথিবী হবম্ ॥ ৪ ॥
যদিন্দ্র রাধো অস্তি তে মাঘোনং মঘবত্তম।
তেন নো বোধি সধমাদ্যো বৃধে ভগো দানায় বৃত্রহন্ ॥ ৫ ॥
আজিপতে নৃপতে তমিদ্ধি নো বাজ আ বক্ষি সুক্রতো।
বীতী হোত্রাভিরুত দেববীতিভিঃ সসবাংসো বি শৃণ্বিরে ॥ ৬ ॥
সন্তি হ্যর্য আশিষ ইন্দ্র আয়ুর্জনানাম্।
অস্মান্নক্ষস্ব মঘবন্নুপাবসে ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষম্ ॥ ৭ ॥
বয়ং ত ইন্দ্র স্তোমেভির্বিধেম ত্বমস্মাকং শতক্রতো।
মহি স্থূরং শশয়ং রাধো অহ্রয়ং প্রস্কণ্বায় নি তোশয় ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! স্তুতিকারিগণ স্তোত্রের দ্বারা আপনার এই বীর্যের প্রশংসা করছেন। তাঁরা স্তুতি ক'রে বল লাভ করেছিলেন। পৌরগণ কর্মের দ্বারা ঘৃত ক্ষরণশীল ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করেছিল ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র! যাদের সোমাভিষবে আপনি প্রমত্ত হন, তারা উৎকৃষ্ট কর্মের দ্বারা আপনাকে ব্যাপ্ত

করছে। যেমন সম্বর্ত ও কৃশের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন সেইরকম আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন ॥ ২॥

সমস্ত দেবগণ সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে আমাদের অভিমুখে এবং আমাদের সমীপে আগমন করুন। বসু ও রুদ্রগণ রক্ষার জন্য আগমন করুন, মরুৎগণ আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৩॥

পূষা, বিষ্ণু, সরস্বতী, সপ্তসিন্ধু, জল, বায়ু, পর্বত, বনস্পতি আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন; পৃথিবী আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! আপনার যে ধন আছে, হে শ্রেষ্ঠ মঘবা! হে বৃত্রহা! একত্রে প্রমত্ত হয়ে সমৃদ্ধি ও দানের জন্য সেই ধনের সাথে প্রবৃদ্ধ হোন; আপনি ভজনীয় ॥ ৫॥

হে যুদ্ধপতি, সুকর্মা ও নৃপতি! আপনিই আমাদের যুদ্ধে নীত করেন; শুনা যায় দেববৃন্দ স্তোত্র এবং যজ্ঞকালে ভক্ষণের জন্য মিলিত হন ॥ ৬॥

আর্য ইন্দ্রে অনেক আশীর্বাদ আছে, মানবগণের আয়ু আছে, হে মঘবন্! আমাদের ব্যাপ্ত করুন, বৃদ্ধি করুন, অন্ন দান করুন ॥ ৭॥

হে ইন্দ্র! আমরা স্তুতির দ্বারা আপনার পরিচর্যা করবো; হে শতক্রতু! আপনি আমাদের। হে ইন্দ্র! আপনি প্রস্কণ্বের উদ্দেশে প্রচুর স্থূল এবং অক্ষীণ ধন প্রেরণ করুন ॥ ৮॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র, পক্ষান্তরে প্রস্কণ্বের দানস্তুতি। ঋষি : কৃশ কাণ্ব। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

ভূরীদিন্দ্রস্য বীর্যং ব্যখ্যমভ্যায়তি। রাধস্তে দস্যবে বৃক ॥ ১॥
শতং শ্বেতাস উক্ষণো দিবি তারো ন রোচন্তে। মহ্না দিবং ন তস্তভূঃ ॥ ২॥
শতং বেণূঞ্ছতং শুনঃ শতং চর্মাণি ম্লতানি।
শতং মে বল্বজস্তুকা অরুষীণাং চতুঃশতম্ ॥ ৩॥
সুদেবাঃ স্থ কাণ্বায়না বয়োবয়ো বিচরন্তঃ। অশ্বাসো ন চঙ্ক্রমত ॥ ৪॥
আদিৎসাপ্তস্য চর্কিরন্নানূনস্য মহি শ্রবঃ।
শ্যাবীরতিধ্বসন্ পথশ্চক্ষুষা চন সংনশে ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — ইন্দ্রের কর্ম ভূরি ব'লে জেনেছি। হে দস্যুগণের বৃকস্বরূপ! আপনার ধন আমাদের অভিমুখে আগমন করছে ॥ ১॥

আকাশে যেমন তারকা শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরকম শত শত বৃশ শোভা প্রাপ্ত হচ্ছে, তারা মহত্ত্বে দ্যুলোককে যেন স্তম্ভিত করছে ॥ ২॥

শতবেণু, শতশ্বা, শতম্লাত চর্ম, শতবল্বজ স্তুক এবং চারিশত অরুষী রয়েছে ॥ ৩॥

হে কণ্বগোত্রীয়গণ। তোমরা অগ্নে অগ্নে বিচরণ পূর্বক অশ্বগণের মতো পুনঃ পুনঃ গমন ক'রে সুন্দর দেববিশিষ্ট হয়েছো ॥ ৪ ॥

সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট, অন্যের অন্যূন, ইন্দ্রের উদ্দেশেই মহৎ অন্ন প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে। শ্যামবর্ণ পথ অতিক্রম ক'রে চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হচ্ছে ॥ ৫ ॥

টীকা — ৩ ঋকের বক্তব্য স্বয়ং অনুবাদকেরই বোধগম্য হয়নি।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের পক্ষে এই সূক্তটিতেও কিছু সূত্র আছে।

◆ ◆

— ৫৬ সূক্ত —

[দেবতা : ১-৪ প্রস্কণ্বের দানস্তুতি; ৫ অগ্নি ও সূর্য। ঋষি : পৃষধ্র কাণ্ব। ছন্দ : গায়ত্রী, পংক্তি]

প্রতি তে দস্যবে বৃক রাধো অদর্শ্যহ্রয়ং। দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥ ১ ॥
দশ মহ্যং পৌতক্রতঃ সহস্রা দস্যবে বৃকঃ। নিত্যাদ্রায়ো অমংহত ॥ ২ ॥
শতং মে গর্দভানাং শতমূর্ণাবতীনাম্। শতং দাসা অতি স্রজঃ ॥ ৩ ॥
তত্রো অপি প্রাণীয়ত পূতক্রতায়ৈ ব্যক্তা। অশ্বানামিন্ন যূথ্যাম্ ॥ ৪ ॥
অচেত্যগ্নিশ্চিকিতুর্হব্যবাট্ ন সমূদ্রথঃ।
অগ্নিঃ শুক্রেণ শোচিষা বৃহৎসূরো অরোচত দিবি সূর্যো অরোচত ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে দস্যুগণের বৃকস্বরূপ। আপনার অক্ষীণ ধন দর্শিত হয়েছে, আপনার সেনা দ্যুলোকের মতো বিস্তৃত ॥ ১ ॥

আপনি দস্যুর বৃকস্বরূপ, আপনার নিত্যধন হ'তে আমাকে দশ সহস্র প্রদান করুন ॥ ২ ॥

আমাকে একশত গর্দভ, একশত মেষী এবং একশত দাস প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

অশ্বযূথের মতো সেই প্রকাশ্য ধন শুদ্ধপ্রজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশে তাঁদের নিকট গমন করে ॥ ৪ ॥

অগ্নি জ্ঞাত হয়েছেন, তিনি জ্ঞানবান্, সুন্দর রথবিশিষ্ট এবং হব্যবাহী। তিনি শুভ্র কিরণে গমনশীল ও বৃহৎ হয়ে শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন; স্বর্গে সূর্যও শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ৫ ॥

টীকা — ৩ সূক্তে মূলে 'ঊর্ণাবতী' আছে, অর্থ মেষী। পশুর সাথে দাসগণকেও দান করা প্রথা ছিল, তা ঋগ্বেদের অনেক স্থলে দেখতে পাওয়া যায় ॥—এই সূক্তের ৫ ঋকের অংশবিশেষ আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১১৫ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত ১ম মন্ত্রের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের অনুবাদে বলা হয়েছে—"সাধন-সামর্থ্যপ্রদাতা সকল সৎকর্মের আধার সর্বজ্ঞ জ্ঞানদেব সকলই অবগত আছেন।" (ভাব এই যে, —একমাত্র ভগবানই সর্বজ্ঞ)। ['অগ্নি' অর্থাৎ ভগবানের জ্ঞানরূপ বিভূতি—জ্ঞানদেব]।

◆ ◆

— ৫৭ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : মেধ্য কাণ্ব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যুবং দেবা ক্রতুনা পূর্ব্যেণ যুক্তা রথেন তবিষং যজত্রা।
আগচ্ছতং নাসত্যা শচীভিরিদং তৃতীয়ং সবনং পিবাথঃ ॥ ১॥
যুবাং দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ সত্যাঃ সত্যস্য দদৃশে পুরস্তাৎ।
অস্মাকং যজ্ঞং সবনং জুষাণা পাতং সোমমশ্বিনা দীদ্যগ্নী ॥ ২॥
পনায্যং তদশ্বিনা কৃতং বাং বৃষভো দিবো রজসঃ পৃথিব্যাঃ।
সহস্রং শংসা উত যে গবিষ্টৌ সর্বাঁ ইত্তাঁ উপ যাত পিবধ্যৈ ॥ ৩॥
অয়ং বাং ভাগো নিহিতো যজত্রেমা গিরো নাসত্যোপ যাতম্।
পিবতং সোমং মধুমন্তমস্মে প্র দাশ্বাংসমবতং শচীভিঃ ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে নাসত্যদ্বয়। আপনারা পূর্বকালে নির্মিত রথের সাহায্যে যজ্ঞে আগমন করুন। আপনারা যজনীয় দেবতা; আপনারা নিজ কর্মবলে তৃতীয় সবন পান করুন ॥ ১॥

দেবগণের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশ; তাঁরা সত্য, তাঁরা যজ্ঞের সম্মুখে দৃষ্ট হন। হে দীপ্তিমান্ অগ্নিবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়। আপনারা আমার এই সোমযজ্ঞে উপস্থিত হয়ে পান করুন ॥ ২॥

হে অশ্বিদ্বয়। আপনারা দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোকের অভীষ্টবর্ষী, আপনাদের উদ্দেশে স্তুতি করেছি। যারা সহস্র স্তুতি করে, যারা গোযাগে প্রবৃত্ত হয়, পানের জন্য তাদের সকলের নিকট উপস্থিত হোন ॥৩॥

হে নাসত্যদ্বয়! এই আপনাদের ভাগ নিহিত হয়েছে, এই আপনাদের স্তুতি; আপনারা আগমন করুন, আমাদের জন্য মধুমান সোম পান করুন, হব্যদাতাকে কর্মের দ্বারা রক্ষা করুন ॥ ৪॥

টীকা — ২ ঋকে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ।—অশ্বিদ্বয় ঈশ্বরেরই বিভূতিবিশেষ, অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির নাশক বা শান্তিকারী শক্তিদ্বয়। ভক্তজনের হৃদয়দেশই তাঁদের রথ।

◆ ◆

— ৫৮ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : মেধ্য কাণ্ব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি।
যো অনূচানো ব্রাহ্মণো যুক্ত আসীৎকা স্বিত্তত্র যজমানস্য সম্বিৎ ॥ ১॥

এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্বমিদং বি ভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বম্ ॥ ২॥
জ্যোতিষ্মন্তং কেতুমন্তং ত্রিচক্রং সুখং রথং সুষদং ভূরিবারম্।
চিত্রামঘা যস্য যোগেঽধিজজ্ঞে তং বাং হুবে অতি রিক্তং পিবধ্যৈ ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — সহৃদয় ঋত্বিক্‌গণ যাঁকে বহুরকমে কল্পনা ক'রে এই যজ্ঞ সম্পাদন করছেন, যিনি বাক্য উচ্চারণ না করলেও স্তুতিকারীরূপে নিযুক্ত আছেন, তাঁর বিষয়ে যজমানের কি জ্ঞান আছে? ॥১॥

এক অগ্নি, বহুরকমে সমিদ্ধ হয়েছেন, এক সূর্য সমস্ত বিশ্বে প্রভূত হয়েছেন, এক উষা এই সমস্তকেই প্রকাশিত করছেন। এই একই সর্বরকমে হয়েছেন ॥২॥

জ্যোতিষ্মান্, কেতুমান্, চক্রত্রয়বিশিষ্ট, সুখকর রথস্বরূপ ও উপবেশনযোগ্য অগ্নিকে প্রচুর পরিমাণে পানের জন্য এই যজ্ঞে আহ্বান করি, তাঁর সাথে মিলন হ'লে বিচিত্র ধন লাভ হয় ॥৩॥

টীকা — ২ ঋকে মূলে 'একং বৈ ইদং বি বভূব সর্বম' আছে ॥—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের বহু সূত্র এই সূক্তটিতেও বর্তমান।

◆ ◆

— ৫৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও বরুণ। ঋষি : সুপর্ণ কাণ্ব। ছন্দ : জগতী]

ইমানি বাং ভাগধেয়ানি সিস্রত ইন্দ্রাবরুণা প্র মহে সুতেষু বাম্।
যজ্ঞে যজ্ঞে হ সবনা ভুরণ্যথো যৎসুম্বতে যজমানায় শিক্ষথঃ ॥ ১॥
নিঃষিধ্বরীরোষধীরাপ আস্তামিন্দ্রাবরুণা মহিমানমাশত।
যা সিস্রতূ রজসঃ পারে অধ্বনো যয়ো শত্রুর্নকিরাদেব ওহতে ॥ ২॥
সত্যং তদিন্দ্রাবরুণা কৃশস্য বাং মধ্ব ঊর্মিং দুহতে সপ্ত বাণীঃ।
তাভির্দাশ্বাংসমবতং শুভস্পতী যো বামদব্ধো অভি পাতি চিত্তিভিঃ ॥ ৩॥
ঘৃতপ্রুষঃ সৌম্যা জীরদানবঃ সপ্ত স্বসারঃ সদন ঋতস্য।
যা হ বামিন্দ্রাবরুণা ঘৃতশ্চুতস্তাভির্ধত্তং যজমানায় শিক্ষতম্ ॥ ৪॥
অবোচাম মহতে সৌভগায় সত্যং ত্বেষাভ্যাং মহিমানমিন্দ্রিয়ম্।
অস্মান্ত্স্বিন্দ্রাবরুণা ঘৃতশ্চুতস্ত্রিভিঃ সাপ্তেভিরবতং শুভস্পতী ॥ ৫॥
ইন্দ্রাবরুণা যদৃষিভ্যো মনীষাং বাচো মতিং শ্রুতমদত্তমগ্রে।
যানি স্থানান্যসৃজন্ত ধীরা যজ্ঞং তন্বানাস্তপসাভ্যপশ্যম্ ॥ ৬॥
ইন্দ্রাবরুণা সৌমনসমদৃপ্তং রায়স্পোষং যজমানেষু ধত্তম্।
প্রজাং পুষ্টিং ভূতিমস্মাসু ধত্তং দীর্ঘায়ুত্বায় প্র তিরতং ন আয়ুঃ ॥ ৭॥

॥ইতি বালখিল্যং সমাপ্তং॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র ও বরুণ! মহাযজ্ঞে সোমাভিষবে আপনাদের আহ্বান করছি, এই আপনাদের ভাগধেয়, তার অনুসরণ করুন, প্রতি যজ্ঞে সবন সকলকে পোষণ করুন, সোমাভিষবকারী যজমানকে দান করুন ॥ ১ ॥

ইন্দ্র ও বরুণ অবস্থিতি করছেন, তাঁরা অন্তরীক্ষের পারে পথে গমন করছেন। কোনও দেবশূন্য ব্যক্তি তাঁদের শত্রু হ'তে পারে না। তাঁদের অনুগ্রহে সুসম্পন্ন ওষধি এবং জল মহিমা লাভ করছে ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! এই কথা সত্য যে, সপ্তবাণি আপনাদের জন্য কৃশ ঋষির সোম প্রবাহ দোহন করছে, আপনারা শুভকর্মের পালক। যে অহিংসিত ব্যক্তি আপনাদের কর্মের দ্বারা পালন করে, সেই হব্যদাতাকে হব্যের দ্বারা পালন করুন ॥ ৩ ॥

ঘৃত ক্ষরণশীল, প্রভূত দানশীল, কমনীয়, সপ্তভগিনীগণ যজ্ঞগৃহে প্রভূত দানবিশিষ্ট হয়েছেন। হে ইন্দ্র ও বরুণ। যারা আপনাদের উদ্দেশে ঘৃত ক্ষরণ করে, তাদের উদ্দেশে যজ্ঞ ধারণ করুন এবং যজমানকে দান করুন ॥ ৪ ॥

দীপ্তিশীল ইন্দ্র ও বরুণের নিকট মহাসৌভাগ্য লাভের জন্য ইন্দ্রের সত্য মহিমা কীর্তন করবো। আমরা ঘৃত ক্ষরণ করি, ইন্দ্র ও বরুণ শুভ কার্যের পতি, তাঁরা ত্রিসপ্তসংখ্যক কার্যের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! আপনারা পূর্বে ঋষিগণকে যে মনীষা বাক্য, স্তুতি এবং শ্রুত প্রদান করেছেন এবং যে সকল স্থান প্রদান করেছেন, আমরা ধীর এবং যজ্ঞে ব্যাপৃত হয়ে তপের দ্বারা সেই সমস্ত দর্শন করবো ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! যে ধন বৃদ্ধিতে মনের তৃপ্তি হয়, গর্ব জন্মায় না, যজমানকে তা-ই প্রদান করুন, আমাদের প্রজা, পুষ্টি এবং ভূতি প্রদান করুন। আমরা দীর্ঘায়ু হ'তে পারি, এই জন্য আমাদের আয়ু রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

॥ ইতি বালখিল্যং সমাপ্তং ॥

টীকা — বক্তব্য এই যে, ইন্দ্র ও বরুণ সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই দুই বিভূতি মাত্র ॥ এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র বর্তমান।

◆ ◆

— ৬০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : প্রগাথের পুত্র ভর্গ। ছন্দ : প্রাগাথ]

অগ্নে আ যাহ্যগ্নিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে।
আ ত্বামনক্ত প্রয়তা হবিষ্মতী যজিষ্ঠং বর্হিরাসদে ॥ ১ ॥
অচ্ছা হি ত্বা সহসঃ সূনো অঙ্গিরঃ স্রুচশ্চরন্ত্যধ্বরে।
ঊর্জো নপাতং ঘৃতকেশমীমহেঽগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্ ॥ ২ ॥

অগ্নে কবির্বেধা অসি হোতা পাবক যক্ষ্যঃ।
মন্দ্রো যজিষ্ঠো অধ্বরেষ্বীড্যো বিপ্রেভিঃ শুক্র মন্মভিঃ ॥ ৩॥
অদ্রোঘমা বহোশতো যবিষ্ঠ্য দেবাঁ অজস্র বীতয়ে।
অভি প্রয়াংসি সুধিতা বসো গহি মন্দস্ব ধীতিভির্হিতঃ ॥ ৪॥
ত্বমিৎসপ্রথা অস্যগ্নে ত্রাতর্ঋতস্কবিঃ।
ত্বাং বিপ্রাসঃ সমিধান দীদিব আ বিবাসন্তি বেধসঃ ॥ ৫॥
শোচা শোচিষ্ঠ দীদিহি বিশে ময়ো রাস্ব স্তোত্রে মহাঁ অসি।
দেবানাং শর্মন্মম সন্তু সূরয়ঃ শত্রূষাহঃ স্বগ্নয়ঃ ॥ ৬॥
যথা চিদ্বৃদ্ধমতসমগ্নে সংজূর্বসি ক্ষমি।
এবা দহ মিত্রমহো যো অস্মধ্রুগ্দুর্মন্মা কশ্চ বেনতি ॥ ৭॥
মা নো মর্তায় রিপবে রক্ষস্বিনে মাঘশংসায় রীরধঃ।
অস্রেধদ্ভিস্তরণিভির্যবিষ্ঠ্য শিবেভিঃ পাহি পায়ুভিঃ ॥ ৮॥
পহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যু ত দ্বিতীয়য়া।
পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জাং পতে পাহি চতসৃভির্বসো ॥ ৯॥
পাহি বিশ্বস্মাদ্রক্ষসো অরাব্ণঃ প্র স্ম বাজেষু নোঽব।
ত্বামিদ্ধি নেদিষ্ঠং দেবতাতয় আপিং নক্ষামহে বৃধে ॥ ১০॥
আ নো অগ্নে বয়োবৃধং রয়িং পাবক শংস্যম্।
রাস্বা চ ন উপমা তে পুরুস্পৃহং সুনীতী স্বয়শস্তরম্ ॥ ১১॥
যেন বংসাম পৃতনাসু শর্ধতস্তরন্তো অর্য আদিশঃ।
স ত্বং নো বর্ধ প্রয়সা শচীবসো জিন্বা ধিয়ো বসুবিদঃ ॥ ১২॥
শিশানো বৃষভো যথাগ্নি শৃঙ্গে দবিধ্বৎ।
তিগ্মা অস্য হনবো ন প্রতিধৃষে সুজম্ভঃ সহসো যহুঃ ॥ ১৩॥
নহি তে অগ্নে বৃষভ প্রতিধৃষে জম্ভাসো যদ্বিতিষ্ঠসে।
স ত্বং নো হোতঃ সুহুতং হবিস্কৃধি বংস্বা নো বার্যা পুরু ॥ ১৪॥
শেষে বনেষু মাত্রোঃ সং ত্বা মর্তাস ইন্ধতে।
অতন্দ্রো হব্যং বহসি হবিষ্কৃত আদিদ্দেবেষু রাজসি ॥ ১৫॥
সপ্ত হোতারস্তমিদীলতে ত্বাগ্নে সুত্যজমহ্রয়ম্।
ভিনৎস্যদ্রিং তপসা বি শোচিষা প্রাগ্নে তিষ্ঠ জনাঁ অতি ॥ ১৬॥
অগ্নিমগ্নিং বো অধ্রিগুং হুবেম বৃক্তবর্হিষঃ।
অগ্নিং হিতপ্রয়সঃশশ্বতীষ্বা হোতারং চর্ষণীনাম্ ॥ ১৭॥
কেতেন শর্মন্ৎসচতে সুষামণ্যগ্নে তুভ্যং চিকিত্বনা।
ইষণ্যয়া নঃ পুরুরূপমা ভর বাজং নেদিষ্ঠমূতয়ে ॥ ১৮॥

অগ্নে জরিতর্বিশ্পতিস্তেপানো দেব রক্ষসঃ।
অপ্রোষিবান্ গৃহপতির্মহাঁ অসি দিবস্পায়ুর্দুরোণয়ুঃ ॥ ১৯॥
মা নো রক্ষ আ বেশীদাঘৃণীবসো আ যাতুর্যাতুমাবতাম্।
পরোগব্যূত্যনিরামপ ক্ষুধমগ্নে সেধ রক্ষস্বিনঃ ॥ ২০॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! অগ্নিগণের সাথে আগমন করুন, আপনাকে হোতা ব'লে বরণ করছি; ধৃতব্রতা হবিষ্মতী কুশে উপবেশন করিয়া আপনাকে অলঙ্কৃত করুক॥১॥

হে বলের পুত্র অঙ্গিরা! স্রুক্ সকল যজ্ঞে আপনাকে লাভ করবার জন্য গমন করছে। বলের পুত্র প্রদীপ্ত জ্বালাযুক্ত, পুরাতন অগ্নিকে আমরা যজ্ঞে স্তব ক'রি ॥২॥

হে অগ্নি! আপনি কবি, আপনি ফলের বিধাতা। হে পাবক! আপনি হোতা ও যাগযোগ্য। হে শুক্র! আপনি আমোদযোগ্য, আপনি সর্বাপেক্ষা যাগযোগ্য, যজ্ঞে বিপ্রগণ মনন-মন্ত্রের দ্বারা আপনার স্তুতি করে ॥৩॥

হে যুবতম নিত্য অগ্নি! আমি দ্রোহরহিত, দেবগণ আমায় কামনা করেন। হে বাসপ্রদ অগ্নি! সুনিহিত অন্নের সমীপে গমন করুন, স্তুতির দ্বারা নিহিত হয়ে আনন্দিত হোন ॥৪॥

হে অগ্নি! আপনি রক্ষক, সত্যস্বরূপ, আপনি কবি, আপনিই সর্বতঃ বিস্তৃত। হে সমিধ্যমান, দীপ্ত অগ্নি! বিপ্র স্তোতাবর্গ আপনার পরিচর্যা করছে ॥৫॥

হে অত্যন্ত শুচিকারী অগ্নি! দীপ্ত হোন ও দীপ্ত করুন। প্রজাবৃন্দের জন্য ও স্তোতার জন্য সুখ প্রদান করুন। আপনি মহান্! আমার স্তোতাবৃন্দ দেবদত্ত সুখ প্রাপ্ত হোক। তারা শত্রুপরাভবকর ও সুন্দর অগ্নিবিশিষ্ট হোক ॥৬॥

হে অগ্নি! পৃথিবীর শুষ্ককাষ্ঠ যেভাবে দগ্ধ করেন, হে মিত্রবর্গের পূজক! আমাদের দ্রোহকারীকে এবং আমাদের মন্দ করতে চায় তাকে সেইরকম ক'রে দগ্ধ করুন ॥৭॥

হে অগ্নি! আমাদের হিংসাকারী বলবান্ মানুষের বশীভূত করবেন না। যে মন্দ বলে, তার বশীভূত করবেন না। হে যুবতম! আপনার রক্ষাকার্য হিংসাশূন্য আপদ হ'তে উদ্ধারকারী ও সুখকর। তার দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন ॥৮॥

হে অগ্নি! আমাদের এক ঋকের দ্বারা রক্ষা করুন, দ্বিতীয় ঋকের দ্বারা রক্ষা করুন। হে বলপতি। তিন বাক্যের দ্বারা পালন করুন। হে বাসপ্রদ! চারি বাক্যের দ্বারা পালন করুন ॥৯॥

সমস্ত রাক্ষস ও দানশূন্য লোক হ'তে আমাদের রক্ষা করুন। সংগ্রামে আমাদের রক্ষা করুন। আপনি নিকটবর্তী ও বন্ধুস্বরূপ; যজ্ঞের জন্য ও সমৃদ্ধির জন্য আপনাকে প্রাপ্ত হলো ॥১০॥

হে পাবক অগ্নি! আমাদের অন্নবর্ধক, প্রশংসনীয় ধন প্রদান করুন। হে সমীপবর্তী ধনদাতা! আমাদের সুনীতির দ্বারা অনেকের স্পৃহণীয় অত্যন্ত কীর্তিযুক্ত ধন দান করুন ॥১১॥

যে ধনের দ্বারা আমরা যুদ্ধে ত্বরাবান্ শত্রু ও অস্ত্রক্ষেপণকারীগণের হস্ত হ'তে তাদের হিংসা করবো, তা প্রদান করুন। আপনি প্রজ্ঞাবলে বাসপ্রদ, আপনি আমাদের বর্ধিত করুন। অন্নের দ্বারা বর্ধিত করুন; আমাদের ধনপ্রদ কর্মসকল সুসম্পন্ন করুন ॥১২॥

বৃষভের মতো শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ ক'রে অগ্নি মস্তক কম্পিত করছেন। অগ্নির হনুসকল তীক্ষ্ণ, কেউ নিবারণ করতে পারে না। অগ্নির দন্ত উত্তম, তিনি বলের পুত্র ॥১৩॥

হে বৃষ্টিপ্রদ অগ্নি! যেহেতু আপনি বর্ধিত হন, অতএব আপনার দত্ত কেউ নিবারণ করতে পারে না। হে অগ্নি! আপনি হোতা, আপনি আমাদের হব্য উত্তমভাবে হোম করুন, আমাদের বরণীয় বহু ধন দান করুন ॥ ১৪ ॥

হে অগ্নি! মাতৃভূত বনে বর্তমান অরণিদ্বয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। মানুষেরা আপনাকে সম্যক্ বর্ধিত করে, পশ্চাৎ আপনি অনলস হয়ে হব্যদায়ীর হব্য দেবগণের নিকট বহন করেন। অনন্তর দেবগণের মধ্যে শোভা প্রাপ্ত হন ॥ ১৫ ॥

হে অগ্নি! সেই আপনাকেই সপ্ত হোতা স্তব করে। আপনি দানশীল ও অক্ষীণ। আপনি তেজের বলে মেঘকে ভেদ করেন। হে অগ্নি! আমাদের অতিক্রম ক'রে অগ্রে গমন করুন ॥ ১৬ ॥

হে স্তোতাগণ! তোমাদের জন্য অগ্নিকেই আহ্বান ক'রি। আমরা বর্হি ছিন্ন করেছি ও হব্য নিধান করেছি, অগ্নি কর্মধারী বধলোকে বর্তমান ও সমস্তলোকের হোতা ॥ ১৭ ॥

হে অগ্নি! উত্তম দানযুক্ত গৃহে যজমান প্রজাবলে প্রজাবান্ লোকের সাথে আপনার স্তব করছে। হে অগ্নি! আমাদের রক্ষার জন্য আপন ইচ্ছায় নিকটবর্তী নানা রূপধারী অন্ন আহরণ করুন ॥ ১৮ ॥

হে অগ্নি! হে দেব! হে স্তুত্য! আপনি প্রজাগণের পালক, রাক্ষসবর্গের সন্তাপপ্রদ। আপনি যজমানের গৃহপালক, তা কখনও ত্যাগ করবেন না; আপনি মহান্, আপনি দ্যুলোকের পাতা, যজমানের গৃহে সর্বদা বর্তমান ॥ ১৯ ॥

হে দীপ্তধন অগ্নি! রাক্ষস ইত্যাদি আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট না হোক, যাতুধানগণের পীড়া যেন প্রবিষ্ট না হয়। দারিদ্র্য, হিংসাকারী ও বলবান্ রাক্ষসগণকে বহুদূরে পরিহার করুন ॥ ২০ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা' গ্রন্থের ৬৩২, ৬৩২, ৬৬, ৬২৯ বা ৬৫, ৬২৯, ৬৬, ৬৮ ও ৬৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১, ২, ৫, ৯, ১০, ১১, ১৫ ও ১৯ ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ আছে। যথা,—১ ঋক্—হে জ্ঞানদেব! দেবভাব প্রদানকারী আপনাকে আরাধনা করছি; আপনি জ্ঞানকিরণসমূহের সাথে আগমন করুন—আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন, এই পূজাপরায়ণ জন অতি যত্নের সাথে আরাধনীয় আপনাকে প্রাপ্ত হোক। হে দেব! আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—আত্মশক্তির পুত্র অর্থাৎ আত্মশক্তি হ'তে উৎপন্ন, জ্ঞানিগণের বরণীয় হে জ্ঞানদেব! সৎকর্মের সাধনে আপনাকেই সম্যক্‌ভাবে প্রাপ্ত হবার জন্য আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা উদ্গমন করুন; সৎকর্মসাধনে আত্মশক্তির রক্ষক (অথবা আত্মশক্তিদায়ক) নিত্য জ্ঞানদেবতাকে আমরা যেন আরাধনা ক'রি।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই; আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ ক'রি)। [ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে, এই মন্ত্রেও বলা হচ্ছে, জ্ঞানদেব বা জ্ঞান আত্মশক্তির পুত্র। 'সহসঃ সূনো' বাক্যের ভাষ্যার্থ 'বলস্য পুত্র' অর্থাৎ শক্তির দ্বারা বা শক্তি হ'তে উৎপন্ন। আত্মশক্তি থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সাধনায় আত্মনিয়োগের ফলে সাধকের হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, চিত্ত নির্মল হয়। সুতরাং সেই পবিত্র হৃদয়ে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকাশিত হয়। তাই জ্ঞানকে 'সহসঃ সূনো' বলা হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ৫ ঋক্—"পরিত্রাণকারক জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনিই সত্যস্বরূপ মেধাবী সর্বব্যাপক হন। হে দীপ্যমান্ জ্যোতিষ্মান্! মেধাবী স্তোতৃগণ আপনারই উপাসনা ক'রে থাকেন।" [ভাব এই যে,—মেধাবিগণই জ্ঞানদেবতার স্বরূপ অবগত হয়ে তাঁর অর্চনায় প্রবৃত্ত আছেন]।—ইত্যাদি॥ ৯ ঋক্—"হে জ্ঞানস্বরূপ দেবতা! আপনি প্রথম—কর্মমূর্তির দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন; এবং দ্বিতীয়—জ্ঞানমূর্তির দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন। বলপালক হে দেব! আপনি আমাদের স্তুতির দ্বারা স্তুত হয়ে, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিরূপ মূর্তিত্রয় দ্বারা আমাদের পালন করুন। নিবাসস্থানীয় হে দেব! আপনি,

কর্মজ্ঞানভক্তিমোক্ষরূপ মূর্তি চতুষ্টয়ের দ্বারাও আমাদের রক্ষা করুন।"—(এখানে সাধনমার্গের স্তরপর্যায় বিবৃত হয়েছে। ভাব এই যে,—সাধক যথাক্রমে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমবায়ে মোক্ষরূপ চতুর্থ অবস্থা লাভ ক'রে থাকেন)।... [প্রথম ছিল কর্ম; তারপর এলো জ্ঞান; তারপর এলো ভক্তি। তখন আর তিনের মধ্যে পার্থক্য রইল না। সেই তিন যখন এক হয়ে রইল তখনই এলো মুক্তি বা মোক্ষ।...মন্ত্রের চারটি পাদের ('চতসৃভিঃ'-র) সার্থকতা এখানেই]—ইত্যাদি।। আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট অংশগুলি দেখুন।

◆ ◆

— ৬১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : প্রগাথের পুত্র ভর্গ। ছন্দ : প্রাগাথ]

উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্বাগিদং বচঃ।
সত্রাচ্যা মঘবহা সোমপীতয়ে ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ ॥ ১॥
তং হি স্বরাজং বৃষভং তমোজসে ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ।
উতোপমানাং প্রথমো নি ষীদসি সোমকামং হি তে মনঃ ॥ ২॥
আ বৃষস্ব পুরূবসো সুতস্যেন্দ্রান্ধসঃ।
বিদ্মা হি ত্বা হরিবঃ পৃৎসু সাসহিমধৃষ্টং চিদ্দধৃষ্বণিম্ ॥ ৩॥
অপ্রামিসত্য মঘবন্তথেদসদিন্দ্র ক্রত্বা যথা বশঃ।
সনেম বাজং তব শিপ্রিন্নবসা মক্ষূ চিদ্যন্তো অদ্রিবঃ ॥ ৪॥
শগ্ধ্যূষু শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
ভগং ন হি ত্বা যশসং বসুবিদমনু শূর চরামসি ॥ ৫॥
পৌরো অশ্বস্য পুরুকৃদ্গবামস্যুৎসো দেব হিরণ্যয়ঃ।
নকির্হি দানং পরিমর্ধিষত্ত্বে যদ্যদ্যামি তদা ভর ॥ ৬॥
ত্বং হ্যেহি চেরবে বিদা ভগং বসুত্তয়ে।
উদ্বাবৃষস্ব মঘবন্‌গবিষ্টয় উদিন্দ্রাশ্বমিষ্টয়ে ॥ ৭॥
ত্বং পুরূ সহস্রাণি শতানি চ যূথা দানায় মংহসে ।
আ পুরন্দরং চকৃম বিপ্রবচস ইন্দ্রং গায়ন্তোঽবসে ॥ ৮॥
অবিপ্রো বা যদবিধদ্বিপ্রো বেন্দ্র তে বচঃ।
স প্র মমন্দত্ত্বায়া শতক্রতো প্রাচামন্যো অহংসন ॥ ৯॥
উগ্রবাহুর্ম্রক্ষকৃত্বা পুরন্দরো যদি মে শৃণবদ্ধবম্।
বসূয়বো বসুপতিং শতক্রতুং স্তোমৈরিন্দ্রং হবামহে ॥ ১০॥
ন পাপাসো মনামহে নারায়াসো ন জল্হবঃ।
যদিন্ন্বিন্দ্রং বৃষণং সচা সুতে সখায়ং কৃণবামহৈ ॥ ১১॥

উগ্রং যুযুজ্ম পৃতনাসু সাসহিমৃণকাতিমদাভ্যম্।
বেদা ভৃমং চিৎসনিতা রথীতমো বাজিনং যমিদূ নশৎ ॥ ১২ ॥
যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন ঊতিভির্বি দ্বিষো বি মৃধো জহি ॥ ১৩ ॥
ত্বং হি রাধস্পতে রাধসো মহঃ ক্ষয়স্যাসি বিধতঃ।
তং ত্বা বয়ং মঘবন্নিন্দ্র গির্বণ সুতাবন্তো হবামহে ॥ ১৪ ॥
ইন্দ্রঃ স্পলুত বৃত্রহা পরস্পা নো বরেণ্যঃ।
স নো রক্ষিষচ্চরমং স মধ্যমং স পশ্চাৎ পাতু নঃ পুরঃ ॥ ১৫ ॥
ত্বং নঃ পশ্চাদধরাদুত্তরাৎ পুর ইন্দ্র নি পাহি বিশ্বতঃ।
আরে অস্মৎকৃণুহি দৈব্যং ভয়মারে হেতীরদেবীঃ ॥ ১৬ ॥
অদ্যাদ্যা শ্বঃ শ্ব ইন্দ্র ত্রাস্ব পরে চ নঃ।
বিশ্বা চ নো জরিতৃন্ৎ সৎপতে অহা দিবা নক্তং চ রক্ষিষঃ ॥ ১৭ ॥
প্রভঙ্গী শূরো মঘবা তুবীমঘঃ সংমিশ্লো বীর্যায় কম্।
উভা তে বাহূ বৃষণা শতক্রতো নি যা বজ্রং মিমিক্ষতুঃ ॥ ১৮ ॥

মন্ত্রার্থ — ইন্দ্র আমাদের এই উভয়রকম বাক্য শ্রবণ করুন। আমাদের সহগামী কর্মযুক্ত হয়ে মঘবান্ অত্যন্ত বলযুক্ত হয়ে সোমপানের জন্য আগমন করুন ॥ ১ ॥

দ্যাবাপৃথিবী সেই শোভমান বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রের সংস্কার করেছেন। তাঁকে বলের জন্য সংস্কার করেছিলেন। এই জন্য হে ইন্দ্র! আপনি উপমানভূত দেববৃন্দের মুখ্য হয়ে বেদীতে উপবিষ্ট হোন এবং আপনার মন সোমাভিলাষী ॥ ২ ॥

হে বহুধনবান্ ইন্দ্র! আপনি জঠরে অভিষুত সোম সেক করুন। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! আপনাকে সংগ্রামে শত্রুবর্গের অভিভবকারী, কারও দ্বারা অধর্ষণীয় ও অন্যের ধর্ষক ব'লে জেনে আছি ॥ ৩ ॥

হে মঘবান্ ইন্দ্র! আপনার সত্য কেউ হিংসা করতে পারে না, যাতে ক্রতুর দ্বারা ফল কামনা করতে পারি, তা-ই হোক। হে হনুযুক্ত বজ্রবান্! আপনার আশ্রয়ে অন্ন ভজনা করবো এবং শীঘ্র শত্রুবর্গকে অভিভব করবো ॥ ৪ ॥

হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! সমস্ত রক্ষার সাথে অভিমত ফল প্রদান করুন। হে শূর! আপনি যশস্বী ও ধনপ্রাপক, আপনাকে ভাগ্যের মতো পরিচর্যা ক'রি ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি অশ্বের পোষক, আপনি গোসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন, আপনি হিরণ্ময়শরীর ও উৎস সদৃশ। আপনি আমাদের যা দান করতে বাসনা করেন, তা কেউই হিংসা করতে পারে না। অতএব যা যাচ্ঞা ক'রি, তা আহরণ করুন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আগমন করুন। আপনি ধনদানের জন্য পরিচর্যাকারীকে ধন প্রদান করুন। আমি গাভী ইচ্ছা ক'রি, আমাকে গোসমূহ প্রদান করুন। আমি অশ্ব ইচ্ছা ক'রি, আমাকে অশ্ব প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বহুশত ও বহুসহস্র পশুযূথ প্রদানের অনুমতি করুন। নগরবিদারক ইন্দ্রকে রক্ষার জন্য স্তব ক'রে নানারকম বাক্যযুক্ত হয়ে তাঁকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করবো ॥ ৮॥

হে ইন্দ্র! হে শতক্রতু! হে অপ্রতিহত ক্রোধবিশিষ্ট! হে সংগ্রামে অহঙ্কারবিশিষ্ট! যে মেধাশূন্য বা মেধাবী আপনার স্তব করে, আপনার অনুগ্রহে সে আনন্দিত হয় ॥ ৯॥

উগ্রবাহু, বধকারী, নগরবিদারী ইন্দ্র যদি আমার আহ্বান শ্রবণ করেন, তাহলে আমরা ধনাভিলাষে ধনপতি, বহুকর্মা ইন্দ্রকে স্তোত্রের দ্বারা আহ্বান করবো ॥ ১০॥

আমরা পাপী, আমরা ইন্দ্রকে জানি না। আমরা ধনশূন্য, আমরা অগ্নিরহিত, আমরা ইন্দ্রকে জ্ঞাত নই, অতএব এইক্ষণে আমরা সোম অভিযুত হ'লে তার জন্য একত্রিত হয়ে ইন্দ্রকে সখা ক'রে নেবো ॥ ১১॥

উগ্র ও যুদ্ধে অভিভবকর ইন্দ্রকে আমরা যোজিত করবো। তাঁর পূজা ধ্যানের মতো অবশ্য প্রদেয়। তিনি অহিংসনীয়, রথস্বামী এবং বহু অশ্বের সাথে মিলিত বেগবান্ অশ্বকে জ্ঞাত আছেন। তিনি দাতা, তিনি বহুলোকের মধ্যে আমাদের প্রাপ্ত হয়েছেন ॥ ১২॥

হে ইন্দ্র! যা হ'তে আমরা ভয় প্রাপ্ত হই তা হ'তে আমাকে অভয় প্রদান করুন। হে মঘবন্! আপনি সমর্থ, আমাদের অভয় প্রদানের জন্য রক্ষাকার্য সম্পাদনের দ্বারা শত্রুবর্গকে ও হিংসাকারিগণকে বিনাশ করুন ॥ ১৩॥

হে ধনস্বামী! আপনিই মহাধনের পরিচর্যাকারীর গৃহের বর্ধয়িতা। হে মঘবন্! হে স্তুতিভাক্! আপনি এইরকম হওয়াতে আমরা সোম অভিষব ক'রে আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ১৪॥

এই ইন্দ্র সকলের জ্ঞাতা, ইনি বৃত্রহা, ইনি পরপালয়িতা ও বরণীয়। সেই ইন্দ্র আমাদের পুত্র রক্ষা করুন। শেষ পুত্র রক্ষা করুন, মধ্যম পুত্র রক্ষা করুন, আমাদের সম্মুখ ও উভয় দিক্ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ১৫॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের পশ্চাৎভাগ হ'তে পূর্বভাগ হ'তে, ও অধোভাগ হ'তে ও উত্তর ভাগ হ'তে সর্বদিক্ হ'তে রক্ষা করুন। হে ইন্দ্র! দৈব ভয় আমাদের নিকট হ'তে দূরে নিক্ষেপ করুন, অদেব অস্ত্রশস্ত্র দূর ক'রে দিন ॥ ১৬॥

হে ইন্দ্র! অদ্য ও কল্য এবং পরেও আমাদের ত্রাণ করুন। হে সাধুবর্গের পালক! আমরা আপনার স্তোতা, সকল দিবস আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৭॥

এই মঘবান্ শূর, বহুধনবিশিষ্ট, ইন্দ্র বীরত্বের জন্য সকলের সাথে মিলিত হন। হে শতক্রতু! আপনার সেই দুই অভিলাষপ্রদ বাহু বজ্র গ্রহণ করুক ॥ ১৮॥

টীকা — ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতিই ইন্দ্র—এই সূক্তে তা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৩৯ বা ৫১৫, ৫১৫, ৬৪০ বা ১২৭, ৬৪৩, ৬৪০ বা ১২০, ৬৪৩, ৫৪৮ বা ১০৫, ৫৪৮, ৫৯৬ ও ৫৯৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১, ২, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৩, ১৪, ১৭ ও ১৮ ঋকের উল্লেখ আছে। তারই প্রসঙ্গে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। যেমন,—১ ঋক্— "বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতা আমাদের অভিমুখী হয়ে, আমাদের কর্মবাকাত্মক এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন; এবং সর্বশক্তিমান শ্রেষ্ঠ ধনসম্পন্ন দেবতা আমাদের সৎকর্মসাধক ক'রে আমাদের সত্ত্বভাব প্রদান করবার জন্য আগমন করুন। [ভাব এই যে,—আমাদের সৎকর্ম সহযুত প্রার্থনা শ্রবণ ক'রে আমাদের সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন।—ভগবান্ আমাদের বাক্যাত্মিকা অর্থাৎ হৃদয় হ'তে উৎসারিত

স্তুতিবাক্য শ্রবণ করুন। তিনি আমাদের কর্মাত্মিকা প্রার্থনাও শ্রবণ করুন; হৃদয়কে নির্মল করবার জন্য, রিপুদের পরাজিত বা দমন করবার জন্য যে সকল সৎকর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তা-ই কর্মাত্মিকা প্রার্থনা। এই কর্মাত্মিকা ও বাক্যাত্মিকা প্রার্থনার পর সাধক 'সোমপীতয়ে' অর্থাৎ তাঁর হৃদয়-সঞ্জাত সত্ত্বভাব বা শুদ্ধসত্ত্বময় ভক্তিরস আস্বাদনের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন। সাধনার এই ক্রমটিই এই মন্ত্রে পরিস্ফুটিত]।—ইত্যাদি॥—২ ঋক্—"বিশ্ববাসী জনসমূহ অর্থাৎ সকল লোক সেই স্বতন্ত্র, অভীষ্টবর্ষক, প্রসিদ্ধ পরম দেবতাকেই প্রাপ্ত হোক; অপিচ, হে দেব শ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন; হে দেব! আপনার অন্তঃকরণ সাধকদের শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণেচ্ছু অর্থাৎ আপনি মুক্তির প্রদাতা।" (মন্ত্রটি ভগবানের মাহাত্ম্যখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! মুক্তিদাতা আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন; সকল লোক আপনার কৃপায় মোক্ষপ্রাপ্ত হোক)। [তিনভাগে বিভক্তব্য এই মন্ত্রের প্রথম দুটি অংশে প্রার্থনা ও তৃতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপন আছে। এই মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে যে একটা বিশ্বজনীনতার ভাব ফুটে উঠেছে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশ্বপ্রেমের মূলে আছে—দার্শনিক জ্ঞান, বিশ্বের একত্বের ধারণা। বিশ্ব ভগবান্ থেকে এসেছে, এটি তাঁতে 'সূত্রে মণিগণা ইব' বিধৃত আছে। এর এক অংশকে পশ্চাতে ফেলে অন্য অংশের অগ্রসর হবার উপায় নেই। পশ্চাতের অংশ অন্য অংশকে পশ্চাতেই টানবে। শুধু তাই নয়, বিশ্বে যদি সত্যের, জ্ঞানের আধিপত্য স্থাপিত না হয়, বিশ্ববাসীসকল যদি পবিত্র না হয়, তাহলে উন্নত অংশও পারিপার্শ্বিকতার চাপে অবনত হয়ে পড়তে বাধ্য হবে। সুতরাং মোক্ষলাভ করতে হ'লে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সেই অবস্থা লাভের উপযোগী হওয়া চাই। আর্য ঋষিগণ এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন সৃষ্টির সেই আদিমতম মুহূর্তেই এবং তাঁদের অদ্ভুত শিক্ষাপ্রণালীর গুণে সমাজের সর্বস্তরেই এই জ্ঞান বিস্তৃতি লাভ করেছিল]।—ইত্যাদি॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৬২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বের পুত্র প্রগাথ। ছন্দ : বৃহতী]

প্রো অস্মা উপস্তুতিং ভরতা যজ্জুজোষতি।
উক্থৈরিন্দ্রস্য মাহিনং বয়ো বর্ধন্তি সোমিনো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ১॥
অয়ুজো অসমো নৃভিরেকঃ কৃষ্টীরয়াস্যঃ।
পূর্বীরতি প্র বাবৃধে বিশ্বা জাতান্যোজসা ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ২॥
অহিতেন চিদর্বতা জীরদানুঃ সিষাসতি।
প্রবাচ্যমিন্দ্র তত্তব বীর্যাণি করিষ্যতো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৩॥
আ যাহি কৃণবাম ত ইন্দ্র ব্রহ্মাণি বর্ধনা।
যেভিঃ শবিষ্ঠ চাকনো ভদ্রমিহ শ্রবস্যতে ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৪॥
ধৃষতশ্চিদ্ধৃষন্মনঃ কৃণোষীন্দ্র যত্ত্বম্।
তীব্রৈঃ সোমৈঃ সপর্যতো নমোভিঃ প্রতিভূষতো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৫॥

অধ চষ্ট ঋচীষমোঽবতা ইব মানুষঃ।
জুষ্টী দক্ষস্য সোমিনঃ সখায়ং কৃণুতে যুজং ভদ্রা ইন্দস্য রাতয়ঃ ॥ ৬॥
বিশ্বে ত ইন্দ্র বীর্যং দেবা অনু ক্রতুং দদুঃ।
ভুবো বিশ্বস্য গোপতিঃ পুরুষ্টুত ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয় ॥ ৭॥
গৃণে তদিন্দ্র তে শব উপমং দেবতাতয়ে ।
যদ্ধংসি বৃত্রমোজসা শচীপতে ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৮॥
সমনেব বপুষ্যতঃ কৃণবন্মানুষা যুগা।
বিদে তদিন্দ্রশ্চেতনমধ শ্রুতো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৯॥
উজ্জাতমিন্দ্র তে শব উত্ত্বামুত্তব ক্রতুম্।
ভূরিগো ভূরি বাবৃধুর্মঘবত্তব শর্মণি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ১০॥
অহং চ ত্বং চ বৃত্রহন্ত্সং যুজ্যাব সনিভ্য আ।
অরাতীবা চিদদ্রিবোঽনু নৌ শূর মংসতে ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ১১॥
সত্যমিদ্বা উ তং বয়মিন্দ্রং স্তবাম নানৃতম্।
মহাঁ অসুন্বতো বধো ভূরি জ্যোতীংষি সুন্বতো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — যেহেতু ইন্দ্র সেবা করেন, অতএব তাঁর উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ করো। সোমযুক্ত লোকে ইন্দ্রের প্রচুর অন্ন উক্‌থ মন্ত্রের দ্বারা বর্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ১॥

অসহায়, অসদৃশ, অন্য দেবগণের মুখ্য, বিনাশের অশক্য ইন্দ্র পূর্ব প্রজাবর্গকে ও সমস্ত জাত বস্তুকে অতিক্রম ক'রে বর্ধিত হচ্ছেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ২॥

ধনদাতা ইন্দ্র অযোজিত অশ্বের সাহায্যে ভোগ করতে ইচ্ছা করছেন। হে ইন্দ্র। আপনি সামর্থ্যপ্রদ, আপনার মহত্ত্ব স্তুতিযোগ্য। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥৩॥

হে ইন্দ্র। আগমন করুন, আপনার উৎসাহবর্ধক উৎকৃষ্ট স্তুতি করবো। হে সর্বাপেক্ষা বলবান্ ইন্দ্র। আপনি এই স্তুতি প্রযুক্ত অন্নাভিলাষী স্তোতার মঙ্গল করতে ইচ্ছা করুন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার মন গর্বিত হ'তেও গর্বিত, আপনি তীব্র সোম প্রদানের দ্বারা পরিচর্যাকারী এবং নমস্কারের দ্বারা অলঙ্কারকারী যজমান অভিমত ফল প্রদান করুন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্তুতির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ যেমন কূপ দর্শন করে, সেইরকম আমাদের দর্শন করছেন এবং প্রীত হয়ে প্রবৃদ্ধ সোমযুক্ত যজমানের উপযুক্ত বন্ধু হচ্ছেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥৬॥

হে ইন্দ্র। আপনার বীর্য ও আপনার প্রজ্ঞা অনুসরণ ক'রে সমস্ত দেববর্গ বীর্য ও প্রজ্ঞা ধারণ করেন। আপনি গোপতি, বহুলোকের স্তুত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র। আপনার সেই উপমানভূত বল যজ্ঞের জন্য স্তুতি ক'রি। হে যজ্ঞপতি। আপনি বলের দ্বারা বৃত্রকে হনন করেছেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥৮॥

প্রণয়বতী রমণী যেমন রূপাভিলাষী পুরুষকে বশীভূত করে, সেইরকম ইন্দ্র মানবগণকে

বশীভূত করেন। তারা সংবৎসর ইত্যাদি কাল লাভ করে, ইন্দ্র তাদের জ্ঞাত করে দেন, অতএব তিনি সর্বত্র বিখ্যাত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! বহু পশুবিশিষ্ট যে যজমানবৃন্দ আপনার প্রদত্ত সুখভোগ করে, তারা আপনার উৎপন্ন বল প্রভূতভাবে বর্ধিত করে, আপনাকে বর্ধিত করে, আপনার প্রজ্ঞা বর্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! যাবৎ ধন না প্রাপ্ত হই, তাবৎ আপনাতে ও আমাতে মিলিত হবো। হে বৃত্রহা, বজ্রবান্ ও শূর! অদানশীল ব্যক্তিও আপনার দানের প্রশংসা করবে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ১১ ॥

আমরা ইন্দ্রকে সত্যই স্তব করবো, মিথ্যা স্তব করবো না, ইন্দ্র যজ্ঞবিরতগণকে প্রভূত পরিমাণে বধ করেন, অভিষবকারীকে প্রভূত জ্যোতিঃ প্রদান করেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর ॥ ১২ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৭৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ৮ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। এই সূক্তেই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—"সকল সৎকর্মের নেতা পরমৈশ্বর্যশালী হে ভগবন্! আপনার বলের অন্ত নেই।" (ভাবার্থ—ভগবান্ শ্রেষ্ঠবলসম্পন্ন, সকল শক্তির আধারভূত)। "অপিচ, আপনি বলের দ্বারা সৎভাবের বিনাশক অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বিনাশ করেন। যেহেতু আপনি সর্ববলের আধার, সেই জন্য সৎকর্ম-সাধনের জন্য আপনাকে স্তুতি ক'রি।" (ভাব এই যে,—হে ভগবান্, আপনি শক্তিস্বরূপ; আমাকে শত্রুনাশের সামর্থ্য প্রদান করুন; সৎকর্মে নিয়োজিত ক'রে আমাকে উদ্ধার করুন)। [এখানে সাধক পাপ-কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা না ক'রে নিজে শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করছেন]—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৬৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র, কেবল শেষ ঋক্ দেববৃন্দ। ঋষি : কণ্বের পুত্র প্রগাথ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্]

স পূর্ব্যো মহানাং বেনঃ ক্রতুভিরানজে।
যস্য দ্বারা মনুষ্পিতা দেবেষু ধিয় আনজে ॥ ১ ॥
দিবো মানং নোৎসদন্ত্সোমপৃষ্ঠাসো অদ্রয়ঃ। উক্‌থা ব্রহ্মচ শংস্যা ॥ ২ ॥
স বিদ্বাঁ অঙ্গিরোভ্য ইন্দ্রো গা অবৃণোদপ। স্তুষে তদস্য পৌংস্যম্ ॥ ৩ ॥
স প্রত্নথা কবিবৃধ ইন্দ্রো বাকস্য বক্ষণি।
শিবো অর্কস্য হোমন্যস্মত্রা গন্ত্ববসে ॥ ৪ ॥
আদূ নু তে অনু ক্রতুং স্বাহা বরস্য যজ্যবঃ।
শ্বাত্রমর্কা অনূষতেন্দ্র গোত্রস্য দাবনে ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রে বিশ্বানি বীর্যা কৃতানি কর্ত্বানি চ। যমর্কা অধ্বরং বিদুঃ ॥ ৬ ॥
যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশেন্দ্রে ঘোষা অসৃক্ষত।
অস্তৃণাদ্বর্হণা বিপোঽর্যো মানস্য স ক্ষয়ঃ ॥ ৭ ॥

ইমাম্ তে অনুষ্টুতিশ্চকৃষে তানি পৌংস্যা। প্রাবশ্চক্রস্য বর্তনিম্ ॥ ৮॥
অস্য বৃষ্ণো ব্যোদন উরু ক্রমিষ্ট জীবসে। যবং ন পশ্ব আ দদে ॥ ৯॥
তদ্দধানা অবস্যবো যুষ্মাভির্দক্ষপিতরঃ। স্যাম মরুত্বতো বৃধে ॥ ১০॥
বল্ঋত্বিয়ায় ধাম্ন ঋক্বভিঃ শূর নোনুমঃ। জেষামেন্দ্র ত্বয়া যুজা ॥ ১১॥
অস্মে রুদ্রা মেহনা পর্বতাসো বৃত্রহত্যে ভরহূতৌ সজোষাঃ।
যঃ শংসতে স্তুবতে ধায়ি পজ্র ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা অস্মাঁ অবন্তু দেবাঃ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — তিনি প্রধান, তিনি পূজ্যগণের কর্মপ্রযুক্ত কমনীয়, তিনি আগমন করছেন। ইন্দ্রকে লাভ করবার উপায়স্বরূপ কর্মসকলকে পিতা মনু দেববৃন্দের মধ্যে প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥ ১॥

সোমাভিষবে নিযুক্ত প্রস্তরসকল স্বর্গের নির্মাতা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে না, উক্থ ও স্তোত্রসকল উচ্চারণ করা উচিত ॥ ২॥

বিদ্বান্ ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের জন্য গোসকল অপাবৃত করেছিলেন, তাঁর সেই পুরুষত্বের স্তুতি করি ॥ ৩॥

ইন্দ্র পূর্বের মতো একালেও কবিবৃন্দের বর্ধয়িতা, স্তোতার কার্যনির্বাহক, সুখকর, অর্চনীয় সোমের হোমকালে আমাদের রক্ষার জন্য গমন করুন ॥ ৪॥

স্বাহাদেবীর পতির উদ্দেশে যাগকারিগণ, হে ইন্দ্র! আপনারই কীর্তিসকল গান করছে, স্তোতাগণ শীঘ্র ধনদানের জন্য ইন্দ্রের স্তব করছে ॥ ৫॥

সমস্ত বীর্য, সমস্ত কর্তব্য কার্য ইন্দ্রেই বর্তমান, স্তোতাগণ ইন্দ্রকে অক্ষর ব'লে জ্ঞাত আছেন ॥ ৬॥

যখন পঞ্চ জনপদের লোক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি ঘোষণা করে, তখন ইন্দ্র নিজের মহিমায় শত্রুবৃন্দকে বধ করেন। আর্য ইন্দ্র স্তোতাকৃত পূজার নিবাসস্থান ॥ ৭॥

হে ইন্দ্র! যেহেতু আপনি সেইসকল পৌরুষকর কার্য করেছেন, অতএব আপনাকে এই স্তুতি করছি, চক্রের পথ রক্ষা করুন ॥ ৮॥

বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রের প্রদত্ত নানারকম অন্ন লব্ধ হ'লে লোকসকল জীবনের জন্য নানারকম কর্ম করে, পশুগণের মতো তারা যব গ্রহণ করে ॥ ৯॥

আমরা স্তোত্রকারী, রক্ষাভিলাষী ঋত্বিক্। তোমাদের সাথে যেন আমরা মরুৎবিশিষ্ট ইন্দ্রের বর্ধনের জন্য অন্নের পালক হই ॥ ১০॥

আপনি যাগকালে প্রাদুর্ভূত ও তেজবিশিষ্ট। হে শূর ইন্দ্র! মন্ত্রের দ্বারা সত্যই আপনার স্তব করবো, সহায়তায় জয়লাভ করবো ॥ ১১॥

জলসেকবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মেঘগণ এবং আহ্বানে আনন্দযুক্ত যে বৃত্রহন্তা ইন্দ্র স্তুতিকারী ও শাস্ত্র পাঠকারী যজমানের নিকট বেগে আগমন করেন, তিনিও আমাদের রক্ষা করুন। ইন্দ্রই দেবগণের জ্যেষ্ঠ ॥ ১২॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৬৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—"দেবভাবসমূহের অধিকারী মানব, যে দেবতাকে প্রাপ্তির উপায়ভূত সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেন, জ্যোতির্ময় আদিভূত সেই

সাধকদের প্রাপ্ত হন।" (ভাব এই যে,
দেবতা সাধকদের কর্মের দ্বারা প্রীত হয়ে আগমন করেন, অর্থাৎ সাধকদের প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাঁদের মোক্ষ-প্রদান করেন)।
—সৎকর্ম-সমূহের দ্বারা প্রীত হয়ে, ভগবান্ সাধকদের প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ভগবানকে পাওয়া যায়—এই সত্যটিই
[এই মন্ত্রে কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে। সৎকর্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়—এই সত্যটিই
এখানে রয়েছে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যে, সৎকর্মের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়
বটে, কিন্তু সেই সৎকর্ম সাধনের পূর্বে অথবা তার সঙ্গেই হৃদয়কে পবিত্র করা চাই। হৃদয়ে দেবভাবের
উপজন হ'লে সাধক অনায়াসেই কর্মমার্গ অবলম্বন ক'রে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন। আবার,
হৃদয়ে দেবভাবের উপজন হ'লেও তার পরেও সাধককে সৎ-কর্ম সম্পাদনে রত থাকতে হয়, অথবা
তখনই মোক্ষলাভের উপায়ভূত কর্মযোগ সাধনের প্রকৃত অধিকার জন্মে। শুদ্ধ পবিত্র হৃদয় নিয়ে সাধক
আদিভূত জ্যোতির্ময় (বেনঃ) সেই পরম দেবতার আরাধনায় মগ্ন হবেন]।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৬৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বের পুত্র প্রগাথ। ছন্দ : গায়ত্রী]

উত্ত্বা মন্দন্তু স্তোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ। অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি ॥ ১॥
পদা পণীঁররাধসো নি বাধস্ব মহাঁ অসি। ন হি ত্বা কশ্চন প্রতি ॥ ২॥
ত্বমীশিষে সুতানামিন্দ্র ত্বমসুতানাম্। ত্বং রাজা জনানাম্ ॥ ৩॥
এহি প্রেহি ক্ষয়ো দিব্যা ঘোষঞ্চর্ষণীনাং। ওভে পৃণাসি রোদসী ॥ ৪॥
ত্যং চিৎপর্বতং গিরিং শতবন্তং সহস্রিণম্। বি স্তোতৃভ্যো রুরোজিথ ॥ ৫॥
বয়মু ত্বা দিবা সুতে বয়ং নক্তং হবামহে। অস্মাকং কামমা পৃণ ॥ ৬॥
ক্বস্য বৃষভো যুবা তুবিগ্রীবো অনানতঃ। ব্রহ্মা কস্তং সপর্যতি ॥ ৭॥
কস্য স্বিৎসবনং বৃষা জুজুর্বাঁ অব গচ্ছতি। ইন্দ্রং ক উ স্বিদা চকে ॥ ৮॥
কং তে দানা অসক্ষত বৃত্রহন্ কং সুবীর্যা। উক্থে ক উ স্বিদন্তমঃ ॥ ৯॥
অয়ং তে মানুষে জনে সোমঃ পূরুষু সূয়তে। তস্যেহি প্র দ্রবা পিব ॥ ১০॥
অয়ং তে শর্যণাবতি সুষোমায়ামধি প্রিয়ঃ। আর্জীকীয়ে মদিন্তমঃ।।১১
তমদ্য রাধসে মহে চারুং মদায় ঘৃষ্বয়ে। এহীমিন্দ্র দ্রবা পিব।।১২

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! স্তুতিসকল আপনাকে উত্তমরূপে প্রমত্ত করুক, হে বজ্রবান্! ধন প্রদান করুন, স্তুতিবিদ্বেষীগণকে বিনাশ করুন ॥ ১ ॥

লুব্ধ ধনরহিতগণকে পদের দ্বারা বাধা প্রদান করুন। আপনি মহান, আপনার কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নেই ॥ ২ ॥

আপনি অভিষুত সোমের ঈশ্বর, আপনি অনভিষুত সোমের ঈশ্বর, আপনি জনসমূহের রাজা ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আগমন করুন, মানবগণের জন্য যজ্ঞগৃহ শব্দে পূর্ণ ক'রে স্বর্গ হ'তে গমন করুন। আপনি দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ ক'রে থাকেন ॥ ৪ ॥

আপনি স্তোতাবর্গের জন্য পর্ববিশিষ্ট শত এবং সহস্র জলবিশিষ্ট মেঘকে বিদীর্ণ করেছেন ॥ ৫ ॥

সোম অভিষুত হ'লে আমরা দিবারাত্র আপনাকে আহ্বান করি, আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥ ৬ ॥

সেই বৃষ্টিপ্রদ, নিত্য তরুণ, বিস্তীর্ণস্কন্ধবিশিষ্ট, অনবনত ইন্দ্র কোথায় আছেন? কোন্ স্তোতা তাঁকে স্তুতি করে? ॥ ৭ ॥

বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্র প্রীত হয়ে কোন্ যজমানের যজ্ঞ অবগত হন? কোন্ যজমান ইন্দ্রকে স্তব করতে জানে? ॥ ৮ ॥

যজমানের দান আপনার সেবা করে। হে বৃত্রহা! শাস্ত্রপাঠকালে সুন্দর বীর্যযুক্ত স্তোত্রসকল আপনাকে সেবা করে। আপনি কিরকম? কে যুদ্ধে নিকটবর্তী হয়? ॥ ৯ ॥

বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে আমি আপনার জন্য সোম অভিষব করছি, দ্রুতগামী হোন এবং পান করুন ॥ ১০ ॥

এই সোম শর্যণাবতী, সুষোমা নদীতে আপনাকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত করে, আর্জীকীয়তে আপনাকে সর্বাপেক্ষা প্রমত্ত করে ॥ ১১ ॥

আপনি অদ্য সেই মনোহর সোম আমাদের ধনের জন্য ও শত্রুবর্গের বিনাশকর মত্ততার জন্য পান করুন। হে ইন্দ্র। শীঘ্র সোমপাত্রের দিকে গমন করুন ॥ ১২ ॥

টীকা — ১১ ঋকে মূলে 'শর্যণাবতী' আছে। সায়ণ পূর্বে শর্য্যা নদী বিশেষের নাম ব'লে ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু এখানে শর্যণা শব্দে শরতৃণ করেছেন। সুষোমা সিন্ধু নদীর একটি নাম। আর্জীকীয়া বিপাশা নদীর অর্থাৎ আধুনিক বেয়া নদীর একটি নাম। ১০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দ্রষ্টব্য।—স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত এই সূক্তটির ১, ২, ৩ ও ৭ ঋকের আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র মধ্যে যথাক্রমে ৫৫৯ বা ১১০, ৫৫৯, ৫৫৯ ও ৯৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঋকের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে; যথা,—১ ঋক্—"অদ্রির ন্যায় দৃঢ় অচঞ্চল হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ (সৎকর্মনিবহ) আপনাকে আনন্দিত (বিচলিত) করে; আপনি আমাদের পরমার্থরূপ ধন এবং রক্ষা প্রদান করুন; আর আমাদের রিপুশত্রুগণকে বিনাশ করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদের শত্রুগণকে নাশ ক'রে আমাদের আশ্রয় প্রদান করুন ও পরমার্থ প্রদান করুন)। [পর্বতের ন্যায় দৃঢ় অর্থাৎ অচঞ্চল আনন্দময় ভগবান্ কিভাবে বিচলিত হন, আনন্দের সাগরে কিভাবে কার দ্বারা আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হয়? 'স্তোমা' পদ তা-ই নির্দেশ করছে। সৎকর্মের অনুষ্ঠানে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হ'লে সেই অবস্থা উপনীত হয়; অর্থাৎ সৎকর্ম অথবা শুদ্ধসত্ত্বভাব সেই অচঞ্চল ভগবানকেও বিচলিত করতে পারে; তার পর, লক্ষণীয়, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে,—আমাদের পরমার্থরূপ ধন প্রদান করুন, আশ্রয়দানে রক্ষা করুন। সে পক্ষে তিনি আর কি করবেন? 'ব্রহ্মবিদ্বেষিদের হনন করুন।' এখানে 'ব্রহ্মদ্বিষঃ' পদে 'ব্রাহ্মণদের হিংসাকারী' অর্থ কেন গ্রহণ করবো? ভগবানের প্রতি যারা হিংসপরায়ণ, সৎকর্মে যারা বাধা প্রদানকারী, তারাই ব্রহ্মদ্বিষ নামে অভিহিত হয় না কি? এ পক্ষে আমাদের রিপুগণের প্রতিই লক্ষ্য আসে। কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগণই ভগবানের কার্যে (সৎকর্মে) বাধা প্রদান করে। এখানেই রিপুগণের প্রভাব নাশের কামনাই প্রকাশিত]।—ইত্যাদি। উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋকগুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৬৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বের পুত্র প্রগাথ। ছন্দ : গায়ত্রী]

যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্ন্যগ্‌বা হূয়াসে নৃভিঃ। আ যাহি তূয়মাশুভিঃ ॥ ১॥
যদ্বা প্রস্রবণে দিবো মাদয়াসে স্বর্ণরে। যদ্বা সমুদ্রে অন্ধসঃ ॥ ২॥
আ ত্বা গীর্ভির্মহামুরুং হুবে গামিব ভোজসে। ইন্দ্র সোমস্য পীতয়ে ॥ ৩॥
আ ত ইন্দ্র মহিমানং হরয়ো দেব তে মহঃ। রথে বহন্তু বিভ্রতঃ ॥ ৪॥
ইন্দ্র গৃণীষ উ স্তুষে মহাঁ উগ্র ঈশানকৃৎ। এহি নঃ সুতং পিব ॥ ৫॥
সুতাবন্তস্ত্বা বয়ং প্রয়স্বন্তো হবামহে। ইদং নো বর্হিরাসদে ॥ ৬॥
যচ্চিদ্ধি শশ্বতামসীন্দ্র সাধারণস্ত্বম্। তং ত্বা বয়ং হবামহে ॥ ৭॥
ইদং তে সোম্যং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ। জুষাণ ইন্দ্র তৎপিব ॥ ৮॥
বিশ্বাঁ অর্যো বিপশ্চিতোঽতি খ্যস্তূয়মা গহি। অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৯॥
দাতা মে পৃষতীনাং রাজা হিরণ্যবীনাম্। মা দেবা মঘবা রিষৎ ॥ ১০॥
সহস্রে পৃষতীনামধি শ্চন্দ্রং বৃহৎপৃথু। শুক্রং হিরণ্যমা দদে ॥ ১১॥
নপাতো দুর্গহস্য মে সহস্রেণ সুরাধসঃ। শ্রবো দেবেষ্বক্রত ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! যেহেতু লোকে পূর্বদিক্, পশ্চিমদিক্, উত্তরদিক্ ও নিম্নদিক্ হ'তে আপনাকে আহ্বান করে, অতএব শীঘ্র অশ্বের সাহায্যে আগমন করুন ॥ ১ ॥

আপনি দ্যুলোকের প্রস্রবণে প্রমত্ত হন, ভূলোকে প্রমত্ত হন, অন্নের অপাদানভূত অন্তরীক্ষে প্রমত্ত হন ॥ ২ ॥

অতএব হে ইন্দ্র! আপনাকে স্তুতির দ্বারা আহ্বান ক'রি। আপনি মহান্ ও প্রভূত। সোমপানের জন্য ও ভোগের জন্য আপনাকে গাভীর মতো আহ্বান ক'রি ॥ ৩ ॥

রথে যোজিত অশ্বগণ আপনার মহিমা ও আপনার তেজ আহ্বান করুক ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! বাক্য ও স্তুতির দ্বারা আপনার স্তব করা হচ্ছে। আপনি মহান্, আপনি উগ্র, আপনি ঐশ্বর্যকারী, আপনি আগমন পূর্বক সোমপান করুন ॥ ৫ ॥

আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট ও অন্নবিশিষ্ট হয়ে আপনাকে আমাদের কুশে উপবেশনের জন্য আহ্বান করছি ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! যেহেতু আপনি অনেক যজমানের সাধারণ, অতএব আমরা আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! অধ্বর্যু প্রভৃতি সকলে সোমসম্বন্ধীয় মধু প্রস্তরের দ্বারা অভিষব করছে। আপনি প্রীত হয়ে তা পান করুন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি স্বামী, আপনি সমস্ত স্তোতাগণকে অতিক্রম করিয়া দর্শন করুন, শীঘ্র আগমন করুন, আমাদিগকে মহৎ অন্ন প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র হিরণ্যবর্ণ গোসমূহের রাজা, তিনি আমাদের দাতা হোন। হে দেববর্গ! মঘবা ইন্দ্র হিংসিত না হোন ॥ ১০ ॥

আমি গোসহস্রের উপরে ধারিত, বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, আহ্লাদকর, নির্মল হিরণ্য স্বীকার করি ॥ ১১ ॥

আমি অরক্ষিত ও দুঃখী; আমার লোকসকল অপরিমিত ধনে ধনবান্ হোক। দেববৃন্দ প্রীত হলে অন্ন লাভ করা যায় ॥ ১২ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : প্রগাথের পুত্র কলি। ছন্দ : প্রাগাথ, অনুষ্টুপ্]

তরোভির্বো বিদদ্বসুমিন্দ্রং সবাধ উতয়ে।
বৃহদ্গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে হুবে ভরং ন কারিণম্ ॥ ১ ॥
ন যং দুধ্রা বরন্তে ন স্থিরা মুরো মদে সুশিপ্রমন্ধসঃ।
য আদৃত্যা শশমানায় সুন্বতে দাতা জরিত্র উক্থ্যম্ ॥ ২ ॥
যঃ শক্রো মৃক্ষো অশ্ব্যো যো বা কীজো হিরণ্যয়ঃ।
স ঊর্বস্য রেজয়ত্যপাবৃতিমিন্দ্রো গব্যস্য বৃত্রহা ॥ ৩ ॥
নিখাতং চিদ্যঃ পুরুসম্ভৃতং বসূদিদ্বপতি দাশুষে।
বজ্রী সুশিপ্রো হর্যশ্ব ইৎকরদিন্দ্রঃ ক্রত্বা যথা বশৎ ॥ ৪ ॥
যদ্বাবন্থ পুরুষ্টুত পুরা বিচ্ছুর নৃণাম্।
বয়ং তত্ত ইন্দ্র সং ভরামসি যজ্ঞমুক্থং তুরং বচঃ ॥ ৫ ॥
সচা সোমেষু পুরুহূত বজ্রিবো মদায় দ্যুক্ষ সোমপাঃ।
ত্বমিদ্ধি ব্রহ্মকৃতে কাম্যং বসু দেষ্ঠঃ সুন্বতে ভুবঃ ॥ ৬ ॥
বয়মেনমিদা হ্যোঽপীপেমেহ বজ্রিণম্।
তস্মা উ অদ্য সমনা সুতং ভরা নূনং ভূষত শ্রুতে ॥ ৭ ॥
বৃকশ্চিদস্য বারণ উরামথিরা বয়ুনেষু ভূষতি।
সেমং নঃ স্তোমং জুজুষাণ আ গহীন্দ্র প্র চিত্রয়া ধিয়া ॥ ৮ ॥
কদূ ন্বস্যাকৃতমিন্দ্রস্যাস্তি পৌংস্যম্।
কেনো নু কং শ্রোমতেন ন শুশ্রুবে জনুষঃ পরি বৃত্রহা ॥ ৯ ॥

কদূ মহীরধৃষ্টা অস্য তবিষীঃ কদু বৃত্রঘ্নো অস্তৃতম্।
ইন্দ্রো বিশ্বান্বেকনাটা অহর্দৃশ উত ক্রাত্বা পণীরভি ॥ ১০॥
বয়ং ঘা তে অপূর্ব্যেন্দ্র ব্রহ্মাণি বৃত্রহন্।
পুরূতমাসঃ পুরুহূত বজ্রিবো ভৃতিং ন প্র ভরামসি ॥ ১১॥
পূর্বীশ্চিদ্ধি ত্বে তুবিকূর্মিন্নাশসো হবন্ত ইন্দ্রোতয়ঃ।
তিরশ্চিদর্যঃ সবনা বসো গহি শবিষ্ঠ শ্রুধি মে হবম্ ॥ ১২॥
বয়ং ঘা তে ত্বে ইদ্বিন্দ্র বিপ্রা অপি স্মসি।
নহি ত্বদন্যঃ পুরুহূত কশ্চন মঘবন্নস্তি মর্ডিতা ॥ ১৩॥
ত্বং নো অস্যা অমতেরুত ক্ষুধোঽভিশস্তেরব স্পৃধি।
ত্বং ন উতী তব চিত্রয়া ধিয়া শিক্ষা শচিষ্ঠ গাতুবিৎ ॥ ১৪॥
সোম ইদ্বঃ সুতো অস্তু কলয়ো মা বিভীতন।
অপেদেষ ধ্বস্মায়তি স্বয়ং ঘৈষো অপায়তি ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — তোমরা বাধাযুক্ত হয়ে বেগবান্ অশ্বের সাহায্যে যিনি ধন প্রদান করেন, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃহৎ সাম গান পূর্বক পরিচর্যা করো। লোকে যেমন হিতকারী কুটুম্বপোষক ব্যক্তিকে আহ্বান করে, আমি সেইরকম অভিষুত সোমযুক্ত যজ্ঞে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান ক'রি ॥ ১॥

দুর্ধর্ষ শত্রুবর্গ সুন্দর হনুযুক্ত ইন্দ্রকে নিবারণ করতে পারে না। স্থির দেবগণ তাঁকে নিবারণ করতে পারে না, মানবগণও পারে না। তিনি সোমপানজনিত আনন্দলাভের উদ্দেশে প্রশংসাকারী, সোমাভিষবকারী, স্তোতার উদ্দেশে দান করেন ॥ ২॥

যে শক্র পরিচর্যার যোগ্য, যিনি অশ্ববিদ্যাকুশল, যিনি অদ্ভূত, যিনি হিরণ্ময়। যে আশ্চর্যকৃত বৃত্রঘ্ন ইন্দ্র বহুল গোসমূহকে অপাকৃত ক'রে চালিত করেন ॥ ৩॥

যিনি ভূমির নিম্নাত সংগৃহীত বহুধন যজমানের উদ্দেশে উত্তোলন করেন। সেই বজ্রযুক্ত উত্তম হনুযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র যা ইচ্ছা করেন, কর্মের দ্বারা তা-ই সিদ্ধ করেন ॥ ৪॥

হে বহুলোকের স্তুত শূর ইন্দ্র! পূর্বকালের মতো স্তোতাগণের নিকট যা কামনা করেছেন, তা-ই আমরা শীঘ্র আপনাকে প্রদান করেছি, তা যজ্ঞই হোক, উক্থই হোক, আর বাক্যই হোক, প্রদান করেছি ॥ ৫॥

হে পুরুহূত ও বজ্রবান্ ও স্বর্গযুক্ত সোমপায়ী! সোম অভিষুত হ'লে মদযুক্ত হোন। আপনিই স্তোত্রকারী সোমাভিষবকারীর উদ্দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কমনীয় ধনের দাতা হোন ॥ ৬॥

আমরা এক্ষণে এবং কল্য এই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করবো। তাঁরই উদ্দেশে এই যুদ্ধে অভিষুত সোম আহরণ করো। স্তোত্র শ্রুত হ'লে তিনি যেন আগমন করেন ॥ ৭॥

চোর যদিও সকলের নিবারণকারী এবং পথগামীগণের বিনাশক, তথাপি সে ইন্দ্রের কার্যে ব্যাঘাত করতে পারেনি। হে ইন্দ্র! সেই আপনি প্রীত হয়ে আগমন করুন। হে ইন্দ্র! বিচিত্র কর্মবলে বিশেষভাবে আগমন করুন ॥ ৮॥

কোন্ পৌরুষকর কার্য ইন্দ্রের অনাচরিত আছে? তাঁর কোন্ রকম পৌরুষকার্য শ্রুতিগোচর না

হয়? এই বৃত্রহা জন্মাবধি বিখ্যাত ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রের মহাবল কখন অধর্ষক হয়েছিল? ইন্দ্রের হন্তব্য কবে অহিংসিত হয়েছিল? হে ইন্দ্র! সমস্ত সুদখোর দিবসগণনাকারীদের এবং বণিকগণকে তাড়না ইত্যাদির দ্বারা অভিভব করুন ॥ ১০ ॥

হে বৃত্রহা, পুরুহূত, বজ্রবান্ ইন্দ্র! আপনারই উদ্দেশে আমরা অনেকে ভৃতির মতো নূতন স্তোত্র প্রদান ক'রি ॥ ১১ ॥

হে বহুকর্মবান! বহুসংখ্যক আশা আপনাতেই অবস্থিত, রক্ষাও আপনাতেই অবস্থিত, স্তোতাগণ আপনাকে আহ্বান করে। অতএব হে ইন্দ্র! অরির সবনসকল অতিক্রম ক'রে আমাদের সবনে আগমন করুন। হে মহাবল! আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনারই, আমরা আপনার স্তোতা হয়েছি। হে পুরুহূত মঘবন্! আপনি ভিন্ন আর কেউ সুখপ্রদ নেই ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের এই দারিদ্র্য, এই ক্ষুধা এবং নিন্দার হস্ত হ'তে মোচিত করুন। আপনি আমাদের উদ্দেশে রক্ষা এবং বিচিত্র কর্মের দ্বারা অভিমত প্রদান করুন। হে সর্বাপেক্ষা বলবান্! আপনি উপায়জ্ঞ ॥ ১৪ ॥

তোমাদেরই সোম অভিষুত হোক। হে কলিগণ! ভীত হয়ো না। এই রাক্ষস ইত্যাদি দূর হয়ে যাচ্ছে। এরা আপনিই অপগত হচ্ছে ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১০ ঋকে 'সুদখোর দিবসগণনাকারীদের' কথা বলা হয়েছে; কারণ মূলে 'বেকনাটান্ অহর্দৃশ' আছে। ১৪ ঋকে 'কলিগণ' শব্দের মূলে 'কলয়ঃ' আছে।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'র ২৮৯ বা ১২০, ২৮৯, ৬৯৩ বা ১৩২ ও ৬৯৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১, ২, ৭ ও ৮ ঋক্‌টি উল্লেখিত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদের হিতসাধনের জন্য (আমাদের আত্মমঙ্গল সাধনের জন্য) বাধাপ্রাপ্ত হয়েও (রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত তোমরা) আত্মরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বসমন্বিত সৎকর্মে (হিংসারহিত যাগে) সর্বথা স্তোত্রপরায়ণ হয়ে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞাপক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে অবিলম্বে (সত্বর) পূজা করো; তার জন্য উপাসকগণের পালক সেই ভগবান্‌কে আমি আহ্বান করছি। (সেই ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলিকে সেই অনুসারী করুন,—প্রার্থনার এটাই ভাবার্থ)।" [মন্ত্রের অন্তর্গত 'সবাধঃ' পদ ভগবানের প্রতি অগ্রসর হবার পথে যেসব বাধা আছে, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদের বাধই এখানকার লক্ষ্যস্থল। 'উতয়ে' পদে আত্মরক্ষার কামনা প্রকাশ পায়। 'সুতসোমে' ও 'অধ্বরে' পদ দু'টিতে সত্ত্বভাব-সমন্বিত সৎকর্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'বৃহৎ গায়ত' পদ দু'টিতে প্রকৃষ্টরূপে অর্চনার ভাব প্রাপ্ত হই। 'তরোভিঃ' পদে সত্বর অর্থাৎ অবিলম্বে ভগবানের কার্যে ব্রতী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে—এমন ভাব প্রকাশ পায়। 'ভরং ন কারিণম্' বাক্যাংশে সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারিদের রক্ষক ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে। তিনি 'কারিণং' অর্থাৎ সৎকর্মকারীকে 'ভরং' অর্থাৎ পোষণ করেন—এই ভাব ঐ বাক্যাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপমার ভাব বিশ্লেষণ করতে গেলে বলা যায়, সৎকর্মকারিদের তিনি যেমন পোষণকর্তা, আমাদেরও তেমনই পোষণকর্তা হোন। তাঁরই গুণে গুণান্বিত সেই তাঁকে, তাঁর কৃপা পাবার জন্য, আমি অর্চনা করছি]।—ইত্যাদি।—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্টগুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৬৭ সূক্ত —

[দেবতা : আদিত্যগণ। ঋষি : সম্মদ নামক মহর্ষীণের পুত্র মৎস্য; মিত্র ও বরুণের পুত্র মান্য, অথবা অনেকগুলি মৎস্য জালবদ্ধ হয়ে এই স্তুতি করেছিল, অতএব তারাই ঋষি। ছন্দ : গায়ত্রী]

ত্যান্নু ক্ষত্রিয়াঁ অব আদিত্যান্যাচিষামহে। সুমৃলীকাঁ অভিষ্টয়ে ॥ ১॥
মিত্রো নো অত্যংহতিং বরুণঃ পর্ষদর্যমা। আদিত্যাসো যথা বিদুঃ ॥ ২॥
তেষাং হি চিত্রমুক্থ্যাং বরূথমস্তি দাশুষে। আদিত্যানামরংকৃতে ॥ ৩॥
মহি বো মহতামবো বরুণ মিত্রার্যমন্। অবাংস্যা বৃণীমহে ॥ ৪॥
জীবান্নো অভি ধেতানাদিত্যাসঃ পুরা হথাৎ। কদ্ধ স্থ হবনশ্রুতঃ ॥ ৫॥
যদ্বঃ শ্রান্তায় সুন্বতে বরূথমস্তি যচ্ছর্দিঃ। তেনা নো অধি বোচত ॥ ৬॥
অস্তি দেবা অংহোরুর্বস্তি রত্নমনাগসঃ। আদিত্যা অদ্ভুতৈনসঃ ॥ ৭॥
মা নঃ সেতুঃ সিষেদয়ং মহে বৃণক্তু নস্পরি। ইন্দ্র ইদ্ধি শ্রুতো বশী ॥ ৮॥
মা নো মৃচা রিপূণাং বৃজিনানামবিষ্যবঃ। দেবা অভি প্র মৃক্ষত ॥ ৯॥
উত ত্বামদিতে মহ্যহং দেব্যুপ ব্রুবে। সুমৃলীকামভিষ্টয়ে ॥ ১০॥
পর্ষি দিনে গভীর আঁ উগ্রপুত্রে জিঘাংসতঃ। মাকিস্তোকস্য নো রিষৎ ॥ ১১॥
অনেহো ন উরুব্রজ উরূচি বি প্রসর্তবে। কৃধি তোকায় জীবসে ॥ ১২॥
যে মূর্ধানঃ ক্ষিতীনামদব্ধাসঃ স্বযশসঃ। ব্রতা রক্ষন্তে অদ্রুহঃ ॥ ১৩॥
তে ন আস্নো বৃকাণামাদিত্যাসো মুমোচত। স্তেনং বদ্ধমিবাদিতে ॥ ১৪॥
আপো ষু ণ ইয়ং শরুরাদিত্যা অপ দুর্মতিঃ। অস্মদেত্বজঘ্নুষী ॥ ১৫॥
শশ্বদ্ধি বঃ সুদানব আদিত্যা ঊতিভির্বয়ম্। পুরা নূনং বুভুজ্মহে ॥ ১৬॥
শশ্বন্তং হি প্রচেতসঃ প্রতিয়ন্তং চিদেনসঃ। দেবাঃ কৃণুথ জীবসে ॥ ১৭॥
তৎসু নো নব্যং সন্যস আদিত্যা যন্মুমোচতি। বন্ধাদ্বদ্ধমিবাদিতে ॥ ১৮॥
নাস্মাকমস্তি তত্তর আদিত্যাসো অতিষ্কদে। যূয়মস্মভ্যং মৃলত ॥ ১৯॥
মা নো হেতির্বিবস্বত আদিত্যাঃ কৃত্রিমা শরুঃ। পুরা নু জরসো বধীৎ ॥ ২০॥
বি ষু দ্বেষো ব্যংহতিমাদিত্যাসো বি সংহিতম্। বিষ্বগ্বি বৃহতা রপঃ ॥ ২১॥

মন্ত্রার্থ — অভিমত ফল লাভের জন্য, সুখপ্রদ, বলবান্ আদিত্যগণের নিকট রক্ষা যাচ্ঞা করছি ॥ ১॥

মিত্র, বরুণ, অর্যমা, আদিত্যগণ যেহেতু দুঃসহ ব'লে জ্ঞাত আছেন, অতএব অহংতি পার ক'রে দিন ॥ ২॥

আদিত্যগণের বিচিত্র স্তুতিযোগ্য ধন আছে, তা হব্যদাতী যজমানের জন্য ॥ ৩ ॥

হে বরুণাদি! আপনারা মহান্, হব্যদাতার প্রতি আপনাদের রক্ষা মহতী; অতএব আপনাদের রক্ষা প্রার্থনা করছি ॥ ৪ ॥

হে আদিত্যগণ! আমরা জীবিত; ইদানীং আমাদের অভিধাবন করুন। হে আহ্বানশ্রবণকারিগণ! মৃত্যুর পূর্বে আগমন করবেন ॥ ৫ ॥

শ্রান্ত অভিষবকারীকে দাতব্য আপনাদের যে বরণীয় ধন আছে, যে গৃহ আছে, তার দ্বারা প্রীত ক'রে আমাদের প্রতি মিষ্ট কথা বলুন ॥ ৬ ॥

দেবগণ! পাপশীলের মহাপাপ আছে, অপাপ ব্যক্তির রমণীয় সুকৃত আছে। হে পাপশূন্য আদিত্যগণ! আমাদের অভিলষিত প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

জাল যেন আমাকে বন্ধন না করে, মহাকর্মের জন্য আমাদের জাল হ'তে যেন ত্যাগ করে। ইন্দ্রই বিখ্যাত এবং সকলের বশকারী ॥ ৮ ॥

হে দেবগণ! আপনারা আমাদের পরিহার করুন। আমাদের রক্ষা করতে ইচ্ছাপূর্বক হিংসক রিপুবর্গের জালের দ্বারা আমাদের বাধা প্রদান করবেন না ॥ ৯ ॥

হে দেবী অদিতি! আপনি মহতী, আমি অভিমত লাভের জন্য আপনার স্তব করছি ॥ ১০ ॥

হে অদিতি! সকল দিক্ হ'তে রক্ষা করুন। ক্ষীণ, উগ্রপুত্রবিশিষ্ট জলে হিংসাকারীর জাল আমাদের তনয়কে যেন হিংসা না করে ॥ ১১ ॥

হে বিস্তীর্ণগমনবিশিষ্টা ও গুরুতরা অদিতি! আপনি পুত্রের জীবনের জন্য আমাদের জীবিত রাখুন ॥ ১২ ॥

সকলের শীর্ষস্থানীয়, মানবগণের অহিংসাকারী, সুন্দর কীর্তিযুক্ত ও দ্রোহরহিত হয়ে যাঁরা আমাদের কর্ম রক্ষা করেন ॥ ১৩ ॥

হে আদিত্যগণ! সেই আপনারা হিংসাকারীদের মুখ হ'তে ধৃত চোরের মতো আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৪ ॥

হে আদিত্যগণ! এই জাল আমাদের হিংসা করতে অক্ষম হয়ে অপগত হোক। লোকের দুর্বুদ্ধিও অপগত হোক ॥ ১৫ ॥

হে সুন্দর দানশীল আদিত্যগণ! আপনাদের আশ্রয়ে আমরা পূর্বের মতো নানা ভোগ উপভোগ করবো ॥ ১৬ ॥

হে জ্ঞানযুক্ত দেবগণ! যে পাপকারী শত্রু বারংবার আমাদের প্রতি গমন করছে, আমাদের জীবনের জন্য তাদের পৃথক্ করুন ॥ ১৭ ॥

হে আদিত্যগণ! আপনাদের অনুগ্রহে বন্ধন যেমন বদ্ধ পুরুষকে ত্যাগ করে, সেইরকম যে জাল আমাদের পরিত্যাগ করছে, সেই জাল স্তুতিযোগ্য এবং ভজনাযোগ্য হোক ॥ ১৮ ॥

হে আদিত্যগণ! আপনাদের মতো বেগ আমাদের নেই। এই বেগ আমাদের মুক্ত করতে সমর্থ। আপনারা আমাদের সুখী করুন ॥ ১৯ ॥

হে আদিত্যগণ! বিবস্বানের আয়ুধের মতো এই কৃত্রিম জাল পূর্বকালে এবং এইকালে জীর্ণ ব্যক্তিকে বধ করে না ॥ ২০ ॥

হে আদিত্যগণ! দ্বেষকারিবর্গকে উন্মূলিত করুন। পাতকগণকে বিনাশ করুন। সর্বব্যাপী পাপকে বিনাশ করুন ॥ ২১ ॥

টীকা — এই সূক্তে মৎস্যগণের কোনও উল্লেখ নেই, সুতরাং মৎস্য এই সূক্তের ঋষি বিবেচনা করবার কোনও কারণ নেই। সূক্তে যে জালের উল্লেখ আছে, তা মাছধরা জাল নয়, সংসারের বিপদজাল বা শত্রুতার জাল বা পাপজাল, এই রকম অর্থ করলেই সুন্দর ব্যাখ্যা হয়। প্রথম অষ্টকে আধ্যাত্মিক বিচারে আদিত্যগণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

◆ ◆

— ৬৮ সূক্ত —

[দেবতা : ১ থেকে ১৩ ঋক্ ইন্দ্র; ১৪ থেকে ১৯ ঋক্ ঋক্ষ ও অশ্বমেধের দানস্তুতি।
ঋষি : অঙ্গিরা গোত্রোৎপন্ন প্রিয়মেধ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

আ ত্বা রথং যথোতয়ে সুম্নায় বর্তয়ামসি।
তুবিকূর্মিমৃতীষহমিন্দ্র শবিষ্ঠ সৎপতিম্ ॥ ১ ॥
তুবিশুষ্ম তুবিক্রতো শচীবো বিশ্বয়া মতে। আ পপ্রাথ মহিত্বনা ॥ ২ ॥
যস্য তে মহিনা মহঃ পরি জ্মায়ন্তমীয়তুঃ। হস্তা বজ্রং হিরণ্যয়ম্ ॥ ৩ ॥
বিশ্বানরস্য বস্পতিমনানতস্য শবসঃ। এবৈশ্চ চর্ষণীনামূতী হুবে রথানাম্ ॥ ৪ ॥
অভিষ্টয়ে সদাবৃধং স্বর্মীড়হেষু যং নরঃ। নানা হবন্ত উতয়ে ॥ ৫ ॥
পরোমাত্রমৃচীষমমিন্দ্রমুগ্রং সুরাধসম্। ঈশানং চিদ্বসূনাম্ ॥ ৬ ॥
তন্তমিন্দ্রাধসে মহ ইন্দ্রং চোদমি পীতয়ে।
যঃ পূর্ব্যামনুষ্টুতিমীশে কৃষ্টীনাং নৃতুঃ ॥ ৭ ॥
ন যস্য তে শবসান সখ্যমানংশ মর্ত্যঃ। নকিঃ শবাংসি তে নশৎ ॥ ৮ ॥
ত্বোতাসস্ত্বা যুজাপ্সু সূর্যে মহদ্ধনম্। জয়েম পৃৎসু বজ্রিবঃ ॥ ৯ ॥
তং ত্বা যজ্ঞেভিরীমহে তং গীর্ভির্গির্বণস্তম।
ইন্দ্র যথা চিদাবিথ বাজেষু পুরুমায্যম্ ॥ ১০ ॥
যস্য তে স্বাদু সখ্যং স্বাদ্বী প্রণীতিরদ্রিবঃ। যজ্ঞো বিতন্তসায্যঃ ॥ ১১ ॥
উরু ণস্তন্বেতন উরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি। উরু ণো যন্ধি জীবসে ॥ ১২ ॥
উরুং নৃভ্য উরুং গব উরুং রথায় পন্থাম্। দেববীতিং মনামহে ॥ ১৩ ॥
উপ মা ষড্ দ্বাদ্বা নরঃ সোমস্য হর্ষ্যা। তিষ্ঠন্তি স্বাদুরাতয়ঃ ॥ ১৪ ॥
ঋজ্রাবিন্দ্রোত আ দদে হরী ঋক্ষস্য সূনবি। আশ্বমেধস্য রোহিতা ॥ ১৫ ॥
সুরথাঁ আতিথিগ্বে স্বভীশূঁরার্ক্ষে। আশ্বমেধে সুপেশসঃ ॥ ১৬ ॥
ষলশ্বাঁ আতিথিগ্ব ইন্দ্রোতে বধূমতঃ। সচা পূতক্রতৌ সনম্ ॥ ১৭ ॥
ঐষু চেতদ্বৃষণ্বত্যন্তর্ঋজ্রেষ্বরুষী। স্বভীশুঃ কশাবতী ॥ ১৮ ॥
ন যুষ্মে বাজবন্ধবো নিনিৎসুশ্চন মর্ত্যঃ। অবদ্যমধি দীধরৎ ॥ ১৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে বলবান্ এবং সৎপতি ইন্দ্র! আপনি বহুকর্মা এবং হিংসকগণের অভিভবকারী আমরা রক্ষা এবং সুখের জন্য আপনাকে রথের মতো আবর্তিত করছি ॥ ১ ॥

হে প্রভূত বলশালী, অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, বহুকর্মা এবং পূজনীয় ইন্দ্র! আপনি বিশ্বব্যাপ্ত মহত্ত্বের দ্বারা জগৎ আপূরিত করেছেন ॥ ২ ॥

আপনি মহান, আপনার মহত্ত্বের দ্বারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হিরণ্ময় বজ্র হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করেন ॥ ৩ ॥

আমি সমস্ত শত্রুগণের প্রতিগমনকারী ও দুর্দমনীয় বলের পতি ইন্দ্রকে তোমাদের সাথে এবং রথের আগমনের জন্য আহ্বান ক'রি ॥ ৪ ॥

নেতাগণ রক্ষার জন্য যাঁকে নানারকমে যুদ্ধে আহ্বান করেন, সেই সর্বদা বর্ধমান ইন্দ্রকে সাহায্যের জন্য আগমনের নিমিত্ত আহ্বান ক'রি ॥ ৫ ॥

অপরিমিত শরীর-বিশিষ্ট ও স্তুতির দ্বারা পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ধনবিশিষ্ট এবং ধনসমূহের স্বামী উগ্র ইন্দ্রকে আহ্বান ক'রি ॥ ৬ ॥

যিনি নেতা এবং মানবগণের যজ্ঞমুখস্থিত আনুপূর্বিক স্তুতি শ্রবণ করতে সক্ষম, সেই ইন্দ্রকেই আমি মহৎ লাভ করবার জন্য সোমপানে আহ্বান ক'রি ॥ ৭ ॥

হে বলবান্! মানব আপনার সখ্য ব্যাপ্ত করতে পারে না, আপনার বল ব্যাপ্ত করতে পারে না ॥ ৮ ॥

হে বজ্রবান্! আমরা যেন আপনা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে এবং আপনার সাহায্যে জলে স্নান করবার জন্য এবং সূর্য দর্শন করবার জন্য সংগ্রামে মহৎ ধন জয় ক'রি ॥ ৯ ॥

হে স্তুতির দ্বারা অত্যন্ত স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র। আমি প্রাজ্ঞ, যাতে আপনি আমাদের সংগ্রামে রক্ষা করেন, আমরা আপনাকে সেইরকমে যজ্ঞের দ্বারা যাজ্ঞা ক'রি, আপনাকে স্তুতির দ্বারা যাজ্ঞা ক'রি ॥ ১০ ॥

হে বজ্রবান্! আপনার সখ্য স্বাদু, আপনার প্রণয়ন স্বাদু, এবং যজ্ঞ বিস্তারযোগ্য ॥ ১১ ॥

আমাদের পুত্রের জন্য প্রভূত দান করুন, আমাদের পৌত্রের জন্য প্রভূত দান করুন। আমাদের জীবনের জন্য অভিলষিত প্রদান করুন ॥ ১২ ॥

মানবগণের জন্য হিত প্রার্থনা ক'রি, গাভীর জন্য হিত প্রার্থনা ক'রি, রথের জন্য সুন্দর পথ প্রার্থনা ক'রি, যজ্ঞ প্রার্থনা ক'রি ॥ ১৩ ॥

ছয় জন নেতা সোমের জন্য, হর্ষহেতু, উপভোগের যোগ্য ধনযুক্ত হয়ে দু'জন দু'জন ক'রে আমার নিকট আগমন করে ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্রোতের নিকট হ'তে ঋজুগামী অশ্বদ্বয় গ্রহণ করেছি, ঋক্ষের পুত্রের নিকট হ'তে হরিদ্বর্ণ অশ্বদ্বয় গ্রহণ করেছি এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হ'তে রোহিতবর্ণ অশ্বদ্বয় গ্রহণ করেছি ॥ ১৫ ॥

অতিথিগ্বের পুত্রের নিকট হ'তে সুরথবিশিষ্ট অশ্বসমূহ গ্রহণ করেছি; ঋক্ষের পুত্রের নিকট হ'তে সুন্দর রশ্মিবিশিষ্ট অশ্বসমূহ গ্রহণ করেছি এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হ'তে সুরূপ অশ্বসমূহ গ্রহণ করেছি ॥ ১৬ ॥

অতিথিগ্বের পুত্র শুদ্ধকর্মা ইন্দ্রোতের নিকট হ'তে বধূযুক্ত ছয়টি অশ্ব গ্রহণ করেছি ॥ ১৭ ॥

দীপ্তিমতী এবং সুন্দর বড়বা এই ঋজুগামী সেচনসমর্থ অশ্ববর্গের মধ্যে আছে ॥ ১৮ ॥

হে অন্নপ্রদগণ! নিন্দক মানবও যেন আপনাদের প্রতি নিন্দা আরোপ না করে ॥ ১৯ ॥

টীকা — ৪ ঋকে মরুৎগণকে, অথবা যজমানগণকে সম্বোধন ক'রে ঋষি বলেছেন। ১৫ ঋকের বক্তব্য এই যে, ঋক্ষের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে ইন্দ্রোত তাঁর পিতা অতিথিগ্বের সাথে আগমন ক'রে ঋষিকে অশ্বদ্বয় প্রদান করেছিলেন। সায়ণ।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৮৩ বা ৭৩৬, ৭৩৬, ৭৩৬ ও ১৬৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১, ২, ৩ ও ৪ ঋকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"হে দেব। আমাদের পরিত্রাণের জন্য সৎকর্ম যেমন কার্যকরী হয়; তেমনি আমাদের পরমসুখসাধনের জন্য অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আপনি সুখস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত করান। অর্থাৎ আপনিই আপনাকে প্রাপ্ত করান। হে সর্বশক্তিমান্ দেব। বহুকর্মা, রিপুবিমর্দক, সজ্জনের রক্ষক, বলৈশ্বর্যাধিপতি আপনাকে আমরা যেন প্রাপ্ত হই।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [মন্ত্রটির প্রথম অংশে ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রার্থনার সঙ্গে, ভগবৎ-প্রাপ্তির উদ্দেশ স্বরূপ দুটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে—পাপের কবল থেকে রক্ষা ও পরমানন্দ লাভ। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে 'সৎপতিং' পদটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অর্থ—সতাং পালকং, রক্ষকং। ভগবানের উদ্দেশে ব্যবহৃত সমস্ত বিশেষণের সার ঐ একটি পদের মধ্যেই নিহিত আছে]।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"প্রভূত ধনশালী প্রভূতকর্মা পূজনীয় পরম-আরাধনীয় হে দেব! আপনি বিশ্বব্যাপ্ত মহত্ত্বের দ্বারা সর্বজগৎকে সম্যক্‌রূপে পূর্ণ করেন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ মহিমার দ্বারা বিশ্বকে প্রপূরিত করেন)। [প্রচলিত মতের সাথে আমাদের কোন অমিল ঘটেনি।...হিন্দী অনুবাদেও আছে—"মহান্ বলী আউর অনেকো বিচিত্র কর্মওয়ালে অনেকো পরাক্রমোসে যুক্ত হে পূজনীয় ইন্দ্র। বিশ্বব্যাপী মহিমাসে তুমনে বিশ্বভরকো পূর্ণ করা হ্যায়।"—তিনি 'তুবিশুষ্ম'—প্রভূত শক্তির অধিকারী, সর্বশক্তির অধিকারী, তিনি সর্বশক্তিমান্। শুধু তাই নয়, তিনি 'তুবিক্রতো'—মহান্ কর্মসাধক। তিনি 'শচীবঃ'—বহুকর্মোপেত পূজনীয়। জগতে যা কিছু সম্পাদিত হয়, সেই সমস্ত তাঁরই কর্ম। এই অনন্ত বিশ্ব তাঁরই শক্তিবলে বিধৃত আছে ও পরিচালিত হচ্ছে]।—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋকও দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৬৯ সূক্ত —

[দেবতা : বরুণ, কেবল ১১ ঋকের প্রথমার্ধের বিশ্বদেবগণ। ঋষি : প্রিয়মেধ।
ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, গায়ত্রী, পংক্তি, বৃহতী]

প্রপ্র বস্ত্রিষ্টুভমিষং মন্দদ্বীরায়েন্দবে।
ধিয়া বো মেধসাতয়ে পুরন্ধ্যা বিবাসতি ॥ ১॥
নদং ব ওদতীনাং নদং যোয়ুবতীনাম্।
পতিং বো অঘ্ন্যানাং ধেনূনামিষুধ্যসি ॥ ২॥
তা অস্য সূদদোহসঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ।
জন্মন্দেবানাং বিশস্ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ ॥ ৩॥
অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ যথা বিদে। সূনুং সত্যস্য সৎপতিম্ ॥ ৪॥
আ হরয়ঃ সসৃজ্রিরেঽরুষীরধি বর্হিষি। যত্রাভি সংনবামহে ॥ ৫॥
ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু। যৎসীমুপহ্বরে বিদৎ ॥ ৬॥

উদ্যদ্ব্রধ্নস্য বিষ্টপং গৃহমিন্দ্রশ্চ গন্বহি।
মধ্বঃ পীত্বা সচেবহি ত্রিঃ সপ্ত সখ্যুঃ পদে ॥ ৭ ॥
অর্চত প্রার্চতা নরঃ প্রিয়মেধাসো অর্চত। অর্চন্তু পুত্রকা উত পুরং ন ধৃষ্ণ্বর্চত ॥ ৮ ॥
অব স্বরাতি গর্গরো গোধা পরি সনিষ্বণৎ।
পিঙ্গা পরি চনিষ্কদদিন্দ্রায় ব্রহ্মোদ্যতম্ ॥ ৯ ॥
আ যৎপতন্ত্যেন্যঃ সুদুঘা অনপস্ফুরঃ।
অপস্ফুরং গৃভায়ত সোমমিন্দ্রায় পাতবে ॥ ১০ ॥
অপাদিন্দ্রো অপাদগ্নির্বিশ্বে দেবা অমৎসত।
বরুণ ইদিহ ক্ষয়ত্তমাপো অভ্যনূষত বৎসং সংশিশ্বরীরিব ॥ ১১ ॥
সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরামিব ॥ ১২ ॥
যো ব্যতীরফাণয়ৎ সুযুক্তাঁ উপ দাশুষে।
তক্বো নেতা তদিদ্বপুরুপমা যো অমুচ্যত ॥ ১৩ ॥
অতীদু শক্র ওহত ইন্দ্রো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ।
ভিনৎকনীন ওদনং পচ্যমানং পরো গিরাঃ ॥ ১৪ ॥
অর্ভকো ন কুমারকোঽধি তিষ্ঠন্নবং রথ।
স পক্ষন্মহিষং মৃগং পিত্রে মাত্রে বিভুক্রতুম্ ॥ ১৫ ॥
আ তূ সুশিপ্র দম্পতে রথং তিষ্ঠা হিরণ্যয়ম্।
অধ দ্যুক্ষং সচেবহি সহস্রপাদমরুষং স্বস্তিগামনেহসম্ ॥ ১৬ ॥
তং ঘেমিত্থা নবস্বিন উপ স্বরাজমাসতে।
অর্থং চিদস্য সুধিতং যদেতব আবর্তয়ন্তি দাবনে ॥ ১৭ ॥
অনু প্রত্নস্যৌকসঃ প্রিয়মেধাস এষাম্।
পূর্বামনু প্রযতিং বৃক্তবর্হিষো হিতপ্রয়স আশত ॥ ১৮ ॥

মন্ত্রার্থ — যিনি বীরগণের হর্ষ উৎপন্ন করেন, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমরা তিনটি স্তোভবিশিষ্ট অন্ন সংগ্রহ করো। তিনি যজ্ঞভোগের জন্য বহুপ্রজাবিশিষ্ট, কর্মের দ্বারা তোমাদের সৎকার করছেন ॥ ১ ॥

উষাগণের উৎপাদক, নদীগণের শব্দ উৎপাদক, গোসমূহের পতি ইন্দ্রকে আহ্বান করো, যেহেতু তিনি ক্ষীরপ্রদ গাভী হ'তে উৎপন্ন অন্ন ইচ্ছা করছেন ॥ ২ ॥

দেববৃন্দের জন্মস্থানে, আদিত্যের দীপ্তিযুক্ত প্রদেশে যারা প্রবেশ লাভ করতে পারে, যাদের দুগ্ধে কূপ পূর্ণ হয়, সেই গাভীসকল সবনত্রয়ে ইন্দ্রের সোম মিশ্রিত করছে ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র গোসমূহের স্বামী, যজ্ঞের পুত্র, সাধুলোকের পালক, তিনি যাতে জানতে পারেন, সেইভাবে স্তুতিবাক্যের দ্বারা তাঁর অর্চনা করো ॥ ৪ ॥

হরি নামক অশ্বগণ দীপ্তিযুক্ত হয়ে কুশের উপর ইন্দ্রকে ত্যাগ করেছে; আমরা কুশস্থিত ইন্দ্রকে স্তুতি করবো ॥ ৫ ॥

ইন্দ্র যখন চরিদিক হ'তে সমীপস্থিত মধুলাভ করেন, তখন গোসমূহ সেই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমের সাথে মিশ্রিত করবার উপযুক্ত মধু দোহন করেন ॥ ৬ ॥

যখন ইন্দ্র ও আমি সূর্যের গৃহে গমন ক'রি, তখন আদিত্যের একবিংশতি স্থানে মধুপান ক'রে উভয়ে মিলিত হই ॥ ৭ ॥

হে প্রিয়মেধগণ। তোমরা ইন্দ্রকে অর্চনা করো। বিশেষভাবে অর্চনা করো, পুত্রগণ পুরবিদারীকে যেমন অর্চনা করে, সেইরকম ইন্দ্রের অর্চনা করুক ॥ ৮ ॥

গর্ গর্ ধ্বনিযুক্ত বাদ্য ভয়ঙ্কর শব্দ করছে, গোধা চতুর্দিকে শব্দ করছে। পিঙ্গলবর্ণ, জ্যা শব্দ করছে, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎকৃষ্ট স্তুতি করো ॥ ৯ ॥

যখন শুভ্রবর্ণ, সুন্দর দোহনবিশিষ্ট নদীসকল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়, তখন ইন্দ্রের পানের জন্য অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ সোম গ্রহণ করো ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র পান করলেন, অগ্নি পান করলেন, বিশ্বদেবগণ তৃপ্ত হলেন, বরুণ এই গৃহে বাস করুন, বৎসের সাথে মিলিত গোসকল যেমন বৎসের জন্য শব্দ করে, সেইরকম উদক্‌সমূহ বরুণের স্তুতি করছে ॥ ১১ ॥

হে বরুণ। আপনি সুদেব, রশ্মিসমূহ যেমন সূর্যের অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরকম আপনার তালুতে সপ্তনদী অনুক্ষণ প্রবাহিত হচ্ছে ॥ ১২ ॥

যে ইন্দ্র বিবিধ গমনবিশিষ্ট রথে সম্বদ্ধ অশ্বগণকে হব্যদাতার নিকটে গমনের জন্য ছেড়ে দেন। যে ইন্দ্র উপমাস্থল, যাঁকে সকলে পথ ছেড়ে দেন, সেই ইন্দ্র সকলের নেতা হন ॥ ১৩ ॥

শত্রুসংগ্রামে শত্রুদের অতিক্রম ক'রে চলে গেলেন, সমস্ত দ্বেষকারিগণকে অতিক্রম ক'রে গমন করেন। কমনীয় উৎকৃষ্ট ইন্দ্র বাক্যের দ্বারা মেঘ ভেদ করেন ॥ ১৪ ॥

এই ইন্দ্র, ক্ষুদ্রশরীর কুমারের মতো নূতন রথে অধিষ্ঠান করছেন। ইন্দ্র পিতামাতার জন্য প্রকাণ্ড মৃগস্বরূপ, বহুকর্মা মেঘকে পরিপক্ব করছেন ॥ ১৫ ॥

হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট রথস্বামী। আপনি স্বচ্ছন্দগমনকারী, দীপ্ত, সহস্রপাদবিশিষ্ট হিরণ্ময় রথে আরোহণ করুন, পরে আমরা দু'জনে মিলিত হবো ॥ ১৬ ॥

আত্মানগণ আপনিই দীপ্ত ইন্দ্রকেই এইভাবে সেবা করছে। পরে যখন গমনের জন্য এবং হব্যদানের জন্য ইন্দ্রকে আবর্তিত করে, তখন সুস্থাপিত ধন প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭ ॥

প্রিয়মেধাগণ। এদের পুরাতন স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা পূর্বপ্রদানের নিমিত্ত কুশ বিস্তীর্ণ করেছেন এবং হব্য স্থাপন করেছেন ॥ ১৮ ॥

টীকা — ৭ ঋকের একবিংশতি স্থান যথা—দ্বাদশমাস, পাঁচ ঋতু, তিনলোক, আর আদিত্য। সায়ণ। এ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না। ৯ ঋকে 'গোধা' অর্থে 'হস্তঘ্ন'। সায়ণ।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৬১৭, ১০৩ বা ৬১১, ৬১১, ৬১১ ও ১৬৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ২, ৪, ৫, ৬ ও ৮ ঋকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। যেমন,—২ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ। জ্ঞান-উন্মেষিকা-বৃত্তি সমূহের উৎপাদক এবং শান্ত-স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃসমূহের মূলীভূতকারণ ভগবানকে তোমরা আরাধনা করো; হে আমার মন। তুমি পরাশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করো।" মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে, —আমরা যেন পরাজ্ঞানদায়ক অমৃতাধিপতি ভগবানকে আরাধনা ক'রি)। (...মন্ত্রের 'ওদতীনাং' পদটির

ভাষ্যার্থ 'উষাগণের'। উষা বহু নয়, ঐ পদে প্রভাতের পূর্ব সময়কে নির্দেশ করা হ'লে ওটি একবচনান্তরূপেই ব্যবহৃত হতো। কিন্তু তা হয়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঐ পদে উষা ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুকে বোঝাচ্ছে। সেই বস্তু—জ্ঞান-উন্মেষিকা সৎ-বৃত্তিরাজী। উষার অরুণ আলোকে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায় এবং জগৎ এক মনোহর নূতন মূর্তি ধারণ করে, জ্ঞান-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই মানুষের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের মূলে আছেন—সেই পরমপুরুষ। তাই তাঁকে 'ওদতীনাং নদং' বলা হয়েছে। এই কিরণ, এই জ্যোতিঃ শুধু পাপতাপ দগ্ধ করে না, মানুষের হৃদয়কে শান্তস্নিগ্ধও করে। যাঁর হৃদয়ে জ্ঞানের এই বিমল জ্যোতির উন্মেষ হয়, তিনি পরাশান্তি লাভ করেন। তাই যাতে সেই শান্তিদাতার কৃপা লাভ করতে পারা যায় সেইজন্যই মন্ত্রে আত্ম-উদ্বোধনা রয়েছে। 'অঘ্ন্যানাং' পদে ভাষ্য ইত্যাদিতে 'গরু' অর্থ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আমাদের ধারণা, মরণধর্মরহিত, অমৃতদায়ক, অনুতস্বরূপ অর্থে জ্ঞানের বিশেষণরূপে তা ব্যবহৃত হয়েছে]।—ইত্যাদি। ৪ ঋক্—"হে আমার মন। তুমি সেই পৃথ্বীপতি (অথবা জ্ঞানকিরণ সমূহের পালক বা রক্ষক), সত্য হ'তে উৎপন্ন (সত্যের অঙ্গীভূত অথবা সৎকর্মের দ্বারা জাত), সৎ-জ্ঞানের পালক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য ক'রে স্তুতির দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে অর্চনা করো; এবং তাঁর প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও; অথবা, যে রকমে তিনি জ্ঞাত হ'তে পারেন—তেমন পূজা করো।" [ভগবানের স্বরূপ অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে তাঁর পূজায় ব্রতী হও—মন্ত্র এমন আত্ম-উদ্বোধনা প্রকাশ করছে]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি দেখতে পারেন॥

◆ ◆

— ৭০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : পুরুহন্মা। ছন্দ : প্রাগাথ, বৃহতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, পুরউষ্ণিক্]

যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথেভিরধ্রিগুঃ।
বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠো যো বৃত্রহা গৃণে ॥ ১॥
ইন্দ্রং তং শুম্ভ পুরুহন্মন্নবসে যস্য দ্বিতা বিধর্তরি।
হস্তায় বজ্রঃ প্রতি ধায়ি দর্শতো মহো দিবে ন সূর্যঃ ॥ ২॥
নকিষ্টং কর্মণা নশদ্যশ্চকার সদাবৃধম্।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণ্বোজসম্ ॥ ৩॥
অষাড়্হমুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্মহীরুরুজ্রয়ঃ।
সং ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাবঃ ক্ষামো অনোনবুঃ ॥ ৪॥
যদ্দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ।
ন ত্বা বজ্রিন্ত্‌ সহস্রং সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী ॥ ৫॥
আ পপ্রাথ মহিনা বৃষ্ণ্যা বৃষন্বিশ্বা শবিষ্ঠ শবসা।
অস্মাঁ অব মঘবন্ গোমতি ব্রজে বজ্রিঞ্চিত্রাভিরূতিভিঃ ॥ ৬॥
ন সীমদেব আপদিষং দীর্ঘায়ো মর্ত্যঃ।
এতগ্বা চিদ্য এতশা যুযোজতে হরী ইন্দ্রো যুযোজতে ॥ ৭॥

তং বো মহো মহায্যমিন্দ্রং দানায় সক্ষণিম্।
যো গাধেষু য আরণেষু হব্যো বাজেষ্বস্তি হব্যঃ ॥ ৮॥
উদূ ষু ণো বসো মহে মৃশস্ব শূর রাধসে।
উদূ ষু মহ্যৈ মঘবন্মঘত্তয় উদিন্দ্র শ্রবসে মহে ॥ ৯॥
ত্বং ন ইন্দ্র ঋতয়ুস্ত্বানিদো নি তৃম্পসি।
মধ্যে বসিষ্ব তুবিনৃম্ণোর্বোর্নি দাসং শিশ্নথো হথৈঃ ॥ ১০॥
অন্যব্রতমমানুষময়জ্বানমদেবয়ুম্।
অব স্বঃ সখা দুধুবীত পর্বতঃ সুঘ্নায় দস্যুং পর্বতঃ ॥ ১১॥
ত্বং ন ইন্দ্রাসাং হস্তে শবিষ্ঠ দাবনে।
ধানানাং ন সং গৃভায়াস্ময়ুর্দ্বিঃ সং গৃভায়াস্ময়ুঃ ॥ ১২॥
সখায়ঃ ক্রতুমিচ্ছত কথা রাধাম শরস্য।
উপস্তুতিং ভোজঃ সূরির্যো অহ্রয়ঃ ॥ ১৩॥
ভূরিভিঃ সমহ ঋষিভির্বর্হিষ্মদ্ভিঃ স্তবিষ্যসে।
যদিত্থমেকমেকমিচ্ছর বৎসান্ পরাদদঃ ॥ ১৪॥
কর্ণ গৃহ্যা মঘবা শৌরদেব্যো বৎসং নস্ত্রিভ্য আনয়ৎ।
অজাং সূরির্ন ধাতবে ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — যিনি মানবগণের রাজা, যিনি রথে গমন করেন, যাঁর গমনে কেউ বাধা প্রদান করতে পারে না, সমস্ত সৈন্যের উদ্ধারকর্তা, সেই জ্যেষ্ঠ বৃত্রহা ইন্দ্রকে স্তব ক'রি ॥ ১ ॥

হে পুরুহন্মা! রক্ষার জন্য ইন্দ্রকে অলঙ্কৃত করো। তোমার পালক ইন্দ্রের দু'রকম স্বভাব। তিনি হস্তে দর্শনীয় বজ্র ধারণ করেন, ঐ বজ্র আকাশে দৃশ্যমান সূর্যের মতো ॥ ২ ॥

সর্বদা বৃদ্ধিশীল, সকলের স্তুত্য, মহান্ ও অন্যের অভিভবকর ইন্দ্রকে যিনি যজ্ঞের দ্বারা অনুকূল করেন, তিনি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্মের দ্বারা ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করতে পারে না ॥ ৩ ॥

অন্যের অসহ্য, উগ্র ও শত্রুসেনার অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব ক'রি। ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করলে মহতী ও বহুবেগবিশিষ্টা ধেনুসকল স্তুতি করেছিল, দ্যুলোক সকল এবং পৃথিবী সকলও স্তুতি করেছিল ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! দ্যুলোক আপনার পরিমাণ করতে পারে না, পৃথিবী শত শত হ'লেও আপনার পরিমাণ করতে পারে না, সহস্র সূর্যও প্রকাশ করতে পারে না; যা কিছু জন্মেছে, তা এবং দ্যাবাপৃথিবী আপনার পরিমাণ করতে পারে না ॥ ৫ ॥

হে অভিলাষপ্রদ! অত্যন্ত বলবান্, ধনবান, বজ্রবান্ ইন্দ্র! আপনি মহৎ বলের দ্বারা বল ব্যাপ্ত করেছেন। আমাদের গোসমূহের নিমিত্ত আমাদের বিচিত্র রক্ষাকার্যের দ্বারা রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

হে দীর্ঘায়ু ইন্দ্র! যে ব্যক্তি শ্বেতবর্ণ অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করে, ইন্দ্র তারই জন্য হরিদ্বয় যোজিত করেন। যে ব্যক্তি দেবরহিত, সে সমস্ত অন্ন প্রাপ্ত হয় না ॥ ৭ ॥

তোমরা পূজনীয়, মহনীয় এবং দানের জন্য মিলিত ইন্দ্রের পরিচর্যা করো। অন্নলাভের জন্য

ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত; নিম্নস্থল লাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত; সংগ্রামে আহ্বান করা উচিত ॥ ৮॥

হে বাসপ্রদ, শূর ইন্দ্র! আপনি আমাদের মহৎ ধন লাভের জন্য উত্থাপিত করুন। হে শূর! হে মঘবা! হে ইন্দ্র! মহৎ ধন দানের জন্য এবং মহতী কীর্তি দানের জন্য উদ্যোগবিশিষ্ট হোন ॥ ৯॥

হে ইন্দ্র! আপনি যজ্ঞাভিলাষী, যে আপনাকে নিন্দা করে, তার ধন অপহরণ ক'রে আপনি অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হন। হে তপণীয়, প্রভূত ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! আপনি উরুদ্বয়ের মধ্যে আমাদের আচ্ছাদিত করুন এবং অস্ত্রের দ্বারা দাসকে মেরে ফেলুন ॥ ১০॥

হে ইন্দ্র! আপনার সখা পর্বত অন্যরূপ ব্রতধারী, অমানব, যজ্ঞরহিত, দেবদ্বেষী ব্যক্তিকে স্বর্গ হ'তে নিম্নে নিক্ষেপ করেন; তিনি দস্যুকে মৃত্যুর হস্তে প্রেরণ করেন ॥ ১১॥

হে বলবান্ ইন্দ্র! আপনি আমাদের জন্য এই ভর্জিত যবের মতো গোসমূহকে হস্তে গ্রহণ করুন; আপনি আমাদের অভিলাষ করছেন, আরও অভিলাষ ক'রে আরও গ্রহণ করুন ॥ ১২॥

হে সখাগণ! কর্ম করতে ইচ্ছা করো। সেই হিংসাকারী ইন্দ্রকে কেমন ক'রে স্তুতি করবো? তিনি শত্রুগণের ভক্ষক এবং সুরী, তিনি কখনও অবনত হন না ॥ ১৩॥

হে সকলের পূজনীয় ইন্দ্র! বহুসংখ্যক ঋষি এবং হব্যদায়িবর্গ আপনার স্তব করে। হে হিংসক ইন্দ্র! আপনি এক এক ক'রে বহুতর রকমে স্তোতাবর্গকে বহু বৎস দান করুন ॥ ১৪॥

এই মঘবা তিন জন হিংসকের নিকট হ'তে যুদ্ধে বিজিত গো ও বৎস কর্ণে ধারণ পূর্বক আমাদের নিকট আনয়ন করুন। স্বামী এইভাবে হননের জন্য অজাকে আনয়ন করে ॥ ১৫॥

টীকা — ১০ ও ১১ ঋকে অনার্য শত্রুদের উল্লেখ করা হয়েছে।—এই সূক্তের প্রথম ৭টি ঋকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র যথাক্রমে ৪০৫ বা ১৩৫, ৪০৫, ৪৯১ বা ১২৪, ৪৯১, ৩৭৫ বা ১৩৬, ৩৭৫ ও ১৩২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"যে দেবতা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণের পালক রক্ষক হন, এবং যে দেবতা সৎকর্ম-রূপ যানসমূহের দ্বারা সংবাহিত হন, এবং অপর অপকর্মপরায়ণ জনগণের দ্বারা অপ্রাপ্য হন; আর যে দেবতা সকল রিপুরূপ শত্রুসেনাগণের তারক নাশক হন; অপিচ, যে দেবতা অজ্ঞানতানাশকারী হন; সেই মহান্ শ্রেষ্ঠ দেবতাকে আমি স্তব করি—স্তব করতে (অনুসরণ করতে) সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি।" [এই মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক; ভাব এই যে,—সাধুগণের পালক পাপিগণের বিমর্দক সেই ভগবানকে অনুসরণ করতে আমি যেন সঙ্কল্পবদ্ধ হই।— 'যঃ' পদে 'দেব', 'রাজা' পদে 'রক্ষক পালক' ধরা হয়েছে। 'চর্ষণীনাং' পদে যথার্থভাবে 'আত্মোৎকর্ষ সম্পন্ন সাধক' ধরা হয়েছে। 'গৃণে' পদে সাধক যে নিজেকে ভগবানে নিয়োজিত করবার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তা-ই মনে আসে]—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"রিপুনাশক দেবের উপাসক হে আমার মন! তুমি প্রসিদ্ধ বলাধিপতি দেবতাকে পাপের কবল হ'তে রক্ষা পাবার জন্য আরাধনা করো। তোমার পরমাশ্রয় ভগবানে দ্বিভাব— রিপুনাশ ও ভক্তরক্ষা অর্থাৎ সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের বিনাশরূপ লক্ষণ বর্তমান আছে। সেই পরমদেবতা লোকবর্গের পরমাকাঙ্ক্ষণীয় মহান্ আনন্দস্বরূপ হন; তাঁর হস্তের দ্বারা রক্ষাস্ত্র ধৃত হয়, অর্থাৎ তিনি রক্ষাস্ত্রধারী।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবান্ পাপনাশক এবং সাধকদের রক্ষাকর্তা হন; পাপকবল হ'তে রক্ষা প্রাপ্তির জন্য আমি সেই পরমদেবতার শরণ গ্রহণ করছি)। [সাধক এখানে ভগবানের রিপুনাশক বিভূতিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন—তা 'অবসে' ও 'বজ্রঃ' পদ দু'টির দ্বারা পরিস্ফুট হয়েছে। সাধক রিপুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষালাভের জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছেন। এখানে সাধক পাপকবল থেকে রক্ষা প্রাপ্তির জন্য নিজেকে রিপুনাশক দেবতার উপাসক ব'লে ভাবছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'দ্বিতা' পদ বিশেষভাবে

প্রণিধানযোগ্য। ভগবানের দুই ভাব—রক্ষা ও সংহার। সৎকর্মকারী সাধুজনের রক্ষা এবং পাপাত্মা অসৎকর্মকারী তথা দুষ্কৃতিদের সংহার। 'দ্বিতা' পদে তা-ই কীর্তিত হয়েছে]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৭১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : সুনীতি ও পুরুমীঢ়। ছন্দ : গায়ত্রী, প্রাগাথ]

ত্বং নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি বিশ্বস্যা অরাতেঃ। উত দ্বিষো মর্ত্যস্য ॥ ১॥
নহি মন্যুঃ পৌরুষেয় ঈশে হি বঃ প্রিয়জাত। ত্বমিদসি ক্ষপাবান্ ॥ ২॥
স নো বিশ্বেভির্দেবেভিরূর্জো নপাদ্ভদ্রশোচে। রয়িং দেহি বিশ্ববারম্ ॥ ৩॥
ন তমগ্নে অরাতয়ো মর্ত্যং যুবন্ত রায়ঃ। যং ত্রায়সে দাশ্বাংসম্ ॥ ৪॥
যং ত্বং বিপ্র মেধসাতাবগ্নে হিনোষি ধনায়। সে তবোতী গোষু গন্তা ॥ ৫॥
ত্বং রয়িং পুরুবীরমগ্নে দাশুষে মর্তায়। প্র ণো নয় বস্যো অচ্ছ ॥ ৬॥
উরুষ্যা ণো মা পরা দা অঘায়তে জাতবেদঃ। দুরাধ্যে মর্তায় ॥ ৭॥
অগ্নে মাকিষ্টে দেবস্য রাতিমদেবো যুযোত। ত্বমীশিষে বসূনাম্ ॥ ৮॥
স নো বস্ব উপ মাস্যূর্জো নপান্মাহিনস্য। সখে বসো জরিতৃভ্যঃ ॥ ৯॥
অচ্ছা নঃ শীরশোচিষং গিরো যন্তু দর্শতম্।
অচ্ছা যজ্ঞাসো নমসা পুরূবসুং পুরুপ্রশস্তমূতয়ে ॥ ১০॥
অগ্নিং সূনুং সহসো জাতবেদসং দানায় বার্যণাম্।
দ্বিতা যো ভূদমৃতো মর্ত্যেষ্বা হোতা মন্দ্রতমো বিশি ॥ ১১॥
অগ্নিং বো দেবযজ্যয়াগ্নিং প্রযত্যধ্বরে।
অগ্নিং ধীষু প্রথমমগ্নিমর্বত্যগ্নিং ক্ষৈত্রায় সাধসে ॥ ১২॥
অগ্নিরিষাং সখ্যে দদাতু ন ঈশে যো বার্যাণাম্।
অগ্নিং তোকে তনয়ে শশ্বদীমহে বসুং সন্তং তনূপাম্ ॥ ১৩॥
অগ্নীমীলিষ্বাবসে গাথাভিঃ শীরশোচিষম্।
অগ্নিং রায়ে পরুমীঢ়্হ শ্রুতং নরোঽগ্নিং সুদীতয়ে ছর্দিঃ ॥ ১৪॥
অগ্নিং দ্বেষো যোতবৈ নো গৃণীমস্যগ্নিং শং যোশ্চ দাতবে।
বিশ্বাসু বিক্ষ্ববিতেব হব্যো ভুবদ্বস্তুর্ঋষূণাম্ ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি। আপনি আমাদের বহুসংখ্যক অদাতাগণ হ'তে লব্ধ মহাধনের দ্বারা পালন করুন; শত্রুলোকের হস্ত হ'তেও রক্ষা করুন ॥ ১॥

হে প্রিয়জাত অগ্নি! পুরুষস্বভাবসুলভ ক্রোধ আপনাকে বাধা দিতে পারে না এবং আপনিই রাত্রিমান্ ॥ ২ ॥

হে বলের পুত্র প্রশংসনীয় তেজযুক্ত অগ্নি! আপনি সমস্ত দেববৃন্দের সাথে অবস্থিত হয়ে আমাদের সকলের বরণীয় ধন প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! যে অদাতা ধনবান্‌গণ হব্যদাতাকে আপনি পালন করেন, সেই ব্যক্তিকে পৃথক্ ক'রে দিন ॥ ৪ ॥

হে মেধাবী অগ্নি! আপনি যে ব্যক্তিকে ধনলাভের উদ্দেশে যজ্ঞে প্রবর্তিত করেন, সে আপনার রক্ষার দ্বারা গোবিশিষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! আপনি হব্যদাতা মর্ত্তের জন্য বহুবীরবিশিষ্ট ধন প্রদান করুন, বাসযোগ্য ধনের অভিমুখে আমাদের প্রেরণ করুন ॥ ৬ ॥

হে জাতবেদা! আমাদের রক্ষা করুন, অনিষ্টাভিলাষী হিংসাবুদ্ধি মর্ত্যের হস্তে আমাদের সমর্পণ করবেন না ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! আপনি দ্যোতমান, কোন দেবরহিত ব্যক্তি আপনার ধন দান যেন রহিত করতে না পারে ॥ ৮ ॥

হে বলের পুত্র সখা, বাসপ্রদ অগ্নি! আমরা স্তোতা, আপনি আমাদের মহাধন প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

আমাদের স্তুতিসকল দাহকর শিখাবিশিষ্ট, দর্শনীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। যজ্ঞসকল রক্ষার নিমিত্ত হব্যবিশিষ্ট হয়ে প্রভূত ধনবিশিষ্ট, অনেকে স্তুত অগ্নির অভিমুখে গমন করুক ॥ ১০ ॥

স্তুতিসকল বলের পুত্র, জাতবেদা বরণীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। অগ্নি অমর মানুষের মধ্যেও থাকেন, তিনি দু'রকম। মানুষদের মধ্যে তিনি হোমসম্পাদক এবং মত্তকারী ॥ ১১ ॥

দেববৃন্দের যাগের জন্য তোমাদের অগ্নিকে স্তব করছি, যজ্ঞে প্রবৃত্ত হ'লে অগ্নিকে স্তব করছি, কর্মকালে প্রথমে অগ্নিকে স্তব করছি, শত্রু উপস্থিত হ'লে অগ্নিকে স্তব করছি, ক্ষেত্রের ফললাভের জন্য অগ্নিকে স্তব করছি ॥ ১২ ॥

অগ্নি বরণীয় ধনের ঈশ্বর, আমরা তাঁর সখা, তিনি আমাদের অন্নদান করুন। পুত্রের জন্য, পৌত্রের জন্য সেই বাসপ্রদ অঙ্গপালক অগ্নির নিকট বহুধন যাজ্ঞা ক'রি ॥ ১৩ ॥

হে পুরুমীঢ়! তুমি রক্ষার জন্য অগ্নিকে গাথার দ্বারা স্তব করো, তাঁর শিখা দাহ করো, ধনের জন্য তাঁকে স্তুতি করো; অন্য লোকেও তাঁকে স্তুতি করে, সুনীতির জন্য গৃহ যাজ্ঞা করো ॥ ১৪ ॥

শত্রুবর্গকে পৃথক্ করবার জন্য অগ্নিকে স্তব ক'রি, সুখ এবং অভয় দানের জন্য অগ্নিকে স্তব ক'রি; অগ্নি সমস্ত প্রজাবৃন্দের মধ্যে রাজার মতো ঋষিবৃন্দের বাসপ্রদ এবং আহ্বানের যোগ্য হোন ॥ ১৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তের ১, ১০, ১১ ও ১৪ ঋকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র যথাক্রমে ৫৭, ৬৩২, ৬৩২ ও ৬৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! আমাদের পরমার্থদানরূপ মহৎ ধনের দ্বারা রক্ষা ক'রে বহুরকম শত্রুর কবল থেকে—কামক্রোধাদি রিপুশত্রুর গ্রাস হ'তে—পরিত্রাণ করুন; অথবা, হে জ্ঞানদেব! আমাদের জ্ঞানরূপ মহৎ-ধন দানের দ্বারা সকল রকম অদান হ'তে রক্ষা করুন; অর্থাৎ, যেন আমরা অকাতরে সংসারে জ্ঞান-বিতরণ করতে সমর্থ হই; তা বিহিত করুন; এবং মর্ত্যসুলভ সকল প্রকার শত্রু হতে—কামক্রোধাদি রিপুর উপদ্রব হ'তে—আমাদের রক্ষা করুন।" [এই মন্ত্রের 'বিশ্বস্যা অরাতে' পদ দু'টিতে দু'রকম সুস্ভাব

প্রকাশ পায়; এক ভাব—মহৎ-ধন প্রদান ক'রে আমাদের অদাতৃকত্ব নাশ করুন, আমাদের কৃপণ করবেন না; অন্য ভাব—শত্রুকবল থেকে আমাদের পরিত্রাণ করুন, আমাদের মধ্যে কামক্রোধাদি রিপুর প্রভাব খর্ব করুন, আমাদের মধ্যে বলসঞ্চার করুন]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট তিনটি ঋক্ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৭২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : প্রগাথের পুত্র হর্যত। ছন্দ : গায়ত্রী]

হবিষ্কৃণুধ্বমা গমদধ্বর্যুর্বনতে পুনঃ। বিদ্বাঁ অস্য প্রশাসনম্ ॥ ১॥
নি তিগ্মমভ্যং শুং সীদদ্ধোতা মনাবধি। জুষাণো অস্য সখ্যম্ ॥ ২॥
অন্তরিচ্ছন্তি তং জনে রুদ্রং পরো মনীষয়া। গৃভ্ণন্তি জিহ্বয়া সসম্ ॥ ৩॥
জাম্যতীতপে ধনুর্বয়োধা অরুহদ্বনম্। দৃষদং জিহ্বাবধীৎ ॥ ৪॥
চরন্বৎসো রুশন্নিহ নিদাতারং ন বিন্দতে। বেতি স্তোতব অংব্যম্ ॥ ৫॥
উতো ন্বস্য যন্মহদশ্বাবাদ্যোজনং বৃহৎ। দামা রথস্য দদৃশে ॥ ৬॥
দুহন্তি সপ্তৈকামুপ দ্বা পঞ্চ সৃজতঃ। তীর্থে সিন্ধোরধি স্বরে ॥ ৭॥
আ দশভির্বিবস্বত ইন্দ্রঃ কোশমচুচ্যবীৎ। খেদয়া ত্রিবৃতা দিবঃ ॥ ৮॥
পরি ত্রিধাতুরধ্বরং জূর্ণিরেতি নবীয়সী। মধ্বা হোতারো অঞ্জতে ॥ ৯॥
সিঞ্চন্তি নমসাবতমুচ্চাচক্রং পরিজ্মানম্। নীচীনবারমক্ষিতম্ ॥ ১০॥
অভ্যারমিদদ্রয়ো নিষিক্তং পুষ্করে মধু। অবতস্য বিসর্জনে ॥ ১১॥
গাব উপাবতাবতং মহী যজ্ঞস্য রপ্সুদা। উভা কর্ণা হিরণ্যয়া ॥ ১২॥
আ সুতে সিঞ্চত শ্রিয়ং রোদস্যোরভিশ্রিয়ম্। রসা দধীত বৃষভম্ ॥ ১৩॥
তে জানত স্বমোক্যং সং বৎসাসো ন মাতৃভিঃ। মিথো নসন্ত জামিভিঃ ॥ ১৪॥
উপ স্রক্বেষু বপ্সতঃ কৃণ্বতে ধরুণং দিবি। ইন্দ্রে অগ্না নমঃ স্বঃ ॥ ১৫॥
অধুক্ষৎ পিপ্যুষীমিষমূর্জং সপ্তপদীমরিঃ। সূর্যস্য সপ্ত রশ্মিভিঃ ॥ ১৬॥
সোমস্য মিত্রাবরুণোদিতা সূর আ দদে। তদাতুরস্য ভেষজম্ ॥ ১৭॥
উতো ন্বস্য যৎপদং হর্যতস্য নিধান্যম্। পরি দ্যাং জিহ্বয়াতনৎ ॥ ১৮॥

মন্ত্রার্থ — তোমরা শীঘ্র হব্য প্রস্তুত করো, অগ্নি আগত হয়েছেন, অধ্বর্যু পুনরায় যজ্ঞ ভজনা করছেন, উনি হবি প্রদান করতে জানেন ॥ ১॥

অগ্নির সাথে যজমানের সখ্য, সংস্থাপনকর্তা, হোতা, তীক্ষ্ণ অংশবিশিষ্ট অগ্নির নিকটে উপবেশন করছেন ॥ ২॥

যজমানের অভিলষিত সিদ্ধির জন্য তাঁরা নিজেদের প্রজ্ঞাবলে সেই রুদ্র অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করতে ইচ্ছা করছেন। জিহ্বাজাত স্তুতির দ্বারা নিন্দিত অগ্নিকে গ্রহণ করছে ॥ ৩ ॥

যে অন্তরীক্ষ সমস্ত বৃহৎ বস্তুকে অতিক্রম করে, অন্নদাতা অগ্নি সেই অন্তরীক্ষকে অতিশয় তাপ প্রদান করছেন। তিনি শিখার দ্বারা মেঘকে বধ করছেন এবং জলের উপর আরোহণ করেছেন ॥ ৪ ॥

বৎসরের মতো চঞ্চল এবং শ্বেতবর্ণ অগ্নি এই জগতে নিরোধকারী ব্যক্তির নিকট গমন করেন, স্তোতাকে কামনা করেন ॥ ৫ ॥

এই অগ্নির মাহাত্ম্যযুক্ত, অশ্ববিশিষ্ট যে প্রগাওযুগ ও রথের রজ্জু আছে ॥ ৬ ॥

সপ্ত ঋত্বিক্‌ শব্দযুক্ত সিন্ধুনদীর ঘাটে জল দোহন করছেন। দুই জন ঋত্বিক্‌ অপর পাঁচ জনকে প্রবর্তিত করছে ॥ ৭ ॥

পরিচর্যাকারী দশ অঙ্গুলির দ্বারা যাচিত হয়ে ইন্দ্র আকাশে মেঘ হ'তে তিন রকম রশ্মির দ্বারা জলবর্ষণ করেছিলেন ॥ ৮ ॥

তিনবর্ণবিশিষ্ট, বেগবান্‌ অগ্নি নূতন শিখার সাথে যজ্ঞে গমন করছেন। হোমনিষ্পাদক অধ্বর্যুগণ মধুর দ্বারা তাঁর পূজা করছেন ॥ ৯ ॥

উপরিভাগে চক্রবিশিষ্ট, পরিণতদীপ্তি, নিম্নমুখদ্বারযুক্ত, অক্ষীণ, রক্ষাকারী অগ্নির উপরে অবনত হয়ে সিক্ত করছেন ॥ ১০ ॥

আদরযুক্ত অধ্বর্যুগণ সমীপবর্তী হয়েই রক্ষাকারী অগ্নির বিসর্জন সময়ে প্রকাণ্ডপাত্রে মধু সেক করছেন ॥ ১১ ॥

মন্ত্রের দ্বারা দোহনীয় প্রচুর দুগ্ধের প্রয়োজন হ'লে, হে গো সকল! তোমরা অগ্নির নিকট গমন করো। অগ্নির উভয় কর্ম হিরণ্ময় ॥ ১২ ॥

হে অধ্বর্যুবৃন্দ! দুগ্ধ দোহন করা হ'লে দ্যাবাপৃথিবীতে আশ্রিত এবং অভিশ্রয়যোগ্য দুগ্ধ সেক করো। তারপর অজাদুগ্ধে অগ্নিকে স্থাপন করো ॥ ১৩ ॥

তারা নিজেদের নিবাসস্বরূপ অগ্নিকে জ্ঞাত হয়েছে, বৎস যেমন জননীর সাথে মিলিত হয়, সেইরকম গো সকল আপন বন্ধুজনের সাথে মিলিত হচ্ছে ॥ ১৪ ॥

শিখার দ্বারা ভক্ষণকারী অগ্নির অন্ন ইন্দ্র ও অগ্নিকে পোষণ করে, অন্তরীক্ষে উপকার করে, ইন্দ্র ও অগ্নিতে সমস্ত অন্ন প্রদান করো ॥ ১৫ ॥

গমনশীল বায়ু চঞ্চল পাদযুক্ত, মাধ্যমিকী বাক্‌ হ'তে সূর্যের সপ্তরশ্মির দ্বারা বর্ষিত অন্ন ও রস গ্রহণ করছেন ॥ ১৬ ॥

হে মিত্র ও বরুণ। সূর্য উদিত হ'লে তিনি সোম স্বীকার করেন, তা আতুরের ঔষধ। এই হর্যত ঋষির যে স্থান হব্য স্থাপন করবার উপযুক্ত, সেই স্থান হ'তে অগ্নিশিখার দ্বারা দ্যুলোক ব্যাপ্ত করেন ॥ ১৭-১৮ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৬৫১, ৬৫১, ৬৫১ বা ৮৮, ৬০৭, ৬০৭ ও ৬০৭ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ ঋকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১০ ঋক্‌—"সাধকগণ ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক, সর্বদেবভাবপ্রদাতা, অবিদ্বানদের হৃদয়েও সঞ্চারণশীল, শ্রেষ্ঠ রক্ষাকারী জ্ঞানদেবকে হৃদয়ে উৎপাদন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [এই মন্ত্রে

এবং পূর্বের মন্ত্রে আমরা 'অবত' অর্থে 'রক্ষক, বিপদে রক্ষাকারী' অর্থ গ্রহণ করেছি। এখানে 'উচ্চচক্রং' বলতে 'যা মানুষকে ঊর্ধ্বমার্গে নিয়ে যায়, তা-ই বোঝায়। 'নীচীনবারং' পদের অর্থ 'অধোমুখং'। 'নীচীন' শব্দের দ্বারা অধোদিক বোঝায়। সেই অধোদিকে যাঁর দৃষ্টি আছে, অর্থাৎ যিনি হীন পতিতকেও অবহেলা করেন না, তিনিই 'নীচীনবারং' বলা হয়েছে। 'অক্ষিতং' পদের অর্থ 'অক্ষীণঃ'। যা ক্ষীণ নয়, যা শ্রেষ্ঠ, যা পরমমঙ্গলপ্রদ, যার কল্যাণে মানুষ ক্ষীণতা দীনতা প্রাপ্ত হয় না, তা-ই 'অক্ষীণঃ'। সাধকেরা ভক্তির দ্বারা সেই পরমমঙ্গলদায়ক পরাজ্ঞান লাভ করেন—মন্ত্রে প্রকৃতপক্ষে এই সত্যই বিবৃত হয়েছে]।—ইত্যাদি॥— ১১ঋক্—"বিপদে রক্ষাকারী দেবতার দান-হেতু অনুগ্রহে কঠোরসাধনপরায়ণ সাধকগণ সেই বিশ্বপালক দেবতাতে অবস্থিত অমৃত প্রাপ্ত হন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধনাপরায়ণ ব্যক্তির্গ ভগবৎ-প্রদত্ত অমৃত লাভ করেন)।—ইত্যাদি॥—১২ ঋক্—"হে আমার জ্ঞানকিরণনিবহ (অথবা, বাগরূপ স্তোত্রমন্ত্রসমূহ)। তোমরা সৎকর্মের আধারভূত সেই ভগবানে গিয়ে উপনীত হও; (তাতে) এই পৃথিবীই সৎকর্মসমূহের সুফল প্রদানে সমর্থ হবে; ভক্তি ও কর্মরূপ (সংসার-সাগরের পরিত্রাণকারক) ক্ষেপণীদ্বয় তোমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হোক।" (ভাব এই যে,—আমাদের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম সহ মিলিত হোক; তাতে জন্মজরামরণধর্মী এই পৃথিবীই ইষ্টফল প্রদান করবেন)।—অথবা—"হে আমার জ্ঞানসমূহ (জ্ঞানরূপ কিরণসমূহ)! তোমরা রক্ষক সেই মহাপুরুষ ভগবানে উপগত হও, অর্থাৎ তাঁকে লাভ করো। সেই ভগবান্ সৎকর্মসমূহের ফলপ্রদ পাত্রবিশেষ (অর্থাৎ তিনিই সৎ কর্মের ফলদানকারী)। হে জ্ঞান! তুমি এবং সৎকর্ম উভয়েই ক্ষেপণীরূপ কর্ণের ন্যায়; অতএব, তোমরা উভয়েই স্বর্ণতুল্য অর্থাৎ স্বর্ণের মতো আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়।" (ভাব এই যে,—ক্ষেপণী (অর্থাৎ হাল বা দাঁড়) যেমন নৌকাকে তার লক্ষ্যস্থান প্রাপ্ত করায়, তেমনই তোমরা উভয়েই ভগবানকে পাইয়ে দাও; সুতরাং তোমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হও)।..[ভাষ্যের অনুযায়ী প্রচলিত অর্থে বেদের কোন্ নিগূঢ় তত্ত্ব নিষ্কাশিত হয়েছে ব'লে বুঝতে পারা যায় না। আমাদের মন্ত্রার্থে দু'রকমে মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দুই ব্যাখ্যার মধ্যেই প্রায় অভিন্ন ভাব লক্ষ্য করা যায়]—ইত্যাদি॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৭৩ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : আত্রেয় গোপবন বা সপ্তবধ্রি। ছন্দ : গায়ত্রী]

উদীরাথামৃতায়তে যুঞ্জাথামশ্বিনা রথম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১॥
নিমিষশ্চিজ্জবীয়সা রথেনা যাত মশ্বিনা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ২॥
উপ স্তৃণীতমত্রয়ে হিমেন ঘর্মমশ্বিনা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৩॥
কুহ স্থঃ কুহ জগ্মথুঃ কুহ শ্যেনেব পেতথুঃ। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৪॥
যদদ্য কর্হি কর্হি চিচ্ছুশ্রূয়াতমিমং হবম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৫॥
অশ্বিনা যামহূতমা নেদিষ্ঠং যাম্যাপ্যম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৬॥
অবন্তমত্রয়ে গৃহং কৃণুতং যুবমশ্বিনা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৭॥
বরেথে অগ্নিমাতপো বদতে বল্গ্বত্রয়ে। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৮॥

প্র সপ্তবধ্রিরাশসা ধারামগ্নেরশায়ত। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৯॥
ইহা গতং বৃষণ্বসূ শৃণুতং ম ইমং হবং। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১০॥
কিমিদং বাং পুরাণবজ্জরতোরিব শস্যতে। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১১॥
সমানং বাং সজাত্যং সমানো বন্ধুরশ্বিনা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১২॥
যো বাং রাজংস্যশ্বিনা রথো বিয়াতি রোদসী। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৩॥
আ নো গব্যেভিরশ্ব্যৈঃ সহস্রৈরুপ গচ্ছতম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৪॥
মা নো গব্যেভিরশ্ব্যৈঃ সহস্রেভিরতি খ্যতম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৫॥
অরুণপ্সুরুষা অভূদকর্জ্যোতির্ঋতাবরী। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৬॥
অশ্বিনা সু বিচাকশদ্বৃক্ষং পরশুমাঁ ইব। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৭॥
পুরং ন ধৃষ্ণবা রুজ কৃষ্ণয়া বাধিতো বিশা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৮॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিযুগল! আমি যজ্ঞাভিলাষী, আমার জন্য উদিত হোন, রথ যোজিত করুন। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥১॥

হে অশ্বিযুগল! অতিশয় বেগবান্ রথে নিমেষের মধ্যে আগমন করুন। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥২॥

হে অশ্বিযুগল! অত্রির জন্য হিমজলের দ্বারা ঘর্ম নিবারণ করুন। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥৩॥

আপনারা কোথায় আছেন? কোথায় গমন করছেন? শ্যেনপক্ষীর মতো কোথায় পতিত হচ্ছেন? আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥৪॥

কোন কালে, কোন স্থানে, অদ্য আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করবেন, তা জানি না। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥৫॥

যথাকালে অতিশয় আহ্বানযোগ্য অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করি, নিকটবর্তী বান্ধবের নিকট গমন করি। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥৬॥

হে অশ্বিযুগল! আপনারা অত্রির জন্য রক্ষাকারী গৃহ নির্মাণ করেছিলেন; আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥৭॥

হে অশ্বিযুগল। মনোহর স্তুতিকারী অত্রির জন্য অগ্নিকে তাপ হ'তে পৃথক্ করুন। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥৮॥

সপ্তবধ্রি, আপনাদের স্তুতির দ্বারা অগ্নির ধারাকে শয়ন করিয়েছিলেন। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥৯॥

হে বৃষ্টিপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিযুগল! এই স্থানে আগমন করুন, আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥১০॥

হে অশ্বিযুগল! জীর্ণ বৃদ্ধের মতো আপনাদের পুনঃ পুনঃ আসুন আসুন বলতে হয় কেন? আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥১১॥

হে অশ্বিযুগল! আপনাদের উৎপত্তি স্থান একই, আপনাদের বন্ধুও এক। আপনাদের রক্ষা

আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥ ১২॥

হে অশ্বিযুগল! আপনাদের যে রথ আছে, সেটি দ্যাবাপৃথিবী এবং লোকসমূহে গমন করে। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥ ১৩॥

হে অশ্বিযুগল! সহস্র গোসমূহ এবং সহস্র অশ্বসমূহের সাথে আমাদের নিকট আগমন করুন। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥ ১৪॥

হে অশ্বিযুগল! সহস্রসংখ্যক গোসমূহ ও অশ্বসমূহের সাহায্যে আমাদের নিবারণ করবেন না। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥ ১৫॥

হে অশ্বিযুগল! উষা শুভ্রবর্ণা, তিনি যজ্ঞবতী, তিনি জ্যোতি নির্মাণ করেন। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥ ১৬॥

কুঠারবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন বৃক্ষ ছেদন করে, অত্যন্ত দীপ্তিমান্ সূর্য সেইরকম তমঃ নিবারণ করেন, অতএব অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥ ১৭॥

হে পরাভবকারী সপ্তবধ্রি! তুমি কৃষ্ণপেটকের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিলে, পরে তাকে নগরের মতো দগ্ধ করেছিলে। আপনাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক ॥ ১৮॥

টীকা — ৯ ঋকের বক্তব্য—সপ্তবধ্রি পেটকের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন এবং পরে অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে নির্গত হয়েছিলেন। ৫/৭৮/৫ ঋকের টীকা দ্রষ্টব্য।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের যথেষ্ট সূত্র এই সূক্তেও আছে। প্রথম অষ্টকে অশ্বিদ্বয়ের সম্পর্কে বক্তব্য আছে।

◆ ◆

— ৭৪ সূক্ত —

[দেবতা : ১-১২ অগ্নি; ১৩-১৫ শ্রুতর্বা রাজার দানস্তুতি। ঋষি : গোপবন। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

বিশোবিশো বো অতিথিং বাজয়ন্তঃ পুরুপ্রিয়ম্।
অগ্নিং বো দুর্যং বচঃ স্তুষে শুষস্য মন্মভিঃ ॥ ১॥
যং জনাসো হবিষ্মন্তো মিত্রং ন সর্পিরাসুতিম্। প্রশংসন্তি প্রশস্তিভিঃ ॥ ২॥
পন্যাংসং জাতবেদসং যো দেবতাত্যুদ্যতা। হব্যান্যৈরয়দ্দিবি ॥ ৩॥
আগন্ম বৃত্রহন্তমং জ্যেষ্ঠমগ্নিমানবং। যস্য শ্রুতর্বা বৃহন্নার্ক্ষো অনীক এধতে ॥ ৪॥
অমৃতং জাতবেদসং তিরস্তমাংসি দর্শতম্। ঘৃতাহবনমীড্যম্ ॥ ৫॥
সবাধো যং জনা ইমেঽগ্নিং হব্যেভিরীলতে। জুহ্বানাসো যতস্রুচঃ ॥ ৬॥
ইয়ং তে নব্যসী মতিরগ্নে অধায্যস্মদা।
মন্দ্র সুজাত সুক্রতোঽমূর দস্মাতিথে ॥ ৭॥
সা তে অগ্নে শন্তমা চনিষ্ঠা ভবতু প্রিয়া। তয়া বর্ধস্ব সুষ্টুতঃ ॥ ৮॥
সা দ্যুম্নৈর্দ্যুম্নিনী বৃহদুপোপ শ্রবসি শ্রবঃ। দধীত বৃত্রতূর্যে ॥ ৯॥

অশ্বমিদগাং রথপ্রাং ত্বেষামিন্দ্রং ন সৎপতিম্।
যস্য শ্রবাংসি তূর্বথ পন্যং পন্যং চ কৃষ্টয়ঃ ॥ ১০॥
যং ত্বা গোপবনো গিরা চনিষ্ঠদগ্নে অঙ্গিরঃ। স পাবক শ্রুধী হবম্ ॥ ১১॥
যং ত্বা জনাস ঈলতে সবাধো বাজসাতয়ে। স বোধি বিত্রতূর্যে ॥ ১২॥
অহং হুবান আর্ক্ষে শ্রুতর্বণি মদচ্যুতি।
শর্ধাংসীব স্তুকাবিনাং মৃক্ষা শীর্ষা চতুর্ণাম্ ॥ ১৩॥
মাং চত্বার আশবঃ শবিষ্ঠস্য দ্রবিত্নবঃ।
সুরথাসো অভি প্রয়ো বক্ষয়য়ো ন তুগ্র্যম্ ॥ ১৪॥
সত্যমিত্ত্বা মহেনদি পরুষ্ণ্যব দেদিশম্।
নেমাপো অশ্বদাতরঃ শবিষ্ঠাদস্তি মর্ত্যঃ ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — তোমরা অন্নাভিলাষী, সমস্ত প্রজাবৃন্দের অতিথি ও অনেকের প্রিয় অগ্নির স্তুতি সম্পাদন করো; আমি তোমাদের সুখের জন্য স্তোত্রের দ্বারা গূঢ়বাক্য উচ্চারণ ক'রি ॥ ১ ॥

যাঁর উদ্দেশে ঘৃতহোম করা হয় এবং লোকে যাঁর উদ্দেশে হব্য দান ক'রে স্তুতির দ্বারা প্রশংসা করে ॥ ২ ॥

যিনি স্তোতার প্রশংসা করেন, যিনি জাতবেদা এবং যিনি যজ্ঞে প্রদত্ত হব্যসমূহ দ্যুলোকে প্রেরণ করেন ॥ ৩ ॥

যাঁর শিখাসমূহে ঋক্ষপুত্র মহান্ শ্রুতর্বা বর্ধিত হয়েছেন, সেই বৃত্রহন্তা জ্যেষ্ঠ এবং মানবগণের হিতকর অগ্নির নিকট আমি উপস্থিত হয়েছি ॥ ৪ ॥

তিনি মরণরহিত, জাতবেদা ও স্তুতিযোগ্য, তিনি তমঃ দূর করেন, তাঁর উদ্দেশে ঘৃত হোম করা হয় ॥ ৫ ॥

বাধাবিশিষ্ট এই সকল লোকে যজ্ঞ করে ও যুক্ সংযত ক'রে হব্যের দ্বারা তাঁর স্তুতি করে ॥ ৬ ॥

হে হৃষ্ট, সুজাত, সুক্রতু, অমূঢ় এবং দর্শনীয় অগ্নি! আমরা আপনার এই নূতন স্তুতি করলাম ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! এ অত্যন্ত সুখকর, প্রভূত অন্নবিশিষ্ট ও আপনার প্রিয় হোক। আপনি এর দ্বারা উত্তমরূপে স্তুত হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোন ॥ ৮ ॥

এ প্রচুর অন্নবিশিষ্ট, এ সংগ্রামে অন্নের উপরে প্রভূত অন্ন ধারণ করুক ॥ ৯ ॥

যিনি বলপূর্বক শত্রুর অন্ন ও প্রশংসনীয় ধন হিংসা করেন, সেই দীপ্ত এবং রথপূরক অগ্নিকে মানবগণ গমনশীল অশ্বের মতো ও সৎপতি ইন্দ্রের মতো পরিচর্যা করুক ॥ ১০ ॥

হে অগ্নি! গোপবন স্তুতি করাতে, আপনি অন্ন প্রদান করেছেন; আপনি সর্বত্র গমনশীল ও পাবক, আপনি তার আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

লোক বাধাযুক্ত হয়েও অন্নলাভের জন্য আপনার স্তুতি করে, আপনি সংগ্রামে প্রবুদ্ধ হন ॥ ১২ ॥

আমি আহূত হয়ে শত্রুবর্গের গর্ব খর্বকারী, ঋক্ষপুত্র শ্রুতর্বা রাজার প্রদত্ত লোমযুক্ত অশ্ব চতুষ্টয়ের উন্নত লোমবিশিষ্ট মস্তক হস্তের দ্বারা মার্জনা করবো ॥ ১৩ ॥

অত্যন্ত অন্নবিশিষ্ট শ্রুতর্বা রাজার চারিটি অশ্ব দ্রুতগামী ও উত্তম রথযুক্ত হয়ে, পক্ষীসকল

যেমন তুগ্রকে বহন করেছিল, সেই রকম অন্নবহন করছে ॥ ১৪ ॥

হে মহানদী পরুষ্ণী! তোমাকে সত্যই বলছি, হে জল! এই সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ শ্রুতর্বা হ'তে অধিক অশ্ব কোন মানব দান করতে পারে না ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১৫ ঋকের 'পরুষ্ণী' আধুনিক 'রাবীনদী'। ১০/৭৫/৫ ঋকের টীকা দ্রষ্টব্য।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭৮ বা ৬৩৮, ৬৩৮, ৬৩৯ ও ৭৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১, ২, ৩ ও ৪ ঋকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। যথা—১ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা যদি ভগবান্কে প্রাপ্তির কামনা করো, তাহলে তোমাদের এবং নিখিল জনগণের অতিপ্রিয়, অতিথির ন্যায় পূজ্য (মিত্রের মতো সহজপ্রাপ্য), অগ্নিদেবকে (জ্ঞানাগ্নিকে) ভক্তিসহযুত স্তোত্রের দ্বারা আহ্বান (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) করো। তোমাদের শান্তিকামনায় সকল সুখের নিদান, শ্রেষ্ঠনিবাসস্থল, অগ্নিদেবকে (স্বপ্রকাশ জ্ঞানদেবতাকে) স্তুতির দ্বারা (ভক্তিসহযুত অর্চনাকারী) আমরা স্তব ক'রি (হৃদয়ে উদ্দীপিত ক'রি)।" [ভগবানের আশ্রয় নিলে সকল সন্তাপ—সকল জ্বালা নিবারিত হয়। সে আশ্রয়ে উপনীত হইতে পারিলে পরমানন্দ লাভ করা যায়]।—ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"সাধনাপরায়ণ জনসমূহ মিত্রতুল্য অমৃতদায়ক যে দেবতাকে স্তুতির দ্বারা আরাধনা করেন, সেই দেবতাকে আমরা আরাধনা করছি।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের আরাধনাপরায়ণ হই)। [মানুষ অনেক সময় ভগবৎ-পূজায় আত্মনিয়োগ করতে চায় বটে, কিন্তু সামর্থ্যের অভাববশতঃ পূজা করতে পারে না। ইচ্ছা থাকলেই কোন কার্যে সফলতা লাভ হয় না, ইচ্ছার সঙ্গে কর্মসামর্থ্যও থাকা চাই। এই মন্ত্রে সেই পূজা-শক্তি লাভ করবার জন্যই প্রার্থনা রয়েছে]—ইত্যাদি ॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট দু'টি ঋক্ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৭৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অঙ্গিরা পুত্র বিরূপ। ছন্দ : গায়ত্রী]

যুক্ষ্বা হি দেবহূতমাঁ অশ্বাঁ অগ্নে রথীরিব। নি হোতা পূর্ব্যঃ সদঃ ॥ ১ ॥
উত নো দেব দেবাঁ অচ্ছা বোচো বিদুষ্টরঃ। শ্রদ্বিশ্বা বার্যা কৃধি ॥ ২ ॥
ত্বং হ যদ্যবিষ্ঠ্য সহসঃ সূনবাহুত। ঋতাবা যজ্ঞিয়ো ভুবঃ ॥ ৩ ॥
অয়মগ্নিঃ সহস্রিণো বাজস্য শতিনস্পতিঃ। মূর্ধা কবী রয়ীণাম্ ॥ ৪ ॥
তং নেমিমৃভবো যথা নমস্ব সহূতিভিঃ। নেদীয়ো যজ্ঞমঙ্গিরঃ ॥ ৫ ॥
তস্মৈ নূনমভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া। বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিম্ ॥ ৬ ॥
কমু ষ্বিদস্য সেনয়াগ্নেরপাকচক্ষসঃ। পণিং গোষু স্তরামহে ॥ ৭ ॥
মা নো দেবানাং বিশঃ প্রস্নাতীরিবোস্রাঃ। কৃশং ন হাসুরঘ্ন্যাঃ ॥ ৮ ॥
মা নঃ সমস্য দূঢ্যঃ পরিদ্বেষসো অংহতিঃ। উর্মির্ন নাবমা বধীৎ ॥ ৯ ॥
নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈরমিত্রমর্দয় ॥ ১০ ॥
কুবিৎসু নো গবিষ্টয়েঽগ্নে সংবেষিষো রয়িম্। উরুকৃদুরু ণস্কৃধি ॥ ১১ ॥

মা নো অস্মিন্মহাধনে পরা বর্গ্ভারভৃদ্যথা। সম্বর্গং সংরয়িং জয় ॥ ১২॥
অন্যামস্মদ্ভিয়া ইয়মগ্নে সিষক্তু দুচ্ছুনা। বর্ধা নো অমবচ্ছবঃ ॥ ১৩॥
যস্যাজুষন্নমস্বিনঃ শমীমদুর্মখস্য বা। তং ঘেদগ্নির্বৃধাবতি ॥ ১৪॥
পরস্যা অধি সম্বতোঽবরাঁ অভ্যা তর। যত্রাহমস্মি তাঁ অব ॥ ১৫॥
বিদ্মা হি তে পুরা বয়মগ্নে পিতুর্যথাবসঃ। অদা তে সুম্নমীমহে ॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি রথীর মতো আপনি দেববৃন্দের আহ্বানে অত্যন্ত পটু অশ্বগণকে যোজিত করুন; আপনি হোতা, আপনি প্রধান হয়ে উপবেশন করুন ॥ ১ ॥

হে দেব! আপনি দেবগণের নিকট আমাদের বিদ্বান্‌শ্রেষ্ঠ ব'লে বলুন এবং সমস্ত বরণীয় হব্য সার্থক করুন ॥ ২ ॥

হে যুবতম, বলের পুত্র আহূত অগ্নি! আপনি সত্যবান্ ও যজ্ঞার্হ ॥ ৩ ॥

এই অগ্নি শত ও সহস্রসংখ্যক অন্নের স্বামী, শিরোবিশিষ্ট, কবি ও ধনপতি ॥ ৪ ॥

হে গমনশীল অগ্নি! ঋভুগণ যেমন রথনেমি আনমিত করে, সেইরকম আপনি একত্রে আহূত দেববৃন্দের সাথে অতি নিকটবর্তী যজ্ঞ আনমিত করুন ॥ ৫ ॥

হে বিরূপ! আপনি নিত্য বাক্যের দ্বারা তৃপ্ত ও অভীষ্টবর্ষী অগ্নির স্তুতি করো ॥ ৬ ॥

আমরা গাভীগণের জন্য অনন্ত চক্ষুবিশিষ্ট, এই অগ্নির শিখার দ্বারা কোন্ পণির হিংসা করবো? ॥ ৭ ॥

আমরা দেবগণের পরিচারক, যেমন দুগ্ধদাত্রী গাভীকে পরিত্যাগ করা হয় না, যেমন গাভীগণ কৃশ বৎসকে পরিত্যাগ করে না, সেইরকম আমাদের পরিত্যাগ করবেন না ॥ ৮ ॥

সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন নৌকাকে বাধা প্রদান করে, সেইরকম যেন শত্রুসমূহের দুষ্টবুদ্ধি আমাদের বাধা প্রদান না করে ॥ ৯ ॥

হে অগ্নিদেব! মানবগণ বললাভের জন্য আপনার উদ্দেশে নমস্কার শব্দ উচ্চারণ করে, আপনি বলের দ্বারা শত্রুনাশ করুন ॥ ১০ ॥

হে অগ্নি! আমরা গাভী লাভ করতে পারবো ব'লে আপনি বহুধন দান করুন, আপনি সমৃদ্ধিকারী, আপনি আমাদের সমৃদ্ধ করুন ॥ ১১ ॥

আপনি ভারবাহী ব্যক্তির মতো আমাদের এই সংগ্রামে পরিত্যাগ করবেন না। আপনি ধন জয় করুন, এ শত্রুবর্গের সাথে ছিন্ন হচ্ছে ॥ ১২ ॥

হে অগ্নি! এই বাধাসমূহ অন্য লোকের ভয় উৎপাদন করুক, আপনি আমাদের বলোপেত বেগ বর্ধিত করুন ॥ ১৩ ॥

যে নমস্কারকারীর, অথবা অদৃষ্ট যাগবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম সেবা করে, তারই নিকট অগ্নি বিশেষভাবে গমন করেন ॥ ১৪ ॥

শত্রুসেনা হ'তে পৃথক্ সেনাগণকে অভিমুখীন করুন; যাদের মধ্যে আমি আছি, তাদের রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥

হে অগ্নি! আপনি পিতা, আমরা পূর্বের মতো এইক্ষণে আপনার রক্ষা অবগত আছি, এরপর আপনার সুখ যাচ্ঞা ক'রি ॥ ১৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৬১ বা ৬৭৫, ৬৭৫ ও ৬৭৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১০, ১১, ১২ ঋকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। যথা—১০ ঋক্—"দ্যোতমান্ হে অগ্নিদেব (প্রজ্ঞানরূপ দেবতা)। আত্মোৎকর্ষ-নিষ্পন্ন জনগণ, জ্ঞানলাভের জন্য, আপনার উদ্দেশে নমঃসূচক স্তোত্র গান ক'রে থাকেন (অতএব আমিও আপনাকে স্তব করছি)। আপনি অমিত বলপ্রভাবে (আমার) শত্রুকে বিনষ্ট করুন।" (ভাব এই যে,—হে দেব। জ্ঞানলাভের জন্য সাধকবর্গ আপনাকে স্তুতি করেন। আপনিও অমিতপরাক্রমে শত্রুদের বিনাশ ক'রে থাকেন)। [মন্ত্রের 'ওজসে' পদের অর্থ, ভাষ্যকারের মতে 'বলায়' অর্থাৎ বললাভের জন্য। আমরা ঐ পদের অর্থ করছি—জ্ঞানলাভের জন্য। সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করতে হ'লে বিশুদ্ধ জ্ঞানবলই একমাত্র প্রধান বল। হৃদয়ে জ্ঞানবল সঞ্চিত না হ'লে, হৃদয় জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত না হ'লে, ভগবানের করুণা-লাভ সম্ভবপর হয় না। তাই সাধক প্রার্থনা জানাচ্ছেন—'হে দেব! আপনি জ্ঞানস্বরূপ; আপনি আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করুন, তার অব্যর্থ প্রভাবে অজ্ঞানজনিত কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অন্তঃশত্রু ভস্মীভূত হোক,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব বিকাশ পাক।'—মন্ত্রের এটাই তাৎপর্য]।—ইত্যাদি॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট দু'টি ঋক্ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৭৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় কুরুসুতি। ছন্দ : গায়ত্রী]

ইমং নু মায়িনং হুব ইন্দ্রমীশানমোজসা। মরুত্বন্তং ন বৃঞ্জসে ॥ ১॥
অয়মিন্দ্রো মরুৎসখা বি বৃত্রস্যাভিনচ্ছিরঃ। বজ্রেণ শতপর্বণা ॥ ২॥
বাবৃধানো মরুৎসখেন্দ্রো বি বৃত্রমৈরয়ৎ। সৃজন্ৎসমুদ্রিয়া অপঃ ॥ ৩॥
অয়ং হ যেন বা ইদং স্বর্মরুত্বতা জিতম্। ইন্দ্রেণ সোমপীতয়ে ॥ ৪॥
মরুত্বন্তমৃজীষিণমোজস্বন্তং বিরপ্শিনং। ইন্দ্র গীর্ভির্হবামহে ॥ ৫॥
ইন্দ্রং প্রত্নেন মন্মনা মরুত্বন্তং হবামহে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ৬॥
মরুত্বাঁ ইন্দ্র মীঢ্বঃ পিবা সোমং শতক্রতো। অস্মিন্যজ্ঞে পুরুষ্টুত ॥ ৭॥
তুভ্যেদিন্দ্র মরুত্বতে সুতাঃ সোমাসো অদ্রিবঃ। হৃদা হূয়ন্ত উক্থিনঃ ॥ ৮॥
পিবেদিন্দ্র মরুৎসখা সুতং সোমং দিবিষ্টিষু। বজ্রং শিশান ওজসা ॥ ৯॥
উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বী শিপ্রে অবেপয়ঃ। সোমমিন্দ্র চমূ সুতম্ ॥ ১০॥
অনু ত্বা রোদসী উভে ক্রক্ষমাণমকৃপেতাম্। ইন্দ্র যদ্দস্যুহাভবঃ ॥ ১১॥
বাচমষ্টাপদীমহং নবস্রক্তিমৃতস্পৃশম্। ইন্দ্রাৎ পরি তন্বং মমে ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — এই প্রাজ্ঞ ইন্দ্রকে শত্রুচ্ছেদনের জন্য আহ্বান ক'রি, তিনি আপন বলে সকলের স্বামী এবং মরুৎগণবিশিষ্ট ॥ ১॥

এই ইন্দ্র মরুৎগণে মিলিত হয়ে শত সন্ধিবিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা বৃত্রের মস্তক ছেদন করেছেন ॥ ২॥

ইন্দ্র বর্ধিত এবং মরুৎগণে মিলিত হয়ে বৃত্রকে বিদীর্ণ করেছেন এবং অন্তরীক্ষের জল অপসৃত করেছেন ॥ ৩ ॥

যিনি মরুৎগণযুক্ত হয়ে সোমপানের জন্য এই স্বর্গ জয় করেছেন, ইনিই সেই ইন্দ্র ॥ ৪ ॥

ইনি মরুৎগণযুক্ত, ঋজীষ, সোমবিশিষ্ট, ওজস্বী এবং মহান্; আমরা স্তুতির দ্বারা তাঁকে আহ্বান করি ॥ ৫ ॥

আমরা মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্রকে এই সোমপানের জন্য পুরাতন স্তোত্রের দ্বারা আহ্বান ক'রি ॥ ৬ ॥

হে সেচনসমর্থ অনেকের আহূত শতক্রতু! আপনি মরুৎবর্গের সাথে এই যজ্ঞে সোম পান করুন ॥ ৭ ॥

হে বজ্রবান্! আপনার এবং মরুৎগণের জন্য সোম অভিষুত হয়েছে, উক্থ মন্ত্রোচ্চারণকারী ব্যক্তিবর্গ অন্তরের সাথে আহ্বান করছে ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি মরুৎবর্গের সখা, আপনি আমাদের স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু যজ্ঞে অভিষুত সোম পান করুন এবং বলপূর্বক বজ্র তীক্ষ্ণ করুন ॥ ৯ ॥

আপনি অভিষবণ ফলকে অভিষুত সোমপান ক'রে বলের সাথে উত্থিত হয়ে হনুদ্বয় কম্পিত করুন ॥ ১০ ॥

আপনি শত্রুগণকে বিনাশ করুন, দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই আপনার কামনা করে; আপনি সর্বদা দস্যুবর্গকে বিনাশ করুন ॥ ১১ ॥

অষ্ট দিক্ ও নবদিক্‌ব্যাপী যজ্ঞস্পর্শী স্তুতিও ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন। আমি সেই স্তুতি সম্পাদন করছি ॥ ১২ ॥

টীকা — ৯ ঋকে ও অন্যান্য অনেক স্থানে 'দিবিষ্টিষু' শব্দ আছে। যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই বিশ্বাস এর দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে ॥ শেষ ঋকে 'নবদিক্‌ব্যাপী' আছে। সায়ণ বলেন—চারিদিক্ ও চারিকোণ এবং আদিত্য নিয়ে এই নবদিক্ ॥—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪২৮ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের শেষ তিনটি ঋকের উল্লেখ আছে। এই সূত্রেই ঐ তিনটি ঋকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও প্রণিধানযোগ্য। যথা, —১০ ঋক্—"বলাধিপতে হে দেব (হে ইন্দ্র)। আত্মশক্তির সাথে হৃদয়ে আগমন ক'রে আমাদের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব গ্রহণ ক'রে জ্যোতিঃতে আমাদের স্থাপন করুন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজা-উপহার গ্রহণ করুন)।—ইত্যাদি ॥ ১১ ঋক্—"রিপুজয়ী হে বলাধিপতি দেব। আপনি যখন রিপুনাশক হন; তখন দ্যুলোক-ভূলোক অর্থাৎ বিশ্ববাসী সকল লোক আপনার মহিমা উপলব্ধি ক'রে পরমানন্দ লাভ করেন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ যখন লোকগণের রিপুসমূহকে বিনাশ করেন, সকল লোক তখন পরমানন্দ লাভ করে)।—ইত্যাদি ॥ ১২ ঋক্—"অষ্টদিক্‌ব্যাপিনী, দ্যুলোকব্যাপিনী অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপিনী, সত্যের (অথবা, সৎকর্মের) বর্ধনকারিণী, তথাপি ভগবানের মহিমা হ'তে ন্যূন প্রার্থনা আমি উচ্চারণ করছি।" (মন্ত্রটি ভগবানের মহিমাখ্যাপক। ভাব এই যে,—মানুষেরা অসীম ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত করতে সমর্থ নয়)। [মানুষ মাত্র সসীম। তার পক্ষে অনন্ত অসীম ভগবানের মহিমাকীর্তন সম্ভব নয়। এমনকি, ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করতে পারলেও মানুষ তার ক্ষীণ অসম্পূর্ণ ভাষার সাহায্যে সেই মহান্ অনুভূতি ব্যক্ত করতে সমর্থ হয় না। এ অনুভূতি, উপভোগের সামগ্রী—তা প্রকাশ করবার শক্তি মানুষের নেই। তাই মন্ত্রে বলা হয়েছে—দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী প্রার্থনাও ভগবানের

মহিমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এখানে প্রার্থনাকে 'অষ্টাপদীং নবস্রক্তিং' বলতে প্রার্থনাকারীর আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পায়নি, এটি কেবল ভগবানের মহিমার অসীমত্ব প্রকাশ করছে]।—ইত্যাদি ॥—উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৭৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কুরুসুতি। ছন্দ : গায়ত্রী, বৃহতী, সতোবৃহতী]

জজ্ঞানো নু শতক্রতুর্বি পৃচ্ছদিতি মাতরম্। ক উগ্রাঃ কে হ শৃণ্বিরে ॥ ১ ॥
আদীং শবস্যব্রবীদৌর্ণবাভমহীশুবম্। তে পুত্র সন্তু নিষ্টুরঃ ॥ ২ ॥
সমিত্তান্বৃত্রহাখিদৎ কে অরাঁ ইব খেদয়া। প্রবৃদ্ধো দস্যুহাভবৎ ॥ ৩ ॥
একয়া প্রতিধাপিবৎ সাকং সরাংসি ত্রিংশতম্। ইন্দ্রঃ সোমস্য কাণুকা ॥ ৪ ॥
অভি গন্ধর্বমতৃণদবুধ্নেষু রজঃস্বা। ইন্দ্রো ব্রহ্মভ্য ইদ্বৃধে ॥ ৫ ॥
নিরাবিধ্যদ্গিরিভ্য আ ধারয়ৎ পক্বমোদনম্। ইন্দ্রো বুন্দং স্বাততম্ ॥ ৬ ॥
শতব্রধ্ন ইষুস্তব সহস্রপর্ণ এক ইৎ। যমিন্দ্র চকৃষে যুজম্ ॥ ৭ ॥
তেন স্তোতৃভ্য আ ভর নৃভ্যো নারিভ্যো অত্তবে। সদ্যো জাত ঋভুষ্ঠির ॥ ৮ ॥
এতা চ্যৌত্নানি তে কৃতা বর্ষিষ্ঠানি পরীণসা। হৃদা বীড্বধারয়ঃ ॥ ৯ ॥
বিশ্বেত্তা বিষ্ণুরাভরদুরুক্রমস্ত্বেষিতঃ।
শতং মহিষান্ ক্ষীরপাকমোদনং বরাহমিন্দ্র এমুষম্ ॥ ১০ ॥
তুবিক্ষং তে সুকৃতং সূময়ং ধনুঃ সাধুর্বুন্দো হিরণ্যয়ঃ।
উভা তে বাহূ রণ্যা সুসংস্কৃত ঋদূপে চিদৃদূবৃধা ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেই বহু কর্মবিশিষ্ট হয়ে মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, উগ্র কে এবং প্রসিদ্ধ কে? ॥ ১ ॥

শবসী তৎক্ষণাৎ বললেন, হে পুত্র! ঔর্ণবাভ, অহিশুব প্রভৃতি অনেক আছে, তাদের নিস্তার করা উচিত ॥ ২ ॥

বৃত্রহা ইন্দ্র তাদের রজ্জুর দ্বারা, রথচক্রের অরসমূহের মতো, যুগপৎ আকর্ষণ করলেন এবং দস্যুগণকে হনন ক'রে প্রবৃদ্ধ হলেন ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র, সোমপূর্ণ ত্রিশটি কমনীয় পাত্র যুগপৎ পান করলেন ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র মূলরহিত অন্তরীক্ষ প্রদেশে স্তুতিকারীকে বৃদ্ধি করবার জন্য চারিদিক্ হ'তে মেঘকে হিংসা করলেন ॥ ৫ ॥

এই ইন্দ্র পক্ব অন্ন নির্মাণপূর্বক বিস্তৃত বাণ গ্রহণ ক'রে মেঘসকলকে বিদ্ধ করলেন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার একমাত্র বাণ শতাগ্রবিশিষ্ট এবং সহস্র পত্রবিশিষ্ট; আপনি এই বাণকেই সহায় করুন ॥ ৭ ॥

স্তুতিকারী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের আহারের জন্য সেই বাণের দ্বারা প্রভূত ধন আহরণ করুন, জাতমাত্রেই প্রভূত এবং স্থির হোন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি এই সকল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ ও চতুর্দিকে পরিণত পর্বত নির্মাণ করেছেন; বুদ্ধিতে এদের স্থিরভাবে ধারণ করুন ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার যে সমস্ত জল আছে, বিষ্ণু তা' প্রদান করছেন। তিনি উরুগতিবিশিষ্ট ও আপনার দ্বারা প্রেরিত। ইন্দ্র শত মহিষ ক্ষীরপক্ক অন্ন ও বরাহ দান করেছেন ॥ ১০ ॥

আপনার ধনু বহু বাণক্ষেপী, সুনির্মিত ও সুখকর, আপনার বাণ কার্যসাধন ক্রমেও স্বর্ণময়; আপনার বাহুদ্বয় রমণীয় এবং মর্মভেদী, ওরা সুসংস্কৃত ও যজ্ঞবর্ধক ॥ ১১ ॥

টীকা — ১০ ঋকে বিষ্ণুর অর্থ ঋগ্বেদে সূর্য। সূর্যরূপ বিষ্ণু জল অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপন্ন করেন। তিনি ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত এবং তিনি উরুগতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ আকাশে ভ্রমণ করেন।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র এই সূক্তেও পাওয়া যায়।

◆ ◆

— ৭৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কুরুসুতি। ছন্দ : গায়ত্রী, বৃহতী]

পুরোলাশং নো অন্ধস ইন্দ্র সহস্রমা ভর। শতা চ শূর গোনাম্ ॥ ১ ॥
আ নো ভর ব্যঞ্জনং গামশ্বমভ্যঞ্জনম্। সচা মনা হিরণ্যয়া ॥ ২ ॥
উত নঃ কর্ণশোভনা পুরূণি ধৃষ্ণবা ভর। ত্বং হি শৃণ্বিষে বসো ॥ ৩ ॥
নকীং বৃধীক ইন্দ্র তে ন সুষা ন সুদা উত। নান্যস্ত্বচ্ছূর বাঘতঃ ॥ ৪ ॥
নকীমিন্দ্রো নিকর্তবে ন শক্রঃ পরিশক্তবে। বিশ্বং শৃণোতি পশ্যতি ॥ ৫ ॥
স মন্যুং মর্ত্যানামদব্ধো নি চিকীষতে। পুরা নিদশ্চিকীষতে ॥ ৬ ॥
ক্রত্বঃ উৎপূর্ণমুদরং তুরস্যাস্তি বিধতঃ। বৃত্রঘ্নঃ সোমপাব্নঃ ॥ ৭ ॥
ত্বে বসূনি সঙ্গতা বিশ্বা চ সোম সৌভগা। সুদাত্বপরিহ্বৃতো ॥ ৮ ॥
ত্বামিদ্যবয়ুর্মম কামো গব্যুর্হিরণ্যয়ুঃ। ত্বামশ্বয়ুরেষতে ॥ ৯ ॥
তবেদিন্দ্রাহমাশসা হস্তে দাত্রং চনা দদে।
দিনস্য বা মঘবন্ত্সম্ভৃতস্য বা পূর্ধি যবস্য কাশিনা ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থ — হে শূর ইন্দ্র! পুরোডাস নামক আহার ক'রে শত সহস্র গাভী দান করুন ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের গো এবং অশ্ব প্রদান করুন, মনোহর হিরণ্ময় অলঙ্কার যুগপৎ প্রদান

করুন ॥ ২ ॥

হে শত্রুপরাজয়কারী, বাসপ্রদ ইন্দ্র! আপনারই কথা শ্রুত হয় আপনি আমাদের বহুসংখ্যক কর্ণাভরণ প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

হে শূর ইন্দ্র! আপনি ভিন্ন অন্য বর্ধনকারী কেউ নেই, আপনা অপেক্ষা উত্তম ভাগকারী অথবা উত্তম দাতা নেই, ঋত্বিক্‌বর্গের নেতাও নেই ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র কাউকেই অবজ্ঞা করেন না, তিনি পরিভূত হন না, তিনি সমস্ত জগৎ দর্শন করেন এবং শ্রবণ করেন ॥ ৫ ॥

ইন্দ্র মানবগণের অহিংসিত, তিনি ক্রোধকে মনে স্থান দেন না, নিন্দার পূর্বেই স্থান নেই ॥ ৬ ॥

স্বরান্বিত, বৃত্রঘাতী, সোমপায়ী ইন্দ্রের উদর পরিচর্যাকারীর কর্মের দ্বারাই পূর্ণ আছে ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! সমস্ত ধন আপনাতে সঙ্গত হয়েছে, হে সোমপায়ী! সমস্ত সৌভাগ্য সঙ্গত হয়েছে, সুদান সর্বদাই কুটিলতারহিত ॥ ৮ ॥

আমার মন আপনারই নিকট গমন করছে ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! আমি আপনার আশাতেই হস্তে দাত্র ধারণ করছি, হে মঘবন্! পূর্বছিন্ন অথবা পূর্ব সংগৃহীত যবের মুষ্টি পূর্ণ করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — ১০ ঋকে মূলে 'দাত্রং' আছে। 'দাত্র' শব্দের অর্থ—শস্য কাটবার কাস্তে।—এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র আছে।

◆ ◆

— ৭৯ সূক্ত —

[দেবতা : সোম। ঋষি : কৃত্নু। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

অয়ং কৃত্নুরগৃভীতো বিশ্বজিদুদ্ভিদিৎ সোমঃ। ঋষির্বিপ্রঃ কাব্যেন ॥ ১ ॥
অভ্যূর্ণোতি যন্নগ্নং ভিষক্তি বিশ্বং যত্তুরং। প্রেমন্ধঃ খ্যন্নিঃ শ্রোণো ভূৎ ॥ ২ ॥
ত্বং সোম তনূকৃদ্ভ্যো দ্বেষোভ্যোঽন্যকৃতেভ্যঃ। উরু যন্তাসি বরূথম্ ॥ ৩ ॥
ত্বং চিত্তী তব দক্ষৈর্দিব আ পৃথিব্যা ঋজীষিন্। যাবীরঘস্য চিদ্দ্বেষঃ ॥ ৪ ॥
অর্থিনো যন্তি চেদর্থং গচ্ছানিদ্দদুষো রাতিম্। ববৃজ্যুস্তৃষ্যতঃ কামম্ ॥ ৫ ॥
বিদদ্যৎপূর্ব্যং নষ্টমুদীমৃতায়ুমীরয়ৎ। প্রেমায়ুস্তারীদতীর্ণম্ ॥ ৬ ॥
সুশেবো নো মৃলয়াকুরদৃপ্তক্রতুরবাতঃ। ভবা নঃ সোম শং হৃদে ॥ ৭ ॥
মা নঃ সোম সং বীবিজো মা বি বীভিষথা রাজন্। মা নো হার্দি ত্বিষা বধীঃ ॥ ৮ ॥
অব যৎস্বে সধস্থে দেবানাং দুর্মতীরীক্ষে।
রাজন্নপ দ্বিষঃ সেধ মীঢ্বো অপ স্রিধঃ সেধ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — এই সোম কর্তা, কেউ এঁকে গ্রহণ করতে পারে না, ইনি বিশ্বজেতা এবং উদ্ভিদ্। ইনি ঋষি, মেধাবী এবং স্তুতিযোগ্য ॥ ১ ॥

যা নগ্ন, ইনি তা' আচ্ছাদিত করেন; যা রুগ্ন, ইনি তা' আরোগ্য করেন; সমন্ধ হয়েও দর্শন করেন, পঙ্গু হয়েও গমন করেন ॥ ২ ॥

হে সোম! আপনি শরীরকৃশকারী অন্যকৃত অপ্রিয় কার্য হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

হে ঋজীষ সোমবান। আপনি প্রজ্ঞা ও বলের দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবীর সকাশ হ'তে আমাদের শত্রুর কার্য পৃথক্ করুন ॥ ৪ ॥

ধনাভিলাষিগণ যদি ধনীর নিকট গমন করে, দাতার দান প্রাপ্ত হয়, ভিক্ষুকের অভিলাষ সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হয় ॥ ৫ ॥

যখন পুরাণ নষ্ট ধন লাভ করে, তখনই যজ্ঞাভিলাষীকে প্রেরণ করে এবং দীর্ঘ আয়ু লাভ করে ॥ ৬ ॥

হে সোম! আপনি আমাদের হৃদয়ে সুন্দর, সুখকর, যজ্ঞসম্পাদক, নিশ্চল এবং মঙ্গলকর ॥ ৭ ॥

হে সোম! আপনি আমাদের চঞ্চলাঙ্গ করবেন না; হে রাজন্! আপনি আমাদের ভীত করবেন না, আমাদের হৃদয় দীপ্তির দ্বারা বধ করবেন না ॥ ৮ ॥

আপনার গৃহে দেবগণের দুর্মতি যেন না প্রবেশ করে; হে রাজা! শত্রুদের দূর করুন; হে সোমসেবী! হিংসকদের বিনাশ করুন ॥ ৯ ॥

টীকা — এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র আছে।—স্বর্গীয় দুর্গাদাস মনে করেন, এই সোম মাদকলতা নয়, ভক্তের অন্তরের ভক্তি-সুধা এবং শুদ্ধসত্ত্বের স্বরূপ তথা ঈশ্বরেরই বিভূতি-বিকাশ মাত্র।

◆ ◆

— ৮০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র; কেবল ১০ ঋক্—দেবগণ। ঋষি : নোধার পুত্র একদ্যু। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্]

নহ্যন্যং বলাকরং মর্ডিতারং শতক্রতো। ত্বং ন ইন্দ্র মৃলয় ॥ ১ ॥
যো নঃ শশ্বৎ পুরাবিথামৃধ্রো বাজসাতয়ে। স ত্বং ন ইন্দ্র মৃলয় ॥ ২ ॥
কিমঙ্গ রধ্রচোদনঃ সুন্বানস্যাবিতেদসি। কুবিৎ স্বিন্দ্র ণঃ শকঃ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্র প্র ণো রথমব পশ্চাচ্চিৎসন্তমদ্রিবঃ। পুরস্তাদেনং মে কৃধি ॥ ৪ ॥
হন্তো নু কিমাসসে প্রথমং নো রথং কৃধি। উপমং বাজয়ু শ্রবঃ ॥ ৫ ॥
অবা নো বাজয়ুং রথং সুকরং তে কিমিৎপরি। অস্মান্ত্সু জিগ্যুষস্কৃধি ॥ ৬ ॥
ইন্দ্র দৃহ্যস্ব পূরসি ভদ্রা ত এতি নিষ্কৃতম্। ইয়ং ধীঋত্বিয়াবতী ॥ ৭ ॥
মা সীমবদ্য আ ভাগুর্বী কাষ্ঠা হিতং ধনম্। অপাবৃক্তা অরত্নয়ঃ ॥ ৮ ॥
তুরীয়ং নাম যজ্ঞিয়ং যদা করস্তদুশ্মসি। আদিৎপতির্ন ওহসে ॥ ৯ ॥

অবীবৃধদ্বো অমৃতা অমন্দীদেকদ্যূর্দেবা উত যাশ্চ দেবীঃ।
তস্মা উ রাধঃ কৃণুত প্রশস্তং প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি ভিন্ন সুখদাতাকে বহুমান প্রদান ক'রি না। হে শতক্রতু! আপনি আমাদের সুখী করুন ॥ ১ ॥

যে অহিংসক ইন্দ্র পূর্বে আমাদের অন্নলাভের জন্য রক্ষা করেছিলেন, তিনি আমাদের সর্বদা সুখী করুন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আরাধীকে প্রবর্তিত করুন; আপনি অভিষবকারীর রক্ষক; অতএব আপনি আমাদের বহুধন প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের পশ্চাৎ অবস্থিত রথকে রক্ষা করুন; হে বজ্রবান্! একে সম্মুখভাগে আনয়ন করুন ॥ ৪ ॥

হে হন্তা ইন্দ্র! আপনি এইক্ষণে কেন শব্দশূন্য হয়ে আছেন? আমাদের রথকে প্রদান করুন, অন্নাভিলাষী হয়ে সমীপবর্তী ক'রে দিন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের অন্নাভিলাষী রথকে রক্ষা করুন। আপনার কি কর্তব্য আছে? আমাদের সংগ্রামে সর্বতোভাবে জয়শীল করুন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! দৃঢ় হোন, আপনি নগরের মতো মঙ্গলময়ী, স্তুতি ক্রিয়া যথাকালে আপনার নিকট গমন করে, আপনি যজ্ঞনিষ্পাদক ॥ ৭ ॥

নিন্দাভাক্ ব্যক্তি যেন আমাদের নিকট উপস্থিত না হয়, বিস্তীর্ণ দিক্‌সমূহে নিহিত ধন আমাদের হোক, শত্রুসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হোক ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি যখন যজ্ঞসম্বন্ধীয় চতুর্থ নাম ধারণ করেছেন, তখনই আমরা তা' কামনা করেছি; আপনিই আমাদের পালক, আপনিই আমাদের প্রতিপালন করছেন ॥ ৯ ॥

হে মরণরহিত দেবগণ! একদ্যূ ঋষি আপনাদের ও দেবপত্নীগণকে বর্ধিত করছে, তৃপ্ত করছে; তার উদ্দেশে প্রচুর ধন দান করুন; কর্মধন ইন্দ্র প্রাতঃকালেই দ্রুত আগমন করুন ॥ ১০ ॥

টীকা — এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র আছে।

◆ ◆

— ৮১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় কুসীদী। ছন্দ : গায়ত্রী]

আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সং গৃভায়। মহাহস্তী দক্ষিণেন ॥ ১॥
বিদ্মা হি ত্বা তুবিকূর্মিং তুবিদেষ্ণং তুবীমঘম্। তুবিমাত্রমবোভিঃ ॥ ২॥
নহি ত্বা শূর দেবা ন মর্তাসো দিৎসন্তম্। ভীমং ন গাং বারয়ন্তে ॥ ৩॥
এতো ন্বিন্দ্রং স্তবামেশানং বস্বঃ স্বরাজম্। ন রাধসা মর্ধিষন্নঃ ॥ ৪॥

প্র স্তোষদুপ গাসিষচ্ছ্রবৎসাম গীয়মানম্। অভি রাধসা জুগুরৎ ॥ ৫॥
আ নো ভর দক্ষিণেনাভি সব্যেন প্র মৃশ। ইন্দ্র মা নো বসোর্নির্ভাক্ ॥ ৬॥
উপ ক্রমস্বা ভর ধৃষতা ধৃষ্ণো জনানাম্। অদাশূষ্টরস্য বেদঃ ॥ ৭॥
ইন্দ্র য উ নু তে অস্তি বাজো বিপ্রেভিঃ সনিত্বঃ। অস্মাভিঃ সু তং সনুহি ॥ ৮॥
সদ্যোজুবস্তে বাজা অস্মভ্যং বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ। বশৈশ্চ মক্ষূ জরন্তে ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি মহাহস্তবিশিষ্ট, আপনি আমাদের প্রদানের জন্য শব্দবান্, বিচিত্র, গ্রহণযোগ্য ধন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করুন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা আপনাকে জ্ঞাত আছি; আপনি বহুকর্মা, বহুদাতা, বহুধনবান্ এবং বহুরক্ষাযুক্ত ॥ ২ ॥

হে শূর ইন্দ্র! আপনি দান করতে ইচ্ছা করলে, দেববৃন্দ ও মানবগণ ভয়ঙ্কর বৃষভের মতো আপনাকে নিবারণ করতে পারে না ॥ ৩ ॥

তোমরা আগমন করো, ইন্দ্রকে স্তব করো, তিনি স্বয়ং দীপ্যমান ধনের অধিপতি, ধনের দ্বারা অন্য ধনীর মতো যেন বাধা প্রদান না করেন ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র তোমাদের স্তুতির প্রশংসা করুন এবং সেই অনুযায়ী গান করুন, তিনি সামস্তোত্র শ্রবণ করুন, ধনযুক্ত হয়ে আমাদের অনুগ্রহ করুন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য আগমন করুন, বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তে দান করুন, আমাদের ধন হ'তে পৃথক করবেন না ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! ধনের নিকট গমন করুন; হে শত্রু অভিভবকারী। আপনি সাহঙ্কার মনে জনমধ্যে যে অত্যন্ত অদাতা, তার ধন আহরণ করুন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! বিপ্রগণের ভজনীয়, আপনার যে ধন আছে, যাচিত হয়ে আমাদের প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার অন্ন আমাদের নিকট শীঘ্র আগমন করুক; সেই অন্ন সকলের প্রীতিকর। আমাদের স্তোতাসকল নানা অভিলাষযুক্ত হয়ে শীঘ্র আপনাকে স্তুতি করছে ॥ ৯ ॥

টীকা — সৎকর্মের পোষণকর্তা, শরণাগতের পালক, শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল, শ্রেষ্ঠ ধনের আকর, পরব্রহ্ম, অভিষ্টফলপ্রদ, পরমৈশ্বর্যশালী ও অপ্রতিহতশক্তিশালী ইন্দ্ররূপী ঈশ্বরের বিভূতিবিকাশ মাত্রের নিকট এই সূক্তেও ঋষি তাঁর প্রার্থনা প্রজ্ঞাপিত করেছেন।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১০৩ বা ৩০৯, ৩০৯ ও ৩০৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১,২ ও ৩ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। যথা,—১ ঋক্—"হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব। আমাদের প্রতি আগমন করুন; এবং আরাধনীয় অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষণীয় বৈচিত্র্যসম্পন্ন পরমার্থরূপ ধনকে আমাদের জন্য পরমদানশীল হোন; অথবা,—আমাদের উচ্চারিত স্তুতিরূপ অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ধনকে (আপনার গ্রহণীয় অর্চনাকে বা পূজাকে) আপনি সর্বতোভাবে গ্রহণ করুন; এবং অনুকম্পাপূর্বক আমাদের সম্বন্ধে পরম দানশীল হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের প্রতি কৃপা ক'রে পরমধন গ্রহণপূর্বক আমাদের বিতরণের জন্য এই মর্ত্যলোকে আগমন করুন)। [আমরা মন্ত্রটিতে দু'রকম ভাব গ্রহণ করছি। একরকম অর্থে, পরমার্থরূপ ধন গ্রহণপূর্বক ভগবানকে নিকটে আনবার কামনা প্রকাশ পায়। অন্যরকম অর্থে, আমাদের স্তব বা প্রার্থনা গ্রহণ ক'রে তিনি আমাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হোন—এমন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত। ঐ

দু'রকম অর্থেই বোঝা যায়, আমাদের পরিগৃহীত অর্থের ভাব ও প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির মর্ম প্রায় অভিন্নই আছে।—আসলে, এখানে, মহৎ হস্তের দ্বারা কর্ম, 'মহাহস্তী' পদে তা-ই দ্যোতনা করে। এইভাবে 'দক্ষিণেন' পদে 'দক্ষিণ হস্তের দ্বারা' অর্থের পরিবর্তে 'আনুকূল্য সহায়তা করুণা' প্রভৃতি অর্থ পাওয়াই সঙ্গত। এইভাবে আমরা বুঝতে পারি, এই মন্ত্রে কি ব্যাকুল প্রার্থনাই না প্রকাশ পেয়েছে। বলা হয়েছে,—'হে ভগবন্! ত্বরায় এস; যে ধনের জন্য সংসার লালায়িত, সেই বিচিত্র ধন নিয়ে এস; আর করুণা প্রকাশে পরমদাতার মতো সেই ধন আমাদের বিতরণ করো।' অথবা,— আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করো, আমাদের প্রতি করুণাপর হও।' মন্ত্রের মধ্যে এমনই প্রার্থনা দেখা যায়]।— ইত্যাদি॥ উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৮২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কণ্বপুত্র কুসীদি। ছন্দ : গায়ত্রী]

আ প্র দ্রব পরাবতোঽর্বাবতশ্চ বৃত্রহন্। মধ্বঃ প্রতি প্রভর্মণি ॥ ১॥
তীব্রাঃ সোমাস আ গহি সুতাসো মাদয়িষ্ণবঃ। পিবা দধৃগ্যথোচিষে ॥ ২॥
ইষা মন্দস্বাদু তেঽরং বরায় মন্যবে। ভুবত্ত ইন্দ্র শং হৃদে ॥ ৩॥
আ ত্বশত্রবা গহি ন্যুক্থানি চ হূয়সে। উপমে রোচনে দিবঃ ॥ ৪॥
তুভ্যায়মদ্রিভিঃ সুতো গোভিঃ শ্রীতো মদায় কম্। প্র সোম ইন্দ্র হূয়তে ॥ ৫॥
ইন্দ্র শ্রুধি সু মে হবমস্মে সুতস্য গোমতঃ। বি পীতিং তৃপ্তিমশ্নুহি ॥ ৬॥
য ইন্দ্র চমসেষ্বা সোমশ্চমূষু তে সুতঃ। পিবেদস্য ত্বমীশিষে ॥ ৭॥
যো অপ্সু চন্দ্রমা ইব সোমশ্চমূষু দদৃশে। ত্বমীশিষে ॥ ৮॥
যং তে শ্যেনঃ পদাভরত্তিরো রজাংস্যস্পৃতম্। পিবেদস্য ত্বমীশিষে ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে বৃত্রহন্! যজ্ঞস্থ মধুর জন্য দূরদেশ হ'তে ও সমীপদেশ হ'তে আগমন করুন ॥ ১॥

তীব্র মদকর সোম অভিষুত হয়েছে, আগমন করুন, পান করুন এবং মত্ত হয়ে তার সেবা করুন ॥ ২॥

সোমরূপ অন্নের দ্বারা মত্ত হোন। এ আপনার শত্রুনিবারক ক্রোধের জন্য পর্যাপ্ত হোক। আপনার হৃদয়ে সোম সুখকর হোক ॥ ৩॥

হে শত্রুরহিত! শীঘ্র আগমন করুন, যেহেতু আপনি দ্যুলোক হ'তে দীপ্যমান সমীপস্থ যজ্ঞ প্রদেশে উক্থমন্ত্রের দ্বারা আহূত হচ্ছেন ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! এই সোম প্রস্তরের দ্বারা অভিষুত এবং গব্যের দ্বারা মিশ্রিত হয়ে আপনার আনন্দের জন্য আহুত হচ্ছে ॥ ৫॥

হে ইন্দ্র! আমার আহ্বান শ্রবণ করুন, আমাদের অভিষুত ও গব্যযুক্ত সোম পান করুন এবং

বিবিধ তৃপ্তিলাভ করুন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! যে অভিষুত সোম চমস ও চমূ নামক পাত্রে রয়েছে, তা পান করুন ॥ ৭ ॥

জলের মধ্যে চন্দ্রমার মতো চমূর মধ্যে যে সোম দৃষ্ট হয়, আপনি ঈশ্বর, আপনি তা' পান করুন ॥ ৮ ॥

শ্যেনপক্ষী অন্তরীক্ষ তিরস্কৃত ক'রে পদের দ্বারা যে সোম আহরণ করেছিল, হে ইন্দ্র! আপনি ঈশ্বর, আপনি তা' পান করুন ॥ ৯ ॥

টীকা — ৯ ঋক্ প্রসঙ্গে বক্তব্য—যজুর্বেদের ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, গায়ত্রী শ্যেনরূপ ধারণ ক'রে পক্ষযুক্ত সোম আনয়ন করেছিলেন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে শ্যেনপক্ষী যে গায়ত্রীরূপ ধারণ করেছিল; সে উপাখ্যান ঋগ্বেদে নেই, পরে কল্পিত হয়েছে।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১০০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ৭ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। তার আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ, যথা,—"হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জন্য সৎকর্মের দ্বারা সঞ্জাত বা পবিত্রীকৃত প্রসিদ্ধ যে শুদ্ধসত্ত্বভাব বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আমাদের হৃদয়-রূপ পাত্রসমূহে সর্বতোভাবে বিদ্যমান আছে, সেই শুদ্ধসত্ত্বের অংশ বা সারভাগকে আপনি গ্রহণ করুন; যেহেতু আপনি ঈশ্বর হন, সেইজন্য সেই সবই আপনাকে নিবেদন করছি।" [প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্মের তারতম্য অনুসারে যে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়, ভগবান্ যেন কৃপা ক'রে তা সবই গ্রহণ করেন]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৮৩ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : কুসীদি। ছন্দ : গায়ত্রী]

দেবানামিদবো মহত্তদা বৃণীমহে বয়ম্। বৃষ্ণামস্মভ্যমূতয়ে ॥ ১ ॥
তে নঃ সন্তু যুজঃ যুজঃ সদা বরুণো মিত্রো অর্যমা। বৃধাসশ্চ প্রচেতসঃ ॥ ২ ॥
অতি নো বিষ্পিতা পুরু নৌভির্‌পো ন পর্ষথ। যূয়মৃতস্য রথ্যঃ ॥ ৩ ॥
বামং নো অস্ত্বর্যমন্বামং বরুণ শংস্যম্। বামং হ্যাবৃণীমহে ॥ ৪ ॥
বামস্য হি প্রচেতস ঈশানাসো রিশাদসঃ। নেমাদিত্যা অঘস্য যৎ ॥ ৫ ॥
বয়মিদ্বঃ সুদানবঃ ক্ষিয়ন্তো যান্তো অধ্বন্না। দেবা বৃধায় হূমহে ॥ ৬ ॥
অধি ন ইন্দ্রৈষাং বিষ্ণো সজাত্যানাম্। ইতা মরুতো অশ্বিনা ॥ ৭ ॥
প্র ভ্রাতৃত্বং সুদানবোঽধ দ্বিতা সমান্যা। মাতুর্গর্ভে ভরামহে ॥ ৮ ॥
যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানব ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা অভিদ্যবঃ। অধা চিদ্ব উত ব্রুবে ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে দেবগণ! দেবগণের কামবর্ষী, সেই মহারক্ষা আমাদের পালনের জন্য প্রার্থনা করছি ॥ ১ ॥

হে দেবগণ! বরুণ, মিত্র, অর্যমা সর্বদা আমাদের সহায় হোন, তাঁরা প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্ ও আমাদের

বর্ধক হোন ॥ ২ ॥

হে সত্যের নেতা দেবগণ! নৌকার দ্বারা জলের মতো আমাদের বিস্তৃত বহু শত্রুসেনা হ'তে পারে নীত করুন ॥ ৩ ॥

অর্যমা! ভজনীয় ধন আমাদের হোক। হে বরুণ! প্রশংসনীয় ধন আমাদের হোক। আমরা ভজনীয় ধন প্রার্থনা ক'রি ॥ ৪ ॥

হে প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত শত্রু-ভক্ষক! আপনারা ভজনীয় ধনের ঈশ্বর। হে আদিত্যগণ! যা পাপিষ্ঠের তা আমার নিকট উপস্থিত হোক ॥ ৫ ॥

হে সুন্দর দানশীল দেবগণ! আমরা গৃহেই থাকি, অথবা পথে গমন ক'রি, আমরা হব্যবর্ধনের জন্য আপনাদেরই আহ্বান ক'রি ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণু! হে মরুৎগণ! হে অশ্বিদ্বয়! এক জাতীয়গণের মধ্যে আমাদেরই নিকটে আগমন করুন ॥ ৭ ॥

হে সুন্দর দানশীলগণ! অনন্তর আমরা আপনাদের মঙ্গলের এবং পরে আপনাদের মাতৃগর্ভে দু'টি দু'টি ক'রে জন্মগ্রহণ করায়, যে ভ্রাতৃত্ব আছে, তা-ই প্রকাশ করবো ॥ ৮ ॥

আপনারা সুদানশীল, ইন্দ্র আপনাদের জ্যেষ্ঠ, আপনারা দীপ্তিযুক্ত, আপনারা যজ্ঞে অবস্থিতি করুন। অনন্তর আমি আপনাদের স্তব করছি ॥ ৯ ॥

টীকা — ঈশ্বরের বিভিন্ন বিভূতি বিকাশরূপী দেববৃন্দের নিকট ঋষির বিভিন্ন প্রার্থনা এই সূক্তে বিধৃত। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৯৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তটির ১ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম—"আমাদের (অর্থাৎ সংসারিদের) রক্ষার অর্থাৎ মুক্তির জন্য অভীষ্টবর্ষণশীল অর্থাৎ ইষ্টদাতা দেবভাবসমূহের অর্থাৎ ভগবৎ-বিভূতি-সমূহের ব্যাপক অথবা সহনীয় (পূজনীয়), ইষ্টপ্রাপ্তিকারক অথবা সর্বজ্ঞ এবং রক্ষক, সেই প্রসিদ্ধ (সাধকগণের অনুভূত) দেবত্ব বা ঐশ্বর্যকে আমরা (সংসারিগণ) সম্যক্‌রূপে প্রার্থনা ক'রি।" [ভাব এই যে,—সংসারদুঃখ-নিবৃত্তির জন্য দুঃখবিনাশন সেই ভগবানকে আমরা প্রার্থনা ক'রি]।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৮৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : কবির পুত্র উশনা। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্। অগ্নিং রথং ন বেদ্যম্ ॥ ১ ॥
কবিমিব প্রচেতসং যং দেবাসো অধ দ্বিতা। নি মর্ত্যেষ্বাদধুঃ ॥ ২ ॥
ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো নৄঃ পাহি শৃণুধী গিরঃ। রক্ষা তোকমুত ত্মনা ॥ ৩ ॥
কয়া তে অগ্নে অঙ্গির ঊর্জো নপাদুপস্তুতিম্। বরায় দেব মন্যবে ॥ ৪ ॥
দাশেম কস্য মনসা যজ্ঞস্য সহসো যহো। কদু বোচ ইদং নমঃ ॥ ৫ ॥
অধা ত্বং হি নস্করো বিশ্বা অস্মভ্যং সুক্ষিতীঃ। বাজদ্রবিণসো গিরঃ ॥ ৬ ॥

কস্য নূনং পরিণসো ধিয়ো জিম্বসি দম্পতে। গোষাতা যস্য তে গিরঃ ॥ ৭॥
তং মর্জয়ন্ত সুক্রতুং পুরোযাবানমাজিষু। স্বেষু ক্ষয়েষু বাজিনম্ ॥ ৮॥
ক্ষেতি ক্ষেমেভিঃ সাধুভির্নকির্যং ঘ্নন্তি হন্তি যঃ। অগ্নে সুবীর এধতে ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — প্রিয়তম অতিথিও মিত্রের মতো প্রিয় এবং রথের মতো ধনবাহক অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তব করছি ॥ ১॥

দেবগণ যে অগ্নিকে প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের মতো মানবগণের মধ্যে দু'রকমে স্থাপিত করেছেন ॥ ২॥

হে সর্বকনিষ্ঠ! হব্যদায়ীর লোকসকলকে পালন করুন, স্তুতি শ্রবণ করুন, স্বয়ংই সন্তানগণকে রক্ষা করুন ॥ ৩॥

হে অঙ্গিরা! হে বলের পুত্র! হে দেব! আপনি সকলের বরণীয় ও শত্রুবর্গের অভিগামী; কি রকম বাক্যে আপনার স্তুতি করবো? ॥ ৪॥

হে বলের পুত্র! কীরকম যজমানের অভিপ্রায় অনুসারে আমরা হব্য দান করবো এবং কখনই বা এই নমস্কার উচ্চারণ করবো? ॥ ৫॥

আপনিই আমাদের উদ্দেশে আমাদের সমস্ত স্তুতিকেই উত্তম গৃহবিশিষ্ট ও অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট করুন ॥ ৬॥

হে দম্পতি অগ্নি! আপনি এইক্ষণে কীরকম ব্যক্তির যজ্ঞকর্ম প্রীত করেন? আপনার স্তুতি ধনলাভকর ॥ ৭॥

যজমানবৃন্দ আপন গৃহে সুন্দর প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, সুকর্মযুক্ত, যুদ্ধে অগ্রগামী, বলবান্ অগ্নির পরিচর্যা করে ॥ ৮॥

হে অগ্নি! যে ব্যক্তি সাধুপালনের সাথে স্বগৃহে বাস করেন, যাঁকে কেউ হিংসা করতে পারে না, যিনি শত্রুকে হিংসা করেন, তিনিই সুন্দর পুত্র ইত্যাদি যুক্ত হয়ে বর্ধিত হন ॥ ৯॥

টীকা — ৭ ঋকে 'দম্পতি অগ্নি' অর্থে গার্হপত্য অগ্নি জায়াপতি স্বরূপ।—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৯ বা ৫২২, ৫২২, ৫২২, ৬৩২, ৬৩২, ৬৩২ ও ৬৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১, ২ ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! 'এক হয়েও বহু হই'—যাঁর কর্তৃক উক্ত হয়েছে, সেই আপনাকে বিশ্বের ন্যায় প্রীতিহেতুভূত এবং মোক্ষলাভের পক্ষে রথস্বরূপ জেনে, স্তব করছি।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি সর্বদেবময় চতুর্বর্গফলপ্রদ সুহৃদের মতো হন; আপনাকে রথস্বরূপ জেনে, পরিত্রাণলাভের জন্য অর্চনা করছি)। [...প্রখ্যাত এক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যাখ্যার মর্মার্থ এই যে,—"উশনা ঋষি অসুরদের পুরোহিত ছিলেন। দেবতাদের পক্ষ হয়ে অগ্নি ঋষি অসুরদের শিবিরে দূত-রূপে গমন করেন। অসুরেরা অগ্নি ঋষিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। ঋষি উশনা সেই উপলক্ষে অসুর সৈন্যদের নিরস্ত করবার প্রয়াস পান। তিনি বলেন,—'অগ্নি ঋষি দূতরূপে আগমন করেছেন। সুতরাং তিনি 'প্রেষ্ঠং' প্রিয়তম। তিনি তোমাদের 'অতিথিং'। সুতরাং মিত্রের ন্যায় প্রিয়। তাঁকে স্তব করাই বিধেয়। তাঁকে রথের অর্থাৎ বাহকের ন্যায় জানবে। কেন-না, তিনি অপর পক্ষের বার্তা বহন ক'রে এনেছেন মাত্র। বার্তাবহ ব'লেই দূত অবধ্য'।" এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন কৌতূহল অর্থ প্রকাশ পেয়ে আসছে]।—ইত্যাদি।—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৮৫ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : আঙ্গিরস কৃষ্ণ। ছন্দ : গায়ত্রী]

আ মে হবং নাসত্যাশ্বিনা গচ্ছতং যুবম্। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ১॥
ইমং মে স্তোমমশ্বিনেমং মে শৃণুতং হবম্। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ২॥
অয়ং বাং কৃষ্ণো অশ্বিনা হবতে বাজিনীবসূ। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৩॥
শৃনুতং জরিতুর্হবং কৃষ্ণস্য স্তবতো নরা। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৪॥
ছর্দিযন্তমদাভ্যং বিপ্রায় স্তবতে নরা। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৫॥
গচ্ছতং দাশুষো গৃহমিত্থা স্তবতো অশ্বিনা। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৬॥
যুঞ্জাথাং রাসভং রথে বীড়ঙ্গে বৃষণ্বসূ। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৭॥
ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা রথেনা যাতমশ্বিনা। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৮॥
নূ মে গিরো নাসত্যাশ্বিনা প্রাবতং যুবম্। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! আপনারা উভয়ে আমার আহ্বান শ্রবণ ক'রে সোম পানের জন্য আমাদের যজ্ঞের প্রতি আগমন করুন ॥ ১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানের জন্য আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

হে অন্নযুক্ত, ধনবান্, অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানের জন্য এই কৃষ্ণ ঋষি আপনাদের আহ্বান করছে ॥ ৩ ॥

হে নেতাদ্বয়! স্তোত্রশীল, স্তুতিকারী কৃষ্ণের আহ্বান মদকর সোম পানের জন্য শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥

হে নেতাদ্বয়! মদকর সোম পানের জন্য বিপ্র স্তুতিকারী কৃষ্ণকে অহিংসনীয় গৃহ প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! এই রকমে স্তুতিকারী হব্যদাতার গৃহের উদ্দেশে মদকর সোম পানের জন্য আগমন করুন ॥ ৬ ॥

হে বর্ষণশীল, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়। মদকর সোম পানের জন্য দৃঢ়াঙ্গ রথে রাসভ যোজিত করুন ॥ ৭ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! তিনটি বন্ধুরবিশিষ্ট ত্রিকোণ রথে মদকর সোম পানের জন্য আগমন করুন ॥ ৮ ॥

হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানের জন্য আমার স্তুতি বাক্যের প্রতি আপনারা শীঘ্র আগমন করুন ॥ ৯ ॥

টীকা — নাসত্য ও দস্র প্রসঙ্গে পূর্বে প্রথম অষ্টকে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে সোম অর্থে 'মাদক লতা' ধরা হয়। আধ্যাত্মিক বিচারণায় অশ্বিদ্বয় অর্থে অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির নাশক বা

শান্তিকারী শক্তিদ্বয়, ভক্তজনের হৃদয়দেশই তাঁদের রথ বা যান। সোম অর্থে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, ভক্তের অন্তরের ভক্তিসুধা।

◆ ◆

— ৮৬ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায়। ছন্দ : জগতী]

উভা হি দস্রা ভিষজা ময়োভুবোভা দক্ষস্য বচসো বভূবথুঃ।
তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ১॥
কথা নূনং বাং বিমনা উপ স্তবদ্যুবং ধিয়ং দদথুর্বস্য ইষ্টয়ে।
তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ২॥
যুবং হি ষ্মা পুরুভুজেমমেধতুং বিকাপূবে দদথু র্বস্য ইষ্টয়ে।
তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ৩॥
উত তাং বীরং ধনসামৃজীষিণং দূরে চিৎসন্তমবসে হবামহে।
যস্য স্বাদিষ্ঠা সুমতিঃ পিতুর্যথা মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ৪॥
ঋতেন দেবঃ সবিতা শমায়ত ঋতস্য শৃঙ্গমুর্বিয়া বি পপ্রথে।
ঋতং সাসাহ মহি চিৎপৃতন্যতো মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে দস্র ভিষক্দ্বয়। আপনারা উভয়ে সুখকর। আপনারা দক্ষের স্তুতিকালে উপস্থিত ছিলেন। আপনাদের বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত করুন ॥ ১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! বিমনা নামক ঋষি পূর্বকালে কি রকমে আপনাদের স্তুতি করেছিলেন যে, আপনারা ধনলাভের জন্য মন করেছিলেন। সেই আপনাদের বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত করুন ॥ ২ ॥

হে অনেকের পালক অশ্বিদ্বয়! বিষ্ণাপুর উৎকৃষ্ট ধনবাঞ্ছা পূরণের জন্য আপনারা তাঁকে ধনবৃদ্ধি প্রদান করুন। সেই আপনাদের বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত করুন ॥ ৩ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! বীর, ধনভোগী, অভিষুতসোমযুক্ত, দূরে স্থিত বিষ্ণাপুকে আহ্বান করছি, পিতার মতো তারও সুস্তুতি অত্যন্ত স্বাদু। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত করুন ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! সবিতাদেব সত্যের দ্বারা রশ্মি সংযত করেন। পরে সত্যের শৃঙ্গকে বিশেষভাবে প্রথিত করেন। সত্যই তিনি সেনাযুক্ত শত্রুর অভিভব করেন। সত্যের দ্বারা আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্তের ঋষি প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে,—কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় নামক ঋষির পুত্র বিষ্ণাপু বিনষ্ট হ'লে, অশ্বিদ্বয় সেই নষ্ট পুত্রকে আনয়ন ক'রে দিয়েছিলেন, তা' আমরা পূর্বে দেখেছি।—এই কৃষ্ণ ও তৎপুত্র বিশ্বকায় ও তার পুত্র বিষ্ণাপু কে, তার টীকায় কোন বিবরণ নেই। কেবল তাঁরা ঋষি ছিলেন এইটুকু জানা যায়।—এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র আছে। প্রথম অষ্টকের ১১৬ ও ১১৭ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ৮৭ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : বসিষ্ঠের পুত্র দ্যুম্নীক, অথবা অঙ্গিরার পুত্র প্রিয়মেধা, অথবা কৃষ্ণ। ছন্দ : প্রগাথ]

দ্যুম্নী বাং স্তোমো অশ্বিনা ক্রিবির্ন সেক আ গতম্।
মধ্বঃ সুতস্য স দিবি প্রিয়ো নরা পাতং গৌরাবিবেরিণে ॥ ১॥
পিবতং ঘর্মং মধুমন্তমশ্বিনা বর্হিঃ সীদতং নরা।
তা মন্দসানা মনুষো দুরোণ আ নি পাতং বেদসা বয়ঃ ॥ ২॥
আ বাং বিশ্বাভিরূতিভিঃ প্রিয়মেধা অহূষত।
তা বর্তির্যাতমুপ বৃক্তবর্হিষো যুষ্টং যজ্ঞং দিবিষ্টিষু ॥ ৩॥
পিবতং সোমং মধুমন্তমশ্বিনা বর্হিঃ সীদতং সুমৎ।
তা বাবৃধানা উপ সুষ্টুতিং দিবো গন্তং গৌরাবিবেরিণম্ ॥ ৪॥
আ নূনং যাতমশ্বিনাশ্বেভিঃ প্রুষিতপ্সুভিঃ।
দস্রা হিরণ্যবর্তনী শুভস্পতী পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ৫॥
বয়ং হি বাং হবামহে বিপন্যবো বিপ্রাসো বাজসাতয়ে।
তা বল্গু দস্রা পুরুদংসসা ধিয়াশ্বিনা শ্রুষ্ট্যা গতম্ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়! দ্যুম্নীক আপনাদের স্তোতা, বর্ষাকালে কূপের মতো আপনারা আগমন করুন। হে নেতাদ্বয়! এই স্তোতা দ্যুতিমান্ যজ্ঞে অভিষুত মদকর সোমের প্রিয়তম। অতএব গৌরমৃগ যেমন তড়াগ ইত্যাদির জল পান করে, সেইরকম অভিষুত সোম পান করুন ॥১॥

হে অশ্বিদ্বয়! রসবান্, ক্ষরণশীল সোম পান করুন। হে নেতাদ্বয়! যজ্ঞে উপবেশন করুন। মানুষের গৃহে প্রমত্ত হয়ে আপনারা হব্যের সাথে সোম পান করুন ॥২॥

হে অশ্বিদ্বয়! প্রিয়মেধা যজমান সমস্ত রক্ষার সাথে আপনাদের আহ্বান করছেন। যিনি বর্হি আস্তৃত করেছেন, সেই যজমানের সর্বদেব-সেবিত হবির উদ্দেশে আপনারা প্রাতঃকালে গৃহে আগমন করুন ॥৩॥

হে অশ্বিদ্বয়! রসবান্ সোম আপনারা পান করুন, পরে সুন্দর বর্হিতে উপবেশন করুন; পরে

প্রবৃদ্ধ হয়ে গৌরমৃগদ্বয় যেমন তড়াগ ইত্যাদিতে গমন করে, সেইরকম স্বর্গ হ'তে আমাদের স্তুতির অভিমুখে আগমন করুন ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়। আপনারা রিদ্ধ রূপবান্ অশ্বের সাথে ইদানীং আগমন করুন। হে দর্শনীয় সুবর্ণময় রথযুক্ত, জলের পালক, যজ্ঞের বর্ধিক অশ্বিদ্বয়। সোম পান করুন ॥ ৫ ॥

হে অশ্বিদ্বয়। আমরা স্তোতা ও বিপ্র, আমরা অন্নলাভের জন্য আপনাদের আহ্বান করছি। আপনারা সুন্দর গমনশীল ও বহুকর্মা। আমাদের স্তুতির দ্বারা আহূত হয়ে শীঘ্র আগমন করুন ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৌতম নোধা। ছন্দ : প্রগাথ]

তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ।
অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে ॥ ১ ॥
দ্যুক্ষং সুদানুং তবিষীভিরাবৃতং গিরিং ন পুরুভোজসম্।
ক্ষুমন্তং বাজং শতিনং সহস্রিণং মক্ষূ গোমন্তমীমহে ॥ ২ ॥
ন ত্বা বৃহন্তো অদ্রয়ো বরন্ত ইন্দ্র বীলবঃ।
যদ্দিৎসসি স্তুবতে মাবতে বসু নকিষ্টদা মিনাতি তে ॥ ৩ ॥
যোদ্ধাসি ক্রত্বা শবসোত দংসনা বিশ্বা জাতাভি মজ্মনা।
আ ত্বায়মর্ক ঊতয়ে ববর্ততি যং গোতমা অজীজনন্ ॥ ৪ ॥
প্র হি রিরিক্ষ ওজসা দিবো অন্তেভ্যস্পরি।
ন ত্বা বিব্যাচ রজ ইন্দ্র পার্থিবমনু স্বধাং ববক্ষিথ ॥ ৫ ॥
নকিঃ পরিষ্টির্মঘবন্মঘস্য তে যদ্দাশুষে দশস্যসি।
অস্মাকং বোধ্যুচথস্য চোদিতা মংহিষ্ঠো বাজসাতয়ে ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — গোষ্ঠে ধেনুগণ দিবসে যেমন বৎসকে আহ্বান করে, সেইরকম দর্শনীয়, শত্রুনাশক, দুঃখ দূর করুন। সোমরস পানে প্রমত্ত ইন্দ্রকে স্তুতির দ্বারা আমরা আহ্বান করছি ॥ ১ ॥

ইন্দ্র দীপ্তির নিবাসস্থানস্বরূপ, স্বর্গে নিবাসকারী, উত্তম দানযুক্ত, পর্বতের মতো বলের দ্বারা আবৃত ও বহুলোকের ভোজয়িতা। ইন্দ্রের নিকট শব্দবান্ শত ও সহস্রসংখ্যক ধনযুক্ত, গোযুক্ত অন্ন যাচ্ঞা করি ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র। বৃহৎ ও দৃঢ় পর্বতসকলও আপনাকে নিবারণ করতে পারে না; আমার মতো স্তোতাকে যে ধন দিতে ইচ্ছা করেন, কেউই তা হিংসা করতে পারে না ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! কর্ম ও বলের দ্বারা আপনি শত্রুবর্গের বিনাশক; আপনি আপনার কর্ম ও বলের দ্বারা সমস্ত জাত বস্তুকে অভিভব করুন। অর্চনামন্ত্র রক্ষার জন্য আপনাকে আবর্তিত করছে, গোতমগণ আপনাকে আবির্ভূত করেছেন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র। দ্যুলোকের পর্যন্ত প্রদেশ হ'তেই আপনি সকলের প্রধান। পার্থিব লোক আপনাকে ব্যপ্ত করতে পারে না। আপনি আমাদের অন্ন বহন করতে ইচ্ছা করুন ॥ ৫ ॥

হে মঘবন্ ইন্দ্র। আপনি যে ধন হব্যদাতাকে প্রদান করেন, তার কেউ নিরোধক নেই। আপনি ধনপ্রেরক ও অত্যন্ত দানশীল হয়ে আমাদের উচথ্যের ধন লাভের জন্য স্তোত্র অবগত হোন ॥ ৬ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২৮৯ বা ১২০, ২৮৯, ১৪২ ও ১৪৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১, ২, ৩ ও ৫ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এই ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও রয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ অথবা হে আমার মন। তোমাদের জন্য, অর্থাৎ আমাদের নিজেদের মঙ্গল-সাধনের জন্য, সত্যপ্রদর্শক, শত্রুনাশক, নিজেদের প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে আনন্দিত, সেই ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য ক'রে (তাঁর অভিমুখে) একান্ত অনুরাগী ভক্তিমানের মতো, আত্মহৃদয়ক্ষেত্রে তাঁকে স্থাপন-পূর্বক, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করছি।" (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আত্মহিতসাধনের জন্য ভগবানের আরাধনা কর্তব্য। এই বিষয়ে আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি)। [...আমরা মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক মনে ক'রি। সেই অনুসারে মন্ত্রের সম্বোধন চিত্তবৃত্তিসমূহ বা মন। 'বঃ' পদে 'তোমাদের জন্য' অথবা 'আমাদের আপন হিতসাধনের জন্য'—এই ভাব গ্রহণ ক'রি। 'বসোঃ' ও 'অন্ধসঃ' পদ দু'টিতে আপন প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'মন্দানং' পদে শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে আনন্দ গ্রহণের ভাব আসে। ...আনন্দময়ের আনন্দ-নিবাস হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বের অভ্যন্তরে—এখানে তা-ই পরিকীর্তিত।...এরপর 'বৎসং ন ধেনব' উপমার তাৎপর্য অনুধাবনীয়। তাতে একান্ত অনুরাগিতার ভক্তিমত্তার ভাব আসে। বৎসের অভিমুখে গাভীর অনুসরণের উপমার ভাব গ্রহণ করলে, সেই একান্ত-অনুরাগিতার অর্থই সিদ্ধ হয়ে থাকে। আমরা যেন একান্ত অনুরাগের সাথে সর্বদা ভক্তিমান্ হয়ে ভগবানের আরাধনায় ব্রতী হই, এইরকম আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। 'স্বসরেষু' পদে হৃদে হৃদয়রূপ যজ্ঞগৃহে তাঁকে স্থাপন করার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ভগবানকে হৃদয়ে স্থাপন ক'রে আমরা যেন একান্তে তাঁর পূজায় ব্রতী হই,—এই ভাবই প্রকাশমান হয়েছে]—ইত্যাদি ॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৮৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : নৃমেধ ও পুরুমেধ। ছন্দ : প্রগাথ, অনুষ্টুপ, বৃহতী]

বৃহদিন্দ্রায় গায়ত মরুতো বৃত্রহন্তমম্।
যেন জ্যোতিরজনয়ন্নৃতাবৃধো দেবং দেবায় জাগৃবি ॥ ১ ॥
অপাধমদভিশস্তীরশস্তিহাথেন্দ্রো দ্যুম্ন্যাভবৎ।
দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে বৃহদ্ভানো মরুদ্গণ ॥ ২ ॥

প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে মরুতো ব্রহ্মার্চত।
বৃত্রং হনতি বৃত্রহা শতক্রতুর্বজ্রেণ শতপর্বণা ॥ ৩॥
অভি প্র ভর ধৃষতা ধৃষন্মনঃ শ্রবশ্চিত্তে অসদ্বৃহৎ।
অর্ষন্ত্বাপো জবসা বি মাতরো হনো বৃত্রং জয়া স্বঃ ॥ ৪॥
যজ্জায়থা অপূর্ব্য মঘবন্বৃত্রহত্যায়।
তৎপৃথিবীমপ্রথয়স্তদস্তভ্না উত দ্যাম্ ॥ ৫॥
তত্তে যজ্ঞো অজায়ত তদর্ক উত হস্কৃতিঃ।
তদ্বিশ্বমভিভূরসি যজ্জাতং যচ্চ জন্ত্বম্ ॥ ৬॥
আমাসু পক্বমৈরয় আ সূর্যং রোহয়ো দিবি।
ঘর্মং ন সামন্তপতা সুবৃক্তিভির্জুষ্টং গির্বণসে বৃহৎ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে মরুৎগণ। ইন্দ্রের উদ্দেশে পাপবিনাশকারী বৃহৎ গান করুন। যজ্ঞবর্ধক বিশ্বদেবগণ দ্যুতিমান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে এই গানের দ্বারা দীপ্ত, সর্বদা জাগরূক জ্যোতি উৎপন্ন করেছিলেন ॥ ১ ॥

স্তোত্ররহিতগণের বিনাশক ইন্দ্র শত্রুকৃত হিংসা দূরীকৃত করেছিলেন। পরে দ্যুতিমান্, যশোযুক্ত হয়েছিলেন। হে বৃহৎ দীপ্তিবিশিষ্ট মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র। দেববৃন্দ আপনার সখ্যের জন্য আপনাকে বরণ করেছিলেন ॥ ২ ॥

হে মরুৎগণ। ইন্দ্র মহান্, তাঁর উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করুন। বৃত্রহা শতক্রতু ইন্দ্র শত পর্ববিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেছিলেন ॥ ৩ ॥

হে শত্রুবধের জন্য উদ্যুক্ত ইন্দ্র। আপনার অতি প্রভূত অন্ন আছে, আপনি প্রগল্ভ মনে আমাদের তা প্রদান করুন। হে ইন্দ্র। আমাদের মাতৃভূত জলসমূহ বেগে ভূমির অভিমুখে ধাবমান হোক, জলাবরক শত্রুকে বিনাশ করুন, স্বর্গ জয় করুন ॥ ৪ ॥

হে অপূর্ব মঘবান্ ইন্দ্র। আপনি বৃত্র হননের জন্য যখন প্রাদুর্ভূত হয়েছেন, তখন পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন এবং দ্যুলোককে নিরুদ্ধ করেছেন ॥ ৫ ॥

তখন আপনার জন্য যজ্ঞ উৎপন্ন হয়েছে, হাস্যকর অর্চনামন্ত্র উৎপন্ন হয়েছে, তখন আপনি সমস্ত জাত এবং জনিতব্য বিশ্বকে অভিভূত করেছেন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র। আপনি অপক্ব গোসমূহে পক্ব দুগ্ধ প্রেরণ করেছেন, দ্যুলোকে সূর্যকে আরোহণ করিয়েছেন। সামের দ্বারা প্রবর্গের মতো শোভন স্তুতির দ্বারা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ করো। স্তুতিভোগী ইন্দ্রের জন্য প্রীতিকর বৃহৎ সাম গান করো ॥ ৭ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১২৮, ১২৮, ২৫১ বা ৫৮৭, ৫৮৭ ও ৫৮৭ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১, ৩, ৫, ৬ ও ৭ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ আছে। যথা,—১ ঋক্—"সদ্ভাবপ্রবর্তক (সৎকর্মসমূহের প্রবর্তক অর্থাৎ সদা সৎকর্মপরায়ণ) সাধুগণ, প্রাণশক্তি-সঞ্চারক যে স্তোত্রের বা কর্মের দ্বারা, দেবনশীল অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আধার, সৎকর্মে সদাপ্রবৃদ্ধ, জ্ঞানকিরণকে বা কর্ম সামর্থ্যকে উৎপাদন করেন; বিবেকরূপী হে দেবগণ। দেবভাব

সমূহের প্রকাশের জন্য অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্ত্বভাব উৎপাদনের জন্য, সর্বথা পাপবিনাশক অজ্ঞানতানাশক প্রাণশক্তিসম্পন্ন সেই স্তোত্রকে বা কর্মকে আমাদের মধ্যে অদ্ভুত করুন, অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে আমাদের দ্বারা সম্পাদিত করুন।" [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক বা প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মের প্রভাবে আমরা হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ে যেন প্রবৃত্ত হই; অপিচ, জ্ঞানের প্রভাবে যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই, এমন সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি]।—ইত্যাদি॥ ৭ ঋক্—"হে দেব! আপনি অজ্ঞান আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন; মোক্ষলাভের জন্য পরাজ্ঞান আমাদের মধ্যে প্রদান করুন; হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! পরম আরাধনীয় দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য তোমরা মহৎ ভগবৎপ্রীতিসাধক পরম জ্যোতির্ময় স্তোত্র উচ্চারণ করো এবং শোভনস্তুতির দ্বারা সেই পরম দেবতাকে আরাধনা করো।" (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবান্! আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন; আমরা যেন আরাধনাপরায়ণ হই)। [মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য পরাজ্ঞান প্রার্থনা করেই সাধকের নিবৃত্তি হচ্ছে না। তিনি জানেন যে, ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য, তাঁর কৃপালাভের জন্য তাঁরই শরণগ্রহণ করতে হবে। সেইজন্যই মন্ত্রে আত্ম-উদ্বোধনমূলক প্রার্থনাও করা হয়েছে]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট তিনটি ঋক্ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : নৃমেধ ও পুরুমেধ। ছন্দ : প্রাগাথ]

আ নো বিশ্বাসু হব্য ইন্দ্রঃ সমৎসু ভূষতু।
উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহা পরমজ্যা ঋচীষমঃ॥ ১॥
ত্বং দাতা প্রথমো রাধসামস্যসি সত্য ঈশানকৃৎ।
তুবিদ্যুম্নস্য যুজ্যা বৃণীমহে পুত্রস্য শবসো মহঃ॥ ২॥
ব্রহ্মা ত ইন্দ্র গির্বণঃ ক্রিয়ন্তে অনতিদ্ভুতা।
ইমা জুষস্ব হর্যশ্ব যোজনেন্দ্র যা তে অমন্মহি॥ ৩॥
ত্বং হি সত্যো মঘবন্ননানতো বৃত্রা ভূরি ন্যৃঞ্জসে।
স ত্বং শবিষ্ঠ বজ্রহস্ত দাশুষেঽর্বাঞ্চং রয়িমা কৃধি॥ ৪॥
ত্বমিন্দ্র যশা অস্যৃজীষী শবসস্পতে।
ত্বং বৃত্রাণি হংস্যপ্রতীন্যেক ইদনুত্তা চর্ষণীধৃতা॥ ৫॥
তমু ত্বা নূনমসুর প্রচেতসং রাধো ভাগমিবেমহে।
মহীব কৃত্তিঃ শরণা ত ইন্দ্র প্র তে সুম্না নো অশ্নবন্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — সমস্ত যুদ্ধে আহ্বানযোগ্য ইন্দ্র আমাদের স্তোত্র সেবা করুন, সবন সকল সেবা করুন। তিনি বৃত্রহা, তাঁর মৌর্বী অবিনশ্বর, তিনি স্তুতির দ্বারা সম্বোধনের যোগ্য॥ ১॥
হে ইন্দ্র! আপনি সকলের মুখ্য ধনদাতা, আপনি সত্য, আপনি স্তোতাগণকে ঐশ্বর্যযুক্ত করেন।

আপনি বহু ধনবিশিষ্ট এবং বলের পুত্র। আপনি মহান্, আপনার যোগ্যধন কামনা করি ॥ ২॥

হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র! আমরা আপনার জন্য যে যথার্থভূত স্তোত্র করছি, হে হর্যশ্ব! আপনি তাতে যোজিত হোন, আপনি তা সেবা করুন। হে ইন্দ্র! আপনার জন্য যে স্তোত্র উচ্চারণ করছি, তা-ও সেবা করুন ॥ ৩ ॥

হে মঘবান্ ইন্দ্র! আপনি সত্য, আপনি কারও নিকট অবনত না হয়ে প্রভূত বৃত্রকে নাশ করেছেন। হে ইন্দ্র! আপনি হব্যদাতার অভিমুখে ধন যাতে যায়, তা সম্যক্‌ভাবে করুন ॥ ৪ ॥

হে বলপতি ইন্দ্র! আপনি উপার্জিত সোমবান হয়ে যশস্বী হয়েছেন, আপনি একাকী অপ্রতিহতগতি এবং পরাজয়ে অশক্য বৃত্রগণকে মানবগণের রক্ষক বজ্রের দ্বারা হনন করেছেন ॥ ৫ ॥

হে অসুর ইন্দ্র! আপনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্, আপনারই নিকট পৈত্রিক বিত্তের ভাগের মতো ধন যাজ্ঞা করি। হে ইন্দ্র! আপনার কীর্তির মতো গৃহ দ্যুলোকে প্রকাণ্ডভাবে অবস্থিতি করছে। আপনার সুখসকল আমাদের ব্যাপ্ত করুক ॥ ৬ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'র ১০২ বা ৬১১, ৬১১, ১২৪ বা ৫৮০ ও ৫৮০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১, ২, ৫ ও ৬ ঋক্‌টি গৃহীত। সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুসমূহের সাথে সকল রকম যুদ্ধে, সাধকগণ কর্তৃক আত্মরক্ষার জন্য আহ্বানযোগ্য বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেবকে উদ্দেশ করে আমাদের হৃদয়-প্রদেশে শুদ্ধসত্ত্ব ভাবসকলকে সঞ্চয় করো। হে স্তবনীয়, হে শত্রুঘাতক, হে পাপবিধ্বংসিন্! আপনি আমাদের ত্রৈকালিক কর্মসমুদয়কে সত্ত্বসমন্বিত করুন।" (ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্মসমূহকে দোষশূন্য করুন)। [কাম ইত্যাদি রিপুরূপ সর্বদাই যজ্ঞনাশী রাক্ষসের মতো অন্তরের শুভানুষ্ঠানগুলিকে গ্রাস করবার জন্য বীভৎসরূপে মুখব্যাদান ক'রে আছে। শুদ্ধসত্ত্বভাব হৃদয়ে উপচিত কেমন ভাবে হ'তে পারে? তাই ভগবানের বিশেষ বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হবার জন্য আপন অন্তরের কাছে সাধকের প্রার্থনা—যদি অন্তর্যজ্ঞে জয়ী হ'তে ইচ্ছা করো, তাহ'লে শত্রুকুলের সব রকম যুদ্ধে ইন্দ্রদেবের সাহায্য প্রার্থনা করো। তিনি 'বিশ্বাসু সমৎসু আহব্যঃ', সব রকম অসুরযুদ্ধে আহ্বানযোগ্য। আবার ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা—'আপনি আমাদের যজ্ঞকর্ম-সকলকে দোষশূন্য করুন।' এক কথায় বলতে গেলে, এই পরিদৃশ্যমান চরাচরে (ব্রহ্মাণ্ডে) যেখানে যা কিছু সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তা সমস্তই যজ্ঞ। সৎকর্মমাত্রই যখন যজ্ঞ, তখন যজ্ঞপতি ইন্দ্রদেবকেই তা রক্ষার জন্য আহ্বান করা হয়েছে]।—ইত্যাদি।—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : অত্রির কন্যা অপালা। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ্]

কন্যা বারবায়তী সোমমপি স্রুতাবিদৎ।
অস্তং ভরন্ত্যব্রবীদিন্দ্রায় সুনবৈ ত্বা শক্রায় সুনবৈ ত্বা ॥ ১॥

অসৌ য এষি বীরকো গৃহং গৃহং বিচাকশৎ।
ইমং জম্ভসুতং পিব ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্ ॥ ২॥
আ চন ত্বা চিকিৎসামোঽধি চন ত্বা নেমসি।
শনৈরিব শনকৈরিবেন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৩॥
কুবিচ্ছকৎ কুবিৎ করৎ কুবিন্নো বস্যসস্করৎ।
কুবিৎ পতিদ্বিষো যতীরিন্দ্রেণ সঙ্গমামহৈ ॥ ৪॥
ইমানি ত্রীণি বিষ্টপা তানীন্দ্র বি রোহয়।
শিরস্ততস্যোর্বরামাদিদং ম উপোদরে ॥ ৫॥
অসৌ চ যা ন উর্বরাদিমাং তন্বং মম।
অথো ততস্য যচ্ছিরঃ সর্বা তা রোমশা কৃধি ॥ ৬॥
খে রথস্য খেঽনসঃ খে যুগস্য শতক্রতো।
অপালামিন্দ্র ত্রিষ্পূত্ব্যকৃণোঃ সূর্যত্বচম্ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — জলের অভিমুখে গমনকালে কন্যা পথে সোমও লাভ করলেন; গৃহে আনয়নকালে সোমকে বললেন, ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে অভিষব করি, সমর্থ ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমায় অভিষব করি ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বীর, আপনি অত্যন্ত দীপ্তিমান্, আপনি গৃহে গৃহে গমন করুন, এই দন্তের দ্বারা অভিষুত, ভ্রষ্টযব শক্তু, অপূপ এবং উক্থস্তুতিবিশিষ্ট সোম পান করুন ॥ ২॥

হে ইন্দ্র! আপনাকে জ্ঞাত হ'তে ইচ্ছা করি, এখন আপনার সাথে অধিগত হবো না। হে সোম! এঁর উদ্দেশে প্রথম মন্দ মন্দ পরে দ্রুতবেগে ক্ষরিত হও ॥ ৩॥

সেই ইন্দ্র বহুবার আমাদের সামর্থ্যযুক্ত করুন, আমাদের বহুসংখ্যক করুন, তিনি আমাদের অনেক বার ধনবান্ করুন। আমরা পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে এখানে আগমন করেছি, আমরা ইন্দ্রের সাথে সঙ্গতা হবো ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আমার পিতার মস্তক ও ক্ষেত্র এবং আমার অঙ্গ উৎপাদনশীল করো ॥ ৫ ॥

আমাদের পিতার উর্বরক্ষেত্র শস্যযুক্ত করুন এবং আমার শরীর ও আমার পিতার মস্তক লোমযুক্ত করুন ॥ ৬ ॥

হে শতক্রতু! আপনি রথের ছিদ্রে, শকটের ছিদ্রে, এবং যুগের ছিদ্রে তিনবার নিস্কর্ষণের দ্বারা শোধন ক'রে অপালাকে সূর্য সমান চর্মবিশিষ্টা করেছিলেন ॥ ৭ ॥

টীকা — ১ ঋকের বক্তব্য এই যে, অত্রির কন্যা অপালা ত্বক্ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর পিতার মস্তক কেশশূন্য ও ক্ষেত্রফল শূন্য ছিল। ইন্দ্র তাঁর দন্তের দ্বারা অভিষুত সোম পান ক'রে তাঁকে নিজের রথের ছিদ্রে আকর্ষণ ক'রে সকল দোষ অপনয়ন করলেন। এই কথা ৬ ঋক্ থেকেও জানা যায়।—এই সূক্তটিতেও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অনেক সূত্র বর্তমান।

◆ ◆

— ৯২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : শ্রুতিকক্ষ বা সুকক্ষ। ছন্দ : অনুষ্টুপ, গায়ত্রী]

পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রমভি প্র গায়ত। বিশ্বাসাহং শতক্রতুং মংহিষ্ঠং চর্ষণীনাম্ ॥ ১॥
পুরুহূতং পুরুষ্টুতং গাথান্যং সনশ্রুতং। ইন্দ্র ইতি ব্রবীতন ॥ ২॥
ইন্দ্র ইন্নো মহানাং দাতা বাজানাং নৃতুঃ। মহাঁ অভিজ্ঞ্বা যমৎ ॥ ৩॥
অপাদু শিপ্র্যন্ধসঃ সুদক্ষস্য প্রহোষিণঃ। ইন্দোরিন্দ্রো যবাশিরঃ ॥ ৪॥
তম্বভি প্রার্চতেন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে। তদিদ্ধ্যস্য বর্ধনম্ ॥ ৫॥
অস্য পীত্বা মদানাং দেবো দেবস্যৌজসা। বিশ্বাভি ভুবনা ভুবৎ ॥ ৬॥
ত্যমু বঃ সত্রাসাহং বিশ্বাসু গীর্ষ্বায়তম্। আ চ্যাবয়স্যূতয়ে ॥ ৭॥
যুধ্মং সন্তমনর্বাণং সোমপামনপচ্যুতম্। নরমবার্যক্রতুম্ ॥ ৮॥
শিক্ষা ণ ইন্দ্র রায় আ পুরু বিদ্বাঁ ঋচীষম। অবা নঃ পার্যে ধনে ॥ ৯॥
অতশ্চিদিন্দ্র ণ উপা যাহি শতবাজয়া। ইষা সহস্রবাজয়া ॥ ১০॥
অয়ামধীতবো ধিয়োঽর্বদ্ভিঃ শক্র গোদরে। জয়েম পৃৎসু বজ্রিবঃ ॥ ১১॥
বয়মু ত্বা শতক্রতো গাবো ন যবসেষ্বা। উক্থেষু রণয়ামসি ॥ ১২॥
বিশ্বা হি মর্ত্যত্বনানুকামা শতক্রতো। অগন্ম বজ্রিন্নাশসঃ ॥ ১৩॥
ত্বে সু পুত্র শবসোঽবৃত্রন্ কামকাতয়ঃ। ন ত্বামিন্দ্রাতি রিচ্যতে ॥ ১৪॥
স নো বৃষন্তসনিষ্ঠয়া সং ঘোরয়া দ্রবিত্ন্বা ধিয়াবিড্ঢি পুরন্ধ্যা ॥ ১৫॥
যস্তে নূনং শতক্রতবিন্দ্র দ্যুম্নিতমো মদঃ। তেন নূনং মদে মদেঃ ॥ ১৬॥
যস্তে চিত্রশ্রবস্তমো য ইন্দ্র বৃত্রহন্তমঃ। য ওজোদাতমো মদঃ ॥ ১৭॥
বিদ্মা হি যস্তে অদ্রিবস্ত্বাদত্তঃ সত্য সোমপাঃ। বিশ্বাসু দস্ম কৃষ্টিষু ॥ ১৮॥
ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং পরি ষ্টোভন্তু নো গিরঃ। অর্কমর্চন্তু কারবঃ ॥ ১৯॥
যস্মিন্বিশ্বা অধি শ্রিয়ো রণন্তি সপ্ত সংসদঃ। ইন্দ্রং সুতে হবামহে ॥ ২০॥
ত্রিকদ্রুকেষু চেতনং দেবাসো যজ্ঞমত্নত। তমিদ্বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ২১॥
আ ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ। ন ত্বামিন্দ্রাতি রিচ্যতে ॥ ২২॥
বিব্যক্থ মহিনা বৃষনভক্ষং সোমস্য জাগৃবে। য ইন্দ্র জঠরেষু তে ॥ ২৩॥
অরং ত ইন্দ্র কুক্ষয়ে কৃক্ষয়ো সোমো ভবতু বৃত্রহন্। অরং ধামভ্য ইন্দবঃ ॥ ২৪॥
অরমশ্বায় গায়তি শ্রুতকক্ষো অরং গবে। অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ॥ ২৫॥
অয়াং হি ষ্মা সুতেষু ণঃ সোমেস্বিন্দ্র ভূষসি। অয়াং তে শক্র দাবনে ॥ ২৬॥
পরাকাত্তাচ্চিদদ্রিবস্ত্বাং নক্ষন্ত নো গিরঃ। অরং গমাম তে বয়ম্ ॥ ২৭॥

এবা হ্যসি বীরয়ুরেবা শূর উত স্থিরঃ। এবা তে রাধ্যং মনঃ ॥ ২৮ ॥
এবা রাতিস্তুবীমঘ বিশ্বেভির্ধায়ি ধাতৃভিঃ। অধা চিদিন্দ্র মে সচা ॥ ২৯ ॥
মো ষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভুবো বাজানাং পতে। মৎস্বা সুতস্য গোমতঃ ॥ ৩০ ॥
মা ন ইন্দ্রাভ্যা দিশঃ সূরো অক্তুষ্বা যমন্। ত্বা যুজা বনেম তৎ ॥ ৩১ ॥
ত্বয়েদিন্দ্র যুজা বয়ং প্রতি ব্রুবীমহি স্পৃধঃ। ত্বমস্মাকং তব স্মসি ॥ ৩২ ॥
ত্বামিদ্ধি ত্বায়বোঽনুনো নুবতশ্চরান্। সখায় ইন্দ্র কারবঃ ॥ ৩৩ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ঋত্বিক্‌গণ। তোমাদের সোমপানকারী ইন্দ্রকে বিশেষভাবে স্তব করো। তিনি সকলের অভিভবকারী, শতক্রতু এবং মানবগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক ধন দান করেন ॥ ১ ॥

তোমরা সকলের আহূত, সকলের স্তুত গাথাযোগ্য এবং সনাতন ব'লে প্রসিদ্ধ দেবতাকে ইন্দ্র ব'লে সম্বোধন করো ॥ ২ ॥

ইন্দ্রই আমাদের মহাধনের দাতা, মহা অন্নের দাতা, তিনিই নর্তনকারী মহান্ ইন্দ্র, আমাদের অভিমুখে আগত ধন আমাদের প্রদান করেন ॥ ৩ ॥

সুন্দর শিরস্ত্রাণযুক্ত ইন্দ্র, হোমকারী সুদক্ষ ঋষির যবমিশ্রিত ক্ষরণশীল সোম প্রকৃষ্টভাবে পান করেছিলেন ॥ ৪ ॥

সোমপানের জন্য ইন্দ্রকেই তোমরা বিশিষ্টরূপে অর্চনা করো। সোমই ইন্দ্রকে বর্ধিত করে ॥ ৫ ॥

দ্যোতমান ইন্দ্র সোমের মদকর রস পান ক'রে বলের দ্বারা সমস্ত ভুবন অভিভব করেন ॥ ৬ ॥

সকলের অভিভবকারী এবং তোমাদের সমস্ত স্তোত্রে বিস্তৃত ইন্দ্রকেই রক্ষার জন্য অভিমুখে আগমন করাও ॥ ৭ ॥

তিনি শত্রুবর্গের সম্প্রহারক, সৎ, অন্যকর্তৃক অনভিগত, অহিংসিত, সোমপানকারী ও সকলের নেতা। তাঁর কর্ম কেউ নিবারণ করতে পারে না ॥ ৮ ॥

হে স্তুতির দ্বারা সম্বোধনযোগ্য ইন্দ্র! আপনি বিদ্বান্, আপনি শত্রুবর্গের নিকট হ'তে আমাদের প্রভূত ধন দান করুন, শত্রুবর্গের ধনের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! এই দ্যুলোক হ'তেই শতবলযুক্ত ও সহস্রবলযুক্ত অন্নের দ্বারা আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ১০ ॥

হে সমর্থ ইন্দ্র! আমরা কর্মবান্, আমরা কর্ম করবো। হে পর্বতবিদারক ইন্দ্র! সংগ্রামে অশ্বের দ্বারা জয়লাভ করলো ॥ ১১ ॥

গোপাল যেমন তৃণের দ্বারা গাভীগণকে সন্তুষ্ট করে, হে শতক্রতু! আপনাকে সকল দিক্ হ'তে উক্থস্তোত্রে সেইরকম সন্তুষ্ট করবো ॥ ১২ ॥

হে শতক্রতু! সমস্ত বিশ্বই অভীষ্টযুক্ত! হে বজ্রবান্! আমরা প্রশংসনীয় অভীষ্ট যেন লাভ করি ॥ ১৩ ॥

হে বলপুত্র! অভীষ্ট কাতর শব্দযুক্ত মানবগণ আপনাতেই অবস্থান করে; অতএব হে ইন্দ্র! কোনও দেবতাই আপনাকে অতিক্রম করতে পারেন না ॥ ১৪ ॥

হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! আপনি সর্বাপেক্ষা ধনপ্রদ, ভয়ঙ্কর শত্রুদূরকারী ও অনেকের ধারণ সমর্থ, আপনি কর্মের দ্বারা আমাদের চালিত করুন ॥ ১৫ ॥

হে শতক্রতু! যে সর্বাপেক্ষা যশস্বী সোম পূর্বকালে আপনার জন্য আমরা অভিষব করেছি, তার দ্বারা প্রমত্ত হয়ে ইদানীং আমাদের প্রমত্ত করুন ॥ ১৬ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার প্রমত্ততা সর্বাপেক্ষা নানারকম কীর্তিযুক্ত, সর্বাপেক্ষা পাপহন্তা এবং সর্বাপেক্ষা বলদাতা ॥ ১৭ ॥

হে বজ্রবান্, যথার্থকর্মা, সোমপা, দর্শনীয় ইন্দ্র! সমস্ত মানবের মধ্যে আপনার দত্ত যে ধন আছে, তা-ই আমরা জানবো ॥ ১৮ ॥

মত্ততাযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে আমাদের স্তুতিবাক্যসকল অভিযুত সোমকে স্তব করুন; স্তুতিকারিগণ অর্চনীয় সোমকে পূজা করুক ॥ ১৯ ॥

সমস্ত শ্রী যে ইন্দ্রে অধিষ্ঠিত, সপ্তসংখ্যক হোত্রকগণ যাঁতে প্রীত হন, সোম অভিযুত হ'লে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করছি ॥ ২০ ॥

হে দেবগণ! আপনারা ত্রিকদ্রুকে জ্ঞানসাধন যজ্ঞ বিস্তার করেছিলেন। আমাদের স্তুতিবাক্য সেই যজ্ঞকেই বর্ধিত করুক ॥ ২১ ॥

সিন্ধুসকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরকম সোমসকল আপনাতে প্রবিষ্ট হোক। হে ইন্দ্র! আপনাকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না ॥ ২২ ॥

হে অভিলাষপ্রদ, জাগরণশীল ইন্দ্র! আপনি আপন মহিমায় সোমপানে ব্যাপ্ত হয়েছেন। এ আপনার জঠরে প্রবেশ করছে ॥ ২৩ ॥

হে বৃত্রহা ইন্দ্র! সোম আপনার কুক্ষির পক্ষে পর্যাপ্ত হোক, ক্ষরণশীল সোম আপনার শরীরে পর্যাপ্ত হোক ॥ ২৪ ॥

এই শ্রুতকক্ষ ঋষি অশ্বলাভের জন্য অত্যন্ত গান করছে, গোলাভের জন্য অত্যন্ত গান করছে, ইন্দ্রের গৃহের জন্য অত্যন্ত গান করছে ॥ ২৫ ॥

হে ইন্দ্র! সোম অভিযুত হ'লে, আপনি তাদের পর্যাপ্ত হোন। হে সমর্থ ইন্দ্র! আপনিই ধনদাতা, সোম আপনার জন্য পর্যাপ্ত হোক ॥ ২৬ ॥

হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! আমাদের স্তুতিবাক্য অতি দূর হ'তেও আপনাকে ব্যাপ্ত করুক। আমরা স্তোতা, আপনার নিকট হ'তে প্রচুর ধন লাভ করবো ॥ ২৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি বীরগণকেই কামনা করেন, আপনি শূর, আপনি ধৈর্যবান্, আপনার মন সকলের আরাধনীয় ॥ ২৮ ॥

হে বহু ধনবান্ ইন্দ্র! সমস্ত যজমান আপনার দান ধারণ করে, হে ইন্দ্র! আমার সহায় হোন ॥ ২৯ ॥

হে অন্নপতি ইন্দ্র! তন্দ্রাযুক্ত স্তোতার মতো হবেন না, অভিযুত গব্যযুক্ত সোমপানে হৃষ্ট হোন ॥ ৩০ ॥

হে ইন্দ্র! আয়ুধক্ষেপী শত্রুসকল রাত্রিকালে আমাদের নিয়ন্ত্রণা হোক। আমরা আপনার সহায়তায় তাদের বিনাশ করবো ॥ ৩১ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার সহায়তা লাভ ক'রে, আমরা শত্রুবর্গকে নিরাকৃত করবো; আপনি আমাদের এবং আমরা আপনার ॥ ৩২ ॥

হে ইন্দ্র! আপনাকে কামনা ক'রে পুনঃ পুনঃ আপনার স্তুতি ক'রে, আপনার সখারূপ স্তোতাসকল আপনারই পরিচর্যা করছে ॥ ৩৩ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তের ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১ ঋক্ আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র যথাক্রমে ৩০৩ বা ১০০, ৩০৩, ৩০৩, ৯৭, ৬৭১ বা ১০৩, ৬৭১, ৬৭১, ১১৫, ৮৮, ১০০ বা ৩০৪, ৩০৪, ৩০৪, ১১০ বা ৬৮০, ৬৮০, ৬৮১, ৮৮, ১১৮ বা ৩৫৫, ৩৫৫, ৩৫৫ ও ৯১ পৃষ্ঠায় গৃহীত হয়েছে। সুতরাং সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে। যথা,—১ সূক্ত—"হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্বকে (সৎকর্মকে) সর্বতোভাবে গ্রহণকারী, সকল রকম শত্রুর অভিভবকারী, অশেষ প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সাধকবর্গের সর্বথা হিতসাধক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সম্যক্ আরাধনা করো।" (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধকমূলক। নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকে ভগবানে ন্যস্ত করার জন্য সকম প্রকাশ পেয়েছে)। [...মন্ত্রাংশের অন্তর্গত 'অন্ধসং' পদ সোমরসরূপ মাদক দ্রব্যের উদ্দেশে প্রযুক্ত এবং ইন্দ্রদেব তা পান করার জন্য একান্ত আসক্ত—প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এমন ভাবেই পরিব্যক্ত।—কিন্তু এই মন্ত্রার্থে 'অন্ধসঃ' পদে (পূর্বাপরের মতোই) 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। দেবগণ বা ভগবান্ গ্রহণ করেন—সে কোন্ সামগ্রী? পার্থিব জড়পদার্থ—অন্ন বা সোমলতার রস মাদকদ্রব্য—দেবগণের কখনই পানীয় হ'তে পারে না। তাঁরা গ্রহণ করেন সকল দ্রব্যের সারভূত অংশ। তা—'দ্রব্য'—পদার্থ নয়—'ভাব—পদার্থ'। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই মন্ত্রটি ঋত্বিকদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়নি। সাধক নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকে দেবতার উদ্দেশে নিজের শুদ্ধসত্ত্ব ভাবকে বা সৎকর্মকে সমর্পণ করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন]।—ইত্যাদি॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির মধ্যেও এইরকমই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র, ৩৪ ইন্দ্র ও ঋভব। ঋষি : সুকক্ষ। ছন্দ : গায়ত্রী]

উদ্‌ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্যাপসম্। অস্তারমেষি সূর্য ॥ ১॥
নব যো নবতিং পুরো বিভেদ বাহ্বোজসা। অহিং চ বৃত্রহাবধীৎ ॥ ২॥
স না ইন্দ্রঃ শিবঃ সখাশ্বাবদ্‌গোমদ্‌যবমৎ। উরুধারেব দোহতে ॥ ৩॥
যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য। সর্বং তদিন্দ্র তে বশে ॥ ৪॥
যদ্বা প্রবৃদ্ধ সৎপতে ন মরা ইতি মন্যসে। উতো তৎসত্যমিত্তব ॥ ৫॥
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে। সর্বাংস্তাঁ ইন্দ্র গচ্ছসি ॥ ৬॥
তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে। স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥ ৭॥
ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স মদে হিতঃ। দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ ॥ ৮॥
গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ সবলো অনপচ্যুতঃ। ববক্ষ ঋষ্বো অস্তৃতঃ ॥ ৯॥
দুর্গে চিন্নঃ সুগং কৃধি গৃণান ইন্দ্র গির্বণঃ। ত্বং চ মঘবন্বশঃ ॥ ১০॥
যস্য তে নূ চিদাদিশং ন মিনন্তি স্বরাজ্যম্। ন দেবো নাধ্রিগুর্জনঃ ॥ ১১॥
অধা তে অপ্রতিষ্কুতং দেবী শুষ্মং সপর্যতঃ। উভে সুশিপ্র রোদসী ॥ ১২॥

ত্বমেতদধারয়ঃ কৃষ্ণাসু রোহিণীষু চ। পুরুষ্ণীষু রুশৎপয়ঃ ॥ ১৩॥
বি যদহেরধ ত্বিষো বিশ্বে দেবাসো অক্রমুঃ। বিদম্মৃগস্য তাঁ অমঃ ॥ ১৪॥
আদু মে নিবরো ভুবদ্বৃত্রহাদিষ্ট পৌংস্যম্। অজাতশত্রুরস্তৃতঃ ॥ ১৫॥
শ্রুতং বো বৃত্রহন্তমং প্র শর্ধং চর্ষণীনাম্। আ শুষে রাধসে মহে ॥ ১৬॥
অয়া ধিয়া চ গব্যয়া পুরুণামন্ পুরুষ্টুত। যৎসোমে সোম আভবঃ ॥ ১৭॥
বোধিন্মনা ইদস্তু নো বৃত্রহা ভূর্যাসুতিঃ। শৃণোতু শক্র আশিষম্ ॥ ১৮॥
কয়া ত্বং ন উত্যাভি প্র মন্দসে বৃষণ্। কয়া স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ১৯॥
কস্য বৃষা সুতে সচা নিযুত্বান্বৃষভো রণৎ। বৃত্রহা সোমপীতয়ে ॥ ২০॥
অভী ষু ণস্ত্বং রয়িং মন্দসানঃ সহস্রিণম্। প্রয়ন্তা বোধি দাশুষে ॥ ২১॥
পত্নীবন্তঃ সুতা ইম উশন্তো যন্তি বীতয়ে। অপাং জগ্মির্নিচুম্পুণঃ ॥ ২২॥
ইষ্টা হোত্রা অসৃক্ষতেন্দ্রং বৃধাসো অধ্বরে। অচ্ছাবভৃথমোজসা ॥ ২৩॥
ইহ ত্যা সধমাদ্যা হরী হিরণ্যকেশ্যা। বোড়্হামভি প্রয়ো হিতম্ ॥ ২৪॥
তুভ্যং সোমাঃ সুতা ইমে স্তীর্ণং বর্হির্বিভাবসো। স্তোতৃভ্য ইন্দ্রমা বহ ॥ ২৫॥
আ তে দক্ষং বি রোচনা দধদ্রত্না বি দাশুষে। স্তোতৃভ্য ইন্দ্রমর্চত ॥ ২৬॥
আ তে দধামীন্দ্রিয়মুক্থা বিশ্বা শতক্রতো। স্তোতৃভ্য ইন্দ্র মৃলয় ॥ ২৭॥
ভদ্রং ভদ্রং ন আ ভরেষমূর্জং শতক্রতো। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ২৮॥
স নো বিশ্বান্যা ভর সুবিতানি শতক্রতো। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ২৯॥
ত্বামিদ্বৃত্রহন্তম সুতাবন্তো হবামহে। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ৩০॥
উপ নো হরিভিঃ সুতং যাহি মদানাং পতে। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥ ৩১॥
দ্বিতা যো বৃত্রহন্তমো বিদ ইন্দ্রঃ শতক্রতুঃ। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥ ৩২॥
ত্বং হি বৃত্রহন্নেষাং পাতা সোমানামসি। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥ ৩৩॥
ইন্দ্র ইষে দদাতু ন ঋভুক্ষণমৃভুং রয়িম্। বাজী দদাতু বাজিনম্ ॥ ৩৪॥

মন্ত্রার্থ — হে সূর্যরূপ ইন্দ্র! বিখ্যাত ধনবিশিষ্ট, অভিলাষপ্রদ, নরহিতকর কর্মযুক্ত ঔদার্যবিশিষ্ট যজমানের চতুর্দিকে উদিত হোন ॥ ১॥

যিনি বাহুবলে নবনবতিসংখ্যক পুরীভেদ করেছিলেন, যে বৃত্রহা অহিকে বধ করেছিলেন ॥ ২॥

সেই কল্যাণকর, বন্ধু ইন্দ্র আমাদের উদ্দেশে অশ্বযুক্ত, গোযুক্ত, যবযুক্ত ধন প্রভৃত পয়োবিশিষ্ট গাভীর মতো দোহন করুন ॥ ৩॥

হে বৃত্রহা, সূর্যরূপ ইন্দ্র! অদ্য যৎকিঞ্চিৎ পদার্থের অভিমুখে প্রাদুর্ভূত হয়েছেন, অমনি সমস্ত জগৎ আপনার বশীভূত হয়েছে ॥ ৪॥

হে প্রবৃদ্ধ, সৎপতি ইন্দ্র! যদি নিজেকে অমর মনে করেন, তবে আপনার সেই মনে করাই সত্য ॥ ৫॥

দূরদেশে এবং নিকটবর্তী প্রদেশে যে সকল সোম অভিষুত হয়, হে ইন্দ্র! আপনি সেই

সকলেরই অভিমুখে গমন করুন ॥ ৬ ॥

আমরা মহান্ বৃত্রকে হননের জন্য সেই ইন্দ্রকেই অন্নের দ্বারা বলবান্ করবো। ধনবর্ষী ইন্দ্র অভিলাষপ্রদ হোন ॥ ৭ ॥

সেই ইন্দ্র ধনের জন্য সৃষ্ট হয়েছেন, তিনি সর্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি সোমপানের জন্য স্থাপিত, অত্যন্ত যশস্বী, স্তুতিবান্ এবং সোমের যোগ্য ॥ ৮ ॥

স্তুতিবাক্যের দ্বারা বজ্রের মতো তীক্ষ্ণীকৃত, বলের সাথে অনভিভূত, মহান্ অহিংসিত ইন্দ্র ধন ইত্যাদি বহন করতে ইচ্ছা করেন ॥ ৯ ॥

হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র! হে মঘবন্! আপনি যদি আমাদের কামনা করেন, তবে আপনি স্তূয়মান হয়ে দুর্গমস্থানে আমাদের পথ ক'রে দিন ॥ ১০ ॥

হে ইন্দ্র! অদ্যাপিও কেউ আপনার বলের অথবা স্বকীয় রাজ্যের হিংসা করে না; দেববৃন্দ হিংসা করেন না এবং সংগ্রামে ত্বরমান ব্যক্তিও হিংসা করে না ॥ ১১ ॥

হে শোভন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় আপনার অপ্রতিরোধনীয় বলের পূজা করে ॥ ১২ ॥

আপনি, কৃষ্ণবর্ণ ও রোহিতবর্ণ গোসমূহে এই দীপ্তিমান্ দুগ্ধ স্থাপন করছেন ॥ ১৩ ॥

যখন সমস্ত দেবগণ অহির দীপ্তি হ'তে পলায়ন করেছিলেন এবং তাঁরা মৃগরূপী অহি হ'তে ভয়প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥ ১৪ ॥

তখন আমার ইন্দ্র বৃত্রাসুরের নিবারক হয়েছিলেন; অজাতশত্রু, বৃত্রহা, ইন্দ্র পৌরুষ প্রয়োগ করেছিলেন ॥ ১৫ ॥

হে ঋত্বিক্‌গণ! প্রসিদ্ধ, বৃত্রহন্তা, বলস্বরূপ ইন্দ্রের স্তুতি ক'রে তোমাদের প্রভূত ধন দান করি ॥ ১৬ ॥

হে বহু নামবিশিষ্ট, বহুকর্তৃক স্তুত ইন্দ্র! যখন আপনি প্রত্যেক সোমে উপস্থিত হয়েছেন, তখন আমরা এই গবাভিলাষী বুদ্ধিযুক্ত হবো ॥ ১৭ ॥

বৃত্রহন্তা, বহু অভিষবণযুক্ত ইন্দ্র, আমাদের অভিলষিত অবগত হোন, শক্র আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন ॥ ১৮ ॥

হে অভিষ্টবর্ষী! আপনি কোন্ অভিগমনের দ্বারা আমাদের প্রমত্ত করবেন? কোন্ অভিগমনের দ্বারা স্তোতাগণকে ধন প্রদান করবেন? ॥ ১৯ ॥

অভীষ্টবর্ষী, সেচনসমর্থ বৃত্রহা, নিযুৎবিশিষ্ট ইন্দ্র, কা'র যজ্ঞে সোমপানের জন্য ঋত্বিক্‌বর্গের সাথে বিহার করছেন? ॥ ২০ ॥

আপনি মত্ত হয়ে আমাদের সহস্রসংখ্যক ধন দান করুন, আপনি হব্যদাতার নিয়ন্তা ব'লে অবগত হোন ॥ ২১ ॥

জলবিশিষ্ট এই সকল সোম অভিষুত হয়েছে, ইন্দ্র পান করুন, এই অভিলাষে এরা ইন্দ্রের পানের জন্য গমন করছে। এরা ভক্ষিত হ'লে প্রীতিকর হয়, এরা জলের নিকট গমন করে ॥ ২২ ॥

যজ্ঞে বর্ধনকারী, যজনকারী হোতাগণ যজ্ঞান্তে দিবসের অভিমুখে নিজ তেজবিশিষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে বিসর্জন করছে ॥ ২৩ ॥

প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের সাথে প্রমত্ত, হিরণ্ময় কেশযুক্ত অশ্বদ্বয়, হিতকর অন্নের অভিমুখে ইন্দ্রকে বহন করুক ॥ ২৪ ॥

হে বিভাবসু! আপনার জন্য এই সোম অভিষুত হয়েছে, কুশ আস্তীর্ণ হয়েছে, অতএব স্তোতাদের জন্য সোমপানের নিমিত্ত ইন্দ্রকে আহ্বান করো ॥ ২৫ ॥

তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে, হব্যদাতা ইন্দ্র তোমার উদ্দেশে দীপ্যমান বল প্রেরণ করুন, রত্ন প্রেরণ করুন, স্তোতাগণের জন্যও প্রেরণ করুন, তোমরা ইন্দ্রকে অর্চনা করো ॥ ২৬ ॥

হে শতক্রতু! আপনার উদ্দেশে বীর্যবান্ সোম ও সমস্ত স্তোত্র সম্পাদন করছি, হে ইন্দ্র! আপনি স্তোতাগণকে সুখী করুন ॥ ২৭ ॥

হে ইন্দ্র! যদি আপনি আমাদের সুখী করতে চান, তা'হলেও হে শতক্রতু! আপনি আমাদের কল্যাণ সম্পাদন করুন, অন্ন সম্পাদন করুন ও বল সম্পাদন করুন ॥ ২৮ ॥

হে ইন্দ্র! যদি আপনি আমাদের সুখী করতে চান, তাহ'লে হে শতক্রতু! আপনি সমস্ত মঙ্গল আমাদের জন্য আহ্বান করুন ॥ ২৯ ॥

হে ইন্দ্র! যেহেতু আপনি আমাদের সুখী করতে ইচ্ছা করেন, অতএব হে শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা! আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট হয়ে আপনাকে আহ্বান করছি ॥ ৩০ ॥

হে সোমপতি ইন্দ্র! হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত সোমের নিকট আগমন করুন, আমাদের অভিষুত সোমের নিকট আগমন করুন ॥ ৩১ ॥

শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা, শতক্রতু ইন্দ্র দু'রকমে জ্ঞাত হন। সেই আপনি হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত সোমের নিকট আগমন করুন ॥ ৩২ ॥

হে বৃত্রহা! যেহেতু আপনি এই সোমসমূহের পানকর্তা, অতএব হরিগণের সাথে অভিষুত সোমের নিকট আগমন করুন ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রই অন্নার্থে দাতা ও ঋভুক্ষাদেবকে আমাদের দান করুন। বলবান ইন্দ্ররাজকে আমাদের দান করুন ॥ ৩৪ ॥

টীকা — শেষ ঋকে ঋভুক্ষা অর্থে ঋভু, স্পষ্টই বোধ হচ্ছে।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৯১ বা ৫৯৩, ৫৯৩, ৫৯৩, ৯১, ৫১০ বা ৮৮, ৫১৩, ৫১৩, ১১৩, ১০৮, ৯৪, ৬৪৭, ৯৭, ১১৩, ১০৩, ১০৩, ৯৭ বা ৭৪৮, ৭৪৮, ৭৪৮ ও ১১০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩, ২৫, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানেই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। যথা,—১ ঋক্—"হে জ্ঞানাধার স্বপ্রকাশ দেব! বিখ্যাত-ধনযুক্ত (অর্থাৎ সত্ত্বভাবরূপ পরমধনযুক্ত) যাজ্ঞাকারীদের প্রতি ধনবর্ষণকারী (অর্থাৎ সদা-দানধর্মপরায়ণ), জনহিতরত ও ঔদার্যগুণ-বিশিষ্ট সৎকর্মকারীর প্রতি (তাঁদের হৃদয়ে) আপনি উদিত হন।" (ভাব এই যে,—সৎকর্মশীল জনের হৃদয়ে আপনি উদিত হবেন, এ আর আশ্চর্য কি? আমাদের মতো অকৃতী জনগণের অন্তরে যদি আপনি স্বপ্রকাশ হয়ে অবস্থান করতে পারেন, তবেই আপনার মহিমা বুঝবো। অতএব প্রার্থনা—হে দেব! এই পাপাত্মা আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাকে উদ্ধার করুন)। অথবা—"হে তেজোময় দেব! কুটিলগতি বাক্য-নিক্ষেপকারী অর্থাৎ লঙ্ঘনকারী, (সেইজন্য) নরের হিতকর কর্মের বিনাশক, অতএব পাপী এবং বৃকতুল্য (অর্থাৎ অজ্ঞান ও ক্রোধান্ধ),—এমন যে আমি, আমার প্রতি (আমার হৃদয়ে) উদিত হয়ে অর্থাৎ জ্ঞানলোক দান ক'রে আমাকে উদ্ধার করুন।" (মন্ত্রের ভাব এই যে,—হে তেজোময় দেব! কুটিবাক্য-লঙ্ঘনে ও পরের অপকার সাধন ক'রে, পাপের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ক্রোধান্ধ ও অজ্ঞান হয়েছি, আমাকে জ্ঞানের আলোক দান ক'রে সৎপথ প্রদর্শন করুন)। [দু'রকম অন্বয়ে মন্ত্রে একই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পেয়েছে]।—ইত্যাদি।—৩৪ ঋক্—"ভগবান্

ইন্দ্রদেব আমাদের অভীষ্টপূরণের জন্য আমাদের 'ঋভুক্ষণ' অর্থাৎ দেবত্বনিলয় (সাধুসমরূপ স্বর্গ), 'ঋভু' অর্থাৎ নরদেহে দেবত্ব, এবং পরমার্থরূপ ধন (মোক্ষ) প্রদান করুন; আর, সৎকর্মরূপী সেই দেবতা আমাদের সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন।" [ভাব এই যে,—সৎকর্মসমূহের দ্বারা যাঁরা দেবত্বপ্রাপ্ত, তাঁরাই ঋভুগণ; ভগবানের অনুকম্পার দ্বারা আমরা ঋভুত্ব পাবার ইচ্ছা করি; ভগবান্ আমাদের সেই অবস্থায় নিয়ে চলুন]—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯৪ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎগণ। ঋষি : বিন্দু অথবা পূতদক্ষ। ছন্দ : গায়ত্রী]

গৌর্ধয়তি মরুতাং শ্রবস্যুর্মাতা মঘোনাম্। যুক্তা বহ্নী রথানাম্ ॥ ১॥
যস্যা দেবা উপস্থে ব্রতা বিশ্বে ধারয়ন্তে। সূর্যামাসা দৃশে কম্ ॥ ২॥
তৎসু নো বিশ্বে অর্য আ সদা গৃণন্তি কারবঃ। মরুতঃ সোমপীতয়ে ॥ ৩॥
অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্য মরুতঃ। উত স্বরাজো অশ্বিনা ॥ ৪॥
পিবন্তি মিত্রো অর্যমা তনা পূতস্য বরুণঃ। ত্রিষধস্থস্য জাবতঃ ॥ ৫॥
উতো ন্বস্য জোষমাঁ ইন্দ্রঃ সুতস্য গোমতঃ। প্রাতর্হোতেব মৎসতি ॥ ৬॥
কদত্বিষন্ত সূরয়স্তির আপ ইব স্রিধঃ। অর্ষন্তি পূতদক্ষসঃ ॥ ৭॥
কদ্বো অদ্য মহানাং দেবানামবো বৃণে। ত্মনা চ দস্মবর্চসাম্ ॥ ৮॥
আ যে বিশ্বা পার্থিবানি পপ্রথন্রোচনা দিবঃ। মরুতঃ সোমপীতয়ে ॥ ৯॥
ত্যান্নু পূতদক্ষসো দিবো বো মরুতো হুবে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১০॥
ত্যান্নু যে বি রোদসী তস্তভুর্মরুতো হুবে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১১॥
ত্যং নু মারুতং গণং গিরিষ্ঠাং বৃষণং হুবে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — মঘবান্, মরুৎগণের মাতা গো সোম পান করাচ্ছেন, তিনি অন্নাভিলাষিণী, মরুৎগণের রথ সংযোজনকারিণী এবং সর্বত্র পূজ্যা ॥ ১ ॥

সমস্ত দেবগণ এঁর ক্রোড়ে বর্তমান হয়ে আপন আপন ব্রত ধারণ করেন, সূর্য এবং চন্দ্রমা সর্বলোক প্রকাশনার জন্য এঁর সমীপে বর্তমান ॥ ২ ॥

সর্বত্রগামী আমাদের স্তোতাগণ সর্বদা পানের জন্য মরুৎগণকে স্তব করছে ॥ ৩ ॥

এই সোম অভিষুত হয়েছে, স্বভাবতঃ দীপ্ত মরুৎগণ এবং অশ্বিদ্বয় এর অংশ পান করুন ॥ ৪ ॥

মিত্র, অর্যমা ও বরুণ, দশাপবিত্রের দ্বারা শোধিত স্থানত্রয়ে অবস্থাপিত, স্তুত্যজনবিশিষ্ট সোমপান করছেন ॥ ৫ ॥

ইন্দ্র প্রাতঃকালে হোতার মতো অভিষুত এবং গব্যযুক্ত, সোম সেবার প্রশংসা করছেন ॥ ৬ ॥

প্রাজ্ঞ মরুৎবর্গ জলের মতো তির্যকগতিবিশিষ্ট হয়ে কবে দীপ্ত হবেন? শত্রুশোষক মরুৎগণ

কবে শুদ্ধ বল হয়ে আগমন করবেন? ॥ ৭ ॥

হে মরুৎগণ! আপনারা মহৎ, আপনাদের তেজ স্বতঃই ধর্ষণীয়। আপনারা দ্যুতিমান্, কবে আপনাদের রক্ষা লাভ করবো? ॥ ৮ ॥

যে মরুৎবর্গ সমস্ত পার্থিব পদার্থকে এবং সমস্ত জ্যোতিকে প্রথিত করেছেন, সোমপানের জন্য তাঁদের আহ্বান করছি ॥ ৯ ॥

হে মরুৎবর্গ! আপনাদের বল পবিত্র, আপনারা অতিশয় দ্যুতিমান্; এই সোম পানের জন্য আপনাদের সত্বর আহ্বান করছি ॥ ১০ ॥

যাঁরা দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করেছেন, এই সোমের পানের জন্য তাঁদের আহ্বান করছি ॥ ১১ ॥

সর্বতঃ বিস্তৃত, পর্বতে স্থিত, জলবর্ষী মরুৎবর্গকে এই সোম পানের জন্য আহ্বান করছি ॥ ১২ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।—এই সূক্তের ১, ৪, ৫ ও ৬ ঋক্‌টি আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র যথাক্রমে ৯৭, ১০৩ বা ৭৪২, ৭৪২ ও ৭৪২ পৃষ্ঠায় গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। যথা,—১ ঋক্—"মানুষদের সৎপথের পরিচালনার জন্য সৎ-উপদেশ-রূপ ধনপ্রদাতা বিবেকরূপী মরুৎগণের মাতা অর্থাৎ তাঁদের উৎপত্তি-কারণ-রূপ জ্ঞানকিরণ-নিবহ (অর্থাৎ জ্ঞানদেবতা), সংসারের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে মানুষের কর্মসমূহের সংশোধক হন; এবং মরুৎদেবগণের সাথে মিলিত হয়ে মানুষগণকে পালন করেন।" [ভাব এই যে,—আত্ম-অঙ্গীভূত বিবেকসহ অভিন্নভাবে জগতের হিতসাধনে জ্ঞানদেব নিত্যকাল ব্রতী হয়ে রয়েছেন]। অথবা—"হে মন্ত্ররূপিণি বাক্! আপনি সৎ-উপদেশ-রূপ ধনের অধিকারী বিবেকরূপী মরুৎদেবগণের মাতা অর্থাৎ উৎপাদিকা হন; [ভাব এই যে,—সেবা-অর্চনা-মূলক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারাই বিবেকের উৎপত্তি হয়]। হে দেবি! তোমা হতেই মানবগণের মধ্যে আত্মমঙ্গলের প্রচেষ্টা জাগরিত হয়, এবং তাদের কর্মসমূহের বাহক বা সংশোধক উৎপন্ন হয়ে থাকে। [ভাব এই যে,—দেবতার আরাধনায় মন্ত্র-প্রযুক্তির ফলে মানুষের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়]। অতএব, হে দেবি! আপনি সকলের পূজনীয়া হন।" [এখানে 'গৌঃ' পদটিতে জ্ঞানকিরণ বা জ্ঞান অর্থই গ্রহণ করা সমীচীন। 'মরুৎদেবগণ' বিবেকরূপী দেবতা]।—ইত্যাদি ॥—৪ ঋক্—"আমাদের কর্মের দ্বারা সঞ্জাত যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব থাকে, সেই শুদ্ধসত্ত্বের অংশকে স্বয়দীপ্যমান্ (সর্বত্র প্রকাশশীল) মরুৎগণ (বিবেকরূপী দেবতাগণ) আপনা-আপনিই গ্রহণ করেন, এবং অশ্বিদেবদ্বয়ও (অন্তর্ব্যাধি ও বাহির্ব্যাধিনাশক দেবতা দু'জনও) তা গ্রহণ করেন।" [ভাব এই যে,—সৎকর্মের দ্বারা হৃদয়ে একটু শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হ'লেই সেখানে বিবেকের ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হ'তে থাকে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবতার অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেখানেই অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি সকলরকম ব্যাধির শান্তি আনয়ন করে]—ইত্যাদি ॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋকও দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : তিরশ্চী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

আ ত্বা গিরো রথীরিবাস্থুঃ সুতেষু গির্বণঃ।
অভি ত্বা সমনূষতেন্দ্র বৎসং ন মাতরঃ ॥ ১ ॥

আ ত্বা শুক্রা অচুচ্যবুঃ সুতাস ইন্দ্র গির্বণঃ।
পিবা ত্বস্যান্ধস ইন্দ্র বিশ্বাসু তে হিতম্ ॥ ২॥
পিবা সোমং মদায় কমিন্দ্র শ্যেনাভৃতং সুতম্।
ত্বং হি শশ্বতীনাং পতী রাজা বিশামসি ॥ ১৩॥
শ্রুধী হবং তিরশ্চ্যা ইন্দ্র যস্ত্বা সপর্যতি।
সুবীর্যস্য গোমতো রায়স্পূর্ধি মহাঁ অসি ॥ ৪॥
ইন্দ্র যস্তে নবীয়সীং গিরং মন্দ্রামজীজনৎ।
চিকিত্বিন্মনসং ধিয়ং প্রত্নামৃতস্য পিপ্যুষীম্ ॥ ৫॥
তমু ষ্টবাম যং গির ইন্দ্রমুক্থানি বাবৃধুঃ।
পুরূণ্যস্য পৌংস্যা সিষাসন্তো বনামহে ॥ ৬॥
এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না।
শুদ্ধৈরুক্থৈর্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধ আশীর্বান্মমত্তু ॥ ৭॥
ইন্দ্র শুদ্ধো ন আ গহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভিরূতিভিঃ।
শুদ্ধো রয়িং নি ধারয় শুদ্ধো মমদ্ধি সোম্যঃ ॥ ৮॥
ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্নানি দাশুষে।
শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো বাজং সিষাসসি ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! সোম অভিযুত হ'লে, আমাদের স্তুতিবাক্য রথীর মতো আপনার অভিমুখে অবস্থিত হয়; মাতা বৎসের অভিমুখে যেমন শব্দ করে, সেইরকম আপনার উদ্দেশে শব্দ করে ॥ ১ ॥

হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! দীপ্তিমান্ অভিযুত সোম আপনার নিকট আগমন করুক, এই অন্নের ভাগ শীঘ্র পান করুন। হে ইন্দ্র! চারিদিকে আপনার জন্য চরু পুরোডাস ইত্যাদি নিহিত আছে ॥ ২॥

হে ইন্দ্র! শ্যেনকর্তৃক আহৃত অভিযুত সোম আনন্দের জন্য সুখে পান করুন, যেহেতু আপনি বহুতর প্রজার পালক ও রাজা ॥ ৩॥

যে তিরশ্চী আপনার পূজা করছে, তার আহ্বান শ্রবণ করুন। আপনি মহান্, আপনিই সুবীর্যযুক্ত ও গবাদিযুক্ত ধনদানে আমাদের পূর্ণ করুন ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! যে ব্যক্তি আপনার উদ্দেশে নূতন মদকর বাক্য উৎপাদন করে, সেই স্তোতার উদ্দেশে আপনি পুরাতন, সত্যযুক্ত, প্রবৃদ্ধ, সকলের হৃদয়ঙ্গম রক্ষাকার্য সম্পাদন করুন ॥ ৫ ॥

যে ইন্দ্র আমাদের স্তুতি ও উক্থ বর্ধিত করেন, তাঁকেই স্তব করবো। আমরা তাঁর বহুতর বীর্য সম্ভোগ করবার অভিলাষে তাঁর ভজনা করবো ॥ ৬॥

শীঘ্র আগমন করুন, শুদ্ধ সাম ও শুদ্ধ উক্থসমূহের দ্বারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রকে স্তব ,করবো, দশাপবিত্রের দ্বারা শোধিত সোম বর্ধিত ইন্দ্রকে হৃষ্ট করুক ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি শুদ্ধ, আপনি আগমন করুন। আপনি শুদ্ধ, শুদ্ধ রক্ষাকার্যের সাথে আগমন করুন। আপনি শুদ্ধ ধন স্থাপন করুন। আপনি শুদ্ধ ও সোমের যোগ্য, হৃষ্ট হোন ॥ ৮॥

হে ইন্দ্র! আপনি শুদ্ধ আমাদের ধন প্রদান করুন। আপনি শুদ্ধ, হব্যদাতাকে রত্ন প্রদান করুন; আপনি শুদ্ধ, বৃত্রগণকে বধ ক'রে থাকেন; আপনি শুদ্ধ, অন্নভোগ ক'রে থাকেন ॥ ৯ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৬০, ১৫৯ বা ৩৮৪, ৩৮৪, ১৬০ বা ৫৭৭, ৫৭৭ ও ৫৭৭ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"স্তবনীয় হে দেব! সৎকর্মান্বিত জন যেমন আপনাকে প্রাপ্ত হয়, তেমনই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উৎপন্ন হ'লে প্রার্থনা আপনার অভিমুখে গমন করে; হে দেব! মোক্ষপ্রাপক জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন ভগবানের অনুসারী জনকে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়, তেমনই ভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হবার জন্য সাধকগণ সম্যক্‌রূপে প্রধাবিত হন।" (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বভাব ও সৎকর্মের দ্বারা সাধক ভগবানের কৃপা লাভ করেন; সর্বতোভাবে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য সাধকগণ প্রধাবিত হন)। [মন্ত্রটিতে নিত্যসত্য খ্যাপিত হয়েছে। সৎকর্মের দ্বারা যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উপজন হ'লেও তেমন ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। সৎকর্ম ও শুদ্ধসত্ত্বভাব—এই দুটিই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়। আবার একটি অন্যটির অনুগামীও বটে।—'সুতেষু' পদে প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'সোমরসেষু' বলা হ'লেও এখানে যথাযথ 'শুদ্ধসত্ত্বভাবেষু' অর্থই গৃহীত হয়েছে]।— ইত্যাদি।—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্টগুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র, মরুৎ ও বৃহস্পতি। ঋষি : মরুৎগণের পুত্র দ্যুতান অথবা তিরশ্চী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, বিরাট্]

অস্মা উষাস আতিরন্ত যামমিন্দ্রায় নক্তমূর্ম্যাঃ সুবাচঃ।
অস্মা আপো মাতরঃ সপ্ত তস্থুর্নৃভ্যস্তরায় সিন্ধবঃ সুপারাঃ ॥ ১ ॥
অতিবিদ্ধা বিথুরেণা চিদস্ত্রা ত্রিঃ সপ্ত সানু সংহিতা গিরীণাম্।
ন তদ্দেবো ন মর্ত্যস্তুতুর্যাদ্যানি প্রবৃদ্ধো বৃষভশ্চকার ॥ ২ ॥
ইন্দ্রস্য বজ্র আয়সো নিমিশ্ল ইন্দ্রস্য বাহ্বোর্ভূয়িষ্ঠমোজঃ।
শীর্ষন্নিন্দ্রস্য ক্রতবো নিরেক আসন্নেষন্ত শ্রুত্যা উপাকে ॥ ৩ ॥
মন্যে ত্বা যজ্ঞিয়ং যজ্ঞিয়ানাং মন্যে ত্বা চ্যবনমচ্যুতানাম্।
মন্যে ত্বা সত্বনামিন্দ্র কেতুং মন্যে ত্বা বৃষভং চর্ষণীনাম্ ॥ ৪ ॥
আ যদ্বজ্রং বাহ্বোরিন্দ্র ধৎসে মদচ্যুতমহয়ে হন্তবা উ।
প্র পর্বতা অনবন্ত প্র গাবঃ প্র ব্রহ্মাণো অভিনক্ষন্ত ইন্দ্রম্ ॥ ৫ ॥
তমু ষ্টবাম য ইমা জজান বিশ্বা জাতান্যবরাণ্যস্মাৎ।
ইন্দ্রেণ মিত্রং দিধিষেম গীর্ভিরুপো নমোভির্বৃষভং বিশেম ॥ ৬ ॥
বৃত্রস্য ত্বা শ্বসথাদীষমাণা বিশ্বে দেবা অজহুর্যে সখায়ঃ।
মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যং তে অস্ত্বথেমা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াসি ॥ ৭ ॥

ত্রিঃ ষষ্টিস্ত্বা মরুতো বাবৃধানা উস্রা ইব রাশয়ো যজ্ঞিয়াসঃ।
উপ ত্বেমঃ কৃধি নো ভাগধেয়ং শুষ্মং ত এনা হবিষা বিধেম ॥ ৮॥
তিগ্মমায়ুধং মরুতামনীকং কস্ত ইন্দ্র প্রতি বজ্রং দধর্ষ।
অনায়ুধাসো অসুরা অদেবাশ্চক্রেণ তাঁ অপ বপ ঋজীষিন্ ॥ ৯॥
মহ উগ্রায় তবসে সুবৃক্তিং প্রেরয় শিবতমায় পশ্বঃ।
গির্বাহসে গির ইন্দ্রায় পূর্বীর্ধেহি তন্বে কুবিদঙ্গ বেদৎ ॥ ১০॥
উক্থবাহসে বিভ্বে মনীষাং দ্রুণা ন পারমীরয়া নদীনাম্।
নি স্পৃশ ধিয়া তন্বি শ্রুতস্য জুষ্টতরস্য কুবিদঙ্গ বেদৎ ॥ ১১॥
তদ্বিবিড্‌ঢি যত্ত ইন্দ্রো জুজোষৎস্তুহি সুষ্টুতিং নমসা বিবাস।
উপ ভূষ জরিতর্মা রুবণ্যঃ শ্রাবয়া বাচং কুবিদঙ্গ বেদৎ ॥ ১২॥
অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদিয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।
আবত্তমিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তমপ স্নেহিতীর্নৃমণা অধত্ত ॥ ১৩॥
দ্রপ্সমপশ্যং বিষুণে চরন্তমুপহ্বরে নদ্যো অংশুমত্যাঃ।
নভো ন কৃষ্ণমবতস্থিবাংসমিষ্যামি বো বৃষণো যুধ্যতাজৌ ॥ ১৪॥
অধ দ্রপ্সো অংশুমত্যা উপস্থেঽধারয়ত্তন্বং তিত্বিষাণঃ।
বিশো অদেবীরভ্যা চরন্তীর্বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্রঃ সসাহে ॥ ১৫॥
ত্বং হ ত্যৎসপ্তভ্যো জায়মানোঽশত্রুভ্যো অভবঃ শত্রুরিন্দ্র।
গূড়্হে দ্যাবাপৃথিবী অন্ববিন্দো বিভুমদ্ভ্যো ভুবনেভ্যো রণং ধাঃ ॥ ১৬॥
ত্বং হ ত্যদপ্রতিমানমোজো বজ্রেণ বজ্রিন্ধৃষিতো জঘন্থ।
ত্বং শুষ্ণস্যাবাতিরো বধত্রৈস্ত্বং গা ইন্দ্র শচ্যেদবিন্দঃ ॥ ১৭॥
ত্বং হ ত্যদ্বৃষভ চর্ষণীনাং ঘনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূথ।
ত্বং সিন্ধূঁরসৃজস্তস্তভানান্ ত্বমপো অজয়ো দাসপত্নীঃ ॥ ১৮॥
স সুক্রতূ রণিতা যঃ সুতেষ্বনুত্তমন্যুর্যো অহেব রেবান্।
য এক ইন্নর্যপাংসি কর্তা স বৃত্রহা প্রতীদন্যমাহুঃ ॥ ১৯॥
স বৃত্রহেন্দ্রশ্চর্ষণীধৃত্তং সুষ্টুত্যা হব্যং হুবেম।
স প্রাবিতা মঘবা নোঽধিবক্তা স বাজস্য শ্রবস্যস্য দাতা ॥ ২০॥
স বৃত্রহেন্দ্র ঋভুক্ষাঃ সদ্যো জজ্ঞানো হব্যো বভূব।
কৃণ্বন্নপাংসি নর্যা পুরূণি সোমো ন পীতো হব্যঃ সখিভ্যঃ ॥ ২১॥

মন্ত্রার্থ — উষাসকল এই ইন্দ্রের ভয়ে নিজেদের গতি বর্ধিত করছেন। রাত্রি সকল ইন্দ্রের জন্য অপর রাত্রে সুন্দর বাক্যবিশিষ্ট হন। এই ইন্দ্রের জন্য সর্বতোব্যাপ্ত মাতৃস্থানীয় সপ্তসিন্ধু মানবগণের তরণের জন্য সুখে পারযোগ্য হন ॥ ১ ॥

অসহায় অস্ত্রের দ্বারা একত্রিত একবিংশতিসংখ্যক পর্বতের সানুসমূহ বিদ্ধ হয়েছিল। অভিলাষপ্রদ, প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র যা করেছেন, মর্ত্য অথবা দেব তা করতে পারেন না ॥ ২ ॥

ইন্দ্রের বজ্র অয়োনির্মিত এবং তাঁর হস্তে সম্বদ্ধ; তাঁর আজ্ঞা শ্রবণের জন্য সকলে তাঁর সমীপে আগমন করে ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আপনাকে যজ্ঞের যোগ্যগণের মধ্যেও যজ্ঞের যোগ্য মনে ক'রি, অচ্যুত পদার্থের চ্যুতিকারী মনে ক'রি, অচ্যুত পদার্থের চ্যুতিকারী মনে ক'রি, আপনাকে সৈন্যগণের কেতু ব'লে মনে ক'রি, মানবগণের অভিমত ফলবর্ধক ব'লে মনে ক'রি ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আপনি যখন বাহুদ্বয়ে শত্রুবর্গের গর্ব চূর্ণ করেন, অহির হননের জন্য বজ্র ধারণ করেন, যখন মেঘসকল শব্দ করে, যখন জলসমূহ শব্দ করে, তখন চারিদিক হ'তে অভিগমন ক'রে স্তুতিকারিগণ ইন্দ্রের পরিচর্যা করে ॥ ৫ ॥

যিনি এই সমস্ত ভূতগণকে সৃষ্টি করেছেন, সমস্ত বস্তুজাত যাঁর পরে উৎপন্ন হয়েছে, আমরা স্তুতির দ্বারা সেই মিত্র ইন্দ্রের মিত্র হবো, নমস্কারের দ্বারা অভিলাষপ্রদ ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখীন করবো ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! যে বিশ্বদেবগণ আপনার সখা হয়েছিলেন, তাঁরা বৃত্রের নিশ্বাস হ'তে ভীত হয়ে পলায়ন ক'রে আপনাকে ত্যাগ ক'রে গেলেন। মরুৎগণের সাথে আপনার সখ্য হলো। পরে আপনি সমস্ত শত্রুসেনা জয় করলেন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! ত্রিষষ্টিসংখ্যক মরুদ্বর্গ একত্রীভূত গোসমূহের মতো আপনাকে বর্ধিত করেছিলেন ব'লে যজ্ঞের যোগ্য হয়েছেন; আমরা সেই ইন্দ্রের নিকট গমন করবো। আমাদের ভজনীয় ধন দান করুন, আপনার উদ্দেশে শত্রুশোষক বল বিধান করবো ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! আপনার তীক্ষ্ণ আয়ুধ, আপনার মরুৎ সৈন্য, আপনার বজ্রের কে প্রতিকূলতা করতে পারে? হে বজ্রী! আপনি চক্রের দ্বারা আয়ুধরহিত, দেবদ্রোহী অসুরগণকে দূর ক'রে দিন ॥ ৯ ॥

পশুলাভের জন্য মহান্ উগ্র, প্রবৃদ্ধ কল্যাণতম, ইন্দ্রের উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি প্রেরণ করো। স্তুতিভাক্ ইন্দ্রের উদ্দেশে বহুতর স্তুতি বিধান করো, ইন্দ্র পুত্রের জন্য বহু ধন প্রেরণ করুন ॥ ১০ ॥

উক্থ সহিত, মহান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে নদী পারকারী নৌকার মতো স্তুতি উচ্চারণ করো। বহু বিস্তৃত, প্রীতিপ্রদ ইন্দ্র ধন প্রেরণ করুন, পুত্রের জন্য বহুধন প্রেরণ করুন ॥ ১১ ॥

ইন্দ্র যা স্বীকার করেন, তা করো; সুন্দর স্তুতি উচ্চারণ করো, স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রের পরিচর্যা করো। হে স্তোতা! অলঙ্কৃত হও, রোদন করো না; বাক্য শ্রবণ করাও; ইন্দ্র বহুধন প্রদান করবেন ॥ ১২ ॥

দশসহস্র সৈন্যের সাথে দ্রুতগমনকারী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীতীরে অবস্থান করছিলেন, ইন্দ্র প্রজ্ঞার দ্বারা সেই শব্দকারীকে প্রাপ্ত হলেন। মানবগণের হিতাভিপ্রায়ে হিংসাকারিণী সেনাগণকে বধ করলেন ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্র বললেন, দ্রুতগামী কৃষ্ণকে দেখতে পেলাম, সে অংশুমতী নদীর গূঢ়স্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচরণ করছে ও সূর্যের মতো অবস্থিতি করছে। হে অভিলাষপ্রদ মরুদ্‌গণ! আমি ইচ্ছা ক'রি, তোমরা যুদ্ধ করো এবং যুদ্ধে তা'কে সংহার করো ॥ ১৪ ॥

দ্রুতগামী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর সমীপে দীপ্তিমান্ হয়ে শরীর ধারণ করছে। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সহায় লাভ ক'রে দেবশূন্য আগমনশীল সেনাগণকে বধ করলেন ॥ ১৫ ॥

হে ইন্দ্র! আপনিই সেই কর্ম করেছেন, আপনিই জন্মিবামাত্রেই শত্রুশূন্য সপ্তশত্রুর শত্রু হয়েছেন, অন্ধকারাবৃত দ্যাবাপৃথিবীকে প্রাপ্ত হয়েছেন, মহৎযুক্ত ভুবনসমূহের উদ্দেশে আনন্দ ধারণ করেছেন ॥ ১৬ ॥

হে ইন্দ্র। আপনি সেই কার্য করেছেন। হে বজ্রী! আপনিই কুশল হয়ে অনুপম বল বজ্রের দ্বারা নষ্ট করেছেন, আপনিও আয়ুধের দ্বারা শুষ্ণকে নিম্নমুখ ক'রে বধ করেছেন, আপনি নিজের কার্যের দ্বারা গোলাভ করেছেন ॥ ১৭ ॥

হে ইন্দ্র। আপনিই সেই কার্য করেছেন; হে অভিলাষপ্রদ! আপনি মানবগণের উপদ্রবের হন্তা, অতএব প্রবৃদ্ধ হয়েছিলেন, আপনি স্তম্ভমান সিন্ধুগণকে গমনের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন, পরে দাসগণের অধিকৃত জল জয় করেছিলেন ॥ ১৮ ॥

সেই ইন্দ্র শোভন প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও অভিষুত সোম পানের জন্য আনন্দিত। তাঁর ক্রোধ কেউ সহ্য করতে পারে না, তিনি দিবসের মতো ধনবান্, তিনি একাকীই মানুষের কর্মকর্তা, তিনি বৃত্রহা, তিনি সকল শত্রুসৈনা বিনাশ করেন ॥ ১৯ ॥

সেই ইন্দ্র বৃত্রহা, তিনি মানবগণের পোষক, তিনি আহ্বানযোগ্য, তাঁকে স্তুতির দ্বারা হোম করবো, তিনি আমাদের বিশেষ রক্ষক ও ধনবান্, তিনি কীর্তিপ্রদ, অন্নের দাতা, তিনি আদরপূর্বক কথা ব'লে থাকেন ॥ ২০ ॥

সেই বৃত্রহা ইন্দ্র মহান্, তিনি জাতমাত্রেই তৎক্ষণাৎ আহ্বানযোগ্য হয়েছিলেন। মানবগণের হিতকর বহুকার্য ক'রে পীত সোমের মতো সখাগণের আহ্বানযোগ্য হয়েছিলেন ॥ ২১ ॥

টীকা — ১ মন্ত্রের 'সপ্তসিন্ধু' সম্পর্কে ১০/৭৫/৫ মন্ত্রের টীকা দ্রষ্টব্য ॥ ৩ মন্ত্রে মূলে 'ক্রতবঃ' আছে। সায়ণ অর্থ করেছেন 'শিরস্ত্রাণপ্রভৃতীনি' ॥ ৮ মন্ত্রে মূলে 'ত্রিঃ ষষ্টি মরুৎ' আছে। অন্যান্য স্থানে সাতজন মরুতের উল্লেখ থাকলেও এখানে তার নয় গুণ অর্থাৎ ৬৩ মরুতের উল্লেখ দেখা যায় ॥ ৯ মন্ত্রে মূলে 'অনায়ুধাস, অসুরা, অদেবা' আছে। অর্থ আয়ুধশূন্য, শ্রদ্ধাশূন্য, বলবান শত্রুগণ। বোধহয় অনার্যদের উল্লেখ। ১৩, ১৪ ও ১৫ মন্ত্র দ্রষ্টব্য ॥ ১৩ মন্ত্রে উল্লেখিত ইন্দ্রকর্তৃক কৃষ্ণ নামক অনার্য যোদ্ধা ও তার সৈন্যের বিনাশের কথা আমরা পূর্বেই পেয়েছি ॥—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৫২ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ৭, ১৩ ও ১৬ মন্ত্র গৃহীত হয়েছে। সুতরাং সেখানে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও রয়েছে। যথা,—৭ মন্ত্র—"হে আমার মন। অজ্ঞানতা-রূপ অসুরের প্রভাবে সকল দেবভাবসমূহ যখন তোমা হ'তে বিনির্গত হয়ে তোমাকে রিপুসংগ্রামে পরিত্যাগ ক'রে যান, তখন বিবেকরূপী দেবগণের সাথে তোমার সখ্যতা হোক অর্থাৎ তুমি বিবেকের অনুবর্তী হয়ো; তারপর অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে মনের সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে, হে বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেব। আপনি আপনা আপনিই হৃদয়ে উপস্থিত হয়ে, এই সকল অজ্ঞানতা-সহচর অসৎ-বৃত্তিসমূহকে অভিভব করেন।" (ভাব এই যে,—অজ্ঞানতার প্রভাবে বিভ্রান্তি এলে, বিবেকের অনুবর্তিতা প্রয়োজন; তাতে ভগবৎ-প্রভাবেই রিপুগণ বিমর্দিত হয় এবং হৃদয়ে দেবভাব উপজিত হয়ে থাকে)। [এখানেও 'বৃত্রস্য' পদে 'অজ্ঞানতারূপস্য অসুরস্য', 'বিশ্বাদেবাঃ' পদে 'সর্বে দেবভাবাঃ', 'মরুদ্ভিঃ' পদে 'বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ' ইত্যাদি অর্থ যথাযথভাবেই গৃহীত হয়েছে] ॥—১৩ মন্ত্র—"দ্রুত-অধঃপতনকারক জগৎ আক্রমণকারী অজ্ঞানান্ধকার অসংখ্য পাপ-অনুচরগণের সাথে জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আক্রমণ করে; সর্বলোক-কর্তৃক বরণীয় বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতা প্রজ্ঞাবলে জগৎবিনাশক সেই অজ্ঞানান্ধকারকে বিনাশ করেন এবং হিংসাকারী তার সৈন্যগণকে বিনাশ করেন—দূরীভূত করেন।" (ভাব এই যে,—ভগবান্ জগতের হিতের জন্য অজ্ঞানতা দূর করেন)। [অজ্ঞানতা যেখানে, পাপ সেখানে। পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল—পতন। তাই

অজ্ঞানতা দ্রুত-অধঃপতনকারী। অজ্ঞানতা জগৎ-বিনাশক। জ্ঞানেতে জগতের উৎপত্তি—অজ্ঞানেতে সংহার। এই ভীষণ অজ্ঞানতা থেকে জগৎকে রক্ষা করেন—মানুষকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত ক'রে অজ্ঞানতার আধিপত্য বিনাশ করেন]।—ইত্যাদি॥—১৬ ঋক্—"বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনিই পরমব্রহ্ম; সত্যলোকের সাধকগণের জন্য আপনি প্রকটীভূত হন; আপনি তাদের রিপুনাশক হন; অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত দ্যুলোক ও ভূলোকে আপনি জ্যোতিঃ-রূপে প্রকাশিত হন, অর্থাৎ জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ করেন; মহত্ত্বযুক্ত লোকসমূহের জন্য আপনি আনন্দ প্রদান করেন।" (ভাব এই যে,—সাধকদের হিতের জন্য ভগবান্ তাঁদের রিপুনাশ করেন; তিনি জগতে আলোক প্রদান করেন)। [মন্ত্রে সেই বহুধা বিভক্ত এককে—মূলতঃ এক কিন্তু অবস্থাভেদে বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে বিরাজিত পরমদেবতাকে দর্শন করা হয়েছে। আপনিই সেই পরমব্রহ্ম—'ত্বং হ ত্যৎ']।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৯৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : রেভ। ছন্দ : বৃহতী, অতিজগতী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

যা ইন্দ্র ভুজ আভরঃ স্বর্বাঁ অসুরেভ্যঃ।
স্তোতারমিন্মঘবন্নস্য বর্ধয় যে চ ত্বে বৃক্তবর্হিষঃ ॥ ১॥
যমিন্দ্র দধিষে ত্বমশ্বং গাং ভাগমব্যয়ম্।
যজমানে সুন্বতি দক্ষিণাবতি তস্মিন্ তং ধেহি মা পণৌ ॥ ২॥
য ইন্দ্র সস্ত্যব্রতোঽনুষ্বাপমদেবয়ুঃ।
স্বৈঃ ষ এবৈর্মুমুরৎপোষ্যং রয়িং সনুতর্ধেহি তং ততঃ ॥ ৩॥
যচ্ছক্রাসি পরাবতি যদর্বাবতি বৃত্রহন্।
অতস্ত্বা গীর্ভির্দ্যুগদিন্দ্র কেশিভিঃ সুতাবাঁ আ বিবাসতি ॥ ৪॥
যদ্বাসি রোচনে দিবঃ সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি।
যৎপার্থিবে সদনে বৃত্রহন্তম যদন্তরিক্ষ আ গহি ॥ ৫॥
স নঃ সোমেষু সোমপাঃ সুতেষু শবসস্পতে।
মাদয়স্ব রাধসা সূনৃতাবতেন্দ্র রায়া পরীণসা ॥ ৬॥
মা ন ইন্দ্র পরা বৃণগ্‌ভবা নঃ সধমাদ্যঃ।
ত্বং ন ঊতী ত্বমিন্ন আপ্যং মা ন ইন্দ্র পরা বৃণক্ ॥ ৭॥
অস্মে ইন্দ্র সচা সুতে নি ষদা পীতয়ে মধু।
কৃধী জরিত্রে মঘবন্নবো মহদস্মে ইন্দ্র সচা সুতে ॥ ৮॥
ন ত্বা দেবাস আশত ন মর্ত্যাসো অদ্রিবঃ।
বিশ্বা জাতানি শবসাভিভূরসি ন ত্বা দেবাস আশত ॥ ৯॥

বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরং সজূস্ততক্ষুরিন্দ্রং জজনুশ্চ রাজসে।
ক্রত্বা বরিষ্ঠং বর আমুরিমুতোগ্রমোজিষ্ঠং তবসং তরস্বিনম্ ॥ ১০॥
সমীং রেভাসো অস্বরন্নিন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে।
স্বর্পতিং যদীং বৃধে ধৃতব্রতো হ্যোজসা সমূতিভিঃ ॥ ১১॥
নেমিং নমন্তি চক্ষসা মেষং বিপ্রা অভিস্বরা।
সুদীতয়ো বো অদ্রুহোঽপি কর্ণে তরস্বিনঃ সমৃক্কভিঃ ॥ ১২॥
তমিন্দ্রং জোহবীমি মঘবানমুগ্রং সত্রা দধানমপ্রতিষ্কুতং শবাংসি।
মংহিষ্ঠো গীর্ভিরা চ যজ্ঞিয়ো ববর্তদ্রায়ে নো বিশ্বা সুপথা কৃণোতু বজ্রী ॥ ১৩॥
ত্বং পুর ইন্দ্র চিকিদেনা ব্যোজসা শবিষ্ঠ শক্র নাশয়ধ্যৈ।
ত্বদ্বিশ্বানি ভুবনানি বজ্রিন্দ্যাবা রেজেতে পৃথিবী চ ভীষা ॥ ১৪॥
তন্ম ঋতমিন্দ্র শূর চিত্র পাত্বপো ন বজ্রিন্দুরিতাতি পর্ষি ভূরি।
কদা ন ইন্দ্র রায় আ দশস্যের্বিশ্বপ্স্ন্যস্য স্পৃহয়াষ্যস্য রাজন্ ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আপনি সুধবান্। আপনি অসুরগণের নিকট হ'তে যে ভোক্তব্য ধন আহরণ করেছেন, হে ধনবান্! তার দ্বারা স্তোত্রকারীকে বর্ধিত করুন, ওরা বর্হি আস্তীর্ণ করেছে ॥ ১॥

হে ইন্দ্র! আপনি যে গো, যে অশ্ব এবং যে অবিনশ্বর ধন ধারণ করেন, যজমান দক্ষিণাযুক্ত হয়ে সোমাভিষব করলে তাকেই সেই ধন প্রদান করুন। যজ্ঞবিহীনকে প্রদান করবেন না ॥ ২॥

অদেবাভিলাষী, ব্রতরহিত যে ব্যক্তি স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে নিদ্রা যায়, সে আপনার গতির দ্বারাই পোষণীয় ধন বিনাশ করুক, আপনি তাকে কর্মরহিত প্রদেশে স্থাপন করুন ॥ ৩॥

হে শক্র! হে বৃত্রহন্! আপনি দূর দেশেই থাকুন বা নিকট দেশেই থাকুন, তথা হ'তে এই দ্যুলোক হ'তে স্বর্গাভিমুখে কেশরবিশিষ্ট অশ্বের মতো এই স্তুতির দ্বারা অভিষুত সোমবান্ যজমান যজ্ঞে আনয়ন করছে ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! যদি স্বর্গের দীপ্ত স্থানে থাকেন, যদি সমুদ্রের মধ্যে কোন স্থানে থাকেন, হে বৃত্রহন্! যদিবা পৃথিবীর কোন স্থানে থাকেন, অথবা অন্তরীক্ষে থাকেন, আগমন করুন ॥ ৫॥

হে সোমপা, বলপতি ইন্দ্র! সোম অভিষুত হ'লে সুবাক্যযুক্ত, বহুপরিমিত ধনের দ্বারা ও বলসাধন অন্নের দ্বারা আমাদের আনন্দিত করুন ॥ ৬॥

হে ইন্দ্র! আমাদের পরিত্যাগ করবেন না, আমাদের সাথে একত্রে সোমপানে প্রমত্ত হোন, আপনি আমাদের রক্ষায় স্থাপন করুন, আপনিই আমাদের বন্ধু। হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের পরিত্যাগ করবেন না ॥ ৭॥

হে ইন্দ্র! আমাদের সাথে অভিষুত সোম মধুপানের জন্য উপবেশন করুন। হে মঘবা! স্তোতাকে মহারক্ষা প্রদান করুন, অভিষুত সোমে আমাদের সাথে উপবেশন করুন ॥ ৮॥

হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! দেবগণ আপনাকে ব্যাপ্ত করতে পারে না, মর্ত্যগণও পারে না। আপনি বলের দ্বারা সমস্ত ভূতজাতকে অভিভূত করেন, দেবগণ আপনাকে ব্যাপ্ত করতে পারেন না ॥ ৯॥

সমস্ত সেনা পরস্পর মিলিত হয়ে শত্রুপরাজয়কর নেতাকে তীক্ষ্ণ করছে এবং অত্যন্ত প্রকাশের জন্য সূর্যাত্মক ইন্দ্রকে সৃষ্টি করছে, কর্মের দ্বারা বলিষ্ঠ ও শত্রুদের সম্মুখ বিনাশকারী, উগ্র, ওজস্বী,

প্রবৃদ্ধ ও বেগবান্ ইন্দ্রকে বরণীয় ধনের জন্য স্তব করছে ॥ ১০ ॥

রেভগণ এই ইন্দ্রকে সোমপানের জন্য সম্যক্‌ভাবে স্তুতি করেছিল। স্বর্গের পালক ইন্দ্রকে বর্ধনের জন্য যখন স্তুতি করে, তখন কর্মধারী ইন্দ্র বলের দ্বারা এবং পালনের দ্বারা মিলিত হন ॥ ১১ ॥

রেভগণ নেমির মতো ইন্দ্রকে দর্শনমাত্রেই নমস্কার করে। মেধাবিগণ সেই মেষকে স্তোত্রের দ্বারা নমস্কার করে, তোমরা সুন্দর দীপ্তযুক্ত এবং অদ্রোহী তোমরা ত্বরাযুক্ত হয়ে ইন্দ্রের কর্ণে অর্চনা মন্ত্রের দ্বারা স্তব করো ॥ ১২ ॥

সেই মঘবান্, উগ্র যথার্থ বলধারী, অপ্রতিরোধনীয় ইন্দ্রকে বারবার আহ্বান ক'রি। পূজ্যতম, যাগযোগ্য ইন্দ্র আমাদের স্তুতির দ্বারা আবর্তিত হোন। বজ্রী ধনের জন্য সমস্তই আমাদের সুপথ করুন ॥ ১৩ ॥

হে সর্বাপেক্ষা বলবান্! হে শক্র! হে ইন্দ্র! আপনি এই সকল পুরী বলের দ্বারা বিনাশ করবার জন্য অবগত হোন। হে বজ্রী! সমস্ত ভূতজাত আপনার ভয়ে কম্পিত হয়, দ্যাবাপৃথিবীও কম্পিত হয় ॥ ১৪ ॥

হে শূর! হে চিত্র ইন্দ্র! আপনার প্রশস্ত সত্য আমাকে রক্ষা করুক; হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! জলের মতো বহুপাপ হ'তে আমাদের পার করুন। হে রাজা ইন্দ্র! বহুরূপ এবং স্পৃহণীয় ধন আমাদের অভিমুখে কবে প্রদান করবেন? ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১ ঋকে 'অসুর' অর্থে বোধ হয় 'বলবান্ অনার্যগণ'। অনার্যগণের নিকট হ'তে ধন কেড়ে নিয়ে আপনার উপাসক আর্যগণকে প্রদান করুন, এই বোধ হয় ঋকের মর্ম। নীচের ঋকে দুটি যজ্ঞবিহীন্ ও দেববিহীন লোকের উল্লেখ লক্ষণীয় ॥ ১২ ঋক্ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ইন্দ্র মেষ হয়ে মেধাতিথি ঋষিকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।—সায়ণ। এই গল্পটি বোধহয় ঋগ্বেদ রচনার পরে কল্পিত; ঋগ্বেদের কবি বোধহয় কেবল ইন্দ্রের যুদ্ধপ্রিয়তা বা নরহিংস্রতা দেখে মেষের সাথে তুলনা করেছেন ॥— আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১২৭, ১৩২, ১২৮ এবং ৪০৫ ও ১৯৮ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১, ৪, ৭ এবং ১০, ১১, ১২ ও ১৩ ঋক্ গৃহীত। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেব! সর্বসুখনিলয় অর্থাৎ সর্বসুখদায়ক আপনি অসুরদের নিহত ক'রে যে ধনসমূহ আহরণ করেন অর্থাৎ অন্তরের অসুরভাব নাশ ক'রে, শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ যে ধন উৎপাদন করেন; হে সর্বধনাধার! সেই ধনের দ্বারা অর্চনাকারী আমাদের বর্ধিত করুন; আরও, যাঁরা আপনার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন, তাঁদেরও সেই ধনের দ্বারা বর্ধিত করুন।" [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সেই দেবতা আমাদের আসুরভাব নাশ ক'রে আমাদের শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত করুন; আর তার দ্বারা যাতে আমরা তাঁতে সমাহিতচিত্ত হ'তে পারি, তার বিধান করুন]।—ইত্যাদি ॥ ৪ ঋক্—"শত্রুগণের নাশক হে ভগবন্! যদিও আপনি দূরে—হৃদয়ের বহিঃপ্রদেশে বিদ্যমান হন; অথবা, জ্ঞানাবরক শত্রুগণের নাশক আপনি নিকটে হৃদয়দেশে অবস্থিত হন; হে পরমৈশ্বর্যশালিন্ ইন্দ্রদেব! সেইসকল স্থান থেকে, সকল অবস্থাতে, সকলের উদ্ভাসক জ্ঞানভক্তি-সহযুত সৎপথপ্রদর্শক স্তোত্রকর্মের দ্বারা, শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক, আপনাকে অনুষ্ঠিত সৎকর্মে আনয়ন করেন—আকর্ষণ করেন।" [মন্ত্রটি নিত্যসত্য প্রকাশক ও আত্ম-উদ্বোধক। সৎ-ভাব-সমন্বিত ব্যক্তিই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ ক'রে থাকেন। তিনিই কেবল ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানকে পূজা করতে সমর্থ হন। উপাসক তাই আত্মাকে উদ্বোধিত ক'রে বলছেন—হে আত্মন্! তুমি ভগবানকে পূজা করবার উপযোগী সৎকর্মপরায়ণ হও]।—ইত্যাদি ॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : নৃমেধ। ছন্দ : উষ্ণিক্, ককুপ্, পুরউষ্ণিক্]

ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ। ব্রহ্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে ॥ ১॥
ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং সূর্যমরোচয়ঃ। বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঁ অসি ॥ ২॥
বিভ্রাজঞ্জ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ। দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে ॥ ৩॥
এন্দ্র নো গধি প্রিয়ঃ সত্রাজিদগোহ্যঃ। গিরির্ন বিশ্বতস্পৃথুঃ পতির্দিব ॥ ৪॥
অভি হি সত্য সোমপা উভে বভূথ রোদসী।
ইন্দ্রাসি সুন্বতো বৃধঃ পতির্দিবঃ ॥ ৫॥
ত্বং হি শশ্বতীনামিন্দ্র দর্তা পুরামসি। হন্তা দস্যোর্মনোর্বৃধঃ পতির্দিবঃ ॥ ৬॥
অধা হীন্দ্র গির্বণ উপ ত্বা কামান্মহঃ সসৃজ্মহে। উদেব যন্ত উদভিঃ ॥ ৭॥
বার্ণ ত্বা যব্যাভির্বর্দ্ধতি শূর ব্রহ্মাণি। বাবৃধ্বাংসং চিদদ্রিবো দিবেদিবে ॥ ৮॥
যুঞ্জন্তি হরী ইষিরস্য গাথয়োরৌ রথ উরুযুগে। ইন্দ্রবাহা বচোযুজা ॥ ৯॥
ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে। আ বীরং পৃতনাষহম্ ॥ ১০॥
ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ। অধা তে সুম্নমীমহে ॥ ১১॥
ত্বাং শুষ্মিন্ পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে শতক্রতো। স নো রাস্ব সুবীর্যম্ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — মেধাবী, মহান্, কর্মকর্তা, বিদ্বান, স্তুতি-অভিলাষী ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান করো ॥ ১॥

হে ইন্দ্র। আপনি অভিভবিতা হন, আপনি সূর্যকে দীপ্ত করেছেন; আপনি বিশ্বকর্মা, বিশ্বদেবস্বরূপ এবং মহান্ ॥ ২॥

হে ইন্দ্র। আপনি জ্যোতির দ্বারা দ্যুলোকের প্রকাশক, স্বর্গকে প্রকাশিত ক'রে গমন করেছিলেন; দেবগণ আপনার সখ্য লাভের জন্য যত্ন করেছিলেন ॥ ৩॥

হে ইন্দ্র। আপনি প্রিয় এবং মহৎ ব্যক্তিগণের জয়কারী; আপনাকে কেউ গোপন করতে পারে না; আপনি পর্বতের মতো সর্বতঃ বিস্তৃত এবং স্বর্গের পতি; আপনি আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ৪॥

হে সত্যস্বরূপ, সোমপা ইন্দ্র। যেহেতু আপনি দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই অভিভূত করেছেন, অতএব আপনি সোমাভিষবকারীর বর্ধক হন এবং স্বর্গের পতি হন ॥ ৫॥

হে ইন্দ্র। আপনি বহুপুরী ভেদ ক'রে থাকেন; আপনি দস্যুহন্তা, মানুষের বর্ধক এবং দ্যুলোকের পতি ॥ ৬॥

হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র। জলে গমনকারী ব্যক্তিগণ যেমন জল বিসৃষ্ট করে, সেইরকম আমরা

সম্প্রতি আপনার উদ্দেশে মহৎ কমনীয় স্তোম প্রেরণ করছি ॥ ৭ ॥

হে বজ্রবান, শূর ইন্দ্র! নদীগণ যেমন উদকস্থান বর্ধিত করে, সেইরকম আমরা স্তোত্রের দ্বারা প্রবৃদ্ধ আপনাকে প্রতি দিবস বর্ধিত ক'রি ॥ ৮ ॥

গমনশীল ইন্দ্রের প্রশস্ত যুগবিশিষ্ট মহৎ রথে তাঁর বাহনভূত এবং বাক্যমাত্রে যোজিত অশ্বদ্বয়কে স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা যোজিত করেন ॥ ৯ ॥

হে শতক্রতু, বিচক্ষণ, বীর্যোপেত এবং সেনাগণের অভিভবকর ইন্দ্র। আপনি আমাদের বল এবং ধন দান করুন ॥ ১০ ॥

হে নিবাসপ্রদ, শতক্রতু। আপনি আমাদের পিতা এবং মাতা হন, অনন্তর আমরা আপনার সুখ যাজ্ঞা করবো ॥ ১১ ॥

হে বলবান্, বহুকর্তৃক আহূত শতক্রতু। আপনি বলাভিলাষী, আমি আপনার স্তুতি করছি; আপনি আমাদের সুন্দর বীর্যোপেত ধন দান করুন ॥ ১২ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৭৪ বা ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৪, ১৭৬ বা ৫২২, ৫২২, ৫২২, ২৯৯ বা ১৭৯, ২৯৯, ২৯৯, ১৭৯ বা ৪৯৬, ৪৯৬ ও ৪৯৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। এই সূত্রে সমগ্র সূক্তটিরই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ রয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! মেধাবী মহত্বপূর্ণ বা মহত্বসম্পন্ন সর্বজ্ঞ সকলের স্তবনীয় পরমব্রহ্ম বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য সৎ-ভাব সৎকর্ম-সংযুত প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করো।" [ভাব এই যে, আমি যেন পরমব্রহ্মের অনুসারী হই]—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"সর্বশক্তিমান্ হে ভগবন্! আপনি শত্রুগণের (কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অন্তঃশত্রু-সমূহের) অভিভবকারী হন; আপনি সূর্যকে (জ্ঞানসূর্যকে) আপনার তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত করেন। আপনি বিশ্বকর্মা—বিশ্বের অধিপতি এবং সর্বদেবময় হন। অতএব আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ।" (মন্ত্রটি ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সর্বময়; তিনি সকলের বীজ-স্বরূপ)। [ইন্দ্র—সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বিভূতি। সূর্য—আদিত্য, জ্ঞানরূপ ঐশ্বরিক বিভূতি। বিশ্বদেব—ঈশ্বরের সর্বদেবময় বিভূতি। বিশ্বকর্মা—বিশ্বের কর্তা, আশ্চর্যকর্মকারী ঈশ্বরীয় বিভূতি]।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—"সর্বশক্তিমান্ হে ভগবন্। আপনি আপনার আপন তেজের (জ্ঞানজ্যোতির) দ্বারা দেবভাবসমূহকে উদ্দীপিত করেন; এবং স্বর্গসদৃশ উন্নত পবিত্র হৃদয়কে (সেই জ্যোতির দ্বারা) উদ্ভাসিত ক'রে, আগমন করেন (সেই হৃদয়কে প্রাপ্ত হন)। দেবভাবসমূহ অর্থাৎ সৎভাবসম্পন্ন সাধকগণ আপনার সখ্য কামনায় প্রার্থনা করছেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রকাশক ও আত্ম-উদ্বোধক। ভগবানের সাথে সখ্য স্থাপনে দিব্যজ্ঞান ও সৎভাবের সঙ্কল্প মূলীভূত। অতএব সঙ্কল্প—ভগবান্ যাতে সখিভূত হন, তেমনভাবে আমরা প্রযত্নপর হবো)।—ইত্যাদি॥ ৪ ঋক্—"সকলের প্রিয়তম, রিপুজয়কারী, অপরাজেয়,পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্। আপনি পর্বতের ন্যায় অটল; অপিচ, বিশ্বব্যাপী এবং সর্বলোকের অধিপতি হন। আপনি আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্। কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [সাধক ভগবানকে বন্ধুরূপে আহ্বান করছেন। দূর থেকে আর তৃপ্তি লাভ করতে পারছেন না। নিকটে, আরও নিকটে,—হৃদয়ের নিভৃত স্থানে তাঁকে পাওয়া চাই। কিন্তু তিনি কেবল ব্যক্তিবিশেষের বা জাতি-বিশেষের প্রিয় নন, তিনি বিশ্ববন্ধু, বিশ্বের সকলের প্রিয়তম। সাধক সেই জগৎ-বন্ধু ভগবানকে নিজের হৃদয়ে উপলব্ধি করবার জন্য তাঁরই কাছে প্রার্থনা করছেন]।—ইত্যাদি॥ ৫ ঋক্—"সত্যস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বদাতা বলাধিপতি হে দেব। আপনিই দ্যুলোক-ভূলোককে অভিভূত করেন, অর্থাৎ দ্যুলোকে-ভূলোকের স্বামী হন; পবিত্রজনের—সাধকের মোক্ষদায়ক এবং স্বর্গের প্রভু হন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভগবানই

বিশ্বলোকের স্বামী এবং সকল লোকের মোক্ষদায়ক হন)।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋকগুলির যথাযথ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : পূর্বসূক্তের মতো অঙ্গিরাগোত্রীয় নৃমেধ। ছন্দ : প্রাগাথ]

ত্বামিদা হ্যো নরোঽপীপ্যন্বজ্রিন্ ভূর্ণয়ঃ
স ইন্দ্র স্তোমবাহসামিহ শ্রুধ্যুপ স্বসরমা গহি ॥ ১॥
মৎস্বা সুশিপ্র হরিবস্তদীমহে ত্বে আ ভূষন্তি বেধসঃ।
তব শ্রবাংস্যুপমান্যুক্‌থ্যা সুতেষ্বিন্দ্র গির্বণঃ ॥ ২॥
শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
বসূনি জাতে জনমান ওজসা প্রতি ভাগং ন দীধিম ॥ ৩॥
অনর্শরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ।
সো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনো দানায় চোদয়ন্ ॥ ৪॥
ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষ্বভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ।
অশস্তিহা জনিতা বিশ্বতূরসি ত্বং তূর্য তরুষ্যতঃ ॥ ৫॥
অনু তে শুষ্মং তুরয়ন্তমীয়তুঃ ক্ষোণী শিশুং ন মাতরা।
বিশ্বাস্তে স্পৃধঃ শ্নথয়ন্ত মন্যবে বৃত্রং যদিন্দ্র তূর্বসি ॥ ৬॥
ইত ঊতী বো অজরং প্রহেতারমপ্রহিতম্।
আশুং জেতারং হেতারং রথীতমমতূর্তং তুগ্র্যাবৃধম্ ॥ ৭॥
ইষ্কর্তারমনিষ্কৃতং সহস্কৃতং শতমূতিং শতক্রতুম্।
সমানমিন্দ্রমবসে হবামহে বসবানং বসূজুবম্ ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হব্যের দ্বারা ভরণশীল নেতাগণ আপনাকে অদ্য এবং কল্য সোমপান করিয়েছে; আপনি এই যজ্ঞে স্তোত্রবাহকগণের স্তোত্র শ্রবণ করুন এবং গৃহে উপাগত হোন ॥১॥

হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট, অশ্ববান্, স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! পরিচারকগণ আপনার জন্য সোম অভিষুত করছে, আপনি মত্ত হোন। আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, সোম অভিষুত হ'লে আপনার অন্ন উপমাযোগ্য এবং প্রশংসনীয় হোক ॥২॥

সমাশ্রিত রশ্মিসমূহ যেমন সূর্যকে ভজনা করে, সেইরকম তোমরা ইন্দ্রের সমস্ত ধন ভজনা করো; তিনি বলের দ্বারা জাত ও জনিষ্যমাণ ধনসমূহ উৎপাদন করেন, আমরা তা পৈতৃক ভাগের মতো ধারণ করবো ॥৩॥

পাপশূন্য ব্যক্তির প্রতি যিনি দানশীল ও ধনদাতা, সেই ইন্দ্রের স্তব করো, যেহেতু ইন্দ্রের দান

কল্যাণকর। তিনি স্বীয় মনকে দানের বিষয়ে প্রেরণ ক'রে এই পরিচর্যাকারীর ইচ্ছায় বাধা প্রদান করেন না ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র। আপনি যুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধকারিগণকে অভিভূত করেন। হে শত্রুগণের বাধক। আপনি অমঙ্গলনাশক, জনয়িতা, সমস্ত শত্রুবর্গের হিংসক এবং বাধকগণের বাধাদানকারী ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র। মাতা যেমন শিশুর অনুগমন করে, সেইরকম মাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবী আপনার বল-হিংসকের অনুগমন করে। যেহেতু আপনি বৃত্রকে বধ করেন, অতএব সমস্ত সংগ্রামকারীগণ আপনার ক্রোধে খিন্ন হয় ॥ ৬ ॥

জরারহিত, শত্রুগণের প্রেরক, অপ্রতিহত বেগশালী, জয়শীল, গমনশীল, রথিশ্রেষ্ঠ, অহিংসিত ও জলবর্ধক ইন্দ্রকে তোমরা রক্ষার জন্য অগ্রগামী করো ॥ ৭ ॥

শত্রুগণের সংস্কর্তা, স্বয়ং অসংস্কৃত, বলকৃৎ, বহুদক্ষিণাবিশিষ্ট শতক্রতু সাধারণ ও বসুপ্রেরক ইন্দ্রকে আমরা রক্ষার জন্য আহ্বান করি ॥ ৮ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৪২ বা ৩৪৯, ৩৪৯, ৫৪৮ বা ১৩২, ৫৪৮, ১৪৫ ও ১৩৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৭ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। যথা,—১ ঋক্—"রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! আপনার পূজাপরায়ণ সৎকর্মান্বিত সাধকগণ নিত্যকাল আপনাকে (আপনার সম্বন্ধীয় দেবভাবসমূহকে) প্রাপ্ত হন। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! শ্রেষ্ঠ সেই আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের স্তোত্রসমূহ শ্রবণ করুন এবং আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন।" [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে তাঁর বিভূতিময় দেবভাব উপজন করুন।—ভগবান্ মানুষকে নিরপেক্ষভাবেই শক্তিদান করেন সত্য, কিন্তু মানুষের কর্মও এই শক্তিলাভের কারণ। ভগবানের নিয়ম মান্য ক'রে তাঁর বিধিনিষেধ অনুসারে কর্ম করবার অধিকার তিনিই মানুষকে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর দেওয়া এই অধিকারের সৎ-ব্যবহার না ক'রে ফলের আশা করা বৃথা। তাই বেদ বলছেন—'ভূর্ণয়ঃ নরঃ ত্বাং অপীপান্'। সাধকেরাই ভগবানকে উপভোগ করতে পারেন।—মন্ত্রের শেষাংশে ভগবানকে হৃদয়ে পাবার আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সর্বথা সর্বত্র বিরাজমান হ'লেও আমরা যেন আমাদের হৃদয়ে তাঁর অনুভূতিকে কখনই না বিস্মৃত হই]।—ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"পরম জ্যোতির্ময়, পাপহারক জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদি দায়ক হে দেব! আপনাকে আমরা যেন আরাধনা করতে পারি; জ্ঞানিগণ আপনাকে সর্বতোভাবে পূজা অর্থাৎ প্রার্থনা করেন; আপনি আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন। স্তুতিযোগ্য, পরম আরাধনীয়, বলাধিপতি হে দেব! সাধক-হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপন্ন করবার জন্য আপনার শক্তি শ্রেষ্ঠতম হয়।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্য প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বদায়ক ভগবানকে আরাধনা করতে পারি)। [মন্ত্রটির মধ্যে আত্ম-উদ্বোধনও আছে। ভগবৎ-পরায়ণ হবার জন্য আত্ম-উদ্বোধন, পরমানন্দলাভের জন্য প্রার্থনা এবং ভগবানের মহিমা কীর্তনের মধ্যে নিত্যসত্য-প্রখ্যাপিত দেখা যায়]—ইত্যাদি ॥ ৩ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেবতার সমগ্র বিভূতিসকলকে, জ্ঞানাধিষ্ঠাতা দেবতাতে সমাশ্রিত জ্ঞানিজনের মতো অথবা সূর্যরশ্মিসকল যেমন সূর্যকে আশ্রয় ক'রে অবস্থিতি করে তেমন, ভজনা করো—অনুসরণ করো।" (ভাব এই যে,—জ্ঞানিজন যেমন জ্ঞানের ভজনা করে, তেমনই বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেবের বিভূতিসকলকে ভজনা করো); "সেই শক্তির দ্বারা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ ধনসমূহকে প্রাপ্ত হয়ে, পিতৃসম্পত্তির মতো যেন অধিকারী হই।" (ভাব এই যে,—পিতার সম্পত্তিতে যেমন পুত্রের অব্যাহত অধিকার, ভগবানের বিভূতিসমূহে আমরা যেন তেমনই অধিকারী হই)। [নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকে সম্বোধন ক'রে সাধক বলছেন—'তোমরা ইন্দ্রদেবের বিভূতিগুলিকে ভজনা করো।

কিভাবে ভজনা করবে? জ্ঞানী যেমন জ্ঞানকে ভজনা করে, সেইভাবে। মন্ত্রে 'সূর্যং' পদ রয়েছে। আভ্যন্তর-পক্ষে সূর্যদেবকে জ্ঞান ব'লে বর্ণনা সঙ্গত হয়েছে। বাহ্যতঃ সূর্য যেমন জাগতিক অন্ধকারসমূহ নাশ ক'রে জগৎকে আলোকিত করেন, জ্ঞানের উদয়ে তেমনই জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত তমোরাশি হৃদয়প্রদেশ অপূর্ব আলোকে আলোকিত হয়ে থাকে]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট তিনটি মন্ত্রেরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০০ সূক্ত —

[দেবতা : ১০ ও ১১ বাক্, অবশিষ্ট ইন্দ্র। ঋষি : ভৃগুগোত্রীয় নেম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতি, অনুষ্টুপ্।]

অয়ং ত এমি তন্বা পুরস্তাদ্বিশ্বে দেবা অভি মা যন্তি পশ্চাৎ।
যদা মহ্যং দীধরো ভাগমিন্দ্রাদিন্ময়া কৃণবো বীর্যাণি ॥ ১॥
দধামি তে মধুনো ভক্ষমগ্রে হিতস্তে ভাগঃ সুতো অস্তু সোমঃ।
অসশ্চ ত্বং দক্ষিণতঃ সখা মেঽধা বৃত্রাণি জঙ্ঘনাব ভূরি ॥ ২॥
প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভি ষ্টবাম ॥ ৩॥
অয়মস্মি জরিতঃ পশ্য মেহ বিশ্বা জাতান্যভ্যস্মি মহ্না।
ঋতস্য মা প্রদিশো বর্ধয়ন্ত্যাদর্দিরো ভুবনা দর্দরীমি ॥ ৪॥
আ যন্মা বেনা অরুহন্নৃতস্য একমাসীনং হর্যতস্য পৃষ্ঠে।
মনশ্চিন্মে হৃদ আ প্রত্যবোচদচিক্রদঞ্ছিশুমন্তঃ সখায়ঃ ॥ ৫॥
বিশ্বেত্তা তে সবনেষু প্রবাচ্যা যা চকর্থ মঘবন্নিন্দ্র সুন্বতে।
পারাবতং যৎপুরুসম্ভৃতং বস্বপাবৃণোঃ শরভায় ঋষিবন্ধবে ॥ ৬॥
প্র নূনং ধাবতা পৃথঙ্নেহ যো বো অবাবরীৎ।
নি ষীং বৃত্রস্য মর্মণি বজ্রমিন্দ্রো অপীপতৎ ॥ ৭॥
মনোজবা অয়মান আয়সীমতরৎ পুরম্।
দিবং সুপর্ণো গত্বায় সোমং বজ্রিণ আভরৎ ॥ ৮॥
সমুদ্রে অন্তঃ শয়ত উদ্না বজ্রো অভীবৃতঃ।
ভরন্ত্যস্মৈ সংযতঃ পুরঃপ্রস্রবণা বলিম্ ॥ ৯॥
যদ্বাগ্বদন্ত্যবিচেতনানি রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ মন্দ্রা।
চতস্র ঊর্জং দুদুহে পয়াংসি ক্ব স্বিদস্যাঃ পরমং জগাম ॥ ১০॥
দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।
সা নো মন্দ্রেষমূর্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপ সুষ্টুতৈতু ॥ ১১॥

সখে বিষ্ণো বিতরং বি ক্রমস্ব দ্যৌর্দেহি লোকং বজ্রায় বিষ্কভে।
হনাব বৃত্রং রিণচাব সিন্ধূনিন্দ্রস্য যন্তু প্রসবে বিসৃষ্টাঃ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আমি পুত্রের সাথে শত্রুজয়ের জন্য আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করি, সমস্ত দেবগণ আমার পশ্চাতে আগমন করেন; যখন আপনি আমাকে শত্রুধনের ভাগ দান করেন, অতএব আমার সাথে পৌরুষ প্রকাশ করুন ॥ ১ ॥

আপনাকে অগ্রে মদকর সোমরূপ অন্নদান করছি, অভিষুত সোম আপনার হৃদয়ে নিহিত হোক। আপনি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে সখারূপে অবস্থান করুন, অনন্তর আমরা দু'জনে বহুসংখ্যক বৃত্র বধ করবো ॥ ২ ॥

হে সংগ্রামেচ্ছুগণ! ইন্দ্র আছেন, তা যদি সত্য হয়, তবে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত স্তোম উচ্চারণ করো। নেম ঋষি বলেন, ইন্দ্র নামে কেউ নেই। কে তাঁকে দেখেছে? আমরা কা'কে স্তুতি করবো? ॥ ৩ ॥

হে স্তোতা! এই আমি তোমার নিকট আগমন করেছি, আমাকে দর্শন করো; সমস্ত ভুবনকে আমি মহিমার দ্বারা অভিভূত করি। যজ্ঞের প্রদেষ্টৃগণ আমাকে বর্ধিত করে, আমি বিদারণশীল, আমি ভুবন বিদীর্ণ করি ॥ ৪ ॥

যখন যজ্ঞাভিলাষিগণ কমনীয় অন্তরীক্ষের পৃষ্ঠে একাকী আসীন আমাকে আরোহণ করিয়েছিল, তখন তাদের মনই আমার হৃদয়ের প্রত্যুত্তর প্রদান করেছিল যে, পুত্রযুক্ত প্রিয় এই ঋষিগণ আমার জন্য ক্রন্দন করছে ॥ ৫ ॥

হে মঘবান্ ইন্দ্র! আপনি যজ্ঞে সোমাভিষবকারীর জন্য যা করেছেন, সেই সমস্ত কার্য বলবার যোগ্য। আপনি পরাবৎনামক শত্রুর যে ধন আছে, তা' ঋষিবন্ধু শরভের উদ্দেশে প্রভূত পরিমাণে অপাবৃত করেছেন ॥ ৬ ॥

যে এক্ষণে প্রধাবিত হচ্ছে, পৃথক্ থাকছে না, যে তোমাদের আবরণ করছে না, ইন্দ্র তার মর্মস্থানে বজ্র পাতিত করেছেন ॥ ৭ ॥

মনের মতো বেগবিশিষ্ট, গমনশীল, সুপর্ণ অয়োময় নগর উত্তীর্ণ হলেন, পরে স্বর্গে গমন ক'রে ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম আহরণ করলেন ॥ ৮ ॥

যে বজ্র সমুদ্রের মধ্যে শয়ন করে, যে জলে আবৃত, সেই বজ্রের উদ্দেশে সংগ্রামের অগ্রভাগে গমনকারী শত্রুগণ উপহার ধারণ করছে ॥ ৯ ॥

দীপ্তিশীল দেবগণের উন্মাদকর বাক্য যখন জ্ঞানরহিতগণকে জ্ঞান প্রদান ক'রে যজ্ঞে উপবেশন করেন, তখন চারিদিকে অন্ন জল দোহন করে। তার যা শ্রেষ্ঠ আছে, তা কোথায় গমন করছে? ॥ ১০ ॥

দেবগণ যে দীপ্তিমতী বাক্‌দেবতা উৎপাদন করেছেন, সর্ব রকম পশুবর্গ সেই বাক্য উচ্চারণ করে। তিনি হর্ষদায়িনী ও অন্ন ও রসপ্রদানকারিণী ধেনুর মতো হয়ে আমাদের স্তুতি গ্রহণ ক'রে আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ১১ ॥

সখে বিষ্ণু! তুমি অত্যন্ত পদবিক্ষেপ করো, হে দ্যুলোক! তুমি বজ্রের গতির নিকট অবকাশ প্রদান করো। হে বিষ্ণু! আপনি ও আমি বৃত্রকে বধ করবো, নদীসকলকে নিয়ে যাবো, নদীসকল ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে গমন করুক ॥ ১২ ॥

টীকা — ৩ ঋকের বক্তব্য এই যে, দেবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের মনে কিছু কিছু সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মেছিল, তা' এই ঋক্ থেকে অনুমিত হয়; পরের দুটি ঋকে ঋষি ইন্দ্রের উক্তির ছলে সে সন্দেহ ভঞ্জন করছেন॥—এই সূক্তটিতেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র নিহিত আছে। বাক্‌দেবতা অর্থে জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী, সত্যের প্রেরয়িত্রী, সুবুদ্ধির জাগরণকর্ত্রী। নামান্তরে ঈশ্বরের বিভূতিরূপা দেবী সরস্বতী।

◆ ◆

— ১০১ সূক্ত —

[দেবতা : ১-৫ মিত্রাবরুণ; ৫-৬ আদিত্যগণ; ৭-৮ অশ্বিদ্বয়; ৯-১০ বায়ু; ১১-১২ সূর্য; ১৩ উষা বা সূর্যপ্রভা; ১৪ পবমান; ১৫-১৬ গো। ঋষি : ভৃগুগোত্রীয় জমদগ্নি।
ছন্দ : বৃহতী, সতোবৃহতী, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্]

ঋধগিত্থা স মর্ত্যঃ শশমে দেবতাতয়ে।
যো নূনং মিত্রাবরুণাবভিষ্টয় আচক্রে হব্যদাতয়ে ॥ ১ ॥
বর্ষিষ্ঠক্ষত্রা উরুচক্ষসা নরা রাজানা দীর্ঘশ্রুত্তমা।
তা বাহুতা ন দংসনা রথর্যতঃ সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ২ ॥
প্র যো বাং মিত্রাবরুণাজিরো দূতো অদ্রবৎ। অয়ঃ শীর্ষা মদেরঘুঃ ॥ ৩ ॥
ন যঃ সংপৃচ্ছে ন পুনর্হবীতবে ন সংবাদায় রমতে।
তস্মান্নো অদ্য সমৃতেরুরুষ্যতং বাহুভ্যাং ন উরুষ্যতম্ ॥ ৪ ॥
প্র মিত্রায় প্রার্যম্ণে সচথ্যমৃতাবসো।
বরূথ্যং বরুণে ছন্দ্যং বচঃ স্তোত্রং রাজসু গায়ত ॥ ৫ ॥
তে হিন্বিরে অরুণং জেন্যং বস্বেকং পুত্রং তিসৃণাম্।
তে ধামান্যমৃতা মর্ত্যানামদব্ধা অভি চক্ষতে ॥ ৬ ॥
আ মে বচাংস্যুদ্যতা দ্যুমত্তমানি কর্ত্বা।
উভা যাতং নাসত্যা সজোষসা প্রতি হব্যানি বীতয়ে ॥ ৭ ॥
রাতিং যদ্বামরক্ষসং হবামহে যুবাভ্যাং বাজিনীবসূ।
প্রাচীং হোত্রাং প্রতিরন্তাবিতং নরা গৃণানা জমদগ্নিনা ॥ ৮ ॥
আ নো যজ্ঞং দিবিস্পৃশং বায়ো যাহি সুমন্মভিঃ।
অন্তঃ পবিত্র উপরি শ্রীণানোঽয়ং শুক্রো অয়ামি তে ॥ ৯ ॥
বেত্যধ্বর্যুঃ পথিভী রজিষ্ঠৈঃ প্রতি হব্যানি বীতয়ে।
অধা নিযুত্ব উভয়স্য নঃ পিব শুচিং সোমং গবাশিরম্ ॥ ১০ ॥
বণ্মহাঁ অসি সূর্য বলাদিত্য মহাঁ অসি।
মহস্তে সতো মহিমা পনস্যতেঽদ্ধা দেব মহাঁ অসি ॥ ১১ ॥

বট্ সূর্য শ্রবসা মহাঁ অসি সত্রা দেব মহাঁ অসি।
মহ্না দেবানামসুর্যঃ পুরোহিতো বিভু জ্যোতিরদাভ্যম্ ॥ ১২॥
ইয়ং যা নীচ্যর্কিণী রূপা রোহিণ্যা কৃতা।
চিত্রেব প্রত্যদর্শ্যায়ত্যন্তর্দশসু বাহুষু ॥ ১৩॥
প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুর্ন্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্রে।
বৃহদ্ধ তস্থৌ ভুবনেষ্বন্তঃ পবমানো হরিত আ বিবেশ ॥ ১৪॥
মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।
প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট ॥ ১৫॥
বচোবিদং বাচমুদীরয়ন্তীং বিশ্বাভির্ধীভিরুপতিষ্ঠমানাম্।
দেবীং দেবেভ্যঃ পর্যেয়ুষীং গামা মাবৃক্ত মর্ত্যো দভ্রচেতাঃ ॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — যে হব্যদায়ী যজমানের উদ্দেশে অভিমত সিদ্ধির জন্য মিত্র ও বরুণকে সম্বোধন করে, সেই মানব সত্যই এই রকমে যজ্ঞের যোগ্য হবিঃ সংস্কার করে ॥ ১ ॥

অতিশয় বর্ধিতবল, মহাদর্শন নেতা, দীপ্তিমান, অতিশয় বিদ্বান, সেই মিত্র ও বরুণদ্বয় বাহুদ্বয়ের মতো সূর্যকিরণের সাথে কর্ম লাভ করেন ॥ ২ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! যে শীঘ্রগামী আপনাদের অভিমুখে গমন করেন, তিনি দেবগণের দূত হন, তাঁর মস্তক সুবর্ণ ভূষিত হয় এবং তিনি মদকর ধন লাভ করেন ॥ ৩ ॥

যিনি পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করলেও আনন্দিত হন না, যিনি পুনঃ পুনঃ আহ্বান করলেও আনন্দিত হন না, কথোপকথনের জন্যও আনন্দিত হন না, তাঁর সংগ্রাম হ'তে অদ্য আমাদের রক্ষা করুন, তাঁর বাহুদ্বয় হ'তে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

হে যজ্ঞধন! মিত্রের উদ্দেশে সেবার্হ, যজ্ঞগৃহভর স্তোত্র গান করুন, অর্যমার উদ্দেশে গান করুন, বরুণের উদ্দেশে প্রীতি উৎপাদক বাক্য গান করুন, মিত্র ইত্যাদি রাজগণের উদ্দেশে স্তোত্র গান করুন ॥ ৫ ॥

অরুণবর্ণ, বিজয়সাধন, বাসপ্রদ, তিন জনের এক পুত্রকে দেবগণ প্রেরণ করছেন। অহিংসিত, মরণরহিত দেবগণ, মানবগণের স্থানসকল দেখতে পারেন ॥ ৬ ॥

হে একত্র মিলিত নাসত্যদ্বয়! আপনারা আমার উচ্চারিত দীপ্ততম বাক্যে ও কার্যে আগমন করুন, হব্য ভক্ষণের উদ্দেশে গমন করুন ॥ ৭ ॥

হে অন্নবিশিষ্ট, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! আপনাদের যে রাক্ষসরহিত দান আছে, তা যখন আহ্বান করবো, তখন আপনারা জমদগ্নিকর্তৃক স্তূয়মান হয়ে পূর্বমুখী ও স্তুতিবর্ধনকারী নেতাস্বরূপ হয়ে আগমন করুন ॥ ৮ ॥

হে বায়ু! আপনি আমাদের সুস্তুতিপ্রযুক্ত স্বর্গস্পর্শী যজ্ঞে আগমন করুন। পবিত্রের মধ্যে আশ্রিত এই শুভ্রসোম আপনার উদ্দেশে নিয়ত হয়েছিল ॥ ৯ ॥

হে নিযুৎবান্ বায়ু! অধ্বর্যু ঋজুতম পথে গমন করছে, আপনার ভক্ষণের জন্য হবিঃ নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের উভয় রকম অর্থাৎ শুদ্ধ সোম ও গব্যযুক্ত সোম পান করুন ॥ ১০ ॥

হে সূর্য! আপনি সত্যই মহান্, হে আদিত্য! আপনি মহান্, এই কথা সত্য। আপনি মহান্

আপনার মহিমা স্তুত হচ্ছে! হে দেব! আপনি মহান্, এই কথা সত্য ॥ ১১॥

হে সূর্য! আপনি শ্রবণে মহান, এই কথা সত্য। আপনি শত্রুবিনাশী, আপনি দেবগণের হিতোপদেষ্টা, আপনার তেজ মহৎ এবং অহিংসনীয় ॥ ১২॥

এই যে নিম্নমুখী, স্তুতিমতী, রূপবতী, প্রকাশযুক্তা ঊষা উৎপাদিতা হয়েছিলেন, তিনি বহুস্থানীয় দশদিকে গমন ক'রে চিত্রিত গাভীর মতো দৃষ্ট হচ্ছেন ॥ ১৩॥

তিন প্রজা অতিক্রমণ পূর্বক গমন করেছিল, অন্য প্রজাগণ অর্চনীয় অগ্নির চতুর্দিকে আশ্রয় করেছিল। ভুবনের মধ্যে আদিত্য মহান্ হয়ে অবস্থিতি করছিলেন, পবমান দিক্-সমূহে প্রবেশ করলেন ॥ ১৪॥

যিনি রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যের ভগিনী, অমৃতের আবাসস্থান, হে জনগণ! সেই নির্দোষ অদিতি গো দেবীকে হিংসা করো না। এই কথা চেতনাবিশিষ্ট জনগণকে বলেছিলাম ॥ ১৫॥

বাক্যপ্রদায়িনী, বাক্য উচ্চারণকারিণী, সমস্ত বাক্যের সাথে উপস্থিতা, দ্যোতমানা, দেবগণের জন্য আমার পরিচয় বিশিষ্টা গো দেবীকে অল্পবুদ্ধি মানব পরিবর্জন করে ॥ ১৬॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১২৭, ১৩৫ বা ৭৪২ ও ৭৪২ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ৫, ১১ ও ১২ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। যথা,—৫ ঋক্—"হে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা মিত্ররূপে প্রকটিত সুহৃৎস্বরূপ দেবতার উদ্দেশে পরম প্রীতিপ্রদ অভিষ্টসিদ্ধির অনুকূল অবশ্য উচ্চারিতব্য নিত্যসত্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ করো। মোক্ষের সান্নিধ্যে শক্তিকারক দেবতার উদ্দেশে এবং সৎকর্মে সদা বিদ্যমান অর্থাৎ সৎকর্মের আধারভূত অভীষ্টবর্ষক দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতিসমূহ উচ্চারণ করো। হৃদয়ে দীপ্তিমান সুপ্রকাশ মিত্র ইত্যাদি দেববর্গের উদ্দেশে, অভীষ্ট স্থান প্রাপ্তির নিমিত্ত স্তুতি করো।" (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—সকল দেবতাব আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাদের অভীষ্টস্থান প্রাপ্ত করুক এবং পরমার্থ প্রদান করুক])।—ইত্যাদি ॥ ১১ ঋক্—"হে জ্ঞানাধার! আপনি মহত্ত্বসম্পন্ন অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ শ্রেষ্ঠ-ঐশ্বর্যের অধিকারী হন—এটা সত্য। অনন্তের অঙ্গীভূত হে দেব! আপনি মহত্ত্বসম্পন্ন অর্থাৎ অনন্ত-সৎকর্মরূপ শ্রেষ্ঠ বলের অধিকারী হন—এটা সত্য। মহৎ সৎস্বরূপ আপনার বলৈশ্বর্যপ্রদ মহত্ত্ব সাধকগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হয়। হে দীপ্তিদানাদি গুণান্বিত আপনি মহত্ত্বের দ্বারা—জীবের হিতসাধনের দ্বারা—মহান্ প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ হয়ে আছেন।" (মন্ত্রটি ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক। অন্তর্নিহিত প্রার্থনা—হে ভগবন্! আমাদের প্রতি আপনার সকল মহিমা প্রকট হোক)। [এই সাম-মন্ত্রে যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে, তার মধ্যে 'সূর্য' ও 'আদিত্য' পদ প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ...এখানে দেবতত্ত্বের বিষয় প্রণিধান করার আবশ্যক হয়। দেবতাই বা কে, আর ভগবানই বা কে? ইন্দ্রই বা কে, আর সূর্য বরুণ মিত্র বায়ু অগ্নি প্রভৃতিই বা কে? নাম রূপ বিভিন্ন হ'লেও বস্তুগত যে কোনও পার্থক্য নেই, সেটাই আপনা-আপনি প্রতিপন্ন হয়। সাগরের জলও জল, নদীর জলও জল, হ্রদ-তড়াগ-পুষ্করিণীর জলও জল। নাম-রূপের পার্থক্য হ'লেও, জল যে বস্তু, তাতে কোনও পার্থক্য নেই। দ্রষ্টার সাথে সৃষ্ট বস্তুর উপমা-বিন্যাস করছি; —সে কেবল আমাদের মতো অজ্ঞেরই বোধ-উদ্মেষের জন্য। দেবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হ'লেই ইন্দ্রও যে সূর্য-সম্বোধনে সম্বোধিত হ'তে পারেন, তা আপনা-আপনিই হৃদয়-দর্পণে প্রতিভাত হয়। ভগবৎ-বিভূতি সমুদায়—যতই বিচ্ছিন্ন অবস্থিত হোক না কেন, মূলতঃ সকলই অভিন্ন। এই আলোচনায় তা-ই উপলব্ধ হয়। যেমন 'সূর্য' ও 'আদিত্য' পদ অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করছে, তেমনি মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটি 'মহান্' পদ বহির্দৃষ্টি উন্মুক্ত করছে। মন্ত্রে প্রথমে বলা হয়েছে—'হে সূর্যদেব! তুমি মহান্'—এটা সত্য।' তার পর,

আবার বলা হয়েছে—'হে আদিত্য! তুমি মহান্—এটা সত্য।' একই 'মহান্' শব্দ দু'বার প্রয়োগে কি সার্থকতা আছে—এখানে সেটিই বিবেচনার বিষয়। সংসারী মানুষ চায়—ঐশ্বর্য এবং শক্তিসামর্থ্য এখানে সূর্য সম্বোধনে দেবতাকে যে মহান্ বলা হয়েছে, তার মর্ম তিনি শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যের অধিকারী; একটু বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সে ঐশ্বর্য—জ্ঞান। তাই তাঁর সম্বোধন—হে সূর্য (হে জ্ঞানাধার)। দ্বিতীয়তঃ 'আদিত্য' সম্বোধনে তাঁকে যে মহান্ ব'লে অভিহিত করা হয়েছে, তার ভাব—তিনি শ্রেষ্ঠ বলের অধিকারী। বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, শ্রেষ্ঠ কর্মই শ্রেষ্ঠ বলের উৎপাদক, অশেষ শ্রেষ্ঠ কর্ম মানুষকে অশেষ বলে বলী করে। তাই দেবতার সম্বোধন 'আদিত্য'—অনন্তের অঙ্গীভূত অশেষ কর্মের প্রাপক। মন্ত্রের উপসংহারে আছে 'মহ্না মহান্'। এখানে সম্বোধন পদ 'দেব'। দেবতার মহান্ মহত্ব দীপ্তিদানাদি। 'দেব' সম্বোধনে এখানে তাঁর দাতৃত্বের মহিমাই ব্যক্ত করছে। যিনি জ্ঞানের আধার, জ্ঞানের বিতরণেই তাঁর মহত্ব প্রকটিত। যিনি বলৈশ্বর্যের অধিপতি, বল ও ঐশ্বর্য প্রদানে তাঁর মহত্ব প্রকাশ পায়। যিনি দেব, দীপ্তিদান ইত্যাদি তাঁর মহত্বের বিঘোষক। এইভাবে বিভিন্ন 'মহান্' পদে দেবতার অশেষ জ্ঞানের ও বলৈশ্বর্যের এবং জীবহিতসাধনে তা বিনিয়োগের ভাব পাওয়া যায়। মন্ত্রটি দেবতাদের মাহাত্ম্য-প্রকাশক হ'লেও, একটি প্রার্থনার ভাব তার অন্তর্নিহিত আছে। সে প্রার্থনা—আমাদের প্রতি ভগবানের সকল মাহাত্ম্য প্রকট হোক]।—ইত্যাদি। ১২ সূক্ত—"হে জ্ঞানদেব! আপনি সত্যই শক্তির দ্বারা মহান্ হন; সত্যই হে দেব! আপনি মহান্ হন, অজ্ঞানতানাশক হন; মহত্বের দ্বারা দেবতাদসমূহের শ্রেষ্ঠতম হন; অপিচ, আপনার জ্যোতিঃ সর্বব্যাপ্ত এবং সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় হয়।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানই পরমবল, জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই)।—ইত্যাদি॥ উৎসাহী পাঠক এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ভৃগুগোত্রীয় প্রয়োগ, অথবা বৃহস্পতির পুত্র অগ্নিঋষি,
অথবা সহের পুত্র গৃহপতি ও যবিষ্ঠ। ছন্দ : গায়ত্রী]

ত্বমগ্নে বৃহদ্বয়ো দধাসি দেব দাশুষে। কবির্গৃহপতির্যুবা ॥ ১ ॥
স ন ঈলানয়া সহ দেবাঁ অগ্নে দুবস্যুবা। চিকিদ্বিভানবা বহ ॥ ২ ॥
ত্বয়া হ স্বিদ্যুজা বয়ং চোদিষ্ঠেন যবিষ্ঠ্য। অভি ষ্মো বাজসাতয়ে ॥ ৩ ॥
ঔর্বভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদা হুবে। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্ ॥ ৪ ॥
হুবে বাতস্বনং কবিং পর্জন্যক্রন্দ্যং সহঃ। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্ ॥ ৫ ॥
আ সবং সবিতুর্যথা ভগস্যেব ভুজিং হুবে। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্ ॥ ৬ ॥
অগ্নিং বো বৃধন্তমধ্বরাণাং পুরূতমং। অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে ॥ ৭ ॥
অয়ং যথা ন আভুবত্ত্বষ্টা রূপেব তক্ষ্যা। অস্য ক্রত্বা যশস্বতঃ ॥ ৮ ॥
অয়ং বিশ্বা অভি শ্রিয়োঽগ্নির্দেবেষু পত্যতে। আ বাজৈরূপ নো গমৎ ॥ ৯ ॥
বিশ্বেষামিহ স্তুহি হোতৄণাং যশস্তমম্। অগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্ ॥ ১০ ॥

শীরং পাবকশোচিষং জ্যেষ্ঠো যো দমেষ্বা। দীদায় দীর্ঘশ্রুত্তমঃ ॥ ১১॥
তমর্বন্তং ন সানসিং গৃণীহি বিপ্র শুষ্মিণম্। মিত্রং ন যাতযজ্জনম্ ॥ ১২॥
উপ ত্বা জাময়ো গিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ। বায়োরনীকে অস্থিরন্ ॥ ১৩॥
যস্য ত্রিধাত্ববৃতং বর্হিস্তস্থাবসন্দিনং। আপশ্চিন্নি দধা পদম্ ॥ ১৪॥
পদং দেবস্য মীড়্হুষোঽনাধৃষ্টাভিরূতিভিঃ। ভদ্রা সূর্য ইবোপদৃক্ ॥ ১৫॥
অগ্নে ঘৃতস্য ধীতিভিস্তেপানো দেব শোচিষা। আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ ॥ ১৬॥
তং ত্বাজনন্ত মাতরঃ কবিং দেবাসো অঙ্গিরঃ। হব্যবাহমমর্ত্যম্ ॥ ১৭॥
প্রচেতসং ত্বা কবেঽগ্নে দূতং বরেণ্যম্। হব্যবাহং নি ষেদিরে ॥ ১৮॥
নহি মে অস্ত্যঘ্ন্যা ন স্বধিতির্বনন্বতি। অথৈতাদৃগ্ভরামি তে ॥ ১৯॥
যদগ্নে কানি কানি চিদা তে দারূণি দধ্মসি। তা জুষস্ব যবিষ্ঠ্য ॥ ২০॥
যদত্ত্যুপজিহ্বিকা যদ্বম্রো অতিসর্পতি। সর্বং তদস্তু তে ঘৃতম্ ॥ ২১॥
অগ্নিমিন্ধানো মনসা ধিয়ং সচেত মর্ত্যঃ। অগ্নিমীধে বিবস্বভিঃ ॥ ২২॥

মন্ত্রার্থ — হে দ্যোতমান অগ্নি! আপনি কবি, গৃহপতি, যুবা; আপনি হব্যদাতা যজমানের উদ্দেশে মহা অন্ন প্রদান করুন ॥ ১ ॥

হে বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত অগ্নি! আপনি জাত হয়ে আমাদের বাক্যের দ্বারা দেবগণকে আনয়ন করুন। আমরা স্তুতি ও পরিচর্যা করছি ॥ ২ ॥

হে যুবতম অগ্নি! আপনি অতিশয় ধনপ্রেরক, আপনাকে সহায় লাভ ক'রে আমরা অন্ন লাভের জন্য শত্রুগণকে অভিভব করি ॥ ৩ ॥

আমি সমুদ্রমধ্যবর্তী ঐ অগ্নিকে, ঔর্ব ভৃগু ও অপ্নবানের মতো আহ্বান করি ॥ ৪ ॥

বাতসদৃশ ধ্বনিবিশিষ্ট, পর্জন্যসদৃশ ক্রন্দনবিশিষ্ট, কবি, বলবান্, সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি ॥ ৫ ॥

সবিতাদেবতার প্রসবের মতো, ভগদেবতার ভোগের মতো, সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি ॥ ৬ ॥

অভিরমণীয়গণের বন্ধু, বলবান, বর্ধমান ও বহুতম অগ্নিকে, হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা অভিগমন করো ॥ ৭ ॥

এই অগ্নি আমাদের কর্তব্যের রূপ নির্মাণ করেন, আমরা অগ্নির কার্যের দ্বারা যশবিশিষ্ট হই ॥ ৮ ॥

দেবগণের মধ্যে অগ্নিই মানবগণের সমস্ত সম্পদ লাভ করেন, তিনি অন্নের সাথে আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ৯ ॥

হে স্তোতা! সমস্ত যোদ্ধৃগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী যজ্ঞে প্রধান অগ্নিকে এই যজ্ঞে স্তব করো ॥ ১০ ॥

দেবগণের মধ্যে অতিশয় বিদ্বান অগ্নি যাজ্ঞিকগণের গৃহে আসীন হন। পবিত্রকর, দীপ্তিযুক্ত, অনুশাসনকারী অগ্নিকে স্তব করো ॥ ১১ ॥

হে মেধাবী! অশ্বের মতো ভোগযোগ্য, বলবান্, মিত্রের মতো নিধনকারী অগ্নিকে স্তব

করো ॥ ১২ ॥

হে অগ্নি! যজমানের জন্য স্তুতিসকল ভগিনীসকলের মতো আপনার গুণকীর্তন পূর্বক আপনার সেবা করছে, বায়ুর সমীপে আপনাকে অবস্থাপিত করছে ॥ ১৩ ॥

যে অগ্নির তিনটি অনাবৃত অবদ্ধ বর্হি আছে, সেই অগ্নিতে জল ও স্থান প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪ ॥

অভীষ্টবর্ষী ও দ্যুতিমান্ অগ্নির স্থান সুরক্ষিত এবং ভোগযোগ্য, তাঁর দৃষ্টিও সূর্যের মতো মঙ্গলকর ॥ ১৫ ॥

হে অগ্নিদেব! দীপ্তিসাধন ঘৃতের নিধানের দ্বারা তৃপ্ত হয়ে জ্বালার দ্বারা দেবগণকে আনয়ন করুন এবং যজ্ঞ করুন ॥ ১৬ ॥

হে অঙ্গিরা অগ্নি! দেবগণ মাতৃগণের মতো কবি, মরণরহিত, হব্যবাহী ও প্রসিদ্ধ অগ্নিকে উৎপন্ন করেছেন ॥ ১৭ ॥

হে কবি অগ্নি! আপনি প্রকৃষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট, বরণীয়, দূতস্বরূপ এবং দেববৃন্দের হব্যবাহী, আপনার চতুর্দিকে দেববৃন্দ উপবিষ্ট হলেন ॥ ১৮ ॥

হে অগ্নি! আমার গাভী নেই, আমার কাষ্ঠচ্ছেদক পরশু নেই। হে অগ্নি! এই সমস্তই আমি আপনাকে দান করেছি ॥ ১৯ ॥

হে যুবতম অগ্নি! আপনার উদ্দেশে যখন কোন কোন কার্য ধারণ করি, তখন সেই সকল পরশু ছিন্ন কাষ্ঠ আপনি সেবা করেন ॥ ২০ ॥

আপনার জিহ্বা যে কাষ্ঠসকল ভক্ষণ করে, যে কাষ্ঠসকলকে আপনার জিহ্বা অতিক্রম পূর্বক গমন করে, সে সমস্ত ঘৃতসদৃশ হোক ॥ ২১ ॥

মানব কাষ্ঠের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত ক'রে মনের দ্বারা কর্ম আচরণ করে ও ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা অগ্নিকে সমিদ্ধ করে ॥ ২২ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৬২, ৬০ বা ৪১৩, ৪১৪, ৪১৪, ৬১ বা ৬০১, ৬০১, ৬০১ ও ৬২ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ৪, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৪, ১৫ ও ২২ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। যথা—৪ ঋক্—"ঋষি ঔর্বভৃগু ও ঋষি অপ্নবান যেমন সমুদ্রের মধ্যবর্তী বিশুদ্ধ বাড়বাগ্নিকে আহ্বান করেছিলেন, তেমনই বিশাল ব্যাপ্তিযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব সর্বশ্রেষ্ঠস্বরূপ কর্মক্ষয়কারক ও জ্ঞানস্বরূপ দেবকে আমি আহ্বান করছি॥"—ইত্যাদি।—৭ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! (আমার) পতন নিবারণের জন্য এবং উচ্চ জ্ঞানলাভের জন্য তোমরা যজ্ঞের বর্ধক ও শ্রেষ্ঠ পূরক জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে আরাধনা করো।" [মন্ত্রে 'বঃ' পদ আছে ব'লে, এবং কার উদ্দেশে ঐ 'বঃ' পদ প্রযুক্ত, তার জ্ঞাপক কোনও সম্বোধন-পদ মন্ত্রের মধ্যে না থাকায় ভাষ্যে তা অধ্যাহার ক'রে 'হে ঋত্বিজঃ' এই সম্বোধন পদটি স্থান পেয়েছে। আর 'সহস্বতে' ও নপত্রে' এই পদ দুটিতে বিভক্তি ব্যত্যয় স্বীকার ক'রে, ঐ পদ দুটি 'অগ্নি' পদের বিশেষণ ব'লে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু 'অগ্নিকে সর্বতোভাবে গমন করো বা লাভ করো' এমন উক্তিতে ঋত্বিকে কি স্বার্থ আছে, অথবা সাধারণের পক্ষে এই নিত্যসত্য বেদমন্ত্র কি উচ্চভাব শিক্ষা দিচ্ছে, তা বোঝা যায় না]—ইত্যাদি॥ ৮ ঋক্—"পরিত্রাণকারক দেব যে রকমে সাধকদের উদ্ধার করেন, তেমনভাবে পরম দেবতা আমাদের কর্তব্যের রূপ প্রদর্শন করুন, অর্থাৎ আমাদেরও উদ্ধার করুন; ভগবানের প্রজ্ঞানের দ্বারা যুক্ত হবে আমরা যেন যশস্বী হ'তে পারি।" (মন্ত্রটিতে প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের মোক্ষপথ প্রদর্শন করুন এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [ভগবানের কৃপায় যেন আমরা যশস্বী হ'তে পারি অর্থাৎ

সৎকর্মসাধনজনিত আত্মতৃপ্তি ও খ্যাতি যাতে লাভ করতে পারি, মন্ত্রে তার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। এখানে সুখ্যাতি বলতে সাধারণ লোকের আকাঙ্ক্ষিত ধনবান ইত্যাদি জনিত প্রসিদ্ধিকে বোঝাচ্ছে না। 'যশ' বলতে এখানে সৎকর্মসাধনজনিত বিমল আনন্দ ও তৃপ্তি এবং সৎ-জনমণ্ডলের যথোচিত শ্রদ্ধা প্রকৃতিকে লক্ষ্য করছে।..]—ইত্যাদি॥ ৯ ঋক্—"সকল দেবতার (অথবা দেবভাবের) মধ্যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেবতাই (অথবা পরাজ্ঞানই) লোকবর্গকে সকল কল্যাণ প্রদান করেন। সেই দেবতা আমাদের আত্মশক্তির সাথে প্রাপ্ত হোন।" (মন্ত্রটির প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি)। [মন্ত্রের প্রথম অংশের সারমর্ম এই যে,—জ্ঞানই মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ দিতে পারে।...—মন্ত্রের অপরাংশে সেই কল্যাণজনক সদ্ভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। ...আমরা পূর্বাপর মন্ত্রের মতো এই মন্ত্রেও 'অগ্নি' পদে জ্ঞান অথবা জ্ঞানদেব অর্থ গ্রহণ করেছি]।—ইত্যাদি। উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলিও দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০৩ সূক্ত —

[দেবতা : ১-১৩ অগ্নি, ১৪ অগ্নি ও মরুৎগণ। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় সোভরি।
ছন্দ : বৃহতী, বিরাড়্‌রূপা, সতোবৃহতী, ককুপ্, হ্রসীয়সী, অনুষ্টুপ্]

অদর্শি গাতুবিত্তমো যস্মিন্ ব্রতান্যাদধুঃ।
উপো ষু জাতমার্যস্য বর্ধনমগ্নিং নক্ষন্ত নো গিরঃ ॥ ১॥
প্র দৈবোদাসো অগ্নির্দেবাঁ অচ্ছা ন মজ্মনা।
অনু মাতরং পৃথিবীং বি বাবৃত তস্থৌ নাকস্য সানবি ॥ ২॥
যস্মাদ্রেজন্ত কৃষ্টয়শ্চর্কৃত্যানি কৃণ্বতঃ।
সহস্রসাং মেধসাতাবিব ত্মনাগ্নিং ধীভিঃ সপর্যত ॥ ৩॥
প্র যং রায়ে নিনীষসি মর্তো যস্তে বসো দাশৎ।
স বীরং ধত্তে অগ্ন উক্থশংসিনং ত্মনা সহস্রপোষিণম্ ॥ ৪॥
স দৃড়্হে চিদভি তৃণত্তি বাজমর্বতা স ধত্তে অক্ষিতি শ্রবঃ।
ত্বে দেবত্রা সদা পুরূবসো বিশ্বা বামানি ধীমহি ॥ ৫॥
যো বিশ্বা দয়তে বসু হোতা মন্দ্রো জনানাম্।
মধোর্ন পাত্রা প্রথমান্যস্মৈ প্র স্তোমা যন্ত্যগ্নয়ে ॥ ৬॥
অশ্বং ন গীর্ভী রথ্যং সুদানবো মর্মৃজ্যন্তে দেবয়বঃ।
উভে তোকে তনয়ে দস্ম বিশ্পতে পর্ষি রাধো মঘোনাম্ ॥ ৭॥
প্র মংহিষ্ঠায় গায়ত ঋতাব্নে বৃহতে শুক্রশোচিষে। উপস্তুতাসো অগ্নয়ে ॥ ৮॥
আ বংসতে মঘবা বীরবদ্যশঃ সমিদ্ধো দ্যুম্ন্যাহুতঃ।
কুবিন্নো অস্য সুমতির্নবীয়স্যচ্ছা বাজেভিরাগমৎ ॥ ৯॥

প্রেষ্ঠমু প্রিয়াণাং স্তুহ্যাসাবাতিথিম্। অগ্নিং রথানাং যমম্ ॥ ১০॥
উদিতা যো নিদিতা বেদিতা বস্বা যজ্ঞিয়ো ববর্ততি।
দুষ্টরা যস্য প্রবণে নোর্ময়ো ধিয়া বাজং সিষাসতঃ ॥ ১১॥
মা নো হৃণীতামতিথির্বসুরগ্নিঃ পুরুপ্রশস্ত এষঃ। যঃ সুহোতা স্বধ্বরঃ ॥ ১২॥
মো তে রিষন্যে অচ্ছোক্তিভির্বসোহগ্নে কেভিশ্চিদেবৈঃ।
কীরিশ্চিদ্ধি ত্বামীট্টে দূত্যায় রাতহব্যঃ স্বধ্বরঃ ॥ ১৩॥
আগ্নে যাহি মরুৎসখা রুদ্রেভিঃ সোমপীতয়ে।
সোভর্যা উপ সুষ্টুতিং মাদয়স্ব স্বর্ণরে ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — যে অগ্নিতে কর্মসকল আহূত হয়, সর্বাপেক্ষা পবজ্ঞ সেই অগ্নি দৃষ্ট হলেন। আর্যগণের বর্ধনকর অগ্নি প্রাদুর্ভূত হ'লে আমাদের স্তুতিবাক্য সকল তাঁর নিকট গমন করছে ॥ ১ ॥

দিবোদাসকর্তৃক আহূত অগ্নি, মাতৃভূত পৃথিবীর অভিমুখে দেবগণের প্রতি হব্য বহন করতে প্রবৃত্ত হননি। দিবোদাস বলের দ্বারা আহ্বান করলে অগ্নি স্বর্গের সানুপ্রদেশে অবস্থিতি করলেন ॥ ২ ॥

কর্তব্যকর্মকারী মানবগণের নিকট ইতর মানবগণ কম্পিত হয়। অতএব হে জনগণ! এইরূপে তোমরা সহস্রধনদাতা অগ্নিকে যজ্ঞে কর্তব্যকর্মের দ্বারা নিজেরাই পরিচর্যা করো ॥ ৩ ॥

হে নিবাসপ্রদ অগ্নি! আপনি যাকে ধনদানের জন্য শিক্ষিত করেন, যে আপনাকে হব্য প্রদান করে সেই উক্থশংসী নিজেই সহস্রপোষক পুত্রলাভ করে ॥ ৪ ॥

হে বহুধনবিশিষ্ট অগ্নি! যে আপনার উদ্দেশে হব্য প্রদান করে, সে দৃঢ় শত্রুপুরীস্থিত অন্ন অশ্বের দ্বারা হিংসা করে, সে অক্ষীণ অন্নধারণ করে। আমরাও আপনার উদ্দেশে হব্যদান ক'রে, আপনি দেবতা, আপনাতে স্থিত সর্বপ্রকার ধন ধারণ করবো ॥ ৫ ॥

যিনি দেবগণের আহ্বাতা ও আনন্দময়, যিনি জনগণকে ধনপ্রদান করেন, সেই অগ্নির উদ্দেশে মদকর সোমের প্রথম পাত্রসকল গমন করে ॥ ৬ ॥

হে দর্শনীয়, লোকপালক অগ্নি! সুন্দর দানবিশিষ্ট, দেবাভিলাষিগণ রথবাহক অশ্বের মতো যে আপনাকে স্তুতির দ্বারা পরিচর্যা করে, সেই আপনি, আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে ধনবানগণের দান প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

হে স্তোতাগণ! তোমরা সর্বাপেক্ষা দাতা, যজ্ঞবান্, সত্যবান্, বৃহৎ, দীপ্ততেজবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ করো ॥ ৮ ॥

ধনবান্, অন্নবান্ অগ্নি সমিদ্ধ ও আহুত হয়ে যশস্কর অন্ন প্রদান করেন, তাঁর নূতন অনুগ্রহবুদ্ধি অন্নের সাথে বহুবার আমাদের অভিমুখে আগমন করুক ॥ ৯ ॥

হে স্তোতা! প্রিয়গণের মধ্যে প্রিয়তম অতিথি ও রথার্হ অগ্নিকে স্তব করো ॥ ১০ ॥

জ্ঞানযুক্ত, যজ্ঞের যোগ্য যে অগ্নি উদ্গত ক্রন্দধন আবর্তিত করেন, কর্মের দ্বারা সংগ্রামাভিলাষী যে অগ্নির জ্বালা নিম্নাভিমুখ সমুদ্র তরঙ্গের মতো দুস্তর, সেই অগ্নিকে স্তব করো ॥ ১১ ॥

বাসপ্রদ, অতিথি, অনেকের স্তুত ও দেববৃন্দের উত্তম আহ্বানকারী এবং সুযজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি আমাদের বিষয়ে যেন অবরুদ্ধ না হন ॥ ১২ ॥

হে বাসপ্রদ অগ্নি! যে মানবগণ স্তুতির দ্বারা এবং সুখকর অনুগমনের দ্বারা আপনার পরিচর্যা

করে, তারা যেন হিংসিত না হয়; সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, হব্যদায়ী স্তোতাও দৃতকর্মের জন্য উপাসনা করে ॥ ১৩ ॥

হে অগ্নি! আপনি মরুৎগণের প্রিয়, আমাদের যাগকর্মে সোম পানের জন্য রুদ্রগণের সাথে আগমন করুন, সোভরির শোভনস্তুতির নিকট আগমন করুন, প্রমত্ত হোন ॥ ১৪ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।—এই সূক্তের ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮ ও ৯ ঋক্ 'সামবেদ-সংহিতা'-র যথাক্রমে ৬৮ বা ৬২০, ৬৮ বা ৬২০, ৬২০, ৭০, ৬৬ বা ৬৪৩, ৬৪৩, ৩৮৩ বা ৮৬ এবং ৩৮৩ পৃষ্ঠায় গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"যে জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হ'লে, (সাধকগণ) সংকর্মগুলি সাধন করতে সমর্থ হন; সংকর্মবিদ্ সেই জ্ঞানাগ্নি, সাধকগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন (সাধকবর্গের হৃৎপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হন); এমনই সুষ্ঠুরূপে প্রাদুর্ভূত, সত্ত্বভাবের বর্ধক, জ্ঞানাগ্নিকে আমাদের স্তুতিরূপ বাক্যসমূহ প্রাপ্ত হোক।" ভাব এই যে,—জ্ঞান সংকর্মের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট, সাধকগণ তা বুঝতে পারেন। সেই জ্ঞানকে আমাদের স্তোত্রকর্মসমূহ প্রাপ্ত হোক)। [এখানে সাধক সুদৃঢ় আশাতে আশ্বস্ত হয়েছেন। তিনি মন্ত্রে উপদেশ পাচ্ছেন—জ্ঞানাগ্নি সাধকদের হৃদয়প্রদেশে দৃষ্ট হন। তুমি সাধনা করো, তাঁকে প্রাপ্ত হবে। দৃঢ়-প্রযত্ন হও তাঁর আরাধনায়; অবশ্যই তিনি তোমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে তাঁর পুণ্যজ্যোতিঃ বিকীরিত করবেন]। ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"দেবভাবের পোষক, দানশীল, দ্যোতমান এবং পরমৈশ্বর্যশালী ইন্দ্রের ন্যায় (এই) জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, মাতৃস্থানীয়—অনন্তের আস্পদ ব'লে অতিবিস্তৃত সাধকের হৃৎস্বরূপ ভূমিকে, অর্চনাকারিগণের হিতসাধনে, বিশেষভাবে প্রবর্তিত করেন। এই জ্ঞানাগ্নি, সত্ত্বভাবের দ্বারা পরিবর্ধিত হয়ে, স্বর্গ-সম্বন্ধীয় কল্যাণে অবস্থিত হন (অর্থাৎ সাধকের পরম-কল্যাণ সংসাধিত করেন)।" [ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার প্রভাবে মানুষ সংকর্মে প্রবৃদ্ধ হয়। তাতে তাদের নিজের এবং সকল জীবের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়ে থাকে]।—ইত্যাদি ॥ ৩ ঋক্—"যেহেতু সংকর্মসাধনকারী আত্ম-উৎকর্ষশালী সাধকগণ ঊর্ধ্বগমন প্রাপ্ত হন; সেইজন্য হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সংকর্ম-সাধনের জন্য স্বয়ংই সৎ-বৃত্তির দ্বারা (অথবা, সংকর্ম সাধনের দ্বারা) প্রভূতধনদাতা জ্ঞানদেবকে আরাধনা করো।" (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সংকর্মসাধনের দ্বারা পরমধনদাতা জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে আরাধনা ক'রি)।—ইত্যাদি ॥ ৪ ঋক্—"নিবাসহেতুভূত জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! যে মনুষ্য পরমধন লাভের জন্য আপনাকে প্রাপ্ত হ'তে ইচ্ছা করে, যে সাধক আপনাকে ভক্তি উপহার প্রদান ক'রে থাকে; সেই সাধক নিজের দ্বারা বহুপালক (বহু সাধু ব্যক্তির আশ্রয়-স্থান-স্বরূপ) বেদপাঠী শূর পুত্র (ব্রহ্মনিষ্ঠ স্থান) প্রাপ্ত হয়ে থাকে। [ভাব এই যে,—সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে যে জন অধিকার করতে সমর্থ হয়, সে জন ঐহিক পারত্রিক সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হয়ে থাকে]।—ইত্যাদি ॥ ৬ ঋক্—"দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্তা, সাধকদের আনন্দদায়ক যে জ্ঞানাগ্নি, সকলরকম ধন (চতুর্বর্গধন) প্রদান করেন; অমৃতের (শুদ্ধসত্ত্বের) সুধা-পাত্রের (শ্রেষ্ঠ আধার-স্বরূপ হৃৎপ্রদেশের) ন্যায়, এই স্তোত্রসমূহ সেই অগ্নিদেবকে প্রাপ্ত হোক।" (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বপূর্ণ হৃৎপ্রদেশ যেমন জ্ঞানাগ্নির প্রীতিদায়ক হয়, তেমনি এই স্তোত্রগুলিও তাঁর প্রীতির কারণ হোক)।—ইত্যাদি ॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋকগুলি দেখতে পারেন।

— অষ্টম মণ্ডল সমাপ্ত —

নবম মণ্ডল

— ১ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : বিশ্বামিত্রগোত্রোৎপন্ন মধুচ্ছন্দা। ছন্দ : গায়ত্রী]

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পব স্ব সোম ধারয়া। ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ ॥ ১॥
রক্ষোহা বিশ্বচর্ষণিরভি যোনিময়োহতম্। দ্রুণা সধস্থমাসদৎ ॥ ২॥
বরিবোধাতমো ভব মংহিষ্ঠো বৃত্রহন্তমঃ। পর্ষি রাধো মঘোনাম্ ॥ ৩॥
অভ্যর্ষ মহানাং দেবানাং বীতিমন্ধসা। অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ৪॥
ত্বামচ্ছা চরামসি তদিদর্থং দিবেদিবে। ইন্দো ত্বে ন আশসঃ ॥ ৫॥
পুনাতি তে পরিস্রুতং সোমং সূর্যস্য দুহিতা। বারেণ শশ্বতা তনা ॥ ৬॥
তমীমণ্বীঃ সমর্য আ গৃভ্ণন্তি যোষণো দশ। স্বসারঃ পার্যে দিবি ॥ ৭॥
তমীং হিন্বন্ত্যগ্রুবো ধমন্তি বাকুরং দৃতিম্। ত্রিধাতু বারণং মধু ॥ ৮॥
অভীমমঘ্ন্যা উত শ্রীণন্তি ধেনবঃ শিশুম্। সোমমিন্দ্রায় পাতবে ॥ ৯॥
অস্যেদিন্দ্রো মদেষ্বা বিশ্বা বৃত্রাণি জিঘ্নতে। শূরো মঘা চ মংহতে ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম। তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য অভিষুত হয়ে স্বাদুতম ও অতিশয় মদকর ধারাতে ক্ষরিত হও ॥ ১ ॥

রাক্ষসহন্তা, সকলের দর্শক সোম লৌহের দ্বারা পিষ্ট হয়ে দ্রোণকলসবিশিষ্ট অভিষবন স্থানে উপবিষ্ট হন ॥ ২ ॥

তুমি প্রভূত ধন দান করো, সমস্ত বস্তু দান করো এবং বিশেষভাবে বৃত্র বধ করো; ধনবান শত্রুগণের ধন আমাদের দান করো ॥ ৩ ॥

তুমি মহান্, দেবগণের যজ্ঞাভিমুখে অন্নের সাথে গমন করো, বল ও অন্ন দান করো ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা তোমার পরিচর্যা করি, প্রত্যহ এই-ই আমাদের কার্য; আমরা তোমারই উদ্দেশে স্তুতি করি ॥ ৫ ॥

সূর্যের দুহিতা তোমার ক্ষরণশীল রসকে বিস্তৃত এবং নিত্য দশাপবিত্রের দ্বারা পূত করেন ॥ ৬ ॥

অভিষবণকালে যজ্ঞে ভগিনীভূত দশ অঙ্গুলিরূপ স্ত্রীগণ সেই সোমকেই গ্রহণ করে ॥ ৭ ॥

অঙ্গুলিগণ তাঁকেই প্রেরণ করে, চর্মের মতো দীপ্তিমান্ সেই সোমকে অভিষব করে, ঐ সোমাত্মক মধু তিন স্থানে থাকে এবং শত্রুবর্গের প্রতিবন্ধকতা করে ॥ ৮ ॥

অবধ্য ধেনুগণ এই বালক সোমকে ইন্দ্রের পানের জন্য দুগ্ধের দ্বারা সংস্কৃত করে ॥ ৯ ॥

শূর ইন্দ্র এই সোমপানে মত্ত হয়ে সমস্ত শত্রু বিনাশ করেন এবং যজমানবৃন্দকে ধন দান করেন ॥ ১০ ॥

টীকা — অঙ্গিরা বা তদ্বংশীয়গণ নবম মণ্ডলের ঋষি। সমগ্র নবম মণ্ডলে কেবল সোমদেবের অর্চনা। সামবেদের তৃতীয়াংশ এই ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল হ'তে গৃহীত। তৎকালে লোকে সোমলতা প্রস্তরে নিষ্পীড়িত ক'রে পরে দশ অঙ্গুলির দ্বারা চটকিয়ে রস নিষ্কাশন করতো। পরে মেষ-লোমের ছাঁকনির দ্বারা ছেঁকে পাত্রে রাখতো এবং সিদ্ধির মতো দুগ্ধ প্রভৃতির সাথে মিশ্রিত ক'রে পান করতো।—৬ ঋকের 'সূর্যের দুহিতা' অর্থে শ্রদ্ধা দেবী। সায়ণ। কিন্তু সূর্যের দুহিতা সূর্যা সম্পর্কে স্বতন্ত্র কাহিনী আছে। এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২৯৩ বা ২০৩, ২৯৩ ও ২৯৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে প্রথম তিনটি ঋকের উল্লেখ আছে। সুতরাং সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। যথা—১ম ঋক্—হে আমার হৃদয়-নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়ে আমাদের ভগবৎ-সমীপে নিয়ে যাবার জন্য প্রীতিকর পরমানন্দদায়ক ধারারূপে প্রবাহিত হও।" (সঙ্কল্পমূলক এই মন্ত্রটির ভাব এই যে,—ভগবৎ-লাভের জন্য আমাদের হৃদয়স্থ শুদ্ধসত্ত্ব উদ্বোধিত হোক)। [সত্ত্বভাব সকলের হৃদয়েই বর্তমান আছে। সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ হ'লে তা মানুষকে মোক্ষলাভের পথে প্রেরণ করে। মানুষের হৃদয়ের সুপ্ত দেবভাব যখন জাগরিত হয়, সাধনার দ্বারা মানুষ যখন অন্তরের সুপ্ত চৈতন্যকে নিজের বশীভূত ক'রে ঊর্ধ্বমুখে প্রেরণ করতে সমর্থ হয়, প্রকৃতপক্ষে তখনই তার আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয়। সেই দেবভাবকে জাগরিত করার জন্য সাধনার ও প্রার্থনার প্রয়োজন। হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে উদ্বোধিত করবার প্রার্থনাই এখানে দেখতে পাওয়া যায়।—ভগবান্ আমাদের হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করেন। হৃদয়ের ভক্তি দিয়েই তাঁর আরাধনা করতে হয়। ভগবান্ যখন আমাদের সেই ভাবপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন, তখনই আমাদের পূজা-আরাধনা সার্থক হয়। প্রকৃত পূজা পুষ্পবিল্বদল দিয়ে নয়—এটা তো একটা বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র। প্রকৃত পূজা হৃদয়ের পূজা। এখানে সেই মহাপূজারই প্রচেষ্টা দেখা যায়]।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"রিপুনাশক সর্বজ্ঞ দেবতা সাধকদের পরম বিশুদ্ধ হৃদয়ে আগমন করেন। তিনি কৃপাপূর্বক সত্ত্বভাবের উৎপত্তিস্থান আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [মন্ত্রটিতে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নেই।... প্রকৃতপক্ষে 'হিরণ্ময় দ্রোণ' সাধকের বিশুদ্ধ হৃদয়কে লক্ষ্য করে। সর্বদর্শী ভগবান্ সেই পবিত্র হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন]।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—"হে ভগবন্! আপনি শ্রেষ্ঠধনদাতা এবং পরমরিপুনাশক হন; সর্বধনদাতা আপনি, সাধকগণ যে পরমধন লাভ করেন, সেই ধন আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব এই যে,—শ্রেষ্ঠতম দাতা ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [ভগবান্ একমাত্র। ভগবানের শরণ গ্রহণ ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না।—সাধকদের দ্বারাই ধর্মরাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে থাকে। তাঁরা যে হৃদয়ের পবিত্রতা, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করেন, তা প্রত্যেক মানুষেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। তাই সাধকদের বাঞ্ছিত সেই পরমধন লাভের জন্য প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়]।—ইত্যাদি॥ উৎসাহী পাঠক এই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণগুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ২ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : মেধাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

পবস্ব দেববীরতি পবিত্রং সোম রংহ্যা। ইন্দ্রমিন্দো বৃষা বিশ ॥ ১॥
আ বচ্যস্ব মহি প্সরো বৃষেন্দো দ্যুম্নবত্তমঃ। আ যোনিং ধর্ণসিঃ সদঃ ॥ ২॥

অধুক্ষত প্রিয়ং মধু ধারা সুতস্য বেধসঃ। অপো বসিষ্ট সুক্রতুঃ ॥ ৩॥
মহান্তং ত্বা মহীরন্বাপো অর্ষন্তি সিন্ধবঃ। যদ্গোভির্বাসয়িষ্যসে ॥ ৪॥
সমুদ্রো অপ্সু মামৃজে বিষ্টম্ভো ধরুণো দিবঃ। সোমঃ পবিত্রে অস্ময়ুঃ ॥ ৫॥
অচিক্রদদ্বৃষা হরির্মহান্মিত্রো ন দর্শতঃ। সং সূর্যেণ রোচতে ॥ ৬॥
গিরস্ত ইন্দ ওজসা মর্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ। যাভির্মদায় শুম্ভসে ॥ ৭॥
তং ত্বা মদায় ঘৃষ্বয় উ লোককৃত্নুমীমহে। তব প্রশস্তয়ো মহীঃ ॥ ৮॥
অস্মভ্যমিন্দবিন্দ্রয়ুর্মধ্বঃ পবস্ব ধারয়া। পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব ॥ ৯॥
গোষা ইন্দো নৃষা অস্যশ্বসা বাজসা উত। আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! তুমি দেবাভিলাষী হয়ে বেগে পবিত্রভাবে ক্ষরিত হও; হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তুমি সোমের মধ্যে প্রবেশ করো ॥ ১ ॥

হে সোম! তুমি মহান্, অভীষ্টবর্ষী, অত্যন্ত যশস্বী এবং ধারক; তুমি পানীয় প্রেরণ করো, আপন স্থানে উপবেশন করো ॥ ২ ॥

অভিষুত, অভিলষিতপ্রদ সোমের ধারা প্রিয় মধু দোহন করে, সুকর্মা সোম জল আচ্ছাদন করে ॥ ৩ ॥

যখন তুমি গব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হও, তখন হে মহান্ সোম! তোমার অভিমুখে ক্ষরণশীল মহৎজল গমন করে ॥ ৪ ॥

সোম হ'তে রস উৎপন্ন হয়, তিনি স্বর্গ ধারণ করেন, তিনি জগৎ স্তম্ভিত করেন, তিনি আমাদের কামনা করেন এবং জলের মধ্যে সংস্কৃত হন ॥ ৫ ॥

অভীষ্টবর্ষী, হরিদ্বর্ণ, মহান্ এবং মিত্রের মতো দর্শনীয় সোম শব্দ করেন এবং সূর্যের সাথে প্রদীপ্ত হন ॥ ৬ ॥

হে ইন্দু! মত্ততার জন্য তুমি যার দ্বারা অলঙ্কৃত হও, সেই কর্মেচ্ছাসম্বন্ধীয় স্তুতি তোমার বলের প্রভাবে সংশোধিত হয় ॥ ৭ ॥

তোমার প্রশংসা মহতী, তুমি শত্রুধর্ষণশীল যজমানের জন্য উত্তমলোক সৃষ্টি ক'রে থাকো, আমরা তোমার নিকট মত্ততা যাচ্ঞা ক'রি ॥ ৮ ॥

হে ইন্দু! তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হয়ে বর্ষণশীল মেঘের মতো মধুধারাতে আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও ॥ ৯ ॥

হে ইন্দু! তুমি যজ্ঞের পুরাতন আত্মা; তুমি গো, পুত্র, অশ্ব ও অন্ন দান করো ॥ ১০ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪৪৭, ৪৪৮, ২১৩ বা ৪৪৮ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্‌গুলি গৃহীত হয়েছে। সেখানে এই সূক্তে সবগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি দেবভাবের উৎপাদক। অতএব ত্বরায় আমার হৃদয়ে প্রভূত পরিমাণে সৎ-ভাব সংযোজন করুন। অথবা, হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎ-ভাবের অবরোধক অন্তঃশত্রুদের বিনাশ ক'রে আমাদের হৃদয় যাতে পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়, সেইভাবে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন। স্নিগ্ধতাকারক পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! অভীষ্টবর্ষক আপনি সর্বশক্তিমান্ ভগবানের সাথে সম্মিলিত হোন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্ব সৎ-ভাবজনক ও পরমানন্দ-প্রদায়ক। ভাব এই যে,—সৎভাব আমাদের পক্ষে

ভগবৎ-প্রাপক হোক)।—ইত্যাদি। ২ ঋক্—"স্নিগ্ধতা সম্পাদক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি অভীষ্টবর্ষক অতিশয়িতরূপে শ্রেষ্ঠধনযুক্ত অথবা পরমধনপ্রাপক এবং সকলের ধারক (রক্ষক) হন। অতএব (লোকরক্ষার জন্য) আপনি পরমকল্যাণপ্রদ শ্রেষ্ঠ সৎ-ভাব-রূপ অন্ন আমাদের প্রদান করুন। অপিচ, হৃদয়রূপ সৎ-বৃত্তির মূলকে প্রাপ্ত হোন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। সংভাবেই জগৎ সংরক্ষিত হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরম কল্যাণময় ভগবান্ আমাদের সৎপথে প্রতিষ্ঠিত ক'রে পরাশান্তি প্রদান করুন)—ইত্যাদি॥ ১০ ঋক্—"স্নেহ-সত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি সৎকর্মের স্বরূপ অথবা কর্মে নিত্যবিদ্যমান পুরাণপুরুষ এবং আত্মস্বরূপ পরমাত্মরূপে নিত্যবিরাজমান হন। (শুদ্ধসত্ত্ব বা ভগবান্ সৎকর্মের স্বরূপ অর্থাৎ কর্মই ব্রহ্মস্বরূপ)। বিশ্বকর্মী আপনি জ্ঞানধন-দানে আমাদের প্রবুদ্ধ করুন। আপনি মরণধর্মশীল মানবের শোভন আয়ুঃপ্রদাতা, কর্মশক্তি-বিধাতা এবং পরমধনদাতা। (অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন)।" [...এখানে 'গো' বা 'গোমা' গাভী নয়, জ্ঞানকিরণ বা জ্ঞানজ্যোতিঃ'। 'অশ্বসা' পদের কর্মশক্তি অর্থই সুসঙ্গত, অশ্ব বা ঘোড়া নয়। 'নৃষা' অর্থে পুত্র নয়, 'মরণধর্মশীল মানবগণ' বোঝাই যুক্তিসংগত। 'বাজসা' অর্থে 'পরমধনবিধাতা']।—ইত্যাদি॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলিরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৩ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : শুনঃশেফ। ছন্দ : গায়ত্রী]

এষ দেবো অমর্ত্যঃ পর্ণবীরিব দীয়তি। অভি দ্রোণান্যাসদম্ ॥ ১॥
এষ দেবো বিপা কৃতোঽতি হ্বরাংসি ধাবতি। পবমানো অদাভ্যঃ ॥ ২॥
এষ দেবো বিপন্যুভিঃ পবমান ঋতায়ুভিঃ। হরির্বাজায় মৃজ্যতে ॥ ৩॥
এষ বিশ্বানি বার্যা শূরো যন্নিব সত্বভিঃ। পবমানঃ সিষাসতি ॥ ৪॥
এষ দেবো রথর্যতি পবমানো দশস্যতি। আবিষ্কৃণোতি বগ্বনুম্ ॥ ৫॥
এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো দেবো বি গাহতে। দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥ ৬॥
এষ দিবং বি ধাবতি তিরো রজাংসি ধারয়া। পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ৭॥
এষ দিবং ব্যাসরত্তিরো রজাংস্যস্পৃতঃ। পবমানঃ স্বধ্বরঃ ॥ ৮॥
এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ। হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি ॥ ৯॥
এষ উ স্য পুরুব্রতো জজ্ঞানো জনয়ন্নিষঃ। ধারয়া পবতে সুতঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — মরণরহিত এই সোমদেব দ্রোণকলসাভিমুখে উপবিষ্ট হবার জন্য পক্ষীর মতো গমন করছেন ॥ ১॥

অঙ্গুলির দ্বারা অভিষুত এই সোমদেব ক্ষরিত ও অভিষুত হয়ে গমন করেন ॥ ২॥

যজ্ঞাভিলাষী স্তোতাবর্গ ক্ষরণশীল এই সোমদেবকে অশ্বের মতো সংগ্রামের জন্য অলঙ্কৃত করেন ॥ ৩॥

ক্ষরণশীল এই বীর সোম নিজের বলে গমনকারীর মতো সমস্ত ধন বিভাগ করতে ইচ্ছা করেন ॥ ৪ ॥

এই ক্ষরণশীল সোমদেব রথ কামনা করেন, অভিলাষ প্রদান করেন এবং শব্দ করেন ॥ ৫ ॥

মেধাবিগণ এই সোমের স্তব করলে ইনি হব্যদাতাকে রত্নদান ক'রে জলের মধ্যে প্রবেশ করেন ॥ ৬ ॥

ক্ষরণশীল এই সোম শব্দ ক'রে ও লোকসমূহকে পরাভূত ক'রে স্বর্গে গমন করেন ॥ ৭ ॥

ক্ষরণশীল এই সোম সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট ও অহিংসিত হয়ে লোকসমূহকে পরাভূত ক'রে স্বর্গে গমন করেন ॥ ৮ ॥

হরিদ্বর্ণ এই সোমদেব পুরাতন জন্মের দ্বারা দেবের জন্য অভিষুত হয়ে দশাপবিত্রে গমন করেন ॥ ৯ ॥

এই বহুকর্মা সোমই জাতমাত্র অন্ন উৎপাদন ক'রে ও অভিষুত হয়ে ধারারূপে ক্ষরিত হন ॥ ১০ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫২৬, ৫২৭, ৩২৬ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্‌গুলিই গৃহীত হয়েছে। যেমন,—১ ঋক্—"নিত্য, মোক্ষদায়ক ভগবান্, পক্ষী যেমন বেগে গমন করে, তেমন শীঘ্রবেগে আমাদের হৃদয়কে অভিলক্ষ ক'রে (অর্থাৎ হৃদয়ে) আগমন করেন এবং শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করেন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—মোক্ষদায়ক ভগবান্ আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন)। ['অমর্ত্যঃ' পদের অর্থ মরণরহিত, অর্থাৎ যাঁর ধ্বংস নেই। জগতে একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত আর সমস্তই ধ্বংসশীল, সুতরাং 'অমর্ত্য এষঃ দেবঃ' পদ তিনটিতে কেবলমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করতে পারে—সোমরস নামক মদ্য, (ভাষ্যানুসারে), কখনই মরণরহিত হ'তে পারে না]।—ইত্যাদি ॥ ১০ ঋক্—"বিশুদ্ধ পবিত্র, বহুকর্মা প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়ে সিদ্ধি প্রদান পূর্বক নিশ্চিতরূপে প্রভূত পরিমাণে সাধকদের হৃদয়ে ক্ষরিত হন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —সাধকেরা প্রভূত পরিমাণে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [শুদ্ধসত্ত্ব—'পুরুব্রতঃ' অর্থাৎ বহুকর্মা। কিভাবে? শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে বর্তমান থেকে তাঁকে সৎকর্মে প্রবৃত্ত করে। শুদ্ধসত্ত্বরূপী এই ভগবৎ শক্তি যাঁর হৃদয়ে উন্মেষিত হয়, তিনি আপনা-আপনিই সৎকর্মে প্রবৃত্ত হন। বহুকর্মের দ্বারা বিশেষভাবে সবরকম সাধনাঙ্গকে লক্ষ্য করে। শুদ্ধসত্ত্ব 'সুতঃ' অর্থাৎ পবিত্র—পবিত্রতার আধার। শুদ্ধসত্ত্ব আবার মানুষকে পবিত্র করে।...]।—ইত্যাদি ॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলিরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৪ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অঙ্গিরাকুলোৎপন্ন হিরণ্যস্তূপ। ছন্দ : গায়ত্রী]

সনা চ সোম জেষি চ পবমান মহি শ্রবঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১ ॥
সনা জ্যোতিঃ সনা স্বর্বিশ্বা চ সোম সৌভগা। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ২ ॥
সনা দক্ষমুত ক্রতুমপ সোম মৃধো জহি। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৩ ॥
পবীতারঃ পুনীতন সোমমিন্দ্রায় পাতবে। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৪ ॥

ত্বং সূর্যে ন আ ভজ তব ক্রত্বা তবোতিভিঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৫॥
তব ক্রত্বা তবোতিভির্জ্যোক্পশ্যেম সূর্যম্। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৬॥
অভ্যর্ষ স্বায়ুধ সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৭॥
অভ্যর্ষানপচ্যুতো রয়িং সমৎসু সাসহিঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৮॥
ত্বাং যজ্ঞৈরবীবৃধন্ পবমান বিধর্মণি। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৯॥
রয়িং নশ্চিত্রমশ্বিনমিন্দো বিশ্বায়ুমা ভর। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে মহৎ অন্নভূত পবমান সোম! ভজনা করো, জয় করো; অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান করো ॥ ১ ॥

হে সোম! জ্যোতি দান করো, স্বর্গ দান করো এবং সমস্ত সৌভাগ্য দান করো, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান করো ॥ ২ ॥

হে সোম! বল এবং কর্ম দান করো, হিংসকবর্গকে বধ করো; অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান করো ॥ ৩ ॥

হে সোমভিষবকারিগণ! তোমরা ইন্দ্রের পানের জন্য সোম অভিষব করো; অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান করো ॥ ৪ ॥

হে সোম! তুমি তোমার কর্ম ও রক্ষার দ্বারা আমাদের সূর্য লাভ করাও; অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান করো ॥ ৫ ॥

আমরা তোমার কর্ম এবং রক্ষার দ্বারা চিরকাল সূর্য দর্শন করবো; অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান করো ॥ ৬ ॥

হে শোভনাস্ত্রবিশিষ্ট সোম! তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধন দান করো; অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান করো ॥ ৭ ॥

সংগ্রামে তুমি নিজে আহত হও না, শত্রুবর্গকে অভিভব ক'রে থাকো, তুমি ধন দান করো; অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান করো ॥ ৮ ॥

হে ক্ষরণশীল সোম! যজমানবৃন্দ বিধারণের জন্য তোমাকে যজ্ঞে বর্ধিত করে; অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান করো ॥ ৯ ॥

হে ইন্দু! তুমি আমাদের নানারকম অশ্ববান্, সর্বগামী ধন দান করো; অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান করো ॥ ১০ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪৫৩ ও ৪৫৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্‌গুলি ক্রমান্বয়ে গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও দেওয়া আছে। যথা,—১ সূক্ত—"বিশ্বের প্রাণস্বরূপ পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমাদের এই কর্মে দেবভাবসমূহ উৎপাদন করুন এবং কর্মবিঘ্নকারী শত্রুগণকে বিনাশ করুন (অথবা আপনি নিত্যকাল অন্তঃশত্রুদের বিনাশ করেন)। তারপর (শত্রুদের বিনাশ ক'রে এবং অন্তরে দেবভাব উপজিত ক'রে) আমাদের পরম মঙ্গল দান করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করুন)।—ইত্যাদি॥ ১০ ঋক্—"স্নেহ-সত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি আমাদের ভোগের উপযোগী পর্যাপ্ত অর্থাৎ সকলের জীবনস্বরূপ অক্ষয় বিচিত্র মোক্ষসাধক পরমধন প্রদান করুন। তারপর আমাদের

পরমমঙ্গল সাধন করুন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মোক্ষলাভের জন্য সাধক ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [সূক্তের উপসংহারে চরম প্রার্থনা ফুটে উঠেছে। প্রার্থনাকারী মুক্তিলাভের জন্য—আত্মায় সম্মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। যেন প্রার্থনাকারীর আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। ভগবানের অনুগ্রহে তাঁর সব আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়েছে। এখন তিনি চান মোক্ষ। এখন চাই সকল আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি। পার্থিব ধনজন-সম্পদে তাঁর আর প্রয়োজন নেই। তাঁর এমন ধন চাই, যে ধন পেলে চাইবার আশা মিটে যায়—সব আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়। দয়া ক'রে ভগবান্ যেন তাঁকে সেই পরম-ধন—মোক্ষধন—প্রদান করেন।...ইতিহাসবিদ্গণ মনে করেন—এই 'অশ্ববান্ সর্বগামী ধন' থেকে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যে উন্নতির বিষয় বুঝতে পারা যায়। তখন বাণিজ্যের এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাতে বণিকগণ প্রভূত লাভবান হতেন। 'অশ্ববান্ সর্বগামী ধন' বলতে সবদিকে—দেশে-বিদেশে বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির এবং সেই বাণিজ্যলব্ধ অর্থ ঘোড়ার পিঠে বহন ক'রে নিয়ে আসার ভাব উপলব্ধ হয়]।—ইত্যাদি।—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৫ সূক্ত —

[দেবতা : আপ্রী। ঋষি : কশ্যপগোত্রীয় অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

সমিদ্ধো বিশ্বতস্পতিঃ পবমানো বি রাজতি। প্রীণন্বৃষা কনিক্রদৎ ॥ ১ ॥
তনূনপাৎ পবমানঃ শৃঙ্গে শিশানো অর্ষতি। অন্তরিক্ষেণ রারজৎ ॥ ২ ॥
ঈলেন্যঃ পবমানো রয়ির্বি রাজতি দ্যুমান্। মধোর্ধারাভিরোজসা ॥ ৩ ॥
বর্হিঃ প্রাচীনমোজসা পবমানঃ স্তৃণন্হরিঃ। দেবেষু দেব ঈয়তে ॥ ৪ ॥
উদাতৈর্জিহতে বৃহদ্দ্বারো দেবীর্হিরণ্যয়ীঃ। পবমানেন সুষ্টুতাঃ ॥ ৫ ॥
সুশিল্পে বৃহতী মহী পবমানো বৃষণ্যতি। নক্তোষাসা ন দর্শতে ॥ ৬ ॥
উভা দেবা নৃচক্ষসা হোতারা দৈব্যা হুবে। পবমান ইন্দ্রো বৃষা ॥ ৭ ॥
ভারতী পবমানস্য সরস্বতীলা মহী।
ইমং নো যজ্ঞমা গমন্তিস্রো দেবীঃ সুপেশসঃ ॥ ৮ ॥
ত্বষ্টারমগ্রজাং গোপাং পুরোয়াবানমা হুবে।
ইন্দুরিন্দ্রো বৃষা হরিঃ পবমানঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৯ ॥
বনস্পতিং পবমান মধ্বা সমংঙ্ধি ধারয়া।
সহস্রবল্শং হরিতং ভ্রাজমানং হিরণ্যয়ম্ ॥ ১০ ॥
বিশ্বে দেবাঃ স্বাহাকৃতিং পবমানস্যা গত
বায়ুর্বৃহস্পতিঃ সূর্যোঽগ্নিরিন্দ্রঃ সজোষসঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — সমিদ্ধ, সকলের পতি, অভীষ্টবর্ষী, পবমান সোম শব্দ ক'রে ও দেববৃন্দকে প্রীত ক'রে বিরাজিত হন ॥ ১ ॥

জলের পৌত্র পবমান সোম উন্নত প্রদেশে তীক্ষ্ণ হয়ে ও অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত হয়ে গমন করেন ॥ ২ ॥

স্তুতিযোগ্য, অভীষ্টদাতা, দীপ্তিমান, পবমান সোম মধুধারার সাথে তেজের বলে বিরাজিত হন ॥ ৩ ॥

হরিতবর্ণ সোমদের যজ্ঞে পূর্বাগ্র বর্হি বিস্তার ক'রে তেজের বলে আগমন করেন ॥ ৪ ॥

হিরণ্ময়ী দ্বারদেবীগণ পবমান সোমের সাথে স্তুত হয়ে বৃহৎ দিক্-সমূহে উদ্গমন করেন ॥ ৫ ॥

সম্প্রতি পবমান সোম সুরূপা, বৃহতী, মহতী, দর্শনীয়া, দিবা রাত্রিকে কামনা করছেন ॥ ৬ ॥

মানবগণের দর্শক, দেববৃন্দের হোতা, দেবদ্বয়কে আহ্বান করি। পবমান সোম ইন্দ্র এবং অভীষ্টবর্ষী ॥ ৭ ॥

ভারতী, সরস্বতী এবং মহতী ইলানাম্নী তিন জনা সুরূপা দেবী আমাদের এই সোমযজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৮ ॥

অগ্রজাত, প্রজাপালক, পুরোগামী ত্বষ্টাকে আহ্বান করি, হরিদ্বর্ণ পবমান সোম ইন্দ্র, কামবর্ষী এবং প্রজাপতি ॥ ৯ ॥

হে পবমান সোম! হরিদ্বর্ণ, হিরণ্যবর্ণ, দীপ্তিমান, সহস্রশাখাবিশিষ্ট বনস্পতিকে মধুধারার দ্বারা সংস্কৃত করো ॥ ১০ ॥

হে বিশ্বদেবগণ! বায়ু, বৃহস্পতি, সূর্য, অগ্নি এবং ইন্দ্র! তোমরা সকলে মিলিত হয়ে সোমের স্বাহা শব্দের নিকট আগমন করো ॥ ১১ ॥

টীকা — 'পবমান' শব্দের অর্থ 'পবিত্রকারক' বা 'ক্ষরণশীল'। এখানে দুটি অর্থই প্রযোজ্য। ৭ ঋকের 'ইন্দ্র' অর্থে 'দীপ্ত'।—এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র আছে।

◆ ◆

— ৬ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কশ্যপগোত্রীয় অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

মন্দ্রয়া সোম ধারয়া বৃষা পবস্ব দেবয়ুঃ। অব্যো বারেষ্বস্ময়ুঃ ॥ ১ ॥
অভি ত্যং মদ্যং মদমিন্দবিন্দ্র ইতি ক্ষর। অভি বাজিনো অর্বতঃ ॥ ২ ॥
অভি ত্যং পূর্ব্যং মদং সুবানো অর্ষ পবিত্র আ। অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ৩ ॥
অনু দ্রপ্সাস ইন্দব আপো ন প্রবতাসরন্। পুনানা ইন্দ্রমাশত ॥ ৪ ॥
যমত্যমিব বাজিনং মৃজন্তি যোষণো দশ। বনে ক্রীলন্তমত্যবিম্ ॥ ৫ ॥
তং গোভির্বৃষণং রসং মদায় দেববীতয়ে। সুতং ভরায় সং সৃজ ॥ ৬ ॥
দেবো দেবায় ধারয়েন্দ্রায় পবতে সুতঃ। পয়ো যদস্য পীপয়ৎ ॥ ৭ ॥

আত্মা যজ্ঞস্য রংহ্যা সুষ্বাণঃ পবতে সুতঃ। প্রত্নং নি পাতি কাব্যম্ ॥ ৮॥
এবা পুনান ইন্দ্রয়ুর্মদং মদিষ্ঠ বীতয়ে। গুহা চিদ্দধিষে গিরঃ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও দেবাভিলাষী, তুমি আমাদের অভিলাষ ক'রে থাকো। তুমি আমাদের রক্ষা করো এবং দশাপবিত্রে মধুধারায় ক্ষরিত হও ॥ ১॥

হে সোম! যেহেতু তুমি স্বামী, অতএব মদকর সোম বর্ষণ করো, বলবান্ অশ্ব প্রদান করো ॥ ২॥

তুমি অভিষুত হয়ে সেই পুরাতন মদকর রস দশাপবিত্রে প্রেরণ করো, বল এবং অন্ন প্রেরণ করো ॥৩॥

জল যেমন নিম্নদিকে গমন করে, সেইরকম দ্রুতগতি, ক্ষরণশীল সোম ইন্দ্রের অনুসরণ করে এবং তাঁকে ব্যাপ্ত করে ॥ ৪॥

দশ অঙ্গুলিরূপ স্ত্রীগণ দশাপবিত্রকে অতিক্রম ক'রে অরণ্যে ক্রীড়াকারী বলবান্ অশ্বের মতো যে সোমের পরিচর্যা করে ॥ ৫॥

দেববৃন্দ পান ক'রে মত্ত হবেন ব'লে অভিষুত এবং অভীষ্টবর্ষী সেই সোমরসে সংগ্রামের জন্য গব্য মিশ্রিত করো ॥৬॥

ইন্দ্রদেবের জন্য অভিষুত সোমদেব ধারারূপে ক্ষরিত হন, যেহেতু এর পয়ঃ আপ্যায়িত করে ॥ ৭॥

যজ্ঞের আত্মা অভিষুত সোম অভিলাষ প্রদান ক'রে বেগে ক্ষরিত হন এবং পুরাতন কবিত্ব রক্ষা করেন ॥ ৮॥

হে মদকর সোম! তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হয়ে তাঁর পানের জন্য ক্ষরিত হয়ে যজ্ঞশালায় শব্দ উৎপন্ন করো ॥ ৯॥

টীকা — এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২১৩ পৃষ্ঠায় গৃহীত হয়েছে। এটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! অভীষ্টবর্ষক দেবত্বপ্রাপক তুমি আনন্দদায়ক অমৃতধারারূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তুমি রিপু-নিবারক অস্ত্রের—জ্ঞানের—দ্বারা আমাদের রক্ষা করো।" (মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করি, এবং রিপুজয়ী হই)। [মানুষের মধ্যে ভগবৎ-প্রদত্ত দেবভাবগুলি বীজ-অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত সাধন-প্রভাবে তা ফলফুলসমন্বিত সুশোভন শান্তিদায়ক বৃক্ষে পরিণতি লাভ করে। মানুষ ভগবানের কাছ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে মিলন-সূত্র—সত্ত্বভাব। তাই মন্ত্রের সত্ত্বভাবকে 'দেবাযুঃ' ও 'অস্মযুঃ' বলা হয়েছে]।—ইত্যাদি।

◆ ◆

— ৭ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কশ্যপগোত্রীয় অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

অসৃগ্রমিন্দবঃ পথা ধর্মন্নৃতস্য সুশ্রিয়ঃ। বিদানা অস্য যোজনম্ ॥ ১॥
প্র ধারা মধ্বো অগ্রিয়ো মহীরপো বি গাহতে। হবির্হবিষ্ষু বন্দ্যঃ ॥ ২॥

প্র যুজো বাচো অগ্রিয়ো বৃষাব চক্রদদ্বনে। সদ্মাভি সত্যো অধ্বরঃ ॥ ৩॥
পরি যৎকাব্যা কবির্নৃম্ণা বসানো অর্ষতি। স্বর্বাজী সিষাসতি ॥ ৪॥
পবমানো অভি স্পৃধো বিশো রাজেব সীদতি। যদীমৃণ্বন্তি বেধসঃ ॥ ৫॥
অব্যো বারে পরি প্রিয়ো হরির্বনেষু সীদতি। রেভো বনুষ্যতে মতী ॥ ৬॥
স বায়ুমিন্দ্রমশ্বিনা সাকং মদেন গচ্ছতি। রণা যো অস্য ধর্মভিঃ ॥ ৭॥
আ মিত্রাবরুণা ভগং মধ্বঃ পবন্ত ঊর্ময়ঃ। বিদানা অস্য শক্মভিঃ ॥ ৮॥
অস্মভ্যং রোদসী রয়িং মধ্বো বাজস্য সাতয়ে। শ্রবো বসূনি সং জিতম্ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — সুন্দর শ্রীবিশিষ্ট সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ যজ্ঞে সত্য পথে সৃষ্ট হচ্ছেন ॥১॥
সোম হব্যের মধ্যে স্তুতিযোগ্য হন, তিনি মহৎ জলে বিগাহন করছেন। সেই সোমের শ্রেষ্ঠ ধারাসমূহ পতিত হচ্ছে ॥২॥
অভীষ্টবর্ষী, সত্যভূত, হিংসাবর্জিত, প্রধান সোম যজ্ঞগৃহাভিমুখে জলযুক্ত শব্দ করছেন ॥৩॥
কবি সোম ধন গ্রহণ ক'রে যখন স্তোত্র অবগত হন, তখন স্বর্গে বলবান্ ইন্দ্র বল প্রকাশ করেন ॥৪॥
যখন কর্মকর্তাগণ এই সোম প্রেরণ করেন, তখন পবমান সোম রাজার মতো যজ্ঞবিঘ্নকারী মানবগণের অভিমুখে গমন করে ॥৫॥
হরিদ্বর্ণ প্রিয় সোম জল সম্পৃক্ত হয়ে মেষলোমের উপর উপবেশন করেন এবং শব্দপূর্বক স্তুতি সেবা করেন ॥৬॥
যে এই সোমের কর্মে প্রীত হয়, সে মদমত্ত বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়কে প্রাপ্ত হয় ॥৭॥
যাদের সোমের তরঙ্গ মিত্র, বরুণ ও ভগদেবের অভিমুখে ক্ষরিত হয়, তারা এই সোমকে বিদিত হয়ে সুখ লাভ করে ॥৮॥
হে দ্যাবাপৃথিবি। তোমরা মদকর সোমরূপ অন্ন লাভের জন্য আমাদের ধন, অন্ন ও বসু দান করো ॥৯॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪৮৩ ও ৪৮৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্‌গুলি ক্রমান্বয়ে গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"সত্যের ধারণশক্তির বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট অথবা সত্য-উৎপাদিকা শক্তির এবং সত্যের প্রয়োজক মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব সৎকর্ম সাধনের দ্বারা সাধকগণ কর্তৃক সৃষ্ট হয়। অথবা, সত্ত্বভাব সৎকর্মের সাধনসামর্থ্য পথ প্রদর্শন করে; অথবা সত্ত্বভাব সৎ-মার্গে মানুষকে পরিচালিত করে।" (নিত্যসত্য প্রখ্যাপক মন্ত্রটির ভাব এই যে,—সাধকেরা সৎকর্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [প্রত্যেক বস্তুরই একটা স্বতন্ত্র ধর্ম (বা শক্তি) আছে, যা না থাকলে বস্তুর অস্তিত্ব থাকতো না। কিন্তু এটা বস্তুর একটা দিকমাত্র। সমস্ত বস্তু, সমগ্র বিশ্ব—একই শক্তির দ্বারা বিধৃত হয়ে আছে। সেটাই বিশ্বের ধারণাশক্তি বা ধর্ম। সে ধর্মশক্তির মূলে আছে সত্য। ভগবান্ সত্যস্বরূপ। তাঁর শক্তিই বিশেষ অনুস্যুত হয়ে আছে—সেই শক্তির বলেই বিশ্ব বিধৃত আছে এবং পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান মন্ত্রে এই ধর্মশক্তিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। যিনি হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করতে পারেন, তিনি এই ধর্মশক্তিকে লাভ করতে সমর্থ হন। সত্য ও শুদ্ধসত্ত্ব উভয়ই ভগবানের শক্তি, উভয়ই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা মানুষ

এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে, সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছতে পারে]।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"ভগবানের পূজোপকরণ সমূহের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ অমৃতই প্রার্থনীয়। শ্রেষ্ঠ ভগবৎপূজোপকরণ সাধকের হৃদয়ে বর্তমান থাকে; তার সাথে অমৃতের মহান্ মঙ্গলদায়ক প্রবাহ সম্মিলিত হয়।" (নিত্যসত্যমূলক মন্ত্রটির ভাব এই যে,—সাধকেরা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন)।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—"অভীষ্টবর্ষক, মঙ্গলদায়ক, অহিংসক, সত্যস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ময় হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রদান করেন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—মানবগণ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করে)।—ইত্যাদি॥ ৪ ঋক্—"পবিত্রকারক পরাজ্ঞানদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব যখন আত্মশক্তিযুত স্তোত্র সাধক হ'তে প্রাপ্ত হন, তখন ঐশীশক্তিসম্পন্ন সেই শুদ্ধসত্ত্ব সেই সাধককে প্রাপ্ত ক'রে থাকেন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)।—ইত্যাদি॥ ৯ ঋক্—"হে দ্যুলোক-ভূলোক। আপনারা অমৃতের এবং আত্মশক্তির প্রাপ্তির জন্য আমাদের পরমধন সুকীর্তি এবং ধন প্রদান করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্। কৃপাপূর্বক আমাদের অমৃতপ্রাপক পরমধন প্রদান করুন)। [সেই প্রার্থনা—অমৃতলাভের জন্য। মানুষের মনে অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষা চিরবর্তমান। মানুষ অমৃতময় পুরুষের কাছ থেকে এসেছে। তাই তার মনে সেই অমৃতত্বের ক্ষীণ স্মৃতি বর্তমান থাকে। যাঁদের এই স্মৃতি প্রবল থাকে তাঁরা জগতের অসার বস্তু পরিত্যাগ ক'রে সারবস্তুর (সত্যের) গ্রাহক হন। সাধনার প্রভাবে তাঁদের সেই স্মৃতি উত্তরোত্তর প্রবলতর উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। অবশেষে তাঁরা অমৃতের সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করেন। সাধারণ মানুষের মনেও এই অমৃতত্বের স্মৃতি বর্তমান থাকে। মানুষ যতই কেন পাপী অধঃপাতিত হোক, তার অন্তরের অন্তরে অমৃতের সাড়া জাগবেই। তখন ধীরে ধীরে তার মধ্যেও অমৃতত্বের জন্য প্রার্থনা উদ্গীরিত হবে। বর্তমান মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই দেখা যাচ্ছে]।—ইত্যাদি॥ —উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলিরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৮ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কশ্যপগোত্রীয় অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

এতে সোমা অভি প্রিয়মিন্দ্রস্য কামমক্ষরন্। বর্ধন্তো অস্য বীর্যম্ ॥ ১॥
পুনানাসশ্চমূষদো গচ্ছন্তো বায়ুমশ্বিনা। তে নো ধান্ত সুবীর্যম্ ॥ ২॥
ইন্দ্রস্য সোম রাধসে পুনানো হার্দি চোদয়। ঋতস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৩॥
মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপো হিন্বন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ। অনু বিপ্রা অমাদিষুঃ ॥ ৪॥
দেবেভ্যস্ত্বা মদায় কং সৃজানমতি মেষ্যঃ। সং গোভির্বাসয়ামসি ॥ ৫॥
পুনানঃ কলশেষ্বা বস্ত্রাণ্যরুষো হরিঃ। পরি গব্যান্যব্যত ॥ ৬॥
মঘোন আ পবস্ব নো জহি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ। ইন্দো সখায়মা বিশ ॥ ৭॥
বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি। সহো নঃ সোম পৃৎসু ধাঃ ॥ ৮॥
নৃচক্ষসং ত্বা বয়মিন্দ্রপীতং স্বর্বিদম্। ভক্ষীমহি প্রজামিষম্ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — এই সোমসমূহ ইন্দ্রের বীর্য বর্ধিত ক'রে তাঁর অভিলষণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন ॥ ১ ॥

সেই সোম অভিষুত হচ্ছে, চমসের মধ্যে আহ্বান করছে এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করছেন। তা আমাদের সুবীর্য দান করুন ॥ ২ ॥

হে সোম! তুমি অভিষুত ও মনোজ্ঞ হয়ে ইন্দ্রের আরাধনার জন্য যজ্ঞস্থানে উপবেশন করো এবং ইন্দ্রকে প্রেরণ করো ॥ ৩ ॥

দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্যা করে, সাত জন হোতা তোমাকে প্রীত করে, মেধাবিগণ তোমাকে প্রমত্ত করে ॥ ৪ ॥

তুমি মেষলোম ও উদকে সৃষ্ট হয়ে থাকো, আমরা দেববর্গের মদের জন্য তোমাকে গব্যের দ্বারা মিশ্রিত করবো ॥ ৫ ॥

অভিষুত ও কলসের মধ্যে নিষিক্ত দীপ্তিমান্ হরিদ্বর্ণ সোম বস্ত্রের মতো গব্যসমূহকে আচ্ছাদিত করছে ॥ ৬ ॥

হে সোম্! আমরা ধনবান্, তুমি আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও, সমস্ত শত্রুর বিনাশ করো, সখা ইন্দ্রকে লাভ করো ॥ ৭ ॥

হে সোম! তুমি দ্যুলোক হ'তে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করো, ধন উৎপাদন করো, সংগ্রামে আমাদের বাস দান করো ॥ ৮ ॥

তুমি নেতাগণের দর্শক এবং সর্বজ্ঞ, ইন্দ্র পান করলে আমরা তোমায় পান ক'রি, আমরা যেন সন্তান ও অন্ন লাভ ক'রি ॥ ৯ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪৯৯ ও ৫০০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্‌গুলিই আগে-পরে গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"সাধকের আত্মশক্তি-বর্ধনকারী প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সকলের প্রার্থনীয়, ভগবানের প্রীতিকর, সৎ-কর্ম সাধনের সামর্থ্য আমাদের প্রদান করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সৎকর্মের সাধন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হই)। ['অস্য বীর্যং বর্ধন্ত' পদ তিনটি 'সোমাঃ' পদের বিশ্লেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাব এই যে,—যে সত্ত্বভাব সাধকদের আত্মশক্তি বর্ধন ক'রেন, সেই সত্ত্বভাবই আমরা কামনা করছি। আমরা সাধক নই; সাধনার শক্তি আমাদের নেই। সাধকের তাঁদের কঠোর সাধনার বলে সেই শক্তি লাভ করেন; কিন্তু আমরা সাধন-ভজন-হীন, আমরা কিভাবে তা লাভ করবো? আমাদেরও যে এই বস্তু না হ'লে চলে না। একমাত্র ভরসা—ভগবানের কৃপা। তাই এখানে প্রার্থনা—সাধনের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমরাও ভগবানের পরমধন যেন লাভ করতে পারি]।—ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (অথবা সাধকের হৃদয়ে উৎপদ্যমানা, আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে এবং আধিব্যাধিনাশক দেবতাদ্বয়কে প্রাপ্তিকারক আপনারা আমাদের শোভনবীর্য আত্মশক্তি প্রদান করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন আত্মশক্তি লাভ করতে পারি)। [...এখানে সঙ্গতভাবেই 'সোম'-অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্ব' গৃহীত হয়েছে এবং শুদ্ধসত্ত্বকেই সম্বোধন করা হয়েছে। 'বায়ু'—ভগবানের আশু মুক্তিদায়ক বিভূতি। 'অশ্বিনা'—অশ্বিনীকুমারযুগল—ভগবানের আধিব্যাধিনাশকারী বিভূতি। 'সুবীর্যং'—শোভনবীর্য, আত্মশক্তি ইত্যাদি] ॥ ৮ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুলোক হ'তে অমৃতধারা সম্যক্‌রূপে বর্ষণ করো; পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল ব্যক্তির হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ অথবা পরমধন প্রদান করো; রিপুসংগ্রামে আমাদের আত্মশক্তি প্রদান করো।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের

প্রভাবে দিব্যজ্ঞানের জ্যোতিঃ লাভ করি এবং রিপুজয়ী হই)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায়...'সোম'-কে মাদক ধ'রেই যত মাদকতা। 'সোম'-এর এমন কতকগুলি বিশেষণ বেদমন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে, তা দেখে হঠাৎ মনে হয়—বুদ্ধি বা সোমের মাদকতা শক্তি আছে; সোমরস পান ক'রে বুদ্ধি বা মানুষ মাতাল হয়।... সোমরস পানে মানুষ মাতাল হয় সত্য; কিন্তু মদখোর মাতাল নয়। বেদের অন্যত্র সোমরস ও মদ্যের পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং 'সোম' যে সোমরস বা মদ নয়, সে সম্বন্ধে বেদমন্ত্রই প্রমাণ। আগেও বলা হয়েছে, এখানেও উল্লেখ করা যেতে পারে, 'সোম' সাধারণ মদ্য নয়, তবে তা পান ক'রে যোগী ঋষিগণ মাতাল হ'তেন, পরমানন্দে বিভোর হ'তেন। এই পরম বস্তু, যা মানুষকে চিদানন্দরসে বিভোর ক'রে দেয়, তা ভগবৎশক্তি—ভগবানের চরণামৃত। পার্থিব কোন সামগ্রী নয়, 'সোম' সাধকের হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব—বিশুদ্ধা ভক্তি]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট সূক্তগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কশ্যপগোত্রীয় অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

পরি প্রিয়া দিবঃ কবির্বয়াংসি নপ্ত্যোর্হিতঃ। সুবানো যাতি কবিক্রতুঃ ॥ ১॥
প্র প্র ক্ষয়ায় পন্যসে জনায় জুষ্টো অদ্রুহে। বীত্যর্ষ চনিষ্ঠয়া ॥ ২॥
স সূনুর্মাতরা শুচির্জাতো জাতে অরোচয়ৎ। মহান্মহী ঋতাবৃধা ॥ ৩॥
স সপ্ত ধীতিভির্হিতো নদ্যো অজিন্বদদ্রুহঃ। যা একমক্ষি বাবৃধুঃ ॥ ৪॥
তা অভি সন্তমস্তৃতং মহে যুবানমা দধুঃ। ইন্দুমিন্দ্র তব ব্রতে ॥ ৫॥
অভি বহ্নিরমর্ত্যঃ সপ্ত পশ্যতি বাবহিঃ। ক্রিবির্দেবীরতর্পয়ৎ ॥ ৬॥
অবা কল্পেষু নঃ পুমস্তমাংসি সোম যোধ্যা। তানি পুনান জঙ্ঘনঃ ॥ ৭॥
নূ নব্যসে নবীয়সে সূক্তায় সাধয়া পথঃ। প্রত্নবদ্রোচয়া রুচঃ ॥ ৮॥
পবমান মহি শ্রবো গামশ্বং রাসি বীরবৎ। সনা মেধাং সনা স্বঃ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — কবি প্রাজ্ঞদর্শী সোম অভিষবণ প্রস্তরে নিহিত এবং অভিষুত হয়ে দ্যুলোকের অত্যন্ত প্রিয় পক্ষিগণের নিকট গমন করে ॥ ১॥

তুমি তোমার নিবাসভূত, দ্রোহরহিত, স্তুতিকারী, মানবের ভক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত, তুমি অন্নবিশিষ্ট ধারার দ্বারা আগমন করো ॥ ২॥

জাতবিশুদ্ধ, মহান্ সেই পুত্র মহতী ও যজ্ঞের বর্ধয়িত্রী ও জনয়িত্রী ও মাতৃভূতা দ্যাবাপৃথিবীকে প্রদীপ্ত করেন ॥৩॥

নদীগণ একমাত্র যে সোমকে অক্ষীণরূপে বর্ধিত করে, সেই সোম অঙ্গুলির দ্বারা নিহিত হয়ে দ্রোহরহিত সপ্ত নদীকে প্রীত করেন ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! আপনার কর্ম সেই অঙ্গুলিগণ-অহিংসিত, বিদ্যমান সোমকে মহৎ কর্মের জন্য ধারণ করে ॥ ৫॥

বাহক, মরণরহিত দেববর্গের তৃপ্তিকর সোম সপ্ত নদী দর্শন করেন, তিনি কূপরূপে পরিপূর্ণ হয়ে নদীগণকে তৃপ্ত করেন ॥ ৬ ॥

হে পুরুষ সোম! যে সকল রাক্ষসের সাথে যুদ্ধ করা উচিত, তাদের বিনাশ করো ॥ ৭ ॥

হে সোম! তুমি নব্য ও স্তুতিযোগ্য সূক্তের জন্য শীঘ্র যজ্ঞপথে আগমন করো এবং পূর্বের মতো দীপ্তি প্রকাশ করো ॥ ৮ ॥

হে শোধনকালীন সোম! তুমি পুত্রযুক্ত, মহৎ অন্ন, গাভী ও অশ্ব আমাদের দান ক'রে থাকো। তুমি দান করো, আমাদের অভিলাষ প্রদান করো ॥ ৯ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪০৮ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। প্রথম ঋকটি অবশ্য ২০৩ পৃষ্ঠাতেও আছে। সেই সূত্রে এই তিনটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"প্রজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎকর্মসাধনের দ্বারা দ্যুলোকের প্রিয় শক্তি অর্থাৎ আত্মশক্তি নিত্যকাল প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক; ভাব এই যে,—জ্ঞানি এবং সৎকর্মের সাধকগণই আত্মশক্তি লাভ করেন)। অথবা— "মেধাবী ক্রান্তপ্রজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব (ভগবান্) সাধকদের হৃদয়ে সদা বর্তমান আছেন। হৃদয়রূপ দ্যুলোকের প্রিয়শক্তিসমূহ সৎকর্মসাধনের দ্বারাই উদ্বোধিত হয়ে থাকে।" (মন্ত্রটিতে বলা হচ্ছে—সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যকাল বিরাজিত। সৎকর্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সে শক্তি উদ্বোধিত হয়ে থাকে)। [জ্ঞান ও কর্ম এই উভয় পন্থার অনুসরণেই মানুষ আত্মশক্তির অধিকারী হয়। জ্ঞান-সাধনের সাথে কর্ম-সাধনেরও সাদৃশ্য আছে। সৎকর্মের সাধনার দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয়। শাস্ত্রনির্দিষ্ট সৎ-মার্গে নিজেকে চালিত করলে, সৎ-ভাবে জীবন-যাপন করলে, অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুও হীনবল হয়। এই সৎকর্মজনিত শক্তির কাছে তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। তাই সৎকর্ম-সাধনের দ্বারাই সাধক বিনা আয়াসেই আত্মশক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সৎকর্মের প্রেরণাই তাঁকে ঊর্ধ্বমুখে পরিচালিত করে। সাধক পরিণামে মুক্তিলাভ করেন]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কশ্যপগোত্রীয় অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র স্বানাসো রথা ইবার্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ। সোমাসো রায়ে অক্রমুঃ ॥ ১॥
হিম্বানাসো রথা ইব দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ। ভরাসঃ কারিণামিব ॥ ২॥
রাজানো ন প্রশস্তিভিঃ সোমাসো গোভিরঞ্জতে। যজ্ঞো ন সপ্ত ধাতৃভিঃ ॥ ৩॥
পরি সুবানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা। সুতা অর্ষন্তি ধারয়া ॥ ৪॥
আপানাসো বিবস্বতো জনন্ত উষসো ভগম্। সূরা অণ্বং বি তন্বতে ॥ ৫॥
অপ দ্বারা মতীনাং প্রত্না ঋণ্বন্তি কারবঃ। বৃষ্ণো হরস আয়বঃ ॥ ৬॥
সমীচীনাস আসতে হোতারঃ সপ্তজাময়ঃ। পদমেকস্য পিপ্রতঃ ॥ ৭॥

নাভা নাভিং ন আ দদে চক্ষুশ্চিৎ সূর্যে সচা। কবেরপত্যমা দুহে ॥ ৮॥
অভি প্রিয়া দিবস্পদমধ্বর্যুভির্গুহা হিতং। সূরঃ পশ্যতি চক্ষসা ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — রথের এবং অশ্বের মতো শব্দকারী সোম অন্ন ইচ্ছাপূর্বক যজমানের ধনের জন্য আগমন করেছেন ॥ ১॥

সোম রথের মতো যজ্ঞাভিমুখে গমন করেন, ভারবাহী যেমন বাহুতে ভার ধারণ করে, সেই রকম ঋত্বিক্‌গণ তাঁকে ধারণ করেন ॥ ২॥

স্তুতির দ্বারা রাজা যেমন তুষ্ট হন এবং সপ্ত হোতার দ্বারা যজ্ঞ যেমন সংস্কৃত হয়, সেইরকম গব্যের দ্বারা সোম সংস্কৃত হয় ॥ ৩॥

অভিষুত সোম মহতী স্তুতির দ্বারা অভিষুত হয়ে মত্ত করবার জন্য ধারারূপে গমন করেন ॥ ৪॥

ইন্দ্রের আপানভূত, উষার ভাগ্য উৎপাদনকারী সূর সোম শব্দ করছেন ॥ ৫॥

স্তুতিকারী, পুরাতন, অভীষ্টবর্ষী সোমের আহরণকারী মানবগণ যজ্ঞের দ্বার উদ্ঘাটন করছেন ॥ ৬॥

সমীচীন সপ্তবন্ধুর মতো একমাত্র সোমের স্থান পূরণকারী সপ্তহোতা যজ্ঞে উপবেশন করেন ॥ ৭॥

আমি যজ্ঞের নাভিভূত সোমকে আমাদের নাভিদেশে গ্রহণ করি, চক্ষু সূর্যে সঙ্গত হয়। আমি কবি সোমের অংশ আপূরিত করবো ॥ ৮॥

গমনশীল, দীপ্ত ইন্দ্র আপনার প্রিয় পদার্থ হৃদয়ে নিহিত সোমকেও চক্ষে দেখতে পান ॥ ৯॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪৭১ ও ৪৮০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্‌গুলি গৃহীত হয়েছে। ২-৭ পৃষ্ঠাতেও ৪ ঋক্‌টি আছে। যথা,—১ ঋক্—"দান-রূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, রথের ন্যায় (রথ যেমন আরোহীকে গন্তব্য প্রাপ্ত করায়, তেমন) সুষ্ঠু সংবাহক হয়ে, অপিচ, (অশ্ব যেমন আরোহীকে সত্বর গন্তব্য-স্থানে নিয়ে যায়, তেমনভাবে) অশ্বের ন্যায় ক্ষিপ্রগামী হয়ে, পরমার্থকাঙ্ক্ষীদের শ্রেষ্ঠতম সাধনের নিমিত্ত অর্থাৎ পরমার্থপ্রাপ্তি করবার নিমিত্ত প্রকৃষ্টভাবে গমন করেন।" (নিত্যসত্যজ্ঞাপক মন্ত্রটির ভাব এই যে,—মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে অভীষ্ট প্রাপ্ত হন)।—ইত্যাদি ॥ ৪ ঋক্—"ভগবানের অঙ্গীভূত ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, ভগবানের প্রীতিসাধক কর্মের দ্বারা প্রবর্ধিত হয়ে শরণাগত প্রার্থনাকারীর পরমানন্দ-দানের নিমিত্ত অমৃতের প্রবাহে সেই প্রার্থনাকারীদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরিত হন।" (নিত্যসত্যজ্ঞাপক মন্ত্রটির ভাব এই যে,—আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তিই সৎভাবের অধিকারী হয়ে থাকেন)। অথবা—"মধুর ন্যায় আনন্দদায়ক সত্ত্বভাবসমূহ মহত্ত্ব ইত্যাদি সম্পন্ন স্তুতিরূপ সৎকর্ম ইত্যাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ এবং দিব্যজ্যোতিঃ সম্পন্ন হয়ে পরমানন্দ-দানের নিমিত্ত ভগবানের করুণাধারারূপে ভক্তদের হৃদয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন।" (ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্মের প্রভাবে সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হন)। [মন্ত্রের দুটি অন্বয়ের ভাব একই। সৎ-ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানেরই বিভূতি। তাই সৎস্বরূপ ভগবানকে পেতে হ'লে, জগতে যা কিছু সৎ, সে সবেরই অনুষ্ঠান করতে হয়। সৎ-ভাবে ভাবান্বিত হ'তে হয়, সৎ-চিন্তায় অনুপ্রাণিত হ'তে হয়, সৎ-আলাপ—সৎকর্ম সবেরই অনুষ্ঠান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মন্ত্র তাই কায়মনোবাক্যে সৎসম্পন্ন হবার উপদেশ প্রদান করছেন]।—ইত্যাদি ॥ ৯ ঋক্—"শোভন-বীর্যবস্তু অর্থাৎ আত্মদর্শী সাধক জ্ঞানদৃষ্টির প্রভাবে (আপন) হৃদয়রূপ গুহায় বিরাজমান পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন পরমাত্মার আনন্দময় অধিষ্ঠান দর্শন করেন।" (নিত্যসত্য-জ্ঞাপক মন্ত্রটির ভাব এই

যে,—আয়োৎকর্ষসম্পন্ন সাধক জ্ঞানের প্রভাবে পরমাত্মাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন অথবা জ্ঞানদৃষ্টিতে হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন)। অথবা—জ্যোতিঃর আধার অথবা সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান, জ্ঞান-দৃষ্টির অর্থাৎ শ্রেষ্ঠজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত সাধকের হৃদয়ে নিহিত পরমানন্দদায়ক স্থান—শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য ক'রে দর্শন করেন অর্থাৎ গমন করেন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হৃদয়ে ভগবান্ স্বয়ং অধিষ্ঠিত হন। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)। অথবা—"জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা দীপ্ত আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন (সাধকের) হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ সূর্যের ন্যায় প্রতিভাসিত হন। অপিচ, সেই ভগবান্, সেই জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্নদের মঙ্গলদায়ক ভগবানের প্রীতির হেতুভূত স্থানকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য ক'রে (তাদের হৃদয়ে) উদিত হন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যখ্যাপক)। [কিন্তু ভাষ্যের ভাব স্বতন্ত্র।...সোম যে মাদক-দ্রব্য—এমন ধারণার বশবর্তী হয়েই কেউ কেউ দেবগণকে, যজ্ঞানুষ্ঠাতাকে এবং ঋত্বিক হোতা প্রভৃতিকে মদ্যপ ব'লে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু দেবতা কি, দেববিভূতি কি এবং তাঁদের গ্রহণীয় সোমই বা কি, সেই সম্বন্ধে একটু অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চালন করলে প্রচলিত সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করতো]।—ইত্যাদি॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১১ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে। অভি দেবাঁ ইয়ক্ষতে ॥ ১॥
অভি তে মধুনা পয়োঽথর্বাণো অশিশ্রয়ুঃ। দেবং দেবায় দেবয়ু ॥ ২॥
স নঃ পবস্ব শং গবে শং জনায় শমর্বতে। শং রাজন্নোষধীভ্যঃ ॥ ৩॥
বভ্রবে নু স্বতবসেঽরুণায় দিবিস্পৃশে। সোমায় গাথমর্চত ॥ ৪॥
হস্তচ্যুতেভিরদ্রিভিঃ সুতং সোমং পুনীতন। মধাবা ধাবতা মধু ॥ ৫॥
নমসেদুপ সীদত দধ্নেদভি শ্রীণীতন। ইন্দুমিন্দ্রে দধাতন ॥ ৬॥
অমিত্রহা বিচর্ষণিঃ পবস্ব সোম শংগবে। দেবেভ্যো অনুকামকৃৎ ॥ ৭॥
ইন্দ্রায় সোম পাতবে মদায় পরি ষিচ্যসে। মনশ্চিন্মনসস্পতিঃ ॥ ৮॥
পবমান সুবীর্যং রয়িং সোম রিরীহি নঃ। ইন্দবিন্দ্রেণ নো যুজা ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে নেতাগণ। এই ক্ষরণশীল সোম দেবগণকে যাগ করতে অভিলাষী, এর উদ্দেশে গান করো ॥ ১ ॥

হে সোম। অথর্বা ঋষিগণ তোমার দীপ্তিবিশিষ্ট দেবাভিলাষী রসকে ইন্দ্রদেবের জন্য গোদুগ্ধে সংস্কৃত করেছেন ॥ ২ ॥

হে রাজা। তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও, পুত্র ইত্যাদির জন্য সুখে ক্ষরিত হও,

অশ্বের জন্য সুখে ক্ষরিত হও, ওষধিগণের জন্য সুখে ক্ষরিত হও ॥ ৩ ॥

তোমরা, বভ্রুবর্ণ, স্ববল-ভূত, অরুণবর্ণ, স্বর্গস্পৃক্ সোমের উদ্দেশে শীঘ্র গাথা উচ্চারণ করো ॥ ৪ ॥

হস্তস্থিত অভিষব প্রস্তরের দ্বারা অভিষুত সোম পূত করো, মদকর সোমে গোদুগ্ধ প্রক্ষেপ করো ॥ ৫ ॥

নমস্কারের সাথে তাঁর নিকট গমন করো, দধিমিশ্রিত করো, ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রদান করো ॥ ৬ ॥

হে সোম! তুমি শত্রুবিনাশক, বিচক্ষণ ও দেববর্গের অভিলাষপ্রদ, তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও ॥ ৭ ॥

হে সোম। তুমি মনোজ্ঞ ও মনের ঈশ্বর, ইন্দ্র পান ক'রে মত্ত হবেন ব'লে তুমি পরিষিক্ত হয়ে থাকো ॥ ৮ ॥

হে ক্লেদবিশিষ্ট পবমান সোম। তুমি ইন্দ্রের সাথে আমাদের সুন্দর বীর্যযুক্ত ধন দান করো ॥ ৯ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৩২৬ বা ২৭৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১ ঋক্‌টি এবং ২৭৫ পৃষ্ঠায় ২ ও ৩ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। অপরাপর ঋক্‌গুলি ৫৯৩ পৃষ্ঠায় প্রাপ্তব্য। সেই সূত্রে সেখানে সব ঋকগুলিরই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"সৎকর্মের নেতা হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহ। দেবভাবপ্রাপক, পবিত্রকারক, প্রসিদ্ধ সত্ত্ব-ভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করো।" (ভাব এই যে,—আমি যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই)। [চিত্তবৃত্তির সাহায্যেই মানুষ সৎকর্ম বা অসৎকর্ম সম্পাদন করে। যার চিত্তবৃত্তি যেমনভাবে গঠিত, সে সেই অনুরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। সৎকর্মের পথে চলবার জন্য বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিই প্রধান সহায়। তাই চিত্তবৃত্তিকে সৎকর্মের নেতা বলা হয়েছে। আর সেই জন্যই তাকে উদ্বোধিত করা হয়েছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হ'লেই মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, পবিত্রতা লাভ করে। এই পবিত্রতা মোক্ষলাভের সহায়। তাই মন্ত্রে পবিত্রতার প্রধান কারণস্বরূপ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়]।—ইত্যাদি ॥ ৭ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব। রিপুনাশক, সর্বজ্ঞ, অভীষ্টপ্রাপক আপনি দেবভাব প্রাপ্তির জন্য, পরাজ্ঞানলাভের জন্য পরমধন আমাদের প্রদান করুন।" (প্রার্থনামূলক মন্ত্রটির ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের মোক্ষপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব এবং পরমমঙ্গল প্রদান করুন)। [—সোমের বিশেষণগুলি দেখলেই বোঝা যায়, বেদের সোম অর্থে সাধারণ মদ্য নয়—শুদ্ধসত্ত্ব]।—ইত্যাদি ॥ ৯ ঋক্—"পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব। আপনি আমাদের আত্মশক্তিদায়ক পরমধন প্রদান করুন; হে শুদ্ধসত্ত্ব। আমাদের ভগবানের সাথে সম্মিলিত করুন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমরা যেন ভগবানে আত্মলীন হ'তে পারি)। [মন্ত্রটিতে নির্বাণলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এই নির্বাণ বা মোক্ষপ্রাপ্তিই মানুষের চরম ও পরম লক্ষ্য]।—ইত্যাদি ॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১২ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

সোমা অসৃগ্রমিন্দবঃ সুতা ঋতস্য সাদনে। ইন্দ্রায় মধুমত্তমাঃ ॥ ১॥
অভি বিপ্রা অনূষত গাবো বৎসং ন মাতরঃ। ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ২॥

মদচ্যুৎক্ষেতি সাদনে সিন্ধোরুর্ম্মা বিপশ্চিৎ। সোমো গৌরী অধি শ্রিতঃ ॥ ৩॥
দিবো নাভা বিচক্ষণোঽব্যো বারে মহীয়তে। সোমো যঃ সুক্রতুঃ কবিঃ ॥ ৪॥
যঃ সোমঃ কলশেষ্বাঁ অন্তঃ পবিত্র আহিতঃ। তমিন্দুঃ পরি ষস্বজে ॥ ৫॥
প্র বাচমিন্দুরিষ্যতি সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি। জিন্বন্‌কোশং মধুশ্চুতম্‌ ॥ ৬॥
নিত্যস্তোত্রো বনস্পতির্ধীনামন্তঃ সবর্দুঘঃ। হিম্বানো মানুষা যুগা ॥ ৭॥
অভি প্রিয়া দিবস্পদা সোমো হিম্বানো অর্ষতি। বিপ্রস্য ধারয়া কবিঃ ॥ ৮॥
আ পবমান ধারয় রয়িং সহস্রবর্চসম্‌। অস্মে ইন্দো স্বাভুবং ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — অভিষুত, অত্যন্ত মধুর সোম ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞগৃহে প্রস্তুত হচ্ছে ॥ ১॥

মাতা গাভীগণ যেমন বৎসের অভিমুখে শব্দ করে, সেইরকম মেধাবিগণ সোম পানের জন্য ইন্দ্রের বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন ॥ ২॥

মদস্রাবী সোম নদীতরঙ্গের স্থলে বাস করেন, বিদ্বান সোম মাধ্যমিক বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন ॥ ৩॥

সুকর্মা, কবি, বিচক্ষণ সোম অন্তরীক্ষের নাভিস্বরূপ মেষ-লোমে পূজিত হন ॥ ৪॥

যে সোম কুম্ভে আছেন এবং দশাপবিত্রের মধ্যে নিহিত আছেন, সেই সোমের মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করেন ॥ ৫॥

সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত ক'রে অন্তরীক্ষের উন্নতকর স্থানে বাক্য উচ্চারণ করেন ॥ ৬॥

নিত্যস্তোত্রবিশিষ্ট, ক্ষীর প্রসবকারী সোম মানবগণের জন্য একদিন কর্মের মধ্যে প্রীতভাবে বাস করেন ॥ ৭॥

কবি সোম দ্যুলোক হ'তে প্রেরিত হয়ে মেধাবিগণের ধারারূপে প্রিয় স্থানে গমন করেন ॥ ৮॥

হে পবমান সোম। তুমি আমাদের বহু দীপ্তিবিশিষ্ট, সুন্দর গৃহবিশিষ্ট ধন দান করো ॥ ৯॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫০৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্‌গুলি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির যথাযথ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা, —১ ঋক্‌—"পবিত্র অমৃতময় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদের ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য সত্যজ্ঞানের ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হোক।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি)। [...আমরা 'ইন্দ্রায়' পদের অর্থ করেছি 'ভগবৎপ্রাপ্তিয়ে'। ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন, তা না হ'লে অমৃতত্বলাভ আদৌ সম্ভব হ'তে পারে না—এটাই মূল ভাব]। —ইত্যাদি॥ ৯ ঋক্‌—"পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব। আপনি আমাদের পরম-জ্যোতির্ময় পরমাশ্রয়দায়ক পরমধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরমধন লাভ করি। [সাধক জানেন, এই পার্থিব যা কিছু, তা একদিন ছাড়তেই হবে।...তাই সাধক পরমাশ্রয়ের সন্ধানেই আত্মনিয়োগ করেন। মানুষ অতৃপ্ত; তার কারণ—অপূর্ণতা।...এই অপূর্ণতার ধারণাই সাধকের মনে পার্থিব সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়ে দেয়। তাই তিনি স্থায়ী নিত্য বাসস্থানের (পরমাশ্রয়ের) জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆◆

— ১৩ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

সোমঃ পুনানো অর্ষতি সহস্রধারো অত্যবিঃ। বায়োরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১॥
পবমানমবস্যবো বিপ্রমভি প্র গায়ত। সুষ্বাণং দেববীতয়ে ॥ ২॥
পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহস্রপাজসঃ। গৃণানং দেববীতয়ে ॥ ৩॥
উত নো বাজসাতয়ে পবস্ব বৃহতীরিষঃ। দ্যুমদিন্দো সুবীর্যম্ ॥ ৪॥
তে নঃ সহস্রিণং রয়িং পবন্তামা সুবীর্যম্। সুবানা দেবাস ইন্দবঃ ॥ ৫॥
অত্যা হিয়ানা ন হেতৃভিরসৃগ্রং বাজসাতয়ে। বি বারমব্যমাশবঃ ॥ ৬॥
বাশ্রা অর্ষন্তীন্দবোঽভি বৎসং ন ধেনবঃ। দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ ॥ ৭॥
জুষ্ট ইন্দ্রায় মৎসরঃ পবমান কনিক্রদৎ। বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ৮॥
অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ পবমানাঃ স্বর্দৃশঃ। যোনাবৃতস্য সীদত ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — অপরিমিত, ধারাবিশিষ্ট, পাবক সোম দশাপবিত্র অতিক্রম ক'রে বায়ু ও ইন্দ্রের পানের জন্য সংস্কৃত পাত্রে গমন করছে ॥ ১॥

হে রক্ষাভিলাষিগণ! তোমরা পবমান বিপ্র এবং দেবগণের পানের জন্য অভিষুত সোমের উদ্দেশে গমন করো ॥ ২॥

বহু বলপ্রদ, স্তূয়মান সোম যজ্ঞসিদ্ধি ও অন্ন লাভের জন্য ক্ষরিত হচ্ছে ॥ ৩॥

হে সোম! আমাদের অন্ন লাভের জন্য দীপ্তিমতী এবং সুবীর্যসম্পন্না মহতী রসধারা বর্ষণ করো ॥ ৪॥

সেই অভিষুত সোমদেব আমাদের সহস্র ধন ও সুবীর্য দান করুন ॥ ৫॥

সংগ্রামে প্রেরিত অশ্বের মতো প্রেরকগণকর্তৃক প্রেরিত হয়ে শীঘ্রগামী সোম অন্ন লাভের জন্য দশাপবিত্র অতিক্রম ক'রে চলে যাচ্ছেন ॥ ৬॥

ধেনুবৃন্দ যেমন শব্দ ক'রে গাভীর অভিমুখে গমন করে, সোম সেইরকম শব্দ ক'রে পাত্রের অভিমুখে গমন করেন। ঋত্বিক্‌গণ হস্তে তা গ্রহণ করেন ॥ ৭॥

সোম ইন্দ্রের প্রিয় ও মদকর। হে পবমান সোম! তুমি শব্দ ক'রে সমস্ত শত্রু বিনাশ করো ॥ ৮॥

হে পবমান, শত্রুহিংসক, সর্বদর্শী সোমগণ! তোমরা যজ্ঞস্থানে উপবেশন করো ॥ ৯॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫০৩ ও ৫০৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্‌গুলি গৃহীত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"পবিত্রকারক প্রকৃত শক্তিসম্পন্ন পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তিদায়ক দেবতার এবং বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতার সংস্কৃত-স্থান অর্থাৎ তাঁদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন।" (মন্ত্রটির ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত করান)। [মূল মর্ম এই যে,—যাঁরা

হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় করেছেন, তাঁরা সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে ভগবানের সামীপ্য লাভ করেন। কারণ পবিত্র বস্তু পবিত্রতার প্রতীকের দিকেই গমন করে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানের দিকেই মানুষকে পরিচালিত করে। বায়ু—ভগবানের আশুমুক্তিদায়ক বিভূতিধারী দেবতা। ইন্দ্র—বলৈশ্বর্যাধিপতিরূপ ঈশ্বরীয় বিভূতিধারী দেবতা। সোম—শুদ্ধসত্ত্ব]।—ইত্যাদি॥ ৬ ঋক্—"আশুমুক্তিদায়ক দেবতার মধ্যে, সাধকগণ কর্তৃক উৎপাদিত শুদ্ধসত্ত্ব, সাধকদের আত্মশক্তি লাভের জন্য নিত্যজ্ঞানপ্রবাহ সৃজন করেন।" (ভাব এই যে,—সাধকেরা শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করেন)।—ইত্যাদি॥ ৯ ঋক্—"সৎ-বৃত্তির রোধক রিপুদের বিনাশকারী পবিত্রতারক হে পরাজ্ঞানসমূহ! আপনারা সত্যের (অথবা সৎকর্মের) উৎপত্তিস্থান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন রিপুনাশক পরাজ্ঞান লাভ করি)।—[...মন্ত্রের মধ্যে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ নেই।...প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে ভারতের একটি চিত্র অঙ্কিত করবার চেষ্টা দেখা যায়।...'ঋত' শব্দে সত্য ও সৎকর্ম বোঝায়]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক বিশ্লেষণগুলি দেখতে পাবেন।

◆ ◆

— ১৪ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

পরি প্রাসিষ্যদৎ কবিঃ সিন্ধোরূর্মাবধি শ্রিতঃ। কারুং বিভ্রৎ পুরুস্পৃহম্ ॥ ১॥
গিরা যদী সবন্ধবঃ পঞ্চ ব্রাতা অপস্যবঃ। পরিষ্কৃণ্বন্তি ধর্ণসিম্ ॥ ২॥
আদস্য শুষ্মিণো রসে বিশ্বে দেবা অমৎসত। যদী গোভির্বসায়তে ॥ ৩॥
নিরিণানো বি ধাবতি জহচ্ছর্যাণি তান্বা। অত্রা সং জিঘ্নতে যুজা ॥ ৪॥
নপ্তীভির্যো বিবস্বতঃ শুভ্রো ন মামৃজে যুবা। গাঃ কৃণ্বানো ন নির্ণিজম্ ॥ ৫॥
অতি শ্রিতী তিরশ্চতা গব্যা জিগাত্যণ্ব্যা। বগ্নুমিয়র্তি যং বিদে ॥ ৬॥
অভি ক্ষিপঃ সমগ্মত মর্জয়ন্তীরিষস্পতিঃ। পৃষ্ঠা গৃভ্ণত বাজিনঃ ॥ ৭॥
পরি দিব্যানি মর্মৃশদ্বিশ্বানি সোম পার্থিবা। বসূনি যাহ্যস্ময়ুঃ ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — নদীতরঙ্গে, অধিনিশ্রিত কবি সোম অনেকের স্পৃহণীয় শব্দ উচ্চারণ ক'রে ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১॥

বন্ধুভূত পঞ্চ জনপদের মানব কর্মের অভিলাষে যখন ধারক সোমকে স্তুতির দ্বারা অলঙ্কৃত করে ॥ ২॥

তখন, সোম গোদুগ্ধে মিশ্রিত হ'লে সমস্ত দেবগণ বলবান্ সোমরসে প্রমত্ত হয় ॥ ৩॥

সোম দশাপবিত্র পরিত্যাগ ক'রে অধোদেশে ধাবিত হন, এই যজ্ঞে সখা ইন্দ্রের সাথে সঙ্গত হন ॥ ৪॥

যুবা অশ্বিকে যেমন মার্জিত করে, সেইরকম সোম গব্যের সাথে আপন শরীর মিশ্রিত ক'রে পরিচর্যাকারীর পৌত্রস্থানীয় অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা মার্জিত হচ্ছেন ॥ ৫॥

অঙ্গুলির দ্বারা মার্জিত সোম গব্যের সাথে মিশ্রিত হবার জন্য তার অভিমুখে গমন করছেন এবং শব্দ করছেন। আমি তা'কে লাভ করবো ॥ ৬॥

অঙ্গুলিসকল মার্জনা ক'রে অন্নপতি সোমের সাথে মিলিত হচ্ছে এবং বলবান্ সোমের পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রলো ॥ ৭॥

হে সোম! তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত ধন গ্রহণ ক'রে আমাদের কামনাপূর্বক গমন করো ॥ ৮॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২০৭ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। তার আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম—"সত্ত্বসমুদ্রের প্রবাহে আশ্রয়প্রাপ্ত অর্থাৎ সত্ত্বগুণান্বিত প্রাজ্ঞজন সর্বলোক-প্রার্থনীয় জ্ঞান ধারণ ক'রে তা জগতে প্রদান করেন।" (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবান্বিত জ্ঞানিজন জগতে পরাজ্ঞান প্রদান করেন)। অথবা—"উর্মিসমূহ যেমন সিন্ধুকে আশ্রয় ক'রে অবস্থিতি করে অথবা সিন্ধু যেমন আপন আশ্রিত উর্মিসমূহকে স্যন্দিত করে; তেমনই ক্রান্তপ্রাজ্ঞ সাধকগণ সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় পরাজ্ঞান আশ্রয় ক'রে কৃতার্থ হন।" (মন্ত্রটির ভাবার্থ—আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধক সাধনার প্রভাবে পরাজ্ঞান বা মুক্তিলাভ করেন)। [সত্ত্বগুণান্বিত জন বিশ্বকে ভালবাসেন ব'লে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য নিজের শক্তিকে নিয়োজিত করেন। প্রতিটি মানুষের মঙ্গল হোক, সকলে সেই দুর্লভ পরাজ্ঞান লাভ করুক—এই বিশ্বজনীন ভাব হৃদয়ে পূর্ণ বিকাশিত হ'লে 'ত্বং' ও 'অহং'-এর পার্থক্য ঘুচে যায়।—মন্ত্রের উপমাবাক্য—'সিন্ধোরূর্মাবধিশ্রিত'। এর তাৎপর্য—উর্মিসমূহ সিন্ধুকে আশ্রয় ক'রে অবস্থিতি করে, সিন্ধুতেই তার উৎপত্তি, তাতেই তার লয়। উভয়ের যেমন আধার ও আধেয় সম্বন্ধ, সাধকের ও পরাজ্ঞানের সম্বন্ধেও তা-ই বুঝতে হবে। আত্মোৎকর্ষের ফলে, হৃদয়ে আপনা-আপনি জ্ঞানের সঞ্চার হ'লে, সিন্ধুতে উর্মিমালার মতো হৃদয়েও জ্ঞানের তরঙ্গ খেলতে থাকে। আর সেই তরঙ্গে ভেসে সাধক জ্ঞানাধারের বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন।—এখানে উল্লেখ্য—'কারুং' পদের 'গৌঃ' অর্থ নিরুক্তসম্মত। 'গো' অর্থে 'জ্ঞান'। সুতরাং 'কারুং' পদে 'জ্ঞানং' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'সিন্ধোঃ' পদে 'সত্ত্বসমুদ্রস্য' অর্থ নেওয়া হয়েছে। এগুলি সবই সঙ্গত]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১৫ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

এষ ধিয়া যাত্যণ্ব্যা শূরো রথেভিরাশুভিঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১॥
এষ পুরূ ধিয়ায়তে বৃহতে দেবতাতয়ে। যত্রামৃতাস আসতে ॥ ২॥
এষ হিতো বি নীয়তেঽন্তঃ শুভ্রাবতা পথা। যদী তুঞ্জন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥ ৩॥
এষ শৃঙ্গাণি দোধুবচ্ছিশীতে যূথ্যো বৃষা। নৃম্ণা দধান ওজসা ॥ ৪॥
এষ রুক্মিভিরীয়তে বাজী শুভ্রেভিরংশুভিঃ। পতিঃ সিন্ধূনাং ভবন্ ॥ ৫॥
এষ বসূনি পিব্দনা পরুষা যযিবাঁ অতি। অব শাদেষু গচ্ছতি ॥ ৬॥
এতং মৃজন্তি মর্জ্যমুপ দ্রোণেম্বায়বঃ। প্রচক্রাণং মহীরিষঃ ॥ ৭॥
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ। স্বায়ুধং মদিন্তমম্ ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — এই বিক্রান্ত সোম অঙ্গুলির দ্বারা অভিষুত হয়ে কর্মবলে শীঘ্রগামী রথের সাহায্যে ইন্দ্রের নির্মিত স্বর্গস্থানে গমন করছেন ॥ ১ ॥

যে বৃহৎ যজ্ঞে দেবগণ বাস করেন, সেই যজ্ঞে সোম বহুল কর্ম ইচ্ছা করেন ॥ ২ ॥

এই সোম হবির্ধানে আহিত হয়ে, নীত হয়ে আহ্বনীয় দেশে যখন মধ্যবর্তী শোভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হন, তখন অধ্বর্যুগণও নীত হয় ॥ ৩ ॥

এই সোম শৃঙ্গ কম্পিত করেন। এঁর শৃঙ্গ যূথপতি বৃষভের মতো তীক্ষ্ণ, ইনি বলপ্রযুক্ত আমাদের জন্য ধন ধারণ করেন ॥ ৪ ॥

এই বেগবান্ শুভ্র লতাবিশিষ্ট সোম স্যন্দমান রসের পতি হয়ে গমন করেন ॥ ৫ ॥

এই সোমে আচ্ছাদক ও পীড়িত রাক্ষসবর্গকে পর্বতের দ্বারা অতিক্রম ক'রে তাদের অবগত হচ্ছেন ॥ ৬ ॥

মানবগণ এই মার্জনীয় সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করছে, ইনি প্রভূত রস প্রদান করছেন ॥ ৭ ॥

দশটি অঙ্গুলি ও সাত জন ঋত্বিক উত্তম অস্ত্র বিশিষ্ট ও মাদক সোমকে মার্জিত করছেন ॥ ৮ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৩০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্‌গুলি কিছু কিছু পদের পরিবর্তন সাপেক্ষে গৃহীত হয়েছে। তাতে আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তেমন কিছু পরিবর্তনও ঘটেনি। যথা,—১ ঋক্—"প্রভূতশক্তিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সূক্ষ্মবুদ্ধি অর্থাৎ অনুগ্রহবুদ্ধির দ্বারা সাধককে প্রাপ্ত হন; এবং আশুমুক্তিদায়ক সৎকর্মের দ্বারা ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন।" (ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন, তার পর সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হন)। [মন্ত্রের প্রথম ভাগে সাধকের সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির বিষয় এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কথিত হয়েছে। দুটি অংশেই মন্ত্রের ভাষা এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে, তাতে মনে হয়—সত্ত্বভাবই বুঝি সৎকর্ম-সাধন করে, অথবা ভগবানের সমীপে গমন করে। কিন্তু মন্ত্রের প্রকৃত ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সাধক সৎকর্ম সাধনের দ্বারা ভগবানের সামীপ্য লাভ করেন]—ইত্যাদি ॥ ৮ ঋক্—"সৎকর্মসাধনশক্তি, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য রক্ষাস্ত্রধারী পরমানন্দদায়ক প্রসিদ্ধ সেই পাপহারক শুদ্ধসত্ত্বকে নিশ্চিতরূপে হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন।" (ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধনের দ্বারা মোক্ষদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লব্ধ হয়)। [...দুই হাতকে সৎকর্মসাধনশক্তির প্রতীক ব'লে গ্রহণ করা যায়। তাই 'দশক্ষিপঃ' পদ দু'টিতে 'সৎকর্মসাধনশক্তিঃ' অর্থই সঙ্গত। এই সৎকর্মসাধনশক্তি মানুষকে সৎকর্মের প্রেরণা দেয়। সেই সৎকর্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ হ'লে সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়। তা-ই তাঁকে মোক্ষমার্গে নিয়ে যায়]।—ইত্যাদি।—পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১৬ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র তে সোতার ওণ্যো রসং মদায় ঘৃষ্বয়ে। সর্গো ন তক্ত্যেতশঃ ॥ ১ ॥
ক্রত্বা দক্ষস্য রথ্যমপো বসানমন্ধসা। গোষামণ্বেষু সশ্চিম ॥ ২ ॥

অনপ্তুমপ্সু দুষ্টরং সোমং পবিত্র আ সৃজ। পুনীহীন্দ্রায় পাতবে ॥ ৩॥
প্র পুনানস্য চেতসা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি। ক্রত্বা সধস্থমাসদৎ ॥ ৪॥
প্র ত্বা নমোভিরিন্দব ইন্দ্র সোমা অসৃক্ষত। মহে ভরায় কারিণঃ ॥ ৫॥
পুনানো রূপে অব্যয়ে বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। শূরো ন গোষু তিষ্ঠতি ॥ ৬॥
দিব ন সানু পিপ্যুষী ধারা সুতস্য বেধসঃ। বৃথা পবিত্রে অর্ষতি ॥ ৭॥
ত্বং সোম বিপশ্চিতং তনা পুনান আয়ুষু। অব্যো বারং বি ধাবসি ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! অভিশাপকারিগণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে শত্রুপরাভবকর মত্ততার জন্য উৎপাদিত হয়ে অশ্বের মতো গমন করছে ॥ ১॥

আমরা বলের নেতা জলের আচ্ছাদক, অন্নের সাথে বর্তমান সোমকে কর্মের দ্বারা অঙ্গুলিসমূহে মিলিত করছি ॥ ২॥

শত্রুগণকর্তৃক অপ্রাপ্ত, অন্তরীক্ষে বর্তমান, অন্যের অনভিভবনীয় সোমকে দশাপবিত্রে নিক্ষেপ করো, ইন্দ্রের পানের জন্য শোধিত করো ॥ ৩॥

স্তুতির দ্বারা পূত পদার্থসমূহের মধ্যে সোম দশাপবিত্রে গমন করছেন ও পরে কর্মবলে দ্রোণকলসে উপবেশন করছেন ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! নমস্কারযুক্ত স্তোত্রের সাথে সোম সকল বলকর হয়ে মহাসংগ্রামের জন্য তোমার নিকট গমন করছেন ॥ ৫॥

যে লোমযুক্ত বস্ত্রে শোধিত, সমস্ত শোভাযুক্ত গোসমূহ লাভের জন্য সোম বীরের মতো বর্তমান রয়েছেন ॥ ৬॥

অন্তরীক্ষ হ'তে উর্ধ্বে অবস্থিত জল যেমন নিম্নে পতিত হয়, সেইরকম বলকারক অভিযুত সোমের স্ফীতধারা পবিত্রে পতিত হচ্ছে ॥ ৭॥

হে সোম! তুমি পতিত তোমাকে মানবগণের মধ্যে রক্ষা করো, তুমি বস্ত্রের দ্বারা শোধিত হয়ে মেষলোমের প্রতি ধাবিত হও ॥ ৮॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র আছে।

◆ ◆

— ১৭ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র নিম্নেনেব সিন্ধবো ঘ্নন্তো বৃত্রাণি ভূর্ণয়ঃ। সোমা অসৃগ্রমাশবঃ ॥ ১॥
অভি সুবানাস ইন্দবো বৃষ্টয়ঃ পৃথিবীমিব। ইন্দ্রং সোমাসো অক্ষরন্ ॥ ২॥
অত্যূর্মির্মৎসরো মদঃ সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি। বিঘ্নন্রক্ষাংসি দেবয়ুঃ ॥ ৩॥

আ কলশেষু ধাবতি পবিত্রে পরি ষিচ্যতে। উক্থৈর্যজ্ঞেষু বর্ধতে ॥ ৪॥
অতি ত্রী সোম রোচনা রোহন্ন ভ্রাজসে দিবম্। ইষ্ণংৎসূর্যং ন চোদয়ঃ ॥ ৫॥
অভি বিপ্রা অনূষত মূর্ধন্যজ্ঞস্য কারবঃ। দধানাশ্চক্ষসি প্রিয়ম্ ॥ ৬॥
তমু ত্বা বাজিনং নরো ধীভির্বিপ্রা অবস্যবঃ। মৃজন্তি দেবতাতয়ে ॥ ৭॥
মধোর্ধারামনু ক্ষর তীব্রঃ সধস্থমাসদঃ। চারুর্ঋতায় পীতয়ে ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — নদীগণ যেমন নিম্নপ্রদেশে গমন করে, সেইরকম শত্রুবিনাশক, শীঘ্রগামী ব্যাপ্ত সোম দ্রোণকলসের অভিমুখে গমন করছেন ॥ ১ ॥
অভিযুত সোম, বৃষ্টি যেমন পৃথিবীতে পতিত হয়, সেইরকম ইন্দ্রের প্রীতির জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ২ ॥
অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ, মদকর, মদাত্মক সোম, রাক্ষস সকলকে বিনাশ ক'রে দেবাভিলাষী হয়ে পবিত্রে গমন করছেন ॥ ৩ ॥
সোম কলসে যাচ্ছেন, পবিত্রে সিক্ত হচ্ছেন এবং উক্থমন্ত্রের দ্বারা বর্ধিত হচ্ছেন ॥ ৪ ॥
হে সোম! তুমি লোকত্রয় অতিক্রম ক'রে উঠে স্বর্গকে প্রকাশিত করছো এবং গমনশীল হয়ে সূর্যকে প্রেরিত করছো ॥ ৫ ॥
মেধাবিগণ পরিচর্যাকারী ও সোমের প্রিয়কারী হয়ে যজ্ঞের মস্তকে সোমের স্তব করছেন ॥ ৬॥
হে সোম! নেতা মেধাবিগণ অন্নাভিলাষী হয়ে কর্মের দ্বারা যজ্ঞের জন্য সেই তোমাকেই শোধিত করছেন ॥ ৭ ॥
হে সোম! তুমি মধুর ধারাভিমুখে প্রবাহিত হও, তীব্র হয়ে অভিষব স্থানে উপবেশন করো এবং মনোহর হয়ে যজ্ঞে পানের জন্য উপবেশন করো ॥ ৮ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র আছে।

◆ ◆

— ১৮ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

পরি সুবানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষাঃ। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ১॥
ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবির্মধু প্র জাতমন্ধসঃ। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ২॥
তব বিশ্বে সজোষসো দেবাসঃ পীতিমাশত। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৩॥
আ যো বিশ্বানি বার্যা বসূনি হস্তয়োর্দধে। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৪॥
য ইমে রোদসী মহী সং মাতরেব দোহতে। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৫॥

পরি যো রোদসী উভে সদ্যো বাজেভিরর্ষতি। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৬॥
স শুষ্মী কলশেষ্বা পুনানো অচিক্রদৎ। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — এই সোম সবনকালে প্রস্তরে অবস্থিত। তিনি পবিত্রে ক্ষরিত হন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ১ ॥

হে সোম! তুমি মেধাবী, তুমি কবি, তুমি অন্ন হ'তে সঞ্জাত মধুর রস প্রদান করো। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ২ ॥

সমস্ত দেববৃন্দ সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে তোমাকে পান করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ৩ ॥

তিনি সমস্ত বরণীয় ধন হস্তের দ্বারা ধারণ করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ৪ ॥

তিনি মাতৃদ্বয়ের মতো মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে দোহন করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ৫ ॥

তিনি অন্নের দ্বারা তৎক্ষণাৎ উভয় পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ৬ ॥

তিনি বলবান্, তিনি শোধিত হবার সময় কলসের মধ্যে শব্দ করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ॥ ৭ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪৭১ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ যথাক্রমে গৃহীত। ১ ঋক্‌টি ২০৩ পৃষ্ঠাতেও আছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের পবিত্রতা-সাধক শুদ্ধসত্ত্ব আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন হৃদয়ে আপনা-আপনি সঞ্চারিত হয়। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের পরমানন্দ দানের জন্য তুমি সর্বাভিষ্টের পূরক হও।" (নিত্যসত্য-প্রকাশক এই মন্ত্রটি প্রার্থনামূলকও। ভাবার্থ— আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আপনা-আপনিই সঞ্জাত হয়। অতিষ্ঠন আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে প্রার্থনা করছি। শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের সকল অভীষ্ট পূরণ করুন)। [নির্মল স্ফটিকেই সূর্যকিরণ যেমন প্রতিবিম্বিত হয়, পবিত্র সাধুর হৃদয়েও সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হ'লে মানুষের প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকে না; মানুষ ক্রমশঃ আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে থাকে। এই জন্যই সত্ত্বভাবকে সকল অভীষ্টের পূরক বলা হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি প্রজ্ঞান-স্বরূপ জ্ঞানদাতা এবং কর্মকুশল হন। অতএব আপনি আমাদের সৎভাব-সঞ্জাত পরমানন্দ প্রদান করুন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদের পরমানন্দদানে সর্বাভিষ্টপূরক হোন।" (মন্ত্রে সৎভাবের প্রভাবে পরমানন্দ লাভের কামনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত এবং পরমানন্দ প্রদান করুন)।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশ্বের সকল দেবতাব সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে আপনাকে গ্রহণ ও পালন করুন। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদের পরমানন্দদানে সর্বাভীষ্টপূরক হোন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। দেবভাবসমূহ আমাদের রক্ষা করুন এবং আমাদের অভীষ্ট পূরণ করুন—প্রার্থনায় এই ভাব পরিব্যক্ত)।—ইত্যাদি॥— আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১৯ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

যৎসোম চিত্রমুক্‌থ্যং দিব্যং পার্থিবং বসু। তন্নঃ পুনান আ ভর ॥ ১॥
যুবং হি স্থঃ স্বর্পতী ইন্দ্রশ্চ সোম গোপতী। ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ ॥ ২॥
বৃষা পুনান আয়ুষু স্তনয়ন্নধি বর্হিষি। হরিঃ সন্যোনিমাসদৎ ॥ ৩॥
অবাবশন্ত ধীতয়ো বৃষভস্যাধি রেতসি। সূনোর্বৎসস্য মাতরঃ ॥ ৪॥
কুবিদ্বৃষণ্যন্তীভ্যঃ পুনানো গর্ভমাদধৎ। যাঃ শুক্রং দুহতে পয়ঃ ॥ ৫॥
উপ শিক্ষাপতস্থুষো ভিয়সমা ধেহি শত্রুষু। পবমান বিদা রয়িম্ ॥ ৬॥
নি শত্রোঃ সোম বৃষ্ণ্যং নি শুষ্মং নি বয়স্তির। দূরে বা সতো অন্তি বা ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — যে কিছু স্তুতিযোগ্য, পার্থিব ও স্বর্গীয় বিচিত্র ধন আছে, তুমি শোধিত হবার পর আমাদের জন্য তা আনয়ন করো ॥ ১॥

হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র সকলের স্বামী, গোসমূহের পালক ও ঈশ্বর হয়েছো। তোমরা আমাদের কর্ম বর্ধিত করো ॥ ২॥

অভিলাষপ্রদ সোম শোধিত হয়ে মানবগণের মধ্যে শব্দ ক'রে কুশের উপরে হরিদ্বর্ণ আপনার স্থানে উপবেশন করছেন ॥ ৩॥

পুত্রস্থানীয় সোমের মাতৃস্থানীয় বসতীবরী প্রভৃতি সোমকর্তৃক পীত হয়ে অভিলাষপ্রদ সোমের সারবত্তার কামনা করছে ॥ ৪॥

মিশ্রিত হবার সময় সোম অভিলাষিণী বসতীবরী প্রভৃতিগণের গর্ভ উৎপাদন করেন, এই জল সকল হ'তে দীপ্ত দুগ্ধ দোহন করেন ॥ ৫॥

হে পবমান সোম! যারা দূরে অবস্থিত রয়েছে, তাদের সমীপবর্তী করো, শত্রুগণের ভয় উৎপাদন করো, তাদের ধন অবগত হও ॥ ৬॥

হে সোম! তুমি দূরেই থাকো, বা নিকটেই থাকো, শত্রুর বর্ষণকর বল বিনাশ করো, তাদের অন্ন বিনাশ করো, তাদের শোষক তেজ বিনাশ করো ॥ ৭॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪৩২ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি এবং ৩২৬ পৃষ্ঠায় ৬ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এই ঋকগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে আমার হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পবিত্র বিশুদ্ধ অর্থাৎ সম্যক্ প্রদীপ্ত হয়ে সকলের কামনার সামগ্রী সৎকর্মের দ্বারা সঞ্জাত দ্যুলোক-ভূলোক সম্বন্ধি অর্থাৎ পরলোক-ইহলোক-সম্বন্ধি সেই আকাঙ্ক্ষীয় শ্রেষ্ঠধন আমাদের প্রদান করো।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমাদের কর্মের দ্বারা আমরা যেন পরমধন লাভ করতে প্রবৃদ্ধ হই)। [মন্ত্রটি পরমধন-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছে। এখানে দু'রকম ধনলাভের প্রার্থনা রয়েছে—পার্থিব ও স্বর্গীয়—ইহলৌকিক ও

পারলৌকিক। সাধারণ প্রার্থনাকারী যিনি, ঐহিক সুখসাধনই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁর কাছে ঐহিক সুখসাধক বিত্ত-সম্পত্তি অতি তুচ্ছ। ঐহিক সুখসাধনের মধ্য দিয়ে পারত্রিক কল্যাণ-কামনাতেই তিনি উদ্বুদ্ধ থাকেন। তাঁর ঐহিক ধন বা 'পার্থিবং বসু' অন্যরকম। সে ধন—সৎকর্মের সাধনে দিব্যদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা। সৎকর্মের সাধনে সদ্ভাবের উন্মেষণ—বিশ্বপ্রীতি লোকহিতসাধনই তাঁর পক্ষে পার্থিব ধন। পার্থিব যে ধনের সাহায্যে স্বর্গীয় পরমধন (মোক্ষ) অধিগত হয়, আত্মদর্শী সাধুজন সেই ধনলাভের প্রয়াস পেয়ে থাকেন। এটাই প্রকৃষ্ট পন্থা। বৃক্ষে আরোহণ করতে হ'লে যেমন মূলদেশকেই প্রথম আশ্রয় করতে হয়, সাধন-ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা। ঐহিক সাধন—মূল। এই সাধনায় সিদ্ধ হ'তে পারলে পরে পারত্রিক সাধনা সুফলপ্রদ হয়। তাই শাস্ত্রে কথিত চারটি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপিত। সংসারের নানা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও যিনি মনের চাঞ্চল্য রহিত হয়ে চিরলক্ষ্যে ভগবৎ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হন, 'দিব্যং বসু'—স্বর্গীয় ধন—মোক্ষ তাঁরই অধিগত হয়]।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"হে আমার হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি এবং আমার কর্মশক্তি—তোমরা উভয়ে সকলের অধিস্বামী অর্থাৎ সৎকর্মে নিয়োজক। অথবা, হে শুদ্ধসত্ত্বরূপী দেবতা! তুমি এবং সর্বশক্তিস্বরূপ পরমৈশ্বর্যশালী দেবতা তোমরা উভয়ে সকলের অধিস্বামী। অপিচ, তোমরা জ্ঞানের পালক অর্থাৎ তোমরা আমাদের কর্মসমূহকে বা সৎ-বুদ্ধিসমূহকে পালন বা প্রবর্ধিত করো।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। ভগবানের বিভূতিসমূহ সর্বার্থসাধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই বিভূতিসমূহ আমাদের সৎপথে প্রবর্তিত ক'রে আমাদের কর্মশক্তি এবং শুদ্ধসত্ত্ব প্রবর্ধিত করুক)। [এখানে 'সোম' এবং 'ইন্দ্র' এই দুই পদের যে অর্থ নিষ্কাশিত হয়েছে, তাতে দু'রকম ভাব মনে আসে। এক অর্থে 'ইন্দ্র' পদে কর্মশক্তিকে বোঝাতে পারে, অপর অর্থে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সকল শক্তির আধারভূত ভগবৎ-বিভূতিকে বুঝিয়ে থাকে। 'সোম' পদও এক অর্থে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব, আর এক অর্থে ভগবানের বিভূতি। দু'টি অর্থেই সমীচীন ভাব দ্যোতিত হয়]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট দু'টি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ২০ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র কবির্দেববীতয়েঽব্যো বারেভিরর্ষতি। সাহ্বান্বিশ্বা অভি স্পৃধঃ ॥ ১॥
স হি ষ্মা জরিতৃভ্য আ বাজং গোমন্তমিন্বতি। পবমানঃ সহস্রিণম্ ॥ ২॥
পরি বিশ্বানি চেতসা মৃশসে পবসে মতী। স নঃ সোম শ্রবো বিদঃ ॥ ৩॥
অভ্যর্ষ বৃহদ্যশো মঘোবদ্ভ্যো ধ্রুবং রয়িম্। ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৪॥
ত্বং রাজেব সুব্রতো গিরঃ সোমা বিবেশিথ। পুনানো বহ্নে অদ্ভুত ॥ ৫॥
স বহ্নিরপ্সু দুষ্টরো মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ। সোমশ্চমূষু সীদতি ॥ ৬॥
ক্রীলুর্মখো ন মংহযুঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — কবি সোম দেববৃন্দের পানের জন্য মেষলোমের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করছেন,

শত্রুবর্গের অভিভবকর সোম সমস্ত স্পর্ধাকারীকে বিনাশ করুন ॥ ১ ॥

সেই পবমান সোম স্তোতাবর্গকে গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান করেন ॥ ২ ॥

হে সোম! তুমি আপন মনে সমস্ত ধন প্রদান করো; হে সোম! সেই তুমি আমাদের অন্ন প্রদান করো ॥ ৩ ॥

হে সোম! তুমি মহাকীর্তি প্রেরণ করো, তুমি হব্যদায়িগণকে ধ্রুব ধন প্রদান করো, তুমি স্তোতাবর্গকে অন্ন স্তোতাগণকে অন্ন প্রদান করো ॥ ৪ ॥

হে সোম! তুমি সুকর্মা, তুমি শোধিত হয়ে রাজার মতো আমাদের স্তুতি স্বীকার করো। তুমি অদ্ভুত ও তুমি বাহক ॥ ৫ ॥

সেই সোম বাহক, অন্তরীক্ষে বর্তমান দুস্তর হস্তের দ্বারা মার্জিত হয়ে পাত্রে অবস্থান করছেন ॥ ৬ ॥

হে সোম! তুমি ক্রীড়নশীল ও দানেচ্ছুক, তুমি স্তুতিকারীকে সুবীর্য দান ক'রে দানের মতো পবিত্রে গমন করছো ॥ ৭ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪২৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ছটি ও ৪২৪ পৃষ্ঠায় শেষ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির সবই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"দেবতার প্রাপ্তির জন্য সর্বত্র ভগবান্ নিত্য-সত্যের প্রবাহের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সাধকগণ কর্তৃক প্রাপ্ত হন; রিপুনাশক ভগবান্ আমাদের সকল শত্রুকে অভিভব করুন।" (মন্ত্রটির প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের রিপুদের বিনাশ করুন)। [সাধকেরা পরাজ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের চরণ লাভ করতে পারেন। সত্যং জ্ঞানং তিনি, সত্য ও জ্ঞানের দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন লাভ করতে হ'লে হৃদয়ে জ্ঞানের পূর্ণ উন্মেষ করা চাই, নতুবা তাঁর দর্শনলাভ সম্ভবপর নয়। তাই বলা হয়েছে—নিত্যজ্ঞান-প্রবাহের দ্বারা তিনি লভ্য। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে যা প্রার্থনা করা হয়েছে, তা তো মানুষের চিরন্তন প্রার্থনা, রিপুনাশের প্রার্থনা]।—ইত্যাদি ॥ ৭ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! লীলাপরায়ণ সৎকর্মতুল্য পরমধনদাতা আপনি পবিত্রহৃদয়কে প্রাপ্ত হন; আপনি প্রার্থনাপরায়ণ আমাকে আত্মশক্তি প্রদান করুন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনামূলকও বটে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমি যেন আত্মশক্তি লাভ করি)। 'ক্রীলুঃ' পদ ক্রীড়নার্থক। ভগবান্ লীলাক্রমে এই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কার্য সম্পাদন করছেন। 'মখঃ ন মংহয়ুঃ' উপমাটিও প্রণিধানযোগ্য।...বর্তমান মন্ত্রে সৎকর্মের সাথে সত্ত্বভাবের তুলনা করা হয়েছে। সৎকর্মসাধনের দ্বারা মানুষ যেমন পরমধন লাভের অধিকারী হ'তে পারে, শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেও মানুষ তেমনই পরমধন লাভ করতে পারে। উপমার এটাই বক্তব্য]।—ইত্যাদি।—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্টগুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ২১ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

এতে ধাবন্তীন্দবঃ সোমা ইন্দ্রায় ঘৃষ্বয়ঃ। মৎসরাসঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১ ॥
প্রবৃণ্বন্তো অভিযুজঃ সুষ্বয়ে বরিবোবিদঃ। স্বয়ং স্তোত্রে বয়স্কৃতঃ ॥ ২ ॥
বৃথা ক্রীড়ন্ত ইন্দবঃ সধস্থমভ্যেকমিৎ। সিন্ধোরূর্মা ব্যক্ষরন্ ॥ ৩ ॥

এতে বিশ্বানি বার্যা পবমানাস আশত। হিতা ন সপ্তয়ো রথে ॥ ৪॥
আস্মিন্ পিশঙ্গমিন্দবো দধাতা বেনমাদিশে। যো অস্মভ্যমরাবা ॥ ৫॥
ঋভুর্ন রথ্যং নবং দধাতা কেতমাদিশে। শুক্রাঃ পবধ্বমর্ণসা ॥ ৬॥
এত উ ত্যে অবীবশন্ কাষ্ঠাং বাজিনো অক্রত। সতঃ প্রসাবিষুর্মতিম্ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — এই ক্লেদকর, দীপ্ত, অভিভবশীল, মদকর, লোকপালক সোমসকল ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করছেন ॥ ১ ॥

এঁরা অভিষবকারীকে বিশেষভাবে ভজনা করেন, সকলের সাথে মিলিত হন, অভিষবকারীকে ধন প্রদান করেন এবং স্তোতাকে অন্ন দান করেন ॥ ২ ॥

অনায়াসে ক্রীড়াকারী সোমসকল একমাত্র দ্রোণকলসে ক্ষরিত হচ্ছেন, সিন্ধুর ঊর্মির মতো ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ৩ ॥

এই সোম সংশোধিত হয়ে রথে স্থাপিত অশ্বগণের মতো সমস্ত বরণীয় ধন ব্যাপ্ত করেন ॥ ৪ ॥

হে সোমগণ। এর নানারকম কামনা পূরণের জন্য ধন প্রদান করো, ইনি আমাদের দানের সময় নিঃশব্দে দান করেন ॥ ৫ ॥

ঋভু যেমন রথবাহক, স্তুতিযোগ্য সারথিকে প্রজ্ঞা দান করেন, সেইরকম তোমরা এই যজমানের প্রজ্ঞা প্রদান করো। হে সোম। কেবল জলের দ্বারা পরিষ্কৃত হও ॥ ৬ ॥

সেই এই সোম সকল যজ্ঞে কামনা করেন, বলবান্, সোম সকল যজমানের বুদ্ধি প্রেরণ করেন ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তটিতেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র আছে।

◆ ◆

— ২২ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

এতে সোমাস আশবো রথা ইব প্র বাজিনঃ। সর্গাঃ সৃষ্টা অহেষত ॥ ১॥
এতে বাতা ইবোরবঃ পর্জন্যস্যেব বৃষ্টয়ঃ। অগ্নেরিব ভ্রমা বৃথা ॥ ২॥
এতে পূতা বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ। বিপা ব্যানশুর্ধিয়ঃ ॥ ৩॥
এতে মৃষ্টা অমর্ত্যাঃ সসৃবাংসো ন শশ্রমুঃ। ইয়ক্ষন্তঃ পথো রজঃ ॥ ৪॥
এতে পৃষ্ঠানি রোদসোর্বিপ্রয়ন্তো ব্যানশুঃ। উদেতমুত্তমং রজঃ ॥ ৫॥
তন্তুং তন্বানমুত্তমমনু প্রবত আশত। উদেতমুক্তমায্যম্ ॥ ৬॥
ত্বং সোম পণিভ্য আ বসু গব্যানি ধারয়ঃ। ততং তন্তুমচিক্রদঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — এই সোমসকল যুদ্ধে প্রেরিত অশ্বের ও রথের মতো সমীপে গমন করেন ॥ ১ ॥

এই সোমসকল মহাবায়ুর মতো, মেঘের বৃষ্টির মতো, অগ্নির শিখার মতো সমস্ত ব্যাপ্ত করেন ॥ ২ ॥

এই সোমসকল শুদ্ধ, প্রাজ্ঞ ও দধিযুক্ত হয়ে প্রজ্ঞানবলে আমাদের ব্যাপ্ত করছেন ॥ ৩ ॥

এই সোমসকল শোধিত ও মরণরহিত, এঁরা গমনকালে ও পথে লোকসমূহে ভ্রমণ করতে শ্রান্ত হন না ॥ ৪ ॥

এই সোমসকল দ্যাবাপৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে বিবিধ প্রকারে বিচরণ ক'রে ব্যাপ্ত হন। আরও এই উত্তম দ্যুলোকে ব্যাপ্ত করেন ॥ ৫ ॥

নদীসকল যজ্ঞবিস্তারকারী উৎকৃষ্ট সোমকে ব্যাপ্ত করেন, আরও এই কর্ম এই সোমের দ্বারা উৎকৃষ্ট ক'রে লওয়া হয় ॥ ৬ ॥

হে সোম! তুমি পণিবর্গের নিকট হ'তে গোসমূহের হিতকর ধন ধারণ করো, যজ্ঞ যাতে বিস্তীর্ণ হয়, সেইরকমে শব্দ করো ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই ঋক্‌টিতেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র আছে।

◆ ◆

— ২৩ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

সোমা অসৃগ্রমাশবো মধোর্মদস্য ধারয়া। অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥ ১ ॥
অনু প্রত্নাস আয়বঃ পদং নবীয়ো অক্রমুঃ। রুচে জনন্ত সূর্যম্ ॥ ২ ॥
আ পবমান নো ভরার্যো অদাশুষো গয়ম্। কৃধি প্রজাবতীরিষঃ ॥ ৩ ॥
অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্। অভি কোশং মধুশ্চুতম্ ॥ ৪ ॥
সোমো অর্ষতি ধর্ণসির্দধান ইন্দ্রিয়ং রসম্। সুবীরো অভিশস্তিপাঃ ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রায় সোম পবসে দেবেভ্যঃ সধমাদ্যঃ। ইন্দো বাজং সিষাসসি ॥ ৬ ॥
অস্য পীত্বা মদানামিন্দ্রো বৃত্রাণ্যপ্রতি। জঘান জঘনচ্চ নু ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — মধুর মদের ধারায় শীঘ্রগামী সোম সমস্ত স্তোত্রকালে সৃষ্ট হন ॥ ১ ॥

কোন পুরাণ অশ্ব নূতন পদ অনুসরণ করে, সূর্যকে দীপ্ত করে ॥ ২ ॥

হে শোধিত সোম! যে হব্য প্রদান করে না, তার গৃহ আমাদের জন্য প্রদান করো ॥ ৩ ॥

গমনশীল সোমসকল মদকররস ক্ষরণ করেন এবং মধুস্রাবী কোশও উৎপাদন করেন ॥ ৪ ॥

জগতের ধারক সোম ইন্দ্রিয় বর্ধনকর রস ধারণ ক'রে উত্তম বীরযুক্ত ও হিংসা হ'তে ত্রাণপ্রদ হয়েছেন ॥ ৫ ॥

হে সোম! তুমি যজ্ঞের যোগ্য, তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের জন্য ক্ষরিত হচ্ছো এবং আমাদের অন্নদান করতে ইচ্ছা করছো ॥ ৬ ॥

মদকর পদার্থ সমূহের মধ্যে অত্যন্ত মদকর এই সোমকে পান ক'রে অনভিভবনীয় ইন্দ্র শত্রুগণকে হনন করেছেন এবং এখনও হনন করছেন ॥ ৭ ॥

টীকা — ২ ঋক্ প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন—এই স্থলে রূপকের দ্বারা সোমেরই স্তুতি হচ্ছে।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'র ২১৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ২ ঋকটি গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম—"সনাতন উর্ধ্বগতিদায়ক দেবভাবসমূহ লোকদের নূতন জীবন প্রদান করেন; এবং দিব্যজ্যোতিঃ প্রদানের জন্য জ্ঞানের আলোক সৃজন করেন।" (ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকসমূহকে নবজীবন প্রদানের জন্য তাঁদের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন)। [ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এখানে রূপকের সাহায্যে সোমরসের স্তুতি করা হয়েছে। ...কিন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষে বলা হয়েছে—হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হ'লে মানুষ নবজীবন লাভ করে—মানুষ দেবতা হয়।...অজ্ঞান মানুষকে দিব্যজ্যোতি প্রদান ক'রে তাদের মোক্ষপথে চালিত করবার জন্যই ভগবান্ তাদের হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক সৃষ্টি করেন। 'রুচে জনন্ত সূর্যং'—বাক্যাংশে এই সত্যই বিধৃত হয়েছে। 'সূর্যং' পদে 'জ্ঞানং' 'জ্ঞানালোকং' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। যার দ্বারা বিশ্বের অজ্ঞানতামস দূরীভূত হয়, যার দ্বারা মানুষ প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারে, সেই পরমবস্তু জ্ঞানকেই 'সূর্যং' পদে লক্ষ্য করে]।

◆ ◆

— ২৪ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অসিত, অথবা দেবল। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র সোমাসো অধন্বিষুঃ পবমানাস ইন্দবঃ। শ্রীণানা অপ্সু মৃঞ্জত ॥ ১॥
অভি গাবো অধন্বিষুরাপো ন প্রবতা যতীঃ। পুনানা ইন্দ্রমাশত ॥ ২॥
প্র পবমান ধন্বসি সোমেন্দ্রায় পাতবে। নৃভির্যতো বি নীয়সে ॥ ৩॥
ত্বং সোম নৃমাদনঃ পবস্ব চর্ষণীসহে। সস্নির্যো অনুমাদ্যঃ ॥ ৪॥
ইন্দো যদদ্রিভিঃ সুতঃ পবিত্রং পরিধাবসি। অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ॥ ৫॥
পবস্ব বৃত্রহন্তমোক্‌থেভিরনুমাদ্যঃ। শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতঃ ॥ ৬॥
শুচিঃ পাবক উচ্যতে সোম সুতস্য মধ্বঃ। দেবাবীরঘশংসহা ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — সোমসকল শোধিত ও দীপ্ত হয়ে গমন করছেন এবং মিশ্রিত হয়ে জলের মধ্যে মার্জিত হচ্ছেন ॥ ১ ॥

গমনশীল সোমসকল নিম্নাভিমুখগামী জলসমূহের মতো গমন করছেন এবং পরে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করছেন ॥ ২ ॥

হে শোধিত সোম! মানবগণ তোমাকে যেস্থান হ'তে লয়ে যাচ্ছে, তুমি সেইস্থান হ'তে ইন্দ্রের পানের জন্য গমন করছো ॥ ৩ ॥

হে সোম! তুমি মানবগণের মদকর। হে শত্রুবর্গের অভিভবকারী সোম! তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। তুমিও স্তুতির যোগ্য ॥ ৪ ॥

হে সোম! তুমি যখন প্রস্তরের দ্বারা অভিষুত হয়ে পবিত্রের অভিমুখে ধাবিত হও, তখন ইন্দ্রের উদরের জন্য পর্যাপ্ত হও ॥ ৫ ॥

হে সর্বাপেক্ষা বৃত্রহা! তুমি ক্ষরিত হও, তুমি উক্থমন্ত্রের দ্বারা স্তুতির যোগ্য, শোধক ও অদ্ভুত ॥ ৬ ॥

অভিযুত মদকর সোম শুদ্ধ ও শোধক ব'লে উক্ত হন, তিনি দেববৃন্দের প্রীতিকর এবং শত্রুবর্গের বিনাশক ॥ ৭ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪১৯ ও ৪২০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ঋক্‌গুলি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির সবই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের হৃদয়ে গমন করেন; শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতের প্রবাহে মিশ্রিত হয়ে আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব যেন আমরা লাভ করতে পারি)। ['ইন্দুঃ' পদে ব্যাখ্যাকারগণ 'বিশুদ্ধ সোম' নির্দেশ করেন। এখানে ঐ পদে 'বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'অপ্সু'—'অমৃতেষু' ...]।—ইত্যাদি॥ ৭ ঋক্—"প্রসিদ্ধ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, অমৃতময় পবিত্র পবিত্রকারক ভগবানের প্রীতিসাধক পাপনাশক ব'লে সাধকগণ কর্তৃক কথিত হন।" (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রাপক মোক্ষসাধক হন)। [শুদ্ধসত্ত্ব 'দেবাবীঃ'—দেবতার, ভগবানের প্রীতিসাধক ...কারণ শুদ্ধসত্ত্ব—'পাবকঃ'—পবিত্রকারক। যেখানে পবিত্রতা, অনাবিলতা আছে, সেখানেই ভগবানের বিশেষ কৃপা আছে। সত্ত্বভাবের কল্যাণে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়]।— ইত্যাদি ॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ২৫ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়চ্যুত। ছন্দ : গায়ত্রী]

পবস্ব দক্ষসাধনো দেবেভ্যঃ পীতয়ে হরে। মরুদ্ভ্যো বায়বে মদঃ ॥ ১॥
পবমান ধিয়া হিতোঽভি যোনিং কনিক্রদৎ। ধর্মণা বায়ুমা বিশ ॥ ২॥
সং দেবৈঃ শোভতে বৃষা কবির্যোনাবধি প্রিয়ঃ। বৃত্রহা দেববীতমঃ ॥ ৩॥
বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্ পুনানো যাতি হর্যতঃ। যত্রামৃতাস আসতে ॥ ৪॥
অরুষো জনয়ন্‌গিরঃ সোমঃ পবত আয়ুষক্। ইন্দ্রং গচ্ছন্ কবিক্রতুঃ ॥ ৫॥
আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে। অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে হরিদ্বর্ণ সোম! তুমি মদকর; তুমি দেববৃন্দের, মরুৎগণের ও বায়ুর পানের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১ ॥

হে শোধনকালীন সোম! আমাদের কর্মের দ্বারা ধৃত হয়ে শব্দপূর্বক স্বস্থানে প্রবেশ করো, কর্মের দ্বারা বায়ুতে প্রবেশ করো ॥ ২ ॥

এই সোম আপন স্থানে অধিষ্ঠিত, অভিলাষপ্রদ, কবি, প্রিয়, বৃত্রহা এবং অত্যন্ত দেবাভিলাষী হয়ে শোভিত হচ্ছেন ॥ ৩ ॥

শোধিত কমনীয় সোম সমস্তরূপের মধ্যে প্রবেশ ক'রে যে স্থানে অমৃতগণ বাস করে সেই স্থানে গমন করছে ॥ ৪ ॥

শোভমান সোম শব্দ উৎপাদন পূর্বক ক্ষরিত হচ্ছেন, নিকটবর্তী ইন্দ্রের নিকট গমন ক'রে প্রজ্ঞানিশিষ্ট হচ্ছেন ॥ ৫ ॥

হে সর্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম! তুমি অর্চনীয় ইন্দ্রের স্থানপ্রাপ্ত হবার জন্য পবিত্র অতিক্রম ক'রে ধারাক্রমে প্রবাহিত হও ॥ ৬ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪০১ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। ১ ঋক্‌টি ২০৩ পৃষ্ঠাতেও রয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। যেমন,—১ ঋক্—"হে পাপহারক শুদ্ধসত্ত্ব! আত্মশক্তি-সাধক পরমানন্দদায়ক তুমি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বিবেকরূপী দেবগণের এবং আত্মমুক্তিদায়ক দেবতার প্রীতির নিমিত্ত আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হও।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভের জন্য সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোক)। [এখানে 'হরে' পদে 'হে পাপহারক শুদ্ধসত্ত্ব', 'মদঃ' পদে 'পরমানন্দদায়ক' ইত্যাদি অর্থ গৃহীত হয়েছে।...]—ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"পবিত্রকারক হে দেব! সৎকর্মের দ্বারা (অথবা সৎ-বুদ্ধির দ্বারা) উৎপন্ন হয়ে আমাদের জ্ঞান প্রদান ক'রে বায়ুর ন্যায় শীঘ্রবেগে আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা সৎকর্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব যেন লাভ করতে পারি)। [মন্ত্রের দুটি ভাব বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন করা। সৎকর্মসাধনের দ্বারা সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়—যদিও এই সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সুতরাং এই শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করাই একটা বিশেষ সৌভাগ্যের ও সাধনার পরিচায়ক। সৎকর্মের প্রভাবে যখন হৃদয় পবিত্র হয়, তখন সাধক সত্ত্বভাব প্রাপ্তির আশা করতে পারেন এবং ভগবানের কৃপায় তা লাভও করতে পারেন। কিন্তু সত্ত্বভাব বা অন্য কোনও মহৎ বস্তু লাভ করলেই হয় না, তা রক্ষা করাও চাই। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে এই রক্ষা শক্তি লাভের জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে।—ইত্যাদি ॥—উৎসাহী পাঠক ৩ ঋক্‌টির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ২৬ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : দৃঢ়চ্যুতের পুত্র ইধ্মবাহ। ছন্দ : গায়ত্রী]

তমমৃক্ষন্ত বাজিনমুপস্থে অদিতেরধি। বিপ্রাসো অণ্ব্যা ধিয়া ॥ ১ ॥
তং গাবো অভ্যনূষত সহস্রধারমক্ষিতম্। ইন্দুং ধর্তারমা দিবঃ ॥ ২ ॥
তং বেধাং মেধয়াহ্যন্ পবমানমধি দ্যবি। ধর্ণসিং ভূরিধায়সম্ ॥ ৩ ॥
তমহ্যন্ ভুরিজোর্ধিয়া সম্বসানং বিবস্বতঃ। পতিং বাচো অদাভ্যম্ ॥ ৪ ॥
তং সানাবধি জাময়ো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। হর্যতং ভূরিচক্ষসম্ ॥ ৫ ॥
তং ত্বা হিন্বন্তি বেধসঃ পবমান গিরাবৃধম্। ইন্দবিন্দ্রায় মৎসরম্ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — পৃথিবীর ক্রোড়দেশে সেই বেগবান্ সোমকে মেধাবিগণ অঙ্গুলির দ্বারা এবং স্তুতির দ্বারা মার্জিত করছেন ॥ ১ ॥

স্তুতিসকল সহস্রধারাবিশিষ্ট, দীপ্ত, স্বর্গের ধারক সোমকে স্তুতি করছে ॥ ২ ॥

সকলের ধারক ও বহু কার্যকারী, সকলের বিধাতা সেই সোমকে প্রজ্ঞার দ্বারা স্বর্গের প্রতি প্রেরণ করছেন ॥ ৩ ॥

সোম পাত্রে অবস্থিত, স্তুতির পতি ও অহিংসনীয়। পরিচর্যাকারিগণ তাঁকে যাগদ্বয়ের ক্রিয়ার প্রেরণ করছেন ॥ ৪ ॥

অঙ্গুলিসকল সেই হরিদ্বর্ণ সোমকে উন্নত প্রদেশে প্রেরণ করছেন, তিনি কমনীয় ও বহুদ্রষ্টা ॥ ৫ ॥

হে শোধনকারী সোম। তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরণ করছে, তুমি স্তুতির দ্বারা বর্ধিত, দীপ্ত ও মদকর ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২৭ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অঙ্গিরার পুত্র নৃমেধ। ছন্দ : গায়ত্রী]

এষ কবিরভিষ্টুতঃ পবিত্রে অধি তোশতে। পুনানো ঘ্নন্নপ স্রিধঃ ॥ ১ ॥
এষ ইন্দ্রায় বায়বে স্বর্জিৎপরি ষিচ্যতে। পবিত্রে দক্ষসাধনঃ ॥ ২ ॥
এষ নৃভির্বি নীয়তে দিবো মূর্ধা বৃষা সুতঃ। সোমো বনেষু বিশ্ববিৎ ॥ ৩॥
এষ গব্যুরচিক্রদৎ পবমানো হিরণ্যয়ুঃ। ইন্দুঃ সত্রাজিদস্তৃতঃ ॥ ৪ ॥
এষ সূর্যেণ হাসতে পবমানো অধি দ্যবি। পবিত্রে মৎসরো মদঃ ॥ ৫ ॥
এষ শুষ্ম্যসিষ্যদদন্তরিক্ষে বৃষা হরিঃ। পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — এই সোম কবি ও চারিদিক্ হ'তে স্তুত, ইনি দশাপবিত্র অতিক্রম ক'রে গমন করছেন, ইনি শোধিত হয়ে শত্রুগণকে বিনাশ করছেন ॥ ১ ॥

এই সোম সকলের জেতা, ইনি বলকারী, ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে একে পবিত্রে সেক করা হচ্ছে ॥ ২ ॥

এই সোম মানবগণ কর্তৃক নানারকমে নিহিত হচ্ছেন, ইনি দ্যুলোকের মস্তক, অভিষুত মনোহর পাত্রে অবস্থিত হয়ে সকল অবগত আছেন ॥৩॥

এই সোম আমাদের গো হিরণ্য ইচ্ছা ক'রে দীপ্ত ও মহাশত্রুর জেতা এবং অহিংসনীয় হয়ে শব্দ করছেন ॥ ৪ ॥

এই শোধনকালীন সোম সূর্য কর্তৃক পবিত্র দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন, সোম অত্যন্ত মদকর ॥ ৫ ॥

এই বলবান্ সোম অন্তরীক্ষে গমন করছেন, ইনি অভিলাষপ্রদ, পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করছেন ॥ ৬ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৩৭ পৃষ্ঠায় পাঁচটি এবং ৫৩৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ৫ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা, —১ ঋক্.—"সকলের আরাধনীয় সর্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব, সাধকদের পবিত্র হৃদয়ে সম্যক্‌ভাবে গমন করেন;

পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব শত্রুদের বিনাশ ক'রে থাকেন।" (ভাব এই যে—সাধকেরা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন; শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁরা রিপুজয়ী হন)। [জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, আবার অজ্ঞানতা দূর হ'লে রিপুর আশ্রয়ও ধ্বংসে হয়। রিপুদের এই পরাজয় সম্ভব সম্পূর্ণ হয়—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা]।—ইত্যাদি॥ ৫ ঋক্—"সর্বত্র বিদ্যমান, আরাধনীয়, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, জ্যোতির্ময় জ্ঞানদের কর্তৃক রিপুজয়ীবর্গকে প্রদত্ত হয়।" (ভাব এই যে,—রিপুজয়ী সাধকেরা জ্ঞানসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)।—ইত্যাদি॥ ৬ ঋক্—"প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অভীষ্টবর্ষক পাপহারক পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকে স্থিত ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অভিমুখে গমন করেন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের ভগবৎপ্রাপ্ত করান)।—ইত্যাদি॥ আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ২৮ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : প্রিয়মেধ। ছন্দ : গায়ত্রী]

এষ বাজী হিতো নৃভির্বিশ্ববিন্মনসস্পতিঃ। অব্যো বারং বি ধাবতি ॥ ১॥
এষ পবিত্রে অক্ষরৎ সোমো দেবেভ্যঃ সুতঃ। বিশ্বা ধামান্যাবিশন্ ॥ ২॥
এষ দেবঃ শুভায়তেঽধি যোনাবমর্ত্যঃ। বৃত্রহা দেববীতমঃ ॥ ৩॥
এষ বৃষা কনিক্রদদ্দশভির্জামিভির্যতঃ। অভি দ্রোণানি ধাবতি ॥ ৪॥
এষ সূর্যমরোচয়ৎ পবমানো বিচর্ষণিঃ। বিশ্বা ধামানি বিশ্ববিৎ ॥ ৫॥
এষ শুষ্ম্যদাভ্য সোমঃ পুনানো অর্ষতি। দেবাবীরঘশংসহা ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — এই সোম বেগবান্ পাত্রে স্থাপিত, সর্বজ্ঞ এবং সকলের পতি, ইনি মেষলোমে গমন করছেন ॥ ১॥

এই সোম দেববৃন্দের জন্য অভিষুত হয়ে তাঁদের সমস্ত শরীরে প্রবেশ লাভ করবার জন্য পবিত্রে ক্ষরিত হচ্ছে ॥ ২॥

এই মরণরহিত, বৃত্রহা, দেবাভিলাষী সোম নিজস্থানে শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ৩॥

এই অভিলাষপ্রদ, শব্দকারী, অঙ্গুলির দ্বারা ধৃত সোম দ্রোণকলসাভিমুখে গমন করছেন ॥ ৪॥

শোধনকালীন সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ সোম সূর্যকে এবং সমস্ত তেজ পদার্থকে শোধিত করছেন ॥ ৫॥

এই শোধনকালীন সোম বলবান, অহিংসনীয় দেবগণের রক্ষক এবং অমঙ্গলবাদিগণের বিনাশক। ইনি গমন করছেন ॥ ৬॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৩৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম পাঁচটি এবং ৫৩৭ পৃষ্ঠায় শেষ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। যথা, —১ ঋক্—"শক্তিপ্রদায়ক সৎকর্মসাধকগণ কর্তৃক হৃদয়ে উৎপাদিত, সর্বজ্ঞ, সাধকদের হৃদয়াধিপতি এই প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে প্রাপ্ত হন।" (নিত্যসত্যমূলক মন্ত্রটির ভাব এই যে,—পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকেন)। [....'বাজী' পদে আমরা সর্বত্রই 'শক্তিমান' অর্থ গ্রহণ করেছি। 'নৃভিঃ হিতঃ' পদ দুটির ভাব সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, সাধকদের নিজেদের সৎকর্মসাধনের

দ্বারা হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব উৎপাদন করেন, ঐ পদ দু'টিতে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। মন্ত্রের মধ্যে একটি পদ আছে—'বিশ্ববিৎ' অর্থাৎ যিনি সমস্ত বিশ্বকে জানেন, যিনি সর্বজ্ঞ।...তাই 'এষা' পদে সঙ্গতভাবেই 'শুদ্ধসত্ত্ব'-কে লক্ষ্য করা হয়েছে।...প্রকৃতপক্ষে 'মনসঃ পতিঃ' পদ দু'টির অর্থ 'অন্তঃকরণের স্বামী', অর্থাৎ সাধকগণের 'হৃদয়ের পতি'-ই সঙ্গত]।—ইত্যাদি॥ ৬ ঋক্—"প্রভূতশক্তিসম্পন্ন পরম আকাঙ্ক্ষণীয়, পবিত্রকারক, দেবভাববিবর্ধক, পাপনাশক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন পরম আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতে পারি)। [দেবত্ব ও অসুরত্ব, পুণ্য ও পাপ একত্র থাকতে পারে না। আলো ও অন্ধকারের মতোই যথাক্রমে দেবভাব ও পাপের সম্পর্ক। তাই শুদ্ধসত্ত্ব কেবল 'দেবাবীঃ' নয়, তা 'অঘশংসহা' অর্থাৎ পাপপ্রবণতানাশকও বটে। দেবভাব হৃদয়ে জাগরিত হ'লে পাপ দূরে পলায়ন করতে বাধ্য হয়]।—ইত্যাদি॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ২৯ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অঙ্গিরার পুত্র নৃমেধ। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্রাস্য ধারা অক্ষরন্বৃষ্ণঃ সুতস্যৌজসা। দেবাঁ অনু প্রভূষতঃ ॥ ১॥
সপ্তিং মৃজন্তি বেধসো গৃণন্তঃ কারবো গিরা। জ্যোতির্জজ্ঞানমুক্‌থ্যম্ ॥ ২॥
সুষহা সোম তানি তে পুনানায় প্রভূবসো। বর্ধা সমুদ্রমুক্‌থ্যম্ ॥ ৩॥
বিশ্বা বসূনি সঞ্জয়ন্ পবস্ব সোম ধারয়া। ইনু দ্বেষাসি সধ্র্যক্ ॥ ৪॥
রক্ষা সু নো অররুষঃ স্বনাৎসমস্য কস্য চিৎ। নিদো যত্র মুমুচ্মহে ॥ ৫॥
এন্দো পার্থিবং রয়িং দিব্যং পবস্ব ধারয়া। দ্যুমন্তং শুষ্মমা ভর ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — বর্ষণকারী, এই অভিষুত সোমের ধারা দেববৃন্দের উপর আপন সামর্থ্য প্রকাশ করতে ইচ্ছাপূর্বক ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১॥

স্তুতিকারী, বিধাতা, কর্মকর্তা অধ্বর্যুগণ, দীপ্তিমান্ প্রবৃদ্ধ স্তুতিযোগ্য, অশ্বসদৃশ সোমকে মার্জিত করছেন ॥ ২॥

হে প্রভূত ধনবিশিষ্ট সোম! শোধনকালে তোমার সেই তেজসকল অত্যন্ত অভিভবপর হয়, অতএব তুমি সমুদ্রসদৃশ স্তুতিযোগ্য দ্রোণকলসকে পূর্ণ করো ॥৩॥

হে সোম! সমস্ত ধন জয় ক'রে ধারাপ্রবাহে ক্ষরিত হও এবং সমস্ত শত্রুবর্গকে এক যোগে দূরদেশে প্রেরণ করো ॥ ৪॥

হে সোম! যারা দান করে না, তাদের এবং অন্যান্য নিন্দক সকলের অপবাদ হ'তে আমাদের রক্ষা করো, আমরা যেন মুক্ত হ'তে পারি ॥ ৫॥

হে সোম! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও, পার্থিব এবং স্বর্গীয় ধন ও দীপ্তিযুক্ত বল আহরণ করো ॥ ৬॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭৩৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"অভীষ্টবর্ষক পবিত্র দেবভাবপ্রদানকারী প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের অমৃতধারা আত্মশক্তির সাথে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি)। [ভগবান্ মানুষকে অমৃত প্রদান করেন সত্য, কিন্তু সেই মানুষের পক্ষে সেই অমৃতলাভের উপযোগিতা লাভ করা চাই। কারণ কোন বস্তু লাভ করলেই তা উপভোগ করা যায় না। তাকে রক্ষা করার ও উপভোগ করার শক্তি সঞ্চয়ও করতে হবে।...আমরা কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে সোমরসের কোনও সংস্রব পাইনি।...] ইত্যাদি ॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৩০ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অঙ্গিরার পুত্র বিন্দু। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র ধারা অস্য শুষ্মিণো বৃথা পবিত্রে অক্ষরন্। পুনানো বাচমিষ্যতি ॥ ১ ॥
ইন্দুর্হিয়ানঃ সোতৃভির্মৃজ্যমানঃ কনিক্রদৎ। ইয়র্তি বগ্নুমিন্দ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥
আ নঃ শুষ্মং নৃষাহ্যং বীরবন্তং পুরুস্পৃহং। পবস্ব সোম ধারয়া ॥ ৩ ॥
প্র সোমো অতি ধারয়া পবমানো অসিষ্যদৎ। অভি দ্রোণান্যাসদম্ ॥ ৪ ॥
অপ্সু ত্বা মধুমত্তমং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দবিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ৫ ॥
সুনোতা মধুমত্তমং সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে। চারুং শর্ধায় মৎসরম্ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — বলবান্ এই সোমের ধারা অনায়াসে ক্ষরিত হচ্ছে, শোধনকালে ইনি স্বীয় ধ্বনি প্রেরণ করছেন ॥ ১ ॥

এই সোম অভিভবকারিগণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে শোধনকালে শব্দ পূর্বক ইন্দ্র সম্বন্ধীয় শব্দ প্রেরণ করছেন ॥ ২ ॥

হে সোম! তুমি ধারাপ্রবাহে ক্ষরিত হও, এবং তার দ্বারা মানবগণের অভিভবকর বীরযুক্ত অনেকের স্পৃহণীয় বল লাভ হোক ॥ ৩ ॥

এই সোম শোধনকালে ধারাপ্রবাহে দ্রোণকলসে উপস্থিত হবার জন্য পবিত্রকে অতিক্রম পূর্বক ক্ষরিত হচ্ছে ॥ ৪ ॥

হে সোম! জলের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা মধুর ও হরিদ্বর্ণ। ইন্দ্রের পানের জন্য তোমাকে প্রস্তরের দ্বারা পেষণ করছে ॥ ৫ ॥

হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা অত্যন্ত মধুররসবিশিষ্ট, মনোহর মদকর সোমকে আমাদের বলের জন্য ঐ ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত অভিষব করো ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩১ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : রহূগণের পুত্র গোতম। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র সোমাসঃ স্বাধ্যঃ পবমানাসো অক্রমুঃ। রয়িং কৃণ্বন্তি চেতনম্ ॥ ১॥
দিবস্পৃথিব্যা অধি ভবেন্দো দ্যুম্নবর্ধনঃ। ভবা বাজানাং পতিঃ ॥ ২॥
তুভ্যং বাতা অভিপ্রিয়স্তুভ্যমর্ষন্তি সিন্ধবঃ। সোম বর্ধন্তি তে মহঃ ॥ ৩॥
আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥ ৪॥
তুভ্যং গাবো ঘৃতং পয়ো বভ্রো দুদুহ্রে অক্ষিতম্। বর্ষিষ্ঠে অধি সানবি ॥ ৫॥
স্বায়ুধস্য তে সতো ভুবনস্য পতে বয়ম্। ইন্দো সখিত্বমুশ্মসি ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — উত্তম কর্মবিশিষ্ট, শোধনকালীন সোম গমন করছেন এবং আমাদের চেতন ধন প্রদান করছেন ॥ ১॥

হে সোম! তুমি অন্নের পতি, তুমি দ্যাবাপৃথিবীর দ্যুতিযুক্ত পদার্থের বর্ধক হও ॥ ২॥

হে সোম! বায়ুসকল তোমার তৃপ্তিপ্রদ হোক, নদীসকল তোমাকে উদ্দেশ ক'রে গমন করুক, তারা তোমার মহত্ত্ব বর্ধন করুক ॥ ৩॥

হে সোম! তুমি বায়ু ও জলের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হও, বর্ষণযোগ্য বল চারিদিক হ'তে তোমাতে সঙ্গত হোক। তুমি সংগ্রামে অন্নের প্রাপক হও ॥ ৪॥

হে পিঙ্গলবর্ণ সোম! গোসমূহ তোমার জন্য ঘৃত এবং অক্ষীণ দুগ্ধ দোহন করছে, তুমি উন্নত প্রদেশে অবস্থিত রয়েছো ॥ ৫॥

হে ভুবনের পতি সোম! আমরা তোমার সখিত্ব কামনা করছি, তুমি উত্তম আয়ুধবিশিষ্ট ॥ ৬॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩২ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অত্রিগোত্রীয় শ্যাবাশ্ব। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র সোমাসো মদচ্যুতঃ শ্রবসে নো মঘোনাম্। সুতা বিদথে অক্রমুঃ ॥ ১॥
আদীং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ২॥
আদীং হংসো যথা গণং বিশ্বস্যাবীবশন্মতিম্। অত্যো ন গোভিরজ্যতে ॥ ৩॥
উভে সোমাবচাকশন্মৃগো ন তক্তো অর্ষসি। সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ৪॥

অভি প্র গাবো অনূষত যোষা জারমিব প্রিয়ম্। অগন্নাজিং যথা হিতম্ ॥ ৫॥
অস্মে ধেহি দ্যুমদ্যশো মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং চ। সনিং মেধামুত শ্রবঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — সোমসমূহ অভিযুত ও মদস্রাবী হয়ে যজ্ঞে হব্যদাতীর অন্নের জন্য গমন করছেন ॥ ১॥ ইন্দ্র পান করতে পারেন এই উদ্দেশে এই হরিদ্বর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলিসকল প্রস্তরের দ্বারা আহুত করছে ॥ ২॥

হংস যেমন জলের মধ্যে প্রবেশ করে, এই সোম সেইরকম সমস্ত স্তোতাবর্গের মনকে বশ করে। এই সোম গব্যের দ্বারা স্নিগ্ধ হয় ॥৩॥

হে সোম! তুমি যজ্ঞের স্থান আশ্রয় ক'রে মিশ্রিত হয়ে মৃগের মতো দ্যাবাপৃথিবীকে অবলোকন করো ॥ ৪॥

রমণী যেমন জারকে স্তুতি করে, সেইরকম হে সোম! শব্দগণ তোমার স্তুতি করছে ॥ ৫॥

সেই সোম মিত্রের মতো যুদ্ধে গমন করেন। হে সোম! আমাদের দীপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান করো, হব্যদাতীকে দান করো এবং আমাকেও দান করো; ধন, মেধা এবং কীর্তি দান করো ॥৬॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৩২৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। প্রথম ঋক্‌টি ২০৬ পৃষ্ঠাতেও আছে। সেখানে এই তিনটি ঋকেরই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"পরমানন্দদায়ক পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্মসাধনশীল আমাদের সৎকর্ম-সাধনে সিদ্ধিপ্রদানের জন্য আমাদের প্রাপ্ত হোক।" (ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধনে সিদ্ধিলাভের জন্য আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হই)। [সৎকর্ম সাধনের দ্বারা হৃদয় পবিত্র না হ'লে, হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার না হ'লে, সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। সৎকর্ম-সাধনের পরিণতি—মোক্ষলাভ। তাই মোক্ষ বা পরাগতি প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব লাভের প্রার্থনা]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৩৩ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : ত্রিত। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র সোমাসো বিপশ্চিতোঽপাং ন যন্ত্যূর্ময়ঃ। বনানি মহিষা ইব ॥ ১॥
অভি দ্রোণানি বভ্রবঃ শুক্রা ঋতস্য ধারয়া। বাজং গোমন্তমক্ষরন্ ॥ ২॥
সুতা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমা অর্ষন্তি বিষ্ণবে ॥ ৩॥
তিস্রো বাচ উদীরতে গাবো মিমন্তি ধেনবঃ। হরিরেতি কনিক্রদৎ ॥ ৪॥
অভি ব্রহ্মীরনূষত যহ্বীর্ঋতস্য মাতরঃ। মর্মৃজ্যন্তে দিবঃ শিশুম্ ॥ ৫॥
রায়ঃ সমুদ্রাংশ্চতুরোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — বিপশ্চিৎ সোমসকল জলের তরঙ্গের মতো গমন করছেন, মহিষগণ যেমন বনে

গমন করে, সেইরকম গমন করেন ॥ ১ ॥

পিশঙ্গবর্ণ, দীপ্ত সোমসকল অমৃতের ধারাকারে গোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান ক'রে দ্রোণকলসে ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ২ ॥

অভিষুত সোমসকল ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎগণ ও বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করছেন ॥ ৩ ॥

তিন বাক্য উদীরিত হচ্ছে, প্রীতিদায়ক গোসকল শব্দ করছে, হরিতবর্ণ সোম শব্দ ক'রে গমন করছেন ॥ ৪ ॥

স্তোতাকর্তৃক প্রেরিত, যজ্ঞের মাতৃস্বরূপ, বহু স্তুতি উচ্চারিত হচ্ছে এবং দ্যুলোকের শিশুসদৃশ সোম মার্জিত হচ্ছেন ॥ ৫ ॥

হে সোম! ধন সম্বন্ধীয় চারিটি সমুদ্রকে চারিদিক্ হ'তে আমাদের নিকট আনয়ন করো এবং অপরিমিত অভিলাষসমূহকে আনয়ন করো ॥ ৬ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'র ৩২৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ ও ৩৮০ পৃষ্ঠায় শেষ তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। অবশ্য প্রথম ও চতুর্থ ঋক্ দু'টি যথাক্রমে ২০৭ ও ২০৩ পৃষ্ঠাতেও আছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রাপ্তব্য। যথা,—১ ঋক্—"অপের (জলের) উর্মিমালা যেমন সকল সময়ে আপনা-আপনি উদ্ভূত হয়, অথবা বনসমূহ যেমন আপনা-আপনিই প্রবৃদ্ধ হয়ে থাকে; তেমনই পরাজ্ঞানসম্পন্ন আত্মোৎকর্ষসাধনশীল সাধকদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আপনা-আপনিই উদ্ভূত হয়ে থাকে।" (ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষের প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব আপনিই সঞ্জাত হয়)। অথবা,—"মহিমান্বিত সাধক যেমন জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন অথবা পশুগণ যেমন স্বভাবতঃ বনে গমন ক'রে থাকে, তেমনই অমৃতের প্রবাহস্বরূপ পরাজ্ঞানদায়ক সত্ত্বভাবসমূহ, আমাদের হৃদয়ে আগমন করুক।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—প্রভূত পরিমাণে সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোক)।—ইত্যাদি ॥ ৬ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের পরমধন সম্বন্ধীয় চতুঃসমুদ্র অর্থাৎ প্রভূত পরিমাণ পরমধন প্রদান করুন।" [...'সহস্রিণঃ' পদে মন্ত্রের মধ্যে বিবৃত পরমধনকেই লক্ষ্য করছে]।—ইত্যাদি ॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্টগুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৩৪ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : ত্রিত। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র সুবানো ধারয়া তনেন্দুর্হিন্বানো অর্ষতি। রুজদ্দৃঢ়হা ব্যোজসা ॥ ১ ॥
সুত ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমা অর্ষতি বিষ্ণবে ॥ ২ ॥
বৃষাণং বৃষভির্যতং সুন্বন্তি সোমমদ্রিভিঃ। দুহন্তি শক্মনা পয়ঃ ॥ ৩ ॥
ভুবত্ত্রিতস্য মর্জ্যো ভুবদিন্দ্রায় মৎসরঃ। সং রূপৈরজ্যতে হরিঃ ॥ ৪ ॥
অভীমৃতস্য বিষ্টপং দুহতে পৃশ্নিমাতরঃ। চারু প্রিয়তমং হবিঃ ॥ ৫ ॥
সমেনমহ্রুতা ইমা গিরো অর্ষন্তি সস্রুতঃ। ধেনূর্বাশ্রো অবীবশৎ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — অভিষুত সোম প্রেরিত হয়ে ধারাপ্রবাহের পবিত্রে গমন করছেন এবং দৃঢ়

শত্রুপুরীসকলকেও বিশ্লথ করছেন ॥ ১ ॥

অভিষুত সোমসকল ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎগণ ও বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করছেন ॥ ২ ॥

রসের সেক্তা নিয়ত সোমকে বর্ষণ করো। প্রস্তরের দ্বারা অভিষব করছে। কর্মবলে সোমরস হ'তে দুগ্ধ দোহন করছো ॥ ৩ ॥

ত্রিত ঋষির মদকর সোম তাঁর নিজের জন্য শুদ্ধ হয়েছে, সেই সোম আপন রূপ প্রাপ্ত হয়েছেন ॥ ৪ ॥

পৃশ্নির পুত্র মরুৎগণ যজ্ঞাশ্রয়, প্রিয়তম, মনোহর, সোমসাধন সোমকে দোহন করছেন ॥ ৫ ॥

অকুটিল বাক্যসকল উচ্চারিত হয়ে এর সাথে মিশ্রিত হচ্ছে। সোমও শব্দপূর্বক প্রীতিকর স্তুতি কামনা করছেন ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৫ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অঙ্গিরার পুত্র প্রভুবসু। ছন্দ : গায়ত্রী]

আ নঃ পবস্ব ধারয়া পবমান রয়িং পৃথুম্। যয়া জ্যোতির্বিদাসি নঃ ॥ ১ ॥
ইন্দো সমুদ্রমীঙ্খয় পবস্ব বিশ্বমেজয়। রায়ো ধর্তা ন ওজসা ॥ ২ ॥
ত্বয়া বীরেণ বীরবোঽভি ষ্যাম পৃতন্যতঃ। ক্ষরা ণো অভি বার্যম্ ॥ ৩ ॥
প্র বাজমিন্দুরিষ্যতি সিষাসন্বাজসা ঋষিঃ। ব্রতা বিদান আয়ুধা ॥ ৪ ॥
তং গীর্ভির্বাচমীঙ্খয়ং পুনানং বাসয়ামসি। সোমং জনস্য গোপতিম্ ॥ ৫ ॥
বিশ্বো যস্য ব্রতে জনো দাধার ধর্মণস্পতেঃ। পুনানস্য প্রভূবসোঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে শোধনকালীন সোম! তুমি ধারাপ্রবাহে ক্ষরিত হও, বিস্তীর্ণ ধন এবং দ্যুতিমান্ যজ্ঞ আমাদের দান করো ॥ ১ ॥

হে সোম! হে জলপ্রেরক! হে শত্রুবর্গের কম্প উৎপাদক! তুমি আপন বলে আমাদের ধনের ধারক হও ॥ ২ ॥

হে বীর সোম! তোমার বলে আমরা সংগ্রামাভিলাষী শত্রুবর্গকে অভিভব করবো। আমাদের অভিমুখে বরণীয় ধন প্রেরণ করো ॥ ৩ ॥

যজমানগণের সাথে মিলিত হ'তে ইচ্ছা ক'রে অন্নদাতা, সর্বদর্শী, কর্মজ্ঞ ও আয়ুধজ্ঞ সোম অন্ন প্রেরণ করেন ॥ ৪ ॥

সেই সোমকে স্তুতিবাক্যের দ্বারা স্তব করছি, স্তুতির প্রেরক পবিত্র সোমকে বাসিত করবো। এই সোম গোসমূহের পালক ॥ ৫ ॥

সকল মানব কর্মপতি, পবিত্র, প্রভূত ধনবিশিষ্ট সোমের ব্রতে মন ধারণ করছেন ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৬ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : প্রভূবসু। ছন্দ : গায়ত্রী]

অসর্জি রথ্যো যথা পবিত্রে চম্বোঃ সুতঃ। কার্ষ্মন্বাজী ন্যক্রমীৎ ॥ ১ ॥
স বহ্নিঃ সোম জাগৃবিঃ পবস্ব দেববীরতি। অভি কোশং মধুশ্চুতম্ ॥ ২ ॥
স নো জ্যোতীংষি পূর্ব্য পবমান বি রোচয়। ক্রত্বে দক্ষায় নো হিনু ॥ ৩ ॥
শুম্ভমান ঋতায়ুভির্মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ। পবতে বারে অব্যয়ে ॥ ৪ ॥
স বিশ্বা দাশুষে বসু সোমো দিব্যানি পার্থিবা। পবতামান্তরিক্ষ্যা ॥ ৫ ॥
আ দিবস্পৃষ্ঠমশ্বয়ুর্গব্যয়ুঃ সোম রোহসি। বীরয়ুঃ শবসস্পতে ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — রথযোজিত অশ্বের মতো চমূদ্বয়ে অভিষুত সোম স্থাপিত হ'লেন, বেগবান্ সোম সংগ্রামে বিচরণ করছেন ॥ ১ ॥

হে সোম্! তুমি বাহনকারী, জাগরূক, দেবাভিলাষী; তুমি মধুস্রাবী দশাপবিত্রকে অতিক্রম ক'রে ক্ষরিত হও ॥ ২ ॥

হে পুরাণ শোধনকালীন সোম! আমাদের স্বর্গীয় স্থানসকল প্রকাশিত করো এবং যজ্ঞ ও বলের জন্য আমাদের প্রেরণ করো ॥ ৩ ॥

যজ্ঞাভিলাষী, ঋত্বিক্‌গণকর্তৃক অলঙ্কৃত, তাদের হস্তের দ্বারা মার্জিত সোম মেষলোমময় দশাপবিত্রে শোধিত হচ্ছে ॥ ৪ ॥

সেই অভিষুত সোম হব্যদাতাকে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষে সমস্ত ধন ধারণ করুন ॥ ৫ ॥

হে বলপতি সোম! তুমি স্তোতাবর্গের অশ্বাভিলাষী, গবাভিলাষী ও বীরাভিলাষী হয়ে স্বর্গের পৃষ্ঠে আরোহণ করো ॥ ৬ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২১০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই—"অশ্ব যেমন রথে যুক্ত হয় তেমনই সর্বত্র বিদ্যমান বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব পবিত্র হৃদয়ে সমুদ্ভূত হন; শক্তিসম্পন্ন সত্ত্বভাব রিপুসংগ্রামে শত্রুদের পরাজয় করেন।" (ভাব এই যে,—পবিত্রহৃদয় সাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করেন এবং রিপুজয়ী হন)। [হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সাধক যে অপূর্ব শক্তিসমন্বিত হন, তার সাহায্যে তিনি রিপুদের পরাজিত করতে সমর্থ হন। এখানে সত্ত্বভাবের সেই শক্তির কথাই বলা হয়েছে।—'রথ্যো যথা' উপমার ভাব এই যে,—অশ্ব যেমন রথে যুক্ত হয়, তেমনই সৎভাবগুলি পবিত্র হৃদয়ে সঞ্জাত হয়ে থাকে। 'চম্বোঃ' —দ্যাবাপৃথিবীতে, দ্যুলোকে, ভূলোকে, সর্বত্র বিদ্যমান]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৩৭ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অঙ্গিরাগোত্রীয় রহূগণ। ছন্দ : গায়ত্রী]

স সুতঃ পীতয়ে বৃষা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি। বিঘ্নন্ রক্ষাংসি দেবয়ুঃ ॥ ১॥
স পবিত্রে বিচক্ষণো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ। অভি যোনিং কনিক্রদৎ ॥ ২॥
স বাজী রোচনা দিবঃ পবমানো বি ধাবতি। রক্ষোহা বারমব্যয়ম্ ॥ ৩॥
স ত্রিতস্যাধি সানবি পবমানো অরোচয়ৎ। জামিভিঃ সূর্যং সহ ॥ ৪॥
স বৃত্রহা বৃষা সুতো বরিবোবিদদাভ্যঃ। সোমবাজমিবাসরৎ ॥ ৫॥
স দেবঃ কবিনেষিতোঽভি দ্রোণানি ধাবতি। ইন্দুরিন্দ্রায় মংহনা ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — ইন্দ্র ইত্যাদির পানের নিমিত্ত অভিযুত সোম অভিলাষপ্রদ, রাক্ষসবিনাশক এবং দেবাভিলাষী হয়ে পবিত্রে গমন করেন ॥ ১॥

সেই সোম সর্বদর্শী, হরিদ্বর্ণ, সকলের ধারক। তিনি পবিত্রে ধৃত হন এবং পরে শব্দপূর্বক দ্রোণকলসে গমন করেন ॥ ২॥

বেগবান্, স্বর্গের দীপ্তিপ্রদ, শোধনকালীন সোম রাক্ষসগণের হন্তা হয়ে দশাপবিত্র অতিক্রম ক'রে ধাবিত হচ্ছেন ॥ ৩॥

সেই সোম ত্রিতের উন্নত যজ্ঞে পূত হয়ে বন্ধুগণের সাথে সূর্যকে প্রকাশ করেছেন ॥ ৪॥

অশ্ব যেমন সংগ্রামে গমন করে, সেইরকম বৃত্রঘাতী, অভিলাষপ্রদ, অভিযুত, অহিংসনীয় সোম কলসে গমন করছেন ॥ ৫॥

সেই মহান্, ক্লেদযুক্ত, কবিকর্তৃক প্রেরিত সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণের মধ্যে ধাবিত হচ্ছেন ॥ ৬॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৩৮ ও ৫৩৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে প্রথম চারটি ও শেষ দুটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রদত্ত হয়েছে। যথা, —১ ঋক্—"অভীষ্টবর্ষক দেবত্বপ্রাপক প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানের গ্রহণের জন্য সাধকদের রিপুসমূহকে বিনাশপূর্বক তাঁদের পবিত্রহৃদয়ে গমন করেন।" (ভাব এই যে,—সাধকেরা রিপুনাশক ভগবৎপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [...এখানে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বেরই মহিমা কীর্তিত হয়েছে। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে পরমশক্তি দান করে, রিপুরূপী রাক্ষসদের হাত থেকে উদ্ধার করে। 'পবিত্রে' অর্থে 'দশাপবিত্রে' নয়, 'পবিত্র হৃদয়ে' বোঝাই সঙ্গত]।—ইত্যাদি ॥ ৬ ঋক্—"জ্ঞানী সাধক কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রসিদ্ধ সেই দেবতা তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন; শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পূজাপরায়ণ হন।" (ভাব এই যে,— সাধকেরা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করেন)। [...'দ্রোণ' শব্দে শুদ্ধসত্ত্ব ধারণের উপযোগী পাত্র সাধকহৃদয়কেই লক্ষ্য করে।...'কবি' পদে জ্ঞানী সাধককে লক্ষ্য করে।...সাধনার দ্বারা সাধক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রে থাকেন।...এই শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা কি? 'ইন্দ্রায় মংহনা'—ভগবানের আরাধনার জন্য।...]।—ইত্যাদি ॥ আগ্রহী পাঠক অবশিষ্টগুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৩৮ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : রহূগণ। ছন্দ : গায়ত্রী]

এষ উ স্য বৃষা রথোঽব্যো বারেভিরর্ষতি। গচ্ছন্বাজং সহস্রিণম্ ॥ ১॥
এতং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ২॥
এতং ত্যং হরিতো দশ মর্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ। যাভির্মদায় শুম্ভতে ॥ ৩॥
এষ স্য মানুষীষ্বা শ্যেনো ন বিক্ষু সীদতি। গচ্ছঞ্জারো ন যোষিতম্ ॥ ৪॥
এষ স্য মদ্যো রসোঽব চষ্টে দিবঃ শিশুঃ। য ইন্দুর্বারমাবিশৎ ॥ ৫॥
এষ স্য পীতয়ে সুতো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ। ক্রন্দন্যোনিমভি প্রিয়ম্ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — সেই সোম অভিলাষপ্রদ ও রথস্বরূপ হয়ে যজমানকে সহস্র অন্ন দান করবার জন্য দশাপবিত্রের দ্বারা দ্রোণে গমন করছেন ॥ ১॥

এই ক্লেদযুক্ত হরিদ্বর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলি সকল ইন্দ্রের পানের জন্য প্রস্তরের দ্বারা পিষ্ট করছেন ॥ ২॥

দশটি হরিদ্বর্ণ অঙ্গুলি কর্মে অভিলাষী হয়ে এই সোমকে মার্জিত করছে। সোম এদের সাহায্যে ইন্দ্রের মদের জন্য শোভিত হচ্ছে ॥ ৩॥

এই সোম মানব প্রজাগণের মধ্যে শ্যেনপক্ষীর মতো উপবেশন করছেন, উপপত্নীর নিকট যেমন উপপতি গমন করে, সেইরকম গমন করছেন ॥ ৪॥

এই মদ্যরস সকল পদার্থ দর্শন করছে। তিনি স্বর্গের শিশু, এই সোম দশাপবিত্রে গমন করছেন ॥ ৫॥

পানের নিমিত্ত অভিযুত ও সকলের ধারক, হরিদ্বর্ণ সোম শব্দপূর্বক প্রিয়স্থানে গমন করছেন ॥ ৬॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৩২ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্‌গুলি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"অভীষ্টবর্ষক সৎকর্মসাধক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সাথে সাধককে প্রাপ্ত হন; এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রভূত পরিমাণ আত্মশক্তি সাধকদের প্রাপ্ত করান।" (নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রের ভাব এই যে,— সাধকেরা পরাজ্ঞানের সাথে আত্মশক্তি এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [বর্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্তিত হয়েছে। সাধক শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভ করেন, তিনি সৎকর্মসাধনে আত্মনিয়োগ করেন [...]। ইত্যাদি ॥ ৬ ঋক্— "ভগবানের গ্রহণের জন্য এই প্রসিদ্ধ পাপহারক, সকলের ধারক, রক্ষক, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞান প্রদান করে তাঁর প্রিয়স্থান সাধক-হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।" (ভাব এই যে,—সাধকেরা পরমমঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [...শুদ্ধসত্ত্বই 'হরিঃ' অর্থাৎ পাপহারক, শুদ্ধসত্ত্বই 'ধর্ণসি!' অর্থাৎ সকলের ধারক। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপস্থিত হ'লে সকল পাপ তিরোহিত হয়; ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বই সব ধারণ ক'রে আছে]।—ইত্যাদি ॥ আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৩৯ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অঙ্গিরাগোত্রীয় বৃহন্মতি। ছন্দ : গায়ত্রী]

আশুরর্ষ বৃহন্মতে পরি প্রিয়েণ ধাম্না। যত্র দেবা ইতি ব্রবন্ ॥ ১॥
পরিষ্কৃণ্বন্ননিষ্কৃতং জনায় যাতয়ন্নিষঃ। বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব ॥ ২॥
সুত এতি পবিত্র আ ত্বিষিং দধান ওজসা। বিচক্ষাণো বিরোচয়ন্ ॥ ৩॥
অয়ং স যো দিবস্পরি রঘুযামা পবিত্র আ। সিন্ধোরূর্মা ব্যক্ষরৎ ॥ ৪॥
আবিবাসন্ পরাবতো অথো অর্বাবতঃ সুতঃ। ইন্দ্রায় সিচ্যতে মধু ॥ ৫॥
সমীচীনা অনূষত হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। যোনাবৃতস্য সীদত ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে মহামতি সোম। দেবগণের প্রিয়তম শরীরযুক্ত হয়ে শীঘ্র গমন করো, দেবগণ কোথায় বলতে থাকো ॥ ১ ॥

অসংস্কৃত স্থানকে সংস্কৃত ক'রে এবং যাগকারীকে অন্ন প্রদান ক'রে অন্তরীক্ষ হ'তে বৃষ্টি ক্ষরিত করো ॥ ২ ॥

অভিষুত সোম দীপ্তি ধারণ ক'রে এবং সমস্ত পদার্থকে দর্শন ও দীপ্ত ক'রে শীঘ্র বেগে দশাপবিত্রে গমন করছেন ॥ ৩ ॥

এই সোম দশাপবিত্রে ন্যস্ত হয়ে সিন্ধুর ঊর্মিতে ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি স্বর্গের উপরে শীঘ্র গমন ক'রে থাকেন ॥ ৪ ॥

দূরস্থ এবং অন্তিকস্থ দেববর্গের পরিচর্যার জন্য অভিষুত সোম ইন্দ্রের জন্য মধুসেক করছেন ॥ ৫ ॥

সম্যক্ মিলিত স্তোতাসকল স্তব করছেন, হরিদ্বর্ণ সোমকে প্রস্তরের সাহায্যে প্রেরণ করছেন; অতএব হে দেবগণ! যজ্ঞস্থানে নিষণ্ণ হও ॥ ৬ ॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৩২৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্‌গুলি গৃহীত হয়েছে। সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা—১ ঋক্—"মহামতি হে দেব! আপনি আপনার প্রিয়স্থান অর্থাৎ দেবভাবসমন্বিত সাধক-হৃদয়কে নিত্যকাল প্রাপ্ত হন।" (ভাব এই যে,—ভগবান্ পবিত্র সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন)। "যে স্থানে দেবভাব বর্তমান থাকে (অথবা সমুদ্ভূত হয়) তা আপনি আমাদের বলুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! যেভাবে আমাদের হৃদয়ে দেবভাব সমুদ্ভূত হয়, তেমনই আমাদের উপদেশ প্রদান করুন)। [মন্ত্রের প্রথম অংশে এই সত্যই প্রকটিত হয়েছে যে, সাধকের হৃদয়েই প্রকৃত বৈকুণ্ঠ—ঈশ্বরের অবস্থানস্থল। দ্বিতীয় অংশে ভগবানের প্রেরণা লাভ করবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ৬ ঋক্—"জ্ঞানি ব্যক্তিগণ পাপহারক দেবতাকে আরাধনা করেন। পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানের গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য কঠোর সাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করেন)।

[...'অদ্রিভিঃ' পদে 'পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা' অর্থ যে কোন বিচারে সুসঙ্গত ব'লেই প্রমাণিত]।— ইত্যাদি॥ আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির এমনই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৪০ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অঙ্গিরাগোত্রীয় বৃহন্মতি। ছন্দ : গায়ত্রী]

পুনানো অক্রমীদভি বিশ্বা মৃধো বিচর্ষণিঃ। শুম্ভন্তি বিপ্রং ধীতিভিঃ ॥ ১॥
আ যোনিমরুণো রুহদগমদিন্দ্রং বৃষা সুতঃ। ধ্রুবে সদসি সীদতি ॥ ২॥
নূ নো রয়িং মহামিন্দোহস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণম্ ॥ ৩॥
বিশ্বা সোম পবমান দ্যুম্নানীন্দবা ভর। বিদাঃ সহস্রিণীরিষঃ ॥ ৪ ॥
স নঃ পুনান আ ভর রয়িং স্তোত্রে সুবীর্যম্। জরিতুর্বর্ধয়া গিরঃ ॥ ৫ ॥
পুনান ইন্দবা ভর সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্। বৃষন্নিন্দো ন উক্‌থ্যম্ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — সর্বদর্শী সোম শোধনকালে সমস্ত হিংসকবর্গকে অতিক্রম করেছেন, তাঁকে কর্মের দ্বারা সকলে শোভিত করছেন ॥ ১ ॥

অরুণবর্ণ সোম দ্রোণকলসে আরোহণ করছেন, পরে অভিলাষপ্রদ ও অভিযুত হয়ে ইন্দ্রের নিকট গমন করছেন এবং ধ্রুবস্থানে উপবিষ্ট হচ্ছেন ॥ ২ ॥

হে সোম। হে ইন্দ্র। তুমি অভিযুত হয়ে আমাদের উদ্দেশে শীঘ্র মহান্ সহস্র-সংখ্যক ধন চারিদিক হ'তে ক্ষরিত করো ॥ ৩ ॥

হে শোধনকালীন সোম। হে ইন্দু। তুমি বহুরকম ধন আহরণ করো এবং সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান করো ॥ ৪ ॥

হে সোম। তুমি অভিষবকালে আমাদের জন্য উত্তম বীর্যযুক্ত ধন আহরণ করো এবং স্তোতার স্তুতি বর্ধিত করো ॥ ৫ ॥

হে ইন্দু! হে সোম। তুমি শোধনকালে আমাদের জন্য দ্যাবাপৃথিবীতে পরিবদ্ধ ধন আহরণ করো। হে বর্ষক ইন্দু। আমাদের স্তুতিযোগ্য ধন প্রদান করো ॥ ৬ ॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪০২ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। প্রথম ঋক্‌টি ২১০ পৃষ্ঠাতেও আছে। সুতরাং সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ সূক্ত—"সর্বজ্ঞ পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব সমস্ত রিপুকে পরাজিত করেন।" (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়গত রিপুশত্রুদের বিদূরিত করেন)। "তখন ভগবান্ সদ্বুদ্ধির দ্বারা এই মেধাবী ব্যক্তিকে অলঙ্কৃত করেন।" (ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক রিপুজয়ী হন; তিনি ভগবৎকৃপায় শুভবুদ্ধি লাভ করেন)। [বিশ্বমঙ্গলনীতির বিরোধী না হ'লে সকলের আন্তরিক প্রার্থনাই পূর্ণ হয়। যিনি সৎপথে থেকে নিজেকে পবিত্র ও উন্নত করতে চান, ভগবান্ তাঁকে তেমন বুদ্ধি প্রদান ক'রে মোক্ষলাভের পথে পরিচালিত করেন।...যিনি নিজেকে পবিত্র রাখতে বদ্ধপরিকর, তিনি নিশ্চিতই রিপুজয়ের দিকে

মনোনিবেশ করবেন। কারণ, তা না হ'লে সাধনার প্রাথমিক অংশই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আর যিনি ঐকান্তিক ভাবে রিপুজয়ের জন্য সচেষ্ট হন, ভগবানের মঙ্গল বিধানে তিনি তাতে কৃতকার্যও হয়ে থাকেন]—ইত্যাদি ॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্ দুটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৪১ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কণ্বগোত্রীয় মেধ্যাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র যে গাবো ন ভূর্ণয়স্ত্বেষা অয়াসো অক্রমুঃ। ঘ্নন্তঃ কৃষ্ণামপ ত্বচম্ ॥ ১॥
সুবিতস্য মনামহেঽতি সেতুং দুরাব্যম্। সাহ্বাংসো দস্যুমব্রতম্ ॥ ২॥
শৃণ্বে বৃষ্টেরিব স্বনঃ পবমানস্য শুষ্মিণঃ। চরন্তি বিদ্যুতো দিবি ॥ ৩॥
আ পবস্ব মহীমিষং গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ। অশ্বাবদ্বাজবৎসুতঃ ॥ ৪॥
স পবস্ব বিচর্ষণ আ মহী রোদসী পৃণ। উষাঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ ॥ ৫॥
পরি ণঃ শর্ময়ন্ত্যা ধারয়া সোম বিশ্বতঃ। সরা রসেব বিষ্টপম্ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — যে সোমসকল জলের মতো শীঘ্র দীপ্তিযুক্ত ও গমনশীল হয়ে কৃষ্ণত্বকগণকে হনন ক'রে বিচরণ করেন, তাদের স্তব করো ॥ ১ ॥

ব্রতরহিত দস্যুকে অভিভব ক'রে আমরা সুন্দর সোমের রাক্ষসবন্ধন ও রাক্ষসহনন ইচ্ছায় স্তব করবো ॥ ২ ॥

অভিষবকালে বলবান্, সোমের দীপ্তিসকল অন্তরীক্ষে বিচরণ করে এবং বৃষ্টির মতো তার শব্দ শ্রুতিগোচর হয় ॥ ৩ ॥

হে সোম! তুমি অভিষুত হয়ে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং বলযুক্ত মহা অন্ন আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করো ॥ ৪ ॥

হে সর্বদর্শী সোম! তুমি ক্ষরিত হও, সূর্য যেমন রশ্মির দ্বারা দিন সকলকে পূর্ণ করেন, সেইরকম আপন রসের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্ণ করো ॥ ৫ ॥

হে সোম! আমাদের সুখকর ধারার দ্বারা নদী যেমন ভূমণ্ডলে গমন করে, সেইরকম চারিদিকে গমন করো ॥ ৬ ॥

টীকা — ১ ঋকে কৃষ্ণবর্ণ অনার্যদের উল্লেখ করা হয়েছে।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৩৮৮ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সবগুলি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। ২১০ পৃষ্ঠাতেও প্রথম ঋক্‌টি আছে। যথা,—১ ঋক্—"জ্ঞানরশ্মিসমূহ যেমন জ্যোতির দ্বারা অজ্ঞজনের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে, অথবা স্তুতিবাক্য যেমন ক্ষিপ্রতার সাথে স্তোতাকে প্রাপ্ত হয়, তেমনই স্তোতৃদের পোষক, জ্যোতিষ্মান, আশুমুক্তিদায়ক অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশকারী যে সত্ত্বভাব, তা আমাদের সৎকর্মে মোক্ষপথে প্রবর্তিত করুক।" (ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাবের সাহায্যে আমরা যেন মোক্ষলাভ করি)। [আলোকের আবির্ভাবে যেমন অন্ধকার

পলায়ন করে, জ্ঞানের বিকাশে তেমন অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাবের সাহায্যে মানুষ মোক্ষের পথে অগ্রসর হ'তে পারে। সুতরাং আমরাও পরিণামে মোক্ষলাভ করতে সমর্থ হবো। এখানে 'গাবঃ'—'জ্ঞান', (গরুসকল নয়)]।—ইত্যাদি॥ ৬ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! জল যথা ভূলোককে (অমৃত যথা বিশুদ্ধ) অভিসিঞ্চিত করে, তেমনই আপনার পরম মঙ্গলকারক প্রবাহের দ্বারা আমাদের অভিসিঞ্চিত করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরম কল্যাণদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন)। [...আমরা মনে ক'রি 'রস' শব্দে এখানে 'জল' অথবা 'অমৃত' অর্থ প্রকাশ করছে এবং এই উভয় মর্মানুসারে আমরা 'রসের বিষ্টপং' উপমাটির দুটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৪২ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : মেধ্যাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

জনয়ন্রোচনা দিবো জনয়ন্নপ্সু সূর্যম্। বসানো গা অপো হরিঃ ॥ ১॥
এষ প্রত্নেন মন্মনা দেবো দেবেভ্যস্পরি। ধারয়া পবতে সুতঃ ॥ ২॥
বাবৃধানায় তূর্বয়ে পবন্তে বাজসাতয়ে। সোমাঃ সহস্রপাজসঃ ॥ ৩॥
দুহানঃ প্রত্নমিৎপয়ঃ পবিত্রে পরি ষিচ্যতে। ক্রন্দন্দেবাঁ অজীজনৎ ॥ ৪॥
অভি বিশ্বানি বার্যাভি দেবাঁ ঋতাবৃধঃ। সোমঃ পুনানো অর্ষতি ॥ ৫॥
গোমন্নঃ সোম বীরবদশ্বাবদ্বাজবৎসুতঃ। পবস্ব বৃহতীরিষঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — এই হরিদ্বর্ণ সোম দ্যুলোক সম্বন্ধীয় জ্যোতি এবং অন্তরীক্ষে সূর্যকে উৎপন্ন ক'রে অধোগামী জলসমূহে আবৃত হয়ে গমন করছেন ॥ ১॥

এই সোম পুরাতন স্তোত্রযুক্ত ও বিশদ হয়ে দেবগণের অভিমুখে ধারাক্রমে গমন করছেন ॥ ২॥

বর্ধমান অন্ন শীঘ্র লাভের জন্য অপরিমিত বলবিশিষ্ট সোম সকল পরিপূর্ণ হচ্ছেন ॥ ৩॥

পুরাণ রসবিশিষ্ট সোম পবিত্রে সিক্ত হচ্ছেন, এবং শব্দপূর্বক দেবগণকে উৎপাদন করছেন ॥ ৪॥

এই সোম অভিষবকালে সমস্ত বরণীয় ধনও যজ্ঞবর্ধক দেবগণের অভিমুখে গমন করে ॥ ৫॥

হে সোম! তুমি অভিষুত হয়ে আমাদের গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত, বীরযুক্ত, সংগ্রামযুক্ত ধন ও প্রভূত অন্ন প্রদান করো ॥ ৬॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৩২৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ২ ও ৪ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। এই দু'টির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম; যথা,—২ সূক্ত—"ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য, সাধক কর্তৃক, ঐকান্তিক সাধনের দ্বারা জ্ঞানদায়ক, দ্যুতিমান্, প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব হৃদয়ে উৎপাদিত হন।"(ভাব এই যে,—সাধকেরা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধনার দ্বারা সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [সাধনার চরম উদ্দেশ্য—ভগবৎলাভ। সেই পরম অভীষ্ট সাধনের প্রধান উপায় সত্ত্বভাব। যাঁর হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হয়েছে, তিনি নিজের মধ্যে সত্ত্বভাবময় সেই পরমপুরুষের অনুভূতি লাভ করতে সমর্থ হন। এই অনুভূতি সাধক-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সত্ত্বভাব সকল অভীষ্ট লাভের সহায়ভূত ব'লে সাধকেরা সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য যত্নপরায়ণ হন।

সাধকদের এই প্রচেষ্টার বিষয়ই মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ৪ ঋক্—"অমৃতপ্রাপক দৃষ্টির আবিভূত সত্ত্বভাব সাধকদের পবিত্র হৃদয়ে উপজিত হন, এবং জ্ঞান প্রদান ক'রে দেবভাব উৎপাদন করেন।" (ভাব এই যে,—পবিত্রহৃদয় সাধক জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করেন)। যাঁর হৃদয় নির্মল পবিত্র, তাঁর হৃদয়েই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়। এই সত্ত্বভাবের সহচর জ্ঞান। তাই যিনি সত্ত্বভাব লাভ করেন, তাঁর হৃদয়ে জ্ঞানও উপজিত হয়। তাই বলা হয়েছে—সত্ত্বভাব জ্ঞান প্রদান করেন।..'ক্রন্দং' পদে আমরা 'জ্ঞান প্রদান করে' ভাব গ্রহণ করেছি। শব্দ-ব্রহ্ম, শব্দ-জ্ঞান। আমরা এই দৃষ্টিতেই ঐ পদে 'জ্ঞানং প্রযচ্ছন' অর্থ গ্রহণ করেছি]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৪৩ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : মেধ্যাতিথি। ছন্দ : গায়ত্রী]

যো অত্য ইব মৃজ্যতে গোভির্মদায় হর্যতঃ। তং গীর্ভির্বাসয়ামসি॥ ১॥
তং নো বিশ্বা অবস্যুবো গিরঃ শুম্ভন্তি পূর্বথা। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে॥ ২॥
পুনানো যাতি হর্যতঃ সোমো গীর্ভিঃ পরিষ্কৃতঃ। বিপ্রস্য মেধ্যাতিথেঃ॥ ৩॥
পবমান বিদা রয়িমস্মভ্যং সোম সুশ্রিয়ম্। ইন্দো সহস্রবর্চসম্॥ ৪॥
ইন্দুরত্যো ন বাজসৃৎ কণিক্রন্তি পবিত্র আ। যদক্ষারতি দেবয়ুঃ॥ ৫॥
পবস্ব বাজসাতয়ে বিপ্রস্য গৃণতো বৃধে। সোম রাস্ব সুবীর্যম্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — যে সোম অশ্বের মতো দেববৃন্দের মত্ততার জন্য গব্যের দ্বারা মিশ্রিত হন, যিনি কমনীয়, সেই সোমকে স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন করি॥ ১॥

সমস্ত রক্ষাভিলাষী স্তুতিসকল পূর্বকালের মতো এই সোমকে ইন্দ্রের পানের জন্য দীপ্ত করছে॥ ২॥

কমনীয় সোম বিপ্র মেধ্যাতিথির জন্য শোধনকালে স্তুতির দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে কলসের প্রতি ধাবমান হচ্ছেন॥ ৩॥

হে শোধনকালীন ইন্দু! আমাদের উত্তম দীপ্তিযুক্ত ও বহু শ্রীযুক্ত ধন প্রদান করো॥ ৪॥

যুদ্ধগামী অশ্বের মতো সোম পবিত্রে শব্দ করছেন, যখন দেবাভিলাষী হন, তখন শব্দ করেন॥ ৫॥

হে সোম! আমাদের অন্ন দানের জন্য এবং স্তোতা মেধাবীর বর্ধনের জন্য ক্ষরিত হও; হে সোম! সুন্দর বীর্যযুক্ত পুত্রও দান করো॥ ৬॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

— ষষ্ঠ অষ্টক সমাপ্ত —

সপ্তম অষ্টক

— নবম মণ্ডলের ৪৪ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অযাস্য। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র ণ ইন্দো মহে তন ঊর্মিং নি বিভ্রদর্ষসি। অভি দেবাঁ অযাস্যঃ ॥ ১ ॥
মতী জুষ্টো ধিয়া হিতঃ সোমো হিন্বে পরাবতি। বিপ্রস্য ধারয়া কবিঃ ॥ ২॥
অয়ং দেবেষু জাগৃবিঃ সুত এতি পবিত্র আ। সোমো যাতি বিচর্ষণিঃ ॥ ৩॥
স নঃ পবস্ব বাজয়ুশ্চক্রাণশ্চারুমধ্বরম্। বর্হিষ্মাঁ আ বিবাসতি ॥ ৪॥
স নো ভগায় বায়বে বিপ্রবীরঃ সদাবৃধঃ। সোমো দেবেষ্বা যমৎ ॥ ৫ ॥
স নো অদ্য বসুত্তয়ে ক্রতুবিদগাতুবিত্তমঃ। বাজং জেষি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে সোমরস। আমাদের প্রচুর ধনের জন্য তুমি আগমন করছো। তোমার তরঙ্গ ধারণপূর্বক অযাস্য ঋষি দেবতাগণের সম্মুখে গমন করতে লাগলেন ॥ ১ ॥

সোমরস যিনি, তিনি কবি; অর্থাৎ কার্যে পটু। বুদ্ধিমান্ তাঁকে স্তব করলেন, যজ্ঞের কার্যে নিযুক্ত করলেন, এতে সোমরসের ধারা অনেক দূর বিস্তার হলো ॥ ২ ॥

এই সোমরস সকল দিক্ দর্শন করেন। ইনি সতর্ক ও সাবধান, ইনি লতা হ'তে নিষ্পীড়িত হয়ে দেবতাগণের উদ্দেশে আগমন করছেন। ইনি পবিত্রের দিকে গমন করছেন ॥ ৩ ॥

হে সোমরস। হস্তে কুশধারী পুরোহিত তোমার পরিচর্যা করছেন। তুমি আমাদের অন্ন কামনা করো, যজ্ঞ সুচারুভাবে সম্পন্ন করো, আমাদের পবিত্র করো ॥ ৪ ॥

সেই সোমরসকে পণ্ডিতেরা বায়ুর উদ্দেশে এবং ভগ নামক দেবতার উদ্দেশে প্রেরণ করেন। সেই সোমরস সর্বদাই বর্দ্ধিষ্ণু। তিনি আমাদের দেবতাগণের নিকট নীত করুন ॥ ৫ ॥

হে সোমরস! তুমি এইরকম। তুমি পুণ্যসঞ্চয়ের উপায়স্বরূপ, তুমি সম্পত্তি লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তুমি অদ্য আমাদের ধন লাভের উপায় ক'রে দাও, তুমি প্রচুর অন্ন, প্রচুর বল উপার্জন ক'রে দাও ॥ ৬ ॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২১৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১ ঋক্‌টি বিবৃত। তার আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণটি এইরকম—"হে শুদ্ধসত্ত্ব। তুমি মহৎ ধন প্রদান করবার জন্য আমাদের প্রাপ্ত হও; ঊর্ধ্বগমনশীল সাধকের ন্যায় তোমার প্রবাহ অর্থাৎ সত্ত্বপ্রবাহ ধারণ ক'রে আমরা যেন ভগবানের উদ্দেশে গমন করতে পারি।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব লাভ ক'রে আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৪৫ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অয়াস্য। ছন্দ : গায়ত্রী]

স পবস্ব মদায় কং নৃচক্ষ দেববীতয়ে। ইন্দবিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ১ ॥
স নো অর্ষাভি দূত্যং ত্বমিন্দ্রায় তোশসে। দেবাংৎসখিভ্য আ বরম্ ॥ ২ ॥
উত ত্বামরুণং বয়ং গোভিরজ্মো মদায় কম্। বি নো রায়ে দুরো বৃধি ॥ ৩ ॥
অত্যূ পবিত্রমক্রমীদ্বাজী ধুরং ন যামনি। ইন্দুর্দেবেষু পত্যতে ॥ ৪ ॥
সমী সখায়ো অস্বরন্বনে ক্রীলন্তমত্যবিম্। ইন্দুং নাবা অনূষত ॥ ৫ ॥
তয়া পবস্ব ধারয়া যয়া পীতো বিচক্ষসে। ইন্দো স্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে সোমরস। যাঁরা পথ প্রদর্শন করেন, তাঁদের প্রতিই তোমার দৃষ্টি। দেবতাগণের সমাগমের জন্য, ইন্দ্রের পানের জন্য, বিশিষ্ট আমোদের জন্য, তুমি জলকে পবিত্র করো ॥ ১ ॥

হে সোমরস। তুমি আমাদের দূতস্বরূপ হও। ইন্দ্রের উদ্দেশে তুমি পীত হয়ে থাকো। আমরা তোমার সখা। দেবতাগণের নিকট হ'তে আমাদের ধন আহরণ ক'রে দাও ॥ ২ ॥

অপিচ। তোমার লোহিতমূর্তি আমরা দুগ্ধ সংযোগের দ্বারা সুবাসিত করছি। তাতে আমোদ, তাতে সুখ। ধন লাভের দ্বার তুমি উদ্ঘাটন ক'রে দাও ॥ ৩ ॥

যেমন অশ্ব পথে গমনকালে রথের ধুরাকে উল্লঙ্ঘন করে, তেমনই সোমরস পবিত্রকে অতিক্রম করলেন, তিনি দেববৃন্দের মধ্যে গিয়ে পড়লেন ॥ ৪ ॥

সোমরস পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক যখন জলের মধ্যে ক্রীড়া করছেন, তখন তাঁর প্রিয়বন্ধু স্তবকর্তাগণ একস্বরে তাঁর স্তব করতে লাগলেন এবং বাক্যপ্রয়োগ সহকারে গুণকীর্তন করতে লাগলেন ॥ ৫ ॥

হে সোমরস। তুমি সেই ধারার আকারে ক্ষরিত হও, যে ধারা পান করলে বিচক্ষণ স্তবকর্তা চমৎকার বীরত্ব লাভ ক'রে থাকেন ॥ ৬ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৬ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অয়াস্য। ছন্দ : গায়ত্রী]

অসৃগ্রন্দেবীতয়েঽত্যাসঃ কৃত্ব্যা ইব। ক্ষরন্তঃ পর্বতাবৃধঃ ॥ ১ ॥
পরিষ্কৃতাস ইন্দবো যোষেব পিত্র্যাবতী। বায়ুং সোমা অসৃক্ষত ॥ ২ ॥

ইন্দ্রং বর্ধন্তি কর্মভিঃ ॥ ৩॥
এতে সোমাস ইন্দবঃ প্রযস্বন্তশ্চমূ সুতাঃ। ইন্দ্রং বর্ধন্তি কর্মভিঃ ॥ ৩॥
আ ধাবতা সুহস্ত্যঃ শুক্রা গৃভ্ণীত মন্থিনা। গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্ ॥ ৪॥
স পবস্ব ধনঞ্জয় প্রযন্তা রাধসো মহঃ। অস্মভ্যং সোম গাতুবিৎ ॥ ৫॥
এতং মৃজন্তি মর্জ্যং পবমানং দশ ক্ষিপঃ। ইন্দ্রায় মৎসরং মদম্ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — সোমলতাগুলি পার্বতীয় প্রদেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দেবতাগণের সমাগমস্থল যজ্ঞস্থানে ক্ষরিত হচ্ছেন, তাঁরা সুপুষ্ট ঘোটকের মতো ক্ষরিত হচ্ছেন। [যাজ্ঞিকগণ তাঁদের প্রস্তুত করছেন] ॥ ১॥

যেমন পিতার প্রদত্ত অলঙ্কারের দ্বারা সুশোভিতা হয়ে কোন নববধূ স্বামীর নিকটে গমন ক'রে থাকে, সোমগুলি সেইরকম বায়ুর দিকে গমন করছে ॥ ২॥

এই সমস্ত উজ্জ্বল সোমরসগুলি খাদ্যদ্রব্যসহকারে নানারকম কার্যের দ্বারা ইন্দ্রের আনন্দ বর্ধন করছে। এরা প্রস্তর ফলকদ্বয়ের নিষ্পীড়নের দ্বারা উৎপত্তি লাভ করেছে ॥ ৩॥

হে সুচতুর পুরোহিতগণ! দ্রুতপদে আগমন করো। মন্থনের উপযোগী দণ্ডের সাথে শুক্লবর্ণ সোমরস ধারণ করো। এই আমোদ-বৃদ্ধিকারী পদার্থকে দুগ্ধ সংযোগের দ্বারায় সুস্বাদু করো ॥ ৪॥

হে সোমরস! তোমাকে পান-পূর্বক বীর্যবান্ হয়ে শত্রুর সম্পত্তি জয় করা যায়, বিস্তর অন্ন আহরণ করা যায়, দুর্গম স্থানে তুমি পথ প্রকাশ ক'রে দাও। এইরকম গুণধারী, তুমি আমাদের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৫॥

এই সোমরস ক্ষরিত হচ্ছেন। দশ অঙ্গুলিপ্রয়োগপূর্বক এঁকে শোধন করতে হবে। ইনি মত্ততা আনয়ন করেন, ইনি ইন্দ্রের আনন্দ বৃদ্ধি করেন ॥ ৬॥

টীকা — ২ ঋকে বিবাহকালে পিতাকর্তৃক কন্যাকে অলঙ্কার দানের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য প্রসঙ্গে বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৭ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : ভৃগুপুত্র কবি। ছন্দ : গায়ত্রী]

অয়া সোমঃ সুকৃত্যয়া মহশ্চিদভ্যবর্ধত। মন্দান উদ্বৃষায়তে ॥ ১॥
কৃতানীদস্য কর্ত্বা চেতন্তে দস্যুতর্হণা। ঋণা চ ধৃষ্ণুশ্চয়তে ॥ ২॥
আৎসোম ইন্দ্রিয়ো রসো বজ্রঃ সহস্রসা ভুবৎ। উক্থং যদস্য জায়তে ॥ ৩॥
স্বয়ং কবির্বিধর্তরি বিপ্রায় রত্নমিচ্ছতি। যদী মর্মৃজ্যতে ধিয়ঃ ॥ ৪॥
সিষাসতু রয়ীণাং বাজেষ্বর্বতামিব। ভরেষু জিগ্যুষামসি ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — উত্তমরূপে নিষ্পীড়িত হয়ে এই সোমরস বিলক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন। ইনি আনন্দভরে বৃষের মতো শব্দ করছেন ॥ ১॥

এই সোমরসের উপযোগী যে যে উদ্যোগ, সকলই করা হয়েছে। দস্যুবধের জন্য সকলে উদ্যোগী হচ্ছেন। এই বলবান্ সোমরস সকল ঋণ পরিশোধ করছেন ॥ ২ ॥

যে পরিমাণে এই সোমরসের উপযোগী মন্ত্রগুলি পাঠ করা যাচ্ছে, সেই পরিমাণে, সহস্রধারায় প্রবাহিত হচ্ছেন, ইন্দ্রের প্রীতিকর পানীয়স্বরূপ হচ্ছেন এবং বজ্রের মতো ইন্দ্রের সহায়স্বরূপ হচ্ছেন ॥ ৩ ॥

যদি অঙ্গুলি প্রয়োগের দ্বারা এই সোমের শোধন করা যায়, তবে তিনি আপনা হ'তেই কৃতকর্মা হয়ে ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদনপূর্বক পণ্ডিতকে নানা ধন প্রদান করিয়ে থাকেন ॥ ৪ ॥

হে সোমরস! যেমন যুদ্ধভূমিতে যোটকদের ঘাস বণ্টন ক'রে দেওয়া যায়, সেইরকম যারা রণে জয়ী হন, তুমি তাঁদের শত্রুর নিকট অপহৃত সম্পত্তি বণ্টন ক'রে দাও ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২১৪ পৃষ্ঠায় গৃহীত এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ, যথা,—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আমাদের সৎকর্মসাধনের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে বর্ধিত হও; আমাদের আনন্দদায়ক হয়ে আকাঙ্ক্ষণীয় তুমি আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করো।" (প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন সত্ত্বভাবের সাথে পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি)। [শুদ্ধসত্ত্ব ও পরাজ্ঞানের একত্র মিলনই পরমানন্দ লাভের—অমৃত লাভের—উপায়। আর এই অমৃতের সন্ধানেই মানুষ ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়। সত্ত্বভাব আনন্দ দান করে, সেই আনন্দ নিত্য ও শাশ্বত, তা-ই মানব-জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু। মন্ত্রের মধ্যে সেই অমৃতলাভের জন্যই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৪৮ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : ভৃগুপুত্র কবি। ছন্দ : গায়ত্রী]

তং ত্বা নৃম্ণানি বিভ্রতং সধস্থেষু মহো দিবঃ। চারুং সুকৃত্যয়েমহে ॥ ১ ॥
সংবৃক্তধৃষ্ণুমুক্থ্যং মহামহিব্রতং মদম্। শতং পুরো রুরুক্ষণিম্ ॥ ২ ॥
অতস্ত্বা রয়িমভি রাজানং সুক্রতো দিবঃ। সুপর্ণো অব্যথির্ভরৎ ॥ ৩ ॥
বিশ্বস্মা ইৎস্বর্দৃশে সাধারণং রজস্তুরং। গোপামৃতস্য বির্ভরৎ ॥ ৪ ॥
অধা হিন্বান ইন্দ্রিয়ং জ্যায়ো মহিত্বমানশে। অভিষ্টিকৃদ্বিচর্ষণিঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! তুমি একান্ত নভোমণ্ডলের একস্থানবাসীগণের মধ্যবর্তী। তুমি ধনের ধারণকর্তা; তুমি মঙ্গলের ধারণকর্তা। আমরা শোভন কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করছি ॥ ১ ॥

হে সোম! পরাভবকারী শত্রুবর্গকে তুমি বিনাশ করো। তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং তোমার অশেষ রকমের মহৎকার্য অবশ্য প্রশংসা করতে হয়। তুমি আনন্দের বিধাতা এবং শত্রুপুরের ধ্বংসকারী ॥ ২ ॥

হে চমৎকার কর্মকারী সোম! এই নিমিত্ত শ্যেনপক্ষী অবলীলাক্রমে তোমাকে স্বর্গলোক হ'তে আহরণ করেছিল, কেন না, তুমি ধন বিতরণ করবার রাজা ॥৩॥

এই সোম বৃষ্টির জল বিতরণ করেন, ইনি স্বর্গবাসী এবং দেবতার পক্ষে সমান; ইনি পুণ্যকর্মের বিঘ্ন নিবারণ কর্তা, সুপর্ণ তা জ্ঞাত হয়েই সোম আহরণ করেন ॥ ৪ ॥

এই সোম অতি সতর্ক, ইনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ইনি কিছুটা পরে আপন বলপ্রয়োগ পূর্বক প্রকার বীর্য ধারণ করলেন ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৩৫৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তটির সব ঋক্‌গুলি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে ভগবন্! স্বর্লোকে স্থিত পরমধনদাতা মঙ্গলময় মুক্তিদায়ক আপনাকে আমরা যেন সৎকর্ম সাধনের দ্বারা আরাধনা করতে পারি।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম সমন্বিত এবং ভগবৎপরায়ণ হই)। [ভগবানের চরণে তাঁকেই আরাধনা করবার শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।...এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে—তবে কি মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে ভগবানেরই দয়ার উপর নির্ভর করে? তাঁর পূজা করবার স্বাধীন অধিকারও কি মানুষের নেই? হ্যাঁ, মানুষ সম্পূর্ণভাবেই তাঁর দয়ার উপরে নির্ভর করে। মানুষের আপেক্ষিক স্বাধীনতাও তাঁরই দান। আবার এই আপেক্ষিক স্বাধীনতার জন্যই মানুষের উন্নতি, অবনতি আছে, পাপ-পুণ্য আছে। সেইজন্যই মানুষ যন্ত্রমাত্র নয়, মানুষ মানুষ। এই স্বাধীনতার দৌলতেই মানুষ প্রার্থনা করতে পারে, কিছু পরিমাণে নিজের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই ভগবৎপরায়ণ হবার জন্য, নিজেকে মোক্ষপথে পরিচালনায় শক্তিলাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে।...]।—ইত্যাদি॥ ৫ ঋক্—"সর্বজ্ঞ (অথবা আত্মোৎকর্মদায়ক) সাধকদের অভীষ্টদায়ক ভগবান্ সাধকদের শ্রেষ্ঠ সৎকর্মসামর্থ্য এবং জ্ঞান ও আত্মোৎকর্ষ প্রদান ক'রে তাঁদের প্রাপ্ত হন।" (ভাব এই যে,—ভগবানই কৃপাপূর্বক সাধকদের মোক্ষ বিধান করেন)। [ভগবান্ যদি দয়া না করেন, তবে মানুষের কি সাধ্য যে, তাঁকে নিজের হৃদয়ে বসাবার জন্য আহ্বান করতে পারে? মানুষের মনে যে চিরন্তন সত্য সাড়া দেয় তা-ই আমরা বেদমন্ত্রের মধ্যে বিকশিত দেখতে পাই।...আমাদের মন্ত্রার্থে 'মহিষং' পদকে 'হিষানঃ' পদের কর্মরূপে গৃহীত হয়েছে। ...'ইন্দ্রিয়ং' পদে 'সৎকর্মসামর্থ্যং জ্ঞানঞ্চ' অর্থই সঙ্গতভাবে গৃহীত হয়েছে]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৪৯ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : ভৃগুপুত্র কবি। ছন্দ : গায়ত্রী]

পবস্ব বৃষ্টিমা সু নোঽপামূর্মিং দিবস্পরি। অযক্ষ্মা বৃহতীরিষঃ ॥ ১ ॥
তয়া পবস্ব ধারয়া যয়া গাব ইহাগমন্। জন্যাস উপ নো গৃহম্ ॥ ২ ॥
ঘৃতং পবস্ব ধারয়া যজ্ঞেষু দেববীতমঃ। অস্মভ্যং বৃষ্টিমা পব ॥ ৩ ॥
স ন ঊর্জে ব্যভব্যয়ং পবিত্রং ধাব ধারয়া। দেবাসঃ শৃণবন্হি কম্ ॥ ৪ ॥
পবমানো অসিষ্যদদ্রক্ষাংস্যপজঙ্ঘনৎ। প্রত্নবদ্রোচয়ন্রুচঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! চতুর্দিকে বৃষ্টিবারি বর্ষণ করো। নভোমণ্ডলের সর্বত্র জলের তরঙ্গ আনয়ন করো। অক্ষয় অন্নের মহা ভাণ্ডার উপস্থিত করো ॥ ১ ॥

হে সোম! তুমি সেই ধারাতে ক্ষরিত হও, যাতে বিপক্ষ দেশজাত গোধনসকল আমাদের ভবনে এসে উপনীত হয় ॥ ২ ॥

হে সোম! তুমি দেববৃন্দের সমাগমপ্রার্থী, অতএব যজ্ঞেতে ঘৃতধারা ক্ষরণ করো। আমাদের নিকট বৃষ্টি উপস্থিত করো ॥ ৩ ॥

হে সোম! তুমি নিষ্পীড়নের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, এইক্ষণে ধারারূপে ক্রমাগত কুশময় পবিত্রের দিকে বহমান হও, তাতেই আমাদের অন্ন হবে। তোমার ক্ষরণের ধ্বনি দেববৃন্দ শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥

ঐ সোম ক্ষরিত হ'তে হ'তে প্রবাহিত হলেন, রাক্ষসবর্গকে বিনাশ করলেন, তাঁর চিরপরিচিত জ্যোতিঃপুঞ্জ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হলো ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৯০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ঋক্‌গুলি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে দেব! স্বর্গলোক থেকে সুষ্টুভাবে অমৃতধারা বর্ষণ করুন এবং আমাদের অমৃতপ্রবাহ প্রদান করুন; অপিচ, আধিব্যাধিবিরহিত মহতী পরাসিদ্ধি প্রদান করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের অমৃতযুত পরাসিদ্ধি প্রদান করুন)। [...'অপং উর্মিং' পদ দু'টির ভাষ্য অনুসারী অর্থ 'জলের তরঙ্গ'। এই মন্ত্রার্থে এবং পূর্বাপর স্থানেও এই দুই পদের অর্থ 'অমৃতের প্রবাহ-ই সঙ্গত]।—ইত্যাদি ॥ ৫ ঋক্—"পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব রিপুগণকে বিনাশ করেন; চিরবর্তমান, নিত্য জ্যোতিঃ প্রদান ক'রে তিনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন।" (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব রিপুনাশক হয়; জ্যোতির্ময় সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [নিত্যসত্যের মূলভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা রিপুনাশ হয়। দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা—শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানের, দিব্যজ্যোতিঃর আধার। আমরা যেন তার সাহায্যে দিব্যজ্যোতিঃ লাভ ক'রে ধন্য হই]।—ইত্যাদি ॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্টগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৫০ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অঙ্গিরাবংশীয় উচথ্য। ছন্দ : গায়ত্রী]

উত্তে শুষ্মাস ঈরতে সিন্ধোরূর্মেরিব স্বনঃ। বাণস্য চোদয়া পবিম্ ॥ ১ ॥
প্রসবে ত উদীরতে তিস্রো বাচো মখস্যুবঃ। যদব্য এষি সানবি ॥ ২ ॥
অব্যো বারে পরি প্রিয়ং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। পবমানং মধুশ্চুতম্ ॥ ৩ ॥
আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে। অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৪ ॥
স পবস্ব মদিন্তম গোভিরঞ্জানো অক্তুভিঃ। ইন্দ্রবিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! সমুদ্রের তরঙ্গের বেগের মতো তোমার ধারা বহমান হচ্ছে। যেমন

ধনুর্গুণ হ'তে বিক্ষিপ্ত বাণ শব্দ করে, তুমি সেইরকম শব্দ ছাড়তে থাকো ॥ ১॥

যখন তুমি উন্নতকুশময় পবিত্রে গমন ক'রে আরোহণ কর, তখন তোমার উৎপত্তি দর্শনে যজ্ঞানুষ্ঠানে ইচ্ছুক যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির তিনরকম বাক্য নির্গত হ'তে থাকে ॥ ২॥

এই যে সোম, যিনি দেবতাগণের প্রীতিকর, যাঁর বর্ণ দুর্বাদলের মতো, যিনি প্রস্তর ফলকের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়েছেন যিনি মধুর রস ক্ষরিত করছেন, এঁকে ঋত্বিকবর্গ ছাঁকবার জন্য মেষলোমের উপর অর্পণ করছেন ॥ ৩॥

হে কর্মিষ্ঠ আনন্দ বিধাতা সোম। তুমি কুশময় পবিত্রের চারিপার্শ্বে ক্ষরিত হও। তাহ'লে পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হবে ॥ ৪॥

হে আনন্দ বিধাতা সোম। তোমাকে সুস্বাদু করবার জন্য গব্য, ক্ষীর ইত্যাদি তোমার সাথে মিশ্রিত করা হয়েছে। তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৫॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫০৮ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি এবং ৫০৯ পৃষ্ঠায় শেষ দু'টি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে দেব। সমুদ্র-তরঙ্গের শব্দের মতো অর্থাৎ সমুদ্রের তরঙ্গ হ'তে শব্দ যেমন অহর্নিশ উদ্গত হয় তেমন ভাবে, আপনার আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞান নিত্যকাল সাধক-হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; হে দেব! বীণাতন্ত্রের শব্দতুল্য মধুর শব্দ অর্থাৎ পরাজ্ঞান আমাদের প্রদান করুন।" (ভাব এই যে,—সাধকেরা নিত্যকাল পরাজ্ঞান লাভ করেন; আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি)। [...পরাজ্ঞানকে বীণা-শব্দের মতো মধুর বলা হয়েছে। জ্ঞান যে কেবলমাত্র মোক্ষসাধক তা নয়, এটি আনন্দদায়কও বটে; মন্ত্রে তা-ই প্রখ্যাপিত হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ৫ সূক্ত—"পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতির্দায়ক জ্ঞানকিরণযুক্ত আপনি আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হন; তারপর ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করে তার প্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [এই মন্ত্রটির দু'একটি পদের বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা 'এগ্রস্যা জঠরং বিশ' এবং 'ইন্দ্র ইন্দ্রায় পীতয়ে'।...প্রচলিত ব্যাখ্যাতে যেন সোমরস নামক মদ্য-প্রস্তুতের প্রণালীই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'অক্তুভিঃ" পদে 'জ্যোতির্দায়কৈঃ'; 'গোভিঃ' পদে 'গোর্বিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ' অর্থাৎ 'গো' শব্দের অর্থ 'গো থেকে উৎপন্ন দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি'-র পরিবর্তে ('গো'—জ্ঞানকিরণ) 'জ্যোতির্দায়ক জ্ঞানকিরণের সাথে'—ইত্যাদি অর্থ ধরলে মন্ত্র-ব্যাখ্যা সুসংগত হয়]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৫১ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : উচথ্য। ছন্দ : গায়ত্রী]

অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ সৃজ। পুনীহীন্দ্রায় পাতবে ॥ ১॥
দিবঃ পীয়ূষমুত্তমং সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে। সুনোতা মধুমত্তমম্ ॥ ২॥
তব ত্য ইন্দো অন্ধসো দেবা মধোর্ব্যশ্নতে। পবমানস্য মরুতঃ ॥ ৩॥

ত্বং হি সোম বর্ধয়ংৎসুতো মদায় ভূর্ণয়ে। বৃষৎস্তোতারমূতয়ে ॥ ৪॥
অভ্যর্ষ বিচক্ষণ পবিত্রং ধারয়া সুতঃ। অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে পুরোহিত। প্রস্তরফলকের দ্বারা সোম নিষ্পীড়িত হয়েছেন, এঁকে কুশময় পবিত্রের চারিপার্শ্বে পাতিত ক'রে দাও। ইন্দ্র এঁর পানকর্তা, তাঁর জন্য এঁর শোধন করো ॥ ১॥

হে পুরোহিতগণ! এই সোম চমৎকার রসযুক্ত, স্বর্গধামের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয়; বজ্রধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এই সোমের নিষ্পীড়ন করো ॥ ২॥

হে সোম। তুমি ক্ষরিত হয়ে সুস্বাদু হয়েছো, তোমার সহযোগী খাদ্যদ্রব্যসকল আছে, এঁর চারিপার্শ্বে দেবতাবর্গ ও মরুৎগণ আগমনপূর্বক বেষ্টন ক'রে উপবেশন করছেন ॥ ৩॥

হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে ত্বরিত আনন্দ বিধান করো, তোমার প্রকৃতি (দেহ) পুষ্ট করো, তুমি অভীষ্ট ফল বিতরণ করো এবং উপাসককে রক্ষা করো ॥ ৪॥

হে সোম। তুমি নিষ্পীড়িত হয়েছো, ধারারূপে বহমান হও, কুশময় পবিত্রের দিকে গমন করো, বিবিধরকম অন্নের দিকে গমন করো ॥ ৫॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫২৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। ২১৩ পৃষ্ঠাতেও প্রথম ঋক্‌টি আছে। সেই সূত্রে এই তিনটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও আছে। যথা,— ১ ঋক্—"সৎকর্মে নিয়োজিত হে আমার মন। তুমি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা পবিত্রীকৃত শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়রূপে যজ্ঞাগারে প্রতিষ্ঠিত করো; তারপর সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানের গ্রহণের জন্য পবিত্র (অর্থাৎ উৎকর্ষসাধন) করো।" (এখানে সত্ত্বভাবের প্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য যাজ্ঞিক আত্মাকে উদ্বোধিত করছেন। মন্ত্রের ভাব এই যে,—সৎভাবের প্রভাবে সৎকর্মের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। অথবা—"সৎকর্ম-সাধন-সমর্থ হে আমার মন। কঠোর সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা হৃদয় পবিত্র ক'রে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হও; বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবের গ্রহণের জন্য সত্ত্বভাবকে পবিত্র করো।" (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য আমরা যেন কঠোর তপঃ-পরায়ণ হই)। [মনই কর্মের নিয়ামক। মন ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা। আমরা ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা সমস্ত কার্যনির্বাহ ক'রি বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে মন। তাই দু'রকম অন্বয়েই 'অধ্বর্যো' পদে 'সৎকর্মসাধনসমর্থ হে মনঃ।' অর্থ গৃহীত হয়েছে; কারণ মনই সৎকর্মের বা অসৎকর্মের সম্পাদক। সৎকর্মসাধনের পথে বহু বাধাবিঘ্ন বর্তমান। সেই সকল বাধা অতিক্রম ক'রে সৎপথে অগ্রসর হওয়া অতিশয় কঠোর বা কষ্টকর। বজ্রের চেয়েও কঠোর হৃদয় নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর না হ'লে এই সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় না। তাই 'অদ্রিভিঃ' পদে 'কঠোরসৎকর্মসাধনৈঃ' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিবেকরূপী দেবগণ (মরুতঃ) এবং সকল দেবতা (তে দেবাঃ) আত্মশক্তিধারক পবিত্রকারক আপনার অমৃত গ্রহণ করেন।" (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের অমৃতের সাথে সকল দেবভাব মিলিত হয়)। [...'সোম'-কে সঙ্গত অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্ব' ধরলে বোঝা যায়—মানুষের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন তার অন্তরস্থিত সুপ্ত দেবভাবসমূহ জাগরিত হয়ে ওঠে, তার ফলে সাধক দেবত্ব প্রাপ্ত হন। বিবেক জাগরিত হয়, মানুষ বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সাথে দেবভাব মিলিত হয়ে সাধককে ভগবানের সমীপে নিয়ে যায়—এটাই বর্তমান মন্ত্রের মর্মার্থ। দেবগণ শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত ভক্ষণ করেন, তার অর্থ এই যে,—তাঁরা মানুষের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই প্রীতিলাভ করেন, এটাই

'কর্মণি ষষ্ঠী' এই নিয়ম অনুসারে 'মঘোঃ' পদের দ্বিতীয়ায় ভগবৎ-আরাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। 'অমৃতং' অর্থ গৃহীত হয়েছে]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌টির বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৫২ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : উচথ্য। ছন্দ : গায়ত্রী]

পরি দ্যুক্ষঃ সনদ্রয়ির্ভরদ্বাজং নো অন্ধসা। সুবানো অর্ষ পবিত্র আ ॥ ১॥
তব প্রত্নেভিরধ্বভিরব্যো বারে পরি প্রিয়ঃ। সহস্রধারো যাত্তনা ॥ ২॥
চরুর্ন যস্তমীংখয়েন্দো ন দানমীঙ্খয়। বধৈর্বধস্নবীঙ্খয়া ॥ ৩॥
নি শুষ্মমিন্দবেষাং পুরুহূতং জনানাম্। যো অস্মাঁ আদিদেশতি ॥ ৪॥
শতং ন ইন্দ উতিভিঃ সহস্রং বা শুচীনাম্। পবস্ব মংহয়দ্রয়িঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — সেই সোম জ্যোতিঃপুঞ্জ মূর্তি, তিনি ধনের বিতরণকর্তা, তিনি খাদ্যদ্রব্য সহকারে বলকর হন। হে সোম! নিষ্পীড়িত হয়ে কুশময় পবিত্রের চারিপার্শ্বে ক্ষরিত হও ॥ ১॥

হে সোম! তোমার অতি চমৎকার সহস্রধারা বিস্তৃত হয়ে চিরাভ্যস্ত রকমে মেষলোমে গমন করছে ॥ ২॥

হে সোম! চরুর মতো যে খাদ্য, তা আনয়ন ক'রে দাও, দেয় বস্তু আমাদের আনয়ন ক'রে দাও; প্রহার করলে তুমি নিঃসৃত হয়ে থাকো, এই তোমার প্রকৃতি, সেই প্রহার সহকারে নির্গত হও ॥ ৩॥

যে সকল বিপক্ষ আমাদের যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছে, হে সর্বজন কমনীয় সোমরস! সেই সকল ব্যক্তির তেজঃ হ্রাস ক'রে দাও ॥ ৪॥

হে সোম! তুমি ধনের বিতরণ কর্তা, আমাদের রক্ষা করবার জন্য তোমার নির্মল শতধারা বহমান ক'রে দাও ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২১০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋকটি গৃহীত হয়েছে। তার আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই; যথা,—"দেবতা আমাদের সত্ত্বভাবের সাথে আত্মশক্তি এবং নিত্যধন প্রদান করুন; হে সত্ত্বভাব! বিশুদ্ধ তুমি আমাদের পবিত্র ক'রে আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হও।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান কৃপা ক'রে আমাদের আত্মশক্তি এবং সত্ত্বভাব প্রদান করুন)। [মন্ত্রের ভগবৎ সম্বোধনের সাথে তাঁরই শক্তি সত্ত্বভাবের সম্বোধন একই সূত্রে গ্রথিত। ভগবানের শক্তিকে সম্বোধন করায় ভগবানকে সম্বোধন করা হয়। এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবৎশক্তি সত্ত্বভাবের কাছেই প্রার্থনা করা হয়েছে]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৫৩ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার। ছন্দ : গায়ত্রী]

উত্তে শুশ্মাসো অস্থু রক্ষো ভিন্দন্তো অদ্রিবঃ। নুদস্ব যাঃ পরিস্পৃধঃ ॥ ১॥
অয়া নিজঘ্নিরোজসা রথসঙ্গে ধনে হিতে। স্তবা অবিভ্যুষা হৃদা ॥ ২॥
অস্য ব্রতানি নাধৃষে পবমানস্য দূঢ্যা। রুজ যস্ত্বা পৃতন্যতি ॥ ৩॥
তং হিম্বন্তি মদচ্যুতং হরিং নদীষু বাজিনম্। ইন্দুমিন্দ্রায় মৎসরম্ ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে প্রস্তরসমুদ্ভূত সোমরস। রাক্ষসধ্বংসকারী তোমার তেজঃ সমস্ত উদ্রিক্ত হয়েছে। যে সকল বিপক্ষ চতুর্দিকে আস্ফালন করছে, তাদের বিতাড়িত ক'রে দাও ॥ ১॥

এই আমি নির্ভয় হৃদয়ে বিপক্ষের রথমধ্যে নিহিত ধন লুণ্ঠন করবার জন্য এবং নিজের বলে বিপক্ষ সংহার করবার উদ্দেশে সোমের গুণগান করছি ॥ ২॥

নির্বোধ শত্রু এই ক্ষরিত সোমের প্রভাব কখনই সহ্য করতে পারে না। যে তোমার সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করে, তাকে বিনাশ করো ॥ ৩॥

সেই যে সোম, যিনি মদিরা ক্ষরিত করেন, যাঁর বর্ণ দূর্বাদলের মতো, যিনি বলকর, তাঁকে ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ঋত্বিকগণ নদীতে পাতিত ক'রে দিচ্ছেন ॥ ৪॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭০৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি এবং ৭০৫ পৃষ্ঠায় চতুর্থ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্— "রিপুনাশের জন্য পাষাণকঠোর হে দেব। রাক্ষসবর্গের বিনাশকারী আপনার আত্মমুক্তিদায়িকা শক্তি জাগ্রত হোক। যে শত্রুবর্গ আমাদের বাধা প্রদান করে, তাদের বিনাশ করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্। কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন)। [তিনি মানুষকে নিজের কোমল স্নেহধারায় সঞ্জীবিত ক'রে তোলেন। আবার জগতের শত্রুনাশের সময় তাঁরই বিশাল গর্জন বিশ্বকে প্রকম্পিত ক'রে তোলে (অথবা স্নেহবান্ পিতাও যেমন অসৎ-পথগামী প্রিয়তম পুত্রকে শাসনকালে পাষাণের মতো কঠোর হয়ে ওঠেন)। সুতরাং পরম করুণাময় মূর্তি পরিত্যাগ ক'রে ভগবানকে কখনও কখনও রুদ্ররূপ ধারণ করতে হয়। 'অদ্রিবঃ' পদে সেই রূপেরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'উদস্থু' পদের 'উত্থিত, জাগ্রত' অর্থ অবলম্বনে ভগবানের রিপুনাশিকা শক্তি জাগ্রত হোক—এমন ভাবই এসেছে। অথবা তাঁরই শক্তি আমাদের রিপুনাশে উদ্বুদ্ধ করুক। সমগ্র মন্ত্রের ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় আমরা যেন রিপুজয়ী হই।...]—ইত্যাদি ॥ ৪ ঋক্—"সাধকগণ পরমানন্দদায়ক, পাপহারক, আত্মশক্তিদায়ক, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য অমৃতপ্রবাহে সম্মিলিত করেন।" (ভাব এই যে,—সাধকেরা ভগবানকে লাভ করার জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদন করেন)। [...আমরা মনে করি, 'নদীষু' পদের দ্বারা অমৃতপ্রবাহকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রবাহের সাথে মিলিত হয়—এটাই মন্ত্রের ভাব। আবার ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য এই উভয়ের মিলন অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাই বলা হয়েছে—'ইন্দুং নদীষু হিম্বন্তি']।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৫৪ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার। ছন্দ : গায়ত্রী]

অস্য প্রত্নামনু দ্যুতং শুক্রং দুদুহ্রে অহ্রয়ঃ। পয়ঃ সহস্রসামৃষিম্ ॥ ১॥
অয়ং সূর্য ইবোপদৃগয়ং সরাংসি ধাবতি। সপ্ত প্রবত আ দিবম্ ॥ ২॥
অয়ং বিশ্বানি তিষ্ঠতি পুনানো ভুবনোপরি। সোমো দেবো ন সূর্যঃ ॥ ৩॥
পরি ণো দেববীতয়ে বাজাঁ অর্ষসি গোমতঃ। পুনান ইন্দবিন্দ্রয়ুঃ ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — পণ্ডিতগণ এই সোমের চিরপরিচিত জ্যোতিঃ দর্শন ক'রে শুভ্রবর্ণ দুগ্ধ দোহন করলেন। সেই দুগ্ধ অপরিমিত বলের আধায়ক ॥ ১ ॥

এই সোমরস সূর্যের মতো সর্ব সংসার নিরীক্ষণ করেন। ইনি সরোবরের দিকে ধাবিত হন। ইনি সপ্তসিন্ধু হ'তে দ্যুলোক পর্যন্ত বেষ্টন ক'রে আছেন ॥ ২ ॥

এই সোম যখন সংশোধিত হচ্ছেন, ইনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপরিস্থিত হন। ইনি সূর্যদেবের মতো ॥৩॥

হে সোম। তুমি শোধিত হচ্ছো, ইন্দ্রকর্তৃক পীত হবে, আমাদের যজ্ঞের জন্য গোধন এবং নানারকম খাদ্যদ্রব্য আহরণ ক'রে দাও ॥ ৪ ॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৩২৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তটির প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ আছে। যথা,—১ ঋক্-"ভগবানের নিকট, সর্বার্থসাধক, সত্যপ্রাপক, জ্যোতির্ময়, দীপ্তিমান্ অমৃতময় করুণাধারা জ্ঞানিগণ সর্বতোভাবে লাভ করেন।" (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় জ্ঞানিগণ অমৃত প্রাপ্ত হন)। [জ্ঞানিগণই অমৃতলাভের অধিকারী। যাঁরা সাধনার দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করেন, তাঁরাই সর্বার্থসাধক অমৃত লাভ ক'রে ধন্য হন।—মানুষের মনে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা—অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষা। তাই যাতে অমৃতের স্পর্শ আছে ব'লে মনে করে, তারই পশ্চাতে ঘুরতে থাকে। বস্তুতঃ মানুষের মনে কোন কু-অভিসন্ধি নেই বা থাকতে পারে না। তার অন্তরের সেই অমৃতলাভের জন্যই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে অমৃতলাভের পথ খুঁজে পায় না ব'লেই সে পথের সন্ধানে ফিরতে ফিরতে সহসা বিপথে চলে নিজের অধঃপতন ঘটায়। পরে যখন তার জ্ঞানোদয় হয়, তখন সে তার জীবনের চরম প্রার্থনীয় বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করে নিতে পারে এবং তা লাভ করবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়। জ্ঞান সেই অমৃতলাভের প্রকৃত উপায় নির্দেশ ক'রে দেয় এবং জ্ঞানী সাধক সেই অনুরূপ অমৃতপানে অমর হন। মন্ত্রে এই সত্যই বিধৃত আছে]।—ইত্যাদি ॥ ২ ঋক্—"জ্ঞানদেবতুল্য আপন কিরণের দ্বারা সূর্যদেব যেমন জগৎকে উদ্ভাসিত করেন, তেমন পরম দেব (অথবা সত্ত্বভাব) সর্বজ্ঞ (অথবা সর্বজ্ঞানদাতা) হন; সেই দেবতা সাধকদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হন এবং দ্যুলোক ও বিশ্বকে প্রাপ্ত করেন। (ভাব এই যে,—সর্বব্যাপক সর্বজ্ঞ ভগবান্ সাধকদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হন)। [ভগবান্ অথবা তাঁর শক্তিস্বরূপ সত্ত্বভাব দ্যুলোক-ভূলোক ব্যেপে আছেন। সর্বত্রই তাঁর মহিমা পরিদৃষ্ট হয়।...]— ইত্যাদি ॥ ৩ ঋক্—"জ্ঞানদেবতুল্য দ্যুতিমান্ প্রসিদ্ধ পবিত্রকারক সত্ত্বভাব সকল ভুবনের উপরে বর্তমান

আছেন।" (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব লোকবর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলসাধক হয়ে থাকেন)। [...বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবই জগতের নিয়ামক]—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৫৫ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অবৎসার। ছন্দ : গায়ত্রী]

যবং যবং নো অন্ধসা পুষ্টং পুষ্টং পরি স্রব। সোম বিশ্বা চ সৌভগা ॥ ১॥
ইন্দো যথা তব স্তবো যথা তে জাতমন্ধসঃ। নি বর্হিষি প্রিয়ে সদঃ ॥ ২॥
উত নো গোবিদশ্ববিৎপবস্ব সোমান্ধসা। মক্ষূতমেভিরহভিঃ ॥ ৩॥
যো জিনাতি ন জীয়তে হন্তি শত্রুমভীত্য। স পবস্ব সহস্রজিৎ ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও প্রচুর যব আমাদের আহরণ ক'রে দাও এবং যাবতীয় কাম্যবস্তু আমাদের দাও ॥ ১ ॥

হে সোম! তোমার যে রকম গুণকীর্তন করলাম, যেমন তোমার আহৃত অন্নের স্তব করলাম, এইক্ষণে আমাদের কুশে আগমনপূর্বক উপবেশন করো ॥ ২ ॥

হে সোম! তুমি আমাদের গোধন আহরণ ক'রে দাও, অশ্বও আহরণ ক'রে দাও, অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর অন্নসহকারে ক্ষরিত হও, এই প্রার্থনা ॥ ৩ ॥

যে তুমি জয়ী হয়ে থাকো, কখনও পরাজিত হও না, যে তুমি শত্রুর দিকে ধাবিত হয়ে তাদের নিপাত করো, সেই তুমি সহস্রজয়ী সোম ক্ষরিত হও ॥ ৪ ॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪২৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্‌গুলিই গৃহীত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রাপ্তব্য। যথা,—১ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রভূত পরিমাণ আত্মশক্তি সঞ্চারে পরমানন্দ-ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরিত হও; এবং সকল পরমধন আমাদের প্রদান করো।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন আত্মশক্তি পরমধন লাভ করি)। [এই মন্ত্রে 'যবং যবং' এবং 'পুষ্টং পুষ্টং' পদের দ্বিত্বের দ্বারা প্রার্থনার ব্যাকুলতা প্রকাশ করা হয়েছে। 'যবং' পদের অর্থ 'আত্মপোষণসমর্থ বল'...]।—ইত্যাদি ॥ ৪ ঋক্—"বিশ্বশত্রুজয়ী হে দেব! আপনি শত্রুদের জয় করেন, কিন্তু শত্রুগণ কর্তৃক অপরাজেয়; আপনি রিপুদের আক্রমণ ক'রে বিনাশ করেন, এইরকম আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [তিনি যার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, তার আর কোন ভয় থাকে না। তাঁর চরণের স্পর্শে সাধকের জীবন পবিত্র হয়, ধন্য হয়, জীবনের দুর্দমা কামনা-বাসনা শান্তি লাভ করে। তাই তাঁকে হৃদয়ে পাবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।...]।—ইত্যাদি ॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৫৬ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অবৎসার। ছন্দ : গায়ত্রী]

পরি সোম ঋতং বৃহদাশুঃ পবিত্রে অর্ষতি। বিঘ্নন্‌রক্ষাংসি দেবয়ুঃ ॥ ১॥
যৎসোমো বাজমর্ষতি শতং ধারা অপস্যুবঃ। ইন্দ্রস্য সখ্যমাবিশন্ ॥ ২॥
অভি ত্বা যোষণো দশ জারং ন কন্যানূষত। মৃজ্যসে সোম সাতয়ে ॥ ৩॥
ত্বমিন্দ্রায় বিষ্ণবে স্বাদুরিন্দো পরি স্রব। নৄংস্তোতৄন্ ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — এই সোম কুশময় পবিত্রে বিস্তারিত হচ্ছেন; এঁর কামনা যে, দেবতাগণ কর্তৃক পীত হন; ইনি রাক্ষসগণকে ধ্বংস করছেন এবং প্রচুর অন্নরাশি দান করছেন ॥ ১ ॥

এই সোমের বিশিষ্ট কার্যোপযোগী শতধারা ইন্দ্রের সাথে বন্ধুত্ব লাভ করা মাত্র ইনি অন্ন দান করেন ॥ ২ ॥

হে সোম! যেমন নারী বল্লভকে আহ্বান করে, সেইরকম দশ অঙ্গুলি শব্দ করতে করতে তোমাকে শোধন করে। তোমার শোধন হ'লে আমাদের অশেষ লাভ ॥ ৩ ॥

বিশ্বব্যাপী ইন্দ্রের জন্য, হে সোম! তুমি সুস্বাদু হয়ে ক্ষরিত হও, তোমার গুণগানকারী প্রধান ব্যক্তিবর্গকে পাপের তাড়না হ'তে রক্ষা করো ॥ ৪ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। এই সূক্তটিতেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র আছে।

◆ ◆

— ৫৭ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অবৎসার। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র তে ধারা অসশ্চতো দিবো ন যন্তি বৃষ্টয়ঃ। অচ্ছা বাজং সহস্রিণম্ ॥ ১॥
অভি প্রিয়াণি কাব্যা বিশ্বা চক্ষাণো অর্ষতি। হরিস্তুঞ্জান আয়ুধা ॥ ২॥
স মর্মৃজান আয়ুভিরিভো রাজেব সুব্রতঃ। শ্যেনো ন বংসু ষীদতি ॥ ৩॥
স নো বিশ্বা দিবো বসূতো পৃথিব্যা অধি। পুনান ইন্দবা ভর ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — স্বর্গের বৃষ্টিধারার মতো তোমার ধারাগুলি অবাধে ক্ষরিত হচ্ছে এবং আমাদের অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য দান করছে ॥ ১ ॥

এই হরিৎবর্ণ সোমরস দেবতাগণের প্রীতিকর, সকল কার্যের প্রতিই মনোযোগী; ইনি অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করতে করতে আগমন করছেন ॥ ২ ॥

সোমরসের সকল কার্যই উত্তম। যখন যাজ্ঞিকগণ এঁকে শোধন করতে থাকেন, ইনি রাজার মতো, শোনপক্ষীর মতো নির্ভয়ে গমনপূর্বক আপন স্থান গ্রহণ করেন ॥ ৩ ॥

হে সোম! তুমি ক্ষরিত হ'তে হ'তে কি পৃথিবীস্থ, কি স্বর্গলোকস্থ সমস্ত ধনসামগ্রী আমাদের বিতরণ করো ॥ ৪ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭২৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তটির সব ঋক্‌গুলি গৃহীত হয়েছে এবং সেই সূত্রে সেখানে এইগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে পরমদেব। দ্যুলোকের অমৃতধারার মতো আপনার করুণাধারা অবাধে আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। আপনি প্রভূত পরিমাণে আত্মশক্তি আমাদের প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন আত্মশক্তি প্রদান করুন)। [মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে একটি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য স্বর্গের বৃষ্টিধারার (অথবা মন্দাকিনীর) সাথে ভগবানের করুণার তুলনা করা। কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রে কোন উপমা নেই বা থাকতে পারে না। কারণ স্বর্গীয় ধারা এবং ভগবানের করুণাধারা একই বস্তুকে বোঝায়। সুতরাং এক বস্তুর মধ্যেই উপমা সম্ভবপর নয়। কেবলমাত্র মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট করবার জন্য উপমার সাদৃশ্য আনয়ন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের করুণারই মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে] ॥ ৪ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ আপনি আমাদের দ্যুলোকস্থিত অপিচ, পৃথিবীতে বর্তমান সকল পরমধন প্রদান করুন।" [মন্ত্রটি শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য ক'রে উচ্চারিত হয়েছে। পবিত্রকারক সেই পরমবস্তু আমাদের মধ্যে উদিত হ'লে, আমাদের সমগ্র সত্তা পবিত্র হয়, আমাদের বাক্য-মন-কর্ম পবিত্রতার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। সুতরাং মানুষ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পরমধনলাভের (মোক্ষের) উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়। 'দিবঃ অধি উত পৃথিব্যাঃ' মন্ত্রাংশের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লক্ষ্য করে, কারণ তার পরেই আছে 'বিশ্বা বসু' অর্থাৎ সমস্ত ধন। সাধকের প্রার্থনা হীন অকিঞ্চিৎকর বস্তুর জন্য নয়। পৃথিবীতে, স্বর্গে, যেস্থানে যে পবিত্র মহান্ বস্তু আছে, সেই পরমধনের জন্যই প্রার্থনা। তাঁর চরম লক্ষ্য—দিব্যবস্তু, অপার্থিব ধন।...অথচ সাধক পার্থিব বস্তুকে উপেক্ষা করেননি। কারণ তিনি জানেন,পার্থিব বস্তুর ভিতর দিয়েই সেই পরম বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি জানেন, যে অবস্থার মধ্যে, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ অবস্থিতি করে ইচ্ছামাত্রই সে তার হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারে না। পার্থিব বস্তুর ধারণার সাহায্যেই ধীরে ধীরে তাকে সেই অপার্থিব ধারণায় উঠতে হবে। তাই জ্ঞানী সাধক বলছেন,—'আমাকে স্বর্গীয় ধন দাও, পার্থিব ধন দাও। কারণ পার্থিব ধনের সাহায্যেই আমার মতো ক্ষুদ্রহৃদয় হীনপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তোমার দিব্যধনের সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারবে।' সেইজন্যই বেদের অনেকস্থলেই দেখা যায় যে, পার্থিব বস্তুর উদাহরণ নিয়ে অপার্থিব দিব্য বস্তুর বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তা-ই স্বাভাবিক।...]—ইত্যাদি ॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৫৮ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অবৎসার। ছন্দ : গায়ত্রী]

তরৎস মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ। তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ১ ॥
উস্রা বেদ বসূনাং মর্তস্য দেব্যবসঃ। তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ২ ॥

তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৩ ॥

ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে। তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৪ ॥

আ যয়োস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে। তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ — সেই আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন, তিনি দেবতাগণের অন্ন। নিষ্পীড়িত হবার পর তাঁর ধারা গড়িয়ে যাচ্ছে। সেই আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন ॥১॥

সেই সোম ধনের প্রস্রবণস্বরূপ, সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ সোম মানুষকে রক্ষা করতে জানেন। সেই আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন ॥২॥

ধ্বস্রদ্বয় ও পুরুষন্তিদ্বয়ের নিকট সহস্র সহস্র ধন আমরা গ্রহণ করছি। সেই আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছে ॥৩॥

এই দু'জনের নিকট ত্রিশসহস্র বস্ত্র গ্রহণ করেছি। সেই আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন ॥৪॥

টীকা — ৩ ঋকে, সায়ণের মতে ধ্বস্র ও পুরুষন্তি দু'জন রাজার নাম।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪৫৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্গুলি গৃহীত হয়েছে। ২১৩ পৃষ্ঠাতেও প্রথম ঋক্টি আছে। এই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের পরমানন্দদায়ক সেই প্রবাহ স্তোতাদের পাপ হ'তে ত্রাণ ক'রে, তাঁদের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; সেই সত্ত্বপ্রবাহ স্তোতৃদের পাপ হ'তে ত্রাণ ক'রে তাঁদের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়।" [সত্ত্বভাবের পাপনাশিনী-শক্তি এই মন্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। 'তরৎস মন্দী ধাবতি' পদগুলি দু'বার উক্ত হয়েছে। এটা নিশ্চয়তা-জ্ঞাপক। সত্ত্বের প্রবাহ দেবতাদেরও আনন্দদায়ক, মানুষের তো কথাই নেই।...মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হ'লে সেখানে দেবতার—দেবভাবের আবির্ভাব হয়; সুতরাং পাপ দূরে পলায়ন করে। দেবভাব ও পাপ একসঙ্গে থাকতে পারে না। তাই দেবভাব অথবা সত্ত্বভাব উপজিত হ'লে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়—পরমানন্দ লাভ করে]।—ইত্যাদি ॥ ৪ ঋক্ —"পাপের প্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করেছি। জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাবে পাপক্ষালনের দ্বারা আমাদের জন্মগ্রহণ অপ্রতিগৃহীত হোক অর্থাৎ আমাদের জন্মগতি রোধ হোক। পরমানন্দদায়িকে জ্ঞানভক্তি আমাদের পাপ হ'তে উদ্ধার ক'রে হৃদয়ে প্রবাহিত হোন। অথবা সেই জ্ঞানভক্তি আমাদের জন্মগতি নিরোধ ক'রে পরমানন্দের হেতুভূত হোন।" (...মন্ত্রের ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাবে আমরা যেন পুনর্জন্ম নিরোধে সমর্থ হই)। [...'ত্রিংশতং সহস্রাণি তনা' মন্ত্রাংশের সমাবেশে অর্থ হয়,—'অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহণ করেছি'। তার সাথে 'যয়োঃ' পদের সংযোজনে মন্ত্রের অর্থ হয়,—পাপের প্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করেছি।'—ইত্যাদি]॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন। বিশেষতঃ ৩ ঋকের 'ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যো' পদে দু'জন রাজার নামের পরিবর্তে 'জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাবে' এমন ভাব গৃহীত হয়েছে কিভাবে—তা দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ৫৯ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অবৎসার। ছন্দ : গায়ত্রী]

পবস্ব গোজিদশ্বজিদ্বিশ্বজিৎসোম রণ্যজিৎ। প্রজাবদ্রত্নমা ভর ॥ ১ ॥

পবস্বাদ্ভ্যো অদাভ্যঃ পবস্বৌষধীভ্যঃ। পবস্ব ধিষণাভ্যঃ ॥ ২ ॥

ত্বং সোম পবমানো বিশ্বানি দুরিতা তর। কবিঃ সীদ নি বর্হিষি ॥ ৩॥
পবমান স্বর্বিদো জায়মানোঽভবো মহান্। ইন্দো বিশ্বাঁ অভীদসি ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! তুমি গোধন জয় করো, তুমি অশ্ব জয় করো, তুমি সকলই জয় করো, এবং সুন্দর বস্তু জয় করো, তুমি সন্তানসন্ততি ও উত্তম উত্তম বস্তুসকল আহরণ ক'রে দাও। তুমি ক্ষরিত হও ॥ ১॥

হে সোম! তুমি জল হ'তে ক্ষরিত হও, কিরণ হ'তে ক্ষরিত হও, ওষধি হ'তে ক্ষরিত হও, প্রস্তর হ'তে ক্ষরিত হও ॥ ২॥

তুমি ক্ষরিত হয়ে সকল উপদ্রব নিবারণ করো। কর্মিষ্ঠব্যক্তির কুশে গমনপূর্বক উপবেশন করো ॥ ৩॥

হে সোম! তুমি সকলই প্রদান করো। তুমি দর্শন দিয়েই তেজস্বী হও। তুমি সকল শত্রুর প্রতি ধাবমান হও ॥ ৪॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬০ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অবৎসার। ছন্দ : ১, ২, ৪ গায়ত্রী; ৩ পুরউষ্ণিক্]

প্র গায়ত্রেণ গায়ত পবমানং বিচর্ষণিং। ইন্দুং সহস্রচক্ষসম্ ॥ ১॥
তং ত্বা সহস্রচক্ষসমথো সহস্রভর্ণসং। অতি বারমপাবিষুঃ ॥ ২॥
অতি বারান্ পবমানো অসিষ্যদৎ কলশাঁ অভি ধাবতি। ইন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্ ॥ ৩॥
ইন্দ্রস্য সোম রাধসে শং পবস্ব বিচর্ষণে। প্রজাবদ্রেত আ ভর ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — তোমরা সকলে গায়ত্রী ছন্দে সোমের গুণগান করো। তিনি সকল দিক্ দর্শন করেন। তাঁর সহস্র চক্ষু ॥ ১॥

তুমি সহস্র চক্ষু। তুমি অনেক পাত্রে পূর্ণ হয়েছো। তোমাকে মেষলোমের উপর দিয়ে শোধন করলেন, অর্থাৎ ছাঁকলেন ॥ ২॥

এই ক্ষরণশীল সোম মেষলোম ভেদপূর্বক দ্রুত হলেন। এইক্ষণে কলসের মধ্যে দ্রুতবেগে গমন করছেন। ইন্দ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করছেন ॥ ৩॥

হে বহুদর্শিন্! তুমি ইন্দ্রের প্রীতির জন্য স্বচ্ছন্দে ক্ষরিত হও, আমাদের সন্তানসন্ততি ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করো ॥ ৪॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬১ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অঙ্গিরাগোত্রীয় অমহীয়ু। ছন্দ : গায়ত্রী]

অয়া বীতী পরি স্রব যস্ত ইন্দো মদেষ্বা। অবাহন্নবতীর্নব ॥ ১॥
পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শম্বরম্। অধ ত্যং তুর্বশং যদুম্ ॥ ২॥
পরি ণো অশ্বমশ্ববিদ্গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ। ক্ষরা সহস্রিণীরিষঃ ॥ ৩॥
পবমানস্য তে বয়ং পবিত্রমভ্যুন্দতঃ। সখিত্বমা বৃণীমহে ॥ ৪॥
যে তে পবিত্রমূর্ময়োঽভিক্ষরন্তি ধারয়া। তেভির্নঃ সোম মৃলয় ॥ ৫॥
স নঃ পুনান আ ভর রয়িং বীরবতীমিষম্। ঈশানঃ সোম বিশ্বতঃ ॥ ৬॥
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সিন্ধুমাতরম্। সমাদিত্যেভিরখ্যত ॥ ৭॥
সমিন্দ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ। সং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ৮॥
স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্। চারুর্মিত্রে বরুণে চ ॥ ৯॥
উচ্চা তে জাতমন্ধসো দিবি সদ্ভূম্যা দদে। উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ ॥ ১০॥
এনা বিশ্বান্যর্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাম্। সিষাসন্তো বনামহে ॥ ১১॥
স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। বরিবোবিৎপরি স্রব ॥ ১২॥
উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্। ইন্দুং দেবা অযাসিষুঃ ॥ ১৩॥
তমিদ্বর্ধন্তু নো গিরো বৎসং সংশিশ্বরীরিব। য ইন্দ্রস্য হৃদংসনিঃ ॥ ১৪॥
অর্ষা ণঃ সোম শং গবে ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষং। বর্ধা সমুদ্রমুক্থ্যম্ ॥ ১৫॥
পবমানো অজীজনদ্দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুম্। জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ ॥ ১৬॥
পবমানস্য তে রসো মদো রাজন্নদুচ্ছুনঃ। বি বারমব্যমর্ষতি ॥ ১৭॥
পবমান রসস্তব দক্ষো বি রাজতি দ্যুমান্। জ্যোতির্বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ১৮॥
যস্তে মদো বরেণ্যস্তেনা পবস্বান্ধসা। দেবাবীরঘশংসহা ॥ ১৯॥
জঘ্নির্বৃত্রমমিত্রিয়ং সস্নির্বাজং দিবেদিবে। গোষা উ অশ্বসা অসি ॥ ২০॥
সংমিশ্লো অরুষো ভব সূপস্থাভির্ন ধেনুভিঃ। সীদঞ্ছ্যেনো ন যোনিমা ॥ ২১॥
স পবস্ব য আবিথেন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে। বব্রিবাংসং মহীরপঃ ॥ ২২॥
সুবীরাসো বয়ং ধনা জয়েম সোম মীঢ়ঃ। পুনানো বর্ধ নো গিরঃ ॥ ২৩॥
ত্বোতাসস্তবাবসা স্যাম বন্বন্ত আমুরঃ। সোম ব্রতেষু জাগৃহি ॥ ২৪॥
অপঘ্নন্পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ২৫॥
মহো নো রায় আ ভর পবমান জহী মৃধঃ। রাস্বেন্দো বীরবদ্যশঃ ॥ ২৬॥

ন ত্বা শতং চন হ্রুতো রাধো দিৎসন্তমা মিনন্। যৎপুনানো মখস্যসে ॥ ২৭॥
পবস্বেন্দো বৃষা সুতঃ কৃধী নো যশসো জনে। বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ২৮॥
অস্য তে সখ্যে বয়ং তবেন্দো দ্যুম্ন উত্তমে। সাহ্যাম পৃতন্যতঃ ॥ ২৯॥
যা তে ভীমান্যায়ুধা তিগ্মানি সন্তি ধূর্বণে। রক্ষা সমস্য নো নিদঃ ॥ ৩০॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! তুমি সেই রস ধারণপূর্বক ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত ক্ষরিত হও, যে রসের প্রভাবে নবনবতি সংখ্যক শত্রুপুরী যুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়েছিল ॥ ১॥

যে রসের প্রভাবে এক দিনের মধ্যে শম্বর নামক শত্রু সত্যকর্মা দিবোদাস রাজার বশতাপন্ন হলো, তারপর সেই প্রসিদ্ধ তুর্বসু ও যদু বশতাপন্ন হলো ॥ ২॥

হে সোম! তুমি অশ্ব বিতরণ কর্তা, তুমি অশ্ব ও গোধন এবং সুবর্ণ আমাদের নিমিত্ত বর্ষণ করো। প্রভূত খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করো ॥৩॥

তুমি যখন ক্ষরিত হয়ে পবিত্রকে আর্দ্র করতে থাকো, তখন আমাদের সখাস্বরূপ হও, এটাই প্রার্থনা ক'রি ॥ ৪ ॥

তোমার যে সকল তরঙ্গ ধারাস্বরূপে বহমান হয়ে পবিত্রের চারিদিকে ক্ষরিত হয়, তাদের দ্বারা আমাদের সুখী করো ॥ ৫ ॥

হে সোম! তুমি সমস্ত জগতের প্রভু। তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে আমাদের প্রচুররূপে ধন, জন ও অন্ন বিতরণ করো ॥ ৬॥

নদীগণ এই সোমের মাতা। দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে একে শোধন করে। ইনি অদিতি-সন্তান দেবতাবর্গের সাথে মিলিত হন ॥ ৭॥

এই নিষ্পীড়িত সোম পবিত্রের উপর গমন ক'রে ইন্দ্রের সাথে, বায়ুর সাথে এবং সূর্যকিরণের সাথে মিলিত হচ্ছেন ॥ ৮॥

হে সোম! তুমি মধুর রস ও সুন্দর রূপ ধারণপূর্বক ভগ নামক দেবতার জন্য এবং পূষা, বায়ু ও মিত্র বরুণের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৯॥

তোমার যে অন্নসঞ্চয়, তা উর্ধ্বলোকে, স্বর্গলোকে থাকে; তোমার অতি প্রবৃদ্ধ সুখকরী শক্তি এবং তোমার প্রভূত অন্ন পৃথিবী ভোগ করে ॥ ১০॥

এই সোমের সাহায্যে আমরা মানবগণের সকল খাদ্যদ্রব্য উপার্জন ক'রি এবং ভাগ করবার ইচ্ছা হ'লে ভাগ ক'রে নিই ॥ ১১॥

হে সোম! তুমি অন্নদাতা, অতএব আমাদের আরাধ্য ইন্দ্র ও বায়ুগণ ও বরুণদেবের উদ্দেশে ক্ষরিত হও ॥ ১২॥

সেই যে সোম, যাঁকে উত্তমরূপে প্রস্তুত ক'রে স্থানে স্থানে রাখা হয়েছে এবং ক্ষীর প্রভৃতি সংযোগে সুস্বাদু করা হয়েছে, যাঁকে পান করলে শত্রুবর্গকে পরাজয় করা যায়, ইন্দ্র ইত্যাদি দেববর্গ সেই সোমের দিকে গমন করছেন ॥ ১৩॥

যে সোম ইন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী, তাঁকেই আমাদের স্তুতিগীতিগণ উত্তমরূপে সংবর্ধনা করুক। যেমন বহুক্ষণ স্তনপান না করালে জননীগণের স্তন স্ফীত হয়ে ওঠে, তখন সন্তানকে প্রাপ্ত হ'লে তাঁরা পরম সমাদরে গ্রহণ করেন, সেই রকম স্তুতিগণ সোমকে কামনা করে ॥ ১৪॥

হে সোম! তুমি আমাদের গোধনকে নিরুপদ্রব করো। প্রচুর অন্ন বিতরণ করো। চমৎকার বারি বর্ষণ করো ॥ ১৫ ॥

সোম ক্ষরিত হ'তে হ'তে এক বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড জ্যোতিঃপুঞ্জ আবির্ভূত করলেন তা আশ্চর্যভাবে আকাশময় বিস্তারিত হলো ॥ ১৬ ॥

হে জ্যোতির্ময় সোম! তুমি ক্ষরিত হচ্ছো, তোমার সেই আনন্দকর রস অবাধে মেঘলোকের দিকে গমন করছে ॥ ১৭ ॥

হে সোম! তোমার অতি প্রবৃদ্ধ দীপ্তিশালী রস ক্ষরিত হয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে দীপ্তিগোচর ক'রে দিচ্ছে ॥ ১৮ ॥

হে সোম! তোমার যে রস দেবতাগণের সংসর্গ বাঞ্ছা করে এবং রাক্ষসবর্গকে ধ্বংস ক'রে থাকে, যা আনন্দ বিধান করে এবং সর্বলোকের প্রার্থনীয় হয়, সেই রস ধারণপূর্বক তুমি ক্ষরিত হও ॥ ১৯ ॥

হে সোম! তুমি বিপক্ষ শ্রেণীস্থ বৃত্রকে বধ করেছো, প্রতিদিন অন্ন বিভাগ ক'রে দাও। তুমি গোধন বিতরণকারী এবং অশ্ব প্রদান করো ॥ ২০ ॥

হে সোম! তুমি সুস্বাদু ক্ষীর ইত্যাদির সাথে মিশ্রিত হয়ে সত্বর আপন স্থান গ্রহণপূর্বক দীপ্তিশালী হও; যেমন শ্যেনপক্ষী দ্রুতবেগে গমন ক'রে আপন স্থানে উপবেশন করে ॥ ২১ ॥

হে সোম! যখন বৃত্র তাবৎ জলভাণ্ডার রোধ ক'রে রেখেছিল, সেই সময়ে ইন্দ্রের বৃত্রসংহারস্বরূপ ব্যাপারের সময়ে তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলে। সেই তুমি এইক্ষণে ক্ষরিত হও ॥ ২২ ॥

হে ধনবর্ষণকারী সোম! আমরা যেন বীরপুত্র সহকারে সমস্ত ধন জয় ক'রে নিই। তুমি শোধিত হ'তে হ'তে আমাদের স্তুতিবাক্যসমূহের উন্নতি বিধান করো ॥ ২৩ ॥

হে সোম! তোমার রক্ষায় রক্ষিত হয়ে আমরা যেন বিপক্ষগণকে খণ্ড খণ্ড ক'রে নিধন করি। হে সোম! আমাদের সৎকর্মের সময় তুমি সতর্ক থাকো ॥ ২৪ ॥

এই সোম ক্ষরিত হচ্ছেন; তিনি হিংসকবর্গকে নষ্ট করছেন, ইনি ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণগণকে নষ্ট করছেন, ইনি ইন্দ্রের নিকট গমন করছেন ॥ ২৫ ॥

হে ক্ষরৎ সোম! প্রচুর ধন আমাদের দাও; হিংসকবর্গকে ধ্বংস করো; আমাদের ধন, জন ও যশ বিতরণ করো ॥ ২৬ ॥

হে সোম! যখন তুমি শোধন হ'তে হ'তে আমাদের ধন দান করতে উদ্যত হও, যখন খাদ্যদ্রব্য প্রদানে উদ্যোগ করো, তখন শত শত হিংসক শত্রু মিলিত হয়েও তোমার কিছুই করতে পারে না ॥ ২৭ ॥

হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে ধন বর্ষণ করতে করতে ক্ষরিত হও; দেশের মধ্যে আমাদের যশস্বী করো; সকল শত্রু নিধন করো ॥ ২৮ ॥

হে সোম! আমরা এইক্ষণে তোমার বন্ধুত্ব লাভ ক'রে তোমার অন্নে পুষ্ট হয়ে যুদ্ধের জন্য সমাগত বিপক্ষগণকে যেন পরাজয় করতে পারি ॥ ২৯ ॥

হে সোম! বিপক্ষ সংহারের জন্য তোমার যে সকল সুশাণিত ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান আছে, তৎসহকারে আমাদের পরাজয়রূপ অযশ হ'তে রক্ষা করো ॥ ৩০ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫১০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি মন্ত্র, ৩৩৫ পৃষ্ঠায় ৪ থেকে ৬ পর্যন্ত মন্ত্র, ৪৬৪ এবং ৪৬৫ পৃষ্ঠায় ৭ ও ৮ এবং ৯ মন্ত্র, ২০৩ বা ২৮৫ পৃষ্ঠায় ১০ মন্ত্রটি, ২৪৭ বা ২৮৫ পৃষ্ঠায় ১১ ও ১২ মন্ত্র, ৫৫০ পৃষ্ঠায় ১৩ থেকে ১৫ পর্যন্ত মন্ত্র, ২০৭ বা ৩৮৭ পৃষ্ঠায় ১৬ মন্ত্রটি, ২৮৮ পৃষ্ঠায় ১৭ ও ১৮ মন্ত্র, ৩৫১ পৃষ্ঠায় ১৯ থেকে ২১ পর্যন্ত মন্ত্র, ২১০ পৃষ্ঠায় ২২ মন্ত্রটি, ২১৪ বা ৫১০ পৃষ্ঠায় ২৫ মন্ত্রটি, ৫১১ পৃষ্ঠায় ২৬ ও ২৭ মন্ত্র দুটি, ৩৩৪ পৃষ্ঠায় ২৮ থেকে ৩০ পর্যন্ত তিনটি মন্ত্র গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২১০ পৃষ্ঠায় ১ ও ১৩, ২০৩ পৃষ্ঠায় ১৯ এবং ২০৭ পৃষ্ঠাতেও ২৮ মন্ত্র গৃহীত হয়েছে। বলা বাহুল্য যথাযথ ক্ষেত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা—১ মন্ত্র—"হে শুদ্ধসত্ত্ব। তোমার যে দীপ্তি পরমানন্দের জন্য (অথবা রিপুসংগ্রামে) অসংখ্য রিপু বিনাশ করে, সেই দীপ্তির সাথে আমাদের প্রাপ্ত হও অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টভাবে আবির্ভূত হও।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন দীপ্তিমান্ সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [...হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হ'লে সব রিপুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এখানে সত্ত্বভাবের সেই শক্তি এবং মানুষের এই অসংখ্য রিপুর কথাই বলা হয়েছে—কোন দৈত্য বা অসুরের কথা বলা হয়নি]।—ইত্যাদি॥ ৬ মন্ত্র—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশ্বের অধীশ্বর, পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ আপনি আমাদের পরমধন এবং আত্মশক্তিযুত সিদ্ধি প্রদান করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [পবিত্রতার আধার ভগবান্ বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা। তাঁর থেকেই জগৎ উদ্ভূত হয়েছে, তাঁর শক্তিতেই জগৎ পরিচালিত হচ্ছে, আবার তাঁতেই বিলীন হবে। অনন্তকাল থেকে, প্রতি কল্পে এই একই লীলা চলছে। তিনি শুধু বিশ্বের অধীশ্বর নন, তিনি ব্যতীত জগতের অস্তিত্বই সম্ভবপর হতো না। তাই বলা হয়েছে—'বিশ্বতঃ ঈশানঃ'। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্ব-ভাবের আবির্ভাব হ'লে, তার হৃদয় ভগবৎশক্তিজনিত পবিত্রতায় পূর্ণ হয়। তাই সত্ত্বভাবকে পবিত্রকারক বলা হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ২৯ সূক্ত—"হে সত্ত্বভাব। মুক্তিপ্রাপক আপনার সখিত্ব লাভ ক'রে প্রার্থনাকারী আমরা যেন রিপুদের অভিভব করতে পারি; এবং আপনার মুক্তিদায়ক জ্যোতিঃতে যেন বর্তমান থাকি, অর্থাৎ আপনার মুক্তিদায়ক জ্যোতিঃ যেন লাভ ক'রি।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন মোক্ষদায়ক সত্ত্বভাবকে সম্যক্‌রকমে লাভ ক'রি)। [মুক্তিদান করবার শক্তি সত্ত্বভাবের বৈশিষ্ট্য।...সত্ত্বভাবের প্রভাবে রিপুগণও পরাজিত বিধ্বস্ত হয়।...'সখ্যে' পদের দ্বারা হৃদয়ে সম্যক্‌ভাবে সত্ত্বভাবের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করে]।—ইত্যাদি॥ ৩০ মন্ত্র—"হে ভগবন্! আপনার যে সকল রিপুনাশক তীক্ষ্ণ (অথবা মুক্তিদায়ক) অস্ত্রশস্ত্র (অর্থাৎ জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি) শত্রুনাশের জন্য বর্তমান আছে, সেই অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা (অথবা জ্ঞানভক্তি প্রদান ক'রে) আমাদের সকল শত্রুর আক্রমণ হ'তে পরিত্রাণ করুন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদি প্রদান ক'রে আমাদের রিপুজয়ী করুন)। [শব্দার্থ ও ভাবার্থ অনুসারে মন্ত্রটির দু'রকম ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু উভয় ব্যাখ্যারই মূলভাব এক; কেবলমাত্র শব্দ প্রয়োগের বিভিন্নতায় দুই ব্যাখ্যা ব'লে মনে হ'তে পারে মাত্র।—তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র রিপুনাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। মানুষের ভীষণ রিপু অজ্ঞানতা পাপ মোহকে বিনাশ করবার জন্য যে তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তা জ্ঞান ভক্তি সৎ-বৃত্তি প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই হ'তে পারে না। তাই সেই শত্রুনাশক অস্ত্রশস্ত্র জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদি লাভ করবার জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। অন্য পক্ষে, রিপুগণকে বিনাশ ক'রে আমাদের পরিত্রাণ করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। দু'রকম প্রার্থনারই এক লক্ষ্য—রিপুনাশ ও মুক্তি]।—ইত্যাদি॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্টগুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৬২ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : জমদগ্নি। ছন্দ : গায়ত্রী]

এতে অসৃগ্রমিন্দবস্তিরঃ পবিত্রমাশবঃ। বিশ্বান্যভি সৌভগা ॥ ১ ॥
বিঘ্নন্তো দুরিতা পুরু সুগা তোকায় বাজিনঃ। তনা কৃণ্বন্তো অর্বতে ॥ ২॥
কৃণ্বন্তো বরিবো গবেঽভ্যর্ষন্তি সুষ্টুতিম্। ইলামস্মভ্যং সংযতম্ ॥ ৩॥
অসাব্যংশুর্মদায়াপ্সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ। শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ ॥ ৪ ॥
শুভ্রমন্ধো দেববাতমপ্সু ধূতো নৃভিঃ সুতঃ। স্বদন্তি গাবঃ পয়োভিঃ ॥ ৫॥
আদীমশ্বং ন হেতারোঽশূশুভন্নমৃতায়। মধ্বো রসং সধমাদে ॥ ৬॥
যাস্তে ধারা মধুশ্চুতোঽসৃগ্রমিন্দ ঊতয়ে। তাভিঃ পবিত্রমাসদঃ ॥ ৭॥
সো অর্ষেন্দ্রায় পীতয়ে তিরো রোমাণ্যব্যয়া। সীদন্যোনা বনেষ্বা ॥ ৮॥
ত্বমিন্দো পরি স্রব স্বাদিষ্ঠো অঙ্গিরোভ্যঃ। বরিবোবিদ্ঘৃতং পয়ঃ ॥ ৯॥
অয়ং বিচর্ষণির্হিতঃ পবমানঃ স চেততি। হিন্বান আপ্যং বৃহৎ ॥ ১০॥
এষ বৃষা বৃষব্রতঃ পবমানো অশস্তিহা। করদ্বসূনি দাশুষে ॥ ১১॥
আ পবস্ব সহস্রিণং রয়িং গোমন্তমশ্বিনম্। পুরুশ্চন্দ্রং পুরুস্পৃহম্ ॥ ১২॥
এষ স্য পরি ষিচ্যতে মর্মৃজ্যমান আয়ুভিঃ। উরুগায়ঃ কবিক্রতুঃ ॥ ১৩॥
সহস্রোতিঃ শতামঘো বিমানো রজসঃ কবিঃ। ইন্দ্রায় পবতে মদঃ ॥ ১৪॥
গিরা জাত ইহ স্তুত ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে। বির্যোনা বসতাবিব ॥ ১৫॥
পবমানঃ সুতো নৃভিঃ সোমো বাজমিবাসরৎ। চমূষু শক্মনাসদম্ ॥ ১৬॥
তং ত্রিপৃষ্ঠে ত্রিবন্ধুরে রথে যুঞ্জন্তি যাতবে। ঋষীণাং সপ্ত ধীতিভিঃ ॥ ১৭॥
তং সোতারো ধনস্পৃতমাশুং বাজায় যাতবে। হরিং হিনোত বাজিনম্ ॥ ১৮॥
আবিশন্কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। শূরো ন গোষু তিষ্ঠতি ॥ ১৯॥
আ ত ইন্দো মদায় কং পয়ো দুহন্ত্যায়বঃ। দেবা দেবেভ্যো মধু ॥ ২০॥
এতে সোমা অসৃক্ষত গৃণানাঃ শ্রবসে মহে। মদিন্তমস্য ধারয়া ॥ ২১॥
অভি গব্যানি বীতয়ে নৃম্ণা পুনানো অর্ষসি। সনদ্বাজঃ পরি স্রব ॥ ২২॥
উত নো গোমতীরিষো বিশ্বা অর্ষ পরিষ্টুভঃ। গৃণানো জমদগ্নিনা ॥ ২৩॥
পবস্ব বাচো অগ্রিয়ঃ সোম চিত্রাভিরূতিভিঃ। অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥ ২৪॥
ত্বং সমুদ্রিয়া অপোঽগ্রিয়ো বাচ ঈরয়ন্। পবস্ব বিশ্বমেজয় ॥ ২৫॥
তুভ্যেমা ভুবনা কবে মহিম্নে সোম তস্থিরে। তুভ্যমর্ষন্তি সিন্ধবঃ ॥ ২৬॥
তুভ্যমর্ষন্তি সিন্ধবঃ ॥ ২৭॥

প্র তে দিবো ন বৃষ্টয়ো ধারা যন্ত্যসশ্চতঃ। অভি শুক্রামুপস্তিরম্ ॥ ২৮ ॥
ইন্দ্রায়েন্দুং পুনীতনোগ্রং দক্ষায় সাধনম্। ঈশানং বীতিরাধসম্ ॥ ২৯ ॥
পবমান ঋতঃ কবিঃ সোমঃ পবিত্রমাসদৎ। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ৩০ ॥

মন্ত্রার্থ — এই দেখ সোমরসগুলি সমস্ত সৌভাগ্য আমাদের প্রদান করবেন ব'লে পবিত্রের ভিতর দিয়ে উৎপাদিত হচ্ছেন ॥ ১ ॥

এই সকল অতি তেজস্বী সোমরস যাবতীয় দুষ্কর্ম নষ্ট করছেন, আমাদের সন্তান সন্ততি ও অশ্ব প্রদান করতে মনস্থ করেছেন এবং আমাদের চমৎকার বস্তু ইত্যাদি প্রদান করছেন ॥ ২ ॥

এইসকল সোমরস আমাদের নিমিত্ত এবং গোধনের নিমিত্ত চমৎকার অন্নবিধান করতে করতে আমাদের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করছেন ॥ ৩ ॥

পর্বতোৎপন্ন সোম আনন্দের জন্য নিষ্পীড়িত হলেন এবং জলের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন। শ্যেনপক্ষীর মতো দ্রুতবেগে আপন স্থানে গমনপূর্বক উপবেশন করলেন ॥ ৪ ॥

যে নির্মল খাদ্যদ্রব্যকে দেবতাগণ প্রার্থনা করেন, তিনি সোম। পথ প্রদর্শনকারী ঋত্বিকগণ তাঁকে নিষ্পীড়নপূর্বক জলে শোধন করেন, গাভীর দোহে তাঁর আস্বাদন গ্রহণ করেন ॥ ৫ ॥

অনন্তর অনুষ্ঠানকর্তা ঋত্বিকগণ যজ্ঞস্থলে সেই সোমের আনন্দকর রসকে অমরত্ব লাভের জন্য সুশোভিত করেন; যেমন লোকে ঘোটককে সুশোভিত ক'রে থাকে ॥ ৬ ॥

হে সোম! তোমার যে সমস্ত সুরস ধারা উপদ্রব নিবারণের জন্য উৎপাদিত হয়েছে, তৎসহকারে পবিত্রে গমনপূর্বক উপবেশন করো ॥ ৭ ॥

হে সোম! তুমি মেষলোমের মধ্য দিয়ে নির্গত হয়ে ইন্দ্রের পানের জন্য পাত্রে পাত্রে গমনপূর্বক স্থান গ্রহণ করো ॥ ৮ ॥

হে সোম! তুমি অতি সুস্বাদু হয়ে ক্ষরিত হও। অঙ্গিরার সন্তানদের উত্তম উত্তম সামগ্রী ও ঘৃত দুগ্ধ আহরণ ক'রে দাও ॥ ৯ ॥

এই দেখ বহুদর্শী সোমরস পাত্রে স্থাপিত হয়েছেন, ক্ষরিত হচ্ছেন এবং জলময় খাদ্যদ্রব্যকে আন্দোলিত ক'রে আপনার সন্নিধান জ্ঞাপন করিতেছেন ॥ ১০ ॥

এই যে সোম, ইনি ধনবর্ষণকারী, তা-ই এঁর একমাত্র কার্য; ইনি রাক্ষসবর্গকে সংহার করেন এবং দাতা ব্যক্তিকে অশেষ ধন প্রদান ক'রে থাকেন ॥ ১২ ॥

হে সোম! তুমি অতি প্রচুর ধন ক্ষরণ ক'রে দাও। গো, অশ্ব, সকলই প্রদান করো। এমন ধন প্রদান করো যাতে সকলের উল্লাস হয়, যা সকলেই প্রাপ্ত হ'তে বাঞ্ছা করে ॥ ১২ ॥

এই দেখ, মানবগণ সোমকে সেচন করছেন, এঁকে শোধন করা হচ্ছে, এঁর রস পান করা হচ্ছে, কারণ ইনি অত্যন্ত কার্যক্ষম ॥ ১৩ ॥

এই সোম অশেষ রকমে রক্ষা করেন, বিস্তর ধন দান করেন, ইনি লোকের নির্মাণকর্তা, এঁর ক্রিয়াশক্তি অদ্ভুত, ইনি আনন্দের বিধাতা; ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১৪ ॥

এই সোম জন্মগ্রহণপূর্বক নানা স্তুতিবাক্য লাভ ক'রে ইন্দ্রের পানের জন্য যেমন পক্ষী আপন কুলায়ে স্থান গ্রহণ করে, সেই রকম যাগযোগ্য পাত্রে সংস্থাপিত হচ্ছেন ॥ ১৫ ॥

যখন পথ প্রদর্শনকারী ঋত্বিকগণ সোমকে নিষ্পীড়িত করেন, তিনি পাত্রে পাত্রে উপবেশনপূর্বক যেন রণভূমিতে প্রবল বেগে অগ্রসর হ'তে থাকেন ॥ ১৬ ॥

ঋত্বিকগণ সেই সোমকে ঋষিবর্গের রথে ঘোটকের মতো যোজনা করছেন; সেই রথের তিন পৃষ্ঠ, তিন স্থান উন্নত, সপ্তচ্ছন্দ তা'র রজ্জু। এইরকম রথে যোজনা করলে দেবতাগণের নিকট গমন করা যায় ॥ ১৭ ॥

হে সোমনিষ্পীড়নকারিগণ! সেই সোম দ্রুতগামী অশ্বের মতো, তিনি ধন স্পর্শ করেন, অর্থাৎ আনীত করেন; যুদ্ধে গমনের জন্য তাঁকে সজ্জিত করো ॥ ১৮ ॥

সোম নিষ্পীড়িত হয়ে কলসের মধ্যে গমন করছেন, সর্বরকমে সৌভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের আনয়ন ক'রে দিচ্ছেন এবং বিপক্ষের গোযূথের মধ্যে বীরের মতো দণ্ডায়মান হয়েছেন ॥ ১৯ ॥

হে সোম! মানবগণ তোমার সেই মধুময় গুণ কীর্তন করতে করতে দেবতাগণের আনন্দ বর্ধন করবার জন্য দোহন করছেন ॥ ২০ ॥

দেবতাগণ যার নাম শ্রবণ করতে ভালবাসেন, যার আস্বাদন অতি মধুর, হে ঋত্বিক্‌গণ, সেই সোমরসকে দেবতাবৃন্দের নিমিত্ত পবিত্রের উপর স্থাপন করো ॥ ২১ ॥

ঋত্বিক্‌গণ এইসকল সোমরস উৎপাদন করেছেন, এদের গুণকীর্তন হচ্ছে, এরা প্রচুর অন্ন বিতরণ করবে, এদের শক্তি অতি চমৎকার ও আনন্দপ্রদ ॥ ২২ ॥

হে সোম! যে তুমি শোধনকালে গব্য ক্ষীর ইত্যাদির সাথে মিশ্রিত হয়ে ভক্ষণের উপযোগী হয়ে থাক, সেই তুমি এইক্ষণে অন্নদান করতে করতে ক্ষরিত হও ॥ ২৩ ॥

হে সোম! আমি জমদগ্নি, তোমার স্তব করছি। তুমি আমাদের সর্বরকম প্রশস্ত খাদ্যদ্রব্য ও গোধন আহরণ ক'রে দাও ॥ ২৪ ॥

হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ বস্তু। যেমন আমরা তোমার স্তুতিবাক্য উচ্চারণ ক'রি, যেমন আমরা নানারকম কবিতা তোমার বিষয়ে রচনা ক'রি, তেমনই তুমি ক্ষরিত হও ॥ ২৫ ॥

হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি ব্রহ্মাণ্ডকে কম্পিত ক'রে থাক। তুমি আমাদের স্তুতিবাক্য গ্রহণ পূর্বক আকাশ হ'তে বারি বর্ষণ ক'রে দাও ॥ ২৬ ॥

হে সোম! তোমার মহিমাতেই এইসকল ভুবন সুস্থির হয়ে আছে। এই সমস্ত নদী তোমার দিকেই ধাবিত হচ্ছে ॥ ২৭ ॥

যেমন স্বর্গের বৃষ্টি অবাধে পতিত হয়, সেইরকম, হে সোম! তোমার ধারা সমস্ত শুক্লবর্ণ পবিত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে ॥ ২৮ ॥

তোমরা ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণ সোম প্রস্তুত করো, কারণ এর দ্বারা বলের পুষ্টি, ধনের লাভ এবং আহারের আহরণ হয়ে থাকে ॥ ২৯ ॥

নানারকম কার্যোপযোগী সত্যস্বভাব সোম ক্ষরিত হ'তে হ'তে পবিত্রে গমন ক'রে উপবিষ্ট হ'লেন এবং স্তবকর্তা ব্যক্তিকে বলবীর্য প্রদান করতে লাগলেন ॥ ৩০ ॥

টীকা — ৪ ঋকের বক্তব্য—সোমরস পাত্রে ঢালার সাথে ও শ্যেনপক্ষীর উড়ে আসার সাথে অনেক স্থানে তুলনা করা হয়েছে। এরকম উপমা হ'তে কি শ্যেনপক্ষী কর্তৃক সোম আহরণ সম্বন্ধীয় বৈদিক উপাখ্যান উৎপন্ন হয়েছে? এই সূক্তের ১৫ ঋক্ দ্রষ্টব্য এবং ৯।৬৭।১৪ ও ১৫ ঋক্ এবং ৯।৭১।৮ ও ৯।৮৫।১১ এবং ৯।৮৬।৩৫ ও ৯।৯৬।১১ এবং ৯।৯৭।৩৩ দ্রষ্টব্য।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৩৫৮ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্, ৪৩৮ পৃষ্ঠায় ৪ থেকে ৬ ঋক্, ৪২৪ পৃষ্ঠায় ৭ থেকে ৯ ঋক্, ২১৪ পৃষ্ঠায় ১০ ঋক্, ২১০ পৃষ্ঠায় ১৯ ঋক্, ৪৫৪ পৃষ্ঠায় ২২ থেকে ২৪ ঋক্ এবং ৩৩৪ পৃষ্ঠায় ২৫ থেকে ২৭ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। ৪ ঋক্‌টি ২০০ পৃষ্ঠাতেও আছে। বলা বাহুল্য, সেখানে

এগুলির যথাযথ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"সর্বপরমধন শীঘ্র প্রাপ্তির জন্য, পরমধনদাতা আশুমুক্তিদায়ক সত্ত্বভাবসমূহ সাধকগণ কর্তৃক তাঁদের পবিত্র হৃদয়ে উৎপাদিত হন।" (ভাব এই যে, সাধকেরা পরমধনদাতা শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন)। [...'আশবঃ' পদটি 'ইন্দবঃ' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আশবঃ' পদের ভাষ্যানুগত অর্থ শীঘ্রগমনকারী। কোথায় গমন করে? 'পবিত্রং অভি'—পবিত্র হৃদয়ে। কিন্তু কিভাবে গমন করে? সাধকগণ কর্তৃক তাঁদের পবিত্র হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ সাধকগণ তাঁদের সাধনপ্রভাবে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন। কি জন্য উৎপাদিত হয়? পরমধন প্রাপ্তির জন্য অর্থাৎ জীবনের চরম পরিণতি স্বরূপ ভগবানের চরণ প্রাপ্তির জন্য সাধকেরা হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন করেন। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই বিবৃত হয়েছে।—...'আশবঃ' পদে 'আশুমুক্তিদায়িকাঃ' অর্থই সঙ্গত। বিশেষতঃ মন্ত্রের অন্যান্য পদ এবং মন্ত্রের স্বাভাবিক ভাবও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করে। 'তিরঃ' পদে 'ত্বরয়া' অর্থ গৃহীত হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ১০ ঋক্—"পবিত্রকারক আত্ম-উৎকর্ষ-বিধায়ক আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব আমাদের জ্ঞান প্রদান করে; সেই সত্ত্বভাব অমৃতজাত মহৎধন আমাদের প্রদান করুক।" (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব আত্মোৎকর্ষসাধক এবং জ্ঞানদায়ক; তার দ্বারা আমরা যেন পরমধন লাভ ক'রি)। [সত্ত্বভাবের বিশেষণ 'বিচর্ষণিঃ' পদের 'আত্মোৎকর্ষবিধায়ক' অর্থই সঙ্গত। বাস্তবিক পক্ষে সত্ত্বভাবের নিজের উৎকর্ষসাধন বললে কোন অর্থ সঙ্গতি থাকে না। যাঁরা প্রার্থনা করেন তাঁরা আত্মার উৎকর্ষের জন্যই প্রার্থনা করেন। সত্ত্বভাব সেই উৎকর্ষ প্রদান করতে সমর্থ]।—ইত্যাদি॥ ১৯ ঋক্—"বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সকল সম্পদ ধারণ ক'রে আমাদের হৃদয়রূপ আধারে অধিষ্ঠিত হয়ে (সেই সত্ত্বভাব) ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত আমাদের অভিসিঞ্চিত করুক।" (ভাব এই যে,—পরমসম্পদ-দায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানকে লাভের জন্য আমরা যেন প্রাপ্ত হই)। [মন্ত্রে ভগবানের প্রীতির জন্য হৃদয়ে সৎভাব উন্মেষণের সঙ্কল্প পরিদৃষ্ট হয়। এখানে 'কলশ' শব্দে আধার বোঝাচ্ছে; সত্ত্বভাব ধারণের সবচেয়ে উপযোগী আধার বা পাত্র—আমাদের হৃদয়]।—ইত্যাদি॥ ২৪ ঋক্—"অপিচ (উত) হে ভগবন্! আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক কর্তৃক অথবা কালচক্রে চিরবর্তমান জমদগ্নি নামক ঋষি কর্তৃক সম্পূজিত অর্থাৎ অনুসৃত আপনি, আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানসংযুত স্তোত্রসমূহ গ্রহণ ক'রে আমাদের সকল অভীষ্ট পূরণ করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্মে পরিতুষ্ট হয়ে ভগবান্ আমাদের পরমমঙ্গল বিধান করুন)। [...আমরা কিন্তু এই মন্ত্রে কোনও মরণশীল ঋষির সম্বন্ধ বা নাম দেখতে পাচ্ছি না। ...অন্বয় অনুসারে 'জমদগ্নিনা' পদের প্রতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। 'জমৎ'—'জম' ধাতু থেকে 'জমদগ্নি' পদ নিষ্পন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ—ভক্ষণ করা। তা থেকে ভক্ষণ করে যে অগ্নি, তাকেই জমদগ্নি বলা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন—অগ্নি কি ভক্ষণ করেন? লৌকিক অগ্নি এখানকার লক্ষ্য নয়। এখানে অগ্নি বলতে জ্ঞানাগ্নির প্রতিই লক্ষ্য আসে। সেই জ্ঞানরূপ অগ্নি ভক্ষণ করেন—অজ্ঞানতা—পাপরাশি; সে অগ্নি ভক্ষণ করেন,—কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুশত্রু। যাঁরা সাধনার প্রভাবে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলনে সমর্থ হয়েছেন, যাঁদের আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তাঁদের অন্তরস্থিত অগ্নিই পাপরাশি ভক্ষণের শক্তি-সামর্থ্য লাভ করেছে—তাঁদের হৃদয়াগ্নিই কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুশত্রুদের বিমর্দিত করতে পেরেছে।...]।—ইত্যাদি॥ ২৫ সূক্ত—"হে সত্ত্বভাব! শ্রেষ্ঠতম আপনি আকাঙ্ক্ষণীয় রক্ষাশক্তিসমূহের সাথে আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ ক'রে আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন; আমাদের সকল স্তুতি অভিলক্ষ্য ক'রে ক্ষরিত হোন।" (ভাব এই যে,—[সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। সত্ত্বভাবকে 'অগ্রিয়ঃ'—মুখ্য, শ্রেষ্ঠতম ধন বলা হয়েছে। ভগবৎ-সাধনের শ্রেষ্ঠতম অংশ—হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজন। যিনি এই পরম বস্তু সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন, তাঁর পক্ষে সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠতম সহায়ক। তাই সাধকেরা এই সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। এই মন্ত্রে বিভিন্ন ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে এই একই প্রার্থনা প্রকাশিত হয়েছে। ...প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে

এই ভাবের পার্থক্য দেখা যায়।...সোমকে মাদকদ্রব্য ধরে পূর্বাপর এই ব্যাখ্যাগুলি শুধু অসঙ্গতই নয়, মন্ত্রের মূলভাবই রক্ষা করা যায়নি]।—ইত্যাদি॥ ২৬ ঋক্—"বিশ্বদর্শনকারী (অথবা সর্ব-উৎকর্ষসাধক) হে সত্ত্বভাব। আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ ক'রে (অথবা জ্ঞান প্রদান ক'রে) শ্রেষ্ঠতম আপনি সমুদ্রের ন্যায় প্রভূতপরিমাণ অমৃত আমাদের প্রদান করুন।" [মানুষের মধ্যে সকলরকম মহান্ ভাবের বীজ নিহিত আছে। উপযুক্তভাবে তাদের বিকাশ সাধন করতে পারলে মানুষই দেবতা হ'তে পারে। ঊষর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজের মতো সেইসব সুপ্রবৃত্তি মলিন পঙ্কিল হৃদয়ে বিকশিত হ'তে পারে না। আবার বারিবর্ষণে সেই ক্ষেত্র উর্বর হ'লে, ভূমিস্থিত বীজ থেকে শ্যামল শস্য উৎপন্ন হয়ে মানুষের উপকার করে। সত্ত্বভাবরূপ অমৃত বর্ষণে মানুষের হৃদয়ের সুপ্ত প্রবৃত্তিগুলিতে তেমনই জাগরিত হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ উপযুক্ত পরিচর্যায়, তারা পূর্ণ বিকশিত হয়ে মানুষকে অমৃতের পথে নিয়ে যায়। তাই সত্ত্বভাবকে 'বিশ্বমেজয়' বা পাঠান্তরে 'বিশ্বচর্ষণি' বলা হয়েছে। পুনশ্চ, সত্ত্বভাবের সাহায্যে মানুষ জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়, তার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, তাই বিশ্বদর্শনকারী অর্থেরও সার্থকতা দৃষ্ট হয়। 'বাচঃ' পদে জ্ঞান ও প্রার্থনা উভয় অর্থই প্রকাশ করে]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৬৩ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কশ্যপগোত্রীয় নিধ্রুবি। ছন্দ : গায়ত্রী]

আ পবস্ব সহস্রিণং রয়িং সোম সুবীর্যম্। অস্মে শ্রবাংসি ধারয় ॥ ১ ॥
ইষমূর্জং চ পিন্বস ইন্দ্রায় মৎসরিন্তমঃ। চম্বা নি ষীদসি ॥ ২ ॥
সুত ইন্দ্রায় বিষ্ণবে সোমঃ কলশে অক্ষরৎ। মধুমাঁ অস্তু বায়বে ॥ ৩ ॥
এতে অসৃগ্রমাশবোঽতি হ্বরাংসি বভ্রবঃ। সোমা ঋতস্য ধারয়া ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রং বর্ধন্তো অপ্তুরঃ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্। অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ ॥ ৫ ॥
সুতা অনু স্বমা রজোঽভ্যর্ষন্তি বভ্রবঃ। ইন্দ্রং গচ্ছন্ত ইন্দবঃ ॥ ৬ ॥
অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্যমরোচয়ঃ। হিন্বানো মানুষীরপঃ ॥ ৭ ॥
অযুক্ত সূর এতশং পবমানো মনাবধি। অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥ ৮ ॥
উত ত্যা হরিতো দশ সূরো অযুক্ত যাতবে। ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্ ॥ ৯ ॥
পরীতো বায়বে সুতং গির ইন্দ্রায় মৎসরম্। অব্যো বারেষু সিঞ্চত ॥ ১০ ॥
পবমান বিদা রয়িমস্মভ্যং সোম দুষ্টরম্। যো দূণাশো বনুষ্যতা ॥ ১১ ॥
অভ্যর্ষ সহস্রিণং রয়িং গোমন্তমশ্বিনম্। অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ১২ ॥
সোমো দেবো ন সূর্যোঽদ্রিভিঃ পবতে সুতঃ। দধানঃ কলশে রসম্ ॥ ১৩ ॥
এতে ধামান্যার্যা শুক্রা ঋতস্য ধারয়া। বাজং গোমন্তমক্ষরন্ ॥ ১৪ ॥
সুতা ইন্দ্রায় বজ্রিণে সোমাসো দধ্যাশিরঃ। পবিত্রমত্যক্ষরন্ ॥ ১৫ ॥

প্র সোম মধুমত্তমো রায়ে অর্ষ পবিত্র আ। মদো যো দেববীতমঃ ॥ ১৬॥
তমী মৃজন্ত্যায়বো হরিং নদীষু বাজিনম্। ইন্দুমিন্দ্রায় মৎসরম্ ॥ ১৭॥
আ পবস্ব হিরণ্যবদশ্বাবৎসোম বীরবৎ। বাজং গোমন্তমা ভর ॥ ১৮॥
পরি বাজে ন বাজয়ুমব্যো বারেষু সিঞ্চত। ইন্দ্রায় মধুমত্তমম্ ॥ ১৯॥
কবিং মৃজন্তি মর্জ্যং ধীভির্বিপ্রা অবস্যবঃ। বৃষা কনিক্রদর্ষতি ॥ ২০॥
বৃষণং ধীভিরপ্তুরং সোমমৃতস্য ধারয়া। মতী বিপ্রাঃ সমস্বরন্ ॥ ২১॥
পবস্ব দেবায়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ। বায়ুমা রোহ ধর্মণা ॥ ২২॥
পবমান নি তোশসে রয়িং সোম শ্রবায্যম্। প্রিয়ঃ সমুদ্রমা বিশ ॥ ২৩॥
অপঘ্নন্পবসে মৃধঃ ক্রতুবিৎসোম মৎসরঃ। নুদস্বাদেবয়ুং জনম্ ॥ ২৪॥
পবমানা অসৃক্ষত সোমাঃ শুক্রাস ইন্দবঃ। অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥ ২৫॥
পবমানাস আশবঃ শুভ্রা অসৃগ্রমিন্দবঃ। ঘ্নন্তো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ ॥ ২৬॥
পবমানা দিবস্পর্যন্তরিক্ষাদসৃক্ষত। পৃথিব্যা অধি সানবি ॥ ২৭॥
পুনানঃ সোম ধারয়েন্দো বিশ্বা অপ স্রিধঃ। জহি রক্ষাংসি সুক্রতো ॥ ২৮॥
অপঘ্নন্ত্সোম রক্ষসোঽভ্যর্ষ কনিক্রদৎ। দ্যুমন্তং শুষ্মমুত্তমম্ ॥ ২৯॥
অস্মে বসূনি ধারয় সোম দিব্যানি পার্থিবা। ইন্দো বিশ্বানি বার্যা ॥ ৩০॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! বলধায়ক প্রচুর ধন ক্ষরণ করো এবং আমাদের অশেষ খাদ্য আনয়ন করো ॥ ১॥

হে সোম! তোমার তুল্য আনন্দদাতা কেউ নেই। তুমি আহার দাও, বল ও পুষ্টি প্রদান করো এবং ইন্দ্রের জন্য পাত্রে পাত্রে উপবেশন করো ॥ ২॥

নিষ্পীড়িত হয়ে সোমরস ইন্দ্রের জন্য ও বিষ্ণুর জন্য ক্ষরিত হ'লেন। বায়ু যেন তাঁর মধুর রস প্রাপ্ত হন ॥ ৩॥

এইসকল পিঙ্গলবর্ণ সোমরস জলের ধারাতে উৎপাদিত হয়েছেন এবং দ্রুতবেগে রাক্ষসবর্গের দিকে গমন করছেন ॥ ৪॥

এরা ইন্দ্রের সম্বর্ধনা করে, বৃষ্টি আনয়ন করে, সর্বরকম মঙ্গল বিধান করে, আর দানকুণ্ঠ কৃপণগণের সর্বনাশ করে ॥ ৫॥

এই সমস্ত সোমরস নিষ্পীড়িত হয়ে পিঙ্গলবর্ণ ধারণপূর্বক ইন্দ্রের প্রতি গমনের জন্য আপন স্থান প্রাপ্ত হচ্ছে ॥ ৬॥

হে সোম! সেই ধারাসহকারে ক্ষরিত হও, যার দ্বারা মনুষ্যকুলের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণপূর্বক সূর্যের দীপ্তি উজ্জ্বল করেছিলে ॥ ৭॥

শোধনকালে সোম আকাশে গতিবিধির জন্য, মানুষের হিতের জন্য সূর্যের অশ্ব যোজনা করছেন ॥ ৮॥

অপিচ। সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণপূর্বক দশদিকে গতিবিধির জন্য সূর্যের অশ্ব যোজনা করলেন ॥ ৯॥

হে স্তবকারিগণ! তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে এবং বায়ুর উদ্দেশে আনন্দবিধাতা নিষ্পীড়িত সোমকে এই স্থান হ'তে গ্রহণ ক'রে মেষলোমে সেচন করো ॥ ১০ ॥

হে ক্ষরৎ সোম! হিংসক শত্রু যে ধন নষ্ট করতে পারে, এমন শত্রুর দুর্লভ ধন আমাদের দান করো ॥ ১১ ॥

গোধন ও অশ্ব সহস্রসংখ্যক ধন আমাদের বিতরণ করো এবং বলবীর্য ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করো ॥ ১২ ॥

সূর্যদেবের মতো দীপ্তিশালী সোম প্রস্তরফলকের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে কলসের মধ্যে রস স্থাপন করতে করতে ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১৩ ॥

এই সমস্ত শুভ্রবর্ণ সোমরস জলধারাসহকারে আর্যগণের গৃহে গোধন ও খাদ্যদ্রব্য বর্ষণ করছেন ॥ ১৪ ॥

বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হয়ে সোমরসগুলি দধি সংযোগে সুস্বাদু হয়ে পবিত্র অতিক্রম ক'রে ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১৫ ॥

হে সোম! তোমার যে রস দেবতাগণের পক্ষে যৎপরোনাস্তি সুখকর ও আনন্দবিধাতা হয়, তুমি সেই মধুরতম রস ধারণপূর্বক ধন দান করবার জন্য পবিত্রে গমন করো ॥ ১৬ ॥

মানবেরা সেই সোমকে শোধন করছেন, যিনি হরিতবর্ণ ও তেজোযুক্ত এবং জলের সাথে মিশ্রিত হন এবং যিনি ইন্দ্রের আমোদ বৃদ্ধি করেন ॥ ১৭ ॥

হে সোম! তুমি সুবর্ণ, অশ্ব, ধন ও জন বিতরণ করতে করতে ক্ষরিত হও। তুমি গোধন ও খাদ্যদ্রব্য আহরণ করো ॥ ১৮ ॥

যেমন যুদ্ধকালে, সেইরকম এই ক্ষণে তেজোযুক্ত সোমকে মেষলোমের উপর সেচন করো, কারণ সোম ইন্দ্রের নিকটে অতি মধুর ॥ ১৯ ॥

যাঁরা নিজেদের রক্ষা প্রার্থনা করেন, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শোধনযোগ্য সোমরসকে অঙ্গুলির দ্বারা শোধন করেন। সোম শব্দ করতে করতে দ্রব মূর্তিতে ক্ষরিত হন ॥ ২০ ॥

বুদ্ধিমানবৃন্দ সেই বৃষ্টিবিধাতা জলসেচনকারী সোমকে অঙ্গুলি সহযোগে ও স্তুতিপাঠ করতে করতে এবং জলধারা প্রদান করতে করতে অপসারিত ক'রে দেন ॥ ২১ ॥

হে দীপ্তিশীল সোম! ক্ষরিত হও। তোমার মদ ক্রমাগত ইন্দ্রকে স্পর্শ করুক। তোমার শক্তি বায়ুতে গমনপূর্বক আরোহণ করুক ॥ ২২ ॥

হে ক্ষরৎ সোম! তুমি শত্রুর বিপুল নিঃশেষে নষ্ট ক'রে দাও। প্রিয় হয়ে তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ করো ॥ ২৩ ॥

হে সোম! তুমি কর্মিষ্ঠ ও আনন্দবিধাতা। তুমি শত্রুবর্গকে সংহার করতে ক্ষরিত হও। দেবদ্বেষী লোককে অপদস্থ করো ॥ ২৪ ॥

শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি ক্ষরিত হ'তে হ'তে এবং নানারকম স্তুতিবাক্য গ্রহণ করতে করতে উৎপাদিত হলেন ॥ ২৫ ॥

দ্রুতগামী শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি তাবৎ শত্রু সংহার করতে করতে ক্ষরিত হ'লেন এবং উৎপাদিত হ'লেন ॥ ২৬ ॥

ক্ষরিত সোমগুলি স্বর্গলোক ও নভোমণ্ডল হ'তে আনীত হয়ে পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে উৎপাদিত হ'লেন ॥ ২৭ ॥

হে সুচারু কর্মকারী সোম! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হয়ো এবং রাক্ষস শত্রুবর্গকে সংহার করো ॥ ২৮ ॥

হে সোম! রাক্ষসবর্গকে নষ্ট করতে করতে এবং শব্দ করতে করতে উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট বল আমাদের দান করো ॥ ২৯ ॥

হে সোম! যাবতীয় দিব্য বস্তু ও যাবতীয় পার্থিব সামগ্রী ও সর্বরকম কাম্য পদার্থ আমাদের দান করো ॥ ৩০ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২১৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১ ঋক্, ৫১১ পৃষ্ঠায় ৭ থেকে ৯ ঋক্, ৫১৯ পৃষ্ঠায় ২২ থেকে ২৪ ঋক্ এবং ৭০০ পৃষ্ঠায় ২৫ থেকে ২৭ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ২১০ পৃষ্ঠাতে ৭ ও ২৪ ঋক্ এবং ২০৭ পৃষ্ঠাতেও ২২ ঋক্ আছে। সেই সূত্রে এই ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। যথা,—১ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি প্রকৃষ্টপরিমাণে আত্মশক্তিদায়ক পরমধন আমাদের প্রদান কর; অপিচ, আমাদের ক্ষোভকর বল প্রদান কর।" (মন্ত্রটির প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ পরম মঙ্গলকর সত্ত্বভাব (মাদকরস সোম নয়) আবির্ভূত হোক। [সত্ত্বভাব লাভ হ'লে মানুষ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, সে যে জাগতিক মোহমায়ার অতীত পরম চৈতন্য-সত্ত্বা তা বুঝতে পারে। সুতরাং তার নিজের অসীম শক্তিরও সন্ধান পায়, মেষের বৃত্তিধারী সিংহ আপন পরিচয় জানতে পারে। তখন সে মোহনিদ্রা থেকে জাগরিত হয়ে আপন স্বকার্য-সাধনে তৎপর হয়। স্বরূপতঃ মানুষের যে অসীম শক্তি, তা-ই তিনি লাভ করেন]।—ইত্যাদি ॥ ২৭ ঋক্—"পবিত্রকারক পরমানন্দদায়ক ভক্তিসুধা বা শুদ্ধসত্ত্বসমূহ, দ্যুলোকের উপরিভাগে অবস্থিত অন্তরিক্ষলোক হ'তে, অর্থাৎ সহস্রারে অবস্থিত সহস্রদলকমল হ'তে পৃথিবীতে অর্থাৎ হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্রে ক্ষরিত হয়।" [...]—ইত্যাদি ॥ উৎসাহী পাঠক এই বিশ্লেষণগুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৬৪ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : মরীচিপুত্র কশ্যপ। ছন্দ : গায়ত্রী]

বৃষা সোম দ্যুমাঁ অসি বৃষা দেব বৃষব্রতঃ। বৃষা ধর্মাণি দধ্রিষে ॥ ১ ॥
বৃষ্ণস্তে বৃষ্ণ্যং শবো বৃষা বনং বৃষা মদঃ। স ত্বং বৃষন্বৃষেদসি ॥ ২ ॥
অশ্বো ন চক্রদো বৃষা সং গা ইন্দো সমর্বতঃ। বি নো রায়ে দুরো বৃধি ॥ ৩ ॥
অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া। শুক্রাসো বীরয়াশবঃ ॥ ৪ ॥
শুম্ভমানা ঋতায়ুভির্মৃজ্যমানা গভস্ত্যোঃ। পবন্তে বারে অব্যয়ে ॥ ৫ ॥
তে বিশ্বা দাশুষে বসু সোমা দিব্যানি পার্থিবা। পবন্তামন্তরিক্ষ্যা ॥ ৬ ॥
পবমানস্য বিশ্ববিৎপ্র তে সর্গা অসৃক্ষত। সূর্যস্যেব ন রশ্ময়ঃ ॥ ৭ ॥
কেতুং কৃণ্বন্দিবস্পরি বিশ্বা রূপাভ্যর্ষসি। সমুদ্রঃ সোম পিন্বসে ॥ ৮ ॥
হিন্বানো বাচমিষ্যসি পবমান বিধর্মণি। অক্রান্দেবো ন সূর্যঃ ॥ ৯ ॥

ইন্দুঃ পবিষ্ট চেতনঃ প্রিয়ঃ কবীনাং মতী। সৃজদশ্বং রথীরিব ॥ ১০॥
উর্মির্যস্তে পবিত্র আ দেবাবীঃ পর্যক্ষরৎ। সদীমৃতস্য যোনিমা ॥ ১১॥
স নো অর্ষ পবিত্র আ মদো যো দেববীতমঃ। ইন্দবিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ১২॥
ইষে পবস্ব ধারয়া মৃজ্যমানো মনীষিভিঃ। ইন্দো রুচাভি গা ইহি ॥ ১৩॥
পুনানো বরিবস্কৃধ্যূর্জং জনায় গির্বণঃ। হরে সৃজান আশিরম্ ॥ ১৪॥
পুনানো দেববীতয় ইন্দ্রস্য যাহি নিষ্কৃতম্। দ্যুতানো বাজিভির্যতঃ ॥ ১৫॥
প্র হিন্বানাস ইন্দবোঽচ্ছা সমুদ্রমাশবঃ। ধিয়া জূতা অসৃক্ষত ॥ ১৬॥
মর্মৃজানাস আয়বো বৃথা সমুদ্রমিন্দবঃ। অগ্মন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ১৭॥
পরি ণো যাহ্যস্মযুর্বিশ্বা বসূন্যোজসা। পাহি নঃ শর্ম বীরবৎ ॥ ১৮॥
মিমাতি বহ্নিরেতশঃ পদং যুজান ঋক্বভিঃ। প্র যৎসমুদ্র আহিতঃ ॥ ১৯॥
আ যদ্যোনিং হিরণ্যয়মাশুর্ঋতস্য সীদতি। জহাত্যপ্রচেতসঃ ॥ ২০॥
অভি বেনা অনূষতেয়ক্ষন্তি প্রচেতসঃ। মজ্জন্ত্যবিচেতসঃ ॥ ২১॥
ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ। ঋতস্য যোনিমাসদম্ ॥ ২২॥
তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ পরিষ্কৃণ্বন্তি বেধসঃ। সং ত্বা মৃজন্ত্যায়বঃ ॥ ২৩॥
রসং তে মিত্রো অর্যমা পিবন্তি বরুণঃ কবে। পবমানস্য মরুতঃ ॥ ২৪॥
ত্বং সোম বিপশ্চিতং পুনানো বাচমিষ্যসি। ইন্দো সহস্রভর্ণসম্ ॥ ২৫॥
উতো সহস্রভর্ণসং বাচং সোম মখস্যুবম্। পুনান ইন্দবা ভর ॥ ২৬॥
পুনান ইন্দবেষাং পুরুহূত জনানাম্। প্রিয়ঃ সমুদ্রমা বিশ ॥ ২৭॥
দবিদ্যুতত্যা রুচা পরিষ্টোভন্ত্যা কৃপা। সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ ॥ ২৮॥
হিন্বানো হেতৃভির্যত আ বাজং বাজ্যক্রমীৎ। সীদন্তো বনুষো যথা ॥ ২৯॥
ঋধক্সোম স্বস্তয়ে সংজগ্মানো দিবঃ কবিঃ। পবস্ব সূর্যো দৃশে ॥ ৩০॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম তুমি দীপ্তিমান্ বর্ষণকর্তা। হে দেব। বর্ষণ করাই তোমার একমাত্র কার্য। বর্ষণ ক'রে তুমি ধর্ম সমস্ত ধারণ করো ॥ ১ ॥

বর্ষণই তোমার ধর্ম। বর্ষণের জন্যই তোমার বলবীর্য, বর্ষণের জন্যই তোমার বিভাগ এবং বর্ষণের জন্যই তোমার রস। হে বর্ষণকারী। তুমিই যথার্থ বর্ষণকর্তা ॥ ২ ॥

তুমি ঘোটকের মতো শব্দ করতে করতে বর্ষণ করো। আমাদের গোধন ও বেগবান্ অনেক অশ্ব বিতরণ করো। আমাদের ধানগমের পথ পরিষ্কার ক'রে দাও ॥ ৩ ॥

গো, অশ্ব প্রভৃতি কামনাপূর্বক এবং লোকবল বাঞ্ছা ক'রে ঋত্বিক্‌গণ বেগযুক্ত উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ সতেজ সোমরস সকল সৃষ্টি করলেন ॥ ৪ ॥

যজ্ঞকর্তাগণ সোমকে সুশোভিত করছেন, দুই হস্তে শোধন করছেন। সেই সোম মেষলোমে ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ৫ ॥

যিনি দাতা, তাঁর জন্য সোমরসগণ যেন কি নরলোক হ'তে, কি আকাশ হ'তে, সর্বস্থান হ'তে

ধন আহরণ ক'রে দেন ॥ ৬ ॥

হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারা সমস্ত যেন কিরণশ্রেণীর মতো বাহির হ'তে থাকে ॥ ৭ ॥

হে সোম! তুমি সঙ্কেত ক'রে আকাশের উপর হ'তে আগমন করো এবং অশেষ রসের আধার হয়ে আমাদের ধন দান করো ॥ ৮ ॥

হে সোম! যখন তোমার রস সূর্যদেবের মতো পবিত্রের উপর আরোহণ করে, তখন তুমি সেই পথে প্রেরিত হয়ে শব্দ করতে থাকো ॥ ৯ ॥

যেমন রথী অশ্ব চালনা করে, সেইরকম সোম স্তবকর্তাগণের স্তুতিবাক্য শ্রবণমাত্র চালিত হ'লেন, যেহেতু তিনি চৈতন্যবিশিষ্ট এবং সকলের প্রীতিকর ॥ ১০ ॥

তোমার সেই তরঙ্গ, যা দেবতাগণের দিকেই ধাবিত হয় এবং যজ্ঞের মধ্যে স্থান গ্রহণ করে, তা পবিত্রের উপর ক্ষরিত হলো ॥ ১১ ॥

হে সোম! যে তুমি দেবতাগণের নিকট গমনের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত এবং আনন্দের বিধাতা, সেই তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য আমাদের পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও ॥ ১২ ॥

হে সোম। ঋত্বিকগণ তোমাকে শোধন করছেন, অতএব তোমার ক্ষরণ হোক, তাহ'লেই আমাদের অন্ন লাভ হবে। তুমি তেজঃপুঞ্জ মূর্তিতে গোধনের দিকে গমন করো ॥ ১৩ ॥

হে হরিদ্বর্ণ সোম। স্তুতিবাক্য তোমাকেই অর্শে। তোমাকে ক্ষীরের সাথে মিশ্রিত করা হচ্ছে। এইক্ষণে তুমি লোকে যা প্রার্থনা করে, এমন ধন ও অন্ন বিতরণ করো ॥ ১৪ ॥

হে সোম। তোমার মূর্তি দীপ্তিশীল। বলশালী যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিবর্গ তোমাকে সংগ্রহ করেছেন, যজ্ঞের জন্য তোমার শোধন হচ্ছে, তুমি এক্ষণে ইন্দ্রের নিকট গমন করো ॥ ১৫ ॥

সোমরসগুলি আকাশের দিকে প্রেরিত হচ্ছে, অঙ্গুলি সহযোগে তাদের উত্তোলন করা হচ্ছে, তারা শীঘ্র শীঘ্র উৎপাদিত হচ্ছে ॥ ১৬ ॥

সোমগুলিকে শোধন করা হচ্ছে। তাদের স্বভাবই গতি। তারা অক্লেশে আকাশের দিকে গমন করছে। তারা জলপাত্রে গমন করছে ॥ ১৭ ॥

হে সোম। আমাদের তুমি স্নেহ করো, আমাদের তাবৎ ধন সম্পত্তি আপন বলে রক্ষা করো এবং আমাদের দাও এবং বাসের জন্য গৃহ দাও ॥ ১৮ ॥

হে সোম! তুমি যেন একটি সুচারু গতিশীল ঘোটক। ঋত্বিক্‌বৃন্দ তোমাকে যোজনা করলে, তুমি পরিমাণপূর্বক পাদন্যাস করতে থাকো, এইভাবে তুমি জলপাত্রে গমন ক'রে স্থিতি করো ॥ ১৯ ॥

দ্রুতগামী সোম যখন সুবর্ণময় যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন, তখন নির্বোধ লোকগণের সাথে তাঁর সম্পর্ক উঠে যায় ॥ ২০ ॥

সুশ্রী পুরুষগণ স্তব করলেন। সুবোধ লোকে যজ্ঞের দিকে মন দেন, নির্বোধ লোকে তলিয়ে যায় ॥ ২১ ॥

হে সোম। ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাঁর সহচর মরুৎবর্গের পানের জন্য, তুমি অতিশয় চমৎকার আস্বাদন ধারণপূর্বক ক্ষরিত হও, যজ্ঞের স্থানে উপবেশন করো ॥ ২২ ॥

হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন বচন রচনাকুশল ব্যক্তিগণ তোমাকে সুশোভিত করে। অন্যান্য লোকে তোমাকে শোধন করে ॥ ২৩ ॥

হে কার্যকুশল সোম। যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন মিত্র অর্যমা বরুণ ও আর আর তাবৎ দেবতা

তোমার রস পান করেন ॥ ২৪ ॥

হে সোম! শোধনকালে তুমিই স্তবকারীগণকে এমন স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করতে প্রবৃত্ত করো, যা বুদ্ধিমত্তাসূচক এবং নানারকম বাক্যালঙ্কারে সুশোভিত ॥ ২৫ ॥

হে সোম! শোধনকালে তুমি আমাদের মুখে এমন বাক্য আনয়ন ক'রে দাও, যার রচনা অতি সুন্দর এবং যার উচ্চারণ ক'রে আমরা তোমার নিকট ধনের কামনা করতে পারি ॥ ২৬ ॥

হে সোম! বিস্তর লোকে তোমাকে আহ্বান ক'রে থাকে। এই যজ্ঞে তুমি গোধন প্রাপ্ত হয়ে এইসকল ব্যক্তির প্রীতি উৎপাদন করতে করতে কলসের মধ্যে প্রবিষ্ট হও ॥ ২৭ ॥

শুক্লবর্ণ সোমরসগুলি অত্যন্ত দীপ্তিশালী রূপধারণপূর্বক এবং ধারাসহযোগে শব্দ করতে করতে ক্ষীরের সাথে গমন ক'রে মিশ্রিত হচ্ছে ॥ ২৮ ॥

যেমন যোদ্ধাগণ বিপক্ষবর্গের দর্শন পরিহারের জন্য উপবেশন করতে করতে গুড়ি মেরে গমনপূর্বক যুদ্ধে প্রবেশ করে, সেইরকম দ্রুতগামী সোমরস সতর্কভাবে যজ্ঞে প্রবেশ করলেন, কারণ যাঁরা তাঁকে প্রস্তুত করেন, তাঁরা তাঁকে চালিত ক'রে দিলেন ॥ ২৯ ॥

হে সোমরস! তুমি কর্মকুশল, তুমি দীপ্তিমান্ ও বলশালী, তুমি দর্শন দাও, তুমি উপস্থিত হয়ে আমাদের মঙ্গল করো ॥ ৩০ ॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৩৩৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্, ৪৪৭ পৃষ্ঠায় ৪ থেকে ৬ ঋক্, ৪১৯ পৃষ্ঠায় ৭ থেকে ৯ ঋক্, ২০৭ পৃষ্ঠায় ১০ ঋক্, ৩৫৯ পৃষ্ঠায় ১৩ থেকে ১৫ ঋক্, ৪৬৪ পৃষ্ঠায় ২২ থেকে ২৪ ঋক্ এবং ২৭৬ পৃষ্ঠায় ২৮ থেকে ৩০ ঋক্ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২১৩ পৃষ্ঠাতে ১ ঋক্‌টি, ২০৭ পৃষ্ঠাতে ৬ ঋক্‌টি, ২১৩ পৃষ্ঠাতে ১৩ ঋক্‌টি এবং ২০৩ পৃষ্ঠাতেও ২২ ঋক্‌টি আছে। সেই সূক্তে উপরোক্ত ঋক্‌গুলির যথাযথ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! দীপ্যমান্ আপনি লোকবর্গের অভীষ্টবর্ষক হন; হে ভগবন্! অভীষ্টপূরণশীল আপনি আমার প্রতি অভীষ্টবর্ষক হোন; কামনাপূরক আপনি সকলের মঙ্গল ধারণ করেন, অর্থাৎ আপনিই সর্বমঙ্গলের নিদান সর্বমঙ্গলময়।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের পরম অভীষ্ট পূর্ণ করুন)। [মন্ত্রটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম দুই ভাগে জীবনের পরম অভীষ্ট পূরণের অর্থাৎ মোক্ষলাভের প্রার্থনা আছে। শেষাংশে ভগবানের মঙ্গলস্বরূপ প্রখ্যাপিত হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ৬ ঋক্—"সাধকদের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎকামী প্রার্থনাকারীদের দিবিভব, পৃথিবী-সম্বন্ধী এবং অন্তরীক্ষলোক-সম্বন্ধী সকল রকম ধন সর্বতোভাবে প্রদান করেন।" (উদ্বোধনার ভাব এই যে,—সৎভাব শুদ্ধসত্ত্ব পরমধন লাভের হেতুভূত। অতএব সৎভাবের সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হওয়া একান্ত কর্তব্য)। [সোম বা শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান্ ইহলোক (পৃথিবী) পরলোক (দিবি বা স্বর্গলোক)—সর্বলোক-সম্বন্ধি কল্যাণ প্রদান করেন; তাঁরই করুণার বলে চতুর্বর্গের অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের ফল পাওয়া যায়,—মন্ত্র এই উপদেশই প্রদান করছেন]।—ইত্যাদি॥ ৯ ঋক্—"পবিত্রকারক হে দেব! আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান প্রেরণ করুন; জ্ঞানদেবতুল্য পরমদেব আপনি জ্ঞান প্রদান ক'রে আমাদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হোন।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান সমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।" [...'পবমান সোম' অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্ব যা সকলকে বা সবকিছুকে পবিত্র করে']।—ইত্যাদি॥ ১০ ঋক্—"জ্ঞাননায়ক চৈতন্যস্বরূপ দেবতাগণের প্রিয় সত্ত্বভাব আত্মোৎকর্ষসম্পন্নদের স্তুতির দ্বারা ক্ষরিত হন অর্থাৎ তাঁদের হৃদয়ে উপজিত হন। রথী যেমন সজ্জীকৃত অশ্বসমূহের গতিবেগ-উৎপাদনে আপনা-আপনিই ঊর্মিসমূহের সৃষ্টি করেন, তেমনই শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের হৃদয়ে দেবভাবসমূহের সৃষ্টি ক'রে থাকেন।" (ভাব এই যে,—সাধকগণ প্রার্থনাপরায়ণ হয়ে সত্ত্বভাব লাভ করেন; আমরাও তেমনি ভগবৎকৃপায় যেন সত্ত্বভাব লাভ করি)।—ইত্যাদি॥ ১৫ ঋক্—

"হে শুদ্ধসত্ত্ব! আত্মশক্তিশালী সাধকদের দ্বারা জ্যোতির্ময়, পবিত্রকারক পরম মঙ্গলদায়ক আপনি সেই সাধকদের ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য পরম ঐশ্বর্যশালী ভগবানের চরণাশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।" (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের পরম পদ প্রাপ্ত করায়)। [...সত্ত্বভাব হৃদয়ে সমুৎপন্ন হ'লে মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হ'তে সমর্থ হয়। এটি ভগবৎ-আরাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ। ...'সোম' অর্থে যদি মাদকদ্রব্য সোমরস ব্যতীত অন্য কোন উচ্চভাবমূলক বস্তু নির্দেশ করে, তবেই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়, এবং ভাবেরও সঙ্গতি রক্ষিত হয়]।—ইত্যাদি॥ ২৮ ঋক্—"ভগবানের কৃপায় এবং শক্তিসমন্বিত ঐকান্তিক প্রার্থনায় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব পরাজ্ঞানযুক্ত হয়।" (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় সত্ত্বভাবসমন্বিত প্রার্থনাপরায়ণ ব্যক্তি পরাজ্ঞান লাভ করেন)।...[বেদে উল্লেখিত 'সোম' বলতে কোন মাদকদ্রব্য বোঝায় না।...]।—ইত্যাদি॥ ৩০ ঋক্—"সর্বজ্ঞ হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্ব-তন্ত্র (অথবা দীপ্তিমান) সর্বত্র বিদ্যমান্ পরমজ্যোতির্ময় আপনি আমাদের দিব্যদৃষ্টি লাভের জন্য এবং পরম কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট হ'তে আগমন ক'রে আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমকল্যাণদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করতে পারি)। [...প্রকৃত অর্থে—ভগবানের নিকট হ'তেই সত্ত্বভাব আসে। সেই সত্ত্বভাব লাভ করলে মানুষের দিব্যভাব বিকশিত হয়,—পরম কল্যাণের পথে মানুষ অগ্রসর হয়। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের এই মাহাত্ম্য কীর্তন ও তার প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়]—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্গুলিরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৬৫ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : বরুণের পুত্র ভৃগু, অথবা ভৃগুতনয় জমদগ্নি। ছন্দ : গায়ত্রী]

হিন্বন্তি সূরমুস্রয়ঃ স্বসারো জাময়স্পতিম্। মহামিন্দুং মহীয়ুবঃ ॥ ১॥
পবমান রুচারুচা দেবো দেবেভ্যস্পরি। বিশ্বা বসূন্যা বিশ ॥ ২॥
আ পবমান সুষ্টুতিং বৃষ্টিং দেবেভ্যো দুবঃ। ইষে পবস্ব সংযতম্ ॥ ৩॥
বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে। পবমান স্বাধ্যঃ ॥ ৪॥
আ পবস্ব সুবীর্যং মন্দমানঃ স্বায়ুধ। ইহো ষ্বিন্দবা গহি ॥ ৫॥
যদদ্ভিঃ পরিষিচ্যসে মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ। দ্রুণা সধস্থমশ্নুষে ॥ ৬॥
প্র সোমায় ব্যশ্ববৎপবমানায় গায়ত। মহে সহস্রচক্ষসে ॥ ৭॥
যস্য বর্ণং মধুশ্চুতং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ৮॥
তস্য তে বাজিনো বয়ং বিশ্বা ধনানি জিগ্যুষঃ। সখিত্বমা বৃণীমহে ॥ ৯॥
বৃষা পবস্ব ধারয়া মরুত্বতে চ মৎসরঃ। বিশ্বা দধান ওজসা ॥ ১০॥
তং ত্বা ধর্তারমোণ্যোঃ পবমান স্বর্দৃশম্। হিন্বে বাজেষু বাজিনম্ ॥ ১১॥
অয়া চিত্তো বিপানয়া হরিঃ পবস্ব ধারয়া। যুজং বাজেষু চোদয় ॥ ১২॥
আ ন ইন্দো মহীমিষং পবস্ব বিশ্বদর্শতঃ। অস্মভ্যং সোম গাতুবিৎ ॥ ১৩॥

আ কলশা অনূষতেন্দো ধারাভিরোজসা। এন্দ্রস্য পীতয়ে বিশ ॥ ১৪ ॥
যস্য তে মদ্যং রসং তীব্রং দুহন্ত্যদ্রিভিঃ। স পবস্বাভিমাতিহা ॥ ১৫ ॥
রাজা মেধাভিরীয়তে পবমানো মনাবধি। অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥ ১৬ ॥
আ ন ইন্দো শতগ্বিনং গবাং পোষং স্বশ্ব্যম্। বহা ভগত্তিমূতয়ে ॥ ১৭ ॥
আ নঃ সোম সহো জুবো রূপং ন বর্চসে ভর। সুষ্বাণো দেববীতয়ে ॥ ১৮ ॥
অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভি দ্রোণানি রোরুবৎ। সীদঞ্ছ্যেনো ন যোনিমা ॥ ১৯ ॥
অপ্সা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমো অর্ষতি বিষ্ণবে ॥ ২০ ॥
ইষং তোকায় নো দধদস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণম্ ॥ ২১ ॥
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে। যে বাদঃ শর্যণাবতি ॥ ২২ ॥
য আর্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্। যে বা জনেষু পঞ্চসু ॥ ২৩ ॥
তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবন্তামা সুবীর্যম্। সুবানা দেবাস ইন্দবঃ ॥ ২৪ ॥
পবতে হর্যতো হরির্গৃণানো জমদগ্নিনা। হিন্বানো গোরধি ত্বচি ॥ ২৫ ॥
প্র শুক্রাসো বয়োজুবো হিন্বানাসো ন সপ্তয়ঃ। শ্রীণানা অপ্সু মৃঞ্জত ॥ ২৬ ॥
তং ত্বা সুতেষ্বাভুবো হিন্বিরে দেবতাতয়ে। স পবস্বানয়া রুচা ॥ ২৭ ॥
আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ২৮ ॥
আ মন্দ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রমা মনীষিণম্। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ২৯ ॥
আ রয়িমা সুচেতুনমা সুক্রতো তনূষ্বা। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ৩০ ॥

মন্ত্রার্থ — অঙ্গুলিগুলি যেন কতিপয় ভগিনী, যেন তাঁরা পরস্পর সম্পর্কীয় কয়েকটি স্ত্রীলোক, সোম যেন তাঁদের স্বামী। এই কয়েকটি স্ত্রীলোক অতিশয় কার্যকুশল, এঁরা তাঁদের বলশালী মাননীয় স্বামীকে চালিত করছেন, এঁদের বাসনা এই যে, সোমরস ক্ষরিত হয় ॥ ১ ॥

হে সোম! তুমি উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হও, তুমি উজ্জ্বল গুণে সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। সর্বরকম ধনসম্পত্তি আহরণ ক'রে দাও ॥ ২ ॥

হে সোম! তোমাকে উত্তমরূপ স্তব করা হয়েছে, দেবতাগণের আরাধনাপূর্বক বৃষ্টি উপস্থিত করো। তোমার ক্ষরণের দ্বারা যেন আমরা উত্তমরূপ অন্ন লাভ করি ॥ ৩ ॥

হে সোম! তুমি আপন ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল, আমরা সৎকর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে তোমাকে আহ্বান করছি, কারণ তুমি অভিলষিত ফল বর্ষণ ক'রে থাকো ॥ ৪ ॥

হে সোম! তোমার অস্ত্রশস্ত্র অতি চমৎকার, তুমি আনন্দ বিধান করতে করতে এই ভাবে ক্ষরিত হও, যাতে আমাদের সোমবল হ'তে পারে। তুমি সুচারুভাবে এই স্থানে আগমন করো ॥ ৫ ॥

যে সময় দুই হাতে তোমাকে শোধন করা হয় এবং সেইসঙ্গে তোমার উপর জল সেচন করা হয়; সেই সময় তুমি কাষ্ঠময় পাত্রে স্থাপিত হয়ে পরে তার সম্বন্ধযুক্ত অন্যান্য পাত্রে গমন করো ॥ ৬ ॥

হে ঋত্বিকগণ! যেমন ব্যশ্বঋষি গান করেছিলেন, সেইরকম তোমরা সোমের উদ্দেশে গান আরম্ভ করো; কারণ তিনি অতি প্রধান এবং চতুর্দিকেই তাঁর দৃষ্টি ॥ ৭ ॥

সেই সোম শত্রুবর্গের নিবারণকর্তা, তাঁর হ'তেই মধুর রস নির্গত হয়, ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত সেই হরিতবর্ণ রস প্রস্তরফলকের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয় ॥ ৮ ॥

হে সোম! তুমি এই হেন বলশালী, তোমার বন্ধুত্ব আমরা প্রার্থনা করছি; আমাদের বাসনা যে, সবরকম ধনসম্পত্তি জয় ক'রি ॥ ৯ ॥

হে অভিলষিত ফলবর্ষণকারী সোম! তুমি ইন্দ্রের আনন্দ বিধান করতে করতে ধারাকারে ক্ষরিত হও। তোমার ক্ষমতার দ্বারা যেন আমরা সকল ধন লাভ ক'রি ॥ ১০ ॥

হে সোম! তুমি ভূলোক, দ্যুলোক এই উভয়ের ধারণকর্তা এবং স্বর্গের দিকেই তোমার দৃষ্টি। তোমাকে আমি বলশালী জেনে যুদ্ধাভিমুখে প্রেরণ করছি ॥ ১১ ॥

হে সোম! এই অঙ্গুলির দ্বারা আমি তোমাকে স্পর্শ করছি, তুমি হরিতবর্ণ আকারে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোমার সখাকে যুদ্ধের দিকে প্রেরণ করো ॥ ১২ ॥

হে সোম! তুমি সকল দিক দর্শন করো। আমাদের জন্য প্রচুর আহার আনীত করো এবং আমরা কোন্ পথে গমন করবো তা প্রদর্শন করো ॥ ১৩ ॥

হে সোম! কলসগুলিকে স্তব করা হয়েছে। অতএব তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ধারাকারে প্রবলবেগে তার মধ্যে প্রবেশ করো ॥ ১৪ ॥

তোমার যে সুতীক্ষ্ণ ও আনন্দকর রস, তা প্রস্তরফলকের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে থাকে। তুমি দর্পহারী হয়ে ক্ষরিত হও ॥ ১৫ ॥

এই যে সোম এঁকে স্তব করা হচ্ছে, ইনি আকাশের দিকে গমনের জন্য রাজার মতো মানুষের প্রতি গমন করছেন ॥ ১৬ ॥

হে সোম! আমাদের রক্ষার জন্য আমাদের শত শত গোধন ও যৌটক এবং উত্তম উত্তম সম্পত্তি আনয়ন ক'রে দাও ॥ ১৭ ॥

হে সোম! দেববৃন্দের পানের জন্য তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হয়েছে; তুমি আমাদের উজ্জ্বলরূপ এবং বিপক্ষ পরাভবকারী তেজঃ প্রদান করো ॥ ১৮ ॥

হে সোম! যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে উপবেশন করে, সেইরকম তুমি তেজঃপুঞ্জ মূর্তি ধারণপূর্বক এবং শব্দ করতে করতে কলসের মধ্যে প্রবেশ করো ॥ ১৯ ॥

এই সোমরস জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইন্দ্র বায়ু ও বরুণ এবং অন্যান্য দেবতা ও বিষ্ণুর উদ্দেশে গমন করছেন ॥ ২০ ॥

হে সোম! আমাদের সন্তানবর্গকে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করো এবং এইভাবে ক্ষরিত হও, যাতে আমরা সহস্র রকম ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হই ॥ ২১ ॥

যেসকল সোমরস অতি দূরদেশে, কিংবা অতি সন্নিহিত দেশে প্রস্তুত হয়েছে, কিংবা যেসকল সোম শর্যণাবৎ নামক সরোবরে প্রস্তুত হয়েছে ॥ ২২ ॥

কিংবা যেসকল সোম আর্জীকদেশে, কিংবা কৃত্বদেশে, কিংবা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে, কিংবা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে ॥ ২৩ ॥

সেইসমস্ত সোম উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হ'তে হ'তে নভোমণ্ডল হ'তে বৃষ্টি আনয়ন করুন এবং আমাদের লোকবল প্রদান করুন ॥ ২৪ ॥

এই যে সোম যিনি দেবতাবর্গের সংসর্গ কামনা করেন, জমদগ্নি তাঁকে স্তব করছেন; তিনি চালিত হয়ে গোচর্মের উপর ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ২৫ ॥

যেমন অশ্বগণকে জলের মধ্যে নীত ক'রে তাদের গাত্র শোধন ক'রে দেওয়া হয়, সেইরকম এইসকল সোমরসগুলি ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করতে করতে জলের মধ্যে শোধিত হচ্ছেন ॥ ২৬॥

হে সোম! যখন তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হয়, তখন চারিপার্শ্ববর্তী ঋত্বিকগণ দেবতাবর্গের উদ্দেশে তোমাকে প্রেরণ করেন। তুমি উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হও ॥ ২৭ ॥

হে সোম! তোমার সেই যে প্রভাব, যা সকলকে সুখী করে, যা সম্পত্তি আনয়ন করে, শত্রু হ'তে রক্ষা করে এবং সকল লোকের প্রার্থনীয় হয়, আমরা তা কামনা করছি ॥ ২৮॥

সেই বল আমাদের মনমত্ত করে, সকলেই তা কামনা করে। তা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মতো এবং জ্ঞানী ব্যক্তির মতো রক্ষা করে এবং সকলেই তা প্রার্থনা করে ॥ ২৯ ॥

আমরা তোমার নিকট ধন ও জ্ঞান প্রার্থনা করছি। হে সৎকর্মকারী সোম! আমরা তোমার নিকট সন্তানসন্ততি প্রার্থনা করছি, যেহেতু তুমি সকলকে রক্ষা কর এবং বিস্তর লোকে তোমাকে প্রার্থনা করে ॥ ৩০ ॥

টীকা — ১ ঋকের উপমাটি ঋগ্বেদের অনেক স্থলে ব্যবহার হয়েছে, কার্যপটু অঙ্গুলিগুলিকে অগ্নি বা ইন্দ্র বা সোমদেবের স্ত্রী ব'লে বর্ণনা করতে ঋষিগণ ভালবাসতেন॥ ১৯ ঋকে সোমরসের কলসে প্রবেশের সাথে শ্যেনপক্ষীর কুলায় প্রবেশের উপমা, এটি ঋষিগণের বড় মনোগত উপমা। ৯।৬২।৪ দ্রষ্টব্য॥ ২২ ঋকের 'শর্য্যণাবতী' নদীর নাম আমরা পূর্বেই পেয়েছি। ৮।৬।৩৯ এবং ৯।৬৪।১১ দ্রষ্টব্য॥ ২৩ ঋকের 'আর্জীকীয়া' আধুনিক বেয়ানদী। 'পঞ্চজন' অর্থে সিন্ধুর পঞ্চশাখা যা তাঁরস্থ জনপদের (আধুনিক পঞ্জাব প্রদেশের) অধিবাসী আর্যগণ। 'Five tribes."—Muir ॥—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৩৯২ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্, ৩৩৫ পৃষ্ঠায় ৪ থেকে ৬, ৩৪৫ পৃষ্ঠায় ১০ থেকে ১২, ৩৫৮ পৃষ্ঠায় ১৫ ও ১৬ এবং ৩৫৯ পৃষ্ঠায় ১৭ ও ১৮ ঋক্, ৪৩১ পৃষ্ঠায় ১৯ ও ২০ এবং ৪৩২ পৃষ্ঠায় ২১ ঋক্, ৪৯৩ পৃষ্ঠায় ২২, ২৩ ও ৪৯৪ পৃষ্ঠায় ২৪ ঋক্ এবং ৪৮৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের শেষ তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২০৭ পৃষ্ঠাতে ৪ ঋক্টি, ২০৩ পৃষ্ঠাতে ১০ ঋক্টি এবং ২১৩ পৃষ্ঠাতেও ১৯ ও ২৮ ঋক্ দুটি রয়েছে। সেই সূত্রে এইগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্— "পরমশক্তিসম্পন্ন জগৎপতি দেবতাকে কামনাকারী পরস্পর বন্ধুভূত ভগিনীস্বরূপ জ্ঞানকিরণসমূহ মহান্ শুদ্ধসত্ত্বকে উৎপাদন করেন।" (ভাব এই যে,—মোক্ষপ্রাপক পরাজ্ঞান সাধকদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান উৎপাদন করেন)।—ইত্যাদি॥ ৩০ ঋক্—"হে জ্ঞানস্বরূপ! আপনার পরমধন আমরা প্রার্থনা করছি; আপনার পরাজ্ঞান আমরা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের পুত্র-পৌত্র ইত্যাদিতে আপনার পরমধন এবং পরাজ্ঞান প্রার্থনা করছি; হে দেব! সকলের রক্ষক আপনাকে পাবার জন্য আমরা প্রার্থনা করছি; সর্বারাধনীয় আপনাকে পাবার জন্য আমরা প্রার্থনা করছি।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের এবং আমাদের পুত্র-পৌত্র ইত্যাদিকে পরাজ্ঞান ও পরমধন প্রদান করুন)। [...প্রার্থিত বিষয়—পরমধন পরাজ্ঞান। পরাজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি সম্ভবপর নয়। মুক্তিই (মোক্ষই চরম লক্ষ্য, জীবনের পরম উদ্দেশ্য।...সন্তানের প্রকৃত মঙ্গলকামী পিতামাতা কেবলমাত্র নিজেদের জন্য প্রার্থনা করেই নিবৃত্ত থাকতে পারেন না। তাঁরা চান—তাঁদের প্রতীকস্বরূপ সন্তানেরও অক্ষয় মঙ্গল।...তাই সাধক মাতাপিতাস্বরূপ ভগবানের কাছে পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির জন্যও প্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন]।—ইত্যাদি॥— উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৬৬ সূক্ত —

[দেবতা : ১-১৮, ২২-৩০ পবমান সোম; ১৯-২১ অগ্নি। ঋষি : শতসংখ্যক বৈখানস। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ (১৮)]

পবস্ব বিশ্বচর্ষণেঽভি বিশ্বানি কাব্যা। সখা সখিভ্য ঈড্যঃ ॥ ১॥
তাভ্যাং বিশ্বস্য রাজসি যে পবমান ধামনী। প্রতীচী সোম তস্থতুঃ ॥ ২॥
পরি ধামানি যানি তে ত্বং সোমাসি বিশ্বতঃ। পবমান ঋতুভিঃ কবে ॥ ৩॥
পবস্ব জনয়ন্নিষোঽভি বিশ্বানি বার্যা। সখা সখিভ্য ঊতয়ে ॥ ৪॥
তব শুক্রাসো অর্চয়ো দিবস্পৃষ্ঠে বি তন্বতে। পবিত্রং সোম ধামভিঃ ॥ ৫॥
তবেমে সপ্ত সিন্ধবঃ প্রশিষং সোম সিস্রতে। তুভ্যং ধাবন্তি ধেনবঃ ॥ ৬॥
প্র সোম যাহি ধারয়া সুত ইন্দ্রায় মৎসরঃ। দধানো অক্ষিতি শ্রবঃ ॥ ৭॥
সমু ত্বা ধীভিরস্বরন্হিন্বতীঃ সপ্ত জাময়ঃ। বিপ্রমাজা বিবস্বতঃ ॥ ৮॥
মৃজন্তি ত্বা সমগ্রুবোঽব্যে জীরাবধি ষ্বণি। রেভো যদজ্যসে বনে ॥ ৯॥
পবমানস্য তে কবে বাজিন্ৎসর্গা অসৃক্ষত। অর্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ ॥ ১০॥
অচ্ছা কোশং মধুশ্চুতমসৃগ্রং বারে অব্যয়ে। অবাবশন্ত ধীতয়ঃ ॥ ১১॥
অচ্ছা সমুদ্রমিন্দবোঽস্তং গাবো ন ধেনবঃ। অগ্মন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ১২॥
প্র ণ ইন্দো মহে রণ আপো অর্ষন্তি সিন্ধবঃ। যদ্গোভির্বাসয়িষ্যসে ॥ ১৩॥
অস্য তে সখ্যে বয়মিয়ক্ষন্তস্ত্বোতয়ঃ। ইন্দো সখিত্বমুশ্মসি ॥ ১৪॥
আ পবস্ব গবিষ্টয়ে মহে সোম নৃচক্ষসে। এন্দ্রস্য জঠরে বিশ ॥ ১৫॥
মহাঁ অসি সোম জ্যেষ্ঠ উগ্রাণামিন্দ ওজিষ্ঠঃ। যুধ্বা সঞ্ছশ্বজ্জিগেথ ॥ ১৬॥
য উগ্রেভ্যশ্চিদোজীয়াঞ্ছূরেভ্যশ্চিচ্ছূরতরঃ। ভূরিদাভ্যশ্চিন্মংহীয়ান্ ॥ ১৭॥
ত্বং সোম সূর এষস্তোকস্য সাতা তনূনাম্। বৃণীমহে সখ্যায় বৃণীমহে যুজ্যায় ॥ ১৮॥
অগ্ন আয়ূংসি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্ ॥ ১৯॥
অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ম্ ॥ ২০॥
অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্য্যম্। দধদ্রয়িং ময়ি পোষম্ ॥ ২১॥
পবমানো অতি স্রিধোঽভ্যর্ষতি সুষ্টুতিম্। সূরো ন বিশ্বদর্শতঃ ॥ ২২॥
স মর্মৃজান আয়ুভিঃ প্রযস্বান্ প্রয়সে হিতঃ। ইন্দুরত্যো বিচক্ষণঃ ॥ ২৩॥
পবমান ঋতং বৃহচ্ছুক্রং জ্যোতিরজীজনৎ। কৃষ্ণা তমাংসি জঙ্ঘনৎ ॥ ২৪॥
পবমানস্য জঙ্ঘ্নতো হরেশ্চন্দ্রা অসৃক্ষত। জীরা অজিরশোচিষঃ ॥ ২৫॥

পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ। হরিশ্চন্দ্রো মরুদ্গণঃ ॥ ২৬॥
পবমানো ব্যশ্নবদ্রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ২৭॥
প্র সুবান ইন্দুরক্ষাঃ পবিত্রমত্যব্যয়ম্। পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা ॥ ২৮॥
এষ সোমো অধি ত্বচি গবাং ক্রীড়ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দ্রং মদায় জোহুবৎ ॥ ২৯॥
যস্য তে দ্যুম্নবৎপয়ঃ পবমানাভৃতং দিবঃ। তেন নো মৃল জীবসে ॥ ৩০॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! তুমি সকল দিক দর্শন কর; তুমি সখা, তুমি মান্য, আমরা তোমার বন্ধু; আমাদের এই সমস্ত কবিতা শ্রবণপূর্বক তুমি ক্ষরিত হও ॥ ১ ॥

হে সোম! তোমার যে দুটি পত্র বক্রভাবে অবস্থিত ছিল, তার দ্বারা তোমার সর্বাপেক্ষা চমৎকার শোভা হয়েছিল ॥ ২ ॥

হে সোম! তোমার চতুর্দিকে লতা অবস্থায় যে সকল পত্র বিদ্যমান ছিল, তার দ্বারা তুমি সকল ঋতুতে সুশোভিত ছিলে ॥ ৩ ॥

হে সোম! তুমি আমাদের সখা, আমরা তোমার সখা; আমাদের রক্ষার জন্য উত্তম উত্তম নানারকম আহার সামগ্রী উৎপাদন করতে করতে ক্ষরিত হও ॥ ৪ ॥

হে সোম! তোমার যে শুভ্রবর্ণ কিরণসমূহ, তারা নিজ নিজ তেজ বিস্তার করতে করতে পৃথিবীর উপর জল বর্ষণ ক'রে থাকে ॥ ৫ ॥

এই যে সপ্তনদী, এরা তোমারই আদেশে বহমান হচ্ছে; এইসকল গাভী তোমারই দিকে ধাবমান হচ্ছে ॥ ৬ ॥

হে সোম! তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হয়েছে, তুমি আনন্দ বিধান করতে ধারাকারে ইন্দ্রের দিকে গমন করো এবং অক্ষয় আহার বিতরণ করো ॥ ৭ ॥

সাতটি স্ত্রীলোক অঙ্গুলির দ্বারা তোমাকে চালনা করতে করতে একস্বরে তোমার বিষয়ে গান করলো; তারা বললো যে, তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির যজ্ঞস্থলে সকল কার্য স্মরণ করিয়ে দাও ॥ ৮ ॥

যখন তুমি শব্দ করতে করতে জলের সাথে মিশ্রিত হও, তখন কয়েকটি অঙ্গুলি একত্র হয়ে মেষলোমের উপর তোমাকে শোধন করতে থাকে; সেইকালে তোমার কণা নিক্ষিপ্ত হ'তে থাকে এবং মেষলোম হ'তে শব্দ উত্থিত হ'তে থাকে ॥ ৯ ॥

হে সৎকর্মশীল বলশালী সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারাগুলি এমনভাবে প্রবাহিত হ'তে থাকে, যেমন ঘোটকগণ অন্ন আহরণ করবার অভিপ্রায় ধাবিত হয়ে থাকে ॥ ১০ ॥

কলসের উপর মেষলোম সংস্থাপনপূর্বক অঙ্গুলিবর্গ সুমধুর রসের ক্ষরণকারী সোমকে পুনঃ পুনঃ চালিত করতে লাগলো ॥ ১১ ॥

সোমরসগুলি কলসের মধ্যে সেইভাবে অন্তর্হিত হয়ে গেল, যেমন নবপ্রসূত গাভীগণ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে ॥ ১২ ॥

হে সোম! যখন তুমি ক্ষীর প্রকৃতি বস্তুর সাথে মিশ্রিত হও, সেইকালে জল প্রবাহিত হয়ে বিলক্ষণ শব্দ করতে করতে তোমার দিকে গমন ক'রে থাকে ॥ ১৩ ॥

হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব আমরা প্রার্থনা ক'রি, তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা, তোমার বন্ধুত্ব উপলক্ষে এই যজ্ঞানুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করেছি ॥ ১৪ ॥

হে সোম। যিনি গোধন অন্বেষণ করেন, যিনি মহান্, যিনি মানবমাত্রেরই তত্ত্বাবধান করেন, তুমি তাঁর জন্য ক্ষরিত হও। তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করো ॥ ১৫ ॥

হে সোম। তুমি অতি প্রধান, তুমি বলশালীগণের অগ্রগণ্য, তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তুমি যখনই যুদ্ধ করেছো, তখনই জয়ী হয়েছো ॥ ১৬ ॥

সেই সোমসকল বলশালী অপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তিনি সকল বীর অপেক্ষা অধিক বীর, তিনি সকল দাতা অপেক্ষা অধিক দাতা ॥ ১৭ ॥

হে সোম। তুমি খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করো, বংশ বৃদ্ধি করো; আমরা তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করি, তোমার সহায়তা অভিলাষ করি ॥ ১৮ ॥

হে অগ্নি। তুমি আমাদের প্রাণরক্ষা করো, বল এবং খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করো এবং দূর হ'তে রাক্ষসবর্গকে পরাভব করো ॥ ১৯ ॥

অগ্নি ঋষি, তিনি পবিত্র, তিনি পঞ্চজনের হিতকারী, তিনি পুরোহিত। সেই অতি যশস্বী অগ্নিকে আমরা আশ্রয়রূপে গ্রহণ করি ॥ ২০ ॥

হে অগ্নি। তোমার কার্য অতি সুন্দর, তুমি আমাদের তেজস্বী ও বীর্যবান্ করো। তুমি আমাকে হৃষ্টপুষ্ট গোধন বিতরণ করো ॥ ২১ ॥

এই যে সোমরস ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি সূর্যের মতো প্রভাত দর্শন করেন। ইনি শত্রুবর্গকে পরাভব করেন; ইনি আমাদের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করতে উপস্থিত হচ্ছেন ॥ ২২ ॥

এই যে সোমরস, যাঁকে মানবগণ শোধন করেন, এঁর বিস্তর খাদ্যদ্রব্য আছে, ইনি সুন্দর আহার বিতরণ করেন, দেবতাগণের দিকেই এঁর গতি ॥ ২৩ ॥

এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, ইনি এক প্রকাণ্ড শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্ময় পদার্থ উৎপাদন করলেন, সেই জ্যোতি যথার্থ, তা কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারসমূহকে নষ্ট করলো ॥ ২৪ ॥

এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, যাঁর তেজ সর্বব্যাপী হয়ে থাকে, তিনি অন্ধকার নষ্ট করছেন, আহ্লাদকর ধারা তাঁর হরিতবর্ণ মূর্তি হ'তে নির্গত হচ্ছে ॥ ২৫ ॥

এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, এঁর তুল্য রথী নেই, যত শুভ্রবর্ণ বস্তু আছে, ইনিই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্মল, এঁর ধারা হরিতবর্ণ, দেবতাগণ এঁর সহায়, ইনি তাঁদের আহ্লাদিত করেন ॥ ২৬ ॥

এই যে ক্ষরণশীল সোম, এঁর তুল্য আমোদ কেউ নেই, এঁরা গুণকীর্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করেন। প্রার্থনা করি, ইনি আপন তেজে সর্বব্যাপী হোন ॥ ২৭ ॥

এই যে সোমরস, ইনি নিষ্পীড়িত হ'তে হ'তে মেষলোম নির্মিত পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক ক্ষরিত হলেন। ইনি ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করছেন ॥ ২৮ ॥

এই যে সোমরস, ইনি গোচর্মের উপর প্রস্তরের সাথে ক্রীড়া করছেন, ইনি আনন্দলাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করছেন ॥ ২৯ ॥

হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার যে অতি চমৎকার রস, যা স্বর্গ হ'তে আহরণ করা হয়েছিল, তার দ্বারা আমাদের প্রাণ দান করো এবং আমাদের আনন্দিত করো ॥ ৩০ ॥

টীকা — ২৯ ঋকের বক্তব্য—সোমরস প্রস্তুত করবার সমস্ত পদ্ধতিই এই সূক্ত হ'তে উপলব্ধি হয়; প্রথমে সোম লতারূপে থাকে, তার দুটি ক'রে পত্র বক্রভাবে অবস্থিত থাকে, (২ ঋক্)। প্রস্তরের দ্বারা সেই লতা নিষ্পীড়িত হলো (৭ঋক্)। পরে রমণীগণ সেই লতা অঙ্গুলির দ্বারা চটকিয়ে রস নিষ্কাশিত করে (৮ ঋক্)। তার পরে সেই রস জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে মেষলোমে নির্মিত ছাঁকনির দ্বারা ছাঁকা

হয় (৯ ঋক্)। সেই ছাঁকনি কলসের মুখে স্থাপিত হয়, অঙ্গুলির দ্বারা উপরের রস সঞ্চালিত করা হয়, সুতরাং ছাঁকা শোধিত রস কলসের ভিতর পড়ে, (১০, ১১, ১২ ঋক্)। সেই শোধিত ছাঁকা রস ক্ষীর বা দধির সাথে মিশিয়ে পান করা হয় (১৩ ঋক্)। ক্ষরণশীল সোমরস শুভ্রবর্ণ (২৪ ঋক্)। অথবা ঈষৎ হরিদ্বর্ণ বা পিঙ্গল বর্ণ ব'লেও কোন কোন স্থলে বর্ণিত হয়েছে। গোচর্মের পাত্রে এই সোমরস স্থাপিত হয় (২৯ঋক্)॥—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২৭৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১০ থেকে ১২ সূক্ত, ৬২০ পৃষ্ঠায় ১৯ থেকে ২১ এবং ৫৪৫ পৃষ্ঠায় ২৫ থেকে ২৭ সূক্ত গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ১৯ ঋক্‌টি ৫৯৯ ও ২৬৪ পৃষ্ঠাতেও দ্রষ্টব্য। সেই সূত্রে এই নটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১০ ঋক্—"সর্বজ্ঞ শক্তিসম্পন্ন হে দেব! আত্মশক্তিকামী সৎকর্মসাধকগণ যেমন তাঁদের হৃদয়ে অমৃতধারা সৃজন করেন, তেমনই পবিত্রকারক আপনার অমৃতধারা আপনি আমাদের হৃদয়ে উৎপাদন করুন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের অমৃতত্ব প্রদান করুন।)। অথবা—"সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ হে দেব। আত্মশক্তিকামী পাপী যেমন পাপমার্গ পরিত্যাগ করে, তেমন আপনি পবিত্রকারক আপনার অমৃতের ধারা পরিত্যাগ করুন অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রদান করুন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের অমৃত প্রদান করুন। [এখানে দুটি ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে; দু'রকম অন্বয়ে দু'রকম অনুবাদেই মূলভাব এক। দুটিতেই সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।...]।—ইত্যাদি॥ ২৬ ঋক্—"শ্রেষ্ঠতম সৎকর্মসাধক, শ্রেষ্ঠতম বিশুদ্ধিবিধায়ক, পাপহারক, পরম আনন্দদায়ক, বিবেকজ্ঞানদাতা, পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের প্রাপ্ত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দদায়ক সৎকর্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি)। [...'হরিঃ' পদের অর্থ পাপহারক; 'চন্দ্রঃ' পদের অর্থ আহ্লাদকর বা পরমানন্দদায়ক; 'মরুৎগণাঃ' অর্থে বিবেকরূপী দেবগণ; 'পবমানঃ' অর্থে পবিত্রকারক, শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি—এমন বোঝাই সঙ্গত]।—ইত্যাদি॥ ২৭ ঋক্—"পবিত্রকারক হে দেব! আত্মশক্তিদায়ক আপনি জ্যোতিঃ দ্বারা আমাদের এবং সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করুন; আপনি প্রার্থনাপরায়ণ জনকে আত্মশক্তি প্রদান করেন।' (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকেরা আত্মশক্তি লাভ করেন; আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের পরম মঙ্গলদায়ক জ্যোতিঃ লাভ করি)। ['সুবীর্যং' পদের অর্থ 'পুত্র ধনজন' নয়, এর প্রকৃত অর্থ শোভনবীর্য। শোভনবীর্য কি? যা মানুষকে প্রকৃত শক্তি বা পরাশক্তি দিতে পারে, তা-ই সুবীর্য। মানুষের অন্তরাত্মা যখন জাগরিত হয়, মানুষের মধ্যে যখন সত্যিকার শক্তির সাড়া জাগে, তখনই মানুষ প্রকৃতপক্ষে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সমর্থ হয়। সেই শক্তিই আত্মশক্তি]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্টগুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৬৭ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম, অগ্নি। ঋষি : ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বসিষ্ঠ ও পবিত্র। ছন্দ : গায়ত্রী, দ্বিপদা গায়ত্রী, অনুষ্টুপ, পুরউষ্ণিক্]

ত্বং সোমাসি ধারয়ুর্মন্দ্র ওজিষ্ঠো অধ্বরে। পবস্ব মংহয়দ্রয়িঃ ॥ ১॥
ত্বং সুতো নৃমাদনো দধন্বান্মৎসরিন্তমঃ। ইন্দ্রায় সূরিরন্ধসা ॥ ২॥
ত্বং সুষাণো অদ্রিভিরভ্যর্ষ কনিক্রদৎ। দ্যুমন্তং শুষ্মমুত্তমম্ ॥ ৩॥

ইন্দুর্হিয়ানো অর্ষতি তিরো বারাণ্যব্যয়া। হরির্বাজমচিক্রদৎ ॥ ৪॥
ইন্দো ব্যব্যমর্ষসি বি শ্রবাংসি বি সৌভগা। বি বাজান্ত্সোম গোমতঃ ॥ ৫॥
আ ন ইন্দো শতগ্বিনং রয়িং গোমন্তমশ্বিনম্। ভরা সোম সহস্রিণম্ ॥ ৬॥
পবমানাস ইন্দবস্তিরঃ পবিত্রমাশবঃ। ইন্দ্রং যামেভিরাশত ॥ ৭॥
ককুহঃ সোম্যো রস ইন্দুরিন্দ্রায় পূর্ব্যঃ। আয়ুঃ পবত আয়বে ॥ ৮॥
হিন্বতি সূরমুস্রয়ঃ পবমানং মধুশ্চুতম্। অভি গিরা সমস্বরন্ ॥ ৯॥
অবিতা নো অজাশ্বঃ পূষা যামনিয়ামনি। আ ভক্ষৎকন্যাসু নঃ ॥ ১০॥
অয়ং সোমঃ কপর্দিনে ঘৃতং ন পবতে মধু। আভক্ষৎকন্যাসু নঃ ॥ ১১॥
অয়ং ত আঘৃণে সুতো ঘৃতং ন পবতে শুচি। আ ভক্ষৎকন্যাসু নঃ ॥ ১২॥
বাচো জন্তুঃ কবীনাং পবস্ব সোম ধারয়া। দেবেষু রত্নধা অসি ॥ ১৩॥
আ কলশেষু ধাবতি শ্যেনো বর্ম বি গাহতে। অভি দ্রোণা কনিক্রদৎ ॥ ১৪॥
পরি প্র সোম তে রসোঽসর্জি কলশে সুতঃ। শ্যেনো ন তক্তো অর্ষতি ॥ ১৫॥
পবস্ব সোম মন্দয়ন্নিন্দ্রায় মধুমত্তমঃ ॥ ১৬॥
অসৃগ্রন্দেববীতয়ে বাজয়ন্তো রথা ইব ॥ ১৭॥
তে সুতাসো মদিন্তমাঃ শুক্রা। বায়ুমসৃক্ষত ॥ ১৮॥
গ্রাব্ণা তুন্নো অভিষ্টুতঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ১৯॥
এষ তুন্নো অভিষ্টুতঃ পবিত্রমতি গাহতে। রক্ষোহা বারমব্যয়ম্ ॥ ২০॥
যদন্তি যচ্চ দূরকে ভয়ং বিন্দতি মামিহ। পবমান বি তজ্জহি ॥ ২১॥
পবমানঃ সো অদ্য নঃ পবিত্রেণ বিচর্ষণিঃ। যঃ পোতা স পুনাতু নঃ ॥ ২২॥
যত্তে পবিত্রমর্চিষ্যগ্নে বিততমন্তরা। ব্রহ্ম তেন পুনীহি নঃ ॥ ২৩॥
যত্তে পবিত্রমর্চিবদগ্নে তেন পুনীহি নঃ। ব্রহ্মসবৈঃ পুনীহি নঃ ॥ ২৪॥
উভাভ্যাং দেব সবিতঃ পবিত্রেণ সবেন চ। মাং পুনীহি বিশ্বতঃ ॥ ২৫॥
ত্রিভিষ্ট্বং দেব সবিতর্বর্ষিষ্ঠৈঃ সোম ধামভিঃ। অগ্নে দক্ষৈঃ পুনীহিঃ নঃ ॥ ২৬॥
পুনন্তু মাং দেবজনাঃ পুনন্তু বসবো ধিয়া।
বিশ্বে দেবাঃ পুনীত মা জাতবেদঃ পুনীহি মা ॥ ২৭॥
প্র প্যায়স্ব প্র স্যন্দস্ব সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ। দেবেভ্য উত্তমং হবিঃ ॥ ২৮॥
উপ প্রিয়ং পনিপ্নতং যুবানমাহুতীবৃধম্। অগন্ম বিভ্রতো নমঃ ॥ ২৯॥
অলায্যস্য পরশুর্ননাশ তমা পবস্ব দেব সোম। আখুং চিদেব দেব সোম ॥ ৩০॥
যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্।
সর্বং স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা ॥ ৩১॥
পাবমানীর্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্।
তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্ ॥ ৩২॥

মন্ত্রার্থ — হে ক্ষরণশীল সোমরস! তুমি আনন্দ দান করো, তুমি অতিশয় বলশালী, তুমি ধন বিতরণ করতে করতে এই যজ্ঞে ধারাকারে ক্ষরিত হও ॥ ১ ॥

হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে মানবগণকে আনন্দিত ও উন্মত্ত করো, তুমি পণ্ডিত ও ধনদানকর্তা, তুমি ইন্দ্রের আহার স্বরূপ হয়ে তাঁকে যারপরনাই আহ্লাদিত করো ॥ ২ ॥

তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে অতি উত্তম জাজ্বল্যমান তেজ (তীব্রতা) ধারণ করো ॥ ৩ ॥

হরিতবর্ণ সোমরস প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে মেষলোমের মধ্য দিয়ে নির্গত হচ্ছে এবং অন্ন অন্ন এমন শব্দ করছে ॥ ৪ ॥

হে সোমরস! তুমি যদি মেষলোমের মধ্য দিয়ে নির্গত হও, তাহ'লে নানারকম সম্পত্তি, নানরকম খাদ্যদ্রব্য এবং বলবীর্য ও গোধন লাভ হয়ে থাকে ॥ ৫ ॥

হে সোমরস! আমাদের শত শত গোধন এবং সহস্র ঘোটক ও নানারকম সম্পত্তি আনয়ন ক'রে দাও ॥ ৬ ॥

এইসকল সোমরস মেষলোমের মধ্য দিয়ে শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হয়ে মুহুর্মুহু ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশপূর্বক তাঁর সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত হলো ॥ ৭ ॥

সোমের রস সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ। সোমরস ইন্দ্রের নিমিত্ত আমাদের পূর্বপুরুষকর্তৃক নিষ্পীড়িত হয়েছিল। সে নিজে ক্রিয়াতৎপর; যে ব্যক্তি ক্রিয়াতৎপর, তারই জন্য সে ক্ষরিত হয় ॥ ৮ ॥

এই যে সোম, যিনি সকলকে কর্মতৎপর করেন এবং ক্ষরিত হয়ে অতি মধুর রস প্রদান করেন, তিনি অঙ্গুলির দ্বারা চালিত হচ্ছেন এবং বচন-রচনার দ্বারা তাঁর গুণগান হচ্ছে ॥ ৯ ॥

পূষা নামক যে দেবতা, যিনি ছাগবাহনে গমন করেন, তিনি যেন, যখন যখন আমরা যাত্রা করি, তখনই আমাদের রক্ষা করেন। তাঁর প্রসাদে যেন আমরা সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই ॥ ১০ ॥

কপর্দী নামক যে দেবতা, তাঁর উদ্দেশে এই সোমরস ঘৃতের মতো, মধুর মতো, ক্ষরিত হচ্ছে। আমরা যেন অনেকসংখ্যক সুশ্রী নারী লাভ করি ॥ ১১ ॥

হে তেজঃপুঞ্জ! তোমার নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হয়ে ঘৃতের মতো নির্মলভাবে এই সোমরস ক্ষরিত হচ্ছে। আমরা যেন বহুসংখ্যক সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই ॥ ১২ ॥

হে সোম! তুমি কবিগণের বচনাকে উত্তেজিত করো। প্রার্থনা করি, তুমি ধারাকারে ক্ষরিত হও। তুমি দেবতাবর্গের জন্য রত্ন স্থাপন ক'রে থাকো ॥ ১৩ ॥

যেমন শ্যেনপক্ষী সুন্দর কুলায় প্রবেশ করে, সেইরকম এই সোমরস শব্দ করতে করতে কলসের মধ্যে প্রবেশ করছে ॥ ১৪ ॥

হে সোম! তোমার যে নিষ্পীড়িত রস, তা চতুর্দিকে কলসের মধ্যে সংস্থাপিত হয়েছে, তা শ্যেনপক্ষীর মতো সর্বত্র যাতায়াত করছে ॥ ১৫ ॥

হে সোম! তোমার তুল্য মধুর বস্তু কিছুই নেই। তুমি ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১৬ ॥

এই সকল সোমরস দেবতাগণের উদ্দেশে প্রস্তুত হয়েছে। এরা রথের মতো বিপক্ষবর্গের নিকট হ'তে সম্পত্তি হরণ ক'রে আনয়ন ক'রে দেয় ॥ ১৭ ॥

সেই সমস্ত নিষ্পীড়িত সোমরস, যাদের তুল্য আনন্দকর পদার্থ আর কিছুই নেই, তারা প্রস্তুত হবার সময়ে শব্দ করতে লাগলো ॥ ১৮ ॥

এই সোমরস প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়েছে, এর গুণগান করা হয়েছে, এটি পবিত্রের উপর

গমন করছে। যে তোমাকে স্তব করে, তাকে তুমি বীর্যবান্ করো ॥ ১৯ ॥

এই যে সোম, ইনি নিষ্পীড়িত হয়েছেন, এঁর গুণগান করা হয়েছে, ইনি রাক্ষসবর্গকে হনন করেন, এইক্ষণে পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক ইনি মেষলোমে গমন করছেন ॥ ২০ ॥

হে ক্ষরণশীল সোম! কি নিকটে, কি দূরে, যেখানে যত ভয় আমার উপস্থিত হয়, সে সমস্ত নষ্ট করো ॥ ২১ ॥

সেই বিশ্বনিরীক্ষণকারী সোমরস পবিত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষরিত হয়ে আমাদের পবিত্র করুন, কারণ পবিত্র করাই তাঁর স্বভাব ॥ ২২ ॥

হে অগ্নি! তোমার শিখার মধ্যে যে পবিত্র গুণ বিস্তারিত আছে, তার দ্বারা আমাদের দেহ পবিত্র করো ॥ ২৩ ॥

হে অগ্নি! তোমার শিখার মধ্যে যে পবিত্র গুণ আছে, তার দ্বারা আমাদের পবিত্র করো। সোমরস নিষ্পীড়নের দ্বারা আমাদের পবিত্র করো ॥ ২৪ ॥

হে দেব সবিতা! পবিত্রের দ্বারা এবং সোমের নিষ্পীড়নের দ্বারা এই উভয়ের দ্বারা আমার সর্ব ভাগ শোধন করো ॥ ২৫ ॥

হে সোম! তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি। তোমার এই তিন বিপুল ও কার্যক্ষম মূর্তি; এই তিন মূর্তির দ্বারা আমাদের পবিত্র করো ॥ ২৬ ॥

দেবতাগণ আমাকে পবিত্র করুন। বসুগণ তাঁদের নিজ নিজ কার্যের দ্বারা পবিত্র করুন। হে অশেষ দেবতা! আমাকে পবিত্র করো। হে অগ্নি! আমাকে শোধন করো ॥ ২৭ ॥

হে সোম! তোমার সকল ধারা সহকারে বিশেষভাবে প্রবহমান হও, আমাদের বিশেষভাবে আপ্যায়িত করো; তুমি দেবতাগণের সর্বশ্রেষ্ঠ আহার ॥ ২৮ ॥

সেই যে সোমরস, যিনি সকলের প্রীতিপাত্র, যিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে শব্দ করতে থাকেন, যাঁকে আহুতির দ্বারা বর্ধিত করতে হয়, আমরা নমস্কার করতে করতে তাঁর নিকট আগমন করছি ॥ ২৯ ॥

সর্বস্থান আক্রমণকারী সেই বিপক্ষের কুঠার যাতে নষ্ট হয়ে যায়, হে দেব! তুমি সেইভাবে ক্ষরিত হও, তুমি সেই পীড়াদায়ক শত্রুকেই সংহার করো ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি পবমান সোমবিষয়ক এই সমস্ত শ্লোকগুলি অধ্যয়ন করে, যার রসশালিনী রচনা ঋষিবৃন্দ ক'রে গিয়েছেন, তিনিই সেই সমস্ত সর্বপ্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন, যা বায়ু আহার করেছেন ॥ ৩১ ॥

যিনি ঋষিগণের রসময়ী রচনা, পবমান সোম বিষয়ক এই সমস্ত শ্লোক অধ্যয়ন করেন, তাঁকে সরস্বতী ঘৃত দুগ্ধ ও সুমধুর জল দোহন ক'রে দেন ॥ ৩২ ॥

টীকা — ১৪ ও ১৫ ঋকে শ্যেনপক্ষীর সাথে সোমের তুলনা করা হয়েছে।—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৪৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১ ও ২ এবং ৫৫০ পৃষ্ঠায় ৩ ঋক্‌টি এবং ৭৫৫ পৃষ্ঠায় ১৬ থেকে ১৮ ঋক্ এবং ৫৪০ পৃষ্ঠায় শেষ দুটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এই আটটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমানন্দদায়ক শ্রেষ্ঠ শক্তিদায়ক আপনি লোকবর্গের সৎকর্মে রক্ষক হন; আপনি কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন।" (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে লোকগণ সৎকর্ম-সাধনে সমর্থ হন; সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের পরমধন প্রদান করুন)।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধ আপনি পরমানন্দদায়ক সৎকর্মের ধারক হন; শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দদায়ক, রিপুনাশক অথচ স্বয়ং অজাতশত্রু হন।" (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব

"ভগবানের শরণাগত যে ব্যক্তি, আত্ম-উৎকর্ষ-পরমানন্দদায়ক রিপুনাশক হন)।—ইত্যাদি॥ ৩২ ঋক্—"ভগবানের শরণাগত যে ব্যক্তি, আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণ কর্তৃক সেবিত অর্থাৎ হৃদয়ে ধৃত পবিত্রতাসাধক পরিত্রাণকারক শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সজ্জনের জন্য নিজেকে উদ্বোধিত করে, শরণাগত সেই ব্যক্তিকে সর্বত্র সর্পণশীল দেবতা অর্থাৎ ভগবান্ সৎকর্ম-সাধনভূত প্রকৃষ্ট জ্ঞান, কর্মসামর্থ্য এবং প্রাণ-উন্মাদক শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি প্রদান করেন।" (মন্ত্রটির ভাব এই (মন্ত্রটির ভাব এই যে,—ভগবানের শরণাপন্ন ব্যক্তি জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি লাভ করেন।" (মন্ত্রটির ভাব এই যে,—ভগবানের শরণাপন্ন ব্যক্তি জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি লাভ করেন)। [মন্ত্রে কর্মের প্রাধান্য প্রখ্যাপিত। আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনের—সাধুসজ্জনের অনুসরণে অগ্রসর হ'লে, আত্মোৎকর্ষ লাভ হয়, আর তাতেই জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধ হয়]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৬৮ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : বৎস। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

প্র দেবমচ্ছা মধুমন্ত ইন্দবোঽসিষ্যদন্ত গাব আ ন ধেনবঃ।
বর্হিষদো বচনাবন্ত ঊধভিঃ পরিস্রুতমুস্রিয়া নির্ণিজং ধিরে॥ ১॥
স রোরুবদভি পূর্বা অচিক্রদদুপারুহঃ শ্রথয়ন্‌ৎস্বাদতে হরিঃ।
তিরঃ পবিত্রং পরিযন্নুরু জ্রয়ো নি শর্যাণি দধতে দেব আ বরম্॥ ২॥
বি যো মমে যম্যা সংযতী মদঃ সাকংবৃধা পয়সা পিন্বদক্ষিতা।
মহী অপারে রজসী বিবেবিদদভিব্রজন্নক্ষিতং পাজ আ দদে॥ ৩॥
স মাতরা বিচরন্বাজয়ন্নপঃ প্র মেধিরঃ স্বধয়া পিন্বতে পদম্।
অংশুর্যবেন পিপিশে যতো নৃভিঃ সং জামিভির্নসতে রক্ষতে শিরঃ॥ ৪॥
সং দক্ষেণ মনসা জায়তে কবির্ঋতস্য গর্ভো নিহিতো যমা পরঃ।
যূনা হ সন্তা প্রথমং বি জজ্ঞতুর্গুহা হিতং জনিম নেমমুদ্যতম্॥ ৫॥
মন্দ্রস্য রূপং বিবিদুর্মনীষিণঃ শ্যেনো যদন্ধো অভরৎ পরাবতঃ।
তং মর্জয়ন্ত সুবৃধং নদীষ্বাঁ উশন্তমংশুং পরিযন্তমৃগ্মিয়ম্॥ ৬॥
ত্বাং মৃজন্তি দশ যোষণঃ সুতং সোম ঋষিভির্মতিভির্ধীতিভির্হিতম্।
অব্যো বারেভিরুত দেবহূতিভির্নৃভির্যতো বাজমা দর্ষি সাতয়ে॥ ৭॥
পরিপ্রয়ন্তং বয্যং সুষংসদং সোমং মনীষা অভ্যনূষত স্তুভঃ।
যো ধারয়া মধুমাঁ ঊর্মিণা দিব ইয়র্তি বাচং রয়িষালমর্ত্যঃ॥ ৮॥
অয়ং দিব ইয়র্তি বিশ্বমা রজঃ সোমঃ পুনানঃ কলশেষু সীদতি।
অদ্ভির্গোভির্মৃজ্যতে অদ্রিভিঃ সুতঃ পুনান ইন্দুর্বরিবো বিদৎপ্রিয়ম্॥ ৯॥
এবা নঃ সোম পরিষিচ্যমানো বয়ো দধচ্চিত্রতমং পবস্ব।
অদ্বেষে দ্যাবাপৃথিবী হুবেম দেবা ধত্ত রয়িমস্মে সুবীরম্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — সুমধুর সোমরসগুলি ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রবহমান হচ্ছে, তারা যেন দুগ্ধদায়িনী গাভীর মতো। গাভীগণ হম্বা হম্বা রব করতে করতে কুশের উপর উপবেশপূর্বক দুগ্ধ দান করছে ॥ ১ ॥

সেই সোমরস শব্দ করতে করতে এবং লতাবর্গকে শিথিল করতে করতে হরিতবর্ণ ধারণপূর্বক সুস্বাদ হচ্ছে এবং পবিত্রের মধ্যে দিয়ে মহাবেগে নির্গত হয়ে শত্রুবর্গকে সংহার করছে এবং ধন বিতরণ করছে ॥ ২ ॥

মত্ততা উৎপাদক যে সোম পরস্পর সংলগ্ন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এই দুই যুগল ভুবন নির্মল করলেন, যিনি অক্ষয় দুগ্ধের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন, যে দুগ্ধ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, যিনি প্রকাণ্ড অসীম দুই ভুবন পৃথক্ করেছেন, যিনি অগ্রসর হ'তে হ'তে অক্ষয় বল ধারণ করলেন ॥ ৩ ॥

সেই মেধাবী পুরুষ নিজের দুই জননীর মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে জল সমস্ত সঞ্চালন করতে করতে আহারের দ্বারা আপন স্থান আপ্যায়িত করছেন। মানবগণ ঘনীভূত সোমরসকে যবের সাথে মিশ্রিত করলেন, তিনি অঙ্গুলিগণের সমাগম প্রাপ্ত হচ্ছেন এবং সকল প্রাণীকে রক্ষা করছেন ॥ ৪ ॥

সুচতুর বুদ্ধির দ্বারা ক্রিয়াকুশল সোম জন্মগ্রহণ করেন, তিনি জল হ'তে উৎপন্ন, বিশেষ যত্নের সাথে তাঁকে রক্ষা করা হয়েছে। সেই দুই জন একবারেই যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করলো। তাদের একটি গুহার মধ্যে সংস্থাপিত আছে, আর একটি প্রকাশ প্রাপ্ত হচ্ছে ॥ ৫ ॥

বুদ্ধিমান্ লোকগণ সেই আনন্দকর সোমের রূপ জ্ঞাত হন, যাঁকে শ্যেনপক্ষী অতি দূরবর্তী স্থান হ'তে আহরণ করেছিল, তাতেই এইক্ষণে তা খাদ্যদ্রব্যস্বরূপ হয়েছে। সেই সোমকে জলের মধ্যে শোধন করলে তাতে তার বৃদ্ধি হয়, সে অতি চমৎকার ও তেজস্বী এবং প্রশংসার যোগ্য হয় ॥ ৬ ॥

হে সোম! দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে তোমাকে মেষলোমের উপর শোধন করছে, তুমি নিষ্পীড়নের দ্বারা ঋষিবর্গ কর্তৃক উৎপাদিত হয়েছো, শোধনকালে তোমার উদ্দেশে নানারকম স্তব পাঠ করা হচ্ছে, তুমি পাত্রে পাত্রে সংস্থাপিত হয়েছো। যারা দেবতাগণের নাম গ্রহণ ক'রে থাকে, তোমার কার্য এই যে, তুমি তাদের অন্ন বিতরণ করো ॥ ৭ ॥

যখন সোমরস চমৎকার ভাবে পাত্রে পাত্রে গমনপূর্বক তার মধ্যে উত্তমভাবে অবস্থিত হয়, তখন তাঁর উদ্দেশে মনোমত স্তব পাঠ ক'রে থাকে। এই সোমরস অতি মধুর ধারার আকারে আকাশ হ'তে পতিত হয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হয়, এর সাহায্যে শত্রুর সম্পত্তি জয় ক'রে লওয়া যায়; ইনি দেবতার মতো অমর, এর প্রভাবে উত্তম রকম বচন রচনা করা যায় ॥ ৮ ॥

এই যে সোমরস ইনি আকাশ হ'তে পতিত হয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন, ইনি ক্ষরিত হয়ে কলসের মধ্যে স্থান গ্রহণ করছেন; ইনি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে দুগ্ধ ইত্যাদি সহযোগে সুস্বাদু হচ্ছেন, আর যা কামনা করা যায় এবং যা প্রীতিকর, ইনি সেইরকম বস্তুই আনয়ন ক'রে দিচ্ছেন ॥ ৯ ॥

হে সোমরস! তোমাকে সেচন করছি, তুমি আমাদের জন্য নানারকম খাদ্যদ্রব্য আহরণ করতে করতে ক্ষরিত হও। আর সেই দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁরা কাউকেও দ্বেষ করেন না, তাঁদের আমরা আহ্বান ক'রি। হে দেবতাবর্গ! আমাদের ধনসম্পত্তি এবং কর্মক্ষম সন্তান প্রদান করো ॥ ১০ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ। আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২৩৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম—"আনন্দকিরণসমূহ যেন সাধককে আশ্রয় করে,

তেমনই জ্ঞানযুক্ত, অমৃতময়, আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ভগবানের প্রতি গমন করুক।" (ভাব এই যে, —সত্ত্বভাবের প্রভাবে আমরা যেন ভগবানকে লাভ করি)। "আমাদের হৃদয়স্থিত জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃকণাসমূহ অমৃতের প্রবাহের দ্বারা পরিস্কৃত—বিশুদ্ধীকৃত হয়ে সত্ত্বভাবকে ধারণ করুন।" (প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটির ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করি)। [সত্ত্বভাব সর্বত্রই বিদ্যমান আছে; যেমন সর্বভূতে ভগবান বিরাজিত আছেন। আমাদের প্রকার ভেদে সেই সত্ত্বভাব প্রকাশের পার্থক্য হয় মাত্র। সুতরাং বীজের আকারে আমাদের হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে বিকশিত ক'রে তোলবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। সাধক প্রার্থনা ও আরাধনা করেন—হৃদয়কে পবিত্র ক'রে নির্মল ক'রে তাতে ভগবানের শক্তিবিকাশের জন্য। এই মন্ত্রে সেই অন্তরস্থায়ী শক্তিবীজের বিকাশের জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে।—এখানে 'ধেনবঃ ন আ' অর্থে 'জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন সাধককে আশ্রয় করে, তেমন' বোঝাই সঙ্গত। 'ধারঃ'—জ্ঞানাধি, জ্ঞানযুক্ত। 'মধুমন্তঃ' অমৃতময়। 'ইন্দবঃ'—সত্ত্বভাব, আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব। 'উর্মিঃ'—অমৃতপ্রবাহের দ্বারা]—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৬৯ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : হিরণ্যস্তূপ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ইষুর্ন ধন্বন্ প্রতি ধীয়তে মতির্বৎসো ন মাতুরুপ সর্জ্যূধনি।
উরুধারেব দুহে অগ্র আয়ত্যস্য ব্রতেম্বপি সোম ইষ্যতে ॥ ১ ॥
উপো মতিঃ পৃচ্যতে সিচ্যতে মধু মন্দ্রাজনী চোদতে অন্তরাসনি।
পবমানঃ সন্তনিঃ প্রঘ্নতামিব মধুমান্দ্রপ্সঃ পরি বারমর্ষতি ॥ ২ ॥
অব্যো বধ্রয়ুঃ পবতে পরি ত্বচি শ্রথ্নীতে নপ্তীরদিতের্ঋতং যতে।
হরিরক্রান্যজতঃ সংযতো মদো নৃম্ণা শিশানো মহিষো ন শোভতে ॥ ৩ ॥
উক্ষা মিমাতি প্রতি যন্তি ধেনবো দেবস্য দেবীরুপ যন্তি নিষ্কৃতম্।
অত্যক্রমীদর্জুনং বারমব্যয়মৎকং ন নিক্তং পরি সোমো অব্যত ॥ ৪ ॥
অমৃক্তেন রুশতা বাসসা হরিরমর্ত্যো নির্ণিজানঃ পরি ব্যত।
দিবস্পৃষ্ঠং বর্হণা নির্ণিজে কৃতোপস্তরণং চম্বোর্নভস্ময়ম্ ॥ ৫ ॥
সূর্যস্যেব রশ্ময়ো দ্রাবয়িত্নবো মৎসরাসঃ প্রসুপঃ সাকমীরতে।
তন্তুং ততং পরি সর্গাস আশবো নেন্দ্রাদৃতে পবতে ধাম কিঞ্চন ॥ ৬ ॥
সিন্ধোরিব প্রবণে নিম্ন আশবো বৃষচ্যুতা মদাসো গাতুমাশত।
শং নো নিবেশে দ্বিপদে চতুষ্পদেঽস্মে বাজাঃ সোম তিষ্ঠন্তু কৃষ্টয়ঃ ॥ ৭ ॥
আ নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যবদশ্বাবদ্গোমদ্যবমৎসুবীর্যম্।
যূয়ং হি সোম পিতরো মম স্থন দিবো মূর্ধানঃ প্রস্থিতা বয়স্কৃতঃ ॥ ৮ ॥
এতে সোমাঃ পবমানাস ইন্দ্রং রথা ইব প্র যযুঃ সাতিমচ্ছ।
সুতাঃ পবিত্রমতি যন্ত্যব্যং হিত্বী বব্রিং হরিতো বৃষ্টিমচ্ছ ॥ ৯ ॥

ইন্দাবিন্দ্রায় বৃহতে পবস্ব সুমৃলীকো অনবদ্যো রিশাদাঃ।
ভরা চন্দ্রাণি গৃণতে বসূনি দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — যেমন ধনুকের সাথে বাণের যোজনা করা হয়, সেইরকম ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা স্তুতিবাক্য যোজনা করছি। যেমন বৎস মাতার স্তনের সাথে সংসৃষ্ট হয়, সেইরকম ইন্দ্রের সাথে আমরা সোমরস সংসৃষ্ট করছি। যেমন প্রচুর দুগ্ধের ধারা প্রদান করতে করতে গাভী সম্মুখে আগমন করে, সেইরকম ইন্দ্র আগমন করছেন। ইন্দ্রের সময়ও সোমরস প্রদত্ত হয়ে থাকে ॥ ১ ॥

ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিবাক্য যোজনা করা হচ্ছে, আনন্দকর সোম সেচন করা হচ্ছে, তাঁর মুখের মধ্যে সোমরসের আনন্দকর ধারা পাতিত করা হচ্ছে। এই সোমরস ক্ষরিত হয়ে চতুর্দিকে বিস্তৃত হন এবং যেমন উত্তম ধনুর্ধারীর হস্ত হ'তে বাণ নিক্ষিপ্ত হয়ে শীঘ্র যথাস্থানে গমন ক'রে থাকে, সেইরকম এই সুমধুর সোমরস মেষলোমের দিকে গমন করছে ॥ ২ ॥

সোমরস যে জলের সাথে মিশ্রিত হন, সেই জল তাঁর বধূতুল্য। তিনি সেই বধূর সাথে মিলিত হবার জন্য মেষচর্মের সর্বভাগে ক্ষরিত হচ্ছেন। বৃক্ষলতা ইত্যাদি উদ্ভিদ্‌গণ পৃথিবীর সন্তান-স্বরূপ। যিনি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তির জন্য হরিতবর্ণ সোমরস পৃথিবীর সন্তানগণকে শিথিল অর্থাৎ ফলবান্ ক'রে দেন। সোমরস মদিরার মতো লোককে মত্ত করেন। তিনি যজ্ঞকালে পাত্রে পাত্রে গমন করছেন। যেমন মহিষ নিজের শৃঙ্গ শানিত করে, সোমরস যেন তেমন করছেন ॥ ৩ ॥

বৃষ শব্দ করছে, গাভীগণ তার দিকে বেগে গমন করছে। দেবীরা দেবের ভবনে উপস্থিত হচ্ছে। অর্থাৎ সোমরসকে দর্শন ক'রে আমাদের স্তুতিবাক্য আপনা হ'তে নির্গত হচ্ছে। এই সোমরস শুভ্রবর্ণ মেষলোম অতিক্রম ক'রে গমন করলেন এবং উজ্জ্বল কবচের মতো নিজের শরীরকে দুগ্ধ ইত্যাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন ॥ ৪ ॥

হরিতবর্ণ অমর সোমরস শোধিত হবার সময় এমন বস্ত্র পরিধান করলেন, যা বিনা যত্নে শুভ্র হয়ে আছে, অর্থাৎ দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হলেন। পরে তিনি আকাশের উপরিভাগে, পাপ বিনষ্ট হয়, এমন শোধন করবার জন্য সূর্যদেবকে সংস্থাপন করলেন। সেই সূর্যের আলোকে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদিত হয়ে গেলো ॥ ৫ ॥

এইসকল সোমরস সূর্যের কিরণের মতো উজ্জ্বল, এরা ইতস্তত ক্ষরিত হচ্ছে, এরা লোকগণকে মদমত্ত করে এবং তাদের নিদ্রা উপস্থিত ক'রে দেয়, এরা পাত্রে পাত্রে বিস্তৃত হচ্ছে, এরা মিলিত হয়ে বিস্তারিত বস্ত্রের চতুর্দিকে গমন করছে। এরা ইন্দ্র ব্যতীত আর কোন দেবতার জন্য ক্ষরিত হয় না ॥ ৬ ॥

ঋত্বিক্‌বর্গ যখন সোমকে নির্গত করলো, তখন নদীর জল যেমন নিম্নাভিমুখে গমন করে, সেইরকম মত্ততাকারী সোমরসগুলি নিম্নাভিমুখে গমন করতে লাগলো। হে সোমরস! আমাদের ভবনে দ্বিপদ, চতুষ্পদ সকলকে কুশলে রাখো, আমাদের গৃহে যেন খাদ্যদ্রব্য ও সন্তানসন্ততির অভাব না হয় ॥ ৭ ॥

হে সোম! তুমি এইভাবে ক্ষরিত হও, যাতে আমরা ধনসম্পত্তি এবং ঘোটক, গাভী, যব ও সন্তানসন্ততি প্রাপ্ত হই। তোমরাই আমার পিতৃতুল্য, তোমরা স্বর্গের মস্তকস্বরূপ এবং আমাদের অন্ন প্রদানের জন্য প্রস্তুত আছো ॥ ৮ ॥

এই সমস্ত হরিতবর্ণ সোমরস ইন্দ্রের দিকে গমন করছে, যে রকম রথ সমস্ত যুদ্ধাভিমুখে গমন ক'রে থাকে। এরা নিষ্পীড়িত হয়ে মেষলোমময় পবিত্রকে অতিক্রম করছে এবং যুবা হয়ে বৃষ্টি উপস্থিত করছে ॥ ৯॥

হে সোমরস! অতি সুস্বাদু ও নির্মল হয়ে মহীয়ান ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও এবং বিপক্ষবর্গকে পরাভব করো। যে তোমাকে স্তব করে, তাকে উত্তম উত্তম ধন দান করো। হে দ্যুলোক ও ভূলোক! তোমরা উত্তম উত্তম বস্তু প্রদান ক'রে আমাদের অনুগ্রহ করো ॥ ১০॥

টীকা — ৮ ঋকের প্রথমাংশের বক্তব্য—সন্তানসন্ততি এবং সুবর্ণ, ঘোটক, গাভী ও যব সেই কালে সুখী সংসারের প্রধান উপকরণ ছিল। এগুলিই ছিল মানুষের প্রধান সম্পদ।—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৬৭ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ২, ৪ ও ৬ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এই তিনটি ঋক্ের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও আছে। যথা,—২ ঋক্—"সাধকগণ কর্তৃক স্তুতি উচ্চারিত হয়, এবং পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বের ধারা হৃদয়ে উৎপাদিত হয়; বিশুদ্ধ হৃদয়গণেরই অমৃতময় আত্মমুক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানের প্রবাহকে প্রাপ্ত হয়।" (ভাব এই যে,—সাধকেরা পরমানন্দদায়ক অমৃতময় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [—মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নেই]।—ইত্যাদি॥ ৪ ঋক্—"অভীষ্ট বর্ষক জ্ঞান প্রদান করেন; জ্ঞানকিরণসমূহ সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়, ভগবৎ-প্রাপিকা প্রার্থনা দেবভাবের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়; শুদ্ধসত্ত্ব সুদৃঢ় স্বচ্ছতুল্য, উজ্জ্বল, নির্মল নিত্যজ্ঞানপ্রবাহের সাথে সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়।" (নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রটির ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সাথে মিলিত হয়; সাধকেরা সেই পরাজ্ঞান লাভ করেন)।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক ৬ ঋক্টিরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৭০ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : রেণু বৈশ্বামিত্র। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রে সত্যামাশিরং পূর্ব্যে ব্যোমনি।
চত্বার্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদৃতৈরবর্ধত ॥ ১॥
স ভিক্ষমাণো অমৃতস্য চারুণ উভে দ্যাবা কাব্যেনা বি শশ্রথে।
তেজিষ্ঠা অপো মংহনা পরি ব্যত যদী দেবস্য শ্রবসা সদো বিদুঃ ॥ ২॥
তে অস্য সন্তু কেতবোঽমৃত্যবোঽদাভ্যাসো জনুষী উভে অনু।
যেভির্নৃম্ণা চ দেব্যা চ পুনত আদিদ্রাজানং মননা অগৃভ্ণত ॥ ৩॥
স মৃজ্যমানো দশভিঃ সুকর্মভিঃ প্র মধ্যমাসু মাতৃষু প্রমে সচা।
ব্রতানি পানো অমৃতস্য চারুণ উভে নৃচক্ষা অনু পশ্যতে বিশৌ ॥ ৪॥
স মর্মৃজান ইন্দ্রিয়ায় ধায়স ওভে অন্তা রোদসী হর্ষতে হিতঃ।
বৃষা শুষ্মেণ বাধতে বি দুর্মতীরাদেদিশানঃ শর্যহেব শুরুধঃ ॥ ৫॥
স মাতরা ন দদৃশান উস্রিয়ো নানদদেতি মরুতামিব স্বনঃ।
জানন্নৃতং প্রথমং যৎস্বর্ণরং প্রশস্তয়ে কমবৃণীত সুক্রতুঃ ॥ ৬॥

রুবতি ভীমো বৃষভস্তবিষ্যয়া শৃঙ্গে শিশানো হরিণী বিচক্ষণঃ।
আ যোনিং সোমঃ সুকৃতং নি ষীদতি গব্যয়ী ত্বগ্ভবতি নির্ণিগব্যয়ী ॥ ৭॥
শুচিঃ পুনানস্তন্বমরেপসমব্যে হরির্ন্যধাবিষ্ট সানবি।
জুষ্টো মিত্রায় বরুণায় বায়বে ত্রিধাতু মধু ক্রিয়তে সুকর্মভিঃ ॥ ৮॥
পবস্ব সোম দেববীতয়ে বৃষেন্দ্রস্য হার্দি সোমধানমা বিশ।
পুরা নো বাধাদ্দুরিতাতি পারয় ক্ষেত্রবিদ্ধি দিশ আহা বিপৃচ্ছতে ॥ ৯॥
হিতো ন সপ্তিরভি বাজমর্ষেন্দ্রস্যেন্দো জঠরমা পবস্ব।
নাবা ন সিন্ধুমতি পর্ষি বিদ্বাঞ্ছূরো ন যুধ্যন্নব নো নিদঃ স্পঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — যে সময়ে সোমরস যজ্ঞগুলির সাথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন, সেই সময়ে তাঁর জন্য পূর্বপরম্পরাগত যজ্ঞের মধ্যে একুশটি ধেনু, একুশটি গাভী দুগ্ধ দোহন ক'রে দিলো, তিনি চারিটি জলপাত্রে শোধনের নিমিত্ত প্রবেশপূর্বক জলপাত্রগুলিকে সুশোভিত করলেন ॥১॥

তিনি নির্মল জল অন্বেষণ করতে করতে আপন কার্যের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে পৃথক ক'রে দিলেন। যখন সোমদেবের স্থানকে যাগযুক্ত করা হ'লো, তখন তিনি নিজের মহত্ত্বগুণে উজ্জ্বল জলের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়লেন ॥২॥

সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবিনাশী ও অক্ষয় হোক, তার দ্বারা স্থাবর, জঙ্গম এই দুই রকম বস্তু রক্ষাপ্রাপ্ত হোক। সেই ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা তিনি আমাদের বলদান্ ও ধনদান করেন। নিষ্পীড়নের অব্যবহিত পরেই তাঁর উদ্দেশে স্তুতিপাঠ হ'তে লাগলো ॥৩॥

সেই সোমরস কর্মক্ষম দশ অঙ্গুলির দ্বারা শোধিত হচ্ছেন, তিনি আকাশ পথে অবস্থিতি করছেন। তিনি মানববর্গ এবং দেবতাবর্গ এই উভয়ের উপকারের জন্য বৃষ্টির উদ্দেশে যজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন ॥৪॥

তিনি শোধিত হয়ে ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করবার জন্য দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হয়ে চতুর্দিকে গমন করছেন। তিনি বৃষ্টির কারণ, তিনি আপন প্রতাপে দুর্মতি লোকবর্গকে ক্লেশ প্রদান ক'রে থাকেন, তিনি যোদ্ধার মতো শত্রুগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন ॥৫॥

তিনি নিজের জননীর স্বরূপ দ্যুলোক ও ভূলোককে দর্শন ক'রে গোবৎসের মতো শব্দ করতে করতে আগমন করছেন, তিনি বায়ুগণের মতো শব্দ করছেন। তাঁর কার্য অতি চমৎকার; তিনি দেখলেন যে, জল লোকবর্গের যথার্থ উপকারী, অতএব তিনি সর্বাগ্রেই জল বিতরণ করলেন; তাঁর বাঞ্ছা যে, তিনি প্রশংসা প্রাপ্ত হন ॥৬॥

সোম যেন একটি ভয়ঙ্কর বৃষভ, তাঁকে যখন কলসের মধ্যে পাতিত করা হয়, তখন তাঁর যে দুই ধারা বিগলিত হ'তে থাকে তাই যেন তাঁর দুই শৃঙ্গ; সতর্ক সাবধান সোম নিজের বল বৃদ্ধি করবার জন্য সেই দুই শৃঙ্গ শাণিত করতে করতে শব্দ করছেন। তিনি তাঁর আধারস্বরূপ সুগঠন কলসের মধ্যে উপবেশন করছেন, গোচর্ম ও মেষচর্ম তাঁকে শোধন করছে ॥৭॥

হরিতবর্ণ সোমরস যখন নির্মল হয়ে ক্ষরিত হয়, তখন মেষলোমময় উন্নত শোধন যন্ত্রে তাঁকে কর্মিষ্ঠ ঋত্বিকগণ নিশ্চলভাবে সংস্থাপন করেন। সোমের সাথে দধি, দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হয়ে তাঁকে তিনরকম উপকরণ সম্পন্ন করে, এইভাবে তিনি মিত্র বরুণ ও বায়ু এই তিন দেবতার

সেবনীয় হন ॥ ৮ ॥

হে সোম! তুমি অভিলাষ পূরণকর্তা, তুমি দেবতাগণের পানের জন্য ক্ষরিত হও, তুমি ইন্দ্রের প্রীতিকর পানপাত্রে প্রবেশ করো। আপন বিপদ আমাদের আক্রমণ না করতে করতে তাদের হাত হ'তে আমাদের পরিত্রাণ করো। যে ব্যক্তি পথ জ্ঞাত আছে, সে অবশ্যই জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিকে পথ ব'লে দেয়, অর্থাৎ সেইরকম তুমি আমাদের ব'লে দাও ॥ ৯ ॥

যেমন ঘোটককে চালনা করলে সে যুদ্ধাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরকম তুমি কলসের দিকে ধাবমান হও। যেমন বিচক্ষণ ব্যক্তি নৌকাযোগে নদী উত্তীর্ণ হয়, সেইরকম আমাদের বিপদ উত্তীর্ণ ক'রে দাও। বীরপুরুষের মতো যুদ্ধ ক'রে আমাদের শত্রুবর্গকে সংহার করো ॥ ১০ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৮৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। ১ ঋক্টি অবশ্য ২৩৪ পৃষ্ঠাতেও আছে। সেই সূত্রে সেখানে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"দ্যুলোকস্থিত সত্ত্ব-ভাবকে পাবার জন্য অর্থাৎ তার সাথে মিলিত হবার জন্য সমস্ত জ্ঞানরশ্মি লোকবর্গের যথার্থ আশ্রয়স্বরূপ সত্যকে দোহন করে।" (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য জ্ঞান সত্যাশ্রয়ী হয়। যখন সত্ত্বভাব সত্যের দ্বারা প্রবর্ধিত হন, তখন তিনি তমোনাশক অমঙ্গলকে বিনাশ করবার জন্য সকল ভুবনকে অর্থাৎ বিশ্বকে মঙ্গলপূর্ণ করেন)।—দ্যুলোক-ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"কল্যাণদায়ক অমৃতের গ্রহণকারী সেই প্রসিদ্ধ সৎকর্ম-সাধক প্রার্থনার দ্বারা, দ্যুলোককে পরিপূর্ণ করেন, অর্থাৎ ঐকান্তিকতার সাথে প্রার্থনা করেন; যখন সাধক আরাধনার দ্বারা দেবভাব প্রাপ্ত হন তখন সৎকর্মসাধনের দ্বারা জ্যোতির্ময় অমৃতের প্রবাহ প্রাপ্ত হন।"—ইত্যাদি॥— উৎসাহী পাঠক এ ঋক্টিরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৭১ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : ঋষভ বৈশ্বামিত্র। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ]

আ দক্ষিণা সৃজ্যতে শুষ্ম্যা সদং বেতি দ্রুহো রক্ষসঃ পাতি জাগৃবিঃ।
হরিরোপশং কৃণুতে নভস্পয় উপস্তিরে চম্বোর্ব্রহ্ম নির্ণিজে ॥ ১ ॥
প্র কৃষ্টিহেব শূষ এতি রোরুবদসুর্যং বর্ণং নি রিণীতে অস্য তন্।
জহাতি বব্রিং পিতুরেতি নিষ্কৃতমুপপ্রুতং কৃণুতে নির্ণিজং তনা ॥ ২ ॥
অদ্রিভিঃ সুতঃ পবতে গভস্ত্যোর্বৃষায়তে নভসা বেপতে মতী।
স মোদতে নসতে সাধতে গিরা নেনিক্তে অপ্সু যজতে পরীমণি ॥ ৩ ॥
পরি দ্যুক্ষং সহসঃ পর্বতাবৃধং মধ্বঃ সিঞ্চন্তি হর্ম্যস্য সক্ষণিম্।
আ যস্মিন্ গাবঃ সুহুতাদ ঊধনি মূর্ধঞ্ছ্রীণন্ত্যগ্রিয়ং বরীমভিঃ ॥ ৪ ॥
সমী রথং ন ভুরিজোরহেষত দশ স্বসারো অদিতেরুপস্থ আ।
জিগাদুপ জ্রয়তি গোরপীচ্যং পদং যদস্য মতুথা অজীজনন্ ॥ ৫ ॥

শ্যেনো ন যোনিং সদনং ধিয়া কৃতং হিরণ্যয়মাসদং দেব এষতি।
এ রিণন্তি বর্হিষি প্রিয়ং গিরাশ্বো ন দেবাঁ অপ্যেতি যজ্ঞিয়ঃ ॥ ৬॥
পরা ব্যক্তো অরুষো দিবঃ কবির্বৃষা ত্রিপৃষ্ঠো অনবিষ্ট গা অভি।
সহস্রণীতির্যতিঃ পরায়তী রেভো ন পূর্বীরুষসো বি রাজতি ॥ ৭॥
ত্বেষং রূপং কৃণুতে বর্ণো অস্য স যত্রাশয়ৎসমৃতা সেধতি স্রিধঃ।
অপ্সা যাতি স্বধয়া দৈব্যং জনং সং সুষ্টুতী নসতে সং গো অগ্রয়া ॥ ৮॥
উক্ষেব যূথা পরিযন্নরাবীদধি ত্বিষীরধিত সূর্যস্য।
দিব্যঃ সুপর্ণোঽব চক্ষত ক্ষাং সোমঃ পরি ক্রতুনা পশ্যতে জাঃ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — দক্ষিণা দান করা হচ্ছে, সোমরস প্রবল বেগে কলসের মধ্যে গমন করছেন, তিনি সতর্ক হয়ে হিংসাকারী রাক্ষসগণের হস্ত হ'তে ভক্তগণকে রক্ষা করছেন, তিনি বিশ্বব্যাপী আকাশের মধ্যে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করছেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের অন্ধকারস্বরূপ মলিনতা শোধন করবার জন্য সূর্যের আলোক বিস্তারিত করছেন ॥ ১ ॥

শত্রুবর্গের শোধনকারী সোমরস বিলক্ষণ শব্দ করতে করতে বিপক্ষ সংহারক যোদ্ধার মতো আগমন করছেন, আপন অপূর্ব প্রতাপ প্রদর্শন করছেন, তিনি জরা পরিত্যাগ করছেন, পানীয় দ্রব্যস্বরূপ হয়ে কলসের মধ্যে গমন করছেন, বিস্তারিত মেষচর্মের উপর আপন নির্মল মূর্তি সংস্থাপন করছেন ॥ ২ ॥

প্রস্তরের দ্বারা এবং দুই হস্তের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে সোমরস ক্ষরিত হচ্ছে, তার ভাবভঙ্গী যেন বৃষের মতো। তার গুণগান করলে তিনি আকাশপথে সর্বত্র গমন করেন। তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, পাত্রে পাত্রে মিলিত হন, তাঁকে স্তব করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, জলের সাথে মিশ্রিত হন এবং দেবতাগণ যে যজ্ঞে আপ্যায়িত হন, সেই যজ্ঞে তিনি পূজিত হন ॥৩॥

মাদকতা-শক্তিধারী সোমরসগণ সেই ইন্দ্রকে সেচন করছেন, যিনি স্বর্গলোকে বাস করেন, যিনি মেঘগণকে সঞ্চয় করেন, যিনি বিপক্ষের অট্টালিকা ধ্বংস করেন, যার জন্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণকারী গাভীগণ নিজেদের উন্নত উধোভার হ'তে অতি চমৎকার দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে প্রদান ক'রে থাকে ॥ ৪ ॥

দুই হস্তের দশ মিলিত হয়ে যজ্ঞস্থানের সন্নিহিত প্রদেশে সোমরসকে রথের মতো চালিত ক'রে দেয়। যে সময়ে স্তুতিপাঠকারী ঋত্বিক্‌গণ সোমরসের আধার সংস্থাপন করেন, তখন তিনি গাভীর দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হন এবং পাত্রে পাত্রে গমন করেন ॥ ৫ ॥

যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে প্রবেশ করে, সেইরকম দীপ্তিশালী সোমরস সুগঠিত সুবর্ণময় আধারে প্রবেশ করেন। সেই প্রীতিপ্রদানকারী সোমরসকে স্তব করতে করতে যজ্ঞস্থানে প্রেরণ করা হয়। এই পূজনীয় সোমরস ঘোটকের মতো দেবতাগণের নিকট গমন করেন ॥৬॥

এই দীপ্তিশালী সুচতুর সোমরস বিশেষভাবে জলসিক্ত হয়ে শূন্য পথে কলসের মধ্যে পতিত হন। ইনি মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। এঁকে তিনবার নিষ্পীড়িত করা হয়েছে। ইনি স্তবের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও শব্দ করতে থাকেন, ইনি নানা পাত্রে এবং কলসে কলসে যাতায়াত করেন, ইনি প্রতিদিন প্রভাতকালে শব্দ করতে করতে শোভমান হন ॥ ৭ ॥

এই সোমরসের সেই যে মূর্তি, যা যুদ্ধস্থলে অবস্থিতিপূর্বক বিপক্ষবর্গকে পরাভব করে, তা জাজ্বল্যমান রূপ ধারণ করছে। জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে নৈবেদ্য সহকারে দেবতাগণের নিকট গমন করছে, সুন্দর স্তব প্রাপ্ত হচ্ছে এবং দুগ্ধ ইত্যাদির সাথে মিশ্রিত হচ্ছে ॥ ৮ ॥

যেমন বৃষ গাভীর দলের সাথে মিলিত হবার সময় শব্দ করতে থাকে, সেইরকম এই সোমরস শব্দ করে। এরই প্রভাবে সূর্যের প্রভা আকাশে স্থাপিত হয়, ইনি গগনবিহারী পক্ষীর মতো পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন, ইনি সৎকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রজাবর্গের তত্ত্বাবধান করেন ॥ ৯ ॥

টীকা — ৬ ঋকে সোমরসের সাথে পক্ষীর তুলনা করা হয়েছে। অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭২ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : হরিমন্ত। ছন্দ : জগতী]

হরিং মৃজন্ত্যরুষো ন যুজ্যতে সং ধেনুভিঃ কলসে সোমো অজ্যতে।
উদ্বাচমীরয়তি হিম্বতে মতী পুরুষ্টুতস্য কতি চিৎপরিপ্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
সাকং বদন্তি বহবো মনীষিণ ইন্দ্রস্য সোমং জঠরে যদাদুহঃ।
যদী মৃজন্তি সুগভস্তয়ো নরঃ সনীলাভির্দশভিঃ কাম্যং মধু ॥ ২ ॥
অরমমাণো অত্যেতি গা অভি সূর্যস্য প্রিয়ং দুহিতুস্তিরো রবম্।
অন্বস্মৈ জোষমভরদ্বিনংগৃসঃ সং দ্বয়ীভিঃ স্বসৃভিঃ ক্ষেতি জামিভিঃ ॥ ৩ ॥
নৃধূতো অদ্রিষুতো বর্হিষি প্রিয়ঃ পতির্গবাং প্রদিব ইন্দুঋত্বিয়ঃ।
পুরন্ধিবান্মনুষো যজ্ঞসাধনঃ শুচির্ধিয়া পবতে সোম ইন্দ্র তে ॥ ৪ ॥
নৃবাহুভ্যাং চোদিতো ধারয়া সুতোঽনুষ্বধং পবতে সোম ইন্দ্র তে।
আপ্রাঃ ক্রতূন্ত্সমজৈরধ্বরে মতীর্বের্ন দ্রুষচ্চম্বোরাসদদ্ধরিঃ ॥ ৫ ॥
অংশুং দুহন্তি স্তনয়ন্তমক্ষিতং কবিং কবয়োঽপসো মনীষিণঃ।
সমী গাবো মতয়ো যন্তি সংযত ঋতস্য যোনা সদনে পুনর্ভুবঃ ॥ ৬ ॥
নাভা পৃথিব্যা ধরুণো মহো দিবোঽপামূর্মৌ সিন্ধুম্বন্তরুক্ষিতঃ।
ইন্দ্রস্য বজ্রো বিষভবসুঃ সোমো হৃদে পবতে চারু মৎসরঃ ॥ ৭ ॥
স তূ পবস্ব পরি পার্থিবং রজঃ স্তোত্রে শিক্ষন্নাধূন্বতে চ সুক্রতো।
মা নো নির্ভাগবসুনঃ সাদনস্পৃশো রয়িং পিশঙ্গং বহুলং বসীমহি ॥ ৮ ॥
আ তূ ন ইন্দো শতদাত্বশ্ব্যং সহস্রদাতু পশুমদ্ধিরণ্যবৎ।
উপ মাস্ব বৃহতী রেবতীরিষোঽধি স্তোত্রস্য পবমান নো গহি ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হরিৎবর্ণ সোমরসকে শোধন করা হচ্ছে, ঘোটকের মতো তাঁকে যোজনা করা হচ্ছে,

তিনি কলসের মধ্যে ক্ষীর দুগ্ধ ইত্যাদির সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন; তিনি যখন শব্দ করেন, তখন তাঁকে স্তব করে। যে ব্যক্তি উত্তম রকম স্তব করে, তার কামনা তিনি পূর্ণ করেন ॥ ১ ॥

যখন সোমরস ইন্দ্রের উদর অর্থাৎ কলসের মধ্যে স্থাপিত হন, কিংবা যখন সুগঠিত বাহুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজেদের দশ অঙ্গুলির দ্বারা তাঁর সুমধুর ও প্রীতিকর রস শোধন করতে থাকে, তখন অনেক বুদ্ধিমান্ লোক এক বাক্যে তাঁর গুণকীর্তন করেন ॥ ২ ॥

এই সোমরস ক্রমাগত দুগ্ধ ইত্যাদির সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন, ইনি এই রকম শব্দ করছেন যে, সূর্যের কন্যা শ্রবণ ক'রে আহ্লাদ প্রাপ্ত হচ্ছেন। গুণকীর্তনকারী ব্যক্তি পরিতোষপূর্বক এঁর গুণকীর্তন করছেন। ইনি দুই হস্তে দশ অঙ্গুলির সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন ॥ ৩ ॥

এই যে সোমরস, যিনি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে মানবগণ কর্তৃক যজ্ঞস্থানে চালিত হন, যিনি গাভীগণের প্রেমাস্পদ স্বামীস্বরূপ, অর্থাৎ বৃষের মতো শব্দ করেন; যিনি অতি প্রাচীন, যাঁকে উপযুক্ত ঋতুর সময় সংগ্রহ করা হয়েছে, যিনি অনেক কর্ম সিদ্ধ করেন এবং মানবগণের যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী হন, হে ইন্দ্র। সেই নির্মল সোমরস তোমার জন্য ধারাকারে ক্ষরিত হচ্ছে ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! এই সোমরস ধারাকারে নিষ্পীড়িত হয়ে মানুষের দুই হস্তে চালিত হয়ে তোমার আহারের জন্য ক্ষরিত হচ্ছে। তুমি এর বলে বলবান্ হয়ে সকল কার্য সম্পন্ন করো এবং যজ্ঞস্থানে দর্পযুক্ত শত্রুবৃন্দকে পরাভব করো। যেমন পক্ষী বৃক্ষে উপবেশন করে, সেইরকম নিষ্পীড়ন উপযোগী দুই প্রস্তর ফলকের উপর উপবেশন করেন ॥ ৫ ॥

কর্মদক্ষ, সুনিপুণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই সোমকে নিষ্পীড়ন করেন, তিনি শব্দ করতে করতে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়ে বিস্তর কার্য সিদ্ধ করেন, তখন দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি অনেক রকম বস্তু এবং নানারকম স্তুতিবাক্য একত্র মিলিত হয়ে যজ্ঞস্থানে সোমরসের গমনাগমন প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

এই সোমরস পৃথিবীর মধ্যস্থান-স্বরূপ, প্রকাণ্ড আকাশমণ্ডলের আধারস্বরূপ, ইনি জলের তরঙ্গের মধ্যে এবং নদীর মধ্যে সিক্ত হয়ে থাকেন; ইনি ইন্দ্রের বজ্রের স্বরূপ, ইনি বৃষের মতো, ইনি সকল ধন আহরণ ক'রে দেন, ইনি মাদকতা-শক্তিবিশিষ্ট হয়ে লোকবর্গকে সুখের জন্য চমৎকারভাবে ক্ষরিত হন ॥ ৭ ॥

হে সুন্দর কর্মকারী সোমরস! তুমি পার্থিব শরীরধারী লোকগণের জন্য শীঘ্র শীঘ্র ক্ষরিত হও; যে তোমার আন্দোলন করতে করতে স্তব করে, তাকে ধন দান করো। আমাদের গৃহমধ্যস্থিত সম্পত্তি হ'তে আমাদের বঞ্চিত করো না, আমরা যেন অশেষবিধ সম্পত্তি লাভ করতে পারি ॥ ৮ ॥

হে সোমরস! তুমি আমাদের শতসহস্র পরিমাণে ঘোটক ও অন্যান্য পশু ও সুবর্ণ বিতরণ করো, তুমি আমাদের বৃহৎ বৃহৎ দুগ্ধবতী গাভী ও খাদ্যদ্রব্য আনয়ন ক'রে দাও, তুমি ক্ষরিত হ'তে হ'তে উপস্থিত হয়ে আমাদের গুণগান গ্রহণ করো ॥ ৯ ॥

টীকা — ৩ ঋকে একটি উপাখ্যানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপাখ্যানটি এই—সবিতা সূর্যা নাম্নী আপন দুহিতাকে সোমরাজাকে প্রদান করতে ইচ্ছা করেছিলেন। সকল দেবই সেই সূর্যাকে অভিলাষ করেছিলেন। তাঁরা পরস্পর বললেন, আমরা আদিত্য পর্যন্ত দৌড়াবো। আমাদের মধ্যে যে জয়লাভ করবেন, সূর্যা তাঁরই হবেন। অশ্বিনীকুমার যুগল জয়লাভ করলেন এবং তাঁরাই আহ্লাদিতা সূর্যাকে জয় ক'রে রথে উঠালেন। সায়ণ। এই কাহিনীই আবার পৌরাণিক উপাখ্যানে রূপান্তরিত হয়ে মৎপ্রণীত 'পুরাণীপ্রজ্ঞা' গ্রন্থে 'সরণ্যু ও বিবস্বান' রূপে বর্ণিত হয়েছে। দেববর্গের সাথে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এই দৌড়-প্রতিযোগিতার নাম 'আজিধাবন'।

◆ ◆

— ৭৩ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : পবিত্র। ছন্দ : জগতী]

স্রক্কে দ্রপ্সস্য ধমতঃ সমস্বরন্নৃতস্য যোনা সমরন্ত নাভয়ঃ।
ত্রীন্ত্স মূর্ধ্নো অসুরশ্চক্র আরভে সত্যস্য নাবঃ সুকৃতমপীপরন্ ॥ ১॥
সম্যক্ সম্যঞ্চো মহিষা অহেষত সিন্ধোরূর্মাবধি বেনা অবীবিপন্।
মধোর্ধারাভির্জনয়ন্তো অর্কমিৎপ্রিয়ামিন্দ্রস্য তন্বমবীবৃধন্ ॥ ২॥
পবিত্রবন্তঃ পরি বাচমাসতে পিতৈষাং প্রত্নো অভি রক্ষতি ব্রতম্।
মহঃ সমুদ্রং বরুণস্তিরো দধে ধীরা ইচ্ছেকুর্ধরুণেম্বারভম্ ॥ ৩॥
সহস্রধারেঽব তে সমস্বরন্দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতঃ।
অস্য স্পশো ন নি মিষন্তি ভূর্ণয়ঃ পদেপদে পাশিনঃ সন্তি সেতবঃ ॥ ৪॥
পিতুর্মাতুরধ্যা যে সমস্বরন্নৃচা শোচন্তঃ সন্দহন্তো অব্রতান্।
ইন্দ্রদ্বিষ্টামপ ধমন্তি মায়য়া ত্বচমসিক্নীং ভূমনো দিবস্পরি ॥ ৫॥
প্রত্নান্মানাদধ্যা যে সমস্বরঞ্ছ্লোকযন্ত্রাসো রভসস্য মন্তবঃ।
অপানক্ষাসো বধিরা অহাসত ঋতস্য পন্থাং ন তরন্তি দুষ্কৃতঃ ॥ ৬॥
সহস্রধারে বিততে পবিত্র আ বাচং পুনন্তি কবয়ো মনীষিণঃ।
রুদ্রাস এষামিষিরাসো অদ্রুহঃ স্পশঃ স্বঞ্চঃ সুদৃশো নৃচক্ষসঃ ॥ ৭॥
ঋতস্য গোপা ন দভায় সুক্রতুস্ত্রী ষ পবিত্রা হৃদ্যং তরা দধে।
বিদ্বান্ত্স বিশ্বা ভুবনাভি পশ্যত্যবাজুষ্টান্বিধ্যতি কর্তে অব্রতান্ ॥ ৮॥
ঋতস্য তন্তুর্বিততঃ পবিত্র আ জিহ্বায়া অগ্রে বরুণস্য মায়য়া।
ধীরাশ্চিত্তৎসমিনক্ষন্ত আশতাত্রা কর্তমব পদাত্যপ্রভুঃ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — যার দ্বারা সোমরস নিষ্পীড়িত হন, সেই দুইখানি প্রস্তরফলক যেন যজ্ঞের সৃক্স্বরূপ; নিষ্পীড়নের সময় সোমরসের ধারাগুলি সেই দুই সৃক্ককে (অর্থাৎ ওষ্ঠপ্রান্তকে) প্রতিধ্বনিত করে। সোমরসগুলি যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়। সেই অসুর সোমরস হ'তেই দেবতা ও মানবগণের বিহারের জন্য তিন ভুবনের নির্মাণ হয়েছে। সেই সোমই যথার্থ। তাকে রাখবার জন্য যে চারিটি স্থালী প্রস্তুত করা হয়, সেই চারিটি স্থালী নৌকাস্বরূপ হয়ে সৎকর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে উত্তীর্ণ ক'রে দেয় ॥ ১॥

প্রধান প্রধান ঋত্বিক্‌গণ সকলেই মিলিত হয়ে সুন্দরভাবে সোমরসকে প্রেরণ করছেন; তাঁরা নানারকম ফললাভের উদ্দেশে জলের মধ্যে সোমরসকে আন্দোলন করছেন। তাঁরা অতি চমৎকার স্তব পাঠ করতে করতে মাদকতাশক্তিযুক্ত সোমরসের ধারার দ্বারা ইন্দ্রের তেজ বর্ধিত করছেন, যেহেতু ইন্দ্রের তেজ বৃদ্ধি হ'লে তাঁদের মনে প্রীতি হয় ॥ ২॥

যাঁদের পবিত্র আছে, তাঁরা বাক্যের চতুর্দিকে উপবেশন করেন। এঁদের প্রাচীন পিতার ব্রত রক্ষা করেন। প্রকাণ্ড সমুদ্রকে বরুণ আচ্ছাদন করলেন। পণ্ডিতেরাই ভিন্ন ভিন্ন আধারে আরম্ভ করতে পারেন ॥ ৩ ॥

তারা সহস্রধারা বর্ষণকারী আকাশে অবস্থিত হয়ে নিম্নের দিকে শব্দ করছে, আকাশের উচ্চ প্রদেশে জিহ্বাতে মধুধারণপূর্বক পরস্পর পৃথক্‌ভাবে তারা অবস্থিতি করে। এরা শীঘ্রগামী, সার সমস্ত, একবারও চক্ষু উন্মীলন করে না। তারা পদে পদে পরস্পর মিলিত হয়ে পাপীগণকে পাশবদ্ধ করে ॥ ৪ ॥

পিতা এবং মাতার উপর অধিষ্ঠানপূর্বক যারা শব্দ করেছিল, তারা গুণকীর্তন লাভ ক'রে দীপ্তি লাভ করতে করতে অধার্মিক লোকগণকে দগ্ধ করে যে কৃষ্ণবর্ণ চর্মকে ইন্দ্র দেখতে পারেন না, তাঁর ক্ষমতাবলে সেই কৃষ্ণবর্ণ চর্মকে ভূলোক ও দ্যুলোক হ'তে দূর ক'রে দেন ॥ ৫ ॥

তারা শ্লোক উত্তেজনা করতে করতে এবং সাতিশয় বেগধারণপূর্বক পুরাতন স্থানে অধিষ্ঠান হয়ে শব্দ করেছিল। যাদের চক্ষু নেই ও কর্ণ নেই, তারা সত্যের পথ পরিত্যাগ করলো। দুষ্কর্মান্বিত লোকে কখনও উত্তীর্ণ হয় না ॥ ৬ ॥

সাম শোধন করবার যে আধার, যা হ'তে সহস্রধারা নিপতিত হয়, তা যখন বিস্তারিত হলো, তখন বিদ্বান্ কবিবর্গ বাক্য উচ্চারণ করতে লাগলেন। এদের মধ্যে যে সারভূত পদার্থ আছে, তা রুদ্র এবং অন্নদাতা ও দ্বেষহীন, তাদের গতি সুন্দর, দৃষ্টি সুন্দর, সকলের প্রতি তাদের চক্ষু ॥ ৭ ॥

তিনি সত্যের রক্ষাকর্তা, উত্তম কার্যকারী, কখনও ছলনা করেন না। তিনি হৃদয়ের মধ্যে তিন পবিত্র সংস্থাপন করলেন। তিনি বিদ্বান্, সকল ভুবন দৃষ্টি করেন। যারা সৎকর্মে অনাবিষ্ট, যারা ব্রতের অনুষ্ঠান করে না, তিনি তাদের বিনাশ করেন ॥ ৮ ॥

বরুণের জিহ্বার অগ্রভাগে তাঁর ক্ষমতাবলে সৎকর্মের সূত্র পবিত্রের চারিপার্শ্বে পরিবেষ্টনপূর্বক উপবেশন করেন। যারা সৎকর্ম অনুষ্ঠানে অপারক হয়, তারা অধোগামী হয় ॥ ৯ ॥

টীকা — ৯ম মণ্ডলে 'অসুর' শব্দ তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে, যথা,—৭৩ সূক্তের ১ ঋকে অসুর শব্দ সোম সম্বন্ধে, ৭৪ সূক্তের ৭ ঋকে অসুর শব্দ সোম সম্বন্ধে, ৯৯ সূক্তের ১ ঋকে অসুর শব্দ সোম সম্বন্ধে। অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে ঐ শব্দ একবারও ব্যবহৃত হয়নি॥ ৩ ঋকের অর্থ অস্পষ্ট। সায়ণের কষ্টকল্পনা অবলম্বন না ক'রে কেবল অক্ষরার্থ মাত্র এইস্থলে সন্নিবেশিত হলো। এর পরবর্তী কয়েকটি সূক্তেরও অর্থ স্পষ্ট নয়॥ ৫ ঋকে এবং পরবর্তী কয়েকটি ঋকে বোধহয় যজ্ঞবিরোধী কৃষ্ণচর্ম বর্বরদের উল্লেখ আছে॥—অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৪ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কক্ষীবান্। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

শিশুর্ন জাতোঽব চক্রদদ্বনে স্বর্যদ্বাজ্যরুষঃ সিষাসতি।
দিবো রেতসা সচতে পয়োবৃধা তমীমহে সুমতী শর্ম সপ্রথঃ ॥ ১ ॥

দিবো যঃ স্কম্ভো ধরুণঃ স্বাতত আপূর্ণো অংশুঃ পর্যেতি বিশ্বতঃ।
সেমে মহী রোদসী যক্ষদাবৃতা সমীচীনে দাধার সমিষঃ কবিঃ ॥ ২॥
মহি প্সরঃ সুকৃতং সোম্যং মধূর্বী গব্যূতিরদিতের্ঋতং যতে।
ঈশে যো বৃষ্টেরিত উস্রিয়ো বৃষাপাং নেতা য ইত উতির্ঋগ্মিয়ঃ ॥ ৩॥
আত্মন্বন্নভো দুহ্যতে ঘৃতং পয় ঋতস্য নাভিরমৃতং বি জায়তে।
সমীচীনাঃ সুদানবঃ প্রীণন্তি তং নরো হিতমব মেহন্তি পেরবঃ ॥ ৪॥
অরাবীদংশুঃ সচমান ঊর্মিণা দেবাব্যং মনুষে পিন্বতি ত্বচম্।
দধাতি গর্ভমদিতেরুপস্থ আ যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ॥ ৫॥
সহস্রধারেঽব তা অসশ্চতস্তৃতীয়ে সন্তু রজসি প্রজাবতীঃ।
চতস্রো নাভো নিহিতা অবো দিবো হবির্ভরন্ত্যমৃতং ঘৃতশ্চুতঃ ॥ ৬॥
শ্বেতং রূপং কৃণুতে যৎসিষাসতি সোমো মীঢ়াং অসুরো বেদ ভূমনঃ।
ধিয়া শমী সচতে সেমভি প্রবদ্দিবস্কবন্ধমব দর্শদুদ্রিণম্ ॥ ৭॥
অধ শ্বেতং কলশং গোভিরক্তং কার্ষ্মন্না বাজ্যক্রমীৎসসবান্।
আ হিন্বিরে মনসা দেবয়ন্তঃ কক্ষীবতে শতহিমায় গোনাম্ ॥ ৮॥
অদ্ভিঃ সোম পপৃচানস্য তে রসোঽব্যো বারং বি পবমান ধাবতি।
স মৃজ্যমানঃ কবিভি র্মদিন্তম স্বদস্বেন্দ্রায় পবমান পীতয়ে ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — যিনি জন্মগ্রহণমাত্র শিশুর মতো জলে পতিত হয়ে ক্রন্দন ক'রে উঠেন, যিনি বলবান, ঘোটকের মতো আকাশে উঠতে গমন করেন, যিনি বারিবৃদ্ধিকারী আপন ক্ষমতার দ্বারা আকাশকে সংযোজিত করেন, আমরা প্রশস্ত গৃহলাভের জন্য উত্তম স্তবের দ্বারা সেই সোমকে স্মরণ ক'রি ॥ ১॥

স্তম্ভের মতো যিনি আকাশকে ধারণ ক'রে আছেন, যিনি সুবিস্তৃত ও পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র গমন করেন, তিনি এই দ্যুলোক ও ভূলোককে আপন ক্ষমতার দ্বারা যোজনা ক'রে দিন। তিনি পরস্পর মিলিত এই দুই ভুবনকে ধারণ করেছিলেন, তিনি কবি এবং অন্নদাতা ॥ ২॥

যিনি বৃষ্টির অধিপতি, যিনি বর্ষণকারী এবং বৃষের মতো জল আনয়নকর্তা, যাঁকে স্তব করলে এই স্থানে আগমন করবেন, তিনি যদি যজ্ঞে আগমন করেন তবে পৃথিবীতে আগমনের জন্য পথ বিদ্যমান রয়েছে, বিস্তর খাদ্যদ্রব্য রয়েছে, সুমধুর সোমরস অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত করা আছে ॥ ৩॥

তিনি সৎকর্মের অবলম্বনস্বরূপ আকাশ হ'তে অতি শ্রেষ্ঠ ঘৃত, দুগ্ধ দোহন করেন, অমৃত উৎপাদন করেন। দানশীল মানবগণ পরস্পর মিলিত হয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করলে, তিনি জল বর্ষণ করেন। তাতে সকলের হিত এবং সংসার রক্ষা হয় ॥ ৪॥

সোম জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে শব্দ করলেন। মানুষের শরীরে দেবতার উপযুক্ত চর্ম সংস্থাপন করলেন। তিনি পৃথিবীর নিকটে গর্ভাধান করেন, তাতে আমরা পুত্র পৌত্র লাভ ক'রে থাকি ॥ ৫॥

যে সমস্ত সোমরসগুলি সহস্রধারাবর্ষণকারী স্বর্গলোকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করে ও যারা সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে, তারা পৃথিবীতে পতিত হোক, সোমের সেই চারি অংশ আকাশকে আচ্ছাদন করে, সোম তাদের আকাশ হ'তে আনয়নপূর্বক পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন।

তারা বৃষ্টিবর্ষণ করতে করতে যজ্ঞের উপকরণ এবং বৃক্ষ ইত্যাদি উৎপন্ন ক'রে দেয় ॥ ৬ ॥

যখন সোম পাত্রে পাত্রে বিভক্ত হয়, তখন তিনি তাদের শুভ্রবর্ণ ক'রে দেন। সেই অসুর সোম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং বিস্তর ধন দান করেন। তিনি আপন জ্ঞানের দ্বারা উত্তম উত্তম সকল কর্মের মধ্যে অন্তর্ভূত হয়ে থাকেন এবং জল বর্ষণকারী মেঘকে বিদীর্ণ ক'রে দেন ॥ ৭ ॥

সোমরস যোদ্ধার মতো জলপূর্ণ-শুভ্রবর্ণ কলসের মধ্যে পতিত হচ্ছেন। যজ্ঞকর্তা ঋত্বিকগণ তাঁর প্রতি স্তুতিবাক্য প্রেরণ করছেন। তিনি কক্ষীবান্ ঋষিকে বিস্তর গাভী প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

হে সোম! যখন তুমি জলের সাথে মিশ্রিত হ'য়ে থাকো, তখন তোমার রস ক্ষরিত হয়ে দেবলোকের দিকে ধাবমান হয়। হে মাদকতা শক্তিধারী সোম! ঋত্বিগণ তোমাকে সংশোধন করলে ইন্দ্রের পানের জন্য সুস্বাদু হও ॥ ৯ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৫ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কবি। ছন্দ : জগতী]

অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো নামানি যহ্বো অধি যেষু বর্ধতে।
আ সূর্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি রথং বিষ্বঞ্চমরুহদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১ ॥
ঋতস্য জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং বক্তা পতির্ধিয়ো অস্যা অদাভ্যঃ।
দধাতি পুত্রঃ পিত্রোরপীচ্যং নাম তৃতীয়মধি রোচনে দিবঃ ॥ ২ ॥
অব দ্যুতানঃ কলশাঁ অচিক্রদন্নৃভির্যেমানঃ কোশ আ হিরণ্যয়ে।
অভীমৃতস্য দোহনা অনূষতাধি ত্রিপৃষ্ঠ উষসো বি রাজতি ॥ ৩ ॥
অদ্রিভিঃ সুতো মতিভিশ্চনোহিতঃ প্ররোচয়ন্রোদসী মাতরা শুচিঃ।
রোমাণ্যব্যা সময়া বি ধাবতি মধোর্ধারা পিন্বমানা দিবেদিবে ॥ ৪ ॥
পরি সোম প্র ধন্বা স্বস্তয়ে নৃভিঃ পুনানো অভি বাসয়াশিরম্।
যে তে মদা আহনসো বিহায়সস্তেভিরিন্দ্রং চোদয় দাতবে মঘম্ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — সোমরস অন্ন উৎপাদনকারী তিনি সকলের প্রীতিকর জলের দিকে ক্ষরিত হচ্ছেন, তিনি প্রবল হয়ে জলের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছেন। তিনি নিজে প্রকাণ্ড ও বিচক্ষণ। প্রকাণ্ড সূর্যের বিশ্ববিহারী রথের উপর আরোহণ করলেন ॥ ১ ॥

সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ, সেই জিহ্বা হ'তে অতি চমৎকার মাদকতাশক্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হচ্ছে। তিনি শব্দ করতে থাকেন, তিনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পালনকর্তা, তাঁকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। আকাশের ঔজ্জ্বল্য বর্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হ'লে পুত্রের এমন একটি নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যা তার পিতামাতা জ্ঞাত ছিলেন না ॥ ২ ॥

যখন ঋত্বিক্‌গণ সোমকে সুবর্ণময় চর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত পাত্রে স্থাপন করেন, তখন সোমরস দীপ্তি প্রাপ্ত হ'তে হ'তে শব্দের সাথে কলসের মধ্যে প্রবেশ করেন; যজ্ঞের ঋত্বিক্‌বৃন্দ তাঁকে স্তব করতে থাকেন, তিনি তিনবার নিষ্পীড়নের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে যজ্ঞদিবসে প্রাতঃকালে শোভা প্রাপ্ত হচ্ছেন ॥৩॥

অন্ন-উৎপাদনকারী সোমরস গুণকীর্তন সহকারে প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে দ্যুলোক ও ভূলোক আলোকময় করতে করতে নির্মলভাবে মেষলোমের দিকে ধাবমান হচ্ছেন। নিত্য নিত্য মধুর ধারা ক্ষরিত হচ্ছে ॥৪॥

হে সোমরস! তুমি চতুর্দিকে গতিবিধি ক'রে মঙ্গল বিধান করো; তুমি মানবগণ কর্তৃক শোধিত হয়ে দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুসকলের সাথে মিশ্রিত হও। তোমার যে সমস্ত মাদকতাশক্তিযুক্ত শ্রেষ্ঠ রস আছে, তার দ্বারা ধন বিতরণকারী ইন্দ্রকে আমাদের নিকটে প্রেরণ করো ॥৫॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২৯৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ২৩৪ পৃষ্ঠাতেও এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি প্রাপ্তব্য। সেই সূত্রে এগুলির যথাযথ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"আত্মশক্তিদায়ক সত্ত্বভাব সকলের প্রিয় অমৃতপ্রবাহের অভিমুখে ক্ষরিত হন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব অমৃতপ্রবাহের সাথে মিলিত হন); অমৃতপ্রবাহে এই সত্ত্বভাব সম্যক্ প্রকারে প্রবৃদ্ধ হন; মহান্ সর্বদর্শী সত্ত্বভাব মহাজ্ঞানমূলক ভগবৎপ্রাপক সৎকর্মরূপ যানকে প্রাপ্ত হন।" (ভাব এই যে,—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞান এবং সৎকর্মের সাথে মিলিত হন)। [সত্ত্বভাব অমৃতপ্রাপক। সত্ত্বভাবের সাথে জ্ঞান ও কর্ম মিলিত হ'লে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করবার মতো আর কিছুই থাকে না। যা কিছু মানুষের প্রার্থনীয়, তা সমস্তই তিনি প্রাপ্ত হন।...]।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—"সাধকগণ কর্তৃক স্তুত হয়ে জ্যোতির্ময় সত্ত্বভাব তাঁদের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন; সত্যসাধকগণ বিশুদ্ধ হৃদয়ে সত্ত্বভাবকে প্রার্থনা করেন। হে সত্ত্বভাব! সর্বব্যাপক আপনি জ্ঞানের উন্মেষিকা বৃত্তিকে উদ্বোধিত ক'রে বিশেষভাবে দীপ্ত হন।" (ভাব এই যে,—প্রার্থনাপরায়ণ সত্যব্রত সাধক সত্ত্বভাব লাভ করেন, সত্ত্বভাব পরাজ্ঞান প্রদান করেন)। [মন্ত্রটি তিন ভাগে বিভক্ত। সাধকগণ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁদের হৃদয় বিশুদ্ধ, সুতরাং সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হয়। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পরাজ্ঞানের জ্যোতিতেও তাঁদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষে মানুষের সকল উচ্চবৃত্তিগুলি জাগরিত হয়ে ওঠে; অর্থাৎ মানুষের সকল সুপ্ত সৎ-বৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি জেগে উঠে নিজেদের কর্তব্যের সন্ধান পায়। সেই জাগরণে মানুষ দিব্যজ্যোতির অধিকারী হয়। সত্ত্বভাবে অধিকারী মানব নিজেকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করতে পারেন। সেই শক্তি, সেই উদ্দীপনা, মানুষ সত্ত্বভাব থেকেই লাভ করেন]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক ২ ঋক্‌টির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৭৬ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কবি। ছন্দ : জগতী]

ধর্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ।
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্বৃথা পাজাংসি কৃণুতে নদীষ্বা ॥ ১॥

শূরো ন ধত্ত আয়ুধা গভস্ত্যোঃ স্বঃসিষাসন্রথিরো গবিষ্টিষু।
ইন্দ্রস্য শুষ্মমীরয়ন্নপস্যুভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে মনীষিভিঃ ॥ ২॥
ইন্দ্রস্য সোম পবমান ঊর্মিণা তবিষ্যমাণো জঠরেম্বা বিশ।
প্র ণঃ পিন্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী ধিয়া ন বাজাঁ উপ মাসি শশ্বতঃ ॥ ৩॥
বিশ্বস্য রাজা পবতে স্বর্দৃশ ঋতস্য ধীতিমৃষিষালবীবশৎ।
যঃ সূর্যস্যাসিরেণ মৃজ্যতে পিতা মতীনামসমষ্টকাব্যঃ ॥ ৪॥
বৃষেব যূথা পরি কোশমর্ষস্যপামুপস্থে বৃষভঃ কনিক্রদৎ।
স ইন্দ্রায় পবসে মৎসরিন্তমো যথা জেষাম সমিথে ত্বোতয়ঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — এই সোমরস দ্যুলোক ধারণ করেন। ইনি শূন্যপথে ক্ষরিত হচ্ছেন। এঁকে শোধন করতে হবে। এঁর রস দেবতাগণের বলাধান করে, পরে মানবগণ সেই রস পান ক'রে মত্ত হয়। বেগবান্ ঘোটককে ঘোটক-পালকগণ সজ্জিত ক'রে দিলে, সে যেমন অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয়, সেইরকম এই সোমরস জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে বিস্তর অন্ন আহরণ ক'রে দেন ॥ ১॥

ইনি বীরপুরুষের মতো দুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করেন। ইনি স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ, ইনি গাভী উপার্জনের সময় রথীর মতো কার্য করেন, ইনি ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি ক'রে তাঁকে প্রেরণ করেন। বুদ্ধিমান্ ঋত্বিকবৃন্দ চালনা করলে ইনি দুগ্ধ ও ক্ষীরের সাথে মিশ্রিত হন ॥ ২॥

হে বর্ধিষ্ণু সোমরস! তুমি ধারাকারে ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করো। বিদ্যুৎ যেমন মেঘকে দোহনপূর্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে, সেইরকম তুমি আপন ক্রিয়ার দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে দোহনপূর্বক নিরন্তর আমাদের অন্ন দান করো ॥ ৩॥

বিশ্বের রাজা সোমরস ক্ষরিত হচ্ছেন, তাঁর ক্ষমতা ঋষিগণ অপেক্ষাও অধিক, তিনি সৎকর্মের অনুষ্ঠান কামনা করেন, তিনি সূর্যের আলোকের সাথে মিশ্রিত হন, তিনি সর্বরকম স্তবের উৎপাদনকর্তা, তাঁর কার্য অনির্বচনীয় ॥ ৪॥

হে সোম! বৃষ যেমন যূথের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ করছ। সেই বৃষ জলের মধ্যে শব্দ করতে থাকে। মাদকতা শক্তিতে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যেন তোমার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধে জয়ী হই ॥ ৫॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫১৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। প্রথম ঋক্‌টি ২৩৪ পৃষ্ঠাতেও আছে। যথা,—১ ঋক্—"সকলের ধারণকর্তা, স্বর্গজাত, অমৃতময়, বিশুদ্ধ, দেবভাবসম্পন্নদের শক্তিদায়ক সাধকদের দ্বারা স্তবনীয় অর্থাৎ প্রার্থনীয় সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমমঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করি); সৎকর্ম যেমন শক্তিপ্রদান করে, তেমনই মনুষ্যগণের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়ে পাপহারক সত্ত্বভাব আপনা- আপনিই হৃদয়ে বল প্রদান করেন।" (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব পাপনাশক এবং আত্মশক্তিদায়ক হন)। [...সত্ত্বভাব কেবল দ্যুলোকেরই নয়, তা সর্বলোকের ধারণকর্তা। সত্ত্বভাব অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক। সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়ে দিব্যশক্তি তথা স্বর্গীয় শক্তি দান করে। তারই নাম দেবভাব। এই শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ অমৃতস্বরূপ ভগবানের চরণ লাভ করতে পারেন]।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"বীর ব্যক্তি যেমন শত্রুনাশের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করেন, তেমনই স্বর্গকামনাকারী, মোক্ষপ্রাপক, সৎকর্মসাধকের কক্ষ

জ্ঞানে বর্তমান, শুদ্ধসত্ত্ব হস্তদ্বয়ের দ্বারা রক্ষায় ধারণ করেন; ভগবানের শক্তি কামনাকারী, অনুবর্তী জ্ঞানে বর্তমান, শুদ্ধসত্ত্ব হস্তদ্বয়ের দ্বারা রক্ষায় ধারণ করেন; ভগবানের শক্তি কামনাকারী, অনুবর্তী সৎকর্মসাধকের দ্বারা উৎপদ্যমান শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানে সম্মিলিত হন।" (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকেরা রিপুজয়ী হন, তাঁরা পরাজ্ঞান লাভ করেন)।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৭৭ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কবি। ছন্দ : জগতী]

এষ প্র কোশে মধুমাঁ অচিক্রদদিন্দ্রস্য বজ্রো বপুষো বপুষ্টরঃ।
অভীমৃতস্য সুদুঘা ঘৃতশ্চুতো বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সেব ধেনবঃ ॥ ১॥
স পূর্ব্যঃ পবতে যং দিবস্পরি শ্যেনো মথায়দিষিতস্তিরো রজঃ।
স মধ্ব আ যুবতে বেবিজান ইৎকৃশানোরস্তুর্মনসাহ বিভ্যুষা ॥ ২॥
তে নঃ পূর্বাস উপরাস ইন্দবো মহে বাজায় ধন্বন্তু গোমতে।
ঈক্ষেণ্যাসো অহ্যো ন চারবো ব্রহ্মব্রহ্ম যে জুজুষুর্হবির্হবিঃ ॥ ৩॥
অয়ং নো বিদ্বান্বনবদ্বনুষ্যত ইন্দুঃ সত্রাচা মনসা পুরুষ্টুতঃ।
ইনস্য যঃ সদনে গর্ভমাদধে গবামুরুব্জমভ্যর্ষতি ব্রজম্ ॥ ৪॥
চক্রির্দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো মহাঁ অদব্ধো বরুণো হুরুগ্যতে।
অসাবি মিত্রো বৃজনেষু যজ্ঞিয়োঽত্যো ন যূথে বৃষয়ুঃ কনিক্রদৎ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — এই দেখ মধুর সোমরস, যাঁর শক্তি ইন্দ্রের বজ্রের মতো, যাঁর রূপ আর সকলের অপেক্ষা সুশ্রী, তিনি শব্দ করতে করতে কলসের মধ্যে গমন করছেন। যজ্ঞের গাভীগণ, যাদের অনায়াসে দোহন করা যায়, যারা ঘৃততুল্য দুগ্ধ দোহন ক'রে দেয়, তারা দুগ্ধ সহ এই সোমরসের দিকে সবেগে গমন করছে ॥ ১॥

শ্যেনপক্ষী আপন জননীকর্তৃক প্রেরিত হয়ে যাকে আকাশ হ'তে বায়ুপথের মধ্যে দিয়ে অবতীর্ণ করেছিল, সেই প্রাচীন দেবতা সোম ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি যেন কৃশানু নামক বাণ নিক্ষেপকারী ব্যক্তির বাণপাতের ভয়ে ভীত হয়ে উদ্বিগ্নভাবে মধুর সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন ॥ ২॥

সেই সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সোমরসগুলি সুরূপা নারীগণের মতো দেখতে সুশ্রী এবং সকল পুণ্যকর্ম ও সকল আহুতির সময় উপস্থিত থাকেন। তাঁরা প্রচুর অন্ন ও গাভী প্রদানের জন্য আমাদের নিকটে আগমন করুন ॥ ৩॥

এই প্রবীণ সোমরস, যাঁকে আমরা বিশেষভাবে স্তব করলাম, তিনি বিশিষ্ট মনোযোগের সাথে আমাদের হিংসকবৃন্দকে বিনষ্ট করুন। তিনি প্রভুর ভবনে গর্ভ আধান করেন। তিনি প্রচুর দুগ্ধ দানকারী গাভীগণের প্রতি ধাবমান হন ॥ ৪॥

এই যে যজ্ঞসম্বন্ধীয় সোমরস, যিনি উজ্জ্বল মূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছেন, যিনি বরুণের মতো মহৎ, যাঁকে কেউ পরাজয় করতে পারে না, তিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করবার জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। যজ্ঞের সময় নিষ্পীড়নের দ্বারা তাঁকে প্রস্তুত করা হ'লে, তিনি মিত্রদেবতার মতো দূরদৃষ্ট নষ্ট করেন। ঘোটক যেমন শব্দ করতে করতে ঘোটকীগণের দলের মধ্যে গিয়ে পতিত হয়, সেইরকম তিনি আগমন করছেন ॥ ৫ ॥

টীকা — ২ মন্ত্রের বক্তব্য অনুসারে বলা যায়—শ্যেনপক্ষী আকাশ হ'তে অথবা মুজবান পর্বত হ'তে (১০।৩৪।১) সোম এনেছিলেন, তা ঋগ্বেদের অনেক স্থানে উল্লেখ আছে।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২৩৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋকটি গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম—"পরমরিপুনাশক, অমৃততুল্য দীপ্তিমান্ হ'তে পরম দীপ্তিমান্ এই সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করেন; অমৃতকামনাকারী জ্ঞানরশ্মিসমূহ যেমন অমৃত-প্রবাহের সাথে মিলিত হয়, তেমনই সত্যজ্ঞানবর্ধক অমৃতস্রাবী সত্ত্বভাব আমাদের সাথে মিলিত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব এবং পরাজ্ঞান লাভ করি)। [সত্ত্বভাবকে 'ইন্দ্রস্য বজ্রঃ' বলা হয়েছে। এই বজ্রশক্তি মানে আকাশ থেকে পড়া বজ্র নয়, বজ্রের মতো শক্তি। ভগবান্ যে শক্তির দ্বারা জগতের শত্রু নাশ করেন, অমঙ্গল বিদূরিত করেন, সেই বজ্রশক্তি অবশ্যই সত্ত্বভাব। সত্ত্বভাবেরই শক্তিতে পাপ কালিমা বিদূরিত হয়, সত্ত্বভাবের প্রবাহেই তমোজনিত মলিনতা অপবিত্রতা দূরে চলে যায়। তাই এই অমোঘ শক্তি-সম্পন্ন সত্ত্বভাবকে ভগবানের রিপুনাশক মহাস্ত্র (বজ্র) বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়। সত্ত্বভাব বজ্রের চেয়েও কঠোর এবং কুসুমের চেয়েও কোমল। এটি মধুমান্—অমৃত-তুল্যও বটে। যাঁরা সৎকর্মান্বিত সাধক, তাঁদের পক্ষে এটি পরম মঙ্গলের নিধান। যারা দুর্বলহৃদয়, ক্ষীণশক্তি, তাদের পক্ষেও এটি অমৃততুল্য সঞ্জীবনী সুধা। তাঁদের মধ্যে এই সত্ত্বভাবের উন্মেষ হ'লে, তাঁরা অমিতবলসম্পন্ন হন, জড়তা-হীনতা তাঁদের কাছ থেকে দূরে পলায়ন করে। সত্যভাব 'ঋতস্য সুদুঘঃ'— তা থেকে সত্য ক্ষরিত হয়। সত্ত্বভাবের সঙ্গে সত্যজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৭৮ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কবি। ছন্দ : জগতী]

প্র রাজা বাচং জনয়ন্নসিষ্যদদপো বসানো অভি গা ইয়ক্ষতি।
গৃভ্ণাতি রিপ্রমবিরস্য তান্বা শুদ্ধো দেবানামুপ যাতি নিষ্কৃতম্ ॥ ১॥
ইন্দ্রায় সোম পরি ষিচ্যসে নৃভির্নৃচক্ষা ঊর্মিঃ কবিরজ্যসে বনে।
পূর্বীর্হি তে স্রুতয়ঃ সন্তি যাতবে সহস্রমশ্বা হরয়শ্চমূষদঃ ॥ ২॥
সমুদ্রিয়া অপ্সরসো মনীষিণমাসীনা অন্তরভি সোমমক্ষরন্।
তা ঈং হিন্বন্তি হর্ম্যস্য সক্ষণিং যাচন্তে সুম্নং পবমানমক্ষিতম্ ॥ ৩॥
গোজিন্নঃ সোমো রথজিদ্ধিরণ্যজিৎস্বর্জিদব্জিৎ পবতে সহস্রজিৎ।
যং দেবাসশ্চক্রিরে পীতয়ে মদং স্বাদিষ্ঠং দ্রপ্সমরুণং ময়োভুবম্ ॥ ৪॥

এতানি সোম পবমানো অস্ময়ুঃ সত্যানি কৃণ্বন্দ্রবিণান্যর্ষসি।
জহি শত্রুমন্তিকে দূরকে চ য উর্বীং গব্যূতিমভয়ং চ নস্কৃধি ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — এই শোভাধারী সোমরস শব্দ করতে করতে ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে স্তুতিবাক্য গ্রহণ করছেন। এঁর যে সমস্ত অসার অংশ থাকে, মেষলোমময় পবিত্র বস্ত্রের দ্বারা তা ধারণ ক'রে রাখে। এইভাবে শোধিত হয়ে ইনি দেবতাগণের নিকট গমন করেন ॥ ১॥

হে বিচক্ষণ, সুপণ্ডিত সোমরস! ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রবাহিত করছেন, তুমি জলের সাথে মিশ্রিত হচ্ছো। তোমার গমনের জন্য বিস্তর পথ বিদ্যমান রয়েছে। যখন তুমি প্রস্তরফলকে বিদ্যমান থাকো, তখন তোমার সহস্র সহস্র হরিতবর্ণ কিরণ নির্গত হয় ॥ ২॥

আকাশবিহারিণী কয়েকজন অপ্সরা আগমন ক'রে মধ্যে উপবেশনপূর্বক সুপণ্ডিত সোমরসকে প্রস্তুত করলো। যাতে যজ্ঞের গৃহ অভিষিক্ত হয়ে যায়, তারা তাঁকে এইভাবে চালিয়ে দিচ্ছে এবং ইনি যখন ক্ষরিত হন, এঁর নিকট অক্ষয় সুখ যাচ্ঞা করছে ॥ ৩॥

সোমের প্রভাবে আমরা গাভী জয় ক'রি; রথ, সুবর্ণ, পরম সুখ সকলই জয় ক'রি এবং নানারকম বস্তু উপার্জন ক'রি। ইনি মাদকতাশক্তিযুক্ত, এঁর তুল্য সুস্বাদু বস্তু আর কিছুই নেই, এঁর রস অতি চমৎকার, এঁর বর্ণ লোহিত, ইনি সুখের উৎপত্তি স্থান, এই হেন এই সোমরসকে দেবতাগণ পান করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন ॥ ৪॥

হে সোমরস! তুমি ক্ষরিত হয়ে আমাদের নিকট আগমন করো এবং পূর্বোক্ত সমস্ত সম্পত্তি আমাদের যথার্থ করো। কি দূরে, কি নিকটে, আমাদের সকল শত্রু নষ্ট করো। আমাদের সুবিস্তীর্ণ পথ প্রদান করো এবং সমস্ত ভয় নষ্ট করো ॥ ৫॥

টীকা — ৩ ঋকে 'অপ্সরা' আছে। পৌরাণিক অপ্সরা কাকে বলে, তা আমরা জানি, কিন্তু ঋগ্বেদে অপ্সরা কি? পণ্ডিতবর গোল্‌ড্‌ষ্টুকর বিবেচনা করেন যে, সূর্যের দ্বারা আকৃষ্ট জলীয় বাষ্প মেঘরূপ ধারণ করলে তাকেই প্রথমে অপ্সরা বলা হতো। "Personifications of the vapours which are attracted by the sun and form into mist or clouds." কিন্তু অপ্সরার প্রথম কল্পনা যাই হোক, ঋগ্বেদ রচনার পূর্বে অপ্সরাগণ সুন্দরী রমণী এমন বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছিল।—অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৯ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কবি। ছন্দ : জগতী]

অচোদসো নো ধন্বন্ত্বিন্দবঃ প্র সুবানাসো বৃহদ্দিবেষু হরয়ঃ।
বি চ নশন্ন ইষো অরাতয়োঽর্যো নশন্ত সনিষন্ত নো ধিয়ঃ ॥ ১॥
প্র ণো ধন্বন্ত্বিন্দবো মদচ্যুতো ধনা বা যেভিরর্বতো জুনীমসি।
তিরো মর্তস্য কস্য চিৎপরিহ্বৃতিং বয়ং ধনানি বিশ্বধা ভরেমহি ॥ ২॥

উত স্বস্যা অরাত্যা অরির্হি ষ উতান্যস্যা অরাত্যা বৃকো হি ষঃ।
ধন্বন্ন তৃষ্ণা সমরীত তাঁ অভি সোম জহি পবমান দুরাধ্যঃ ॥ ৩॥
দিবি তে নাভা পরমো য আদদে পৃথিব্যাস্তে রুরুহুঃ সানবি ক্ষিপঃ।
অদ্রয়স্ত্বা বপ্সতি গোরধি ত্বচ্যপ্সু ত্বা হস্তৈর্দুদুহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪॥
এবা ত ইন্দো সুভ্বং সুপেশসং রসং তুঞ্জন্তি প্রথমা অভিশ্রিয়ঃ।
নিদংনিদং পবমান নি তারিষ আবিস্তে শুষ্মো ভবতু প্রিয়ো মদঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — যজ্ঞের সময় উজ্জ্বল ও শান্ত স্বভাব সোমরসগুলি নিষ্পীড়িত হয়ে আমাদের নিকট আগমন করুক, আমাদের অন্নের হিংসাকারী শত্রুবর্গ নষ্ট হোক, আমাদের শত্রুগণও নষ্ট হোক, আমাদের সৎকর্মগুলি দেবতাগণ গ্রহণ করুন ॥ ১ ॥

মাদকতাশক্তিধারী সোমরসগণ আমাদের নিকট আগমন করুন; তাঁদের প্রভাবে আমরা যেন শত্রুর ধন জয় ক'রে নিই। তাঁর প্রভাবে আমরা কোন ব্যক্তির বাধা গ্রাহ্য না ক'রে চতুর্দিক হ'তে ধন উপার্জন ক'রে থাকি ॥ ২ ॥

সেই সোম নিজের শত্রুকে নষ্ট করেন এবং অপরের শত্রুকেও হিংসা করেন। মরুভূমির মধ্যে যেমন পিপাসা লেগেই আছে, তিনি তেমনই শত্রুর পশ্চাতে লেগেই আছেন। হে রক্ষণশীল সোম! তাদের বিনাশ করো ॥ ৩ ॥

হে সোম! তোমার প্রধান উৎপত্তিস্থান স্বর্গের মধ্যে বিদ্যমান আছে। তথা হ'তে গ্রহণপূর্বক পৃথিবীর উন্নত প্রদেশে তোমার অবয়বগুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল; সেই স্থানে তা'রা বৃক্ষরূপে জন্মালো। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়নপূর্বক গোচর্মের উপর তোমাকে শোধন করা হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দুই হস্ত প্রয়োগপূর্বক জলের মধ্যে তোমাকে প্রস্তুত করেন ॥ ৪ ॥

হে সোমরস! প্রধান প্রধান ঋত্বিক্‌গণ তোমার সুদৃশ্য সুশ্রী রস সঞ্চালিত করছেন। হে ক্ষরণশীল সোম! আমাদের শত্রুমাত্রকে বধ করো। তোমার প্রখর ও প্রীতিকর মাদকতাশক্তিধারী রস নির্গত হোক ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২০৪ পৃষ্ঠায় গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম—"স্বতন্ত্র বিশুদ্ধ পাপহারক সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদের বিশেষভাবে প্রাপ্ত হোন, আমাদের সত্ত্বগুণ-বর্জিত রিপুগণ শক্তিহীন হোক; আমাদের চিত্তবৃত্তি ইত্যাদি ভগবানকে প্রাপ্ত হোক।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ ক'রি, রিপুজয়ী হই, তারপর ভগবানকে যেন প্রাপ্ত হ'তে পারি)। [মন্ত্রটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ সত্ত্বলাভ। হৃদয়ে সত্ত্বভাবসঞ্চার হ'লে মানুষের অন্তরস্থিত রিপুগণ আপনা থেকেই দূরে পলায়ন করে। সাধক-হৃদয়ের অপূর্ব তেজ তারা সহ্য করতে পারে না ব'লে আলোকের আগমনে পেচকের মতো নরকের অন্ধকারে আত্মবিলোপ করে। হৃদয় থেকে রিপুর উপদ্রব দূরীকৃত হ'লে মানুষ নিরুপদ্রবে সাধনমার্গে অগ্রসর হয়। সুতরাং সহজেই ভগবৎ-চরণে পৌঁছাতে পারে। সাধনা ও সিদ্ধির এই ধারাই এই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হয়েছে।...]—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৮০ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : ভরদ্বাজবংশীয় বসু। ছন্দ : জগতী]

সোমস্য ধারা পবতে নৃচক্ষস ঋতেন দেবান্ হবতে দিবস্পরি।
বৃহস্পতে রবথেনা বি দিদ্যুতে সমুদ্রাসো ন সবনানি বিব্যচুঃ ॥ ১॥
যং ত্বা বাজিন্নঘ্ন্যা অভ্যনূষতায়োহতং যোনিমা রোহসি দ্যুমান্।
মঘোনামায়ুঃ প্রতিরন্মহি শ্রব ইন্দ্রায় সোম পবসে বৃষা মদঃ ॥ ২॥
এন্দ্রস্য কুক্ষা পবতে মদিন্তম ঊর্জং বসানঃ শ্রবসে সুমঙ্গলঃ।
প্রত্যঙ্ স বিশ্বা ভুবনাভি পপ্রথে ক্রীড়ন্ হরিরত্যঃ স্যন্দতে বৃষা ॥ ৩॥
তং ত্বা দেবেভ্যো মধুমত্তমং নরঃ সহস্রধারং দুহতে দশ ক্ষিপঃ।
নৃভিঃ সোম প্রচ্যুতো গ্রাবভিঃ সুতো বিশ্বান্দেবাঁ আ পবস্বা সহস্রজিৎ ॥ ৪॥
তং ত্বা হস্তিনো মধুমন্তমদ্রিভির্দুহন্ত্যপ্সু বৃষভং দশ ক্ষিপঃ।
ইন্দ্রং সোম মাদয়ন্দৈব্যং জনং সিন্ধোরিবোর্মিঃ পবমানো অর্ষসি ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — বিচক্ষণ সোমরসের ধারা ক্ষরিত হচ্ছে। ইনি যজ্ঞের দ্বারা আকাশবাসী দেববর্গকে সন্তুষ্ট করছেন। বৃহস্পতির শব্দ শ্রবণ ক'রে ইনি উজ্জ্বল হচ্ছেন। ইনি পুনঃ পুনঃ নিষ্পীড়িত হয়ে সমুদ্রের মতো সর্বস্থান আচ্ছাদন করছেন ॥ ১॥

হে অন্নদাতা! সুন্দর সুন্দর স্তুতিবাক্য তোমার প্রতি প্রেরিত হ'লে, তুমি উজ্জ্বল হয়ে লৌহনির্মিত আপন স্থানে আরোহণ করো। হে সোমরস! তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিবর্গকে দীর্ঘ আয়ু ও বিস্তর অন্ন প্রদান করতে করতে মাদকতাশক্তি ধারণপূর্বক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ২॥

সর্বশ্রেষ্ঠ মাদকতাশক্তিধারী সোমরস বলধারক দ্রব দ্রব্যরূপে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করছেন। তিনি চমৎকার মঙ্গল প্রদান করেন। তিনি বিশ্বভুবনে বিস্তারিত হচ্ছেন। মনোবাঞ্ছা পূরণকারী নানাস্থানবিহারী সোমরস যজ্ঞবেদীর উপর ক্রীড়া করতে করতে উজ্জ্বলভাবে প্রবাহিত হচ্ছেন ॥ ৩॥

হে সোমরস! তোমার আস্বাদন দেবতার নিকট সর্বাপেক্ষা মধুর। ঋত্বিক্‌বর্গ দশ অঙ্গুলি প্রয়োগপূর্বক সহস্র ধারারূপে তোমাকে প্রস্তুত করেন। হে সোমরস! তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়েছো, ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে প্রস্তুত করেছেন। এইক্ষণে সহস্র রকম সম্পত্তি বিতরণ করতে করতে সকল দেবতার জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৪॥

সুনিপুণ-হস্ত-বিশিষ্ট ব্যক্তির দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে মনোবাঞ্ছা পূরণকারী তোমার সুমধুর রস জলের মধ্যে প্রস্তুত করে। হে সোমরস! তুমি সমুদ্রের তরঙ্গের মতো ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রকে মত্ত করতে করতে সকল দেবতার নিকট গমন করো ॥ ৫॥

টীকা — এই সূক্তেও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সূত্র আছে।

◆ ◆

— ৮১ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : ভরদ্বাজবংশীয় বসু। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

প্র সোমস্য পবমানস্যোর্ময় ইন্দ্রস্য যন্তি জঠরং সুপেশসঃ।
দধ্না যদীমুন্নীতা যশসা গবাং দানায় শূরমুদমন্দিষুঃ সুতাঃ ॥ ১॥
অচ্ছা হি সোমঃ কলশাঁ অসিষ্যদদত্যো ন বোল্হা রঘুবর্তনির্বৃষা।
অথা দেবানামুভয়স্য জন্মনো বিদ্বাঁ অশ্নোত্যমুত ইতশ্চ যৎ ॥ ২॥
আ নঃ সোম পবমানঃ কিরা বস্বিন্দো ভব মঘবা রাধসো মহঃ।
শিক্ষা বয়োধো বসবে সু চেতুনা মা নো গয়মারে অস্মৎপরা সিচঃ ॥ ৩॥
আ নঃ পূষা পবমানঃ সুরাতয়ো মিত্রো গচ্ছন্তু বরুণঃ সজোষসঃ।
বৃহস্পতির্মরুতো বায়ুরশ্বিনা ত্বষ্টা সবিতা সুযমা সরস্বতী ॥ ৪॥
উভে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বমিন্বে অর্যমা দেবো অদিতির্বিধাতা।
ভগো নৃশংস উর্বন্তরিক্ষং বিশ্বে দেবাঃ পবমানং জুষন্ত ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — সুগঠন ও ক্ষরণশীল সোমরসের তরঙ্গগুলি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করছে, অর্থাৎ সোমরসগুলি নিষ্পীড়িত হয়ে অতি প্রশস্ত গব্যদধির দ্বারা সুস্বাদু হয়ে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে সম্পত্তি দান করবার জন্য বলশালী ইন্দ্রকে মদমত্ত ক'রে তুললো ॥ ১॥

যেমন রথ বহনকারী ঘোটক দ্রুতবেগে গমন করে, সেইরকম মনোবাঞ্ছা পূরণকারী সোমরসগুলি কলসগুলির দিকে প্রবাহিত হচ্ছেন। এই জ্ঞানী সোমরস পৃথিবীবাসী, স্বর্গবাসী এই দুই জাতি দেবতাগণকে প্রীত করছেন ॥ ২॥

হে সোমরস! তুমি ক্ষরিত হয়ে আমাদের চারিপার্শ্বে সম্পত্তি বিকীর্ণ ক'রে দাও, বিস্তর অন্ন আমাদের বিতরণ করো; আমি তোমার দাস, হে অন্নদাতা! বিশেষ মনোযোগের সাথে আমার কল্যাণ করো; সম্পত্তি যেন আমাদের দূরে আর কোথাও বিতরণ করো না ॥ ৩॥

অতিবদান্য এই সকল দেবতা পরস্পর মিলিত হয়ে আমাদের নিকট আগমন করুন; অর্থাৎ পূষা, পবমান, মিত্র, বরুণ, বৃহস্পতি, মরুৎ, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, ত্বষ্টা, সবিতা ও সুগঠন মূর্তিধারিণী সরস্বতী, সকলে আগমন করুন ॥ ৪॥

দ্যুলোক ও ভূলোক এই দুই ভুবন, যাঁরা সমস্ত বিশ্ব বেষ্টন ক'রে আছেন এবং অর্যমা, অদিতি, বিধাতা ও মানবগণের প্রশংসাভাজন ভগ নামক দেবতা ও প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ, এই সকল দেবতা ক্ষরণশীল সোমের নিকটবর্তী হচ্ছেন ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮২ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : বসু। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।
পুনানো বারং পর্যেত্যব্যয়ং শ্যেনো ন যোনিং ঘৃতবন্তমাসদম্ ॥ ১॥
কবির্বেধস্যা পর্যেষি মাহিনমত্যো ন মৃষ্টো অভি বাজমর্ষসি।
অপসেধন্দুরিতা সোম মৃলয় ঘৃতং বসানঃ পরি যাসি নির্ণিজম্ ॥ ২॥
পর্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনো নাভা পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে ।
স্বসার আপো অভি গা উতাসরন্ৎসং গ্রাবভির্নসতে বীতে অধ্বরে ॥ ৩॥
জায়েব পত্যাবধি শেব মংহসে পজ্রায়া গর্ভ শৃণুহি ব্রবীমি তে।
অন্তর্বাণীষু প্র চরা সু জীবসেঽনিন্দ্যো বৃজনে সোম জাগৃহি ॥ ৪॥
যথা পূর্বেভ্যঃ শতসা অমৃধ্রঃ সহস্রসা পর্যয়া বাজমিন্দো।
এবা পবস্ব সুবিতায় নব্যসে তব ব্রতমন্বাপঃ সচন্তে ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — লোহিতবর্ণ সোমরসকে নিষ্পীড়নের দ্বারা প্রস্তুত করা হলো। তিনি মনোবাঞ্ছা পূরণকারী। তিনি রাজার মতো উজ্জ্বল ও সুশ্রী। তিনি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে শব্দ করছেন, তিনি শোধিত হবার জন্য মেষলোমে মিলিত হচ্ছেন, তিনি শ্যেনপক্ষীর মতো ঘৃতযুক্ত আপন স্থানে উপবেশন করছেন ॥ ১ ॥

হে সুপণ্ডিত! তুমি যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছাতে কলসের দিকে গমন করছো। স্নান করালে ঘোটক যেমন যুদ্ধে গমন করে, সেইরকম তুমি গমন করছো। হে সোমরস! তুমি আমাদের অনিষ্ট নষ্ট ক'রে আমাদের সুখী করো, তুমি ঘৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে নির্মল ঔজ্জ্বল্য ধারণ করো ॥ ২॥

পর্জন্য মহান্ সোমের পিতা, সেই পত্রলতা ইত্যাদি বিশিষ্ট সোম পৃথিবীর মধ্যস্থানস্বরূপ পর্বতের উপর বাস করেন। অঙ্গুলিবর্গ জলের নিকট দুগ্ধ, ক্ষীর ইত্যাদি নীত করলো। তিনি সুন্দর যজ্ঞের মধ্যে প্রস্তরের সাথে মিলিত হচ্ছেন ॥ ৩ ॥

হে পৃথিবীর সন্তান সোম! তোমাকে আর অধিক কি বলবো? স্ত্রী যেমন আপন স্বামীর অশেষ সুখ বিধান করে, সেইরকম তুমি আমাদের সুখ বিধান ক'রে থাকো। আমাদের গুণকীর্তন শ্রবণ করতে করতে তুমি দর্শন দান করো, তাতেই আমাদের মঙ্গল। তুমি সর্বগুণে গুণান্বিত। আমাদের বিপদের সময় আমাদের উপর প্রহরীর কার্য করো ॥ ৪ ॥

হে দুধর্ষ সোম! যেমন তুমি আমাদের পূর্বপুরুষগণের সময়ে করেছিলে, সেইরকম এইরূপে আমাদের এই নূতন পুণ্যকর্মের সময় প্রবল হও; এবং ক্ষরিত হও; তুমি মনে করলে শত শত সংখ্যায় সহস্র সহস্র দান করতে পারো। এই সকল জল তোমার সেবা করবার জন্য তোমার সাথে মিলিত হচ্ছে ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্তের ৩ ঋকে এবং ৯।১১৩।৩ ঋকে পর্জন্যকে সোমের পিতা ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। পর্জন্য বৃষ্টির দেবতা, বৃষ্টির দ্বারা সোমলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়॥—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৪৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। ২৩৪ পৃষ্ঠাতেও প্রথম ঋক্‌টি আছে। সেই সূত্রে এই তিনটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রাপ্তব্য। যথা,—১ ঋক্—"অজাতশত্রু, অভীষ্টবর্ষক, পাপহারক, পরমরমণীয়, আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হয়ে জ্ঞানের সাথে সম্মিলিত হোন; পবিত্রকারক তিনি অমৃতের প্রবাহকে প্রাপ্ত হোন; ক্ষিপ্রগতিশীল সাধক যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হন, তেমনভাবে সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়কে অমৃতময় ক'রে প্রাপ্ত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান-সমন্বিত অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ ক'রি)। [জ্ঞানের সাথে সত্ত্বভাবের মিলন, সাধকের চরম ও পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক। তাই তারই জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্—"অমৃতপ্রবাহ মহান্ ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদক হয়; সেই শুদ্ধসত্ত্ব সকল লোকের কেন্দ্রশক্তিস্বরূপ কঠোরসাধনে আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরস্পর ভগিনীস্বরূপ জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতে সম্মিলিত হন; শ্রেষ্ঠ সৎকর্মে সেই শুদ্ধসত্ত্ব পাষাণ-কঠোর সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হন।" (ভাব এই যে,—সর্বলোকের পরমমঙ্গলসাধক শুদ্ধসত্ত্ব কঠোর সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হন)।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক ২ ঋক্‌টিরও এইরকম বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৮৩ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অঙ্গিরার সন্তান পবিত্র। ছন্দ : জগতী]

পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্যেষি বিশ্বতঃ।
অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহন্তস্তৎসমাশত ॥ ১॥
তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে শোচন্তো অস্য তন্তবো ব্যস্থিরন্।
অবন্ত্যস্য পবীতারমাশবো দিবস্পৃষ্ঠমধি তিষ্ঠন্তি চেতসা ॥ ২॥
অরূরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয় উক্ষা বিভর্তি ভুবনানি বাজয়ুঃ।
মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমা দধুঃ ॥ ৩॥
গন্ধর্ব ইত্থা পদমস্য রক্ষতি পাতি দেবানাং জনিমান্যদ্ভুতঃ।
গৃভ্ণাতি রিপুং নিধয়া নিধাপতিঃ সুকৃত্তমা মধুনো ভক্ষমাশত ॥ ৪॥
হবির্হবিষ্মো মহি সদ্ম দৈব্যং নভো বসানঃ পরি যাস্যধ্বরম্।
রাজা পবিত্ররথো বাজমারুহঃ সহস্রভৃষ্টির্জয়সি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! তুমি যাগযজ্ঞ ইত্যাদি পবিত্র কর্মের অধিপতি। তোমার পবিত্র অঙ্গ বিস্তারিত হয়েছে। যে তোমাকে পান করে, তার সর্বাঙ্গ শরীরে তুমি বিস্তৃত হও। তার শরীর যদি বিস্তৃত ও পরিপক্ক না হয়, তাহ'লে সাধ্য নেই যে, তোমাকে ধারণ করে। যাদের দেহ পরিপক্ক, তারাই তোমাকে ধারণ ও তোমার প্রীতিকর রস ভোগ করতে পারে ॥ ১॥

উত্তপ্ত সোমরস শোধনের জন্য শোধন যন্ত্র, অর্থাৎ ঝাঁকুনি, বিস্তারিত আছে। এর প্রতানগুলি, অর্থাৎ

ভাঁটা, অগ্নি স্থানের উপর নিক্ষিপ্ত হয়ে দীপ্যমানভাবে গমনাভিমুখে গমন করছে। তারা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে রক্ষা করছে। তা'রা সতেজভাবে আকাশের দিকে উত্থিত হচ্ছে ॥ ২॥

সোমরস প্রভাতকালেই সর্বাগ্রে সূর্যের মতো দীপ্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন। ইনি অভিষেককারী, অর্থাৎ জলাত্মক। ইনি অন্ন বিতরণকর্তা, এঁর প্রভাবে ভুবন রক্ষিত হয়। এঁর অদ্ভুত ক্ষমতা, যখন পূর্বপুরুষগণকে সমাবৃত করলেন, তখন তাঁরা সন্তান উৎপাদন করলেন, তাঁরা অনেক মানব সৃষ্টি করলেন ॥ ৩॥

গন্ধর্বই এই সোমরসের স্থান রক্ষা করেন। অদ্ভুত শক্তিধারী এই সোমরস দেবতার সন্তানবর্গকে রক্ষা করেন। ইনি পাশের প্রভু, পাশের দ্বারা শত্রুকে গ্রহণ করেন। যাঁরা বিলক্ষণ পুণ্যশীল, তাঁরাই এঁর চমৎকার আস্বাদন গ্রহণ করেন ॥ ৪॥

হে সোমরস! তুমি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে এবং নির্মল জল বস্ত্রের মতো ধারণ ক'রে যজ্ঞকার্য নির্বাহ করবার জন্য পবিত্র যজ্ঞধামে আগমন করো। তুমি রাজা, শোধন কলসই তোমার রথ, তুমি সেই রথে আরোহণপূর্বক সহস্রস্থানে গতিবিধি ক'রে প্রচুর অন্ন জয় করো ॥ ৫॥

টীকা — ঋকে গন্ধর্ব অর্থে সায়ণ সূর্য করেছেন। প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তের ১৪ ঋকে অন্তরীক্ষেই গন্ধর্বের বাস ব'লে নির্দিষ্ট হয়েছে। ১।১৬৩।২ ঋকে গন্ধর্ব ইন্দ্রের রথের বল্গা ধারণ করলেন। এই সকল ও অন্যান্য ঋক্ হ'তে অনুমান হয় যে, সায়ণের ব্যাখ্যাই ঠিক, গন্ধর্বের আদি অর্থ সূর্য বা সূর্যরশ্মি। কিন্তু ঋগ্বেদের রচনার সময়ই গন্ধর্বগণ একরকম কাল্পনিক জীব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে অপ্সরাগণ গন্ধর্বগণের স্ত্রী এমন উপাখ্যান সৃষ্ট হলো। সূর্যরশ্মির দ্বারা জলীয় বাষ্প আকৃষ্ট হয় এই কি এই উপাখ্যানের আদি কারণ? ॥—আমাদের 'সামবেদ সংহিতা'-র ৩৮০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। ২৩৫ ও ২৫৩ পৃষ্ঠাতেও যথাক্রমে ১ ও ২ ঋক্ আছে। বলা বাহুল্য এই তিনটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে পরমব্রহ্ম! আপনার পবিত্র সত্তা সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে; সকলের অধীশ্বর আপনি সর্বতোভাবে আমাদের (অথবা বিশ্ববাসী সকলকে) প্রাপ্ত হোন। (ভাব এই যে,—সকল লোক ভগবানকে প্রাপ্ত হোন)। অপরিপক্কমতি জন শান্তিদায়ক আপনাকে লাভ করে না; সত্যশীল জ্ঞানিগণই আপনাকে প্রাপ্ত হন।" (ভাব এই যে,—সত্যের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয়)। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভগবান্ যদি সর্বত্র বিদ্যমান থাকেন, তাহ'লে সকলে তাঁকে পায় না কেন? এর উত্তরে বলা যায়—সূর্যকিরণ তো সকল বস্তুর উপরই পতিত হয়, তবে কেবল সূর্যকান্তমণিই সূর্যকিরণের স্পর্শে অগ্নিবিকীরণ করে কেন? ভগবান্ সর্বত্রই বিরাজমান আছেন সত্য, কিন্তু তাঁকে দর্শন করবার উপযোগী চক্ষু থাকা চাই; তাঁকে ধারণ করবার উপযোগী হৃদয় থাকা চাই।...সকলের সেই চক্ষু বা হৃদয় নেই ব'লেই তো এই বিশ্বজনীন প্রার্থনা]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋকের ব্যাখ্যা দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৮৪ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : প্রজাপতি বাচ্য। ছন্দ : জগতী]

পবস্ব দেবমাদনো বিচর্ষণিরপ্সা ইন্দ্রায় বরুণায় বায়বে।
কৃধী নো অদ্য বরিবঃ স্বস্তিমদুরুক্ষিতৌ গৃণীহি দৈব্যং জনম্ ॥ ১॥

আ যস্তস্থৌ ভুবনান্যমর্ত্যো বিশ্বানি সোমঃ পরি তান্যর্ষতি।
কৃণ্বন্ত্সংচৃতং বিচৃতমভিষ্টয় ইন্দুঃ সিষক্ত্যুষসং ন সূর্যঃ ॥ ২॥
আ যো গোভিঃ সৃজ্যত ওষধীষ্বা দেবানাং সুম্ন ইষয়ন্নুপাবসুঃ।
আ বিদ্যুতা পবতে ধারয়া সুত ইন্দ্রং সোমো মাদয়ন্দৈব্যং জনম্ ॥ ৩॥
এষ স্য সোমঃ পবতে সহস্রজিদ্ধিন্বানো বাচমিষিরামুষর্বুধম্।
ইন্দুঃ সমুদ্রমুদিয়র্তি বায়ুভিরেন্দ্রস্য হার্দি কলশেষু সীদতি ॥ ৪॥
অভি ত্যং গাবঃ পয়সা পয়োবৃধং সোমং শ্রীণন্তি মতিভিঃ স্বর্বিদম্।
ধনঞ্জয়ঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো বিপ্রঃ কবিঃ কাব্যেনা স্বর্চনাঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে সোমরস। তুমি দেবতাবর্গের আনন্দকর; সকল দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইন্দ্র, বরুণ ও বায়ুর জন্য ক্ষরিত হও। এইক্ষণে আমাদের মঙ্গল করো এবং উত্তম উত্তম সামগ্রী প্রদান করো। এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের মধ্যে যে ব্যক্তি যথার্থ দেবভক্ত, তা'কেই আহ্বান ক'রে লও ॥ ১॥

যে সোম সকল ভুবনের উপর আধিপত্য করেন, সেই অমর সোম সেই সমস্ত যজ্ঞে আগমন করছেন। যা পূর্বে পরস্পর সংবদ্ধ ছিল, ইনি তা পৃথক্ ক'রে দিচ্ছেন এবং সূর্য যেমন প্রভাতকাল ক'রে দেন, সেইরকম এই সোম আমাদের আলোক দান করছেন ॥ ২॥

যে সোমরসকে গাভীর দুগ্ধ সহযোগে প্রস্তুত করে, উদ্ভিজ্জ জাতির মধ্যে একমাত্র যিনি দেবতাগণের বলাধান করেন এবং ধন ও অন্ন আহরণ ক'রে দেন। যিনি নিষ্পীড়িত হয়ে ঔজ্জ্বল্যযুক্ত ধারার আকারে ক্ষরিত হন এবং ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতাগণকে মত্ত ক'রে দেন ॥ ৩॥

সেই এই সোমরস ক্ষরিত হচ্ছেন। ইনি অসংখ্য ধন জয় করেন, ইনি প্রাতঃকাল অবধি ক্রমাগত আমাদের স্তোত্র গ্রহণ করছেন। ইনি নানা দিক্ দিয়ে কলসের মধ্যে গমন করছেন। ইনি এমনভাবে কলসের মধ্যে গমনপূর্বক অবস্থিতি করছেন, যা দর্শন ক'রে ইন্দ্রের আহ্লাদের আর সীমা থাকছে না ॥ ৪॥

চতুর্দিকে স্তোত্রপাঠ হচ্ছে, সেই সোমরসের চতুর্দিকে গাভীগণ দুগ্ধ প্রদানের জন্য আগমনপূর্বক উপস্থিত হচ্ছে, সোমরসের সাথে মিশ্রিত সেই দুগ্ধের মধুরতা আরও বৃদ্ধি হয়, সেই সোমরস চমৎকার সুখ প্রদান ক'রে থাকেন। তিনি প্রস্তুত হয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন, সেই সঙ্গে কবিতা পাঠ হচ্ছে। কারণ তিনি বুদ্ধিমান্ কবি, তাঁর প্রভাবেই কবিতার স্ফূর্তি। তিনি সর্বরকম অন্ন বিতরণ করেন ॥ ৫॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮৫ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : ভার্গব বেন। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রায় সোম সুষুতঃ পরি স্রবাপামীবা ভবতু রক্ষসা সহ।
মা তে রসস্য মৎসত দ্বয়াবিনো দ্রবিণস্বন্ত ইহ সন্ত্বিন্দবঃ ॥ ১॥

অস্মাৎসমর্যে পবমান চোদয় দক্ষো দেবানামসি হি প্রিয়ো মদঃ।
জহি শত্রূঁরভ্যা ভন্দনায়তঃ পিবেন্দ্র সোমমব নো মৃধো জহি ॥ ২ ॥
অদব্ধ ইন্দো পবসে মদিন্তম আত্মেন্দ্রস্য ভবসি ধাসিরুত্তমঃ।
অভি স্বরন্তি বহবো মনীষিণো রাজানমস্য ভুবনস্য নিংসতে ॥ ৩ ॥
সহস্রণীথঃ শতধারো অদ্ভুত ইন্দ্রায়েন্দুঃ কাম্যং মধু।
জয়ন্‌ক্ষেত্রমভ্যর্ষা জয়ন্নপ উরুং নো গাতুং কৃণু সোম মীঢ়ঃ ॥ ৪ ॥
কনিক্রদৎ কলশে গোভিরজ্যসে ব্যব্যয়ং সময়া বারমর্ষসি।
মর্মৃজ্যমানো অত্যো ন সানসিরিন্দ্রস্য সোম জঠরে সমক্ষরঃ ॥ ৫ ॥
স্বাদুঃ পবস্ব দিব্যায় জন্মনে স্বাদুরিন্দ্রায় সুহবীতুনাম্নে।
স্বাদুর্মিত্রায় বরুণায় বায়বে বৃহস্পতয়ে মধুমাঁ অদাভ্যঃ ॥ ৬ ॥
অত্যং মৃজন্তি কলশে দশ ক্ষিপঃ প্র বিপ্রাণাং মতয়ো বাচ ঈরতে।
পবমানা অভ্যর্ষন্তি সুষ্টুতিমেন্দ্রং বিশন্তি মদিরাস ইন্দবঃ ॥ ৭ ॥
পবমানো অভ্যর্ষা সুবীর্যমুর্বীং গব্যূতিং মহি শর্ম সপ্রথঃ।
মাকির্নো অস্য পরিষূতিরীশতেন্দো জয়েম ত্বয়া ধনং ধনম্ ॥ ৮ ॥
অধি দ্যামস্থাদ্বৃষভো বিচক্ষণোঽরূরুচদ্বি দিবো রোচনা কবিঃ।
রাজা পবিত্রমত্যেতি রোরুবদ্দিবঃ পীয়ূষং দুহতে নৃচক্ষসঃ ॥ ৯ ॥
দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতো বেনা দুহন্ত্যুক্ষণং গিরিষ্ঠাম্।
অপ্সু দ্রপ্সং বাবৃধানং সমুদ্র আ সিন্ধোরূর্মা মধুমন্তং পবিত্র আ ॥ ১০ ॥
নাকে সুপর্ণমুপপপ্তিবাংসং গিরো বেনানামকৃপন্ত পূর্বীঃ।
শিশুং রিহন্তি মতয়ঃ পনিপ্নতং হিরণ্যয়ং শকুনং ক্ষামণি স্থাম্ ॥ ১১ ॥
ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাদ্বিশ্বা রূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা ব্যদ্যৌৎ প্রারূরুচদ্রোদসী মাতরা শুচিঃ ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! তোমাকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করা হয়েছে। তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। রাক্ষস ও রোগ দূর হোক। যারা মুখে মনে ভিন্ন, তারা যেন তোমার রস আস্বাদনের আনন্দ অনুভব না করে। সোমরসগুলি এই আমাদের যজ্ঞস্থানে ধনের সাথে উপস্থিত হয় ॥ ১ ॥

যুদ্ধস্থলে আমাদের প্রেরণ করো; তুমি অতি নিপুণ। তুমি দেবতাগণের প্রিয় আনন্দ। আমরা চতুর্দিকে তোমার স্তব করছি, শত্রুবর্গকে নষ্ট করো। হে ইন্দ্র! আমাদের রক্ষা করো, বিপক্ষগণকে সংহার করো ॥ ২ ॥

হে সোম! তুমি বিনা বাধায় ক্ষরিত হচ্ছো। তোমার তুল্য আনন্দবিধাতা কেউ নেই। তুমিও যে, ইন্দ্রও সে। তোমার মতো আহার আর নেই। বিস্তর বিদ্বান্ লোক তোমাকে স্তব করছেন। তুমি এই ভুবনের রাজা। তোমার নিকটবর্তী তাঁরা হচ্ছেন ॥ ৩ ॥

এই আশ্চর্য সোমরস সহস্রধারায়, শতধারায় ইন্দ্রের জন্য অতি চমৎকার মধু ক্ষরিত করছেন। আমাদের জন্য ক্ষেত্র জয় ক'রে দাও, জল জয় ক'রে দাও। হে সোম! তুমি সেচনকর্তা প্রবাহক।

আমাদের পথ প্রশস্ত ক'রে দাও। আমরা যেন অবারিতগতি হই ॥ ৪ ॥

কলসের মধ্যে শব্দ করতে করতে তুমি ক্ষীরের সাথে মিশ্রিত হচ্ছো। মেষলোমময় পবিত্রের মধ্য দিয়ে নানা গতিতে গমন করছো। তোমাকে শোধন করা হ'লে, তুমি উৎকৃষ্ট বিবিধ দ্রব্যদাতা যোটকের মতো গমনপূর্বক ইন্দ্রের উদরে গমন করছো ॥ ৫ ॥

তুমি মধুরভাবে সকল দেবতার জন্য ক্ষরিত হও। তুমি ইন্দ্রের জন্য মিষ্ট হও, সেই ইন্দ্রের নামোচ্চারণে কল্যাণ হয়; তুমি মিত্র, বরুণ, বায়ু ও বৃহস্পতির জন্য মিষ্ট হও। তুমি মধুপূর্ণ, তোমার বিনাশ নেই ॥ ৬ ॥

এই দ্রুতগতিশীল সোমরসকে দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে শোধন করছে। পুরুষগণের স্তোত্রবাক্য এর প্রতি প্রযুক্ত হচ্ছে, সোমরসগণ ক্ষরিত হ'তে হ'তে সেই চমৎকার স্তোত্রবাক্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এইসকল মাদকতাশক্তিধারী সোমরস ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করছে ॥ ৭ ॥

হে সোম! ক্ষরিত হ'তে হ'তে তুমি আমাদের লোকবল ক'রে দাও, গবাদি পরিমাণ বৃদ্ধি ক'রে দাও, প্রশস্ত বস্তুরাজি ক'রে দাও। আমাদের যজ্ঞের বিঘ্নকর্তা যেন ক্ষমতাপন্ন না হয়। হে সোম! তোমার সাহায্যে আমরা যেন যেখানে যত ধন আছে, জয় করতে পারি ॥ ৮ ॥

এই বহুদর্শী সেচনকারী সোম আকাশে রইলেন, এই কার্যকুশল সোম অন্যান্য দীপ্তিশালী বস্তুগুলিকে অধিক দীপ্তিযুক্ত ক'রে দিলেন; ইনি রাজা, পবিত্রের মধ্য দিয়ে গমন করছেন এবং মানুষের হিতের জন্য সশব্দে স্বর্গের অমৃত প্রবাহিত করছেন ॥ ৯ ॥

বেন নামক ব্যক্তিগণ আকাশের উন্নতস্থানে এই উন্নতস্থানবর্তী সেচনকারী সোমকে সুমিষ্ট বচনে সম্ভাষণ করতে করতে এবং পরস্পর পৃথক্‌ভাবে দোহন করছেন। এই দ্রবময় সোমরস জলে মিশ্রিত হচ্ছেন, ইনি মধুর রসরূপী হয়ে পবিত্রে এবং বৃহৎ কলসের মধ্যে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো গমন করছেন ॥ ১০ ॥

এই সুপর্ণ সোম আকাশে উড্ডীয়মান ছিলেন, বেন নামক ব্যক্তিগণ সাধ্য সাধনা ক'রে আনয়ন করেছে। এই সোম শিশুর মতো শব্দ করছেন, এঁর প্রতি স্তোত্রবাক্য প্রেরিত হচ্ছে। ইনি সুবর্ণের পক্ষী পৃথিবীতে আগত হয়ে আছেন ॥ ১১ ॥

ইনি গন্ধর্ব, আকাশের ঊর্ধ্বভাগে ছিলেন। ইনি সেই স্থান হ'তে সকল বস্তু নিরীক্ষণ করছিলেন, এঁর তেজ শুভ্রবর্ণ কিরণ বিস্তারপূর্বক দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছিল, সেই শুভ্র আলোক জনক-জননী তুল্য দ্যুলোক ও ভূলোককে জ্যোতির্ময় করলো ॥ ১২ ॥

টীকা — ১১ মন্ত্রে সোমকেই 'সুপর্ণ' ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে॥ ১২ মন্ত্রেও গন্ধর্ব অর্থে সূর্য। সোমকে সূর্যরূপে স্তুতি করা হচ্ছে॥—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২০৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম—"হে সত্ত্বভাব! বিশুদ্ধ আপনি ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। জরব্যাধি রিপুদের সাথে নিরাকৃত হোক। কপটাচারী ব্যক্তিগণ অনুগ্রহলাভে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় না; সত্ত্বভাবসমূহ আমাদের হৃদয়ে অনুগমনকারী হোন।" (ভাব এই যে,—আমরা সত্ত্বভাব লাভ ক'রে যেন রিপুজয়ী হই, যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই; পাপীব্যক্তি সত্ত্বভাব লাভ করতে সমর্থ হয় না)। [—ভগবৎসাধনা অন্তরের কাজ। হৃদয়ের পূজাই প্রকৃত পূজা। হৃদয়ের বিশুদ্ধতা না থাকলে এই পূজা সার্থকতা লাভ করে না। মন্ত্রের প্রথম অংশে সত্ত্বভাব লাভের জন্য, দ্বিতীয়ভাগে রিপুনাশ ও জরব্যাধি নাশের জন্য প্রার্থনা আছে। তৃতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত আছে এবং শেষাংশে আছে সত্ত্বভাব প্রাপ্তি ও রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৮৬ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : ১-১০ ঋক্ আকৃষ্ট ও মাষ নামক ঋষিগণ; ১১-২০ ঋক্ সিকতা ও নীবাবরী নামক ঋষিগণ; ২১-৩০ ঋক্ পৃশ্নি ও ইতিজ নামক ঋষিগণ; ৩১-৪০ ত্রয় নামক ঋষিগণ; ৪১-৪৫ অত্রি; ৪৬-৪৮ গৃৎসমদ। ছন্দ : জগতী]

প্র ত আশবঃ পবমান ধীজবো মদা অর্ষন্তি রঘুজা ইব ত্মনা।
দিব্যাঃ সুপর্ণা মধুমন্ত ইন্দবো মদিন্তমাসঃ পরি কোশমাসতে ॥ ১॥
প্র তে মদাসো মদিরাস আশবোঽসৃক্ষত রথ্যাসো যথা পৃথক্।
ধেনুর্ন বৎসং পয়সাভি বজ্রিণমিন্দ্রমিন্দবো মধুমন্ত ঊর্ময়ঃ ॥ ২॥
অত্যো ন হিয়ানো অভি বাজমর্ষ স্বর্বিৎকোশং দিবো অদ্রিমাতরম্।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যয়ে সোমঃ পুনান ইন্দ্রিয়ায় ধায়সে ॥ ৩॥
প্র ত আশ্বিনীঃ পবমান ধীজুবো দিব্যা অসৃগ্রৎপয়াসা ধরীমণি।
প্রান্তর্ঋষয়ঃ স্থাবিরীরসৃক্ষত যে ত্বা মৃজন্ত্যৃষিষাণ বেধসঃ ॥ ৪॥
বিশ্বা ধামানি বিশ্বচক্ষ ঋভ্বসঃ প্রভোস্তে সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ।
ব্যানশিঃ পবসে সোম ধর্মভিঃ পতির্বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি ॥ ৫॥
উভয়তঃ পবমানস্য রশ্ময়ো ধ্রুবস্য সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ।
যদী পবিত্রে অধি মৃজ্যতে হরিঃ সত্তা নি যোনা কলশেষু সীদতি ॥ ৬॥
যজ্ঞস্য কেতুঃ পবতে স্বধ্বরঃ সোমো দেবানামুপ যাতি নিষ্কৃতম্।
সহস্রধারঃ পরি কোশমর্ষতি বৃষা পবিত্রমত্যেতি রোরুবৎ ॥ ৭॥
রাজা সমুদ্রং নদ্যোবি গাহতেঽপামূর্মিং সচতে সিন্ধুষু শ্রিতঃ।
অধ্যস্থাৎসানু পবমানো অব্যয়ং নাভা পৃথিব্যা ধরুণো মহো দিবঃ ॥ ৮॥
দিবো ন সানু স্তনয়ন্নচিক্রদদ্দ্যৌশ্চ যস্য পৃথিবী চ ধর্মভিঃ।
ইন্দ্রস্য সখ্যং পবতে বিবেবিদৎ সোমঃ পুনানঃ কলশেষু সীদতি ॥ ৯॥
জ্যোতির্যজ্ঞস্য পবতে মধু প্রিয়ং পিতা দেবানাং জনিতা বিভূবসুঃ।
দধাতি রত্নং স্বধয়োরপীচ্যং মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রিয়ো রসঃ ॥ ১০॥
অভিক্রন্দন্ কলশং বাজ্যর্ষতি পতির্দিবঃ শতধারো বিচক্ষণঃ।
হরির্মিত্রস্য সদনেষু সীদতি মর্মৃজানোঽবিভিঃ সিন্ধুভির্বৃষা ॥ ১১॥
অগ্রে সিন্ধূনাং পবমানো অর্ষত্যগ্রে বাচো অগ্রিয়ো গোষু গচ্ছতি।
অগ্রে বাজস্য ভজতে মহাধনং স্বায়ুধঃ সোতৃভিঃ পূয়তে বৃষা ॥ ১২॥
অয়ং মতবাঞ্ছকুনো যথা হিতোঽব্যে সসার পবমান ঊর্মিণা।
তব ক্রত্বা রোদসী অন্তরা কবে শুচির্ধিয়া পবতে সোম ইন্দ্র তে ॥ ১৩॥

দ্রাপিং বসানো যজতো দিবিস্পৃশমন্তরিক্ষপ্রা ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
স্বর্জজ্ঞানো নভসাভ্যক্রমীৎপ্রত্নমস্য পিতরমা বিবাসতি ॥ ১৪॥
সো অস্য বিশে মহি শর্ম যচ্ছতি যো অস্য ধাম প্রথমং ব্যানশে।
পদং যদস্য পরমে ব্যোমন্যতো বিশ্বা অভি সং যাতি সংযতঃ ॥ ১৫॥
প্রো অযাসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।
মর্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ কলশে শতযাম্না পথা ॥ ১৬॥
প্র বো ধিয়ো মন্দ্রযুবো বিপন্যুবঃ পনস্যুবঃ সংবসনেষ্বক্রমুঃ।
সোমং মনীষা অভ্যনূষত স্তুভোঽভি ধেনবঃ পয়সেমশিশ্রয়ুঃ ॥ ১৭॥
আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুষীমিষমিন্দো পবস্ব পবমানো অস্রিধম্।
যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চুষী ক্ষুমদ্বাজবন্মধুমৎ সুবীর্যম্ ॥ ১৮॥
বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সোমো অহ্নঃ প্রতরীতোষসো দিবঃ।
ক্রাণা সিন্ধূনাং কলশাঁ অবীবশদিন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্মনীষিভিঃ ॥ ১৯॥
মনীষিভিঃ পবতে পূর্ব্যঃ কবির্নৃভির্যতঃ পরি কোশাঁ অচিক্রদৎ।
ত্রিতস্য নাম জনয়ন্মধু ক্ষরদিন্দ্রস্য বায়োঃ সখ্যায় কর্তবে ॥ ২০॥
অয়ং পুনান উষসো বি রোচয়দয়ং সিন্ধুভ্যো অভবদু লোককৃৎ।
অয়ং ত্রিঃ সপ্ত দুদুহান আশিরং সোমো হৃদে পবতে চারু মৎসরঃ ॥ ২১॥
পবস্ব সোম দিব্যেষু ধামসু সৃজান ইন্দো কলশে পবিত্র আ।
সীদন্নিন্দ্রস্য জঠরে কনিক্রদন্নৃভির্যতঃ সূর্যমারোহয়ো দিবি ॥ ২২॥
অদ্রিভিঃ সুতঃ পবসে পবিত্র আঁ ইন্দবিন্দ্রস্য জঠরেষ্বাবিশন্।
ত্বং নৃচক্ষা অভবো বিচক্ষণ সোম গোত্রমঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোরপ ॥ ২৩॥
ত্বং সোম পবমানং স্বাধ্যোঽনু বিপ্রাসো অমদন্নবস্যবঃ।
ত্বাং সুপর্ণ আভরদ্দিবস্পরীন্দো বিশ্বাভির্মতিভিঃ পরিষ্কৃতম্ ॥ ২৪॥
অব্যো পুনানং পরি বার ঊর্মিণা হরিং নবন্তে অভি সপ্ত ধেনবঃ।
অপামুপস্থে অধ্যায়বঃ কবিমৃতস্য যোনা মহিষা অহেষত ॥ ২৫॥
ইন্দুঃ পুনানো অতি গাহতে মৃধো বিশ্বানি কৃণ্বন্সুপথানি যজ্যবে।
গাঃ কৃণ্বানো নির্ণিজং হর্যতঃ কবিরত্যো ন ক্রীলৎপরি বারমর্ষতি ॥ ২৬॥
অসশ্চতঃ শতধারা অভিশ্রিয়ো হরিং নবন্তেঽব তা উদন্যবঃ।
ক্ষিপো মৃজন্তি পরি গোভিরাবৃতং তৃতীয়ে পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ ॥ ২৭॥
তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্য রেতসস্ত্বং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি।
অথেদং বিশ্বং পবমান তে বশে ত্বমিন্দো প্রথমো ধামধা অসি ॥ ২৮॥
ত্বং সমুদ্রো অসি বিশ্ববিৎকবে তবেমাঃ পঞ্চ প্রদিশো বিধর্মণি।
ত্বং দ্যাং চ পৃথিবীং চাতি জভ্রিষে তব জ্যোতীংষি পবমান সূর্যঃ ॥ ২৯॥

অস্মান্ত্সমর্যে পবমান চোদয় দক্ষো দেবানামসি হি প্রিয়ো মদঃ।
জহি শত্রূঁরভ্যা ভন্দনায়তঃ পিবেন্দ্র সোমমব নো মৃধো জহি ॥ ২॥
অদব্ধ ইন্দো পবসে মদিন্তম আত্মেন্দ্রস্য ভবসি ধাসিরুত্তমঃ।
অভি স্বরন্তি বহবো মনীষিণো রাজানমস্য ভুবনস্য নিংসতে ॥ ৩॥
সহস্রণীথঃ শতধারো অদ্ভুত ইন্দ্রায়েন্দুঃ কাম্যং মধু।
জয়ন্ক্ষেত্রমভ্যর্ষা জয়ন্নপ উরুং নো গাতুং কৃণু সোম মীঢ্বঃ ॥ ৪॥
কনিক্রদৎ কলশে গোভিরজ্যসে ব্যব্যয়ং সময়া বারমর্ষসি।
মর্মৃজ্যমানো অত্যো ন সানসিরিন্দ্রস্য সোম জঠরে সমক্ষরঃ ॥ ৫॥
স্বাদুঃ পবস্ব দিব্যায় জন্মনে স্বাদুরিন্দ্রায় সুহবীতুনাম্নে।
স্বাদুর্মিত্রায় বরুণায় বায়বে বৃহস্পতয়ে মধুমাঁ অদাভ্যঃ ॥ ৬॥
অত্যং মৃজন্তি কলশে দশ ক্ষিপঃ প্র বিপ্রাণাং মতয়ো বাচ ঈরতে।
পবমানা অভ্যর্ষন্তি সুষ্টুতিমেন্দ্রং বিশন্তি মদিরাস ইন্দবঃ ॥ ৭॥
পবমানো অভ্যর্ষা সুবীর্যমুর্বীং গব্যূতিং মহি শর্ম সপ্রথঃ।
মাকির্নো অস্য পরিষূতিরীশতেন্দো জয়েম ত্বয়া ধনংধনম্ ॥ ৮॥
অধি দ্যামস্থাদ্বৃষভো বিচক্ষণোঽরূরুচদ্বি দিবো রোচনা কবিঃ।
রাজা পবিত্রমত্যেতি রোরুবদ্দিবঃ পীযূষং দুহতে নৃচক্ষসঃ ॥ ৯॥
দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতো বেনা দুহন্ত্যুক্ষণং গিরিষ্ঠাম্।
অপ্সু দ্রপ্সং বাবৃধানং সমুদ্র আ সিন্ধোরূর্মা মধুমন্তং পবিত্র আ ॥ ১০॥
নাকে সুপর্ণমুপপপ্তিবাংসং গিরো বেনানামকৃপন্ত পূর্বীঃ।
শিশুং রিহন্তি মতয়ঃ পনিপ্নতং হিরণ্যয়ং শকুনং ক্ষামণি স্থাম্ ॥ ১১॥
ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাদ্বিশ্বা রূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা ব্যদ্যৌৎ প্রারূরুচদ্রোদসী মাতরা শুচিঃ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! তোমাকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করা হয়েছে। তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। রাক্ষস ও রোগ দূর হোক। যারা মুখে মনে ভিন্ন, তারা যেন তোমার রস আস্বাদনের আনন্দ অনুভব না করে। সোমরসগুলি এই আমাদের যজ্ঞস্থানে ধনের সাথে উপস্থিত হয় ॥ ১॥

যুদ্ধস্থলে আমাদের প্রেরণ করো; তুমি অতি নিপুণ। তুমি দেবতাগণের প্রিয় আনন্দ। আমরা চতুর্দিকে তোমার স্তব করছি, শত্রুবর্গকে নষ্ট করো। হে ইন্দ্র! আমাদের রক্ষা করো, বিপক্ষগণকে সংহার করো ॥ ২॥

হে সোম! তুমি বিনা বাধায় ক্ষরিত হচ্ছো। তোমার তুল্য আনন্দবিধাতা কেউ নেই। তুমিও যে, ইন্দ্রও সে। তোমার মতো আহার আর নেই। বিস্তর বিদ্বান্ লোক তোমাকে স্তব করছেন। তুমি এই ভুবনের রাজা। তোমার নিকটবর্তী তাঁরা হচ্ছেন ॥ ৩॥

এই আশ্চর্য সোমরস সহস্রধারায়, শতধারায় ইন্দ্রের জন্য অতি চমৎকার মধু ক্ষরিত করছেন। আমাদের জন্য ক্ষেত্র জয় ক'রে দাও, জল জয় ক'রে দাও। হে সোম! তুমি সেচনকর্তা প্রবাহক।

দ্রাপিং বসানো যজতো দিবিস্পৃশমন্তরিক্ষপ্রা ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
স্বর্জজ্ঞানো নভসাভ্যক্রমীৎপ্রত্নমস্য পিতরমা বিবাসতি ॥ ১৪॥
সো অস্য বিশে মহি শর্ম যচ্ছতি যো অস্য ধাম প্রথমং ব্যানশে।
পদং যদস্য পরমে ব্যোমন্যতো বিশ্বা অভি সং যাতি সংযতঃ ॥ ১৫॥
প্রো অযাসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।
মর্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ কলশে শতযাম্না পথা ॥ ১৬॥
প্র বো ধিয়ো মন্দ্রয়ুবো বিপন্যুবঃ পনস্যুবঃ সংবসনেষ্বক্রমুঃ।
সোমং মনীষা অভ্যনূষত স্তুভোঽভি ধেনবঃ পয়সেমশিশ্রয়ুঃ ॥ ১৭॥
আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুষীমিষমিন্দো পবস্ব পবমানো অস্রিধম্।
যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চুষী ক্ষুমদ্বাজবন্মধুমৎ সুবীর্যম্ ॥ ১৮॥
বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সোমো অহ্নঃ প্রতরীতোষসো দিবঃ।
ক্রাণা সিন্ধূনাং কলশাঁ অবীবশদিন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্মনীষিভিঃ ॥ ১৯॥
মনীষিভিঃ পবতে পূর্ব্যঃ কবির্নৃভির্যতঃ পরি কোশাঁ অচিক্রদৎ।
ত্রিতস্য নাম জনয়ন্মধু ক্ষরদিন্দ্রস্য বায়োঃ সখ্যায় কর্তবে ॥ ২০॥
অয়ং পুনান উষসো বি রোচয়দয়ং সিন্ধুভ্যো অভবদু লোককৃৎ।
অয়ং ত্রিঃ সপ্ত দুদুহান আশিরং সোমো হৃদে পবতে চারু মৎসরঃ ॥ ২১॥
পবস্ব সোম দিব্যেষু ধামসু সৃজান ইন্দো কলশে পবিত্র আ।
সীদন্নিন্দ্রস্য জঠরে কনিক্রদন্নৃভির্যতঃ সূর্যমারোহয়ো দিবি ॥ ২২॥
অদ্রিভিঃ সুতঃ পবসে পবিত্র আ ইন্দবিন্দ্রস্য জঠরেষ্বাবিশন্।
ত্বং নৃচক্ষা অভবো বিচক্ষণ সোম গোত্রমঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোরপ ॥ ২৩॥
ত্বং সোম পবমানং স্বাধ্যোঽনু বিপ্রাসো অমদন্নবস্যবঃ।
ত্বাং সুপর্ণ আভরদ্দিবস্পরীন্দো বিশ্বাভির্মতিভিঃ পরিষ্কৃতম্ ॥ ২৪॥
অব্যো পুনানং পরি বার ঊর্মিণা হরিং নবন্তে অভি সপ্ত ধেনবঃ।
অপামুপস্থে অধ্যায়বঃ কবিমৃতস্য যোনা মহিষা অহেষত ॥ ২৫॥
ইন্দুঃ পুনানো অতি গাহতে মৃধো বিশ্বানি কৃণ্বন্ৎসুপথানি যজ্যবে।
গাঃ কৃণ্বানো নির্ণিজং হর্যতঃ কবিরত্যো ন ক্রীলন্পরি বারমর্ষতি ॥ ২৬॥
অসশ্চতঃ শতধারা অভিশ্রিয়ো হরিং নবন্তেঽব তা উদন্যুবঃ।
ক্ষিপো মৃজন্তি পরি গোভিরাবৃতং তৃতীয়ে পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ ॥ ২৭॥
তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্য রেতসস্ত্বং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি।
অথেদং বিশ্বং পবমান তে বশে ত্বমিন্দো প্রথমো ধামধা অসি ॥ ২৮॥
ত্বং সমুদ্রো অসি বিশ্ববিৎকবে তবেমাঃ পঞ্চ প্রদিশো বিধর্মণি।
ত্বং দ্যাং চ পৃথিবীং চাতি জভ্রিষে তব জ্যোতীংষি পবমান সূর্যঃ ॥ ২৯॥

ত্বং পবিত্রে রজসো বিধর্মণি দেবেভ্যঃ সোম পবমান পূয়সে।
ত্বামুশিজঃ প্রথমা অগৃভ্ণত তুভ্যেমা বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥ ৩০॥
প্র রেভ এত্যতি বারমব্যয়ং বৃষা বনেম্বব চক্রদদ্ধারঃ।
সং ধীতয়ো বাবশানা অনূষত শিশুং রিহন্তি মতয়ঃ পনিপ্নতম্ ॥ ৩১॥
স সূর্যস্য রশ্মিভিঃ পরি বাত তন্তুং তন্বানস্ত্রিবৃতং যথা বিদে।
নয়ন্নৃতস্য প্রশিষো নবীয়সীঃ পতির্জনীনামুপ যাতি নিষ্কৃতম্ ॥ ৩২॥
রাজা সিন্ধূনাং পবতে পতির্দিব ঋতস্য যাতি পথিভিঃ কনিক্রদৎ।
সহস্রধারঃ পরি ষিচ্যতে হরিঃ পুনানো বাচং জনয়মুপাবসুঃ ॥ ৩৩॥
পবমান মহ্যর্ণো বি ধাবসি সূরো ন চিত্রো অব্যয়ানি পব্যয়া।
গভস্তিপূতো নৃভিরদ্রিভিঃ সুতো মহে বাজায় ধন্যায় ধন্বসি ॥ ৩৪॥
ইষমূর্জং পবমানাভ্যর্ষসি শ্যেনো ন বংসু কলশেষু সীদসি।
ইন্দ্রায় মদ্বা মদ্যো মদঃ সুতো দিবো বিষ্টম্ভ উপমো বিচক্ষণঃ ॥ ৩৫॥
সপ্ত স্বসারো অভি মাতরঃ শিশু নবং জজ্ঞানং জেন্যং বিপশ্চিতম্।
অপাং গন্ধর্বং দিব্যং নৃচক্ষসং সোমং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসে ॥ ৩৬॥
ঈশান ইমা ভুবনানি বীয়সে যুজান ইন্দো হরিতঃ সুপর্ণ্যঃ।
তাস্তে ক্ষরন্তু মধুমদ্‌ঘৃতং পয়স্তব ব্রতে সোম তিষ্ঠন্তু কৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৭॥
ত্বং নৃচক্ষা অসি সোম বিশ্বতঃ পবমান বৃষভ তা বি ধাবসি।
স নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যবদ্বয়ং স্যাম ভুবনেষু জীবসে ॥ ৩৮॥
গোবিৎপবস্ব বসুবিদ্ধিরণ্যবিদ্রেতোধা ইন্দো ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
ত্বং সুবীরো অসি সোম বিশ্ববিত্তং ত্বা বিপ্রা উপ গিরেম আসতে ॥ ৩৯॥
উন্মধ্ব উর্মির্বননা অতিষ্ঠিপদপো বসানো মহিষো বি গাহতে।
রাজা পবিত্ররথো বাজমারুহৎ সহস্রভৃষ্টির্জয়তি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৪০॥
স ভন্দনা উদিয়র্তি প্রজাবতীর্বিশ্বায়ুর্বিশ্বাঃ সুভরা অহর্দিবি।
ব্রহ্ম প্রজাবদ্রয়িমশ্বপস্ত্যং পীত ইন্দবিন্দ্রমস্মভ্যং যাচতাৎ ॥ ৪১॥
সো অগ্রে অহ্নাং হরির্হর্যতো মদঃ প্র চেতসা চেতয়তে অনু দ্যুভিঃ।
দ্বা জনা যাতয়ন্নন্তরীয়তে নরা চ শংসং দৈব্যং চ ধর্তরি ॥ ৪২॥
অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধুনাভ্যঞ্জতে।
সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমাসু গৃভ্ণতে ॥ ৪৩॥
বিপশ্চিতে পবমানায় গায়ত মহী ন ধারাত্যন্ধো অর্ষতি।
অহির্ন জূর্ণামতি সর্পতি ত্বচমত্যো ন ক্রীলন্নসরদ্বৃষা হরিঃ ॥ ৪৪॥
অগ্রেগো রাজাপ্যস্তবিষ্যতে বিমানো অহ্নাং ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
হরির্ঘৃতস্নুঃ সুদৃশীকো অর্ণবো জ্যোতীরথঃ পবতে রায় ওক্যঃ ॥ ৪৫॥

অসর্জি স্কংভো দিব উদ্যতো মদঃ পরি ত্রিধাতুর্ভুবনান্যর্ষতি।
অংশুং রিহন্তি মতয়ঃ পনিপ্নতং গিরা যদি নির্ণিজমৃগ্মিণো যযুঃ ॥ ৪৬॥
প্র তে ধারা অত্যথানি মেষাঃ সংযেতো যন্তি রংহয়ঃ।
যন্গোভিরিন্দো চম্বোঃ সমজ্যস আ সুবানঃ সোম কলশেষু সীদসি ॥ ৪৭॥
পবস্ব সোম ক্রতুবিন্ন উক্থ্যোঽব্যো বারে পরি ধাব মধু প্রিয়ম্।
জহি বিশ্বান্রক্ষস ইন্দো অত্রিণো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৪৮॥

মন্ত্রার্থ — হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার রসগুলি বিস্তার হচ্ছে, এরা মানসবেগে অগ্রসর হচ্ছে, এরা আনন্দকর, এরা শীঘ্রগামিনী ঘোটকীর শাবকের মতো অবলীলাক্রমে ধাবিত হচ্ছে। এরা পক্ষীর মতো আকাশ হ'তে পতিত হচ্ছে। মধুর রসশালী অতি চমৎকার মাদকতাশক্তিসম্পন্ন এই সোমরসগুলি কলসটিকে পরিপূর্ণ ক'রে উপবেশন করছে ॥ ১ ॥

মাদকতাশক্তিযুক্ত মধুরতাসম্পন্ন তোমার রসগুলি রথবাহ ঘোটকগণের মতো পৃথক্ প্রস্তুত হচ্ছে। মধুপূর্ণ ও পূর্ণপ্রবাহে প্রবহমান এইসকল সোমরস বজ্রধারী ইন্দ্রকে সেই রকম আপ্যায়িত করছে, যেমন গাভী আপন বৎসকে আপ্যায়িত করে ॥ ২ ॥

ঘোটককে চালিত করলে সে যেমন যুদ্ধ অভিমুখে ধাবিত হয়, হে সোম! সেইরকম দ্রুতবেগে তুমি আগত হও। তুমি স্বর্গীয় বস্তুতুল্য, তুমি প্রস্তরনির্মিত কলসে আকাশ হ'তে প্রবেশ করো। উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর এই সোম ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হচ্ছে ॥ ৩ ॥

হে সোম! চতুর্দিক্‌ব্যাপিনী তোমার ধারাগুলি মানসবেগে শূন্য পথ দিয়ে কলসের মধ্যে গমন ক'রে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হচ্ছে। যে সমস্ত ঋষি তোমাকে প্রস্তুত ও শোধন করেন, তাঁরা তোমার ধারাগুলি কলসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন, যেহেতু ঋষিগণের সেবনীয় বস্তু ॥ ৪ ॥

হে সোম! তুমি সর্বদ্রষ্টা, তুমি প্রভু। তোমার চমৎকার কিরণপুঞ্জ সর্বস্থানে গতিবিধি করে। তুমি বিশ্বজগতের পতি, সর্বস্থানব্যাপী, সর্ববস্তুর অবলম্বনস্বরূপ। এইভাবে তুমি ক্ষরিত হও ॥ ৫ ॥

যখন সোম নিষ্পীড়িত হন, তখন তিনি নিজে একস্থানবর্তী, সুস্থির, কিন্তু তাঁর কিরণপুঞ্জ চতুর্দিকে বিস্তারিত হয়ে পড়ে। যখন তিনি হরিতবর্ণ ধারণপূর্বক মেষলোমময় পবিত্রে শোধিত হন, তখন তিনিও উপবেশনকর্তা হয়ে নিজ বাসস্থান কলসের মধ্যে উপবেশন করেন ॥ ৬ ॥

সোমরস যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ, তিনি যজ্ঞের শোভাবিধাতা; তিনি দেবতাগণের গৃহে গমন করেন। তিনি সহস্রধারারূপে কলসের মধ্যে গমন ক'রে থাকেন, তিনি রস সেচন করতে করতে সশব্দে মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রম করেন ॥ ৭ ॥

তিনি রাজা, নদী হ'তে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হচ্ছেন। তিনি নদীর মধ্যে ছিলেন, জলের তরঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। তিনি ক্ষরণকালে উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রে আরোহণ করছেন। তিনি পৃথিবীর ধারণকর্তা নাভিস্বরূপ, তিনি আকাশের আলোকস্বরূপ ॥ ৮ ॥

সোম এমন শব্দ করলেন যে, গগনের ঊর্ধ্বভাগ প্রতিধ্বনিত হলো। তাঁর অবলম্বনে লোক ও দ্যুলোক সুস্থির আছে। তিনি ইন্দ্রের বন্ধুত্বের অনুরোধে ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি ক্ষরিত হয়ে কলসের মধ্যে গমন ক'রে উপবেশন করছেন ॥ ৯ ॥

এই সোম যজ্ঞের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক আলোকস্বরূপ, ইনি সুমিষ্ট মধুর মতো ক্ষরিত হচ্ছেন। ইনি

দেবতাগণের জন্মদাতা পিতা, ধনের অধিপতি। ইনি বিবিধ অপ্রত্যক্ষ রত্ন দ্যুলোক ও ভূলোকে বিতরণ করেন। ইনি ইন্দ্রের পানোপযোগী অতি চমৎকার রস, এঁর মাদকতাশক্তি নিরুপম ॥ ১০ ॥

ইনি সবেগে সশব্দে কলসে গমন করছেন। ইনি দ্যুলোকের অধিপতি সর্বদ্রষ্টা; এঁর ধারা শতসংখ্যক। ইনি হরিতবর্ণ ধারণ ক'রে যজ্ঞের স্থানে স্থানে উপবেশন করছেন, ইনি পবিত্রের ছিদ্রপথে ক্ষরিত হয়ে রস বর্ষণ করছেন ॥ ১১ ॥

ইনি ক্ষরণকালে নদীর অগ্রে ধাবিত হন, সেইরকম বাক্যের অগ্রে এবং গাভীগণের অগ্রে ধাবিত হন, এইরকম এঁর বেগ। ইনি উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক যুদ্ধের সম্মুখভাগে প্রচুর ধন জয় করেন। সেই রস সেচনকারী সোমকে নিষ্পীড়নকর্তাগণ নিষ্পীড়ন করছেন ॥ ১২ ॥

স্তোত্র শ্রবণে প্রীত হয়ে এই সোম চালিত অশ্বের মতো গমন ক'রে মেষলোমের পবিত্রে তরঙ্গরূপে প্রচুর পরিমাণে গমন করছে। হে ইন্দ্র! হে কবি! দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে তোমার যজ্ঞ হ'লেই এই নির্মল সোম স্তোত্র শ্রবণ করতে করতে ক্ষরিত হয় ॥ ১৩ ॥

এই সোম এমন এক আলোকময় কবচে আচ্ছাদিত, যার কিরণ আকাশকে স্পর্শ ও পূর্ণ করছে। যজ্ঞের সময় জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইনি শূন্যপথে গতি করেন। ইনি স্বর্গের উৎপাদনকর্তা। ইনি স্বর্গের প্রাচীন পিতা ইন্দ্রকে সেবা করেন ॥ ১৪ ॥

এই সোম সর্বাগ্রে ইন্দ্রের তেজ বৃদ্ধি করেছিলেন, সেই ইন্দ্রের আগমনের জন্য ইনি ইন্দ্রকে পরম সুখী করছেন। সেই সর্বোচ্চস্থানে যেখানে ইন্দ্রের ধাম, সেইস্থানে হ'তে তিনি সোমপানের প্রভাবে সকল যুদ্ধে গমন করেন ॥ ১৫ ॥

সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তাঁর বন্ধু। তিনি ইন্দ্রের উদরের কোন অনিষ্ট করেন না। মানব যেমন যুবতীগণের সাথে মিলিত হয়, সেইরকম ইনি শতছিদ্র পথ দিয়ে নির্গত হয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন ॥ ১৬ ॥

হে সোম! তোমার সেবকবৃন্দ সুমধুর স্বরে তোমার স্তব করবার অভিলাষে যজ্ঞগৃহের মধ্যে আবর্তন করছে। বুদ্ধিমানগণ স্তোত্রসহকারে সোমের আবাহন করছেন। গাভী এঁর উপর দুগ্ধ পাতিত করছে ॥ ১৭ ॥

হে সোম! যে যুদ্ধ তিন দিবস প্রবর্তমান হয়ে আমাদের জন্য প্রচুর ইক্ষু, অন্ন, মধু ও লোকজন আনীত ক'রে দিয়েছে, সেই অক্ষয় অন্নবর্ধনকারী যুদ্ধের অভিমুখে তুমি ক্ষরিত হও ॥ ১৮ ॥

স্তোত্রবর্ষণকারী বিচক্ষণ সোম ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি দিন ও প্রাতঃকাল এবং সূর্যের সৃষ্টিকর্তা। ইনি ধারার আকারে কলসে প্রবেশ করছেন। ইনি বুদ্ধিমানগণের স্তোত্রের ভাগী হয়ে ইন্দ্রের হৃদয়ঙ্গম হচ্ছেন ॥ ১৯ ॥

এই প্রাচীন কবি সোম বুদ্ধিমান্ লোকবৃন্দের দ্বারা প্রস্তুত হয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন। ইনি কলসের মধ্যে সশব্দে গমন করছেন। ইনি যেন ত্রিতের নাম উচ্চারণ করছেন। ইনি ইন্দ্র ও বায়ুর সাথে বন্ধুত্ব করবার জন্য মধু পাতিত করছেন ॥ ২০ ॥

এই সোম শোধিত হয়ে প্রাতঃকালকে আলোকময় করেন, ইনি নদী অর্থাৎ ধারা হ'তে উৎপন্ন হয়েছেন, ইনি সংসারের সৃষ্টিকর্তা। ইনি একবিংশতি গাভী হ'তে আপন অনুপানস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করছেন। এই আনন্দকর সোম হৃদয়ের মধ্যে গমনের জন্য রমণীয়ভাবে ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ২১ ॥

হে সোম! তুমি শোধিত হয়েছো। দিব্য ধামের দিকে ক্ষরিত হও। তুমি পবিত্রের পথ দিয়ে কলসে গমন করো। শব্দ করতে করতে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করো। মানবগণ তোমাকে প্রস্তুত

করেছে। তুমি সূর্যকে আকাশে স্থাপন করেছো ॥ ২২ ॥

প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে তুমি পবিত্রে ক্ষরিত হও। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করো। তুমি বিচক্ষণ, তুমি মানুষকে জ্ঞাত আছো। তুমি অঙ্গিরার সন্তানগণকে গাভীসমূহ প্রদর্শন করিয়েছিলে ॥ ২৩ ॥

হে পবিত্র সোম! সৎকর্মানুষ্ঠানকারী বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তোমার আশ্রয় কামনা ক'রে গুণগান ক'রে থাকে। পক্ষী তোমাকে দ্যুলোক হ'তে মর্ত্যে আনয়ন করেছে। যাবতীয় স্তুতিবাক্য তোমার শোভা বৃদ্ধি করেছে ॥ ২৪ ॥

যখন সোমরস তরঙ্গবেগে মেষলোমময় পবিত্রের চারিপাশ দিয়ে ক্ষরিত হ'তে থাকেন, তখন সাতটি গাভী তাঁর নিকটে গমন ক'রে থাকে। ঋতের যজ্ঞস্থানে প্রকাণ্ড দেহধারী আয়ুগণ কতকগুলি ব্যক্তির নাম জলের আধারের দিকে সেই কর্মকুশল সোমকে প্রেরণ করছে ॥ ২৫ ॥

সোমরস সকল শত্রুকে পরাজয় করছেন; যজ্ঞকর্তা ভক্তব্যক্তির জন্য সর্বরকম সুবিধা ক'রে দিচ্ছেন। সেই সুশ্রী ও সুবোধ সোমরস আপন মূর্তি দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত করছেন, ক্রীড়াপ্রসক্ত ঘোটকের মতো মেষলোমের দিকে গমন করছেন ॥ ২৬ ॥

শতসংখ্যক ধারা জলের মতো অবাধে বহমান হয়ে পরস্পর মিলনপূর্বক হরিতবর্ণ সোমরস প্রস্তুত করছে। তাঁকে ক্ষীরে আচ্ছাদনপূর্বক অঙ্গুলিগণ শোধন করছে। তিনি বেদির তৃতীয়তলে দীপ্যমান অগ্নির উপর সংস্থাপিত হচ্ছেন ॥ ২৭ ॥

হে সোম্! এই সমস্ত প্রাণী তোমার স্বর্গীয় রেতঃ হ'তে উৎপন্ন। তুমি সমস্ত বিশ্বভুবনের প্রভু। হে ক্ষরণশীল সোম! এই নিখিল জগৎ তোমার আজ্ঞাধীন। হে সোম! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী ॥ ২৮ ॥

হে সোম! তুমি বিশাল, বিস্তৃত সমুদ্র। হে কবি! তুমিই এই পাঁচ দিক্ ঊর্ধ্বের দিক্ লয়ে পাঁচ ধারণ করেছো। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ করো। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার জ্যোতিরাশি সূর্যের তুল্য ॥ ২৯ ॥

হে সোম! এই ধূলিময় পৃথিবী ধারণ করবার জন্য দেবতাবর্গের উদ্দেশে পবিত্রেতে শোধিত হয়ে থাকো। উশিজ নামক ব্যক্তিবর্গ সর্বাগ্রে তোমাকে গ্রহণ করেছিল। এই সমস্ত লোক তোমার দ্বারা চালিত হয়েছে ॥ ৩০ ॥

সোমরস শব্দ করতে করতে মেষলোম অতিক্রম করছে। এই প্রবাহক হরিতবর্ণ রস জলে পতিত হয়ে শব্দ করছে। এর ধ্যান করতে করতে এর অভিলাষিগণ এর স্তব করছেন। ইনি যেন একটি শব্দায়মান শিশু, স্তুতিগণ যেন বাৎসল্যভরে একে লেহন করছে ॥ ৩১ ॥

এই সোম যেন সূর্যকিরণময় পরিচ্ছদ ধারণ করছেন; আমার বোধ হয় ইনি ত্রিগুণ সূত্র আকর্ষণ করছেন, অর্থাৎ দিনের মধ্যে তিনবার যজ্ঞ হয়, ইনি ঋতের নূতন নূতন স্তোত্র সরবরাহ ক'রে দিচ্ছেন। এই নরপতি সোম আপন পাত্রে গমন করছেন ॥ ৩২ ॥

এই সোম যিনি নদীগণের রাজা, স্বর্গের অধিপতি, তিনি ক্ষরিত হচ্ছেন। ঋত যে পথ প্রদর্শন করছে, সশব্দে সেই সমস্ত পথ দিয়ে গমন করছেন। এই হরিতবর্ণ সোম সহস্র ধারায় সিক্ত হচ্ছেন। ইনি শোধিত হচ্ছেন, তা দর্শন ক'রে লোকের নানারকম বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে, এঁর সঙ্গে সঙ্গেই ধন আছে ॥ ৩৩ ॥

হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি সূর্যের মতো অদ্ভুত। তোমার প্রচুর রস, তুমি মেষলোমের পবিত্র

স্বরূপ পথ দিয়ে চালিত ক'রে দিচ্ছো। তুমি প্রস্তরে নিষ্পীড়িত হয়েছো; অধ্যক্ষগণ তোমাকে অঙ্গুলির দ্বারা শোধন করেছে, এইক্ষণে তুমি প্রচুর ধনলাভের উদ্দেশে তুমুল যুদ্ধে গমন করছো ॥৩৪॥

হে সোম! তুমি অন্ন ও পরাক্রম উৎপাদন করো। শ্যেনপক্ষী যেমন আপন বাসায় উপবিষ্ট হয়, তেমনি তুমি কলসের মধ্যে উপবেশন করো। তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে ইন্দ্রের আনন্দ ও মত্ততা উপস্থিত করো, যেহেতু তুমি মাদকতাশক্তিসম্পন্ন। তুমি দ্যুলোকের সমযোগ্য স্তম্ভস্বরূপ, তুমি চতুর্দিক দৃষ্টি করো ॥৩৫॥

এই যে নবীন বালক সোম, যিনি বিশ্বজয়ী হবার জন্য জন্মেছেন, যিনি দিব্য লোকবাসী গন্ধর্বের মতো রূপবান্, যিনি নরজাতির প্রতি কৃপাবান্, সেই সোমকে সাতজন ভগিনীতে মিলে জলের মধ্যে লালন-পালন করে, কেননা তিনি পালিত হ'লে সমস্ত বিশ্বভুবনের শ্রীবৃদ্ধি হবে ॥৩৬॥

হে সোম! তুমি উজ্জ্বল ও পক্ষযুক্ত ঘোটকী জুড়ে প্রচুর মতো বিশ্বভুবনে গতিবিধি করো। সেই ঘোটকীগণ যেন ঘৃত, দুগ্ধ মধু আহরণ ক'রে দেয়। হে সোম! মানবগণ যেন তোমার কার্যসিদ্ধি করতেই ব্যাপৃত থাকে ॥৩৭॥

হে ক্ষরণশীল সোম! নরজাতির প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি। তুমি রসবৃষ্টি ক'রে থাক। তোমার রসময় তরঙ্গ তুমি চতুর্দিকে চালিত ক'রে থাক। অতএব তুমি এমনভাবে ক্ষরিত হও যে, আমরা যেন অর্থ ও সুবর্ণ লাভ করি। যেন ত্রিভুবনে আমরা নিরুপদ্রবে প্রাণ ধারণ করি ॥৩৮॥

হে সোম! তুমি এমনভাবে ক্ষরিত হও, যেন আমরা গাভী ও অশ্ব এবং সুবর্ণ লাভ করি। তুমি ত্রিভুবনে গর্ভাধানকারী জনকের স্বরূপ সংস্থাপিত আছো। হে সোম্! তুমি বিশ্বব্যাপী; তোমার প্রসাদে লোকবল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তোমাকে এইরকম জ্ঞাত হয়ে বিদ্বান্‌গণ নানারকম বাক্য উচ্চারণপূর্বক তোমার উপাসনা করছে ॥৩৯॥

এই যে সোম, ইনি অতি চমৎকার মধুর তরঙ্গ উত্থিত করছেন। জলের পরিচ্ছদ ধারণ ক'রে মহিষের মতো অবগাহন করছেন। ইনি রাজা, পবিত্রই এঁর রথ, ইনি যুদ্ধে গমন করলেন; ইনি সহস্র স্থানে গতিবিধি ক'রে প্রচুর অন্ন জয় করছেন ॥৪০॥

সোম সংসারের আয়ু অর্থাৎ জীবনস্বরূপ; তিনি আমাদের স্তুতিবাক্য অহর্নিশি উদয় ক'রে দিচ্ছেন, সেই স্তুতিবাক্য যার প্রভাবে আমরা সন্তান ইত্যাদি লাভ করি, যা আমাদের জন্য অশেষ কাম্যবস্তুতে পরিপূর্ণ আছে। হে সোম! তুমি ইন্দ্রকর্তৃক পীত হয়ে তাঁর নিকট আমাদের জন্য সন্তান, ধন, ঘোটক ও উত্তম অট্টালিক যাচ্ঞা ক'রে দাও ॥৪১॥

প্রভাত উপস্থিত হওয়ামাত্র সুবোধ ব্যক্তি সেই রমণীয় মূর্তিধারী হরিতবর্ণ আনন্দকর সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করেন। সেই সোম সংসার রক্ষা করবার উদ্দেশে নরলোকবাসী ও দিব্যলোকবাসী এই দুই জাতীয় ব্যক্তিবর্গের বলাধান করবার জন্য তাদের উদরে প্রবেশ ক'রে থাকেন ॥৪২॥

পুরোহিতগণ সোমকে মর্দন করছেন, পৃথক্ করছেন, উত্তমরূপে মর্দন করছেন, মধুসংযুক্ত করছেন ও তৎপ্রতিভাবে মর্দন করছেন, যেহেতু সেই সোম ক্রতু অর্থাৎ কার্যকুশল। যখন সিন্ধু, অর্থাৎ তাঁর রস উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তিনি নিম্নে পতিত হন, তিনি রস সেচন করতে থাকেন, তৎক্ষণাৎ সুবর্ণাভরণধারী পুরোহিতগণ তাঁকে জলে নীত করেন, যেমন লোকে পশুকে জলে নীত করে ॥৪৩॥

সেই ক্ষরণশীল জ্ঞানী সোমের নাম ক'রে সকলে গান করো, তাঁর প্রকাণ্ড ধারা অন্ন আহরণ করতে গমন করছেন যেমন সর্প নিজের পুরাতন চর্ম ত্যাগ করে, সেইরকম সেই ধারা গমন করছে। সেই রস সেচনকারী হরিতবর্ণ সোম ক্রীড়াপ্রসক্ত ঘোটকের মতো ধাবমান হচ্ছেন ॥ ৪৪ ॥

সেই সোম রাজার মতো অগ্রে চলেছেন; তিনি জলের স্রোতের মতো সতেজে গমন করছেন। সংসারে দিন পরিমাণ করবার জন্য তিনি নিযুক্ত আছেন। তিনি হরিতবর্ণ, তিনি জলে স্নান করেছেন, তিনি দেখতে এমনই সুশ্রী, যেন তাঁর শরীরে ঘৃত প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি ধনের ভাণ্ডার স্বরূপ। তিনি উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্বক ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ৪৫ ॥

সোম দ্যুলোকের ধারণকর্তা, স্তম্ভস্বরূপ, তিনি উচ্চ হয়ে আছেন, তিনি মত্ততার উৎপাদক, তিনি সর্বতোভাবে তিন রকম উপাদানে (ঘৃত, দুগ্ধ ও সোমের নিজ রস) প্রস্তুত। তিনি সর্বলোকে বিচরণ করেন। সেই উজ্জ্বল সোমরস যখন শব্দ করেন, তখন স্তবকর্তাবর্গ তাঁকে লেহন করেন; সেই সময়ে আবার ঋক্ উচ্চারণকারীগণ শোধিত সোমের নিকটবর্তী হন ॥ ৪৬ ॥

হে সোম! শোধনকালে তোমার অস্থির ধারাগুলি একত্র মিলিত হয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমগুলি অতিক্রম করছে। সেই সময়ে তুমি দুই পাত্রের মধ্যে সংস্থাপিত হয়ে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হও। প্রস্তুত হয়ে তুমি কলসে গমন ক'রে উপবেশন করো ॥ ৪৭ ॥

হে ক্রিয়াকুশল সোম! তুমি স্তবের দ্বারা পরিতোষিত হচ্ছো, এইক্ষণে মেষলোমের উপর সুমিষ্ট রস পাতিত করো। সকল রাক্ষসবৃন্দকে ধ্বংস করো, অগ্নির যজ্ঞে আমরা এই দীর্ঘ ছন্দের স্তব পাঠ করছি, যেন আমরা বীর পুত্র লাভ করি ॥ ৪৮ ॥

টীকা — ৮ ঋকের বক্তব্য—তিনি ধারারূপ নদীমূর্তি ত্যাগ ক'রে কলসরূপ সমুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন॥ ১৮ ঋকে তিন দিন যুদ্ধের পর ইক্ষু ইত্যাদি খাদ্য লাভের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে॥ ৩৫ ঋকে শ্যেনপক্ষীর সাথে তুলনা করা হয়েছে॥ ৩৬ ঋকেও গন্ধর্ব অর্থে সূর্য॥—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৩৮৭ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ৪, ৫ ও ৬ ঋক্; ৪৪৭ পৃষ্ঠায় ১০, ১১ ও ১২ ঋক্; ৪৯১ পৃষ্ঠায় ১৬, ১৭ ও ১৮ ঋক্; ৩৫১ পৃষ্ঠায় ১৯, ২০ ও ২১ ঋক্; ৪১৯ পৃষ্ঠায় ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ ঋক্; ৬৫৬ পৃষ্ঠায় ৪৩, ৪৪ ও ৪৫ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২৩৪ পৃষ্ঠাতেও ১৬, ১৯ ও ৪৫ ঋক্ দ্রষ্টব্য। সেগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। যথা,—৪ ঋক্—"পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার সর্বব্যাপক দ্যুলোকজাত জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতের সাথে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক। যে জ্ঞানিগণ সাধকদের আপনাকে পরিশোধন করেন, সেই জ্ঞানিগণ দ্যুলোকজাত অমৃতপ্রবাহ লাভ করেন।" (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ অমৃতলাভ করেন, আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত অমৃত লাভ করি)।—ইত্যাদি॥ ১৯ ঋক্—"স্তোতাদের অভীষ্টবর্ষক, সর্বজ্ঞ সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন। তিনি জ্ঞান ও জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবী এবং দেব-ভাবের বর্ধনকারী হন; অমৃতপ্রবাহের কর্তা সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে ধারারূপে প্রবেশ করুন; তিনি আমাদের ভক্তির সাথে ভগবানের নিকট গমন করুন।" (ভাব এই যে,—প্রার্থনার দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে লাভ করি)।—ইত্যাদি॥ ৪৫ ঋক্—"সর্বশ্রেষ্ঠ লোকাধীশ অমৃতদায়ক সেই দেবতা সকল সাধকগণ কর্তৃক স্তুত হন; সর্বলোকে বিরাজিত সেই দেবতা কালাধীশ হন; তিনি পাপহারক, অমৃতস্বরূপ, পরমকল্যাণময়, অসীম, জ্যোতির্ময়, পরমাশ্রয়স্বরূপ, পরমধনদাতা আমাদের পরমধন প্রদান করুন।" (ভাব এই যে,—সর্বলোকাধীশ কল্যাণদায়ক ভগবান্ আমাদের পরমধনপ্রাপক হোন)।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক এই ঋক্গুলির সবিস্তৃত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণগুলি অবশ্যই দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৮৭ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : উশনা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

প্র তু দ্রব পরি কোশং নি ষীদ নৃভিঃ পুনানো অভি বাজমর্ষ।
অশ্বং ন ত্বা বাজিনং মর্জয়ন্তোঽচ্ছা বর্হী রশনাভির্নয়ন্তি ॥ ১ ॥
স্বায়ুধঃ পবতে দেব ইন্দুরশস্তিহা বৃজনং রক্ষমাণঃ।
পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষো বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ২ ॥
ঋষির্বিপ্রঃ পুরএতা জনানামৃভুর্ধীর উশনা কাব্যেন।
স চিদ্বিবেদ নিহিতং যদাসামপীচ্যং গুহ্যং নাম গোনাম্ ॥ ৩ ॥
এষ স্য তে মধুমাঁ ইন্দ্র সোমো বৃষা বৃষ্ণে পরি পবিত্রে অক্ষাঃ।
সহস্রসাঃ শতসা ভূরিদাবা শশ্বত্তমং বর্হিরা বাজ্যস্থাৎ ॥ ৪ ॥
এতে সোমা অভি গব্যা সহস্রা মহে বাজায়ামৃতায় শ্রবাংসি।
পবিত্রেভিঃ পবমানা অসৃগ্রঞ্ছ্রবস্যবো ন পৃতনাজো অত্যাঃ ॥ ৫ ॥
পরি হি ষ্মা পুরুহূতো জনানাং বিশ্বাসরদ্ভোজনা পূয়মানঃ।
অথা ভর শ্যেনভৃত প্রয়াংসি রয়িং তুঞ্জানো অভি বাজমর্ষ ॥ ৬ ॥
এষ সুবানঃ পরি সোমঃ পবিত্রে সর্গো ন সৃষ্টো অদধাবদর্বা।
তিগ্মে শিশানো মহিষো ন শৃঙ্গে গা গব্যন্নভি শূরো ন সত্বা ॥ ৭ ॥
এষা যযৌ পরমাদন্তরদ্রেঃ কূচিৎসতীরূর্বে গা বিবেদ।
দিবো ন বিদ্যুৎস্তনয়ন্ত্যভ্রৈঃ সোমস্য তে পবত ইন্দ্র ধারা ॥ ৮ ॥
উত স্ম রাশিং পরি যাসি গোনামিন্দ্রেণ সোম সরথং পুনানঃ।
পূর্বীরিষো বৃহতীর্জীরদানো শিক্ষা শচীবস্তব তা উপষ্টুৎ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! তুমি ধাবমান হও, কলসে গমন ক'রে উপবেশন করো, অধ্বর্যুগণ তোমাকে শোধন করছে, অন্নের দিকে গমন করো, ঘোটকের মতো তোমাকে ধৌত করছে এবং বল্গা ধারণ ক'রে তোমাকে কুশের দিকে নীত করছে ॥ ১ ॥

সোমদেব উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক ক্ষরিত হচ্ছেন, তিনি অমঙ্গল নষ্ট করেন, উপদ্রব নিবারণ করেন। তিনি দেবতাগণের জন্মদাতা পিতা, তিনি দ্যুলোকের স্তম্ভস্বরূপ, পৃথিবীর আধারস্বরূপ ॥ ২ ॥

উশনা ঋষি বুদ্ধিমান্ ও একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, উজ্জ্বলমূর্তি ও ধীর, তিনি এই সকল গাভীর নিগূঢ় ও গোপনীয় নাম পুণ্যানুষ্ঠানের প্রভাবে জ্ঞাত হ'তে পেরেছেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! এই সেই তোমার সোমরস, এ রসসেচনকারী; তুমিও বৃষ্টি-বর্ষণকারী; তোমার নিমিত্ত এটি পবিত্রের উপর ক্ষরিত হচ্ছে। এই সোম শতদাতা, সহস্রদাতা, বিস্তারদাতা, ইনি ক্রমাগত যজ্ঞেতে অধিষ্ঠিত হন ॥ ৪ ॥

এইসকল সহস্রসংখ্যক সোমরস, এরা দুগ্ধের দিকে ধাবমান, বিস্তর চমৎকার অন্ন লাভ এদের লক্ষ্য, পবিত্রের ছিদ্রপথ দিয়ে এদের প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্য। এরা যেন যুদ্ধজয়ী ঘোটকের মতো ॥ ৫ ॥

এই সোমকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে। ইনি শোধিত হয়ে লোকগণকে নানারকম অন্ন আহরণ ক'রে দেন। হে সোম! তোমাকে শ্যেনপক্ষী আনয়ন করেছে; অন্ন পরিপূর্ণ ক'রে দাও, ধন দান করতে করতে অন্নের দিকে গমন করো ॥ ৬ ॥

এই যে নিষ্পীড়িত সোম, ইনি পবিত্রের চারিপাশে ধাবিত হচ্ছেন, যেমন ঘোটককে মুক্ত করলে সে ধাবিত হয়, যেমন তীক্ষ্ণ দুই শৃঙ্গ শানিয়ে মহিষ ধাবিত হয়; অথবা যেমন বীরপুরুষ বিস্তর গাভী জয় করবেন ব'লে ধাবিত হন ॥ ৭ ॥

এই যে সোম, ইনি পরমধাম হ'তে নিষ্পীড়নের উপযোগী প্রস্তরফলকের মধ্যে আগমন করেছেন। কোন নিভৃতস্থানে গাভীগণ ছিল, ইনি তা জ্ঞাত হ'তে পেরেছেন। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমের ধারা ক্ষরিত হচ্ছে, যেমন আকাশের বিদ্যুৎ মেঘের দ্বারা প্রেরিত হয়ে শব্দ করতে করতে নির্গত হয় ॥ ৮ ॥

হে সোম! তুমি শোধিত হয়ে ইন্দ্রের সাথে একরথে আরোহণপূর্বক বিস্তর গাভী আহরণ করো; তোমার স্বভাব যে, তুমি শীঘ্রই দান করো। প্রচুর ও বিস্তর অন্ন প্রদান করো; হে স্তব গ্রহণকর্তা! তুমিই অন্নের অধিপতি, সেই সমস্ত অন্নই তোমার ॥ ৯ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২৮৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ এবং ২২২ পৃষ্ঠাতেও ১ ঋক্‌টি ও সেই সঙ্গে ৪ ঋক্‌টিও গৃহীত হয়েছে। এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! শীঘ্র আগমন করুন; এবং আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন; সৎকর্মকারী জনের দ্বারা পবিত্রতাসম্পন্ন আপনি শক্তি প্রদান করুন; আত্মহৃদয় পবিত্রকারী সাধকগণ অশ্বের ন্যায় মার্জনে প্রবৃত্ত, শক্তিসম্পন্ন ও পবিত্র আপনাকে প্রার্থনা দ্বারা পূজা করছে।" (ভাব এই যে, —ভগবান্ সাধকদের আত্মশক্তি প্রদান করেন; সাধকেরাও ভগবৎপরায়ণ হন)। [মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানকে পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং দ্বিতীয়াংশে সাধকের সাধনার চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে]।—ইত্যাদি ॥ ৪ ঋক্—"সর্বৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! কামনাপূরক আপনাকে পাবার জন্য এই অভীষ্টবর্ষক অমৃতস্বরূপ সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়কে পবিত্র ক'রে যেন সমুদ্ভূত হন; অসীম দানশীল, শক্তিমান্ তিনি নিত্যকাল আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি)। [ভগবানের দানশীলতা বিশেষভাবে ব্যক্ত করবার জন্যই একার্থবাচক 'শতসা', 'সহস্রসাঃ' 'ভূরিদাবা' এই তিন পদ ব্যবহৃত হয়েছে। পরম দানশীল ভগবানের কাছ থেকে সত্ত্বভাব নামক পরম কল্যাণদায়ক বস্তু লাভ করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে]।—ইত্যাদি ॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ২ ও ৩ ঋকেরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৮৮ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : উশনা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অয়ং সোম ইন্দ্র তুভ্যং সুন্বে তুভ্যং পবতে ত্বমস্য পাহি।
ত্বং হ যং চকৃষে ত্বং ববৃষ ইন্দুং মদায় যুজ্যায় সোমম্ ॥ ১ ॥

স ঈং রথো ন ভুরিষালযোজি মহঃ পুরূণি সাতয়ে বসূনি।
আদীং বিশ্বা নহুষ্যাণি জাতা স্বর্ষাতা বন ঊর্ধ্বা নবন্ত ॥ ২॥
বায়ুর্ন যো নিযুত্বাঁ ইষ্টযামা নাসত্যেব হব আ শম্ভবিষ্ঠঃ।
বিশ্ববারো দ্রবিণোদা ইব ত্মন্‌পূষেব ধীজবনোঽসি সোম ॥ ৩॥
ইন্দ্রো ন যো মহা কর্মাণি চক্রির্হন্তা বৃত্রাণামসি সোম পূর্ভিৎ।
পৈদ্বো ন হি ত্বমহিনাম্নাং হন্তা বিশ্বস্যাসি সোম দস্যোঃ ॥ ৪॥
অগ্নির্ন যো বন আ সৃজ্যমানো বৃথা পাজাংসি কৃণুতে নদীষু।
জনো ন যুধ্বা মহত উপব্দিরিয়র্তি সোমঃ পবমান ঊর্মিম্ ॥ ৫॥
এতে সোমা অতি বারাণ্যব্যা দিব্যা ন কোশাসো অভ্রবর্ষাঃ।
বৃথা সমুদ্রং সিন্ধবো ন নীচীঃ সুতাসো অভি কলশাঁ অসৃগ্রন্ ॥ ৬॥
শুষ্মী শর্ধো ন মারুতং পবস্বানভিশস্তা দিব্যা যথা বিট্।
আপো ন মক্ষূ সুমতির্ভবা নঃ সহস্রাপ্সাঃ পৃতনাষাণ্ ন যজ্ঞঃ ॥ ৭॥
রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্গভীরং তব সোম ধাম।
শুচিষ্ট্বমসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষায্যো অর্যমেবাসি সোম ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! তোমার জন্য এই সোম প্রস্তুত করছি। তোমার জন্য ক্ষরিত হচ্ছে। তুমি এ পান করো। তুমি তাকে প্রস্তুত করেছো। তুমি তাকে মনোনীত করেছো এই অভিপ্রায়ে যে, সে তোমাকে সাহায্যে করবে, সে তোমাকে মত্ত করবে ॥ ১ ॥

যেমন বিস্তর ভারবহনক্ষম রথকে লোকে যোজনা করে, সেইরকম সোমকে যোজনা করা হলো, কেননা তিনি প্রভূত ধন প্রদান করবেন। পরে সকল ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হয়ে স্বর্গলাভের দ্বারস্বরূপ সংগ্রামের মধ্যে প্রবেশ করুক ॥ ২ ॥

যে সোম, নিযুৎ নামক ঘোটকের অধিপতি, বায়ুদেবের মতো অনবরত গমন করেন, অশ্বিদ্বয়ের মতো আহ্বান মাত্র আগমনপূর্বক সুখ দান করেন; ধনদানকর্তা ব্যক্তির মতো যিনি সকলের প্রার্থনীয় এবং সূর্যের মতো যিনি মানসবেগে গমন করেন, তাঁরই নাম সোম ॥ ৩ ॥

যে তুমি ইন্দ্রের মতো অনেক গুরুতর কার্য সম্পন্ন করেছো, সেই তুমি বৃত্রবৃন্দকে বধ করেছো, শত্রুর পুরী ধ্বংস করেছো। ঘোটকের মতো অহিগণকে নিধন করেছো। তুমি সকল দস্যুর নিধনকর্তা ॥ ৪ ॥

বনের মধ্যে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে যেমন বল প্রকাশ করে, সেইরকম তুমি জলের মধ্যে আপন বীর্য প্রকাশ করো। যেমন যুদ্ধে উদ্যত কোন বীরপুরুষ বিপক্ষকে উচ্চস্বরে আহ্বান করতে করতে অগ্রসর হন, সেইরকম ক্ষরণশীল সোম শব্দ করতে করতে পূর্ণ রস প্রদান করছেন ॥ ৫ ॥

আকাশের মেঘ হ'তে যেমন বারিবর্ষণ হয়, কিংবা যেমন নদীগণ নিম্নের দিকে সমুদ্রে গমন করে, সেইরকম এই সমস্ত নিষ্পীড়িত মেষলোম অতিক্রমপূর্বক কলসের মধ্যে গমন করছে ॥ ৬ ॥

হে সোম! তুমি বায়ুর মতো প্রবল বেগে বহমান হও; স্বর্গের অতি সুন্দর প্রজার মতো অর্থাৎ বায়ুর ন্যায় বহমান হও। জলের মতো বেগে ক্ষরিত হও। আমাদের সুমতি প্রদান করো। বহুসৈন্য বিজয়ী ইন্দ্রের মতো তুমি আমাদের যজ্ঞভাগের অধিকারী। সহস্রদিক্ দিয়ে তোমার গতি ॥ ৭ ॥

হে সোম। বরুণরাজার মতো তোমার সমস্ত কার্য। প্রকাণ্ড ও গভীর স্থানে তোমার অবস্থিতি। তুমি প্রেমাস্পদ বন্ধুর মতো নির্মল। তুমি সূর্যদেবের মতো পূজনীয় ॥ ৮॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৬০৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তটির ১, ২ ও ৭ ঋক্ তিনটি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে বলাধিপতি দেব। প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ হোক; আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক; আপনি আমাদের হৃদয়স্থিত এই শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন; আপনি যে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদের পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্য এবং মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ের জন্য আপনিই গ্রহণ করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্। আপনার প্রদত্ত আমাদের হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব আপনিই গ্রহণ করুন, অকিঞ্চন আমাদের অন্য কোনও পূজোপকরণ নেই)।—ইত্যাদি॥ ৭ ঋক্—"হে দেব। মুমুক্ষু সাধকগণ যেমন সৎ-ভাব-সমন্বিত হন, তেমনই সৎ-ভাব-সমন্বিত দিব্য-শক্তিসম্পন্ন আপনি বিবেকশক্তিতুল্য দিব্যশক্তি আমাদের প্রদান করুন; নিত্যকাল অমৃততুল্য অর্থাৎ অমৃতদায়ক সৎ-প্রবৃত্তি আমাদের হোক; বিশ্বরূপতুল্য শত্রুনাশক আপনি আরাধনীয় হন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের দিব্যশক্তি প্রদান করুন; আমরা যেন সৎ-বৃত্তি-সম্পন্ন হই)। [...বর্তমান মন্ত্রে 'সোম' শব্দই নেই, ভাষ্য ইত্যাদিতে তা অধ্যাহৃত হয়েছে]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক দ্বিতীয় ঋক্‌টি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৮৯ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : উশনা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রো স্য বহ্নিঃ পথ্যাভিরস্যান্দিবো ন বৃষ্টিঃ পবমানো অক্ষাঃ।
সহস্রধারো অসদন্ন্যস্মে মাতুরুপস্থে বন আ চ সোমঃ ॥ ১॥
রাজা সিন্ধূনামবসিষ্ট বাস ঋতস্য নাবমারুহদ্রজিষ্ঠাম্।
অপ্সু দ্রপ্সো বাবৃধে শ্যেনজূতো দুহ ঈং পিতা দুহ ঈং পিতুর্জাম্ ॥ ২॥
সিংহং নসন্ত মধ্বো অয়াসং হরিমরুষং দিবো অস্য পতিম্।
শূরো যুৎসু প্রথমঃ পৃচ্ছতে গা অস্য চক্ষসা পরি পাত্যুক্ষা ॥ ৩॥
মধুপৃষ্ঠং ঘোরময়াসমশ্বং রথে যুঞ্জন্ত্যুরুচক্র ঋষ্বম্।
স্বসার ঈং জাময়ো মর্জয়ন্তি সনাভয়ো বাজিনমূর্জয়ন্তি ॥ ৪॥
চতস্র ঈং ঘৃতদুহঃ সচন্তে সমানে অন্তর্ধরুণে নিষত্তাঃ।
তা ঈমর্ষন্তি নমসা পুনানাস্তা ঈং বিশ্বতঃ পরি যন্তি পূর্বীঃ ॥ ৫॥
বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যা বিশ্বা উত ক্ষিতয়ো হস্তে অস্য।
অসত্ত উৎসো গৃণতে নিযুত্বান্মধ্বো অংশুঃ পবত ইন্দ্রিয়ায় ॥ ৬॥
বন্বন্নবাতো অভি দেববীতিমিন্দ্রায় সোম বৃত্রহা পবস্ব।
শগ্ধি মহঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য রায়ঃ সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — যেমন আকাশ হ'তে বৃষ্টি ক্ষরিত হয়ে চারিদিক আচ্ছন্ন করে, সেইরকম সোম প্রবাহিত হ'তে হ'তে নানা পথে গমন করছেন। সহস্রধারাতে তিনি আমাদের মাতৃস্বরূপা পৃথিবীর অঙ্গে স্থান গ্রহণ করছেন এবং কাষ্ঠময় পাত্রে সঞ্চিত হচ্ছেন ॥ ১ ॥

সোম নদীগণের (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগণের) রাজা, ইনি বস্ত্র পরিধান করলেন (দুধে মেশালেন)। ইনি যজ্ঞের সুগঠন নৌকায় আরোহণ করলেন। এই যে সোম, যাঁকে শ্যেনপক্ষী আহরণ করেছেন, ইনি নিজে প্রবলয়, জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে বর্ধিত হলেন। অগ্নি এঁর পিতা, অগ্নি যজ্ঞেরও পিতা, সেই অগ্নি আপন সন্তান সোমকে পান করলেন ॥ ২ ॥

এই যে সোম, যিনি সিংহতুল্য, যিনি মধু বইয়ে দেন, যিনি দেখতে সুন্দর, যিনি দ্যুলোকের অধিপতি, সকলে তাঁকে বেষ্টন ক'রে দণ্ডায়মান হচ্ছে। ইনি বীর, ইনি যুদ্ধের সময় অগ্রগামী; ইনি গাভী কোথায়, তা জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ গাভী জয়পূর্বক আনীত করেন। এঁরই সাহায্যে বৃষ্টিসেচনকারী ইন্দ্র বিশ্বভুবন রক্ষা করেন ॥ ৩ ॥

এই যে সোম, ইনি যেন একটি দুর্দান্ত ঘোটক, এঁর পৃষ্ঠে মধু আছে, ইনি ক্রমাগত গমন করেন, এঁকে প্রকাণ্ড চক্রযুক্ত রথ অর্থাৎ যজ্ঞে যোজনা ক'রে থাকে, আর শোধনকারিণী দশ অঙ্গুলি পরস্পর ভগিনীর মতো, অথবা সপত্নীর মতো, অথবা এক বংশোৎপন্না স্ত্রীলোকের মতো, এরা সোমস্বরূপ ঘোটকের গাত্র মার্জনা ক'রে দিচ্ছেন, এঁরা এই ঘোটককে উৎসাহিত করছেন ॥ ৪ ॥

চারিটি গাভী এই সোমের সেবা করছে, তাদের দুগ্ধ যেন ঘৃতের মতো, তারা একই আশ্রয়স্থানের মধ্যে উপবেশন করেছে, তারা দুগ্ধ দানপূর্বক এঁর সন্নিহিত হচ্ছে। সেই বৃহৎ বৃহৎ গাভী এঁকে বেষ্টন ক'রে আছে ॥ ৫ ॥

এই সোম দ্যুলোকের অবলম্বনকারীস্বরূপ; পৃথিবীর আধারস্বরূপ; সমস্ত জীবজন্তু এঁর হস্তগত। তুমি স্তব করছো, তোমার নিকট আগমনের জন্য শীঘ্রগামী ঘোটক যোজনা করছেন। তিনি মধুর অংশু ধারণ করেন, তিনি বল উৎপাদন করবার জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ৬ ॥

হে বলশালী সোম! দেবতাবৃন্দের উদ্দেশে এই যে অনুষ্ঠান করছি, তুমি এর দিকে ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও, কারণ তুমিই বৃত্রের নিধনকর্তা। আমাদের প্রার্থনা, যেন তোমার প্রভাবে আমরা মনোমত অর্থ ও পুত্রসন্তান লাভ করি ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৯০ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র হিন্বানো জনিতা রোদস্যো রথো ন বাজং সনিষ্যন্নয়াসীৎ।
ইন্দ্রং গচ্ছন্নায়ুধা সংশিশানো বিশ্বা বসু হস্তয়োরাদধানঃ ॥ ১ ॥
অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধামাঙ্গূষাণমবাবশন্ত বাণীঃ।
বনা বসানো বরুণো ন সিন্ধূন্ বি রত্নধা দয়তে বার্যাণি ॥ ২ ॥

মন্ত্রার্থ — যেমন আকাশ হ'তে বৃষ্টি ক্ষরিত হয়ে চারিদিক আচ্ছন্ন করে, সেইরকম সোম প্রবাহিত হ'তে হ'তে নানা পথে গমন করছেন। সহস্রধারাতে তিনি আমাদের মাতৃভূতা পৃথিবীর অঙ্গে স্থান গ্রহণ করছেন এবং কাষ্ঠময় পাত্রে সঞ্চিত হচ্ছেন ॥ ১ ॥

সোম নদীগণের (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগণের) রাজা, ইনি বস্ত্র পরিধান করলেন (দুগ্ধে মেশালেন)। ইনি যজ্ঞের সুগঠন নৌকায় আরোহণ করলেন। এই যে সোম, যাঁকে শ্যেনপক্ষী আহরণ করেছেন, ইনি নিজে দ্রবময়, জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে বর্ধিত হলেন। অগ্নি এঁর পিতা, অগ্নি যজ্ঞেরও পিতা, সেই অগ্নি আপন সন্তান সোমকে পান করলেন ॥ ২ ॥

এই যে সোম, যিনি সিংহতুল্য, যিনি মধু বইয়ে দেন, যিনি দেখতে সুন্দর, যিনি দ্যুলোকের অধিপতি, সকলে তাঁকে বেষ্টন ক'রে দণ্ডায়মান হচ্ছে। ইনি বীর, ইনি যুদ্ধের সময় অগ্রগামী; ইনি গাভী কোথায়, তা জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ গাভী জয়পূর্বক আনীত করেন। এঁরই সাহায্যে বৃষ্টিসেচনকারী ইন্দ্র বিশ্বভুবন রক্ষা করেন ॥ ৩ ॥

এই যে সোম, ইনি যেন একটি দুর্দান্ত ঘোটক, এঁর পৃষ্ঠে মধু আছে, ইনি ক্রমাগত গমন করেন, এঁকে প্রকাণ্ড চক্রযুক্ত রথ অর্থাৎ যজ্ঞে যোজনা ক'রে থাকে, আর শোধনকারিণী দশ অঙ্গুলি পরস্পর ভগিনীর মতো, অথবা সপত্নীর মতো, অথবা এক বংশোৎপন্না স্ত্রীলোকের মতো, এরা সোমস্বরূপ ঘোটকের গাত্র মার্জনা ক'রে দিচ্ছেন, এঁরা এই ঘোটককে উৎসাহিত করছেন ॥ ৪ ॥

চারিটি গাভী এই সোমের সেবা করছে, তাদের দুগ্ধ যেন ঘৃতের মতো, তারা একই আশ্রয়স্থানের মধ্যে উপবেশন করেছে, তারা দুগ্ধ দানপূর্বক এঁর সন্নিহিত হচ্ছে। সেই বৃহৎ বৃহৎ গাভী এঁকে বেষ্টন ক'রে আছে ॥ ৫ ॥

এই সোম দ্যুলোকের অবলম্বনকারীস্বরূপ; পৃথিবীর আধারস্বরূপ; সমস্ত জীবজন্তু এঁর হস্তগত। তুমি স্তব করছো, তোমার নিকট আগমনের জন্য শীঘ্রগামী ঘোটক যোজনা করছেন। তিনি মধুময় অংশু ধারণ করেন, তিনি বল উৎপাদন করবার জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ৬ ॥

হে বলশালী সোম! দেবতাবৃন্দের উদ্দেশে এই যে অনুষ্ঠান করছি, তুমি এর দিকে ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও, কারণ তুমিই বৃত্রের নিধনকর্তা। আমাদের প্রার্থনা, যেন তোমার প্রভাবে আমরা মনোমত অর্থ ও পুত্রসন্তান লাভ করি ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆◆

— ৯০ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

প্র হিন্বানো জনিতা রোদস্যো রথো ন বাজং সনিষ্যন্নযাসীৎ।
ইন্দ্রং গচ্ছন্নায়ুধা সংশিশানো বিশ্বা বসু হস্তয়োরাদধানঃ ॥ ১ ॥
অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধামাঙ্গূষাণমবাবশন্ত বাণীঃ।
বনা বসানো বরুণো ন সিন্ধূন্বি রত্নধা দয়তে বার্যাণি ॥ ২ ॥

শূরগ্রামঃ সর্ববীরঃ সহাবাঞ্জেতা পবস্ব সনিতা ধনানি।
তিগ্মায়ুধঃ ক্ষিপ্রধন্বা সমৎস্বষাহ্ঃ সাহ্বাংপৃতনাসু শত্রূন্ ॥ ৩॥
উরুগব্যূতিভরয়ানি কৃণ্বন্ত্সমীচীনে আ পবস্বা পুরন্ধী।
অপঃ সিষাসন্নুষসঃ স্বর্গাঃ সং চিক্রদো মহো অস্মভ্যং বাজান্ ॥ ৪॥
মৎসি সোম বরুণং মৎসি মিত্রং মৎসীন্দ্রমিন্দো পবমান বিষ্ণুম্।
মৎসি শর্ধো মারুতং মৎসি দেবান্মৎসি মহামিন্দ্রমিন্দো মদায় ॥ ৫॥
এবা রাজেব ক্রতুমাঁ অমেন বিশ্বা ঘনিঘ্নদ্দুরিতা পবস্ব।
ইন্দো সূক্তায় বচসে বয়ো ধা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — পুরোহিতগণ সোমকে চালিত ক'রে দিলেন। তিনি রথের মতো চালিত হ'লেন। অন্ন দান করা তাঁর অভিপ্রায়। তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ইন্দ্রের নিকট গমন করবেন, সেইজন্য অস্ত্রশস্ত্র শাণ দিচ্ছেন; তিনি আমাদের প্রদানের জন্য দুই হস্তে অশেষ ধন ধারণ ক'রে আছেন ॥ ১॥

এই যে সোম, যাঁকে তিনবার নিষ্পীড়িন করা হয়েছে, যিনি অন্ন বিতরণ করেন, তাঁর উদ্দেশে পুরোহিতবৃন্দের স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন বরুণ নদীর পরিচ্ছদ পরিধান করেন, ইনি তেমনই জলের পরিচ্ছদ পরিধান করছেন; ইনি রত্নের বিতরণকর্তা, মনোমত অশেষ বস্তু দয়া ক'রে প্রদান করছেন ॥ ২॥

হে সোম! তুমি একাকীই একদল বীরের তুল্য, তুমি সর্বাপেক্ষা বীর, তোমার ক্ষমতা অতুল, তুমি জয়ী ও ধনদাতা; প্রার্থনা যে, তুমি ক্ষরিত হও। তোমার অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ্ণ, তোমার ক্ষিপ্রহস্ত ধনুর্ধর, যুদ্ধে তোমাকে কেউ দমন করতে পারে না; তুমি সকল শত্রু পরাভব করো ॥ ৩॥

হে সোম! কি বিশাল তোমার গমনের পথ; তুমি অভয় দান করতে করতে ক্ষরিত হও, অতি উত্তম দুই পাত্রের মধ্যে ক্ষরিত হও। তোমা হ'তে জল লাভ হয়, প্রভাত হয়, স্বর্গলাভ ও গাভী লাভ হয়। তুমি একবার শব্দ করো, তাহ'লেই আমাদের প্রচুর অন্ন লাভ হয়ে যায় ॥ ৪॥

হে সোম! প্রার্থনা ক'রি যে, তুমি ইন্দ্রকে মত্ত করো, বরুণ, মিত্র, বিষ্ণু, বলবান্ বায়ু ও সকল দেবতাকে মত্ত করো। তাঁদের বিপুল আনন্দ উৎপাদন করো ॥ ৫॥

হে সোম! এইভাবে স্তব করলাম। তুমি কর্মানুষ্ঠান তৎপর রাজার মতো আপন বলের দ্বারা আমাদের পাপরাশি ধ্বংস করতে করতে ক্ষরিত হও। সুন্দরভাবে তোমার স্তোত্র পাঠ করা হয়েছে, অন্ন বিতরণ করো, তা'তে যেন আমাদের কল্যাণ হয় ॥ ৬॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২২৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১ ঋক্‌টি এবং ৫৮০ পৃষ্ঠায় ২, ৩ ও ৪ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। ২২২ পৃষ্ঠাতেও ২ ঋক্‌টি আছে। সেই সূত্রে এই ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"দ্যুলোক-ভূলোকের উৎপাদনকারী সত্ত্বভাব, সৎকর্ম যেমন আত্মশক্তি প্রদান ক'রে, তার মতোই আত্মশক্তি প্রদান করে আমাদের হৃদয়ে উৎপাদিত হোন; তিনি ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য সৎ-ভাবসমূহকে সম্যক্ প্রকারে বিকশিত ক'রে সকল ধন অর্থাৎ পরমধন আমাদের দান করবার জন্য হস্তে ধারণ করে আমাদের প্রাপ্ত হোন।" [প্রার্থনার ভাব এই যে,—আত্মশক্তিপ্রদ সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করতে পারি)। [শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবান্ থেকেই এই

পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়েছে, তাই সত্ত্বভাবকে দ্যুলোক-ভূলোকের জনয়িতা বলা হয়েছে। যখন মানুষ এই মহান্ সত্ত্বভাবকে লাভ করে, তখন তার হৃদয়ে ঐশীশক্তির অবির্ভাব হয়। এই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই তার সাথে ভগবানের যোগ অনুভব ক'রে সে অসীম শক্তি লাভ করে। অপরে, সত্ত্বভাবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরস্থিত সংভাবসমূহও বিকশিত হয়। রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করবার প্রধান অস্ত্র এই সং-ভাবরাজী]।—ইত্যাদি॥ ৪ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! উৎকৃষ্টবিশেষক, দোষশোধক, পার্থিবজনকে স্বর্গপ্রাপক আপনি অভয় প্রদান ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন; অমৃত, জ্ঞানের উন্মেষণ, মোক্ষ, জ্ঞানকিরণ এবং মহৎ পরমধন-প্রদায়ক সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন মোক্ষদায়ক অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি)।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক ২ ও ৩ ঋকেরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯১ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কশ্যপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অসর্জি বহ্না রথ্যে যথাজৌ ধিয়া মনোতা প্রথমো মনীষী।
দশ স্বসারো অধি সানো অব্যেঽজন্তি বহ্নিং সদনান্যচ্ছ ॥ ১॥
বীতী জনস্য দিব্যস্য কব্যৈরধি সুবানো নহুষ্যেভিরিন্দুঃ।
প্র যো নৃভিরমৃতো মর্ত্যেভির্মর্মৃজানোঽবিভির্গোভিরদ্ভিঃ ॥ ২॥
বৃষা বৃষ্ণে রোরুবদংশুরস্মৈ পবমানো রুশদীর্তে পয়ো গোঃ।
সহস্রমৃক্বা পথিভির্বচোবিদধ্বস্মভিঃ সূরো অণ্বং বি যাতি ॥ ৩॥
রুজা দৃহ্লা চিদ্রক্ষসঃ সদাংসি পুনান ইন্দ ঊর্ণুহি বি বাজান্।
বৃশ্চোপরিষ্টাত্তুজতা বধেন যে অন্তি দূরাদুপনায়মেষাম্ ॥ ৪॥
স প্রত্নবন্নব্যসে বিশ্ববার সূক্তায় পথঃ কৃণুহি প্রাচঃ।
যে দুঃষহাসো বনুষা বৃহন্তস্তাংস্তে অশ্যাম পুরুকৃৎ পুরুক্ষো ॥ ৫॥
এবা পুনানো অপঃ স্বর্গা অস্মভ্যং তোকা তনয়ানি ভূরি।
শং নঃ ক্ষেত্রমুরু জ্যোতীংষি সোম জ্যোঙ্নঃ সূর্যং দৃশয়ে রিরীহি ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — বুদ্ধিমান্ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সুপঠিত সোমকে প্রেরণ করা হলো; যেমন যুদ্ধস্থলে রথচক্রের শব্দ হয়, সেইরকম তিনি শব্দ করলেন। দশ ভগিনী মিলিত হয়ে উর্ণো রচিত পবিত্রের উপর অগ্নিতুল্য সেই সোমকে এমনিভাবে পাতিত করছে, যেন তিনি আপন আধারে গমন ক'রে পতিত হন ॥ ১॥

নহুষের সন্তানগণ উত্তম স্তব পাঠ করতে করতে সোমকে প্রস্তুত করলেন, এইরূপে ইনি স্বর্গবাসীগণের নিকট গমন করবেন। ইনি অমৃত, মরণধর্মশীল মানবগণ এঁকে মেষলোম ও গোচর্ম ও জলের দ্বারা শোধন করছে; ইনি যজ্ঞে গমন করছেন ॥ ২॥

রসবর্ষণকারী সোম, জলবর্ষণকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হয়ে এই উজ্জ্বল গব্যদুগ্ধের দিকে গমন করছেন। তিনি ঋত্ প্রাপ্ত হন, তিনি স্তোত্র লাভ করেন, তিনি বীর, ধ্বংসবর্জিত সহস্র পথ দিয়ে পবিত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র অতিক্রমপূর্বক গমন করছেন ॥৩॥

হে সোম! রাক্ষসগণের পুরী দৃঢ় হ'লেও ধ্বংস করো, ক্ষরিত হয়ে তুমি তাদের অন্ন আচ্ছাদন করো, অর্থাৎ আহরণ ক'রে আমাদের প্রদান করো। কি উপরে, কি নিকটে, কি দূরে, যে স্থান হ'তে তাদের কেউ আনয়ন করে ও তাদের নেতা হয়, তাকে এমন ছেদন করো যে, তার প্রাণ বিনষ্ট হয়ে যায় ॥৪॥

হে সর্বলোকের প্রার্থনীয় সোম! আমি নবীন লোক, আমি তোমার উত্তমরূপ স্তব করেছি, যেমন প্রাচীন লোকগণকে তুমি পথ প্রদর্শন করেছো, সেইরকম আমাকেও প্রাচীন পথ সমস্ত প্রদর্শন ক'রে দাও। তোমার এমন যে সকল প্রকাণ্ড অংশ আছে, যা বিপক্ষগণ সহ্য করতে পারে না, যা বিপক্ষগণকে সংহার করে। হে বহুকর্মকারী, বহুশব্দকারী সোম! আমরা যেন সেই সমস্ত অংশ প্রাপ্ত হই ॥৫॥

হে সোম! তুমি শোধিত হচ্ছো; আমাদের জল, স্বর্গ, গোধন ও বহুসংখ্যক পুত্রপৌত্র প্রদান করো। আমাদের ক্ষেত্রের মঙ্গল করো। আমাদের আকাশের গ্রহনক্ষত্র যেন জাজ্বল্যমান থাকে। আমরা যেন চিরকাল সূর্যের আলোক প্রাপ্ত হই ॥৬॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২২৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম সূক্তটি গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম—"সৎকর্মের সাধনে যেমন জ্ঞান উৎপাদন হয়, তেমন রিপুসংগ্রামে প্রার্থনার দ্বারা দেবভাবপ্রাপক, শ্রেষ্ঠ, দীপ্তক্রিয়াযুক্ত জ্ঞান সৃষ্ট হয়; তেমন রিপুসংগ্রামে প্রার্থনার দ্বারা দেবভাবপ্রাপক, শ্রেষ্ঠ, দীপ্তক্রিয়াযুক্ত জ্ঞান সৃষ্ট হয়; দশ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধ্য অভীষ্টবর্ষণশীল যে জ্ঞানকিরণনিবহ, মোক্ষপথপ্রাপক সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ সাধকগণ জ্ঞানদায়ক সৎকর্মের সাধনস্থলে অর্থাৎ সৎকর্মের সাধনের দ্বারা সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হন।" (ভাব এই যে,—সাধকেরা প্রার্থনা এবং সৎকর্মের সাধনের দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন)। [মানুষের কর্মশক্তি ও ভগবানের অনুগ্রহ এই দু'রকম উপায়েই জ্ঞান লাভ হ'তে পারে। ভগবান্ মানুষকে কিছু পরিমাণ কর্ম-স্বাধীনতা দিয়েছেন। কর্মশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার ক'রে ভগবৎ-নিয়মের পরিচালনাধীন থেকে মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে। অথবা ভগবান্-কৃপাপরবশ হ'লে সাধককে সাধনসিদ্ধ বলে, দ্বিতীয় রকমের সাধককে কৃপাসিদ্ধ বলে]।— ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৯২ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কশ্যপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

পরি সুবানো হরিরংশুঃ পবিত্রে রথো ন সর্জি সনয়ে হিয়ানঃ।
আপঞ্ছ্লোকমিন্দ্রিয়ং পূয়মানঃ প্রতি দেবাঁ অজুষত প্রয়োভিঃ ॥ ১॥
অচ্ছা নৃচক্ষা অসরৎ পবিত্রে নাম দধানঃ কবিরস্য যোনৌ।
সীদন্‌হোতেব সদনে চমূষূপেমগ্মন্নৃষয়ঃ সপ্ত বিপ্রাঃ ॥ ২॥
প্র সুমেধা গাতুবিদ্বিশ্বদেবঃ সোমঃ পুনানঃ সদ এতি নিত্যম্।
ভুবদ্বিশেষু কাব্যেষু রন্তানু জনান্যতত্তে পঞ্চ ধীরঃ ॥ ৩॥

তব ত্যে সোম পবমান নিণ্যে বিশ্বে দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ।
দশ স্বধাভিরধি সানো অব্যে মৃজন্তি ত্বা নদ্যঃ সপ্ত যহ্বীঃ ॥ ৪॥
তন্নু সত্যং পবমানস্যাস্তু যত্র বিশ্বে কারবঃ সংনসন্ত।
জ্যোতির্যদহ্নে অকৃণোদু লোকং প্রাবন্মনুং দস্যবে করভীকম্ ॥ ৫॥
পরি সদ্মেব পশুমান্তি হোতা রাজা ন সত্যঃ সমিতীরিয়ানঃ।
সোমঃ পুনানঃ কলশাঁ অযাসীৎ সীদন্মৃগো ন মহিষো বনেষু ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — এই যে হরিদ্বর্ণ ও লতা তন্তুর আকারধারী সোম, যাঁকে পবিত্রের উপর নিষ্পীড়নপূর্বক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করা হচ্ছে, ইনি যুদ্ধের রথের মতো চলমান হলেন, এঁর অভিপ্রায় ধন দান করলেন; শোধিত হবার সময় ইনি ইন্দ্রের যোগ্য শ্লোকের স্তব প্রাপ্ত হ'লেন; ইনি তৃপ্তি উৎপাদক নানা অন্ন নিয়ে দেবতাগণের নিকট গমন করলেন ॥ ১॥

মানবগণের হিতৈষী বুদ্ধিমান্ সোম জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে পবিত্রের উপর বিস্তারিত হ'লেন। পরে আপন স্থানে গমন করলেন; যেমন হোমকর্তা পুরোহিত যজ্ঞে উপবেশন করেন, ইনি সেইরকম পাত্রে পাত্রে স্থান গ্রহণ করছেন। সাতজন সুপণ্ডিত ঋষি এঁর দিকে গমন করছেন ॥ ২॥

সুবোধ, পথপ্রদর্শনকারী এবং সকল দেবতার প্রীতিপ্রদ সোম শোধিত হ'তে হ'তে কলসে গমন করছেন। সর্বরকম স্তুতিবাক্যে প্রীতিলাভপূর্বক এই সুপণ্ডিত সোম পাঁচ জনপদের লোকের অনুগমন করছেন ॥ ৩॥

হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার সেই সুপ্রসিদ্ধ তেত্রিশ দেবতা লোচনের অগোচর স্থানে রয়েছেন। উন্নত স্থানে সংস্থাপিত মেষলোমময় পবিত্রের মধ্যে স্থাপন ক'রে দশ অঙ্গুলি তোমায় শোধন করছে। আর প্রকাণ্ড সপ্তনদী নিজ নিজ বারির দ্বারা তোমাকে শোধন করছে ॥ ৪॥

যে স্থানে সকল স্তুতিবাক্য-রচয়িতাগণ স্তব করবার জন্য মিলিত হয়, সোমের সেই সত্যস্বরূপ স্থান আমরা যেন প্রাপ্ত হই। সেই সোম, যাঁর জ্যোতির দ্বারা আলোক উদয় হয়ে দিবসের আবির্ভাব করেছে। যাঁর জ্যোতি মনু রক্ষা করেছে এবং দস্যুর দিকে প্রেরিত হয়েছে ॥ ৫॥

যেমন পুরোহিত, যে বাটীতে যজ্ঞীয় পশু থাকে, সেই বাটীতে গমন করে, যেমন প্রকৃত রাজা যুদ্ধস্থলে গমন করেন; সেইরকম সোম শোধিত হ'তে হ'তে কলসে গমন করছেন; গমনপূর্বক বনচারী মহিষের মতো জলের মধ্যে উপবেশন করছেন ॥ ৬॥

টীকা — ৫ ঋকে মনু অর্থে আর্য মনুষ্য এবং দস্যু অর্থে অনার্য বর্বর করলে সুন্দর ব্যাখ্যা হয়।

◆ ◆

— ৯৩ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : নোধা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

সাকমুক্ষো মর্জয়ন্ত স্বসারো দশ ধীরস্য ধীতয়ো ধনুত্রীঃ।
হরিঃ পর্যদ্রবজ্জাঃ সূর্যস্য দ্রোণং ননক্ষে অত্যো ন বাজী ॥ ১॥

সং মাতৃভির্ন শিশুর্বাবশানো বৃষা দধন্বে পুরুবারো অদ্ভিঃ।
মর্যো ন যোষামভি নিষ্কৃতং যন্ত্সং গচ্ছতে কলশ উস্রিয়াভিঃ ॥ ২॥
উত প্র পিপ্য উধরঘ্ন্যায়া ইন্দুর্ধারাভিঃ সচতে সুমেধাঃ।
মূর্ধানং গাবঃ পবমান পয়সা চমূষভি শ্রীণন্তি বসুভির্ন নিক্তৈঃ ॥ ৩॥
স নো দেবেভিঃ পবমান রদেন্দো রয়িমশ্বিনং বাবশানঃ।
রথিরায়তামুশতী পুরন্ধিরস্মদ্র্যগা দাবনে বসূনাম্ ॥ ৪॥
নূ নো রয়িমুপ মাস্ব নৃবন্তং পুনানো বাতাপ্যং বিশ্বশ্চন্দ্রম্।
প্র বন্দিতুরিন্দো তার্যায়ু প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — দশ ভগ্নী, অর্থাৎ দশ অঙ্গুলি এক সঙ্গে জল সেচন করতে করতে সোমকে শোধন করছে; সেই দশ অঙ্গুলি সুস্থির সোমকে চালিত ক'রে দিচ্ছে। হরিবর্ণ ধারণপূর্বক সোম সূর্যের পত্নীর দিকে ধাবমান হচ্ছেন, বেগবান্ ঘোটকের মতো সোম কলস পূর্ণ করলেন ॥ ১ ॥

যেমন মাতৃবৎসল শিশুকে জননীগণ ধারণ করেন, সেইরকম সর্বজনের রসবর্ষণকারী এই সোমরস জলরাশির দ্বারা ধাবিত হচ্ছেন। যেমন পুরুষ যুবতীর দিকে গমন করেন, ইনি সেইরকম আপন স্থানে গমন করছেন; গমন ক'রে কলসের মধ্যে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন ॥ ২ ॥

সোম গাভীর দুগ্ধস্থান আপ্যায়িত করেছেন। সেই সুপণ্ডিত সোম ধারাকারে ক্ষরিত হচ্ছেন। সেই সোম যখন উন্নত স্থানে পানপাত্রের মধ্যে সঞ্চিত হ'লেন, তখন ধৌত বস্ত্রসদৃশ শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের দ্বারা গাভীগণ তাঁকে আবৃত ক'রে দিলো ॥ ৩ ॥

হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি আমাদের প্রতি বৎসল হয়ে দেবতাগণের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের ঘোটক ও ধন বিতরণ করো, তোমার বুদ্ধিতে যেন আমাদের প্রতি স্নেহ উপস্থিত হয় এবং আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি ক'রে যেন প্রচুর ধনদানের বুদ্ধি তোমার উপস্থিত হয় ॥ ৪ ॥

হে সোম! তুমি শোধিত হচ্ছো, আমাদের লোকবল ক'রে দাও এবং ধন পরিমাণ ক'রে দাও; সকলের আহ্লাদ উৎপাদন করে এমন জল আমাদের প্রদান করো। তোমাকে স্তব করে, যেন তা'র পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তিনি যেন প্রাতঃকালে ধন প্রদানের অভিপ্রায়ে উপস্থিত হন ॥ ৫ ॥

টীকা — ১ ঋকে সায়ণ সূর্যের পত্নী অর্থে দিক্ সমুদয় করেছেন। কিন্তু সূর্যা ও সোমসম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে ॥—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৮৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। ২২৬ পৃষ্ঠাতেও প্রথম ঋক্‌টি আছে। সেই সূত্রে এই তিনটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রাপ্তব্য। যথা, ১ ঋক্—"সৎ-বৃত্তির বর্ধনকারী জ্ঞানরশ্মিসমূহ সাধকের হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে; প্রাজ্ঞ জনের সমস্ত সৎকর্ম মোক্ষদায়ক হয়।" (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ মোক্ষ লাভ করেন)। পাপহারক দেবতা জ্ঞানশক্তি আমাদের প্রদান করুন; আত্মশক্তি তুল্য ঊর্ধ্বগতি প্রাপক জ্ঞান আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোক।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি)। মহাপুরুষ জ্ঞানিগণের হৃদয়বৃত্তিই এমনভাবে বিশুদ্ধ হয় যে, তা কখনও বিপথে চালিত হয় না। তাঁদের বাক্য, চিন্তা, কর্ম সমস্তই ভগবানের আরাধনার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তাঁদের সকল কর্মই মোক্ষপথের সহায় হয়। একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানের বলেই এই অবস্থা লাভ সম্ভবপর হয়।...]—ইত্যাদি ॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋক্ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯৪ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কণ্ব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অধি যদস্মিন্বাজিনীব শুভঃ স্পর্ধন্তে ধিয়ঃ সূর্যে ন বিশঃ।
অপো বৃণানঃ পবতে কবীয়ন্ব্রজং ন পশুবর্ধনায় মন্ম ॥ ১॥
দ্বিতা ব্যূর্ণ্বন্নমৃতস্য ধাম স্বর্বিদে ভুবনানি প্রথন্ত।
ধিয়ঃ পিন্বানাঃ স্বসরে ন গাব ঋতায়ন্তীরভি বাবশ্র ইন্দুম্ ॥ ২॥
পরি যৎকবিঃ কাব্যা ভরতে শূরো ন রথো ভুবনানি বিশ্বা।
দেবেষু যশো মর্তায় ভূষন্দক্ষায় রায়ঃ পুরুভূষু নব্যঃ ॥ ৩॥
শ্রিয়ে জাতঃ শ্রিয় আ নিরিয়ায় শ্রিয়ং বয়ো জরিতৃভ্যো দধাতি।
শ্রিয়ং বসানা অমৃতত্বমায়ন্ ভবন্তি সত্যা সমিথা মিতদ্রৌ ॥ ৪॥
ইষমূর্জমভ্যর্ষাশ্বং গামুরু জ্যোতিঃ কৃণুহি মৎসি দেবান্।
বিশ্বানি হি সুষহা তানি তুভ্যং পবমান বাধসে সোম শত্রূন্ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — ঘোটকের মতো যখন এই সোমকে সুসজ্জিত করা হলো, কিংবা যখন সূর্যের মতো এঁর কিরণ নির্গত হ'তে লাগলো, তখন অঙ্গুলীবর্গ পরস্পর স্পর্ধা সহকারেই শোধন করতে উদ্যত হয়েছে, ইনি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে কবিগণের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করতে ক্ষরিত হচ্ছেন, যেমন কোন গোপাল গোচারণের জন্য অতি সুন্দর গোষ্ঠে গমন করে, সেই রকম ইনি গমন করছেন ॥ ১॥

জলের আধারস্বরূপ যে আকাশ সোম, সেই আকাশের দুই অংশ আপন তেজে আচ্ছাদন করছেন। সেই সর্বজ্ঞ সোমের কিরণসমূহ বিস্তারিত হবে ব'লে সমস্ত ভুবন বিস্তীর্ণ হচ্ছে। যেমন গাভীগণ গোষ্ঠে শব্দ করে, সেইরকম যজ্ঞের উপযোগী চমৎকার স্তুতিবাক্যগুলি সোমের উদ্দেশে শব্দ করছে ॥ ২॥

বুদ্ধিমান্ সোম যখন স্তুতিবাক্য সমস্ত গ্রহণ করেন, তখন বীরপুরুষের রথের মতো তিনি সর্বত্র গতিবিধি করেন। তিনি দেবতাবৃন্দের ধন মানবদের প্রদান করেন, সেই ধনের বৃদ্ধির জন্য যজ্ঞভবনে সোমকে স্তব করা উচিত ॥ ৩॥

সম্পত্তির জন্য সোমের জন্ম, সম্পত্তির জন্য তিনি অংশু ও লতাপ্রতান হ'তে নির্গত হন। স্তুতিকারী ব্যক্তিবর্গকে তিনি সম্পত্তি ও অন্ন বিতরণ করেন। তাঁর নিকট সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে অমরত্ব লাভ করা যায়, তিনি শনৈঃ শনৈঃ গমনপূর্বক সকল সংগ্রামে জয়ী হন ॥ ৪॥

হে সোম। যেন তোমার প্রসাদে সম্পত্তি, অন্ন, বল, বীর্য, গো ও অশ্ব প্রাপ্ত হই। তুমি প্রচুর জ্যোতি বিধান করো, দেবতাগণকে আনন্দিত করো। সকলকেই তুমি অবলীলাক্রমে পরাভব করো। হে ক্ষরণশীল সোম। শত্রুবর্গকে বধ করো ॥ ৫॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২২৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম—"আত্মশক্তিতে যেমন মঙ্গল বর্দ্ধিত হয়, এবং জ্ঞানলাভ ক'রে যেমন সাধকগণ আনন্দিত হন, তেমনই যখন সাধকের হৃদয়ে প্রজ্ঞা অধিষ্ঠিত হয়, তখন রক্ষণীয় পশু ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য যেমন আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত হয়, তেমনই স্তোতাদের পেতে অভিলাষী অমৃতসংযুক্ত সত্ত্বভাব সাধকের হৃদয়কে প্রাপ্ত হন।" (ভাব এই যে,—প্রার্থনাপরায়ণ সাধকেরা সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [মন্ত্রটির মধ্যে একসঙ্গে তিনটি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে।...প্রথম উপমা—'আত্মশক্তি লাভ করলে যেমন পরম মঙ্গল সাধিত হয়'। আত্মশক্তির ফল—রিপুজয়। রিপুজয় হ'লে মানুষ আপনা থেকেই মঙ্গলের পথে চালিত হয়।...দ্বিতীয় উপমা,...'সাধকগণ যেমন জ্ঞানলাভে আনন্দিত হন'।...তৃতীয় উপমা...'পশুগণ যেমন বৃদ্ধিহেতু, পোষণের জন্য, আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয়।"...সত্ত্বভাব 'কনীয়ান্' অর্থাৎ সাধককে পেতে ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ ভগবান্ মোক্ষাভিলাষী সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রদান ক'রে তাঁর বাসনা পূর্ণ করেন]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৯৫ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : প্রস্কণ্ব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কনিক্রন্তি হরিরা সৃজ্যমানঃ সীদন্বনস্য জঠরে পুনানঃ।
নৃভির্যতঃ কৃণুতে নির্ণিজং গা অতো মতীর্জনয়ত স্বধাভিঃ॥ ১॥
হরিঃ সৃজানঃ পথ্যামৃতস্যেয়র্তি বাচমরিতেব নাবম্।
দেবো দেবানাং গুহ্যানি নামাবিষ্কৃণোতি বর্হিষি প্রবাচে॥ ২॥
অপামিবেদূর্ময়স্তর্তুরাণাঃ প্র মনীষা ঈরতে সোমমচ্ছ।
নমস্যন্তীরুপ চ যন্তি সং চা চ বিশন্ত্যুশতীরুশন্তম্॥ ৩॥
তং মর্মৃজানং মহিষং ন সানাবংশুং দুহন্ত্যুক্ষণং গিরিষ্ঠাম্।
তং বাবশানং মতয়ঃ সচন্তে ত্রিতো বিভর্তি বরুণং সমুদ্রে॥ ৪॥
ইষ্যন্বাচমুপবক্তেব হোতুঃ পুনান ইন্দো বি ষ্যা মনীষাম্।
ইন্দ্রশ্চ যৎক্ষয়থঃ সৌভগায় সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — চতুর্দিকে প্রস্তুত হ'তে হ'তে হরিবর্ণ সোম পুনঃ পুনঃ শব্দ করছেন, শোধিত হ'তে হ'তে কলসের মধ্যে উপবেশন করছেন; মানবগণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন; তাঁর মূর্তি তা'তে ধৌত বস্ত্রের মতো শুভ্রবর্ণ হচ্ছে। এই কারণে তাঁর উদ্দেশে হোমের দ্রব্য প্রদান করছে এবং স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করছে॥ ১॥

যেমন নাবিক নৌকাকে চালিত করে, সেইরকম সোম প্রস্তুত হ'তে হ'তে যজ্ঞের উপযোগী বাক্য সমস্ত স্ফূর্তি ক'রে দিচ্ছেন। তিনি নিজে দেব; যজ্ঞস্থানে বক্তার মুখে দেবতাবৃন্দের গোপনীয় নাম সকল উপস্থিত ক'রে দিচ্ছেন॥ ২॥

স্তুতিবাক্যগুলি সোমের উদ্দেশে জলের তরঙ্গের মতো প্রবল বেগে নির্গত হচ্ছে। তাঁকে

নমস্কার করতে করতে তাঁর নিকট গমন করছে, যেহেতু তারা তাঁকে চায়, তিনিও তাদের কামনা করেন ॥৩॥

যেমন পর্বতের উচ্চস্থানে মহিষ থাকে, সেইরকম সেই সোম প্রস্তরনির্মিত আধারে অবস্থিতি করছেন। সেই রসবর্ষণকারী অংশুরূপী (আঁস ডাঁটা) সোমকে ঋত্বিকগণ প্রস্তুত করছে। সেই শব্দকারী সোমের উদ্দেশে স্তুতিবাক্যগুলি গমনপূর্বক মিলিত হচ্ছে। সেই সোম তিন আধারে স্থাপিত হয়ে আকাশস্থিত শত্রুনিবারণকারী ইন্দ্রকে পরিপুষ্ট করছেন ॥৪॥

যেমন উপবক্তা নামক পুরোহিত হোতাকে ব'লে দেয়, সেই রকম হে সোম! তুমি শোধিত হবার সময় স্তুতিবাক্যগুলি স্ফূর্তি ক'রে দাও। যে সময়ে তুমি ও ইন্দ্র একত্রে যজ্ঞে উপস্থিত হও, তখন যেন আমরা সৌভাগ্যশালী ও বলবীর্যসম্পন্ন হই ॥৫॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২২২ ও ২২৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১ ও ৩ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এই দু'টি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও বিধৃত আছে। যথা,—১ ঋক্— "বিশেষভাবে আরাধনায়, পবিত্রকারক, পাপহারক দেবতা জ্যোতির্ময় সাধকের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে তাঁর চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করেন। যে সত্ত্বভাব লাভের দ্বারা সৎকর্মসাধক জ্ঞানকে বিশুদ্ধ করেন, সেই সত্ত্বভাব লাভ ক'রে মানুষ প্রার্থনার দ্বারা সৎ-বুদ্ধি হৃদয়ে উৎপন্ন করেন।" (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব লাভের দ্বারা জ্ঞান বিশুদ্ধ হয় এবং হৃদয়ে সুবুদ্ধি উৎপাদিত হয়)। [ভগবানই ভাগমানের সহায়। যিনি সুকৃতির বলে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করেন, ভগবানই তাঁকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবান্ সাধকের সকল চিত্তবৃত্তিকে ঊর্ধ্বমুখী করেন]।—ইত্যাদি॥ ৩ ঋক্ — "অমৃতের প্রবাহ যেমন আশুমুক্তি প্রদান করে—তেমন আশুমুক্তি কামনাকারী সাধকগণ নিশ্চিতভাবে সত্ত্বভাব পাবার জন্য সম্যক্ প্রকারে ভগবৎ-স্তুতি প্রেরণ করেন। এবং সাধকদের সৎকর্মযুক্ত সত্ত্বভাব-কামনাকারী প্রার্থনা, সাধক-কামনাকারী সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হয়, এবং তার সাথে সম্মিলিত হয়, তাতে প্রবিষ্ট হয়।" (ভাব এই যে,—ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা সাধকেরা সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [মন্ত্রের প্রথম ভাগে একটি উপমা আছে। অমৃতের প্রবাহে অভিষিক্ত হ'লে মানুষ যেমন আশুমুক্তি লাভ করে, তেমনই আশুমুক্তি পাবার জন্য সাধকেরা প্রার্থনা ক'রে থাকেন। দ্বিতীয় অংশে সত্ত্বভাব লাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা আছে। সাধক যেমন সত্ত্বভাব কামনা করেন, সত্ত্বভাবও তেমনই সাধককে পেতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ ভগবান্ সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রেরণ ক'রে তাঁকে মোক্ষপথে চলতে সমর্থ করেন]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৯৬ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : প্রতর্দন দৈবদাসি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র সেনানীঃ শূরো অগ্রে রথানাং গব্যন্নেতি হর্ষতে অস্য সেনা।
ভদ্রান্ কৃণ্বন্নিন্দ্রহবান্ত্সখিভ্য আ সোমো বস্ত্রা রভসানি দত্তে ॥ ১॥
সমস্য হরিং হরয়ো মৃজন্ত্যশ্বহয়ৈরনিশিতং নমোভিঃ।
আ তিষ্ঠতি রথমিন্দ্রস্য সখা বিদ্বাঁ এনা সুমতিং যাত্যচ্ছ ॥ ২॥

স নো দেব দেবতাতে পবস্ব মহে সোমাপ্সরস ইন্দ্রপানঃ।
কৃণ্বন্নপো বর্ষয়ন্দ্যামুতেমামুরোরা নো বরিবস্যা পুনানঃ ॥ ৩॥
অজীতয়েঽহতয়ে পবস্ব স্বস্তয়ে সর্বতাতয়ে বৃহতে।
তদুশন্তি বিশ্ব ইমে সখায়স্তদহং বশ্মি পবমান সোম ॥ ৪॥
সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ।
জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ ॥ ৫॥
ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্।
শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥ ৬॥
প্রাবীবিপদ্বাচ ঊর্মি ন সিন্ধুর্গিরঃ সোমঃ পবমানো মনীষাঃ।
অন্তঃ পশ্যন্বৃজনেমাবরাণ্যা তিষ্ঠতি বৃষভো গোষু জানন্ ॥ ৭॥
স মৎসরঃ পৃৎসু বন্বন্নবাতঃ সহস্ররেতা অভি বাজমর্ষ।
ইন্দ্রায়েন্দো পবমানো মনীষ্যংশোরূর্মিমীরয় গা ইষণ্যন্ ॥ ৮॥
পরি প্রিয়ঃ কলশে দেববাত ইন্দ্রায় সোমো রণ্যো মদায়।
সহস্রধারঃ শতবাজ ইন্দুর্বাজী ন সপ্তিঃ সমনা জিগাতি ॥ ৯॥
স পূর্ব্যো বসুবিজ্জায়মানো মৃজানো অপ্সু দুদুহানো অদ্রৌ।
অভিশস্তিপা ভুবনস্য রাজা বিদদ্গাতুং ব্রহ্মণে পূয়মানঃ ॥ ১০॥
ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোম পূর্বে কর্মাণি চক্রুঃ পবমান ধীরাঃ।
বন্বন্নবাতঃ পরিধীরপোর্ণু বীরেভিরশ্বৈর্মঘবা ভবা নঃ ॥ ১১॥
যথাপবথা মনবে বয়োধা অমিত্রহা বরিবোবিদ্ধবিষ্মান্।
এবা পবস্ব দ্রবিণং দধান ইন্দ্রে সং তিষ্ঠ জনয়ায়ুধানি ॥ ১২॥
পবস্ব সোম মধুমাঁ ঋতাবাপো বসানো অধি সানো অব্যে।
অব দ্রোণানি ঘৃতবান্তি সীদ মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রপানঃ ॥ ১৩॥
বৃষ্টিং দিবঃ শতধারঃ পবস্ব সহস্রসা বাজয়ুর্দেববীতৌ ।
সং সিন্ধুভিঃ কলশে বাবশানঃ সমুস্রিয়াভিঃ প্রতিরন্ন আয়ুঃ ॥ ১৪॥
এষ স্য সোমো মতিভিঃ পুনানোঽত্যো ন বাজী তরতীদরাতীঃ।
পয়ো ন দুগ্ধমদিতেরিষিরমুর্বিব গাতুঃ সুযমো ন বোঢ়হা ॥ ১৫॥
স্বায়ুধঃ সোতৃভিঃ পূয়মানোঽভ্যর্ষ গুহ্যং চারু নাম।
পয়ো ন দুগ্ধমদিতেরিষিরমূর্বিব গাতুঃ সুযমো ন বোঢ়হা ॥ ১৬॥
শিশুং জজ্ঞানং হর্যতং মৃজন্তি শুম্ভন্তি বহ্নিং মরুতো গণেন।
কবির্গীর্ভিঃ কাব্যেনা কবিঃ সন্ত্সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥ ১৭॥
ঋষিমনা য ঋষিকৃৎ স্বর্ষাঃ সহস্রণীথঃ পদবীঃ কবীনাম্।
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ত্সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্ ॥ ১৮॥

চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ।
অপামূর্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি ॥ ১৯॥
মর্যো ন শুভ্রস্তন্বং মৃজানোঽত্যো ন সৃত্বা সনয়ে ধনানাম্।
বৃষেব যূথা পরি কোশমর্ষন্ কনিক্রদচ্চম্বোরা বিবেশ ॥ ২০॥
পবস্বেন্দো পবমানো মহোভিঃ কনিক্রদৎ পরি বারাণ্যর্ষ।
ক্রীলঞ্চম্বোরা বিশ পূয়মান ইন্দ্রং তে রসো মদিরো মমত্তু ॥ ২১॥
প্রাস্য ধারা বৃহতীরসৃগ্রন্নক্তো গোভিঃ কলশাঁ আ বিবেশ।
সাম কৃণ্বন্ৎসামন্যো বিপশ্চিৎ ক্রন্দন্নেত্যভি সখ্যুর্ন জামিম্ ॥ ২২॥
অপঘ্নন্নেষি পবমান শত্রূংপ্রিয়াং ন জারো অভিগীত ইন্দুঃ।
সীদন্বনেষু শকুনো ন পত্বা সোমঃ পুনানঃ কলশেষু সত্তা ॥ ২৩॥
আ তে রুচঃ পবমানস্য সোম যোষেব যন্তি সুদুঘাঃ সুধারাঃ।
হরিরানীতঃ পুরুবারো অপ্স্বচিক্রদৎ কলশে দেবযূনাম্ ॥ ২৪॥

মন্ত্রার্থ — এই দেখো সোম বীরপুরুষ ও সেনাপতির মতো বিপক্ষগণের গোধন হরণ করবার জন্য রথের অগ্রে অগ্রে গমন করছেন, এঁর সেনা এঁকে দর্শন ক'রে উৎসাহিত হচ্ছে। যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিবর্গ এঁর সখা, তারা ইন্দ্রের আহ্বান করে, ইনি তাঁদের সেই কার্য সুসম্পন্ন করেন; যে সকল দুগ্ধ ইত্যাদি বস্তু দর্শন ক'রে ইন্দ্র শীঘ্র আগমন করবেন, ইনি সেই সকল বস্তুর সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন ॥ ১॥

অঙ্গুলিগণ এঁর হরিতবর্ণ অংশু নিষ্পীড়িত করছে। এঁর নিষ্পীড়িত রস পবিত্রের সর্বত্রব্যাপী হয়েও সংলগ্ন থাকছে না, (অর্থাৎ অক্লেশে ছাঁকা হচ্ছে)। সোম সেই পবিত্রস্বরূপ রথে আরোহণ করছেন। সেই রথে আরোহণপূর্বক সুপণ্ডিত সোম ইন্দ্রের সাথে স্তুতিবাক্যের দিকে গমন করছেন ॥ ২॥

হে সোম! এই যজ্ঞ দেববৃন্দের দ্বারা আকীর্ণ হয়েছে, ইন্দ্র তোমাকে পান করবেন, যাতে প্রচুরভাবে তোমাকে তাঁরা পান করেন, সেই উদ্দেশে তুমি দীপ্যমান মূর্তিতে ক্ষরিত হও। তুমি জল সৃষ্টি করো, দ্যুলোক ও ভূলোক অভিষিক্ত করো। আকাশ হ'তে আগত হয়ে শোধিত হও এবং আমাদের উপকার করো ॥ ৩॥

হে ক্ষরণশীল সোম! যা'তে আমরা পরাজিত বা নিহত না হই, যা'তে আমাদের মঙ্গল এবং সকল বিষয়ে বিশিষ্ট বৃদ্ধি হয়, তুমি সেইমতো ক্ষরিত হও। এইসকল বন্ধুবর্গ তাই-ই কামনা করছেন। আমিও তাই-ই কামনা করছি ॥ ৪॥

সোম ক্ষরিত হচ্ছেন। এই হ'তেই স্তুতিবাক্য সমূহের উৎপত্তি, এই হ'তেই দ্যুলোক, ভূলোক, অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণুর উৎপত্তি ॥ ৫॥

এই সোম শব্দ করতে করতে পবিত্রকে অতিক্রম করছেন, ইনি দেবতাবর্গের মধ্যে ব্রহ্মা, ইনি কবিগণের শব্দবিন্যাস স্ফূর্তি ক'রে দেন, ইনি মেধাবীগণের মধ্যে ঋষিতুল্য, ইনি বনচারী পশুগণের মধ্যে মহিষতুল্য; গৃধ্রগণের পক্ষে পক্ষিরাজ স্বরূপ, অস্ত্রের মধ্যে স্বধিতি নামক সর্বপ্রধান অস্ত্র ॥ ৬॥

যেমন সমুদ্র তরঙ্গকে প্রেরণ করে, সেইরকম সোম ক্ষরিত হ'তে হ'তে পুরোহিতের মুখে উচ্চারিত অতি চমৎকার স্তুতিবাক্য প্রেরণ করছেন; ইনি অন্তর্যামী, ইনি দুর্নিবার বীর্য ধারণপূর্বক শব্দ করতে করতে বিপক্ষের গোধন গ্রহণের উদ্দেশে শত্রু সৈন্যে প্রবেশ করছেন ॥ ৭ ॥

হে সোম। তুমি মত্ততার উৎপাদক, তোমার সহস্রধারা ক্ষরিত হচ্ছে, তুমি শত্রুগণকে সংহার করো। তোমার নিকটে কেউ গমন করতে পারে না, এইরকমভাবে তুমি বিপক্ষ সৈন্যের দিকে গমন করো। হে ক্ষরণশীল সোম। তুমি পণ্ডিত; তুমি গাভীবর্গকে প্রেরণ করতে করতে তোমার অংশুর তরঙ্গ ইন্দ্রের প্রতি প্রেরণ করো ॥ ৮ ॥

সোম প্রীতি উৎপাদন করেন, তিনি চমৎকার; দেবতাগণ তাঁর নিকটে গমন করেন; তিনি ইন্দ্রকে মত্ত করবার জন্য সহস্রধারা ধারণপূর্বক মহাবেগে যুদ্ধস্থলগামী ঘোটকের মতো গমন করছেন ॥ ৯ ॥

সেই সোম আমাদের পূর্বপুরুষগণের উপার্জিত বস্তু; তাঁর অশেষ ধন আছে; তিনি জন্মমাত্র জলে শোধিত হন; প্রস্তরফলকে তাঁকে নিষ্পীড়িত করে। তিনি হিংসকগণের হস্ত হ'তে রক্ষা করেন। তিনি সকল প্রাণীর রাজা। তিনি শোধিত হ'তে হ'তে যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি প্রদর্শন ক'রে দিচ্ছেন ॥ ১০ ॥

হে ক্ষরণশীল সোম। আমাদের সুবোধ পূর্বপুরুষগণ তোমাকে আশ্রয় ক'রে পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান করতেন। তুমি দুর্ধর্ষভাবে বিপক্ষবর্গকে হিংসা করতে করতে রাক্ষসবৃন্দকে বিতাড়িত ক'রে দাও; আমাদের ঘোটক, সৈন্য ও ধন প্রদান করো ॥ ১১ ॥

যেমন তুমি মনুর জন্য ক্ষরিত হয়েছিলে, অন্ন দান করেছিলে, বিপক্ষ-সংহার করেছিলে, অশেষরকম কামবস্তু প্রদান করেছিলে এবং হোমের দ্রব্য প্রাপ্ত হয়েছিলে; সেইরকম এখন ক্ষরিত হও; ধন দান করো; ইন্দ্রকে আশ্রয় করো; যুদ্ধে অস্ত্রসমূহ উৎপাদন করো ॥ ১২ ॥

হে সোম। তুমি যজ্ঞবান্, অর্থাৎ যজ্ঞ তোমারই; তোমাতে মধু আছে; তুমি জলের বস্ত্র পরিধান ক'রে মেষলোমময় উন্নত আধারে ক্ষরিত হও। তার নিম্নস্থিত ঘৃতযুক্ত কলসে গমন ক'রে উপবেশন করো; ইন্দ্রের যত পানীয় বস্তু আছে, তুমি সর্বাপেক্ষা আনন্দকর ও মত্ততাজনক ॥ ১৩ ॥

হে সোম। তুমি আকাশ হ'তে বৃষ্টির আকারে সহস্রধারায় ক্ষরিত হও; অশেষ বস্তু আহরণ করো। এই দেবতাবর্গ-সমাকীর্ণ যজ্ঞের মধ্যে তুমি ধারায় ধারায় কলসে গমন করো; দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে আমাদের পরমায়ু বর্ধন করো ॥ ১৪ ॥

এই সেই সোম স্তবের সাথে ক্ষরিত হচ্ছেন; বেগবান্ ঘোটকের মতো বিপক্ষগণকে অতিক্রম ক'রে গমন করছেন। গাভীর প্রতি চমৎকার দুগ্ধের মতো এঁর আস্বাদন; প্রশস্ত পথের মতো ইনি সুবিধা ক'রে দেন; সুশিক্ষিত ও সুবশীভূত অশ্বের মতো ইনি কার্যের উপযোগী হন ॥ ১৫ ॥

হে সোম। তোমার যুদ্ধাস্ত্র অতি সুন্দর। নিষ্পীড়ন ক'রে তোমাকে নিষ্পীড়িত করছেন; তোমার সেই যে মনোহর মূর্তি, যা আচ্ছাদিত আছে, তা ধারণ করো। যখন আমাদের অন্ন কামনা হয়, তখন ঘোটকের মতো তুমি অন্ন আহরণ ক'রে দাও। হে দেব সোম। তুমি পরমায়ু বৃদ্ধি করো; গাভী আহরণ ক'রে দাও ॥ ১৬ ॥

হরিতবর্ণ সোম যখন বালকের মতো জন্মগ্রহণ করেন, তখন দেবতাবৃন্দ এঁর গাত্র মার্জনা ক'রে দেন, এঁকে সপ্ত প্রকার অলঙ্কারে সুশোভিত করেন। পরে বুদ্ধিমান্ সোম কবিতা প্রাপ্ত হয়ে নিজে কবি হয়ে শব্দ করতে করতে পবিত্র অতিক্রম করেন ॥ ১৭ ॥

সোমের মন ঋষি অর্থাৎ সকলই দর্শন করতে পারেন; সোম সকলই দর্শন করেন, সহস্ররকম তাঁর স্তব; কবিগণের পদ স্খলিত হ'লেই তিনি ব'লে দেন। তিনি প্রকাণ্ড; তিনি তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গধামে গমন করতে উদ্যত হয়ে বিরাট্‌ অর্থাৎ অতি দীপ্তিশালী ইন্দ্রের সাথে দীপ্তি পাচ্ছেন; সকলে তাঁকে স্তব করছে ॥ ১৮ ॥

শ্যেনপক্ষীর মতো সোম পানপাত্রে উপবেশন করছেন; তিনি এক পাত্র হ'তে পাত্রান্তরে বিচরণ করছেন; তাঁর সাহায্যে গোধনের লাভ হয়, তিনি দ্রবময়; তিনি যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করেন; তিনি জলে তরঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছেন, তিনি প্রকাণ্ড হয়ে তাঁর চতুর্থ স্থান কলসের মধ্যে গমন করছেন ॥ ১৯ ॥

সোম সুন্দর পুরুষের মতো আপন শরীর পরিষ্কার করছেন, তিনি ঘোটকের মতো ধন দান করতে ধাবিত হচ্ছেন। যেমন বৃষ যূথের দিকে গমন করে, সেইরকম তিনি কলসে গমন করছেন; তিনি শব্দ করতে করতে নিষ্পীড়ন উপযোগী প্রস্তরফলকদ্বয়ে বিসারিত হচ্ছেন ॥ ২০ ॥

হে সোম! প্রধান ব্যক্তিগণ তোমাকে প্রস্তুত করেছেন, তুমি ক্ষরিত হও। শব্দ করতে করতে মেষলোমের সর্বভাগে বিস্তারিত হও, দুই ফলকের উপর ক্রীড়া করতে করতে কলসে প্রবেশ করো। তোমার আনন্দকর রস শোধিত হয়ে ইন্দ্রকে মত্ত করুক ॥ ২১ ॥

এঁর বৃহৎ বৃহৎ ধারাগুলি চতুর্দিকে বিস্তৃত হলো। দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইনি ভিন্ন ভিন্ন কলসে প্রবেশ করলেন। ইনি গান করতে পটু, অতএব গান করতে করতে এই পণ্ডিত আগমন করছেন, লম্পট কোন বন্ধুব্যক্তির প্রণয়িনীর দিকে যেমন গমন করে সেইরকম আগ্রহের সাথে আগমন করছেন ॥ ২২ ॥

হে ক্ষরণশীল! শত্রুবর্গকে সংহার করতে করতে আগমন করছো। যেমন প্রণয়ী প্রণয়িনীর দিকে গমন করে, সেইভাবে আগমন করছো। তোমাকে চতুর্দিকে স্তব করছে। যেমন পক্ষী উড্ডীন হয়ে বনে গমনপূর্বক উপবেশন করে, সেইরকম সোম শোধিত হ'তে হ'তে কলসে গমনপূর্বক উপবিষ্ট হচ্ছেন ॥ ২৩ ॥

হে সোম! ক্ষরণকালে তোমার দীপ্যমান ধারাগুলি রমণীবর্গের মতো চালিত হচ্ছে; তারা অতি সুন্দর এবং অনায়াসে নিষ্পীড়িত হয়ে আগমন করে। দৈবকর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের কলসের মধ্যে আনীত হয়ে সেই উজ্জ্বল সর্বজন কামনীয় সোম জলের মধ্যে শব্দ করতে লাগলেন ॥ ২৪ ॥

টীকা — ১৯ ঋকে শ্যেনপক্ষীর সাথে তুলনা।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২২৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি; ৪০৯ পৃষ্ঠায় ৫, ৬ ও ৭ ঋক্‌, ২২২ পৃষ্ঠায় ১৩ ঋক্‌ এবং ৪১৯ পৃষ্ঠায় ১৭, ১৮ ও ১৯ ঋক্‌ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২২২ পৃষ্ঠাতেও ৫ ঋক্‌টি আছে। বলাবাহুল্য সেখানে এই আটটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা—১ ঋক্‌—"রিপুসংগ্রামে সেনানায়ক, শত্রুনাশক, স্তোতাদের জ্ঞানপ্রদায়ক সত্ত্বভাব সৎকর্মের প্রারম্ভে স্তোতৃদের প্রাপ্ত হন; এই সত্ত্বভাবের সদ্ভাবরূপ সৈন্যগণ পরমানন্দ প্রদান করে। সত্ত্বভাব ভগবৎ-আরাধনাকে মঙ্গলজনক করেন; তিনি সর্বশ্রেষ্ঠনীয় প্রার্থনাপরায়ণ আমাদের আত্মমুক্তিদায়ক সৎ-ভাবসমূহ প্রদান করুন।" (ভাব এই যে,—রিপুসংগ্রামে সত্ত্বভাবের অধিনায়কত্বে সৎ-ভাবসমূহ বর্ধিত হয় এবং সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়ে আমরা যেন তার সহায়তায় মোক্ষলাভ করতে পারি)। [...প্রকৃত অর্থে 'সোম' বেদোক্ত 'সত্ত্বভাব'—মাদক বা মদিরা নয়। হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাবের উন্মেষ হয় তখন অন্যান্য সৎ-ভাবরাজিও শক্তিলাভ করে, তারা সত্ত্বভাবকে সেনাপতিরূপে গ্রহণ ক'রে রিপুনাশে (কাম-ক্রোধ ইত্যাদির ধ্বংসে) ব্রতী হয়।...পবিত্রতা থেকে উৎপন্ন

পবিত্র প্রার্থনা অনায়াসেই সেই পবিত্রস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছতে পারে]।—ইত্যাদি॥ আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট সাতটি ঋকের বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯৭ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্।
সুতঃ পবিত্রং পর্যেতি রেভন্মিতেব সদ্ম পশুমান্তি হোতা॥ ১॥
ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যা বসানো মহান্ কবির্নিবচনানি শংসন্।
আ বচ্যস্ব চম্বো পূয়মানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ॥ ২॥
সমু প্রিয়ো মৃজ্যতে সানো অব্যে যশস্তরো যশসাং ক্ষৈতো অস্মে।
অভি স্বরধন্বা পূয়মানো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৩॥
প্র গায়তাভ্যর্চাম দেবান্ত্সোমং হিনোত মহতে ধনায়।
স্বাদুঃ পবাতে অতি বারমব্যমা সীদাতি কলশং দেবয়ুর্নঃ॥ ৪॥
ইন্দুর্দেবানামুপ সখ্যমায়ন্ত্সহস্রধারঃ পবতে মদায়।
নৃভিঃ স্তবানো অনু ধাম পূর্বমগন্নিন্দ্রং মহতে সৌভগায়॥ ৫॥
স্তোত্রে রায়ে হরিরর্ষা পুনান ইন্দ্রং মদো গচ্ছতু তে ভরায়।
দেবৈর্যাহি সরথং রাধো অচ্ছা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৬॥
প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি।
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো অভ্যেতি রেভন্॥ ৭॥
প্র হংসাসস্তৃপলং মন্যুমচ্ছামাদস্তং বৃষগণা অযাসুঃ।
আঙ্গূষ্যং পবমানং সখায়ো দুর্মর্ষং সাকং প্র বদন্তি বাণম্॥ ৮॥
স রংহত উরুগায়স্য জূতিং বৃথা ক্রীলন্তং মিমতে ন গাবঃ।
পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃঙ্গো দিবা হরির্দদৃশে নক্তমৃজ্রঃ॥ ৯॥
ইন্দুর্বাজী পবতে গোন্যোঘা ইন্দ্রে সোমঃ সহ ইন্বন্মদায়।
হন্তি রক্ষো বাধতে পর্যরাতীর্বরিবঃ কৃণ্বন্বৃজনস্য রাজা॥ ১০॥
অধ ধারয়া মধ্বা পৃচানস্তিরো রোম পবতে অদ্রিদুগ্ধঃ।
ইন্দুরিন্দ্রস্য সখ্যং জুষাণো দেবো দেবস্য মৎসরো মদায়॥ ১১॥
অভি প্রিয়াণি পবতে পুনানো দেবো দেবান্ত্স্বেন রসেন পৃঞ্চন্।
ইন্দুর্ধর্মাণ্যৃতুথা বসানো দশ ক্ষিপো অব্যত সানো অব্যে॥ ১২॥

পবিত্র প্রার্থনা অনায়াসেই সেই পবিত্রস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছতে পারে]।—ইত্যাদি॥ আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট সাতটি ঋকের বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯৭ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : বসিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্।
সুতঃ পবিত্রং পর্যেতি রেভন্মিতেব সদ্ম পশুমান্তি হোতা ॥ ১॥
ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যা বসানো মহান্ কবির্নিবচনানি শংসন্।
আ বচ্যস্ব চম্বো পূয়মানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ ॥ ২॥
সমু প্রিয়ো মৃজ্যতে সানো অব্যে যশস্তরো যশসাং ক্ষৈতো অস্মে।
অভি স্বরধন্বা পূয়মানো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩॥
প্র গায়তাভ্যর্চাম দেবান্ত্সোমং হিনোত মহতে ধনায়।
স্বাদুঃ পবাতে অতি বারমব্যমা সীদাতি কলশং দেবয়ুর্নঃ ॥ ৪॥
ইন্দুর্দেবানামুপ সখ্যমায়ন্ত্সহস্রধারঃ পবতে মদায়।
নৃভিঃ স্তবানো অনু ধাম পূর্বমগন্নিন্দ্রং মহতে সৌভগায় ॥ ৫॥
স্তোত্রে রায়ে হরিরর্ষা পুনান ইন্দ্রং মদো গচ্ছতু তে ভরায়।
দেবৈর্যাহি সরথং রাধো অচ্ছা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬॥
প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি।
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো অভ্যেতি রেভন্ ॥ ৭॥
প্র হংসাসস্তৃপলং মন্যুমচ্ছামাদস্তং বৃষগণা অযাসুঃ।
আঙ্গূষ্যং পবমানং সখায়ো দুর্মর্ষং সাকং প্র বদন্তি বাণম্ ॥ ৮॥
স রংহত উরুগায়স্য জূতিং বৃথা ক্রীলন্তং মিমতে ন গাবঃ।
পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃঙ্গো দিবা হরির্দদৃশে নক্তমৃজ্রঃ ॥ ৯॥
ইন্দুর্বাজী পবতে গোন্যোঘা ইন্দ্রে সোমঃ সহ ইন্বন্মদায়।
হন্তি রক্ষো বাধতে পর্যরাতীর্বরিবঃ কৃণ্বন্বৃজনস্য রাজা ॥ ১০॥
অধ ধারয়া মধ্বা পৃচানস্তিরো রোম পবতে অদ্রিদুগ্ধঃ।
ইন্দুরিন্দ্রস্য সখ্যং জুষাণো দেবো দেবস্য মৎসরো মদায় ॥ ১১॥
অভি প্রিয়াণি পবতে পুনানো দেবো দেবান্ত্স্বেন রসেন পৃঞ্চন্।
ইন্দুর্ধর্মাণ্যৃতুথা বসানো দশ ক্ষিপো অব্যত সানো অব্যে ॥ ১২॥

বৃষা শোণো অভিকনিক্রদদ্গা নদয়ন্নেতি পৃথিবীমুত দ্যাম্।
ইন্দ্রস্যেব বগ্নুরা শৃণ্ব আজৌ প্রচেতয়ন্নর্ষতি বাচমেমাম্ ॥ ১৩॥
রসায্যঃ পয়সা পিন্বমান ঈরয়ন্নেষি মধুমন্তমংশুম্।
পবমানঃ সন্তনিমেষি কৃণ্বন্নিন্দ্রায় সোম পরিষিচ্যমানঃ ॥ ১৪॥
এবা পবস্ব মদিরো মদায়োদগ্রাভস্য নময়ন্বধস্নৈঃ।
পরি বর্ণং ভরমাণো রুশন্তং গব্যুর্নো অর্ষ পরি সোম সিক্তঃ ॥ ১৫॥
জুষ্টী ন ইন্দো সুপথা সুগান্যুরৌ পবস্ব বরিবাংসি কৃণ্বন্।
ঘনেব বিষ্বগ্দুরিতানি বিঘ্নন্নধি ষ্ণুনা ধন্ব সানো অব্যে ॥ ১৬॥
বৃষ্টিং নো অর্ষ দিব্যাং জিগত্নুমিলাবতীং শংগয়ীং জীরদানুম্।
স্তুকেব বীতা ধন্বা বিচিন্বন্বন্ধূরিমাঁ অবরাঁ ইন্দো বায়ূন্ ॥ ১৭॥
গ্রন্থিং ন বি ষ্য গ্রথিতং পুনান ঋজুং চ গাতুং বৃজিনং চ সোম।
অত্যো ন ক্রদো হরিরা সৃজানো মর্যো দেব ধন্ব পস্ত্যাবান্ ॥ ১৮॥
জুষ্টো মদায় দেবতাত ইন্দো পরি ষ্ণুনা ধন্ব সানো অব্যে।
সহস্রধারঃ সুরভিরদব্ধঃ পরি স্রব বাজসাতৌ নৃষহ্যে ॥ ১৯॥
অরশ্মানো যেঽরথা অযুক্তা অত্যাসো ন সসৃজানাস আজৌ।
এতে শুক্রাসো ধন্বন্তি সোমা দেবাসস্তাঁ উপ যাতা পিবধ্যৈ ॥ ২০॥
এবা ন ইন্দো অভি দেববীতিং পরি স্রব নভো অর্ণশ্চমূষু।
সোমো অস্মভ্যং কাম্যং বৃহন্তং রয়িং দদাতু বীরবন্তমুগ্রম্ ॥ ২১॥
তক্ষদ্যদী মনসো বেনতো বাগ্জ্যেষ্ঠস্য বা ধর্মণি ক্ষোরনীকে।
আদীমায়ন্বরমা বাবশানা জুষ্টং পতিং কলশে গাব ইন্দুম্ ॥ ২২॥
প্র দানুদো দিব্যো দানুপিন্ব ঋতমৃতায় পবতে সুমেধাঃ।
ধর্মা ভুবদ্বৃজন্যস্য রাজা প্র রশ্মিভির্দশভির্ভারি ভূম ॥ ২৩॥
পবিত্রেভিঃ পবমানো নৃচক্ষা রাজা দেবানামুত মর্ত্যানাম্।
দ্বিতা ভুবদ্রয়িপতী রয়ীণামৃতং ভরৎসুভৃতং চার্বিন্দুঃ ॥ ২৪॥
অর্বাঁ ইব শ্রবসে সাতিমচ্ছেন্দ্রস্য বায়োরভি বীতিমর্ষ।
স নঃ সহস্রা বৃহতীরিষো দা ভবা সোম দ্রবিণোবিৎ পুনানঃ ॥ ২৫॥
দেবাব্যো নঃ পরিষিচ্যমানাঃ ক্ষয়ং সুবীরং ধন্বন্তু সোমাঃ।
আয়জ্যবঃ সুমতিং বিশ্ববারা হোতারো ন দিবিযজো মন্দ্রতমাঃ ॥ ২৬॥
এবা দেব দেবতাতে পবস্ব মহে সোম প্সরসে দেবপানঃ।
মহশ্চিদ্ধি ষ্মসি হিতাঃ সমর্যে কৃধি সুষ্ঠানে রোদসী পুনানঃ ॥ ২৭॥
অশ্বো ন ক্রদো বৃষভির্যুজানঃ সিংহো ন ভীমো মনসো জবীয়ান্।
অর্বাচীনৈঃ পথিভির্যে রজিষ্ঠা আ পবস্ব সৌমনসং ন ইন্দো ॥ ২৮॥

শতং ধারা দেবজাতা অসৃগ্রন্ত্সহস্রমেনাঃ কবয়ো মৃজন্তি।
ইন্দো সনিত্রং দিব আ পবস্ব পুর এতাসি মহতো ধনস্য ॥ ২৯॥
দিবো ন সর্গা অসসৃগ্রমহ্নাং রাজা ন মিত্রং প্র মিনাতি ধীরঃ।
পিতুর্ন পুত্রঃ ক্রতুভির্যতান আ পবস্ব বিশে অস্যা অজীতিম্ ॥ ৩০॥
প্র তে ধারা মধুমতীরসৃগ্রন্বারান্যৎ পূতো অত্যেষ্যব্যান্।
পবমান পবসে ধাম গোনাং জজ্ঞানঃ সূর্যমপিন্বো অর্কৈঃ ॥ ৩১॥
কনিক্রদদনু পন্থামৃতস্য শুক্রো বি ভাস্যমৃতস্য ধাম।
স ইন্দ্রায় পবসে মৎসরবান্ হিন্বানো বাচং মতিভিঃ কবীনাম্ ॥ ৩২॥
দিব্যঃ সুপর্ণোঽব চক্ষি সোম পিন্বন্ধারাঃ কর্মণা দেববীতৌ।
এন্দো বিশ কলশং সোমধানং ক্রন্দন্নিহি সূর্যস্যোপ রশ্মিম্ ॥ ৩৩॥
তিস্রো বাচ ঈরয়তি প্র বহ্নির্ঋতস্য ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাম্।
গাবো যন্তি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ সোমং যন্তি মতয়ো বাবশানাঃ ॥ ৩৪॥
সোমং গাবো ধেনবো বাবশানাঃ সোমং বিপ্রা মতিভিঃ পৃচ্ছমানাঃ।
সোমঃ সুতঃ পূয়তে অজ্যমানঃ সোমে অর্কাস্ত্রিষ্টুভঃ সং নবন্তে ॥ ৩৫॥
এবা নঃ সোম পরিষিচ্যমান আ পবস্ব পূয়মানঃ স্বস্তি।
ইন্দ্রমা বিশ বৃহতা রবেণ বর্ধয়া বাচং জনয়া পুরন্ধিম্ ॥ ৩৬॥
আ জাগৃবির্বিপ্র ঋতা মতীনাং সোমঃ পুনানো অসদচ্চমূষু।
সপন্তি যং মিথুনাসো নিকামা অধ্বর্যবো রথিরাসঃ সুহস্তাঃ ॥ ৩৭॥
স পুনান উপ সূরে ন ধাতোভে অপ্রা রোদসী বি ষ আবঃ।
প্রিয়া চিদ্যস্য প্রিয়সাস ঊতী স তূ ধনং কারিণে ন প্র যংসৎ ॥ ৩৮॥
স বর্ধিতা বর্ধনঃ পূয়মানঃ সোমো মীঢ্বাঁ অভি নো জ্যোতিষাবীৎ।
যেনা নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ স্বর্বিদো অভি গা অদ্রিমুষ্ণন্ ॥ ৩৯॥
অক্রান্ত্সমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মঞ্জনয়ৎ প্রজা ভুবনস্য রাজা।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎসোমো বাবৃধে সুবান ইন্দুঃ ॥ ৪০॥
মহত্তৎসোমো মহিষশ্চকারাপাং যদ্গর্ভোঽবৃণীত দেবান্।
অদধাদিন্দ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎ সূর্যে জ্যোতিরিন্দুঃ ॥ ৪১॥
মৎসি বায়ুমিষ্টয়ে রাধসে চ মৎসি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।
মৎসি শর্ধো মারুতং মৎসি দেবান্মৎসি দ্যাবাপৃথিবী দেব সোম ॥ ৪২॥
ঋজুঃ পবস্ব বৃজিনস্য হন্তাপামীবাং বাধমানো মৃধশ্চ।
অভি শ্রীণন্পয়ঃ পয়সাভি গোনামিন্দ্রস্য ত্বং তব বয়ং সখায়ঃ ॥ ৪৩॥
মধ্বঃ সূদং পবস্ব বস্ব উৎসং বীরং চ ন আ পবস্ব ভগং চ।
স্বদস্বেন্দ্রায় পবমান ইন্দো রয়িং চ ন আ পবস্বা সমুদ্রাৎ ॥ ৪৪॥

সোমঃ সুতো ধারয়াত্যো ন হিত্বা সিন্ধুর্ন নিম্নমভি বাজ্যক্ষাঃ।
আ যোনিং বন্যমসদৎপুনানঃ সমিন্দুর্গোভিরসরৎসমদ্ভিঃ ॥ ৪৫ ॥
এষ স্য তে পবত ইন্দ্র সোমশ্চমূষু ধীর উশতে তবস্বান্।
স্বর্চক্ষা রথিরঃ সত্যশুষ্মঃ কামো ন যো দেবয়তামসর্জি ॥ ৪৬ ॥
এষ প্রত্নেন বয়সা পুনানস্তিরো বর্পাংসি দুহিতুর্দধানঃ।
বসানঃ শর্ম ত্রিবরূথমপ্সু হোতেব যাতি সমনেষু রেভন্ ॥ ৪৭ ॥
নূ নস্ত্বং রথিরো দেব সোম পরি স্রব চম্বোঃ পূয়মানঃ।
অপ্সু স্বাদিষ্ঠো মধুমাঁ ঋতাবা দেবো ন যঃ সবিতা সত্যমন্মা ॥ ৪৮ ॥
অভি বায়ুং বীত্যর্ষা গৃণানোঽভি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।
অভী নরং ধীজবনং রথেষ্ঠামভীন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুম্ ॥ ৪৯ ॥
অভি বস্ত্রা সুবসনান্যর্ষাভি ধেনূঃ সুদুঘাঃ পূয়মানঃ।
অভি চন্দ্রা ভর্তবে নো হিরণ্যাভ্যশ্বান্রথিনো দেব সোম ॥ ৫০ ॥
অভী নো অর্ষ দিব্যা বসূন্যভি বিশ্বা পার্থিবা পূয়মানঃ।
অভি যেন দ্রবিণমশ্নবামাভ্যার্ষেয়ং জমদগ্নিবন্নঃ ॥ ৫১ ॥
অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাংশ্চত্ব ইন্দো সরসি প্র ধন্ব।
ব্রধ্নশ্চিদত্র বাতো ন জূতঃ পুরুমেধশ্চিত্তকবে নরং দাৎ ॥ ৫২ ॥
উত ন এনা পবয়া পবস্বাধি শ্রুতে শ্রবায্যস্য তীর্থে।
ষষ্টিং সহস্রা নৈগুতো বসূনি বৃক্ষং ন পক্বং ধূনবদ্রণায় ॥ ৫৩ ॥
মহীমে অস্য বৃষনাম শূষে মাংশ্চত্বে বা পৃশনে বা বধত্রে।
অস্বাপয়ন্নিগুতঃ স্নেহয়চ্চাপামিত্রাঁ অপাচিতো অচেতঃ ॥ ৫৪ ॥
সং ত্রী পবিত্রা বিততান্যেষ্যন্বেকং ধাবসি পূয়মানঃ।
অসি ভগো অসি দাত্রস্য দাতাসি মঘবা মঘবদ্ভ্য ইন্দো ॥ ৫৫ ॥
এষ বিশ্ববিৎ পবতে মনীষী সোমো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা।
দ্রপ্সাঁ ঈরয়ন্বিদথেষ্বিন্দুর্বি বারমব্যং সময়াতি যাতি ॥ ৫৬ ॥
ইন্দুং রিহন্তি মহিষা অদব্ধাঃ পদে রেভন্তি কবয়ো ন গৃধ্রাঃ।
হিন্বন্তি ধীরা দশভিঃ ক্ষিপাভিঃ সমঞ্জতে রূপমপাং রসেন ॥ ৫৭ ॥
ত্বয়া বয়ং পবমানেন সোম ভরে কৃতং বি চিনুয়াম শশ্বৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫৮ ॥

মন্ত্রার্থ — সুবর্ণের দণ্ড এই সোমকে আহ্লাদিত করলো; তার দ্বারা শোধিত হয়ে ইনি আপন রস দেবতাবর্গের নিকট আনয়ন করলেন। যেমন ইনি কোন পুরোহিত যজমানের ধনধান্যসম্পন্ন সুনির্মিত ভবনে গমন করেন, সেইরকম পুনঃ নিষ্পীড়িত হয়ে শব্দ করতে করতে পবিত্রের চতুর্দিকে গমন করছেন ॥ ১ ॥

তুমি যুদ্ধের উপযোগী উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিধান করেছো; তুমি মহাকবি, অনেক রকম বর্ণনা পাঠ করছো; তুমি শোধিত হচ্ছো, দুই ফলকের উপর বিস্তারিত হও। তুমি পণ্ডিত এবং যজ্ঞের বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান ॥ ২ ॥

সেই যে সোম, যিনি পৃথিবীতে সকল যশস্বী অপেক্ষা অধিক যশস্বী, তিনি আমাদের জন্য মেষলোমময় উচ্চস্থানস্থিত পবিত্রে শোধিত হচ্ছেন। তুমি শোধিত হ'তে হ'তে শব্দ করো, আগমন করো। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিবাক্যের দ্বারা রক্ষা করো ॥ ৩ ॥

তোমরা গান ধরো। আগত হও; দেববর্গকে অর্চনা করি। বিপুল অর্থ লাভের জন্য সোমকে প্রেরণ করো। তিনি দৈবকর্মনিষ্ঠ; তিনি সুস্বাদু হয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন, কলসের মধ্যে উপবেশন করছেন ॥ ৪ ॥

সোম দেবতাগণের বন্ধুত্ব লাভ করতে করতে মত্ততা উৎপাদন করবার জন্য সহস্র ধারায় ক্ষরিত হচ্ছেন। মানবগণ তাঁকে স্তব করছে, তিনি আপন পূর্বতন স্থান গ্রহণ করছেন, বিশিষ্ট সৌভাগ্য লাভের জন্য তিনি ইন্দ্রের নিকট গমন করলেন ॥ ৫ ॥

হে উজ্জ্বল! স্তবকর্তাকে ধন দানের জন্য আগত হও। যুদ্ধের জন্য তোমার উৎপাদিত মত্ততা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হোক। রথে আরোহণপূর্বক দেবতাগণের সাথে গমন করো, অন্ন আনীত করো। তোমরা সকলে স্বস্তিবচনের দ্বারা আমাদের রক্ষা করো ॥ ৬ ॥

উশানার মতো কবির রচনা উচ্চারণ করতে করতে এই দেব সোম দেবতাগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করছেন। এঁর ব্রত অতি মহৎ, ইনি সাধুবর্গেরই বন্ধু, ইনি পবিত্রতার উৎপাদক, ইনি শব্দ করতে করতে বরাহ গতিতে আগমন করছেন ॥ ৭ ॥

সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের মতো যজ্ঞগৃহের মধ্যে বেগে প্রবেশ করলো, কারণ দীপ্তিশালী সোমদেব উপস্থিত। বন্ধুগণ সেই দুর্ধর্ষ তেজস্বী বাদ্যবাদনকারী সোমকে একত্রে মিলিত হয়ে বর্ণনা করছে ॥ ৮ ॥

তিনি যশস্বী পুরুষের মতো বেগে চলেছেন। তিনি অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করছেন, গাভীগণ তাঁর সঙ্গে গমন করতে পারে না। তিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গসঞ্চালনকারী বৃষভের মতো নিজের কলেবর বৃদ্ধি করছেন, সেই সরল স্বভাব সোম দিবারাত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকেন ॥ ৯ ॥

গাভীদুগ্ধে পরিপুষ্ট হয়ে ঘোটকের মতো সোম ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি ইন্দ্রের বলাধান এবং মত্ততা উৎপাদন করছেন। তিনি রাক্ষস-সংহার এবং বিপক্ষ পরাভব করছেন; তিনি বলশালী রাজা, তিনি সর্বরকম কাম্যবস্তু উৎপাদন করেন ॥ ১০ ॥

মধুর মতো সুস্বাদু ধারাযুক্ত হয়ে প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত সোম মেষলোমের মধ্যে দিয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি ইন্দ্রের সাথে বন্ধুত্ব করছেন। তিনি নিজে দেবতা, অন্যান্য দেবতার মত্ততা উৎপাদন করছেন ॥ ১১ ॥

সোমদেব শোধিত হ'তে হ'তে আমাদের প্রিয়বস্তু প্রদানের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি দেববর্গের নিকট আপন রস নীত করছেন। যে কালের যে ধর্মকর্ম সকলই তিনি সম্পন্ন করেন। উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর দশ অঙ্গুলি তাঁকে নীত করলো ॥ ১২ ॥

রসবর্ষণকারী উজ্জ্বল লোহিত বর্ণধারী সোম শব্দ ক'রে উঠলেন। গাভীগণকে শব্দ করাতে করাতে তিনি দ্যুলোকে ও ভূলোকে গমন করেন। ইন্দ্রের বজ্রের মতো তাঁর শব্দ শ্রুত হচ্ছে। তিনি আমাদের এই স্তুতিবাক্যের প্রতি কর্ণপাত করতে করতে যুদ্ধে গমন করছেন ॥ ১৩ ॥

হে বলশালী সোম! দুগ্ধসহযোগে তুমি দৃঢ়িপ্রাপ্ত হয়েছো। তুমি তোমার সুমধুর অংশু চালনা করতে আগত হয়েছো। তুমি অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে ক্ষরিত হয়ে আগমন করছো। আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে সেচন করছি ॥ ১৪ ॥

তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী মেঘকে আপন নিয়মের বশীভূত করো। তোমাকে চতুর্দিকে সেচন করা হয়েছে, তুমি উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্বক গোধন লাভের নিমিত্ত আগমন করো ॥ ১৫ ॥

আমাদের এইসকল স্তব গ্রহণ করো, আমাদের পথ সুগম ক'রে দাও; আমাদের নানারকম কাম্যবস্তু প্রদান করতে করতে প্রকাণ্ড কলসের মধ্যে ক্ষরিত হও; আমাদের চতুর্দিকে অনিষ্ট সমস্ত মুদ্গরের মতো নিবারণ করো; উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর ধারাকারে আগমন করো ॥ ১৬ ॥

তুমি আমাদের জন্য দিব্যলোক হ'তে এমন বৃষ্টি আনীত করো, যা শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হয়ে আমাদের কল্যাণ বিধান করে এবং সত্বর ফল দান করে। হে সোম! পৃথিবীস্থিত এইসকল বায়ু প্রেমাস্পদ পুত্রের মতো, এদের অন্বেষণ করতে করতে তুমি আগমন করো ॥ ১৭ ॥

আমি পাপে পরিবেষ্টিত, আমার পাপের বন্ধন মোচন ক'রে দাও। শোধিত হ'তে হ'তে তুমি আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করো এবং বলশালী করো। হে সোম! যখন তোমাকে প্রস্তুত করে, তখন তুমি ঘোটকের মতো শব্দ করছিলে। হে দেব! এই ব্যক্তির এই গৃহ রয়েছে, তুমি আগমন করো ॥ ১৮ ॥

দেবতাবর্গে সমাকীর্ণ এই যজ্ঞে মত্ততার জন্য তোমার সেবা করা হচ্ছে। তুমি উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর ধারাকারে গমন করো। তুমি সহস্রধারা ধারণপূর্বক সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট হয়ে অবারিত বেগে উপস্থিত হও, যেহেতু তোমাকে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের জন্য অন্ন আহরণ ক'রে দিতে হবে ॥ ১৯ ॥

যেমন বন্ধন ক্ষেত্রে রশ্মি মোচন ক'রে দিলে এবং রথে যোজিত না থাকলে ঘোটকগণ দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, সেইরকম এই সমস্ত শুভ্রবর্ণ সোমরস ধাবিত হচ্ছে, পান করবার জন্য তোমরা নিকটবর্তী হও ॥ ২০ ॥

হে সোম! এই দেবসমাগমে তুমি উজ্জ্বল রসের আকারে পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হও। সোম আমাদের প্রচুর পরিমাণে কাম্যবস্তু, ধন এবং বীর পুত্রপৌত্র প্রদান করুন ॥ ২১ ॥

যেই মাত্র ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণ হ'তে স্তুতিবাক্য নির্গত হয়, অথবা যেই মাত্র অতি চমৎকার যজ্ঞীয় দ্রব্য অনুষ্ঠান কালে আহরণ করা হয়, অমনি গাভীর দুগ্ধ অভিলাষে সোমের দিকে গমন ক'রে থাকে, তিনি সেই সময়ে কলসের মধ্যে অবস্থিতি করছেন এবং তিনি যেন তাদের প্রেমাস্পদ স্বামীতুল্য ॥ ২২ ॥

এই স্বর্গলোকবাসী সুপণ্ডিত সোম, যিনি দাতাগণকে দান করেন এবং যজমান ব্যক্তিবর্গের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন, তিনি যজ্ঞের জন্য যজ্ঞীয় রস সেচন করছেন। ইনি ধর্মকার্যের সহায়স্বরূপ, ইনি বলশালী রাজার তুল্য; দশ অঙ্গুলি এঁকে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করেছে ॥ ২৩ ॥

সতর্ক সাবধান সোম দেবতাগণের রাজা, ইনি পবিত্রে ধারার আকারে ক্ষরিত হচ্ছেন; ইনি দেবতা ও মানববর্গ, এই দুই বর্গের জন্য দুই প্রকারে আগমন করেন। ইনি সকল ধনের অধিপতি, সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে ইনি সহায়তা করছেন ॥ ২৪ ॥

আনন্দ করবার জন্য, ইন্দ্র ও বায়ুর জন্য, যজ্ঞের সময় সেই সোম ঘোটকের মতো আগমন

করছেন। সেই তুমি আমাদের প্রচুর পরিমাণে নানারকম অন্ন দান করো। তুমি শোধিত হ'তে হ'তে আমাদের জন্য ধন আনয়ন ক'রে দাও ॥ ২৫ ॥

এই যে সমস্ত সোমরস দেবতাগণের তৃপ্তি বিধানের উদ্দেশে যাঁদের সেচন করা হচ্ছে, তাঁরা আমাদের গৃহ, সন্তানসন্ততি সমাকীর্ণ ক'রে দিন। তাঁরা স্তবপ্রাপ্ত হয়ে যজ্ঞের উপযোগী হচ্ছেন, তাঁরা সকল লোকের কামনীয়, তাঁরা হোমকর্তা পুরোহিতবর্গের মতো দেবতার পূজা করেন, তাঁদের তুল্য আনন্দ বিধানকারী কেউই নেই ॥ ২৬ ॥

হে দেব! দেবতাগণ তোমাকে পান করেন; এই দেবতা সমাকীর্ণ যজ্ঞে ক্ষরিত হও, প্রচুরভাবে তোমার পান হবে। যুদ্ধে যেন আমরা বলশালী ও বিপক্ষ পরাভবকারী হই; তুমি শোধিত হ'তে হ'তে দ্যুলোক ও ভূলোককে আমাদের পক্ষে শুভকর ক'রে দাও ॥ ২৭ ॥

ধারার সাথে মিলিত হয়ে তুমি অশ্বের মতো শব্দ করো। তুমি ভয়ানক সিংহের মতো। তুমি মানস অপেক্ষাও অধিক বলশালী। অতি সরল যে সকল প্রাচীন পথ আছে, সেই পথ দিয়ে আমাদের সুখ ও মনের প্রসন্নতার জন্য ক্ষরিত হও ॥ ২৮ ॥

দেবতাগণের জন্য উৎপন্ন হয়ে এঁর শতধারা প্রস্তুত হলো। কবিগণ সহস্ররকমে সেই সমস্ত ধারার শোধন করছেন। হে সোম! স্বর্গের গুপ্তধন তুমি ক্ষরণ ক'রে দাও; তুমি প্রকাণ্ড ধন সঞ্চয়ের অগ্রে অগ্রে গমন ক'রে থাকো ॥ ২৯ ॥

স্বর্গীয় পদার্থের মতো তাঁর ধারা সৃষ্ট হলো, দিনের অধিপতির মতো সেই পতিত মিত্র দেবতার নিকটে গমন করছেন। যেমন পুত্র নানাভাবে পিতার উপকার করে, সেইরকম তুমি এই ব্যক্তিকে সর্বত্র জয়ী করো ॥ ৩০ ॥

অগ্রে তোমার ধারাসমূহ প্রস্তুত হলো, পরে তুমি মেষলোম অতিক্রমপূর্বক শোধিত হ'লে। হে ক্ষরণশীল! তুমি দুগ্ধের আধারে গমন করলে; তুমি উৎপন্ন হয়ে স্তুতিবাক্যের দ্বারা সূর্যকে প্রীত করলে ॥ ৩১ ॥

হে শুভ্রবর্ণ সোম! তুমি যজ্ঞের পথে শব্দ করতে করতে অমৃতের আধারের মতো শোভাপ্রাপ্ত হচ্ছো। তুমি মত্ততার জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হচ্ছো। তোমার স্তবের জন্য কবিবৃন্দের বাক্য-স্ফূর্তি হচ্ছে ॥ ৩২ ॥

হে সোম! তুমি আকাশবিহারী সুপর্ণ, নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করো। দেবতাবৃন্দের সমাগমস্থানস্বরূপ এই যজ্ঞের কার্যে আপন ধারাগুলি বিস্তারিত করছো। সোমের আধারভূত কলসের মধ্যে প্রবেশ করো। শব্দ করতে করতে সূর্যের কিরণে গমন করো ॥ ৩৩ ॥

সোম বহনকর্তা, তিনি তিন রকম বাক্য উচ্চারণ করেন। সেই সকল শব্দই যজ্ঞানুষ্ঠানের আশ্রয়স্বরূপ ও স্তোতার অনুষ্ঠানের উপযোগী। যেমন গাভীবৃন্দ সম্ভাষণ করতে করতে বৃষের দিকে গমন করে, সেইরকম স্তুতিবাক্যগুলি সাভিলাষে সোমের দিকে গমন করছে ॥ ৩৪ ॥

নবপ্রসূত গাভীগণ সোমের কামনা করে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিবৃন্দ স্তবের দ্বারা সম্ভাষণ করেন। সোম প্রস্তুত হ'তে হ'তে ঘৃত ইত্যাদি সংযোগে শোধিত হচ্ছেন। ত্রিষ্টুভ্ছন্দ সোমকে স্তব করছে ॥ ৩৫ ॥

হে সোম! তোমাকে সেচন করা হচ্ছে। তুমি শোধিত হয়ে ক্ষরিত হও; যাতে আমাদের কল্যাণ হয়, উচ্চৈঃস্বরে রব করতে করতে ইন্দ্রের দেহমধ্যে প্রবেশ করো। স্তবের বৃদ্ধি করো, স্তব বিস্তারিত করো ॥ ৩৬ ॥

সাবধান, সতর্ক, বুদ্ধিমান্ সোম শোধিত হয়ে যজ্ঞস্থলে স্তবের সাথে ভিন্ন ভিন্ন পানপাত্রে

হে রসশালী সোম! দুগ্ধসহযোগে তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছো। তুমি তোমার সুমধুর অংশু চালনা করতে আগত হচ্ছো। তুমি অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে ক্ষরিত হয়ে আগমন করছো। আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে সেচন করছি ॥ ১৪ ॥

তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী মেঘকে আপন নিয়মের বশীভূত করো। তোমাকে চতুর্দিকে সেচন করা হয়েছে, তুমি উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্বক গোধন লাভের নিমিত্ত আগমন করো ॥ ১৫ ॥

আমাদের এইসকল স্তব গ্রহণ করো, আমাদের পথ সুগম ক'রে দাও; আমাদের নানারকম কাম্যবস্তু প্রদান করতে করতে প্রকাণ্ড কলসের মধ্যে ক্ষরিত হও; আমাদের চতুর্দিকে অনিষ্ট সমস্ত মুদ্গরের মতো নিবারণ করো; উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর ধারাকারে আগমন করো ॥ ১৬ ॥

তুমি আমাদের জন্য দিব্যলোক হ'তে এমন বৃষ্টি আনীত করো, যা শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হয়ে আমাদের কল্যাণ বিধান করে এবং সত্বর ফল দান করে। হে সোম! পৃথিবীস্থিত এইসকল বায়ু প্রেমাস্পদ পুত্রের মতো, এদের অন্বেষণ করতে করতে তুমি আগমন করো ॥ ১৭ ॥

আমি পাপে পরিবেষ্টিত, আমার পাপের বন্ধন মোচন ক'রে দাও। শোধিত হ'তে হ'তে তুমি আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করো এবং বলশালী করো। হে সোম! যখন তোমাকে প্রস্তুত করে, তখন তুমি ঘোটকের মতো শব্দ করছিলে। হে দেব! এই ব্যক্তির এই গৃহ রয়েছে, তুমি আগমন করো ॥ ১৮ ॥

দেবতাবর্গে সমাকীর্ণ এই যজ্ঞে মত্ততার জন্য তোমার সেবা করা হচ্ছে। তুমি উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর ধারাকারে গমন করো। তুমি সহস্রধারা ধারণপূর্বক সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট হয়ে অবারিত বেগে উপস্থিত হও, যেহেতু তোমাকে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের জন্য অন্ন আহরণ ক'রে দিতে হবে ॥ ১৯ ॥

যেমন ধাবন ক্ষেত্রে রশ্মি মোচন ক'রে দিলে এবং রথে যোজিত না থাকলে ঘোটকগণ দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, সেইরকম এই সমস্ত শুভ্রবর্ণ সোমরস ধাবিত হচ্ছে, পান করবার জন্য তোমরা নিকটবর্তী হও ॥ ২০ ॥

হে সোম! এই দেবসমাগমে তুমি উজ্জ্বল রসের আকারে পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হও। সোম আমাদের প্রচুর পরিমাণে কাম্যবস্তু, ধন এবং বীর পুত্রপৌত্র প্রদান করুন ॥ ২১ ॥

যেই মাত্র ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণ হ'তে স্তুতিবাক্য নির্গত হয়, অথবা যেই মাত্র অতি চমৎকার যজ্ঞীয় দ্রব্য অনুষ্ঠান কালে আহরণ করা হয়, অমনি গাভীর দুগ্ধ সাভিলাষে সোমের দিকে গমন ক'রে থাকে, তিনি সেই সময়ে কলসের মধ্যে অবস্থিতি করছেন এবং তিনি যেন তাদের প্রেমাস্পদ স্বামীতুল্য ॥ ২২ ॥

এই স্বর্গলোকবাসী সুপণ্ডিত সোম, যিনি দাতাগণকে দান করেন এবং বদান্য ব্যক্তিবর্গের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন, তিনি যজ্ঞের জন্য যজ্ঞীয় রস সেচন করছেন। ইনি ধর্মকার্যের সহায়স্বরূপ, ইনি বলশালী রাজার তুল্য; দশ অঙ্গুলি এঁকে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করেছে ॥ ২৩ ॥

সতর্ক সাবধান সোম দেবতাগণের রাজা, ইনি পবিত্রে ধারার আকারে ক্ষরিত হচ্ছেন; ইনি দেবতা ও মানববর্গ, এই দুই বর্গের জন্য দুই রকমে আগমন করেন। ইনি সকল ধনের অধিপতি, সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে ইনি সহায়তা করছেন ॥ ২৪ ॥

অন্ননান করবার জন্য, ইন্দ্র ও বায়ুর জন্য, যজ্ঞের সময় সেই সোম ঘোটকের মতো আগমন

উপবেশন করলেন। প্রধান প্রধান সুনিপুণ পুরোহিতগণ আনন্দের সাথে দুই দুই জন ক'রে তাঁর গুণকীর্তন করছে ॥ ৩৭ ॥

তিনি শোধিত হয়ে যেন সূর্যের নিকটবর্তী হলেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোককে আপন জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করলেন। তাঁর বন্ধুবর্গ যেন তাঁর সাহায্যপ্রাপ্ত হন; যেমন কেউ কোন কার্য করলে তাঁকে বেতন প্রদান করা হয়, সেইরকম তিনি যজ্ঞকর্তাকে ধন প্রদান করেন ॥ ৩৮ ॥

তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন; রসসেচনকারী সোম শোধিত হয়ে আপন জ্যোতির দ্বারা আমাদের রক্ষা করলেন। তাঁর আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন আমাদের পূর্বপুরুষগণ পর্বত হ'তে গাভী আহরণ করেছিলেন ॥ ৩৯ ॥

রসের সমুদ্রস্বরূপ সেই সোম প্রথমেই সৃষ্ট হয়ে শব্দ করলেন; তিনি সর্বভূতের রাজা, তাঁর হ'তে প্রজা বৃদ্ধি হয়। রসবর্ষণকারী জ্যোতির্ময় সোম নিষ্পীড়িত হবার সময় উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন ॥ ৪০ ॥

বিপুলমূর্তি সোম মহৎ কার্য করেছেন, তিনি দেবতাগণের নিকট প্রচুর বৃষ্টি যাচ্ঞা করলেন। তিনি ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রের বলাধান করলেন, সূর্যের ঔজ্জ্বল্য উৎপাদন করলেন ॥ ৪১ ॥

হে সোম! ক্ষরণকালে তুমি যজ্ঞকার্য ও অন্নের জন্য ইন্দ্রকে মত্ত করো। মরুদ্গণের দলকে মত্ত করো; হে সোমদেব! সকল দেবতাকে মত্ত করো। দ্যুলোক ও ভূলোককে মত্ত করো ॥ ৪২ ॥

সরল পথে তুমি ক্ষরিত হও, পাপ নষ্ট করো। শত্রুবর্গের বেগের বাধা প্রদান করো। গাভীর দুগ্ধ ও জলকে আশ্রয় করো। তুমি ইন্দ্রের সখা, আমরা তোমার সখা ॥ ৪৩ ॥

তুমি মধুর ভাণ্ডার ক্ষরণ ক'রে দাও, ধনের প্রস্রবন এবং সন্তানসন্ততি ও ধন ক্ষরণ ক'রে দাও। তুমি ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রের রসনায় সুস্বাদু হও, আকাশ হ'তে আমাদের ধন আহরণ ক'রে দাও ॥ ৪৪ ॥

সোম ধারার আকারে নিষ্পীড়িত হলেন, তিনি ঘোটকের মতো গমনকারী, তিনি নদীর মতো সবেগে নিম্নের দিকে গমন করলেন। তিনি শোধিত হয়ে জলের আধারে উপবেশন করলেন, তিনি জল ও দুগ্ধে মিশ্রিত হলেন ॥ ৪৫ ॥

এই সেই বুদ্ধিমান্ সোম পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হচ্ছেন, ভক্তের দিকে গমন করতে তাঁর বিশেষ ত্বরা আছে। তিনি সকল দিক্ দর্শন করেন, তিনি প্রধান, তাঁর তেজই যথার্থ। দেবকর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মূর্তিমান্ অভিলাষের মতো তাঁর সৃষ্টি হয়েছে ॥ ৪৬ ॥

এই সোম চিরাচরিত ভক্তাশ্রয়ের সাথে শোধিত হচ্ছেন, দুগ্ধ দোহনকারিণী কন্যার জ্যোতি এঁর নিকট অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। যেভাবে হোমকর্তা পুরোহিত সভায় গমন করেন, সেইরকম ইনি জল ও দুগ্ধ এবং আপন রস এই ত্রিমিশ্রিত মূর্তি ধারণপূর্বক শব্দ করতে করতে জলের মধ্যে গমন করছেন ॥ ৪৭ ॥

হে সোমদেব! তুমি প্রধান, তুমি কলসদ্বয় হ'তে অতি সুস্বাদু হয়ে জলের মধ্যে ক্ষরিত হও। শোধিত হয়ে তোমার রস মধুর মতো। যজ্ঞ তোমারই; তুমি সূর্যদেবের মতো, তোমার স্তবই যথার্থ ॥ ৪৮ ॥

শোধিত হয়ে স্তব গ্রহণ করতে করতে বায়ুর পানের জন্য গমন করো, মিত্র ও বরুণের দিকে গমন করো; মনসদৃশ্য বেগশালী নরের দিকে গমন করো; বৃষ্টিবর্ষণকারী বজ্রবাহু বজ্রধারী ইন্দ্রের দিকে গমন করো ॥ ৪৯ ॥

তুমি আবাহ হও, সেই সঙ্গে উত্তম উত্তম পরিধানীয় বস্ত্র আনয়ন করো; তুমি শোধিত হচ্ছো;

অনায়াসে দোহন করা যায়, এমন গাভীসহ আগমন করো। মনের আহ্লাদদায়ী প্রচুর সুবর্ণসহ আগমন করো এবং রথযুক্ত অশ্ব আনয়ন করো ॥৫০॥

স্বর্গীয় নানারকম সম্পত্তি আমাদের দিকে আনয়ন করো। শোধিত হচ্ছো, সকল রকম পৃথিবীর ধন আহরণ করো। যাতে আমরা জমদগ্নির মতো ঋষিজনোচিত ধন প্রাপ্ত হই, সেইভাবে আগমন করো ॥৫১॥

এইরকমে ক্ষরিত হয়ো এই সমস্ত ধন আনীত ক'রে দাও। আমাদের স্তবে ও হোমে অধিষ্ঠান করো। তোমার নিষ্পীড়নফলক বায়ুর মতো আন্দোলিত হয়ে ভদ্রব্যক্তিকে যেন তোমার সর্বজন কামনীয় রস দান করে ॥৫২॥

বিখ্যাত ব্যক্তির বিখ্যাত তীর্থে তুমি এইভাবে ক্ষরিত হও। যেমন পরিপক্ক ফলপূর্ণ বৃক্ষকে কম্পিত ক'রে লোকে ফল পাতিত করে, সেইরকম সোম ষষ্টিসহস্র বিপক্ষের নিকট ধন হরণ করলেন ॥৫৩॥

ঐ সোমের এই দু'টি বিষয় মহৎ ও সুখকর, অর্থাৎ রস সেচন ও স্তুতিপাঠ, এতেই তাঁর তেজ বৃদ্ধি হয়। শত্রুবর্গকে তিনি ভূমিশায়ী করলেন এবং বিতাড়িত ক'রে দিলেন। হে সোম! শত্রুবর্গকে দূরীভূত করো। যারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করে, তাদের দূরীভূত করো ॥৫৪॥

তিনখানি বিস্তারিত পবিত্রের মধ্যে দিয়ে তুমি আগমন ক'রে থাকো, শোধিত হয়ে তুমি একটি আধারের দিকে গমন করো। তুমি ধনস্বরূপ, তুমি দাতাকে দান করো, তুমি যজ্ঞকর্তাগণের পক্ষে ইন্দ্রের স্বরূপ ॥৫৫॥

এই বুদ্ধিমান্ সর্বজ্ঞ সোম ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি বিশ্বভুবনের রাজা, ইনি যজ্ঞের সময় আপন রসের ধারা চালিত করেন, ইনি মেষলোমের মধ্য দিয়ে বাহির হয়ে যাচ্ছেন ॥৫৬॥

বিপুল মূর্তি দুর্ধর্ষ কবিগণ সোমকে আস্বাদন করছেন এবং শকুনিপক্ষীর মতো কবিতার পদ উচ্চারণ করছেন। পণ্ডিতগণ দশ অঙ্গুলির দ্বারা তাঁকে চালিত ক'রে দিচ্ছেন। তিনি জলের রসের সাথে আপন মূর্তি মিশ্রিত করছেন ॥৫৭॥

হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার সাহায্যে আমরা যেন যুদ্ধে কার্যদক্ষ হ'তে পারি। অতএব মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যুলোক এঁরা আমাদের পূজা গ্রহণ করুন ॥৫৮॥

টীকা — ৩৩ ঋকে গগনবিহারী সুপর্ণের সাথে সোমের তুলনা ॥ ৫৩ ও ৫৪ ঋকে অনার্য বর্বরগণের উল্লেখ ॥—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৭৭ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১, ২ ও ৩ ঋক্; ২২৫ পৃষ্ঠায় ৪ ঋক্; ৪৭৯ পৃষ্ঠায় ৭, ৮ ও ৯ ঋক্; ৪৩৯ পৃষ্ঠায় ১০, ১১ ও ১২ ঋক্; ৩৪৬ পৃষ্ঠায় ১৩, ১৪ ও ১৫ ঋক্; ২২৬ পৃষ্ঠায় ২২ ঋক্; ২২৫ পৃষ্ঠায় ৩১ ঋক্; ৫৭২ পৃষ্ঠায় ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ ঋক্; ৫৮২ পৃষ্ঠায় ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ ঋক্; ৫২৬ পৃষ্ঠায় ৪০, ৪১ ও ৪২ ঋক্; ৫৮৬ পৃষ্ঠায় ৪৯ ঋক্; ৫৮৭ পৃষ্ঠায় ৫০ ও ৫১ ঋক্; ৪৭২ পৃষ্ঠায় ৫২, ৫৩ ও ৫৪ ঋক্ এবং ২৪৭ পৃষ্ঠায় ৫৮ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২২২ পৃষ্ঠাতেও ১, ৭, ৩৪ ও ৪০ ঋক্, ২২৮ পৃষ্ঠাতেও ১০, ৪১ ও ৫২ ঋক্ আছে। বলাবাহুল্য সেখানে উপরোক্ত ঋক্‌গুলির যথাযথ আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্— "পরমধনদানে পবিত্রকারক ভগবান্ তাঁর অমৃতকে লোকগণের হিতের জন্য দেবভাবের সাথে সংযোজিত করেন। অপাপবিদ্ধ দেবতা যেমন পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হন, তেমনই প্রার্থনাপরায়ণ সৎকর্মসাধক রিপুগণকে বিনাশ করবার জন্য সৎকর্মের সাধনফল প্রাপ্ত হন।" (ভাব এই যে,—দেবভাবের দ্বারা মানুষ অমৃত লাভ করে এবং সৎকর্মের সাধনের দ্বারা রিপুনাশ হয়)।—ইত্যাদি ॥ ৫৮ ঋক্—"হে

শুদ্ধসত্ত্ব। পবিত্রকারক আপনার সাহায্যে আমরা যেন রিপুসংগ্রামে রিপুজয় ইত্যাদি সৎকর্ম সম্পাদন করি; সেইহেতু মিত্রস্থানীয় দেবতা, অভীষ্টবর্ষক দেবতা, অনন্তস্বরূপা দেবী, স্নেহপরায়ণ দেবতা, দ্যুলোক-ভূলোকে অবস্থিত সকল দেবতা আমাদের যেন পরমধন প্রদান করেন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। ['সোম'—শুদ্ধসত্ত্ব। 'মিত্রঃ' মিত্রস্থানীয় দেবতা। 'বরুণঃ'—অভীষ্টবর্ষক দেবতা। 'অদিতিঃ'—অনন্তস্বরূপা দেবী। 'সিন্ধুঃ'—স্যন্দনশীল স্নেহপরায়ণ দেবতা। 'পৃথিবী উত দ্যৌঃ'—দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকল দেবতা। এঁরা স্বতন্ত্র কোন দেবতা নন। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবানেরই ভিন্ন বা যথাযথ বিভূতিসম্পন্ন রূপ বা বৈশিষ্ট্য বা অভিব্যক্তি। ভগবান্ জলে স্থলে অনলে অনিলে সর্বত্র বিদ্যমান্। তাঁর এই বিভিন্ন বিকাশকে উপাসনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯৮ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অম্বরীষ ও ঋজিশ্বা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী।]

অভি নো বাজসাতমং রয়িমর্ষ পুরুস্পৃহম্।
ইন্দো সহস্রভর্ণসং তুবিদ্যুম্নং বিভ্বাসহম্ ॥ ১ ॥
পরি ষ্য সুবানো অব্যয়ং রথে ন বর্মাব্যত।
ইন্দুরভি দ্রুণা হিতো হিয়ানো ধারাভিরক্ষাঃ ॥ ২ ॥
পরি ষ্য সুবানো অক্ষা ইন্দুরব্যে মদচ্যুতঃ।
ধারা য ঊর্ধ্বো অধ্বরে ভ্রাজা নৈতি গব্যযুঃ ॥ ৩ ॥
স হি ত্বং দেব শশ্বতে বসু মর্তায় দাশুষে।
ইন্দো সহস্রিণং রয়িং শতাত্মানং বিবাসসি ॥ ৪ ॥
বয়ং তে অস্য বৃত্রহন্বসো বস্বঃ পুরুস্পৃহঃ।
নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম সুম্নস্যাধ্রিগো ॥ ৫ ॥
দ্বির্যং পঞ্চ স্বযশসং স্বসারো অদ্রিসংহতম্।
প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং প্রস্নাপয়ন্ত্যূর্মিণম্ ॥ ৬ ॥
পরি ত্যং হর্যতং হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ।
যো দেবান্বিশ্বাঁ ইৎপরি মদেন সহ গচ্ছতি ॥ ৭ ॥
অস্য বো হ্যবসা পান্তো দক্ষসাধনম্।
যঃ সূরিষু শ্রবো বৃহদ্দধে স্বর্ণ হর্যতঃ ॥ ৮ ॥
স বাং যজ্ঞেষু মানবী ইন্দুর্জনিষ্ট রোদসী।
দেবো দেবী গিরিষ্ঠা অস্রেধন্তং তুবিষ্বণি ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রায় সোম পাতবে বৃত্রঘ্নে পরি ষিচ্যসে।
নরে চ দক্ষিণাবতে দেবায় সদনাসদে ॥ ১০॥
তে প্রত্নাসো ব্যুষ্টিষু সোমাঃ পবিত্রে অক্ষরন্।
অপপ্রোথন্তঃ সনুতর্হুরশ্চিতঃ প্রাতস্তাঁ অপ্রচেতসঃ ॥ ১১॥
তং সখায়ঃ পুরোরুচং যূয়ং বয়ং চ সূরয়ঃ।
অশ্যাম বাজগন্ধ্যং সনেম বাজপস্ত্যম্ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! আমাদের নিকট এমন ধন সহ আগত হও, যাতে প্রভূত অন্ন প্রাপ্তি হয়; যা সর্বজনের কামনীয়, যার দ্বারা সহস্র রকম অভীষ্ট ফল লাভ হয়, যার জ্যোতি অতি চমৎকার, যা বলবান্‌কে আরও বলশালী করে ॥ ১ ॥

যেমন যোদ্ধা রথে আরোহণ ক'রে কবচ ধারণ করে, তুমি সেইরকম নিষ্পীড়িত হয়ে মেষলোমে বিস্তীর্ণ হও। সোম কাষ্ঠদণ্ডের দ্বারা চালিত হয়ে ধারা প্রেরণ করতে করতে ক্ষরিত হলেন ॥ ২ ॥

মাদকতাশক্তিধারী সোম নিষ্পীড়িত হয়ে মেষলোমের চতুর্দিকে ক্ষরিত হলেন। তাঁর ধারা যজ্ঞস্থলে উর্ধ্বে গমন করছে; তিনি দীপ্তিশালী হয়ে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হবার জন্য আগমন করছেন ॥ ৩ ॥

হে সোমদেব! সেই তুমি নিত্যকাল দাতা ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষাৎ ধনস্বরূপ হও। হে সোম! তুমি শতসহস্র রকম ধন বিতরণ করো ॥ ৪ ॥

হে বৃত্রের নিধনকারিন্! হে ধনস্বরূপ! হে অনিবার্য বেগশালী! আমরা যেন তোমার এই সর্বজন কামনীয় ধনের এবং প্রচুর অন্নের অতি নিকটে গমন করতে পারি ॥ ৫ ॥

সেই সোম যখন প্রস্তরফলকের উপর স্থাপিত হন, তখন সেই যশস্বীকে দশ ভগিনীস্বরূপা দশ অঙ্গুলী স্নান করিয়ে দেয়; তখন তিনি তরঙ্গশালী হয়ে ইন্দ্রের প্রার্থনীয় অতি চমৎকার বস্তু হন ॥ ৬ ॥

সেই উজ্জ্বল হরিতবর্ণ ও পিঙ্গলবর্ণধারী সোমকে মেষলোমের দ্বারা সর্বতোভাবে শোধন করছে। তখন তিনি মাদকতা শক্তিসম্পন্ন হয়ে সকল দেবতার নিকট গমন করছেন ॥ ৭ ॥

এই সোম দ্যুলোকের মতো উজ্জ্বল, এঁর দ্বারা রক্ষিত হয়ে তোমরা এঁর রস পান করো। তা'তে তোমাদের বলাধান হয়। তিনি সেই সোম, যিনি পণ্ডিতবর্গের জন্য প্রচুর অন্ন সৃষ্টি করেছেন ॥ ৮ ॥

হে দ্যুলোক ও ভূলোক! হে মনুসন্ততিদ্বয়! সেই পর্বতবাসী সোম যজ্ঞের সময় তোমাদের উভয়কে সৃষ্টি করেছেন, উচ্চশব্দ সহকারে তাঁকে আঘাত (থেঁতলাতে অর্থাৎ নিপীড়ন) করতে লাগলো ॥ ৯ ॥

হে সোম! বৃত্রের নিধনকারী ইন্দ্রের জন্য তোমাকে সেচন করা যাচ্ছে; যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞ করছে, তার গৃহে যে দেবতা আগমন করেছেন, তারও জন্য তোমাকে সেচন করা যাচ্ছে ॥ ১০ ॥

দিন দিন প্রাতঃকালে সোমরস পুরাতন নিয়মে পবিত্রের উপরে ক্ষরিত হলো। নির্বোধ হুরশ্চিত নামক দস্যুগণ প্রাতঃকালে তাঁকে দর্শন ক'রে অন্তর্হিত ও দ্রবীভূত হলো ॥ ১১ ॥

হে বুদ্ধিমান্ বন্ধুগণ! এই দেখো, সেই সোম আমাদের সম্মুখভাগে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করছে, এর

গন্ধ আঘ্রাণ করলে কিংবা একে পান করলে বল প্রাপ্তি হয়। আগত হও, আমরা উভয়ে ভাগ ক'রে গ্রহণ করি এবং পান করি ॥ ১২॥

টীকা — ১১ ঋকের এই ধরক্ষিত দস্যু কা'রা?—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫২০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১, ৩ ও ৫ ঋক্; ৫৫০ পৃষ্ঠায় ৬, ৭ ও ১০ ঋক্ এবং ৬৮৭ পৃষ্ঠায় ১২ ঋক্টি গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২৩০ পৃষ্ঠাতে ১ ঋক্টি, ২৩১ পৃষ্ঠাতে ৭ ঋক্টি এবং ৬৮৭ পৃষ্ঠাতেও ৭ ও ১০ ঋক্ আছে। সেই সূত্রে সেখানে স্বর্গীয় দুর্গাদাসকৃত সুচিন্তিত অধ্যাত্মিক অনুবাদ ও বিশ্লেষণ বিধৃত আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে ভগবন্! আমাদের পরমধন প্রদান করুন। আমাদের আত্মশক্তিপ্রদায়ক, সর্বলোকবরণীয় সকলের পোষক, জ্যোতির্ময়, শত্রুনাশক ধন (শুদ্ধসত্ত্ব) প্রদান করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন আত্মশক্তিদায়ক পরমধন লাভ করি)। [সত্ত্বভাব মানুষকে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কামবস্তু দিতে পারে, কাজেই সকলে তা পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সেইজন্যই সত্ত্বভাবকে 'শতস্পৃহম্' (মতান্তরে 'পুরুস্পৃহম্') বলা হয়েছে।...ভাল জিনিষ সকলেই পেতে চায়। যার দ্বারা মানুষ উপকার পায়—যা মানুষকে শক্তি দিতে পারে, তা-ই মানুষ আগ্রহের সাথে কামনা করে। সত্ত্বভাব মানুষকে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কামবস্তু দিতে পারে; কাজেই সকলে তা-ই পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সেইজন্যই 'বাজসাতমং' অর্থাৎ পরমধন পাবার প্রার্থনা করা হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ১২ ঋক্—"সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! অর্থাৎ জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী আমরা যেন জ্যোতির্ময় বলকর শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হই; এবং শক্তিদায়ক পরাজ্ঞান যেন প্রাপ্ত হই।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন আত্মশক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব এবং পরাজ্ঞান লাভ করি)। [সৎকর্ম ও অসৎকর্মের বিচারে মানুষের মনই যথাক্রমে মানুষের পরম বন্ধু ও পরম শত্রু হয়। এখানে সাধক জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষী হয়ে (জ্ঞানের সহায়তায় সৎকর্মে নিষ্ঠাবান্ হয়ে) নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিতেই সখিত্ব কামনা করছেন। তাই 'সখায়ঃ' পদে সেই চিত্তবৃত্তিগুলিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্গুলির বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯৯ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : রেভ ও সূনু। ছন্দ : বৃহতী, অনুষ্টুপ্]

আ হর্যতায় ধৃষ্ণবে ধনুস্তন্বন্তি পৌংস্যম্।
শুক্রাং বয়ন্ত্যসুরায় নির্ণিজং বিপামগ্রে মহীযুবঃ ॥ ১॥
অধ ক্ষপা পরিষ্কৃতো বাজাঁ অভি প্র গাহতে।
যদী বিবস্বতো ধিয়ো হরিং হিন্বন্তি যাতবে ॥ ২॥
তমস্য মর্জয়ামসি মদো য ইন্দ্রপাতমঃ।
যং গাব আসভির্দধুঃ পুরা নূনং চ সূরয়ঃ ॥ ৩॥
তং গাথয়া পুরাণ্যা পুনানমভ্যনূষত।
উতো কৃপন্ত ধীতয়ো দেবানাং নাম বিভ্রতীঃ ॥ ৪॥

তমুক্ষমাণমব্যয়ে বারে পুনন্তি ধর্ণসিম্।
দূতং ন পূর্বচিত্তয় আ শাসতে মনীষিণঃ ॥ ৫ ॥
স পুনানো মদিন্তমঃ সোমশ্চমূষু সীদতি।
পশৌ ন রেত আদধৎপতির্বচস্যতে ধিয়ঃ ॥ ৬ ॥
স মৃজ্যতে সুকর্মভির্দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ।
বিদে যদাসু সন্দদির্মহীরপো বি গাহতে ॥ ৭ ॥
সুত ইন্দো পবিত্র আ নৃভির্যতো বি নীয়সে।
ইন্দ্রায় মৎসরিন্তমশ্চমূষা নি ষীদসি ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — এই সুশ্রী অসুর সোমের জন্য পুরুষের ধারণযোগ্য ধনুকে গুণ যোজনা করছে। পূজা করবার জন্য পুরোহিতগণ এই অসুরের জন্য শুভ্রবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করছেন, দেবতাগণ দর্শন করছেন ॥ ১ ॥

সোম সমস্ত রাত্রি ধ'রে শোধিত হয়েছেন, এইক্ষণে পণ্ডিতগণ এঁকে চালিত করবার জন্য স্তব আরম্ভ করেছেন। ইনি নানারকম অন্নের উদ্দেশে ধাবিত হচ্ছেন ॥ ২ ॥

এঁর যে অতি চমৎকার রস, যা ইন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয় বস্তু, যা গাভীগণ এবং প্রাচীন পণ্ডিতগণ মুখে ধারণপূর্বক আস্বাদন করেছেন, এসো সেই রস আমরা শোধন করি ॥ ৩ ॥

শোধনকালে তাঁকে প্রাচীন গাথার দ্বারা স্তব করা হলো। দেবতার নাম সম্বলিত অনেক স্তব তাঁর জন্য প্রস্তুত হলো ॥ ৪ ॥

যজ্ঞের ধারণকর্তা রসসেচনকারী সোমকে মেষলোমে শোধন করছে। পণ্ডিতগণ দেবতাবর্গের নিকট অগ্রে সংবাদ প্রদানের উদ্দেশে তাঁকে দূত হবার জন্য প্রার্থনা করছেন ॥ ৫ ॥

যেমন পশুযোনিতে অপর পশু নিজ শুক্র আধান করে, সেইরকম সর্বোৎকৃষ্ট মাদকতা শক্তিসম্পন্ন সোম পাত্রে পাত্রে উপবেশন করছেন; ইনি স্তবের স্বামী, স্তুতিবাক্য যাচ্ঞা করছেন ॥ ৬ ॥

সোম দেবতাগণের উদ্দেশে প্রস্তুত হয়েছেন, কর্মিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁকে শোধন করছেন। ইনি পবিত্র জলে প্রবেশ করছেন, অভিপ্রায় এই যে, অশেষ বস্তু দান করবেন। প্রবেশকালে বিলক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যাচ্ছে ॥ ৭ ॥

হে সোম! নিষ্পীড়নের পর তুমি বিস্তৃত হয়েছো, অধ্বর্যুগণ তোমাকে সর্বত্র সঞ্চারিত করছেন। তুমি ইন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিকর পানীয়স্বরূপ হয়ে পাত্রে পাত্রে গমন করছো ॥ ৮ ॥

টীকা — ১ মন্ত্রে 'শুভ্রবর্ণ বস্ত্র বিস্তার' অর্থাৎ 'ছাঁকনি বিস্তার'।—সায়ণ ॥—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২০১ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১ মন্ত্রটি এবং ৬৬৬ পৃষ্ঠায় ২, ৩ ও ৪ মন্ত্র গৃহীত হয়েছে। বলাবাহুল্য সেখানে এই চারটি মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অনুবাদ ও বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ মন্ত্র—"সৎকর্মনিরত ব্যক্তি সর্বলোক-বরণীয় রিপু-বিমর্দক দেবতাকে লাভ করবার জন্য আত্মশক্তি উৎপাদন করেন; শ্রেষ্ঠ সাধক তমোগুণাত্মক রিপু বিনাশের জন্য বিশুদ্ধতা হৃদয়ে উৎপাদন করেন।" (ভাব এই যে,—সাধকবর্গ ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য রিপুজয়ী এবং পবিত্র-হৃদয় হন)। [...'শুভ্রা' পদে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্যোতনা, হৃদয়ের বিশুদ্ধতাকেই লক্ষ্য করে।...অসুরের প্রকৃত অর্থ সুরবিদ্বেষী অর্থাৎ দেবভাববিদ্বেষী। ...এখানে 'অসুর' পদে 'রিপু বিনাশের জন্য' অর্থই সঙ্গত। এই রিপু কেমন?—

শুদ্ধসত্ত্ব। পবিত্রকারক আপনার সাহায্যে আমরা যেন রিপুসংগ্রামে রিপুজয় ইত্যাদি সৎকর্ম সম্পাদন করি; সেইহেতু মিত্রস্থানীয় দেবতা, অভীষ্টবর্ষক দেবতা, অনন্তস্বরূপা দেবী, স্নেহপরায়ণ দেবতা, দ্যুলোক-ভূলোকে অবস্থিত সকল দেবতা আমাদের যেন পরমধন প্রদান করেন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। ['সোম'—শুদ্ধসত্ত্ব। 'মিত্রঃ' মিত্রস্থানীয় দেবতা। 'বরুণঃ'—অভীষ্টবর্ষক দেবতা। 'অদিতিঃ'—অনন্তস্বরূপা দেবী। 'সিন্ধুঃ'—স্যন্দনশীল স্নেহপরায়ণ দেবতা। 'পৃথিবী উত দ্যৌঃ'—দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকল দেবতা। এঁরা স্বতন্ত্র কোন দেবতা নন। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবানেরই ভিন্ন বা যথাযথ বিভূতিসম্পন্ন রূপ বা বৈশিষ্ট্য বা অভিব্যক্তি। ভগবান্ জলে স্থলে অনলে অনিলে সর্বত্র বিদ্যমান্। তাঁর এই বিভিন্ন বিকাশকে উপাসনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট কতগুলি বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯৮ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অম্বরীষ ও ঋজিশ্বা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

অভি নো বাজসাতমং রয়িমর্ষ পুরুস্পৃহম্।
ইন্দো সহস্রভর্ণসং তুবিদ্যুম্নং বিভ্বাসহম্ ॥ ১ ॥
পরি ষ্য সুবানো অব্যয়ং রথে ন বর্মাব্যত।
ইন্দুরভি দ্রুণা হিতো হিয়ানো ধারাভিরক্ষাঃ ॥ ২ ॥
পরি ষ্য সুবানো অক্ষা ইন্দুরব্যে মদচ্যুতঃ।
ধারা য ঊর্ধ্বো অধ্বরে ভ্রাজা নৈতি গব্যয়ুঃ ॥ ৩ ॥
স হি ত্বং দেব শশ্বতে বসু মর্তায় দাশুষে।
ইন্দো সহস্রিণং রয়িং শতাত্মানং বিবাসসি ॥ ৪ ॥
বয়ং তে অস্য বৃত্রহন্বসো বস্বঃ পুরুস্পৃহঃ।
নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম সুম্নস্যাধ্রিগো ॥ ৫ ॥
দ্বির্যং পঞ্চ স্বযশসং স্বসারো অদ্রিসংহতম্।
প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং প্রস্নাপয়ন্ত্যূর্মিণম্ ॥ ৬ ॥
পরি ত্যং হর্যতং হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ।
যো দেবান্বিশ্বাঁ ইৎপরি মদেন সহ গচ্ছতি ॥ ৭ ॥
অস্য বো হ্যবসা পান্তো দক্ষসাধনম্।
যঃ সূরিষু শ্রবো বৃহদ্দধে স্বর্ণ হর্যতঃ ॥ ৮ ॥
স বাং যজ্ঞেষু মানবী ইন্দুর্জনিষ্ট রোদসী।
দেবো দেবী গিরিষ্ঠা অস্রেধন্তং তুবিষ্বণি ॥ ৯ ॥

'নির্দিষ্টঃ; অর্থাৎ 'তমোগুণাত্মকাঃ']।—ইত্যাদি॥ ৪ ঋক্—"সাধকগণ নিত্য প্রার্থনার দ্বারা পবিত্রকারক ভগবানকে আরাধনা করেন; অপিচ, দেবভাবপ্রাপক সৎ-বুদ্ধিসম্পন্ন সাধকগণ ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য সমর্থ হন।" (ভাব এই যে,—যাঁরা আরাধনাপরায়ণ সাধক, তাঁরা ভগবানকে প্রাপ্ত হন)। [...সমগ্র মন্ত্রের মধ্যে কোথাও সোমরসের উল্লেখ নেই]।—ইত্যাদি॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋকের বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০০ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : রেভ ও সূনু। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অভী নবন্তে অদ্রুহঃ প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্।
বৎসং ন পূর্ব আয়ুনি জাতং রিহন্তি মাতরঃ ॥ ১॥
পুনান ইন্দবা ভর সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্।
ত্বং বসূনি পুষ্যসি বিশ্বানি দাশুষো গৃহে ॥ ২॥
ত্বং ধিয়ং মনোযুজং সৃজা বৃষ্টিং ন তন্যতুঃ।
ত্বং বসূনি পার্থিবা দিব্যা চ সোম পুষ্যসি ॥ ৩॥
পরি তে জিগ্যুষো যথা ধারা সুতস্য ধাবতি।
রংহমাণা ব্যব্যয়ং বারং বাজীব সানসিঃ ॥ ৪॥
ক্রত্বে দক্ষায় নঃ কবে পবস্ব সোম ধারয়া।
ইন্দ্রায় পাতবে সুতো মিত্রায় বরুণায় চ ॥ ৫॥
পবস্ব বাজসাতমঃ পবিত্রে ধারয়া সুতঃ।
ইন্দ্রায় সোম বিষ্ণবে দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ ॥ ৬॥
ত্বাং রিহন্তি মাতরো হরিং পবিত্রে অদ্রুহঃ।
বৎসং জাতং ন ধেনবঃ পবমান বিধর্মণি ॥ ৭॥
পবমান মহি শ্রবশ্চিত্রেভির্যাসি রশ্মিভিঃ।
শর্ধন্তমাংসি জিঘ্নসে বিশ্বানি দাশুষো গৃহে ॥ ৮॥
ত্বং দ্যাং চ মহিব্রত পৃথিবীং চাতি জভ্রিষে।
প্রতি দ্রাপিমমুঞ্চথাঃ পবমান মহিত্বনা ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — [illegible] স্তব করছেন। ইনি যেন [illegible] মতন, তাঁকে জননীগণ যেমন লেহন করেন ॥ ১॥
হে সোম! তুমি [illegible] হয়ে, দুই ধন পরিপূর্ণ করে দাও। দাতা ব্যক্তির ভবনে তুমি

সর্বরকম ধন সমর্পণ ক'রে থাকো ॥ ২ ॥

যেমন মেঘ বৃষ্টি করে, তুমি সেইরকম চমৎকার স্তব রচনা করো। হে সোম! তুমি স্বর্গীয় ও পৃথিবীস্থ দুই রকম ধন বিতরণ করো ॥ ৩ ॥

যেমন যুদ্ধজয়ী ব্যক্তির ঘোটক চতুর্দিকে ধাবিত হয়, সেইরকম হে সোম! নিষ্পীড়নের পর তোমার ধারাগুলি মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রমপূর্বক ধাবিত হচ্ছে ॥ ৪ ॥

হে কবি সোম! তুমি, ইন্দ্র ও মিত্র এবং বরুণের পানের জন্য প্রস্তুত হয়েছো; তুমি ধারাকারে ক্ষরিত হও, তা'তে আমাদের কর্ম সম্পন্ন হবে, আমরা বলশালী হবো ॥ ৫ ॥

হে সোম! তোমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে, তোমার তুল্য অন্নদাতা কেউ নেই। তোমার মতো মধুর কিছুই নেই। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও সকল দেবতার জন্য ধারাকারে পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও ॥ ৬ ॥

যে সময়ে তোমাকে রক্ষা করা হয়, সেই সময়ে, যেমন গাভীগণ সদ্যোজাত বৎসকে স্নেহভরে লেহন করে, সেইরকম তোমাকে তোমার দুর্ধর্ষ জননীগণ (অর্থাৎ যে জলে সোমরস পাতিত করা হয় সেই জল) তোমাকে লেহন করছে ॥ ৭ ॥

হে ক্ষরণশীল! তুমি বিচিত্র কিরণ ধারণপূর্বক প্রচুর অন্ন আহরণ করতে যাচ্ছো। দাতা ব্যক্তির ভবনের সকল অন্ধকার তুমি নিজের বলে নষ্ট ক'রে থাকো ॥ ৮ ॥

তোমার কার্য কি মহৎ! তুমি আকাশ ও পৃথিবীকে ধারণ ক'রে আছো। হে ক্ষরণশীল! মহত্ত্ব প্রদর্শনপূর্বক তুমি কবচ ধারণ অর্থাৎ যুদ্ধবেশ ধারণ ক'রে থাকো ॥ ৯ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২৩১ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি এবং ৪০১ পৃষ্ঠায় ৬, ৭ ও ৯ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। বলাবাহুল্য সেই সূত্রে এই ঋক্‌গুলির যথাযথ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সেখানে সন্নিবিষ্ট আছে। যথা—১ ঋক্—"মাতা যেমন প্রথম বয়সে জাত সন্তানকে আদর করেন, তেমনই রিপুজয়ী ব্যক্তিগণ ভগবানের প্রিয় সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় জ্ঞানকে আদরের সাথে গ্রহণ করেন।" (ভাব এই যে,—রিপুজয়ী সাধকগণ পরম আকাঙ্ক্ষণীয় পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হন)। [মা সব সন্তানকেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। তার মধ্যে আবার প্রথমজাত সন্তান সবচেয়ে বেশী প্রিয় হয়। জীবনের এই প্রথম অপূর্ব অনুভূতি, স্নেহের মূর্তিমান বিগ্রহের আবির্ভাব, মায়ের হৃদয়কে অভিভূত ক'রে ফেলে। এই নবসৃষ্টির আনন্দে তিনি আত্মহারা হয়ে যান। যার দ্বারা এই পরম শান্তি ও তৃপ্তি আসতে পারে, যার দ্বারা (সন্তানহীনদের জন্য সুনির্দিষ্ট) পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়, সেই সন্তানের প্রতি মায়ের আনন্দের সীমা থাকে না। এই উপমাটির দ্বারা সাধকের হৃদয়ের অবস্থা চিত্রিত হয়েছে। সাধক তেমনি আগ্রহে, তেমনি ব্যাকুলতার সাথে, জ্ঞান লাভ করবার জন্য সচেষ্ট হন, যেমন ভাবে মা তাঁর প্রিয়তম সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন]।—ইত্যাদি ॥ ৯ ঋক্—"মহৎকর্মকারী হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক ব্যেপে আছো, অথবা তুমি দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ ও পোষণ ও প্রকাশ করো; পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি মহত্ত্ব-প্রভাবে অর্থাৎ তুমি মহৎ বলে আমার অজ্ঞানতা অর্থাৎ সংসারবন্ধন মোচন করো।" (শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সংসার-বন্ধন মোচনের কামনা মন্ত্রে বর্তমান। ভাব এই যে, —আমাদের সৎভাবসমূহ আমাদের সংসারবন্ধনের নাশক হোন)। [—আমাদের সোম পূর্ণাঙ্গ একটি সামগ্রী—সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান্। আমাদের সোম যখন যোদ্ধৃবেশ ধারণ করেন, তখন কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয়; আবার যখন স্নেহসত্ত্বভাব ধারণ করেন তখনই তা' বন্ধনমোচনের হেতুভূত হয়ে থাকে। এ সোম সোমলতা নয়, মাদকদ্রব্যও নয়]।—ইত্যাদি ॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্ দুটির বিশ্লেষণও দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০১ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অন্ধিগু, যযাতি, নহুষ, মনু ও প্রজাপতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।
অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্ ॥ ১॥
যো ধারয়া পাবকয়া পরিপ্রস্যন্দতে সুতঃ। ইন্দুরশ্বো ন কৃত্ব্যঃ ॥ ২॥
তং দুরোষমভী নরঃ সোমং বিশ্বাচ্যা ধিয়া। যজ্ঞং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ ॥ ৩॥
সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা ইন্দ্রায় মন্দিনঃ।
পবিত্রবন্তো অক্ষরন্দেবান্ গচ্ছন্তু বো মদাঃ ॥ ৪॥
ইন্দুরিন্দ্রায় পবত ইতি দেবাসো অব্রুবন্।
বাচস্পতির্মখস্যতে বিশ্বস্যেশান ওজসা ॥ ৫॥
সহস্রধারঃ পবতে সমুদ্রো বাচমীঙ্খয়ঃ।
সোমঃ পতী রয়ীণাং সখেন্দ্রস্য দিবেদিবে ॥ ৬॥
অয়ং পূষা রয়ির্ভগঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
পতির্বিশ্বস্য ভূমনো ব্যখ্যদ্রোদসী উভে ॥ ৭॥
সমু প্রিয়া অনূষত গাবো মদায় ঘৃষ্বয়ঃ।
সোমাসঃ কৃণ্বতে পথঃ পবমানাস ইন্দবঃ ॥ ৮॥
য ওজিষ্ঠস্তমা ভর পবমান শ্রবায্যম্।
যঃ পঞ্চ চর্ষণীরভি রয়িং যেন বনামহৈ ॥ ৯॥
সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।
মিত্রাঃ সুবানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১০॥
সুষ্বাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতানা গোরধি ত্বচি।
ইষমস্মভ্যমভিতঃ সমস্বরন্বসুবিদঃ ॥ ১১॥
এতে পূতা বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
সূর্যাসো ন দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে ॥ ১২॥
প্র সুন্বানস্যান্ধসো মর্তো ন বৃত তদ্বচঃ।
অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ ॥ ১৩॥
আ জামিরত্কে অব্যত ভুজে ন পুত্র ওণ্যোঃ।
সরজ্জারো ন যোষণাং বরো ন যোনিমাসদম্ ॥ ১৪॥
স বীরো দক্ষসাধনো বি যস্তস্তম্ভ রোদসী।
হরিঃ পবিত্রে অব্যত বেধা ন যোনিমাসদম্ ॥ ১৫॥

অব্যো বারেভিঃ পবতে সোমো গব্যে অধি ত্বচি।
কনিক্রদদ্বৃষা হরিরিন্দ্রস্যাভ্যেতি নিষ্কৃতম্ ॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — হে বন্ধুগণ! পূর্বে যে সমস্ত অন্ন জয় ক'রে আনীত হয়েছে, তৎসহকারে ব্যবহার করবার জন্য হর্ষ করো; সোমরস প্রস্তুত করা হয়েছে। ঐ দেখো, দীর্ঘ জিহ্বা সঞ্চালন করতে করতে কুকুর আগমন করছে, ওকে বিতাড়িত ক'রে দাও ॥ ১ ॥

সেই সোম, যিনি যজ্ঞকর্মে নিতান্ত উপযোগী, যিনি ঘোটকের মতো পবিত্র ধারাকারে ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ২ ॥

তিনি দুর্ধর্ষ, তিনিই যজ্ঞ; অধ্বর্যুগণ নানারকম স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করতে করতে প্রস্তরসহকারে নিষ্পীড়নপূর্বক তাঁকে চালিত ক'রে দিচ্ছে ॥ ৩ ॥

এই সমস্ত সোমরস প্রস্তুত করা হয়েছে, পবিত্রের উপর দিয়ে এরা ক্ষরিত হয়েছে, এদের তুল্য মধুর বা আনন্দকর কিছুই নেই। হে সোমরস সকল! তোমরা যে মত্ততা উৎপাদন করবে, তা' দেবতাগণের নিকট উপস্থিত হোক ॥ ৪ ॥

দেবতাগণ স্তব করলেন, সোম ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন; ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, আপন তেজে প্রভুত্ব করেন, ইনি যজ্ঞের কামনা করছেন ॥ ৫ ॥

দিন দিন সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি সমুদ্রের মতো; ইনি হ'তে বাক্যের স্ফূর্তি হয়; ইনি ধনের অধিপতি এবং ইন্দ্রের বন্ধু ॥ ৬ ॥

ইনিই পূষা, ইনিই ধন, ইনিই ভগ নামক দেবতা, ইনিই শোধিত হচ্ছেন, ইনি সমস্ত বিশ্বভুবনের অধিপতি, ইনিই পৃথিবী ও আকাশকে পরস্পর পৃথক ক'রে দিয়েছেন ॥ ৭ ॥

স্তুতিসমূহ যেন পরস্পর স্পর্ধা ক'রে এঁকে উত্তমভাবে স্তব করলো। উজ্জ্বল সোমরসগুলি ক্ষরিত হ'তে হ'তে পথ ক'রে নিলেন ॥ ৮ ॥

হে সোম! তোমার সেই রস পাতিত ক'রে দাও, যা' অতি তীব্র, অতি চমৎকার, যা' পঞ্চ জনপদের মানুষের উপকারে আসে এবং যা পান ক'রে আমরা ধন লাভ করতে পারি ॥ ৯ ॥

এই দেখো সোমরসগুলি ক্ষরিত হচ্ছে; এরা উজ্জ্বল, এদের তুল্য আমাদের পথ প্রদর্শক আর কেউ নেই। এরা নিষ্পীড়নকালে সূর্যের মতো উজ্জ্বল, এরা নির্মল; এদের বিষয় চিন্তা করতেও আনন্দ আছে; এরা সর্বই অবগত আছে ॥ ১০ ॥

প্রস্তরের আঘাতে চৈতন্যযুক্ত হয়ে এরা সশব্দে গোচর্মের উপর ক্ষরিত হচ্ছে। ধন কোথায় আছে, তা' এরা জ্ঞাত আছে। এদের ঐ যে মধুর শব্দ, তা'ই আমাদের অন্ন ॥ ১১ ॥

এরা শোধিত হয়েছে; এরা বিজ্ঞ, এরা দধির সাথে মিশ্রিত হয়ে সূর্যের মতো সুদৃশ্য হয়েছে; এরা চালিত হচ্ছে, কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করে না ॥ ১২ ॥

যখন এই অন্নরূপী সোমরস প্রস্তুত হন, কোনো ব্যক্তি যেন তাঁকে নীরব না করে। যেমন ভৃগুবংশীয়গণ মখ নামক ব্যক্তির প্রাণ বধ করেছিল, সেই রকম এই যজ্ঞবিঘ্নকর্তা কুকুরকে নিধন করো ॥ ১৩ ॥

আমাদের আত্মীয় এই সোম পবিত্রের উপর যেমনিভাবে অন্ন সংস্থাপন করছেন, যেমন কোনো বালক তাঁকে ধারণ করবার জন্য উদ্যত পিতামাতার হস্তের উপর ঝম্প প্রদান করে। যেমন উপপতি প্রণয়িনীর প্রতি, কিংবা যেমন বর কন্যার প্রতি গমন করে, সেইরকম ইনি আপন

আধারভূত গমনের জন্য অগ্রসর হচ্ছেন ॥ ১৪ ॥

তিনি বীর, তাঁর কার্যে বিশেষ নৈপুণ্য আছে, তিনি স্তম্ভের মতো স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণ করেছেন। যেমন যজ্ঞকর্তা আপন গৃহে গমন করেন, সেইরকম তিনি কলসে গমন করছেন ॥ ১৫ ॥

মেষের লোমের ভিতর দিয়ে সোম গোচর্মের উপর ক্ষরিত হচ্ছেন, রস বর্ষণ এবং শব্দ করতে করতে ইনি উজ্জ্বল মূর্তিতে ইন্দ্রের ভবনে চললেন ॥ ১৬ ॥

টীকা — ১৩ ঋকে 'কুকুরকে নিধন করো'—মূলে 'শ্বানং অরাধসং' আছে ॥ ১৪ ঋকে 'কন্যার প্রতি' অর্থে 'স্ত্রীর প্রতি ॥—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২৯৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্; ৩৮০ পৃষ্ঠায় ৪, ৫ ও ৬ ঋক্, ৩৫১ পৃষ্ঠায় ৭, ৮ ও ৯ ঋক্, ৪৭২ পৃষ্ঠায় ১০, ১১ ও ১২ ঋক্, ৫৭২ পৃষ্ঠায় ১৩, ১৪ ও ১৫ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২০০ পৃষ্ঠাতে ১, ৪, ৭ ও ১০ ঋক্‌টিও এবং ২০১ বা ৩২১ পৃষ্ঠাতেও ১৩ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রাপ্তব্য। যথা,—১ ঋক্—"সৎকর্মের সাধনে সম্মিলিত হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ। রিপুসংগ্রামে জয়প্রদানকারী সত্ত্বভাবের বিশুদ্ধ পরমানন্দ লাভের জন্য তোমরা সৎ-ভাবের নাশক রিপুনিবহকে বিনাশ করো।" (ভাব এই যে, —মোক্ষলাভের জন্য যেন আমি রিপুজয়ী হই)। [মানুষ নিজের যে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কর্মসম্পাদন করে, তা'র প্রেরয়িতা—চিত্তবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তি যখন মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে, তখন তা'রা মানুষের পরম উপকারী বন্ধু। অর্থাৎ মানুষের জীবনের যা প্রকৃত কাম্যবস্তু, যা পেলে মানুষ আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, সেই পরমধন মোক্ষকে লাভ করবার জন্য যখন চিত্তবৃত্তিগুলি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, তখন তাদের মতো উপকারী বন্ধু আর কে হ'তে পারে? তাই সৎকার্যের সাধনে সহায়ভূত চিত্তবৃত্তিগুলিকে 'সখায়ো' বা সখা ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে]।—এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'শ্বানং' পদে 'ক্রমবর্দ্ধিত শত্রুকেই' লক্ষ্য করা হয়েছে।—ইত্যাদি ॥ ১৫ ঋক্—"শক্তিদায়ক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন যে শুদ্ধসত্ত্ব, তিনি দ্যুলোক-ভূলোককে বিশেষভাবে আপন তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন (অথবা, ধারণ ক'রে আছেন)। সৎকর্মসাধক যেমন সৎকর্মসাধন-স্থান প্রাপ্ত হন, তেমন পাপহারক সেই শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হন।" (ভাব এই যে,—পরমশক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হন)।—ইত্যাদি ॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০২ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : ত্রিত। ছন্দ : উষ্ণিক্]

ক্রাণা শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্। বিশ্বা পরি প্রিয়া ভুবদধ দ্বিতা ॥ ১ ॥
উপ ত্রিতস্য পাষ্যোরভক্ত যদ্গুহা পদম্। যজ্ঞস্য সপ্ত ধামভিরধ প্রিয়ম্ ॥ ২ ॥
ত্রীণি ত্রিতস্য ধারয়া পৃষ্ঠেষ্বেরয়া রয়িম্। মিমীতে অস্য যোজনা বি সুক্রতুঃ ॥ ৩ ॥
জজ্ঞানং সপ্ত মাতরো বেধামশাসত শ্রিয়ে। অয়ং ধ্রুবো রয়ীণাং চিকেত যৎ ॥ ৪ ॥
অস্য ব্রতে সজোষসো বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ।
স্পার্হা ভবন্তি রন্তয়ো জুষন্ত যৎ ॥ ৫ ॥

যমী গর্ভমৃতাবৃধো দৃশে চারুমজীজনন্। কবিং মংহিষ্ঠমধ্বরে পুরুস্পৃহম্ ॥ ৬॥
সমীচীনে অভি ত্মনা যহ্বী ঋতস্য মাতরা। তন্বানা যজ্ঞমানুষগ্যদঞ্জতে ॥ ৭॥
ক্রত্বা শুক্রেভিরক্ষভির্ঋণোরপ ব্রজং দিবঃ। হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিং প্রাধ্বরে ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — এই দেখো, জলের পুত্র সোম যজ্ঞের উপযোগী নিজ রস চালিত ক'রে দিচ্ছেন, ইনি দুই ধারাতে বিভক্ত হয়ে যাবতীয় প্রিয় বস্তুর সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন ॥ ১॥

ত্রিতের যে দুই প্রস্তরফলক নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত ছিল, সোম তার মধ্যে অর্পিত হয়ে দুই ফলক পৃথক্ করলেন, অমনি পুরোহিতগণ সপ্তরকম ছন্দ আবৃত্তি ক'রে প্রেমাস্পদ সোমকে স্তব করতে লাগলেন ॥ ২॥

আমি ত্রিত, তিনবার নিষ্পীড়ন করেছি; হে সোম! তুমি সেই ত্রিতপিত রস তোমার ধারাতে ধারণ করো। সামগানের সময় ধন আনীত করো। কমিষ্ঠ পুরোহিত এঁর স্তব রচনা করছেন ॥ ৩॥

যখন সোম জন্মগ্রহণ করছেন, তখন সপ্তমাতা (অর্থাৎ সপ্তছন্দ) সম্পত্তির জন্য তাঁকে স্তব করছে; কারণ তিনিই বেধা, অর্থাৎ যজ্ঞের ধারণকর্তা এবং তিনিই জানেন ধন কোথায় আছে ॥ ৪॥

যখন সোম আপন কর্মে উদ্যত হন, দুর্ধর্ষ সকল দেবতা আগত হয়ে তাঁর সাথে মিলিত হন, মিলিত হয়ে সুদৃশ্য রমণীয় মূর্তি ধারণ করেন ॥ ৫॥

যজ্ঞের সময় যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ অতি সুদৃশ্য, অতি পূজ্য বহুজন কামনীয় কমিষ্ঠ সোমকে উৎপাদন করলেন ॥ ৬॥

যেই সময়ে যজ্ঞ আরম্ভ ক'রে পুরোহিতগণ সোমকে জলের সাথে মিশ্রিত করে, তখন তিনি পরস্পর সংলগ্ন দুই প্রস্তরফলকের মধ্যে আপনা হ'তেই গমন করেন; সেই ফলকদ্বয়ই যজ্ঞের প্রসূতিস্বরূপ ॥ ৭॥

হে সোম! তোমার আপন কর্মের দ্বারা তুমি নির্মল কিরণসহকারে আকাশের অন্ধকার নষ্ট করলে। তুমি যজ্ঞের মধ্যে যজ্ঞোপযোগী তোমার রস চালিত ক'রে দিলে ॥ ৮॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪৩৮ পৃষ্ঠায় এই সূক্তে প্রথম দুটি ঋক্ ও ৪০৯ পৃষ্ঠায় ৩ ঋক্ এবং ৮৩ পৃষ্ঠায় ৪ ঋক্টি গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ২৩৯ পৃষ্ঠাতেও প্রথম ঋক্টি আছে। সেই সূত্রে সেখানে এই চারটি ঋকেরই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। যথা,—১ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সৎকর্মের প্রেরক (মনুষ্যগণকে সৎকর্মে নিয়োজক) এবং মহত্ত্বাভিজনক কর্মসমূহের দ্বারা সমুদ্ভূত হও। অতএব সত্যের বা সৎকর্মের প্রকাশক বা সম্পাদক তোমার স্নেহসত্ত্বধারা সৎকর্মসাধকদের উদ্দেশে প্রবাহিত হোক। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিশ্বের যাবতীয় প্রীতিকর সৎ-ভাবসমূহের পরিবৃদ্ধি করো (অর্থাৎ সৎভাবসমূহের দ্বারা সাধকদের পরিব্যাপ্ত করো)। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি প্রকৃতিপুরুষ-রূপে অথবা জ্ঞানভক্তিরূপে দ্যুলোক-ভূলোকে আত্মপ্রকাশ করো।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং সত্ত্বজ্ঞাপক। সৎ-ভাবের দ্বারাই সৎ-ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আলোকরশ্মির সাহায্যেই আলোক লাভ সম্ভবপর হয়। ভাব এই যে,—আমার সৎ-ভাবসমূহ সৎস্বরূপ প্রাপ্ত হোক)। অথবা—"মহত্ত্বসম্পন্ন সৎকর্মসাধনকর্তা সত্যের জ্যোতিঃ জগতে প্রকাশিত করেন; এবং তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে বর্তমান সকল প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হন।" (ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধক সকল অভীষ্ট লাভ করেন)। [...স্নেহসত্ত্বভাব কর্মের দ্বারা সঞ্জাত হয়। কর্মগুণেই তার উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে। এই ভাব থেকে এখানে 'মহীনাং' পদের 'মহত্ত্বাভিজনকং—কর্মণাং' অর্থ গৃহীত হওয়াই সঙ্গত। আর সেই কর্মের সন্তান অর্থাৎ 'কর্মের দ্বারা সমুদ্ভূত' অর্থে 'শিশুঃ'

পদের তাৎপর্য গৃহীত হয়েছে।—দ্বিতীয় অন্বয়েও মন্ত্রে একই রকম ভাব প্রকাশ করে। যিনি মহত্ত্বসম্পন্ন, সৎকর্ম-পরায়ণ, তিনি তাঁর সকল কাম্যবস্তুই লাভ করেন—ভগবান্ তাঁর কোনও কামনাই অপূর্ণ রাখেন না। ইহলোকে ও পরলোকে, স্বর্গে ও মর্ত্যে, কোথাও তাঁর কামনা করার করার কিছু থাকে না]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট তিনটি ঋকের বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০৩ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : দ্বিত। ছন্দ : উষ্ণিক্]

প্র পুনানায় বেধসে সোমায় বচ উদ্যতম্। ভৃতিং ন ভরা মতিভির্জুজোষতে ॥ ১॥
পরি বারাণ্যব্যয়া গোভিরঞ্জানো অর্ষতি। ত্রী ষধস্থা পুনানঃ কৃণুতে হরিঃ ॥ ২॥
পরি কোশং মধুশ্চুতমব্যয়ে বারে অর্ষতি। অভি বাণীঋর্ষীণাং সপ্ত নূষত ॥ ৩॥
পরি ণেতা মতীনাং বিশ্বদেবো অদাভ্যঃ। সোমঃ পুনানশ্চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ ॥ ৪॥
পরি দৈবীরনু স্বধা ইন্দ্রেণ যাহি সরথম্। পুনানো বাঘদ্বাঘদ্ভিরমর্ত্যঃ ॥ ৫॥
পরি সপ্তির্ন বাজয়ুর্দেবো দেবেভ্য সুতঃ। ব্যানশিঃ পবমানো বি ধাবতি ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — যজ্ঞের ধারণকর্তা সোম শোধিত হচ্ছেন, ইনি স্তবের প্রতি সন্তুষ্ট। যে স্তুতিবাক্য উপস্থিত হচ্ছে, তা' পরিপূর্ণভাবে এঁকে অর্পণ করো, এঁর পারিতোষিকের মতো এঁকে তা' প্রদান করো ॥ ১ ॥

দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইনি মেষলোম অতিক্রমপূর্বক গমন করছেন। উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্বক ইনি শোধিত হয়ে তিন আধারে সজ্জিত হচ্ছেন ॥ ২ ॥

মধুপূর্ণ কলসের উপরে যে মেষলোম আছে, তা'তে সোম গমন করছেন। ঋষিবৃন্দ সপ্তছন্দের স্তবের দ্বারা তাঁকে স্তব করলেন ॥ ৩ ॥

দুর্ধর্ষ সোম সর্বদেবময়, ইনি স্তবগুলি স্ফূর্তি ক'রে দেন, ইনি শোধিত হয়ে উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্বক ফলকদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন ॥ ৪ ॥

হে অমর সোম! পুরোহিতগণ তোমাকে শোধন করছেন, তুমি দাতা হয়ে ইন্দ্রের সাথে এক রথে আরোহণপূর্বক দেবতাবৃন্দের সমস্ত আহারীয় সামগ্রীর সাথে মিলিত হও ॥ ৫ ॥

সোমদেব দেবতাগণের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন; ইনি ক্ষরণশীল হয়ে যুদ্ধ ঘোটকের মতো চতুর্দিকে গমন করছেন ॥ ৬ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত "সামবেদ-সংহিতা'-র ২৪৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১ ও ৩ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেখানের এ দুটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও বিধৃত আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে আমার মন! পবিত্রকারক সৎকর্মের বিধাতা সত্ত্বভাবকে লাভ করবার জন্য তোমার কর্তৃক প্রার্থনা উচ্চারিত হোক। মানুষ যেমন উপকারী কর্মসাধককে পুরস্কৃত করে, তেমনভাবে স্তুতির দ্বারা প্রীত দেবতাকে স্তুতি প্রেরণ করো অর্থাৎ আরাধনা করো।" (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য আমি যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই এবং ভগবানকে লাভ করবার জন্য আমি যেন সর্বতোভাবে পূজাপরায়ণ হই)। [ভগবান প্রার্থনার দ্বারা প্রীতি

লাভ করেন। প্রার্থনাই ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। প্রার্থনার শক্তিতে মানুষ নিজে যেমন উন্নত হয়, ভগবানও তেমনি সাধকের দিকে অগ্রসর হন। প্রার্থনার শক্তির মধ্য দিয়েই মানুষ সেই সকল শক্তির উৎস ভগবানের সাথে মিলিত হয়]—ইত্যাদি ॥—আগ্রহী পাঠক ও ঋক্‌টির বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০৪ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : পর্বত ও নারদ (শিখণ্ডিনী ও অপ্সরা কাশ্যপা)। ছন্দ : উষ্ণিক্]

সখায় আ নি ষীদত পুনানায় প্র গায়ত। শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে ॥ ১॥
সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনম্। দেবাব্যং মদমভি দ্বিশবসম্ ॥ ২॥
পুনাতা দক্ষসাধনং যথা শর্ধায় বীতয়ে। যথা মিত্রায় বরুণায় শন্তমঃ ॥ ৩॥
অস্মভ্যং ত্বা বসুবিদমভি বাণীরনূষত। গোভিষ্টে বর্ণমভি বাসয়ামসি ॥ ৪॥
স নো মদানাং পত ইন্দো দেবপ্সরা অসি। সখেব সখ্যে গাতুবিত্তমো ভব ॥ ৫॥
সনেমি কৃধ্যস্মদা রক্ষসং কং চিদত্রিণম্। অপাদেবং দ্বয়ুমংহো যুযোধি নঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে বন্ধুগণ। চারিপাশে উপবেশন করো; সোম শোধিত হচ্ছেন, এঁকে সম্বোধনপূর্বক সুচারুভাবে গান করো; ইনি যেন একটি বালক, যজ্ঞীয় দ্রব্যের দ্বারা এঁকে সুশোভিত করো; তা'তে সম্পত্তি লাভ হবে ॥ ১ ॥

এই যে সোম, এঁর প্রসাদে গৃহ লাভ হয়, ইনি দেবতাগণের নিকট গমন ক'রে মত্ততা উৎপাদন করেন, ইনি প্রচুর বলে বলী; যেমন গোবৎসকে তা'র মাতার সাথে সংযোজিত করে, সেইরকম সোমের মাতৃস্বরূপ জলের সাথে সোমকে সংযোজিত করো ॥ ২ ॥

যা'তে সোম শীঘ্র পানের উপযোগী হন, যা'তে নির্দিষ্টভাবে মিত্র ও বরুণদেবের সুখকর হন, সেই উদ্দেশে এই ধন বৃদ্ধিকারী সোমকে শোধন করো ॥ ৩ ॥

হে সোম। তুমি আমাদের ধন দান করবে এইজন্য আমাদের স্তুতিবাক্যগুলি তোমাকে স্তব করেছে। দুধের দ্বারা তোমার বর্ণ অন্যথাকৃত করছি ॥ ৪ ॥

হে মত্ততার অধিপতি সোম। সেই তুমি দেবতাগণের আহার সামগ্রী হচ্ছো। যেমন বন্ধু বন্ধুকে পথ ব'লে দেয়, সেইরকম তোমার তুল্য পথ ব'লে দেবার লোক আর কে আছে? ॥ ৫ ॥

হে সোম! তুমি পূর্বের মতো আমাদের বন্ধুর কার্য করো; যে কোন নাস্তিক ও মায়াবী রাক্ষস আমাদের অনিষ্ট করতে আগমন করে, তাকে বিতাড়িত ক'রে দাও; আমাদের পাপ খণ্ডন করো ॥ ৬ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪৯০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ এবং ২৪০ পৃষ্ঠায় ৪ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ২০৯ পৃষ্ঠাতে প্রথম ঋক্‌টি আছে। সেই সূত্রে এই চারটি ঋকেরই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। যথা,—১ ঋক্—"সৎকর্মে সম্মিলিত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবানকে আরাধনা করো; ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হও; লোকসম্পাদনের জন্য

মানুষ যেমন শিশুকে ভূষিত করে, তেমন ভাবে সৎকর্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে অলঙ্কৃত করো, অর্থাৎ তাঁকে পূজা করো।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবানকে লাভ করবার জন্য পূজাপরায়ণ হই)। [যিনি মনকে জয় করেছেন, তিনি জগৎকে জয় করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মনই মানুষকে উন্নতি বা অবনতির পথে নিয়ে যায়। যখন মন মানুষকে সৎপথে নিযুক্ত করে, তখন সে মানুষের পরম বন্ধু। কারণ এই সৎকর্ম সাধনের দ্বারাই মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হয়। আবার মনকে বশীভূত করা, মনের উপর আধিপত্য করা সহজ কাজ নয়। তাই মনের বন্ধুত্বলাভই মঙ্গলকর ব'লে বিবেচিত হয়। মন্ত্রের উপমা 'শিশুকে যেমন মানুষ (অথবা তার পিতা) অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করে, তেমনভাবে আমরা যেন সৎকর্মের দ্বারা ভগবানকে ভূষিত করি।' মর্মার্থ এই যে,—শিশুকে যেমন স্নেহের সাথে, আনন্দের সাথে, মানুষ উপহার প্রদান করে, তেমনি আনন্দ ও ভক্তির সাথে আমরা যেন ভগবানের চরণে আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করতে পারি]।—ইত্যাদি॥ ৪ ঋক্‌—"হে ভগবন্! আমাদের পরমধন দান করবার জন্য পরমধনদাতা আপনাকে আমাদের বাক্যসমূহ স্তুতি করছে অর্থাৎ আমরা স্তুতি করছি; আপনি জ্ঞানের সাথে আপনার অমৃত আমাদের প্রদান করুন।" [ভগবান্ পরমধনদাতা। তাঁর ধনরাশি জগতে অবিরত বর্ষিত হচ্ছে। তাঁর সেই অসীম দান অধিকারী ও অনধিকারী সকলেই পেতে পারে, কেউই প্রত্যাখ্যাত হয় না। তবু এই ধনলাভের জন্য প্রার্থনা কেন? প্রার্থনা,—তাঁর দান ধারণ করবার উপযোগী শক্তিলাভের জন্য]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋক্ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০৫ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : পর্বত ও নারদ। ছন্দ : উষ্ণিক্]

তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত। শিশুং ন যজ্ঞৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্তিভিঃ ॥ ১॥
সং বৎস ইব মাতৃভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে। দেবাবীর্মদো মতিভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ২॥
অয়ং দক্ষায় সাধনোঽয়ং শর্ধায় বীতয়ে। অয়ং দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ সুতঃ ॥ ৩॥
গোমন্ন ইন্দো অশ্ববৎসুতঃ সুদক্ষ ধন্ব। শুচিং তে বর্ণমধি গোষু দীধরম্ ॥ ৪॥
স নো হরীণাং পত ইন্দো দেবপ্সরস্তমঃ। সখেব সখ্যে নর্যো রুচে ভব ॥ ৫॥
সনেমি ত্বমস্মদা অদেবং কং চিদত্রিণম্। সাহ্বাঁ ইন্দো পরি বাধো অপ দ্বয়ুম্ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে বন্ধুগণ! মত্ততা উৎপাদন করবার জন্য সোম শোধিত হচ্ছে, সেই সোমকে তোমরা গানের দ্বারা সন্তুষ্ট করো। যেমন বালককে আহারের দ্রব্য দিয়ে আহ্লাদিত করে, সেইরকম সোমকে যজ্ঞীয় দ্রব্য দিয়ে সন্তুষ্ট করা হচ্ছে, সেই সঙ্গে স্তব পাঠ করা হচ্ছে ॥ ১ ॥

ঐ দেখো, সোম, যিনি দেবগণের মত্ততা উৎপাদন করতে যাবেন ব'লে নানা স্তুতিবাক্যসহকারে উত্তমভাবে পরিষ্কৃত হয়েছেন, তিনি গমন ক'রে জলের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন, যেন গোবৎস তাঁর মাতার সাথে মিলিত হচ্ছে ॥ ২ ॥

এই যে সোম প্রস্তুত হয়েছেন, এঁর হ'তে বলাধান হয়, ইনি শীঘ্রই দেবতাগণের পানের উপযোগী হন, দেবতাগণের নিকট এঁর তুল্য মধুর আর কিছুই নেই ॥৩॥

হে সোম! তোমার শুভ্রবর্ণ রস আমি দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত করছি, তোমার বর্ণ অতি চমৎকার; তোমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে; তুমি আগমন করো এবং গো, অশ্ব সঙ্গে নিয়ে আগত হও ॥৪॥

হে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন সোম; তুমি দেবতাগণের সর্বশ্রেষ্ঠ আহারীয় বস্তু; যেমন বন্ধু বন্ধুর উপকার করে, সেইরকম তুমি যজ্ঞের অধ্যক্ষগণের উপকার করো, তাঁদের মুখ উজ্জ্বল করো ॥৫॥

হে সোম! তুমি পূর্বের মতো আমাদের সাথে বন্ধুত্ব করো; যে কোনও দেবশূন্য মায়াবী রাক্ষস আমাদের অনিষ্ট করে, তুমি বল প্রকাশপূর্বক তাকে পরাভব করো ॥৬॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪৭২ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ এবং ৩৩৬ পৃষ্ঠায় শেষ তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ২৩৯ ও ২৪০ পৃষ্ঠাতে ও এই সূক্তের যথাক্রমে ১ ও ৪ ঋক্ আছে। সেই সূত্রে এই দুটি ঋকেরই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। যথা,—১ ঋক্—"সৎকর্মে সম্মিলিত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পরমানন্দ-লাভের জন্য পবিত্রকারক ভগবানকে পূজা করো; মানুষ যেমন শিশুকে ক্ষীর ইত্যাদির দ্বারা তৃপ্ত করে, তেমনভাবে সৎকর্মের সাধন এবং প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করো।"(প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমি যেন সৎকর্ম-সমন্বিত প্রার্থনাপরায়ণ হই)। [শিশু যেমন ক্ষীর ইত্যাদি মিষ্টদ্রব্য পেয়ে সন্তুষ্ট হয়,আমাদের সৎকর্মের সাধন ও প্রার্থনার দ্বারাও ভগবান তেমন সন্তুষ্ট হন। অপরিস্ফুটমতি শিশুর কাছে সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের তুল্য আনন্দপ্রদ তৃপ্তিদায়ক আর কিছুই নেই। এখানে শিশুর তৃপ্তির গভীরতার সাথে ভগবানের তৃপ্তির গভীরতার তুলনা হয়েছে, শিশুর সাথে ভগবানের তুলনা হয়নি। আমাদের সৎকর্মান্বিত ও প্রার্থনাপরায়ণ দেখলে ভগবান্ যেমন সন্তুষ্ট হন, এমন আর কিছুতেই নয়] ।—ইত্যাদি॥ ৪ ঋক্—"হে ভগবন্! আপনি আমাদের সম্যক্‌রূপে আপনার বন্ধুভূত করুন। দেবভাববিরোধী সমস্ত রিপুকুল বিনাশ করুন।" (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদের মিত্রভূত হোন; আমাদের সকল রিপুকে বিনাশ করুন)। [...আমাদের মন্ত্রার্থে আমরা মন্ত্রটিকে তিনভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথম অংশ—'অস্মাৎ সনেমি'— আমাদের আপনার বন্ধুভূত করুন।...এর অন্তর্নিহিত সত্য এই যে, ভগবান্ সর্বশক্তিমান্ রিপুবিনাশকারী। সুতরাং তাঁর কৃপা লাভ করলে মানুষ রিপুদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। দ্বিতীয় প্রার্থনা— আমাদের রিপুকুল যেন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। [...সেই দুই দিক—অন্তর ও বাহির। অন্তরের শত্রু ও বাহিরের শত্রু—এই দুই রকমের শত্রুরই বিনাশের প্রার্থনা এই মন্ত্রে পরিস্ফুটিত।—কেবলমাত্র ভাষ্যকার যেখানে এই মন্ত্রে 'ইন্দো' পদে সোমকে সম্বোধন করেছেন, আমাদের মন্ত্রার্থে সেখানে ভগবানকে—হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বকে উদ্দেশ করা হয়েছে।—বিশেষ এবং প্রধান পার্থক্য এখানেই]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০৬ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : চক্ষু, মনু ও অপ্সু। ছন্দ : উষ্ণিক্]

ইন্দ্রমচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ। শ্রুষ্টী জাতাস ইন্দবঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১॥
অয়ং ভরায় সানসিরিন্দ্রায় পবতে সুতঃ। সোমো জৈত্রস্য চেততি যথা বিদে ॥ ২॥

অসোমিন্দ্রো মদেষ্বা গ্রাভং গৃভ্ণীত সানসিম্। বজ্রং চ বৃষণং ভরৎসমপ্সুজিৎ ॥ ৩॥
প্র ধন্বা সোম জাগৃবিরিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব। দ্যুমন্তং শুষ্মমা ভরা স্বর্বিদম্ ॥ ৪॥
ইন্দ্রায় বৃষণং মদং পবস্ব বিশ্বদর্শতঃ। সহস্রযামা পথিকৃদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৫॥
অস্মভ্যং গাতুবিত্তমো দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ। সহস্রং যাহি পথিভিঃ কনিক্রদৎ ॥ ৬॥
পবস্ব দেববীতয় ইন্দো ধারাভিরোজসা। আ কলশং মধুমান্ৎসোম নঃ সদঃ ॥ ৭॥
তব দ্রপ্সা উদপ্রুত ইন্দ্রং মদায় বাবৃধুঃ। ত্বাং দেবাসো অমৃতায় কং পপুঃ ॥ ৮॥
আ নঃ সুতাস ইন্দবঃ পুনানা ধাবতা রয়িম্। বৃষ্টিদ্যাবো রীত্যাপঃ স্বর্বিদঃ ॥ ৯॥
সোমঃ পুনান ঊর্মিণাব্যো বারং বি ধাবতি। অগ্রে বাচঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ১০॥
ধীভির্হিন্বন্তি বাজিনং বনে ক্রীলন্তমত্যবিম্। অভি ত্রিপৃষ্ঠং মতয়ঃ সমস্বরন্ ॥ ১১॥
অসর্জি কলশাঁ অভিমীঢ়হে সপ্তির্ন বাজয়ুঃ। পুনানো বাচং জনয়ন্নসিষ্যদৎ ॥ ১২॥
পবতে হর্যতো হরিরতি হ্বরাংসি রংহ্যা। অভ্যর্ষন্ৎস্তোতৃভ্যো বীরবদ্যশঃ ॥ ১৩॥
অয়া পবস্ব দেবয়ুর্মধোর্ধারা অসৃক্ষত। রেভন্ পবিত্রং পর্যেষি বিশ্বতঃ ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — এই সমস্ত সোমরস এইমাত্র নিষ্পীড়িত ও প্রস্তুত হয়েছে, এরা সকল বস্তুই দান করতে জানে; প্রার্থনা, যেন এরা বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকটে গমনপূর্বক উপস্থিত হয় ॥ ১॥
যুদ্ধের উপলক্ষে এই সোমকে ভাগ ক'রে পান করতে হবে; ইনি প্রস্তুত হয়েছেন, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। যেমন সকল লোকে জানে, সেইরকম ইনিও জানেন যে, ইন্দ্র কেমন বিজেতা পুরুষ ॥ ২॥
যখন পুনঃ পুনঃ সোম পান ক'রে ইন্দ্র মত্ত হন, তখন তিনি গ্রহণ করবার উপযুক্ত উত্তম উত্তম ধন গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি তখন বৃষ্টিবর্ষণকারী বজ্র ধারণপূর্বক জলের রোধকর্তা বৃত্রকে পরাজয় করেন ॥ ৩॥
হে সোম! সতর্ক হয়ে আগত হও। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। যা'তে সকল বস্তু লাভ হ'তে পারে, এমন প্রদীপ্ত তেজ তাঁর শরীরে পরিপূর্ণভাবে প্রদান করো ॥ ৪॥
হে সোম! তুমি অতি সতর্ক; তুমি সহস্র পথ দিয়ে গমন করো, তুমি সেবককে পথ প্রদর্শন ক'রে দাও, তুমি সমস্ত সংসার নিরীক্ষণ করো; অতএব প্রার্থনা যে, যা'তে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, ইন্দ্রের এই রকম মত্ততা উৎপাদন করো ॥ ৫॥
আমাদের পথ প্রদর্শন করবার লোক তোমার তুল্য আর কেউ নেই; দেববর্গের নিকট তোমার তুল্য মধুর কিছুই নেই। তুমি সশব্দে সহস্র পথে গমন করো ॥ ৬॥
হে উজ্জ্বল সোম! দেবতাগণের পানের জন্য ধারায় ধারায় প্রবল বেগে গমন করো। আমাদের কলসকে মধুময় রসে পরিপূর্ণ করো ॥ ৭॥
হে সোম! তোমার রসগুলি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইন্দ্রের মত্ততা উৎপাদন করবার জন্য তাঁকে গিয়ে সম্ভাষণ করছে। দেবতাবর্গ অমরত্ব প্রাপ্তির জন্য তোমার সুখকর রস পান করলেন ॥ ৮॥
হে নিষ্পীড়িত সোমরসগণ! তোমরা শোধিত হচ্ছো; আমাদের চারিপার্শ্বে এইভাবে ধাবমান হও যে, আমরা ধন লাভ করি। তোমরা দ্যুলোকে বৃষ্টির অনুকূল ক'রে পৃথিবীতে জল প্রবাহিত করে দাও এবং সকল বস্তুর লাভ বিষয়ে সহায়তা করো ॥ ৯॥
ক্ষরণশীল সোম শব্দ করছেন, তাঁর সম্মুখে স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হচ্ছে; তিনি শোধিত হ'তে

হ'তে তরঙ্গের আকারে মেষের লোম অতিক্রম করছেন ॥ ১০ ॥

ক্ষরণশীল সোম মেষলোম অতিক্রমপূর্বক জলের মধ্যে ক্রীড়া করছেন, স্তুতিবাক্য সহকারে তাঁকে চালিত ক'রে দিচ্ছে; তিনবার নিষ্পীড়ন-পূর্বক তিনি প্রস্তুত হয়েছেন এবং স্তবের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছেন ॥ ১১ ॥

যুদ্ধের বলবান ঘোটকের মতো ক্ষরণশীল সোমকে কলসের দিকে পাতিত ক'রে দেওয়া হচ্ছে। তিনি শোধিত হ'তে হ'তে এবং নানারকম স্তবের জন্ম দান করতে করতে ক্ষরিত হলেন ॥ ১২ ॥

অতি চমৎকার ঔজ্জ্বল্যধারী সোম ক্ষরণবেগে কুটিল পবিত্রের মধ্যে দিয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন। তাঁকে যারা স্তব করে, তাদের তিনি লোকবল ও কীর্তি প্রদান করছেন ॥ ১৩ ॥

হে সোম! তুমি এই ধারার আকারে ক্ষরিত হও; তোমার মধুপূর্ণ ধারা সমস্ত প্রস্তুত হচ্ছে। তুমি চতুর্দিকে শব্দ করতে করতে পবিত্র অতিক্রম করছো ॥ ১৪ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২৯৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি; ২২৪ পৃষ্ঠায় ২ ও ৩ ঋক্ দুটি; ২৩৯ পৃষ্ঠায় ৪ ঋক্‌টি; ৪৫০ পৃষ্ঠায় ৭, ৮ ও ৯ ঋক্, ৪০৯ পৃষ্ঠায় ১০, ১১ ও ১২ ঋক্ এবং ৩২৯ পৃষ্ঠায় ১৩ ও ১৪ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২০৯ পৃষ্ঠাতেও যথাক্রমে ১, ৭ ও ১০ ঋক্ এবং ২৪০ পৃষ্ঠাতেও ১৩ ঋক্ আছে। সেই সূত্রে সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও বিবৃত আছে। যথা,— ১ ঋক্—"আত্মশুদ্ধিদায়ক, সর্বজ্ঞ, আমাদের হৃদয়ে উৎপন্ন, পাপহারক সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হয়ে অভীষ্টবর্ষক ভগবানের প্রতি গমন করুক।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের সহায়ে আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [ভগবান্ অভীষ্টবর্ষক। সেই কল্পতরুমূলে যে যা প্রার্থনা করে সে তা-ই পায়। অবশ্য সেই প্রার্থনা বিশ্ব-মঙ্গলনীতির অনুগামী হওয়া চাই, নতুবা প্রার্থনাকারীকেই দুঃখ পেতে হবে। সাধকদের চিত্ত নির্মল, তাঁদের হৃদয়ে ভগবানের মঙ্গলনীতি উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। সুতরাং তাঁদের প্রার্থনাও মঙ্গলনীতির অনুগামী হয়। তাঁদের কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না।—সত্ত্বভাব সর্বদাই সকলের হৃদয়েই বীজরূপে নিহিত আছে। সেই বীজকে সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ ও বিকশিত করতে পারলেই তার দ্বারা দেবপূজা করা যায়। খনিতে রত্ন থাকে বটে, কিন্তু তাকে ব্যবহারে লাগাতে হ'লে পরিষ্কৃত ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য]।—ইত্যাদি ॥ ১৪ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সাধকদের পবিত্র হৃদয়কে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হন; দেবত্বপ্রাপক আপনি জ্ঞান প্রদানপূর্বক পবিত্র ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোন এবং অমৃতের প্রবাহ হৃদয়ে সৃজন করুন।" (ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের সত্ত্বভাব প্রদান করুন)। [সত্ত্বভাব সাধকদের হৃদয়ে উপজিত হয়। দেবত্বপ্রাপক সেই সত্ত্বভাবকে লাভ করবার জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে।— আমাদের মত ভাষ্য বা প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদি থেকে স্বতন্ত্র]।—ইত্যাদি।—উৎসাহী পাঠক ঋক্‌গুলির বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০৭ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : ভরদ্বাজ, কশ্যপ প্রভৃতি সপ্ত ঋষি। ছন্দ : বৃহতী, সতোবৃহতী, দ্বিপদা]

পরীতো ষিঞ্চতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ।
দধন্বাঁ যো নর্যো অপ্স্বন্তরা সুষাব সোমমদ্রিভিঃ ॥ ১ ॥

নূনং পুনানোঽবিভিঃ পরি স্রবাদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ।
সুতে চিত্ত্বাপ্সু মদামো অন্ধসা শ্রীণন্তো গোভিরুত্তরম্ ॥ ২॥
পরি সুবানশ্চক্ষসে দেবমাদনঃ ক্রতুরিন্দুর্বিচক্ষণঃ ॥ ৩॥
পুনানঃ সোম ধারয়াপো বসানো অর্ষসি।
আ রত্নধা যোনিমৃতস্য সীদস্যুৎসো দেব হিরণ্যয়ঃ ॥ ৪॥
দুহান ঊধর্দিব্যং মধু প্রিয়ং প্রত্নং সধস্থমাসদৎ।
আপৃচ্ছ্যং ধরুণং বাজ্যর্ষতি নৃভির্ধূতো বিচক্ষণঃ ॥ ৫॥
পুনানঃ সোম জাগৃবিরব্যো বারে পরি প্রিয়ঃ।
ত্বং বিপ্রো অভবোঽঙ্গিরস্তমো মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষ নঃ ॥ ৬॥
সোমো মীঢ্বাৎপবতে গাতুবিত্তম ঋষির্বিপ্রো বিচক্ষণঃ।
ত্বং কবিরভবো দেববীতম আ সূর্যং রোহয়ো দিবি ॥ ৭॥
সোম উ ষুবাণঃ সোতৃভিরধি ষ্ণুভিরবীনাম্।
অশ্বয়েব হরিতা যাতি ধারয়া মন্দ্রয়া যাতি ধারয়া ॥ ৮॥
অনূপে গোমান্‌গোভিরক্ষাঃ সোমো দুগ্ধাভিরক্ষাঃ।
সমুদ্রং ন সম্বরণান্যগ্মন্মন্দী মদায় তোশতে ॥ ৯॥
আ সোম সুবানো অদ্রিভিস্তিরো বারাণ্যব্যয়া।
জনো ন পুরি চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ সদো বনেষু দধিষে ॥ ১০॥
স মামৃজে তিরো অণ্বানি মেষ্যো মীঢ়্হে সপ্তির্ন বাজয়ুঃ।
অনুমাদ্যঃ পবমানো মনীষিভিঃ সোমো বিপ্রেভির্ঋক্বভিঃ ॥ ১১॥
প্র সোম দেববীতয়ে সিন্ধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা।
অংশোঃ পয়সা মদিরো ন জাগৃবিরচ্ছা কোশং মধুশ্চুতম্ ॥ ১২॥
আ হর্যতো অর্জুনে অৎকে অব্যত প্রিয়ঃ সূনুর্ন মর্জ্যঃ।
তমীং হিন্বন্ত্যপসো যথা রথং নদীষ্বা গভস্ত্যোঃ ॥ ১৩॥
অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্।
সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি মনীষিণো মৎসরাসঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১৪॥
তরৎসমুদ্রং পবমান ঊর্মিণা রাজা দেব ঋতং বৃহৎ।
অর্ষন্মিত্রস্য বরুণস্য ধর্মণা প্র হিন্বান ঋতং বৃহৎ ॥ ১৫॥
নৃভির্যেমানো হর্যতো বিচক্ষণো রাজা দেবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ১৬॥
ইন্দ্রায় পবতে মদঃ সোমো মরুত্বতে সুতঃ।
সহস্রধারো অত্যব্যমর্ষতি তমীং মৃজন্ত্যায়বঃ ॥ ১৭॥
পুনানশ্চমূ জনয়ন্মতিং কবিঃ সোমো দেবেষু রণ্যতি।
অপো বসানঃ পরি গোভিরুত্তরঃ সীদন্বনেম্বব্যত ॥ ১৮॥

তবাহং সোম রারণ সখ্য ইন্দো দিবেদিবে।
পুরূণি বভ্রো নি চরন্তি মামব পরিধীঁরতি তাঁ ইহি ॥ ১৯॥
উতাহং নক্তমুত সোম তে দিবা সখ্যায় বভ্র উধনি।
ঘৃণা তপন্তমতি সূর্যং পরঃ শকুনা ইব পপ্তিম ॥ ২০॥
মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্য সমুদ্রে বাচমিন্বসি।
রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি ॥ ২১॥
মৃজানো পবমানো অব্যয়ে বৃষাব চক্রদো বনে।
দেবানাং সোম পবমান নিষ্কৃতং গোভিরঞ্জানো অর্ষসি ॥ ২২॥
পবস্ব বাজসাতয়েঽভি বিশ্বানি কাব্যা।
ত্বং সমুদ্রং প্রথমো বি ধারয়ো দেবেভ্যঃ সোম মৎসরঃ ॥ ২৩॥
স তূ পবস্ব পরি পার্থিবং রজো দিব্যা চ সোম ধর্মভিঃ।
ত্বাং বিপ্রাসো মতিভির্বিচক্ষণ শুভ্রং হিন্বন্তি ধীতিভিঃ ॥ ২৪॥
পবমানা অসৃক্ষত পবিত্রমতি ধারয়া।
মরুত্বন্তো মৎসরা ইন্দ্রিয়া হয়া মেধামভি প্রয়াংসি চ ॥ ২৫॥
অপো বসানঃ পরি কোশমর্ষতীন্দুর্হিয়ানঃ সোতৃভিঃ।
জনয়ঞ্জ্যোতির্মন্দনা অবীবশদ্গাঃ কৃণ্বানো ন নির্ণিজম্ ॥ ২৬॥

মন্ত্রার্থ — এই যে সোম, যিনি, সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞীয়দ্রব্য, যিনি যজ্ঞাধ্যক্ষগণের হিতসাধন করতে করতে জলের মধ্যে অন্তর্ধান হন, যাঁকে প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়নপূর্বক প্রস্তুত করা হয়েছে, সেই নিষ্পীড়িত সোমকে এই দিকে উত্তমভাবে সেচন করো ॥ ১ ॥

হে দুর্ধর্ষ সোম! তুমি চমৎকার সৌরভ ধারণপূর্বক মেষলোমের দ্বারা শোধিত হ'তে হ'তে শীঘ্র ক্ষরিত হও। প্রস্তুত হবার পর তোমাকে জলের সাথে, দুধের সাথে এবং আহার সামগ্রীর সাথে মিশ্রিত ক'রে আনন্দের সাথে সেবন করবো ॥ ২ ॥

সোম কর্মিষ্ঠ, উজ্জ্বল ও দেবতাগণের মত্ততার উৎপাদনকর্তা, তিনি চতুর্দিক দর্শনের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ৩ ॥

হে সোম! তুমি শোধিত হ'তে হ'তে জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ধারার আকারে গমন করছো। হে দেব! তুমি সুবর্ণের আকরস্বরূপ, তুমি উত্তম উত্তম বস্তু প্রদান করবে ব'লে যজ্ঞস্থানে উপবেশন করছো ॥ ৪ ॥

আকাশস্বরূপ গাভীর উধঃ হ'তে অতি মধুর বৃষ্টিবারি দোহন করতে করতে সোম তাঁর চিরপরিচিত যজ্ঞস্থানে গমনপূর্বক উপবেশন করছেন। সেই সর্বদ্রষ্টা সোমকে সঞ্চালনপূর্বক যজ্ঞাধ্যক্ষগণ শোধন করলেন। তিনি তখন দ্রুতবেগে যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে সম্বাধণ করতে চললেন ॥ ৫ ॥

হে সতর্ক সোম! তুমি শোধিত হ'তে হ'তে অতি সুন্দরভাবে মেষলোমের সর্বাঙ্গে বিস্তারিত হ'লে। তুমি মেধাবী অঙ্গিরা নামক পিতৃলোকগণের শ্রেষ্ঠ হয়েছো, মধুপূর্ণ রসের দ্বারা আমাদের যজ্ঞ অভিষিক্ত করো ॥ ৬ ॥

সোমের তুল্য পথ প্রদর্শন ক'রে দেবার লোক আর কেউ নেই, ইনি পণ্ডিত ও মেধাবী এবং ঋষিতুল্য, ইনি রস সেচন করতে করতে ক্ষরিত হচ্ছেন। হে সোম! তুমি কবি, তুমি দেববর্গের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু হয়েছো, তুমি সূর্যকে আকাশে আরোহণ করিয়েছো ॥ ৭ ॥

নিষ্পীড়নকর্তাগণ সোমকে প্রস্তুত করছেন, তিনি উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমের পবিত্রের দ্বারা ক্ষরিত হচ্ছেন। তাঁর উজ্জ্বল ধারা ঘোটকের মতো দ্রুত গমন করছে, তিনি আনন্দবর্ধনকারী ধারার আকারে গমন করছেন ॥ ৮ ॥

সোম দুগ্ধবিশিষ্ট, কেননা দুগ্ধ দোহনপূর্বক তাঁর সাথে মিশ্রিত করা হয়েছে, তিনি তৎসংশ্লিষ্ট হয়ে ক্ষরিত হ'লেন। তাঁর যে সকল রস সকলে ভাগ ক'রে গ্রহণ করতে হবে, তারা যেন সমুদ্রের মধ্যে (অর্থাৎ কলসের মধ্যে) প্রবেশ করলো। তিনি মত্তার উৎপাদনকর্তা, মত্ততার জন্য তাঁকে আঘাত করছে (নিষ্পীড়িত করা হচ্ছে) ॥ ৯ ॥

হে সোম! প্রস্তরের দ্বারা তুমি নিষ্পীড়িত হ'তে হ'তে মেষের লোমকে আচ্ছাদন করছো। দুই ফলকের উপরিস্থিত কলসের মধ্যে সোম প্রবেশ করছেন, যেন কোন ব্যক্তি নগরের মধ্যে প্রবেশ করছে। পরে উজ্জ্বল হয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠনির্মিত পাত্রে স্থান গ্রহণ করছেন ॥ ১০ ॥

মেষলোম আচ্ছাদনকালে সোমকে শোধন করছে, তিনি যেন যুদ্ধের ঘোটকের মতো ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি যখন ক্ষরিত হন, স্তবকারী মেধাবী পণ্ডিতবর্গের উচিত তাঁকে অভিনন্দন করা ॥ ১১ ॥

হে সোম! যেমন নদী জলের দ্বারা স্ফীত হয়, সেইরকম তুমি দেববর্গের পানের জন্য স্ফীত হচ্ছো। মদিরার মতো তুমি সতেজ, তুমি তোমার লতার রস সহ মধুক্ষরণকারী কলসের মধ্যে গমন করছো ॥ ১২ ॥

যেমন প্রিয় পুত্রকে সুশোভিত করতে হয়, সেইরকম সোমকে সুশোভিত করতে হয়; তিনি উজ্জ্বল হয়ে শুভ্রবর্ণ পবিত্রের উপরে বিস্তারিত হলেন। দুই হস্তের অঙ্গুলিগণ তাঁকে জলের দিকে চালিত করছে। যেন বলবান্ লোকে রথ চালিত করছে ॥ ১৩ ॥

এই সমস্ত সোমরস, যারা দ্রুতগামী, পণ্ডিত, আনন্দকর এবং সকল বস্তু প্রদান করতে পারে, তা'রা কলসের উপরিস্থিত উন্নত পবিত্রে ক্ষরিত হচ্ছে ॥ ১৪ ॥

সোম যিনি, তিনি রাজা; তিনি দেব, তিনি প্রধান, সত্য, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ক্ষরিত হয়ে কলসে গমন করছেন। মিত্র ও বরুণের জন্য প্রস্তুত হয়ে তিনি চলছেন। তিনি অতি প্রধান সত্যস্বরূপ ॥ ১৫ ॥

এই উজ্জ্বল সতর্ক রাজার মতো সোমদেব কলসের মধ্যে যজ্ঞের অধ্বর্যুগণ কর্তৃক সংধাবিত হচ্ছে ॥ ১৬ ॥

মরুৎপরিবেষ্টিত ইন্দ্রের জন্য প্রস্তুত হয়ে, মত্ততার উৎপাদনকারী সোম ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি সহস্রধারায় মেষলোমকে অতিক্রম করছেন। পুরোহিতগণ তাঁকে সুশোভিত করছেন ॥ ১৭ ॥

বুদ্ধিমান্ সোম দুই ফলকের উপর শোভিত হচ্ছেন এবং স্তুতিবাক্য উৎপাদন করতে করতে দেবতাগণের নিকট গমন করছেন। তিনি জলের বস্ত্র পরিধানপূর্বক এবং মস্তকে ক্ষীর ধারণ ক'রে কাষ্ঠময় পাত্রে উপবেশন করছেন এবং তাঁকে আচ্ছাদন করা হচ্ছে ॥ ১৮ ॥

হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য আমি প্রত্যহ তোমাকে আহ্বান করি। বিস্তর রাক্ষস আমার প্রতি অত্যাচার করছে এবং আমাকে বেষ্টন ক'রে দাঁড়িয়েছে। হে পিঙ্গলবর্ণধারিন্! আমাকে রক্ষা করো, রাক্ষসবর্গকে নিধন করো ॥ ১৯ ॥

হে সোম! কি দিন, কি রাত্রি, আমি তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য তোমার নিকট উপস্থিত আছি।

হে পিঙ্গলবর্ণশালিন্! তুমি আপন কিরণে সূর্য অপেক্ষাও অধিক দীপ্তিশালী, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠান করো। যেমন পক্ষিগণ সূর্যকে অতিক্রম ক'রে যায়, সেইরকম আমরা তোমার নিকট গমনে যাত্রা ॥ ২০ ॥

হে সুন্দর অঙ্গুলিধারী সোম! তুমি কলসের মধ্যে শোধিত হবার সময় শব্দ করতে থাকো। হে ক্ষরণশীল! সুবর্ণময়, পিঙ্গলবর্ণ, সর্বজনকামনীয় তুমি বিস্তৃত অন্ন আনীত ক'রে থাকো ॥ ২১ ॥

মেষলোমের উপর ক্ষরিত হয়ে তুমি শোধিত হ'তে হ'তে রস বর্ষণ করো এবং দেবতাগণের ভবনে গমন করো ॥ ২২ ॥

হে সোম! সর্বরকম কবিতার প্রতি দৃষ্টি অর্পণ ক'রে অন্ন লাভের জন্য গমন করো। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাগণের আনন্দবিধাতা। তুমি কলসকে ধারণ ক'রে (আশ্রয় ক'রে) থাকো ॥ ২৩ ॥

হে সোম! পুনঃ পুনঃ তোমাকে সজ্জা করা হচ্ছে, তুমি মর্ত্যলোকে ও দিব্যলোকে ক্ষরিত হও। হে পণ্ডিত! মেধাবী ব্যক্তিগণ তোমাকে মনন ও ধ্যান করতে করতে তোমার স্বর্ণবর্ণ রস চালিত ক'রে দিচ্ছেন ॥ ২৪ ॥

এই যে সোমরস সকল, যাঁদের সঙ্গে দেবতাবৃন্দ আছেন, ইন্দ্র যাঁদের সেবন করেন, যাঁরা স্তব ও অন্ন লাভের জন্য গমন ক'রে থাকেন, তাঁরা ধারার আকারে প্রস্তুত হয়ে পবিত্রকে অতিক্রম করছেন ॥ ২৫ ॥

প্রস্তুতকর্তাগণ চালিত ক'রে দিচ্ছে, সোম জলের বস্ত্র পরিধানপূর্বক কলসের দিকে গমন করছেন, তিনি জ্যোতি উৎপাদন করছেন, ক্ষীরের সাথে মিশ্রিত হয়ে ধৌত বস্ত্রের মতো হচ্ছেন এবং স্তুতির প্রার্থনা করছেন ॥ ২৬ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৪৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্, ২৮৫ পৃষ্ঠায় ৪, ৫ ও ৬ ঋক্; ৪৩২ পৃষ্ঠায় ৮ ও ৯ ঋক্; ৬৯০ পৃষ্ঠায় ১০ ও ১১ঋক্, ৩২৯ পৃষ্ঠায় ১২ ও ১৩ ঋক্; ৩৭২ পৃষ্ঠায় ১৪,১৫ ও ১৬ ঋক্, ২১৮ পৃষ্ঠায় ১৭ ঋক্, ৪০১ পৃষ্ঠায় ১৯ ঋক্ এবং ৪০২ পৃষ্ঠায় ২০ ঋক্; ৪৬৪ পৃষ্ঠায় ২১ ও ২২ ঋক্ এবং ২১৮ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে ২৩ ও ২৫ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২১৭ পৃষ্ঠাতেও ১, ৪ ও ১০ ঋক্ তিনটি, ২১৮ পৃষ্ঠাতেও ৮, ১২, ১৪, ১৯ ও ২১ ঋক্ পাঁচটি ঋক্ আছে। সেই সূত্রে সেখানে এই ঋক্গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে আমার মন! যে সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠ দেবপূজার উপকরণ, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন করো; কঠোর তপঃ-সাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ অমৃতপ্রাপক, মানুষের হিতসাধক যে সত্ত্বভাব, সেই সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হও।" (ভাব এই যে,—সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা, লোকের হিতসাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করতে পারি)। [...ভক্তহৃদয়ের সত্ত্বভাবকেই দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ মনে করাই সঙ্গত; অর্থাৎ 'সোম'—'শুদ্ধসত্ত্ব'। হৃদয়ের বিশুদ্ধ ('সুহৃং') ভাব দিয়েই ভগবানের প্রকৃত পূজা হ'তে পারে]।—ইত্যাদি ॥ ২৫ ঋক্—"বিবেক-জ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দদায়ক দেবগণের প্রিয় সৎকর্মাধিপতি পরমপবিত্র সত্ত্বভাবসমূহ, প্রার্থনাকারীদের প্রজ্ঞা ও আত্মশক্তি প্রদানের জন্য ধারারূপে সাধকের পবিত্র হৃদয়কে প্লাবিত ক'রে ভগবানের প্রতি ধাবিত হয়।" (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব পরমানন্দদায়ক এবং পরম শক্তি প্রদায়ক; সৎ-ভাব-সমন্বিত সৎকর্মপরায়ণ সাধকেরা সেই সৎভাবের দ্বারা ভগবানকে অর্চনা করেন)। [যেখানে সত্ত্বভাব বিদ্যমান থাকে, সেখানে সৎ ছাড়া অসৎ থাকতে পারে না। সত্ত্বভাবই মানুষকে সৎপথে নিয়োজিত করে। তাই সত্ত্বভাবকে সৎকর্মের অধিপতি বলা হয়েছে]।—ইত্যাদি ॥—উৎসাহী পাঠক উল্লেখিত অবশিষ্ট ঋক্গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০৮ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : গৌরিবীতি, শক্তি, উরু, ঋজিশ্বা, উর্ধসদ্মা কৃতযশা ও ঋণঞ্চয়। ছন্দ : ককুপ্, সতোবৃহতী, গায়ত্রী যবমধ্যা]

পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ। মহি দ্যুক্ষতমো মদঃ ॥ ১॥
যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তেঽস্য পীতা স্বর্বিদঃ।
স সুপ্রকেতো অভ্যক্রমীদিষোঽচ্ছা বাজং নৈতশঃ ॥ ২॥
ত্বং হ্যঙ্গ দৈব্যা পবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ। অমৃতত্বায় ঘোষয়ঃ ॥ ৩॥
যেনা নবগ্বো দধ্যঙ্ঙপোর্ণুতে যেন বিপ্রাস আপিরে।
দেবানাং সুম্নে অমৃতস্য চারুণো যেন শ্রবাংস্যানশুঃ ॥ ৪॥
এষ স্য ধারয়া সুতোঽব্যো বারেভিঃ পবতে মদিন্তমঃ। ক্রীলন্নূর্মিরপামিব ॥ ৫॥
য উস্রিয়া অপ্যা অন্তরশ্মনো নির্গা অকৃন্তদোজসা।
অভি ব্রজং তত্নিষে গব্যমশ্ব্যং বর্মীব ধৃষ্ণবা রুজ ॥ ৬॥
আ সোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং ন স্তোমমপ্তুরং রজস্তুরম্। বনক্রক্ষমুদপ্রুতম্ ॥ ৭॥
সহস্রধারং বৃষভং পয়োবৃধং প্রিয়ং দেবায় জন্মনে।
ঋতেন য ঋতজাতো বিবাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ ॥ ৮॥
অভি দ্যুম্নং বৃহদ্যশ ইষস্পতে দিদীহি দেব দেবয়ু। বি কোশং মধ্যমং যুব ॥ ৯॥
আ বচ্যস্ব সুদক্ষ চম্বোঃ সুতো বিশাং বহ্নির্ন বিশ্পতিঃ।
বৃষ্টিং দিবঃ পবস্ব রীতিমপাং জিন্বা গবিষ্টয়ে ধিয়ঃ ॥ ১০॥
এতমু ত্যং মদচ্যুতং সহস্রধারং বৃষভং দিবো দুহুঃ। বিশ্বা বসূনি বিভ্রতম্ ॥ ১১॥
বৃষা বি জজ্ঞে জনয়ন্নমর্ত্যঃ প্রতপঞ্জ্যোতিষা তমঃ।
স সুষ্টুতঃ কবিভির্নির্ণিজং দধে ত্রিধাত্বস্য দংসসা ॥ ১২॥
স সুম্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইলানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥ ১৩॥
যস্য ন ইন্দ্রঃ পিবাদ্যস্য মরুতো যস্য বার্যমণা ভগঃ।
আ যেন মিত্রাবরুণা করামহ এন্দ্রমবসে মহে ॥ ১৪॥
ইন্দ্রায় সোম পাতবে নৃভির্যতঃ স্বায়ুধো মদিন্তমঃ। পবস্ব মধুমত্তমঃ ॥ ১৫॥
ইন্দ্রস্য হার্দি সোমধানমা বিশ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ।
জুষ্টো মিত্রায় বরুণায় বায়বে দিবো বিষ্টম্ভ উত্তমঃ ॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী, দীপ্তিমান্ ও কর্মে অতি পটু, তুমি যারপরনাই মধুপূর্ণ হয়ে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১॥

বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে পান ক'রে বৃষের মতো বলবান্ হন। তুমি সকল বস্তু দান করতে পারো। এই যেন তোমাকে পান ক'রে ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দর স্ফূর্তিযুক্ত হয়; যেমন ঘোটক যুদ্ধে গমন করে, তিনি সেই রকম আহারীয় সামগ্রী লুণ্ঠন করতে গমন করেন ॥ ২ ॥

হে সোম। তোমার মতো উজ্জ্বল কিছুই নেই। তুমি যখন ক্ষরিত হও, তখন দেববংশজাত সকল ব্যক্তিকে অমরত্ব প্রদানের জন্য আহ্বান করতে থাকো ॥ ৩ ॥

তুমি সেই সোম, যাঁর সাহায্যে অঙ্গিরাবংশসম্ভূত দধ্যঙ্ নামক ব্যক্তি আপন অপহৃত গাভীর সন্ধান প্রাপ্ত হয়েছিলেন; যাঁর সাহায্যে তাঁর মেধাবী পুত্রগণ সেই গাভী প্রাপ্ত হয়; যাঁর সাহায্যে সুচারুভাবে যজ্ঞকার্য সম্পন্ন হয়ে দেবতাবৃন্দ পরিতোষ প্রাপ্ত হ'লে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিগণ আহ্লাদ ক'রে থাকেন ॥ ৪ ॥

এই দেখো, সেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মাদকতা-শক্তিসম্পন্ন হয়ে ধারাকারে ক্ষরণপূর্বক মেষলোম পথে নির্গত হচ্ছেন, যেন জলের একটি তরঙ্গ ক্রীড়া করছে ॥ ৫ ॥

হে সোম। তুমি আকাশ হ'তে ক্ষরণশীল জল সমস্ত মেঘের মধ্য হ'তে আপন বলে নির্গত করেছিলে, তুমি গোসমূহ ও ঘোটকসমূহকে রক্ষা করেছিলে, সেই তুমি দুর্ধর্ষ কবচধারী বীরের মতো শত্রু সংহার করো ॥ ৬ ॥

হে পুরোহিতবর্গ! এই যে সোম, যিনি ঘোটকের মতো দ্রুতগামী, যিনি স্তবের যোগ্য, যিনি জলবর্ষণ করেন, আপন তেজ বিকীর্ণ করেন, যিনি কাষ্ঠময় পাত্রে পাত্রে সজ্জিত হয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হন, সেই সোমকে প্রস্তুত করো, সেই সোমকে চতুর্দিকে সেচন করো ॥ ৭ ॥

যিনি রসসেচনকারী এবং সহস্র ধারায় ক্ষরিত হয়ে থাকেন, যিনি জলের সহযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দেবমাত্রের প্রীতিপ্রদ হন, যজ্ঞে যাঁর জন্ম, যজ্ঞেতেই যাঁর বৃদ্ধি, যিনি রাজা এবং দেবতাস্বরূপ এবং যিনি অতি প্রধান সত্যস্বরূপ ॥ ৮ ॥

হে অন্নের অধিপতি দেব। দেবতাগণের নিকট গমনপূর্বক তুমি উজ্জ্বল ও প্রচুর অন্নরাশি আহরণ ক'রে দাও এবং আকাশস্থিত মেঘকে বিখণ্ড ক'রে বৃষ্টিবর্ষণ করো ॥ ৯ ॥

হে সুনিপুণ সোম। তুমি দুই ফলক সহযোগে প্রস্তুত হয়ে রাজ্যভারবহনকারী নরপতি রাজার মতো আগমন করো। আকাশ হ'তে জলের স্রোত বর্ষণ করো, গোধনের অভিলাষী যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করো ॥ ১০ ॥

এই যে সোম, যিনি মাদকরস বর্ষণ করেন, সহস্রধারায় ক্ষরিত হন, সকল সম্পত্তি ধারণ করেন; পুরোহিতগণ তাঁকে দোহন অর্থাৎ প্রস্তুত করছেন ॥ ১১ ॥

রসবর্ষণকারী সোম জন্মগ্রহণ করলেন, তিনি শব্দ করছেন, আপন কিরণের দ্বারা অন্ধকার নষ্ট করছেন। কবিগণ তাঁকে স্তব করলে তিনি দুগ্ধের সংসর্গে শুভ্র মূর্তি হচ্ছেন, তাঁর ক্ষরণক্রিয়ার দ্বারা তিনটি আধার পরিপূর্ণ হচ্ছে ॥ ১২ ॥

যে সোম অন্ন, গাভী, ধন ও উত্তম উত্তম গৃহ উপার্জন করিয়ে দেন, তাঁকে পুরোহিতগণ প্রস্তুত করলেন ॥ ১৩ ॥

আমরা প্রস্তুত করলে সোমকে ইন্দ্র পান করলেন এবং মরুৎগণ ও অর্যমা ও ভগ পান করলেন। তাঁর সাহায্যে আমরা মিত্র ও বরুণকে এবং ইন্দ্রকে অনুকূল ক'রে উত্তমভাবে রক্ষাপ্রাপ্ত হই ॥ ১৪ ॥

হে সোম। যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ তোমাকে সজ্জা করেছেন, তোমার আধারকৃত পাত্রসকল তোমার অশ্বশস্ত্রের মতো শোভাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তুমি যারপরনাই মধুর ও মাদকতাশক্তিযুক্ত হয়ে ইন্দ্রের পানের

হে পিঙ্গলবর্ণধারিন্! তুমি আপন কিরণে সূর্য অপেক্ষাও অধিক দীপ্তিশালী, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠান করো। যেমন পক্ষিগণ সূর্যকে অতিক্রম ক'রে যায়, সেইরকম আমরা তোমার নিকট গমনে ব্যস্ত ॥ ২০ ॥

হে সুন্দর অঙ্গুলিধারী সোম! তুমি কলসের মধ্যে শোধিত হবার সময় শব্দ করতে থাকো। হে ক্ষরণশীল! সুবর্ণময়, পিঙ্গলবর্ণ, সর্বজনকামনীয় তুমি বিস্তর অন্ন আনীত ক'রে থাকো ॥ ২১ ॥

মেষলোমের উপর ক্ষরিত হয়ে তুমি শোধিত হ'তে হ'তে রস বর্ষণ করো এবং দেবতাগণের ভবনে গমন করো ॥ ২২ ॥

হে সোম! সর্বরকম কবিতার প্রতি দৃষ্টি অর্পণ ক'রে অন্ন লাভের জন্য গমন করো। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাগণের আনন্দবিধাতা। তুমি কলসকে ধারণ ক'রে (আশ্রয় ক'রে) থাকো ॥ ২৩ ॥

হে সোম! পুনঃ পুনঃ তোমাকে মন্থন করা হচ্ছে, তুমি মর্ত্যলোকে ও দিব্যলোকে ক্ষরিত হও। হে পণ্ডিত! মেধাবী ব্যক্তিগণ তোমাকে মনন ও ধ্যান করতে করতে তোমার শুভ্রবর্ণ রস চালিত ক'রে দিচ্ছেন ॥ ২৪ ॥

এই যে সোমরস সকল, যাঁদের সঙ্গে দেবতাবৃন্দ আছেন, ইন্দ্র যাঁদের সেবন করেন, যাঁরা স্তব ও অন্ন লাভের জন্য গমন ক'রে থাকেন, তাঁরা ধারার আকারে প্রস্তুত হয়ে পবিত্রকে অতিক্রম করছেন ॥ ২৫ ॥

প্রস্তুতকর্তাগণ চালিত ক'রে দিচ্ছে, সোম জলের বস্ত্র পরিধানপূর্বক কলসের দিকে গমন করছেন, তিনি জ্যোতি উৎপাদন করছেন, ক্ষীরের সাথে মিশ্রিত হয়ে ধৌত বস্ত্রের মতো হচ্ছেন এবং স্তুতির প্রার্থনা করছেন ॥ ২৬ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৪৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্; ২৮৫ পৃষ্ঠায় ৪, ৫ ও ৬ ঋক্; ৪০২ পৃষ্ঠায় ৮ ও ৯ ঋক্; ৬৯৩ পৃষ্ঠায় ১০ ও ১১ঋক্; ৩২৯ পৃষ্ঠায় ১২ ও ১৩ ঋক্; ৩৭২ পৃষ্ঠায় ১৪,১৫ ও ১৬ ঋক্, ২১৮ পৃষ্ঠায় ১৭ ঋক্; ৪০১ পৃষ্ঠায় ১৯ ঋক্ এবং ৪০২ পৃষ্ঠায় ২০ ঋক্; ৪৬৪ পৃষ্ঠায় ২১ ও ২২ ঋক্ এবং ২১৮ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে ২৩ ও ২৫ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২১৭ পৃষ্ঠাতেও ১, ৪ ও ১০ ঋক্ তিনটি; ২১৮ পৃষ্ঠাতেও ৮, ১২, ১৪, ১৯ ও ২১ ঋক্ পাঁচটি ঋক্ আছে। সেই সূত্রে সেখানে এই ঋক্গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে আমার মন! যে সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠ দেবপূজার উপকরণ, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন করো; কঠোর তপঃ-সাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ অমৃতপ্রাপক, মানুষের হিতসাধক যে সত্ত্বভাব, সেই সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হও।" (ভাব এই যে,—সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা, লোকের হিতসাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করতে পারি)। [...ভক্তহৃদয়ের সত্ত্বভাবকেই দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ মনে করাই সঙ্গত; অর্থাৎ 'সোম'—'শুদ্ধসত্ত্ব'। হৃদয়ের বিশুদ্ধ ('সুষ্ঠ') ভাব দিয়েই ভগবানের প্রকৃত পূজা হ'তে পারে]।—ইত্যাদি॥ ২৫ ঋক্—"বিবেক-জ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দদায়ক দেবগণের প্রিয় সৎকর্মাধিপতি পরমপবিত্র সত্ত্বভাবসমূহ, প্রার্থনাকারীদের প্রজ্ঞা ও আত্মশক্তি প্রদানের জন্য ধারারূপে সাধকের পবিত্র হৃদয়কে প্লাবিত ক'রে ভগবানের প্রতি ধাবিত হয়।" (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব পরমানন্দদায়ক এবং পরম শক্তি প্রদায়ক, সৎ-ভাব-সমন্বিত সৎকর্মপরায়ণ সাধকেরা সেই সৎভাবের দ্বারা ভগবানকে অর্চনা করেন)। [যেখানে সত্ত্বভাব বিদ্যমান থাকে, সেখানে সৎ ছাড়া অসৎ থাকতে পারে না। সত্ত্বভাবই মানুষকে সৎপথে নিয়োজিত করে। তাই সত্ত্বভাবকে সৎকর্মের অধিপতি বলা হয়েছে]।—ইত্যাদি॥— উৎসাহী পাঠক উল্লেখিত অবশিষ্ট ঋক্গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১৫ ॥

হে সোম! যেমন নদীগণ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরকম তুমি ইন্দ্রের উৎপাদনকারী কলসে প্রবেশ করো। মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুর জন্য তোমাকে নিবেদন করা হয়েছে। তুমি স্বর্গধামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বনস্বরূপ ॥ ১৬ ॥

টীকা — ৩ ঋকে অমৃত পান ক'রে দেবগণের অমরত্ব লাভ করা স্বরূপ পৌরাণিক গল্প সোমরসের বৈদিক বর্ণনা হ'তে উৎপন্ন।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২৯৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম দুটি ঋক্, ৪০৯ পৃষ্ঠায় ৩ ও ৪ ঋক্; ২৪৪ পৃষ্ঠায় ৫ ও ৬ ঋক্; ৫৭৫ পৃষ্ঠায় ৭ ও ৮ ঋক্; ৪৩৮ পৃষ্ঠায় ৯ ও ১০ ঋক্; ২৪৩ পৃষ্ঠায় ১১ ঋক্; ৪৭১ পৃষ্ঠায় ১৩ ঋক্ এবং ৪৭২ পৃষ্ঠায় ১৪ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২৪৩ পৃষ্ঠাতেও ১, ৭, ৯ ও ১৩ এবং ২৪৪ পৃষ্ঠাতেও ৩ ঋক্‌টি আছে। বলা বাহুল্য সেখানে এই ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতময়, পরমানন্দদায়ক, সৎকর্মপ্রাপক, (অথবা প্রজ্ঞাদায়ক) মহান্, পরমনীতিমান্ আপনি আমাদের পরমানন্দদায়ক হয়ে ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করি)। [যিনি পরমানন্দদায়ক, তাঁকে পরমানন্দদায়ক হবার জন্য প্রার্থনা কেন? তার উত্তর এই যে, সূর্যের আলোকে তো জগৎ উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু তাতে কি অন্ধের কোন উপকার হয়? ভগবান্ তো 'আনন্দং অমৃত রূপং'—তাঁর আনন্দের প্রবাহে জগৎ প্লাবিত হচ্ছে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে কি সেই আনন্দের স্পন্দন অনুভূত হয়? উৎসবের আনন্দকোলাহল কি অন্ধকারে আবৃত কারাগৃহের ভিতরে প্রবেশ করে? আর তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি প্রবেশ করলেও হস্তপদ-শৃঙ্খলাবদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রীর বুকে এই আনন্দতরঙ্গ কি কোন সাড়া জাগাতে পারে? যার উপভোগ করবার ক্ষমতা নেই, যার গ্রহণ করবার অধিকার নেই, তার কাছে বিশ্বের সম্পদ ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে রাখলেও তা তার কোন কাজে লাগে না।—সত্ত্বভাব আনন্দদায়ক নিশ্চয়ই, কিন্তু ভগবানের কৃপা না হ'লে আমরা সেই আনন্দ লাভ করব কিভাবে? তিনি যদি দয়া ক'রে আমাদের তাঁর ধন উপভোগ করবার শক্তি ও অধিকার দেন, তবেই আমরা তা উপভোগ করতে পারি]।—ইত্যাদি ॥ ১৪ ঋক্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! সকলের প্রীতিহেতুভূত বা গ্রহণীয় তোমাকে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ গ্রহণ করেন। অপিচ, মরুৎ-দেবগণ তোমাকে অনুগ্রহ করেন। অর্যমাদের সাহচর্যে ভগদেবতা তোমাকে অনুগ্রহ করেন। অতএব সকলের প্রীতিসাধক তোমার প্রভাবে মিত্রভূত স্নেহকারুণ্যময় (মিত্রাবরুণরূপী) ভগবানকে যেন আকর্ষণ করতে পারি, এবং পরমাত্মা লাভের জন্য পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানকে যেন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হই।" (সৎভাবের প্রভাবে দেববিভূতি-লাভের এবং আত্মায় আত্মসম্মিলনের সংকল্প এখানে বর্তমান)। [মিত্র, বরুণ, ভগ প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, তাঁরা পরস্পর বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হলেও মূলতঃ অভিন্ন—সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র]।—ইত্যাদি ॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০৯ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অগ্নি নামক ঋষিগণ। ছন্দ : দ্বিপদা]

পরি প্র ধন্বেন্দ্রায় সোম স্বাদুর্মিত্রায় পূষ্ণে ভগায় ॥ ১ ॥
ইন্দ্রস্তে সোম সুতস্য পেয়াঃ ক্রত্বে দক্ষায় বিশ্বে চ দেবাঃ ॥ ২ ॥

এবামৃতায় মহে ক্ষয়ায় স শুক্রো অর্য দিব্যঃ পীযূষঃ ॥ ৩॥
পবস্ব সোম মহান্ত্সমুদ্রঃ পিতা দেবানাং বিশ্বাভি ধাম ॥ ৪॥
শুক্রঃ পবস্ব দেবেভ্যঃ সোম দিবে পৃথিব্যৈ শং চ প্রজায়ৈ ॥ ৫॥
দিবো ধর্ত্তাসি শুক্রঃ পীযূষঃ সত্যে বিধর্মন্বাজী পবস্ব ॥ ৬॥
পবস্ব সোম দ্যুম্নী সুধারো মহামবীনামনু পূর্ব্যঃ ॥ ৭॥
নৃভির্যেমানো জজ্ঞানঃ পূতঃ ক্ষরদ্বিশ্বানি মন্দ্রঃ স্বর্বিৎ ॥ ৮॥
ইন্দুঃ পুনানঃ প্রজামুরাণঃ করদ্বিশ্বানি দ্রবিণানি নঃ ॥ ৯॥
পবস্ব সোম ক্রত্বে দক্ষায়াশ্বো ন নিক্তো বাজী ধনায় ॥ ১০॥
তং তে সোতারো রসং মদায় পুনন্তি সোমং মহে দ্যুম্নায় ॥ ১১॥
শিশুং জজ্ঞানং হরিং মৃজন্তি পবিত্রে সোমং দেবেভ্য ইন্দুম্ ॥ ১২॥
ইন্দুঃ পবিষ্ট চারুর্মদায়াপামুপস্থে কবির্ভগায় ॥ ১৩॥
বিভর্ত্তি চার্বিন্দ্রস্য নাম যেন বিশ্বানি বৃত্রা জঘান ॥ ১৪॥
পিবন্ত্যস্য বিশ্বে দেবাসো গোভিঃ শ্রীতস্য নৃভিঃ সুতস্য ॥ ১৫॥
প্র সুবানো অক্ষাঃ সহস্রধারস্তিরঃ পবিত্রং বি বারমব্যম্ ॥ ১৬॥
স বাজ্যক্ষাঃ সহস্ররেতা অদ্ভির্মৃজানো গোভিঃ শ্রীণানঃ ॥ ১৭॥
প্র সোম যাহীন্দ্রস্য কুক্ষা নৃভির্যেমানো অদ্রিভিঃ সুতঃ ॥ ১৮॥
অসর্জি বাজী তিরঃ পবিত্রমিন্দ্রায় সোমঃ সহস্রধারঃ ॥ ১৯॥
অঞ্জন্ত্যেনং মধ্বো রসেনেন্দ্রায় বৃষ্ণ ইন্দুং মদায় ॥ ২০॥
দেবেভ্যস্ত্বা বৃথা পাজসেঽপো বসানং হরিং মৃজন্তি ॥ ২১॥
ইন্দুরিন্দ্রায় তোশতে নি তোশতে শ্রীণন্নুগ্রো রিণন্নপঃ ॥ ২২॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম। তুমি সুস্বাদু হয়ে ইন্দ্র, মিত্র, পূষা ও ভগের জন্য অগ্রসর হও ॥ ১ ॥

হে সোম! ইন্দ্র এবং সকল দেবতা যেন তোমাকে পান করে, তা'হলে জ্ঞানলাভ ও বলাধান হবে ॥ ২ ॥

হে সোম! তুমি শুভ্রবর্ণ এবং দেবতাগণের পেয় বস্তু, তুমি অমরত্ব লাভের জন্য এবং বৃহৎ বৃহৎ বাসস্থান লাভের জন্য অগ্রসর হও ॥ ৩ ॥

হে সোম! তুমি সমুদ্রের মতো বৃহৎ, তুমি দেবতাগণের পিতা, তুমি সর্বস্থানে ক্ষরিত হও ॥ ৪ ॥

হে সোম। শুভ্রবর্ণ হয়ে তুমি ক্ষরিত হও এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রজাবর্গের সুখ সাধন করো ॥ ৫ ॥

তুমি স্বর্গের ধারণকর্তা, তুমি শুভ্রবর্ণ পেয় বস্তু। এই সত্যস্বরূপ ধর্মানুষ্ঠানের সময় দ্রুতবেগে ক্ষরিত হও ॥ ৬ ॥

হে সোম। তুমি উজ্জ্বল হয়ে এবং সুন্দর ধারার আকার ধারণ ক'রে বৃহৎ বৃহৎ মেষলোমের মধ্য দিয়ে পূর্বের মতো আনুপূর্বিক ক্ষরিত হও ॥ ৭ ॥

যজ্ঞের অধ্যক্ষবৃন্দ যথানিয়মে সোমকে উৎপাদন করছেন, তিনি শোধিত হয়ে মাদকতাশক্তিযুক্ত হয়েছেন, তিনি ক্ষরিত হয়ে আমাদের সকল ধন আনয়ন করুন ॥ ৮ ॥

সোম শোধিত হয়ে প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি করুন, আমাদের সকল ধন উৎপন্ন করুন ॥৯॥

হে সোম ঘোটকের মতো তোমাকে প্রক্ষালন করা হয়েছে; তুমি আমাদের জ্ঞান, বল ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও ॥১০॥

নিষ্পীড়নকর্তাগণ সেই রসরূপী সোমকে শোধন করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য যে, আনন্দ ও প্রচুর ধন প্রাপ্ত হবেন ॥১১॥

সোম জলের শিশুর মতো, জলের মধ্য হ'তে জন্মগ্রহণ করছেন; দেবতাবৃন্দের জন্য তাঁকে শোধন করছে ॥১২॥

সুধী সোম কবি, তিনি ভগ দেবতার মত্ততা উৎপাদন করবার জন্য জলের আধারে ক্ষরিত হলেন ॥১৩॥

সোম ইন্দ্রের মনোহর শরীরে পুষ্টি আধান করেন, তা'তে তিনি বৃত্র নামক সকল রাক্ষসকে নিধন করেন ॥১৪॥

যজ্ঞের অধ্বর্যুবৃন্দ সোমকে প্রস্তুত ক'রে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত করলে সকল দেবতা পান করছেন ॥১৫॥

প্রস্তুত হয়ে সোম পবিত্রের মেষলোম অতিক্রম ক'রে সহস্রধারায় ক্ষরিত হ'লেন ॥১৬॥

জলের দ্বারা শোধিত হয়ে এবং দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে দ্রুতগামী সেই সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হ'লেন ॥১৭॥

হে সোম! প্রস্তরের আঘাতে তুমি প্রস্তুত হয়েছো, অধ্বর্যুগণ তোমাকে সঞ্চয় করেছেন; তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করো ॥১৮॥

দ্রুতগামী সোম সহস্র ধারায় পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক ইন্দ্রের জন্য প্রস্তুত হ'লেন ॥১৯॥

বৃষ্টি বর্ষণকারী ইন্দ্রের মত্ততার জন্য এই সোমকে মধুর রসের সাথে মিশ্রিত করছে ॥২০॥

হে উজ্জ্বল সোম! তুমি জলের পরিচ্ছদ পরিধান করছো, দেবতাগণের বলাধানের জন্য তোমাকে অবলীলাক্রমে শোধন করছে ॥২১॥

ইন্দ্রের জন্য এই প্রখর সোমরস প্রস্তুত হচ্ছেন, ইনি জল আলোড়ন করছেন এবং তার সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন ॥২২॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৮০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি মন্ত্; ৫২০ পৃষ্ঠায় ৪, ৫ ও ৬ মন্ত্; ১১০ পৃষ্ঠায় ৭ মন্ত্; ৫৫০ পৃষ্ঠায় ১০, ১১ ও ১২ মন্ত্; ১৮৯ পৃষ্ঠায় ১৩ মন্ত্ এবং ৪১৩ পৃষ্ঠায় ১৬, ১৭ ও ১৮ মন্ত্ তিনটি গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ১৮১ পৃষ্ঠাতেও ১, ৪ ও ১০ মন্ত্ আছে। বলা বাহুল্য সেই সূত্রে এই মন্ত্রগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ মন্ত্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব (সোম)! অমৃতোপম (স্বাদুঃ) তুমি, মিত্রস্থানীয় দেবতা, সৎ-ভাব-পোষক দেবতা ও ঐশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে [অথবা মিত্রস্থানীয় (মিত্রায়) সৎ-ভাব-পোষক (পূষ্ণে) ঐশ্বর্যাধিপ দেবতাকে (ভগায়)] প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে সর্বতোভাবে উপস্থিত হও।" (ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভ করবার জন্য আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উপজন হোক)।—ইত্যাদি॥ ১৮ মন্ত্—"হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্মের সাধক আমাদের দ্বারা উৎপাদ্যমান ও কঠোর তপঃসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হয়ে তুমি ভগবানের সমীপে প্রকৃষ্টরূপে গমন করো।" (ভাব এই যে,—আমরা যেন কঠোর তপস্যার দ্বারা উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বের সহায়তায় ভগবানকে আরাধনা করি)। [শুদ্ধসত্ত্ব—হৃদয়ের পবিত্র ভাবই ভগবৎ-আরাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। হৃদয়ের ভাব-কুসুমাঞ্জলি দিয়েই ভাবগ্রাহী ভগবানের পূজা করতে হয়। আমরা যেন ভগবৎ আরাধনা উপকরণ

সংগ্রহ করবার জন্য কঠোরভাবে সৎকর্ম-সাধনে নিযুক্ত হই। কর্মাগ্নির দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা কালিমা দূরীকৃত হ'লে হৃদয়ের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এত কঠোর তপঃসাধন। হৃদয়ের ধন যাতে হৃদয়েই অধিষ্ঠিত থাকেন তার জন্যই এই প্রার্থনা]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১১০ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : ত্র্যরুণ ও ত্রসদস্যু। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ঊর্ধ্ববৃহতী, বিরাট্]

পর্যূ ষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ। দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈয়সে ॥ ১॥
অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে। বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে ॥ ২॥
অজীজনো হি পবমান সূর্যং বিধারে শক্মনা পয়ঃ। গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরন্ধ্যা ॥ ৩॥
অজীজনো অমৃত মর্ত্যেষ্বাঁ ঋতস্য ধর্মন্নমৃতস্য চারুণঃ। সদাসরো বাজমচ্ছা সনিষ্যদৎ॥ ৪॥
অভ্যভি হি শ্রবসা ততর্দিথোৎসং ন কং চিজ্জনপানমক্ষিতম্। শর্যাভির্ন ভরমাণো গভস্ত্যোঃ॥ ৫॥
আদীং কে চিৎপশ্যমানাস আপ্যং বসুরুচো দিব্যা অভ্যনূষত। বারং ন দেবঃ সবিতা ব্যূর্ণুতে॥ ৬॥
ত্বে সোম প্রথমা বৃক্তবর্হিষো মহে বাজায় শ্রবসে ধিয়ং দধুঃ। স ত্বং নো বীর বীর্যায় চোদয়॥ ৭॥
দিবঃ পীযূষং পূর্ব্যং যদুক্থ্যং মহো গাহাদ্দিব আ নিরধুক্ষত। ইন্দ্রমভি জায়মানং সমস্বরন্॥ ৮॥
অধ যদিমে পবমান রোদসীইমা চ বিশ্বা ভুবনাভি মজ্মনা।
যূথে ন নিঃষ্ঠা বৃষভো বি তিষ্ঠতে ॥ ৯॥
সোমঃ পুনানো অব্যয়ে বারে শিশুর্ন ক্রীলৎপবমানো অক্ষাঃ।
সহস্রধারঃ শতবাজ ইন্দুঃ ॥ ১০॥
এষ পুনানো মধুমাঁ ঋতাবেন্দ্রায়েন্দুঃ পবতে স্বাদুরূর্মিঃ।
বাজসনির্বরিবোবিদ্বয়োধাঃ ॥ ১১॥
স পবস্ব সহমানঃ পৃতন্যূন্ত্সেধন্রক্ষাংস্যপ দুর্গহাণি।
স্বায়ুধঃ সাসহ্বান্ত্সোম শত্রূন্ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে অবিচলিত পরাক্রমশালী সোম। অন্নদানের জন্য তুমি শত্রুগণের অভিমুখে গমন করো। তোমার সাহায্যে আমরা ঋণ হ'তে মুক্তিলাভ করি। শত্রু সংহার করবার জন্য তুমি গমন করছো ॥ ১॥

হে সোম। তুমি প্রস্তুত হয়েছো, এই লোকাকীর্ণ রাজ্যের মধ্যে আমরা তোমার স্তব করছি। হে ক্ষরণশীল। তুমি নানারকম অন্নের জন্য চলমান হচ্ছো ॥ ২॥

হে সোম। তুমি জলের আশ্রয়স্থানস্বরূপ আকাশে সূর্যকে আপন বলে সংস্থাপন করেছো। তোমার জ্ঞান অতি মহৎ, তাতে তুমি অতি সত্বর গোধন আহরণ ক'রে নিয়ে থাকো ॥ ৩॥

হে অমৃততুল্য সোম। অমৃততুল্য চমৎকার বৃষ্টিবারির আধারভূত আকাশের উপর মানুষগণের

উপকারের জন্য তুমি সূর্যকে সৃষ্টি করেছো; অন্ন ভাগ ক'রে দিতে দিতে তুমি সর্বদাই যুদ্ধে গমন ক'রে থাকো ॥ ৪ ॥

যেমন কোন ব্যক্তি লোকগণের জল পানের জন্য অক্ষয় জলপূর্ণ জলাশয় খনন করে, কিংবা যেমন কেউ দুই হস্তের অঞ্জলির দ্বারা জল পূর্ণ করতে থাকে, সেইরকম তুমি অন্ন প্রদানের জন্য পবিত্র ভেদ ক'রে গমন ক'রে থাকো ॥ ৫ ॥

যখনই সূর্যদেব অন্ধকার অপনয়ন করলেন, তখনই দিব্য লোকবাসী বসুরুচ্ নামক কতগুলি ব্যক্তি এই পরমাত্মীয় সোমকে দর্শন করতে করতে স্তব করতে লাগলো ॥ ৬ ॥

হে সোম! তাঁরাই সর্বপ্রথম কুশচ্ছেদনপূর্বক প্রচুর অন্ন ও বললাভের জন্য তোমাকে ধ্যান করতে লাগলেন। অতএব তুমি আমাদের যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রেরণ করো ॥ ৭ ॥

প্রশংসিত সোম প্রাচীনকাল হ'তে দেবতাগণের পেয় বস্তু হয়েছেন। স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হ'তে তাঁকে দোহন করা হয়েছিল। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হ'লেন, তখন তাঁকে স্তব করতে লাগলো ॥ ৮ ॥

হে ক্ষরণশীল! এই যে দ্যুলোক ও ভূলোক, এই যে সমস্ত প্রাণীবর্গ তুমি আপন বলে সকলের উপর আধিপত্য করো, যেমন যূথের উপর বৃষ আধিপত্য করে, সেইরকম তুমি ক'রে থাকো ॥ ৯ ॥

সোমের সহস্রধারা, তাঁর সাতিশয় বেগ, তিনি শোধিত হওয়ার সময় বালকের মতো মেষলোমের উপর ক্রীড়া করেন; এইভাবে তিনি ক্ষরিত হ'লেন ॥ ১০ ॥

এই যে সোম, যিনি শোধিত হয়ে মধুক্ষরা হন, যিনি যজ্ঞের স্বামী, উজ্জ্বল ও সুরস; যিনি অন্ন দান করেন, কাম্যবস্তু প্রদান করতে জানেন এবং পরমায়ু বৃদ্ধি করেন, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১১ ॥

হে সোম! তুমি প্রতিযোদ্ধাগণকে পরাভব করো, দুর্ধর্ষ রাক্ষসগণকে দূরীভূত করো, উত্তম অস্ত্র ধারণপূর্বক বিপক্ষবর্গকে সংহার ক'রে থাকো; এইরূপে তুমি ক্ষরিত হও ॥ ১২ ॥

টীকা — ৮ ঋকের বক্তব্য—সোমরস দেবকুলের প্রাচীন পানীয় দ্রব্য; স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হ'তে সোমকে দোহন করা হয়েছে, ইত্যাদি, বৈদিক বর্ণনা হ'তে পৌরাণিক উপাখ্যান উৎপন্ন হয়েছে। ঋগ্বেদে আকাশকে জলীয় ব'লে বিশ্বাস করা হতো এবং অনেক সময় 'সমুদ্র' ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং সমুদ্র হ'তে অমৃতমন্থনরূপ পৌরাণিক গল্প অনায়াসে উৎপন্ন হলো ॥—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৮০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্, ৬১৭ পৃষ্ঠায় ৪, ৫ ও ৭ ঋক্ এবং ৬১২ পৃষ্ঠায় ৬, ৮ ও ৯ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ১৮৯ পৃষ্ঠাতে ১ ঋক্ ও ১১০ পৃষ্ঠাতেও ২ ঋক্ আছে। সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বরূপে সৎকর্মসাধনের জন্য আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত করুন; তথাপ্রকার আপনি সত্ত্বভাব-অপরোধক অজ্ঞানতারূপ পাপসমূহ বিনাশ করুন, আরও আমাদের সঞ্চিত কর্মফলনাশক আপনি আমাদের রিপুবর্গের বিনাশ করবার জন্য প্রবৃত্ত হোন।" (ভাব এই যে,—রিপুনাশক ভগবান্ রিপু বিনাশ ক'রে আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার ক'রে দিন)। [সুকর্ম বা দুষ্কর্ম—সব রকম কর্মের ফলই মানুষকে আবদ্ধ করে, ফলে মুক্তিমার্গে বিঘ্ন ঘটে। দুষ্কর্মের ফলে অবশ্যই পতন। সুকর্মের ফলে স্বর্গ ইত্যাদি লাভ হয়; কিন্তু তা মানব জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। বরং এটি সেই লক্ষ্যসাধনের বিঘ্ন স্বরূপ; কারণ স্বর্গ ইত্যাদি প্রাপ্তি চিরস্থায়ী নয়। সুকর্মের ফলভোগের অন্তে পুনরায় মর্ত্যের পাপময়লোকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। অথচ মানুষকে কর্ম করতেই হয়, সুতরাং ফলও ভোগ করতে হয়। তাই কর্মপুঞ্জ বিনাশের জন্য ভগবানকে আহ্বান করা

হয়েছে]।—ইত্যাদি॥ ৯ ঋক্—"পবিত্রকারক হে দেব! সর্বভূতে অভীষ্টবর্ষক দেব যেমন অধিষ্ঠিত হন, তেমন আপনি যখন পরিদৃশ্যমান দ্যুলোক-ভূলোক এবং এই সকল ভুবনকে আপন শক্তিতে অভিভূত করেন, তখন আপনি বিশ্বে দিব্যজ্যোতিঃ বিতরণ করেন।" (ভাব এই যে,—ভগবান্ বিশ্বাধিপতি হন, এবং বিশ্ববাসীকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন)। [...এখানে এই মন্ত্রে, এই নিত্যসত্যই বোধগম্য হওয়া উচিত যে, বিশ্বাধিপতি ভগবানই জ্ঞানজ্যোতির আধার ও উৎপত্তিস্থল। তিনি যখন বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হন, প্রকাশিত হন, তখন বিশ্ববাসী পবিত্র হয়, দিব্যজ্ঞান লাভ ক'রে ধন্য ও কৃতার্থ হয়]।—ইত্যাদি॥—পাঠক অবশিষ্ট ঋক্গুলি দেখলে আধ্যাত্মিক্ বিশ্লেষণগুলি বুঝতে পারবেন।

◆ ◆

— ১১১ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : অনানত। ছন্দ : অত্যষ্টি]

অযা রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বেষাংসি তরতি স্বযুগ্বভিঃ সূরো নঃ স্বযুগ্বভিঃ। ধারা সুতস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ। বিশ্বা যদ্রূপা পরিযাত্যৃক্বভিঃ সপ্তাস্যেভির্ঋক্বভিঃ॥ ১॥
ত্বং ত্যৎপণীনাং বিদো বসু সং মাতৃভির্মর্জয়সি স্ব আ দম ঋতস্য ধীতিভির্দমে। পরাবতো ন সাম তদ্যত্রা রণন্তি ধীতয়ঃ। ত্রিধাতুভিররুষীভির্বয়ো দধে রোচমানো বয়ো দধে॥ ২॥
পূর্বামনু প্রদিশং যাতি চেকিতৎসং রশ্মিভির্যততে দর্শতো রথো দৈব্যো দর্শতো রথঃ। অগ্মন্নুক্থানি পৌংস্যেন্দ্রং জৈত্রায় হর্ষয়ন্। বজ্রশ্চ যদ্ভবথো অনপচ্যুতা সমৎস্বনপচ্যুতা॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — যেমন সূর্য আপন মণ্ডলসংযুক্ত কিরণমালার দ্বারা অন্ধকার নষ্ট করেন, সেইরকম সোম এই উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণপূর্বক সকল শত্রু সংহার করছেন। প্রস্তুত হবার পর এঁর ধারা ঔজ্জ্বল্য ধারণ করছে, ইনি শোধিত হয়ে হরিদ্বর্ণ ও তেজোময় হয়েছেন। সপ্তছন্দের স্তুতি প্রাপ্ত হয়ে ইনি সকল বস্তুর দিকে আপন তেজ বিস্তার করছেন॥১॥

হে সোম! পণিগণ যে গোধন অপহরণ করেছিল, তা' কোথায় ছিল, তুমি তা' জ্ঞাত ছিলে। তুমি যজ্ঞস্থানে স্তুতিবাক্য লাভ করতে করতে জলের দ্বারা শোধিত হও। যেমন দূর হ'তে সামধ্বনি শ্রুত হয়, সেইরকম তথায় তোমার শব্দ শ্রুত হয়। তিন আধারে স্থাপিত মূর্তির দ্বারা তুমি অন্ন দান করো এবং ঔজ্জ্বল্য ধারণ করো॥২॥

অতি সুদৃশ্য স্বর্গীয় রথ কিরণমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়ে সতর্কভাবে পূর্বদিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। ইন্দ্র যাতে জয়ী হন, সেই জন্য পুরুষবর্গের প্রশংসা বাক্য ইন্দ্রকে আহ্লাদিত ক'রে উচ্চারিত হ'তে থাকে। হে সোম! যুদ্ধে জয়লাভের জন্য তখন তুমি এবং বজ্র ইন্দ্রের নিকট একত্র হয়ে থাকো॥৩॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৬৯৮ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের তিনটি ঋকেরই উল্লেখ আছে। অবশ্য ১৯৮ পৃষ্ঠাতেও প্রথম ঋক্টি আছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও দ্রষ্টব্য।—যথা—১ ঋক্—"সূর্য যেমন আপন কিরণের দ্বারা আবরক অন্ধকারসমূহ নাশ করেন, তেমনই পবিত্রতাপ্রাপ্ত শুদ্ধসত্ত্ব তেজোপ্রদীপ্ত ও দীপ্তিময় তেজপূর্ণ শক্তির দ্বারা এবং আত্মজ্ঞান-উন্মেষণের দ্বারা

বিশ্বের সকল শত্রুকে নাশ করেন। এরপর (শুদ্ধসত্ত্ব প্রদীপ্ত হ'লে) পবিত্রকারক জগৎ-উদ্ধারক সেই ভগবানের তেজোরাশি অর্থাৎ করুণাধারা সাধকগণকে উদ্ভাসিত করে অর্থাৎ অভিষিক্ত করে। (ভাব এই যে,—সূর্য যেমন রশ্মির দ্বারা অন্ধকারসমূহ নাশ করেন, তেমনই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান্ নিজের অমিত প্রভাবের দ্বারা আত্মজ্ঞানের উন্মেষ ক'রে অন্তঃশত্রুদের বিনাশ করেন। হৃদয়ে সৎ-ভাব সঞ্জাত হ'লে ভগবানের করুণাধারা আপনিই বিগলিত হয়)। আরও, ভগবান্ যখন সেই ইত্যাদি সপ্তসংখ্যক সৎকর্ম-সাধনের উপাদান-সমন্বিত তেজঃসমূহের দ্বারা বিশ্বের ভূতজাতসমূহকে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করেন, তখন শুদ্ধসত্ত্বের গ্রাহক পবিত্রকারক ভগবান্ আপন তেজের দ্বারা আপনিই প্রকাশমান হন।" (ভাব এই যে,—সূর্যরশ্মিসমূহ যেমন সপ্তকিরণের দ্বারা জগৎকে সূর্যসম্বন্ধ প্রদান করে, সত্ত্বভাবসমূহ তেমনই দেহেন্দ্রিয় প্রকৃতির দ্বারা হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করে)। [সূর্যের সপ্তরশ্মি বা সপ্তজিহ্বা একত্রে মিলিত হয়ে শ্বেতবর্ণের সৃষ্টি করে, তেমনই সত্ত্বভাব-উন্মেষের পক্ষে সপ্ত উপাদান হলো— পঞ্চভূতাত্মক দেহ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ও চিত্ত। এগুলি যখন ভগবানে সংন্যস্ত হয় তখন দেহ সত্ত্বভাবে বা দেবভাবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ভাবটাই 'সপ্তাস্যেভি' পদে উপলব্ধ হয়]।—ইত্যাদি॥ আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখে নিতে পারেন।

◆ ◆

— ১১২ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : শিশু। ছন্দ : পংক্তি]

নানানং বা উ নো ধিয়ো বি ব্রতানি জনানাম্।
তক্ষা রিষ্টং রুতং ভিষগ্ব্রহ্মা সুন্বন্তমিচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১॥
জরতীভিরোষধীভিঃ পর্ণেভিঃ শকুনানাম্।
কার্মারো অশ্মভি র্দ্যুভির্হিরণ্যবন্তমিচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ২॥
কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী ননা।
নানাধিয়ো বসূয়বোঽনু গা ইব তস্থিমেন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৩॥
অশ্বো বোড়্হা সুখং রথং হসনামুপমন্ত্রিণঃ।
শেপো রোমণ্বন্তৌ ভেদৌ বারিন্মণ্ডূক ইচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! সকল ব্যক্তির কার্য একরকম নয়, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য ভিন্ন ভিন্ন রকম, আমাদের কার্যও নানারকম। দেখো, তক্ষ কাষ্ঠতক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১॥

দেখো, শুষ্ক বৃক্ষশাখা, পক্ষীর পক্ষ ও শান প্রদানের জন্য উজ্জ্বল প্রস্তর, এই কয় বস্তুর সহযোগে কর্মকার বাণ প্রস্তুত ক'রে সেই বাণ ক্রয় করবার উপযুক্ত কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ২॥

দেখো, আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জন-কারিণী। আমরা

সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করছি। যেমন গাভীগণ গোষ্ঠের মধ্যে বিচরণ করে, সেইরকম আমরা ধনের কামনাতে তোমার পরিচর্যা করছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥৩॥

সুন্দর বহন করতে পারে, এইরকম ঘোটক সুগঠন রথে যোজিত হ'তে ইচ্ছা করে, নর্মসচিবগণ অর্থাৎ মোসাহেব হাস্য পরিহাস কামনা করে, পুরুষাঙ্গ রোমবিশিষ্ট বিধাতিং প্রার্থনা করে। ভেক জলের কামনা করে। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥৪॥

টীকা — ১ ঋকে ছুতার ও বৈদ্য ও স্তোতাগণের উল্লেখ পাওয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন জাতি তখন সৃষ্ট হয়নি, কেবল ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা ছিল। স্তোত্র পাঠকগণ যজ্ঞকর্তা ধরবার চেষ্টা করতেন, তা-ও এই ঋক্ হ'তে প্রতীয়মান হয়। ২ ঋকে—প্রস্তরে শাণ দিয়ে কাঠ হ'তে কর্মকারগণ বাণ প্রস্তুত করতো, তা' বোধগম্য হয়। ৩ ঋকের বক্তব্য এই যে, জাতি বিধি সৃষ্টি হবার পর স্তোত্রকারের পুত্র ভিষক্ হ'তে পারতেন না; ঋগ্বেদ রচনার সময় জাতি বিধি ছিল না।—এই সূক্তটিতে তদানীন্তন যুগের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করণের কথাই বলা হয়েছে।

◆ ◆

— ১১৩ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কশ্যপ। ছন্দ : পংক্তি]

শর্যণাবতি সোমমিন্দ্রঃ পিবতু বৃত্রহা।
বলং দধান আত্মনি করিষ্যন্বীর্যং মহদিন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥ ১॥
আ পবস্ব দিশাং পত আর্জীকাৎসোম মীঢ্বঃ।
ঋতবাকেন সত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসা সুত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ২॥
পর্জন্যবৃদ্ধং মহিষং তং সূর্যস্য দুহিতাভরৎ।
তং গন্ধর্বাঃ প্রত্যগৃভ্ণন্তং সোমে রসমাদধুরিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৩॥
ঋতং বদন্নৃতদ্যুম্ন সত্যং বদন্ৎসত্যকর্মন্।
শ্রদ্ধাং বদন্ৎসোম রাজন্ধাত্রা সোম পরিষ্কৃত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৪॥
সত্যমুগ্রস্য বৃহতঃ সং স্রবন্তি সংস্রবাঃ।
সং যন্তি রসিনো রসাঃ পুনানো ব্রহ্মণা হর ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৫॥
যত্র ব্রহ্মা পবমান ছন্দস্যাং বাচং বদন্।
গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়ন্নিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৬॥
যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিঁল্লোকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৭॥
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৮॥

যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৯॥
যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১০॥
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — শর্যণাবৎ নামক সরোবরের মধ্যে যে সোম আছেন, তা' বৃত্রসংহারকারী ইন্দ্র পান করুন। তা'তে তাঁর বলাধান হবে, তিনি অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করবেন। হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১ ॥

হে রসসেচনকারী সোম! হে সকল দিকের অধীশ্বর! আর্জীক নামক দেশ হ'তে আগমন ক'রে ক্ষরিত হও। পবিত্র সত্য বচনসহকারে এবং শ্রদ্ধা ও পুণ্যকর্মের সাথে তোমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ২ ॥

সোম পর্জন্যের দ্বারা বর্ধিত হয়েছেন, সূর্যের দুহিতা সোমকে স্বর্গ হ'তে আহরণ করেছে, গন্ধর্বগণ তাঁকে সমাদরপূর্বক গ্রহণ করলেন এবং তাঁ'তে রস আধান করলেন। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৩ ॥

হে শোভমান সত্যকর্মা যজ্ঞনিষ্পাদক সোম! যজ্ঞ, সত্য ও শ্রদ্ধার বলে কর্মের ধারকরূপে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৪ ॥

হে সোম! তোমার বলই যথার্থ; তুমিই মহৎ, তোমার ধারাগুলি ক্ষরিত হচ্ছে। তুমি রসশালী; তোমার রসসমস্ত গমন করছে। হে হরিতবর্ণধারিন্! মন্ত্রের দ্বারা পূত হয়ে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৫ ॥

হে ক্ষরণশীল! যে স্থানে ব্রহ্মা নামক পুরোহিত ছন্দোময় বাক্য উচ্চারণ করতে করতে প্রস্তরের দ্বারা সোমকে প্রস্তুত ক'রে সেই সোমের দ্বারা আনন্দ উৎপাদন করেন এবং সকলের নিকট পূজিত হন, সেই স্থানে তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৬ ॥

যে ভুবনে সর্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে; হে ক্ষরণশীল! সেই অমৃত ও অক্ষয়ধামে আমাকে নীত করো। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৭ ॥

যে স্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যে স্থানে এই সমস্ত নদী আছে, তথায় আমাকে নীত ক'রে অমর করো। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৮ ॥

সেই যে তৃতীয় নাকলোক, তৃতীয় দিব্যলোক, যা নভোমণ্ডলের উর্ধ্বে আছে, যেখানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্বদা আলোকময়, সেখানে আমাকে অমর করো। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৯ ॥

যেখানে সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যেখানে ব্রধ্নানামক দেবতার ধাম আছে, যেখানে যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, সেখানে আমাকে অমর করো। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১০ ॥

যেখানে বিবিধ রকম আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ বিরাজ করছে, যেখানে অভিলাষী ব্যক্তির সকল কামনা পূর্ণ হয়, সেখানে আমাকে অমর করো। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১১ ॥

টীকা — ১ ঋকের শর্যণাবৎ নামে সরোবর কুরুক্ষেত্রের নিম্নভাগে অবস্থিত। সায়ণ ॥ ২ ঋকের 'আর্জীক নামক দেশ' হলো আধুনিক বেয়া নামে অভিহিত আর্জীকীয়া নদীর নিকটবর্তী প্রদেশ ॥ ৩ ঋকের সূর্যদুহিতা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। পর্জন্য বৃষ্টিদেবতা, সোমলতা বৃষ্টির দ্বারা বর্ধিত। গন্ধর্বের আদি অর্থ সূর্যরশ্মি, অতএব গন্ধর্বের দ্বারা সোমলতার রস আধানের অর্থ আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি ॥ ৭ ঋক্ থেকে ১১ ঋক্ পর্যন্ত পাঁচটি ঋকে স্বর্গধামের বিস্তীর্ণ বর্ণনা আছে ॥

◆ ◆

— ১১৪ সূক্ত —

[দেবতা : পবমান সোম। ঋষি : কশ্যপ। ছন্দ : পংক্তি]

য ইন্দোঃ পবমানস্যানু ধামান্যক্রমীৎ।
তমাহুঃ সুপ্রজা ইতি যস্তে সোমাবিধন্মন ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১॥
ঋষে মন্ত্রকৃতাং স্তোমৈঃ কশ্যপোদ্বর্ধয়ন্‌গিরঃ।
সোমং নমস্য রাজানং যো যজ্ঞে বীরুধাং পতিরিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ২॥
সপ্ত দিশো নানাসূর্যাঃ সপ্ত হোতার ঋত্বিজঃ।
দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ সোমাভি রক্ষ ন ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৩॥
যত্তে রাজঞ্ছৃতং হবিস্তেন সোমাভি রক্ষ নঃ।
অরাতীবা মা নস্তারীন্মো চ নঃ কিং চনামমদিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — যে ব্যক্তি ক্ষরণশীল সোমের তাবৎ আধারে তাঁর পরিচর্যা করে, যে তাঁর মনোমত কার্য করে, তাকে সৌভাগ্যশালী বলা হয়। হে সোম ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ১ ॥

হে কশ্যপ ঋষি! মন্ত্রের রচয়িতাগণ যে সকল স্তুতিবাক্য বিরচিত করেছেন, তা অবলম্বনপূর্বক তোমার নিজের বাক্য বৃদ্ধি করো এবং সোমরাজকে নমস্কার করো। তিনি সকল উদ্ভিজ্জের শ্রেষ্ঠ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ২ ॥

অনেক সূর্যের অধিষ্ঠানস্বরূপ যে সাত দিক্ আছে এবং হোমকর্তা যে সাতজন পুরোহিত এবং সাতজন যে সূর্যদেব আছেন; হে সোম! তাদের সাথে আমাদের রক্ষা করো। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৩ ॥

হে সোমরাজ! তোমার জন্য যে হোমের দ্রব্য পাক করা হয়েছে, তা'র দ্বারা আমাদের রক্ষা করো, শত্রু যেন আমাদের হিংসা না করে, যেন আমাদের কোন বস্তু অপহরণ না করে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥ ৪ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

— নবম মণ্ডল সমাপ্ত —

উপকারের জন্য তুমি সূর্যকে সৃষ্টি করেছো; অন্ন ভাগ ক'রে দিতে দিতে তুমি সর্বদাই যুদ্ধে গমন ক'রে থাকো ॥ ৪ ॥

যেমন কোন ব্যক্তি লোকগণের জল পানের জন্য অক্ষয় জলপূর্ণ জলাশয় খনন করে, কিংবা যেমন কেউ দুই হস্তের অঞ্জলির দ্বারা জল পূর্ণ করতে থাকে, সেইরকম তুমি অন্ন প্রদানের জন্য পবিত্র ভেদ ক'রে গমন ক'রে থাকো ॥ ৫ ॥

যখনই সূর্যদেব অন্ধকার অপনয়ন করলেন, তখনই দিব্য লোকবাসী বসুরুচ্ নামক কতগুলি ব্যক্তি এই পরমাহ্লাদ সোমকে দর্শন করতে করতে স্তব করতে লাগলো ॥ ৬ ॥

হে সোম! তাঁরাই সর্বপ্রথম কুশচ্ছেদনপূর্বক প্রচুর অন্ন ও বললাভের জন্য তোমাকে ধ্যান করতে লাগলেন। অতএব তুমি আমাদের যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রেরণ করো ॥ ৭ ॥

প্রশংসিত সোম প্রাচীনকাল হ'তে দেবতাগণের পেয় বস্তু হয়েছেন। স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হ'তে তাঁকে দোহন করা হয়েছিল। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হ'লেন, তখন তাঁকে স্তব করতে লাগলো ॥ ৮ ॥

হে ক্ষরণশীল! এই যে দ্যুলোক ও ভূলোক, এই যে সমস্ত প্রাণীবর্গ তুমি আপন বলে সকলের উপর আধিপত্য করো, যেমন যূথের উপর বৃষ আধিপত্য করে, সেইরকম তুমি ক'রে থাকো ॥ ৯ ॥

সোমের সহস্রধারা, তাঁর সাতিশয় বেগ, তিনি শোধিত হওয়ার সময় বালকের মতো মেষলোমের উপর ক্রীড়া করেন; এইভাবে তিনি ক্ষরিত হ'লেন ॥ ১০ ॥

এই যে সোম, যিনি শোধিত হয়ে মধুতুল্য হন, যিনি যজ্ঞের স্বামী, উজ্জ্বল ও সুরস; যিনি অন্ন দান করেন, কাম্যবস্তু প্রদান করতে জানেন এবং পরমায়ু বৃদ্ধি করেন, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন ॥ ১১ ॥

হে সোম! তুমি প্রতিযোদ্ধাগণকে পরাভব করো, দুর্ধর্ষ রাক্ষসগণকে দূরীভূত করো, উত্তম অস্ত্র ধারণপূর্বক বিপক্ষবর্গকে সংহার ক'রে থাকো; এই হেন তুমি ক্ষরিত হও ॥ ১২ ॥

টীকা — ৮ ঋকের বক্তব্য—সোমরস দেববৃন্দের প্রাচীন পানীয় দ্রব্য; স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হ'তে সোমকে দোহন করা হয়েছে, ইত্যাদি, বৈদিক বর্ণনা হ'তে পৌরাণিক উপাখ্যান উৎপন্ন হয়েছে। ঋগ্বেদে আকাশকে জলীয় ব'লে বিশ্বাস করা হতো এবং অনেক সময় 'সমুদ্র' ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং সমুদ্র হ'তে অমৃতমন্থনস্বরূপ পৌরাণিক গল্প অনায়াসে উৎপন্ন হলো ॥—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৮০ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্; ৬১৭ পৃষ্ঠায় ৪, ৫ ও ৭ ঋক্ এবং ৬১২ পৃষ্ঠায় ৬, ৮ ও ৯ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ১৮৯ পৃষ্ঠাতে ১ ঋক্ ও ১৯০ পৃষ্ঠাতেও ২ ঋক্ আছে। সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"হে ভগবন্! সুষ্ঠুরূপে সৎকর্মসাধনের জন্য আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত করুন; ক্ষমাপ্রবণ আপনি সত্ত্বভাব-অপরোধক অজ্ঞানতারূপ পাপসমূহ বিনাশ করুন; আরও আমাদের সঞ্চিত কর্মফলনাশক আপনি আমাদের রিপুগণের বিনাশ করবার জন্য প্রবৃত্ত হোন।" (ভাব এই যে,—রিপুনাশক ভগবান্ রিপু বিনাশ ক'রে আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার ক'রে দিন)। [সুকর্ম বা দুষ্কর্ম—সব রকম কর্মের ফলই মানুষকে আবদ্ধ করে; ফলে মুক্তিযাত্রায় বিঘ্ন ঘটে। দুষ্কর্মের ফলে অবশ্যই পতন। সুকর্মের ফলে স্বর্গ ইত্যাদি লাভ হয়; কিন্তু তা মানব জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। বরং ঐটি সেই লক্ষ্যসাধনের বিঘ্ন পথবাধা; কারণ স্বর্গ ইত্যাদি প্রাপ্তি চিরস্থায়ী নয়। সুকর্মের ফলভোগের অন্তে পুনরায় মর্ত্যের পাপমণ্ডলে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। অথচ মানুষকে কর্ম করতেই হয়, সুতরাং ফলও ভোগ করতে হয়। তাই কর্মশৃঙ্খল বিনাশের জন্য ভগবানকে আহ্বান করা

দশম মণ্ডল।

— ১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ত্রিত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

অগ্রে বৃহন্নুষসামূর্ধ্বো অস্থান্নির্জগন্বাত্তমসো জ্যোতিষাগাৎ।
অগ্নির্ভানুনা রুশতা স্বঙ্গ আ জাতো বিশ্বা সন্মান্যপ্রাঃ ॥ ১॥
স জাতো গর্ভো অসি রোদস্যোরগ্নে চারুর্বিভৃত ওষধীষু।
চিত্রঃ শিশুঃ পরি তমাংস্যক্তূন্প্র মাতৃভ্যো অধি কনিক্রদদ্গাঃ ॥ ২॥
বিষ্ণুরিত্থা পরমমস্য বিদ্বাঞ্জাতো বৃহন্নভি পাতি তৃতীয়ম্।
আসা যদস্য পয়ো অক্রত স্বং সচেতসো অভ্যর্চন্ত্যত্র ॥ ৩॥
অত উ ত্বা পিতুভৃতো জনিত্রীরন্নাবৃধং প্রতি চরন্ত্যন্নৈঃ।
তা ঈং প্রত্যেষি পুনরন্যরূপা অসি ত্বং বিক্ষু মানুষীষু হোতা ॥ ৪॥
হোতারং চিত্ররথমধ্বরস্য যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য কেতুং রুশন্তম্।
প্রত্যর্ধিং দেবস্য দেবস্য মহ্না শ্রিয়া ত্বগ্নিমতিথিং জনানাম্ ॥ ৫॥
স তু বস্ত্রাণ্যধ পেশনানি বসানো অগ্নির্নাভা পৃথিব্যাঃ।
অরুষো জাতঃ পদ ইলায়াঃ পুরোহিতো রাজন্যক্ষীহ দেবান্ ॥ ৬॥
আ হি দ্যাবাপৃথিবী অগ্ন উভে সদা পুত্রো ন মাতরা ততন্থ।
প্র যাহ্যচ্ছোশতো যবিষ্ঠাথা বহ সহস্যেহ দেবান্ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — প্রভাত না হ'তে হ'তেই প্রকাণ্ড ও সুন্দর মূর্তিধারী অগ্নি অন্ধকারের মধ্য হ'তে নির্গত হয়ে আলোকযুক্ত হ'লেন। তিনি দীপ্যমান শিখাসম্পন্ন হয়ে সকল গৃহ আলোকে পরিপূর্ণ করলেন ॥ ১॥

হে অগ্নি! তুমি দ্যুলোক ও ভূলোকের সুশ্রী সন্তানস্বরূপ, তাঁদের হ'তেই তোমার উৎপত্তি, তুমি ওষধি অর্থাৎ কাষ্ঠের মধ্যে সঞ্চিত থাক। তুমি আশ্চর্য বালক, তোমার শত্রুস্বরূপ অন্ধকারকে দূর ক'রে থাকো, ওষধী অর্থাৎ কাষ্ঠ তোমার মাতা, তুমি শব্দ করতে করতে তোমার সেই মাতৃবর্গের দিকে ধাবিত হও ॥ ২॥

অগ্নি বিষ্ণু, কেননা চতুর্দিকব্যাপী, ইনি বিদ্বান অর্থাৎ জাত আছেন, ইনি প্রকাণ্ড হয়ে আমি যে ত্রিত, আমাকে উত্তমরূপে রক্ষা করেন। এঁর জল মুখে ক'রে অর্থাৎ জল যাচ্ঞা করতে করতে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিগণ একমনে তাঁকে অর্চনা করেন ॥ ৩॥

তোমার মাতাস্বরূপ ওষধীবর্গ খাদ্যদ্রব্যের ধারণকর্ত্রী, তাঁরা নানারকম অন্নসহকারে তোমার পূজা

করেন, যেহেতু তুমি অন্নের বৃদ্ধি করে দাও। তুমি আবার সেই ওষধিবর্গের প্রতি গমন করে থাকো, তাতে তাঁরা অন্যরকম অর্থাৎ দগ্ধ হয়ে যায়; তুমি মনুষ্যজাতীয় প্রজাদের হোতাস্বরূপ অর্থাৎ যজ্ঞে দেবতাদের আহ্বান করো ॥ ৪ ॥

অগ্নির রথ নানা বর্ণের; ইনি যজ্ঞের হোতা, ইনি যজ্ঞের উজ্জ্বল পতাকাস্বরূপ অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় সকলকে জ্ঞাত ক'রে দেন, ইনি সকল দেবতার অধিপতি ইন্দ্রের প্রতি গমন ক'রে থাকেন, ইনি লোকবর্গের নিকট অতিথির মতো পূজ্য, এঁকে বিপুল সম্পত্তির জন্য স্তব করছি ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! তুমি সুবর্ণময় বস্ত্র পরিধানপূর্বক পৃথিবীর নাভি অর্থাৎ মধ্যস্থানস্বরূপ উত্তর বেদির উপর অধিষ্ঠান ক'রে এবং লোহিতবর্ণ হয়ে দীপ্তি প্রাপ্ত হ'তে হ'তে দেবতাগণের অর্চনা করছো ॥ ৬ ॥

যেমন পুত্র জননীকে আলিঙ্গন করে সেইরকম হে অগ্নি! তুমি দ্যাবাপৃথিবীকে নিজের আলোকে পরিপূর্ণ করো। হে যুবা পুরুষ! তুমি ভক্তদের নিকট গমন করো। হে বলশালী! তুমি দেবতাদের এ স্থানে আনয়ন করো ॥ ৭ ॥

টীকা — ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সাথে যেমন সামবেদের বিশেষ সম্পর্ক সেইরকম ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সাথে অথর্ববেদের বিশেষ সম্পর্ক। অথর্ববেদের অনেকগুলি সূক্ত এ দশম মণ্ডল হ'তে সংগৃহীত হয়েছে। প্রথম মণ্ডলের মতো দশম মণ্ডল নানা বংশীয় ঋষিকর্তৃক রচিত।—অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ত্রিত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

পিপ্রীহি দেবাঁ উশতো যবিষ্ঠ বিদ্বাঁ ঋতূঁর্ঋতুপতে যজেহ।
যে দৈব্যা ঋত্বিজস্তেভিরগ্নে ত্বং হোতৃণামস্যায়জিষ্ঠঃ ॥ ১ ॥
বেষি হোত্রমুত পোত্রং জনানাং মন্ধাতাসি দ্রবিণোদা ঋতাবা।
স্বাহা বয়ং কৃণবামা হবীংষি দেবো দেবান্যজত্বগ্নিরর্হন্ ॥ ২ ॥
আ দেবানামপি পন্থামগন্ম যচ্ছক্নবাম তদনু প্রবোঢুম্।
অগ্নির্বিদ্বান্ত্স যজাৎসেদু হোতা সো অধ্বরান্ত্স ঋতূন্ কল্পয়াতি ॥ ৩ ॥
যদ্বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদুষাং দেবা অবিদুষ্টরাসঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বমা পৃণাতি বিদ্বান্যেভির্দেবাঁ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি ॥ ৪ ॥
যৎপাকত্রা মনসা দীনদক্ষা ন যজ্ঞস্য মন্বতে মর্তাসঃ।
অগ্নিষ্টদ্ধোতা ক্রতুবিদ্বিজানন্যজিষ্ঠো দেবাঁ ঋতুশো যজাতি ॥ ৫ ॥
বিশ্বেষাং হ্যধ্বরাণামনীকং চিত্রং কেতুং জনিতা ত্বা জজান।
স আ যজস্ব নৃবতীরনু ক্ষাঃ স্পার্হা ইষঃ ক্ষুমতীর্বিশ্বজন্যাঃ ॥ ৬ ॥

যং ত্বা দ্যাবাপৃথিবী যং ত্বাপস্ত্বষ্টা যং ত্বা সুজনিমা জজান।
পন্থামনু প্রবিদ্বাং পিতৃযাণং দ্যুমদগ্নে সমিধানো বি ভাহি ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে যুবা পুরুষ! যজ্ঞের অভিলাষী দেবতাবর্গকে সন্তুষ্ট করো। হে ঋতুর অধিপতি। কোন্ সময় যজ্ঞ করতে হয়, তা' তুমি জ্ঞাত আছো; অতএব সময় বুঝে যজ্ঞ করো। দেবলোকে যাঁরা পুরোহিতের কার্য করেন, তাঁদের সাথে একত্র হয়ে যজ্ঞ করো; কেননা তুমি হোমকর্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ১॥

হে অগ্নি! তুমিই হোতা, তুমিই পোতা, আর তুমিই মেধাবী, সত্যনিষ্ঠ এবং লোকগণকে ধন দান ক'রে থাকো। এসো, আমরা যজ্ঞের দ্রব্য সমস্ত দেবতাগণের উদ্দেশে নিবেদন ক'রে দিই। পূজনীয় অগ্নিদেব দেবতাবর্গকে অর্চনা করুন ॥ ২॥

যেন আমরা দেবতাগণের পথে অগ্রসর হ'তে সমর্থ হই, যেন যজ্ঞানুষ্ঠান উত্তমভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হই। অগ্নিই যজ্ঞের বিষয় জ্ঞাত আছেন, তিনিই যজ্ঞ করুন। তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, যজ্ঞের কাল নিরূপণ করেন ॥ ৩॥

হে দেবতাবর্গ! আমরা নিতান্ত অজ্ঞান; তোমাদের অবিদিত কিছুই নেই; যদি আমরা কোন কার্য নষ্ট ক'রি, অর্থাৎ উত্তমভাবে সম্পন্ন না ক'রি, তবে যে যে সময়ে অগ্নি দেবার্চনা ক'রে থাকেন, সেই সেই সময়ে তিনি আমাদের সমস্ত ত্রুটি পূর্ণ করুন ॥ ৪॥

মানবগণ দুর্বল, এদের মন অপরিণত, অতএব যজ্ঞের যে যে অনুষ্ঠান এদের স্মরণ না হয়, অগ্নি যেন যথা সময়ে যজ্ঞ ক'রে সেই সমস্ত পূরণ করেন; কারণ তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ উত্তম জানেন, তাঁরা তুল্য যাজ্ঞিক কেউ নেই ॥ ৫॥

হে অগ্নি। তুমি সর্বরকম যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র পতাকাস্বরূপ; এই হেন তোমাকে তোমার জন্মদাতা উৎপাদন করেছেন। সেই তুমি এইস্থানে আগমন করো, এইস্থানে যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ আছেন। এই স্থানে স্তুতিপাঠ হচ্ছে। এই সমস্ত সর্বজনহিতকর চমৎকার অন্ন দেবতাগণের উদ্দেশে নিবেদন করো ॥ ৬॥

দ্যাবাপৃথিবী হ'তে তোমার জন্ম, জল হ'তে তুমি জন্মেছো; যিনি উত্তম নির্মাণ করতে পারেন, সেই ত্বষ্টা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। পিতৃলোকে গমনের কোন্ পথ, তা' তুমি জ্ঞাত আছো; অতএব তুমি এমন ঔজ্জ্বল্য ধারণ করো, যা'তে ঐ পথ আলোকময় হয়ে ওঠে ॥ ৭॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ত্রিত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইনো রাজন্নরতিঃ সমিদ্ধো রৌদ্রো দক্ষায় সুষুমাঁ অদর্শি।
চিকিদ্বি ভাতি ভাসা বৃহতাসিক্নীমেতি রুশতীমপাজন্ ॥ ১॥

কৃষ্ণাং যদেনীমভি বর্পসা ভূজ্জনয়ন্‌যোষাং বৃহতঃ পিতুর্জাম্‌।
ঊর্ধ্বং ভানুং সূর্যস্য স্তভায়ন্ দিবো বসুভিররতির্বি ভাতি ॥ ২॥
ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান আগাৎ স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।
সুপ্রকেতৈর্দ্যুভিরগ্নির্বিতিষ্ঠন্‌রুশদ্ভির্বর্ণৈরভি রামমস্থাৎ ॥ ৩॥
অস্য যামাসো বৃহতো ন বগ্নূনিন্ধানা অগ্নেঃ সখ্যুঃ শিবস্য।
ঈড্যস্য বৃষ্ণো বৃহতঃ স্বাসো ভামাসো যামন্নক্তবশ্চিকিত্রে ॥ ৪॥
স্বনা ন যস্য ভামাসঃ পবন্তে রোচমানস্য বৃহতঃ সুদিবঃ।
জ্যেষ্ঠেভির্যস্তেজিষ্ঠৈঃ ক্রীলুমদ্ভির্বর্ষিষ্ঠেভির্ভানুভির্নক্ষতি দ্যাম্‌ ॥ ৫॥
অস্য শুষ্মাসো দদৃশানপবের্জেহমানস্য স্বনয়ন্নিযুদ্ভিঃ।
প্রত্নেভির্যো রুশদ্ভির্দেবতমো বি রেভদ্ভিররতির্ভাতি বিভ্বা ॥ ৬॥
স আ বক্ষি মহি ন আ চ সৎসি দিবস্পৃথিব্যোররতির্যুবত্যোঃ।
অগ্নিঃ সুতুকঃ সুতুকেভিরশ্বৈ রভস্বদ্ভী রভস্বাঁ এহ গম্যাঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে রাজন। সেই প্রভু অগ্নির স্বভাবই অগ্রসর হওয়া, যিনি ভাস্কর ও সুন্দর, তিনি বিশিষ্টভাবে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিলেন। তিনি সচেতন হয়ে বিপুল আলোকে শোভাপ্রাপ্ত হচ্ছেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে দূর ক'রে শুক্লবর্ণ দীপ্তি ধারণ করছেন ॥ ১॥

এই অগ্নি পলায়নে উদ্যত কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে পরাভব করলেন; সেই বৃহৎ অর্থাৎ সূর্যের পত্নী উষাদেবীকে জন্মদান করলেন। তিনি ঊর্ধ্বে আলোক বিস্তার ক'রে সূর্যের কিরণ আচ্ছাদনপূর্বক গগনপ্রবাহী আপন তেজের দ্বারা সুশোভিত হয়েছেন ॥ ২॥

অগ্নি নিজে সুরূপ, সুরূপা দীপ্তির সাথে সমাগত হয়ে আগমন করছেন, তিনি উপপতির মতো উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করছেন। উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে তিনি আপন শ্বেতবর্ণ কিরণসহকারে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে পরাভব করছেন ॥ ৩॥

এই প্রকাণ্ড অগ্নির প্রদীপ্ত কিরণসমূহ স্তবকর্তাগণকে ক্লেশ প্রদান করে না; অগ্নি হিতৈষী বন্ধুর মতো; তিনি পূজ্য এবং অভিলষিত ফলদাতা; তাঁর মুখশ্রী সুন্দর; তাঁর দীপ্তি অন্ধকার নষ্ট ক'রে অগ্রসর হচ্ছে, সকলে তা জ্ঞাত হচ্ছে ॥ ৪॥

এই প্রকাণ্ড দীপ্তিশালী অগ্নির শিখা সমস্ত বায়ুর মতো শব্দ করছে। ইনি চমৎকার ক্রীড়াশীল, অতি তেজস্বী ও অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আপন কিরণের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করছেন ॥ ৫॥

এই অগ্নির শিখা দৃষ্ট হচ্ছে, ইনি চলমান হয়েছেন; এঁর উত্তাপযুক্ত কিরণরাশি বায়ুর মতো শব্দ করছে। ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল; এঁর স্বভাব অগ্রসর হওয়া এবং সর্বদিকে বিস্তারিত হওয়া। এঁর চিরপরিচিত শুভ্রবর্ণ শব্দায়মান শিখাসমূহ শোভা প্রাপ্ত হচ্ছে ॥ ৬॥

হে অগ্নি! সেই তুমি আমাদের যজ্ঞে পূজনীয় দেবতাগণকে আনীত করো; দ্যুলোক ও ভূলোক দুই যুবতীর মতো তাঁদের মধ্যে তুমি অগ্রসর হয়ে উপবেশন করো। তুমি নিজে সৌম্য ও বেগবান, তোমার অশ্বগণও সৌম্য ও বেগবান; সেই ঘোটকগণ সহ তুমি এই স্থানে আগমন করো ॥ ৭॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৬০২ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত

হয়েছে। সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও বর্তমান। যথা,—১ ঋক্—"হে জ্যোতির্ময় প্রভো! আপনি বিশ্বাধিপতি হন; উজ্জ্বল, মঙ্গলদায়ক দেবারাধনায় প্রযোজক রিপুনাশক সেই দেবতা সাধকদের সৎকর্মসাধনের জন্য তাঁদের দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন। সর্বজ্ঞ তিনি জ্যোতির সাথে বিশ্বে জ্ঞানালোক বিতরণ করেন; তাঁর অনুগ্রহে অন্ধকার দূর ক'রে উজ্জ্বল দীপ্তি আমাদের হৃদয়ে আগমন করুক।" (ভাব এই যে,—বিশ্বাধিপতি পরম দেব সাধকদের রিপুনাশ ক'রে তাঁদের পরাজ্ঞান প্রদান করেন; তিনি আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)।—ইত্যাদি॥ ২ ঋক্—"দেবারাধনায় প্রযোজক দেবতা যখন মহান্ জগৎপালক দেবতার (অর্থাৎ ভগবানের) জায়মান শক্তিকে বিকাশ ক'রে আপন তেজে অজ্ঞানান্ধকারকে অভিভূত করেন, তখন জ্ঞানদেবের জ্যোতিঃ সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়; এবং সেই পরমদেবতা দ্যুলোকের পরমধন সহ সাধককে ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত করান।" (ভাব এই যে,—ভগবান্ জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার আপন জ্যোতিঃতে নিবারণ ক'রে সাধকদের প্রদান করেন)। [চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি যে সমস্ত পার্থিব পদার্থ জ্যোতিষ্মান্ ব'লে পরিচিত তা সমস্তই এক পরমজ্যোতির্ময়ের জ্যোতির কণিকাবিকাশ মাত্র। সুতরাং সূর্য অগ্নি প্রভৃতি পদের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করলেও তাদের স্বরূপতঃ অভেদত্ব প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এখানে সূর্য অগ্নি প্রভৃতি শব্দে যে বস্তুর দ্যোতনা করে, তা পার্থিব পদার্থের অতীত, সেই পরম জ্যোতিঃরই সন্ধান দেয়। সুতরাং মন্ত্রে সেই এক পরম জ্যোতির্ময়ের মহিমাই কীর্তিত হয়েছে। তিনিই জগতের তমঃ বিনাশ করেন, তিনি মানুষের অন্তরে জ্ঞানরূপে বিবেকশক্তিরূপে বিরাজমান থেকে মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করেন]।—ইত্যাদি॥—উৎসাহী পাঠক ৩ ঋক্টির বিশ্লেষণ দেখতে পারেন। ঐখানে খুব সমালোচনামূলক আলোচনা বিধৃত আছে।

◆ ◆

— ৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ত্রিত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র তে যক্ষি প্র ত ইয়র্মি মন্ম ভুবো যথা বন্দ্যো নো হবেষু।
ধন্বন্নিব প্রপা অসি ত্বমগ্ন ইয়ক্ষবে পূরবে প্রত্ন রাজন্ ॥ ১॥
যং ত্বা জনাসো অভি সঞ্চরন্তি গাব উষ্ণমিব ব্রজং যবিষ্ঠ।
দূতো দেবানামসি মর্ত্যানামন্তর্মহাঁশ্চরসি রোচনেন ॥ ২॥
শিশুং ন ত্বা জেন্যং বর্ধয়ন্তী মাতা বিভর্তি সচনস্যমানা।
ধনোরধি প্রবতা যাসি হর্যঞ্জিগীষসে পশুরিবাবসৃষ্টঃ ॥ ৩॥
মূরা অমূর ন বয়ং চিকিত্বো মহিত্বমগ্নে ত্বমঙ্গ বিৎসে।
শয়ে বব্রিশ্চরতি জিহ্বয়াদন্রেরিহ্যতে যুবতিং বিশ্পতিঃ সন্ ॥ ৪॥
কূচিজ্জায়তে সনয়াসু নব্যো বনে তস্থৌ পলিতো ধূমকেতুঃ।
অস্নাতাপো বৃষভো ন প্র বেতি সচেতসো যং প্রণয়ন্ত মর্তাঃ ॥ ৫॥
তনূত্যজেব তস্করা বনর্গূ রশনাভির্দশভিরভ্যধীতাম্।
ইয়ং তে অগ্নে নব্যসী মনীষা যুক্ষ্বা রথং ন শুচয়দ্ভিরঙ্গৈঃ ॥ ৬॥

ব্রহ্ম চ তে জাতবেদো নমশ্চেদং চ গীঃ সদমিদ্বর্ধনী ভূৎ।
রক্ষা ণো অগ্নে তনয়ানি তোকা রক্ষোত নস্তন্বো অপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — আমাদের যজ্ঞে তুমি পূজিত হয়ে উপস্থিত হয়েছো, অতএব তোমাকে অর্চনা করি, তোমাকে স্তব করি। হে অগ্নি! হে প্রাচীন রাজা মরুভূমির মধ্যবর্তী জলাশয়ের মতো তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির প্রীতিপ্রদ হয়ে থাকো ॥ ১ ॥

হে যুবাপুরুষ! যেমন গাভীগণ উষ্ণ গোষ্ঠের মধ্যে শীত হ'তে রক্ষাপ্রাপ্ত হয়, সেইরকম লোকে তোমার শরণাগত হয়। মানবগণ তোমাকে দূতের মতো দেবতাগণের নিকট প্রেরণ করে। তুমি প্রকাণ্ড মূর্তিতে দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে দীপ্তিবিশিষ্ট হয়ে বিচরণ করো ॥ ২ ॥

পৃথিবী যেন তোমার মাতা, তুমি যেন তার শিশু পুত্র। সেই মাতা তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে সমাদর করেন। হে উজ্জ্বল! যেমন পশুকে মুক্ত করলে সে গোষ্ঠের দিকে গমন করে, সেইরকম তুমি আকাশের দিকে অভিমুখ হয়ে গমন করো ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! তোমার মোহ নেই, আমরা মূর্খ। তোমার মহত্ত্ব আমরা অবগত নই, তুমি তা জানো। সেই অগ্নি কাষ্ঠসমূহ আচ্ছাদনপূর্বক শয়ন করছেন, জিহ্বার দ্বারা ভক্ষণ করতে করতে বিচরণ করছেন; তিনি প্রজাবর্গের অধিপতি হয়ে আহুতি আস্বাদন করছেন ॥ ৪ ॥

যজ্ঞকর্তাগণ একমন হয়ে যে অগ্নি সৃষ্টি করলেন, সেই অগ্নি কোথাও পুরাতন কাষ্ঠের উপর নূতন হচ্ছেন; তিনি ধূমস্বরূপ পতাকা উত্তোলন ক'রে কাষ্ঠের উপর শুভ্রমূর্তি ধারণ করছেন। তিনি স্নান করেন না; বৃষের মতো জলের দিকে গমন করছেন ॥ ৫ ॥

যেমন অসমসাহসিক দুই দস্যু বনের মধ্যে পথিককে রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ ক'রে আকর্ষণ করে, সেইরকম আমার দুই হস্ত অঙ্গুলি প্রয়োগপূর্বক যজ্ঞকাষ্ঠ হ'তে অগ্নি মন্থন করছে। হে অগ্নি! তোমার জন্য এই নূতন স্তব রচনা করলাম। তোমার শুভ্রালোকবিহারী অশ্বদের সহ তুমি যেন রথ যোজনাপূর্বক এই স্থানে আগমন করো ॥ ৬ ॥

হে জ্ঞানবান্ অগ্নি! এই যজ্ঞীয় দ্রব্য তোমাকে প্রদান করলাম, এই নমস্কার করলাম; এই স্তব যেন সর্বদাই তোমার সম্বর্ধনের জন্য প্রয়োগ করতে পারি। হে অগ্নি! আমাদের পুত্রপৌত্রগণকে রক্ষা করো; অনন্যমনা হয়ে আমাদের দেহ রক্ষা করো ॥ ৭ ॥

টীকা — ৬ ঋকে বনের মধ্যে দস্যুর উল্লেখ করা হয়েছে।—অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ত্রিত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

একঃ সমুদ্রো ধরুণো রয়ীণামস্মদ্ধৃদো ভূরিজন্মা বিচষ্টে।
সিষক্ত্যূধর্নিণ্যোরুপস্থ উৎসস্য মধ্যে নিহিতং পদং বেঃ ॥ ১॥

সমানং নীলং বৃষণো বসানাঃ সং জগ্মিরে মহিষা অর্বতীভিঃ।
ঋতস্য পদং কবয়ো নি পান্তি গুহা নামানি দধিরে পরাণি ॥ ২॥
ঋতায়িনী মায়িনী সং দধাতে মিত্বা শিশুং জজ্ঞতুর্বর্ধয়ন্তী।
বিশ্বস্য নাভিং চরতো ধ্রুবস্য কবেশ্চিত্তন্তুং মনসা বিয়ন্তঃ ॥ ৩॥
ঋতস্য হি বর্তনয়ঃ সুজাতমিষো বাজায় প্রদিবঃ সচন্তে।
অধীবাসং রোদসী বাবসানে ঘৃতৈরন্নৈর্বাবৃধাতে মধূনাম্ ॥ ৪॥
সপ্ত স্বসৃররুষীর্বাবশানো বিদ্বান্মধ্ব উজ্জভারা দৃশে কম্।
অন্তর্যেমে অন্তরিক্ষে পুরাজা ইচ্ছন্বব্রিমবিদৎ পূষণস্য ॥ ৫॥
সপ্ত মর্যাদাঃ কবয়স্ততক্ষুস্তাসামেকামিদভ্যংহুরো গাৎ।
আয়োর্হ স্কম্ভ উপমস্য নীলে পথাং বিসর্গে ধরুণেষু তস্থৌ ॥ ৬॥
অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্দক্ষস্য জন্মন্নদিতেরুপস্থে।
অগ্নির্হ নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব আয়ুনি বৃষভশ্চ ধেনুঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — এক যে অগ্নি, ইনি সমুদ্রের মতো ধনের আধারস্বরূপ, ইনি নানারূপে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি আমাদের মনের অভিলাষ সকল অবগত আছেন, ইনি প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের নিকটবর্তী রাত্রিকালে দর্শন প্রদান করেন। হে অগ্নি! মেঘের মধ্যে তোমার যে বিদ্যুৎস্বরূপ স্থান আছে, তথায় গমন করো ॥ ১॥

যজ্ঞকর্তাগণ আহুতি সেচন করতে করতে সকলে এক রকম বস্ত্র পরিধানপূর্বক ঘোটকী লাভ করলেন। অগ্নি যজ্ঞের স্থানস্বরূপ, পণ্ডিতগণ সেই অগ্নি যত্নপূর্বক রক্ষা ক'রে থাকেন। অগ্নির ভিন্ন নিগূঢ় নামসমূহ তাঁরা ভিন্ন হৃদয়ে ধারণ করেন ॥ ২॥

দুই অরণি যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ; তাদের কার্য অতি আশ্চর্য, তারা একত্র হলো এবং যথাসময়ে অগ্নিরূপী বালককে জন্মদান ক'রে লালন পালন করলো। স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ সেই অগ্নির যে সন্তান, আমরা যেন তাঁকে মনে মনে ধ্যান ক'রি ॥ ৩॥

যে সমস্ত প্রাচীন পুরোহিত ও যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা যজ্ঞের কার্যের প্রবর্তকস্বরূপ, অগ্নি উত্তমভাবে উৎপন্ন হওয়ামাত্র তাঁরা অন্ন কামনাতে অগ্নির সেবা আরম্ভ করলেন। যে দ্যুলোক ও ভূলোক তাবৎ বস্তুর আচ্ছাদনকারী, অগ্নি তারই মধ্যে বাস করেন, সেই অগ্নিকে যজ্ঞকর্তাগণ ঘৃত ও মধুপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য অর্পণপূর্বক সংবর্ধনা করছেন ॥ ৪॥

অগ্নি মধু জাত আছেন, তিনি মধুর অভিলাষী হয়ে তাঁর আপন সপ্তসংখ্যক লোহিতবর্ণ শিখা আবির্ভূত করলেন; অভিপ্রায় যে, সকলে অনায়াসে আলোকসহকারে চতুর্দিকে দর্শন করতে পারে। তিনি প্রথমে জন্মগ্রহণ ক'রে আকাশে সেই সমস্ত শিখা প্রেরণ করলেন; তিনি যেন সূর্যের আলোক আবরণ করতে পারে, এমন ঔজ্জ্বল্য ইচ্ছাপূর্বক ধারণ করলেন ॥ ৫॥

পণ্ডিতগণ সাতটি সীমা, অর্থাৎ কর্তব্যকর্ম নিরূপণ করেছেন; যে কেউ তা'র একটিও করে, সে-ই পাপী। অগ্নি মানুষকে পাপ হ'তে রুদ্ধ রাখেন, তিনি নিকটবর্তী মানুষের ভবনে থাকেন, সূর্যকিরণের বিচরণ মার্গে এবং জলের মধ্যেও থাকেন ॥ ৬॥

অগ্নিই অসৎও বটেন, সৎও বটেন। তিনি পরমধামে আছেন, তিনি আকাশের উপরে সূর্যরূপে জন্মেছেন। অগ্নিই আমাদের অগ্রে জন্মেছেন, তিনি যজ্ঞের পূর্ববর্তী কালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বৃষও বটেন, গাভীও বটেন, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ উভয়রূপী ॥ ৭ ॥

টীকা — ৭ ঋকে সৃষ্টির পূর্বে জগতের যে অপরিণত অবস্থা ছিল, তা'কে অসৎ বলা হয়েছে। আর সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা সৎ। সায়ণ ॥—অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ত্রিত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অয়ং স যস্য শর্মন্নবোভিরগ্নেরেধতে জরিতাভিষ্টৌ।
জ্যেষ্ঠেভির্যো ভানুভির্ঋষূণাং পর্যেতি পরিবীতো বিভাবা ॥ ১ ॥
যো ভানুভির্বিভাবা বিভাত্যগ্নির্দেবেভির্ঋতাবাজস্রঃ।
আ যো বিবায় সখ্যা সখিভ্যোঽপরিহ্বৃতো অত্যো ন সপ্তিঃ ॥ ২ ॥
ঈশে যো বিশ্বস্যা দেববীতেরীশে বিশ্বায়ুরুষসো ব্যুষ্টৌ।
আ যস্মিন্মনা হবীংষ্যগ্নাবরিষ্টরথঃ স্কভ্নাতি শূষৈঃ ॥ ৩ ॥
শূষেভির্বৃধো জুষাণো অর্কৈর্দেবাঁ অচ্ছা রঘুপত্বা জিগাতি।
মন্দ্রো হোতা স জুহ্বা যজিষ্ঠঃ সংমিশ্লো অগ্নিরা জিঘর্তি দেবান্ ॥ ৪ ॥
তমুস্রামিন্দ্রং ন রেজমানমগ্নিং গীর্ভির্নমোভিরা কৃণুধ্বম্।
আ যং বিপ্রাসো মতিভির্গৃণন্তি জাতবেদসং জুহ্বং সহানাম্ ॥ ৫ ॥
সং যস্মিন্বিশ্বা বসূনি জগ্মুর্বাজে নাশ্বাঃ সপ্তীবন্ত এবৈঃ।
অস্মে ঊতীরিন্দ্রবাততমা অর্বাচীনা অগ্ন আ কৃণুষ্ব ॥ ৬ ॥
অধা হ্যগ্নে মহ্না নিষদ্যা সদ্যো জজ্ঞানো হব্যো বভূথ।
তং তে দেবাসো অনু কেতমায়ন্নধাবর্ধন্ত প্রথমাস ঊমাঃ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — এই সেই অগ্নি, যজ্ঞের সময় যাঁকে স্তব ক'রে তাঁর আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং আপন গৃহে অশেষ রকম শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়; যিনি দীপ্তিবিশিষ্ট এবং সূর্যকিরণ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর আলোকে পরিচ্ছন্ন হয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন ॥ ১ ॥

যিনি দুর্ধর্ষ এবং যজ্ঞের অধিপতি এবং দীপ্তিশীল, তিনি উজ্জ্বল কিরণমণ্ডলের দ্বারা প্রদীপ্ত হচ্ছেন। যিনি আপন মিত্রস্বরূপ যজমানগণের প্রতি বন্ধুজনোচিত কার্য করবার জন্য উত্তম ঘোটকের মতো অক্লিষ্টভাবে আগমন করছেন ॥ ২ ॥

তিনি সর্বপ্রকার দেবারাধনার প্রভু, তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন, প্রাতঃকাল হ'তেই তাঁর প্রভুত্ব

আরম্ভ হয়, যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি সেই অগ্নিতে মনোমত হোমের দ্রব্য নিক্ষেপ করেন, তা' হ'লেই তাঁর রথ বিপক্ষগণের নিকট দুর্দ্ধর্ষ হয় ॥ ৩ ॥

সেই অগ্নি আপন বলে বলী হয়ে এবং স্তবসমূহ গ্রহণ করতে করতে দ্রুতগমনে দেবতাগণের উদ্দেশে গমন করছেন। তিনি স্তব করেন, হোম করেন, দেবতাগণকে আহ্বান করেন, তিনিই প্রধান যজ্ঞকর্তা; তিনি দেবতাগণের সাথে মিলিত হয়ে তাঁদের আনয়ন করছেন ॥ ৪ ॥

সেই যে অগ্নি, যিনি ভোগ্যবস্তু দান করেন, ইন্দ্রের মতো দীপ্তি প্রাপ্ত হন, তোমরা তাঁকে নমস্কার ও স্তবের দ্বারা সংবর্ধনা করো। তিনি ধনের কর্তা, তিনি বিপক্ষপরাভবকারী দেবতাগণকে আহ্বান করেন, তাঁকে মেধাবী ব্যক্তিগণ স্তুতি বাক্যের দ্বারা আপ্যায়িত করেন ॥ ৫ ॥

দ্রুতগামী ঘোটকগণ যেমন যুদ্ধে গমন করে, সেইরকম অশেষ ধন সেই অগ্নির সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হে অগ্নি! তুমি ইন্দ্রের সাথে একত্র হয়ে আমাদের মঙ্গলের জন্য তোমার আশ্রয় প্রদান করো ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! তুমি জন্মিবামাত্র মহত্ত্ব লাভ করলে এবং স্থান গ্রহণ করেই আহুতিযোগ্য হ'লে। অতএব তোমাকে দর্শন ক'রেই দেবতাগণ তোমার নিকট আগত হ'লেন; তাঁরা তোমার সাথে মিলিত হয়ে সর্বাগ্রেই বর্দ্ধিষ্ণু হ'লেন ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : ত্রিত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্‌]

স্বস্তি নো দিবো অগ্নে পৃথিব্যা বিশ্বায়ুর্ধেহি যজথায় দেব।
সচেমহি তব দস্ম প্রকেতৈরুরুষ্যা ন উরুভির্দেব শংসৈঃ ॥ ১ ॥
ইমা অগ্নে মতয়স্তভ্যং জাতা গোভিরশ্বৈরভি গৃণন্তি রাধঃ।
যদা তে মর্তো অনু ভোগমানড়্বসো দধানো মতিভিঃ সুজাত ॥ ২ ॥
অগ্নিং মন্যে পিতরমগ্নিমাপিমগ্নিং ভ্রাতরং সদমিৎসখায়ম্।
অগ্নেরনীকং বৃহতঃ সপর্যং দিবি শুক্রং যজতং সূর্যস্য ॥ ৩ ॥
সিধ্রা অগ্নে ধিয়ো অস্মে সনুত্রীর্যং ত্রায়সে দম আ নিত্যহোতা।
ঋতাবা স রোহিদশ্বঃ পুরুক্ষুর্দ্যুভিরস্মা অহভির্বামমস্তু ॥ ৪ ॥
দ্যুভির্হিতং মিত্রমিব প্রয়োগং প্রত্নমৃত্বিজমধ্বরস্য জারম্।
বাহুভ্যামগ্নিমায়বোঽজনন্ত বিক্ষু হোতারং ন্যসাদয়ন্ত ॥ ৫ ॥
স্বয়ং যজস্ব দিবি দেব দেবান্ কিং তে পাকঃ কৃণাবদপ্রচেতাঃ।
যথাযজ ঋতুভির্দেব দেবানেবা যজস্ব তন্বং সুজাত ॥ ৬ ॥

ভবা নো অগ্নেঽবিতোত গোপা ভবা বয়স্কৃদুত নো বয়োধাঃ।
রাস্বা চ নঃ সুমহো হব্যদাতিং ত্রাস্বোত নস্তন্বো অপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আকাশ ও পৃথিবী হ'তে কল্যাণ আহরণপূর্বক আমাদের প্রদান করো। হে দেব! আমাদের যজ্ঞের জন্য সর্বরকম অন্ন আহরণ করো। হে সৌম্যমূর্তি! আমরা যেন তোমার জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হই। হে দেব। তোমাকে যে এত বৃহৎ বৃহৎ স্তব অর্পণ করছি, সেই কারণে আমাদের রক্ষা করো ॥ ১॥

হে অগ্নি! তোমার জন্য এই সমস্ত স্তব প্রস্তুত হয়েছে; তুমি যে সকল গাভী, ঘোটক ও ধন প্রদান করেছো, তারই জন্য তোমার গুণকীর্তন করা হচ্ছে। হে সৌম্যমূর্তি! হে ধনস্বরূপ! যখন মানব তোমার নিকট ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হয়, তখন তার অনেকরকম স্তব এসে উপস্থিত হয় ॥ ২॥

অগ্নিকে আমি পিতা ও আত্মীয় জ্ঞান ক'রি; অগ্নিই ভ্রাতা, অগ্নিই চিরকালের বন্ধু। যেমন আকাশস্থ শুভ্রবর্ণ সূর্যমণ্ডলকে লোকে আরাধনা করে, সেইরকম আমি প্রকাণ্ড অগ্নির মূর্তিকেই সেবা ক'রে থাকি ॥৩॥

হে অগ্নি! এই সকল স্তব সম্পন্ন হয়েছে, এই স্তব হ'তেই আমরা সকল বস্তু প্রাপ্ত হয়ে থাকি। আমি সেই ব্যক্তি, যার ভবনে তুমি নিত্য নিত্য দেবতাগণকে আহ্বান করো এবং রক্ষা করো। সেই আমি যেন যজ্ঞবান্ হই, যেন লোহিতবর্ণ ঘোটক ও প্রচুর অন্ন প্রাপ্ত হই, যেন উজ্জ্বল আলোকসম্পন্ন দিনে তোমার উপর হোমের দ্রব্য অর্পণ ক'রি ॥ ৪॥

উজ্জ্বলমূর্তিধারী পুরুষগণ অগ্নিকে আহ্বান করলেন, প্রাচীন বন্ধুর মতো তাঁকে সন্তুষ্ট করা উচিত; তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, যজ্ঞের সমাপনকর্তা। মানববর্গ বাহুসঞ্চালনপূর্বক সেই অগ্নিকে জন্মদান করলেন। তিনি রূপধারী দেবতাবর্গকে আহ্বান করবেন ব'লে তাঁকে সংস্থাপন করা হলো ॥ ৫॥

হে দেব! দিব্যলোকবাসী দেবতাগণকে তুমি নিজেই অর্চনা করো। অপরিণতমতি নির্বোধ মানুষ তোমার কি সাহায্য করবে? যেমন তুমি সময়ে সময়ে দেবতাগণকে অর্চনা করো, সেইরকম হে সৌম্যমূর্তি! তোমার নিজের উদ্দেশেও তুমি যজ্ঞ সম্পন্ন করো ॥ ৬॥

হে অগ্নি! আমাদের রক্ষাকর্তা হও, আমাদের গাভীগুলির রক্ষাকর্তা হও, আমাদের অন্নের উৎপাদনকর্তা এবং অন্নের সঞ্চয়কর্তা হও। হে পূজনীয়! হোম করবার সামগ্রী সমস্ত আমাদের দান করো, সাবধান হয়ে আমাদের দেহ রক্ষা করো ॥ ৭॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮ সূক্ত —

[দেবতা : প্রথমে অগ্নি ও পরে ইন্দ্র। ঋষি : ত্রিশিরা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র কেতুনা বৃহতা যাত্যগ্নিরা রোদসী বৃষভো রোরবীতি।
দিবশ্চিদন্তাঁ উপমাঁ উদানলপামুপস্থে মহিষো ববর্ধ ॥ ১॥

মুমোদ গর্ভো বৃষভঃ ককুদ্মানস্রেমা বৎসঃ শিমীবাঁ অরাবীৎ।
স দেবতাত্যুদ্যতানি কৃণ্বন্‌ৎস্বেষু ক্ষয়েষু প্রথমো জিগাতি ॥ ২॥
আ যো মূর্ধানং পিত্রোররব্ধ ন্যধ্বরে দধিরে সূরো অর্ণঃ।
অস্য পত্মন্নরুষীরশ্ববুধ্না ঋতস্য যোনৌ তম্বো জুষন্ত ॥ ৩॥
উষ উষো হি বসো অগ্রমেষি ত্বং যময়োরভবো বিভাবা।
ঋতায় সপ্ত দধিষে পদানি জনয়ন্মিত্রং তন্বে স্বায়ৈঃ ॥ ৪॥
ভুবশ্চক্ষুর্মহ ঋতস্য গোপা ভুবো বরুণো যদৃতায় বেষি।
ভুবো অপাং নপাজ্জাতবেদো ভুবো দূতো যস্য হব্যং জুজোষঃ ॥ ৫॥
ভুবো যজ্ঞস্য রজসশ্চ নেতা যত্রা নিযুদ্ভিঃ সচসে শিবাভিঃ।
দিবি মূর্ধানং দধিষে স্বর্ষাং জিহ্বামগ্নে চকৃষে হব্যবাহম্ ॥ ৬॥
অস্য ত্রিতঃ ক্রতুনা বব্রে অন্তরিচ্ছন্‌ধীতিং পিতুরেবৈঃ পরস্য।
সচস্যমানঃ পিত্রোরুপস্থে জামি ব্রুবাণ আয়ুধানি বেতি ॥ ৭॥
স পিত্র্যাণ্যায়ুধানি বিদ্বানিন্দ্রেষিত আপ্ত্যো অভ্যযুধ্যৎ।
ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বান্ত্বাষ্ট্রস্য চিন্নিঃ সসৃজে ত্রিতো গাঃ ॥ ৮॥
ভূরীদিন্দ্র উদিনক্ষন্তমোজাহবাভিনৎ সৎপতির্মন্যমানম্।
ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্বিশ্বরূপস্য গোনামাচক্রাণস্ত্রীণি শীর্ষা পরা বর্ক্ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — প্রকাণ্ড পতাকা গ্রহণ ক'রে অগ্নি গমন করছেন। বৃষের মতো শব্দ করছেন, শব্দে দ্যুলোক ও ভূলোক শব্দায়মান। গগনের কি দূর, কি নিকট, সকল স্থান ব্যেপে ফেললেন। জলের ভাণ্ডারের নিকট, অর্থাৎ আকাশে, তিনি প্রকাণ্ড মূর্তিতে অর্থাৎ বিদ্যুতের আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লেন ॥ ১॥

অগ্নি অল্পবয়স্ক বৃষের মতো আমোদ করলেন; দেখো, তাঁর শিখাই তাঁর ককুদ। বৎসটি দেখতে সুশ্রী, কত খেলা খেলছে, শব্দ করছে। দেবরাধনার কালে কত উৎসাহ প্রদর্শন করছে এবং সর্বাগ্রে আপনা হ'তেই আপন স্থানে গমন করছে ॥ ২॥

দ্যুলোক ও ভূলোক অগ্নি পিতা মাতার তুল্য, তাদের মস্তকে ইনি আরোহণ অর্থাৎ শিখা বিস্তার করেন। এই বীরের অস্থির মূর্তিকে যজ্ঞে আধান করা হলো। ইনি যখন চলমান হ'লেন, তখন যজ্ঞস্থানের লোকবৃন্দ চতুর্দিক্‌ব্যাপী এঁর দীপ্তিবিশিষ্ট মূর্তিসমূহের নিকটবর্তী হলো ॥ ৩॥

হে ধনস্বরূপ! প্রতিদিন প্রভাতে তুমি আগত হয়ে থাকো। রাত্রি ও দিনের সন্ধিসময়ে তুমি দীপ্তিশালী হও। তুমি নিজ দেহ হ'তে সূর্যের মতো তেজ উৎপাদনপূর্বক যজ্ঞের জন্য সপ্তস্থানে উপবেশন করো ॥ ৪॥

হে অগ্নি! তুমি মহত্ত্বযুক্ত যজ্ঞের চক্ষুস্বরূপ। যখন তুমি যজ্ঞের জন্য গমন করো, সেই সময়ে তুমি আবরণকারী রক্ষাকর্তা হয়ে থাকো। হে বুদ্ধিমান্! তুমি জলের পৌত্র। যার আহুতি গ্রহণ করো, তুমি তা'র দূত হয়ে থাকো ॥ ৫॥

হে অগ্নি! তুমি যে আকাশে নিযুৎ নামক ঘোটকের সাথে বায়ুর সঙ্গে মিলিত হও, সেখানে তুমি

যজ্ঞের নির্বাহকর্তা এবং জলের প্রেরণকর্তা হয়ে থাকো। তুমি আকাশের দিকে তোমার মস্তক উত্তোলন করো। হে অগ্নি! সর্ববস্তু প্রদানকারিণী শিখাস্বরূপ তোমার জিহ্বার উপরে তুমি হোমের দ্রব্য বহন করো ॥ ৬ ॥

ত্রিত যজ্ঞ ক'রে এই প্রার্থনা করলেন, তাঁর ইচ্ছা যে, যজ্ঞের মধ্যে পিতার ধ্যান ক'রে নানা বিপদে রক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি প্রার্থনার অনুরোধে পিতামাতার নিকটে উপযুক্ত বাক্য বলতে বলতে যুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করতে গমন করলেন ॥ ৭ ॥

আপ্তের পুত্র সেই ত্রিত, ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হয়ে আপন পিতার যুদ্ধাস্ত্র সকল গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করলেন। সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করলেন। ত্বষ্টার পুত্রের গাভী সমস্ত অপহরণ করলেন ॥ ৮ ॥

শিষ্ট পালনকর্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও সর্বব্যাপিতেজোবিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করলেন। তিনি গাভীবৃন্দকে আহ্বান করতে করতে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করলেন ॥ ৯ ॥

টীকা — ৫ ঋকে সায়ণের বক্তব্য—জলের পুত্র মেঘ, মেঘের পুত্র বিদ্যুৎ, অর্থাৎ অগ্নি ॥ ৮ ঋকে ত্রিশিরা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, "The three-headed seven-rayed (monster):"...Muir's Sanskrit Texts, vol.v (1884),.p. 230 ॥ ৯ ঋকের বক্তব্য—ইন্দ্রের ও ত্বষ্টার সাথে বৈরভাব ছিল এবং ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে হনন করেন, এমন একটি বৈদিক আখ্যান আছে, তা পূর্বেই বলা হয়েছে ॥—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। স্বর্গীয় দুর্গাদাস সেটির এইরকম বিশ্লেষণ করছেন—"জ্ঞানদেবতা যখন আপন মহতী বিজয়পতাকা সহ দ্যুলোক ও ভূলোকে আগমন করেন, তখন তাঁর অভীষ্টবর্ষণশীল রূপ সর্বতোভাবে সপ্রকাশ হয়। মহত্ত্বসম্পন্ন সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতা দ্যুলোকের অভ্যন্তরে এবং তার বহিঃপ্রদেশে ইহলোকের সীমান্ত পর্যন্ত আপন তেজে পরিব্যাপ্ত হন বটে, কিন্তু সত্ত্বভাবের সমীপেই তিনি সম্যক্ প্রদীপ্ত হন।" [জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ সর্ববিদিত। জ্ঞান সঞ্চারের সাথে মানুষের সকল সুফল লাভ হয়ে থাকে; সত্ত্বভাবই জ্ঞানের নিবাসস্থান]। অথবা—"বিজয়ী বীর যেমন বৃহৎ পতাকা সহ রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং দ্যাবাপৃথিবীকে জয়নিনাদে প্রতিধ্বনিত করেন; তেমনই অভীষ্টবর্ষণশীল (অমিতপ্রভাবশালী) সেই জ্ঞানদেবতা (অগ্নিদেব) দ্যুলোকের বহিঃপ্রদেশ হ'তে ইহলোকের সীমান্ত পর্যন্ত (সর্বলোকে) আপন তেজে পরিব্যাপ্ত হন, এবং সত্ত্বভাবের সমীপে মহান্ প্রদীপ্ত থাকেন।" [জ্ঞানের প্রভাব সর্বত্র অব্যাহত; সত্ত্বভাবের সহযোগে সে প্রভাব পরিবর্ধিত হয়]—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৯ সূক্ত —

[দেবতা : (আপঃ) জল। ঋষি : ত্রিশিরা অথবা সিন্ধুদ্বীপ। ছন্দ : গায়ত্রী, বর্ধমানা, প্রতিষ্ঠা, অনুষ্টুপ্।]

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১ ॥
যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥ ২ ॥
তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩ ॥
শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥ ৪ ॥

ঈশানা বার্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাম্। আপো যাচামি ভেষজম্ ॥ ৫॥
অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবম্ ॥ ৬॥
আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ৭॥
ইদমাপঃ প্র বহত যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বাশেপ উতানৃতম্ ॥ ৮॥
আপো অদ্যান্ব চারিষং রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে জল। তুমি সুখের আধারস্বরূপ। তুমি অন্ন সঞ্চয় ক'রে দাও। তুমি অতি চমৎকার বৃষ্টি দান করো ॥ ১ ॥

হে জলগণ। তোমরা স্নেহময়ী জননীর মতো, তোমাদের যে রস অতি সুখকর, আমাদের তা'র ভাগী করো ॥ ২॥

হে জলগণ। যে পাপের ক্ষয়ের জন্য তোমরা প্রস্তুত আছো, সেই পাপক্ষয় কামনায় আমরা তোমাদের মস্তকে নিক্ষেপ (অর্পণ) ক'রি। তোমরা আমাদের বংশ বৃদ্ধি করো ॥ ৩॥

জলস্বরূপ দেবতাগণ আমাদের যজ্ঞের জন্য সুখ বিধান করুন, পানের উপযোগী হোন, মঙ্গল বিধান ও অমঙ্গল নিবারণ করুন, আমাদের মস্তকে ক্ষরিত হোন ॥ ৪ ॥

অভিলষিত বস্তুর অধীশ্বর জলগণই আছেন, মানবগণকে তাঁরাই বাস করিয়ে থাকেন; সেই জলগণকে আমি ঔষধের জন্য প্রার্থনা ক'রি ॥ ৫ ॥

সোম আমাকে বলেছেন যে, জলের মধ্যে সকল ঔষধ আছে এবং জগতের সুখকর অগ্নিও আছেন ॥ ৬॥

হে জলগণ। আমার দেহরক্ষাকারী ঔষধ পরিপুষ্ট করো, যেন আমরা সূর্যকে বহুকাল দর্শন করতে পারি ॥ ৭ ॥

হে জলগণ। যা কিছু দুষ্কৃত আমার আছে, যে কোন হিংসার কার্য করেছি, কিংবা অভিসম্পাত করেছি, সে সমস্ত অপসারিত করো ॥ ৮॥

আমি অদ্য জলে প্রবেশ করেছি, এর রস প্রাপ্ত হয়েছি। হে অগ্নি। জলবিশিষ্ট হয়ে তুমি আগমন করো। আমাকে তেজযুক্ত করো ॥ ৯ ॥

টীকা — ৭ ঋকে দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা করা হয়েছে॥ এই সূক্তের ৬ হ'তে ৯ ঋক্ প্রথম মণ্ডলের ২৩ সূক্তের ২০ হ'তে ২৩ ঋকের সঙ্গে এক ॥—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭৭৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ এবং ৬৩ পৃষ্ঠায় ৪ ঋকটি আছে। সেই সূত্রে এই চারিটি ঋকেরই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—১ ঋক্—"আপনারা যে অমৃতপ্রবাহ পরমসুখদায়ক হন, সেই আপনারাই আত্মশক্তিলাভের জন্য আমাদের যোগ্য করুন; মহান্ রমণীয় জ্ঞানলাভের জন্য আমাদের যোগ্য করুন।" (আমরা অমৃতের সাথে পরাজ্ঞান যেন লাভ ক'রি)। [মন্ত্রে অমৃতস্বরূপ ভগবানের নিকট শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। অমৃতকে 'ময়োভুবঃ' অথবা সুখের হেতুভূত বলা হয়েছে। দেখা যাক, সুখ কি বস্তু এবং অমৃতত্বই বা কি; এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধই বা কি।—অমৃত, যা পান করলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে, মৃত্যুর অধীন হয় না। এই অমৃতের স্বরূপ জানতে হ'লে মৃত্যুর স্বরূপ জানা

প্রয়োজন। সকল মানুষই অথবা সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই কায়িক মৃত্যুর অধীন। কিন্তু স্বরূপতঃ কোন বস্তুরই ধ্বংস থাকতে পারে না। যা আছে তার আধ্যাত্মিক বিনাশ সম্ভবপর নয়। সুতরাং একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বলা যায়, বস্তুমাত্রেই অমর, ধ্বংসহীন। তা-ই যদি হয়, তবে অমরত্বের জন্য এত আকুলতা কেন? আসলে, বস্তু আত্যন্তিক ধ্বংসহীন সত্য, কিন্তু পরিবর্তনের অধীন। এই পরিবর্তনই মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অথবা এই পরিবর্তনকেই মানুষ মৃত্যু নামে অভিহিত করে। এই পরিবর্তিত অবস্থা অনধারিত এবং অজ্ঞাত। তাই মানুষ মৃত্যু নামে অভিহিত পরিবর্তনকে ভয় করে। বাস্তবিকপক্ষে মৃত্যু দুঃখজনক না হ'লেও ব্যবহারিক হিসেবে, সংসারের অথবা সাধনার দিক দিয়ে এই পরিবর্তন জীবের পক্ষে অশান্তিজনকও বটে। সেইজন্যই উচ্চশ্রেণীর সাধকেরা ইহজগতে দীর্ঘজীবনের কামনা করেন, এমনকি অমরত্বও প্রার্থনা করেন। অবশ্য তাঁদের অমরত্ব তাঁদের জীবন্মুক্ত অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেয়। কিন্তু অমরত্ব প্রাপ্তির জন্য যে প্রার্থনা, তার একটা বিশেষ অর্থ আছে। এই জন্মজরামরণরূপ পরিবর্তনের হাত থেকে চিরতরে উদ্ধারলাভ করাই অমরত্বপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য। মানুষ যদি এই সব পরিবর্তনকে পরিত্যাগ করতে পারে, অথবা এই সব পরিবর্তন যদি মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে তাহলে মানুষ এই সব দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই দিক দিয়েও অমরত্বলাভ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অমরত্ব লাভের এর চেয়েও গভীরতর ও মহত্তর উদ্দেশ্য বর্তমান আছে। প্রকৃত অমর কে? যাঁর ধ্বংস নেই, পরিবর্তন নেই, অক্ষয় অব্যয়, তিনিই অমর। সামান্য মানব কিভাবে সেই অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা করতে পারে? হ্যাঁ, পারে। মানুষ সামান্য জীব নয়। মানুষ অমৃতের পুত্র; অমৃতস্বরূপ ভগবান্ থেকেই সে এসেছে। মোহমায়া অজ্ঞানতার আবরণ ছিন্ন ক'রে যখন সে সেই স্বরূপত্বে অমৃতত্বে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আকুল প্রার্থনা করে, তখনই ভগবানের কৃপায় সে তথাকথিত ধ্বংস অথবা পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা পায়। কারণ তখন সে রিপু প্রকৃতির আক্রমণের বহির্ভূত হয়ে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমর্পিত হ'তে পারে। তখন অবশ্যই তার আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই সুখ। এই সুখেরই অপর নাম মোক্ষ। তাই, অমৃতের সাথে সুখের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। —দেখা যাচ্ছে, এই মন্ত্রে দুটি বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ অমৃতপ্রাপ্তি, দ্বিতীয়তঃ পরাজ্ঞান লাভ। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক।...]—ইত্যাদি॥ [এই মন্ত্রটি আমাদের প্রকাশিত শুক্লযজুর্বেদের ১৮৮ পৃষ্ঠায় ৫০ মন্ত্রে আছে। তার অনুবাদ ঐ গ্রন্থের ১৯৪ পৃষ্ঠায় আছে]॥—আগ্রহী পাঠক এই সূক্তের অবশিষ্ট তিনটি মন্ত্রের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণগুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০ সূক্ত —

[দেবতা ও ঋষি : বিবস্বানের সন্তান যম ও যমী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ও চিৎসখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরু চিদর্ণবং জগন্বান্।
পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ ॥ ১॥
ন তে সখা সখ্যং বষ্ট্যেতৎসলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি।
মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্তার উর্বিয়া পরি খ্যন্ ॥ ২॥
উশন্তি ঘা তে অমৃতাস এতদেকস্য চিত্ত্যজসং মর্ত্যস্য।
নি তে মনো মনসি ধায্যস্মে জন্যুঃ পতিস্তন্বমা বিবিশ্যাঃ ॥ ৩॥

ন যৎপুরা চকৃমা কদ্ধ নূনমৃতা বদন্তো অনৃতং রপেম।
গন্ধর্বো অপ্স্বপ্যা চ যোষা সা নো নাভিঃ পরমং জামি তন্নৌ ॥ ৪॥
গর্ভে নু নৌ জনিতা দম্পতী কর্দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ।
নকিরস্য প্র মিনন্তি ব্রতানি বেদ নাবস্য পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫॥
কো অস্য বেদ প্রথমস্যাহ্নঃ ক ঈং দদর্শ ক ইহ প্র বোচৎ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য ধাম কদু ব্রব আহনো বীচ্যা নৄন্ ॥ ৬॥
যমস্য মা যম্যং কাম আগন্ত্সমানে যোনৌ সহশেয্যায়।
জায়েব পত্যে তন্বং রিরিচ্যাং বি চিদ্বৃহেব রথ্যেব চক্রা ॥ ৭॥
ন তিষ্ঠন্তি ন নি মিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পশ ইহ যে চরন্তি।
অন্যেন মদাহনো যাহি তূয়ং তেন বি বৃহ রথ্যেব চক্রা ॥ ৮॥
রাত্রীভিরস্মা অহভির্দশস্যেৎ সূর্যস্য চক্ষুর্মুহুরুন্মিমীয়াৎ।
দিবা পৃথিব্যা মিথুনা সবন্ধূ যমীর্যমস্য বিভৃয়াদজামি ॥ ৯॥
আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্নজামি।
উপ বর্বৃহি বৃষভায় বাহুমন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ ॥ ১০॥
কিং ভ্রাতাসদ্যদনাথং ভবাতি কিমু স্বসা যন্নির্ঋতির্নিগচ্ছাৎ।
কামমূতা বহ্বে তদ্রপামি তন্বা মে তন্বং সং পিপৃগ্ধি ॥ ১১॥
ন বা উ তে তন্বা তন্বং সং পপৃচ্যাং পাপামাহুর্যঃ স্বসারং নিগচ্ছাৎ।
অন্যেন মৎপ্রমুদঃ কল্পয়স্ব ন তে ভ্রাতা সুভগে বষ্ট্যেতৎ ॥ ১২॥
বতো বতাসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ং চাবিদাম।
অন্যা কিল ত্বাং কক্ষ্যেব যুক্তং পরি ষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্ ॥ ১৩॥
অন্যমূষু ত্বং যম্যন্য উ ত্বাং পরি ষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্।
তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কৃণুষ্ব সংবিদং সুভদ্রাম্ ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — [যম ও যমী যমজ ভ্রাতা-ভগিনী, তার মধ্যে যমী যমকে বলছেন]—বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্তী এই দ্বীপে আগমন ক'রে এই নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা ক'রে রেখেছেন যে, তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার এক সুন্দর নপ্তা (নাতি) জন্মাবে ॥ ১॥

[যমের উত্তর]—তোমার গর্ভসহচর তোমার সাথে এই রকম সম্পর্ক কামনা করেন না। যেহেতু তুমি সহোদরা ভগিনী অগম্যা। আর এই স্থান নির্জন নয়, যেহেতু সেই মহান্ অসুরের স্বর্গধারণকারী বীরপুত্রগণ পৃথিবীর সর্বভাগ দর্শন করছেন ॥ ২॥

[যমীর উক্তি]—যদিও কেবল মানুষের পক্ষে এইরকম সংসর্গ নিষিদ্ধ, তথাপি দেবতাগণ এমন সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক ক'রে থাকেন। অতএব আমার যেমন ইচ্ছা হচ্ছে, তুমিও সেইরকম ইচ্ছা করো। তুমি পুত্রজন্মদাতা পতির মতো আমার শরীরে প্রবেশ করো ॥ ৩॥

[যমের উত্তর]—এই কার্য পূর্বে কখনও আমরা ক'রিনি। আমরা সত্যবাদী, কখনও মিথ্যা ব'লিনি। গন্ধর্ব আমাদের পিতা, আর আপ্যা যোষা আমাদের উভয়ের মাতা; সুতরাং আমাদের উভয়ের অতি নিকট সম্পর্ক ॥ ৪ ॥

[যমীর উক্তি]—নির্মাণকর্তা ও প্রসবিতা ও বিশ্বরূপ দেবত্বষ্টা, আমাদের গর্ভাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রীপুরুষবৎ করেছেন। তাঁর অভিপ্রায় অন্যথা করতে কারও সাধ্য নেই। আমাদের এই সম্পর্ক পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই জ্ঞাত আছেন ॥ ৫ ॥

[যমের উক্তি]—এই প্রথম দিন কে জ্ঞাত আছে? কে বা দর্শন করেছে? কে-ই বা প্রকাশ করেছে? মিত্র ও বরুণের আবাসভূত এই বিশ্বজগৎ অতি প্রকাণ্ড। অতএব হে আহন! তুমি নরগণকে এর কি বলো? ॥ ৬ ॥

[যমীর উক্তি]—তুমি যম, আমি যমী; তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হও; এসো, একস্থানে উভয়ে শয়ন ক'রি। পত্নী যেমন পতির নিকট, সেইরকম আমি তোমার নিকট আপন দেহ সমর্পণ ক'রি দিই। রথ ধারণকারী চক্রদ্বয়ের মতো এসো, আমরা এক কার্যে প্রবৃত্ত হই ॥ ৭ ॥

[যমের উত্তর]—এই যে সকল দেবতাগণের গুপ্তচর, এদের সর্বত্র গতিবিধি, এরা চক্ষুঃ নিমীলন করে না। হে বাধাদায়িনি! যাও, শীঘ্র অন্যের নিকট গমন করো; রথধারণকারী চক্রের মতো তা'র সাথে এক কার্য করো ॥ ৮ ॥

[যমীর উক্তি]—কি দিবসে, কি রাত্রিতে, যজ্ঞের ভাগ যেন যমকে দান করা হয়; সূর্যের তেজ যেন পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়। দ্যুলোক ও ভূলোক স্ত্রীপুরুষের মতো সম্বন্ধ। যমী গমনপূর্বক ভ্রাতা যমের আশ্রয় গ্রহণ করুক ॥ ৯ ॥

[যমের উক্তি]—ভবিষ্যতে এমন যুগ হবে, যখন ভ্রাতা ভগ্নীর সাথে সহবাস করবে। হে সুন্দরি! এই ক্ষণে আমি ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করো। তিনি যখন তোমাকে গ্রহণ করবেন, তখন তাঁকে বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করো ॥ ১০ ॥

[যমীর উক্তি]—সে কিসের ভ্রাতা, যদি সে থাকতেও ভগিনী অনাথা হয়? সে কিসের ভগিনী, যদি সেই ভগিনী সত্ত্বেও ভ্রাতার দুঃখ দূর না হয়? আমি অভিলাষে মূর্ছিতা হয়ে এত ক'রে বলছি; তোমার শরীরে আমার শরীর মিলিত ক'রে দাও ॥ ১১ ॥

[যমের উক্তি]—তোমার শরীরের সাথে আমার শরীর মিলিত করতে ইচ্ছা নেই। ভগিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, তা'কে পাপী বলা হয়। আমি ভিন্ন অন্য পুরুষের সাথে সুখসম্ভোগের চেষ্টা দেখো। হে সুন্দরি! তোমার ভ্রাতার এইরকম অভিলাষ নেই ॥ ১২ ॥

[যমীর উক্তি]—হায়! যম! তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ দেখছি! এ তোমার কি রকম মন, কি রকম অন্তঃকরণ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রজ্জু যেমন ঘোটককে বেষ্টন করে, কিংবা যেমন লতা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, সেইরকম অন্য নারী অনায়াসেই তোমাকে আলিঙ্গন করে, অথচ তুমি আমার প্রতি বিমুখ ॥ ১৩ ॥

[যমের উক্তি]—হে যমি! তুমিও অন্য পুরুষকে আলিঙ্গন করো। যেমন লতা বৃক্ষকে, সেইরকম অন্য পুরুষই তোমাকে আলিঙ্গন করুক। তারই মন তুমি হরণ করো, সে-ও তোমার মন হরণ করুক। তারই সহবাসের ব্যবস্থা স্থির করো। তা'তেই তোমার মঙ্গল হবে ॥ ১৪ ॥

টীকা — এই সূক্তটি অতি প্রসিদ্ধ। এতে ভগ্নী যমী ভ্রাতা যমকে আলিঙ্গন করবার অভিলাষ প্রকাশ

করছেন, কিন্তু যম সেই পাপকার্যে অসম্মতি প্রকাশ করছেন। যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি; রাত্রি দিবার পশ্চাতে আসে, কিন্তু তাদের সঙ্গমন হয় না। এই প্রসিদ্ধ সূক্তের মৌলিক অর্থ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র এইরকম বুঝেছেন॥ ২ ঋকে অসুরের বীর পুত্রগণ বোধহয় স্বর্গধারী দেবগণ। দশম মণ্ডলে 'অসুর' শব্দ উনিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে, যথা—১০ সূক্তের ২ ঋকে স্বর্গদেব সম্বন্ধে, ১১ সূক্তের ৬ ঋকে পুরোহিত সম্বন্ধে, ৩১ সূক্তের ৬ ঋকে যজ্ঞ সম্বন্ধে, ৫৩ সূক্তের ৪ ঋকে বলবান্ শত্রু সম্বন্ধে, ৫৬ সূক্তের ৬ ঋকে সূর্য সম্বন্ধে, ৭৪ সূক্তের ২ ঋকে বলবান্ সম্বন্ধে, ৮২ সূক্তের ৫ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ৯২ সূক্তের ৬ ঋকে মেঘ সম্বন্ধে, ৯৩ সূক্তের ১৪ ঋকে রামরাজা সম্বন্ধে, ৯৬ সূক্তের ১১ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে, ৯৯ সূক্তের ১২ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে, ১২৪ সূক্তের ৩ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ১২৪ সূক্তের ৫ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ১৩২ সূক্তের ৪ ঋকে মিত্র সম্বন্ধে, ১৩৮ সূক্তের ৩ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৫১ সূক্তের ৩ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৫৭ সূক্তের ৪ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৭০ সূক্তের ২ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৭৭ সূক্তের ১ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে। দশম মণ্ডলের শেষ ভাগের সূক্তগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতরাং সেই সূক্তগুলিতে 'অসুর' শব্দ অনেকটা পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে॥ ৪ ঋকে সায়ণ গন্ধর্ব অর্থে বিবস্বান বা সূর্য এবং আপ্যা যোষা অর্থে সরণ্যূ বা সূর্যপত্নী উষা করেছেন। আচার্য মক্ষমুলর এই অর্থই গ্রহণ করেছেন॥ ৫ ঋকে মূলে "জনিতা **দেবঃ ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ" আছে। সায়ণ "সবিতা" শব্দ বিশেষ্য ক'রে জনিতা ও ত্বষ্টা ও বিশ্বরূপ শব্দকে তাঁর বিশেষণ শব্দ করেছেন। কিন্তু ত্বষ্টাই বোধ হয় বিশেষ্য, সবিতা প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষণ। "The divine Twashtri, the creator, the vivifier, the shaper of all forms"—Muir। ৬ ঋকে 'আহন' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সায়ণ এই ষষ্ঠ ঋক্‌টি যমীর উক্তি বলেছেন। সুতরাং 'আহনঃ' যমের বিশেষণ করেছেন। মিউয়র এই ঋক্ যমের উক্তি ক'রে 'আহনঃ' অর্থে "Oh ! Wanton woman!" করেছেন। আমরা সেই অর্থ গ্রহণ করেছি কেন না অষ্টম ঋকে 'অহনঃ' শব্দ যমীর সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে॥ ৮ ঋকে 'বাধানাম্নিনী' করা হয়েছে। এখানে 'অহনঃ' শব্দ আছে॥ ৯ ঋক্‌টি পণ্ডিতবর মিউয়র যমীর উক্তি করেছেন। তা-ই সঙ্গত ব'লে গৃহীত হয়েছে।

◆ ◆

— ১১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : হবির্ধান। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

বৃষা বৃষ্ণে দুদুহে দোহসা দিবঃ পয়াংসি যহ্বো অদিতেরদাভ্যঃ।
বিশ্বং স বেদ বরুণো যথা ধিয়া সে যজ্ঞিয়ো যজতু যজ্ঞিয়াঁ ঋতূন্ ॥ ১॥
রপদ্‌গন্ধর্বীরপ্যা চ যোষণা নদস্য নাদে পরি পাতু মে মনঃ।
ইষ্টস্য মধ্যে অদিতির্নি ধাতু নো ভ্রাতা নো জ্যেষ্ঠঃ প্রথমো বি বোচতি ॥ ২॥
সো চিন্নু ভদ্রা ক্ষুমতী যশস্বত্যুষা উবাস মনবে স্বর্বতী।
যদীমুশন্তমুশতামনু ক্রতুমগ্নিং হোতারং বিদথায় জীজনন্ ॥ ৩॥
অধ ত্যং দ্রপ্সং বিভ্বং বিচক্ষণং বিরাভরদিষিতঃ শ্যেনো অধ্বরে।
যদী বিশো বৃণতে দস্মমার্যা অগ্নিং হোতারমধ ধীরজায়ত ॥ ৪॥

সদাসি রণ্বো যবসেব পুষ্যতে হোত্রাভিরগ্নে মনুষঃ স্বধ্বরঃ।
বিপ্রস্য বা যচ্ছশমান উক্থ্যং বাজং সসবাঁ উপযাসি ভূরিভিঃ ॥ ৫॥
উদীরয় পিতরা জার আ ভগমিয়ক্ষতি হর্যতো হৃত্ত ইষ্যতি।
বিবক্তি বহ্নিঃ স্বপস্যতে মখস্তবিষ্যতে অসুরো বেপতে মতী ॥ ৬॥
যস্তে অগ্নে সুমতিং মর্তো অক্ষৎসহসঃ সূনো অতি স প্র শৃণ্বে।
ইষং দধানো বহমানো অশ্বৈরা স দ্যুমাঁ অমবান্‌ভূষতি দ্যূন্ ॥ ৭॥
যদগ্ন এষা সমিতির্ভবাতি দেবী দেবেষু যজতা যজত্র।
রত্না চ যদ্বিভজাসি স্বধাবো ভাগং নো অত্র বসুমন্তং বীতাৎ ॥ ৮॥
শ্রুধী নো অগ্নে সদনে সধস্থে যুক্ষ্বা রথমমৃতস্য দ্রবিত্নুম্।
আ নো বহ রোদসী দেবপুত্রে মাকির্দেবানামপ ভূরিহ স্যাঃ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — সেই মহত্ত্বযুক্ত দুর্ধর্ষ অগ্নি বৃষ্টিবর্ষণের মূলীভূত; তিনি উজ্জ্বল, আকাশ হ'তে দোহন প্রক্রিয়ার দ্বারা জল দোহন করলেন। যেমন বরুণ, সেইরকম তিনিও আপন জ্ঞানে সর্বজ্ঞ হয়ে আছেন। তিনি যজ্ঞের মূল, প্রার্থনা ক'রি যে, যজ্ঞের উপযুক্ত সর্বসময়েই তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করুন ॥ ১ ॥

গন্ধর্বী ও অপ্যা যোষণা স্তব করছেন। নদ যে স্তব করছে, তাতে আমার মনঃসংযোগ হোক। অদিতিদেবী আমাদের সকল অভিলষিত ফলের মধ্যে নিয়ে চলুন। আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্বাগ্রে স্তব করছেন ॥ ২ ॥

যেইমাত্র গগনবিহারিণী, শব্দায়মানা, কল্যাণমূর্তি, চিরপরিচিতা উষাদেবী মানুষকে দর্শন দিলেন, তখনই যজ্ঞের জন্য অগ্নিকে উৎপাদন করা হলো; যারা যজ্ঞের অভিলাষী, এই অগ্নি তাদের প্রতিই প্রীতিযুক্ত, ইনি দেবতাগণকে আহ্বান করেন ॥ ৩ ॥

শ্যেনপক্ষী অগ্নিকর্তৃক প্রেরিত হয়ে যজ্ঞে সেই দ্রবমূর্তি সর্বব্যাপী সোমকে আনীত ক'রে দেন। যখন আর্য মানববৃন্দ সৌম্যমূর্তি ও দেববৃন্দকে আহ্বানকারী অগ্নিকে বেষ্টন ক'রে অবস্থিত হন, তখন স্তব উঠতে থাকে ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! যেমন ঘাস পশুর পক্ষে, তেমনই তুমি সর্বদাই আমাদের পক্ষে প্রিয়। মানুষের আহুতি প্রাপ্ত হয়ে তুমি উত্তমভাবে যজ্ঞ সম্পন্ন করো। মেধাবী ব্যক্তির স্তুতিবাক্য গ্রহণপূর্বক এবং হোমের দ্রব্য প্রাপ্ত হয়ে তুমি বিস্তর দেবতা সহ আগমন করো ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! তোমার শিখাকে তোমার মাতাপিতাস্বরূপ দ্যাবাপৃথিবীর দিকে প্রেরণ করো, যেমন জীর্ণকারী সূর্য নিজের আলোক দ্যুলোক ও ভূলোকে ভাগ দেন। যজ্ঞাভিলাষী দেবতাগণের উদ্দেশে যজ্ঞকর্তা যজ্ঞ করতে উদ্যত, তিনি মনের সাথে ব্যগ্র হয়েছেন। অগ্নি স্তব স্ফূর্তি করে দিচ্ছেন। প্রধান পুরোহিত উত্তমভাবে কর্ম সম্পাদন করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন এবং স্তব বর্ধিত ক'রে দিচ্ছেন। ব্রহ্মা নামক বুদ্ধিমান পুরোহিত মনে মনে আশঙ্কা করছেন, পাছে কোন দোষ ঘটে ॥ ৬ ॥

হে বলের পুত্র অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে, তার যশ সর্বাতিশায়ী। সে অন্ন

বিতরণ করে, ঘোটকগণ তাকে বহন করে, তার মূর্তি উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ, সে দিন দিন অধিক সুখী হয় ॥ ৭ ॥

হে পূজনীয় অগ্নি! যখন আমরা এইসমস্ত পুঞ্জ পুঞ্জ স্তব দেবতাগণের যজ্ঞের উদ্দেশে উচ্চারণ করি, সেই সময়ে রমণীয় বস্তুসকল আমাদের প্রদান করো। হে যজ্ঞীয়দ্রব্য গ্রহণকারী! আমরা যেন এই হ'তে ধনের অংশ প্রাপ্ত হই ॥ ৮ ॥

আমাদের গৃহে সর্বদেবতার উদ্দেশে এই যে যজ্ঞ হচ্ছে, এতে, হে অগ্নি! তুমি আমাদের কথা শ্রবণ কোরো। অমৃত ক্ষরণ করে, এইরকম রথ যোজনা করো। দেবতাগণের জনক জননী দ্যাবাপৃথিবীকে আমাদের নিকট নীত করো, তুমি এই স্থানেই অবস্থান করো। দেবতাবৃন্দের নিকট হ'তে তুমি অপসৃত হয়ো না ॥ ৯ ॥

টীকা — ২ ঋকের 'অপ্যা যোষণা' অর্থে উষা। পূর্বের সূক্তানুযায়ী 'গন্ধর্ব' অর্থে যদি সূর্য হয়, তবে 'গন্ধর্বী' অর্থেও 'সূর্যপত্নী উষা'।

◆ ◆

— ১২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : হবির্ধান। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

দ্যাবা হ ক্ষামা প্রথমে ঋতেনাভিশ্রাবে ভবতঃ সত্যবাচা।
দেবো যন্মর্তান্যজথায় কৃণ্বন্ৎসীদদ্ধোতা প্রত্যঙ্ স্বমসুং যন্ ॥ ১ ॥
দেবো দেবাৎ পরিভূ র্ঋতেন বহা নো হব্যং প্রথমশ্চিকিত্বান্।
ধূমকেতুঃ সমিধা ভাঋজীকো মন্দ্রো হোতা নিত্যো বাচা যজীয়ান্ ॥ ২ ॥
স্বাবৃগ্দেবস্যামৃতং যদী গোরতো জাতাসো ধারয়ন্ত উর্বী।
বিশ্বে দেবা অনু তত্তে যজুর্গুর্দুহে যদেনী দিব্যং ঘৃতং বাঃ ॥ ৩ ॥
অর্চামি বাং বর্ধায়াপো ঘৃতস্নূ দ্যাবাভূমী শৃণুতং রোদসী মে।
অহা যদ্দ্যাবোঽসুনীতিময়ন্মধ্বা নো অত্র পিতরা শিশীতাম্ ॥ ৪ ॥
কিং স্বিন্নো রাজা জগৃহে কদস্যাতি ব্রতং চকৃমা কো বি বেদ।
মিত্রশ্চিদ্ধি ষ্মা জুহুরাণো দেবাঞ্ছ্লোকো ন যাতামপি বাজো অস্তি ॥ ৫ ॥
দুর্মন্ত্বত্রামৃতস্য নাম সলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি।
যমস্য যো মনবতে সুমন্ত্বগ্নে তমৃষ্ব পাহ্যপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৬ ॥
যস্মিন্দেবা বিদথে মাদয়ন্তে বিবস্বতঃ সদনে ধারয়ন্তে।
সূর্যে জ্যোতিরদধুর্মাস্যক্তূন্পরি দ্যোতনিং চরতো অজস্রা ॥ ৭ ॥
যস্মিন্দেবা মন্মনি সঞ্চরন্ত্যপীচ্যে ন বয়মস্য বিদ্ম।
মিত্রো নো অত্রাদিতিরনাগান্ৎসবিতা বরুণায় বোচৎ ॥ ৮ ॥

শ্রুধী নো অগ্নে সদনে সধস্থে যুক্ষ্বা রথমমৃতস্য দ্রবিত্নুম্।
আ নো বহ রোদসী দেবপুত্রে মাকির্দেবানামপ ভূরিহ স্যাঃ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — দ্যুলোক ও ভূলোক এঁরা যজ্ঞের সময় সর্বপ্রথম অগ্নিকে আহ্বান করুন, তাঁদের সেই আহ্বান সত্য হোক। তখন অগ্নি যজ্ঞের জন্য মানবগণকে প্রেরণ ক'রে আপন শিখা ধারণপূর্বক দেবতাগণের আহ্বানের জন্য উপবেশন করুন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! তুমি নিজে দেব, অন্যান্য দেবতাবর্গের নিকট গমন পূর্বক আমাদের যজ্ঞ ও হোমের দ্রব্য বহন ক'রে নীত করো। তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি বিজ্ঞ; ধূমই তোমার পতাকা; তুমি প্রজ্বলিত হয়ে সরল শিখা ধারণ করো; তুমি হোতা ও নিত্য বাক্যপ্রয়োগ সহকারে যজ্ঞ করতে তোমার তুল্য কেউ নেই ॥ ২ ॥

অগ্নিদেব আপনা হ'তে যে জল উপার্জন করেন, তাতে উদ্ভিজ্জগণ উৎপন্ন হয়ে পৃথিবীকে পালন করে। পরে সমস্ত দেবগণ তোমার সেই জল বিতরণের বিষয় গান করেন। তোমার শুভ্রবর্ণ শিখা স্বর্গের ঘৃতস্বরূপ বৃষ্টিবারি দোহন করে ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করো; হে দ্যাবাপৃথিবি! আমি তোমাদের স্তব ক'রি। হে ঘৃততুল্য বৃষ্টিবর্ষণকারী! আমার স্তব শ্রবণ করো। যখন স্তবকর্তাগণ যজ্ঞের সময় স্তব করলেন, হে জনকজননী! তখন মধুতুল্য জল বর্ষণ ক'রে আমাদের মালিন্য অপনয়ন করো ॥ ৪ ॥

অগ্নি কি তবে আমাদের হোম গ্রহণ করেছেন? আমরা কি তাঁর পূজা করতে পেরেছি? কে-ই বা তা' জানে। বন্ধুকে আহ্বান করলে তিনি যেমন আগত হন, সেইরকম অগ্নি আগমন করতে পারেন। আমাদের এই স্তুতিবাক্য দেবতাবৃন্দের নিকট গমন করুক। আর যা' কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে, তা-ও দেবতাবৃন্দের নিকট গমন করুক ॥ ৫ ॥

এইক্ষণে অগ্নির আহুতি দুঃসাধ্য, কারণ একবংশীয়া ও ভিন্ন রূপধারিণী দেবতা রয়েছেন। হে মহান্ অগ্নি! যে ব্যক্তি যমের প্রসন্নতা লাভ করেছে, সাবধানতা সহকারে তা'কে রক্ষা করো ॥ ৬ ॥

সেই অগ্নি উপস্থিত থাকলেই যজ্ঞে দেবতাগণের আমোদ হয়, এইজন্য অগ্নিকে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির গৃহে স্থাপনা করা হয়। দেবতাগণ সূর্যের আলোক সঞ্চয় ক'রে রেখেছেন এবং চন্দ্রেতে রাত্রি সঞ্চয় ক'রে রেখেছেন। তা'রা নিরন্তর দীপ্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে ॥ ৭ ॥

যে নিগূঢ় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি উপস্থিত থাকলে দেবতাবৃন্দ আপন কার্য সম্পাদন করেন, তাঁর বিষয় আমরা অবগত নই। এই যজ্ঞে মিত্র ও অদিতি ও সবিতাদেব যেন আমাদের বরুণদেবের নিকট নিরপরাধী ব'লে জ্ঞাত করেন ॥ ৮ ॥

আমাদের গৃহে সর্বদেবতার উদ্দেশে এই যে যজ্ঞ হচ্ছে, এতে হে অগ্নি! তুমি আমাদের কথা শ্রবণ করো। অমৃত ক্ষরণ করে, এইরকম রথ যোজনা করো। দেবতাবৃন্দের জনক-জননী দ্যাবাপৃথিবীকে আমাদের নিকট নীত করো। তুমি এইস্থানেই অবস্থান করো, দেবতাগণের নিকট হ'তে অপসৃত হয়ো না ॥ ৯ ॥

টীকা — সায়ণ ৬ ঋক্ ব্যাখ্যা করেননি, এর অর্থ অপরিষ্কার ॥ পূর্ব সূক্তের শেষ ঋকের সাথে ৯ ঋক্ একই।

◆ ◆

— ১৩ সূক্ত —

[দেবতা : হবির্ধান নামক শকটদ্বয়। ঋষি : বিবস্বত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্‌, জগতী]

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥ ১॥
যমে ইব যতমানে যদৈতং প্র বাং ভরন্মানুষা দেবয়ন্তঃ।
আ সীদতং স্বমু লোকং বিদানে স্বাসস্থে ভবতমিন্দবে নঃ ॥ ২॥
পঞ্চ পদানি রূপো অন্বরোহং চতুষ্পদীমন্বেমি ব্রতেন।
অক্ষরেণ প্রতি মিম এতামৃতস্য নাভাবধি সং পুনামি ॥ ৩॥
দেবেভ্যঃ কমবৃণীত মৃত্যুং প্রজায়ৈ কমমৃতং নাবৃণীত।
বৃহস্পতিং যজ্ঞমকৃণ্বত ঋষিং প্রিয়াং যমস্তন্বং প্রারিরেচীৎ ॥ ৪॥
সপ্ত ক্ষরন্তি শিশবে মরুত্বতে পিত্রে পুত্রাসো অপ্যবীবতন্নৃতম্।
উভে ইদস্যোভয়স্য রাজত উভে যতেতে উভয়স্য পুষ্যতঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে শকটদ্বয়! আমি প্রাচীনমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হোমের দ্রব্য আরোপণ ক'রে তোমাদের যোজনা করছি। আমার স্তুতিবাক্য পণ্ডিত ব্যক্তির আহুতির মতো দেবতাগণের নিকট গমন করুক। যেন যেসকল অমৃতের পুত্র অর্থাৎ দেববৃন্দ দিব্যধামে অধিষ্ঠান করছেন, তাঁরা সকলে শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

যেকালে তোমরা যমজ সন্তানের মতো গমন কর, তখন দেবপূজাকারী মানবগণ তোমাদের উপর হোমের দ্রব্য পরিপূর্ণ ক'রে আরোপণ করে। তোমরা আপন স্থানে গমনপূর্বক অবস্থিতি করো। আমাদের সোমের জন্য উত্তম স্থান গ্রহণ করো ॥ ২ ॥

যজ্ঞের যে পঞ্চ উপকরণ আছে, (অর্থাৎ ধানা বা ভৃষ্ট যব, সোম, পশু, পুরোডাশ ও ঘৃত), তা আমি যথাযোগ্যভাবে বিনিয়োগ করছি। যথানিয়মে চারি প্রকার ছন্দ প্রয়োগ করছি। ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্বক উপস্থিত কার্য সম্পন্ন করছি। যজ্ঞের নাভি স্বরূপ যে বেদী, তথায় আমি শোধন কার্য সমাধা করছি ॥ ৩ ॥

দেবগণের মধ্যে কা'কে মৃত্যু সদনে প্রেরণ করা যায়? প্রজাগণের মধ্যে কা'কে অমৃতের মতো করা যায়? যজ্ঞকর্তাগণ মন্ত্রপূত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাতে যম আমাদের প্রিয় এই শরীর পরিহার করেন, অর্থাৎ ধ্বংস করেন না ॥ ৪ ॥

স্তোতৃবর্গ পরিবেষ্টিত সোমদেবের উদ্দেশে সপ্তছন্দ উচ্চারিত হচ্ছে। সোম পিতাস্বরূপ, তাঁর পুত্রস্বরূপ পুরোহিতবর্গও স্তব আরম্ভ করেছেন; দুইখানি শকট দেবতা ও মানববর্গের জন্য দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছে, দুইখানি শকটই কার্য করছে এবং দেবতা ও মানববর্গের পুষ্টি সাধন করছে ॥ ৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৪ সূক্ত —

[দেবতা : পিতৃলোক ও যম প্রভৃতি। ঋষি : যম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানম্।
বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য ॥ ১ ॥
যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥ ২ ॥
মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভির্বৃহস্পতির্ঋক্বভির্বাবৃধানঃ।
যাংশ্চ দেবা বাবৃধুর্যে চ দেবান্ৎস্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদন্তি ॥ ৩ ॥
ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদাঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ।
আ ত্বা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা বহন্ত্বেনা রাজন্ হবিষা মাদয়স্ব ॥ ৪ ॥
অঙ্গিরোভিরা গহি যজ্ঞিয়েভির্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব।
বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তেঽস্মিন্যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্য ॥ ৫ ॥
অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৬ ॥
প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্ ॥ ৭ ॥
সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ ॥ ৮ ॥
অপেত বীত বি চ সর্পতাতোঽস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্।
অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ॥ ৯ ॥
অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা।
অথা পিতৄন্ৎসুবিদত্রাঁ উপেহি যমেন যে সাধমাদং মদন্তি ॥ ১০ ॥
যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষৌ নৃচক্ষসৌ।
তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজন্ৎস্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥ ১১ ॥
উরূণসাবসুতৃপা উদুংবলৌ যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ অনু।
তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্যায় পুনর্দাতামসুমদ্যেহ ভদ্রম্ ॥ ১২ ॥
যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ।
যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ ॥ ১৩ ॥

যমায় ঘৃতবদ্ধবির্জুহোত প্র চ তিষ্ঠত।
স নো দেবেষ্বা যমদ্দীর্ঘমায়ুঃ প্র জীবসে ॥ ১৪॥
যমায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে হব্যং জুহোতন।
ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্য পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ ॥ ১৫॥
ত্রিকদ্রুকেভিঃ পততি ষলুর্বীরেকমিদ্বৃহৎ।
ত্রিষ্টুব্ গায়ত্রী ছন্দাংসি সর্বা তা যম আহিতা ॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — হে অন্তঃকরণ। তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়ে সেবা করো। তিনি সৎকর্মান্বিত ব্যক্তিবর্গকে সুখের দেশে নীত করেন, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার ক'রে দেন, তাঁর নিকটই সকল লোকে গমন করে ॥ ১॥

আমরা কোন্ পথে গমন করবো, তা যমই প্রথমে দেখিয়ে দেন। সেই পথ আর বিনষ্ট হবে না। যে পথে আমাদের পূর্বপুরুষগণ গমন করেছেন; সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে সেই পথে গমন করবেন ॥ ২॥

মাতলির প্রভু ইন্দ্র কব্য নামক পিতৃলোকবৃন্দের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, যম অঙ্গিরাগণের সাহায্যে বর্ধিত হন। যারা দেবতাবৃন্দকে সংবর্ধনা করে এবং যাদের দেবতাবৃন্দ সংবর্ধনা করেন, সকলেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, কেউ স্বাহাদ্বারা আনন্দিত হন, কেউ বা স্বধাদ্বারা ॥ ৩॥

হে যম। এই আরব্ধ যজ্ঞে আগত হয়ে উপবেশন করো, তুমি এই যজ্ঞ জ্ঞাত হও, তোমার সঙ্গে অঙ্গিরানামক পিতৃলোকবর্গকে নীত করো। তোমার উদ্দেশে কবিবৃন্দের মুখে উচ্চারিত মন্ত্রসকল উন্মীলিত হ'তে থাকুক। হে রাজন্। এই হোমের দ্রব্য গ্রহণপূর্বক আনন্দ করো ॥ ৪॥

হে যম। নানা মূর্তিধারী অঙ্গিরা নামক যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকবৃন্দের সাথে আগমন করো, এই স্থানে আমোদ করো। তোমার যে পিতা বিবস্বৎ, তাঁকে আহ্বান করছি। এই যজ্ঞে কুশের উপর আগত হয়ে উপবেশন করো ॥ ৫॥

অঙ্গিরা নামক, অথর্বন্ নামক এবং ভৃগু নামক আমাদের পিতৃলোকগণ এইমাত্র আগত হয়েছেন, তাঁরা সোমরস প্রাপ্ত হবার অধিকারী, সেই যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকবৃন্দ যেন আমাদের শুভানুধ্যান করেন; যেন আমরা তাঁদের প্রসন্নতা লাভ ক'রে কল্যাণভাগী হই ॥ ৬॥

[যজ্ঞকর্তাব্যক্তির মৃত্যু হ'লে তাকে সম্বোধন ক'রে এই উক্তি]—আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে পথ দিয়ে, যে স্থানে গমন করেছেন, তুমিও সেই পথ দিয়ে সেই স্থানে গমন করো। সেই যে দুই রাজা যম ও বরুণ, যাঁরা স্বধা প্রাপ্ত হয়ে আমোদ করছেন, তাঁদের নিকট গমন ক'রে দর্শন করো ॥ ৭॥

সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকবর্গের সঙ্গে মিলিত হও, যমের সাথে ও তোমার ধর্মানুষ্ঠানের ফলের সাথে মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগপূর্বক অস্ত নামক গৃহে প্রবেশ করো এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ করো ॥ ৮॥

[শ্মশানে দাহকালে উক্তি]—হে ভূতপ্রেতগণ। দূর হও, চলে যাও, স'রে যাও, পিতৃলোকগণ তাঁর জন্য এই স্থান প্রস্তুত করেছেন। এই স্থান দিবার দ্বারা, জলের দ্বারা ও আলোকের দ্বারা শোভিত; যম মৃতব্যক্তিকে এই স্থান প্রদান ক'রে থাকেন ॥ ৯॥

[যমদ্বারবর্তী দুই কুকুরের বিষয়ে উক্তি]—হে মৃত। এই যে দুই কুকুর, যাদের চারি চক্ষু ও বর্ণ

বিচিত্র; এদের নিকট দিয়ে শীঘ্র চলে যাও! তারপরে যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সাথে সর্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়ে তাদের নিকট গমন করো ॥ ১০ ॥

হে যম! তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে, যাদের চারি চারি চক্ষু, যারা পথ রক্ষা করে এবং যাদের দৃষ্টিপথে সকল মানুষকেই পতিত হ'তে হয়; তাদের কোপ হ'তে এই মৃতব্যক্তিকে রক্ষা করো। হে রাজন্! একে কল্যাণভাগী ও নিরোগী করো ॥ ১১ ॥

সেই যে দুই যমদূত, যাদের বৃহৎ বৃহৎ নাসিকা, যারা শীঘ্র তৃপ্ত হয় না এবং সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ক'রে থাকে, তারা যেন আমাদের অদ্য এই স্থানে বল ও মঙ্গল প্রদান করে, যেন আমরা সূর্যের দর্শন প্রাপ্ত হই ॥ ১২ ॥

যমের জন্য সোম প্রস্তুত করো, যমের জন্য হোমের দ্রব্য হোম করো। এই যে যজ্ঞ, অগ্নি যার দূত হচ্ছেন এবং যাকে নানা সজ্জায় সুশোভিত করা হয়েছে, এই যজ্ঞ যমের দিকেই গমন ক'রে থাকে ॥ ১৩ ॥

যমের সেবা করো, ঘৃতযুক্ত হোমের দ্রব্যে তাঁর জন্য হোম করো। দেবতাগণের মধ্যে যম যেন বহুকাল বেঁচে থাকবার জন্য আমাদের দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করেন ॥ ১৪ ॥

যমরাজার উদ্দেশে অতি মিষ্ট হোমের দ্রব্যে হোম করো। যে সকল পূর্বকালের ঋষি আমাদের অগ্রে জন্মগ্রহণ ক'রে ধর্মের পথ প্রদর্শন ক'রে দিয়েছেন, তাঁদের নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥

যম ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তিনি ছয় স্থানে এবং এক বৃহৎ জগতে গতিবিধি করেন। ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রী প্রভৃতি সকল ছন্দই যমের প্রতি প্রয়োগ করা হয় ॥ ১৬ ॥

টীকা — ১ ঋকের বক্তব্য—পরকালের সুখ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা স্থানে স্থানে উল্লেখ পেয়েছি, নবম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তেও একটি বর্ণনা পেয়েছি। এই সূক্তেও সেই পরকালিক সুখের বর্ণনা আছে; সেই সুখবিধানকর্তা যমের কথা আছে, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উচ্চার্য মন্ত্রগুলিও আছে। ঋগ্বেদের যম পৌরাণিক যম নয়, ঋগ্বেদের যম পুণ্যকর্মের পুরস্কারবিধাতা ॥ ৩ থেকে ৬ ঋকে প্রকাশ হচ্ছে যে, পুণ্যাত্মা পূর্বপুরুষগণ দেবগণের সাথে স্বর্গবাস করেন এবং দেববৃন্দের সাথে যজ্ঞের ভাগী, এমন বিশ্বাস ঋগ্বেদ রচনার কালে প্রচলিত ছিল ॥ ৭ থেকে ১০ ঋকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঋগ্বেদের যম পরকালের সুখের বিধাতা। তথাপি যমের কুক্কুর মানুষের ভয়ের পদার্থ তা' ১০ থেকে ১২ ঋকে প্রকাশ ॥—অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৫ সূক্ত —

[দেবতা : পিতৃলোক বা পিতৃগণ। ঋষি : শঙ্খ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

উদীরতামবর উৎপরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ।
অসুং য ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞাস্তে নোঽবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ১ ॥
ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য যে পূর্বাসো য উপরাস ঈয়ুঃ।
যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু ॥ ২ ॥

আহং পিতৃন্ত্সুবিদত্রাঁ অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ।
বর্হিষদো যে স্বধয়া সুতস্য ভজন্ত পিত্বস্ত ইহাগমিষ্ঠাঃ ॥ ৩॥
বর্হিষদঃ পিতর উত্য র্বাগিমা বো হব্যা চকৃমা জুষধ্বম্।
ত আ গতাবসা শন্তমেনাথা নঃ শং যোররপো দধাত ॥ ৪॥
উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু।
ত আ গমন্তু ত ইহ শ্রুবন্ত্বধি ব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্ ॥ ৫॥
আচ্যা জানু দক্ষিণতো নিষদ্যেমং যজ্ঞমভি গৃণীত বিশ্বে।
মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিন্নো যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম ॥ ৬॥
আসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িং ধত্ত দাশুষে মর্ত্যায়।
পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তস্য বস্বঃ প্র যচ্ছত ত ইহোর্জং দধাত ॥ ৭॥
যে নঃ পূর্বে পিতর সোম্যাসোঽনূহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ।
তেভির্যমঃ সংররাণো হবীংষ্যুশন্নুশদ্ভিঃ প্রতিকামমত্তু ॥ ৮॥
যে তাতৃষুর্দেবত্রা জেহমানা হোত্রাবিদঃ স্তোমতষ্টাসো অর্কৈঃ।
আগ্নে যাহি সুবিদত্রেভিরর্বাঙ্ সত্যৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ৯॥
যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্পা ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং দধানাঃ।
আগ্নে যাহি সহস্রং দেববন্দৈঃ পরৈঃ পূর্বৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ১০॥
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃ সদঃ সদতঃ সুপ্রণীতয়ঃ।
অত্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্যথা রয়িং সর্ববীরং দধাতন ॥ ১১॥
ত্বমগ্ন ঈলিতো জাতবেদোঽবাড়্ঢব্যানি সুরভীণি কৃত্বী।
প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রয়তা হবীংষি ॥ ১২॥
যে চেহ পিতরো যে চ নেহ যাংশ্চ বিদ্ম যাঁ উ চন প্রবিদ্ম।
ত্বং বেত্থ যতি তে জাতবেদঃ স্বধাভির্যজ্ঞং সুকৃতং জুষস্ব ॥ ১৩॥
যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে।
তেভিঃ স্বরালসুনীতিমেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — অধম, উত্তম ও মধ্যম তিন শ্রেণীর পিতৃলোকগণ আমাদের প্রতি অনুগ্রহযুক্ত হয়ে হোমের দ্রব্য গ্রহণ করুন। যারা হিংসাধর্মবিহীন হয়ে আমাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে আমাদের প্রাণরক্ষা করতে আগত হয়েছেন, তাঁরা যজ্ঞের সময় আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

যে সকল পিতৃলোক অগ্রে কিংবা পশ্চাৎগত হয়েছেন, যাঁরা পৃথিবীলোকে আছেন, অথবা যাঁরা ভাগ্যবান্ লোকগণের মধ্যে আছেন, তাঁদের সকলকে অদ্য এই নমস্কার করলাম ॥ ২ ॥

পিতৃলোকগণ বিলক্ষণ পরিচিত, আমি তাঁদের প্রাপ্ত হয়েছি; এই যজ্ঞের সুসম্পাদনের উপায়ও আমি প্রাপ্ত হয়েছি। যে সকল পিতৃলোক কুশে উপবেশন ক'রে হব্যের সাথে সোমরস গ্রহণ করেন, তাঁরা সকলে আগত হয়েছেন ॥ ৩ ॥

হে কুশে উপবেশনকারী পিতৃলোকগণ। এইক্ষণে আমাদের আশ্রয় প্রদান করো। তোমাদের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করেছি, ভোগ করো। এইক্ষণে আগমন করো, আমাদের রক্ষা করো ও আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বিধান করো। আমাদের কল্যাণকারী, অকল্যাণবর্জিত ও পাপরহিত করো ॥ ৪ ॥

কুশের উপর এই সমস্ত মনোহর দ্রব্য সংস্থাপন করা হয়েছে, পিতৃলোকগণ সোমরস গ্রহণের জন্য এবং ঐ সকল দ্রব্য ভোগ করবার জন্য আহূত হয়েছেন। তাঁরা আগমন করুন, আমাদের মধুপাঠ শ্রবণ করুন এবং আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

হে পিতৃগণ! তোমরা দক্ষিণ দিকে ভূমিনিহিতজানু হয়ে উপবেশনপূর্বক এই যজ্ঞকে প্রশংসা করো। আমরা মানব, সুতরাং কোন কিছু অপরাধ করা আমাদের সম্ভব; কিন্তু সেই জন্য যেন আমাদের হিংসা ক'রো না ॥ ৬ ॥

এই সকল লোহিতবর্ণ অগ্নিশিখার নিকটে উপবেশন দাতালোককে ধন দান করো। হে পিতৃগণ! তার পুত্রগণকে ধন দান করো, তাদের এই যজ্ঞে উৎসাহযুক্ত করো ॥ ৭ ॥

সোমপানকারী পূর্বতন পিতৃলোক বসিষ্ঠগণ যথানিয়মে সোমযজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁরাও হোমের দ্রব্য কামনা করেন, যমও কামনা করেন, যম তাঁদের সাথে একত্রে সুখী হয়ে যথা ইচ্ছা এই সকল হোমের দ্রব্য ভোজন করুন ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! যে সকল পিতৃলোক হোম করতে জ্ঞাত থাকতেন এবং বিবিধ ঋক্ রচনাপূর্বক স্তব প্রস্তুত করতেন, সুতরাং যাঁরা নিজ সৎকর্মের প্রভাবে এইক্ষণে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, যদি তাঁরা ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হয়ে থাকেন, তাঁদের সহ আমাদের নিকট আগমন করো, তাঁরা বিশেষ পরিচিত, তাঁরা যজ্ঞে উপবেশন করেন, তাঁরাই পিতৃলোক, তাঁদের জন্য এই সকল উৎকৃষ্ট কব্য অর্থাৎ দ্রব্য রয়েছে ॥ ৯ ॥

যে সকল সাধুশীল পিতৃলোক দেববৃন্দের সাথে একত্র হয়ে হোমের দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করেন এবং ইন্দ্রের সাথে এক রথে আরোহণ করেন; হে অগ্নি! সেই সমস্ত দেবারাধনাকারী যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, প্রাচীন ও আধুনিক পিতৃলোকগণের সাথে আগমন করো ॥ ১০ ॥

হে অগ্নিদগ্ধ পিতৃগণ! তোমরা উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছো, এই স্থানে আগমন করো, এক এক আসনে উপবেশন করো। এই স্থানে কুশের উপর হোমের দ্রব্য সমস্ত প্রসারিত আছে, তা গ্রহণ ক'রে আমাদের ধন প্রদান করো এবং পুত্রপৌত্র ইত্যাদি প্রদান করো ॥ ১১ ॥

হে অগ্নি! তুমি জাতবেদা। তোমাকে স্তব করা হয়েছে, তুমি হোমের দ্রব্য সমস্ত সুগন্ধযুক্ত ক'রে দেবতাগণের নিকট বহন করেছো। তুমি পিতৃলোকবর্গকে তা প্রদান করেছো। তাঁরা 'স্বধা' 'স্বধা' এই শব্দ উচ্চারণপূর্বক ভোজন করুন। হে দেব। এই সমস্ত প্রসারিত হোমের দ্রব্য তুমি ভোজন করো ॥ ১২ ॥

এই স্থানে যে সকল পিতৃলোক আগত হয়েছেন, কিংবা যাঁরা আগত হননি, যাঁদের আমরা জ্ঞাত আছি, কিংবা যাঁদের আমরা না জ্ঞাত আছি, হে জাতবেদা অগ্নি। তুমি জ্ঞাত আছো, তাঁরা কে কে। হে পিতৃলোকগণ। 'স্বধা' এই শব্দ উচ্চারণপূর্বক এই সুসম্পন্ন যজ্ঞ ভোগ করো ॥ ১৩ ॥

হে স্বপ্রকাশ অগ্নি। যে সকল পিতৃলোক অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়েছেন, কিংবা যাঁরা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হননি, যাঁরা স্বর্গের মধ্যে স্বধার দ্রব্য প্রাপ্ত হয়ে আমোদ ক'রে থাকেন; তাঁদের সাথে একত্র হয়ে তুমি আমাদের এই সজীব দেহকে তোমার ও তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত করো ॥ ১৪ ॥

টীকা — এই পিতৃলোক সম্বন্ধীয় সূক্তটি বিশেষ জ্ঞাতব্য। পুণ্যাত্মা পিতৃলোক দেবগণের মতো স্বর্গে বাস করেন, দেবগণের সাথে যজ্ঞে আগমন করেন, মানবের হিতসাধন করেন, ইত্যাদি বিশ্বাস এই সূক্তে লক্ষিত হয়॥ ৮ ঋকে 'বসিষ্ঠগণ' অর্থে বক্তব্য—মূলে 'বসিষ্ঠাঃ' আছে॥ ১০ ঋকের বক্তব্য—পূর্বপুরুষগণ পুণ্যবলে স্বর্গধামে গমন ক'রে দেবগণের সাথে একরথে আরোহণ করেন, অর্থাৎ দেবতুল্যের তুল্য পদ লাভ করেন॥ ১৪ ঋকে মূলে 'স্বরাট্' শব্দ আছে। অর্থ 'স্বপ্রকাশ অগ্নি'। কিন্তু শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতার টীকাকার (শু.যজু. ১৯।৬০) এর অর্থ 'যম' করেছেন এবং পণ্ডিতবর রোথও সেই অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং অগ্নিদাহ প্রথা কতক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তা 'যে অগ্নিদগ্ধাঃ যে অনগ্নিদগ্ধা' শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। ১১ ঋকে যে 'অগ্নি সত্ত্ব' শব্দ আছে সায়ন তার অর্থও 'অগ্নিদগ্ধ' করেছেন॥

◆ ◆

— ১৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : দমন। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্।]

মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচো মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরম্।
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোঽথেমেনং প্র হিণুতাৎ পিতৃভ্যঃ ॥ ১॥
শৃতং যদা করসি জাতবেদোঽথেমেনং পরি দত্তাৎপিতৃভ্যঃ।
যদা গচ্ছাত্যসুনীতিমেতামথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি ॥ ২॥
সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ ৩॥
অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকম্ ॥ ৪॥
অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ।
আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ ॥ ৫॥
যত্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ ॥ ৬॥
অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং প্রোর্ণুষ্ব পীবসা মেদসা চ।
নেত্ত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো দধৃগ্বিধক্ষ্যৎ পর্যঙ্খয়াতে ॥ ৭॥
ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাম্।
এষ যশ্চমসো দেবপানস্তস্মিন্দেবা অমৃতা মাদয়ন্তে ॥ ৮॥
ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।
ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥ ৯॥
যো অগ্নিঃ ক্রব্যাৎ প্রবিবেশ বো গৃহমিমং পশ্যন্নিতরং জাতবেদসম্।
তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় দেবং স ঘর্মমিন্বাৎ পরমে সধস্থে ॥ ১০॥

যো অগ্নিঃ ক্রব্যবাহনঃ পিতৃন্যক্ষদৃতাবৃধঃ।
প্রেদু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ॥ ১১॥
উশন্তস্ত্বা নি ধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি।
উশন্নুশত আ বহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে ॥ ১২॥
যং ত্বমগ্নে সমদহস্তমু নির্বাপয়া পুনঃ।
কিয়াংম্বত্র রোহতু পাকদূর্বা ব্যল্কশা ॥ ১৩॥
শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি।
মণ্ডূক্যা সু সং গম ইমং স্বগ্নিং হর্ষয় ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — এই মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করো না, এঁকে ক্লেশ প্রদান ক'রো না; এঁর চর্ম বা এঁর শরীর ছিন্নভিন্ন ক'রো না। হে জাতবেদা। যখন এঁর শরীর তোমার তাপে উত্তমভাবে পক্ব হয়, তখনই এঁকে পিতৃলোকগণের নিকট প্রেরণ ক'রে দাও ॥ ১ ॥

যখন এঁর শরীর উত্তমভাবে পক্ব করবে, তখনই পিতৃলোকগণের নিকট এঁকে প্রদান করবে। যখন ইনি পুনর্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত হবেন, তখন দেবতাগণের বশতাপন্ন হবেন ॥ ২ ॥

হে মৃত! তোমার চক্ষু সূর্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে গমন করুক। তুমি তোমার পুণ্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে গমন করো। অথবা যদি জলে গমন করলে তোমার হিত হয়, তবে জলে গমন করো। তোমার শরীরের অবয়বগুলি উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে গমনপূর্বক অবস্থিতি করুক ॥ ৩ ॥

এই মৃতব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সেই অংশকে তাপের দ্বারা উত্তপ্ত করো; তোমার ঔজ্জ্বল্য, তোমার শিখা, সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি! তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্তি আছে, তাদের দ্বারা এই মৃতব্যক্তিকে পুণ্যবান্ লোকগণের ভুবনে বহন ক'রে নীত করো ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! যে তোমার আহুতিস্বরূপ হয়ে যজ্ঞের দ্রব্য ভোজন ক'রে আসছে, সেই মৃতকে পিতৃলোকবর্গের নিকট প্রেরণ করো। এর যা অবশিষ্ট আছে, তা জীবনপ্রাপ্ত হয়ে উত্থিত হোক। হে জাতবেদা! কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী অর্থাৎ কাক, তোমার শরীরের যে অংশে ব্যথা প্রদান করেছে, কিংবা পিপীলিকা, বা সর্প, বা হিংস্র জন্তু যে অংশে ব্যথা প্রদান করেছে, এই সর্বভক্ষণকারী অগ্নি তা নীরোগ করুন; আর সোম, যিনি স্তোতাগণের শরীরে প্রবেশ করেছেন, তিনিও তা নীরোগ করুন ॥ ৬ ॥

হে মৃত! তুমি গোচর্মের সাথে অগ্নিশিখাস্বরূপ কবচ ধারণ করো, তোমার প্রচুর মেদের দ্বারা তুমি আচ্ছাদিত হও, তাহ'লে এই যে দুর্ধর্ষ অগ্নি, যিনি বলপূর্বক ও অহঙ্কারের সাথে তোমাকে দগ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন, তিনি একেবারে তোমার সর্বাংশে ব্যাপ্ত হ'তে পারবেন না ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি। এই চমসকে বিচলিত করো না, এটি সোমপানকারী দেবতাবর্গের প্রীতি উৎপাদন করে। এই যে দেবতাবর্গের পান করবার জন্য চমস রয়েছে, এটি দর্শন ক'রে মৃত্যুরহিত দেবতাগণ আহ্লাদিত হন ॥ ৮ ॥

মাংস ভোজনকারী এই অগ্নিকে আমি দূরে অপসারিত ক'রি। এ অশুদ্ধবস্তু বহন করছে, যম

যাদের রাজা, এই অগ্নি তাদের নিকট গমন করুক। আর এই স্থানেই আর এক অগ্নি রয়েছেন, ইনিই বিবেচনাপূর্বক দেবতাগণের নিকট হোমের দ্রব্য বহন করুন ॥ ৯ ॥

এই যে মাংসভোজনকারী অগ্নি, অর্থাৎ চিতাগ্নি, তোমাদের গৃহে প্রবেশ করেছে, তাকে আমি অপসারিত ক'রি। আর এই দ্বিতীয় জাতবেদা অগ্নিকে আমি পিতৃলোকের উদ্দেশে যজ্ঞ প্রদানের জন্য গ্রহণ করছি। ইনিই পরমধামে যজ্ঞ সহ গমন করুন ॥ ১০ ॥

যে অগ্নি শ্রাদ্ধের দ্রব্য বহন করেন এবং যজ্ঞের উন্নতি সাধন করেন, তিনি দেবতাগণকে এবং পিতৃলোকগণকে আরাধনা করেন, তিনি দেবতাগণের ও পিতৃলোকগণের নিকট হোমের দ্রব্য নিবেদন ক'রে দেন ॥ ১১ ॥

হে অগ্নি! যত্নপূর্বক তোমাকে সংস্থাপন করছি, যত্নপূর্বক তোমাকে প্রজ্বলিত করছি। যজ্ঞকামনাকারী দেবতাবর্গ ও পিতৃলোকবর্গের নিকট তুমি যত্নপূর্বক হোমের দ্রব্য তাঁরা ভোজন করবেন ব'লে বহন করো ॥ ১২ ॥

হে অগ্নি! তুমি যাকে দাহ করলে, পুনর্বার তাকে নির্বাপিত করো। কিঞ্চিৎ জল এই স্থানে উপস্থিত হোক এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত পরিণত দূর্বা এই স্থানে উৎপন্ন হোক ॥ ১৩ ॥

হে পৃথিবি। তুমি শীতল, তোমাতে অনেক শীতল উদ্ভিজ্জ আছে। তুমি আহ্লাদকারিণী, তোমাতে অনেক আহ্লাদকারী উদ্ভিজ্জ আছে। ভেকী যাতে সন্তুষ্ট হয়, সেই বৃষ্টি আনয়ন করো, আর এই অগ্নিকে সন্তুষ্ট করো ॥ ১৪ ॥

টীকা — এই সূক্তটিও অতিশয় জ্ঞাতব্য। মৃত্যুর পর পরলোকে গমনের কথা এতে আছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এই সূক্তের কয়েকটি ঋক্ উচ্চার্য॥ ১ ঋকে প্রকাশিত যে, বৈদিক যুগেও অগ্নিদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল॥ ৩ ও ৪ ঋক্ হ'তে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মৃত্যুর পর চক্ষু, নিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি সূর্য বা বায়ু বা মৃত্তিকা বা জল বা উদ্ভিজ্জে যায়; কিন্তু মানুষের জন্মরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্যস্থানে গমন করে, এমন বিশ্বাস ছিল॥

◆ ◆

— ১৭ সূক্ত —

[দেবতা : সরণ্যু, পূষা, সরস্বতী, জল এবং জল বা সোম। ঋষি : দেবশ্রবা যামায়ন।
ছন্দ : ত্রিষ্টুপ, বৃহতী ও অনুষ্টুপ্]

ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ ॥ ১ ॥
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্যত্তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ ॥ ২ ॥
পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্র বিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ।
স ত্বৈতেভ্যঃ পরি দদৎপিতৃভ্যোঽগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ ॥ ৩ ॥

আয়ুর্বিশ্বায়ুঃ পরি পাসতি ত্বা পূষা ত্বা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ।
যত্রাসতে সুকৃতো যত্র তে যযুস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু ॥ ৪॥
পূষেমা আশা অনু বেদ সর্বাঃ সো অস্মাঁ অভয়তমেন নেষৎ।
স্বস্তিদা আঘৃণিঃ সর্ববীরোঽপ্রযুচ্ছন্ পুর এতু প্রজানন্ ॥ ৫॥
প্রপথে পথামজনিষ্ট পূষা প্রপথে দিবঃ প্রপথে পৃথিব্যাঃ।
উভে অভি প্রিয়তমে সধস্থে আ চ পরা চ চরতি প্রজানন্ ॥ ৬॥
সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে।
সরস্বতীং সুকৃতো অহ্বয়ন্ত সরস্বতী দাশুষে বার্যং দাৎ ॥ ৭॥
সরস্বতি যা সরথং যযাথ স্বধাভির্দেবি পিতৃভির্মদন্তী।
আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়স্বানমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে ॥ ৮॥
সরস্বতীং যাং পিতরো হবন্তে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমাণাঃ।
সহস্রার্ঘমিলো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজমানেষু ধেহি ॥ ৯॥
আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু।
বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি ॥ ১০॥
দ্রপ্সশ্চস্কন্দ প্রথমাঁ অনু দ্যূনিমং চ যোনিমনু যশ্চ পূর্বঃ।
সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তং দ্রপ্সং জুহোম্যনু সপ্ত হোত্রাঃ ॥ ১১॥
যস্তে দ্রপ্সঃ স্কন্দতি যস্তে অংশুর্বাহুচ্যুতো ধিষণায়া উপস্থাৎ।
অধ্বর্যোর্বা পরি বা যঃ পবিত্রাত্তং তে জুহোমি মনসা বষট্কৃতম্ ॥ ১২॥
যস্তে দ্রপ্সঃ স্কন্নো যস্তে অংশুরবশ্চ যঃ পরঃ স্রুচা।
অয়ং দেবো বৃহস্পতিঃ সং তং সিঞ্চতু রাধসে ॥ ১৩॥
পয়স্বতীরোষধয়ঃ পয়স্বন্মামকং বচঃ।
অপাং পয়স্বদিৎ পয়স্তেন মা সহ শুন্ধত ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — ত্বষ্টানামক দেব আপন কন্যা সরণ্যুর বিবাহ দিচ্ছেন, এই উপলক্ষে বিশ্বসংসার এসে উপস্থিত হলো। যমের মাতা যখন বিবাহিতা হ'লেন, তখন মহান্ বিবস্বানের জায়া অদর্শন হ'লেন ॥ ১॥

সেই মৃত্যুরহিত সরণ্যুকে মানবগণের নিকট গোপন করা হলো, তাঁর তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ ক'রে বিবস্বান্‌কে প্রদান করা হলো; তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করলেন এবং সরণ্যু দু'টি যমজ সন্তানকে ত্যাগ করলেন ॥ ২॥

পূষাদেব, যিনি জ্ঞানী, যাঁর পশু নষ্ট হয় না, যিনি ভুবনে রক্ষাকর্তা, তিনি তোমাকে এই স্থান হ'তে উত্তম স্থানে নীত করুন। সেই যে অগ্নি, তিনি তোমাকে ধনদানকারী দেবতাবর্গ ও পিতৃলোকবর্গের নিকট সমর্পণ করুন ॥ ৩॥

বিশ্বসংসারের যিনি জীবনস্বরূপ, সেই পূষাদেব তোমার জীবন রক্ষা করুন। তিনি তোমার

গমনপথের অগ্রভাগে আছেন, তিনি তোমাকে রক্ষা করুন; যে স্থানে পুণ্যবানগণ আছেন, যে স্থানে তাঁরা গমন করেছেন, সেই দেব সবিতা তোমাকে সেই স্থানে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

পূষাদেব এই সমস্ত দিকই জ্ঞাত আছেন; তিনি যেন আমাদের সেই পথ দিয়ে নীত করেন, যে পথে কিছু ভয় নেই। তিনি কল্যাণ দান করেন, তাঁর মূর্তি আলোকবেষ্টিত, তাঁর সঙ্গে সকল বীরপুরুষ উপস্থিত আছে। তিনি আমাদের জানেন, তিনি সাবধান হয়ে আমাদের সম্মুখে আগমন করুন ॥ ৫ ॥

সেই পূষা সকলপথের শ্রেষ্ঠপথে দর্শন দান করলেন, তিনি স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পথে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পথে দর্শন দান করলেন। তাঁর যে দুই প্রেয়সী অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী আছে, যারা একসঙ্গে থাকে, তিনি বিশেষ বুঝে তাদের উভয়েরই মনোরঞ্জন করেন ॥ ৬ ॥

যারা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করে, তারা সরস্বতীকে আরাধনার জন্য আহ্বান করছে; যখন দেবতার যজ্ঞ বিস্তারিতভাবে আরম্ভ হলো, তখন সুকৃতি লোকে সরস্বতীকে আহ্বান করলো। সেই সরস্বতী যেন দাতাব্যক্তির অভিলাষ পূর্ণ করেন ॥ ৭ ॥

হে সরস্বতি! তুমি পিতৃলোকবর্গের সাথে একরথে আগমন করো, তুমি তাঁদের সঙ্গে আমোদ সহকারে যজ্ঞের দ্রব্য সমস্ত ভোগ করো। এসো, এই যজ্ঞে আহ্লাদ করো; আমাদের আরোগ্য ও অন্ন দান করো ॥ ৮ ॥

হে সরস্বতি! পিতৃলোকগণ দক্ষিণ পার্শ্বে আগত হয়ে যজ্ঞস্থান আকীর্ণ ক'রে তোমাকে আহ্বান করছেন। তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে বহুমূল্য ও চমৎকার অন্নরাশি ও প্রচুর অর্থ উৎপাদন ক'রে দাও ॥ ৯ ॥

জলগণ আমাদের জননীস্বরূপা, আমাদের শোধন করুন, এঁরা যেন ঘৃতপ্রবাহে প্রবহমান হচ্ছেন, সেই ঘৃতের দ্বারা আমাদের মলাপনয়ন করুন। এই দেবীগণ সকল পাপকে স্রোতে বাহিত ক'রে নিয়ে গমন করেন। এদের মধ্যে হ'তে আমি শুচি ও পবিত্র হয়ে আগমন করছি ॥ ১০ ॥

দ্রবাত্মক সোমরস অতি সুন্দর দীপ্তিশীল অংশু (আঁস) হ'তে ক্ষরিত হ'লেন; এই স্থানে, আর এর পূর্বতন স্থানে, অর্থাৎ আধারে তিনি ক্ষরিত হ'লেন। আমরা সাতজন হোমকর্তা তুল্যভাবে আধারের মধ্যে বিহারকারী সেই দ্রবাত্মক সোমকে হোম করছি ॥ ১১ ॥

হে সোম! তোমার যে দ্রবাত্মক রস ক্ষরিত হচ্ছে, অথবা তোমার যে অংশু (আঁস) পুরোহিতের হস্ত হ'তে প্রস্তরফলকের নিকট পতিত হয়েছে, কিংবা যা পবিত্রের উপর সংস্থাপিত হয়েছে, সেই সমস্তকে আমি মনে মনে নমস্কারপূর্বক হোম করছি ॥ ১২ ॥

তোমার যে রস বহিষ্কৃত হয়েছে এবং তোমার যে অংশু স্রুকনামক পাত্রের নিম্নে পতিত হয়েছে, এই দেব বৃহস্পতি তা সেচন করুন, তাতে আমাদের ধনলাভ হবে ॥ ১৩ ॥

উদ্ভিজ্জবর্গ দুগ্ধতুল্য রসে পরিপূর্ণ, আমার স্তুতিবাক্য রসময় দুগ্ধের সাররসপূর্ণ, এই সমস্ত বস্তুর দ্বারা আমাকে শোধন করো ॥ ১৪ ॥

টীকা — এই সূক্তের ১ ও ২ দুটি প্রসিদ্ধ ঋক্। এই ঋক্ দুটিতে অশ্বিদ্বয় ও যম ও যমীর জন্মকথা বিবৃত হয়েছে। যতদূর বোঝা যায়, এর অর্থ এই যে, সরণ্যু অর্থাৎ ঊষা, বিবস্বান্ অর্থাৎ আকাশকে আলিঙ্গন করলেন এবং অশ্বিদ্বয় অর্থাৎ প্রভাতকে জন্মদান ক'রে অদৃশ্য হ'লেন। ইতিপূর্বে অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র ১ মণ্ডলে বলেছেন—প্রকৃতির কোন্ দৃশ্যকে অশ্বিদ্বয় নাম দিয়ে প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা করতেন? যাস্কের নিজের অভিমত অনুসারে যত দূর বোঝা যায়, বোধহয় অর্ধরাত্রির পর ও

প্রাতঃকালের পূর্বে যে আলোক ও অন্ধকারে বিজড়িত থাকে তা-ই অশ্বিদ্বয়।...উষার পূর্বে মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যদি যমজদেব ব'লে উপাসিত হ'লেন, তবে তাঁদের অশ্বী নাম দেওয়া হলো কেন? এটি একটি বৈদিক উপমা মাত্র। সূর্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, উষার আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সেইজন্য সেই আলোক বা সূর্যরশ্মি সমূহকে ঋগ্বেদে সর্বদাই অশ্ব ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সূর্য ও উষাকে অশ্বযুক্ত ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে। অশ্বিন্ শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত।—গ্রীক দেবী Grynis বেদের সরণ্যুর রূপান্তর মাত্র এবং সরণ্যু যেমন অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিয়েছিলেন, গ্রীক দেবী Grynis তেমন Areion এবং Depoina নামক যমজকে জন্ম দিয়েছিলেন। (অশ্বিদ্বয় ও যম সম্পর্কে পৌরাণিক উপাখ্যান মৎপ্রণীত 'পুরাণী-প্রজ্ঞা' গ্রন্থে 'সরণ্যু ও বিবস্বান'-এ বর্ণিত আছে)॥

◆ ◆

— ১৮ সূক্ত —

[দেবতা : মৃত্যু, ধাতা, ত্বষ্টা, পিতৃমেধ বা প্রজাপতি। ঋষি : সংকুসুক।
ছন্দ : ত্রিষ্টুপ, প্রস্তারপংক্তি, জগতী, অনুষ্টুপ]

পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং যস্তে স্ব ইতরো দেবয়ানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ ॥ ১॥
মৃত্যোঃ পদং যোপয়ন্তো যদৈত দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ।
আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ২॥
ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রন্নভূদ্ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য।
প্রাঞ্চো অগাম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ৩॥
ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতম্।
শতং জীবন্তু শরদঃ পুরূচীরন্তর্মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥ ৪॥
যথাহান্যনুপূর্বং ভবন্তি যথ ঋতব ঋতুভির্যন্তি সাধু।
যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ূংষি কল্পয়ৈষাম্ ॥ ৫॥
আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা অনুপূর্বম্ যতমানা যতি ষ্ঠ।
ইহ ত্বষ্টা সুজনিমা সজোষা দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসে বঃ ॥ ৬॥
ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্ত।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্ত জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭॥
উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥ ৮॥
ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাস্মে ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়।
অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম ॥ ৯॥

উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাম্।
ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নির্ঋতেরুপস্থাৎ ॥ ১০॥
উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥ ১১॥
উচ্ছ্বঞ্চমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ন্তাম্।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র ॥ ১২॥
উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎপরীমং লোগং নিদধন্মো অহং রিষম্।
এতাং স্থূণাং পিতরো ধারয়ন্তু তেঽত্রা যমঃ সাদনা তে মিনোতু ॥ ১৩॥
প্রতীচীনে মামহনীষ্বাঃ পর্ণমিবা দধুঃ।
প্রতীচীং জগ্রভা বাচমশ্বং রশনয়া যথা ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — হে মৃত্যু! তুমি আর এক পথে প্রতিগমন করো, দেবলোকে গমনের যে পথ, তা ত্যাগ ক'রে অন্য পথে গমন করো। তোমার চক্ষু আছে, তুমি শ্রবণ করতে পারো, সেইজন্য তোমাকে বলছি। আমাদের সন্তানসন্ততি, বা লোকজনকে হিংসা করো না ॥ ১ ॥

তোমরা মৃত্যুর পথ পরিত্যাগ ক'রে গমন করো, তাহ'লে উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হবে; তোমাদের গৃহ, সন্তানসন্ততি ও ধনে পূর্ণ হবে; তোমরা শুদ্ধ, পবিত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী হও ॥ ২ ॥

এইসকল ব্যক্তি জীবিত আছে, এরা মৃতগণের নিকট প্রত্যাগমন করেছে, আমাদের যজ্ঞ অদ্য কল্যাণকর হয়েছে। আমরা প্রকৃষ্টভাবে নৃত্য ও হাস্য ক'রে থাকি, আমরা উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়েছি ॥ ৩ ॥

যারা জীবিত আছে, তাদের চতুর্দিকে এই বেষ্টন প্রদান করছি, এতে মৃত্যুকে রোধ করা হবে। এদের মধ্যে আর কেউ যেন এই অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত না হয়। এরা শত বৎসর জীবিত থাকুক। মৃত্যু যেন এই পর্বতের দ্বারা রুদ্ধ হয়ে নিকটে না আগমন করতে পারে ॥ ৪ ॥

যেমন পরে পরে দিনসকল গমন করে, যেমন ঋতুর পর ঋতু অবাধে চালিত হয়ে যায়, যেমন যে শেষে আগত হয়েছে, সে অগ্রে মরে না। হে বিধাতঃ! এদের আয়ু এমন করো ॥ ৫ ॥

তোমরা জরার দ্বারা আচ্ছন্ন হও, দীর্ঘপরমায়ুর উপর আরোহণ করো। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিয়মে অগ্রপশ্চাৎ হয়ে কর্মকার্য সম্পন্ন করো। এই স্থানে সুজন্মা ত্বষ্টাদেব তোমাদের সাথে একত্র হয়ে তোমাদের দীর্ঘ আয়ু ক'রে দিচ্ছেন, তাহ'লেই তোমরা জীবিত থাকবে ॥ ৬ ॥

এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না ক'রে, মনোমত পতি লাভ ক'রে অঞ্জন ও ঘৃতের সাথে গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না ক'রে, রোগে কাতর না হয়ে উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ ক'রে সর্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন ॥ ৭ ॥

হে নারী! সংসারের দিকে প্রত্যাগমন করো, গাত্রোত্থান করো, তুমি যাঁর নিকট শয়ন করতে গমন করছো, তিনি গতাসু অর্থাৎ মৃত হয়েছেন। চ'লে এসো। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ ক'রে গর্ভাধান করেছিলেন, সেই পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল, সকলই তোমার করা হয়েছে ॥ ৮ ॥

মৃত ব্যক্তির হস্ত হ'তে ধনু গ্রহণ করলাম, এতে আমাদের তেজ ও বল লাভ হবে। হে মৃত!

তুমি এই স্থানেই অবস্থান করো, আমরা অনেক বীরপুরুষের সাথে একত্র হয়ে যাবতীয় আস্পর্ধাকারী শত্রুকে যেন জয় করতে পারি ॥ ৯ ॥

হে মৃত! এই জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকট গমন করো, ইনি সর্বব্যাপিনী, এঁর আকৃতি সুন্দর। ইনি যুবতী স্ত্রীর মতো তোমার পক্ষে যেন রাশীকৃত মেষলোমের মতো কোমল স্পর্শ হন। তুমি দক্ষিণা দান অর্থাৎ যজ্ঞ করেছো, ইনি নিঋতি হ'তে তোমাকে রক্ষা করেন ॥ ১০ ॥

হে পৃথিবি! তুমি এই মৃতকে উন্নত ক'রে রক্ষা করো, এঁকে পীড়া প্রদান করো না। এঁকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন প্রদান করো। যেমন মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, সেইরকম তুমি একে আচ্ছাদন করো ॥ ১১ ॥

পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হয়ে উত্তমভাবে অবস্থিতি করুন। সহস্রধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তা'রা এর পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহের স্বরূপ হোক, প্রতিদিন এই স্থানে তা'রা এর আশ্রয়স্থানস্বরূপ হোক ॥ ১২ ॥

তোমার উপর পৃথিবীকে উত্তম্ভিত ক'রে রাখছি; তোমার উপর এই একটি লোষ্ট্র অর্পণ করছি, তাতে মৃত্তিকা তোমার মধ্যে প্রবেশ ক'রে তোমাকে নষ্ট করতে পারবে না। এই স্থূনা অর্থাৎ খুঁটিকে পিতৃলোকগণ ধারণ করুন। যম এই স্থানে তোমার বাসস্থান নিরূপণ ক'রে দিন ॥ ১৩ ॥

যেমন বাণের উপর পর্ণ বক্রভাবে সংস্থাপন করে, সেইরকম আমি এই বক্র অর্থাৎ ক্লেশকর দিবসে অর্পিত হলাম। যেমন ঘোটককে রশ্মির দ্বারা রুদ্ধ করে, সেই রকম আমি দুঃখের বাক্য রুদ্ধ ক'রে রাখলাম ॥ ১৪ ॥

টীকা — মূলে ৭ ঋকের শেষে এই শব্দগুলি আছে, 'আরো হন্তু জনয়ঃ যোনিং অগ্রে।' শেষ শব্দটির একটি বিস্ময়কর ইতিহাস আছে। ঋগ্বেদে সতীদাহের উল্লেখ নেই। কিন্তু 'অগ্রে' শব্দের পরিবর্তে 'অগ্নেঃ' শব্দ পাঠ ক'রে আধুনিক পণ্ডিতগণ সতীদাহ প্রথা বেদসম্মত, এমন বিবেচনা করেছিলেন। তাঁদের ভ্রম এখন সংশোধিত হয়েছে ॥ ৮ ঋকে মৃতব্যক্তির বিধবার প্রতি শ্মশানে প্রবোধবাক্য, সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না তা' প্রমাণিত হচ্ছে ॥ ১০, ১১, ১২ এই তিন ঋকের, সায়ণের মতে, তাৎপর্য এই যে, যখন মৃতব্যক্তিকে দাহ ক'রে তার অস্থি সঞ্চয় করা হয়, তখন ঐ ঋক্ কয়েকটি পাঠ করা হয়; কিন্তু মূলে অস্থির উল্লেখ নেই। ঋক্‌গুলি পাঠ করলে বোধ হয় যেন মৃতব্যক্তির শরীরই মৃত্তিকার নীচে স্থাপন করা হতো ॥

◆ ◆

— ১৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি ও সোম এবং গাভী। ঋষি : মথিত। ছন্দ : অনুষ্টুপ, গায়ত্রী]

নি বর্তধ্বং মানু গাতাস্মান্ত্‌সিষক্ত রেবতীঃ।
অগ্নীষোমা পুনর্বসূ অস্মে ধারয়তং রয়িম্ ॥ ১ ॥
পুনরেনা নি বর্তয় পুনরেনা ন্যা কুরু।
ইন্দ্র এণা নি যচ্ছত্বগ্নিরেনা উপাজতু ॥ ২ ॥

পুনরেতা নি বর্তন্তামস্মিন্ পুষ্যন্তু গোপতৌ।
ইহৈবাগ্নে নি ধারয়েহ তিষ্ঠতু যা রয়িঃ ॥ ৩॥
যন্নিয়ানং ন্যয়নং সংজ্ঞানং যৎ পরায়ণম্।
আবর্তনং নিবর্তনং যো গোপা অপি তং হুবে ॥ ৪॥
য উদানড্‌ব্যয়নং য উদানট্‌পরায়ণম্।
আবর্তনং নিবর্তনমপি গোপা নি বর্ততাম্ ॥ ৫॥
আ নিবর্ত নি বর্তয় পুনর্ন ইন্দ্র গা দেহি।
জীবাভির্ভুনজামহৈ ॥ ৬॥
পরি বো বিশ্বতো দধ ঊর্জা ঘৃতেন পয়সা।
যে দেবাঃ কে চ যজ্ঞিয়াস্তে রয্যা সং সৃজন্তু নঃ ॥ ৭॥
আ নিবর্তন বর্তয় নি নিবর্তন বর্তয়।
ভূম্যাশ্চতস্রঃ প্রদিশস্তাভ্য এনা নি বর্তয় ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে গাভীগণ। তোমরা প্রতিগমন করো, আমাদের পশ্চাৎ আগমন করো না। হে বহুমূল্য গাভীগণ। আমাদের দুগ্ধ দান করা হয়েছে। পুনঃ পুনঃ ধনদানকর্তা অগ্নি ও সোম আমাদের যেন ধন দান করেন ॥ ১॥

আবার এই গাভীগণকে ফিরিয়ে দাও, আবার এই গাভীগণকে নিয়ে আগত হও। ইন্দ্র যেন এদের রুদ্ধ করেন, অগ্নি যেন তাড়না ক'রে নিয়ে আগত হন ॥ ২॥

আবার এরা প্রত্যাগত হোক ও এই গাভীগণের প্রভুর নিকটে গমন ক'রে বর্ধিষ্ণু হোক। হে অগ্নি। এই গাভীগণকে এই স্থানেই রক্ষা করো, এরা ধনস্বরূপ, এই স্থানেই এরা অবস্থান করুক ॥৩॥

যিনি গোপা অর্থাৎ রাখাল, তাঁকে আমি আহ্বান করছি, তিনি এই গাভীদের বহিষ্কৃত ক'রে নিয়ে গমন করুন, গোষ্ঠে চারণ করুন, চিনে চিনে গ্রহণ করুন, বাটীতে ফিরিয়ে আনয়ন করুন, ইতস্ততঃ চতুর্দিকে বিচরণ করিয়ে দিন ॥ ৪॥

যে রাখাল চতুর্দিকে গাভীর অন্বেষণ করে, বাটীতে ফিরিয়ে আনয়ন করে; ইতস্ততঃ বিচরণ করায়, সে যেন নিরুপদ্রবে বাটীতে প্রত্যাগমন করে ॥ ৫॥

হে ইন্দ্র। তুমি প্রত্যাবর্তন করো, গাভীগণকে ফিরিয়ে আনয়ন ক'রে দাও। আমরা যেন জীবন্ত গাভীগণের দুগ্ধ ইত্যাদি ভোগ করতে পারি ॥৬॥

হে দেবতাবর্গ। প্রচুর অন্ন, ঘৃত ও দুগ্ধ তোমাদের সর্বদা নিবেদন পূর্বক প্রদান ক'রে থাকি। অতএব, যে কেউ যজ্ঞভাগগ্রহণকারী দেবতা থাকুন, তাঁরা আমাদের ধন দান করুন ॥ ৭॥

হে নিবর্তন। অর্থাৎ হে গোচারণকারী পুরুষ। গাভীগণকে চতুর্দিকে বিচরণ করাও এবং ফিরিয়ে নিয়ে আগত হও। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং চতুর্দিকে বিচরণ করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আগত হও ॥৮॥

টীকা — এই সূক্তে গাভীচারণের কথা আছে।

◆ ◆

— ২০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিমদ অথবা বসুকৃৎ। ছন্দ : একপদা, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, বিরাট্, ত্রিষ্টুপ্]

ভদ্রং নো অপি বাতয় মনঃ ॥ ১॥
অগ্নিমীলে ভুজাং যবিষ্ঠং শাসা মিত্রং দুর্ধরীতুম্।
যস্য ধর্মন্ত্স্বরেনীঃ সপর্যন্তি মাতুরূধঃ ॥ ২॥
যমাসা কৃপনীলং ভাসাকেতুং বর্ধয়ন্তি। ভ্রাজতে শ্রেণিদন্ ॥ ৩॥
অর্যো বিশাং গাতুরেতি প্র যদানড়্দিবো অন্তান্। কবিরভ্রং দীদ্যানঃ ॥ ৪॥
জুষদ্ধব্যা মানুষস্যোর্ধ্বস্তস্থাবৃভ্বা যজ্ঞে। মিন্বন্ত্সদ্ম পুর এতি ॥ ৫॥
স হি ক্ষেমো হবির্যজ্ঞঃ শ্রুষ্টীদস্য গাতুরেতি। অগ্নিং দেবা বাশীমন্তম্ ॥ ৬॥
যজ্ঞাসাহং দুব ইষেঽগ্নিং পূর্বস্য শেবস্য। অদ্রেঃ সূনুমায়ুমাহুঃ ॥ ৭॥
নরো যে কে চাস্মদা বিশ্বেত্তে বাম আ স্যুঃ। অগ্নিং হবিষা বর্ধন্তঃ ॥ ৮॥
কৃষ্ণঃ শ্বেতোঽরুষো যামো অস্য ব্রধ্ন ঋজ্র উত শোণো যশস্বান্।
হিরণ্যরূপং জনিতা জজান ॥ ৯॥
এবা তে অগ্নে বিমদো মনীষামূর্জো নপাদমৃতেভিঃ সজোষাঃ ।
গির আ বক্ষৎসুমতীরিয়ান ইষমূর্জং সুক্ষিতিং বিশ্বমাভাঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! আমাদের মন যাতে উত্তমভাবে স্তব করতে উন্মুখ হয়, তা' করো ॥ ১ ॥

অগ্নিকে স্তব ক'রি, তিনি আহুতি ভোজনকারী দেবতাগণের সর্বকনিষ্ঠ; তাঁর যৌবনের অন্ত নেই; তিনি দুর্ধর্ষ; তিনি সৎকর্ম উপদেশ প্রদানের বন্ধু। যেমন গোবৎসগণ গাভীর দুগ্ধস্থানকে আশ্রয় ক'রে প্রাণ ধারণ করে, স্বর্গগামী এই সমস্ত দেবতা তাঁর ক্রিয়াকলাপকে তেমনি আশ্রয় করে আছেন ॥ ২ ॥

তিনি পুণ্যকর্মসমূহের আধারস্বরূপ; তাঁর দীপ্তিই তাঁর ধ্বজা; স্তবকর্তাবৃন্দ তাঁকে সংবর্ধনা করছে। ইনি পুঞ্জ পুঞ্জ অভিলষিত ফল প্রদান করতে করতে দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ৩ ॥

তিনি লোকবর্গের আশ্রয়স্থান; তিনিই পথস্বরূপ; তিনি প্রজ্বলিত হয়ে আকাশের শেষ সীমা পর্যন্ত ও মেঘ পর্যন্ত বিস্তারিত হ'লেন; তাঁর কার্য কি অদ্ভুত। ॥ ৪ ॥

তিনি মানুষের নিকট হোমের দ্রব্য গ্রহণ করছেন। তিনি যজ্ঞে প্রকাণ্ডমূর্তি ধারণ ক'রে উর্ধ্ব-বিস্তারিত হয়ে উঠলেন। তিনি গৃহ পরিমাপ করতে করতে সম্মুখে আগমন করছেন ॥ ৫ ॥

সেই অগ্নিই মঙ্গলময়, তিনিই হোমের দ্রব্য, তিনিই যজ্ঞ, তাঁর পথ শীঘ্রই অগ্রসর হয়। সেই শব্দায়মান অগ্নির প্রতি দেবতাগণ আগমন করছেন ॥ ৬ ॥

তিনি যজ্ঞ নির্বাহ করতে সমর্থ; পরম সুখ লাভের জন্য তাঁর সেবা করতে ইচ্ছা ক'রি। শাস্ত্রে

বলে, তিনি প্রস্তরের পুত্র এবং জীবনের আধার ॥ ৭ ॥

আমাদের চারিপার্শ্বে যে সকল ব্যক্তি এমন আছেন, যাঁরা আহুতির দ্বারা অগ্নির সংবর্ধনা ক'রে থাকেন, তাঁরা যেন সর্বরকম অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৮ ॥

এই অগ্নির গমনের জন্য যে রথ আছে, তা' কৃষ্ণবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, সরলভাবে গমন করে; তা' রক্তবর্ণও বটে, তা' বহুমূল্য। বিধাতা তা' সুবর্ণতুল্য উজ্জ্বল ক'রে নির্মাণ করেছেন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! তুমি বলের পৌত্র; অক্ষয় ধনে পরিবেষ্টিত; বিমদ নামে ঋষি আপন বুদ্ধি প্রয়োগপূর্বক তোমার এই স্তুতিবাক্যসকল বললেন। তুমি এই সমস্ত উৎকৃষ্ট স্তব প্রাপ্ত হয়ে ধন ও বল ও উত্তম বাসস্থান ও সকল বস্তু বিতরণ করো ॥ ১০ ॥

◆ ◆

— ২১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বিমদ অথবা বসুকৃৎ। ছন্দ : আস্তারপংক্তি]

আগ্নিং ন স্ববৃক্তিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে।
যজ্ঞায় স্তীর্ণবর্হিষে বি বো মদে শীরং পাবকশোচিষং বিবক্ষসে ॥ ১ ॥
ত্বামু তে স্বাভুবঃ শুম্ভন্ত্যশ্বরাধসঃ।
বেতি ত্বামুপসেচনী বি বো মদ ঋজীতিরগ্ন আহুতির্বিবক্ষসে ॥ ২ ॥
ত্বে ধর্মাণ আসতে জুহুভিঃ সিঞ্চতীরিব।
কৃষ্ণা রূপাণ্যর্জুনা বি বো মদে বিশ্বা অধি শ্রিয়ো ধিষে বিবক্ষসে ॥ ৩ ॥
যমগ্নে মন্যসে রয়িং সহসাবন্নমর্ত্য।
তমা নো বাজসাতয়ে বি বো মদে যজ্ঞেষু চিত্রমা ভরা বিবক্ষসে ॥ ৪ ॥
অগ্নির্জাতো অথর্বণা বিদদ্বিশ্বানি কাব্যা।
ভুবদ্দূতো বিবস্বতো বি বো মদে প্রিয়ো যমস্য কাম্যো বিবক্ষসে ॥ ৫ ॥
ত্বাং যজ্ঞেষ্বীলতেঽগ্নে প্রযত্যধ্বরে।
ত্বং বসূনি কাম্যা বি বো মদে বিশ্বা দধাসি দাশুষে বিবক্ষসে ॥ ৬ ॥
ত্বাং যজ্ঞেষ্বৃত্বিজং চারুমগ্নে নি ষেদিরে।
ঘৃতপ্রতীকং মনুষো বি বো মদে শুক্রং চেতিষ্ঠমক্ষভির্বিবক্ষসে ॥ ৭ ॥
অগ্নে শুক্রেণ শোচিষোরু প্রথয়সে বৃহৎ।
অভিক্রন্দন্বৃষায়সে বি বো মদে গর্ভং দধাসি জামিষু বিবক্ষসে ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! তুমি দেবতাবর্গের আহ্বানকর্তা; স্বরচিত এই সমস্ত স্তবের দ্বারা তোমাকে

আহ্বান করছি। যজ্ঞের কুশবিস্তার করা হয়েছে। তোমার যে শির, অর্থাৎ মৃত্তিকাস্পর্শকারী পবিত্রতাজনক শিখা আছে, তা তুমি বিমদের প্রতি প্রেরণ করো ॥ ১ ॥

হে অগ্নি যারা তোমাকে সুশোভিত করে, তা'রা বর্দ্ধিষ্ণু হয় এবং বিস্তর যৌতক প্রাপ্ত হয়। এই সরলগামী রসসেকস্কারী আহুতি তোমাতে গমন করছে। আমি বিমদ, আমার জন্য বৃদ্ধি লাভ করছো ॥ ২ ॥

যজ্ঞকর্তাগণ আহুতিপূর্ণ পাত্র গ্রহণ ক'রে, যেন তোমাকে আর্দ্র ক'রে দেবেন, এইরকমে তোমার নিকট উপবেশন করেছেন। তুমি কখনও কৃষ্ণ, কখনও শুভ্র, নানা শোভা ধারণ করছো। আমি বিমদ, আমার জন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ৩ ॥

হে বলশালিন্! হে অমর! যে রকম ধন তোমার ইচ্ছা হয়, সেই সমস্ত নানারকম ধন আনীত ক'রে দাও, তাহ'লে আমরা যজ্ঞের সময় অন্নদান করবো। আমি বিমদ, আমার জন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ৪ ॥

অথর্ব নামক ঋষি অগ্নিকে উৎপন্ন করেছেন, এই অগ্নি সর্বরকম যজ্ঞকার্য জ্ঞাত আছেন। ইনি যজ্ঞকর্তার দূতস্বরূপ হয়ে দেবতাবর্গকে সংবাদ প্রদান করেন। ইনি যমের প্রিয়পাত্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি লাভ করছো ॥ ৫ ॥

যজ্ঞের সময় হোমকার্য আরম্ভ হ'লে, তোমার আরাধনা করা হয়। তুমি দাতাব্যক্তিকে সর্বরকম অভিলষিত ধন বিতরণ করো। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! মানবগণ যজ্ঞের সময় তোমাকে পুরোহিত ক'রে স্থাপন করে; কারণ তুমি পুরোহিতের মতো সুশ্রী, তোমার অবয়ব যেন ঘৃতাক্তের মতো চিক্কণ, তুমি শিখার দ্বারা সকলই জ্ঞাত হ'তে পারো, তোমার মূর্তি শুভ্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! তুমি শ্বেতবর্ণ শিখাসহকারে প্রকাণ্ডমূর্তি ধারণ করো। তুমি বৃষের মতো শব্দ করতে থাকো, তুমি ভগিনীর গর্ভে রস সেক করো। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ৮ ॥

টীকা — শেষ ঋকে সায়ণের মন্তব্য—উদ্ভিজ্জগণ অগ্নির ভগিনী, অগ্নি তাদের গর্ভে বৃষ্টিরূপ জল সেক করেন ॥—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৮৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সহ গৃহীত হয়েছে। যথা,—"অভীষ্টলাভের নিমিত্ত দেবভাবসমূহের উৎপাদক অনুষ্ঠিত সৎকর্মসমূহের দ্বারা সকলরকমে জ্ঞানদেবতার আরাধনা করি; আরও হে জ্ঞানদেব (অগ্নি)! সৎকর্মসাধনজনিত পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্য সর্বব্যাপী পবিত্রতাসাধক সদা সৎকর্মে প্রবর্তক আপনাকে বিশেষভাবে যেন আরাধনা করি।" (ভাব এই যে,—কৃপা ক'রে আমাদের সৎকর্মের সাধন-সামর্থ্য ও পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [অগ্নি—ভগবানের জ্ঞানরূপ বিভূতি। জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হয়। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানই কৃপা ক'রে মানুষকে জ্ঞানদান করেন। সেই জ্ঞানে যে আনন্দলাভ হয়, সেটাও তাঁরই বিধান। তবে ঈশ্বর যাকে-তাকে এই পরমধন জ্ঞান দান করেন না। একমাত্র সৎকর্ম সাধনকারী সাধকই তা লাভ করেন]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ২২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিমদ অথবা বসুকৃৎ। ছন্দ : পুরস্তাদ্বৃহতী, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ]

কুহ শ্রুত ইন্দ্রঃ কস্মিন্নদ্য জনে মিত্রো ন শ্রূয়তে।
ঋষীণাং বা যঃ ক্ষয়ে গুহা বা চর্কৃষে গিরা ॥ ১॥
ইহ শ্রুত ইন্দ্রো অস্মে অদ্য স্তবে বজ্র্যৃচীষমঃ।
মিত্রো ন যো জনেষ্বা যশশ্চক্রে অসাম্যা ॥ ২॥
মহো যস্পতিঃ শবসো অসাম্যা মহো নৃম্ণস্য তূতুজিঃ।
ভর্তা বজ্রস্য ধৃষ্ণোঃ পিতা পুত্রমিব প্রিয়ম্ ॥ ৩॥
যুজানো অশ্বা বাতস্য ধুনী দেবো দেবস্য বজ্রিবঃ।
স্যন্তা পথা বিরুক্মতা সৃজানঃ স্তোষ্যধ্বনঃ ॥ ৪॥
ত্বং ত্যা চিদ্বাতস্যাশ্বাগা ঋজ্রা ত্মনা বহধ্যৈ।
যয়োর্দেবো ন মর্ত্যো যন্তা নকির্বিদায্যঃ ॥ ৫॥
অধ গ্মন্তোশনা পৃচ্ছতে বাং কদর্থা ন আ গৃহম্।
আ জগ্মথুঃ পরাকাদ্দিবশ্চ গ্মশ্চ মর্ত্যম্ ॥ ৬॥
আ ন ইন্দ্র পৃক্ষসেঽস্মাকং ব্রহ্মোদ্যতম্।
তত্ত্বা যাচামহেঽবঃ শুষ্ণং যদ্ধন্নমানুষম্ ॥ ৭॥
অকর্মা দস্যুরভি নো অমন্তুরন্যব্রতো অমানুষঃ।
ত্বং তস্যামিত্রহন্বধর্দাসস্য দম্ভয় ॥ ৮॥
ত্বং ন ইন্দ্র শূর শূরৈরুত ত্বোতাসো বর্হণা।
পুরুত্রা তে বি পূর্তয়ো নবন্ত ক্ষোণয়ো যথা ॥ ৯॥
ত্বং তান্বৃত্রহত্যে চোদয়ো নৄন্কার্পাণে শূর বজ্রিবঃ।
গুহা যদী কবীনাং বিশাং নক্ষত্রশবসাম্ ॥ ১০॥
মক্ষূ তা ত ইন্দ্র দানাপ্নস আক্ষাণে শূর বজ্রিবঃ।
যদ্ধ শুষ্ণস্য দম্ভয়ো জাতং বিশ্বং সযাবভিঃ ॥ ১১॥
মাকুধ্র্যগিন্দ্র শূর বস্বীরস্মে ভূবন্নভিষ্টয়ঃ।
বয়ং বয়ং ত আসাং সুম্নে স্যাম বজ্রিবঃ ॥ ১২॥
অস্মে তা ত ইন্দ্র সন্তু সত্যাহিংসন্তীরুপস্পৃহ।
বিদ্যাম যাসাং ভুজো ধেনূনাং ন বজ্রিবঃ ॥ ১৩॥

অহস্তা যদপদী বর্ধত ক্ষাঃ শচীভির্বেদ্যানাম্।
শুষ্ণং পরি প্রদক্ষিণিদ্বিশ্বায়বে নি শিশ্নথঃ ॥ ১৪॥
পিবাপিবেদিন্দ্র শূর সোমং মা রিষণ্যো বসবান বসুঃ সন্।
উত ত্রায়স্ব গৃণতো মঘোনা মহশ্চ রায়ো রেবতস্কৃধী নঃ ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — অদ্য ইন্দ্র কোথায় আছেন, শ্রুত হয়? অদ্য তিনি কোন্ ব্যক্তির নিকট বন্ধুর মতো হয়েছেন, শ্রুত হয়? তিনি কি ঋষিগণের ভবনে, অথবা কোন নিভৃতস্থানে স্তবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন? ॥ ১॥

ইন্দ্র অদ্য এইস্থানে আগমন করছেন, শ্রুত হচ্ছে। সেই বজ্রধারী স্তবযোগ্য ইন্দ্রকে আমি স্তব করছি। তিনি ভক্তগণের বন্ধুর মতো অসাধারণ অর্থাৎ প্রচুর অন্ন আহরণ ক'রে প্রদান করেন ॥ ২॥

সেই ইন্দ্র অতুল বলের অধিকারী; তাঁর তুলনা নেই; তিনি প্রচুর ধন প্রদান ক'রে থাকেন। পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরকম আমাদের রক্ষা করবার জন্য তিনি দুর্ধর্ষ বজ্র ধারণ করেন ॥ ৩॥

হে বজ্রধারী দেব! বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী দুই অশ্ব রথে যোজনা ক'রে উজ্জ্বল পথে সেই দুই ঘোটককে প্রেরণ করতে থাকো, যুদ্ধের পথ তুমিই সৃষ্টি করো, অর্থাৎ দেখিয়ে দাও। তখন তোমাকে স্তব করা হয় ॥ ৪॥

সেই দুই অশ্বের চালনা করতে পটু, এমন কোনো দেবতা, বা মানুষ নেই। তুমি নিজেই সেই বায়ুতুল্য বেগশালী দুই ঘোটককে চালিত ক'রে আমাদের নিকট আগত হয়ে থাকো ॥ ৫॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা এখন বিদায় গ্রহণ করছো, উশনা তোমাদের বিদায়ের সম্ভাষণ করছেন। তোমরা সেই দূরস্থিত স্বর্গধাম হ'তে মানুষের নিকট আগমন করেছো এবং আগমনের সময় পৃথিবীর কত অংশ অতিক্রম করেছো, তাতে তোমাদের কি বা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে, কেবল আমাদের অনুগ্রহের জন্যই আগমন করেছো ॥ ৬॥

হে ইন্দ্র! আমরা এই যজ্ঞের সামগ্রী প্রস্তুত করেছি, যতক্ষণ না তৃপ্তি হয়, ভক্ষণ করো। আমরা তোমার নিকট অন্ন প্রার্থনা ক'রি এবং এইরকম বল প্রার্থনা ক'রি, যার দ্বারা অমানুষ অর্থাৎ রাক্ষস প্রভৃতিকে নিধন করতে পারি ॥ ৭॥

আমাদের চতুর্দিকে দস্যু জাতি আছে, তা'রা যজ্ঞকর্ম করে না, তা'রা কিছু মান্য করে না, তাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তা'রা মানুষের মধ্যেই নয়। হে শত্রুসংহারকারী! তাদের নিধন করো। সেই দাসজাতিকে হিংসা করো ॥ ৮॥

হে শূর ইন্দ্র! তুমি শূরবর্গের সঙ্গে আমাদের রক্ষা করো। তোমার নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হয়ে আমরা যেন বিপক্ষ সংহার ক'রি, যেমন সেবকগণ প্রভুকে বেষ্টন করে, সেইরকম তোমার প্রদত্ত প্রচুর বস্তুর দ্বারা আমরা যেন বেষ্টিত হই ॥ ৯॥

হে বজ্রধারী! যখন কবিগণ বুদ্ধিবলে নক্ষত্রলোকবাসী দেবতাবৃন্দের উদ্দেশে স্তব রচনা করেন, তখন তুমি বৃত্রকে বধ করবার জন্য তরবারির দ্বারা যুদ্ধ করাতে, সেইসকল ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলে ॥ ১০॥

হে বজ্রধারী ইন্দ্র! দান করাই তোমার কর্ম। যুদ্ধস্থলে অতিশীঘ্র শীঘ্রই তুমি তোমার কর্ম সম্পন্ন করো। তুমি সহগামী লোকগণের সঙ্গে শুষ্ণের বংশসকল ধ্বংস করেছো ॥ ১১॥

হে শূর ইন্দ্র! আমাদের এই সমস্ত মহতী বাসনা যেন বৃথা না হয়। হে বজ্রধারী! আমাদের পক্ষে সেইসকল বাসনা যেন ফলবতী হয়ে সুখকারী হয় ॥ ১২ ॥

তোমার অনুগ্রহ যেন আমাদের পক্ষে সফল হয়, যেন আমাদের হিংসা না হয়; যেমন গাভীর দুগ্ধ ইত্যাদি লোকে ভোগ করে, সেইরকম আমরা যেন তোমার অনুগ্রহের ফল ভোগ করি ॥ ১৩ ॥

দেবতাবর্গের ক্রিয়ার দ্বারা এই পৃথিবী হস্তপদবিহীন হয়ে চতুর্দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে চতুর্দিকে গমনপূর্বক তুমি শুষ্ণ নামক অসুরকে হিংসা করেছো ॥ ১৪ ॥

হে শূর ইন্দ্র! সোমরস পান করো, পান করো। তুমি ধনবান্, তুমি ধনস্বরূপ, তুমি আমাদের হিংসা করো না। যজ্ঞকর্তা, স্তবকর্তা ব্যক্তিগণকে রক্ষা করো। আমাদের প্রচুর ধনে ধনী করো ॥ ১৫ ॥

টীকা — ৮ ঋকে অনার্য বর্বর জাতিগণের স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের 'অকর্মা অমন্তুঃ অন্যব্রতঃ অমানুষঃ' বলা হয়েছে॥—আমাদের মতে এই সূক্তেও 'সোম' অর্থে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, ভক্তের অন্তরের ভক্তিসুধা।

◆ ◆

— ২৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিমদ অথবা বসুকৃৎ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অভিসারিণী]

যজামহ ইন্দ্রং বজ্রদক্ষিণং হরীণাং রথ্যং বিব্রতানাম্।
প্র শ্মশ্রু দোধুবদূর্ধ্বথা ভূদ্বি সেনাভির্দয়মানো বি রাধসা ॥ ১ ॥
হরী ন্বস্য বনে বিদে বস্বিন্দ্রো মঘৈর্মঘবা বৃত্রহা ভুবৎ।
ঋভুর্বাজ ঋভুক্ষাঃ পত্যতে শবোহব ক্ষ্ণৌমি দাসস্য নাম চিৎ ॥ ২ ॥
যদা বজ্রং হিরণ্যমিদথা রথং হরী যমস্য বহতো বি সূরিভিঃ।
আ তিষ্ঠতি মঘবা সনশ্রুত ইন্দ্রো বাজস্য দীর্ঘশ্রবসস্পতিঃ ॥ ৩ ॥
সো চিন্নু বৃষ্টির্যূথ্যাস্বা সচাঁ ইন্দ্রঃ শ্মশ্রূণি হরিতাভি প্রুষ্ণুতে।
অব বেতি সুক্ষয়ং সুতে মধূদিদ্ধূনোতি বাতো যথা বনম্ ॥ ৪ ॥
যো বাচা বিবাচো মৃধ্রবাচঃ পুরূ সহস্রাশিবা জঘান।
তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসি পিতেব যস্তবিষীং বাবৃধে শবঃ ॥ ৫ ॥
স্তোমং ত ইন্দ্র বিমদা অজীজনন্নপূর্ব্যং পুরুতমং সুদানবে।
বিদ্মা হ্যস্য ভোজনমিনস্য যদা পশুং ন গোপাঃ করামহে ॥ ৬ ॥
মাকির্ন এনা সখ্যা বি যৌষুস্তব চেন্দ্র বিমদস্য চ ঋষেঃ।
বিদ্মা হি তে প্রমতিং দেব জামিবদস্মে তে সন্তু সখ্যা শিবানি ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — যে ইন্দ্র নানারকম কর্মে পটু হরিতবর্ণ ঘোটকগণকে রথে যোজনা করেন, যাঁর দক্ষিণহস্তে বজ্র আছে, তাঁকে পূজা ক'রি। তিনি আপন শ্মশ্রু কম্পমান ক'রে বিস্তর সেনা ও অস্ত্র সহ বিপক্ষ সংহার করতে উর্ধ্বে গমন করলেন ॥ ১ ॥

এই ইন্দ্রের হরিতবর্ণ যে দুই ঘোটক বনের মধ্যে উত্তম ঘাস ভক্ষণ করেছে, ইনি তাদের নিয়ে বিস্তর ধনে ধনবান্ হয়ে বৃত্রকে নষ্ট করলেন। ইনি প্রকাণ্ডমূর্তি, বলবান্ ও দীপ্তিশীল। ইনি ধনের অধিপতি। আমি দাস অর্থাৎ দস্যুজাতির নাম পর্যন্ত উঠিয়ে দিচ্ছি ॥ ২ ॥

যখন ইন্দ্র সুবর্ণময় বজ্র ধারণ করেন, তখন তিনি সেই রথে বিদ্বান লোকগণের সঙ্গে আরোহণ করেন, যে রথ হরিতবর্ণ দুই ঘোটক বহন করে। ইনি চিরবিখ্যাত ধনবান, ইনি সর্বজনবিদিত অন্নরাশির অধিপতি ॥ ৩ ॥

যেমন বৃষ্টি পশুযূথকে আর্দ্র করে, সেইরকম ইন্দ্র হরিতবর্ণ সোমরসের দ্বারা আপন শ্মশ্রু আর্দ্র করেছেন। পরে তিনি সুশোভন যজ্ঞগৃহে গমন করছেন, সেখানে যে মধুময় সোমরস প্রস্তুত রয়েছে, তা' পান ক'রে যেভাবে বায়ু বনকে আন্দোলন করে, নিজের শ্মশ্রুসমূহ সেইভাবে সঞ্চালন করছেন ॥ ৪ ॥

শত্রুবর্গ নানা বাক্য উচ্চারণ করছিল, ইন্দ্র আপন বাক্যমাত্রের দ্বারা তাদের নীরব ক'রে সহস্র বিপক্ষ সংহার করলেন। পিতা যেমন অন্ন প্রদান ক'রে পুত্রকে বলিষ্ঠ করেন, সেইরকম তিনি লোকবর্গকে বলিষ্ঠ করেন। আমরা সেই ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা কীর্তন ক'রি ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! বিমদবংশীয়গণ তোমাকে বিশেষ বদান্য জ্ঞাত হয়ে তোমার উদ্দেশে অতি চমৎকার ও অতি বিস্তারিত স্তব রচনা করেছেন। এই রাজা ইন্দ্রের তৃপ্তিসাধন কি সামগ্রী তা' আমরা জ্ঞাত আছি। যেমন গোপাল গাভীকে ভোজনের লোভ প্রদর্শন ক'রে নিজের নিকটে আনয়ন করে, সেইরকম আমরাও ইন্দ্রকে আনয়ন করছি ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! তোমাতে আর বিমদ ঋষিতে এই যে সমস্ত বন্ধুত্বের বন্ধন গ্রথিত হয়েছে, তা' যেন শিথিল হয়ে না যায়। হে দেব! ভ্রাতা ও ভগিনীতে যেমন মনের ঐক্য, তেমনি তোমার মনের ঐক্য আমরা জ্ঞাত আছি। আমাদের সঙ্গে তোমার কল্যাণকর বন্ধুত্ব যেন সংঘটন হয় ॥ ৭ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৫৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋকটি প্রাপ্তব্য। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম, যথা,—"বিবিধ সৎকর্মের ও জ্ঞানভক্তির পালয়িতা, অর্থাৎ জ্ঞানভক্তি ও সৎকর্ম-সাধনসামর্থ্য-প্রদাতা রক্ষাস্ত্রধারী বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে আমরা যেন পূজা ক'রি; তিনি ক্ষীয়মান অনিত্যবস্তুসমূহ দূর ক'রে পূর্ণ দেব-মহিমায় আমাদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হোন; বিবেকজ্ঞান প্রভৃতির দ্বারা রিপুগণকে পরাজিত ক'রে প্রার্থনাকারী আমাদের পরমধন প্রদান করুন।" (ভাব এই যে,— আমরা ভগবানকে যেন অনুসরণ করি—সৎপথাবলম্বী হওয়াই ভগবানের অনুসরণ; তিনি আমাদের পরমধন প্রদান করুন—মোক্ষই পরমধন)। [মন্ত্রটির মধ্যে দেবতাকে আহ্বান করার পরই তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করা হয়েছে—'সেনাভিঃ দয়মানঃ বাধসা বি'—তোমার সৈন্যদ্বারা (অন্তর ও বাহিরের) শত্রুদের দূরীভূত করো, আমাদের পরমধন দান করো। ভগবানের সৈন্য যারা পাপ-মোহ ইত্যাদি অসুরগণকে বিনাশ করে। বলা বাহুল্য, জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতিই সেই সৈন্য।—এই মন্ত্রের সমস্যামূলক পদ 'শ্মশ্রু'। ভাষ্যের ভাবে ও প্রচলিত ব্যাখ্যায় তার অর্থ করা হয়েছে—'গোঁপদাড়ি'। ইন্দ্র যেন গোঁপ কাঁপাতে কাঁপাতে বিস্তর সেনা ও অস্ত্র নিয়ে বিপক্ষ সেনা সংহার করতে উর্ধ্বে গমন করছেন। হাস্যকর ভ্রান্তিমূলক এই অর্থের চেয়ে 'শ্মশ্রুভিঃ' পদে 'শ্মশ্রূন, ক্ষীয়মানানি, অনিত্যবস্তূনি' অর্থ গ্রহণই সমীচীন ও নিরুক্তসম্মত]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ২৪ সূক্ত —

[দেবতা : প্রথমে ইন্দ্র এবং পরে অশ্বিদ্বয়। ঋষি : বিমদ। ছন্দ : আস্তারপংক্তি, অনুষ্টুপ্]

ইন্দ্র সোমমিমং পিব মধুমন্তং চমূ সুতম্।
অস্মে রয়িং নি ধারয় বি বো মদে সহস্রিণং পুরূবসো বিবক্ষসে ॥ ১॥
ত্বাং যজ্ঞেভিরুক্থৈরুপ হব্যেভিরীমহে।
শচীপতে শচীনাং বি বো মদে শ্রেষ্ঠং নো ধেহি বার্যং বিবক্ষসে ॥ ২॥
যস্পতির্বার্যাণামসি রধ্রস্য চোদিতা।
ইন্দ্র স্তোতৃণামবিতা বি বো মদে দ্বিষো নঃ পাহ্যংহসো বিবক্ষসে ॥ ৩॥
যুবং শক্রা মায়াবিনা সমীচী নিরমন্থতম্।
বিমদেন যদীলিতা নাসত্যা নিরমন্থতম্ ॥ ৪॥
বিশ্বে দেবা অকৃপন্ত সমীচ্যোর্নিষ্পতন্ত্যোঃ।
নাসত্যাবব্রুবন্দেবাঃ পুনরা বহতাদিতি ॥ ৫॥
মধুমন্মে পরায়ণং মধুমৎ পুনরায়নম্।
তা নো দেবা দেবতয়া যুবং মধুমতস্কৃতম্ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত হয়ে এই সুমধুর সোমরস তোমার জন্য রয়েছে, পান করো। হে প্রভূত ধনশালী! আমাদের সহস্রসংখ্যক প্রচুর ধন অর্পণ করো। বিমদের উদ্দেশে তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ১ ॥

তোমাকে আমরা যজ্ঞীয় সামগ্রীর দ্বারা, স্তবের দ্বারা এবং হোমের বস্তুর দ্বারা আরাধনা করছি। তুমি সকল কর্মের প্রভু, সকল কর্ম সফল ক'রে থাক। অতি উত্তম অভিলষিত বস্তু আমাদের প্রদান করো। বিমদের উদ্দেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ২ ॥

তুমি বিবিধ অভিলষিত বস্তুর স্বামী; তুমি উপাসককে উপাসনাকর্মে প্রেরণ করো। তুমি স্তবকর্তাবর্গের রক্ষাকর্তা, তুমি আমাদের শত্রুর হস্ত হ'তে এবং পাপ হ'তে রক্ষা করো ॥ ৩ ॥

হে কনিষ্ঠ অশ্বিদ্বয়। তোমাদের কার্য অদ্ভুত। তোমরা নাসত্য। যখন বিমদ তোমাদের স্তব করলে তোমরা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ ক'রে অগ্নিমন্থন ক'রে দিলে, তখন দু'জনে একত্র হয়েই একত্র অগ্নিমন্থন ক'রে দিয়েছিলে, পৃথক্, পৃথক্ নয় ॥ ৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! যখন দু'খানি অরণি অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ তোমাদের হস্তে সঞ্চালিত হয়ে একত্র মিলিত হলো এবং অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির করতে লাগলো, তখন সকল দেবতা প্রশংসা করতে লাগলেন। দেবতাগণ অশ্বিদ্বয়কে বলতে লাগলেন—পুনর্বার ঐরকম করো ॥ ৫ ॥

হে অশ্বিদ্বয়। আমার বহির্গমন যেন মধুময় অর্থাৎ প্রীতিকর হয়, আমার পুনরাগমন যেন

সেইরকম মধুময় হয়, অর্থাৎ আমি যেন যখন যেস্থানে গমন করি প্রীতিলাভ করি। হে দেবতাত্রয়! তোমাদের দৈবশক্তির প্রভাবে আমাদের সকল বিষয়ে মধুপূর্ণ অর্থাৎ সন্তুষ্ট করো ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তের 'সোম'-ও, স্বর্গীয় দুর্গাদাসের মতে, ভক্তের অন্তরের ভক্তিসুধা বা শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ॥

◆ ◆

— ২৫ সূক্ত —

[দেবতা : সোম। ঋষি : বিমদ। ছন্দ : আস্তারপংক্তি]

ভদ্রং নো অপি বাতয় মনো দক্ষমুত ক্রতুম্।
অধা তে সখ্যে অন্ধসো বি বো মদে রণন্ গাবো ন যবসে বিবক্ষসে ॥ ১ ॥
হৃদিস্পৃশস্ত আসতে বিশ্বেষু সোম ধামসু।
অধা কামা ইমে মম বি বো মদে বি তিষ্ঠন্তে বসূযবো বিবক্ষসে ॥ ২ ॥
উত ব্রতানি সোম তে প্রাহং মিনামি পাক্যা।
অধা পিতেব সূনবে বি বো মদে মৃলা নো অভি চিদ্বধাদ্বিবক্ষসে ॥ ৩ ॥
সমু প্র যন্তি ধীতয়ঃ সর্গাসোঽবতাঁ ইব।
ক্রতুং নঃ সোম জীবসে বি বো মদে ধারয়া চমসাঁ ইব বিবক্ষসে ॥ ৪ ॥
তব ত্যে সোম শক্তিভির্নিকামাসো ব্যৃণ্বিরে।
গৃৎসস্য ধীরাস্তবসো বি বো মদে ব্রজং গোমন্তমশ্বিনং বিবক্ষসে ॥ ৫ ॥
পশুং নঃ সোম রক্ষসি পুরুত্রা বিষ্ঠিতং জগৎ।
সমাকৃণোষি জীবসে বি বো মদে বিশ্বা সংপশ্যন্ ভুবনা বিবক্ষসে ॥ ৬ ॥
ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো গোপা অদাভ্যো ভব।
সেধ রাজন্নপ স্রিধো বি বো মদে মা নো দুঃশংস ঈশতা বিবক্ষসে ॥ ৭ ॥
ত্বং নঃ সোম সুক্রতুর্বয়োধেয়ায় জাগৃহি।
ক্ষেত্রবিত্তরো মনুষো বি বো মদে দ্রুহো নঃ পাহ্যংহসো বিবক্ষসে ॥ ৮ ॥
ত্বং নো বৃত্রহন্তমেন্দ্রস্যেন্দো শিবঃ সখা।
যৎসীং হবন্তে সমিথে বি বো মদে যুধ্যমানাস্তোকসাতৌ বিবক্ষসে ॥ ৯ ॥
অয়ং ঘ স তুরো মদ ইন্দ্রস্য বর্ধত প্রিয়ঃ।
অয়ং কক্ষীবতো মহো বি বো মদে মতিং বিপ্রস্য বর্ধয়দ্বিবক্ষসে ॥ ১০ ॥
অয়ং বিপ্রায় দাশুষে বাজাঁ ইয়র্তি গোমতঃ।
অয়ং সপ্তভ্য আ বরং বি বো মদে প্রান্ধং শ্রোণং চ তারিষদ্বিবক্ষসে ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — হে সোম! আমাদের মনকে এইরকম উৎকৃষ্টভাবে প্রেরণ করো, যেন সে নিপুণ ও কর্মিষ্ঠ হয়। যেমন গাভীগণ ঘাসের প্রতি রত হয়, সেইরকম অন্নের প্রতি স্তবকর্তাগণ যেন রত হয়। বিমদের প্রতি লক্ষ্য ক'রে তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ১ ॥

হে সোম! পুরোহিতগণ স্তবের দ্বারা তোমার চিত্ত হরণ ক'রে সকল স্থানে উপবেশন করছেন। আর আমার মনে ধনলাভের জন্য নানা কামনা উদয় হচ্ছে। বিমদের জন্য তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ২ ॥

হে সোম! আমার এই পরিণত বুদ্ধির দ্বারা আমি তোমার সকল কার্য পরিমাণ ক'রে দেখছি। যেমন পিতা পুত্রের প্রতি, সেইরকম তুমি আমাদের প্রতি অনুকূল হও। বিপক্ষ সংহার ক'রে আমাদের সুখী করো। বিমদের জন্য তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ৩ ॥

হে সোম! যেমন কলসগুলি জল উত্তোলন করবার জন্য কূপের মধ্যে গমন করে, সেইরকম আমাদের স্তব সমস্ত তোমাতে গমন করছে। আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি এই যজ্ঞকে ধারণ অর্থাৎ সুসম্পাদন করো। যেমন বারিপানে অভিলাষী ব্যক্তি ঘটের নিকট পানপাত্র ধারণ করে, সেইরকম তুমি ধারণ করো ॥ ৪ ॥

বিবিধ ফললাভের অভিলাষী হয়ে সেই সমস্ত ধীর ব্যক্তি অনেকরকম কার্য ক'রে তোমার পরিতোষ করেছেন, কারণ তুমি মহান্, তুমি মেধাবী। অতএব তুমি গাভী ও অশ্বে সমাকীর্ণ গোষ্ঠ আমাদের দান করো ॥ ৫ ॥

হে সোম! আমাদের পশুগণকে রক্ষা করো এবং নানা মূর্তিতে অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ বিশ্বভুবন রক্ষা করো। তুমি আমাদের প্রাণধারণের জন্য সমস্ত ভুবন অন্বেষণ ক'রে জীবনের উপায় আহরণ ক'রে দিয়ে থাক। বিমদের জন্য তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ৬ ॥

হে সোম! তুমি সর্বরকমে আমাদের রক্ষাকর্তস্বরূপ হও। কারণ তুমি দুর্ধর্ষ। হে রাজন্! শত্রুবর্গকে দূর ক'রে দাও। আমাদের নিন্দক যেন আমাদের কিছুই না করতে পারে। বিমদের জন্য তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ৭ ॥

হে সোম! তোমার কার্য অতি সুন্দর। তুমি আমাদের অন্ন আহরণ ক'রে দেবার জন্য সতর্ক থাক। তোমার মতো আমাদের ক্ষেত্র, অর্থাৎ তুমি দান করবার লোক কেউ নেই। আমাদের অনিষ্টকারী লোকের হস্ত হ'তে আমাদের রক্ষা করো এবং পাপ হ'তে ত্রাণ করো। বিমদের জন্য তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ৮ ॥

যখন ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমাদের সন্তানগণকে সেই যুদ্ধে বলিদান প্রদান করতে হয়, যখন যুদ্ধকারী শত্রুবর্গ চতুর্দিক্ হ'তে আমাদের যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে থাকে, তখন, হে সোম! তুমি ইন্দ্রের সহায় হও, তাঁর আপদ্ বিপদ্ রক্ষা কর, কারণ তোমার মতো শত্রু-সংহারকারী কেউ নেই। বিমদের জন্য তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ৯ ॥

সেই সোম স্ফীত হচ্ছেন, ইনি সুরায় মত্ততা উৎপাদন করেন, ইন্দ্র এঁকে প্রীতির সাথে গ্রহণ করেন। ইনি মহাপণ্ডিত, কক্ষীবান্ ঋষির বুদ্ধি স্ফূর্তি করেছিলেন। বিমদের জন্য তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ১০ ॥

ইনি বুদ্ধিমান্ দাতাব্যক্তিকে গাভী ও অশ্ব আনয়ন ক'রে প্রদান করেন; ইনি সপ্ত পুরোহিতকে অভিলষিত বস্তু প্রদান ক'রে দিয়েছেন; ইনি অন্ধ ও পঙ্গুকে তাদের বিপদ্ হ'তে উদ্ধার করেছেন ॥ ১১ ॥

টীকা — ১ মন্ত্রের বক্তব্য—বিমদ ঋষির বহু মন্ত্রে 'বি বঃ মদে বিবক্ষসে' এইরকম এক একটি ধুয়া দৃষ্ট হয়। সায়ণ এইরকম ছন্দ অংশের এক রকম যথা কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু বোধহয় এটি গানের ভণিতার মতো, 'বঃ' শব্দের কোন অর্থ দেখা যায় না। নৃত্য ও গানের সময় যেমন দু'একটি অতিরিক্ত শব্দ বা অক্ষর পাদপূরণস্বরূপ প্রয়োগ হয়, এও সেইরকম বোধ হয়॥ ৫ মন্ত্রের বক্তব্য—পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এখন যেমন জলপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, পূর্বেও সেইরকম ছিল॥—'সোম' সম্বন্ধে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অভিমত পূর্বাপর উন্মেষিত হয়েছে॥—এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৮৬ পৃষ্ঠায় গৃহীত হয়েছে। সেখানে এটির বিশ্লেষণ এইরকম যথা,—"হে দেব! আপনি মহান্ হন; আমাদের প্রকৃষ্ট সৎকর্মসাধনসামর্থ্য ও পরমমঙ্গল প্রদান করুন; অপিচ, জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন শুদ্ধ-অন্তঃকরণে (প্রীত) অধিষ্ঠিত হয়, তেমনই আমাদের মনও সত্ত্বভাবের পরমানন্দে, আপনার সখিত্বলাভে প্রীত হোক।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন, আমরা যেন আপনার পূজাপরায়ণ হই)। [মানুষ জানে যে, সে যতই হীন পতিত হোক না কেন, 'মহতো মহীয়ান্' পরম করুণাময় ভগবান্ তাকে উপেক্ষা করবেন না, ঘৃণা করবেন না। তিনি জগতের সকলকে উদ্ধার করবার জন্য মানুষকে শক্তি ও জ্ঞান প্রদান করেন। তাই সৎকর্ম (ভগবানের নীতি অনুসরণ) করার সামর্থ্য লাভের জন্য সখিত্বের বা বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের উদ্বোধনে এই প্রার্থনা]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ২৬ সূক্ত —

[দেবতা : পূষা। ঋষি : বিমদ। ছন্দ : উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্]

প্র হ্যচ্ছা মনীষাঃ স্পার্হা যন্তি নিযুতঃ।
প্র দস্রা নিযুদ্রথঃ পূষা অবিষ্টু মাহিনঃ ॥ ১॥
যস্য ত্যন্মহিত্বং বাতাপ্যময়ং জনঃ।
বিপ্র আ বংসদ্ধীতিভিশ্চিকেত সুষ্টুতীনাম্ ॥ ২॥
স বেদ সুষ্টুতীনামিন্দুর্ন পূষা বৃষা।
অভি প্সুরঃ প্রুষায়তি ব্রজং ন আ প্রুষায়তি ॥ ৩॥
মংসীমহি ত্বা বয়মস্মাকং দেব পূষন্।
মতীনাং চ সাধনং বিপ্রাণাং চাধবম্ ॥ ৪॥
প্রত্যর্ধির্যজ্ঞানামশ্বহয়ো রথানাম্।
ঋষিঃ স যো মনুর্হিতো বিপ্রস্য যাবয়ৎসখঃ ॥ ৫॥
আধীষমাণায়াঃ পতিঃ শুচায়াশ্চ শুচস্য চ।
বাসোবায়োঽবীনামা বাসাংসি মর্মৃজৎ ॥ ৬॥
ইনো বাজানাং পতিরিনঃ পুষ্টীনাং সখা।
প্র শ্মশ্রু হর্যতো দূধোদ্বি বৃথা যো অদাভ্যঃ ॥ ৭॥

আ তে রথস্য পূষন্নজা ধুরং ববৃত্যুঃ।
বিশ্বস্যার্থিনঃ সখা সনোজা অনপচ্যুতঃ ॥ ৮॥
অস্মাকমূর্জা রথং পূষা অবিষ্টু মাহিনঃ।
ভুবদ্বাজানাং বৃধ ইমং নঃ শৃণবদ্ধবম্ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — উত্তম উত্তম স্তব প্রস্তুত করা হয়েছে, সেই সকল স্তব পূষাদেবের প্রতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। অতএব, সেই মহীয়ান্ সর্বদা রথ যোজনাপূর্বক আগত হয়ে দু'জন দাতাকে, অর্থাৎ যজমান ও তাঁর বনিতাকে রক্ষা করুন ॥ ১॥

এই মেধাবী যজমানব্যক্তি, পূষাদেবের মণ্ডলের মধ্যে যে প্রচুর জলের ভাণ্ডার আছে, তা' যজ্ঞের দ্বারা পৃথিবীতে আনয়ন করেন; সেই পূষাদেব যেন এঁর স্তবের প্রতি কর্ণপাত করেন ॥ ২॥

সেই পূষাদেব সোমের তুল্য রসসেচনকারী; তিনি উত্তম স্তবের প্রতি কর্ণপাত করেন, সেই সুশ্রী পূষাদেব বারি সেক করেন, আমাদের গোষ্ঠের মধ্যে বারি সেচন করেন ॥ ৩॥

হে পূষাদেব! আমরা তোমাকে মনে মনে ধ্যান করছি, তুমি আমাদের স্তবের স্ফূর্তি ক'রে দাও, তোমার সেবার জন্য পুরোহিতবৃন্দ ব্যস্তসমস্ত হয় ॥ ৪॥

সেই পূষাদেব যজ্ঞের অর্ধাংশের ভাগী, তিনি রথে অশ্বযোজনাপূর্বক গমন করেন, তিনি মানবগণের হিতকারী ঋষিবিশেষ; তিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বন্ধুস্বরূপ, তা'র শত্রুবর্গকে দূর ক'রে দেন ॥ ৫॥

গর্ভাধান গ্রহণ করবার যোগ্যা সুন্দরমূর্তিধারিণী ছাগী এবং যে ছাগল, পূষাদেব সে সকল পশুর প্রভু। তিনিই মেষলোমের বস্ত্র বয়ন করেন, তিনিই বস্ত্র ধৌত ক'রে দেন ॥ ৬॥

প্রভু পূষা অন্নের অধিপতি, প্রভু পূষা সকলের পুষ্টিকর। সেই সৌম্যমূর্তি দুর্ধর্ষ পূষা ক্রীড়াস্থলে আপন শ্মশ্রু সমস্ত কম্পিত করতে লাগলেন ॥ ৭॥

হে পূষা! ছাগলগণ তোমার রথের ধুরা বহন করতে লাগলো, তুমি বহুকাল পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছো, কখনও আপন অধিকার হ'তে ভ্রষ্ট হওনি; সকল যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো ॥ ৮॥

সেই মহীয়ান্ পূষাদেব আপন বলের দ্বারা আমাদের রথ রক্ষা করুন। তিনি অন্নের বৃদ্ধি সম্পাদন করুন, তিনি আমাদের এই নিমন্ত্রণের প্রতি কর্ণপাত করুন ॥ ৯॥

টীকা — ২ ঋকের বক্তব্য—পূষা সূর্য একই, সূর্য হ'তে বৃষ্টি, এই জন্য তাঁর মণ্ডলের মধ্যে জলভাণ্ডার ॥ ৬ ঋকের বক্তব্য—ছাগই পূষার বা সূর্যের বাহন, তা' পূর্বেই বলা হয়েছে। এই স্থানে মেষলোমের বস্ত্র বয়ন ও ধৌতকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়।—আমাদের অন্যান্য বক্তব্য, বিশেষ ক'রে সোম সম্পর্কে, পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ২৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসুক্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অসৎসু মে জরিতঃ সাভিবেগো যৎসুন্বতে যজমানায় শিক্ষম্।
অনাশীর্দামহমস্মি প্রহন্তা সত্যধ্বৃতং বৃজিনায়ন্তমাভুম্ ॥ ১॥

যদীদহং যুধয়ে সংনয়ান্যদেবযূন্তন্বা শূশুজানান্।
আ তে তুম্রং বৃষভং পচানি তীব্রং সুতং পঞ্চদশং নি ষিঞ্চম্ ॥ ২॥
নাহং তং বেদ য ইতি ব্রবীত্যদেবযূন্ত্সমরণে জঘন্বান্।
যদাবাখ্যৎসমরণমৃঘাবদাদিদ্ধ মে বৃষভা প্র ব্রুবন্তি ॥ ৩॥
যদজ্ঞাতেষু বৃজনেষ্বাসং বিশ্বে সতো মঘবানো ম আসন্।
জিনামি বেৎক্ষেম আ সন্তমাভুং প্র তং ক্ষিণাং পর্বতে পাদগৃহ্য ॥ ৪॥
ন বা উ মাং বৃজনে বারয়ন্তে ন পর্বতাসো যদহং মনস্যে।
মম স্বনাৎকৃধুকর্ণো ভয়াত এবেদনু দ্যূন্কিরণঃ সমেজাৎ ॥ ৫॥
দর্শন্বত্র শৃতপাঁ অনিন্দ্রান্বাহুক্ষদঃ শরবে পত্যমানান্।
ঘৃষুং বা যে নিনিদুঃ সখায়মধ্যূ ন্বেষু পবয়ো ববৃত্যুঃ ॥ ৬॥
অভূর্বৌক্ষীর্ব্যু আয়ুরানড্দর্ষন্নু পূর্বো অপরো নু দর্ষৎ।
দ্বে পবস্তে পরি তং ন ভূতো যো অস্য পারে রজসো বিবেষ ॥ ৭॥
গাবো যবং প্রযুতা অর্যো অক্ষন্তা অপশ্যং সহগোপাশ্চরন্তীঃ।
হবা ইদর্যো অভিতঃ সমায়ন্ কিয়দাসু স্বপতিশ্ছন্দয়াতে ॥ ৮॥
সং যদ্বয়ং যবসাদো জনানামহং যবাদ উর্বজ্রে অন্তঃ।
অত্রা যুক্তোঽবসাতারমিচ্ছাদথো অযুক্তং যুনজদ্ববন্বান্ ॥ ৯॥
অত্রেদু মে মংসসে সত্যমুক্তং দ্বিপাচ্চ যচ্চতুষ্পাৎ সংসৃজানি।
স্ত্রীভির্যো অত্র বৃষণং পৃতন্যাদযুদ্ধো অস্য বি ভজানি বেদঃ ॥ ১০॥
যস্যানক্ষা দুহিতা জাত্বাস কস্তাং বিদ্বাঁ অভি মন্যাতে অন্ধাম্।
কতরো মেনিং প্রতি তং মুচাতে য ঈং বহাতে য ঈং বা বরেয়াৎ ॥ ১১॥
কিয়তী যোষা মর্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্যেণ।
ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎসুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ ॥ ১২॥
পত্তো জগার প্রত্যঞ্চমত্তি শীর্ষ্ণা শিরঃ প্রতি দধৌ বরূথম্।
আসীন ঊর্ধ্বামুপসি ক্ষিণাতি ন্যঙ্ঙুত্তানামন্বেতি ভূমিম্ ॥ ১৩॥
বৃহন্নচ্ছায়ো অপলাশো অর্বা তস্থৌ মাতা বিষিতো অত্তি গর্ভঃ।
অন্যস্যা বৎসং রিহতী মিমায় কয়া ভুবা নি দধে ধেনুরূধঃ ॥ ১৪॥
সপ্ত বীরাসো অধরাদুদায়ন্নষ্টোত্তরাত্তাৎ সমজগ্মিরন্তে।
নব পশ্চাতাৎস্থিবিমন্ত আয়ন্দশ প্রাক্সানু বি তিরন্ত্যশ্নঃ ॥ ১৫॥
দশানামেকং কপিলং সমানং তং হিন্বন্তি ক্রতবে পার্যায়।
গর্ভং মাতা সুধিতং বক্ষণাস্ববেনন্তং তুষয়ন্তী বিভর্তি ॥ ১৬॥
পীবানং মেষমপচন্ত বীরা ন্যুপ্তা অক্ষা অনু দীব আসন্।
দ্বা ধনুং বৃহতীমপ্স্বন্তঃ পবিত্রবন্তা চরতঃ পুনন্তা ॥ ১৭॥

বি ক্রোশনাসো বিষ্বঞ্চ আয়ংপচাতি-নেমো নহি পক্ষদর্ধঃ।
অয়ং মে দেবঃ সবিতা তদাহ দ্রুম ইদ্বনবৎসর্পিরন্নঃ ॥ ১৮॥
অপশ্যং গ্রামং বহমানমারাদচক্রয়া স্বধয়া বর্তমানম্।
সিষক্ত্যর্যঃ প্র যুগা জনানাং সদ্যঃ শিশ্না প্রমিনানো নবীয়ান্ ॥ ১৯॥
এতৌ মে গাবৌ প্রমরস্য যুক্তৌ মো ষু প্র সেধীর্মুহুরিন্মমন্ধি।
আপশ্চিদস্য বি নশন্ত্যর্থং সূরশ্চ মর্ক উপরো বভূবান্ ॥ ২০॥
অয়ং যো বজ্রঃ পুরুধা বিবৃত্তোঽবঃ সূর্যস্য বৃহতঃ পুরীষাৎ।
শ্রব ইদেনা পরো অন্যদস্তি তদব্যথী জরিমাণস্তরন্তি ॥ ২১॥
বৃক্ষে বৃক্ষে নিয়তা মীময়দ্গৌস্ততো বয়ঃ প্র পতান্ পুরুষাদঃ।
অথেদং বিশ্বং ভুবনং ভয়াত ইন্দ্রায় সুন্বদৃষয়ে চ শিক্ষৎ ॥ ২২॥
দেবানাং মানে প্রথমা অতিষ্ঠন্ কৃন্তত্রাদেষামুপরা উদায়ন্।
ত্রয়স্তপন্তি পৃথিবীমনূপা দ্বা বৃবূকং বহতঃ পুরীষম্ ॥ ২৩॥
সা তে জীবাতুরুত তস্য বিদ্ধি মা স্মৈতাদৃগপ গূহঃ সমর্যে।
আবিঃ স্বঃ কৃণুতে গূহতে বুসং স পাদুরস্য নির্ণিজো ন মুচ্যতে ॥ ২৪॥

মন্ত্রার্থ — [ইন্দ্র বলছেন]—হে স্তবকারী ভক্ত! আমার এইরকম স্বভাব যে, সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী যজমানকে আমি অভিলষিত ফল প্রদান ক'রে থাকি। আর যে হোমের দ্রব্য আমাকে না প্রদান করে, সে সত্যকে নষ্ট করে। সে কেবল চতুর্দিকে পাপ ক'রে বেড়ায় তা'র আমি সর্বনাশ করি ॥১॥

[ঋষি বলছেন]—যে সকল ব্যক্তি দৈবকর্মের অনুষ্ঠান না করে এবং কেবল তাদের নিজের উদর পূরণ ক'রে স্ফীত হয়ে ওঠে, আমি যখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গমন ক'রি, তখন, হে ইন্দ্র! তোমার জন্য পুরোহিতগণের সাথে একত্র স্থূলকায় বৃষকে পাক ক'রি এবং পঞ্চদশ তিথির প্রত্যেক তিথিতে সোমরস প্রস্তুত ক'রে থাকি ॥২॥

[ইন্দ্র বলছেন]—এমন কাউকেও আমি দেখছি না, যে ব্যক্তি দেবশূন্য ও দৈবকর্মবর্জিত ব্যক্তিবর্গকে যুদ্ধে নিধন করেছে এই কথা বলতে পারে। যখন আমি যুদ্ধে গমন ক'রে তাদের সংহার ক'রি, তখন সকলে সেই সমস্ত বীরত্বের বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণন করে ॥৩॥

যে সময়ে আমি সহসা অতর্কিতভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তখন যত ঋষিগণ আমাকে বেষ্টন ক'রে অবস্থিতি করেন। প্রজার মঙ্গলের জন্য আমি সর্বত্র বিহারকারী শত্রুকে পরাভব ক'রি, তা'র চরণ ধারণ ক'রে আমি তা'কে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ ক'রি ॥৪॥

যুদ্ধে আমাকে নিবারণ করতে পারে, এমন কেউ নেই; আমি যদি ইচ্ছা ক'রি, পর্বতগণও আমাকে রোধ করতে পারে না। আমি যখন শব্দ ক'রি, তখন যার কর্ণ নিতান্ত নিস্তেজ, সেও ভীত হয়, অর্থাৎ তা'র কর্ণকুহর পর্যন্ত সেই শব্দ প্রবেশ করে। এমন কি কিরণমালী সূর্য পর্যন্ত দিন দিন কম্পিত হ'তে থাকেন ॥৫॥

আমি ইন্দ্র, আমাকে যারা মান্য করে না, যারা দেবতাগণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, এমন

সোমরস বলপূর্বক পান করে, যারা বাহুচালনা করতে করতে হিংসা করবার জন্য আগমন করতে থাকে, আমি তাদের তৎক্ষণাৎ দর্শন করতে পারি। আমি মহীয়ান্, আমি সকলের বন্ধু, আমাকে যারা নিন্দা করে, আমার বজ্রের প্রহার তাদেরই প্রতি প্রেরিত হয় ॥ ৬॥

[ঋষি বলছেন]—হে ইন্দ্র! তুমি দর্শনও দান করলে, বৃষ্টিও বর্ষণ করলে, তুমি সুদীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হয়েছো; তুমি প্রথমেও শত্রু বিদীর্ণ করেছো, পরেও করেছো। সেই ইন্দ্র বিশ্বভুবনের অপর পারে আছেন; এই সর্বব্যাপী দ্যাবাপৃথিবী তাঁকে পরাভব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন করতে পারে না ॥ ৭॥

[ইন্দ্র বলছেন]—গাভীগণ অনেকগুলি একত্র হয়ে যব-ভক্ষণ করছে; আমি ইন্দ্র, তাদের স্বত্বাধিকারীর মতো তাদের তত্ত্বাবধান করছি। দেখছি যে, তা'রা রাখালের সাথে চরছে। সেই সমস্ত গাভীকে আহ্বান করা মাত্রই আপন স্বত্বাধিকারী স্বামীর নিকট উপস্থিত হলো। সেই স্বামী গাভীবৃন্দের নিকট হ'তে কতই দুগ্ধ দোহন ক'রে নিয়েছেন ॥ ৮॥

তোমাতে ও আমাতে একত্র হয়ে এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে এই সকল যব-ভক্ষণকারী ও ঘাসভক্ষণকারীগণকে দর্শন করছি। এইস্থানে অবস্থিত হয়ে, এসো আমরা দাতাব্যক্তির প্রতীক্ষা ক'রি। সেই পরোপকারী ব্যক্তি যেন পৃথগ্‌ভূতকে একত্র করতে পারে, অর্থাৎ সকল পশু একত্র সংগ্রহ করতে পারে ॥ ৯॥

নিশ্চয় জেনো, আমি এই স্থানে যা' বলছি, সত্য। কি দ্বিপদ, কি চতুষ্পদ, সকলই আমি সৃষ্টি ক'রি। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকবৃন্দের সঙ্গে পুরুষকে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করে, আমি বিনা যুদ্ধে তা'র ধন অপহরণ করে ভক্তবৃন্দকে ভাগ ক'রে প্রদান করি ॥ ১০॥

যার চক্ষুবিহীন কন্যা কখন ছিল, কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই অন্ধকন্যাকে আশ্রয় প্রদান করে? যে একে বহন করে, যে একে বরণ করে, কে-ই বা তার প্রতি বর্ষাক্ষেপ করে? ॥ ১১॥

কত স্ত্রীলোক আছে, যে কেবল অর্থেই প্রীত হয়ে নারীসহবাসে মানুষের প্রতি অনুরক্ত হয়? যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যার শরীর সুগঠন, সে-ই অনেক লোকের মধ্য হ'তে আপন মনোমত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে ॥ ১২॥

সূর্যদেব চরণের দ্বারা আলোক উৎক্ষেপ করছেন, নিজ মণ্ডলস্থিত আলোক গ্রাস করছেন। আপন মস্তকের আবরণকারী কিরণসমূহ লোকের মস্তকের দিকে প্রেরণ করছেন। ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়ে আপন সন্নিধানে আলোক প্রেরণ করছেন, আবার নিম্ন দিকে বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আলোক বিস্তার করছেন ॥ ১৩॥

যেমন পত্রহীন বৃক্ষের ছায়া থাকে না, সেইরকম এই প্রকাণ্ড চিরবিচরণশীল সূর্যের ছায়া নেই। দ্যুলোকস্বরূপা মাতা স্থির হয়ে রইলেন, সূর্যস্বরূপ গর্ভস্থ শিশু পৃথক হয়ে দুগ্ধ পান করছে। এই গাভী অপর এক গাভীর বৎসকে স্নেহভরে লেহন ক'রে নির্মাণ করলো। এই গাভী আপন উধঃ রাখবার স্থান কোথায় প্রাপ্ত হলো? ॥ ১৪॥

সাত জন পুরুষ নিম্নস্থান হ'তে আগমন করলেন; আট জন উত্তর দিক্ হ'তে আগমন ক'রে তাঁদের সাথে মিলিত হ'লেন। সুধীর নয় জন পশ্চিম হ'তে উপস্থিত হলেন, দশজন পূর্বদিক হ'তে। সকলে সেই যজ্ঞভোজনকারী ইন্দ্রকে সংবর্ধনা করতে লাগলেন ॥ ১৫॥

দশ জনের মধ্যে সর্বাঙ্গে কপিল বর্ণধারী একজন আছেন, তাঁকে ক্রতু সাধনের জন্য প্রেরণ করা হলো। মাতা সন্তুষ্ট হয়ে জলের মধ্যে গর্ভাধান করলেন ॥ ১৬॥

পুরুষগণ স্থূলকায় মেষপশু পাক করলো। পাশ-ক্রীড়াস্থলে পাশগুলি নিক্ষিপ্ত হ'তে লাগলো।

আর দু'জন প্রকাণ্ড ধনু ধারণপূর্বক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা সেই শুষ্ক করতে জলের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলো ॥ ১৭ ॥

চীৎকার করতে করতে তা'রা চতুর্দিকে গমন করলো, অর্ধেক পাক করছে, আর অর্ধেক পাক করছে না। এই সমস্ত কথা সবিতাদেব আমাকে বলেছেন। কাষ্ঠ যাঁর অন্ন, অর্থাৎ অগ্নি, তিনি ঘৃতস্বরূপ অন্ন ভাগ ক'রে প্রদান করছেন ॥ ১৮ ॥

দেখলাম, বিস্তর লোক দূর হ'তে আগমন করছে, অযত্নসিদ্ধ আহারের দ্বারা প্রাণযাত্রা নির্বাহ করছে। সেই সকল লোকের প্রভু দুই দুই ব্যক্তিকে যোজিত করছে, তা'র বয়স নবীন, সে তৎক্ষণাৎ বিপক্ষ সংহার করছে ॥ ১৯ ॥

আমি প্রমর, আমার এই দুই বৃষ যোজিত রয়েছে, এদের বিতাড়িত ক'রো না, পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করো। এর ধন জলে নষ্ট হচ্ছে। যে বীর গাভীবর্গকে মার্জন করতে জানে, সে উপরে উত্থিত হয়েছে ॥ ২০ ॥

এই যে বজ্র প্রকাণ্ড সূর্যমণ্ডলের নিম্নভাগে ঘোরতর বেগে পতিত হয়েছে, এর পর আরও স্থান আছে। যারা স্তব করে, তারা অক্লেশে সেই স্থান উত্তীর্ণ হয়ে যায় ॥ ২১ ॥

প্রত্যেক বৃক্ষের অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত ধনুকের উপর গাভী অর্থাৎ গাভীর স্নায়ুনির্মিত ধনুর্গুণ শব্দ করতে লাগলো। পুরুষকে সংহার করে এমন পক্ষীগণ অর্থাৎ বাণ সমস্ত নির্গত হ'তে লাগলো। তা'তে সমস্ত ভুবন ভয়প্রাপ্ত হলো, তখন সকলে ইন্দ্রকে সোমরস প্রদান করতে লাগলো এবং ঋষিও তা' শিক্ষা করলেন ॥ ২২ ॥

মেঘবৃন্দ দেবতাবর্গের সৃষ্টিকালে সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছিল। ইন্দ্র সেই মেঘ ছেদন করাতে, তার মধ্যে হ'তে জল নির্গত হলো। পর্জন্য, বায়ু ও সূর্য এই তিন দেবতা যথাক্রমে পৃথিবীর উদ্ভিজ্জগণকে পরিপক্ব করে। আর বায়ু ও সূর্য এই দুই দেবতা প্রীতিকর জলকে বহন করতে থাকে ॥ ২৩ ॥

সেই সূর্যই তোমার প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ। যজ্ঞের সময় সূর্যের সেই প্রভাব গোপন করো না, অর্থাৎ বর্ণনা ও স্তব করতে শৈথিল্য করো না; সেই সূর্যকে প্রকাশ করেছেন, তিনি জলকে গোপন অর্থাৎ শোষণ করেন, তিনি পরিষ্কারক। তিনি নিজের গতি কখনও ত্যাগ করেন না ॥ ২৪ ॥

টীকা — ২ ঋকে 'বৃষভ' পাক করার উল্লেখ পাওয়া যায়। ২ ও ৩ ঋকে দেবশূন্য শত্রুদের উল্লেখ আছে। তারা বোধ হয় অনার্যগণ॥ ১১ ঋকের মর্ম এই যে, অন্ধ কন্যার বিবাহ হয় না, এবং ভদ্র ও সুগঠন কন্যা অনায়াসে মনোমত পতি বরণ করতে পারে॥ "Who knowingly will desire the blind daughter of any man who has one? Or who will hurl Javelin at him who carries off or woos such a feamale?" 12. How many a woman is satisfied with the great wealth of him who seeks her? Happy is the female who is handsome: she herself loves [for chooses] her friend among the people. "May we not infer from this passage that freedom of choice in the selection of their husband was allowed, sometimes at least, to women in those times?" Muir's Sanscrit Texts, vol. V. (1884), pp. 458-59॥ ১৫ ঋকের বক্তব্য—কেউ কেউ বলেন, ইন্দ্র যখন তুমুল বেগে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তখন চতুর্দিক হ'তে যে সকল ঝটিকা ওঠে, তাদের উল্লেখ এই ঋকে দৃষ্ট হয়॥ ১৬ ঋক্ প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন, সাংখ্যপ্রণেতা কপিল যে প্রকৃতিতত্ত্ব নিরূপণ করেছেন, সেই কথা এস্থলে নিগূঢ়ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সাংখ্যপ্রণেতা কপিল যে ঋগ্বেদের অপরিচিত তা পাঠককে বলা অনাবশ্যক। ১৪ ঋকের মতো এই ঋকেও মাতা অর্থে বোধ হয় আকাশ, কপিল অর্থে বোধহয় সূর্য॥

◆ ◆

— ২৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসুক্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বিশ্বো হ্যন্যো অরিরাজগাম মমেদহ শ্বশুরো ন জগাম।
জক্ষীয়াদ্ধানা উত সোমং পপীয়াৎস্বাশিতঃ পুনরস্তং জগায়াৎ ॥ ১॥
স রোরুবদ্বৃষভস্তিগ্মশৃঙ্গো বর্ষ্মন্তস্থৌ বরিমন্না পৃথিব্যাঃ।
বিশ্বেষ্বেনং বৃজনেষু পামি যো মে কুক্ষী সুতসোমঃ পৃণাতি ॥ ২॥
অদ্রিণা তে মন্দিন ইন্দ্র তূয়াত্সুন্বন্তি সোমাৎপিবসি ত্বমেষাম্।
পচন্তি তে বৃষভাঁ অৎসি তেষাং পৃক্ষেণ যন্মঘবন্ হূয়মানঃ ॥ ৩॥
ইদং সু মে জরিতরা চিকিদ্ধি প্রতীপং শাপং নদ্যো বহন্তি।
লো পাশঃ সিংহং প্রত্যঞ্চমৎসাঃ ক্রোষ্টা বরাহং নিরতক্ত কক্ষাৎ ॥ ৪॥
কথা ত এতদহমা চিকেতং গৃৎসস্য পাকস্তবসো মনীষাম্।
ত্বং নো বিদ্বাঁ ঋতুথা বি বোচো যমর্ধং তে মঘবন্ ক্ষেম্যা ধূঃ ॥ ৫॥
এবা হি মাং তবসং বর্ধয়ন্তি দিবশ্চিন্মে বৃহত উত্তরা ধূঃ।
পুরু সহস্রা নি শিশামি সাকমশত্রুং হি মা জনিতা জজান ॥ ৬॥
এবা হি মাং তবসং জজ্ঞুরুগ্রং কর্মন্ কর্মন্বৃষণমিন্দ্র দেবাঃ।
বধীং বৃত্রং বজ্রেণ মন্দসানোঽপ ব্রজং মহিনা দাশুষে বম্ ॥ ৭॥
দেবাস আয়ন্পরশূঁরবিভ্রন্বনা বৃশ্চন্তো অভি বিড়্ভিরায়ন্।
নি সুদ্রং দধতো বক্ষণাসু যত্রা কৃপীটমনু তদ্দহন্তি ॥ ৮॥
শশঃ ক্ষুরং প্রত্যঞ্চং জগারাদ্রিং লোগেন ব্যভেদমারাৎ।
বৃহন্তং চিদৃহতে রন্ধয়ানি বয়দ্বৎসো বৃষভং শূশুবানঃ ॥ ৯॥
সুপর্ণ ইত্থা নখমা সিষায়াবরুদ্ধঃ পরিপদং ন সিংহঃ।
নিরুদ্ধশ্চিন্মহিষস্তর্ষ্যাবান্গোধা তস্মা অযথং কর্ষদেতৎ ॥ ১০॥
তেভ্যো গোধা অযথং কর্ষদেতদ্যে ব্রহ্মণঃ প্রতিপীয়ন্ত্যন্নৈঃ।
সিম উক্ষ্ণোঽবসৃষ্টাঁ অদন্তি স্বয়ং বলানি তন্বঃ শৃণানাঃ ॥ ১১॥
এতে শমীভিঃ সুশমী অভূবন্যে হিন্বিরে তন্বঃ সোম উক্থৈঃ।
নৃবদ্বদন্নুপ নো মাহি বাজান্দিবি শ্রবো দধিষে নাম বীরঃ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — [ইন্দ্রের পুত্র বসুক্রের পত্নী বলছেন]—আর সকল প্রভুই আগত হ'লেন, কিন্তু কি আশ্চর্য। আমার শ্বশুর আগত হ'লেন না। তিনি যদি আগত হ'তেন, তাহ'লে ভৃষ্ট যব ভক্ষণ

করতেন, সোমরস পান করতেন। উত্তম আহার ইত্যাদি ক'রে আপন গৃহে গমন করতেন ॥ ১॥

তিনি তীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী বৃষের মতো শব্দ করতে করতে পৃথিবীর উন্নত বিস্তীর্ণ প্রদেশে অবস্থিত হ'লেন। তিনি বললেন, যে আমাকে উদরপূর্ণ ক'রে সোমরস পান করতে দেয়, আমি তাকে সকল যুদ্ধে রক্ষা করি ॥ ২॥

হে ইন্দ্র! যখন অন্ন কামনাতে তোমার উদ্দেশে হোম করা হয়, তখন তা'রা শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তরফলক সহযোগে মাদকতাশক্তিযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করে, তুমি তা পান কর। তারা বৃষভসমূহ পাক করে, তুমি তা ভোজন কর ॥ ৩॥

হে ইন্দ্র! তুমি আমার ক্ষমতা এইরকম ক'রে দাও যে, আমি ইচ্ছা করলে যেন নদীর জল বিপরীত দিকে গমন করে; যেন তৃণভোজী হরিণ সিংহকে পরাঙ্মুখ ক'রে দিয়ে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, যেন শৃগাল বরাহকে বন হ'তে বিতাড়িত ক'রে দেয় ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! আমি বালক, তুমি প্রাচীন ও বুদ্ধিমান্, আমার সাধ্য কি যে, আমি তোমার স্তব করতে পারি। তবে তুমি সময়ে সময়ে আমাদের উপদেশ প্রদান করো, সেই জন্য তোমার স্তব কিঞ্চিদংশে করতে সমর্থ হই ॥ ৫॥

[ইন্দ্র বলছেন]—আমি প্রাচীন, আমাকে সকলে এইভাবে স্তব করে যে, আমার কার্যভার স্বর্গ অপেক্ষাও গুরুতর। আমি একসঙ্গে সহস্রাধিক শত্রুকে দুর্বল ক'রে ফেলি। আমার জন্মদাতা আমাকে এমন জন্ম দিয়েছেন যে, আমার শত্রু কেউ থাকবে না ॥ ৬॥

হে ইন্দ্র! দেবতাগণ আমাকে তোমারই তুল্য প্রাচীন ও প্রত্যেক কর্মে পারক এবং অভিলষিত ফলদাতা ব'লে জ্ঞাত আছেন। আমি আহ্লাদের সাথে বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেছি; আমি আপন মহত্ত্বগুণে দাতাকে গোধন প্রদর্শন ক'রে দিয়েছি ॥ ৭॥

দেবতাগণ আগমন করলেন, কুঠার ধারণ করলেন, জল কেটে দিলেন, মানবগণের উপকারার্থে জল বর্ষণ করলেন। নদীর মধ্যে সেই সুন্দর জল রক্ষা করলেন, আর যে স্থানে মেঘের মধ্যে জল দর্শন করেন, তা-ই দগ্ধ ক'রে নির্গত ক'রে দেন ॥ ৮॥

ইন্দ্রের ইচ্ছা হ'লে শশকও তার প্রতি প্রেরিত ক্ষুরকে গ্রাস করে, আমি দূর হ'তে লোষ্ট্র নিক্ষেপ ক'রে পর্বত ভেদ ক'রে ফেলতে পারি। ক্ষুদ্রের নিকট বৃহৎও বশ হয়ে থাকে, বাছুরও আপন দেহ স্ফীত ক'রে বৃষের দিকে ধাবমান হয় ॥ ৯॥

যেমন সিংহ পিঞ্জরে রুদ্ধ হয়ে চতুর্দিকে নিজের পদ ঘর্ষণ করে, সেইরকম শ্যেনপক্ষী আপন নখ ঘর্ষণ করতে লাগলো। যদি মহিষ রুদ্ধ হয়ে তৃষ্ণাযুক্ত হয় তাহ'লে গোধা তার জন্য জল আহরণ ক'রে দেয় ॥ ১০॥

যারা যজ্ঞের অন্নের দ্বারা দেহ পুষ্টি করে, তাদের জন্য গোধা অক্লেশে জল আহরণ ক'রে দেয়। তা'রা সর্বরকম রসযুক্ত সোম পান করে এবং শত্রুবর্গের দেহ ও বল ধ্বংস ক'রে দেয় ॥ ১১॥

যাঁরা সোমরসের যজ্ঞ ক'রে, আপন দেহ পুষ্ট করেছেন, তাঁরা উত্তম কার্য করেছেন ব'লে সুকর্মান্বিত হন। হে ইন্দ্র! তুমি মানুষের মতো স্পষ্টবাক্য উচ্চারণপূর্বক আমাদের অন্ন আহরণ ক'রে দাও। কারণ, দিব্যধামে তোমার 'দানবীর' এই নাম প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১২॥

টীকা — ৩ ঋকেও 'বৃষভ' পাক করার উল্লেখ পাওয়া যায়॥ ৪ ঋকে সিংহ প্রভৃতি বন্য পশুর উল্লেখ। ৯ ও ১০ ঋকও দ্রষ্টব্য॥—স্বর্গীয় দুর্গাদাসের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ২৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বসুক্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বনে ন বা যো ন্যধায়ি চাকঞ্ছুচির্বাং স্তোমো ভুরণাবজীগঃ।
যস্যেদিন্দ্রঃ পুরুদিনেষু হোতা নৃণাং নর্যো নৃতমঃ ক্ষপাবান্ ॥ ১॥
প্র তে অস্যা উষসঃ প্রাপরস্যা নৃতৌ স্যাম নৃতমস্য নৃণাম্।
অনু ত্রিশোকঃ শতমাবহন্নৃন্ কুৎসেন রথো যো অসৎসসবান্ ॥ ২॥
কস্তে মদ ইন্দ্র রন্ত্যো ভূদ্দুরো গিরো অভ্যুগ্রো বি ধাব।
কদুহো অর্বাগুপ মা মনীষা আ ত্বা শক্যামুপমং রাধো অন্নৈঃ ॥ ৩॥
কদু দ্যুম্নমিন্দ্র ত্বাবতো নৃন্ কয়া ধিয়া করসে কন্ন আগন্।
মিত্রো ন সত্য উরুগায় ভৃত্যা অন্নে সমস্য যদসন্মনীষাঃ ॥ ৪॥
প্রেরয় সূরো অর্থং ন পারং যে অস্য কামং জনিধা ইব গ্মন্।
গিরশ্চ যে তে তুবিজাত পূর্বীর্নর ইন্দ্র প্রতি শিক্ষন্ত্যন্নৈঃ ॥ ৫॥
মাত্রে নু তে সুমিতে ইন্দ্র পূর্বী দ্যৌর্মজ্মনা পৃথিবী কাব্যেন।
বরায় তে ঘৃতবন্তঃ সুতাসঃ স্বাদ্মন্‌ভবন্তু পীতয়ে মধূনি ॥ ৬॥
আ মধ্বো অস্মা অসিচন্নমত্রমিন্দ্রায় পূর্ণং স হি সত্যরাধাঃ।
স বাবৃধে বরিমন্না পৃথিব্যা অভি ক্রত্বা নর্যঃ পৌংস্যৈশ্চ ॥ ৭॥
ব্যানলিন্দ্রঃ পৃতনাঃ স্বোজা আস্মৈ যতন্তে সখ্যায় পূর্বীঃ।
আ স্মা রথং ন পৃতনাসু তিষ্ঠ যং ভদ্রয়া সুমত্যা চোদয়াসে ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে শীঘ্রগামী অশ্বিদ্বয়। এই সুনির্মল স্তব তোমাদের উদ্দেশে গমন করছে। যেমন পক্ষী সভয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে করতে আপন শাবককে কুলায়ের অভ্যন্তরে সংস্থাপন করে, আমি সেইরকম যত্নে এই স্তব প্রস্তুত করেছি। কত দিন এই স্তবে আমি ইন্দ্রকে আহ্বান ক'রি, তিনি আগত হয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তিনি নেতা ব্যক্তিবর্গেরও নায়ক, তিনি মানবের হিতার্থী, তিনি রাত্রিতে সোমের ভাগ গ্রহণ করেন ॥ ১॥

হে ইন্দ্র। তুমি নেতা ব্যক্তিবর্গেরও নায়ক। অদ্যকার প্রাতঃকাল ও অন্য অন্য প্রাতঃকাল যেন তোমার স্তবে ক্ষেপণ করতে পারি। তোমাকে স্তব ক'রে ত্রিশোক নামক ঋষি শতব্যক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং কুৎস নামক ঋষি তোমার সাথে এক রথে আরোহণ করেছিলেন ॥ ২॥

হে ইন্দ্র। কোন্ রকমের মত্ততা তোমার সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর? তুমি আমাদের স্তুতিবাক্য শ্রবণপূর্বক মহাবেগে যজ্ঞগৃহের দ্বারাভিমুখে আগত হও। কবে আমি উত্তম বাহন লাভ করবো? কবে আমি স্তবের দ্বারা অন্ন ও অর্থ নিজের নিকটে আকর্ষণ করতে পারবো? ॥৩॥

হে ইন্দ্র। কবে অর্থ হবে? কোন্ স্তব পাঠ করলে তুমি মানবগণকে তোমার মতো করবে? কবে আগমন করবে? হে কীর্তিশালী! তুমি যথার্থ বন্ধুর মতো সকলকে ভরণপোষণ করো, স্তব করলেই তুমি ভরণপোষণ করো ॥ ৪ ॥

যেমন পতি আপন পত্নীর কামনা পূর্ণ করে, সেইরকম যারা তোমার কামনা পূর্ণ করে, অর্থাৎ ইচ্ছামতো যজ্ঞ সম্পাদন করে, তাদের যথেষ্ট অর্থ প্রদান করো, যেহেতু তুমি সূর্যের মতো দাতা। হে বহুরূপধারী। যারা চিরপ্রচলিত স্তুতিবাক্য তোমার উদ্দেশে পাঠ করে এবং অন্ন প্রদান করে, তাদের অর্থ প্রদান করো ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র। পূর্বকালে অতি সুন্দর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার দ্বারা বিরচিত এই যে দ্যাবাপৃথিবী, এরা তোমার দুই জননীর তুল্য। এই যে ঘৃতযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করা হয়েছে, তা পান ক'রে তুমি যেন প্রীত হও, এই মধুর রসযুক্ত অন্ন যেন তোমার পক্ষে সুস্বাদু হয় ॥ ৬ ॥

সেই ইন্দ্রের জন্য পাত্র পূর্ণ ক'রে মধুরস প্রদত্ত হলো, কারণ তিনি যথার্থই ধন দান করেন। তিনি পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহৎ হয়ে উঠলেন; তিনি মানুষের হিতৈষী; তাঁর কার্য ও পৌরুষ আশ্চর্য ॥ ৭ ॥

চমৎকার বলশালী ইন্দ্র বিপক্ষের সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললেন, যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শত্রুসৈন্য এঁর সাথে বন্ধুত্ব করবার জন্য চেষ্টা করছে। হে ইন্দ্র! যেমন জগতের হিতের জন্য সুবুদ্ধি ব্যক্তির মতো তুমি যুদ্ধের জন্য রথে আরোহণ ক'রে থাক, সেইরকম এখনও রথে আরোহণ করো ॥ ৮ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩০ সূক্ত —

[দেবতা : জল (আপ)। ঋষি : কবষ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বপো অচ্ছা মনসো ন প্রযুক্তি।
মহীং মিত্রস্য বরুণস্য ধাসি পৃথুজ্রয়সে রীরধা সুবৃক্তিম্ ॥ ১ ॥
অধ্বর্যবো হবিষ্মন্তো হি ভূতাচ্ছাপ ইতোশতীরুশন্তঃ।
অব যাশ্চষ্টে অরুণঃ সুপর্ণস্তমাস্যধ্বমূর্মিমদ্যা সুহস্তাঃ ॥ ২ ॥
অধ্বর্যবোঽপ ইতা সমুদ্রমপাং নপাতং হবিষা যজধ্বম্।
স বো দদদূর্মিমদ্যা সুপূতং তস্মৈ সোমং মধুমন্তং সুনোত ॥ ৩ ॥
যো অনিধ্মো দীদয়দপ্স্বং তর্যং বিপ্রাস ঈলতে অধ্বরেষু।
অপাং নপান্মধুমতীরপো দা যাভিরিন্দ্রো বাবৃধে বীর্যায় ॥ ৪ ॥
যাভিঃ সোমো মোদতে হর্ষতে চ কল্যাণীভির্যুবতিভির্ন মর্যঃ।
তা অধ্বর্যো অপো অচ্ছা পরেহি যদাসিঞ্চা ওষধীভিঃ পুনীতাৎ ॥ ৫ ॥

এবেদ্যূনে যুবতয়ো নমন্ত যদীমুশন্নুশতীরেত্যচ্ছ।
সং জানতে মনসা সং চিকিত্রেঽধ্বর্যবো ধিষণাপশ্চ দেবীঃ ॥ ৬॥
যো বো বৃতাভ্যো অকৃণোদু লোকং যো বো মহ্যা অভিশস্তেরমুঞ্চৎ।
তস্মা ইন্দ্রায় মধুমন্তমূর্মিং দেবমাদনং প্র হিণোতনাপ ॥ ৭॥
প্রাস্মৈ হিনোত মধুমন্তমূর্মিং গর্ভো যো বঃ সিন্ধবো মধ্ব উৎসঃ।
ঘৃতপৃষ্ঠমীড্যমধ্বরেম্বাপো রেবতী শৃণুতা হবং মে ॥ ৮॥
তং সিন্ধবো মৎসরমিন্দ্রপানমূর্মিং প্র হেত য উভে ইয়র্তি।
মদচ্যুতমৌশানং নভোজাং পরি ত্রিতন্তুং বিচরন্তমুৎসম্ ॥ ৯॥
আবর্বৃততীরধ নু দ্বিধারা গোষুযুধো ন নিয়বং চরন্তীঃ।
ঋষে জনিত্রীর্ভুবনস্য পত্নীরপো বন্দস্ব সবৃধঃ সযোনীঃ ॥ ১০॥
হিনোতা নো অধ্বরং দেবযজ্যা হিনোত ব্রহ্ম সনয়ে ধনানাম্।
ঋতস্য যোগে বি ষ্যধ্বমূধঃ শ্রুষ্টীবরীর্ভূতনাস্মভ্যমাপঃ ॥ ১১॥
আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্বঃ ক্রতুং চ ভদ্রং বিভৃথামৃতং চ।
রায়শ্চ স্থ স্বপত্যস্য পত্নীঃ সরস্বতী তদ্গৃণতে বয়ো ধাৎ ॥ ১২॥
প্রতি যদাপো অদৃশ্রমায়তীর্ঘৃতং পয়াংসি বিভ্রতীর্মধূনি।
অধ্বর্যুভির্মনসা সম্বিদানা ইন্দ্রায় সোমং সুষুতং ভরন্তীঃ ॥ ১৩॥
এমা অগ্মন্রেবতীর্জীবধন্যা অধ্বর্যবঃ সাদয়তা সখায়ঃ।
নি বর্হিষি ধত্তন সোম্যাসোঽপাং নপ্ত্রা সম্বিদানাস এনাঃ ॥ ১৪॥
আগ্মন্নাপ উশতীর্বর্হিরেদং ন্যধ্বরে অসদন্দেবয়ন্তীঃ।
অধ্বর্যবঃ সুনুতেন্দ্রায় সোমমভূদু বঃ সুশকা দেবযজ্যা ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — মনের যেমন শীঘ্রগতি, সেইরকম শীঘ্রগতিতে সোমরস যজ্ঞকালে দেবতাগণের উদ্দেশে জলের দিকে গমন করুক। মিত্র ও বরুণের জন্য বিস্তর অন্ন পাক এবং তীব্র বেগশালী সেই ইন্দ্রের জন্য সুন্দর রচনাবিশিষ্ট স্তব করো ॥ ১ ॥

হে পুরোহিতগণ। হোমের দ্রব্যের আয়োজন করো। জল তোমাদের প্রতি স্নেহযুক্ত, সেই জলের দিকে আগ্রহের সাথে গমন করো। লোহিতবর্ণ পক্ষীর মতো এই যে সোম নিম্নে পতিত হচ্ছে, হে সুন্দর-হস্তসম্পন্ন ব্যক্তিগণ। তাকে তরঙ্গের আকারে যথাস্থানে নিক্ষেপ করো ॥ ২ ॥

হে পুরোহিতগণ। জলের সমুদ্রে গমন করো; অপাংনপাৎ নামক দেবতাকে হোমের দ্রব্যের দ্বারা পূজা করো। তিনি যেন অদ্য তোমাদের পরিষ্কার জলের তরঙ্গ প্রদান করেন। তাঁর উদ্দেশে মধুযুক্ত সোম প্রস্তুত করো ॥ ৩ ॥

যিনি বিনা কাষ্ঠে জলের মধ্যে জ্বলতে থাকেন, যাঁকে যজ্ঞকালে বিপ্রগণ স্তব করেন, সেই অপাংনপাৎ দেবতা এইরকম সুরস জল যেন দান করেন, যা পান ক'রে ইন্দ্র বলশালী হয়ে বীরত্ব প্রকাশ করবেন ॥ ৪ ॥

যে সকল জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে সোম অতি চমৎকার হয়ে ওঠেন; পুরুষ যেমন সুরূপা যুবতীবৃন্দের মিলনে আনন্দিত হয়, সেইরকম যে জলের সাথে মিলনে সোম আনন্দিত হন; হে পুরোহিতবর্গ! এমন জল আনয়ন করতে গমন করো। যখন আনয়ন ক'রে সেই জল সেচন করবে, যেন তার দ্বারা সোমলতা শোধন হয়ে যায় ॥ ৫ ॥

যখন কোন যুবাপুরুষ প্রেমের সাথে প্রেমপরিপূর্ণা যুবতীগণের দিকে গমন করে, তখন যেমন যুবতীগণ সেই যুবার প্রতি অনুকূল হয়, সেইরকম জল সোমের প্রতি অনুকূল হচ্ছে। পুরোহিতগণ ও তাঁদের যে স্তুতিবাক্যসকল, এঁদের সাথে জলস্বরূপ দেবতাগণের বিশেষ পরিচয় আছে, উভয়েই নিজ নিজ কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন ॥ ৬ ॥

হে জলগণ! তোমরা রুদ্ধ হ'লে যিনি তোমাদের নির্গত হবার পথ ক'রে দেন, যিনি তোমাদের বিষম নিরোধ হ'তে মোচন করেছেন, সেই ইন্দ্রের প্রতি মধুপূর্ণ ও দেবতাগণের মত্ততাজনক তরঙ্গ প্রেরণ করো ॥ ৭ ॥

হে ক্ষরণশীল জলগণ! তোমাদের গর্ভস্বরূপ যে মধুর রসযুক্ত প্রস্রবণ আছে, তার সুমধুর তরঙ্গ সেই ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করো। হে ধনশালী জলগণ! আমার এই আহ্বান শ্রবণ করো; আমার এই আহ্বানে যজ্ঞের জন্য ঘৃতদান করা হচ্ছে এবং তোমাদের স্তব করা হচ্ছে ॥ ৮ ॥

হে জলগণ! তোমাদের যে তরঙ্গ উভয় দিকে গমন করে, এইরকম মত্ততাজনক তরঙ্গ ইন্দ্রের পানের জন্য প্রেরণ করো। এমন তরঙ্গ প্রেরণ করো, যা মদক্ষরণ করবে, যা কামনা উদ্রিক্ত করবে, যার উৎপত্তি আকাশে, যা ত্রিলোকে বিচরণ ক'রে ঊর্ধে উঠে যায় ॥ ৯ ॥

যে ইন্দ্র জলের জন্য যুদ্ধ করেন, তাঁর আজ্ঞায় জলগণ দুই ধারায় অর্থাৎ নানা ধারায় পুনঃ পুনঃ পতিত হয়ে সোমের সাথে মিশ্রিত হয়, তা'রা ভুবনের জননীস্বরূপ, ভুবনের রক্ষাকর্ত্রীস্বরূপ। তা'রা সোমের সঙ্গে একত্রে স্ফীত হয়, তা'রা আত্মীয়স্বরূপ। হে ঋষি! এইরকম জলগণকে বন্দনা করো ॥ ১০ ॥

হে জলগণ! দেবতাবৃন্দের যজ্ঞের জন্য আমাদের যজ্ঞকার্যে সহায়তা করো। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে তোমাদের দুগ্ধস্থানের দ্বার মোচন ক'রে দাও, আমাদের পক্ষে সুখকর হও ॥ ১১ ॥

হে জলগণ! তোমরা ধনের প্রভুস্বরূপ এই কল্যাণময় যজ্ঞ সম্পন্ন করো এবং অমৃত আহরণ করো, ধন ও উত্তম সন্তানগণের রক্ষাকর্তৃস্বরূপ হও; সরস্বতী যেন স্তবকর্তা ব্যক্তিকে অন্ন দান করেন ॥ ১২ ॥

হে জলগণ! তোমরা যখন আগমন করছিলে, আমি দেখলাম, তোমরা ঘৃত, দুগ্ধ, মধু সহ আগমন করছো; পুরোহিতবৃন্দ স্তবের দ্বারা তোমাদের সম্ভাষণ করছিল; উত্তমভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, এইরকম সোমরসে তোমরা ইন্দ্রকে পূর্ণ ক'রে দিচ্ছিলে ॥ ১৩ ॥

এই সকল জল আগত হচ্ছে; এরা ধনের আধার; জীবের হিতকর। হে পুরোহিত বন্ধুবর্গ! এদের স্থাপনা করো। এরা বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিচিত; এরা সোমরসের অনুকূল। এদের কুশের উপর স্থাপন করো ॥ ১৪ ॥

জলগণ আগ্রহের সাথে কুশের দিকে আগমন করছে। এই দেখো, এরা দেবতাগণের নিকট গমনের জন্য যজ্ঞস্থানে উপবেশন করছে; হে পুরোহিতগণ! ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করো। এইক্ষণে জলের আগমনে তোমাদের দেবপূজা সুসাধ্য হয়েছে ॥ ১৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩১ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : কবষ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

আ নো দেবানামুপ বেতু শংসো বিশ্বেভিস্তুরৈরবসে যজত্রঃ।
তেভির্বয়ং সুষখায়ো ভবেম তরন্তো বিশ্বা দুরিতা স্যাম ॥ ১॥
পরি চিন্মর্তো দ্রবিণং মমন্যাদৃতস্য পথা মনসা বিবাসেৎ।
উত স্বেন ক্রতুনা সং বদেত শ্রেয়াংসং দক্ষং মনসা জগৃভ্যাৎ ॥ ২॥
অধায়ি ধীতিরসসৃগ্রমংশাস্তীর্থে ন দস্মমুপ যন্ত্যূমাঃ।
অভ্যানশ্ম সুবিতস্য শূষং নবেদসো অমৃতানামভূম ॥ ৩॥
নিত্যশ্চাকন্যাৎ স্বপতির্দমূনা যস্মা উ দেবঃ সবিতা জজান।
ভগো বা গোভিরর্যমেমনজ্যাৎসো অস্মৈ চারুশ্ছদয়দুত স্যাৎ ॥ ৪॥
ইয়ং সা ভূয়া উষসামিব ক্ষা যদ্ধ ক্ষুমন্তঃ শবসা সমায়ন্।
অস্য স্তুতিং জরিতুর্ভিক্ষমাণা আ নঃ শগ্মাস উপ যন্তু বাজাঃ ॥ ৫॥
অস্যেদেষা সুমতিঃ পপ্রথানাভবৎপূর্ব্যা ভূমনা গৌঃ।
অস্য সনীলা অসুরস্য যোনৌ সমান আ ভরণে বিভ্রমাণাঃ ॥ ৬॥
কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
সন্তস্থানে অজরে ইত উতী অহানি পূর্বীরুষসো জরন্ত ॥ ৭॥
নৈতাবদেনা পরো অন্যদস্ত্যুক্ষা স দ্যাবাপৃথিবী বিভর্তি।
ত্বচং পবিত্রং কৃণুত স্বধাবান্যদীং সূর্যং ন হরিতো বহন্তি ॥ ৮॥
স্তেগো ন ক্ষামত্যেতি পৃথ্বীং মিহং ন বাতো বি হ বাতি ভূম।
মিত্রো যত্র বরুণো অজ্যমানোঽগ্নির্বনে ন ব্যসৃষ্ট শোকম্ ॥ ৯॥
স্তরীর্যৎসূত সদ্যো অজ্যমানা ব্যথিরব্যথীঃ কৃণুত স্বগোপা।
পুত্রো যৎপূর্বঃ পিত্রোর্জনিষ্ট শম্যাং গৌর্জগার যদ্ধ পৃচ্ছান্ ॥ ১০॥
উত কণ্বং নৃষদঃ পুত্রমাহুরুত শ্যাবো ধনমাদত্ত বাজী।
প্র কৃষ্ণায় রুশদপিন্বতোধ র্ঋতমত্র নকিরস্মা অপীপেৎ ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — আমাদের স্তব যেন দেবতাগণের নিকটে গমন করে। যজ্ঞের দেবতা যিনি, তিনি যেন সকল শত্রুর হস্ত হ'তে আমাদের রক্ষা করেন, সেই সমস্ত দেবতার সাথে আমাদের যেন বন্ধুত্ব হয়; আমরা যেন সকল পাপ হ'তে পরিত্রাণ লাভ করি ॥ ১॥

মানুষ যেন সর্বরকমে অর্থের চেষ্টা করে, পরে যেন সত্যের পথে পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, যেন সে আপন কর্মের দ্বারা কল্যাণের ভাগী হয়, যেন মনে সে সুখ লাভ করে ॥ ২॥

যজ্ঞকার্য আরম্ভ করা হয়েছে। যজ্ঞীয়দ্রব্য সমস্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অংশ ক'রে রাখা হয়েছে; তা'রা দেখতে সুন্দর হয়েছে, তা'রা রক্ষার উপায়স্বরূপ। সোম যে প্রস্তুত করা হয়েছে, তা'র আস্বাদন আমরা গ্রহণ করলাম, তাতে আমাদের দেবতাগণ যে কিরকম সেই বিষয়ে জ্ঞান হলো ॥৩॥

অবিনাশী প্রজাপতি মাতৃজনোচিত অন্তঃকরণ ধারণপূর্বক যেন কৃপা করেন, যেন ভগ ও অর্যমা স্তবের দ্বারা প্রসন্ন হয়ে স্নেহযুক্ত হন, যেন আর সকল সুন্দরমূর্তি দেবতা তা'র প্রতি আনুকূল্য করেন ॥৪॥

এই স্তবকর্তাব্যক্তির নিকট স্তব প্রাপ্ত হবার লালসাতে যখন দেবতাগণ কোলাহল ক'রে মহাবেগে আগমন করলেন, তখন যেন প্রাতঃকালের মতো পৃথিবী আমাদের পক্ষে আলোকময়ী হয়। যেন সুখকর নানারকম অন্ন আমাদের নিকট আগমন করে ॥৫॥

আমার এই যে স্তব, তা এইক্ষণে চিরপরিচিত বিস্তারিত ভাব ধারণপূর্বক সকল দেবতার নিকট গমনের জন্য বিস্তারিত হয়েছে। আমার এই যে যজ্ঞ, তাতে সকল দেবতা আগত হয়ে তুল্য স্থান অধিকারপূর্বক নানারকম শুভফল দান করবার জন্য আগমন করুন, তাহ'লেই আমি বলশালী হবো ॥৬॥

সেই বনই বা কি? সেই বৃক্ষই বা কি? যা হ'তে উপাদান সংগ্রহপূর্বক এই দ্যুলোক ও ভূলোক নির্মাণ করা হয়েছে। পুরাতন দিবা ও উষাসমূহ জীর্ণ হয়ে গিয়েছে; কিন্তু দেখো, এরা কেমন পরস্পর সুযুক্ত হয়ে রয়েছে, কখনো জীর্ণ বা পুরাতন হয় না, একভাবে অবস্থিত আছে ॥৭॥

দ্যুলোক ও ভূলোক এঁরাই শেষ নন, এঁদের উপর আরও এক আছেন। তিনি প্রজা সৃষ্টিকর্তা, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভু, যে কালে সূর্যের ঘোটকগণ সূর্যকে বহন করতে আরম্ভ করেনি, সেই সময়ে তিনি আপন পবিত্র চর্ম (শরীর) প্রস্তুত করেছিলেন ॥৮॥

কিরণসমূহধারী সূর্যদেব পৃথিবীকে অতিক্রম করেন না, বায়ু বৃষ্টিকে নিতান্ত ছিন্ন ভিন্ন করে না, মিত্র ও বরুণ আবির্ভূত হয়ে বনের মধ্যে সমুৎপন্ন হয়ে অগ্নির মতো চতুর্দিকে আলোক বিস্তারিত করেন ॥৯॥

রেতসেক প্রাপ্ত হয়ে বৃদ্ধা গাভী প্রসব করলে যেমন হয়, অরণি অর্থাৎ অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠ সেইরকম অগ্নিকে প্রসব করে। সেই অরণি লোকের ক্লেশ দূর করে, যারা অরণিকে রক্ষা করেন সেইরকম ব্যক্তিবর্গকে ব্যথাপ্রাপ্ত হ'তে হয় না। অগ্নি অরণিদ্বয়ের পুত্রস্বরূপ, তিনি পূর্বকালে দুই অরণিস্বরূপ মাতা পিতা হ'তে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই যে অরণিস্বরূপ গাভী, সে শমী বৃক্ষে জন্মগ্রহণ করে; তারই অন্বেষণ করা হয়ে থাকে ॥১০॥

কথিত আছে, কণ্ব ঋষি নৃসদের পুত্র। সেই অন্নসম্পন্ন শ্যামবর্ণ কণ্ব ধন গ্রহণ করেছিলেন। অগ্নি সেই শ্যামবর্ণ কণ্বের জন্য দীপ্তিযুক্ত আপন উধঃ স্ফীত ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর অর্থাৎ অগ্নির জন্য আরও কেউই তেমন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেননি ॥১১॥

টীকা — ৮ ঋকের বক্তব্য—যিনি দ্যুলোক ও ভূলোকেরও উপরে আছেন, যিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন, যিনি অন্নের প্রভু ও প্রজার সৃষ্টিকর্তা, যিনি সূর্যের আকাশ পরিক্রমের পূর্ব হ'তে আছেন এবং যিনি স্বয়ম্ভু, তিনি কে? সকল দেবগণের উপরস্থ, সকল দেবগণের পূর্বস্থ, এক ঈশ্বরকেই 'বিশ্বদেব' নামে স্তুতি করা হয়েছে॥ ১০ ঋকের প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন যে, শমী বৃক্ষের উপর যে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মায়, তা হ'তে অরণিকাষ্ঠ প্রস্তুত হয় ॥—অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩২ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : কবষ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

প্র সু গ্মন্তা ধিয়সানস্য সক্ষণি বরেভির্বরাঁ অভি ষু প্রসীদতঃ।
অস্মাকমিন্দ্র উভয়ং জুজোষতি যৎসোম্যস্যান্ধসো বুবোধতি ॥ ১॥
বীন্দ্র যাসি দিব্যানি রোচনা বি পার্থিবানি রজসা পুরুষ্টুত।
যে ত্বা বহন্তি মুহুরধ্বরাঁ উপ তে সু বন্বন্তু বগ্বনাঁ অরাধসঃ ॥ ২॥
তদিন্মে ছন্ৎসদ্বপুষো বপুষ্টরং পুত্রো যজ্জানং পিত্রোরধীয়তি।
জায়া পতিং বহতি বগ্নুনা সুমৎপুংস ইদ্ভদ্রো বহতুঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ৩॥
তদিৎসধস্থমভি চারু দীধয় গাবো যচ্ছাসন্বহতুং ন ধেনবঃ।
মাতা যন্মন্তুর্যূথস্য পূর্ব্যাভি বাণস্য সপ্তধাতুরিজ্জনঃ ॥ ৪॥
প্র বোঽচ্ছা রিরিচে দেবযুষ্পদমেকো রুদ্রেভির্যাতি তুর্বণিঃ।
জরা বা যেম্বমৃতেষু দাবনে পরি ব উমেভ্যঃ সিঞ্চতা মধু ॥ ৫॥
নিধীয়মানমপগূঢ়মপ্সু প্র মে দেবানাং ব্রতপা উবাচ।
ইন্দ্রো বিদ্বাঁ অনু হি ত্বা চচক্ষ তেনাহমগ্নে অনুশিষ্ট আগাম্ ॥ ৬॥
অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং হ্যপ্রাট্ স প্রৈতি ক্ষেত্রবিদানুশিষ্টঃ।
এতদ্বৈ ভদ্রমনুশাসনস্যোত স্রুতিং বিন্দত্যঞ্জসীনাম্ ॥ ৭॥
অদ্যেদু প্রাণীদমমন্নিমাহাপীবৃতো অধয়ন্মাতুরূধঃ।
এমেনমাপ জরিমা যুবানমহেলন্বসুঃ সুমনা বভূব ॥ ৮॥
এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি।
দান ইদ্বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ং চ সোমো হৃদি যং বিভর্মি ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি ইন্দ্রকে ধ্যান করছেন, ইন্দ্র তাঁর সেবা গ্রহণ করবার জন্য আপন অশ্বদ্বয়কে সেই দিকে প্রেরণ করছেন, অশ্ব দু'টি বিচিত্র গতিতে আগমন করছে। যজমান প্রসন্ন মনে উত্তম উত্তম সামগ্রী প্রদান করছে, ইন্দ্রও উত্তম উত্তম বর সহ আগমন করছেন। যখন ইন্দ্র সোমরস ও আহারীয় দ্রব্যের আস্বাদপ্রাপ্ত হন, তখন আমাদের স্তব ও আমাদের হোমের দ্রব্য উভয়ই গ্রহণ করেন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! তোমাকে বিস্তর লোকে স্তব করে। তুমি আলোক বিস্তার করতে করতে ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গীয় ধামে বিচরণ কর, তুমি জ্যোতি সহ পৃথিবীতে আগমন ক'রে থাক। তোমার যে দুই ঘোটক তোমাকে যজ্ঞে বহন ক'রে আনয়ন ক'রে থাকে, তা'রা আমাদের ধনবান্ করুক, কারণ ধন আমাদের নেই, ধনের জন্যই আমরা এই সকল প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করছি ॥ ২ ॥

পুত্র জন্মগ্রহণ ক'রে পিতার নিকট যে ধন প্রাপ্ত হয়, সেই অতি চমৎকার ধন ইন্দ্র আমাকে প্রদান করতে ইচ্ছুক হোন। পত্নী মিষ্ট বচনের দ্বারা স্বামীকে আপন নিকটে আহ্বান করছেন। সোমরস উত্তমভাবে প্রস্তুত হয়ে সেই পৌরুষসম্পন্নের প্রতি গমন করছে ॥ ৩ ॥

দ্যুতিস্বরূপ গাভীগণ যে স্থানে মিলিত হয়েছে, সেই স্থানকে তোমার উজ্জ্বল দীপ্তির দ্বারা আলোকযুক্ত করো। স্তবসমূহের যে প্রাচীন ও পূজনীয় মাতা আছেন, তাঁর সাত পুত্র সেই স্থানে উপস্থিত আছেন ॥ ৪ ॥

দেবতাগণের নিকট যে অগ্নি গমন করেন, তিনি তোমাদের হিতার্থে দর্শন দান করেছেন, তিনি একাকী রুদ্রগণের সঙ্গে শীঘ্র আপন স্থানে গমন করেন। এই যে অমর দেবতাবর্গ, এঁদের বলের হ্রাস হচ্ছে, অতএব বন্ধুবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে যজ্ঞীয় মধু এঁদের জন্য পাতিত ক'রে দাও, তাহ'লে এঁরা বর প্রদান করবেন ॥ ৫ ॥

দেবতাবর্গের উদ্দেশে যে সমস্ত পুণ্যানুষ্ঠান হয়, বিদ্বান্ ইন্দ্র তা রক্ষা করেন; তিনি ব'লে দিয়েছেন যে, অগ্নি জলের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে সমর্পিত আছেন। হে অগ্নি! সেই উপদেশ অনুসারে আমি তোমার দিকে আগমন করেছি ॥ ৬ ॥

যদি কেউ কোন স্থান না জ্ঞাত থাকে, তবে যে ব্যক্তি জ্ঞাত আছে, তা'কে জিজ্ঞাসা করে; অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ প্রাপ্ত হলে সে সেই অভিলষিত স্থানে উপনীত হ'তে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশের এই গুণ যদি জল অন্বেষণ কর, তবে যে স্থানে জল আছে, সেই স্থানে গমন করতে পারবে ॥ ৭ ॥

অদ্যই ইনি জীবন প্রাপ্ত হয়েছেন; এই কয়েক দিন ধ'রে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, জননীর উধঃ চোষণ করেছেন। এই যুবা অবস্থাতেই এঁর জরা উপস্থিত হয়েছে। ইনি অক্লিষ্টকর্মা, ধনাঢ্য ও মনপ্রসাদসম্পন্ন ॥ ৮ ॥

হে কলস! হে কুরুশ্রবণ! তুমি যজ্ঞ প্রদান করছো, তোমার জন্য এই সকল স্তব রচনা করলাম। সেই মঘবান্ ইন্দ্র, তোমাদের পক্ষে দাতা হোন; আর এই যে সোম, যাঁকে আমি হৃদয়ে ধারণ করছি, তিনিও দাতা হোন ॥ ৯ ॥

টীকা — স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র কৃত এই অনুবাদ সায়ণভাষ্যের অনুসারী। স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্ববৎ, বিশেষতঃ 'সোম' প্রসঙ্গে।

◆ ◆

— ৩৩ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ, ইন্দ্র প্রভৃতি। ঋষি : কবষ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, সতোবৃহতী, গায়ত্রী।]

প্র মা যুযুজ্রে প্রযুজো জনানাং বহামি স্ম পূষণমন্তরেণ।
বিশ্বে দেবাসো অধ মামরক্ষন্দুঃশাসুরাগাদিতি ঘোষ আসীৎ ॥ ১ ॥
সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ।
নি বাধতে অমতির্নগ্নতা জসুর্বের্ন বেবীয়তে মতিঃ ॥ ২ ॥

মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো।
সকৃৎসু নো মঘবন্নিন্দ্র মৃলয়াধা পিতেব নো ভব ॥ ৩॥
কুরুশ্রবণমাবৃণি রাজানং ত্রাসদস্যবম্। মংহিষ্ঠং বাঘতামৃষিঃ ॥ ৪॥
যস্য মা হরিতো রথে তিস্রো বহন্তি সাধুয়া। স্তবৈ সহস্রদক্ষিণে ॥ ৫॥
যস্য প্রস্বাদসো গির উপমশ্রবসঃ পিতুঃ। ক্ষেত্রং ন রণ্বমূচুষে ॥ ৬॥
অধি পুত্রোপমশ্রবো নপান্মিত্রাতিথেরিহি। পিতুষ্টে অস্মি বন্দিতা ॥ ৭॥
যদীশীয়ামৃতানামুত বা মর্ত্যানাম্। জীবেদিন্মঘবা মম ॥ ৮॥
ন দেবানামতি ব্রতং শতাত্মা চন জীবতি। তথা যুযা বি বাবৃতে ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — যিনি লোকবর্গকে আপন কার্যে প্রেরণ করেন, তিনি আমাকে প্রেরণ করলেন। আমি পূষাকে অন্তরে বরণ করলাম। সকল দেবতা আমাকে রক্ষা করলেন। চতুর্দিকে রব উঠলো যে, দুর্ধর্ষ ঋষি আগমন করছেন ॥ ১॥

[বোধহয়, পিতৃশোকে কুরুশ্রবণ রাজার উক্তি]—আমার পাঁজরাগুলি সপত্নীগণের মতো আমাকে সন্তাপ প্রদান করছে। মনের অসুখ আমাকে ক্লেশ প্রদান করছে, আমি দীনহীন ক্ষীণ হচ্ছি। পক্ষীর মতো আমার মন অস্থির হচ্ছে ॥ ২॥

হে ইন্দ্র! যেমন মূষিকগণ স্নায়ুকে চর্বন করে, আমি তোমার ভক্ত হ'লেও আমার মনের পীড়া আমাকে সেইরকম চর্বন করছে। হে মঘবা ইন্দ্র! একবার আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করো। আমাদের পিতৃতুল্য হও ॥ ৩॥

আমি কবষ ঋষি, ত্রসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণ রাজার নিকটে যাচ্ঞা করতে গেলাম, কারণ তিনি দাতাগণের শ্রেষ্ঠ ॥ ৪॥

আমার দক্ষিণা সহস্রসংখ্যায় দত্ত হতো এবং সকলে স্তব অর্থাৎ শ্লাঘা করতো; আমি রথারূঢ় হ'লে তিনটি হরিতবর্ণ ঘোটক সুন্দরভাবে বহন করে ॥ ৫॥

আমার পিতার কীর্তি দৃষ্টান্ত প্রদানের স্থলস্বরূপ ছিল, তাঁর বাক্য সেবকবৃন্দের নিকট যেন রমণীয় ক্ষেত্রের মতো প্রীতিকর হতো ॥ ৬॥

[কবষের সান্ত্বনা বাক্য]—হে কুরুশ্রবণ! যাঁর কীর্তি দৃষ্টান্ত প্রদানের স্থল, তুমি তাঁর পুত্র। আমি মিত্রাতিথি রাজার নপ্তা। আমার নিকটে আগমন করো, কারণ আমি তোমার পিতার বন্দনাকর্তা অর্থাৎ অনুগতলোক ॥ ৭॥

যদি জীবিত ব্যক্তির জীবন ও মৃত ব্যক্তির মৃত্যু আমার প্রভুত্বের অধীন হতো, তাহ'লে আমার সেই পরম উপকারী তোমার পিতা অবশ্য জীবিত থাকতেন ॥ ৮॥

একশত আত্মা অর্থাৎ প্রাণ থাকলেও দেবতাগণের অভিপ্রায়ের বিপরীতে কেউ জীবিত থাকতে পারে না। এই হেতুতেই আমাদের সহচরগণের সাথে আমাদের বিচ্ছেদ হয় ॥ ৯॥

টীকা — এই সূক্তে আত্মীয় মৃত্যুজনিত দুঃখ বর্ণিত হয়েছে।

মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো।
সকৃৎসু নো মঘবন্নিন্দ্র মূলয়াধা পিতেব নো ভব ॥ ৩॥
কুরুশ্রবণমাবৃণি রাজানং ত্রাসদস্যবম্। মংহিষ্ঠং বাঘতামৃষিঃ ॥ ৪॥
যস্য মা হরিতো রথে তিস্রো বহন্তি সাধুয়া। স্তবৈ সহস্রদক্ষিণে ॥ ৫॥
যস্য প্রস্বাদসো গির উপমশ্রবসঃ পিতুঃ। ক্ষেত্রং ন রণ্বমূচুষে ॥ ৬॥
অধি পুত্রোপমশ্রবো নপান্মিত্রাতিথেরিহি। পিতুষ্টে অস্মি বন্দিতা ॥ ৭॥
যদীশীয়ামৃতানামুত বা মর্ত্যানাম্। জীবেদিন্মঘবা মম ॥ ৮॥
ন দেবানামতি ব্রতং শতাত্মা চন জীবতি। তথা যুযা বি বাবৃতে ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — যিনি লোকবর্গকে আপন কার্যে প্রেরণ করেন, তিনি আমাকে প্রেরণ করলেন। আমি পূষাকে অন্তরে বরণ করলাম। সকল দেবতা আমাকে রক্ষা করলেন। চতুর্দিকে রব উঠলো যে, দুর্ধর্ষ ঋষি আগমন করছেন ॥ ১॥

[বোধহয়, পিতৃশোকে কুরুশ্রবণ রাজার উক্তি]—আমার পাঁজরাগুলি সপত্নীগণের মতো আমাকে সন্তাপ প্রদান করছে। মনের অসুখ আমাকে ক্লেশ প্রদান করছে, আমি দীনহীন ক্ষীণ হচ্ছি। পক্ষীর মতো আমার মন অস্থির হচ্ছে ॥ ২॥

হে ইন্দ্র! যেমন মূষিকগণ স্নায়ুকে চর্বন করে, আমি তোমার ভক্ত হ'লেও আমার মনের পীড়া আমাকে সেইরকম চর্বন করছে। হে মঘবা ইন্দ্র! একবার আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করো। আমাদের পিতৃতুল্য হও ॥ ৩॥

আমি কবষ ঋষি, ত্রসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণ রাজার নিকটে যাজ্ঞা করতে গেলাম, কারণ তিনি দাতাগণের শ্রেষ্ঠ ॥ ৪॥

আমার দক্ষিণা সহস্রসংখ্যায় দত্ত হতো এবং সকলে স্তব অর্থাৎ শ্লাঘা করতো; আমি রথারূঢ় হ'লে তিনটি হরিতবর্ণ ঘোটক সুন্দরভাবে বহন করে ॥ ৫॥

আমার পিতার কীর্তি দৃষ্টান্ত প্রদানের স্থলস্বরূপ ছিল, তাঁর বাক্য সেবকবৃন্দের নিকট যেন রমণীয় ক্ষেত্রের মতো প্রীতিকর হতো ॥ ৬॥

[কবষের সান্ত্বনা বাক্য]—হে কুরুশ্রবণ! যাঁর কীর্তি দৃষ্টান্ত প্রদানের স্থল, তুমি তাঁর পুত্র। আমি মিত্রাতিথি রাজার নপ্তা। আমার নিকটে আগমন করো, কারণ আমি তোমার পিতার বন্দনাকর্তা অর্থাৎ অনুগতলোক ॥ ৭॥

যদি জীবিত ব্যক্তির জীবন ও মৃত ব্যক্তির মৃত্যু আমার প্রভুত্বের অধীন হতো, তাহ'লে আমার সেই পরম উপকারী তোমার পিতা অবশ্য জীবিত থাকতেন ॥ ৮॥

একশত আত্মা অর্থাৎ প্রাণ থাকলেও দেবতাগণের অভিপ্রায়ের বিপরীতে কেউ জীবিত থাকতে পারে না। এই হেতুতেই আমাদের সহচরগণের সাথে আমাদের বিচ্ছেদ হয় ॥ ৯॥

টীকা — এই সূক্তে আত্মীয় মৃত্যুজনিত দুঃখ বর্ণিত হয়েছে।

◆ ◆

— ৩৪ সূক্ত —

[দেবতা : অক্ষ ও দ্যূতকার। ঋষি : কবষ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ন্তি প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ।
সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্ ॥ ১॥
ন মা মিমেথ ন জিহীল এষা শিবা সখিভ্য উত মহ্যমাসীৎ।
অক্ষস্যাহমেকপরস্য হেতোরনুব্রতামপ জায়ামরোধম্ ॥ ২॥
দ্বেষ্টি শ্বশ্রূরপ জায়া রুণদ্ধি ন নাথিতো বিন্দতে মর্ডিতারম্।
অশ্বস্যেব জরতো বস্ন্যস্য নাহং বিন্দামি কিতবস্য ভোগম্ ॥ ৩॥
অন্যে জায়াং পরি মৃশন্ত্যস্য যস্যাগৃধদ্বেদনে বাজ্যক্ষঃ।
পিতা মাতা ভ্রাতর এনমাহুর্ন জানীমো নয়তা বদ্ধমেতম্ ॥ ৪॥
যদাদীধ্যে ন দবিষাণ্যেভিঃ পরায়দ্ভ্যোঽব হীয়ে সখিভ্যঃ।
ন্যুপ্তাশ্চ বভ্রবো বাচমক্রত এমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীব ॥ ৫॥
সভামেতি কিতবঃ পৃচ্ছমানো জেষ্যামীতি তন্বা শূশুজানঃ।
অক্ষাসো অস্য বি তিরন্তি কামং প্রতিদীব্নে দধত আ কৃতানি ॥ ৬॥
অক্ষাস ইদঙ্কুশিনো নিতোদিনো নিকৃত্বানস্তপনাস্তাপয়িষ্ণবঃ।
কুমারদেষ্ণা জয়তঃ পুনর্হণো মধ্বা সম্পৃক্তাঃ কিতবস্য বর্হণা ॥ ৭॥
ত্রিপঞ্চাশঃ ক্রীলতি ব্রাত এষাং দেব ইব সবিতা সত্যধর্মা।
উগ্রস্য চিন্মন্যবে না নমন্তে রাজা চিদেভ্যো নম ইৎকৃণোতি ॥ ৮॥
নীচা বর্তন্ত উপরি স্ফুরন্ত্যহস্তাসো হস্তবন্তং সহন্তে।
দিব্যা অঙ্গারা ইরিণে ন্যুপ্তাঃ শীতাঃ সন্তো হৃদয়ং নির্দহন্তি ॥ ৯॥
জায়া তপ্যতে কিতবস্য হীনা মাতা পুত্রস্য চরতঃ ক্ব স্বিৎ।
ঋণাবা বিভ্যদ্ধনমিচ্ছমানোঽন্যেষামস্তমুপ নক্তমেতি ॥ ১০॥
স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বায় কিতবং ততাপান্যেষাং জায়াং সুকৃতং চ যোনিম্।
পূর্বাহ্ণে অশ্বান্যুযুজে হি বভ্রূন্সো অগ্নেরন্তে বৃষলঃ পপাদ ॥ ১১॥
যো বঃ সেনানীর্মহতো গণস্য রাজা ব্রাতস্য প্রথমো বভূব।
তস্মৈ কৃণোমি ন ধনা রুণধ্মি দশাহং প্রাচীস্তদৃতং বদামি ॥ ১২॥
অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎকৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্যঃ ॥ ১৩॥
মিত্রং কৃণুধ্বং খলু মৃলতা নো মা নো ঘোরেণ চরতাভি ধৃষ্ণু।
নি বো নু মন্যুর্বিশতামরাতিরন্যো বভ্রূণাং প্রসিতৌ স্বস্তু ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — বড় বড় পাশাগুলি যখন ছকের উপর ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, দেখে আমার খুবই আনন্দ হয়। মুজবান্ নামক পর্বতে যে সমস্ত চমৎকার সোমলতা জন্মায়, তা'র রস পান করতে যেমন প্রীতি জন্মে, বিভীতকাষ্ঠনির্মিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর ও সেইরকম আমাকে উৎসাহিত করে ॥ ১ ॥

আমার এই রূপবতী পত্নী কখনো আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেনি, কখনো আমার নিকট লজ্জিত হয়নি। সেই পত্নী আমার নিজের ও আমার বন্ধুবর্গের বিশেষ সেবাশুশ্রূষা করতো। কিন্তু কেবলমাত্র পাশার অনুরোধে আমি সেই অনুরাগিণী ভার্যাকে ত্যাগ করলাম ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি পাশাক্রীড়া করে, তা'র শ্বশ্রূ তার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তা'কে ত্যাগ করে; যদি কারো কিছু যাচ্ঞা করে, প্রদান করার লোক কেউ নেই। যেমন বৃদ্ধ ঘোটককে কেউ মূল্য দিয়ে ক্রয় করে না, তেমনি দ্যূতকার কারও নিকট সমাদর প্রাপ্ত হয় না ॥ ৩ ॥

পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন, যদি কারও ধনের প্রতি পাশার লোভদৃষ্টি পতিত হয়, তাহ'লে তার পত্নীকে অন্যে স্পর্শ করে। তার পিতা, মাতা, ভ্রাতাগণ তা'কে দেখে বলে আমরা একে পরিচিত নই, একে বন্ধন ক'রে নিয়ে গমন করো ॥ ৪ ॥

আমি যখন মনে ভাবি, আর এই পাশাখেলা করবো না, তখন খেলার সঙ্গীগণকে দর্শন করলে তাদের নিকট হ'তে অপসারিত হয়ে যাই। কিন্তু পাশাগুলি সুন্দর পিঙ্গলমূর্তিতে ছকের উপর উপবিষ্ট আছে দর্শন ক'রে আর থাকতে পারি না। যেমন ভ্রষ্টানারী উপপতির নিকট গমন করে, আমিও তেমনই খেলার সঙ্গীগণের ভবনে গমন ক'রি ॥ ৫ ॥

দ্যূতকার আপন বক্ষ স্ফীত ক'রে আস্ফালন করতে করতে ক্রীড়াসভায় আগমন করে, ব'লে থাকে, আমি জয়লাভ করবো। পাশাগুলি কখন এর অভিলাষ পূর্ণ করে; সে বিপক্ষ দ্যূতকারের প্রতি যা কিছু অভিপ্রায় করে, সকলই কখন সিদ্ধ হয়ে যায় ॥ ৬ ॥

কিন্তু কখন সেই পাশা যেন অঙ্কুশযুক্ত, অর্থাৎ যেন আঁকুশির দ্বারা আকর্ষণ করতে থাকে, তা'রা যেন বাণের মতো বিদ্ধ করতে, ছুরিকার মতো কর্তন করতে এবং তপ্ত বস্তুর মতো সন্তাপ প্রদান করতে থাকে। যে জয়ী হয়, তার পক্ষে পাশাগুলি যেন পুত্রজন্মের তুল্য, যেন মধুময়, যেন তা'কে মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করে, আর পরাজিত ব্যক্তিকে তারা যেন নিধন করে ॥ ৭ ॥

এই যে তিপ্পান্নটি পাশার দল দেখছো, এরা মিলিত হয়ে ছকের উপর বিহার ক'রে বেড়ায়, যেমন সত্যস্বরূপ সূর্যদেব বিশ্বভুবনে বিহার করেন। যিনি যত বড় দুর্ধর্ষ হোন, এরা কারও বশীভূত নয়। রাজা পর্যন্ত এদের নমস্কার করে ॥ ৮ ॥

এরা কখনো নীচে অবতরণ করছে, কখনো উপরে উত্থিত হচ্ছে। এদের হাত নেই, কিন্তু যার হাত আছে, সে এদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। এরা দেখতে শ্রীযুক্ত, জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো ছকের উপর উপবিষ্ট আছে। স্পর্শ করতে শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে ॥ ৯ ॥

দ্যূতকারের স্ত্রী দীনহীনবেশে পরিতাপ করে। পুত্র কোথায় ভ্রমণ করছে, চিন্তা ক'রে তার মাতা ব্যাকুল। যে তা'কে ঋণ প্রদান করে, সে আপন ধন ফিরপ্রাপ্ত হবে কি না এই চিন্তায় সশঙ্কিত। দ্যূতকারকে পরের বাটীতে রাত্রি যাপন করতে হয় ॥ ১০ ॥

আপন স্ত্রীর দশা দর্শন ক'রে দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্যান্য ব্যক্তির স্ত্রীর সৌভাগ্য ও সুন্দর অট্টালিকা দর্শন ক'রে তার পরিতাপ হয়। সে হয়তো প্রাতে সুশ্রী ঘোটক যোজনাপূর্বক গতিবিধি করেছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নীচলোকের মতো তা'কে শীত নিবারণের জন্য অগ্নির সেবা

করতে হয় ॥ ১১ ॥

হে পাশাগণ! যে তোমাদের দলের মধ্যে প্রধান ও সেনাপতি ও রাজার তুল্য, আমি তাঁর প্রতি আমার এই দশ অঙ্গুলি একত্র ক'রে প্রণাম করছি; আমি তোমাদের নিকট অর্থ যাচ্ঞা ক'রি না, এটি সত্য ক'রে বলছি ॥ ১২ ॥

হে দ্যুতকার! পাশাক্রীড়া করো না, বরং কৃষিকার্য করো। তা'তে যা লাভ হয়, সেই লাভে সন্তুষ্ট হও ও নিজেকে কৃতার্থ বোধ করো। তা'তে পত্নী প্রাপ্ত হবে ও অনেক গাভী প্রাপ্ত হবে। এই যে প্রভু সূর্যদেব, ইনি আমাকে এই ব'লে দিয়েছেন ॥ ১৩ ॥

হে পাশাগণ! আমাদের উপর বন্ধুত্বভাব ধারণ করো, আমাদের কল্যাণ করো। তোমাদের দুর্ধর্ষপ্রভাব আমাদের প্রতি প্রয়োগ করো না। আমাদের শত্রুই যেন তোমাদের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়। অপরে যেন তোমাদের ব্যবহার করতে ব্যাপৃত থাকে ॥ ১৪ ॥

টীকা — এই সূক্তে পাশা খেলার অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছা এবং ভয়ানক ফল সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে ॥ ১ ঋকের বক্তব্য—মুজবান্ নামক পর্বতে সোমলতা জন্মায় ॥ ৪ ঋকের বক্তব্য—'অন্যে স্পর্শ করে' অর্থে পত্নী ব্যভিচারিণী হয় ॥ ৫ ঋকের মূলে 'নিষ্কৃতং জারিণী ইব' আছে ॥

◆ ◆

— ৩৫ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : লুষ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

অবুধ্রমু ত্য ইন্দ্রবন্তো অগ্নয়ো জ্যোতির্ভরন্ত উষসো ব্যুষ্টিষু।
মহী দ্যাবাপৃথিবী চেততামপোহদ্যা দেবানামব আ বৃণীমহে ॥ ১ ॥
দিবস্পৃথিব্যোরব আ বৃণীমহে মাতৄন্ত্সিন্ধূন্ পর্বতাঞ্ছর্যণাবতঃ।
অনাগাস্ত্বং সূর্যমুষাসমীমহে ভদ্রং সোমঃ সুবানো অদ্যা কৃণোতু নঃ ॥ ২ ॥
দ্যাবা নো অদ্য পৃথিবী অনাগসো মহী ত্রায়েতাং সুবিতায় মাতরা।
উষা উচ্ছন্ত্যপ বাধতামঘং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৩ ॥
ইয়ং ন উস্রা প্রথমা সুদেব্যং রেবৎসনিভ্যো রেবতী ব্যুচ্ছতু।
আরে মন্যুং দুর্বিদত্রস্য ধীমহি স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৪ ॥
প্র যাঃ সিস্রতে সূর্যস্য রশ্মিভির্জ্যোতির্ভরন্তীরুষসো ব্যুষ্টিষু।
ভদ্রা নো অদ্য শ্রবসে ব্যুচ্ছত স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৫ ॥
অনমীবা উষস আ চরন্তু ন উদগ্নয়ো জিহতাং জ্যোতিষা বৃহৎ।
আযুক্ষাতামশ্বিনা তূতুজিং রথং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৬ ॥
শ্রেষ্ঠং নো অদ্য সবিতর্বরেণ্যং ভাগমা সুব স হি রত্নধা অসি।
রায়ো জনিত্রীং ধিষণামুপ ব্রুবে স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৭ ॥

পিপর্তু মা তদৃতস্য প্রাবচনং দেবানাং যন্মনুষ্যা অমন্মহি।
বিশ্বা ইদুস্রাঃ স্পলুদেতি সূর্যঃ স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৮॥
অদ্বেষো অদ্য বর্হিষঃ স্তরীমণি গ্রাব্ণাং যোগে মন্মনঃ সাধ ঈমহে।
আদিত্যানাং শর্মণি স্থা ভুরণ্যসি স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৯॥
আ নো বর্হিঃ সধমাদে বৃহদ্দিবি দেবাঁ ঈলে সাদয়া সপ্ত হোতৃন্।
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং সাতয়ে ভগং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ১০॥
ত আদিত্যা আ গতা সর্বতাতয়ে বৃধে নো যজ্ঞমবতা সজোষসঃ।
বৃহস্পতিং পূষণমশ্বিনা ভগং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ১১॥
তন্নো দেবা যচ্ছত সুপ্রবাচনং ছর্দিরাদিত্যাঃ সুভরং নৃপায্যম্।
পশ্বে তোকায় তনয়ায় জীবসে স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ১২॥
বিশ্বে অদ্য মরুতো বিশ্ব ঊতী বিশ্বে ভবন্ত্বগ্নয়ঃ সমিদ্ধাঃ।
বিশ্বে নো দেবা অবসা গমন্তু বিশ্বমস্তু দ্রবিণং বাজো অস্মে ॥ ১৩॥
যং দেবাসোঽবথ বাজসাতৌ যং ত্রায়ধ্বে যং পিপৃথাত্যংহঃ।
যো বো গোপীথে ন ভয়স্য বেদ তে স্যাম দেববীতয়ে তুরাসঃ ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — সেই সকল অগ্নি জাগরিত হ'লেন, তাঁদের সঙ্গে ইন্দ্র আছেন; প্রভাত যখন অন্ধকারকে বিদেশে প্রেরণ করে, তখন সেই সমস্ত অগ্নি আলোকধারণপূর্বক প্রজ্বলিত হ'লেন। বিপুলমূর্তি দ্যুলোক ও ভূলোক চৈতন্যযুক্ত হোক। দেবতাবৃন্দ অদ্য যেন আমাদের রক্ষা করেন, এই প্রার্থনা করি ॥১॥

আমরা প্রার্থনা করি যে, দ্যাবাপৃথিবী যেন রক্ষা করে, যেন জননীতুল্য নদীগণ এবং নির্ঝরধারী পর্বতগণ আমাদের রক্ষা করেন। সূর্য ও উষাদেবীর নিকট এই প্রার্থনা, যেন আমরা অপরাধী না হই। যে সোমকে প্রস্তুত করা যাচ্ছে, তিনি যেন আমাদের মঙ্গল করেন ॥২॥

দ্যাবা ও পৃথিবী আমাদের মাতৃতুল্য, আমরা যেন সেই দুই মহতী দেবতার নিকট নিরপরাধী থাকি, যেন তাঁরা আমাদের সুখবিধান করেন। উষাদেবী যেন আমাদের পাপ প্রক্ষালন করেন এবং পাপ নষ্ট করেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি ॥৩॥

এই যে উষাদেবী, যিনি ধনদানকারিণী এবং যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গাভীর মতো, তিনি আমাদের উত্তম ধন বিতরণ করুন, আমরা তা ভাগ ক'রে গ্রহণ করি। আমরা যেন দুষ্টব্যক্তির কোপ হ'তে দূরবর্তী থাকি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি ॥৪॥

যে সকল উষা সূর্যকিরণের সাথে মিলিত হয়ে আলোক ধারণপূর্বক অন্ধকারকে অপসারিত করেন, তাঁরা অদ্য আমাদের অন্ন দান করুন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি ॥৫॥

উষা যেন আমাদের আরোগ্যসম্পন্ন হয়ে উপস্থিত হন, বিপুল জ্যোতিঃসহকারে অগ্নিগণ উদয় হোন। অশ্বিদ্বয় শীঘ্রগামী রথ যোজনা করেছেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি ॥৬॥

হে সূর্যদেব। অদ্য অতি চমৎকার ধনভাগ আমাদের বিতরণ করো, কারণ তুমিই কামনা পূর্ণ

করছি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা
করবার কর্তা। যাতে ধন জন্মাতে পারে, এই রকম স্তুতি পাঠ করছি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা
কল্যাণ ভিক্ষা ক'রি ॥ ৭ ॥

মানবগণ দেবতাবর্গের উদ্দেশে যে যজ্ঞকার্য সংকল্প করে, সেই যজ্ঞানুষ্ঠান আমার শ্রীবৃদ্ধি
সম্পাদন করুক। প্রতি প্রভাতে সূর্যদেব সকল বস্তু স্পষ্ট ক'রে দিয়ে উদয় হন। প্রজ্বলিত অগ্নির
নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা ক'রি ॥ ৮ ॥

যজ্ঞের নিমিত্ত অদ্য এই যে কুশ বিস্তার হচ্ছে, সোম প্রস্তুত করবার জন্য দুই প্রস্তর সংযোজিত
হচ্ছে, এই সময়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দ্বেষরহিত দেবতাগণের শরণাপন্ন হওয়া যাক। হে
যজমান! তুমি সকল অনুষ্ঠান ক'রে থাক; অতএব আদিত্যগণ যেন তোমাকে সুখী করেন।
প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা ক'রি ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! আমাদের এই যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা'তে দেবতাগণ একত্র হয়ে আমোদ আহ্লাদ
করেন, এই যজ্ঞে প্রকাণ্ড দ্যুলোকবর্তী দেবতাগণকে আনয়ন করো, সাতজন হোতাকে আনয়ন
করো; ইন্দ্র ও মিত্র ও বরুণ ও ভগকে আনয়ন করো; আমি ধনলাভের জন্য সকলকে স্তব ক'রি।
প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা ক'রি ॥ ১০ ॥

হে প্রসিদ্ধ আদিত্যগণ। তোমরা আগমন করো, তাতেই সকল বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হবে। আমাদের
শ্রীবৃদ্ধি হবে। আমাদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলে একত্র হয়ে যজ্ঞকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি ও পূষা ও
অশ্বিদ্বয় ও ভগ ও প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা ক'রি ॥ ১১ ॥

হে দেবগণ। অতএব তোমাদের যজ্ঞের সাফল্য আজ্ঞা করো। হে আদিত্যবর্গ। ধন পরিপূর্ণ
রাজযোগ্য গৃহ দান করো। আমাদের পশু ও পুত্রপৌত্র ও পরমায়ু সকল বিষয়ে আমরা প্রজ্বলিত
অগ্নির নিকট কল্যাণ কামনা ক'রি ॥ ১২ ॥

সকল মরুৎ আমাদের সর্ববিধায় রক্ষা করুন। যাবতীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হোন। যাবতীয় দেবতা
আমাদের রক্ষা করবার জন্য আগমন করুন। সর্বরকম অন্ন ও সম্পত্তি আমাদের লাভ হোক ॥ ১৩ ॥

হে দেবগণ! যাকে তোমরা অন্ন দানপূর্বক রক্ষা কর, যাকে ত্রাণ কর, যাকে পাপমুক্ত ক'রে
শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন কর, যে তোমাদের আশ্রয়ে অবস্থান ক'রে ভয় কাকে বলে জ্ঞাত নয়, আমরা যেন
দেবকার্যের জন্য ব্যগ্র হয়ে সেইরকম ব্যক্তি হই ॥ ১৪ ॥

টীকা — ২ ঋকে মূলে 'পর্বতান শর্যনাবতঃ' আছে। কুরুক্ষেত্রের নিকটস্থ পর্বত এমন অর্থও হ'তে
পারে। সায়ণ অন্যস্থানে কুরুক্ষেত্রের নিকটে একটি সরোবরের নাম শর্যনাবৎ বলেছেন।—অন্যান্য
বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৬ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : মৃণ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

উষাসানক্তা বৃহতী সুপেশসা দ্যাবাক্ষামা বরুণো মিত্রো অর্যমা।
ইন্দ্রং হুবে মরুত পর্বতাঁ অপ আদিত্যান্দ্যাবাপৃথিবী অপঃ স্বঃ ॥ ১ ॥

দৌশ্চ নঃ পৃথিবী চ প্রচেতস ঋতাবরী রক্ষতামংহসো রিষঃ।
মা দুর্বিদত্রা নির্ঋতির্ন ঈশত তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ২॥
বিশ্বস্মান্নো অদিতিঃ পাত্বংহসো মাতা মিত্রস্য বরুণস্য রেবতঃ।
স্বর্বজ্জ্যোতিরবৃকং নশীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৩॥
গ্রাবা বদন্নপ রক্ষাংসি সেধতু দুঃষ্বপ্ন্যং নির্ঋতিং বিশ্বমত্রিণম্।
আদিত্যং শর্ম মরুতামশীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৪॥
এন্দ্রো বর্হিঃ সীদতু পিন্বতামিলা বৃহস্পতিঃ সামভির্ঋক্বো অর্চতু।
সুপ্রকেতং জীবসে মন্ম ধীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৫॥
দিবিস্পৃশং যজ্ঞমস্মাকমশ্বিনা জীরাধ্বরং কৃণুতং সুম্নমিষ্টয়ে।
প্রাচীনরশ্মিমাহুতং ঘৃতেন তদ্দেবানমবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৬॥
উপ হ্বয়ে সুহবং মারুতং গণং পাবকমৃষ্বং সখ্যায় শম্ভুবম্।
রায়স্পোষং সৌশ্রবসায় ধীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৭॥
অপাং পেরুং জীবধন্যং ভরামহে দেবাব্যং সুহবমধ্বরশ্রিয়ম্।
সুরশ্মিং সোমমিন্দ্রিয়ং যমীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৮॥
সনেম তৎসুসনিতা সনিত্বভির্বয়ং জীবা জীবপুত্রা অনাগসঃ।
ব্রহ্মদ্বিষো বিষ্বগেনো ভরেরত তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৯॥
যে স্থা মনোর্যজ্ঞিয়াস্তে শৃণোতন যদ্বো দেবা ঈমহে তদ্দদাতন।
জৈত্রং ক্রতুং রয়িমদ্বীরবদ্যশস্তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ১০॥
মহদদ্য মহতামা বৃণীমহেঽবো দেবানাং বৃহতামনর্বণাম্।
যথা বসু বীরজাতং নশামহৈ তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ১১॥
মহো অগ্নেঃ সমিধানস্য শর্মণ্যনাগা মিত্রে বরুণে স্বস্তয়ে।
শ্রেষ্ঠে স্যাম সবিতুঃ সবীমনি তদ্দেবানমবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ১২॥
যে সবিতুঃ সত্যসবস্য বিশ্বে মিত্রস্য ব্রতে বরুণস্য দেবাঃ।
তে সৌভগং বীরবদ্গোমদপ্নো দধাতন দ্রবিণং চিত্রমস্মে ॥ ১৩॥
সবিতা পশ্চাতাৎ সবিতা পুরস্তাৎ সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ।
সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিং সবিতা নো রাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — উষাদেবী ও রাত্রিদেবী এবং বিপুলমূর্তিধারিণী সুগঠন শরীরা দ্যাবাপৃথিবী এবং বরুণ ও অর্যমা ও ইন্দ্র মরুদ্‌গণ ও পর্বতবর্গ এবং জলগণ ও আদিত্যগণ এঁদের আমি যজ্ঞে আহ্বান করছি। দ্যাবাপৃথিবী, জলগণ ও স্বর্গকে আহ্বান করছি ॥ ১ ॥

প্রশস্ত চিত্তবতী ও যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রীস্বরূপা দ্যাবাপৃথিবী আমাদের পাপ হ'তে পরিত্রাণ করুন, শত্রুর হস্ত হ'তে রক্ষা করুন। দুষ্টাশয়া নিঃঋতি যেন আমাদের উপর আধিপত্য করতে না পারেন। আমরা দেবতাগণের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ২ ॥

ধনশালী মিত্র ও বরুণের জননী ও অদিতিদেবী সকল পাপ হ'তে আমাদের রক্ষা করুন। আমরা সর্বরকম অবিনাশী জ্যোতিঃ লাভ করি। আমরা দেবতাগণের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ৩॥

সোম নিষ্পীড়নের উপযোগী প্রস্তর শব্দ করতে করতে রাক্ষসগণকে দূরীকৃত করুক, দুঃস্বপ্ন ও নিঃঋতি ও যত শত্রু সকলকে দূর করুক। আমরা যেন আদিত্যবর্গের নিকট এবং মরুদ্‌গণের নিকট সুখ লাভ করি। আমরা দেবতাগণের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র আগমনপূর্বক কুশের উপর উপবেশন করুন, স্তুতিবাক্য বিশেষভাবে উচ্চারিত হোক; বৃহস্পতি ঋক্‌ ও সামের দ্বারায় অর্চনা করুন, আমরা যেন উত্তম উত্তম শস্যবস্তু লাভ ক'রে দীর্ঘজীবী হই। দেবতাগণের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ৫ ॥

হে অশ্বিযুগল! আমাদের যজ্ঞ যাতে দেবলোককে স্পর্শ করতে পারে, তা করো। যজ্ঞের সমস্ত বিঘ্ন দূর করো। আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ ক'রে সুখী করো। যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি করা হয়েছে, তার কিরণসমূহ দেবতাগণের প্রতি প্রেরণ করো। দেবতাগণের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ৬॥

যে মরুদ্‌গণ সকলকে পবিত্র করেন, যাঁরা দেখতে সুশ্রী, যাঁদের হ'তে কল্যাণের উৎপত্তি হয়, যাঁরা ধন বৃদ্ধি ক'রে দেন, যাঁদের নাম করলে মনে আনন্দ হয়, তাঁদের আমি আহ্বান করছি; বিশিষ্টরকম অন্ন লাভের জন্য তাঁদের ধ্যান করছি। দেবতাগণের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ৭॥

যে সোম জলপান ক'রে থাকেন, অর্থাৎ জলের সাথে মিশ্রিত হন, প্রাণিবর্গ যাঁর হ'তে স্বচ্ছন্দ প্রাপ্ত হয়; যিনি দেবতাবর্গকে পরিতৃপ্ত করেন, যাঁর নাম করলে আনন্দ হয়, যিনি যজ্ঞের শোভাস্বরূপ, যাঁর দীপ্তি চমৎকার, সেই সোমরসকে আমরা পরিপূর্ণ করছি, তাঁর নিকট বল প্রার্থনা করছি। দেবতাগণের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ৮॥

আমরা যেন দীর্ঘজীবী হই, আমাদের পুত্রগণ যেন দীর্ঘজীবী হয়, আমরা যেন কোন বিষয়ে অপরাধী না হই, আমরা পুত্রপৌত্র ইত্যাদির সাথে সেই সোমরস ভাগ ক'রে নিয়ে পান করি, স্তুতিবিদ্বেষিগণ যেন সর্বরকম পাপে পরিপূর্ণ হয়। দেবতাগণের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ৯॥

হে দেবগণ! তোমরা মানবের নিকট যজ্ঞ লাভ করবার উপযুক্ত, তোমরা শ্রবণ করো। তোমাদের নিকট যা প্রার্থনা করি, তা দান করো। যাতে জয়ী হই, এমন জ্ঞান দান করো। ধন ও লোকবল ও যশ দান করো। দেবতাগণের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ১০॥

দেবতাবৃন্দ যেমন মহৎ ও প্রকাণ্ড ও অবিচলিত; আমরা তাঁদের নিকট সেইরকম বিশিষ্ট রক্ষা প্রার্থনা করি। আমরা যেন ধন ও লোকবল প্রাপ্ত হই। দেবতাগণের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ১১॥

প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা যেন বিশিষ্ট সুখ লাভ করি; মিত্র ও বরুণের নিকট অপরাধী না হয়ে আমরা যেন কল্যাণপ্রাপ্ত হই, সূর্য যেন আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শান্তি দান করেন। দেবতাগণের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি ॥ ১২॥

যে সকল দেবতা সত্য-স্বভাব সূর্য ও মিত্র ও বরুণের কার্যের সময় উপস্থিত থাকেন, তাঁরা আমাদের সৌভাগ্য ও লোকবল ও গাভী ও পুণ্যকর্ম দান করুন ও নানারকম ধন বিতরণ করুন ॥ ১৩॥

কি পশ্চিম দিকে, কি পূর্ব দিকে, কি উত্তর দিকে, কি দক্ষিণ দিকে, সূর্যদেব আমাদের সর্বরকম শ্রীবৃদ্ধি বিধান করুন। আমাদের দীর্ঘপরমায়ু প্রদান করুন ॥ ১৪ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৭ সূক্ত —

[দেবতা : সূর্য। ঋষি : অভিতপা। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতং সপর্যত।
দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্যায় শংসত ॥ ১॥
সা মা সত্যোক্তিঃ পরি পাতু বিশ্বতো দ্যাবা চ যত্র ততনন্নহানি চ।
বিশ্বমন্যান্নি বিশতে যদেজতি বিশ্বাহাপো বিশ্বাহোদেতি সূর্যঃ ॥ ২॥
ন তে অদেবঃ প্রদিবো নি বাসতে যদেতশেভিঃ পতরৈ রথর্যসি।
প্রাচীনমন্যদনু বর্ত্ততে রজ উদন্যেন জ্যোতিষা যাসি সূর্য ॥ ৩॥
যেন সূর্য জ্যোতিষা বাধসে তমো জগচ্চ বিশ্বমুদিয়র্ষি ভানুনা।
তেনাস্মদ্বিশ্বামনিরামনাহুতিমপামীবামপ দুঃষপ্ন্যং সুব ॥ ৪॥
বিশ্বস্য হি প্রেষিতো রক্ষসি ব্রতমহেলয়ন্নুচ্চরসি স্বধা অনু।
যদস্য ত্বা সূর্যোপব্রবামহৈ তং নো দেবা অনু মংসীরত ক্রতুম্ ॥ ৫॥
তং নো দ্যাবাপৃথিবী তন্ন আপ ইন্দ্রঃ শৃণ্বন্তু মরুতো হবং বচঃ।
মা শূনে ভূম সূর্যস্য সন্দৃশি ভদ্রং জীবন্তো জরণামশীমহি ॥ ৬॥
বিশ্বাহা ত্বা সুমনসঃ সুচক্ষসঃ প্রজাবন্তো অনমীবা অনাগসঃ।
উদ্যন্তং ত্বা মিত্রমহো দিবেদিবে জ্যোগ্জীবাঃ প্রতি পশ্যেম সূর্য ॥ ৭॥
মহি জ্যোতির্বিভ্রতং ত্বা বিচক্ষণ ভাস্বন্তং চক্ষুষে চক্ষুসে ময়ঃ।
আরোহন্তং বৃহতঃ পাজসস্পরি বয়ং জীবাঃ প্রতি পশ্যেম সূর্য ॥ ৮॥
যস্য তে বিশ্বা ভুবনানি কেতুনা প্র চেরতে নি চ বিশন্তে অক্তুভিঃ।
অনাগাস্ত্বেন হরিকেশ সূর্যাহ্নাহ্না নো বস্যসাবস্যসোদিহি ॥ ৯॥
শং নো ভব চক্ষসা শং নো অহ্না শং ভানুনা শং হিমা শং ঘৃণেন।
যথা শমধ্বঞ্ছমসদ্দুরোণে তৎ সূর্য দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্ ॥ ১০॥
অস্মাকং দেবা উভয়ায় জন্মনে শর্ম যচ্ছত দ্বিপদে চতুষ্পদে।
অদৎপিবদূর্জয়মানমাশিতং তদস্মে শং যোররপো দধাতন ॥ ১১॥
যদ্বো দেবাশ্চকৃম জিহ্বয়া গুরু মনসো বা প্রযুতী দেবহেলনম্।
অরাবা যো নো অভি দুচ্ছুনায়তে তস্মিন্তদেনো বসবো নি ধেতন ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে পুরোহিতগণ। যে সূর্যদেব মিত্র ও বরুণকে দেখতে পারেন, যাঁর দীপ্তি অতি উজ্জ্বল, যিনি দূর হ'তে সকল বস্তু দৃষ্টি করেন, যিনি দেবতাগণের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি

সকল বস্তু পরিষ্কার ক'রে দেন, যিনি আকাশের পুত্রস্বরূপ, সেই সূর্যদেবকে নমস্কার করো; পূজা করো, স্তব করো ॥ ১ ॥

সেই যে সত্যবাক্য, আকাশ এবং দিবা যাকে অবলম্বন ক'রে বর্তমান আছে, বিশ্বভুবন এবং প্রাণিবর্গ যাঁর আশ্রিত, যাঁর প্রভাবে প্রতিদিন জল প্রবাহিত হচ্ছে এবং সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন, সেই সত্যবাক্য যেন আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করে ॥ ২ ॥

হে সূর্যদেব! যখন তুমি রথে বেগবান্ ঘোটক যোজনাপূর্বক আকাশপথে গমন কর, তখন কোনও দেবরহিত জীব তোমার নিকটে আগমন করতে পারে না। তোমার সেই চিরপরিচিত অসাধারণ জ্যোতিঃ তোমার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, সেই অসাধারণ জ্যোতিঃ ধারণপূর্বক তুমি উদয় হও ॥ ৩ ॥

হে সূর্যদেব! যে জ্যোতি দ্বারা তুমি অন্ধকার নষ্ট কর এবং যে কিরণের দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ কর, তার দ্বারায় আমাদের সর্বরকম দারিদ্র্য নষ্ট করো, আমাদের পাপ ও রোগ ও দুঃস্বপ্ন দূর করো ॥ ৪ ॥

হে সূর্যদেব! তুমি অক্লিষ্টভাবে বিশ্বভুবনের ক্রিয়াকলাপ রক্ষা করবার জন্য প্রেরিত হয়েছো, তুমি প্রাতঃকালের হোম হ'লে উদয় হও। হে সূর্য! অদ্য আমরা যখন তোমার নাম উচ্চারণ করি, তখন যেন দেবতাবর্গ আমাদের যজ্ঞ সফল করেন ॥ ৫ ॥

দ্যাবাপৃথিবী এবং জলগণ এবং ইন্দ্র এবং মরুদ্‌গণ আমাদের আহ্বানবাক্য শ্রবণ করুন। সূর্যের কৃপাদৃষ্টি থাকতে আমরা যেন দুঃখভাগী না হই। আমরা যেন দীর্ঘজীবী হয়ে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত সৌভাগ্যশালী থাকি ॥ ৬ ॥

হে বন্ধুবর্গের সৎকারকারী সূর্যদেব। যেমন তুমি দিন দিন উদয় হও, আমরা যেন প্রত্যহই তোমাকে প্রশস্ত মনে ও প্রশস্ত চক্ষে দর্শন করি, যেন প্রত্যহই নীরোগ শরীরে সন্তানসন্ততি পরিবৃত হয়ে তোমার নিকট কোন দোষে দোষী না হয়ে তোমার দর্শন লাভ করি। যেন আমরা চিরজীবী হয়ে তোমার দর্শনপ্রাপ্ত হই ॥ ৭ ॥

হে সর্বত্রদৃষ্টিকারী সূর্য! তুমি বিপুল জ্যোতিঃ ধারণ কর। তোমার দীপ্তি উজ্জ্বল, সকলের চক্ষেই তুমি সুখকর। যখন তোমার সেই মূর্তি আকাশের ঊর্ধদেশে আরোহণ করে, আমরা যেন জীবন্ত শরীরে তা নিত্য দর্শন করি ॥ ৮ ॥

তোমার যে পতাকার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ লাভ করে, আবার প্রতি রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অন্তর্ধান হয়, হে পিঙ্গলবর্ণ কেশধারী সূর্য! তুমি তোমার সেই চমৎকার পতাকা নিয়ে দিন দিন উদয় হও, আমরাও যেন কোন দোষের দোষী না হয়ে তা'র দর্শন প্রাপ্ত হই ॥ ৯ ॥

তোমার দৃষ্টি আমাদের কল্যাণ করুক, তোমার দিবস ও তোমার কিরণ, তোমার শীতলত্ব ও তোমার উত্তাপ কল্যাণকর হোক; আমরা গৃহেই অবস্থিতি করি বা পথেই যাত্রা করি সর্বদা তা কল্যাণ করুক। হে সূর্য! নানা সম্পত্তি আমাদের বিতরণ করো ॥ ১০ ॥

হে দেবগণ! আমাদের অধিকারভুক্ত যে দুই রকম প্রাণিবর্গ আছে, অর্থাৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ, সকলকে তোমরা সুখী করো। সকল প্রাণীই আহার করুক, পান করুক, হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ হোক এবং আমাদের সংসর্গে তা'রা অবিচ্ছিন্ন স্বচ্ছন্দতা লাভ করুক ॥ ১১ ॥

হে ধনসম্পন্ন দেবতাবর্গ! কথায় হোক, বা মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা হোক, যা কিছু অপরাধের কার্য আমরা দেবতাগণের নিকট ক'রে থাকি, যে ব্যক্তি, দানধর্মে বিমুখ এবং কেবল আমাদের অনিষ্ট

কামনা করে, তা'র পাপ তোমরা সেই ব্যক্তির স্কন্ধে আরোপিত করো ॥ ১২ ॥

টীকা — ২ ঋকে মূলে 'সত্য উক্তিঃ' আছে। সত্যই আকাশ ও দিবা ও প্রাণিবর্গ, বৃষ্টি ও সূর্য ও বিশ্বভুবনের অবলম্বন।—অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ ॥

◆ ◆

— ৩৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : মুষ্কবান্ ইন্দ্র। ছন্দ : জগতী]

অস্মিন্ন ইন্দ্র পৃৎসুতৌ যশস্বতি শিমীবতি ক্রন্দসি প্রাব সাতয়ে।
যত্র গোষাতা ধৃষিতেষু খাদিষু বিষ্বক্‌পতন্তি দিদ্যবো নৃষাহ্যে ॥ ১ ॥
স নঃ ক্ষুমন্তং সদনে ব্যূর্ণুহি গোঅর্ণসং রয়িমিন্দ্র শ্রবায্যম্।
স্যাম তে জয়তঃ শক্র মেদিনো যথা বয়মুশ্মসি তদ্বসো কৃধি ॥ ২ ॥
যো নো দাস আর্যো বা পুরুষ্টুতাদেব ইন্দ্র যুধয়ে চিকেততি।
অস্মাভিষ্টে সুষহাঃ সন্তু শত্রবস্ত্বয়া বয়ং তান্বনুয়াম সঙ্গমে ॥ ৩ ॥
যো দভ্রেভির্হব্যো যশ্চ ভূরিভির্যো অভীকে বরিবোবিন্নৃষাহ্যে।
তং বিখাদে সস্নিমদ্য শ্রুতং নরমর্বাঞ্চমিন্দ্রমবসে করামহে ॥ ৪ ॥
স্ববৃজং হি ত্বামহমিন্দ্র শুশ্রবানানুদং বৃষভ রধ্রচোদনম্।
প্র মুঞ্চস্ব পরি কুৎসাদিহা গহি কিমু ত্বাবান্মুষ্কয়োর্বদ্ধ আসতে ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! এই যে সংগ্রাম, যেখানে যশোলাভ হয়ে থাকে, যেখানে প্রহার প্রতিপ্রহার চলতে থাকে, তুমি সেখানে বীরমদে মত্ত হয়ে চীৎকার কর এবং শত্রুর নিকট বিজিত গাভীগণকে বণ্টন ক'রে দাও। এদিকে দীপ্যমান বাণসমূহ প্রবল শত্রুগণের উপর পতিত হ'তে থাকে, সেই ব্যাপার দর্শনে সকল লোক হতবুদ্ধি হয়ে যায় ॥ ১ ॥

অতএব হে ইন্দ্র! প্রচুর ধনধান্য ও গাভীর দ্বারা আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ করো। হে শক্র! তুমি জয়ী হ'লে আমরা যেন তোমার স্নেহের পাত্র হই। আমরা মনে যে ধন কামনা করি, তা আমাদের দান করো ॥ ২ ॥

হে বহুতর লোকের স্তুতিভাজন ইন্দ্র! আর্য জাতিই হোক, বা দাস জাতিই হোক, যে কেউ দেবরহিতলোক আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার বাসনা করে, সেই সকল শত্রু যেন অক্লেশে আমাদের নিকট পরাজিত হয়। তোমার প্রসাদে আমরা যেন তাদের যুদ্ধে নিধন করি ॥ ৩ ॥

যাঁকে অল্পলোকেও পূজা করে, বহুতর লোকেও পূজা করে, যিনি দুরন্ত সংগ্রামে জয়ী হয়ে উত্তম উত্তম বস্তু জয় ক'রে লন, যিনি যুদ্ধে স্নান করেন এবং সর্বজনের নিকট বিখ্যাতকীর্তি হন, আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য আমরা সেই ইন্দ্রকে আমাদের প্রতি অনুকূল করছি ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! তুমিই তোমার ভক্তগণকে উৎসাহযুক্ত কর, তোমাকে আবার কে উৎসাহিত করবে? আমরা জানি, তুমি নিজেই নিজের বন্ধন ছেদন করতে সমর্থ। অতএব কুৎসের হস্ত হতে আত্মমোচন করো এবং এই স্থানে আগমন করো। তোমার মতো ব্যক্তি কেন মুষ্কদ্বয়ের বন্ধন সহ্য করছে? ॥৫॥

টীকা — ২ ঋকে 'দাস জাতি' অর্থে 'অনার্যগণ'॥—আমাদের অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৩৯ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : ঘোষা (নারী)। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

যো বাং পরিজ্মা সুবৃদশ্বিনা রথো দোষামুষাসো হব্যো হবিষ্মতা।
শশ্বত্তমাসস্তমু বামিদং বয়ং পিতুর্ন নাম সুহবং হবামহে ॥ ১॥
চোদয়তং সূনৃতাঃ পিন্বতং ধিয় উৎপুরন্ধীরীরয়তং তদুশ্মসি।
যশসং ভাগং কৃণুতং নো অশ্বিনা সোমং ন চারুং মঘবৎসু নস্কৃতম্ ॥ ২॥
অমাজুরশ্চিদ্ভবথো যুবং ভগোঽনাশোশ্চিদবিতারাপমস্য চিৎ।
অন্ধস্য চিন্নাসত্যা কৃশস্য চিদ্যুবামিদাহুর্ভিষজা রুতস্য চিৎ ॥ ৩॥
যুবং চ্যবানং সনয়ং যথা রথং পুনর্যুবানং চরথায় তক্ষথুঃ।
নিষ্টৌগ্রমূহথুরদ্ভ্যস্পরি বিশ্বেত্তা বাং সবনেষু প্রবাচ্যা ॥ ৪॥
পুরাণা বাং বীর্যা প্র ব্রবা জনেঽথো হাসথুর্ভিষজা ময়োভুবা।
তা বাং নু নব্যাববসে করামহেঽয়ং নাসত্যা শ্রদরির্যথা দধৎ ॥ ৫॥
ইয়ং বামহ্বে শৃণুতং মে অশ্বিনা পুত্রায়েব পিতরা মহ্যং শিক্ষতম্।
অনাপিরজ্ঞা অসজাত্যামতিঃ পুরা তস্যা অভিশস্তেরব স্পৃতম্ ॥ ৬॥
যুবং রথেন বিমদায় শুন্ধ্যুবং ন্যূহথুঃ পুরমিত্রস্য যোষণাম্।
যুবং হবং বধ্রিমত্যা অগচ্ছতং যুবং সুষুতিং চক্রথুঃ পুরন্ধয়ে ॥ ৭॥
যুবং বিপ্রস্য জরণামুপেয়ুষঃ পুনঃ কলেরকৃণুতং যুবদ্বয়ঃ।
যুবং বন্দনমৃশ্যদাদুদূপথুর্যুবং সদ্যো বিশ্পলামেতবে কৃথঃ ॥ ৮॥
যুবং হ রেভং বৃষণা গুহা হিতমুদৈরয়তং মমৃবাংসমশ্বিনা।
যবমৃবীসমুত তপ্তমত্রয় ওমন্বন্তং চক্রথুঃ সপ্তবধ্রয়ে ॥ ৯॥
যুবং শ্বেতং পেদবেঽশ্বিনাশ্বং নবভির্বাজৈর্নবতী চ বাজিনম্।
চর্কৃত্যং দদথুর্দ্রাবয়ৎসখং ভগং ন নৃভ্যো হব্যং ময়োভুবম্ ॥ ১০॥
ন তং রাজানাবদিতে কুতশ্চন নাংহো অশ্নোতি দুরিতং নকির্ভয়ম্।
যমশ্বিনা সুহবা রুদ্রবর্তনী পুরোরথং কৃণুথঃ পত্ন্যা সহ ॥ ১১॥

আ তেন যাতং মনসো জবীয়সা রথং যং বামৃভবশ্চক্রুরশ্বিনা।
যস্য যোগে দুহিতা জায়তে দিব উভে অহনী সুদিনে বিবস্বতঃ ॥ ১২॥
তা বর্তির্যাতং জয়ুষা বি পর্বতমপিন্বতং শয়বে ধেনুমশ্বিনা।
বৃকস্য চিদ্বর্তিকামন্তরাস্যাদ্যুবং শচীভির্গ্রসিতামমুঞ্চতম্ ॥ ১৩॥
এতং বাং স্তোমমশ্বিনাবকর্মাতক্ষাম ভৃগবো ন রথম্।
ন্যমৃক্ষাম যোষণাং ন মর্যে নিত্যং ন সূনুং তনয়ং দধানাঃ ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে সর্বত্রবিহারী সুগঠন রথ আছে, যে রথকে উদ্দেশপূর্বক আহ্বান করা যজমান ব্যক্তির পক্ষে রাত্রি দিন কর্তব্য; আমরা ক্রমাগত সেই রথেরই নাম করছি; যেমন পিতার নাম করতে আনন্দ হয়, সেইরকম তা'র নামে আনন্দ হয় ॥ ১ ॥

আমাদের মধুর বাক্য উচ্চারণ করতে প্রবৃত্ত করো, আমাদের কর্ম সম্পন্ন করো, নানা বুদ্ধির উদয় ক'রে দাও, তা আমরা কামনা করি। হে অশ্বিদ্বয়! অতি প্রশংসিত ধনের ভাগ আমাদের প্রদান করো। যেমন সোমরস প্রীতিপ্রদ হয়, আমাদের যজমানগণের নিকট সেইরকম প্রীতিভাজন ক'রে দাও ॥ ২ ॥

পিতৃভবনে একটি স্ত্রীলোক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছিল, তোমরা তা'র সৌভাগ্যস্বরূপ বর আনয়ন করলে। যার চলৎশক্তি নেই, অথবা যে অতি নীচ, তোমরা তারও আশ্রয়স্বরূপ, তোমাদেরই অন্ধের ও দুর্বলের ও রোগের জ্বালায় রোরুদ্যমান ব্যক্তির চিকিৎসক ব'লে লোকে উল্লেখ করে ॥ ৩ ॥

যেমন পুরাতন রথকে কেউ নূতন ক'রে নির্মাণপূর্বক তার দ্বারা গতিবিধি করে, সেইরকম তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষিকে পুনর্বার যুবা ক'রে দিয়েছিলে। তোমরাই তুগ্রপুত্রকে জলের উপর নিরুপদ্রবে বহন ক'রে তীরে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছিলে। যজ্ঞের সময় তোমাদের দু'জনের সেই সমস্ত কার্য বিশেষভাবে বর্ণনা করবার যোগ্য ॥ ৪ ॥

তোমাদের সেইসমস্ত পূর্বতন বীরত্বের কার্য আমি লোকের নিকট বর্ণনা করছি। তা' ছাড়া, তোমরা দু'জনেই অতি নিপুণ চিকিৎসক, সেই জন্য তোমাদের আশ্রয় প্রাপ্তির আশায় তোমাদের স্তব করছি। হে নাসত্যদ্বয়! আমি এইভাবে স্তব করছি যে, যজমান তাতে অবশ্যই বিশ্বাস করবে ॥ ৫ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! এই আমি তোমাদের দু'জনকে আহ্বান করছি, শ্রবণ করো। যেমন পিতা পুত্রকে শিক্ষা প্রদান করে, সেইরকম আমাকে শিক্ষা প্রদান করো, আমার কেউ আত্মবন্ধু নেই, আমি অজ্ঞান, আমার জ্ঞাতিকুটুম্ব নেই, বুদ্ধি নেই। আমার কোন দুর্গতি উপস্থিত হবার অগ্রেই দুর্গতি দূর করো ॥ ৬ ॥

শুন্ধ্যুর নামে পুরুমিত্র রাজার যে কন্যা ছিল, তোমরা রথে ক'রে তা'কে নিয়ে বিমদের সাথে বিবাহ দিয়েছিলে। বধ্রিমতী যখন তোমাকে আহ্বান করলেন, তা' তোমরা শ্রবণ করেছিলে। তোমরা সেই নারীর প্রসব বেদনা দূর ক'রে সুখে প্রসব করিয়েছিলে ॥ ৭ ॥

কলি নামক যে স্তোতা জরাজীর্ণ হয়েছিল, তোমরা তাকে পুনর্বার যৌবনসম্পন্ন করেছিলে। তোমরাই বন্দন নামক ব্যক্তিকে কূপের মধ্যে হ'তে উদ্ধার করেছিলে। তোমরাই ছিন্নপদা বিশ্পলাকে লৌহের চরণ দিয়ে চলৎশক্তিবিশিষ্টা করেছিলে ॥ ৮ ॥

হে অভিলাষিত বস্তু-বর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়! রেভ নামক ব্যক্তিকে যখন শত্রুগণ মৃতপ্রায় ক'রে গুহার মধ্যে রক্ষা ক'রে দিয়েছিল, তোমরাই তা'কে সংকট হ'তে উদ্ধার করেছিলে। অত্রি ঋষি যখন সপ্ত বন্ধনে বদ্ধ হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তখন তোমরাই সেই অগ্নিকুণ্ড তাঁর নিরুপদ্রবস্থানতুল্য ক'রে দিয়েছিলে ॥ ৯ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরাই পেদু নামক রাজাকে অপর নবনবতি ঘোটকের সাথে একটি চমৎকার শুভ্রবর্ণ ঘোটক প্রদান করেছিলে। ঐ ঘোটক বিলক্ষণ তেজস্বী, তা'কে দেখলে শত্রুসৈন্য পলায়ন করে, তা' মানবগণের নিকট বহুমূল্য ধনস্বরূপ, তা'র নামে আনন্দ হয়, তা'কে দেখলে মনে সুখ জন্মে ॥ ১০ ॥

হে ক্ষয়রহিত রাজদ্বয়! তোমাদের দু'জনের নাম কীর্তনে আনন্দ হয়, তোমরা পথে গমনের সময় তোমাদের চতুর্দিক হ'তে সকলে স্তব করে; তোমরা যদি পত্নীসমেত কোন ব্যক্তিকে তোমাদের রথের অগ্রভাগে সংস্থাপনপূর্বক আশ্রয় দান কর, তাকে কোন পাপ, কোন দুর্গতি, বা কোন বিপদ স্পর্শ করতে পারে না ॥ ১১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! ঋভু নামক দেবতাগণ তোমাদের যে রথ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন, যে রথের উদয় হ'লে আকাশের কন্যা ঊষা আবির্ভূত হন এবং সূর্য হ'তে অতি সুন্দর দিন ও রাত্রি জন্মগ্রহণ করে, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী সেই রথে আরোহণপূর্বক তোমরা আগমন করো ॥ ১২ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সেই রথে আরোহণপূর্বক পর্বতে গমনের পথে গমন করো। শয়ু নামক ব্যক্তির বৃদ্ধ গাভীকে পুনর্বার দুগ্ধবতী ক'রে দাও। তোমাদের এইরকম ক্ষমতা যে, যে বর্তিকা বৃকের গ্রাসে পতিত হয়েছিল, তোমরা সেই বর্তিকাকে তা'র মুখগহ্বর হ'তে উদ্ধার করেছিলে ॥ ১৩ ॥

যেমন ভৃগুসন্তানগণ রথ প্রস্তুত করে, সেই রকম হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য এই স্তব প্রস্তুত করলাম। যেমন জামাতাকে কন্যা প্রদানের সময় তা'কে বসনে ভূষণে অলঙ্কৃত ক'রে সম্প্রদান করে, সেইরকম এই স্তবকে আমি অলঙ্কৃত করেছি। যেন নিত্যকাল আমাদের পুত্রপৌত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে ॥ ১৪ ॥

টীকা — ১৪ ঋকে যে ভৃগুসন্তানগণ রথ নির্মাণ করতো, তা'র উল্লেখ পূর্বেই প্রাপ্ত হয়েছি। ঐ ঋকেরই বক্তব্য যে, কন্যাকে বিবাহের সময় অলঙ্কৃতা ক'রে অর্পণ করা যায় ॥—আমাদের অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ ॥

◆ ◆

— ৪০ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : ঘোষা। ছন্দ : জগতী।]

রথং যান্তং কুহ কো হ বাং নরা প্রতি দ্যুমন্তং সুবিতায় ভূষতি।
প্রাতর্যাবাণং বিভ্বং বিশেবিশে বস্তোর্বস্তোর্বহমানং ধিয়া শমি ॥ ১ ॥
কুহ স্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ।
কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ ॥ ২ ॥

প্রাতর্জরেথে জরণেব কাপয়া বস্তোর্বস্তোর্যজতা গচ্ছথো গৃহম্।
কস্য ধ্বস্রা ভবথঃ কস্য বা নরা রাজপুত্রেব সবনাব গচ্ছথঃ ॥ ৩॥
যুবাং মৃগেব বারণা মৃগণ্যবো দোষা বস্তোর্হবিষা নি হ্বয়ামহে।
যুবং হোত্রামৃতুথা জুহ্বতে নরেষং জনায় বহথঃ শুভস্পতী ॥ ৪॥
যুবাং হ ঘোষা পর্যশ্বিনা যতী রাজ্ঞ ঊচে দুহিতা পৃচ্ছে বাং নরা।
ভূতং মে অহ্ন উত ভূতমক্তবেঽশ্বাবতে রথিনে শক্তমর্বতে ॥ ৫॥
যুবং কবীষ্ঠঃ পর্যশ্বিনা রথং বিশো ন কুৎসো জরিতুর্নশায়থঃ।
যুবোর্হ মক্ষা পর্যশ্বিনা মধ্বাসা ভরত নিষ্কৃতং ন যোষণা ॥ ৬॥
যুবং হ ভুজ্যুং যুবমশ্বিনা বশং যুবং শিঞ্জারমুশনামুপারথুঃ।
যুবো ররাবা পরি সখ্যমাসতে যুবোরহমবসা সুম্নমা চকে ॥ ৭॥
যুবং হ কৃশং যুবমশ্বিনা শয়ুং যুবম্ বিধন্তম্ বিধবামুরুষ্যথঃ।
যুবং সনিভ্যঃ স্তনয়ন্তমশ্বিনাপ ব্রজমূর্ণথঃ সপ্তাস্যম্ ॥ ৮॥
জনিষ্ট যোষা পতয়ৎকনীনকো বি চারুহন্বীরুধো দংসনা অনু।
আস্মৈ রীয়ন্তে নিবনেব সিন্ধবোঽস্মা অহ্নে ভবতি তৎপতিত্বনম্ ॥ ৯॥
জীবং রুদন্তি বি ময়ন্তে অধ্বরে দীর্ঘামনু প্রসিতিম্ দীধিযু র্নঃ।
বামং পিতৃভ্যো য ইদম্ সমেরিরে ময়ঃ পতিভ্যো জনয়ঃ পরিষ্বজে ॥ ১০॥
ন তস্য বিদ্ম তদু ষু প্র বোচত যুবা হ যদ্যুবত্যাঃ ক্ষেতি যোনিষু।
প্রিয়োস্রিয়স্য বৃষভস্য রেতিনো গৃহং গমেমাশ্বিনা তদুশ্মসি ॥ ১১॥
আ বামগন্ত্সুমতির্বাজিনীবসূ ন্যশ্বিনা হৃৎসু কামা অয়ংসত।
অভূতং গোপা মিথুনা শুভস্পতী প্রিয়া অর্যম্নো দুর্যাঁ অশীমহি ॥ ১২॥
তা মন্দসানা মনুষো দুরোণ আ ধত্তং রয়িং সহবীরং বচস্যবে।
কৃতং তীর্থং সুপ্রপাণং শুভস্পতী স্থাণুং পথেষ্ঠামপ দুর্মতিং হতম্ ॥ ১৩॥
ক্ব স্বিদদ্য কতমাস্বশ্বিনা বিক্ষু দস্রা মাদয়েতে শুভস্পতী।
ক ঈং নি যেমে কতমস্য জগ্মতুর্বিপ্রস্য বা যজমানস্য বা গৃহম্ ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — হে কর্মসমূহের উপদেশকারী অশ্বিদ্বয়। তোমাদের প্রকাণ্ড রথ যখন প্রাতঃকালে গমন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ধন বহন ক'রে গমন করে, তখন সেই সমুজ্জ্বল রথকে কোন্ যজমান আপন যজ্ঞের সাফল্য সম্পাদন করবার জন্য স্তব করে? তোমাদের সেই রথ কোথায় গমন করে? ॥ ১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দিবাভাগে, কি রাত্রিকালে কোথায় গতিবিধি কর? কোথায় বা কালযাপন কর? যেমন বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে, অথবা কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে যজ্ঞস্থলে সেইরকম সমাদরের সাথে কে তোমাদের আহ্বান করে? ॥ ২ ॥

তোমরা যেন বৃদ্ধ দুই রাজার তুল্য, তোমাদের নিদ্রাভঙ্গের জন্য যেন প্রাতঃকালে স্তুতি পাঠ করা

হয়েছে। প্রতিদিন তোমরা যজ্ঞ প্রাপ্তির জন্য কা'র ভবনে গমন ক'রে থাক? কা'র পাপ ধ্বংসে ক'রে থাক? হে কর্মে উপদেশকারীদ্বয়! কা'র যজ্ঞে দু'টি রাজপুত্রের মতো গমন ক'রে থাক? ॥৩॥

যেমন ব্যাধগণ বৃহৎ বৃহৎ মৃগগণকে বাঞ্ছা করে, সেইরকম তোমাদের আমি দিন রাত্রি দ্রব্য সহকারে আহ্বান করছি। হে উপদেশকারীদ্বয়! কালে কালে তোমাদের উদ্দেশে লোকে হোম ক'রে থাকে, তোমরাও লোকগণের নিকট অন্ন বহন ক'রে নিয়ে গমন করো, কারণ তোমরা সকল কল্যাণের অধিপতি ॥৪॥

হে অশ্বিদ্বয়! হে উপদেশকারীদ্বয়! আমি রাজকন্যা ঘোষা, আমি চতুর্দিকে গমনপূর্বক তোমাদের কথাই ব'লি, তোমাদের বিষয়েই জিজ্ঞাসা ক'রি। কি দিন, কি রাত্রি আমার নিকট তোমরা অবস্থিতি করো, রথারূঢ় ও ঘোটকসম্পন্ন আমার যে ভ্রাতুষ্পুত্র, তাকে দমন ক'রে রাখো ॥৫॥

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রথের উপর আরোহণ করেছো। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা কুৎসের মতো রথে আরোহণপূর্বক স্তবকারী ব্যক্তির ভবনে গমন কর, তোমাদের যে মধু আছে, তা' এত প্রচুর যে মক্ষিকাগণ মুখে গ্রহণ করতে থাকে। যেমন কোন নারী ব্যভিচারে রত হয়, সেইরকম মক্ষিকাগণ তোমাদের মধু গ্রহণ করে ॥৬॥

হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা ভুজ্যু নামক ব্যক্তিকে সমুদ্র হ'তে উদ্ধার করেছিলে, তোমরা বশ নামক রাজাকে এবং অত্রিকে এবং উশনাকে উদ্ধার করেছিলে। যে ব্যক্তি দাতা, সেই তোমাদের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়, তোমাদের আশ্রয়ে যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি তা'-ই কামনা ক'রি ॥৭॥

হে অশ্বিদ্বয়। তোমরাই কৃশ নামক ব্যক্তি এবং শয়ুব এবং তোমাদের পরিচর্যাকারী ব্যক্তি এবং বিধবাকে রক্ষা করেছিলে। তোমরাই যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিবর্গের জন্য মেঘ বিদীর্ণ ক'রে দাও, তখন সেই মেঘ শব্দ করতে করতে সাত মুখ উদ্ঘাটনপূর্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে ॥৮॥

আমি ঘোষা, আমি নারীলক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে সৌভাগ্যবতী হয়েছি, আমাকে বিবাহ করবার জন্য বর আগত হয়েছেন। তোমরা বৃষ্টিবর্ষণ করাতে এঁর জন্য শস্য ইত্যাদি উৎপন্ন হয়েছে। নদীগণ নিম্নাভিমুখ হয়ে এঁর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ইনি রোগশূন্য, ঐ সকল সুখভোগ করবার উপযুক্ত সামর্থ্য এঁর জন্মেছে ॥৯॥

হে অশ্বিদ্বয়। যে সকল ব্যক্তি আপন বনিতার প্রাণ রক্ষার জন্য রোদন করে, বনিতাগণকে যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত করে, তাদের সুদীর্ঘকাল নিজ বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করে এবং সন্তান উৎপাদনপূর্বক পিতৃলোকের যজ্ঞ করতে নিযুক্ত করে, সেই সমস্ত বনিতাগণ পতির আলিঙ্গনে সুখী হয় ॥১০॥

হে অশ্বিদ্বয় তাদের সেই সুখ আমি অবগত নই। তোমরা সেই সুখের বিষয় উত্তমভাবে বর্ণনা করো, অর্থাৎ যুবা স্বামী ও যুবতী স্ত্রীর পরস্পর সহবাসে কি রকম সুখ হয়, তা আমাকে বুঝিয়ে দাও। হে অশ্বিদ্বয়! স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামীর গৃহে গমন ক'রি, এই-ই আমার কামনা ॥১১॥

হে অন্নসম্পন্ন, ধনসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়। তোমরা উভয়ে আমার প্রতি সদয় হও, আমার মনের অভিলাষ সমস্ত পূর্ণ হোক। তোমরা উভয়ে কল্যাণ বিধানকর্তা, অতএব আমার রক্ষকস্বরূপ হও। আমরা যেন পতিগৃহে গমনপূর্বক পতির প্রিয়পাত্রী হই ॥১২॥

আমি তোমাদের স্তব ক'রে থাকি, অতএব তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমার পতির ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান করো। হে কল্যাণকর বিধাতাদ্বয়। আমি যে তীর্থে জল পান ক'রি, তা' সুবিধাযুক্ত ক'রে দাও। আমার পতিগৃহে গমনের পথে যদি কোন দুষ্টাশয় বিঘ্ন করে,

তবে তা'কে বিনাশ করো ॥১৩॥

হে প্রিয়দর্শন অশ্বিদ্বয়! হে কল্যাণকর বিধাতাদ্বয়! অদ্য তোমরা কোথায়? কোন্ ব্যক্তির ভবনে আমোদ আহ্লাদ করছো? কে তোমাদের আবদ্ধ ক'রে রেখেছে? কোন্ ব্যক্তির ভবনে আমোদ আহ্লাদ করছো? কে তোমাদের আবদ্ধ ক'রে রেখেছে? কোন্ বুদ্ধিমান্ যজমানের গৃহে তোমরা গমন করেছো? ॥১৪॥

টীকা — কক্ষীবান্ ঋষির কন্যা ঘোষা কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হওয়ায়, তাঁর বিবাহ হয়নি, পরে অশ্বিদ্বয় তাঁর রোগ ভাল ক'রে দিলে, তিনি পতিলাভ করেন, সেই ঘোষা এই এবং এর পূর্ববর্তী সূক্তের ঋষি। ইতিপূর্বে অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধে গল্প বিবৃত হয়েছে॥ স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করবার প্রথাই ২ ঋকে উল্লিখিত হচ্ছে। মনু ৯/৬৯ ও ৭০ দ্রষ্টব্য। পতিতবর রোথ এই মতই গ্রহণ করেছেন। Illustrations of the Nirukta p.32 ॥ ৪ ঋকে 'বৃহৎ বৃহৎ মৃগগণকে' বলা হয়েছে। মূলে 'মৃগের বারণা' আছে। এর অর্থ কি হস্তী? ॥ ৬ ঋকে মূলে 'নিষ্কৃতং ন যোষণা' আছে। এই মণ্ডলের ৩৪/৫ ঋকের টীকা দ্রষ্টব্য ॥—অন্যান্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪১ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : সুহস্ত। ছন্দ : জগতী]

সমানমু ত্যং পুরুহূতমুক্থ্যঃ রথং ত্রিচক্রং সবনা গনিগ্মতম্।
পরিজ্মানং বিদথ্যং সুবৃক্তিভির্বয়ং ব্যুষ্টা উষসো হবামহে ॥ ১॥
প্রাতর্যুজং নাসত্যাধি তিষ্ঠথঃ প্রাতর্যাবাণং মধুবাহনং রথম্।
বিশো যেন গচ্ছথো যজ্বরীর্নরা কীরেশ্চিদ্যজ্ঞং হোতৃমন্তমশ্বিনা ॥ ২॥
অধ্বর্যুং বা মধুপাণিং সুহস্ত্যমগ্নিধং বা ধৃতদক্ষং দমূনসম্।
বিপ্রস্য বা যৎসবনানি গচ্ছথোঽত আ যাতং মধুপেয়মশ্বিনা ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের উভয়ের সাধারণ একখানি রথ আছে, যাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে এবং স্তব করে, যা তিনখানি চক্রের উপর এবং যজ্ঞে যজ্ঞে গমন করে, যা সর্বত্র বিচরণপূর্বক যজ্ঞ সুসম্পন্ন করে। আমরা প্রতিদিন প্রভাতকালে সুরচিত স্তবের দ্বারায় সেই রথকে আহ্বান করছি ॥১॥

হে নাসত্যদ্বয়। হে অশ্বিদ্বয়। তোমাদের যে রথ প্রভাতকালে যোজনা করা হয় এবং প্রভাতকালে গমন করে এবং মধু বহন ক'রে, তোমরা সেই রথে আরোহণপূর্বক যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিবর্গের নিকট গমন করো এবং তোমাদের যে স্তব করে, তার হোতৃপরিবেষ্টিত যজ্ঞে গমন করো ॥২॥

হে অশ্বিদ্বয়! আমি সুহস্ত, আমি মধু হস্তে ক'রে অধ্বর্যুর কার্য করছি, আমার নিকট আগমন করো অথবা অগ্নিধ্রনামক যে বলিষ্ঠ পুরোহিত দান করতে উদ্যত হয়েছে, তার নিকট আগমন

করো, যদিও তোমরা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যজ্ঞে গমন ক'রে থাক, তথাপি আমার ভবনে মধুপান করতে আগমন করো ॥৩॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কৃষ্ণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অস্তেব সু প্রতরং লায়মস্যন্ ভূষন্নিব প্র ভরা স্তোমমস্মৈ।
বাচা বিপ্রাস্তরত বাচমর্যো নি রাময় জরিতঃ সোম ইন্দ্রম্ ॥ ১॥
দোহেন গামুপ শিক্ষা সখায়ং প্র বোধয় জরিতর্জারমিন্দ্রম্।
কোশং ন পূর্ণং বসুনা ন্যৃষ্টমা চ্যাবয় মঘদেয়ায় শূরম্ ॥ ২॥
কিমঙ্গ ত্বা মঘবন্ ভোজমাহুঃ শিশীহি মা শিশয়ং ত্বা শৃণোমি।
অপ্নস্বতী মম ধীরস্তু শক্র বসুবিদং ভগমিন্দ্রা ভরা নঃ ॥ ৩॥
ত্বাং জনা মম সত্যেম্বিন্দ্র সন্তস্থানা বি হ্বয়ন্তে সমীকে।
অত্রা যুজং কৃণুতে যো হবিষ্মান্নাসুন্বতা সখ্যং বষ্টি শূরঃ ॥ ৪॥
ধনং ন স্যন্দ্রং বহুলং যো অস্মৈ তীব্রান্ত্সোমাঁ আসুনোতি প্রয়স্বান্।
তস্মৈ শত্রূন্ত্সুতুকাৎ প্রাতরহ্নো নি স্বষ্ট্রান্যুবতি হন্তি বৃত্রম্ ॥ ৫॥
যস্মিন্বয়ং দধিমা শংসমিন্দ্রে যঃ শিশ্রায় মঘবা কামমস্মে।
আরাচ্চিৎসন্ভয়তামস্য শত্রুর্ন্যস্মৈ দ্যুম্না জন্যা নমন্তাম্ ॥ ৬॥
আরাচ্ছত্রুমপ বাধস্ব দূরমুগ্রো যঃ শম্বঃ পুরুহূত তেন।
অস্মে ধেহি যবমদ্গোমদিন্দ্র কৃধী ধিয়ং জরিত্রে বাজরত্নাম্ ॥ ৭॥
প্র যমন্তর্বৃষসবাসো অগ্মন্তীব্রাঃ সোমা বহুলান্তাস ইন্দ্রম্।
নাহ দামানং মঘবা নি যংসন্নি সুন্বতে বহতি ভূরি বামম্ ॥ ৮॥
উত প্রহামতিদীব্যা জয়াতি কৃতং যচ্ছ্বঘ্নী বিচিনোতি কালে।
যো দেবকামো ন ধনা রুণদ্ধি সমিত্তং রায়া সৃজতি স্বধাবান্ ॥ ৯॥
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম্।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০॥
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — যেমন ধনুর্ধারী বাণক্ষেপণকারী ব্যক্তি অতি সুন্দর বাণ ক্ষেপণ করে, সেইরকম তুমি

ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্রমাগত স্তব প্রয়োগ করতে থাক, অতি পরিষ্কার ও অলঙ্কৃত ক'রে স্তব প্রয়োগ কর। হে বুদ্ধিমানগণ! তোমার সাথে যে স্পর্ধা করে, এমনই স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করবে যে, সে পরাজিত হয়। হে স্তুতিকারী! ইন্দ্রকে সোমের দিকে আকর্ষণ করো ॥ ১ ॥

হে স্তুতিকারী! যেমন দোহন ক'রে গাভীর নিকট হ'তে লোকে নিজ প্রয়োজন সাধন করে, সেইরকম বন্ধুস্বরূপ ইন্দ্রের দ্বারা নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ ক'রে লও। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রকে জাগরিত করো। যেমন ধনপূর্ণ পাত্রকে লোকে নিম্নমুখে করে তার অন্তর্গত ধন পাতিত ক'রে লয়, সেইরকম বীর ইন্দ্রকে কামনাসিদ্ধির জন্য অনুকূল ক'রে লও ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! তোমাকে কেন 'ভোজ' এই নাম প্রদান করে? অর্থাৎ তুমি দাতা ব'লেই তোমাকে ঐ নাম প্রদান করে। আমি শুনি যে, তুমি লোককে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ তেজস্বী ক'রে দাও, অতএব আমাকে তীক্ষ্ণ করো। হে ইন্দ্র! আমার বুদ্ধি যেন কর্মকার্যের বিষয়ে নিপুণ হয়। যাতে ধন উপার্জন ভাগ্যে ঘটে, আমার এইরকম শুভাদৃষ্ট ক'রে দাও ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! লোকে যখন যুদ্ধস্থলবর্তী হয়, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার নাম লয়। যে যজ্ঞকারী ইন্দ্র তা'র সহযোগী হন। আর যে তাঁর জন্য সোম প্রস্তুত না করে, তিনি তাঁর সাথে বন্ধুত্ব করতে বাঞ্ছা করেন না ॥ ৪ ॥

যে অন্নসম্পন্ন ব্যক্তি ইন্দ্রের জন্য প্রখর সোমরস প্রস্তুত করে এবং যেমন ধনাঢ্য লোকে গো, অশ্ব প্রভৃতি পশু ধন বিতরণ করে, সেইরকম যে তাঁকে অকাতরে সোমরস প্রদান করে, ইন্দ্র তার সহায় হন এবং তা'র শত্রুগণ বলিষ্ঠ ও বহুসৈন্যপরিবৃত হ'লেও তিনি তাদের শীঘ্র শীঘ্র পৃথক্ ক'রে দেন এবং তিনি বৃত্রকে বধ করেন ॥ ৫ ॥

যে ইন্দ্রকে আমরা স্তব করলাম, যিনি ধনসম্পন্ন এবং আমাদের কামনা পূর্ণ করেছেন। শত্রু এঁর নিকট হ'তে দূরে পলায়ন করুক, শত্রুর দেশের সকল সম্পত্তি এঁর করতলগত হোক ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! বিস্তর লোকেই তোমাকে আহ্বান করে। তোমার যে ভয়ানক বজ্র আছে, তা'র দ্বারা নিকটের শত্রুকে দূর ক'রে দাও। হে ইন্দ্র! আমাকে যবপূর্ণ গাভীযুক্ত সম্পত্তি বিতরণ করো, যে তোমার স্তব করে তা'র স্তুতিকে রত্ন ও অন্নপ্রসবিনী করো ॥ ৭ ॥

প্রখর সোমরসগুলি বহল ধারাতে মধুর রস বর্ষণ করতে করতে যখন ইন্দ্রের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ইন্দ্র সোমরসদাতাকে কখনই বারণ করেন না, কখনই বলেন না যে, (আর না) বরং সোমরসপ্রস্তুতকারী ব্যক্তিকে বিস্তর অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন ॥ ৮ ॥

যেমন দ্যূতক্রীড়ানিরত ব্যক্তি যার নিকট পরাজিত হয়েছে, তা'কেই ক্রীড়াকালে অন্বেষণপূর্বক পরাজিত ক'রে দেয়, সেইরকম যে অনিষ্ট করে, ইন্দ্র সেই শত্রুকেই পরাস্ত করেন। যে দেবভক্তব্যক্তি দেবপূজাতে ধন ব্যয় করতে কৃপণতা না করেন, ধনবান্ ইন্দ্র তা'কেই ধনী করেন ॥ ৯ ॥

আমরা যেন গাভীবর্গের দ্বারা কষ্টকর দারিদ্র্যদুঃখ হ'তে উত্তীর্ণ হই। হে পুরুহূত! আমরা যেন যবের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারি। আমরা যেন রাজাগণের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে আপন বলপ্রভাবে বিস্তর সম্পত্তি জয় করতে পারি ॥ ১০ ॥

বৃহস্পতি আমাদের পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাপাত্মা শত্রুর হস্ত হ'তে রক্ষা করুন। ইন্দ্র পূর্ব দিকে এবং মধ্যভাগে আমাদের রক্ষা করুন। তিনি আমাদের সখা, আমরা তাঁর সখা; তিনি আমাদের অভিলাষ সিদ্ধ করুন ॥ ১১ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কৃষ্ণ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

অচ্ছা ম ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্বিদঃ সধ্রীচীর্বিশ্বা উশতীরনূষত।
পরি ষ্বজন্তে জনয়ো যথা পতিং মর্যং ন শুন্ধ্যুং মঘবানমূতয়ে ॥ ১॥
ন ঘা ত্বদ্রিগপ বেতি মে মনস্ত্বে ইৎকামং পুরুহূত শিশ্রয়।
রাজেব দস্ম নি ষদোঽধি বর্হিষ্যস্মিন্ৎসু সোমেঽবপানমস্তু তে ॥ ২॥
বিষূবৃদিন্দ্রো অমতেরুত ক্ষুধঃ স ইদ্রায়ো মঘবা বস্ব ঈশতে।
তস্যেদিমে প্রবণে সপ্ত সিন্ধবো বয়ো বর্ধন্তি বৃষভস্য শুষ্মিণঃ ॥ ৩॥
বয়ো ন বৃক্ষং সুপলাশমাসদন্ত্সোমাস ইন্দ্রং মন্দিনশ্চমূষদঃ।
প্রৈষামনীকং শবসা দবিদ্যুতদ্বিদৎস্বর্মনবে জ্যোতিরার্যম্ ॥ ৪॥
কৃতং ন শ্বঘ্নী বি চিনোতি দেবনে সংবর্গং যন্মঘবা সূর্যং জয়ৎ।
ন তত্তে অন্যো অনু বীর্যং শকন্ন পুরাণো মঘবন্নোত নূতনঃ ॥ ৫॥
বিশংবিশং মঘবা পর্যশায়ত জনানাং ধেনা অবচাকশদ্বৃষা।
যস্যাহ শক্রঃ সবনেষু রণ্যতি স তীব্রৈঃ সোমৈঃ সহতে পৃতন্যতঃ ॥ ৬॥
আপো ন সিন্ধুমভি যৎসমক্ষরন্ত্সোমাস ইন্দ্রং কুল্যা ইব হ্রদম্।
বর্ধন্তি বিপ্রা মহো অস্য সাদনে যবং ন বৃষ্টির্দিব্যেন দানুনা ॥ ৭॥
বৃষা ন ক্রুদ্ধঃ পতয়দ্রজঃস্বা যো অর্যপত্নীরকৃণোদিমা অপঃ।
স সুন্বতে মঘবা জীরদানবেঽবিন্দজ্জ্যোতির্মনবে হবিষ্মতে ॥ ৮॥
উজ্জায়তাং পরশুর্জ্যোতিষা সহ ভূয়া ঋতস্য সুদুঘা পুরাণবৎ।
বি রোচতামরুষো ভানুনা শুচিঃ স্বর্ণ শুক্রং শুশুচীত সৎপতিঃ ॥ ৯॥
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম্।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০॥
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — আমার স্তবগুলি সকলে মিলিত হয়ে ইন্দ্রকে উদ্দেশপূর্বক স্তব করেছে, তারা সকলই লাভ করাতে পারে। যেমন নারীবর্গ স্বামীকে আলিঙ্গন করে, সেইরকম স্তুতিগণ সেই শুদ্ধস্বভাবদাতা ইন্দ্রের আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য তাঁকে আলিঙ্গন করছে ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! তোমার দিক্ হ'তে আমার মন অন্যত্র গমন করে না। আমি তোমার উপর আমার অভিলাষ সংস্থাপন করেছি। রাজা যেমন নিজের ভবনে, সেইরকম তুমি কুশের উপর উপবেশন

করো। এই সুন্দর সোম হ'তে তোমার পানকার্য সম্পন্ন হোক ॥ ২ ॥

ইন্দ্র দুর্গতি ও অন্নাভাব হ'তে রক্ষা করবার জন্য আমাদের চতুর্দিকে অবস্থিতি করুন। সেই ধনদাতা ইন্দ্র সকল ধন ও সকল সম্পত্তির অধিপতি। সেই যে কামনাবর্ষণকারী তেজস্বী ইন্দ্র, তাঁরই আদেশে এই সপ্তসিন্ধু নিম্নদিকে প্রবহমান হয়ে অন্ন বৃদ্ধি করছে, অর্থাৎ শস্যের উপচয় করছে ॥ ৩ ॥

যেমন পক্ষিগণ সুন্দর পত্রধারী বৃক্ষকে আশ্রয় করে, সেইরকম আনন্দবর্ষণকারী পাত্রস্থিত সোমরসগণ ইন্দ্রকে আশ্রয় করলো। সোমরসের তেজের দ্বারা তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি মানববর্গকে উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ দান করুন ॥ ৪ ॥

দ্যূতক্রীড়াকারীব্যক্তি যেমন ক্রীড়াকালে আপন বিজেতাকে অন্বেষণপূর্বক পরাস্ত করে, সেইরকম ইন্দ্র বৃষ্টিরোধকারী সূর্যকে পরাভব করেন। হে ইন্দ্র! হে ধনশালী! কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কেউই তোমার সেই বীরত্বের কার্য করতে পারেনি ॥ ৫ ॥

ধনদাতা ইন্দ্র প্রত্যেক মানুষে বর্তমান আছেন। অভিলাষ সিদ্ধিকারী ইন্দ্র সকলের স্তবেই অবধান করেন। যার সোমযাগে ইন্দ্র প্রীতি লাভ করেন, সে প্রখর সোমরসের দ্বারা যুদ্ধাভিলাষী শত্রুগণকে পরাস্ত করে ॥ ৬ ॥

যেমন জল সমস্ত নদীর দিকে গমন করে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহগণ হ্রদে গিয়ে পতিত হয়, সেইরকম সোমরসগুলি ইন্দ্রের মধ্যে গমন করে। যজ্ঞস্থলে পণ্ডিতগণ তাঁর তেজের বৃদ্ধি করে দেন, যেমন স্বর্গীয় বারিপাতসহকারে বৃষ্টি যব শস্যের বৃদ্ধি সম্পাদন করে ॥ ৭ ॥

যেমন একটি বৃষ কুপিত হয়ে আর এক বৃষের প্রতি ধাবিত হচ্ছে দেখা যায়, সেইরকম ইন্দ্র মেঘের প্রতি ধাবিত হয়ে আপন আশ্রিত স্বরূপ জল সমস্তকে নির্গত করেন; যে ব্যক্তি সোমযাগ করে, অকাতরে দান করে এবং হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করে, সেই ব্যক্তিকে দর্শন ক'রে ধনদাতা ইন্দ্র জ্যোতিঃ দান করেন ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রের বজ্র তেজের সাথে উদয় হোক; যজ্ঞের কথা যেমন পূর্বকালে, তেমনই এইকালেও হ'তে থাকুক। ইন্দ্র নিজে উজ্জ্বল হয়ে পরিষ্কার আলোকধারণপূর্বক শোভাযুক্ত হোন, সাধু ব্যক্তিবর্গের পালনকর্তা ইন্দ্র সূর্যের মতো শুভ্রবর্ণ দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হোন ॥ ৯ ॥

আমরা যেন গাভীবর্গের দ্বারা কষ্টকর দারিদ্র্যদুঃখ হ'তে উত্তীর্ণ হই। হে পুরুহূত! আমরা যেন যবের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারি। আমরা যেন রাজাগণের সঙ্গে আপন বলপ্রভাবে বিস্তর সম্পত্তি জয় করতে পারি ॥ ১০ ॥

বৃহস্পতি আমাদের পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাপাত্মা শত্রুর হস্ত হ'তে রক্ষা করুন। ইন্দ্র পূর্ব দিকে এবং মধ্যভাগে আমাদের রক্ষা করুন। তিনি আমাদের সখা, আমরা তাঁর সখা; তিনি আমাদের অভিলাষ সিদ্ধ করুন ॥ ১১ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'র ১৬৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেটির বিশ্লেষণ এইরকম—"মোক্ষদায়ক মুক্তিবিধাতে ভগবানে সঙ্গত সর্বব্যাপী স্তুতিসমূহ সর্বতোভাবে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। জায়া যেমন তার মরণধর্মশীল পতিকে আলিঙ্গন করে, আমার উচ্চারিত সেই স্তুতিসমূহ, আমাদের মোক্ষদানের জন্য, পরমধন স্বামী ভগবানকে প্রাপ্ত হোক।" (ভাব এই যে,—কর্মের প্রভাবে যেন আমরা ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। ['জনয়ো পতিং মর্যং'—এই উপমা বাক্যের অর্থে—'জায়া যেমন তার মরণধর্মশীল পতিকে আলিঙ্গন করেন।' এর দ্বারা প্রাচীন ভারতবর্ষে পতির সাথে চিতারোহণ প্রথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়]।—ইত্যাদি ॥—অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : কৃষ্ণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ, জগতী]

আ যাত্বিন্দ্রঃ স্বপতির্মদায় যো ধর্মণা তূতুজানস্তুবিষ্মান্।
প্রত্বক্ষাণো অতি বিশ্বা সহাংস্যপারেণ মহতা বৃষ্ণ্যেন ॥ ১ ॥
সুষ্ঠামা রথঃ সুযমা হরী তে মিম্যক্ষ বজ্রো নৃপতে গভস্তৌ।
শীভং রাজন্ৎসুপথা যাহ্যর্বাঙ্ বর্ধাম তে পপুষো বৃষ্ণ্যানি ॥ ২ ॥
এন্দ্রবাহো নৃপতিং বজ্রবাহুমুগ্রমুগ্রাসস্তবিষাস এনম্।
প্রত্বক্ষসং বৃষভং সত্যশুষ্মমেমস্মত্রা সধমাদো বহন্তু ॥ ৩ ॥
এবা পতিং দ্রোণসাচং সচেতসমূর্জঃ স্কম্ভং ধরুণ আ বৃষায়সে।
ওজঃ কৃষ্ব সং গৃভায় ত্বে অপ্যসো যথা কেনিপানামিনো বৃধে ॥ ৪ ॥
গমন্নস্মে বসূন্যা হি শংসিষং স্বাশিষং ভরমা যাহি সোমিনঃ।
ত্বমীশিষে সাস্মিন্না সৎসি বর্হিষ্যনাধৃষ্যা তব পাত্রাণি ধর্মণা ॥ ৫ ॥
পৃথক্ প্রায়ন্প্রথমা দেবহূতয়োঽকৃণ্বত শ্রবস্যানি দুষ্টরা।
ন যে শেকুর্যজ্ঞিয়াং নাবমারুহমীর্মৈব তে ন্যবিশন্ত কেপয়ঃ ॥ ৬ ॥
এবৈবাপাগপরে সন্তু দূঢ্যোঽশ্বা যেষাং দুর্যুজ আয়ুযুজ্রে।
ইত্থা যে প্রাগুপরে সন্তি দাবনে পুরূনি যত্র বয়ুনানি ভোজনা ॥ ৭ ॥
গিরীঁরজ্রান্রেজমানাঁ অধারয়দ্দ্যৌঃ ক্রন্দদন্তরিক্ষাণি কোপয়ৎ।
সমীচীনে ধিষণে বি ষ্কভায়তি বৃষ্ণঃ পীত্বা মদ উক্‌থানি শংসতি ॥ ৮ ॥
ইমং বিভর্মি সুকৃতং তে অঙ্কুশং যেনারুজাসি মঘবঞ্ছফারুজঃ।
অস্মিন্ৎসু তে সবনে অস্ত্বোক্যং সুত ইষ্টৌ মঘবন্বোধ্যাভগঃ ॥ ৯ ॥
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম্।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০ ॥
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — যে ইন্দ্র দেখতে স্থূলকায়, অথচ যিনি নিজের বিপুল ও দুর্দ্ধর্ষ বলের দ্বারা আর সমস্ত বলশালী পদার্থকে হীনবল ক'রে দেন, সেই ধনাধিপতি ইন্দ্র রথে আরোহণপূর্বক আমোদ করবার জন্য আগমন করুন ॥ ১ ॥

হে নরপতি ইন্দ্র! তোমার রথ সুগঠন, তোমার রথের দুই অশ্ব সুশিক্ষিত, তোমার হস্তে বজ্র রয়েছে; হে প্রভু! এই মূর্তিধারণপূর্বক শীঘ্র সরল পথ দিয়ে আগমন করো। তোমার পানের জন্য

সোমরস প্রস্তুত আছে, তা তোমাকে পান করিয়ে তোমার বল আরও আমরা বর্ধিত ক'রে দেবো ॥ ২ ॥

যে ইন্দ্র আর সকল নায়কের নায়ক, যাঁর হস্তে বজ্র আছে, যিনি বিপক্ষগণকে দুর্বল ক'রে দেন; যিনি দুর্ধর্ষ, যাঁর ক্রোধ কখনও বৃথা যায় না, তাঁকে তাঁর বহনকারী দুর্ধর্ষ ঘোটকগণ সকলে মিলিত হয়ে আমাদের নিকট বহন ক'রে আনয়ন করুক ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! যে সোমরস শরীরকে পালন অর্থাৎ শারীরিক পুষ্টি বিধান করে, যা কলসের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে আছে, যা বলকে সংধারিত করে, তুমি সেই সোমরস আপন উদরে সেচন করো। আমার বল বৃদ্ধি ক'রে দাও, আমাদের তুমি আত্মীয় ক'রে লও, কারণ তুমি বুদ্ধিমানগণের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনকারী প্রভুস্বরূপ ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! সম্পত্তি সমস্ত আমার নিকট আগমন করুক, কারণ আমি স্তব করছি। আমি সোম সজ্জাপূর্বক উত্তম উত্তম কামনা সিদ্ধ করবার জন্য যজ্ঞের আয়োজন করেছি, তুমি আগত হও। তুমি সকলেরই অধিপতি। এই কুশে উপবেশন করো। তোমার পানের জন্য যে সোমপাত্রসকল সজ্জিত রয়েছে, কারও সাধ্য নেই যে, সেগুলি বলপূর্বক গ্রহণ ক'রে পান করে ॥ ৫ ॥

যাঁরা পূর্বকালে হ'তে যজ্ঞে দেবতাগণকে নিমন্ত্রণ করতেন, তাঁরা অতি মহৎ মহৎ কার্য সম্পাদনপূর্বক সকলে স্বতন্ত্রভাবে সদ্গতি লাভ করেছেন। কিন্তু যারা যজ্ঞস্বরূপ নৌকা আরোহণ করতে পারেনি, তা'রা কুকর্মান্বিত, তা'রা ঋণী রইলো, অর্থাৎ অঋণী হ'তে পারেনি এবং সেই অবস্থাতেই নিম্নগামী হলো ॥ ৬ ॥

ইদানীন্তনকালে যারা সেই রকম দুর্মতি, তা'রাও সেইরকম অধোগামী হোক। তাদের রথে দুষ্ট অশ্ব যোজনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তাদের কি গতি হবে, কিছুই স্থিরতা নেই। যারা পূর্বাবধি যজ্ঞ ইত্যাদি উপলক্ষে দান ক'রে থাকে, তা'রা এইরকম ধামে উপনীত হয়, যেখানে অতি চমৎকার নানারকম ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত আছে ॥ ৭ ॥

ইন্দ্র যখন সোমপান ক'রে মত্ত হন, তখন তিনি সর্বত্রসঞ্চারী কম্পান্বিত মেঘগুলিকে সুস্থির করেন, গগন ক্রন্দন অর্থাৎ শব্দ ক'রে ওঠে, তিনি আকাশকে আন্দোলিত করেন। যে দ্যাবা ও পৃথিবী পরস্পর সংলগ্ন হয়ে আছে, তাদের তিনি সেই অবস্থায় সঞ্চারণ করেন এবং নানারকম স্তব উচ্চারণ করেন ॥ ৮ ॥

হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার জন্য এই এক সুগঠিত অঙ্কুশ আমি হস্তে ধারণ ক'রে আছি। এর দ্বারা তুমি খুরপুট বিক্ষেপকারীগণকে অর্থাৎ হস্তীগণকে দণ্ড ক'রে বশীভূত করো। এই যে সোমযাগ হচ্ছে, এতে তুমি আগত হয়ে স্থান গ্রহণ করো। দেখো যেন এই সোমযাগে আমরা সৌভাগ্যশালী হই ॥ ৯ ॥

আমরা যেন গাভীগণের দ্বারা কষ্টকর দারিদ্র্যদুঃখ হ'তে উত্তীর্ণ হই। হে পুরুহুত! আমরা যেন যবের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারি। আমরা যেন রাজাগণের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে আপন বলপ্রভাবে বিস্তর সম্পত্তি জয় করতে পারি ॥ ১০ ॥

বৃহস্পতি আমাদের পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাপাত্মা শত্রুর হস্ত হ'তে রক্ষা করুন। ইন্দ্র পূর্বদিকে এবং মধ্যভাগে আমাদের রক্ষা করুন। তিনি আমাদের সখা, আমরা তাঁর সখা; তিনি আমাদের অভিলাষ সিদ্ধ করুন ॥ ১১ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৪৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বৎসপ্রি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ।
তৃতীয়মপ্সু নৃমণা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ ॥ ১ ॥
বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা।
বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ ॥ ২ ॥
সমুদ্রে ত্বা নৃমণা অপ্স্বন্তর্নৃচক্ষা ঈধে দিবো অগ্ন উধন্।
তৃতীয়ে ত্বা রজসি তস্থিবাংসমপামুপস্থে মহিষা অবর্ধন্ ॥ ৩ ॥
অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্বীরুধঃ সমঞ্জন্।
সদ্যো জজ্ঞানো বি হীমিদ্ধো অখ্যদা রোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ ॥ ৪ ॥
শ্রীণামুদারো ধরুণো রয়ীণাং মনীষাণাং প্রার্পণঃ সোমগোপাঃ।
বসুঃ সূনুঃ সহসো অপ্সু রাজা বি ভাত্যগ্র উষসামিধানঃ ॥ ৫ ॥
বিশ্বস্য কেতুর্ভুবনস্য গর্ভ আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ।
বীলুং চিদদ্রিমভিনৎ পরায়ঞ্জনা যদগ্নিময়জন্ত পঞ্চ ॥ ৬ ॥
উশিক্পাবকো অরতিঃ সুমেধা মর্তেষ্বগ্নিরমৃতো নি ধায়ি।
ইয়র্তি ধূমমরুষং ভরিভ্রদুচ্ছুক্রেণ শোচিষা দ্যামিনক্ষন্ ॥ ৭ ॥
দৃশানো রুক্ম উর্বিয়া ব্যদ্যৌদ্দুর্মর্ষমায়ুঃ শ্রিয়ে রুচানঃ।
অগ্নিরমৃতো অভবদ্বয়োভির্যদেনং দ্যৌর্জনয়ৎ সুরেতাঃ ॥ ৮ ॥
যস্তে অদ্য কৃণবদ্ভদ্রশোচেঽপূপং দেব ঘৃতবন্তমগ্নে।
প্র তং নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছাভি সুম্নং দেবভক্তং যবিষ্ঠ ॥ ৯ ॥
আ তং ভজ সৌশ্রবসেষ্বগ্ন উক্থ উক্থ আ ভজ শস্যমানে।
প্রিয়ঃ সূর্যে প্রিয়ো অগ্না ভবাত্যুজ্জাতেন ভিনদদুজ্জনিত্বৈঃ ॥ ১০ ॥
ত্বামগ্নে যজমানা অনু দ্যূন্বিশ্বা বসু দধিরে বার্যাণি।
ত্বয়া সহ দ্রবিণমিচ্ছমানা ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ ॥ ১১ ॥
অস্তাব্যগ্নির্নরাং সুশেবো বৈশ্বানর ঋষিভিঃ সোমগোপাঃ।
অদ্বেষে দ্যাবাপৃথিবী হুবেম দেবা ধত্ত রয়িমস্মে সুবীরম্ ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি প্রথমে আকাশে অর্থাৎ বিদ্যুৎরূপে জন্মগ্রহণ করলেন; তাঁর দ্বিতীয় জন্ম আমাদের নিকট, তা'তে তাঁর নাম জাতবেদা। তাঁর তৃতীয় জন্ম জলের মধ্যে। এইভাবে সেই নরহিতকারী অগ্নি নিরন্তর জাজ্বল্যমান আছেন। যিনি উত্তম ধ্যান করতে জানেন, তিনি তাঁকে স্তব করেন ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! আমরা তোমার তিন রকমের তিন মূর্তি জানি। তোমার অতি নিগূঢ় নাম, তা-ও অবগত আছি; আর যে উৎপত্তিস্থান হ'তে তুমি আগত হয়েছো, তা-ও জানি ॥ ২ ॥

নরহিতকারী বরুণদেব সমুদ্রের মধ্যে জলের অভ্যন্তরে তোমাকে প্রজ্বলিত রেখেছেন। আর আকাশের উধঃস্বরূপ যে সূর্য, তা'র মধ্যেও তুমি প্রজ্বলিত আছ। আর তোমার তৃতীয় স্থান মেঘলোক, সেখানে বৃষ্টিবারিতে তুমি বাস কর; প্রধান প্রধান দেবতাগণ তোমার তেজঃ বৃদ্ধি করেন ॥ ৩ ॥

অগ্নির ঘোরতর শব্দ উত্থিত হলো, আকাশে যেন বজ্রপাত হচ্ছে; অগ্নি পৃথিবীকে লেহন করছেন, লতা প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করছেন। যদিও এইমাত্র জন্মেছেন, তথাপি বিশেষভাবে প্রজ্বলিত ও বিস্তারিত হয়েছেন। দ্যাবা ও পৃথিবীর মধ্যে কিরণ বিস্তার করাতে তাঁর কি শোভা হয়েছে ॥ ৪ ॥

অগ্নি যখন প্রভাতের প্রথম ভাগেই প্রজ্বলিত হন, তখন তাঁর কি শোভা হয়। তিনি কত শোভা আবিষ্কৃত করেন। তিনি স্তুতিবাক্যসকল স্ফূরিত ক'রে দেন, সোমরসকে রক্ষা করেন। তিনি নিজেই ধনস্বরূপ, তিনি বলের পুত্র, তিনি জলের মধ্যে বিরাজ করেন ॥ ৫ ॥

তিনি সকল বস্তুকে প্রকাশযুক্ত করেন, তিনি জলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতমাত্রে দ্যুলোক ও ভূলোক পরিপূর্ণ করলেন। যখন পঞ্চজনপদের মানব তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ করলো, তখন তিনি সুকঠিন মেঘের দিকে উদ্যত হয়ে সেই মেঘ ভেদপূর্বক জল আনয়ন করলেন ॥ ৬ ॥

অগ্নি হোমের দ্রব্য কামনা করেন, সকলকে পবিত্র করেন, চতুর্দিকেও গতিবিধি করেন। তাঁর মেধা চমৎকার, তিনি নিজে অমর হয়ে মরণধর্মান্বিত মানবগণের মধ্যে সমর্পিত আছেন। সুরঞ্জিত ধূম ধারণপূর্বক তিনি গতিবিধি ক'রে থাকেন এবং শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করেন ॥ ৭ ॥

তিনি দেখতে জ্যোতির্ময়, তাঁর দীপ্তি অতি মহৎ, তিনি দুর্ধর্ষ দীপ্তিসহকারে গমন করতে করতে শোভা ধারণ করেন। সেই অগ্নি বৃক্ষের কাষ্ঠ অন্নস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে অমর অর্থাৎ অনির্বাণশীল হয়ে উঠলেন। দিব্যলোক এঁকে জন্ম দিয়েছেন, দিব্যলোকের জন্মদানশক্তি কি সুন্দর! ॥ ৮ ॥

হে মঙ্গলময় শিখাধারী নবীন অগ্নি! যে ব্যক্তি অদ্য তোমার জন্য ঘৃতযুক্ত পিষ্টক প্রস্তুত করেছে, সেই উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে তুমি উত্তম উত্তম ধনের দিকে নীত করো, সেই দেবভক্ত ব্যক্তিকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নীত করো ॥ ৯ ॥

যখনই উত্তম উত্তম অন্নসহকারে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তুমি যজমানের প্রতি অনুকূল হও। প্রত্যেক স্তব উচ্চারিত হবার সময় অনুকূল হও। সে যেন সূর্যের নিকটে প্রিয় হয়, অগ্নির নিকট প্রিয় হয়। তার যে পুত্র জন্মেছে, অথবা যে পুত্র জন্মাবে, সকলের সাথে সে যেন শত্রুমর্দন করে ॥ ১০ ॥

হে অগ্নি! প্রতিদিন যজমানবৃন্দ তোমার নিকট উত্তম উত্তম নানা বস্তু পূজা দেয়। বুদ্ধিমান্ দেবতাগণ তোমার সাথে একত্র হয়ে ধনকামনা পূর্ণ করবার জন্য গাভীপরিপূর্ণ গোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটন করেছিলো ॥ ১১ ॥

মানবগণের মধ্যে যাঁর মূর্তি সুগঠন, যিনি সোম রক্ষা করেন, ঋষিগণ সেই অগ্নিকে স্তব করলেন। দ্বেষবর্জিত দ্যাবাপৃথিবীকে আমরা আহ্বান করছি। হে দেবতাগণ! আমাদের লোকবল ও ধনবল প্রদান করো ॥ ১২ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

— সপ্তম অষ্টক সমাপ্ত —

অষ্টম অষ্টক

— দশম মণ্ডলের ৪৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বৎসপ্রি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

প্র হোতা জাতো মহান্নভোবিন্নৃষদ্মা সীদদপামুপস্থে।
দধির্যো ধায়ি স তে বয়াংসি যন্তা বসূনি বিধতে তনূপাঃ ॥ ১॥
ইমং বিধন্তো অপাং সধস্থে পশুং ন নষ্টং পদৈরনুগ্মন্।
গুহা চতন্তমুশিজো নমোভিরিচ্ছন্তো ধীরা ভৃগবোঽবিন্দন্ ॥ ২॥
ইমং ত্রিতো ভূর্যবিন্দদিচ্ছন্বৈভূবসো মূর্ধন্যঘ্ন্যায়াঃ।
স শেবৃধো জাত আ হর্ম্যেষু নাভির্যুবা ভবতি রোচনস্য ॥ ৩॥
মন্দ্রং হোতারমুশিজো নমোভিঃ প্রাঞ্চং যজ্ঞং নেতারমধ্বরাণাম্।
বিশামকৃণ্বন্নরতিং পাবকং হব্যবাহং দধতো মানুষেষু ॥ ৪॥
প্র ভূর্জয়ন্তং মহাং বিপোধাং মূরা অমূরং পুরাং দর্মাণম্।
নয়ন্তো গর্ভং বনাং ধিয়ং ধুর্হিরিশ্মশ্রুং নার্বাণং ধনর্চম্ ॥ ৫॥
নি পস্ত্যাসু ত্রিতঃ স্তভূয়ন্ পরিবীতো যোনৌ সীদদন্তঃ।
অতঃ সংগৃভ্যা বিশাং দমূনা বিধর্মণায়ন্ত্রৈরীয়তে নৃন্ ॥ ৬॥
অস্যাজরাসো দমামরিত্রা অর্চদ্ধূমাসো অগ্নয়ঃ পাবকাঃ।
শ্বিতীচয়ঃ শ্বাত্রাসো ভুরণ্যবো বনর্ষদো বায়বো ন সোমাঃ ॥ ৭॥
প্র জিহ্বয়া ভরতে বেপো অগ্নিঃ প্র বয়ুনানি চেতসা পৃথিব্যাঃ।
তমায়বঃ শুচয়ন্তং পাবকং মন্দ্রং হোতারং দধিরে যজিষ্ঠম্ ॥ ৮॥
দ্যাবা যমগ্নিং পৃথিবী জনিষ্টামাপস্ত্বষ্টা ভৃগবো যং সহোভিঃ।
ঈলেন্যং প্রথমং মাতরিশ্বা দেবাস্ততক্ষুর্মনবে যজত্রম্ ॥ ৯॥
যং ত্বা দেবা দধিরে হব্যবাহং পুরুস্পৃহো মানুষাসো যজত্রম্।
স যামন্নগ্নে স্তুবতে বয়ো ধাঃ প্র দেবযন্যশসঃ সং হি পূর্বীঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — যে অগ্নি মানবগণের মধ্যে অবস্থিতি করেন, জলের মধ্যেও অবস্থিতি করেন, যিনি আকাশের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, যেহেতু আকাশে তাঁর জন্ম; তিনি এইক্ষণে বিপুলমূর্তি ধারণপূর্বক হোতা হয়েছেন। তিনি যজ্ঞের ধারণকর্তা, অতএব তাঁকে আধান করা হয়েছে। তুমি তাঁর পরিচর্যা করছো, অতএব তিনি তোমার দেহ রক্ষাপূর্বক তোমাকে অন্ন ও সম্পত্তি প্রদান করবেন ॥ ১॥

এই অগ্নি জলের মধ্যে লুক্কায়িত হ'লেন; যেমন একটি গাভী হারিয়ে গেলে তা'র পদচিহ্ন দর্শনে অনুসন্ধান হয়, সেইরকম অগ্নিপরিচর্যাকারীগণ তাঁর সন্ধান করলেন। ভৃগুবংশীয়গণ অগ্নির কামনা করলেন, অগ্নি নিভৃতস্থানে ছিলেন, সেই সুপণ্ডিত ঋষিগণ অগ্নিকে প্রাপ্তির ইচ্ছায় নমোবাক্য বলতে বলতে তাঁকে প্রাপ্ত হ'লেন ॥ ২ ॥

বিভূবসের পুত্র ত্রিত বিশিষ্টভাবে ইচ্ছা ক'রে অগ্নিকে ভূমির উপর প্রাপ্ত হ'লেন। অগ্নি যজমানগণের অট্টালিকাতে নবীন মূর্তিতে জন্মগ্রহণপূর্বক অতি সুখকর হয়েছেন, তিনি জ্যোতির্ময় লোক প্রাপ্তির মূলীভূত কারণস্বরূপ হয়েছেন ॥ ৩ ॥

অগ্নিকামনাকারী ঋত্বিকগণ মানবসমাজে অগ্নিকে প্রবর্তিত ক'রে মানবগণের পবিত্র হ'বার উপায় ক'রে দিয়েছেন, সেই অগ্নি এইক্ষণে সোমপানে মত্ত হন, হোতা হন, নমোবাক্যের দ্বারা অনুকূল হন, যজ্ঞ গ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন ক'রে দেন, সর্বত্র বিচরণ করেন, হোমের দ্রব্য দেবতাবৃন্দের নিকট বহন করেন ॥ ৪ ॥

হে হোতা! যে অগ্নি জয়শীল, যিনি অতি মহৎ, যিনি বুদ্ধিমান্‌গণকে আশ্রয় প্রদান করেন, তুমি উপযুক্ত মতো তাঁর স্তবকার্য নির্বাহ করো; সেই অগ্নি বিপক্ষবর্গের পুরী ধ্বংস করেন, তিনি অরণি, অর্থাৎ অগ্নিমন্থনকাষ্ঠের প্রসবস্বরূপ, তিনি অতি চমৎকার পদার্থ, তাঁকে স্তব করলেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি নিজে মোহবিহীন, মানবগণ তাঁকে হোমের দ্রব্য প্রদান ক'রে তাঁর দ্বারা যত অনুষ্ঠান করিয়ে লয় ॥ ৫ ॥

সেই অগ্নির তিন মূর্তি, তিনি শিখা পরিবেষ্টিত হয়ে আলোকের দ্বারা যজমানবৃন্দের গৃহ পরিপূর্ণ ক'রে যজ্ঞগৃহের মধ্যে আপন স্থানের অভ্যন্তরে উপবেশন করেন। সেখানে মানবগণের যা কিছু প্রদেয়, সকলই তিনি সংগ্রহপূর্বক নানারকম কার্যের দ্বারা শত্রুদমন করতে করতে ঐ সমস্ত হোমের দ্রব্য দেবতাগণকে প্রদান করতে গমন করেন ॥ ৬ ॥

এই যে যজমান, এই ব্যক্তির অনেকগুলি অগ্নি আছেন, তাঁরা সকলেই জরাবিহীন, শত্রুবর্গের শাসনকর্তা ও চমৎকার ধূম নির্গত করেন। তাঁরা পবিত্রতা উৎপাদন করেন, শ্বেতবর্ণ ধারণ করেন, শীঘ্র শীঘ্র পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হন, কাষ্ঠে উপবেশন করেন এবং সোমরসের মতো গতিবিধি করেন ॥ ৭ ॥

অগ্নি কম্পিত হ'তে হ'তে পৃথিবীর উত্তম উত্তম সামগ্রী জিহ্বাসংযোগে ধারণ করছেন, মনে মনেও জাত হচ্ছেন। মানবগণ তাঁকে আধান করলেন, কারণ তিনি সোমরস পানে মত্ত হয়ে পবিত্রতা উৎপাদন করেন, শুভ্রবর্ণ ধারণ করেন, হোতার কার্য সম্পাদন করেন। যজ্ঞ প্রাপ্তির উপযুক্ত তাঁর তুল্য কেউ নেই ॥ ৮ ॥

ইনি সেই অগ্নি, যাঁকে দ্যাবা ও পৃথিবী জন্মদান করেছেন, জল ও ত্বষ্টা এবং ভৃগুবংশীয়গণ বলের দ্বারা যাঁকে উৎপাদন করেছেন; যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্তবের যোগ্য; মাতরিশ্বা ও অপরাপর দেবতাগণ মানুষের যজ্ঞ করবার জন্য যাঁকে নির্মাণ করেছেন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! তোমাকে দেবতাবৃন্দ আধান করেছেন; তোমাকে যজ্ঞ প্রদানের জন্য মানবগণ বিশিষ্ট বিশিষ্ট কামনাসহকারে আধান করেন; সেই তুমি যজ্ঞের সময় স্তবকারী ব্যক্তিকে অন্ন দান করো, দেবভক্তব্যক্তি যেন বিশিষ্ট যশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ও পঞ্চম ঋক্ দুটি আছে।

স্বর্গীয় দুর্গাদাস কৃত সেইগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম; যথা—১ম ঋক্—"সেই জ্ঞানদেবতা সাধকের হৃদয়রূপ পবিত্র স্থানের নিগূঢ় প্রদেশে অবস্থিত থেকে (সত্ত্বভাবের অভ্যন্তরে বিরাজিত থেকে) সংকর্মনিয়ামক মোক্ষপদ-প্রদর্শক হন। (অন্তরীক্ষের উপস্থানে বিদ্যুৎ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, সাধকের হৃৎকন্দরে জ্ঞানকিরণ তেমনই সুপ্ত অবস্থায় অবস্থিত আছে। সাধনার প্রভাবে সংকর্মের দ্বারা সেই জ্ঞানরশ্মি প্রকাশ পায়—এটাই ভাবার্থ)।" [ভক্তের হৃদয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ বরণীয় সেই দেবতা ভক্তের হৃদয়ে প্রসন্নভাবে অধিষ্ঠিত হন। হে মন। যে জ্ঞানাগ্নি সত্ত্বাদি ধারণ ক'রে প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে নিহিত হন, সেই জ্ঞানদেবতার পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হও। সেই দেবতা তোমার সত্ত্বভাব ইত্যাদির ও পরমার্থরূপ ধনের নিয়ামক এবং দুষ্কৃতসমূহের পরিত্রাতা হোন]।—ইত্যাদি॥ ৫ম ঋক্—"হে মন। তুমি কাম ইত্যাদি শত্রুসেনা-বিজয়ী, অতি মহৎ, মেধাবিগণের (শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদির বা সাধকের) পালক মায়ার দ্বারা উৎপন্ন দেহের রক্ষক (অথবা উচ্ছেদক), মোহহীন, দেবতাকে আরাধনা করবার জন্য সমর্থ হও; আবার, স্তুতির দ্বারা (সত্ত্বভাবের দ্বারা) সম্যক্‌রূপে ভজনযোগ্য সকল ধনের প্রদাতা (অথবা, পরমার্থ-সন্নিকর্ষে নয়নকর্তা কিংবা মোক্ষপ্রাপয়িতা), শত্রুভীতিপ্রদ অজ্ঞানান্ধকারনাশক দিব্যজ্যোতির অনুরূপ কবচধারী সেই দেবতার উদ্দেশে তাঁর প্রীতিপ্রদ স্তোত্রমন্ত্র ও তাঁর পরিচরণ-রূপ কর্ম সম্পাদন করো।" [মন্ত্রটি আপন মনকে সম্বোধনমূলক। জ্ঞানকিরণ ও মোক্ষলাভের জন্য বহুগুণোপেত জ্ঞানস্বরূপ দেবতার প্রীতিকর কর্ম-সম্পাদনের উপদেশ এখানে পরিলক্ষিত হয়।—ভাবার্থ—'হে মন। তুমি হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও।'—এর মধ্যেই নিহিত আছে সাধকের সকল কল্যাণ]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৪৭ সূক্ত —

[দেবতা : বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ঋষি : সপ্তগু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

জগৃভ্মা তে দক্ষিণমিন্দ্র হস্তং বসূযবো বসুপতে বসূনাম্।
বিদ্মা হি ত্বা গোপতিং শূর গোনামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ১॥
স্বায়ুধং স্ববসং সুনীথং চতুঃসমুদ্রং ধরুণং রয়ীণাম্।
চর্কৃত্যং শংস্যং ভূরিবারমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ২॥
সুব্রহ্মাণং দেববন্তং বৃহন্তমুরুং গভীরং পৃথুবুধ্নমিন্দ্র।
শ্রুতঋষিমুগ্রমভিমাতিষাহমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৩॥
সনদ্বাজং বিপ্রবীরং তরুত্রং ধনস্পৃতং শূশুবাংসং সুদক্ষম্।
দস্যুহনং পূর্ভিদমিন্দ্র সত্যমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৪॥
অশ্বাবন্তং রথিনং বীরবন্তং সহস্রিণং শতিনং বাজমিন্দ্র।
ভদ্রব্রাতং বিপ্রবীরং স্বর্ষামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৫॥
প্র সপ্তগুমৃতধীতিং সুমেধাং বৃহস্পতিং মতিরচ্ছা জিগাতি।
য আঙ্গিরসো নমসোপসদ্যোঽস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৬॥

বনীবানো মম দূতাস ইন্দ্রং স্তোমাশ্চরন্তি সুমতীরিয়ানাঃ।
হৃদিস্পৃশো মনসা বচ্যমানা অস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৭॥
যত্ত্বা যামি দদ্ধি তন্ন ইন্দ্র বৃহন্তং ক্ষয়মসমং জনানাম্।
অভি তদ্দ্যাবাপৃথিবী গৃণীতামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে ধনের অধিপতি ইন্দ্র! আমরা ধন কামনা ক'রে তোমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করলাম। হে বীর! আমরা জানি, তুমি বিস্তর গোধনের স্বামী। আমাদের নানারকম অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান করো ॥ ১॥

হে ইন্দ্র! তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী, রক্ষা করতে উত্তমরূপ পারো, সুন্দরভাবে নেতার কার্য কর, তোমার কীর্তিতে চারি সমুদ্র সমুজ্জ্বল, তুমি নানা সম্পত্তি ধারণ কর, তুমি মুহুর্মুহু স্তব প্রাপ্তির যোগ্য, সকলেই তোমাকে প্রার্থনা করে; আমরা তোমাকে এইরকম জানি। আমাদের নানারকম অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান করো ॥ ২॥

হে ইন্দ্র! আমাদের এমন একটি পুত্রস্বরূপ ধন দান করো যে, সে স্তোত্ররত ও দেবভক্ত হয়, যে প্রকাণ্ড মূর্তি, বিশালকায়, গম্ভীরবুদ্ধি, সুপ্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তেজস্বী, শত্রুদমনক্ষম ও প্রিয়দর্শন হয়। আমাদের নানারকম অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান করো ॥ ৩॥

হে ইন্দ্র! তুমি অর্থ উপার্জন কর, তুমি বুদ্ধিমান্ লোকগণকে তারণ কর; সম্পত্তি পূর্ণ ক'রে দাও; তোমার বৃদ্ধি ক্রমাগতই হচ্ছে; তোমার বল অতি সুন্দর, তুমি দস্যুবর্গকে নিধন কর, তাদের পুরী ধ্বংস ক'রে থাক। আমাদের নানারকম অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান করো ॥ ৪॥

তোমার বিস্তর অশ্ব আছে, রথ আছে, অনুগামী লোক আছে, তোমার শতসহস্র গোধন আছে, তুমি বলবান্, তোমার উৎকৃষ্ট অনুচরবর্গ আছে, তোমার পারিষদগণ বুদ্ধিমান্, তুমি সকলই দিতে পারো। আমাদের নানারকম অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান করো ॥ ৫॥

আমি সপ্তগু, আমি যা ধ্যান করি, তা সত্য হয়, আমার বুদ্ধি সুন্দর, আমি বিস্তর মন্ত্রের স্বামী, দেবতাবিষয়িণী সুমতি আমার উপস্থিত হচ্ছে। আমি অঙ্গিরার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছি, নমোবাক্য উচ্চারণপূর্বক দেবতাগণের নিকট গমন ক'রে থাকি। আমাদের নানা-রকম অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান করো ॥ ৬॥

আমি যে সকল সুন্দর ভাবযুক্ত স্তবসমূহ প্রস্তুত করি, ঐ সকল স্তব আমি মনের সাথে পাঠ করি, ঐ সকল স্তব শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে; তা'রা আমার দূতের মতো ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করতে গমন করছে। আমাদের নানারকম অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান করো ॥ ৭॥

হে ইন্দ্র। আমি তোমার নিকট যা যাচ্ঞা করি, তুমি তা আমাকে প্রদান কর; এমন একখানি প্রকাণ্ড বাস্তুবাটী প্রদান করো, যেমন কারও নেই; দ্যাবা ও পৃথিবী তা অনুমোদন করুন। আমাদের নানারকম অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান করো ॥ ৮॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৪৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি আছে। সেটির বিশ্লেষণ এইরকম; যথা—"পরমধনদাতা হে ঐশ্বর্যাধিপতি হে দেব! পরমধনকামী আমরা মোক্ষলাভের জন্য আপনার মঙ্গলস্বরূপকে যেন উপলব্ধি করতে পারি; বীর্যবান্ হে দেব। জ্ঞানলাভের জন্য আপনাকেই জ্ঞানপ্রদাতা জানি; আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ অভীষ্টপ্রদ পরমধন প্রদান করুন।" (প্রার্থনার ভাব

এই যে,—হে ভগবন্! আমরা আপনার মঙ্গল স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি; কৃপা ক'রে আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [ভগবানকে কেউ সত্যরূপে, কেউ শিবরূপে, কেউ সুন্দররূপে—নানা ভাবের মধ্য দিয়ে—প্রাপ্তির চেষ্টা করেন। এখানে শিবপন্থী সাধক, ভগবানকে শিবভাবে প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা নিবেদন করেছেন]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৪৮ সূক্ত —

[দেবতা : বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ঋষি : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অহং ভুবং বসুনঃ পূর্ব্যস্পতিরহং ধনানি সং জয়ামি শশ্বতঃ।
মাং হবন্তে পিতরং ন জন্তবোহহং দাশুষে বি ভজামি ভোজনম্ ॥ ১॥
অহমিন্দ্রো রোধো বক্ষো অথর্বণস্ত্রিতায় গা অজনয়মহেরধি।
অহং দস্যুভ্যঃ পরি নৃম্ণমা দদে গোত্রা শিক্ষন্ দধীচে মাতরিশ্বনে ॥ ২॥
মহ্যং ত্বষ্টা বজ্রমতক্ষদায়সং ময়ি দেবাসোহবৃজন্নপি ক্রতুম্।
মমানীকং সূর্যস্যেব দুষ্টরং মামর্যন্তি কৃতেন কর্ত্বেন চ ॥ ৩॥
অহমেতং গব্যয়মশ্ব্যং পশুং পুরীষিণং সায়কেনা হিরণ্যয়ম্।
পুরূ সহস্রা নি শিশামি দাশুষে যন্মা সোমাস উক্থিনো অমন্দিষুঃ ॥ ৪॥
অহমিন্দো ন পরা জিগ্য ইদ্ধনং ন মৃত্যবেহবতস্থে কদাচন।
সোমমিন্মা সুন্বন্তো যাচতা বসু ন মে পূরবঃ সখ্যে রিষাথন ॥ ৫॥
অহমেতাঞ্ছাশ্বসতো দ্বাদ্বেন্দ্রং যে বজ্রং যুধয়েহকৃণ্বত।
আহ্বয়মানাঁ অব হন্মনাহনং দৃড়হা বদন্ননমস্যুর্নমস্বিনঃ ॥ ৬॥
অভীদমেকমেকো অস্মি নিষ্ষালভী দ্বা কিমু ত্রয়ঃ করন্তি।
খলে ন পর্ষান্ প্রতি হন্মি ভূরি কিং মা নিন্দন্তি শত্রবোহনিন্দ্রাঃ ॥ ৭॥
অহং গুংগুভ্যো অতিথিগ্বমিষ্করমিষং ন বৃত্রতুরং বিক্ষু ধারয়ম্।
যৎপর্ণয়ঘ্ন উত বা করঞ্জহে প্রাহং মহে বৃত্রহত্যে অশুশ্রবি ॥ ৮॥
প্র মে নমী সাপ্য ইষে ভুজে ভূদ্গবামেষে সখ্যা কৃণুত দ্বিতা।
দিদ্যুং যদস্য সমিথেষু মংহয়মাদিদেনং শংস্যমুক্থ্যং করম্ ॥ ৯॥
প্র নেমস্মিন্দদৃশে সোমো অন্তর্গোপা নেমমাবিরস্থা কৃণোতি।
স তিগ্মশৃঙ্গং বৃষভং যুযুৎসন্ দ্রুহস্তস্থৌ বহুলে বদ্ধো অন্তঃ ॥ ১০॥
আদিত্যানাং বসূনাং রুদ্রিয়াণাং দেবো দেবানাং ন মিনামি ধাম।
তে মা ভদ্রায় শবসে ততক্ষুরপরাজিতমস্তৃতমষাড়হম্ ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — [ইন্দ্র বলছেন]—আমি সম্পত্তিসমূহের প্রধান অধীশ্বর হয়েছি। আমি চিরকালই সকল সম্পত্তি জয় ক'রে নিই। প্রাণিগণ পিতার মতো আমাকে আহ্বান ক'রে থাকে। যে দাতা, আমি তা'কে ভোগের সামগ্রী প্রদান ক'রে থাকি ॥ ১ ॥

আমি অথর্বা ঋষির বক্ষঃস্থল রোধ করেছিলাম। আমি বৃত্রের নিকট গাভী সমস্ত অভিগ্রহণ ক'রে ত্রিতকে প্রদান করেছিলাম। আমি দস্যুগণের সম্পত্তি অভিগ্রহণ ক'রে নিয়েছিলাম। আমি দধীচের নিকট এবং মাতরিশ্বার নিকট গাভীসমস্ত তাড়িত ক'রে লয়ে গিয়েছিলাম ॥ ২ ॥

আমার জন্য ত্বষ্টা লৌহময় বজ্র নির্মাণ ক'রে দিয়েছেন, দেবতাগণ আমার জন্য কার্য নিরূপণ ক'রে দিয়েছেন। আমার সৈন্যবর্গ সূর্যের সৈন্যের মতো দুর্ধর্ষ, যে যা কিছু করেছে, বা ভবিষ্যতে করবে, সকলেতেই আমার উপর নির্ভর করে ॥ ৩ ॥

যখন কেউ স্তবের সাথে সোমরস দিয়ে আমাকে পরিতুষ্ট করে, তখন আমি দাতাব্যক্তিকে সহস্রাধিক গো, অশ্ব, মানব ও পশু, বাণের দ্বারা জয় ক'রে দিই এবং অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করি ॥ ৪ ॥

কেউ কখনও কোন সম্পত্তি আমার নিকট জয় ক'রে গ্রহণ করতে পারেনি, মৃত্যুর নিকট আমি নত হইনি। হে পুরুবংশীয়গণ! তোমরা সোমরস প্রস্তুত ক'রে যা ইচ্ছা আমার নিকট যাচ্ঞা করো। দেখো আমার বন্ধুত্ব যেন কখনও তোমরা হারিও না ॥ ৫ ॥

এই যে সকল শত্রু, যারা প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে দু'জন দু'জন ক'রে অস্ত্রধারী ইন্দ্রের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, যারা স্পর্ধাপূর্বক আমাকে আহ্বান করছিল, আমি ইন্দ্র, কঠোরবাক্য উচ্চারণপূর্বক তাদের এমন প্রহার করলাম, যে, তা'রা নিধন হলো। তা'রা নত হলো, আমি নত হবার নই ॥ ৬ ॥

যদি একজন আগত হয়, তা'কেও আমি পরাভব ক'রি; যদি দু'জন আগত হয়, তাদেরও পরাভব ক'রি; তিনজন আগত হয়েই বা আমার কি করতে পারে? যেমন কৃষক ধান্য মর্দন করবার সময় পুরাতন ধান্যস্তম্ভ অনায়াসেই মর্দন করে, আমিও সেইরকম যত শত্রু আগত হোক না কেন অনায়াসে নিধন ক'রি। ইন্দ্র যাদের প্রতি বিমুখ, সেই সমস্ত শত্রু কি আমাকে নিন্দা, অর্থাৎ পরাভব করতে পারে? ॥ ৭ ॥

আমিই গুঙ্গুগণের দেশে প্রজাবর্গের মধ্যে অতিথিগণের পুত্রকে স্থাপন করেছি, তিনি তাদের শত্রু সংহার করছেন, বিপদ নিবারণ করছেন এবং মূর্তিমান্ ভক্ষ্য-ভোজের মতো তাদের পালন করছেন। সেই সময় পর্ণয় এবং করঞ্জ নামক শত্রুদ্বয়কে বধ করা হয়েছিল এবং বৃত্রের সাথে যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তা'তে আমার নাম বিখ্যাত হয়েছিল ॥ ৮ ॥

আমাকে যে নমস্কার করে, সে সকলেরই আশ্রয়স্থানস্বরূপ হয়, সে অন্নবান্ ও ভোগবান্ হয়, তোমরা তার সাথে বন্ধুত্ব করো এবং গোধন গ্রহণ করো, এই দুই কার্য তোমাদের তার নিকট সম্পন্ন হবে। সেই ব্যক্তির যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে আমি নিজেই তা'র পক্ষে উজ্জ্বল অস্ত্র ধারণ করি, আমার প্রসাদে সেই ব্যক্তি সকলের নিকট প্রশংসাভাজন হয়, সকলে তা'কে স্তব করে ॥ ৯ ॥

দৃষ্ট হলো যে, দু'জনের মধ্যে একজন সোমযাগ করছে। পালনকর্তা ইন্দ্র তা'র পক্ষে বজ্র ধারণপূর্বক তা'কে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করলেন। আর তা'র যে শত্রু সেই তীক্ষ্ণতেজা সোমযাগকারী ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলো, সে অন্ধকারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইলো ॥ ১০ ॥

আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, এঁরা সকলেই দেবতা; আমিও দেবতা। অতএব আমি তাঁদের স্থান উৎখাত করি না, তাঁরা আমাকে এই উদ্দেশে নির্মাণ করেছেন যে, আমি চমৎকার অন্ন উৎপাদন

করবো। সেই জন্যই আমাকে কেউ পরাজয় বা হিংসা করতে পারে না, কেউ আমার সম্মুখে অগ্রসর হ'তে পারে না ॥ ১১ ॥

টীকা — ইন্দ্রকেই এই সূক্তের ঋষি ব'লে অভিহিত করা হয়েছে, বোধহয় পুরুবংশীয়গণের কোন স্তোতার দ্বারা এই সূক্ত রচিত।—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ৪৯ সূক্ত —

[দেবতা : বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ঋষি : বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

অহং দাং গৃণতে পূর্ব্যং বস্বহং ব্রহ্ম কৃণবং মহ্যং বর্ধনম্।
অহং ভুবং যজমানস্য চোদিতায়জ্বনঃ সাক্ষি বিশ্বস্মিন্ ভরে ॥ ১ ॥
মাং ধুরিন্দ্রং নাম দেবতা দিবশ্চ গ্মশ্চাপাং চ জন্তবঃ।
অহং হরী বৃষণা বিব্রতা রঘু অহং বজ্রং শবসে ধৃষ্ণ্বা দদে ॥ ২ ॥
অহমৎকং কবয়ে শিশ্নথং হথৈরহং কুৎসমাবমাভিরূতিভিঃ।
অহং শুষ্ণস্য শ্নথিতা বধর্যমং ন যো রর আর্যং নাম দস্যবে ॥ ৩ ॥
অহং পিতেব বেতসূঁরভিষ্টয়ে তুগ্রং কুৎসায় স্মদিভং চ রন্ধয়ম্।
অহং ভুবং যজমানস্য রাজনি প্র যদ্ভরে তুজয়ে ন প্রিয়াধৃষে ॥ ৪ ॥
অহং রন্ধয়ং মৃগয়ং শ্রুতর্বণে যন্মাজিহীত বয়ুনা চনানুষক্।
অহং বেশং নম্রমায়বেঽকরমহং সব্যায় পড়্গৃভিমরন্ধয়ম্ ॥ ৫ ॥
অহং স যো নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং সং বৃত্রেব দাসং বৃত্রহারুজম্।
যদ্বর্ধয়ন্তং প্রথয়ন্তমানুষগ্দূরে পারে রজসো রোচনাকরম্ ॥ ৬ ॥
অহং সূর্যস্য পরি যাম্যাশুভিঃ প্রৈতশেভির্বহমান ওজসা।
যন্মা সাবো মনুষ আহ নির্ণিজ ঋধক্কৃষে দাসং কৃত্ব্যং হথৈঃ ॥ ৭ ॥
অহং সপ্তহা নহুষো নহুষ্টরঃ প্রাশ্রাবয়ং শবসা তুর্বশং যদুম্।
অহং ন্যন্যং সহসা সহস্করং নব ব্রাধতো নবতিং চ বক্ষয়ম্ ॥ ৮ ॥
অহং সপ্ত স্রবতো ধারয়ং বৃষা দ্রবিত্ন্বঃ পৃথিব্যাং সীরা অধি।
অহমর্ণাংসি বি তিরামি সুক্রতুর্যুধা বিদং মনবে গাতুমিষ্টয়ে ॥ ৯ ॥
অহং তদাসু ধারয়ং যদাসু ন দেবশ্চন ত্বষ্টাধারয়দ্রুশৎ।
স্পার্হং গবামূধঃসু বক্ষণাস্বা মধোর্মধু শ্বাত্র্যং সোমমাশিরম্ ॥ ১০ ॥
এবা দেবাঁ ইন্দ্রো বিব্যে নৄন্ প্র চ্যৌত্নেন মঘবা সত্যরাধাঃ।
বিশ্বেত্তা তে হরিবঃ শচীবোঽভি তুরাসঃ স্বয়শো গৃণন্তি ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — স্তবকারী ব্যক্তিকে আমি চমৎকার সম্পত্তি দান ক'রি। আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি ক'রে দিয়েছি, তা'তে আমারই ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। আমি যজ্ঞকর্তাব্যক্তির উৎসাহদাতা হয়ে থাকি; আর যারা যজ্ঞ করে না, তাদের সকল যুদ্ধেই পরাভব ক'রি ॥ ১ ॥

স্বর্গের দেবতাগণ এবং ভূচর ও জলচর জন্তুগণ আমাকে ইন্দ্র এই নাম প্রদান করেছে। আমার দুই তেজস্বী ঘোটক আছে, তা'রা অদ্ভুত লীলাবিশিষ্ট এবং অতি বেগবান্। আমি অন্ন উপার্জনের জন্য দুর্দ্ধর্ষ বজ্র ধারণ ক'রি ॥ ২ ॥

আমি কবি নামক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য অৎক নামক ব্যক্তিকে প্রহারের দ্বারা বধ করেছি। আমি রক্ষণোপযোগী নানাকার্য সাধন ক'রে কুৎস নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করেছি। আমি শুষ্ণ নামক ব্যক্তিকে বধের জন্য বজ্র ধারণ করেছিলাম। আমি দস্যুজাতিকে 'আর্য' এই নাম হ'তে বঞ্চিত রেখেছি ॥ ৩ ॥

কুৎস বেতসু নামক প্রদেশ কামনা করেছিল, আমি তার পিতার মতো বেতসু প্রদেশ তা'র বশীভূত ক'রে দিলাম এবং তুগ্র ও স্মদিভ এই দুই ব্যক্তিকে কুৎসের বশীভূত ক'রে দিলাম। আমার প্রসাদেই যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। আমি পুত্রের মতো তা'কে প্রিয়বস্তু প্রদান ক'রি, তাতে সে দুর্দ্ধর্ষ হয়ে ওঠে ॥ ৪ ॥

যে সময়ে শ্রুতর্বা আমার শরণাগত হলো এবং স্তব করতে লাগলো, আমি মৃগয় নামক ব্যক্তিকে তার বশীভূত ক'রে দিলাম। আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত ক'রে দিয়েছি, আমি কটগৃভিকে সব্যের বশীভূত ক'রে দিয়েছি ॥ ৫ ॥

আমি সেই ইন্দ্র, যেমন বৃত্রের হন্তা হয়ে বৃত্রকে নিধন করেছিলাম, সেইরকম দাসজাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ নামক দুই ব্যক্তিকে ভগ্ন করেছি। সেই সময়ে ঐ দুই শত্রু বৃদ্ধি ও বিস্তার প্রাপ্ত হচ্ছিল, আমি তাদের পশ্চাৎ সংলগ্ন হয়ে সূর্যলোক সমুজ্জ্বলিত এই ভুবনের বহির্ভূত ক'রে দিলাম ॥ ৬ ॥

আমার যে শীঘ্রগামী ঘোটকগুলি আছে, তা'রা আমাকে বহন করে, আমি সেই বহনে সূর্যের চতুর্দিকে বিচরণ ক'রি। যখন মানুষ সোম প্রস্তুত করবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে, আমি তখন দাসজাতীয় ব্যক্তিকে প্রহার ক'রে বিখণ্ড ক'রি, ঐ দশার জন্যই সে জন্মেছে ॥ ৭ ॥

আমি সপ্ত শত্রুপুরী ধ্বংস করেছি। যে যত বড় বন্ধনকর্তা হোক, আমি তা অপেক্ষাও অধিক বন্ধনকর্তা। তুর্বস ও যদু এই দুই ব্যক্তিকে আমি বলবান্ ক'রে খ্যাতাপন্ন করেছি। আমি অন্যান্য ব্যক্তিকেও বলে বলী করেছি। নবনবতি নগরকে আমি বিনষ্ট করেছি ॥ ৮ ॥

আমি জল বর্ষণ ক'রে থাকি, যে সপ্তসিন্ধু দ্রবময় মূর্তিতে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, আমিই তাদের স্ব স্ব স্থানে রেখে দিয়েছি। আমার সকল কার্যই শুভকর, আমিই জল বিতরণ ক'রে থাকি। আমি যুদ্ধ ক'রে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির জন্য পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছি ॥ ৯ ॥

গাভীর দেহে আমি এমন বস্তু রেখে দিয়েছি, যা দেবত্বষ্টা রচনা করতে পারেনি। অর্থাৎ গাভীগণের আপীনমধ্যে মধু অপেক্ষাও মধুরতর অতি চমৎকার দুগ্ধ উৎপাদন ক'রে দিয়েছি। সেই আপীন নদীর মতো দুগ্ধ বহন করে। তা সোমের সাথে মিশ্রিত হ'লে তা'কে অতি চমৎকার ক'রে তোলে ॥ ১০ ॥

[পরোক্তিতে বলছেন]—এইভাবে ইন্দ্র আপন প্রভাবে দেবমানবগণকে সৌভাগ্যসম্পন্ন করেন, তাঁরই ধন আছে, তাঁর ধনই যথার্থ। হে ইন্দ্র। হে ঘোটকবিশিষ্ট। হে বিবিধ কার্যকারী। তোমার কার্য

তোমার নিজের আয়ত্ত। দেবমানবগণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে তোমার সেই সমস্ত কার্যের স্তব করছেন ॥ ১১ ॥

টীকা — ৩ ঋকে আর্য এবং অনার্যদের উল্লেখ॥ ৬ ঋকে অনার্য শত্রুগণের মধ্যে দু'জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধার উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী ঋকেও দস্যুদের উল্লেখ আছে।—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆◆

— ৫০ সূক্ত —

[দেবতা : বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ঋষি : বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ছন্দ : জগতী, অভিসারিণী, ত্রিষ্টুপ্]

প্র বো মহে মন্দমানায়ান্ধসোঽর্চা বিশ্বানরায় বিশ্বাভুবে।
ইন্দ্রস্য যস্য সুমখং সহো মহি শ্রবো নৃম্ণং চ রোদসী সপর্যতঃ ॥ ১॥
সো চিন্নু সখ্যা নর্য ইনঃ স্তুতশ্চর্কৃত্য ইন্দ্রো মাবতে নরে।
বিশ্বাসু ধূর্ষু বাজকৃত্যেষু সৎপতে বৃত্রে বাপ্স্বভি শূর মন্দসে ॥ ২॥
কে তে নর ইন্দ্র যে ত ইষে যে তে সুম্নং সধন্যমিয়ক্ষান্।
কে তে বাজায়াসুর্যায় হিন্বিরে কে অপ্সু স্বাসূর্বরাসু পৌংস্যে ॥ ৩॥
ভুবস্ত্বমিন্দ্র ব্রহ্মণা মহান্ ভুবো বিশ্বেষু সবনেষু যজ্ঞিয়ঃ।
ভুবো নৄঁশ্চ্যৌত্নো বিশ্বস্মিন্ ভরে জ্যেষ্ঠশ্চ মন্ত্রো বিশ্বচর্ষণে ॥ ৪॥
অবা নু কং জ্যায়ান্ যজ্ঞবনসো মহীং ত ওমাত্রাং কৃষ্টয়ো বিদুঃ।
অসো নু কমজরো বর্ধাশ্চ বিশ্বেদেতা সবনা তূতুমা কৃষে ॥ ৫॥
এতা বিশ্বা সবনা তূতুমা কৃষে স্বয়ং সূনো সহসো যানি দধিষে।
বরায় তে পাত্রং ধর্মণে তনা যজ্ঞো মন্ত্রো ব্রহ্মোদ্যতং বচঃ ॥ ৬॥
যে তে বিপ্র ব্রহ্মকৃতঃ সুতে সচা বসূনাং চ বসুনশ্চ দাবনে।
প্র তে সুম্নস্য মনসা পথা ভুবন্মদে সুতস্য সোম্যস্যান্ধসঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — তোমার প্রভূত পরিমাণ যজ্ঞীয় অন্ন দর্শন ক'রে ইন্দ্র আনন্দিত হচ্ছেন; তিনি সকলের নেতা, সকলের সৃষ্টিকর্তা, তাঁকে অর্চনা করো। তিনি সেই ইন্দ্র, যাঁর আশ্চর্য শক্তি, বিপুল কীর্তি এবং সুখসম্পত্তির বিষয় দ্যুলোক ও ভূলোক প্রশংসা ক'রে থাকে ॥ ১ ॥

সেই ইন্দ্র সকলের নিকট স্তবের ভাগী, সকলের প্রভু, তিনি বন্ধুর মতো মানবের হিতকারী; আমার মতো ব্যক্তির সর্বদাই তাঁর সেবা করা উচিত। হে বীর! হে শিষ্টপালনকর্তা! সর্বরকম গুরুতর কার্যের সময় ও বলসাধ্য ব্যাপারের সময় এবং মেঘ হ'তে বৃষ্টিবারি লাভের জন্য তোমার স্তব করা হয়ে থাকে ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! সেই সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কে? যাঁরা তোমার নিকট অন্ন, ধন ও সুখসম্পত্তি প্রাপ্তির

অধিকারী? তাঁরা কে? যাঁরা তোমাকে অপূর্ব বল প্রদানের জন্য সোমরস প্রেরণ করেন? যাঁরা আপন উর্বরা ভূমিতে বৃষ্টিবারি প্রাপ্তির জন্য এবং পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য সোমরস প্রেরণ করেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা মহৎ হয়েছো, তুমি সকল যজ্ঞেই যজ্ঞভাগ প্রাপ্তির অধিকারী হয়েছো, তুমি সকল যুদ্ধে প্রধান প্রধান শত্রুর ধ্বংসকর্তা হয়েছো। হে অখিল ব্রহ্মাণ্ড দর্শনকারী! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রস্বরূপ হয়েছো ॥ ৪ ॥

তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, অতএব যজ্ঞকর্তাগণকে শীঘ্র রক্ষা কর। মানবগণ অবগত আছে যে, তোমার নিকট মহতী রক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি জরারহিত হও এবং শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও; এই সমস্ত সোমযাগ যাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তা করো ॥ ৫ ॥

হে বলের পুত্র, অর্থাৎ হে বলশালিন্! এই যে সমস্ত সোমযাগ, তুমি নিজে ধারণ ক'রে থাক, সেগুলি যাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তা তুমি করো। তোমার নিকট চমৎকার আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য এই সোমপাত্র, এই সম্পত্তি, এই যজ্ঞ ও মন্ত্র এবং পবিত্রবাক্য উদ্যত হয়েছে ॥ ৬ ॥

হে মেধাবিন্! যে সকল স্তোত্রপরায়ণ স্তোতাগণ, তুমি নানারকম ধন প্রদান করবে ব'লে একত্র হয়ে তোমার জন্য সোমযাগ করে, সোমস্বরূপ অন্ন প্রস্তুত হবার পর আমোদ আহ্লাদ উপস্থিত হয়, তখন যেন তা'রা স্তুতিস্বরূপ সুখলাভে অধিকারী হয় ॥ ৭ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫১ সূক্ত —

[দেবতা : পর্যায়ক্রমে অগ্নি ও দেবতাবর্গ। ঋষি : পর্যায়ক্রমে দেবতাগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মহত্তদুল্বং স্থবিরং তদাসীদ্যেনাবিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাপঃ।
বিশ্বা অপশ্যদ্বহুধা তে অগ্নে জাতবেদস্তন্বো দেব একঃ ॥ ১ ॥
কো মা দদর্শ কতমঃ স দেবো যো মে তন্বো বহুধা পর্যপশ্যৎ।
ক্বাহ মিত্রাবরুণা ক্ষিয়ন্ত্যগ্নের্বিশ্বাঃ সমিধো দেবযানীঃ ॥ ২ ॥
ঐচ্ছাম ত্বা বহুধা জাতবেদঃ প্রবিষ্টমগ্নে অপ্স্বোষধীষু।
তং ত্বা যমো অচিকেচ্চিত্রভানো দশান্তরুষ্যাদতিরোচমানম্ ॥ ৩ ॥
হোত্রাদহং বরুণ বিভ্যদায়ং নেদেব মা যুনজন্নত্র দেবাঃ।
তস্য মে তন্বো বহুধা নিবিষ্টা এতমর্থং ন চিকেতাহমগ্নিঃ ॥ ৪ ॥
এহি মনুর্দেবযুর্যজ্ঞকামোঽরঙ্কৃত্যা তমসি ক্ষেষ্যগ্নে।
সুগান্ পথঃ কৃণুহি দেবযানান্বহ হব্যানি সুমনস্যমানঃ ॥ ৫ ॥
অগ্নেঃ পূর্বে ভ্রাতরো অর্থমেতং রথীবাধ্বানমন্বাবরীবুঃ।
তস্মাদ্ভিয়া বরুণ দূরমায়ং গৌরো ন ক্ষেপ্নোরবিজে জ্যায়াঃ ॥ ৬ ॥

কুর্মস্ত আয়ুরজরং যদগ্নে যথা যুক্তো জাতবেদা ন রিষ্যাঃ।
অথা বহাসি সুমনস্যমানো ভাগং দেবেভ্যো হবিষঃ সুজাত ॥ ৭॥
প্রয়াজান্মে অনুয়াজাংশ্চ কেবলানূর্জস্বন্তং হবিষো দত্ত ভাগম্।
ঘৃতং চাপাং পুরুষং চৌষধীনামগ্নেশ্চ দীর্ঘমায়ুরস্তু দেবাঃ ॥ ৮॥
তব প্রযাজা অনুযাজাশ্চ কেবল উর্জস্বন্তো হবিষঃ সন্তু ভাগাঃ।
তবাগ্নে যজ্ঞো যমস্তু সর্বস্তভ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — [অগ্নি হবির্বহন কার্যে উত্তক্ত হয়ে জলে লুক্কায়িত হয়েছিলেন, তাঁর প্রতি দেবতাবৃন্দের উক্তি]—হে অগ্নি! তুমি প্রকাণ্ড ও স্থূল আচ্ছাদন বেষ্টিত হয়ে জলে প্রবেশ করেছিলে। হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার যে সমস্ত নানারকম দেহ আছে, কেবল একজন মাত্র দেবতা তা দর্শন প্রাপ্ত হয়েছেন ॥ ১ ॥

[অগ্নির উক্তি]—কে আমাকে দর্শন করেছে? তিনি কোন দেবতা, যিনি আমার নানারকমের দেহ দর্শন করেছেন? হে মিত্র! হে বরুণ! অগ্নির সেই সকল দীপ্যমান ও দেবতাসম্মিলনকারী দেহগুলি কোথায় রয়েছে, বলো দেখি? ॥ ২ ॥

[দেবতাগণের উক্তি]—হে জাতবেদা অগ্নি! নানা মূর্তিতে জলের মধ্যে ও ওষধির মধ্যে তুমি প্রবিষ্ট হয়েছো, তোমাকে আমরা অন্বেষণ করছি, হে বিচিত্রকিরণধারিন্! তোমাকে যম দেখে চিনেছেন, তিনি দেখেছেন যে, তুমি তোমার দশস্থান অপেক্ষাও দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছো ॥ ৩ ॥

[অগ্নির উক্তি]—হে বরুণ! আমি হোতার কার্য হ'তে ভয় প্রাপ্ত হয়ে চলে এসেছি, আমার ইচ্ছা যে, দেবতাগণ আর আমাকে হোতার কার্যে নিযুক্ত না করেন। এই জন্য আমার দেহগুলি নানা স্থানে প্রবেশ করেছে; আমি অগ্নি, আর ঐ কার্য করতে ইচ্ছুক নই ॥ ৪ ॥

[দেবতাগণের উক্তি]—এস অগ্নি! দেবপূজক মানব যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করেছে। সে অলঙ্কার, অর্থাৎ যজ্ঞের সকল আয়োজন করেছে, তুমি কিন্তু অন্ধকারে অর্থাৎ গুপ্তস্থানে রইলে। দেবতাগণের নিকট হোমের দ্রব্য গমনের জন্য সুগম পথ ক'রে দাও। প্রসন্ন চিত্ত হয়ে হোমের দ্রব্য বহন করো ॥ ৫ ॥

[অগ্নির উক্তি]—অগ্নির পূর্বতন ভ্রাতাগণ, যেমন রথী দূরপথ পর্যটনে প্রবৃত্ত হয়, সেইরকম এই কার্যে ব্রতী হয়ে বিনষ্ট হয়েছে। হে বরুণ! এই জন্য আমি ভয়প্রযুক্ত, আমি দূরে চলে এসেছি। যেমন শ্বেতহরিণ ধনুকের গুণ দর্শনে ভয় প্রাপ্ত হয়, সেইরকম আমি উদ্বিগ্ন হয়েছি ॥ ৬ ॥

[দেবতাগণ]—হে জাতবেদা অগ্নি! তোমাকে আমরা অনন্ত পরমায়ু প্রদান করছি, তাহ'লে তোমার আর মৃত্যুভয় নেই। অতএব হে কল্যাণমূর্তি! প্রসন্ন চিত্ত হয়ে দেবতাগণের নিকট ভাগে ভাগে হব্য বহন করো ॥ ৭ ॥

[অগ্নি]—হে দেবগণ! যজ্ঞের প্রথম হবির্ভাগ এবং শেষ হবির্ভাগ (প্রযাজ ও অনুযাজ) এবং অতি বিপুল ভাগ আমাকে প্রদান করো এবং জলের সারভাগ ঘৃত এবং ওষধি হ'তে উৎপন্ন প্রধান ভাগ এবং অগ্নির দীর্ঘ পরমায়ু বিধান করো ॥ ৮ ॥

[দেবতাগণ]—প্রযাজ ও অনুযাজ তোমারই হোক। অতি বিপুল ও অসাধারণ হবির্ভাগ তুমি প্রাপ্ত হবে। এই সমুদয় যজ্ঞ তোমারই হোক। চারিদিক তোমার নিকট নত হোক ॥ ৯ ॥

টীকা — ৩ মন্ত্রে অগ্নির সপ্তস্থান যথা—পৃথিবী প্রভৃতি ভুবন, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যরূপ তিন দেবতা, জল ওষধি ও বনস্পতি এবং প্রাণির শরীর এই সপ্ত। সায়ণ ॥—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ৫২ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্ব দেবগণ। ঋষি : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বিশ্বে দেবাঃ শাস্তন মা যথেহ হোতা বৃতো মনবৈ যন্নিষদ্য।
প্র মে ব্রূত ভাগধেয়ং যথা বো যেন পথা হব্যমা বো বহানি ॥ ১ ॥
অহং হোতা ন্যসীদং যজীয়ান্ বিশ্বে দেবা মরুতো মা জুনন্তি।
অহরহরশ্বিনাধ্বর্যবং বাং ব্রহ্মা সমিদ্ভবতি সাহুতির্বাম্ ॥ ২ ॥
অয়ং যো হোতা কিরু স যমস্য কমপ্যূহে যৎ সমঞ্জন্তি দেবাঃ।
অহরহর্জায়তে মাসিমাস্যথা দেবা দধিরে হব্যবাহম্ ॥ ৩ ॥
মাং দেবা দধিরে হব্যবাহমপম্লুক্তং বহু কৃচ্ছ্রা চরন্তম্।
অগ্নির্বিদ্বান্যজ্ঞং নঃ কল্পয়াতি পঞ্চয়ামং ত্রিবৃতং সপ্ততন্তুম্ ॥ ৪ ॥
আ বো যক্ষ্যমৃতত্বং সুবীরং যথা বো দেবা বরিবঃ করাণি।
আ বাহ্বোর্বজ্রমিন্দ্রস্য ধেয়ামথেমা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াতি ॥ ৫ ॥
ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্।
ঔক্ষন্ ঘৃতৈরস্তৃণন্বর্হিরস্মা আদিদ্ধোতারং ন্যসাদয়ন্ত ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে বিশ্বদেব! আমাকে হোতারূপে বরণ করেছ, আমি এইস্থানে আসন গ্রহণ ক'রে যে মন্ত্র পাঠ করবো, তা ব'লে দাও। আমার কোন্ ভাগ এবং তোমাদের কোন্ ভাগ তা আমাকে ব'লে দাও এবং যে পথ দিয়ে তোমাদের নিকট হোমের দ্রব্য নয়ে যাব, তা ব'লে দাও ॥ ১ ॥

আমি হোতা হয়ে যজ্ঞ করবো ব'লে উপবেশন করেছি, সকল দেবতা ও মরুদ্গণ আমাকে এই কার্যে নিযুক্ত করেছে। হে অশ্বিদ্বয়! নিত্য নিত্য তোমাদের অধ্বর্যুর কার্য করতে হয়। উজ্জ্বল সোম হোতাস্বরূপ হচ্ছেন, তিনি তোমাদের দু'জনের আহুতিস্বরূপ, অর্থাৎ তোমরা পান করো ॥ ২ ॥

যিনি হোতা হন, তাঁকে কি করতে হয়, তিনি যজমানের যে কিছু হোমের দ্রব্য বহন করেন, দেবতাগণ তা প্রাপ্ত হন। নিত্য নিত্য এবং মাসে মাসে এই হোম হয়ে থাকে; দেবতাগণ সেই ব্যাপারে অগ্নিকে হব্যবাহ নিযুক্ত করেছেন ॥ ৩ ॥

আমি অগ্নি পলায়ন করেছিলাম, অনেক কষ্ট করছিলাম, আমাকে দেবগণ হব্যবাহ নিযুক্ত করেছেন। বিদ্বান্ অগ্নি আমাদের যজ্ঞের আয়োজন করেন; এই সেই যজ্ঞ যার পাঁচটি পথ; তিন আবৃত্তি, (অর্থাৎ তিনবার সোমরসের নিষ্পীড়ন হয়) এবং সাতটি সূত্র (অর্থাৎ সাত ছন্দের স্তব পাঠ করা হয়) ॥ ৪ ॥

হে দেবগণ! আমি তোমাদের পরিচর্যা করছি, অতএব তোমাদের নিকট প্রার্থনা ক'রি, আমাকে অমর করো, সন্তানসন্ততি প্রদান করো। আমি ইন্দ্রের দুই হস্তে বজ্র সন্নিবেশিত ক'রি, তবে তিনি এই সমস্ত বিপক্ষ সৈন্য জয় করেন ॥ ৫ ॥

তিনসহস্র তিনশত ত্রিশ ও নয়জন দেবতা অগ্নির পরিচর্যা করেছেন। তাঁকে ঘৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করেছেন, তাঁর জন্য কুশ বিস্তার ক'রে দিয়েছেন এবং তাঁকে হোতারূপে উপবেশন করিয়েছেন ॥ ৬ ॥

টীকা — ৬ মন্ত্রে ৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ। অন্যান্য স্থানে আমরা আমরা ৩৩ দেবতার উল্লেখ পেয়েছি। কোন কোন পণ্ডিত বলেন সেই ৩৩ সংখ্যার মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি এবং দুটি শূন্য দিয়ে পরে যোগ ক'রে সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে, যথা ৩৩ + ৩০০ + ৩০০৩ = ৩৩৩৯। (৩/৯/৯ দ্রষ্টব্য)॥ —আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ৫৩ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : দেবতাবর্গ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

যমৈচ্ছাম মনসা সো যমাগাদ্যজ্ঞস্য বিদ্বান্ পরুষশ্চিকিত্বান্।
স নো যক্ষদ্দেবতাতা যজীয়ান্নি হি ষৎ সদন্তরঃ পূর্বো অস্মৎ ॥ ১ ॥
অরাধি হোতা নিষদা যজীয়ানভি প্রয়াংসি সুধিতানি হি খ্যৎ।
যজামহৈ যজ্ঞিয়ান্ হন্ত দেবাঁ ঈলামহা ঈড্যাঁ আজ্যেন ॥ ২ ॥
সাধ্বীমকর্দেববীতিং নো অদ্য যজ্ঞস্য জিহ্বামবিদাম গুহ্যাম্।
স আয়ুরাগাৎ সুরভি র্বসানো ভদ্রামকর্দেবহূতিং নো অদ্য ॥ ৩ ॥
তদদ্য বাচঃ প্রথমং মসীয় যেনাসুরাঁ অভি দেবা অসাম।
উর্জাদ উত যজ্ঞিয়াসঃ পঞ্চ জনা মম হোত্রং জুষধ্বম্ ॥ ৪ ॥
পঞ্চ জনা মম হোত্রং জুষন্তাং গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ।
পৃথিবী নঃ পার্থিবাৎ পাত্বংহসোঽন্তরিক্ষং দিব্যাৎ পাত্বস্মান্ ॥ ৫ ॥
তন্তুং তন্বন্রজসো ভানুমন্বিহি জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্।
অনুল্বণং বয়ত জোগুবামপো মনুর্ভব জনয়া দৈব্যং জনম্ ॥ ৬ ॥
অক্ষানহো নহ্যতনোত সোম্যা ইষ্কৃণুধ্বং রশনা ওত পিংশত।
অষ্টাবন্ধুরং বহতাভিতো রথং যেন দেবাসো অনয়ন্নভি প্রিয়ম্ ॥ ৭ ॥
অশ্মন্বতী রীয়তে সং রভধ্বমুত্তিষ্ঠত প্র তরতা সখায়ঃ।
অত্রা জহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবান্বয়মুত্তরেমাভি বাজান্ ॥ ৮ ॥
ত্বষ্টা মায়া বেদপসামপস্তমো বিভ্রৎপাত্রা দেবপানানি শন্তমা।
শিশীতে নূনং পরশুং স্বায়সং যেন বৃশ্চাদেতশো ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৯ ॥

সত্যো নূনং কবয়ঃ সং শিশীত বাশীভির্যাভিরমৃতায় তক্ষথ।
বিদ্বাংসঃ পদা গুহ্যানি কর্তন যেন দেবাসো অমৃতত্বমানশুঃ ॥ ১০॥
গর্ভে যোষামদধুর্বৎসমাসন্যপীচ্যেন মনসোত জিহ্বয়া।
স বিশ্বাহা সুমনা যোগ্যা অভি সিষাসনি র্বনতে কার ইজ্জিতিম্ ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — যাঁর কামনা করছিলাম, এই সেই অগ্নি আগত হয়েছেন, ইনি যজ্ঞের বিষয় জ্ঞাত আছেন, ইনি নিজের অঙ্গ সম্পূর্ণ করছেন, তাঁর মতো যজ্ঞকর্তা কেউ নেই; তিনি এই দেবসমাকীর্ণ যজ্ঞে আমাদের যজ্ঞ প্রদান করুন, তিনি আমাদের অগ্রে যজ্ঞস্থানের মধ্যে উপবেশন করেছেন ॥ ১ ॥

এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা, হোতা অগ্নি বেদিতে ব'সে প্রস্তুত হয়েছেন, অন্নসমস্ত সুন্দরভাবে সংস্থাপিত হয়েছে, ইনি সেগুলি নিবেদন ক'রে দিচ্ছেন। যজ্ঞভাগভাগী দেবতাগণকে ঘৃতের দ্বারা পূজা করা যাক, যাঁরা স্তবের যোগ্য, তাঁদের স্তব করা যাক ॥ ২ ॥

আমাদের এই যে দেবরীতি, অর্থাৎ দেবতাগণের আগমনস্বরূপ যজ্ঞকার্য, অগ্নি তা সুসম্পন্ন করেছেন। যজ্ঞের যে নিগূঢ় জিহ্বা তা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। তিনি সুগন্ধ ধারণপূর্বক পরমায়ু প্রাপ্ত হয়ে আগত হয়েছেন। এই যে আমাদের দেবভোজন ব্যাপার, তা তিনি সুসম্পন্ন করেছেন ॥ ৩ ॥

যে বাক্যের উচ্চারণ করলে আমরা অসুরবর্গকে পরাভব করতে পারবো, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য যেন আমরা উচ্চারণ করি। হে পঞ্চজনপদের লোকসকল! তোমরা অন্নভোজনকারী এবং যজ্ঞে অধিকারী, তোমরা আমার হোমকার্যে আগত হয়ে অধিষ্ঠান করো ॥ ৩ ॥

পৃথিবীতে উৎপন্ন যে পঞ্চজনপদের লোক আছে, যারা যজ্ঞে অধিকারী, তারা আমার হোমকার্যে সমবেত হোক। পৃথিবী আমাদের পৃথিবীসংক্রান্ত পাপ হ'তে রক্ষা করুন, আকাশ আমাদের আকাশ-সংক্রান্ত পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! যজ্ঞে বিস্তার করতে ইহলোকের দীপ্তি বিধাতা সূর্যের অনুসারী হও। সৎকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা যে সকল জ্যোতির্ময় পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেগুলিকে রক্ষা করো। সেই অগ্নি স্তবকর্তাবৃন্দের কার্য সম্পাদন ক'রে দাও। হে অগ্নি! তুমি স্তবের যোগ্য হও, দেবতাবর্গকে আনয়নপূর্বক প্রকাশ করো ॥ ৬ ॥

[দেবতাগণ যজ্ঞে আগমনের সময় পরস্পর বলছেন]—হে দেবতাগণ! তোমরা সোমরস পানে অধিকারী, অতএব রথে যোজনা করবার উপযুক্ত ঘোটকগণকে রথে যোজনা করো। রজ্জু পরিষ্কৃত করো, ঘোটকগণকে সুশোভিত করো। অষ্টজন সারথি উপবেশন করতে পারে, এইরকম রথ চালিত করো, তাহ'লে তোমাদের প্রিয়বস্তু যজ্ঞীয় হবির নিকট উপনীত হবে ॥ ৭ ॥

অশ্মন্বতী নামে এই নদী প্রবাহিত হচ্ছে। হে বন্ধুগণ! উৎসাহ করো, গাত্রোত্থান করো, নদী উত্তীর্ণ হও। যা কিছু অসুখ ছিল, সকলই এই স্থলে ত্যাগ ক'রে গমন করলাম, উত্তীর্ণ হয়ে উত্তম উত্তম অন্নের দিকে অগ্রসর হবো ॥ ৮ ॥

ত্বষ্টা ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মিষ্ঠ। তিনি অতিসুন্দর পানপাত্রসমূহ প্রস্তুত করেছেন, তিনি তার শিল্প জ্ঞাত আছেন। তিনি উত্তম লৌহ নির্মিত কুঠার শাণিত করেন, তার দ্বারা ব্রাহ্মণস্পতি পাত্র নির্মাণের উপযোগী কাষ্ঠ ছেদন করেন ॥ ৯ ॥

হে বিদ্বান্ কবিগণ! যে সকল কুঠারের দ্বারা অমৃত পানের জন্য পাত্র নির্মাণ করে থাকো, সেই

সকল কুঠার উত্তমভাবে শাণিত করো। হে বিদ্বানগণ! তোমরা গোপনীয় বাসস্থান প্রস্তুত করো; যার দ্বারা তোমরা দেবতা হয়ে অমরত্ব লাভ করেছিলে ॥ ১০ ॥

সেইসকল ঋভুগণ মৃতগাভীর মধ্যে একটি গাভী রাখলেন এবং তার মুখের মধ্যে একটি বৎস রাখলেন, তাঁদের বাঞ্ছা ছিল দেবত্ব প্রাপ্ত হবেন, ঐ কার্য সম্পন্ন করবার উপায় তাঁদের কুঠার, সেই দাতা ঋভুগণ প্রত্যহ নিজেদের উপযুক্ত উত্তম উত্তম স্তব গ্রহণ করেন এবং শত্রু জয় তাঁরা অবশ্যই করবেন ॥ ১১ ॥

টীকা — ৮ ঋকের অশ্মনবতী নদী কোথায়?—শেষ ঋকের ঋভুগণ অর্থে আমাদের বিশ্লেষণে ঋতু অর্থাৎ কালের দেবতা, জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফলদাতা।—আমাদের অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৫৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বৃহদুক্থ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

তাং সু তে কীর্তিং মঘবন্মহিত্বা যত্বা ভীতে রোদসী অহ্বয়েতাম্।
প্রাবো দেবাঁ আতিরো দাসমোজঃ প্রজায়ৈ ত্বস্যৈ যদশিক্ষ ইন্দ্র ॥ ১ ॥
যদচরস্তন্বা বাবৃধানো বলানীন্দ্র প্রব্রুবাণো জনেষু।
মায়েৎসা তে যানি যুদ্ধান্যাহুর্নাদ্য শত্রুং ননু পুরা বিবিৎসে ॥ ২ ॥
ক উ নু তে মহিমনঃ সমস্যাস্মৎপূর্ব ঋষয়োঽন্তমাপুঃ।
যন্মাতরং চ পিতরং চ সাকমজনয়থাস্তন্বঃ স্বায়াঃ ॥ ৩ ॥
চত্বারি তে অসুর্যাণি নামাদাভ্যানি মহিষস্য সন্তি।
ত্বমঙ্গ তানি বিশ্বানি বিৎসে যেভিঃ কর্মাণি মঘবঞ্চকর্থ ॥ ৪ ॥
ত্বং বিশ্বা দধিষে কেবলানি যান্যাবির্যা চ গুহা বসূনি।
কামমিন্মে মঘবন্মা বি তারীস্ত্বমাজ্ঞাতা ত্বমিন্দ্রাসি দাতা ॥ ৫ ॥
যো অদধাজ্জ্যোতিষি জ্যোতিরন্তর্যো অসৃজন্মধুনা সং মধূনি।
অধ প্রিয়ং শূষমিন্দ্রায় মন্ম ব্রহ্মকৃতো বৃহদুক্থাদবাচি ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার সেই মহতী কীর্তি আমি বর্ণনা করছি। যখন দ্যাবাপৃথিবী ভীত হয়ে তোমাকে আহ্বান করলেন, তখন তুমি দেবতাগণকে রক্ষা করলে, দাসজাতিকে সংহার করলে; একজন প্রজা, অর্থাৎ যজমানকে বলপ্রদান করলে ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! তুমি আপন শরীর বৃদ্ধি ক'রে এবং আপন কার্য সমস্ত ঘোষণা করতে করতে যে সকল বলসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন করলে, সে সকলই মায়া মাত্র, তোমার যুদ্ধ সকলও মায়ামাত্র। একালে তো তোমার শত্রু নেই। তবে কি পূর্বকালে ছিল? তা-ও সম্ভব নয় ॥ ২ ॥

আমাদের পূর্বতন কোন্ ঋষিই বা তোমার অখিল মহিমার অন্ত প্রাপ্ত হয়েছিল? তুমি আপন দেহ হ'তে তোমার পিতামাতাকে একসঙ্গে উৎপাদন করেছিলে ॥ ৩॥

তুমি মহান্। তোমার চারি অসূর্য মূর্ধর্ব শরীর আছে। হে ধনশালী তুমি সেই শরীর সকল গ্রহণপূর্বক তোমার গুরুতর কার্যসকল নির্বাহ করো ॥ ৪॥

কি প্রকাশ, কি অপ্রকাশ, সর্বরকম অসাধারণ সম্পত্তি তুমি অধিকার ক'রে থাকো। হে ইন্দ্র! আমার অভিলাষ পূর্ণ করো, তুমিই দান করবার আজ্ঞা করো, তুমি নিজেই দান করো ॥ ৫॥

যিনি জ্যোতির্ময় পদার্থে জ্যোতি সংস্থাপন করেছেন, যিনি মধু দিয়ে সোমরস প্রভৃতি মধুর বস্তু সকল সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উদ্দেশে বৃহৎ উক্থ নামক বেদমন্ত্র রচনাকর্তা এই চমৎকার ওজস্বী স্তব উচ্চারণ করলেন ॥ ৫॥

টীকা — ৩ ঋক্ প্রসঙ্গে বক্তব্য—"Indra is praised for having made heaven and earth; and then, when the poet remembers that heaven and earth had been praised elsewhere as the parents of the gods, and more specially as the parents of Indra, he does not hesitate for a moment, but says, "What poets living before us have reached the end of all thy greatness? For thou hast indeed begotten thy father and thy mother together from thy own body."—Max Muller's India, What can it teach us?—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ ॥

◆ ◆

— ৫৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বৃহদুক্থ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

দূরে তন্নাম গুহ্যং পরাচৈর্যত্ত্বা ভীতে অহ্বয়েতাং বয়োধৈ।
উদস্তভ্না পৃথিবীং দ্যামভীকে ভ্রাতুঃ পুত্রান্মঘবন্তিত্বিষাণঃ ॥ ১॥
মহত্তন্নাম গুহ্যং পুরুস্পৃগ্যেন ভূতং জনয়ো যেন ভব্যম্।
প্রত্নং জাতং জ্যোতির্যদস্য প্রিয়ং প্রিয়াঃ সমবিশন্ত পঞ্চ ॥ ২॥
আ রোদসী অপৃণাদোত মধ্যং পঞ্চ দেবাঁ ঋতুশঃ সপ্তসপ্ত।
চতুস্ত্রিংশতা পুরুধা বি চষ্টে সরূপেণ জ্যোতিষা বিব্রতেন ॥ ৩॥
যদুষ ঔচ্ছঃ প্রথমা বিভানামজনয়ো যেন পুষ্টস্য পুষ্টম্।
যত্তে জামিত্বমবরং পরস্যা মহন্মহত্যা অসুরত্বমেকম্ ॥ ৪॥
বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনাং যুবানাং সন্তং পলিতো জগার।
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান ॥ ৫॥
শাক্মনা শাকো অরুণঃ সুপর্ণ আ যো মহঃ শূরঃ সনাদনীলঃ।
যচ্চিকেত সত্যমিত্তন্ন মোঘং বসু স্পার্হমুত জেতোত দাতা ॥ ৬॥

ঐভির্দদে বৃষ্ণ্যা পৌংস্যানি যেভিরৌক্ষদ্বৃত্রহত্যায় বজ্রী।
যে কর্মণঃ ক্রিয়মাণস্য মহ্ন ঋতেকর্মমুদজায়ন্ত দেবাঃ ॥ ৭॥
যুজা কর্মাণি জনয়ন্বিশ্বৌজা অশস্তিহা বিশ্বমনাস্তুরাষাট্।
পীত্বী সোমস্য দিব আ বৃধানঃ শূরো নির্যুধাধমদ্দস্যূন্ ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — তোমার সেই শরীর দূরে আছে, মানবগণ পরাঙ্মুখ হয়ে তা' গোপন করে, যখন দ্যাবাপৃথিবী ভীত হয়ে অন্নের জন্য তোমাকে আহ্বান করে, তুমি তখন তোমার নিকটবর্তী মেঘরাশিকে প্রদীপ্ত ক'রে থাকো, এবং পৃথিবী হ'তে আকাশকে ঊর্ধ্বকৃত ক'রে ধারণ ক'রে রাখো ॥ ১ ॥

তোমার সেই যে গোপনীয় শরীর, যা বিস্তর স্থান ব্যাপ্ত ক'রে আছে, তা অতি প্রকাণ্ড। তা'র দ্বারা তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সৃষ্টি ক'রে থাকো। যে যে জ্যোতির্ময় বস্তু উৎপাদন করতে ইচ্ছা হলো, সেই সমস্ত প্রাচীন বস্তু তা' থেকে উৎপন্ন হলো, পঞ্চ জনপদের মানুষ তা'র দ্বারা উপকৃত হলো ॥ ২ ॥

ইন্দ্র আপন শরীরে দ্যাবা ও পৃথিবী এবং মধ্য ভাগ সমস্ত আকাশ পূর্ণ করলেন। তিনি সময়ে সময়ে পঞ্চ জাতি ও সপ্তসংখ্যক যাবতীয় তত্ত্ব আপন জ্যোতির্ময় নানারকম কার্যের দ্বারা সংধারণ করেন, তাঁর সেই কার্য একই ভাবে চলছে। চৌত্রিশ পুরুষ এই বিষয়ে তাঁর সাহায্য করে ॥৩॥

হে উষা! তুমি আলোকধারী পদার্থগুলির মধ্যে সর্ব প্রথম আলোক দান করেছো, যা পুষ্টিযুক্ত আছে, তুমি তা'কে আরও পুষ্টিযুক্ত করো, তুমি উপরে আছো, কিন্তু নিম্নে মানবগণের প্রতি তোমার বন্ধুত্ব, এ তোমার মহত্ত্বের ও অসাধারণ অসুরত্বের লক্ষণ ॥ ৪ ॥

যখন যুবা থাকে, কত কার্য করে, যুদ্ধে কত শত্রু তা'র ভয়ে পলায়ন করে, তথাপি বহুকালের বৃদ্ধকাল তা'কে গ্রাস করে। দেবতার একবার ক্ষমতা দেখ, সে গতকল্য জীবিত ছিল, অদ্য মৃত হলো ॥ ৫ ॥

দেখ, উজ্জ্বল একটি পক্ষী আগত হচ্ছে, তা'র অদ্ভুত বল, সে বৃহৎ ও প্রাচীন এবং বলশালী, তা'র তুলনায় কোথাও নেই। সে যা করতে চায়, তা সত্যই হবে, বৃথা হবে না। অতি চমৎকার সম্পত্তি সে জয় করে এবং দান করে ॥ ৬॥

বজ্রধারী ইন্দ্র এই সকল মরুদ্দেবতাগণের এইরকম বল প্রাপ্ত হ'লেন, যাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং বৃত্রকে বধ ক'রে পৃথিবীকে অভিষিক্ত করলেন। মহীয়ান ইন্দ্র যখন সেই কার্য করেন, তখন মরুদ্গণ আপনা হ'তেই বৃষ্টি উৎপাদন কার্যে প্রবৃত্ত হন ॥ ৭ ॥

সেই ইন্দ্র মরুদ্গণের সাহায্যে কর্ম সম্পন্ন করেন, তাঁর তেজ সর্বত্রগামী; তিনি রাক্ষসগণকে নিধন করেন, তাঁর মন বিশ্বব্যাপী, তিনি সত্বর জয়ী হন, তিনি আকাশ হ'তে আগমন ক'রে সোমপানপূর্বক শরীর বৃদ্ধি করলেন এবং বীর্যসহকারে যুদ্ধ ক'রে দস্যুজাতীয়গণকে বধ করলেন ॥ ৮ ॥

টীকা — ৩ ঋকের অর্থ অস্পষ্ট। সায়ণ বলেন, সপ্ত সংখ্যক যাবতীয় তত্ত্ব যেমন সপ্ত মরুৎ, সপ্ত ইন্দ্রিয় ইত্যাদি ॥—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭৪২ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ৫, ৬ ও ৭ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। ১৫২ পৃষ্ঠাতেও ৫ ঋক্‌টি আছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও দ্রষ্টব্য। যথা,—৫ ঋক্—"রিপুসংগ্রামে অসংখ্য শত্রুর পরাজয়কারী জগতের (অথবা সৎকর্মের) বিধাতা নিত্যপুরুষকে

পাপবশতঃ জীর্ণাত্মা আমি যেন আরাধনা করতে পারি; হে আমার মন। ভগবানের মহত্বপূর্ণ সৃজন ও রক্ষাসামর্থ্য উপলব্ধি কর; যে জন এই মুহূর্তে পাপবশতঃ পতিত হয়, সে ভগবানের কৃপায় পরমুহূর্তে পাপ হ'তে মুক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করে।" (ভাব এই যে,—ভগবানকে যেন আমি আরাধনা করি; তাঁর কৃপায় পাপীও পুণ্যজীবন লাভ করে; আমিও পাপ হ'তে মুক্তি প্রার্থনা করছি)। অথবা সংগ্রামে অসংখ্য শত্রুর পরাজয়কারী শক্তিমান্ যৌবনসম্পন্ন পুরুষকেও বার্ধক্য গ্রাস করে; হে আমার মন। ভগবানের মহত্বযুক্ত সামর্থ্য উপলব্ধি করো। সেই যুবা নিত্যকাল মরছে ও পুনরায় প্রাদুর্ভূত হচ্ছে।" (ভাব এই যে, —এই জীবন যৌবন চঞ্চল; কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর)। [অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বীজ আমরা এই মন্ত্রে পাই। মানুষের মনের চিরন্তন প্রশ্ন—কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব, এই জীবনই বা কেন? আমরা কি তবে দু'দিনের জন্য এসে কালসাগরে জলবুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাব? আমি কি শুধু এই দেহ-প্রাণ-মন মাত্র? মানুষের অন্তরস্থ অমৃতের বীজ তাকে ব'লে দিল—না, না, তুমি অমৃতের অধিকারী, অনন্তের সন্তান। তোমার ক্ষয় নেই, মরণ নেই, ধ্বংস নেই, তুমি অজর, অমর; শাশ্বত, নিত্য। অনুসন্ধান কর, সেই অমৃতের সন্ধান পাবে। আত্মার এই অবিনশ্বরত্ব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। মন্ত্রের প্রথম অর্থের (বঙ্গানুবাদে) তাই ব্যক্ত হয়েছে—আত্মা মরণহীন, ধ্বংসহীন। মন্ত্রের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় (বঙ্গানুবাদে) পাপীকে উদ্ধারের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। যত বড় পাপী হোক না কেন—ভগবান্ কৃপা করলে সেও উদ্ধার পায়—চিরশান্তি লাভ ক'রে।—ইত্যাদি॥—অবশিষ্ট ঋক্‌সমুটি দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ৫৬ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বৃহদুক্থ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

ইদং ত একং পর ঊ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব।
সংবেশনে তন্ব শ্চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে জনিত্রে ॥ ১॥
তনূষ্টে বাজিন্তন্বং নয়ন্তী বামমস্মভ্যং ধাতু শর্ম তুভ্যম্।
অহ্রুতো মহো ধরুণায় দেবান্দিবীব জ্যোতিঃ স্বমা মিমীয়াঃ ॥ ২॥
বাজ্যসি বাজিনেনা সুবেনীঃ সুবিতঃ স্তোমং সুবিতো দিবং গাঃ।
সুবিতো ধর্ম প্রথমানু সত্যা সুবিতো দেবান্তসুবিতোঽনু পত্ম ॥ ৩॥
মহিম্ন এষাং পিতরশ্চনেশিরে দেবা দেবেষ্বদধুরপি ক্রতুম্।
সমবিব্যচুরুত যান্যত্বিষুরৈষাং তনূষু নিবিশুঃ পুনঃ ॥ ৪॥
সহোভির্বিশ্বং পরি চক্রমু রজঃ পূর্বা ধামান্যমিতা মিমানাঃ।
তনূষু বিশ্বা ভুবনা নি যেমিরে প্রাসারয়ন্ত পুরুধ প্রজা অনু ॥ ৫॥
দ্বিধা সূনবোঽসুরং স্বর্বিদমাস্থাপয়ন্ত বৃতীয়েন কর্মণা।
স্বাং প্রজাং পিতরঃ পিত্র্যং সহ আবরেষ্বদধুস্তন্তমাততম্ ॥ ৬॥
নাবা ন ক্ষোদঃ প্রদিশঃ পৃথিব্যাঃ স্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা।
স্বাং প্রজাং বৃহদুক্থো মহিত্বাবরেষ্বদধাদা পরেষু ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — এই অগ্নি তোমার এক অংশ, আর এই বায়ু তোমার এক অংশ, তোমার তৃতীয় জ্যোতির্ময় আত্মা স্বরূপ অংশ। এই তিন অংশের দ্বারা তুমি অগ্নি ও বায়ু ও সূর্যের মধ্যে প্রবেশ করো। তোমার শরীরের প্রবেশ কালে তুমি কল্যাণমূর্তি ধারণ করো এবং দেবতাগণের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পিতাস্বরূপ সূর্যের ভুবনে তুমি প্রিয় হও ॥ ১ ॥

হে বাজিন্! পৃথিবী তোমার শরীর গ্রহণ করছেন, তিনি আমাদের প্রীতিজনক হোন, তোমারও কল্যাণ করুন। তুমি স্থানভ্রষ্ট না হয়ে জ্যোতি ধারণ করবার জন্য দেবতাবর্গের সাথে এবং আকাশের সূর্যের সাথে তোমার আত্মাকে মিলিয়ে দাও ॥ ২ ॥

হে পুত্র। তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও সুশ্রী ছিলে। যেমন উত্তম স্তব করেছিলে, সেই রকম উত্তম স্বর্গে গমন করো। উত্তম ধর্মের অনুষ্ঠান করেছো, তা'র উত্তম ফল প্রাপ্ত হও। উত্তম দেবতা ও উত্তম সূর্যের সাথে একীভূত হও ॥ ৩ ॥

আমাদের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মতো মহিমার অধিকারী হয়েছেন। তাঁরা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে দেবতাগণের সাথে ক্রিয়াকলাপ করেছেন। যে সকল জ্যোতির্ময় পদার্থ দীপ্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাঁরা তাদের সাথে একীভূত হয়েছেন, তাঁরা দেবতাগণের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন ॥ ৪ ॥

তাঁরা আপন ক্ষমতা বলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করেছেন। যে সকল প্রাচীন ভুবনে কেউ গমন করেনি, তাঁরা সেখানে গমন করেছেন। তাঁরা আপন শরীরের দ্বারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করেছেন। প্রজাবর্গের প্রতি নানাভাবে আপন প্রভাব বিস্তারিত করেছেন ॥ ৫ ॥

সূর্যের পুত্রস্বরূপ দেবতাবর্গ তৃতীয় কার্যের দ্বারা স্বর্গবিৎ ও অসুর সূর্যকে দু'ভাবে সংস্থাপন করলেন, (অর্থাৎ তাঁর উদয়ের মূর্তি আর তাঁর অস্তগমনের মূর্তি)। অপিচ আমার পিতৃপুরুষগণ সন্তান উৎপাদনপূর্বক সন্ততিগণের শরীরে পৈতৃক বল সংস্থাপন করলেন এবং চিরস্থায়ী বংশ রক্ষা করলেন ॥ ৬ ॥

যেমন লোক নৌকাযোগে জল উত্তীর্ণ হয়, যেমন স্থলপথে পৃথিবীর ভিন্ন দিক অতিক্রম করে, যেমন স্বস্তির দ্বারা বিপদ হ'তে উদ্ধার হয়, সেইরকম বৃহদুক্থ ঋষি আপন ক্ষমতার বলে আপন মৃত পুত্রকে অগ্নি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থে ও সূর্য প্রভৃতি দূরবর্তী পদার্থে একীভূত ক'রে দিলেন ॥ ৭ ॥

টীকা — এই সূক্ত ঋষি আপন মৃতপুত্র বাজিন্ সম্বন্ধে রচনা করেছেন ॥ ৩ ঋকে পুণ্যকর্মের ফল উত্তম স্বর্গলাভ, তা প্রকাশ হচ্ছে ॥ ৪ ঋকে বলা হচ্ছে যে, পুণ্যাত্মা পূর্বপুরুষগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন॥ ৫ ঋকের বক্তব্য—পিতৃপুরুষগণ অখিলব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেছেন॥—আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭২ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম—"হে জীব! অগ্নিরূপে প্রকাশমান্ এই যে তেজঃ, এ তোমার এক অংশ (তোমার এক উপাদান); অপর বায়ুরূপে প্রবহমান্ ঐ যে প্রাণ, তা-ও তোমার এক অংশ (তোমার এক উপাদান); এমনই তোমার তৃতীয়াংশভূত আত্মারূপে অবস্থিত পরমাত্মা তোমার এক অংশ (এক উপাদান); তুমি তোমার জ্ঞানজ্যোতির সাহায্যে, সেই পরমাত্মায় মিলিত হও; তোমার দেহ-ধারণের (নরজন্ম-গ্রহণের) সফলতার জন্য (জীবনের দৈনন্দিন কার্যে) দেবভাবসমূহের শ্রেষ্ঠ জনয়িতার (সৎকর্মের) সাথে তোমার সম্মিলন সাধন করো; আর তা হ'তে ভগবৎসান্নিধ্য লাভের সামর্থ্য ও কল্যাণ প্রাপ্ত হও।" [সেই ভগবান্ তেজোরূপে বায়ুরূপে আত্মারূপে সকলের মধ্যেই বিরাজমান। তাঁর সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের জন্য সৎকর্মের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হ'লেই সাধক পরমাত্মার সাথে মিলন ও পরমানন্দ লাভ করবে]। ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৫৭ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বন্ধু, সুবন্ধু ইত্যাদি। ছন্দ : গায়ত্রী]

মা প্র গাম পথো বয়ং মা যজ্ঞাদিন্দ্র সোমিনঃ। মান্তঃ স্থুর্নো অরাতয়ঃ ॥ ১ ॥
যো যজ্ঞস্য প্রসাধনস্তন্তুর্দেবেষ্বাততঃ। তমাহুতং নশীমহি ॥ ২॥
মনো ন্বা হুবামহে নারাশংসেন সোমেন। পিতৃণাং চ মন্মভিঃ ॥ ৩॥
আ ত এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ৪ ॥
পুনর্নঃ পিতরো মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ। জীবং ব্রাতং সচেমহি ॥ ৫ ॥
বয়ং সোম ব্রতে তব মনস্তনূষু বিভ্রতঃ। প্রজাবন্তঃ সচেমহি ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আমরা যেন পথ হ'তে বিপথে না গমন করি। আমরা যেন সোমবিশিষ্ট যজ্ঞ হ'তে দূরে না গমন করি। শত্রুগণ যেন আমাদের মধ্যে না আগমন করে ॥ ১ ॥

এই যে অগ্নি, যাঁর হ'তে যজ্ঞ সিদ্ধি হয়, যিনি সূত্রস্বরূপ হয়ে দেবতাগণের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত আছেন, তাঁর হোম হোক, আমরা তাঁকে প্রাপ্ত হই ॥ ২ ॥

নরাশংস সম্বন্ধীয় সোমের দ্বারা মনকে আহ্বান করি এবং পিতৃলোকবর্গের স্তবের দ্বারা মনকে আহ্বান করি ॥ ৩ ॥

তোমার মন পুনর্বার প্রত্যাগমন করুক, প্রত্যাগমনপূর্বক তুমি কার্য করো, বল প্রকাশ করো, জীবিত হও এবং সূর্যকে দর্শন করো ॥ ৪ ॥

আবার আমাদের পিতৃপুরুষগণ মনকে ফিরিয়ে দেন, দেবলোকগণ ফিরিয়ে দেন, আমরা যেন প্রাণ ও তা'র আনুষঙ্গিক সকলকেই প্রাপ্ত হই ॥ ৫ ॥

হে সোম! আমরা যেন দেহের মধ্যে মনকে ধারণ করি, আমরা যেন সন্তানসন্ততিযুক্ত হয়ে তোমার কার্যে মিলিত হই ॥ ৬ ॥

টীকা — ৪ ঋকে সুবন্ধু নামক মৃতভ্রাতাকে উদ্দেশ ক'রে এর পরের সূক্তটি সেই সুবন্ধু সম্বন্ধে রচিত ॥—আমাদের মন্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ৫৮ সূক্ত —

[দেবতা : মৃত সুবন্ধুর মনপ্রাণ ইত্যাদি। ঋষি : বন্ধু প্রভৃতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১ ॥

যত্তে দিবং যৎপৃথিবীং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ২॥
যত্তে ভূমিং চতুর্ভৃষ্টিং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৩॥
যত্তে চতস্রঃ প্রদিশো মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৪॥
যত্তে সমুদ্রমর্ণবং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৫॥
যত্তে মরীচীঃ প্রবতো মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৬॥
যত্তে অপো যদোষধীর্মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৭॥
যত্তে সূর্যং যদুষসং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৮॥
যত্তে পর্বতান্বৃহতো মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৯॥
যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১০॥
যত্তে পরাঃ পরাবতো মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১১॥
যত্তে ভূতং চ ভব্যং চ মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — তোমার যে মন অতি দূরে বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট গমন করেছে, তা'কে আমরা ফিরিয়ে আনছি, তুমি জীবিত হয়ে ইহলোকে আগত হয়ে বাস করো ॥ ১ ॥

তোমার যে মন অতিদূরে স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে গমন করেছে, তা'কে আমরা, (ইত্যাদি প্রথম ঋকের শেষ অংশের সাথে অভিন্ন) ॥ ২ ॥

চতুর্দিকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ খসে পড়ে, এমন অতি দূরবর্তী দেশে তোমার যে মন গমন করেছে, তা'কে আমরা (ইত্যাদি) ॥ ৩ ॥

তোমার যে মন চতুর্দিকের অতি দূরবর্তী প্রদেশে গমন করেছে, তা'কে আমরা (ইত্যাদি) ॥ ৪ ॥

তোমার যে মন অতি দূরস্থিত জলপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে গমন করেছে, (ইত্যাদি) ॥ ৫ ॥

তোমার যে মন চতুর্দিকে বিস্তীর্যমান কিরণ-মণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তা'কে আমরা (ইত্যাদি) ॥ ৬ ॥

তোমার যে মন দূরবর্তী জলের মধ্যে, কি বৃক্ষলতা ইত্যাদির মধ্যে গমন করেছে, তা'কে, আমরা (ইত্যাদি) ॥ ৭ ॥

তোমার যে মন দূরবর্তী সূর্য, কি উষার মধ্যে গমন করেছে, তাকে আমরা, (ইত্যাদি) ॥ ৮ ॥

তোমার যে মন দূরস্থিত পর্বতমালার উপর চলে গিয়েছে, তা'কে আমরা (ইত্যাদি) ॥ ৯ ॥

তোমার যে মন এই সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দূরে চলে গিয়েছে, তা'কে আমরা, (ইত্যাদি) ॥ ১০ ॥

তোমার যে মন দূরের দূর, তারও দূর, কোন স্থানে চলে গিয়েছে, তা'কে আমরা, (ইত্যাদি) ॥ ১১ ॥

তোমার যে মন ভূত কি ভবিষ্যৎ কোন দূর স্থানে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা (ইত্যাদি) ॥ ১২ ॥

টীকা — শেষ ঋকে মৃত ভ্রাতার আত্মা পৃথিবীতে না স্বর্গে, জলে না বৃক্ষলতাদিতে, সূর্যে না উষায়, পর্বতমালায় না দূরের দূর, তা' হ'তেও দূর অজ্ঞাত প্রদেশে চলে গিয়েছে, ঋষি তা-ই কল্পনা করছেন।

◆ ◆

— ৫৯ সূক্ত —

[দেবতা : ঋষি নির্ঋতি, অসুনীত প্রভৃতি। ঋষি : বন্ধু প্রভৃতি তিন।
ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, মহাপংক্তি, পংক্ত্যুত্তরা]

প্র তার্যায়ুঃ প্রতরং নবীয়ঃ স্থাতারেব ক্রতুমতা রথস্য।
অধ চ্যবান উত্তবীত্যর্থং পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাম্ ॥ ১ ॥
সামন্নু রায়ে নিধিমন্নন্নং করামহে সু পুরুধ শ্রবাংসি।
তা নো বিশ্বানি জরিতা মমত্তু পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাম্ ॥ ২ ॥
অভী ষ্বর্যঃ পৌংস্যৈর্ভবেম দ্যৌর্ন ভূমিং গিরয়ো নাজ্রান্।
তা নো বিশ্বানি জরিতা চিকেত পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাম্ ॥ ৩ ॥
মো ষু ণঃ সোম মৃত্যবে পরা দাঃ পশ্যেম নু সূর্যমুচ্চরন্তম্।
দ্যুভির্হিতো জরিমা সু নো অস্তু পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাম্ ॥ ৪ ॥
অসুনীতে মনো অস্মাসু ধারয় জীবাতবে সু প্র তিরা ন আয়ুঃ।
রারন্ধি নঃ সূর্যস্য সন্দৃশি ঘৃতেন ত্বং তন্বং বর্ধয়স্ব ॥ ৫ ॥
অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তমনুমতে মৃলয়া নঃ স্বস্তি ॥ ৬ ॥
পুনর্নো অসুং পৃথিবী দদাতু পুনর্দ্যৌর্দেবী পুনরন্তরিক্ষম্।
পুনর্ণ সোমস্তন্বং দদাতু পুনঃ পূষা পথ্যাং যা স্বস্তিঃ ॥ ৭ ॥

শং রোদসী সুবন্ধবে যহ্বী ঋতস্য মাতরা।
ভরতামপ যদ্রপো দ্যৌঃ পৃথিবি ক্ষমা রপো মো ষু তে কিং চনামমৎ ॥ ৮॥
অব দ্বকে অব ত্রিকা দিবশ্চরন্তি ভেষজা।
ক্ষমা চরিষ্ণ্বেককং ভরতামপ যদ্রপো দ্যৌঃ পৃথিবি ক্ষমা রপে মো ষু তে
কিং চনামমৎ॥ ৯॥

সমিন্দ্রেরয় গামনড্বাহং য আবহদুশীনরাণ্যা অনঃ।
ভরতামপ যদ্রপো দ্যৌঃ পৃথিবি ক্ষমা রপো মে ষু তে কিং চনামমৎ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — সুবন্ধুর পরমায়ু উত্তমরূপ ও নবীন হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক, যে সারথি রথ চালনা করেন, তিনি যদি কর্মকুশল হন, তবে রথারূঢ় ব্যক্তি যেমন সুখ প্রাপ্ত হন, সেইরকম সুবন্ধু সচ্ছন্দ প্রাপ্ত হোন। যার পরমায়ু হ্রাস হচ্ছে, সে নিজের পরমায়ু বিষয়ে বৃদ্ধিই কামনা করে। নির্ঋতি অতি দূরে গমন করুন ॥ ১ ॥

আমরা পরমায়ুস্বরূপ সম্পত্তি লাভের জন্য সামগান সহকারে অন্ন স্তূপাকার করছি, নানা রকম ভক্ষ্যদ্রব্য রাশি করছি। আমরা নির্ঋতিকে স্তব করেছি, তিনি সেই সমস্ত অন্ন ভোজনে প্রীতি লাভ করুন, নির্ঋতি, (ইত্যাদি শেষ ঋকের শেষ ভাগের সাথে অভিন্ন) ॥ ২ ॥

আমরা যেন নিজের পুরস্কারের দ্বারা শত্রুগণকে পরাজিত ক'রি, যেমন আকাশ পৃথিবীর উপরে অবস্থিতি করেন, সেইরকম আমরা যেন শত্রুগণের উপর স্থান লাভ ক'রি। যেমন মেঘের গতি পর্বতের দ্বারা রুদ্ধ হয়, সেইরকম আমরা যেন শত্রুর গতি রোধ ক'রি। আমাদের সকল স্তবের প্রতি নির্ঋতি যেন কর্ণপাত করেন। নির্ঋতি, (ইত্যাদি) ॥৩॥

হে সোম! আমাদের মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ ক'রো না, আমরা যেন সূর্যের উদয় দর্শন করতে পারি। আমাদের বৃদ্ধাবস্থা যেন দিন দিন সচ্ছন্দের সাথে অতিবাহিত হয়। নির্ঋতি, (ইত্যাদি) ॥ ৪ ॥

হে অসুনীতি! আমাদের প্রতি মনোযোগ করো। আমরা যাতে জীবিত থাকি, সেই উদ্দেশে আমাদের উৎকৃষ্ট পরমায়ু প্রদান করো। যত দূর সূর্যের দৃষ্টি, তা'র মধ্যে আমাদের থাকতে দাও, আমরা তোমাকে ঘৃত প্রদান করছি, তাতে তোমাদের শরীর পুষ্ট করো ॥ ৫ ॥

হে অসুনীতি! আমাদের আবার চক্ষু দান করো। আবার আমাদের প্রাণ আমাদের নিকট আনয়নপূর্বক উপস্থিত করো, আবার ভোগ করতে দাও। আমরা যেন চিরকাল সূর্যোদয় দর্শন করতে পারি। হে অনুমতি! যাতে আমাদের বিনাশ না হয়, সেইরকম আমাদের সুখী করো ॥ ৬॥

পৃথিবী পুনর্বার আমাদের প্রাণদান করুন। পুনর্বার দ্যুলোকদেবী ও অন্তরিক্ষ আমাদের প্রাণদান করুন। সোম আমাদের পুনর্বার শরীর দান করুন। আর পূষা আমাদের এমন হিতকর বাক্য প্রদান করুন, যাতে আমাদের কল্যাণ হয় ॥ ৭ ॥

যে দ্যাবাপৃথিবী অতি মহৎ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের জননীস্বরূপ তাঁরা সুবন্ধুর কল্যাণ করুন। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, সমস্ত অকল্যাণ দূর ক'রে দিন, হে সুবন্ধু! কিছুতেই যেন তোমার অনিষ্ট করতে না পারে ॥ ৮ ॥

স্বর্গে যে দুই ঔষধ আছে, বা যে তিন ঔষধ আছে, অতএব পৃথিবীতে যে এক ঔষধ বিচরণ করে, সে সমস্ত সুবন্ধুর উপকারে আসুক। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, (ইত্যাদি পূর্বতন ঋকের শেষ

ভাগের সাথে অভিন্ন) ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র! যে বৃষ উশীনর পত্নীর শকট বহন করেছিল, সেই শকটবাহী বৃষকে প্রেরণ করো। (দ্যুলোক ইত্যাদি) ॥ ১০ ॥

টীকা — ৫ ঋকে 'অসুনীতি' অর্থাৎ যিনি লোকের প্রাণ নিয়ে চলে যান। সায়ন। It may be a name for Yama, as Professor Roth supposes; but it may also be a simple invocation--one of the many names of the deity.'--Max Muller. নির্ঋতি অর্থে পাপ দেবতা, তা পূর্বে বলা হয়েছে, এখানে মৃত্যু দেবতা করলে ভাল অর্থ হয়। এবং অসুনীতি অর্থে প্রাণ রক্ষাকারী দেবতা করলে সঙ্গত অর্থ হয় ॥ ৬ ঋকের 'অনুমতি'—'According to Professor Roth, the goddess goodwill as well as of procreation--Muir.—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ ॥

◆ ◆

— ৬০ সূক্ত —

[দেবতা : রাজা অসমাতি প্রভৃতি। ঋষি : বন্ধু প্রভৃতি। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ, পংক্তি]

আ জনং ত্বেষসন্দৃশং মাহীনানামুপস্তুতং। অগন্ম বিভ্রতো নমঃ ॥ ১ ॥
অসমাতিং নিতোশনং ত্বেষং নিয়য়িনং রথং। ভজে রথস্য সৎপতিম্ ॥ ২ ॥
যো জনাম্মহিষাঁ ইবাতিতস্থৌ পবীরবান্। উতাপবীরবান্যুধা ॥ ৩ ॥
যস্যেক্ষ্বাকুরুপ ব্রতে রেবাম্মরায্যেধতে। দিবীব পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্র ক্ষত্রাসমাতিষু রথপ্রোষ্ঠেষু ধারয়। দিবীব সূর্যং দৃশে ॥ ৫ ॥
অগস্ত্যস্য নদ্ভ্যঃ সপ্তী যুনক্ষি রোহিতা। পণীন্যক্রমীরভি বিশ্বান্রাজন্নরাধসঃ ॥ ৬ ॥
অয়ং মাতায়ং পিতায়ং জীবাতুরাগমৎ।
ইদং তব প্রসর্পণং সুবন্ধবেহি নিরিহি ॥ ৭ ॥
যথা যুগং বরত্রয়া নহ্যন্তি ধরুণায় কম্।
এবা দাধার তে মনো জীবাতবে ন মৃত্যবেহথো অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৮ ॥
যথেয়ং পৃথিবী মহী দাধারেমান্বনস্পতীন্।
এবা দাধার তে মনো জীবাতবে ন মৃত্যবেহথো অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৯ ॥
যমাদহং বৈবস্বতাৎ সুবন্ধোর্মন আভরম্।
জীবাতবে ন মৃত্যবেহথো অরিষ্টতাতয়ে ॥ ১০ ॥
ন্যগ্বাতোহব বাতি ন্যক্তপতি সূর্যঃ।
নীচীনমঘ্ন্যা দুহে ন্যগ্ভবতু তে রপঃ ॥ ১১ ॥
অয়ং মে হস্তো ভগবানয়ং মে ভগবত্তরঃ।
অয়ং মে বিশ্বভেষজোঽয়ং শিবাভিমর্শনঃ ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থ — অসমাতি রাজার অধিকৃত প্রদেশ অতি উজ্জ্বল, মহৎ মহৎ লোকে ঐ প্রদেশের প্রশংসা করে, আমরা নমস্কারপরায়ণ হয়ে সেই দেশে গমন করলাম ॥ ১ ॥

অসমাতি রাজা বিপক্ষ সংহার করেন, তাঁর মূর্তি অতি উজ্জ্বল, রথে আরোহণ করলে যেমন অনেক অভিপ্রায় সিদ্ধ করা যায়, সেই রকম তাঁর নিকট গমন করলে অনেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তিনি ভজেরথ নামক রাজার বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি শিষ্টের পালনকর্তা ॥ ২ ॥

তিনি হস্তে তরবারি ধারণ করুন, আর না করুন, তাঁর এমন বলবীর্য যে, সিংহ যেমন মহিষগণকে অভিশাসিত করে, সেইরকম তিনি সকল লোককে অভিশাসিত করেন ॥ ৩ ॥

ধনশালী ও শত্রুসংহারকারী ইক্ষ্বাকু রাজা সেই প্রদেশের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত আছে। পঞ্চ জনপদের মানুষ যেন স্বর্গসুখ ভোগ করে ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! তুমি যেমন সর্বলোকের দৃষ্টির সুবিধার জন্য আকাশে সূর্যকে ধারণ ক'রে রেখেছো, সেইরকম তুমি রথারূঢ় অসমাতি রাজার অনুগামী হবার জন্য বীরবর্গকে নিযুক্ত করো ॥ ৫ ॥

হে রাজন্! অগস্ত্যের দৌহিত্রগণের জন্য লোহিত বা দুই ঘোটক রথে যোজনা করো। যে সকল ব্যবসায়ী নিতান্ত কৃপণ, কখনও দান করে না, তাদের সকলকে পরাভব করো ॥ ৬ ॥

এই যে অগ্নি আগমন করেছেন, ইনি মাতাস্বরূপ, পিতাস্বরূপ, প্রাণ প্রাপ্তির ঔষধস্বরূপ। হে সুবন্ধু! তোমার এই শরীর রয়েছে, তুমি এতে আগমন করো, এর মধ্যে প্রবেশ করো ॥ ৭ ॥

যেমন রথ ধারণ করবার জন্য রজ্জুর দ্বারা যুগকাষ্ঠ রথে বন্ধন করে, সেইরকম এই অগ্নি তোমার মনকে ধারণ করেছেন, তাতে তুমি জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হবে, তোমার মৃত্যু অবস্থা অপগত হবে ॥ ৮ ॥

যেমন এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলিকে ধারণ ক'রে আছেন, সেইরকম এই অগ্নি, (ইত্যাদি পূর্ব ঋকের শেষ ভাগ) ॥ ৯ ॥

বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট হ'তে আমি সুবন্ধুর মন আহরণ করেছি। এতে সে জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হবে, তার মৃত্যু অবস্থা অপগত হবে ॥ ১০ ॥

বায়ু নীচের দিকে বহন করে, সূর্য উপর হ'তে নীচের দিকে উত্তাপ প্রদান করেন। গাভীর দুগ্ধ নীচের দিকে দোহন করা যায়, সেইরকম হে সুবন্ধু! তোমার অকল্যাণ নীচে গমন করুক ॥ ১১ ॥

আমার এই হস্ত কি সৌভাগ্যশালী, এ অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, এ সকলের পক্ষে ঔষধস্বরূপ, এর স্পর্শে কল্যাণ হয় ॥ ১২ ॥

টীকা — ৭ হ'তে ১১ ঋকে সুবন্ধুর মৃত্যুর কথা রয়েছে।—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆◆

— ৬১ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : মানব নাভানেদিষ্ঠ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইদমিত্থা রৌদ্রং গূর্তবচা ব্রহ্ম ক্রত্বা শচ্যামন্তরাজৌ।
ক্রাণা যদস্য পিতরা মংহনেষ্ঠাঃ পর্ষৎপক্থে অহন্না সপ্ত হোতৄন্ ॥ ১ ॥

স ইদ্দানায় দভ্যায় বন্বন্চ্যবানঃ সূদৈরমিমীত বেদিম্।
তূর্বযাণো গূর্তবচস্তমঃ ক্ষোদো ন রেত ইতঊতি সিঞ্চৎ ॥ ২॥
মনো ন যেষু হবনেষু তিগ্মং বিপঃ শচ্যা বনুথো দ্রবন্তা।
আ যঃ শর্যাভিস্তুবিনৃম্ণো অস্যাশ্রীণীতাদিশং গভস্তৌ ॥ ৩॥
কৃষ্ণা যদ্গোষ্বরুণীষু সীদদ্দিবো নপাতাশ্বিনা হুবে বাম্।
বীতং মে যজ্ঞমা গতং মে অন্নং ববন্বাংসা নেষমস্মৃতধ্রূ ॥ ৪॥
প্রথিষ্ট যস্য বীরকর্মমিষ্ণদনুষ্ঠিতং নু নর্যো অপৌহৎ।
পুনস্তদা বৃহতি যৎকনায়া দুহিতুরা অনুভৃতমনর্বা ॥ ৫॥
মধ্যা যৎকর্ত্বমভবদভীকে কামং কৃণ্বানে পিতরি যুবত্যাম্।
মনানগ্রেতো জহতুর্বিয়ন্তা সানৌ নিষিক্তং সুকৃতস্য যোনৌ ॥ ৬॥
পিতা যৎস্বাং দুহিতরমধিষ্কন্ ক্ষ্ময়া রেতঃ সঞ্জগ্মানো নি ষিঞ্চৎ।
স্বাধ্যোঽজনয়ন্ ব্রহ্ম দেবা বাস্তোষ্পতিং ব্রতপাং নিরতক্ষন্ ॥ ৭॥
স ঈং বৃষা ন ফেনমস্যদাজৌ স্মদা পরৈদপ দভ্রচেতাঃ।
সরৎপদা ন দক্ষিণা পরাবৃঙ্ ন তা নু মে পৃশন্যো জগৃভ্রে ॥ ৮॥
মক্ষু ন বহ্নিঃ প্রজায়া উপব্দিরগ্নিং ন নগ্ন উপসীদদূধঃ।
সনিতেধ্মং সনিতোত বাজং স ধর্তা জজ্ঞে সহসা যবীয়ুৎ ॥ ৯॥
মক্ষু কনায়াঃ সখ্যং নবগ্বা ঋতং বদন্ত ঋতযুক্তিমগ্মন্।
দ্বিবর্হসো য উপ গোপমাগুরদক্ষিণাসো অচ্যুতা দুদুক্ষন্ ॥ ১০॥
মক্ষু কনায়াঃ সখ্যং নবীয়ো রাধো ন রেত ঋতমিত্তুরণ্যন্।
শুচি যত্তে রেক্ণ আয়জন্ত সবর্দুঘায়াঃ পয় উস্রিয়ায়াঃ ॥ ১১॥
পশ্বা যৎপশ্চা বিযুতা বুধন্তেতি ব্রবীতি বক্তরী ররাণঃ।
বসোর্বসুত্বা কারবোঽনেহা বিশ্বং বিবেষ্টি দ্রবিণমুপ ক্ষু ॥ ১২॥
তদিন্ন্বস্য পরিষদ্বানো অগ্মন্পুরূ সদন্তো নার্ষদং বিভিৎসন্।
বি শুষ্ণস্য সংগ্রথিতমনর্বা বিদৎপুরুপ্রজাতস্য গুহা যৎ ॥ ১৩॥
ভর্গো হ নামোত যস্য দেবাঃ স্বর্ণ যে ত্রিষধস্থে নিষেদুঃ।
অগ্নির্হ নামোত জাতবেদাঃ শ্রুধী নো হোতর্ঋতস্য হোতাধ্রুক্ ॥ ১৪॥
উত ত্যা মে রৌদ্রাবর্চিমন্তা নাসত্যাবিন্দ্র গূর্তয়ে যজধ্যৈ।
মনুষ্বদ্বৃক্তবর্হিষে ররাণা মন্দূ হিতপ্রয়সা বিক্ষু যজ্যূ ॥ ১৫॥
অয়ং স্তুতো রাজা বন্দি বেধা অপশ্চ বিপ্রস্তরতি স্বসেতুঃ।
স কক্ষীবন্তং রেজয়ৎসো অগ্নিং নেমিং ন চক্রমর্বতো রঘুদ্রু ॥ ১৬॥
স দ্বিবন্ধুর্বৈতরণো যষ্টা সবর্ধুং ধেনুমস্বং দুহধ্যৈ।
সং যন্মিত্রাবরুণা বৃঞ্জ উক্থৈর্জ্যেষ্ঠেভির্র্যমণং বরূথৈঃ ॥ ১৭॥

তন্বক্ষুঃ সূরির্দিবি তে ধিয়ন্ধা নাভানেদিষ্ঠো রপতি প্র বেনন্।
সা নো নাভিঃ পরমাস্য বা ঘাহং তৎপশ্চা কতিথশ্চিদাস ॥ ১৮॥
ইয়ং মে নাভিরিহ মে সধস্থমিমে মে দেবা অয়মস্মি সর্বঃ।
দ্বিজা অহ প্রথমজা ঋতস্যেদং ধেনুরদুহজ্জায়মানা ॥ ১৯॥
অধাসু মন্দ্রো অরতির্বিভাবাব স্যতি দ্বিবর্তনির্বনেষাট্।
উর্ধ্বা যচ্ছ্রেণির্ন শিশুর্দন্মক্ষু স্থিরং শেবৃধং সূত মাতা ॥ ২০॥
অধা গাব উপমাতিং কনায়া অনু শ্বান্তস্য কস্য চিৎপরেয়ুঃ।
শ্রুধি ত্বং সুদ্রবিণো নস্ত্বং যালাশ্বঘ্নস্যাবাবৃধে সূনৃতাভিঃ ॥ ২১॥
অধ ত্বমিন্দ্র বিদ্ধ্যস্মান্মহো রায়ে নৃপতে বজ্রবাহুঃ।
রক্ষা চ নো মঘোনঃ পাহি সূরীননেহসস্তে হরিবো অভিষ্টৌ ॥ ২২॥
অধ যদ্রাজানা গবিষ্টৌ সরৎসরণ্যুঃ কারবে জরণ্যু।
বিপ্রঃ প্রেষ্ঠঃ স হ্যেষাং বভূব পরা চ বক্ষদুত পর্ষদেনান্ ॥ ২৩॥
অধা ন্বস্য জেন্যস্য পুষ্টৌ বৃথা রেভন্ত ঈমহে তদূ নু।
সরণ্যুরস্য সূনুরশ্বো বিপ্রশ্চাসি শ্রবসশ্চ সাতৌ ॥ ২৪॥
যুবোর্যদি সখ্যায়াস্মে শর্ধায় স্তোমং জুজুষে নমস্বান্।
বিশ্বত্র যস্মিন্না গিরঃ সমীচীঃ পূর্বীব গাতুর্দাশৎ সূনৃতায়ৈ ॥ ২৫॥
স গৃণানো অদ্ভির্দেববানিতি সুবন্ধুর্নমসা সূক্তৈঃ।
বর্ধদুক্থৈর্বচোভিরা হি নূনং ব্যধ্বৈতি পয়স উস্রিয়ায়াঃ ॥ ২৬॥
ত উ ষু ণো মহো যজত্রা ভূত দেবাস ঊতয়ে সজোষাঃ।
যে বাজাঁ অনয়তা বিয়ন্তো যে স্থা নিচেতারো অমূরাঃ ॥ ২৭॥

মন্ত্রার্থ — নাভানেদিষ্টের পিতা ও মাতা ও অপরাপর ভাগকারী ভ্রাতাগণ বিষয় ভাগ করবার সময় নাভানেদিষ্টকে ভাগ প্রদান না ক'রে রুদ্রের স্তব করতে বলেন, তা'তে নাভানেদিষ্ট রুদ্রের স্তব উচ্চারণ করতে উদ্যত হয়ে অঙ্গিরাগণের যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে উপনীত হ'লেন এবং যজ্ঞের ষষ্ঠদিনে তাঁরা যা বিস্মৃত হয়েছিলেন, তা তিনি সপ্ত হোতাকে ব'লে দিয়ে যজ্ঞ সমাপন করিয়ে দিলেন ॥ ১॥

রুদ্রদেব স্তবকর্তাগণকে ধনদান করবার জন্য ও তাদের শত্রু নষ্ট করবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপণ করতে করতে বেদীতে গমনপূর্বক অধিষ্ঠান করলেন, মেঘ যেমন জল বর্ষণ করে, সেইরকম রুদ্রদেব শীঘ্রগমনে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা করতে করতে চতুর্দিকে আপন ক্ষমতা প্রদর্শন করতে লাগলেন ॥ ২॥

হে অশ্বিদ্বয়! আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েছি, যে অধ্বর্যু আমার হস্তের অঙ্গুলিধারণপূর্বক বিস্তর হোমের দ্রব্য সংগ্রহ ক'রে তোমাদের নাম নির্দেশ-সহকারে চরু পাক করছেন, তোমরা সেই স্তবকারী অধ্বর্যুর এই যজ্ঞোদ্যোগ দর্শন ক'রে মনের ন্যায় দ্রুত বেগে যজ্ঞস্থানে ধাবমান হয়ে থাক ॥ ৩॥

যখন কৃষ্ণবর্ণ গাভী লোহিতবর্ণ গাভীগণের মধ্যে মিশ্রিত হলো, অর্থাৎ যখন রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হয়ে প্রাতঃকালের রক্তিমাভা দৃষ্ট হলো, তখন হে দ্যুলোকের পৌত্র অশ্বিদ্বয়! তোমাদের আমি আহ্বান ক'রি। তোমরা আমার যজ্ঞে আগমন করো, আমার অন্ন গ্রহণ করো, আমার গ্রহণকারী দুই ঘোটকের ন্যায় তা ভোজন করো। আমাদের কোনরকম অনিষ্ট চিন্তা করো না ॥ ৪ ॥

যে রস বীরপুত্র উৎপাদন করতে সমর্থ, তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে নির্গত হলো। তিনি তখন মানবগণের হিতার্থে তা নিষেক করলেন। নিজের সুশ্রী কন্যার শরীরে সেই রস সেক করলেন ॥ ৫ ॥

যখন পিতা যুবতী কন্যার উপর পূর্বোক্তরূপ রতিকামনা পরবশ হ'লেন এবং উভয়ের সঙ্গমন হলো, তখন উভয়ে পরস্পর সঙ্গমে প্রচুর রস সেক করলেন। সুকৃতের আধার স্বরূপ এক উন্নত স্থানে সেই রস সেক হলো ॥ ৬ ॥

যখন পিতা নিজ কন্যাকে সম্ভোগ করলেন, তখন পৃথিবীর সাথে সঙ্গত হয়ে রস সেক করলেন। সুচারু ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতাগণ তা হ'তে ব্রহ্ম সৃষ্টি করলেন এবং ব্রতরক্ষাকারী বাস্তোস্পতিকে নির্মাণ করলেন ॥ ৭ ॥

যেমন ইন্দ্র নমুচি বধকালে যুদ্ধে ফেন নিক্ষেপ করতে আগমন করেছিলেন, সেই রকম সেই বাস্তোস্পতি আমার নিকট হ'তে প্রতিগমন করলে, তিনি যে পদে আগমন করেছিলেন, সেই পদে প্রত্যাগত হলেন, অঙ্গিরাগণ আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ যে সকল গাভী প্রদান করেছেন, তা তিনি অপসারিত করলেন না। স্পর্শকুশল, অর্থাৎ অনায়াসে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েও তিনি সেই সকল গাভী গ্রহণ করলেন না ॥ ৮ ॥

প্রজাবর্গের উৎপীড়নকারী ও অগ্নির দাহজনক রাক্ষস ইত্যাদি সহসা এই যজ্ঞে আগমন করতে পারছে না, যেহেতু রুদ্র যজ্ঞ রক্ষা করছেন। রাত্রিকালেও বিবস্ত্র রাক্ষসগণ যজ্ঞীয় অগ্নির নিকট আগত হ'তে পারে না। যজ্ঞের ধারণকর্তা সেই অগ্নি কাষ্ঠ গ্রহণপূর্বক এবং অন্ন বিতরণ করতে করতে উৎপন্ন হলেন এবং রাক্ষসগণের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লেন ॥ ৯ ॥

অঙ্গিরাগণ নয়মাস যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক গাভী লাভ করে, তাঁরা চমৎকার স্তবের সাহায্যে যজ্ঞবাক্য উচ্চারণ করতে করতে যজ্ঞ সমাপন করলেন। তাঁরা ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'লেন এবং ইন্দ্রের নিকট গমন করলেন। তাঁরা দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ অর্থাৎ সত্র নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক অবিনাশী ফল লাভ করলেন ॥ ১০ ॥

যখন সেই অঙ্গিরাগণ অমৃততুল্য দুগ্ধ দোহনকারিণী গাভী উদ্ধার ও পবিত্র দুগ্ধ যজ্ঞে বিনিয়োগ করলেন, তখন চমৎকার স্তবের সাহায্যে নূতন সম্পত্তির মতো অভিষিক্ত বৃষ্টিবারি প্রাপ্ত হ'লেন ॥ ১১ ॥

এইরকম কথিত আছে যে, ইন্দ্র স্তবকর্তাকে এত দূর স্নেহ করেন যে, যার পশু হারিয়ে গিয়েছে, সে নিজে জানতে না জানতেই সেই অতি ধনাঢ্য অতি কুশল নিষ্পাপ ইন্দ্র সমস্ত গোধন উদ্ধার ক'রে দেন ॥ ১২ ॥

সুস্থির ইন্দ্র যখন বহনিত্তারী শুষ্ণের নিগূঢ় মর্ম অনুসন্ধানপূর্বক নিধন করেন, কিংবা যখন নৃষদের পুত্রকে বিদীর্ণ করেন, তখন তাঁর পারিষদগণ নানারকমে তাঁকে বেষ্টনপূর্বক তাঁর সঙ্গে গমন করেন ॥ ১৩ ॥

যে সকল দেবতা স্বর্গের মতো যজ্ঞস্থানে অধিষ্ঠান করেন, তাঁরা অগ্নির তেজকে 'ভর্গ' এই নাম প্রদান করেন। তাঁর আর নাম জাতবেদা অগ্নি। হে হোমকারী অগ্নি! তুমিই অনুকূল হয়ে আমাদের

আহ্বান শ্রবণ করো ॥ ১৪ ॥

হে ইন্দ্র! সেই দুই উজ্জ্বলমূর্তি রুদ্রপুত্র নাসত্য আমার স্তব ও যজ্ঞ গ্রহণ করুন। যেমন মনুর যজ্ঞে তাঁরা প্রীতিলাভ করেন, সেইরকম আমি কুশ বিস্তার করেছি, আমার যজ্ঞে প্রীতিলাভ করুন, প্রজাবর্গকে ধন প্রেরণ করুন এবং যজ্ঞ গ্রহণ করুন ॥ ১৫ ॥

এই যে সর্বসৃষ্টিকারী সোম, যাঁকে সকলে স্তব করে, তাঁকে আমরাও স্তব ক'রি। এই ক্রিয়াকুশল সোম নিজেই নিজের সেতু, ইনি জল উত্তীর্ণ হচ্ছেন। যেমন দ্রুত গতিশালী ঘোটকগণ চক্রের পরিধি কম্পিত করে, তিনি কক্ষীবানকে এবং অগ্নিকে তেমনই কম্পিত করেছিলেন ॥ ১৬ ॥

সেই অগ্নি ইহলোক পরলোক উভয় স্থানের বন্ধু, তিনি তারণকর্তা; তিনি যাগকারী; অমৃততুল্য দুগ্ধদায়িনী গাভী যখন আর প্রসব হতো না, তখন তাকে প্রসববতী ক'রে তিনি দুগ্ধদায়িনী করলেন। মিত্র ও বরুণকে উত্তম উত্তম স্তবের দ্বারা অর্যমাকে সন্তুষ্ট ক'রি। চমৎকার স্তবের দ্বারা অর্যমাকে সন্তুষ্ট ক'রি ॥ ১৭ ॥

হে স্বর্গস্থ সূর্য! আমি নাভানেদিষ্ট, তোমার বন্ধু, অর্থাৎ আমি তোমাকে স্তব করছি, আমার কামনা যে, গাভী লাভ ক'রি। সেই দ্যুলোক আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তি স্থান এবং সূর্যেরও অধিষ্ঠানভূত। আমি সেই সূর্য হ'তে কয় পুরুষই বা অন্তর? ॥ ১৮ ॥

এই আমার উৎপত্তিস্থান, এই স্থানেই আমার নিবাস; এই সকল দেবতা আমার আত্মীয়; আমি সকলই। স্তোতাগণ যজ্ঞ হ'তে সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়েছেন। এই যজ্ঞস্বরূপা গাভী নিজে উৎপন্ন হয়ে এই সমস্ত উৎপাদন করেছেন ॥ ১৯ ॥

এই অগ্নি আনন্দের সাথে গমন ক'রে চতুর্দিকে স্থান গ্রহণ করছেন, ইনি উজ্জ্বল, ইহলোকে ও পরলোকে সহায়, এবং কাষ্ঠদের পরাভব করেন, এর শিখাশ্রেণী ঊর্ধ্বে উঠছে। ইনি স্তবের যোগ্য, এঁর মাতা অরণি, এই সুস্থির সুখকর অগ্নিকে শীঘ্র প্রসব করছেন ॥ ২০ ॥

আমি নাভানেদিষ্ট উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ ক'রে শ্রান্ত হয়েছি, আমার স্তুতিবাক্যগুলি ইন্দ্রের প্রতি গিয়েছে। হে ধনশালী অগ্নি! শ্রবণ করো। আমাদের এই ইন্দ্রকে যজ্ঞদান করো। আমি অশ্বমেধ যজ্ঞকারীর পুত্র, আমার স্তবে তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছ ॥ ২১ ॥

হে বজ্রধারী ইন্দ্র! হে নরপতি! তুমি জানবে যে, আমরা প্রভূত ধনের কামনা করেছি। আমরা তোমার নিকট স্তব প্রেরণ ক'রে থাকি, হোমের দ্রব্য প্রদান ক'রে থাকি, আমাদের রক্ষা করো। হে হরিদ্বর্ণ ঘোটকবিশিষ্ট ইন্দ্র! তোমার নিকট গমনপূর্বক আমরা যেন অপরাধী না হই ॥ ২২ ॥

হে উজ্জ্বলমূর্তি মিত্র ও বরুণ! গাভীর কামনায় অঙ্গিরাগণ যজ্ঞ করছিলেন, সর্বত্রগামী যম স্তবের ইচ্ছায় তাঁদের নিকট গমন করলেন, আমি নাভানেদিষ্ট সেই স্তব ব'লে দিলাম এবং যজ্ঞ সম্পন্ন ক'রে দিলাম, সেই হেতু আমি তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় বিপ্র হলাম ॥ ২৩ ॥

এক্ষণে আমরা গোধন্ প্রাপ্তির জন্য অবলীলাক্রমে স্তব করতে করতে জয়শীল বরুণের নিকট গমন করছি। শীঘ্রগামী ঘোটক সেই বরুণের পুত্র। হে বরুণ! তুমি মেধাবী ও অন্নদানও ক'রে থাক ॥ ২৪ ॥

হে মিত্র ও বরুণ! অন্নসম্পন্ন পুরোহিত স্তব সমূহ প্রয়োগ করছেন, অভিপ্রায় এই যে, তোমরা আমাদের প্রতি আনুকূল্য করবে, কারণ তোমাদের বন্ধুত্ব অতি হিতকর। তোমাদের বন্ধুত্বলাভ হ'লে সকল স্থানেই স্তুতিবাক্য সকল উচ্চারিত হবে। চিরপরিচিত পথ যেমন সুখকর হয়, সেইরকম তোমাদের বন্ধুত্ব যেন আমাদের স্তুতিবাক্য সকল সুখকর করে ॥ ২৫ ॥

পরমবন্ধু সেই বরুণ দেবতাবর্গ সমেত উত্তম উত্তম স্তব ও নমোবাক্য প্রাপ্ত হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোন। গাভীর দুগ্ধের ধারা তাঁর যজ্ঞের জন্য বহমান হচ্ছে ॥ ২৬॥

হে দেবতাগণ! তোমরাই যজ্ঞলাভের অধিকারী। আমাদের উত্তমরূপ রক্ষার জন্য তোমরা সকলে মিলিত হও। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা উদ্যোগী হয়ে আমাকে অন্ন প্রদান করেছো, তোমাদের মোহ নষ্ট হয়েছে, তোমরা এক্ষণে গোধন লাভ করো ॥ ২৭॥

টীকা — ৬ ঋকে পিতা রুদ্র, কন্যা উষা। সায়ণ॥ ১৮ ঋকের বক্তব্য—সূর্যের পুত্র মনু, মনুর পুত্র নাভানেদিষ্ঠ। সায়ণ॥—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী॥

◆ ◆

— ৬২ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেব প্রভৃতি। ঋষি : মানব নাভানেদিষ্ঠ।
ছন্দ : জগতী, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, সতোবৃহতী, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্]

যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্তা ইন্দ্রস্য সখ্যমমৃতত্বমানশ।
তেভ্যো ভদ্রমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ১॥
য উদাজন্পিতরো গোময়ং বস্বৃতেনাভিন্দন্ পরিবৎসরে বলম্।
দীর্ঘায়ুত্বমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ২॥
য ঋতেন সূর্যমারোহয়ন্ দিব্যপ্রথয়ন্ পৃথিবীং মাতরং বি।
সুপ্রজাস্ত্বমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ৩॥
অয়ং নাভা বদতি বল্গু বো গৃহে দেবপুত্রা ঋষয়স্তচ্ছৃণোতন।
সুব্রহ্মণ্যমঙ্গিরাসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ৪॥
বিরূপাস ইদৃষয়স্ত ইদ্গম্ভীরবেপসঃ।
তে অঙ্গিরসঃ সূনবস্তে অগ্নেঃ পরি জজ্ঞিরে ॥ ৫॥
যে অগ্নেঃ পরি জজ্ঞিরে বিরূপাসো দিবস্পরি।
নবগ্বো নু দশগ্বো অঙ্গিরস্তমঃ সচা দেবেষু মংহতে ॥ ৬॥
ইন্দ্রেণ যুজা নিঃ সৃজন্ত বাঘতো ব্রজং গোমন্তমশ্বিনম্।
সহস্রং মে দদতো অষ্টকর্ণ্যঃ শ্রবো দেবেষ্বক্রত ॥ ৭॥
প্র নূনং জায়তাময়ং মনুস্তোক্মেব রোহতু।
যঃ সহস্রং শতাশ্বং সদ্যো দানায় মংহতে ॥ ৮॥
ন তমশ্নোতি কশ্চন দিব ইব সান্বারভম্।
সাবর্ণ্যস্য দক্ষিণা বি সিন্ধুরিব পপ্রথে ॥ ৯॥
উত দাসা পরিবিষে স্মদ্দিষ্টী গোপরীণসা। যদুস্তুর্বশ্চ মামহে ॥ ১০॥

সহস্রদা গ্রামণীর্মা রিষন্মনুঃ সূর্যেণাস্য যতমানৈতু দক্ষিণা।
সাবর্ণের্দেবাঃ প্র তিরন্ত্বায়ুর্যস্মিন্নশ্রান্তা অসনাম বাজম্ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা যজ্ঞীয়দ্রব্য ও দক্ষিণা সংগ্রহ ক'রে ইন্দ্রের বন্ধুত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছো। অতএব তোমাদের মঙ্গল হোক। হে মেধাবিগণ! আমি মানব আগমন করেছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত করো ॥ ১ ॥

হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা আমাদের পিতাস্বরূপ, তোমরা গোধন তাড়িত ক'রে আনীত করেছিলে। তোমরা এক বৎসরকাল যজ্ঞ ক'রে গোধনের অপহরণকারী বল নামক শত্রুকে নিধন করেছিলে। তোমরা দীর্ঘায়ু হও। আমি মানব্ (ইত্যাদি পূর্ব ঋকের শেষভাগের সাথে অভিন্ন] ॥ ২ ॥

যে তোমরা যজ্ঞের প্রভাবে আকাশে সূর্যকে আরোহণ করিয়েছ এবং সকলের জননীভূতা পৃথিবীকে সুবিস্তীর্ণ করেছো, সেই তোমরা উৎকৃষ্ট সন্তানসন্ততি সম্পন্ন হও। আমি মানব্ (ইত্যাদি) ॥ ৩ ॥

এই আমি নাভানেদিষ্ঠ তোমাদের ভবনে আগত হয়ে মনোহর বক্তৃতা করছি। হে দেবপুত্র ঋষিগণ! শ্রবণ করো। হে অঙ্গিরাবর্গ! তোমরা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মতেজ লাভ করো। আমি মানব, (ইত্যাদি) ॥ ৪ ॥

সেই সমস্ত অঙ্গিরা ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিধারী; তাঁদের ক্রিয়াকলাপ গম্ভীর, অর্থাৎ কেউ সন্ধান প্রাপ্ত হয় না। সেই অঙ্গিরাগণ অগ্নির পুত্র, তাঁরা চতুর্দিকে আবির্ভূত হ'লেন ॥ ৫ ॥

তাঁরা অগ্নির চতুর্দিকে আবির্ভূত হলেন; নানা মূর্তিতে গগনের চতুর্দিকে উদয় হ'লেন। কেউ নবগু অর্থাৎ নয় মাস যজ্ঞের পর গোধন প্রাপ্ত হয়েছেন; কেউ দশগ্ব, অর্থাৎ দশ মাস যজ্ঞ ক'রে গোধন প্রাপ্ত হয়েছেন। যিনি অঙ্গিরাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাগণের সাথে একত্র অবস্থিতি ক'রে আমাকে ধনদান করছেন ॥ ৬ ॥

তাঁরা ইন্দ্রের সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে কর্মানুষ্ঠান করতে করতে অশ্বযুক্ত ও গোধনযুক্ত গোষ্ঠ উদ্ধার করেছেন, তাঁরা বিস্তীর্ণ কর্ণযুক্ত একসহস্র গাভী আমাকে দান ক'রে দেবতাগণের উদ্দেশে যজ্ঞীয় অন্ন উৎসর্গ করেছেন ॥ ৭ ॥

এই মনুর বংশ শীঘ্র বৃদ্ধি হোক, ইনি জলসংযুক্ত আর্দ্রবৃক্ষ বীজের মতো শীঘ্র অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোন, কারণ ইনি শত অশ্ব ও সহস্রগাভী এখনই দান করতে উদ্যত হয়েছেন ॥ ৮ ॥

তিনি স্বর্গের উচ্চপ্রদেশের মতো উন্নত প্রদেশের মতো উন্নতভাবে অবস্থিত আছেন, তাঁর তুল্য কার্য করতে কারো সাধ্য নেই। সাবর্ণ্য মনুর দান নদীর মতো ধরাতলে বিস্তীর্ণ হয়েছে ॥ ৯ ॥

যদু ও তুর্বা নামে দাস জাতীয় দুই রাজা গাভীবর্গে পরিবৃত হয়ে এবং অতি সুন্দর বাক্য বলতে বলতে সেই মনুর ভোজনের জন্য আয়োজন ক'রে দেয় ॥ ১০ ॥

মনু সহস্রগাভী দান করেন, তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি, তাঁর যেন কোন অনিষ্ট না হয়। তাঁর দান সূর্যের সঙ্গে স্পর্ধা ক'রে সর্বত্র গতিবিধি করুক। দেবতাগণ সেই সাবর্ণি মনুর পরমায়ু বৃদ্ধি করুন। তাঁর নিকট আমরা অনবরত অন্ন প্রাপ্ত হয়ে থাকি ॥ ১১ ॥

টীকা — ১০ ঋকে দুই দাস রাজার উল্লেখ আছে।—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৩ সূক্ত —

[দেবতা : পথ্যাস্বস্তি ও বিশ্বদেব। ঋষি : গয়। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

পরাবতো যে দিধিষন্ত আপ্যং মনুপ্রীতাসো জনিমা বিবস্বতঃ।
যযাতের্যে নহুষ্যস্য বর্হিষি দেবা আসতে তে অধি ব্রুবন্তু নঃ ॥ ১॥
বিশ্বা হি বো নমস্যানি বন্দ্যা নামানি দেবা উত যজ্ঞিয়ানি বঃ।
যে স্থ জাতা অদিতেরদ্ভ্যস্পরি যে পৃথিব্যাস্তে ম ইহ শ্রুতা হ বম্ ॥ ২॥
যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীয়ূষং দ্যৌরদিতিরদ্রিবর্হাঃ।
উক্থশুষ্মান্বৃষভরান্ত্স্বপ্নসস্তাঁ আদিত্যাঁ অনু মদা স্বস্তয়ে ॥ ৩॥
নৃচক্ষসো অনিমিষন্তো অর্হণা বৃহদ্দেবাসো অমৃতত্বমানশুঃ।
জ্যোতীরথা অহিমায়া অনাগসো দিবো বর্ষ্মাণং বসতে স্বস্তয়ে ॥ ৪॥
সম্রাজো যে সুবৃধো যজ্ঞমাযযুরপরিহ্বৃতা দধিরে দিবি ক্ষয়ম্।
তাঁ আ বিবাস নমসা সুবৃক্তিভির্মহো আদিত্যাঁ অদিতিং স্বস্তয়ে ॥ ৫॥
কো বঃ স্তোমং রাধতি যং জুজোষথ বিশ্বে দেবাসো মনুষো যতি ষ্ঠন।
কো বোঽধ্বরং তুবিজাতা অরং করদ্যো নঃ পর্ষদত্যংহঃ স্বস্তয়ে ॥ ৬॥
যেভ্যো হোত্রাং প্রথমামায়েজে মনুঃ সমিদ্ধাগ্নির্মনসা সপ্ত হোতৃভিঃ।
ত আদিত্যা অভয়ং শর্ম যচ্ছত সুগা নঃ কর্ত সুপথা স্বস্তয়ে ॥ ৭॥
য ঈশিরে ভুবনস্য প্রচেতসো বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতশ্চ মন্তবঃ।
তে নঃ কৃতাদকৃতাদেনসস্পর্যদ্যা দেবাসঃ পিপৃতা স্বস্তয়ে ॥ ৮॥
ভরেম্বিন্দ্রং সুহবং হবামহেঽংহোমুচং সুকৃতং দৈব্যং জনম্।
অগ্নিং মিত্রং বরুণং সাতয়ে ভগং দ্যাবাপৃথিবী মরুতঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯॥
সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্।
দৈবী নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ১০॥
বিশ্বে যজত্রা অধি বোচতোতয়ে ত্রায়ধ্বং নো দুরেবায়া অভিহ্রুতঃ।
সত্যয়া বো দেবহূত্যা হুবেম শৃণ্বতো দেবা অবসে স্বস্তয়ে ॥ ১১॥
অপামীবামপ বিশ্বামনাহুতিমপারাতিং দুর্বিদত্রামঘায়তঃ।
আরে দেবা দ্বেষো অস্মদ্যুযোতনোরু ণঃ শর্ম যচ্ছতা স্বস্তয়ে ॥ ১২॥
অরিষ্টঃ স মর্তো বিশ্ব এধতে প্র প্রজাভির্জায়তে ধর্মণস্পরি।
যমাদিত্যাসো নয়থা সুনীতিভিরতি বিশ্বানি দুরিতা স্বস্তয়ে ॥ ১৩॥
যং দেবাসোঽবথ বাজসাতৌ যং শূরসাতা মরুতো হিতে ধনে।
প্রাতর্যাবাণং রথমিন্দ্র সানসিমরিষ্যন্তমা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ১৪॥

স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বসু স্বপ্স্বন্তু বৃজনে স্বর্বতি।
স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু যোনিষু স্বস্তি রায়ে মরুতো দধাতন ॥ ১৫ ॥
স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা রেক্ণস্বত্যভি বা বামমেতি।
সা নো অমা সো অরণে নি পাতু, স্বাবেশা ভবতু দেবগোপা ॥ ১৬ ॥
এবা প্লতেঃ সূনুরবীবৃধদ্বো বিশ্ব আদিত্যা অদিতে মনীষী।
ঈশানাসো নরো অমর্ত্যেনাস্তাবি জনো দিব্যো গয়েন ॥ ১৭ ॥

মন্ত্রার্থ — যে সকল দেবতা অতি দূরদেশ হ'তে আগমন ক'রে মানবগণের সাথে বন্ধুত্ব করেন, যাঁরা বিবস্বানের পুত্র মনুর সন্তানগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের আশ্রয় দান করেন; যারা নহুষপুত্র যযাতির যজ্ঞে অধিষ্ঠান হন, তাঁরা আমাদের মঙ্গল করুন ॥ ১ ॥

হে দেবতাগণ! তোমাদের সকল নামই নমস্কার করবার যোগ্য, বন্দনীয় এবং যজ্ঞে উচ্চারণযোগ্য। যাঁরা অদিতির গর্ভে জন্মেছেন, কিংবা জলে, কিংবা পৃথিবী হ'তে জন্মেছেন, তাঁরা সকলে আমার এই আহ্বান শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

সকলের জননীভূতা পৃথিবী যাদের জন্য মধুময় দুগ্ধ প্রবাহিত ক'রে দেন এবং মেঘ সমাকীর্ণ অবিনাশী আকাশ অমৃত ধারণ করেন, সেইসকল অদিতি সন্তান দেবতাগণকে স্তব করো, তাতে মঙ্গল হবে, তাঁদের ক্ষমতা অতি প্রশংসনীয়, তাঁরা বৃষ্টি আহরণ করেন, তাঁদের কার্য অতি সুন্দর ॥ ৩ ॥

সেইসকল প্রবল পরাক্রান্ত দেবতা লোকের নিকট পূজা প্রাপ্তির জন্য অমরত্বগুণ লাভ করেছেন। তারা অনিমেষ নয়নে মানবগণকে দর্শন, অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করেন। তাঁদের রথ জ্যোতির্ময়, তাঁদের কার্যের বিঘ্ন নেই, তাঁরা নিষ্পাপ; তাঁরা লোকের মঙ্গলের জন্য স্বর্গের উন্নতপ্রদেশে বাস করেন ॥ ৪ ॥

যাঁরা উত্তম শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উজ্জ্বলমূর্তিতে যজ্ঞে আগমন করেছেন, যাঁরা দুর্ধর্ষ হয়ে স্বর্গে বাস করেন, সেই সকল প্রধান দেবতাকে নমোবাক্যে এবং সুরচিত স্তবের দ্বারা সেবা করো এবং মঙ্গলের জন্য অদিতিকে সেবা করো ॥ ৫ ॥

হে জ্ঞানসম্পন্ন সমস্ত দেবতা! তোমরা যতগুলি আছ, তোমরা যে স্তব প্রাপ্ত হয়ে থাকো, কে তোমাদের জন্য সেই স্তব প্রস্তুত করে? হে বংশবৃদ্ধিসম্পন্ন দেবতাগণ! যে যজ্ঞ পাপ হ'তে ত্রাণপূর্বক কল্যাণ বিতরণ করে, কে তোমাদের জন্য সেই যজ্ঞের আয়োজন করে? ॥ ৬ ॥

মনু অগ্নি প্রজ্বলিত ক'রে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সাতজন হোতা সহ যে সকল দেবতার উদ্দেশে অতি উৎকৃষ্ট হোমের দ্রব্য উৎসর্গ করেছেন, সেই সমস্ত দেবতাগণ আমাদের অভয় দান করুন এবং সুখী করুন; আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা প্রদান করুন এবং কল্যাণ বিতরণ করুন ॥ ৭ ॥

যাদের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞান সুন্দর, যারা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগতের অধীশ্বর, হে তাদৃশ দেবতাগণ! এইক্ষণে আমাদের অতীত ভবিষ্যৎ সকল পাপ হ'তে পার করো এবং কল্যাণ বিতরণ করো ॥ ৮ ॥

আমরা সকল যজ্ঞে ইন্দ্রকে আহ্বান ক'রে থাকি, তাঁকে আহ্বান করতে আনন্দ হয়। সকল দেবতাবর্গকেও আহ্বান করি, তাঁরা পাপ হ'তে মুক্তি প্রদান করেন, তাঁদের কার্য সুন্দর, আমরা কল্যাণ ও ধন লাভের জন্য অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ভগ, দ্যাবাপৃথিবী ও মরুদ্গণকে আহ্বান ক'রে থাকি ॥ ৯ ॥

আমরা মঙ্গলের জন্য দ্যুলোকস্বরূপ নৌকাতে আরোহণ ক'রে যেন দেবত্ব প্রাপ্ত হই। এই

নৌকাতে আরোহণ করলে রক্ষা প্রাপ্তির বিষয়ে কোন ভাই নেই; এ অতি বিস্তীর্ণ; এতে আরোহণ করলে সুখী হওয়া যায়; এর ক্ষয় নেই; এর গঠন অতি চমৎকার; এর চরিত্র সুন্দর; এটি নিষ্পাপ ও অবিনাশী ॥ ১০ ॥

হে যজ্ঞভাগগ্রাহী সকল দেবতাগণ। আমাদের আশ্রয় প্রদান করবে তা' স্বীকার করো। সাংঘাতিক দুর্গতি হ'তে আমাদের ত্রাণ করো। এই সত্যস্বরূপ যজ্ঞের আয়োজন ক'রে তোমাদের আহ্বান করি। শ্রবণ করো, রক্ষা করো এবং কল্যাণ বিতরণ করো ॥ ১১ ॥

হে দেবতাগণ। আমাদের রোগ ও সর্বপ্রকার অধর্ম বুদ্ধি দূর করো। দান না করবার বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়। দুষ্টাশয় ব্যক্তির দুর্বুদ্ধি দূর করো। আমাদের শত্রুবর্গকে অতি দূরে নিয়ে যাও। আমাদের বিশিষ্ট সুখ ও কল্যাণ দান করো ॥ ১২ ॥

হে অদিতি সন্তান দেবগণ। তোমরা যাকে উত্তম পথ দেখিয়ে দিয়ে সমস্ত পাপ হ'তে পার ক'রে কল্যাণে উপনীত করো, এমন যে কোন ব্যক্তিই শ্রীবৃদ্ধিশালী হয়, তার কোন অনিষ্ট ঘটে না, সে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তার বংশ বৃদ্ধি হয় ॥ ১৩ ॥

হে দেবতাগণ। অন্ন লাভের জন্য তোমরা যে রথ রক্ষা কর; হে মরুদ্গণ। যুদ্ধের সময় সঞ্চিত ধন লাভের জন্য তোমরা যে রথ রক্ষা কর; হে ইন্দ্র। তোমার সেই যে রথ—যা প্রাতঃকালে যুদ্ধে গমন করে, তা'কে ভজনা করা উচিত, যাকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না, আমরা যেন সেই রথে আরোহণপূর্বক কল্যাণভাগী হই ॥ ১৪ ॥

কি সুপথে, কি মরুভূমিতে, আমাদের কল্যাণ হোক, জলে কি যুদ্ধে আমাদের কল্যাণ হোক; যে স্থানে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ হচ্ছে, এমন সৈন্য মধ্যে আমাদের কল্যাণ হোক; যথায় পুত্র উৎপন্ন হয়, আমাদের সম্বন্ধীয় সেই স্ত্রীযোনিতে কল্যাণ হোক। হে দেবতাগণ। ধনলাভের জন্য আমাদের মঙ্গল বিধান করো ॥ ১৫ ॥

যে পৃথিবীপথে গমনকালে মঙ্গল ক'রে থাকেন; যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধনে পরিপূর্ণ; যিনি রমণীয় যজ্ঞের স্থানে উপস্থিত আছেন; তিনি কি গৃহে, কি অরণ্যে আমাদের রক্ষা করুন; দেবতাগণ তাঁকে রক্ষা করুন, আমরা যেন সুখে তা'তে বাস করি ॥ ১৬ ॥

হে সমস্ত অদিতি সন্তানগণ। হে অদিতি। ধ্যানপরায়ণ প্লুতি তনয় গয় এইভাবে তোমাদের সংবর্ধনা করলেন। অমরগণের প্রসাদে মানবগণ প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। সকল দেবতাকে গয় স্তব করলেন ॥ ১৭ ॥

টীকা — ১০ ঋকে দেবত্ব প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৪ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেব। ঋষি : গয়। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কথা দেবানাম্ কতমস্য যামনি সুমন্তু নাম শৃণ্বতাম্ মনামহে।
কো মৃলাতি কতমো নো ময়স্করৎ কতম ঊতী অভ্যা ববর্ততি ॥ ১ ॥

ক্রতুযন্তি ক্রতবো হৃৎসু ধীতয়ো বেনন্তি বেনাঃ পতয়ন্ত্যা দিশঃ।
ন মর্ডিতা বিদ্যতে অন্য এভ্যো দেবেষু মে অধি কামা অযংসত ॥ ২॥
নরা বা শংসং পূষণমগোহ্যমগ্নিং দেবেদ্ধমভ্যর্চসে গিরা।
সূর্যামাসা চন্দ্রমসা যমং দিবি ত্রিতং বাতমুষসমক্তুমশ্বিনা ॥ ৩॥
কথা কবিস্তুবীরবান্ কয়া গিরা বৃহস্পতির্বাবৃধতে সুবৃক্তিভিঃ।
অজ একপাৎ সুহবেভির্ঋক্কভিরহিঃ শৃণোতু বুধ্ন্যোঽহবীমনি ॥ ৪॥
দক্ষস্য বাদিতে জন্মনি ব্রতে রাজানা মিত্রাবরুণা বিবাসসি।
অতূর্তপন্থাঃ পুরুরথো অর্যমা সপ্তহোতা বিষুরূপেষু জন্মসু ॥ ৫॥
তে নো অর্বন্তো হবনশ্রুতো হবং বিশ্বেশৃণ্বন্তু বাজিনো মিতদ্রবঃ।
সহস্রসা মেধসাতাবিব ত্মনা মহো যে ধনং সমিথেষু জভ্রিরে ॥ ৬॥
প্র বো বায়ুং রথযুজং পুরন্ধিং স্তোমৈঃ কৃণুধ্বং সখ্যায় পূষণম্।
তে হি দেবস্য সবিতুঃ সবীমনি ক্রতুং সচন্তে সচিতঃ সচেতসঃ ॥ ৭॥
ত্রিঃ সপ্ত সস্রা নদ্যো মহীরপো বনস্পতীন্ পর্বতাঁ অগ্নিমূতয়ে।
কৃশানুমস্তৄন্তিষ্যং সধস্থ আ রুদ্রং রুদ্রেষু রুদ্রিয়ং হবামহে ॥ ৮॥
সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুরূর্মিভির্মহো মহীরবসা যন্তু বক্ষণীঃ।
দেবীরাপো মাতরঃ সূদয়িত্ন্বো ঘৃতবৎ পয়ো মধুমন্নো অর্চত ॥ ৯॥
উত মাতা বৃহদ্দিবা শৃণোতু নস্ত্বষ্টা দেবেভির্জনিভিঃ পিতা বচঃ।
ঋভুক্ষা বাজো রথস্পতির্ভগো রণ্বঃ শংসঃ শশমানস্য পাতু নঃ ॥ ১০॥
রণ্বঃ সন্দৃষ্টৌ পিতুমাঁ ইব ক্ষয়ো ভদ্রা রুদ্রাণাং মরুতামুপস্তুতিঃ।
গোভি ষ্যাম যশসো জনেষ্বা সদা দেবাস ইলয়া সচেমহি ॥ ১১॥
যাং মে ধীয়ং মরুত ইন্দ্র দেবা অদদাত বরুণ মিত্র যূয়ম্।
তাং পীপয়ত পয়সেব ধেনুং কুবিদ্গিরো অধি রথে বহাথ ॥ ১২॥
কুবিদঙ্গ প্রতি যথা চিদস্য নঃ সজাত্যস্য মরুতো বুবোধথ।
নাভা যত্র প্রথমং সন্নসামহে তত্র জামিত্বমদিতির্দধাতু নঃ ॥ ১৩॥
তে হি দ্যাবাপৃথিবী মাতরা মহী দেবী দেবাঞ্জন্মনা যজ্ঞিয়ে ইতঃ।
উভে বিভৃত উভয়ং ভরীমভিঃ পুরূ রেতাংসি পিতৃভিশ্চ সিঞ্চতঃ ॥ ১৪॥
বি ষা হোত্রা বিশ্বমশ্নোতি বার্যং বৃহস্পতিররমতিঃ পনীয়সী।
গ্রাবা যত্র মধুষুদুচ্যতে বৃহদবীবশন্ত মতিভির্মনীষিণঃ ॥ ১৫॥
এবা কবিস্তুবীরবাঁ ঋতজ্ঞা দ্রবিণস্যুর্দ্রবিণসশ্চকানঃ।
উক্থেভিরত্র মতিভিশ্চ বিপ্রোঽপীপয়দ্গয়ো দিব্যানি জন্ম ॥ ১৬॥
এবা প্লতেঃ সূনুরবীবৃধদ্বো বিশ্ব আদিত্যা অদিতে মনীষী।
ঈশানাসো নরো অমর্ত্যেনাস্তাবি জনো দিব্যো গয়েন ॥ ১৭॥

মন্ত্রার্থ — যজ্ঞের সময় দেবতাগণ আমাদের স্তব শ্রবণ ক'রে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কা'র স্তব কি উপায়ে উত্তম রূপে রচনা করি? কে আমাদের কৃপা করেন? কে সুখ বিধান করেন? কেই বা রক্ষা করবার জন্য আমাদের নিকট আগমন করেন? ॥ ১ ॥

অনুষ্ঠান সকল অনুষ্ঠিত হচ্ছে; দেবতাগণের স্তব সকল হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে; উৎকৃষ্ট ভাবসকল স্ফূর্তি প্রাপ্ত হচ্ছে; মনের প্রার্থনা সকল উপস্থিত হয়েছে; আমার মনের অভিলাষগুলি দেবতাগণের দিকে বাঁধা আছে। তাঁরা ব্যতীত সুখদাতা আর কেউ নেই ॥ ২ ॥

মানবগণ যাঁকে বর্ণনা করেন, সেই পূষাদেবকে স্তবের দ্বারা পূজা করো; দেবতাগণ যাকে প্রজ্বলিত করেছেন, সেই দুর্ধর্ষ অগ্নিকে স্তবের দ্বারা পূজা করো। সূর্য ও চন্দ্র ও যম ও দিব্যলোকবাসী ত্রিত ও বাত ও উষা ও রাত্রি ও অশ্বিদ্বয়কে স্তব করো ॥ ৩ ॥

জ্ঞানী অগ্নি কী ভাবে এবং কি বাক্যের দ্বারা বৃদ্ধিযুক্ত হন? অজ একপাদ ও অহির্বুধ্ন আমাদের আহ্বানকালে সুরচিত স্তবসকল শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥

হে অবিনাশী পৃথিবী! সূর্যের জন্ম ব্যাপারের সময় তুমি, মিত্র ও বরুণ এই দুই রাজার পরিচর্যা ক'রে থাক। সেই সূর্য বৃহৎ রথে আরোহণপূর্বক শনৈঃ শনৈঃ গমন করেন, তাঁর জন্ম নানা মূর্তিতে হয়; সপ্ত ঋষি তাঁর আহ্বানকর্তা ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রের যে সকল ঘোটক নিজে হ'তে যুদ্ধের সময় বিস্তর ধন শত্রুগণের নিকট হ'তে হরণ করলো, তা'রা যেন যজ্ঞের সময় সর্বদাই সহস্র ধন দান করেন; যারা সুশিক্ষিত ঘোটকের মতো পরিমিতরূপে চরণ ক্ষেপ করে, তারা সকলে আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুক, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে তারা কখনই পরাঙ্মুখ নয় ॥ ৬ ॥

হে স্তবকর্তাগণ! রথযোজনকারী বায়ুকে এবং বজ্রকার্যকারী ইন্দ্রকে স্তব ক'রে তোমাদের বন্ধুত্ব স্বীকার করাও। তাঁরা সকলে এক মন ও অনন্যমনা হয়ে সূর্যের প্রসব সময়ে অর্থাৎ প্রভাতে যজ্ঞে উপস্থিত হন ॥ ৭ ॥

প্রবাহশালিনী ত্রিগুণিত সপ্ত সংখ্যক প্রকাণ্ড নদী এবং জল, বনতরুগণ, পর্বত, অগ্নি, কৃশানু নামক দেব, বাণক্ষেপকারী গন্ধর্বগণ, তিষ্য, রুদ্র এবং রুদ্রগণের মধ্যে প্রধান রুদ্র, আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য এদের সকলকে আমরা আহ্বান করছি ॥ ৮ ॥

সরস্বতী, সরযূ এবং সিন্ধু এই সকল মহাতরঙ্গশালিনী প্রবাহশালিনী নদী রক্ষা করতে আগমন করুন। জল প্রেরণকারিণী জননীস্বরূপা এই সকল দেবী আমাদের ঘৃততুল্য, মধুতুল্য জল দান করুন ॥ ৯ ॥

সেই বিপুল দীপ্তিশালিনী দেবতা এবং দেবপিতা ত্বষ্টা আপন পুত্র দেবতাগণের সাথে আমাদের বাক্য শ্রবণ করুন। আমরা উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ করছি, আমাদের ইন্দ্র এবং বাজ এবং রথপতি ভগ রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥

যেমন অন্ন পরিপূর্ণ গৃহ রমণীয়, মরুদ্‌গণ দেখতে তেমনই রমণীয়। রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণের স্তবে মঙ্গল হয়ে থাকে। লোকদের মধ্যে আমরা গোধনে ধনী হয়ে যেন যশস্বী হই। যেন সর্বদাই আমরা স্তবের দ্বারা দেবতাগণকে ভজনা করি ॥ ১১ ॥

হে মরুদ্‌গণ! হে দেবতাগণ! হে বরুণ! হে মিত্র! তোমাদের প্রসাদে আমি যে সুমতি প্রাপ্ত হয়েছি, যেমন গাভী দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়, সেইরকম সেই সুমতিকে পরিপূর্ণ করো। তোমরা আমার স্তব শ্রবণপূর্বক অনেক বার রথারোহণে যজ্ঞে আগমন করেছো ॥ ১২ ॥

হে মরুদ্‌গণ। তোমরা যেমন পূর্বে অনেক বার আমাদের বন্ধুত্বের অনুরোধ রক্ষা করেছো, সেইরকম এখনও করো। আমরা যে স্থানে সর্বপ্রথম যজ্ঞবেদী সংস্থাপন করি, সেখানে পৃথিবী আমাদের আত্মীয়ের মতো কার্য করুন ॥ ১৩ ॥

সেই সর্বজনবিদিত দ্যাবাপৃথিবী অতিমহতী জননীস্বরূপা, সেই দুই দেবী যজ্ঞের সময় আপন পুত্র দেবতাগণের সাথে আগমন করেন, তাঁরা উভয়ে দুই ভুবনকে নানা উপায়ে ধারণ ক'রে রাখেন। তাঁরা পিতৃলোকগণের সাথে মিলিত হয়ে প্রচুর শুক্র অর্থাৎ বৃষ্টিবারি সেচন করেন ॥ ১৪ ॥

সেই হোমের মন্ত্র সর্বরকম কাম্য বস্তুর বিষয়ই উল্লেখ করে, সেই মন্ত্র প্রধান ব্যক্তিবর্গকে পালন করে, সে অবিশ্রান্ত দেবতাগণকে স্তব করছে। সেই মন্ত্রে মধু উৎপাদনকারী প্রস্তর বৃহৎ ব'লে কীর্তিত আছে। বিদ্বানগণ স্তবের দ্বারা দেবতাগণকে যজ্ঞকামুক করেছেন ॥ ১৫ ॥

যিনি জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁর বিস্তর স্তবের সঞ্চয় আছে, যিনি যজ্ঞানুষ্ঠান জানেন, সেই মেধাবী গয় ঋষি বিশিষ্ট ধন কামনার দ্বারা প্রবর্তিত হয়ে সকল দেবতাকে উত্তম উত্তম স্তব ও স্তবের দ্বারা এইভাবে আপ্যায়িত করলেন ॥ ১৬ ॥

পূর্ব সূক্তের শেষ ঋকের সাথে অভিন্ন ॥ ১৭ ॥

টীকা — ৯ ঋকে সরস্বতী, সরযু ও সিন্ধু নদীর উল্লেখ। সরযু নদী সিন্ধু নদীর শাখা, আধুনিক সরযু নদী নয়।

◆ ◆

— ৬৫ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বসুকর্ণ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্‌]

অগ্নিরিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা বায়ুঃ পূষা সরস্বতী সজোষসঃ।
আদিত্যা বিষ্ণুর্মরুতঃ স্বর্বৃহৎসোমো রুদ্রো অদিতির্ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রাগ্নী বৃত্রহত্যেষু সৎপতী মিথো হিন্বানা তন্বা সমোকসা।
অন্তরিক্ষং মহ্যা পপ্রুরোজসা সোমো ঘৃতশ্রীর্মহিমানমীরয়ন্‌ ॥ ২ ॥
তেষাং হি মহ্না মহতামনর্বণাং স্তোমাঁ ইয়র্ম্যৃতজ্ঞা ঋতাবৃধাম্‌।
যে অপ্সবমর্ণবং চিত্ররাধসস্তে নো রাসন্তাং মহয়ে সুমিত্র্যাঃ ॥ ৩ ॥
স্বর্ণরমন্তরিক্ষাণি রোচনা দ্যাবাভূমী পৃথিবীং স্কম্ভুরোজসা।
পৃক্ষা ইব মহয়ন্তঃ সুরাতয়ো দেবাঃ স্তবন্তে মনুষায় সূরয়ঃ ॥ ৪ ॥
মিত্রায় শিক্ষ বরুণায় দাশুষে যা সম্রাজা মনসা ন প্রযুচ্ছতঃ।
যয়োর্ধাম ধর্মণা রোচতে বৃহদ্যয়োরুভে রোদসী নাধসী বৃতৌ ॥ ৫ ॥
যা গৌর্বর্তনিং পর্যেতি নিষ্কৃতং পয়ো দুহানা ব্রতনীরবারতঃ।
সা প্রব্রুবাণা বরুণায় দাশুষে দেবেভ্যো দাশদ্ধবিষা বিবস্বতে ॥ ৬ ॥

দিবক্ষসো অগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধ ঋতস্য যোনিং বিমৃশন্ত আসতে।
দ্যাং স্কভিত্ব্যপ আ চক্রুরোজসা যজ্ঞং জনিত্বী তন্বী নি মামৃজুঃ ॥ ৭॥
পরিক্ষিতা পিতরা পূর্বজাবরী ঋতস্য যোনা ক্ষয়তঃ সমোকসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণায় সব্রতে ঘৃতবৎ পয়ো মহিষায় পিন্বতঃ ॥ ৮॥
পর্জন্যাবাতা বৃষভা পুরীষিণেন্দ্রবায়ূ বরুণো মিত্রো অর্যমা।
দেবাঁ আদিত্যাঁ অদিতিং হবামহে যে পার্থিবাসো দিব্যাসো অপ্সু যে ॥ ৯॥
ত্বষ্টারং বায়ুমৃভবো য ওহতে দৈব্যা হোতারা উষসং স্বস্তয়ে।
বৃহস্পতিং বৃত্রখাদং সুমেধসমিন্দ্রিয়ং সোমং ধনসা উ ঈমহে ॥ ১০॥
ব্রহ্ম গামশ্বং জনয়ন্ত ওষধীর্বনস্পতীন্ পৃথিবীং পর্বতাঁ অপঃ।
সূর্যং দিবি রোহয়ন্তঃ সুদানব আর্যা ব্রতা বিসৃজন্তো অধি ক্ষমি ॥ ১১॥
ভুজ্যুমংহসঃ পিপৃথো নিরশ্বিনা শ্যাবং পুত্রং বধ্রিমত্যা অজিন্বতম্।
কমদ্যুবং বিমদায়োহথুর্যুবং বিষ্ণাপ্বং বিশ্বকায়াব সৃজথঃ ॥ ১২॥
পাবীরবী তন্যতুরেকপাদজো দিবো ধর্তা সিন্ধুরাপঃ সমুদ্রিয়ঃ।
বিশ্বে দেবাসঃ শৃণবন্বচাংসি মে সরস্বতী সহ ধীভিঃ পুরন্ধ্যা ॥ ১৩॥
বিশ্বে দেবাঃ সহ ধীভিঃ পুরন্ধ্যা মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
রাতিষাচো অভিষাচঃ স্বর্বিদঃ স্বর্গিরো ব্রহ্ম সূক্তং জুষেরত ॥ ১৪॥
দেবান্বসিষ্ঠো অমৃতান্ববন্দে যে বিশ্বা ভুবনাভি প্রতস্থুঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্যমা, বায়ু, পূষা, সরস্বতী, আদিত্যগণ, বিষ্ণু, মরুদ্‌গণ, বৃহৎ স্বর্গ, সোম, রুদ্র, অদিতি, ব্রহ্মণস্পতি, এঁরা সকলে পরস্পর মিলিত আছেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্র ও অগ্নি, এঁরা শিষ্টপালন কর্তা, এঁরা যুদ্ধের সময় একত্র হয়ে আপন ক্ষমতার দ্বারা শত্রুগণকে বিতাড়িত ক'রে দেন এবং প্রকাণ্ড আকাশ আপন তেজে পূর্ণ করেন। ঘৃতযুক্ত সোমরস তাঁদের বল বর্ধিত ক'রে দেয় ॥ ২ ॥

সেই মহৎ অপেক্ষাও মহৎ ও অবিচলিত ও যজ্ঞবৃদ্ধিকারী দেবতাগণের উদ্দেশে আমি যজ্ঞ অবগত হয়ে স্তবসমূহ প্রেরণ করছি, যাঁরা সুশ্রী মেঘ হ'তে জল বর্ষণ করেন, সেই পরম বন্ধু দেবতাগণ আমাদের ধন দান ক'রে শ্রেষ্ঠ করুন ॥ ৩ ॥

সেই দেবতাগণ সকলের নায়কস্বরূপ সূর্যকে এবং আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদিকে এবং দ্যুলোক ও ভূলোক ও পৃথিবীকে নিজবলে স্বস্থানবর্তী ক'রে রেখেছেন। তাঁরা ধনদানকারী ব্যক্তিবর্গের মতো উত্তম দান ক'রে মানবগণকে শ্রেষ্ঠ করছেন। মানবগণের নিকট ধন প্রেরণ করেন, এই কারণে তাদের স্তব করা হচ্ছে ॥ ৪ ॥

মিত্র ও দাতা বরুণকে হোমের দ্রব্য নিবেদন করো। তাঁরা দুই জন রাজার রাজা, তাঁরা কখনও অমনোযোগী হন না, তাঁদের ধাম উত্তমভাবে সংধারিত হয়ে অত্যন্ত দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। দুই

দ্যাবাপৃথিবী তাঁদের নিকট যাচকের ভাবে অবস্থিত আছেন ॥ ৫ ॥

যে গাভী অপ্রার্থিত হয়ে পবিত্রস্থান যজ্ঞে আগমন করে, যে দুগ্ধ দানপূর্বক যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করে, সেই গাভী আমার প্রস্তাবমতো দাতা বরুণকে এবং অন্য অন্য দেবতাকে হোমের দ্রব্য দান করুন এবং দেবতার সেবক যে আমি, আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

যাঁরা আপন তেজে আকাশ পূর্ণ করেন, অগ্নিই যাঁদের জিহ্বা, যাঁরা যজ্ঞের বৃদ্ধি করেন, তাঁরা আপন আপন স্থান বুঝে যজ্ঞের স্থানে উপবেশন করছেন। তাঁরা আকাশকে উন্নত ক'রে জল নির্গত করেছেন এবং যজ্ঞ সৃষ্টি ক'রে নিজেদের শরীর ভূষিত ক'রে দেন ॥ ৭ ॥

দ্যাবা ও পৃথিবী এঁরা সর্বস্থান ব্যেপে আছেন, এঁরা সকলের মাতা পিতৃস্বরূপ, সকলের পূর্বে জন্মেছেন, উভয়েরই স্থান এক; উভয়েই যজ্ঞস্থানে বাস করেন। উভয়ে একমনা হয়ে সেই মহীয়ান বরুণকে ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ প্রদান করেছেন ॥ ৮ ॥

মেঘ আর বায়ু, এঁরা বৃষ্টি বর্ষণকারী জলের ভাণ্ডার ধারণ করেন। ইন্দ্র ও বায়ু, বরুণ, মিত্র, অর্যমা, এঁদের এবং অদিতিসন্তান দেবতাগণকে এবং অদিতিকে আহ্বান করছি। যাঁরা পৃথিবীতে বা আকাশে, বা জলে থাকেন, তাঁদেরও আহ্বান করছি ॥ ৯ ॥

হে ঋভুগণ! যে সোম দেতাগণের আহ্বানকর্তা ত্বষ্টা ও বায়ুর নিকট তোমাদের মঙ্গলের জন্য গমন করে; অপিচ বৃহস্পতি ও বৃত্রনিধনকারী ইন্দ্রের নিকট গমন করে, ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ সেই সোমকে আমরা ধনের জন্য যাচ্ঞা ক'রি ॥ ১০ ॥

সেই দেবতাগণ পুণ্য কর্ম ও গাভী ও অশ্ব উৎপাদন করেছেন, বৃক্ষলতা ও বনতরু এবং পৃথিবী ও পর্বতগণকে সৃষ্টি করেছেন, সূর্যকে আকাশে আরোপিত করেছেন; তাঁদের দান অতি চমৎকার, তাঁরা পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কার্য সম্পন্ন করেছেন ॥ ১১ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভুজ্যুকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করেছিলে, বধ্রিমতী নাম্নী রমণীকে পিঙ্গলবর্ণ এক পুত্র দিয়েছিলে, বিমদ ঋষিকে সুরূপা ভার্যা আনয়ন ক'রে দিয়েছিলে এবং বিশ্বক ঋষিকে বিষ্টাপু নামক পুত্র দান করেছিলে ॥ ১২ ॥

অস্ত্রধারিণী ও বজ্রের মতো নির্ঘোষযুক্তা দৈববাণী এবং একপাদ অজ এবং আকাশে ধারণকর্তা ও নদী ও সমুদ্রের জল এবং তাবৎ দেবতা এঁরা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আর নানা ভাব ও নানা চিন্তা যাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সেই সরস্বতীও শ্রবণ করুন ॥ ১৩ ॥

যাঁদের সঙ্গে নানা ভাব ও নানা চিন্তা বিদ্যমান আছে, যাঁদের উদ্দেশে মনু যজ্ঞ করেছেন, যাঁরা অমর, যাঁরা যজ্ঞ উত্তমভাবে জানেন, যাঁরা সকলে একত্র হয়ে হোমের দ্রব্য গ্রহণ করেন, যাঁরা সকলই অবগত আছেন, সেই সকল দেবতা আমাদের সমস্ত স্তব এবং উত্তমভাবে নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করুন ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠবংশসম্ভূত এই ঋষি অমর দেবতাগণকে বন্দনা করেছেন। সেই দেবতাগণ সমস্ত ভুবন আবৃত ক'রে রেখেছেন। তাঁরা অন্য উৎকৃষ্ট ধন দান করুন। হে দেবতাগণ! তোমরা মঙ্গল বিধানপূর্বক আমাদের সর্বদা রক্ষা করো ॥ ১৫ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৬ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বসুকর্ণ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

দেবান্ হুবে বৃহচ্ছ্রবসঃ স্বস্তয়ে জ্যোতিষ্কৃতো অধ্বরস্য প্রচেতসঃ।
যে বাবৃধুঃ প্রতরং বিশ্ববেদস ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাসো অমৃতা ঋতাবৃধঃ ॥ ১॥
ইন্দ্রপ্রসূতা বরুণপ্রশিষ্টা সূর্যস্য জ্যোতিষো ভাগমানশুঃ।
মরুদ্গণে বৃজনে মন্ম ধীমহি মাঘোনে যজ্ঞং জনয়ন্ত সূরয়ঃ ॥ ২॥
ইন্দ্রো বসুভিঃ পরি পাতু নো গয়মাদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু।
রুদ্রো রুদ্রেভির্দেবো মৃলয়াতি নস্ত্বষ্টা নো গ্নাভিঃ সুবিতায় জিন্বতু ॥ ৩॥
অদিতির্দ্যাবাপৃথিবী ঋতং মহদিন্দ্রাবিষ্ণূ মরুতঃ স্বর্বৃহৎ।
দেবাঁ আদিত্যাঁ অবসে হবামহে বসূন্রুদ্রান্তসবিতারং সুদংসসম্ ॥ ৪॥
সরস্বান্ধীভির্বরুণো ধৃতব্রতঃ পূষা বিষ্ণুর্মহিমা বায়ুরশ্বিনা।
ব্রহ্মকৃতো অমৃতা বিশ্ববেদসঃ শর্ম নো যংসন্ ত্রিবরূথমংহসঃ ॥ ৫॥
বৃষা যজ্ঞো বৃষণ সন্তু যজ্ঞিয়া বৃষণো দেবা বৃষণো হবিষ্কৃতঃ।
বৃষণা দ্যাবাপৃথিবী ঋতাবরী বৃষা পর্জন্যো বৃষণো বৃষস্তুভঃ ॥ ৬॥
অগ্নীষোমা বৃষণো বাজসাতয়ে পুরুপ্রশস্তা বৃষণা উপ ব্রুবে।
যাবীজিরে বৃষণো দেবযজ্যয়া তা নঃ শর্ম ত্রিবরূথং বি যংসতঃ ॥ ৭॥
ধৃতব্রতাঃ ক্ষত্রিয়া যজ্ঞনিষ্কৃতো বৃহদ্দিবা অধ্বরাণামভিশ্রিয়ঃ।
অগ্নিহোতার ঋতসাপো অদ্রুহোঽপো অসৃজন্ননু বৃত্রতূর্যে ॥ ৮॥
দ্যাবাপৃথিবী জনয়ন্নভি ব্রতাপ ওষধীর্বনিনানি যজ্ঞিয়া।
অন্তরিক্ষং স্বরা পপ্রুরূতয়ে বশং দেবাসস্তন্বী নি মামৃজুঃ ॥ ৯॥
ধর্তারো দিব ঋভবঃ সুহস্তা বাতাপর্জন্যা মহিষস্য তন্যতোঃ।
আপ ওষধীঃ প্র তিরন্তু নো গিরা ভগো রাতির্বাজিনো যন্তু মে হবম্ ॥ ১০॥
সমুদ্রঃ সিন্ধু রজো অন্তরিক্ষমজ একপাত্তনয়িত্নুরর্ণবঃ।
অহির্বুধ্ন্যঃ শৃণবদ্বচাংসি মে বিশ্বে দেবাস উত সূরয়ো মম ॥ ১১॥
স্যাম বো মনবো দেববীতয়ে প্রাঞ্চং নো যজ্ঞং প্রণয়ত সাধুয়া।
আদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সুদানব ইমা ব্রহ্ম শস্যমানানি জিন্বত ॥ ১২॥
দৈব্যা হোতারা প্রথমা পুরোহিত ঋতস্য পন্থামন্বেমি সাধুয়া।
ক্ষেত্রস্য পতিং প্রতিবেশমীমহে বিশ্বান্দেবাঁ অমৃতাঁ অপ্রযুচ্ছতঃ ॥ ১৩॥
বসিষ্ঠাসঃ পিতৃবদ্বাচমক্রত দেবাঁ ঈলানা ঋষিবৎ স্বস্তয়ে।
প্রীতা ইব জ্ঞাতয়ঃ কামমেত্যাস্মে দেবাসোঽব ধূনুতা বসু ॥ ১৪॥

দেবান্বসিষ্ঠো অমৃতান্ববন্দে যে বিশ্বা ভুবনাভি প্রতস্থুঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রার্থ — যে সকল দেবতা সর্বজ্ঞ, ইন্দ্রই যাঁদের প্রধান, যাঁরা অমর, যজ্ঞের বৃদ্ধি সম্পাদন করেন এবং অতি চমৎকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছেন, যাঁদের মন উৎকৃষ্ট, যাঁরা যজ্ঞকে আলোকময় করেন, সেই বহু অন্নসম্পন্ন দেবতাবৃন্দকে আহ্বান করছি ॥ ১ ॥

যাঁরা ইন্দ্র কর্তৃক উৎপাদিত হয়ে এবং বরুণ কর্তৃক আনিষ্ট হয়ে জ্যোতির্ময় সূর্যের গতিপথ পরিপূর্ণ করেছেন, সেই শত্রুসংহারকারী মরুদ্গণের স্তব চিন্তা ক'রি। হে বিদ্বানগণ! ইন্দ্রপুত্রগণের যজ্ঞ আয়োজন করো ॥ ২ ॥

ইন্দ্র বসুগণের সাথে আমাদের গৃহ রক্ষা করুন। অদিতি আদিত্যগণের সাথে আমাদের সুখ বিধান করুন। রুদ্রদেব রুদ্রপুত্র মরুদ্গণের সাথে আমাদের সুখী করুন। ত্বষ্টা পত্নীসমেত আমাদের সুখ বর্ধন করুন ॥ ৩ ॥

অদিতি, দ্যাবাপৃথিবী, প্রধান সত্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণু, মরুদ্গণ, প্রকাণ্ড স্বর্গ, অদিতিসন্তান দেবগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ এবং উত্তমদাতা সূর্য, এঁদের আহ্বান করছি, এঁরা আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

জলাধিপতি বিবিধ বুদ্ধিযুক্ত বরুণ, ব্রতরক্ষাকারী পূষা, মহীয়ান্ বিষ্ণু, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞসৃষ্টিকারী সর্বজ্ঞ অমরগণ, এঁরা আমাদের পাপ হ'তে ত্রাণ ক'রে তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান করুন ॥ ৫ ॥

যজ্ঞ অভিলষিত ফল দান করুক, যজ্ঞভাগগ্রাহিগণ বাঞ্ছাপূর্ণ করুন, দেবতাগণ এবং হোমের দ্রব্য আয়োজনকারীগণ এবং যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দ্যাবাপৃথিবী এবং পর্জন্য এবং স্তবকারিগণ সকলেই আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ॥ ৬ ॥

অন্ন প্রাপ্তির জন্য অভিমত ফলদানকারী অগ্নি ও সোমকে স্তব করছি। বিস্তর লোকে তাঁদের দাতা ব'লে প্রশংসা করে। পুরোহিতগণ তাঁদের উভয়কে যজ্ঞ উপলক্ষে পূজা প্রদান ক'রে থাকেন। তাঁরা আমাদের তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান করুন ॥ ৭ ॥

যাঁরা কর্তব্য পালনে সদা উদ্যোগী, যাঁরা বলবান্, যজ্ঞকে অলঙ্কৃত করেন, যাঁদের ঔজ্জ্বল্য অতি মহৎ, যাঁরা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন, অগ্নি যাঁদের আহ্বানকর্তা, যাঁরা সত্যের সপক্ষস্বরূপ, সেই দেবতাগণ বৃত্রের সাথে যুদ্ধ উপলক্ষে বৃষ্টিবারি সৃষ্টি করলেন ॥ ৮ ॥

দেবতাগণ আপন কার্যের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ও জল, বৃক্ষলতা ইত্যাদি এবং যজ্ঞের উপযোগী উত্তম উত্তম দ্রব্য সৃষ্টি ক'রে আকাশ ও স্বর্গ নিজের তেজে পরিপূর্ণ করলেন। তাঁরা যজ্ঞের সাথে আপন দেহ মিলিত ক'রে যজ্ঞ বিভূষিত করলেন ॥ ৯ ॥

ঋভুগণের হস্ত সুন্দর, অর্থাৎ কৌশলসম্পন্ন; তাঁরা আকাশের ধারণকর্তা। বায়ু আর মেঘ এঁদের শব্দ অতি মহৎ। জল ও বৃক্ষলতা ইত্যাদি আমাদের স্তববাক্য শিখিয়ে দিন। আর ধন দানকর্তা ভগ ও অর্যমা এঁরা সকলে আমার যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ১০ ॥

সমুদ্র, নদী, ধূলিময় পৃথিবী, আকাশ, অজ, একপাদ, শব্দকারী মেঘ, অহির্বুধ্ন্য, এঁরা আমার বাক্য সকল শ্রবণ করুন। আর প্রজ্ঞাবান, তাবৎ দেবতাও আমার বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

হে দেবগণ! আমরা মনুসন্তান, তোমাদের যজ্ঞ প্রদান করতে যেন সমর্থ হই। আমাদের চিরপ্রচলিত যজ্ঞকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করো। হে অদিতিসন্তানগণ! রুদ্রগণ! বসুগণ! তোমাদের

দানশক্তি অতি চমৎকার। আমরা এই মন্ত্রসকল পাঠ করছি, পরিতোষপূর্বক শ্রবণ করো ॥ ১২ ॥

যে দুই ব্যক্তি দেবতাগণের আহ্বানকর্তা, যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তাঁদের উদ্দেশে উত্তমভাবে যজ্ঞের পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, আমাদের নিকটস্থ ক্ষেত্রপতিকে এবং তাবৎ দেবতাকে আমাদের আশ্রয় প্রদান করতে প্রার্থনা করি, তাঁরা প্রার্থনা পূর্ণ করতে কখনও অমনোযোগী হন না ॥ ১৩ ॥

বসিষ্ঠ সন্তানগণ পিতার দৃষ্টান্তে স্তব করলো, তাঁরা মঙ্গল কামনাতে বসিষ্ঠ ঋষির মতো দেবপূজা করলো। হে দেবগণ! তোমরা আমাদের আত্মীয় বন্ধুর মতো আগমন ক'রে সন্তুষ্ট মনে অভিলষিত অর্থ দান করো ॥ ১৪ ॥

পূর্ব সূক্তের শেষ ঋকের সাথে অভিন্ন ॥ ১৫ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৭ সূক্ত —

[দেবতা : বৃহস্পতি। ঋষি : অয়াস্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন ঋত প্রজাতাং বৃহতীমবিন্দৎ।
তুরীয়ং স্বিজ্জনয়দ্বিশ্বজন্যোঽয়াস্য উকথমিন্দ্রায় শংসন্ ॥ ১ ॥
ঋতং শংসন্ত ঋজু দীধ্যানা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিপ্রং পদমঙ্গিরসো দধানা যজ্ঞস্য ধাম প্রথমং মনন্ত ॥ ২ ॥
হংসৈরিব সখিভির্বাবদদ্ভিরশ্মন্ময়ানি নহনা ব্যস্যন্।
বৃহস্পতিরভিকনিক্রদদ্গা উত প্রাস্তৌদুচ্চ বিদ্বাঁ অগায়ৎ ॥ ৩ ॥
অবো দ্বাভ্যাং পর একয়া গা গুহা তিষ্ঠন্তীরনৃতস্য সেতৌ।
বৃহস্পতিস্তমসি জ্যোতিরিচ্ছন্নুদুস্রা আকর্বি হি তিস্র আবঃ ॥ ৪ ॥
বিভিদ্যা পুরং শয়থেমপাচীং নিস্ত্রীণি সাকমুদধেরকৃন্তৎ।
বৃহস্পতিরুষসং সূর্যং গামর্কং বিবেদ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রো বলং রক্ষিতারং দুঘানাং করেণেব বি চকর্তা রবেণ।
স্বেদাঞ্জিভিরাশিরমিচ্ছমানোঽরোদয়ৎ পণিমা গা অমুষ্ণাৎ ॥ ৬ ॥
স ঈং সত্যেভিঃ সখিভিঃ শুচদ্ভির্গোধায়সং বি ধনসৈরদর্দঃ।
ব্রহ্মণস্পতির্বৃষভির্বরাহৈর্ঘর্মস্বেদেভির্দ্রবিণং ব্যানট্ ॥ ৭ ॥
তে সত্যেন মনসা গোপতিং গা ইয়ানাস ইষণয়ন্ত ধীভিঃ।
বৃহস্পতির্মিথো অবদ্যপেভিরুদুস্রিয়া অসৃজত স্বযুগ্ভিঃ ॥ ৮ ॥
তং বর্ধয়ন্তো মতিভিঃ শিবাভিঃ সিংহমিব নানদতং সধস্থে।
বৃহস্পতিং বৃষণং শূরসাতৌ ভরেভরে অনু মদেম জিষ্ণুম্ ॥ ৯ ॥

যদা বাজমসনদ্বিশ্বরূপমা দ্যামরুক্ষদুত্তরাণি সদ্ম।
বৃহস্পতিং বৃষণং বর্ধয়ন্তো নানা সন্তো বিভ্রতো জ্যোতিরাসা ॥ ১০॥
সত্যামাশিষং কৃণুতা বয়োধৈ কীরিং চিদ্ধ্যবথ স্বেভিরেবৈঃ।
পশ্চা মৃধো অপ ভবন্তু বিশ্বাস্তদ্রোদসী শৃণুতং বিশ্বমিন্বে ॥ ১১॥
ইন্দ্রো মহ্না মহতো অর্ণবস্য বি মূর্ধানমভিনদর্বুদস্য।
অহন্নহিমরিণাৎ সপ্ত সিন্ধূন্দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — আমাদের পিতা এই সপ্ত শীর্ষবিযুক্ত মহৎ স্তব রচনা করেছেন। সত্য হ'তে এর উৎপত্তি। তাবৎ লোকের হিতকারী, অযাস্য ঋষি ইন্দ্রের প্রশংসা করতে করতে চতুর্থ একটি স্তব সৃষ্টি করেছেন ॥ ১ ॥

অঙ্গিরার বংশধরগণ যজ্ঞের সুন্দর স্থানে গমন করতে মনস্থ করলো। তা'রা সত্যবাদী, তাদের মনের ভাব সরল, তা'রা স্বর্গের পুত্র, মহাবলে বলী, তা'রা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মতো আচরণ ক'রে থাকে ॥ ২ ॥

বৃহস্পতির সহায়গণ হংসের মতো কোলাহল করতে লাগলো, তাদের সাহায্যে তিনি প্রস্তরময় দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিলেন। অভ্যন্তরে রুদ্ধ গাভীগণ চীৎকার ক'রে উঠলো। তিনি উৎকৃষ্টভাবে স্তব ও উচ্চৈস্বরে গান ক'রে উঠলেন ॥৩॥

গাভীগণ নিম্নের দিকে একটি দ্বারের দ্বারা এবং উপরের দিকে দু'টি দ্বারের দ্বারা অধর্মের আলয় স্বরূপ সেই গুহার মধ্যে রুদ্ধ ছিল। বৃহস্পতি অন্ধকারের মধ্যে আলোক সহ গমন করতে ইচ্ছা ক'রে তিনটি দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিলেন এবং গাভীগণকে নিষ্কাষিত করলেন ॥ ৪ ॥

তিনি রাত্রে নিভৃতভাবে শয়নপূর্বক পুরীর পশ্চাৎভাগ বিদীর্ণ করলেন এবং সমুদ্রতুল্য সেই গুহার তিনটি দ্বারই উন্মুক্ত ক'রে দিলেন। প্রাতঃকালে তিনি পূজনীয় সূর্য আর গাভী একসঙ্গে দর্শন পেলেন, তখন তিনি মেঘের মতো বীরহুঙ্কার ছাড়ছিলেন ॥ ৫ ॥

যে বল গাভী রুদ্ধ করেছিল, তাকে ইন্দ্র আপন হুঙ্কার রবেই ছেদন করলেন। এমনভাবে ছেদন করলেন, যেন তা'র প্রতি অস্ত্রই প্রয়োগ করেছেন। ঘর্মাক্ত কলেবর বন্ধুগণের সাথে সোম পানের ইচ্ছা ক'রে তিনি পণিকে কাঁদালেন, তার গাভী কেড়ে নিলেন ॥ ৬ ॥

তিনিই সত্যবাদী, দীপ্তিমান্, ধনদানকারী সহায়গণের সাথে গাভীরোধকারী বলকে বিদীর্ণ করলেন। আর ব্রহ্মণস্পতি বিপুলমূর্তি, বদান্য, ঘর্মাক্ত কলেবর দেবতাগণের সাথে সেই গোধন অধিকার করলেন ॥ ৭ ॥

তা'রা এইরূপে গাভীর অধিকারী হয়ে সরল চিত্তে স্তুতিবাক্যের দ্বারা দেবতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো। পরস্পর সাহায্যকারী সহায়কগণের সাথে বৃহস্পতি গাভীগণকে বার ক'রে আনলেন ॥ ৮ ॥

যখন সেই বৃহস্পতি যজ্ঞে আগত হয়ে সিংহনাদ করেন, তখন যেন আমরা সেই জয়ী দাতাবীরপুরুষ বৃহস্পতিকে সকল যুদ্ধে সকল বীরজন সমাগমস্থলে উত্তম উত্তম প্রশংসাবচনের দ্বারা সংবর্ধনা করি এবং অভিনন্দন করি ॥ ৯ ॥

যখন সেই বৃহস্পতি নানারকম অন্নদান করলেন, যখন আকাশপথ দিয়ে তিনি পরমধামে গমন করলেন, তখন বুদ্ধিমানগণ সেই বদান্য বৃহস্পতিকে নানাভাবে সংবর্ধনা করতে লাগলেন, তা

করতে করতে তাঁদের মূর্তি জ্যোতির্ময় হলো ॥ ১০ ॥

অন্নলাভের জন্য আমার যে প্রার্থনা, তা'কে সফল করো, আমি ভক্তই আছি, আমাকে নিজ আশ্রয় দান ক'রে রক্ষা করো। সকল শত্রু পরাজিত ও দূর হোক। বিশ্বব্যাপিনী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের এই বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

ইন্দ্র অতি বৃহৎ এক জলপূর্ণ মেঘের মস্তক বিদীর্ণ করলেন। অহি, অর্থাৎ বৃত্রকে বধ করলেন, সপ্ত সিন্ধু প্রবাহিত ক'রে দিলেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! দেবতাগণের সাথে আমাদের রক্ষা ক'রো ॥ ১২ ॥

টীকা — ১ ঋকের সায়ণের ব্যাখ্যা অত্যন্ত কষ্টকল্পনা বোধ হয়।—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৬৮ সূক্ত —

[দেবতা : বৃহস্পতি। ঋষি : অয়াস্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উদপ্রুতো ন বয়ো রক্ষমাণা বাবদতো অভ্রিয়স্যেব ঘোষাঃ।
গিরিভ্রজো নোর্মযো মদন্তো বৃহস্পতিমভ্যর্কা অনাবন্ ॥ ১ ॥
সং গোভিরাঙ্গিরসো নক্ষমাণো ভগ ইবেদর্যমণং নিনায়।
জনে মিত্রো ন দম্পতী অনক্তি বৃহস্পতে বাজয়াশূঁরিবাজৌ ॥ ২ ॥
সাধ্বর্যা অতিথিনীরিষিরাঃ স্পার্হাঃ সুবর্ণা অনবদ্যরূপাঃ।
বৃহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিতূর্যা নির্গা ঊপে যবমিব স্থিবিভ্যঃ ॥ ৩ ॥
আপ্রুষায়ন্মধুন ঋতস্য যোনিমবক্ষিপন্নর্ক উল্কামিব দ্যোঃ।
বৃহস্পতিরুদ্ধরন্নশ্মনো গা ভূম্যা উদ্নেব বি ত্বচং বিভেদ ॥ ৪ ॥
অপ জ্যোতিষা তমো অন্তরিক্ষাদুদ্নঃ শীপালমিব বাত আজৎ।
বৃহস্পতিরনুমৃশ্যা বলস্যাভ্রমিব বাত আ চক্র আ গাঃ ॥ ৫ ॥
যদা বলস্য পীয়তো জসুং ভেদ্বৃহস্পতিরগ্নিতপোভিরর্কৈঃ।
দদ্ভির্ন জিহ্বা পরিবিষ্টমাদদাবির্নিধীঁরকৃণোদুস্রিয়াণাম্ ॥ ৬ ॥
বৃহস্পতিরমত হি ত্যদাসাং নাম স্বরীণাং সদনে গুহা যৎ।
আণ্ডেব ভিত্ত্বা শকুনস্য গর্ভমুদুস্রিয়াঃ পর্বতস্য ত্মনাজৎ ॥ ৭ ॥
অশ্নাপিনদ্ধং মধু পর্যপশ্যন্মৎস্যং ন দীন উদনি ক্ষিয়ন্তম্।
নিষ্টজ্জভার চমসং ন বৃক্ষাদ্বৃহস্পতির্বিরবেণা বিকৃত্য ॥ ৮ ॥
সোষামবিন্দৎসঃ স্বঃ সো অগ্নিং সো অর্কেণ বি ববাধে তমাংসি।
বৃহস্পতির্গোবপুষো বলস্য নির্মজ্জানং ন পর্বণো জভার ॥ ৯ ॥
হিমেব পর্ণা মুষিতা বনানি বৃহস্পতিনাকৃপয়দ্বলো গাঃ।
অনানুকৃত্যমপুনশ্চকার যাৎসূর্যামাসা মিথ উচ্চরাতঃ ॥ ১০ ॥

অভি শ্যাবং ন কৃশনেভিরশ্বং নক্ষত্রেভিঃ পিতরো দ্যামপিংশন্।
রাত্র্যাং তমো অদধুর্জ্যোতিরহন্বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদ্গাঃ ॥ ১১॥
ইদমকর্মনমো অভ্রিয়ায় যঃ পূর্বীরন্বানোনবীতি।
বৃহস্পতিঃ স হি গোভিঃ সো অশ্বৈঃ স বীরেভিঃ স নৃভির্নো বয়ো ধাৎ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — যেমন জলসেচনকারী কৃষকগণ পক্ষীগণকে শস্যক্ষেত্র হ'তে তাড়িত করার সময় কোলাহল করে, অথচ যেমন মেঘবৃন্দের নির্ঘোষ হয়, অথবা যেমন তরঙ্গবর্গ পর্বতে অভিঘাত কালে কলরব করে, সেইরকম বৃহস্পতির উদ্দেশে প্রশংসাধ্বনি উচ্চারিত হ'তে লাগলো ॥ ১ ॥

অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি সূর্যদেবকে গাভীগণের সাথে সংসৃষ্ট করলেন অর্থাৎ গুহাবর্তিনী গাভীগণের নিকট সূর্যের আলোক আনয়ন করলেন। ভগদেবের মতো তাঁর তেজঃ চতুর্দিকব্যাপী হলো। যেমন স্ত্রী পুরুষের বন্ধুবর্গ পতিপত্নী মিলন করিয়ে দেয়, সেইরকম তিনি গাভীগণকে লোকবর্গের সাথে মিলিত ক'রে দিলেন। হে বৃহস্পতি! যুদ্ধের সময় যেমন ঘোটকগণকে ধাবিত করে, সেইরকম গাভীগণকে ধাবিত করো ॥ ২ ॥

যেমন যবের কুশূল (মরাই) হ'তে যব নিষ্কাশিত করে, সেইরকম বৃহস্পতি গাভীবৃন্দকে শীঘ্র শীঘ্র পর্বত হ'তে নিষ্কাশিত করলেন। তাদের গাভী অতি সুন্দর, ক্রমাগত তা'রা চলতে লাগলো; তাদের বর্ণ এমনই মনোহর এবং আকৃতি এমনই সুগঠন যে, দর্শন মাত্রই গ্রহণ করতে ইচ্ছা হয় ॥ ৩ ॥

বৃহস্পতি গাভী উদ্ধার ক'রে যেন সৎকর্মের আকরস্থান মধুবিন্দু সিক্ত করলেন, অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের সুবিধা ক'রে দিলেন। তিনি এমনই দীপ্তিযুক্ত হ'লেন, যেন সূর্যদেব আকাশে উল্কা নিক্ষেপ করছেন, তিনি প্রস্তরের আচ্ছাদন হ'তে গাভীগণকে উদ্ধার ক'রে তাদের খুরপুটের দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ ক'রে দিলেন, যেমন নীচ হ'তে জল উত্থিত হবার সময় ধরাতল বিদীর্ণ করে ॥ ৪ ॥

যেমন বায়ু জল হ'তে শৈবাল অপসারিত করে, সেইরকম বৃহস্পতি আকাশ হ'তে অন্ধকার অপসারিত করলেন। যেমন বায়ু মেঘসমূহকে বিকাশ ক'রে দেয়, সেইরকম বৃহস্পতি সুবিবেচনাপূর্বক বলের গোপন স্থান হ'তে গাভীগণকে নিষ্কাশিত করলেন ॥ ৫ ॥

যখন হিংস্র বলের অস্ত্র, বৃহস্পতির অগ্নিতুল্য প্রতপ্ত উজ্জ্বল অস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হয়ে গেলো, তখন তিনি সেইভাবে গোধন অধিকার করলেন, যেমন দন্তগণ আহারের দ্রব্য মুখের মধ্যে পরিবেশন ক'রে দিলে জিহ্বা তা অধিকার করে। তিনি সেই বহুমূল্য গোধন প্রকাশিত করলেন ॥ ৬ ॥

যখন সেই গোপন স্থানের মধ্যে গাভীগণ শব্দ করছিল, তখনই বৃহস্পতি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার মধ্যে গাভী রুদ্ধ আছে। যেমন পক্ষী ডিম্বভঙ্গ ক'রে শাবককে নিষ্কাশিত করে, সেইরকম করে তিনি নিজেই পর্বতের মধ্যে হ'তে গাভীগণকে তাড়িত ক'রে আনয়ন করলেন ॥ ৭ ॥

তিনি দর্শন করলেন যে, যেমন মৎস্য অল্পজলে থাকলে ক্লেশপ্রাপ্ত হয়, সেইরকম সেই মধুর মতো পরম অভিলষিত গোধন প্রস্তররুদ্ধ হয়ে ক্লেশপ্রাপ্ত হচ্ছে। যেমন কাষ্ঠ হ'তে চমস নামক পানপাত্র কুঁদিয়ে বহিষ্কার করে, সেইরকম বৃহস্পতি কোলাহল সহকারে দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে সেই গোধন বহিষ্কৃত করলেন ॥ ৮ ॥

তিনি প্রভাত স্বর্গ অগ্নি সকলই প্রাপ্ত হ'লেন, অর্থাৎ গোধনোদ্ধার কার্যের দ্বারা আবার যেন প্রভাত হলো, অগ্নি যেন প্রজ্বলিত হলো। তিনি সূর্যালোক প্রবেশ করিয়ে গুহামধ্যের অন্ধকার নষ্ট

করলেন। বনে গাভীগণকে রুদ্ধ করেছিল, বৃহস্পতি সেই গাভী উদ্ধার ক'রে যেন তা'র অস্থিমধ্য হ'তে মজ্জা নিষ্কাশন ক'রে আনয়ন করলেন ॥ ৯ ॥

যেমন শীতকাল অরণ্যের সকল পত্র অপহরণ করে, সেইরকম বলের সকল গাভী বৃহস্পতিকর্তৃক গৃহীত হলো। যা কেউ কখনও করেনি, কেউ কখনও অনুকরণ করতে পারবে না। এইরকম কার্য তিনি করলেন, তাঁর এই কার্যের দ্বারা পুনর্বার সূর্য চন্দ্রের উদয় হলো ॥ ১০ ॥

যেমন পিঙ্গলবর্ণ ঘোটককে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করে, সেইরকম পিতাস্বরূপ দেবতাগণ গগনকে নক্ষত্রে সজ্জিত করলেন। তাঁরা অন্ধকার রাত্রিতে রেখে দিলেন এবং আলোক দিবসে রেখে দিলেন। বৃহস্পতি পর্বত ভেদ ক'রে গোধন লাভ করলেন ॥ ১১ ॥

যিনি পূর্বতন অনেক ঋক্ রচনা ক'রে গিয়েছেন, যিনি এইক্ষণে মেঘলোকবাসী হয়েছেন, সেই বৃহস্পতিকে এই নমস্কার করলাম। সেই বৃহস্পতি আমাদের গাভী ও ঘোটক ও সন্তান ও ভৃত্য ও অন্ন দান করুন ॥ ১২ ॥

টীকা — ১ ঋকের বক্তব্য—পক্ষিগণ উক্ত বীজ না খেয়ে যায় এই জন্য কৃষকগণ তাদের তাড়িয়ে দেয়।—আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র।

◆ ◆

— ৬৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : সুমিত্র। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ভদ্রা অগ্নের্বধ্র্যশ্বস্য সন্দৃশো বামী প্রণীতিঃ সুরণা উপেতয়ঃ ।
যদীং সুমিত্রা বিশো অগ্র ইন্ধতে ঘৃতেনাহুতো জরতে দবিদ্যুতৎ ॥ ১ ॥
ঘৃতমগ্নের্বধ্র্যশ্বস্য বর্ধনং ঘৃতমন্নং ঘৃতম্বস্য মেদনম্।
ঘৃতেনাহুত উর্বিয়া বি পপ্রথে সূর্য ইব রোচতে সর্পিরাসুতিঃ ॥ ২ ॥
যত্তে মনুর্যদনীকং সুমিত্রঃ সমীধে অগ্নে তদিদং নবীয়ঃ।
স রেবচ্ছোচ স গিরো জুষস্ব স বাজং দর্ষি স ইহ শ্রবো ধাঃ ॥ ৩ ॥
যং ত্বা পূর্বমীলিতো বধ্র্যশ্বঃ সমীধে অগ্নে স ইদং জুষস্ব।
স ন স্তিপা উত ভবা তনূপা দাত্রং রক্ষস্ব যদিদং তে অস্মে ॥ ৪ ॥
ভবা দ্যুম্নী বাধ্র্যশ্বোত গোপা মা ত্বা তারীদভিমাতির্জনানাম্।
শূর ইব ধৃষ্ণুশ্চ্যবনঃ সুমিত্রঃ প্র নু বোচং বাধ্র্যশ্বস্য নাম ॥ ৫ ॥
সমজ্র্যাঃ পর্বত্যাবসূনি দাসা বৃত্রাণ্যার্যা জিগেথ।
শূর ইব ধৃষ্ণুশ্চ্যবনো জনানাং ত্বমগ্নে পৃতনায়ূঁরভি ষ্যাঃ ॥ ৬ ॥
দীর্ঘতন্তুর্বৃহদুক্ষায়মগ্নিঃ সহস্রস্তরীঃ শতনীথ ঋভ্বা।
দ্যুমান্ দ্যুমৎসু নৃভির্মৃজ্যমানঃ সুমিত্রেষু দীদয়ো দেবয়ৎসু ॥ ৭ ॥

হে ধেনুঃ সুদুঘা জাতবেদোঽসশ্চতেব সমনা সর্বধুক্।
ত্বং নৃভির্দক্ষিণাবদ্ভিরগ্নে সুমিত্রেভিরিধ্যসে দেবয়দ্ভিঃ ॥ ৮॥
দেবাশ্চিত্তে অমৃতা জাতবেদো মহিমানং বাধ্র্যশ্ব প্র বোচন্।
যৎ সংপৃচ্ছং মানুষীর্বিশ আয়ন্ত্বং নৃভিরজয়স্ত্বাবৃধেভিঃ ॥ ৯॥
পিতেব পুত্রমবিভরুপস্থে ত্বামগ্নে বধ্র্যশ্বঃ সপর্যন্।
জুষাণো অস্য সমিধং যবিষ্ঠোত পূর্বাঁ অবনোর্ব্রাধতশ্চিৎ ॥ ১০॥
শশ্বদগ্নির্বধ্র্যশ্বস্য শত্রূন্নৃভির্জিগায় সুতসোমবদ্ভিঃ।
সমনং চিদদহশ্চিত্রভানোঽব ব্রাধন্তমভিনদ্বৃধশ্চিৎ ॥ ১১॥
অয়মগ্নির্বধ্র্যশ্বস্য বৃত্রহা সনকাৎপ্রেদ্ধো নমসোপবাক্যঃ।
স নো অজামীঁরুত বা বিজামীনভি তিষ্ঠ শর্ধতো বাধ্র্যশ্ব ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — বধ্রিঅশ্ব [সুমিত্রের পিতা যে অগ্নি স্থাপিত করেছেন, তার মূর্তিগুলি অতিসুন্দর, তার স্থাপনাও চমৎকার এবং আগমনও রমণীয়। সুমিত্র নামক ব্যক্তিগণ যখন সর্বসমক্ষে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, অগ্নি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে উদ্দীপ্ত হন, তাঁকে সকলে স্তব করতে থাকে ॥ ১॥

বধ্রিঅশ্বের অগ্নি ঘৃতের দ্বারাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, ঘৃতই তাঁর আহার, ঘৃতই তাঁকে স্নিগ্ধ করে। ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি বিশিষ্টভাবে বিস্তৃত হ'লেন। ঘৃত ঢেলে দেওয়াতে সূর্যের মতো দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছেন ॥ ২॥

হে অগ্নি! যেমন মনু তোমার মূর্তি উজ্জ্বল করেছিলেন, সেইরকম আমিও তোমাকে প্রজ্বলিত করছি। আমার এই কার্য সম্প্রতি করা হয়েছে। অতএব তুমি ধনবান্ হয়ে দীপ্যমান হও, আমাদের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করো, শত্রুসৈন্য বিদীর্ণ করো, এই স্থানে অন্ন স্থাপন করো ॥ ৩॥

যে তোমাকে বধ্রিঅশ্ব প্রথমে স্তব ক'রে প্রজ্বলিত করেছেন, সেই তুমি আমাদের গৃহ ও দেহ রক্ষা করো; তুমিই এই যা কিছু দান করেছো, আমার সেই দান সমস্ত রক্ষা করো ॥ ৪॥

হে বধ্রিঅশ্বের অগ্নি! দীপ্যমান হও; রক্ষাকর্তা হও, লোকগণকে যে হিংসা করে, সে যেন তোমাকে পরাভব না করে। বীরের মতো দুর্ধর্ষ ও শত্রু পাতনকারী হও। আমি সুমিত্রা, বধ্রিঅশ্বের অগ্নিস্তব রচনা করলাম ॥ ৫॥

হে অগ্নি! পর্বতের যে সমস্ত উত্তম উত্তম জঙ্গম ধন, তা তুমি দাসগণের নিকট জয় ক'রে আর্যগণকে প্রদান করেছো, তুমি দুর্ধর্ষ বীরের মতো শত্রু নিপাত কর; যারা যুদ্ধ করতে আগত হয়, তাদের প্রতি অগ্রসর হও ॥ ৬॥

এই অগ্নি দীর্ঘতন্তু, অর্থাৎ এঁর বংশ অতি বিস্তারিত, ইনি প্রধান দাতা, ইনি সহস্রস্থান আচ্ছাদন করেন, শতসংখ্যক পথ দিয়ে গমন করেন, ইনি উজ্জ্বল দীপ্তিশালীদের মধ্যেও দীপ্তিশালী, প্রধান পুরোহিতগণ এঁকে অলঙ্কৃত করছেন। হে অগ্নি! দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয়গণের ভবনে দীপ্যমান থাকো ॥ ৭॥

হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার গাভীকে বড় সুখে দোহন করা যায়। তার দোহনে কোন বাধা বিঘ্ন নেই। সে অমনোযোগী হয়ে কত দোহন ক'রে দেয়। দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয় প্রধান ব্যক্তিগণ দক্ষিণাসম্পন্ন হয়ে তোমাকে প্রজ্বলিত করছে ॥ ৮॥

হে বধ্রিঅশ্বের অগ্নি! হে জাতবেদা! মরণরহিত দেবতাগণই নিজে তোমার মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন। যখন মানবগণ মহিমার বিষয় জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা সকলই বলেছেন। তোমার সম্মানকারী ব্যক্তিগণের সাথে একত্র হয়ে তুমি জয়ী হয়েছো ॥ ৯॥

হে অগ্নি! যেমন পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ ক'রে লালন করে, সেইরকম বধ্রিঅশ্ব তোমার পরিচর্যা করেছেন। হে যুবা অগ্নি। এর নিকট কাষ্ঠ প্রাপ্ত হয়ে তুমি পূর্বতন সকল হিংসককে নষ্ট করেছো ॥ ১০॥

বধ্রিঅশ্বের অগ্নি সোমরস প্রস্তুতকারী ব্যক্তিগণের সাথে একত্র হয়ে শত্রুগণকে চিরকালই জয় ক'রে আসছেন। হে বিচিত্র কিরণধারী অগ্নি! তুমি হিংসককে বিশেষ মনোযোগের সাথে দগ্ধ করেছো। যাদের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছিল, তাদের অগ্নি বিদীর্ণ করেছেন ॥ ১১॥

বধ্রিঅশ্বের এই যে অগ্নি, ইনি শত্রুনিধনকারী চিরকাল প্রজ্বলিত আছেন, নমস্কারবাক্য এঁর প্রতি প্রয়োগ করতে হবে। হে বধ্রিঅশ্বের অগ্নি! যারা আমাদের অনাত্মীয়, কিংবা যারা স্পর্ধাপূর্বক আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তুমি তাদের সম্মুখীন হও ॥ ১২॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭০ সূক্ত —

[দেবতা : আপ্রী। ঋষি : সুমিত্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইমাং মে অগ্নে সমিধং জুষস্বেলস্পদে প্রতি হর্যা ঘৃতাচীন্।
বর্ষ্মন্ পৃথিব্যাঃ সুদিনত্বে অহ্নামূর্ধ্বো ভব সুক্রতো দেবযজ্যা ॥ ১॥
আ দেবানামগ্রয়াবেহ যাতু নরাশংসো বিশ্বরূপেভিরশ্বৈঃ।
ঋতস্য পথা নমসা মিয়োধো দেবেভ্যো দেবতমঃ সুষূদৎ ॥ ২॥
শশ্বত্তমমীলতে দূত্যায় হবিষ্মন্তো মনুষ্যাসো অগ্নিম্।
বহিষ্ঠৈরশ্বৈঃ সুবৃতা রথেনা দেবান্বক্ষি নি ষদেহ হোতা ॥ ৩॥
বি প্রথতাং দেবজুষ্টং তিরশ্চা দীর্ঘং দ্রাঘ্মা সুরভি ভূত্বস্মে।
অহেলতা মনসা দেব বর্হিরিন্দ্রজ্যেষ্ঠাঁ উশতো যক্ষি দেবান্ ॥ ৪॥
দিবো বা সানু স্পৃশতা বরীয়ঃ পৃথিব্যা বা মাত্রয়া বি শ্রয়ধ্বম্।
উশতীর্দ্বারো মহিনা মহদ্ভির্দেবং রথং রথয়ুর্ধারয়ধ্বম্ ॥ ৫॥
দেবী দিবো দুহিতরা সুশিল্পে উষাসানক্তা সদতাং নি যোনৌ।
আ বাং দেবাস উশতী উশন্ত উরৌ সীদন্তু সুভগে উপস্থে ॥ ৬॥
ঊর্ধ্বো গ্রাবা বৃহদগ্নিঃ সমিদ্ধঃ প্রিয়া ধামান্যদিতেরুপস্থে।
পুরোহিতাবৃত্বিজা যজ্ঞে অস্মিন্ বিদুষ্টরা দ্রবিণমা যজেথাম্ ॥ ৭॥

তিস্রো দেবীর্বর্হিরিদং বরীয় আ সীদত চকৃমা বঃ স্যোনম্।
মনুষ্বদ্যজ্ঞং সুধিতা হবীংষীলা দেবী ঘৃতপদী জুষন্ত ॥ ৮॥
দেব ত্বষ্টর্যদ্ধ চারুত্বমানড্যদঙ্গিরসামভবঃ সচাভূঃ।
স দেবানাং পাথ উপ এ বিদ্বানুশন্যক্ষি দ্রবিণোদঃ সুরত্নঃ ॥ ৯॥
বনস্পতে রশনয়া নিয়ূয়া দেবানাং পাথ উপ বক্ষি বিদ্বান্।
স্বদাতি দেবঃ কৃণবদ্ধবীংষ্যবতাং দ্যাবাপৃথিবী হবং মে ॥ ১০॥
অগ্নে বহ বরুণমিষ্টয়ে ন ইন্দ্রং দিবো মরুতো অন্তরিক্ষাৎ।
সীদন্তু বর্হির্বিশ্ব আ যজত্রাঃ স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — বেদীর স্থানে এই যে সমিধ আমি প্রদান করেছি, তুমি তা'র প্রতি অভিলাষী হও, তা গ্রহণ করো। বেদীর উপরিভাগে তুমি উত্তম কার্য সম্পাদন করতে করতে এই দেবযজ্ঞ উপলক্ষে ঊর্ধাভিমুখ হও, তা হ'লে দিন সকল সাফল্য লাভ করবে ॥ ১ ॥

দেবতাগণের অগ্রে অগ্রে যিনি আগমন করেন, যিনি নরাশংস যজ্ঞের পদ্ধতি অনুসারে নমোবচনসহকারে পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল দেবতাগণের নিকট প্রেরণ করেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা নানা বর্ণধারী ঘোটকযোগে এই স্থানে আগমন করুন ॥ ২ ॥

যেসকল মানুষের যজ্ঞীয় দ্রব্য সঞ্চিত আছে, তা'রা সর্বদাই অগ্নিকে দূতের কার্য সম্পাদন করবার জন্য স্তব করে। বহন করতে বিলক্ষণ পটু ঘোটকসকল যে রথে যোজিত আছে, সেই রথযোগে দেবতাবর্গকে এইস্থানে আনয়ন করো, এই স্থানে হোতা হয়ে উপবেশন করো। এইভাবে স্তব করো ॥ ৩ ॥

দেবতাগণ যে যজ্ঞ গ্রহণ করছেন, সেই যজ্ঞ উভয় পার্শ্বে বিস্তারিত হোক, তা অত্যন্ত দীর্ঘতা প্রাপ্ত হোক। আমাদের পক্ষে সুগন্ধযুক্ত হোক। অবিচলিত চিত্তে দেবতাগণের উদ্দেশে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এই কামনা করছেন। হে বহ্নিরূপ অগ্নি! তুমি তাঁদের পূজা দাও ॥ ৪ ॥

হে দ্বারদেবীগণ। তোমরা আকাশের অত্যুন্নত স্থানকেও স্পর্শ করো, পৃথিবীতলের সাথেও আশ্রয়যুক্ত হয়ে থাকো। তোমরা বিশেষ প্রযত্নসহকারে সাভিলাষমনে রথ প্রস্তুত ক'রে সেই উজ্জ্বল রথ ধারণ করো ॥ ৫ ॥

উৎকৃষ্ট শিল্পসহকারে বিরচিত এই যে যজ্ঞস্থান, এতে দ্যুলোকের দুহিতাস্বরূপ ঊষাদেবী, আর রাত্রিদেবী উপবেশন করুন। হে ঊষা ও রাত্রি! তোমরাও দেবতাগণের প্রতি প্রীতিযুক্ত, তাঁরাও তোমাদের প্রতি প্রীতিযুক্ত, তোমাদের যে বৃহৎ সুন্দর ক্রোড়দেশ তাতে দেবতাগণ উপবেশন করুন ॥ ৬ ॥

সোম প্রস্তুত করবার জন্য প্রস্তর সজ্জিত হয়েছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, বেদীর নিকটে সুন্দর সুন্দর স্থান রচনা করা হয়েছে। দুই জন সুবিদ্বান্ ঋত্বিক্ দৈব হোতাদ্বয় সম্মুখে উপবেশন করেছেন, এঁরা এই যজ্ঞে হোমের দ্রব্য সমস্ত দেবোদ্দেশে নিবেদন করুন ॥ ৭ ॥

হে দেবীত্রয়! (ইলা, সরস্বতী ও মহী) এই উৎকৃষ্ট কুশময় আসন তোমাদের জন্য বিস্তারিত করা হয়েছে, উপবেশন করো। মনুর যজ্ঞের মতো এই যজ্ঞে হোমের দ্রব্য উত্তমভাবে আয়োজন করা

হয়েছে। ইড়াদেবী ও ঘৃতপদী এঁরা গ্রহণ করুন ॥৮॥

হে দেব ত্বষ্টা! তুমি সুশ্রী মূর্তি প্রাপ্ত হয়েছো, তুমি অঙ্গিরাগণের সহায় হয়েছো, তুমি জান কোন্ দেবতার কোন্ ভাগ, তোমার উৎকৃষ্ট ধন আছে, তুমি ধন দান ক'রে থাক। এইরূপে দেবতাগণকে তাঁদের খাদ্য প্রদান করো ॥৯॥

হে বনস্পতি, অর্থাৎ বনতরু হ'তে নির্মিত যূপকাষ্ঠ! তুমি জান, অতএব রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্বক দেবতাগণের অন্ন বহন ক'রে নিয়ে যাও। হোমের দ্রব্য সেই বনস্পতি নিয়ে যান এবং নিজে আস্বাদ করুন। আমার যজ্ঞকে দ্যাবাপৃথিবী রক্ষা করুন ॥১০॥

হে অগ্নি! যজ্ঞের জন্য বরুণকে নিয়ে আগত হও, স্বর্গ হ'তে ইন্দ্রকে এবং আকাশ হতে মরুদ্গণকে নিয়ে আগত হও, যজ্ঞভাগাধিকারীগণ সকলে কুশে উপবেশন করুন। অবিনাশী দেবগণ স্বাহা শব্দ শ্রবণপূর্বক আনন্দিত হোন ॥১১॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭১ সূক্ত —

[দেবতা : ব্রহ্মজ্ঞান। ঋষি : বৃহস্পতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎপ্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎপ্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ ॥ ১॥
সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি ॥ ২॥
যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্।
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্ত রেভা অভি সং নবন্তে ॥ ৩॥
উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥ ৪॥
উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।
অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাঁ অফলামপুষ্পাম্ ॥ ৫॥
যস্তিত্যাজ সচিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি।
যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি নহি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থাম্ ॥ ৬॥
অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ো মনোজবেষ্বসমা বভূবুঃ।
আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে হ্রদা ইব স্নাত্বা উ ত্বে দদৃশ্রে ॥ ৭॥
হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু যদ্ব্রাহ্মণাঃ সংযজন্তে সখায়ঃ।
অত্রাহ ত্বং বি জহুর্বেদ্যাভিরোহব্রহ্মাণো বি চরন্ত্যু ত্বে ॥ ৮॥

ইমে যে নার্বাঙ্ ন পরশ্চরন্তি ন ব্রাহ্মণাসো ন সুতেকরাসঃ।
ত এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সিরীস্তন্ত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ ॥ ৯॥
সর্বে নন্দন্তি যশসাগতেন সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ।
কিল্বিষস্পৃৎ পিতুষণির্হ্যেষামরং হিতো ভবতি বাজিনায় ॥ ১০॥
ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তী শক্করীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বি মিমীত উ ত্বঃ ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে বৃহস্পতি। বালকেরা সর্বপ্রথম বস্তুর নামমাত্র করতে পারে, তাই তাদের ভাষাশিক্ষার প্রথম সোপান। তাদের যা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, তা বাগ্দেবীর করুণাক্রমে প্রকাশ হয় ॥ ১ ॥

যেমন চালনীর দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার করে সেইরকম বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করেছেন। সে ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব অর্থাৎ বিত্তর উপকার প্রাপ্ত হন। তাঁদের বচনরচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী সংস্থাপিত আছে ॥ ২ ॥

বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞদ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হন। ঋষিদের অন্তকরণ মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল তা তাঁরা প্রাপ্ত হ'লেন। সে ভাষা আহরণপূর্বক তাঁরা নানাস্থানে বিস্তার করলেন। সপ্তছন্দ সে ভাষাতেই স্তব করে ॥ ৩ ॥

কেউ কেউ কথা দেখেও কথার ভাবার্থ গ্রহণ করতে পারে না, কেউ শুনেও শুনে না। যেমন প্রেম পরিপূর্ণা সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী ভার্যা আপন স্বামীর নিকটে নিজ দেহ প্রকাশ করেন সেরূপ বাগ্দেবী কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন ॥ ৪ ॥

পণ্ডিত সমাজে কোন কোন ব্যক্তির এ প্রতিষ্ঠা হয় যে সে উত্তম ভাবগ্রাহী, তাঁকে ছেড়ে কোন কার্য হয় না। কেউ বা পুষ্পফল বিহীন অর্থাৎ অসারবাক্য অভ্যাস করে, তার যে বাক্য তা যেন বাস্তবিক দুগ্ধপ্রদ গাভী নয়, কাল্পনিক মায়াময় গাভীমাত্র ॥ ৫ ॥

বিদ্বান্ বন্ধুকে যে ত্যাগ করে, তার কথায় কোন ফল নেই। সে যা কিছু শুনে বৃথাই শুনে, সে সৎকর্মের পন্থা অবগত হ'তে পারে না ॥ ৬ ॥

যাদের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, এমন বন্ধুগণ মনের ভাব প্রকটন বিষয়ে অসাধারণ হয়ে উঠলেন। যে হ্রদের জলে কেবল মুখ বা কক্ষ পর্যন্ত নিমগ্ন হয়, সে যেমন অগভীর, কেউ কেউ তেমনি অগভীর। কেউ কেউ বা স্নান করবার উপযুক্ত সুগভীর হ্রদের মতো দৃষ্ট হয়ে থাকেন ॥ ৭ ॥

যখন অনেক স্তোতা একত্র হয়ে মনের ভাব সমস্ত হৃদয়ে আলোচনাপূর্বক অবধারিত করতে প্রবৃত্ত হন তখন কোন কোন ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জন্মে না। কেউ কেউ স্তোত্রজ্ঞ ব'লে পরিচিত হয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন ॥ ৮ ॥

এ যেসকল ব্যক্তি যারা ইহকাল বা পরকাল কিছুই পর্যালোচনা করে না, যারা স্তুতি প্রয়োগ বা সোমযাগ কিছুই করে না, তা'রা পাপযুক্ত অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা ক'রে নির্বোধ ব্যক্তির মতো কেবল লাঙ্গল চালনা করবার উপযুক্ত হয় অথবা তন্তুবায়ের কার্য করবার উপযুক্ত হয় ॥ ৯ ॥

যশ মিত্রের মতো কার্য করে, এ সভাতে প্রাধান্য প্রদান করে, সে যশপ্রাপ্ত হ'লে সকলেই আহ্লাদিত হয়, কারণ যশের দ্বারা দুর্নাম দূর হয়, অন্নলাভ হয়, বল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নানা রকমে

উপকৃত হওয়া যায় ॥ ১০॥

একজন প্রচুর পরিমাণে ঋক্‌সমূহ উচ্চারণ ক'রে যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্মে সাহায্য করেন, আর এক জন গায়ত্রীছন্দে সাম গান করেন। যিনি ব্রহ্মা নামক পুরোহিত, তিনি জাতবিদ্যার বিষয় ব্যাখ্যা করেন, অপর একজন পুরোহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কার্যগুলি ক্রমশ সম্পন্ন করেন ॥ ১১॥

টীকা — ৮ ঋকে মূলে 'ব্রাহ্মণা' আছে, অর্থ 'ব্রহ্ম' বা স্তোত্র উচ্চারণকারী এবং 'ব্রহ্মাণঃ' আছে, অর্থ 'ব্রহ্ম' বা স্তোত্রবিশারদ ॥ ৯ ঋকের মর্ম এই যে, যারা ইহকাল ও পরকাল পর্যালোচন করতো ও স্তুতি অভ্যাস ও সোমযাগ করতো, তারাই স্তোতা হতো। যারা ঐ ধর্মক্রিয়া সাধনে অসমর্থ তারা কৃষক বা তন্তুবায় হতো। সেই কালে বুদ্ধি বা কর্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করতো, জন্ম অনুসারে নয় ॥

◆ ◆

— ৭২ সূক্ত —

[দেবতা : দেবগণ। ঋষি : বৃহস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

দেবানাং নু বয়ং জানা প্র বোচাম বিপন্যয়া।
উক্থেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে ॥ ১॥
ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত ॥ ২॥
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি ॥ ৩॥
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি ॥ ৪॥
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ ॥ ৫॥
যদ্দেবা অদঃ সলিলে সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত।
অত্রা বো নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুরপায়ত ॥ ৬॥
যদ্দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্যপিন্বত।
অত্রা সমুদ্র আ গূঢ়হমা সূর্যমজভর্তন ॥ ৭॥
অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতাস্তন্ব স্পরি।
দেবাঁ উপ প্রৈৎসপ্তভিঃ পরা মার্তাণ্ডমাস্যৎ ॥ ৮॥
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরুপ প্রৈৎপূর্ব্যং যুগম্।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎপুনর্মার্তাণ্ডমাভরৎ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — দেবতাগণের জন্মবৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে বলা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে যখন স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হবে, তখনও দেবতাগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দেখবেন ॥ ১ ॥

দেবতাগণ উৎপন্ন হবার পূর্বকালে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেব কর্মকারের মতো দেবতাগণকে নির্মাণ করলেন। অবিদ্যমান হ'তে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হলো ॥ ২ ॥

দেবোৎপত্তির পূর্বতন কালে, অবিদ্যমান হ'তে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হলো। পরে উত্তানপদ্ হ'তে দিক্‌সকল জন্মগ্রহণ করলো ॥ ৩ ॥

উত্তানপদ্ হ'তে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হ'তে দিক্ সকল জন্মিল, অদিতি হ'তে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হ'তে আবার অদিতি জন্মিলেন ॥ ৪ ॥

হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা। তাঁর পশ্চাৎ দেবতাগণ জন্মিলেন, এঁরা কল্যাণমূর্তি ও অবিনাশী ॥ ৫ ॥

দেবতাগণ এই বিশ্বব্যাপী জলের মধ্যে অবস্থিত থেকে মহোৎসাহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁরা যেন নৃত্য করতে লাগলেন, সেই হেতুতে প্রচুর ধূলির উদয় হলো ॥ ৬ ॥

মেঘসমূহের মতো দেবতাগণ সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করলেন, এই সমুদ্রতুল্য আকাশের মধ্যে সূর্য নিগূঢ় ছিলেন, দেবতাগণ সেই সূর্যকে প্রকাশ করলেন ॥ ৭ ॥

অদিতির দেহ হ'তে আট পুত্র জন্মেছিলেন, তিনি তা'র মধ্যে সাতটি নিয়ে দেবলোকে গমন করলেন কিন্তু মার্তণ্ড নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করলেন ॥ ৮ ॥

পূর্বকালে অদিতি সপ্তপুত্র নিয়ে গমন করলেন। আর মার্তণ্ডকে জন্মের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করলেন ॥ ৯ ॥

টীকা — ৩ ঋকের উত্তানপদ্ বলতে বৃক্ষ। সায়ণ॥ ৪ ঋক্ হ'তে বোধগম্য হয় যে, অদিতি দক্ষের কন্যা এবং দক্ষ আবার অদিতির পুত্র। এই অদিতি কি পরে পৌরাণিক 'সতী' নামে খ্যাতা হ'লেন? ॥ ৮ ঋকের বক্তব্যানুসারে আদিত্যগণ অদিতির সন্তান। ঋগ্বেদে (২/২৭) কেবল ছয় জন আদিত্যের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আদিত্য আটজন এবং শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা লেখা আছে এবং সেই দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাস (অথবা দ্বাদশ মাসের সূর্য)॥—এই সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব'লে পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন॥—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৌরিবীতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

জনিষ্ঠা উগ্রঃ সহসে তুরায় মন্দ্র ওজিষ্ঠো বহুলাভিমানঃ।
অবর্ধন্নিন্দ্রং মরুতশ্চিদত্র মাতা যদ্বীরং দধনদ্ধনিষ্ঠা ॥ ১ ॥
দ্রুহো নিষত্তা পৃশনী চিদেবৈঃ পুরু শংসেন বাবৃধুষ্ট ইন্দ্রম্।
অভীবৃতেব তা মহাপদেন ধ্বান্তাৎপ্রপিত্বাদুদরন্ত গর্ভাঃ ॥ ২ ॥

বৃষ্ণা তে পাদা প্র যজ্জিগাস্যবর্ধন্বাজা উত যে চিদত্র।
ত্বমিন্দ্র সালাবৃকান্ত্সহস্রমাসন্দধিষে অশ্বিনা ববৃত্যাঃ ॥ ৩॥
সমনা তূর্ণিরুপ যাসি যজ্ঞমা নাসত্যা সখ্যায় বক্ষি।
বসাব্যামিন্দ্র ধারয়ঃ সহস্রাশ্বিনা শূর দদতুর্মঘানি ॥ ৪॥
মন্দমান ঋতাদধি প্রজায়ৈ সখিভিরিন্দ্র ইষিরেভিরর্থম্।
আভির্হি মায়া উপ দস্যুমাগান্মিহঃ প্র তম্রা অবপত্তমাংসি ॥ ৫॥
সনামানা চিদ্ধ্বসয়ো ন্যস্মা অবাহন্নিন্দ্র উষসো যথানঃ।
ঋষ্বৈরগচ্ছঃ সখিভির্নিকামৈঃ সাকং প্রতিষ্ঠা হৃদ্যা জঘন্থ ॥ ৬॥
ত্বং জঘন্থ নমুচিং মখস্যুং দাসং কৃণ্বান ঋষয়ে বিমায়ম্।
ত্বং চকর্থ মনবে স্যোনান্পথো দেবত্রাঞ্জসেব যানান্ ॥ ৭॥
ত্বমেতানি পপ্রিষে বি নামেশান ইন্দ্র দধিষে গভস্তৌ।
অনু ত্বা দেবাঃ শবসা মদন্ত্যুপরিবুধ্নান্বনিনশ্চকর্থ ॥ ৮॥
চক্রং যদস্যাপ্স্বা নিষত্তমুতো তদস্মৈ মধ্বিচ্চচ্ছদ্যাৎ।
পৃথিব্যামতিষিতং যদূধঃ পয়ো গোষ্বদধা ওষধীষু ॥ ৯॥
অশ্বাদিয়ায়েতি যদ্বদন্ত্যোজসো জাতমুতো মন্য এনম্।
মন্যোরিয়ায় হর্ম্যেষু তস্থৌ যতঃ প্রজজ্ঞ ইন্দ্রো অস্য বেদ ॥ ১০॥
বয়ঃ সুপর্ণা উপ সেদুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ।
অপ ধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্যস্মান্নিধয়েব বদ্ধান্ ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — যখন ইন্দ্রের গর্ভধারিণী মাতা বীর ইন্দ্রকে প্রসব করলেন, তখন মরুৎগণ এই ব'লে ইন্দ্রকে সংবর্ধনা করলেন যে, তুমি বলপ্রকাশ ও যুদ্ধ করবার জন্য জন্মেছ, তুমি বীর, উৎসাহযুক্ত, তেজস্বী ও অত্যন্ত অভিমানী ॥ ১॥

শত্রুসংহারকারী মরুৎগণের সৈন্য ইন্দ্রকে রক্ষা করবার জন্য উপবেশন করলো। তারা বিস্তর স্তবের দ্বারা ইন্দ্রকে সংবর্ধনা করলো, গাভীগণ যেমন বিশাল গোষ্ঠের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকে, সেইরকম গর্ভ অর্থ বৃষ্টিবারি সকল বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে হ'তে নির্গত হলো ॥ ২॥

তুমি যে চরণে গমন কর, তা অতি মহৎ। তুমি যেখান দিয়ে গমন করলে, সেইস্থানে অন্নসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। হে ইন্দ্র! তুমি এক সহস্র বৃককে মুখে ধারণ করতে পার, অশ্বিদ্বয়কে ফিরাতে পার ॥ ৩॥

তোমার যুদ্ধে গমনের ত্বরা থাকলেও যজ্ঞে গমন কর। অশ্বিদ্বয়ের সাথে বন্ধুত্ব ধারণ কর। হে ইন্দ্র! প্রচুর পরিমাণ ধন আনয়ন ক'রে দাও। হে বীর অশ্বিদ্বয়! ধনসমূহ দান করুন ॥ ৪॥

যজ্ঞ উপলক্ষে আহ্লাদিত হয়ে ইন্দ্র আপন মিত্র গতিশীল মরুৎগণের সাথে যজমানকে অর্থ প্রদান করেন। তিনি যজমানের জন্য দস্যুর ছল ও কপটতা সমস্ত ধ্বংস করলেন। তিনি বৃষ্টিবারি সেক করলেন, ক্লেশকর অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করলেন ॥ ৫॥

শত্রুগণ এঁর নিকট তুল্য নামধারী, অর্থাৎ ইনি সকলকেই ধ্বংস করেন। উষার শকট যেমন ধ্বংস করেছিলেন সেইরকম ইন্দ্র শত্রু ধ্বংস করেন। উৎসাহযুক্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত বন্ধুবর্গ

মরুৎগণের সাথে ইনি বিপক্ষের উত্তম উত্তম আবাস স্থান ধ্বংস করলেন ॥ ৬ ॥

যজ্ঞানুষ্ঠানোদ্যত নমুচিকে তুমি বধ করেছো। দাসজাতীয়কে ঋষির নিকট নিস্তেজ ক'রে দিয়েছো। তুমি মনুকে সুবিস্তীর্ণ পথ সকল প্রস্তুত ক'রে দিয়েছো, সেগুলি দেবলোকে গমনের অতি সরল পথ হয়েছে ॥ ৭ ॥

তুমি এই বিশ্বজগৎ তেজে পরিপূর্ণ কর। হে ইন্দ্র! তুমি প্রভু, হস্তে বজ্র ধারণ কর। দেবতাগণ তোমার পশ্চাৎ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হন; তুমি মেঘবৃন্দকে অধোমুখ ক'রে দাও, অর্থাৎ জল পতিত ক'রে দেওয়াও ॥ ৮ ॥

জলের মধ্যে এঁর যে চক্র সংস্থাপিত আছে, সেই চক্র যেন এঁর জন্য মধু ছেদন ক'রে দেয়। হে ইন্দ্র! তুমি তৃণ লতা ইত্যাদির মধ্যে যে দুগ্ধ সংস্থাপিত করেছো, তা গাভীগণের আপীন হ'তে অত্যন্ত শুভ্র মূর্তিতে নির্গত হয় ॥ ৯ ॥

কেউ কেউ বলেন, ইন্দ্রের উৎপত্তি অশ্ব হ'তে। কিন্তু আমি জ্ঞান ক'রি, তাঁর উৎপত্তি তেজ হ'তে। ইনি ক্রোধ হ'তে উৎপন্ন হয়ে শত্রুর অট্টালিকার উপর দণ্ডায়মান হয়েছেন। ইন্দ্র কোথা হ'তে জন্মেছেন তা তিনিই জানেন ॥ ১০ ॥

সুন্দর পক্ষধারী কতকগুলি পক্ষী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হলো, অর্থাৎ যজ্ঞাভিলাষী কতকগুলি ঋষিই সেই পক্ষী, ইন্দ্রের নিকট তাঁদের প্রার্থনা ছিল। তাঁরা প্রার্থনা করলেন, হে ইন্দ্র! অন্ধকার দূর করো, চক্ষু আলোকে পূর্ণ করো; আমরা যেন পাশবদ্ধ আছি, আমাদের মোচন ক'রে দাও ॥ ১১ ॥

টীকা — আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'র ১৫৩ ও ১৪৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ৯ ও ১১ ঋক্ যথাক্রমে গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এই দুটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও আছে—যথা—৯ সূক্ত—"ভগবানের যে রক্ষাশক্তি দ্যুলোকে সর্বতোভাবে মোক্ষদানের জন্য ব্যাপ্ত আছে, সেই রক্ষাশক্তি এই জগতের লোকদেরও মোক্ষ প্রদান করে; জগতে জ্ঞানে ও মোক্ষে যে অমৃত বর্তমান আছে, সেই অমৃত ভগবান্ প্রদান করেন।" (ভাব এই যে,—ভগবানের রক্ষাশক্তি সর্বত্র বিদ্যমান, তিনিই কৃপা ক'রে লোকদের মোক্ষ প্রদান ক'রে থাকেন)। মোক্ষলাভ প্রকৃতপক্ষে অমৃতত্ব লাভ। [মোক্ষলাভের অর্থ—ভগবানের চরণে আত্ম-বিসর্জন—সেই অমৃত-সাগরে তলিয়ে যাওয়া]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক ১১ ঋক্‌টি দেখতে পারেন॥

◆ ◆

— ৭৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : গৌরিবীতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বসূনাং বা চর্কৃষ ইয়ক্ষধিয়া বা যজ্ঞৈর্বা রোদস্যোঃ।
অর্বন্তো বা যে রয়িমন্তঃ সাতৌ বনুং বা যে সুশ্রুণং সুশ্রুতো ধুঃ ॥ ১ ॥
হব এষামসুরো নক্ষত দ্যাং শ্রবস্যতা মনসা নিংসত ক্ষাম্।
চক্ষাণা যত্র সুবিতায় দেবা দ্যৌর্ন বারেভিঃ কৃণবন্ত স্বৈঃ ॥ ২ ॥
ইয়মেষামমৃতানাং গীঃ সর্বতাতা যে কৃপণন্ত রত্নম্।
ধিয়ং চ যজ্ঞং চ সাধন্তস্তে নো ধান্তু বসব্য মসামি ॥ ৩ ॥

আ তত্ত ইন্দ্রায়বঃ পনন্তাভি য ঊর্বং গোমন্তং তিতৃৎসান্।
সকৃৎস্বং যে পুরুপুত্রাং মহীং সহস্রধারাং বৃহতীং দুদুক্ষন্ ॥ ৪॥
শচীব ইন্দ্রমবসে কৃণুধ্বমনানতং দময়ন্তং পৃতন্যূন্।
ঋভুক্ষণং মঘবানং সুবৃক্তিং ভর্তা যো বজ্রং নর্যং পুরুক্ষুঃ ॥ ৫॥
যদ্বাবান পুরুতমং পুরাষালা বৃত্রহেন্দ্রো নামান্যপ্রাঃ।
অচেতি প্রাসহস্পতিস্তুবিষ্মান্যদীমুশ্মসি কর্তবে করত্তৎ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — ইন্দ্র বুঝি ধন দান করবার জন্য স্থানান্তরে আকৃষ্ট হয়েছেন? বুঝি বা দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে স্তবের দ্বারা, কি যজ্ঞের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে স্থানান্তরে গিয়েছেন? অথবা যুদ্ধে ধন উপার্জন করে, এইরকম যোটকেরা তাঁকে আকর্ষণ করেছে? অথবা যে সকল যশস্বী ব্যক্তি আশ্চর্যরকম শত্রু সংহার করছেন, তাঁরাই বা ইন্দ্রকে আকর্ষণ করেছেন ॥ ১॥

এঁদের প্রবল নিমন্ত্রণধ্বনি আকাশ পূর্ণ করলো, দেবতাগণকে চালিত ক'রে দিল, তাঁরা যজ্ঞভাগলোলুপ চিত্তে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'লেন। তথায় তাঁরা যজ্ঞভাগের জন্য চতুর্দিকে দেখছেন। আকাশ হ'তে যেমন বৃষ্টি হয়, তেমনই তাঁরা নিজ নিজ ধন বর্ষণ করতে উদ্যত ॥ ২॥

অবিনাশী দেবতা ইত্যাদির জন্য এই স্তুতি উচ্চারণ করলাম। তাঁরা যজ্ঞে উত্তম উত্তম নানা বস্তু বিতরণ করেন। তাঁরা আমাদের স্তব ও যজ্ঞ সফল করুন এবং নিরুপম ধনরাশি ধ'রে দিন ॥ ৩॥

হে ইন্দ্র! যে সকল ব্যক্তি বহুপরিমাণ গোধন বিপক্ষের নিকট ছিনিয়ে নিতে চায়, তা'রা তোমাকেই স্তব করে। এই যে প্রকাণ্ড পৃথিবী, ইনি একবার মাত্র প্রসব হন, কিন্তু অনেক সন্তান প্রসব করেন, অর্থাৎ প্রচুর শস্য ইত্যাদি এককালে উৎপন্ন ক'রে দেন। ইনি সহস্র ধারায় সম্পত্তিস্বরূপ দুগ্ধদান করেন; যাঁরা এই পৃথিবীস্বরূপ গাভীকে দোহন করতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা ইন্দ্রকেই স্তব করেন ॥ ৪॥

হে কর্মনিষ্ঠ পুরোহিতগণ! যে ইন্দ্র কারও নিকট নত হন না, যিনি বিপক্ষ যোদ্ধাগণকে দমন করেন, যিনি মহান ও ধনশালী, যাঁকে স্তব করলে শুভ হয়, যিনি মানুষের হিতার্থে বজ্র ধারণপূর্বক নানা শব্দ করেন, তাঁর শরণাগত হও ॥ ৫॥

শত্রুপুরী ধ্বংসকারী ইন্দ্র যখন অতি বিপুল শত্রুকে সংহার করলেন, তিনি তখন বৃত্রের নিধনকারী হয়ে পৃথিবীকে জলে পূর্ণ করলেন, তখন সকলে তাঁকে জ্ঞাত হলো যে, তিনি অতি বলবান্ ও ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভু। এঁকে যা করতে প্রার্থনা করবে, ইনি তা-ই করবেন ॥ ৬॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৫ সূক্ত —

[দেবতা : নদী। ঋষি : সিন্ধুক্ষিৎ। ছন্দ : জগতী]

প্র সু ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুর্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ।
প্র সপ্তসপ্ত ত্রেধা হি চক্রমুঃ প্র সৃত্বরীণামতি সিন্ধুরোজসা ॥ ১॥

প্র তেঽরদদ্বরুণো যাতবে পথঃ সিন্ধো যদ্বাজাঁ অভ্যদ্রবস্ত্বম্।
ভূম্যা অধি প্রবতা যাসি সানুনা যদেষামগ্রং জগতামিরজ্যসি ॥ ২॥
দিবি স্বনো যততে ভূম্যোপর্যনন্তং শুষ্মমুদিয়র্তি ভানুনা।
অভ্রাদিব প্র স্তনয়ন্তি বৃষ্টয়ঃ সিন্ধুর্যদেতি বৃষভো ন রোরুবৎ ॥ ৩॥
অভি ত্বা সিন্ধো শিশুমিন্ন মাতরো বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সেব ধেনবঃ।
রাজেব যুধ্বা নয়সি ত্বমিৎসিচৌ যদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি ॥ ৪॥
ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচেতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া ॥ ৫॥
তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা।
ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহত্ন্বা সরথং যাভিরীয়সে ॥ ৬॥
ঋজীত্যেনী রুশতি মহিত্বা পরি জ্রয়াংসি ভরতে রজাংসি।
অদব্ধা সিন্ধুরপসামপস্তমাশ্বা ন চিত্রা বপুষীব দর্শতা ॥ ৭॥
স্বশ্বা সিন্ধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্যয়ী সুকৃতা বাজিনীবতী।
ঊর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধি বস্তে সুভগা মধুবৃধম্ ॥ ৮॥
সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিষদস্মিন্নাজৌ।
মহান্ হ্যস্য মহিমা পনস্যতেঽদব্ধস্য স্বযশসো বিরপ্শিনঃ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে জলগণ! যজমানের গৃহে কবি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখ্যা করছেন। তারা সাত সাত ক'রে তিন শ্রেণীতে চললো, সকল নদীর উপর সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ ॥ ১॥

হে সিন্ধু নদি! যখন তুমি অন্নশালী অর্থাৎ শস্যশালী প্রদেশ লক্ষ্য ক'রে ধাবিত হ'লে, তখন বরুণদেব তোমার গমনের নানা পথ কেটে দিলেন। তুমি ভূমির উপর উন্নত পথ দিয়ে গমন করো। তুমি সকল গমনশীল নদীর উপর বিরাজ করো ॥ ২॥

পৃথিবী হ'তে সিন্ধুর শব্দে উত্থিত হয়ে আকাশ পর্যন্ত আচ্ছাদন করছে। মহাবেগে উজ্জ্বল মূর্তিতে ইনি চলেছেন। এঁর শব্দ শ্রবণ করলে জ্ঞান হয়, যেন মেঘ হ'তে ঘোর রবে বৃষ্টি পড়ছে। সিন্ধু আগত হচ্ছেন, যেন বৃষ গর্জন করতে করতে আগমন করছে ॥৩॥

হে সিন্ধু! যেমন শিশু বৎসের নিকট তাদের জননী গাভীগণ দুগ্ধ নিয়ে গমন করে, সেইরকম আর আর নদী শব্দ করতে করতে জল সহ তোমার চতুর্দিকে আগমন করছে। যেমন যুদ্ধ করবার সময় রাজা সৈন্য সহ গমন করে, সেইরকম তোমার সহগামিনী এই নদীদ্বয় সহ তুমি অগ্রে অগ্রে গমন করছো ॥ ৪ ॥

হে গঙ্গা! হে যমুনা ও সরস্বতী ও শতদ্রু ও পরুষ্ণি! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ ক'রে লও। হে অসিক্নী-সংগতা মরুদ্বৃধা নদি! হে বিতস্তা ও সুষোমা সঙ্গত আর্জীকীয়া নদী! তোমরা শ্রবণ করো ॥ ৫ ॥

হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে চললে। পরে সুসর্তু ও রসা ও শ্বেতীর সাথে মিলিত হ'লে। তুমি ক্রুমু ও গোমতীকে, কুভা ও মেহত্নুর সাথে মিলিত করলে। এই সকল

নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্রে গমন ক'রে থাক ॥ ৬ ॥

এই দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধু সরলভাবে গমন করছে, তাঁর বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল, তিনি অতি মহৎ, তাঁর জল সকল মহাবেগে গমন ক'রে চতুর্দিক পরিপূর্ণ করছে। যত গতিশালী আছে, এঁর তুল্য গতিশালী কেউ নেই ॥ ৭ ॥

সিন্ধু চিরযৌবনা ও সুন্দরী; এঁর উৎকৃষ্ট ঘোটক, উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে, ইনি উত্তমরূপে সজ্জিত হয়েছেন। এঁর বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, এঁর তীরে সীলমা ঘড় আছে। ইনি মধু প্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত ॥ ৮ ॥

সিন্ধু ঘোটকযুক্ত অতি সুখকর রথ যোজনা করেছিলেন, তা'র দ্বারা এই যজ্ঞে অন্ন আনয়ন ক'রে দিয়েছেন। এঁর মহিমা অতি মহৎ ব'লে স্তব করে। ইনি দুর্দ্ধর্ষ, আপন যশে যশস্বী এবং মহৎ ॥ ৯ ॥

টীকা — ৫ ও ৬ ঋক্ সম্বন্ধে দুটি উদ্ধৃতি—"Satadru (Sutlej)". "Parushni (Iravati, Ravi)". Asikni, which means black." "It is the modern Chinab." "Marudvridha, a general name for river. According to Roth the combined course of the Akesines and Hydaspes". "Vitasta, the last of the rivers of the Punjab, changed in Greek into Hydaspes". "It is the modern Behat or Jilam". "According to Yaska the Arjikiya is the Vipas". "Its modern name is Bias or Bejah". "According to Yaska the Sushoma is the Indus." Max Muller's India, what can it teach us." ৫ ঋকে সিন্ধু নদীর পূর্বদিকের অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। ৬ ঋকে পশ্চিম দিগের অর্থাৎ কাবুল প্রদেশে শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। আমরা এখানে মক্ষমূলর কৃত ৬ ঋকের অনুবাদ উদ্ধৃত করছি—"First thou goest united with the Trishtama on this journey, with the Susartu, the Rasa (Ramha Araxes?), and the Sveti,—O Sindhu with the Kubha (Kophen, Cabul river) to the Gomoti (Gomal), with the Mehatnu to the Krumu (Kurum)—with whom thou proceedest together."

◆ ◆

— ৭৬ সূক্ত —

[দেবতা : গ্রাবান (সোমনিষ্পীড়নের প্রস্তর)। ঋষি : জরৎকর্ণ। ছন্দ : জগতী]

আ ব ঋঞ্জস উর্জাং ব্যুষ্টিষ্বিন্দ্রং মরুতো রোদসী অনক্তন।
উভে যথা নো অহনী সচাভুবা সদঃসদো বরিবস্যাতে উদ্ভিদা ॥ ১ ॥
তদু শ্রেষ্ঠং সবনং সুনোতনাত্যো ন হস্তযতো অদ্রিঃ সোতরি।
বিদদ্ধ্যর্যো অভিভূতি পৌংস্যং মহো রায়ে চিত্তরুতে যদর্বতঃ ॥ ২ ॥
তদিদ্ধ্যস্য সবনং বিবেরপো যথা পুরা মনবে গাতুমশ্রেৎ।
গোঅর্ণসি ত্বাষ্ট্রে অশ্বনির্ণিজি প্রেমধ্বরেষ্বধ্বরাঁ অশিশ্রয়ুঃ ॥ ৩ ॥
অপ হত রক্ষসো ভঙ্গুরাবতঃ স্কভায়ত নির্ঋতিং সেধতামতিম্।
আ নো রয়িং সর্ববীরং সুনোতন দেবাব্যং ভরত শ্লোকমদ্রয়ঃ ॥ ৪ ॥

দিবশ্চিদা বোঽমবত্তরেভ্যো বিভ্বনা চিদাশ্বপস্তরেভ্যঃ।
বায়োশ্চিদা সোমরভস্তরেভ্যোঽগ্নেশ্চিদর্চ পিতুকৃত্তরেভ্যঃ ॥ ৫ ॥
ভুরন্তু নো যশসঃ সোত্বন্ধসো গ্রাবাণো বাচা দিবিতা দিবিত্মতা।
নরো যত্র দুহতে কাম্যং মধ্বাঘোষয়ন্তো অভিতো মিথস্তুরঃ ॥ ৬ ॥
সুন্বন্তি সোমং রথিরাসো অদ্রয়ো নিরস্য রসং গবিষো দুহন্তি তে।
দুহন্ত্যূধরুপসেচনায় কং নরো হব্যা ন মর্জয়ন্ত আসভিঃ ॥ ৭ ॥
এতে নরঃ স্বপসো অভূতন য ইন্দ্রায় সুনুথ সোমমদ্রয়ঃ।
বামং বামং বো দিব্যায় ধাম্নে বসুবসু বঃ পার্থিবায় সুন্বতে ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — হে প্রস্তরগণ। প্রভাত হ'লেই তোমাদের সজ্জিত ক'রি। তোমরা সোম দিয়ে ইন্দ্র ও মরুৎ ও দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত করেছো। সেই দুই দ্যাবাপৃথিবী যেন একত্র হয়ে আমাদের প্রত্যেক গৃহে সেবা গ্রহণপূর্বক গৃহ ধনে পূর্ণ করেন ॥ ১ ॥

নিষ্পীড়নকর্তা যখন প্রস্তরকে হস্তে ধারণ করলো, তখন সে যেন হস্তগৃহীত ঘোটকের মতো হলো এবং চমৎকার সোম প্রস্তুত করলো। প্রস্তর যিনি প্রয়োগ করেন, তিনি শত্রুজয়োপযোগী পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রস্তর ঘোটক দান করে, তা'তে প্রচুর ধন লাভ হয় ॥ ২ ॥

যেমন পূর্বকালে মনুর যজ্ঞে সোমরস এসেছিল, সেইরকম এই প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত সোম জলে প্রবেশ করুন। গাভীগণকে জলে স্নান করাবার সময়ে এবং গৃহ নির্মাণ কার্যে এবং ঘোটকগণকে স্নান করাবার সময় যজ্ঞকালে এই অবিনাশী সোমরসগণের আশ্রয় লওয়া যায় ॥ ৩ ॥

হে প্রস্তরগণ। কর্মবিঘ্নকারী রাক্ষস ইত্যাদিকে নষ্ট করো, নির্ঋতিকে রুদ্ধ করো, দুর্মতি দূর করো, আমাদের ধন ও জন সম্পাদন ক'রে দাও। দেবতাগণের প্রীতিকর শ্লোকের স্ফূর্তি ক'রে দাও ॥ ৪ ॥

যাঁরা আকাশের অপেক্ষাও অধিক তেজোযুক্ত, যাঁরা বিভ্বা অপেক্ষাও অধিক শীঘ্র কর্মকারী, যাঁরা বায়ু অপেক্ষাও সোম প্রস্তুত করতে অধিক পটু এবং যাঁরা অগ্নি অপেক্ষাও অধিক অন্নদাতা, সেই প্রস্তরগণকে পূজা করো ॥ ৫ ॥

এই সকল প্রস্তর উজ্জ্বল বাক্যের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হয়েছে, এই যশস্বী প্রস্তর অন্নস্বরূপ সোমের রস প্রস্তুত করুক। এদের সাহায্যে কর্মাধ্যক্ষগণ কোলাহল করতে করতে এবং পরস্পরকে ত্বরা দিতে দিতে অতি চমৎকার মধু প্রস্তুত করেন ॥ ৬ ॥

এই সকল প্রস্তর চালিত হয়ে সোম প্রস্তুত করছে, সোম দুগ্ধের সাথে মিলিত হবেন ব'লে তাঁর সমস্ত রস এরা দোহন করছে। কর্মাধ্যক্ষগণ গাভীর আপীন হ'তে দুগ্ধ দোহন করছেন। সোম সেচন করবেন এই-ই অভিপ্রায়। এ হোম করতে হবে, অতএব এখন মুখে অর্পণ করছেন না ॥ ৭ ॥

হে কর্মাধ্যক্ষগণ। হে প্রস্তরগণ। তোমরা ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করছো, উত্তমরূপে এই কার্য সম্পন্ন করো। দিব্যলোকের জন্য তোমাদের চমৎকার সম্পত্তি উপস্থিত করো; আর পৃথিবীস্থিত সোমযাগকারী ব্যক্তির জন্য উত্তম ধন নীত করো ॥ ৮ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৭ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎ। ঋষি : স্যূমরশ্মি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

অভ্রপ্রুষো ন বাচা প্রুষা বসু হবিষ্মন্তো ন যজ্ঞা বিজানুষঃ।
সুমারুতং ন ব্রহ্মাণমর্হসে গণমস্তোষ্যেষাং ন শোভসে ॥ ১॥
শ্রিয়ে মর্যাসো অঞ্জীরকৃণ্বত সুমারুতং ন পূর্বীরতি ক্ষপঃ।
দিবস্পুত্রাস এতা ন যেতির আদিত্যাসস্তে অক্রা ন বাবৃধুঃ ॥ ২॥
প্র যে দিবঃ পৃথিব্যা ন বর্হণা ত্মনা রিরিচ্রে অভ্রান্ন সূর্যঃ।
পাজস্বন্তো ন বীরাঃ পনস্যবো রিশাদসো ন মর্যা অভিদ্যবঃ ॥ ৩॥
যুষ্মাকং বুধ্নে অপাং ন যামনি বিথুর্যতি ন মহী শ্রথর্যতি।
বিশ্বপ্সুর্যজ্ঞো অর্বাগয়ং সু বঃ প্রয়স্বন্তো ন সত্রাচ আ গত ॥ ৪॥
যূয়ং ধূর্ষু প্রযুজো ন রশ্মিভির্জ্যোতিষ্মন্তো ন ভাসা ব্যুষ্টিষু।
শ্যেনাসো ন স্বযশসো রিশাদসঃ প্রবাসো ন প্রসিতাসঃ পরিপ্রুষঃ ॥ ৫॥
প্র যদ্বহধ্বে মরুতঃ পরাকাদ্যূয়ং মহঃ সম্বরণস্য বস্বঃ।
বিদানাসো বসবো রাধ্যস্যারাচ্চিদ্দ্বেষঃ সনুতর্যুযোত ॥ ৬॥
য উদৃচি যজ্ঞে অধ্বরেষ্ঠা মরুদ্ভ্যো ন মানুষো দদাশৎ।
রেবৎস বয়ো দধতে সুবীরং স দেবানামপি গোপীথে অস্তু ॥ ৭॥
তে হি যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়াস ঊমা আদিত্যেন নাম্না শম্ভবিষ্ঠাঃ।
তে নোঽবন্তু রথতূর্মনীষাং মহশ্চ যামন্নধ্বরে চকানাঃ ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — মরুৎগণ স্তবে তুষ্ট হয়ে মেঘনির্গত বৃষ্টিবিন্দুর মতো ধন বর্ষণ করছেন। প্রচুর হোমদ্রব্যযুক্ত যজ্ঞের মতো, এঁরা উৎপত্তির কারণস্বরূপ হন। মরুৎদেবতাগণের এই বৃহৎগণকে আমি পূজা বা স্তব করিনি, শোভার জন্যও আমার স্তব করা হয়নি ॥ ১॥

এই মরুৎগণ পূর্বে মানুষ ছিলেন, পুণ্যের দ্বারা দেবতা হয়েছেন, এঁরা শরীর শোভার্থে অলঙ্কার ধারণ করেন। বিস্তর সৈন্য একত্র হয়েও মরুৎগণকে অতিক্রম করতে পারে না। আমরা এখনও স্তব করিনি ব'লে এই সকল দ্যুলোকের পুত্রগণ, অর্থাৎ মরুৎগণ এখনও দর্শন দান করেননি, মহাবল পরাক্রান্ত এই সকল অদিতি সন্তানগণ এখনও বৃদ্ধিযুক্ত হননি ॥ ২॥

এই সকল মরুৎ আপনা হ'তেই স্বর্গের ও পৃথিবীর উপযুক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। সূর্য যেমন মেঘ হ'তে নির্গত হন, সেইরকম এঁরা নির্গত হন। এঁরা বীরপুরুষের মতো বলবান্ এঁরা স্তব কামনা করেন, বিপক্ষগণকে দূর ক'রে এইরকম মানুষের দীপ্তিসম্পন্ন ॥ ৩॥

হে মরুৎগণ যখন তোমরা পরস্পর প্রতিঘাত কর, এবং বৃষ্টিপাত হ'তে থাকে, তখন পৃথিবী

তাতে কাতর হন না, দুর্বলও হন না। এই নানারকম যজ্ঞীয় সামগ্রী তোমাদের জন্য উত্তমভাবে প্রদত্ত হয়েছে, তোমরা আত্মসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মতো একত্র হয়ে আগমন করো ॥ ৪ ॥

রজ্জুর দ্বারা রথে যোজিত ঘোটকের মতো তোমরা দ্রুতগামী, প্রভাতকালের আলোকে যেন তোমরা আলোকযুক্ত হয়েছো; শ্যেনপক্ষীর মতো তোমরা বিপক্ষ দূর কর এবং নিজের কীর্তি নিজে উপার্জন কর, প্রবাসে গমনকারী ব্যক্তিগণের মতো তোমরা চতুর্দিকে গমনপূর্বক বারি সেচন ক'রে থাক ॥ ৫ ॥

হে মরুৎগণ! তোমরা অতি দূর দেশ হ'তে প্রচুর পরিমাণ গুপ্তধন বহন ক'রে আনীত ক'রে থাক। চমৎকার সম্পত্তি লাভ ক'রে তোমরা দ্বেষকারিগণকে গোপনে দূর ক'রে দিয়ে থাক ॥ ৬॥

যে মানব যজ্ঞানুষ্ঠান ক'রে যজ্ঞ সমাপন হ'লে মরুৎগণকে দান করেন, তাঁর অন্ন ও সম্পত্তি ও পুত্র ইত্যাদি লাভ হয়। তিনি দেবতাগণের সঙ্গে একত্রে সোম পান করেন ॥ ৭ ॥

সেই মরুৎগণ যজ্ঞভাগে অধিকারী, যজ্ঞের সময় রক্ষা করেন, অদিতি আকাশের জলের দ্বারা সুখ বিতরণ করেন। তাঁরা ত্বরিত রথে আগমনপূর্বক আমাদের বুদ্ধিকে রক্ষা করুন, তাঁরা যজ্ঞে গমন ক'রে প্রচুর সামগ্রী অভিলাষ করুন ॥ ৮ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৭৮ সূক্ত —

[দেবতা : মরুৎ। ঋষি : স্যূমরশ্মি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

বিপ্রাসো ন মন্মভিঃ স্বাধ্যো দেবাব্যো ন যজ্ঞৈঃ স্বপ্নসঃ।
রাজানো ন চিত্রাঃ সুসন্দৃশঃ ক্ষিতীনাং ন মর্যা অরেপসঃ ॥ ১ ॥
অগ্নির্ন যে ভ্রাজসা রুক্মবক্ষসো বাতাসো ন স্বযুজঃ সদ্য উতয়ঃ।
প্রজ্ঞাতারো ন জ্যেষ্ঠাঃ সুনীতয়ঃ সুশর্মাণো ন সোমা ঋতং যতে ॥ ২ ॥
বাতাসো ন যে ধুনয়ো জিগত্নবোঽগ্নীনাং ন জিহ্বা বিরোকিণঃ।
বর্মণ্বন্তো ন যোধাঃ শিমীবন্তঃ পিতৄণাং ন শংসাঃ সুরাতয়ঃ ॥ ৩ ॥
রথানাং ন যেঽরাঃ সনাভয়ো জিগীবাংসো ন শূরা অভিদ্যবঃ।
বরেয়বো ন মর্যা ঘৃতপ্রুষোঽভিস্বর্তারো অর্কং ন সুষ্টুভঃ ॥ ৪ ॥
অশ্বাসো ন যে জ্যেষ্ঠাস আশবো দিধিষবো ন রথ্যঃ সুদানবঃ।
আপো ন নিম্নৈরুদভির্জিগত্নবো বিশ্বরূপা অঙ্গিরাসো ন সামভিঃ ॥ ৫ ॥
গ্রাবাণো ন সূরয়ঃ সিন্ধুমাতর আদর্দিরাসো অদ্রয়ো ন বিশ্বহা।
শিশূলা ন ক্রীলয়ঃ সুমাতরো মহাগ্রামো ন যামন্নুত ত্বিষা ॥ ৬ ॥
উষসাং ন কেতবোঽধ্বরশ্রিয়ঃ শুভংযবো নাঞ্জিভির্ব্যশ্বিতন্।
সিন্ধবো ন যযিয়ো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ পরাবতো ন যোজনানি মমিরে ॥ ৭ ॥

সুভাগাম্মো দেবাঃ কৃণুতা সুরত্নানস্মান্ স্তোতৃন্মরুতো বাবৃধানাঃ।
অধি স্তোত্রস্য সখ্যস্য গাত সনাদ্ধি বো রত্নধেয়ানি সন্তি ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — মরুৎগণ স্তোতাগণের মতো উত্তম উত্তম স্তবের ধ্যান করতে পারেন, যাঁরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাগণকে পরিতৃপ্ত করে, সেই যজমানগণের মতো উত্তম কার্য করেন, রাজাগণের মতো তাঁরা সুশ্রী ও চিত্রবিচিত্র মূর্তি ধারণ করেন, গৃহস্বামিগণের মতো তাঁরা নিষ্পাপ ॥ ১॥

অগ্নির মতো তাঁদের দীপ্তি; তাঁদের বক্ষস্থলে যেন স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাচ্ছে; তাঁরা বায়ুর মতো নিজে সজ্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ গমন করেন; তাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতো প্রধান হন এবং উত্তম নেতার কার্য করেন, তাঁরা সোমরসের মতো সুন্দর সুখ বিধান করেন এবং যজ্ঞে গমন করেন ॥ ২॥

তাঁরা বায়ুর মতো গমন করতে করতে কম্পিত ক'রে যান, অগ্নি জিহ্বার মতো চাকচিক্যময় হন, কবচধারী যোদ্ধাগণের মতো বীরত্ব করেন; পিতৃলোকগণের স্তবের মতো সুফল দান করেন ॥ ৩॥

তাঁরা রথচক্রের অরসমূহের মতো এক নাভি অর্থাৎ এক আশ্রয় ধরে আছেন, বিজয়ী বীরের মতো দীপ্তিশালী, দান করতে উদ্যত মানবগণের মতো জলবিন্দু সেক করেন; স্তুতিবাক্য উচ্চারণকারীগণের মতো সুন্দর শব্দ করেন ॥ ৪॥

তাঁরা ঘোটকবৃন্দের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী। রথারূঢ় ধনস্বামিগণের মতো উত্তম দান করেন। তাঁরা নদীর মতো নিম্ন দিকে জল লয়ে যান, অঙ্গিরাগণের মতো যেন সাম গান করেন; তাঁদের মূর্তি নানারকম ॥ ৫॥

জল প্রেরণকারী মেঘের মতো তাঁরা নদী নির্মাণ করেন। বিদীর্ণকারী অস্ত্রশস্ত্রের মতো সকলই তাঁরা ধ্বংস করেন। বৎসল মাতার শিশুগণের মতো তাঁরা ক্রীড়া করেন। বহুলোকসমূহের মতো তাঁরা দীপ্তিসহকারে গমন করেন ॥ ৬॥

প্রভাতের কিরণের মতো তাঁরা যজ্ঞ আশ্রয় করেন, বিবাহার্থে বরের মতো তাঁরা অলঙ্কার ধারণপূর্বক শোভাযুক্ত হন; নদীর মতো তাঁরা ক্রমাগত চলেছেন, তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র চাকচিক্য প্রকাশ করছে, দূর পথের পথিকের মতো তাঁরা বহুযোজন পথ অতিক্রম করেন ॥ ৭॥

হে মরুৎদেবতাগণ! আমরা স্তবের দ্বারা তোমাদের সংবর্ধনা করছি, আমাদের উৎকৃষ্ট ভাগ প্রদান করো, উৎকৃষ্ট রত্ন প্রদান করো, স্তবের অনুরোধে বন্ধুত্ব করো। চিরকালই তোমরা রত্ন বিতরণ ক'রে থাকো ॥ ৮॥

টীকা — ৭ ঋকের বক্তব্য—সেই কালে বিবাহে সাজ-সজ্জা ছাড়াও বরেরা অঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করতো।—বক্তব্য পূর্ববৎ॥

◆ ◆

— ৭৯ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : সপ্তি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অপশ্যমস্য মহতো মহিত্বমমর্ত্যস্য মর্ত্যাসু বিক্ষু।
নানা হনূ বিভৃতে সং ভরেতে অসিন্বতী বপ্সতী ভূর্যত্তঃ ॥ ১॥

গুহা শিরো নিহিতমৃধগক্ষী অসিন্বন্নত্তি জিহ্বয়া বনানি।
অত্রান্যস্মৈ পড়্ভিঃ সং ভরন্ত্যুত্তানহস্তা নমসাধি বিক্ষু ॥ ২॥
প্র মাতুঃ প্রতরং গুহ্যমিচ্ছন্ কুমারো ন বীরুধঃ সর্পদুর্বীঃ।
সসং ন পক্বমবিদচ্ছুচন্তং রিরিহ্বাংসং রিপ উপস্থে অন্তঃ ॥ ৩॥
তদ্বামৃতং রোদসী প্র ব্রবীমি জায়মানো মাতরা গর্ভো অত্তি।
নাহং দেবস্য মর্ত্যশ্চিকেতাগ্নিরঙ্গ বিচেতাঃ স প্রচেতাঃ ॥ ৪॥
যো অস্মা অন্নং তৃষ্বা দধাত্যাজ্যৈর্ঘৃতৈর্জুহোতি পুষ্যতি।
তস্মৈ সহস্রমক্ষভির্বি চক্ষেহগ্নে বিশ্বতঃ প্রত্যঙ্ঙসি ত্বম্ ॥ ৫॥
কিং দেবেষু ত্যজ এনশ্চকর্থাগ্নে পৃচ্ছামি নু ত্বামবিদ্বান্।
অক্রীলন্ ক্রীলন্ হরিরত্তবেঽদন্বি পর্বশশ্চকর্ত গামিবাসিঃ ॥ ৬॥
বিষূচো অশ্বান্যুযুজে বনেজা ঋজীতিভী রশনাভির্গৃভীতান্।
চক্ষদে মিত্রো বসুভিঃ সুজাতঃ সমানৃধে পর্বভির্বাবৃধানঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — এই অগ্নি অমর, মরণ ধর্মাক্রান্ত মানবগণের মধ্যে এঁর মহত্ত্ব দর্শন করছি। এঁর হনু দুটি নানামূর্তি ও পরিপূর্ণাকৃতি। এরা পরিপূর্ণ হচ্ছে এবং চর্বন না ক'রে বিস্তর বস্তু আহার করছে ॥ ১॥

এঁর মস্তক নিভৃতস্থানে আছে, দুই চক্ষুও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ইনি চর্বন না ক'রে কেবল জিহ্বার দ্বারা কাষ্ঠসমূহ ভোজন করছেন, মানবগণের মধ্যে অনেকগুলি লোক হস্ত উন্নত ক'রে নমোবাক্য বলতে বলতে এঁর নিকট আগত হয়ে এঁর আহার যোগাচ্ছে ॥ ২॥

এই অগ্নিরূপী বালক আপন মাতা পৃথিবীর উপর অগ্রসর হয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লতাগুলি গ্রাস করতে গমন করেন, তাদের অপ্রকাশ মূল পর্যন্ত ভক্ষণ করেন। পৃথিবীর উপর যে গগনস্পর্শী বৃক্ষ আছে তাকে ইনি পক্ব অন্নের মতো গ্রহণ করলেন, তাঁর জিহ্বার স্পর্শে বৃক্ষ প্রজ্বলিত হলো ॥ ৩॥

হে দ্যাবাপৃথিবী! আমি তোমাদের এই কথা সত্য বলছি, এই বালক জাতমাত্র আপন দুই মাতাকে গ্রাস করে, অর্থাৎ অরণিদ্বয় হ'তে জন্মে তাদেরই দগ্ধ করে। আমি মানব, অগ্নি দেবতা, এঁর বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, তিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কি জ্ঞানহীন, তা আমি জানি না ॥ ৪॥

যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে শীঘ্র শীঘ্র অন্নদান করে, গব্যঘৃত ও অন্যান্য ঘৃতে হোম ক'রে এঁর পুষ্টি সাধন করে, অগ্নি সহস্র চক্ষে তার উপর দৃষ্টি রাখেন। হে অগ্নি! তুমি তা'র প্রতি সর্বরকমে অনুকূল থাকো ॥ ৫॥

হে অগ্নি! তুমি কি দেবতাগণের মধ্যে কোন অপরাধ প্রাপ্ত হয়ে ক্রোধ ধারণ করেছো? আমি জানি না, এই জন্য তোমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করছি। যেমন খড়্গের দ্বারা গাভীকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ছেদন করে, সেইরকম তুমি ক্রীড়া কর আর না কর, তুমি উজ্জ্বল হয়ে তোমার আহারীয় দ্রব্য ভোজনকালে পর্বে পর্বে তা কর্তন করো ॥ ৬॥

এই অগ্নি বনে জন্মে এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছেন, যেন সরল রজ্জুর দ্বারা বন্ধনপূর্বক দ্রুতগামী কতকগুলি ঘোটককে রথে যোজনা করেছেন, এই বন্ধু কাষ্ঠস্বরূপ ধন প্রাপ্ত হয়ে বৃহৎ হয়ে উঠেছেন এবং সকলই চূর্ণ করছেন, ইনি বৃক্ষ গ্রাস ক'রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিপুল মূর্তি হয়েছেন ॥ ৭॥

টীকা — ৬ ঋক্ হ'তে অনুমিত হয় যে, খাদের জন্য গাভী পর্বে পর্বে কাটা হতো।—বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বৈশ্বানর অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অগ্নিঃ সপ্তিং বাজম্ভরং দদাত্যগ্নির্বীরং শ্রুত্যং কর্মনিষ্ঠাম্।
অগ্নী রোদসী বি চরৎসমঞ্জন্নগ্নির্নারীং বীরকুক্ষিং পুরন্ধিম্ ॥ ১॥
অগ্নেরপ্নসঃ সমিদস্তু ভদ্রাগ্নির্মহী রোদসী আ বিবেশ।
অগ্নিরেকং চোদয়ৎ সমৎস্বগ্নির্বৃত্রাণি দয়তে পুরুণি ॥ ২॥
অগ্নির্হ ত্যং জরতঃ কর্ণমাবাগ্নিরদ্ভ্যো নিরদহজ্জরূথম্।
অগ্নিরত্রিং ঘর্ম উরুষ্যদন্তরগ্নির্নৃমেধং প্রজয়াসৃজৎ সম্ ॥ ৩॥
অগ্নির্দাদ্দ্রবিনং বীরপেশা অগ্নির্ঋষিং যঃ সহস্রা সনোতি।
অগ্নির্দিবি হব্যমা ততানাগ্নের্ধামানি বিভৃতা পুরুত্রা ॥ ৪॥
অগ্নিমুক্থৈর্ঋষয়ো বি হ্বয়ন্তেঽগ্নিং নরো যামনি বাধিতাসঃ।
অগ্নিং বয়ো অন্তরিক্ষে পতন্তোঽগ্নিঃ সহস্রা পরি যাতি গোনাম্ ॥ ৫॥
অগ্নিং বিশ ঈলতে মানুষীর্যা অগ্নিং মনুষো নহুষো বি জাতাঃ।
অগ্নির্গান্ধর্বীং পথ্যা মৃতস্যাগ্নের্গব্যূতির্ঘৃত আ নিষত্তা ॥ ৬॥
অগ্নয়ে ব্রহ্ম ঋভবস্ততক্ষুরগ্নিং মহামবোচামা সুবৃক্তিম্।
অগ্নে প্রাব জরিতারং যবিষ্ঠাগ্নে মহি দ্রবিণমা যজস্ব ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নি এমন ঘোটক দান করেন, যাতে আরোহণপূর্বক শত্রুর অন্ন লুণ্ঠনপূর্বক আমরা গৃহ পরিপূর্ণ ক'রি। অগ্নি যে পুত্র প্রদান করেন, সে কর্মতৎপর হয়ে যশস্বী হয়। অগ্নি দ্যুলোক ও ভূলোককে শোভাময় ক'রে বিচরণ করেন। অগ্নি নারীকে বহুবীরপ্রসবিনী করেন ॥ ১॥

অগ্নিকার্যে উপযোগী সমিৎকাষ্ঠ কল্যাণকর হোক। অগ্নি প্রকাণ্ড দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করেছেন। অগ্নিই এক ব্যক্তিকে যুদ্ধে গমন করার সাহস প্রদান করেন। অগ্নি মহৎ মহৎ অভিলাষসকল দয়া ক'রে পূর্ণ করেন ॥ ২॥

অগ্নি জরৎকর্ণ নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করেছিলেন। অগ্নিই জরূথ নামক শত্রুকে জলের মধ্য হ'তে নির্গত ক'রে দগ্ধ করেছেন। যখন প্রতপ্ত কুণ্ডের মধ্যে অত্রি পতিত হন, তখন অগ্নিই তাঁকে উদ্ধার করেন। অগ্নি নৃমেধ ঋষিকে সন্তানদান করেছিলেন ॥ ৩॥

অগ্নি পুত্রস্বরূপ মহামূল্য পদার্থ দান করেন, অগ্নি ঋষিকে সহস্র দান করেন, অগ্নি হোমের দ্রব্য নিয়ে স্বর্গে দেবতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেন, অগ্নির বৃহৎ বৃহৎ অনেক স্থান আছে ॥ ৪॥

ঋষিগণ স্তবের দ্বারা অগ্নিকে আহ্বান করেন, বিপদগ্রস্ত পথিকগণ অগ্নিকে আহ্বান করেন, আকাশে উড়ন্ত পক্ষীগণ অগ্নিকে আহ্বান করেন, অগ্নি এক সহস্র গাভী বেষ্টন ক'রে থাকেন ॥ ৫॥

মানবজাতীয় প্রজাবর্গ অগ্নিকে স্তব করে, নহুষের সন্তান মানবগণও তা-ই করেন। গান্ধর্বগণের

নিকটও অগ্নি যজ্ঞকালে স্তব প্রাপ্ত হন। অগ্নির গতি যেন ঘৃতের মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে ॥৬॥

ঋভুগণ অগ্নির জন্য বৈদিক স্তব রচনা করেছেন। হে অগ্নি! তোমার এই সুরচিত বৃহৎ স্তব পাঠ করলাম। হে যুবা অগ্নি! এই স্তবকারীকে রক্ষা করো। বিস্তর সম্পত্তি আনীত ক'রে দাও ॥৭॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮১ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বকর্মা। ঋষি : ভৌবন বিশ্বকর্মা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।
স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আ বিবেশ ॥ ১॥
কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ।
যতো ভূমিং জনয়ন্বিশ্বকর্মা বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ ॥ ২॥
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ ॥ ৩॥
কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥ ৪॥
যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা যা মধ্যমা বিশ্বকর্মন্নুতেমা।
শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি স্বধাবঃ স্বয়ং যজস্ব তন্বং বৃধানঃ ॥ ৫॥
বিশ্বকর্মন্ হবিষা বাবৃধানঃ স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীমুত দ্যাম্।
মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতো জনাস ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু ॥ ৬॥
বাচস্পতিং বিশ্বকর্মাণমূতয়ে মনোজুবং বাজে অদ্যা হুবেম।
স নো বিশ্বানি হবনানি জোষদ্বিশ্বশম্ভূরবসে সাধুকর্মা ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — আমাদের পিতা সেই যে ঋষি, যিনি বিশ্বভুবনে হোম করতে বসেছিলেন, তিনি অভিলাষসহকারে ধনের কামনা ক'রে প্রথমাগত ব্যক্তিগণকে আচ্ছাদনপূর্বক পশ্চাতে আগতগণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলেন ॥১॥

সৃষ্টিকালে তাঁর অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়স্থল কি ছিল? কোন্ স্থান হ'তে কিভাবে তিনি সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করলেন? সেই বিশ্বকর্মা, বিশ্বদর্শনকারী দেব কোন্ স্থানে থেকে পৃথিবী নির্মাণপূর্বক প্রত্যক্ষ আকাশকে উপরে বিস্তারিত ক'রে দিলেন ॥২॥

সেই এক প্রভু, তাঁর সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ, ইনি দুই হস্তে এবং বিবিধপক্ষ সঞ্চালনপূর্বক নির্মাণ করেন, তাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা হয় ॥৩॥

সে কোন্ বন? কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ? যা হ'তে দ্যুলোক ও ভূলোক গঠন করা হয়েছে? হে বিদ্বান্‌গণ তোমরা একবার আপন আপন মনে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, দেখ তিনি কিসের উপর দণ্ডায়মান হয়ে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন? ॥ ৪ ॥

হে বিশ্বকর্মা! হে যজ্ঞভাগগ্রাহী! তোমার যে সকল উত্তম ও মধ্যম ও নিম্নবর্তী ধাম আছে, যজ্ঞের সময় সেগুলি আমাদের ব'লে দাও। তুমি নিজে নিজের যজ্ঞ ক'রে নিজ শরীর পুষ্টি করো ॥ ৫ ॥

হে বিশ্বকর্মা! কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, তুমি নিজে নিজে যজ্ঞ ক'রে নিজ শরীর পুষ্টি কর। চতুর্দিকের তাবৎ লোক নির্বোধ। ইন্দ্র আমাদের প্রেরণকর্তা হোন, অর্থাৎ বুদ্ধিস্ফূর্তি ক'রে দিন ॥ ৬ ॥

অদ্য এই যজ্ঞে সেই বিশ্বকর্মাকে রক্ষার জন্য আহ্বান করছি, তিনি বাচস্পতি, অর্থাৎ বাক্যের অধিপতি, মন তাঁতে সংলগ্ন হয়, তিনি সকল কল্যাণের উৎপত্তিস্থান, তাঁর কার্য মাত্রই চমৎকার, তিনি আমাদের তাবৎ যজ্ঞ স্বীকারপূর্বক আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

টীকা — ঋষিগণ প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন কার্যসমূহের একমাত্র নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন। ৮১ ও ৮২ সূক্তে সেই বিশ্বনিয়ন্তাকে বিশ্বকর্মা নাম দিয়ে অভিহিত করা হয়েছে ॥ ৩ ঋকে 'চক্ষু' 'মুখ' ইত্যাদি শব্দগুলি উপমা মাত্র। এগুলির দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অপরিমিত দর্শনশক্তি, কার্যশক্তি, গতি প্রভৃতিমাত্র প্রকটিত হয়েছে ॥ ৪ ঋকের বক্তব্য এই যে, শূন্য হ'তে সৃষ্টিকর্তার বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেছেন ॥ আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'র ৬৪৭ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ৬ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম—"বিশ্বাধিপতি হে দেব! আপনি নিজেকে আহুতি দিয়ে নিজেই যজ্ঞ সম্পাদন করেন; যজ্ঞে প্রদত্ত হবিঃ-দ্বারা আপনিই প্রবর্ধিত হন; সত্যতত্ত্বে অনভিজ্ঞ জনসমূহ সর্বতোভাবে মোহপ্রাপ্ত হয়; পরমধনদাতা সেই দেবতা ইহলোকে প্রার্থনাকারী আমাদের জ্ঞানদায়ক (অথবা স্বর্গপ্রাপক) হোন।" (ভাব এই যে,—ভগবানই বিশ্বে প্রকাশিত হন, তিনিই সর্বময়; সেই দেবতা আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন)। [পূর্বাপর বিশ্লেষিত হয়েছে—মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। সুতরাং মানুষ যা করে, একদিক দিয়ে তা ভগবানের কার্যও বলা যায়। বর্তমান মন্ত্রে এই ভাবেই গৃহীত হয়েছে। তাই বলা হয়েছে—'তন্বা স্বয়ং যজস্ব'। আবার 'হবিষা বাবৃধানঃ'—সেই যজ্ঞের ফলও তিনিই ভোগ করেন। হোতাও তিনি, যজমানও তিনি, হব্যও তিনি—কারণ তিনি ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে জগতে আর কিছুই নেই]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ৮২ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বকর্মা। ঋষি : ভৌবন বিশ্বকর্মা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো ঘৃতমেনে অজনন্নম্নমানে।
যদেদন্তা অদদৃহন্ত পূর্ব আদিদ্দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাম্ ॥ ১ ॥
বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সন্দৃক্।
তেষামিষ্টানি সমিষা মদন্তি যত্রা সপ্তঋষীন্ পর একমাহুঃ ॥ ২ ॥
যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা ॥ ৩ ॥

ত আয়জন্ত দ্রবিণং সমস্মা ঋষয়ঃ পূর্বে জরিতারো ন ভূনা।
অসূর্তে সূর্তে রজসি নিষত্তে যে ভূতানি সমকৃণ্বন্নিমানি ॥ ৪॥
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে ॥ ৫॥
তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥ ৬॥
ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপে দৃষ্টি ক'রে, মনে মনে আলোচনা ক'রে জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এই দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করলেন। যখন এর চতুঃসীমা ক্রমশ দূর হয়ে উঠলো, তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক্ হয়ে গেল ॥ ১॥

যিনি বিশ্বকর্মা, তাঁর মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্মাণ করেন, ধারণ করেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল অবলম্বন করেন; সপ্ত ঋষির পরবর্তী যে স্থান, তথায় তিনি একাকী আছেন, বিদ্বানগণ এইরকম বলেন; সেই বিদ্বানগণের অভিলাষসকল অন্নের দ্বারা পূর্ণ হয় ॥ ২॥

যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয় ॥ ৩॥

স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ এই বিশ্বভুবন গঠন হ'লে পর, যে সকল ঋষি এই সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন, সেই প্রাচীন ঋষিগণ প্রভূত স্তব করতে করতে অনেক ধন ব্যয় ক'রে যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন ॥ ৪॥

যা দ্যুলোকের অপর পারে, যা এই পৃথিবী অতিক্রম ক'রে বিদ্যমান আছে, যা অসুর দেবগণকে অতিক্রম ক'রে আছে, জলগণ এমন কোন্ গর্ভ ধারণ করেছিলেন, যার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভূত থেকে পরস্পরকে একস্থানে মিলিত দেখছে? ॥ ৫॥

সেই অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হয়েছিল, তাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে, এইটিই জলগণ আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করেছিল, এর মধ্যেই দেবতাগণ পরস্পর সাক্ষাৎ করেন ॥ ৬॥

যিনি এইটি সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে তোমরা বুঝতে পার না, তোমাদের অন্তঃকরণ তা বুঝবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়নি। কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হয়ে লোকে নানারকম জল্পনা করে, তারা আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহার ইত্যাদি করে এবং স্তব স্তুতি উচ্চারণ ক'রে বিচরণ করে ॥ ৭॥

টীকা — ১ ঋক্ সম্পর্কে বক্তব্য—বিশ্বভুবন প্রথমে জলাকৃতি ছিল, একথা অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে যেমন দেখা যায়, বেদেও সেইরকম দেখা যায়॥ ৩ ঋকে ঋষি অনুভব করেছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবগণ কেবল এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র॥ ৫ ঋকে মূলে 'দেবেভিঃ অসুরৈঃ' আছে। অর্থাৎ বলবান্ দেবগণ॥ ৭ ঋক্ সম্পর্কে বক্তব্য—সৃষ্টির ও সৃষ্টিকর্তার কথা আলোচনা ক'রে ঋগ্বেদের ঋষি চারিসহস্র বৎসর পূর্বে যা ব'লে গিয়েছেন, অদ্য সভ্য জগতের ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ সেই কথাই বলছেন, মানুষেরা তাঁকে বুঝতে পারে না, কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হয়ে লোকে নানারকম জল্পনা করে॥

◆ ◆

— ৮৩ সূক্ত —

[দেবতা : মন্যু। ঋষি : তাপস মন্যু। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

যস্তে মন্যোঽবিধদ্বজ্র সায়ক সহ ওজঃ পুষ্যতি বিশ্বমানুষক্।
সাহ্যাম দাসমার্যং ত্বয়া যুজা সহস্কৃতেন সহসা সহস্বতা ॥ ১॥
মন্যুরিন্দ্রো মন্যুরেবাস দেবো মন্যুর্হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মন্যুং বিশ ঈলতে মানুষীর্যাঃ পাহি নো মন্যো তপসা সজোষাঃ ॥ ২॥
অভীহি মন্যো তবসস্তবীয়ান্তপসা যুজা বি জহি শত্রূন্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহা চ বিশ্বা বসূন্যা ভরা ত্বং নঃ ॥ ৩॥
ত্বং হি মন্যো অভিভূত্যোজাঃ স্বয়ম্ভূর্ভামো অভিমাতিষাহঃ।
বিশ্বচর্ষণিঃ সহুরিঃ সহাবানস্মাস্বোজঃ পৃতনাসু ধেহি ॥ ৪॥
অভাগঃ সন্নপ পরেতো অস্মি তব ক্রত্বা তবিষস্য প্রচেতঃ।
তং ত্বা মন্যো অক্রতুর্জিহীলাহং স্বা তনূর্বলদেয়ায় মেহি ॥ ৫॥
অয়ং তে অস্ম্যুপ মেহ্যর্বাঙ্ প্রতীচীনঃ সহুরে বিশ্বধায়ঃ।
মন্যো বজ্রিন্নভি মামা ববৃৎস্ব হনাব দস্যূঁরুত বোধ্যাপেঃ ॥ ৬॥
অভি প্রেহি দক্ষিণতো ভবা মেঽধা বৃত্রাণি জঙ্ঘনাব ভূরি।
জুহোমি তে ধরুণং মধ্বো অগ্রমুভা উপাংশু প্রথমা পিবাব ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে মন্যু! হে বজ্রতুল্য! হে বাণসদৃশ! যে ব্যক্তি তোমার পরিচর্যা করে, সে সর্বদা সর্বরকম তেজঃ ও বল ধারণ করে, তোমাকে সহায় প্রাপ্ত হয়ে আমরা যেন দাসজাতি ও আর্যজাতি উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে পারক হই; কারণ, তুমি বলের কর্তা, নিজে বলরূপ ও বলবান ॥ ১ ॥

মন্যুই নিজে ইন্দ্র, মন্যুই দেবতা, তিনি হোতা, তিনি বরুণ, তিনি জাতবেদা বহ্নি। মানবজাতীয় তাবৎ প্রজা মন্যুকে স্তব করে। হে মন্যু! তপস, অর্থাৎ আমার পিতার সাথে মিলিত হয়ে আমাদের রক্ষা করো ॥ ২ ॥

হে মন্যু! অতি বিপুল মূর্তি ধারণপূর্বক আগত হও। তপস, অর্থাৎ আমার পিতাকে সহায় ক'রে শত্রুগণকে ধ্বংস করো। তুমি শত্রু সংহারকারী, বৃত্র নিধনকারী এবং দস্যুজাতির প্রাণবধকারী। আমাদের জন্য সর্বরকম সম্পত্তি আনয়ন ক'রে দাও ॥ ৩ ॥

তোমার তেজঃ সকলকে পরাভব করে? তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি দীপ্তিশীল, শত্রুজয়কারী, চতুর্দিক দর্শনকারী, শত্রুর আক্রমণ সহ্য করতে সমর্থ এবং বলবান্। আমাদের সেনাবর্গকে তেজোযুক্ত করো ॥ ৪ ॥

হে উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন! যজ্ঞভাগের আয়োজন করতে না পেরে আমি তোমাতে পূজা দিতে বিমুখ হয়েছি। যদিও তুমি মহান্, তথাপি আমি পূজা দিইনি। হে মন্যু! এইভাবে তোমার যজ্ঞ

সম্পাদনে শৈথিল্য ক'রে এখন লজ্জা প্রাপ্ত হচ্ছি। তুমি নিজ গুণে আপন ইচ্ছায় আমাকে বল প্রদান করতে আগত হও ॥৫॥

হে মন্যু! এই আমি তোমার নিকট আগমন করেছি, তুমি অনুকূল হয়ে আমার নিকট অবতীর্ণ হও। তুমি আক্রমণ সহ্য করতে সমর্থ, তুমি সকলের ধারণকর্তা। হে বজ্রধারী মন্যু! আমার নিকটে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, আমাকে আত্মীয় জ্ঞান করো, তাহ'লে আমি দস্যুবর্গকে বধ করতে পারি ॥৬॥

নিকটে আগত হও, আমার দক্ষিণ হস্তের দিকে অবস্থিত হও, তাহ'লে বৃত্রগণকে নিধন করতে পারি; তোমার জন্য মধুর উৎকৃষ্ট অংশ হোম করছি, তার দ্বারা প্রাণধারণ সম্পন্ন হবে। এস, তোমাতে আমাতে সর্বাগ্রে গোপনে মধু পান করা যাক ॥৭॥

টীকা — মন্যু হ'লেন ক্রোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮৪ সূক্ত —

[দেবতা : মন্যু। ঋষি : তাপস মন্যু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

ত্বয়া মন্যো সরথমারুজন্তো হর্ষমাণাসো ধৃষিতা মরুত্বঃ।
তিগ্মেষব আয়ুধা সংশিশানা অভি প্র যন্তু নরো অগ্নিরূপাঃ ॥ ১॥
অগ্নিরিব মন্যো ত্বিষিতঃ সহস্ব সেনানীর্নঃ সহুরে হূত এধি।
হত্বায় শত্রূন্ বি ভজস্ব বেদ ওজো মিমানো বি মৃধো নুদস্ব ॥ ২॥
সহস্ব মন্যো অভিমাতিমস্মে রুজন্মৃণন্ প্রমৃণন্ প্রেহি শত্রূন্।
উগ্রং তে পাজো নন্বা রুরুধ্রে বশী বশং নয়স একজ ত্বম্ ॥ ৩॥
একো বহূনামসি মন্যবীলিতো বিশংবিশং যুধয়ে সং শিশাধি।
অকৃত্তরুক্ত্বয়া যুজা বয়ং দ্যুমন্তং ঘোষং বিজয়ায় কৃণ্মহে ॥ ৪॥
বিজেষকৃদিন্দ্র ইবানবব্রবোঽস্মাকং মন্যো অধিপা ভবেহ।
প্রিয়ং তে নাম সহুরে গৃণীমসি বিদ্মা তমুৎসং যত আবভূথ ॥ ৫॥
আভূত্যা সহজা বজ্র সায়ক সহো বিভর্ষ্যভিভূত উত্তরম্।
ক্রত্বা নো মন্যো সহ মেদ্যেধি মহাধনস্য পুরুহূত সংসৃজি ॥ ৬॥
সংসৃষ্টং ধনমুভয়ং সমাকৃতমস্মভ্যং দত্তাং বরুণশ্চ মন্যুঃ।
ভিয়ং দধানা হৃদয়েষু শত্রবঃ পরাজিতাসো অপ নি লয়ন্তাম্ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে মন্যু! মরুদ্গণ তোমার সাথে এক রথে আরোহণপূর্বক আহ্লাদিত ও দুর্ধর্ষ হয়ে তীক্ষ্ণবাণ সহ যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করতে করতে অগ্নি মূর্তিতে নেতার কার্য করতে করতে যুদ্ধে যাত্রা করুন ॥১॥

হে মন্যু! তুমি অগ্নির মতো উজ্জ্বল হয়ে শত্রুপরাভব করো, তুমি সহ্য করতে সমর্থ; তোমাকে

আহ্বান করা হয়েছে, তুমি আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ হও। শত্রুগণকে নিধন ক'রে তাদের অর্থ ভাগ ক'রে দাও। তেজঃ সৃষ্টি ক'রে বিপক্ষগণকে বিতাড়িত ক'রে দাও ॥ ২ ॥

হে মন্যু! আমাদের হিংসককে পরাজিত করো; ভঙ্গ করতে করতে, প্রহার করতে করতে, নিধন করতে করতে, শত্রুগণের সম্মুখীন হও। তোমার দুর্ধর্ষ বল কে রোধ করবে? তুমি একাই সকলকে বশীভূত কর, কিন্তু নিজে নিজেরই বশ ॥ ৩ ॥

হে মন্যু! তুমি এক, অনেকে তোমাকে স্তব করে। প্রত্যেক মানবকে যুদ্ধের জন্য তীক্ষ্ণতেজা কর, তোমাকে সহায় প্রাপ্ত হ'লে আমাদের উজ্জ্বলতা কখনও নষ্ট হয় না, আমরা জয়লাভের জন্য প্রবল সিংহনাদ ক'রে থাকি ॥ ৪ ॥

তুমি ইন্দ্রের মতো বিজয়ী, তোমার কোন অপভাষা বা নিন্দা নেই; এই স্থানে তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা হও। হে সহনশীল! তোমার প্রিয় নাম আমরা উচ্চারণ করছি; যে উৎপত্তিস্থান হ'তে তুমি জন্মেছো, তা আমরা জানি ॥ ৫ ॥

হে বজ্রতুল্য! হে বাণতুল্য! শত্রুপরাভব করা তোমার সহজ অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ। হে শত্রুপরাভবকারী তুমি উৎকৃষ্ট তেজঃ ধারণ কর, হে মন্যু! তোমাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে। আমরা তোমাকে যজ্ঞ প্রদান করছি, অতএব যখন তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, আমাদের প্রতি স্নেহবান্ হয়ো ॥ ৬ ॥

বরুণ এবং মন্যু, তাঁদের দুই জনের ধন একত্র মিশ্রিত ক'রে আমাদের দান করুন, শত্রুগণ মনের মধ্যে ভয় প্রাপ্ত ও পরাজিত হোক এবং বিলীন হয়ে যাক ॥ ৭ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮৫ সূক্ত —

[দেবতা : সোম প্রভৃতি। ঋষি : সূর্যা সাবিত্রী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, উরোবৃহতী]

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ ॥ ১ ॥
সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥ ২ ॥
সোমং মন্যতে পপিবান্যৎসংপিংষন্ত্যোষধিম্।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন ॥ ৩ ॥
আচ্ছদ্বিধানৈর্গুপিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ।
গ্রাব্ণামিচ্ছৃণ্বন্তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ৪ ॥
যত্ত্বা দেব প্রপিবন্তি তত আ প্যায়সে পুনঃ।
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥ ৫ ॥

রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংসী ন্যোচনী।
সূর্যায়া ভ ভদ্রমিদ্বাসো গাথয়ৈতি পরিষ্কৃতম্ ॥ ৬॥
চিত্তিরা উপবর্হণং চক্ষুরা অভ্যঞ্জনম্।
দ্যৌর্ভূমিঃ কোশ আসীদ্যদয়াৎ সূর্যা পতিম্ ॥ ৭॥
স্তোমা আসন্ প্রতিধয়ঃ কুরীরং ছন্দ ওপশঃ।
সূর্যায়া অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎ পুরোগবঃ ॥ ৮॥
সোমো বধূয়ুরভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা।
সূর্যাং যৎপত্যে শংসন্তীং মনসা সবিতাদদাৎ ॥ ৯॥
মনো অস্যা অন আসীদ্দ্যৌরাসীদুত ছদিঃ।
শুক্রাবনড়্বাহাবাস্তাং যদয়াৎসূর্যা গৃহম্। ॥ ১০॥
ঋক্ সামাভ্যামভিহিতৌ গাবৌ তে সামনাবিতঃ।
শ্রোত্রং তে চক্রে আস্তাং দিবি পন্থাশ্চরাচরঃ ॥ ১১॥
শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ।
অনো মনস্ময়ং সূর্যারোহৎ প্রয়তী পতিম্ ॥ ১২॥
সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।
অঘাসু হন্যন্তে গাবোঽর্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে। ॥ ১৩॥
যদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবয়াতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্যায়াঃ।
বিশ্বে দেবা অনু তদ্বামজানন্ পুত্রঃ পিতরাববৃণীত পূষা ॥ ১৪॥
যদযাতং শুভস্পতী বরেয়ং সূর্যামুপ।
ক্বৈকং চক্রং বামাসীৎ ক্ব দেষ্ট্রায় তস্থথুঃ ॥ ১৫॥
দ্বেতে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ।
অথৈকং চক্রং যদ্গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্বিদুঃ ॥ ১৬॥
সূর্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ।
যে ভূতস্য প্রচেতস ইদং তেভ্যোঽকরং নমঃ ॥ ১৭॥
পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশু ক্রীলন্তৌ পরি যাতো অধ্বরম্।
বিশ্বান্যন্যো ভুবনাভিচষ্ট ঋতূঁরন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ ॥ ১৮॥
নবো নবো ভবতি জায়মানোঽহ্নাং কেতুরুষসামেত্যগ্রম্।
ভাগং দেবেভ্যো বি দধাত্যায়ন্ প্র চন্দ্রমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১৯॥
সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্।
আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব ॥ ২০॥
উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীলে।
অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি ॥ ২১॥

উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে ত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সং জায়াং পত্যা সৃজ ॥ ২২॥
অনৃক্ষরা ঋজবঃ সন্তু পন্থা যেভিঃ সখায়ো যন্তি নো বরেয়ম্।
সমর্যমা সং ভগো নো নিনীয়াৎ সং জাস্পত্যং সুযমমস্তু দেবাঃ ॥ ২৩॥
প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদ্যেন ত্বাবধ্নাৎ সবিতা সুশেবঃ।
ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকেঽরিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামি ॥ ২৪॥
প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ সুবদ্ধামমুতস্করম্।
যথেয়মিন্দ্র মীঢ়্বঃ সুপুত্রা সুভগাসতি ॥ ২৫॥
পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি ॥ ২৬॥
ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি।
এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্বাধা জিব্রী বিদথমা বদাথঃ ॥ ২৭॥
নীললোহিতং ভবতি কৃত্যাসক্তির্ব্যজ্যতে।
এধন্তে অস্যা জ্ঞাতয়ঃ পতি র্বন্ধেষু বধ্যতে ॥ ২৮॥
পরা দেহি শামুল্যং ব্রহ্মভ্যো বি ভজা বসু।
কৃত্যৈষা পদ্বতী ভূত্ব্যা জায়া বিশতে পতিম্ ॥ ২৯॥
অশ্রীরা তনূর্ভবতি রুশতী পাপয়ামুয়া।
পতির্যদ্বধ্বোবাসসা স্বমঙ্গমভিধিৎসতে ॥ ৩০॥
যে বধ্বশ্চন্দ্রং বহতুং যক্ষ্মা যন্তি জনাদনু।
পুনস্তান্যজ্ঞিয়া দেবা নয়ন্তু যত আগতাঃ ॥ ৩১॥
মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী।
সুগেভির্দুর্গমতীতামপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ ॥ ৩২॥
সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথাস্তং বি পরেতন ॥ ৩৩॥
তৃষ্টমেতৎ কটুকমেতদপাষ্ঠবদ্বিষবন্নৈতদত্তবে।
সূর্যাং যো ব্রহ্মা বিদ্যাৎ স ইদ্বাধূয়মর্হতি ॥ ৩৪॥
আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্তনম্।
সূর্যায়াঃ পশ্য রূপাণি তানি ব্রহ্মা তু শুন্ধতি ॥ ৩৫॥
গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ৩৬॥
তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপন্তি।
যা ন ঊরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেপম্ ॥ ৩৭॥

তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্ত্সূর্যাং বহতুনা সহ।
পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজয়া সহ ॥ ৩৮॥
পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুষা সহ বর্চসা।
দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্ ॥ ৩৯॥
সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥ ৪০॥
সোমো দদদ্গন্ধর্বায় গন্ধর্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্ ॥ ৪১॥
ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্।
ক্রীলন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে ॥ ৪২॥
আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্যমা।
অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৩॥
অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ।
বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৪॥
ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥ ৪৫॥
সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥ ৪৬॥
সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ ॥ ৪৭॥

মন্ত্রার্থ — সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত ক'রে রেখেছেন, সূর্য স্বর্গকে উত্তম্ভিত ক'রে রেখেছেন, ঋতের প্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত আছেন, ওরই প্রভাবে সোম সেই স্থান আশ্রয় ক'রে আছেন ॥ ১॥

সোমের প্রভাবে আদিত্যগণ বলবান্ হন, সোমের প্রভাবে পৃথিবী প্রকাণ্ড হয়েছে, আরও, এই সকল নক্ষত্রের সন্নিধানে সোমকে রেখে দেওয়া হয়েছে ॥ ২॥

যখন উদ্ভিজ্জরূপী সোমকে নিষ্পীড়ন করে, তখন লোকে ভাবে, তার সোমপান করা হলো। কিন্তু স্তোতাগণ যা প্রকৃত সোম ব'লে জানেন, তা কেউই পান করতে পায় না ॥৩॥

হে সোম! স্তোতাগণ গোপন করবার ব্যবস্থা ক'রে তোমাকে গোপন ক'রে রাখেন। তুমি পাষাণে শব্দ শ্রবণ করতে থাক, পৃথিবীর কেউই তোমাকে পান করতে পায় না ॥ ৪॥

হে দেব সোম! তোমাকে যে পান করা হয়, তা'তে তোমার ক্ষয় না হয়ে আবার বৃদ্ধিই হয়ে থাকে। যেমন সংবৎসরকে মাসগুলি রক্ষা করে, সেইরকম বায়ু সোমকে রক্ষা করেন; উভয়ের আকৃতি অর্থাৎ স্বরূপ এক ॥ ৫॥

সূর্যার অর্থাৎ সূর্যদুহিতার বিবাহকালে রৈভী নাম্নী ঋক্গুলি ঐ সূর্যার সহচরী হয়েছিল, নরাশংসী

নামক ঋক্‌গুলি তাঁর দাসী হলো। সূর্যার অতি সুন্দর বস্ত্র গাথা অর্থাৎ সামগানের দ্বারা পরিষ্কৃত হয়ে এসেছিল ॥ ৬ ॥

যখন সূর্যা পতিগৃহে গমন করলেন, তখন চৈতন্যস্বরূপ উপবর্হন সঙ্গে চললো, চক্ষুই তাঁর অভ্যঞ্জন। দ্যুলোক ও ভূলোক তাঁর কোশস্বরূপ হয়েছিল ॥ ৭ ॥

স্তবসমূহ তাঁর রথের প্রতিধি, অর্থাৎ চক্রাশ্রয় ছিল; কুরীর নামক ছন্দ রথের অভ্যন্তরভাগ হলো। অশ্বিদ্বয় সূর্যার বর হ'লেন, অগ্নি অগ্রগামী দূতস্বরূপ হ'লেন ॥ ৮ ॥

সূর্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা করছিলেন, তা'তে সূর্য যখন সূর্যাকে সম্প্রদান করলেন, তখন সোম তাঁর বিবাহার্থী ছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁর বরস্বরূপে পরিগৃহীত হ'লেন ॥ ৯ ॥

মনই তাঁর শকট হলো, আকাশই ঊর্ধ্বাচ্ছাদন হলো। দুই শুক্র, (অর্থাৎ দুটি শুকতারা) তাঁর শকটবাহী হলো; এইভাবে সূর্যা পতির গৃহে গমন করলেন ॥ ১০ ॥

ঋক্ ও সামের দ্বারা বর্ণিত দুই বৃষ তাঁর শকট, এই স্থান হ'তে বয়ে নিয়ে গেল। হে সূর্যা! দুই কর্ণ তোমার রথচক্র হলো, আর সেই রথের পথ আকাশে; ঐ পথে সর্বদা গতায়াত হয়ে থাকে ॥ ১১ ॥

গমনের কালে তোমার দুই রথচক্র অতি উজ্জ্বল হলো, সেই রথে বিস্তারিত অক্ষ সংস্থাপিত ছিল। সূর্যা পতিগৃহে গমনে উদ্যত হয়ে মনঃস্বরূপ শকটে আরোহণ করলেন ॥ ১২ ॥

পতিগৃহে গমনকালে সূর্য সূর্যাকে যে উপঢৌকন প্রদান করেছিলেন, তা' অগ্রে অগ্রে চললো। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকনের অঙ্গভূত গাভীগণকে তাড়িত ক'রে নিয়ে গমন করে; অর্জুনী, অর্থাৎ ফাল্গুনী নামক দুই নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকন বহন ক'রে লয়ে গমন করে ॥ ১৩ ॥

হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক জিজ্ঞাসা করতে করতে সূর্যার বিবাহদান গ্রহণ করলে, তখন সকল দেবতা তোমাদের সেই গ্রহণকার্য অনুমোদন করলেন, পূষা তোমাদের পুত্র হয়ে কন্যার বরস্বরূপ তোমাদের বরণ করলেন ॥ ১৪ ॥

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন বর হয়ে সূর্যাকে বরণ করতে নিকটে গমন করলে, তখন তোমাদের একখানি চক্র কোথায় ছিল, তোমরা পথ জিজ্ঞাসা করবার জন্য কোথায় দণ্ডায়মান হয়েছিলে? ॥ ১৫ ॥

স্তোতাগণ জানেন যে, কালে কালে অগ্রসর হয়ে থাকে এমন দুইখানি চক্র প্রসিদ্ধ আছে, আর অতি গোপনীয় একখানি যে চক্র আছে, তা বিদ্বানগণ জানেন ॥ ১৬ ॥

সূর্যা ও দেবগণ এবং মিত্র ও বরুণ, এঁরা প্রাণিবর্গের শুভচিন্তা করেন, এঁদের নমস্কার করলাম ॥ ১৭ ॥

এই দুইটি শিশু ক্ষমতাবলে পূর্বে ও পশ্চিমে বিচরণ করেন, এঁরা ক্রীড়া করতে যজ্ঞে গমন করেন। একজন (অর্থাৎ চন্দ্র) ভুবনে ঋতু ব্যবস্থা করতে করতে সংসার অবলোকন করেন। দ্বিতীয় (অর্থাৎ সূর্য) ঋতুগণ বিধান করতে করতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৮ ॥

সেই সূর্য দিনের পতাকা অর্থাৎ জ্ঞাপনকর্তা, প্রত্যহ নূতন নূতন হয়ে প্রভাতের অগ্রে আগত হয়ে থাকেন। আগত হয়ে দেবতাগণকে যজ্ঞভাগ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। চন্দ্র দীর্ঘ আয়ুঃ বিতরণ করেন ॥ ১৯ ॥

হে সূর্যা! তোমার পতিগৃহেতে গমনের রথে সুন্দর পলাশ তরু, সুন্দর শাল্মলীবৃক্ষ আছে, অর্থাৎ ঐ কাষ্ঠে নির্মিত এর মূর্তি উৎকৃষ্ট, সুবর্ণের মতো প্রভা। এ উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত, এর সুন্দর চক্র, এ সুখের আবাসস্থান। তোমার পতিগৃহে অতি প্রচুর উপঢৌকন লয়ে গমন করো ॥ ২০ ॥

হে বিশ্বাবসু! এই স্থান হ'তে গাত্রোত্থান করো, যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হয়ে গিয়েছে। নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা বিবাহলক্ষণযুক্তা হয়ে আছে, তার নিকটে গমন করো; সে-ই তোমার ভাগস্বরূপ জন্মেছে, তার বিষয় অবগত হও ॥২১॥

হে বিশ্বাবসু! এই স্থান হ'তে গাত্রোত্থান করো। নমস্কারের দ্বারা তোমাকে পূজা করি। নিতম্ববতী অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে গমন করো, তাঁকে পত্নী ক'রে স্বামিসংসর্গিণী ক'রে দাও ॥২২॥

যে সকল পথ দিয়ে আমাদের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনা করতে গমন করেন, সেই সকল পথ যেন সরল ও কণ্টকবিহীন হয়, অর্যমা এবং ভগ আমাদের উত্তমভাবে লয়ে চলুন। হে দেবগণ। পতিপত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে গ্রথিত হয় ॥২৩॥

হে কন্যা! সুন্দর মূর্তিধারী সূর্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করেছিলেন, সেই বরুণের বন্ধন হ'তে তোমাকে মোচন করছি। যা সত্যের আধার, যা সৎকর্মের আবাসস্থানস্বরূপ, এমন স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সাথে স্থাপন করছি ॥২৪॥

এই নারীকে এই স্থান হ'তে মোচন করছি, অপর স্থান হ'তে নয়। অপর স্থানের সাথে একে উত্তমভাবে গ্রথিত ক'রে দিলাম। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! ইনি যেন সৌভাগ্যবতী ও উৎকৃষ্ট পুত্রবতী হন ॥২৫॥

পূষা তোমাকে হস্তে ধারণ ক'রে এই স্থান হ'তে লয়ে যান। অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন। গৃহে গমনপূর্বক গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হয়ে প্রভুত্ব করো ॥২৬॥

এই স্থানে সন্তানসন্ততি জন্মে তোমার প্রীতিলাভ হোক। এই গৃহে সাবধান হয়ে গৃহকার্য সম্পাদন করো। এই স্বামীর সাথে আপন শরীর সম্মিলিত করো, বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত আপন গৃহে প্রভুত্ব করো ॥২৭॥

নীল ও লোহিত বর্ণ হচ্ছে; এতে অনুমান হচ্ছে যে, কৃত্যার আক্রমণ হয়েছে। এই নারীর জ্ঞাতিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এর স্বামী নানা বন্ধনে বদ্ধ হচ্ছে ॥২৮॥

মলিন বস্ত্র ত্যাগ করো। স্তোতাগণকে ধন দান করো। এই কৃত্যা পাদযুক্তা হয়েছে, অর্থাৎ চলে গিয়েছে। পত্নী পতির সাথে এক হয়ে যাচ্ছে ॥২৯॥

যদি পতি বধূর বস্ত্রের দ্বারা আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করবার চেষ্টা করেন, তাহ'লে এই কৃত্যা আক্রমণ করে, উজ্জ্বল শরীরও শ্রীভ্রষ্ট হয়ে যায় ॥৩০॥

যারা বরের নিকট হ'তে বধূর নিকট লব্ধ আহ্লাদজনক উপঢৌকন সরিয়ে নিতে আগমন করে, তা'রা যথা হ'তে আগত হয়েছিল, তথায় যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতাগণ তাদের প্রেরণ ক'রে দিন, অর্থাৎ বিফলপ্রয়াস ক'রে দিন ॥৩১॥

যারা বিপক্ষতাচারণ করবার জন্য এই পতিপত্নীর নিকট আগমন করে, তারা বিনাশপ্রাপ্ত হোক। পতিপত্নী যেন সুবিধার দ্বারা অসুবিধা সমস্ত কাটিয়ে ওঠেন। শত্রুগণ দূরে পলায়ন করুক ॥৩২॥

এই বধূ অতি লক্ষণান্বিতা, তোমরা এস, একে দেখ। সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর প্রীতিপাত্রী হোক, একে এমন আশীর্বাদ ক'রে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করো ॥৩৩॥

এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত। এটি ব্যবহারের যোগ্য নয়। যে ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ বিদ্বান, সে বধূর বস্ত্র প্রাপ্ত হ'তে পারে ॥৩৪॥

দেখ, সূর্যার মূর্তি কি রকম, এর বস্ত্র কোথাও অর্ধেক ছিন্ন, কোথাও মধ্যে ছিন্ন, কোথাও

চতুর্দিকে ছিন্ন। যিনি ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্‌, তিনি তা শোধন অর্থাৎ নবীকৃত করেন ॥৩৫॥

[স্বামীর উক্তি] তুমি সৌভাগ্যবতী হবে ব'লে তোমার হস্তধারণ করছি। আমাকে পতি পেয়ে তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও, এই প্রার্থনা ক'রি। ভগ ও অর্যমা ও অতি বদান্য সবিতা, এই সকল দেবতা আমার সাথে গৃহকার্য করবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করেছেন ॥৩৬॥

হে পূষা! যে নারীর গর্ভে মানবগণ বীজ বপন করে, তাকে তুমি যারপরনাই কল্যাণসম্পন্না ক'রে প্রেরণ করো। সে কামবশ হয়ে নিজ শরীর সমর্পণ করে, আমরা কামবশ হয়ে আলিঙ্গন ক'রি ॥৩৭॥

হে অগ্নি! উপঢৌকন সমেত সূর্যাকে অগ্রে তোমার নিকট লয়ে যাওয়া হয়। তুমি সন্তানসন্ততি সমেত বনিতাকে পতিগণের নিকট সমর্পণ করলে ॥৩৮॥

অগ্নি আবার লাবণ্য ও পরমায়ু দিয়ে বনিতাকে প্রদান করলেন। এই বনিতার পতি দীর্ঘায়ু হয়ে একশত বৎসর জীবিত থাকবে ॥৩৯॥

প্রথমে সোম তোমাকে বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ পতি ॥৪০॥

সোম সেই নারী গন্ধর্বকে দিলেন, গন্ধর্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নি ধনপুত্র সমেত এই নারী আমাকে দিলেন ॥৪১॥

[বরবধূর প্রতি উক্তি] হে বরবধূ! তোমরা এইস্থানেই উভয়ে থাকো, পরস্পর পৃথক হয়ো না, নানা খাদ্য ভোজন করো, আপন গৃহে থেকে পুত্র পৌত্রগণের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়াবিহার করো ॥৪২॥

[বধূর প্রতি উক্তি] প্রজাপতি আমাদের সন্তানসন্ততি উৎপাদন ক'রে দিন, অর্যমা আমাদের বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত মিলন ক'রে রাখুন। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হয়ে পতিগৃহে অধিষ্ঠান করো। আমাদের দাসদাসী এবং আমাদের পশুগণের মঙ্গল বিধান করো ॥৪৩॥

তোমার চক্ষু যেন দোষশূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকরী হও, পশুগণের মঙ্গলকারিণী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপুত্র প্রসবিনী এবং দেবতাগণের প্রতি ভক্ত হও। আমাদের দাসদাসী (ইত্যাদি পূর্বঋকের শেষ অংশের সাথে এক) ॥৪৪॥

[ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা] হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র। এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী করো। এঁর গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন করো, পতিকে নিয়ে একাদশ ব্যক্তি করো ॥৪৫॥

[বধূর প্রতি উক্তি] তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব করো, শ্বশ্রূকে বশ করো, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের মতো হও ॥৪৬॥

[বরবধূর উক্তি] তাবৎ দেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত ক'রে দিন। বায়ু ও ধাতা ও বাগ্দেবী আমাদের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন ॥৪৭॥

টীকা — পণ্ডিতবর রোথ এই ৮৫ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেন ॥ Nirukta, p. 147. ৯ ঋকে সূর্যার বিবাহ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে ॥ ২১ ঋকের 'বিশ্বাবসু' হ'লেন বিবাহের অধিষ্ঠাতা ॥ ২১ ও ২২ ঋকে প্রতীয়মান হয় যে, কন্যা বিবাহে লক্ষণপ্রাপ্তা হ'লে পর তার বিবাহ দেওয়া বিধেয়। এই স্থান হ'তে সূক্তের শেষ পর্যন্ত বিবাহের বিবরণ ও মন্ত্র পাওয়া যায় ॥ ২৫ ঋক্‌ হ'তে এই অর্থ বোধ হয় যে, বিবাহিত কন্যাকে পিতৃকুল হ'তে মোচন ক'রে স্বামীকুলে প্রথিত করা হতো ॥ ২৬ ও ২৭ ঋকে বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি উপদেশ ব্যক্ত হয়েছে ॥ ৩৪ ইত্যাদি ঋক্‌গুলি বিবাহের আচার সম্বন্ধে। এক্ষণে যেমন নাপিত বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, সেইকালে বোধ হয় সেই বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল ॥ ৩৯ ঋকের

বক্তব্য—মানুষের জীবনের সীমা শত বৎসর ॥ ৪১ ঋক্ হ'তে বোধগম্য হয় যে, কন্যাকে সোম ও গন্ধর্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ ক'রে পরে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হতো ॥

◆ ◆

— ৮৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র প্রভৃতি। ঋষি : ইন্দ্র প্রভৃতি। ছন্দ : পংক্তি]

বি হি সোতোরসৃক্ষত নেন্দ্রং দেবমমংসত।
যত্রামদদ্বৃষাকপিরর্যঃ পুষ্টেষু মৎসখা বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১ ॥
পরা হীন্দ্র ধাবসি বৃষাকপেরতি ব্যথিঃ।
নো অহ প্র বিন্দস্যন্যত্র সোমপীতয়ে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২ ॥
কিময়ং ত্বাং বৃষাকপিশ্চকার হরিতো মৃগঃ।
যস্মা ইরস্যসীদু ন্বর্যো বা পুষ্টিমদ্বসু বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৩ ॥
যমিমং ত্বং বৃষাকপিং প্রিয়মিন্দ্রাভিরক্ষসি।
শ্বা ন্বস্য জম্ভিষদপি কর্ণে বরাহয়ুর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৪ ॥
প্রিয়া তষ্টানি মে কপির্ব্যক্তা ব্যদূদুষৎ।
শিরো ন্বস্য রাবিষং ন সুগং দুষ্কৃতে ভুবং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৫ ॥
ন মৎস্ত্রী সুভসত্তরা ন সুযাশুতরা ভুবৎ।
ন মৎপ্রতিচ্যবীয়সী ন সক্থ্যুদ্যমীয়সী বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৬ ॥
উবে অম্ব সুলাভিকে যথেবাঙ্গ ভবিষ্যতি।
ভসম্মে অম্ব সক্থি মে শিরো মে বীব হৃষ্যতি বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৭ ॥
কিং সুবাহো স্বঙ্গুরে পৃথুষ্টো পৃথুজাঘনে ।
কিং শূরপত্নি নস্ত্বমভ্যমীষি বৃষাকপিং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৮ ॥
অবীরামিব মাময়ং শরারুরভি মন্যতে।
উতাহমস্মি বীরিণীন্দ্রপত্নী মরুৎসখা বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৯ ॥
সংহোত্রং স্ম পুরা নারী সমনং বাব গচ্ছতি।
বেধা ঋতস্য বীরিণীন্দ্রপত্নী মহীয়তে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১০ ॥
ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবম্।
নহ্যস্যা অপরং চন জরসা মরতে পতির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১১ ॥
নাহমিন্দ্রাণি রারণ সখ্যুর্বৃষাকপের্ঋতে।
যস্যেদমপ্যং হবিঃ প্রিয়ং দেবেষু গচ্ছতি বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১২ ॥

বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদু সুস্নুষে।
ঘসত্ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎকরং হবির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৩॥
উক্ষ্ণো হি মে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম্।
উতাহমদ্মি পীব ইদুভা কুক্ষী পৃণন্তি মে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৪॥
বৃষভো ন তিগ্মশৃঙ্গোঽন্তর্যূথেষু রোরুবৎ।
মন্থস্ত ইন্দ্র শং হৃদে যং তে সুনোতি ভাবয়ুর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৫॥
ন সেশে যস্য রংবতেঽন্তরা সক্থ্যাকপৃৎ।
সেদীশে যস্য রোমশং নিষেদুষো বিজৃম্ভতে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৬॥
ন সেশে যস্য রোমশং নিষেদুষো বিজৃম্ভতে।
সেদীশে যস্য রম্বতেঽন্তরা সক্থ্যা কপৃদ্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৭॥
অয়মিন্দ্র বৃষাকপিঃ পরস্বন্তং হতং বিদৎ।
অসিং সূনাং নবং চরুমাদেধস্যান আচিতং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৮॥
অয়মেমি বিচাকশদ্বিচিন্বন্দাসমার্যম্।
পিবামি পাকসুত্বনোঽভি ধীরমচাকশং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৯॥
ধন্ব চ যৎকৃন্তত্রং চ কতি স্বিত্তা বি যোজনা।
নেদীয়সো বৃষাকপেঽস্তমেহি গৃহাঁ উপ বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২০॥
পুনরেহি বৃষাকপে সুবিতা কল্পয়াবহৈ।
য এষঃ স্বপ্নংশনোঽস্তমেষি পথা পুনর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২১॥
যদুদঞ্চো বৃষাকপে গৃহমিন্দ্রাজগন্তন।
ক্বস্য পুল্বঘো মৃগঃ কমগঞ্জনয়োপনো বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২২॥
পর্শুর্হ নাম মানবী সাকং সসূব বিংশতিম্।
ভদ্রং ভল ত্যস্যা অভূদ্যস্যা উদরমাময়দ্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২৩॥

মন্ত্রার্থ — সোম প্রস্তুত করবার জন্য তাদের ইন্দ্র বিদায় দিলেন; কিন্তু তা'রা ইন্দ্রকে স্তব করলো না। আমরা সখা, অর্থাৎ আমার পুত্র বৃষাকপি সেই সোম পানে মত্ত হলো, হৃষ্টপুষ্টগণের মধ্যে প্রধান হলো। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! তুমি বৃষাকপিকে দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিগমন করছো। অথচ আর কোথাও সোমপান করতে পাচ্ছ না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র। তুমি যে ধনস্বামী দাতাব্যক্তির মতো হরিদ্বর্ণ মৃগমূর্তিধারী এই বৃষাকপিকে পুষ্টিকর নানা সামগ্রী অর্পণ করছো, এই বৃষাকপি তোমার কি উপকার করেছে? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র। তোমার প্রেমাস্পদী এই যে বৃষাকপিকে তুমি রক্ষা করছো, বরাহ অনুসরণকারী কুকুর এর কর্ণে দংশন করেছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৪ ॥

আমি উত্তম উত্তম সামগ্রী পৃথক্ পৃথক্ সজ্জিত ক'রে রেখেছিলাম, এই বৃষাকপি সকলই নষ্ট

ক'রে দিল। আমার ইচ্ছা যে, এর মস্তক ছেদন করি, এই দুষ্টাশয়ের প্রতি ভদ্রতা করতে পারি না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৫ ॥

[ইন্দ্রাণী বলছেন]—কোনও নারীই আমা অপেক্ষা অঙ্গসৌষ্ঠবতী নয়, কোনও নারীই আমা অপেক্ষা বিলাসগতি জানে না, কোনও নারীই আমা অপেক্ষা প্রকৃষ্টভাবে স্বামী সহবাস করতে অথবা প্রণয়বশে আলিঙ্গন করতে জানে না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

[বৃষাকপি বলছে] হে মাতঃ। তুমি উৎকৃষ্ট পতি প্রাপ্ত হয়েছো। তোমার অঙ্গ ও উরু ও মস্তক যেমন আবশ্যক তেমনই হবে। পতি সংসর্গে আনন্দলাভ ক'রে থাক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

[ইন্দ্র বলছেন]—হে ইন্দ্রাণী। তোমার বাহু, জঘন, কেশ, কপাল ও অঙ্গুলিগুলি অতি সুন্দর। তুমি বীরের পত্নী হয়ে বৃষাকপিকে কেন দ্বেষ করছো? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৮ ॥

[ইন্দ্রাণী বলছেন]—এই হিংস্রক বৃষাকপি আমাকে যেন পতিপুত্রবিহীনার মতো জ্ঞান করছে। কিন্তু আমি পতিপুত্রবতী ও ইন্দ্রের পত্নী; মরুৎগণ আমার সহায়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

যখন একত্রে হোম হয়, বা যুদ্ধ হয়, পতিপুত্রবতী ইন্দ্রাণী তথায় গমন করেন। তিনি যজ্ঞের বিধানকর্ত্রী, তাঁকে সকলে পূজা করে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১০ ॥

এই সকল নারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী ব'লে শ্রবণ করেছি। তাঁর পতিকে অন্যান্য ব্যক্তির মতো জরাগ্রস্ত হয়ে মরতে হয় না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্রাণী। আমার বন্ধু বৃষাকপি ব্যতিরেকে প্রীতিলাভ করি না। সেই বৃষাকপির সরস হোমদ্রব্য দেবতাগণের নিকটে গমন করছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১২ ॥

হে বৃষাকপিবনিতে! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রযুক্তা এবং আমার সুন্দরী পুত্রবধূ। তোমার বৃষগণকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন, তোমার অতি চমৎকার ও অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৩ ॥

আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি বিংশ বৃষ পাক ক'রে দেয়, আমি ভক্ষণ ক'রে শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দুই পার্শ্ব পূর্ণ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪ ॥

হে ইন্দ্র! তোমার ভক্ত তোমার জন্য যে দধিমন্থ পূজা দেয়, তা প্রস্তুত হবার সময় যূথের মধ্যে গর্জনকারী বৃষের মতো শব্দ ক'রে থাকে। ঐ মন্থ তোমার হৃদয়কে সুখী করুক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫ ॥

যার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ লম্বমানভাবে থাকে, সে সমর্থ হয় না। উপবেশন করলে যার লোমাবৃত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ ক'রে ওঠে, সে-ই সমর্থ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৬ ॥

উপবেশনকালে যার লোমাবৃত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ ক'রে ওঠে, সে সমর্থ হয় না। যার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ লম্বমানভাবে থাকে সে-ই পারে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৭ ॥

হে ইন্দ্র। এই বৃষাকপি পরধন গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বধ করুক, সে খড়্গ ও সূনা ও অভিনব পাত্রওয়া স্থান ও দাহ্যকাষ্ঠপূর্ণ একখানি শকট প্রাপ্ত হোক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৮ ॥

এই আমি চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করতে করতে আগত হচ্ছি। দাসজাতি ও আর্যজাতি অন্বেষণ করছি। যারা যজ্ঞান্ন পাক করে, অথবা সোমরস প্রস্তুত করে, তাদের নিকট সোম পান করছি। সুবুদ্ধি কে, তা আমি নিরূপণ করেছি। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৯ ॥

মরুদেশ আর ছেদন করবার উপযুক্ত অরণ্য-প্রদেশ, এই উভয়ের কত যোজনই বা অন্তর? হে বৃষাকপি। নিকটবর্তী লোকালয়ের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করো। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ২০ ॥

হে বৃষাকপি! পুনর্বার আগত হও। তোমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম যজ্ঞভাগ প্রস্তুত করছি। এই যে নিদ্রাবিলাসী সূর্যদেব, ইনি যেমন অস্তধামে গমন করেন, তুমিও তেমনই গৃহমধ্যে আগমন করো। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ২১ ॥

হে বৃষাকপি! হে ইন্দ্র! তোমরা ঊর্ধ্বাভিমুখ হয়ে গৃহে গমন করলে, সেই বহুভোজী হরিণ কোথায় গেল? লোকবৃন্দের সেই শোভাসম্পাদক কোথায়? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ২২ ॥

পর্শু নামে মানবী এককালে বিংশতি সন্তান প্রসব করলো। যার উদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, হে বাণ! তার মঙ্গল হোক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ২৩ ॥

টীকা — ১৩ ও ১৪ ঋকে বৃষ পাক ও ভক্ষণের কথা পাওয়া যায়॥ ১৯ ঋক্ হতে প্রকাশ হয় যে, দাস অর্থাৎ অনার্যদের মধ্যেও অনেকে আর্যধর্ম অবলম্বন ক'রে যজ্ঞ ইত্যাদি করতেন॥ ৮৬ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বৃষাকপির প্রকরণ একটি দুরূহ অংশ। বোধহয় একটি গল্প ছিল যে, বৃষাকপি নামক কোন ইন্দ্রের প্রিয়পাত্র ইন্দ্রের প্রাপ্য যজ্ঞসামগ্রী নষ্ট করেছিল এবং যজমান ও ইন্দ্রাণী তাতে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন॥

◆ ◆

— ৮৭ সূক্ত —

[দেবতা : রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি। ঋষি : পায়ু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

রক্ষোহণং বাজিনমা জিঘর্মি মিত্রং প্রথিষ্ঠমুপ যামি শর্ম।
শিশানো অগ্নিঃ ক্রতুভিঃ সমিদ্ধঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ ॥ ১॥
অয়োদংষ্ট্রো অর্চিষা যাতুধানানুপ স্পৃশ জাতবেদঃ সমিদ্ধঃ।
আ জিহ্বয়া মূরদেবান্রভস্ব ক্রব্যাদো বৃক্ত্বাপি ধৎস্বাসন্ ॥ ২॥
উভোভয়াবিন্নুপ ধেহি দংষ্ট্রা হিংস্রঃ শিশানোঽবরং পরং চ।
উতান্তরিক্ষে পরি যাহি রাজঞ্জম্ভৈঃ সং ধেহ্যভি যাতুধানান্ ॥ ৩॥
যজ্ঞৈরিষূঃ সংনমমানো অগ্নে বাচা শল্যাঁ অশনিভির্দিহানঃ।
তাভির্বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ প্রতীচো বাহূন্ প্রতি ভঙ্ধ্যেষাম্ ॥ ৪॥
অগ্নে ত্বচং যাতুধানস্য ভিন্ধি হিংস্রাশনির্হরসা হন্ত্বেনম্।
প্র পর্বাণি জাতবেদঃ শৃণীহি ক্রব্যাৎ ক্রবিষ্ণুর্বি চিনোতু বৃক্ণম্ ॥ ৫॥
যত্রেদানীং পশ্যসি জাতবেদস্তিষ্ঠন্তমগ্ন উত বা চরন্তম্।
যদ্বান্তরিক্ষে পথিভিঃ পতন্তং তমস্তা বিধ্য শর্বা শিশানঃ ॥ ৬॥
উতালব্ধং স্পৃণুহি জাতবেদ আলেভানাদৃষ্টিভির্যাতুধানাৎ।
অগ্নে পূর্বো নি জহি শোশুচান আমাদঃ ক্ষ্বিঙ্কাস্তমদন্ত্বেনীঃ ॥ ৭॥

ইহ প্র ব্রূহি যতমঃ সো অগ্নে যো যাতুধানো য ইদং কৃণোতি।
তমা রভস্ব সমিধা যবিষ্ঠ নৃচক্ষসশ্চক্ষুষে রন্ধয়ৈনম্ ॥ ৮॥
তীক্ষ্ণেনাগ্নে চক্ষুষা রক্ষ যজ্ঞং প্রাঞ্চং বসুভ্যঃ প্র ণয় প্রচেতঃ।
হিংস্রং রক্ষাংস্যভি শোশুচানং মা ত্বা দভন্যাতুধানা নৃচক্ষঃ ॥ ৯॥
নৃচক্ষা রক্ষঃ পরি পশ্য বিক্ষু তস্য ত্রীণি প্রতি শৃণীহ্যগ্রা।
তস্যাগ্নে পৃষ্টীর্হরসা শৃণীহি ত্রেধা মূলং যাতুধানস্য বৃশ্চ ॥ ১০॥
ত্রির্যাতুধানঃ প্রসিতিং ত এত্বৃতং যো অগ্নে অনৃতেন হন্তি।
তমর্চিষা স্ফূর্জয়ঞ্জাতবেদঃ সমক্ষমেনং গৃণতে নি বৃঙ্ধি ॥ ১১॥
তদগ্নে চক্ষুঃ প্রতি ধেহি রেভে শফারুজং যেন পশ্যসি যাতুধানম্।
অথর্ববজ্জ্যোতিষা দৈব্যেন সত্যং ধূর্বন্তমচিতং ন্যোষ ॥ ১২॥
যদগ্নে অদ্য মিথুনা শপাতো যদ্বাচস্তৃষ্টং জনয়ন্ত রেভাঃ।
মন্যোর্মনসঃ শরব্যা জায়তে যা তয়া বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ ॥ ১৩॥
পরা শৃণীহি তপসা যাতুধানান্ পরাগ্নে রক্ষো হরসা শৃণীহি।
পরার্চিষা মূরদেবাঞ্ছৃণীহি পরাসুতৃপো অভি শোশুচানঃ ॥ ১৪॥
পরাদ্য দেবা বৃজিনং শৃণন্তু প্রত্যগেনং শপথা যন্তু তৃষ্টাঃ।
বাচাস্তেনং শরব ঋচ্ছন্তু মর্মন্বিশ্বস্যৈতু প্রসিতিং যাতুধানঃ ॥ ১৫॥
যঃ পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা সমংক্তে যো অশ্ব্যেন পশুনা যাতুধানঃ।
যো অঘ্ন্যায়া ভরতি ক্ষীরমগ্নে তেষাং শীর্ষাণি হরসাপি বৃশ্চ ॥ ১৬॥
সংবৎসরীণং পয় উস্রিয়ায়াস্তস্য মাশীদ্যাতুধানো নৃচক্ষঃ।
পীয়ূষমগ্নে যতমস্তিতৃপ্সাত্তং প্রত্যঞ্চমর্চিষা বিধ্য মর্মন্ ॥ ১৭॥
বিষং গবাং যাতুধানাঃ পিবন্ত্বা বৃশ্চ্যন্তামদিতয়ে দুরেবাঃ।
পরৈনান্দেবঃ সবিতা দদাতু পরা ভাগমোষধীনাং জয়ন্তাম্ ॥ ১৮॥
সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান্ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ।
অনু দহ সহমূরান্ ক্রব্যাদো মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ ॥ ১৯॥
ত্বং নো অগ্নে অধরাদুদক্তাত্ত্বং পশ্চাদুত রক্ষা পুরস্তাৎ।
প্রতি তে ত অজরাসস্তপিষ্ঠা অঘশংসং শোশুচতো দহন্তু ॥ ২০॥
পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদুদক্তাৎ কবিঃ কাব্যেন পরি পাহি রাজন্।
সখে সখায়মজরো জরিম্ণেঽগ্নে মর্তা অমর্ত্যস্ত্বং নঃ ॥ ২১॥
পরি ত্বাগ্নে পুরং বয়ং বিপ্রং সহস্য ধীমহি।
ধৃষদ্বর্ণং দিবে দিবে হন্তারং ভঙ্গুরাবতাম্ ॥ ২২॥
বিষেণ ভঙ্গুরাবতঃ প্রতি ষ্ম রক্ষসো দহ।
অগ্নে তিগ্মেন শোচিষা তপুরগ্রাভির্ঋষ্টিভিঃ ॥ ২৩॥

প্রত্যগ্নে মিথুনা দহ যাতুধানা কিমীদিনা।
সং ত্বা শিশামি জাগৃহ্যদব্ধং বিপ্র মন্মভিঃ ॥ ২৪॥
প্রত্যগ্নে হরসা হরঃ শৃণীহি বিশ্বতঃ প্রতি।
যাতুধানস্য রক্ষসো বলং বি রুজ বীর্যম্ ॥ ২৫॥

মন্ত্রার্থ — রাক্ষসনিধনকারী বলবান্ সুবিস্তারিত বন্ধুস্বরূপ অগ্নিকে আহুতিযুক্ত করছি। গৃহে গমন করছি। অগ্নি যজ্ঞ সহযোগে তীক্ষ্ণ ও প্রজ্বলিত হয়ে দিবারাত্র আমাদের শত্রুগণের হস্ত হ'তে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

হে জাতবেদা। লৌহের মতো দৃঢ় দণ্ড ধারণপূর্বক রাক্ষসগণকে শিখার দ্বারা স্পর্শ করো। প্রজ্বলিত হয়ে জিহ্বার দ্বারা মূঢ় দেবতাগণকে অর্থাৎ অপদেবতাবর্গকে আক্রমণ করো। মাংসভোজী রাক্ষসগণকে ছেদন ক'রে মুখের মধ্যে ধারণপূর্বক চর্বন করো ॥ ২॥

হে দন্তদ্বয়ধারী অগ্নি। হিংসাশীল ও তীক্ষ্ণ হয়ে দুই দিকেই দন্ত বসিয়ে দাও। হে শোভাময়। আকাশে উত্থিত হও। রাক্ষসগণকে আক্রমণের দ্বারা তাড়না করো ॥ ৩॥

হে অগ্নি। যজ্ঞের দ্বারা বাণগুলিকে নত ক'রে এবং বাণের অগ্রভাগ বজ্রের দ্বারা সংযুক্ত ক'রে ঐ সকল অস্ত্রের দ্বারা রাক্ষসগণের হৃদয়ে আঘাত করো, তাদের পার্শ্ববর্তী বাহুসকল ভগ্ন ক'রে দাও ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি। রাক্ষসের চর্ম বিদীর্ণ করো। প্রাণবধকারী বজ্র শীঘ্র তাকে নিধন করুক। হে জাতবেদা। তা'র ভিন্ন ভিন্ন দেহসন্ধি ছেদন করো। ছেদন করা হ'লে মাংসাশী, পশুমাংসলোভী হয়ে তা'র নিকটে গমন করুক ॥ ৫ ॥

যেখানেই তুমি রাক্ষসকে দেখ, সে দণ্ডায়মান থাকুক অথবা ইতস্ততঃ বিচরণ করুক, আকাশে থাকুক অথবা পথে গমন করুক, তুমি তীক্ষ্ণবাণ ক্ষেপণপূর্বক তা'কে বিদ্ধ করো ॥ ৬॥

হে জাতবেদা! আক্রমণকারী রাক্ষসের হস্ত হ'তে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঋষ্টিনামক অস্ত্রের দ্বারা রক্ষা করো। হে অগ্নি। উজ্জ্বল মূর্তি ধারণ ক'রে সর্বাগ্রে আমমাংসভোজীগণকে বধ করো। এই সকল পক্ষী তা'কে ভোজন করুক ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি। ব'লে দাও, কোন্ রাক্ষস এই যজ্ঞের বিঘ্ন করছে; হে অতিযুবা অগ্নি। কাষ্ঠের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে তুমি সেই রাক্ষসকে আক্রমণ করো। তুমি মানবগণের উপর তোমার কৃপাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে থাক, সেই দৃষ্টিতে ঐ রাক্ষসকে দমন করো ॥ ৮॥

হে অগ্নি। তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা এই যজ্ঞ রক্ষা করো, এই যজ্ঞ ধনের অনুকূল; হে শুভ চিত্রধারী। এই যজ্ঞ সম্পন্ন করো। হে মনুষ্যদর্শনকারী। তুমি উজ্জ্বল হয়ে রাক্ষসগণকে নিধন করো, তোমাকে যেন রাক্ষসেরা পরাভব করতে না পারে ॥ ৯॥

হে মনুষ্যদর্শনকারী। রাক্ষসদের বিষয়ে সতর্ক হও, মনুষ্যগণকে দৃষ্টি করো। রাক্ষসের তিন মস্তক ছেদন করো। শীঘ্র তা'র পার্শ্বদেশ ছেদন করো। ঐ রাক্ষসের তিনটি চরণ ছেদন করো ॥ ১০॥

হে অগ্নি! যে রাক্ষস অসত্যের দ্বারা সত্যকে নষ্ট করে, সেই রাক্ষস তিনবার তোমার বন্ধনসীমার মধ্যে আগমন করুক, অর্থাৎ দগ্ধ হোক। হে জাতবেদা। শিখার দ্বারা তা'কে স্পর্শ ক'রে স্তবকারীর সমীপেই একে ভেঙে ফেলো ॥ ১১ ॥

রাক্ষস খুরতুল্য নখের দ্বারা সাধুগণকে আঘাত করে, সেই রাক্ষসের প্রতি তুমি দৃষ্টি প্রয়োগ

ক'রে থাক, শব্দকারী রাক্ষসের প্রতি এক্ষণে সেই দৃষ্টি প্রয়োগ করো। অথর্ব নামক ঋষির মতো তুমি ধ্বংসকারী নির্বোধকে দিব্য তেজের দ্বারা দগ্ধ ক'রে ফেলো ॥ ১২ ॥

হে অগ্নি! দেখ, স্ত্রীপুরুষে পরস্পর গালি দিচ্ছে; দেখ, চিৎকার করতে করতে কটু কথা বলছে। অতএব মনে ক্রোধের উদয় হ'লে যে বাণ ক্ষেপণ করা হয়, তার দ্বারা রাক্ষসদের হৃদয় বিদ্ধ করো, কারণ ঐ সকল কটু কথা প্রয়োগ করা রাক্ষসদের প্রবর্তনাতে ঘটে ॥ ১৩ ॥

উত্তাপের দ্বারা রাক্ষসদের বধ করো; হে অগ্নি বলের দ্বারা রাক্ষসকে নিধন করো। শিখার দ্বারা সেই মূঢ় নির্বোধ অপদেবতাগণকে ধ্বংস করো, উজ্জ্বল হয়ে সেই প্রাণসংহারকারীগণকে নষ্ট করো ॥ ১৪ ॥

দেবতাগণ অদ্য পাপ নষ্ট ক'রে দিন। অতি বিরস দুর্বাক্য সকল সেই রাক্ষসের দিকে গমন করুক। বাণগণ সেই বাক্যচোর অর্থাৎ মিথ্যাবাদী রাক্ষসকে মর্মস্থানে আনীত করুক। রাক্ষস বিশ্বব্যাপী অগ্নির বন্ধনে পতিত হোক ॥ ১৫ ॥

যে রাক্ষস নরমাংস সংগ্রহ করে, অথবা অশ্ব প্রভৃতি পশুগণের মাংস সংগ্রহ করে, যে হত্যা করবার অযোগ্য গাভীর দুগ্ধ হরণ করে, হে অগ্নি! নিজ বলে তাদের মস্তক ছেদন ক'রে দাও ॥ ১৬ ॥

গাভীর যে দুগ্ধ এক বৎসর ধরে সঞ্চিত হয়, হে মনুষ্যদর্শনকারী অগ্নি! রাক্ষস যেন সেই দুগ্ধ পান না করে। হে অগ্নি! যে রাক্ষস সেই অমৃত তুল্য দুগ্ধপানের প্রয়াসী হয়, সে পুরোবর্তী হ'লে শিখার দ্বারা তার মর্ম বিদ্ধ করো ॥ ১৭ ॥

রাক্ষসগণ গাভীবর্গের যে দুগ্ধ পান করে, তা যেন তাদের বিষতুল্য হয়; সেই দুষ্টাশয়গণকে ছেদন ক'রে অদিতির নিকট বলিদান প্রদান করো। সূর্যদেব এদের উচ্ছিন্ন করুন। তৃণলতা ইত্যাদির যে অসার পরিত্যাজ্য অংশ আছে, রাক্ষসেরা তা-ই গ্রহণ করুক ॥ ১৮ ॥

হে অগ্নি! ক্রমাগত রাক্ষসদের মেরে ফেল, যুদ্ধে রাক্ষসেরা যেন তোমার উপর জয়ী না হয়, আমমাংসভোজী রাক্ষসদের সমূলে ধ্বংস করো, তা'রা যেন তোমার দিব্য অস্ত্র হ'তে মুক্তিলাভ না করে ॥ ১৯ ॥

হে অগ্নি! তুমি আমাদের দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে ও পূর্বে রক্ষা করো। তোমার অতি উজ্জ্বল, অবিনাশী, অতি উত্তপ্ত শিখা আছে, তারা পাপাত্মা রাক্ষসকে ভস্মীভূত করুক ॥ ২০ ॥

হে দীপ্ত অগ্নি! তুমি কবি, অর্থাৎ কার্যকুশল; অতএব ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা আমাদের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম রক্ষা করো। হে বন্ধু অগ্নি! আমি তোমার সখা, তোমার জরা নেই কিন্তু আমি যেন দীর্ঘ আয়ু ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হই। তুমি অমর, আমরা মৃত্যুশীল। আমাদের রক্ষা করো ॥ ২১ ॥

হে অগ্নি! বলের পূরণকর্তা, বুদ্ধিমান, তোমার মূর্তি দর্শন করলেই ভীত হ'তে হয়। তুমি নিত্য নিত্য রাক্ষসগণকে বধ করো, তোমাকে বিশিষ্ট রূপে ধ্যান ক'রি ॥ ২২ ॥

হে অগ্নি। বিঘ্নকারী রাক্ষসবৃন্দকে বিষের দ্বারা, তীক্ষ্ণ শিখার দ্বারা এবং ঋষ্টি নামক উত্তপ্ত অস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ করো ॥ ২৩ ॥

হে অগ্নি! যে রাক্ষসবর্গ স্ত্রীপুরুষে কোথায় আছে, দেখে বেড়ায়, তাদের ধ্বংস করো। হে বুদ্ধিমান! তুমি দুর্ধর্ষ, তোমাকে আমি স্তবের দ্বারা উত্তেজিত করছি, তুমি জাগ্রত হও ॥ ২৪ ॥

হে অগ্নি! তোমার আপন তেজের দ্বারা রাক্ষসের তেজ সর্বত্র নষ্ট ক'রে দাও, যাতুধান রাক্ষসের বলবীর্য ভেঙ্গে দাও ॥ ২৫ ॥

টীকা — এই ৮৭ সূক্তটি রাক্ষসদের সম্বন্ধে। রাক্ষসেরা আম (অর্থাৎ কাঁচা) মাংস খায়, গরুর দুগ্ধ

চুরি করে, আকাশ পৃথিবীতে বিচরণ করে, মানুষের হানি করে, এমন বিশ্বাস ছিল। সূক্তটি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক॥—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭৮ ও ৮১ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১৯ ও ২৫ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এই দুটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও পাওয়া যায়; যথা—১৯ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! আপনি চিরদিনই রিপুশত্রুগণকে (অথবা সেই সংক্রান্ত অসৎ-ভাব-পরম্পরাকে) নাশ করেন; (অর্থাৎ, জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীভূত হয়, কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুসকল বিনষ্ট হয়ে থাকে)। আপনার সাথে সংগ্রামে শত্রুগণ কেউই জয়লাভে সমর্থ হয় না; (অর্থাৎ, জ্ঞান-অজ্ঞানের অথবা সৎ-অসৎ-বৃত্তির দ্বন্দ্বে জ্ঞান বা সৎ-বৃত্তির প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়)। (শত্রুগণকে বিজিত ক'রে) আপনি তাদের সমূলে বিনষ্ট করুন, (অর্থাৎ, হৃদয়ে জ্ঞানের পূর্ণ প্রভাব বিবৃত হ'লে অজ্ঞানমূল বিনষ্ট হয়)। আপনার দীপ্তিরূপ আয়ুধ হ'তে শত্রুগণের কেউই পরিত্রাণ লাভ করে না, (অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হ'লে, অন্তরের সকল শত্রুই নিরাকৃত হয়ে থাকে)। [বাহ্যপূজায় একান্ত আসক্ত যিনি, রাক্ষসদের উপদ্রবে যজ্ঞ-বিঘ্ন উৎপন্ন হবার আশঙ্কায় সেই রাক্ষসদের বিনাশ-সাধন করার জন্য অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা জানাতে পারেন। কিন্তু অন্তর্যাজিকের যজ্ঞ অন্যরকম, তাঁর যজ্ঞাগ্নিও স্বতন্ত্র। তাঁর যজ্ঞানুষ্ঠান—হৃদয়ে জ্ঞানকিরণ-লাভের জন্য। তাঁর কামনা—রিপুশত্রুদের বিনাশসাধন—শুদ্ধসত্ত্বলাভ]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক ২৫ ঋক্‌টিও দেখতে পারেন॥

◆ ◆

— ৮৮ সূক্ত —

[দেবতা : সূর্য ও অগ্নি। ঋষি : মূর্ধন্বান। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

হবিষ্পান্তমজরং স্বর্বিদি দিবিস্পৃশ্যাহুতং জুষ্টমগ্নৌ।
তস্য ভর্মণে ভুবনায় দেবা ধর্মণে কং স্বধয়া পপ্রথন্ত ॥ ১॥
গীর্ণং ভুবনং তমসাপগূড়্হমাবিঃ স্বরভবজ্জাতে অগ্নৌ।
তস্য দেবাঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপোঽরণয়ন্নোষধীঃ সখ্যে অস্য ॥ ২॥
দেবেভির্ন্বিষিতো যজ্ঞিয়েভিরগ্নিং স্তোষাণ্যজরং বৃহন্তম্।
যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যামুতেমামাততান রোদসী অন্তরিক্ষম্ ॥ ৩॥
যো হোতাসীৎ প্রথমো দেবজুষ্টো যং সমাঞ্জন্নাজ্যেনা বৃণানাঃ।
স পতত্রীত্বরং স্থা জগদ্যচ্ছ্বাত্রমগ্নিরকৃণোজ্জাতবেদাঃ ॥ ৪॥
যজ্জাতবেদো ভুবনস্য মূর্ধন্নতিষ্ঠো অগ্নি সহ রোচনেন।
তং ত্বাহেম মতিভির্গীর্ভিরুক্থৈঃ স যজ্ঞিয়ো অভবো রোদসিপ্রাঃ ॥ ৫॥
মূর্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।
মায়ামূ তু যজ্ঞিয়ানামেতামপো যত্তূর্ণিশ্চরতি প্রজানন্ ॥ ৬॥
দৃশেন্যো যো মহিনা সমিদ্ধোঽরোচত দিবিযোনির্বিভাবা।
তস্মিন্নগ্নৌ সূক্তবাকেন দেবা হবির্বিশ্ব আজুহবুস্তনূপাঃ ॥ ৭॥

সূক্তবাকং প্রথমমাদিদগ্নিমাদিদ্ধবিরজনয়ন্ত দেবাঃ।
স এষাং যজ্ঞো অভবত্তনূপাস্তং দ্যৌর্বেদ তং পৃথিবী তমাপঃ ॥ ৮॥
যং দেবাসোহজনয়ন্তাগ্নিং যস্মিন্নাজুহবুর্ভুবনানি বিশ্বা।
সো অর্চিষা পৃথিবীং দ্যামুতেমামৃজূয়মানো অতপন্মহিত্বা ॥ ৯॥
স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনঞ্ছক্তিভী রোদসিপ্রাম্।
তমূ অকৃণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কং স ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ ॥ ১০॥
যদেদেনমদধুর্যজ্ঞিয়াসো দিবি দেবাঃ সূর্যমাদিতেয়ম্।
যদা চরিষ্ণূ মিথুনাবভূতামাদিৎ প্রাপশ্যন্ ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১১॥
বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণ্বন্।
আ যস্ততানোষসো বিভাতীরপো ঊর্ণোতি তমো অর্চিষা যন্ ॥ ১২॥
বৈশ্বানরং কবয়ো যজ্ঞিয়াসোহগ্নিং দেবা অজনয়ন্নজুর্যম্।
নক্ষত্রং প্রত্নমমিনচ্চরিষ্ণু যক্ষস্যাধ্যক্ষং তবিষং বৃহন্তম্ ॥ ১৩॥
বৈশ্বানরং বিশ্বহা দীদিবাংসং মন্ত্রৈরগ্নিং কবিমচ্ছা বদামঃ।
যো মহিম্না পরিবভূবোর্বী উতাবস্তাদুত দেবঃ পরস্তাৎ ॥ ১৪॥
দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্।
তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎসমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চ ॥ ১৫॥
দ্বে সমীচী বিভৃতশ্চরন্তং শীর্ষতো জাতং মনসা বিমৃষ্টম্।
স প্রত্যঙ্বিশ্বা ভুবনানি তস্থাবপ্রযুচ্ছন্তরণির্ভ্রাজমানঃ ॥ ১৬॥
যত্রা বদেতে অবরঃ পরশ্চ যজ্ঞন্যোঃ কতরো নৌ বি বেদ।
আ শেকুরিৎসধমাদং সখায়ো নক্ষন্ত যজ্ঞং ক ইদং বি বোচৎ ॥ ১৭॥
কত্যগ্নয়ঃ কতি সূর্যাসঃ কত্যুষাসঃ কত্যু স্বিদাপঃ।
নোপস্পিজং বঃ পিতরো বদামি পৃচ্ছামি বঃ কবয়ো বিদ্মনে কম্ ॥ ১৮॥
যাবন্মাত্রমুষসো ন প্রতীকং সুপর্ণ্যো বসতে মাতরিশ্বঃ।
তাবদ্দধাত্যুপ যজ্ঞমায়ন্ ব্রাহ্মণো হোতুরবরো নিষীদন্ ॥ ১৯॥

মন্ত্রার্থ — পান করবার উপযুক্ত যে হোমদ্রব্য, অর্থাৎ সোমরস, যা চিরকাল নূতন থাকে, যা দেবতাগণ সেবন করেন, তা স্বর্গগামী আকাশস্পর্শী অগ্নিতে হোম করা হয়েছে। সেই সোমরসের উৎপাদন পরিপূরণ ও ধারণের জন্য দেবতাগণ অগ্নিকে বর্ধিত করেন ॥ ১ ॥

অন্ধকার ভুবনকে গ্রাস করে। তা'তে ভুবন অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়; অগ্নি জন্মগ্রহণ করলে সেই সমস্ত ভুবন প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। সেই অগ্নির বন্ধুত্ব লাভে সকলেই প্রীত হয়; দেবতাগণ, পৃথিবী, আকাশ, জল ও বৃক্ষ ইত্যাদি সকলেই সন্তুষ্ট হয় ॥ ২॥

যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতাগণ আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েছেন, তাই আমি জরারহিত প্রকাণ্ড অগ্নিকে স্তব করছি। তিনি আপন কিরণে পৃথিবী ও আকাশ উভয়ের মধ্যবর্তীস্থান এবং দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদিত ক'রে ফেললেন ॥ ৩॥

তিনিই সর্বপ্রথম হোতা ছিলেন, দেবতাগণ তাঁকে পরিবেষ্টন করেন, যজমানগণ বর প্রার্থনা করতে করতে তাঁকে ঘৃতসংযুক্ত করেন। সেই অগ্নি পশু পক্ষী স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি সকলই অবিলম্বে রচনা করেন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি। হে জাতবেদা। হে ভুবনের মস্তকস্বরূপ। তুমি যখন দীপ্তসূর্যের সাথে একত্রে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাকে আমরা ধ্যান এবং স্তবস্তুতির দ্বারা উপাসনা করি। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ ক'রে যজ্ঞের উপযোগী হও ॥ ৫ ॥

রাত্রিকালে অগ্নিই তাবৎ সংসারের মস্তকস্বরূপ হন, পরে প্রাতে তিনি সূর্যরূপে উদিত হন। তিনি বিবেচনাপূর্বক সকল স্থানে শীঘ্র শীঘ্র বিচরণ করেন, এটি যজ্ঞসম্পাদনকারী দেবতাগণেরই ক্রিয়াকৌশল ॥ ৬ ॥

যে অগ্নি বিশেষ প্রজ্বলিত হয়ে সুশ্রী মূর্তি ধারণ ক'রে আকাশে স্থান গ্রহণ ক'রে ঔজ্জ্বল্যের সাথে শোভাপ্রাপ্ত হ'তে লাগলেন, সেই অগ্নিতে শরীর রক্ষাকারী সকল দেবতা সূক্ত পাঠ করতে করতে হোমের দ্রব্য সমর্পণ করলেন ॥ ৭ ॥

দেবতাগণ প্রথমে সূক্ত সৃষ্টি করলেন, পরে অগ্নি, পরে হোমের দ্রব্য সৃষ্টি করলেন। সেই অগ্নি এঁদের শরীর রক্ষাকারী যজ্ঞস্বরূপ হ'লেন; আকাশ পৃথিবী ও জলের সাথে সেই অগ্নির পরিচয় আছে ॥ ৮ ॥

যে অগ্নিকে দেবতাগণ উৎপাদন করলেন, সর্বমেধ নামক যজ্ঞের সময় যে অগ্নিতে সকল বস্তুরই হোম হয়, তিনি সকল গতি ধারণপূর্বক নিজ প্রকাণ্ড শিখার দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোকে তাপ দিতে লাগলেন ॥ ৯ ॥

দেবলোকে দেবতাগণ নানা ক্ষমতার দ্বারা কেবল স্তব সহকারেই সেই অগ্নিকে উৎপাদন করলেন, যিনি দ্যাবাপৃথিবী পরিপূর্ণ করেন। সেই সুখকর অগ্নিকে তাঁরা ত্রিবিধ ক'রে সৃষ্টি করলেন। সেই অগ্নি নানারকম বৃক্ষ ইত্যাদিকে পরিণত অবস্থায় উপনীত করেন ॥ ১০ ॥

যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতাগণ যখন অগ্নিকে আর অদিতিপুত্র সূর্যকে আকাশে স্থাপন করলেন, যখন তাঁরা উভয়ে যুগ্মরূপী হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন, তখন তাবৎ প্রাণিবর্গ তাঁদের দর্শন করলেন ॥ ১১ ॥

দেবতাগণ তাবৎ মানবের হিতকারী অগ্নিকে সমস্ত ভুবনের জন্য দিনের কেতুস্বরূপ করেছেন। সেই অগ্নি বিশিষ্ট দীপ্তিশালী প্রভাতকে বিস্তার করেন এবং গমন করতে করতে শিখার দ্বারা অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করেন ॥ ১২ ॥

ক্রিয়াকুশল যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতাগণ অবিনাশী এবং তাবৎ মানবের হিতকারী অগ্নিকে উৎপাদন করেছেন। ইনি যখন স্থূল ও বৃহৎ হন, তখন আকাশে চিরকাল বিচরণশীল নক্ষত্রকে দেবতার সমক্ষেই প্রভাহীন ক'রে দেন ॥ ১৩ ॥

বৈশ্বানর অগ্নি নিত্য নিত্য দীপ্তিশালী হন, সেই ক্রিয়াকুশল অগ্নির অনুগ্রহ লাভের জন্য মন্ত্রপাঠ করছি। তিনি আপন মহিমার দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদন করেন এবং ঊর্ধ্বে ও নিম্নে উত্তাপ প্রদান করেন ॥ ১৪ ॥

কি দেবতা, কি পিতৃলোক, কি মনুষ্যবর্গ, এঁদের আমি দ্বিবিধ গতি শ্রবণ করেছি। এই বিশ্বভুবন অগ্রসর হ'তে হ'তে সেই গতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে কেউ মাতা পিতার মধ্যে জন্মলাভ করে, তাদের ঐ দুই ব্যতীত গতি নেই ॥ ১৫ ॥

যে সূর্য মস্তক অর্থাৎ উধ্বস্থান হ'তে জন্মেছেন, যাঁকে স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়, তিনি যখন বিচরণ করেন, তখন দ্যাবাপৃথিবী তাঁকে ধারণ করেন, সেই পরিত্রাণকর্তা কখনও আপন কর্মে শৈথিল্য করেন না, তিনি দীপ্তি প্রাপ্ত হ'তে হ'তে ভুবনের দিকে অতি সুখে অবস্থিত থাকেন ॥ ১৬॥

যে স্থানে নিম্নস্থিত অগ্নি আর উর্ধস্থিত অগ্নি পরস্পর এই ব'লে বিবাদ করেন যে, আমরা উভয়েই যজ্ঞ সম্পাদন ক'রে থাকি, কিন্তু আমাদের উভয়ের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? তখন বন্ধুগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন বটে, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানকারীগণের মধ্যে কে ঐ প্রশ্নের নির্ণয় করতে পারে? ॥ ১৭ ॥

হে পিতৃগণ! তোমাদের নিকট তর্ক বিতর্কের কথা বলছি না, কেবল উত্তমরূপে জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করছি যে, অগ্নি কয় জন? সূর্য কয় জন? উষা কয় জন, জল অর্থাৎ জলদেবীই বা কয় জন? ॥ ১৮ ॥

হে বায়ু! যে পর্যন্ত রাত্রিগণ উষার মুখের আচ্ছাদন উন্মুক্ত ক'রে না দেন, তখনই নিম্নস্থিত পার্থিব অগ্নি আগত হয়ে যজ্ঞের নিকট স্থান গ্রহণ করেন; তিনি হোতা, তিনিই স্তোত্রকারী ॥ ১৯ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ৮৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র, সোম। ঋষি : রেণু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রং স্তবা নৃতমং যস্য মহ্না বিববাধে রোচনা বি জ্মো অন্তান্।
আ যঃ পপ্রৌ চর্ষণীধৃদ্বরোভিঃ প্র সিন্ধুভ্যো রিরিচানো মহিত্বা ॥ ১ ॥
স সূর্যঃ পর্যুরূ বরাংস্যেন্দ্রো ববৃত্যাদ্রথ্যেব চক্রা।
অতিষ্ঠন্তমপস্যং ন সর্গং কৃষ্ণা তমাংসি ত্বিষ্যা জঘান ॥ ২ ॥
সমানমস্মা অনপাবৃদর্চ ক্ষ্ময়া দিবো অসমং ব্রহ্ম নব্যম্।
বি যঃ পৃষ্ঠেব জনিমান্যর্য ইন্দ্রশ্চিকায় ন সখায়মীষে ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা অপঃ প্রেরয়ং সগরস্য বুধ্নাৎ।
যো অক্ষেণেব চক্রিয়া শচীভির্বিষ্বক্তস্তম্ভ পৃথিবীমুত দ্যাম্ ॥ ৪ ॥
আপান্তমন্যুস্তৃপলপ্রভর্মা ধুনিঃ শিমীবাঞ্ছরুমাঁ ঋজীষী।
সোমো বিশ্বান্যতসা বনানি নার্বাগিন্দ্রং প্রতিমানানি দেভুঃ ॥ ৫ ॥
ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী ন ধন্ব নান্তরিক্ষং নাদ্রয়ঃ সোমো অক্ষাঃ।
যদস্য মন্যুরধিনীয়মানঃ শৃণাতি বীলু রুজতি স্থিরাণি ॥ ৬ ॥
জঘান বৃত্রং স্বধিতির্বনেব রুরোজ পুরো অরদন্ন সিন্ধূন্।
বিভেদ গিরিং নবমিন্ন কুম্ভমা গা ইন্দ্রো অকৃণুত স্বযুগ্ভিঃ ॥ ৭ ॥
ত্বং হ ত্যদৃণয়া ইন্দ্র ধীরোঽসির্ন পর্ব বৃজিনা শৃণাসি।
প্র যে মিত্রস্য বরুণস্য ধাম যুজং ন জনা মিনন্তি মিত্রম্ ॥ ৮ ॥

প্র যে মিত্রং প্রার্যমণং দুরেবাঃ প্র সঙ্গিরঃ প্র বরুণং মিনন্তি।
ন্যা মিত্রেষু বধমিন্দ্র তুম্রং বৃষণ্বৃষাণমরুষং শিশীহি ॥ ৯॥
ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যা ইন্দ্রো অপামিন্দ্র ইৎ পর্বতানাম্।
ইন্দ্রো বৃধামিন্দ্র ইন্মেধিরাণামিন্দ্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইন্দ্রঃ ॥ ১০॥
প্রাক্তুভ্য ইন্দ্রঃ প্র বৃধো অহভ্যঃ প্রান্তরিক্ষাৎ প্র সমুদ্রস্য ধাসেঃ।
প্র বাতস্য প্রথসঃ প্র জ্মো অন্তাৎ প্র সিন্ধুভ্যো রিরিচে প্র ক্ষিতিভ্যঃ ॥ ১১॥
প্র শোশুচত্যা উষসো ন কেতুরসিন্বা তে বর্ততামিন্দ্র হেতিঃ।
অশ্মেব বিধ্য দিব আ সৃজানস্তপিষ্ঠেন হেষসা দ্রোঘমিত্রান্ ॥ ১২॥
অন্বহ মাসা অন্বিদ্বনান্যন্বোষধীরনু পর্বতাসঃ।
অন্বিন্দ্রং রোদসী বাবশানে অন্বাপো অজিহত জায়মানম্ ॥ ১৩॥
কর্হি স্বিৎসা ত ইন্দ্র চেত্যাসদঘস্য যদ্ভিনদো রক্ষ এষৎ।
মিত্রক্রুবো যচ্ছসনে ন গাবঃ পৃথিব্যা আপৃগমুয়া শয়ন্তে ॥ ১৪॥
শত্রূয়ন্তো অভি যে নস্ততস্রে মহি ব্রাধন্ত ওগণাস ইন্দ্র।
অন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাং সুজ্যোতিষো অক্তবস্তাঁ অভি ষ্যুঃ ॥ ১৫॥
পুরূণি হি ত্বা সবনা জনানাং ব্রহ্মাণি মন্দন্ গৃণতামৃষীণাম্।
ইমামাঘোষন্নবসা সহূতিং তিরো বিশ্বাঁ অর্চতো যাহ্যর্বাঙ্ ॥ ১৬॥
এবা তে বয়মিন্দ্র ভুঞ্জতীনাং বিদ্যাম সুমতীনাং নবানাম্।
বিদ্যাম বস্তোরবসা গৃণন্তো বিশ্বামিত্রা উত ত ইন্দ্র নূনম্ ॥ ১৭॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ১৮॥

মন্ত্রার্থ — সকল অধ্যক্ষের প্রধান ইন্দ্রকে স্তব করো। তাঁর মহিমা পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত সকলের তেজঃ হীন করেছে। তিনি মনুষ্যগণকে ধারণ করেন, তাঁর মহিমা সমুদ্র অপেক্ষা অধিক, তাঁর তেজঃ সমস্ত সংসার পরিপূর্ণ করে ॥ ১ ॥

বীর্যবান্ ইন্দ্র আপন তেজঃ সমস্ত তেমনই ভাবে চতুর্দিকে ঘূর্ণিত করাতে থাকেন, যেমন রথী চক্র ঘূর্ণিত করে। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার সমস্ত যেন একটি অস্থায়ী ও অদৃশ্য সৃষ্টিস্বরূপ, তাকে ইন্দ্র আপন জ্যোতির দ্বারা নষ্ট করেন ॥ ২ ॥

হে স্তবকারী! আমার সাথে মিলিত হয়ে সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে এমন একটি নূতন স্তব উচ্চারণ করো, যা নিকৃষ্ট না হয়, যা পৃথিবী ও স্বর্গে উপমারহিত হয়। তিনি যজ্ঞে উচ্চারিত স্তবগুলি প্রাপ্তির জন্য যেমন ইচ্ছুক হন, শত্রুগণের মর্দন প্রাপ্তির জন্য সেইরকম ব্যস্ত হন। তিনি বন্ধুকে অনুসরণ করেন না, অর্থাৎ অনিষ্ট করবার জন্য অনুসন্ধান করেন না ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রকে অকাতরে স্তব করা হয়েছে, আকাশের মস্তক হ'তে জল আনয়ন করেছি। যেমন অক্ষের দ্বারা চক্র ধারিত হয়, সেইরকম সেই ইন্দ্র নিজ কার্যের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে উত্তম্ভিত ক'রে রাখেন ॥ ৪ ॥

যাঁকে পান করলে মনে তেজের উদয় হয়, যিনি শীঘ্র প্রহার করেন, যিনি বীরত্ব ক'রে শত্রুগণকে কম্পান্বিত করেন, যিনি অস্ত্রশস্ত্রধারী ও সরল গতিশীল, সেই সোম অরণ্যসমূহকে বৃদ্ধিযুক্ত করেন। কিন্তু বর্ধিত হয়েও সেই অরণ্যসমূহ ইন্দ্রের সাথে সমতুল হ'তে পারে না, কিংবা তাঁর ভারের লাঘব করাতে পারে না ॥ ৫ ॥

দ্যাবাপৃথিবী বা মরুদেশ বা আকাশ বা পর্বতগণ যে ইন্দ্রের সমতুল্য হ'তে পারে না, তাঁর জন্য সোমরস ক্ষরিত হচ্ছে। এঁর ক্রোধ যখন শত্রুবর্গের উপর চালিত হয়, তখন ইনি বিলক্ষণ হিংসা করেন, দুর্ভেদ্যগণকেও ভেদ করেন ॥ ৬ ॥

যেমন পরশু অরণ্য ছেদন করে, সেইরকম ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করলেন, পৃথিবী বিদীর্ণ ক'রে নদীর পথ পরিষ্কার ক'রে দিলেন, অপক্ব কলসের মতো পর্বতকে ভগ্ন করলেন। আপন সহায়গণের গাভীসমূহ নিষ্কাশিত করলেন ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র। তুমি ভক্তের ঋণ মোচন করো, তুমি অবিচলিত। খড়্গ যেমন গ্রন্থি ছেদন করে, সেইরকম তুমি অকল্যাণ নষ্ট কর। যে সকল ব্যক্তি মিত্র ও বরুণের কার্য নষ্ট করে, তারা জানে না যে, তাঁদের কার্য তাদের পক্ষে হিতকর বন্ধুর কার্যের মতো; ইন্দ্র তাদেরও হিংসা করেন ॥ ৮ ॥

যে সকল দুষ্টাশয় ব্যক্তি মিত্র ও অর্যমা ও বরুণ ও মরুদ্‌গণকে দ্বেষ করে, হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র। তাদের বধ করবার জন্য শব্দকারী ও বৃষ্টিবর্ষণকারী উজ্জ্বল বজ্র শাণিত করো ॥ ৯ ॥

কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, কি জল, কি পর্বত, সকলেরই উপর ইন্দ্রের আধিপত্য আছে। প্রবল ব্যক্তি ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের উপর ইন্দ্রেরই আধিপত্য। কি নূতন বস্তু লাভ করবার সময়, কি লব্ধ বস্তু রক্ষা করবার সময়, সকল অবসরেই ইন্দ্রকে প্রার্থনা করতে হয় ॥ ১০ ॥

কি রাত্রি, কি দিন, কি আকাশ, কি জলধারী সমুদ্র, কি সুবিস্তীর্ণ বায়ু, কি পৃথিবীর সীমা, কি নদী, কি মনুষ্য, সকল অপেক্ষাই ইন্দ্র প্রধান, সকলকেই ইন্দ্র অতিক্রম ক'রে আছেন ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র। তোমার অস্ত্র ভগ্ন হবার নয়, দীপ্তিময়ী উষার পতাকার মতো তোমার অস্ত্র জ্যোতির্ময় হোক। যেমন আকাশ হ'তে প্রস্তর পতিত হয়ে বৃক্ষ ধ্বংস করে, সেইরকম তুমি অনিষ্টকারী শত্রুগণকে অতি উত্তপ্ত ও গর্জনকারী অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ করো ॥ ১২ ॥

যখন ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করলেন তখন মাস সকল ও বনসমূহ ও উদ্ভিজ্জবর্গ ও পর্বতগণ এবং পরস্পর সংযুক্ত দ্যাবাপৃথিবী, এঁরা সকলে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতে লাগলো ॥ ১৩ ॥

হে ইন্দ্র। যে অস্ত্র ক্ষেপণ ক'রে পাপাত্মা রাক্ষসকে বিদীর্ণ করলে, তোমার সেই নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র কোথায় রইলো? যেমন গোহত্যাস্থানে গাভীগণ হত হয়, সেইরকম তোমার ঐ অস্ত্রের দ্বারা নিহত হয়ে বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হয়ে শয়ন করে ॥ ১৪ ॥

যে সকল রাক্ষস শত্রুতা করতে করতে এবং অত্যন্ত পীড়া দিতে দিতে আমাদের বেষ্টন করলো, হে ইন্দ্র। তারা গাঢ় অন্ধকারে পতিত হোক, নিতান্ত জ্যোতির্ময়ী রজনীও তাদের পক্ষে অন্ধকারময় হোক ॥ ১৫ ॥

লোকসকল তোমার উদ্দেশে অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, স্তবকারী ঋষিগণের মন্ত্রগুলি তোমাকে আহ্লাদিত করে, তোমাকে এই যে সকলে মিলে আহ্বান করা হচ্ছে, তা তুমি ঘোষণা ক'রে দাও। তাবৎ পূজকের প্রতি অনুকূল হয়ে তাদের নিকট গমন করো ॥ ১৬ ॥

হে ইন্দ্র। তোমার স্তবগুলি আমাদের রক্ষা ক'রে থাকে। আমরা যেন নূতন নূতন উৎকৃষ্ট স্তব লাভ করি। আমরা বিশ্বামিত্র-সন্তান, রক্ষার জন্য তোমার স্তব করছি, আমরা যেন নানা বস্তু লাভ করি ॥ ১৭ ॥

সেই স্থূলকায় ধনশালী ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। এই যুদ্ধের সময় অন্ন ইত্যাদি দ্রব্য বণ্টন হবে, তখন তিনিই প্রধানরূপে অধ্যক্ষতা করবেন। যুদ্ধে তিনি স্বপক্ষ রক্ষার জন্য উগ্রমূর্তি ধারণপূর্বক শত্রুগণকে হিংসা করেন, বৃষগণকে বধ করেন, ধন সমস্ত জয় করেন ॥ ১৮॥

টীকা — ৪ ঋকে 'ইন্দ্রের নিজ কাষ্ঠ' অর্থে আচার্য দুভউইগ বিবেচনা করেন—"Axis of the Earth." ॥ ১৪ ঋক্ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সেইকালে গোহত্যা প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, নচেৎ গোহত্যার জন্য ভিন্ন স্থান নির্ধারিত থাকা সম্ভব নয় ॥—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৫৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ৪ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই রকম—"হে মম মন। বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য, ঐকান্তিকতার সাথে প্রার্থনা করো; ভগবান্ স্বর্গ হ'তে অমৃত আমাদের জন্য প্রেরণ করুন; অক্ষ যথা রথচক্রকে গ্রাস করে, তেমনই যে দেবতা আপন শক্তিতে সর্বতোভাবে দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ ক'রে আছেন, সেই দেবতা আমাদের অমৃতত্ব প্রদান করুন এবং আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের অমৃতত্ব প্রদান করুন এবং আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুন)।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ৯০ সূক্ত —

[দেবতা : পুরুষ। ঋষি : মানব নারায়ণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ্]

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩॥
ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪॥
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫॥
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬॥
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮॥

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯॥
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১০॥
যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে ॥ ১১॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২॥
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ ১৩॥
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ১৪॥
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫॥
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬॥

মন্ত্রার্থ — পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীতে সর্বত্র ব্যাপ্ত ক'রে দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থিত থাকেন ॥ ১ ॥

যা হয়েছে অথবা যা হবে, সবই সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হন, কেন না তিনি অন্নের দ্বারা অতিরোহণ করেন ॥ ২ ॥

তাঁর এইরকম মহিমা, তিনি কিন্তু এ অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁর একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁর তিন পাদ ॥ ৩ ॥

পুরুষ নিজের তিন পাদ (বা অংশ) নিয়ে উপরে উঠলেন। তাঁর চতুর্থ অংশ এই স্থানে রইলো। তিনি তারপর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হ'লেন ॥ ৪ ॥

তিনি হ'তে বিরাট্ জন্মালেন এবং বিরাট হ'তে সেই পুরুষ জন্মালেন। তিনি জন্মগ্রহণপূর্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করলেন ॥ ৫ ॥

যখন পুরুষকে গ্রহণ ক'রে দেবতাগণ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হলো, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হলো, শরৎ হব্য হলো ॥ ৬ ॥

যিনি সকলের অগ্রে জন্মেছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুস্বরূপে সেই বর্হিতে পূজা দেওয়া হলো। দেবতাগণ ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ তাঁ'র দ্বারা যজ্ঞ করলেন ॥ ৭ ॥

সেই সর্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হ'তে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হলো। তিনি সেই বায়ব্য পশু নির্মাণ করলেন, তা'রা বন্য এবং গ্রাম্য ॥ ৮ ॥

সেই সর্ব হোমসম্বলিত যজ্ঞ হ'তে ঋক্ ও সামসমূহ উৎপন্ন হলো, ছন্দসকল তথা হ'তে

আবির্ভূত হলো, যজুঃ তা হ'তে জন্মগ্রহণ করলো ॥ ৯ ॥

ঘোটকগণ এবং অন্যান্য দন্তপঙক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্মালো। তা হ'তে গাভীগণ ও ছাগ ও মেষগণ জন্মগ্রহণ করলো ॥ ১০ ॥

পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হলো, কয় খণ্ড করা হয়েছিল? এর মুখ কি হলো, দুই হস্ত, দুই উরু, দুই চরণ কি হলো? ॥ ১১ ॥

এর মুখ ব্রাহ্মণ হলো, দুই বাহু রাজন্য হলো, যা উরু ছিল তা বৈশ্য হলো, দুই চরণ হ'তে শূদ্র হলো ॥ ১২ ॥

মন হ'তে চন্দ্র হ'লেন, চক্ষু হ'তে সূর্য, মুখ হ'তে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হ'তে বায়ু ॥ ১৩ ॥

নাভি হ'তে আকাশ, মস্তক হ'তে স্বর্গ, দুই চরণ হ'তে ভূমি, কর্ণ হ'তে দিক্ ও ভুবনসকল নির্মাণ করা হলো ॥ ১৪ ॥

দেবতাগণ যজ্ঞ সম্পাদনকালে পুরুষরূপ পশুকে যখন বন্ধন করলেন, তখন সাতটি পরিধি অর্থাৎ বেদী নির্মাণ করা হলো, এবং তিনসপ্ত সংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হলো ॥ ১৫ ॥

দেবতাগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করলেন, সেইটিই সর্বপ্রথম ধর্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান দেবতা ও সাধ্যগণ আছেন, মহিমান্বিত দেববর্গ সেই স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করলেন ॥ ১৬ ॥

টীকা — এই প্রসিদ্ধ ৯০ সূক্তটিকে পুরুষসূক্ত বলা হয় এবং এইটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত। কত আধুনিক, তা' ৯ ঋকের দ্বারা কতক প্রকাশ হচ্ছে। এর রচনাকালে ঋক্ সাম ও যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ করা হয়েছে ॥ ১২ ঋকের মতো ঋগ্বেদের অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদ রচনাকালে আর্যদের মধ্যে জাতি বিভাগ ছিল না। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন যে, এই পুরুষ সূক্তের ভাষা বৈদিক ভাষা নয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত ॥ বিশ্বজগতের নিয়ন্তাকে বলিস্বরূপ অর্পণ করা, এ অনুভবটি ঋগ্বেদের সময়ের নয়। এই সূক্তের ১৫ ঋক্ ব্যতীত ঋগ্বেদে আর কোথাও পাওয়া যায় না। এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অনুভব। "It was evidently produced at a period when the ceremonial of sacrifice was largely developed. **Penetrated with a sence of the sancity and efficacy of the rite, and familiar with all its details, the priestly poet to whom we owe this hymn has thought it no profanity to represent the supreme Purusha himself as forming the victim?—Muir's Sanskrit Texts." আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২৫৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১ ও ৪ ঋক্ এবং ২৬০ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে ২, ৩ ও ৫ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রাপ্তব্য। যথা—১ ঋক্—"ভগবান্ অনন্তশক্তিশালী, অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন, সর্বব্যাপক হন; সেই পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডকে সর্বভাবে সর্বদিকে পরিবেষ্টন ক'রে ব্রহ্মাণ্ড হ'তে অধিকস্থান অতিক্রম ক'রে বর্তমান আছেন।" (ভাব এই যে, —সমগ্র বিশ্ব ভগবানের একাংশে অবস্থিত; তিনি সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ)। [...এই মন্ত্রের মধ্যে যে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হয়েছে, তার ছায়ার অনুকরণ ক'রে সকল দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মবিজ্ঞান রচিত হয়েছে।—ভগবান্ 'সহস্রশীর্ষ'। এটা অবশ্য রূপক। ভগবানের সত্যসত্যই এক হাজার মস্তক নেই। ওটা তাঁর অনন্তশক্তির পরিচায়ক মাত্র।—তিনি 'সহস্রচক্ষু'। সর্বত্রব্যাপী তাঁর দৃষ্টি। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, আদি-অন্ত-মধ্য, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, সমস্তই তিনি দিব্য নেত্রে প্রতিমুহূর্তে অবলোকন করছেন। জগৎ তাঁর জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত।—তিনি 'সহস্রপাৎ'। তিনি সর্বব্যাপক এবং সর্বত্র তাঁর গতি। শুধু সর্বব্যাপক নন, এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মধ্যেই অবস্থিত এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও তিনি বৃহত্তর, মহত্তর। তিনি ব্রহ্মাণ্ড থেকে দশাঙ্গুলি বেশী ভূমি ব্যেপে আছেন,—এ কথার অর্থ এই যে, তিনি শুধু ব্রহ্মাণ্ড মাত্রই নন, তিনি তারও চেয়ে বৃহৎ

ও বহু উচ্চে অবস্থিত।—এই মন্ত্র যে দার্শনিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে, পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা তা স্বীকার করেছেন; অর্থাৎ ভগবান্ জগতে বর্তমান আছেন এবং তিনি জগতের অতীতও বটেন। এই মতবাদের পোষণকারী দার্শনিকেরা যুক্তিবাদী ব'লে অভিহিত, এবং বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিতেরা এই মতবাদের অনুসরণ ক'রে থাকেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সব দার্শনিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, তার কোনটিই ভারতীয় সভ্যতাকে অতিক্রম ক'রে তো যেতে পারে-ই নি, অধিকন্তু সেইসব সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা থেকেই উৎপন্ন।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট সূক্তগুলি দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯১ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : অরুণ বৈতহব্য। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

সং জাগৃবদ্ভির্জরমাণ ইধ্যতে দমূনা ইষয়ন্নিলস্পদে।
বিশ্বস্য হোতা হবিষো বরেণ্যো বিভুর্বিভাবা সুষখা সখীয়তে ॥ ১॥
স দর্শতশ্রীরতিথির্গৃহে গৃহে বনে বনে শিশ্রিয়ে তক্কবীরিব।
জনং জনং জন্যো নাতি মন্যতে বিশ আ ক্ষেতি বিশ্যোহবিশম্বিশন্ ॥ ২॥
সুদক্ষো দক্ষৈঃ ক্রতুনাসি সুক্রতুরগ্নে কবিঃ কাব্যেনাসি বিশ্ববিৎ।
বসুর্বসূনাং ক্ষয়সি ত্বমেক ইদ্দ্যাবা চ যানি পৃথিবী চ পুষ্যতঃ ॥ ৩॥
প্রজানন্নগ্নে তব যোনিমৃত্বিয়মিলায়াস্পদে ঘৃতবন্তমাসদঃ।
আ তে চিকিত্র উষসামিবেতয়োহরেপসঃ সূর্যস্যেব রশ্ময়ঃ ॥ ৪॥
তব শ্রিয়ো বর্ষ্যস্যেব বিদ্যুতশ্চিত্রাশ্চিকিত্র উষসাং ন কেতবঃ।
যদোষধীরভিসৃষ্টো বনানি চ পরি স্বয়ং চিনুষে অন্নমাস্যে ॥ ৫॥
তমোষধীর্দধিরে গর্ভমৃত্বিয়ং তমাপো অগ্নিং জনয়ন্ত মাতরঃ।
তমিৎসমানং বনিনশ্চ বীরুধোহন্তর্বতীশ্চ সুবতে চ বিশ্বহা ॥ ৬॥
বাতোপধূত ইষিতো বশাঁ অনু তৃষু যদন্না বেবিষদ্বিতিষ্ঠসে।
আ তে যতন্তে রথ্যো যথা পৃথক্শর্ধাংস্যগ্নে অজরাণি ধক্ষতঃ ॥ ৭॥
মেধাকারং বিদথস্য প্রসাধনমগ্নিং হোতারং পরিভূতমং মতিম্।
তমিদর্ভে হবিষ্যা সমানমিত্তমিন্মহে বৃণতে নান্যং ত্বৎ ॥ ৮॥
ত্বামিদত্র বৃণতে ত্বায়বো হোতারমগ্নে বিদথেষু বেধসঃ।
যদ্দেবয়ন্তো দধতি প্রয়াংসি তে হবিষ্মন্তো মনবো বৃক্তবর্হিষঃ ॥ ৯॥
তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রমৃত্বিয়ং তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিদৃতায়তঃ।
তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে ॥ ১০॥

যস্তভ্যমগ্নে অমৃতায় মর্ত্যঃ সমিধা দাশদুত বা হবিষ্কৃতি।
তস্য হোতা ভবসি যাসি দূত্য মুপ ব্রূষে যজস্যধ্বরীয়সি ॥ ১১॥
ইমা অস্মৈ মতয়ো বাচো অস্মদাঁ ঋচো গিরঃ সুষ্টুতয়ঃ সমগ্মত।
বসূয়বো বসবে জাতবেদসে বৃদ্ধাসু চিদ্বর্ধনো যাসু চাকনৎ ॥ ১২॥
ইমাং প্রত্নায় সুষ্টুতিং নবীয়সীং বোচেয়মস্মা উশতে শৃণোতু নঃ।
ভূয়া অন্তরা হৃদ্যস্য নিস্পৃশে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥ ১৩॥
যস্মিন্নশ্বাস ঋষভাস উক্ষণো বশা মেষা অবসৃষ্টাস আহুতাঃ।
কীলালপে সোমপৃষ্ঠায় বেধসে হৃদা মতিং জনয়ে চারুমগ্নয়ে ॥ ১৪॥
অহাব্যগ্নে হবিরাস্যে তে স্রুচীব ঘৃতং চম্বীব সোমঃ।
বাজসনিং রয়িমস্মে সুবীরং প্রশস্তং ধেহি যশসং বৃহন্তম্ ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — সতর্ক সাবধান স্তবকারিগণ অগ্নিকে স্তব করছেন, বদান্য অগ্নি বেদির উপর উপবেশনপূর্বক অন্ন লাভের জন্য প্রজ্বলিত হচ্ছেন, তিনি তাবৎ যজ্ঞসামগ্রীর হোমকর্তা, তিনি শ্রেষ্ঠ দীপ্তিশালী, তাঁর সাথে যে বন্ধুত্ব করে, তিনি তার প্রতি বন্ধুত্বাচরণ করেন ॥ ১ ॥

তিনি সুশ্রী প্রত্যেক গৃহের অতিথিস্বরূপ, তিনি গমনকারী ব্যক্তির মতো প্রত্যেক বন আশ্রয় করছেন। তিনি লোকের হিতকারী কোন ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন না, তিনি প্রজাবর্গের হিতকারী, প্রত্যেক প্রজার ভবনে গমন করেন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! তুমি নানা বলে বলী, তোমার কার্য অতি সুন্দর, তুমি ক্রিয়া কৌশলবান্, ধনস্বরূপ সকল বস্তুই লাভ কর; দ্যুলোক ও ভূলোক যে সমস্ত ধন ধারণ করে, তুমি সেই সকল ধনের প্রভু ॥ ৩ ॥

যজ্ঞবেদির উপর যথাকালে ঘৃতযুক্ত উপবেশনস্থান প্রস্তুত করা হয়, হে অগ্নি! তা কোন্ স্থান? তুমি নিজে তোমার জন্য চিনে লও এবং বিবেচনাপূর্বক তা'তে উপবেশন কর। তোমার শিখা সমস্ত প্রভাতের আভার মতো অথবা সূর্যের কিরণের মতো দৃষ্ট হতে থাকে ॥ ৪ ॥

তোমার বিচিত্র শোভাগুলি জলবর্ষণকারী মেঘ হ'তে উত্থিত বিদ্যুতের মতো, অথবা প্রভাতের আগমনসূচক আভাসমূহের মতো দৃষ্ট হ'তে থাকে, তুমি তখন যেন বন্ধন হ'তে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে ওষধি অর্থাৎ শস্য ইত্যাদি এবং বন অর্থাৎ কাষ্ঠ ইত্যাদি অন্বেষণ করতে থাক, তা'রা তোমার মুখে অন্নস্বরূপ হয় ॥ ৫ ॥

ওষধিগণ সেই অগ্নিকে যথাকালে গর্ভস্বরূপ ধারণ করে, জলগণ জননীর মতো তাঁকে জন্মদান করে। বনস্থিত লতাগণ গর্ভবতী হয়ে দিন দিন একভাবে তাঁকে প্রসব করে ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি! তুমি বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয়ে সঞ্চালিত হও এবং চমৎকার অন্ন সমস্তের মধ্যে প্রবেশপূর্বক অবস্থিতি কর। হে অগ্নি! যখন তুমি দগ্ধ করতে উদ্যত হও, তোমার প্রবল ও অক্ষয় শিখাগণ রথারূঢ় যোদ্ধাগণের মতো পৃথক্ পৃথক্ হয়ে বল প্রকাশ করে ॥ ৭ ॥

অগ্নি লোককে মেধাযুক্ত করেন; তিনি যজ্ঞের সিদ্ধি বিধাতা, তিনি হোমকর্তা, অতি মহৎ ও জ্ঞানবান; অল্প হোমের দ্রব্যই দেওয়া হোক, আর অধিক পরিমাণেই বা দেওয়া হোক, অগ্নিকেই সকল সময়ে বরণ করা হয়; আর কাউকেও নয় ॥ ৮ ॥

হে অগ্নি! যজমানগণ যজ্ঞের সময় তোমাকে প্রাপ্তির অভিলাষী হয়ে তোমাকেই হোতারূপে বরণ করে। সেই কালে দেবভক্ত মনুষ্যগণ হোমদ্রব্য আহরণ ও কুশসমূহ ছেদনপূর্বক তোমার জন্য অন্ন সমস্ত স্থাপন ক'রে থাকেন ॥ ৯ ॥

হে অগ্নি! তোমাকে হোতা ও যথা সময়ে পোতার কার্য করতে হয়। যজ্ঞকারী ব্যক্তির জন্য তুমিই নেষ্টা ও অগ্নি। তুমি প্রশাস্তা ও অধ্বর্যু ও ব্রহ্মার কার্য সম্পাদন কর। তুমিই আমাদের গৃহে গৃহপতি স্বরূপ ॥ ১০ ॥

হে অগ্নি! যে মানব তোমাকে অমর জেনে যজ্ঞকাষ্ঠ দান করে এবং হোমদ্রব্য অর্পণ করে, তুমি তার হোতা হও, দেবতাগণের নিকট তার জন্য দূতের কার্য করো, দেবতাগণকে নিমন্ত্রণ করো, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করো এবং অধ্বর্যুর কার্য করো ॥ ১১ ॥

অগ্নির উদ্দেশে এই সমস্ত ধ্যান, বেদবাক্য এবং স্তব করা হচ্ছে। জাতবেদা অগ্নি নিজ অর্থস্বরূপ, এই স্তবসকল অর্থের কামনাতে তা'তে গিয়ে মিলিত হচ্ছেন। শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনকারী অগ্নি এই সকল স্তব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লে সন্তুষ্ট হন ॥ ১২ ॥

স্তবের কামনাকারী সেই প্রাচীন অগ্নির উদ্দেশে আমি অতি নূতন এই চমৎকার স্তব উচ্চারণ করব, তিনি শ্রবণ করুন। যেমন নারী প্রণয় পরবশ হয়ে উত্তম পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক পতির বক্ষঃস্থলে নিজ দেহ মিলিত করে, সেইরকম আমি যেন এই অগ্নির হৃদয়ের মধ্যে স্থান স্পর্শ করি ॥ ১৩ ॥

যে অগ্নির উপরও বিস্তর ঘোটক, বলবান্ বৃষ, পুরুষত্ববিহীন মেষ, আহুতিরূপে অর্পণ করা হয়েছে; যিনি জলের পালনকর্তা, যাঁর পৃষ্ঠে সোমরস, যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সেই অগ্নির উদ্দেশে মনে মনে চিন্তা ক'রে এই সুন্দর স্তব রচনা করেছি ॥ ১৪ ॥

যেমন স্রুক নামক পাত্রে ঘৃত স্থাপন করা হয়, যেমন চমু নামক পানপাত্রে সোমরস রক্ষা করা হয়, সেইরকম হে অগ্নি! তোমার মুখে হোমের দ্রব্য হোম করা হয়েছে। তুমি অন্ন ও অর্থ ও উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্র ইত্যাদি এবং বিপুল যশ দান করো ॥ ১৫ ॥

টীকা — ১৪ সূক্তে ঘোটক, বৃষ ও মেষ আহুতি প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪২৮ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ৫, ৭ ও ৮ ঋক্ এবং ৭৬৮ পৃষ্ঠায় ৬ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এই ৪টি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রাপ্তব্য; যথা—৫ ঋক্—"হে ভগবন্! অভীষ্টবর্ষক জ্যোতির্ময় জ্ঞানস্বরূপ আপনার জ্যোতিঃ জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবীর প্রসিদ্ধ কিরণের মতো সাধকদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয়; যখন আপনার কর্তৃক কর্মফল-অবসান-প্রাপ্ত অবস্থা এবং জ্যোতিঃ সাধকদের হৃদয়ে সৃষ্ট হয়, তখন আপনি তাঁদের হৃদয়ে আত্মশক্তি প্রদান করেন।" (ভাব এই যে,—ভগবানই সাধকদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করেন)। [মন্ত্রের প্রথম অংশের উপমায় জ্ঞানস্বরূপের বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় উপমায় বলা হচ্ছে ভগবানের জ্যোতিঃ মানুষের হৃদয়ে নবজীবন, সত্ত্বভাব এনে দেয়, তার মধ্যে নূতন জীবনের উন্মেষ সাধিত হয়]।—ইত্যাদি ॥ ৭ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব (অগ্নে)। আ০মুক্তিদায়ক আপনি যখন আপনাকে কামনাকারী সাধকদের পেতে ইচ্ছা করেন, তখন শীঘ্র তাঁদের শক্তিকে ব্যাপ্ত ক'রে বিশেষভাবে বর্তমান থাকেন; হে দেব! ঋষিগণ যেমন অসংযমিত অশ্বকে সংযমিত করেন, তেমনই চিরন্তীন পাপনাশক আপনার জ্যোতিঃ আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহকে বিশেষভাবে সংযমিত করুক।" (ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের সকল চিত্তবৃত্তিকে পবিত্র করুন)। [অগ্নি—ভগবানের জ্ঞানদায়ক বিভূতি। মন্ত্রের প্রথম অংশে বলা হয়েছে—যিনি ভগবানকে কামনা করেন, ভগবানও তাঁর সেই পবিত্র বাসনা পূর্ণ করেন। দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা করা হয়েছে—সেই প্রার্থনা অন্তরের কলুষিত চিত্তবৃত্তির পরিশোধন]।—ইত্যাদি ॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্ দুটিরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ৯২ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : শর্য্যাতি। ছন্দ : জগতী]

যজ্ঞস্য বো রথ্যং বিশ্পতিং বিশাং হোতারমক্তোরতিথিং বিভাবসুম্।
শোচঞ্ছুষ্কাসু হরিণীষু জর্ভুরদ্বৃষা কেতুর্যজতো দ্যামশায়ত ॥ ১॥
ইমমঞ্জস্পামুভয়ে অকৃণ্বত ধর্মাণমগ্নিং বিদথস্য সাধনম্।
অক্তুং ন যহ্বমুষসঃ পুরোহিতং তনূনপাতমরুষস্য নিংসতে ॥ ২॥
বলস্য নীথা বি পণেশ্চ মন্মহে বয়া অস্য প্রহুতা আসুরত্তবে।
যদা ঘোরাসো অমৃতত্বমাশতাদিজ্জনস্য দৈব্যস্য চর্কিরন্ ॥ ৩॥
ঋতস্য হি প্রসিতির্দ্যৌরুরু ব্যচো নমো মহ্য রমতিঃ পনীয়সী।
ইন্দ্রো মিত্রো বরুণঃ সং চিকিত্রিরেঽথো ভগঃ সবিতা পূতদক্ষসঃ ॥ ৪॥
প্র রুদ্রেণ যয়িনা যন্তি সিন্ধবস্তিরো মহীমরমতিং দধন্বিরে।
যেভিঃ পরিজ্মা পরিয়ন্নুরু জ্রয়ো বি রোরুবজ্জঠরে বিশ্বমুক্ষতে ॥ ৫॥
ক্রাণা রুদ্রা মরুতো বিশ্বকৃষ্টয়ো দিবঃ শ্যেনাসো অসুরস্য নীলয়ঃ।
তেভিশ্চষ্টে বরুণো মিত্রো অর্যমেন্দ্রো দেবেভিরর্বশেভিরর্বশঃ ॥ ৬॥
ইন্দ্রে ভুজং শশমানাস আশত সূরো দৃশীকে বৃষণশ্চ পৌংস্যে।
প্র যে ন্বস্যার্হণা ততক্ষিরে যুজং বজ্রং নৃষদনেষু কারবঃ ॥ ৭॥
সূরশ্চিদা হরিতো অস্য রীরমদিন্দ্রাদা কশ্চিদ্ভয়তে তবীয়সঃ।
ভীমস্য বৃষ্ণো জঠরাদভিশ্বসো দিবেদিবে সহুরিঃ স্তন্নবাধিতঃ ॥ ৮॥
স্তোমং বো অদ্য রুদ্রায় শিক্বসে ক্ষয়দ্বীরায় নমসা দিদিষ্টন।
যেভিঃ শিবঃ স্ববাঁ এবয়াবভির্দিবঃ সিষক্তি স্বযশা নিকামভিঃ ॥ ৯॥
তে হি প্রজায়া অভরন্ত বি শ্রবো বৃহস্পতির্বৃষভঃ সোমজাময়ঃ।
যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমো বি ধারয়দ্দেবা দক্ষৈর্ভৃগবঃ সং চিকিত্রিরে ॥ ১০॥
তে হি দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসা নরাশংসশ্চতুরঙ্গো যমোঽদিতিঃ।
দেবস্ত্বষ্টা দ্রবিণোদা ঋভুক্ষণঃ প্র রোদসী মরুতো বিষ্ণুরর্হিরে ॥ ১১॥
উত স্য ন উশিজামুর্বিয়া কবিরহিঃ শৃণোতু বুধ্ন্যো হবীমনি।
সূর্যামাসা বিচরন্তা দিবিক্ষিতা ধিয়া শমীনহুষী অস্য বোধতম্ ॥ ১২॥
প্র নঃ পূষা চরথং বিশ্বদেব্যোঽপাং নপাদবতু বায়ুরিষ্টয়ে।
আত্মানং বস্যো অভি বাতমর্চত তদশ্বিনা সুহবা যামনি শ্রুতম্ ॥ ১৩॥
বিশামাসামভয়ানামধিক্ষিতং গীর্ভিরু স্বযশসং গৃণীমসি।
গ্নাভির্বিশ্বাভিরদিতিমনর্বণমক্তোর্যুবানং নৃমণা অধা পতিম্ ॥ ১৪॥

রেভদত্র জনুষা পূর্বো অঙ্গিরা গ্রাবাণ উর্ধ্বা অভি চক্ষুরধ্বরম্।
যেভির্বিহায়া অভবদ্বিচক্ষণঃ পাথঃ সুমেকং স্বধিতির্বনন্বতি ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — যিনি যজ্ঞের রথী অর্থাৎ প্রধান স্বরূপ, যিনি সকল প্রজার অধিপতি, যিনি হোতা, রাত্রিকালের অতিথি এবং প্রভাতে সমৃদ্ধ হন, তাঁকে স্তব করো। তিনি শুষ্ককাষ্ঠে প্রজ্বলিত হন, অশুষ্ককাষ্ঠে চুরচুর শব্দ করেন ও অভিলাষ সিদ্ধ করেন, যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ আকাশে অবগাহন করেন ॥ ১॥

দেবগণ ও মানবগণ এরা উভয়ে এই অগ্নিকে শীঘ্র প্রস্তুত করলেন, ধারণকর্তা ও যজ্ঞের সম্পাদনকর্তা। ইনি মহৎ, ইনি পুরোহিত এবং উজ্জ্বলের বংশীধর। উষাদেবীগণ একে সূর্যের মতো চুম্বন করছে ॥ ২॥

স্তবযোগ্য এই অগ্নি যে পথ দেখিয়ে দেন, তা-ই প্রকৃত পথ। আমরা যা হোম করছি, তা তিনি ভোজন করুন। যখন তাঁর প্রবল শিখাগণ অক্ষয় অর্থাৎ দীপ্তিশীল হলো, তখন দেবতাগণের জন্য বিক্ষিপ্ত হ'তে লাগলো ॥ ৩॥

যজ্ঞকাষ্ঠের আশ্রয়ভূতা অদিতি, বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ এবং স্তবযোগ্য অসীম পৃথিবী, অগ্নিকে নমস্কার করেন। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, ভগ ও সবিতা, পবিত্র বলধারী এই সকল দেবতা আবির্ভূত হন ॥ ৪॥

বেগবান্ মরুদ্গণের সহায়তা প্রাপ্ত হয়ে নদীগণ বহমান হয় এবং অসীম ভূমি আচ্ছাদন করে। সর্বত্রবিচরণকারী ইন্দ্র সর্বত্র গমন ক'রে ঐ মরুৎগণের সাহায্যে আকাশে গর্জন করেন এবং মহাবেগে জগতে জল সেচন করেন ॥ ৫॥

মরুৎগণ যখন কার্য আরম্ভ করেন, তখন জগৎকে যেন কর্ষণ ক'রে ফেলেন, তাঁরা যেন আকাশের শ্যেনপক্ষী, তাঁরা মেঘের আশ্রয়। বরুণ, মিত্র, অর্যমা এবং অশ্বারূঢ় ইন্দ্র, অশ্বারূঢ় সেই মরুৎ দেবতাগণের সাথে ঐ সমস্ত ব্যাপার দেখতে থাকেন ॥ ৬॥

স্তবকারীগণ ইন্দ্রের নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হলো; সূর্যের নিকট দৃষ্টিশক্তি এবং বর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকট পুরুষত্ব প্রাপ্ত হলো। যারা উৎকৃষ্টভাবে ইন্দ্রের পূজা প্রস্তুত করেছিল, তারা যজ্ঞকালে ইন্দ্রের বজ্রকে সহায়স্বরূপে প্রাপ্ত হলো ॥ ৭॥

সূর্যও আপন অশ্বগণকে ইন্দ্রের ভয়ে চালিত ক'রে থাকেন এবং পথে গমনকালে সকলকে প্রীত করেন। সেই অতি মহান্ ইন্দ্রকে কে না ভয় করে? তিনি ভয়ানক এবং বৃষ্টিবর্ষণকারী, আকাশে শব্দ করতে থাকেন, বিপক্ষ পরাভবকারী বজ্রধ্বনি তাঁরই ভয়ে প্রতিদিন আবির্ভূত হয় ॥ ৮॥

অদ্য সেই কর্মক্ষম রুদ্রকে নমস্কার ও অনেক স্তব অর্পণ করো। তিনি শত্রুগণকে ক্ষয় করেন। তিনি অশ্বারূঢ় উৎসাহবান্ মরুৎগণকে নিজের সহায় পেয়ে আকাশ হ'তে জল সেচন ক'রে মঙ্গলকর হন এবং আপন যশ বিস্তার করেন ॥ ৯॥

বৃহস্পতি এবং সোমাভিলাষী অন্যান্য দেবতা প্রজাগণের জন্য অন্ন সঞ্চিত করলেন। অথর্বা নামে ঋষি সর্বপ্রথমে যজ্ঞের দ্বারা দেবতাগণকে তুষ্ট করলেন। দেবতাগণ এবং ভৃগুবংশীয়গণ বল প্রকাশপূর্বক গমন ক'রে সেই যজ্ঞ অবগত হলেন ॥ ১০॥

নরাশংস নামক সেই যজ্ঞে চারি অগ্নি স্থাপিত হয়েছিল, বহুবৃষ্টিবর্ষণকারী দ্যাবাপৃথিবী, যম, অদিতি, ধনদানকারী ত্বষ্টাদেব, ঋভুগণ, রুদ্রের পত্নী, মরুৎগণ ও বিষ্ণু, এঁরা সেই যজ্ঞে স্তব প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥ ১১॥

অভিলাষী হয়ে আমরা যে সকল বৃহৎ বৃহৎ স্তব করছি, আকাশবাসী অহির্বুধ্ন্য যজ্ঞের সময় তা শ্রবণ করুন। হে আকাশে পরিভ্রমণকারী সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা আকাশে বাস কর, তোমরা মনে মনে এর স্তব অবগত হও ॥ ১২॥

সকল দেবতার হিতকারী ও জলের বংশধর পূষাদেব আমাদের পশু ইত্যাদিকে রক্ষা করুন। বায়ুও যজ্ঞের জন্য রক্ষা করুন। ধনের জন্য আত্মাস্বরূপ বায়ুকে তোমরা স্তব করো। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের আহ্বান করলে কল্যাণ হয়। তোমরা পথে গমনকালে সেই স্তব শ্রবণ করো ॥ ১৩॥

এই সমস্ত প্রজাকে যিনি অভয় দানের প্রভু, যিনি নিজের কীর্তি নিজেই উপার্জন করেন, তাঁকে স্তবের দ্বারা স্তব করি। তাবৎ দেবনারীগণের সাথে অবিচলিত অদিতিকে এবং রাত্রির স্বামী চন্দ্রকে স্তব ক'রি। তিনি মানবগণের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন ॥ ১৪॥

বয়োজ্যেষ্ঠ অঙ্গিরা এই যজ্ঞে বাক্য উচ্চারণ করলেন। প্রস্তরগুলি ঊর্ধ হয়ে যজ্ঞীয় সোম প্রস্তুত করলো। তা পান ক'রে বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র স্থূলকায় হ'লেন, তাঁর অস্ত্র উৎকৃষ্ট বৃষ্টিবারি সৃষ্টি করলো ॥ ১৫॥

টীকা — ১ ঋকে 'অগুরুকাণ্ঠে চূর্ণুর শব্দ' ইত্যাদি উপমার মাধ্যমে ঋষিদের বাস্তবতা পর্যবেক্ষণে দৃষ্টির গভীরতা লক্ষণীয়।—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ৯৩ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : তান্ব। ছন্দ : প্রস্তারপংক্তি, অনুষ্টুপ্, অক্ষরৈপংক্তি, ন্যঙ্কুসারিণী, পুরস্তাদ্বৃহতী]

মহি দ্যাবাপৃথিবী ভূতমুর্বী নারী যহ্বী রোদসী সদং নঃ।
তেভির্নঃ পাতং সহ্যস এভির্নঃ পাতং শূষণি ॥ ১॥
যজ্ঞে যজ্ঞে স মর্ত্যো দেবান্ত্ সপর্যতি।
যঃ সুম্নৈর্দীর্ঘশ্রুত্তম আবিবাসাত্যেনান্ ॥ ২॥
বিশ্বেষামিরজ্যবো দেবানাং বার্মহঃ।
বিশ্বে হি বিশ্বমহসো বিশ্বে যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়াঃ ॥ ৩॥
তে ঘা রাজানো অমৃতস্য মন্দ্রা অর্যমা মিত্রো বরুণঃ পরিজ্মা।
কদ্রুদো নৃণাং স্তুতো মরুতঃ পূষণো ভগঃ ॥ ৪॥
উত নো নক্তমপাং বৃষণ্বসূ সূর্যামাসা সদনায় সধন্যা।
সচা যৎসাদ্যেষামহির্বুধ্নেষু বুধ্ন্যঃ ॥ ৫॥
উত নো দেবাবশ্বিনা শুভস্পতী ধামভির্মিত্রাবরুণা উরুষ্যতাম্।
মহঃ স রায় এষতেঽতি ধন্বেব দুরিতা ॥ ৬॥
উত নো রুদ্রা চিন্মৃলতামশ্বিনা বিশ্বে দেবাসো রথস্পতির্ভগঃ।
ঋভুর্বাজ ঋভুক্ষণঃ পরিজ্মা বিশ্ববেদসঃ ॥ ৭॥

ঋভুর্ঋভুক্ষা ঋভুর্বিধতো মদ আ তে হরী জূজুবানস্য বাজিনা।
দুষ্টরং যস্য সাম চিদৃধগ্‌যজ্ঞো ন মানুষঃ ॥ ৮॥
কৃধী নো অহ্রয়ো দেব সবিতঃ স চ স্তুষে মঘোনাম্।
সহো ন ইন্দ্রো বহ্নিভির্ন্যেষাং চর্যণীনাং চক্রং রশ্মিং ন যোযুবে ॥ ৯॥
ঐষু দ্যাবাপৃথিবী ধাতং মহদস্মে বীরেষু বিশ্বচর্ষণি শ্রবঃ।
পৃক্ষং বাজস্য সাতয়ে পৃক্ষং রায়োত তুর্বণে ॥ ১০॥
এতং শংসমিন্দ্রাস্ময়ুষ্ট্বং কূচিৎসন্তং সহসাবন্নভিষ্টয়ে সদা পাহ্যভিষ্টয়ে।
মেদতাং বেদতা বসো ॥ ১১॥
এতং মে স্তোমং তনা ন সূর্যে দ্যুতদ্যামানং বাবৃধন্ত নৃণাম্।
সংবননং নাশ্ব্যং তষ্টেবানপচ্যুতম্ ॥ ১২॥
বাবর্ত যেষাং রায়া যুক্তৈষাং হিরণ্যয়ী।
নেমধিতা ন পৌংস্যা বৃথেব বিষ্টান্তা ॥ ১৩॥
প্র তদ্দুঃশীমে পৃথবানে বেনে প্র রামে বোচমসুরে মঘবৎসু।
যে যুক্তায় পঞ্চ শতাস্ময়ু পথা বিশ্রাব্যেষাম্ ॥ ১৪॥
অধীন্নত্র সপ্ততিং চ সপ্ত চ।
সদ্যো দিদিষ্ট তান্বঃ সদ্যো দিদিষ্ট পার্থ্যঃ সদ্যো দিদিষ্ট মায়বঃ ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ — হে দ্যাবাপৃথিবি! আপনারা বিলক্ষণ বিস্তারিত হোন। আপনারা বৃহৎ মূর্তিধারী হয়ে নারীর মতো আমাদের গৃহে আগমন করুন। সেইসকল সুবিদিত কার্যের দ্বারা আমাদের শত্রু হ'তে রক্ষা করুন, এইসকল কার্যের দ্বারা উত্তাপের সময় রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

যিনি বিশিষ্টরূপ অধ্যয়ন ক'রে উৎকৃষ্ট বস্তুর দ্বারা দেবতাগণের মনোরঞ্জন করেন, সেই ব্যক্তিরই প্রকৃতরূপে সকল যজ্ঞে দেবতাগণের সেবা করা হয় ॥ ২ ॥

দেবতাগণ সকলের প্রভু; তাঁদের দান অতি মহৎ। তাঁরা সকলে সর্বরকম বলে বলী। তাঁরা সকলে যজ্ঞের সময় যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন ॥ ৩ ॥

অর্যমা ও মিত্র ও সর্বত্রগামী বরুণ এবং যে রুদ্রকে স্তব করলে মনুষ্যগণের সুখ লাভ হয় তিনি ও মরুৎগণ এবং ভগ, এঁরা অমৃতের রাজা, স্তবের যোগ্য এবং পুষ্টিবিধানকর্তা ॥ ৪ ॥

যখন অগ্নির্ধুগ্না জলের সাথে একত্র হয়ে উপবেশন করেন, তখন সূর্য ও চন্দ্র একত্র উপবেশনপূর্বক দিবারাত্র জলস্বরূপ ধন বর্ষণ করেন ॥ ৫ ॥

কল্যাণের অধিপতি অশ্বি নামক সেই দুই দেব ও মিত্র ও বরুণ আপন তেজের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন। তাঁদের রক্ষিত ব্যক্তিগণ বিস্তর ধনপ্রাপ্ত হয়, মরুভূমিতুল্য দুরবস্থা হ'তে পরিত্রাণ লাভ করে ॥ ৬ ॥

আমরা স্তব করছি।—রুদ্রপুত্র বায়ুগণ, অশ্বিদ্বয়, সকল দেবতা, রথারূঢ় ভগ, বলবান্ ঋভু, ঋভুক্ষা এবং সর্বত্রগামী ইন্দ্র, এইসকল সর্বজ্ঞ দেবতা রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

ইন্দ্র ঋভু অর্থাৎ বৃদ্ধি পাচ্ছেন; হে ইন্দ্র! যখন তুমি বেগবান্ ঘোটক যোজনা কর, তখন

যজ্ঞকর্তাব্যক্তির আনন্দ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে যে সোম পান হয়, তা অসামান্য। তাঁর উদ্দেশে যে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, তা মানুষের উপযুক্ত নয়, তা পৃথক রকমের যজ্ঞ ॥ ৮॥

হে দেব সবিতা! এইরকম করো, আমাদের যেন লজ্জিত হ'তে না হয়। এই নিমিত্ত তোমাকে ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের গৃহে স্তব করা হয়ে থাকে, ইন্দ্র আমাদের বলস্বরূপ, তিনি এইসকল ব্যক্তির যজ্ঞে আগমনের জন্য আপন উজ্জ্বল রথচক্রে যেন বায়ুগণকে যোজনা করলেন, অর্থাৎ মহাবেগে আগমন করলেন ॥ ৯॥

হে দ্যাবাপৃথিবি! আমাদের পুত্রগণকে প্রভূত অন্ন দান করো, সেই অন্ন যেন তাবৎ লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়, যেন তা বলকর হয়, যেন তা ধন লাভের জন্য এবং বিপদ হ'তে পরিত্রাণ প্রাপ্তির উপযোগী হয় ॥ ১০॥

হে ইন্দ্র! তুমি যখন আমাদের নিকট আগমন করতে ইচ্ছা কর, তখন স্তবকারী এই ব্যক্তি যেখানেই থাকুক না কেন, একে যজ্ঞ করার সময় রক্ষা কর। হে ধনদাতা! তোমাকে যারা স্নেহ করে, তাদের সংবাদ লও ॥ ১১॥

আমার এই স্তব সূর্যের উদ্দেশে গমন করছে ও মনুষ্যগণের শ্রীবৃদ্ধি করছে। যেমন ছুতার অশ্বে আকর্ষণ করবার উপযুক্ত দৃঢ়তর রথ নির্মাণ করে, একে আমি তেমনিভাবে রচনা করেছি ॥ ১২॥

যাঁদের নিকট ধন কামনা করি, তাঁদের উদ্দেশে এই সুবর্ণময় অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট স্তব পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করছি। যেমন যুদ্ধের সৈন্যগণ পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হয়, অথবা ঘটীচক্র শ্রেণীবদ্ধ হয়ে অগ্রপশ্চাৎভাবে উঠতে থাকে, আমার স্তবগুলিও সেইরকম ॥ ১৩॥

যে সকল দেবতা পঞ্চাশত রথে ঘোটক যোজনা ক'রে পথে গমন করেন, (অর্থাৎ যজ্ঞে গমনের জন্য), তাঁদের বর্ণনাযুক্ত স্তব আমি দুঃশীম ও পৃথবান্ ও বেন ও অসুর রাম, এই সকল ধনাঢ্য রাজার নিকট পাঠ করেছি ॥ ১৪॥

এই স্থানে তান্ব ও পার্থ্য ও মায়ব—এই কয়েকজন ঋষি সপ্তসপ্ততি গাভী তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা করলেন ॥ ১৫॥

টীকা — একখানি চক্রের পরিধিতে অনেকগুলি ঘটী সংযোজিত থাকে, কূপের মধ্যে সেই চক্র ঘূর্ণিত হয়ে ক্রমান্বয়ে ঘটীগুলি জলে পূর্ণ হ'তে থকে। একে ঘটীচক্র বলে। এমন ঘটীচক্র এখনও ব্যবহৃত হয়। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও রাজস্থানে এমন ঘটীযন্ত্র দেখেছেন।—বক্তব্য পূর্ববৎ॥

◆ ◆

— ৯৪ সূক্ত —

[দেবতা : গ্রাবাণ অর্থাৎ সোমনিষ্পীড়িত করবার প্রস্তর। ঋষি : অর্বুদ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

প্রৈতে বদন্তু প্র বয়ং বদাম গ্রাবভ্যো বাচং বদতা বদদ্ভ্যঃ।
যদদ্রয়ঃ পর্বতাঃ সাকমাশবঃ শ্লোকং ঘোষং ভরথেন্দ্রায় সোমিনঃ ॥ ১॥
এতে বদন্তি শতবৎ সহস্রবদভি ক্রন্দন্তি হরিতেভিরাসভিঃ।
বিষ্ট্বী গ্রাবাণঃ সুকৃতঃ সুকৃত্যয়া হোতুশ্চিৎপূর্বে হবিরদ্যমাশত ॥ ২॥

এতে বদন্ত্যবিদন্নন্না মধু ন্যূংখয়ন্তে অধি পক্ক আমিষি।
বৃক্ষস্য শাখামরুণস্য বপ্সতস্তে সূভর্বাঃ বৃষভাঃ প্রেমরাবিষুঃ ॥ ৩॥
বৃহদ্বদন্তি মদিরেণ মন্দিনেন্দ্রং ক্রোশন্তোঽবিদন্না মধু।
সংরভ্যা ধীরাঃ স্বসৃভিরনর্তিষুরাঘোষয়ন্তঃ পৃথিবীমুপাব্দিভিঃ ॥ ৪॥
সুপর্ণা বাচমক্রতোপ দ্যাবাখরে কৃষ্ণা ইষিরা অনর্তিষুঃ।
ন্যঙ্নি যন্ত্যুপরস্য নিষ্কৃতং পুরু রেতো দধিরে সূর্যশ্বিতঃ ॥ ৫॥
উগ্রা ইব প্রবহন্তঃ সমায়মুঃ সাকং যুক্তা বৃষণো বিভ্রতো ধুরঃ।
যচ্ছ্বসন্তো জগ্রসানা অরাবিষুঃ শৃণ্ব এষাং প্রোথথো অর্বতামিব ॥ ৬॥
দশাবনিভ্যো দশকক্ষ্যেভ্যো দশযোক্ত্রেভ্যোঃ দশযোজনেভ্যঃ।
দশাভীশুভ্যো অর্চতাজরেভ্যো দশ ধুরো দশযুক্তা বহদ্ভ্যঃ ॥ ৭॥
তে অদ্রয়ো দশযন্ত্রাস আশবস্তেষামাধানং পর্যেতি হর্যতম্।
ত উ সুতস্য সোম্যস্যান্ধসোঽংশোঃ পীয়ূষং প্রথমস্য ভেজিরে ॥ ৮॥
তে সোমাদো হরী ইন্দ্রস্য নিংসতেঽংশুং দুহন্তো অধ্যাসতে গবি।
তেভির্দুগ্ধং পপিবান্ত্সোম্যং মধ্বিন্দ্রো বর্ধতে প্রথতে বৃষায়তে ॥ ৯॥
বৃষা বো অংশুর্ন কিলা রিষাথনেলাবন্তঃ সদমিৎস্থনাশিতাঃ।
রৈবত্যেব মহসা চারবঃ স্থন যস্য গ্রাবাণো অজুষধ্বমধ্বরম্ ॥ ১০॥
তৃদিলা অতৃদিলাসো অদ্রয়োঽশ্রমণা অশৃথিতা অমৃত্যবঃ।
অনাতুরা অজরাঃ স্থামবিষ্ণবঃ সুপীবসো অতৃষিতা অতৃষ্ণজঃ ॥ ১১॥
ধ্রুবা এব বঃ পিতরো যুগে যুগে ক্ষেমকামাসঃ সদসো ন যুঞ্জতে।
অজুর্যাসো হরিষাচো হরিদ্রবো আ দ্যাং রবেণ পৃথিবীমশুশ্রবুঃ ॥ ১২॥
তদিদ্বদন্ত্যদ্রয়ো বিমোচনে যামন্নঞ্জস্পা ইব ঘেদুপব্দিভিঃ।
বপন্তো বীজমিব ধান্যাকৃতঃ পৃঞ্চন্তি সোমং ন মিনন্তি বপ্সতঃ ॥ ১৩॥
সুতে অধ্বরে অধি বাচমক্রতা ক্রীলয়ো ন মাতরং তুদন্তঃ।
বি ষূ মুঞ্চা সুষুবুষো মণীষাং বি বর্তন্তামদ্রয়শ্চায়মানাঃ ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ — এই সকল প্রস্তর কথা বলুক, অর্থাৎ শব্দ করুক; আমরাও কথা ব'লি, এরা কথা বলছে, এদের কথার কথা বলো। যখন ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়তর এই প্রস্তরগুলি একত্র হয়ে স্তব করবার ভঙ্গিতে শব্দ করে, তখন হে সোমসম্পন্ন ব্যক্তিগণ। ইন্দ্রের জন্য সোমপাত্র পূর্ণ করো ॥ ১ ॥

এই প্রস্তরগণ একশত ব্যক্তি অথবা একসহস্র ব্যক্তির মতো শব্দ করছে, এরা হরিদ্বর্ণ মুখ দিয়ে চীৎকার করছে। যজ্ঞের সময় এইসকল পুণ্যবান প্রস্তর অগ্নির অগ্রেই হোমের দ্রব্য ভোজন করে ॥ ২ ॥

এরা শব্দ করছে। এরা মুখে সোমস্বরূপ মধু ধারণ করেছে। যেমন মাংসাশীরা মাংসে পাক হ'লে আহ্লাদসূচক রব করে, এরাও সেইরকম রব করছে। নবীন বৃক্ষের শাখা ভক্ষণকালে সুন্দরভাবে ভক্ষণ করতে করতে বৃষগণ যেমন শব্দ করে, এরাও সেইরকম শব্দ করছে ॥ ৩ ॥

এরা মুখে ধারণপূর্বক মত্ততাজনক সোমরস প্রস্তুত ক'রে উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রকে আহ্বান করছে। সোমনিষ্পীড়নকারী অঙ্গুলিগণের সঙ্গে সংরব্ধ ক'রে এরা নৃত্য করছে; এদের শব্দে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ॥ ৪ ॥

এদের শব্দ শুনে জ্ঞান হয়, যেন পক্ষীগণ আকাশে কলরব করছে, যেন মৃগবিচরণস্থানে কৃষ্ণসার হরিণগুলি চলাচল ক'রে নৃত্য করছে। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত রসকে এরা নিম্নে পাতিত করছে, যেন সূর্যের মতো শ্বেতবর্ণ বিস্তর শুক্র নির্গত করলো ॥ ৫ ॥

যেমন বলবান্ ঘোটকেরা পরস্পর মিলিত হয়ে রথের ধুরা ধারণপূর্বক রথ বহন করে, প্রস্রাব ত্যাগ করে এবং শরীর আয়ত করে, সেইরকম এই প্রস্তরগুলিও আয়ত হয়ে সোমরস বর্ষণ করছে। এরা সোম গ্রাস করতে করতে শ্বাসসহকারে শব্দ করলো, ঘোটকগণের মতো এদের মুখনির্গত এই শব্দ আমি শ্রবণ করছি ॥ ৬ ॥

এই অবিনাশী প্রস্তরগুলির গুণকীর্তন করো। দশ অঙ্গুলি যখন সোমরস নিষ্পীড়নকালে এদের স্পর্শ করে, সেই দশাঙ্গুলিকে যেন প্রস্তরস্বরূপ ঘোটকগণের দশটি বরত্রা বোধ হয়, অথবা দশটি ঘোড়ার সাজ, অথবা দশটি রথে যুগবন্ধনের রজ্জু, অথবা দশটি ঘোড়ার রাশ ব'লে জ্ঞান হয়। অথবা যেন দশটি রথধুরা একত্র হয়ে এরা বহন করছে ॥ ৭ ॥

সেই প্রস্তরগুলি দশটি অঙ্গুলিকে বন্ধনরজ্জুস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে শীঘ্র শীঘ্র কার্য করছে। তাদের উৎপাদিত সোমরস হরিদ্বর্ণ হয়ে আসছে। সোমের অংশু ডাঁটা নিষ্পীড়িত হয়ে অন্নরূপ ধারণপূর্বক অমৃত রস নির্গত করে, তার প্রথম যে অংশ এরাই পেয়ে থাকে ॥ ৮ ॥

সেই প্রস্তরগণ সোম ভক্ষণপূর্বক ইন্দ্রের দুই ঘোটককে চুম্বন করছে, অর্থাৎ ইন্দ্রের রথে উপনীত হচ্ছে। অংশু ডাঁটা হ'তে রস নির্গত ক'রে গোচর্মের উপর যাচ্ছে। তারা সোমের যে মধু নির্গত ক'রে দেয়, তা পান ক'রে ইন্দ্র স্ফীত ও বিস্তারিত হচ্ছেন এবং বৃষের মতো বল প্রকাশ করছেন ॥ ৯ ॥

হে প্রস্তরগণ। সোমের অংশু ডাঁটা তোমাদের রস দান করবে, তোমরা যেন ভগ্ন হয়ো না। তোমরা যাদের যজ্ঞে উপস্থিত থাক, তারা সর্বদাই অন্নবান্ ও কৃতভাজন হয়, তা'রা ধনবান্ লোকের মতো উজ্জ্বল তেজোযুক্ত হয় ॥ ১০ ॥

হে প্রস্তরগণ! তোমরা নিজে ভগ্ন না হয়ে অন্যকে ভগ্ন কর। তোমাদের পরিশ্রম নেই, শৈথিল্য নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই, রোগ নেই, তৃষ্ণা নেই, স্পৃহা নেই। তোমরা স্থূল, অথচ উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ প্রভৃতি ক্রিয়া বিষয়ে তোমাদের যথেষ্ট পটুতা আছে ॥ ১১ ॥

তোমাদের পিতাস্বরূপ পর্বতগণ যুগ যুগান্তর ধ'রে স্থির আছে, তারা পূর্ণাভিলাষ হয়েছে, কোন কারণে নিজ স্থান ত্যাগ করে না। তা'রা জরারহিত, হরিদ্বর্ণ বৃক্ষবিশিষ্ট, হরিদ্বর্ণ সংযুক্ত হয়ে পক্ষীগণের কলরবের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ করে ॥ ১২ ॥

যেমন রথের আরোহিগণ রথচর্যা ক্ষেত্রে রথ চালিত ক'রে শব্দ উত্থাপন করে, সেইরকম সোমরস নির্গত করবার সময় শব্দ করে। ধান্য বপনকারিগণ বীজ যেমন বপন করে, সেইরকম এরা সোম বিকীর্ণ করছে। ভক্ষণ ক'রে তা নষ্ট করছে না ॥ ১৩ ॥

সোম নিষ্পীড়িত হ'লে, প্রস্তরগণ শব্দ করছে, যেন ক্রীড়াসক্ত শিশুগণ ক্রীড়াস্থলে জননীকে আঘাত ক'রে ঠেলে দিয়ে শব্দ করছে। যে প্রস্তর সোমরস নিষ্পীড়ন করেছে, তা'কে স্তব করো, প্রস্তরগণ সংবর্ধনা প্রাপ্ত হয়ে ঘূর্ণিত হ'তে থাকুক ॥ ১৪ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ৯৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইলাপুত্র পুরূরবা ও উর্বশী। ঋষি : পুরূরবা ও উর্বশী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু।
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে ময়স্করন্‌পরতরে চনাহন্ ॥ ১ ॥
কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং প্রাক্রমিষমুষসামগ্রিয়েব।
পুরূরবঃ পুনরস্তং পরেহি দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি ॥ ২ ॥
ইষুর্ন শ্রিয় ইষুধেরসনা গোষাঃ শতসা ন রংহিঃ।
অবীরে ক্রতৌ বি দবিদ্যুতন্নোরা ন মায়ুং চিতয়ন্ত ধুনয়ঃ ॥ ৩ ॥
সা বসু দধতী শ্বশুরায় বয় উষো যদি বষ্ট্যন্তি গৃহাৎ।
অস্তং ননক্ষে যস্মিঞ্চাকন্দিবা নক্তং শ্নথিতা বৈতসেন ॥ ৪ ॥
ত্রিঃ স্ম মাহ্নঃ শ্নথয়ো বৈতসেনোত স্ম মেঽব্যত্যৈ পৃণাসি।
পুরূরবোঽনু তে কেতমায়ং রাজা মে বীর তন্বস্তদাসীঃ ॥ ৫ ॥
যা সুজূর্ণিঃ শ্রেণিঃ সুম্ন আপির্হ্রদেচক্ষুর্ন গ্রন্থিনী চরণ্যুঃ।
তা অঞ্জয়োঽরুণয়ো ন সস্রুঃ শ্রিয়ে গাবো ন ধেনবোঽনবন্ত ॥ ৬ ॥
সমস্মিঞ্জায়মান আসত গ্না উতেমবর্ধন্নদ্যঃ স্বগূর্তাঃ।
মহে যত্ত্বা পুরূরবো রণায়াবর্ধয়ন্দস্যুহত্যায় দেবাঃ ॥ ৭ ॥
সচা যদাসু জহতীষ্বৎকমমানুষীষু মানুষো নিষেবে।
অপ স্ম মত্তরসন্তী ন ভুজ্যুস্তা অত্রসন্রথস্পৃশো নাশ্বাঃ ॥ ৮ ॥
যদাসু মর্তো অমৃতাসু নিস্পৃক্সং ক্ষোণীভিঃ ক্রতুভির্ন পৃংক্তে।
তা আতয়ো ন তন্বঃ শুম্ভত স্বা অশ্বাসো ন ক্রীলয়ো দন্দশানাঃ ॥ ৯ ॥
বিদ্যুন্ন যা পতন্তী দাবদ্যোদ্ভরন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।
জনিষ্টো অপো নর্যঃ সুজাতঃ প্রোর্বশী তিরত দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১০ ॥
জজ্ঞিষ ইত্থা গোপীথ্যায় হি দধাথ তৎপুরূরবো ম ওজঃ।
অশাসং ত্বা বিদুষী সস্মিন্নহন্ন ম আশৃণোঃ কিমভুগ্বদাসি ॥ ১১ ॥
কদা সূনুঃ পিতরং জাত ইচ্ছাচ্চক্রন্নাশ্রু বর্তয়দ্বিজানন্।
কো দম্পতী সমনসা বি যূয়োদধ যদগ্নিঃ শ্বশুরেষু দীদয়ৎ ॥ ১২ ॥
প্রতি ব্রবাণি বর্তয়তে অশ্রু চক্রন্ন ক্রন্দদাধ্যে শিবায়ৈ।
প্র তত্তে হিনবা যত্তে অস্মে পরেহ্যস্তং নহি মূরমাপঃ ॥ ১৩ ॥
সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎ পরাবতং পরমাং গন্তবা উ।
অধা শয়ীত নির্ঋতেরুপস্থেঽধৈনং বৃকা রভসাসো অদ্যুঃ ॥ ১৪ ॥

পুরূরবো মা মৃথা মা প্র পপ্তো মা ত্বা বৃকাসো অশিবাস উ ক্ষন্।
ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা ॥ ১৫॥
যদ্বিরূপাচরং মর্ত্যেষবসং রাত্রীঃ শরদশ্চতস্রঃ।
ঘৃতস্য স্তোকং সকৃদহ্ন আশ্নাং তাদেবেদং তাতৃপাণা চরামি ॥ ১৬॥
অন্তরিক্ষপ্রাং রজসো বিমানীমুপ শিক্ষাম্যুর্বশীং বসিষ্ঠঃ।
উপ ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠান্নি বর্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে ॥ ১৭॥
ইতি ত্বা দেবা ইম আহুরৈল যথেমেতদ্ভবসি মৃত্যুবন্ধুঃ।
প্রজা তে দেবান্ হবিষা যজাতি স্বর্গ উ ত্বমপি মাদয়াসে ॥ ১৮॥

মন্ত্রার্থ — [পুরূরবার উক্তি]—হে পত্নি! তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর! অতি শীঘ্র গমন ক'রো না, আমাদের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক হচ্ছে। এইক্ষণে মনের কথা যদি উভয়ে প্রকাশ ক'রে না বলা হয়, ভবিষ্যতে সুখের বিষয় হবে না ॥ ১ ॥

[উর্বশীর উক্তি]—তোমার সাথে বাক্যালাপ ক'রে আমার কি হবে? আমি প্রথম উষার মতো চলে এসেছি। হে পুরূরবা! আপন গৃহে প্রত্যাগমন করো। বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায় না, তুমিও তেমনি আমাকে ধারণ করতে পারবে না ॥ ২ ॥

[পুরূরবার উক্তি]—তোমার বিরহে আমার তূণীর হ'তে বাণ নির্গত হয়নি, জয়শ্রী লাভ হয়নি; আমি যুদ্ধে গমনপূর্বক শতসহস্র গাভী আনয়ন করতে পারিনি। রাজকার্য বীরশূন্য হয়েছে, এর কোন শোভা নেই; আমার সৈন্যগণ সিংহনাদ করবার চিন্তা এতকালে ত্যাগ করেছে ॥ ৩ ॥

হে উষাদেবি! সেই উর্বশী শ্বশুরকে ভোজনের সামগ্রী প্রদান করতে যদি ইচ্ছা করতেন, তা হ'লে সন্নিহিত গৃহ হ'তে শয়ন গৃহে গমন করতেন, তথায় দিবারাত্র স্বামীর নিকট রমণ সুখ ভোগ করতেন ॥ ৪ ॥

[উর্বশীর উক্তি]—হে পুরূরবা! তুমি প্রতিদিন তিনবার আমাকে আলিঙ্গন করতে। কোনও সপত্নীর সাথে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, আমাকেই নিয়ত সন্তুষ্ট করতে। তোমার গৃহে আমি আগমন করলাম, তুমি আমার রাজা, তুমি আমার অশেষ সুখের বিধাতা হ'লে ॥ ৫ ॥

[পুরূরবার উক্তি]—সুজূর্ণি, শ্রেণি, সুম্ন, আপি, হ্রদে চক্ষু, গ্রন্থিনী, চরণ্যু, আমার এই যে কয় মহিলা ছিল, তোমার আগমনের পর তা'রা আর আমার নিকট বেশ-ভূষা ক'রে আগমন করতো না। গাভীগণ গৃহে গমনের সময় যেমন শব্দ করে, তা'রা আর সেইরকম শব্দ ক'রে আমার গৃহে আগমন করতো না ॥ ৬ ॥

[উর্বশীর উক্তি]—পুরূরবা যখন জন্মগ্রহণ করলেন, দেব মহিলাগণ দর্শন করতে আগত হলো, নিজ ক্ষমতায় যারা গমন করে, সেই নদীগণ পর্যন্ত সংবর্ধনা করলো। হে পুরূরবা! দেবতাগণ দস্যুবধ উপলক্ষে তোমাকে তুমুল যুদ্ধে প্রেরণের জন্য সংবর্ধনা করতে লাগলেন ॥ ৭ ॥

[পুরূরবার উক্তি]—পুরূরবা নিজে মানব হয়ে যখন অপ্সরাগণের দিকে অগ্রসর হ'লেন, তখন তারা আপন রূপ ত্যাগ ক'রে অন্তর্হিত হলো। যেমন হরিণী ভয়প্রাপ্ত হয়ে পলায়ন করে, অথবা রথে যোজিত ঘোটকেরা যেমন ধাবমান হয়, সেইরকম তা'রা গমন করলো ॥ ৮ ॥

[উর্বশীর উক্তি]—পুরূরবা নিজে মানব হয়ে দেবলোকবাসিনী অপ্সরাগণের সঙ্গে যখন কথা

বলতে এবং তাদের শরীর স্পর্শ করতে অগ্রসর হ'লেন, তখন তা'রা অদৃশ্য হলো, নিজ শরীর দেখালো না, ক্রীড়াসক্ত ঘোটকগণের মতো পলায়ন করলো ॥ ৯ ॥

[পুরূরবার উক্তি]—যে উর্বশী আকাশ হ'তে পতনশীল বিদ্যুতের মতো ঔজ্জ্বল্য ধারণ করেছিল এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করেছিল, তার গর্ভে মানুষের ঔরসে সুশ্রী পুত্র জন্মগ্রহণ করলো। উর্বশী তাকে দীর্ঘায়ু করুন ॥ ১০ ॥

[উর্বশীর উক্তি]—হে পুরূরবা! তুমি পৃথিবীর পালনের জন্য পুত্রের জন্মদান করলে, আমার গর্ভে নিজ বীর্য পাতিত করলে। সর্বদা আমি তোমাকে বলেছি যে, কি হ'লে আমি তোমার নিকট থাকব না, কারণ আমি তা জানতাম। তুমি তা শ্রবণ করলে না; এইক্ষণে পৃথিবী পালন কর্ম পরিত্যাগ ক'রে কেন বৃথা বাক্যব্যয় করছো? ॥ ১১ ॥

[পুরূরবার উক্তি]—তোমার পুত্র কবেই বা আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করবে? আর যদি আমার নিকট আসে, তা হ'লে সে কি রোদন করবে না? অশ্রুপাত করবে না? পরস্পর প্রীতিযুক্ত স্ত্রীপুরুষের বিচ্ছেদ ঘটাতে কা'র ইচ্ছা হয়? তোমার শ্বশুরের গৃহে যেন অগ্নি প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো, অর্থাৎ তোমার বিরহ সন্তাপ অসহ্য ॥ ১২ ॥

[উর্বশীর উক্তি]—আমি তোমার কথার উত্তরে বলছি; পুত্র তোমার নিকট গমন ক'রে অশ্রুপাত বা ক্রন্দন করবে না। আমি তার মঙ্গল চিন্তা করবো। আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করেছো, তাকে তোমার নিকট প্রেরণ করবো। হে নির্বোধ! গৃহে প্রত্যাগমন করো। আমাকে আর প্রাপ্ত হবে না ॥ ১৩ ॥

[পুরূরবার উক্তি]—তবে তোমার প্রণয়ী (আমি) অদ্য পতিত হোক, আর কখনও যেন উত্থিত না হয়। সে যেন বহু দূরে দূর হয়ে যায়। সে যেন নিঋতির অঙ্কে শায়িত হয়, বলবান, বৃকগণ তা'কে ভক্ষণ করুক ॥ ১৪ ॥

[উর্বশীর উক্তি]—হে পুরূরবা! এই ভাবে মৃত্যু কামনা করো না; উদ্বিগ্ন যেও না, দুর্দান্ত বৃকগণ তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে। স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় দুই-ই একরকম ॥ ১৫ ॥

আমি পরিবর্তিতরূপে ভ্রমণ করেছি, মানবগণের মধ্যে চারি বৎসর রাত্রিবাস করেছি, দিনের মধ্যে একবার কিছুমাত্র ঘৃত পান ক'রে তা'তেই ক্ষুধা নিবৃত্তিপূর্বক ভ্রমণ করেছি ॥ ১৬ ॥

[পুরূরবার উক্তি]—আমি বসিষ্ঠ, অন্তরিক্ষ পূর্ণকারিণী আকাশপ্রিয়া উর্বশীকে আমি আলিঙ্গন করছি। তোমার সুকৃতের ফল যেন তোমার নিকট বর্তমান থাকে। হে উর্বশী! ফিরে এস, আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে ॥ ১৭ ॥

[উর্বশীর উক্তি]—হে ইলাপুত্র পুরূরবা! এই সকল দেবতা তোমাকে বলছেন যে, তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী হবে, স্বকীয় হোমদ্রব্যের দ্বারা দেবতাগণের পূজা করবে, তুমি স্বর্গে গমনপূর্বক আমোদ আহ্লাদ করবে ॥ ১৮ ॥

টীকা — এই সূক্তে উর্বশী ও পুরূরবার বৈদিক উপাখ্যান আখ্যাত হয়েছে। পুরূরবা উর্বশীর সাথে কিছুকাল বসবাস করেছেন। উর্বশী এক্ষণে পুরূরবাকে ত্যাগ ক'রে গমন করছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি, উর্বশীর আদি অর্থ উষা, পুরূরবার আদি অর্থ সূর্য। সূর্যের উদয় হ'লে উষা আর থাকে না ॥ ২ ঋকে উর্বশীর আদি অর্থ উষা, তা যেন উপমার দ্বারা কবির মনে অস্পষ্টভাবে উদ্রেগ হচ্ছে ॥ সূর্যরূপ ইন্দ্রই দস্যুরূপ অন্ধকারকে হনন করেন। পুরূরবাও সূর্যের সাথে এক, ৭ ঋকের দ্বারা এমন চিন্তা কতক

পরিমাণে সূচিত হচ্ছে। "That Pururabas is an appropriate name of a solar hero requires hardly any proof." I therefore accept the common Indian explanation by which this name (Urvasi) is derived from Uru, wide ** and a root. As, to pervade, and thus compare Uru asi with another frequent epithet of the dawn, Uruki."--Max Muller's Selected Essays. ১৬ ঋকে মূলে 'অবসংরাত্রীঃ শরদঃ চতস্রঃ' আছে। মক্ষমূলর অনুবাদ করেছেন : "I dwelt with thee four nights of the autumn."

◆ ◆

— ৯৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্রের ঘোটকদ্বয়। ঋষি : বরু। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

প্র তে মহে বিদথে শংসিষং হরী প্র তে বন্বে বনুষো হর্যতং মদম্।
ঘৃতং ন যো হরিভিশ্চারু সেচত আ ত্বা বিশন্তু হরিবর্পসং গিরঃ ॥ ১ ॥
হরিং হি যোনিমভি যে সমস্বরন্ হিন্বন্তো হরী দিব্যং যথা সদঃ।
আ যং পৃণন্তি হরিভির্ন ধেনব ইন্দ্রায় শূষং হরিবন্তমর্চত ॥ ২ ॥
সো অস্য বজ্রো হরিতো য আয়সো হরির্নিকামো হরিরা গভস্ত্যোঃ।
দ্যুম্নী সুশিপ্রো হরিমন্যুসায়ক ইন্দ্রে নি রূপা হরিতা মিমিক্ষিরে ॥ ৩ ॥
দিবি ন কেতুরধি ধায়ি হর্যতো বিব্যচদ্বজ্রো হরিতো ন রংহ্যা।
তুদদহিং হরিশিপ্রো য আয়সঃ সহস্রশোকা অভবদ্ধরিম্ভরঃ ॥ ৪ ॥
ত্বন্ত্বমহর্যথা উপস্তুতঃ পূর্বেভিরিন্দ্র হরিকেশ যজ্বভিঃ।
ত্বং হর্যসি তব বিশ্বমুক্থ্যমসামি রাধো হরিজাত হর্যতম্ ॥ ৫ ॥
তা বজ্রিণং মন্দিনং স্তোম্যং মদ ইন্দ্রং রথে বহতো হর্যতা হরী।
পুরূণ্যস্মৈ সবনানি হর্যত ইন্দ্রায় সোমা হরয়ো দধন্বিরে ॥ ৬ ॥
অরং কামায় হরয়ো দধন্বিরে স্থিরায় হিন্বন্ হরয়ো হরী তুরা।
অর্বদ্ভির্যো হরিভির্জোষমীয়তে সো অস্য কামং হরিবন্তমানশে ॥ ৭ ॥
হরিশ্মশারুর্হরিকেশ আয়সস্তুরস্পেয়ে যো হরিপা অবর্ধত।
অর্বদ্ভির্যো হরিভির্বাজিনীবসুরতি বিশ্বা দুরিতা পারিষদ্ধরী ॥ ৮ ॥
স্রুবেব যস্য হরিণী বিপেততুঃ শিপ্রে বাজায় হরিণী দবিধ্বতঃ।
প্র যৎকৃতে চমসে মর্মৃজদ্ধরী পীত্বা মদস্য হর্যতস্যান্ধসঃ ॥ ৯ ॥
উত স্ম সদ্ম হর্যতস্য পস্ত্যোরত্যো ন বাজং হরিবাঁ অচিক্রদৎ।
মহী চিদ্ধি ধিষণাহর্যদোজসা বৃহদ্বয়ো দধিষে হর্যতশ্চিদা ॥ ১০ ॥
আ রোদসী হর্যমাণো মহিত্বা নব্যং নব্যং হর্যসি মন্ম নু প্রিয়ম্।
প্র পস্ত্যমসুর হর্যতং গোরাবিষ্কৃধি হরয়ে সূর্যায় ॥ ১১ ॥

আ ত্বা হর্যন্তং প্রযুজো জনানাং রথে বহন্তু হরিশিপ্রমিন্দ্র।
পিবা যথা প্রতিভৃতস্য মধ্বো হর্যন্যজ্ঞং সধমাদে দশোণিম্ ॥ ১২॥
অপাঃ পূর্বেষাং হরিবঃ সুতানামথো ইদং সবনং কেবলং তে।
মমদ্ধি সোমং মধুমন্তমিন্দ্র সত্রা বৃষঞ্জঠর আ বৃষস্ব ॥ ১৩॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র। এই মহাযজ্ঞে তোমার দুই ঘোটককে স্তব করেছি। তুমি শত্রুহিংসাশালী, তুমি প্রকৃষ্টভাবে মত্ত অর্থাৎ উৎসাহযুক্ত হও, এই প্রার্থনা করি। তুমি হরিদ্বর্ণ অশ্বযোগে আগমনপূর্বক ঘৃতের মতো চমৎকার জল বর্ষণ কর; তুমি উজ্জ্বলরূপী, তোমার নিকট আমার স্তুতিবাক্য সকল গমন করুক ॥ ১॥

তোমরা ইন্দ্রকে যজ্ঞের দিকে আহ্বান করেছ, দেবায়তন অর্থাৎ যজ্ঞগৃহের দিকে ইন্দ্রের দুই ঘোটককে চালিত ক'রে আনয়ন করেছ, তোমরা ইন্দ্রের বলবীর্য ঘোটকসমেত স্তব করো; দেখ, যেমন গাভীগণ দুগ্ধ দান করে, সেইরকম ইন্দ্রকে হরিদ্বর্ণ সোমরসের দ্বারা আপ্যায়িত করা হচ্ছে ॥ ২॥

এঁর যে লৌহনির্মিত বজ্র, তা হরিদ্বর্ণ; তা বিলক্ষণ শত্রু সংহার করে, তা দুই হস্তে ধৃত হয়। ইন্দ্র নিজে ধনবান্, সুগঠন হনুবিশিষ্ট এবং বাণের দ্বারা সক্রোধে শত্রু সংহার করেন। হরিৎমূর্তি সোমরসের দ্বারা ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করা হলো ॥ ৩॥

আকাশে সূর্যের মতো উজ্জ্বল বজ্র ধৃত হলো। সে যেন আপন বেগে সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত করলো, সুগঠন হনুবিশিষ্ট সোমরস পানকারী ইন্দ্র লৌহময় বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে নিধন করবার সময় অপরিসীম দীপ্তি প্রাপ্ত হ'লেন ॥ ৪॥

হে উজ্জ্বলকেশধারী ইন্দ্র। পূর্বকালের যজমানগণ তোমাকে স্তব করতো, তুমি যজ্ঞে আগমন করতে। তুমি উজ্জ্বল হও। হে উজ্জ্বলরূপী। তোমার সর্বরকম অন্ন প্রশংসার যোগ্য, নিরূপম ও উজ্জ্বল ॥ ৫॥

স্তবযোগ্য বজ্রধারী ইন্দ্র যখন সোমরস পানের আমোদে প্রবৃত্ত হন, তখন দুই উজ্জ্বল ঘোটক রথে যোজিত হয়ে তাঁকে বহন করে। উজ্জ্বল ইন্দ্রের জন্য অনেকবার সোমরস নিষ্পীড়িত হয় এবং হরিদ্বর্ণ সোমরস সংস্থাপিত হয়ে থাকে ॥ ৬॥

অবিচলিত ইন্দ্রের জন্য যথেষ্ট সোমরস রক্ষিত হয়েছে, সেই সোমরস ইন্দ্রের ঘোটককে যজ্ঞের দিকে ত্বরাযুক্ত করছে। হরিদ্বর্ণ তাঁর যে রথকে যুদ্ধে নিয়ে যায়, সেই রথ এই রমণীয় সোমযাগে আগমনপূর্বক অধিষ্ঠিত হয়েছে ॥ ৭॥

ইন্দ্রের শ্মশ্রু উজ্জ্বল, কেশ উজ্জ্বল, তিনি লৌহের মতো দৃঢ়কায়, তিনি সোমপায়ী, শীঘ্র শীঘ্র সোমপান ক'রে শরীর স্ফীত করেন। যজ্ঞই তাঁর সম্পত্তিস্বরূপ, হরিদ্বর্ণ ঘোটকগণ তাঁকে যজ্ঞে নিয়ে যায়। তিনি দুই ঘোটকে আরোহণপূর্বক সকল দুর্গতি দূর ক'রে দিন ॥ ৮॥

তাঁর দুই উজ্জ্বল চক্ষু স্রুবা নামক যজ্ঞীয় পাত্রের উপর নিক্ষিপ্ত হ'লো। তিনি অন্ন ভক্ষণ করবার জন্য উজ্জ্বল হনুদ্বয় কম্পিত করছেন। পরিষ্কার চমসের মধ্যে যে চমৎকার সোমরস ছিল, তা পান ক'রে তিনি আপন দুই ঘোটকের গাত্র মার্জনা করছেন ॥ ৯॥

উজ্জ্বল ইন্দ্রের আবাসস্থান দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তিনি অশ্বে আরূঢ় হয়ে ঘোটকের মতো মহাবেগে যুদ্ধে গমন করেন। অতি উৎকৃষ্ট স্তব তাঁকে বর্ণনা করছে। হে উজ্জ্বল

ইন্দ্র! তুমি আপন ক্ষমতার দ্বারা প্রচুর অন্ন নিয়ে থাক ॥ ১০॥

হে ইন্দ্র! তুমি মহিমার দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত ক'রে নিত্য নূতন চমৎকার স্তব প্রাপ্ত হয়ে থাক। হে অসুর! গাভীগণের উৎকৃষ্ট স্থান সূর্যের নিকট প্রকাশ করো। উত্তম গোষ্ঠ প্রদর্শন করো ॥ ১১॥

হে উজ্জ্বল সুগঠন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! ঘোটকগণ তোমার রথে যোজিত হয়ে তোমাকে মনুষ্যের যজ্ঞে আনয়ন করুক। তোমার জন্য যে মধুর সোমরস প্রস্তুত হয়েছে, তা পান করো। দশ অঙ্গুলির দ্বারা যে সোম প্রস্তুত হয়ে যজ্ঞের উপকরণস্বরূপ হয়, যুদ্ধের সময় তা পান করতে ইচ্ছা করো ॥ ১২॥

হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! প্রথমে যে সোম প্রস্তুত হয়েছিল, তা'তো পান করেছো। এক্ষণে যা প্রস্তুত হয়েছে, তা' কেবল তোমারই জন্য। হে ইন্দ্র! এই মধুযুক্ত সোম আস্বাদন করো। হে প্রচুর বৃষ্টিকারী! তোমার উদর আর্দ্র করো ॥ ১৩॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববানুসারী।

◆ ◆

— ৯৭ সূক্ত —

[দেবতা : ওষধি। ঋষি : আর্থর্বণ ভিষক্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যা ওষধীঃ পূর্বা জাতা দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা।
মনৈ নু বভ্রূণামহং শতং ধামানি সপ্ত চ ॥ ১॥
শতং বো অম্ব ধামানি সহস্রমুত বো রুহঃ।
অধা শতক্রত্বো যূয়মিমং মে অগদং কৃত ॥ ২॥
ওষধীঃ প্রতি মোদধ্বং পুষ্পবতীঃ প্রসূবরীঃ।
অশ্বা ইব সজিত্বরীর্বীরুধঃ পারয়িষ্ণ্বঃ ॥ ৩॥
ওষধীরিতি মাতরস্তদ্বো দেবীরুপ ব্রুবে।
সনেয়মশ্বং গাং বাস আত্মানং তব পূরুষ ॥ ৪॥
অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা।
গোভাজ ইৎকিলাসথ যৎসনবথ পূরুষম্ ॥ ৫॥
যত্রৌষধীঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্রক্ষোহামীবচাতনঃ ॥ ৬॥
অশ্বাবতীং সোমাবতীমূর্জয়ন্তীমুদোজসম্।
আবিৎসি সর্বা ওষধীরস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৭॥
উচ্ছুষ্মা ওষধীনাং গাবো গোষ্ঠাদিবেরতে।
ধনং সনিষ্যন্তীনামাত্মানং তব পূরুষ ॥ ৮॥
ইষ্কৃতির্নাম বো মাতাথো যূয়ং স্থ নিষ্কৃতীঃ।
সীরা পতত্রিণীঃ স্থন যদাময়তি নিষ্কৃথ ॥ ৯॥

অতি বিশ্বাঃ পরিষ্ঠাঃ স্তেন ইব ব্রজমক্রমুঃ।
ওষধীঃ প্রাচুচ্যবুর্যৎ কিঞ্চ তম্বোরপঃ ॥ ১০॥
যদিমা বাজয়ন্নহমোষধীর্হস্ত আদধে।
আত্মা যক্ষ্মস্য নশ্যতি পুরা জীবগৃভো যথা ॥ ১১॥
যস্যোষধীঃ প্রসর্পথাঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ।
ততো যক্ষ্মং বি বাধধ্ব উগ্রো মধ্যমশীরিব ॥ ১২॥
সাকং যক্ষ্ম প্র পত চাষেণ কিকিদীবিনা।
সাকং বাতস্য ধ্রাজ্যা সাকং নশ্য নিহাকয়া ॥ ১৩॥
অন্যা বো অন্যামবত্বন্যান্যস্যা উপাবত।
তাঃ সর্বাঃ সংবিদানা ইদং মে প্রাবতা বচঃ ॥ ১৪॥
যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ।
বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১৫॥
মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাদথো বরুণ্যাদুত।
অথো যমস্য পড়্‌বীশাৎ সর্বস্মাদ্দেবকিল্বিষাৎ ॥ ১৬॥
অবপতন্তীরবদন্দিব ওষধয়স্পরি।
যং জীবমশ্নবামহৈ ন স রিষ্যাতি পূরুষঃ ॥ ১৭॥
যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ।
তাসাং ত্বমস্যুত্তমারং কামায় শং হৃদে ॥ ১৮॥
যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বিষ্ঠিতাঃ পৃথিবীমনু।
বৃহস্পতিপ্রসূতা অস্যৈ সং দত্ত বীর্যম্ ॥ ১৯॥
মা বো রিষৎখনিতা যস্মৈ চাহং খনামি বঃ।
দ্বিপচ্চতুষ্পদস্মাকং সর্বমস্ত্বনাতুরম্ ॥ ২০॥
যাশ্চেদমুপশৃণ্বন্তি যাশ্চ দূরং পরাগতাঃ।
সর্বাঃ সঙ্গত্য বরুধোঽস্যৈ সং দত্ত বীর্যম্ ॥ ২১॥
ওষধয়ঃ সং বদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি ॥ ২২॥
ত্বমুত্তমাস্যোষধে তব বৃক্ষা উপস্তয়ঃ।
উপস্তিরস্তু সোঽস্মাকং যো অস্মাঁ অভিদাসতি ॥ ২৩॥

মন্ত্রার্থ — পূর্বকালে তিন যুগ ধ'রে দেবতাগণ যে সমস্ত প্রাচীন ওষধি সৃষ্টি করেছেন, সেই সকল পিঙ্গলবর্ণ ওষধির একশত সপ্ত স্থান বিদ্যমান আছে, আমি এমন জ্ঞান করি ॥ ১ ॥

হে জননীস্বরূপা ওষধিগণ! তোমরা মৃত্তিকাতে রোহণ কর, অর্থাৎ উৎপন্ন। তোমাদের একশত এমন কি একসহস্র স্থান আছে। তোমাদের ক্রিয়া শত প্রকার, তোমরা আমার আরোগ্য বিধান

করো ॥ ২ ॥

হে পুষ্পবতী ফলপ্রসবকারিণী ওষধিগণ। তোমরা রোগীর প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা ঘোটকের মতো জয়শীল মূর্তিমাতে জন্মগ্রহণ করো, রোগীকে রক্ষা করো ॥ ৩ ॥

হে দীপ্তিশালী ওষধিগণ! তোমরা জননীস্বরূপা। তোমাদের সমক্ষে আমি স্বীকার করছি যে, আমি চিকিৎসক ব্যক্তিকে গো অশ্ব বস্ত্র, এমন কি, নিজেকে পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি ॥ ৪ ॥

হে ওষধিগণ! অশ্বত্থ বৃক্ষে তোমরা উপবেশন কর। পলাশ বৃক্ষে তোমরা বাস কর। যখন রোগীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তখন গাভী দান করা উচিত হয়, অর্থাৎ বিশিষ্ট কৃতজ্ঞতার ভাজন হও ॥ ৫ ॥

যেমন রাজাগণ যুদ্ধে একত্র হন, সেইরকম যে ব্যক্তির নিকট ওষধিগণ মিলিত হয়, অর্থাৎ যে ওষধি জানে, সেই বুদ্ধিমান্ ভিষক্ ব্যক্তিকে চিকিৎসক বলে, সে রোগগুলিকে ধ্বংস করে ॥ ৬ ॥

অশ্ববতী সোমবতী উর্জয়ন্তী উদোজস্ প্রভৃতি তাবৎ ওষধি সংগ্রহ করেছি; অভিপ্রায় এই যে, এই ব্যক্তির আরোগ্য বিধান করবো ॥ ৭ ॥

হে রোগী! এই দেখ, যেমন গোষ্ঠ হ'তে গাভীগণ বাহির হয়, সেইরকম ওষধিবর্গ হ'তে তা'দের গুণ সমস্ত বাহির হচ্ছে, এরা তোমাকে তোমার স্বাস্থ্য, ধন প্রদান করবে ॥ ৮ ॥

হে ওষধিগণ! তোমাদের মাতার নাম ইষ্কৃতি। তোমরা রোগের নিষ্কৃতি স্বরূপ। যা কিছু শরীরকে পীড়া প্রদান করে, তোমরা তা বেগবতী পক্ষিণীর মতো বাহির ক'রে দাও ॥ ৯ ॥

যেমন কোন চোর গোষ্ঠ অতিক্রম ক'রে যায়, সেইরকম বিশ্বব্যাপী সর্বত্রগামী ওষধিগণ রোগগুলিকে অতিক্রম করলো। শরীরে যে কিছু পীড়া বিদ্যমান ছিল, ওষধিগণ তা দূরীকৃত করলো ॥ ১০ ॥

যখনই আমি এই সকল ওষধিকে হস্তে ধারণ করলাম এবং রোগীর দৌর্বল্য নিরাকরণ করলাম, তখনই রোগের আত্মা বিনষ্ট হলো, সেই রোগ যেন তৎপূর্বে প্রাণকে আক্রমণ ক'রে বসেছিল ॥ ১১ ॥

যেমন বলবান্ ও মধ্যবর্তী ব্যক্তি সকলকেই আয়ত্ত করেন, সেইরকম হে ওষধিগণ! তোমরা যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচরণ কর, তার রোগ সেই সেই স্থান হ'তে দূরীকৃত করো ॥ ১২ ॥

চাষ ও কিকিদীবি পক্ষী যেমন দ্রুতবেগে উড়ে যায় অথবা বায়ু যেমন বেগে গমন করে, অথবা গাধা যেমন ধাবমান হয়, হে রোগ! তুমিও সেইরকম শীঘ্র অপসৃত হও ॥ ১৩ ॥

হে ওষধিগণ! তোমাদের একজন আর একজনকে রক্ষা করুক, তাকে আর একজন রক্ষা করুক। এইভাবে সকলে পরস্পর একমত ও এক কার্যকারিণী হয়ে আমার এই কথা রক্ষা করো ॥ ১৪ ॥

যারা ফলবতী অথবা যারা ফলবতী নয়, যারা পুষ্পবতী অথবা যারা সেরকম নয়, বৃহস্পতি কর্তৃক উৎপাদিত সেইসমস্ত ওষধি আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুক ॥ ১৫ ॥

কেউ অভিসম্পাত করাতে আমার যে পাপ হয়েছে, অথবা বরুণের পাশ অথবা যমের নিগড় হ'তে এবং অন্যান্য সকল দেবতাসংক্রান্ত পাপ হ'তে ওষধিগণ আমাকে রক্ষা করুক ॥ ১৬ ॥

ওষধিগণ স্বর্গ হ'তে নিম্নে পতিত হবার সময় বলেছিল, আমরা যে প্রাণীকে অনুগ্রহ ক'রি, তার কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয় না ॥ ১৭ ॥

সোম যে সকল ওষধির রাজা, যারা অসংখ্য এবং নানা উপকার ক'রে থাকে, হে ওষধি! তুমি তাদের শ্রেষ্ঠ, তুমি বাসনা পূর্ণ করতে এবং হৃদয়কে সুখী করতে সমর্থ ॥ ১৮ ॥

সোম যে সকল ওষধির রাজা, যারা পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তৃত আছে, বৃহস্পতি কর্তৃক উৎপাদিত, সেই সকল ওষধি এই রোগী ব্যক্তির বলাধান করুক, অথবা এই উপস্থিত ওষধিকে

করো ॥ ২ ॥

হে পুষ্পবতী ফলপ্রসবকারিণী ওষধিগণ! তোমরা রোগীর প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা ঘোটকের মতো জয়শীল মৃত্তিকাতে জন্মগ্রহণ করো, রোগীকে রক্ষা করো ॥ ৩ ॥

হে দীপ্তিশালী ওষধিগণ! তোমরা জননীস্বরূপা। তোমাদের সমক্ষে আমি স্বীকার করছি যে, আমি চিকিৎসক ব্যক্তিকে গো অশ্ব বস্ত্র, এমন কি, নিজেকে পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি ॥ ৪ ॥

হে ওষধিগণ! অশ্বত্থ বৃক্ষে তোমরা উপবেশন কর। পলাশ বৃক্ষে তোমরা বাস কর। যখন রোগীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তখন গাভী দান করা উচিত হয়, অর্থাৎ বিশিষ্ট কৃতজ্ঞতার ভাজন হও ॥ ৫ ॥

যেমন রাজাগণ যুদ্ধে একত্র হন, সেইরকম যে ব্যক্তির নিকট ওষধিগণ মিলিত হয়, অর্থাৎ যে ওষধি জানে, সেই বুদ্ধিমান্ ভিষক্ ব্যক্তিকে চিকিৎসক বলে, সে রোগগুলিকে ধ্বংস করে ॥ ৬ ॥

অশ্ববতী সোমবতী ঊর্জয়ন্তী উদোজস্ প্রভৃতি তাবৎ ওষধি সংগ্রহ করেছি; অভিপ্রায় এই যে, এই ব্যক্তির আরোগ্য বিধান করবো ॥ ৭ ॥

হে রোগী! এই দেখ, যেমন গোষ্ঠ হ'তে গাভীগণ বাহির হয়, সেইরকম ওষধিবর্গ হ'তে তা'দের গুণ সমস্ত বাহির হচ্ছে, এরা তোমাকে তোমার স্বাস্থ্য, ধন প্রদান করবে ॥ ৮ ॥

হে ওষধিগণ! তোমাদের মাতার নাম ইষ্কৃতি। তোমরা রোগের নিষ্কৃতি স্বরূপ। যা কিছু শরীরকে পীড়া প্রদান করে, তোমরা তা বেগবতী পক্ষিণীর মতো বাহির ক'রে দাও ॥ ৯ ॥

যেমন কোন চোর গোষ্ঠ অতিক্রম ক'রে যায়, সেইরকম বিশ্বব্যাপী সর্বত্রগামী ওষধিগণ রোগগুলিকে অতিক্রম করলো। শরীরে যে কিছু পীড়া বিদ্যমান ছিল, ওষধিগণ তা দূরীকৃত করলো ॥ ১০ ॥

যখনই আমি এই সকল ওষধিকে হস্তে ধারণ করলাম এবং রোগীর দৌর্বল্য নিরাকরণ করলাম, তখনই রোগের আত্মা বিনষ্ট হলো, সেই রোগ যেন তৎপূর্বে প্রাণকে আক্রমণ ক'রে বসেছিল ॥ ১১ ॥

যেমন বলবান্ ও মধ্যবর্তী ব্যক্তি সকলকেই আয়ত্ত করেন, সেইরকম হে ওষধিগণ! তোমরা যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচরণ কর, তার রোগ সেই সেই স্থান হ'তে দূরীকৃত করো ॥ ১২ ॥

চাষ ও কিকিদীবি পক্ষী যেমন দ্রুতবেগে উড়ে যায় অথবা বায়ু যেমন বেগে গমন করে, অথবা গাধা যেমন ধাবমান হয়, হে রোগ! তুমিও সেইরকম শীঘ্র অপসৃত হও ॥ ১৩ ॥

হে ওষধিগণ! তোমাদের একজন আর একজনকে রক্ষা করুক, তাকে আর একজন রক্ষা করুক। এইভাবে সকলে পরস্পর একমত ও এক কার্যকারিণী হয়ে আমার এই কথা রক্ষা করো ॥ ১৪ ॥

যারা ফলবতী অথবা যারা ফলবতী নয়, যারা পুষ্পবতী অথবা যারা সেরকম নয়, বৃহস্পতি কর্তৃক উৎপাদিত সেইসমস্ত ওষধি আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুক ॥ ১৫ ॥

কেউ অভিসম্পাত করাতে আমার যে পাপ হয়েছে, অথবা বরুণের পাশ অথবা যমের নিগড় হ'তে এবং অন্যান্য সকল দেবতাসংক্রান্ত পাপ হ'তে ওষধিগণ আমাকে রক্ষা করুক ॥ ১৬ ॥

ওষধিগণ স্বর্গ হ'তে নিম্নে পতিত হবার সময় বলেছিল, আমরা যে প্রাণীকে অনুগ্রহ করি, তার কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয় না ॥ ১৭ ॥

সোম যে সকল ওষধির রাজা, যারা অসংখ্য এবং নানা উপকার ক'রে থাকে, হে ওষধি! তুমি তাদের শ্রেষ্ঠ, তুমি বাসনা পূর্ণ করতে এবং হৃদয়কে সুখী করতে সমর্থ ॥ ১৮ ॥

সোম যে সকল ওষধির রাজা, যারা পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তৃত আছে, বৃহস্পতি কর্তৃক উৎপাদিত, সেই সকল ওষধি এই রোগী ব্যক্তির বলাধান করুক, অথবা এই উপস্থিত ওষধিকে

বীর্যবতী করুক। (এ স্থলে ভিষক যে ওষধিটি উপস্থিত রোগে ব্যবহার করবেন, তার বিষয়ে বলছেন) ॥ ১৯ ॥

হে ওষধিগণ! আমি তোমাদের খননকর্তা, আমি যেন নষ্ট না হই, এবং আমি যার জন্য খনন করছি, সেও যেন নষ্ট না হয়। আমাদের যা কিছু সম্পত্তি আছে, দ্বিপদ হোক, চতুষ্পদ হোক, সকলই যেন নীরোগ থাকে ॥ ২০ ॥

যে সকল ওষধি আমার এই বাক্য শ্রবণ করছে অথবা যারা অতি দূরে আছে, সেই সকল ওষধি একত্র হয়ে এই উপস্থিত ওষধিকে বীর্যবতী করুক ॥ ২১ ॥

ওষধিগণ সোমরাজার সাথে এই কথোপকথন করছে, হে রাজন্! হোতা যার চিকিৎসা করে, তাকেই আমরা পরিত্রাণ করি ॥ ২২ ॥

হে ওষধি! তুমি শ্রেষ্ঠ; যেখানে যত বৃক্ষ আছে, সকলেই তোমার নিকট হীন। যে আমাদের অনিষ্ট চিন্তা করে, সে যেন আমাদের নিকট হীন হয় ॥ ২৩ ॥

টীকা — এই ৯৭ সূক্তটি ঔষধ ও রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক কালে নানা রোগের জন্য নানারকম উদ্ভিজ্জ ব্যবহৃত হতো।—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ৯৮ সূক্ত —

[দেবতা : নানা দেবগণ। ঋষি : দেবাপি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বৃহস্পতে প্রতি মে দেবতামিহি মিত্রো বা যদ্বরুণো বাসি পূষা।
আদিত্যৈর্বা যদ্বসুভির্মরুত্বান্ত্ স পর্জন্যং শন্তনবে বৃষায় ॥ ১ ॥
আ দেবো দূতো অজিরশ্চিকিত্বান্ত্বদ্দেবাপে অভি মামগচ্ছৎ।
প্রতীচীনঃ প্রতি মামা ববৃৎস্ব দধামি তে দ্যুমতীং বাচমাসন্ ॥ ২ ॥
অস্মে ধেহি দ্যুমতীং বাচমাসন্বৃহস্পতে অনমীবামিষিরাম্।
যয়া বৃষ্টিং শন্তনবে বনাব দিবো দ্রপ্সো মধুমাঁ আ বিবেশ ॥ ৩ ॥
আ নো দ্রপ্সা মধুমন্তো বিশন্ত্বিন্দ্র দেহ্যধিরথং সহস্রম্।
নি ষীদ হোত্রমৃতুথা যজস্ব দেবান্দেবাপে হবিষা সপর্য ॥ ৪ ॥
আর্ষ্টিষেণো হোত্রমৃষির্নিষীদন্দেবাপির্দেবসুমতিং চিকিত্বান্।
স উত্তরস্মাদধরং সমুদ্রমপো দিব্যা অসৃজদ্বর্ষ্যা অভি ॥ ৫ ॥
অস্মিন্ৎ সমুদ্রে অধ্যুত্তরস্মিন্নাপো দেবেভির্নিবৃতা অতিষ্ঠন্।
তা অদ্রবন্নার্ষ্টিষেণেন সৃষ্টা দেবাপিনা প্রেষিতা মৃক্ষিণীষু ॥ ৬ ॥
যদ্দেবাপিঃ শন্তনবে পুরোহিতো হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ।
দেবশ্রুতং বৃষ্টিবনিং ররাণো বৃহস্পতির্বাচমস্মা অযচ্ছৎ ॥ ৭ ॥

যং ত্বা দেবাপিঃ শুশুচানো অগ্ন আর্ষ্টিষেণো মনুষ্যঃ সমীধে।
বিশ্বেভির্দেবৈরনুমদ্যমানঃ প্র পর্জন্যমীরয়া বৃষ্টিমন্তম্ ॥ ৮॥
ত্বাং পূর্ব ঋষয়ো গীর্ভিরায়ন্ত্বামধ্বরেষু পুরুহূত বিশ্বে।
সহস্রাণ্যধিরথন্যস্মে আ নো যজ্ঞং রোহিদশ্বোপ যাহি ॥ ৯॥
এতান্যগ্নে নবতির্নব ত্বে আহুতান্যধিরথা সহস্রা।
তেভির্বর্ধস্ব তন্বঃ শূর পূর্বীর্দিবো নো বৃষ্টিমিষিতো রিরীহি ॥ ১০॥
এতান্যগ্নে নবতিং সহস্রা সং প্র যচ্ছ বৃষ্ণ ইন্দ্রায় ভাগম্।
বিদ্বান্ পথ ঋতুশো দেবযানানপ্যৌলানং দিবি দেবেষু ধেহি ॥ ১১॥
অগ্নে বাধস্ব বি মৃধো বি দুর্গহাপামীবামপ রক্ষাংসি সেধ।
অস্মাৎ সমুদ্রাদ্বৃহতো দিবো নোঽপাং ভূমানমুপ নঃ সৃজেহ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে বৃহস্পতি! তুমি আমার জন্য প্রত্যেক দেবতার নিকটে গমন করো। তুমি মিত্র বা বরুণ বা পূষাই হও, অথবা আদিত্যগণ ও বসুগণসমেত ইন্দ্রই বা হও, তুমি শন্তনু রাজার জন্য মেঘকে বারিবর্ষণ করাও ॥ ১ ॥

হে দেবাপি! কোন এক বিজ্ঞ শীঘ্রগামী দেব তোমার নিকট হ'তে দূতস্বরূপ হয়ে আমার নিকট আগমন করুক। হে বৃহস্পতি! আমাদের প্রতি অভিমুখ হয়ে আগমন করো। তোমার জন্য উজ্জ্বল স্তব মুখে ধারণ করেছি ॥ ২ ॥

হে বৃহস্পতি! আমাদের মুখে এমন একটি উজ্জ্বল স্তব তুলে দাও যা অস্পষ্টতা দোষে দূষিত না হয় এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়। তার দ্বারা আমরা শন্তনুর জন্য বৃষ্টি উপস্থিত করি। মধুযুক্ত রস আকাশ হ'তে আগমন করুক ॥ ৩ ॥

মধুযুক্ত রসগুলি অর্থাৎ বৃষ্টিবারি আমাদের নিমিত্ত আগমন করুক। হে ইন্দ্র! রথের উপর সংস্থাপন পূর্বক বিস্তর ধন দান করো। হে দেবাপি! এই হোমকার্যে এসে উপবেশন করো, কালে কালে দেবতাবৃন্দকে পূজা করো, হোমের দ্রব্য দিয়ে সন্তুষ্ট করো ॥ ৪ ॥

আর্ষ্টিষেণের পুত্র দেবাপি ঋষি দেবতাগণের জন্য উৎকৃষ্ট স্তব স্থির ক'রে হোম করতে বসলেন। তখন তিনি উপরের সমুদ্র হ'তে স্বর্গের বৃষ্টিবারি নীচের সমুদ্রে আনয়ন করলেন ॥ ৫ ॥

এই উপরের সমুদ্র অর্থাৎ আকাশমধ্যে দেবতাগণ জল আচ্ছাদন ক'রে রেখেছিলেন। আর্ষ্টিষেণের পুত্র দেবাপি সেই জল সঞ্চালিত করলেন, তখন জলগুলি সুপরিষ্কৃত ক্ষেত্রভূমির উপর ধাবমান হলো ॥ ৬ ॥

যখন শন্তনুর পুরোহিত হোম করবার জন্য উদ্যোগী হয়ে বৃষ্টি উৎপাদনকারী দেবস্তব ধ্যানের দ্বারা নিরূপিত করলেন, তখন বৃহস্পতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর মনে সেই স্তুতি-বাক্যের উদয় ক'রে দিয়েছিলেন ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি! আর্ষ্টিষেণের পুত্র মনুষ্যজাতীয় দেবাপি উজ্জ্বল হয়ে তোমাকে প্রজ্বলিত করেছে। অতএব দেবতার সহকারিতা প্রাপ্ত হয়ে তুমি বৃষ্টিবর্ষণকারী মেঘকে প্রবর্তিত করো ॥ ৮ ॥

তোমাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে। যাবতীয় প্রাচীন ঋষি যজ্ঞের সময় স্তুতিবাক্যের দ্বারা তোমার সেবা করেছিলেন। হে রোহিতনামক অশ্ববিশিষ্ট অগ্নি! আমাদের যজ্ঞের দিকে

সহস্রসংখ্যক সম্পত্তি রথে বহনপূর্বক লয়ে আগমন করো ॥৯॥

হে অগ্নি! এই দেখ নবনবতিসহস্র রথবাহিত সম্পত্তি তোমাকে আহুতি প্রদান করা হলো। হে বীর! তার দ্বারা তোমার প্রাচীন শরীর সকল বৃদ্ধি করো। আমাদের প্রার্থনা শ্রবণপূর্বক আকাশ হ'তে বৃষ্টি আনয়ন করো ॥১০॥

হে অগ্নি! এই নবতিসহস্র আহুতি। বৃষ্টিকারী ইন্দ্রকে এর ভাগ প্রদান করো। কালে কালে দেবতাগণের নিকট গমনের জন্য যে পথ বিদ্যমান আছে, তা তুমি জান, অতএব ঔলান নামক ব্যক্তিকে দেবলোকে দেবতাগণের নিকট সংস্থাপন করো ॥১১॥

হে অগ্নি! শত্রুগণের দুর্গম পুরী সকল ধ্বংস করো। রোগ দূর করো, রাক্ষসগণকে বিতাড়িত ক'রে দাও। প্রকাণ্ড আকাশে এই যে সমুদ্র বিদ্যমান আছে, তথা হ'তে অপরিসীম জল এই স্থানে আনয়ন ক'রে দাও ॥১২॥

টীকা — বোধহয়, শন্তনু রাজার যজ্ঞে এই ৯৮ সূক্ত রচিত বা উচ্চারিত হয়েছিল।। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে ৬ ঋকের মতো আকাশকে সমুদ্র বলা হয়েছে। আকাশ জলীয় ব'লে অনুভব ছিল। ১২ ঋক্ দ্রষ্টব্য।

◆ ◆

— ৯৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বৈখানস বম্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কং নশ্চিত্রমিষণ্যসি চিকিত্বান্ পৃথুগ্মানং বাশ্রং বাবৃধধ্যৈ।
কত্তস্য দাতু শবসো ব্যুষ্টৌ তক্ষদ্বজ্রং বৃত্রতুরমপিন্বৎ ॥ ১ ॥
স হি দ্যুতা বিদ্যুতা বেতি সাম পৃথুং যোনিমসুরত্বা সসাদ।
স সনীলেভিঃ প্রসহানো অস্য ভ্রাতুর্ন ঋতে সপ্তথস্য মায়াঃ ॥ ২ ॥
স বাজং যাতাপদুষ্পদা যন্ত্স্বর্ষাতা পরি ষদৎসনিষ্যন্।
অনর্বা যচ্ছতদুরস্য বেদো ঘ্নঞ্ছিশ্নদেবাঁ অভি বর্পসা ভূৎ ॥ ৩ ॥
স যহ্ব্যো বনীর্গোষ্বর্বা জুহোতি প্রধন্যাসু সস্রিঃ।
অপাদো যত্র যুজ্যাসোঽরথা দ্রোণ্যশ্বাস ঈরতে ঘৃতং বাঃ ॥ ৪ ॥
স রুদ্রেভিরশস্তবার ঋভ্বা হিত্বী গয়মারেঅবদ্য আগাৎ।
বম্রস্য মন্যে মিথুনা বিবব্রী অন্নমভীত্যারোদয়ন্মুষায়ন্ ॥ ৫ ॥
স ইদ্দাসং তুবীরবং পতির্দন্ষলক্ষং ত্রিশীর্ষাণং দমন্যৎ।
অস্য ত্রিতো ন্বোজসা বৃধানো বিপা বরাহময়োঅগ্রয়া হন্ ॥ ৬ ॥
স দ্রুহ্বণে মনুষ ঊর্ধ্বসান আ সাবিষদর্শসানায় শরুম্।
স নৃতমো নহুষোঽস্মৎসুজাতঃ পুরোঽভিনদর্হন্দস্যুহত্যে ॥ ৭ ॥
সো অভ্রিয়ো ন যবস উদন্যন্ ক্ষয়ায় গাতুং বিদন্নো অস্মে।
উপ যৎ সীদদিন্দুং শরীরৈঃ শ্যেনোঽয়োপাষ্টির্হন্তি দস্যূন্ ॥ ৮ ॥

স ব্রাধতঃ শবসানেভিরস্য কুৎসায় শুষ্ণং কৃপণে পরাদাৎ।
অয়ং কবিমনয়চ্ছস্যমানমৎকং যো অস্য সনিতোত নৃণাম্ ॥ ৯॥
অয়ং দশস্যন্নর্যেভিরস্য দস্মো দেবেভির্বরুণো ন মায়ী।
অয়ং কনীন ঋতুপা অবেদ্যমিমীতাররুং যশ্চতুষ্পাৎ ॥ ১০॥
অস্য স্তোমেভিরৌশিজ ঋজিশ্বা ব্রজং দরয়দ্বৃষভেণ পিপ্রোঃ।
সুত্বা যদ্যজতো দীদয়দ্গীঃ পুর ইয়ানো অভি বর্পসা ভূৎ ॥ ১১॥
এবা মহো অসুর বক্ষথায় বম্রকঃ পড়্ভিরুপ সর্পদিন্দ্রম্।
স ইয়ানঃ করতি স্বস্তিমস্মা ইষমূর্জং সুক্ষিতিং বিশ্বমাভাঃ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! তুমি বুঝে বুঝে চমৎকার সম্পত্তি আমাদের প্রেরণ ক'রে থাক, তা প্রচুর হয়ে ওঠে, তা অতি উৎকৃষ্ট, তা'র দ্বারা আমাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়। সেই ইন্দ্রের বল বৃদ্ধির জন্য কি-ই বা দেওয়া যেতে পারে? তাঁর নিমিত্ত বৃত্রনিধনকারী বজ্র নির্মিত হয়েছে। তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করলেন ॥ ১ ॥

তিনি দীপ্তি ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত ক'রে যজ্ঞে সামগানের নিকট গমন করেন। তিনি বলপূর্বক অনেক স্থান অধিকার করেন। তিনি একস্থানবাসী মরুদ্গণের সাথে শত্রু পরাভব করেন। তিনি আদিত্যগণের সপ্তম ভ্রাতা, তাঁকে ত্যাগ ক'রে কোন কার্যই হবার নয় ॥ ২ ॥

তিনি সুচারু গতিতে গমনপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি সর্ববস্তুর দাতা, দিতে উদ্যত হয়ে যুদ্ধে অবস্থিত হন। তিনি অবিচলিতভাবে শতদ্বারবিশিষ্ট শত্রুপুরী হ'তে ধন অপহরণ করেন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুরাত্মাগণকে নিজতেজে পরাভব করেন ॥ ৩ ॥

তিনি মেঘের দিকে গমন ক'রে মেঘে ভ্রমণপূর্বক উর্বরা ভূমিতে প্রচুর জল সেচন করেন। সেইসকল ক্ষেত্রে অনেক ক্ষুদ্র নদী একত্র হয়ে ঘৃততুল্য জল প্রবাহিত ক'রে দেয়; তাদের চরণ নেই, রথ নেই, স্রোণিই তাদের অশ্ব ॥ ৪ ॥

সেই ইন্দ্র বিনা প্রার্থনায় অভিলাষ পূর্ণ করেন, তিনি প্রকাণ্ড, দুর্নাম তাঁর নিকটেও গমন করে না, তিনি নিজ স্থান ত্যাগ ক'রে রুদ্রপুত্র মরুদ্গণের সাথে এই স্থানে আগমন করুন। আমি বম্র, আমার পিতামাতার মনের ক্লেশ বোধহয় দূর হলো, কারণ আমি গিয়ে শত্রুর অন্ন হরণ করেছি এবং শত্রুগণকে রোদন করিয়েছি ॥ ৫ ॥

সেই প্রভু ইন্দ্র বহল চিৎকারকারী দাস জাতীয়কে শাসন করেছেন, মস্তকত্রয়বিশিষ্ট ষটচক্ষু শত্রুকে দমন করেছেন। ত্রিত এঁর তেজে তেজস্বী হয়ে লৌহের মতো তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট বরাহকে অঙ্গুলির দ্বারা বধ করেছে ॥ ৬ ॥

তাঁর কোন ভক্তকে যদি শত্রুগণ যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তা হ'লে তিনি দর্পভরে শরীর উন্নত ক'রে শত্রুকে হিংসা করবার উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করেন। তিনি মনুষ্যগণের উৎকৃষ্ট নেতা, দস্যু হত্যার সময় উত্তমভাবে দর্শন দিয়ে মান্য ইন্দ্র অনেক শত্রুপুরী ধ্বংস করলেন ॥ ৭ ॥

তিনি মেঘসমূহের তৃণময়ী ভূমিতে জল বর্ষণ করেন, আমাদের ভবনের পথ দেখিয়েছেন। তিনি আপন শরীরের সর্বাংশে সোম সেচন ক'রে শ্যেনপক্ষীর মতো লৌহতুল্য তীক্ষ্ণ দৃঢ়পার্ষ্ণি ভাগের দ্বারা দস্যুগণকে বধ করেন ॥ ৮ ॥

তিনি পরাক্রান্ত শত্রুগণকে দৃঢ় অস্ত্রের দ্বারা দূর ক'রে দেন। কুৎস নামক ব্যক্তির স্তব শ্রবণ

ক'রে শুষ্ণ নামক অসুরকে ছেদন করেছেন। যিনি স্তবকারী কবি উশনাকে কবচ নিয়ে দান করলেন, তিনি তাঁকে ও অন্যান্য মনুষ্যকে দান করেন ॥ ৯॥

তিনি মনুষ্যহিতকারী মরুদ্‌গণের সাথে ধন প্রদানে ইচ্ছা ক'রে ধন প্রেরণ করেছেন। তিনি বরুণের মতো আপন তেজে সুশ্রী ও ক্ষমতাবান্। তিনি রম্যমূর্তি, কালে কালে রক্ষাকর্তা ব'লে সকলে তাঁকে জানে। তিনি চতুষ্পাদ শত্রুকে নিধন করলেন ॥ ১০॥

ঋজিশ্বা নাম উশিজের পুত্র তাঁকে স্তব ক'রে বজ্রের দ্বারা পিপ্রুর গোষ্ঠ বিদীর্ণ করলেন। যখন সেই উশিজের পুত্র সোম প্রস্তুত ক'রে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক স্তুতিবাক্য বলেছিলেন, তখন ইন্দ্র আগত হয়ে নিজতেজে শত্রুপুরী ধ্বংস করলেন ॥ ১১॥

হে অসুর ইন্দ্র! আমি বম্র, প্রচুর হোমদ্রব্য প্রদানের জন্য পাদচারী হয়ে তোমার নিকট আগমন করেছি। তুমি আগত হয়ে এই ব্যক্তির অর্থাৎ আমার মঙ্গল করো; অন্ন ও বল এবং উৎকৃষ্ট গৃহ, এমন কি সকল বস্তুই দান করো ॥ ১২॥

টীকা — ৪ ঋকের 'দ্রোণি' অর্থাৎ সেচনী দ্বারা জল নিয়ে ক্ষেত্রে সেচন।—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১০০ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বে দেবা। ঋষি : দুবস্যু। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্র দৃহ্য মঘবন্ত্বাবদিদ্ভুজ ইহ স্তুতঃ সুতপা বোধি নো বৃধে।
দেবেভির্নঃ সবিতা প্রাবতু শ্রুতমা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ১॥
ভরায় সু ভরত ভাগমৃত্বিয়ং প্র বায়বে শুচিপে ক্রন্দদিষ্টয়ে।
গৌরস্য যঃ পয়সঃ পীতিমানশ আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ২॥
আ নো দেবঃ সবিতা সাবিষদ্বয় ঋজূয়তে যজমানায় সুন্বতে।
যথা দেবান্প্রতিভূষেম পাকবদা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৩॥
ইন্দ্রো অস্মে সুমনা অস্তু বিশ্বহা রাজা সোমঃ সুবিতস্যাধ্যেতু নঃ।
যথাযথ মিত্রধিতানি সন্দধুরা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৪॥
ইন্দ্র উক্থেন শবসা পরুর্দধে বৃহস্পতে প্রতরীতাস্যায়ুষঃ।
যজ্ঞো মনুঃ প্রমতির্নঃ পিতা হি কমা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৫॥
ইন্দ্রস্য নু সুকৃতং দৈব্যং সহোঽগ্নির্গৃহে জরিতা মেধিরঃ কবিঃ।
যজ্ঞশ্চ ভূদ্বিদথে চারুরন্তম আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৬॥
ন বো গুহা চকৃম ভূরি দুষ্কৃতং নাবিষ্ট্যং বসবো দেবহেলনম্।
মাকির্নো দেবা অনৃতস্য বর্পস আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৭॥

অপামীবাং সবিতা সাবিষন্ন্যগ্‌বরীয় ইদপ সেধন্ত্বদ্রয়ঃ।
গ্রাবা যত্র মধুষুদুচ্যতে বৃহদা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৮॥
উর্ধ্বো গ্রাবা বসবোঽস্তু সোতরি বিশ্বা দ্বেষাংসি সনুতর্যুযোত।
স নো দেবঃ সবিতা পায়ুরীড্য আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৯॥
উর্জং গাবো যবসে পীবো অত্তন ঋতস্য যাঃ সদনে কোশে অঙ্‌ধ্বে।
তনূরেব তন্বো অস্তু ভেষজমা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ১০॥
ক্রতুপ্রাবা জরিতা শশ্বতামব ইন্দ্র ইদ্ভদ্রা প্রমতিঃ সুতাবতাম্।
পূর্ণমূধর্দিব্যং যস্য সিক্তয় আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ১১॥
চিত্রস্তে ভানুঃ ক্রতুপ্রা অভিষ্টিঃ সন্তি স্পৃধো জরণিপ্রা অধৃষ্টাঃ।
রজিষ্ঠয়া রজ্যা পশ্ব আ গোস্তূতূর্ষতি পর্যগ্রং দুবস্যুঃ ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! তোমার সমকক্ষ ঐ শত্রুসৈন্যকে বধ করো। স্তব গ্রহণ ও সোমপানপূর্বক আমাদের রক্ষা করবার জন্য জাগরূক হও; আমাদের শ্রীবৃদ্ধি বিধান করো। অন্যান্য দেবতার সাথে সবিতা আমাদের বিখ্যাত যজ্ঞ রক্ষা করুন। সর্বসংগ্রাহিণী অদিতি দেবীকে প্রার্থনা করি ॥ ১ ॥

উপযুক্ত ঋতুর উপযুক্ত যজ্ঞভাগ যুদ্ধের জন্য বায়ুকে প্রদান করো; তিনি শুভ্রবর্ণ দুগ্ধের পান-ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সর্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি ॥ ২ ॥

আমাদের ঋজুতাভিলাষী ও অভিষবকারী যজমানকে দেবসবিতা অন্নদান করুন। যেন সেই পরিপক্ব অন্নের দ্বারা দেবগণের অর্চনা করতে পারি। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি ॥৩॥

ইন্দ্র প্রতিদিন আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন। সোমরাজা আমাদের যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হোন। বন্ধুগণ যে রকম আয়োজন করেছেন, উক্ত কার্য সেই রকমে সম্পন্ন হোক। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র চমৎকার অন্ন দান ক'রে আমাদের দেহ রক্ষা করলেন। হে বৃহস্পতি! তুমি পরমায়ু প্রদান ক'রে থাক। যজ্ঞই আমাদের গতি, মতি, রক্ষক ও সুখস্বরূপ। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

দেবতাগণের বল ইন্দ্রই সৃষ্টি করেছেন। গৃহস্থিত অগ্নি দেবতাগণের স্তব করেন, যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, কার্য নির্বাহ করেন। তিনি যজ্ঞের সময় পূজ্য ও রমণীয় এবং আমার বা আমাদের অতি আত্মীয়। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

হে বসুগণ! তোমাদের অগোচরে বিশেষ কোন অপরাধ করি নি অথবা তোমাদের সাক্ষাতেও এমন কোন কার্য করি নি যাতে দেবতাগণের ক্রোধ হয়। আমাদের মিথ্যারূপী ক'রো না। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

যে স্থানে মধুতুল্য সোমরস প্রস্তুত হয় এবং পরে নিষ্পীড়নের প্রস্তরকে উত্তমভাবে স্তব করা হয়, সবিতা যেন তথাকার রোগ দূর করেন, পর্বতগণ যেন গুরুতর অনর্থ অধঃপাতিত করেন ॥ ৮ ॥

হে বসুগণ! সোম প্রস্তুত হবার জন্য প্রস্তর উন্নত হোক, তাবৎ শত্রুকে অপ্রকাশভাবে পৃথক্ পৃথক্ ক'রে দাও। দেব সবিতা রক্ষা করেন তাঁকে স্তব করা উচিত। সর্বসংহারিণী ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

হে গাভীগণ! তোমরা ঘাসভূমিতে বিচরণপূর্বক স্থূল হও, তোমরা যজ্ঞগৃহে দুগ্ধপাত্রে দুগ্ধ দিয়ে থাক। তোমাদের দেহনির্গত দুগ্ধ সোমরসের ঔষধ স্বরূপ হোক। সর্বসংহারিণী ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র যজ্ঞ পূর্ণ করেন, সকলকে জরামুক্ত করেন, তিনি যুবা ও সোমযাগকারীগণকে রক্ষা করেন ও উত্তম স্তব প্রাপ্ত হয়ে অনুকূল হবেন। তাঁর স্বর্গীয় আপীন পৃথিবীকে অভিষেক করবার জন্য পরিপূর্ণ আছে। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! তোমার ঔজ্জ্বল্য চমৎকার, তা যজ্ঞ পূরণ করে, এই হেন ঔজ্জ্বল্য প্রার্থনা করবার যোগ্য। তোমার দুর্ধর্ষ কার্যসকল স্তবকর্তার অভিলাষ পূর্ণ করে। এই নিমিত্ত মুদ্গল নামক ঋষি অতি সরল রজ্জুর দ্বারা গাভীর অগ্রভাগ সত্বর আকর্ষণ করছেন ॥ ১২ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১০১ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বে দেবা। ঋষি : সৌম্য বুধ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ, গায়ত্রী, বৃহতী, জগতী]

উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিন্ধ্বং বহবঃ সনীলাঃ।
দধিক্রামগ্নিমুষসং চ দেবীমিন্দ্রাবতোঽবসে নি হ্বয়ে বঃ ॥ ১ ॥
মন্দ্রা কৃণুধ্বং ধিয় আ তনুধ্বং নাবমরিত্রপরণীং কৃণুধ্বম্।
ইষ্কৃণুধ্বমায়ুধারং কৃণুধ্বং প্রাঞ্চং যজ্ঞং প্রণয়তা সখায়ঃ ॥ ২ ॥
যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্।
গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎসৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ ॥ ৩ ॥
সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বি তন্বতে পৃথক্। ধীরা দেবেষু সুম্নয়া ॥ ৪ ॥
নিরাহাবান্ কৃণোতন সং বরত্রা দধাতন।
সিঞ্চামহা অবতমুদ্রিণং বয়ং সুষেকমনুপক্ষিতম্ ॥ ৫ ॥
ইষ্কৃতাহাবমবতং সুবরত্রং সুষেচনং। উদ্রিণং সিঞ্চে অক্ষিতম্ ॥ ৬ ॥
প্রীণীতাশ্বান্ হিতং জয়াথ স্বস্তিবাহং রথমিৎ কৃণুধ্বম্।
দ্রোণাহাবমবতমশ্মচক্রমংসত্রকোশং সিঞ্চতা নৃপাণম্ ॥ ৭ ॥
ব্রজং কৃণুধ্বং স হি বো নৃপাণো বর্ম সীব্যধ্বং বহুলা পৃথূনি।
পুরঃ কৃণুধ্বমায়সীরধৃষ্টা মা বঃ সুস্রোচ্চমসো দৃংহতা তম্ ॥ ৮ ॥
আ বো ধিয়ং যজ্ঞিয়াং বর্ত উতয়ে দেবা দেবীং যজতাং যজ্ঞিয়ামিহ।
সা নো দুহীয়দ্যবসেব গত্বী সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ ॥ ৯ ॥
আ তু ষিঞ্চ হরিমীং দ্রোরুপস্থে বাশীভিস্তক্ষতাশ্মন্ময়ীভিঃ।
পরি ষজধ্বং দশ কক্ষ্যাভিরুভে ধুরৌ প্রতি বহ্নিং যুনক্ত ॥ ১০ ॥
উভে ধুরৌ বহ্নিরাপিব্দমানোঽন্তর্যোনেব চরতি দ্বিজানিঃ।
বনস্পতিং বন আস্থাপয়ধ্বং নি ষূ দধিধ্বমখনন্ত উৎসম্ ॥ ১১ ॥

কপৃন্নরঃ কপৃথমুদ্দধাতন চোদয়ত খুদত বাজসাতয়ে।
নিষ্টিগ্র্যঃ পুত্রমা চ্যাবয়োতয় ইন্দ্রং সবাধ ইহ সোমপীতয়ে ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে সখাগণ। একমন হয়ে জাগরূক হও, অনেকে একস্থানবর্তী হয়ে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করো। দধিক্রা এবং দেবী উষা ও ইন্দ্রকে এঁদের রক্ষা করবার জন্য আহ্বান করছি ॥ ১ ॥

গম্ভীর স্বরে স্তব করো; অরিত্র সহযোগের দ্বারা পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এমন নৌকা প্রস্তুত করো; অস্ত্রসকল শাণিত ও শোভিত করো; হে সখাগণ। উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করো ॥ ২ ॥

লাঙ্গলগুলি যোজনা করো; যুগগুলি বিস্তারিত করো; এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে, তা'তে বীজ বপন করো; আমাদের স্তবের সাথে আমাদের অন্ন পরিপূর্ণ হোক। সৃণীগুলি (কাস্তে) নিকটবর্তী পক্কশস্যে পতিত হোক ॥৩॥

লাঙ্গলগুলি যোজিত হচ্ছে; কর্মকারগণ যুগ সমস্ত পৃথক করছে; বুদ্ধিমানগণ দেবোদ্দেশে সুন্দর স্তব পাঠ করছেন ॥ ৪ ॥

পশুগণের জলপানের স্থান প্রস্তুত করো; বরত্রা (চর্মরজ্জু) যোজনা করো; এই উদ্রিক্ত অক্ষয় ও সৌকার্যযুক্ত গর্ত হ'তে জল সেচন করি ॥ ৫ ॥

পশুগণের জলপানস্থান প্রস্তুত হয়েছে; এই উদ্রিক্ত অক্ষয় জলপূর্ণ গর্তে সুন্দর চর্মরজ্জু বিদ্যমান আছে; অক্লেশে জল সেচন করা যায়; এইটি হ'তে জল সেচন করো ॥ ৬ ॥

ঘোটকগুলিকে পরিতৃপ্ত করো, ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ করো, নিরুপদ্রবে ধান্য বহন করে এইরকম রথ প্রস্তুত করো। পশুগণের এই জলপূর্ণ জলাধার এক দ্রোণ হবে। এতে প্রস্তরনির্মিত চক্র আছে। আর মনুষ্যগণের পানোপযোগী জলাধার স্কন্দ পরিমাণ হবে। এইটি জলপূর্ণ করো ॥ ৭ ॥

গোষ্ঠ প্রস্তুত করো, সেই স্থানই মনুষ্যগণের জল পান করবার জন্য উপযুক্ত, বহুসংখ্যক স্থূল কবচ সীবন করো, দৃঢ়তর লৌহময় পাত্র নির্মাণিত করো, চমস দৃঢ়ীকৃত করো, এ হ'তে যেন জল পরিস্রুত না হয় ॥ ৮ ॥

দেবগণ। তোমাদের ধ্যান আবৃত্তি করছি, অভিপ্রায় যে তোমরা রক্ষা করো। সেই ধ্যান যজ্ঞের উপযোগী, সেই ধ্যান তোমাদের যজ্ঞভাগ প্রদান করে। যেমন ঘাস ভোজন ক'রে গাভী সহস্রধারায় দুগ্ধ প্রদান করে, সেইরকম সেই ধ্যান যেন আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করে ॥ ৯ ॥

কাষ্ঠময় পাত্রে সংস্থাপিত হরিদ্বর্ণ সোমরসে দুগ্ধ সেক করো। প্রস্তরময় কুঠারের দ্বারা পাত্র প্রস্তুত করো। দশ অঙ্গুলির দ্বারা পাত্রটি বেষ্টনপূর্বক ধারণ করো। বহনকারী পশুকে রথের দুই ধুরাতে যোজিত করো ॥ ১০ ॥

বহনকারী পশু রথের দুই ধুরা শব্দায়মান ক'রে বিচরণ করছে, যেন দুই ভার্যার স্বামী রতিক্রিয়া করছে। কাষ্ঠনির্মিত শকটকে এর কাষ্ঠনির্মিত আধারে আরোপণ করো, উত্তমভাবে সংস্থাপন করো, এর মূলদেশে যেন খনন করো না, অর্থাৎ শকট যেন আধারভ্রষ্ট না হয় ॥ ১১ ॥

হে কর্মাধ্যক্ষগণ। এই ইন্দ্র সুখের দাতা, এঁকে সুখময় সোম দান করো, অন্ন প্রদানের জন্য এঁকে প্রেরণ করো, অনুরোধ করো। সেই ইন্দ্র নিষ্টিগ্রীর অর্থাৎ অদিতির পুত্র, তোমাদের সমান পীড়াভয়; অতএব রক্ষার জন্য তাঁকে এই স্থানে আহ্বান করো যে তিনি সোমপান করবেন ॥ ১২ ॥

টীকা — ২ ঋক্ হ'তে কয়েকটি ঋকে কৃষিকার্যের বিবরণ পাওয়া যায়।—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

— ১০২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : মুদ্গল। ছন্দ : বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্‌]

প্র তে রথং মিথূকৃতমিন্দ্রোঽবতু ধৃষ্ণুয়া।
অস্মিন্নাজৌ পুরুহূত শ্রবায্যে ধনভক্ষেষু নোঽব ॥ ১॥
উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা অধিরথং যদজয়ৎ সহস্রম্‌।
রথীরভূন্মুদ্গলানী গবিষ্টৌ ভরে কৃতং ব্যচেদিন্দ্রসেনা ॥ ২॥
অন্তর্যচ্ছ জিঘাংসতো বজ্রমিন্দ্রাভিদাসতঃ।
দাসস্য বা মাঘবন্নার্যস্য বা সনুতর্যবয়া বধম্‌ ॥ ৩॥
উদ্নো হ্রদমপিবজ্জর্হৃষাণঃ কূটং স্ম তৃংহদভিমাতিমেতি।
প্র মুষ্কভারঃ শ্রব ইচ্ছমানোঽজিরং বাহূ অভরৎসিষাসন্‌ ॥ ৪॥
ন্যক্রন্দয়ন্নুপযন্ত এনমমেহয়ন্বৃষভং মধ্য আজেঃ।
তেন সূভর্বং শতবৎসহস্রং গবাং মুদ্গলঃ প্রধনে জিগায় ॥ ৫॥
কর্কবে বৃষভো যুক্ত আসীদবাবচীৎসারথিরস্য কেশী।
দুর্ধের্যুক্তস্য দ্রবতঃ সহানস ঋচ্ছন্তি ষ্মা নিষ্পদো মুদ্গলানীম্‌ ॥ ৬॥
উত প্রধিমুদহন্নস্য বিদ্বানুপায়ুনগ্বংসগমত্র শিক্ষন্‌।
ইন্দ্র উদাবৎপতিমঘ্ন্যানামরংহত পদ্যাভিঃ ককুদ্মান্‌ ॥ ৭॥
শুনমষ্ট্রাব্যচরৎ কপর্দী বরত্রায়াং দার্বানহ্যমানঃ।
নৃম্ণানি কৃণ্বন্বহবে জনায় গাঃ পস্পশানস্তবিষীরধত্ত ॥ ৮॥
ইমং তং পশ্য বৃষভস্য যুঞ্জং কাষ্ঠায়া মধ্যে দ্রুঘণং শয়ানম্‌।
যেন জিগায় শতবৎসহস্রং গবাং মুদ্গলঃ পৃতনাজ্যেষু ॥ ৯॥
আরে অঘা কো ন্বিত্থা দদর্শ যং যুঞ্জন্তিং তম্বা স্থাপয়ন্তি।
নাস্মৈ তৃণং নোদকমা ভরন্ত্যুত্তরো ধুরো বহতি প্রদেদিশৎ ॥ ১০॥
পরিবৃক্তেব পতিবিদ্যমানট্‌ পীপ্যানা কূচক্রেণেব সিঞ্চন্‌।
এষৈষ্যা চিদ্রথ্যা জয়েম সুমঙ্গলং সিনবদস্তু সাতম্‌ ॥ ১১॥
ত্বং বিশ্বস্য জগতশ্চক্ষুরিন্দ্রাসি চক্ষুষঃ।
বৃষা যদাজিং বৃষণা সিষাসসি চোদয়ন্বধ্রিণা যুজা ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ — হে মুদ্গল। যুদ্ধে তোমার রথ যখন অসহায় হয়, তখন দুর্ধর্ষ ইন্দ্র তা রক্ষা করুন। হে ইন্দ্র। এই বিখ্যাত যুদ্ধে ধনোপার্জনের সময় তুমি আমাদের রক্ষা করো ॥ ১॥

মুদ্গলের পত্নী যখন রথারূঢ়া হয়ে সহস্রজয়িনী হ'লেন, তখন বায়ু তাঁর বস্ত্র সঞ্চালিত করলো, গাভী জয়ের সময় মুদ্গলপত্নী রথী হ'লেন। ইন্দ্রসেনা নাম্নী সেই মুদ্গলানী যুদ্ধের সময়

গাভীগণকে শত্রুসৈন্য হ'তে বাহির ক'রে আনলেন ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! অনিষ্টকারী নিধনোদ্যত শত্রুগণের উপর বজ্রপাত করো। দাসজাতীয় হোক, বা আর্যজাতীয় হোক, তাকে অপ্রকাশরূপে বধ করো ॥ ৩ ॥

মেঘ এই বৃষ মহানন্দে জলপান করলো, মৃত্তিকাস্তূপ শৃঙ্গের দ্বারা খননপূর্বক শত্রুর দিকে গমন করছে। তার মুষ্ক ভারবৎ লম্বমান আছে, সে আহারার্থী হয়ে দুই শৃঙ্গ শাণিত ক'রে শীঘ্র আগমন করছে ॥ ৪ ॥

মনুষ্যগণ এই বৃষের নিকট গমনপূর্বক একে চিৎকার করালো, যুদ্ধের মধ্যে একে প্রহার করালো। তাতে মুদ্গল উত্তম আহারপুষ্ট শতসহস্র গাভী জয় করলেন ॥ ৫ ॥

শত্রু হিংসার জন্য বৃষ যোজিত হলো; এর কেশধারিণী সারথি, অর্থাৎ মুদ্গলানী শব্দ করতে লাগলেন। রথে যোজিত সেই বৃষকে ধ'রে রাখা গেল না, সে শকট নিয়ে ধাবমান হলো; সৈন্যগণ নির্গত হয়ে মুদ্গলানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করলো ॥ ৬ ॥

সেই বিদ্বান্ মুদ্গল রথের চক্রের পরিধি বন্ধন ক'রে দিয়েছিলেন। কৌশলসহকারে রথে বৃষকে যোজনা করলেন। সেই গাভীগণের পতি, অর্থাৎ বৃষকে ইন্দ্র রক্ষা করলেন। সেই বৃষ দ্রুতবেগে পথে অগ্রসর হলো ॥ ৭ ॥

প্রতোদধারী ও কপর্দী চর্মরজ্জুর দ্বারা কাষ্ঠ বহন করতে করতে সুচারুভাবে বিচরণ করলেন। বিস্তর লোকের ধন উদ্ধার করলেন। বহুসংখ্যক গাভী স্পর্শ ক'রে ধ'রে আনয়ন করলেন ॥ ৮ ॥

দেখ, যুদ্ধসীমার মধ্যে এই যে মুদ্গর পতিত আছে, এটি সেই বৃষের সহকারিতা করেছিল। এর দ্বারা মুদ্গল শত্রুসৈন্যের মধ্যে শতসহস্র গাভী জয় করেছিলেন ॥ ৯ ॥

অতি দূর দেশেও কে বা এই রকম দর্শন করেছে? যাকে রথে যোজনা করেছে, তাকেই আরোহণ করিয়েছে। একে ঘাস জল প্রদান করে না, অথচ এ রথধুরার উক্ত ভার বহন করছে, এবং প্রভুকে জয়ীও করছে ॥ ১০ ॥

মুদ্গলানী বিধবার মতো নিজে ক্ষমতা প্রকাশ ক'রে পতির ধন গ্রহণ করলেন, তিনি যেন মেঘের মতো বাণবর্ষণ করলেন। এই যেন সারথির দ্বারা আমরা যেন জয়শ্রী লাভ করি। আমাদের যেন অন্ন প্রভৃতি লাভ হয় ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত জগতের চক্ষুস্বরূপ; যাদের চক্ষু আছে, তাদের তুমি চক্ষু। তুমি বারিবর্ষণকারী; তুমি দুইটি পুরুষজাতীয় অশ্ব রজ্জুর দ্বারা একত্র বন্ধন ক'রে চালিত করো এবং ধন দান করো ॥ ১২ ॥

টীকা — ২ ঋকে যুদ্ধরথে সারথিরূপে নারীর বর্তমান থাকার কথা উল্লেখিত হয়েছে। ৬, ৮ ও ১১ ঋকও দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ঋকের অর্থ স্পষ্ট নয় ॥—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১০৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র, বৃহস্পতি, অপ্বা। ঋষি : অপ্রতিরথ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাম্।
সংক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ ॥ ১ ॥

সংক্রন্দনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনা যুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা।
তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎসহধ্বং যুধো নর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা ॥ ২॥
স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সংস্রষ্টা স যুধ ইন্দ্রো গণেন।
সংসৃষ্টজিৎসোমপা বাহুশর্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা ॥ ৩॥
বৃহস্পতে পরি দীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ।
প্রভঞ্জৎসেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাম্ ॥ ৪॥
বলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বাম্বাজী সহমান উগ্রঃ।
অভিবীরো অভিসত্বা সহোজা জৈত্রমিন্দ্র রথমা তিষ্ঠ গোবিৎ ॥ ৫॥
গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজসা।
ইমং সজাতা অনু বীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখায়ো অনু সং রভধ্বম্ ॥ ৬॥
অভি গোত্রাণি সহসা গাহমানোঽদয়ো বীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ।
দুশ্চ্যবনঃ পৃতনাষালয়ুধ্যোস্মাকং সেনা অবতু প্র যুৎসু ॥ ৭॥
ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ।
দেবসেনানামভিভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতো যন্ত্বগ্রম্ ॥ ৮॥
ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং মরুতাং শর্ধ উগ্রম্।
মহামনসাং ভুবনচ্যবানং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ ॥ ৯॥
উদ্ধর্ষয় মঘবন্নায়ুধান্যুৎসত্বনাং মামকানাং মনাংসি।
উদ্বৃত্রহন্বাজিনাং বাজিনান্যুদ্রথানাং জয়তাং যন্তু ঘোষাঃ ॥ ১০॥
অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু।
অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাঁ উ দেবা অবতা হবেষু ॥ ১১॥
অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি।
অভি প্রেহি নির্দহ হৃৎসু শোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাম্ ॥ ১২॥
প্রেতা জয়তা নর ইন্দ্রো বঃ শর্ম যচ্ছতু।
উগ্রা বঃ সন্তু বাহবোঽনাধৃষ্যা যথাসথ ॥ ১৩॥

মন্ত্রার্থ — ইন্দ্র সর্বব্যাপী শত্রুগণের পক্ষে তীক্ষ্ণ, বৃষের মতো ভয়ঙ্কর শত্রুবধকারী, মানবগণকে বিচলিত করেন, মানবগণ ত্রস্ত হয়। শত্রুগণকে রোদন করান, সর্বদা সকল দিকে দৃষ্টি করেন, সমবেত বিস্তর সৈন্য তিনি একাকী জয় করেছেন ॥ ১ ॥

হে যুদ্ধকারী মনুষ্যগণ! ইন্দ্রকে সহায় পেয়ে জয়ী হও, বিপক্ষ পরাভব করো। তিনি শত্রুকে রোদন করান, সর্বদা সকল দিকে দর্শন করেন, যুদ্ধ ক'রে জয়ী হন, তাঁকে কেউ স্থানভ্রষ্ট করতে পারে না; তিনি দুর্ধর্ষ, তাঁর হস্তে বাণ আছে, তিনি বারিবর্ষণ করেন ॥ ২ ॥

বাণধারী ও তূণীরযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান আছে, তিনি সকলকে বশ করেন। যুদ্ধকালে বিস্তর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যারই অভিমুখে গমন করেন, তাকেই জয় করেন; তিনি সোম পান করেন; তাঁর বিলক্ষণ ভুজবল ও ভয়ানক ধনু, সেই ধনু হ'তে বাণ ত্যাগ ক'রে শত্রু

পাতিত করেন ॥৩॥

হে বৃহস্পতি! রাক্ষসগণকে বধ করতে করতে এবং শত্রুগণকে পীড়া প্রদান করতে করতে রথযোগে আগমন করো। শত্রুসেনা ধ্বংস করো, বিপক্ষ যোদ্ধাগণকে মেরে ফেল; জয়ী হও, আমাদের রথগুলি রক্ষা করো ॥৪॥

হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুর বলাবল জ্ঞাত আছ; তুমি বহুকালের প্রাচীন, উৎকৃষ্ট বীর, তেজস্বী, বেগবান্, ভয়ঙ্কর ও বিপক্ষ পরাভবকারী। বীরগণের প্রতি ধাবমান হও, প্রাণিগণের প্রতি ধাবমান হও, তুমি বলের পুত্র স্বরূপ। এই হেন তুমি গাভীজয়ের জন্য জয়শীল রথে আরোহণ করো ॥৫॥

ইন্দ্র মেঘবৃন্দকে বিদীর্ণ করেন, গাভী লাভ করেন; তাঁর হস্তে বজ্র; তিনি অহিংর শত্রুসৈন্য নিজ তেজে জয় ও বধ করেন। হে আত্মীয়গণ! এঁর দৃষ্টান্তে বীরত্ব করো; হে সখাগণ! এর অনুসারী হয়ে পরাক্রম প্রকাশ করো ॥৬॥

শত যজ্ঞকারী বীর ইন্দ্র মেঘগুলির দিকে ধাবমান হচ্ছেন। তাঁর দয়া নেই, তিনি স্থানভ্রষ্ট হন না, শত্রুসেনা পরাভব করেন, তাঁর সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করতে পারে না; যুদ্ধস্থলে তিনি আমাদের সেনাবর্গকে রক্ষা করুন ॥৭॥

ইন্দ্র সেই সকল সেনার সেনাপতি। বৃহস্পতি তাদের দক্ষিণে থাকুন, যজ্ঞের উপযোগী সোম তাদের অগ্রে থাকুন; মরুদ্‌গণ বিপক্ষভঙ্গকারী জয়শীল দেবসেনাগণের অগ্রে অগ্রে গমন করুন ॥৮॥

বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র, রাজা বরুণ, আদিত্যগণ ও মরুদ্‌গণ, এঁদের ক্ষমতা অতি ভয়ানক। মহানুভব দেবতাবর্গ যখন ভুবনকে কম্পান্বিত ক'রে জয়ী হ'তে লাগলেন, তখন কোলাহল উপস্থিত হলো ॥৯॥

হে ইন্দ্র! অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করো, আমার বা আমাদের অনুচরগণের মন উৎসাহিত করো। হে বৃত্রবধকারী! ঘোটকগণের বল উদ্রিক্ত হোক, জয়শীল রথের নির্ঘোষ ধ্বনি উত্থিত হোক ॥১০॥

যখন ধ্বজা উত্তোলিত হয়, তখন ইন্দ্র আমাদেরই দিকে থাকেন,; আমাদের বাণগুলি যেন জয়ী হয়; আমাদের বীরগণ যেন শ্রেষ্ঠ হয়; হে দেবতাগণ! যুদ্ধে আমাদের রক্ষা করো ॥১১॥

হে অপ্বা! তুমি চলে যাও; ঐ সকল শত্রুর মনকে প্রলোভিত করো; তাদের শরীরে প্রবেশ করো; তাদের দিকে গমন করো; শোকের দ্বারা তাদের হৃদয়ে দাহ উৎপাদন করো; শত্রুগণ অন্ধকারময় রজনীর সাথে একত্র হোক ॥১২॥

হে মনুষ্যগণ! অগ্রসর হও, জয়ী হও; ইন্দ্র তোমাদের সুখী করুন। তোমরা নিজে যেমন দুর্ধর্ষ, তোমাদের বাহুও তেমনই ভয়ঙ্কর হোক ॥১৩॥

টীকা — ১২ ঋকের "অপ্বা" অর্থে 'পাপ দেবতা।' সায়ণ। 'ব্যাধির্বা ভয়ং বা'। নিরুক্ত ৬।১২ "Roth says the word means a disease. In the improvements and addition to his Lexicon, Vol. V. he refers to the word as denoting a goddess.'—Muir's Sanskrit Texts.—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'য় এই সূক্তের সবগুলি ঋকই গৃহীত হয়েছে। যেমন—৭৮৭ পৃষ্ঠায় প্রথম চারটি ঋক্ এবং ৭৮৮ পৃষ্ঠায় অবশিষ্ট নয়টি ঋক্। বলা বাহুল্য, সেখানে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—১ ঋক্—"আশু মুক্তিদায়ক, অভীষ্টবর্ষক, মৃত্যুজনক, ভয়ঙ্কর, শত্রুনাশক আত্মোৎকর্ষসাধকবর্গের রিপুগণের নাশক, চিরসতর্ক অর্থাৎ চৈতন্যময়, অদ্বিতীয় বীর, ভগবান্ ইন্দ্রদেব সমস্ত রিপুকে অপ্রতিহতপ্রভাবে বিনাশ করেন।"—[ভগবান্ 'আশুঃ'— আশুমুক্তিদায়ক। তিনি মানুষকে, তাঁর সন্তানকে বিপদ থেকে যত শীঘ্র সম্ভব রক্ষা করবার জন্য ব্যগ্র থাকেন। তাই তিনি আশুমুক্তিদাতা। তিনি সাধকের পক্ষে যেমন পিতৃস্বরূপ, পাপের অর্থাৎ রিপুর পক্ষে তেমনি যমস্বরূপ। তাই বলা হয়েছে 'ভীমঃ ন শিশানঃ' মৃত্যুজনক ভয়ঙ্কর, অর্থাৎ তিনি পাপকে সমূলে বিনাশ করেন। 'ঘনাঘনঃ' পদে এই

এক ভাবেই বিবৃত হয়েছে। 'চর্যণীনাং ক্ষোভণঃ সংক্রন্দনঃ' পদ তিনটির অর্থ এই যে, আধ্যাত্মিক সাধকদের ক্ষোভ যারা উৎপন্ন করে, অর্থাৎ যারা সাধকদের অনিষ্ট করে, সেই রিপুদের তিনি বিনাশ করেন। 'সংক্রন্দনঃ' পদের সাধারণ অর্থ—কাঁদানো। রিপুগণ ভীষণ দুঃখ অনুভব করে, তারা বিধ্বস্ত হয়—এটাই এখানকার মূল কথা। 'একবীর' অর্থাৎ অদ্বিতীয় অপ্রতিহতপ্রভাব বীর—যাঁর শক্তির কাছে সকলেই মস্তক অবনত করে। ভগবান্ ব্যতীত এই বিশেষণের যোগ্য আর কেউ হ'তে পারে না। কিন্তু তাঁর বীরত্বের পরিচয় কোথায়? তাই বলা হয়েছে—'সাকং শতং সেনাঃ অজয়ৎ' অর্থাৎ এক উদ্যোগেই তিনি শতসংখ্যক শত্রুসেনাকে জয় করতে পারেন। বলা বাহুল্য, এই 'শতং' পদে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝাচ্ছে না। সবরকম শত্রুকেই বোঝাচ্ছে। 'সাকং' পদের বিশেষ অর্থ এই যে, যখনই তিনি ইচ্ছা করেন, তখনই শত্রুজয় করতে সমর্থ হন।...ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋকগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১০৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বৈশ্বামিত্র অষ্টক। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অসাবি সোমঃ পুরুহূত তুভ্যং হরিভ্যাং যজ্ঞমুপ যাহি তূয়ম্।
তুভ্যং গিরো বিপ্রবীরা ইয়ানা দধন্বির ইন্দ্র পিবা সুতস্য ॥ ১॥
অপ্সু ধূতস্য হরিবঃ পিবেহ নৃভিঃ সুতস্য জঠরং পৃণস্ব।
মিমিক্ষুর্যমদ্রয় ইন্দ্র তুভ্যং তেভির্বর্ধস্ব মদমুক্থবাহঃ ॥ ২॥
প্রোগ্রাং পীতিং বৃষ্ণ ইয়র্মি সত্যাং প্রয়ৈ সুতস্য হর্যশ্ব তুভ্যম্।
ইন্দ্র ধেনাভিরিহ মাদয়স্ব ধীভির্বিশ্বাভিঃ শচ্যা গৃণানঃ ॥ ৩॥
ঊতী শচীবস্তব বীর্যেণ বয়ো দধানা উশিজ ঋতজ্ঞাঃ।
প্রজাবদিন্দ্র মনুষো দুরোণে তস্থুর্গৃণন্তঃ সধমাদ্যাসঃ ॥ ৪॥
প্রণীতিভিষ্টে হর্যশ্ব সুষ্টোঃ সুষুম্নস্য পুরুরুচো জনাসঃ।
মংহিষ্ঠামূতিং বিতিরে দধানাঃ স্তোতার ইন্দ্র তব সূনৃতাভিঃ ॥ ৫॥
উপ ব্রহ্মাণি হরিবো হরিভ্যাং সোমস্য যাহি পীতয়ে সুতস্য।
ইন্দ্র ত্বা যজ্ঞঃ ক্ষমমাণমানড্ দাশ্বাঁ অস্যাধ্বরস্য প্রকেতঃ ॥ ৬॥
সহস্রবাজমভিমাতিষাহং সুতেরণং মঘবানং সুবৃক্তিম্।
উপ ভূষন্তি গিরো অপ্রতীতমিন্দ্রং নমস্যা জরিতুঃ পনন্ত ॥ ৭॥
সপ্তাপো দেবীঃ সুরণা অমৃক্তা যাভিঃ সিন্ধুমতর ইন্দ্র পূর্ভিৎ।
নবতিং স্রোত্যা নব চ স্রবন্তীর্দেবেভ্যো গাতুং মনুষে চ বিন্দঃ ॥ ৮॥
অপো মহীরভিশস্তেরমুঞ্চোঽজাগরাস্বাধি দেব একঃ।
ইন্দ্র যাস্ত্বং বৃত্রতূর্যে চকর্থ তাভির্বিশ্বায়ুস্তন্বং পুপুষ্যাঃ ॥ ৯॥

বীরেণ্যঃ ক্রতুরিন্দ্রঃ সুশস্তিরুতাপি ধেনা পুরুহূতমীট্টে।
আর্দয়দ্বৃত্রমকৃণোদু লোকং সসাহে শক্রঃ পৃতনা অভিষ্টিঃ ॥ ১০॥
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে পুরুহূত। তোমার জন্য সোম প্রস্তুত করা হয়েছে, দুই ঘোটকের দ্বারা শীঘ্র যজ্ঞে আগমন করো। প্রধান প্রধান স্তোতাগণ তোমার উদ্দেশে স্তব উচ্চারণ করতে করতে ঐ সোম প্রদান করেছেন। হে ইন্দ্র! সোম পান করো ॥ ১ ॥

হে হরিনামক ঘোটকের স্বামী! কর্মাধ্যক্ষগণ যা প্রস্তুত ক'রে জলে পরিষ্কার ক'রে নিয়েছেন, সেই সোম পান করো, উদর পূর্ণ করো। প্রস্তরগণ যা তোমার জন্য সেচন ক'রে দিয়েছে, তা'র দ্বারা মত্ত হও, প্রশংসা সকল গ্রহণ করো ॥ ২ ॥

হে হরিনামক অশ্বের স্বামী! সোম প্রস্তুত হয়েছে, তুমি বর্ষণকারী, যজ্ঞে আগমন করবে ব'লে তোমার পানের জন্য প্রচুর সোম প্রদান করছি। হে ইন্দ্র! উত্তম উত্তম স্তব প্রাপ্ত হয়ে আমোদ করো। বিবিধ কার্য করো, নানা রকমে তোমার স্তব হোক ॥ ৩ ॥

হে ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্দ্র! উশিজ্ বংশীয়গণ যজ্ঞ করতে জানে। তোমার আশ্রয়প্রাপ্ত হয়ে তোমার প্রভাবে অন্নলাভ ক'রে এবং সন্তানসন্ততি প্রাপ্ত হয়ে যজমানের গৃহে রইলো, তা'রা সকলে আমোদ ক'রে তোমাকে স্তব করতে লাগলো ॥ ৪ ॥

হে হরিনামক ঘোটকের প্রভু! তোমার স্তব সুন্দর, তোমার সম্পত্তি চমৎকার, তোমার উজ্জ্বলতা সাতিশয়, তুমি যে সকল সুন্দর যথার্থ স্তব প্রদান করেছো, তার দ্বারা তোমাকে স্তব ক'রে বিস্তর লোকে নিজে রক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং অপরকে রক্ষা করেছে ॥ ৫ ॥

হে হরিনামক অশ্বের প্রভু ইন্দ্র! যে সোম প্রস্তুত করা হয়েছে, তা পান করবার জন্য হরিনামক দুই ঘোটকযোগে সকল যজ্ঞে গমন করো। তুমি ক্ষমতাবান্, যজ্ঞ তোমাকেই প্রাপ্ত হয়; তুমি যজ্ঞের বিষয় অবগত হয়ে দান করো ॥ ৬ ॥

যাঁর অপরিমিত অন্ন আছে, যিনি শত্রুগণকে পরাভব করেন, যিনি সোমে প্রীতিলাভ করেন, যাঁকে স্তব করলে আনন্দ হয়, যাঁর বিপক্ষে কেউ যেতে পারে না—স্তবসকল তাঁকে ভূষিত করছে, স্তবকর্তার প্রণামগুলি তাকে পূজা করছে ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! অতি চমৎকার ও অপ্রতিহত গতিযুক্তা সাত নদী আছে, তুমি সেই নদীযোগে শত্রুপুরী ভেদ ক'রে সিন্ধু পার হ'লে। তুমি দেব মানবের উপকারের জন্য নবনবতী নদীর পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছো ॥ ৮ ॥

তুমি জলসমূহের আচ্ছাদন উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছো, তুমি একাকী উদ্রিক্ত জল আনয়নের জন্য মনোযোগী হয়েছিলে। হে ইন্দ্র! বৃত্রবধ উপলক্ষে তুমি যে সকল কার্য করেছো, তার দ্বারা সকল সংসারের শরীর পোষণ করেছো ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র মহাবীর, ক্রিয়াকুশল, তাঁকে স্তব করলে আনন্দ হয়। উৎকৃষ্ট স্তব উদ্যত হয়ে তাঁকে পূজা করে। তিনি বৃত্রকে বধ করলেন, সংসার সৃষ্টি করলেন, ক্ষমতাযুক্ত হয়ে শত্রুপরাভব করলেন, বিপক্ষের সেনার প্রতিকূলে গমন করলেন ॥ ১০ ॥

সেই স্থূলকায় ধনশালী ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। এই যুদ্ধের সময় যখন অন্ন ইত্যাদি দ্রব্য বণ্টন

হবে, তখন তিনিই প্রধানরূপে অধ্যক্ষতা করবেন। যুদ্ধে তিনি স্বপক্ষ রাজার জন্য উগ্রমূর্তি ধারণপূর্বক শত্রুগণকে হিংসা করেন, বৃত্রগণকে বধ করেন, ধন সমস্ত জয় করেন ॥ ১১ ॥

টীকা — এই সূক্তের শেষ ঋক্‌টি এবং এই মণ্ডলের ৮৯ সূক্তের ১৮ ঋক্‌ অভিন্ন।—আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১০৫ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : সুমিত্র অথবা দুর্মিত্র। ছন্দ : গায়ত্রী, পিপীলিকামধ্যা, উষ্ণিক্‌, ত্রিষ্টুপ্‌]

কদা বসো স্তোত্রং হর্যত আব শ্মশা রুধদ্বাঃ। দীর্ঘং সুতং বাতাপ্যায় ॥ ১ ॥
হরী যস্য সুযুজা বিব্রতা বেরর্বন্তানু শেপা। উভা রজী ন কেশিনা পতির্দন্ ॥ ২ ॥
অপ যোরিন্দ্রঃ পাপজ আ মর্তো ন শশ্রমাণো বিভীবান্।
শুভে যদ্যুযুজে তবিষীবান্ ॥ ৩ ॥
সচায়োরিন্দ্রশ্চর্কৃষ আঁ উপানসঃ সপর্যন্। নদয়োর্বিব্রতয়োঃ শূরঃ ইন্দ্রঃ ॥ ৪ ॥
অধি যস্তস্থৌ কেশবন্তা ব্যচস্বন্তা ন পুষ্ট্যৈ। বনোতি শিপ্রাভ্যাং শিপ্রিণীবান্ ॥ ৫ ॥
প্রাস্তৌদৃষ্বৌজা ঋষ্বেভিস্ততক্ষ শূরঃ শবসা। ঋভুর্ন ক্রতুভির্মাতরিশ্বা ॥ ৬ ॥
বজ্রং যশ্চক্রে সুহনায় দস্যবে হিরীমশো হিরীমান্। অরুতহনুরদ্ভুতং ন রজঃ ॥ ৭ ॥
অব নো বৃজিনা শিশীহ্যৃচা বনেমানৃচঃ। নাব্রহ্মা যজ্ঞ ঋধগ্‌জোষতি ত্বে ॥ ৮ ॥
ঊর্ধ্বা যত্তে ত্রেতিনী ভূদ্যজ্ঞস্য ধূর্ষু সদ্মন্। সজূর্নাবং স্বযশসং সচায়োঃ ॥ ৯ ॥
শ্রিয়ে তে পৃশ্নিরুপসেচনী ভূচ্ছ্রিয়ে দর্বিররেপা। যয়া স্বে পাত্রে সিঞ্চস উৎ ॥ ১০ ॥
শতং বা যদসূর্য প্রতি ত্বা সুমিত্র ইত্থাস্তৌদ্দুর্মিত্র ইত্থাস্তৌৎ।
আবো যদ্দস্যুহত্যে কুৎসপুত্রং প্রাবো যদ্দস্যুহত্যে কুৎসবৎসম্ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! তুমি স্তব বাঞ্ছা করো, স্তব প্রদান করেছি; তুষ্টির জন্য প্রচুর সোম প্রস্তুত করেছি; কবে আমাদের ক্ষেত্রের জলপ্রণালী বারিপূর্ণ হবে? ॥ ১ ॥

তাঁর দুইটি পুরুষ ঘোটক সুশিক্ষিত, অনেক কার্য করে, দুইটিই উজ্জ্বল ও কেশযুক্ত। তাদের পতি অর্থাৎ ইন্দ্র দান করবার জন্য আগমন করুন ॥ ২ ॥

বলবান্ ইন্দ্র যখন শোভার জন্য ঘোটক যোজনা করলেন, তখন পাপের ফলসকল অপগত হলো, তখন মনুষ্যের পরিশ্রম ও ভয় আর রইলো না, অর্থাৎ মনুষ্য সুখী হলো ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র মনুষ্যের নিকট পূজাপ্রাপ্ত হয়ে ধন সমস্ত একত্র আকর্ষণ ক'রে নিলেন। তিনি নানা কার্যকারী শব্দায়মান দুই ঘোটক চালিত করতে লাগলেন ॥ ৪ ॥

তিনি কেশবিশিষ্ট প্রকাণ্ড দুই ঘোটকে আরোহণপূর্বক আপন দেহপুষ্টির জন্য আপন সুগঠন দুই হনু চালনাপূর্বক আহার প্রার্থনা করেন ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রের ক্ষমতা অতি সুন্দর; তিনি সুশ্রী, মরুৎদেবতাগণের সাথে যজমানকে সাধুবাদ করলেন।

তিনি মাতরিশ্বাতে থাকেন; যেমন ঋভুগণ ক্রিয়াকৌশলে রথ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন, সেইরকম বীর ইন্দ্র আপন বলে নানা বীরের কার্য সম্পাদন করলেন ॥ ৬ ॥

তিনি দস্যুকে বধ করবার জন্য বজ্র প্রস্তুত করেছেন; তাঁর শ্মশ্রু হরিৎবর্ণ; তাঁর চোটকও হরিৎবর্ণ; তাঁর হনুদেশ সুশ্রী; তিনি আকাশের মতো বিশাল ॥ ৭ ॥

আমাদের পাপ সমস্ত লঘু করো; আমরা যেন ঋকের প্রভাবে ঋক্‌শূন্য ব্যক্তিগণকে বধ করতে পারি; যে যজ্ঞে স্তবের সম্পর্ক নেই, তা কখনও স্তবযুক্ত যজ্ঞের মতো তোমার প্রীতিকর হয় না ॥ ৮ ॥

যজ্ঞগৃহে যজ্ঞভারবহনকারী ঋত্বিক্‌গণ যখন ক্রিয়া আরম্ভ করলেন, তখন তুমি যজমানের সঙ্গে এক নৌকায় আরোহণ ক'রে আপন কীর্তি প্রতিষ্ঠা কর, অর্থাৎ যজমানকে তারণ কর ॥ ৯ ॥

যে গাভী দুগ্ধ বর্ষণ করে, সে তোমার শুভের জন্য হোক, যে পাত্রের দ্বারা তুমি আপন পাত্রে মধু তুলে নও, সেই দর্বী (হোতা) যেন নির্মল ও কল্যাণকর হয় ॥ ১০ ॥

হে বলশালী! তোমার উদ্দেশে সুমিত্র এইরকম শত স্তব উচ্চারণ করলেন; দুর্মিত্র এইরকম স্তব করলেন; যেহেতু তুমি দস্যুহত্যার ব্যাপারে কুৎসের পুত্রকে রক্ষা করেছো। (কুৎসের পুত্রই সুমিত্র এবং এই সূক্তের ঋষি) ॥ ১১ ॥

টীকা — ৮ ঋকে স্তবশূন্য লোকের উল্লেখ। তাদের ধর্মানুষ্ঠান স্তবশূন্য ॥—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১১৭ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম, যথা—"আশ্রয় প্রদাতা হে ভগবন্! কোন্‌কালে (কতদিনে) আমাদের উচ্চারিত মন্ত্র সর্বতোভাবে আপনাকে কামনা করবে? (অথবা, কোন্ কালে কতদিনে আমাদের উচ্চারিত স্তোত্রমন্ত্র আপনার কাম্য হবে?); কবে কতদিনে অসৎ-বৃত্তি অবরুদ্ধ হবে? কবে কতদিনে সৎবৃত্তির প্রবাহ মুক্তগতি হবে? আর, কতদিনে মহৎ শুদ্ধসত্ত্ব আপনার প্রতি প্রবাহ-রূপে প্রবাহিত হবে? [হে ভগবন্! আমার পাপপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি ক'রে আমাতে সত্ত্বের সমাবেশ করুন, এবং আমাকে ত্বরায় আশ্রয় প্রদান করুন। এটাই প্রার্থনার ভাব।—এখানে চাররকম প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম—আমার স্তোত্র বা পূজা আপনার অভিলাষের অনুরূপ অর্থাৎ সত্ত্বসমন্বিত হোক; দ্বিতীয়—আমার অসৎ-বৃত্তি অবরুদ্ধ অর্থাৎ সঙ্কুচিত হোক; তৃতীয়—আমার হৃদয়ে সৎ-বৃত্তির মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হোক; চতুর্থ—আমার কর্মের দ্বারা মহৎ শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হয়ে আপনাতে গিয়ে লীন হোক]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ১০৬ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : ভূতাংশ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উভা উ নূনং তদিদর্থয়েথে বি তন্বাথে ধিয়ো বস্ত্রাপসেব।
সধ্রীচীনা যাতবে প্রেমজীগঃ সুদিনেব পৃক্ষ আ তংসয়েথে ॥ ১ ॥
উষ্টারেব ফর্বরেষু শ্রয়েথে প্রায়োগেব শ্বাত্র্যা শাসুরেথঃ।
দূতেব হি ষ্ঠো যশসা জনেষু মাপ স্থাতং মহিষেবাবপানাৎ ॥ ২ ॥
সাকং যুজা শকুনস্যেব পক্ষা পশ্বেব চিত্রা যজুরা গমিষ্টম্।
অগ্নিরিব দেবয়োর্দীদিবাংসা পরিজ্মানেব যজথঃ পুরুত্রা ॥ ৩ ॥

আপী বো অস্মে পিতরেব পুত্রোগ্রেব রুচা নৃপতীব তুর্যৈ।
ইর্যেব পুষ্ট্যৈ কিরণেব ভুজ্যৈ শ্রুষ্টীবানেব হবমা গমিষ্টম্ ॥ ৪॥
বংসগবে পূষর্যা শিম্বাতা মিত্রেব ঋতা শতরা শাতপন্তা।
বাজেবোচ্চা বয়সা ঘর্ম্যেষ্ঠা মেষেবেষা সপর্যা পুরীষা ॥ ৫॥
সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ নৈতোশেব তুর্ফরী পর্ফরীকা।
উদন্যজেব জেমনা মদেরূ তা মে জরায্বজরং মরায়ু ॥ ৬॥
পজ্রেব চর্চরং জারং মরায়ু ক্ষদ্মেবার্থেষু তর্তরীথ উগ্রা।
ঋভূ নাপৎখরমজ্রা খরজ্রুর্বায়ুর্ন পর্ফরৎ ক্ষয়দ্রয়ীণাম্ ॥ ৭॥
ঘর্মেব মধু জঠরে সনেরূ ভগেবিতা তুর্ফরী ফারিবারম্।
পতরেব চচরা চন্দ্রনির্ণিঙ্মনঋঙ্গা মনন্যান জগ্মী ॥ ৮॥
বৃহন্তেব গম্ভরেষু প্রতিষ্ঠাং পাদেব গাধং তরতে বিদাথঃ।
কর্ণেব শাসুরনু হি স্মরাথোহংশেব নো ভজতং চিত্রমপ্নঃ ॥ ৯॥
আরঙ্গরেব মধ্বেরয়েথে সারঘেব গবি নীচীনবারে।
কীনারেব স্বেদমাসিষ্বিদানা ক্ষামেবোর্জা সূযবসাৎ সচেথে ॥ ১০॥
ঋধ্যাম স্তোমং সনুয়াম বাজমা নো মন্ত্রং সরথেহোপ যাতম্।
যশো ন পক্বং মধু গোষ্বন্তরা ভূতাংশো অশ্বিনোঃ কামমপ্রাঃ ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা দু'জনে আমাদের আহুতি অভিলাষ করছো; যেমন তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করে, সেইরকম আমাদের স্তব বিস্তার ক'রে দিচ্ছো। এই যজমান উত্তমভাবে এই ব'লে স্তব করছে যে, তোমরা একত্রে আগমন করো। চন্দ্র-সূর্যের মতো তোমরা খাদ্যদ্রব্যকে আলোকিত ক'রে বসেছো ॥ ১॥

যেমন দু'টি বলীবর্দ ঘাসপূর্ণ স্থানে বিচরণ করে, সেইরকম তোমরা যজ্ঞদানক্ষম ব্যক্তির নিকটে গমন করো। রথে যোজিত দুই বৃষের মতো ধনদানের জন্য তোমরা স্তবকর্তার নিকট আগমন ক'রে থাক। তোমরা দূতের মতো লোকবর্গের নিকট যশস্বী হও। দু'টি মহিষ যেমন জলপানের স্থান হ'তে অপসৃত হয় না, সেইরকম তোমরাও সোম পান হ'তে অপসৃত হয়ো না ॥ ২॥

যেমন পক্ষীর দুই পক্ষ পরস্পর মিলিত, সেইরকম তোমরাও পরস্পর মিলিত। বিচিত্র দুই পশুর মতো তোমরা এই যজ্ঞে আগত হয়েছো। যজ্ঞকর্তা অগ্নির মতো তোমরা দীপ্তিযুক্ত। সর্বত্রবিহারী দুই পুরোহিতের মতো তোমরা নানা স্থানে দেবপূজা ক'রে থাক ॥ ৩॥

পিতামাতা যেমন পুত্রের প্রতি, সেইরকম তোমরা আমাদের আত্মীয় হও। অগ্নি ও সূর্যের মতো তোমরা দীপ্তিশীল হও; রাজার মতো ক্ষিপ্রকারী হও, ধনবান্ ব্যক্তির মতো উপকারী হও; সূর্যকিরণের মতো আলোক দানপূর্বক লোকবর্গের সুখভোগের অনুকূলতা করো। সুখী লোকের মতো তোমরা এই যজ্ঞে আগমন করো ॥ ৪॥

সুচারুগতিশালী দুই বৃষের মতো তোমরা হৃষ্টপুষ্ট ও সুশ্রী, মিত্র ও বরুণের মতো তোমরা যথার্থদর্শী, বদান্য এবং দুঃখ হ্রাস ক'রে স্তব লাভ কর, দু'টি ঘোটকের মতো তোমরা ভোজন ক'রে

ক'রে উন্নত শরীরবিশিষ্ট হয়েছো, এবং আলোকময় আকাশে বাস ক'রে থাক। দুই মেষের মতো তোমরা আহার ইত্যাদি পরিচর্যা প্রাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হয়েছো ॥ ৫ ॥

অঙ্কুশতাড়িত মত্ত হস্তীর মতো তোমরা শরীর অবনত ক'রে শত্রুসংহার কর। তোমরা এমনই নির্মল, যেন জলের মধ্যে জন্মেছো; তোমরা বলবান্ ও জয়শীল। সেই তোমরা আমার মরণধর্মশীল দেহকে পুনর্বার যৌবনাবস্থা দান করো ॥ ৬ ॥

হে তীব্রবলশালী অশ্বিদ্বয়। যেমন দীর্ঘচরণবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যকে জল পার ক'রে দেয়, সেইরকম তোমরা আমার জরাজীর্ণ মরণশীল দেহকে বিপদ হ'তে পার ক'রে অভিলষিত বিষয়ে নিয়ে চলো, তোমরা ঋভুর মতো অতি পরিষ্কার রথ প্রাপ্ত হয়েছো। সেই শীঘ্রগামী রথ বায়ুর মতো উড়ে গিয়ে শত্রুর ধন আনয়ন ক'রে দিয়েছে ॥ ৭ ॥

তোমরা মহাবীরের মতো আপন উদরে ঘৃত ঢেলে দাও। তোমরা ধন রক্ষা করো এবং অস্ত্রধারী হয়ে শত্রু হিংসা করো। তোমরা পক্ষীর মতো রূপবান্ ও সর্বত্রবিহারী, ইচ্ছামাত্রে তোমরা ভূষিত হও, এবং স্তবের জন্য যজ্ঞে আগমন করো ॥ ৮ ॥

যেমন সুদীর্ঘ দুই চরণ থাকলে গভীর জল পার হবার সময় আশ্রয়প্রাপ্ত হওয়া যায়, তোমরা সেইরকম আশ্রয় প্রদান করো। তোমরা দুই কর্ণের মতো স্তবকারীর কথা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করো। যজ্ঞের দুই অঙ্গের মতো আমাদের এই বিচিত্র যজ্ঞে আগমন করো ॥ ৯ ॥

শব্দকারী দুই মধুমক্ষিকা যেমন মধুচক্রে মধুসেচন করে, সেইরকম তোমরা গাভীর আপীনে মধুতুল্য দুগ্ধ সঞ্চার ক'রে দাও। শ্রমজীবী যেমন শ্রম ক'রে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়, সেইরকম তোমরা ঘর্মের মতো জল সেচন কর। যেমন দুর্বল গাভী ঘাসযুক্ত স্থানে গমন ক'রে আহার প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞে আগমন ক'রে আহারপ্রাপ্ত হও ॥ ১০ ॥

আমরা স্তব বিস্তারিত করছি, আহার বিতরণ করছি, তোমরা একরথারূঢ় হয়ে আমাদের যজ্ঞে আগমন করো। গাভীর আপীনের মধ্যে সুমিষ্ট আহারের মতো দুগ্ধ সঞ্চার হয়েছে। ভূতাংশ ঋষি এই স্তব ক'রে অশ্বিদ্বয়ের মনোরথ পূর্ণ করলেন ॥ ১১ ॥

টীকা — আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের পক্ষে আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১০৭ সূক্ত —

[দেবতা : দক্ষিণা বা দান। ঋষি : দিব্য বা দক্ষিণাদাতা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ, জগতী]

আবিরভূন্মহি মাঘোনমেষাং বিশ্বং জীবং তমসো নিরমোচি।
মহি জ্যোতিঃ পিতৃভির্দত্তমাগাদুরুঃ পন্থা দক্ষিণায়া অদর্শি ॥ ১ ॥
উচ্চা দিবি দক্ষিণাবন্তো অস্থুর্যে অশ্বদাঃ সহ তে সূর্যেণ।
হিরণ্যদা অমৃতত্বং ভজন্তে বাসোদাঃ সোম প্র তিরন্ত আয়ুঃ ॥ ২ ॥
দৈবী পূর্তির্দক্ষিণা দেবযজ্যা ন কবারিভ্যো নহি তে পৃণন্তি।
অথা নরঃ প্রযতদক্ষিণাসোঽবদ্যভিয়া বহবঃ পৃণন্তি ॥ ৩ ॥

শতধারং বায়ুমর্কং স্বর্বিদং নৃচক্ষসস্তে অতি চক্ষতে হবিঃ।
যে পৃণন্তি প্র চ যচ্ছন্তি সঙ্গমে তে দক্ষিণাং দুহতে সপ্তমাতরম্ ॥ ৪॥
দক্ষিণাবান্ প্রথমো হূত এতি দক্ষিণাবান্ গ্রামণীরগ্রমেতি।
তমেব মন্যে নৃপতিং জনানাং যঃ প্রথমো দক্ষিণামাবিবায় ॥ ৫॥
তমেব ঋষিং তমু ব্রহ্মাণমাহুর্যজ্ঞন্যং সামগামুকথশাসম্।
স শুক্রস্য তম্বো বেদ তিস্রো যঃ প্রথমো দক্ষিণয়া ররাধ ॥ ৬॥
দক্ষিণাশ্বং দক্ষিণা গাং দদাতি দক্ষিণা চন্দ্রমুত যদ্ধিরণ্যম্।
দক্ষিণান্নং বনুতে যো ন আত্মা দক্ষিণাং বর্ম কৃণুতে বিজানন্ ॥ ৭॥
ন ভোজা মম্রুর্ন ন্যর্থমীয়ুর্ন রিষ্যন্তি ন ব্যথন্তে হ ভোজাঃ।
ইদং যদ্বিশ্বং ভুবনং স্বশ্চৈতৎ সর্বং দক্ষিণৈভ্যো দদাতি ॥ ৮॥
ভোজা জিগ্যুঃ সুরভিং যোনিমগ্রে ভোজা জিগ্যুর্বধ্বংযা সুবাসাঃ।
ভোজা জিগ্যুরন্তঃ পেয়ং সুরায়া ভোজা জিগ্যুর্যে অহূতাঃ প্রয়ন্তি ॥ ৯॥
ভোজায়াশ্বং সং মৃজন্ত্যাশুং ভোজায়াস্তে কন্যাশুম্ভমানা।
ভোজস্যেদং পুষ্করিণীব বেশ্ম পরিষ্কৃতং দেবমানেব চিত্রম্ ॥ ১০॥
ভোজমশ্বাঃ সুষ্ঠুবাহো বহন্তি সুবৃদ্রথো বর্ততে দক্ষিণায়াঃ।
ভোজং দেবাসোঽবতা ভরেষু ভোজঃ শত্রূন্ত্ সমনীকেষু জেতা ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — এইসকল যজমানগণের যজ্ঞ নির্বাহের জন্য সূর্যরূপী ইন্দ্রের বিপুল তেজ প্রকাশ হলো। সকল প্রাণী অন্ধকার হ'তে মুক্তিপ্রাপ্ত হলো; পিতৃলোকগণ যে বিপুল জ্যোতি প্রদান করেছিলেন, তা উপস্থিত হলো। দক্ষিণা প্রদানের প্রশস্ত পদ্ধতি দৃষ্ট হলো ॥ ১ ॥

যারা দক্ষিণা প্রদান করে, তা'রা স্বর্গে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হয়, অশ্বদানকারীগণ সূর্যের সাথে একত্র হয়; সুবর্ণ দান ক'রে অমরত্ব লাভ করে; বস্ত্রদাতাগণ সোমের নিকট গমন করে। সকলেই দীর্ঘায়ু হয় ॥ ২ ॥

দক্ষিণা দেবতাগণের উপযুক্ত কর্মের সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির স্বরূপ, অর্থাৎ দক্ষিণার দ্বারা পুণ্যকর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; এটি দেবপূজার অঙ্গস্বরূপ। যারা কুৎসিতাচারী তাদের কার্য দেবতাগণ পূর্ণ করেন না। পক্ষান্তরে যে সকল ব্যক্তি পবিত্র দক্ষিণা প্রদান করে, নিন্দার ভয় করে, তা'রা অনেকেই আপন কর্ম পূর্ণ করতে পারে ॥ ৩ ॥

যে বায়ু শতপথে বহমান হন, তাঁর জন্য ও আকাশবর্তী সূর্য ও অন্যান্য মনুষ্যহিতকারী দেবতাগণের উদ্দেশে হোমের দ্রব্য প্রদান করা হয়। যাঁরা দেবতাগণকে পরিতৃপ্ত করেন এবং দানও করেন, দক্ষিণা তাঁদের অভিলাষ দোহন অর্থাৎ পূরণ ক'রে দেন। এই দক্ষিণা প্রাপ্ত হবার অধিকারী সপ্তপুরোহিত বিদ্যমান আছেন ॥ ৪ ॥

দক্ষিণাদাতাকে সকলের অগ্রে আহ্বান করা হয়; তিনি গ্রামের অধ্যক্ষ হন, সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। যিনি সর্বপ্রথম দক্ষিণা উপস্থিত করেন, তাঁকেই আমি লোকগণের রাজা জ্ঞান করি ॥ ৫ ॥

যিনি অগ্রে দক্ষিণা প্রদান ক'রে পুরোহিতগণকে তুষ্ট করেন, তিনিই ঋষি ও ব্রহ্মা ব'লে কথিত

হন, তিনি যজ্ঞের অধ্যক্ষ, সামগানকর্তা, স্তব উচ্চারণকর্তা। তিনি অগ্নির তিন মূর্তি অবগত হন ॥৬॥

দক্ষিণার নিকট ঘোটক, দক্ষিণার নিকট গাভী লাভ হয়; দক্ষিণা হ'তে মনের প্রীতিকর সুবর্ণ লাভ হয়। আমাদের আত্মস্বরূপ যে আহার তা' দক্ষিণা হ'তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞব্যক্তি দক্ষিণাকে দেহরক্ষোপযোগী কবচের মতো ব্যবহার করেন ॥৭॥

ভোজগণের মৃত্যু নেই, তাঁরা অর্থহীনতা প্রাপ্ত হন না; ক্লেশ, ব্যথা বা দুঃখ প্রাপ্ত হন না। এই পৃথিবী অথবা স্বর্গে যা' কিছু বিদ্যমান আছে, তা' সমস্তই দক্ষিণা তাদের প্রদান করেন ॥৮॥

ভোজগণ ঘৃত দুগ্ধ ইত্যাদির উৎপাদনকারিণী গাভী সর্বাগ্রে প্রাপ্ত হয়, তা'রা মদিরার সারাংশ প্রাপ্ত হয়, সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী নারী তা'রাই প্রাপ্ত হয়; ভোজেরাই স্পর্ধাযুক্ত শত্রুগণকে জয় করে ॥৯॥

ভোজকে শীঘ্রগামী ঘোটক ভূষিত ক'রে দেওয়া হয়ে থাকে, তাঁরই নিমিত্ত সুরূপা নারী উপস্থিত থাকে; পুষ্করিণীর মতো নির্মল এবং দেবালয়ের মতো বিচিত্র এই গৃহ ভোজের জন্যই বিদ্যমান আছে ॥১০॥

সুন্দরবহনকারী ঘোটকগণ ভোজকে বহন করে; তারই জন্য সুগঠন রথ উপস্থিত থাকে। দেবতাগণ যুদ্ধের সময় ভোজকে রক্ষা করুন; যুদ্ধের সময় ভোজ শত্রুগণকে জয় করে ॥১১॥

টীকা — ৮ ঋকে "ভোজ" অর্থে সায়ন ভোজনদাতা অর্থাৎ দক্ষিণাদাতা করেছেন। ১১৭ সূক্তের ৩ ঋক্ দ্রষ্টব্য।—বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১০৮ সূক্ত —

[দেবতা : সরমা ও পণিগণ (দেবশুনী)। ঋষি : সরমা ও পণিগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্ দূরে হ্যধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।
কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি ॥ ১॥
ইন্দ্রস্য দূতীরিষিতা চরামি মহ ইচ্ছন্তী পণয়ো নিধীন্বঃ।
অতিষ্কদো ভিয়সা তন্ন আবত্তথা রসায়া অতরং পয়াংসি ॥ ২॥
কীদৃঙিন্দ্রঃ সরমে কা দৃশীকা যস্যেদং দূতীরসরঃ পরাকাৎ।
আ চ গচ্ছান্মিত্রমেনা দধামাথা গবাং গোপতির্নো ভবাতি ॥ ৩॥
নাহং তং বেদ দভ্যং দভৎস যস্যেদং দূতীরসরং পরাকাৎ।
ন তং গূহন্তি স্রবতো গভীরা হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বে ॥ ৪॥
ইমা গাবঃ সরমে যা ঐচ্ছঃ পরি দিবো অন্তান্ৎসুভগে পতন্তী।
কস্ত এনা অব সৃজাদযুধ্ব্যুতাস্মাকমায়ুধা সন্তি তিগ্মা ॥ ৫॥
অসেন্যা বঃ পণয়ো বচাংস্যনিষব্যাস্তন্বঃ সন্তু পাপীঃ।
অধৃষ্টো ব এতবা অস্তু পন্থা বৃহস্পতির্ব উভয়া ন মৃলাৎ ॥ ৬॥
অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্ন্যৃষ্টঃ।
রক্ষন্তি তং পণয়ো যে সুগোপা রেকু পদমলকমা জগন্থ ॥ ৭॥

এহ্ গমন্নৃষয়ঃ সোমশিতা অযাস্যো অঙ্গিরসো নবগ্বাঃ।
ত এতমূর্বং বি ভজন্ত গোনামথৈতদ্বচঃ পণয়ো বমন্নিৎ ॥ ৮॥
এবা চ ত্বং সরম আজগন্থ প্রবাধিতা সহসা দৈব্যেন।
স্বসারং ত্বা কৃণবৈ মা পুনর্গা অপ তে গবাং সুভগে ভজাম ॥ ৯॥
নাহং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বসৃত্বমিন্দ্রো বিদুরঙ্গিরসশ্চ ঘোরাঃ।
গোকামা মে অচ্ছদয়ন্যদায়মপাত ইত পণয়ো বরীয়ঃ ॥ ১০॥
দূরমিত পণয়ো বরীয় উদ্গাবো যন্তু মিনতী ঋতেন।
বৃহস্পতির্যা অবিন্দন্নিগূঢ়্হাঃ সোমো গ্রাবাণ ঋষয়শ্চ বিপ্রাঃ ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — [পণিগণের উক্তি]—হে সরমা! তুমি কি বাসনায় এই স্থানে আগত হয়েছো? এ অতি দূরের পথ। এই পথে আগমন করতে হ'লে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করলে আগমন করা যায় না; আমাদের নিকট এমন কি বস্তু আছে, যার জন্য আগমন করেছো? কয় রাত্রি ধরে আগমন করেছো? নদীর জল পার হ'লে কিভাবে? ॥ ১ ॥

[সরমার উক্তি]—ইন্দ্রের দূতী স্বরূপ প্রেরিত হয়ে আমি আগত হয়েছি। হে পণিগণ! তোমরা যে বিস্তর গোধন সংগ্রহ করেছো, তা গ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। জল আমাকে রক্ষা করেছে; জলের ভয় হলো, পাছে আমি উল্লঙ্ঘনপূর্বক চলে যাই। এইভাবে নদীর জল পার হয়েছি ॥ ২ ॥

[পণিগণের উক্তি]—হে সরমা! যে ইন্দ্রের দূতী হয়ে তুমি দূরদেশ হ'তে আগমন করেছো, সেই ইন্দ্র কেমন? তাঁকে দেখতে কি রকম? তিনি আসুন, তাঁকে আমরা বন্ধু ব'লে স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি, তিনি আমাদের গাভী লয়ে গাভীগণের সত্বাধিকারী হোন ॥ ৩ ॥

[সরমার উক্তি]—যে ইন্দ্রের দূতী হয়ে আমি দূরদেশ হ'তে আগমন করেছি, তাঁকে পরাজয় করে, এমন ব্যক্তিকে দেখি না। তিনিই সকলকে পরাজয় করেন। গম্ভীর নদীগণ তাঁকে আচ্ছাদন, অর্থাৎ তাঁর গতিরোধ করতে সমর্থ নয়। হে পণিগণ! নিশ্চয় তোমরা ইন্দ্রের হস্তে নিধন হয়ে শয়ন করবে ॥ ৪ ॥

[পণিগণের উক্তি]—হে সুন্দরী সরমে! তুমি স্বর্গের শেষ সীমা হ'তে আগমন করেছো, অতএব তোমাকে এই সকল গাভীর মধ্য হ'তে যে কয়েকটি ইচ্ছা করো, প্রদান করছি; বিনা যুদ্ধে কেইবা এই সকল গাভী তোমাকে প্রদান করতো? তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অনেক অস্ত্র আমাদের নিকট বিদ্যমান আছে ॥ ৫ ॥

[সরমার উক্তি]—হে পণিগণ! সৈনিক পুরুষের উপযুক্ত তোমাদের এইসকল কথা হয় নি। তোমাদের শরীরে পাপ আছে, এই শরীর যেন ইন্দ্রের বাণের লক্ষ্য না হয়। তোমাদের গৃহে আগমনের এই যে পথ, তা যেন দেবতাগণ আক্রমণ না করেন; আমি আশঙ্কা করছি, পাছে বৃহস্পতি তোমাদের ক্লেশ প্রদান করেন। অর্থাৎ যদি তোমরা নম্র হয়ে গাভী না প্রদান করো, তা হ'লে তোমাদের বিপদ নিকট ॥ ৬ ॥

[পণিগণের উক্তি]—হে সরমা! আমাদের এই ধন পর্বতের দ্বারা রক্ষিত; এইটি গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। যারা উত্তমভাবে রক্ষা করতে পারে, এইরকম পণিগণ সেই ধন রক্ষা করছে। তুমি গাভীর শব্দ শ্রবণ ক'রে এই স্থানে আগমন করেছো, কিন্তু তোমার বৃথাই আগমন হয়েছে ॥ ৭ ॥

[সরমার উক্তি]—অযাস্য ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ এবং নবগ্বর্গ সোমপানে উৎসাহিত হয়ে

আগমন করবেন; তাঁরা এই বহু পরিমাণ গাভী ক'রে গ্রহণ করবেন; হে পণিগণ! তখন তোমাদের এই রকম দর্পের উক্তি ত্যাগ করতে হবে ॥৮॥

[পণিগণের উক্তি]—হে সরমা! দেবতাগণ ভয় প্রদর্শন ক'রে তোমাকে এই স্থানে প্রেরণ করেছেন, সেই নিমিত্তই তুমি আগমন করেছো। তোমাকে আমরা ভগিনীস্বরূপে পরিগ্রহ করছি, তুমি আর প্রত্যাগত হও না। হে সুন্দরি! তোমাকে এই গোধনের ভাগ প্রদান করছি ॥৯॥

[সরমার উক্তি]—আমি ভ্রাতৃভগিনীসংক্রান্ত কোন কথা বুঝতে পারি না। ইন্দ্র ও পরাক্রান্ত অঙ্গিরার সন্তানগণ সবই জানেন, তাঁরা গাভী প্রাপ্তির জন্য আমাকে রক্ষাপূর্বক প্রেরিত করেছেন, আমি তাঁদের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে আগমন করেছি। হে পণিগণ! এই স্থান হ'তে অতি দূরে পলায়ন করো ॥১০॥

হে পণিগণ! এই স্থান হ'তে অতি দূরে পলায়ন করো। গাভীগণ কষ্টলাভ করছে, তা'রা ধর্মের আশ্রয়ে এই পর্বত হ'তে উঠে যাক। বৃহস্পতি, সোম, সোমপ্রস্তুতকারী প্রস্তরগণ, ঋষিগণ এবং মেধাবীগণ এইসকল গুপ্তস্থানস্থিত গাভীগণের বিষয় জানতে পেরেছেন ॥১১॥

টীকা — ২ ঋকে উষাকর্তৃক প্রাতঃকালে আলোক উদ্ধারই উপমাচ্ছলে সরমাকর্তৃক গাভী উদ্ধাররূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এই আখ্যান আবার গ্রীকদের মধ্যে ট্রয়ের যুদ্ধের গল্পরূপে বর্ণিত হয়েছে, এই ইউরোপীয় মতটি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। "If, then, we may be allowed a guess, we would recognise in Helen, thesister, of the Dioskuroi the Indian Sarama, their names being phonetically identical, not only in every consonant and vowel, but even in their accent, "And as the Sanskrit name Panis betrays the former presence of an Paris himself might possibly be identified with the robber who tempted Sarama"—Max Muller's Science of Languange—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১০৯ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বে দেবা। ঋষি : জুহূ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

তেঽবদন্ প্রথমা ব্রহ্মকিল্বিষেঽকূপারঃ সলিলো মাতরিশ্বা।
বীলুহরাস্তপ উগ্রো ময়োভূরাপো দেবীঃ প্রথমজা ঋতেন ॥ ১॥
সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পনঃ প্রায়চ্ছদহৃণীয়মানঃ।
অন্বর্তিতা বরুণো মিত্র আসীদগ্নির্হোতা হস্তগৃহ্যা নিনায় ॥ ২॥
হস্তেনৈব গ্রাহ্য আধিরস্যা ব্রহ্মজায়েয়মিতি চেদবোচন।
ন দূতায় প্রহ্যে তস্থ এষা তথা রাষ্ট্রং গুপিতং ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৩॥
দেবা এতস্যামবদন্ত পূর্বে সপ্তঋষয়স্তপসে যে নিষেদুঃ।
ভীমা জায়া ব্রাহ্মণস্যোপনীতা দুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪॥
ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গম্।
তেন জায়ামন্ববিন্দদ্বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাং জুহ্বং দেবাঃ ॥ ৫॥

পুনর্বৈঃ দেবা অদদুঃ পুনর্মনুষ্যা উত।
রাজানঃ সত্যং কৃণ্বানা ব্রহ্মজায়াং পুনর্দদুঃ ॥ ৬॥
পুনর্দায় ব্রহ্মজায়াং কৃত্বী দেবৈর্নিকিল্বিষম্।
ঊর্জং পৃথিব্যা ভক্ত্বায়োরুগায়মুপাসতে ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — যখন বৃহস্পতি ব্রহ্মকিল্বিষ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি আপন পত্নী জুহকে ত্যাগ করেন, তখন সূর্য, বরুণ, শীঘ্রগামী বায়ু, প্রজ্বলিত অগ্নি, সুখকর সোম, জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সত্যস্বরূপ প্রজাপতির আর আর অগ্রজ সন্তান বললেন ॥ ১ ॥

সোমরাজা কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে পবিত্র চরিত্রশালিনী ভার্যাকে সর্বপ্রথম সমর্পণ করেছিলেন। মিত্র ও বরুণ সেই বিষয়ের অনুমোদন করলেন। হোমকর্তা অগ্নি হস্তে ধারণপূর্বক আনয়ন ক'রে দিলেন ॥ ২ ॥

"এই পত্নীর দেহ হস্তের দ্বারাই স্পর্শ করা কর্তব্য, ইনি যথাবিধানে পরিণীতা পত্নী।" এই কথা তাঁরা বললেন। যে দূত প্রেরিত হয়েছিল, ইনি তার প্রতি আসক্ত হন নি। যেমন বলবান্ রাজার রাজ্য সুরক্ষিত হয়, সেইরকম এঁর সতীত্ব রক্ষা হয়েছে ॥৩॥

যে সপ্তঋষি তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁরা এবং প্রাচীন দেবগণ এই পত্নীর বিষয়ে বলেছেন। ইনি অতি শুদ্ধ চরিত্রা, তোতাকে বিবাহ করেছেন। তপস্যা ও সচ্চরিতার প্রভাবে নিকৃষ্ট পদার্থও পরমধামে স্থাপিত হ'তে পারে ॥ ৪ ॥

বৃহস্পতি পত্নী-অভাবে এইক্ষণে ব্রহ্মচর্য পালন করছেন, তিনি সকল দেবতার সঙ্গে একাত্মা হয়ে তাঁদের অবয়ব বিশেষ হয়েছেন। তা'তে তিনি পূর্বে যেমন সোমের হস্তে পত্নী প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেইরকম এই ক্ষণেও পুনর্বার সেই জুহ নাম্নী পত্নীকে প্রাপ্ত হলেন ॥ ৫ ॥

দেবতাগণ আবার তাঁকে পত্নী আনয়ন ক'রে দিলেন; মনুষ্যগণও আনয়ন ক'রে দিলেন। রাজাগণ শপথপূর্বক শুদ্ধচরিত্রা পত্নী তাঁকে পুনর্বার সমর্পণ করলেন ॥ ৬ ॥

শুদ্ধচরিত্রা পত্নীকে পুনর্বার আনয়ন ক'রে দিয়ে দেবতাগণ বৃহস্পতিকে অপাপ করলেন। পরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্ন সমস্ত ভাগ ক'রে সর্ব সুখে অবস্থিতি করছেন ॥ ৭ ॥

টীকা — স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বলেন যে, তিনি এই সূক্তের অর্থ বুঝতে পারলেন না। তিনি বলেন— সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক তা'র সন্দেহ নেই এবং অনেক আধুনিক সূক্তের মতো বড়ই জটিল। বৃহস্পতির স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জনই এই সূক্তের বিষয়।

◆ ◆

— ১১০ সূক্ত —

[দেবতা : আপ্রী। ঋষি : জমদগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে দেবো দেবান্যজসি জাতবেদঃ।
আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিত্বান্ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ ॥ ১ ॥

তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানান্মধ্বা সমঞ্জন্স্বদয়া সুজিহ্ব।
মন্মানি ধীভিরুত যজ্ঞমৃন্ধন্দেবত্রা চ কৃণুহ্যধ্বরং নঃ ॥ ২॥
আজুহ্বান ঈড্যো বন্দ্যশ্চা যাহ্যগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ।
ত্বং দেবানামসি যহ্ব হোতা স এনান্যক্ষীষিতো যজীয়ান্ ॥ ৩॥
প্রাচীনং বর্হিঃ প্রদিশা পৃথিব্যা বস্তোরস্যা বৃজ্যতে অগ্রে অহ্নাম্।
ব্যু প্রথতে বিতরং বরীয়ো দেবেভ্যো অদিতয়ে স্যোনম্ ॥ ৪॥
ব্যচস্বতীরুর্বিয়া বি শ্রয়ন্তাং পতিভ্যো ন জনয়ঃ শুম্ভমানাঃ।
দেবীর্দ্বারো বৃহতীর্বিশ্বমিন্বা দেবেভ্যো ভবত সুপ্রায়ণাঃ ॥ ৫॥
আ সুষ্বয়ন্তী যজতে উপাকে উষাসানক্তা সদতাং নি যোনৌ।
দিব্যে যোষণে বৃহতী সুরুক্মে অধি শ্রিয়ং শুক্রপিশং দধানে ॥ ৬॥
দৈব্যা হোতারা প্রথমা সুবাচা মিমানা যজ্ঞং মনুষো যজধ্যৈ।
প্রচোদয়ন্তা বিদথেষু কারু প্রাচীনং জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা ॥ ৭॥
আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিলা মনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু ॥ ৮॥
য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী রূপৈরপিংশদ্ভুবনানি বিশ্বা।
তমদ্য হোতরিষিতো যজীয়ান্দেবং ত্বষ্টারমিহ যক্ষি বিদ্বান্ ॥ ৯॥
উপাবসৃজ ত্মন্যা সমঞ্জন্দেবানাং পাথ ঋতুথা হবীংষি।
বনস্পতিঃ শমিতা দেবো অগ্নিঃ স্বদন্তু হব্যং মধুনা ঘৃতেন ॥ ১০॥
সদ্যো জাতো ব্যমিমীত যজ্ঞমগ্নির্দেবানামভবৎ পুরোগাঃ।
অস্য হোতুঃ প্রদিশ্যৃতস্য বাচি স্বাহাকৃতং হবিরদন্তু দেবাঃ ॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ — হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি মনুষ্যের গৃহে অদ্য সমিদ্ধ হয়ে, নিজে দেব অথচ আর আর দেবতাগণকে পূজা করো। তোমার বন্ধু তোমাকে পূজা করেন; তুমি দেখে দেখে দেবতাগণকে লয়ে আগমন করো, কারণ তুমি প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্রিয়াকুশল দূত ॥ ১ ॥

হে তনূনপাৎ! যজ্ঞের গমনের যে সকল পথ অর্থাৎ হোমের দ্রব্য আছে, সেগুলিকে মধুমিশ্রিত ক'রে তোমার সুন্দর জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন লও। সুন্দর সুন্দর ভাবের দ্বারা স্তবগুলিকে এবং যজ্ঞকে সমৃদ্ধ করো এবং আমাদের যজ্ঞকে দেবতা অর্থাৎ দেবভোগ্য ক'রে দাও ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! তুমি দেবতাগণের আহ্বানকর্তা, তুমি ইড্য ও প্রণামের যোগ্য; বসুগণের সঙ্গে একত্র হয়ে আগত হও। হে প্রকাণ্ড পুরুষ! তুমি দেবতাগণের হোতা; তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে; তোমার মতো যজ্ঞ করতে কেউ পারে না, তুমি এই সমস্ত দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করো ॥ ৩ ॥

দিনের প্রথমাংশে অর্থাৎ পূর্বাহ্নে বেদিকে আচ্ছাদন করবার জন্য বর্হি পূর্বমুখ ক'রে বিস্তারিত হচ্ছে। সেই পরম সুন্দর কুশ আরও বিস্তৃত হচ্ছে, তা'তে দেবতাগণ এবং অদিতি অতি সুখে উপবেশন করবেন ॥ ৪ ॥

বনিতাগণ বেশভূষা ক'রে পতিগণের নিকট যেমন নিজেদের দেহ প্রকাশ করে, সেইরকম

এইসকল বৃহৎ বৃহৎ সুনির্মিত দ্বারদেবীগণ পৃথক হয়ে যাক, বিস্তারভাবে খুলে যাক। হে দ্বারদেবীগণ। যাতে দেবতাগণ সুখে গমন করতে পারেন, এইভাবে উদ্ঘাটিত হও ॥৫॥

উষাদেবী আর রাত্রিদেবী এঁরা সুষুপ্তির হেতু, অর্থাৎ লোকের উত্তম নিদ্রাজনিত সুখ উৎপাদন ক'রে দেন; তাঁরা যজ্ঞভাগের অধিকারী; তাঁরা পরস্পর মিলিত হয়ে যজ্ঞস্থানে উপবেশন করুন। তাঁরা দিব্যলোকবাসিনী দুই নারীর মতো, অতি গুণবতী, পরম শোভান্বিতা; উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করেন ॥৬॥

দৈব হোতাদ্বয়ই অগ্রে উত্তম বাক্যে স্তব করেন, মনুষ্যের যজ্ঞের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানকার্যকে নির্মাণ ক'রে তোলেন। পুরোহিতবর্গকে ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রেরণ করেন; তাঁরা ক্রিয়াকুশল এবং মন্ত্রসহকারে পূর্বদিগ্‌বর্তী আলোক উৎপাদন করেন ॥৭॥

ভারতীদেবী শীঘ্র আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন; ইলাদেবী এই যজ্ঞের বিষয় স্মরণপূর্বক মানুষের মতো আগমন করুন। তাঁরা দুই জন এবং সরস্বতী এই তিন চমৎকার কর্মকারিণী দেবী পুরোবর্তী সুখকর কুশাসনে এসে উপবেশন করুন ॥৮॥

দ্যাবাপৃথিবী দেবতাগণের জননীস্বরূপ; যে দেব তাঁদের উভয়কে উৎপাদন ক'রে সমস্ত জগতে নানা প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, হে হোতা। তুমি সেই ত্বষ্টা দেবকে অদ্য পূজা করো; কারণ তোমার অন্ন আছে, তোমার মতো যজ্ঞ করতে কেউ পারে না এবং তুমি বিজ্ঞ ॥৯॥

হে যূপ। (যজ্ঞে পশুবন্ধন করবার কাষ্ঠ), তুমি নিজেই যথাসময়ে দেবতাগণের অন্ন এবং অন্যান্য হোমের দ্রব্য উপস্থিত ক'রে নিবেদন ক'রে দাও। বনস্পতি, শমিতা নামক দেব এবং অগ্নি এঁরা মধু ও ঘৃতের সাথে হোমের দ্রব্য আস্বাদন করুন ॥১০॥

অগ্নি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনির্মাণ করলেন, দেবতাগণের অগ্রগামী দূতস্বরূপ হ'লেন। এই অগ্নিস্বরূপ হোতা মন্ত্র পাঠ করুন, যজ্ঞের উপযোগী দেববাক্য উচ্চারিত হোক, 'স্বাহা' মন্ত্রে যে হোমের দ্রব্য প্রদত্ত হয়, তা দেবতাগণ ভক্ষণ করুন ॥১১॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ১১১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বৈরূপ অষ্টাদংষ্ট্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মনীষিণঃ প্র ভরধ্বং মনীষাং যথাযথা মতয়ঃ সন্তি নৃণাম্।
ইন্দ্রং সত্যৈরেরয়ামা কৃতেভিঃ স হি বীরো গির্বণস্যুর্বিদানঃ ॥ ১ ॥
ঋতস্য হি সদসো ধীতিরদ্যৌৎসং গার্ষ্টেয়ো বৃষভো গোভিরানট্।
উদতিষ্ঠত্তবিষেণা রবেণ মহান্তি চিৎসং বিব্যাচা রজাংসি ॥ ২ ॥
ইন্দ্রঃ কিল শ্রুত্যা অস্য বেদ স হি জিষ্ণুঃ পথিকৃৎ সূর্যায়।
আন্মেনাং কৃণ্বন্নচ্যুতো ভুবদ্গোঃ পতির্দিবঃ সনজা অপ্রতীতঃ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রো মহ্না মহতো অর্ণবস্য ব্রতামিনাদঙ্গিরোভির্গৃণানঃ।
পুরূণি চিন্নি ততানা রজাংসি দাধার যো ধরুণং সত্যতাতা ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রো দিবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা বিশ্বা বেদ সবনা হন্তি শুষ্ণম্।
মহীং চিদ্দ্যামাতনোৎ সূর্যেণ চাস্কম্ভ চিৎকম্ভনেন স্কভীয়ান্ ॥ ৫॥
বজ্রেণ হি বৃত্রহা বৃত্রমস্তরদেবস্য শূশুবানস্য মায়াঃ।
বি ধৃষ্ণো অত্র ধৃষতা জঘন্থাথাভবো মঘবন্বাহ্বোজাঃ ॥ ৬॥
সচন্ত যদুষসঃ সূর্যেণ চিত্রামস্য কেতবো রামবিন্দন্।
আ যন্নক্ষত্রং দদৃশে দিবো ন পুনর্যতো নকিরদ্ধা নু বেদ ॥ ৭॥
দূরং কিল প্রথমা জগ্মুরাসামিন্দ্রস্য যাঃ প্রসবে সস্রুরাপঃ।
ক্ব স্বিদগ্রং ক্ব বুধ্ন আসামাপো মধ্যং ক্ব বো নূনমন্তঃ ॥ ৮॥
সৃজঃ সিন্ধূঁরহিনা জগ্রসানাঁ আদিদেতাঃ প্র বিবিজ্রে জবেন।
মুমুক্ষমাণা উত যা মুমুচ্রেঽধেদেতা ন রমন্তে নিতিক্তাঃ ॥ ৯॥
সধ্রীচীঃ সিন্ধুমুশতীরিবায়ন্ সনাজ্জার আরিতঃ পূর্ভিদাসাম্।
অস্তমা তে পার্থিবা বসূন্যস্মে জগ্মুঃ সূনৃতা ইন্দ্র পূর্বীঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে বিপ্রগণ। মনুষ্যগণের যেমন বুদ্ধির উদয় হয়, সেইমতো স্তব পাঠ করো। সৎকর্ম অনুষ্ঠানপূর্বক ইন্দ্রকে আনয়ন করা যাক। কারণ সেই বীর ইন্দ্র স্তব জানতে পারলে স্তবকারীগণকে স্নেহ করেন ॥ ১ ॥

জলের আধার যিনি ধারণ করেন, সেই ইন্দ্র জাজ্বল্যমান হ'লেন। অল্পবয়স্ক গাভীর গর্ভজাত বৃষ যেমন গাভীগণের সাথে মিলিত হয়, সেই রকম ইন্দ্র সর্বব্যাপী হলেন। বিলক্ষণ কোলাহলের সাথে তিনি উদয় হ'লেন। বৃহৎ বৃহৎ জলরাশি তিনি সৃষ্টি করলেন ॥ ২ ॥

ইন্দ্রই কেবল এই স্তব শ্রবণ করতে জানেন; তিনি জয়শীল, তিনি সূর্যের পথ নির্মাণ ক'রে দিয়েছেন। অবিচলিত ইন্দ্র সেনাকে আবির্ভূত করলেন। তিনি গাভীর স্বত্বাধিকারী ও স্বর্গের প্রভু হ'লেন। তিনি চিরস্থায়ী, তাঁর বিপক্ষে কেউ গমন করতে পারে না ॥ ৩ ॥

অঙ্গিরার সন্তানবৃন্দ যখন স্তব করলেন, তখন ইন্দ্র আপন মহিমার দ্বারা প্রকাণ্ড সমুদ্রের অর্থাৎ মেঘের কার্যসকল নষ্ট করলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণ জল সৃষ্টি করলেন, তিনি সত্যস্বরূপ দ্যুলোকে বলধারণ করলেন ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র এক দিকে, আর পৃথিবী ও আকাশ এক দিকে, অর্থাৎ তিনি একাকী হয়ে সমবেত ঐ উভয়ের তুল্য। তিনি সকল সোমযাগের সংবাদ রাখেন, তাপ নষ্ট করেন। তিনি সূর্যের দ্বারা প্রকাণ্ড আকাশকে সজ্জিত করেছেন, তিনি ধারণ করতে পটু, তিনি স্তম্ভের দ্বারা আকাশকে উন্নত ক'রে রেখেছেন ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্রনিধনকারী, বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেছো, দেববিরোধী সেই বৃত্র যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছিল, তখন দুর্ধর্ষ তুমি বজ্রের দ্বারা তা'র সকল মায়া নষ্ট করলে। হে ধনশালী! তারপরে তুমি বাহবলে বলী হ'লে ॥ ৬ ॥

যখন উষাদেবীগণ সূর্যের সাথে মিলিত হ'লো, তখন সূর্যের রশ্মিগুলি নানা বর্ণের শোভা ধারণ করলো। পরে যখন আকাশের নক্ষত্র দৃষ্ট হলো, তখন কেউই আর গমনকারী সূর্যের কিছুই দর্শন করতে পারলো না ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রের আজ্ঞায় যে সকল জল চলিত হলো, সেই সর্ব প্রথম জলগুলি অতি দূরে গমন করেছিল, সেই জলগণের অগ্রভাগই বা কোথায়? মস্তকই বা কোথায়? হে জলগণ! তোমাদের মধ্যস্থান বা চরম সীমা কোথায়? ॥ ৮ ॥

হে ইন্দ্র! বৃত্র যখন জলগণকে গ্রাস করেছিল, তুমি তাদের মোচন ক'রে দিলে। তখনই জলগুলি সর্বত্র বেগে ধাবিত হলো। ইন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক যখন জল মোচন ক'রে দিলেন, তখন সেই পরিশুদ্ধ জল সকল আর স্থির থাকতে পারলো না ॥ ৯ ॥

জলগণ যেন কামাতুর হয়ে একত্র মিলনপূর্বক সমুদ্রে গমন করলো; শত্রুপুরধ্বংসকারী এবং শত্রুজর্জরকারী ইন্দ্র চিরকালই এই সকল জলের প্রভু হয়ে আছেন। হে ইন্দ্র! আমাদের পৃথিবীস্থিত নানা যজ্ঞসামগ্রী এবং চিরাভ্যস্ত নানা প্রীতিকর স্তব তোমার নিকটে গমন করুক ॥ ১০ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১১২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বৈরূপ নভঃপ্রভেদন। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্র পিব প্রতিকামং সুতস্য প্রাতঃ সাবস্তব হি পূর্বপীতিঃ।
হর্ষস্ব হন্তবে শূর শত্রূনুক্থেভিষ্টে বীর্যা প্র ব্রবাম ॥ ১ ॥
যস্তে রথো মনসো জবীয়ানেন্দ্র তেন সোমপেয়ায় যাহি।
তূয়মা তে হরয়ঃ প্র দ্রবন্তু যেভির্যাসি বৃষভির্মন্দমানঃ ॥ ২ ॥
হরিত্বতা বর্চসা সূর্যস্য শ্রেষ্ঠৈ রূপৈস্তন্বং স্পর্শয়স্ব।
অস্মাভিরিন্দ্র সখিভির্হুবানঃ সধ্রীচীনো মাদয়স্বা নিষদ্য ॥ ৩ ॥
যস্য ত্যত্তে মহিমানং মদেম্বিমে মহী রোদসী নাবিবিক্তাম্।
তদোক আ হরিভিরিন্দ্র যুক্তৈঃ প্রিয়েভির্যাহি প্রিয়মন্নমচ্ছ ॥ ৪ ॥
যস্য শশ্বৎপপিবাঁ ইন্দ্র শত্রূননানুকৃত্যা রণ্যা চকর্থ।
স তে পুরন্ধিং তবিষীমিয়র্তি স তে মদায় সুত ইন্দ্র সোমঃ ॥ ৫ ॥
ইদং তে পাত্রং সনবিত্তমিন্দ্র পিবা সোমমেনা শতক্রতো।
পূর্ণ আহাবো মদিরস্য মধ্বো যং বিশ্ব ইদভিহর্যন্তি দেবাঃ ॥ ৬ ॥
বি হি ত্বামিন্দ্র পুরুধা জনাসো হিতপ্রয়সো বৃষভ হ্বয়ন্তে।
অস্মাকং তে মধুমত্তমানীমা ভুবন্ত্সবনা তেষু হর্য ॥ ৭ ॥
প্র তে ইন্দ্র পূর্ব্যাণি প্র নূনং বীর্যা বোচং প্রথমা কৃতানি।
সতীনমন্যুরশ্রথায়ো অদ্রিং সুবেদনামকৃণোর্ব্রহ্মণে গাম্ ॥ ৮ ॥

নি ষু সীদ গণপতে গণেষু ত্বামাহুর্বিপ্রতমং কবীনাম্।
ন ঋতে ত্বৎক্রিয়তে কিং চনারে মহামর্কং মঘবঞ্চিত্রমর্চ ॥ ৯॥
অভিখ্যা নো মঘবন্নাধমানান্ত্‌সখে বোধি বসুপতে সখীনাম্।
রণং কৃধি রণকৃৎ সত্যশুষ্মাভক্তে চিদা ভজা রায়ে অস্মান্ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! সোম প্রস্তুত হয়েছে, যত ইচ্ছা পান করো। প্রাতঃকালে যে সোম প্রস্তুত হয়, তা সর্বাগ্রে তোমারই পান করবার যোগ্য। হে বীর! শত্রুনিধনের জন্য উৎসাহযুক্ত হও, শ্লোক উচ্চারণপূর্বক তোমার বীরত্ব বর্ণনা করছি ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! তোমার রথ মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, সেই রথযোগে সোমপানের জন্য আগমন করো। যে সকল পুরুষজাতী ঘোটকের সাহায্যে তুমি আনন্দ মনে গমন কর, তোমার সেই হরিনামক ঘোটকগুলি শীঘ্র ধাবিত হোক ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! হরিৎবর্ণ ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা এবং সূর্য অপেক্ষা উজ্জ্বলতর নানা শোভার দ্বারা তোমার শরীর বিভূষিত করো। আমরা বন্ধুভাবে তোমাকে আহ্বান করছি; আমাদের সঙ্গে উপবেশনপূর্বক আমোদ করো ॥ ৩ ॥

সোমপানে মত্ত হ'লে তোমার যে মহিমা হয়, এই দ্যাবাপৃথিবী তা' সংধারণ করতে পারে না। অতএব হে ইন্দ্র! তোমার প্রেমাস্পদ ঘোটকগুলি যোজনা ক'রে সুস্বাদু যজ্ঞসামগ্রীর অভিমুখে যজমানের গৃহে আগমন করো ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! নিত্য নিত্য যার সোমপান ক'রে তুমি অতুল বল প্রকাশপূর্বক শত্রুহিংসা করেছো, সেই যজমান তোমার উদ্দেশে বিস্তর স্তব প্রেরণ করছে। তোমার আমোদের জন্য সেই সোম প্রস্তুত করা হয়েছে ॥ ৫ ॥

হে শতযজ্ঞকারী ইন্দ্র! এই সোমপাত্র তুমি চিরকাল প্রাপ্ত হয়ে থাক, এ পান করো। তাবৎ দেবতা যা প্রাপ্তির অভিলাষ করেন, সেই মধুতুল্য এবং মত্ততাজনক সোমের এই নিপান পরিপূর্ণ করা হয়েছে ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! বিস্তর লোকে অন্নসংগ্রহপূর্বক তোমাকে নানা স্থানে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু আমাদের প্রস্তুত করা এই সোমগুলি তোমার সর্বাপেক্ষা মধুর হোক, এইগুলিতেই তোমার রুচি উৎপন্ন হোক ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! পূর্বকালে সকলের অগ্রে তুমি যে সকল বীরত্ব করেছিলে, তা আমি বর্ণনা করেছি। জলের জন্য তুমি মেঘ বিদীর্ণ করেছো, গাভীকে স্তোতার পক্ষে অনায়াসলভ্য ক'রে দিয়েছো ॥ ৮ ॥

হে বহুলোকের অধিপতি! স্তবকর্তাবৃন্দের মধ্যে উপবেশন করো; ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিগণের মধ্যে তোমাকেই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বলে। কি নিকটে, কি দূরে, তুমি ব্যতিরেকে কিছুই অনুষ্ঠান হয় না। হে ধনশালী! আমাদের ঋক্ সমূহকে বিস্তারিত ও বিচিত্র রকম ক'রে দাও ॥ ৯ ॥

হে ধনশালী! আমরা তোমার নিকট যাচক, আমাদের তেজস্বী করো। হে ধনের অধিপতি! হে বন্ধু! আমরা যে তোমার বন্ধু আছি, আমাদের সংবাদ লও। হে যুদ্ধকারী! তোমার ক্ষমতাই যথার্থ। যে স্থানে ধনলাভের কোন সম্ভাবনা নেই, সেই স্থানেও আমাদের ধনের ভাগী করো ॥ ১০ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১১৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বৈরূপ শতপ্রভেদন। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

তমস্য দ্যাবাপৃথিবী সচেতসা বিশ্বেভির্দেবৈরনু শুষ্মমাবতাম্।
যদৈৎকৃণ্বানো মহিমানমিন্দ্রিয়ং পীত্বী সোমস্য ক্রতুমাঁ অবর্ধত ॥ ১॥
তমস্য বিষ্ণুর্মহিমানমোজসাংশুং দধন্বান্মধুনো বি রপ্শতে।
দেবেভিরিন্দ্রো মঘবা সয়াবভির্বৃত্রং জঘন্বাঁ অভবদ্বরেণ্যঃ ॥ ২॥
বৃত্রেণ যদহিনা বিভ্রদায়ুধা সমস্থিথা যুধয়ে শংসমাবিদে।
বিশ্বে তে অত্র মরুতঃ সহ ত্মনাবর্ধন্নুগ্র মহিমানমিন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩॥
জজ্ঞান এব ব্যবাধত স্পৃধঃ প্রাপশ্যদ্বীরো অভি পৌংস্যং রণম্।
অবৃশ্চদদ্রিমব সস্যদঃ সৃজদস্তভ্নান্নাকং স্বপস্যয়া পৃথুম্ ॥ ৪॥
আদিন্দ্রঃ সত্রা তবিষীরপত্যত বরীয়ো দ্যাবাপৃথিবী অবাধত।
অবাভরদ্ধৃষিতো বজ্রমায়সং শেবং মিত্রায় বরুণায় দাশুষে ॥ ৫॥
ইন্দ্রস্যাত্র তবিষীভ্যো বিরপ্শিন ঋঘায়তো অরংহয়ন্ত মন্যবে।
বৃত্রং যদুগ্রো ব্যবৃশ্চদোজসাপো বিভ্রতং তমসা পরীবৃতম্ ॥ ৬॥
যা বীর্যাণি প্রথমানি কর্ত্বা মহিত্বেভির্যতমানৌ সমীয়তুঃ।
ধ্বান্তং তমোঽব দধ্বসে হত ইন্দ্রো মহ্না পূর্বহূতাবপত্যত ॥ ৭॥
বিশ্বে দেবাসো অধ বৃষ্ণ্যানি তেঽবর্ধয়ন্ত্ সোমবত্যা বচস্যয়া।
রদ্ধং বৃত্রমহিমিন্দ্রস্য হন্মনাগ্নির্ন জম্ভৈস্তৃষ্বন্নমাব যৎ ॥ ৮॥
ভূরি দক্ষেভির্বচনেভির্ঋক্বভিঃ সখ্যেভিঃ সখ্যানি প্র বোচত।
ইন্দ্রো ধুনিং চ চুমুরিং চ দম্ভয়ঞ্ছ্রদ্ধামনস্যা শৃণুতে দভীতয়ে ॥ ৯॥
ত্বং পুরূণ্যা ভরা স্বশ্ব্যা যেভির্মংসৈনিবচনানি শংসন্।
সুগেভির্বিশ্বা দুরিতা তরেম বিদো ষু ণ উর্বিয়া গাধমদ্য ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — অন্যান্য দেবতাগণের সাথে দ্যাবাপৃথিবী মনোযোগী হয়ে ইন্দ্রের বল রক্ষা করুন। যখন তিনি বীরত্ব করতে করতে নিজের উপযুক্ত মহিমা প্রাপ্ত হ'লেন, তখন সোমপানপূর্বক নানা কার্য সম্পাদন ক'রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লেন ॥ ১॥

বিষ্ণু মধুযুক্ত লতাখণ্ড অর্থাৎ সোমলতাখণ্ড প্রেরণপূর্বক ইন্দ্রের সেই মহিমা উৎসাহের সাথে ঘোষণা করেন। ধনশালী ইন্দ্র সহযাযী দেবতাগণের সাথে একত্র হয়ে বৃত্রকে নিধনপূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ হ'লেন ॥ ২॥

হে উগ্রতেজা ইন্দ্র। যখন তুমি স্তবের বাসনাতে অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক দুর্ধর্ষ বৃত্রের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য অগ্রসর হ'লে, তখন সমস্ত মরুৎগণ তোমার মহিমা বর্ধিত ক'রে দিলেন, নিজেও

তাঁরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লেন ॥৩॥

ইন্দ্র জন্মমাত্র শত্রু দমন করেছিলেন; তিনি যুদ্ধের অভিসন্ধি ক'রে আপন পুরুষকার বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি বৃত্রকে ছেদন করলেন, জলসমূহ মোচন ক'রে দিলেন, উত্তম উদ্যোগ ক'রে বিস্তীর্ণ স্বর্গলোককে স্তম্ভযুক্ত করলেন অর্থাৎ উন্নতভাবে সংস্থাপিত রাখলেন ॥৪॥

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শত্রুসেনার দিকে ইন্দ্র একেবারেই ধাবিত হ'লেন; বিশিষ্ট মহিমার দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত করলেন। যে বজ্র দানশীল বরুণ ও মিত্রদেবের সুখের উৎপাদক হয়, তিনি সেই লৌহময় বজ্র দুর্দ্ধর্ষভাবে ধারণ করলেন ॥৫॥

ইন্দ্র নানা শব্দ করছিলেন, শত্রুগণকে নিধন করছিলেন, তাঁর বলবিক্রম ঘোষণা করবার জন্য জলসকল নির্গত হলো। বৃত্র অন্ধকারে পরিবেষ্টিত হয়ে জল ধারণ ক'রে রেখেছিল, তীক্ষ্ণতেজা ইন্দ্র বলপূর্বক সেই বৃত্রকে ছেদন করলেন ॥৬॥

ইন্দ্র ও বৃত্র পরস্পর স্পর্ধাপূর্বক প্রথমে নানা বীরত্ব করতে লাগলেন এবং মহারোষে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বৃত্র নিধন হ'লে গাঢ় অন্ধকার নষ্ট হ'লো। ইন্দ্রে মহিমা এইরকম যে, বীরবর্গের নামোল্লেখ কালে সর্বাগ্রে এর নাম হয় ॥৭॥

হে ইন্দ্র! সোমরস ও স্তবের দ্বারা তাবৎ দেবতা তোমার বলবিক্রমের সংবর্ধনা করলেন। ইন্দ্র দুর্দ্ধর্ষ বৃত্রকে বধ করলেন, তা'তে শীঘ্রই লোকের অন্ন লাভ হলো। যেমন অগ্নি শিখার দ্বারা দাহ্যবস্তু ভক্ষণ করেন, সেইরকম লোকে দন্তের দ্বারা অন্ন চর্বণ করতে লাগলো ॥৮॥

হে স্তবকর্তাগণ! ইন্দ্র যে সকল বন্ধুত্বের কার্য করেছেন, তা উত্তম উত্তম নানা বাক্য এবং বন্ধুজনোচিত নানা ছন্দের দ্বারা বর্ণনা করো, ইন্দ্র ধুনি ও চুমুরিকে বধ করেছেন, এবং আস্থাযুক্ত চিত্তে দভীতি রাজার প্রার্থনাতে কর্ণপাত করেছেন ॥৯॥

আমি উচ্চারণকালে যা অভিলাষ করেছিলাম, হে ইন্দ্র! সেই সমস্ত প্রভূত পরিমাণ সম্পত্তি এবং উত্তম উত্তম ঘোটক বিতরণ করো। তাবৎ পাপ যেন অতিক্রম ক'রি এবং কল্যাণ লাভ ক'রি। আমরা যে স্তব রচনা করছি, যত্নপূর্বক তা'তে মনোযোগ প্রদান করো ॥১০॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১১৪ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : সধ্রি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

ঘর্মা সমন্তা ত্রিবৃতং ব্যাপতুস্তয়োর্জুষ্টিং মাতরিশ্বা জগাম।
দিবস্পয়ো দিধিষাণা অবেষন্বিদুর্দেবাঃ সহসামানমর্কম্ ॥ ১॥
তিস্রো দেষ্ট্রায় নির্ঋতীরুপাসতে দীর্ঘশ্রুতো বি হি জানন্তি বহ্নয়ঃ।
তাসাং নি চিক্যুঃ কবয়ো নিদানং পরেষু যা গুহ্যেষু ব্রতেষু ॥ ২॥
চতুষ্কপর্দা যুবতিঃ সুপেশা ঘৃতপ্রতীকা বয়ুনানি বস্তে।
তস্যাং সুপর্ণা বৃষণা নি ষেদতুর্যত্র দেবা দধিরে ভাগধেয়ম্ ॥ ৩॥

একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমা বিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বি চষ্টে।
তং পাকেন মনসাপশ্যমন্তিতস্তং মাতা রেলিহ স উ রেলিহ মাতরম্ ॥ ৪॥
সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।
ছন্দাংসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রহান্‌ৎসোমস্য মিমতে দ্বাদশ ॥ ৫॥
ষট্‌ত্রিংশাংশ্চ চতুরঃ কল্পয়ন্তশ্ছন্দাংসি চ দধত আদ্বাদশম্।
যজ্ঞং বিমায় কবয়ো মনীষ ঋক্‌সামাভ্যাং প্র রথং বর্তয়ন্তি ॥ ৬॥
চতুর্দশান্যে মহিমানো অস্য তং ধীরা বাচা প্র ণয়ন্তি সপ্ত।
আপ্নানং তীর্থ ক ইহ প্র বোচদ্যেন পথা প্রপিবন্তে সুতস্য ॥ ৭॥
সহস্রধা পঞ্চদশান্যুক্‌থা যাবদ্দ্যাবাপৃথিবী তাবদিত্তৎ।
সহস্রধা মহিমানঃ সহস্রং যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্ ॥ ৮॥
কশ্ছন্দসাং যোগমা বেদ ধীরঃ কো ধিষ্ণ্যাং প্রতি বাচং পপাদ।
কমৃত্বিজামষ্টমং শূরমাহুর্হরী ইন্দ্রস্য নি চিকায় কঃ স্বিৎ ॥ ৯॥
ভূম্যা অন্তং পর্যেকে চরন্তি রথস্য ধূর্ষু যুক্তাসো অস্থুঃ।
শ্রমস্য দায়ং বি ভজন্ত্যেভ্যো যদা যমো ভবতি হর্ম্যে হিতঃ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — সূর্য আর অগ্নি, এই যে দুই প্রতপ্ত দেবতা আছেন, তাঁরা চতুর্দিকে গমনপূর্বক ত্রিভুবনব্যাপী হ'লেন। মাতরিশ্বা তাঁদের প্রীতি লাভ করলেন। যখন দেবতাগণ সাম ও সূর্যকে প্রাপ্ত হ'লেন, তখন তাঁরা ত্রিভুবন রক্ষার জন্য আকাশের জল সৃষ্টি করলেন ॥ ১ ॥

যজ্ঞ প্রদানের জন্য যজ্ঞকর্তাগণ তিন নির্ঋতির উপাসনা করে; পরে যশস্বী অগ্নিগণ দেবতাগণের সাথে পরিচিত হন। বিদ্বানবর্গ তাঁদের নিদান অবগত আছেন, তাঁরা পরম গুহ্যব্রতে অবস্থান করেন ॥ ২ ॥

এক যুবতী নারী আছেন, তাঁর মস্তকে চারি বেণী, তাঁর মূর্তি সুন্দর ও স্নিগ্ধ, তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন। দুই পক্ষী তাঁর উপর উপবেশন করে, সেখানে দেবতাগণ ভাগ প্রাপ্ত হন ॥ ৩ ॥

এক পক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ করলো, সে এই সমস্ত বিশ্বভুবন অবলোকন করে। পরিণত বুদ্ধির দ্বারা তা'কে আমি দর্শন করেছি, সে নিকটবর্তিনী মাতাকে লেহন করে, মাতাও তাকে লেহন করে ॥ ৪ ॥

পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাঁকে কল্পনাপূর্বক অনেক রকম বর্ণনা করেন। তাঁরা যজ্ঞের সময় নানা ছন্দ উচ্চারণ করেন, এবং দ্বাদশসংখ্যক সোমপাত্র সংস্থাপন করেন ॥ ৫ ॥

পণ্ডিতগণ চত্বারিংশৎ রকম ছন্দ উচ্চারণ করেন; এবং দ্বাদশ সোমপাত্র সংস্থাপন করেন; এই ভাবে তাঁরা বুদ্ধিপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান ক'রে ঋক্ ও সামের দ্বারা রথ চালিত ক'রে থাকেন। অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন করেন ॥ ৬ ॥

এই যজ্ঞের আরও চতুর্দশ মহিমা আছে; সাত জন বিদ্বান্ বাক্যের দ্বারা সেই যজ্ঞ সম্পাদন করেন। যজ্ঞের পথে উপস্থিত হয়ে দেবতাগণ সোম পান করেন; সেই বিশ্বব্যাপী পথের বিষয় কে বর্ণনা করতে পারে? ॥ ৭ ॥

পঞ্চদশ সহস্র উক্‌থ আছে; দ্যাবাপৃথিবী যত বৃহৎ, উক্‌থও তত বৃহৎ। স্তোত্রের মহিমা সহস্র রকম; স্তোত্র যেমন অসীম, বাক্যও সেইরকম অসীম ॥ ৮ ॥

কোন্ পণ্ডিত এমন আছেন, যিনি সমস্ত ছন্দের বিষয় অবগত আছেন? কেই বা মূলীভূত বাক্যকে বুঝেছেন? কে এমন প্রধান পুরুষ আছেন, যিনি সমস্ত পুরোহিতের উপর অষ্টম হ'তে পারেন? কেই বা ইন্দ্রের দুই হরিৎবর্ণ ঘোটককে নিশ্চিত বুঝেছে অথবা দর্শন করেছে? ॥ ৯ ॥

কোন কোন ঘোটক পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত বিচরণ করে; কেউ বা রথের ধুরাতে যোজিত হয়েই থাকে। যখন সারথি রথের উপরে সংস্থাপিত হন, তখন পরিশ্রম দূর করবার জন্য ঐ সকল ঘোটকগণকে উপযুক্ত আহার প্রদান করা হয় ॥ ১০ ॥

টীকা — ৩ ঋকের বক্তব্য—যজ্ঞ বেদিই সেই যুবতী নারী, চার কোণে ধৃত ঘৃত থাকাতে স্নিগ্ধ যজ্ঞসামগ্রী ভাল ভাল বস্ত্র, দুই পক্ষী অর্থে যজমান ও পুরোহিত। সায়ণ ॥ ৪ ঋকের পক্ষী অর্থে প্রাণ বায়ু, সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আর মাতা অর্থে বাক্য। প্রাণ না থাকলে বাক্য থাকে না। সায়ণ ॥ ৫ ঋকের বক্তব্য—পরমাত্মা এক, তাঁকে নানারকম কল্পনা করা হয়। সায়ণ ॥ ৮ ঋক্ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য—"As early as about 600 B.C. we find that in the theological schools of India every verse, every word, every syllable, of the (rig) Veda had been counted. The number of verses as computed in treatises of that date varies from 10,402 to 10,622; that of the words is 153,826; that of the syllables, 432,000"--Max Muller's Selected Eassays, vol II (1881), p. 119 ॥—বলা বাহুল্য যে বর্তমান সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

◆ ◆

— ১১৫ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বার্ষিহব্য উপস্তুত। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্, শক্করী]

চিত্র ইচ্ছিশোস্তরুণস্য বক্ষথো ন যো মাতরাবপ্যেতি ধাতবে।
অনূধা যদি জীজনদধা চ নু ববক্ষ সদ্যো মহি দূত্যং চরন্ ॥ ১ ॥
অগ্নির্হ নাম ধায়ি দন্নপস্তমঃ সং যো বনা যুবতে ভস্মনা দতা।
অভিপ্রমুরা জুহ্বা স্বধ্বর ইনো ন প্রোথমানো যবসে বৃষা ॥ ২ ॥
তং বো বিং ন দ্রুষদং দেবমন্ধস ইন্দুং প্রোথন্তং প্রবপন্তমর্ণবম্।
আসা বহ্নিং ন শোচিষা বিরপ্শিনং মহিব্রতং ন সরজন্তমধ্বনঃ ॥ ৩ ॥
বি যস্য তে জ্রয়সানস্যাজর ধক্ষোর্ন বাতাঃ পরি সন্ত্যচ্যুতাঃ।
আ রণ্বাসো যুযুধয়ো ন সত্বনং ত্রিতং নশন্ত প্র শিষন্ত ইষ্টয়ে ॥ ৪ ॥
স ইদগ্নিঃ কণ্বতমঃ কণ্বসখার্যঃ পরস্যান্তরস্য তরুষঃ।
অগ্নিঃ পাতু গৃণতো অগ্নিঃ সূরীনগ্নির্দদাতু তেষামবো নঃ ॥ ৫ ॥
বাজিন্তমায় সহ্যসে সুপিত্র্য তৃষু চ্যবানো অনু জাতবেদসে।
অনুদ্রে চিদ্যো ধৃষতা বরং সতে মহিন্তমায় ধন্বনেদবিষ্যতে ॥ ৬ ॥
এবাগ্নির্মর্তৈঃ সহ সূরিভির্বসুঃ ষ্টবে সহসঃ সূনরো নৃভিঃ।
মিত্রাসো ন যে সুধিতা ঋতায়বো দ্যাবো ন দ্যুম্নৈরভি সন্তি মানুষান্ ॥ ৭ ॥

ঊর্জো নপাৎ সহসাবন্নিতি ত্বোপস্তুতস্য বন্দতে বৃষা বাক্।
ত্বাং স্তোষাম ত্বয়া সুবীরা দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ৮॥
ইতি ত্বাগ্নে বৃষ্টিহব্যস্য পুত্রা উপস্তুতাস ঋষয়োঽবোচন্।
তাংশ্চ পাহি গৃণতশ্চ সূরীন্বষড়্বষলিত্যূর্ধ্বাসো অনক্ষন্নমো নম ইত্যূর্ধ্বাসো অনক্ষন্॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — এই নবীন বালকের (অর্থাৎ অগ্নির) কি আশ্চর্য প্রভাব, এই বালক দুগ্ধ পানের জন্য মাতাপিতার নিকটে গমন করে না। এর পান করবার জন্য স্তনদুগ্ধ নেই, অথচ এই বালক জন্মেছে। তৎক্ষণাৎ এই বালক গুরুতর দৌত্যকার্যের ভার গ্রহণপূর্বক তা নির্বাহ করলো ॥ ১ ॥

যিনি নানা কর্মকারী ও দাতা, সেই অগ্নিকে আধান করা হ'লে, ইনি জ্যোতির্ময় দন্তের দ্বারা বনগণকে ভক্ষণ করেন। জুহূ নামক উচ্চ পাত্রে এঁকে যজ্ঞ ভাগ প্রদান করা হয়েছে। হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ বৃষ যেমন ঘাস ভক্ষণ করে, ইনি সেইরকম যজ্ঞভাগ ভক্ষণ করছেন ॥ ২ ॥

সেই অগ্নি পক্ষীর মতো বৃক্ষ আশ্রয় করেন। তিনি দীপ্তিশীল, অন্নদাতা, শব্দসহকারে বন দাহ করেন, জল ধারণ করেন, মুখে ক'রে হব্য বহন করেন, আলোকের দ্বারা বৃহৎ হয়ে আছেন, তাঁর কার্য মহৎ, আপন গমন পথকে তিনি রক্তবর্ণ ক'রে গমন করেন। সেই অগ্নিকে তোমরা সকলে স্তব করো ॥৩॥

হে জরারহিত অগ্নি! যখন তুমি দাহ করতে থাক, তখন বায়ুগণ আগত হয়ে তোমার চতুর্দিকে অবস্থিত হয়; সেইরকম অবিচলিত পুরোহিতগণ যজ্ঞোপলক্ষে স্তব করতে করতে তোমাকে বেষ্টন ক'রে দণ্ডায়মান হয়; তখন তুমি তিন মূর্তি ধারণ কর, বল প্রকাশ কর, ইতস্তত গমন কর, পুরোহিতগণ যোদ্ধাবর্গের মতো কোলাহল করতে থাকে ॥ ৪ ॥

সেই অগ্নিই সর্বাপেক্ষা শব্দ করেন। যারা সশব্দে স্তব করে, তিনি তাদের বন্ধু। তিনি প্রভু, শত্রুকে নিকটে প্রাপ্ত হ'লে বিনাশ করেন। অগ্নি স্তবকারীগণকে রক্ষা করুন, বিদ্বানগণকে রক্ষা করুন। তাঁদের এবং আমাদের আশ্রয় প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

হে উৎকৃষ্ট পিতার সন্তান। অগ্নির তুল্য কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলবান্, বিপদের সময় ধনুর্ধারণপূর্বক রক্ষা করেন। সেই জাতবেদা অগ্নিকে উৎসাহপূর্বক উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্রী প্রদান করো এবং শীঘ্র স্তব করবার জন্য উদ্যোগী হও ॥ ৬॥

বিদ্বান্ কার্যাধ্যক্ষ মনুষ্যগণ অগ্নিকে এমন স্তব করেন যে, অগ্নি বসু ও বলের পুত্রস্বরূপ। যাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, বন্ধুর মতো তাঁরা অগ্নির কৃপায় তৃপ্তিলাভ করেন। তাঁরা জ্যোতির্ময় গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদির মতো আপন তেজে মনুষ্যগণকে পরাভব করেন ॥ ৭ ॥

হে বলের পুত্র! হে বলবান্ অগ্নি! আমি উপস্তুত, সিদ্ধিদাতা আমার স্তববাক্য তোমাকে এইরকম স্তব করছে। তোমাকে স্তব করি, তোমার কৃপায় অতি দীর্ঘায়ু হই এবং সন্তান সন্ততিসম্পন্ন হই ॥ ৮ ॥

বৃষ্টিহব্য নামক ঋষির পুত্র উপস্তুতগণ তোমাকে এই কথা বললেন। তাঁদের এবং স্তবকারী বিদ্বানগণকে রক্ষা করো। তাঁরা বষট্ এই বাক্যে এবং নমো নমঃ এই বাক্যে স্তব ক'রে উঠলেন ॥ ৯ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭২ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ, যথা,—"যে জ্ঞানাগ্নি, সাধকদের রক্ষার জন্য, অজ্ঞানকারণমূলক সন্তাপ

পাপপুণ্যের অনুগমন করেন না; নিষ্কাম সাধক যে জ্ঞানকে আপন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন; সেই নবজাত তরুণ জ্ঞানের হবনীয় প্রাপণ (দেবভাবগুলিকে হৃদয়-নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান) বিচিত্র ব্যাপার; সাধকের হৃদয়স্থিত সেই জ্ঞানাগ্নি, মহৎ দূতকর্ম আচরণ ক'রে, সাধকের হৃদয়ে শীঘ্রই দেবতাগ সমূহকে আনয়ন করেন।" [সাধকের রক্ষাকারী যে জ্ঞানাগ্নি, সেই জ্ঞানাগ্নি সাধককে তাঁর জন্মের হেতুভূত সকল পাপপুণ্যের অনুগমন করতে দেয় না। নিষ্কাম সাধক যে জ্ঞানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই জ্ঞানের দেবতার উদ্দেশ্যে শুদ্ধসত্ত্বভাব অর্পণ খুবই বিস্ময়কর। সেই জ্ঞানই দূতস্বরূপ হয়ে সাধকের হৃদয়ে সত্বর দেবভাবগুলিকে এনে দেন। সাধক তারই প্রভাবে অমরত্ব লাভে সমর্থ হন]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১১৬ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : অগ্নিযুত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

পিবা সোমং মহত ইন্দ্রিয়ায় পিবা বৃত্রায় হন্তবে শবিষ্ঠ।
পিব রায়ে শবসে হূয়মানঃ পিব মধ্বস্তৃপদিন্দ্রা বৃষস্ব ॥ ১॥
অস্য পিব ক্ষুমতঃ প্রস্থিতস্যেন্দ্র সোমস্য বরমা সুতস্য।
স্বস্তিদা মনসা মাদয়স্বার্বাচীনো রেবতে সৌভগায় ॥ ২॥
মমত্তু ত্বা দিব্যঃ সোম ইন্দ্র মমত্তু যঃ সূয়তে পার্থিবেষু।
মমত্তু যেন বরিবশ্চকর্থ মমত্তু যেন নিরিণাসি শত্রূন্ ॥ ৩॥
আ দ্বিবর্হা অমিনো যাত্বিন্দ্রো বৃষা হরিভ্যাং পরিষিক্তমন্ধঃ।
গব্যা সুতস্য প্রভৃতস্য মধ্বঃ সত্রা খেদামরুশহা বৃষস্ব ॥ ৪॥
নি তিগ্মানি ভ্রাশয়ন্ ভ্রাশ্যান্যব স্থিরা তনুহি যাতুজূনাম্।
উগ্রায় তে সহো বলং দদামি প্রতীত্যা শত্রূন্বিগদেষু বৃশ্চ ॥ ৫॥
ব্যর্য ইন্দ্র তনুহি শ্রবাংস্যোজঃ স্থিরেব ধন্বনোঽভিমাতীঃ।
অস্মদ্র্যগ্বাবৃধানঃ সহোভিরনিভৃষ্টস্তন্বং বাবৃধস্ব ॥ ৬॥
ইদং হবির্মঘবন্তুভ্যং রাতং প্রতি সম্রালহৃণানো গৃভায়।
তুভ্যং সুতো মঘবন্তুভ্যং পক্বোঽদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য ॥ ৭॥
অদ্ধীদিন্দ্র প্রস্থিতেমা হবীংষি চনো দধিষ্ব পচতোত সোমম্।
প্রয়স্বন্তঃ প্রতি হর্যামসি ত্বা সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ ॥ ৮॥
প্রেন্দ্রাগ্নিভ্যাং সুবচস্যামিয়র্মি সিন্ধাবিব প্রেরয়ং নাবমর্কৈঃ।
অয়া ইব পরি চরন্তি দেবা যে অস্মভ্যং ধনদা উদ্ভিদশ্চ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে বলবানগণের অগ্রগণ্য ইন্দ্র! প্রভূত বললাভের জন্য সোম পান করো, বৃত্রকে বধ করবার জন্য সোম পান করো। ধন ও অন্নের জন্য তোমাকে আহ্বান করা হচ্ছে, পান করো; তৃপ্তি লাভ ক'রে বৃষ্টি বর্ষণ করো ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! এই সোম প্রস্তুত করা হয়েছে, এর সঙ্গে আহারীয় দ্রব্য আছে, সোম ক্ষরিত হচ্ছে, এর সারভাগ পান করো। কল্যাণদান করো, মনে মনে আনন্দলাভ করো, ধন ও সৌভাগ্যদানের জন্য উন্মুখ হও ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! স্বর্গের সোম তোমাকে মত্ত করুক; পৃথিবীস্থ মানবগণের মধ্যে যা প্রস্তুত হয়, তা-ও মত্ত করুক। যার দ্বারা ধনদান করো, সেই সোম মত্ত করুক। যার দ্বারা শত্রুনাশ করো, তা মত্ত করুক ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানের প্রভু; তিনি সর্বত্রগামী, তিনি বৃষ্টিবর্ষণকারী। আমরা সোমস্বরূপ আহারীয় দ্রব্য চতুর্দিকে সেচন করেছি, দুই ঘোটকের দ্বারা তিনি তার নিকটে গমন করুন। হে শত্রুনিধনকারী! মধুতুল্য সোম গোচারণের উপর আবর্জিত (ঢালা) হয়েছে, পরিপূর্ণ রাখা হয়েছে। বৃষের মতো বলপ্রকাশপূর্বক যজ্ঞের শত্রুগণকে বিনাশ করো ॥ ৪ ॥

সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসকল প্রদর্শনপূর্বক রাক্ষসগণকে ভূমিশায়ী করো, তুমি ভীমমূর্তি, তোমাকে বলকর ও উৎসাহকর এই সোম প্রদান করছি। শত্রুবর্গের অভিমুখীন হয়ে কোলাহলময় যুদ্ধের মধ্যে তাদের ছেদন করো ॥ ৫ ॥

হে প্রভু ইন্দ্র! অন্ন বিস্তার করো, শত্রুগণের প্রতি নিজের অবিচলিত প্রভাব ও ধনু বিস্তার করো, আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে বৃদ্ধি লাভ করো। শত্রুগণের নিকট পরাভব প্রাপ্ত না হয়ে আপন বলের দ্বারা শরীরকে বৃদ্ধিযুক্ত করো ॥ ৬ ॥

হে ধনশালী! এই যজ্ঞসামগ্রী তোমাকে উপঢৌকন দিলাম। হে সম্রাট! কুপিত না হয়ে গ্রহণ করো। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার জন্য সোম প্রস্তুত হয়েছে, তোমার জন্য আহার পাক করা হয়েছে, এই সমস্ত দ্রব্য তোমার নিকট গমন করছে, পান ভোজন করো ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র! এই সমস্ত যজ্ঞসামগ্রী তোমার নিকট গমন করছে; আহারের যে দ্রব্য পাক করা হয়েছে, তা এবং সোম, উভয়ই ভোজন করো। অন্ন নিয়ে তোমাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করছি। যজমানের মনের বাসনাগুলি সফল হোক ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র ও অগ্নির প্রতি সুরচিত স্তব প্রেরণ করছি। স্তবমন্ত্রের দ্বারা আমি যেন সমুদ্রে নৌকা ভাসালাম। দেবতাগণ পুরোহিতবর্গের মতো পরিচর্যা করছেন; তাঁরা আমাদের শত্রু উন্মূলনপূর্বক আমাদের ধন দান করছেন ॥ ৯ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১১৭ সূক্ত —

[দেবতা : ধনান্নদান। ঋষি : ভিক্ষু। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ন বা উ দেবাঃ ক্ষুধমিদ্বধং দদুরুতাশিতমুপ গচ্ছন্তি মৃত্যবঃ।
উতো রয়িঃ পৃণতো নোপ দস্যত্যুতাপৃণন্মর্ডিতারং ন বিন্দতে ॥ ১ ॥

য আধ্রায় চকমানায় পিত্বোঽন্নবান্ত্সন্রফিতায়োপজগ্মুষে।
স্থিরং মনঃ কৃণুতে সেবতে পুরোতো চিৎস মর্ডিতারং ন বিন্দতে ॥ ২॥
স ইদ্ভোজো যো গৃহবে দদাত্যন্নকামায় চরতে কৃশায়।
অরমস্মৈ ভবতি যামহূতা উতাপরীষু কৃণুতে সখায়ম্ ॥ ৩॥
ন স সখা যো ন দদাতি সখ্যে সচাভুবে সচমানায় পিত্বঃ।
অপাস্মাৎপ্রেয়ান্ন তদোকো অস্তি পৃণন্তমন্যমরণং চিদিচ্ছেৎ ॥ ৪॥
পৃণীয়াদিন্নাধমানায় তব্যান্দ্রাঘীয়াংসমনু পশ্যেত পন্থাম্।
আ হি বর্তন্তে রথ্যেব চক্রান্যমন্যমুপ তিষ্ঠন্ত রায়ঃ ॥ ৫॥
মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য।
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী ॥ ৬॥
কৃষন্নিৎফাল আশিতং কৃণোতি যন্নধ্বানমপ বৃংক্তে চরিত্রৈঃ।
বদন্ ব্রহ্মাবদতো বনীয়ান্ পৃণন্নাপিরপৃণন্তমভি ষ্যাৎ ॥ ৭॥
একপাদ্ভূয়ো দ্বিপদো বি চক্রমে দ্বিপাত্রিপাদমভ্যেতি পশ্চাৎ।
চতুষ্পাদেতি দ্বিপদামভিস্বরে সংপশ্যন্পংক্তীরুপতিষ্ঠমানঃ ॥ ৮॥
সমৌ চিদ্ধস্তৌ ন সমং বিবিষ্টঃ সম্মাতরা চিন্ন সমং দুহাতে।
যময়োশ্চিন্ন সমা বীর্যাণি জ্ঞাতী চিৎসন্তৌ ন সমং পৃণীতঃ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — দেবতাগণ যে ক্ষুধার সৃষ্টি করেছেন, সেই ক্ষুধা প্রাণনাশিনী। আহার করলেও মৃত্যুর নিকট অব্যাহতি নেই। কিন্তু দাতার ধন হ্রাস হয় না। অদাতাকে কেউই সুখী করে না ॥ ১ ॥

যখন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যাচ্ঞা রব করতে করতে উপস্থিত হয় এবং অন্ন ভিক্ষা করে, তখন যে অন্নবান্ হয়েও হৃদয় কঠিন ক'রে রাখে এবং অগ্রে নিজে ভোজন করে, তাকে কেউ কখনও সুখী করে না ॥ ২ ॥

কোন কৃশ ব্যক্তি অন্নলোভে আগত হয়ে ভিক্ষা করলে, যিনি অন্ন দান করেন তিনি ভোজ অর্থাৎ দাতা। তাঁর সম্পূর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়, শত্রুবর্গের মধ্যেও তিনি মিত্র লাভ করেন ॥৩॥

এক সঙ্গের সঙ্গী যদি নিকটে আগত হন, তবে যে ব্যক্তি বন্ধু হয়ে তাঁকে অন্ন দান না করে, সে বন্ধুই নয়। তাঁর নিকট হ'তে চলে যাওয়াই উচিত। তা'র গৃহ গৃহই নয়। তখন উচিত, অন্য কোন ধনাঢ্য দাতাব্যক্তির গৃহে গমন করা ॥ ৪ ॥

যাচককে অবশ্যই ধন দান করবে। সেই দাতাব্যক্তি অতি দীর্ঘ পথ প্রাপ্ত হয়। রথের চক্র যেমন ঊর্ধাধোভাবে ঘূর্ণিত হয়, সেইরকম ধন কখনও এক ব্যক্তির নিকট, কখনও অপর ব্যক্তির নিকট গমন করে, অর্থাৎ এক স্থানে চিরকাল থাকে না ॥ ৫ ॥

যার মন উদার নয়, তা'র মিথ্যা ভোজন করা। বলতে কি, তার ভোজন তা'র মৃত্যুর স্বরূপ। সে দেবতাকেও প্রদান করে না, বন্ধুকেও প্রদান করে না। যে কেবল নিজে ভোজন করে, তা'র কেবল পাপই ভোজন করা হয় ॥ ৬ ॥

লাঙ্গল কৃষিকার্য ক'রে অন্ন প্রস্তুত করে, সে আপন পথে গমন ক'রে আপন ক্রিয়ার দ্বারা শস্য

উৎপাদন করে। পুরোহিত যদি বিদ্বান্ হয়, তবে সে মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইরকম দাতাব্যক্তি অদাতার উপরিবর্তী ॥ ৭ ॥

যার এক অংশমাত্র সম্পত্তি থাকে, সে দুই অংশ সম্পত্তির অধিকারীকে উপাসনা করে; যার দুই অংশ আছে, সে তিন অংশ বিশিষ্টের পশ্চাৎবর্তী হয়। চতুরংশবান্ আবার তাদের উপরে স্থান গ্রহণ করেন। এইভাবে অগ্র পশ্চাদ্‌ভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে। অল্প ধনী অধিক ধনীর উপাসনা করে ॥ ৮ ॥

আমাদের দুই হস্ত পরস্পর সমানাকৃতি বটে, কিন্তু ধারণ ক্ষমতা সমান নয়। দুটি গাভী একমাতার উদরে জন্মগ্রহণ করলেও সমান দুগ্ধ প্রদান করে না। দুই ব্যক্তি যমজ ভ্রাতা হ'লেও তাদের পরাক্রম সমান হয় না। দুই জনে এক বংশের সন্তান হয়েও সমান দাতা হয় না ॥ ৯ ॥

টীকা — এই সূক্তটি দান সম্বন্ধে। এর কতগুলি ঋক্ বড়ই হৃদয়গ্রাহী।—আমাদের বিশ্লেষণ পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১১৮ সূক্ত —

[দেবতা : রক্ষোহা অগ্নি। ঋষি : উরুক্ষয়। ছন্দ : গায়ত্রী]

অগ্নে হংসি ন্যত্রিণং দীদ্যন্মর্ত্যেষ্বা। স্বে ক্ষয়ে শুচিব্রত ॥ ১ ॥
উত্তিষ্ঠসি স্বাহুতো ঘৃতানি প্রতি মোদসে। যত্ত্বা স্রুচঃ সমস্থিরন্ ॥ ২ ॥
স আহুতো বি রোচতেঽগ্নিরীলেন্যো গিরা। স্রুচা প্রতীকমজ্যতে ॥ ৩ ॥
ঘৃতেনাগ্নিঃ সমজ্যতে মধুপ্রতীক আহুতঃ। রোচমানো বিভাবসুঃ ॥ ৪ ॥
জরমাণঃ সমিধ্যসে দেবেভ্যো হব্যবাহন। তং ত্বা হবন্ত মর্ত্যাঃ ॥ ৫ ॥
তং মর্তা অমর্ত্যং ঘৃতেনাগ্নিং সপর্যত। অদাভ্যং গৃহপতিম্ ॥ ৬ ॥
অদাভ্যেন শোচিষাগ্নে রক্ষস্ত্বং দহ। গোপা ঋতস্য দীদিহি ॥ ৭ ॥
স ত্বমগ্নে প্রতীকেন প্রত্যোষ যাতুধান্যঃ। উরুক্ষয়েষু দীদ্যৎ ॥ ৮ ॥
তং ত্বা গীর্ভিরুরুক্ষয়া হব্যবাহং সমীধিরে। যজিষ্ঠং মানুষে জনে ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে পবিত্র ব্রতধারী অগ্নি! মানবগণের মধ্যে তুমি আপন স্থানে দীপ্তিমান্ হও; শত্রুকে বধ করো ॥ ১ ॥

স্রুচ্ নামক যজ্ঞপাত্র তোমার প্রতি উত্তোলন করা হয়েছে, তোমাকে উত্তম আহুতি প্রদান করা হয়েছে। তুমি উত্তম ঘৃতের প্রতি রুচিবিশিষ্ট হও ॥ ২ ॥

অগ্নিকে আহ্বান করা হয়েছে। তিনি বাক্যের দ্বারা স্তব করবার যোগ্য। তিনি দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছেন। সকল দেবতার অগ্রে তাঁকে স্রুচের দ্বারা ঘৃতাক্ত করা হচ্ছে ॥ ৩ ॥

অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হলো, তাঁর দেহ ঘৃতময় হলো, তিনি দীপ্যমান ও সুসমৃদ্ধ আলোকযুক্ত হ'লেন, তিনি ঘৃতাক্ত হ'লেন ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! তুমি দেবতাগণের নিকট হোমের দ্রব্য বহন কর, স্তব করলে তুমি প্রজ্বলিত হও। এই হেন তোমাকে মানবগণ আহ্বান করছে ॥ ৫ ॥

হে মরণধর্মশীল মানবগণ। সেই অগ্নি অমর, দুর্ধর্ষ এবং গৃহের স্বামী। ঘৃতের দ্বারা তাঁর পূজা করো ॥ ৬ ॥

হে অগ্নি। দুর্ধর্ষ তেজের দ্বারা তুমি রাক্ষসকে দগ্ধ কর, যজ্ঞের রক্ষকস্বরূপ হয়ে দীপ্তি ধারণ করো ॥ ৭ ॥

হে অগ্নি। তোমার স্বভাবসিদ্ধ তেজঃ প্রয়োগ ক'রে, রাক্ষসীগণকে দগ্ধ করো। তোমার যে সকল প্রশস্ত স্থান আছে, তথায় অবস্থিতিপূর্বক দীপ্তি ধারণ করো ॥ ৮ ॥

মানবজাতির মধ্যে তোমার তুল্য যজ্ঞকর্তা কেউ নেই; তোমার নিবাসস্থান অতি চমৎকার; তুমি হব্য বহন কর; এই হেন তোমাকে স্তব সহকারে প্রজ্বলিত করা হয়েছে ॥ ৯ ॥

টীকা — রক্ষোঘ্ন অর্থাৎ রাক্ষসহন্তা অগ্নির উদ্দেশে নিবেদিত এই সূক্তটিও অতি চমৎকার।— আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১১৯ সূক্ত —

[দেবতা : লবরূপী ইন্দ্র। ঋষি : তিনিই অর্থাৎ আত্মস্তুতি। ছন্দ : গায়ত্রী]

ইতি বা ইতি মে মনো গামশ্বং সনুয়ামিতি। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১ ॥
প্র বাতা ইব দোধত উন্মা পীতা অযংসত। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ২ ॥
উন্মা পীতা অযংসত রথমশ্বা ইবাশবঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৩ ॥
উপমা মতিরস্থিত বাশ্রা পুত্রমিব প্রিয়ম্। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৪ ॥
অহং তষ্টেব বন্ধুরং পর্যচামি হৃদা মতিম্। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৫ ॥
নহি মে অক্ষিপচ্চনাচ্ছান্ৎসুঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৬ ॥
নহি মে রোদসী উভে অন্যং পক্ষং চন প্রতি। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৭ ॥
অভি দ্যাং মহিনা ভুবমভী মাং পৃথিবীং মহীম্। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৮ ॥
হন্তাহং পৃথিবীমিমাং নি দধানীহ বেহ বা। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৯ ॥
ওষমিৎ পৃথিবীমহং জঙ্ঘনানীহ বেহ বা। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১০ ॥
দিবি মে অন্যঃ পক্ষো ধো অন্যমচীকৃষম্। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১১ ॥
অহমস্মি মহামহোঽভিনভ্যমুদীষিতঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১২ ॥
গৃহো যাম্যরংকৃতো দেবেভ্যো হব্যবাহনঃ। কুবিৎসোমস্যাপমিতি ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রার্থ — আমার মানসই এই যে, গো অশ্ব দান করি। আমি অনেকবার সোম পান করেছি ॥ ১ ॥

যেমন বায়ু বৃক্ষকে কম্পিত ও উন্নমিত করে, সেইরকম সোমরস আমাকর্তৃক পীত হয়ে আমাকে উন্নমিত করেছে। আমি অনেক বার....(ইত্যাদি) ॥ ২ ॥

যেমন শীঘ্রগামী ঘোটকগণ রথকে উন্নমিত ক'রে রাখে, সেইরকম সোমরসগুলি আমাকর্তৃক পীত হয়ে আমাকে উন্নমিত ক'রে রেখেছে। আমি অনেক বার...(ইত্যাদি) ॥ ৩ ॥

যেমন গাভী হম্বারবে বৎসের প্রতি গমন করে, সেইরকম স্তব আমার দিকে আগমন করছে। আমি অনেক বার....(ইত্যাদি) ॥ ৪ ॥

যেমন ত্বষ্টা (ছুতার) রথের উপরিভাগ নির্মাণ করে, সেই রকম আমি মনে মনে স্তব রচনা করেছি, অর্থাৎ স্তোতার মনে স্তব উদয় ক'রে দিই। আমি অনেক বার...(ইত্যাদি) ॥ ৫ ॥

পঞ্চজনপদের যে মানুষ আছে, তা'রা কেউ কখনও আমার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না। আমি অনেক বার...(ইত্যাদি) ॥ ৬ ॥

দুই দ্যাবাপৃথিবী মিলিত হয়ে আমার এক পার্শ্বেরও সমান হবে না। আমি অনেক বার... (ইত্যাদি) ॥ ৭ ॥

আমার মহিমা স্বর্গলোককে এবং এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করে। আমি অনেক বার... (ইত্যাদি) ॥ ৮ ॥

আমার এমন ক্ষমতা যে যদি বলো, তবে এই পৃথিবীকে এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে সরিয়ে রাখতে পারি। আমি অনেক বার...(ইত্যাদি) ॥ ৯ ॥

এই পৃথিবীকে আমি দগ্ধ করতে পারি। আমি অনেক বার...(ইত্যাদি) ॥ ১০ ॥

আমার এক পার্শ্বদেশ আকাশে আছে, আর এক পার্শ্বদেশ নীচের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীতে রেখেছি। আমি অনেকবার...(ইত্যাদি) ॥ ১১ ॥

আমি মহত্তেরও মহৎ, আমি আকাশের দিকে উঠেছি। আমি অনেক বার...(ইত্যাদি) ॥ ১২ ॥

আমাকে স্তব করে, আমি দেবতাগণের নিকট হব্য বহন ক'রি এবং আমি হব্য গ্রহণপূর্বক চলে যাই। আমি অনেক বার....(ইত্যাদি) ॥ ১৩ ॥

টীকা — এই সূক্তটিরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ পূর্বানুরূপ হ'তে পারে।

◆ ◆

— ১২০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : আথর্বণ বৃহদ্দিব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষনৃম্ণঃ।
সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূননু যং বিশ্বে মদন্ত্যুমাঃ ॥ ১ ॥
বাবৃধানঃ শবসা ভূর্যোজাঃ শত্রুর্দাসায় ভিয়সং দধাতি।
অব্যনচ্চ ব্যনচ্চ সস্নি সং তে নবন্ত প্রভৃতা মদেষু ॥ ২ ॥
ত্বে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্বে দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যুমাঃ।
স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমদঃ সু মধু মধুনাভি যোধীঃ ॥ ৩ ॥
ইতি চিদ্ধি ত্বা ধনা জয়ন্তং মদেমদে অনুমদন্তি বিপ্রাঃ।
ওজীয়ো ধৃষ্ণো স্থিরমা তনুষ্ব মা ত্বা দভন্যাতুধানা দুরেবাঃ ॥ ৪ ॥
ত্বয়া বয়ং শাশদ্মহে রণেষু প্রপশ্যন্তো যুধেন্যানি ভূরি।
চোদয়ামি ত আয়ুধা বচোভিঃ সং তে শিশামি ব্রহ্মণা বয়াংসি ॥ ৫ ॥

স্তবেয্যং পুরুবর্পসমৃভ্বমিনতমমাপ্ত্যমাপ্ত্যানাম্।
আ দর্ষতে শবসা সপ্ত দানূনপ্র সাক্ষতে প্রতিমানানি ভূরি ॥ ৬॥
নি তদ্দধিষেঽবরং পরং চ যস্মিন্নাবিথাবসা দুরোণে।
আ মাতরা স্থাপয়সে জিগত্নু অত ইনোষি কর্বরা পুরূণি ॥ ৭॥
ইমা ব্রহ্ম বৃহদ্দিবো বিবক্তীন্দ্রায় শূষমগ্রিয়ঃ স্বর্ষাঃ।
মহো গোত্রস্য ক্ষয়তি স্বরাজো দুরশ্চ বিশ্বা অবৃণোদপ স্বাঃ ॥ ৮॥
এবা মহান্‌বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎ স্বাং তন্বমিন্দ্রমেব।
স্বসারো মাতরিভ্বরীররিপ্রা হিন্বন্তি চ শবসা বর্ধয়ন্তি চ ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — যাঁর হ'তে জ্যোতির্ময় সূর্য জন্মেছেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ বয়োধিক ছিলেন অর্থাৎ তাঁর পূর্বে কেউ ছিল না। তিনি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শত্রু ধ্বংস করেন। তাবৎ দেবতা তাঁকে অভিনন্দন করে ॥১॥

সেই অতি তেজস্বী শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র বিশিষ্ট বলে বলী হয়ে দাসজাতির হৃদয়ে ভয় সঞ্চার ক'রে দেন। স্থাবর, জঙ্গম, সর্বভূতকে তুমি সোমপানের আনন্দে সুখী কর, তাদের শোধন কর; তখন তা'রা তোমাকে স্তব করে ॥২॥

দেবতাগণের তৃপ্তি সম্পাদনকারী যজমানগণ যখন এক হ'তে দুই হয় অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করে, পরে যখন তিন হয় অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করে, তখন তোমার উপরেই সকল যজ্ঞকার্য সমাপন করে অর্থাৎ তুমি না হ'লে যজ্ঞ হয় না। যা সুস্বাদু আছে, তা'র সাথে তার চেয়ে আরও সুস্বাদু বস্তু তুমি মিলন ক'রে দাও। এই চমৎকার যে মধু আছে, তা'র সাথে আরও মধু মিলন করো অর্থাৎ সৌভাগ্যের উপর আরও সৌভাগ্য বিধান করো ॥৩॥

সোমপানপূর্বক মত্ত হয়ে তুমি যখন ধন জয় কর, তখন স্তোতাবৃন্দও সেই সঙ্গে সোমপানমদে মত্ত হয়। হে দুর্দর্ষ! অটল তেজঃ প্রদর্শন করো। দুঃসাহসিক রাক্ষসগণ তোমাকে যেন পরাভব করতে না পারে ॥৪॥

হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তা প্রাপ্ত হয়ে আমরা যুদ্ধে বিলক্ষণ শত্রু নিপাত করি; আমরা যেন যুদ্ধ করবার উপযুক্ত বিস্তর শত্রুর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হই; স্তববাক্য উচ্চারণপূর্বক তোমার অস্ত্রশস্ত্রকে উৎসাহিত করছি। বেদ-বাক্যের দ্বারা তোমার তেজঃ তীক্ষ্ণ ক'রে দিচ্ছি ॥৫॥

সেই ইন্দ্রকে স্তব করি, যিনি স্তবের যোগ্য, যাঁর মূর্তি নানা, যাঁর দীপ্তি চমৎকার, যাঁর তুল্য প্রভু নেই, যিনি সকল আত্মীয়ের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়। তিনি ক্ষমতাবলে সপ্তদানবকে বিদীর্ণ করেন, বিস্তর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভব করেন ॥৬॥

হে ইন্দ্র। তুমি যে গৃহে আপন আশ্রয় দান করেছো, তথায় পার্থিব ও দিব্য দুই রকম সম্পত্তি সংস্থাপন করেছো। সর্বভূতের নির্মাণকারিণী দ্যাবাপৃথিবী যখন চঞ্চল হয়, তখন তুমিই তাদের সুস্থির কর। সেই উপলক্ষে নানা কার্য তোমাকে করতে হয় ॥৭॥

ঋষিশ্রেষ্ঠ বৃহদ্দিব স্বর্গলাভের অভিলাষী হয়ে ইন্দ্রের উদ্দেশে এই সমস্ত প্রীতিকর বেদবাক্য পাঠ করছেন। সেই দীপ্তিশালী ইন্দ্র বৃহৎ পর্বতকে অপসারিত করেন এবং শত্রুর অশেষ দ্বার উদ্ঘাটন করেন ॥৮॥

অথর্বার সন্তান মহামতি বৃহদ্দিব ইন্দ্রকে উদ্দেশ ক'রে আপন স্তব পাঠ করলেন। পৃথিবীর নির্মল নদীগণ জল প্রবাহিত করছে এবং অন্নের দ্বারা প্রজালোকের কল্যাণ বর্ধন করছে ॥ ৯॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৬০৭ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে সেগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রদত্ত হয়েছে। যথা—১ ঋক্—"যাঁর হ'তে প্রকৃতশক্তিসম্পন্ন জ্যোতির্ময় দেবতাসমূহ উৎপন্ন, সেই পরমদেবতাই সমগ্র বিশ্বে আবির্ভূত হন; সকল সাধক যে দেবতাকে আরাধনা করেন, সেই দেবতা বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয়েই রিপুদের বিনাশ করেন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ থেকেই নিখিল চরাচর উৎপন্ন, সেই পরমদেবতা সর্বলোকের রিপুনাশক হন)। [মন্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হয়েছে। ভগবান্ থেকেই নিখিল বিশ্ব, দেবগণ ইত্যাদি সবই সৃষ্ট হয়েছে। ভগবানই জগতের আদিভূত কারণ। তিনিই মানুষের (সৃষ্টিধ্বংসী) শত্রুকুল ধ্বংস করেন।— ভাষ্যে এই মন্ত্রে সূর্যাত্মক ইন্দ্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু মূলে তা নেই। তবে সর্বদেবতা যে একাত্মক, তা প্রদর্শিত হয়েছে]।—ইত্যাদি ॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋকেরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১২১ সূক্ত —

[দেবতা : 'ক' নামধারী। ঋষি : প্রাজাপত্য হিরণ্যগর্ভ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২॥
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩॥
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪॥
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫॥
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বি ভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬॥
আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭॥
যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্।
যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮॥

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯॥
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ — সর্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত মাত্রই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হ'লেন। তিনি এই পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করলেন। কোন্ দেবতাকে হব্যের দ্বারা পূজা করবো? ॥ ১ ॥

যিনি জীবাত্মা দিয়েছেন, বল দিয়েছেন, যাঁর আজ্ঞা সকল দেবতাগণ মান্য করে, যাঁর ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যাঁর বশতাপন্ন। কোন্ দেবতাকে হব্যের দ্বারা পূজা করবো? ॥ ২ ॥

যিনি আপন মহিমার দ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয় সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীববর্গের অদ্বিতীয় রাজা হয়েছেন, যিনি এই সকল দ্বিপাদ চতুষ্পদের প্রভু। কোন্ দেবতাকে হব্যের দ্বারা পূজা করবো? ॥ ৩ ॥

যাঁর মহিমার দ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হয়েছে, সসাগরা পৃথিবী যাঁরই সৃষ্টি ব'লে উল্লিখিত হয়, এই সকল দিক্‌বিদিক্ যাঁর বাহুস্বরূপ। কোন্ দেবতাকে হব্যের দ্বারা পূজা করবো? ॥ ৪ ॥

এই সমুন্নত আকাশ ও এই পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাকলোককে স্তম্ভিত ক'রে রেখেছেন, যিনি অন্তরিক্ষলোক পরিমাণ করেছেন। কোন্ দেবতাকে হব্যের দ্বারা পূজা করবো? ॥ ৫ ॥

দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাঁর দ্বারা স্তম্ভিত ও উল্লসিত হয়েছিল এবং সেই দীপ্তিশীল দ্যাবাপৃথিবী যাঁকে মনে মনে মহিমান্বিত ব'লে বুঝতে পারলো, যাঁকে আশ্রয় ক'রে সূর্য উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হন। কোন্ দেবতাকে হব্যের দ্বারা পূজা করবো? ॥ ৬ ॥

ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করেছিল, তা'রা গর্ভধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করলো; তা হ'তে দেবতাগণের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হ'লেন। কোন্ দেবতাকে হব্যের দ্বারা পূজা করবো? ॥ ৭ ॥

যখন জলগণ বল ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করলো, তখন যিনি আপন মহিমার দ্বারা সেই জলের উপরে সর্বভাগে নিরীক্ষণ করেছিলেন, যিনি দেবতাগণের উপরে অদ্বিতীয় দেবতা হ'লেন। কোন্ দেবতাকে হব্যের দ্বারা পূজা করবো? ॥ ৮ ॥

যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁর ধারণক্ষমতা যথার্থ অর্থাৎ অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্ধনকারী ভূরি পরিমাণ জল সৃষ্টি করেছেন, তিনি যেন আমাদের হিংসা না করেন। কোন্ দেবতাকে হব্যের দ্বারা পূজা করবো? ॥ ৯ ॥

হে প্রজাপতি। তুমি ব্যতীত অন্য আর কেউ এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত ক'রে রাখতে পারে নি। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করছি, তা যেন আমাদের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধিপতি হই ॥ ১০ ॥

টীকা — এই সূক্তের দেবতা "ক" অক্ষরটি প্রকৃতপক্ষে প্রজাপতির নাম নয়। কোন্ দেবকে (কস্মৈ দেবায়) পূজা দিতে হবে, তা-ই ঋগ্বেদের ঋষি জিজ্ঞাসা করছেন এবং যতদূর পেরেছেন তা'র উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। ঋগ্বেদের অনেক পরের সময়ের উপাসকগণ এ "ক" অক্ষরটিকেই দেব ব'লে গ্রহণ

করেছেন। প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ নামে এক সৃষ্টিকর্তার অনুভব এই সূক্তে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ১২২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : বাসিষ্ঠ চিত্রমহা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ, জগতী]

বসুং ন চিত্রমহসং গৃণীষে বামং শেবমতিথিমদ্বিষেণ্যম্।
স রাসতে শুরুধো বিশ্বধায়সোঽগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ সুবীর্যম্ ॥ ১॥
জুষাণো অগ্নে প্রতি হর্য মে বচো বিশ্বানি বিদ্বান্বয়ুনানি সুক্রতো।
ঘৃতানির্ণিগ্ ব্রহ্মণে গাতুমেরয় তব দেবা অজনয়ন্নু ব্রতম্ ॥ ২॥
সপ্ত ধামানি পরিয়ন্নমর্ত্যো দাশদ্দাশুষে সুকৃতে মামহস্ব।
সুবীরেণ রয়িণাগ্নে স্বাভুবা যস্ত আনট্ সমিধা তং জুষস্ব ॥ ৩॥
যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতং হবিষ্মন্ত ঈলতে সপ্ত বাজিনম্।
শৃণ্বন্তমগ্নিং ঘৃতপৃষ্ঠমুক্ষণং পৃণন্তং দেবং পৃণতে সুবীর্যম্ ॥ ৪॥
ত্বং দূতঃ প্রথমো বরেণ্যঃ স হূয়মানো অমৃতায় মৎস্ব।
ত্বাং মর্জয়ন্মরুতো দাশুষো গৃহে ত্বাং স্তোমেভির্ভৃগবো বি রুরুচুঃ ॥ ৫॥
ইষং দুহন্ৎসুদুঘাং বিশ্বধায়সং যজ্ঞপ্রিয়ে যজমানায় সুক্রতো।
অগ্নে ঘৃতস্নুস্ত্রির্ঋতানি দীদ্যদ্বর্তির্যজ্ঞং পরিয়ন্ৎসুক্রতূয়সে ॥ ৬॥
ত্বামিদস্যা উষসো ব্যুষ্টিষু দূতং কৃণ্বানা অযজন্ত মানুষাঃ।
ত্বাং দেবা মহয়াষ্যায় বাবৃধুরাজ্যমগ্নে নিমৃজন্তো অধ্বরে ॥ ৭॥
নি ত্বা বসিষ্ঠা অহ্বন্ত বাজিনং গৃণন্তো অগ্নে বিদথেষু বেধসঃ।
রায়স্পোষং যজমানেষু ধারয় যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — অগ্নির বিচিত্র তেজঃ, তিনি সূর্যের তুল্য, রমণীয় সুখকর এবং প্রেমাস্পদ অতিথির মতো। তাঁকে স্তব ক'রি। যারা দুগ্ধের দ্বারা সংসারকে ধারণ করে এবং ক্লেশ নিবারণ করে, তিনি সেই গাভী ও উৎকৃষ্ট বল দান করেন। তিনি হোতা ও গৃহের স্বামী ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! তুমি সন্তুষ্ট হয়ে আমার স্তবের প্রতি রুচিযুক্ত হও, হে উৎকৃষ্টকর্মকারী! তুমি যা জানবার আছে, সকলই জান। তুমি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে স্তোতাকে গান করতে বল, তোমার কার্য দর্শন ক'রে পশ্চাৎ অন্যান্য দেবতা নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করেন ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! তুমি অমর। তুমি সর্বস্থানে গতিবিধি ক'রে উত্তম কর্মকারী দাতা ব্যক্তিকে দান কর এবং পূজা গ্রহণ কর। যে তোমাকে যজ্ঞকাষ্ঠের দ্বারা সংবর্ধন করে, তা'র নিকটে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি উপঢৌকন লয়ে যাও ॥ ৩ ॥

যজ্ঞ সামগ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সপ্ত অশ্বের স্বামী অগ্নিকে স্তব করছে; সেই অগ্নি যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ, সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তিনি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে কামনা শ্রবণপূর্বক অভিলষিত ফল বর্ষণ করেন এবং দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বল দান করেন ॥৪॥

হে অগ্নি! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রগণ্য দূত। অমরত্ব লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি; তুমি আনন্দ করো। দাতার গৃহে মরুদ্‌গণ তোমাকে সুশোভিত করে। ভৃগুসন্তানগণ স্তবের দ্বারা তোমার ঔজ্জ্বল্য বর্ধন করলো ॥৫॥

হে অগ্নি! তোমার কর্ম চমৎকার। যে যজমান যজ্ঞানুষ্ঠানে রত হয়, তার জন্য তুমি যজ্ঞস্বরূপ প্রচুর দুগ্ধদায়িনী বিশ্বপালনকারিণী গাভী হ'তে যজ্ঞফল দোহন ক'রে দাও তুমি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি স্থান আলোকময় কর; তুমি যজ্ঞগৃহের সর্বত্র আছ, সর্বত্র গমন কর; সৎকর্মকারীর যে আবরণ, তা তোমাতে দৃষ্ট হয় ॥৬॥

ঊষা জাগরিত হওয়া মাত্র মানবগণ তোমাকেই দূতস্বরূপ গ্রহণ ক'রে যজ্ঞ করে। হে অগ্নি। দেবতাগণও তোমাকেই যজ্ঞে ঘৃতের দ্বারা প্রদীপ্ত ক'রে পূজা করবার জন্য সংবর্ধনা করেন ॥৭॥

হে অগ্নি! সন্তানগণ যজ্ঞ উপলক্ষে অনুষ্ঠান আরম্ভ ক'রে অন্নসম্পন্ন তোমাকে আহ্বান করতে লাগলো। যজমানবৃন্দের গৃহে প্রচুর পরিমাণ ধন সংস্থাপন করো, তোমার স্বস্তি বচনের দ্বারা আমাদের সর্বদা রক্ষা করো ॥৮॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১২৩ সূক্ত —

[দেবতা : বেন। ঋষি : বেন। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অয়ং বেনাশ্চোদয়ৎপৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে।
ইমমপাং সঙ্গমে সূর্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি ॥ ১॥
সমুদ্রাদূর্মিমুদিয়র্তি বেনো নভোজাঃ পৃষ্ঠং হর্যতস্য দর্শি।
ঋতস্য সানাবধি বিষ্টপি ভ্রাট্ সমানং যোনিমভ্যনূষত ব্রাঃ ॥ ২॥
সমানং পূর্বীরভি বাবশানাস্তিষ্ঠন্বৎসস্য মাতরঃ সনীলাঃ।
ঋতস্য সানাবধি চক্রমাণা রিহন্তি মধ্বো অমৃতস্য বাণীঃ ॥ ৩॥
জানন্তো রূপমকৃপন্ত বিপ্রা মৃগস্য ঘোষং মহিষস্য হি গ্মন্।
ঋতেন যন্তো অধি সিন্ধুমস্থুর্বিদদ্গান্ধর্বো অমৃতানি নাম ॥ ৪॥
অপ্সরা জারমুপসিষ্মিয়ানা যোষা বিভর্তি পরমে ব্যোমন্।
চরৎপ্রিয়স্য যোনিষু প্রিয়ঃ সন্ত্সীদৎপক্ষে হিরণ্যয়ে স বেনঃ ॥ ৫॥
নাকে সুপর্ণমুপ যৎ পতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা।
হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম্ ॥ ৬॥

উর্দ্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাৎ প্রত্যঙ্‌চিত্রা বিভ্রদস্যায়ুধানি।
বসানো অৎকং সুরভিং দৃশে কং স্বর্ণ নাম জনত প্রিয়াণি ॥ ৭ ॥
দ্রপ্সঃ সমুদ্রমভি যজ্জিগাতি পশ্যন্‌গৃধ্রস্য চক্ষসা বিধর্মন্।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা চকানস্তৃতীয়ে চক্রে রজসি প্রিয়াণি ॥ ৮ ॥

তিনি জ্যোতির দ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি জল নির্মাণকারী
মন্ত্রার্থ — বেন নামে যে দেবতা, তিনি জ্যোতির দ্বারা ... পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যখন সূর্যের সাথে
আকাশের মধ্যে সূর্যকিরণের সন্তানস্বরূপ জলবৃন্দকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যখন সূর্যের সাথে
জলের মিলন হয়, তখন বুদ্ধিমান্ স্তবকারিগণ সেই বেন দেবকে বালকের মতো নানা মিষ্ট বচনে
সন্তুষ্ট করেন ॥ ১ ॥

এই কারণে আকাশে সেই
বেনদেব আকাশস্বরূপ সমুদ্র হ'তে জলের তরঙ্গ প্রেরণ করছেন, এই কারণে আকাশে সেই
বেনদেব আকাশস্বরূপ সমুদ্র হ'তে জলের যে সমুন্নত স্থান, অর্থাৎ আকাশ, তথায় তিনি
উজ্জ্বলমূর্তি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হলো; জলের যে সমুন্নত স্থান, অর্থাৎ আকাশ, তথায় তিনি
উজ্জ্বলমূর্তি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশ উৎপত্তিস্থান আকাশকে প্রতিধ্বনিত করলো ॥ ২ ॥
দীপ্তি প্রাপ্ত হন। তাঁর পারিষদগণ সর্বসাধারণ উৎপত্তিস্থান আকাশকে প্রতিধ্বনিত করলো ॥ ২ ॥
দীপ্তি প্রাপ্ত হন। তাঁর পারিষদগণ সর্বসাধারণ অর্থাৎ আকাশে থাকে; তা'রা বৎসের মাতা, অর্থাৎ
জলগুলি বেনের সাথে একস্থানবর্তী, অর্থাৎ আকাশে থাকে; তা'রা বৎসের মাতা, অর্থাৎ
জলগুলি বেনের সাথে একস্থানবর্তী বেনের দিকে শব্দ করতে লাগলো। জলের উন্নত
বিদ্যুতের জননীরূপা; তা'রা একস্থানবর্তী বেনের দিকে শব্দ করতে লাগলো। জলের উন্নত
বিদ্যুতের জননীরূপা; তা'রা একস্থানবর্তী উদয় হয়ে বেনকে সংবর্ধনা করছে ॥ ৩ ॥
উৎপত্তিস্থানে অর্থাৎ আকাশে, মধু তুল্য বৃষ্টিবারির শব্দ উদয় হয়ে বেনকে সংবর্ধনা করছে ॥ ৩ ॥
উৎপত্তিস্থানে অর্থাৎ আকাশে, মধু তুল্য বৃষ্টিবারির শব্দ গ্রহণ করলো, তা'তে তা'রা
বুদ্ধিমান্ স্তবকারিগণ প্রকাণ্ড পশুবিশেষের মতো বেনের শব্দ গ্রহণ করলো, তা'তে তা'রা
বুদ্ধিমান্ স্তবকারিগণ প্রকাণ্ড পশুবিশেষের মতো বেনের নদীর মতো প্রভূত জল প্রাপ্ত
বুদ্ধিপূর্বক তাঁর রূপ কল্পনা করলো। তা'রা বেনকে যজ্ঞদানপূর্বক নদীর মতো প্রভূত জল প্রাপ্ত
হলো। সেই গন্ধর্বরূপী বেন জলের প্রভু ॥ ৪ ॥

বিদ্যুৎ যেন একটি অপ্সরা, বেন যেন তাঁর উপপতি, তিনি যেন বেনকে দর্শন ক'রে ঈষৎ
হাস্যপূর্বক আলিঙ্গন করছেন। বেন তাঁর প্রেমাস্পদ নায়কের মতো প্রেয়সীর রতিকামনা পূর্ণ ক'রে
সুবর্ণময় পক্ষে উপবেশন বা শয়ন করলেন ॥ ৫ ॥

হে বেন! তুমি স্বর্গে উড্ডীন একটি পক্ষীর মতো, তোমার দুই পক্ষ সুবর্ণময়, তুমি
সর্বলোকশাসনকারী বরুণের দূত, তুমি জগতের ভরণপোষণকারী পক্ষীতুল্য। এই হেন তোমাকে
সকলে দর্শন করে এবং মনে মনে তোমার প্রতি প্রীতিভাব ধারণ করে ॥ ৬ ॥

সেই গন্ধর্বরূপী বেন স্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হ'লেন। তিনি চতুর্দিকে বিচিত্র
অস্ত্রশস্ত্র ধারণ ক'রে আছেন, তিনি নিজের অতি সুন্দরমূর্তি আচ্ছাদন করেছেন। এইভাবে অন্তর্হিত
হয়ে তিনি অভিলষিত বৃষ্টিবারি উৎপাদন করছেন ॥ ৭ ॥

বেনদেব জলরূপী, তিনি আপন কর্মসাধনকালে গৃধ্রের তুল্য দূরবিস্তারি চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টি করতে
করতে আকাশস্বরূপ সমুদ্রের দিকে গমন করেন। তিনি শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমান হন।
দীপ্যমান হয়ে তিনি তৃতীয় লোকে অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হ'তে সর্বলোকবাঞ্ছিত জলের সৃষ্টি
করেন ॥ ৮ ॥

টীকা — বৃষ্টিদাতা আলোকময় কোনও দেবকে এই সূক্তে উপাসনা করা হয়েছে।—আমাদের
প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১১৭ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ৬, ৭ ও ৮ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ১৪১
পৃষ্ঠাতেও ৬ ঋক্‌টি আছে। এই সূত্রে এই তিনটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সংশ্লিষ্ট হয়েছে। যথা,—৬
ঋক্—"হে দেব। সর্বান্তঃকরণে কাময়মান সাধকবর্গ যখন মুক্তিদাতা, শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে নিবাসকারী,

সর্বশক্তিমান্ দেবভাবপ্রদায়ক, সাধকদের আত্ম-উন্নয়নকারী, জগৎপালক, সর্বনিয়ন্তা আপনাকে আরাধনা করেন, তখন আপনি সেই সাধকবর্গকে প্রাপ্ত হন।" (ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ সাধকেরা মোক্ষ লাভ করেন)। [এই মন্ত্রে আমরা ভগবানের কয়েকটি বিশেষণ দেখতে পাই। তিনি সুপর্ণ—ঊর্ধ্বগমনই যাঁর প্রকৃতি, যিনি সাধকদের ঊর্ধ্বে নিয়ে যান। এ ঊর্ধ্ব ব্যবহারিক ঊর্ধ্ব নয়—এ আত্মার ঊর্ধ্বগমন। পতিত পাপগ্রস্ত অথবা সাধারণ প্রার্থনাকারীকে তিনি অসার মায়ামোহের আবাস থেকে ঊর্ধ্বে সত্ত্বলোকে নিয়ে যান—তাঁর চরণে আশ্রয় প্রদান করেন অর্থাৎ মুক্তি দান করেন। মানুষের পক্ষে এর চেয়ে উচ্চাকাঙ্খা আর কিছুই হ'তে পারে না। তিনি স্বর্গে বা শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে নিয়ে যান কেন? যেহেতু তিনি শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে বাস করেন, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবই তাঁর আশ্রয়। তাই সাধককেও সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের আশ্রয়ে নিয়ে যান, আর সেটাই প্রকৃতপক্ষে আত্মার ঊর্ধ্বগমন। তিনি 'হিরণ্যপক্ষ'—হিতকারক ও রমণীয় শক্তির অধিকারী। জগতের মঙ্গলের মূল রয়েছে তাঁর এই শক্তিতে। হিরণ্যপক্ষ তিনি—তাঁর প্রভাবে জগতের অমঙ্গল দূর হচ্ছে—বিশ্ব এক চরম মঙ্গলের দিকে চলছে। তাঁর উপাসনায় চরম মঙ্গলই লাভ হয়। তিনি 'বরুণের দূত'—দেবতাদের মিলন-সাধক। কার সাথে দেবভাবের সাধন হবে? সাধকের সাথে। অর্থাৎ, তিনি সাধকদের হৃদয়ে দেবভাব প্রদান করেন। যিনি নিজে দেবভাবের অর্থাৎ সত্ত্বভাবের উৎস; যিনি নিজে সেই দেবভাব প্রদান করেন। যিনি সেই দেবভাব প্রদানের শক্তি ধারণ করেন, তিনি 'বরুণের দূত'—ভগবান্ স্বয়ং। মুক্তিলাভের প্রধান উপায়—হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন। ভগবান্ মানুষের হৃদয়ে এই দেবভাব সঞ্চার করতে পারেন—আর সাধকের মঙ্গলের জন্য তা করেনও; সেই জন্য তাঁকে দেবভাব-প্রদাতা বলা হয়েছে।—তিনি 'শকুন'—সাধকদের আত্ম-উন্নয়ন-বিধায়ক।—তিনি 'ভুরণ্যু'—জগৎপালক। তাঁর শক্তিতে, তাঁর কৃপায় জগৎ পরিপালিত হচ্ছে—পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর শক্তি না হ'লে জগৎ নির্জীব, অচল। তিনি জগৎ ধারণ ক'রে আছেন, পোষণ করছেন। তিনি জগতের পিতা; জগতের মঙ্গলের জন্য, জগতের রক্ষার জন্য একমাত্র তাঁর শক্তিই ক্রিয়াশীল। তাই তিনি 'ভুরণ্যু'।—তিনি 'যমস্য যোনৌ'—সর্বনিয়ন্তা, বিশ্বের নিয়ামক। তিনি ভিন্ন অন্য শক্তি জগতে নেই।—সেই পরমদেবতাকে কামনাকারী সাধকেরা, তাঁকেই প্রাপ্ত হয়। সেই সাধক কেমন? তাঁরা 'হৃদা বেনন্তঃ'—তাঁরা সর্বান্তঃকরণে ভগবানের কামনা করেন। শুধু ডাকলেই হয় না। 'তনুনপ্রাণ' সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে তাঁকে ডাকা চাই—তবেই তাঁর শ্রীচরণাশ্রয় লাভ ঘটে থাকে]—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট দুটি ঋকেরও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১২৪ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি, বরুণ, সোম ইত্যাদি। ঋষি : অগ্নি, যথানিপাত, ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

ইমং নো অগ্ন উপ যজ্ঞমেহি পঞ্চযামং ত্রিবৃতং সপ্ততন্তুন্।
অসো হব্যবালূত নঃ পুরোগা জ্যোগেব দীর্ঘন্তম আশয়িষ্ঠাঃ ॥ ১॥
অদেবাদ্দেবঃ প্রচতা গুহা যন্ প্রপশ্যমানো অমৃতত্বমেমি।
শিবং যৎ সন্তমশিবো জহামি স্বাৎ সখ্যাদরণীং নাভিমেমি ॥ ২॥
পশ্যন্নন্যস্যা অতিথিং বয়ায়া ঋতস্য ধাম বি মিমে পুরূণি।
শংসামি পিত্রে অসুরায় শেবমযজ্ঞিয়াদ্যজ্ঞিয়ং ভাগমেমি ॥ ৩॥

বহ্বীঃ সমা অকরমন্তরস্মিন্নিন্দ্রং বৃণানঃ পিতরং জহামি।
অগ্নিঃ সোমো বরুণস্তে চ্যবন্তে পর্যাবর্দ্রাষ্ট্রং তদবাম্যায়ন্ ॥ ৪॥
নির্মায়া উ ত্যে অসুরা অভূবন্ত্বং চ মা বরুণ কাময়াসে।
ঋতেন রাজন্ননৃতং বিবিঞ্চন্মম রাষ্ট্রস্যাধিপত্যমেহি ॥ ৫॥
ইদং স্বরিদমিদাস বামময়ং প্রকাশ উর্বন্তরিক্ষম্।
হনাব বৃত্রং নিরেহি সোম হবিষ্টা সন্তং হবিষা যজাম ॥ ৬॥
কবিঃ কবিত্বা দিবি রূপমাসজদপ্রভূতী বরুণো নিরপঃ সৃজৎ।
ক্ষেমং কৃণ্বানো জনয়ো ন সিন্ধবস্তা অস্য বর্ণং শুচয়ো ভরিভ্রতি ॥ ৭॥
তা অস্য জ্যেষ্ঠমিন্দ্রিয়ং সচন্তে তা ঈমা ক্ষেতি স্বধয়া মদন্তীঃ।
তা ঈং বিশো ন রাজানং বৃণানা বীভৎসুবো অপ বৃত্রাদতিষ্ঠন্ ॥ ৮॥
বীভৎসূনাং সযুজং হংসমাহুরপাং দিব্যানাং সখ্যে চরন্তম্।
অনুষ্টুভমনু চর্চূর্যমাণমিন্দ্রং নি চিক্যুঃ কবয়ো মনীষা ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি। আমাদের এই যে যজ্ঞ, যার ঋত্বিক্ যজমান প্রভৃতি পাঁচ ব্যক্তি নিয়ামক অর্থাৎ অধ্যক্ষ আছেন, যার অনুষ্ঠান তিন রকমে হয়ে থাকে, যার সাতজন অনুষ্ঠানকর্তা আছেন, সেই যজ্ঞের দিকে তুমি আগমন করো। তুমিই আমাদের হবির্বহনকারী ও অগ্রগামী দূতস্বরূপ। তুমি চিরকালই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে শয়ন করে থাক ॥ ১॥

[অগ্নির উক্তি]—দেবতাগণ আমাকে প্রার্থনা করেন, সেই জন্য আমি দীপ্তিহীন অদর্শনের অবস্থা হ'তে দীপ্তিশালী অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ ক'রে অমরত্ব লাভ ক'রি। যখন যজ্ঞ নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হয়, তখন আমি অদর্শন হয়ে যজ্ঞকে পরিত্যাগ ক'রে গমন ক'রি। চিরকালের বন্ধুত্বপ্রযুক্ত আপন উৎপত্তিস্থান অরণির মধ্যেই গমন ক'রি ॥ ২॥

পৃথিবী ভিন্ন আর এক যে গমন পথ আছে অর্থাৎ আকাশ, তথাকার যিনি অতিথি অর্থাৎ সূর্য, আমি তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ তাঁর বার্ষিক গতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে থাকি। অসুর দেবগণ পিতাস্বরূপ, তাঁদের মুখোদ্দেশে আমি স্তব উচ্চারণ ক'রে থাকি। যজ্ঞের অযোগ্য অপবিত্র স্থান হ'তে আমি যজ্ঞের উপযুক্তস্থানে গমন ক'রি ॥৩॥

ঐ স্থানে আমি অনেক বৎসর ক্ষেপণ করেছি। সেখানে ইন্দ্রকে বরণ ক'রে আপন পিতা অরণিকে ত্যাগ ক'রি অর্থাৎ অরণি হ'তে নির্গত হই। আমি অদর্শন হওয়াতে অগ্নি, সোম ও বরুণের পতন হলো; রাজ্য বিপর্যস্ত হলো, তখন এসে আমি রক্ষা ক'রি ॥ ৪॥

আমি আগত হ'লে সেই অসুরগণ শক্তিহীন হয়ে গেল। হে বরুণ! তুমিও আমাকে প্রার্থনা কর। অতএব হে প্রভু! সত্য হ'তে মিথ্যাকে পৃথক ক'রে আমার রাজত্বের আধিপত্য গ্রহণ করো ॥৫॥

[অগ্নি বা বরুণের উক্তি]—হে সোম! এই দেখ স্বর্গ। এ অতি সুন্দর ছিল। এই দেখ আলোক। এই বিস্তীর্ণ আকাশ। হে সোম। তুমি নির্গত হও, বৃত্রকে বধ করা যাক। তুমি নিজে হোমের দ্রব্য, অন্যান্য হোমের দ্রব্যের দ্বারা তোমাকে পূজা ক'রি ॥৬॥

ক্রিয়াকুশল মিত্রদেব, ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা আকাশে আপন তেজঃ সংলগ্ন করলেন। বরুণদেব অবলীলাক্রমে জল সৃষ্টি করলেন। সেই সমস্ত জল নদীরূপ ধারণ ক'রে জগতের মঙ্গল বিধান

করছে। সেই সকল নির্মল নদী বরুণের পত্নীর মতো শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করছে ॥ ৭ ॥

সেই সকল জলদেবতা বরুণের সর্বশ্রেষ্ঠ তেজঃ প্রাপ্ত হচ্ছে, তা'র মতো হোমদ্রব্য প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হচ্ছে। বরুণ নিজ পত্নীর মতো তাদের নিকট গমন করছেন; যেমন প্রজাবর্গ ভয় প্রাপ্ত হয়ে রাজাকে আশ্রয় করে, সেইরকম জলগণ ভয়প্রযুক্ত বরুণকে আশ্রয় ক'রে বৃত্রের নিকট হ'তে পলায়ন করছে ॥ ৮ ॥

সেইসকল ভীত দিব্য জলের সঙ্গী হয়ে যিনি তাদের বন্ধুত্ব আচরণ করেন, তাঁকে হংস বলা হয়। তিনি স্তবের যোগ্য, তিনি জলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করেন। বিদ্বানগণ বুদ্ধিবলে তাঁকে ইন্দ্র ব'লে স্থির করেছেন ॥ ৯ ॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১২৫ সূক্ত —

[দেবতা : পরমাত্মা। ঋষি : বাক্। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২ ॥
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩ ॥
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ ॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫ ॥
অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬ ॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥ ৭ ॥
অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — [বাগ্দেবীর উক্তি]—আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সাথে বিচরণ ক'রি, আমি আদিত্যগণের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাগণের সঙ্গে থাকি; আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ

করি; আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দুই অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি ॥ ১ ॥
যে সোম আঘাত অর্থাৎ প্রস্তর নিষ্পীড়নের দ্বারা উৎপন্ন হন, আমিই তাঁকে ধারণ করি; আমি
ত্বষ্টা ও পূষা ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী আয়োজনপূর্বক এবং সোমরস প্রস্তুত
ক'রে দেবতাগণকে উত্তমভাবে সন্তুষ্ট করে, আমিই তাকে ধন দান করি ॥ ২ ॥
আমি রাজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করেছি। জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই হেন আমাকে দেবতাগণ নানা স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন। আমার আশ্রয়স্থান
বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি ॥ ৩ ॥
যিনি দর্শন করেন, প্রাণধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন, অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি
আমার সহায়তাতে সেইসকল কার্য করেন। আমাকে যারা মান্য করে না, তা'রা ক্ষয় হয়ে যায়। হে
বিদ্বান্! শ্রবণ করো; আমি যা বলছি, তা শ্রদ্ধার যোগ্য ॥ ৪ ॥
দেবতাগণ এবং মনুষ্যগণ যাঁর শরণাগত হয়, তাঁর বিষয় আমিই উপদেশ প্রদান করি। যাকে
ইচ্ছা, আমি বলবান্ অথবা স্তোতা অথবা ঋষি অথবা বুদ্ধিমান্ করতে পারি ॥ ৫ ॥
রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে বধ করতে উদ্যত হন, তখন আমিই তাঁর ধনু বিস্তার ক'রে দিই।
লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হয়ে আছি ॥ ৬ ॥
আমি পিতা আকাশকে প্রসব করেছি। সেই আকাশ এই জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের
মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হ'তে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপন উন্নত দেহের দ্বারা এই
দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি ॥ ৭ ॥
আমিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করতে করতে বায়ুর মতো বহমান হই। আমার মহিমা এমন বৃহৎ
হয়েছে যে, দ্যুলোককেও অতিক্রম করেছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করেছি ॥ ৮ ॥

টীকা — বাগ্দেবীকে এই সূক্তের বক্তা অর্থাৎ ঋষি ব'লে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্ যে এই সূক্তের বক্তা, সূক্তের ভিতর তার কোনও নিদর্শন নেই। বক্তা নিজেকে সর্বনিয়ন্তা ও সর্বনির্মাতা ব'লে পরিচয় দিচ্ছেন। ফলে একমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গেই তাঁকে তুলনা করা যায়। বলা যায়, এই সূক্তের ঋষি স্বয়ং ঈশ্বরই।

◆ ◆

— ১২৬ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : কুল্মল বর্হিষ। ছন্দ : উপরিষ্টাদ্বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্]

ন তমংহো ন দুরিতং দেবাসো অষ্ট মর্ত্যম্।
সজোষসো যমর্যমা মিত্রো নয়ন্তি বরুণো অতি দ্বিষঃ ॥ ১ ॥
তদ্ধি বয়ং বৃণীমহে বরুণ মিত্রার্যমন্।
যেনা নিরংহসো যূয়ং পাথ নেথা চ মর্ত্যমতি দ্বিষঃ ॥ ২ ॥
তে নূনং নোঽয়মূতয়ে বরুণো মিত্রো অর্যমা।
নয়িষ্ঠা উ নো নেষণি পর্ষিষ্ঠা উ নঃ পর্ষণ্যতি দ্বিষঃ ॥ ৩ ॥

যূয়ং বিশ্বং পরি পাথ বরুণো মিত্রো অর্যমা।
যুষ্মাকং শর্মণি প্রিয়ে স্যাম সুপ্রণীতয়োঽতি দ্বিষঃ ॥ ৪ ॥
আদিত্যাসো অতি স্রিধো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
উগ্রং মরুদ্ভী রুদ্রং হুবেমেন্দ্রমগ্নিং স্বস্তয়েঽতি দ্বিষঃ ॥ ৫ ॥
নেতার উ ষু ণস্তিরো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
অতি বিশ্বানি দুরিতা রাজানশ্চর্ষণীনামতি দ্বিষঃ ॥ ৬ ॥
শুনমস্মভ্যমূতয়ে বরুণো মিত্রো অর্যমা।
শর্ম যচ্ছন্তু সপ্রথ আদিত্যাসো যদীমহে অতি দ্বিষঃ ॥ ৭ ॥
যথা হ ত্যদ্বসবো গৌর্যং চিৎপদি ষিতামমুঞ্চতা যজত্রাঃ।
এবো ষ্ব স্মন্মুঞ্চতা ব্যংহঃ প্র তার্যগ্নে প্রতরং ন আয়ুঃ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — অর্যমা, মিত্র, বরুণ, যাঁকে শত্রুর হস্ত হ'তে পার ক'রে দেন, হে দেবগণ! কোনও পাপ, কোনও অমঙ্গল সেই মনুষ্যকে আক্রমণ করতে পারে না ॥ ১ ॥

হে বরুণ! হে মিত্র! হে অর্যমা! যাতে তোমরা পাপ হ'তে মনুষ্যকে রক্ষা কর এবং শত্রুর হস্ত হ'তে উদ্ধার ক'রে দাও, আমরা তা-ই প্রার্থনা করি ॥ ২ ॥

এই বরুণ, মিত্র ও অর্যমা নিশ্চয় আমাদের রক্ষা করবেন। হে বরুণ,...প্রভৃতি! আমাদের নিয়ে চলো; নিয়ে যাওয়ার সময়ে পার ক'রে দাও; পার করবার সময়ে শত্রুর হস্ত হ'তে পরিত্রাণ করো ॥ ৩ ॥

হে বরুণ, মিত্র ও অর্যমা! তোমরা বিশ্বকে রক্ষা ক'রে থাক, তোমরা নেতার কার্য উত্তমরূপে সম্পাদন কর। তোমাদের দ্বারা আমরা শত্রুর হস্ত হ'তে পরিত্রাণ লাভ ক'রে তোমাদের নিকট যেন চমৎকার সুখ প্রাপ্ত হই ॥ ৪ ॥

আদিত্যগণ, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা শত্রুবর্গের হস্ত হ'তে পার করুন। শত্রুর নিকট পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়ে কল্যাণলাভের জন্য আমরা উগ্রমূর্তি রুদ্রদেব, মরুদ্‌গণ, ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি ॥ ৫ ॥

বরুণ, মিত্র ও অর্যমা এঁরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে অতি পটু; এঁরা পাপগুলির অন্তর্ধান করুন। মনুষ্যগণের অধীশ্বর ঐ সকল দেব সমস্ত পাপ ও শত্রুর হস্ত হ'তে আমাদের উদ্ধার করুন ॥ ৬ ॥

বরুণ, মিত্র ও অর্যমা রক্ষাপূর্বক আমাদের সুখী করুন। যে সুখ আমরা প্রার্থনা করি, আদিত্যগণ আমাদের প্রচুর পরিমাণে সেই সুখ প্রদান করুন, শত্রুর হস্ত হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

যখন শুভ্রবর্ণ গাভীর চরণ বন্ধন ক'রে রেখেছিল, তখন যজ্ঞভাগভাগী বসুগণ যেমন সেই গাভীকে মোচন ক'রে দিয়েছিলেন, সেইরকম আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করো। হে অগ্নি! আমাদের প্রকৃষ্ট পরমায়ু প্রদান করো ॥ ৮ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৮৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১ ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এই ঋক্‌টির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সংশ্লিষ্ট আছে; যথা—"সকলের প্রতি সমান প্রীতিযুক্ত হে আমার অন্তর্নিহিত দেবভাবসমূহ (দেবাসঃ)! মিত্রস্থানীয় গতিকারক সর্বশত্রুনাশক জ্ঞান-উন্মেষক ভগবান যে ব্যক্তিকে অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হতে (অতিদ্বিষঃ) রক্ষা করেন, অর্থাৎ উর্ধ্বপথে প্রতিষ্ঠাপিত করেন, সেই সাধককে পাপ এবং অসৎকর্ম প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ ব্যাপ্ত করে না।" (ভাব এই যে,—ভগবানের

অনুগ্রহে সাধক পাপের কবল হ'তে মুক্ত হন)। [এই মন্ত্রে মিত্র, অর্যমা, বরুণ—তিনটি পদ দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে ঐ তিন পদে তিন দেবতাকে বোঝাচ্ছে, এই ভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে মূলতঃ সেইভাবেই ব্যাখ্যাত। তবে, সকলেই বা সব দেবতাই যে সেই এক বিরাট্ পুরুষেরই অভিব্যক্তি; মিত্র বা অর্যমা বা বরুণ—সকলই যে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা বিভূতি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আসলে, প্রত্যেক দেবতাতেই ভগবানের এক এক মহিমা বিঘোষিত ব'লেই ঐসব দেবতার নামগুলিকে ঈশ্বরের বিশেষণরূপেও গ্রহণ করা অসঙ্গত হয় না। যখন দেখা যায় 'মিত্র'-রূপে তিনি আমাদের অশেষ হিতসাধন করছেন, তখন তাঁকে 'মিত্রদেব' ব'লে আহ্বান করি; যখন দেখতে পাই তিনি আমাদের তাঁর নিকট পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের মধ্যে আবেগের বা গতির বা শক্তির সঞ্চার ক'রে দিচ্ছেন, তখনই তাঁকে অর্যমা ব'লে আহ্বান করি; আবার যখন দেখতে পাই, তিনি 'বরুণ'-রূপে আমাদের সকল অভীষ্ট পূরণ করছেন—আমাদের মোক্ষের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন, তখনই তাঁকে 'বরুণদেব' ব'লে সেই সেই ভগবানেরই পূজায় ব্রতী হই। সকলই তিনি—সকলই তাঁর নামরূপ গুণবিভূতি—ইত্যাদি।—আমাদের বক্তব্য এখানে নিষ্প্রয়োজন।

◆ ◆

— ১২৭ সূক্ত —

[দেবতা : রাত্রি। ঋষি : কুশিক। ছন্দ : গায়ত্রী]

রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১ ॥
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধাতে তমঃ ॥ ২ ॥
নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী। অপেদু হাসতে তমঃ ॥ ৩ ॥
সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি। বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ॥ ৪ ॥
নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ। নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫ ॥
যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে। অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬ ॥
উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত। উষ ঋণেব যাতয় ॥ ৭ ॥
উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ। রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থ — রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ রকম শোভা সম্পাদন করেছেন ॥ ১ ॥

দেবরূপিনী রাত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করেছেন; যাঁরা নীচে অবস্থান করেন, কি যাঁরা উর্ধে অবস্থান করেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করেছেন ॥ ২ ॥

রাত্রিদেবী আগমন ক'রে উষাকে আপন ভগিনীর মতো পরিগ্রহ করলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করলেন ॥ ৩ ॥

পক্ষীগণ যেমন বৃক্ষে বাস গ্রহণ করে, সেইরকম যাঁর আগমনে আমরা শয়ন করেছি, সেই রাত্রি আমাদের শুভকরী হোন ॥ ৪ ॥

গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হয়েছে; পাদচারীগণ, পক্ষীকুল, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে শয়ন করেছে ॥ ৫ ॥

হে রাত্রি! বৃকী ও বৃককে আমাদের নিকট হ'তে দূরে লয়ে যাও; চৌরকে দূরে লয়ে যাও। আমাদের পক্ষে বিশিষ্টভাবে শুভঙ্করী হও ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে, আমার নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করেছে। হে উষাদেবি! আমার ঋণকে যেমন পরিশোধপূর্বক নষ্ট কর, সেইরকম অন্ধকারকে নষ্ট করো ॥ ৭ ॥

হে আকাশের কন্যা রাত্রি! তুমি গমন করছো; তোমাকে গাভীর মতো এই সমস্ত স্তব অর্পণ করলাম। তুমি গ্রহণ করো ॥ ৮ ॥

টীকা — ৬ ঋকের বক্তব্য—রাত্রিতে গ্রামসমূহে পশুপক্ষী নিস্তব্ধ হয়েছে, কেবল হিংস্রজন্তু আর চোরের ভয়।—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১২৮ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : বিহব্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী।]

মমাগ্নে বর্চো বিহবেষ্বস্তু বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম।
মহ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম ॥ ১ ॥
মম দেবা বিহবে সন্তু সর্ব ইন্দ্রবন্তো মরুতো বিষ্ণুরগ্নিঃ।
মমান্তরিক্ষমুরুলোকমস্তু মহ্যং বাতঃ পবতাং কামে অস্মিন্ ॥ ২ ॥
ময়ি দেবা দ্রবিণমা যজন্তাং ময্যাশীরস্তু ময়ি দেবহূতিঃ।
দৈব্যা হোতারো বনুষন্ত পূর্বেঽরিষ্টাঃ স্যাম তন্বা সুবীরাঃ ॥ ৩ ॥
মহ্যং যজন্তু মম যানি হব্যাকূতিঃ সত্যা মনসো মে অস্তু।
এনো মা নি গাং কতমচ্চনাহং বিশ্বে দেবাসো অধি বোচতা নঃ ॥ ৪ ॥
দেবীঃ ষলুর্বীরুরু নঃ কৃণোত বিশ্বে দেবাস ইহ বীরয়ধ্বম্।
মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভির্মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্ ॥ ৫ ॥
অগ্নে মন্যুং প্রতিনুদন্ পরেষামদব্ধো গোপাঃ পরি পাহি নস্ত্বম্।
প্রত্যঞ্চো যন্তু নিগুতঃ পুনস্তেঽমৈষাং চিত্তং প্রবুধাং বি নেশৎ ॥ ৬ ॥
ধাতা ধাতৃণাং ভুবনস্য যস্পতির্দেবং ত্রাতারমভিমাতিষাহম্।
ইমং যজ্ঞমশ্বিনোভা বৃহস্পতির্দেবাঃ পান্তু যজমানং ন্যর্থাৎ ॥ ৭ ॥
উরুব্যচা নো মহিষঃ শর্ম যংসদস্মিন্হবে পুরুহূতঃ পুরুক্ষুঃ।
স নঃ প্রজায়ৈ হর্যশ্ব মৃলয়েন্দ্র মা নো রীরিষো মা পরা দাঃ ॥ ৮ ॥
যে নঃ সপত্না অপ তে ভবন্ত্বিন্দ্রাগ্নিভ্যামব বাধামহে তান্।
বসবো রুদ্রা আদিত্যা উপরিস্পৃশং মোগ্রং চেত্তারমধিরাজমক্রন্ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! যুদ্ধের সময় আমার তেজের উদয় হোক। তোমাকে প্রজ্জ্বলিত ক'রে আমরা আপন দেহের পুষ্টিসাধন ক'রে থাকি। চারি দিক্ আমার নিকট নত হোক, তোমাকে প্রভু পেয়ে আমরা যেন শত্রুগণকে জয় করি ॥ ১ ॥

ইন্দ্র ইত্যাদি তাবৎ দেবতা, মরুদ্গণ, বিষ্ণু ও অগ্নি যুদ্ধের সময় আমার পক্ষে থাকুন। আকাশস্বরূপ বিস্তীর্ণ ভুবন আমার পক্ষ হোক। আমার উপস্থিত প্রার্থনা বিষয়ে বায়ু আমার অনুকূল হয়ে আমাকে পবিত্র করুন ॥ ২ ॥

দেবতাবৃন্দ আমার যজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ধন দান করুন। আমি যেন আশীর্বাদ লাভ করি; দেবতাগণকে আহ্বানপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান যেন আমারই ঘটে। পূর্বতনকালে যাঁরা দেবগণের উদ্দেশে হোম করেছেন, তাঁরা অনুকূল হোন। আমাদের শরীর নিরুপদ্রব হোক, সন্তানসন্ততি উৎপন্ন হোক ॥ ৩ ॥

আমার যে সকল যজ্ঞসামগ্রী আছে, তা আমার জন্য দেবসাৎ করা হোক। আমার মনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হোক। আমি যেন কোন রকম পাপে লিপ্ত না হই। অশেষ দেবগণ আমাদের এই আশীর্বাদ করুন ॥ ৪ ॥

ছয় জন প্রধান প্রধান দেবী আমাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন। হে তাবৎ দেবতা! এই স্থানে বীরত্ব করো। আমাদের সন্তানসন্ততির, কি আমাদের শরীরের যেন কোন অকল্যাণ না ঘটে। হে রাজা সোম! শত্রুর নিকট আমরা যেন বিনষ্ট না হই ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! তুমি শত্রুবর্গের আক্রোশ বিফল ক'রে রক্ষাকর্তা হও এবং দুর্ধর্ষ হয়ে আমাদের সর্ববিধায় রক্ষা করো। সেই সকল শত্রু ব্যর্থপ্রয়াস হয়ে প্রত্যাগমন করুক। যদিও বুদ্ধিমান হয়, তথাপি এদের বুদ্ধি যেন লোপ হয়ে যায় ॥ ৬ ॥

যিনি সৃষ্টিকর্তাগণেরও সৃষ্টিকর্তা, যিনি ভুবনের অধীশ্বর, যিনি রক্ষাকর্তা ও শত্রুনিবারণকারী, সেই দেবকে স্তব করি। এই যজ্ঞকে দুই অশ্বী এবং বৃহস্পতি ও আর আর দেবতা রক্ষা করুন। যজমানের ক্রিয়া যেন নিরর্থক না হয় ॥ ৭ ॥

যিনি বহুবিস্তীর্ণ তেজের অধিকারী, যিনি বৃহৎ, সর্বাগ্রে আহূত হন, বিবিধ স্থানে বাস করেন, সেই ইন্দ্র এই যজ্ঞে আমাদের সুখী করুন। হে হরিবর্ণ অশ্বের প্রভু ইন্দ্র! এই হেন তুমি আমাদের সুখী করো, সন্তানসন্ততিসম্পন্ন করো। আমাদের অনিষ্ট ক'রো না, প্রতিকূল হয়ো না ॥ ৮ ॥

যারা আমাদের শত্রু, তারা দূর হোক। ইন্দ্র ও অগ্নির সাহায্যে আমরা তাদের পরাভব করি। বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ এমন করুন, যাতে আমি সকলের উপরিবর্তী, দুর্ধর্ষ, বুদ্ধিমান্ ও অধিরাজ হই ॥ ৯ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ১২৯ সূক্ত —

[দেবতা : পরমাত্মা। ঋষি : প্রজাপতি পরমেষ্ঠী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্ ॥ ১ ॥

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥ ২॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ॥ ৩॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪॥
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫॥
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — সেইকালে যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কা'র স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? ॥ ১॥

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না ॥ ২॥

সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুর দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মগ্রহণ করলেন ॥ ৩॥

সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হলো, তা হ'তে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হলো। বুদ্ধিমানবৃন্দ বুদ্ধির দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করলেন ॥ ৪॥

রেতোধা পুরুষগণ উদ্ভব হ'লেন, মহিমা সকল উদ্ভব হ'লেন। ওঁদের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্ধ্বদিকে বিস্তারিত হলো, নিম্নদিকে স্বধা রইলো, প্রযতি ঊর্ধ্বদিকে রইলেন ॥ ৫॥

কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করবে? কোথা হ'তে জন্মালো? কোথা হ'তে এই সকল নানা সৃষ্টি হলো? দেবতাবৃন্দ এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হয়েছেন। কোথা হ'তে যে হলো, তা কে-ই বা জানে? ॥ ৬॥

এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হ'তে হলো, কা'র থেকে হলো, কেউ সৃষ্টি করেছেন, কি করেন নি, তা তিনিই জানেন, যিনি এর প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানতে পারেন ॥ ৭॥

টীকা — এই সূক্তটি অতি প্রসিদ্ধ ও জ্ঞাতব্য, কেন না সৃষ্টির আদি কারণ ও প্রণালীর কথা এতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূক্তটির ভাব দেখলে এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব'লে বিবেচনা হয় ॥ ২ ঋকে সৃষ্টির পূর্বে পরমাত্মার অনুভবের কথা বলা হয়েছে ॥ ৩ ঋকে সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ॥

৫ ঋক্ প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন, মহিমা বলতে পঞ্চভূত, আর স্বধা অর্থে অন্ন এবং নিকৃষ্ট এবং প্রযতি অর্থে ভোক্তা পুরুষ, সেই ভোক্তা জীব উপরে অর্থাৎ প্রধান। 'A self-supporting principle beneath, and energy aloft'—Muir ॥ ৫ ঋকে বলা হচ্ছে—প্রকৃতির যে কার্যসমূহ ও সৌন্দর্যকে ঋষিগণ দেব বলে পূজা করতেন, তাঁরা আদি দেব নন, তাঁরাও সৃষ্টি অর্থাৎ কার্যমাত্র, তা ঋষির মনে উদয় হলো। তবে কারণ কে? আদি কে? এই সূক্ত সেই প্রশ্নেরই উত্তর। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানুষের সাধ্য নয়, ঋষি তা স্বীকার করছেন॥

◆ ◆

— ১৩০ সূক্ত —

[দেবতা : প্রজাপতি। ঋষি : প্রাজাপত্য যজ্ঞ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভিস্তত একশতং দেবকর্মেভিরায়তঃ।
ইমে বয়ন্তি পিতরো য আযযুঃ প্র বয়াপ বয়েত্যাসতে ততে ॥ ১॥
পুমাঁ এনং তনুত উৎকৃণত্তি পুমান্বি তত্নে অধি নাকে অস্মিন্।
ইমে ময়ূখা উপ সেদুরু সদঃ সামানি চক্রুস্তসরাণ্যোতবে ॥ ২॥
কাসীৎপ্রমা প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎপরিধিঃ ক আসীৎ।
ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থং যদ্দেবা দেবমযজন্ত বিশ্বে ॥ ৩॥
অগ্নের্গায়ত্র্যভবৎ সযুগ্বোষ্ণিহয়া সবিতা সম্বভূব।
অনুষ্টুভা সোম উক্থৈর্মহস্বান্বৃহস্পতের্বৃহতী বাচমাবৎ ॥ ৪॥
বিরাণ্মিত্রাবরুণয়োরভিশ্রীরিন্দ্রস্য ত্রিষ্টুবিহ ভাগো অহ্নঃ।
বিশ্বান্দেবাঞ্জগত্যা বিবেশ তেন চাক্লৃপ্র ঋষয়ো মনুষ্যাঃ ॥ ৫॥
চাক্লৃপ্রে তেন ঋষয়ো মনুষ্যা যজ্ঞে জাতে পিতরো নঃ পুরাণে।
পশ্যন্মন্যে মনসা চক্ষসা তান্য ইমং যজ্ঞমযজন্ত পূর্বে ॥ ৬॥
সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ সহপ্রমা ঋষয়ঃ সপ্ত দৈব্যাঃ।
পূর্বেষাং পন্থামনুদৃশ্য ধীরা অন্বালেভিরে রথ্যোন রশ্মীন্ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — যজ্ঞস্বরূপ বস্ত্র চতুর্দিকে সূত্র বিস্তারের দ্বারা বয়ন করা হয়েছে; দেবতাগণের উদ্দেশে একশত, অর্থাৎ বহুসংখ্যক অনুষ্ঠানের দ্বারা তার বিস্তার সংঘটন হয়েছে; যজ্ঞে যে পিতৃলোকবৃন্দ আগমন করেছেন, তাঁরা বয়ন করেছেন। দীর্ঘতার দিকে বয়ন করো, বিস্তারের দিকে বয়ন করো, এই বাক্য উচ্চারণ করতে করতে তাঁরা এই বস্ত্রবয়নকার্য নির্বাহ করছেন ॥ ১॥

এক ব্যক্তি সেই বস্ত্রকে দীর্ঘীকৃত করছে, অপর এক ব্যক্তি বিস্তারের জন্য প্রসারিত করছে। এইটি ঐ স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তারিত হচ্ছে। ঐসকল তেজঃপুঞ্জ দেবতা যজ্ঞগৃহে উপবেশন করেছেন। এই বস্ত্রবয়ন ব্যাপারে সামগুলিকে তসর অর্থাৎ পড়েন রূপে কল্পনা করা হয়েছে ॥ ২॥

যে সময়ে তাবৎ দেবতা দেবপূজা করলেন, তখন তাঁদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিমাণ কি ছিল?

দেবমূর্তিই বা কি ছিল? সংকল্প কি ছিল? ঘৃত ছিল কি? পরিধি অর্থাৎ যজ্ঞস্থানের বৃত্তিস্বরূপ সীমানির্ধারণেই বা কি হয়েছিল? ছন্দ প্রয়োগ বা উক্থ কি ছিল? ॥৩॥

গায়ত্রী নামক ছন্দ অগ্নি সহযোগিনী হ'লেন। দেব সবিতা উষ্ণিক্ নামক ছন্দের সাথে মিলিত হ'লেন। সোম অনুষ্টুভ্ ছন্দের সাথে ও তেজোমূর্তি সূর্য উক্থ ছন্দের সাথে মিলিত হ'লেন। আর বৃহতী নামক ছন্দ বৃহস্পতির বাক্যকে আশ্রয় করলো ॥৪॥

বিরাট নামক ছন্দ মিত্র ও বরুণ দেবকে আশ্রয় করলো। ত্রিষ্টুভ ছন্দ ইন্দ্রের ভাগে পড়লো এবং দিবা ভাগের যে সোম, তা-ই তাঁর ভাগে পড়লো। জগতী নবক ছন্দ তাবৎ দেবতাকে আশ্রয় করলো। এইভাবে ঋষি ও মনুষ্যগণ যজ্ঞ সম্পাদন করলেন ॥৫॥

পুরাকালে যজ্ঞ উৎপন্ন হ'লে পর, আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষি ও মনুষ্যগণ উক্ত নিয়মে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। প্রাচীনকালে যাঁরা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন, আমার বোধ হচ্ছে যেন আমি মনের চক্ষে তাঁদের দর্শন করতে পারছি ॥৬॥

সাতজন দিব্য ঋষি স্তবসমূহ ও ছন্দ সংগ্রহপূর্বক পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করলেন, যজ্ঞের পরিমাণ স্থির করলেন। যেমন সারথিগণ ঘোটকের রশ্মি হস্তে ধারণ করে, সেই রকম সেই বিদ্বান্ ঋষিগণ পূর্বপুরুষগণের প্রধার প্রতি দৃষ্টি অর্পণ ক'রে সেই অনুযায়ী যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন ॥৭॥

টীকা — এই ১৩০ সূক্তটিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এর ১ ও ২ ঋকে যজ্ঞকে বস্ত্রের সাথে এবং মন্ত্রগুলিকে টানা ও পড়েনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এবং এর ৪ ও ৫ ঋকে আটটি ছন্দের নাম পাওয়া গেল, এর এক একটি ছন্দকে এক এক দেবের সাথে মিলিয়ে দেওয়া কবির কল্পনা ॥—আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১৩১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়। ঋষি : সুকীর্তি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

অপ প্রাচ ইন্দ্র বিশ্বাঁ অমিত্রানপাপাচো অভিভূতে নুদস্ব।
অপোদীচো অপ শূরাধরাচ উরৌ যথা তব শর্মন্মদেম ॥ ১॥
কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবং চিদ্যথা দান্ত্যনুপূর্বং বিয়ূয়।
ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নমোবৃক্তিং ন জগ্মুঃ ॥ ২॥
নহি স্থূর্যৃতুথা যাতমস্তি নোত শ্রবো বিবিদে সঙ্গমেষু।
গব্যন্ত ইন্দ্রং সখ্যায় বিপ্রা অশ্বায়ন্তো বৃষণং বাজয়ন্তঃ ॥ ৩॥
যুবং সুরামমশ্বিনা নমুচাবাসুরে সচা।
বিপিপানা শুভস্পতী ইন্দ্রং কর্মস্বাবতম্ ॥ ৪॥
পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেন্দ্রাবথুঃ কাব্যৈর্দংসনাভিঃ।
যৎসুরামং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা মঘবন্নভিষ্ণক্ ॥ ৫॥

ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ সুমৃলীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ।
বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ৬॥
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।
স সুত্রামা স্ববাঁ ইন্দ্রো অস্মে আরাচ্চিদ্দ্বেষঃ সনুতর্যুযোতু ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে শত্রুপরাভবকারী ইন্দ্র! সম্মুখের দিকে অথবা পশ্চাৎ দিকে যে সকল শত্রু আছে, উত্তরে অথবা দক্ষিণে যারা আছে, সকলকেই দূরীভূত করো। হে বীর! আমরা যেন তোমার নিকট বিশিষ্ট সুখলাভ ক'রে আনন্দিত হ'তে পারি ॥ ১॥

যাদের ক্ষেত্রে যব জন্মেছে, তারা যেমন পৃথক্ পৃথক্ ক'রে ক্রমশ সেই যব অনেক বারে কর্তন করে, সেইরকম হে ইন্দ্র! যারা যজ্ঞানুষ্ঠানসহকারে নমঃ শব্দ প্রয়োগ না করে অর্থাৎ যারা পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাদের ভোজনের সামগ্রী এখনই নষ্ট ক'রে দাও ॥ ২॥

যে শকটে একমাত্র পশু যোজিত আছে, তা কখনও যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হ'তে পারে না। যুদ্ধের সময় তা'র দ্বারা অন্ন লাভ করা যায় না। যাঁরা গো অশ্ব অন্ন কামনা করেন, সেই বুদ্ধিমান্‌গণ ঐ কারণে ইন্দ্রের বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত হন। অর্থাৎ ইন্দ্রের সহায় না হ'লে ঐ ঐ অভিলাষ সিদ্ধ হয় না ॥ ৩॥

হে কল্যাণমূর্তি অশ্বিদ্বয়! যখন নমুচির সাথে যুদ্ধে উপস্থিত হয়, তখন তোমরা উভয়ে মিলিত হয়ে চমৎকার সোম পান করতে করতে ইন্দ্রের কর্মে তাঁকে রক্ষা করেছিলে ॥ ৪॥

হে অশ্বিদ্বয়! যেমন পিতামাতা পুত্রকে রক্ষা করে, সেইরকম তোমরা চমৎকার সোম পান ক'রে আপন শক্তি ও অদ্ভুত কার্যসমূহের দ্বারা ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলে। হে ইন্দ্র! সরস্বতী দেবী তোমার নিকটে ছিলেন ॥ ৫॥

ইন্দ্র উত্তম ত্রাণকর্তা, ধনশালী, সর্বজ্ঞ; তিনি রক্ষা ক'রে সুখদায়ী হোন। শত্রুবর্গকে নিবারণপূর্বক তিনি অভয় দান করুন। আমরা যেন উত্তম ক্ষমতার অধিকারী হই। সেই যজ্ঞভাগগ্রাহী ইন্দ্রের নিকট যেন আমরা প্রসাদভাজন হই। তিনি যেন আমাদের প্রতি উত্তমরূপে সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি উৎকৃষ্ট ত্রাণকর্তা ও ধনশালী। সেই ইন্দ্র যেন, কি দূরবর্তী কি নিকটবর্তী, সকল শত্রুকে আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত ক'রে দেন ॥ ৬-৭॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী। এই সূক্তেও সোমের উল্লেখ আছে। স্মরণ করা যেতে পারে, স্বর্গীয় দুর্গাদাস কিন্তু পূর্বাপর সোম অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, ভক্তের অন্তরের ভক্তিসুধা' বলেছেন।

◆ ◆

— ১৩২ সূক্ত —

[দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ঋষি : শকপূত। ছন্দ : প্রস্তারপংক্তি, বিরাড্‌রূপা, মহাসতোবৃহতী]

ঈজানমিদ্দ্যৌর্গূর্তাবসুরীজানং ভূমিরভি প্রভূষণি।
ঈজানং দেবাবশ্বিনাবভি সুম্নৈরবর্ধতাম্ ॥ ১॥

তা বাং মিত্রাবরুণা ধারয়ৎ ক্ষিতী সুষুম্নেষিতত্বতা যজামসি।
যুবোঃ ক্রাণায় সখ্যৈরভি ষ্যাম রক্ষসঃ ॥ ২॥
অধা চিন্নু যদ্দিধিষামহে বামভি প্রিয়ং রেক্নঃ পত্যমানাঃ।
দদ্বাঁ বা যৎপুষ্যতি রেক্নঃ সম্বারন্নকিরস্য মঘানি ॥ ৩॥
অসাবন্যো অসুর সূয়ত দ্যৌস্ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা।
মূর্ধা রথস্য চাকন্নৈতাবতৈনসান্তকধ্রুক্ ॥ ৪॥
অস্মিন্ত্বে তচ্ছকপূত এনো হিতে মিত্রে নিগতান্ হন্তি বীরান্।
অবোর্বা যদ্ধাত্তনূষ্ববঃ প্রিয়াসু যজ্ঞিয়াস্বর্বা ॥ ৫॥
যুবোর্হি মাতাদিতির্বিচেতসা দ্যৌর্ন ভূমিঃ পয়সা পুপূতনি।
অব প্রিয়া দিদিষ্টন সূরো নিনিক্ত রশ্মিভিঃ ॥ ৬॥
যুবং হ্যপ্নরাজাবসীদতং তিষ্ঠদ্রথং ন ধূর্ষদং বনর্ষদম্।
তা নঃ কণূকয়ন্তীর্নৃমেধস্তত্রে অংহসঃ সুমেধস্তত্রে অংহসঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁরই জন্য আকাশ ধন তুলে ধ'রে আছেন। তাঁকেই পৃথিবী শ্রীযুক্ত করেন। যজ্ঞকারীকেই অশ্বিদ্বয় নানা সুখসামগ্রী দান ক'রে সন্তুষ্ট করেন ॥ ১ ॥

হে মিত্র ও বরুণ। তোমরা পৃথিবীকে ধারণ কর। উত্তম সুখসামগ্রীর প্রার্থনাতে তোমাদের উভয়কে পূজা করছি। যজমানের প্রতি তোমাদের যে সকল বন্ধুতাচরণ হয়ে থাকে, তা'র প্রভাবে আমরা যেন শত্রু জয় ক'রি ॥ ২ ॥

হে মিত্রাবরুণ। যখনই তোমাদের উদ্দেশে যজ্ঞসামগ্রী আয়োজন ক'রি তখনই চমৎকার ধনের নিকটে উপস্থিত হই। যজ্ঞদানকারী ব্যক্তি যে ধন প্রাপ্ত হয়, তার উপর কোন উপদ্রব সংঘটন হয় না ॥ ৩ ॥

হে অসুর মিত্র। আকাশ যাঁকে প্রসব করেছেন, অর্থাৎ সূর্য, তিনি তোমা হ'তে ভিন্ন। হে বরুণ। তুমি সকলের রাজা। তোমাদের রথের মস্তক এই দিকে আগমন করছে। হিংসাকারীগণের বিনাশকর্তা এই যে যজ্ঞ, এর উপর এতটুকু অকল্যাণও স্পর্শ হবে না ॥ ৪ ॥

এই আমি শকপূত, আমাতে যে পাপ আছে, তা আমার সেই নীচস্বভাব শত্রুবর্গকেই নষ্ট করছে, যেহেতু মিত্রদেব আমার হিতকারী আছেন। সেই মিত্রদেব আগত হয়ে শরীরের রক্ষা বিধান করুন, যে সকল উত্তম উত্তম সামগ্রী আছে, তিনি তা'ও রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

হে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বরুণ। অদিতিই তোমাদের উভয়ের মাতা; দ্যুলোক ও ভূলোককে জলের দ্বারা পরিষ্কার করো; এই নিম্নলোকে উত্তম উত্তম সামগ্রী প্রদান করো; সূর্যকিরণের দ্বারা সমস্ত ভুবন পবিত্র করো ॥ ৬ ॥

তোমরা উভয়ে কার্যের দ্বারা রাজা হয়ে বসেছো। তোমাদের যে রথ বনের মধ্যে বিহার করে, তা এইক্ষণে ধুরার উপর অবস্থিতি করুক। যেহেতু সেই সকল শত্রুলোক আক্রোশপূর্বক চীৎকার করছে। বুদ্ধিমান্ নৃমেধ্ (আমার পিতা) উপদ্রব হ'তে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছেন ॥ ৭ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১৩৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : সুদাস। ছন্দ : শক্করী, মহাপংক্তি, ত্রিষ্টুপ্‌]

প্রোম্বস্মৈ পুররথমিন্দ্রায় শূষমর্চত। অভীকে চিদু লোককৃৎসঙ্গে সমৎসু বৃত্রহাস্মাকং
বোধি চোদিতা নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ১॥
ত্বং সিন্ধূঁরবাসৃজোঽধরাচো অহন্নহিম্‌। অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে বিশ্বং পুষ্যসি বার্যং
তং ত্বা পরি ষ্বজামহে নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ২॥
বি ষু বিশ্বা অরাতয়োঽর্যো নশন্ত নো ধিয়ঃ। অস্তাসি শত্রবে বধং যো ন ইন্দ্র
জিঘাংসতি যা তে রাতির্দদির্বসু নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৩॥
যো ন ইন্দ্রাভিতো জনো বৃকায়ুরাদিদেশতি। অধস্পদং তমী কৃধি বিবাধো অসি
সাসহির্নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৪॥
যো ন ইন্দ্রাভিদাসতি সনাভির্যশ্চ নিষ্ট্যঃ। অব তস্য বলং তির মহীব দ্যৌরধ ত্মনা
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকো অধি ধন্বসু ॥ ৫॥
বয়মিন্দ্র ত্বায়বঃ সখিত্বমা রভামহে। ঋতস্য নঃ পথা নয়াতি বিশ্বানি দুরিতা
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৬॥
অস্মভ্যং সু ত্বমিন্দ্র তাং শিক্ষ যা দোহতে প্রতি বরং জরিত্রে।
অচ্ছিদ্রোধ্নী পীপয়দ্যথা নঃ সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — ইন্দ্রের যে সৈন্য তাঁর রথের সম্মুখভাগে আছে, উত্তমরূপে তাঁর পূজা করো। যুদ্ধের সময় দুই শত্রু নিকটবর্তী হয়ে পরস্পর সম্মিলিত হয়ে যায়, তখন তিনি পলায়ন করেন না। এইভাবে বৃত্রকে বধ করেন। আমাদের প্রভু সেই ইন্দ্র আমাদের সংবাদ গ্রহণ করুন। বিপক্ষবর্গের ধনুর্গুণ ছিন্ন হয়ে যাক ॥ ১ ॥

যে সকল জলরাশি নীচে আসে, তা তুমিই মোচন ক'রে দাও এবং বৃত্রকে বধ করে। হে ইন্দ্র! তুমি অজেয় ও শত্রুর অবধ্য হয়ে জন্মেছো, বিশ্বকে পালন ক'রে থাক। তোমাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ জেনে আমরা নিকটে আগমন করেছি। বিপক্ষগণের ধনুর্গুণ ছিন্ন হয়ে যাক ॥ ২ ॥

যারা দান করে না, এই হেন অবৎ শত্রু দৃষ্টিপথ হ'তে দূর হোক। আমাদের স্তবগুলি চলতে থাকুক। হে ইন্দ্র! যে শত্রু আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে, তুমি তার প্রতি মৃত্যু প্রেরণ করো। তোমার যে দানশীলতা, তা আমাদের ধনদাতা করুক। বিপক্ষগণের ধনুর্গুণ ছিন্ন হয়ে যাক ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের মতো আচরণপূর্বক যে সকল লোক আমাদের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়, তাদের ধরাশায়ী করো, কারণ তুমি শত্রু পরাভব কর ও শত্রুকে পীড়া প্রদান কর। বিপক্ষগণের ধনুর্গুণ ছিন্ন হয়ে যাক ॥ ৪ ॥

আমাদের সজাতি হোক বা আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হোক, যে কেউ আমাদের অনিষ্ট করে,

যেমন প্রকাণ্ড আকাশ সকল বস্তুকে নীচস্থ ক'রে রেখেছে, সেইরকম তুমি তা'র বল নীচস্থ করো। আপনা হ'তেই বিপক্ষের ধনুর্গুণ ছিন্ন হয়ে যাক ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! আমরা তোমার অনুগত, তোমার বন্ধুত্বের উপযুক্ত কার্যের উদ্যোগ করছি। পুণ্যকর্মের পথ দিয়ে আমাদের লয়ে চলো, আমরা যেন সকল পাপ অতিক্রম ক'রি। বিপক্ষগণের ধনুর্গুণ ছিন্ন হয়ে যাক ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র আমাদের তুমি সেই বিদ্যা উপদেশ করো, যার প্রভাবে স্তবকারীর মনোরথ পূর্ণ হয়। এই পৃথিবীস্বরূপ যে গাভী, এ যেন বিপুল আপীনবিশিষ্ট হয়ে এবং সহস্র ধারায় দুগ্ধ ক্ষরিত ক'রে আমাদের পরিতৃপ্ত করে ॥ ৭ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'র-৭৫৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও দ্রষ্টব্য। যথা,—১ ঋক্—"হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা প্রসিদ্ধ সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠতম সৎকর্ম এবং আত্মশক্তিকে প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করো—আত্মশক্তিদায়ক সৎকর্ম সম্পাদন করো; লোকপালক পাপনাশক দেব রিপুসংগ্রামে আমাদের সহায়ভূত হোন। হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের উন্মুক্ত হয়ে আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন; শত্রুদের ধনুতে অধিরোপিত জ্যা নাশপ্রাপ্ত হোক অর্থাৎ শত্রুগণ বিনষ্ট হোক।" (প্রার্থনামূলক মন্ত্রটির ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্মপরায়ণ হই, ভগবান্ আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন)। [মন্ত্রের প্রথম অংশে 'অর্চ্চ ইন্দ্রায়' পদ দুটি চতুর্থ্যন্ত; কিন্তু ভাষ্যকার বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার ক'রে ঐ পদ দুটিকে ষষ্ঠ্যন্ত ব'লে গ্রহণ করেছেন। তাতে...মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়িয়েছে—'এই ইন্দ্রের পুরোভাগস্থিত রথের অগ্রে বর্তমান।' এই অংশকে বিশেষরূপে গ্রহণ ক'রে 'শূষং' পদকে বিশেষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। তাতে অর্থ দাঁড়ায়—'ইন্দ্রদেবের অগ্রভাগস্থিত বলকে পূজা করো।"...এই সূক্তের মন্ত্রার্থে 'শূষং' পদের অর্থ 'সৈন্য' একদিক দিয়ে সঙ্গতই হয়েছে।...কিন্তু এই সৈন্যের দ্বারা কাকে বোঝায়, অথবা কোন্ বস্তুকে নির্দেশ করে? আমরা এই অংশের অর্থ করেছি—'প্রসিদ্ধ ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠতম সৎকর্মকে এবং আত্মশক্তিকে প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করো অর্থাৎ আত্মশক্তিদায়ক সৎকর্ম সম্পাদন করো।' আমরা মনে ক'রি, 'অর্চ্চ ইন্দ্রায়' পদ দুটির বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করবার কোন প্রয়োজন নেই।—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের...প্রচলিত অর্থের ভাব—ইন্দ্রদেব যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যসমূহের নিকটবর্তী থাকেন, তিনি বৃত্রকে বধ করেন—ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অংশের ভাব—ভগবান্ আমাদের রিপুসংগ্রামে সহায় হয়ে আমাদের সকল রকম বিপদ থেকে রক্ষা করুন।—তৃতীয় অংশের ভাব অনেকটা দ্বিতীয় অংশের অনুরূপ। শত্রুর অধিরোপিত জ্যা যেন নষ্ট না হয় অর্থাৎ শত্রুর অনিষ্টকারিণী শক্তি যেন বিনষ্ট হয়, রিপুগণ যেন আমাদের কোনও অনিষ্ট করতে না পারে,—এটাই মন্ত্রাংশের ভাব]।—ইত্যাদি॥— আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্দুটির বিশেষ বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১৩৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ১-৫ মান্ধাতা, ৬-৭ গোধা। ছন্দ : শক্বরী, মহাপংক্তি, পংক্তি]

উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব। মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং
চর্ষণীনাং দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ১ ॥

অব স্ম দুর্হণায়তো মর্তস্য তনুহি স্থিরম্। অধস্পদং তমীং কৃধি যো
অস্মাঁ আদিদেশতি দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ২॥
অব ত্যা বৃহতীরিষো বিশ্বশ্চন্দ্রা অমিত্রহন্। শচীভিঃ শক্র ধূনুহীন্দ্র
বিশ্বাভিরূতিভির্দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৩॥
অব যত্ত্বং শতক্রতবিন্দ্র বিশ্বানি ধূনুষে। রয়িং ন সুন্বতে সচা সহস্রিণীভি-
রূতিভির্দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৪॥
অব স্বেদা ইবাভিতো বিষ্বক্পতন্তু দিদ্যবঃ। দূর্বায়া ইব তন্তবো ব্যস্মদেতু
দুর্মতির্দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৫॥
দীর্ঘং হ্যঙ্কুশং যথা শক্তিং বিভর্ষি মন্তুমঃ। পূর্বেণ মঘবন্ পদাজো বয়াং
যথা যমো দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৬॥
নকি র্দেবা মিনীমসি নকিরা যোপয়ামসি মন্ত্রশ্রুত্যং চরামসি।
পক্ষেভিরপি কক্ষেভিরত্রাভি সং রভামহে ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! তুমি উষার মতো দ্যুলোক ও ভূলোককে পরিপূর্ণ কর, তুমি মহত্তেরও মহৎ, মানবগণের উপরিবর্তী সম্রাট্। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করেছেন ॥ ১॥

যে দুরাত্মা ব্যক্তি আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে, তার বল অধিক থাকলেও তুমি সেই বলকে ন্যূন ক'রে দাও; যে আমাদের অনিষ্ট চিন্তা করে, তা'কে ধরাশায়ী করো। কল্যাণময়ী... (ইত্যাদি) ॥২॥

হে ক্ষমতাবান্ শত্রুসংহারী ইন্দ্র! সেই যে প্রচুর অন্ন সমস্ত, যাতে সকলেরই আনন্দ হয়, তা তোমার ক্ষমতাবলে আমাদের দিকে প্রেরণ করো। সেইসঙ্গে আমাদের সর্বরকমে রক্ষা করো। কল্যাণময়ী...(ইত্যাদি) ॥৩॥

শতক্রতু ইন্দ্র! তুমি যখন নানা অন্ন প্রেরণ করবে তখন সোমযাগকারী যজমানকে সহস্ররকমে রক্ষা করবে এবং ধনও প্রদান করবে। কল্যাণময়ী...(ইত্যাদি) ॥ ৪॥

উজ্জ্বল অস্ত্রগুলি ঘর্মবিন্দুর মতো চতুর্দিকে পতিত হোক, দূর্বার প্রতানের মতো অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিশ্বব্যাপী হোক, আমাদের দুর্মতি দূর হোক। কল্যাণময়ী....(ইত্যাদি) ॥ ৫॥

হে জ্ঞানবান্ ধনশালী ইন্দ্র! সুদীর্ঘ অঙ্কুশের মতো তুমি শক্তি নামক অস্ত্র ধারণ ক'রে থাক। ছাগ যেমন শরীরের সম্মুখস্থিত চরণের দ্বারা বৃক্ষশাখাকে আকর্ষণ করে, সেইরকম তুমি সেই শক্তি অস্ত্রের দ্বারা শত্রুকে আকর্ষণপূর্বক নিপাত করো। কল্যাণময়ী...(ইত্যাদি) ॥৬॥

হে দেবতাগণ! তোমাদের বিষয়ে কিছুই ত্রুটি ক'রি নি, কোনও কর্মেই শৈথিল্য বা ঔদাস্য ক'রি নি। মন্ত্র ও শ্রুতি অনুসারে আচরণ ক'রে থাকি। দুই হস্তে রাশীকৃত যজ্ঞসামগ্রী লয়ে তন্মাত্র সহায়ে এই যজ্ঞকর্ম সম্পাদন ক'রে থাকি ॥৭॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'র ৪৬৮ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১, ২ ও ৬ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ১৭০ ও ১০৫ পৃষ্ঠাতেও এই সূক্তের যথাক্রমে প্রথম (১) ও শেষ (৭) ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেইসূত্রে সেখানে যথারীতি এগুলির বিশ্লেষণও সংশ্লিষ্ট আছে; যথা—২ ঋক্—"হে দেব! মরণধর্মশীল মনুষ্যের (আমাদের) উপক্ষতি সৎভাবহারক বহিঃ ও অন্তঃশত্রুর সুদৃঢ় শক্তিকে নিঃশেষে বিনাশ করুন। অপিচ, সৎ-ভাব-রোধক যে শত্রু আমাদের অভিভূত করে, সেই প্রসিদ্ধ বহিঃ ও

অন্তঃশত্রুকে পরাভূত করুন। হে দেব! দীপ্তিমান ইত্যাদি গুণযুক্ত দেবভাব-উৎপাদিকা আপনার সেই শক্তি আমাদের মধ্যে শক্তি উৎপাদন করুক; এবং মঙ্গলপ্রদ আপনার সেই সৎ-ভাব-জনয়িত্রী শক্তি আমাদের পরমমঙ্গল সাধন করুক।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বাহিরের শত্রুর (অর্থাৎ দুরাত্মা মানুষদের বা জীবজন্তুর) এবং অন্তরের শত্রুর (অর্থাৎ কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুবর্গের) বিনাশের প্রার্থনা বর্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে দেব! আমাদের সৎ-ভাব-সম্পন্ন ক'রে সৎপথ প্রদর্শন করুন)।[পূর্বের মন্ত্রে চিত্তস্থৈর্যসাধনের বিষয় উত্থাপিত হয়েছে, অন্তঃশত্রু কাম-ক্রোধ ইত্যাদিই তার প্রধান অন্তরায়। লোভজনক দ্রব্য ইত্যাদি দর্শনে, তা প্রাপ্তির যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মায়, এবং তা অধিগত না হ'লে যে দুষ্প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তারাই চিত্তের চাঞ্চল্য আনে। অন্তরের সেইসকল শত্রু বিনষ্ট হ'লেই বহিঃশত্রুর বিনাশ সুগম হয়ে আসে]।—ইত্যাদি ॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির এইরকম বিশেষ বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১৩৫ সূক্ত —

[দেবতা : যম। ঋষি : কুমার। ছন্দ : অনুষ্টুপ্‌]

যস্মিন্বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।
অত্রা নো বিশ্‌পতিঃ পিতা পুরাণাঁ অনু বেনতি ॥ ১ ॥
পুরাণাঁ অনুবেনন্তং চরন্তং পাপয়ামুয়া।
অসূয়ন্নভ্যচাকশং তস্মা অস্পৃহয়ং পুনঃ ॥ ২ ॥
যং কুমার নবং রথমচক্রং মনসাকৃণোঃ।
একেষং বিশ্বতঃ প্রাঞ্চমপশ্যন্নধি তিষ্ঠসি ॥ ৩ ॥
যং কুমার প্রাবর্তয়ো রথং বিপ্রেভ্যস্পরি।
তং সামানু প্রাবর্তত সমিতো নাব্যাহিতম্‌ ॥ ৪ ॥
কঃ কুমারমজনয়দ্রথং কো নিরবর্তয়ৎ।
কঃ স্বিত্তদদ্য নো ব্রূয়াদনুদেয়ী যথাভবৎ ॥ ৫ ॥
যথাভবদনুদেয়ী ততো অগ্রমজায়ত।
পুরস্তাদ্বুধ্ন আততঃ পশ্চান্নিরয়ণং কৃতম্‌ ॥ ৬ ॥
ইদং যমস্য সাদনং দেবমানং যদুচ্যতে।
ইয়মস্য ধম্যতে নালীরয়ং গীর্ভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ — চমৎকার পত্রের দ্বারা শোভিত যে বৃক্ষের উপরে যমদেব দেবতাগণের সঙ্গে একত্রে পান করেন, আমাদের নরপতি পিতা ইচ্ছা করেছেন যে, আমি সেই বৃক্ষে গমন ক'রে পূর্বপুরুষগণের সঙ্গী হই ॥ ১ ॥

পিতা আমার প্রতি নির্দয় হয়ে 'পূর্বপুরুষগণের সঙ্গী হও', এই আদেশ করাতে আমি তাঁর প্রতি বিরক্তিসূচক দৃষ্টিপাত করেছিলাম, পরে সেই বিরাগ ত্যাগ ক'রে পুনর্বার অনুরক্ত হয়েছি ॥ ২ ॥

[যমের উক্তি]—ওহে কুমার! তুমি মনে মনে এমন একখানি নূতন রথ প্রার্থনা করেছিলে, যার চক্র নেই; যার একমাত্র ঈষা, অথচ যা সর্বত্র গতিবিধি করতে সমর্থ। তুমি না বুঝে সেই রথে আরোহণ করেছো ॥৩॥

ওহে কুমার! বুদ্ধিমান্ বন্ধুবান্ধবগণকে পরিত্যাগপূর্বক তুমি সেই রথ ধাবিত করেছো, এ তোমার পিতার সান্ত্বনা-পূর্ণ উপদেশবাক্য অনুসারে চলেছে, সেই উপদেশ তা'র নৌকাস্বরূপ এবং আশ্রয়স্বরূপ হয়েছে। সেই নৌকাতে সংস্থাপিত হয়ে ঐ রথ এই স্থান হ'তে চলে গিয়েছে ॥৪॥

কে এই বালকের জন্মদাতা? কে এই রথ প্রেরণ করেছে? যাতে এই বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হবে, সেই সন্ধান অদ্য আমাদের কে ব'লে দেবে? ॥৫॥

যাতে বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হবে, তা অগ্রেই বলা হয়েছিল। প্রথমে পিতার উপদেশের মূল অংশ প্রকাশ হলো, পশ্চাৎ প্রত্যাগমনের উপায় বলা হলো ॥৬॥

এই দেখছি যমের বাটী; লোকে বলে, এটি দেবতাগণ কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। এই দেখছি, এঁর সর্বাঙ্গে শিরা নির্গত হয়ে আছে; এই দেখছি, এঁকে লোকে স্তব করছে ॥৭॥

টীকা — কুমার নচিকেতা পিতার কথায় যমপুরী দর্শনে গমন করেন। সেই আখ্যান অবলম্বন ক'রে সম্ভবতঃ এই সূক্ত রচিত হয়েছে। কঠ উপনিষদে এই নচিকেতার কথা বিস্তীর্ণভাবে বিবৃত হয়েছে।

◆ ◆

— ১৩৬ সূক্ত —

[দেবতা : কেশী। ঋষি : জুতি, বাতজুতি, বিপ্রজুতি, বৃষাণক, করিক্রত, এতশ, ঋষ্যশৃঙ্গ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

কেশ্যগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্তি রোদসী।
কেশী বিশ্বং স্বর্দৃশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে ॥ ১॥
মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলা।
বাতস্যানু ধ্রাজিং যন্তি যদ্দেবাসো অবিক্ষত ॥ ২॥
উন্মদিতা মৌনেয়েন বাতাঁ আ তস্থিমা বয়ম্।
শরীরেদস্মাকং যূয়ং মর্তাসো অভি পশ্যথ ॥ ৩॥
অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা রূপাবচাকশৎ।
মুনির্দেবস্য দেবস্য সৌকৃত্যায় সখা হিতঃ ॥ ৪॥
বাতস্যাশ্বো বায়োঃ সখাথ দেবেষিতো মুনিঃ।
উভৌ সমুদ্রাবা ক্ষেতি যশ্চ পূর্ব উতাপরঃ ॥ ৫॥
অপ্সরসাং গন্ধর্বাণাং মৃগাণাং চরণে চরণ্।
কেশী কেতস্য বিদ্বান্ত্ সখা স্বাদুর্মদিন্তমঃ ॥ ৬॥
বায়ুরস্মা উপামন্থৎ পিনষ্টি স্মা কুনংনমা।
কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্রুদ্রেণাপিবৎ সহ ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনিই দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোতি, এরই নাম কেশী ॥ ১ ॥

বাতরশনের বংশীয় মুনিগণ পিঙ্গলবর্ণ মলিন বস্ত্র ধারণ করেন, তাঁরা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে বায়ুর গতির অনুগামী হয়েছেন ॥ ২ ॥

তপস্যা-রসের রসিক হয়ে আমরা তা'তে উন্মত্তের মতো, আমরা বায়ুর উপর আরোহণ করলাম। হে মনুষ্যগণ! তোমরা কেবল আমাদের শরীর মাত্র দেখতে পাচ্ছো, অর্থাৎ আমাদের আত্মা বায়ুরূপী হয়েছে ॥ ৩ ॥

যিনি মুনি হন, তিনি আকাশে উড্ডীন হ'তে পারেন, সকল বস্তু দর্শন করতে পারেন। যে স্থানে যত দেবতা আছেন, তিনি সকলের প্রিয় বন্ধু, সৎকর্মের জন্যই তিনি জীবিত আছেন ॥ ৪ ॥

যিনি মুনি হন, তিনি বায়ুপথে ভ্রমণ করবার ঘোটকস্বরূপ, তিনি বায়ুর সহচর, দেবতাগণ তাঁকে প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন। পূর্ব ও পশ্চিম, এই দুই সমুদ্রে তিনি বাস করেন ॥ ৫ ॥

কেশীদেব অপ্সরাগণের, গন্ধর্বগণের এবং হরিণগুলির বিচরণ স্থানে বিহার করেন। তিনি জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই জানেন ও তিনি চমৎকার; তিনি সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ী বন্ধুস্বরূপ ॥ ৬ ॥

কেশী যখন রুদ্রের সাথে একত্রে জলপান করেন, তখন বায়ু সেই জল আলোড়িত ক'রে দেন এবং কঠিন করকাগুলি ভঙ্গ ক'রে দেন ॥ ৭ ॥

টীকা — কেশী দেব কে, তা বোধগম্য হলো না। এই সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তবে এই সূক্তে কেশীর পাশাপাশি অগ্নি, সূর্য ও বায়ু দেবতার নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

◆ ◆

— ১৩৭ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও বসিষ্ঠ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

উত দেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ।
উতাগশ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থা পুনঃ ॥ ১ ॥
দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত আ সিন্ধোরা পরাবতঃ।
দক্ষং তে অন্য আ বাতু পরান্যো বাতু যদ্রপঃ ॥ ২ ॥
আ বাত বাহি ভেষজং বি বাত বাহি যদ্রপঃ।
ত্বং হি বিশ্বভেষজো দেবানাং দূত ঈয়সে ॥ ৩ ॥
আ ত্বাগমং শন্তাতিভিরথো অরিষ্টতাতিভিঃ।
দক্ষং তে ভদ্রমাভার্ষং পরা যক্ষ্মং সুবামি তে ॥ ৪ ॥
ত্রায়ন্তামিহ দেবাস্ত্রায়তাং মরুতাং গণঃ।
ত্রায়ন্তাং বিশ্বা ভূতানি যথায়মরপা অসৎ ॥ ৫ ॥

আপ ইদ্বা উ ভেষজীরাপো অমীবচাতনীঃ।
আপঃ সর্বস্য ভেষজীস্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজম্ ॥ ৬॥
হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বা বাচঃ পুরোগবী।
অনাময়িত্নুভ্যাং ত্বা তাভ্যাং ত্বোপ স্পৃশামসি ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ — হে দেবতাবর্গ! তোমরাই আমাকে নিম্নে পাতিত করেছো, তোমরাই আবার ঊর্ধ্বে তুলে লও। হে দেবগণ! হয়তো আমি অপরাধ করেছি; পুনর্বার প্রাণদান করো ॥ ১॥

সমুদ্র পর্যন্ত এমন কি আরও দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত, এই দুই বায়ু বহমান থাকে; এক বায়ু তোমার বলাধান করতে করতে আগমন করুক, অন্য বায়ু তোমার পাপ ধ্বংসের জন্য বহমান হোক ॥ ২॥

হে বায়ু! তুমি এই দিকে ঔষধ প্রবাহিত ক'রে আনয়ন করো। যা অহিতকর, এই দিক্ হ'তে প্রবাহিত ক'রে লয়ে যাও। যেহেতু তুমিই সংসারের ঔষধ স্বরূপ, তুমিই দেবতাগণের দূত হয়ে গমন কর ॥ ৩॥

হে যজমান! তোমার মঙ্গলকর স্বস্ত্যয়ন শান্তি করেছি, তোমার অমঙ্গল নিবারণের কার্যও করেছি। যাতে তোমার উৎকৃষ্ট বলাধান হয়, সেই কার্য করেছি। তোমার রোগ এখনই দূর ক'রে দিচ্ছি ॥ ৪॥

দেবতাগণ এইক্ষণে রক্ষা করুন; মরুদ্গণ রক্ষা করুন, তাবৎ চরাচর রক্ষা করুন; এই ব্যক্তি নীরোগ হোক ॥ ৫॥

জলই ঔষধরূপ; জলই রোগশান্তির কারণ; জল সকল রোগেরই ঔষধ। সেই জল যেন তোমার ঔষধ বিধান ক'রে দেয় ॥ ৬॥

দুই হস্তে দশ অঙ্গুলি আছে; বাক্যের অগ্রে অগ্রে জিহ্বা বিচলিত হয়; তোমার রোগশান্তির জন্য ঐ হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করছি ॥ ৭॥

টীকা — এই সূক্তটি রোগ নিবারণের জন্য একটি "ওকার মন্ত্র" স্বরূপ।

◆ ◆

— ১৩৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ঔরব অঙ্গ। ছন্দ : জগতী]

তব ত্য ইন্দ্র সখ্যেষু বহ্নয় ঋতং মন্বানা ব্যদর্দিরুর্বলম্।
যত্রা দশস্যন্নুষসো রিণন্নপঃ কুৎসায় মন্মন্নহ্যশ্চ দংসয়ঃ ॥ ১॥
অবাসৃজঃ প্রস্বঃ শ্বঞ্চয়ো গিরীনুদাজ উস্রা অপিবো মধু প্রিয়ম্।
অবর্ধয়ো বনিনো অস্য দংসসা শুশোচ সূর্য ঋতজাতয়া গিরা ॥ ২॥
বি সূর্যো মধ্যে অমুচদ্রথং দিবো বিদদ্দাসায় প্রতিমানমার্যঃ।
দৃড়্হানি পিপ্রোরসুরস্য মায়িন ইন্দ্রো ব্যাস্যচ্চকৃবাঁ ঋজিশ্বনা ॥ ৩॥
অনাধৃষ্টানি ধৃষিতো ব্যাস্যন্নিধীঁরদেবাঁ অমৃণদয়াস্যঃ।
মাসেব সূর্যো বসু পূর্যমা দদে গৃণানঃ শত্রূঁরশৃণাদ্বিরুক্মতা ॥ ৪॥

অযুদ্ধসেনো বিভ্বা বিভিন্দতা দাশদ্বৃত্রহা তুজ্যানি তেজতে।
ইন্দ্রস্য বজ্রাদবিভেদভিশ্নথঃ প্রাক্রামচ্ছুন্ধ্যুরজহাদুষা অনঃ ॥ ৫॥
এতা ত্যা তে শ্রুত্যানি কেবলা যদেক একমকৃণোরযজ্ঞম্।
মাসাং বিদানমদধা অধি দ্যবি ত্বয়া বিভিন্নং ভরতি প্রধিং পিতা ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্য যজ্ঞকর্তাগণ যজ্ঞসামগ্রী বহন ক'রে যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক বলকে বিদীর্ণ করলেন। তখন স্তব করা হলো, কুৎসকে তুমি প্রভাতের আলোক প্রদান করলে, জল মোচন করলে এবং বৃত্রের সমস্ত কার্য ধ্বংস করলে ॥ ১॥

হে ইন্দ্র। তুমি জননীতুল্য জলগুলিকে মোচন করেছো; পর্বতগণকে বিচলিত করলে, গাভীবৃন্দকে তাড়িত ক'রে লয়ে গমন করলে, সুমিষ্ট মধু (সোম) পান করলে, বনের বৃক্ষগণকে বৃষ্টির দ্বারা আপ্যায়িত করলে, যজ্ঞোপযোগী স্তুতিবাক্যের দ্বারা ইন্দ্রের স্তব হলো, এঁর ক্রিয়ার দ্বারা সূর্য দীপ্তিশালী হ'লেন ॥ ২॥

সূর্যদেব আকাশের মধ্যে আপন রথ চালিত ক'রে দিলেন; তিনি দেখলেন, আর্যজাতি দাসজাতির সমকক্ষ। ইন্দ্র ঋজিশ্বা নামক ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব ক'রে পিপ্রু নামক মায়াবী অসুরের বলবীর্য নষ্ট ক'রে দিলেন ॥ ৩॥

দুর্ধর্ষ ইন্দ্র দুর্ধর্ষ শত্রুসৈন্যগণকে নষ্ট করলেন; তিনি দেবশূন্যগণের ধনসমূহ ধ্বংস করলেন। সূর্য যেমন মাসে মাসে পৃথিবীতে রস আকর্ষণ করেন, সেইরকম তিনি শত্রুপুরীস্থিত ধন হরণ করলেন। তিনি স্তব গ্রহণ করতে করতে উজ্জ্বল অস্ত্রের দ্বারা শত্রুনিপাত করলেন ॥ ৪॥

ইন্দ্রের সেনার সাথে কেউ যুদ্ধ করতে সমর্থ হয় না; সর্বত্রগামী বিদীর্ণকারী বজ্রের দ্বারা তিনি বৃত্র নিপাতপূর্বক অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করেন, বিদীর্ণকারী ইন্দ্র-বজ্র হ'তে শত্রুগণ ভীত হলো। সর্ববস্তু শোধনকারী সূর্যদেব চলতে আরম্ভ করলেন। উষাদেবী আপন শকট চালিত ক'রে দিলেন ॥ ৫॥

হে ইন্দ্র। এই সকল বীরত্বের কার্য কেবল তোমারই শোনা যায়, যেহেতু তুমি অসহায়ে যজ্ঞ বিঘ্নকারী অসহায় শত্রুকে হিংসা করেছো। তুমি আকাশের উপর চন্দ্রের গতায়াতের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছো। সূর্যের রথচক্রকে যখন বৃত্র ভঙ্গ করে, তখন সকলের পিতা দ্যুলোক তোমার দ্বারাই সেই চক্র ধারণ করিয়ে থাকেন ॥ ৭॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১৩৯ সূক্ত —

[দেবতা : সবিতা ও বিশ্বাবসু। ঋষি : গন্ধর্ব বিশ্বাবসু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাৎ সবিতা জ্যোতিরুদয়াঁ অজস্রম্।
তস্য পূষা প্রসবে যাতি বিদ্বান্ত্ সম্পশ্যন্বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ১॥
নৃচক্ষা এষ দিবো মধ্যে আস্ত আপপ্রিবান্রোদসী অন্তরিক্ষম্।
স বিশ্বাচীরভি চষ্টে ঘৃতাচীরন্তরা পূর্বমপরং চ কেতুম্ ॥ ২॥

রায়ো বুধ্নঃ সঙ্গমনো বসূনাং বিশ্বা রূপাভি চষ্টে শচীভিঃ।
দেব ইব সবিতা সত্যধর্মেন্দ্রো ন তস্থৌ সমরে ধনানাম্ ॥ ৩॥
বিশ্বাবসুং সোম গন্ধর্বমাপো দদৃশুষীস্তদৃতেনা ব্যায়ন্।
তদন্ববৈদিন্দ্রো রারহাণ আসাং পরি সূর্যস্য পরিধীঁরপশ্যৎ ॥ ৪॥
বিশ্বাবসুরভিতন্নো গৃণাতু দিব্যো গন্ধর্বো রজসো বিমানঃ।
যদ্বা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্ম ধিয়ো হিন্বানো ধিয় ইন্নো অব্যাঃ ॥ ৫॥
সস্নিমবিন্দচ্চরণে নদীনামপাবৃণোদ্দুরো অশ্মব্রজানাম্।
প্রাসাং গন্ধর্বো অমৃতানি বোচদিন্দ্রো দক্ষং পরি জানাদহীনাম্ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — দেবসবিতা সূর্যের কিরণে কিরণযুক্ত, উজ্জ্বল কেশবিশিষ্ট; তিনি পূর্বদিকে ক্রমাগত আলোকের উদয় করতে থাকেন। তাঁর জন্ম হ'লে পূষাদেব অগ্রসর হন; ইনি জ্ঞানী, সমস্ত ভুবন দর্শন ও রক্ষা করেন ॥ ১ ॥

ইনি মানবের প্রতি কৃপাদৃষ্টি ক'রে আকাশের মধ্যে অবস্থিতি করেন, দ্যুলোক ও ভূলোক ও মধ্যস্থিত আকাশ আলোকে পূর্ণ করেন। তিনি দিক্ সমস্ত ও কোণ সমস্ত প্রকাশিত করেছেন। তিনি পূর্বভাগ, পরভাগ, মধ্যভাগ ও প্রান্তভাগ, সকলই প্রকাশিত করেন ॥ ২ ॥

সেই সূর্যদেব ধনের মূলস্বরূপ, সম্পত্তির মিলনস্থানস্বরূপ। তিনি আপন ক্ষমতার তাবৎ দ্রষ্টব্য পদার্থকে প্রকাশিত করেন। তিনি সবিতাদেবের মতো সত্যকর্মা, অর্থাৎ যা করেন তা সফল হয়। যে স্থানে ধনসকল একত্র মিলিত হয়, তথায় তিনি ইন্দ্রের মতো দণ্ডায়মান হয়েছিলেন ॥৩॥

হে সোম যখন জলসকল বিশ্বাবসু গন্ধর্বকে দর্শন করলো, তখন পুণ্যকর্মের প্রভাবে তারা বিলক্ষণভাবে নির্গত হলো। সেই জলসমস্ত যিনি প্রেরণ করেছেন, সেই ইন্দ্র উক্ত বৃত্তান্ত জানতে পারলেন। তিনি সূর্যমণ্ডলের চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বাবসু নামে দেবলোকবাসী গন্ধর্ব জলের সৃষ্টিকর্তা, তিনি ঐ সকল বিষয় আমাদের উপদেশ প্রদান করুন। যা যথার্থ অথবা যা আমাদের অজ্ঞাত, সেই বিষয়ে তিনি আমাদের চিন্তা প্রবর্তিত করুন, আমাদের বুদ্ধিগুলি রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

নদীগুলির চরণদেশে ইন্দ্র একটি মেঘ দর্শন করলেন; তিনি প্রস্তরময় দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে দিলেন। গন্ধর্ব এই সমস্ত জলের কথা উল্লেখ করলেন, ইন্দ্র মেঘগণের বল উত্তম জানেন ॥৬॥

টীকা — এই সূক্তে বিশ্বাবসু গন্ধর্বই বৃষ্টিদাতা দেবরূপে উপাসিত হয়েছেন।

◆ ◆

— ১৪০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : পাবক অগ্নি। ছন্দ : বিষ্টারপংক্তি, বৃহতী, জ্যোতি, ত্রিষ্টুপ্]

অগ্নে তব শ্রবো বয়ো মহি ভ্রাজন্তে অর্চয়ো বিভাবসো।
বৃহদ্ভানো শবসা বাজমুক্থ্যং দধাসি দাশুষে কবে ॥ ১॥

পাবকবর্চাঃ শুক্রবর্চা অনূনবর্চা উদিয়র্ষি ভানুনা।
পুত্রো মাতরা বিচরন্নুপাবসি পৃণক্ষি রোদসী উভে ॥ ২॥
উর্জো নপাজ্জাতবেদঃ সুশস্তিভির্মন্দস্ব ধীতিভির্হিতঃ।
ত্বে ইষঃ সং দধুর্ভূরিবর্পসশ্চিত্রোতয়ো বামজাতাঃ ॥ ৩॥
ইরজন্যগ্নে প্রথয়স্ব জন্তুভিরস্মে রায়ো অমর্ত্য।
স দর্শতস্য বপুষো বি রাজসি পৃণক্ষি সানসিং ক্রতুম্ ॥ ৪॥
ইষ্কর্তারমধ্বরস্য প্রচেতসং ক্ষয়ন্তং রাধসো মহঃ।
রাতিং বামস্য সুভগাং মহীমিষং দধাসি সানসিং রয়িম্ ॥ ৫॥
ঋতাবানং মহিষং বিশ্বদর্শতমগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনাঃ।
শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং ত্বা গিরা দৈব্যং মানুষা যুগা ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি। তোমার প্রশস্ত অন্ন আছে; তোমার শিখাগুলি বিলক্ষণ দীপ্তি প্রাপ্ত হচ্ছে; উজ্জ্বলাই তোমার সম্পত্তি; তোমার দীপ্তি প্রকাণ্ড; তুমি ক্রিয়াকুশল; তুমি দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট অন্ন ও বল প্রদান কর ॥ ১ ॥

হে অগ্নি। যখন তুমি দীপ্তির সাথে উদয় হও, তখন তোমার তেজঃ সকলকে পরিশুদ্ধ করতে থাকে, এইটি শুক্রবর্ণ ধারণপূর্বক বৃহৎ হয়ে ওঠে। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক স্পর্শ করতে থাক; তুমি যেন পুত্র, তা'রা যেন মাতা, সেই নিমিত্ত যেন তুমি ক্রীড়া ক'রে তাদের আলিঙ্গন কর ॥ ২ ॥

হে তেজের পুত্র জাতবেদা। উৎকৃষ্ট স্তবপাঠসহকারে তোমাকে সংস্থাপন করা হয়েছে, তুমি আনন্দ করো। তোমার উপরেই নানাবিধ ও নানাপ্রকারে সংগৃহীত উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্রী হোম করা হয়েছে ॥ ৩ ॥

হে অমর অগ্নি। নবজাতকিরণমণ্ডলে বিভূষিত হয়ে আমাদের নিকট ধন বিস্তার করো, তুমি সুদৃশ্য মূর্তিতে সুশোভিত হয়েছো, সর্বফলদাতা যজ্ঞকে স্পর্শ করছো ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞের শোভাসম্পাদক, জ্ঞানী, প্রচুর অন্ন দান ক'রে থাক, উত্তম উত্তম বস্তুও দান করো। এই হেন তোমাকে স্তব ক'রি। অতি সুন্দর প্রচুর অন্ন দাও এবং সর্বফলোৎপাদক ধন দান করো ॥ ৫ ॥

যজ্ঞোপযোগী সর্বদ্রষ্টা প্রকাণ্ড অগ্নিকে মনুষ্যগণ সুখের জন্য আধান করেছে। তোমার কর্ণ সকলই শোনে; তোমার মতো বিস্তারশালী কিছু নেই, তুমি দেবলোকবাসী, এই হেন তোমাকে মনুষ্যগণ স্ত্রীপুরুষে স্তব করে ॥ ৬ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭৭২ পৃষ্ঠায় এই সূক্তে ছটি ঋকই গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এই সবগুলিরই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য; যথা—"হে জ্ঞানদেব। আপনার শক্তি আকাঙ্ক্ষণীয় হয়; পরমজ্যোতির্ময় হে দেব। আপনি স্বশক্তির দ্বারা প্রশংসনীয় শক্তি আরাধনাপরায়ণ সাধককে প্রদান করুন।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ বিশ্বে আলোক বিতরণ করেন, তাঁর কৃপায় সাধকগণ আত্মশক্তি লাভ করেন)। [মন্ত্রে ভগবানের জ্ঞানস্বরূপের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হয়েছে। সেই জ্ঞানস্বরূপকেই সম্বোধন ক'রে মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটিতে অগ্নির গুণবর্ণনাসূচক ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে।_'অগ্নি' বলতে কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করে, তা

আমরা বহুবার বলেছি। মানুষের অন্তরে যে অগ্নি তার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করছে, যে অগ্নির তেজোপ্রভায় মানুষ মোহকুহেলিকার মায়াজাল ছিন্ন করতে সমর্থ হয়, যে অগ্নিতে মানুষের সকলরকম পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়, বেদে 'অগ্নি' বলতে সেই অগ্নিকেই বোঝাচ্ছে। মন্ত্রের অন্তর্গত প্রত্যেক পদে এই ভাবই ব্যক্ত হচ্ছে)।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট পাঁচটি মন্ত্রেরও সেই বিশেষ (আধ্যাত্মিক) বিশ্লেষণগুলিও দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১৪১ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : তাপস অগ্নি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অগ্নে অচ্ছা বদেহ নঃ প্রত্যঙ্নঃ সুমনা ভব।
প্র নো যচ্ছ বিশস্পতে ধনদা অসি নস্ত্বম্ ॥ ১॥
প্র নো যচ্ছত্বর্যমা প্র ভগঃ প্র বৃহস্পতিঃ।
প্র দেবাঃ প্রোত সূনৃতা রায়ো দেবী দদাতু নঃ ॥ ২॥
সোমং রাজানমবসেঽগ্নিং গীর্ভির্হবামহে।
আদিত্যান্বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্ ॥ ৩॥
ইন্দ্রবায়ূ বৃহস্পতিং সুহবেহ হবামহে।
যথা নঃ সর্ব ইজ্জনঃ সঙ্গত্যাং সুমনা অসৎ ॥ ৪॥
অর্যমণং বৃহস্পতিমিন্দ্রং দানায় চোদয়।
বাতং বিষ্ণুং সরস্বতীং সবিতারং চ বাজিনম্ ॥ ৫॥
ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ব্রহ্ম যজ্ঞং চ বর্ধয়।
ত্বং নো দেবতাতয়ে রায়ো দানায় চোদয় ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! উপযুক্তমতো উপদেশ প্রদান করো, আমাদের প্রতি অনুকূল ও প্রশস্ত হও। হে নরপতি! তুমি ধনের দানকর্তা, অতএব আমাদের ধন দান করো ॥ ১॥

অর্যমা, ভগ, বৃহস্পতি, দেবগণ, সত্যপ্রিয় বাক্যময়ী সরস্বতী দেবী, এঁরা সকলে আমাদের দান করুন ॥ ২॥

আমাদের রক্ষা করবার জন্য আমরা সোম রাজাকে, অগ্নি, সূর্য, আদিত্যগণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মণস্পতি ও বৃহস্পতিকে স্তবের দ্বারা আহ্বান করছি ॥ ৩॥

ইন্দ্র বায়ু ও বৃহস্পতি, এঁদের আহ্বান করলে আনন্দ হয়; এঁদের আহ্বান করছি, এঁরা যেন সকলেই ধনলাভবিষয়ে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন ॥ ৪॥

অর্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বায়ু, বিষ্ণু এবং শীঘ্রগামী সবিতাদেবকে দানের জন্য অনুরোধ করো ॥ ৫॥

হে অগ্নি! তুমি অপরাপর অগ্নিগণের সাথে এক হয়ে আমাদের স্তব ও যজ্ঞের শ্রীবৃদ্ধি করো। আমাদের যজ্ঞের জন্য তুমি দাতাগণকে ধনদান করতে অনুরোধ করো ॥ ৬॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৮১ ও ৬১৩ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ৩ ও ৬ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এই দুটি ঋকের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সংশ্লিষ্ট আছে। যথা,—৬ ঋক্—"জ্ঞানস্বরূপ হে পরমব্রহ্ম! আপনি আপনার পরাজ্ঞানের দ্বারা আমাদের সৎকর্মকে সমলঙ্কৃত করুন; দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য এবং আমাদের পরম ধনপ্রাপ্তির জন্য আপনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করুন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানের বলে সৎকর্ম সম্পাদন করি; পরমধন প্রাপ্তির জন্য যেন উদ্বুদ্ধ হই)।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট মন্ত্রটির বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১৪২ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : জরিতা, দ্রোণ, সারিসৃক্ক, স্তম্বমিত্র নামে চারি পক্ষী। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ]

অয়মগ্নে জরিতা ত্বে অভূদপি সহসঃ সূনো নহ্য ন্যদস্ত্যাপ্যম্।
ভদ্রং হি শর্ম ত্রিবরূথমস্তি ত আরে হিংসানামপ দিদ্যুমা কৃধি ॥ ১॥
প্রবত্তে অগ্নে জনিমা পিতূয়তঃ সাচীব বিশ্বা ভুবনা ন্যৃঞ্জসে।
প্র সপ্তয়ঃ প্র সনিষন্ত নো ধিয়ঃ পুরশ্চরন্তি পশুপা ইব ত্মনা ॥ ২॥
উত বা উ পরি বৃণক্ষি বপ্সদ্বহোরগ্ন উলপস্য স্বধাবঃ।
উত খিল্যা উর্বরাণাং ভবন্তি মা তে হেতিং তবিষীং চুক্রুধাম ॥ ৩॥
যদুদ্বতো নিবতো যাসি বপ্সৎপৃথগেষি প্রগর্ধিনীব সেনা।
যদা তে বাতো অনুবাতি শোচির্বপ্তেব শ্মশ্রু বপসি প্র ভূম ॥ ৪॥
প্রত্যস্য শ্রেণয়ো দদৃশ্র একং নিয়ানং বহবো রথাসঃ।
বাহূ যদগ্নে অনুমর্মৃজানো ন্যঙ্ঙুত্তানামন্বেষি ভূমিম্ ॥ ৫॥
উত্তে শুষ্মা জিহতামুত্তে অর্চিরুত্তে অগ্নে শশমানস্য বাজাঃ।
উচ্ছ্বঞ্চস্ব নি নম বর্ধমান আ ত্বাদ্য বিশ্বে বসবঃ সদন্তু ॥ ৬॥
অপামিদং ন্যয়নং সমুদ্রস্য নিবেশনম্।
অন্যং কৃণুষ্বেতঃ পন্থাং তেন যাহি বশাঁ অনু ॥ ৭॥
আয়নে তে পরায়ণে দূর্বা রোহন্তু পুষ্পিণীঃ।
হ্রদাশ্চ পুণ্ডরীকাণি সমুদ্রস্য গৃহা ইমে ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! এই জরিতা তোমার স্তবকর্তা হয়েছেন। হে বলের পুত্র! তোমার মতো আত্মীয় কেউ নেই। তোমার বাসস্থান সুন্দর, তার তিনটি প্রকোষ্ঠ। তোমার উত্তাপে দগ্ধ হচ্ছি; তোমার উজ্জ্বলশিখা আমাদের নিকট হ'তে দূরে লয়ে যাও ॥ ১॥

হে অগ্নি! অন্নকামনা বশতঃ তুমি যখন উৎপন্ন হও, তখন তোমার উৎপত্তি কি সুন্দর। তুমি বন্ধুর মতো সকল ভুবন বিভূষিত কর। ইতস্ততগামী শিখাগুলি আমাদের স্তবের উদয় ক'রে দিয়েছে, তা'রা পশুপালকের মতো আপনা হ'তেই অগ্রে অগ্রে গমন করছে ॥ ২॥

তুমি যখন দাহ কর, তখন অনেক তৃণ আপন হ'তে ত্যাগ ক'রে গমন কর। হয়তো তুমি শস্যযুক্ত ভূমিকে শস্যশূন্য ক'রে ফেল। আমরা যেন তোমার প্রবল শিখার কোপে পতিত না হই ॥ ৩॥

যখন তুমি উপরিস্থিত ও নিম্নস্থিত বস্তুগণকে দগ্ধ করতে গমন কর, তখন লুণ্ঠনকারী সৈন্যগণের মতো পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে গমন কর। যখন বায়ু তোমার পশ্চাৎ প্রবাহিত হ'তে থাকে, তখন তুমি বিস্তর প্রদেশ তেমনই মুণ্ডন ক'রে দাও, যেমন নাপিত লোকের শ্মশ্রু মুণ্ডন ক'রে থাকে ॥ ৪॥

এই অগ্নির অনেক শিখা দৃষ্ট হচ্ছে। এঁর গন্তব্যস্থান এক, কিন্তু রথ অনেক। হে অগ্নি! তুমি যেন দুই বাহু মার্জনা করতে করতে স্বয়ং নম্রমূর্তি হয়ে ঊর্ধ্বভূমিতে আরোহণ কর ॥ ৫॥

হে অগ্নি! তোমাকে স্তব করা যাচ্ছে; তোমার তেজঃ তোমার শিখা, তোমার বলবিক্রম উদয় হোক, তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, ঊর্ধ্বে গমন করো, নিম্নে অবতরণ করো। তোমার চতুর্দিকে এইক্ষণে তাবৎ বসু উপবেশন করুক ॥ ৬॥

এই স্থান জলের আধার, এই স্থানে সমুদ্র অবস্থিত আছেন; হে অগ্নি! তুমি আর এক পথ ধরো, সেই পথ দিয়ে যথা ইচ্ছা গমন করো ॥ ৭॥

হে অগ্নি! তুমি আগমন করলে, অথবা প্রতিগমন করলে বিস্তর পুষ্পবতী দূর্বা এই স্থানে উৎপন্ন হোক। এই স্থানে হ্রদ আছে, শ্বেত পদ্ম আছে, সমুদ্রের অবস্থিতি আছে ॥ ৮॥

টীকা — ৪ ঋকে লুণ্ঠনকারী সেনার ও শ্মশ্রুমুণ্ডনকারী নাপিতের উল্লেখ আছে।

◆ ◆

— ১৪৩ সূক্ত —

[দেবতা : অশ্বিদ্বয়। ঋষি : সাংখ্য অত্রি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ত্যং চিদত্রিমৃতজুরমর্থমশ্বং ন যাতবে।
কক্ষীবন্তং যদী পুনা রথং ন কৃণুথো নবম্ ॥ ১॥
ত্যং চিদশ্বং ন বাজিনমরেণবো যমত্নত।
দৃড়্হং গ্রন্থিং ন বি ষ্যতমত্রিং যবিষ্ঠমা রজঃ ॥ ২॥
নরা দংসিষ্ঠাদত্রয়ে শুভ্রা সিষাসতং ধিয়ঃ।
অথা হি বাং দিবো নরা পুনঃ স্তোমো ন বিশসে ॥ ৩॥
চিতে তদ্বাং সুরাধসো রাতিঃ সুমতিরশ্বিনা।
আ যন্নঃ সদনে পৃথৌ সমনে পর্ষথো নরা ॥ ৪॥
যুবং ভুজ্যুং সমুদ্র আ রজসঃ পার ঈঙ্খিতম্।
যাতমচ্ছা পতত্রিভির্নাসত্যা সাতয়ে কৃতম্ ॥ ৫॥
আ বাং সুম্নৈঃ শংযূ ইব মংহিষ্ঠা বিশ্ববেদসা।
সমস্মে ভূষতং নরোৎসং ন পিপ্যুষীরিষঃ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — হে অশ্বিদ্বয়! অত্রিঋষি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে তোমরা এমন করলে যে, তিনি ঘোটকের মতো গন্তব্যস্থানে গমন করলেন। যেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয়, সেইরকম তোমরা কক্ষীবান্ ঋষিকে নবযৌবন প্রদান করলে ॥ ১ ॥

প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুগণ অত্রিকে শীঘ্রগামী ঘোটকের মতো বন্ধন ক'রে রেখেছিলো। যেমন দৃঢ়তর গ্রন্থি খুলে দেয়, সেইরকম তোমরা অত্রিকে মোচন করলে তিনি যুবা পুরুষের মতো পৃথিবী অভিমুখে প্রতিগমন করলেন ॥ ২ ॥

হে শুভ্রবর্ণ সুশ্রী নায়কদ্বয়! অত্রিকে বুদ্ধিদান করতে ইচ্ছা করো। হে স্বর্গের নায়কদ্বয়! তা হ'লে আবার স্তব কীর্তন করতে পারি ॥ ৩ ॥

হে উত্তম অন্নসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! হে নায়কদ্বয়! মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হ'লে তোমরা যখন আমাদের গৃহে আগমনপূর্বক রক্ষা করেছো, তখন বোধ করছি যে, আমাদের দান এবং আমাদের স্তব তোমরা জানতে পেরেছো ॥ ৪ ॥

ভুজ্যু নামক ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত হয়েছিল, তরঙ্গের উপর আন্দোলিত হচ্ছিল, তোমরা পক্ষযুক্ত নৌকা লয়ে তার নিকট উপস্থিত হ'লে। হে সত্যস্বরূপ অশ্বিদ্বয়! তোমরা তাকে পুনর্বার যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ ক'রে দিলে ॥ ৫ ॥

হে সর্বজ্ঞ নায়কদ্বয়! তোমরা ভাগ্যবন্ত লোকের মতো দাতা হয়ে আমাদের নিকটে ধনের সাথে আগমন করো। যেমন দুগ্ধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে গাভীর আপীন পূর্ণ করে, সেইরকম আমাদের ধনে পূর্ণ করো ॥ ৬ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৪৪ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : তার্ক্ষ্যপুত্র সুপর্ণ। ছন্দ : গায়ত্রী, বৃহতী, সতোবৃহতী, বিষ্টারপংক্তি]

অয়ং হি তে অমর্ত্য ইন্দুরত্যো ন পত্যতে। দক্ষো বিশ্বায়ুর্বেধসে ॥ ১ ॥
অয়মস্মাসু কাব্য ঋভুর্বজ্রো দাস্বতে। অয়ং বিভর্ত্যূর্ধ্বকৃশনং মদমৃভুর্ন কৃত্ব্যং মদম্ ॥ ২ ॥
ঘৃষুঃ শ্যেনায় কৃত্বন আসু স্বাসু বংসগঃ। অব দীধেদহীশুব ॥ ৩ ॥
যং সুপর্ণঃ পরাবতঃ শ্যেনস্য পুত্র আভরৎ। শতচক্রং যো হ্যো বর্তনিঃ ॥ ৪ ॥
যং তে শ্যেনশ্চারুমবৃকং পদাভরদরুণং মানমন্ধসঃ। এনা বয়ো বি তার্যায়ুর্জীবস এনা জাগার বন্ধুতা ॥ ৫ ॥
এবা তদিন্দ্র ইন্দুনা দেবেষু চিদ্ধারয়াতে মহি ত্যজঃ। ক্রত্বা বয়ো বি তার্যায়ুঃ সুক্রতো ক্রত্বায়মস্মাদা সুতঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! তুমি সৃষ্টিকর্তা। তোমার জন্য এই অমৃততুল্য সোম ঘোটকের মতো ধাবিত হচ্ছে। এ বলের আধানকারী এবং সকলের জীবনস্বরূপ ॥ ১ ॥

দাতা ইন্দ্রের উজ্জ্বল বজ্র আমাদের স্তবের যোগ্য। ইন্দ্র উর্ধ্বকৃশন নামক স্তবকর্তাকে পালন করেন। যেমন ভৃগুদের যজ্ঞকর্তাকে পালন করেন, সেইরকম ইনি পালন করেন ॥ ২॥

উজ্জ্বলমূর্তি ইন্দ্র যজমানস্বরূপ আপন প্রজাবৃন্দের নিকট অতি সুচারুভাবে গতিবিধি করেন। আমি যে শ্যেন (অর্থাৎ সুপর্ণ) ঋষি, তিনি যেন আমার বংশ বৃদ্ধি করেছেন ॥ ৩॥

শ্যেনের পুত্র সুপর্ণ অতি দূর দেশ হ'তে সোম আনয়ন করেছেন, তা অশেষ কর্মের উপযোগী, তা বৃত্রের উৎসাহ বৃদ্ধি করে ॥ ৪॥

তা রক্তবর্ণ, তা অন্যের সৃষ্টিকর্তা, তা দেখতে সুন্দর, তা কেউই নষ্ট করতে পারে না, তা শ্যেন আপন চরণের দ্বারা আহরণ করেছে। হে ইন্দ্র! এই সোমের অনুরোধে অন্ন, পরমায়ু ও জীবন বিতরণ করো, এর অনুরোধে আমাদের সাথে বন্ধুত্ব করো ॥ ৫॥

সোম পান ক'রে ইন্দ্র দেবতাবৃন্দকে এবং আমাদের বিশিষ্টভাবে রক্ষা করেন। হে উৎকৃষ্ট কর্মকারী ইন্দ্র! যজ্ঞের অনুরোধে আমাদের অন্ন ও পরমায়ু প্রদান করো, যজ্ঞের অনুরোধে এই সোম আমাদের কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে ॥ ৬॥

টীকা — আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে সোম অর্থে মাদক লতার রস নয়; সোম হলো শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, ভক্তের অন্তরের ভক্তিসুধা।

◆ ◆

— ১৪৫ সূক্ত —

[দেবতা : উপনিষদের সপত্নীবাধন। ঋষি : ইন্দ্রাণী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধং বলবত্তমাম্।
যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিন্দতে পতিম্ ॥ ১॥
উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজূতে সহস্বতি।
সপত্নীং মে পরা ধম পতিং মে কেবলং কুরু ॥ ২॥
উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদুত্তরাভ্যঃ।
অথা সপত্নী যা মমাধরা সাধরাভ্যঃ ॥ ৩॥
নহ্যস্যা নাম গৃভ্ণামি নো অস্মিন্রমতে জনে।
পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি ॥ ৪॥
অহমস্মি সহমানাথ ত্বমসি সাসহিঃ।
উভে সহস্বতী ভূত্বী সপত্নীং মে সহাবহৈ ॥ ৫॥
উপ তেঽধাং সহমানামভি ত্বাধাং সহীয়সা।
মামনু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — এই যে তীব্র শক্তিযুক্ত লতা, এইটি ওষধি; এইটিকে আমি খননপূর্বক উদ্ধৃত করছি; এর দ্বারা সপত্নীকে ক্লেশ প্রদান করা যায়, এর দ্বারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায় ॥ ১॥

হে ওষধি! তোমার পত্র উন্নতমুখ, তুমি স্বামীর প্রিয় হবার উপায়স্বরূপ; দেবতাগণ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন; তোমার তেজঃ অতি তীব্র, তুমি আমার সপত্নীকে দূর ক'রে দাও। যাতে আমার স্বামী আমারই বশীভূত থাকেন, তুমি তা ক'রে দাও ॥ ২ ॥

হে ওষধি! তুমি প্রধান; আমি যেন প্রধান হই, প্রধানের উপর প্রধান হই। আমার সপত্নী যেন নীচেরও নীচ হয়ে থাকে ॥ ৩ ॥

সেই সপত্নীর নাম পর্যন্ত আমি মুখে আনয়ন করি না। সপত্নী সকলের অপ্রিয়, দূর অপেক্ষা আরও দূরে আমি সপত্নীকে প্রেরণ ক'রে দিই ॥ ৪ ॥

হে ওষধি! তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা, আমারও ক্ষমতা আছে; এস, আমরা উভয়ে ক্ষমতাপন্ন হয়ে সপত্নীকে হীনবল করি ॥ ৫ ॥

হে পতি! এই ক্ষমতাযুক্ত ওষধি তোমার শিরোভাগে রাখলাম। সেই শক্তিযুক্ত উপাধান (বালিশ) তোমার মস্তকে দিতে দিলাম। যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল নিম্নপথে ধাবিত হয়, তেমনই যেন তোমার মন আমার দিকে ধাবিত হয় ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্তটি সপত্নীগণের উপর প্রভুত্ব লাভের মন্ত্র। এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তা বলা বাহুল্য। এই সূক্ত রচনার সময় বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সপত্নীগণের মধ্যে বিশেষ বিদ্বেষ ভাব ছিল, তা স্পষ্টই দৃষ্ট হচ্ছে।

◆ ◆

— ১৪৬ সূক্ত —

[দেবতা : অরণ্যানী। ঋষি : দেবমুনি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী ॥ ১ ॥
বৃষারবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ।
আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে ॥ ২ ॥
উত গাব ইবাদন্ত্যুত বেশ্মেব দৃশ্যতে।
উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীরিব সর্জতি ॥ ৩ ॥
গামঙ্গৈষ আ হ্বয়তি দার্বঙ্গৈষো অপাবধীৎ।
বসন্নরণ্যান্যাং সায়মক্রুক্ষদিতি মন্যতে ॥ ৪ ॥
ন বা অরণ্যানি র্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নি পদ্যতে ॥ ৫ ॥
আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাম্।
প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষম্ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে অরণ্যানি! (বৃহৎ বন)। তুমি যেন দেখতে দেখতে অন্তর্হিত হয়ে যাও, (অর্থাৎ কতদূর চলেছো, স্থির করা যায় না)। তুমি কেন গ্রামে গমনের পথ জিজ্ঞাসা করো না? তোমার কি একাকী থাকতে ভয় হয় না? ॥ ১ ॥

এক জন্তু বৃষের মতো শব্দ করছে, আর এক জন্তু চি চি, এইরকম শব্দ ক'রে যেন তার উত্তর প্রদান করছে, যেন এরা বীণার ঘটায় ঘটায় (পর্দায় পর্দায়) শব্দ নির্গত ক'রে অরণ্যানীকে বর্ণনা করছে ॥ ২ ॥

অরণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী বিচরণ করছে, এইরকম ভ্রম হয়। কোথাও যেন একটি অট্টালিকার মতো দৃষ্ট হয়, সন্ধ্যাবেলা যেন তার মধ্য হ'তে কত শত শকট নির্গত হচ্ছে ॥ ৩ ॥

তবে কি এই ব্যক্তি গাভীকে আহ্বান করছে? তবে কি এই আর এক ব্যক্তি কাষ্ঠ ছেদন করছে? অরণ্যানীর মধ্যে যে ব্যক্তি থাকে, সে জ্ঞান করে যেন সন্ধ্যাবেলা কেউ চিৎকার ক'রে উঠলো ॥ ৪ ॥

বাস্তবিক অরণ্যানী কারও প্রাণ বধ করেন না। অন্য অন্য পশু না আগমন করলে তথায় কোন আশঙ্কা নেই। তথায় সুস্বাদু ফল আহার ক'রে অতি সুখে কালক্ষেপ হয় ॥ ৫ ॥

মৃগনাভির মতো অরণ্যানীর সৌরভ কত, আহার তথায় বিদ্যমান আছে, তথায় কৃষক লোক আদৌ নেই। অরণ্যানী হরিণবৃন্দের জননী-স্বরূপা। এইভাবে আমি অরণ্যানীর বর্ণনা করলাম ॥ ৬ ॥

টীকা — ৩ ঋক্ সম্বন্ধে অনুবাদকের বক্তব্য—আলোক ও অন্ধকারের ক্রীড়াবশতঃ এই সকল অলীক দৃষ্টি। এই ১৪৬ সূক্তটি সম্বন্ধে একটি কবিতা মাত্র।

◆ ◆

— ১৪৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : শৈরীষি সুবেদা। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

শ্রত্তে দধামি প্রথমায় মন্যবেঽহন্যদ্বৃত্রং নর্যং বিবেরপঃ।
উভে যত্ত্বা ভবতো রোদসী অনু রেজতে শুষ্মাৎ পৃথিবী চিদদ্রিবঃ ॥ ১ ॥
ত্বং মায়াভিরনবদ্য মায়িনং শ্রবস্যতা মনসা বৃত্রমর্দয়ঃ।
ত্বামিন্নরো বৃণতে গবিষ্টিষু ত্বাং বিশ্বাসু হব্যাস্বিষ্টিষু ॥ ২ ॥
ঐষু চাকন্ধি পুরুহূত সূরিষু বৃধাসো যে মঘবন্নানশুর্মঘম্।
অর্চন্তি তোকে তনয়ে পরিষ্টিষু মেধসাতা বাজিনমহ্রয়ে ধনে ॥ ৩ ॥
স ইন্নু রায়ঃ সুভৃতস্য চাকনন্মদং যো অস্য রংহ্যং চিকেততি।
ত্বাবৃধো মঘবন্দাশ্বধ্বরো মক্ষূ স বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ ॥ ৪ ॥
ত্বং শর্ধায় মহিনা গৃণান উরু কৃধি মঘবঞ্ছগ্ধি রায়ঃ।
ত্বং নো মিত্রো বরুণো ন মায়ী পিত্বো ন দস্ম দয়াসে বিভক্তা ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র। তোমার ক্রোধকে আমি প্রধান ব'লে মান্য ক'রি। কারণ তুমি বৃত্রকে বধ করেছো এবং লোকহিতার্থে বৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছো। দ্যুলোক ও ভূলোক তোমার অধীন হয়ে থাকে। হে বজ্রধারী। এই পৃথিবী তোমার প্রভাবে কম্পিত হ'তে থাকে ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! তোমার কিছুমাত্র নিন্দা নেই। তুমি অন্ন সৃষ্টি করবার সংকল্প ক'রে আপন ক্ষমতার দ্বারা মায়াবী বৃত্রকে পীড়া প্রদান করলে। মনুষ্যগণ গো-কামনা ক'রে তোমার নিকট যাচক হয়। সকল যজ্ঞ ও হোমের সময় তোমাকেই প্রার্থনা করে ॥ ২॥

হে ধনশালী! হে পুরুহুত! এইসকল বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট প্রাদুর্ভূত হও, এঁরা তোমার প্রসাদে শ্রীবৃদ্ধিশালী ও ধনবান্ হয়েছেন। পুত্রপৌত্র ও অভিলষিত বস্তুলাভের জন্য এবং বিশিষ্ট ধন প্রাপ্তির জন্য এঁরা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক বলবান্ ইন্দ্রেরই পূজা করেন ॥৩॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রকে সোমপানজনিত আনন্দ প্রদান করতে জানে, সে-ই প্রচুর পরিমাণ ধন প্রার্থনা করে। হে ধনশালী ইন্দ্র! তুমি যে যজমান ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন কর, সে শীঘ্রই আপন কিঙ্করগণের দ্বারা ধনে অন্নে পরিপূর্ণ হয় ॥ ৪ ॥

বল প্রাপ্তির জন্য তোমাকে বিশিষ্টভাবে স্তব করা হয়। তুমি বিপুল বল প্রদান করো, ধনও দান করো। হে প্রিয়দর্শন! তুমি মিত্র ও বরুণের মতো অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী, তুমি আমাদের অন্ন সমস্ত ভাগ ক'রে দিয়ে থাক ॥৫॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৬৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ, যথা,—"পাপনাশে পাষাণ-কঠোর হে দেব! যেহেতু আপনি রিপুগণকে নিঃশেষে বিনাশ ক'রে জগতে অমৃত প্রদান করেন, এবং যেহেতু দ্যুলোক-ভূলোক আপনাকে পূজা করে এবং আপনার প্রভাবে ত্রিলোক ভয়ে কম্পিত হয়; সেই হেতু আপনার আদিভূত জ্ঞানাত্মিকা শক্তিলাভের জন্য আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি।" (ভাব এই যে,—সর্বলোকের আরাধনীয়) হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাকে জ্ঞান-শক্তি প্রদান করুন)। [ভগবানের সাহায্য ব্যতিরেকে মোক্ষলাভের অন্তরায়ক অজ্ঞানতারূপ শত্রুর বিনাশ হয় না।—শক্তির আদি, শক্তির বিকাশই এই জগৎ। সেই আদিশক্তি জ্ঞান। ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ। এই জ্ঞানশক্তির বলেই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে এবং জগৎ বর্তমান আছে।...বিশ্বের মূলে আছেন—চৈতন্যসত্তা। এই চৈতন্যসত্তার দৃষ্টিতেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়; আবার সেই দৃষ্টির অপসারণেই সৃষ্টি বিলয়প্রাপ্ত হয়। সাধক সেই আদিশক্তি মূলশক্তি লাভের জন্যই ভগবানের কাছে প্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১৪৮ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : পৃথু বৈন্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সুষ্বাণাস ইন্দ্র স্তুমসি ত্বা সসবাংসশ্চ তুবিনৃমণ বাজম্।
আ নো ভর সুবিতং যস্য চাকন্ত্মনা তনা সনুয়াম ত্বোতাঃ ॥ ১॥
ঋষ্বস্ত্বমিন্দ্র শূর জাতো দাসীর্বিশঃ সূর্যেণ সহ্যাঃ।
গুহা হিতং গুহ্যং গূঢ়হমপ্সু বিভৃমসি প্রস্রবণে ন সোমম্ ॥ ২॥
অর্যো বা গিরো অভ্যর্চ বিদ্বানৃষীণাং বিপ্রঃ সুমতিং চকানঃ।
তে স্যাম যে রণয়ন্ত সোমৈরেনোত তুভ্যং রথোড়্হ ভক্ষৈঃ ॥ ৩॥

ইমা ব্রহ্মেন্দ্র তুভ্যং শংসি দা নৃভ্যো নৃণাং শূর শবঃ।
তেভির্ভব সক্রতুর্যেষু চাকন্নুত ত্রায়স্ব গৃণত উত স্তীন্ ॥ ৪ ॥
শ্রুধী হবমিন্দ্র শূর পৃথ্যা উত স্তবসে বেন্যস্যার্কৈঃ।
আ যস্তে যোনিং ঘৃতবন্তমস্বারূর্মির্ন নিম্নৈর্দ্রবয়ন্ত বক্বাঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে প্রচুর ধনশালী ইন্দ্র! আমরা সোম প্রস্তুত ক'রে এবং অন্নের আয়োজন ক'রে তোমাকে স্তব করছি। যে সম্পত্তি তোমার মনের অনুরূপ, তা আমাদের প্রচুর পরিমাণে দান করো। তোমার আশ্রয়ে আমরা নিজ উদ্যোগেই যেন ধন লাভ করি ॥ ১ ॥

হে বীর প্রিয়দর্শন ইন্দ্র! তুমি জন্মগ্রহণ করবার পরই সূর্যমূর্তিতে দাসজাতীয় প্রজাগণকে পরাভব করো। যে গুহার মধ্যে লুক্কাইত বা জলের মধ্যে নিগূঢ় আছে, তাকেও পরাভব করো। বৃষ্টিপতন হ'লেই আমরা সোম প্রস্তুত করবো ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! তুমি প্রভু, বিদ্বান্ ও মেধাবী; তুমি ঋষিগণের স্তব কামনা কর এবং সেই স্তুতিবাক্যগুলি অনুমোদন কর। আমরা সোমের দ্বারা তোমার প্রীতি উৎপাদন ক'রেছি, অতএব আমরা যেন তোমার অন্তরঙ্গ হই। হে রথারূঢ়! এইসকল আহারের দ্রব্য তোমাকে নিবেদন করি ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! এইসকল প্রধান প্রধান স্তব তোমার উদ্দেশে পাঠ করা হয়েছে। হে বীর! যাঁরা প্রধানের প্রধান, তাঁদের অন্ন দান করো। যাদের স্নেহ কর, তারা যেন তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করে। যাঁরা স্তব করবার জন্য একত্রে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের রক্ষা করো ॥ ৪ ॥

হে বীর ইন্দ্র! আমি পৃথু তোমাকে আহ্বান করছি, আমার আহ্বান শ্রবণ করো, বেনের পুত্র পৃথুর স্তবের দ্বারা তোমাকে স্তব করা হচ্ছে। এই বেনপুত্র ঘৃতযুক্ত যজ্ঞগৃহে আগমনপূর্বক তোমাকে স্তব করেছে। আর আর স্তবোচ্চারণকারিগণও ধাবিত হচ্ছে; যেমন তরঙ্গগণ নিম্নপথে ধাবিত হয়, সেই রকম ধাবিত হচ্ছে ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৪৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তটির প্রথম ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম, যথা,—"বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! ভক্তিপরায়ণ হয়ে আমরা আপনাকে আরাধনা করছি। পরমৈশ্বর্যশালী হে দেব! আপনার কর্তৃক জ্ঞান ও সাধনমার্গের অনুকূল সামর্থ্য আমাদের প্রদত্ত হোক। আমাদের পরমার্থ প্রদান করুন; মোক্ষলাভের জন্য আমরা যে ধনের প্রার্থী, আপনার কর্তৃক রক্ষিত হয়ে পরমার্থরূপ সেই ধন আমরা নিজেরাই যেন আপনার প্রসাদে লাভ করতে পারি।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! পরমার্থরূপ (মোক্ষ) আমাদের প্রদান করুন এবং আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করুন)। [এই মন্ত্রটির প্রার্থনার মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, এটির শেষভাগে প্রার্থনা করা হয়েছে—'তনায়না সয়াম ত্বোতাঃ'—আমরা যেন আপনার প্রসাদে নিজেরাই ধনলাভ করতে পারি। আপনি আমাদের রক্ষা করবেন মাত্র। এখানেই ভগবৎ-প্রাপ্তির চাবিকাঠিটি আছে। এখানে সাধকের নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম কেউ কাউকে দান করতে পারে না, এটা প্রত্যেকের নিজস্ব জিনিষ। নিজের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত না হ'লে কেউ বাহির থেকে ভক্তি দিতে পারে না। ভগবানের কাছে আমরা যে প্রার্থনা করি, তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান্ এসে পাকা ফলটির মতো মুক্তি বা মোক্ষ প্রদান করবেন। ঐ সমস্ত প্রার্থনার মূলে রয়েছে—প্রবল আত্ম-উদ্বোধনের ভাব। সাধক নিজশক্তিকে জাগাবার চেষ্টা করেন আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন—যেন তিনি তাকে তার অভিলাষ মতো মোক্ষপথে চলবার শক্তি প্রদান করেন। তাই প্রত্যেক

মানুষেরই প্রধান প্রার্থনা—'যস্য কোনা তনায়না সহ্যাম যোতাঃ'—আমরা আপনার কর্তৃক রক্ষিত হয়ে নিজেরাই যেন সেই পরমধন লাভ করতে পারি]।—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১৪৯ সূক্ত —

[দেবতা : সবিতা। ঋষি : অর্চন হৈরণ্যস্তূপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবীমরম্ণাদস্কম্ভনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ।
অশ্বমিবাধুক্ষদ্ধুনিমন্তরিক্ষমতূর্তে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রম্ ॥ ১॥
যত্রা সমুদ্রঃ স্কভিতো ব্যৌনদপাং নপাৎ সবিতা তস্য বেদ।
অতো ভূরত আ উত্থিতং রজোঽতো দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাম্ ॥ ২॥
পশ্চেদমন্যদভবদ্যজত্রমমর্ত্যস্য ভুবনস্য ভূনা।
সুপর্ণো অঙ্গ সবিতুর্গরুত্মান্ পূর্বো জাতঃ স উ অস্যানু ধর্ম ॥ ৩॥
গাব ইব গ্রামং যূযুধিরিবাশ্বান্বাশ্রেব বৎসং সুমনা দুহানা।
পতিরিব জায়ামভি নো ন্যেতু ধর্তা দিবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ ॥ ৪॥
হিরণ্যস্তূপঃ সবিতর্যথা ত্বাঙ্গিরসো জুহ্বে বাজে অস্মিন্।
এবং ত্বার্চন্নবসে বন্দমানঃ সোমস্যেবাংশুং প্রতি জাগরাহম্ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন, তিনি বিনা অবলম্বনে দ্যুলোককে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছেন। এই দেখ, আকাশে সমুদ্রের মতো মেঘরাশি অবস্থিত আছে, এরা ঘোটকের মতো গাত্র কম্পিত করে, এরা নিরুপদ্রব স্থানে বদ্ধ আছে, এদের হ'তে সবিতাই জল নির্গত করেন ॥ ১॥

সমুদ্রতুল্য মেঘরাশি যে স্থানে বদ্ধ থেকে পৃথিবীকে আর্দ্র করে, জলের পুত্র সবিতা ঐ স্থান জানেন। তিনি হ'তেই পৃথিবী, তিনি হ'তেই আকাশ উদয় হয়েছে, তিনি হ'তেই দ্যুলোক ও ভূলোক বিস্তীর্ণ হয়েছে ॥ ২॥

যে সকল দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হয়ে থাকে, যাঁরা অমর, ভুবনের উৎপন্ন জীবস্বরূপ, তাঁরা শেষে জন্মেছেন। সুপর্ণ গরুত্মান্ সবিতা হ'তে অগ্রে জন্মেছেন। তিনি এঁর ধারণক্রিয়ার পশ্চাৎবর্তী ॥ ৩॥

সেই সবিতা, যাঁকে সংসারত্তঙ্ক সকলে প্রার্থনা করে, তিনি স্বর্গের ধারণকর্তা; তিনি আমাদের নিকট সেইরকম ঔৎসুক্যের সাথে আগমন করুন, যেমন গাভীগণ গ্রামের দিকে গমন করে, যেমন যোদ্ধা ব্যক্তি অশ্বের দিকে গমন করে, যেমন নবপ্রসূতা ধেনু প্রসন্নমনে দুগ্ধ বর্ষণ করাতে করাতে বৎসের দিকে গমন করে, যেমন স্বামী স্ত্রীর নিকটে গমন করে ॥ ৪॥

হে সবিতা! যেমন অঙ্গিরার বংশসম্ভূত আমার পিতা হিরণ্যস্তূপ এই যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করেছেন, সেইরকম আমি তাঁর পুত্র অর্চন তোমার নিকট আশ্রয় লাভের জন্য বন্দনা করতে করতে

তোমার সেবার জন্য তেমনই সতর্ক হয়ে আছি। যেমন যজমানগণ সোমলতা রক্ষার জন্য সতর্ক থাকে ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্তে উপমাগুলি লক্ষণীয় এবং উপভোগ্য।—সোমলতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১৫০ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : মৃলীক বসিষ্ঠ। ছন্দ : বৃহতী, জগতী, উপরিষ্টাজ্জ্যোতি]

সমিদ্ধশ্চিৎসমিধ্যসে দেবেভ্যো হব্যবাহন।
আদিত্যৈ রুদ্রৈর্বসুভির্ন আ গহি মৃলীকায় ন আ গহি ॥ ১ ॥
ইমং যজ্ঞমিদম্ বচো জুজুষাণ উপাগহি।
মর্তাসস্ত্বা সমিধান হবামহে মৃলীকায় হবামহে ॥ ২ ॥
ত্বামু জাতবেদসং বিশ্ববারং গৃণে ধিয়া।
অগ্নে দেবাঁ আ বহ নঃ প্রিয়ব্রতান্মৃলীকায় প্রিয়ব্রতান্ ॥ ৩ ॥
অগ্নির্দেবো দেবানামভবৎ পুরোহিতোঽগ্নিং মনুষ্যা ঋষয় সমীধিরে।
অগ্নিং মহো ধনসাতাবহং হুবে মৃলীকং ধনসাতয়ে ॥ ৪ ॥
অগ্নিরত্রিং ভরদ্বাজং গবিষ্ঠিরং প্রাবন্নঃ কণ্বং ত্রসদস্যুমাহবে।
অগ্নিং বসিষ্ঠো হবতে পুরোহিতো মৃলীকায় পুরোহিতঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি। তুমি দেবতাগণের নিকটে হব্য বহন ক'রে থাক; তোমাকে প্রজ্বলিত করা হয়েছে, তুমি প্রদীপ্ত হয়েছো। আদিত্যগণ, বসুগণ ও রুদ্রগণের সাথে আমাদের যজ্ঞে আগমন করো, সুখ প্রদানের জন্য আগমন করো ॥ ১ ॥

এই যজ্ঞ, এই স্তব, এইগুলি গ্রহণ করো; নিকটে আগমন করো। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা মনুষ্য, তোমাকে আহ্বান করছি, সুখের জন্য আহ্বান করছি ॥ ২ ॥

তুমি জাতবেদা, সকলের প্রার্থিত, তোমাকে স্তুতিবাক্যের দ্বারা স্তব ক'রি। হে অগ্নি! যাঁদের কার্য সুখকর, সেইসকল দেবতাগণকে সঙ্গে লয়ে আগমন করো, সুখের জন্য আগত হও ॥ ৩ ॥

দেব অগ্নি দেবতাবর্গের পুরোহিত হয়েছেন। মানবগণ, ঋষিবৃন্দ, অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করেছে। প্রচুর অর্থ-লাভের উদ্দেশে অগ্নিকে আহ্বান করছি। তিনি আমাকে সুখী করুন ॥ ৪ ॥

অগ্নি যুদ্ধের সময় অত্রি, ভরদ্বাজ, গবিষ্ঠির, কণ্ব ও ত্রসদস্যুকে রক্ষা করেছিলেন। বসিষ্ঠ পুরোহিত অগ্নিকে আহ্বান করেন, সুখের জন্য আহ্বান করেন ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ১৫১ সূক্ত —

[দেবতা : শ্রদ্ধা। ঋষি : কামায়নী শ্রদ্ধা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।
শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্ধনি বচসা বেদয়ামসি ॥ ১॥
প্রিয়ং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ।
প্রিয়ং ভোজেষু যজ্বস্বিদং ন উদিতং কৃধি ॥ ২॥
যথা দেবা অসুরেষু শ্রদ্ধামুগ্রেষু চক্রিরে।
এবং ভোজেষু যজ্বস্বস্মাকমুদিতং কৃধি ॥ ৩॥
শ্রদ্ধাং দেবা যজমানা বায়ুগোপা উপাসতে।
শ্রদ্ধাং হৃদয্য যাকূত্যা শ্রদ্ধয়া বিন্দতে বসু ॥ ৪॥
শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যন্দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিম্রুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — শ্রদ্ধার গুণে অগ্নি প্রজ্বলিত হন। শ্রদ্ধাপ্রযুক্তই যজ্ঞসামগ্রী আহুতি প্রদান করা হয়। শ্রদ্ধা সম্পত্তির মস্তকের উপরে থাকেন, এ আমি স্পষ্ট বাক্যে জ্ঞাপন করছি ॥ ১ ॥

হে শ্রদ্ধা! যে দান করে, তুমি তা'র প্রিয়কার্যের অনুষ্ঠান করো, যে দান করতে ইচ্ছা করেছে, তাকেও সন্তুষ্ট করো। যারা ভোজন করায়, যজ্ঞ করে, তা'রা প্রীতি লাভ করুক। হে শ্রদ্ধা! আমার এই কথাটি রক্ষা করো ॥ ২ ॥

যখন অসুরগণ প্রবল হলো, তখন দেবতাগণ এই শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস করলেন যে, এদের বধ করতেই হবে। হে শ্রদ্ধা! যারা ভোজন করায় ও যজ্ঞ করে, তাদের বিষয়ে আমি যা বললাম, সেই কথাটি সফল করো ॥ ৩ ॥

দেবতাগণ এবং যজমান ব্যক্তিবর্গ বায়ুকে রক্ষকস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে শ্রদ্ধারই উপাসনা করেন। মনে কোন সঙ্কল্প উদয় হ'লে লোকে শ্রদ্ধারই শরণাগত হয়। শ্রদ্ধার প্রসাদে ধন লাভ করা যায় ॥ ৪ ॥

শ্রদ্ধাকে আমরা প্রাতঃকালে আহ্বান করি, শ্রদ্ধাকেই মধ্যাহ্নকালে আহ্বান করি; যখন সূর্য অস্তগমন করেন, তখনও শ্রদ্ধারই নাম ক'রি। হে শ্রদ্ধা! এই স্থানে আমাদের শ্রদ্ধাযুক্ত ক'রে দাও ॥ ৫ ॥

টীকা — ১ ঋকে শ্রদ্ধা অর্থে ধর্মে বা সত্যে বিশ্বাস, তা হ'তে একটি দেবীরূপে উপাসিত হ'লেন। এই সূক্তটি আধুনিক॥ ৩ ঋকে অসুর শব্দ পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে॥—আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৫২ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভরদ্বাজ শাস। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

শাস ইত্থা মহাঁ অস্যমিত্রখাদো অদ্ভুতঃ।
ন যস্য হন্যতে সখা ন জীয়তে কদা চন ॥ ১ ॥
স্বস্তিদা বিশস্পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।
বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ঙ্করঃ ॥ ২ ॥
বি রক্ষো বি মৃধো জহি বি বৃত্রস্য হনূ রুজ।
বি মন্যুমিন্দ্র বৃত্রহন্নমিত্রস্যাভিদাসতঃ ॥ ৩ ॥
বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ।
যো অস্মাঁ অভিদাসত্যধরং গময়া তমঃ ॥ ৪ ॥
অপেন্দ্র দ্বিষতো মনোঽপ জিজ্যাসতো বধম্।
বি মন্যোঃ শর্ম যচ্ছ বরীয়ো যবয়া বধম্ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — আমি শাস, এইভাবে ইন্দ্রকে স্তব করছি। হে ইন্দ্র! তুমি মহৎ, শত্রুভক্ষণকারী ও আশ্চর্য; তোমার সখার মৃত্যু নেই, তার কখনও পরাজয় হয় না ॥ ১ ॥

যিনি কল্যাণ দান করেন, যিনি প্রজাবর্গের অধিপতি, বৃত্রের বিনাশকর্তা, যুদ্ধে রত, শত্রুকে বশ করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, সোম পান করেন, অভয় দান করেন, সেই ইন্দ্র আমাদের সমক্ষে আগমন করুন ॥ ২ ॥

হে বৃত্র-সংহর্তা ইন্দ্র! রাক্ষসকে ও শত্রুগণকে বধ করো; বৃত্রের দুই হনু ভঙ্গ ক'রে দাও। অনিষ্টকারী বিপক্ষের নিষ্ফল করো ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! আমাদের শত্রুগণকে বধ করো, যুদ্ধে অভিলাষী বিপক্ষগণকে হীনবল করো। যে আমাদের মন্দ করে, তাকে জঘন্য অন্ধকারে নিমগ্ন করো ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! শত্রুর মন নষ্ট ক'রে দাও; যে আমাদের জরাজীর্ণ করতে চায়, তার প্রতি সাংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগ করো। শত্রুর আক্রোশ হ'তে রক্ষা করো, উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান করো, শত্রুর সাংঘাতিক অস্ত্র খণ্ডন ক'রে দাও ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭৮৯ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ৩ ও ৪ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। বলা বাহুল্য এই দুটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও সেখানে সংশ্লিষ্ট আছে; যথা—"হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অসুর ইত্যাদিকে বিনষ্ট করুন; রিপুবর্গকে বিনাশ করুন; জ্ঞান-আবরক অসুরের কপোলপ্রান্ত ভগ্ন করুন, অর্থাৎ তাকে বিনাশ করুন; পাপনাশক হে দেব! আমাদের অনিষ্টকারী শত্রুর শক্তিও বিনাশ করুন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের সকল রিপুকে সমূলে বিনাশ করুন। [...মন্ত্রের প্রথম অংশ,—'রক্ষঃ বিজহি'—রাক্ষস ইত্যাদিকে বিশেষভাবে বিনষ্ট করুন। এই রাক্ষস কা'রা? আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, পুরাণ ইত্যাদিতে রাক্ষস ইত্যাদির যে বর্ণনা আছে, তা'রা

রক্তমাংসের জীব, কেবল কুলবৃত্তির অধীন, অন্য জীবের সঙ্গে তাদের এইমাত্র প্রভেদ। বাস্তবিকপক্ষে রাক্ষস প্রভৃতি কোন বিশেষ জীব নয়। মায়া-মোহ পাপ প্রভৃতি মানুষের চিরন্তন শত্রুসমূহকেই রাক্ষস অসুর প্রভৃতি ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। বেদের মধ্যেও আমরা রাক্ষস ইত্যাদির যে পরিচয় পাই, তা'রা নরমাংসভোজী শরীরধারী কোন জীব নয়। আমাদের অন্তরস্থিত রিপুগণই সর্বাপেক্ষা ভীষণ রাক্ষস, তারাই আমাদের সমস্ত শক্তি ও সৎ-বৃত্তিকে গ্রাস করে। সেই রাক্ষস নিধনের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে। পরের অংশে বলা হয়েছে—'বৃত্রস্য হনু রিরুজ'—বৃত্রের মুখ ভেঙে দাও। বৃত্র বলতে জ্ঞান-আবরক অসুরকে বোঝায়। সেই বৃত্রের মুখ ভেঙে দাও। সেই বৃত্রের চোয়াল (কপোলপ্রান্ত) ভেঙে দেওয়ার অর্থ—তার শক্তি নাশ করা, তাকে ধ্বংস করা। সমগ্র মন্ত্রে একই ভাব প্রকাশিত হয়েছে। প্রচলিত অর্থও এই ভাব সমর্থন করে। [অবশ্য ভাব এক হ'লেও প্রচলিত অনুবাদে পৌরাণিক বৃত্রাসুরের প্রতি লক্ষ্য আছে]।—ইত্যাদি॥—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্‌টির বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১৫৩ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ইন্দ্রমাতা দেবজামিগণ। ছন্দ : গায়ত্রী]

ঈঙ্খয়ন্তীরপস্যুব ইন্দ্রং জাতমুপাসতে। ভেজানাসঃ সুবীর্যম্ ॥ ১ ॥
ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো জাত ওজসঃ। ত্বং বৃষন্বৃষেদসি ॥ ২ ॥
ত্বমিন্দ্রাসি বৃত্রহা ব্যন্তরিক্ষমতিরঃ। উদ্দ্যামস্তভ্না ওজসা ॥ ৩ ॥
ত্বমিন্দ্র সজোষসমর্কং বিভর্ষি বাহ্বোঃ। বজ্রং শিশান ওজসা ॥ ৪ ॥
ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি বিশ্বা জাতান্যোজসা। স বিশ্বা ভুব আভবঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — ক্রিয়ানিপুণ ইন্দ্রমাতাগণ সদ্যপ্রসূত ইন্দ্রের নিকটে গমনপূর্বক তাঁর সেবা করছেন এবং তাঁর প্রসাদে উৎকৃষ্ট ধন প্রাপ্ত হয়েছেন ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! তুমি বলবীর্য ও তেজঃ হ'তে জন্মগ্রহণ করেছো, অর্থাৎ ঐগুলিই তোমার উপাদান। হে বর্ষণকারী! তুমিই অভিলাষ পূরণকর্তা ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্রের নিধনকর্তা, তুমি আকাশকে বিস্তারিত করেছো। তুমি আপন ক্ষমতার দ্বারা স্বর্গকে উন্নত ক'রে রেখেছো ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! সূর্য তোমার সহচর, তুমি তা'কে দুই হস্তে ধারণ ক'রে আছ। তুমি বলপূর্বক বজ্রকে শাণিত ক'রে থাক ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! তুমি তাবৎ জন্তুকে আপন তেজে অভিভব কর; এই হেন তুমি সমস্ত স্থানেই আক্রমণ ক'রে রয়েছো ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা-'র ১০৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১ ঋক্ এবং ৮৮ পৃষ্ঠায় ২ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এই দুটি ঋকের বিশেষ বিশ্লেষণও সংশ্লিষ্ট আছে; যথা,—১ ঋক্— "ভগবানের অনুসারী, শুদ্ধসত্ত্বের অভিলাষী—চিত্তবৃত্তিসমূহ, সৎকর্মের দ্বারা উৎপন্ন ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে, এবং নিজেদের শোভনকর্মনিঃসৃত ধন সেই দেবতা হ'তে প্রাপ্ত হয়ে সম্ভোগ করে।"

[ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত জনগণ নিজেদের কর্মের দ্বারাই মুক্তিলাভ ক'রে থাকেন]॥—২ ঋক্—"হে ভগবান্! শক্তি হ'তে (রজোগুণের অনভিভূত ক্ষমতা থেকে), তেজঃ হ'তে (রজঃ ও তমের নাশক-সামর্থ্য থেকে), জ্যোতি হ'তে (চিত্তের নির্মলতারূপ সত্ত্বভাব থেকে) আপনি উৎপন্ন হন। হে শ্রেষ্ঠ অভীষ্টবর্ষণকারী। আপনি সত্ত্বভাবের বর্ষণকারী হোন।" [ভাব এই যে,—সেই ভগবানকে সত্ত্বভাবের দ্বারাই লাভ করা যায়; অতএব আমাকে সত্ত্বভাবই প্রদান করুন]॥

◆ ◆

— ১৫৪ সূক্ত —

[দেবতা : মৃতব্যক্তির অবস্থা। ঋষি : যমী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

সোম একেভ্যঃ পবতে ঘৃতমেক উপাসতে।
যেভ্যো মধু প্রধাবতি তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ১ ॥
তপসা যে অনাধৃষ্যাস্তপসা যে স্বর্যযুঃ।
তপো যে চক্রিরে মহস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ২ ॥
যে যুধ্যন্তে প্রধনেষু শূরাসো যে তনূত্যজঃ।
যে বা সহস্রদক্ষিণাস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৩ ॥
যে চিৎপূর্ব ঋতসাপ ঋতাবান ঋতাবৃধঃ।
পিতৃন্তপস্বতো যম তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৪ ॥
সহস্রণীথাঃ কবয়ো যে গোপায়ন্তি সূর্যম্।
ঋষীন্তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — কোন কোন প্রেতের জন্য সোমরস ক্ষরিত হয়; কেউ কেউ ঘৃত সেবন করে; যে সকল প্রেতের জন্য মধুর স্রোত প্রবাহিত হয়ে থাকে, হে প্রেত! তুমি তাদের নিকটে গমন করো॥ ১ ॥

যাঁরা তপস্যাবলে দুর্ধর্ষ হয়েছেন, যাঁরা তপস্যাবলে স্বর্গে গমন করেছেন, যাঁরা অতি কঠোর তপস্যা করেছেন, হে প্রেত! তুমি তাঁদের নিকটে গমন করো ॥ ২ ॥

যাঁরা যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করেন, যে সকল বীর শরীরের মায়া ত্যাগ করেছেন কিংবা যাঁরা সহস্রদক্ষিণা দান করেন, হে প্রেত! তুমি তাঁদের নিকটে গমন করো ॥৩॥

যে সকল পূর্বতন ব্যক্তি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক পুণ্যবান্ হয়েছেন, পুণ্যের স্রোত বৃদ্ধি করেছেন, যাঁরা তপস্যা করেছেন, হে যম! এই প্রেত তাঁদের নিকটেই গমন করুক ॥ ৪ ॥

যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র রকম সৎকর্মের পদ্ধতি প্রদর্শন করেছেন, যাঁরা সূর্যকে রক্ষা করেন, যাঁরা তপস্যা হ'তে উৎপন্ন হয়ে তপস্যাই করেছেন, হে যম! এই প্রেত সেইসকল ঋষিবৃন্দের নিকট গমন করুক ॥ ৫ ॥

টীকা — পুণ্যকর্মে স্বর্গলাভ হয়, তা এই সূক্তে প্রকাশিত হয়েছে। বেদের যম স্বর্গসুখদাতা, দণ্ডের নিয়ন্তা নন, তাও এই হ'তে প্রকাশ পাচ্ছে।

◆ ◆

— ১৫৫ সূক্ত —

[দেবতা : অলক্ষ্মী নাশ ও ব্রহ্মণস্পতি ও বিশ্বদেবগণ। ঋষি : শিরিম্বিঠ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অরায়ি কাণে বিকটে গিরিং গচ্ছ সদান্বে।
শিরিম্বিঠস্য সত্বভিস্তেভিষ্টা চাতয়ামসি ॥ ১॥
চত্তো ইতশ্চত্তামুতঃ সর্বা ভ্রূণান্যারুষী।
অরায্যং ব্রহ্মণস্পতে তীক্ষ্ণশৃঙ্গোদৃষন্নিহি ॥ ২॥
অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্।
তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্ ॥ ৩॥
যদ্ধ প্রাচীরজগন্তোরো মণ্ডূরধাণিকীঃ।
হতা ইন্দ্রস্য শত্রবঃ সর্বে বুদ্বুদয়াশবঃ ॥ ৪॥
পরীমে গামনেষত পর্যগ্নিমহৃষত।
দেবেষ্বক্রত শ্রবঃ ক ইমাং আ দধর্ষতি ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে অলক্ষ্মি! তুমি বদান্যতার বিপক্ষ, সর্বদা কুৎসিত শব্দ কর; তোমার আকৃতি বিকট, আক্রোশ করাই তোমার একমাত্র কার্য; তুমি পর্বতে গমন করো। আমি শিরিম্বিঠ, আমি এমন উপায় করছি, যাতে তোমাকে অবশ্যই দূর করবো ॥ ১ ॥

সেই অলক্ষ্মী সর্বজাতীয় ভ্রূণকে নষ্ট করে, (অর্থাৎ বৃক্ষলতা শস্য ইত্যাদির অঙ্কুর নষ্ট ক'রে দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে); তা'কে আমি এই স্থান হ'তে এবং ঐ স্থান হ'তে দূর করলাম। হে তীক্ষ্ণতেজা ব্রহ্মণস্পতি! বদান্যতার বিপক্ষস্বরূপা সেই অলক্ষ্মীকে এই স্থান হ'তে দূরীকৃত ক'রে আগমন করো ॥ ২ ॥

ঐ একখানি কাষ্ঠ সমুদ্র তীরের নিকটে ভাসছে, ওর পুরুষ অর্থাৎ স্বত্বাধিকারী কেউ নেই; হে বিরূপাকৃতি অলক্ষ্মি! ওর উপর আরোহণপূর্বক সমুদ্রের অপর পারে গমন করো ॥ ৩ ॥

হে হিংসাময়ী কুৎসিত শব্দকারিণী অলক্ষ্মীগণ! যখন তোমরা তৎপর হয়ে প্রকৃষ্টগমনে চলে গেলে, তখন ইন্দ্রের সকল শত্রু নষ্ট হলো, জলবুদ্বুদের মতো তারা মিলিয়ে গেলো ॥ ৪ ॥

এই সকল ব্যক্তি গাভীগুলিকে প্রত্যাহার করেছে, এরা অগ্নিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করেছে, দেবতাগণের উদ্দেশে অন্ন উৎসর্গ করেছে। কা'র সাধ্য যে, এদের আক্রমণ করে? ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্তটিতে সবই অমঙ্গলনাশের মন্ত্র বিধৃত। বলা বাহুল্য, এটি আধুনিক।

◆ ◆

— ১৫৬ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : আগ্নেয় কেতু। ছন্দ : গায়ত্রী]

অগ্নিং হিম্বন্তু নো ধিয়ঃ সপ্তিমাশুমিবাজিষু। তেন জেষ্ম ধনন্ধনম্ ॥ ১॥
যয়া গা আকরামহে সেনয়াগ্নে তবোত্যা। তাং নো হিন্ব মঘত্তয়ে ॥ ২॥
আগ্নে স্থূরং রয়িং ভর পৃথুং গোমন্তমশ্বিনম্। অঙ্ধি খং বর্তয়া পণিম্ ॥ ৩॥
অগ্নে নক্ষত্রমজরমা সূর্যং রোহয়ো দিবি। দধজ্জ্যোতির্জনেভ্যঃ ॥ ৪॥
অগ্নে কেতুর্বিশামসি প্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ উপস্থসৎ। বোধা স্তোত্রে বয়ো দধৎ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — যেমন আজিতে অর্থাৎ ঘোটক ধাবন স্থানে শীঘ্রগামী ঘোটককে ধাবিত করা হয়, সেইরকম আমাদের স্তবগুলি অগ্নিকে ধাবিত করছে; তাঁর প্রসাদে আমরা যেন যাবতীয় ধন জয় করি ॥ ১ ॥

হে অগ্নি! তোমার নিকট যেমন আশ্রয়প্রাপ্ত হয়ে আমরা গাভীবর্গকে উপার্জন ক'রি, তোমার যে রক্ষা আমাদের সাহায্যকারিণী সেনাস্বরূপা, সেই রক্ষা আমাদের প্রেরণ করো, তা হ'লে আমরা ধন লাভ করবো ॥ ২ ॥

হে অগ্নি! প্রচুর ধন প্রদান করো, তার সঙ্গে যেন বহুসংখ্যক গাভী ও অশ্ব থাকে। আকাশকে বৃষ্টির জলে অভিষিক্ত করো; বাণিজ্যকারীর বাণিজ্যকার্য প্রবর্তিত করো ॥ ৩ ॥

হে অগ্নি! যে সূর্য সর্বদাই গমন করছেন, যিনি লোকবর্গকে আলোক প্রদান করছেন, তাঁকে আকাশে উপবিষ্ট ক'রে দাও ॥ ৪ ॥

হে অগ্নি! তুমি প্রজাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন ক'রে দাও, অর্থাৎ তোমাকে দর্শনমাত্রই তথায় লোকালয় আছে, এমন অনুমান হয়। তুমি প্রিয়তম; তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমি যজ্ঞধামে উপবেশন করো, স্তবের প্রতি কর্ণপাত করো; অন্ন আনীত ক'রে দাও ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৬২৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব মন্ত্রগুলিই গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও প্রাপ্তব্য; যথা,—১ ঋক্—"যোদ্ধাগণ যেমন সংগ্রামে যুদ্ধজয়ের জন্য শীঘ্রগামী যুদ্ধাশ্ব প্রেরণ করেন, সেইরকমভাবে আমাদের কর্মসমূহ (অথবা সৎবৃত্তিসমূহ) পরাজ্ঞানকে প্রেরণ করুক; অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্বোধিত করুক; সেই পরাজ্ঞানের দ্বারা আমরা যেন পরমধন—মোক্ষ—লাভ করি।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা সৎকর্মের সাধনের দ্বারা যেন পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি; তারপর পরাজ্ঞানের দ্বারা যেন মোক্ষ প্রাপ্ত হই) ॥—২ ঋক্—"হে জ্ঞানদেব! রিপুসংগ্রামে সহায়ভূত আপনার প্রসিদ্ধ যে রক্ষাশক্তির দ্বারা আমরা পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি, পরমধন প্রাপ্তির জন্য সেই রক্ষাশক্তি আমাদের প্রদান করুন অর্থাৎ আমাদের সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করুন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করুন এবং সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করুন)। [মানুষ চারদিকে দুর্দান্ত রিপুদের দ্বারা বেষ্টিত এবং তাদের আক্রমণে বিব্রত, বিপর্যস্ত। মানুষের অন্তরস্থিত রিপুগণই সৎকর্মসাধনের সর্বপ্রধান বিঘ্ন। তবে কি এ থেকে নিস্তারের কোন উপায় নেই? আছে। চিরমঙ্গলময় ভগবানের রাজ্যে পাপের আধিপত্য চিরন্তন হ'তে

পারে না। তিনি তাঁর শক্তির দ্বারা তাঁর ভক্ত সন্তানদের রক্ষা করছেন। বর্তমান মন্ত্রে ভগবানের কাছে সেই রক্ষাশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্ তিনটিরও এই রকম বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১৫৭ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : ভুবন আপ্ত্য সাধন বা ভৌবন। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইমা নু কং ভুবনা সীষধামেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ ॥ ১ ॥
যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ চীক্লৃপাতি ॥ ২ ॥
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মাকং ভূত্ববিতা তনূনাম্ ॥ ৩ ॥
হত্বায় দেবা অসুরান্যদায়ন্দেবা দেবাত্বমভিরক্ষমাণাঃ ॥ ৪ ॥
প্রত্যঞ্চমর্কমনয়ঞ্ছচীভিরাদিৎস্বধামিষিরাং পর্যপশ্যন্ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — এই সমস্ত ভুবন হ'তে আমরা যেন সুখের উপায় করতে পারি, ইন্দ্র ও সকল দেবতা সেই উপায় ক'রে দিন ॥ ১ ॥

ইন্দ্র ও আদিত্যগণ মিলিত হয়ে আমাদের যজ্ঞ, দেহ ও সন্তান-সন্ততিকে নিরুপদ্রব ক'রে দিন ॥ ২ ॥

ইন্দ্র আদিত্যবর্গকে ও মরুদ্‌গণকে সহকারীস্বরূপ নিয়ে আমাদের দেহের রক্ষাকর্তা হোন ॥ ৩ ॥

দেবতাগণ যখন অসুরবৃন্দকে বধ ক'রে প্রত্যাগমন করলেন তখন তাঁদের অমরত্ব পদ রক্ষা হলো ॥ ৪ ॥

নানা কার্যের দ্বারা স্তবকে দেবতাগণের নিকট প্রেরণ করা হলো। তারপর আকাশ হ'তে বৃষ্টি পতন দৃষ্ট হলো ॥ ৫ ॥

টীকা — ৪ ঋকে 'অসুর' শব্দের প্রয়োগ এই সূক্তের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনা প্রকাশ করছে।—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৪৭৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। প্রথম ঋক্‌টি অবশ্য ১১৫ পৃষ্ঠাতেও আছে। সেই সূত্রে এইগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও দ্রষ্টব্য; যথা—"এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—মায়াপ্রপঞ্চ—আমাদের কি সুখ প্রদান করে? অর্থাৎ, প্রকৃত কোনও সুখই দিতে পারে না; পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ এবং ভগবানের বিভূতিস্বরূপ সকল দেবতাই আরাধনার দ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের নিশ্চিতভাবে (অথবা, শীঘ্র) পরমসুখ প্রদান করেন।" (ভাব এই যে,—ভগবানই পরমসুখদাতা)। [ভগবানের কৃপায় ক্রমশঃ মানুষের হৃদয়ে সত্যের আলোক ফুটে ওঠে, সে দেখতে পায়—সব ক্ষণিক স্বপ্ন, সব মায়া। মিথ্যার পিছনে ছুটে সে মিথ্যা পরিশ্রম করেছে। কোথায় অনন্ত সুখ, কোথায় অনন্ত শান্তি? তখন সে ভগবানের কাছেই জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে—তুমিই ব'লে দাও, তোমার জগতে কি প্রকৃত সুখ নেই?—আছে—নিশ্চয় আছে। সত্য সত্যই সেই অবিনশ্বর সুখের সন্ধান সে পায়, যখন তা'র অন্তরস্থ অমৃতের বীজই তা'কে সেই সন্ধান দেয়। অসত্যের দ্বারা সেই ভূমানন্দের (সত্যের) সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই অনাদি অবিনশ্বর আনন্দস্বরূপের চরণে আত্মসমর্পণ করো, তাতেই ভূমানন্দ লাভ করবে—পরমশান্তি প্রাপ্ত হবে]।—আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্ দুটির এইরকম বিশ্লেষণ দেখে নিতে পারেন।

◆ ◆

— ১৫৮ সূক্ত —

[দেবতা : সূর্য। ঋষি : সৌর্য চক্ষু। ছন্দ : গায়ত্রী]

সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ। অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ ॥ ১ ॥
জোষা সবিতর্যস্য তে হরঃ শতং সবাঁ অর্হতি।
পাহি নো দিদ্যুতঃ পতন্ত্যাঃ ॥ ২ ॥
চক্ষুর্নো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ন উত পর্বতঃ। চক্ষুর্ধাতা দধাতু নঃ ॥ ৩ ॥
চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনূভ্যঃ। সং চেদং বি চ পশ্যেম ॥ ৪ ॥
সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং প্রতি পশ্যেম সূর্য। বি পশ্যেম নৃচক্ষসঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — সূর্য আমাদের স্বর্গের উপদ্রব হ'তে, বায়ু আকাশের উপদ্রব হ'তে এবং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হ'তে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

হে সবিতা! আমাদের পূজা গ্রহণ করো। তোমার যে তেজঃ, তা'র উদ্দেশে একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত, শত্রুগণের যে সকল উজ্জ্বল অস্ত্র এসে পড়ছে, তা হ'তে আমাদের রক্ষা করো ॥ ২ ॥

সবিতাদেব আমাদের চক্ষু দান করুন ॥ ৩ ॥

আমাদের চক্ষুকে চক্ষু, অর্থাৎ দর্শনিশক্তি দান করো, যাতে সকল বস্তু উত্তমভাবে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য আমাদের শরীরকে চক্ষু দান করো। আমরা যেন সকল বস্তু একত্রে সংগৃহীতভাবে দর্শন করতে পারি এবং যেন বিশেষ বিশেষ ক'রেও দর্শন করতে পারি ॥ ৪ ॥

হে সূর্য! তোমাকে যেন আমরা অতি উৎকৃষ্টরূপে দর্শন করতে পারি, আর মানবগণ যার দর্শন প্রাপ্ত হয়, তা যেন আমরা বিশেষ বিশেষ ক'রে দর্শন করতে পারি ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ।

◆ ◆

— ১৫৯ সূক্ত —

[দেবতা : শচী। ঋষি : পৌলোমী শচী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

উদসৌ সূর্যো অগাদুদয়ং মামকো ভগঃ।
অহং তদ্বিদ্বলা পতিমভ্যসাক্ষি বিষাসহিঃ ॥ ১ ॥
অহং কেতুরহং মূর্ধাহমুগ্রা বিবাচনী।
মমেদনু ক্রতুং পতিঃ সেহানায়া উপাচরেৎ ॥ ২ ॥
মম পুত্রাঃ শত্রুহণোহথো মে দুহিতা বিরাট্।
উতাহমস্মি সঞ্জয়া পত্যৌ মে শ্লোক উত্তমঃ ॥ ৩ ॥

যেনেন্দ্রো হবিষা কৃত্ব্যভবদ্দ্যুম্ন্যুত্তমঃ।
ইদং তদক্রি দেবা অসপত্না কিলাভুবম্ ॥ ৪॥
অসপত্না সপত্নঘ্নী জয়ন্ত্যভিভূবরী।
আবৃক্ষমন্যাসাং বর্চো রাধো অস্থেয়ারামিব ॥ ৫॥
সমজৈষমিমা অহং সপত্নীরভিভূবরী।
যথাহমস্য বীরস্য বিরাজানি জনস্য চ ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — এই যে সূর্য উদয় হয়েছেন, এ আমার সৌভাগ্যই উদয় হয়েছে। আমি এ বুঝেছি, সকল সপত্নী আমার নিকট পরাস্ত, আমি স্বামীকেও বশ করেছি ॥ ১॥

আমিই কেতু, আমিই মস্তক; আমি প্রবল হয়ে স্বামীর নিকট মিষ্ট বাক্য লাভ ক'রি। আমাকে সর্বোপরবর্তিনী জেনে আমার স্বামী আমার কার্যেই অনুমোদন করেন, আমার মতেই চলেন ॥ ২॥

আমার পুত্রগণ শত্রুনিধনকারী, অর্থাৎ বলবান্; আমার কন্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ শোভায় শোভিত। আমি সকলকে জয় ক'রি। আমারই নাম স্বামীর নিকট আদরণীয় হয় ॥ ৩॥

যে যজ্ঞ ক'রে ইন্দ্র বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, হে দেবগণ! আমি তা-ই করেছি; তাতে আমার সকল শত্রু নষ্ট হয়েছে ॥ ৪॥

আমার শত্রু জীবিত থাকে না, শত্রুগণ আমি বধ ক'রি, পরাস্ত ক'রি। যেমন অস্থিরবুদ্ধি লোকের সম্পত্তি অন্যে হরণ করে, সেইরকম আমি অপর নারীগণের তেজঃ খণ্ডন ক'রে দিয়েছি ॥ ৫॥

আমি এইসকল সপত্নীগণকে জয় করেছি, পরাস্ত করেছি। সে কারণে আমি এই বীরের উপর প্রভুত্ব ক'রি, পরিবারবর্গের উপরও প্রভুত্ব ক'রি ॥ ৬॥

টীকা — এই ১৫৯ সূক্তটিও সপত্নীর উপর প্রভুত্ব লাভ করবার মন্ত্র মাত্র। পুলোমার কন্যা শচীকে এই সূক্তের দেবতা ও ঋষী ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সূক্তটি যে ইন্দ্রাণীর উক্তি, সূক্তের মধ্যে তার কোনও নিদর্শন নেই। ফলতঃ দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং পাছে লোকে সেগুলিকে অশ্রদ্ধা করে, সেই জন্য ঋষির স্থলে দেবতাগণের নাম বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।— আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১৬০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বৈশ্বামিত্র পূরণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

তীব্রস্যাভিবয়সো অস্য পাহি সর্বরথা বি হরী ইহ মুঞ্চ।
ইন্দ্র মা ত্বা যজমানাসো অন্যে নি রীরমন্তুভ্যমিমে সুতাসঃ ॥ ১॥
তুভ্যং সুতাস্তুভ্যমু সোত্বাসস্ত্বাং গিরঃ শ্বাত্র্যা আ হবয়ন্তি।
ইন্দ্রেদমদ্য সবনং জুষাণো বিশ্বস্য বিদ্বাঁ ইহ পাহি সোমম্ ॥ ২॥

য উশতা মনসা সোমমস্মৈ সর্বহৃদা দেবকামঃ সুনোতি।
ন গা ইন্দ্রস্তস্য পরা দদাতি প্রশস্তমিচ্চারুমস্মৈ কৃণোতি ॥ ৩॥
অনুস্পষ্টো ভবত্যেষো অস্য যো অস্মৈ রেবান্ন সুনোতি সোমম্।
নিররত্নৌ মঘবা তং দধাতি ব্রহ্মদ্বিষো হন্ত্যনানুদিষ্টঃ ॥ ৪॥
অশ্বায়ন্তো গব্যন্তো বাজয়ন্তো হবামহে ত্বোপগন্তবা উ।
আভূষন্তস্তে সুমতৌ নবায়াং বয়মিন্দ্র ত্বা শুনং হুবেম ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — এই সোমরস তীব্র ক'রে প্রস্তুত করা হয়েছে, এর সঙ্গে আহারের সামগ্রী আছে, তা পান করো। তোমার রথবহনকারী দুই ঘোটককে এই দিকে আনয়নের জন্য ছেড়ে দাও। হে ইন্দ্র! যেন আর আর যজমান তোমাকে সন্তুষ্ট করতে না পারে। তোমারই জন্য এই সকল সোমরস প্রস্তুত হয়েছে ॥ ১॥

যে সোমরস প্রস্তুত হয়েছে, তা তোমারই জন্য; যা প্রস্তুত হবে, তা-ও তোমারই জন্য। এইসকল স্তব উচ্চারিত হয়ে তোমাকে আহ্বান করছে। হে ইন্দ্র! আমাদের এই যজ্ঞ গ্রহণ করো। সকলই তুমি জ্ঞাত, এই স্থানেই সোম পান করো ॥ ২॥

যে ব্যক্তি একান্তমনে, অমায়িকভাবে, প্রীতিযুক্ত অন্তঃকরণে ও দেবভক্তিসহকারে এই ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তা'র গাভীগুলিকে নষ্ট করেন না; অতি সুন্দর সুচারু মঙ্গল তা'র জন্য বিধান করেন ॥৩॥

যে ধনবান্ ব্যক্তি এঁর জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তা'কে প্রত্যক্ষভাবে নিজের মূর্তিতে দর্শন দান করেন। তিনি আগত হয়ে তার হস্ত ধারণ করেন। আর যারা পুণ্যকর্মের দ্বেষী, তিনি কারও প্রবর্তনা ব্যতিরেকে তাদের বিনাশ করেন ॥ ৪॥

হে ইন্দ্র! গাভী, ঘোটক ও অন্নের কামনাতে আমরা তোমার আগমন প্রার্থনা করছি। তোমার জন্য এই নূতন ও উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করতে করতে তোমাকে সুখকর জেনে আহ্বান করছি ॥ ৫॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী; এই সূক্তের সোম বা সোমরস আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ অনুসারে 'শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বা ভক্তের অন্তরের ভক্তি-সুধা'—এই কথা আমরা প্রথম মণ্ডল থেকেই ঘোষণা ক'রে আসছি। আমাদের 'সামবেদ-সংহিতা'-র প্রতিটি সূক্তেই এইরকম বক্তব্য বিধৃত।

◆ ◆

— ১৬১ সূক্ত —

[দেবতা : রাজযক্ষ্মা। ঋষি : প্রাজাপত্য যক্ষ্মনাশন। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কমজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ।
গ্রাহির্জগ্রাহ যদি বৈতদেনং তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্র মুমুক্তমেনম্ ॥ ১॥
যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যোরন্তিকং নীত এব।
তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্ষমেনং শতশারদায় ॥ ২॥

সহস্রাক্ষেণ শতশারদেন শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্।
শতং যথেমং শরদো নয়াতীন্দ্রো বিশ্বস্য দুরিতস্য পারম্ ॥ ৩॥
শতং জীব শরদো বর্ধমানঃ শতং হেমন্তাঞ্ছতমু বসন্তান্।
শতমিন্দ্রাগ্নী সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষেমং পুনর্দুঃ ॥ ৪॥
আহার্ষং ত্বাবিদং ত্বা পুনরাগাঃ পুনর্নব।
সর্বাঙ্গ সর্বং তে চক্ষুঃ সর্বমায়ুশ্চ তেঽবিদম্ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে রোগী! এই যজ্ঞসামগ্রীর দ্বারা তোমাকে অপরিজ্ঞাত যক্ষ্মারোগ হ'তে, রাজযক্ষ্মারোগ হ'তে মোচন ক'রে দিচ্ছি, তা হ'লে তোমার জীবন রক্ষা হবে। যদি কোন পাপগ্রহ এই রোগীকে ধ'রে থাকে, তা হ'লে হে ইন্দ্র ও অগ্নি। একে তার হস্ত হ'তে মোচন ক'রে দাও ॥ ১ ॥

যদিচ এই রোগীর পরমায়ু ক্ষয় হয়ে থাকে অথবা যদি এ মরেও গিয়ে থাকে, যদি একেবারে মৃত্যুর নিকটেই গিয়ে থাকে, তথাপি আমি মৃত্যুদেবতা নির্ঋতির নিকট হ'তে তা'কে ফিরিয়ে আনয়ন করছি। আমি একে এমন স্পর্শ করেছি যে এ ব্যক্তি একশত বৎসর জীবিত থাকবে ॥ ২ ॥

আমি এই যে, আহুতি প্রদান করলাম, এর একশত চক্ষু, একশত বৎসর পরমায়ু দেয়, একশত আয়ু দেয়, এই যেন আহুতির দ্বারা আমি রোগীকে ফিরিয়ে আনয়ন করেছি। ইন্দ্র যেন সমস্ত পাপ হ'তে একে পরিত্রাণ ক'রে একশত বৎসর জীবিত রাখেন ॥ ৩ ॥

হে রোগী। একশত শরৎকাল জীবিত থাকো, সুখে সচ্ছন্দে একশত হেমন্ত, একশত বসন্ত জীবিত থাকো। ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা ও বৃহস্পতি হব্যের দ্বারা তৃপ্ত হয়ে একে একশত বৎসর পরমায়ু প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

হে রোগী! তোমাকে আমি প্রাপ্ত হয়েছি, তোমাকে ফিরিয়ে আনীত করেছি। তুমি পুনর্বার নবীন হয়ে আগত হয়েছো। তোমার সমস্ত অঙ্গ, সমস্ত চক্ষু, সমস্ত পরমায়ু, আমি পুনরায় প্রাপ্ত হয়েছি ॥ ৫ ॥

টীকা — এইটি যক্ষ্মারোগ আরাম করবার মন্ত্র। এইটি যে আধুনিক তা বলা বাহুল্য। ৪ ঋকে প্রকাশ যে, মানুষের পরমায়ু একশত বৎসর।

◆ ◆

— ১৬২ সূক্ত —

[দেবতা : গর্ভরক্ষণ। ঋষি : ব্রাহ্ম রক্ষোহা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ব্রহ্মণাগ্নিঃ সংবিদানো রক্ষোহা বাধতামিতঃ।
অমীবা যস্তে গর্ভং দুর্ণামা যোনিমাশয়ে ॥ ১॥
যস্তে গর্ভমমীবা দুর্ণামা যোনিমাশয়ে।
অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিষ্ক্রব্যাদমনীনশৎ ॥ ২॥

যস্তে হন্তি পতয়ন্তং নিষৎস্নুং যঃ সরীসৃপম্।
জাতং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৩॥
যস্ত ঊরূ বিহরত্যন্তরা দম্পতী শয়ে।
যোনিং যো অন্তরারেঢ়্হি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৪॥
যস্ত্বা ভ্রাতা পতির্ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৫॥
যস্ত্বা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা নিপদ্যতে।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — রাক্ষস নিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সাথে একমত হয়ে এই স্থান হ'তে গর্ভের সেই সমস্ত বাধা, উপদ্রব ও রোগ দূর করুন; হে নারি! যার দ্বারা তোমার যোনি আক্রান্ত হয়েছে ॥১॥
হে নারি! যে মাংসভোজী রাক্ষস অথবা যে রোগ বা উপদ্রব তোমার যোনি আক্রমণ করে, রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সাথে মিলিত হয়ে সেই সমস্ত বিনাশ করুন ॥২॥
পুরুষের শুক্রসঞ্চারকালেই হোক অথবা গর্ভে উৎপন্ন হবার কালেই হোক অথবা গর্ভের মধ্যেই আন্দোলিত হবার কালে হোক অথবা ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে হোক, তোমার গর্ভকে যে নষ্ট করে বা নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তা'কে আমরা এই স্থান হ'তে দূরীভূত করলাম ॥৩॥
গর্ভ নষ্ট করবার জন্য যে তোমার দুই ঊরু বিশ্লেষিত ক'রে দেয় অথবা যে ঐ উদ্দেশে স্ত্রী পুরুষের মধ্যস্থলে শয়ন করে, অথবা যে যোনির মধ্যে নিপতিত পুরুষ-শুক্রকে লেহন করে, তা'কে এই স্থান হ'তে দূরীভূত করলাম ॥৪॥
হে নারি! যে রাক্ষস তোমার ভ্রাতা, পতি বা উপপতির মূর্তি ধারণপূর্বক তোমার নিকটে গমন করে, তোমার সন্তানকে যে নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তা'কে এই স্থান হ'তে দূরীভূত ক'রি ॥৫॥
যে রাক্ষস স্বপ্নাবস্থায় বা নিদ্রাবস্থায় তোমাকে মুগ্ধ ক'রে নিকটে গমন করে, যে তোমার সন্তানকে নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তা'কে এই স্থান হ'তে দূরীভূত ক'রি ॥৬॥

টীকা — এই সূক্তটি গর্ভরক্ষার মন্ত্র মাত্র। এটি আধুনিক, তা বলা বাহুল্য।

◆ ◆

— ১৬৩ সূক্ত —

[দেবতা : যক্ষ্মানাশক। ঋষি : কাশ্যপ বিবৃহা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি।
যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কাজ্জিহ্বায়া বি বৃহামি তে ॥ ১॥
গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনূক্যাৎ।
যক্ষ্মং দোষণ্য মংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে ॥ ২॥

আন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠোর্হৃদয়াদধি।
যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং যক্নঃ প্লাশিভ্যো বি বৃহামি তে ॥ ৩॥
উরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পার্ষ্ণিভ্যাং প্রপদাভ্যাম্।
যক্ষ্মং শ্রোণিভ্যাং ভাসদাদ্ভংসসো বি বৃহামি তে ॥ ৪॥
মেহনাদ্বনঙ্করণাল্লোমভ্যস্তে নখেভ্যঃ।
যক্ষ্মং সর্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বি বৃহামি তে ॥ ৫॥
অঙ্গাদঙ্গাল্লোম্নো লোম্নো জাতং পর্বণি পর্বণি।
যক্ষ্মং সর্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বি বৃহামি তে ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ — তোমারই দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কর্ণ, চিবুক, মস্তক, মস্তিষ্ক, বা জিহ্বা, এই সকল অবয়ব হ'তে যক্ষ্মা, অর্থাৎ রোগকে আমি বিতাড়িত করছি ॥১॥

তোমার গ্রীবাস্থিত শিরাসমূহ হ'তে, স্নায়ু হ'তে, অস্থিসন্ধি, দুই বাহু, দুই হস্ত, দুই স্কন্ধ, এই সকল অবয়ব হ'তে ব্যাধিকে বিতাড়িত করছি ॥২॥

তোমার অন্ত্রনাড়ী, ক্ষুদ্রনাড়ী, বৃহদন্ত্র, হৃদয়স্থান, মূত্রাশয়, যকৃৎ ও অন্যান্য মাংসপিণ্ড হ'তে আমি ব্যাধিকে বিতাড়িত করছি ॥৩॥

তোমার দুই উরু, দুই জানু, দুই পার্ষ্ণি (গোড়ালি) ও দুই চরণপ্রান্ত হ'তে এবং দুই নিতম্ব, কটিদেশ ও মলদ্বার হ'তে ব্যাধিকে আমি বিতাড়িত করছি ॥৪॥

প্রস্রাবকারী তোমার পুরুষাঙ্গ হ'তে, লোম ও নখ হ'তে, এমন কি তোমার সর্বাঙ্গ শরীর হ'তে আমি এই ব্যাধিকে বিতাড়িত করছি ॥৫॥

প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোম, শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থল, তোমার সর্বাঙ্গের মধ্যে যে কোন স্থানে ব্যাধি জন্মেছে, আমি তথা হ'তে তা'কে বিতাড়িত করছি ॥৬॥

টীকা — এইটিও রোগ আরাম করবার মন্ত্র। এইটিও আধুনিক, তা বলা বাহুল্য।

◆ ◆

— ১৬৪ সূক্ত —

[দেবতা : দুঃস্বপ্ননাশক। ঋষি : প্রচেতা। ছন্দ : অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, পংক্তি]

অপেহি মনস্পতেঽপ ক্রাম পরশ্চর।
পরো নির্ঋত্যা আ চক্ষ্ব বহুধা জীবতো মনঃ ॥ ১॥
ভদ্রং বৈ বরং বৃণতে ভদ্রং যুঞ্জন্তি দক্ষিণম্।
ভদ্রং বৈবস্বতে চক্ষুর্বহুত্রা জীবতো মনঃ ॥ ২॥
যদাশসা নিঃশসাভিশসোপারিম জাগ্রতো যৎস্বপন্তঃ।
অগ্নির্বিশ্বান্যপ দুষ্কৃতান্যজুষ্টান্যারে অস্মদ্দধাতু ॥ ৩॥

যদিন্দ্র ব্রহ্মণস্পতেঽভিদ্রোহং চরামসি।
প্রচেতা ন আঙ্গিরসো দ্বিষতাং পাত্বংহসঃ ॥ ৪ ॥
অজৈষ্মাদ্যাসনাম চাভূমানাগসো বয়ম্।
জাগ্রৎস্বপ্নঃ সঙ্কল্পঃ পাপো যং দ্বিষ্মস্তং স ঋচ্ছতু
যো নো দ্বেষ্টি তমৃচ্ছতু ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে দুঃস্বপ্নদেবতা! তুমি মনকে অধিকার করেছো; তুমি সরে যাও, পলায়ন করো, দূর স্থানে গমন ক'রে বিচরণ করো। অতি দূরে যে নির্ঋতি দেবতা আছেন, তাঁর নিকট গমন ক'রে বলো যে জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ, অতএব তিনি কেন মনোরথ ভঙ্গ করেন ॥ ১ ॥

জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ থাকে; সে উৎকৃষ্ট কাম্য বস্তু প্রার্থনা করে, উৎকৃষ্ট ও সুন্দর ফল লাভ করবার ইচ্ছা করে। যম যেন কল্যাণ চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করেন ॥ ২ ॥

আশা করবার সময়, আশা ভঙ্গ হবার সময়, আশা সফল হবার সময়, কি জাগ্রতবস্থায়, কি নিদ্রাবস্থায়, যা কিছু অপকর্ম ক'রি, সেই সমস্ত ক্লেশকর পাপকে অগ্নি আমাদের নিকট হ'তে দূরে নিয়ে রাখুন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! হে ব্রহ্মণস্পতি! যে পাপ আমরা করেছি, অঙ্গিরার সন্তান প্রচেতা শত্রুকৃত সেই অকল্যাণ হ'তে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

অদ্য আমরা জয়ী হয়েছি, যা লাভ করবার তা প্রাপ্ত হয়েছি, অপরাধমুক্ত হয়েছি। জাগ্রতবস্থায় বা নিদ্রাবস্থার সময় বা সঙ্কল্পের জন্য যা কিছু পাপ ঘটেছে, তা আমাদের দ্বেষভাজন শত্রুর নিকট গমন করুক। যাকে আমরা দ্বেষ ক'রি, তা'র নিকটে গমন করুক ॥ ৫ ॥

টীকা — এটিও দুঃস্বপ্ন বা অন্য অমঙ্গল নাশের মন্ত্র; আধুনিক তা বলা বাহুল্য।

◆ ◆

— ১৬৫ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : নৈঋত কপোত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

দেবাঃ কপোত ইষিতো যদিচ্ছন্দূতো নির্ঋত্যা ইদমাজগাম।
তস্মা অর্চাম কৃণবাম নিষ্কৃতিং শং নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ১ ॥
শিবঃ কপোত ইষিতো নো অস্ত্বনাগা দেবাঃ শকুনো গৃহেষু।
অগ্নির্হি বিপ্রো জুষতাং হবির্নঃ পরি হেতিঃ পক্ষিণী নো বৃণক্তু ॥ ২ ॥
হেতিঃ পক্ষিণী ন দভাত্যস্মানাষ্ট্র্যাং পদং কৃণুতে অগ্নিধানে।
শং নো গোভ্যশ্চ পুরুষেভ্যশ্চাস্তু মা নো হিংসীদিহ দেবাঃ কপোতঃ ॥ ৩ ॥
যদুলূকো বদতি মোঘমেতদ্যৎ কপোতঃ পদমগ্নৌ কৃণোতি।
যস্য দূতঃ প্রহিত এষ এতত্তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে ॥ ৪ ॥

ঋচা কপোতং নুদত প্রণোদমিষং মদন্তঃ পরি গাং নয়ধ্বম্।
সংযোপয়ন্তো দুরিতানি বিশ্বা হিত্বা ন ঊর্জং প্র পতাৎপতিষ্ঠঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে দেবগণ। ঐ কপোত নির্ঋতির প্রেরিত দূত, সে ক্লেশ প্রদানের অভিলাষে আমাদের গৃহে আগমন করেছে, তা'র পূজা করছি, এই অকল্যাণ অপনয়ন করছি। আমাদের দ্বিপদ (দাস দাসী) ও চতুষ্পদগণ (গো, অশ্ব, মেষ ইত্যাদি) যেন অমঙ্গলগ্রস্ত না হয় ॥ ১ ॥

হে দেবগণ। যে কপোত আমাদের গৃহে প্রেরিত হয়েছে, এই পক্ষী আমাদের পক্ষে শুভকর হোক, যেন আমাদের কোন অকল্যাণ না করে। বুদ্ধিমান্ ও আমাদের আহ্বানকৃত অগ্নি আমাদের দ্রব্য গ্রহণ করুন। পক্ষবিশিষ্ট এই অস্ত্র আমাদের সর্বথা পরিত্যাগ ক'রে যাক ॥ ২ ॥

এই পক্ষযুক্ত অস্ত্রস্বরূপ কপোত যেন আমাদের হিংসা না করে; যে বিস্তীর্ণ স্থানে অগ্নি সংস্থাপন হয়েছে, সেই স্থানেই এ উপবেশন করুক। আমাদের গো মনুষ্যবর্গের মঙ্গল হোক। হে দেবগণ! কপোত যেন আমাদের এই স্থানে হিংসা না করে ॥ ৩ ॥

এই পেচক (উলূকঃ) যা বলছে, তা মিথ্যা হোক। কারণ এই কপোত অগ্নিস্থানে উপবেশন করছে। যাঁরা প্রেরিত দূতস্বরূপ এ আগমন করেছে, সেই মৃত্যুস্বরূপ যমকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

হে বন্ধুগণ। এই কপোত তাড়িয়ে দেবার যোগ্য, একে মন্ত্রের দ্বারা বিতাড়িত ক'রে দাও। তাবৎ অকল্যাণ হ্রাসেপূর্বক আনন্দের সাথে গাভীকে অন্নের দিকে অর্থাৎ তার আহার সামগ্রীর দিকে লয়ে চলো; এই কপোত অতিবেগে উড্ডীন হয় ও আমাদের অন্ন পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র উড্ডীন হোক ॥ ৫ ॥

টীকা — এই সূক্ত পেচকডাকের অমঙ্গলনাশের মন্ত্র। আধুনিক, তা বলা বাহুল্য।

◆ ◆

— ১৬৬ সূক্ত —

[দেবতা : শত্রুবিনাশ। ঋষি : ঋষভ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, মহাপংক্তি]

ঋষভং মা সমানানাং সপত্নানাং বিষাসহিম্।
হন্তারং শত্রূণাং কৃধি বিরাজং গোপতিং গবাম্ ॥ ১ ॥
অহমস্মি সপত্নহেন্দ্র ইবারিষ্টো অক্ষতঃ।
অধঃ সপত্না মে পদোরিমে সর্বে অভিষ্ঠিতাঃ ॥ ২ ॥
অত্রৈব বোঽপি নহ্যাম্যুভে আর্ত্নী ইব জ্যয়া।
বাচস্পতে নি ষেধেমান্যথা মদধরং বদান্ ॥ ৩ ॥
অভিভূরহমাগমং বিশ্বকর্মেণ ধাম্না।
আ বশ্চিত্তমা বো ব্রতমা বোঽহং সমিতিং দদে ॥ ৪ ॥
যোগক্ষেমং ব আদায়াহং ভূয়াসমুত্তম আ বো মূর্ধানমক্রমীম্।
অধস্পদান্ম উদ্বদত মণ্ডূকা ইবোদকান্মণ্ডূকা উদকাদিব ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! আমাকে এমন করো, যাতে আমি সমকক্ষ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই, শত্রুগণকে পরাভব করি, বিপক্ষগণকে নিধন করি এবং সর্বোপরিবর্তী হয়ে অশেষ গোধনের অধিকারী হই ॥ ১ ॥

আমি শত্রুনিধনকারী হ'লাম, আমাকে কেউ হিংসা বা আঘাত করতে পারে না। এই সকল শত্রু আমার দুই চরণের নীচে অবস্থিতি করছে ॥ ২ ॥

হে শত্রুগণ! যেমন ধনুকের দুই প্রান্তভাগ ধনুর্গুণের দ্বারা বন্ধন করে, সেইরকম তোমাদের এই স্থানেই বন্ধন করছি। হে বাচস্পতি! এদের নিষেধ ক'রে দাও, এরা যেন আমার কথার উপর কথা বলতে সমর্থ না হয় ॥ ৩ ॥

আমার তেজ তাবৎ কর্মের জন্যই উপযুক্ত। সেই তেজ নিয়ে আমি শত্রু পরাজয় করতে আগমন করেছি। হে শত্রুগণ! আমি তোমাদের মন, তোমাদের কার্য, তোমাদের মিলন, সকলই অপহরণ করছি ॥ ৪ ॥

তোমাদের উপার্জন ক্ষমতা অপহরণপূর্বক আমি তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েছি, তোমাদের মস্তকে উঠেছি। যেমন জলের মধ্যে হ'তে ভেকগণ শব্দ করতে থাকে, সেইরকম তোমরা আমার চরণের তল হ'তে চীৎকার করতে থাকো ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৬৭ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। ছন্দ : জগতী]

তুভ্যেদমিন্দ্র পরি ষিচ্যতে মধু ত্বং সুতস্য কলশস্য রাজসি।
ত্বং রয়িং পুরুবীরামু নস্কৃধি ত্বং তপঃ পরিতপ্যাজয়ঃ স্বঃ ॥ ১ ॥
স্বর্জিতং মহি মন্দানমন্ধসো হবামহে পরি শক্রং সুতাঁ উপ।
ইমং নো যজ্ঞমিহ বোধ্যা গহি স্পৃধো জয়ন্তং মঘবানমীমহে ॥ ২ ॥
সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য ধর্মণি বৃহস্পতেরনুমত্যা উ শর্মণি।
তবাহমদ্য মঘবন্নুপস্তুতৌ ধাতর্বিধাতঃ কলশাঁ অভক্ষয়ম্ ॥ ৩ ॥
প্রসূতো ভক্ষমকরং চরাবপি স্তোমঃ চেমং প্রথমঃ সূরিরুন্মৃজে।
সুতে সাতেন যদ্যাগমং বাং প্রতি বিশ্বামিত্রজমদগ্নী দমে ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! এই মধুতুল্য সোমরস তোমার জন্য পাতিত হচ্ছে, এই যে সোমের কলস প্রস্তুত করা হচ্ছে, তুমিই তার প্রভু। তুমি আমাদের জন্য প্রচুর ধন ও বিস্তর লোকজন উৎপাদন ক'রে দাও। তুমি তপস্যা ক'রে স্বর্গজয়ী হয়েছো ॥ ১ ॥

যে ইন্দ্র স্বর্গজয়ী হয়েছেন, যিনি সোমসদৃশ আহার প্রাপ্ত হ'লে বিশিষ্টরকম আমোদ করেন, সেই ইন্দ্রকে এইসকল প্রস্তুত করা সোমরসের নিকটে আগমন করতে আহ্বান করছি। আমাদের এই যজ্ঞের

সংবাদ লও; এই স্থানে আগত হও। শত্রুবিজয়কারী ইন্দ্রের নিকট আমরা শরণাপন্ন হচ্ছি ॥ ২ ॥

সোম এবং রাজা বরুণ আমাকে আশ্রয় প্রদান করেছেন, বৃহস্পতি এবং অনুমতিদেবী মঙ্গল করছেন; হে ইন্দ্র! তোমার স্তবে প্রবৃত্ত হয়েছি। হে ধাতা! হে বিধাতা! তোমাদের অনুমতিমতে আমি কলস কলস সোমরস পান করলাম ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! তোমার দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমি এই স্তবটিকে পরিষ্কার ক'রে রচনা করেছি। (ইন্দ্রের উক্তি)—হে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি! তোমরা সোম প্রস্তুত করলে আমি যখন ধন লয়ে তোমাদের গৃহে আগমন করি, তখন তোমরা উত্তমরূপে স্তব কর ॥ ৪ ॥

টীকা — তপস্যার দ্বারা স্বর্গজয়ের কথা এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূক্তের ১ ঋকেই প্রকাশিত। আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১৬৮ সূক্ত —

[দেবতা : বায়ু। ঋষি : বাতায়ন অনিল। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বাতস্য নু মহিমানং রথস্য রুজন্নেতি স্তনয়ন্নস্য ঘোষঃ।
দিবিস্পৃগ্যাত্যরুণানি কৃণ্বন্নুতো এতি পৃথিব্যা রেণুমস্যন্ ॥ ১ ॥
সং প্রেরতে অনু বাতস্য বিষ্ঠা ঐনং গচ্ছন্তি সমনং ন যোষাঃ।
তাভিঃ সযুক্সরথং দেব ঈয়তেঽস্য বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা ॥ ২ ॥
অন্তরিক্ষে পথিভিরীয়মানো ন নি বিশতে কতমচ্চনাহঃ।
অপাং সখা প্রথমজা ঋতাবা ক্ব স্বিজ্জাতঃ কুত আ বভূব ॥ ৩ ॥
আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভো যথাবশং চরতি দেব এষঃ।
ঘোষা ইদস্য শৃণ্বিরে ন রূপং তস্মৈ বাতায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ — যে বায়ু রথের মতো বেগে ধাবিত হন, তাকে আমি বর্ণনা করবো। এঁর শব্দ বজ্রের শব্দের মতো, ইনি বৃক্ষ ইত্যাদি ভগ্ন করতে করতে আগমন করেন। ইনি চতুর্দিক রক্তবর্ণ করতে করতে আকাশপথ অবলম্বনপূর্বক গমন করেন। অপিচ, পৃথিবীর ধূলি বিকীরণ করতে করতে গমন করেন ॥ ১ ॥

সুস্থির পদার্থ অর্থাৎ পর্বত ইত্যাদি পর্যন্ত বায়ুর গতিবেগে কম্পমান হ'তে থাকে। ঘোটকীগণ যেমন যুদ্ধে গমন করে, সেইরকম এই বায়ুর দিকে গমন করে। তিনি সেই ঘোটকীগণকে সহায় প্রাপ্ত হয়ে রথে আরোহণপূর্বক এই সমস্ত ভুবনের রাজার মতো গমন করেন ॥ ২ ॥

ইনি আকাশপথে গতিবিধি করবার সময় কোনদিনই স্থির হয়ে উপবিষ্ট থাকেন না। ইনি জলের বন্ধু, জলের অগ্রে উৎপন্ন হন, (অগ্রে বায়ু, পরে বৃষ্টি) ইনি সত্যস্বভাব। বলো দেখি, ইনি কোথায় জন্মেছেন। কোথা হ'তে আগমন করেছেন? ॥ ৩ ॥

এই বায়ুদেব দেবতাবর্গের আত্মাস্বরূপ, ভুবনের সন্তানস্বরূপ, যথা ইচ্ছা বিহার করেন। এঁর

শব্দই অনেক রকম শ্রুত হয়, এঁর রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। এসো, হবি প্রদান ক'রে সেই বায়ুর পূজা করি ॥ ৪ ॥

টীকা — আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে বায়ুও যে ঈশ্বরের বিভূতি-বিকাশ মাত্র, সে-কথা আমরা পূর্বেও বলেছি। বায়ু হলো জীবের জীবন, সর্বব্যাপী, সকলের হিতকারী।

◆ ◆

— ১৬৯ সূক্ত —

[দেবতা : গাভী। ঋষি : কাক্ষীবত শবর। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ময়োভূর্বাতো অভি বাতূস্রা ঊর্জস্বতীরোষধীরা রিশন্তাম্।
পীবস্বতীর্জীবধন্যাঃ পিবন্ত্ববসায় পদ্বতে রুদ্র মূল ॥ ১ ॥
যাঃ সরূপা বিরূপা একরূপা যাসামগ্নিরিষ্ট্যা নামানি বেদ।
যা অঙ্গিরসস্তপসেহ চক্রুস্তাভ্যঃ পর্জন্য মহি শর্ম যচ্ছ ॥ ২ ॥
যা দেবেষু উ তন্ব মৈরয়ন্ত যাসাং সোমো বিশ্বা রূপাণি বেদ।
তা অস্মভ্যং পয়সা পিন্বমানাঃ প্রজাবতীরিন্দ্র গোষ্ঠে রিরীহি ॥ ৩ ॥
প্রজাপতির্মহ্যমেতা ররাণো বিশ্বৈর্দেবৈঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ।
শিবাঃ সতীরূপ নো গোষ্ঠমাকস্তাসাং বয়ং প্রজয়া সং সদেম ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ — সুখকর বায়ু গাভীগণকে বীজন করুন; গাভীগণ বলধায়ক তৃণপত্র ইত্যাদি আস্বাদন করুক; প্রচুর ও প্রাণের পরিতৃপ্তিকর জল পান করুক; হে রুদ্রদেব। চরণবিশিষ্ট অন্নস্বরূপ এই যে গাভীগণ এদের স্বচ্ছন্দে রাখো ॥ ১ ॥

গাভীগণ কখনও অনেকে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখনও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখনও সর্বাঙ্গে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়। অগ্নি যজ্ঞ উপলক্ষে তাদের নামসকল অবগত হন। অঙ্গিরার সন্তানগণ তপস্যার দ্বারা তাদের পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। হে পর্জন্যদেব তাদের সুখস্বচ্ছন্দ বিতরণ করো ॥ ২ ॥

গাভীগণ আপন শরীর দেবতাবৃন্দের যজ্ঞের জন্য প্রদান ক'রে থাকে; সোম তাদের অশেষ আকৃতি অবগত আছেন। হে ইন্দ্র। তাদের দুগ্ধে পরিপূর্ণ ক'রে এবং সন্তানযুক্ত ক'রে আমাদের জন্য গোষ্ঠে প্রেরণ করো ॥ ৩ ॥

তাবৎ দেবতা ও পিতৃলোকগণের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে প্রজাপতি আমাকে এই সকল গাভী উপঢৌকন দিয়েছেন। সেই সকল গাভীকে কল্যাণযুক্ত ক'রে তিনি আমাদের গোষ্ঠের মধ্যে সংস্থাপন করুন, যেন আমরা সেই সকল গাভীর সন্তান প্রাপ্ত হই ॥ ৪ ॥

টীকা — ৩ ঋকের 'যজ্ঞের জন্য প্রদান ক'রে থাকে' অর্থে আহুতিরূপে যজ্ঞে গাভী অর্পণ করা হয় ॥—সোম ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য পূর্বানুরূপ ॥

◆ ◆

— ১৭০ সূক্ত —

[দেবতা : সূর্য। ঋষি : সৌর্য বিভ্রাট্। ছন্দ : জগতী, আস্তারপংক্তি]

বিভ্রাড়্‌বৃহৎ পিবতু সোমং মধ্বায়ুর্দধদ্যজ্ঞপতাবিহ্রুতম্।
বাতজুতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা প্রজাঃ পুপোষ পুরুধা বি রাজতি ॥ ১॥
বিভ্রাড়্‌বৃহৎসুভৃতং বাজসাতমং ধর্মন্দিবো ধরুণে সত্যমর্পিতম্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহন্তমং জ্যোতির্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা ॥ ২॥
ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং বিশ্বজিদ্ধনজিদুচ্যতে বৃহৎ।
বিশ্বভ্রাড় ভ্রাজো মহি সূর্যো দৃশ উরু পপ্রথে সহ ওজো অচ্যুতম্ ॥ ৩॥
বিভ্রাজঞ্জ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ।
যেনেমা বিশ্বা ভুবনান্যাভৃতা বিশ্বকর্মণা বিশ্বদেব্যাবতা ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — অতি দীপ্তিশালী সূর্যদেব মধুতুল্য সোমরস পান করুন, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির প্রকৃষ্ট পরমায়ু বিধান করুন। তিনি বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে প্রজাগণকে স্বয়ং রক্ষা করেন, প্রজাবর্গের পুষ্টি বিধান করেন এবং অশেষ রকমে শোভাপ্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥

সূর্যরূপ আলোকময় পদার্থ উদয় হচ্ছে; এ প্রকাণ্ড, অতিদীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংস্থাপিত, এর মতো অন্নদান কেউ করে না, এ আকাশের অবলম্বনের উপর যথাযোগ্যভাবে সংস্থাপিত হয়ে আকাশকে আশ্রয় ক'রে আছে। এ শত্রুনিধন করে, বৃত্রকে বধ করে, দস্যুবর্গের প্রধান নিধনকারী, অসুরগণের বধকারী, বিপক্ষবৃন্দের সংহারকারী ॥ ২॥

এই সূর্য সকল জ্যোতির্ময় পদার্থের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য; ইনি সকলই জয় করেন, ধন জয় করেন; এঁকে প্রকাণ্ড বলা হয়; ইনি অত্যন্ত দীপ্তিশালী; ইনি দৃষ্টির সুবিধার জন্য বিস্তারিত হয়েছেন; ইনি বলস্বরূপ ও অবিচলিত তেজঃস্বরূপ ॥৩॥

হে সূর্য! তুমি জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে আকাশের উজ্জ্বল স্থানে গমন করেছো। তোমার প্রতাপ সকল কর্মের সহায়স্বরূপ, সকল যাগযজ্ঞ ইত্যাদির অনুকূল; তা'র দ্বারা সকল ভুবন পুষ্টি লাভ করে ॥ ৪ ॥

টীকা — সূক্তটি আধুনিক রচনা। আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫১৫ ও ৫১৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ২৬৪ পৃষ্ঠাতেও প্রথম ঋকটি আছে। সেই সূত্রে এই তিনটি ঋকেরই বিশেষ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট আছে; যথা,—১ ঋক্—"পরমজ্যোতির্ময় দেব সৎকর্মের সাধককে নিষ্কণ্টকে সৎকর্ম সাধনের শক্তি প্রদান করেন; তিনি আমাদের হৃদয়স্থিত মহান্ সত্ত্বভাবময় অমৃত গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন ক'রে তা গ্রহণ করুন)। আত্মশক্তিদায়ক ভগবান্ আত্মশক্তির দ্বারা লোকবর্গকে রক্ষা করেন এবং পালন করেন; আরও, তিনি বিশেষভাবে লোকদের জ্ঞানজ্যোতি প্রদান করেন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদের রক্ষক এবং পালক হন)। [ভগবানই অপার করুণাবশে আমাদের হৃদয়ে

করেন। তিনি আমাদের সত্ত্বভাব গ্রহণের জন্য আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। বস্তুতঃ, সত্ত্বভাব প্রদান করেন, আবার তিনিই সেই সত্ত্বভাব গ্রহণের জন্য আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। বস্তুতঃ, তাঁর জিনিষই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি এই বিশ্বকে আত্মশক্তিতে রক্ষা করেন—তিনিই পালন করেন। মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রদান ক'রে তাকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করেন]।—ইত্যাদি॥ আগ্রহী পাঠক অবশিষ্ট দু'টি ঋকের বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১৭১ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ভার্গব ইট। ছন্দ : গায়ত্রী]

ত্বং ত্যমিটতো রথমিন্দ্র প্রাবঃ সুতাবতঃ। অশৃণোঃ সোমিনো হবম্ ॥ ১॥
ত্বং মখস্য দোধতঃ শিরোঽব ত্বচো ভরঃ। অগচ্ছঃ সোমিনো গৃহম্ ॥ ২॥
ত্বং ত্যমিন্দ্র মর্তমাস্ত্রবুধ্নায় বেন্যম্। মুহুঃ শ্রথ্না মনস্যবে ॥ ৩॥
ত্বং ত্যমিন্দ্র সূর্যং পশ্চা সন্তং পুরস্কৃধি। দেবানাং চিত্তিরো বশম্ ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে ইন্দ্র! ইটঋষি যখন সোম প্রস্তুত করলেন, তখন তুমি তাঁর রথ রক্ষা করলে। সোমসম্পন্ন সেই ইটের আহ্বান শ্রবণ করলে ॥১॥

যজ্ঞ কম্পান্বিত হলো, তুমি তার মস্তক শরীর হ'তে পৃথক্ করলে, সোমসম্পন্ন ইটের গৃহে গমন করলে ॥২॥

হে ইন্দ্র! অস্ত্রবুধ্নের পুত্র পুনঃ পুনঃ তোমার স্তব করলো; তা'তে তুমি বেনপুত্রকে তার বশীভূত ক'রে দিলে ॥৩॥

যখন রম্যমূর্তি সূর্য পশ্চিম দিকে গমন করেন, দেবতাগণও দেখতে পারেন না যে, তিনি কোথায় গমন করেছেন; তখন তুমি সেই সূর্যকে পুনরায় পূর্বদিকে আনয়ন ক'রে দাও ॥৪॥

টীকা — বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৭২ সূক্ত —

[দেবতা : ঊষা। ঋষি : সংবর্ত আঙ্গিরস। ছন্দ : দ্বিপদা]

আ যাহি বনসা সহ গাবঃ সচন্ত বর্তনিং যদূধভিঃ ॥ ১॥
আ যাহি বস্ব্যা ধিয়া মংহিষ্ঠো জারয়ন্মখঃ সুদানুভিঃ ॥ ২॥
পিতুভৃতো ন তন্তুমিৎ সুদানবঃ প্রতি দধ্মো যজামসি ॥ ৩॥
উষা অপ স্বসুস্তমঃ সং বর্তয়তি বর্তনিং সুজাততা ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে উষা! চমৎকার তেজের সাথে তুমি আগমন করো; এই দেখ, গাভীগণ পরিপূর্ণ আপীন (স্তন) লয়ে পথে চলেছে ॥ ১ ॥

হে উষা! উৎকৃষ্ট স্তব গ্রহণ করতে আগমন করো। এই দেখ, যজ্ঞকর্তা বিশিষ্ট দানের সামগ্রী লয়ে যৎপরোনাস্তি বদান্যতার সাথে যজ্ঞ সম্পাদন করছেন ॥ ২ ॥

এই দেখ, আমরা অন্নের সংগ্রহ ক'রে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু দান করতে উদ্যত হয়েছি, সূত্রের মতো এই যজ্ঞ বিস্তার করছি, তোমাকে যজ্ঞ প্রদান করছি ॥ ৩ ॥

উষা আপন ভগিনী রজনীর অন্ধকার নষ্ট করলেন। প্রকৃষ্টভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে রথ চালনা করলেন ॥ ৪ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৯৩ ও ১৯৫ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের যথাক্রমে ১ ও ৪ ঋক্ গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে প্রাপ্তব্য এই ঋক্ দু'টির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই রকম, যথা,—১ ঋক্—''হে ভগবন্! আপনার জ্ঞানজ্যোতির সাথে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। আপনার সম্বন্ধী যে জ্ঞানকিরণসমূহ সত্ত্বভাবপ্রবাহের দ্বারা সৎ-মার্গকে বা হৃদয়রূপ রথকে অভিসিঞ্চিত করে; সেই জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হোক।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করে আমাদের সত্ত্বভাবসমন্বিত প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন)।..[মন্ত্রটির মধ্যে উষা দেবতার সম্বোধনমূলক কোন প্রশ্নই নেই। বরং ভগবানকে সম্বোধন করাতেই সঙ্গতি দেখা যায়]।—ইত্যাদি ॥—৪ ঋক্—''জ্ঞানের উন্মেষিণী দেবী অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেন; এবং আপন তেজের দ্বারা সেগুলিকে নিজের স্বপ্রকাশক ও সৎ-মার্গ প্রাপ্ত করান। (ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে লোকসমূহকে জ্ঞান প্রদান করেন; সেই জ্ঞানের দ্বারা লোক-সকল সৎ-মার্গের অনুসারী হয়)। [অন্ধকারের মধ্যে এই যে আলোক-বিকাশ, দিগভ্রান্ত পথিককে যে এই পথ-নির্দেশ, তা এই ভগবানেরই করুণার পরিচায়ক। হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকশিত হ'লেই মানুষ আপনি থেকেই সৎপথের পথিক হয়]।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ১৭৩ সূক্ত —

[দেবতা : রাজস্তুতি। ঋষি : ধ্রুব। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

আ ত্বাহার্ষমন্তরেধি ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ।
বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধি ভ্রশৎ ॥ ১ ॥
ইহৈবৈধি মাপ চ্যোষ্ঠাঃ পর্বত ইবাবিচাচলিঃ।
ইন্দ্র ইবেহ ধ্রুবস্তিষ্ঠেহ রাষ্ট্রমু ধারয় ॥ ২ ॥
ইমমিন্দ্রো অদীধরদ্ ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষা।
তস্মৈ সোমো অধি ব্রবত্তস্মা উ ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৩ ॥
ধ্রুব দৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগদ্ধ্রুবো রাজা বিশামযম্ ॥ ৪ ॥

ধ্রুবং তে রাজা বরুণো ধ্রুবং দেবো বৃহস্পতিঃ।
ধ্রুবং ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রুবম্ ॥ ৫ ॥
ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষাভি সোমং মৃশামসি।
অথো ত ইন্দ্রঃ কেবলীর্বিশো বলিহৃতস্করৎ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রার্থ — হে রাজন্! তোমাকে রাজপদে অধিরোপিত করলাম। তুমি এই জনপদের মধ্যে প্রভু হও। অটল, অবিচলিত এবং স্থির হয়ে থাকো। তাবৎ প্রজাবর্গ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। তোমার রাজত্ব যেন নষ্ট না হয় ॥ ১ ॥

তুমি এই স্থানেই পর্বতের মতো অবিচলিত হয়ে থাকো, রাজ্যচ্যুত হয়ো না। ইন্দ্রের মতো নিশ্চল হয়ে এই স্থানে থাকো। এই স্থানে রাজ্যকে ধারণ করো ॥ ২ ॥

অক্ষয় হোমদ্রব্য প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্র এই নবাভিষিক্ত রাজাকে আশ্রয় প্রদান করেছেন। সোম তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন। ব্রহ্মণস্পতি আশীর্বাদ করেছেন ॥ ৩ ॥

আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এই সমস্ত পর্বত নিশ্চল, এই বিশ্বজগৎ নিশ্চল; ইনিও প্রজাবর্গের মধ্যে অবিচলিত রাজা হ'লেন ॥ ৪ ॥

বরুণরাজা তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতভাবে ধারণ করুন ॥ ৫ ॥

এই দেখ, অক্ষয় হোমদ্রব্যসহকারে অক্ষয় সোমরসকে সংযোজিত করছি, অতএব ইন্দ্র তোমার প্রজাবর্গকে একায়ত্ত ও করপ্রদানোন্মুখ করেছেন ॥ ৬ ॥

টীকা — এই সূক্ত রাজাকে অভিষেক করবার মন্ত্র। এটিও আধুনিক। ৩ ঋকের 'সোম' অর্থে চন্দ্রদেব।

◆ ◆

— ১৭৪ সূক্ত —

[দেবতা : রাজস্তুতি। ঋষি : অভীবর্ত। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অভীবর্তেন হবিষা যেনেন্দ্রো অভিবাবৃতে।
তেনাস্মান্ ব্রহ্মণস্পতেঽভি রাষ্ট্রায় বর্তয় ॥ ১ ॥
অভিবৃত্য সপত্নানভি যা নো অরাতয়ঃ।
অভি পৃতন্যন্তং তিষ্ঠাভি যো ন ইরস্যতি ॥ ২ ॥
অভি ত্বা দেবঃ সবিতাভি সোমো অবীবৃতৎ।
অভি ত্বা বিশ্বা ভূতান্যভীবর্তো যথাসসি ॥ ৩ ॥
যেনেন্দ্রো হবিষা কৃত্ব্যভবদ্দ্যুম্ন্যুত্তমঃ।
ইদং তদক্রি দেবা অসপত্নঃ কিলাভুবম্ ॥ ৪ ॥

অসপত্নঃ সপত্নহাভিরাষ্ট্রো বিষাসহিঃ।
যথাহমেষাং ভূতানাং বিরাজানি জনস্য চ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ — যজ্ঞসামগ্রী নিয়ে দেবতাগণের নিকট গমন করতে হয়; এইরকম যজ্ঞসামগ্রী প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্র অনুকূল হয়েছেন। হে ব্রহ্মণস্পতি! এই হেন রাজসামগ্রীসহকারে আমরা যজ্ঞ করেছি; অতএব আমাদের পদ প্রদান করো ॥ ১ ॥

যারা বিপক্ষ, যারা আমাদের হিংসাকারী শত্রু, যে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে আগমন করে, যে আমাদের দ্বেষ করে, হে রাজন্! এই হেন তাবৎ ব্যক্তির সম্মুখীন হও ॥ ২ ॥

সবিতাদেব তোমার প্রতি অনুকূল হয়েছেন; সোম অনুকূল হয়েছেন, সর্বপ্রাণী তোমার প্রতি অনুকূল; এইভাবে তুমি অভীবর্ত, অর্থাৎ সকলের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছো ॥ ৩ ॥

হে দেবগণ! যে যজ্ঞসামগ্রীর দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক ইন্দ্র সর্বজ্যেষ্ঠ হয়েছেন; আমিও তা'তেই যজ্ঞ করেছি; তা'র দ্বারা নিশ্চয়ই আমি শত্রুর মূর্ধন্য হয়েছি ॥ ৪ ॥

আমার শত্রু নেই, আমি শত্রুগণকে বধ করেছি, আমি রাজ্যের প্রভু ও বিপক্ষ নিরাকরণে সক্ষম হয়েছি। এমতে আমি তাবৎ প্রাণিবর্গের উপর এবং এইসকল লোকগণের উপর অধীশ্বর হয়েছি ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৭৫ সূক্ত —

[দেবতা : সোম প্রস্তুত করবার উপযোগী প্রস্তরসমূহ। ঋষি : ঊর্ধ্বগ্রীবা। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র বো গ্রাবাণঃ সবিতা দেবঃ সুবতু ধর্মণা। ধূর্ষু যুজ্যধ্বং সুনুত ॥ ১ ॥
গ্রাবাণো অপ দুচ্ছুনামপ সেধত দুর্মতিম্। উস্রাঃ কর্তন ভেষজম্ ॥ ২ ॥
গ্রাবাণ উপরেষ্বা মহীয়ন্তে সজোষসঃ। বৃষ্ণে দধতো বৃষ্ণ্যম্ ॥ ৩ ॥
গ্রাবাণঃ সবিতা নু বো দেবঃ সুবতু ধর্মণা। যজমানায় সুম্বতে ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ — হে প্রস্তরগণ! দেব সবিতা আপন ক্ষমতার দ্বারা তোমাদের সোম প্রস্তুত করবার জন্য নিযুক্ত করুন। তোমরা স্বকর্মে নিযুক্ত হও, সোম প্রস্তুত করো ॥ ১ ॥

হে প্রস্তরগণ! অসুখের হেতু দূর ক'রে দাও, দুর্মতি দূর ক'রে দাও। গাভীগণকে আমাদের ঔষধরূপে পরিণত করো ॥ ২ ॥

প্রস্তরগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে মধ্যবর্তী বিস্তৃত একখানি প্রস্তরের চারিপার্শ্বে শোভা প্রাপ্ত হচ্ছে। রস-বর্ষণকারী সোমের প্রতি তা'রা আপন বল প্রয়োগ করছে ॥ ৩ ॥

হে প্রস্তরগণ! দেব সবিতা সোমযাগকারী যজমানের জন্য তোমাদের যথাযোগ্যভাবে সোম প্রস্তুত করতে নিযুক্ত করুন ॥ ৪ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৭৬ সূক্ত —

[দেবতা : ঋভু, অগ্নি। ঋষি : সূনু। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

প্র সূনব ঋভূণাং বৃহন্নবন্ত বৃজনা। ক্ষামা যে বিশ্বধায়সোঽশ্নন্ ধেনুং ন মাতরম্ ॥ ১॥
প্র দেবং দেব্যা ধিয়া ভরতা জাতবেদসম্। হব্যা নো বক্ষদানুষক্ ॥ ২॥
অয়মুষ্য প্র দেবযুর্হোতা যজ্ঞায় নীয়তে।
রথো ন যোরভীবৃতা ঘৃণীবাঞ্চেতভি ত্মনা ॥ ৩॥
অয়মগ্নিরুরুষ্য-ত্যমৃতাদিব জন্মনঃ। সহসশ্চিৎ সহীয়ান্ দেবো জীবাতবে কৃতঃ ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — ঋভু-সন্তানগণ তুমুল সংগ্রাম করবার জন্য নির্গত হ'লেন। যেমন বৎসগণ জননীভূতা গাভীকে বেষ্টন ক'রে দণ্ডায়মান হয়, সেইরকম তাঁরা জগৎ ধারণ করবার জন্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হ'লেন ॥ ১ ॥

দেব অগ্নিকে দেবযোগ্য স্তবের দ্বারা প্রসন্ন করো। তিনি যথানিয়মে আমাদের হব্য বহন করুন ॥ ২ ॥

এই সেই অগ্নি, ইনি দেবতাগণের নিকটে গমন করেন; ইনি হোতা, যজ্ঞের জন্য এঁকে স্থাপনা করা হয়। ইনি রথের মতো হব্য লয়ে গমন করেন। পুরোহিত এঁকে চতুর্দিকে বেষ্টন ক'রে আছে; ইনি কিরণসম্পন্ন; নিজেই জানেন কিভাবে যজ্ঞ করতে হয় ॥ ৩ ॥

এই অগ্নি রক্ষা বিধান করেন; যেহেতু এঁর উৎপত্তি অমৃতবৎ, ইনি বলবানের অপেক্ষাও বলবান। ইনি পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য উৎপাদিত হয়েছেন ॥ ৪ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৭৭ সূক্ত —

[দেবতা : মায়া। ঋষি : প্রাজাপত্য পতঙ্গ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

পতঙ্গমক্তমসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ।
সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ো বি চক্ষতে মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ ॥ ১॥
পতঙ্গো বাচং মনসা বিভর্তি তাং গন্ধর্বোঽবদদ্গর্ভে অন্তঃ।
তাং দ্যোতমানাং স্বর্যং মনীষামৃতস্য পদে কবয়ো নি পান্তি ॥ ২॥

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আ বরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — বিদ্বান্‌গণ মনে মনে আলোচনাপূর্বক মানস চক্ষে একটি পতঙ্গের দর্শন প্রাপ্ত হন, দেখেন যে অসুরের মায়া তা'কে আক্রমণ করেছে। পণ্ডিতগণ বলেন যে, তা সমুদ্রের মধ্যে ঘটছে। তাঁরা বিধাতার কিরণসমূহের ধামে গমন করতে ইচ্ছা করেন ॥ ১ ॥

পতঙ্গ মনে মনে বাক্যকে ধারণ করেন; গন্ধর্ব তাঁকে সেই বাক্য শিক্ষা দিয়েছে; সেই বাণী দিব্যরূপিণী, স্বর্গসুখের প্রদানকর্ত্রী, বুদ্ধির অধীশ্বরী। বিদ্বান্‌গণ সেই বাণীকে সত্যের পথে রক্ষা করেন ॥ ২ ॥

দেখলাম, এক গোপাল তা'র কখনও পতন নেই; কখনও নিকটে, কখনও দূরে, নানা পথে ভ্রমণ করছে। সে কখনও অনেক বস্ত্র একত্রে পরিধান করছে, কখনও পৃথক্ পৃথক্ পরিধান করছে। এইভাবে সে বিশ্বসংসারের মধ্যে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করছে ॥ ৩ ॥

টীকা — ১ ঋকের বক্তব্য—জীবাত্মা মায়াতে আচ্ছন্ন, তা চিন্তার দ্বারা জানা যায়। সমুদ্রবৎ পরব্রহ্মের মধ্যেই এই জীবাত্মা বিদ্যমান আছেন; পরমাত্মার ধাম আলোকময়, তথায় গমন করলেই মায়া হ'তে মুক্তি। সায়ণ ॥ ২ ঋকের বক্তব্য—জীবাত্মার মনে বীজরূপে সকল শব্দ বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ দেবতা তাঁর মনে গর্ভাবস্থায় সেই বীজ আধান ক'রে রাখেন। বাক্যের শক্তি অসীম, বুদ্ধিমানগণ বাক্যকে কখনও মিথ্যার দিকে নিয়ে যান না। সায়ণ ॥ ৩ ঋকের বক্তব্য—জীবাত্মার ধ্বংস নেই, নানা যোনি ভ্রমণ করেন। কোন জন্মে নানা গুণ ধরেন, কোন জন্মে দুটি একটি গুণ ধরেন। নিকৃষ্ট যোনিতে অল্পই গুণ থাকে, উৎকৃষ্ট যোনিতে অনেক গুণ প্রদর্শন করা হয়। বলা বাহুল্য যে, এই জীবাত্মা সম্বন্ধীয় সূক্তটি আধুনিক।

◆ ◆

— ১৭৮ সূক্ত —

[দেবতা : তার্ক্ষ্য। ঋষি : তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

ত্যমূ ষু বাজিনং দেবজূতং সহাবানং তরুতারং রথানাম্।
অরিষ্টনেমিং পৃতনাজমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম ॥ ১ ॥
ইন্দ্রস্যেব রাতিমাজোহুবানাঃ স্বস্তয়ে নাবমিবা রুহেম।
উর্বী ন পৃথ্বী বহুলে গভীরে মা বামেতৌ মা পরেতৌ রিষাম ॥ ২ ॥
সদ্যশ্চিদ্যঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ সূর্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান।
সহস্রসাঃ শতসা অস্য রংহির্ন স্মা বরন্তে যুবতিং ন শর্যাম্ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — যে তার্ক্ষ্য পক্ষী বলবান্, যাঁকে দেবতাগণ সোম আনয়নের জন্য প্রেরণ করেছিলেন, যিনি বিপক্ষ পরাভবকারী এবং শত্রুগণের রথ সকল জয় ক'রে লন, যাঁর রথ কেউ ধ্বংস করতে পারে না, যিনি সেনাগণকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন, সেই তার্ক্ষ্য পক্ষীকে আমরা মঙ্গল-কামনাতে

তার্ক্ষ্য পক্ষীর দানশক্তিকে আহ্বান করছি; যেমন ইন্দ্রের দানশক্তিকে আহ্বান ক'রি, সেইরকম এইস্থানে আহ্বান করছি ॥ ১ ॥ আমরা মঙ্গল-কামনাতে ঐ দানশক্তির উপর নৌকার মতো আরোহণ করছি; অর্থাৎ বিপদে পার হবার জন্য নৌকার মতো আশ্রয় করছি। হে দ্যাবাপৃথিবি! তোমরা বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, সর্বব্যাপী ও গম্ভীর; কি গমনের সময়, কি আগমনের সময়, আমরা যেন নিধন না হই ॥ ২ ॥

সূর্য যেমন আপন তেজের দ্বারা বৃষ্টিবারি বিস্তারিত করেন, সেইরকম সেই তার্ক্ষ্য পক্ষী অতি শীঘ্র পঞ্চজনপদের মনুষ্যকে অন্নের দ্বারা পরিপূর্ণ ভাণ্ডার ক'রে দিলেন। তাঁর যে আগমন, তা সাতসহস্র সংখ্যায় দান করে। যেমন বাণ যখন লক্ষ্যে সংলগ্ন হয়, তখন তাকে কেউই বাধা প্রদান করতে পারে না, সেইরকম তার্ক্ষ্যের আগমন কেউ বাধা দিতে পারে না ॥ ৩ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১৫৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের ১ ঋক্‌টি বিশেষ বিশ্লেষণ সহ গৃহীত হয়েছে; যথা,—"সৎকর্মবিধায়ক, সর্বশক্তিমান্‌, দেবভাবপ্রদায়ক, সৎকর্মসাধনসামর্থ্য-প্রদাতা, রিপুবিমর্দক, আশুমুক্তিদায়ক, জ্যোতির্ময় সেই অনন্তস্বরূপ দেবতাকে আমরা পরম মঙ্গল-লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে যেন আহ্বান ক'রি।" (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয়ে ভগবান্‌ আবির্ভূত হোন)।—ইত্যাদি ॥

◆ ◆

— ১৭৯ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ঔশীনর শিবি, কাশিরাজ প্রতর্দন ও রৌহিদশ্ব বসুমনা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্‌, ত্রিষ্টুপ্‌]

উত্তিষ্ঠতাব পশ্যতেন্দ্রস্য ভাগমৃত্বিয়ম্‌।
যদি শ্রাতো জুহোতন যদ্যশ্রাতো মমত্তন ॥ ১ ॥
শ্রাতং হবিরো ষ্বিন্দ্র প্র যাহি জগাম সূরো অধ্বনো বিমধ্যম্‌।
পরি ত্বাসতে নিধিভিঃ সখায়ঃ কুলপা ন ব্রাজপতিং চরন্তম্‌ ॥ ২ ॥
শ্রাতং মন্য ঊধনি শ্রাতমগ্নৌ সুশ্রাতং মন্যে তদৃতং নবীয়ঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য দধ্নঃ পিবেন্দ্র বজ্রিন্‌ পুরুকৃজ্জুষাণঃ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — হে পুরোহিতগণ! গাত্রোত্থান করো। সময়োচিত ইন্দ্রের যে যজ্ঞভাগ, তা'র উদ্যোগ করো। যদি তা পক্ক হয়ে থাকে, হোম করো; যদি পক্ক না হয়ে থাকে, উৎসাহিত হও, অর্থাৎ উৎসাহপূর্বক পাক করো ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র! এই হব্য পাক করা হয়েছে, এর নিকটে আগমন করো। দেখ, সূর্যদেব আপন দৈনন্দিন পথের অর্ধেক অতিক্রম করেছেন। এই দেখ, যে কুলতিলক পুত্রগণ ইতস্তত বিচরণকারী গৃহকর্তার মুখাপেক্ষা করে, সেইরকম বন্ধুগণ বিবিধ যজ্ঞসামগ্রী লয়ে তোমার প্রতীক্ষা করছেন ॥ ২ ॥

গাভীর আপীনের মধ্যে দুগ্ধ একরকম পাক করা হয়; আমি জ্ঞান ক'রি যে, পরে তা অগ্নিতে

পাক হয়ে অতি উত্তম পাকের অবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং অতি পবিত্র নবীন মূর্তি ধারণ করে। হে ধনধন বিতরণকারী বজ্রধারী ইন্দ্র। দুই প্রহরের যজ্ঞে তোমাকে যে দধি প্রদান করা হচ্ছে, তা আহ্লাদ সাথে পান করো ॥ ৩ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৮০ সূক্ত —

[দেবতা : ইন্দ্র। ঋষি : ঐন্দ্র জয়। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্র সসাহিষে পুরুহূত শত্রূঞ্জ্যেষ্ঠস্তে শুষ্ম ইহ রাতিরস্তু।
ইন্দ্রা ভর দক্ষিণেনা বসূনি পতিঃ সিন্ধূনামসি রেবতীনাম্ ॥ ১ ॥
মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ পরাবত আ জগন্থা পরস্যাঃ।
সৃকং সংশায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং বি শত্রূন্তাঢ়্হি বি মৃধো নুদস্ব ॥ ২ ॥
ইন্দ্র ক্ষত্রমভি বামমোজোহজায়থা বৃষভ চর্ষণীনাম্।
অপানুদো জনমমিত্রায়ন্তমুরুং দেবেভ্যো অকৃণোরু লোকম্ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — হে পুরুহূত। তুমি বিপক্ষগণকে পরাভব ক'রে থাক। তোমার তেজ সর্বশ্রেষ্ঠ। এইস্থানে তোমার দান প্রবৃত্ত হোক। হে ইন্দ্র। দক্ষিণ হস্তে ক'রে পরিপূর্ণ ধন প্রদান করো; তুমি ধনপূর্ণ নদী সকলের, অর্থাৎ ধনের স্রোতের অধীশ্বর ॥ ১ ॥

পর্বতবাসী ক্ষুদ্রচরণবিশিষ্ট পশু যেমন যেমন ঘোরাকৃতি, হে ইন্দ্র। সেইরকম তুমি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে অতিদূরবর্তী স্বর্গধাম হ'তে আগমন করেছো, সর্বত্র গতিশীল তীক্ষ্ণ বজ্রকে আরও শাণিত ক'রে শত্রুগণকে তাড়না করো, বিপক্ষগণকে দূরীকৃত করো ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র। তুমি এমন সুন্দর তেজ নিয়ে জন্মেছো যে তেজের দ্বারা পরের অত্যাচার নিবারণ ক'রে থাক। তুমি মনুষ্যবর্গের কামনা পূর্ণ কর; শত্রুতাচরণকারী লোকগণকে তুমি বিতাড়িত ক'রে দিয়েছো। দেবতাগণের জন্য ভুবন বিস্তীর্ণ ক'রে দিয়েছো ॥ ৩ ॥

টীকা — এই সূক্তের ২ ঋক্‌টি আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭৮৯ পৃষ্ঠায় গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এইটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম; যথা,—"ভগবন্ হে ইন্দ্রদেব। আপনি তীক্ষ্ণায়ুধকরণ কঠোরস্বভাব সিংহতুল্য ভয়ঙ্কর হন; দ্যুলোক হ'তে আপনি আগমন করুন, আমাদের প্রাপ্ত হোন; আগমন ক'রে সর্বত্রগমনশীল তীক্ষ্ণ বজ্রায়ুধকে রিপুনাশের উপযুক্ত ক'রে, সেই অস্ত্রের দ্বারা রিপুগণকে বিশেষভাবে বিনাশ করুন; আমাদের শত্রুসমূহকে সম্যক্‌রূপে পরাজয় করুন।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের রিপুসমূহকে বিনাশ করুন; সেই পরমদয়াল দেব আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [এই মন্ত্রের প্রথম অংশে—পাপনাশের জন্য ভগবান্ যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন, একটি উপমার দ্বারা তা-ই বর্ণিত হয়েছে। সেই উপমা—'কুচরঃ গিরিষ্ঠাঃ মৃগঃ ন ভীমঃ—পর্বতচারী ভীষণ দুর্দান্ত সিংহের মতো ভয়ঙ্কর তিনি। 'কুচর' পদের অর্থ 'কুৎসিৎ-চরণ', অর্থাৎ যার পদ নখর ইত্যাদির জন্য

কুৎসিৎ হয়েছে। অথবা কুৎসিৎ ব্যবহার হয় ব'লে চরণকে 'কুচরঃ' বলা যায়। কারণ, পদের কার্য গমনাগমন; কিন্তু তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত পায়ের দ্বারা যখন আক্রমণ করা যায়, তখন পদের কার্যের বিসদৃশ ব্যবহার হয়। সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র জন্তুগণ পদের দ্বারা আক্রমণ আত্মরক্ষা প্রভৃতিও করে, তাই তাদের 'কুচরঃ' বলা হয়। 'গিরিষ্ঠাঃ' পদের অন্তর্নিহিত ভাব এই যে, যারা পর্বতে বাস করে, তারা কঠোরস্বভাব হয়; অধিকন্তু পর্বতের কঠোরতার সাথে ভগবানের কঠোরতার তুলনাও 'গিরিষ্ঠাঃ' পদের অন্য উদ্দেশ্য। সাধারণ হিংস্র জীবগণ পর্বতে নিবাসকারী হ'লে তাদের স্বভাবজাত দুর্দান্ত ভাব আরও বর্ধিত হয়। উপর্যুক্ত উপমার দ্বারা এটাই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, করুণানিধান ভগবান্ বিশ্বরিপুনাশের জন্য ভীষণাদপি ভীষণরূপ কঠোর থেকে কঠোরতর ভাব পরিগ্রহণ করেন। কারণ তখন ধ্বংসেই সৃষ্টির নামান্তর। পাপের বিনাশেই পুণ্যের প্রতিষ্ঠা। তাই প্রলয়ে সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে। ধ্বংস ও সৃষ্টি উভয় একসঙ্গেই থাকতে পারে এবং বিশ্বরক্ষার জন্যই ধ্বংসের প্রয়োজন হয়। তিনি সাধুদের পরিত্রাণ ও দুর্বৃত্তদের বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন—এ তো চিরন্তন। এই মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের সেই চিরন্তনী প্রতিশ্রুতির ভাবই পরিস্ফুট হচ্ছে। ভগবানের এই ধ্বংসশক্তির পরিচয় দিয়েই মন্ত্র বলছেন—'হে দয়াল প্রভু, আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। আমরা শত্রুকুলের দ্বারা পরিবেষ্টিত, আমাদের রক্ষা করুন, আপনার ভীষণ অস্ত্র ভীষণতর করুন, আমাদের রিপুকুলকে বিতাড়িত করুন।—মন্ত্রটির প্রথম অংশের নিত্যসত্যের সাথে শেষ অংশের প্রার্থনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রথম অংশে যে সত্য প্রকটিত হয়েছে, সেই সত্যের উপর ভিত্তি ক'রেই প্রার্থনা করা হয়েছে]—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১৮১ সূক্ত —

[দেবতা : বিশ্বদেবগণ। ঋষি : প্রথ বাসিষ্ঠ, সপ্রথ ভারদ্বাজ, ঘর্ম সৌর্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রথশ্চ যস্য সপ্রথশ্চ নামানুষ্টুভস্য হবিষো হবির্যৎ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণো রথন্তরমা জভারা বসিষ্ঠঃ ॥ ১॥
অবিন্দন্তে অতিহিতং যদাসীদ্যজ্ঞস্য ধাম পরমংগুহা যৎ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণোর্ভরদ্বাজো বৃহদা চক্রে অগ্নেঃ ॥ ২॥
তেঽবিন্দন্মনসা দীধ্যানা যজুঃ ষ্কন্নং প্রথমং দেবযানম্।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণোরা সূর্যাদভরন্ ঘর্মমেতে ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — প্রথ নামে যাঁর পুত্র অর্থাৎ বসিষ্ঠ, এবং সপ্রথ নামে যাঁর পুত্র অর্থাৎ ভরদ্বাজ; তাঁর মধ্যে বসিষ্ঠ ধাতার নিকট, দীপ্তিময় সবিতা দেবের নিকট এবং বিষ্ণুর নিকট হ'তে "রথন্তর" আহরণ করেছেন। তা অনুষ্টুপছন্দোবিশিষ্ট ঘর্ম নামক হবির পবিত্রতাধায়ক ॥১॥

যে অতিগূঢ় "বৃহতের" দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, যা কেউই জানতো না, তা সবিতা প্রভৃতি আবিষ্কৃত করেছিলেন। ভরদ্বাজ ধাতা দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু এবং অগ্নির নিকট হ'তে সেই "বৃহৎ" আবিষ্কৃত করলেন ॥২॥

যে অভিষেকক্রিয়ানিষ্পাদক "ঘর্ম" যজ্ঞকার্যে অতি প্রধানরূপে উপযোগী হয়ে থাকে, ধাতা প্রভৃতি দেবতাগণ তা মনে মনে ধ্যান ক'রে আবিষ্কৃত করেছেন। এইসকল পুরোহিতগণ ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু ও সূর্যের নিকট হ'তে সেই ঘর্ম আহরণ করেছেন ॥৩॥

টীকা — এই অতিশয় অস্পষ্ট সূক্তটি আধুনিক, তা বলা বাহুল্য। সায়ণ রথন্তর অর্থে রথান্তর সাম, বৃহৎ অর্থে বৃহৎ সাম এবং ঘর্ম অর্থে যজুর্বেদের অংশ করেছেন॥—আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ২৫১ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে, সেটির বিশ্লেষণ এইরকম, যথা,—"প্রার্থনাপরায়ণ জ্যোতির্ময় জ্ঞানীব্যক্তির যে ভগবৎ-পূজোপকরণ বিখ্যাত এবং ভগবৎ-প্রাপক হয়, জ্ঞানী ব্যক্তি সেই প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-পূজোপকরণ-রূপ সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যই জ্যোতির্ময় জগৎ প্রসবিতা এবং জগৎ-ধারণকারী জগৎব্যাপক দেব হ'তে প্রাপ্ত হন।" (নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এই মন্ত্রটির ভাব এই যে,—জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবান্ থেকেই ভগবান্-প্রাপক সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রাপ্ত হন)। [এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য কোথা থেকে বসিষ্ঠের পুত্র প্রথ এবং ভরদ্বাজের পুত্র সপ্রথকে এনে উপস্থিত করেছেন। মন্ত্রের কোথায়ও তাঁদের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই, এবং এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য তাঁদের কোন আবশ্যকতাও নেই। 'প্রথ' পদের ধাতুগত অর্থ 'বিখ্যাত'। 'সপ্রথঃ' প্রসঙ্গেও তা-ই। 'বসিষ্ঠ' পদের 'জ্ঞানী' অর্থ পূর্বাপরই গৃহীত হয়েছে]॥

◆ ◆

— ১৮২ সূক্ত —

[দেবতা : বৃহস্পতি। ঋষি : বার্হস্পত্য তপুর্মূর্ধা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বৃহস্পতির্নয়তু দুর্গহা তিরঃ পুনর্নেষদঘশংসায় মন্ম।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় শং যোঃ ॥ ১॥
নরাশংসো নোঽবতু প্রযাজে শং নো অস্ত্বনুযাজো হবেষু।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় শং যোঃ ॥ ২॥
তপুর্মূর্ধা তপতু রক্ষসো যে ব্রহ্মদ্বিষঃ শরবে হন্তবা উ।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় শং যোঃ ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — বৃহস্পতি। দুর্গতিসমূহকে নষ্ট করুন, পাপনাশের জন্য স্তবের স্ফূর্তি ক'রে দিন। অকল্যাণ নষ্ট করুন, দুর্মতি দূর করুন, যজমানের রোগ নাশ ও ভয় অপহরণ করুন ॥১॥

প্রযাজের সময় নরাশংস আমদের রক্ষা করুন; যজ্ঞকালে অনুযাজ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, অকল্যাণ নষ্ট করুন, দুর্মতি দূর করুন, যজমানের রোগ নাশ ও ভয় অপহরণ করুন ॥২॥

স্তোত্রদ্বেষী রাক্ষসগণকে বৃহস্পতি আপন প্রতপ্ত মস্তকের দ্বারা বাধিত করুন। তা হ'লে হিংসাকারী নিধন প্রাপ্ত হবে। (অবশিষ্ট পূর্ব ঋকের মতো) ॥৩॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্বানুসারী।

◆ ◆

— ১৮৩ সূক্ত —

[দেবতা : যজমান, যজমানপত্নী ও হোতার আশিস্। ঋষি : প্রাজাপত্য প্রজাবান্। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অপশ্যং ত্বা মনসা চেকিতানং তপসো জাতং তপসো বিভূতম্।
ইহ প্রজামিহ রয়িং ররাণঃ প্র জায়স্ব প্রজয়া পুত্রকাম ॥ ১ ॥
অপশ্যং ত্বা মনসা দীধ্যানাং স্বায়াং তনূ ঋত্ব্যে নাধমানাম্।
উপ মামুচ্চা যুবতির্বভূয়াঃ প্র জায়স্ব প্রজয়া পুত্রকামে ॥ ২ ॥
অহং গর্ভমদধামোষধীম্বহং বিশ্বেষু ভুবনেম্বন্তঃ।
অহং প্রজা অজনয়ং পৃথিব্যামহং জনিভ্যো অপরীষু পুত্রান্ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — হে যজমান্। আমি মনের চক্ষে তোমাকে দর্শন করলাম, তুমি জ্ঞানবান তপস্যা হ'তে উৎপন্ন, তপস্যার দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছো। এইস্থানে সন্তানসন্ততি ও ধন লাভপূর্বক প্রীতিযুক্ত হও। পুত্রই তোমার কামনা, অতএব পুত্র উৎপাদন করো ॥ ১ ॥

হে পত্নি। আমি মনের চক্ষে দর্শন করলাম যে, তোমার মূর্তি উজ্জ্বল, তুমি আপন শরীরে যথাযোগ্য কালে গর্ভাধান কামনা করছো। তুমি পুত্র কামনা করেছো; আমার নিকটে তুমি উন্নত শরীরবতী যুবতী হও, তোমার সন্তান উৎপন্ন হোক ॥ ২ ॥

আমি হোতা, আমি বৃক্ষলতা ইত্যাদিতে গর্ভাধান করি, আমি সমস্ত ভুবনের মধ্যে গর্ভাধান করাতে পারি। আমি পৃথিবীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছি; আমি নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীর গর্ভেও পুত্র উৎপাদন করেছি ॥ ৩ ॥

টীকা — এটি গর্ভসঞ্চারকরণ বিষয়ক মন্ত্র এবং এটি যে আধুনিক তা বলা বাহুল্য।

◆ ◆

— ১৮৪ সূক্ত —

[দেবতা : বিষ্ণু, ত্বষ্টা প্রভৃতি। ঋষি : ত্বষ্টা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ১ ॥
গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবা ধত্তাং পুষ্করস্রজা ॥ ২ ॥
হিরণ্ময়ী অরণী যং নির্মন্থতো অশ্বিনা।
তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — বিষ্ণু নারীর অঙ্গকে গর্ভাধানের উপযুক্ত ক'রে দিন; ত্বষ্টা গর্ভস্থ সন্তানের অবয়ব স্থির ক'রে দিন; প্রজাপতি শুক্রপাতন করুন; ধাতা তোমার গর্ভকে ধারণ করুন ॥ ১ ॥

হে সিনীবালী! গর্ভকে ধারণ করো; হে সরস্বতী! তুমিও গর্ভকে ধারণ করো। পদ্মমালাধারী দেব অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভ উৎপাদন করুন ॥ ২ ॥

হে পত্নি! অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভস্থ যে সন্তানের জন্য সুবর্ণনির্মিত দুই অরণি পরস্পর ঘর্ষণ করেছেন, দশম মাসে প্রসব হবার জন্য তোমার সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আমরা আহ্বান করছি ॥ ৩ ॥

টীকা — এই সূক্তটিও গর্ভসঞ্চারকরণের মন্ত্র। এটিও আধুনিক। আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৮৫ সূক্ত —

[দেবতা : অদিতি। ঋষি : সত্যধৃতি বারুণি। ছন্দ : গায়ত্রী]

মহি ত্রীণামবোঽস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥ ১ ॥
নহি তেষামমা চন নাধ্বসু বারণেষু। ঈশে রিপুরঘশংসঃ ॥ ২ ॥
যস্মৈ পুত্রাসো অদিতেঃ প্র জীবসে মর্ত্যায়। জ্যোতির্যচ্ছন্ত্যজস্রম্ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — আমরা যেন মিত্র, অর্যমা ও বরুণ এই তিন দেবতার আশ্রয় লাভ করি। ঐ আশ্রয় সতেজ, দুর্ধর্ষ ও মহৎ ॥ ১ ॥

কি গৃহে, কি পথে, কি দুর্গম-স্থানে, তাঁদের আশ্রিত ব্যক্তিদের উপর কোনও দ্বেষকারী শত্রুর ক্ষমতা চলে না ॥ ২ ॥

ঐ তিন অদিতি সন্তান যে মনুষ্যকে নিরন্তর জ্যোতি দান করেন, তার জীবন রক্ষা হয়, কোন শত্রুর ক্ষমতা তার উপর চলে না ॥ ৩ ॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ১০৮ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি গৃহীত হয়েছে। সেটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এইরকম, যথা,—"মিত্রস্থানীয় 'মিত্রদেবতার', গতিকারক পথপ্রদর্শক 'অর্যমন্ দেবতার', করুণাবারি বর্ষক 'বরুণদেবতার'—এই তিন দেবতার শত্রুনাশক তেজঃ এবং মহৎ রক্ষণ আমাদের অধিগত হোক।" [প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় তাঁর ঐ তিন বিভূতিধারী দেবতার তেজঃ ও রক্ষা আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকুক] ॥

◆ ◆

— ১৮৬ সূক্ত —

[দেবতা : বায়ু। ঋষি : উল বাতায়ন। ছন্দ : গায়ত্রী]

বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ১ ॥

উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা। স নো জীবাতবে কৃধি ॥ ২॥
যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতস্য নিধির্হিতঃ। ততো নো দেহি জীবসে ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — বায়ু ঔষধের মতো হয়ে প্রবাহিত হ'তে থাকুন; তিনি কল্যাণকর, সুখকর হোন ॥ ১ ॥

হে বায়ু! তুমি আমাদের পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুর মতো। এই হেন তুমি আমাদের জীবনের ঔষধ ক'রে দাও ॥ ২ ॥

হে বায়ু! তোমার গৃহের মধ্যে ঐ যে অমৃতের নিধি সংস্থাপিত আছে, তা হ'তে অমৃত লয়ে প্রদান করো; আমাদের জীবন দান করো ॥৩॥

টীকা — আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৭৭৬ পৃষ্ঠায় এই সূক্তের সব ঋক্‌গুলিই গৃহীত হয়েছে। ১০৮ পৃষ্ঠাতেও অবশ্য প্রথম ঋক্‌টি আছে। সেই সূত্রে এই তিনটি ঋকেরই বিশেষ বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। যথা,—১ ঋক্—"হে ভগবন্! আপনার কৃপায় বায়ু আমাদের হৃদয়ে ব্যাধিনাশক শান্তিপ্রদ ঔষধ আনয়ন করুন; এবং আমাদের জীবনকালকে প্রবর্ধিত করুন।" (ভাব এই যে,—বায়ু আমাদের প্রাণশক্তি দান করুন)। [বায়ু সর্বব্যাপী। বায়ু প্রাণরূপে অবস্থিত। সুতরাং বায়ু যদি মানুষের ব্যাধিনাশক ও সুখ-সাধক হয় তাহলে উদ্বেগের কারণ আর বিশেষ কিছু থাকে না। তাই প্রার্থনা জানান হচ্ছে,—'বায়ু আমাদের ঔষধস্বরূপ হোক।' 'বায়ু আমাদের ব্যাধিনাশক ও সুখসাধক হোক।'—এখানে লক্ষ্য করা যায়, ঋগ্বেদ-সংহিতার ভাষ্য ইত্যাদিতে এই মন্ত্রের দেবতা 'বায়ু' ব'লে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু এখানে 'ইন্দ্র'ই দেবতা ব'লে প্রতিপন্ন হয়। যদিও ভাষ্য ইত্যাদি সে ভাব প্রকাশ নেই। কিন্তু তাৎপর্যার্থে তা-ই সিদ্ধান্তিত হয়ে থাকে। অথচ, বায়ুও একজন দেবতা। তাহলে তাঁর শান্তিপ্রদ মূর্তি দেখবার জন্য অন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয় কেন? এই সমস্যার সমাধানে দু'রকম ভাব মনে আসতে পারে। প্রথমতঃ, 'সর্বদেবময় ব্রহ্ম' ব'লে যাঁর ধারণা জন্মেছে, তাঁর কাছে বায়ু অগ্নি ইন্দ্র—সকলেই অভিন্ন। তিনি যে কোন এক দেবতাকে অবলম্বন ক'রে মূলতঃ সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবানকে সম্বোধন ক'রে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন। আমরা সেই দৃষ্টিতেই অর্থ গ্রহণ করেছি। 'হে ভগবন্' সম্বোধন—সেই দৃষ্টিতেই সূচিত হয়েছে।—দ্বিতীয়তঃ, যাঁরা দেবতায় ভেদভাব পরিকল্পনা করেন, ইন্দ্রদেবের উপাসক হ'লে তাঁরা ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন ক'রেই মন্ত্রটি উচ্চারণ করেছেন ব'লে মনে করা যেতে পারে। অথবা, বায়ুদেবতার উপাসক হ'লে, তাঁকে সম্বোধন করছেন 'বায়ু' ব'লে, মনে করতে পারি। ফলতঃ, বিভিন্ন স্তরের ও ভাবের উপাসকের পক্ষে মন্ত্রের সম্বোধন বিভিন্ন রকমে পরিকল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু সে সব সংশয় দূর হয়—যদি সাধারণতঃ ভগবৎ-সম্বোধনে মন্ত্রের প্রযুক্তি স্বীকার করা যায়। প্রার্থনা—ভেষজের। কিন্তু সে ভেষজ (ঔষধ) কেমন হওয়ার প্রয়োজন? তারই সম্বন্ধে 'শম্ভু' ও 'ময়োভূ' পদ দেখতে পাই। অর্থাৎ, সেই ঔষধ শান্তিপ্রদ ও সুখদায়ক হোক। এই পক্ষে একটি পদ বিশেষ লক্ষ্য করবার আছে। সেটি—'হৃদে' পদ। যে ঔষধ প্রার্থনা করা হচ্ছে, তা যেন হৃদয়ে আসে—এটাই এখানকার আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং এখানে প্রার্থী কি সামগ্রী চাইছেন, সহজেই বুঝতে পারা যায়। হৃদয় নির্মল হোক, হৃদয়ের কলুষকালিমা দূরে যাক, হৃদয়ে চিরশান্তি বিরাজ করুক, এই প্রার্থনাই এখানে প্রকাশমান। কিন্তু ভাষ্যের অর্থের অনুসারী হ'তে হ'লে পক্ষান্তরে এখানে জলের (বৃষ্টির) কামনা প্রকাশ পেয়েছে প্রতিপন্ন হয়। কেননা, ভাষ্যে 'ভেষজঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'ঔষধ উদকং বা' পদসমষ্টি দৃষ্ট হয়।...]।—ইত্যাদি ॥ উৎসাহী পাঠক অবশিষ্ট ঋক্ দুটির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ দেখতে পারেন।

◆ ◆

— ১৮৭ সূক্ত —

[দেবতা : অগ্নি। ঋষি : আগ্নেয় বৎস। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্রাগ্নয়ে বাচমীরয় বৃষভায় ক্ষিতীনাং। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ১॥
যঃ পরস্যাঃ পরাবতস্তিরো ধন্বাতিরোচতে। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ২॥
যো রক্ষাংসি নিজূর্বতি বৃষা শুক্রেণ শোচিষা। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৩॥
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৪॥
যো অস্য পারে রজসঃ শুক্রো অগ্নিরজায়ত। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ — হে মানবগণ! মানবগণের অধিপতি অগ্নিকে সম্বোধনপূর্বক স্তব প্রেরণ করো। তিনি আমাদের শত্রুহস্ত হ'তে উদ্ধার করুন ॥১॥

সেই অগ্নি অতি দূর দেশ হ'তে আকাশ পার হয়ে আগমন করেছেন। তিনি আমাদের শত্রুহস্ত হ'তে উদ্ধার করুন ॥২॥

বৃষ্টিবর্ষণকারী অগ্নি শুভ্রবর্ণ শিখার দ্বারা রাক্ষসগণকে বধ করছেন। তিনি আমাদের শত্রুহস্ত হ'তে উদ্ধার করুন ॥৩॥

তিনি সমস্ত ভুবনকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি আমাদের শত্রুহস্ত হ'তে উদ্ধার করুন ॥ ৪ ॥

সেই অগ্নি, এই দ্যুলোকের অপর পারে শুভ্রবর্ণ মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের শত্রুহস্ত হ'তে উদ্ধার করুন ॥ ৫ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৮৮ সূক্ত —

[দেবতা : জাতবেদা অগ্নি। ঋষি : আগ্নেয় শ্যেন। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্র নূনং জাতবেদসমশ্বং হিনোত বাজিনম্। ইদং নো বর্হিরাসদে ॥ ১॥
অস্য প্র জাতবেদসো বিপ্রবীরস্য মীড়্হুষঃ। মহীমিয়র্মি সুষ্টুতিম্ ॥ ২॥
যা রুচো জাতবেদসো দেবত্রা হব্যবাহনীঃ। তাভির্নো যজ্ঞমিন্বতু ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — হে পুরোহিতগণ! জাতবেদা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করো। তিনি চতুর্দিক্‌ব্যাপী, তিনি অম্লান্। তিনি আগমন ক'রে কুশে উপবেশন করুন ॥১॥

এই যে জাতবেদা অগ্নি, বুদ্ধিমান যজমানগণ যাঁর পক্ষে পুত্রবৎ, যিনি বৃষ্টিবারি সেচন করেন, এঁর জন্য এই বিস্তারিত ও অতি সুন্দর স্তব করছি ॥ ২ ॥

জাতবেদা অগ্নির যে সকল শিখা আছে, তার দ্বারা তিনি দেবতাগণের নিকেট হব্য বহন করেন; সেইগুলি লয়ে আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন ॥ ৩ ॥

টীকা — আমাদের বক্তব্য পূর্ববৎ।

◆ ◆

— ১৮৯ সূক্ত —

[দেবতা : সূর্য বা সার্পরাজ্ঞী। ঋষি : সার্পরাজ্ঞী। ছন্দ : গায়ত্রী]

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রয়ন্ত্স্বঃ ॥ ১ ॥
অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী। ব্যখ্যন্মহিষো দিবম্ ॥ ২ ॥
ত্রিংশদ্ধাম বি রাজতি বাক্‌পতঙ্গায় ধীয়তে। প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ — এই যে উজ্জ্বল বর্ণধারী বৃষ অর্থাৎ সূর্য, ইনি প্রথমে আপন মাতা পূর্বদিককে আলিঙ্গন করলেন, পরে আপন পিতা আকাশের দিকে গমন করছেন ॥ ১ ॥

এঁর দেহের মধ্যে দীপ্তি বিচরণ করছে, সেই দীপ্তি এঁর প্রাণের মধ্য হ'তে নির্গত হয়ে আসছে। ইনি বৃহৎ হয়ে আকাশ ব্যাপ্ত করলেন ॥ ২ ॥

এই সূর্যের ত্রিংশৎস্থান শোভা প্রাপ্ত হচ্ছে। এই গমনশীল সূর্যের উদ্দেশে স্তব উচ্চারিত হচ্ছে। প্রতিদিন তিনি আপন কিরণে ভূষিত হন ॥ ৩ ॥

টীকা — সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ত্রিংশৎধাম, অর্থাৎ ত্রিংশৎ মুহূর্ত। দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত। সুতরাং প্রতিদিন ত্রিশ মুহূর্ত। সায়ণ ॥

আমাদের প্রকাশিত 'সামবেদ-সংহিতা'-র ৫৬৭ পৃষ্ঠায় এবং ২৬৪ পৃষ্ঠাতেও এই সূক্তের তিনটি ঋক্‌ই গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রে এগুলির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণও দ্রষ্টব্য; যথা,—১ ঋক্—"জ্যোতির্ময় পবাজ্ঞান জগতে ব্যাপ্ত হয়ে সাধককে আপন মাতৃস্থানীয় ভগবৎশক্তিকে (অথবা, ভক্তিতে) প্রাপ্ত করায়, এবং পিতৃস্থানীয় ভগবানকে (অথবা, সৎকর্মকে) প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত করায়।" (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধক জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি লাভ করেন)। ['গৌঃ' পদে 'জ্ঞান' 'জ্ঞানকিরণ' প্রভৃতি অর্থের পরিবর্তে ভাষ্যকার সহসা 'গমনশীলঃ' অর্থ গ্রহণ ক'রে একইরকম জটিলতা ঘটিয়েছেন)। 'মাতরং' 'পিতরং'-এর ব্যাখ্যায় বলা যায়—ভগবান্ ও ভগবৎ-শক্তিই জীবের পিতামাতা। অথবা ভক্তিই মাতৃস্নেহে মানুষকে ভগবানের চরণে পৌঁছিয়ে দেন, এবং সৎকর্মের প্রভাবে মানুষ পাপ মোহ প্রভৃতি রিপুগণের হাত থেকে রক্ষা পায়। হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হ'লে মানুষ ভগবানের চরণপ্রাপ্ত হয়]।—ইত্যাদি ॥—২ ঋক্—"এই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের দীপ্তি, প্রাণপান-বায়ুর প্রযোজক হয়ে, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে (শরীরের অভ্যন্তরে) বিচরণ করছে (প্রাণব্যাপার সম্পাদন করছে); কর্মফলদাতা সেই অগ্নি, দ্যুলোককে (স্বর্গের স্বরূপতত্ত্ব) প্রকাশ করেন। (ভাব এই যে,—যে অগ্নি জ্ঞানরূপে বিদ্যমান আছেন, প্রাণ ও অপান বায়ুরূপে তিনিই

সর্বত্র বিরাজিত রয়েছেন)। [এই মন্ত্রের 'মহিষঃ' এবং 'প্রাণাদপানতী' পদ দুটি অনুধাবনার বিষয়। 'মহিষঃ' পদে অগ্নিকে বোঝায়। কেউ বা ঐ পদে 'বিদ্যুৎ' অর্থ গ্রহণ করেছেন। অগ্নি কর্মফল দান করেন; তাই তাঁর নাম 'মহিষঃ'। প্রাণবায়ু সংরক্ষণ এবং অপানবায়ু নিঃসরণ—এটাই জীবনরক্ষার মূল। যোগিগণ যোগের প্রভাবে যথেচ্ছভাবে প্রাণবায়ু ধারণ ও অপানবায়ু নিঃসরণ করতে পারেন। তাই তাঁরা দীর্ঘায়ুঃ ও শক্তিমান্ হন। অগ্নিদেবের রোচনা (দীপ্তি বা জ্ঞান) বায়ুর ধারণায় ও পরিত্যাগে সমর্থ হন। তার দ্বারা দ্যুলোকের তত্ত্ব অধিগত হয়। সেই জ্ঞান অর্জন করো।—এই উপদেশ এখানে গ্রহণীয়।—ইত্যাদি॥—৩ ঋক্—"পরাজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোক; তারপর আমাদের হৃদয়-উত্থিত স্তুতি জ্ঞানসমন্বিত হয়ে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য উচ্চারিত হোক।" (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করি, ভগবৎপরায়ণ হই)। [...এখানে 'ত্রিংশদ্ধাম বিরাজতি বাক্পতঙ্গায় ধীয়তে'—অংশের সমীচীন ও সঙ্গত অর্থ অধ্যাহৃত হয়েছে—'সাধকগণ যাঁকে সর্বদা শব্দব্রহ্মস্বরূপ জেনে ধ্যান করেন, তিনি সকল কালে সকল স্থানেই বিদ্যমান আছেন।' এখন বোঝা গেল না কি—কা'কে লক্ষ্য ক'রে মন্ত্রটি উচ্চারিত হলো? আবার, মন্ত্রের শেষাংশ—'প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ'। ভাষ্যকার যা-ই বলুন, এখানে একটি 'উদ্ভাসাতে' ক্রিয়া মাত্র অধ্যাহার ক'রেই সঙ্গত অর্থ দাঁড়িয়েছে—'সেই ভগবান্ সকল কালে সকল স্থানে আপন জ্যোতিঃর দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে আছেন।'—'দ্যুভিঃ'—জ্যোতিঃর দ্বারাই তিনি উদ্ভাসিত॥—ইত্যাদি॥

◆ ◆

— ১৯০ সূক্ত —

[দেবতা : সৃষ্টি। ঋষি : মাধুচ্ছন্দস অঘমর্ষণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ ১॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ২॥
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — প্রজ্বলিত তপস্যা হ'তে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্মগ্রহণ করলো। পরে রাত্রি জন্মগ্রহণ করলো, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র ॥ ১ ॥

জলপূর্ণ সমুদ্র হ'তে সংবৎসর জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি দিন রাত্রি সৃষ্টি করছেন, তাবৎ লোকে দর্শন করছে ॥ ২ ॥

সৃষ্টিকর্তা যথাসময়ে সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করলেন ॥ ৩ ॥

টীকা — সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

◆ ◆

— ১৯১ সূক্ত —

[দেবতা : ১ ঋক্ অগ্নি, ২-৪ ঋক্ সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমত। ঋষি : সংবনন। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ।
ইলস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর ॥ ১॥
সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥ ২॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥ ৩॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ — হে অগ্নি! তুমি প্রভু; হে অভিলষিত ফলদাতা! তুমি তাবৎ প্রাণীর সাথে বিশেষভাবে মিশ্রিত আছো। তুমি যজ্ঞবেদিতে দীপ্ত হচ্ছো। আমাদের ধন দান করো ॥ ১॥

হে স্তবকর্তাগণ। তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ করো, তোমাদের মন পরস্পর একমত হোক। অধুনাতন দেবতাবৃন্দ প্রাচীন দেবতাগণের মতো একমত হয়ে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছেন ॥ ২॥

এই সকল পুরোহিতগণের মন্ত্রোচ্চারণ একরকম হোক। হে পুরোহিতগণ। আমি তোমাদের একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করছি; তোমাদের সর্বসাধারণের দ্বারা হোম করছি ॥৩॥

তোমাদের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক হোক, মন এক হোক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণভাবে একমত হও ॥ ৪॥

টীকা — সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।—শেষ ঋকে অনুবাদ সমাপ্তি উপলক্ষে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র ঋগ্বেদের জ্বলন্ত ভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে নিবেদন করতে সাহস করছেন যে, আমাদের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক হোক, মন এক হোক। আমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হই। ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নেই।

সপ্তম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডল

— দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত —

॥ ঋগ্বেদ-সংহিতা সমাপ্ত ॥